

স্কন্দ পুরাণম্।

সংগ্রহভাষ্যকম্।

১ ৭

শ্রীমন্নরসিং-কৃষ্ণদৈশায়ন-বেদবাস-বিরচিতম্।

বঙ্গানুবাদসম্মেতম্।

পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিতম্।



কলিকাতা,

৬৭৭ চৌরঙ্গী দক্ষিণ দ্বার, "বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-মোবাইল-এ এম"

শ্রীমতবর চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৫/- পনের টাকা।

ভাষ্য !

মহর্ষি বেদব্যাস জগতের উপকারার্থ যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ রচনা করেন—স্কন্দপুরাণ তাহারই অন্তর্গত। কোন কোন পুরাণসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও স্কন্দপুরাণ যে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত, এ বিষয়ে মত-ভেদ নাই।

সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ৪ লক্ষ। তন্মধ্যে এক স্কন্দপুরাণেই ৮১ হাজার এক শত শ্লোক। সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণের একপঞ্চমাংশ অপেক্ষা এই পুরাণ অধিক। এত অধিক শ্লোক আর কোন পুরাণেই নাই।

ভগবান্ বেদব্যাসের সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে মহাভারত প্রথম, এবং স্কন্দ-পুরাণ দ্বিতীয়। এক মহাভারত বাণীত স্কন্দপুরাণের সঙ্গে তুলনা দিবার গ্রন্থ আর জগতে নাই। এত উপাখ্যান, এত তীক্ষ্ণমাহাত্ম্য, এত ভক্তিবাক্য, এত উপাসনা তত্ত্ব আর কোন গ্রন্থেই উপদ্রষ্ট হয় নাই।

মহাভারত বহু স্থানে মুদ্রিত ও প্রচারিত, কিন্তু মহাভারতসদৃশ স্কন্দ-পুরাণ আর কোথাও মুদ্রিত হয় নাই—সরস অনুবাদ সহ সমগ্র স্কন্দপুরাণ—এক বিশ্বয়াবহ অপূর্ব গ্রন্থ। আমি বোগশযা য় শয়ান, সম্পাদকের গুরুভার আমার প্রতি হস্ত থাকিলেও আমি কিছুই কর নাই। যোগ্য পণ্ডিতবর্গ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। তবে, আমার সম্পাদিত ও পরিদৃষ্ট পূর্ব-প্রচারিত কাশীখণ্ড ও উৎকলখণ্ড অনুবাদেব সহিত এই স্কন্দপুরাণ মথোই আছে। উৎকলখণ্ডের নাম স্তর পুরুষোত্তম কেন্দ্রমাহাত্ম্য। আমিই যখন সম্পাদক, তখন আমিই বলিতেছি—পাঠকগণ এই মহাপুরাণ আশাস্ত পাঠ করুন, তাহ রা তৃপ্ত হইলে আমি কৃতার্থ হইব। ইতি

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

ভট্টপট্টী।

অনুবাদকের বিজ্ঞাপন ।



স্কন্দপুরাণ মহাপুরাণ । শুধু যদি মহাপুরাণ বলি, মাত্র ঐ বিশেষণটি দিয়াই ক্ষান্ত হই, ইহার বশেষত্ব-বিজ্ঞাপক আর যদি কিছু না বলি, তাহা হইলেই এ মহাপুরাণের মহত্ত্ব-ভরত্ব সমীচীনরূপে যিব্যক্ত হইয়া পড়িবে, গ্রন্থগৌরবের গণনায়,—বিষয়-বৈশিষ্ট্যের আলোচনায়,—তথা কথা-কদম্বের মভিনব অভিযাজনার নিদর্শনায় সেরূপ কখনই মনে হয় না, তাই এ স্থানে পুরাণের বিষয়, বিশেষতঃ এই মহাপুরাণের মহনীয়তার বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে বলিলে, বাথ বাগাভদ্রের পরিচয় বলিয়া কেহই বাধ হয় মনে করিবেন না ।

পুরাণ ভগবৎপ্রবর্তিত, বেদ-সম্মিত, তাই হিন্দুর নিত্য-পূজা, ভক্তি-পাঠ্য । পুরাতন বৈষ্ণবভাস্ত্র বিদিত হইবার পক্ষে পুরাণই একমাত্র সহায় । পুরাণ-সম্বন্ধে বিদেশী বিধব্দী যেরূপ ত প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে হয়, করুক; ক্ষোভ নাই, দ্বন্দ্ব নাই; কিন্তু হৃৎথের বিষয়, বিদেশীর আদর্শে অনেক স্বদেশী, দেখিয়াছি মাঝে মাঝে বলিয়া থাকেন—পুরাণবর্ণিত বিষয়গুলি পক—উহা কিছুই নহে, ব্যক্তিবিশেষের কল্পনামাত্র । সুখের বিষয়, তাঁহাদের সেই নাস্তিকতাজুষ্টি পথায় শাস্ত্রসেবী হিন্দু কখনই কর্ণপাত করে না এবং করিবেও না । বেদবিশ্বাসী হিন্দু জানে, বেদ—নিখিল বায়বের আদি-বীজভূতঃ ভগবৎস্বরূপ; সেই বেদের উপবৃদ্ধি ইতিহাস পুরাণ হইতেই হয় । গান্ধার্য ভগবান্ বিষ্ণুরূপী স্বয়ম্ নিখিল বেদ-উপবেদ-ইতিহাস-পুরাণ-বার্তা-দণ্ডনীতি-আর্য্যিকী-প্রভৃতি স্বেংপর জ্ঞানবিভূতির সহিত নিত্যই বিরাজমান ।

ক্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

“ঋগ্‌যজুঃসামাথর্কাত্মান্ বেদাদীন মুখতোহস্মজৎ ।

শাস্ত্রমিজ্যং স্মৃতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যাধাৎ ক্রমাৎ ॥

আয়ুর্কেদং ধনুর্কেদং গন্ধর্ষবেদং বেদমাগ্নয়নঃ ।

স্থাপত্যং চান্ধজদবেদং ক্রমাৎ পুর্বাদিভির্মুখৈঃ ॥

ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমৌখরঃ ।

সর্কেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সম্ভজে সর্কদর্শনঃ ॥”

অর্থাৎ অক্ষার পুর্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ক, এই বেদচতুষ্টয় আবির্ভূত হয় । আর তিনি হোতৃকর্ম্ম শাস্ত্র—অপ্রগীত মন্ত্র স্তোত্র, অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম—ইজ্যা, ও উদ্‌গাতার কর্তব্য স্মৃতিস্তোম সঙ্গীতস্বরূপ স্তোত্রার্থকৃত ঋক্ সকল এবং অক্ষকর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি কর্ম্মও যথাক্রমে বিধান রিলেন । এতদ্ভিন্ন আয়ুর্কেদ, ধনুর্কেদ, গন্ধর্ষবেদ এবং স্থাপত্যবেদ ইত্যাদি উপবেদসকলও তদীয় হাদি মুখ হইতে যথাক্রমে উদ্ভূত হইল । অপর পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ এ সকল তাঁহার বদন তে সৃষ্ট হইল ।

ভাগবত-গ্রন্থের এই মৈত্রেয়োক্তি দ্বারা পুরাণ সকল ভগবৎপ্রবর্তিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় ।

বৃহদারণ্যকস্মৃতিতে পুরাণ পুরম পুরুষের নিষ্পসিত বলিয়া বিবৃত হইয়াছে; স্মৃতি যথা—“ইতিহাসঃ পুণঃ বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ স্মৃত্যাণি বাগ্‌খ্যানান্ধনুব্যখ্যানান্ধনৈস্যৈব নিষ্পসিতানি ॥”

অথর্ক বেদ বলিয়াছেন,—“ঋচঃ সামানি ছন্দাঃসি পুরাণং যজুঃসাহ উচ্চিষ্টাঃ স্মৃতিরে সর্কে দিবি দেবা চিতাঃ ॥”

ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে,—“স হো বাচ ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যোমি যজুর্বেদং সাম-
বেদাধ্বর্যং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিতি ।”

সামবেদীয় গোপথব্রাহ্মণে পূর্বভাগে বলা হইয়াছে,—“এবমিমে সর্বে বেদা নিশ্চিতাঃ নকল্পাঃ
পরহিতাঃ সত্রীক্ষণাঃ সোপনিষৎকাঃ সেতিহাসাঃ সাধ্ব্যাঃ খ্যাতাঃ সপুরাণাঃ সস্বরাঃ ।”

শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে—“এবং বিদ্বান্ বাকো বাক্যমিতিহাসঃ পুরাণমিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে
চ এনং তৃণাস্তপয়ন্তি সর্গৈঃ কামৈঃ সর্গৈর্ভোগৈঃ ।”

এইরূপে পুরাণোপপত্তির প্রমাণ ভুরি ভুরি আছে। বেদে উপনিষদাদিতে সর্বত্রই পুরাণের
উপপত্তি। তাই ইহা বেদশাসিত হিন্দুর নিকট বেদবৎ সমাদৃত ও পূজ্য। অনেক অদ্বন্দ্বশী
পুরাণটা কিছুই নহে বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন; মুখে বলেন—বেদোক্তি মানি; পুরাণ বেদসম্মত
নহে, কল্পনার বস্তু; তাঁহার জ্ঞানিয়া রাখিবেন যে, পুরাণ একটা যাতা জিনিস নয়; যে সে
ইহার প্রণেতা নয়; পুরাণ ভগবৎপ্রবর্তিত বেদসম্মত যুগপরম্পরাগত বস্তু। পুরাণবর্ণনা অলীক
নহে; নিত্য-সিদ্ধ বেদে তাহার ওহ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুরাণে ভগবানের সত্ত্বাবতার বর্ণিত হইয়াছে, বেদমজ্জাদিতেও অনাগতাখ্যানরূপে অনেকত্র তাহার
উল্লেখ লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং পুরাণ-বর্ণিত অবতারগুলিও কল্পিত বলিয়া উপেক্ষ্য নহে।
এই স্থানে দুই একটি বেদ-বচনের উল্লেখ করিতেছি।

ঋগ্বেদ বলিয়াছেন,—“বিষ্ণুর্ কং বৌধ্যাণি প্রবোচৎ যুঃ পার্থিবাণি বিমমে রজাংসি। যো অশ্বভায়-
হস্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোকুগায়ঃ। প্রতদ্বিস্তব তে বৌধ্যোণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গরিষ্ঠাঃ।
যন্তোকৃষুং ত্রিষু বিক্রমণেষাধিক্শিপয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ ।”

এই ঋক্‌স্থোকে ভগবানের বামনাবতারের স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয়সংহিতায় দেখা যায়, “আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ তান্মন প্রজাপতির্বাযুর্ভূত্বা চরৎ স
ইমামপশ্চত্তং বারাহো ভূহাংসরং ।”

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে,—“সবরাহোকৃপং কৃহোপশ্চমজ্জত স পৃথিবীমধ আর্চ্ছৎ ।” এই সকল
উক্তি দ্বারা ভগবানের বরাহাবতারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের—“প্রোবাচ রামো ভার্গবেযো বিশ্বাস্তরায়ঃ ।” এই উক্তি এবং ছান্দোগ্যোপ-
নিষদের “কৃকায় দেবকীপুত্রায় ।” ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ভগবানের পরশুরাম ও কৃকাবতারেরই
উল্লেখ হইয়াছে।

এতাবত্যা বেষ বৃক্সা যাইতেছে যে, পুরাণ প্রামাণ্য; পুরাণ প্রস্তাব ক্রব সত্য।

ব্রহ্মাওপুরাণের প্রক্রিয়াপাদে পুরাণশব্দের নিকৃষ্টি এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

“যো বিদ্যাচ্ছতুরো বেদান্ সাজ্জোপনিষদো দ্বিজঃ ।

নচেৎ পুরাণং সাহিত্য্যনৈব স স্তাচ্ছিচ্ছকণঃ ॥

ইতিহাসপুরাণাত্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ।

বিভেত্যল্পজ্ঞতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহারষাতি ॥

যস্মাৎ পুরা হনন্তীদং পুরাণং তেন তৎস্মৃতম্ ।

নিকৃষ্টমস্য যো বেদ সস্পর্শপাটৈঃ প্রমুচতে ॥”

অর্থাৎ অক্ষ ও উপনিষদ্ সহ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াও পুরাণ অজ্ঞাত থাকিলে দ্বিজ বিচক্ষণ
হইতে পারেন না; কেননা ইতিহাস পুরাণই বেদের পরিণামক। অধিক কি, পুরাণজ্ঞান-হীন
অল্পজ্ঞ ব্যক্তি ক বেদ ভয় করিয়া থাকেন। কারণ, তথাবিধ ব্যক্তি কর্তৃকই বেদের অবমাননা হইয়া
থাকে। ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া এবং ইহা বেদের পুরক বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে পুরাণ। পুরাণের
এই নিকৃষ্ট ঋশ্যের বিদিত, তিনি পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

∴ অগ্নিপুরাণের ঋগ্‌ঋষি-সংবাদে এবং মৎস্যপুরাণে পুরাণ, বেদেরও আদি বলিয়া উল্লিখিত হই-
য়াছে। পুরাণবচন, যথা—

“পুরাণং সৰ্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণ্যম্ভূতম্ ।
অনন্তরঞ্চ বক্তব্যো বেদান্তস্তাঃ ॥”

অর্থাৎ ব্রহ্মা সৰ্বশাস্ত্র প্রকাশের প্রথমেই পুরাণ স্মরণ করেন । অনন্তর তাঁহার বদনচতুষ্টয় হইতে বেদ সকল বিনির্গত হয় ।

এমন সমস্ত অলস্ত প্রমাণ সত্ত্বেও ষাঁহার পুরাণটাকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহার নিতান্তই জ্ঞানহরিদ্র । যাউক, সে কথা ; এখন দেখা যাউক, এই পুরাণ কি প্রথম হইতেই মৎস্য-কৃষ্ণাদি নানা নামে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল ? অথবা একই পুরাণ ছিল ?

বহু পুরাণপ্রস্তাবনায় দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাণ প্রথমে একই মাত্র ছিল । ইহার শ্লোকসংখ্যা ছিল একশত কোটি । এ সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণে লিখিত হইয়াছে,—

“পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেহনম্ব ।
ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥
নির্দেহেষু চ লোকেষু বাজিরূপেণ বৈ ময়া ।
অঙ্গানি চতুরো বেদান্ পুরাণং জ্ঞায়বিস্তরম্ ।
মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রঞ্চ পরিগ্রহময়াকৃতম্ ।
মৎস্যরূপেণ চ পুনঃ কল্পাদাবুদকার্ণবে ॥
অশেষমেতৎ কথিতমুদকান্তর্গতেন চ ।
ঋত্বা জগাদ স মুনীন্ প্রতি দেবান চতুর্মুখঃ ॥”

অর্থাৎ তখন কল্পান্তরে মাত্র একখানি পুরাণ ছিল । ঐ পুরাণ ত্রিবর্গের সাধন, পাবন ও শতকোটি শ্লোকে পরিপূর্ণ । লোক সকল দক্ষ হইয়া গেলে আমি বাজিরূপ ধারণ করিয়া বেদান্ত সকল, বেদচতুষ্টয়, জ্ঞায়বিস্তার, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি পরিগ্রহপূর্বক সম্পাদিত করিয়াছিলাম । তৎপরে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কল্পান্ত্রে পুনরায় আমি একাণুবজলের অভ্যন্তরে অবস্থানপূর্বক ঐ সকল অশেষরূপে কীর্তন করিলাম । অনন্তর চতুরানন তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া দেব ও মুনিগণের নিকট প্রকাশ করিলেন ।*

এই কথার পরই উক্ত পুরাণে মৎস্যদেব বলিতেছেন,—

“কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্ত ততো নৃপ ।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে ॥
চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা ।
তথাষ্টাদশধা কৃত্বা ভূলোকেহস্মিন্ প্রকাশ্যতে ।
অদ্যাপি দেবলোকেহস্মিন্ শতকোটিপ্রবিস্তরম্ ॥”
তদর্থোহত্র চতুর্লক্ষং সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্ ।
পুরাণানি দশাষ্টৌ চ সাম্প্রতং তদ্বিহোচ্যতে ॥”

এই মৎস্যোক্তি দ্বারা বুঝা যায়, পুরাণ পূর্বে শতকোটি শ্লোকসম্বিত ছিল । কালক্রমে বহু বৈকৃত অনন্ত পুরাণশাস্ত্র পাঠে লোকে বিরত হইয়াছিল । তাই ভগবান ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া উহা সংক্ষেপতঃ পরিবর্তিত করেন । প্রতি দ্বাপরযুগেই এইরূপ পরিবর্তন হইয়া আসিতেছে । শত কোটি শ্লোকের সংক্ষেপে চারি লক্ষ শ্লোক দ্বারা ত্রিশ ত্রিশ নামে অষ্টাদশ মহাপুরাণ কীর্তিত হয় । আর সেই শতকোটি-শ্লোকাক্রম পুরাণ এখনও দেবলোকে প্রচলিত ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে মরীচির প্রতি ব্রহ্মোক্তি দ্বারাও উপরি উক্ত মৎস্যপুরাণোক্তির সমর্থন দেখা যায় । কলে প্রতি দ্বাপরযুগেই ঋত্বা ভগবান ব্যাসরূপে আবির্ভূত হইয়া দেবলোক-প্রচলিত একই মাত্র শতকোটি-শ্লোকাক্রম পুরাণের সারাংশ চতুর্লক্ষ শ্লোক দ্বারা বর্ণন করেন । উহা অষ্টাদশধা বিভক্ত হইয়া ভূলোকে প্রচলিত হয় । ঐ অষ্টাদশধা-বিভক্ত পুরাণই অষ্টাদশ মহাপুরাণ ।

পুরাণের সাধারণ লক্ষণ পাঁচটি ; যথা—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশাঙ্কচরিত ; এই পঞ্চ লক্ষণাবিত গ্রন্থই পুরাণ-পদবাচ্য । মহাপুরাণ সম্বন্ধে কচিং দশ লক্ষণের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—সর্গ, প্রতিসর্গ, বৃষ্টি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশাঙ্কচরিত, সংস্থা, হেতু ও অপাশ্রয় ।

মহাপুরাণসমূহের নাম ও শ্লোকসংখ্যা নির্দেশ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে এইরূপ আছে ।—
প্রথম ব্রাহ্ম মহাপুরাণ ; ইহার শ্লোক সংখ্যা দশ সহস্র ; দ্বিতীয় পাদ্ম,—শ্লোক সংখ্যা পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র ; তৃতীয় বৈকব—শ্লোক সংখ্যা ত্রয়োবিংশতি সহস্র ; চতুর্থ শৈব—শ্লোকসংখ্যা চতুর্বিংশতি সহস্র ; পঞ্চম ভাগবত—শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র ; ষষ্ঠ নারদীয়,—শ্লোক সংখ্যা পঞ্চবিংশতি সহস্র ; সপ্তম মার্কণ্ডেয়—শ্লোকসংখ্যা নব সহস্র , অষ্টম আগ্নেয়,—শ্লোকসংখ্যা পঞ্চদশ সহস্র চারি শত ; নবম ভবিষ্য,—শ্লোকসংখ্যা,—চতুর্দশ সহস্র পঞ্চাশত ; দশম ব্রহ্মবৈবর্ত,—শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র ; একাদশ লৈঙ্গ,—শ্লোকসংখ্যা একাদশ সহস্র ; দ্বাদশ বারাহ—শ্লোকসংখ্যা চতুর্বিংশতি সহস্র ; ত্রয়োদশ স্বন্দ,—শ্লোকসংখ্যা একাশীতি সহস্র এক শত ; চতুর্দশ বামন—শ্লোকসংখ্যা দশ সহস্র ; পঞ্চদশ কৌর্ম,—শ্লোকসংখ্যা সপ্তদশ সহস্র ; ষোড়শ মাৎস্র—শ্লোকসংখ্যা চতুর্দশ সহস্র ; সপ্তদশ গাকড়—শ্লোকসংখ্যা উনবিংশতি সহস্র ; অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড—শ্লোকসংখ্যা দ্বাদশ সহস্র । এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের সমুদায়ে শ্লোকসংখ্যা চারি লক্ষ ।

এই সকল মহাপুরাণের মধ্যে কতিপয় সাংখ্যিক, কতিপয় রাজস এবং কতিপয় তামস পুরাণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে পাদ্মোত্তরখণ্ডের বচন ; যথা,—

“মাৎস্যঃ কৌর্মাঃ তথা লৈঙ্গঃ শৈবঃ স্বন্দঃ তথৈব চ ।

আগ্নেয়ঃ চ ষড়্ভৈতানি তামসানি নিবোধত ॥

বৈকবঃ নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্ ।

গাকড়ঞ্চ তথা পাদ্মঃ বারাহঃ শুভদর্শনে

সাংখ্যিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ ॥

ব্রহ্মাণ্ডঃ ব্রহ্মবৈবর্তঃ মার্কণ্ডেয়ঃ তথৈব চ ।

ভবিষ্যঃ বামনঃ ব্রাহ্মঃ রাজসানি নিবোধত ॥”

আমাদের আলোচ্য স্বন্দ মহাপুরাণ তামস পুরাণমধ্যে পরিগণিত । তামস বলিয়া কেহ যেন ইহার মাহাত্ম্যের অল্পতা না বুঝেন । তামসাদি সংজ্ঞা মাত্র ; এ সকল সংজ্ঞার গুঢ় রহস্য আছে । পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই পুরাণ শতাধিক একাশীতিসহস্র শ্লোকে পূর্ণাঙ্গ । ইহা আকারে প্রকারে, ভাবে বৈভবে, গৌরবেগাভীর্ঘ্যে মহাতারতকল্প । ইহাতে প্রধানতঃ শিবমাহাত্ম্যই পরিব্যক্ত ।

শিবরহস্যের সম্ভবকাণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে—শৈব, ভবিষ্য, মার্কণ্ডেয়, লৈঙ্গ, বারাহ, স্বন্দ, মাৎস্র, কৌর্ম, বামন ও ব্রহ্মাণ্ড, এই দশখানি মহাপুরাণ শিবমাহাত্ম্যেরই প্রকাশক ।

আলোচ্য স্বন্দ মহাপুরাণ যে কত অতীত যুগের অনন্ত কাহিনী বন্ধে ধরিয়া,—কত নদ-নদী-সরিৎ-সাগর-শৈলাদির বিবরণ লইয়া—কত পুণ্যতীর্থ, পুণ্যাশ্রম, পুণ্যায়তন ও কত শত পুত ঋষি-মহর্ষির চরিতাখ্যানে সমলঙ্কৃত হইয়া অদ্যাপি হিন্দুর ব্রহ্মা ভক্তির ভাজন হইয়া আছে, তাহা সহজে সংক্ষেপে বর্ণিবার নহে ।

এই মহাপুরাণ সাতটা বৃহৎখণ্ডে বিভক্ত, যথা—মাহেশ্বরখণ্ড, বৈকবখণ্ড, ব্রাহ্মখণ্ড, কাশীখণ্ড, আবজ্ঞাখণ্ড, নাগরখণ্ড ও প্রভাসখণ্ড । এই সকল বৃহৎখণ্ডের অন্তর্গত আরও অনেক খণ্ড ও মাহাত্ম্য-গ্রন্থ আছে । সেই সকল গ্রন্থের নাম, যথা ; মাহেশ্বরখণ্ডে—কেদারখণ্ড, কুমারিকাখণ্ড, অরুণাচল-মাহাত্ম্য—পূর্বার্ধ এবং উত্তরার্ধ । বিষ্ণুখণ্ডে—বেঙ্কটচলমাহাত্ম্য, পুরুষোত্তমক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, বদরিকাশ্রম-মাহাত্ম্য, কার্জিক মাস-মাহাত্ম্য, ভাগবত মাহাত্ম্য, বৈশাখ মাস মাহাত্ম্য এবং অষোধ্যা-মাহাত্ম্য । রুদ্রখণ্ডে—সেতুমাহাত্ম্য, ধর্ম্মারণ্যখণ্ড, ব্রহ্মোত্তরখণ্ড । কাশীখণ্ডে—পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ । আবজ্ঞাখণ্ডে—অবস্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য, অবস্তী চতুর্দশীতি লিঙ্গমাহাত্ম্য, ও রেবাখণ্ড । প্রভাসখণ্ডে—প্রভাসক্ষেত্র মাহাত্ম্য, বস্ত্রাপখক্ষেত্রমাহাত্ম্য, অর্কবৃন্দখণ্ড, ও দ্বারকা মাহাত্ম্য । এই সকল খণ্ড-বর্ণিত বিবরণসমূহ পরে পুরাণান্তরের উপক্রমণিকাধ্যায় উদ্ধৃত করিয়া বলা যাইতেছে ।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের স্তায় অষ্টাদশ উপপুরাণও উপনিবদ্ধ আছে। সেই সকল উপপুরাণের মধ্যেও স্বন্দনামক একখানি পুরাণের উল্লেখ দেখা যায়। আমাদের প্রকাশিত এই স্বন্দপুরাণ সেই উপপুরাণ কি না, এইরূপ সংশয় হয়তো অনেকেরই হইতে পারে। সেই সংশয়-নিরাসার্থ নারদীয় মহাপুরাণোল্লিখিত স্বন্দমহাপুরাণের বিষয়োপক্রমণিকাধ্যায়টী অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক ইহা দ্বারা আমাদের প্রকাশিত এই পুরাণকেই ‘স্বন্দমহাপুরাণ’ বলিয়া বুঝিবেন; অধিকন্তু এই স্বন্দমহাপুরাণের পরপর-বর্ণিত বিষয়গুলিও জানিতে পারিবেন।

নারদীয় পুরাণের সেই অধ্যায়টি এই ;—

ব্রহ্মোবাচ ।

“শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পুরাণং স্বন্দসংজ্ঞকম্ । যস্মিন্ প্রতিপদং সাক্ষাৎসাহচর্যে বাবস্থিতং ।
পুরাণে শতকোটৌ তু যচ্ছ্রবঃ বর্ণিতং যয়া । লক্ষিতস্তার্থজ্ঞাতস্ত সারো ব্যাসেন কীর্তিতঃ ।
স্বন্দাহংস্রজঃ খণ্ডাঃ সপ্তৈশ্চ পরিকল্পিতাঃ । একানীতিসহস্রস্ত স্বন্দং সর্বাধকৃতমম্ ।
যঃ শৃণোতি পঠেৎশাপি স তু সাক্ষাচ্ছ্রবঃ স্থিতঃ । যত্র মাহেশ্বর্য ধর্ম্মাঃ যগ্মুখেন প্রকাশিতাঃ ।
কল্পে তৎপুরুষে বৃত্তাঃ সর্বাশুদ্ধিবিধায়কাঃ । তত্র মাহেশ্বরচন্দ্রাঃ খণ্ডাঃ পাপপ্রণাশনঃ ।
কিঞ্চিৎকৃত্যন্যাসাংস্রো বহুপুণ্যো বৃহৎকথঃ । সূচয়িত্বশতৈর্ভুক্তঃ স্বন্দমাহাত্ম্যাস্রুচকঃ ।
যত্র কেদারমাহাত্ম্যো পুরাণোপক্রমঃ পুরা । দক্ষযজ্ঞকথা পশ্চাচ্ছ্রবলিঙ্গার্চনে কলম্ ।
সমুদ্রমহানাথ্যানং দেবেশ্চরিতং মহৎ । পার্শ্বত্যাঃ সমুপাখ্যানং বিবাহস্তদনন্তরম্ ।
কুমারোৎপত্তিকথনং ততস্তারকসঙ্গরঃ । ততঃ পাণ্ডপতাপখ্যানং চণ্ডাখ্যানসমবিতম্ ।
দ্যুতপ্রবর্তনখ্যানং নারদেন সমাগমঃ । ততঃ কুমারমাহাত্ম্যো পঞ্চতীর্থকথানকম্ ।
ধর্ম্মবর্ষনুপাখ্যানং মহীসাগরকীর্তনম্ । ইন্দ্রহাস্যকথা পশ্চাৎস্রাজীজ্ঞকথাবিতাঃ ।
প্রাক্তীর্ণবস্ততো মহাঃ কথা দম-কস্ত চ । মহীসাগরসংযোগঃ কুমারেশকথা ততঃ ।
ততস্তারকযুদ্ধঞ্চ নানাখ্যানসমবিতম্ । বধশ্চ তারকস্তাথ পঞ্চলিঙ্গনিবেশনম্ ।
দ্বীপাখ্যানং ততঃ পুণ্যমূর্দ্ধলোকব্যবস্থিতিঃ । ব্রহ্মাণ্ডস্থিতিমানঞ্চ বর্করেশকথানকম্ ।
মহাকালসমুদ্ভুতিঃ কথা চান্ত মণ্ডাভুতা । বীহুদেবস্ত মাহাত্ম্যং কোটিতীর্থং ততঃ পরম্ ।
নানাভীর্ষসমাখ্যানং গুপ্তকোষে প্রকীর্তিতম্ । পাণ্ডবানাং কথা পুণ্য মহাবিদ্যাংপ্রসাধনম্ ।
তীর্থযাত্রাসমাপ্তিশ্চ কোমারমিদমভুতম্ । অকর্ণাচলমাহাত্ম্যং সনকব্রহ্মসঙ্কথা ।
গৌরীতপঃসমাখ্যানং ততস্তীর্থনিরূপণম্ । মহিষাসুরমাখ্যানং বধশ্চান্ত মহাভুতঃ ।
জ্যোতির্গণেশবিদ্যায়ঃ নিত্যদা পরিকীর্তিতম্ । ইত্যেব কথিতঃ স্বন্দে খণ্ডো মাহেশ্বরোহভুতঃ ।
দ্বিতীয়ে বৈকবঃ খণ্ডস্তস্তাখ্যানানি মে শৃণু । প্রথমং ভূমিবারাহসমাখ্যানং প্রকীর্তিতম্ ।
যত্র বেকটকুণ্ডস্ত মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ । কমলাধাঃ কথা পুণ্য জীনিবাসস্থিতিস্ততঃ ।
কুলালীখ্যানকথাত্ত সুবর্ণমুখরীকথা । নানাখ্যানসমায়ুক্তা ভরদ্বাজকথাভুতা ।
মতঙ্গাজনসংবাদঃ কীর্তিতঃ পাপনাশনঃ । পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যং কীর্তিতং চোৎকলে ততঃ ॥
মার্কণ্ডেয়সমাখ্যানমম্বরীষস্ত ভূপতেঃ । ইন্দ্রহাস্যস্ত মাহাত্ম্যং বিদ্যাপতিকথা ততঃ ।
জৈমিনেঃ সমুপাখ্যানং নারদস্তাপি বাভব । নীলকণ্ঠসমাখ্যানং নরসিংহোপবর্ণনম্ ।
অশ্বমেধকথা স্বাক্ষো ব্রহ্মলোকগতিস্তথা । রথযাত্রাবিধিঃ পশ্চাৎস্রাজীজ্ঞানবিধিস্তথা ।
দক্ষিণামূর্ত্তুপাখ্যানং গুণিচাখ্যানকঃ ততঃ । রথরক্ষাবিধানং চ শরনোৎসবকীর্তনম্ ।
বেতোপাখ্যানমজ্যোজ্যং পৃথুৎসবনিরূপণম্ । দোলোৎসবো ভগবতো ব্রতং সাংবৎসর্য্যভিধম্ ।
পূজা চাকামিকা বিষ্ণোরুদ্রালকনিয়োগতঃ । যোগসাধনমজ্যোজ্যং নানাযোগনিরূপণম্ ।
দশাবতারকথনং জ্ঞানাদিপরিকীর্তনম্ । ততো বদারিকায়ান্ত মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ।
অগ্ন্যাদিতীর্থমাহাত্ম্যং বৈনতেষশিলাভবম্ । কারণং ভগবদ্বাসে তীর্থং কাপালমোচনম্ ।
পঞ্চদ্বার্য্যভিধং তীর্থং যেকসংস্থাপনং তথা । ততঃ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যো মাহাত্ম্যং মদনাসম ॥
ধুম্রকেশসমাখ্যানং দিনকৃত্যানি কার্ত্তিকে । পঞ্চতীর্থব্রতখ্যানং কীর্তিতং ভূক্তিমুক্তিদম্ ।
ততো মার্গস্ত মাহাত্ম্যো বিধানং জ্ঞানজং তথা । পুণ্ড্রাদিকীর্তনং চান্ত মাহাত্ম্যংপুণ্যকম্ ॥

পঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ স্ফটিকাদিভিঃ কলম্ । নানাপুস্পার্চনকলম্ তুলসীদলভঃ কলম্ ।
 নৈবেদ্যস্ত চ মাহাত্ম্যং হরিবাসরকীৰ্ত্তনম্ । অথৈকাদশীপুণ্যং তথা জাগরণস্ত চ ।
 যাত্ৰোৎসববিধানং চ নামমাহাত্ম্যকীৰ্ত্তনম্ । ধ্যানাদিপুণ্যকথনং মাহাত্ম্যং মধুরাভবম্ ।
 মধুরাশীৰ্মমাহাত্ম্যং পৃথগ্ভুক্তং ততঃ পরম্ । বনানাং দ্বাদশানাং চ মাহাত্ম্যং কীৰ্ত্তিতং ততঃ ।
 শ্রীমদ্ভাগবতস্তাত্ম মাহাত্ম্যং কীৰ্ত্তিতং পরম্ । বজ্রপাণ্ডিত্যসংবাদো হস্তলৌলাপ্রকাশকম্ ।
 ততো মাঘস্ত মাহাত্ম্যং স্নানদানজপোদ্ভবম্ । নানাখ্যানসমায়ুক্তং দশাধ্যায়ৈর্নিকূপিতম্ ।
 ততো বৈকুণ্ঠমাহাত্ম্যো শযাদানাদিভিঃ কলম্ । জলদানাদিবিধয়ঃ কামাখ্যানমতঃ পরম্ ।
 ক্ষতদেবস্ত চরিতং বাধোপাখ্যানমদ্ভুতম্ । তথাক্ষয়তীয়াদৈর্কিষেয়াং পুণ্যকীৰ্ত্তনম্ ।
 ততঃষোড়শাধ্যায়ো চক্রবাক্যহস্তীর্থকে । সুরাপাপবিমোক্ষার্থে তথাধারসহস্রকম্ ।
 স্বৰ্গধারং চতুঃস্বৰ্গহস্তীর্থকম্ । স্বৰ্গবৃদ্ধৈকপাখ্যানং তিলোদাসরঘুযুতিঃ ।
 সীতাকুণ্ডং শুক্লধারঃ সরযুধৰ্ম্মরায়ম্ । গোপ্রভারং চ তুষ্ণোদং গুরুকুণ্ডাদিপঞ্চকম্ ।
 সৌম্যকাদীনী তীর্থানি ত্রয়োদশ ততঃ পরম্ । গঙ্গাকূপস্ত মাহাত্ম্যং সৰ্ব্বাণ্যবিনবর্তকম্ ।
 মাণ্ডব্যাক্রমপূৰ্ব্বাণি তীর্থানি তদনন্তরম্ । অজিতাদিমানসাদিতীর্থানি গদিতানি চ ।

ইত্যেতৎ বৈকুণ্ঠং ধনো দ্বিতীয়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

অতঃপরং ব্রাহ্মণং মরীচে শৃণু পুত্রক ।

যত্র বৈ সেতুমাহাত্ম্যো কলং স্নানৈকগোদ্ভবম্ । গালবস্ত তপশ্চর্য্যা ব্রাহ্মসাখ্যানকং ততঃ ।
 চক্রতীর্থাদিমাহাত্ম্যং দেবীপুস্তনসংযুতম্ । বেতালতীর্থমহিমা পাপনাশাদিকীৰ্ত্তনম্ ।
 মঙ্গলাদিকমাহাত্ম্যং ব্রহ্মকুণ্ডাদিবর্ণনম্ । চতুঃস্বৰ্গমহিমাগন্ত্যতীর্থভবং কলম্ ।
 রামতীর্থাদিকথনং লক্ষ্মীতীর্থনিকূপণম্ । সংখ্যাদিতীর্থমহিমা তথা সাধ্যায়ুতাদিভিঃ ।
 ধনুর্কোট্যাদিমাহাত্ম্যং কীরকুণ্ডাদিভিঃ তথা । গায়ত্র্যাদিকতীর্থানাং মাহাত্ম্যং চাত্ত কীৰ্ত্তিতম্ ।
 রামনাথস্ত মহিমা তত্ত্বজ্ঞানোপদেশনম্ । যাত্ৰাবিধানকথনং সেতো মুক্তিপ্রদং নুগাম্ ।
 ধর্ম্মারণ্যস্ত মাহাত্ম্যং ততঃ পরমুদীরিতম্ । স্বাপ্নুঃ কন্দায় ভগবান্ যত্র তত্ত্বমুপাদিশৎ ।
 ধর্ম্মারণ্যাসুসমুদ্ভূতস্তপুণ্যপরিবর্তনম্ । কশ্মসিক্কেঃ সমাখ্যানমুদ্বিগ্ধশানিকূপণম্ ।
 অপসরস্তীর্থমুখ্যানাং মাহাত্ম্যং যত্র কীৰ্ত্তিতম্ । বর্ণনামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মতত্ত্বনিকূপণম্ ।
 দেবদ্বানবিভাগস্ত বতলার্ককথা শুভা । ছত্রানন্দা তথা শান্তা শ্রীমাতা চ মতঙ্গিনী ।
 পুণ্যদা চ সমাখ্যাতা যত্র দেব্যাঃ সমাহিতাঃ । ইন্দ্রেশ্বরাদিমাহাত্ম্যং দ্বারকাদিনিকূপণম্ ।
 লোহাসুরসমাখ্যানং গঙ্গাকূপনিকূপণম্ । শ্রীরামচরিতৈকৈব সত্যমন্দিরবর্ণনম্ ।
 জীর্ণোদ্ধারস্ত কথনমাসনপ্রতিপাদনম্ । জাতিভেদপ্রকথনং স্মৃতিধর্ম্মনিকূপণম্ ।
 ততঃ বৈকুণ্ঠা ধর্ম্মা নানাখ্যানৈরুদীরিতাঃ । চাতুর্থাংশে ততঃ পুণ্যে সৰ্ব্বধর্ম্মনিকূপণম্ ।
 দাহপ্রশংসা তৎপশ্চাদ্রতস্ত মহিমা ততঃ । তপশ্চৈব পূজায়াঃ সচ্ছিন্নকথনং ততঃ ।
 তদ্রতীনাং ভিদাখ্যানং শালিগ্রামনিকূপণম্ । ত রকস্ত বধোপায়ো বৃক্ষার্চামহিমা তথা ।
 বিকোঃ শাপস্ত বৃক্ষস্ত পার্কত্যন্ততপস্ততঃ । হরস্ত তাণ্ডবং নৃত্যং রামনামনিকূপণম্ ।
 হরস্ত লিঙ্গকথনং কথা পৈজবনস্ত চ । পার্কতীজন্মচরিতং তারকস্ত বধোদ্ভূতঃ ।
 প্রণবৈশ্বর্য্যকথনং তারকাচরিতং পুনঃ । দক্ষযজ্ঞসমাপ্তিঃ দ্বাদশাক্ষরভূষণম্ ।
 জ্ঞানযোগসমাখ্যানং মহিমা দ্বাদশাক্ষরঃ । শ্রবণাদিকমাহাত্ম্যং কীৰ্ত্তিতং শর্ম্মদং নুগাম্ ।
 ততো ব্রাহ্মোত্তরে ভাগে শিবস্ত মহিমাভূতঃ । পঞ্চাক্ষরস্ত মহিমা গোকর্ণমহিমা ততঃ ।
 শিবব্রাহ্মেষ্ঠ মাহাত্ম্যং প্রদোষব্রতকীৰ্ত্তনম্ । সোমবারব্রতং চাপি সীমন্তিস্থাঃ কথানকম্ ।
 ভদ্রায়ুঃপতিকথনং সদাচারনিকূপণম্ । শিববর্ম্মসমূদ্যেশো ভদ্রায়ুদাহবর্ণনম্ ।
 ভদ্রায়ুমহিমা চাপি ভদ্রমাহাত্ম্যকীৰ্ত্তনম্ । শবরাখ্যানকং চৈবোধ্যোমাহাত্ম্যে ব্রতম্ ।
 কল্লীকস্ত চ মাহাত্ম্যং কল্যাণায়ুস্ত পুণ্যদম্ । শ্রবণাদিকপুণ্যঞ্চ ব্রাহ্মণং হরমীরিতঃ ।
 অতঃ পরং চতুর্থকং কালীধনুঃমন্ত্রম্ । বিদ্যানারদয়োর্মন্ত্রে সংবাদঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 সত্যলোক প্রভাবশাগন্ত্যবাসে সুরাগমঃ । পতিব্রতচরিতঞ্চ তীর্থযাত্রাপ্রশংসনম্ ॥

ତତଃ ସଂସ୍ଥାପନାୟାଃ ସଂସ୍ଥାପନା ନିରୂପଣମ୍ । ବୁଦ୍ଧଃ ଚ ତଥେନ୍ଦ୍ରାଗ୍ରୋର୍ଲୋକାନ୍ତଃ ଶିବଶର୍ମଣଃ ।
 ଅଗ୍ନିଃ ସମୁଦ୍ରବନ୍ଧେନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିକ୍ରମସମ୍ଭବଃ । ଗନ୍ଧବତ୍ୟାଳକାପୁର୍ବୋରୌଦ୍ରାଂ ଚ ସମୁଦ୍ରବଃ ।
 ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କବୃଦ୍ଧଲୋକାନାଂ କୁଞ୍ଜେଞ୍ଜାର୍କଭୁବାଂ କ୍ରମାଂ । ମମ ବିକୋଞ୍ଚିତ୍ତାପି ତପୋଲୋକଂ ବର୍ଣ୍ଣୟମ୍ ।
 ଶ୍ରବଣଲୋକକଥା ପୁଣ୍ୟା ସତ୍ୟାଲୋକନିରୂପଣମ୍ । ଶୂନ୍ୟାଗନ୍ଧ୍ୟାସମାନ୍ତାପୋ ଯନିକଣୀସମୁଦ୍ରବଃ ।
 ଶ୍ରୀଭାବନ୍ତାପି ଗନ୍ଧାୟା ଗନ୍ଧାନାମସହସ୍ରକମ୍ । ବାରାଣସୀପ୍ରଶଂସା ଚ ତୈରବାବିର୍ଭବନ୍ତତଃ ।
 ଦଂଶପାଣିଜ୍ଞାନବାପ୍ୟୋକ୍ତବଃ ସମନନ୍ତରମ୍ । ତତଃ କଳାବତ୍ୟାଧ୍ୟାନଃ ସଦାଘର ନିରୂପଣମ୍ ।
 ବ୍ରହ୍ମଚାରୀସମାଧ୍ୟାନଃ ତତଃ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମଣାନି ଚ । କୃତ୍ୟାକୃତ୍ୟାବିନିର୍ଦ୍ଦେଶୋ ହବିଷ୍ମୁକ୍ତେଶବର୍ଣ୍ଣୟମ୍ ।
 ଗୃହସ୍ତୃଷୋଗିନୋ ଧର୍ମାଃ କାଳଜ୍ଞାନଃ ତତଃ ପରମ୍ । ଦିବୋଦାସକଥା ପୁଣ୍ୟା କାଶିକାବର୍ଣ୍ଣୟମ୍ ତତଃ ।
 ଯାଗାଗନପତେଷ୍ଠାଂ ଭୁବି ପ୍ରାଚୀର୍ଭବନ୍ତତଃ । ବିଷ୍ଣୁମାୟାପ୍ରପଞ୍ଚୋଦ୍ଧୃତ ଦିବୋଦାସବିମୋକ୍ଷଣମ୍ ।
 ତତଃ ପଞ୍ଚନନ୍ଦୋଽପତିର୍ବିନ୍ଦୁମାଧବସମ୍ଭବଃ । ତତୋ ବୈଦ୍ୟବତୀର୍ଥାଧ୍ୟାୟା ଶୂଳିଃ କାଶିକାଗମଃ ।
 ଜୈଗୀଷବ୍ୟୋମଂ ସଂବାଦୋ ଜୋଷ୍ଠେଶାଧ୍ୟାୟା ମହେଶିତୁଃ । କ୍ଷେତ୍ରାଧ୍ୟାନଂ କନ୍ଦୁକେଶୋ ବ୍ୟାଘ୍ରେଶ୍ଵରସମୁଦ୍ରବଃ ।
 ଶୈଳେଶ୍ଵରଶ୍ଚେଷ୍ଠେଶ୍ଵରୋଃ କୃତ୍ତିବାସନ୍ତ ଚୋଦ୍ରବଃ । ଦେବତାନାମଧିଷ୍ଠାନଂ ଦୁର୍ଗାସୁବପବାକ୍ରମଃ ।
 ଦୁର୍ଗାୟା ବିଜୟନ୍ତାଂ ଓଞ୍ଜାରେଶ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣୟମ୍ । ପୁନରୋକ୍ତାରମାହାତ୍ମ୍ୟାଂ ତ୍ରିଲୋଚନସମୁଦ୍ରବଃ ।
 କେଦାରାଧ୍ୟାୟା ଚ ଧର୍ମେଶକଥା ବିଷ୍ଣୁସମୁଦ୍ରବା । ବୌରେଶ୍ଵରସମାଧ୍ୟାନଂ ଗନ୍ଧାମାହାତ୍ମ୍ୟାକୌର୍ତ୍ତନମ୍ ।
 ବିଷ୍ଣୁକର୍ମେଶମହିମା ନନ୍ଦଂ ଯଜ୍ଞୋଦ୍ରବନ୍ତଥା । ସତୀଶନ୍ତାମୃତେଶାଦେର୍ଭୂକ୍ତଞ୍ଜୟଃ ପରାଶରଃ ॥
 କ୍ଷେତ୍ରତୀର୍ଥକଦନ୍ତଂ ଯୁକ୍ତିମଂ ଗୁପ୍ତସଂସ୍କରା । ବିଶେଷାବିଭବନ୍ତାଂ ତତୋ ଯାତ୍ରାପରିକ୍ରମଃ ॥

ଅତଃପରଃ ସ୍ଵସ୍ଥାଧ୍ୟାୟଃ ଶୁଭଃ ଶୁଭଃ ପଞ୍ଚମଃ । ମହାକାଳବନାଧ୍ୟାନଂ ବ୍ରହ୍ମଶିବଜ୍ଞାନାଦି ଶୁଭଃ ।
 ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତବିଧିଷ୍ଠାୟେକଂ ପଞ୍ଚମଂ ସୁରାଗମଃ । ଦେବଦାକ୍ଷା ଶିବେନ୍ଦ୍ରାଗ୍ରଂ ନାନାପାତକନାଶନମ୍ ।
 କପାଳଯୋଚନାଧ୍ୟାନଂ ମହାକାଳବନାଧ୍ୟାନଃ । ତୀର୍ଥଂ କନକଲେଶ୍ଵରଂ ସର୍ବପାପପ୍ରଣାଶନମ୍ ।
 କୁଣ୍ଡଳମ୍ବରସଂକ୍ରମଃ ଚ ସରୋ କୁଣ୍ଡଳାୟା ପୁଣ୍ୟଦମ୍ । କୁଣ୍ଡଳେଶଂ ଚ ବିଦ୍ୟାଧ୍ରଂ ମର୍କଟେଶ୍ଵରତୀର୍ଥକମ୍ ।
 ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରଂ ଚତୁଃସିଦ୍ଧୁତୀର୍ଥଂ ଶଙ୍କରବାସିନୀ । ଶଙ୍କରାର୍କଂ ଗନ୍ଧବତୀତୀର୍ଥଂ ପାପପ୍ରଣାଶନମ୍ ॥
 ଦଶାସ୍ତ୍ରମୋକ୍ଷକାନ୍ତାତୀର୍ଥେଶ୍ଵରସିଦ୍ଧିଦମ୍ । ପିଞ୍ଜାଚକାଦିଯାତ୍ରା ଚ ହରୁମଂକେଶ୍ଵରଂ ସତଃ ।
 ମହାକାଳେଶ୍ଵରାୟା ଚ ବାଲ୍ମୀକେଶ୍ଵରତୀର୍ଥକମ୍ । ଶୁକ୍ରେଶ୍ଵରାଦିମାହାତ୍ମ୍ୟାଂ କୁଣ୍ଡଳାୟାଃ ପ୍ରଦାନିକା ।
 ଅକ୍ରୁରସଂକ୍ରମଂ ଚେକପାଦଂ ଚ ଶ୍ରୀକବିଭବମ୍ । କରତେଶ୍ଵରାଧ୍ୟାନଂ ଚ ଲଟୁକେଶାଦିତୀର୍ଥକମ୍ ॥
 ମାର୍କଣ୍ଡେଶଂ ଯଜ୍ଞବାସୀସୋମେଶ୍ଵରକାନ୍ତକମ୍ । କେଦାରେଶ୍ଵରରାମେଶ୍ଵରୋତ୍ତାମେଶ୍ଵରକାର୍ତ୍ତକମ୍ ।
 କେଶବାର୍କଂ ଶକ୍ତିଭେଦଂ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରମୁଖାନି ଚ । ଓଞ୍ଜାରେଶାଦିତୀର୍ଥାନି ଅକ୍ଷୟକାର୍ତ୍ତକମ୍ ॥
 କାଳାରଣ୍ୟୋ ଲିଙ୍ଗସଂକ୍ରମଂ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରାଧିଧାନକମ୍ । କୁଣ୍ଡଳାୟା ସ୍ଵସ୍ଥାଧ୍ୟାନୋଦ୍ଘୋଷିକା ଅଧିଧାନକମ୍ ।
 ପଦ୍ମାବତୀକୁମୁଦତ୍ୟାମରାବତକନାମକମ୍ । ବିଶାଳାପ୍ରତିକଳାଧିଧାନଂ ଚ ଶ୍ରୀଶାନ୍ତିକମ୍ ॥
 ଶିବନାମାଦିକଳଂ ନାଗୋଦ୍ଘୋଷା ଶିବଶ୍ରୀତିଃ । ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷବଧାଧ୍ୟାନଂ ତୀର୍ଥଂ ସୁନ୍ଦରକୁଣ୍ଡଳକମ୍ ।
 ନୀଳଗନ୍ଧାପୁଷ୍ପରାଧ୍ୟାନଂ ବିଷ୍ଣୁବାସନତୀର୍ଥକମ୍ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଧିଧାନଂ ଚ ତତୀର୍ଥଂ ଚାୟନାଶନମ୍ ।
 ଗୋମତୀ ବାସନଂ କୁଣ୍ଡଂ ବିକୋର୍ଣ୍ଣାମସହସ୍ରକମ୍ । ବୌରେଶ୍ଵରଂ ରମ୍ୟ କାଳତୈରବନ୍ତ ଚ ତୀର୍ଥକମ୍ ।
 ମହିମା ନାଗପଞ୍ଚମା ନୂର୍ସିଂହଶ୍ଚ ଜୟନ୍ତିକା । କୁଟୁବେଶ୍ଵରାୟା ଚ ଦେବସାଧନକୌର୍ତ୍ତନମ୍ ।
 କର୍କରାଜାଧ୍ୟାନତୀର୍ଥଂ ଚ ବିଶ୍ଵେଶାଦିସୁରୋହନମ୍ । କୁଣ୍ଡଳକୁଣ୍ଡପ୍ରତିଷ୍ଠାୟା ବହୁତୀର୍ଥନିରୂପଣମ୍ ।
 ଯାତ୍ରାଷ୍ଟତୀର୍ଥଜା ପୁଣ୍ୟା ରେବାମାହାତ୍ମ୍ୟାୟା ଚ । ଧର୍ମପୁଣ୍ୟାୟା ବୈରାଗ୍ୟାନ୍ୟାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ଵର ସମ୍ପଦଃ ।
 ପ୍ରାଣୀୟାୟା ଭବାଧ୍ୟାନମୁଦ୍ରାପରିକୌର୍ତ୍ତନମ୍ । କଳ୍ପେକଳ୍ପେ ପୃଥକ୍ ନାମ ନର୍ମଦାୟାଃ ପ୍ରକୌର୍ତ୍ତିତମ୍ ।
 ଶ୍ରବଣାୟାଂ ନାର୍ମଦଂ ଚ କାଳରାଜକଥା ତତଃ । ମଗଦେଶ୍ଵରାଧ୍ୟାନଂ ପଞ୍ଚାୟା ପୃଥକ୍ କଳ୍ପକଥାୟା ।
 ବିଶାଳାଧ୍ୟାନକଂ ପଞ୍ଚାୟା ଶୈବଶ୍ଵରକଥା ତଥା । ଗୌରୀବତସମାଧ୍ୟାନଂ ତ୍ରିପୁରଜ୍ଞାନଂ ତଥା ॥
 ଦେହପାତାଧିଧାନଂ ଚ କାବେରୀସଂକ୍ରମଂ । ନାଗତୀର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାବତଃ ଯଜ୍ଞେଶ୍ଵରକଥାନକମ୍ ।
 ଅଗ୍ନିତୀର୍ଥଂ ରବିତୀର୍ଥଂ ଯେଷ୍ଠନାଦାଦିନାମକମ୍ । ଦେବତୀର୍ଥଂ ନର୍ମଦେଶ କପିଳାଧ୍ୟାନଂ କରଞ୍ଜକମ୍ ।
 ଶୁଭେଶ୍ଵରଂ ପିଞ୍ଜନାଦଂ ବିମଳେଶଂ ଚ ଶୂଳାଧିକଂ । ଶତୀହରଣାଧ୍ୟାନମକ୍ଷୟକଥା ବହୁତଥା ।
 ଶୂଳଭେଦୋଦ୍ରବୋ ଯତ୍ର ନାନାଧର୍ମାଃ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ । ଆଧ୍ୟାନଂ ଦୀର୍ଘତପସଂସଂସ୍କାରକଥା ତତଃ ।
 ଚନ୍ଦ୍ରସେନକଥା ପୁଣ୍ୟା କାଶୀରାଜଶ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମଣମ୍ । ତତୋ ଦେବଶିଳାଧ୍ୟାନଂ ଶରୀରତୀର୍ଥକାବିତମ୍ ।

ব্যাধাখ্যানং ততঃ পুণ্যং পুষ্করিণ্যর্কতীর্থকম্ । আদিত্যেশ্বরতীর্থক শক্রতীর্থং কয়োটিকম্ ।
 কুমারেশ্বরমগন্তোশমানন্দেশক মাতৃজম্ । লোকেশং ধনদেশক মঙ্গলেশক কামজম্ ।
 নাগেশং চাপি গোপারং গোতমং শঙ্খচূড়কম্ । নারদেশং নন্দিকেশং বরুণেশ্বরতীর্থকম্ ।
 দক্ষিণাদিতীর্থানি হনুমন্তেশ্বরং ততঃ । রামেশ্বরাদিতীর্থানি সোমেশং পিজলেশ্বরম্ ।
 ঋণমোক্ষং কপিলেশং পুতিকেশং জলেশ্বরম্ । চণ্ডার্কং যমতীর্থক কহেলাড়ীপং বনাদিকম্ ।
 নারায়ণক কোটীশং ব্যাসতীর্থং প্রভাসকম্ । নাগেশসঙ্কর্ষণকং প্রমথেশ্বরতীর্থকম্ ।
 এরণ্ডীসঙ্গমং পুণ্যং সুবর্ণশিলতীর্থকম্ । করঞ্জং কামহং তীর্থং ভাণ্ডীরো রোহিণীভবম্ ।
 চক্রতীর্থং ধোতপাপং স্বান্দমাজিরসাহস্রম্ । কোটিতীর্থমযোন্তাখ্যমঙ্গারাত্যং ত্রিলোচনম্ ।
 ইন্দ্রেশং কঙ্কুদেশক সোমেশং কোহলাংশকম্ । নার্মদং চার্কমাগ্নেয়ং ভার্গবেশ্বরমুত্তমম্ ।
 ভ্রাকং দৈবক মার্গেশমাদিবান্নাকেশবম্ । রামেশমথ সিদ্ধেশমাহল্যং কঙ্কটেশ্বরম্ ।
 শাকং সৌম্যক নাদেশং ভোয়েশং কক্লিণীভবম্ । যোজনেশং বরাহেশং দ্বাদশীশিবতীর্থকম্ ।
 সিদ্ধেশং মঙ্গলেশক লিঙ্গবান্নাহতীর্থকম্ । কুণ্ডেশং খেতবান্নাহং গভাবেশং রবীশ্বরম্ ।
 শুক্রাদীনি চ তীর্থানি হুঙ্কারস্বামিতীর্থকম্ । সঙ্গমেশং নারকেশং মোক্ষণং পঞ্চগোপকম্ ।
 নাগশাবক সিদ্ধেশং মার্কণ্ডাকুরতীর্থকে । কামোদশূলাচোপাখ্যো মাণ্ডব্যং গোপকেশ্বরম্ ।

কপিলেশং পিজলেশং ভূতেশং গাঙ্গগৌতমে ।

অশ্বমেধং ভূতকচ্ছং কেদারেশক পাপমুৎ । কঙ্কলেশক জালেশং শালিগ্রামং বরাহকম্ ।
 চন্দ্রহাস্তং তথা দিত্যং ত্রীপত্যাখ্যক হংসকম্ । মূলস্থানক শূলেশমাধিনং চিত্রদেবকম্ ।
 শিখীশং কোটিতীর্থক তীর্থং পৈতামহং পরম্ । তথৈব কুকুরীতীর্থং দশকন্তং সুবর্ণকম্ ।

ঋণমোক্ষং ভারভূতং পুষ্কিলং মুণ্ডাডিত্তিমম্ ।

আমলেশং কপালেশং শৃঙ্গেরণ্ডীভবং ততঃ । কোটিতীর্থং লোটনেশং কলস্কতিরতঃ পরম্ ।
 কুমিজাঙ্গলমাহাশ্মেয় রোহিতাশ্বকথা ততঃ । ধুকুমারসমাখ্যানং বধোপায়স্ততোহস্ত চ ।
 বধো ধুক্কোস্ততঃ পশ্চাত্ততশ্চিত্রবংশোস্তবঃ । সহোভাস্তা ততশ্চণ্ডী সপ্রভাবো রতীশ্বরঃ ।
 কেদারেশো লক্ষতীর্থং ততো বিষ্ণুপদোভবম্ । মুখারং চ্যবনাক্ষাখ্যঃ ব্রহ্মণশ্চ সরস্কৃতঃ ॥
 চক্রাখ্যং ললিতাখ্যানং তীর্থক বহুগোময়ম্ । কুদ্রাবর্তক মার্কণ্ডঃ তীর্থং পাপপ্রণাশনম্ ।
 অবণেশং শুদ্ধপুটং দেবাক্ষপ্রেততীর্থকম্ । জিহ্বোদতীর্থসমুত্তিঃ শিবোদ্ভেদং কলস্কতিঃ ।
 এষ খণ্ডো হুবন্ত্যাখ্যঃ শৃংগতাং পাপনাশনঃ । অতঃ পরং নাগরাখ্যঃ খণ্ডঃ ষষ্ঠোহতিদীপ্যতে ।

লিঙ্গোৎপত্তিসমাখ্যানং হরিশ্চন্দ্রকথা শুভা বিশ্বামিত্রস্ত মাহাশ্মাঃ ত্রিশঙ্কুস্বর্গতিস্তথা ।

হাটকেশ্বরমাহাশ্মেয় বৃজাসুরবধস্তথা । নাগবিলং শঙ্খতীর্থমচলেশ্বরবর্ণনম্ ।
 চমৎকারপুরাখ্যানং চমৎকারকরং পরম্ । গয়ালীষং বালশাখ্যং বালমণ্ডং মুগাহস্রম্ ।
 বিষ্ণুপাদক গোবর্ধনং যুগলপং সমাশ্রয়ঃ । সিদ্ধেশ্বরং নাগসরঃ সপ্তার্বেয়মগন্ত্যকম্ ।
 অগণর্ভং নলেশক ভৈরবং বৈদূরমক কুম্ । শাস্ত্রিষ্ঠং সোমনাথক দৌর্গমানর্ভকেশ্বরম্ ।
 জমদগ্নিবধাখ্যানং নৈঃকাজ্রয়কথানকম্ । রামহুং নাগপরং ষড়লিঙ্গং চৈব যজ্ঞভূঃ ।
 মুণ্ডীরাদিজিকার্কক সতীপত্নিনয়ার্বহস্রম্ । কুজলীর্থক যোগেশং বালখিল্যক গাকুতম্ ।
 লক্ষ্মীশাপঃ শান্তবিশং সোমপ্রাণাদিধেব চ । অদ্বারকং পাণ্ডুকাখ্যমাগ্নেয়ং ব্রহ্মকুণ্ডকম্ ।
 গোমুখং লোহযষ্টাখ্যামজাপালেশ্বরী তথা । শানৈশ্বরং রাজবাপী রামেশো লক্ষ্মণেশ্বরঃ ।
 কুশেশাখ্যং লবেশাখ্যং লিঙ্গং সঙ্কোক্তমোত্তমম্ । অষ্টষষ্টিসমাখ্যানং দময়ন্ত্যাস্ত্রিজাতকম্ ।
 তন্ত্রোদ্বাহরেহবতীবাণী ভক্তিকাতীর্থসম্ভবঃ । কেমকরী চ কেদারং শুক্রতীর্থমুখারকম্ ।
 সত্যসঙ্কশ্বরখ্যানং তথা কর্ণোৎপলাকথা । অটেশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং গোখ্যং গাণেশমেব চ ।
 ততো বাস্তপদাখ্যানমজাগৃহকথানকম্ । সোভাগ্যাকুচ শূলেশং ধর্ম্মরাজকথানকম্ ।
 ষিট্টোদ্বাহরেহবতীবাণী ভক্তিকাতীর্থসম্ভবঃ । জাবালিচরিতং চৈব মকরেশকথা ততঃ ।
 কালেশ্বরীকথাখ্যানং কুণ্ডমাক্ষরসং তথা । পুষ্পাদিত্যং রোহিতাশং নাগরোৎপত্তিকৌর্ভনম্ ।
 ভার্গবঃ চরিতং চৈব বৈশ্বামিত্রঃ ততঃ পরম্ । সারস্বতং পৈশলাদং কংসারীশক পিণ্ডকম্ ।

ব্রহ্মণো যজ্ঞচরিতঃ সাবিজ্ঞাত্যানসংযুতম্ । রৈবতঃ তর্জযজ্ঞাখ্যঃ সুখ্যতীর্থনিরীক্ষণম্ ।
 কৈরবঃ হাটকেশাখ্যঃ প্রভাসঃ ক্ষেত্রকত্রয়ম্ । পৌকরঃ নৈমিষঃ ধার্মমরণ্যত্রিতম্ স্মৃতম্ ।
 বারানসী স্বারনাখ্যঃ মধ্যাখ্যোতি পুরীত্রয়ম্ । বৃন্দাবনঃ খাণ্ডবাখ্যমট্টকতাখ্যঃ বনত্রয়ম্ ।
 কল্পঃ শালস্তথা নন্দিগ্রামত্রয়মমৃতমম্ । অসিতকৃপিতসংজ্ঞঃ তীর্থত্রয়মুদাহৃতম্ ।
 আকবুদৌ রৈবতশ্চৈব পর্বতত্রয়মুতমম্ । নদীনাং ত্রিতয়ঃ গঙ্গা নর্মদা চ সরস্বতী ।
 সার্ককোটিত্রয়কলমেকং চৈব প্রকীর্তনম্ । কৃপিকা শঙ্খতীর্থং চামরকং বালমণ্ডনম্ ।
 হাটকেশক্ষেত্রকলপ্রদং প্রোক্তং চতুঃষট্ । আকাদিত্যঃ শাক্ককল্পঃ যৌধিষ্ঠিরমখ্যকম্ ।
 জলশায়ি চতুর্ন্যাসমশৃঙ্গ শয়নরহম্ । মকনেশঃ শিবব্রাহ্মিষ্ঠলাপুরুষদানকম্ ।
 পৃথীদানঃ বানকেশঃ কপালমোচনেশ্বরম্ । পাপপিণ্ডঃ মাসটেলঙ্গঃ যুগমানাদিকীর্তনম্ ।
 নিহেশশাক্ততীর্থাত্মা ক্রৌঞ্চকাদিকীর্তনম্ । দানমাতা কথনঃ ছাদশাদিত্যকীর্তনম্ ।
 ইতোষ নাগরঃ গুপ্তঃ প্রভাসাখ্যোহধুনোঢ়াতে । সোমেশো যত্র বিবেশোহকুপ্তসং পুণ্যদঃ মহৎ ।
 সিন্ধেশ্বরাদিকাখ্যানং পূর্বগত প্রকীর্তনম্ । অগ্নিতীর্থং কপলেশঃ কৈদারেশঃ গতিপ্রদম্ ।
 ভীমভৈরবচণ্ডীশভাক্ষরাক্ষরকেশীয়াঃ । বৃন্দজাভ্রুসৌরাভ্রুশিখোণা হরবিগ্রহাঃ ॥
 সিন্ধেশ্বরাদিত্যঃ পঞ্চাঙ্গে কদাস্তত্র বাবস্থিতাঃ । বরাবোহা হুজাপালা মঙ্গলা ললিতেশ্বরী ।
 লক্ষ্মীণো বাড়বেশচোবিশ কামেশ্বরস্তথা । গৌরীশবরুণেশাখ্যঃ ত্বাসেশঃ গণেশ্বরম্ ।
 কুমারেশঃ চণ্ডকল্পঃ শকুলাবরসংক্রম্য । ততঃ খোজাখ্য কোটীশবালব্রজাদিসংক্রম্য ।
 নরকেশসমর্ভেশনবীধরকথা ততঃ । বলভদ্রেশ্বরস্তাখ্য গঙ্গায়া গণপত্য চ ॥
 জাহ্নবতাখ্যাসরিতঃ পাণ্ডুকৃষ্ণসংক্রম্য । শতমেধলক্ষমেধকোটিমেধকথা তথা ॥
 তুলাসার্কঘটস্থানহিরণ্যাদিমোৎকথা । নগরার্কস্ত কৃষ্ণস্ত সঙ্কর্ষণসমুদ্রয়োঃ ।
 কুমারীয়াঃ ক্ষেত্রপালস্ত ব্রহ্মেশস্ত কথা পৃথক্ । পিজলাসঙ্গমেশস্ত শঙ্করার্কঘটেশয়োঃ ।
 ঋষিতীর্থস্ত নন্দার্কচিত্রকূপস্ত কীর্তনম্ । শশাপানস্ত পর্বাক্তকুমারীয়াঃ কথাভূতা ।
 বারাহম্যমিবৃত্তান্তং ছায়াশিখাখ্যস্ত্রয়োঃ । কা কনকনন্দায়াঃ কুন্তীগঙ্গেশয়োস্তথা ।
 চমসোত্তেদাবতুত্রিলোকেশকথা ততঃ । মধনেশত্রৈপুর্নেশস্ত্রীর্গকথাস্তথা ॥
 সুখ্যপ্রাচী দ্বীকর্ণধোকুণ্ডানাথকথা তথা । ভূকারণলহলযোচ্যাবনার্কেশয়োস্তথা ।
 অজপালেশবালার্ককুবেরহলজা কথা । পূর্বমতোয়ার্কয়া পুণ্যা সঙ্গালেশ্বরকীর্তনম্ ।
 নারদাদিত্যকথনং নারায়ণনরূপনম্ । তপ্তকুণ্ডস্ত মহাশ্মাঃ মূলচণ্ডীশবর্ণনম্ ।
 চতুর্ভুজগণাখ্যাকলহেশ্বরয়োস্তথা । গোপালবকুলশ্যামিনোর্মুক্ততাঃ কথা ॥
 ক্ষেমাকৈ মৃতবিশ্বেশজলস্রমিকথা ততঃ । কালমেঘস্ত কাকিয়া দ্বাসেশ্বরভদ্রয়োঃ ॥
 শঙ্খাবর্তমোক্ষতীর্থগোম্পদাচ্যুতসদানাম্ । জালেশ্বরস্ত তকারেশ্বরচণ্ডীশয়োঃ কথা ।
 আশাপুরুষবিশ্বেশকলাকুণ্ডকথাভূতা । কপিলেশস্ত চ কথা জরদগবশিবস্ত চ ।
 নলকর্কোটেশ্বরয়োহাটকেশ্বরজা কথা । নারদেশযজ্ঞভূষাভ্রুগুটগণেশজাঃ ।
 ভুবর্গেশাখ্যভৈরব্যোভ্রুজতীর্থভবা কথা । কীর্তনং কর্দ্দমালস্ত শুক্লসৌমেশ্বরস্ত চ ।
 বহুশর্বেশশৃঙ্খেশকোটিশ্বরকথা ততঃ । মার্কণ্ডেশ্বরকোটিশদামোদরগৃহোত্যকা ।
 স্বর্গেশখ্য ব্রহ্মকুণ্ডঃ কুন্তীতীর্থেশ্বরো তথা । যুগীকুণ্ডঃ সর্কষঃ ক্ষেত্রে বদ্রাপথে স্মৃতম্ ।
 হুর্গাভ্রুশর্বেশকেশরৈবতানাং কথাভূতা । ততোহকবুদেশ্বরকথা অচলেশ্বরকীর্তনম্ ।
 নাগতীর্থস্ত চ কথা বসিষ্ঠাশ্রমবর্ণনম্ । ভদ্রকর্ণস্ত মহাশ্মাঃ ত্রিনেত্রস্ত ততঃ পরম্ ।
 কৈদারস্ত চ মহাশ্মাঃ তীর্থাগমনকীর্তনম্ । কোটিশ্বররূপতীর্থহযোকেশকথাস্ততঃ ।
 সিন্ধেশক্তেশ্বরয়োর্মণিকণীশকীর্তনম্ । পদ্মতীর্থযমতীর্থবারাহতীর্থবর্ণনম্ ।
 চন্দ্রভাসাপিণ্ডোদজীমাতাভ্রুতীর্থজম্ । কাভ্যায়স্তাচ মহাশ্মাঃ ততঃ পিতারকস্ত চ ॥
 ততঃ কনকলস্তাখ্য চংক্রম্যহুতীর্থয়োঃ । কপিলাগ্নিতীর্থকথা তথা বজ্রাহুতম্ ॥
 গণেশপার্শ্বেশ্বরয়োর্বাভায়া মুজ্জলস্ত চ । চণ্ডীহামনাগোভ্রুশিবকুণ্ডমহেশজাঃ ॥
 কামেশ্বরস্ত মার্কণ্ডেশ্বরোৎপত্তেশ কথা ততঃ । উদ্যালকেশসিন্ধেশগততীর্থকথাঃ পৃথক ॥

শ্রীদেবমাতোৎপত্তিস্ত ব্যাসগৌতমতীর্থয়োঃ । কুলসত্তারমাশ্রয়ঃ রামকোট্যাহ্বতীর্থয়োঃ ।
 চন্দ্রোক্তেশানশৃঙ্গব্রহ্মহানোক্তবোধকৃতঃ । ত্রিপুত্রকরুদ্রহৃদগুহেব্রহ্মকথা শুভা ।
 অবিমুক্তস্ত মাহাত্ম্যমুদ্যমহেশ্বরস্ত চ । মহোজসঃ প্রভাবস্ত জম্বুতীর্থস্ত বর্ণনম্ ।
 গঙ্গাধরমিশ্রকথোঃ কথা চাধ কলম্বুতিঃ । দ্বারকায়াস্ত মাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মকথানকম্ ।
 জাগরান্যর্চনাখ্যা ব্রতমেকাদনীভবম্ । মহাদ্বাদশিকাখ্যানং প্রহ্লাদর্চিসমাগমঃ ।
 হৃদ্যাসস উপাখ্যানং যাত্রোপক্রমকৌর্তনম্ । গোমত্যাৎপত্তিকথনং তস্তাং স্নানাদিভ্যঃ কলম্ ।
 চক্রতীর্থস্ত মাহাত্ম্যং গোমত্যাধিসঙ্গমঃ । সনকাদিহৃদাখ্যানং নৃগতীর্থকথা ততঃ ।
 গোপ্রচারকথা পুণ্যা গোপীনাং দ্বারকাগমঃ । গোপীসরঃসমাখ্যানং ব্রহ্মতীর্থাদিকৌর্তনম্ ।
 পঞ্চনদ্যাগমাখ্যানং নানাখ্যানসমগ্রিতম্ । শিবলিঙ্গগদাতীর্থকৃৎপূজাদিকৌর্তনম্ ।
 ত্র্যম্বকমস্ত মূর্ত্যুখ্যা হৃদ্যাসঃকৃৎকলম্ । কুশদৈত্যবধোচ্চাৰ্যবিশেষার্চনভ্যঃ কলম্ ।
 গোমত্যাং দ্বারকায়াস্ত তীর্থাগমনকৌর্তনম্ । কৃৎকমন্দিরসম্প্রেক্ষা দ্বারবত্যাভিষেকনম্ ।
 তত্র তীর্থাবাসকথা দ্বারকাপুণ্যকৌর্তনম্ । ইত্যেয সপ্তমঃ প্রোক্তঃ খণ্ডঃ প্রাভাসিকো দ্বিজাঃ ।
 কাল্দে সর্বোত্তরঃস্থে শিবমাহাত্ম্যবর্ণনে । লিখিতৈবতত্ত্বৈযোঃ স্মৃত্যাক্রমশূন্যনামধিতম্ ।
 মাঘ্যাং সংকৃত্য বিপ্রায় স শৈবে যোদন্তে পদে ।”

কিরূপে এই স্বন্দপুরাণ প্রচারিত হইল এবং এই পুরাণপাঠে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা পুরাণবক্তা স্বতের মুখেই পরিবাক্ত । হৃত বলিয়াছেন,—

“পূর্বে স্বন্দ এই সমগ্র পুরাণ ব্রহ্মা ভণ্ডকে বলেন । তারপর ভণ্ড হইতে অঙ্গিরা, অঙ্গিরা হইতে চ্যবন, এবং তাঁহা হইতে ঋচীক প্রাপ্ত হন । এইরূপ পরম্পরাক্রমে এই সমগ্র পুরাণ সমগ্র ত্রিভুবনে বিস্তৃত হইয়াছে । এই স্বন্দপুরাণ পূর্বে কুমার উকার করিয়াছিলেন । যে ইহা শ্রবণ করে, সে পাপমুক্ত হয় । এই পুরাণ আয়ুষ্য ও চতুর্লগ্নকলপ্রদ । মহাত্মা যগুণ নিয়তভাবে ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন । এই আখ্যান আপনাদের নিকটে আমি কৌর্তন করিলাম, আপনাদের মঙ্গল হউক । সপ্তখণ্ড-মণ্ডিত এই স্বন্দপুরাণ যে নর শ্রবণ করে, কেহই তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা করিতে পারে না । এই ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য যে ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে পুরাণাকর সমস্ত থাক কাল স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে । যেমন বর্ষাকালে বৃষ্টিধারা—গগনে তারকা—ও গঙ্গায় সিকতার সংখ্যা করা যায় না, তদ্রূপ এই পুরাণাকরের ইয়ত্তা করাও হুঃসাধ্য । যে নর ভক্তিপূরক কতিপয় দিন মাত্রও এই পুরাণ পাঠ করে, তাহার সর্বার্থসিদ্ধি হয় । মানব পুত্রার্থী হইয়া এই পুরাণ পাঠ করিলে ধন প্রাপ্ত হয় । কস্তা পতিকামনা করিয়া যদি এই পুরাণ পাঠ করে, তাহা হইলে সে মনোমত পতি লাভ করে । বান্ধব, বন্ধুসমাগমবাস-নাশ ইহা পাঠ করিলে প্রবাসী বন্ধুর সহিত তাহার মিলন হয় । এমন কি এই স্বন্দপুরাণ শ্রবণ বা পাঠ করিয়া মানব সকল বাঞ্ছিতই লাভ করিয়া থাকে । যে ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা সর্বকামপ্রদ হয় । এই পুণ্য পুরাণ শ্রবণ করিলে সর্বাধি লাভ হয় । রাজা শত্রুজয় করিয়া মহৌ অধিকার করেন,—বিপ্র বেদবিৎ হন,—কাজ্য রাজ্য পান,—বৈশ্য ধনধাত্তোর অধিকারী হন এবং শূদ্র শূখ লাভ করে । এই পুরাণের এক অধ্যায়ও অন্ততঃ শ্রবণ করিতে হয়; অধিক আর কি বলিব ?—ইহার একটা সম্পূর্ণ শ্লোক—শ্লোকার্দ্ধ—বা তদর্দ্ধ অর্থাৎ শ্লোকের চতুর্থাংশও পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব বিষ্ণু-লোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে ।”

ভগবৎকৃপায় বহু চেষ্টার ফলে এত দিনে এই স্বন্দ মহাপুরাণ মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল । বঙ্গদেশে এমনভাবে স্বন্দমহাপুরাণের প্রচার ইহাই প্রথম । ইতিপূর্বে এই বহু বিকৃত পুরাণ গ্রন্থের মুদ্রণ বঙ্গে আর কখন হয় নাই ! তবে বঙ্গের কচিং কোথাও এই মহাপুরাণ হস্তলিখিতাকারে এগনও অংশতঃ দেখিতে পাওয়া যায় । এইরূপ হস্তলিখিত পুঁথি আমাদেরও সংগৃহীত হইয়াছিল । আমরা বঙ্গদেশের, বোম্বাই অঞ্চলের, অধিক সমগ্র ভারতের নানা পুঁথি আদর্শ করিয়া এই মহাপুরাণের অনুবাদকার্য্য করিয়াছি । পুস্তকবিশেষের পাঠাধিকা আমরা পরিবর্জন করি নাহি । এ-স্থলে একটা দৃষ্টান্ত দেখাই,—বঙ্গদেশীয় পুস্তকের মতে স্বন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডের চারিটি অধ্যায়ে সত্যনারায়ণ ব্রত কথা নিষক আছে । কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলের সংগৃহীত পুস্তকে সত্যনারায়ণ ব্রত

কল্পার কোনই উল্লেখ নাই। এ ক্ষেত্রে আমরা উক্ত চারিটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি। এইরূপ উৎকল খণ্ডে এবং অম্বাশ্রম খণ্ডেও অনেক পাঠান্তর যোজনা করা হইয়াছে।

এই বৃহৎগ্রন্থের অনুবাদকার্যের ভার প্রধানতঃ আমারই উপর অর্পিত হইয়াছিল। আমি এই পুরাণান্তর্গত মাহেশ্বর খণ্ডের পূর্বাংশ এবং অম্বাশ্রম খণ্ডের বিশেষ বিশেষ কতিপয় অংশ অনুবাদ করিয়াছি। কানীখণ্ড ও বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত পুরুষোত্তমক্ষেত্র মাহাত্ম্য পূর্বেই অনূদিত হইয়াছিল। অম্বাশ্রম খণ্ড আমার সুযোগ্য সহযোগী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত কুজারাম কাব্যরত্ন প্রভৃতি অনুবাদ করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য—একাদশীতিসহস্র-শ্লোকময় স্কন্দ মহাপুরাণ অতীব বৃহৎ গ্রন্থ ; ইহার অনুবাদে কচিৎ কোথাও ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে। যদি কোথাও কিঞ্চিৎ বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, গুণগ্রাহী পাঠক কার্যের গুরুত্ব বুঝিয়া নিজ গুণে তাহা মার্জনা করিয়া লইবেন। ইতি—

বঙ্গবাসী কার্যালয়,
কলিকাতা,—আশ্বিন, ১৩১৮ সাল।

}

শ্রীতারাকান্ত দেবশর্মা কাব্যতীর্থ
অনুবাদক।

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

১ম অধ্যায়।—মঙ্গলাচরণ, নৈমিষাবণো
দীর্ঘকালসাধ্য সত্রযাগরত শৌনকাদি মহর্ষি-
গণের সন্দর্শনার্থ ব্যাসশিষ্য লোমশনামক সূত-
মহর্ষির আগমন, শৌনকাদি মহর্ষিগণের লোমশের
নিকট ত্রীশিবমাহাত্ম্য বিষয়ক প্রশ্ন, লোমশ-
মহর্ষি কর্তৃক পুরাণোপক্রমসহ শিবমাহাত্ম্যাবর্ণ-
নোপক্রম,—দক্ষযজ্ঞধ্বংসবর্ণনাবস্ত, দক্ষ প্রজা-
পতি কর্তৃক শিবনিন্দাপূর্বক শিবের ও তদীয়
সেবকবর্গের প্রতি শাপ-প্রদান, নন্দী কর্তৃক শিব
ও শিবসেবক-দেবী দক্ষাদি ব্রাহ্মণগণের প্রতি
শাপপ্রদান, শঙ্কর কর্তৃক নন্দীর সান্ত্বনা, দক্ষের
শঙ্কর ও শঙ্করসেবকগণের প্রতি বিদ্রোহ। ... ১

২য় অঃ। দক্ষের কনখল ক্ষেত্রে শিবহীন
যজ্ঞারম্ভ, তদুপলক্ষে বসিষ্ঠাদি মহর্ষিগণের ও শিব
ব্যতীত ব্রহ্মাদি দেবগণের যজ্ঞস্থলে সমাগম,
দ্বীটি মহর্ষি কর্তৃক দক্ষের প্রতি শঙ্করানয়ন
বিষয়ক উপদেশ দান, দক্ষ কর্তৃক শঙ্করের প্রতি
অবজ্ঞা প্রদর্শন, দ্বীটি কর্তৃক দক্ষের ভাবী
অনিষ্টসূচনপূর্বক যজ্ঞমণ্ডপ ত্যাগ, গন্ধমাদন
গিরিহা সতী কর্তৃক যজ্ঞোদ্দেশে প্রস্থিত রোহি-
ণ্যাদি পত্নীগণসহ চন্দ্রের নিকট পিতৃযজ্ঞবিবরণ
শ্রবণে শিবসমীপে যজ্ঞস্থলে গমন জম্বু ঐশ্বর্য
প্রকটন সহকারে আদেশ প্রার্থনা, শিব কর্তৃক
সতীর আগ্রহাতিশয়ো নন্দ্যাদিগণের সহিত
উৎসাহে দক্ষালয়ে পেরণ, সতীর দক্ষালয়ে
যাত্রা। ...

৩য় অঃ।—ভূগু প্রভৃতি মহর্ষিগণের সাক্ষাতে
সতী কর্তৃক দক্ষের নিকট শিব নিমন্ত্রণ না করার
কারণ জিজ্ঞাসা, তদন্তরে দক্ষ কর্তৃক শিবের
নিন্দা, শিবনিন্দা শ্রবণে অপমানিতা সতীর

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

অগ্নিতে প্রবেশ, সতীর অন্তর গণগণের
ক্ষোভবশে শঙ্করপ্রহারে স্ব স্ব শরীর-ভেদাদি
দ্বারা প্রাণত্যাগ, শঙ্করকর্তৃক নারদমুখে এতদ্বৃত্তান্ত
শ্রবণে ক্রোধবশে একটি জটা উৎপাটনপূর্বক
পশুতথিধরে আফালন, সেই জটা হইতে বীর-
ভদ্র, ভদ্রকালী ও কোটী কোটী ভূতের প্রাচুর্ভাব,
কদদেবের নিশ্বাস হইতে শতসংখ্যক অর, ও
ত্রয়োদশসংখ্যক সন্নিপাতের উৎপত্তি, শঙ্করা-
দেশে বীরভদ্রাদির দক্ষ-যজ্ঞস্থলে আগমন, সেই
কদদেনাসমাগম দর্শনে যজ্ঞস্থলস্থ দেবঋষিগণের
পলায়নারম্ভ, ইন্দ্রাদির যুদ্ধোদ্যোগ, দক্ষ কর্তৃক
দেবগণসমীপে যজ্ঞত্যাগপ্রার্থনা, বিষ্ণুকর্তৃক দক্ষের
ভৎসনা, ও শিবের কণ্ঠফলদহাদি মাহাত্ম্য
কৌতুক। ...

৪ অঃ।—বীরভদ্রাদির সহিত ইন্দ্রাদি দেব-
গণের যুদ্ধ, ইন্দ্রের বৃহস্পতিসমীপে জয়োপায় প্রশ্ন,
বৃহস্পতি কর্তৃক ইন্দ্রাদি দেবগণের ভৎসনা, বীর-
ভদ্রকর্তৃক লোকপালগণের পরাজয়পূর্বক যজ্ঞ-
স্থলে আগমন, বিষ্ণু প্রভৃতির সহিত বীরভদ্রা-
দির দ্বন্দ্বযুদ্ধ, শিবগণগণের পরাজয় অসম্ভব
বোধে বিস্ময় স্বধামে প্রস্থান। ... ১৩

৫ম অঃ।—বীরভদ্রাদিগণগণ কর্তৃক সর্ব-
দেবগণের পরাজয় সাধন ও ভূগুপ্রমুখ মহর্ষি-
গণের লাজ্জনাশ্তে দক্ষের শিরশ্ছেদপূর্বক তদুপা
যজ্ঞাগ্নিতে হোমারম্ভান, দেব ঋষি পিতৃ যজ্ঞ
রাক্ষসাদির ভয়বশতঃ পলায়ন, পুত্রশোকসন্তপ্ত
ব্রহ্মার কৈলাসশৈলে গমনান্তে শিবজ্ঞাপ্তি,
জ্ঞাপ্তিপ্রসন্ন শঙ্করের সর্বদেবগণ সহ দক্ষযজ্ঞ-
স্থলে আগমন ও দক্ষের কবকে ছাগমুণ্ড যোজন-
পূর্বক দক্ষের জীবন দান, দক্ষ কর্তৃক শিবের
ভব, জতিভূট শঙ্কর কর্তৃক দক্ষের প্রতি সহপ-

বিষয়।

পৃষ্ঠা

দেশ দান, শিবব্রহ্মাদিব স্ব স্ব লোকে গমন, লোমশ স্মৃত কর্তৃক শিবোপাসনা ও শিবব্রত-বিধিমাহাত্ম্য বর্ণন, শিবভক্তিমাহাত্ম্য বর্ণনপ্রসঙ্গে ইন্দ্রহ্যমপুত্র ইন্দ্রসেন রাজার উপাখ্যান,—ইন্দ্রসেন বলপূর্বক পরবনাদি গ্রহণ ও পবনিগ্রহ ব্যাপারে অমৃতচরগণকে “আহব প্রহব” শব্দোচ্চারণে নিয়োগ করিত, পবন “আহব প্রহব” শব্দোচ্চারণে আনুষঙ্গিক ভাবে ‘হব’ শব্দ উচ্চারণ হইত বলিয়া মবণান্তে যমপুত্র কর্তৃক স্বমলোকে নীত হইলে যম কর্তৃক তাহার সসন্মানে সৎকার কবণ, শিবদূতগণ সহ ইন্দ্রসেনের শিবলোকে গমন ও চণ্ড নামক গণেশ-প্রাপ্তি, শিবনাম ভয় রুদ্রাক্ষ ও বিপুত্রৈল মাহাত্ম্য, শিবপূজামাহাত্ম্য বর্ণনপ্রসঙ্গে নন্দি-বৈশ্ব ও কিরাতেব ইতিহাস বর্ণন,—নন্দি-বৈশ্ব ও কিরাতেব শিবাবধনাকালে নন্দি ও মনাকাল হ লাভ, শিবভক্তি মাহাত্ম্য কীর্তন।

১৭

৬ষ্ঠ অঃ।—“শিবের মূর্তি পবিত্র কৰ্ম্মণা লিঙ্গ পূজা করা হয়, কিজন্য?” শৌনকাদি মুনি-গণকৃত এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে লোমশ স্মৃতকর্তৃক লিঙ্গপূজাপ্রকৃতিবৃত্তান্ত কথন,—শঙ্করের নগ্ন-বেশে দাক্ষবনে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ তদীয় দিগন্তব মনোহর মূর্তি দর্শনে মোহিতা মুনিপত্নীগণের শঙ্করানুগমন, তদর্শনে কুপিত মুনিগণ কর্তৃক শাপদানে শঙ্করের লিঙ্গপাতন, পতিত লিঙ্গের চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান, তদর্শনে ভীত দেবগণের ব্রহ্ম-বিষ্ণু সমীপে তদবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্বক জগতের স্বাস্থ্য বিধানার্থ প্রার্থনা, সেই লিঙ্গের অন্তদর্শনার্থ বিষ্ণুব ববাহকপে পাতালে ও ব্রহ্মার হংসারোহণে স্বর্গে গমন, মেরুগিরিতে ব্রহ্মার কেতকী ও সুরভি দর্শন, ব্রহ্মাব প্রার্থনায় সুরভি ও কেতকী কর্তৃক “ব্রহ্মা লিঙ্গমন্তক দেখিয়াছেন” এইকপ মিথ্যাসাক্ষাদানে অঙ্গী-কার, ব্রহ্মার পৃথ স্থানে প্রত্যাগমন ও “লিঙ্গ-মন্তক দেখিয়াছি” দেবগণসমক্ষে এইকপ মিথ্যা-কথন, সুরভি ও কেতকী কর্তৃক মিথ্যাসাক্ষা দ্বারা ব্রহ্মবাক্যের সমর্থন, তৃণপ্রমুখ ঋষিগণেরও ব্রহ্ম-বাক্যে অন্তর্মোদন, বিষ্ণুর পাতাল হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক “লিঙ্গের অন্তদর্শন করি নাই” এইরূপ সত্যকথন, সুরভি, কেতকী ও ব্রহ্মার মিথ্যোক্তিতে কুপিত ভগবান শঙ্কর কর্তৃক

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

আকাশবাণী দ্বারা অভিশাপদানপূর্বক সুরভি-মুখের অশুচিহ্ন, কেতকীর শিবার্চনে অনর্হত, ব্রহ্মার অপূজা হ ও মিথ্যোক্তিসমর্থক তৃণ প্রভৃ-তিব ক্রেশভাগি দ্বিবিধান, ব্রহ্মাদিব লিঙ্গের শরণ গ্রহণ। ...

২৮

৭ম অঃ।—ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক বিবিধ নামক শঙ্করলিঙ্গ স্থাপন, শিবমন্দিরমাঙ্গনপুণ্যে পতঙ্গী নাম্নী কীটপক্ষ্মীর কাশিরাজপুত্রী হ লাভ, উদালক মহর্ষির কাশীরাজপুত্রীসহ কপোপকথন। ...

৩২

৮ম অঃ।—শিবভক্তিমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শিব-লিঙ্গমন্তকে আবোহনপূর্বক ঘটাপহারী চৌরের শিবলোক লাভ, নবগণের লিঙ্গমুগ্ধ ও নারী-গণের পীঠকণ্ঠ, শিববিষ্ণুব অভেদহ, শিবা-বাবনর্ফলে বিবিধ দেবদানবের উৎকর্ষ ও রাব-ণের প্রভাব, নন্দীর বানবমুখহেব হেতু ও রাবণশাপে বানবমুখ হলাভ, নন্দি কর্তৃক রাব-ণের প্রতি নব-বানবের হস্তে মৃত্যু বিষয়ক অভিশাপ, নন্দী প্রভৃতির সহিত দেবগণের বৈকুণ্ঠে থাইয়া বিষ্ণুসমীপে প্রার্থনা, তদনুসারে বিষ্ণু কর্তৃক বাবণবের জন্ম অবতার গ্রহণে অঙ্গীকার, বিষ্ণুব আদেশে দেবগণের অংশ-বতাব, বামাবনাব, বাবনব, বাবণের শিবসায়ুজ্য লাভ, লিঙ্গার্চনমাহাত্ম্যাবর্ণন।

৩৫

৯ম অঃ।—বৃহস্পতির অবমাননায় শঙ্করের বাজানাশ, বালিব ইন্দ্র হলাভ, দেবদানবগণের সম্মিলন ভাবে সমুদ্রমন্থনোদ্‌যোগ, সমুদ্রমন্থনা-রত্ন, হলাহলোৎপত্তি, ও তৎপ্রভাবে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত অষ্টলোকনাশ বর্ণন। ...

৪৩

১০ম অঃ।—হলাহল তপ্ত হরি-ব্রহ্মাদির প্রার্থ-নায় শিবসমীপে হেরছের বিজ্ঞাপন, শিবশরীর হইতে জগৎকাবণ-যোনিকপা পরাশক্তির প্রাহর্ভাব, হেরছোৎপত্তি বৃত্তান্ত, হেবদ্রুত শক্তিমুক্ত-শিবস্ততি, শিবের লিঙ্গরূপে হলাহলপান, দেবদানবাদিকৃত শিবস্তব, শিবের আবির্ভাব ও সর্বকল্মারস্তে, হেরছার্চনের কর্তব্যতা কথন।

৪৯

১১শ অঃ।—শিবোক্ত গণেশার্চন-বিধান, পুনঃ সমুদ্রমন্থন, চন্দ্রোৎপত্তি, গর্গপ্রোক্ত নরক বৃত্তান্ত, কামধেনু রত্নাদির উৎপত্তি, লক্ষ্মীপ্রাহর্ভাব, লক্ষ্মীকর্তৃক বিষ্ণুকে পতিহে

...

...

৫৪

• বিষয়।

পৃষ্ঠা।

১২শ অঃ।—অমৃতার্থ পুনঃ সাগবমন্তন, ধনুস্তবিপ্রাত্তাব, ধনুস্তবির হস্ত হইতে বৃষপক্ষা দানবেব অমৃতকলস অপহরণ ও অপরাপব দৈত্যগণসহ পাতালে গমন, সুবর্ণগণেব প্রার্থনায় বিষ্ণুব মোহিনীরূপ ধারণ, ও দেব-দানব উভয়দলকে বিভিন্ন পৰ্য্যক্ৰমে উপবোধিত করিয়া দেবপক্ষিতে অমৃতবণ্টন, বাহুব দেবপক্ষিতে অমৃতপানার্থ উপ বশন ও চন্দ্র-স্বা কঙ্ক তক্ত-ল্লেক্ষ, বিষ্ণু কঙ্ক চক্ৰ দ্বাৰা বাহুব শির-শ্ছেদ, অমৃতপানবঞ্চিত দানবদলেব আকোশ। ৫৭

১৩শ অঃ।—দেবদানবগণেব চন্দ্রযুদ্ধ, শঙ্ক-বেব বাহুবুগু ধারণ, ও তৎপ্ৰসঙ্গে শিবভক্তি ভঙ্গ্য ত্রিপুণ্ড্রক কুদাক্ষাদিব মায়ায়া, বালনেমি কঙ্ক দেবগণেব পবাজব, দেবগণেব বিজয়া ভ-কালনেমিসহ সমবার্ণ বিষ্ণুব বাস্তুগে প্রাত্তাব। ৬৩

১৪শ অঃ।—বিষ্ণু কঙ্ক কালনেমি-বব, বিষ্ণুব অন্তর্ধান, দৈত্যদলেব পলায়ন, সুবাসনা-সহ ইন্দ্রেব অমবাবতা গমন, ইন্দ্রেব বিজয়া ভ-যেক, পবাজিত হতাবশিষ্ট দৈত্যগণেব শুক্রা-চাৰ্ঘ্য-সমীপে গমন, দৈত্যগণেব বিজয় সাধনায় শুক্রাচাৰ্যেব তপস্যা, ও মৃতদানবসংবন। ৭০

১৫শ অঃ।—ইন্দ্রকঙ্ক অপমানিত বৃহস্প-তিব প্ৰস্থান, বিশ্বকস্মানন্দন বিশ্বকপেব ইন্দ্র-পৌবোহিতা কবা, ও দেব গকে বকনা কবিয়া দৈত্যগণকে হবিন্দান, বিদিতবৃত্তান্ত ইন্দ্র কঙ্ক বজ্রদ্বাৰা বিশ্বকপেব শিবশ্ছেদ, ও তৎপাতকজ্ঞা ব্রহ্মহত্যাব আক্রমণে জলে মজ্জন, মিলিত দেবগণেব বৃহস্পতিসমীপে গমনপূর্বক ইন্দ্রকৃত ব্রহ্মহত্যা বৃত্তান্ত বধন, নারদের কথায় দেবগণেব নহষকে ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠা বিষয়ক মন্তনা, তদ্বর্ণনে ইন্দ্রাণীব কুণ্ঠে অন্তঃপুরে প্ৰস্থান, নহষেব ইন্দ্রপদে অভিষেক, নহষের ইন্দ্রাণীসন্তোগ বিষয়ক অভিলাষ, ও তদনুসাবে বৃহস্পতিব ইন্দ্রাণীসমীপে গমন, ইন্দ্রাণী কঙ্কক “অবাহ-যানে গমন করিব এইরূপ উত্তর দান, নহষ কঙ্কক শিবিকা বহন্যর্থ অগস্ত্যাদি ব্রাহ্মণ-গণের নিয়োগ, অগস্ত্য কঙ্কক নহষকে “সর্গ হও” বলিয়া অভিশাপ প্রদান, নহষের সর্গরূপে স্বর্গ হইতে পতন, দেবগণ কঙ্কক

বিষয়।

পৃষ্ঠা

ইন্দ্রপদে যযাতির প্রতিষ্ঠা, অল্পভিত সংকল্পের কীর্তনহেতু পুণ্যক্ষব বশতঃ যযাতিব অধঃপতন, ইন্দ্রাভাবে দেবগণেব চিন্তা। ..

১৬শ অঃ।—ইন্দ্রাণী শচী কঙ্কক ইন্দ্রানয়নার্থ বৃহস্পতি প্রভৃতিব প্রতি আদেশ, ও তদ্বিষয়ে অবহেলা দর্শনে বৃহস্পতিব প্রতি শাপপ্রদান, শাপভাত বৃহস্পতিব ইন্দ্রানয়নার্থ সর্বোবর-তীবে গমন ও ইন্দ্রেব আহ্বান, তারাস্থিতা ব্রহ্মহত্যাব দেবগণসমীপে বাসস্থান প্রার্থনা, দেবগণেব ব্রহ্মহত্যাকে চাৰিভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথিবী, বৃক্ষ, জল ও নাবী, এই চাৰিস্থানে বাস করিত বব দান, ব্রহ্মহত্যার উক্ত চাৰিস্থানে অবস্থান দেবগণেব নিষ্পাপ ইন্দ্রকে লভবা অমবাবতাগমন ও ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠা, বিশ্বকপদ বর্ণন। বিশ্বকস্মাব তপস্যা, ব্রহ্মাব নিকটে সুবভবকব পুত্র ববলাভ, বৃত্তাস্তবোৎপত্তি, তদ্বর্ণনে অসুবগণেব পাতাল হইতে আগমন, তদর্শনে দেবগণেব ভয় ও পবস্পব মন্তনা, ব্রহ্মাব আদেশে সুবগণেব দ্বীচি মূর্নিব নিকটে যাইয়া বজ্রনিষ্পাৰ্য তদাব আস্থাপ্রার্থনা, তদর্থ দ্বীচিব বোগবলে প্রাণতাগ, ...

১৭শ অঃ।—সুর্বাভ কঙ্কক দ্বীচিব গাত্র-লেহন দ্বাৰা নিষ্পাংস করণ, দ্বীচিব আস্থি দ্বাৰা দেবগণেব বজ্রাদি অস্ত্ৰ নিষ্পাণ, দ্বীচিপত্নী সুবচ্চাব দেবগণের প্রতি অপুত্রত অভিশাপ প্রদান, ও স্বপুত্র পিঙ্গলাদকে অশ্বখ-তলে বিস্তৃত করিয়া পতি-চিত্তারে হণ, সুরাসুর-সমরাস্ত,—বৃত্তাস্তবেব যুদ্ধ, বৃত্তাস্তববধার্থ বৃহ-স্পতির উপদেশে ইন্দ্রের শনিপ্রদোষব্রত সহকাৰে শিবাবাবনা, শনিপ্রদোষব্রতবিধান, বৃত্তাস্তবেব জন্মান্তরবৃত্তান্ত,—চিত্রবথ গন্ধৰ্ব্বেব শিবনিন্দা ও দেবীশাপে অসুবহপ্ৰাপ্তি, শনি-প্রদোষব্রতোদ্যাপন বিধান, শনিপ্রদোষব্রত-প্রভাবে ইন্দ্রেব প্ৰভাব বৃদ্ধি ও দানবগণ সহ সংগ্রাম, রণস্থল হইতে পলায়মান দানবগণের প্রতি বৃত্তাস্তবেব যুদ্ধধম্মোপদেশ, দেবদানবে তুমুল যুদ্ধ, বৃত্তের প্ৰহারে ইন্দ্রের মূৰ্ছা ও সংজ্ঞালাভান্তে ব্রহ্মার উপদেশে বৃত্তবধার্থ শিবাবাবনা, শিববাক্যে বৃত্তকে অজ্ঞেয় জানিয়া তৎসহ মৈত্ৰীস্থাপনাতে তদীয় ছিদ্রাঙ্কসঙ্কাম-মানসে তৎসংকাবে সহস্র বব অবস্থান, বৃত্তের

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

গর্ভ, ইন্দ্রের নশ্বদাতটে প্রদোষ ব্রতসহকারে ওঙ্কারেশ্বরের আরাধনা, প্রদোষকালে নিদ্রা-বশতঃ প্রদোষপূজা বাধা হওয়ায় তপোহানি হেতু বৃত্তের শ্রীহীনতা ও তৎকাল মনস্তাপ, ইন্দ্র সহ বৃত্তের যুদ্ধ, বৃত্ত কর্তৃক ইন্দ্রকে গ্রাস করণ, ব্রহ্মার প্রার্থনায় শঙ্কর কর্তৃক আকাশ-বাণী দ্বারা ব্রহ্মার প্রতি প্রদোষব্রতকালে ইন্দ্রকৃত পীঠিকালঙ্ঘনপাতকহেতু শক্রগ্রামে পতনবার্তা-কথন ও ত্রৈকালিক লিঙ্গার্চনবিধি বর্ণন, শঙ্করাদেশে দেবগণের যথাবিধি লিঙ্গার্চনা ও তৎপ্রভাবে বৃত্তের উদরভেদ করিয়া ইন্দ্রের বহির্গমন, বৃত্তাসুরের মালবদেশে মস্তক ও গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগে অন্তর্বেদীতে শরীর স্থাপনপূর্বক পতন, সুরগণের ছয়মাস যাবৎ বৃত্তাসুরের শিরচ্ছেদন, ইন্দ্রের বিজয় লাভ, দৈত্যগণের বলিসমীপে বহ্নিনিধনবার্তা নিবেদন, শুক্রাদেশে বলির যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা রথলাভ, ও তাহাতে আরোহ পৃষক দৈত্য-সৈন্যসহ দেব জয়ার্থ অমরাবতীযাত্রা। ...

৮৪

১৮শ অঃ।—বলির আগমন শ্রবণে বৃহ-স্পতির উপদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণের ময়ূরাদি পক্ষিরূপ ধারণপূর্বক স্বর্গ হইতে পসারন ও কণ্ঠপাত্রে যাইয়া মাতা অদিতির নিকট তুংখজ্ঞাপন, দেবগণত্রাণার্থ অদিতির প্রার্থনায় কণ্ঠপের তৎপ্রতি শ্রবণদ্বাদশীরত দ্বারা মাধবারাধনে উপদেশ, তদনুসারে অদিতির তদ্ব্রতানুষ্ঠান, বিষ্ণুর আবির্ভাব, অদিতির বিষ্ণু-স্তব, বিষ্ণু কর্তৃক গদা ও চক্রের প্রতি বলি-দমনার্থ আদেশ, গদা ও চক্রের তদ্বিষয়ে ভাষা-মর্য্য জ্ঞাপন, ভগবানের ভাবনা, শুক্র কর্তৃক বলির ইন্দ্রপদে অভিষেক, বলি কর্তৃক ব্রাহ্মণ-গণকে সমস্ত ইন্দ্র-সম্পত্তি দান, তৎপ্রসঙ্গে ইন্দ্র-পদস্থ ব্যক্তিরও দানভাবে পূণ্যক্ষয়ান্তে ইন্দ্র-ভূমিপ্রাপ্তি বর্ণন, বলির পূর্বজন্মবৃত্তান্ত,—কোনও লম্পটের গণিকার নিমিত্ত পুষ্প-তাহুল লইয়া যাইতে যাইতে সহসা স্থলিত হওয়ায় তৎসমস্ত ভূমিতে পতিত হইলে “শিবার্চনমস্ত” বলিয়া শিবকে নিবেদন করায় সর্বপাপমুক্তি, অনন্তর মরণান্তে যমের আদেশে সাক্ষিঘটিকাত্রয় কাল ইন্দ্রপ্রাপ্তি, তদনুসারে অগস্ত্যাদি ব্রাহ্মণ-গণকে ঐরাবতীদি প্রদান, সাক্ষি-ঘটিকাত্রয়ান্তে

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

পূর্ব ইন্দ্রের ইন্দ্র লাভ, ও শচীর প্রতি ভৎসনা, শচী কর্তৃক ইন্দ্রের ভৎসনা ও লম্পটের প্রশংসা, ইন্দ্রের লজ্জা, লম্পট কর্তৃক ঐরাবতীদি নিজধন প্রদত্ত হওয়ায় ইন্দ্রের যমসমীপে যাইয়া উক্ত লম্পটের ভৎসনা, যমের আদেশে চিত্র-শুক্র কর্তৃক শিবোদ্দেশে অলুপ্তিত দানপ্রভাবে লম্পটের নরকানহই বর্ণন, তৎকালে লজ্জিত মনে ইন্দ্রের অমরাবতীপ্রস্থান, উক্ত লম্পটের প্রহ্লাদনন্দন বিরোচনের পত্নী শুরুচির গর্ভে প্রবেশ, ইন্দ্র কর্তৃক ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া বিরো-চন-সকাশে তদীয় মস্তক প্রার্থনা, বিরোচন কর্তৃক কপট বিপ্রবেশী শক্রকে নিজ মস্তক ছেদন-পূর্বক প্রদান, বলির জন্ম, প্রসবের পরে বলি-মাতা শুরুচির পাতিলোকে গমন, শুক্র কর্তৃক বলির পিতুরাজ্যে অভিষেক; ইন্দ্রাদির পলা-য়নের পর বলি কর্তৃক স্বর্গরাজ্য অধিকার এবং শুক্রের উপদেশে স্বর্গে বাস অযোগ্য বোধে বলির সর্বদৈত্য সহ শুক্রাচার্য্যকে লইয়া নশ্বদা-তীরে গুরুকুলাতীর্থে আগমনান্তে অশ্বমেধাদি বিবিধ যাগানুষ্ঠান, বলির সেই যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে অদিতিকৃত ব্রতে সম্ভৃষ্ট হইয়া বিষ্ণুর বামনরূপে অবতীর, বামনের উপনয়নাদি সংস্কারান্তে বলি-যজ্ঞস্থলে গমন, বলিকৃত বামনার্চনপ্রক্রিয়া, বাম-নের বলিসমীপে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা, বলিকর্তৃক তদানে অঙ্গীকার, শুক্র কর্তৃক বলিকে বামনের বিষ্ণু কথনপূর্বক ভূমিদাননিষেধ,

১০

১৯শ অঃ।—বামনকে ভূমিদানে বলির আগ্রহাতিশয্য দর্শনে বলির প্রতি শুক্রের অভি-শাপ, বলির সঙ্কল্প করিয়া বামন দেবকে ভূমিদান, বামনরূপী বিষ্ণুর বুদ্ধি,—ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি ধারণ, ও পদদ্বয়দ্বারা চরাচর ব্রাহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া তৃতীয়-পদপরিমিত ভূমির নিমিত্ত বলির নিকট গুরুত্বের নিয়োগ, বলিপত্নী বিষ্ণ্যাবলির প্রহ্লাদকে লইয়া বামনসমীপে আগমন ও সপুত্রপত্নীক বলির মস্তকে তৃতীয় পদ স্থাপনার্থ স্তুতিপূর্বক প্রার্থনা, সম্ভৃষ্ট ত্রিবিক্রমের বলির প্রতি স্তুতলে, গমনার্থ আদেশ, বলির প্রার্থনায় বিষ্ণুর বলিসম্মিধানে নিয়তাবস্থিতি স্বীকার ও তদনুসারে বলিসহ পাতালে গমন ও স্থিতি, শিবভক্তিমাহাত্ম্য।

২০শ অঃ।—শঙ্করের লিঙ্গরূপপ্রাপ্তি বর্ণন প্রসঙ্গে সুরগণ সহ তারকাসুরের সমর, দেব-

বিষয়।

গণের পবাক্ষয় ও ব্রহ্মলোকে গমন, সেখানে আকাশবাণী-প্রযুগাৎ শিবের পুত্র জন্মিলে ৩২-কর্তৃক তাবকাসুৰ হত হইবে, স্মৃতবাং তদর্থে বিপত্তীক শিবের দারপবিগ্রহার্থ যত্ন করিতে আদেশ, আদেশ পাইয়া হিমালয়ে যাউয়া পুত্রোৎপাদনার্থ হিমালয়সমীপে প্রার্থনা, হিমানঘের স্বীয় ভাৰ্যা মেনাব নিকট কন্তোৎপাদনার্থ দেবগণকৃত প্রার্থনা কখন, মেনাব কন্তোৎপাদিত পিতামাতার জুখ বানি, হিমালয় কর্তৃক পবোপকাৰেব আবশ্যকতা বোধে মেনাকে পবোদান, মেনার কন্তোৎপাদনে সম্মতি ও হিমালয়েব সংসর্গে গর্ভধারণ, গর্ভে জগন্মাতার প্রবেশ ও জন্মগ্রহণ।

১১৭

২১শ অঃ।—হিমালয়েব পার্বতীসহ শিব-সমীপে শিব দর্শনার্থ আগমন, স্ককীয় সেবাভল্যমি পার্বতীৰ প্রতি শিবের সেবাকার্যে অনুরমতি, পার্বতীৰ শিবসেবা, ৩২কালে দেবেন্দ্রপ্রোবত মদন কর্তৃক শঙ্করকে বাণাঘাত, বাণাকৃত শঙ্করেব পার্বতীদর্শনে মদনাতৃবহ, বিবেক দ্বাৰা তৎকারণ বিচাৰণে প্রবৃত্ত হইয়া সজ্জ-ধনুর্ধ্ব মদনকে বিলোকনান্ত কোধবশে তৃতীয়নেত্রাগ্নি দ্বাৰা ভস্মীকরণ, দেবগণেব মদনজীবনাথ স্তুতিবাদ সহ শঙ্করসমীপে প্রার্থনা, শিবের অন্তর্ধান, মদনপত্নী বতিব মদনশোকে বিলাপ, পার্বতীৰ বতিকে মদনেব পুনর্জীবন বিষয়ক আশ্বাস প্রদান, বতিব সেই স্থানে তপস্কা, তথায নাবদেব আগমন ও রতিকে উপদেশ প্রদান, বতিব নাবদকে ভৎসনা, নাবদের শঙ্কবাসুৰসমীপে গমন ও তাহাকে রতিহরণ বিষয়ক উপদেশ প্রদান, শঙ্কবাসুৰেব বলপূৰ্বক বতিকে স্বীয়াবাসে লইয়া গিয়া বন্ধন-শালাধ্যক্ষতার নিয়োগ, পার্বতীৰ শিবপ্রাপ্ত্যৰ্থ তপস্কা, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া একা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের শিব-বিবাহ বিষয়ক মন্তব্য।

২২শ অঃ।—একাদি দেবগণেব সমুদ্রেব পব পারে যোগপীঠাসীন সমাধিময় শঙ্করসমীপে সমাগম, ও তদীয় স্তব, সন্তুষ্ট শঙ্করেব দেব গণকে পার্বতীকর্তব্য মদনজীবনাদি বর্ণন সহ কামচাণ্ডীপদেশপূৰ্বক পুনঃ সমাধিগ্রহণ, নন্দী কর্তৃক দেবগণের বিদায় দান, শঙ্করেব যোগা-সনে স্বরূপানন্দাত্মভূতি, পার্বতীতপঃপ্রভাবে

পৃষ্ঠা।

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

শিবের সমাধিচ্যুতি, শিবের বটরূপে পার্বতী-তপস্কাঙ্কেত্রে আগমন ও পার্বতীচিত্ত পরীক্ষার্থ শিবনিন্দা, ইহাতে অসহিষ্ণু পার্বতীৰ সখি দ্বারা বটকে বিদায়করণ, বটরূপী শিবের অন্তর্ধান ও নিজরূপে আবির্ভাব, শিবোপার্বতী সংবাদ, পার্বতীৰ স্বীয় পবিত্রার্থ শিবসমীপে প্রার্থনা, পার্বতীকে বদানপূৰ্বক শঙ্করেব স্বস্থানে গমন, পার্বতীৰ তপঃসিদ্ধিদর্শনে হিমালয়েব ব্রহ্মাদি দেবগণ সহ মহা আড়ম্বরে পার্বতীকে স্বতবনে আনয়ন।

১২৩

২৩শ অঃ।—পার্বতীসহ পবিত্র নিমিত্ত শিবের হিমালয়সমীপে সপ্তর্ষি প্রেবণ, সপ্তর্ষি-গণসহ হিমালয়েব কথোপকথন ও বিবাহসম্বন্ধ-নির্ণয়, সপ্তর্ষি গণেব শিবকে ব্রহ্মার বিজ্ঞাপন, শিব কর্তৃক বরযাগিহ নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেব-গণেব নিমন্ত্রণার্থ নাবদকে প্রেবণ, ব্রহ্মাদিৰ শিবসমীপে আগমন, শিবের মহা আড়ম্বরে গ্রহাচলাদি সমাবান, পবে সৰ্বদেবগণ সহ বিবাহার্থ গিৰিবাজপূৰে যাত্রা।

১৪০

২৪শ অঃ।—হিমালয় কর্তৃক কন্তাব বিবাহ উপলক্ষে গর্গীচাঁদী পুৰোহিতেব অব্যাক্ততায় বিশ্বকস্মা দ্বাৰা উত্তম মণ্ডপাদি নিম্মাণ, নারদ-প্রযুগাৎ উক্ত মণ্ডপে সৰ্বদেবপ্রতিকৃতিবিস্তাস-কৌশলবার্তা শ্রবণে দেবগণেব শঙ্কা, হিমালয় কর্তৃক শঙ্করকে স্বপূৰে আনয়ন ও বরযাগি-গণেব বাবোগা বাসস্থান প্রদান।

১৪৫

২৫শ অঃ।—হিমালয়প্রদ ও পৃথক পৃথক প্রশস্ত বাসস্থানে দেবগণেব নিবাস, মনা কর্তৃক শিবের নীবাজনা ও তাদৃশ জামাতার রূপ দর্শনে পবিতোষ, পার্বতীৰ উত্তম বেশভূষান্তে বরণার্থ উৎকৃষ্ট হাব-হস্তে মহেশ্বরেব ধ্যানে অব-স্থান, গর্গনিদিষ্ট শুভক্ষণে বিবাহার্থ মহা সমা-বোহে বিবাহমণ্ডপে শঙ্করকে আনয়ন, শিব-পার্বতীৰ বিবাহ, অরুন্ধতী সাবিত্রী লক্ষ্মী প্রভৃতি সববাগণের শিবনীবাজন, মেনাসহ গিরিবাজের কন্তাদান করিতে উপবেশন, সঙ্কলকালে শিবের নামগোত্র জিজ্ঞাসা, তত্পলক্ষে নারদ কর্তৃক শঙ্করেব পবায়মার্থ্য বর্ণন।

১৫০

২৬শ অঃ।—হিমগিৰিব শঙ্করকরে পার্বতী সম্প্রদান, শিবপার্বতীৰ গৃহ্যাগ্নিহোমকালে পার্বতীচরণদর্শনে ব্রহ্মার বীৰ্য্যস্থলন ও তাহা

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

হইতে সষ্টিমহত অক্ষয়মাত্র বাল্যপিতা স্বামি
উত্তর, হোম সমাধানে হিন্দু বহুব বন-
যাত্রীদিগেব মনোবৈষ্ণব সৎকাল, বিবাহ
হোৎসব বৃত্তান্ত।

১১৫

২৭শ অঃ। ববপক্ষায় ঐশ্বর্য বস্ত্রাঙ্কন
বিজ্ঞা সহ প্রভৃতি শৈলগণের যথার্থগা সৎকাল,
সমস্ত শৈলগণের শঙ্করসংকল্প, ববযাত্রী দেব-
গণের স্ব স্ব স্থানে বসিয়া শিবের নান্দ
গন্ধমাদন পূজিতে বিনয়, বান্দে বান্দা
প্রবৃত্তি, অত্যন্ত বিনোদিত রাসাতি ব্রহ্মদি
দেবগণ কংকলনবাস্য বিমানার্গ তদাঙ্গিগে
নিকট অগ্নিবে প্রবাহ, বান্দে বান্দা অগ্নি
উত্তর বান্দে বান্দে গমনা বান্দে বান্দে
হেতু শিববোধে অসংকল্প বান্দে বান্দে
পান্দে বান্দে অসংকল্প, বান্দে বান্দে
অগ্নি উত্তর শিববোধে অসংকল্প বান্দে
প্রত্যাপন, অসংকল্প বান্দে বান্দে
দেবগণের গান্ধার্য বান্দে বান্দে
গ্রহণ, বিজ্ঞা উপদেশে দেবগণের শিব-
প্রার্থনা, শিবের আদেশে দেবগণের
শিববোধে অসংকল্প ও বান্দে বান্দে
অগ্নি প্রতি যোনিতে বান্দে বান্দে
জান্দে বান্দে অগ্নি নিকট বান্দে বান্দে
পান্দে বান্দে শিববোধে বান্দে বান্দে
আগমন, অগ্নি নিজ জাতি বান্দে বান্দে
শব্দে শিববোধে বান্দে বান্দে
কৃত্তিকাগণের ব্যক্তিগণের শিব-
গন্ধায় যুগপৎ সেই বান্দে বান্দে
তাহা হইতে সত্যন বান্দে বান্দে
জন্মকালে পান্দে বান্দে
শিবপাক্তসমাপে বান্দে বান্দে
জন্ম বৃত্তান্ত কখন, বান্দে বান্দে
পান্দে বান্দে কুমার দশনার্গ গমন ও কুমারদর্শনে
প্রীতিলভ, কুমারদর্শন মনোহর।

১৮

২৮শ অঃ।—শিবের আদেশে কুমারকে
অগ্রবর্তী করিয়া দেবগণের বান্দে বান্দে
যুক্তযাত্রা, পথে বিজ্ঞা শিবের অকাশবাণী
অবণ, সেনা নাত্রী যুক্তবস্ত্রের আগমন, ব্রহ্মার
বান্দে কুমার বহুব ভাষার বণ ও সেনাপতি
বান্দে, গন্ধা গৌরী ও কৃত্তিকাগণ একলৈ
কুমারের মাতৃ অভিলাষ কাঙ্ক্ষিতে ছিলেন

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

কুমার কর্তৃক ভাষার সকলেরই মাতৃ
স্থাপন, অতঃপর কুমারের সর্গদেব সহ
ভাবকামুবেব সহিত যুক্তার্থ অভিযান, উত্তর-
সৈন্তের সান্নিবেশ।

১৬১

২৯শ অঃ। সুবাসুগণের পরস্পর সংগ্রাম,
কমে সমস্ত দেবতার পবাজয়, বিষ্ণু কর্তৃক
কুমারপ্রোৎসাহন, কুমারের ভাবকামুব সহ সং-
গ্রামার্গ সেনাগ্রে অবস্থান, ভাবকামুবেব আশ্ব-
প্লাঘা।

১৬৬

৩০শ অঃ।—ভাবকামুব সহ দেবগণের
সংগ্রাম, দেবগণের পবাজয়, তদর্শনে কুমারের
ভাবকামুব সহ যুক্ত দশনার্গ, তাদৃশ যুক্ত দর্শনে
বন দশনার্গ সনাতন হিমালয়াদিব দ্বাস, কুমার
কর্তৃক দশনার্গের সান্নিভা, ও ভাবকেব শিব
শ্রেষ্ঠদন, ভাবকেব বিজয়ী সুবাসুগণের কুমার-
ভিনন্দন ও বিজয়োৎসব।

১৭০

৩১শ অঃ।—কুমারস্বামিমাংগল্য, কুমার-
দর্শনে পাণ্ডিগণেরও পবিত্রতা লাভ—হেতু যম-
নোবেব বার্ষিক বিবেচনা যমেব ব্রহ্মা বিষ্ণু-
পন্থ দেবগণ সহ শিব সমীপে গমন ও তদীয়
স্বাভাবিক ভাষার নিকট কুমারদর্শনকালে
নিখিল পাণ্ডিগণের স্বর্গলাভ—হেতু স্বীয় অধি-
কাবের বার্ষিক নিবেদন, শঙ্কর কর্তৃক যমেব
পান্দি সনাতনব্রহ্ম উৎকর্ষ ও শুদ্ধ ধর্ম
উপদেশ, শঙ্করের উপদেশে যমেব শান্তিলাভ,
সমস্ত শৈল কর্তৃক কুমারের স্তুতি, কুমার কর্তৃক
শৈলগণকে বব দান, কুমার সকাশে নন্দীর শিব-
লিঙ্গার্চন বিষয়ক প্রশ্ন, কুমার কর্তৃক নন্দীর
নিকট নান্দ ও বহুলিঙ্গাদি বিবিধ শিব-
লিঙ্গার্চন ফল কীর্তন।

১৭৬

৩২শ অঃ। শিবসেবামাংগল্য কীর্তন প্রসঙ্গে
শ্বেত-নৃপতি-চাবকীর্তন,—শ্বেত রাজ্যের জন্ম-
বধি শিবপবাসুগণ, অন্তকালেও শিবধ্যানে
অবস্থানহেতু তদীয় সহারে যমাদিব অসা-
ম্য, পবে কালের আগমন ও খড়্গ
দ্বারা শ্বেত রাজাকে হননোদ্যোগ, তদর্শনে
শঙ্কর কর্তৃক ললাটেন্দ্রদ্বারা কালের ভক্ষী-
করণ, অতঃপর শ্বেত রাজার সমাধিস্থ,
ও সম্মুখে কালকে দহ্যমান দর্শনে বাণ-
ভাবে ক্রুদ্ধের স্তুতি, ক্রুদ্ধ “তোমাকে হননো-
দ্যত হইয়াছিল বলিয়া আমি কালকে দহ

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

করিয়াছি। এই কথা কহিলে শ্বেত বাজাব রুদ্র-সমীপে কালের পুনর্জীবন প্রার্থনা, শঙ্কর কর্তৃক কালের জীবনদান, কালের শঙ্করস্মৃতি ও শ্বেত রাজার প্রশংসান্তে যম প্রভৃতির সহিত শিব-প্রণামপূর্বক স্বস্থানে গমন, যম কর্তৃক ত্রিপুণ্ড্র জটা ভস্ম রুদ্রাক্ষাদি ধারণকপ শিববর্ষমাহাত্ম্য বর্ণনান্তে নিজ দূতগণের প্রাতি শৈবদিগকে যম-লোকানয়নে নিষেধ, শ্বেত বাজাব শিবসাবুজা-লাভ। ... ১৮২

৩৩শ অঃ।—শিববর্ষমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে—চণ্ড নামক ব্যাধের উপাখ্যান,—চণ্ড ব্যাধের একদা মাঘকৃষ্ণচতুর্দশী-শিববাত্মিতে সমস্ত দিন বনে বনে মুগাদি জন্তু অন্বেষণ কবিয়া কোন জন্তু না পাওয়ায় বাত্রিকালে বনমধ্যস্থ কোনও বিন্দুরূক্ষে অবস্থান, অজ্ঞানবশে তদীয় গাত্রসংস্পর্শে বৃন্ত-হাত বিষপত্রের ও গড়মজলের বৃক্ষমূলস্থ শিব-লিঙ্গোপবিপতনে শঙ্করের পূজাভিষেকজনিতা দ্রীতি, ভক্ষ্যভাবে চণ্ডের উপবাস, নদীবাগমন-প্রতীক্ষায় তৎপত্নীও উপবাস, পরদিনে তৎ-ভ্রাতৃকর্তৃক পূর্ষদিনেব প্রস্তুত অন্নদান বিবর্ত ওষাধি নদীতীরে তৎসমস্ত পারিত্যাগ, কোনও শৃংখলের লাগা ভক্ষণ, তজ্জন্তু চণ্ডব্যাধের বত-বাহবিহিত অন্নদান-ফললাভ, অজ্ঞান-বৃত্তি ইলেও চণ্ড ব্যাধের এতৎসমস্ত কার্যে শঙ্করের শিববাত্মিতাচরণজনিত পবিত্রতায় তাহার ফলে ও ব্যাধকে শিবলোকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বাগনগণের বিমান আনয়ন, চণ্ডের বিমান-গাহণে শিবলোকে গমন, শিববাত্মিতোৎ-পত্তি বৃত্তান্ত, শিববাত্মমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বীৰ-দ্রোপাখ্যান,—কোনও বিববাব গর্ভজাত চণ্ডা-পাৎপাদিত পুত্রের শিববাত্মিতপ্রভাবে মব-স্তে বীরজন্মে নামে প্রাক্তর্ভাব, শিববাত্ম-প্রভাবে ভবতাদি নৃপতিগণের সিদ্ধিলাভ প্রাপ্ত। ... ১৮৭

৩৪শ অঃ।—কৈলাসশৈলে বিলাসভবনে আসীন শিব-শিবায় দ্যুতক্রীড়া, শিব কর্তৃক বর যথাসম্বন্ধ বিজয়, শিবাব নিকট যথা-যথ পরাজিত হইয়া শিবের তপোবনে ম। ... ১৯৩

৩৫শ অঃ।—শিবের তপোবন গমনে হাতুরা শিবায় শবরীরূপে নির্জনে সমাধিমগ্ন

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

শিবসমীপে গমন, শবরীর দৃষ্টিমাত্র শিবের সমাদ্রিভঙ্গ, শিবায় দৃষ্টপাত মাত্রেই শবরীর অন্তর্ধান, ও তজ্জন্তু শিবের বিবহ, শবরীর পুনর্বাণীভব, শিবায় কামবশে শবরীর নিকট নিজেকে পতিহে বরণ করিতে প্রার্থনা, শবরীর স্বীয় পিতার নিকট পার্শ্বনা করিতে উপদেশ, ও তদর্থ শিবকে লইয়া হিমালয়সমীপে আগমন, শিবের হিমালয়সমীপে কন্যা প্রার্থনা, ইতিমধ্যে শিবসমীপে নারদের আগমন ও বহুসং ভেদ কবণ, পার্শ্বনার ও নিজ বর্ণনা বুঝিতে পারিয়া বোধ শিবের বশে পুনর্বাণী বর্ণনাবে প্রস্তানোদয়, দ্বিবিভাব সন্ধি হিমালয়াদি গাঁববর্গের অনুনয় বিনায়ে গোবর্গাদি ও গন্ধনাদন গাঁববর্গে আশ্রয় ২২টি কর্তৃক শিবায় গাঁববর্গ, শিব-বর্ষমাহাত্ম্য। ... ২০২

(বৈদ্য পণ্ড সমাপ্ত। ১-১।)

কমলা বক্সা খণ্ড।

১ম অঃ।—শ্বেত শৌনক সবাদ,—দক্ষিণ-সাগর পশ্চিম নী নিচয়ের মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে পার্শ্বনার-তাম্রনাশাখ্য বর্ণন প্রসঙ্গে অর্জু-নের মাহাত্ম্য বর্ণন,—অর্জুনের দক্ষিণসাগর-তীরস্থ পার্শ্বনানে প্রস্থান, পার্শ্বনারে প্রানোদিত হইলে তৎকাল বৃন্দগণ কর্তৃক গাহতবে অব-গাহনে নিবাবা, মূর্খিত হইয়া পশ্চিমের ধনু-কক্ষে ভয়ভাগ্যের আবশ্যকতা কর্তন, অর্জুনের বশ্যাবধি দশমে পার্শ্বনারে অর্জুনের ববদান, অর্জুনের সোভদ তীরে প্রানাবহু, গ্রাহগ্রাসে পতন, ও বর্ণনাতক সেই গ্রাহকে লইয়া তীরে উত্তরণ, গ্রাহের বর্ণনাতক ধারণ, ও অর্জুন-সমীপে আশ্রয়প্রাপ্ত প্রদানপূর্বক গ্রাহপ্রাপ্তি-হেতু কথন,—তৎপ্রসঙ্গে অপব সখীচতুষ্টয় সহ কোনও ব্রাহ্মকে কামকৌডার্য প্রার্থনা কবায় সেই ব্রাহ্মণের শাপে গ্রাহপ্রাপ্ত ও নারদের উপ-দেশে পাঁচভৈরবই উক্ত পঞ্চতীরে গ্রাহরূপে অবস্থান বৃত্তান্ত কথন, অর্জুনের অপব চারিতীরে অবগাহন ও তজ্জন্তু গ্রাহচতুষ্টয়ের উদ্ধার দ্বারা গ্রাহমোচন, পরে গ্রাহপ্রাপ্ত পঞ্চমপুত্রার নিকট অর্জুনের তীর্থসংরোধ করার কারণ

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

জিজ্ঞাসা, অপসরাদিগের “নারদের নিকট জিজ্ঞাসিবেন” বলিয়া নিজলোকে প্রস্থান। ২০৭

২য় অঃ।—অৰ্জুনের নারদসাক্ষাৎকার লাভ, নারদপ্রমুখাৎ পাণ্ডবগণের কুশলবার্তা শ্রবণান্তে নারদসমীপে অৰ্জুনের তীর্থমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা, নারদের তত্ত্বস্তর দানপ্রসঙ্গে ব্রহ্মলোকবৃত্তান্ত কথনপ্রক্রমে সুশ্রবার কথিত কাত্যায়ন-সারস্বত সংবাদ বর্ণন,—সারস্বত মুনির কাত্যায়ন-মুনিসমীপে ধর্ম্যতত্ত্ব কীর্তন,—দানমাহাত্ম্য বর্ণন, দানমাহাত্ম্য শ্রবণে নারদের দানকরণার্থ ঔৎসুক্য ও দানদ্রবেব্যোপার্জনার্থ নানা দেশে বিচরণ। ... ২১২

৩য় অঃ।—পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে নারদের নন্দ্যদাতীরস্ব ভৃগুর আশ্রমে গমন, ভৃগুর নিকট স্বীয়াভিপ্রায় কথন, ভৃগু কর্তৃক নারদকে দানযোগ্য পবিত্র ভূমি কথনপ্রসঙ্গে মহীসাগর-সঙ্গমস্থ স্তম্ভতীর্থমাহাত্ম্য কথন,—প্রাণ্ডদেব-শর্ম্মাখ্য দ্বিজের উপাখ্যান, দেবশর্ম্মা কর্তৃক অমাবস্তা-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ সম্পাদনার্থ স্তম্ভতীর্থ-তীরস্থ স্তম্ভদ্রাখ্য ব্রাহ্মণকে স্বীয় পুণ্যের চতুর্থাংশ প্রদানবৃত্তান্ত, ভৃগুপ্রমুখাৎ স্তম্ভতীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণে নারদের মহীসাগর সঙ্গমে কিঞ্চিৎ ভূমি অর্জনার্থ চিন্তা। ... ২১২

৪র্থ অঃ।—নারদের মহীসাগরসঙ্গমে স্থান-প্রতিষ্ঠার্থ ধনার্জনের আবশ্যকতাবোধে শুদ্ধ ভাবে ধনার্জন বিষয়ক চিন্তা, মুনীগণের উপদেশে ধর্ম্যবশ্ম্মা মহীপতির নিকট গমন, ধর্ম্যবশ্ম্মা নৃপতি কর্তৃক আকাশবাণীপ্রমুখাৎ শ্রুত ‘দ্বিহেতু যজ্ঞবি-ষ্ঠান’ ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাকর্তার প্রতি পুণ-স্কার ঘোষণা, নারদ কর্তৃক উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্য-করণ, ও ধর্ম্যবশ্ম্মার নিকট অভীপ্সিত দান কার্য সম্পাদনার্থ সাহায্য প্রার্থনা, ও তৎপ্রাপ্তি। ১২৪

৫ম অঃ।—নারদের দানযোগ্য বিশুদ্ধ পাত্র অন্বেষণ ও তদলাভ-হেতু বিপ্রবেশে কলাপ গ্রামে গমন, ব্রাহ্মণপরীক্ষার্থ তত্রত্য বিপ্রগণের প্রতি শ্লোকরূপে নারদের প্রশ্ন, ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন অষ্টবর্ষীয় বালক কর্তৃক নার-দের অষ্টি তরুণ প্রশ্নের যথাযথ সহস্তর প্রদান। ২২০

৬ষ্ঠ অঃ।—নারদের আত্মপরিচয় প্রদান, ও মহীসাগরসঙ্গমে জীবিকা দানপূর্বক সেই ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠা করিতে অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

সহকারে তাঁহাদিগের সম্মতি প্রার্থনা এবং হারীতপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণের সম্মতি অনুসারে তাঁহাদিগকে স্বকীয় দণ্ডাগ্রে স্থাপনপূর্বক মহীসাগরসঙ্গমে আনয়ন, কলাপগ্রামাবধি মহী-সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত পথ বর্ণনপ্রসঙ্গে—কলাপ-গ্রাম বর্ণন, নারদ কর্তৃক হারীতাদি ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনোদ্যোগ, তৎকালে কপিল মুনির আগমন ও নারদসমীপে তদানীত ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে অষ্টসহস্র ব্রাহ্মণ প্রার্থনা, নারদ কর্তৃক কপিল মুনিকে অষ্টসহস্র ব্রাহ্মণ সমর্পণ, পাদপ্রক্ষালনকালে হারীতাদি ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ বামপাদ পুরোবিস্তার করিলে নারদ কর্তৃক তাঁহাদের সকলের প্রতি “তোমরা মুখ হইবে” বলিয়া অভিশাপ প্রদান, নারদের প্রতি ব্রাহ্মণ-গণের তাদৃশ অভিশাপদান, হারীত কর্তৃক প্রথমতঃ বামপাদ বিস্তারের কারণ বর্ণন, অতঃপর নারদের অনুতাপ ও চিরকারী ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত আলোচনা,—মেধাতিথি গোতম-তনয় চিরকারীর প্রতি ব্যভিচারিণী মাতাকে হত্যা করিতে তদীয় পিতার আদেশ, চিরকারীর চিরকারিত্ব হেতু কর্তব্যনির্দ্ধারণার্থ বিচারবাশে মাতৃহত্যায় বিলম্ব, ইতিমধ্যে ইন্দ্রের ব্রাহ্মণ-রূপে তদাশ্রমে আগমন ও গোতমের প্রতি স্বী-জাতির নিয়ত পবিত্রতা বিষয়ক উপদেশ, ইন্দ্রের উপদেশে গোতমের পত্নীহত্যা নিমিত্ত অনুতাপ ও তত্কার্য সমাদিষ্ট চিরকারীর অনুসরণ, পিতার দর্শনে চিরকারীর ভূতলে অন্তত্যাগান্তে পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, পিতা গোতম কর্তৃক চিরকারীর প্রতি তদীয় চিরকারিত্ব গুণের প্রশংসাপূর্বক আশীর্বাদ ও পত্নী-পুত্রকে গৃহে আনয়ন, নারদ কর্তৃক হারীতাদি ব্রাহ্মণগণের প্রতি “প্রদত্ত অভিশাপবাণী কলিকালেই ফলিবে” বলিয়া কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রদর্শন, ও মহীসাগর-সঙ্গম ক্ষেত্রে বিশ্বকর্মা দ্বারা নগর নির্মাণপূর্বক গৃহ-গো-কাকন-ধনাদি প্রদান সহকারে হারী-তাদি ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠা। ২৩৭

৭ম অঃ।—অৰ্জুনের নারদসমীপে সবি-স্তরে মহীসাগরসঙ্গমমাহাত্ম্য শ্রবণেচ্ছা জ্ঞাপন, নারদের সবিস্তরে মহীসাগরসঙ্গম মাহাত্ম্য-বর্ণনারম্ভ,—ইন্দ্রহ্যায় রাজার উপাখ্যান,—ইন্দ্রহ্যায় রাজার সংকর্ষকালে দীর্ঘকাল ব্রহ্মলোকে বান,

বিবরণ।

পৃষ্ঠা

বিবরণ।

পৃষ্ঠা।

দীর্ঘকালে ভুলোকে কীর্তি লোপহেতু বিধি
কর্তৃক পুনঃ কীর্তিপ্রকটনার্থ ইন্দ্রহাসকে ভুলোকে
প্রেরণ, ইন্দ্রহাসের ভুলোকে আগমনান্তে দীর্ঘ-
জীবীর অমুসন্ধান ও লোকমুখে মার্কণ্ডেয়কে
সম্বোধন দীর্ঘজীবী জানিয়া তৎসমীপে গমন-
পূর্বক নিজ বৃত্তান্তজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন, মার্কণ্ডেয়-
মুখে “ইন্দ্রহাসকে জানিমা” এইরূপ উত্তর শুনিয়া
ইন্দ্রহাসের অগ্নিপ্রবেশোদযোগ, মার্কণ্ডেয়
কর্তৃক তাহাতে নিষেধ এবং তাহাকে লইয়া
আম্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী নাড়ীজঙ্ঘ নামক বকেব
নিকট গমনপূর্বক ইন্দ্রহাসবার্তা জিজ্ঞাসা, নাড়ী-
জঙ্ঘকর্তৃক “ইন্দ্রহাসকে জানিমা” এইরূপ উত্তর
দান, ইন্দ্রহাস কর্তৃক নাড়ীজঙ্ঘকে তদীয় দীর্ঘ-
জীবিবহেতু জিজ্ঞাসা, নাড়ীজঙ্ঘ কর্তৃক স্বীয়
দীর্ঘজীবিবহেতুকথন প্রশ্নে নিজ পূর্বজন্ম
বৃত্তান্ত বর্ণন, —যুতকমল মাহাত্ম্য ২৬৭

৮ম অঃ।—ইন্দ্রহাসবার্তা বিজ্ঞানার্থ নাড়ী-
জঙ্ঘ বকের আম্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী প্রাকাবক
নামক উলুকেব নিকট মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রহাসকে
লইয়া গমন ও তৎসমীপে ইন্দ্রহাসবার্তা জিজ্ঞাসা,
“প্রাকারকর্ণের ‘ইন্দ্রহাসকে জানিমা’ এইরূপ
উত্তর দান, ইন্দ্রহাস কর্তৃক প্রাকাবকর্ণেরনিকট
তদীয় দীর্ঘজীবিবহেতু জিজ্ঞাসা, প্রাকাবকর্ণের
আম্ব-দীর্ঘজীবিবহেতু কথন,—বিষপত্র-
মাহাত্ম্য। ২৬২

৯ম অঃ।—ইন্দ্রহাসবার্তা বিজ্ঞানার্থ প্রাকাব
কর্ণের আম্বাপেক্ষায় দীর্ঘজীবী গন্ধমাদনবাসী
গৃধ্রের নিকট ইন্দ্রহাস-মার্কণ্ডেয়-নাড়ীজঙ্ঘকে
লইয়া গমন, গৃধ্র কর্তৃক ইন্দ্রহাসবার্তার অনতি
জ্ঞতা জ্ঞাপনান্তে স্বীয় তাদৃশ দীর্ঘজীবিবহেতু
জিজ্ঞাসিত হইয়া ইন্দ্রহাসাদিনসমীপে তৎক্ষণ
প্রসঙ্গে আম্ববৃত্তান্ত কীর্তন,—দমনকোৎসব-
মাহাত্ম্য। ... ২৬৬

১০ম অঃ।—ইন্দ্রহাসের অগ্নিপ্রবেশোদযোগ,
তদর্শনে প্রাকারকর্ণের অমুরোধে গৃধ্রকর্তৃক
সম্বোধন দীর্ঘজীবী মানস-সরোবরবাসী কুর্শের
নিকট ইন্দ্রহাস-মার্কণ্ডেয়-নাড়ীজঙ্ঘ-প্রকারকর্ণকে
লইয়া গমন, মানসসরোবরবাসী কুর্শ কর্তৃক
সরোবরতীরে তাহাদিগের মধ্যে ইন্দ্রহাসকে
দেখিয়া ভয়বশে মহনা জলপ্রবেশ, গৃধ্র
কর্তৃক কুর্শসমীপে ‘সমাগত অতিথিদিগের

সংকার না করিয়াই তাদৃশভাবে সঙ্গম জল-
প্রবেশেব বারণ জিজ্ঞাসা, কুর্শকর্তৃক ইন্দ্রহাসের
নির্দেশপূর্বক তদীয় পুরাকৃত বৃত্তান্ত বর্ণন,
তৎসমকালে ইন্দ্রহাসের উপর পুষ্পমুষ্টিপাত ও
ইন্দ্রহাসকে অম্বলোকে নয়নার্থ বিমানাগমন এবং
দেবদূত কর্তৃক ইন্দ্রহাস সমীপে স্বম্বলোক গম-
নার্থ অম্ববোধ ইন্দ্রহাস কর্তৃক অম্বলোক গমনে
অনিচ্ছাপ্রকাশপূর্বক দেবদূতের প্রত্যাখ্যান ও
কুর্শসমীপে তদীয় দীর্ঘজীবিবহেতু জিজ্ঞাসা। ২৬৯

১১শ অঃ।—কুর্শ কর্তৃক স্বীয় পূর্বজন্মবৃত্তান্ত
বর্ণনাপ্রসঙ্গে শিবমন্দিরমাহাত্ম্য বর্ণনান্তে ইন্দ্র-
হাসাদির সংকারাচরণ, ইন্দ্রহাসাদি ছয় জনেবই
বৃত্তোপাদানে তদপেক্ষায়ও দীর্ঘজীবী লোমশ-
খনিব নিবট উপদেশগ্ৰহণার্থ প্রস্তান। ২৭০

১২শ অঃ। ইন্দ্রহাসাদি কর্তৃক মধ্যাহ্ন কালে
অমাবৃত স্থানে কুশমুষ্টি দ্বারা মন্তকোপরি ছায়া
বিধানপূর্বক উপবিষ্ট অতি দীর্ঘায় লোমশ মহ-
বিব নিকট আম্রম নিম্নাণ না করার কারণ
জিজ্ঞাসা, লোমশ বড়ক সংসারস্থিতি বর্ণন, ও
স্বকীয় তাদৃশ দীর্ঘায় লাভের কাবণ-কথন প্রশ্নে
শিবলিঙ্গপূজা মাহাত্ম্য কীর্তন। ২৭৪

১৩শ অঃ। ইন্দ্রহাসাদি সকলেরই শিব-
ভক্তিপরাধন্য (২৭ নোমশসমীপে শিবদীক্ষা
প্রার্থনা, নোমশ কর্তৃক তাহাদিগকে শিবদীক্ষা
প্রদানান্তে শিবপূজাব্যবধিক উপদেশ প্রদান,
ইন্দ্রহাসাদির ক্রিয়াযোগপূর্বক উপস্থানন্ত, ইন্দ্র-
হাসাদিসমীপে নারদের আগমন, নারদসমীপে
শাপব্রষ্ট নাড়ীজঙ্ঘাদির স্বম্বমুক্তার্থ উপায়
জিজ্ঞাসা, নারদ কর্তৃক বাবানসোনিবাসী সংবর্ত-
সমীপে গমনোপদেশ ও তাহার পরীক্ষার্থ উপ-
দেশ, নাড়ীজঙ্ঘাদির বারণসীতে গমন ও নার-
দোক্ত উপায়ে সংবর্তের পরীক্ষা করণান্তে তৎ-
সমীপে স্বম্বশাপমুক্তিকারণ জিজ্ঞাসা, সংবর্ত
কর্তৃক নাড়ীজঙ্ঘাদির প্রতি শাপবিমুক্ত্যর্থ
মহীনাগরসঙ্গমগমনোপদেশ-প্রসঙ্গে—মহীনাগর
উৎপত্তি বৃত্তান্ত, মহীনাগর-সঙ্গমে যাত্রাবন্ধের
অবস্থিতিহেতু কীর্তন প্রশ্নে—যাত্রাবন্ধকৃত
নকুলাবমানবৃত্তান্ত বর্ণন, ও মহীনাগরসঙ্গমের
মাহাত্ম্য কীর্তন, সংবর্তপ্রমুখ্য মহীনাগরসঙ্গম-
মাহাত্ম্য হবশে বক, পেচক, গৃধ্র, কুর্শ ও ইন্দ্র-
হাসের মহীনাগরসঙ্গমে গমনান্তে শিবলিঙ্গ

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

শাসনপূর্বক শিবস্বরূপা বৃত্তি প্রাপ্তি, লোমশ-
ও মার্কণ্ডেয়ের জীবদ্ভুতি বৃত্তান্ত, মহীসাগর
সকলে ইন্দ্রকান্দুপতিষ্ঠিত ইন্দ্রকান্দেয়ের নিদেয়
মাহাত্ম্য, ও শতকজিয়াদি লিঙ্গমাহাত্ম্য। ২৬৯

১৪শ অঃ।—কুমারস্বামীর মাহাত্ম্য। বর্ণন,
কুমারচরিত কীর্তনপ্রসঙ্গে দক্ষনন্দিনী দিতির
গর্ভে বজ্রাসুরের জন্ম, মাতার আদেশে বজ্রা-
ঙ্গের স্বর্গে মাইয়া দেবেশকে বন্দী করিয়া মাতার
নিকট আমন্ত্রণ, ব্রহ্মা ও কশ্যপের প্রার্থনায়
ইন্দ্রের ঘোচন, ব্রহ্মার উপদেশে বজ্রাঙ্গের তপস্যা,
বজ্রাঙ্গের তপস্যাকালে বরাসীনাথী তদীয়া পত্নীর
শুচিশিখিচর্যা, ইন্দ্র কর্তৃক বরাসীকে বিবিধ
বিভীষিকা প্রদর্শনপূর্বক লাঞ্ছনাপ্রদান, ব্রহ্মার
নিকট বজ্রাঙ্গের বরলাভান্তে তপস্যা হইতে
নিবৃত্তি, ও বরাসীকে তদীর বিড়ম্বনাকারণ
জিজ্ঞাসা। ... ২৬০

১৫শ অঃ।—বরাসী কর্তৃক ইন্দ্রকৃত উৎ-
পীড়ন বর্ণন, তৎপ্রবণে তপঃপ্রভাবে আশুর
ভাবহীন বজ্রাঙ্গের পত্নীজীতিসাধনার্থ ইন্দ্রের
শাসনমানসে পুনরায় তপস্যা, তপঃপ্রভাবে
ব্রহ্মার নিকট দেবদর্পহারী পুত্রবরপ্রাপ্তি ও
তপস্যা হইতে নিবৃত্তি, বজ্রাঙ্গের গুহসে বরাসী-
গর্ভে তারকাসুরের জন্ম, সমস্ত দৈত্যগণ
কর্তৃক তারকাসুরের দৈত্যরাজ্যে অভিষেক,
তারকাসুরের দেববিজয়ার্থ পারিবারাগরিতে
গমন ও তপশ্চরণ, তপস্যায় কুপ্ত হইয়া ব্রহ্মার
আগমন ও তারকে সপ্তদিবসব্যয়ক বালক
ব্যতীত অপর সকলের অবধ্য-বরদান, ব্রহ্ম-
বরদ্বারা তারকাসুরের নিজরাজ্য শাসন। ২৬৬

১৬শ অঃ।—তারকাসুরের মন্দিগণ সহ
মন্ত্রণা ও সৈন্তসজ্জা সহকারে সর্বদেববিজয়ার্থ
স্বর্গে যাত্রা, বৃহস্পতির উপদেশে দেবেশের দেব-
সৈন্তসজ্জা, দেব-দানবে যুদ্ধারম্ভ। ... ২৬৯

১৭শ অঃ।—ধরথ-যুদ্ধারম্ভ, প্রসন্নাসুর
সহ যুদ্ধের যুদ্ধ ও পরাজয়। ... ২৭০

১৮শ অঃ।—জম্বাসুর সহ কুবেরের যুদ্ধ,
কুবের কর্তৃক জম্বাসুরের পরাজয়, কুজন্তু সহ
কুবেরের যুদ্ধ ও পরাজয়, কুজন্তু সহ নিখতিয়
যুদ্ধ ও পরাজয়, বরুণ-কর্তৃক পাশদ্বারা কুজন্তুর
কুজন্তু বধন, নিখতি ও বরুণকে প্রাস করিতে
মহিষাসুরের আগমন, চন্দ্র-কর্তৃক শীতরশ্মি বধণে

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

দৈত্যগণের শীতজ্বলিত ব্যকুলতা, কালনেমি
কর্তৃক অগ্নি-রশ্মি বিকিরণ দ্বারা শীত নিবারণ,
সূর্য্য-কর্তৃক শব্দরাস্ত্র দ্বারা ইন্দ্রজালোৎপাদনে
দেব-দানবের রূপবিপর্যায় সাধন এবং তৎকাল
কালনেমি কর্তৃক দেবতাবোধে বহুদৈত্য
সংহার। ... ২৭১

১৯শ অঃ।—কালনেমিনন্দন নিমি কর্তৃক
কালনেমির সূর্য্যকৃত ইন্দ্রজালজ্বলিত ভ্রমাপনোদন,
ভ্রমহীন কালনেমি কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইন্দ্রজাল
নিবারণ, সূর্য্য কর্তৃক মূমহেন্দ্রজালান্ত্র নিক্ষেপে
ভীষণমূর্তি ধারণপূর্বক অত্যাধ-রশ্মি বিকিরণ,
তৎকাল দৈত্য সৈন্তের বিষম ব্যকুলতা, কাল-
নেমি কর্তৃক কালমেঘরূপে জলবৃষ্টি দ্বারা নিজ-
সৈন্তের পীড়নাশ ও শব্দরাস্ত্র বৃষ্টিদ্বারা দেব-
সৈন্ত পীড়ন, ব্যাকুল দেবসৈন্তের কাতর প্রার্থ-
নায় ক্ষীরসাগরগত শেষপর্য্যন্তশায়ী বিষ্ণুর
গাত্রোথানপূর্বক গজুড়ারোহণে রণস্থলে আগমন
এবং কালনেমিসহ যুদ্ধ ও কালনেমির পরাজয়। ৩০১

২০শ অঃ।—অপরাপর দৈত্যবীরগণের
বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ ও পরাজয় এবং বিষ্ণুহস্তে
বহু দৈত্যের বিন্যাস, জম্বাসুরের বিষ্ণু সহ তুমুল
যুদ্ধ ও জম্বা-সমীপে পরাজিত হইয়া বিষ্ণুর রণ-
স্থল হইতে পলায়ন। ... ৩০২

২১শ অঃ।—ইন্দ্র কর্তৃক বিষ্ণুর স্তুতিবাদ
দ্বারা উৎসাহবর্দ্ধনপূর্বক পলায়নে নিবারণ,
বিষ্ণুর উপদেশে জম্বাসুরসংহারার্থ ইন্দ্রের
মহাসম্রাটপূর্বক জম্বাসুর সহ তুমুল যুদ্ধারম্ভ, ইন্দ্র-
কর্তৃক জম্বাসুরসংহার, তদর্শনে দৈত্যসৈন্ত-
গণের রণস্থল হইতে পলায়নপূর্বক তারকাসুর-
সমীপে প্রস্থান, তারকাসুরের মহা উদ্যমে যুদ্ধ-
যাত্রা ও স্তম্ভহৎ পরাক্রমপ্রকাশে দেবসৈন্ত-
পীড়ন, -দেববীরবর্গের তারকাসুরকরে পরাভয়,
বিষ্ণু কর্তৃক দেবগণের প্রতি পলায়নোপদেশ-
প্রদানপূর্বক পলায়ন, বিজয়ী তারকাসুরের মহী-
সাগরসঙ্গমতীরস্থ স্তম্ভনগরে মহা সহারোহে
রাজসিংহাসনারোহণ, সিংহাসনগত তারকাসুর-
সমীপে ত্রৈলোক্যেশ্বরের আগমন ও তারকা-
সুরের আশ্রয় গ্রহণ, তারকের অশুচরণ
কর্তৃক বিষ্ণু শক্রাদি দেবগণকে মর্কট-রূপে
তারকসমীপে আনয়ন, তারকাসুর কর্তৃক মর্কট-
রূপী দেবগণের প্রতি অভয়দান, বিষ্ণুর উপ-

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

দেশে অতঃপ্ৰাপ্ত দেবগণের ব্রহ্মলোকে গমন, তারকাসুর কর্তৃক ইন্দ্রাদি লোকপালকগণের পদে স্বীয় জনগণের প্রতিষ্ঠা। ... ৩১১

২ শ অঃ।—ইন্দ্রাদিদেবগণের ব্রহ্মার নিকট গমন ও ব্রহ্মার স্তুতিবাদান্তে আশ্বত্থ নিবেদন, ব্রহ্মা কর্তৃক তারকাসুরসংহারক বালকের শিব-বীৰ্য্যে ও শক্তিগর্ভে জন্ম হইলে, তদগ্ন শীঘ্রই পরা শক্তি হিমালয়গৃহে জন্মিবেন। বালিয়া আশ্বাসপ্রদান ও মেনাগর্ভগতা পরাশক্তির বর্ণ-রুক্মীকরণার্থ রাত্রি-দেবীর স্তুতিপুষ্পক হিমালয়-পত্নীর গর্ভে পরাশক্তির প্রবেশের পূর্বেই রাত্রিদেবীর প্রবেশার্থ প্রার্থনা, ব্রহ্মার প্রাণনায় রাত্রিদেবীর হিমালয়পত্নী মেনার নেত্রে আবেশ, ও মেনা-গর্ভস্থ বালিকারূপিণী শক্তির বর্ণরুক্মী-করণ মেনাগর্ভ হইতে শক্তির জন্ম, পার্শ্বতীর জন্মকালে গিরিপুরে উৎসব। ... ৩১৯

২১শ অঃ।—ইন্দের কথানুসারে নারদের গিরিপুরে গমন ও পার্শ্বতীর সামুদিকোক প্রশস্ত লক্ষণ বর্ণন, নারদের বচনভঙ্গীতে গিরি-রাজ ও মেনার অনিষ্টাশঙ্কার দৃশ্যস্তা, নারদ কর্তৃক ষোল্লবাক্যের বিশদ বাণ্যা দ্বারা গিরি-রাজ ও মেনার প্রতি পার্শ্বতীর সমুদেবেশ শঙ্করবরলাভ কথনপুষ্পক আশ্বাস দান। ... ৩৩৩

২৪শ অঃ।—নারদ কর্তৃক পার্শ্বতীর সম-ভূতভয়শ্রদ্ধা বর্ণনপুষ্পক গিরিরাজের প্রতি পার্শ্বতীকে শঙ্করারাবনার্থ নিয়োগ করিতে উপদেশান্তে ইন্দ্রসমীপে গমন ও সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনপুষ্পক শঙ্কর সহ গৌরীর সংযোগ বিষয়ে যত্ন করিতে উপদেশ, ইন্দ্রকর্তৃক তদর্থ মদনের প্রতি শঙ্করকে মোহিত করিতে আদেশ, পার্শ্ব-তীর শঙ্করপরিচর্যা, মদনের তৎকালে শঙ্করের প্রতি-বাণ নিক্ষেপ, মদনবাণাহত শঙ্করের মদনকে দর্শন ও ললাটস্থ তৃতীয় নয়নাগ্নিতে ভস্মীকরণ, রতির বিলাপ ও শঙ্করসমীপে মদ-নের পুনর্জীবন প্রার্থনা, শঙ্কর কর্তৃক মদনের অনঙ্গরূপে জীবন দান। ... ৩৩৬

২৫শ অঃ।—নারদের উপদেশে পার্শ্বতীর হিমালয় পর্বতে পুনরায় তপস্তা, শঙ্করের বিপ্র-বেশে পার্শ্বতীর আশ্রমে গমন ও পার্শ্বতীর পরীক্ষান্তে স্বরূপ প্রকটনপুষ্পক পার্শ্বতীর প্রতি আশ্বাস দান, হিমালয় কর্তৃক পার্শ্বতীর স্বরূপ

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

বিবাহার্শ্বসর্বদেবগণের নিমন্ত্রণ, স্বরূপসম্ভার দেব-গণের গমন, শঙ্করের বালকরূপে স্বরূপসম্ভার গমন, তারকপ্রমুখ দেবগণের সমাগম, ও শঙ্করের ভক্ত্যবস্থা উৎসারিত হইয়া নিজ নিজ বাসস্থানে গমন, সর্বসমক্ষে পার্শ্বতীর শঙ্কর-চরণে বরমালা প্রদান। ... ৩৪০

২৬শ অঃ।—হরপার্শ্বতীর বিবাহ বৃত্তান্ত,—শিবের বিবাহমজ্জা, ব্রহ্মাদির সহিত গিরিপুরে যাত্রা, গিরিরাজের গৌরীদান, গোত্রকথনাসমর্থ শিবের লজ্জা, গৌরীসহ চরের মন্দরগিরিতে প্রতিগমন, ... ৩৪৮

২৭শ অঃ।—হরপার্শ্বতীর মন্দরাচলে বিহার তারকাসুরবিদ্রুত দেবগণের স্তুতি-প্রাণনায় গণেশোৎপত্তি, গণপতি কর্তৃক দানবগণের বিদ্রোহপাদন, বীরকের গৌরী-পুত্রহলাত, হরকর্তৃক 'কালী' সম্বোধনে পার্শ্বতীর কোপোৎপাদন ... ৩৫০

২৮শ অঃ।—শিবসমীপে অন্তর্যামী-সমাগম নিষেবার্থ বীরকের প্রতি পার্শ্বতীর আদেশ ও গণপতিকে লইয়া হিমালয়ে তপস্তা গমন। ... ৩৫৮

৩৯শ অঃ।—পথে গিরিদেবী কুমুমামোদিনীর সহিত গৌরীর সাক্ষাৎকার ও শিবসমীপে অন্তর্যামী-গমনবিষয়ক কথোপকথন, পার্শ্বতীর তপস্তা, শিব কর্তৃক পার্শ্বতীরূপী আড়ি দানববধ, পার্শ্ব-তীর গৌরীহলাত, শিবপার্শ্বতীর মিলন, ক্রোধ-রূপী সিংহের প্রাহুর্ভাব, শিবপার্শ্বতীর সুরত প্রসঙ্গ, বহিমুখে রোতোদান, বহিকর্তৃক শরবণে রোতোনিষ্ক্ষেপ, কার্ত্তিকেয়োৎপত্তি, কৃত্তিকাদি বভ্রাষিপত্নী কর্তৃক কার্ত্তিকেয়ের রক্ষণ, বিশ্বামিত্র কর্তৃক অষ্টোত্তর শত নামকীর্তনপুষ্পক কার্ত্তি-কেয়ের স্তুতি, কার্ত্তিকেয়ের কুমারস্বামী প্রভৃতি নাম লাভ। ... ৩৫৯

৩০শ অঃ।—দেবগণ কর্তৃক মহীসাগরসঙ্কমে কার্ত্তিকেয়ের দেবসৈন্যপত্যে অভিষেক। ... ৩৬২

৩১শ অঃ।—তারকাসুরবধার্থ কার্ত্তিকেয়ের প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধার্থ তারকাসুরপুরে গমন ও নারদ-মুখে যুদ্ধবার্ত্তা প্রেরণ, গবাঙ্করুড় তারকের দেবগণাদিকৃত কুমার-জয়শব্দ শ্রবণ। ... ৩৬৬

৩২শ অঃ।—যুদ্ধার্থ তারকের যুদ্ধারম্ভ, সুরসৈন্যের পরাভব, কার্ত্তিকেয়

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

সংসারকের সমুখসমর, শিবভক্ত তারকবধে
কুমারের অপ্রবৃত্তি, শক্তিপ্রহারার্থ আকাশবাণী,
শক্তিপ্রহারে কার্তিকেয় কর্তৃক তারকবধ ও
কৌক পক্ষিত বিদারণ, দেবগণ কর্তৃক
কার্তিকেয়ের বিজয়জ্যোতি। ... ৩২

৩৩শ অঃ।—শিবভক্তবধে কার্তিকেয়ের
শোক ও মহাবিশ্ব উপদেশে লিঙ্গদ্বয় স্থাপন,
কার্তিকেয়স্থাপিত প্রতিজ্ঞেশ্বর ও শক্তিচ্ছিদ্রেশ্বর-
মাহাত্ম্য। ... ৩৬৯

৩৪শ অঃ।—কুমারসামিহিত কুমারেশ লিঙ্গ-
স্থাপন, শিবসমীপে কার্তিকেয়ের শিবপূজাবিধি
বর্ণন, কুমারেশ-শিবজ্যোতি, কুমারেশ প্রতিভা
নিকট বরপ্রাপ্তি, কার্তিকেয়সমিধান কুমা-
রেশের অবস্থিতি, কুমারেশ মাহাত্ম্য-বর্ণন। ... ৩৯৩

৩৫শ অঃ।—বিশ্বকর্মানির্মিত কস্তে ত্ত্বেশ্বর
প্রতিষ্ঠা, স্তম্ভেশ্বরের পাতাল হইতে নিঃসৃত ও
মাহাত্ম্য। ... ৪০০

৩৬শ অঃ।—ব্রহ্মাদিদেবগণ কর্তৃক মহী-
সাগর সঙ্কমে বহুকোটি লিঙ্গস্থাপন, সিদ্ধাদিকা,
সিদ্ধকূপ, সিদ্ধেশ্বরাদির মাহাত্ম্য, পঞ্চলিঙ্গো-
পাখ্যান। ... ৪০১

৩৭শ অঃ।—বর্ষরী-তীর্থ-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে
কুমারিকোপাখ্যান, কস্তা কুমারিকার চরিত্র, ভূদ-
হান ও পরিমাণ বর্ণন। ... ৪০৪

৩৮শ অঃ।—ব্রহ্মাও-পরিমাণ প্রসঙ্গে লোক-
ব্যবস্থা বর্ণন। ... ৪০৬

৩৯শ অঃ।—পাতাললোক ব্যবস্থিতি, তদ-
ধোভাগস্থিত বিবিধ নরক বর্ণন, নরকস্থ পাতকি-
গণের ষাটনানিরূপণ, লোকপাল ও বসুধাদির
প্রসঙ্গ, অনন্তকোটি ব্রহ্মাও-বিভূতিশালী মহা-
দেবের সর্বাতিশয়িত্ব কথন, কালপরিমাণ,
সমস্ত বিধাতৃপ্রপঞ্চের ব্যবস্থিতি, ভরতভূপতি-
কস্তা কুমারিকার ছাগীধূতপ্রাপ্তি, মহীসাগর-
সঙ্কমে গমন, পূর্বজন্ম স্মৃতি ও সুন্দরানন্দ
প্রাপ্তি, কুমারিকা কর্তৃক বর্করীশ স্থাপন, বর্করীশ-
সমীপে বরলাভ, কুমারিকাখণ্ডের প্রসঙ্গ, ভরত-
খণ্ডের দেশ, গ্রাম ও নগরাদির সংখ্যানিরূপণ,
কুমারিকার স্তম্ভতীর্থে আগমন, কুমারেশ্বর
কুমারীকরী ও শঙ্কর প্রসাদন, বরস্বতীতীরস্থ
লিঙ্গ-বিবরণ, মহাকালপত্নীর তপস্যাচ চিত্র-
লেখার অপরূপ প্রাপ্তি, বর্করেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্য। ... ৪১৩

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

৪০শ অঃ।—মহাকালচরিত্র, শিবপ্রসাদে
বারাণসীবাসী মহর্ষি মাটি পত্নীর গর্ভ, বর্ষচতুষ্টয়
গর্ভের স্থিতি, মাটি কর্তৃক পত্নীর প্রতি গর্ভ-
নিঃসারণের আজ্ঞা, জন্মসংসারভয়ে বহির্নিঃসরণে
গর্ভের অনিচ্ছা, তদর্শনে মাটির শিবপ্রসাদন,
শিবপ্রসাদে শিশুজন্ম, কালভীত বালকের 'কাল-
ভীতি' নামলাভ, বিশ্বতরুতলে তপস্যা, শঙ্করের
প্রীতি ও আবির্ভাব, শঙ্করপ্রসাদে কালভীতির
মহাকালহ লাভ, মহাকালতীর্থপ্রতিষ্ঠা, মহাকাল
কর্তৃক করকম ভূপতির প্রতি ধর্ম্মস্বরূপ ও চতুর্ভূগ
ব্যবস্থা কথন ও ধর্ম্মকর্ম্মোপদেশ। ... ৪২২

৪১শ অঃ।—করকমপ্রসঙ্গে মহাকাল সিদ্ধ
কর্তৃক ব্রহ্মাদির ভক্তিবিষয়ক সংশয় নিরা-
করণ, নানাবিধ কস্তা-ববরণ, সংক্ষেপে শিবপূজা-
বিধি বর্ণন, নিত্যচরণীষ সদাচার কথন, মহা-
কালের শিবলোকপ্রাপ্তি বিবরণ। ... ৪৩৯

৪২শ অঃ।—নারদপ্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধ বাসুদেব-
মাহাত্ম্য, ঐতরেয় ব্রাহ্মণগরিত, হারীতাবয়-
সম্ভূত মাত্ত্বিক দ্বিজের ইতরা নামী পত্নীর উদরে
জাত হারীতের জন্মান্তরকথা, হারীতোপদেশে
তদীয় মাতা ইতারার মহাজ্ঞানোৎপত্তি ও তনয়ের
আনন্দপ্রাপ্তি, মাতা ও তনয়সমীপে বাসুদেবা-
বির্ভাব, ঐতরেয়ব্রত ভগবৎজ্যোতি, জ্যোতিপীত
বাসুদেবের ঐতরেয় দ্বিজের প্রতি বরদান,
ঐতরেয়ের বিবাহ ও ভোগ-মোক্ষাদিপ্রাপ্তি। ... ৪৫০

৪৩শ অঃ।—নারদপ্রতিষ্ঠিত ভট্টাদিত্য
মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে সূর্য্যপূজা বর্ণন। ... ৪৬৪

৪৪শ অঃ।—ভট্টাদিত্য সমীপে বিবিধ
দিব্য-বিবরণ। ... ৪৬৯

৪৫শ অঃ।—নন্দভদ্র বণিক কর্তৃক কপি-
লেখকের ত্রিকাল পূজা, নন্দভদ্রের সদাচার-
প্রবৃত্তি, নন্দভদ্রের পত্নী-পূজা-নাশ, বুদ্ধিভেদার্থ
নাস্তিকের উপদেশ, নন্দভদ্র কর্তৃক তৎসংগ ও
বহুদক কুণ্ডে গমন। ... ৪৭৪

৪৬শ অঃ।—বহুদক তীর্থমাহাত্ম্য, নন্দ-
ভদ্রের বহুদক কুণ্ডে দেহতাগের উদ্যম, কুণ্ড
যোগপ্রাপ্ত বালক দ্বিজের নিকট সহপদেশপ্রাপ্তি,
নন্দভদ্রের প্রসঙ্গে বালক ব্রাহ্মণের আত্ম-
চরিত্র কথন, ও সেই দ্বিজের নামে বাল্যাদিত্য
প্রতিষ্ঠা। ... ৪৮২

৪৭শ অঃ।—ন

তীর্থ-

বিষয় ।

পৃষ্ঠା ।

ରକ୍ଷାର୍ଥ ମହାଶକ୍ତିସମୂହର ଅବହାନ ଓ ତାହାଙ୍କର
ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ । ... ୫୧୧

୫୮-ଶ ଅଃ ।—ସୋମନାଥମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଜୟନ୍ତ-
ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ବିପ୍ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ,—ସୋମନାଥ ଦର୍ଶନାର୍ଥ ବିପ୍ର-
ଦେବର ପ୍ରତାପଗମନ, ପଥେ ଦମ୍ଭ୍ୟର ଆକ୍ରମଣ, ସୋମ-
ନାଥେର ଆବିର୍ଭାବ, ସୋମନାଥ ଦର୍ଶନ ଓ ସୋମକୁଣ୍ଡ
ଜ୍ଞାନ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ହାଟକେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ । ୫୧୭

୫୯-ଶ ଅଃ ।—ଜୟାଦିତ୍ୟମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ
ଦର୍ଶନାର୍ଥ ନାରଦେର ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକେ ଗମନ, ମହୀଶାଗର-
ସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିଜଗଣେର ପ୍ରଶଂସା, ବ୍ରହ୍ମାତିଥିକ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-
ଦେବେର ଦ୍ୱିଜଗଣ ସମୀପେ ଆଗମନ, ଦ୍ୱିଜଗଣ
ସମୀପେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବେର ଶାନ୍ତଚର୍ଚ୍ଚାରୂପ ଆତିଥ୍ୟ
ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାଳକ କର୍ମ ଥିଜକର୍ତ୍ତୃକ ସବଶାନ୍ତସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ବର୍ଣ୍ଣନ, ସୂର୍ଯ୍ୟେର ସନ୍ତୋଷ । ... ୫୧୯

୬୦-ଶ ଅଃ ।—ସୂର୍ଯ୍ୟେର ଶ୍ରୀଜିଜ୍ଞାସାର କର୍ମକର୍ତ୍ତୃକ
ଶରୀରଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନ, ତତ୍ତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବେର ପରଲୋକ
ଗମନାଦି ବୃତ୍ତାନ୍ତ । ... ୫୨୦

୬୧-ଶ ଅଃ ।—ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରସ୍ଥେ କର୍ମକର୍ତ୍ତୃକ ବିବିଧ
କର୍ମକଳ ବର୍ଣ୍ଣନ, ତତ୍ତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନେ ବର୍ଣ୍ଣାପ୍ରଶଂସା, ବର୍ଣ୍ଣ-
ଅବଗତୁଣ୍ଡେ ତାଙ୍କେର ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ, ଦ୍ୱିଜ-
ଗଣେର ପ୍ରାର୍ଥନାର୍ଥ ଜୟାଦିତ୍ୟନାମେ ସୂର୍ଯ୍ୟେର ମହୀନଗରେ
ଅବିର୍ଭାବ, କର୍ମକର୍ତ୍ତୃକ ଜୟାଦିତ୍ୟଜ୍ଞାତି, ସୂର୍ଯ୍ୟେର
ବରଦାନ, ଜୟାଦିତ୍ୟମାହାତ୍ମ୍ୟ । ... ୫୨୧

୬୨-ଶ ଅଃ ।—କୋଟିତୀର୍ଥମାହାତ୍ମ୍ୟ, ତୀର୍ଥ-
ସମୀପସ୍ଥ ଅଗ୍ନି ଭରହାଜାଦିର ମହିମା ଓ ଶକ୍ତିକତ
ଅହଲ୍ୟାବର୍ଣ୍ଣନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ । ୫୨୫

୬୩-ଶ ଅଃ ।—ତ୍ରିଶାଳା ନାଗେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରକା ଓ
ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ । ୫୨୭

୬୪-ଶ ଅଃ ।—ମହୀଶାଗର ସଙ୍ଗରେ ନାରଦମୂର୍ତ୍ତି
ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବାତ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଜୁନପ୍ରସଙ୍ଗ,—ବାତ୍ରବ୍ୟକର୍ତ୍ତୃକ
ଅର୍ଜୁନ ସମୀପେ ଉଗ୍ରସେନାଦିର ସଂବାଦ ବର୍ଣ୍ଣନ,
ଉଗ୍ରସେନେର ଶକ୍ତାତ୍ମୀକରଣାର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକର୍ତ୍ତୃକ ନାରଦେର
ସ୍ତବ ଓ ପୂଜା, ନାରଦମାହାତ୍ମ୍ୟ । ୫୩୨

୬୫-ଶ ଅଃ ।—ବାତ୍ରବ୍ୟାମୁଖେ ନାରଦମାହାତ୍ମ୍ୟ
ଅବଗେ ତତ୍ତ୍ୱସମୀପେ ଅର୍ଜୁନେର ଶୁକ୍ଳକେତୁମାହାତ୍ମ୍ୟ
ଜିଜ୍ଞାସା, ନାରଦ କର୍ତ୍ତୃକ ଅର୍ଜୁନେର ନିକଟ ସବିସ୍ତର
ଗୌତମେଶ୍ୱର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଯୋଗତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନ ୫୩୬

୬୬-ଶ ଅଃ ।—ମହୀନଗରେର ପୂର୍ବଦିକ୍ଷିତ ବ୍ରହ୍ମ-
ସୂର୍ଯ୍ୟେର ଓ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନ, ନାରଦସ୍ଥାପିତ
ଜୟାଦିତ୍ୟକୂଳ, ଗର୍ଭେଶ୍ୱର ଓ ଯୋକେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ
ପ୍ରଶଂସା । ୫୩୯

বিষয় ।

ପୃଷ୍ଠା ।

୬୭-ଶ ଅଃ ।—କେଦାରେଶ୍ୱର ଓ ନୀଳକଣ୍ଠେର
ମାହାତ୍ମ୍ୟ । ... ୫୪୦

୬୮-ଶ ଅଃ ।—ଶୁକ୍ଳକେତୁେର ନାମ-ନିରୁକ୍ତି,—
ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ନିରୂପଣାର୍ଥ ଅଧିଲ ତୀର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରାଦିର
ବ୍ରହ୍ମାଲୋକେ ଗମନ, ବ୍ରହ୍ମାର ପ୍ରସ୍ଥେ ମହୀଶାଗର-ସଙ୍ଗରେ
କର୍ତ୍ତୃକ ଆଶ୍ୱପ୍ରଶଂସା କୌର୍ତ୍ତନ, ମହୀଶାଗରସଙ୍ଗରେ
ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତନନ୍ଦନ ସୂର୍ଯ୍ୟେର ଶାପ ପ୍ରଦାନ, କୁମାର ଓ
ନାରଦପ୍ରାର୍ଥନାର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣା କର୍ତ୍ତୃକ ମହୀଶାଗରସଙ୍ଗରେ
ଶାପଘୋଚନ, ଶୁକ୍ଳତୀର୍ଥ ନାମ ପ୍ରଦାନ ଓ ସର୍ବତୀର୍ଥ,
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିରୂପଣ, ଶୁକ୍ଳତୀର୍ଥ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ, ଅର୍ଜୁନେର
ଦ୍ୱାରକାୟ ଗମନ । ୫୪୦

୬୯-ଶ ଅଃ ।—ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ଓ ସିଦ୍ଧାଧିକା
ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡବଗଣେର ସାହିତ ଭୀମ-
ନନ୍ଦନ ଘଟୋତ୍ତକେର ମିଳନ, ଘଟୋତ୍ତକେର ବିବାହାର୍ଥ
କୃଷ୍ଣେର ସାହିତ ପାଣ୍ଡବଗଣେର ମନ୍ତ୍ରଣା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକର୍ତ୍ତୃକ
କାମକଟକଟାନାମୀ କନ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନ ଓ ବିଜୟପୂର୍ବକ
ତାହାର ପାଣ୍ଡବଗଣାର୍ଥ ପ୍ରାଗ୍‌ଜ୍ୟୋତିଷପୁରେ ଘଟୋତ୍ତ-
କେର ପ୍ରେରଣ, ଘଟୋତ୍ତକେର ପ୍ରାଗ୍‌ଜ୍ୟୋତିଷପୁରେ
ଗମନ । ... ୫୪୨

୭୦-ଶ ଅଃ ।—ଘଟୋତ୍ତକେର କାମକଟକଟା-
ପ୍ରାସାଦେ ପ୍ରବେଶ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣସ୍ମରଣପୂର୍ବକ ଘଟୋତ୍ତକେର
ଓ କାମକଟକଟାସହ କଥୋପକଥନ, ଘଟୋତ୍ତକେର ପ୍ରସ୍ଥ,
କାମକଟକଟାର ପରାଜୟ, କାମକଟକଟାର ପୂର୍ଣ୍ଣେ ଆରୋ-
ହଣ କରତ ଘଟୋତ୍ତକେର ପାଣ୍ଡବସମୀପେ ଆଗମନ,
ଉତ୍ତର ବିବାହ, ହିଞ୍ଜିବନେ ଘଟୋତ୍ତକ କର୍ତ୍ତୃକ
ରାକ୍ଷସରାଜ୍ୟ ପାଳନ, ଘଟୋତ୍ତକେର ଓରସେ କାମ-
କଟକଟାର ଗର୍ଭେ ବର୍ଷରୀକେର ଜନ୍ମ । ... ୫୪୫

୭୧-ଶ ଅଃ ।—ପୁତ୍ର ସମଭିବାହାରେ ଘଟୋତ୍ତ-
କେର କୃଷ୍ଣଦର୍ଶନାର୍ଥ ଦ୍ୱାରକାର ଆଗମନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-
କର୍ତ୍ତୃକ ଘଟୋତ୍ତକେର ପ୍ରତି ସଂକ୍ଷେପତଃ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ-
ବର୍ଣ୍ଣକଥନପ୍ରସଙ୍ଗେ କାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣାମୁସାରେ ଲୌକିକ ବଳ-
ସଂଗ୍ରହାର୍ଥ ଦେବୀର ଆରାଧନା ଜନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ,
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃକ ବର୍ଷରୀକେର 'ସୁହୃଦ' ଏହିରୂପ ନାମ-
କରଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋପଦେଶେ ବର୍ଷରୀକେର ଦୟାହୀନୀ
ଆଗମନ ଓ ଦେବୀଗଣେର ଆରାଧନା, ପ୍ରସନ୍ନା ଦେବୀ-
ଗଣେର ଆଦେଶେ ବର୍ଷରୀକେର ତଥାୟ ଅବହାନ,
ବର୍ଷରୀକ କର୍ତ୍ତୃକ ସିଦ୍ଧାଧିକା ମହାବିଦ୍ୟାର ସାଧନାର୍ଥ
ସମାଗତ ମାଗଧନ୍ୱିଜ ବିଜୟେର ସାହାୟା କରଣ, ମହା-
ବିଦ୍ୟାସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ବିଜୟ କର୍ତ୍ତୃକ ବିଦ୍ୟନାଶନ
ଗଣେଶ-କନ୍ୟାରତ୍ନ । ... ୫୪୭

୭୨-ଶ ଅଃ ।—ଗଣେଶ୍ୱର ଓ କେତୁପୁଲୋଂପତି,—

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

কৈরশাল পূজাধিনিধি, বিজয়বিজ কৰ্ত্তক বট-
শক্তি বিদ্যা ও অপরাধিতা মহাবিদ্যাসাধন। ৫৫০

৬৩ম অঃ।—প্রথম যামান্ত্রে দ্বিজ বিজয়ের
তপোবিদ্যার রাক্ষসী মহাজিহ্বা, দ্বিতীয় যামান্ত্রে
রেশমেন্দ্র ও তৃতীয় যামান্ত্রে দ্বন্দ্বহা প্রভৃতি
রাক্ষসীর আগমন, ভীমপোত্র বর্মরীক কৰ্ত্তক
তাহাদের পরাভবে, সেই স্থানের দ্বন্দ্বহা নামে
প্রসিদ্ধি, চতুর্থ প্রহরে মায়াবী সন্ন্যাসীর আগমন
ও তৎকৰ্ত্তক কতিপয় কপট উপদেশ প্রদান,
বর্মরীকের মুষ্ঠাঘাতে কপট সন্ন্যাসীর চৈতন্য
লোপ ও মোহাপগমে তাহার দৈত্যমূর্ত্তি ধারণ-
পূর্বক পলায়ন ও গুহায় প্রবেশ, বর্মরীকের
সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ ধাবন, দিব্য পুরীদর্শন ও
দানবগণ সহ যুদ্ধ, নাগগণের নিকট বর্মরীকের
বরপ্রাপ্তি ও বিজয়বিজ সমীপে আগমন,
বিজয় বিজের সিদ্ধিলাভ, দ্বিজসমীপে
বর্মরীকের আশীর্বাদ সহকারে 'সিদ্ধসেন'
নাম প্রাপ্তি। ... ৫৫৫

৬৪ম অঃ।—দেবারাধনার্থ সিদ্ধাদিকাসনি-
ধানে বর্মরীকের বাগ, বনবাসপ্রসঙ্গে পাণ্ডব-
গণের তথায় আগমন, অতিভুতমার্ত্ত ভীমসেনের
তদ্রূপ কুণ্ডে প্রবেশ ও বর্মরীকের সহিত যুদ্ধ,
বর্মরীককৰ্ত্তক প্রহরে জর্জরিতদেহ ভীমসেনকে
নাগরনিক্ষেপে উদযোগ, পথে ক্রূড়াবির্ভাব ও
ভীমের পরিচয় প্রদান, ভীমকৰ্ত্তক পোত্রে
আলিঙ্গন, পিতামহপ্রহারাপরাধে বর্মরীকের
প্রাণত্যাগার্থ নাগরতীরে গমন, ভীমকৰ্ত্তক
নিবন্ধ ও সাধুনাপ্রাপ্ত হইয়া বর্মরীকের প্রত্যা-
গমন, বর্মরীকের 'চণ্ডিল' নাম লাভ ও ভীম
সহ যুধিষ্ঠিরাদি সমীপে গমন, ভীম কৰ্ত্তক অধিল
বৃত্তান্ত বর্ণন, ভীমেশ্বর লিঙ্গ মহাশয়। ৫৫৫

৬৫ম অঃ।—যুধিষ্ঠির কৰ্ত্তক সিদ্ধাদিকার
স্তব, তদর্শনে ভীমের কটুক্তি, দেবীর অবজ্ঞায়
ভীমের অঙ্গবৈকল্য, অপরাধ কালনার্থ ভীম
কৰ্ত্তক সিদ্ধাদিকার স্তুতি, ভীমের প্রতি
জগদ্বিকার বরদান, দেবীর বচনবিধ নাম-ভেদ
ও ক্ষেত্রস্থিতি বর্ণন, দেবী কৰ্ত্তক পাণ্ডবগণের
প্রতি বরদান, বর্মরীকে তথায় স্থাপনপূর্বক
পাণ্ডবগণের তর্পিতব্য। ... ৫৬৩

৬৬ম অঃ।—ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাসান্তে যুধি-
ষ্ঠিরাদির রাক্ষস উদযোগ ও কুরুক্ষেত্রে আগমন,

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

যুধিষ্ঠিরাদির আগমনে দুর্যোধনের যুদ্ধব্যবস্থা,
যুধিষ্ঠিরের কুরুসমিধানে সৈন্তগণের প্রতি
যুদ্ধবিষয়ক প্রশ্ন, অর্জুনের আশ্বাস প্রদান,
শ্রীকৃষ্ণকৰ্ত্তক অর্জুনমার্ক্যের অঙ্গমোদন, বর্মরী-
কের গর্ভোক্তি ও দেবীবরদত্ত বিজয়-যজ্ঞ
প্রদর্শন, অর্জুনের লজ্জা ও অন্তান্ত ক্ষত্রিয় বীর-
গণের বিশ্বাস প্রাপ্তি, কুরুকৰ্ত্তক বর্মরীকের বীরত্ব
পরিচয় জিজ্ঞাসা, বর্মরীকের মৃত্যুমর্শ্বপ্রাপক শত্রু-
ভাগ, মৃত্যুমর্শ্ব বাণে পঞ্চ পাণ্ডব রূপ ও অশ্রু-
থামা ব্যতীত কুরু-পাণ্ডবসৈন্তের মরণ অব-
ধারণ, কুরু কৰ্ত্তক বর্মরীকের মুণ্ডচ্ছেদন, ক্ষত্রিয়-
বীরগণের হাশকার, শোকাভিভূত ঘটোৎকচের
মোহ, সিদ্ধাদিকা প্রভৃতি মাতৃগণের অবির্ভাব
দর্শনে রাজগণের বিশ্বাস, মাতৃকাগণ কৰ্ত্তক
ঘটোৎকচের আশ্বাস প্রদানপূর্বক বর্মরীকের শির-
চ্ছেদ, হেতু কখন, বর্মরীকের ছিন্নমুণ্ডের অমৃত-
ভিষেক, মুণ্ডের প্রতি কুরুর বরদান, কুরু-
পাণ্ডবের যুদ্ধদর্শনার্থ সমরক্ষেত্রের অনতিদূর
স্থিত গিরিশৃঙ্গে বর্মরীকের মুণ্ডস্থাপন ও দেহের
সংকার, কুরুপাণ্ডবের তুমুল সংগ্রাম, অষ্টাদশক
যুদ্ধ, দ্রোণ কর্ণাদি বীরগণের বিনাশ, দুর্যোধনের
নিধন, যুধিষ্ঠির কৰ্ত্তক কুরুর বীরশ্রেষ্ঠত্ব
প্রকাশপূর্বক স্তব, তদর্শনে ভীমের কটুক্তি,
অর্জুনের প্রদত্ত প্রবোধে ভীমের উপেক্ষা,
সমরে কৌরব হত্যা কে?—ইহার নিশ্চয়ার্থ
ভীমার্জুনের ছিন্ন বর্মরীকমুণ্ড সমীপে গমন ও
প্রশ্ন, মুণ্ডকৰ্ত্তক কৌরবনিহন্তার পরিচয়, আকাশ
হইতে সাধুবাদ ও পুষ্পগুটি, ভীমের লজ্জাপ্রাপ্তি,
ভীমসমভিব্যাহারে গরুড়ারোহণে কুরুর লঙ্কায়
গমন, ভীমের দশবোজ্ঞান বিস্তৃত সরোবর দর্শনে
বিশ্বাস, বীরত্ব পরীক্ষার্থ কুরুকৰ্ত্তক সরোবরের
যুক্তিকা আনয়নার্থ উপদেশ, ভীমের লক্ষ্যপ্রদান,
ব্যর্থপ্রযত্ন ভীমের কুরুসমিধানে সরোবরের
গভীরতা কখন, কুরু হস্তসহকারে অশ্রুচালনায়
সরোবর উন্টাইয়া কেলিলে ভীমের বিশ্বাস ও
সরোবর বিষয়ক প্রশ্ন, কুরু কৰ্ত্তক কুরুক্ষেত্রের
শিরঃকপালরূপ সরোবরের উৎপত্তি বৃত্তান্ত
কখন, ভীমের লজ্জা ও কুরুসমীপে কমা
প্রার্থনা, ভীমসহ কুরুর বর্মরীকমুণ্ডসমীপে
আগমন ও বর্মরীকমুণ্ডের প্রতি বর দান,
বর্মরীকবৃত্তান্তের উপসংহার, বর্মরীকস্তব ও

ବିଷୟ ।

ପୃଷ୍ଠା ।

ପୂଜାମାହାତ୍ମ୍ୟ, ନାରଦେବ କେଦାର ଲିଙ୍ଗସ୍ଥାପନ
ଓ ଜୟାଦିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଜୟାଦିତ୍ୟ ଓ ମହୀସାଗର-
ସଙ୍ଗମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ।

୧୮୦

କୁମାରିକା ଷଷ୍ଠସମାପ୍ତ ।

ଅରୁଣାଚଳମାହାତ୍ମ୍ୟ—ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ।

୧ମ ଅଃ ।—ନୈମିଷାରଣ୍ୟବାସୀ ଶାସିଗଣେର
ପ୍ରସ୍ତେ ସୂତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅରୁଣାଚଳ-ମାହାତ୍ମ୍ୟାବର୍ଣ୍ଣନୋପ-
କ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମ-ସନକ ସଂବାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମ-
ପ୍ରଧାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ ଉକ୍ତ ପରମ୍ପରା ବିବଦ୍ୟମାନ ବିଧିବିଧିର
ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେ ବହିଷ୍ଠସ୍ତ୍ରୁତ ଉପେକ୍ଷା ଉପାସନାର ଆବିର୍ଭାବ,
ବିଧି-ବିଧି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେହି ଶୁଦ୍ଧତ୍ବର ସୀମା ନିରୂପଣାର
ଗମନ ଓ ତଦ୍ଦୀୟ ଆଦ୍ୟାନ୍ତରାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନେ ସାବଧାନେ
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ବିଧି-ବିଧିର ଆଶ୍ୱାସ, ଓ ଗମନ-
ହାରପୂର୍ବକ ଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଦାନ୍ତେ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ । ୧୮୧

୨ୟ ଅଃ ।—ବିଧି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହିଷ୍ଠସ୍ତ୍ରୁତ ଶୁଦ୍ଧତ୍ବ,
ବିଧି-ବିଧିର ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ବହିଷ୍ଠସ୍ତ୍ରୁତ ଅରୁଣାଚଳ
ନାମକ ହାବର ଲିଙ୍ଗାକାର ବାରଣ, ହାବର ଲିଙ୍ଗ-
ମାହାତ୍ମ୍ୟ । ୧୮୨

୩ୟ ଅଃ ।—ଅରୁଣାଚଳରୁପୀ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିତ୍ର
ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ କ୍ରୌଢାବେଶେ ଦେବୀକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିବେର
ନିମିଷାର୍ଦ୍ଧକାଳ ଚନ୍ଦ୍ର-ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦିରୂପ-ନୟନତ୍ରୟାଚ୍ଛାଦନେ
ଅକାଳେ ମହାପ୍ରଳୟ, ସିଦ୍ଧଗଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିବେର ଶୁଦ୍ଧତ୍ବ,
ଦେବୀର ପ୍ରତି ଲୋକଶିକ୍ଷାର୍ଥ ଶିବେର ତପଃଚରଣୋ-
ପଦେଶ, ଦେବୀର କାକୀପୁରେ ଏକାନ୍ତତାରେ ତପ-
ସ୍ତୀର୍ଥ ଗମନ । ୧୮୩

୪ର୍ଥ ଅଃ ।—ସଂଧ୍ୟା ବିଜୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଞ୍ଜବାକୋ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିବଦର୍ଶନୋପାୟ କଥନ,
କମ୍ପାତୀରେ ଦେବୀର ତପଃ, ଦେବୀର ମୈକତ-
ଲିଙ୍ଗାରାଧନ, ଶିବରୂପ ଦେବୀର ପରୀକ୍ଷା, ଦେବୀର
ପ୍ରତି ଆକାଶବାଣୀ, ପାଞ୍ଚତୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ
ହାତ୍ତା ମୈକତଲିଙ୍ଗେ କୁଚଚିହ୍ନାର୍ପଣ, ଦେବୀର ଶିବ-
ସମୀପେ ବସନାଭ ଓ ସମ୍ପଦେବସହ ଅରୁଣାଚଳର
ଗୌତମାଶ୍ରମେ ଗମନ, ଗୌତମଶିଷ୍ୟାଗଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ଦେବୀର ଆତିଥ୍ୟ, ବନାନ୍ତର-ଗତ ଗୌତମେର
ସ୍ୱାଗମନ । ୧୮୪

୫ମ ଅଃ ।—ଗୌତମ ସହ ଦେବୀର ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ,
ଗୌତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଗତ ପ୍ରସ୍ତ ଓ ପାତ୍ୟାଦି ଦାନ
ଦେବୀର ପୂଜା, ଦେବୀର ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ଗୌତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ

ବିଷୟ

ପୃଷ୍ଠା

ଅରୁଣାଚଳମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବିଧି-ବିଧିର
ବିବାଦ, ବ୍ରହ୍ମପୁରୁଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ୧୮୫

୬ଷ୍ଠ ଅଃ ।—କଳାବିମାନେ କୌରୋଦୟାଦି ହରିର
ଦୀର୍ଘ ନିଦ୍ରାର ଦେବଗଣେର ହୁଏତ ପ୍ରକାଶ ଓ ଶକ୍ତେର
ଶରଣ ଗ୍ରହଣ, ଶକ୍ତେର ଶରୀର ହୈତେ ବ୍ରହ୍ମାଦି-
କୋଟି ଦେବତାର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହରିର
ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗବିଧାନ, ହରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶକ୍ତେର ଶୁଦ୍ଧତ୍ବ, ହରିର
ବରଦାନ କଥନ, ଶକ୍ତେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅରୁଣାଚଳେ ନିରାତ
ବାସପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଓ ଅରୁଣାଚଳମାହାତ୍ମ୍ୟ, ହରିର
ଅରୁଣାଚଳେ ତପଃ, ଅରୁଣାଚଳେ ହରିର ତପଃ
ଓ ନୃପଦପ୍ରାପ୍ତି, ଅରୁଣାଚଳେ ତପଃପ୍ରଭାବେ
ଶେଷନାଶେର କାମରୂପ, ଅରୁଣାଚଳ-ଲଜ୍ଜାବିଧାନ
ଦିବାକରେର ଗତିରୋଧ, ଓ ଅରୁଣାଚଳାରାଧନାର ପୁନ-
ରାୟ ଗତିପ୍ରାପ୍ତି, ଅରୁଣାଚଳପ୍ରସାଦେ ଦକ୍ଷସ୍ତ୍ରରେ ଭୟ-
ଦନ୍ତ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ପୁଷ୍ପା ଶୁକ୍ରାଦିର ଦନ୍ତାଦିଲାଭ ଏବଂ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେର ବାନରବଦନ ଓ ପୁଷ୍ପେର ବ୍ୟାଘ୍ର-
ବଦନହେର ଅପନୋଦନ, ପଦ୍ମ ଯୁଗ୍ମର ପଦଲାଭ
ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳେ ବିବିଧ ଋଷି ରାଜାଦିର ସ୍ଥାପିତ
ବିବିଧ ତୀର୍ଥେର ଉପାଧ୍ୟାନ ସହ ତୀର୍ଥମାହାତ୍ମ୍ୟ । ୧୮୬

୭ମ ଅଃ ।—ଅଗ୍ନିୟ ଅରୁଣାଚଳ ଲିଙ୍ଗେର ଚତୁ-
ର୍ଭୁଜୀୟ ନାମ, ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଦେ ଅରୁଣାଚଳେର
ନୀତନତାଧାରଣ, ତତ୍ତ୍ୱତା ଅଷ୍ଟଲୋକେ ଅଷ୍ଟଦିକ-
ପାଳସ୍ଥାପିତ ତୀର୍ଥମାହାତ୍ମ୍ୟ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟେର ପ୍ରାର୍ଥନାୟ
ଶିବକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେର ଏକତ୍ରୀକରଣ । ୧୮୭

୮ମ ଅଃ ।—ଦେବୀର ନିକଟ ଗୌତମେର ଅରୁଣା-
ଚଳରୁପୀ ମହେଶ୍ୱର କୁମାରାଭାଦି ଆଶ୍ୱାସୁକ୍ତ
କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଶିବୋକ୍ତ ଆଗମସମ୍ମତ ଅରୁଣାଚଳେ-
ସ୍ୱରାଜନାବିଧି ମାହାତ୍ମ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ । ୧୮୮

୯ମ ଅଃ ।—ଅରୁଣାଚଳେର ଶିବୋକ୍ତ ବିବିଧ
ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଓ ତଦ୍ଦୀୟ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗେ
ଧର୍ମକେତୁରାଜାର ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତ, ବିବିଧ ଉପଚାରଦାନମହିମା,
ଗୌତମାଶ୍ରମେ ଥାକିଆ ଦେବୀର ତପଃଚରଣ । ୧୮୯

୧୦ମ ଅଃ ।—ଦେବୀର ନିକଟ ମହିଷାସୁରବିକ୍ରାନ୍ତ
ଦେବଗଣେର ଆଗମନ ଓ ହୁଏତକଥନ, ଦେବୀର ମହିଷା-
ସୁରବଧେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆଶ୍ୱାତୁର୍ଦ୍ଧିକେ ଚାରିଟି ଶୁଳେ
ରକ୍ତାର୍ଥ ଚାରି ବଟୁକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଓ ଚାରି ପରିଚାରିକାର
ଅରୁଣାଚଳେ କେଶବଳୟ ଆତିଥ୍ୟେର ମିଶ୍ରୋଗ,
ଦେବୀର ତପଃଚରଣ, ତପଃପ୍ରଭାବେର ଆଶ୍ରମେର ସର୍ବତ୍ର
ଶାନ୍ତିମୟତା, ମହିଷାସୁରେର ଯୁଗ୍ମାପ୍ରସଙ୍ଗେ ଅରୁଣା-
ଚଳେ ଆଗମନ, ବଟୁକଗଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେବୀହାତ୍ତେ
ପ୍ରବେଶୋଦ୍ୟତ, ମହିଷାସୁରେର ନିବାରଣ, ମହିଷା-

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

সুরের যুগ্মাতিধিরূপে দেবীসমীপে গমন ও আশ্বিনপরিচয়দানান্তে আপনাকে পতিত্ব বরণ করিতে দেবীর প্রতি উপদেশ, দেবীর যুগ্মাতি-প্রায় জ্ঞাপন, মহিষাসুরের যুদ্ধোদ্যম, তদদর্শনে দেবীর তীক্ষ্ণ দুর্গামূর্তি ধারণ, মহিষাসুরের সৈন্তাঙ্কন, দেবীকে দেবগণের বিবিধ অস্ত্র প্রদান, দেবীকপদর্শনে মহিষাসুরের পলায়ন, দেবীর বানরমুখ বৃহস্পতির দ্বারা মহিষাসুরের প্রতি অরুণাচলপ্রবেশে নিবেদ্যজ্ঞাপন, তদ্রূপে ক্রুদ্ধ মহিষাসুরের যুদ্ধার্থ অরুণাচলে সৈন্তপ্রেরণ, দেবীর বিবিধ ভূত বেতাল মাতৃকা যোগিনীাদি সৃজন, উভয় সৈন্তে যুদ্ধ, মহিষাসুর সহ দেবীর যুদ্ধারম্ভ।

৬২৪

১১শ অঃ।—দেবী কর্তৃক মহিষাসুরমর্দন, দেবগণ কর্তৃক মহিষমর্দিনীর স্তব, দেবীর মহিষাসুরমস্তকস্থ শিবলিঙ্গ স্পর্শ, দেবীর হস্তে শিবলিঙ্গ আসক্ত হওয়ায়, সহস্রস্তে শিবভক্তহতা। জনিত দোষক্ষালনার্থ দেবীর গৌতমসমীপে তীর্থ-যাত্রাভিপ্রায় কথন, গৌতম কর্তৃক দেবীর প্রতি মহিষাসুরচরিত্ত বর্ণনপূর্বক দোষক্ষালনার্থ অরুণাচলসমীপস্থ তীর্থে গমনের উপদেশ।

৬৩০

১২শ অঃ।—আকাশবাণীশ্রবণে দেবী কর্তৃক খড়্গদ্বারা খড়্গাতীর্থ নির্মাণ ও তাহাতে স্নান, খড়্গাতীর্থতীরে করলয় শিবলিঙ্গস্থলন হওয়ায় সেই স্থানেই তাহার প্রতিষ্ঠা, দেবী কর্তৃক অরুণাচলেশ্বরের স্তব, শিবের জ্যোতির্ময়রূপে আবির্ভাব ও দেবীর প্রতি বরদান, উভয়ের মিলন।

৬৩৪

১৩শ অঃ।—শিবশিবার বিহারোপক্রম, দেবী-দেহে শিবকর্তৃক কঙ্করীলেপন, বর্ণন বস্ত্র-স্ত্রীর উৎপত্তিপ্রসঙ্গে পুলকদৈত্য চরিতবর্ণন, দেবীর হস্তোন্মিত কমলের বিবরণপ্রসঙ্গে কাঞ্চীস্থ মহাদেবের এবং পার্বতীদর্শনের মাহাত্ম্য বর্ণনার অন্তরোধে দেবীর প্রতি শিবের বরদান, অরুণাচলেশ্বরের মহেশ্বর্য্য কীর্তন।

৬৪০

অরুণাচলমাহাত্ম্য পূর্বার্ধ সম্পূর্ণ।

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

অরুণাচলমাহাত্ম্য—উত্তরার্ধ।

১ম অঃ।—স্বত-শৌনকসংবাদে মার্কণ্ডেয়-নন্দীশ্বরসংবাদ,—শৈবক্ষেত্রমাহাত্ম্য প্রস্তাবনা, ৬৪৪

২য় অঃ।—নন্দীশ্বর কর্তৃক ভূতলস্থ শিবা-শয়ভূত বিবিধ তীর্থ ক্ষেত্রাদি কীর্তন। ৬৪৫

৩য় অঃ।—মার্কণ্ডেয়ের মহাবিগণ সহ নন্দী-শ্বরসমীপে সর্বকলদায়ক সর্বশ্রেষ্ঠ গুপ্তক্ষেত্র জিজ্ঞাসা। ৬৪২

৪র্থ অঃ।—নন্দীশ্বর-কর্তৃক মার্কণ্ডেয়ের প্রশংসা-পূর্বক দক্ষিণদিকস্থ অবিভ্রদেশান্তর্গত অরুণা-চলেশ্বর ক্ষেত্রের সবিস্তর মাহাত্ম্য-কীর্তন। ৬৪১

৫ম অঃ।—শিবভক্তির দৃঢ়তা সাধনার্থ সার্বিক-রাজস-তামসভেদে পুরুষভেদ বর্ণন প্রসঙ্গে বিবিধ কণ্ডবিপাক বর্ণন। ৬৪৪

৬ষ্ঠ অঃ।—সর্বমহাপাতক-ঘাতক প্রায়শ্চিত্ত কথন প্রসঙ্গে অরুণাচলে অন্তর্ভুক্ত বিবিধ বন্য কীর্তন। ৬৪৬

৭ম অঃ।—অরুণাচলেশ্বরের বিভিন্ন বার তিথি নক্ষত্র রাশি পূর্বাঙ্ক মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাহ্ন পক্ষ মাসাদি কালভেদে বিশেষ বিশেষ উপচারাদি দ্বারা পূজার কল, ও কামাকর্ষ্য কথন। ৬৫৮

৮ম অঃ।—সবিস্তরে অরুণাচলেশ্বরের চরিত্র বর্ণনপ্রসঙ্গে শিবের দক্ষিণ-বামাঙ্গ হইতে বিধি-বিষ্ণুর উৎপত্তি, বিধি-বিষ্ণুর ব্রজঃ-সক-গুণযোগ, শিবাজ্ঞায় ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্য ও বিষ্ণুর পালন কার্য্য প্ররুতি এবং স্রোতপাদক ভগবানের বিস্মৃতি হেতু গুণকম্যবশে গর্ক-প্রাপ্তি। ৬৬১

৯ম অঃ।—বিধি-বিষ্ণুর আত্মপ্রধান্ত বিষয়ক মহাবিবাদ আরম্ভ, বিধিবিষ্ণুর বিবাদে জগত্তের মহাকোভ দর্শনে তদ্বিবারণার্থ শঙ্করের চিন্তা। ৬৬২

১০ম অঃ।—বিবাদপরায়ণ বিধিবিষ্ণুর মধ্য-স্থলে বিবাদতত্ত্বনার্থ শঙ্করের তৈজস লিঙ্গরূপে আবির্ভাব, তদৃশ লিঙ্গ দর্শনে তাহার আদ্যন্ত নগ্নার্থ উভয়ের বিষয় ও পরামর্শ। ৬৬৪

১১শ অঃ।—তৈজসলিঙ্গের অন্তর্দর্শনার্থ পিতামহের হংসরূপে উর্দ্ধে ও বিষ্ণুর বরাহরূপে পাতালে গমন, এবং অন্তসীমা-অদর্শনে ধ্রু-মনা বিষ্ণুর স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন। ৬৬৬

১২শ অঃ।—তৈজস লিঙ্গের উর্দ্ধসীমা দর্শনার্থ হংসরূপী বিধাতার উর্দ্ধে গমনানন্তর ব্যাকুলতা-

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

শক্তি ও অতিদূরে কেতকীসহ সমাগম এবং
কেতকী সমীপে তৈজসলিঙ্গের অন্তসীমা
বরণ প্রবণ। ... ৬৬৮

১৩ অঃ।—মিথ্যাসাক্ষ্যাদানার্থ বিবাতার
পক্ষায় কেতকীর অঙ্গীকার, কেতকী সহ
বাতার পূর্বস্থানে প্রত্যাভর্তন, বিষ্ণুসমীপে
বাতার “লিঙ্গোক্তসীমা দেখিরাছি” এই-
ন মিথ্যোক্তি, কেতকীরও ঐরূপমিথ্যাসাক্ষ্য
দান। ... ৬৬৯

১৪শ অঃ।—বিবাতার বাক্যে সান্দিহান
বিষ্ণুর তত্ত্বনির্ণয়ার্থ তৈজস লিঙ্গের স্তব। ... ৬৭১

১৫শ অঃ।—ভূতিতুষ্টি শিবের তৈজস-সুস্ত
ভেদপূর্বক পঞ্চাননমূর্তি প্রকাশ, তদর্শনে বিষ্ণুর
আনন্দ, ব্রহ্মার লজ্জা, মহেশ্বর কর্তৃক ব্রহ্মাকে
“তুমি অপূজ্য হইবে” এইরূপ এবং কেতকীর
প্রতি “মদীয় পূজার অযোগ্য হইবে” এইরূপ
অভিশাপ, ব্রহ্মার শিবভক্তিকরণে উদ্যম। ... ৬৭৩

১৬শ অঃ।—বিবি কর্তৃক শিবের স্তব,
ভূতিতুষ্টি শিবের বিধিবিষ্ণুর প্রতি বরদান ও
অকুণাচলে বাসার্থ আদেশপূর্বক অন্তর্ধান,
বিধিবিষ্ণু কর্তৃক অকুণাচলে সরোবর খনন,
অকুণপুর নিৰ্ম্মাণ ও অকুণাচলেণের মন্দির-
নিৰ্ম্মাণ। ... ৬৭৫

১৭শ অঃ।—শিবপার্বত্যীর বিহার, পার্বত্যী-
কৃত তপস্জাবলীপ্রসঙ্গে বিবি চরিত্র কীৰ্ত্ত-
নাঙ্কে বিধিবিষ্ণুর গজানন-মন্ডানরূপে জন্ম-
বৃত্তান্ত। ... ৬৭৮

১৮শ অঃ।—প্রণয়কোপবশে দেবীর গৌরী
প্রাপ্তিনিমিত্ত তপস্জার্থ সখীগণসহ গৌতমাত্মনে
গমন ও গৌতমোপদেশে তদীয়গমনসমীপে
তীব্রতর নিয়ম সহকারে অকুণাচলেণের পরি-
চর্য্যরূপ তপশ্চরণ। ... ৬৮০

১৯শ অঃ।—তপঃপরায়ণা দেবীর প্রলোভ-
নার্থ তৎসমীপে মহিষাসুরের দূতপ্রেরণ, দেবী-
সখীকর্তৃক তপঃস্থান হইতে দূতের বিতাড়ন,
মহাসৈন্য সহ মহিষাসুরের দেবীসমীপে আগমন,
দেবী কর্তৃক সমাগত দৈত্যসংহারার্থ ভূগীর প্রতি
আদেশ, ভূগী কর্তৃক নিজদেহ হইতে বিবিধ
যোগিনী মাতৃকাদি সৈন্য স্বজন, উভয় সৈন্যে
হুল্লল্লক, মহিষাসুরের অজৈয়ব দর্শনে যোগি-

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

ন্যাদি কর্তৃক দেবীর জ্ঞাত, মহিষাসুর সহ ভূগীর
পূক ও মহিষাসুরসংহার। ... ৬৮৪

২০শ অঃ।—ভূগীর হস্তে মহিষাসুরের মস্তক
সংলগ্ন হওয়ায় দেবীর উপদেশক্রমে খড়্গাঘাতে
খড়্গাতীর্থ নিৰ্ম্মাণপূর্বক তাহাতে রান, রানকালে
মহিষাসুরমস্তকস্থ লিঙ্গের পতন, খড়্গাতীর্থতীরে
‘পাপনাশন’ নাম করণপূর্বক সেই লিঙ্গের স্থাপন,
উন্মজ্জন কালে হস্ত হইতে মহিষাসুর-মস্তকের
পতন, দেবীর শিবভক্ত মহিষাসুরহতাজনিত
পাপাপনোদনার্থ গৌতমের নিকট প্রায়শ্চিত্ত
জিজ্ঞাসা, গৌতমের কার্তিকপূর্ণিমা অকুণাচলে-
ণের জ্যোতিদর্শন পর্য্যন্ত কাল তপস্জার্থ উপ-
দেশ, দেবীর তপশ্চর্যা, কার্তিকপূর্ণিমা
অকুণাচলশিখরে জ্যোতিদর্শনে জ্ঞতি, শিবের
নিজ মূর্তি ধারণপূর্বক দেবীসমীপে আবির্ভাব
ও দেবীর সাধনা। ... ৬৮৮

২১শ অঃ।—শিবকর্তৃক পাশোপবেশিতা
দেবীর ‘সুস্ত্রাবী কার্তিকেয়কে ছাড়িয়া তপস্জার্থ
নিৰ্গমন হেতু’ ‘অশীতকুচা’ নামকরণ, মহিষ-
মর্দিনী ভূগীর দেবীসমীপে অবস্থান, ও দেবীর
খড়্গাতীর্থ গৌতম ও মাতৃকাগণের প্রতি বরদান। ৬৯১

২২শ অঃ।—পাণ্ড্যদেশীয় সার্বভৌম বজ্রা-
ঙ্গদ রাজার চরিত্র,—মৃগানুসারী বজ্রাঙ্গদ রাজার
অকুণাচলে গমন, পথিমধ্যে তদীয় বাহন তুর-
ঙ্গের পতন, তৎসহ রাজারও পতন, তুরঙ্গ ও
মৃগের অকুণাচলে মরণহেতু খেচরহলাভ,
রাজার খেচরহরণের প্রতি তাদৃশ-গতিলাভের
হেতু জিজ্ঞাসা, খেচর-হরণের মধ্যে কাস্তি-
শালী নামক বিদ্যাধরের আত্মচরিত্র কীৰ্ত্তন,—
নিজের প্রতি ভূমাসার শাপহেতু কখন প্রসঙ্গে
অকুণাচলের প্রদক্ষিণমাহাত্ম্য,—অকুণাচলরূপী
শিবের আত্মপ্রদক্ষিণকারী হেরদেবের প্রতি
বরদান ও অকুণাচল প্রদক্ষিণমাহাত্ম্য
কীৰ্ত্তন। ... ৬৯৩

২৩শ অঃ।—কলাধর নামক অপর বিদ্যা-
ধরের নিজ শাপবিবরণ কখন, বিদ্যাধরদ্বয়ের
উপদেশে বজ্রাঙ্গদ রাজার অকুণাচলের প্রতি দৃঢ়
ভক্তি স্থাপন। ... ৬৯৬

২৪শ অঃ।—বজ্রাঙ্গদ রাজার অকুণাচল-
সেবার্থ যথাসর্বস্ব বিপ্রসং করণান্তে গৌতমাত্ম-
সমীপে স্বীয় তপোবন বিধানপূর্বক সর্বতীর্থস্থান

(১৭/০)

| বিষয়। | পৃষ্ঠা। | বিষয়। | পৃষ্ঠা। |
|---|---------|---|---------|
| ও সকাশিব-দেবাচরন সহকারে তপশ্চরণ, শিবের বজ্রাক্রমে প্রতি বরদান, তৎপ্রভাবে বজ্রাক্রমের মহতী ভক্তি ও সঙ্গতিলাভ, অক্ষয়চন্দ্রের | | সকাশিক উৎকর্ষ-কী ভ্রমশূন্যক অক্ষয়চন্দ্রমাহা- শ্যের উপসংহার। ... ৬৯৭ অক্ষয়চন্দ্রমাহাশ্যের উত্তরাক্রম সমাপ্ত। | |

মহেশ্বরবর্ষ ৩ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

স্কন্দ পুরাণম্।

মাহেশ্বরখণ্ডম্।

কেদারখণ্ডম্।

প্রথমোহধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

বাস উবাচ। যস্তাশ্চয়া জগৎশ্রষ্টা বিরিকিঃ
শালকো হরিঃ। সংহৃতা কালকুদ্রাভ্যাং নমস্কৃত্য
পিনাকিনে। ১। তীর্থানামুত্তমং তীর্থং কেদ্রাণাং
কেদ্রোত্তমম্। তত্রৈব নৈমিষারণ্যে শৌনকাদ্যা-
নুপোধনঃ। দীর্ঘমত্ প্রকুর্যন্তঃ সত্রিঃ। ২। স্মৃচেষ্টসঃ।
কাদিগতো হি মহাতপাঃ।
লামশো নাম নামতঃ। ৩।
দীর্ঘসত্রিঃ। উত্তমুর্ভুগপৎ
শুকঃ। ৪। দধীর্ঘাপাদ্যঃ

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী, এবং সরস্বতীকে
সম্মান করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বাস বলিলেন,—ব্রাহ্মার আশ্রয়ে ব্রহ্মা জগৎশ্রষ্টা,
হরি জগৎপালক এবং কালকুদ্র জগতের সংহৃতা,
সেই দেব পিনাকপাণিকে নমস্কার করি। নৈমিষারণ্য
অতি পুণ্য স্থান, উহা সমস্ত কেদ্র অপেক্ষা উত্তম
কেদ্র এবং সমস্ত তীর্থ অপেক্ষা উত্তম তীর্থ।
শৌনকাদি কথনিত আশ্রিত, তপসিগণ ও নৈমিষা-
রণ্যে দীর্ঘ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। উদাসিনের
দীর্ঘশাসনসহ একটা বাসেশিবা মহাতপা মহাবীরা
সেই স্থান ব্রহ্মাণ্যে আসন করেন। দীর্ঘ

সংকৃত্য মুনয়ো বীতকমদাঃ। তং পপ্রক্ষুর্ভূতাকাশাঃ
শিবধর্ম্যং সবিস্তরম্॥ ৫॥ ঋষয় উচুঃ। কথয়
মহাপ্রাজ্ঞ দেবদেবস্ত শূলিনঃ। মহিমানং মহাভাগ
ধানার্চনসমম্বিতম্॥ ৬॥ সম্ভার্জনে কিং কলং
স্মাতব্যং রহাবসীবু চ। প্রদানে দর্পণস্মাত তথা বৈ
চামরস্ত চ॥ ৭॥ প্রদানে চ বিতানস্ত তথা ধারা-
গৃহস্ত চ। দীপদানে কিং কলং স্মাত্য পুজারীং কিং
ফলং ভবেৎ॥ ৮॥ কানি কানি চ পুণ্যানি কথ্যতাং
শিবপূজনে। ইতিহাসপুরাণানি বেদাধ্যয়নম্বেব

যজ্ঞে ব্রতী মুনিগণ তাঁহাকে তথায় সমাগত দেখিয়া
সকলেই যুগপৎ সযৎস্কৃত-চিত্তে হস্তে অর্ঘ্য লইয়া
উখিত হইলেন। মহাভাগ নিম্নোক্ত মুনিগণ পাদ্য
এবং অর্ঘ্য দানে তাঁহার সৎকার করিয়া তৎসমীপে
সুবিহ্বত শিবধর্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—৫। ঋষি-
গণ কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ। দেবদেব শূলপাণির
ধান এবং অর্চনপ্রণালীসহ তদীয় যাহা আ-বাড়া
বাক্ত করুন। তাঁহার অঙ্গের মাজ্জনে, রক্তাধি-যোগে
উপলেশনে, তাঁহাকে দর্পণ, চামর, চন্দ্রাতপ, ধারাগৃহ
আ দীপদানে এবং তাঁহার অর্চনায় কি কি ফল বা বি-
কিরণ পুণ্যপুঞ্জ হইয়া থাকে, এ সকল আপনি আমা-
দের নিকট বলুন। শিবের সম্বন্ধে ইতিহাস, পুরাণ,

৮।৯। শিবস্থানে প্রকৃষ্টি কারুণ্যতথ্য নরঃ ।
কিং ফলঞ্চ নৃণাং তেবাং কথ্যতাং বিস্তরেণ হি ॥ ১০ ॥
শিবস্থানপরে লোকে স্তোত্রো নাতোহস্তু বৈ মুনে ॥
১১ ॥ ইতি কথ্য বচস্তেবাং মুনীনাং ভাবিতান্ননাম্ ।
উবাচ ব্যাসশিষ্যোহনৌ শিবমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥
লোমশ উবাচ । অষ্টাদশপুরাণেব গীৰ্ত্ততে বৈ পরঃ
শিবঃ । তস্মাচ্ছিবস্ত মাহাত্ম্যং বক্তুং কোহপি ন
পার্যতে ॥ ১৩ ॥ শিবোতি দ্ব্যক্ষরং নাম ব্যাহরিত্যন্তি
যে জনাঃ । তেবাং স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ ভবিষ্যতি ন
চান্তথা ॥ ১৪ ॥ উদারো হি মহাদেবো দেবানাং
পতিরীশ্বরঃ । যেন সৰ্বং প্রদত্তং হি তস্মাৎ সৰ্ব
ইতি স্মৃতং ॥ ১৫ ॥ তে ধন্তাস্তে মহাত্মানো যে
ভজন্তি সদা শিবম্ ॥ ১৬ ॥ বিনা সদাশিবং যো হি
সংসারং তৰ্জুনিচ্ছতি । স মুচ্যে হি মহাপাপঃ শিব-
দেবী ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ ভক্তিতঃ হি গরং যেন
দক্ষযজ্ঞো বিনাশিতঃ । কালস্ত দহনং যেন কৃতং
রাজ্যঃ প্রমোচনম্ ॥ ১৮ ॥ ঋষা উচুঃ । যথা গরং
ভক্তিতক যথা যজ্ঞো বিনাশিতঃ । দক্ষস্ত চ তথা

বা বেদপাঠ করিলে অথবা করাইলে নরগণ কীদৃশ
ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাও আপনি সবিস্তর প্রকাশ করুন ।
হে মুনে ! এ জগতে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিবা-
খ্যান-তৎপর অস্ত্র কেহই নাই । ভাবিতাত্ম্য মূনি-
গণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্যাস-শিষ্য
উত্তম শিবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ।
লোমশ কহিলেন,—অষ্টাদশ পুরাণে শিবকেই পরম
পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা হয় । অতএব সম্পূর্ণ
শিবমাহাত্ম্য বলিবার শক্তি কাহারও নাই । যাহারা,
“শিব” এই দ্ব্যক্ষর নাম কীর্ত্তন করে, তাহাদের স্বর্গ
এবং মোক্ষ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে । উদার-প্রকৃতি
মহাদেব দেবগণের অধিপতি । এ জগতের সর্ব-
বস্ত্তই তিনি দিয়াছেন ; তাই তিনি ‘সৰ্ব্ব’নামে নিরূ-
পিত । যাহারা সৰ্বদা শিবের সেবা করে, তাহারাই
ধন্য এবং তাহারাই মহাত্মা । সদাশিবের সেবা
ব্যতীত যে নর সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা
করে, সে নিশ্চয়ই মূঢ়, মহাপাপী ও শিবদেবী । যিনি
বির ভক্ত্য করিয়াছিলেন, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া-
ছিলেন, ঋষার প্রভাবে কাল দহ হইয়াছিল, এবং
শেত ব্যজাকে যিনি মোচন করিয়াছিলেন, তাহার
সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য । ঋষিগণ কহি-
লেন,—মহাদেব যেভাবে বিব ভক্ত্য করিয়াছিলেন,
তাহা আমরাও তদনুসারে করিব, তাহা আমরা

ক্রহি পরঃ কৌতুহলং হি না ॥ ১৯ ॥ সূত উবাচ ।
দাক্ষায়ণী পুরা দত্তা শঙ্করায় মহাত্মনে । বচনাদব্রবীণো
বিপ্রা দক্ষেণ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২০ ॥ একদা হি দক্ষকো
বৈ নৈমিষারণ্যমাগতঃ । যদৃচ্ছাবশমাপন্ন ঋষিভিঃ
পরিপূজিতঃ ॥ ২১ ॥ স্ততিভিঃ প্রাণিপাতৈশ্চ তথা
সর্কৈঃ সুরাসুরৈঃ । তত্র স্থিতো মহাদেবো নান্দ্য-
খানাভিবাদনে । চকারাস্ত ততঃ ক্রুদ্ধো দক্ষো
বচনমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥ সৰ্বত্র সর্কৈ হি সুরাসুরা ভৃশং,
নমন্তি মাং বিপ্রবরাঃ সমুৎসুকাঃ । কথং হ্যসৌ
দুর্জ্জনবদ্রাহ্মণা ভূতাদিভিঃ প্রেতপিশাচযুক্তঃ । শ্মশান-
বাসী নিরপত্রপো হ্যয়ং, কথং প্রণামং ন করোতি
মেহধুনা ॥ ২৩ ॥ পাবত্তিনো দুর্জ্জনাঃ পাপশীলা, বিপ্রাঃ
দৃষ্ট্বা চোদ্ধতা উদ্ভাদাশ্চ । বধ্যাস্ত্যাজ্যাঃ সন্তিরেব-
বিবা হি, তস্মাদেনং শাপিতুকোদ্যাতোহস্মি ॥ ২৪ ॥
ইত্যেবমুক্তা স মহাতপাস্তদা, ক্রবাধিতো রুদ্রমিদং
বভাষে ॥ ২৫ ॥ শৃণুস্বমী বিপ্রতমা ইদানীং, বচো

দেব নিকট বলুন ; শুনিবার জন্ত আমাদের বড়ই
কৌতুহল হইয়াছে । ৬—১৯ । সূত কহিলেন,—
বিপ্রগণ ! পুরাকালে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার কথানুসারে দক্ষ
প্রজাপতি স্বীয় কন্যা দাক্ষায়ণীকে মহাত্মা শঙ্করের
করে সম্প্রদান করেন । অনন্তর একদা দক্ষ
প্রজাপতি যদৃচ্ছাক্রমে নৈমিষারণ্যে সমাগত হইলে
ঋষিগণ ও অস্ত্রান্ত সুরাসুরগণ স্ততি ও প্রাণিপাত
দ্বারা সকলেই তাঁহার অর্চনা করিলেন । সেখানে
মহাদেব অবস্থান করিতেছিলেন । কিন্তু তিনি
দক্ষ প্রজাপতিকে দেখিয়া প্রভুত্বাধিন বা অভিবাদন
কিছুই করিলেন না । তখন দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া বলি-
লেন,—সুর, অসুর ও প্রধান প্রধান বিপ্রগণ সক-
লেই সৰ্বত্র ব্যগ্রভাবে পুনঃপুন আমায় নমস্কার করিয়া
থাকেন ; কিন্তু এই ভূত-প্রেত-পিশাচ-পরিবৃত
শ্মশানবাসী নির্লজ্জ শিব কেন আমায় এক্ষণে প্রণাম
করিল না ? এই শিব মহাত্মা হইয়াও আমার প্রতি
দুর্জ্জনের স্তায় ব্যবহার করিল কেন ? যাহারা
পাবত্তী, দুর্জ্জন, পাপশীল, গর্হিত ও ব্রাহ্মণের প্রতি
অসদ্ব্যবহারকারী, তাহাদিগকে বধ করা বা পরি-
ত্যাগ করাই সাধুগণের কর্ত্তব্য । অতএব এই
শিবকে আমি শাপদানে সকলের পরিত্যাজ্য করি-
তেই উদ্যত হইলাম । মহাতপা দক্ষ তখন ক্রুদ্ধ
হইয়া এই সকল কথা বলিবার পর পুনরায় রুদ্রকে
উদ্দেশ্য করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন,—
হে ব্রহ্মগণ ! আমাদিগকে একত্র আমার করা পবন

হি মে কর্তৃমিহাভিধেতৎ। কদো হুয়ং যজ্ঞবাহো
বুভো মে, বর্ণাতীতো বর্ণপয়ো যতশ্চ। ২৬। নন্দী
নিশয়া তদ্বাক্যং শৈলাদো হি কথ্যবিতঃ। অত্রবী-
বুভিতো দক্ষঃ শাপদং তং মহাপ্রভম্। ২৭।
নন্দ্যবাচ। যজ্ঞবাহো হি মে স্বামী মহেশোহুয়ং কৃতঃ
কথম্। যন্ত স্মরণমাত্রেণ যজ্ঞাশ্চ সকলা হুমী। ২৮।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানি চ। যন্ত
নাহা পবিত্রাণি সৌহৃদ্যং শপ্তোহুধুনা কথম্। ২৯। বুধা
তে ব্রহ্মচাপল্যচ্ছপ্তোহুয়ং দক্ষঃ দুশ্মতে। যেনেদং
পালিতং বিশ্বং সর্বেণ চ মহাত্মনা। শপ্তোহুয়ং স
কথং পাপ কদোহুয়ং ব্রাহ্মণাধম্। ৩০। এবং
নির্ভংসিতস্তেন নন্দিনা হি প্রজাপতিঃ। নন্দিনঞ্চ
শাপাথা দক্ষো রোষসমবিতঃ। ৩১। যুয়ং সর্বে
রুদ্রবরা বেদবাহাশ্চ বৈ ভূশম্। শপ্তা হি বেদ-
মার্গৈশ্চ তথা ত্যক্তা মহাবীতিঃ। ৩২। পাবণবান-
সংযুক্তাঃ শিষ্টাচারবহিকৃত্যঃ। কপালিনঃ পানরতা-
স্তথা কালমুখা হুমী। ৩৩। ইতি শপ্তাস্তদা তেন

ককম এবং আমি যাহা বলি, তাহা করিতে
প্রস্তুত হউন। এই রুদ্রকে আমি জামাতৃয়ে
বরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু এ বর্ণাতীত, ও বর্ণ-
তৎপর বলিয়া উহাকে এক্ষণে যজ্ঞবহির্ভূত
করা হইল। তখন শৈলাদ নন্দী সেই কথা শ্রবণ
করিয়া ক্রোধভরে সহর সেই শাপপ্রদ মহাপ্রাজ্ঞ
দক্ষ প্রজাপতিকে বলিতে লাগিলেন।—নন্দী
কহিলেন,—এই মদীয় প্রভু মহেশ্বরকে কি জন্ত তুমি
যজ্ঞভাগ হইতে বহির্ভূত করিলে? যাহার স্মরণ-
মাত্রে সমস্ত যজ্ঞ সকল হয়, শুধু যজ্ঞ বলিয়া কথ্য কি,
দান বল, তপস্যা বল, বিবিধ তীর্থ বল, এই সকলই
ঈশ্বার নামমাত্রে পবিত্র হইয়া থাকে, এই সেই
মহেশ্বর। ইহাকে অধুনা তুমি অভিশপ্ত করিলে
কেন? হে দুশ্মতে! দক্ষ! বুধা ব্রহ্মচাপল্যবশে
তুমি ইহাকে অভিশাপ দিয়াছ। যে ব্রাহ্মণাধম!
যে মহাত্মা শব্দে এই বিশ্ব পালন করেন, অস্তে
মিনি রুদ্রমুক্তি ধারণ করেন, তাঁহাকে তুই অভি-
শাপ দিলি কেন? প্রজাপতি দক্ষ নন্দীর নিকট
এই প্রকারে নির্ভংসিত হইয়া রোষবশে নন্দীকেও
অভিশাপ দিলেন, বলিলেন,—তোরা সকল এবং ঐ
কালপ্রবণ ককমও বেদ হইতে বহির্ভূত হইসি।
তোরা বেদ-বিধি দ্বারা অভিশপ্ত ও মহাবিগ্ন ককম
পবিত্র হইয়া পাবণবান নিরত, শিষ্টাচার-
বহিকৃত, কপাল-পান ও পানশীল হইয়া রহিবি।

দক্ষেণ শিবকিকরঃ। তদা প্রকুপিতো নন্দী দক্ষং
শপ্তুং প্রচক্রমে। ৩৪। শপ্তা বয়ং কথ্য বিপ্র সাধবঃ
শিবকিকরঃ। হুথৈব ব্রহ্মচাপল্যাদহং শাপং দদামি
তে। ৩৫। বেদবাদরতা যুয়ং নাত্তদন্তীতিবাদিনঃ।
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা লোভমোহসমবিতাঃ। ৩৬।
বৈদিকঞ্চ পুরস্কৃত্য ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রযাজকাঃ। দরিদ্রিণো
ভবিবাস্তি প্রতিগ্রহরতাঃ সদা। দক্ষ কেচিদ্ধবি-
বাস্তি ব্রাহ্মণা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। ৩৭। লোমশ উবাচ।
বিপ্রান্তে শাপিতাস্তেন নন্দিনা কোপিণা ভূশম্। ৩৮।
অথাকর্ণোথরো বাক্যং নন্দিনঃ প্রহসন্নিব। উবাচ
বাক্যং মধুরং বেদযুক্তং সদাশিবঃ। ৩৯। মহাদেব
উবাচ। কোপং নাইসি বৈ কর্তুং ব্রাহ্মণান্ প্রতি বৈ
সদা। ব্রাহ্মণা গুরবো হেতে বেদবাদরতাঃ সদা।
৪০। বেদো মন্ত্রময়ঃ সাক্ষাত্তথা সূক্তময়ো ভূশম্।
সূক্তে প্রতিষ্ঠিতো হ্যাহা সর্বেষামপি দেহিনাম্। ৪১।
তস্মান্নান্যবিদো নিন্দ্যা আত্মেবাহং ন চেতরঃ।
কোহুয়ং কথং ক চাহং বৈ কস্মাচ্ছপ্তা হি বৈ দ্বিজাঃ।

দক্ষ এইরূপে তখন শিবানুচরদিগকে অভিশপ্ত
করিলে নন্দী কুপিত হইয়া দক্ষকে অভিশাপ দিতে
উদ্যত হইলেন; বলিলেন,—হে বিপ্র! আমরা সাধু-
শীল শিবকিকর; বুধা ব্রহ্মচাপল্যবশে তুমি আমা-
দিগকে অভিশপ্ত করিলে। অতএব আমিও তোমার
অভিশাপ দিতেছি—তুমি এবং তোমার সহযোগী
ব্রাহ্মণেরা বেদবাদে নিরত হইবে। যাগাদি-সাধ্য
স্বর্গ-কলাদি ব্যতীত অস্ত্র কোন সার ঈশ্বরতত্ত্ব নাই
বলিয়া ঘোষণা করবে এবং তাহার কামাত্মা, স্বর্গ-
তৎপর ও লোভমোহে অধিত হইবে; বৈদিক
ধর্ম পুরস্কৃত করিয়া শূদ্রযাজী হইবে এবং সতত
দরিদ্র ও প্রতিগ্রহ-রত হইবে। হে দক্ষ!
কতকগুলি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মরাক্ষসও হইবে। ২০—৩৭।
লোমশ কহিলেন,—নন্দী কুপিত হইয়া এইরূপে
ব্রাহ্মণদিগকে অভিশাপ দিলেন। অনন্তর, সদাশিব
ঈশ্বর নন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন-মুখে এই
জ্ঞানগর্ভ মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। মহাদেব
বলিলেন,—হে নন্দিন! তুমি কোন সময়ের জন্তই
ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কোপ করিও না। এই বেদ-
বাদরত ব্রাহ্মণগণ সর্বদা গুরুমানীয়। বেদ সাক্ষ্য
মন্ত্রময় এবং সূক্তময়, সূক্তে সর্ব দেহীরই আস্থা
প্রতিষ্ঠিত। অতএব আত্মবিদগণ কখনই নিন্দ্য
নহেন। ঐ আত্মা আমিই। আমি যাহা বলি
আর কেহই নহি; সূক্তেরা একে? তুমি

৪২ ॥ প্রপঞ্চরচনাং হিমা বুকো ভব মহামতে ।
তত্ত্বজ্ঞানেন নির্বর্তা স্বয়ং ক্রোধাদিবর্জিতঃ ॥ ৪৩ ॥
এবং প্রবোধিতস্তেন শমুনা পরমেষ্ঠিনা । বিবেক-
পরমো ভূয়া শৈলান্দো হি মহাতপাঃ । শিবেন সহ
সদম্য পরমানন্দসম্প্লুতঃ ॥ ৪৪ ॥ দক্ষোহপি হি ক্রু-
রাধিঃ ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ । যযৌ স্থানং স্বকং তত্র
প্রবিবেশ ক্রুরাধিতঃ ॥ ৪৫ ॥ শ্রদ্ধাং বিধায় পরমাং
শিবপূজকানাং, নিন্দাপরঃ স হি বভূব নরাধমশ্চ ।
সর্কৈর্নহমিভিক্রপেত্য স তত্র শবঃ, দেবঃ নিমিন্দ ন
বভূব কদাপি শান্তঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্রাং সংহিতায়াং
প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডে কেশরখণ্ডে পুরাণপ্রস্তাব-
দক্ষকৃতান্তবর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । একদা তু তদা তেন যজ্ঞঃ
প্রারম্ভিতো মহান । তত্রাহ তাস্তদা সর্ষে দীক্ষিতেন
তপস্বিনা ॥ ১ ॥ স্বয়ং বিবিধান্তত্র বসিষ্ঠাদ্যাঃ

এবং আমিই বা কে ? কেন দ্বিজগণকে অভিশপ্ত
করিলে ? হে মহামতে ! সমস্ত প্রপঞ্চ-রচনা পরিহার
করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ হইয়া অবস্থান কর । তত্ত্বজ্ঞানবলে
অন্ত সমস্ত নিরস্ত করিয়া স্বয়ং হও এবং ক্রোধাদি
হইতে নিমুক্ত হইয়া থাক । পর মঙ্গল শমুনের বাক্যে
এইরূপে প্রবোধিত হইয়া মহাতপা শৈলান্দ একমাত্র
বিবেকের আশ্রয় লইয়া শিব-সামুজ্য লাভে পরমা-
নন্দে পরিপ্লুত হইলেন । এদিকে দক্ষ ক্রোধভরে
ঋষিগণ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ।
দক্ষ প্রজাপতি তখন হইতে শিবপূজকদিগের প্রতি
একান্ত শ্রদ্ধাশীল হইলেন ; তাঁহাদিগকে সর্বদাই
নিন্দা করিতে লাগিলেন । এমন কি, তিনি ঋষিগণ
সহ সম্মিলিত হইয়া দেব শব্বকেও নিন্দা করিলেন ।
তিনি শিবনিন্দা হইতে কদাপি বিরত হই-
লেন না । ৩৬—৪৬ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—দক্ষ প্রজাপতি একদা এক
মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । তিনি ঐ যজ্ঞে দীক্ষিত
হইয়া তৎকালে তপস্বীর বেশে সমস্ত দেব-ঋষিকে
নিমন্ত্রণ করিলেন । তাঁহার নিমন্ত্রণ পাইয়া বসিষ্ঠাদি

সমাগতাঃ । অগস্ত্যঃ কশ্যপোহত্রিষ্ণু ব্রাহ্মদেবস্তথা
ভৃগুঃ ॥ ২ ॥ দধীচো ভগবান্ ব্যাসো ভরদ্বাজোহথ
গৌতমঃ । এতে চাত্তো চ বহবঃ সমাজগুম্ হর্ষয়ঃ ॥ ৩ ॥
তথা সর্ষে সুরগণা লোকপালান্তথাপরে । বিদ্যা-
ধরাশ্চ গন্ধর্বাঃ কিন্নরাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৪ ॥ সত্য-
লোকাং সমানীতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । বৈকুণ্ঠাচ্চ
তথা বিষ্ণুঃ সমানীতো মথঃ প্রতি ॥ ৫ ॥ দেবেস্তো
হি সমানীত ইন্দ্রাণ্য সহ সুপ্রভাঃ । তথা চন্দ্রো হি
রোহিণ্যা বরুণঃ প্রিয়য়া সহ ॥ ৬ ॥ কুবেরঃ
পুষ্পকাক্রটো মৃগাক্রটোহথ মারুতঃ । বস্তাক্রটঃ
পাবকশ্চ প্রেতাক্রটোহথ নিখতিঃ ॥ ৭ ॥ এতে
সর্ষে সমায়াতা যজ্ঞবাটে দ্বিজগনঃ । তে সর্ষে
সংক্রান্তস্তেন দক্ষেন চ তুরায়না ॥ ৮ ॥ ভবনানি
মহাহাণি সুপ্রভাণি মহান্তি চ । বহু কৃতানি দিব্যানি
কৌশলেন মহায়না ॥ ৯ ॥ তেষু সর্ষেষু দিগ্ধোষ
যথাজোষঃ সমাহিতাঃ ॥ ১০ ॥ বর্তমানে মহাযজ্ঞে তীর্থে
কনথলে তথা । ঋষিজশ্চ কৃতান্তেন ভূখাদ্যাশ্চ
তপোধনাঃ ॥ ১১ ॥ দীক্ষাযুক্তস্তদা দক্ষঃ কৃতকৌতুক-
মঙ্গলঃ । ভাষীয়া সহিতো বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো
ভূশম্ ॥ ১২ ॥ রেজে মহতেন তদা সুহৃদ্ভিঃ পরিতঃ

ঋষিগণ এবং অগস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, ব্রাহ্মদেব, ভৃগু,
দধীচি, ব্যাস, ভরদ্বাজ, ও গৌতম প্রভৃতি বহু
মহর্ষি সমাগত হইলেন । এতদ্ভিন্ন লোকপালাদি
সমস্ত সুরগণ, বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্বগণ, কিন্নর ও
অপ্সরোগণ, সত্য লোক হইতে লোকপিতামহ
ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠ হইতে বিষ্ণু, ইন্দ্রাণী সহ দেবেস্ত,
রোহিণী সহ চন্দ্র, স্বীয় দয়িতা সহ বরুণ, পুষ্পকাক্রট
কুবের, মৃগাক্রট মারুত, ছাগাক্রট পাবক, এবং প্রেত-
াক্রট নিখতি প্রভৃতি সকলেই সেই দক্ষযজ্ঞে
সমাগত হইলেন । তুরায়া দক্ষও তাঁহাদের
সকলকেই যথাবিধি সম্মানিত করিল । যজ্ঞ উদ্বোধন
স্বয়ং স্বহস্তে দক্ষালয়ে মহর্ষি ও মহোজ্ঞান ভবন-
রাজি নিম্মাণ করিয়াছিলেন । সেই মহাযজ্ঞ
নিম্মাণ-কৌশলে তথায় গৃহ সকল স্বর্গীয় শোভা
ধারণ করিয়াছিল । সেই সকল দিব্যগৃহে নিমন্ত্রিত
দেবগণ স্ব স্ব পদোচিত গৌরব সহকারে বাস করিতে
লাগিলেন । ১—১০ । এই মহাযজ্ঞ কনথলতীর্থে
আরম্ভ হইয়াছিল । ভৃগু প্রভৃতি তপোধনগণ এই
যজ্ঞের ঋষিকার্য্যে ব্রতী ছিলেন । যজ্ঞদিনে
কৃত-কৌতুক-মঙ্গল দক্ষ করিতা সহ দীক্ষিত হইয়া
ভূশম সমভিব্যাহারে স্বীয় মহাযজ্ঞে বিরাট

সদা । এতদ্বিস্ময়ন্তরে তত্র দধীচিবাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥
দধীচিক্রবাচ । এতে সুরেশা ঋষয়ো মহন্তরাঃ, সলোক-
পালাশ্চ সমাগতাস্তব । তথাপি যজ্ঞস্ত ন শোভতে
ভৃশং, পিনাকিনা তেন মহাশ্মনা বিনা ॥ ১৪ ॥ যেনৈব
সর্বাণ্যপি মঙ্গলানি, জাতানি সংশস্তি মহাবিপশ্চিতঃ ।
সোহসৌ ন দৃষ্টোহত্র পুমান্ পুরাণো, বৃষধ্বজো
নীলকণ্ঠঃ কপদ্বী ॥ ১৫ ॥ অমঙ্গলাশ্চেব চ মঙ্গলানি,
ভবন্তি যেনাধিকৃতানি দক্ষ । ত্রিষদ্বকেণাথ সুমঙ্গ-
লানি, ভবন্তি সদ্যো হুপমঙ্গলানি ॥ ১৬ ॥ তস্মাদ্ব্যয়েব
কর্তব্যমাহ্বানং পরমেষ্ঠিনা । হরিতং চৈব শক্রেণ
বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৭ ॥ সর্কৈরেব হি গন্তব্যং
যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥ দাক্ষায়ণা সমেতং
তমানয়ধ্বং হরারিতাঃ । তেন সর্কং পবিত্রং শৃচ্ছন্তুনা
যোগিনা ভৃশম্ ॥ ১৯ ॥ যন্ত স্মৃত্য চ নামোক্ত্যা
সমগ্রং স্কৃতং ভবেৎ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সমা-
নেয়ো বৃষধ্বজঃ ॥ ২০ ॥ তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহসন্নাহ
হৃষ্টধীঃ । মূলং বিষ্ণুহি দেবানাং যত্র ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥

করিতে লাগিলেন । বিপ্রগণ তাঁহার অমঙ্গল-
নিবারণের জন্য স্বস্ত্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন । এই
সময় সেই যজ্ঞস্থানে দাঁড়াইয়া দধীচি মুনি বলিতে
লাগিলেন,—হে দক্ষ ! এই সকল মহামান্ব দেব-
ঋষি, লোকপালগণ সহ যদিও এ যজ্ঞে তোমার
ভবনে আগমন করিয়াছেন, তথাচ মহাত্মা পিনাক-
পাণি ব্যতীত এ যজ্ঞ সুশোভিত হইতেছে না ।
প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সেই পিনাক-
পাণি দ্বারাই সকল মঙ্গল সজ্জাটিত হইয়া থাকে ।
কিন্তু সেই বৃষধ্বজ নীলকণ্ঠ পুরাণ-পুরুষকে এখানে
দেখিতে পাইতেছি না ! হে দক্ষ ! ঋষিগণ অধি-
ষ্ঠানে অমঙ্গল মঙ্গল হয় এবং ঋষিগণ অসন্নিধানে
সুমঙ্গলও সদ্য অমঙ্গল হইয়া থাকে, তুমি সহর
ব্রহ্মা, প্রভুবিষ্ণু বিষ্ণু ও জিষ্ণু দ্বারা তাঁহাকে
নিমন্ত্রণ করাও । বলিতে কি, যেখানে মহেশ্বর
দেব অবস্থান করিতেছেন, তথায় দেব, ঋষি সম-
স্তেরই গমন করা উচিত । আপনারা সহর
হইয়া দাক্ষায়ণী সহ সেই দেবদেবকে এইস্থানে
আনয়ন করুন । সেই পরমযোগী শক্তুর সমাগমে
সমস্তই পবিত্র হইবে । ঋষিগণ স্বরূপে এবং নামো-
ক্ত্যরূপে সমগ্র স্কৃতি সঞ্চিত হয়, সকল প্রযত্নে
সেই বৃষধ্বজকে আনয়ন করা কর্তব্য । হৃষ্টবুদ্ধি
দক্ষ প্রজাপতি, দধীচির সেই কথা শুনিয়া হাসিতে
হাসিতে বলিলেন,—দেবগণের মধ্যে বিষ্ণুই

২১ ॥ যস্মিন্ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ কৰ্ম্মাণি বিবিধানি চ ।
প্রতিষ্ঠিতানি সৰ্ব্বাণি সোহসৌ বিষ্ণুরিহাগতঃ ॥ ২২ ॥
সত্যলোকাৎ সমায়াতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
বেদৈশ্চোপনিষদ্বিষ্ণুশ্চ আগমৈর্বিবিধৈঃ সহ ॥ ২৩ ॥
তথা সুরগণৈঃ সাকমাগতঃ সুররাট স্বয়ম্ । তথা
যুগং সমায়াতা ঋষয়ো বীতকল্যাণাঃ ॥ ২৪ ॥ যে যে
যজ্ঞোচিতাঃ শাস্তান্তে তে সর্কৈ সমাগতাঃ । বেদ-
বেদার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্কৈ যুগং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৫ ॥ অত্রৈব
চ কিমশ্রাকং ক্রদ্রেণাপি প্রয়োজনম্ । কন্তা দন্তা
ময়া বিপ্রা ব্রহ্মণা নোদিতেন হি ॥ ২৬ ॥ অকুলীনো
হসৌ বিপ্রা নষ্টো নষ্টপ্রিয়ঃ সদা । ভূতপ্রেতপিশাচা-
নাং পতিরেকো হুরত্যয়ঃ ॥ ২৭ ॥ আশ্বসস্তাবিতো
মুচঃ স্তকো মৌনী সমৎসরঃ । কৰ্ম্মণ্যশ্বিন্নযোগ্যো-
হসৌ নানীতো হি ময়াধুনা ॥ ২৮ ॥ তস্মাদ্ব্যয়া ন
বক্তব্যং পুনরেবং বচো দ্বিজ । সর্কৈর্ভবন্তিঃ কর্তব্যো
যজ্ঞো মে সকলো মহান্ ॥ ২৯ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্ত
দধীচিবাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥ দধীচিক্রবাচ । সর্কৈবা-

বরণ্য । তাঁহাতেই সনাতন ধর্ম্য প্রতিষ্ঠিত । বলিতে
কি, ঋষিগণ সমস্ত বেদ, সমস্ত যজ্ঞ ও সর্ববিধ কৰ্ম্ম
প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছে, এই সেই বিষ্ণু স্বয়ং এখানে
আগমন করিয়াছেন । লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদয়
বেদ, উপনিষদ ও বিবিধ আগম সহ সত্যলোক
হইতে সমাগত হইয়াছেন । সুররাজ স্বয়ং সুরগণ
সহ এখানে পদার্পণ করিয়াছেন । অপিত আপনা-
দের ত্রায় নিষ্পাপ ঋষিগণের এখানে শুভাগমন
হইয়াছে । বলিতে কি, যজ্ঞকার্য্যে যে যে শাস্তিচিন্ত
ঋষি নিমন্ত্রণের যোগ্য, তাঁহারা সকলেই হেথায়
সমাগত হইয়াছেন । আপনারা বেদবাদ ও অর্থ-
তত্ত্ব এবং দৃঢ় ব্রতনিরত ঋষি । আপনারা সকলেই
যখন এইস্থানে আসিয়াছেন, তখন ক্রদ্রেদ্বারা আমা-
দের আর প্রয়োজন কি ? বিপ্রগণ ! আমি ব্রহ্মার
কথানুসারেই তাহার হস্তে কন্তাদান করিয়াছি ।
কিন্তু আমি বেশ জানি—ঐ শক্তর অকুলীন, নষ্ট,
নষ্টপ্রিয়, ভূত, প্রেত ও পিশাচগণের পতি, অতি
হুজ্জর, আত্মভিমানী, মুচ, স্তক, মৌনী ও মৎসর ।
অতএব এ কৰ্ম্মে সে যোগ্য নহে । এইজন্য তাহাকে
আমি নিমন্ত্রণ করিয়া আনি নাই । অপিত হে দ্বিজ !
আপনাকেও আমি নিষেধ করিতেছি, আপনি আর ঐ
প্রকার বাক্য বলিবেন না । আপনারা সকলে মিলিয়া
আমার এই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করুন ॥ ১১—২৯ ॥
দধীচি দক্ষের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—

মুণিবর্ষণাণাং সুরাণাং ভাবিতান্নাম্ । অনয়োহয়ং
মহান্ জাতো বিনা তেন মহাত্মনা ॥ ৩১ ॥ বিনাশো-
হপি মহান্ সদ্যো হতৃত্যানাং ভবিষ্যতি । এবমুক্তা
দধীচোহসাবেক এব বিনির্গতঃ ॥ ৩২ ॥ যজ্ঞবাটীচ্চ
দক্ষস্ত্র হরিতঃ স্বাগ্রমং যযৌ । মুনৌ বিনির্গতে দক্ষঃ
প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥ গতঃ শিবপ্রিয়ো বীরো
দধীর্চির্নাম নামতঃ । আবিষ্টোচত্তা মন্দাশ্চ মিথ্যাবাদ-
রতাঃ খলাঃ ॥ ৩৪ ॥ বেদবাহ্য ছুরাচারাস্ত্যাজ্যাস্তে
হত্রে কশ্মণি । বেদবাদরতা যুয়ং সর্বৈ বিষ্ণুপুরো-
গমাঃ ॥ ৩৫ ॥ যজ্ঞঃ মে সফলঃ বিপ্রাঃ কুর্ষন্তু হচিরা-
দিব । তদা তে দেবযজ্ঞনং চক্লুঃ সর্বৈ মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
এতন্নিবন্তরে তত্র পর্তে গন্ধমাদনে । ধারাগৃহে
বিমানেন সখীভিঃ পরিবারিতা ॥ ৩৭ ॥ দাক্ষারণী
মহাদেবী চকার বিবিধাস্তদা । ক্রীড়া বিমানমবাস্তা
কন্দুকাদ্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৮ ॥ ক্রীড়াসক্তা তদা দেবী
দদর্শাথ মহাসতী । যজ্ঞঃ প্রযাত্ত সোমঞ্চ রোহিণ্যা

যজ্ঞক্ষেত্রে সেই মহাত্মা মহেশের অনুপস্থিতি ।—
ইহা সমগ্র ভাবিতাত্মা সুর ও ঋষিপ্রবরদিগের বিষম
দুর্নয়, সন্দেহ নাই । আমি দিবা চক্ষে দেখিতেছি,
এখানকার সকলেরই সদাই মহাবিনাশ উপস্থিত
হইবে । দধীচি মুনি এই কথা কহিয়া একাকীই
দক্ষের সেই যজ্ঞ-সভা হইতে হরিতপদে নির্গত
হইলেন । তিনি বরাবর স্বীয় আশ্রমেই চলিয়া
আসিলেন । দধীচিমুনি যজ্ঞস্থান পরিত্যাগ করিয়া
আসিলে দক্ষ প্রজাপতি হাশ্ব করিয়া কহিলেন,—
জানি আমি, দধীচি মুনি শিবপ্রিয়; তাই বীরের
জ্ঞায়, যজ্ঞস্থান হইতে চলিয়া গেলেন । যাহারা
মন্দ, মিথ্যাবাদরত, খলপ্রকৃতি, ছুরাচার, তাহারা
বেদের বাহ্য এবং এরূপ কর্মে সর্বথা বর্জনীয় ।
ইহা নিশ্চিতই । যাহা হোক, আপনারা বিষ্ণুপুরঃসর
বেদবান্ধব দেব-ঋষিগণ সকলেই হেথায় আছেন ।
ইহাই আমার যথেষ্ট । আপনাদের উপস্থিতিতে
বিপ্রগণ অচিরেই আমার যজ্ঞ সকল করুন ।
অনন্তর মর্হীবিগণ সকলেই দেবার্চনা করিতে লাগি-
লেন । ৩০—৩৬ । ইত্যবসরে গন্ধমাদন পর্তের
কেন এক ধারাগৃহের সমীপে সখীজনপরিবৃত্তা বিমান-
চারিণী মহাদেবী দক্ষমন্দিরী বিবিধ ক্রীড়া করিতে-
ছিলেন । দক্ষসুতা বিমানমধ্যে অবস্থান করিয়াই
কন্দুকাদি শত সহস্র ক্রীড়ায় সমাসক্ত হইয়াছিলেন ।
সেই দেবী মহাসতী ক্রীড়াসক্ত অবস্থায় দেখিলেন,—

সহিতং প্রভূম্ ॥ ৩৯ ॥ ক গমিষ্যতি চন্দ্রোহয়ং বিজয়ে
পৃচ্ছ সহরম্ । তয়োক্তা বিজয়া দেবী তং পপ্রচ্ছ
যথোচিতম্ ॥ ৪০ ॥ কথিতং তেন তৎসর্বং দক্ষশ্চৈব
মথাদিকম্ । তচ্ছ্রুত্বা হরিতা দেবী বিজয়া জাত-
সম্রমা । কথয়ামাস তৎসর্বং যজ্ঞভ্যং শশিনা
ভূশম্ ॥ ৪১ ॥ বিমৃশ্ত কারণং দেবী কিমাহ্বানং
করোতি ন । দক্ষঃ পিতা মে মাতা চ বিস্মৃতা মাঃ
কুতোহধুনা ॥ ৪২ ॥ পৃচ্ছামি শকরং চাদ্য কারণং
কৃতনিশ্চয়া । স্থাপয়িত্বা সখীসুত্রে আগতা শকরং
প্রতি ॥ ৪৩ ॥ দদর্শ তং সভামধ্যে ত্রিলোচনমব-
স্থিতম্ । গণৈঃ পরিবৃতং সর্বৈশ্চণ্ডমুণ্ডাদিভিস্তথা ॥
৪৪ ॥ বাণো ভৃঙ্গিস্তথা নন্দী শৈলাদো হি মহাতপাঃ ।
মহাকালো মহাচণ্ডো মহামুণ্ডো মহাশিরাঃ ॥ ৪৫ ॥
ধূমাক্ষো ধূমকেতুশ্চ ধূমপাদস্তথৈব চ । এতে চাত্তে
চ বহবো গণা রুদ্রানুবর্তিনঃ ॥ ৪৬ ॥ কেচিদ্ভয়ানক
রৌদ্রাঃ কবন্ধাশ্চ তথাপরে । বিলোচনাশ্চ কেচিচ্চ
বক্ষোহীনাস্তথাপরে ॥ ৪৭ ॥ এবভূতাশ্চ শতশঃ সর্বৈ

রোহিণীর সহিত চন্দ্রমা যজ্ঞ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া
গমন করিতেছেন । তদর্শনে সতীদেবী স্বীয় সখী
বিজয়াকে বলিলেন,—বিজয়ে! জিজ্ঞাসা কর,—ঐ
চন্দ্র কোথায় যাইতেছেন । দেবীর কথায় বিজয়া
তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলে, চন্দ্র দক্ষের যাগাদি বৃত্তান্ত
সমস্তই খুলিয়া বলিলেন । বিজয়া তাহা শুনিয়া
সহর সমস্ত্রমে শশিকথিত সমস্ত সংবাদ সতীর
নিকট প্রকাশ করিলেন । দেবী তৎশ্রবণে দক্ষ
তাঁহাকে কেন আহ্বান করেন নাই, তাহার কারণ
সন্ধান করিতে লাগিলেন, তিনি চিন্তা করিলেন,—
দক্ষ আমার পিতা, তাঁহার সহধর্মিণী আমার জননী ।
তাঁহারা আমার পিতামাতা হইয়া কেন আমাকে
নিমন্ত্রণ করিতে বিস্মৃত হইলেন? ভাল, পতি
শকর-সমীপেই অদ্য ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি ।
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সখীদিগকে তথায় স্থাপন-
পূর্বক সতী শকরসমীপে আগমন করিলেন ।
আসিয়া দেখিলেন,—সভামধ্যে ত্রিলোচন সমাসীন,
তাঁহার চতুর্দিকে চণ্ডমুণ্ডাদি প্রমথবৃন্দ বিরাজমান ।
বাণ, ভৃঙ্গী, নন্দী, শৈলাদ, মহাকাল, মহাচণ্ড, মহা-
মুণ্ড, মহাশিরা, ধূমাক্ষ, ধূমকেতু ও ধূমপাদ প্রভৃতি
এবং অন্যান্য আরও বহু রুদ্রানুচর প্রমথ তথায়
অবস্থিত । তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক,
কতিপয় রৌদ্রপ্রকৃতি ও কতকগুলি কবন্ধ । তাহা-
দের কাহার কাহার নেত্র নাই এবং কেহ কেহ

তে কৃষ্ণিবাসসঃ। জটাকলাপসমুদাঃ সর্বে ক্রদাক-
ভূষণাঃ ॥ ৪৮ ॥ জিতেন্দ্রিয়া বীতরাগাঃ সর্বে বিষয়-
বৈরিণাঃ। এভিঃ সর্বেঃ পরিত্যক্তাঃ শঙ্করো লোক-
শঙ্করঃ। দৃষ্টস্তয়া উপবিষ্ট আসনে পরমাত্মতে ॥ ৪৯ ॥
আক্ষিপ্তচিত্তা সহসা জগাম শিবসন্নিধিম্। শিবেন
স্থাপিতা সাক্ষে প্রীতিযুক্তেন বলভা ॥ ৫০ ॥ প্রেমো-
দিতা বচোভিঃ সা বহুমানপুরঃসরম্। কিমাগমন-
কার্য্যং মে বদ শীঘ্রং সুমধ্যমে ॥ ৫১ ॥ এবমুক্তা তদা
তেন উবাচাসিতলোচনা ॥ ৫২ ॥ সত্বাচ। পিতু-
র্মম মহাযজ্ঞে কস্মাত্তব ন রোচতে। গমনং দেব-
দেবেশ তৎসর্বং কথয় প্রভো ॥ ৫৩ ॥ সুহৃদামেষ
বৈ ধর্ম্যঃ সুহৃদ্ভিঃ সহ সঙ্গতিম্। কুরুন্তি যন্নহাদেব
সুহৃদাঃ প্রীতিবর্দ্ধিনীম্ ॥ ৫৪ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন
অনাহুতোহপি গচ্ছ ভোঃ। যজ্ঞবাটং পিতুর্মহাদা
বচনাম্মে সদাশিব ॥ ৫৫ ॥ তস্মাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বর্তাসে
সুহৃতঃ বচঃ। স্বয়া ভদ্রে ন গন্তব্যং দক্ষশ্চ যজনঃ
প্রতি ॥ ৫৬ ॥ তস্মাৎ যে মানিনঃ সর্বে সসুরাসুর-

বা বক্ষোবিহীন। এইরূপ শত শত গণ তথায়
বিদ্যমান। তাহারা সকলেই কৃষ্ণিবাসা; সকলেই
জটাকলাপ-মণ্ডিত, সকলেই ক্রদাকভূষণ, এবং
সকলেই জিতেন্দ্রিয়, বীতরাগ ও বিষয়বৈরী। লোক-
শঙ্কর শঙ্কর এই সকল পারিষদবৃন্দে পবিত্র হইয়া
পরমাসনে উপবিষ্ট আছেন। দেবী সতী তাঁহাকে
এই অবস্থায়ই অবলোকন করিলেন। তিনি সহসা
হরের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া তৎসমীপে উপস্থিত
হইলেন। হর সেই প্রাণপ্রিয়াকে প্রীতিভরে স্বীয়
অঙ্কে স্থাপন করিলেন এবং বহুমানপুরঃসর প্রেম-
গর্ভ বাক্যে বলিলেন,—অয়ি সুমধ্যমে! তোমার
আগমন-কারণ কি? তাহা আমায় শীঘ্র করিয়া
বল। অসিতাক্ষী দাক্ষায়ণী এই কথার প্রত্যুত্তরে
বলিতে লাগিলেন,—হে দেব! আমার পিতার
অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে আপনি যাইবার অভিপ্রায়
করিতেছেন না কেন? হে প্রভো! আমার নিকট
তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। দেখুন, সুহৃদের প্রতি
সুহৃদগণের ইহাই ধর্ম্য যে, তাঁহারা সুহৃৎপ্রীতি-
বর্দ্ধিনী সন্মিলনী সততই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।
অতএব সর্বপ্রযত্নে অনাহুত হইয়াও আপনার
সেখানে গমন করা কর্তব্য। হে সদাশিব! আমার
কথায় আপনি অদ্য মদীয় পিতৃযজ্ঞে গমন করুন।
৩৭—৫৫। অনন্তর মহাদেব সতী-দেবীর সেই সুহৃত
বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমি তো

কিন্নরাঃ। তে সর্বে যজনং প্রাপ্তাঃ পিতৃশ্রব ন
সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ অনাহুতাশ্চ যে মুক্ত গচ্ছন্তি পর-
মন্দিরম্। অপমানং প্রাপ্নুবন্তি মরণাদধিকং ততঃ ॥
৫৮ ॥ পরেণা মন্দিরং প্রাপ্ত ইন্দ্রোহপি লঘুত্যা
ব্রজেৎ। তস্মাস্থয়া ন গন্তব্যং দক্ষশ্চ যজনঃ
শুভে ॥ ৫৯ ॥ এবমুক্তা সতী তেন মহেশেন মহাশ্বনা।
উবাচ রোষসংযুক্তা বাক্যং বাক্যবিদাঃ বরা ॥ ৬০ ॥
যজ্ঞোহি সত্যং লোকে ত্বং স ত্বং দেববরেশ্বর।
অনাহুতোহসি তেনাদ্য পিত্রা মে দৃষ্টচারিণা।
তৎসর্বং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তস্মা ভাবং হুরায়নঃ ॥ ৬১ ॥
তস্মাচ্ছাদেব গচ্ছামি যজ্ঞবাটং পিতুর্মম। অনুজ্ঞাং
দেহি মে নাথ দেবদেব জগৎপতে ॥ ৬২ ॥ ইত্যাঙ্কো
ভগবান্ ক্রদস্তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্। বিজ্ঞাতাখিল-
দৃগ্ দ্রষ্টা ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥ ৬৩ ॥ স তামুবাচ
দেবেশো মহেশঃ সর্বসিদ্ধিদঃ। গচ্ছ দেবি স্বরায়ুক্তা
বচনাম্মম সুরতে ॥ ৬৪ ॥ এতঃ নন্দিনমাক্রুহ নানা-
বিধগণাবিতা। গণাঃ ষষ্টিসহস্রাণি জগ্মু রৌদ্রাঃ

যাই নাই, তোমারও সেই দক্ষযজ্ঞে গমন করা
কর্তব্য নহে। সুর, অসুর ও কিন্নরদিগের মধ্যে
দক্ষের চক্ষে যাহারা সমান্ত ব্যক্তি, তাঁহারা সেখায়
গিয়াছেন এবং তোমার পিতার নিকট পূজার্চনাও
পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু হে মুক্ত!
যাহারা অনাহুত হইয়া পরমন্দিরে গমন করে,
তাহারা অবমাননা প্রাপ্ত হয়। এ অবমাননা
মরণ অপেক্ষাও অধিক। দেখ, অনাহুত-
ভাবে পরমন্দিরে গিয়া গণের ইন্দ্রকেও লঘুত্যা প্রাপ্ত
হইতে হয়। অতএব হে শুভে! তুমি দক্ষযজ্ঞে
যাইও না। মহাশ্বা মহেশ এই কথা কহিলে বাক্য-
বিদগণের বরণীয়া সতী রোষভরে বলিতে লাগিলেন,
—হে দেবদেব! এ জগতে তুমিই সত্য যজ্ঞ;
কিন্তু আমার পিতা এক্ষণে দৃষ্টচারের আশ্রয় লইয়া-
ছেন, তাই তোমায় নিমন্ত্রণ করেন নাই। যাহা
হউক, আমি সেই ভূর্ষিত পিতার প্রকৃত অভিপ্রায়
জানিতে ইচ্ছা করি, সেই জন্যই পিতৃযজ্ঞে গমন
করিতে চাই। হে নাথ! হে দেবদেব, জগৎপতে!
আমায় অনুজ্ঞা দান করুন। দেবী এই কথা কহিলে
অখিলতত্ত্বজ্ঞ দেবদেব সর্বসিদ্ধিদাতা ভগবান্ ভূত-
ভাবন ক্রদ স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন,—হে সুরতে!
তুমি আমার কথানুসারে সত্ত্বর সেই যজ্ঞক্ষেত্রে গমন
কর। এই নন্দী তোমার বাহন হউক। নানাবিধ
প্রমথবৃন্দে অধিত হইয়া তুমি পিত্রালয়ে প্রয়াণ কর।

শিবাজ্জয়া ॥ ৬৫ ॥ তৈর্গণৈঃ সংবৃত্তা দেবী জগাম
পিতৃমন্দিরম্ । নিরীক্ষ্য তত্খলং সর্বং মহাদেবোহুতি-
বিস্মিতঃ ॥ ৬৬ ॥ ভূষণানি মহার্হণি তেভো দেবৌ
পরম্পরঃ । প্রেময়ামাস চাবাগ্রৌ মহাদেবোহুত পৃষ্ঠতঃ ॥
৬৭ ॥ দেব্যা গতং বৈ স্বপিতৃগৃহং তদা, বিমুগ্ধ
সর্বং ভগবান্ মহেশঃ । দাক্ষায়ণী পিত্রবমানিতা সতী,
ন যাস্ততীতি স্বপূরং পুনর্জগৌ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দক্ষযজ্ঞঃ প্রতি সতীদেব্যাগমনবর্ণনং
নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । দাক্ষায়ণী গতা তত্র যত্র যজ্ঞো
মহানভূৎ । তৎ পিতুঃ সদনং গাহা নানাশ্চ্যাসমবিতম্ ॥
১ ॥ দ্বারি স্থিতা তদা দেবা অবতীৰ্ঘ্য নিজাসনাৎ ।
নন্দিনো হি মহাভাগা দেবলোকং নিরীক্ষ্য চ ॥ ২ ॥
মাতরং পিতরং দৃষ্ট্বা স্মৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ । অভি-

তখন শিবাজ্জয়া ষষ্টি সহস্র প্রমথ দেবীর সহিত প্রস্থান
করিল । সেই সকল গণরূপে পরিবৃত্ত হইয়া তিনি
পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন । মহাদেব সেই সমস্ত
প্রমথবল দেগিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন । তিনি
তাহাদের হস্তে দেবীর নিমিত্ত মহামূল্য অলঙ্কার
সকল পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে তাঁহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ ধীরে ধীরে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন ।
ভগবান্ মহেশ স্বীয় প্রিয়া সতীর পিত্রালয়ে গমন
বিষয়ে চিন্তা করিয়া ভাবিলেন,—দাক্ষায়ণী পিতা
কর্তৃক অবমানিত হইয়াছেন ; স্মৃতরাং সত্যসত্যই
তিনি পিত্রালয়ে যাইবেন না । এইরূপ ভাবিতে
ভাবিতে মহাদেব কিয়দ্দূর গিয়া তথা হইতে স্বীয়
পূরে প্রত্যাগমন করিলেন । ৫৬—৬৮ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—যেখানে দক্ষের সেই মহাযজ্ঞ
হইতেছিল, দাক্ষায়ণী তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন ।
তিনি নানা আশ্চর্য্যময় পিত্রালয়ে গিয়া উপনীত
হইলে, দেবগণ স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া
দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন । তাঁহাকে দেখিয়া দেব-
গণের আনন্দ হইল । মহাভাগা সতী সেখানে দেব-

বার্দ্দ্যেব পিতরং মাতরঞ্চ মুদাষিতা ॥ ৩ ॥ বভাষে
বচনং দেবী প্রস্তাবসদৃশং তদা । অনাহুতস্তয়া
কস্মাচ্ছভুঃ পরমশোভনঃ ॥ ৪ ॥ যেন পুত্ৰমিদং সর্বং
সমগ্রং সচরাচরম্ । যজ্ঞো যজ্ঞবিদাং শ্রেষ্ঠো যজ্ঞাক্ষো
যজ্ঞদক্ষিণঃ ॥ ৫ ॥ দ্রব্যং মজ্জাদিকং সর্বং হব্যং কব্যং
চ যন্নয়ম্ । বিনা তেন কৃতং সর্বমপবিত্রং ভবিষ্যতি ॥
৬ ॥ শম্ভুনা হি বিনা তাত কথং যজ্ঞঃ প্রবর্ততে ।
এতে কথং সমায়াতা ব্রহ্মণা সহিতাঃ পিতাঃ ॥ ৭ ॥
হে ভৃগো হং ন জানাসি হে কণ্ঠপ মহামতে । অত্রে
বশিষ্ঠ একস্তং শক্র কিং কৃতমদ্য তে ॥ ৮ ॥ হে বিষ্ণো
হং মহাদেব জানাসি পরমেশ্বরম্ । ব্রহ্মণ কিং হং
ন জানাসি মহাদেবস্তা বিক্রমম্ ॥ ৯ ॥ পুরা পঞ্চমুখো
ভূহা গর্ভিতোহসি সদাশিবম্ । কৃতশ্চতুর্মুখস্তেন
বিস্মৃতোহসি তদদ্ভুতম্ ॥ ১০ ॥ ভিক্ষাটনং কৃতং
যেন পুরা দাক্ষবনে বিভুঃ । শপ্তোহয়ং ভিক্ষুকো
কুদ্রো ভবন্তিঃ সগিভিস্তদা ॥ ১১ ॥ শপ্তেনাপি চ

গণকে দেখিলেন ; পিতা মাতা এবং অস্ত্রাশ্র বন্ধু-
বান্ধবদিগকে দেখিলেন—দেখিয়া সহর্ষে অভিবাদন-
পূর্বক পিতাকে প্রস্তাবক্রমে বলিলেন যে, হে পিতা !
পরম সুন্দর শম্ভুকে আপনি নিমন্ত্রণ করেন নাই
কেন ? আপনি জানিবেন,—তাঁহা দ্বারাই এই চরাচর
সমস্ত জগৎ পুত হইয়াছে । তিনি যজ্ঞ, যজ্ঞবিদ-
গণের শ্রেষ্ঠ, যজ্ঞাক্ষ, যজ্ঞদক্ষিণ, সর্ব দ্রব্য ও সর্ব
মজ্জা ; হব্যাকব্যাদি যে কিছু দ্রব্য আছে, সে সকল
তাঁহারই স্বরূপ ; তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহা কিছু করা হয়,
সমস্তই অপবিত্র হইয়া থাকে । হে তাত ! সেই শম্ভু
বিনা কিরূপে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে ? হে পিতা ! শিবের
যথায় নিমন্ত্রণ নাই, ব্রহ্মার সহিত ইহারাই বা সেখানে
আসিলেন কিরূপে ? হে ভৃগো ! তুমি কি অজ্ঞান
হইয়াছ ? হে মহামতে কণ্ঠপ, অত্রি ও বশিষ্ঠ !
তোমরাও কি জ্ঞানহারা হইয়াছ ? হে শক্র !
তোমারই বা এখানে অদ্য কি কর্তব্য আছে ? হে
বিষ্ণো ! তুমি তো পরমেশ মহাদেবের তব বিদিত
আছ ! হে ব্রহ্মণ ! তুমিও কি মহাদেবের বিক্রম
জান না ? পূর্বে তুমি পঞ্চমুখ হইয়া মহাদেবের নিকট
বড় গর্ভ করিয়াছিলে, সেইজন্ত তোমায় তিনি
চতুর্মুখ করিয়া দেন ; তুমি কি এখন সে অদ্ভুত
ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছ ? ১—১০ । পুরাকালে যে
বিভু ভিক্ষুবেশে দাক্ষবনে ভিক্ষাটন করিয়াছিলেন,
তোমরা স্মৃৎ হইয়াও যাইকে তখন অভিশাপ দিয়া-
ছিলে, তোমাদের সেই পূর্বাভিশপ্ত ক্রুদ্ধদেবকে এখন

কুদ্রেণ ভবন্তিবিম্বতঃ কথম্ । যশ্চাবয়বমাত্রেণ পুরিতঃ
সচরাচরম্ ॥ ১২ ॥ লিঙ্গভূতঃ জগৎ সৰ্বঃ জাতঃ
তৎক্ষণমেব হি । লয়নাল্লিঙ্গমিত্যাহঃ সৰ্বে দেবাঃ
সবাসবাঃ ॥ ১৩ ॥ সৰ্বে দেবাশ্চ সমুভূতা যতো দেবশ্চ
শূলিনঃ । সোহসৌ বেদান্তগো দেবত্বয়া জাতুঃ ন
পার্যতে ॥ ১৪ ॥ তস্মাৎ বচনমাকৰ্য্য দক্ষঃ ক্রুদ্ধো-
হব্রবীষচঃ । কিং ত্বয়া বহুনোক্তেন কার্য্যং নাস্তীহ
সাম্প্রতম্ ॥ ১৫ ॥ গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা ভদ্রে কস্মাদ্বং
হি সমাগতা । অমঙ্গলোহি তৰ্ভা তে অশিবোহসৌ
সুমধ্যমে ॥ ১৬ ॥ অকুলীনো বেদবাহো ভূতপ্রেত-
পিশাচরাট্ । তস্মান্নাকারিতো ভদ্রে যজ্ঞার্থং চাক্র-
ভাষিণি ॥ ১৭ ॥ ময়া দত্তাসি শূশ্রোণি পাপিনা মন্দ-
বুদ্ধিনা । ক্রদ্রায়াবিদিতার্থায় উক্ৰতায় হুরাঘনে ॥ ১৮ ॥
তস্মাৎ কাযং পরিত্যজ্য স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে ।
দক্ষেণোক্তা তদা পুত্রী সা সতী লোকপূজিতা ॥ ১৯ ॥
নিন্দায়ুক্তঃ স্বপিতরং বিলোক্য ক্রুশিতা ভৃশম্ ।
চিন্তয়ন্তী তদা দেবী কথং যাস্তামি মন্দিরে ॥ ২০ ॥

তোমরা ভুলিয়া গেলে কিরূপে ? যাঁহা'র অবয়ব
মাত্রেই এই চরাচর জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এই
সমগ্র জগৎ ক্ষণমাত্রে যদীয় লিঙ্গরূপে পরিণত হয়,
লয়কারণ বলিয়া যাঁহাকে ইন্দ্রাদি দেবগণ লিঙ্গ নামে
অভিহিত করিয়া থাকেন, যে শূলপাণি দেবদেবের
অঙ্গ হইতে সমগ্র দেব সমুভূত হইয়াছেন এবং যিনিই
একমাত্র বেদান্ত-প্রতিপাদ্য, সেই দেবদেবকে তুমি
জানিতে পার নাই ? সতী দেবীর কথা শুনিয়া দক্ষ
ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—হে ভদ্রে ! তুমি যাইতে হয়
যাও, আর থাকিতে হয় থাক, তোমার বহু বাক্যবাহ্যে
কোনই প্রয়োজন নাই । কি জন্তাই বা তুমি এখানে
আসিলে ? হে সুমধ্যমে ! তোমার ভৰ্ত্তা অম-
ঙ্গল, অশিব, অকুলীন, বেদবাহু, এবং ভূত প্রেত
ও পিশাচদিগের রাজা ; এই জন্তাই তাহাকে আমি
এ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করি নাই ; হে চাক্রভাষিণি !
শূশ্রোণি ! আমি নিতান্তই অল্পবুদ্ধি ও পাপী, তাই
অজ্ঞাতকুলশীল উক্ৰত-প্রকৃতি হুরাঘ্না ক্রুদ্ধের করে
তোমায় সম্প্রদান করিয়াছি । হে শুচিস্মিতে ! এই
জন্ত বলি, তুমি তোমার এই বর্তমান কলেবর পরি-
হার করিয়া সুস্থ হও । দক্ষ এই কথা কহিলে, লোক-
পূজ্য সতী পতিনিন্দা-পরায়ণ স্বীয় পিতার প্রতি
দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মনে মনে অতিমাত্র কুপিত
হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এক্ষণে কি

শঙ্করং দ্রষ্টুকামাহঃ কিং বক্ষ্যে তেন পৃচ্ছিতা । যো
নিন্দতি মহাদেবং নিন্দামানং শূণোতি যঃ । তাবুভৌ
নরকে যাতো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ২১ ॥ তস্মান্নাত্য-
ক্ষ্যামাহঃ দেহং প্রবেক্ষ্যামি হতাশনম্ ॥ ২২ ॥ এবং
মীমাংসমানা সা শিবকুদ্রেতিভাষিণী । অপমানাভি-
ভূতা সা প্রবিবেশ হতাশনম্ ॥ ২৩ ॥ হাহাকারেণ
মহতা ব্যাপ্তমাসীদিগন্তরম্ । সৰ্বে তে মঞ্চমাক্রুতাঃ
শস্ত্রেব্যাপ্তা নিরন্তরাঃ ॥ ২৪ ॥ শস্ত্রেঃ শ্বৈর্জঘ্নুরাঘ্রানং
স্বানি দেহানি চিচ্ছিহঃ । কেচিৎ করতলে গৃহ্য
শিরাংসি স্বানি চোৎসুকাঃ ॥ ২৫ ॥ নীরাজয়ন্তস্তরিতা
ভস্মীভূতাশ্চ জজ্ঞিরে । এবমুচুস্তদা সৰ্বে জগজ্জু-
রতিভীষণম্ ॥ ২৬ ॥ শস্ত্রপ্রহারৈঃ স্বানি চিচ্ছিহ-
শ্চতিভীষণাঃ । তে তথা বিলয়ং প্রাপ্তা দাক্ষায়ণ্য
সমং তদা ॥ ২৭ ॥ গণাস্তত্রাধুতে দ্বৈ চ তদভূতমিবা-
ভবৎ । তে সৰ্বা স্বযযো দেবা ইন্দ্রাদ্যাঃ স
মক্লদগণাঃ ॥ ২৮ ॥ বিবেহস্বিনৌ লোকপালাস্তৃকীভূতা-

প্রকারে স্বীয় মন্দিরে যাই ? দেব শঙ্করকে আমার
দেখিবার বড় সাধ হইতেছে ; কিন্তু তিনি যদি আমায়
এখানকার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলেই বা
আমি কি উত্তর প্রদান করিব ? যে ব্যক্তি মহা-
দেবকে নিন্দা করে এবং সেই নিন্দা যাহাকে শুনিতে
হয়, এই উভয় ব্যক্তিই যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর নরকে
বাস করিয়া থাকে ; অতএব দেহ ত্যাগ করাই
আমার কর্তব্য । আমি হতাশনে প্রবেশ করিব ।
এইরূপে কর্তব্য স্থির করিয়া সতী—মুখে শিব, ক্রুদ্ধ,
ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং
অপমানে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ হতাশনে প্রবেশ
করিলেন । ১১—২৩ । তখন দিগ্দিগন্তে মহান্ হাহা-
কার উথিত হইল । সতীর সমাভিব্যাহারী প্রমথগণ
যজ্ঞমঞ্চ সমাক্রুত হইয়াছিল, এই দৃষ্টিনায় তাহারা
অস্ত্রে শস্ত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল । তাহারা স্ব স্ব অস্ত্র
প্রহারে স্ব স্ব দেহ ছেদন করিতে লাগিল, কেহ কেহ
ওৎসুক্যবশে স্ব স্ব মস্তক করতলে গ্রহণ করিয়া
নীরাজিত করত সহর ভস্মীভূত হইয়া গেল ।
তাহারা সতীর দেহত্যাগবার্ত্তা বর্ণন ও অতি ভীষণ
গর্জন করিতে লাগিল । অস্ত্রের প্রহারে প্রহারে
স্ব স্ব অঙ্গ সকল তাহারা কণ্ঠিত করিয়া ফেলিল ।
এইরূপে সেই দুই অযুতসংখ্যক প্রমথবৃন্দ তৎকালে
দাক্ষায়ণীর সহিত বিলয় প্রাপ্ত হইল । তখনকার এই
ঘটনা অতীব অদ্ভুত হইয়াছিল । ইন্দ্রাদি দেবগণ,
ঋষিগণ, মরুদগণ, বিবেদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ও

স্তদাভবন্ । বিষ্ণুং বরেণ্যং কেচিচ্চ প্রার্থয়ন্তঃ
সমস্ততঃ ॥ ২৯ ॥ এবমুতস্তদা যজ্ঞো জাতস্তস্মাৎ
দুরান্বনঃ । দক্ষস্ত ব্রহ্মবক্ষোশ্চ ঋষয়ো ভয়মাগতাঃ ॥
৩০ ॥ এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা নারদেন মহাশ্রুনা ।
কথিতং সৰ্বমেবৈতদক্ষস্ত চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ৩১ ॥
তদাকর্ণ্যেণরো বাক্যং নারদস্ত যুথোপাতম্ । চুকোপ
পরমং ক্রুদ্ধ আসনাতুংপতন্নিব ॥ ৩২ ॥ উদ্ধৃত্য চ
জটাং ক্রুদ্ধো লোকসংহারকারকঃ । আফেটিয়ামাস
কৃষা পৰ্বতস্ত শিরোপরি ॥ ৩৩ ॥ তাড়নাক্ত সমুদ্ভূতো
বীরভদ্রো মহাযশাঃ । তথা কালী সমুৎপন্না ভূত-
কোটিভিরাবৃতা ॥ ৩৪ ॥ কোপান্নিঃখসিতেনৈব ক্রুদ্ধস্ত
চ মহান্বনঃ । জাতঃ জরাণাক্ত শতঃ সান্নিপাতাস্থয়ো-
দশ ॥ ৩৫ ॥ বিজ্ঞপ্তো বীরভদ্রেণ ক্রুদ্ধো রৌদ্র-
পরাক্রমঃ । কিং কার্য্যং ভবতঃ কার্য্যং নীধমেব
বদ প্রভো ॥ ৩৬ ॥ ইতুক্তো ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ
প্রেময়ামাস সহরম্ । গচ্ছ বীর মহাবাহো দক্ষযজ্ঞঃ
বিনাশয় ॥ ৩৭ ॥ শাসনং শিরসা ধৃষ্টা দেবদেবস্ত
শূলিনঃ । কালিকালিহিতো বীরঃ সৰ্বভূতৈঃ
সমারূতঃ । বীরভদ্রো মহাতেজা যযৌ দক্ষমথং

লোকপালগণ সকলেই তখন তুষ্ণীভাবে অবস্থান
করিতেছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বরেণ্য
বিষ্ণুকেই ঐ উপস্থিত বিপদে সম্ভ্রান্তভাবে প্রার্থনা
করিতেছিলেন । সেই দুরাত্মা দক্ষের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের
পরিণতি তখন এইরূপই হইল । ঋষিগণ ভীত
হইয়া পড়িলেন । ইতিমধ্যে মহাত্মা নারদ দক্ষ-রূত
সমস্ত চেষ্টাই ঈশ্বরের নিকট গিয়া বর্ণন করিলেন ।
ঈশ্বর, নারদের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র
ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে আসন হইতে উৎপাতিত
হইয়াই স্বীয় মস্তক হইতে একটা জটা উত্তোলন-
পূর্বক লোকসংহারক রূদ্ররূপে পৰ্বতের মস্তকোপরি
রৌষভরে আঘাত করিলেন । সেই জটার আঘাতে
তৎক্ষণাৎ মহাযশা বীরভদ্র প্রাহুর্ভূত হইলেন ।
তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধাধিত মহাত্মা ক্রুদ্ধের নিখাস-
মাক্রতে কোটি-ভূত-পারবৃতা কালীর আবির্ভাব হইল
এবং একশত জর ও ত্রয়োদশ সান্নিপাত জাঙ্গল ।
তখন বীরভদ্র রৌদ্র-পরাক্রম ক্রুদ্ধদেবকে বাল-
লেন,—হে প্রভো! আপনার কোন কার্য্য করিব,
তাহা শীঘ্র আদেশ করুন । বীরভদ্র এই কথা
কহিলে ভগবান্ ক্রুদ্ধ সহর তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন,
বলিলেন,—হে বীর, মহাভূজ! তুমি যাইয়া দক্ষযজ্ঞ
বিনাশ কর, মহাত্মা বীরভদ্র তখন দেবদেব শূল-

প্রতি ॥ ৩৮ ॥ তদানীমেব সহসা দুর্নিমিত্তানি
চাভবন্ । ক্রক্ষে ববৌ তদা বায়ুঃ শর্করাভিঃ সমা-
বৃত্তঃ ॥ ৩৯ ॥ অস্বপ্নমিতি দেবশ্চ তিমিরেণাবৃতা
দিশঃ । উদ্ধাপাতাশ্চ বহবঃ পেতুরূর্ঝাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪০ ॥
এবংবিধাচ্চরিষ্টানি দদৃশুর্বিবুধাদয়ঃ । দক্ষোহপি
ভয়মাপনো বিষ্ণুং শরণমায়যৌ ॥ ৪১ ॥ রক্ষ রক্ষ
মহাবিকো হং হিনঃ পরমো গুরুঃ । যজ্ঞোহসি হং
সুরশ্রেষ্ঠ ভয়ান্নাঃ পরিমোচয় ॥ ৪২ ॥ দক্ষেণ প্রার্থ্য-
মানো হি জগাদ মধুসূদনঃ । ময়া রক্ষা বিধতব্যা
ভবতো নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ অবজ্ঞা হি ক্রুতা দক্ষ
হয়া ধর্ম্মমজানতা । ঈশ্বর্যাবজ্ঞয়া সৰ্বং বিফলক
ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥ অপূজ্যা যত্র পূজ্যন্তে পূজনীয়ো
ন পূজ্যতে । ত্রীণি তত্র প্রবর্তন্তে দুর্ভিক্ষং মরণং
ভয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন মাননীয়ো
বৃষধ্বজঃ । অমানিতান্নহেশাভ্যাং মহত্তরমুপস্থিতম্ ॥
৪৬ ॥ অধুনৈব বয়ং সৰ্বৈ প্রভবো ন ভবামহে ।
ভবতো দুর্নয়েনৈব নাত্ৰ কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৭ ॥
বিকোস্তদ্রচনং ক্রহা দক্ষশ্চিন্তাপরোহভবৎ । বিবর্ণ-

পানির আদেশ মস্তকে ধারণপূর্বক মেঘবৃন্দ ও ভূত-
সমূহে পরিবৃত হইয়া দক্ষ-যজ্ঞাভিমুখে বাবিত হই-
লেন । তৎকালে সহসা দুর্নিমিত্তসকল প্রাহুর্ভূত হইল ।
দেগিতে দেখিতে শর্করা-পরিবৃত ক্রক্ষ বায়ু বহিতে
লাগিল ; পর্জন্তদেব অস্বপ্ন বর্ণন করিতে লাগিলেন ;
তিমিরস্তোমে দিম্বগুল আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং উর্ব্বী
তলে সহস্র সহস্র উদ্ধাপাত হইতে লাগিল ॥ ২৪—৪০ ॥
বিবুধবৃন্দ এবদ্বিধ অরিষ্টসকল দর্শন করিতে লাগি-
লেন । দক্ষ এই বাপারে ভীত হইয়া বিষ্ণুর শরণা-
পন্ন হইলেন ; বলিলেন,—হে মহাবিকো! রক্ষ, রক্ষ,
তুমিই আমাদের পরম গুরু । হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি যজ্ঞ-
স্বরূপ ; আমাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর । দক্ষের
প্রার্থনা-বাক্যে মধুসূদন তাঁহাকে অভয় দিয়া বলি-
লেন,—আমি তোমায় রক্ষা করিব ; সন্দেহ নাই ।
কিন্তু হে দক্ষ ! তুমি ধর্ম্ম না জানিয়া ঈশ্বরের অবজ্ঞা
করিয়াছ । ঈশ্বরে অবজ্ঞা করায় তোমার সর্বকর্ম্মই
বিফল হইবে । যেখানে অপূজ্যের পূজা এবং
পূজ্যের অপূজা হয়, তথায় দুর্ভিক্ষ, মরণ এবং ভয়
এই তিনটি উপস্থিত হইয়া থাকে । অতএব সর্ব
প্রযত্নে বৃষধ্বজকে সম্মানিত করা কর্তব্য । মহেশের
অবমাননা হইয়াছে ; তাই তোমার মহাভয় উপস্থিত ।
আর বিলম্ব নাই ; এখনই আমাদের প্রভু নষ্ট
হইবে । তোমারই দুর্নয়ে অদ্য এই দুর্ঘটনা ঘটিল ;

বদনো ভূত্বা তুষ্ণামাসীদুবি স্থিতঃ ॥ ৪৮ ॥ বীর-
ভদ্রো মহাবাহু রুদ্রেনৈব প্রচোদিতঃ । কালী
কাত্যায়নীশানা চামুণ্ডা মুণ্ডমর্দিনী ॥ ৪৯ ॥ ভদ্রকালী
তথা ভদ্রা হরিতা বৈষ্ণবী তথা । নবভূগাদিসহিতো
ভূতানাঞ্চ গণো মহান ॥ ৫০ ॥ শাকিনী ডাকিনী
চৈব ভূতপ্রমথগুহকাঃ । তথৈব যোগিনীচক্রঃ
চতুঃষষ্ঠী সমবিতম্ ॥ ৫১ ॥ নিজ্জগ্মুঃ সহসা তত্র
যজ্ঞবাটং মহাপ্রভম্ । বীরভদ্রসমেতা য়ে গণাঃ শত-
সহস্রশঃ ॥ ৫২ ॥ পার্শ্বদাঃ শঙ্করশ্রেণিতে সর্বে রুদ্র-
স্বরূপিণঃ । পঞ্চবক্ত্রা নীলকণ্ঠাঃ সর্বে তে শম্ভু-
পাণয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ ছত্রচামরসংবীতাঃ সর্বে হরপরা-
ক্রমাঃ । দশবাহবস্থিনেত্রা জটিল রুদ্রভূষণাঃ ॥ ৫৪ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রধরাঃ সর্বে সর্বে চৈব মর্হোজসঃ । সর্বে তে
বৃষমারুঢাঃ সর্বে তে বেশভূষণাঃ ॥ ৫৫ ॥ সহস্রবাহু-
ভূজগাধিপৈরুত্তমলোচনো ভীমবলো ভয়াবহঃ ।
এতিঃ সমেতশ্চ তদা মহাত্মা স বীরভদ্রোহভিজগাম
যজ্ঞম্ ॥ ৫৬ ॥ যুগ্যানাঞ্চ সহস্রেন দ্বিপ্রমাণেন
স্থানদনম্ । সিংহানাং প্রযুতেনৈব বাহুমানঞ্চ তস্মৈ তৎ ॥
৫৭ ॥ তথৈব দংশিতাঃ সিংহা বহবঃ পার্শ্বরক্ষকাঃ ।

এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বিষ্ণুর সেই বাক্য
শুনিয়া দক্ষ চিন্তাবিত হইলেন। তাঁহার বদন বিবর্ণ
হইল। তিনি তুষ্ণীভাবে ভূতলে উপবেশন করি-
লেন। এদিকে মহাবাহু বীরভদ্র রুদ্র কর্তৃক প্রেরিত
হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কালী, কাত্যায়নী,
ঈশানী, মুণ্ডমর্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্রা,
হরিতা, ও বৈষ্ণবী, এই নবভূগা সহ মহাভূতবৃন্দ
এবং শাকিনী, ডাকিনী, ভূত, প্রমথ, গুহক ও
চতুঃষষ্ঠী যোগিনীচক্র নির্গত হইয়া সহসা দক্ষের
যজ্ঞাগারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বীরভদ্রের
সমভিব্যাহারে যে শতসহস্রসংখ্যক প্রমথ সমা-
গত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই শঙ্করাচর, রুদ্র-
স্বরূপ, পঞ্চবক্ত্র, নীলকণ্ঠ, শম্ভুপাণি, এবং সক-
লেই ছত্র-চামর-শোভিত; তাহাদের সকলেরই
হরের স্তায় পরাক্রম; এবং সকলেই দশবাহু,
ত্রিনেত্র, জটধারী, রুদ্রাঙ্কভূষণ, অর্দ্ধচন্দ্রধর,
মর্হোজাঃ, বৃষবাহন, এবং সকলেই সুসজ্জিত। সহস্র
বাহুশালী ভীমবল ভীষণ ত্রিনেত্র বীরভদ্র ঐ সকল
অনুচর-সহচরে পরিবৃত্ত হইয়া দক্ষযজ্ঞে গমন করি-
লেন। বীরভদ্রের রথ দুই সহস্র যুগকাষ্ঠ-সমবিত;
উহা প্রযুতসংখ্যক সিংহব্যাঘ্র-বাহিত। এতদ্বিধ
আরও অসংখ্য সুসজ্জিত সিংহ এবং সহস্র সহস্র

শার্দূলা মকরা মৎস্তা গজাশ্চৈব সহস্রশঃ । ছত্রাণি
বিবিধান্বেব চামরাণি তথৈব চ ॥ ৫৮ ॥ মূর্ধনি
ধ্রিয়মাণানি সর্বতোহগ্রাণি সর্বশঃ । ততো ভেরী-
মহানাদাঃ শঙ্খাশ্চ বিবিধশ্বনাঃ । পটহা গোমুখাশ্চৈব
শৃঙ্গাণি বিবিধানি চ ॥ ৫৯ ॥ ততোহবাদ্যস্ত তাস্থেব
ঘনানি সুধিরাণি চ । কলগানপরাঃ সর্বে সর্বে
মুদঙ্গবাদিনঃ ॥ ৬০ ॥ অনেকলান্তসংযুক্তা বীরভদ্রা-
গ্রতোহভবন । রণবাদিহনির্ঘোষৈর্জগজ্জুরমিতৌজসঃ ॥
৬১ ॥ তেন নাদেন মহতা নাদিত ভুবনত্রয়ম্ ।
এবং সর্বে সমাযাতা গণা রুদ্রপ্রণোদিতাঃ ॥ ৬২ ॥
যজ্ঞবাটঞ্চ দক্ষস্য বিনাশার্থং প্রহারিণঃ । রজসা
চারুতং বোম তমসা চ বৃতা দিশঃ ॥ ৬৩ ॥ সপ্ত-
দ্বীপবতী পৃথ্বী ঢাঢ়াল সাদিকাননা । তে দৃষ্টা মহদা-
শ্চর্যা লোকক্ষয়করং তদা ॥ ৬৪ ॥ উত্তমুর্ধুগপং
সর্বে দেবদৈত্যনিশাচরাঃ । তে বৈ দদৃশুঃ সারাস্তীঃ
রুদ্রসেনাং ভয়াবহাম্ ॥ ৬৫ ॥ পৃথ্বীং কেচিৎ সমাযাতা
গগনে কেচিদাগতাঃ । দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব সমাবৃত্য
তথাপরে ॥ ৬৬ ॥ অনন্তা হক্ষয়াঃ সর্বে শূরা রুদ্রসমা-

শার্দূল, মকর, মৎস্ত ও গজ বীরভদ্রের পার্শ্বরক্ষক-
রূপে নিযুক্ত। বীরভদ্রের মস্তকোপরি বিবিধ চামর
এবং ছত্র সুশোভিত। তাঁহার গমনকালীন কত
ভেরী, শঙ্খ, পটহ, গোমুখ ও বিবিধ শৃঙ্গাদি বাদ্য
মহানাদে বাদিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে
বশী ও কাংসাদি বাদ্যধ্বনি হইল। সকলেই
মুদঙ্গ বাজাইতে লাগিল এবং সকলেই মধুর-
কণ্ঠে গান ধরিল। তাহারা নানাবিধ নৃত্য করিতে
করিতে বীরভদ্রের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল,
আর মধ্যে মধ্যে গভীর নির্যোষে গর্জন করিতে
লাগিল। সেই মহান গর্জন-শব্দে ত্রিভুবন শব্দিত
হইতে লাগিল। রুদ্র-প্রেরিত প্রমথবৃন্দ দক্ষকে
বিনাশ করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক এইভাবে
যজ্ঞস্থলে আসিতে লাগিল। তাহাদের আগমনকালে
আকাশ ধূলিজালে আচ্ছন্ন হইল এবং দিগ্ভগল তম-
স্তোমে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সপ্তদ্বীপবতী, পৃথ্বী অদি
ও কাননরাজি সহ কম্পিত হইল। দেব, দৈত্য ও
নিশাচরগণ সেই লোকক্ষয়কর মহৎ আশ্চর্য ব্যাপার
দেখিয়া যুগপৎ সমুথিত হইলেন এবং দেখিলেন—
ভীষণ রুদ্রসেনা সকল সমাগত হইতেছে। ৪১-৬৫।
ঐ সেনাসমবায়ের মধ্যে কতকগুলি সেনা স্থলপথে
ও কতকগুলি আকাশপথে আগমন করিল এবং
অনেকে দিক্ বিদিক্ বিভাগ আরুত করিয়া আসিতে

যুধি। এবস্ততঃ তৎসৈন্যং ক্রুদ্ধৈশ্চ পরিবারিতম্।
 দৃষ্টোচুৰ্বিন্ধিতাঃ সৰ্বে যামোহদ্য শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৬৭ ॥
 ইন্দ্রো হি গজমারুড়ো মৃগারুড়ঃ সদাগতিঃ। যমো
 মহিষমারুড়ো যমদণ্ডসমম্বিতঃ ॥ ৬৮ ॥ কুবেরঃ পুষ্পকা-
 রুড়ঃ পাণী মকরমেব চ। অগ্নিবন্তসমারুড়ো নিখাতিঃ
 প্রেতমেব চ ॥ ৬৯ ॥ তথাশ্চ সুরসজ্জাশ্চ যক্ষচারণ-
 গুহকাঃ। আরুহ্য বাহনাশ্চৈব স্থানি স্থানি প্রতাপিনঃ ॥
 ৭০ ॥ ষেষামুদ্যোগমালোক্য দক্ষশ্চাক্রমুগন্ততঃ।
 দণ্ডবৎপতিতো ভূমৌ সৰ্বানৈবাত্যভাষত ॥ ৭১ ॥
 যুগ্মদলেনৈব ময়া যজ্ঞঃ প্রারম্ভিতো মহান্। সৎকৰ্ম্ম-
 সিদ্ধয়ে যুগ্মং প্রমাণং সুমহাপ্রভাঃ ॥ ৭২ ॥ বিকো দ্ব্যং
 কৰ্ম্মণঃ সাক্ষাদ্যজ্ঞানানং পরিপালকঃ। ধৰ্ম্মশ্চ বেদ-
 গৰ্ভশ্চ ব্রহ্মণ্যশ্চ চ মাধব ॥ ৭৩ ॥ তস্মাদ্রক্ষ্য বিধাতব্য্য
 যজ্ঞশ্চাস্ত মহাপ্রভো। দক্ষশ্চ বচনং শ্রদ্ধা উবাচ
 মধুহৃদনঃ ॥ ৭৪ ॥ ময়া রক্ষা বিধাতব্য্য ধৰ্ম্মশ্চ পরি-
 পালনে। তৎসত্যং তু অযোক্তং হি কিন্তু তস্ত
 ব্যতিক্রমঃ ॥ ৭৫ ॥ যাতস্বদৈব যজ্ঞশ্চ যজ্ঞয়োক্তং
 সদাশিবম্। নৈমিষেহনিমিষক্ষেত্রে তদা কিং ন স্মৃতং
 ত্বয়া ॥ ৭৬ ॥ যোহয়ং ক্রুদ্ধো মহাতেজা যজ্ঞরূপঃ সদা-

লাগিল। ঐ সকল রৌদ্রী সেনা অনন্ত, অক্ষয়, ও
 শৌর্য্য-সম্পন্ন এবং সকলেই সমরে ক্রুদ্ধসদৃশ।
 ক্রুদ্ধ-পরিবৃত্ত এবদ্বিধ সৈন্য-সমাগম দেখিয়া দেবগণ
 বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন—চল, আমরাও শস্ত্র গ্রহণ-
 পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই। অনন্তর ইন্দ্র ঐরাবতে,
 পবন মৃগে, দণ্ডপাণি যম মহিষে, কুবের পুষ্পকে,
 বরুণ মকরে, অগ্নি ছাগে, নিখাতি প্রেতে এবং
 অস্ত্রান্ত সুর, যক্ষ, চারণ ও গুহকগণ স্ব স্ব প্রসিদ্ধ
 প্রসিদ্ধ বাহনে আরোহণ করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি
 স্বপক্ষীয়গণের উদ্যোগ দর্শনে ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত
 হইয়া অশ্রুপূর্ণমুখে সকলকেই সন্দোধানপূর্ব্বক
 বলিতে লাগিলেন,—হে দেবগণ! আপনাদের
 বলেই বলবান হইয়া আমি এই মহাযজ্ঞ আরম্ভ
 করিয়াছি। আমার এই যজ্ঞক্রিয়া সুসম্পন্ন হইবার
 পক্ষে ভ্রাদৃশ মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিগণই সম্পূর্ণ
 সহায়। হে বিকো! আপনি সাক্ষাৎ যজ্ঞপতি;
 হে মাধব! বেদগৰ্ভ ধৰ্ম্মের আপনি ব্রহ্মণ্য; অতএব
 হে প্রভো! এ যজ্ঞ আপনারই রক্ষিতব্য। দক্ষের
 বাক্য শুনিয়া মধুহৃদন কহিলেন,—ধৰ্ম্ম রক্ষার জন্ত
 যজ্ঞ রক্ষা করা আমার কর্তব্য, এ কথা তুমি যথার্থই
 বলিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটি-
 লেছে। এই ব্যতিক্রম যে ঘটিবে, ইহা তুমি নৈমিষ-

শিবঃ। যজ্ঞবাহুঃ কৃতো মূঢ় তচ্চ দৃশ্যম্বিতং তব ॥ ৭৭ ॥
 ক্রুদ্ধকোপাচ্চ কো হত্বে সমর্থো রক্ষণে তব। ন পশ্যামি
 চ তং বিপ্র আং বৈ রক্ষতি দৃশ্যম্ ॥ ৭৮ ॥ কিং
 কৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্মেতি তন্ন পশ্যসি দৃশ্যতে। সমর্থং কেবলং
 কৰ্ম্ম ন ভবিষ্যতি সৰ্বদা ॥ ৭৯ ॥ সেবরং কৰ্ম্ম বিদ্যো-
 তং সমর্থহেন জায়তে। ন হত্বে কৰ্ম্মণো দাতা দৈব-
 রেণ বিনা ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ দৈবরশ্চ চ যে ভক্তাঃ
 শাস্তাস্তদগতমানসাঃ। কৰ্ম্মণো হি ফলং তেবাং প্রয-
 চ্ছতি সদাশিবঃ ॥ ৮১ ॥ কেবলং কৰ্ম্ম চান্ত্রিত্য নিরী-
 শ্বরপরা জনাঃ। নিরয়ং তে চ গচ্ছন্তি কোটিযজ্ঞশতৈ-
 রপি ॥ ৮২ ॥ পুনঃ কৰ্ম্মময়ৈঃ পার্শ্ববন্ধা জন্মনি জন্মনি।
 নিরয়েষু প্রপচ্যন্তে কেবলং কৰ্ম্মরূপিণঃ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বীরভদ্রপ্রাহৃত্যবর্ণনং নাম
 তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ক্ষেত্রে সদাশিবকে যখন কটুবাক্য বলিয়াছিলে,
 তখনই কি তোমার স্মরণপথে সমুদিত হয় নাই?
 যিনি ক্রুদ্ধ মহাতেজা, যজ্ঞরূপী, সদাশিব; হে মূঢ়!
 তাঁহাকে তুমি যজ্ঞবাহু করিয়াছ, ইহা তোমার দৃশ্য-
 ম্বিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রুদ্ধকোপ হইতে অদ্য
 কে তোমায় রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? হে বিপ্র!
 যিনি তোমায় রক্ষা করিতে পারেন, আমি এমন তো
 কাহাকেই দেখিতে পাইতেছি না। হে দৃশ্যতে! কি
 কৰ্ম্ম আর কি অকৰ্ম্ম, তাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ
 না; জানিবে—কেবল কৰ্ম্ম-বলই লোকের রক্ষা-
 বিধানে সমর্থ হয় না; পরন্তু যে কৰ্ম্ম দৈবরসেবামূলক,
 তাহাই নিজের রক্ষাকার্য্যে সমর্থ হইয়া থাকে; দৈবর
 ব্যতীত অস্ত্র কেহই কৰ্ম্মফলের দাতা নহে। যাহারা
 দৈবরভক্ত, শাস্ত ও তদগতচিত্ত, তাহাদের কৃত-
 কৰ্ম্মের ফলাফল স্বয়ং সদাশিব প্রদান করিয়া
 থাকেন। যাহারা কেবল কৰ্ম্মাশ্রয় করিয়া নিরীশ্বর-
 পরায়ণ হয়, তাহারা কোটি কোটি যজ্ঞ করিয়াও
 নিরয়ে নিপতিত হইয়া থাকে; জন্মে জন্মে তাহারা
 কৰ্ম্মময় পাশে আবদ্ধ হইয়া পুনঃপুন নরকানলে
 পাচিত হইতে থাকে। ৬৬—৮৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

লোমশ উবাচ । বিষ্ণুনোক্তং বচঃ শ্রুত্বা দক্ষো
বচনমব্রবীৎ । বেদানামপ্রমাণঞ্চ কৃতং তে মধুসূদন ॥
১ ॥ বৈদিকং কৰ্ম চোৎসৃজ্য কথং সেশ্বরতাং ব্রজেৎ ।
তদ্ব্যতীতং মহাবিবেকং যেন ধৰ্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২ ॥
দক্ষেনোক্তো মহাবিশ্বকুবাচ পরিসাঙ্কয়ন্ । ত্রৈলোক্য-
বিষয়া বেদাঃ সম্ভবন্তি ন চাত্তথা ॥ ৩ ॥ বেদোদিতানি
কৰ্ম্মাণি ঈশ্বরেণ বিনা কথম্ । সকলানি ভবিষ্যন্তি
বিফলান্বেব তানি চ ॥ ৪ ॥ তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেণ ঈশ্বর-
শরণং ব্রজ । এবং ক্রবতি গোবিন্দ আগতঃ সৈন্ত-
সাগরঃ । বীরভদ্রেণ সহিতো দদৃশুস্তং তদা সুরাঃ ॥ ৫ ॥
ইন্দ্রোহপি প্রহসন্ বিষ্ণুমান্ববাদরতং তদা । বজ্রপাণিঃ
সুতৈঃ সার্কং যোদ্ধুকামোহভবত্তদা ॥ ৬ ॥ ভৃগুণা চারিতঃ
শীঘ্রমুচ্চাটনপরেণ হি । তদা গণাঃ সুতৈঃ সার্কং যুধু-
স্তে গণাধিতাঃ ॥ ৭ ॥ শরতোমরনারাচৈর্জম্বুস্তে চ পর-
স্পরম্ । নেহঃ শঙ্খাশ্চ বহুশস্ত্রম্বিন্ রণমহোৎসবে ॥ ৮ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া
দক্ষ কহিলেন—হে মধুসূদন ! আপনি বেদবিধি
অপ্রমাণিত করিতেছেন ; দেখুন, বৈদিক কৰ্ম্ম পারি-
তাগ করিলে কিরূপে ঈশ্বর-পরায়ণতা প্রাপ্ত হওয়া
যায় ? হে মহাবিবেক ! আপনি ধৰ্ম্মযুক্ত বাক্যে তাহা
এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বলুন । দক্ষ এইরূপ কহিলে
মহাবিশ্ব তাঁহাকে সাস্ত্রনাদানপূর্বক বলিলেন,—বেদ-
সকল ত্রৈলোক্যবিষয়ক, সন্দেহ নাই ; কিন্তু বেদোদিত
যে কোন কৰ্ম্মই হউক, ঈশ্বর বাতীত তাহার সাফল্য
সম্ভাবনা হইবে কিরূপে ? ফলে সে সকল কৰ্ম্ম
বিফল হইয়াই যায় । অতএব সৰ্ব্ব প্রযত্ন সহকারে
ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হও । গোবিন্দ এই কথা বলি-
তেছেন, ইতিমধ্যে সেই ক্রোধপ্রেরিত ভীষণ সৈন্ত-
সাগর বীরভদ্র-সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত
হইল । দেবগণ সকলেই সেই বিশাল সৈন্তসাগরের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । তখন বজ্রপাণি ইন্দ্র
আম্ববাদরত বিষ্ণুকে উপহাস করিয়া সুরগণসহ
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন । উচ্চাটন-কার্য্যপটু ভৃগু সেই
সৈন্তসাগরকে শীঘ্র শীঘ্র সেই স্থান হইতে দূরীভূত
করিবার প্রয়াস পাইলেন । তখন সুরগণের সহিত
প্রমথবৃন্দের যুদ্ধারম্ভ হইল । শর, তোমর ও নারাচ
বর্ষণে তাহার পরস্পর পরস্পরকে আহত করিতে
লাগিল । সেই রণ-মহোৎসবে বহু শঙ্খ বাদিত

তথা দ্বন্দ্বভয়ো নেহঃ পটহা ডিগ্ধিমানয়ঃ । তেন শকেন
মহতা শ্লাঘ্যমানাস্তদা সুরাঃ । লোকপালৈশ্চ সহিতা
জম্বুস্তাঙ্কিবিকিরান্ ॥ ৯ ॥ খড়্গৈশ্চাপি হতাঃ কেচিদ্-
গদাভিঃ বিপোখিতাঃ । দেবৈঃ পরাজিতাঃ সৰ্ব্বৈ
গণাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ১০ ॥ ইন্দ্রাদৈলোকপালৈশ্চ
গণাস্তে চ পরাঙ্গুণাঃ । কৃতান্ত তৎক্ষণাদেব ভৃগো-
র্মন্ত্রবলেণ হি ॥ ১১ ॥ উচ্চাটনং কৃতং তেষাং ভৃগুণা
যজিনা তদা । যজনার্থঞ্চ দেবানাং তুষ্টিার্থং দীক্ষিতস্ত
চ ॥ ১২ ॥ তেনৈব দেবা জয়িনো জাতাস্তৎক্ষণমেব
হি । স্থানাং পরাজয়ং দৃষ্ট্বা বীরভদ্রো ক্রবাবিতঃ ॥ ১৩ ॥
ভূতান্ প্রেতান্ পিশাশাশ্চ ক্রুত্বা তানৈব পৃষ্ঠতঃ ।
বৃষভস্থান্ পুরন্দ্রতা স্বয়ং চৈব মহাবলঃ । তীক্ষ্ণ-
ত্রিশূলমাদায় পাতক্যমাস তান্ রণে ॥ ১৪ ॥ দেবান
যক্ষান্ পিশাচাশ্চ গুহ্যকান্ রাক্ষসাশ্চ তথা । শূল-
ঘাতৈশ্চ তে সর্পে গণা দেবান্ প্রজগ্মিরে ॥ ১৫ ॥
কেচিদ্ধিধাকৃতাঃ খড়্গৈর্দুর্দারৈশ্চাপি পোখিতাঃ । পর-
স্পর্ধেঃ খণ্ডশ্চ কৃত্যঃ কেচিদ্গণাজিরে ॥ ১৬ ॥ শূলৈ-
র্ভিন্নাশ্চ শতশঃ কেচিচ্চ শকলীকৃতাঃ । এবং পরা-

হইল । তথা, দ্বন্দ্বভি, পটহ ও ডিগ্ধিমাди ধ্বনিত
হইতে লাগিল । সেই মহাশব্দে লোকপালসহ সুর-
গণ উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া শিবকিঙ্করদিগকে
বিনাশ করিতে লাগিলেন । তখন শত শত সহস্র
সহস্র প্রমত্ত সৈন্ত দেবগণের হস্তে পরাজিত হইল ।
তাহাদের কেহ কেহ খড়্গাঘাতে নিহত এবং কেহ বা
গদাঘাতে বিপোখিত হইতে লাগিল । ভৃগুর মন্ত্র-
বলে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ সেই সকল প্রমথসৈন্তকে
তৎক্ষণাৎ সংগ্রামে পরাঙ্গু করিলেন । যাগশীল ভৃগু
মন্ত্রবলে তাহাদিগকে স্থানত্যাগে বাধ্য করিলেন ।
দেবগণের অর্চনা এবং দীক্ষিত যজমান দক্ষের
তুষ্টির নিমিত্তই ভৃগু এইরূপ কার্য্য করিলেন । ১—১২।
এই কার্য্যেই সহর দেবগণের জয় হইল । এদিকে
বীরভদ্র স্বপক্ষের পরাজয় দর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেন ।
তিনি ভূত, প্রেত, ও পিশাচদিগকে পৃষ্ঠে রাখিয়া
বৃষভস্থ প্রমথদিগকে অগ্রবর্তী করত তীক্ষ্ণ ত্রিশূল
লইয়া স্বয়ং দেবগণকে ধরাতলশায়ী করিতে লাগি-
লেন । অত্যাচ্য প্রমথবৃন্দ—দেব, যক্ষ, পিশাচ,
গুহ্যক ও রাক্ষসদিগকে শূলাঘাতে প্রহত করিতে
লাগিল । দেবপক্ষের কেহ কেহ খড়্গাঘাতে দ্বিধাকৃত,
কেহ কেহ মুদগরপ্রহারে বিপোখিত এবং কেহ কেহ
রণাঙ্গনে পরস্পর প্রহারে খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া গেল ।
তাহাদের মধ্যে শত শত ব্যক্তি শূলাঘাতে ভিন্ন

জিতাঃ সৰ্বে পলায়নপরায়ণাঃ ॥ ১৭ ॥ পরস্পরং
পরিষজ্য গতান্তেহপি ত্রিবিষ্টপম্ । কেবলং লোক-
পালান্ত ইন্দ্রাদ্যন্তস্করুৎসুকাঃ । বৃহস্পতিং পৃচ্ছ-
মানাঃ কুতোহস্মাকং জয়ো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ বৃহস্পতিক্র-
বাচেদং সুরেন্দ্রং স্বরিতস্তদা । বৃহস্পতিক্রবাচ । যজ্ঞকং
বিষ্ণুনা পূৰ্ব্বং তৎ সত্যং জাতমদ্য বৈ ॥ ১৯ ॥ অস্তি
চেদীশ্বরঃ কশিৎ ফলরূপ্যস্ত কৰ্ম্মণঃ । কৰ্ত্তারং ভজতে
সোহপি ন হকৰ্ত্তুঃ প্রভূর্হি সঃ ॥ ২০ ॥ ন মন্ত্রোবধয়ঃ
সৰ্বে নাভিচারো ন লৌকিকাঃ । ন কৰ্ম্মাণি ন বেদান্ত
ন মীমাংসাদ্বয়ং তথা ॥ ২১ ॥ জাতুমীশাঃ সন্তবন্তি
ভক্ত্যা জ্যেষ্ঠনশ্চয়া । শাস্ত্যা চ পরয়া তুষ্ঠ্যা জাতব্যো
হি সদাশিবঃ ॥ ২২ ॥ তেন সৰ্বং সন্তবতি সুখতুঃখা-
ত্বকং জগৎ । পরন্তু সংবদিষ্যামি কার্য্যাকার্য্যবিব-
ক্ষয়া ॥ ২৩ ॥ অমিলে বালিশো ভূত্বা লোকপালৈঃ
সহাদ্য বৈ । আগতো বালিশো ভূত্বা ইদানীং কিং
করিষ্যসি ॥ ২৪ ॥ এতে রুদ্রসহস্রাশ্চ গণাঃ পরম-

এবং কেহ কেহ খণ্ডিত হইল । এইরূপে পরাজিত
হইয়া সকলেই পলায়ন করিল । দেবগণ পরস্পর
পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া অবশেষে স্বর্গে প্রস্থান
করিলেন । কেবল ইন্দ্রাদি লোকপালগণ পলায়ন
করিলেন না ; তাঁহারা কবে কিরূপে আমাদের জয়
হইবে, বৃহস্পতির নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিয়া উৎ-
কর্ষিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন । বৃহস্পতি
তখন ব্যস্ত হইয়া সুরেন্দ্রকে বলিলেন,—পূর্বে বিষ্ণু
যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে সত্য হইল । যদি
কেহ এই কৰ্ম্মের ফলরূপী ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি
কৰ্ম্মকৰ্ত্তারই অনুগামী ; পরন্তু অকৰ্ত্তার তিনি প্রভু
নহেন । অর্থাৎ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেই ত কৰ্ম্মফল ;
অন্যথা কৰ্ম্ম না করিলে আর তাঁহার প্রভুত্ব কোথায় ?
যে কিছু মন্ত্রোবধি, অভিচার, লৌকিক ব্যাপার,
কৰ্ম্মানুষ্ঠান, বেদ বা মীমাংসাদ্বয়, ইহারা সেই ঈশ্বরকে
জানিতে সক্ষম নহে ; পরন্তু মাত্র একনিষ্ঠ ভক্তি
দ্বারাই তিনি পরিজ্ঞেয় ; অপিচ পরম শাস্তি এবং
তুষ্টি দ্বারাও সেই সদাশিবকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ;
তাঁহারই কৰ্ত্তৃত্বে এই সুখতুঃখাত্মক সমস্ত জগতের
অস্তিত্ব । যাহা হউক, আমি কার্য্যাকার্য্য নির্দেশ
করিবার জন্ত এইবার কিঞ্চিৎ বলিব । হে ইন্দ্র !
তুমি মূৰ্খ ; তাই অন্তান্ত লোকপালদিগের সহিত
অদ্য এখানে আসিয়াছ । আমি আবারও বলি,
তুমি মূৰ্খ ; সুতরাং এক্ষণে আর কি করিবার তোমার
শক্তি আছে ? হে দেব, এই মহাভাগ রুদ্রসহস্র

শোভনাঃ । কুপিতাশ্চ মহাভাগা ন তু শেবঃ প্রক-
ৰ্ষতে ॥ ২৫ ॥ এবং বৃহস্পতের্বাক্যং শ্রুত্বা তেহপি
দিবৌকসঃ । চিন্তামাপেদিরে সৰ্বে লোকপালা মহে-
শ্বরাঃ ॥ ২৬ ॥ ততোহব্রবীদ্বীরভদ্রো গণৈঃ পরিবৃত্তো
ভূশম্ । সৰ্বে যুযং বালিশহাদবদানার্থমাগতাঃ ॥ ২৭ ॥
অবদানানি দাস্তামি তুণ্ডার্থং ভবতাং স্বরন । এব-
মুক্তা শিতৈর্বানৈর্জঘানাত্ম ক্রমাবিতঃ ॥ ২৮ ॥ তৈর্বানৈ-
র্নিহতাঃ সৰ্বে জগ্মুস্তে চ দিশো দশ ॥ ২৯ ॥ গতেষু
লোকপালেষু বিজ্ঞতেষু সুরেষু চ । যজ্ঞবাটে সমা-
য়াতো বীরভদ্রো গণাবিতঃ ॥ ৩০ ॥ তদা ত স্বয়ং
সৰ্বে সৰ্বমেবেশ্বরেশ্বরম্ । বিজ্ঞপ্তুকামাঃ সহসা
উচুরেবং জনার্দনম্ ॥ ৩১ ॥ রক্ষ যজ্ঞং হি দক্ষস্ত
যজ্ঞোহসি ত্বং ন সংশয়ঃ । এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনমুদীনাং
বৈ জনার্দনঃ ॥ ৩২ ॥ যোদ্ধুকামঃ হিতো যুদ্ধে বিষ্ণু-
রধ্যাত্মদীপকঃ । বীরভদ্রো মহাবাহুঃ কেশবঃ বাক্য-
মব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥ অত্র স্বয়ংগতঃ কস্মাদ্বিক্ষো বেত্রা
মহাবলম্ । দক্ষস্ত পক্ষমাত্রিত্য কথং জেষ্যসি
তদ্বদ ॥ ৩৪ ॥ দাক্ষায়ণ্যা কৃতং যচ্চ ন দৃষ্টং কিং

প্রমথবৃন্দ পরম শোভা ধারণ করিয়াছেন । উঁহারা
কুপিত হইয়া কাহাকেও আর অবশিষ্ট রাখিবেন না ।
সেই সমস্ত স্বর্গীয় লোকপালগণ বৃহস্পতির এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া চিন্তিত হইলেন । ১৩—২৬ । অনন্তর
প্রমথবৃন্দ-পরিবৃত বীরভদ্র বলিলেন,—ওহে লোক-
পালগণ ! তোমরা সকলে মূৰ্খতা বশতঃ অদ্য এখানে
যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছ । আমিও তোমাদের তুণ্ডির
জন্ত সহস্র প্রতियুদ্ধ প্রদান করিব । এই বলিয়া
বীরভদ্র ক্রোধভরে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ দ্বাণপ্রহারে দেব-
গণকে নিহত করিতে লাগিলেন । সেই সকল বাণ-
প্রহারে আহত হইয়া সুরেশগণ দশ দিকে পলায়ন
করিলেন । লোকপালগণ প্রস্থান করিলে, অন্তান্ত
সুরগণও পলায়ন করিলেন । তখন বীরভদ্র সদল-
বলে যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ঋষিগণ
এই সময় সৰ্ব্বেশ্বর জনার্দনকে মনোভিপ্রায় জানাই-
বার ইচ্ছায় বলিলেন,—হে দেব ! আপনি নিশ্চয়ই
যজ্ঞমূর্তি ; এক্ষণে দক্ষের যজ্ঞ রক্ষা করুন । অধ্যাত্ম-
জ্ঞানের উদীপক জনার্দন ঋষিগণের এই কথা
শুনিয়া যুদ্ধকামনায় যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন ।
তখন মহাত্মজ বীরভদ্র কেশবকে বলিলেন,—হে
বিক্ষো ! আপনি এক্ষণে আসিলেন কেন ? দক্ষের
পক্ষ অবলম্বন করিয়া কিরূপে আপনি জয় করিবেন
তাহা বলুন । হে অনঘ ! ইতিপূর্বে দাক্ষায়ণী যাহা

দ্বয়ানব। অং চাপি যজ্ঞে দক্ষশ্চ অবদানার্থমাগতঃ।
 অবদানং প্রযচ্ছামি তব চাপি মহাভুজ ॥ ৩৫ ॥
 এবমুক্তা প্রণম্যাদৌ বিষ্ণুং সদৃশরূপিণম্। বীর-
 ভদ্রোহগ্রতো ভূহা বিষ্ণুং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥
 যথা শকুন্তলা স্বং হি মম নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। তথাপি
 স্বং মহাবাহো যোদ্ধুকামোহগ্রতঃ স্থিতঃ। নেষ্যাম্যপুন-
 রারুজি যদি তিষ্ঠেদমাস্থনা ॥ ৩৭ ॥ তস্মা তদ্বচনং
 শ্রুত্বা বীরভদ্রশ্চ ধীমতঃ। উবাচ প্রহসন দেবো
 বিষ্ণুঃ সর্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩৮ ॥ বিষ্ণুর্বাচ। রুদ্র-
 তেজঃপ্রসূতোহসি পবিত্রোহসি মহামতে। অনেন
 প্রার্থিতঃ পূৰ্ব্বং যজ্ঞার্থক পুনঃপুনঃ ॥ ৩৯ ॥
 অহং ভক্তপরাধীনস্তথা সোহপি মহেশ্বরঃ।
 তেনৈব কারণেনাত্ৰ দক্ষশ্চ যজনং প্রতি ॥ ৪০ ॥
 আগতোহহং বীরভদ্র রুদ্রকোপসমুদ্ভব। অহং
 নিবারয়ামি ত্বাং ত্বং বা মাং বিনিবারয় ॥ ৪১ ॥
 ইত্যুক্তবতি গোবিন্দে প্রহস্তু স মহাভুজঃ। প্রশংসা-
 বনতো ভূহা ইদমাহ জনার্দনম্ ॥ ৪২ ॥ যথা শিব-
 স্তথা স্বং হি যথা স্বং তথা শিবঃ। সেবকাস্চ বয়ং

করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আপনি দেখেন নাই? একান্তই যদি আপনি এ যজ্ঞে যুদ্ধার্থ আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমিও আপনাকে প্রতিযুদ্ধ প্রদান করিব। বীরভদ্র এই কথা কহিয়া স্বীয় তুল্যরূপী বিষ্ণুকে প্রণামপূর্বক নিকটে গিয়া কহিল, —হে দেব! আমার নিকটে যেমন শত্রু, তেমনই তুমি, এ বিষয়ে সন্দেহ কিছুই নাই। তথাপি হে মহাভুজ! তুমি যুদ্ধকামনায় সম্মুখে অবস্থান করিতেছ। যাহা হউক, সত্যই যদি তুমি এইভাবে অবস্থান কর, তাহা হইলে আমি এমন কার্য করিব, যাহাতে তোমাকে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়। সর্বেশ্বর বিষ্ণু ধীমান্ বীরভদ্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া হস্তপূর্বক বলিলেন,—হে মহামতে! তুমি রৌদ্রতেজ হইতে জন্মিয়াছ; সুতরাং তোমার পবিত্রতা নিশ্চিতই। কি করিব? এই দক্ষ স্বীয় যজ্ঞ-রক্ষার্থ পূর্বে বারবার আমায় প্রার্থনা জানাইয়াছেন, আমি এবং মহেশ্বর উভয়েই আমরা ভক্তাধীন। এইজন্যই হে রুদ্রকোপসমুদ্ভব বীরভদ্র! অদ্য এই দক্ষযজ্ঞে আমি আসিয়াছি। আমি তোমায় নিবারণ করিব অথবা তুমিই আমায় নিবারণ কর। গোবিন্দ এই কথা কহিলে মহাভুজ বীরভদ্র বিনয়ে বিনম্র হইয়া জনার্দনকে কহিলেন,—যেমন শিব, তেমনই আপনি, যেমন আপনি, তেমনই শিব। আমরা

সর্বে তব বা শকরশ্চ ৮ ॥ ৪৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মা সৌহৃদ্যতঃ সম্প্রহস্তু ৮। ইদং বিষ্ণুর্মহাবাক্যং জগাদ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ বোধয়ন্ত মহাবাহো ময়া সাক্ষি-মশঙ্কিতঃ। তবাস্ত্রেঃ পূর্য্যমাণোহহং গচ্ছামি ভবনং স্বকম্। তথৈতুক্তা তু বীরোহসৌ বীরভদ্রো মহাবলঃ। গৃহীত্বা পরমাস্ত্রাণি সিংহনাদৈর্জগজ্জ হ ॥ বিষ্ণুশ্চাপি মহাঘোবৎ শঙ্খনাদং চকার সঃ। তচ্ছ্রুত্বা যে গতা দেবা রণং হিত্বায়ুঃ পুনঃ ॥ ৪৭ ॥ বাহুং চকুস্তদা সর্বে লোকপালাঃ সবাসবাঃ। তদেদ্বেগ হতো নন্দী বজ্রেণ শতপর্কণা ॥ ৪৮ ॥ নন্দীনা চ হতঃ শক্রদ্বিশূলেণ স্তনাস্তরে। বায়ুনা চ হতো ভৃঙ্গী ভৃঙ্গিণা বায়ুরাহতঃ ॥ ৪৯ ॥ শূলেণ সিতধারেণ সন্নদ্ধো দণ্ডধারিণা। যমেন সহ সংগ্রামং মহাকালো বলান্বিতঃ ॥ ৫০ ॥ কুবেরেণ চ সঙ্গম্য কুমাণ্ডানাং পতিঃ স্বয়ম্। বরুণেন সমং যুদ্ধং মুণ্ডশ্চৈব মহাবলঃ ॥ ৫১ ॥ যুধে পরয়া শক্ত্যা ত্রৈলোক্যং বিস্ময়ন্বিব। নৈঋতেন সমাগম্য চণ্ডশ্চ বলবত্তরঃ ॥ ৫২ ॥ যুধে পরমাস্ত্রেণ নৈঋত্যক্ বিড়ম্বয়ন্। যোগিনীচক্র-সংযুক্তো ভৈরবো নায়কো মহান্ ॥ ৫৩ ॥ বিদাধ্য

সকলে আপনার এবং শঙ্করের কিঙ্কর মাত্র। ভগবান্ অচ্যুত বিষ্ণু বীরভদ্রের সেই কথা শুনিয়া হস্তপূর্বক এই মহাবাক্য বলিলেন যে, হে মহাভুজ! তুমি আমার সহিত নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধ কর। আমি তোমার অস্ত্রে আচ্ছন্ন হইয়া স্বীয় ভবনে গমন করিব। ধীর বীরভদ্র, বিষ্ণুর বাক্যে ‘তাহাই হউক’ বলিয়া সম্মত হইলেন এবং পরমোত্তম অস্ত্রসকল গ্রহণপূর্বক সিংহনাদ করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু গভীর নির্য্যোষে শঙ্খ বাজাইলেন। যে সকল দেব রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই শঙ্খশব্দ শুনিয়া তাঁহারাও ফিরিয়া আসিলেন। ২৭—৪৭। তখন ইন্দ্রাদি লোকপালগণ বাহু নির্মাণ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র স্বীয় শতপর্ক বজ্র দ্বারা নন্দীকে আহত করিলেন। তখন নন্দীও ইন্দ্রের স্তনাস্তরে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করিলেন। বায়ু ভৃঙ্গীকে এবং ভৃঙ্গী বায়ুকে আহত করিলেন। তীক্ষ্ণধার শূল লইয়া সুসজ্জিত মহাবল মহাকাল, দণ্ডধর যমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কুবের সহ কুমাণ্ডপতি, এবং বরুণসহ মহাবল মুণ্ড যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বলবান্ চণ্ড, নিঋতিসহ পরম শক্তির্যোগে এই ত্রৈলোক্য বিস্ময়াপন্ন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। যোগিনীচক্র-সহ মহান্ ভৈরবনায়ক পরমাস্ত্র প্রয়োগে নৈঋত-

দেবানখিলান্ ধপো শোণিতমদুতম্ । ক্ষেত্রপালা-
স্তথা চাত্রে ভূতপ্রমথগুহকাঃ ॥ ৫৪ ॥ শাকিনী
ডাকিনী রোদ্রা নবদুর্গাস্থৈব চ । যোগিন্তো যাতু-
ধান্তশ্চ তথা কুমাণ্ডকাদয়ঃ । নেত্রঃ পপুঃ শোণিতঞ্চ
বুভুজুঃ পিশিতং বহু ॥ ৫৫ ॥ ভক্ষ্যমাণং তদা
সৈন্তং বিলোকা সুররাট স্বয়ম্ । বিহায়
নন্দিনং পশ্চাদ্বীরভদ্রং সমাক্ষিপৎ ॥ ৫৬ ॥ বীর-
ভদ্রো বিহায়ৈব বিষ্ণুং দেবেন্দ্রমাহিতঃ । তয়ো-
যুদ্ধমভূদ্ঘোরং বুধগ্রাহকযোঁরিব ॥ ৫৭ ॥ বীরভদ্রঃ
যদা শত্রো হস্তকামস্তরাধিতঃ । তাবচ্ছত্রং গজস্থং
হি পুরয়ামাস মার্গণৈঃ ॥ ৫৮ ॥ বীরভদ্রো ক্রবাবিষ্টো
হুর্নিবার্যো মহাবলঃ । তদেন্দ্রোহতঃ শীঘ্রং বজ্রেন
শতপর্কণা ॥ ৫৯ ॥ সগজঞ্চ সবজ্রঞ্চ বাসবং গ্রাসয়ু-
হ্যতঃ । হাহাকারো মহানাসীদু তানাং তত্র পশুতাম্ ॥
৬০ ॥ বীরভদ্রঃ তথাভূতং হস্তকামং পুরন্দরম্ ।
স্বরমাণস্তদা বিষ্ণুবীরভদ্রাগ্রহঃ স্থিতঃ ॥ ৬১ ॥ শত্রুঞ্চ
পৃষ্ঠতঃ কুহা যোধয়ামাস বৈ তদা । বীরভদ্রস্ত
বিক্ষোশ্চ যুদ্ধং পরমভূতদা ॥ ৬২ ॥ শস্ত্রাস্ত্রৈববিধা-

পক্ষকে বিতাড়িত করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন
এবং সমগ্র দেববল বিদারিত করিয়া তাহাদের
শোণিত পান করিতে লাগিলেন । ক্ষেত্রপাল, ভূত,
প্রমথ, শাকিনী, ডাকিনী, রোদ্রা, নবদুর্গা, যোগিনী,
যাতুধানী ও কুমাণ্ডকাগণ রণস্থলে গজ্জন করিতে
লাগিল, রক্ত পান করিতে লাগিল এবং প্রচুর নর-
মাংস ভোজন করিতে লাগিল । সুররাজ তদীয়
সৈন্যদিগকে ভক্ষিত হইতে দেখিয়া নন্দীকে পরি-
ত্যাগপূর্ব্বক বীরভদ্রকে আক্রমণ করিলেন । বীরভদ্র
বিষ্ণুকে ছাড়িয়া দেবেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইলেন ।
তখন মঙ্গল ও বুধগ্রহের জ্বায় তাহাদের উভয়ের
মধ্যে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । ইন্দ্র হরিত হইয়া
যৎকালে বীরভদ্রকে নিহত করিবার ইচ্ছা করিলেন,
বীরভদ্র তখনই গজাক্রট ইন্দ্রকে শরজালে আচ্ছন্ন
করিয়া ফেলিলেন । মহাবল বীরভদ্র রোবাবিষ্ট
হইয়া অতীব হুর্নিবার্য হইয়া উঠিলেন । তখন ইন্দ্র
তাঁহাকে শতপর্কময় বজ্রদ্বারা শীঘ্র আহত করিলেন ।
বীরভদ্র গজ-বজ্রসহ বাসবকে গ্রাস করিতে উদ্যত
হইলেন । তখন দর্শক প্রাণিগণের মধ্যে একটা মহান
হাহাকার ধ্বনি পড়িয়া গেল । বীরভদ্র পুরন্দরকে
সেই ভাবে নিহত করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু স্বরা-
সহকারে বীরভদ্রের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হই-
লেন এবং ইন্দ্রকে পশ্চাতে রাখিয়া তিনি বীরভদ্রসহ

কারৈর্যোধয়ামাসতুস্তদা । পুনর্নন্দিনমালোক্য শক্রো
যুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৬৩ ॥ দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুতুমুলং দেবানাং
প্রমথৈঃ সহ । প্রমথা মথিতা দেবৈঃ সর্বে তে
প্রাদ্রবন্ রণাৎ ॥ ৬৪ ॥ গণান্ পরাভুখান্ দৃষ্টা সর্বে তে
ব্যাধয়ো ভূশম্ । ক্রুদ্ধকোপাৎ সমুদ্ভূতা দেবাশ্চাপি
প্রহৃদ্রবুঃ ॥ ৬৫ ॥ জরৈস্ত পীড়িতান্ দেবান্ দৃষ্টা
বিষ্ণুইসন্নিব । জীবগ্রাহেণ জগ্রাহ দেবাংস্তাংশ্চ পৃথক্
পৃথক্ ॥ ৬৬ ॥ দেবাশ্বিনৌ তদাহু্য ব্যাবীন হস্তং
তদা ভূতিম্ । দদৌ তাভ্যাং প্রযত্নেন গণযিহা
সুবুদ্ধিমান্ ॥ ৬৭ ॥ জরাংশ্চ সন্নিপাতাংশ্চ অস্ত্রে
ভূতদ্রহস্তদা । তান্ সর্কারিগৃহীত্বা অশ্বিনৌ তৌ
মুদাধিতৌ । বিজরানথ দেবাংশ্চ কুহা মুমুদতুশ্চিরম্ ॥
৬৮ ॥ তৈজ্জিতঃ যোগিনীচক্রং তৈরবং ব্যাকুলী-
কৃতম্ । তীক্ষ্ণাগ্রেঃ পাতয়ামাসুঃ শরৈর্ভূতগণানপি ॥
৬৯ ॥ সুরৈর্বিজ্রাবিতং সৈন্তং বিলোকা পতিতং
ভূবি । বীরভদ্রো ক্রবাবিষ্টো বিষ্ণুং বচনমববীৎ ॥
৭০ ॥ হুঃ শরোহসি মহাবাহো দেবানাং পালকো

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । বীরভদ্র এবং বিষ্ণু এই
উভয়ে তখন বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল । তাঁহারা
বিবিধ শস্ত্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।
যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ ইন্দ্র নন্দীকে দেখিয়া পুনরায়
তৎসহ যুদ্ধারম্ভ করিলেন । প্রমথগণ সহ সুরগণের
তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল । দেবগণের হস্তে প্রমথ-
গণ মথিত হইয়া রণ হইতে পলায়ন করিল ॥ ৬৪ ॥
প্রমথবৃন্দকে পরাভুত দেখিয়া ক্রুদ্ধকোপজাত ব্যাধিগণ
প্রাহুর্ভূত হইল । তদর্শনে দেবগণ পলায়ন করিতে
লাগিলেন । তখন বিষ্ণু জর-পীড়িত দেবগণকে
দেখিয়া হাসিতে হাসিতে জরগণকে পৃথক পৃথক-
রূপে জীবগ্রাহে গ্রহণ করিলেন । পরে বুদ্ধিমান
বিষ্ণু অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করিয়া ব্যাধি-
বিনাশে নিযুক্ত ও বিশেষ বিবেচনার সহিত তাঁহা-
দিগের উপযুক্ত ভূতি নির্দিষ্ট করিলেন । স্বর্গবেদ্য
অশ্বিনীকুমারদ্বয় সন্নিপাত জর ও অন্তান্ত ভূত-
দ্রোহীদিগকে নিগৃহীত করিয়া আশ্বপ্রসাদ লাভ
করিলেন । তাঁহারা দেবগণকে বিজয় দেখিয়া পরম
হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন । তখন সেই ব্যাধিযুক্ত দেবগণ
সমগ্র যোগিনীচক্র পরাজিত ও তৈরবদিগকে ব্যাকু-
লীকৃত করিয়া তীক্ষ্ণাগ্র শরসমূহ দ্বারা ভূতদ্রহকে
ভূপাতিত করিলেন । বীরভদ্র স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকে
সুরগণ কর্তৃক বিজ্রাবিত ও ভূপাতিত দেখিয়া ক্রোধ-
তরে বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে মহাভূজ ! আপনি

হসি। যুধাম্ম মাং প্রযত্নেন যদি তে মতিরীদৃশী ॥
৭১ ॥ ইতুক্ষা তং সমাসাদ্য বিষ্ণুং সর্বেশ্বরেশ্বরম্ ।
ববর্ষ নিশিতৈবানৈবীরভদ্রো মহাবলঃ ॥ ৭২ ॥ তদা
চক্রেন ভগবান্ বীরভদ্রং জঘান সঃ । আয়াস্তঃ
চক্রমালোক্য গ্রসিতং তৎক্ষণাচ্চ তৎ ॥ ৭৩ ॥ গ্রসিতং
চক্রমালোকা বিষ্ণুঃ পরপুরুষঃ । মুখং তস্মৈ পরায়জ্য
বিষ্ণুনোদগিলিতং পুনঃ ॥ ৭৪ ॥ স্বচক্রমাদায় মহানু-
ভাবো দিবং গতোহথো ভুবনৈকভর্তা । জাহ্ন চ
তৎসর্গমিদং চ বিষ্ণুঃ কৃতী কৃতং হুপ্রসহং পরে-
ষাম্ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতবীরভদ্রাদীনাং বিষ্ণুদেবভিঃ সহ
যুদ্ধবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥৪॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । বিষ্ণো গতে তদা সর্বে দেবাশ্চ
ঋষিভিঃ সহ । বিনির্জিতা গণৈঃ সর্বে যে চ যজ্ঞোপ-
জীবিনঃ ॥ ১ ॥ ভৃগুঞ্চ পাতয়ামাস ঋশ্নাণাং লুপ্তনং
কৃতম্ । দ্বিজাংশ্চোপাটয়ামাস পৃথগ্ বিকৃতবি-
ক্রিয়ান্ ॥ ২ ॥ বিড়ম্বিতা স্বধা তত্র ঋষয়শ্চ বিড়ম্বিতাঃ ।

শূর ও সুরগণের পালক ; আপনার যদি মত হয়,
তবে আমার সহিত যত্নপূর্বক যুদ্ধ করুন । মহাবল
বীরভদ্র সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে এই কথা কহিয়া নিশিত
বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ভগবান্ বিষ্ণু তখন
বীরভদ্রের প্রতি চক্র নিক্ষেপ করিলেন । চক্র
আসিতেছে দেখিয়া বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাস
করিয়া ফেলিলেন । পর-পূর-বিজয়ী বিষ্ণু স্বীয় চক্র
গিলিত হইল দেখিয়া হস্ত দ্বারা বীরভদ্রের মুখ আক-
র্ষণপূর্বক তদীয় গলমধ্য হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া
লইলেন । সেই ভুবনৈকভর্তা মহানুভব বিষ্ণু
তখন স্বীয় চক্র গ্রহণ করিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করি-
লেন । তিনি কৃতী ; সমস্তই তাঁহার বিদিত ; তাই
যুদ্ধে অস্ত্রের অসাধ্য অনেক কার্য তিনি করিয়া
গেলেন । ৬৫—৭৫ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—তখন বিষ্ণু স্বর্গধামে প্রস্থান
করিলে, প্রমথগণ যজ্ঞোপজীবী ঋষিগণের সহিত
সমস্ত দেবগণকে পরাস্ত করিল । তাহার ভৃগু
ঋষিকে ভূপাতিত করিল এবং তাঁহার ঋক্ষরাজি উৎ-

বধযুক্ত পুরীবেণ বিতানাগ্নৌ ক্রবাক্ষিতাঃ ॥ ৩ ॥ অমি-
বাচ্যং তদা চক্রগুণাঃ ক্রোধসমম্বিতাঃ । অস্ত্রবেদ্যস্তর-
গতো দক্ষো বৈ মহতো ভয়াৎ ॥ ৪ ॥ তং নিলীনঃ
সমাক্রায় আনিয়া ক্রবাক্ষিতাঃ । কপোলেষু গৃহীত্বা
তং যজ্ঞেনোপহতং শিরঃ ॥ ৫ ॥ অভেদ্যং তচ্ছিরো
মহা বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্ । স্বক্কে পদ্মাং সমাক্রম্য
কন্ধরেহপীড়য়ত্তদা ॥ ৬ ॥ কন্ধরাৎ পাট্যমানাচ্চ শির-
শ্ছিন্নং তুরাশ্বনঃ । দক্ষশ্চ চ তদা তেন বীরভদ্রেণ
ধীমতা । তচ্ছিন্নঃ সুহতঃ কুণ্ডে জলিতে তৎ-
ক্ষণাতদা ॥ ৭ ॥ যে চান্ত ঋষয়ো দেবাঃ পিতরো
যক্ষরাক্ষসাঃ । গণৈরুপক্রতাঃ সর্বে পলায়নপর-
ায়ণাঃ ॥ ৮ ॥ চন্দ্রাদিত্যাগণাঃ সর্বে গ্রহনক্ষত্রতারকাঃ ।
সর্বে বিচলিতা হাসন্ গণৈস্তেহপি হ্যপক্রতাঃ ॥ ৯ ॥
সত্যলোকং গতৌ ব্রহ্মা পুত্রশোকেন পীড়িতঃ ।
চিন্তয়ামাস চাব্যগ্রঃ কিং কার্যং কার্যমদ্য বৈ ॥ ১০ ॥
মনসা দ্যুমানেন শং ন লেভে পিতামহঃ । জাহ্ন
সর্গং প্রযত্নেন হুতং তস্মৈ পাপিনঃ ॥ ১১ ॥ গমনায়

পাটন করিয়া ফেলিল । তখন সেই যজ্ঞক্ষেত্রে প্রমথ-
দিগের হস্তে পুষার দস্তরাজি উৎপাতিত হইল, স্বধা
বিড়ম্বিত হইল এবং ঋষিগণ লাক্ষিত হইলেন ।
প্রমথেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৈতান বহির অভ্যন্তরে
পুরানোৎসর্গ করিতে লাগিল । কলে কুড়কিঙ্কর
প্রমথগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তখন যে যে কার্য্য করিল, তাহা
অনির্ধচনীয়া । দক্ষ প্রজাপতি সেকালে অতীব ভীত
হইয়া যজ্ঞবেদীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিলেন ।
বীরভদ্র তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে
সেস্থান হইতে আনয়ন করিলেন এবং কপোলদেশে
গ্রহণ করিয়া তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।
প্রতাপবান্ বীরভদ্র তদীয় মস্তক অভেদ্য জানিয়া
পদদ্বারা আক্রমণ করিলেন এবং স্বক্কেদেশ ধরিয়া
নিপীড়ন করিতে লাগিলেন । স্বক্কে পাটিত হওয়ার
সেই তুরাশ্বা দক্ষের মস্তক ছিন্ন হইয়া গেল । ধীমান্
বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ তদীয় মস্তক জলিত যজ্ঞকুণ্ডে
নিক্ষেপ করিলেন । সেখানে অস্ত্র যে সকল দেব,
ঋষি, পিতৃ ও যক্ষ রাক্ষস ছিলেন, তাঁহারা প্রমথ-
গণের উপদ্রবে সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন ।
অধিক কি, প্রমথবৃন্দের উপদ্রবে চন্দ্রাদিত্য গ্রহ নক্ষত্র
তারকা প্রভৃতি বিচলিত হইয়া উঠিল । ১—১১ । ব্রহ্মা
পুত্রশোকে কাতর হইয়া সত্যলোকে গমন করিলেন ।
সেখানে গিয়া তিনি অবিচলিত-চিত্তে চিন্তা করিতে
লাগিলেন যে, এখন আমার কি কার্য্য করিয়া ?

মতিং চক্রে কৈলাসং পৰ্বতং প্রতি। হংসাক্রো
মহাতেজাঃ সৰ্বদেবৈঃ সমধিতঃ ॥ ১২ ॥ প্রবিষ্টঃ
পৰ্বতশ্রেষ্ঠঃ স দদর্শ সদাশিবম্। একান্তবাসিনং
রুদ্রং শৈলাদেন সমধিতম্ ॥ ১৩ ॥ কপদিনং শ্রিয়া
যুক্তং বেদাঙ্গানাঞ্চ দুৰ্গমম্। তথাবিধং সমালোকা
ব্রহ্মা কোভপরোহভবৎ ॥ ১৪ ॥ দণ্ডবৎ পতিতো
ভূমৌ ক্ষমাপয়িতুমদাতঃ। সম্পূর্ণস্তং পদাঙ্গঞ্চ
চতুর্ভুটকোটভিঃ। স্ততিং কর্তুং সমারেভে শিবস্ত
পরমাত্মনঃ ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ। নমো রুদ্রায় শান্তায়
ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। হং তি বিশ্বমজাং স্রষ্টা ধাতা
হং প্রপিতামহঃ ॥ ১৬ ॥ নমো রুদ্রায় মহতে নীলকণ্ঠায়
বেধসে। বিশ্বায় বিশ্ববীজায় জগদানন্দহেতবে ॥ ১৭ ॥
উক্তারবৎ বষট্কারঃ সৰ্বারম্ভপ্রবর্তকঃ। যজ্ঞোহসি
যজ্ঞকৰ্ম্মাসি যজ্ঞানাঞ্চ প্রবর্তকঃ ॥ ১৮ ॥ সৰ্বৈবাঃ যজ্ঞ-
কর্তৃণাঃ হমেব প্রতিপালকঃ। শরণ্যোহসি মহাদেব
সৰ্বৈবাঃ প্রাণিনাং প্রভো। রক্ষ রক্ষ মহাদেব
পুত্রশোকেন পীড়িতম্ ॥ ১৯ ॥ মহাদেব উবাচ।

পিতামহ পাণী দক্ষের সমস্ত তুল্যতাই বুঝিতে পারি-
লেন, বুঝিয়া দুঃখপূর্ণ-মনে কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ
হইলেন না। তখন তিনি কৈলাসগমনে অভিলাষী
হইলেন। মহাতেজা ব্রহ্মা সুরগণ-পরিবৃত ও
হংসাক্রো হইয়া পৰ্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করিলেন
এবং অবিলম্বে স্বয়ং সদাশিবকে দেখিতে পাইলেন।
দেখিলেন,—তিনি একান্তে অবস্থান করিতেছেন।
নন্দী তাঁহার নিকটে আছেন। তিনি কপদী, ত্রীমান
এবং বেদবেদাঙ্গ-সমূহের দূরধিগম। ব্রহ্মা তাঁহাকে
তদবস্থ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন, ভূতলে দণ্ডবৎ
পতিত হইয়া তাঁহার প্রসন্নতা বিধানে প্রয়াস
পাইলেন এবং মুকুট-কোট দ্বারা তদীয় পদাঙ্গুজ
স্পর্শ করিয়া পরমাত্মা শিবের স্তুতি করিতে
আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—যিনি রুদ্র,
শান্ত, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।
হে দেব! তুমি বিশ্ব-স্রষ্টাদিগেরও স্রষ্টা, তুমি
বিশ্বাতা, তুমি প্রপিতামহ; তুমি রুদ্র, মহান নীলকণ্ঠ,
বেধা, বিশ্ব, বিশ্ববীজ, ও জগদানন্দহেতু;
তোমাকে নমস্কার করি। তুমি ওক্তার, বষট্কার
ও সৰ্বারম্ভপ্রবর্তক; তুমি যজ্ঞ, যজ্ঞকৰ্ম্ম, ও যজ্ঞসমূ-
হের প্রবর্তিতা, সমস্ত যজ্ঞকর্তাদিগের তুমিই
প্রতিপালক। হে মহাদেব! হে প্রভো! তুমি
সমস্ত প্রাণিদিগের শরণ্য; হে মহাদেব! আমি
পুত্রশোক পীড়িত হইয়াছি, আমায় তুমি রক্ষা

শৃণুধাবহিতো ভূহা মম বাক্যং পিতামহ। দক্ষস্ত
যজ্ঞভক্ষোহয়ং ন কৃতশ্চ ময়া কচিৎ ॥ ২০ ॥ স্বীয়েন
কৰ্ম্মণা দক্ষো হতো ব্রহ্মস্র সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ পরেবাং
ক্লেশদং কৰ্ম্ম ন কার্য্যং তৎ কদাচন। পরমেষ্ঠিন
পরেবাং যদাশ্রয়ন্তস্তবিষ্যতি ॥ ২২ ॥ এবমুক্তা তদা
রুদ্রো ব্রহ্মণা সহিতঃ সুরৈঃ। যযৌ কনখলং তীর্থং
যজ্ঞবাটং প্রজাপতেঃ ॥ ২৩ ॥ রুদ্রস্তদা দদর্শাথ বীর-
ভদ্রেণ যৎ কৃতম্। স্বাহা স্বধা তথা পুবা ভৃগুর্মতি-
মতাং বরঃ ॥ ২৪ ॥ তদাত্ত ঋষয়ঃ সৰ্বৈ পিতরশ্চ
তথাবিধাঃ। যেহন্তে চ বহবস্তত্র যক্ষগন্ধৰ্বকিন্নরায়ঃ ॥
২৫ ॥ ত্রোটিতা লুক্কিতাশ্চৈব মৃতাঃ কেচিদ্ভগাজিরে ॥
২৬ ॥ শত্ৰুং সমাগতং দৃষ্ট্বা বীরভদ্রো গণৈঃ সহ।
দণ্ডপ্রণামসংযুক্তস্তথাবগ্রে সদাশিবম্ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্ট্বা
পুৰঃ স্থিতং রুদ্রো বীরভদ্রঃ মহাবলম্। উবাচ প্রহসন
বাক্যং কিং কৃতং বীর নবিদম্ ॥ ২৮ ॥ দক্ষমানয়
শীঘ্রং ভো যেনেদং কৃতমীদৃশম্। যজ্ঞে বিলক্ষণং তাত
যশ্চৈদং ফলমীদৃশম্ ॥ ২৯ ॥ এবমুক্তঃ শঙ্করেণ বীর-
ভদ্রস্তরাষিতঃ। কবক্ষমানরিহাথ শস্তোরগ্রে তদা-

কর, রক্ষা কর। মহাদেব কহিলেন,—হে পিতামহ!
তুমি অবহিত হইয়া মদীয় বাক্য শ্রবণ কর, দক্ষের
এই যজ্ঞভক্ষ আমি করি নাই, হে ব্রহ্ম! স্বীয়
কৰ্ম্মফলেই দক্ষ হত হইয়াছে—সন্দেহ নাই। এই
জন্তই উক্ত আছে যে, পরের ক্লেশজনক কৰ্ম্ম কদাচ
করিতে নাই। হে পরমেষ্ঠিন! পরকে যে দুঃখ
দেওয়া যায়, তাহা নিজেরই হইয়া থাকে। রুদ্র এই
কথা কহিয়া তৎকালে ব্রহ্মা এবং অন্যান্য সুরগণ সহ
প্রজাপতির যজ্ঞস্থল কনখল তীর্থে গমন করিলেন।
রুদ্রদেব সেখানে গিয়া বীরভদ্রের কৃত কার্য্য দর্শন
করিলেন। দেখিলেন,—স্বাহা, স্বধা, পুবা, ধীমান্ ভৃগু
ও অন্যান্য ঋষি এবং সমস্ত পিতৃপুরুষ ও অন্যান্য
যক্ষ-গন্ধৰ্ব-কিন্নরদিগের মধ্যে অনেকে ত্রোটিত ও
চূনীকৃত এবং কেহ কেহ সেই রণাঙ্গনে মৃতাবস্থায়
পতিত আছেন। ১০—২৬। প্রমথ-পরিবৃত বীরভদ্র
তখন শত্ৰুকে সমাগত দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্বক
তৎসমীপে অবস্থিত হইলেন। রুদ্রদেব মহাবল বীর-
ভদ্রকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া হাস্তপূর্বক বলি-
লেন,—হে বীর! তুমি এ কি করিয়াছ? হে তাত!
যিনি যজ্ঞে এ হেন বিসদৃশ ব্যবস্থা করিয়া তাহার
এইরূপ বিষম কল উৎপাদন করিয়াছেন, সেই দক্ষ-
প্রজাপতিকে শীঘ্র আনয়ন কর। শঙ্কর এই কথা
কহিলে বীরভদ্র সত্বর দক্ষের কবক্ষ আনিয়া পশুর

ক্ষিপৎ ॥ ৩০ ॥ তদোক্তঃ শঙ্করেনৈব বীরভদ্রো মহা-
মনাঃ । শিরঃ কেনাপনৌতক্ দক্ষশাস্ত্রা তুরাঙ্গনঃ ॥
৩১ ॥ দাস্তামি জীবনং বীর কুটিলশ্যাপি চাধুনা । এব-
মুক্তঃ শঙ্করেন বীরভদ্রোহব্রবীৎ পুনঃ ॥ ৩২ ॥ ময়া
শিরো হতং চাগৌ তদানীমেব শঙ্কর । অবশিষ্টং শিরঃ
শঙ্কো পশোশ্চ বিকৃতাননম্ ॥ ৩৩ ॥ ইতি জাহ্না ততো
রুদ্রঃ কবক্ষোপরি চাক্ষিপৎ । শিরঃ পশোশ্চ বিকৃত-
কূর্চযুক্তঃ ভয়াবহম্ ॥ ৩৪ ॥ স দক্ষো জীবিতং লেভে
প্রসাদাচ্ছঙ্করশ্চ চ । স দৃষ্টাগ্রে তদা রুদ্রঃ দক্ষো
লজ্জাসমবিতঃ । তুষ্টাব প্রণতো ভূহা শঙ্করং লোক-
শঙ্করম্ ॥ ৩৫ ॥ দক্ষ উবাচ । নমামি দেবং বরদং
বরেণ্যং নমামি দেবেশবরং সনাতনম্ । নমামি দেবা-
ধিপমীশ্বরং হরং নমামি শম্ভুং জগদেকবন্ধুং ॥ ৩৬ ॥
নমামি বিশেষ্বরবিশ্বরূপং সনাতনং ব্রহ্ম নিজাত্মরূপম্ ।
নমামি সর্বং নিজভাবভাবং বরং বরেণ্যং বরদং
নৃতোহস্মি ॥ ৩৭ ॥ লোমশ উবাচ । দক্ষেন সংস্কৃতো
রুদ্রো বভাবে প্রহসন্তরঃ ॥ ৩৮ ॥ হর উবাচ । চতু-
র্কিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ সদা । আর্তো
জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ দ্বিজসত্তম ॥ ৩৯ ॥ তস্মাৎ

সম্মুখে স্থাপন করিলেন । তখন শঙ্কর মহামনা
বীরভদ্রকে কহিলেন,—এই তুরাঙ্গা দক্ষের মস্তক কে
অপহরণ করিল? হে বীর! এই দক্ষ কুটিল-
প্রকৃতির হইলেও আমি এক্ষণে ইহার জীবন দান
করিব । শঙ্কর এই কথা কহিলে বীরভদ্র পুনরায়
বলিলেন,—হে শঙ্কর! আমি দক্ষের মস্তক সেই
কালেই অগ্নিতে আহুতি দিয়াছি । হে শঙ্কো! এক্ষণে
পশুর বিকৃতানন মস্তক অবশিষ্ট আছে । রুদ্র এই
ঘটনা জানিয়া দক্ষের কবক্ষোপরি পশুর কূর্চযুক্ত
বিকৃত ভীষণ শির যোজনা করিলেন । তখন শঙ্করের
প্রসাদে দক্ষ জীবন প্রাপ্ত হইলেন । তিনি রুদ্রকে
সম্মুখে দেখিয়া লজ্জিতভাবে প্রণিপাতপূর্বক লোক-
মঙ্গলকর শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন । দক্ষ
কহিলেন,—আমি বরদ, বরেণ্য, দেবেশ, সনাতন
শিবকে নমস্কার করি । যিনি দেবাধিপ, ঈশ্বর,
হর, জগদেকবন্ধু, শম্ভু, তাঁহাকে নমস্কার করি ।
যিনি বিশেষ্বর, বিশ্বরূপ, সনাতন, স্ব স্ব রূপ ব্রহ্ম,
তাঁহাকে নমস্কার করি । যিনি সর্ব, নিজভাবে
ভাবিত, বরেণ্য ও বরদ, তাঁহার পদে আমি
প্রণত হইতেছি । লোমশ কহিলেন,—দক্ষের
স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্কর হস্তপূর্বক তাঁহাকে
কহিলেন,—দেখ দক্ষ, এ সংসারে আর্ত, জিজ্ঞাসু,

জ্ঞানিনঃ সর্বে প্রিয়াঃ স্মার্যাত্ৰ সংশয়ঃ । বিনা জ্ঞানেন
মাং প্রাপ্তুং যতন্তে তে হি বালিশাঃ ॥ ৪০ ॥ কেবলং
কর্মণা হং তি সংসারাত্তর্জমিচ্ছসি ॥ ৪১ ॥ ন বেদৈশ্চ
ন দানৈশ্চ ন যজ্ঞৈস্তপসা কচিৎ । ন শত্রুবন্তি মাং
প্রাপ্তুং মুঢ়াঃ কর্মবশা নরাঃ ॥ ৪২ ॥ তস্মাজ্জ্ঞান-
পরো ভূহা কুরু কর্ম সমাহিতঃ । সুখদুঃখসমো ভূহা
সুখী ভব নিরন্তরম্ ॥ ৪৩ ॥ লোমশ উবাচ । উপ-
দিষ্টস্তদা তেন শম্ভুনা পরমেষ্ঠিনা । দক্ষং তত্রৈব
সংস্থাপ্য যযৌ রুদ্রঃ স্বপর্ষতম্ ॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মণাপি
তথা সর্বে ভূখাদ্যাশ্চ মহর্ষয়ঃ । আশ্বাসিতা বোধিতাশ্চ
জ্ঞানিনশ্চাভবন্ ক্রমাৎ ॥ ৪৫ ॥ গতঃ পিতামহো ব্রহ্মা
ততশ্চ সদনং স্বকম্ ॥ ৪৬ ॥ দক্ষোহপি চ স্বয়ং বাক্যাৎ
পরং বোধযুগাপতঃ । শিবধ্যানপরো ভূহা তপস্তপে
মহামনাঃ ॥ ৪৭ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সংসেব্যো
ভগবাক্তিবঃ ॥ ৪৮ ॥ সস্মার্ত্তজনক কুর্কন্তি নরা যে চ
শিবাস্তনে । তে বৈ শিবপুরং প্রাপ্য জগদ্বন্দ্যা ভবন্তি
চ ॥ ৪৯ ॥ যে শিবায় প্রযচ্ছন্তি দর্পণং সুমহাপ্রভম্ ।
ভবিষ্যন্তি শিবশ্রাগ্রে পার্শ্বদেহেন তে নরাঃ ॥ ৫০ ॥

অর্থার্থী ও জ্ঞানী, এই চতুর্কিধ সুকৃতিশালী
লোক সদা আমায় সেবা করে । ইহাদের মধ্যে
জ্ঞানিগণই আমার সমধিক প্রিয়পাত্র সন্দেহ
নাই । জ্ঞান বিনা যাহারা আমাকে পাইবার জন্য
প্রয়াস করে, তাহারা মূর্থ । তুমি কেবল কর্ম দ্বারাই
সংসার-সাগর পার হইবার চেষ্টা করিয়াছ । দেখ,
কর্মফল-মুঢ় নরেরা কি বেদপাঠ, কি দান, কি যজ্ঞ,
কি তপস্যা, এ সকলের কোন কিছু দ্বারাই কদাচ
আমায় প্রাপ্ত হইতে পারে না । অতএব তুমি জ্ঞান-
নিষ্ঠ হইয়া সাবধানে কর্ম কর । সুখে দুঃখে তোমার
সমভাব হউক, তুমি এইভাবে নিরন্তর সুখী হইয়া
থাক । ২৭—৪৩ । লোমশ কহিলেন,—পরমেষ্ঠী শম্ভু
এইরূপ উপদেশ দিয়া দক্ষকে সেখানে স্থাপনপূর্বক
স্বনিবাস কৈলাসশৈলে প্রস্থান করিলেন । তখন ব্রহ্মা,
ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণকে আশ্বাসিত ও প্রবোধিত
করিলেন ; তাহাতে সেই দণ্ডেই তাঁহারা জ্ঞানী হইয়া
উঠিলেন । অনন্তর পিতামহ স্বীয় ভবনে চলিয়া
গেলেন । দক্ষ সেই হইতে শিববাক্যে পরম বোধ
প্রাপ্ত হইলেন । তিনি তদবধি শিবধ্যানে নিরত
হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন । অতএব সর্বপ্রযত্নে
ভগবান্ শিবের সেবা করাই কর্তব্য । যে সকল
নর শিব-ভবন সস্মার্ত্তিত করে, তাহারাও শিবপুর
প্রাপ্ত হইয়া জগদ্বন্দীয় বন্দনীয় হইয়া থাকে । যাহারা

চামরাণি প্রযচ্ছন্তি দেবদেবস্ত শূলিনঃ । চামরৈ-
বীজ্যমানান্তে ভবিষ্যন্তি জগজ্জয়ে ॥ ৫১ ॥ দীপদানং
প্রযচ্ছন্তি মহাদেবালয়ে নরাঃ । তেজস্বিনো ভবি-
ষ্যন্তি তে ত্রৈলোক্যপ্রদীপকাঃ ॥ ৫২ ॥ ধূপং যে বৈ
প্রযচ্ছন্তি শিবায় পরমাত্মনে । যশস্বিনো ভবিষ্যন্তি
উদ্ধরন্তি কুলধ্বজম্ ॥ ৫৩ ॥ নৈবেদ্যং যে প্রযচ্ছন্তি
ভক্ত্যা হরিহরাগ্রতঃ । সিক্ধে সিক্ধে ক্রতুকলং
প্রাপ্নুবন্তি হি তে নরাঃ ॥ ৫৪ ॥ ভগ্নং শিবালয়ং যে
চ প্রকুর্যন্তি নরোত্তমাঃ । প্রাপ্নুবন্তি কলং তে বৈ
দ্বিগুণং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ নূতনং যে প্রকুর্যন্তি
ইষ্টকৈরশ্বনাপি বা । স্বর্গে হি তে প্রমোদন্তে যাব-
ন্তিষ্ঠতি নির্মলম্ । যশো ভূমৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাত্র কার্য্যা
বিচারণা ॥ ৫৬ ॥ কারয়ন্তি চ যে বিপ্রাঃ প্রাসাদং বহু-
ভূমিকম্ । শিবস্তাথ মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রাপ্নুবন্তি পরাং
গতিম্ ॥ ৫৭ ॥ শুদ্ধং ধ্বলিতং যে চ কুর্যন্তি হর-
মন্দিরম্ । স্বীয়ং পরকৃতং চাপি তেহপি যান্তি পরাং
গতিম্ ॥ ৫৮ ॥ বিতানং যে প্রযচ্ছন্তি নরাঃ সুরকৃতিনো-
হপি হি । তারয়ন্তি কুলং কুৎসং শিবলোকং গতাঃ
পুনঃ ॥ ৫৯ ॥ যে চ নাদময়ীং ঘণ্টাং নিবরন্তি শিবা-

শিবকে নির্মল দর্পণ দান করে, তাহার শিবসমীপে
তদীয় পার্শ্বদ হইয়া বিরাজ করিয়া থাকে । দেবদেব
শূলপাণিকে যাহারা চামর দান করে, ত্রিজগতে
তাহারা চামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া থাকে । মহা-
দেবের আশ্রয়ে যে সকল নর দীপ দান করে,
তাহারা তেজস্বী হইয়া ত্রৈলোক্যের প্রদীপস্বরূপ হয় ।
পরমাত্মা শিবকে যাহারা ধূপ দান করে, তাহার
যশস্বী হইয়া উভয় কুলের উদ্ধার সাধন করে । ভক্তি-
ভরে হরিহরের অগ্রে নৈবেদ্য দান করিলে মানব
পদে পদে ক্রতুকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাহারা
ভগ্ন শিবালয় সংস্কার করাইয়া দেয়, তাহার দ্বিগুণ
কল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । যাহারা ইষ্টক
বা প্রস্তর দ্বারা নূতন শিবালয় নির্মাণ করাইয়া দেয়,
তাহারা স্বর্গে গিয়া বিহার করে । হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ !
তাহাদের নির্মল যশ চিরদিন ভূতলে প্রতিভাত
হয় ; এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই । যে সকল মহাপ্রাজ্ঞ
ব্যক্তি শিবের জন্ত বহু-ভূমিক প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া
দেয়, তাহাদের পরম গতি হইয়া থাকে । যাহারা
নিজের বা পরের নির্মিত শিব-সদন বিলেপনাদি দ্বারা
ধ্বলিত করিয়া দেয়, তাহাদের পরম গতি হয় । যে
সকল সুরকৃতিশালী নর শিবকে বিতান প্রদান করে,
তাহারা কুল উদ্ধার করিয়া শিবলোকে প্রয়াণ

লয়ে । তেজস্বিনঃ কীর্তিমন্তো ভবিষ্যন্তি জগজ্জয়ে ॥
৬০ ॥ এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং চাযুপস্থতি ।
আঢ্যো বাপি দরিদ্রো বা স্মৃৎ হুঃখাং প্রযুচ্যতে ॥
৬১ ॥ শ্রদ্ধাবান ভজতে যো বা শিবায় পরমাত্মনে ।
কুল-কোটিং সমুদ্ভূতা শিবেন সহ মোদতে ॥ ৬২ ॥
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ । ঐন্দ্রহায়েশ্চ
সংবাদং যমস্ত চ মহাত্মনঃ ॥ ৬৩ ॥ পুরা কৃতযুগে
হাসীদিন্দ্রসেনো নরাধিপঃ । প্রতিষ্ঠানাদিপো বীরো
মৃগয়ারসিকঃ সদা ॥ ৬৪ ॥ অত্রক্ষ্যাঃ সদা ক্রুরঃ
কেবলাশ্রুতপঃ সদা । পরপ্রাণৈর্নিজপ্রাণান্ পুংগতি
স খলঃ সদা ॥ ৬৫ ॥ পরস্মীলম্পটোহত্যস্তং পর-
দ্রব্যে লোলুপঃ । ভ্রাক্ষণা ঘাতিতাস্তেন সুরাপশ্চ
নিরন্তরম্ ॥ ৬৬ ॥ গুরুতল্লগতোহত্যর্থং সদা সৌবর্ণ-
তক্ষরঃ । তথাভূতানুগাঃ সর্করো রাজস্বস্ত্য দুরাত্মনঃ ॥
৬৭ ॥ এবং বহুবিধং রাজ্যং চকার স দুরাত্মবান্ ।
ততঃ কালেন মহতা পঞ্চস্বং প্রাপ দূষ্মতিঃ ॥ ৬৮ ॥
তদা যাম্যেচ নীতোহসাবিন্দ্রসেনো দুরাত্মবান্ । যমা-

করিয়া থাকে । যাহারা শিবালয়ে শব্দময়ী ঘণ্টা বাধিয়া
দেয়, ত্রিজগতে তাহার তেজস্বী ও কীর্তিশালী হইয়া
থাকে । যে ব্যক্তি দিনমানের মধ্যে একবার, দুই-
বার বা তিনবার শিব সন্দর্শন করে, সে, আঢ্য কিম্বা
দরিদ্র যাহাই কেন হউক না, তাহার চিরদুঃখমুক্তি
ঘটিবেই । যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি মহাত্মা শিবের প্রতি
ভক্তিযুক্ত, সে, কুলকোটি উদ্ধার করিয়া শিবসহ
বিহার করিতে পারে । এ সম্বন্ধে মহাত্মা যম ও ইন্দ্র-
হাস্যনন্দন-ঘটিত একটি প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণরূপে
উল্লিখিত হইয়া থাকে ১৪৪—৬৩ পুরাকালে সত্যযুগে
ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা প্রতিষ্ঠানপুরীর অধিপতি
ছিলেন । তিনি বীর, সতত মৃগয়াশীল, অত্রক্ষ্যা, ক্রুর,
নিরন্তর আত্মতৃপ্তি-পরায়ণ ও নিয়ত খলস্বভাব
ছিলেন । ঐ রাজা পরের প্রাণ দ্বারা সর্বদা নিজের
প্রাণ পোষণ করিতেন । তিনি নিতান্তই পরনারীতে
লম্পট ও পরদ্রব্যে লোলুপ ছিলেন । তাহার হস্তে
বহু ভ্রাক্ষণ নিহত হইয়াছিল । তিনি অত্যন্ত সুরাপায়ী
ছিলেন । গুরুতল্ল-গমনে তাঁহার ইতস্ততঃ ছিল না
এবং সুবর্ণ অপহরণ করিতেও তিনি ক্রটি করিতেন
না । সেই দুরাত্মা রাজার যে সকল অমুচর সহচর
ছিল, তাহারাও তাঁহারই শ্রায় দুরাত্মা । ঐ দুর্বৃত্ত
রাজা এইরূপে গর্হিত বৃত্তির আশ্রয় লইয়া বহুদিন
যাবৎ রাজত্ব করে । অবশেষে কালক্রমে সেই দুর্ভাগ্য
পঞ্চক প্রাপ্ত হয় । অনন্তর যমদেবের সেই দুর্বৃত্ত

স্তিকমহুপ্রাপ্তদা রাজা সকল্যঃ ॥ ৬৯ ॥ যমেন
দৃষ্টস্তজাসাবিস্রসেনোহগ্রতঃ স্থিতঃ । অভ্যুত্থানপরো
ভূত্বা ননাম শিরসা শিবম্ ॥ ৭০ ॥ দূতান্ সন্তর্ভস্যামাস
যমো ধর্মভূতাং বরঃ । পার্শ্ববন্ধং চেলসেনং মুক্তা
প্রোবাচ ধর্মরাট্ ॥ ৭১ ॥ গচ্ছ পুণ্যতমান্ লোকান্
ভুঙ্ক রাজন্তসত্তম । যাবদিল্লশ নাকেহস্তি যাবৎ
সূর্যো নভস্তলে ॥ ৭২ ॥ পঞ্চভূতানি যাবচ্চ তাবৎ
সুখী ভব । সুকৃতী ত্বং মহারাজ শিবভক্তোহসি
নিত্যদা ॥ ৭৩ ॥ যমস্ত বচনং শ্রুত্বা ইন্দ্রসেনোহভ্য-
ভাষত । অহং শিবং ন জানামি যুগয়ারসিকো হহম্ ॥
৭৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্তা যমো ভাদ্যমভাষত ।
আহর প্রহরস্বৈতি উক্তং চেদং সদা ত্বয়া ॥ ৭৫ ॥
তেন কর্মবিপাকেণ সদা পূতোহসি মানদ । তস্মাৎ
গচ্ছ কৈলাসং পর্বতং শঙ্করং প্রতি ॥ ৭৬ ॥ এবং
সন্ত্যামাণস্তা যমস্ত চ মহাত্মনঃ । আগতাঃ শিব-
দূতাস্তে বৃষাকৃতা মহাপ্রভাঃ ॥ ৭৭ ॥ নীলকণ্ঠা দশ-
ভুজাঃ পঞ্চবক্ত্রাঙ্গিলোচনাঃ । কপর্দিনঃ কুণ্ডলিনঃ
শশাঙ্কাস্কিতমৌলয়ঃ ॥ ৭৮ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা সহসোখায়
যমো ধর্মভূতাং বরঃ । পূজয়ামাস তান্ সর্বান মহেন্দ্র-

রাজা ইন্দ্রসেনকে যমপুরে লইয়া গেল । পাপী ইন্দ্র-
সেন যমের সম্মুখে নীত হইল । যম তাহার প্রতি
দৃষ্টিপাত করিলেন । অনন্তর ধর্মধারীদিগের বরেণ্য
যম অভ্যুত্থানপূর্বক মন্তক দ্বারা শিবকে নমস্কার
এবং স্বীয় দূতগণকে ভর্ৎসনা করিলেন । ধর্মরাজ
তখন স্বয়ং ইন্দ্রসেনকে পাশমুক্ত করিয়া কহিলেন,—
হে রাজন্ ! যাও তুমি গিয়া পুণ্যতম লোকসকল ভোগ
কর । যতদিন আকাশে চন্দ্রসূর্য্য থাকিবেন এবং
যাবৎকাল পঞ্চভূত বিরাজ করিবে, ততকাল তুমি
সুখী হইয়া অবস্থান কর, হে মহারাজ ! তুমি নিত্য
শিবভক্ত সুকৃতিশালী পুরুষ । যমের কথা শুনিয়া
ইন্দ্রসেন কহিলেন,—শিব কে, তাহা আমি জানি না ;
আমি সততই যুগয়াশীল ছিলাম । যম তাঁহার কথা
শুনিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—তুমি তোমার রাজত্ব-
কালে সর্বদা ‘আহর, প্রহর,’ প্রভৃতি শব্দ করিতে ;
অর্থাৎ ঐ সকল শব্দে অংশতঃ তোমার মুখে হর নাম
উচ্চারিত হইত ; সেইজন্য তুমি পূত হইয়াছ, অতএব
হে মানদ ! কৈলাস-শৈলে শঙ্করসমীপে গমন কর ।
মহাত্মা যম এইরূপ আলাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে
শিবদূতগণ সমাগত হইলেন । ঐ দূতগণ সকলেই
বৃষাকৃত, মহাপ্রভ, নীলকণ্ঠ, দশভুজ, পঞ্চবক্ত্র,
অঙ্গিলোচন, কপর্দী, কুণ্ডলী ও সকলেই চন্দ্রাঙ্কিত-

প্রতিমাংস্তদা ॥ ৭৯ ॥ স্থরিতে নৈব তে সর্বে উচু-
র্বৈবস্বতং যমম্ । অত্রাগতো মহাভাগ ইন্দ্রসেনো-
হমিতহ্যতিঃ । নায়ঃ প্রবর্তকো নিত্যং ক্রদন্ত চ মহা-
ত্মনঃ ॥ ৮০ ॥ শ্রুত্বা চ বচনং তেবাং যমেন চ পুর-
স্কৃতঃ । ইন্দ্রসেনো বিমানস্থঃ প্রেষিতো হি শিবা-
লয়ম্ ॥ ৮১ ॥ আনীতোহয়ং তদা তৈশ্চ পার্শ্বদ-
প্রবরোত্তমৈঃ । শম্ভুনা হি তদা দৃষ্ট ইন্দ্রসেনোহমিত-
হ্যতিঃ ॥ ৮২ ॥ অভ্যুত্থায়াগতো ক্রদঃ পরিষজ্য তদা
নৃপম্ । অর্দ্ধাসনগতং কৃত্বা ইন্দ্রসেনং ততোহব্রবীৎ ॥
৮৩ ॥ কিং দাতব্যং নৃপশ্রেষ্ঠ প্রযচ্ছামি তবেষ্মিতম্ ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্ত মহেশস্ত তদা নৃপঃ । আনন্দাঙ্ক-
কণান মুঞ্চন্ প্রেয়া নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৮৪ ॥ তদা
কৃতো মহেশেন পার্শ্বদো হি মহাত্মনা । চণ্ডো নাত্মা
চ বিখ্যাতো মুণ্ডস্ত চ সখা প্রিয়ঃ ॥ ৮৫ ॥ নামো-
চ্চারণমাত্রেণ ক্রদন্ত পরমাত্মনঃ । সিদ্ধিং প্রাপ্তো হি
পাপিষ্ঠ ইন্দ্রসেনো নরাধিপঃ ॥ ৮৬ ॥ হরে হরেতি বৈ
নাত্মা শম্ভোঃ চক্রধরস্ত চ । রক্ষিতা বহবো মর্ত্যাঃ
শিবেন পরমাত্মনা ॥ ৮৭ ॥ মহেশান্নাপরো দেবো

মৌলি । ধর্মধারীদিগের বরেণ্য যম সেই মহেন্দ্র-
প্রতিম শিবদূতগণকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যু-
ত্থানপূর্বক পূজা করিলেন । তখন তাঁহার
সকলে সম্মুখে সূর্য্যানন্দন যমকে বলিলেন,—হে মহা-
ভাগ ! যিনি নিত্য নিত্য মহাত্মা ক্রদের নাম কীর্তন
করিতেন, সেই অমিতহ্যতি মহাত্মা ইন্দ্রসেন এখানে
আসিয়াছেন কি ? অনন্তর তাঁহাদের কথা শুনিয়া
যম সেই ইন্দ্রসেনকে পুরস্কৃত করিয়া বিমানযোগে
শিব-সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন । শম্ভুর প্রধান
প্রধান পারিষদগণ যখন সেই অমিতপ্রভ ইন্দ্রসেনকে
আনয়ন করিলেন, তখন শম্ভু তাঁহাকে দেখিবামাত্র
অভ্যুত্থান ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া
স্বীয় অর্দ্ধাসনে স্থাপনপূর্বক বলিলেন,—হে নৃপবর !
তোমায আমি কোন্ ইষ্টবস্তু প্রদান করিব বল ?
সেই রাজা মহেশের এই কথা শুনিয়া আনন্দাঙ্ককণা
মোচনকরত প্রেমভরে কিছুই বলিতে পারিলেন না ।
তখন মহাত্মা মহেশ তাঁহাকে স্বীয় পার্শ্বদমধ্যে পরি-
গণিত করিলেন । তিনি চণ্ড নাম ধারণপূর্বক মুণ্ডের
প্রিয় ‘সখা’রূপে বিখ্যাত হইলেন । এইরূপে
পাপাত্মা রাজা ইন্দ্রসেন পরমাত্মা ক্রদের নামো-
চ্চারণ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল । ৬৪—৮৬ ।
এ কথা নিশ্চিতই যে, হে হর ! হে হরে !
শম্ভু ও চক্রধরের এই হই নাম উচ্চারণ করিলে

দুভূতে ভুবনজয়ে । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নে পূজনীয়ঃ
সদাশিবঃ ॥ ৮৮ ॥ পট্টৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্বাপি জলৈর্বা
বিমলৈঃ সদা । করবীরৈঃ পূজ্যমানঃ শঙ্করো বরদো
ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥ করবীরাদশগুণমর্কপুষ্পং বিশিষ্যতে ।
বিভূত্যা দিকৃতং সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৯০ ॥
শিবস্ত্রাঙ্গনলয়া যা তস্মাত্তাং ধারয়েৎ সদা । তত-
দ্বিপুণ্ড্রে যৎ পুণ্যং তচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৯১ ॥
সর্বপাপহরং পুণ্যং তচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজোত্তমঃ । শ্রুত্ব
কোহপি মহাপাপো ঘাতিতো রাজদূতকৈঃ ॥ ৯২ ॥
তং ধাদিতুং সমায়াতঃ শাশিরস্ব্যপরি স্থিতঃ । নগা-
স্তরালসংলগ্না রক্ষা তস্মৈব পাপিনঃ ॥ ৯৩ ॥ ললাটে
পতিতা তস্য ত্রিপুণ্ড্রাক্তিমুদ্রা । চৈতন্তেন বিনা
তস্য দেহমাত্রৈকলয়য়া ॥ ৯৪ ॥ কৈলাসং তস্করো
নীতো রুদ্রদূতৈস্ততস্তদা । বিভূতের্মহিমানন্ত কো
বিশেষিতুমর্হতি ॥ ৯৫ ॥ বিভূত্যা মণ্ডিতাঙ্গানাং
নরানাং পুণ্যকর্মণাম্ । মুখে পঞ্চাঙ্করো যেমাং
রুদ্রাস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৬ ॥ জটাকলাপিনো যে চ

পরমাশ্রা শিব বহু মানবের রক্ষাকর্তা হন । এই
ত্রিভুবনে মহেশ অপেক্ষা অপর কোন শ্রেষ্ঠ দেব দখি
নো । অতএব সর্বপ্রযত্নে একমাত্র সদাশিবই পূজ-
নীয় । পত্র, পুষ্প, ফল, বিমল জল ও করবীর দ্বারা
শঙ্করকে পূজা করিলে তিনি বরপ্রদ হইয়া থাকেন ।
করবীর হইতে অর্কপুষ্প দশগুণ অধিক ফলজনক ।
এই চরাচর সমস্ত জগৎ শিববিভূতি হইতে নির্মিত ।
ঐ বিভূতি শিবের অঙ্গ-লগ্ন ; সুতরাং উহা সর্বদা
ধারণীয় । হে দ্বিজোত্তমগণ ! ঐ বিভূতি দ্বারা
ত্রিপুণ্ড্র করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা শ্রবণ করুন ।
বলিতে কি, ঐরূপ ত্রিপুণ্ড্র-ধারণে সর্বপাপ অপগত
ও পুণ্য উপচিহ্ন হইয়া থাকে । শ্রবণ করুন,—একদা
এক অতি বড় পাপাশ্রা তস্কর রাজরক্ষি-গণের হস্তে
নিহত হয় । ঐ নিহত তস্করকে ভক্ষণ করিবার জন্য
একটা কুকুর তাহার মস্তকোপরি আরোহণ করে ।
তখন সেই কুকুরের নখাস্তর-লগ্ন ধুলিরেখা সেই
পাপীকললাটে ত্রিপুণ্ড্রাকারে পতিত হয় । তস্করের
চৈতন্য ছিল না । কুকুর-পদের ধুলিরেখা তাহার
অচেতন দেহে ত্রিপুণ্ড্রের স্থায় সংলগ্ন হইয়াছিল মাত্র ।
তাহাতেই সেই তস্কর রুদ্র-দূতগণ কর্তৃক তৎকালে
কৈলাসে নীত হইল । অতএব বিভূতির যে কি
তাঁহা বিশেষ করিয়া কে বলিতে পারে ? যে
পুণ্যকর্ম মানবের অঙ্গ বিভূতিমণ্ডিত এবং
সতত পঞ্চাঙ্কর উচ্চারিত, তাঁহার সাক্ষাৎ

যে রুদ্রাঙ্গবিভূষণাঃ । তে বৈ মনুষ্যরূপেণ রুদ্রা
নাস্তাত্ সংশয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ তস্মাৎ সদাশিবঃ পুষ্টিঃ
পূজনীয়ো হি নিত্যশঃ । প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে চ সায়াং
সন্ধ্যা বিশিষ্যতে ॥ ৯৮ ॥ প্রাতঃ দর্শনাচ্ছতোর্নৈশ-
মেনো ব্যাপোহতি । মধ্যাহ্নে দর্শনাচ্ছতোঃ সপ্তজন্মা-
র্জিতং নুণাম্ । পাপং প্রণাশমায়াতি নিশায়াং নৈব
গণ্যতে ॥ ৯৯ ॥ শিবেতি দ্ব্যঙ্করং নাম মহাপাপ-
প্রণাশনম্ । যেবা মুখোদগতং নুণাং তৈরিদং
ধার্যতে জগৎ ॥ ১০০ ॥ শিবাঙ্গনে তু যা ভেরী
স্থাপিতা পুণ্যকর্মভিঃ । তস্মা নাদেন পূতা বৈ যে
চ পাপরতা জনাঃ । পার্শ্বগুনোহপ্যসদ্বাদাস্তেহপি
যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ১০১ ॥ পশোর্বিস্ত চ সহস্রা
চর্মণা চ শিবালয়ে । নৃভির্বা স্থাপিতা ভেরী যদঙ্গ-
মুরজাদি চ । স পশুঃ শিবসান্নিধ্যমাপ্নোত্যত্র ন
সংশয়ঃ ॥ ১০২ ॥ তস্মাত্ততঞ্চ বিততং ঘনং সুবির-
মেব চ । চামরাণি মহার্গাণি মঞ্চকাঃ শয়নানি চ ॥
১০৩ ॥ গাথাশ্চ ইতিহাসাশ্চ গায়নঞ্চ যথাবিধি ।
বহুপাদিকং শস্ত্রোঃ প্রিয়ান্যেতানি কল্পয়েৎ ॥ ১০৪ ॥
কল্পয়িত্বা চ গচ্ছন্তি শিবলোকং হি পাপিনঃ । সুধ-

রুদ্র ; এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই । যাঁহার জটাজুট-
ধাবী, ও রুদ্রাঙ্গশোভী, তাঁহার সাক্ষাৎ মনুষ্যরূপী
রুদ্র । এ বিষয়ে সংশয় কিছুই নাই । অতএব
সদাশিব নিয়তই নরগণের পূজনীয় । প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন,
এবং সায়াহ্ন, এই ত্রিবিধকাল শিবদর্শনে প্রস্তুত ।
প্রাতঃকালে শিবদর্শনে নৈশ পাপ নিরাকৃত হয়,
মধ্যাহ্নে দর্শনে সপ্ত-জন্মার্জিত পাপ প্রক্ষালিত হইয়া
যায়, আর নিশায়শে শিবদর্শনে পাপ বলিয়া কোন
কিছু গণ্য হইতেই পারে না । ‘শিব’ এই দ্ব্যঙ্কর
নাম মহাপাপের বিনাশক । ঐ নাম যাহাদের মুখ
হইতে উচ্চারিত হয়, এ জগৎ তাহাদের দ্বারাই
রক্ষিত হইয়া থাকে । যে সকল পুণ্যকর্ম মানব
শিবাঙ্গনে ভেরী স্থাপন করেন, সেই ভেরীর নাদে
পূত হইয়াও কত পাপিষ্ঠ, পার্শ্বগী, অসদ্বক্তা নরগণ
পরম গতি লাভ করে । ৮৭—১০১ । যে পশুর চর্ম্ম
দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ভেরী, যদঙ্গ ও মুরজাদি বাদ্য-
যন্ত্র শিবালয়ে স্থাপন করা হয়, নিশ্চয়, সেই পশুও
শিব-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব তত, বিতত,
ঘন, সুবির, মহার্গ চামর, শয়নমঞ্চ, গাথা, ইতিহাস এবং
বিবিধ গীতি, এ সকল যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে শঙ্কর
ক্লীতিকর হয় । অতএব এ সমস্ত কল্পনা করা
একান্তই কর্তব্য । যাহারা এই সকল কল্পনা করে,

ঋণো মহাশয়ঃ শিবপূজাবিশারদাঃ ॥ ১০৫ ॥ গুরো-
মুখাচ্চ সম্প্রাপ্ত-শিবপূজারতাশ্চ যে। শিবরূপেণ
যে বিধং পশুস্তি কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ১০৬ ॥ সম্যক্
বুদ্ধ্যা সমাচার্য বর্ণাশ্রমযুতা নরাঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া
বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চাত্তে তথা নরাঃ ॥ ১০৭ ॥ ঋপচোহপি
বরিষ্ঠঃ স শস্তোঃ প্রিয়তরো ভবেৎ। শম্ভুনাধিষ্ঠিতং
সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১০৮ ॥ তস্মাৎ সর্বং
শিবময়ং জ্ঞাতব্যং সুবিশেষতঃ। বেদৈঃ পুরাণৈঃ
শাস্ত্রৈশ্চ তথোপনিষদৈরপি ॥ ১০৯ ॥ আগমৈর্বিবিধৈঃ
শম্ভুজ্ঞাতব্যো নাত্র সংশয়ঃ। নিকামৈশ্চ সকামৈশ্চ
পূজনীয়ঃ সদাশিবঃ ॥ ১১০ ॥ লোমশ উবাচ। কথ-
য়ামি পুরাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্। নন্দী নাম পুবা
বৈশ্বো হুবন্তীপুরমাবসৎ ॥ ১১১ ॥ শিবধ্যানপবো
ভূহা শিবপূজাং চকার সঃ। নিত্যং তপোবনস্থং
হি লিঙ্গমেকং সমর্চয়ৎ ॥ ১১২ ॥ উষস্ম্যসি চোথায়
প্রত্যহং শিববল্লভঃ। নন্দী লিঙ্গার্চনরতো বভূবাতি-
শয়েন হি ॥ ১১৩ ॥ লিঙ্গং পঞ্চামৃতেনৈব যথোক্তে-
নাভ্যষেচয়ৎ। বিপ্রৈঃ সমারুতো নিত্যং বেদবেদাঙ্গ-
পারগৈঃ ॥ ১১৪ ॥ যথাশাস্ত্রেণ বিধিনা লিঙ্গার্চন-

তাহারা পাপিষ্ঠ হইলেও শিবলোকে প্রয়াণ করিয়া
থাকে। ঋহারা শিবপূজায় অভিজ্ঞ, গুরুর মুখ
হইতে ঋহারা শিবপূজা-পদ্ধতি অবগত হইয়া পূজা-
কার্যে নিরত, যে সকল কৃতনিশ্চয় পুরুষ সমস্ত বিধই
শিবরূপে দর্শন করেন এবং ঋহারা বুদ্ধিপূর্বক সদা-
চার ও বর্ণাশ্রমধর্মের সম্যক্ প্রতিপালক, সেই সকল
নর—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র বা অশ্রু যে কোন
জাতিই হউন, তাঁহারা প্রকৃত সুধর্মনিষ্ঠ মহাত্মা।
অধিক কি, শিবপূজক ঋপচ ব্যক্তিও বরিষ্ঠ ও শম্ভু-
প্রিয়। এই চরাচর জগৎ সকলই শিবাধিষ্ঠিত;
সুতরাং সমস্তই শিবময় বলিয়া জ্ঞাতব্য। বেদ,
পুরাণ, উপনিষদ ও বিবিধ আগম-বাক্যে একমাত্র
শম্ভুই জ্ঞাতব্য। এ সম্বন্ধে সংশয় কিছুই নাই।
নিকাম কিবা সকাম, সকল ব্যক্তিরই সতত শিবার্চনা
বিধেয়। লোমশ কহিলেন,—আমি এই স্থানে এক
প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি। পূর্বে অবন্তী-
পুরে নন্দী নামে এক বৈশ্ব বাস করিত। সে সর্বদা
শিবধ্যানে নিরত হইয়া শিবপূজায় নিবিষ্ট থাকিত।
তাহার তপোবনে এক শিব-লিঙ্গ ছিল। সে নিত্যই
সেই লিঙ্গার্চনা করিত। ঐ শিববল্লভ বৈশ্ব প্রত্যহ
প্রতি উষায় উত্থিত হইয়া লিঙ্গার্চনায় একান্ত নিবিষ্ট
হইত। সে নিরত বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণের

পরোহভবৎ। আপয়িত্ব ততঃ পুষ্পৈর্নানার্চয়্যসম-
ব্রিহিঃ ॥ ১১৫ ॥ মুক্তাকলৈরিন্দ্রনীলৈর্গোমেদৈশ্চ
নিরন্তরম্। বৈদূর্ধ্যৈশ্চ নীলৈশ্চ মানিক্যৈশ্চ
তথার্চয়ৎ ॥ ১১৬ ॥ এবং নন্দী মহাতাগো বহু-
শ্রুতানি চার্চয়ৎ। বিজনস্থং তদা লিঙ্গং নানাভোগ-
সমব্রিতম্ ॥ ১১৭ ॥ একদা যুগয়াসক্তঃ কিরাতো
ভূতহিংসকঃ। অবিবেকপরো ভূহা যুগয়ারসিকঃ
সদা ॥ ১১৮ ॥ পাপী পাপসমাচারো বিচরন্ গিরি-
কন্দরে। অনেকাংপদাকীর্ণে হন্তমান ইতস্ততঃ ॥
১১৯ ॥ এবং বিচরমাণোহসৌ কিরাতে ভূত-
হিংসকঃ। যদৃচ্ছয়াগতস্তত্র যত্র লিঙ্গং সুপূজিতম্ ॥
১২০ ॥ উদকং বীক্ষ্যমাণোহসৌ ভূষা পীড়িতো
ভূশম্। ততো বনে সরঃ শীঘ্রং দৃষ্ট্বা তোয়ে সমা-
বিশৎ ॥ ১২১ ॥ তীরে সংস্থাপ্য হৃষ্টায়া তৎসর্বং
যুগয়াদিকম্। গভূবোৎসর্জনং কৃহা পীহা তোয়ঞ্চ
নির্গতঃ ॥ ১২২ ॥ শিবালয়ং দদর্শাগ্রে অনেকার্চ্যা-
মণ্ডিতম্। দৃষ্টং সুপূজিতং লিঙ্গং নানারত্নৈঃ পৃথক্
পৃথক্ ॥ ১২৩ ॥ তথা লিঙ্গং সমালক্ষ্য যদা পূজাং
সমাহরৎ। রত্নানি সর্বভূতানি বিধূতানি ইতস্ততঃ ॥

সাহায্যে পঞ্চামৃত দ্বারা যথাবিধি লিঙ্গাভিব্যেক করিত
এবং যথাশাস্ত্র লিঙ্গার্চনায় নিরত হইত। অনন্তর
শিবলিঙ্গ স্নান করাইয়া ঐ বৈশ্ব নানাবিধ পুষ্প,
মুক্তাকল, ইন্দ্রনীল, গোমেদ, বৈদূর্ধ্য, নীলকান্ত ও
মানিক্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিত। মহাতাগ
নন্দী এইরূপে বহুবর্ষ যাবৎ সেই বিজনস্থ শিবলিঙ্গকে
বিবিধ ভোগ দ্বারা অর্চনা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে
একদা এক যুগয়াসক্ত ব্যাধ সেই লিঙ্গপূজাস্থানে
আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ ব্যাধ নিরত প্রাণি-
হিংসক, অবিবেক-পর, ও সর্বদাই পাপাচার। সে
বহু ঋপদ-সমাকীর্ণ গিরি-কন্দরে ইতস্ততঃ বিচরণ
করিয়া বহু প্রাণীর হত্যা করিতে করিতে ঐ
স্থানে যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিল। ব্যাধ
ভূষায় পীড়িত হইয়াছিল। সে সেই বনমধ্যস্থ
সরোবরের জল দেখিয়া শীঘ্র তাহাতে প্রবেশ
করিল। ঐ হৃষ্টায়া তাহার সমস্ত যুগয়াসামগ্ৰী
সরোবরের তীরে রাখিল এবং জলমধ্যে অবতীর্ণ
হইয়া গভূষ পরিত্যাগপূর্বক জলপানান্তে তথা
হইতে উত্তীর্ণ হইল। ১২২—১২৩। তীরে উত্তীর্ণ হই
সম্মুখে এক আশ্চর্যময় শিবালয় সন্দর্শন করিল।
সে দেখিল, পৃথক্ পৃথক্ভাবে নানা রত্নের উপহার
দিয়া কে যেন শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াছে। ব্যাধ

১২৪ ॥ স্বপনং তন্তু লিঙ্গস্ত কৃতং গণ্ডুববারিণা ।
করেণৈকেন পূজার্থং বিশ্বপত্নাশি সোহর্পয়ৎ ॥ ১২৫ ॥
দ্বিতীয়েন করেণৈব যুগমাংসং সমর্পয়ৎ । দণ্ডপ্রণাম-
সংযুক্তঃ সঙ্কল্পঃ মনসাকরোৎ ॥ ১২৬ ॥ অদ্যপ্রভৃতি
পূজাং বৈ করিষ্যামি প্রযত্নতঃ । ইং মে স্বামী চ
ভক্তোহহমদ্যপ্রভৃতি শঙ্কর ॥ ১২৭ ॥ এবং নৈয়-
মিকো হুয়া কিরাতো গৃহমাগতঃ । নন্দী দদর্শ
তৎ সর্গং কিরাতেন ইতস্ততঃ ॥ ১২৮ ॥ চিন্তাযুক্তো-
হভবন্নন্দী জাতঃ কিং ছিদ্ৰ মদা মে । কথিতানি
চ বিদ্বানি শিবপূজারতস্ত চ । উপস্থিতানি
তাশ্চেব মম ভাগ্যবিপর্যয়াৎ ॥ ১২৯ ॥ এবং
বিযুক্ত স্মৃতিরং প্রকাল্য শিবমন্দিরম্ । যথা-
গতেন মার্গেণ নন্দী স্বগৃহমাগতঃ ॥ ১৩০ ॥ ততো
নন্দিনমাগত্য পুরোধা গতমানসম্ । অববীক্ষচনং
তন্তু কংসাং গতমানসঃ ॥ ১৩১ ॥ পুরোহিতং
প্রতি তদা নন্দী বচনমব্রবীৎ ॥ ১৩২ ॥ অদ্য দৃষ্টং
ময়া বিপ্র অমেধ্যং শিবসন্নিধৌ । কেনেদং কারিতং

তদর্শনে লিঙ্গপূজার আয়োজন করিল। সে ঐ
সময় তত্রত্য উপহারীকৃত রত্ননিচয় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া
কেনিল। অতঃপর সে নিজে লিঙ্গপূজায় প্রবৃত্ত
হইল। ব্যাধ তাহার গণ্ডুব-বারি দ্বারা সেই লিঙ্গের
স্বপন করিল। এক হস্তে রাশি রাশি বিশ্বপত্র অর্পণ
করিতে লাগিল এবং অন্য হস্ত দ্বারা যুগমাংস অর্পণ
করিল। এইরূপে পূজা করিয়া সে শিবলিঙ্গসমীপে
দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্বক মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া
কহিল,—আমি অদ্য হইতে সযত্নে শিবপূজা করিব।
হে শঙ্কর! অদ্য হইতে তুমি আমার স্বামী এবং
আমি তোমার ভক্ত। সেই কিরাতে এই প্রকার
নিয়ম করিয়া স্বীয় গৃহে আগমন করিল। কিরাতে
যেভাবে পূজা করিয়া আসিল, নন্দী আসিয়া
সে সকলই প্রত্যক্ষ করিল। তখন নন্দী চিন্তা
করিতে লাগিল,—এ কি হইল? আমার শিবপূজায়
কি কোন ছিদ্ৰ হইয়াছে? কথিত আছে, শিবপূজায়
নিবিষ্ট ব্যক্তির বহু বিষ উপস্থিত হইয়া থাকে।
আমার ভাগ্যবিপর্যয়ে সেই সকল বিষই কি এখন
উপস্থিত হইল? নন্দী এইরূপে অনেককণ চিন্তা
করিয়া শিবমন্দির প্রকালনপূর্বক নির্দিষ্ট পথে
গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনন্তর নন্দীর পুরোহিত
নন্দীকে ভয়মনা দেখিয়া কহিলেন,—কেম তুমি এরূপ
বিষম হইয়াছ? নন্দী পুরোহিতকে বলিল,—
হে বিপ্র! অদ্য আমি শিব-সন্নিধানে অমেধ্য বস্তু

তন্তু ন জানামি কথঞ্চন ॥ ১৩৩ ॥ ততঃ পুরোধা
বচনং নন্দিনং চাববীক্ষদা । যেন বিশ্বলিতং তন্তু
রত্নাদীনাং প্রপূজনম্ । সোহপি মুঢ়ো ন সন্দেহঃ
কার্য্যাকার্য্যে মন্দবীঃ ॥ ১৩৪ ॥ তস্মাচ্চিন্তা ন কর্তব্য
ইয়া অগুরপি প্রভো । প্রভাতে চ ময়া সর্গং গম্যতাং
তচ্ছিবালয়ম্ ॥ ১৩৫ ॥ নিরীক্ষগার্থং দৃষ্টস্ত তৎ কার্য্যং
বিদধামাহম্ । এতচ্ছুহা তু বচনং নন্দী তন্তু
পুরোধসঃ । আহ্বিতঃ স্বগৃহে নক্তং দূয়মানেন চেতসা ॥
১৩৬ ॥ তস্মাৎ রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামাহুয় চ পুরো-
ধসম্ ॥ ১৩৭ ॥ গতঃ শিবালয়ং নন্দী সমং তেন
মহাশয়না । ততো দৃষ্টং পূর্ষদিনে কৃতং তেন হুয়া-
শয়না ॥ ১৩৮ ॥ সমাক্ প্রপূজনং কুহা নানারত্নপরি-
চ্ছদম্ । পঞ্চোপচারসংযুক্তং চৈকাদশরিতং তথা ॥
১৩৯ ॥ অনেকস্মৃতিভিঃ শুভা গিরিশং ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।
তদা যামদ্বয়ং জাতং সূয়মানস্ত নন্দিনঃ ॥ ১৪০ ॥
আয়াতো হি মহাকালস্তথারূপো মহাবলঃ । কাল-
রূপো মহারৌদ্রো ধনুস্পাণিঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৪১ ॥
তং দৃষ্টা ভয়বিব্রস্তো নন্দী স বিললাপ হ । পুরোধা-

দেখিয়াছি; কে যে এই কার্য্য করিল, তাহা আমি
কিছুই জানি না। তখন পুরোহিত নন্দীকে বলি-
লেন,—তুমি রত্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া আসিয়াছ;
ঐ সকল পূজাদ্রব্য, যে ব্যক্তি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া
কেলিয়াছে, সে মুঢ়, সন্দেহ নাই। কার্য্যাকার্য্যে
তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয়
না। অতএব হে প্রভো! তুমি এ সম্বন্ধে
অগুরপি চিন্তা করিও না। রাত্রি প্রভাতে তুমি
সেই দৃষ্টের কৃত কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য
আমার সহিত শিবালয়ে গমন করিবে। তার পর
যেরূপ হয়, আমি তাহার বিধান করিব। নন্দী
পুরোহিতের এই কথা শুনিয়া ভয়মনে স্বীয় গৃহে
রাত্রি যাপন করিল। ১২৩—১৩৬। রাত্রি প্রভাতে
পুরোধাকে ডাকিয়া তৎসহ পুনরায় শিবালয়ে গমন
করিল। তৎপূর্ব দিনে হুয়ায়া ব্যাধ যাহা করিয়া
আসিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হইল।
অনন্তর নন্দী নানা রত্নের উপহার দিয়া একা-
দশবিধ অভিব্যেক সহকারে পঞ্চোপচারে সমাক
শিবপূজা সমাধা করিল এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত
গিরিশকে নানা প্রকার স্তুতিভক্তি করিল। এদিন
নন্দীর স্তবে প্রায় দুই প্রহর কাল কাটিয়া গেল।
ইত্যবসরে এক মহাকালরূপী মহাবল ভীষণ পুরুষ
ধনুর্ধারণপূর্বক সেই দিকে আসিতে লাগিল।

শৈব সহস্রা তদ্বীতস্তদাভবৎ ॥ ১৪২ ॥ কিরাতেন
কৃতং তত্র যথাপূর্বমবিস্থলম্ । তাং পূজাং প্রপদা-
হত্য বিশ্বপত্রং সমর্পয়ৎ ॥ ১৪৩ ॥ স্পন্দনং তস্মৈ কৃৎস্না
চ ততো গণ্ডুযবারিণা । নৈবেদ্যং তৎ পলং চৈব
কিরাতঃ শিবমর্পয়ৎ ॥ ১৪৪ ॥ দণ্ডবৎ পতিতো ভূমা-
বুখ্যায় স্বগৃহং গতঃ । তদ্বৃষ্টা মহদাশ্চর্য্যং চিস্তয়ামাস
বৈ চিরম্ ॥ ১৪৫ ॥ পুরোধসা সহ তদা নন্দী ব্যাকুল-
চেতসা । তেন চাকারিতা বিপ্রা বহবো বেদবাদিনঃ ॥
১৪৬ ॥ নিবেদ্য তেষু তৎ সর্কং কিরাতেন চ যৎ
কৃতম্ । কিং কার্য্যমথ ভো বিপ্রাঃ কথ্যতাঞ্চ যথা-
তথম্ ॥ ১৪৭ ॥ সম্প্রদর্শ্য ততঃ সর্কে মিলিতা ধর্ম্ম-
শাস্ত্রতঃ । উচুঃ সর্কে তদা বিপ্রা নন্দিনঃ চাঁতি-
শক্তিমনম্ ॥ ১৪৮ ॥ ইদং বিশ্বং সগুণপন্নং চূর্ণিবর্ধ্যং
সুরৈরপি । তস্মাদানয় লিঙ্গং হং স্বগৃহং বৈশ্ণ-
বসুতম ॥ ১৪৯ ॥ তথেষি মন্ত্রাসৌ নন্দী শিবশ্রোত্র-
পাটিনং তদা । কৃৎস্না স্বগৃহমানীয় প্রতিষ্ঠাপা যথা-
বিধি ॥ ১৫০ ॥ সুবর্ণপীঠিকাং কৃৎস্না নবরত্নসুশোভি-

তদর্শনে নন্দী ভীতিবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে
লাগিল এবং পুরোহিতও ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন ।
কিরাত পূর্ব দিন যাহা করিয়াছিল, এ দিনও অশ্ব-
নিতভাবে তাহাই করিল । নন্দী যে সকল সামগ্রী
দিয়া পূজা করিয়াছিল, তাহা সে পদাগ্র দ্বারা ঠেলিয়া
কেলিয়া নিজে লিঙ্গোপরি বিশ্বপত্র দান করিতে
লাগিল । অনন্তর গণ্ডুযবারি দ্বারা স্নান করাইয়া
সেই কিরাত মাংস দ্বারা শিবকে নৈবেদ্য নিবেদন
করিয়া দিল । অনন্তর দণ্ডবৎ পতিত ও ভূতল
হইতে উত্থিত হইয়া স্বীয় গৃহে প্রস্থিত হইল । নন্দী
পুরোহিতের সহিত ব্যাকুলচিত্তে সেই মহাশচর্য্য
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বহুকাল চিন্তা করিল এবং
পরক্ষণে বহু বেদবাদী ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া
আনিল । অনন্তর তাঁহাদের নিকট কিরাত-কৃত
সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিয়া নন্দী কহিল,—হে বিপ্র-
গণ! আমি এক্ষণে কি করিব? তাহা আপনারা
যথায়থ বলিয়া দিন । এই কথার পর ব্রাহ্মণেরা
সকলে মিলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাপূর্বক শঙ্কিত-
চিত্ত নন্দীকে কহিলেন,—এই যে বিশ্ব উপস্থিত
হইয়াছে, সুরগণও ইহা নিবারণ করিতে অক্ষম ।
অতএব হে বৈশ্ণবসুতম! তুমি স্বীয় গৃহে লিঙ্গ আনয়ন
কর । নন্দী তাঁহাদের ঐ আদেশই শিরোধার্য্য
করিয়া শিবলিঙ্গ উপাটনপূর্বক স্বগৃহে আনিয়া
যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন । তিনি নবরত্ন-মণ্ডিত

তাম্ । উপচারৈরনৈকৈশ্চ পূজয়ামাস বৈ তদা ॥
১৫১ ॥ অথাপরেত্বারায়াতঃ কিরাতঃ শিবমন্দিরম্ ।
যাবদ্বিলোকয়ামাস লিঙ্গমৈশং ন দৃষ্টবান্ ॥ ১৫২ ॥
মৌনং বিহার সহসা হ্যাক্রোশগ্নিদমব্রবীৎ । হে শস্ত্রো
ক গতোহসি হং দর্শয়ান্মানমদ্য বৈ ॥ ১৫৩ ॥ ন
দৃষ্টোহসি ময়া হং হি তাজামাদ্য কলেবরম্ । হে
শস্ত্রো হে জগন্নাথ ত্রিপুরাস্তকর প্রভো ॥ ১৫৪ ॥
হে রুদ্র হে মহাদেব দর্শয়ান্মানমাশ্রনা ॥ ১৫৫ ॥ এবং
সাক্ষেপমধুরৈর্বাচৈক্যঃ কিশ্তঃ সদাশিবঃ । কিরাতেন
ততো রঞ্জিবীরোহসৌ জঠরং স্বকম্ ॥ ১৫৬ ॥ বিভে-
দাশু ততো বাহুনাশ্ফোট্যেব ক্রবাব্রবীৎ । হে শস্ত্রো
দর্শয়ান্মানং কুতো মাং ত্যজ্য যাস্তসি ॥ ১৫৭ ॥ ইতি
ক্ৰিয়া ততোহস্থানি মাংসমুৎকৃত্য সর্কতঃ । তস্মিন
গর্ভে করেণৈব কিরাতঃ সহস্রাক্ষিপৎ ॥ ১৫৮ ॥ স্বহং
চ হৃদয়ং কৃৎস্না সগ্নৌ তৎসবসি ক্রবম্ । তথৈব জন-
মানীয় বিশ্বপত্রং হরারিতঃ ॥ ১৫৯ ॥ পূজয়িত্বা যথা-
শ্রায়ঃ দণ্ডবৎ পতিতো ভূবি ॥ ১৬০ ॥ ধ্যানস্থিত-
স্ততস্তত্র কিরাতঃ শিবসন্নিধৌ । প্রাহুর্ভূতস্তদা রুদ্রঃ

সুবর্ণপীঠিকা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং অনেক
উপচার দ্বারা তৎকালে শিবলিঙ্গের অর্চনা করি-
লেন । অনন্তর পরদিন সেই কিরাত যথাসময়ে
শিবমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল । কিন্তু মন্দির-
মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই শৈব লিঙ্গ আর দেখিতে
পাইল না । তখন সে সহসা মৌনভাবে পরিত্যাগ
করিল এবং কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া কহিল,—
হে শস্ত্রো! তুমি কোথায় গিয়াছ? অদ্য আমায়
দর্শন দান কর । আমি যদি অদ্য তোমায় না দেখিতে
পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এ কলেবর পরিত্যাগ
করিব । হে শস্ত্রো! হে জগন্নাথ! হে ত্রিপুরাস্তক! হে
রুদ্র! হে মহাদেব! তুমি নিজেই নিজেকে দেখাইয়া
দাও । ১৩৭—১৫৫ । এইরূপ আক্ষেপ-মধুর বাক্য
বলিয়া সেই কিরাত সদাশিবকে দর্শনদানে উন্তে-
জিত করিতে লাগিল । অতঃপর উদ্ধাম অমুরাগ-
ভরে বীর বাধ স্বীয় জঠর ভেদ করিল এবং
ক্রোধের সহিত বাহুনাশ্ফোটন করিয়া কহিল,—
হে শস্ত্রো! তুমি তোমার স্বরূপ প্রদর্শন করাও ।
আমাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইবে? এই
বলিয়া কিরাত স্বীয় অঙ্গমাংস কর্তন করিয়া ইন্দ্ৰ দ্বারা
সহসা সেই গর্ভে নিক্ষেপ করিল এবং স্বীয় হৃদয়
সুস্থ করিয়া তদ্রূপ সর্বোবরে স্নান করিল । অনন্তর
পূর্বের স্থায় ব্যগ্রভাবে বিশ্বপত্র ও জল আনয়ন

প্রমথঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৬১ ॥ কর্পূরগৌরো দ্ব্যতি-
মান্ কর্পদৌ চন্দ্রশেখরঃ । তং গৃহীত্ব করে রুদ্র উবাচ
পরিসাঙ্কয়ন ॥ ১৬২ ॥ ভো ভো বীর মহাপ্রাজ্ঞ মদ-
ভক্তোহসি মহামতে । বরং কৃণীষ্যামহিতং যন্তেহভি-
লষিতং মহৎ ॥ ১৬৩ ॥ এবমুক্তঃ স রুদ্রেণ মহাকালো
মুদাষিতঃ । পপাত দণ্ডবদ্ধুমৌ ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥
১৬৪ ॥ ততো রুদ্রং বভাষে স বরং সম্প্রার্থয়ামাহম্ ।
অহং দাসোহস্মি তে রুদ্র ত্বং মে স্বামী ন সংশয়ঃ ॥
১৬৫ ॥ এতদ্বাক্যান্নো ভক্তিং দেহি জন্মনি জন্মনি ।
ত্বং মাতা চ পিতা ত্বঞ্চ ত্বং বন্ধুচ সখা হি মে ॥ ১৬৬ ॥
ত্বং গুরুত্বং মহামন্তো মন্তবেদ্যোহসি সর্বদা । তস্মা-
দ্বদপরং নাশ্তত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ॥ ১৬৭ ॥ নিকামঃ
বাক্যমাকর্ণ্য কিরাতস্ত তদা ভবঃ । দদৌ পার্শ্বদ-
মুখ্যং দ্বারপালত্বমেব চ ॥ ১৬৮ ॥ তদা ডমরুনাদেন
নাদিতং ভুবনত্রয়ম্ । ভেরীভাঙ্কারশব্দেন শঙ্খানাং
মিনদেন চ ॥ ১৬৯ ॥ তদা তুন্দুভযো নেহুঃ পটহাশ্চ

করিয়া যথায়থ অর্চনাপূর্বক ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত
হইল। অনন্তর কিরাত শিব সন্নিধানে ধ্যানস্থ
হইয়া রহিল। এই সময় প্রমথ-পরিবৃত রুদ্র
প্রাহৃত্ত হইলেন। তাঁহার আকার কর্পূরবৎ
গৌরবর্ণ ও প্রভাসমণ্ডিত; তিনি কর্পদৌ চন্দ্রশেখর-
রূপে বিরাজিত। এবমুত রুদ্র সেই কিরাতকে
কর দ্বারা গ্রহণ করিয়া সাস্ত্রনা দানপূর্বক বলিলেন,—
হে মহামতে! মহাপ্রাজ্ঞ, বীর! তুমিই আমার
ভক্ত, অতএব তোমার যাগ মনোভীষ্ট বর, তাহা
তুমি বরণ কর। রুদ্র এই কথা কহিলে মহাকালরূপী
ব্যাধ মুদাষিত ও পরম ভক্তিমুক্ত হইয়া ভূতলে
দণ্ডবৎ পতিত হইল। অনন্তর রুদ্রদেবকে সে
বলিল,—হে প্রভো! আমি আপনার নিকট বর
প্রার্থনা করিতেছি। হে রুদ্র! আমি আপনার
দাস আর আপনি আমার প্রভু; এ বিষয়ে সন্দেহ
মাত্র নাই। আপনি ইহা বুঝিয়া জন্মে জন্মে আমার
সাহায্যে আপনার প্রতি ভক্তি হইতে পারে,
আমাকে সেইরূপই বর প্রদান করুন। হে দেব! তুমি
মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা, তুমি গুরু,
তুমি মন্ত-বেদ্য এবং তুমি মহামন্ত। তোমা হইতে
অন্ত আর কিছুই ত্রিভুবনে নাই। ভগবান ভব
কিরাতের নিকট নিকাম বাক্য শ্রবণ করিয়া তাকে
বীর প্রদান পার্শ্বদ ও দ্বারপালের পদ প্রদান
করিলেন। তখন ডমরুনাদে, ভেরীভাঙ্কার রবে ও
শঙ্খশব্দে ত্রিভুবন মিনাদিত হইয়া উঠিল। ঐ সময়

সহস্রশঃ । নন্দী তং নাদমাকর্ণ্য বিশ্বদ্বারব্রিতে
যযৌ ॥ ১৭০ ॥ তপোবনং যত্র শিবঃ স্থিতঃ প্রমথ-
সংবৃতঃ । কিরাতো হি তথা দৃষ্টো নন্দিনা চ তদা
ভূশম্ ॥ ১৭১ ॥ উবাচ প্রথিতো বাক্যং স নন্দী
বিশ্বদ্বারব্রিতঃ । কিরাতং স্তোতুকামোহসৌ পরমেন
সমাধিনা ॥ ১৭২ ॥ ইহানীতত্বয়া শত্ৰুত্বং ভক্তোহসি
পরন্তপ । ত্বং ভক্তোহহমিহ প্রাপ্তো মাং নিবেদয়
শকরে ॥ ১৭৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মা কিরাতত্বরয়া-
স্থিতঃ । নন্দিনঞ্চ করে গৃহ শকরং সমুপাগতঃ ॥
১৭৪ ॥ প্রহস্তু ভগবান্ রুদ্রঃ কিরাতং বাক্যমববীৎ ।
কোহয়ং ত্বা সমানীতো গণানামীহ সন্নিধৌ ॥ ১৭৫ ॥
কিরাত উবাচ । বিজ্ঞপ্তোহসৌ কিরাতেন শকরো
লোকশকরঃ । তব ভক্তঃ সদা দেব তব পূজারতো
হসৌ ॥ ১৭৬ ॥ প্রত্যহং রত্নমাণিক্যৈঃ পুষ্পৈশ্চোচ্চা-
বীচৈরপি । জীবিতেন ধনেনাপি পূজিতোহসি ন
সংশয়ঃ ॥ ১৭৭ ॥ তস্মাজ্জানীহি মন্নিত্রঃ নন্দিনঃ
ভক্তবৎসল ॥ ১৭৮ ॥ মহাদেব উবাচ । ন জানামি
মহাভাগ নন্দিনঃ বৈশ্ণবচর্চিতম্ । ত্বং মে ভক্তঃ

সহস্র সহস্র তুন্দুভি ও পটহ ধ্বনিত হইতে লাগিল।
নন্দী সেই বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া যথায় প্রমথ-
পরিবৃত শিব অবস্থান করিতেছিলেন, সেই তপোবনে
সবিশ্রমে সহর গমন করিল। সেখানে গিয়া
নন্দী কিরাতকেও দেখিতে পাইল এবং বিস্মিত
হইয়া উক্তম সমাধিযোগে কিরাতকে স্তব করিবার
অভিপ্রায়ে বিনীতভাবে কহিতে লাগিল,—হে পর-
ন্তপ। তুমিই শত্রুর প্রকৃত ভক্ত; তুমি শত্রুকে এখানে
আনয়ন করিয়াছ; অতএব তুমিই শত্রুর ভক্ত
বাক্তি, আমি যে এখানে আসিয়াছি, ইহা তুমিই
শত্রুর নিকট নিবেদন কর। কিরাত সেই কথা
শ্রবণ করিয়া সহর সেই নন্দীকে করে ধারণপূর্বক
শকরসমীপে গমন করিল। ১৫৬—১৭৪। তখন ভগ-
বান্ রুদ্র হস্তপূর্বক কিরাতকে কহিলেন,—এই
মদীয়গণের সমীপে কাহাকে তুমি আনয়ন করিয়াছ?
এই কথার পর কিরাত লোকশকর শকরকে সমস্ত
ঘটনা জানাইলেন এবং বলিলেন,—হে দেব! এই
ব্যক্তি সর্বদা তোমারই ভক্ত এবং তোমারই
পূজায় নিরত; নানা রত্ন, মাণিক্য, উচ্চাবচ
পুষ্প, ধন এমন কি জীবন প্রদান করিয়াও
তোমার পূজা করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে
ভক্তবৎসল! অতএব এই নন্দীকে আমার মিত্র
বলিয়াই আপনি বিদিত হইবেন। মহাদেব

সখা চেতি মহাকাল মহামতে ॥ ১৭৯ ॥ উপাধিরহিতা
যে চ যেহপি চৈব মনস্বিনঃ। তেহতীব মে প্রিয়া
ভক্তান্তে বিশিষ্টা নরোক্তমাঃ ॥ ১৮০ ॥ কিরাত উবাচ।
তব ভক্তো হুং তাত স চ মে প্রিয়কৃতরঃ। তাবুভৌ
স্বীকৃতৌ তেন পার্শদদ্বয়েন শম্বুনা ॥ ১৮১ ॥ ততো
বিমানানি বহুনি তত্র সমাগতাশ্চৈব মহাপ্রভাণি।
কিরাতবর্ষণে স বৈশ্ববর্ষা উদ্ধারিতস্তেন মহাপ্রভেণ ॥
১৮২ ॥ কৈলাসং পর্বতং প্রাপ্তৌ বিমানৈর্বেগবত্ৱৈঃ।
সাক্ষ্যমেব সম্প্রাপ্তাবীশ্বরেণ মহামুনা ॥ ১৮৩ ॥ নীরা-
জিতো গিরিজয়া শিবেন সহিতৌ তদা। উবাচেদং
ততো দেবী প্রহস্তু গজগামিনী ॥ ১৮৪ ॥ যথা হুং হি
মহাদেব তথা চৈতৌ ন সংশয়ঃ। স্বরূপেণ চ গত্যা
চ হান্তভাবৈঃ সুপূজিতৌ ॥ ১৮৫ ॥ ময়া হুমেক
এবাসীঃ সেবিতৌ বৈ ন সংশয়ঃ। দেব্যাস্তদ্বচনং
শ্রুত্বা কিরাতো বৈশ্ব এব চ ॥ ১৮৬ ॥ সদাঃ পরাঃ
সুখৌ ভূত্বা শঙ্করস্ত চ পশুতঃ। ভবাবস্থকম্পো
চ ভবতা হি ত্রিলোচন ॥ ১৮৭ ॥ তব দ্বারি স্থিতৌ

কহিলেন,—হে মহাভাগ! আমি বৈশ্বজাতীয়
নন্দীকে জানি না; হে মহামতে, মহাকাল! তুমি
আমার ভক্ত এবং সখা; ঠাঁহার সর্বোপাধি-বর্জিত
মনস্বী পুরুষ, ঠাঁহারাই আমার প্রিয় ভক্ত এবং
ঠাঁহারাই বিশিষ্ট পুরুষশ্রেষ্ঠ। কিরাত কহিল,—হে
তাত! আমি তোমার ভক্ত এবং এই নন্দী আমার
প্রিয় সখা। তৎশ্রবণে শম্বু তখন সেই কিরাত ও
নন্দী এই উভয়েই স্বীয় পার্শদদ্বয়ে পরিগণিত
করিয়া লইলেন। অনন্তর সেখানে মহোজল
বিমানশ্রেণী সমাগত হইল। মহানুভব কিরাত
কর্তৃক সেই বৈশ্ববর্ষা উদ্ধারিত হইলেন।
ঠাঁহার উভয়ে বেগগামী বিমানযোগে কৈলাস
শৈলে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া মহাত্মা
মহেশ্বরের সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইলেন। তখন গিরিজা
শিবসহ ঠাঁহাদিগকে নীরাজিত করিলেন। অনন্তর
সেই গজগামিনী দেবী হস্তপূর্বক বলিলেন,—হে
মহাদেব! যেমন তুমি, তেমন ইহার দুই জন;
ইহাতে সন্দেহ কিছুই নাই। কি সাক্ষ্য, কি গতি-
ভঙ্গী, কি হস্ত, কি আকার-ইঙ্গিত, সর্বপ্রকারেই
ইহার তোমার আয় সুশোভিত। যাহা হউক,
আমি কিন্তু নিশ্চয়ই কেবল তোমাকেই সেবা
করিতে আসিয়াছি। দেবীর সেই কথা শুনিয়া
কিরাত এবং বৈশ্ব উভয়েই তৎক্ষণাৎ শঙ্করাগ্রে
পরামুখ হইয়া কহিল,—হে দেব ত্রিলোচন! আমরা

নিত্যং ভবাবস্থে নমো নমঃ ॥ ১৮৮ ॥ তয়োর্জীবং স
ভগবান্ বিদিত্বা প্রহসন্ ভবঃ। উবাচ পরয়া ভক্ত্যা
ভবতোরস্ত বাঙ্কিতম্ ॥ ১৮৯ ॥ তদা প্রভৃতি
তাবেতৌ দ্বারপালৌ বভূবুঃ। শিবদ্বারি স্থিতৌ
বিপ্রা মধ্যাহ্নে শিবদর্শিনৌ ॥ ১৯০ ॥ একো নন্দী
মহাকালো দ্বাবেতৌ শিববল্লভৌ। উচতুস্তৌ মুদা-
যুক্তাবেক এব সদাশিবঃ ॥ ১৯১ ॥ একাঙ্গুলিঃ
সমুদ্ভূতা মহাদেবোহভ্যভাষত। তথা নন্দী উবাচেদ-
মুদ্ভূতা স্বাঙ্গুলিদ্বয়ম্ ॥ ১৯২ ॥ এবং সংজ্ঞাষিতৌ
দ্বারি তিষ্ঠতস্তৌ মহামুনাঃ। শঙ্করস্ত মহাভাগাঃ
শুশ্রুত্ব ঋষয়ো হুমী ॥ ১৯৩ ॥ শৈলাদেন পুরা প্রোক্তং
শিবধর্ম্মমনস্তকম্। প্রাণিনাং কৃপয়া বিপ্রাঃ সর্বৈবাং
দুঃকৃতান্যনাম্ ॥ ১৯৪ ॥ যে পাপিনোহপ্যধর্ম্মিষ্ঠা অহ্মা
মুকাশ্চ পঙ্গবঃ। কুলহীনা দুরাহ্মানঃ স্বপচা অপি
মানবাঃ ॥ ১৯৫ ॥ যাদৃশান্তাদৃশাশ্চাত্তে শিবভক্তি-
পূরকৃতাঃ। তেহপি গচ্ছন্তি সারিধ্যং দেবদেবস্ত
শূলিনঃ ॥ ১৯৬ ॥ লিঙ্গং সিকতাময়ং যে পূজয়ন্তি

আপনার অনুকম্পাই হইতে ইচ্ছা করি। আমরা
আপনার দ্বারপাল হইয়াই নিত্য অবস্থান করিব।
হে দেব! তোমায় আমাদের পুনঃপুন নমস্কার।
ভগবান্ ভব তাহাদের অভিপ্রায় বিদিত হইয়া
বলিলেন, তোমাদের পরম ভক্তিগুণে বাঙ্কিত
বিষয় সিন্ধু হউক। মহাদেব এই কথা কহিলে
সেই দিন হইতেই কিরাত এবং বৈশ্ব ঠাঁহার দ্বার-
পালপদে বিরাজ করিতে লাগিল। হে বিপ্রগণ!
শিবের দ্বারদেশে থাকিয়া তখন হইতে তাহার
প্রতি মধ্যাহ্নে শিবদর্শন লাভ করিতে লাগিল।
নন্দী এবং মহাকাল এই উভয়েই শিববল্লভ;
ঠাঁহার প্রীতিভরে বলিতে লাগিল, আমরা উভয়েই
সেই এক সদাশিব বৈ আর কিছুই নহি। তখন
মহাদেব একটা অঙ্গুলি উন্নত করিয়া বলিলেন
এবং নন্দী তাহার দুই অঙ্গুলী উন্নত করিয়া
বলিল। এইরূপ সংজ্ঞাষিত হইয়া তাহার মহাত্মা
মহাদেবের দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাগিল।
হে মহাভাগ ঋষিগণ! শ্রবণ করুন, পুরাকালে
শৈলাদ কর্তৃক এই অনন্ত শিবধর্ম্ম কীর্তিত হইয়াছে।
হে বিপ্রগণ! শৈলাদ দুঃকৃতাত্মা প্রাণিবর্গের প্রতি
কৃপা করিয়াই এই সকল বিষয় বলিয়াছিলেন।
যাহারা পাপী, অধার্ম্মিক, অহ্ম, মুক, পঙ্গু, অকুলীন,
দুরাত্মা বা স্বপচ মানব, কিংবা অন্তান্ত যে কোন
প্রকার লোকই হউক, শিবভক্তি-পূরকৃত হইয়া

বিপাশিতঃ । তে রুদ্রলোকং গচ্ছন্তি নাত্র কার্য্য
বিচারণা ॥ ১১৭ ॥

ইতি ত্রীকান্দে শিবভক্তিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । লিঙ্গে প্রতিষ্ঠা চ কথং শিবং হিহা
প্রবর্তিতা । তৎ কথ্যতাং মহাভাগ পরং শুশ্রুবতাং
হি নঃ ॥ ১ ॥ লোমশ উবাচ । যদা দারুবনে শম্ভু-
ভিক্ষার্থং প্রাচরৎ প্রভুঃ ॥ ২ ॥ দিগম্বরো মুক্তজটা-
কলাপো বেদান্তবেদ্যো ভুবনৈকভর্তা । স ঈশরো
ব্রহ্মকলাপধারো যোগীশ্বরানাং পরমঃ পবনঃ ॥ ৩ ॥
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ মহানুভাবো ভুবনাধিপো
মহান । স ঈশরো ভিক্ষুরূপী মহাত্মা ভিক্ষাটনং দারু-
বনে চকার ॥ ৪ ॥ মধ্যাহ্ন ঋষয়ো বিপ্রাস্তীর্থং জগ্মুঃ
স্বকাম্যমাং । তদনীমেব সর্বাস্তা ঋষিভাৰ্য্যাঃ সমা-
গতাঃ ॥ ৫ ॥ বিলোকয়ন্ত্যঃ শম্ভুং তমাচখুশ্চ

তাহারা সকলেই দেবদেব শূলপাণির সান্নিধ্য প্রাপ্ত
হইতে পারে । যে সকল পণ্ডিত সিকতাময়
লিঙ্গের অর্চনা করেন, তাঁহারা রুদ্রলোকে প্রয়াণ
করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে আর বিচার আলোচনা
কিছুই নাই । ১৭৫—১৯৭ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ ! শিবকে পরি-
ত্যাগ করিয়া তদীয় লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা প্রবর্তিত হইল
কিভাবে ? তাহা আমাদের নিকট বলুন । আমরা
শুনিতে ইচ্ছা করি । লোমশ কহিলেন,—যিনি
বেদান্ত-বেদা, ভুবনৈকভর্তা, বেদপ্রতিষ্ঠা এবং
যোগীশ্বরদিগেরও পরমপুরুষ, সেই প্রভু শম্ভু ভিক্ষার
নিমিত্ত যখন দারুবনে বিচরণ করেন, তখন তাঁহার
পরিধায়ে বসন ছিল না ; তাঁহার মস্তকের জটা-
কলাপ উন্মুক্ত অবস্থায় ছিল ; তিনি অণু হইতেও
অণু ; মহান হইতেও মহীয়ান ; সর্বভুবনের অধি-
পতি ও মহানুভব মহাপুরুষ । সেই ঈশ্বর একদা
ভিক্ষুরূপে দারুবনমধ্যে ভিক্ষাটনে প্রবৃত্ত হন ।
তখন মধ্যাহ্ন কাল ; ঋষিগণ স্বীয় আশ্রম হইতে
স্নানার্থে গমন করিয়াছেন । কেবলমাত্র ঋষি-
গণেরই সে সময় আশ্রমে উপস্থিত আছেন ।

পরস্পরম্ । কোহসৌ ভিক্ষুরূপোহয়মার্গতোহপূর্ব-
দর্শনঃ ॥ ৬ ॥ অশ্মৈ ভিক্ষাং প্রযচ্ছামো বয়ঞ্চ
সখিভিঃ সহ । তথৈতি গহা সর্বাস্তা গৃহেভ্য আন-
য়ন মুদা ॥ ৭ ॥ ভিক্ষারং বিবিধং শ্লক্কং সোপচারঞ্চ
শক্তিতঃ । প্রদত্তং ভিক্ষিতং তেন দেবদেবেন
শূলিনা ॥ ৮ ॥ কাচিং প্রিয়তমং শম্ভুঃ বভাষে
বিস্ময়াধিতা । কোহসি হুং ভিক্ষুকো ভূহা আগতোহত্র
মহামতে ॥ ৯ ॥ ঋষীগামাশ্রমং শুদ্ধং কিমর্থং নো
নিষীদসি । তথোক্তোহপি তদা শম্ভুর্বভাষে প্রহস-
ন্নিব ॥ ১১ ॥ ঈশরোহহং সুকেশান্তে পাবনং প্রাপ্ত-
বানিমম্ । ঈশ্বরস্ত বচঃ শ্রুত্বা ঋষিভাৰ্য্যা উবাচ
তম্ ॥ ১২ ॥ ঈশরোহসি মহাভাগ কৈলাসপতিরেব
চ । একাকিনঃ কথং দেব ভিক্ষার্থমটনং তব ॥ ১২ ॥
এবমুক্তস্তয়া শম্ভুঃ পুনস্তামববীক্ষ্যতঃ । দাক্ষায়ণ্যা
বিবৃহিতো বিচরামি দিগম্বরঃ ॥ ১৩ ॥ ভিক্ষাটনার্থং
সুশ্রোণি সঙ্কল্পরহিতঃ সদা । তয়া সত্য্য বিনা
কিঞ্চিৎ স্ত্রীমাত্রং মম ভামিনি । ন রোচতে বিশা-

তাঁহারা শম্ভুকে তদবস্থায় আগমন করিতে দেখিয়া
পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—কে এই অপূর্বদর্শন
ভিক্ষুক এখানে আগমন করিলেন ? যাহা হউক,
আমরা সখীগণ সমভিব্যাহারে ইহাকে ভিক্ষা প্রদান
করি । এই বলিয়া তাঁহারা গৃহে গিয়া তথা হইতে
উপকরণাবিত বিবিধ উত্তম ভিক্ষার আনয়ন করি-
লেন এবং সাধ্যানুসারে সেই দেবদেব শূলীর
প্রার্থনামত ভিক্ষা দান করিলেন । কোন রমণী
প্রিয়দর্শন শম্ভুকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—হে
মহামতে ! কে আপনি ভিক্ষুবেশে এখানে আগ-
মন করিলেন ? ঋষিগণের এই পবিত্র আশ্রম ;
এখানে উপবেশন করিতেছেন না কেন ? রমণী
এই কথা কহিলে শম্ভু হাস্তপূর্বক বলিলেন,—হে
সুকেশ ! আমি ঈশ্বর ; এই পবিত্র আশ্রমে
আসিয়াছি । ঈশ্বরের কথা শুনিয়া ঋষিপত্নী কহি-
লেন,—হে মহাভাগ ! তুমি যদি ঈশ্বর হও, তবে
নিশ্চয়ই কৈলাসপতি । কিন্তু হে দেব ! একাকী
তোমার এ ভিক্ষার্চর্য্য কেন ? সেই কথার উত্তরে
পুনরায় শম্ভু বলিলেন,—পত্নী দাক্ষায়ণীর সহিত
আমার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে ; তাই আমি দিগম্বর হইয়া
বিচরণ করি । হে সুশ্রোণি ! আমার এই ভিক্ষা-
টন, সদা আমি সঙ্কল্পরহিত হইয়াই করিয়া থাকি ।
হে ভামিনি ! আমার পত্নী সেই সতী নাই ! সতী
বিনা অস্ত কোন রমণীই আমার রুচিকরী নহে । হে

লাক্ষি সত্যং প্রতিবদাম তে ॥ ১৪ ॥ তন্ত্ৰোক্তং
বচনং শ্রুত্বা উবাচ কমলেক্ষণা। ত্রিযো হি সুখ-
সংস্পর্শাঃ পুরুষস্ত ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ তাঃ ত্রিযো
বর্জিতাঃ শস্ত্রো হাদৃশেন বিপশ্চিতা ॥ ১৬ ॥ ইতি
চ প্রমদাঃ সর্বা মিলিতা যত্র শঙ্করঃ। ভিক্ষাপাত্রঞ্চ
তচ্ছস্ত্রোঃ পূরিতঞ্চ মহাশুণৈঃ ॥ ১৭ ॥ অত্রৈশ্চতু-
র্বিধৈঃ ষড়্ভূতী রসৈশ্চ পরিপূরিতম্। যদা শম্ভুর্গঙ্-
কামঃ কৈলাসং পর্ষতং প্রতি। তদা সর্বা বিপ্র-
পত্ন্যো হৃষ্যগচ্ছন্ মুদাবিতাঃ ॥ ১৮ ॥ গৃহকার্য্যং পরি-
ত্যজ্য চেরুস্তমসাতমানসঃ। গতানু তানু সর্বাশু
পত্নীষু ঋষিসন্তমাঃ ॥ ১৯ ॥ যাবদাশ্রমমভ্যেতা
তাবক্ষুস্ত্যং ব্যলোকয়ন্। পরস্পরমথোচুস্তে পত্ন্যঃ
সর্বাঃ কুতো গতাঃ ॥ ২০ ॥ ন বিদ্যামোহথ বৈ সর্বাঃ
কেন নষ্টেন চাহতাঃ। এবং বিযুগ্মমানাস্তে বিচি-
ন্তন্তস্ততস্ততঃ ॥ ২১ ॥ সমপশ্চ্যন্ততঃ সর্বৈ শিবস্তানু-
গতাশ্চ তাঃ। শিবং দৃষ্ট্বা তু সম্প্রাপ্তা ঋষয়স্তে
ক্ৰবাবিতাঃ ॥ ২২ ॥ শিবস্তাথাগ্রতো ভূত্বা উচুঃ সর্বৈ

স্বরাধিতাঃ। কিং কৃতং হি ত্বয়া শস্ত্রো বিরক্তেন
মহাশ্বনা। পরদারাপহর্তাসি ত্বমুদীনাং ন সংশয়ঃ ॥
২৩ ॥ এবং কিশ্তুঃ শিবো মোদী গচ্ছমানোহপি
পর্ষতম্। তদা স ঋষিভিঃ শস্ত্রো মহাদেবোহব্য-
স্তথা। যস্মাৎ কলত্রহর্তা ত্বং তস্মাৎ যন্তো ভব
‘হরম্’ ॥ ২৪ ॥ এবং শপ্তঃ স মুনিভির্লিঙ্গং তস্তা-
পতন্তুবি। ভূমিপ্ৰাপ্তঞ্চ তল্লিঙ্গং ববৃধে তরসা মহৎ ॥
২৫ ॥ আবৃত্য সপ্ত পাতালান কণালিঙ্গমধোবর্তিতঃ।
ব্যাপ্য পৃথ্বীং সমগ্রাঞ্চ অন্তরীক্ষং সমাবৃণোৎ ॥ ২৬ ॥
স্বর্গাঃ সমাবৃতাঃ সর্বৈ স্বর্গাতীতমথাভবৎ। ন মহী ন
চ দিক্চক্রং ন তোয়ং ন চ পাবকঃ ॥ ২৭ ॥ ন চ
বায়ুর্ন বাকাশং নাহঙ্কারো ন বা মহৎ। ন চাব্যাক্তং
ন কালশ্চ ন মহাপ্রকৃতিস্তথা ॥ ২৮ ॥ নাসীদ্বৈত-
বিভাগঞ্চ সর্বং লীনঞ্চ তৎক্ষণাৎ। যস্মালীনঃ জগৎ
সর্বং তস্মি লিঙ্গে মহাশ্বনঃ। লয়নাল্লিঙ্গমিত্যেবং প্রব-
দন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৯ ॥ তথাভূতং বর্ধমানং দৃষ্ট্বা তেহপি
স্মরর্ষয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুবাযুগ্নি-লোকপালাঃ

বিশালাক্ষি! এ কথা আমি সত্যই বলিতেছি। ১—
১৪। শম্ভুর সেই কথা শুনিয়া সেই কমলাক্ষী কামিনী
কহিল,—হে শস্ত্রো! স্বীজাতি পুরুষের নিকট
নিশ্চয়ই সুখস্পর্শ; এ হেন স্বীজাতিকে আপনার
ন্যায় একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিল? এই
বলিয়া প্রমদাকুল সকলেই শিবের সমীপে আগমন
করিল এবং তাহারা উত্তম উত্তম ভিক্ষা দান করিয়া
তাঁহার ভিক্ষাপাত্র পূরণ করিয়া দিল। চতুর্বিধ
অন্ন ও ষড়্ভবিধ রস দ্বারা তদীয় ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ
হইয়া গেল। অনন্তর শম্ভু যখন কৈলাসগমনে
অভিলাষী হইলেন, তখন সমুদায় ঋষিপত্নীই প্রমোদ-
ভরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহারা সমস্ত
গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তদুগতমানে শম্ভুর
পশ্চাতেই ধাবিত হইলেন। ক্রমে আশ্রম ছাড়িয়া
সকল ঋষিপত্নীই চলিয়া গেলেন। এই সময় ঋষিগণ
আশ্রমে আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন,—আশ্রম শূন্য
রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর বলাবলি
করিতে লাগিলেন,—আমাদের পত্নী সকল কোথায়
গেল, কিছুই জানিতেছি না! কোন নষ্ট লোক কি
তাঁহাদের সকলকে হরণ করিল? এইরূপে তাঁহারা
পরস্পর পরামর্শ করিয়া আশ্রমের চারিদিকে অনু-
সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষিগণ
দেখিতে পাইলেন,—তাঁহাদের পত্নীগণ দূরে শিবের
অনুগমন করিতেছে। তখন শিবকে দেখিয়া উপ-

স্থিত ঋষিগণ সকলেই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং শিব-
সমীপে গমন করিয়া সকলেই ব্যগ্রভাবে বলি-
লেন,—হে শস্ত্রো! তুমি বিষয়বিরক্ত মহাশ্বা;
তোমার এ কি কার্য্য? নিশ্চয় তুমি পরদারহর্তা।
ঋষিগণ এইরূপ আক্ষেপ-উক্তি প্রয়োগ করিলে
শিব মোদী হইয়া কৈলাসভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।
ঋষিগণের ক্রোধ নিবৃত্তি পাইল না; তাঁহারা তখন
শিবকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে,
যেহেতু তুমি অব্যয় মহাদেব হইয়াও আমাদের
কলত্রাপহর্তা; এইজন্য সত্ত্বর তোমাকে ক্রীব হইতে
হইবে। মুনিগণ এইরূপ অভিসম্পাত করিলে
তৎক্ষণাৎ তদীয় লিঙ্গ ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। ঐ
লিঙ্গ ভূতলপ্রাপ্ত হইয়া সবেগে বর্ধিত হইতে
লাগিল। দেখিতে দেখিতে কণমধ্যেই সপ্ত পাতাল,
সমগ্র পৃথ্বী এবং অন্তরীক্ষ প্রভৃতি অধঃ ও উর্ধ্বভী
সমস্ত স্থান আবৃত করিল। ক্রমে ঐ লিঙ্গ সমস্ত
স্বর্গস্থান ব্যাপিয়া স্বর্গাতীত হইল। তখন না মহী,
না দিক্চক্র, না জল, না পাবক, না বায়ু, না অকাশ,
না অহঙ্কার, না মহৎ, না অব্যাক্ত, না কাল, না
মহাপ্রকৃতি, কোন ঐতবিভাগই গ্রাহ্য না; সমস্তই
তৎক্ষণাৎ লিঙ্গে লীন হইয়া গেল। যেহেতু মহাশ্বা
শিবের লিঙ্গে সমস্ত জগৎই লয় পাইল, এইজন্যই
তখন মনীষিগণ তাঁহাকে লিঙ্গ নামে নির্দেশ করি-
লেন। ১৫—২৯। এই সময় ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বায়ু, অগ্নি ও

সপ্নগাঃ । বিশ্বাবিষ্টমনসঃ পরস্পরমথাক্রবন্ ॥
 ৩১ ॥ কিমায়ামঞ্চ বিস্তারং ক চাস্ত্যঃ ক চ পীঠিকা ।
 ইতি চিন্তাবিতা বিষ্ণুযুচঃ সর্বে সুরাস্তদা ॥ ৩২ ॥
 দেবা উচুঃ । অস্ত মূলং ত্বয়া বিবেণ পদ্মোদ্ভব চ
 মন্তকম্ । যুবাভ্যাক্ষ বিলোক্যং স্তাং স্থানে স্তাং
 পরিপালকৌ ॥ ৩৩ ॥ অহা তু তৌ মহাভাগৌ বৈকুণ্ঠ-
 কমলোদ্ভবৌ । বিষ্ণুর্গতো হি পাতালং ব্রহ্মা স্বর্গং
 জগাম হ ॥ ৩৪ ॥ স্বর্গং গতস্তদা ব্রহ্মা অবলোকনতৎ-
 পরঃ । নাপশ্যন্তত্র লিঙ্গম্ মন্তকঞ্চ বিচক্ষণঃ ॥ ৩৫ ॥
 তথা গতেন মার্গেণ প্রত্যাবৃত্যাজসন্তবঃ । মেরুপৃষ্ঠ-
 মনুপ্রাপ্তঃ সুরভ্যা লক্ষিতস্ততঃ ॥ ৩৬ ॥ স্থিতা যা
 কেতকীচ্ছায়াযুবাচ মধুরং বচঃ । তস্মা বচনমাকর্ণ্য
 সর্বলোকপিতামহঃ । উবাচ প্রহসন্ বাক্যং ছলোক্য
 সুরভীং প্রতি ॥ ৩৭ ॥ লিঙ্গং মহাদ্ভুতং দৃষ্টং যেন
 ব্যাপ্তং জগদ্রয়ম্ । দর্শনার্থং চ তস্তান্তং দেবৈঃ
 সম্প্রেষিতোহস্মাহম্ ॥ ৩৮ ॥ ন দৃষ্টং মন্তকং তস্ত

লোকপালপ্রমুখ সুরবিগণ সেই বক্তিত লিঙ্গ দর্শন
 করিয়া বিস্মিতচিত্তে পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—
 এই লিঙ্গের আয়াম বা বিস্তার কত? এবং ইহার
 অস্ত বা পীঠিকা কোথায়? এইরূপ চিন্তা করিয়া
 দেবগণ তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলি-
 লেন,—হে বিবেণ! এবং হে পদ্মোদ্ভব! এই
 লিঙ্গের মূল এবং মন্তক কোথায়? তাহা আপনা-
 দিগের অবলোকন করা কর্তব্য । কেন না, আপ-
 নারাই জগতের যোগ্য পরিপালক । সেই মহাভাগ
 বিষ্ণু ও ব্রহ্মা উভয়ে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া সেই
 লিঙ্গের পরিমাণ জানিবার জন্ত স্বর্গ এবং পাতালাভি-
 মুখে প্রস্থান করিলেন । তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু পাতালে
 এবং ব্রহ্মা স্বর্গে গেলেন । ব্রহ্মা স্বর্গে গিয়া দর্শন
 করিতে লাগিলেন; কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও তিনি
 লিঙ্গের মন্তক কোথায়, তাহা দেখিতে পাইলেন না;
 সুতরাং তিনি যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথেই
 ফিরিয়া আসিলেন । আসিবার সময় ব্রহ্মা মেরুপৃষ্ঠে
 অবতরণ করিলেন । সেখানে সুরভীর সহিত তাঁহার
 সাক্ষাৎ হইল । সুরভী একটা কেতকীর ছায়ায়
 অবস্থান করিতেছিলেন । তিনি ব্রহ্মাকে দেখিয়া
 মধুর বাক্যে সজ্ঞাষণ করিলেন । তাঁহার বচন শ্রবণে
 লোক-পিতামহ ব্রহ্মা হস্তপূর্বক ছলোক্য সহকারে
 বলিলেন,—সুরভি! যে মহাদ্ভুত লিঙ্গ এই জগদ্রয়
 ব্যাপ্ত করিয়াছে, তাহাকে তুমি দেখিয়াছ কি?
 লিঙ্গের অস্ত পরিদর্শনের জন্ত দেবগণ আমার

ব্যাপকম্ মহাত্মনঃ । কিং বক্ষ্যেহহঞ্চ দেবাগ্রে
 চিন্তা মে চাতি বর্ততে ॥ ৩৯ ॥ লিঙ্গম্ মন্তকং দৃষ্টং
 দেবানাঞ্চ মুখা বদেঃ । তে সর্বে যদি বক্ষ্যন্তি
 ইন্দ্রাদ্যা দেবতাগণাঃ ॥ ৪০ ॥ তে সন্তি সাক্ষিণো
 দেবা অস্মিন্নর্থো বদ স্বরম্ । অর্থেষ্মস্মিন্ ভব সাক্ষী
 ত্বং কেতক্যা সহ সূত্রতে ॥ ৪১ ॥ তদ্বচঃ শিরসা গৃহ
 ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ । কেতকীসহিতা তত্র সুরভী
 তদমানয়ৎ ॥ ৪২ ॥ এবং সমাগতো ব্রহ্মা দেবাগ্রে
 সমুবাচ হ ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মোবাচ । লিঙ্গম্ মন্তকং দেবা
 দৃষ্টবানহমদ্ভুতম্ । সমীচীনং চার্চিতঞ্চ কেতকীদল-
 সংযুতম্ ॥ ৪৪ ॥ বিশালং বিমলং শ্লক্ষং প্রসন্নতর-
 মজ্জতম্ । রম্যঞ্চ রমণীয়ঞ্চ দর্শনীয়ং মহাপ্রভম্ ॥ ৪৫ ॥
 এতাদৃশং ময়া দৃষ্টং ন দৃষ্টং তদ্বিনা কচিৎ । ব্রহ্মণো
 হি বচঃ অহা সুরা বিস্ময়মায়কু ॥ ৪৬ ॥ এবং বিস্ময়-
 পূর্ণাস্তে ইন্দ্রাদ্যা দেবতাগণাঃ । তিষ্ঠন্তি তাবৎ
 সর্বেষো বিষ্ণুরধ্যাদীপকঃ ॥ ৪৭ ॥ পাতালাদাগতঃ

প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু সেই সর্বব্যাপক মহীয়ান
 লিঙ্গের মন্তক আমি দেখিতে পাইলাম না । এক্ষণে
 আমি দেবতাদিগের নিকট গিয়া কি বলিব? এই
 চিন্তাই আমার প্রবল হইয়াছে । আমি যদি দেব-
 গণের নিকট গিয়া বলি যে, লিঙ্গের মন্তক আমি
 দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ
 আমায় মিথ্যাবাদী বলিবেন । তখন আমি
 বলিব;—আমার এই দর্শনব্যাপারে সুরভী
 প্রভৃতি দেবতারা সাক্ষী আছেন । তাঁহারা জিজ্ঞা-
 সিলে তুমি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করিও । হে
 সূত্রতে! তোমার নিকট আমার অনুরোধ—তুমি
 কেতকীর সহিত এই ব্যাপারে আমার পক্ষে সাক্ষী
 হইয়া থাক । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই কথা কহিলে,
 সুরভী তাহা শিরে ধারণ করিলেন এবং কেতকীর
 সহিত একযোগে তাঁহার কথার প্রতি সম্মান দেখাই-
 লেন । ৩০—৪২ । অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের নিকট
 আসিয়া বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি লিঙ্গের
 অদ্ভুত মন্তক দেখিয়া আসিয়াছি । ঐ লিঙ্গ-মন্তক
 বড়ই সুন্দর; উহা আমি কেতকী-দল দ্বারা অর্চনা
 করিয়াছি । আমি দেখিয়াছি—ঐ লিঙ্গ বিশাল,
 বিমল, মঙ্গল, প্রসন্ন, অপূর্ণ, রম্য, সুদৃশ্য এবং
 মহাপ্রভ । আমি এইরূপ লিঙ্গ দেখিয়াছি বটে,
 কিন্তু সেই লিঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও কিছু আছে
 বলিয়া দেখি নাই । ব্রহ্মার কথা শুনিয়া সুরগণ
 বিস্ময়াপন্ন হইলেন । ইন্দ্রাদি দেবগণ সেইকণে

সদ্যঃ সর্বেষামবদধরম্ । তস্তাপ্যন্তো ন দৃষ্টো মে
হবলোকনতৎপরঃ ॥ ৪৮ ॥ বিস্ময়ো মে মহান্ জাতঃ
পাতালাৎ পরতশ্চরন্ । অতলং সূতলং চাপি নিতলঞ্চ
রসাতলম্ ॥ ৪৯ ॥ তথাগতস্তলৈকৈব পাতালঞ্চ
তথাতলম্ । তলাতলানি তান্তেবং শূন্যবদ্যদ্বি-
ভাব্যে ॥ ৫০ ॥ শূন্যাদপি চ শূন্যঞ্চ তৎসর্বং
সুনিরীকিতম্ । ন মূলঞ্চ ন মধ্যঞ্চ ন চান্তো হস্ত
বিদ্যতে ॥ ৫১ ॥ লিঙ্গরূপী মহাদেবো যেনেদং ধার্যতে
জগৎ । যন্ত প্রসাদাহংপন্ন্য যুগঞ্চ ঋষয়স্তথা ॥ ৫২ ॥
শ্রুত্বা সুরাশ্চ ঋষয়স্তস্ত বাক্যমপূজয়ন্ । তদা বিষ্ণু-
রুবাচেদং ব্রহ্মাণং প্রহসন্নিব ॥ ৫৩ ॥ দৃষ্টং হি চেহুবা
ব্রহ্মন্ মস্তকং পরমার্থতঃ । সাক্ষিণঃ কে হুয়া তত্র
অস্মিন্নর্থ প্রকল্পিতাঃ ॥ ৫৪ ॥ আকর্ণ্য বচনং বিষ্ণো-
ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । উবাচ হরিতেনৈব কেতকী
সুরভীতি চ ॥ ৫৫ ॥ তে দেবা মম সাক্ষিহে জানীহি
পরমার্থতঃ । ব্রহ্মণো হি বচঃ শ্রুত্বা সর্বে দেবাস্তুরা-
ধিতাঃ ॥ ৫৬ ॥ আহ্বানং চক্রিরে তস্তাঃ সুরভ্যাশ্চ

বিস্মিতচিত্তে অবস্থান করিলেন । এদিকে পাতাল
হইতে জ্ঞানদীপক, সর্বেশ্বর বিষ্ণু আসিয়া উপস্থিত
হইলেন এবং সুরগণসমীপে তাঁহার পরিদর্শন-
প্রণালী বর্ণন করিতে লাগিলেন ; বলিলেন,—আমি
অনেক স্থান অবলোকন করিয়াছি ; কিন্তু সেই
লিঙ্গের অন্ত কোথাও দেখি নাই । এই ব্যাপারে
মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে । আমি পাতাল হইতে
ক্রমাধয়ে অতল, সূতল, নিতল, রসাতল, ও তলাতল
প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছি ; তাহার পরবর্ত্তী
স্থান আমার নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হইল ।
সেই শূন্য অপেক্ষাও যে কিছু শূন্য স্থান আছে,
সে সকলও আমি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছি ;
কিন্তু সেই লিঙ্গের না মূল, না মধ্য, না অন্ত—কিছুই
নাই । আমি বুঝিয়াছি, মহাদেবই লিঙ্গরূপী ;
তিনিই এই জগৎ ধারণ করিয়াছেন । তাঁহারই
প্রসাদে দেব ও ঋষিগণ সমুৎপন্ন হইয়াছেন । সুর
ও ঋষিগণ বিষ্ণুর কথা শুনিয়া সে কথার অভিনন্দন
করিলেন । তখন বিষ্ণু হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মাকে
বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আপনি যদি সত্য সত্যই
সেই লিঙ্গ-মস্তক দেখিয়া থাকেন, তবে বলুন,—
আপনার এই দর্শনব্যাপারে কাহাদিগকে আপনি
সাক্ষী কর্ত্তনা করিয়াছেন ? বিষ্ণুর বাক্য শুনিয়া
ব্রহ্মা ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—আমার সাক্ষী কেতকী
এবং সুরভী । হে দেবগণ ! তাহারাই আমার সাক্ষী

তয়া সহ । আগতে তৎক্ষণাদেব কার্য্যার্থং ব্রহ্মাণস্তদা ॥
৫৭ ॥ ইন্দ্রাদৈশ্চ তদা দেবৈরুক্তা চ সুরভী ততঃ ।
উবাচ কেতকীসাক্ষং দৃষ্টো বৈ ব্রহ্মা সুরাঃ ॥ ৫৮ ॥
লিঙ্গস্ত মস্তকো দেবাঃ কেতকীদলপূজিতঃ । তদা
নভোগতা বাণী সর্বেষাং শ্রুতামভূৎ ॥ ৫৯ ॥ সুরভ্যা
চৈব যৎ প্রোক্তং কেতক্যা চ তথা সুরাঃ । তন্মুখোক্তঞ্চ
জানীধ্বং ন দৃষ্টো হস্ত মস্তকঃ ॥ ৬০ ॥ তদা সর্বেহথ
বিবুধাঃ সেন্সা বৈ বিষ্ণুনা সহ । শেপুশ্চ সুরভীঃ
রোমান্মৃগাবাদনতৎপরাম্ ॥ ৬১ ॥ মুখে নোক্তং হুয়া-
দৈবমনূতঞ্চ তথা শুভে । অপবিত্রং মুখং তেহস্ত
সর্বধর্ম্মবহিক্ততম্ ॥ ৬২ ॥ সুগন্ধা কেতকী চাপি অযোগ্যা
হং শিবার্চনে । ভবিষ্যসি ন সন্দেহো অনূতা চৈব
ভামিনি ॥ ৬৩ ॥ তদা নভোগতা বাণী ব্রহ্মাণঞ্চ
শশাপ বৈ । মুখোক্তঞ্চ হুয়া মন্দ কিমর্থং বালিশেন
হি ॥ ৬৪ ॥ ভৃগুণা ঋষিভিঃ সাক্ষং তথৈব চ পুরো-
ধসা । তস্মাদ্ভূয় ন পূজাশ্চ ভবেযুঃ ক্লেশভাগিনঃ ॥

বলিয়া জানিবেন । ব্রহ্মার কথা শুনিয়া দেবগণ সহস্র
সুরভী ও কেতকীকে আহ্বান করিলেন । ব্রহ্মার
কার্য্যে সুরভী ও কেতকী তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপ-
স্থিত হইলেন । ইন্দ্রাদি দেবগণ সুরভি ও কেতকীর
নিকট ব্রহ্ম-বাক্যের যথার্থ্য জিজ্ঞাসা করিলেন ।
তখন সুরভী, কেতকীসহ একযোগে বলিলেন,—
হে সুরগণ ! আমরা জানি,—ব্রহ্মা লিঙ্গের মস্তক
দেখিয়াছেন এবং কেতকীদল দ্বারা তাঁহার পূজা
করিয়াছেন । তাঁহার ঐ কথা কহিলে সহসা আকাশ-
বাণী উথিত হইল । দেবগণ শ্রবণ করিতে লাগি-
লেন । ঐ আকাশ-বাণীর মর্ম্ম এই যে, হে সুরগণ !
সুরভী এবং কেতকী যাহা বলিয়াছে, সে কথা
সত্য নহে । আপনারা জানিয়া রাখুন,—ব্রহ্মা ঐ
লিঙ্গের মস্তক দেখিতে পান নাই । তখন বিষ্ণু ও
ইন্দ্রপ্রমুখ বিবুধগণ রোষবশে মিথ্যাবাদিনী সুরভীকে
অভিশাপ প্রদান করিলেন ; বলিলেন,—হে শুভে !
যে মুখে অদ্য তুমি মিথ্যা বাক্য বলিয়াছ, তোমার
সেই মুখ অপবিত্র ও সর্বধর্ম্ম-গর্হিত হউক । আর
হে কেতকি ! তুমি বড় সুগন্ধশালিনী ; কিন্তু অদ্য
হইতে তুমিও শিবার্চনের অযোগ্যা হইলে । আমা-
দের এ কথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না । হে
ভামিনি ! তুমি মিথ্যাবাদিনী বলিয়া পরিচিত হইলে ।
৪৩—৬৩ । অনন্তর সেই আকাশ-বাণী ব্রহ্মাকে অভি-
শাপ প্রদান করিল; বলিল,—হে মুঢ় ! তুমি কি নিমিত্ত
মূর্থ ভৃগু ও অশাস্ত ঋষিগণ সহ মিথ্যা কথা কহিলে ?

৬৫। ঋষয়োহপি চ ধর্ম্মিষ্ঠাস্তবাক্যবহিক্রতাঃ ।
বিবাদনিরতা যুতা অতব্রজাঃ সমৎসরাঃ ॥ ৬৬ ॥
যাচকান্চাবদান্তাশ্চ নিত্যং স্বজ্ঞানঘাতকাঃ । আত্ম-
সম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ পরস্পরবিনিন্দকাঃ ॥ ৬৭ ॥ এবং
শস্তাশ্চ মুনয়ো ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্তথা । শিবেন শস্তাস্তে
সর্বৌ লিঙ্গং শরণমাযযুঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি ঈশ্বাদে ঈশিবলিঙ্গমাহারো ব্রহ্মাদিশাপ-
বৃত্তান্তবর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । তদা চ তে সুরাঃ সর্ব ঋষয়োহপি
তদাধিতাঃ । ঈড়িরে লিঙ্গমৈশক ব্রহ্মাদ্যা জ্ঞান-
বিস্ময়াঃ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মোবাচ । হং লিঙ্গরূপী তু মহা-
প্রভাবো বেদান্তবেদ্যোহসি মহাত্মরূপী । যেনৈব সর্বৌ
জগদাশ্রয়লং কৃতং সদানন্দপবেন নিত্যম্ ॥ ২ ॥ হং
সাক্ষী সর্বলোকানাং হর্তা হং চ বিচক্ষণঃ । রক্ষণোহসি
মহাদেব ভৈরবোহসি জগৎপতে ॥ ৩ ॥ ইয়া লিঙ্গ-
রূপেণ ব্যাপ্তমেতজ্জগদ্রম্য । ক্ষুদ্রাশ্চৈব বয়ং নাথ

যাহা হউক, এই অপরাধে তোমরা পূজা হইবে না ;
পরন্তু ক্রেশভাগী হইবে । আর এই ধর্ম্মিষ্ঠ ঋষিগণ
তব্বাক্য হইতে বহিক্রত, পরস্পর বিবাদে নিরত,
যুতচিত্ত, অতব্রজনী, মাৎসর্য্য-সম্পন্ন, যাচক, অদাতা,
জ্ঞানবিস্ময়কর, দেহাত্মবাদী, স্তব্ধ ও পরস্পর পর-
স্পরের নিন্দুক হইবেন । এইরূপে সেই আকাশবাণী
ব্রহ্মাদিদেব ও অন্যান্য মুনিগণকে অভিশাপ প্রদান
করিল । তাঁহার বুলিলেন,—শিবই তাঁহাদিগকে
অভিশাপ দিয়াছেন । এই মনে করিয়া তাঁহার
সকলে সেই লিঙ্গেরই শরণাপন্ন হইলেন । ৬৪—৬৮ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—তৎকালে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেব
সমস্ত ঋষিই জ্ঞান-বিস্ময় ও ভয়াকুল হইয়া সেই
ঈশ লিঙ্গের স্তব করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা কহি-
লেন,—হে মহাদেব ! তুমিই বেদান্ত-বেদ্য, মহা-
প্রভাবশালী, লিঙ্গরূপী মহাত্মা ; তুমিই সদানন্দরূপে
আশ্রয় হইতেই এ জগৎ উৎপাদন করিয়াছ । তুমিই
সমস্ত লোকের সাক্ষী । তুমিই হর্তা, তুমিই বিচক্ষণ,
তুমিই রক্ষক এবং তুমিই ভৈরব । হে জগৎপতে ।
তুমি লিঙ্গরূপে এই জিজগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছ । হে

মায়ামোহিতচেতসঃ ॥ ৪ ॥ অহং সুরাসুরাঃ সর্বৌ
যক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ । পরগাশ্চ পিশাচাশ্চ তথা বিদ্যা-
ধরা হুমী ॥ ৫ ॥ হং হি বিশ্বম্জ্ঞাং শ্রষ্টা হং হি দেবো
জগৎপতিঃ । কর্তা হং ভুবনশাস্ত্র হং হর্তা পুরুষঃ
পরঃ ॥ ৬ ॥ জাহ্নবাকং মহাদেব দেবদেব নমোহস্ত
তে । এবং স্ততো হি বৈ ধাতা লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ ॥ ৭ ॥
ঋষয়ঃ স্তোতুকামাস্তে মহেশ্বরমকন্মবম্ । অস্তবনু
গীর্ভিরগ্র্যভিঃ শ্রুতিগীতাভিরাদৃতাঃ ॥ ৮ ॥ ঋষয় উচুঃ ।
অজ্ঞানিনো বয়ং কাম্যম বিদ্যামোহন্ত সংহিতাম্ ।
হং হাত্মা পরমাত্মা চ প্রকৃতিস্বং বিভাবিনী ॥ ৯ ॥
হমেব মাতা চ পিতা হমেব হমেব বন্ধুশ্চ সখা হমেব ।
হমীশ্বরো বেদাবদেকরূপো মহাত্মভাবৈঃ পরিচিহ্ন্য-
মানঃ ॥ ১০ ॥ হমাত্মা সর্বভূতানামেকো জ্যোতি-
রিবৈধসাম্ । সর্বং ভবতি যস্মাৎস্বাত্ম্যং সর্বৌহসি
নিত্যদা ॥ ১১ ॥ যস্মাক্ষ সন্তবতোতত্তস্মাক্ষভুরিতি
প্রভুঃ ॥ ১২ ॥ হংপাদপঙ্কজং প্রাপ্তা বয়ং সর্বৌ সুরা-
দয়ঃ । ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বা বিদ্যাধর-মহোরগাঃ ॥ ১৩ ॥
তস্মাক্ষ রূপয়া শস্তো পাহাম্যান জগতঃ পতে ॥ ১৪ ॥

নাথ ! আমরা মায়া-মোহিতচিত্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি । আমি
এবং সমুদয় সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পন্নগ,
পিশাচ, ও বিদ্যাধর, এই সকলই আপনার নিকট
ক্ষুদ্রতম । তুমি বিশ্বশ্রষ্টাদিগেরও শ্রষ্টা এবং তুমিই
দেব জগৎপতি । তুমিই এই ভুবনের কর্তা ও হর্তা
এবং তুমিই দেব পরমপুরুষ । হে মহাদেব ! তুমি
আমাদিগকে পরিজ্ঞান কর । তোমাকে আমাদের
নমস্কার । বিবাতা এইরূপে লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে
স্তব করিলেন । অনন্তর ঋষিগণ তাঁহার স্তব
করিতে অভিলাষী হইলেন । তাঁহার বিশেষ ঈশ্বার
সহিত উত্তম স্ততিগীতি দ্বারা সেই অকন্মব মহেশ্বরকে
স্তব করিতে লাগিলেন । ঋষিগণ কহিলেন,—
আমরা একান্তই অজ্ঞান ; তোমার গুণস্থানবার্তা
কিছুই আমাদের বিদিত নাই । হে দেব ! তুমিই
আত্মা, পরমাত্মা, ও বিশ্ববিভাবিনী প্রকৃতি । তুমিই
মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু এবং তুমিই সখা ।
তুমি ঈশ্বর বেদবিদ, একরূপ ; মহাত্মভবগণ তোমারই
চিন্তা করিয়া থাকেন । কাষ্টমধ্যগত বহির স্থায়
তুমিই সর্বভূতের একমাত্র আত্মা । তোমা হইতে সর্ব
বস্তুর উদ্ভব ; এই জন্য তুমি সর্ব । তোমা হইতে
সকলই সম্ভব হয় ; এইজন্য তুমি শঙ্কু । সুর, ঋষি, দেব,
গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও মহোরগগণ তোমারই পদপঙ্কজ
পাইবার জন্য লালসিত । অতএব হে জগৎপতি

মহাদেব উবাচ। শৃংখলবচো মেহন্য ক্রিয়তাঞ্চ
হর্যাবিতৈঃ। বিষ্ণুং সর্বে প্রার্থয়ন্ত অরিতেন
তপোধনাঃ ॥ ১৫ ॥ তন্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্করস্ত
মহাম্বনঃ। বিষ্ণুং সর্বে নমস্কৃত্য ঈড়িরে চ তদা
সুরাঃ ॥ ১৬ ॥ দেবা উচুঃ। বিদ্যাধরাঃ সুরগণা
ঋষয়শ্চ সর্বে জ্ঞাতাস্বাদ্য সকলা জগদেকবন্ধো।
তদ্বৎ কৃপাকর জনান্ পরিপালয়াদ্য ত্রৈলোক্যা
নাথ জগদীশ জগন্নিবাস ॥ ১৭ ॥ প্রহস্ত ভগ-
বান্ বিষ্ণুকবাচেদং বচস্তদা। দৈত্যৈঃ প্রণী-
ড়িতা যুয়ং রক্ষিতাশ্চ পুরা ময়া ॥ ১৮ ॥ অদৈব
ভয়ংপন্নং লিঙ্গাদস্মাচ্চিরন্তনম্। ন শকাতে ময়া
জ্ঞাতুমস্মাৎ লিঙ্গভবাং সুরাঃ ॥ ১৯ ॥ অচ্যুতেনৈব-
মুক্তান্তে দেবাশ্চিন্তাপিতাভবন্। তদা নভোগতা
বাণী উবাচাশ্বাস্ত বৈ সুরান্ ॥ ২০ ॥ এতল্লিঙ্গং
সংবৃণুষ পূজনাং জনাদন। পিণ্ডীভূত্বা মহাবাহো
রক্ষস্চ সচরাচরম্। তথৈতি মন্ত্রা ভগবান বীর-
ভদ্রোহত্যপূজয়ৎ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মাদিভিঃ সুরগণৈঃ
সহিতৈস্তদানীং সম্পূজিতঃ শিববিধানরতো মহাত্মা।
স বীরভদ্রঃ শশিশেখরোহসৌ শিবপ্রিয়ো কদ্মনম-

শস্তো! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরিজ্ঞান কর।
১—১৪। মহাদেব কহিলেন,—আপনারা আমার
কথা শ্রবণ করুন এবং হর্যাবিত হইয়া অদ্য মজুপদিগ
কার্য্য সম্পাদন করুন। হে তপোধনগণ! আপ-
নারা সহর বিষ্ণুর নিকট গিয়া প্রার্থনা করুন। মহাত্মা
শঙ্করের সেই কথা শুনিয়া সকলেই তখন বিষ্ণুকে
নমস্কারপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ
কহিলেন,—হে জগদেকনাথ! বিদ্যাধর সুর, ও
ঋষি, সকলকেই আপনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিজ্ঞান করিয়া-
ছেন, এক্ষণে হে ত্রিলোকনাথ, জগদীশ, জগন্নিবাস!
আপনি কৃপা করিয়া পূর্ব্ববৎ জনগণকে পরিপালন
করুন। ভগবান্ বিষ্ণু তখন হস্তপূর্ব্বক বলিলেন,—
পূর্ব্ব দৈত্যগণ আপনাদিগকে উৎপীড়িত করিয়া-
ছিল, আমি রক্ষা করিয়াছিলাম। অদ্য লিঙ্গ হইতে
এক চিরন্তন ভয় উপস্থিত হইয়াছে। হে সুরগণ!
এই লিঙ্গভয় হইতে পরিজ্ঞান করিবার শক্তি আমার
নাই। অচ্যুত এই কথা কহিলে দেবগণ চিন্তিত
হইয়া পড়িলেন। তখন সুরগণকে আশ্বাসিত করিয়া
এইরূপ এক আকাশ-বাণী উথিত হইল যে, হে
জনর্কিন! এই লিঙ্গ অর্চনার জন্ত বরণ কর। হে
মহাবাহো! তুমি এই লিঙ্গের আধার-পিণ্ড হইয়া এই
চরাচর রক্ষা কর। ভগবান্ বীরভদ্র এই আকাশ

ত্রিলোক্যাম্ ॥ ২২ ॥ লিঙ্গস্তার্চনযুক্তোহসৌ বীর-
ভদ্রোহভবস্তদা। তদ্রূপশ্চৈব লিঙ্গস্ত যেন সন্নিমিতং
জগৎ ॥ ২৩ ॥ উদ্ধৃতি স্থিতিমাপ্নোতি তথা বিলয়-
মেতি চ। তন্নিমিতং লিঙ্গমিত্যাহর্ষণনাস্তবিস্তম্যঃ ॥
ব্রহ্মাণ্ডগোলকৈর্বাণ্ডঃ তথা ক্রদ্রাক্ষভূবিতম্। তথা
লিঙ্গং মহজ্জাতং সর্বেবাং ত্বরিতক্রমম্ ॥ ২৪ ॥ তদা
সর্বেহথ বিবৃধা ঋষয়ো বৈ মহাপ্রভাঃ। তুর্ভূশ্চ
মহালিঙ্গং বেদবাদৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৫ ॥ অণো-
রণীরাংহং দেব তথা হং মহতো মহান্। তস্মাৎপ্রা
বিধাতব্যং সর্বেবাং লিঙ্গপূজনম্ ॥ ২৬ ॥ তদানীমেব
সর্বেণ লিঙ্গকং বহশং কৃতম্। সত্যে ব্রহ্মেশ্বরং লিঙ্গং
বৈকুণ্ঠে চ সদাশিবঃ ॥ ২৭ ॥ অনরাবত্যাং সূ প্রাচী-
মমরেশ্বরং কৃতম্। বরুণেশ্বরকং বারুণ্যাং যাম্যাং
কালেশ্বরং প্রভূম্ ॥ ২৮ ॥ নৈখতেশ্বরকং নৈখতিয়াং
বায়ব্যাং পাবনেশ্বরম্। কেদারং মৃত্যুশোকৈ চ
তথৈব অনরেশ্বরম্ ॥ ২৯ ॥ উদ্ধারং নশ্বাদ্যাকং মহা-
কালং কবেব চ। কাশ্যাং বিশেষণরং দেবং প্রাগণে

বাক্যে আশ্রয়ন হইয়া অগ্রে লিঙ্গপূজা করিলেন।
তিনি ব্রহ্মাণ্ড সুরগণসহ তৎকালে শিব-ব্যানে নিরত
হইলেন। সেই বীরভদ্রের মস্তকে চল, তিনি শিব-
প্রিয়, এবং কদ্মনা। এই বীরভদ্র তৎকালে লিঙ্গ-
র্চনে নিরত হইলেন। এই লিঙ্গ উদ্ধারই স্বরূপ।
উদ্ধার হইতেই এই সমস্ত জগৎ উদ্ধৃত হইতেছে,
উদ্ধাতেই স্থান পাইতেছে এবং উদ্ধাতেই বিলীন
হইতেছে। তদ্বিবদগণ এইজন্তই উদ্ধাকে লিঙ্গ
নামে অভিহিত করেন। এই লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ড-
গোলকে পরিবাপ্ত, ক্রদ্রাক্ষমালায় ভূবিত এবং
অতি মহদাকারে প্রতিভাত বলিয়া সকলেরই ত্বরিত-
ক্রম্য। তখন সমস্ত মহামতি-দেব ও ঋষি বিভিন্ন
বেদবাক্য দ্বারা এই মহালিঙ্গের স্তব করিতে লাগি-
লেন। ১—২৬। তাহারা বলিলেন,—হে দেব! লিঙ্গ-
রূপিন্! তুমি অণু হইতেও অণু, এবং মহৎ হইতেও
মহীয়ান্। অতএব সকলে যাহাতে এই লিঙ্গ পূজা
করিতে পারে, তুমি তাহার বিধান কর। দেব-ঋষি-
গণের এইরূপ প্রার্থনার পর তৎক্ষণাৎ শশদেব বীর
লিঙ্গ বহুধা বিভক্ত করিলেন। সত্যলোকে তাহার
ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ, বৈকুণ্ঠে সদাশিব, অনরাবতীতে
সুপ্রাচী অনরেশ্বর, বরুণালয়ে বরুণেশ্বর, যামলয়ে
কালেশ্বর, বায়ুপুর্বে নৈখতেশ্বর, বায়ুলোকে
পাবনেশ্বর, মৃত্যুলোকে কেদার ও অমরেশ্বর, নশ্বাদ-
তটে উদ্ধার ও মহাকাল, কাশীধামে বিশেষণর, প্রাগণে

ললিতেশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥ ত্রিঘনকং ব্রহ্মগিরৌ কলৌ ভদ্রে-
 শ্বরং তথা । দ্রাক্ষারামেশ্বরং লিঙ্গং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥
 ৩২ ॥ সৌরাষ্ট্রে চ তথা লিঙ্গং সোমেশ্বরমিতি স্মৃতম্ ।
 তথা সর্কেশ্বরং বিজ্ঞো জীশৈলে শিখরেশ্বরম্ ।
 কাশ্ম্যামল্লালনাথঞ্চ সিংহনাথঞ্চ সিঙ্গলে ॥ ৩৩ ॥ বিরূ-
 পাঞ্চং তথা লিঙ্গং কোটিশঙ্করমেব চ । ত্রিপুরাস্তকং
 ভীমেশ্বরমমরেশ্বরমেব চ ॥ ৩৪ ॥ ভোগেশ্বরঞ্চ পাতালে
 হাটকেশ্বরমেব চ । এবমাদীশ্চৈকানি লিঙ্গানি
 ভুবনত্রয়ে । স্থাপিতানি তদা দেবৈর্বিশোপকৃতি-
 হেতবে ॥ ৩৫ ॥ লিঙ্গেশৈশ্চ তথা সর্কৈঃ পূর্ণমাসী-
 জ্জগদ্রয়ম্ । তথা চ বীরভদ্রাংশঃ পূজার্থমমরৈঃ
 কৃতঃ ॥ ৩৬ ॥ তত্র বিংশতিসংস্কারান্তেবামষ্টাধিকা-
 ভবন্ । কথিতাঃ শঙ্করৈর্গৈব লিঙ্গস্থার্চনসূচকাঃ ॥
 ৩৭ ॥ সন্তি কুজেন কথিতাঃ শিবধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।
 বীরভদ্রো যথা কুদ্রস্তথাত্তে গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৮ ॥
 গুরোজাতাশ্চ গুরবো বিখ্যাতা ভুবনত্রয়ে । লিঙ্গস্থ
 মহিমানন্ত নন্দী জানাতি তত্ততঃ ॥ ৩৯ ॥ তথা স্কন্দো
 হি ভগবানন্তে তে নামধারকাঃ । যথোক্তাঃ শিবধর্ম্মা
 হি নন্দিনা পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৪০ ॥ শৈলাদেন মহাভাগা

ললিতেশ্বর, ব্রহ্মাচলে ত্রিঘনক, কলিতে ভদ্রেশ্বর,
 গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে দ্রাক্ষারামেশ্বর, সৌরাষ্ট্রে সোমে-
 শ্বর, বিজ্ঞাচলে সর্কেশ্বর, জীশৈলে শিখরেশ্বর,
 কাশ্মিরে অল্লালনাথ, সিংহলে সিংহনাথ, বিরূপাঞ্চ,
 কোটিশঙ্কর, ত্রিপুরাস্তক, ভীমেশ, অমরেশ্বর ও
 ভোগেশ্বর এবং পাতালে হাটকেশ্বর নামক
 লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইল । এইরূপে আরও
 অনেক লিঙ্গ তখন হইতে দেবগণ দ্বারা বিশ্বের
 উপকারের জন্য ত্রিভুবনে স্থাপিত হইল । তখন
 লিঙ্গেশ্বরগণ কর্তৃক এ ত্রিজগৎ পূর্ণ হইয়া গেল ।
 অমরগণ বীরভদ্রের বংশীয়দিগকে ঐ সকল
 লিঙ্গের পূজার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন । ঐ সকল
 লিঙ্গের অষ্টাধিক বিংশতি সংস্কার আছে । স্বয়ং
 শঙ্কর লিঙ্গার্চন সম্বন্ধে ঐ সকল সংস্কারের উল্লেখ
 করিয়াছেন । কুদ্রকথিত সনাতন শিবধর্ম্ম অনেক
 আছে । বীরভদ্র কুদ্রসদৃশ, অত্যাশ্চ গুরুগণও
 তদনুরূপ, এতদ্বিত্ত গুরুপুত্রগণও ত্রিভুবনে গুরুপদ-
 বাচ্য ; স্মৃতরাঃ তাহারাও কুদ্রতুলা । নন্দী
 লিঙ্গের মহাত্মা যথাযথ বিদিত আছেন । তথা
 ভগবান্ স্কন্দ ও অন্যান্য প্রাপ্তনামা ব্যক্তিও
 লিঙ্গমহাত্মা বিদিত আছেন । প্রচলিত শিব-
 ধর্ম্ম নন্দী কীর্তন করিয়াছেন । শৈলাদেনন্দন

বিচিত্রা লিঙ্গধারকাঃ । শবস্তোপরি লিঙ্গঞ্চ ত্রিঘতে চ
 পুরাতনৈঃ ॥ ৪১ ॥ লিঙ্গেন সহ পঞ্চত্বং লিঙ্গেন সহ
 জীবিতম্ । এতে ধর্ম্মাঃ সুপ্রতিষ্ঠাঃ শৈলাদেন প্রতি-
 ঠিতাঃ ॥ ৪২ ॥ ধর্ম্মাঃ পাণ্ডপতঃ শ্রেষ্ঠাঃ স্কন্দেন প্রতি-
 পালিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ শুদ্ধা পঞ্চাঙ্করী বিদ্যা প্রাসাদী
 তদনন্তরম্ । ষড়ঙ্করী তথা বিদ্যা প্রাসাদশ্চ চ
 দীপিকা ॥ ৪৪ ॥ স্কন্দাত্তৎসমুপ্রাপ্তমগন্ত্যন মহা-
 ত্মনা । পশ্চাদাচার্য্যভেদেন হ্যাগমা বহুবোহভবন্ ॥
 ৪৫ ॥ কিং নু বৈ বহুনোক্তেন শিব ইত্যঙ্করদ্বয়ম্ ।
 উচ্চারয়ন্তি যে নিত্যং তে কুদ্রা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
 সত্যং মার্গং পুরস্কৃত্য যে সর্কৈ তেপুরাস্তিকাঃ । বীরা
 মাহেশ্বরা জ্ঞেয়াঃ পাপক্ষয়করা নৃণাম্ ॥ ৪৭ ॥ প্রস-
 জ্ঞেনানুব্রজেণ ব্রহ্মায় চ যদৃচ্ছয়া । শিবভক্তিং প্রকু-
 র্বন্তি যে বৈ তে যান্তি সদগতিম্ ॥ ৪৮ ॥ শৃণুধ্বং
 কথয়ামীহ ইতিহাসং পুরাতনম্ । কৃতং শিবালয়ে যচ্চ
 পতঙ্গ্য মার্জনং পুরা ॥ ৪৯ ॥ আগতা ভক্ষণার্থং হি
 নৈবেদ্যং কেন চার্চিতম্ । মার্জনং রজসস্তৃপ্তাঃ পঞ্চা-

নন্দীর মুখে বিবিধ মহাভাগ্যশালী লিঙ্গ-
 ধারকদিগের কথাও পরিবাক্ত হইয়াছে । প্রাচীন
 শৈবগণ শবের উপর লিঙ্গ ধারণ করেন । লিঙ্গের
 সহিত পঞ্চত্ব এবং লিঙ্গ সহ জীবিত এই সকলই
 নন্দিপ্রতিষ্ঠিত শৈব ধর্ম্ম । স্কন্দ-প্রতিপালিত পাণ্ডপত
 ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ । পঞ্চাঙ্করী বিদ্যা শুদ্ধা, অনন্তর. প্রাসাদ-
 বীজ, তৎপর প্রাসাদবীজের দীপিকা ষড়ঙ্করী
 বিদ্যা ; এই সকল বীজমন্ত্রই মহাত্মা অগস্ত্য স্কন্দের
 নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অনন্তর আচার্য্য-
 ভেদে আগমশাস্ত্র বহুধা বিভক্ত হইয়াছে । অধিক
 বলিয়া কি হইবে ? যাহারা 'শিব' এই অঙ্করদ্বয়ও
 নিত্য উচ্চারণ করে, তাহারাও সাক্ষাৎ কুদ্র, সন্দেহ
 নাই । যাহারা সাধুজনের আচরিত পথের অনু-
 সরণ করিয়া আজীবন তপঃসাধনায় নিমগ্ন হয়,
 তাহারা মাহেশ্বর বীর বলিয়া বিখ্যাত । ঐ সকল
 বীর জনসাধারণের পাপক্ষয়ে সক্ষম । ২৭—৪৭ ।
 প্রসঙ্গে, অনুব্রজে, ব্রহ্মায় বা যদৃচ্ছায় শিবের প্রতি
 যাহারা ভক্তিযুক্ত হয়, তাহাদের সদগতি লাভ অনি-
 বার্য্য । শ্রবণ করুন—এ সম্বন্ধে আমি এক প্রাচীন
 ইতিহাস কীর্তন করিতেছি । পুরাকালে এক
 পতঙ্গী যে প্রকারে শিবালয়ের মার্জন করিয়া-
 ছিল ; আমি এক্ষণে তাহাই বলিব । একদা কোন
 এক ব্যক্তি শিবকে নৈবেদ্য দান করিয়াছিল । ঐ
 পতঙ্গী সেই নৈবেদ্য ভক্ষণার্থ আগমন করিলে

ভ্যামভবৎ পুরা ॥ ৫০ ॥ তেন কৰ্মবিপাকেন উত্তমং
স্বৰ্গমাগতা । ভুক্তা স্বৰ্গস্থং চোগ্রং পুনঃ সংসার-
মাগতা ॥ ৫১ ॥ কাশিরাজমুতা জাতা সুন্দরী নাম
বিশ্ৰুতা । পূৰ্ব্ভ্যাসাচ্চ কল্যাণী বভূব পরমা সতী ॥
৫২ ॥ উবশ্যাসি তবঙ্গী শিবদ্বাররতা সদা ।
সম্বার্জনঞ্চ কুরুতে ভক্ত্যা পরময়া যুতা ॥ ৫৩ ॥ স্বয়-
মেব তদা দেবী সুন্দরী রাজকন্তকা । তথাভূতাক্ষ
তাং দৃষ্ট্বা ঋষিরুদালকোহব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥ সুকুমারী
সতী বালে স্বয়মেব কথং শুভে । সম্বার্জনঞ্চ কুরুসে
কন্তকে হুং শুচিস্মিতে ॥ ৫৫ ॥ দাসী দাস্তশ্চ বহবঃ
সন্তি দেবি তবাগ্ৰতঃ । তবাজ্ঞয়া করিষ্যন্তি সৰ্বাঃ
সম্বার্জনাদিকম্ ॥ ৫৬ ॥ ঋষেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহসন্তে-
মুবাচ হ ॥ ৫৭ ॥ শিবসেবাং প্রকুৰ্ব্বাণাঃ শিবভক্তি-
পুরস্কৃতাঃ । যে নরাস্তৈশ্চ নার্যশ্চ শিবলোকং ব্রজন্তি
বৈ ॥ ৫৮ ॥ সম্বার্জনঞ্চ পাণিভ্যাং পদ্ম্যং যানং শিবা-
লয়ে । তস্মান্ময়া চ ক্রিয়তে সম্বার্জনমতন্দ্রিতম্ ॥ ৫৯ ॥

তাহার পক্ষবাতে শিবসম্মিহিত স্থানের রজোরাশি
অপনীত হইয়াছিল । ইহা অতি অনেকদিনের
ঘটনা । যাহা হউক, সেই কৰ্মবিপাকে ঐ পতঙ্গীর
উত্তম স্বৰ্গ লাভ হয় । সে উৎকট স্বৰ্গ-স্থ ভোগ
করিয়া পুনরায় সংসারে আগমন করে । এইবার
কাশীরাজের কন্তা হইয়া তাহাকে জন্মিতে হয় । এ
জন্মে সে সুন্দরী নামে সৰ্বত্র খ্যাতি লাভ করে ।
পূৰ্ব অভ্যাসবশে ঐ সুন্দরী সম্ভাবতই কল্যাণচারিণী
হইয়া সতী-শিরোমণিরূপে পিতৃগৃহে বিরাজ করিতে
লাগিল । কুশঙ্গী সুন্দরী প্রতিদিন প্রতি উষাকালে
শিব-মন্দিরের দ্বারদেশে গিয়া সৰ্বদা পরম ভক্তি
সহকারে সম্বার্জন করিতে লাগিল । সুন্দরী রাজ-
কন্তা হইয়াও স্বহস্তেই মার্জন-কার্য্য করিতে লাগিল ।
একদা উদালক ঋষি তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া
বলিলেন,—হে শুভে ! তুমি সুকুমারী সতী বালিকা ;
তুমি স্বহস্তে কেন এই সম্বার্জন-কার্য্য করিতেছ ?
হে দেবি ! শুচিস্মিতে ! তোমার ত কত দাস-দাসী
আছে ; তাহারা তোমারই অগ্রে রহিয়াছে । তুমি
আজ্ঞা করিলে তাহারাই ত এ সকল সম্বার্জনাদি
কার্য্য করিয়া দিবে । ঋষির বাক্য শুনিয়া রাজ-
নন্দিনী সুন্দরী হাস্তপূৰ্ব্বক বলিল,—যে সকল নর
কিছা নারী শিবের প্রতি ভক্তিয়ুক্ত হইয়া শিবের
সেবা করে, অন্তে তাহারা শিবলোকে প্রয়াণ করিয়া
থাকে । হস্ত দ্বারা শিব-মন্দিরের সম্বার্জন এবং
পদব্রজে শিবালয়ে গমন, ইহাই বটে প্রশস্ত বিধি ।

অন্তং কিঞ্চিৎ জানামি একং সম্বার্জনং বিনা ।
ঋষিস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মনসা চ বিমৃশ্ত হি ॥ ৬০ ॥ অনয়া
কিং কৃতং পূৰ্ব্বং কেয়ং কন্ত প্রসাদতঃ । তদা জ্ঞাতঞ্চ
ঋষিণা তৎসম্বং জ্ঞানচক্ষুবা । বিস্ময়েন সমাবিষ্ট-
কৃষ্ণীভূতোহভবদ্ভদা ॥ ৬১ ॥ সবিস্ময়োহভূদথ তদ্বি-
দিহা উদালকো জ্ঞানবতাং বরিষ্ঠঃ । শিবপ্রভাবঃ
মনসা বিচিন্ত্য জ্ঞানাত্ম পরং বোধমবাপ শান্তঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শিবমাহাত্ম্যাকীৰ্ত্তনং নাম

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । তস্করোহপি পুরা ব্রহ্মান্ সৰ্ব্বধৰ্ম্ম-
বহিষ্কৃতঃ । ব্রহ্মলোহসৌ সুরাপশ্চ সুবৰ্ণশ্চ চ
তস্করঃ ॥ ১ ॥ লম্পটো হি মহাপাপ উত্তমদ্বীষু
সম্বদা । দ্যুতকারী সদা মন্দঃ কিতবৈঃ সহ সঙ্গতঃ ॥ ২ ॥
একদা ক্রীড়তা তেন হারিতং দ্যুতমদ্রুতম্ । কিতবৈ-
ৰ্মদ্যমানো হি তদা নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৩ ॥ পীড়িতো-

এইজন্তই আমি স্বয়ং সতর্কতার সহিত শিবালয়ের
সম্বার্জন করিয়া থাকি । এক মাত্র সম্বার্জন ভিন্ন
আর কোনই বিশেষ ধৰ্ম্ম জানি না । ঋষি সেই
কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই রাজকন্তা
পূৰ্বে কি ছিল, কি কার্য্য করিয়াছে এবং কাহার
প্রসাদেই বা এ প্রকার হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ?
ঋষি এই প্রকার চিন্তা করিয়া জ্ঞাননেত্রে সমস্তই
বিদিত হইলেন । তান তাঁহার বিস্ময় জন্মিল ।
তিনি তুষ্ণীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।
জ্ঞানিষ্ঠে উদালক ঋষি ঐ সকল বিধি জানিয়া
বিস্ময়াপন্ন হইলেন । তিনি মনে মনে শিবের
প্রভাব চিন্তা করিয়া জ্ঞান হইতে পরম বোধ প্রাপ্ত
হইলেন । তাঁহার অন্তরে শান্তি হইল । ৪৮—৬২ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

লোমশ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন ! পুরাকালে এক
তস্কর ছিল । তাহার ধৰ্ম্মনিষ্ঠা বা ধৰ্ম্মজ্ঞান কিছুই ছিল
না । সে ব্রহ্মায়, মদ্যপ, সুবর্ণচোর, উৎকট পাপ-
নিষ্ঠ এবং উত্তম উত্তম নারীজনে সতত লম্পট ছিল ।
ঐ মন্দমতি তস্কর কিতবগণের সহিত মিলিয়া সতত
দ্যুতক্রীড়া করিত । একদিন কিতবগণের সহিত
খেলা করিয়া হারিয়া গেল । কিতবেরা প্রাপ্য দ্রব্য

হুপ্যভবদুঃখীঃ তৈরুক্তঃ পাপকৃতমঃ । দ্বাতে
অম্মা চ তদ্রব্যঃ হারিতঃ কিং প্রযচ্ছসি ॥ ৪ ॥ নো
বা তৎকথ্যতাঃ শিষ্যঃ যথাতথোন দুঃস্বতে । যদ্বা-
রিতঃ প্রযচ্ছামি রাত্রাবিত্যবধীচ সং ॥ ৫ ॥ তৈ-
রুক্তস্তেন বাক্যেন গতাস্তে কিতবাদয়ঃ । তদা
নিশীথসময়ে গতৌহসৌ শিবমন্দিরম্ ॥ ৬ ॥ শিরো-
ধিকৃষ্ট শস্তোশ্চ ঘটামাদাতুমুদ্যতঃ । তাবৎ কৈলাস-
শিখরে শম্বুঃ প্রোবাচ কিল্লরান্ ॥ ৭ ॥ অনেন যৎ
কৃতং চাদা সৰ্বেষামধিকং ভুবি । সৰ্বেষামেব
ভক্তানাং বরিতৌহস্ক মৰ্য্যত্রাঃ ॥ ৮ ॥ হাতি প্রোক্তা-
নয়মান বীরভদ্রাদি ভগবতঃ । তে সৰ্বে হারিতা
জগুঃ কৈলাসাদ্ভববনভাৎ ॥ ৯ ॥ সৰ্বৈভনকুনাদেন
নাদিতং ভুবনজয়ম্ । তান্দৃষ্টা সহসোত্তীৰ্য্য তৎক-
রৌহসৌ দুরাশ্ববান । নিঙ্গশ্চ মন্তকাৎ সদাঃ পলায়-
পরোহতবৎ ॥ ১০ ॥ পলায়মানঃ তৎ দৃষ্টা বীরভদ্রঃ
সমাহবৎ ॥ ১১ ॥ কস্মাদ্বিভৌব বে মন্দ দেবদেবো
মহেশ্বরঃ । প্রসন্নস্তব জাতৌহদা উদারচারিতো

পাইবার জন্য তাহাকে পৌঁছন করিতে লাগিল ।
কিন্তু পৌঁছিত হইয়াও সে তখন কোন কথাই বলিল
না; কেবল মোনভাবেই রহিল । এখন দ্বিতপেরা
ঐ পাপাত্মাকে কাঁহল,—রে দুঃস্বতে ! তুমি দাতকীভাষ
যে দেব্য হারিয়াছিস, তাহা অমাদিগকে দিবি কি না,
সহর স্পষ্ট করিয়া বল ? তখন তৎকর উত্তর করিল,—
ই, যাহা হারিয়াছি, আমি রাত্রিযোগে তাহা প্রদান
করিব । তাহার এই প্রতিশ্রুতিবাক্যে কিতবেরা
তাহাকে ছাড়িয়া দিল । অনন্তর নিশীথকালে ঐ
তৎকর এক শিবমন্দিরে প্রবেশ করিল এবং মন্দির-
মধ্যস্থ শিবলিঙ্গের মস্তকে উঠিয়া তথাকার বিলম্বিত
ঘটা-যজ্ঞটী গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল । এই সময়ে
কৈলাস-শিখরে শম্বুর তাঁহার কিল্লরদিগকে ডাকিয়া
বলিলেন,—ঐ তৎকর যাহা অদ্য করিল, জগতে,
ঐরূপ কাণ্ড অতি শ্রেয়স্কর; সুতরাং আমার যে
সকল ভক্ত আছে, তাহাদের মধ্যে ঐ তৎকরই বরিত
এবং আমার আশি প্রিয়পাত্র । শিব এই কথা কহিয়া
তৎকরকে নিজ ধামে আনয়ন করিবার আদেশ
দিলেন । আত্মাত্ম বীরভদ্রাদি প্রমথবৃন্দ হারিতপদে
শিবপ্রিয় কৈলাস হইতে প্রস্থান করিলেন । সহসা
উমকুবাদ্যে ত্রিভুবন ধ্বনিত হইল । দুরাশ্বা তৎকর
তাঁহাদিগকে দেখিয়া সহসা শিবলিঙ্গের মস্তক হইতে
অবতরণপূর্বক পলায়নে প্রবৃত্ত হইল । তাহাকে পলা-
ইতে দেখিয়া বীরভদ্র ডাকিয়া বলিলেন,—রে মন্দ !

হসৌ ॥ ১২ ॥ ইত্যুক্তা তং বিমানে চ কুহা কৈলাসি-
মাযযৌ । পার্শদৌ হি কৃতস্তেন তৎকরৌ হি মহা-
অম্মা ॥ ১৩ ॥ তস্মাদ্ভাব্যা শিবে ভক্তিঃ সৰ্বেষামপি
দেহিনাম্ । পশবোহপি হি পূজ্যাঃ স্মাঃ কিং পুন-
র্মানবা ভুবি ॥ ১৪ ॥ যে তর্কিকাস্তর্কপরাস্থা
মীমাংসকাস্চ যে । অন্তোন্তবাদিনশ্চাত্তে চাত্তে
বাস্তবিতর্ককাঃ ॥ ১৫ ॥ একবাক্যং ন কুর্ষন্তি
শিবার্চনবহিকতাঃ । তর্কৌ হি ক্রিয়তে যৈশ্চ তে
সৰ্বৈ কিং শিবঃ বিমা ॥ ১৬ ॥ তথা কিং বহনোক্তেন
সৰ্বৈহপি স্থিরজঙ্গমাঃ । প্রাণিনোহপি হি জায়ন্তে
কেবলং লিঙ্গধারণঃ ॥ ১৭ ॥ পিণ্ডীযুক্তঃ যথা লিঙ্গঃ
স্থাপিতঃ যথাভবৎ । তথা নরা লিঙ্গযুক্তাঃ পিণ্ডী-
ভূতাস্থা স্থিরাঃ ॥ ১৮ ॥ শিবশক্তিযুক্তঃ সৰ্বং জগ-
দেতচ্চরাচরম্ । তং শিবং মোঢ়্যভস্ত্যক্তা মুঢ়াশ্চাত্তঃ
ভুজন্তি যে ॥ ১৯ ॥ ধর্ম্মমাত্যন্তিকং তুচ্ছং নশ্বরং
ক্ষণভঙ্গুরম্ । যো বিষ্ণুঃ স শিবো জ্ঞেয়ো যঃ শিবো
বিষ্ণুরেব সঃ ॥ ২০ ॥ পীঠিকা বিষ্ণুরূপং শ্রাঙ্গিঙ্গরূপী
মহেশ্বরঃ । তস্মাল্লিঙ্গার্চনং শ্রেষ্ঠং সৰ্বেষামপি বৈ

তুমি কাহার ভয়ে ভীত হইয়াছিস ? সাক্ষাৎ উদার-
কারী দেবদেব মহেশ্বর তোর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ।
এই কথা বলিয়া বীরভদ্র সেই তৎকরকে বিমানে
আরোপিত করত কৈলাসধামে লইয়া আসিলেন ।
মহাশ্বা মহেশ্বর তাহাকে স্বীয় পার্শদপদ প্রদান করি-
লেন । অতএব সকল দেহীরই ভবের প্রতি ভক্তি
করা কর্তব্য । ভবভক্ত পশুগণও পূজ্য হইয়া থাকে ;
তাহাতে ভুললচারী মানবদিগের কথা আর কি
বলিব ? ১—১৪। যাহারা তর্কিক—সতত তর্কপরায়ণ,
আর যাহারা মীমাংসক অথবা যাহারা অন্তোন্ত মত-
বাদী কিম্বা যাহারা আত্মত-নির্ণয়ে বিতর্ক-পরায়ণ,
তাহারা শিবার্চনায় পরাভুত হইয়া একটা বাক্যও কি
শিব-সন্তোষে প্রয়োগ করে না ? যাহারা তর্ক করে,
তাহাদের তর্ক কি শিব-ভিন্ন ? অধিক বলিয়া কি
হইবে ? এই চরাচর যে কিছু প্রাণী আছে, সকলেই
নিয়ত লিঙ্গধারী । লিঙ্গ যেক্রমে পিণ্ডীযুক্ত হয় এবং
যেক্রমে স্থাপিত হইয়া থাকে, নরগণও তেমনি লিঙ্গ-
যুক্ত ও স্থীগণ তেমনি পিণ্ডীভূত । এই চরাচর সমস্ত
জগতই শিব-শক্তিযুক্ত । এ হেন শিবকে যাহারা
পরিভ্যাগ করিয়া মুর্থতাবশতঃ অন্তের সেবা করে,
তাহারা বাস্তবিকই মুঢ় । আত্মান্তিক যে কোন ধর্ম্মই
তুচ্ছ এবং নশ্বর । যিনি বিষ্ণু, তিনিই শিব এবং যিনি
শিব, তিনিই বিষ্ণু । মহেশ্বর লিঙ্গরূপী আর তাঁহার

দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মা মণিময়ঃ লিঙ্গং পূজয়ত্যানিশং
শুভম্ । ইন্দ্রো রত্নময়ঃ লিঙ্গং চন্দ্রো মুক্তাময়ঃ তথা ॥
২২ ॥ ভানুস্তাত্রময়ঃ লিঙ্গং পূজয়ত্যানিশং শুভম্ ।
রৌক্ম্যঃ লিঙ্গং কুবেরশ্চ পানী চারুজমেব চ ॥ ২৩ ॥
যমো নীলময়ঃ লিঙ্গং রাজতং নৈঋতস্তথা । কাশ্মীরঃ
পবনো লিঙ্গমর্চয়ত্যানিশং বিভোঃ ॥ ২৪ ॥ এবং তে
লিঙ্গিতাঃ সর্বে লোকপালাঃ সবাসবাঃ । তথা
সর্বেষপি পাতালে গন্ধর্বাঃ কিন্নরৈঃ সহ ॥ ২৫ ॥
দৈতানাং বৈকবাঃ কোচং প্রহ্লাদপ্রমুখা দ্বিজাঃ ।
তথা হি রাক্ষসানাঞ্চ বিভীষণপুরোগমাঃ ॥ ২৬ ॥
বলিশ্চ নমুচিশ্চৈব হিরণ্যকশিপুস্তথা । রুবপকা রুব-
শ্চৈব সংগ্রাদো বাণ এব চ ॥ ২৭ ॥ এতে চাত্তো চ
বহবঃ শিবাঃ শুক্রশ্চ ধীমতাঃ । এবং শিবার্চনরতাঃ
সর্বে তে দৈতাদানবাঃ ॥ ২৮ ॥ রাক্ষসা এব তে
সর্বে শিবপূজাধিতাঃ সদা । হেতিঃ প্রহেতিঃ
সংঘাতিবঘসং প্রঘসস্তথা ॥ ২৯ ॥ বিহ্যজ্জিহ্বস্তীক্ষ্ণ-
দংষ্ট্রো ধূম্রাক্ষো ভীমবিক্রমঃ । মালী চৈব সুমালী চ
মাল্যাবান্ভিভীষণঃ ॥ ৩০ ॥ বিহ্যৎকেশস্তার্জিজ্জহো
রাবণশ্চ মহাবলঃ । কুন্তকর্ণো দুর্দধমো বেগদশী
প্রতাপবান্ ॥ ৩১ ॥ এতে হি রাক্ষসাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শিবা-
র্চনরতাঃ সদা । লিঙ্গমভার্চ্য চ সদা সিংহাঃ প্রাপ্তাঃ
পুরা তু তে ॥ ৩২ ॥ রাবণেন তপস্তপ্ত সর্বেষামপি

পীঠিকা বিষ্ণুরূপী, অতএব হে দ্বিজগণ! লিঙ্গার্চনাই
সর্বশ্রেষ্ঠ । স্বয়ং ব্রহ্মা নিরন্তর শুভ মণিময় লিঙ্গের
অর্চনা করিয়া থাকেন । এইরূপে ইন্দ্র রত্নময়, চন্দ্র
মুক্তাময়, ভানু তাত্রময়, কুবের সুবর্ণময়, বক্রণ ঈশ্বর
রক্তিমময়, যম নীলময়, নৈঋত রজতময় এবং পবন
কাশ্মীর লিঙ্গ নিরন্তর অর্চনা করিয়া থাকেন । এই-
রূপে সেই ইন্দ্রাদি লোকপালগণ সকলেই লিঙ্গার্চনায়
নিরত । স্বর্গের স্থায় পাতালেও গন্ধর্ব, কিন্নর, দৈত্য-
গণ মধ্যে প্রহ্লাদপ্রমুখ বৈকবগণ, বিভীষণপ্রমুখ
রাক্ষসগণ, বলি, নমুচি, হিরণ্যকশিপু, রুবপকা, রুব,
সংগ্রাদ, ও বাণ, ইহারা এবং ধীমান্ শুক্রের অন্যান্য
আরও বহু শিষ্য শির্ষাচনে নিরত । বলিতে কি,
দৈত্য, দানব, রাক্ষস, সকলেই সদা শিবপূজায়
নিবিষ্ট । হেতি, প্রহেতি, বিঘস, প্রঘস, বিহ্যজ্জিহ্ব,
তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, ধূম্রাক্ষ, মালী, সুমালী, মাল্যাবান, বিহ্যৎ-
কেশ, তর্জিজ্জহ, মহাবল রাবণ, দুর্দধ কুন্তকর্ণ, ও
প্রতাপবান্ বেগদশী, এই সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সর্বদা
শিবার্চনায় নিরত । ইহারা শিবলিঙ্গের অর্চনা করিয়া
পূর্বেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । রাবণ সর্বাপেক্ষা

দুঃসহম্ । তপোহধিপো মহাদেবস্ততোষ চ তদা
ভূশম্ ॥ ৩৩ ॥ বরান প্রাযচ্ছত তদা সর্বেষামপি
দুর্লভান্ । জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং লব্ধং তেন সদা-
শিবাৎ ॥ ৩৪ ॥ অজেয়হৃৎ সংগ্রামে দ্বৈগুণাৎ
শিরসামপি । পঞ্চবক্ত্রো মহাদেবো দশবক্ত্রোহথ
রাবণঃ ॥ ৩৫ ॥ দেবানৃষীন্ পিতৃশ্চৈব নির্জিতা
তপসা বিভূঃ । মহেশশ্চ প্রসাদাচ্চ সর্বেষামধিকো-
হভবৎ ॥ ৩৬ ॥ রাজা ত্রিকূটাধিপতির্মহেশেন কৃতো
মহান্ । সর্বেষাং রাক্ষসানাঞ্চ পরমাসনমাস্থিতঃ ॥
৩৭ ॥ তপস্বিনাং পরীক্ষায়ৈ যদৃষীণাং বিহিংসনম্ ।
কৃতং তেন তদা বিপ্রা রাবণেন তপস্বিনা ॥ ৩৮ ॥
অজেয়োহি মহান জাতো রাবণো লোকরাবণঃ ।
সৃষ্টান্তরং কৃতং যেন প্রসাদাচ্চকরশ্চ চ ॥ ৩৯ ॥
লোকপালা জিতাস্তেন প্রতাপেন তপস্বিনা । ব্রহ্মাপি
বিজিতো যেন তপসা পরমেণ হি ॥ ৪০ ॥ অমৃতঃ শু-
কবো ভূহা জিতো যেন শশী দ্বিজাঃ । দাহকহা-
জ্জিতো বাহুরীশঃ কৈলাসতোলনাৎ ॥ ৪১ ॥ ঐশ্ব-
র্যোণ জিতশ্চেন্দ্রো বিষ্ণুঃ সক্ষগতস্তথা । লিঙ্গার্চন-

কঠোর তপস্তা করিয়াছিল । তপঃফলদাতা মহাদেব
তাঁহাতে তুষ্ট হইয়া রাবণকে সর্বজন-দুর্লভ বর সকল
প্রদান করেন । রাবণ সদাশিবের নিকট হইতে
বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান, সংগ্রামে অজেয়হৃৎ এবং স্বীয় দশ-
শিরস্ব লাভ কারিয়াছিল । বরদাতা শিব পঞ্চবক্ত্র ;
রাবণ সেই বক্ত্রপঞ্চকের দ্বৈগুণ্য বরে দশবক্ত্র হইল ।
মহেশ্বরপ্রসাদে রাবণ দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে জয়
করিয়া সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল । মহেশ্বর তাহাকে
রাজা করিয়া ত্রিকূটগিরির আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত
করেন । সে সমস্ত রাক্ষস সমাজে শ্রেষ্ঠাসনে উপ-
বিষ্ট হইয়াছিল । হে বিপ্রগণ! তপস্বী রাবণ
স্বীয় বরসাক্ষ্য পরীক্ষার নিমিত্ত তপস্বী ঋষিগণের
হিংসা করিত । লোকবারণ রাবণ তাঁহারই প্রসাদে
সমস্ত অজেয় ও মহৎ পদে উন্নীত হইয়াছিল ; এমন
কি শিবের প্রসাদে সে এক অভিনব সৃষ্টিরই প্রবর্তনা
করিয়াছিল । তপস্বী রাবণ স্বীয় প্রতাপে লোকপাল-
দিগকে জয় করে, এমন কি তাহার তীক্ষ্ণ তপস্তায়
ব্রহ্মা পর্যন্ত পরাজিত হন । ১৫—৪০ । হে দ্বিজগণ!
শশধর তাঁহার নিকট সর্বদাই অমৃতময় অংগুরে
বিরাজ করিতেন । রাবণ দাহকশক্তিবলে বহুকে
জয় করিয়াছিল ; কৈলাস উত্তোলন করিয়া ঐশ্বর্য্যপদে
অধিরূঢ় হইয়াছিল ; ঐশ্বর্য্যগুণে ইন্দ্রকে জয় করিয়া-
ছিল এবং স্বয়ং সর্বত্র গতিমান্ বলিয়া বিষ্ণুর ভায়

প্রসাদেন ত্রৈলোকাঞ্চ বশীকৃতম্ ॥ ৪২ ॥ তদা সর্বে
সুরগণা ব্রহ্মবিষ্ণুপুত্রোৎপাদাঃ । মেরুপৃষ্ঠে সমাসাদ্য
সুমন্ত্রং চক্রিরে তদা ॥ ৪৩ ॥ পীড়িতাঃ স্মো রাব-
ণেন তপসা ত্বক্রেণ বৈ । গোকর্ণাখ্যে গিরৌ দেবাঃ
শ্রদ্ধতাঃ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৪৪ ॥ সাক্ষাৎসিদ্ধার্থিনঃ যেন
কৃতমস্তি মহাত্মনা । জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্য যদ্যৎ
পরমমদ্ভুতম্ । তৎ কৃতং রাবণেনৈব সর্বেষাং
দুরতিক্রমম্ ॥ ৪৫ ॥ বৈরাগ্যাং পরমাত্মান ঔদার্য্যঞ্চ
ততোহধিকম্ । তেনৈব মমতা তাক্ত্য রাবণেন
মহাত্মনা ॥ ৪৬ ॥ সংবৎসরসহস্রাচ্চ স্বশিরো হি
মহাভূজঃ । কৃত্বা করেণ লিঙ্গম্ পূজনার্থং সম-
র্পয়ৎ ॥ ৪৭ ॥ রাবণস্ত কবন্ধঞ্চ তদগ্রে চ সমী-
পতঃ । যোগধারণয়া যুক্তঃ পরমেণ সমাধিনা ॥ ৪৮ ॥
লিঙ্গে লয়ং সমাধায় কযাপি কলয়া স্থিতম্ । অন্ত-
চ্ছিরো বিদ্যুশ্চ্যবঃ তেনাপি শিবপূজনম্ । কৃতং
নৈবান্তনুনিদা তথা চৈবাপরেণ হি ॥ ৪৯ ॥ এবং
শিরাংস্তেব বহুনি তেন সমর্পিতান্তেব শিবার্চনার্থে ।
ভূত্বা কবন্ধো হি পুনঃপুনশ্চ তদা শিবোহসৌ বরদো

প্রতিভাত হইয়াছিল । এইরূপে সে শিবলিঙ্গের
অর্চনাগুণে এই ত্রৈলোক্যকেই বশীভূত করিয়াছিল ।
রাবণের তপশ্চরণ-সময়ে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-প্রমুখ সুরগণ
মেরুপৃষ্ঠে আশ্রয় করিয়া এইরূপ মন্ত্রণা করেন যে,
অহো! রাবণের ত্বক্রে তপস্তায় আমরা পীড়িত
হইয়াছি । হে দেবগণ! শ্রবণ করুন ; গোকর্ণ শৈলে
এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে । মহাত্মা রাবণ সেই-
খানে থাকিয়াই শিবলিঙ্গের অর্চনা করিয়াছে !
যাহা জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য, সর্বলোক-দুর্লভ, পরম
অদ্ভুত পূজাকার্য্য, রাবণ তাহাই করিয়াছে । মহাত্মা
রাবণ পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে ; ততো-
ধিক ঔদার্য্যে অধিত হইয়াছে ; এবং সকল প্রকার
মায়-মমতা পরিত্যাগ করিয়াছে । মহাতেজা রাবণ
সহস্র সংবৎসর যাবৎ স্বীয় মস্তক বার বার কর্তন
করিয়া শিবলিঙ্গের অর্চনার্থ অর্পণ করিয়াছে ।
লিঙ্গপ্রাপ্তে রাবণের কবন্ধ অবস্থিত হইয়া পরম
সমাধিবলি যোগধারণায় অধিত হইয়াছে । তাহার
এক এক মস্তক লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হয়, আবার অন্য
মস্তক কর্তন করিয়া তাহা দ্বারাই সে শিবার্চনা করে ।
রাবণ যে প্রকার কার্য্য করিয়াছে, অন্য কোন
মুনিই তাহা করিতে পারেন নাই । এইরূপে
রাবণ শিবার্চনার জন্ত কবন্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ
তাহার বহু মস্তকই অর্পণ করিয়াছিল । তখন শিব

বভূবুঃ ॥ ৫০ ॥ বরান্ বরয় পৌলস্ত্য যথেষ্টং তান্ দদা-
মাহম্ ॥ ৫১ ॥ রাবণেন তদা চোক্তঃ শিবঃ পরম-
মঙ্গলঃ । যদি প্রসন্নো ভগবন্ দেবো মে বর উত্তমঃ ॥
৫২ ॥ ন কাময়েহন্তঞ্চ বরমাশ্রয়ে হুৎপদাঙ্গুজম্ ।
যবা তথা প্রদাতব্যং যদ্যস্তি চ কৃপা ময়ি ॥ ৫৩ ॥
তদা সদাশিবেনোক্তো রাবণো লোকরাবণঃ । মৎ-
প্রসাদাচ্চ সর্বং হুৎ প্রাপ্যাসে মনসেপি তম্ ॥ ৫৪ ॥
এবং প্রাপ্তং শিবাং সর্বং রাবণেন সুরেশ্বরঃ ।
তস্মাৎ সর্বেষাং বদন্তি চ তপসা পরমেণ হি ॥ ৫৫ ॥
বিজেতব্যো রাবণোহয়মিতি মে মনসি স্থিতম্ । অচ্যু-
তস্ত বচঃ ব্রহ্মা ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ ॥ ৫৬ ॥ চিন্তা-
মাপেদিরে সর্বে চিরং তে বিষয়াধিতাঃ । ব্রহ্মাপি
চেল্লিখগ্রস্তঃ সূতাঃ রমিতুমুদ্যতঃ ॥ ৫৭ ॥ ইন্দ্রো হি
জারভাবাচ্চ চন্দ্রো হি গুরুতল্লগঃ । যমঃ কদর্যা-
ভাবাচ্চ চঞ্চলহাৎ সদাগতিঃ ॥ ৫৮ ॥ পাবকঃ সর্ব-
ভক্ষিত্বাত্তথাত্তে দেবতাগণাঃ । অশক্তা রাবণং জেতুং

তাহার প্রতি বর প্রদানে উদ্যত হন । শিব
তাহাকে সন্দোধান করিয়া বলেন,—হে পৌলস্ত্য !
তুমি তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর । আমি তোমায়
তাহা দান করিব । তখন রাবণ পরম মঙ্গলময় শিবকে
জানাইল,—ভগবন্ ! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া
আমায় বর দান করিতে আসিয়া থাকেন, তাহা
হইলে আমি বলি—আমি আর অন্য বর চাহি না ;
আমি কেবল আপনার পদাঙ্গুজই প্রার্থনা করি ।
যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে ঐ
পদাঙ্গুজই যত্র তত্র আমায় অর্পণ করিবেন । তখন
সদাশিব রাবণকে বলিয়াছিলেন,—তুমি আমার
প্রসাদে সমস্ত মনোভীষ্টই প্রাপ্ত হইবে । ৪১—৫৪ ।
হে সুরেশ্বরগণ ! এইরূপে রাবণ শিবের নিকট হইতে
সমস্ত ইষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব তোমরাও
সকলে পরম তপস্তাবলেই ঐ রাবণকে জয় করিবে ;
ইহাই আমার মনোগত অভিপ্রায় । অচ্যুতের বাক্য
শুনিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই নিজেদের বিষয়া-
সক্তি-নিবন্ধন চিন্তাধিত হইলেন । ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়-বশ্ত
হইয়া স্বীয় সূতাকে রমণ করিতে উদ্যত হইয়া-
ছিলেন । ইন্দ্র জারভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;
চন্দ্র গুরুপত্নী গমন করিয়াছিলেন ; যম সতত কদর্যা-
ভাবেই অধিত ; পবন সর্বদাই চঞ্চল এবং পাবক
সর্বভক্ষী । এইরূপে অন্যান্য দেবগণও বিষয়াসক্ত ;
সুতরাং সেই তপোবলোদ্দীপ্ত রাবণকে তপস্তা
করিয়া জয় করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই ।

তপসা চ বিজুষ্টিতম ॥ ৫৯ ॥ শৈলাদৌ হি মহাতেজা
গণশ্রেষ্ঠঃ পুরাতনঃ । বুদ্ধিমান্ নীতিনিপুণো মহাবল-
পরাক্রমী ॥ ৬০ ॥ শিবপ্রিয়ো রুদ্ররূপী মহাত্মা হ্যবাচ
সর্বানথ চেন্দ্রমুখ্যান্ । কস্মাদযুয়ং সন্ত্রমাদাগতাশ্চ
এতৎ সর্বং কথ্যতাং বিস্তরেণ ॥ ৬১ ॥ নন্দিনা চ
তদা সর্বে পৃষ্ঠাঃ প্রোচুস্তরাধিতাঃ ॥ ৬২ ॥ দেবা উচুঃ ।
রাবণেন বয়ং সর্বে নির্জিতা মুনিভিঃ সহ । প্রসাদ-
য়িতুমায়াতাঃ শিবং লোকেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৬৩ ॥ প্রহস্ত
ভগবান্ নন্দী ব্রহ্মাণং বৈ হ্যবাচ হ । ক যুয়ং ক
শিবঃ শমুস্তপসা পরমেণ হি । দ্রষ্টব্যো হৃদি মধ্যস্থঃ
সৌহৃদ্য দ্রষ্টুং ন পার্ধ্যতে ॥ ৬৪ ॥ যাবদ্বাবা হুনেকাশ্চ
ইন্দ্রিয়ার্থান্তধৈব চ । যাবচ্চ মমতাভাবস্তাবদীশো হি
দুর্লভঃ ॥ ৬৫ ॥ জিতেন্দ্রিয়াণাং শান্তানাং তরিত্তানাং
মহাত্মনাম্ । সুলভো লিঙ্গরূপী স্তান্তবতাং হি সূ-
দুর্লভঃ ॥ ৬৬ ॥ তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ বিপ-
শিতঃ । প্রণম্য নন্দিনং প্রাহুঃ কস্মাৎ বানরাননঃ ।
তৎসর্বং কথ্যাত্ত্বং রাবণস্ত তপোবলম্ ॥ ৬৭ ॥

কাজেই তাঁহারা উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন ।
মহাত্মা মহাতেজা শিলাদ-নন্দন নন্দী মহাদেবের
একজন অতি প্রাচীন গণাধিপতি । তিনি বুদ্ধিমান,
নীতিনিপুণ, মহাবল, শিবপ্রিয় ও শিবস্বরূপ । মহাত্মা
নন্দী ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে বলিলেন,—কেন তোমরা
সসম্মানে এখানে আগমন করিয়াছ ? যথারূপান্ত
সবিস্তর ব্যক্ত কর । দেবগণ নন্দীর প্রশ্নে
ত্বরান্বিত হইয়া কহিলেন,—রাবণ আমাদের
এবং মুনিগণকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়াছে ; সেই-
জন্য লোকেষু শিবকে প্রসাদিত করিবার জন্য
আমরা আসিয়াছি । ভগবান্ নন্দী তৎশ্রবণে
সহাস্ত-আশ্চে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—কোথায় তোমরা ?
আর কোথায়ই বা সেই মঙ্গলময় মহাদেব ! তিনি
সর্বভূতের হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত । পরম তপস্তা
দ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করা যায় ; সূতরাং এ ভাবে
একগে তাঁহার দর্শনলাভ তোমাদের পক্ষে অসম্ভব ।
যাবৎ প্রপঞ্চভাব ও বিষয়াসক্তি এবং যত দিন
মমতার ভাব বিদ্যমান, তাবৎপর্যন্ত ঈশ্বরসাক্ষাৎ-
কার সুদুর্লভ । যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, তদগতচিত্ত,
ও মহাত্মা, লিঙ্গরূপী ভগবান্ তাঁহাদেরই সুলভ ;
কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি একান্তই দুর্লভ ।
তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বিজ্ঞ ঋষিগণ নন্দীকে
প্রণামপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয় ! আপনি
বানরানন হইলেন কিরূপে ? আমরা আপনার

নন্দীশ্বর উবাচ । কুবেরোহধিকৃতস্তেন শঙ্করেণ
মহাত্মনা । ধনানামাধিপত্যে চ তং দ্রষ্টুং রাবণোহত্র
বৈ ॥ ৬৮ ॥ আগচ্ছত্বরয়া যুক্তঃ সমাক্রম্য স্ববাহনম্ ।
মাং দৃষ্ট্বা চাত্রবীৎ ক্রুদ্ধঃ কুবেরো হত্র আগতঃ ॥ ৬৯ ॥
ব্রহ্মা দৃষ্টোহথব্রাহ্মসৌ কথ্যাতামবিনশ্বিতম্ । কিং
কার্য্যং ধনদেনাদ্য ইতি পৃষ্ঠো ময়া হি সঃ ॥ ৭০ ॥
তদোবাচ মহাতেজা রাবণো লোকরাবণঃ । ময়া-
শ্রদ্ধাধিতো ভূত্বা বিষয়াত্মা সূদুর্মদঃ ॥ ৭১ ॥ শিক্ষা-
পয়িতুমারকো মৈবং কার্য্যমিতি প্রভো । যথাহক
শ্রিয়া যুক্ত আঢ্যোহহং বলবানহম্ । তথা ত্বং ভব রে
মুঢ় মা মুঢ়ম্মুপার্জ্জয় ॥ ৭২ ॥ অহং মুঢ়ঃ কৃতস্তেন
কুবেরেন মহাত্মনা । ময়া নিরাকৃতো রোষাত্তপস্তপে
স গুহকঃ ॥ ৭৩ ॥ কুবেরঃ স হি নন্দিন্ কিমাগতস্তব
মন্দিরম্ । দীযতাঞ্চ কুবেরোহদ্য নাত্র কার্য্যা বিচা-
রণা ॥ ৭৪ ॥ রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা হবোচৎ ত্বরিতো-
হপ্যহম্ । লিঙ্গকোহসি মহাভাগ ত্বমহক তথাবিধঃ ॥
৭৫ ॥ উভয়োঃ সমতাং জ্ঞাত্বা বৃথা জল্পসি দুর্মতে ।

নকট এই রূপান্তর এবং রাবণের অন্ত যে কিছু
তপোবল শুনিতে ইচ্ছা করি ; আপনি ব্যক্ত করুন ।
নন্দীশ্বর কহিলেন,—মহাত্মা শঙ্কর পূর্বে কুবেরকে
ধনাধিপত্যে নিযুক্ত করেন । একদা রাবণ তাঁহাকে
দেগিবার জন্য আগমন করে । রাবণ স্বীয় বাহনে,
আরোহণ করিয়া সহর আসিতেছিল । সে
আমাকে দেখিয়া সক্রোধে বলিল,—বলিতে পার
কুবের এখানে আসিয়াছে ? অথবা তুমি তাহাকে
অন্ত কোথাও দৌগিয়াছ ? অবিন্দে বল । আমি
জিজ্ঞাসা করিলাম,—কুবের দ্বারা প্রয়োজন কি ?
৫৫—৭০ । তখন মহাতেজা রাবণ আমার প্রতি বীত-
শ্রদ্ধ ও বিষয়সেবায় মদমত্ত হইয়া বলিল,—হে প্রভো !
তুমি আমায় শিক্ষাদানে উদ্যত হইয়াছ ? দেখ,
এরূপ কার্য্য আর করিও না । আমি যেরূপ
শ্রীমান, আঢ্য এবং বলবান, তুমিও এইরূপ হইতে
পার ; কিন্তু রে মুঢ় ! মুঢ়ই অর্জন করিও না ।
মহাত্মা কুবের আমায় মুঢ় করিয়াছে । আমি
তাহাকে বাধা দিলেও সেই গুহক রোষবশে তপস্তা
করিয়াছে । যাহা হউক, আমি জিজ্ঞাসা করি, হে
নন্দিন্ ! সেই কুবের কি তোমার মন্দিরে আগমন
করিয়াছে ? তুমি কুবেরকে আমার করে অর্পণ কর ।
এ বিষয়ে মতবৈধ করিও না । রাবণের কথা শুনিয়া
আমি ব্যগ্রভাবে তাহাকে বলিলাম,—হে মহাভাগ !
তুমি লিপ্তোপাসক, আমিও লিপ্তোপাসক ; হে দুর্মতে ।

যথোক্তঃ স স্ববাদীনাং বদনার্থে বলোদ্ধতঃ ॥ ৭৬ ॥
 যথা ভবন্তিঃ পৃষ্ঠোহহং বদনার্থে মহাত্মাভিঃ । পুরা-
 বৃত্তং ময়া প্রোক্তং শিবার্চনবিধেঃ ফলম্ । শিবেন
 দত্তং সাক্ষ্যপাং ন গৃহীতং ময়া তদা ॥ ৭৭ ॥ যাচিতঞ্চ
 ময়া শস্ত্রোর্বদনং বানরস্ত চ । শিবেন রূপয়া দত্তং
 মম কারুণ্যশালিনা ॥ ৭৮ ॥ নিরাভিমানিনো যে চ
 নির্দস্তা নিম্পরিগ্রহাঃ । শস্ত্রোঃ প্রিয়াস্তে বিজ্ঞেয়া
 হস্তে শিববহিক্রতাঃ ॥ ৭৯ ॥ তথাবদন্বা সাক্ষ্যং রাবণ-
 স্তপসো বলাৎ । ময়া চ যাচিতান্তেব দশ বক্রাণি
 ধীমতা ॥ ৮০ ॥ উপহাসকরং বাক্যং পৌলস্ত্যস্ত তদা
 সুরাঃ । ময়া তদা হি শস্ত্রোহসৌ রাবণো লোক-
 রাবণঃ ॥ ৮১ ॥ ঐদৃশান্তেব বক্রাণি যেষাং বৈ সন্ত-
 বন্তি হি । তৈঃ সমেতো যদা কোহপি নরবর্ষো মহা-
 তপাঃ । মাং পুরস্কৃত্য সহসা হনিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
 ৮২ ॥ এবং শস্ত্রো ময়া ব্রহ্মন রাবণো লোকরাবণঃ ।
 অর্চিতং কেবলং লিঙ্গং বিনা তেন মহাত্মনা ॥ ৮৩ ॥
 পীঠিকারূপসংস্থেন বিনা তেন সুরোত্তমাঃ । বিষ্ণুনা

আমাদের উভয়ের সমস্ত জানিয়া বৃথা কেন জন্মনা
 করিতেছ? এইরূপে উক্ত হইয়া সেই বলগর্ভিত
 রাবণ আমার বদনের বিষয় বলিয়াছিল, ভবাদৃশ
 মহাত্মগণ যে বিষয় বলিবার জন্য আমাকে প্রশ্ন
 করিয়াছেন, আমি তাহাতে সেই পুৰাতন শিবার্চন
 বিধির ফলবার্ত্তাই বলিয়াছিলাম। শিব আমাকে
 তাঁহার সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি
 তখন তাহা গ্রহণ করি নাই। আমি শস্তুর
 নিকট বানরের বদন চাহিয়াছিলাম, কারুণ্য-
 শালী শিব রূপা করিয়া আমায় তাহাই দিয়া-
 ছিলেন। যাহারা নিরাভিমান, দস্ত্যহীন ও অপরিগ্রহ,
 তাঁহারাই শস্তুর প্রিয়। তদ্ব্যতীত অস্ত্র সকলেই শিব-
 রূপা হইতে বঞ্চিত। যাহা হউক আমি যখন শিব-
 সমীপে প্রার্থনা করি, তপোবলে রাবণও তখন আমার
 সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক দশ মুণ্ড প্রার্থনা
 করি। হে সুরগণ! আমি পৌলস্ত্যনন্দনের সেই বাক্য
 উপহাসজনক বলিয়া মনে করিলাম এবং তাহাকে তৎ-
 ক্রমাৎ এইরূপ অভিশাপ দিলাম যে, যাহাদের আমার
 স্তায় মুণ্ড সকল সম্ভব হইবে, কোন এক মহাতপা
 নরকর তাহাদের সহিত আমাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া
 নিশ্চয়ই তাহাদের সংহার-সাধন করিবেন। হে ব্রহ্মন!
 আমি সেই লোক-রাবণ রাবণকে এইরূপ অভিশাপ
 দিলাম এবং সেই সাক্ষ্য মহাত্মা শিব ব্যতীত
 কেবল তাঁহার লিঙ্গমূর্ত্তিরই অর্চনা করি-

হি মহাতাগাস্ত্র্যাং সর্বং বিধাস্ততি ॥ ৮৪ ॥ দেব-
 দেবো মহাদেবো বিষ্ণুরূপী মহেশ্বরঃ । সর্বৈ যুয়ং
 প্রার্থয়ন্ত বিষ্ণুং সর্বগুহ্যশব্দম্ ॥ ৮৫ ॥ অহং হি সর্ব-
 দেবানাং পুরোবর্ত্তী ভবাম্যতঃ । তে সর্বৈ নন্দিনো
 বাক্যং শ্রুয়া মুদিতমানসঃ । বৈকুণ্ঠমাগতা গীর্ভি-
 বিষ্ণুং স্তোতু প্রচক্রিরে ॥ ৮৬ ॥ দেবা উচুঃ । নমো
 ভগবতে তুভ্যং দেবদেব জগৎপতে । স্বদাধার-
 মিদং সন্যং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৮৭ ॥ এতল্লিঙ্গং
 ত্রয়া বিষ্ণো ধৃতং বৈ পিণ্ডরূপিণা । মহাবিষ্ণুরূপেণ
 ঘাতিতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৮৮ ॥ তথা কমঠরূপেণ ধৃতো
 বৈ মন্দরাচলঃ । বরাহরূপমাশ্রায় হিরণ্যাক্ষো হত-
 স্ত্রবা ॥ ৮৯ ॥ হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো হতো নৃহরি-
 রূপিণা । দ্রাঘা চৈব বলিবন্ধো দৈত্যো বামনরূপিণা ॥
 ৯০ ॥ ভৃগুগামদ্বয়ে ভূহা কৃতবীৰ্য্যাজো হতঃ ।
 ইত্যেহপ্যস্মান্ মহাবিষ্ণো তথৈব পরিপালয় ॥ ৯১ ॥
 রাবণস্ত ভগাদস্মাত্মাতুং ভূয়োহর্হসি স্বরম্ ॥ ৯২ ॥
 এবং সম্প্রার্থিতো দেবৈর্ভগবান্ ভূতভাবনঃ । উবাচ
 চ সুরান্ সন্ধান বাসুদেবো জগন্ময়ঃ ॥ ৯৩ ॥ হে

লাম। অতএব হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা মহা-
 ভাগাধর, বিষ্ণু আপনাদের সহায় আছেন।
 তিনি পীঠিকাস্থিত সাক্ষ্য শিবের সন্নিধান বিনাও
 আপনাদের সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতে পারিবেন।
 আপনারা জানিবেন—দেবদেব মহাদেব মহেশ্বরই
 বিষ্ণুরূপী, অতএব আপনারা সকলে সেই সর্বগুহ্য-
 শারী বিষ্ণুকেই আপনাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করুন।
 আমি নিজেই সকল দেবের অগ্রবর্ত্তী হইব।
 দেবগণ নন্দীর বাক্য শুনিয়া মুদিত মনে বৈকুণ্ঠে
 গমন করিলেন এবং বিবিধ বাক্যে বিষ্ণুকে স্তব
 করিতে লাগিলেন। ৭১—৮৬। দেবগণ বলিলেন,—
 হে জগৎপতে দেবদেব! আপনাকে নমস্কার। এই
 চরাচর সমস্ত জগতের আপনিই একমাত্র অধিষ্ঠান।
 হে বিষ্ণে! আপনিই পিণ্ডরূপে এই লিঙ্গ ধারণ
 করিয়াছেন। আপনি মহাবিষ্ণুরূপে মধুকৈটভকে
 নিহত করিয়াছেন। আপনি কমঠরূপে মন্দরাচল
 ধারণ, বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষের নিধন, নরসিংহরূপে
 দৈত্য হিরণ্যকশিপুর বিনাশন এবং বামনরূপে বলিকে
 বন্ধন করিয়াছেন। আপনি ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ
 করিয়া কৃতবীৰ্য্য অর্জুনকে নিহত করিয়াছেন। হে
 মহাবিষ্ণে! এই রাবণ হইতেও আপনি আমা-
 দিগকে সেইরূপ প্রতিপালন করুন। আমরা রাবণ-
 ভয়ে ভীত হইয়াছি। আপনি সত্ত্বর আমাদের পুনঃ

দেবাঃ শ্রীতাঃ বাক্যঃ প্রস্তাবসদৃশঃ মহৎ । শৈলা-
দিঞ্চ পুরস্কৃত্য সর্বে যুগং হরাস্বিতাঃ । অবতারান্
প্রকুর্ষন্ত বানরীঃ তদুমাশ্রিতাঃ ॥ ৯৪ ॥ অহং হি
মানুষ্যো ভূহা হস্তানেন সমাবৃতঃ । সন্তবিষ্যাম্যযো-
ধ্যায়াং গৃহে দশরথস্ত চ । ব্রহ্মবিদ্যাসহায়োহস্মি
ভবতাং কার্যাসিদ্ধয়ে ॥ ৯৫ ॥ জনকস্ত গৃহে সাক্ষাদ্
ব্রহ্মবিদ্যা জনিষ্যতি । ভক্তো হি রাবণঃ সাক্ষাচ্ছিব-
ধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৯৬ ॥ তপসা মহতা যুক্তো ব্রহ্ম-
বিদ্যাং যদেচ্ছতি । তদা সুসাধো ভবতি পুরুষো
ধর্মনির্জিতঃ ॥ ৯৭ ॥ এবং সন্তাস্য ভগবান্ বিষ্ণুঃ
পরমমঙ্গলঃ । বালী চেন্দ্রাংশসমুতঃ সুগ্রীবো-
হংসমতঃ সূতঃ ॥ ৯৮ ॥ তথা ব্রহ্মাংশসমুতো জাহবান্
ঋক্ষকুঞ্জরঃ । শিলাদতনযো নন্দী শিবস্তানুচরঃ
প্রিয়ঃ ॥ ৯৯ ॥ যো বৈ চৈকাদশো রুদ্রো হনুমান স
মহাকপিঃ । অবতীর্ণঃ সহায়ার্থং বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥
১০০ ॥ মৈন্দাদয়োহথ কপয়স্তে সর্বে সুরসত্তমাঃ ।
এবং সর্বে সুরগণা অবতেরুর্ধ্বাথতম ॥ ১০১ ॥
তথৈব বিষ্ণুরূপন্নঃ কোশলানন্দবর্দ্ধনঃ । বিশ্বস্ত
রমণাচ্চৈব রাম ইত্যাচাতে বুধৈঃ ॥ ১০২ ॥ শেসোহপি

রায় পরিব্রাজকরূপে । দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা
করিলে ভগবান্ ভূতভাবন বাসুদেব তাহাদিগের
সকলকে বলিলেন,—হে দেবগণ! আপনাদের
প্রস্তাবানুসারে বাক্য শ্রবণ করুন । আপনারা সহস্র
শিলাদ-নন্দনকে অগ্রবর্তী করিয়া বানরদেহে ভূতলে
অবতীর্ণ হউন । আমি মানুষ হইয়া অস্ত্রানে আবৃত
হইব এবং অযোধ্যায় দশরথ-গৃহে অবতীর্ণ হইব ।
আপনাদের কার্যাসিদ্ধির জন্ত আমি ব্রহ্মবিদ্যার সহা-
য়তা গ্রহণ করিব । রাজর্ষি জনকের গৃহে সাক্ষাৎ
ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইবেন । রাবণ ভক্তিমুক্ত হইয়া
শিবধ্যানে নিরত ; সে মহাতপস্বায় অধিত হইয়া
যৎকালে ঐ ব্রহ্মবিদ্যাকে কামনা করিবে, তখন ধর্ম-
নির্জিত হইয়া নিশ্চয়ই বধযোগ্য হইবে । পরম
মঙ্গলময় ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা কহিলে ইন্দ্রাংশ
হইতে বালী, সূর্য্যবীর্ষ হইতে সুগ্রীব এবং ব্রহ্মাংশ
হইতে ঋক্ষবর জাহবান্ উৎপন্ন হইলেন । যিনি
শিবানুচর এবং একাদশ রুদ্রের অন্ততম, সেই
শিলাদনন্দন নন্দী অমিততেজা বিষ্ণুর সাহায্য করি-
বার জন্ত মহাকপি হনুমান্ হইয়া অবতীর্ণ হইলেন ।
এইরূপে অন্যান্য সুরগণও মৈন্দ দ্বিবিদ প্রভৃতি কপি-
রূপে অবতার স্বীকার করিলেন । এদিকে কোশ-
ল্যার আনন্দ-বর্দ্ধন বিষ্ণু প্রাপ্ত হইলেন । তিনি

ভক্ত্যা বিষ্ণোশ্চ তপসাবাতরভুবি ॥ ১০৩ ॥ দোর্দণ্ড-
বপি বিষ্ণোশ্চ অবতীর্ণো প্রতাপিনো । শক্রঘ্নভর-
তাথ্যো চ বিখ্যাতো ভুবনত্রে ॥ ১০৪ ॥ মিথিলাধি-
পতেঃ কস্তা যা উক্তা ব্রহ্মবাদিতিঃ । সা ব্রহ্মবিদ্যা-
বতরং সুরাণাং কার্যাসিদ্ধয়ে । সীতা জাতা লাক্ষ-
লস্ত ইয়ং ভূমিবিকষণাং ॥ ১০৫ ॥ তস্মাৎ সীতেতি
বিখ্যাতা বিদ্যা সাবীক্ষিকী তদা । মিথিলায়াং
সমুৎপন্না মৈথিলীতাভিধীষতে ॥ ১০৬ ॥ জনকস্ত
কুলে জাতা বিষ্ণুতা জনকানুজা । খ্যাতা বেদবতী
পুংসং ব্রহ্মবিদ্যাঘনাশিনী ॥ ১০৭ ॥ সা দত্তা জনকে-
নৈব বিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥ ১০৮ ॥ তথাথ বিদ্যায়া
সাক্ষিঃ দেবদেবো জগৎপতিঃ । উগ্রে তপসি
লীনোহসৌ বিষ্ণুঃ পরমমঙ্গলঃ ॥ ১০৯ ॥ রাবণং
জেতুকামো বৈ রামো রাজীবলোচনঃ । অরণ্যবাস-
মকরোদ্ধেবানাং কার্যাসিদ্ধয়ে ॥ ১১০ ॥ শেখাবতারো-
হপি মহাস্তপঃ পরমহুঙ্করম্ । ততাপ পরয়া
শক্ত্যা দেবানাং কার্যাসিদ্ধয়ে ॥ ১১১ ॥ শক্রঘ্নোভরত-
শৈব তেপতুঃ পরমং তপঃ ॥ ১১২ ॥ ততোহসৌ

বিশ্বের আরাম-দাতা বলিয়া বৃষগণ তাঁহাকে ‘রাম’
নামে অভিহিত করিলেন । অনন্তর বিষ্ণুর প্রতি
ভক্তিমান্ হইয়া অনন্তদেবও তপোবলে ভূতলে অব-
তীর্ণ হইলেন । বিষ্ণুর দুই প্রতাপশালী বাহদর ভরত
ও শক্রঘ্ন নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়া অবতার গ্রহণ
করিলেন । ব্রহ্মবাদিগণ ঋষাকে মিথিলাধিপতির
কস্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-
বিদ্যা,—সুরগণের কার্যাসিদ্ধির নিমিত্ত অবতীর্ণ হই-
লেন । এই ব্রহ্মবিদ্যা সীতা নামে বিখ্যাতা । ইনি
লাক্ষলদ্বারা ভূমিকর্ষণে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ; সেই
জন্ত ইহার সীতা নাম প্রথিত । ইনি আবীক্ষিকী
বিদ্যারূপে তৎকালে মিথিলার উৎপন্ন হন ; এই
কারণ ইহাকে মৈথিলী নামেও অভিহিত করা হয় ।
ইনি জনকের কুলে জন্মগ্রহণ করেন ; তাই ইহার নাম
জনকানুজা । পূর্বে এই পাপহারিণী ব্রহ্মবিদ্যা বেদ-
বতী নামে বিখ্যাতা ছিলেন । রাজা জনক ঐ ব্রহ্ম-
বিদ্যা বা সীতাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর করে সম্প্রদান
করেন ১৮৭-—১০৮। দেবদেব জগৎপতি সেই বিদ্যায়
অধিত হইয়া উগ্রতপস্বায় নিবিষ্ট হন । অনন্তর পরম
মঙ্গলময় রাজীবলোচন বিষ্ণু রাম নামে বিখ্যাত হইয়া
রাবণকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে দেবকার্য্যসিদ্ধির
জন্ত অরণ্যে বাস করেন । শেখাবতার লক্ষণ পরম
শক্তিসম্বিত হইয়া দেবকার্য্যার্থ পরম হুঙ্কর তপোহু-

তপসা যুক্তঃ সার্কঃ তৈর্দেবতাগণৈঃ । সগণঃ রাবণঃ
রামঃ ষড়্ভূতীর্নাসৈরজীহনৎ । বিষ্ণুনা ঘাতিতঃ শনৈঃ
শিবসারূপ্যামাপ্তবান্ ॥ ১১৩ ॥ সগণঃ স পুনঃ সদ্যো
বন্ধুভিঃ সহ সুরতাঃ ॥ ১১৪ ॥ শিবপ্রসাদাৎ সকলঃ
দ্বৈতাদ্বৈতমবাপ হ । দ্বৈতাদ্বৈতবিবেকার্থমবয়োহপাত্ত
মোহিতাঃ । তৎসর্বং প্রাপ্নুবন্তীহ শিবার্চনরতা
নরাঃ ॥ ১১৫ ॥ যেহর্চয়ন্তি শিবং নিতাং লিঙ্গ-
রূপিণমেব চ । দ্বিবো বাপাথ বা শূদ্রাঃ স্বপচা
হস্ত্যাবাসিনঃ । তং শিবং প্রাপ্নুবন্ত্যেব সর্ব-
জ্ঞোপনাশনম্ ॥ ১১৬ ॥ পণবোহপি পরং যাতাঃ
কিং পুনর্নানুবাদয়ঃ ॥ ১১৭ ॥ যে দ্বিজা ব্রহ্ম-
চর্যোণ তপঃ পরমমাস্থিতাঃ । বধৈরনেকৈর্ভক্তানাং
তেহপি স্বর্গপরাভবন্ ॥ ১১৮ ॥ জ্যোতিষ্টোমো
বাজপেযো হতিরাত্রাদযো হমৌ । যজ্ঞাঃ স্বর্গং প্রয-
চ্ছন্তি সত্রিণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৯ ॥ তত্র স্বর্গস্থখং
ভুক্তা পুণ্যক্ষয়করং মহৎ । পুণ্যক্ষয়েহপি যজ্ঞানো
মর্ত্যালোকং পতন্তি বৈ ॥ ১২০ ॥ পতিতানাঞ্চ
সংসারে দৈবাদ্বুদ্ধিঃ প্রজায়তে । গুণত্রয়ময়ী বিপ্রা-
স্তানু তান্বিহ যোনিবু ॥ ১২১ ॥ যথা সত্ত্বং সন্তবাত

ঈশানে নিরত হন । শক্রয় এবং ভরত ইহারাও
উত্তম তপস্যাচরণ করিলেন । অনন্তর রাম পরম
তপোবলে অধিত হইয়া দেবগণের সহায়তায় ক্রমা-
গত ছয় মাস চেষ্টায় রাবণকে নিহত করেন । রাবণ
বিষ্ণুর হস্তে নিহত হইয়া শিবসারূপ্য লাভ করিল ।
হে সুরতগণ ! রাবণ বন্ধুগণসহ তৎক্ষণাৎ শিব-
প্রসাদে সমুদায় দ্বৈতাদ্বৈত প্রাপ্ত হইল । দ্বৈতাদ্বৈত
বিবেক-বিষয়ে ঋষিগণও মোহিত হইয়া থাকেন । কিন্তু
নরগণ শিবার্চনায় রত হইয়া সেই সমুদায় তত্ত্বই
অধিগত হইয়া থাকেন । যে সকল স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল
বা অন্ত্র অন্ত্যবাসী, নিত্য লিঙ্গরূপী শিবকে অর্চনা
করে, তাহারাই সেই সর্বহুঃখহর শিবকে প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । অধিক কি, শিবভাবনায় পশুগণও
পরমপদ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে মানুষাদির কথা আর
কি বলিব ? যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাবলে পরম
তপস্যা আচরণ ও বহুবর্ষমাধ্য যজ্ঞ সম্পা-
দন করেন, তাহারাই স্বর্গধামে বাস করিয়া থাকেন ।
জ্যোতিষ্টোম, বাজপেয়, অতিরাত্র প্রভৃতি যজ্ঞ সকল
যাজিকদিগকে স্বর্গ প্রদান করে ; সন্দেহ নাই ।
যাজিকগণ স্বর্গস্থ ভোগ করিয়া পরে পুণ্যক্ষে
পুনরায় মর্ত্য লোকে পতিত হইয়া থাকেন । হে
বিপ্রগণ ! তাদৃশ সংসারপতিত লোকদিগের হঠাৎ

সদ্ব্যবহৃতবৎ নরাঃ । রাজসান্ধ তথা জ্যোতির্মসান্ধৈব
তে দ্বিজাঃ ॥ ১২২ ॥ এবং সংসারচক্রেহস্মিন
ভ্রমিতা বহবো জনাঃ । যদৃচ্ছয়া দৈবগত্যা শিবং
সংসেবতে নরাঃ ॥ ১২৩ ॥ শিবধ্যানপর্যায় নরাণাং
যতচেতসাম্ । মায়াশিরসনং সদ্যো ভবিষ্যতি ন
চান্তথা ॥ ১২৪ ॥ মায়াশিরসনাং সদ্যো নশ্বন্ত্যেব
গুণত্রয়ম্ । যদা গুণত্রয়াভীতো ভবতীতি স মুক্তি-
ভাক্ ॥ ১২৫ ॥ তস্মাল্লিঙ্গার্চনং তাবাং সর্বেষামপি
দেহিনাম্ । লিঙ্গরূপী শিবো ভূহা ত্রায়তে সচরা-
চরম্ ॥ ১২৬ ॥ পুরা ভবন্তিঃ পৃষ্ঠোহহং লিঙ্গরূপী কথং
শিবঃ । তৎসর্বং কথিতং বিপ্রা যথাযথোদয়ন সম্প্রতি ॥
১২৭ ॥ কথং গরং ভক্তিতবাহিবো লোকমহেশ্বরঃ ।
তৎসর্বং শ্রবতাং বিপ্রা যথাবৎ কথয়ামি বঃ ॥ ১২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শিবলিঙ্গার্চনমাহাশ্লোকবনে শ্রীরামাব-
তারকথাবর্ণনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

গুণত্রয়ময়ী বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং তাহারাই সেই সেই
গুণোৎকর্ষে তদনুরূপ যোনিসমূহে পরিভ্রমণ করে ।
নরগণ সদ্ব্যবহৃত জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বময় হইয়া
থাকে । অপিচ তাহারাই রাজস এবং তামস প্রকৃতি
লইয়াও জন্মগ্রহণ করে । এইরূপে সংসারচক্রে
বহু জীব ভ্রমিত হইয়া থাকে । তাহাদের মধ্যে
কিছু কোন জন দৈবক্রমে যদৃচ্ছায় শিবসেবায়
নিরত হয় । শিবধ্যান-পরায়ণ যতচিত্ত নরগণের
মায়াপসারণ সদ্যই হইয়া থাকে ; তাহার অন্তথা
কখন হয় না । মায়া নিরস্ত হইলে সদ্যই তাহাদের
গুণত্রয় নাশ প্রাপ্ত হয় । মানব যখন গুণত্রয়ের
অতীত হইতে পারে, তখনই সে মুক্তিতাজন
হইয়া থাকে ; অতএব লিঙ্গার্চন করা সকল দেহীরই
কর্তব্য । ঐরূপ অর্চনার ফলে মানব লিঙ্গরূপী
শিব হইয়া চরাচর সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞান করিয়া
থাকে । কিরূপে শিব লিঙ্গরূপী হইলেন, এই কথা
আপনারা পূর্বে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলেন, আমি সম্প্রতি সে সমুদায় যথাযথ কীর্তন
করিলাম । হে বিপ্রগণ ! শিব কি জন্ম বিবর্তকণ
করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আপনাদের নিকট যথা-
যথ কীর্তন করিতেছি । ১০৯—১২৮ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । একদা তু সভামধ্যে আস্থিতো
দেবরাষ্ট্র স্বয়ম্ । লোকপালৈঃ পরিবৃত্তো দেবৈশ্চ
ঋষিভিস্তথা ॥ ১ ॥ অপ্সরোগণসংবীতো গন্ধর্বেশ্চ
পুরঙ্কতঃ । উপগীয়মানবিজয়ঃ সিববিদ্যাধরৈরপি ॥ ২ ॥
তদা শিবৈঃ পরিবৃত্তো দেবরাজগুরুঃ সুধীঃ ।
আগতোহসৌ মহাভাগো বৃহস্পতিকদারবীঃ ॥ ৩ ॥
তং দৃষ্ট্বা সহসা দেবাঃ প্রণেয়ুঃ সমুপস্থিতাঃ । ইন্দ্রোহপি
দদৃশে তত্র প্রাপ্তং বাচস্পতিং তদা ॥ ৪ ॥ নোবাচ
কিঞ্চিদুর্ঘোষা বচো মানপুরঃসরম্ । নাহ্বানং নাসনং
তস্মাৎ ন বিসর্জনমেব চ ॥ ৫ ॥ শক্রং প্রমত্তং জাহ্নাথ
মদাদ্রাজ্যস্ত হুর্ষ্যতিম্ । তিরোধানমহুপ্রাপ্তো বৃহ-
স্পতী ক্রবাস্থিতঃ ॥ ৬ ॥ গতে দেবগুরৌ তস্মিন্
বিমনস্কাভবন্ সুরাঃ । যক্ষা নাগাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়ো-
হপি তথা দ্বিজাঃ ॥ ৭ ॥ গান্ধর্বস্বাবসানে তু লক্-
সংজ্ঞো হরিঃ সুরান্ । পপ্রচ্ছ হরিতেনৈব ক গতো
হি মহাতপাঃ ॥ ৮ ॥ তদৈব নারদেনোক্তঃ শক্রো
দেবাধিপস্তথা । হুয়া কৃত্য হুবজ্রা চ গুরোর্নীস্তাত্র
সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ গুরোরবজ্রয়া রাজ্যং গতং তে বল-

নবম অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—একদা দেবরাজ সভামধ্যে
সমাসীন; লোকপাল ও ঋষিগণ তাঁহার চতুর্দিকে
বিরাজমান । অপ্সরোগণ গন্ধর্বগণ তাঁহার পুরো-
ভাগে অবস্থিত । সিব ও বিদ্যাধরগণ তাঁহার বিজয়
গীতিগানে তৎপর । এই সময় শিব্য-পরিবৃত্ত মহা-
ভাগ ধীমান্ দেবগুরু বৃহস্পতি সেখানে আগমন
করিলেন । দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া সহসা প্রণাম
করিলেন । কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তখন সেই বৃহ-
স্পতিকে আসিতে দেখিলেন; দেখিয়াও স্বীয় দুর্বুদ্ধি
ও অভিমানভরে তাঁহাকে কোন কথাই কহিলেন
না এবং না আবাহন, না আসন, না বিসর্জন, তাঁহার
সহস্কে কোন কিছুই ব্যবস্থা করিলেন না । তখন
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে প্রমত্ত ও মদভরে হুর্ষ্যতাপ্রাপ্ত মনে
করিয়া রোবতরে তদীয় রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হই-
লেন । দেবগুরু চলিয়া গেলে দেবগণ বিমনস্ক হইয়া
পড়িলেন । যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব এবং ঋষিগণও এ
ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হইলেন । অনন্তর যখন সঙ্গীত সমাপ্ত
হইল, তখন ইন্দ্র চৈতন্য লাভ করিয়া দেবগণকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাতপা বৃহস্পতি এত সহস্র
এ স্থান হইতে কোথায় গেলেন? তখন নারদ দেব-

সুদন । তস্মাৎ ক্রমাপনীয়োহসৌ সর্বভাবেন হি
হুয়া ॥ ১০ ॥ এতচ্ছুহা বচস্তস্মাৎ নারদস্ত মহান্মনঃ ।
আসনাং সহসোথায় তৈঃ সর্কৈঃ পরিবারিতঃ ।
আগচ্ছদ্বরবা শক্রো গুরোর্গেহমতন্দ্রিতঃ ॥ ১১ ॥ পৃষ্ট্বা
তারাঃ প্রামাদো ক গতো হি মহাতপাঃ । ন
জানামৌত্যাবাচেদং তারা শক্রং নিরীক্ৰতী ॥ ১২ ॥
তদা চিন্তাযিতো ভূহা শক্রঃ স্বগৃহমাব্রজৎ । এতস্মি-
ন্নন্তরে স্বর্গে হুনিষ্টোত্তমুতানি চ ॥ ১৩ ॥ অভবন্
সর্বভূগার্থে শক্রস্ত চ মহান্মনঃ । পাতালস্থেন বলিনা
জ্ঞাতঃ শক্রস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ১৪ ॥ যযৌ দৈত্যৈঃ পরি-
বৃত্তঃ পাতালাদমরাবতীম্ । তদা যুদ্ধমতীবাসীদেবানাং
দানবৈঃ সহ ॥ ১৫ ॥ দেবাঃ পরাজিতা দৈত্যৈ রাজ্যং
শক্রস্ত তৎক্ষণাৎ । সম্প্রাপ্তং সকলং তস্মাৎ মুচ্যস্ত চ
হুৱান্মনঃ ॥ ১৬ ॥ নীতং সর্বপ্রযত্নেন পাতালং
হরিতং গতঃ । শুক্রপ্রসাদাত্তে সর্কৈ তথা বিজ-
য়িনোহভবন্ ॥ ১৭ ॥ শক্রোহপি নিঃশ্রিকো জাতো
দেবৈস্ত্যক্তস্ততো ভ্রশম্ । দেবী তিরোধানগতা

রাজকে বলিলেন,—তুমি দেবগুরুকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা
করিয়াছ, সেই অপমানে গুরু তোমার রাজ্য পরি-
তাগ করিয়া গিয়াছেন । সুতরাং হে বলসুদন!
তাঁহার নিকট সর্বতোভাবে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা
উচিত । ইন্দ্র মহাত্মা নারদের নিকট ঐ কথা শ্রবণ
করিয়া সহসা আসন হইতে উঠিত হইলেন এবং স্বীয়
সহচরবৃন্দে পরিবৃত্ত হইয়া সত্বর গুরুর গৃহে আগমন
করিলেন । তথায় গিয়া তারাকে প্রণিপাতপূর্বক
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মহাতপা বৃহস্পতি কোথায়
গিয়াছেন? তারা ইন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলি-
লেন,—আমি সে সংবাদ জানি না । ১—১২ । তখন
ইন্দ্র চিন্তিত হইয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ।
ইত্যবসরে স্বর্গে নানাবিধ অভূতপূর্ব উৎপাত সকল
ইন্দ্রের অশেষ প্রকার অমঙ্গলের নিমিত্ত প্রাকুর্ভূত
হইতে লাগিল । তখন পাতালস্থ বলি ইন্দ্রের ঐ
প্রকার অবস্থার বিষয় অবগত হইল এবং দৈত্যগণে
পরিবৃত্ত হইয়া পাতাল হইতে অভিযানপূর্বক সত্বর
অমরাবতী পুরী অবরোধ করিল । তৎকালে দেব
ও দানবদলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল । যুদ্ধে দেব-
গণ দৈত্যহস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন । হতবুদ্ধি
মুঢ় ইন্দ্রের রাজ্য তৎক্ষণাৎ দৈত্যগণের হস্তগত
হইল । তাহারা সর্বপ্রযত্নে রাজ্যের সার সর্বস্ব
পাতালে লইয়া গেল । দৈত্যগণ শুক্রের প্রসাদে
এইরূপে বিজয়ী হইল । ইন্দ্র ভ্রষ্টলী হইলেন ।

কন্দ-পুরাণম্

বভূব কমলেক্ষণা ॥ ১৮ ॥ ঐরাবতো মহানাগস্তথৈ-
বোচ্চৈঃশ্রবা হৃদয়ঃ । এবমাদীনি রত্নানি অনেকানি
বহুত্বপি । নীতানি সহসা দৈত্যৈর্লোভাদসাধুরূপিত্তিভিঃ ॥
১৯ ॥ পুণ্যভাগি চ তাহেব পতিতানি চ সাগরে ।
তদা স বিস্ময়াবিষ্টো বলিরাহ গুরুঃ প্রাণি ॥ ২০ ॥
দেবারিজিত্য চান্মাভিরানীতানি বহুনি চ । রত্নানি তু
সমুদ্রেহথ পতিতানি তদদ্ভুতম্ ॥ ২১ ॥ বলেস্তদচনং
শ্রদ্ধা উশনা প্রত্যাচ তম্ । অশ্বমেধশতেনৈব সুর-
রাজ্যং ভবিষ্যতি । দীক্ষিতস্ত ন সন্দেহস্তান্মোক্তোক্তা
স এব চ ॥ ২২ ॥ অশ্বমেধং বিনা কিঞ্চিৎ স্বর্গং ভোক্তুং
ন পার্যতে ॥ ২৩ ॥ গুরোর্বচনমাক্রায় তুষ্ণীভূতো বলি-
স্ততঃ । বভূব দেবৈঃ সার্কিঞ্চ যথোচিতমকারযৎ ॥ ২৪ ॥
ইল্লোহপি শোচ্যতাং প্রাপ্তো জগাম পরমেষ্ঠিনম্ ।
বিজ্ঞাপয়ামাস তথা সর্বং রাজ্যভয়াদিকম্ ॥ ২৫ ॥
শক্রস্ত বচনং শ্রদ্ধা পরমেষ্ঠী উবাচ হ ॥ ২৬ ॥ সস্মি-
লিত্বা সুরান্ সর্বাংশু সাকং স্বরাধিতাঃ । আরা-
ধনার্থং গচ্ছামো বিষ্ণুং সর্বৈশ্বরেশ্বরম্ ॥ ২৭ ॥ তথৈতি
গত্বা তে সর্বৈ শক্রাদ্যা লোকপালকাঃ । ব্রহ্মাণঞ্চ
পুরস্কৃত্য তটং ক্ষীরার্ণবম্ চ । প্রাপ্যোপবিষ্ট তে

দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন । দেবী
কমলালয়া তখন তিরোহিত হইলেন । মহানাগ ঐরা-
বত ও উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ইত্যাদি করিয়া যত কিছু
রত্ন ছিল, অসদৃশ দৈত্যগণ লোভবশে সহসা সে
সকল লইয়া গেল এবং অনেকানেক পবিত্র বস্তু
সাগরগর্ভে পতিত হইল । তখন বলি বিস্ময়াবিষ্ট
হইয়া গুরুর নিকট বলিলেন,—গুরুদেব ! দেবগণকে
জয় করিয়া আমরা বহু রত্ন আনিয়াছি । আনয়ন
কালে অনেক রত্ন সাগরগর্ভেও পড়িয়া গিয়াছে ।
বলির সেই কথা শুনিয়া গুরু প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—
যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া শতশ্বমেধ করিলে তবে সুর-
রাজ্য লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে এবং তাদৃশ
ব্যক্তিই ঐ বাজা-ভোগের যোগ্য হইয়া থাকে ।
অশ্বমেধ ব্যতীত ঐ রাজ্য ভোগ করিতে কেহই
পারে না । গুরুর বাক্য শুনিয়া বলি মৌনী হইয়া
রহিলেন এবং দেবগণের সহিত যাহা করা কর্তব্য,
তাহাই করিলেন । এদিকে ইন্দ্র শোচনীয় দশা প্রাপ্ত
হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং স্বীয় রাজ্য-
জয়াদির বিষয় সমস্তই তাঁহাকে বলিলেন । ইন্দ্রের
কথা শুনিয়া ব্রহ্মা কহিলেন,—তুমি এবং অন্যান্য সুর-
গণ সকলে মিলিয়া চল আমরা সর্বৈশ্বর বিষ্ণুর
আরাধনার্থ গমন করি । ব্রহ্মার কথায় সম্মত হইয়া

সর্বৈ হরিং স্তোতুং প্রচক্রমুঃ ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ ।
দেবদেব জগন্নাথ সুরাসুরনমস্কৃত । পুণ্যল্লোকাব্যায়-
নস্ত পরমাত্মনমোহস্ত তে ॥ ২৯ ॥ যজ্ঞোহসি যজ্ঞ-
রূপোহসি যজ্ঞোহসি রম্যপতে । ততোহদ্য কৃপয়া
বিক্ষেপে দেবানাং বরদো ভব ॥ ৩০ ॥ গুরোরবজ্ঞয়া
চাদা ভ্রষ্টরাজাঃ শতক্রতুঃ । জাতঃ সুস্মৃতিঃ সাকং
তস্মাদেনং সমুদ্রম্ ॥ ৩১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । গুরো-
রবজ্ঞয়া সর্বং নশ্বতীতি কিমদ্ভুতম্ । যে পাপিনো
হবশ্মিষ্ঠাঃ কেবলং বিষয়াশ্রকাঃ । পিতরৌ নির্দিতৌ
যৈশ্চ নির্দৈবাস্তে ন স শয়ঃ ॥ ৩২ ॥ অনেন যৎকৃতং
ব্রহ্মন সদ্যস্তৎফলমাগতম্ । কৰ্ম্মণা চাস্ত শক্রস্ত
সর্বৈশ্বাং সঙ্কটাগমঃ ॥ ৩৩ ॥ বিপরীতো যদা কালঃ
পুরুষস্ত ভবেত্তদা । ভূতমৈত্রীং প্রকুর্বন্তি সর্ব-
কার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪ ॥ তেন বৈ কারণেনৈল্ল মদীরং
বচনং কুরু । কার্যাহেতোস্তস্মা কার্যো দৈত্যৈঃ সহ
সমাগমঃ ॥ ৩৫ ॥ এবং ভগবতাদিষ্টঃ শক্রঃ পরম-

ইন্দ্রাদি লোকপালগণ তাঁহাকে অগ্রে লইয়া ক্ষীর-
ার্ণবের তট-নিকটে গমন করিলেন এবং সেখানে
উপবেশনপূর্বক সকলেই বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগি-
লেন । অগ্রে ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেবদেব, হে জগ-
ন্নাথ ! হে সুরাসুরগণের নমস্কৃত ! হে পুণ্যল্লোক !
হে অব্যয়, হে অনন্ত ! হে পরমাত্মন ! তোমাকে
নমস্কার । তুমিই যজ্ঞ, যজ্ঞরূপ ও যজ্ঞাঙ্গ । হে
রম্যপতে ! হে বিক্ষেপ ! তুমি অদ্য কৃপা করিয়া
দেবগণের প্রতি বরপ্রদ হও । গুরুর প্রতি অবজ্ঞা
করিয়া শতক্রতু অদ্য সুর ও ঋষিগণসহ রাজ্যভ্রষ্ট
হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে তুমি রক্ষা কর ।
১০—৩১ । ভগবান্ কহিলেন,—গুরুর প্রতি
অবজ্ঞা করিলে সমস্তই যে নষ্ট হইবে, ইহাতে
আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ? যাহারা পাপী,
অধার্মিক ও কেবলই বিষবানিষ্ট, এবং পিতামাতার
যাহারা নিন্দা করে, নিশ্চয়ই তাহাদিগকে দুর্দৃষ্ট-
শালী হইতে হয় । হে ব্রহ্মন ! এই ইন্দ্র
যাহা করিয়াছেন, তাহার ফল সদ্যই প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন । এই এক ইন্দ্রের কৰ্ম্মদোষে সমস্ত দেবেরই
বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে । পুরুষের কাল
যখন বিপরীত হয়, তখন কার্যসিদ্ধির জন্য দেহী-
দিগের সহিত মিত্রতা করাই তাহার কর্তব্য । অতএব
হে ইন্দ্র ! তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর ; প্রয়োজন
সিদ্ধির জন্য তোমাকে দৈত্যদিগের সহিত মিলন
করিতে হইবে । এই প্রকার ভগবদ্বাক্যে আদিষ্ট

বুদ্ধিমান। অমরাবতীঃ যযৌ হিহা সূতলং দৈবতৈঃ
সহ ॥ ৩৬ ॥ ইন্দ্রঃ সমাগতঃ শক্রা ইন্দ্রসেনো রুবা-
ষিতঃ। বভূব সহ সৈন্তেন হস্তকামঃ পুরন্দরম্ ॥ ৩৭ ॥
নারদেন তদা দৈত্যা বলিষ্ঠ বলিনাং বরঃ। নিবা-
রিতস্তদ্বাচ বাক্যৈরুচ্চাবচৈস্তথা ॥ ৩৮ ॥ বায়ে-
স্তশ্চৈব বচনাত্যক্তমত্মবলিস্তদা। বভূব সহ সৈন্তেন
আগতো হি শতক্রতুঃ ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্রসেনেন দৃষ্টোহসৌ
লোকপালৈঃ সমাগতঃ। উবাচ স্বরযা যুক্তঃ প্রহস-
ন্নিব দৈত্যরাট্ ॥ ৪০ ॥ কস্মাদিহাগতঃ শক্র সূতলং
প্রতি কথ্যতাম্। তশ্চৈতদ্বচনং শ্রুত্বা শ্রময়মান উবাচ
তম্ ॥ ৪১ ॥ বয়ঃ কণ্ঠপদানাদা যযঃ সর্ষে
তথৈব চ। যযা যযা তথা যুব বিগ্রহো হি
নিরর্থকঃ ॥ ৪২ ॥ মম রাজ্যং ক্ষণেনৈব নীতং দৈব-
বশাঙ্করা। তথা হেতানি ভাণ্ডেব রত্নানি সুবহুতপি।
গতানি তৎক্ষণাদেব যত্নানীতানি বৈ হুয়া ॥ ৪৩ ॥
তস্মাদ্বিমর্শঃ কর্তব্যঃ পুরুষেণ বিপশ্চিতা। বিমর্শা-
জ্জীবতে জ্ঞানঃ জ্ঞানান্মোক্ষো ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥
কিন্তু মে বত উক্তেন জানে ন চ ভবাগ্রতঃ। শর-

হইয়া বুদ্ধিমান ইন্দ্র অমরাবতী পরিত্যাগপূর্বক
দেবগণ সহ সূতলে প্রয়াণ করিলেন। ইন্দ্র সমাগত
হইয়াছেন শুনিয়া দৈত্য ইন্দ্রসেন সঙ্কোচে সৈন্তগণ
সহ পুরন্দরকে বধ করিতে ক্রতসঙ্কল্প হইল। তখন
নারদ উচ্চাবচ বাক্য প্রয়োগ করিয়া দৈত্য এবং
দৈত্যপতি বলিকে ইন্দ্রবধ হইতে নিবারিত করি-
লেন। তখন বলি ঋষির কথায় তাঁহার সমস্ত মন্থা
পরিত্যাগ করিলেন। শতক্রতু সৈন্তবলে অধিত
হইয়াই আসিয়াছিলেন। ইন্দ্রসেন দেখিল,—ইন্দ্র
লোকপালগণে ঐষিত হইয়াছেন। তখন দৈত্যরাজ
যেন হাস্য করিয়াই সহর এই কথা কহিলেন,—হে
শক্র! কি জন্য এখন এই সূতলে আসিয়াছ, তাহা
বল। তাহার কথা শুনিয়া ইন্দ্র হাস্যপূর্বক কহিলেন,—
তোমরা এবং আমরা সকলেই কণ্ঠপ-সম্পন্ন। আমরা
যেমন, তোমরাও তেমনই; সূতরাং আমাদের
মধ্যে পরস্পর বিগ্রহ নিরর্থক। দৈব-বশতঃ আচরে
আমার রাজ্য তোমার হস্তগত হইয়াছে।
অপিচ আমার প্রভূত ধন রত্ন ছিল, সে সকলও
ক্ষণমধ্যেই তুমি আনয়ন করিয়াছ; সূতরাং এ
সকল ভাবিয়া বিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে বিবেক আশ্রয়
করাই কর্তব্য। বিবেক বা বিমর্ষ হইতে জ্ঞান
জন্মে এবং জ্ঞান হইতেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।
যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিম্প্রয়োজন।

নারী হুহং প্রাপ্তঃ সুরৈঃ সহ তবাস্তিকম্ ॥ ৪৫ ॥ এত-
চ্ছুত্বা তু শক্রস্ত বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ। প্রহ-
স্তোবাচ মতিমান্ শক্রং প্রতি বিদাং বরঃ ॥ ৪৬ ॥
ইমাগতোহসি দেবেন্দ্র কিমর্থং তন্ন বেদ্যাহম্ ॥ ৪৭ ॥
শক্রস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হৃষ্টপূর্ণাকুলেক্ষণঃ। কিঞ্চিরোবাচ
তত্রৈনং নারদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৮ ॥ বলে ত্বং কিং
ন জানাসি কার্যাকার্যাবিচারণাম্। ধর্মো হি মহতা-
মেব শরণাগতপালনম্ ॥ ৪৯ ॥ শরণাগতকং বিপ্রকং
রোগিনং বৃদ্ধমেব চ। য এতান্ন চ রক্ষন্তি তে বৈ
ব্রহ্মহণো নরাঃ ॥ ৫০ ॥ শরণাগতশব্দেন আগতস্তব
সন্নিধৌ। সংবক্ষ্যায় যোগ্যশ্চ ত্বয়া নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
এবমুক্তো নারদেন তদা দৈত্যপতিঃ শ্রমম্ ॥ ৫১ ॥
বিশ্রুত্ব পরয়া বুদ্ধ্যা কার্যাকার্যাবিচারণাম্। শক্রং
প্রপূজয়ামাস বভূমানপুরসরম্। লোকপালৈঃ সমে-
তকং তথা সুরগণৈঃ সহ ॥ ৫২ ॥ প্রত্যয়ার্গকং সত্বানি
হনেকানি ব্রতানি বৈ। বলিপ্রত্যয়ভূতানি স চকার
পুরন্দরঃ ॥ ৫৩ ॥ এবম্ স সময়ং কৃত্বা শক্রঃ স্বার্থ-
পরায়ণঃ। বলিনা সহ চাবাৎসীদর্শশাস্ত্রপরো মহান্ ॥
৫৪ ॥ এব নিবসতঃ সূতলেহপি শতক্রতোঃ।

আমি অবশ্য তোমার অগ্রে জ্ঞানী নহি। আমি শর-
ণার্থী হইয়া দেবগণ সহ তোমার নিকট আসিয়াছি।
বাগ্মিন্যর বলি ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য-
পূর্বক বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র! তুমি যে কি জন্ত
আনিয়াছ; তাহা আমি বুঝিলাম না। ইন্দ্র সেই
ক। শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে আর বাক্যোচ্চারণ
করিতে পারিলেন না। তখন নারদ কহিলেন,—হে
বলে! তুমি কি কার্যাকার্য বিচার করিতে জান
না। দেখ, শরণাগতের পরিপালনই মহৎ লোকের
ধর্ম। যাহারা শরণাগতকে, ব্রাহ্মণকে, ব্যাধি-
গ্রস্তকে, এবং বৃদ্ধকে রক্ষা না করে, তাহারা
ব্রহ্মঘাতী। যিনি শরণাগত বলিয়া তোমার
সন্নিধানে আনিয়াছেন, তাঁহাকে তোমার রক্ষা
করা একান্তই বুদ্ধি, সন্দেহ নাই। নারদ এই
কথা কহিলে দৈত্যপতি বলি নির্দিষ্ট বুদ্ধিবোধে
কার্যাকার্য বিচার করিয়া ইন্দ্রকে লোকপাল ও
অন্যান্য সুরগণ সহ বহু মানপুরসর পূজা
করিলেন। ৩২-৫৩। পুরন্দর সেখানে বলির প্রত্যা-
য়ের নিমিত্ত অনেক সাত্ত্বিক ব্রত-নিয়মাদির অনুষ্ঠান
করিলেন। সর্গশাস্ত্রে ইন্দ্র স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির
উদ্দেশ্যে এই প্রকার নিয়ম করিয়া বলির সন্ধি

বৎসর। বহবো হাস্যস্তদা বুদ্ধিমকল্পয়ৎ । সংস্মৃতা
বচনং বিকোবিম্বশ্চ চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৫ ॥ একদা তু
সভামধ্য আসীনো দেবরাট স্বয়ম্ । উবাচ প্রহসন
বাক্যং বলিমুদ্বিশ্চ নীতিমান্ ॥ ৫৬ ॥ প্রাপ্তব্যানি
জয়া বীর অশ্মাকঞ্চ জয়া বলে । গজাদীনি বহুশ্চেব
রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৫৭ ॥ গতানি তৎক্ষণাদেব
সাগরে পতিতানি বৈ । প্রযত্নো হি প্রকর্তব্যো
হাস্মাভিস্থরযাধিতৈঃ ॥ ৫৮ ॥ তেবাং চোদ্ধরণে দৈত্য
রত্নানামিহ সাগরাৎ । তর্হি নিশ্চয়নং কার্য্যং ভবতা
কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৫৯ ॥ বলিঃ প্রবর্তিতস্তেন শক্রেণ
সুরমুদনঃ । উবাচ শক্রে হরিতঃ কেনেদং মথনং
ভবেৎ ॥ ৬০ ॥ তদা নভোগতা বাণী মেঘগন্তীর-
নিঃস্বনা । উবাচ দেবা দৈত্যাশ্চ মন্থধ্বং ক্ষীরসাগ-
রম্ ॥ ৬১ ॥ ভবতাং বলবুদ্ধিশ্চ ভবিবাতি ন সংশয়ঃ ॥
৬২ ॥ মন্দরকৈব মন্থানং রজ্জু কুরুত বাসুকিম্ ।
পশ্চাদ্ভেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ মেলয়িত্বা বিমথ্যতাম্ ॥ ৬৩ ॥
নভোগতাঞ্চ তাং বাণীং নিশমাথ তদা সুরাঃ ।
দৈতৈঃ সাক্ষিঃ ততঃ সর্ব উদ্যমং চক্রুরদ্যতঃ ॥ ৬৪ ॥

বাস করিতে লাগিলেন । এইরূপে স্মৃতলে বাস
করিতে করিতে ইন্দের বহু বৎসর অতীত হইল ।
তখন তিনি বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনঃপুন
বিবেচনাপূর্ব্বক একটা বুদ্ধি কল্পনা করিলেন । এক-
দিন নীতিজ্ঞ দেবরাজ বলির সভায় সমাসীন হইয়া
কথাপ্রসঙ্গে বলিকে উদ্দেশ্য করিয়া সহাস্তে বলি-
লেন,—হে বীর বলিরাজ ! তুমি আমাদের গজাদি
বহু বিবিধ রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলে ; কিন্তু অচিরেই
সে সকল সাগর-গর্ভে পতিত হইয়াছিল । অতএব
হে দৈত্য ! সাগর হইতেই সেই সকল রত্ন উদ্ধার
করিবার জন্ত আমাদের পক্ষে নব্ব্ব একটা কোন
প্রযত্ন করা কণ্ঠব্য । আপনি এক কাজ করুন ;
স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির জন্ত সাগরমস্থানে প্রবৃত্ত হউন ।
ইন্দ্র সুরারি বলিকে এইরূপ কার্য্যে প্রবর্তিত করিলে,
বলি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাহার দ্বারা
এই মন্থন-কার্য্য সম্পন্ন হইবে ? তখন গভীর
মেঘনিধৌষে আকাশবাণী কহিল,—হে দেব ও
দৈত্যগণ ! তোমরা ক্ষীরাকিকে মন্থন কর । এ
কার্য্যে তোমাদিগের বলবুদ্ধি হইবে, সন্দেহ
নাই । এই ব্যাপারে মন্দরকে মন্থন-দণ্ড এবং
বাসুকিকে রজ্জু কল্পনা কর ; পশ্চাৎ দেব-দৈত্য
উভয় পক্ষ মিলিয়া সাগরমস্থানে প্রবৃত্ত হও ।
সুরগণ ও দৈত্যগণ তৎকালে সেই আকাশবাণী

পাতালান্নির্গতাঃ সর্বো তদা তেহথ সুরাসুরাঃ ।
আজগুরতুলং সর্বো মন্দরং পর্ষতোত্তমম্ ॥ ৬৫ ॥
দৈত্যাশ্চ কোটিসংখ্যাকাস্থথা দেবা ন সংশয়ঃ ।
উদযুক্তাঃ সহসা প্রায়ুর্মন্দরং কনকপ্রভম্ ॥ ৬৬ ॥
সরত্বং বর্জুলাকারং স্থলকৈব মহাপ্রভম্ । অনেক-
রত্নসংবীতং নানাজমনিষেবিতম্ ॥ ৬৭ ॥ চন্দনৈঃ
পারিজাতৈশ্চ নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ । নানামৃগ-
গণাকীর্ণং সিংহশার্দূলসেবিতম্ ॥ ৬৮ ॥ এবংবিধং
মহাশৈলং দৃষ্ট্বা তে সুরসন্তমাঃ । উচুঃ প্রাঞ্জল্যঃ
সর্বো তদা তে সুরসন্তমাঃ ॥ ৬৯ ॥ দেবা উচুঃ
অদ্রে সুরা বয়ং সর্বো বিজ্ঞপ্তুমিহ চাগতাঃ । তচ্ছৃণু
মহাশৈল পরেখামুপকারকঃ ॥ ৭০ ॥ এবমুক্তস্তদা
শৈলো দেবৈর্দৈতৈঃ স মন্দরঃ । উবাচ নিঃস্বতো
ভূত্বা পরং বিগ্রহবান বচঃ ॥ ৭১ ॥ তেন রূপেণ
রুণী স পর্ষতো মন্দরাচলঃ । কিমর্থমাগতাঃ সর্বো
মৎসমীপং তচ্চ্যতাম্ ॥ ৭২ ॥ তদা বলিরুবাচেদং
প্রস্তাবসদৃশং বচঃ । ইন্দ্রোহপি ত্বরয়া যুক্তো বভাসে
স্বনৃতং বচঃ ॥ ৭৩ ॥ অস্মাভিঃ সহ কার্য্যার্থে ভব

শ্রবণ করিয়া সকলেই অন্ধিমস্থানে উদ্যত হইলেন ।
সুরাসুর সকলেই পাতাল হইতে নিজ্জাস্ত হইয়া
অল্পপম মন্দরাচলে আগমন করিলেন । দৈত্যগণের
সংখ্যা এক কোটি, দেবগণের সংখ্যাও সেইরূপই ।
ইহারা সকলে সহসা কনকোজ্জল মন্দরাচলে
আসিলেন । এই মন্দরগিরি রত্নময়, বর্জুলাকার,
স্থল, মহোজ্জল ; বিবিধ রত্ন-মণ্ডিত এবং বিবিধ
জমরাজি দ্বারা বিরাজিত । চন্দন, পারিজাত,
নাগ, পুন্নাগ, ও চম্পকাদি বিবিধ বৃক্ষ এ পর্ষতে
অবস্থিত । ইহা নানা মৃগগণে আকীর্ণ এবং সিংহ-
শার্দূলপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণে পরিব্যাপ্ত । এই
প্রকার মহাগিরি দর্শনে দেবশ্রেষ্ঠগণ সকলেই তখন
অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে অদ্রে ! আমরা
দেবগণ, তোমাকে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিতে আসি-
য়াছি । হে পরোপকারী মহাগিরি ! তুমি তাহা শ্রবণ
কর । ৫৪—৭০ । তখন মন্দরগিরি দেবদৈত্যগণের
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশিষ্ট বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক
নিজ্জাস্ত হইলেন এবং স্বীয় প্রসিদ্ধ রূপে রূপবান
হইয়া বলিলেন,—আপনারা কি জন্তু আমার নিকট
আসিয়াছেন, বলুন ? তখন প্রথমেই বলি প্রস্তাবানু-
রূপ বাক্য বলিলেন । অনন্তর দেবেন্দ্রও ব্যগ্রভাবে
যথারূতান্ত বলিতে লাগিলেন ; তিনি কহিলেন,—হে
মন্দরগিরি ! আমাদের সহিত একযোগে তুমি

ঋং মন্দরাচল। অমৃতোৎপাদনার্থে স্বং মহানং ভব
সুত্রত ॥ ৭৪ ॥ তথ্যেতি মহা তদ্বাক্যং দেবানাং
কার্যাসিদ্ধয়ে। উচে দেবাসুরাংশ্চৈদমিচ্ছাং প্রতি
বিশেষতঃ ॥ ৭৫ ॥ ছেদিতৌ চ ত্বয়া পক্ষৌ বজ্রেন
শতপর্শনা। গন্তুং কথং সমর্থোহহং ভবতাং কার্য-
সিদ্ধয়ে ॥ ৭৬ ॥ তদা দেবাসুরাঃ সর্ষে স্তুষ্যমানা
মহাচলম্। উৎপাটিয়েয়ুরতুলং মন্দরঞ্চ ততোহদ্ভুতম্ ॥
৭৭ ॥ ক্ষীরার্ণবং নেতুকামা হশক্রান্তে ততোহভবন্।
পৰ্বতঃ পতিতঃ সদ্যো দেবদৈত্যোপরি ঋবম্ ॥ ৭৮ ॥
কেচিদ্ভগ্না মৃত্যুঃ কেচিৎ কেচিন্মুচ্ছাপরাভবন্।
পরীবাদরতাঃ কেচিৎ কেচিৎ ক্রেশম্মাগতাঃ ॥ ৭৯ ॥
এবং ভগ্নোদ্যমা জাতা অসুরাঃ সুরদানবাঃ। চেতনাং
পরমাং প্রাপ্তাস্তদ্বুর্জগদীশ্বরম্ ॥ ৮০ ॥ রক্ষ রক্ষ
মহাবিষ্ণো শরণাগতবৎসল। ত্বয়া ততমিদং সৰ্বং
জঙ্গমাজঙ্গমঞ্চ যৎ ॥ ৮১ ॥ দেবানাং কার্যাসিদ্ধার্থং
প্রাহুর্ভূতো হরিস্তদা। তান্ দৃষ্ট্বা সহসা বিষ্ণুর্গকড়ো-
পরি সংস্থিতঃ ॥ ৮২ ॥ লীলয়া পৰ্বতশ্রেষ্ঠমুতভ্যারোপ-

য়ৎ ক্ষণাৎ। গরুড়্যতি তদা দেবঃ সর্ষেয়ামভয়ং
দদৌ ॥ ৮৩ ॥ তত উখায় তান্ দেবান্ ক্ষীরোদশ্চো-
ত্তরং তটম্। নীহা তং পৰ্বতং বৃদ্ধং নিক্ষিপ্যাপসু
ততো যযৌ ॥ ৮৪ ॥ তদা সর্ষে সুরগণাঃ স্বাগতা
অসুরৈঃ সহ। বাসুকিঞ্চ সমাদায় চক্রিরে সময়ঞ্চ
তম্ ॥ ৮৫ ॥ মহানং মন্দরকৈব বাসুকিঃ রজ্জুমেব
চ। কৃহা সুরাসুরাঃ সর্ষে মমস্থঃ ক্ষীরসাগরম্ ॥
৮৬ ॥ ক্ষীরাকৈর্নখ্যমানস্ত পৰ্বতো হি রসাতলম্।
গতঃ স তৎক্ষণাদেব কৃষ্ণো ভূহা রমাপতিঃ। উদ্ধৃত-
স্তৎক্ষণাদেব তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৮৭ ॥ ভ্রাম্যমাণ-
স্ততঃ শৈলো নোদিতঃ সুরদানবৈঃ। ভ্রমমাণো
নিরাধারো বোধশ্চৈব গুরুং বিনা ॥ ৮৮ ॥ পরমাত্মা
তদা বিষ্ণুরাধারো মন্দরস্ত চ। দোৰ্ভিশ্চতুর্ভিঃ
সংগৃহ্য মমস্থাকিং সুখাবহম্ ॥ ৮৯ ॥ তদা সুরাসুরাঃ
সর্ষে মমস্থঃ ক্ষীরসাগরম্। একীভূত্বা বলেনৈব-
মতিমাত্রং বলোৎকটাঃ ॥ ৯০ ॥ পৃষ্ঠকণ্ঠোরুজাঘন্তঃ
কমঠস্ত মহাঘ্ননঃ। তথাসৌ পৰ্বতশ্রেষ্ঠো বজ্রসার-

কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হও। হে সুত্রত! অমৃতোৎ-
পাদন বিষয়ে তুমি আমাদের মন্থন-দণ্ড হও।
মন্দরগিরি দেব-কার্য-সাধনের জন্য ইন্দ্রের বাক্যে
সম্মত হইলেন এবং সমস্ত সুরাসুরকে বিশেষতঃ
ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কহিলেন,—হে ইন্দ্র!
তুমি তোমার শতপর্শ বজ্র নিক্ষেপ করিয়া পূর্বেই
আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়াছ; সুতরাং
তোমাদের কার্যাসিদ্ধির জন্য কিরূপে আমি গমনে
সমর্থ হইব? তখন সুরাসুরেরা মহাচলকে স্তব করি-
লেন এবং সেই অপূর্ষ অনুপম মন্দর-ভূধরকে উৎ-
পাটিত করিয়া লইলেন। মন্দরকে তাঁহারা ক্ষীর-
ার্ণবে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় করিলেন; কিন্তু
সামর্থ্যে কুলাইল না। পৰ্বত সদ্যই দেব-দৈত্য-
গণের মস্তকোপরি পতিত হইল। তাহাতে কেহ
কেহ ভয়, কেহ কেহ মৃত, কেহ কেহ মুচ্ছাপন্ন, কেহ
কেহ অপর কাহারও দোষখ্যাপনে নিরত এবং কেহ
কেহ বা অত্যন্ত ক্রোশাপন্ন হইলেন। এইরূপে সুরাসুর
ও দানবেরা ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। অবশেষে
তাঁহারা চেতনা প্রাপ্ত হইয়া জগদীশ্বরকে স্তব করিতে
লাগিলেন; বলিলেন,—হে মহাবিষ্ণো! হে শরণা-
গত-বৎসল! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনিই
এই চরাচর বিশ্ব বিস্তার করিয়াছেন। সুরাসুরেরা
এইরূপ স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেবকার্য সিদ্ধির
জন্তু হরি তখন প্রাহুর্ভূত হইলেন। গরুড়বাহন বিষ্ণু

সহসা দেবগণকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ
লীলাবশে পৰ্বতবর মন্দরকে উত্তোলিত করিয়া
গরুড়োপরি স্থাপন করিলেন এবং ভীতিগ্রস্ত সুরা-
সুরদিগকে অভয় দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে উঠা-
ইয়া ক্ষীরাকির উত্তর তটে লইয়া গেলেন এবং প্রবৃত্ত
মন্দরগিরিকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া স্বস্থানে
প্রস্থান করিলেন। তখন সুর ও অসুরগণ মিলিত
হইয়া বাসুকিকে গ্রহণপূর্বক তৎসহ সময় নিরূপণ
করিলেন। অনন্তর মন্দরকে মন্থন দণ্ড ও
বাসুকিকে রজ্জু করিয়া তাঁহারা ক্ষীরসাগর
মন্থন করিতে লাগিলেন। ৭১—৮৬। ক্ষীরাকি
মথিত হইতে থাকিলে, সহসা মন্দরাচল রসা-
তলে প্রবেশ করিল। রমাপতি কৃষ্ণ হইয়া তৎ-
ক্ষণাৎ তাহাকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার এই
কার্য বড়ই অদ্ভুত হইয়াছিল। সুর ও অসুরগণ
কর্তৃক পরিচালিত হইয়া মন্দরগিরি নিরাধার অবস্থায়
ভ্রমণ করিতে লাগিল। বৃহস্পতি এই কার্যে উপ-
স্থিত ছিলেন না। তথাচ তাঁহাদের বুদ্ধি অभाव
হয় নাই। পরমাত্মা বিষ্ণু মন্দরের আধার হইয়া
স্বীয় বাহুচতুষ্টয় দ্বারা উহাকে ধারণপূর্বক অনায়াসে
অক্লিম্বনে সহায়তা করিলেন। তখন বলদৃপ্ত সুরা-
সুরেরা সম্মিলিতভাবে অতিমাত্র বলপ্রয়োগে ক্ষীর
সাগরকে মন্থন করিতে লাগিলেন। পৰ্বতশ্রেষ্ঠ মন্দর
তখন মহাত্মা কমঠের পৃষ্ঠ, কঙ্ক, উরু ও জাহ্নব মধ্যে

ঈশ্বর-পুরাণম্ ।

ময়ো দৃঢ়ঃ । উভয়োর্কির্গণাদেব বড়বাগ্নিঃ সমুখিতঃ ॥
 ৯১ ॥ হলাহলঞ্চ সজ্জাতং তদৃষ্টা নারদেন হি ।
 ততো দেবানুবাচেদং দেবর্ষিরমিতহৃতিঃ ॥ ৯২ ॥
 ন কার্য্যং মথনং চাক্ষেৰ্ভবন্তিরধুনাপিনৈঃ । প্রার্গ্যক্ষস্ব
 শিবঃ দেবাঃ সর্বে দক্ষস্ত যাজনম । তদ্বিস্মৃতিঞ্চ
 বো যাতং বীরভদ্রেণ যৎকৃতম্ ॥ ৯৩ ॥ তস্মাচ্ছিবঃ
 স্মর্য্যতাং চান্ত দেবাঃ পরঃ পরানামপি বা পরশ্চ ।
 পরাংপরঃ পরমানন্দরূপো যোগিবোদ্যো নিদ্রাপঞ্চ
 হকপঃ ॥ ৯৪ ॥ তে মথামানাস্থিরতা দেবাঃ স্বাধ্বাৰ্গ-
 সাধকাঃ । অভিলানপর্য্যঃ সন্তে ন শান্তি যতো
 জড়ঃ ॥ ৯৫ ॥ উপদেশৈশ্চ বর্ত্তান্ত্রোপদেশাঃ কদা-
 চন । তে রাগদ্বেষসজ্জাতাঃ সন্তে শিবপরাধুনাঃ ॥
 ৯৬ ॥ কেবলোদ্যমসংবীতা মনস্তুঃ ক্ষীরসাগরম্ ।
 অতিনিশ্বাসনাচ্ছাতং ক্ষীরাক্ষেপে হলাহলম্ ॥ ৯৭ ॥
 ত্রৈলোক্যদহনে প্রোঢ়ং প্রাপ্তং হনুঃ দিবৌকসঃ ।
 অত উর্দ্ধং দিশঃ সৰ্ব্বা বাপ্তং কুৎসং নভস্তলম্ ।
 গ্রসিতুঃ সৰ্ব্বভূতানাং কালকূটঃ সনভায়াং ॥ ৯৮ ॥

বজ্রসারের ছায়া দৃঢ় হইল । উভয়ের ঘৰ্বে ঐ
 সময় বাড়বাগ্নি ও হলাহল উখিত হইল । তদর্শনে
 অমিতপ্রভাব দেবর্ষি নারদ দেবগণকে কহিলেন,—
 তোমরা সকলে এখন আর অন্ধি মন্বন করিও না ।
 এক্ষণে সকলে মিলিয়া প্রার্থনা কর । দক্ষের যজ্ঞ
 আর সেই যজ্ঞে বীরভদ্র যাজ্য করিয়াছিলেন, তাহা কি
 তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ ? যাজ্য হউক, এক্ষণে সেই
 পরাংপর, পরমানন্দময়, যোগিজন-বোয়, প্রপঞ্চাতীত,
 নিরাকার শিবকেই সঙ্গর স্মরণ কর । দেবগণ
 তখন স্বাধ্বাধানে তৎপর, তাঁহারা কামনার বশীভূত
 হইয়া সকলেই নাগভাবে সাগরমস্থানে বাপ্ত হইয়া
 সূতরাং জড়ের ছায়া তাঁহারা তখন নারদের সে কথা
 শুনিতেই পাইলেন না । বস্ত্রনঃ যাহারা রাগ-দ্বেষের
 বশীভূত ও শিবের প্রতি পরাধুগ, বড় উপদেশবাক্যে
 তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া কখনই কর্তব্য নহে ।
 ক্ষীরাক্ষি মন্বনে দেবগণেরও ঐ অবস্থা হইয়াছিল ।
 তাঁহারা রাগ-দ্বেষের বশ হইয়াছিলেন । শিবের তাঁহা-
 দের ঈর্ষা ছিল না । কেবল উদ্যমনিষ্ঠ হইয়াই
 তাঁহারা ক্ষীরসাগর মন্বন করিতেছিলেন । অত-
 ষ্ঠিক মথনের ফলে ক্ষীরাক্ষি হইতে হলাহল প্রাৰ্ভূত
 হইল । ঐ হলাহল ত্রৈলোক্যদহনেও সক্ষম এবং
 দেবগণকে গ্রাস করিবার জন্যই উপস্থিত ।
 দেখিতে দেখিতে ঐ হলাহল কিঞ্চিৎ পরেই কুৎস
 নভস্তল ও সমগ্র দিম্বগুল ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল ।

দৃষ্টা বৃহত্তং স্বকরস্বমোজসা তং সর্গরাজং সহ
 পর্ষতেন । তত্রৈব হিহাপযযুস্তদানীং পলায়মানা
 রৈঃ সমেতাঃ ॥ ৯৯ ॥ তত্রৈব সৰ্ব্ব ঋষয়ো
 ভূধাদাঃ শতশস্ততঃ । দক্ষস্ত যজনং তেন যথা
 জাতং তথাভবৎ ॥ ১০০ ॥ সতালোকং গতাঃ সর্বে
 ভৃগুণা নোদিতা ভূশম্ । বেদবাক্যৈশ্চ বিবিধৈঃ
 কালকূটং প্রশাম্যতি । দেবা নাস্তাত্রে সন্দেহঃ সত্যং
 সত্যং বদামি বঃ ॥ ১০১ ॥ ভৃগুণোক্তং বচঃ শ্রুত্বা
 কালকূটবিবাদিতাঃ । সতালোকং সমাসাদ্য ব্রহ্মাণং
 শরণং যযুঃ ॥ ১০২ ॥ তদা জাজ্বলামানঃ বৈ কাল-
 কূটং প্রভোজ্জলম্ । দৃষ্টা ব্রহ্মাথ তান্ দৃষ্টা হকর্ষ-
 জ্ঞান সুরাসুরান । তেষাং শপিতুমারেভে নারদেন
 নিবারিতঃ ॥ ১০৩ ॥ ব্রহ্মোবাচ । অকার্য্যং কিং
 কৃতং দেবাঃ কস্মাৎ ক্ষোভোহয়মুদ্যতঃ । ঈশ্বরস্ত চ
 জ্ঞাতোহদ্য নাত্থখা .মম ভাবিতম্ ॥ ১০৪ ॥ ততো
 দেবৈঃ পরিবৃত্তো বেদোপনিষদৈস্তথা । নানাগমৈঃ
 পরিবৃত্তঃ কালকূটভয়াদ্যযৌ ॥ ১০৫ ॥ ততশ্চিষ্টা-

জগতের সমস্ত প্রাণিকে গ্রাস করিবার জন্যই ঐ
 কালকূট উপস্থিত হইল । সুরাসুরেরা তাহা দেখিয়া
 স্তব্ধ করস্থ বৃহৎ বাস্তুকি ও মন্দর পর্ব্বতকে পরিত্যাগ-
 পক্ষক তৎকালে পলায়ন করিতে লাগিলেন । তাঁহা-
 দের দেখাদেখি ভৃগু প্রভৃতি শত শত ঋষি পলায়ন-
 পর হইলেন । পূর্বে দক্ষযজ্ঞে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়া-
 ছিল, ঐ কালকূটের আবির্ভাবেও সুরাসুর ও ঋষি-
 গণের তেমনি অবস্থা ঘটিল । তখন ভৃগুর প্রেরণায়
 সকলেই সতালোকে গমন করিলেন । ভৃগু বলি-
 লেন,—বিবিধ বেদবাক্য প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই ঐ
 কালকূট প্রশান্ত হইবে । হে দেবগণ ! আমি
 সত্যই বলিতেছি ; আমার এ বাক্যে সন্দেহমাত্র
 নাই । ৮৭—১০১ । তখন কালকূট-বিষে জজ্বরিত
 দেব-ঋষিগণ ভৃগুর বাক্য শ্রবণে সতালোকে উপ-
 স্থিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন । ব্রহ্মা
 সেই প্রভাপটলোজ্জল কালকূট ও অকর্ষজ
 সুরাসুরদিগকে দেখিয়া একেবারে অভিশাপদানেই
 উদ্যত হইলেন । পরন্তু নারদ তাঁহাকে সে কার্য্য
 হইতে নিবারিত করিলেন । তখন ব্রহ্মা কহিলেন,—
 হে দেবগণ ! তোমরা কি অকার্য্য করিয়াছ ?
 কিসের জন্য তোমাদের এই ক্ষোভ উপস্থিত হইল ।
 তোমাদের এ ক্ষোভ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কার্য্য । আমার
 এ কথা অন্তথা হইবার নহে । এই বলিয়া ব্রহ্মা
 বেদ, বেদোপনিষদ ও নানা আগমে পরিবৃত্ত হইয়

ধিতা দেবা ইদমুচুঃ পরস্পরম্ । অবিদ্যাকামসংবীতাঃ
কুৰ্যামঃ শঙ্করঞ্চ কম্ ॥ ১০৬ ॥ ব্রহ্মাণঞ্চ পুরস্কৃত্য তদা
দেবাস্থরাধিতাঃ । বৈকুণ্ঠমাব্রজন্ সর্ষে কালকূটভয়া-
দ্ভিতাঃ ॥ ১০৭ ॥ ব্রহ্মাদয়শ্চর্ষিগাশ্চ তদা পরেশঃ
বিষ্ণুঃ পুরাণপুরুষঃ প্রভবিষ্ণুমীশম্ । বৈকুণ্ঠমাশ্রিত-
মধোক্জমাধবং তে সর্ষে । সুরাসুরগণাঃ শরণাং
প্রযাতাঃ ॥ ১০৮ ॥ তাবৎ প্রবৃক্ষঃ সুমহৎ কালকূট-
সমভাষাৎ । দক্ষাদৌ ব্রহ্মণৌ লোকঃ বৈকুণ্ঠঞ্চ দদাহ
বৈ ॥ ১০৯ ॥ কালকূটগ্নিনা দক্ষো বিষ্ণুঃ সর্ষগুহা-
শনঃ । পার্শ্বদৈঃ সহিতঃ সদাস্তমালসদৃশচ্ছবিঃ ॥ ১১০ ॥
বৈকুণ্ঠঞ্চ সুনীলঞ্চ সর্ষলোকৈঃ সমাবৃতম্ । জল-
কন্মবসংবীতাঃ সর্ষে লোকাস্তদাভবন্ ॥ ১১১ ॥ অষ্টা-
বরণসংবীতং ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মণা সহ । ভস্মীভূতং
চকারাশু জলকন্মবমদ্ভুতম্ ॥ ১১২ ॥ নো ভূমির্ন জলং
চাগ্নির্ন বায়ুর্ন নভস্তদা । নাহঙ্কারো ন চ মহান্ মূল-
বিদ্যা তথৈব চ । শিবস্ত কোপাৎ সঞ্জাতং তদা
ভস্মাকুলং জগৎ ॥ ১১৩

ইতি শ্রীকান্দে সমুদ্র মথনঃ নাম
নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

কালকূটভয়ে স্বস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । তখন
দেবগণ চিন্তিত হইয়া পরস্পর বলিলেন,—আমরা
অবিদ্যা ও কামাক্রান্ত হইয়া এক্ষণে কাহাকে আমা-
দের মঙ্গলকর বলিয়া আশ্রয় করি । দেবগণ কাল-
কূটভয়ে কাতর হইয়া ঐ কথা বলিতে বলিতে ব্রহ্মাকে
অগ্রবর্তী করিয়া সহর বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ।
ব্রহ্মাদি দেবগণ, দানবগণ ও ঋষিগণ সেই বৈকুণ্ঠপতি,
পরাংপর, পুরাণপুরুষ, অধোক্জ, মাধব, ভগবান্
বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই-
লেন । ইতিমধ্যে সেই সুমহৎ কালকূট প্রবৃক্ষবেগে
উপস্থিত হইল । সেই কালকূটে ব্রহ্মলোক এবং
বৈকুণ্ঠধামও দগ্ধ হইয়া গেল । এমন কি, যিনি সর্ষান্ত-
র্ধামী বিষ্ণু, তিনিও স্বীয় পার্শ্বদগণ সহ কালকূটানলে
দগ্ধ হইলেন । বিরাগিদগ্ধ বিষ্ণু সদ্যই তমালতুল্য
কান্তি ধারণ করিলেন । সমগ্র বৈকুণ্ঠধাম ও অন্যান্য
লোক সকলই বিধ্বস্তভাবে নীলবর্ণ হইল । বিধ্বস্ত
সমস্ত লোক সকলে জলকন্মবে সমাবৃত হইল । সেই
অপূর্ণ জলকন্মব ব্রহ্মার সহিত অষ্টাবরণাবিত ব্রহ্মাণ্ড
ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল । তখন না ভূমি, না জল,
না অগ্নি, না আকাশ, না অহঙ্কার, না মহান্, না মূল-

দশমোহধ্যায়ঃ ।

মুনাং উচুঃ । যদ্বয়া কথিতং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মাণ্ডং সচরা-
চরম্ । ভস্মীভূতং রুদ্রকোপাৎ কালকূটগ্নিনাখিলম্ ।
১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডান্তরতঃ কিং তু রুদ্রং মন্ত্যামহে বয়ম্ ।
তদা চরাচরং নষ্টং ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমম্ ॥ ২ ॥ ভস্মী-
ভূতং রুদ্রকোপাৎ কথং সৃষ্টিঃ প্রবর্তিতা । কুতো
ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ কুতশ্চৈন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ৩ ॥ অন্তে সুরা-
সুবাঃ কুত্র ভস্মীভূতা লয়ং গতাঃ । অত উর্দ্ধং
বিমন্ভবৎ তৎসর্ষং বক্তুমহসি ॥ ৪ ॥ বাসপ্রসাদাৎ
সকলং বেখ ব্রং নাপরো হি তৎ । তস্মাজ্জ্ঞানময়ঃ
শাস্ত্রং তজ্জ্ঞানাসি ন চাপরঃ ॥ ৫ ॥ ইতি পৃষ্টস্তদা
সর্ষৈর্মুনিভির্ভাবিতান্নভিঃ । সূতো বাসং নমস্কৃত্য
বাক্যং চেদমথাববীৎ ॥ ৬ ॥ লোমশ উবাচ । যদা
ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থা ব্যাপ্তা দেবা বিরাগিনা । হরিব্রহ্মাদয়ো
হেতে লোকপালাঃ সবাসবাঃ । তদা বিজ্ঞাপিতঃ

অবিদ্যা কিছুই রহিল না । শিবের কোপে সমস্ত
জগৎই ভস্মীভূত হইয়া গেল । ১০২—১১৩ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯ ।

দশম অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আপনি বলি-
লেন,—রুদ্রকোপে নিখিল কালকূটগ্নির প্রভাবে চরা-
চর ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হইয়াছিল ; কিন্তু রুদ্রকেও ত আমরা
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া মনে করি । তখন ব্রহ্মা
গেলেন, বিষ্ণু গেলেন, চরাচর সমস্ত জগৎই রুদ্র-
কোপে ভস্মীভূত হইল । সেকালে এই সৃষ্টি রহিল
কিভাবে ? তখন ব্রহ্মা কোথায় ? বিষ্ণু কোথায় ?
রুদ্র কোথায় ? এবং ইন্দ্রাদি অন্যান্য সুরাসুরেরাই
বা ভস্মীভূত হইয়া কোথায় লয় পাইলেন ? তাদৃশ
বিরাগি-দাহের পর কি হইয়াছিল ? তাহা আপনি
আমাদের নিকট বলুন । ব্যাসের প্রসাদে সকলই
আপনার বিদিত আছে । আপনার ঋষি অন্তঃ কেহ
এ রহস্ত জানে না । জ্ঞানময় শাস্ত্র আপনি যাহা
জানেন, অন্তে তাহা জানে না । ভাবিতান্না মুনিগণ
কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সূত তখন ব্যাসকে
নমস্কারপূর্বক এইবাক্য বলিতে লাগিলেন । ১—৬ ।
লোমশ কহিলেন,—যৎকালে এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থা হরি-
বিরিকি প্রভৃতি দেবগণ ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণ

শঙ্কুহেরদেন মহাশ্রবণা ॥ ৭ ॥ হেরদ উবাচ । হে ক্রদ্র
হে মহাদেব হে স্বাগ্ণে হে জগৎপতে । ময়া বিশ্বং
বিনোদেন কৃতং তেষাং সুহৃৎকৃতম্ ॥ ৮ ॥ ভয়েন
মতিমোহায়াং নার্করস্তু চ মামপি । উদ্যোগং যে
প্রকৃষ্ণন্তি তেষাং ক্রেশোহধিকো ভবেৎ ॥ ৯ ॥ এব-
মভার্থিতস্তেন পিনাকী বৃষভধ্বজঃ । বিশ্বাক্ষকার-
স্বর্ঘ্যেণ গণাধিপতিনা তদা ॥ ১০ ॥ লিঙ্গরূপোহব্রবী-
চ্ছুর্নিরাকারো নিরাময়ঃ । নিরঞ্জনো বোমকেশঃ
কপদী নীললোহিতঃ ॥ ১১ ॥ মহেশ্বর উবাচ । হেরদ
শৃণু মে বাক্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতং । অহঙ্কারাত্মকং
চৈব জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১২ ॥ স্থিতিং করোত্যহ-
ঙ্কারঃ প্রলয়োৎপত্তিম্বেব চ । জগদাদৌ গণপতে তদা
বিজ্ঞপ্তিমাভূতঃ ॥ ১৩ ॥ মায়াবিরহিতং শাস্তং দ্বৈতা-
দ্বৈতপরং সদা । জ্ঞপ্তিমাভূতমকপং তৎ সদানন্দৈক-
লক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥ গণপতিরুবাচ । যদি হং কেবলো
হ্যাত্মা পরমানন্দলক্ষণঃ । তস্মাদ্ভদ্রপরং কিঞ্চিন্নাত্ম-
দস্তি পরস্তপ ॥ ১৫ ॥ নানারূপং কথং জাতং সুরা-
সুরবিলক্ষণম্ । বিচিত্রং মোহজননং ত্রিভির্দেবৈশ্চ
লক্ষিতম্ ॥ ১৬ ॥ ভূতগ্রামৈশ্চতুর্ভিঃ নানাভেদৈঃ
সমব্রিতৈঃ । জাতং সংসারচক্রং চ নিত্যানিত্য-

বিষয়ি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলেন, তখন মহাত্মা হেরদ
শঙ্কুকে বলিলেন,—হে ক্রদ্র, হে মহাদেব, হে স্বাগ্ণ, হে
জগৎপতে ! আমি লীলাক্রমে দেবগণের এই সুহৃৎকৃত
বিশ্ব বিধান করিয়াছি । যাহারা ভয়ে কিম্বা মতিমোহে
আপনাকে ও আমাকে অর্চনা করে না, তাহারা যে
উদ্যোগই করুক, তাহাতে তাহাদের অধিক ক্রেশ
হইয়া থাকে । বিশ্বরূপ তিমিররাশির বিভাকর গণাধি-
নাথ তৎকালে ঐ কথা কহিলে পিনাকপাণি, বৃষভধ্বজ,
নিরাকার, নিরঞ্জন, নিরাময়, নীললোহিত, কপদী,
লিঙ্গরূপী শঙ্কু তাঁহাকে কহিলেন,—হে হেরদ ! তুমি
পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমার বাক্য শ্রবণ কর । এই
যে চরাচর জগৎ দেখিতেছ, ইহা অহঙ্কারাত্মক ;
স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়, এ সমুদায়েরই কর্ত্তা ঐ এক
অহঙ্কার । হে গণপতে ! সৃষ্টির আদিতে আমার
স্বরূপ জ্ঞপ্তিমাভূত ; উহা মায়া-বিরহিত, শাস্ত, সতত
একমাত্র আনন্দস্বরূপ ও দ্বৈতাদ্বৈত-বর্জিত । গণপতি
কহিলেন,—আপনি যদি পরমানন্দময় কেবল আত্মাই
হন, তবে ত আপনাকে অপেক্ষা অপর আর কিছুই
নাই ; সুতরাং এই যে সুরাসুরাদি বিবিধ রূপ—
বিবিধ ভেদভিন্ন চতুর্ভিঃ ভূতগ্রামময় ত্রিদেব-লক্ষিত
বিচিত্র মোহজনক নিত্যানিত্য সংসার-চক্র, ইহা কি

বিলক্ষণম্ ॥ ১৭ ॥ পরস্পরবিরোধেন জ্ঞানবাদেন
মোহিতাঃ । কৰ্ম্মবাদরতাঃ কেচিৎ কেচিৎ স্বগুণ-
মাত্রিতাঃ ॥ ১৮ ॥ জ্ঞাননিষ্ঠাশ্চ যে কেচিৎ পরস্পর-
বিরোধিনঃ । এবং সংশয়মাপন্নং ত্রাহি মাং বৃষভ-
ধ্বজ ॥ ১৯ ॥ অহং গণশ্চ কুত্রত্যঃ ক চায়ং বৃষভঃ
প্রভো । এতে চান্তে চ বহবঃ কুতো জাতাশ্চ কুত্র
বৈ ॥ ২০ ॥ কৃতাঃ সর্বে মহাভাগাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাত্ত্ব-
বৈ । প্রহস্ম ভগবাক্ষুর্গণেশঃ বক্তুমুদ্যতঃ ॥ ২১ ॥
মহেশ্বর উবাচ । কালশক্ত্যা চ জাতানি রজঃসত্ত্ব-
তমাংসি চ । তৈরাবৃতং জগৎ সর্বং সদেবাসুর-
মানুষম্ ॥ ২২ ॥ পরিদৃশ্যমানমেতচ্চানন্দরং পরমার্থতঃ ।
বিন্দোতৎ সর্বসিদ্ধিধাব কৃতকৃত্বাচ্চ নন্দরম্ ॥ ২৩ ॥
লোমশ উবাচ । যাবদগণেশসংযুক্তো ভাবমাণঃ সদা-
শিবঃ । লিঙ্গরূপী বিশ্বরূপঃ প্রাহুর্ভূতা সদাশিবাৎ ॥
২৪ ॥ শিবরূপা জগদু্যোনিঃ কার্যাকারণরূপিণী ।
লিঙ্গরূপী স ভগবান্নিমগ্নস্তৎক্ষণাদভূৎ ॥ ২৫ ॥ একা
স্থিতা পরা শক্তিব্রহ্মবিদ্যাশ্চলক্ষণা । গণেশো

প্রকারে উৎপন্ন হইল ? এ সংসারচক্রে কেহ কেহ
পরস্পরবিরোধী জ্ঞানবাদে মোহিত, কেহ কেহ স্ব স্ব
গুণানুসারে কৰ্ম্মবাদে নিরত এবং কেহ কেহ জ্ঞান-
নিষ্ঠ, অথচ পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন কেন ? হে বৃষ-
ভধ্বজ ! আমি এ প্রকার সংশয়াপন্ন হইরাছি, আমায়
পরিভ্রাণ করুন । হে প্রভো ! আমি গণপতি কোথা
হইতে আসিলাম ? এই বৃষভই বা কোথা হইতে ?
আর ঐ যে অন্ত বহুবিধ ব্যক্তির উল্লেখ করিলাম,
উহারাই বা কোথা হইতে জন্মিলেন ? কোথায়
আছেন ? ঐ মহাভাগগণ সকলেই সাত্ত্বিক ও রাজস-
প্রকৃতিরূপে উৎপাদিত । ভগবান্ শঙ্কু তখন হাস্ত
করিয়া গণেশকে কহিতে লাগিলেন,—হে গণেশ !
কালপ্রভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধগুণ
আবির্ভূত হয় । উহারাই এই পরিদৃশ্যমান সুরাসুর-
নরপরিবৃত সমগ্র জগৎ আবৃত করিয়াছে । জানিবে—
পরমার্থ জ্ঞানে এ জগৎ নশ্বর নহে ; পরন্তু মায়া-বির-
চিত্ররূপে ইহা নশ্বর । ৭—২৪ । লোমশ কহিলেন,—
লিঙ্গরূপী বিশ্বরূপ সদাশিব যে কালে গণেশের সহিত
এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময় সদা-
শিব হইতে এক পরমা শক্তি প্রাহুর্ভূত হইলেন । এই
শক্তি শিবরূপা, জগদু্যোনি এবং নিখিল কার্য ও
কারণরূপিণী । ইনি আবির্ভূত হইবা মাত্র লিঙ্গরূপী
ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহাতে নিমগ্ন হইলেন । তখন
ব্রহ্মবিদ্যাশ্চর্যরূপিণী একমাত্র পরমা শক্তিই অবস্থান

বিস্ময়াবিষ্টো হবলোকনতৎপরঃ ॥ ২৬ ॥ ঋষয় উচুঃ ।
প্রকৃত্যন্তর্গতং সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্ । গণেশস্ত
পৃথক্ কথং জাতং তদ্ব্যতীতম্ ॥ ২৭ ॥ লোমশ
উবাচ । সাক্ষাৎ প্রকৃত্যঃ সমুত্তো গণেশো ভগবান-
ভূঃ । যথাক্রমঃ শিবঃ সাক্ষাৎ তদ্রূপী হি গণেশ্বরঃ ॥
২৮ ॥ শিবেন সহ সংগ্রামো হতুস্তম্ মহান্বনঃ ।
অজ্ঞানাৎ প্রাকৃতো ভূহা বহুকালং নিরন্তরম্ ॥ ২৯ ॥
তস্ত দৃষ্ট্বা হজেষ্বরং গজাকূটস্থ ততদা । ত্রিশূলে-
নানহনচ্ছত্ৰঃ সগজং তমপাতয়ৎ ॥ ৩০ ॥ তদা স্ততো
মহাদেবঃ পরশক্ত্যা পরস্তপঃ । পরশক্তিযুবাচেদং
বরং বরয় শোভনে ॥ ৩১ ॥ তদা বৃত্তো মহাদেবো
বরেণ পরমেণ হি । যোহয়ং ত্বয়া হতো দেব মম
পুত্রো ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥ ত্বাং ন জানাতায়ং মৃতঃ
প্রকৃত্যংশসমুত্তবঃ । তস্মাৎ পুত্রং জীবয়েমং মম
তুষ্টিার্থমেব চ ॥ ৩৩ ॥ প্রহস্ত ভগবান ক্রদ্রো মায়াপুত্র-
মজীবয়ৎ । সিন্ধুরবদনেনৈব মুখে স সমযোজয়ৎ ॥
৩৪ ॥ তদা গজাননো জাতঃ প্রসাদাচ্ছবন্ত চ ।
মায়াপুত্রোহপি নির্মায়ে জ্ঞানবান্ সদ্ভুব হ ॥ ৩৫ ॥

করিতে লাগিলেন । গণেশ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার
দিকেই তাকাইয়া রহিলেন । ঋষিগণ কহিলেন,—
এই চরাচর জগৎ সমস্তই প্রকৃতির অন্তর্গত । কিন্তু
গণেশের পৃথক্ ক্রমে হইল ? তাঁহা ব্যক্ত
করুন । লোমশ কহিলেন,—ভগবান্ গণেশ সাক্ষাৎ
প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত । তিনি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ।
শিবের সহিত সেই মহাত্মা গণেশ্বরের সংগ্রাম হইয়া-
ছিল । গণেশ্বর অজ্ঞানবশে বহুকাল প্রাকৃত জনবৎ
অবস্থিত ছিলেন । শম্ভু গজাকূট অবস্থায় তদীয়
অজেষ্বর অবলোকন করিয়া ত্রিশূল দ্বারা গজের
সহিত তাঁহাকে নিপাতিত করেন । তখন সেই
পরস্তপ মহাদেবকে পরমা শক্তি স্তব করিতে প্রবৃত্ত
হন । তাহাতে মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন,—হে
শোভনে ! তুমি বর গ্রহণ কর । তখন ঐ পরা
শক্তি মহেশ্বরের নিকট উত্তম বর প্রার্থনা করিলেন ;
বলিলেন,—হে দেব ! তুমি এই যাহাকে নিহত
করিলে, এ ব্যক্তি আমারই পুত্র সন্দেহ নাই । এই
প্রকৃতির অংশজাত পুত্র মৃত্যুবশতঃ আপনাকে
জানিতে পারে নাই । অতএব আমার তুষ্টির জন্ত
আপনি ইহার জীবন দান করুন । তখন ভগবান্
ক্রদ্র হস্ত করিয়া সেই মায়া-পুত্রের জীবন দান করি-
লেন এবং তদীয় মুখে গজের মুখ যোজনা করিয়া
দিলেন । তখন ঐ মায়া-নন্দন শব্বরের প্রসাদে

আত্মজ্ঞানামৃতেনৈব নিত্যতৃপ্তো নিরাময়ঃ । সমাধি-
সংস্থিতো রৌদ্রঃ কালকালান্তকোহভবৎ ॥ ৩৬ ॥
যোগদণ্ডার্থমুৎপাট্য স্বকীয়ং দশনং মহৎ । করে
গৃহ্য গণাধ্যক্ষঃ শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে । ঋদ্ধিসিদ্ধিষ্মৈ-
নৈব একহেন বিরাজিতঃ ॥ ৩৭ ॥ যে তে গণাশ্চ
বিশ্রাশ্চ যে চাশ্চোহভ্যধিকা ভূবি । তেষামপি পতি-
জাতঃ কতোহসৌ শম্ভুনা তদা ॥ ৩৮ ॥ তস্মাদ্বি-
লোকয়ামাস প্রকৃতিং বিশ্বরূপিণীম্ । পৃথক্ স্থিতি-
গ্রতো জ্ঞানালিঙ্গং প্রকৃতিমেব চ । দদর্শ বিমলং
লিঙ্গং প্রকৃতিস্বং স্বভাবতঃ ॥ ৩৯ ॥ আত্মানঞ্চ গণৈঃ
সাক্ষিঃ তথৈব চ জগত্ত্রয়ম্ । লীনং লিঙ্গে সমস্তং
তদ্বৈরদ্যো জ্ঞানবানপি ॥ ৪০ ॥ মুমোহ চ পুনঃ সংজ্ঞাং
প্রতিভতা প্রযত্নতঃ । ননাম শিরসা তাভ্যামীশাভ্যাং
স গণেশ্বরঃ ॥ ৪১ ॥ তদা দদর্শ তত্রৈব লোকসংহার-
কারকম্ । ব্রহ্মাণ্ডৈক্যং ক্রদ্রঞ্চ বিষ্ণুৈক্যং সদাশিবম্ ॥
৪২ ॥ দদর্শ প্রেততুল্যানি লিঙ্গশক্ত্যাঙ্কানি চ ।
ব্রহ্মাণ্ডগোলোকাশ্চৈব কোটিশঃ পরমাণুবৎ ॥ ৪৩ ॥

গজানন হইলেন । তিনি মাযার পুত্র হইলেও মায়া-
মুক্ত ও জ্ঞানবান্ হইলেন । গজানন আত্মজ্ঞানরূপ
অমৃতপানে নিত্য তৃপ্ত ও নিরাময় । তিনি সমাধি-
অবস্থায় অবস্থিত রূদ্রাংশে কালেরও কালান্তকরূপে
অবস্থান করিতে লাগিলেন । গণেশ যোগদণ্ডের
জন্ত স্বীয় দশন উৎপাটিত করিয়া স্বকরে গ্রহণপূর্বক
শব্দব্রহ্মেরও অতীত হইলেন । তিনি ঋদ্ধি ও
সিদ্ধির সহিত একীভূত হইয়া বিরাজ করিতে লাগি-
লেন । ভূতলে যে সকল বিশ্ব ও গণ এবং তদপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, শম্ভুর নিয়োগে তৎকালে তিনি
সে সমুদয়ের অধিপতি হইলেন । এই জন্তই তিনি
পৃথগ্ভাবে অবস্থিত হইয়া সম্মুখে বিশ্বরূপিণী প্রকৃতিকে
দেখিতেছিলেন । তিনি জানিলেন,—সেই প্রকৃতিই
শিবলিঙ্গ ; ঐ বিমল লিঙ্গ স্বভাবতই প্রকৃতিস্ব ।
ইহাই তিনি দর্শন করিলেন । ২৫—৩৯ । হেয়ম্
প্রমথগণসহ নিজেকে এবং এই জগত্ত্রয়কেই লিঙ্গে
লীন দেখিলেন ; দেখিয়া জ্ঞানবান্ হইলেও তিনি
মোহাপন্ন হইলেন । অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া
সেই গণেশ্বর মস্তক দ্বারা সেই ঈশ ও ঈশানীকে
নমস্কার করিলেন । তখন তিনি সেই প্রকৃতিস্ব
লিঙ্গমধ্যে ব্রহ্মা, ক্রদ্র, বিষ্ণু ও সদাশিবকে দর্শন
করিলেন । তিনি আরও দেখিলেন,—লিঙ্গ ও
শিবশক্ত্যাঙ্ক প্রেতগ্রায় ব্রহ্মাণ্ডগোলক সকল

ঈয়ন্তে চ বিদীযন্তে মহেশে লিঙ্গরূপিনি। প্রকৃত্যন্ত-
গতং লিঙ্গং লিঙ্গস্থান্তর্গতা চ সা ॥ ৪৪ ॥ শক্ত্যা
লিঙ্গঞ্চ সঙ্করং তদা সর্বমদৃশ্যত। লিঙ্গেন শক্তিঃ
সঙ্করা পরস্পরমবর্তত ॥ ৪৫ ॥ শিবাভ্যাং সংশ্রিতং
লোকং জগদেতচ্চরাচরম্। গণেশো বাপি তজ্-
জ্ঞানং ন পরেহপি তথাবিদন্ ॥ ৪৬ ॥ তদোবাচ মহা-
তেজা গণাধ্যক্ষো গণৈঃ সহ। সশক্তিকঃ সূর্যমানঃ
শক্ত্যা চ পরয়া তদা ॥ ৪৭ ॥ গণেশ উবাচ। নমামি
দেবং শক্ত্যাবিতং জ্ঞানরূপং প্রসন্নং জ্ঞানাৎপরং
পরমং জ্যোতীরূপম্। রূপাৎপরং পরমং তদ্বকপং
তদ্বাৎপরং পরমং মঙ্গলঞ্চ আনন্দাখ্যং নিকলং
নির্নিষাদম্ ॥ ৪৮ ॥ ধূমাৎ পরমযোবন্ধিনুগমবৎ প্রতি-
ভাসতে। প্রকৃত্যন্তর্গতস্বং হি লক্ষ্যসে জ্ঞানসম্ভবঃ।
প্রকৃত্যন্তর্গতস্বং হি মায়াবাক্তিরিতীয়েসে ॥ ৪৯ ॥
এবংবিধস্বং ভগবন্ স্বমাযয়া সৃজন্ত্যখা লুপ্তানি
পাসি বিশ্বম্। অস্মাদগরাৎ সর্বমিদং প্রনষ্টং
সব্রহ্মবিপ্রেন্দ্রযুতং চরাচরম্ ॥ ৫০ ॥ যথা পুরানী-

কোটি কোটি পরমাণুর আয় লিঙ্গরূপী মহেশে লীন
ও বিলীন হইতেছে। দেখিলেন,—লিঙ্গ প্রসূতের
অন্তর্গত এবং প্রকৃতিও লিঙ্গের অন্তর্গত। সেই
পরা শক্তি দ্বারাই সমস্ত লিঙ্গ আচ্ছন্ন। আবার
সেই লিঙ্গ দ্বারাই ঐ শক্তি আবৃত। এইরূপে
লিঙ্গ ও শক্তি পরস্পর পরস্পরকে আবৃত করিয়া
অবস্থিত। এই চরাচর সমস্ত লোক শিব ও
শিবশক্তিয়োগেই সংশ্রিত। একমাত্র গণেশই
ঐ জ্ঞানে জ্ঞানবান; পরন্তু অপর কেহই ঐরূপ
জ্ঞানলাভ করেন নাই। যাহা হউক, মহাতেজা গণাধি-
পতি তৎকালে স্বীয় গণসহ শক্তিয়ুক্ত শম্বুকে আপ-
নার অসাধারণ শক্তিবলে স্তব করিতে লাগিলেন।
গণেশ কহিলেন,—যিনি জ্ঞানরূপ, শক্তিয়ুক্ত, প্রসন্ন,
জ্ঞানাতীত, পরমজ্যোতিঃস্বরূপ, রূপাতীত, পরম, তদ্ব-
রূপ, তদ্বাতীত, পরমমঙ্গল, আনন্দময়, নিকল, ও
দুঃখবঞ্চিত, আমি সেই দেবদেবকে নমস্কার করি।
হে বিভো! লৌহাগ্নিতে বাস্তবিক ধূন নাই, অথচ উষ্ণ
যেমন সাধারণ অগ্নিজ্ঞানে ধূমবান বলিয়া আপাত-
প্রতিভাসিত হয়, তুমিও তেমনি বস্তুতঃ প্রকৃতির
অন্তর্গত না হইলেও অনম্যাকৃদর্শনে প্রসূতের অন্ত-
র্গতরূপে লক্ষিত হইয়া থাক, বস্তুতঃ তুমি জ্ঞানময়।
তুমি প্রকৃতির অন্তর্গত হইয়া মায়াবাক্তিরূপে প্রভীত
হইয়া থাক। হে ভগবন্! তুমি এই প্রকারেই স্বীয়
প্রাণ বিধের সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছ।

ভগবান্ মহেশঃৈলোক্যনাথোহসি চরাচরাখ্যা।
কুরুষ শীঘ্রং সহজীবকোশং চরাচরং তৎসকলং
প্রদদম্ ॥ ৫১ ॥ লোমশ উবাচ। এবং স্তুতো গণে-
শেন ভগবান্ ভূতভাবনঃ। যথথিতং কালকূটং
লোকসংহারকারকম্ ॥ ৫২ ॥ লিঙ্গরূপেন তদ্বস্তুং
বিমলঞ্চাকরোত্তদা। সদেবাসুরমর্ত্যাস্চ সর্বাণি
ত্রিজগন্তি চ। তৎক্ষণাদ্রক্ষিতাত্তেব রূপয়া পরয়া
যুতঃ ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সুরেন্দ্রশ্চ লোকপালাঃ সহ-
ধর্যঃ। যক্ষা বিদ্যাধর্যঃ সিদ্ধা গন্ধর্বাঃপ্ৰসঙ্গাঃ গণাঃ।
উখিতাশ্চৈব তে সর্বে নিদ্রোপরিগতা ইব ॥ ৫৪ ॥
বিশ্বদেন সমাবিষ্টা বভূবুর্জাতসাধবসাঃ। সর্বে দেবা-
সুরাশ্চৈব উচুরাশ্চাবততঃ ॥ ৫৫ ॥ ক কালকূটং
সুমহদ্ব্যেন বিদ্রাবিতা বয়ম্। মৃতপ্রায়াঃ কৃতাঃ সদাঃ
সলোকপালকা ত্মনৌ ॥ ৫৬ ॥ ইত্যবাস্তদা দৈত্য-
ভূতীশ্চুতাস্তদা প্তিতাঃ। শলাদয়ো লোকপালা বিষ্ণুঃ
সর্বেশ্বরেশ্বরম্। ব্রহ্মাণঞ্চ পুরস্কৃত্য ইদমুচুঃ সমে-
বিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ কেনেদং কারিতং বিবেকো ন বিদ্যামো-
হন্নমেবসঃ। তদা প্রহস্তু ভগবান্ ব্রহ্মা সহ তৈঃ

এই দেখ, এই ব্রহ্মাদি দেবগণসহ সমস্ত জগৎ এই
বিশ্ব বিদ্যে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। হে
ভগবন্! আপনি পূর্বে যেমন এই চরাচরের আত্ম-
স্বরূপে ত্রিলোকনাথ মহেশ হইয়া বিরাজ করিতেন,
এক্ষণে সেইরূপে এই জীবকোষসহ চরাচর দন্ধ-
জগৎ পুনরায় পালন করুন। লোমশ কহিলেন,—
গণেশ এই প্রকার স্তব করিলে ভগবান্ ভূতভাবন
সেই লোকসংহারী কালকূট লিঙ্গরূপে গ্রাস করিলেন
এবং উঠাকে তখন বিশুদ্ধ করিয়া দিলেন। সুর,
অসুর, নর এমন কি সমস্ত ত্রিজগৎই তৎক্ষণাৎ শিব-
রূপায় রক্ষিত হইল। ৪০—৫৩। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও
অন্যান্য লোকপালগণ এবং ঋষি, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ,
গন্ধর্বা ও অশ্বরোগণ সকলেই তখন নিদ্রোখিতের
আর উখিত হইলেন। তাঁহাদের অন্তরে বিশ্বয়
এবং ভয় উভয়ই জন্মিল। সুরাসুরেরা আশ্চর্যের
গহিত বলানলি করিতে লাগিলেন,—কৈ, সে প্রবল
কালকূট—বাহা দ্বারা আমরা বিদ্রাবিত হইয়াছিলাম?
—বে আমাদেরগকে ঐ সকল লোকপাল সহ সদাই
মৃতপ্রায় করিয়াছিল? দৈত্যগণ এই বলিয়া
ভূতীশ্চাবে অবস্থান করিল; কিন্তু ইন্দ্রাদি লোকপাল-
গণ এই ব্যাপারের কারণজিজ্ঞাসু হইলেন।
তাঁহারা সর্বেশ্বর বিষ্ণু ও ব্রহ্মার নিকট উত্তেজিত-
ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে বিবেকো! কে এই

সুরৈঃ ॥ ৫৮ ॥ সমাধিমগমন্ সর্বৈঃপোকাগ্রমনস-
স্তদা । তত্ত্বজ্ঞানেন নিহিত্য কামক্ৰোধাদিকান্ দ্বিজাঃ ॥
৫৯ ॥ তদাত্মনি স্থিতঃ লিঙ্গমপশুন্ বিবুধাদয়ঃ ।
বিষ্ণুং পুরস্কৃত্য তদা তুষ্টিবুঃ পরমার্থতঃ ॥ ৬০ ॥ আত্মনা
পরমাত্মানং যোগিনঃ পর্যাপাসতে ॥ ৬১ ॥ লিঙ্গমেব
পরং জ্ঞানং লিঙ্গমেব পরং তপঃ । লিঙ্গমেব পরো
ধর্মো লিঙ্গমেব পরা গতিঃ । তস্মাল্লিঙ্গাৎ পরতরং
যচ্চ কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ॥ ৬২ ॥ এবং কুবন্তো হি
তদা সুরাসুরাঃ সলোকপালা ঋষিভিষ্চ সাকম্ ।
বিষ্ণুং পুরস্কৃত্য তমালবর্ণং শম্ভুং শরণ্যং শরণং
প্রপন্নাঃ ॥ ৬৩ ॥ ত্রাহি ত্রাহি মহাদেব রূপালো পরমে-
শ্বর । পুরা ত্রাতা যদা সর্বৈ তথা হং ত্রাতুমর্হসি ॥ ৬৪ ॥
তদেবদেব ভবতশ্চরণারবিন্দং সেবানুবন্ধমহিমান-
মনস্তরূপম্ । হৃদাশ্রিতঃ যৎপরমাত্মকম্পদা নমোহস্ত
তে দেববর প্রসাদ ॥ ৬৫ ॥ লিঙ্গস্বরূপমধ্যান্তো ভগ-
বান্ ভূতভাবনঃ । সর্বৈঃ সুরগণৈঃ সাকং বভাসেদং
রম্যপতিঃ ॥ ৬৬ ॥ ইং লিঙ্গরূপী ভগবান্ জগতা-

কার্য্য করিয়াছেন ? আমরা অল্পমেধা ; তাই তাঁহাকে
জানিতে পারিতেছি না । তখন ভগবান্ বিষ্ণু
হাস্তস্পর্ষক ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ সহ সমাধি
অবলম্বন করিলেন । হে দ্বিজগণ ! তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান-
বলে কাম-ক্ৰোধাদি রিপুনিচয় নিগৃহীত করিয়া
একান্ত-মনে তখন সেই আত্মস্থ লিঙ্গমূর্ত্তি অবলোকন
করিলেন । তদর্শনে বিষ্ণুপ্রমুখ বিবুধগণ পরমার্থ-
বোধে ঐ লিঙ্গের স্তব করিতে লাগিলেন ; বলি-
লেন,—যোগিগণ আত্মা দ্বারা পরমাত্মার উপাসনা
করেন, এই লিঙ্গই, সেই পরমাত্মা । এই লিঙ্গই
পরম জ্ঞান, ইহাই পরম তপ, ইহাই পরম ধর্ম্ম, এবং
এই লিঙ্গই পরম গতি । অতএব লিঙ্গাপেক্ষা
পরাৎপর আর কিছুই বিদ্যমান নাই । তমালবর্ণ
বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ এবং
ঋষিগণ ও অসুরগণ এই কথা বলিতে বলিতে তৎ-
ক্ষণাৎ সেই সর্ব-শরণ্য শম্ভুর শরণাপন্ন হইলেন ।
তাঁহারা বলিলেন, হে রূপালো ! হে মহাদেব !
আমাদিগকে পরিত্ৰাণ করুন, পরিত্ৰাণ করুন ।
পূর্বে আপনি যেকূপে সকলকে ত্ৰাণ করিয়াছিলেন,
এক্ষণেও সেইরূপেই ত্ৰাণ করুন । অতএব হে
দেবদেব ! আপনার অনন্তরূপ চরণারবিন্দের আমরা
আশ্রয় লইলাম । হে দেববর ! আপনাকে নমস্কার
করি । আপনি প্রসন্ন হউন । ভগবান্ ভূতভাবন
রম্যপতি লিঙ্গস্বরূপের মধ্যগত হইয়া সুরগণের

মভয়প্রদঃ । বিষ্ণুনা সংস্কৃতো দেবো লিঙ্গরূপী মহে-
শ্বরঃ ॥ ৬৭ ॥ মৃতাস্থাতা গরাৎ সর্বৈ তস্মান্মৃত্যুঞ্জয়
প্রভো । রক্ষ রক্ষ মহাকাল ত্রিপুরাস্ত নমোহস্ত তে ॥
৬৮ ॥ বিষ্ণুনা সংস্কৃতো দেবো লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ ।
প্রাত্ত্বভূব সান্নোহথ বোধয়ন্নিব তান সুরান ॥ ৬৯ ॥
হে বিবেকো হে সুরাঃ সর্ব ঋষয়ঃ শ্রয়তামিদম্ । মৃত্যু-
তেহপি হি সংসারে অনিত্যে নিত্যতাকুলম্ ॥ ৭০ ॥
প্রবিলোকয়তাত্মানমাত্মনা বিবুধাদয়ঃ । কিং যজ্ঞঃ
কিং তপোভিষ্চ কিমুদ্যোগেন কর্ম্মণাম্ ॥ ৭১ ॥ এক-
হেন পৃথকহেন কিঞ্চিন্নৈব প্রবোজনম্ । যস্মান্ভবন্তি-
র্মিলিতৈঃ কৃতং যৎ কর্ম্ম হৃদরম্ ॥ ৭২ ॥ ক্ষীরাক্ষে-
র্নর্থনং তত্ত্ব অন্তার্থং কথং কৃতম্ । মৃত্যুঞ্জয়ঃ নিরা-
কৃত্য অবজ্রায় চ মাং সদা ॥ ৭৩ ॥ তস্মাৎ সর্বৈ
মৃত্যুমুখং পতিতা বৈ ন সংশয়ঃ । অস্মাভির্নির্মিতো
দেবো গণেশঃ কার্য্যাসিদ্ধয়ে ॥ ৭৪ ॥ ন নমন্তি গণেশং
চ দুর্গাক্ষৈব তথাবিধাম্ । ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি
নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৭৫ ॥ যুয়ং সর্বৈ হৃদয্মিষ্ঠাঃ

সহিত একযোগে বলিলেন,—হে ভগবন ! আপনি
জগতের অভয়প্রদ, লিঙ্গ-রূপধর । বিষ্ণু লিঙ্গরূপী
মহেশ্বরের স্তব করিতে করিতে আরও বলিলেন,—
হে প্রভো ! আপনি বিবাগ্নি-মৃত প্রাণীদিগকে পরি-
ত্ৰাণ করিয়াছেন ; এই জন্ত আপনার নাম—মৃত্যুঞ্জয় ।
হে মহাকাল ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন । হে ত্রিপুরা-
স্তক ! আপনাকে আমাদের নমস্কার, নমস্কার ।
৫৪—৬৮ । বিষ্ণু এই প্রকার স্তব করিলে লিঙ্গরূপী
মহাদেব সেই সুরগণকে যেন প্রবোধিত করিয়াই
প্রাত্ত্বভূত হইলেন ; বলিলেন,—হে বিবেকো ! হে
সুরগণ ! হে ঋষিগণ ! আমার এই কথা শ্রবণ
কর । এই অনিত্য সংসারে একমাত্র আত্মাই
নিত্যতাময় । বিবুধগণ এই আত্মাকে আত্মা
দ্বারা অবলোকন করুন । কি যজ্ঞ, কি তপস্যা, কি
কর্ম্মারম্ভ, কি একত্র বা পৃথক্, এ সমুদয়ে কোনই
প্রয়োজন নাই । তোমরা সকলে মিলিয়া অমৃত
নিমিত্ত ক্ষীরাক্ষির মস্তনরূপ যে হৃদর কর্ম্ম করিয়াছ,
আমি মৃত্যুঞ্জয়—আমাকে নিরাকৃত ও অবজ্রাত
করিয়া কিরূপে তাহা করিলে ? যাহা হউক,
তোমাদের এই অপরাধের জন্ত সকলেই তোমরা
মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । আমি কার্য্যাসিদ্ধির জন্ত
গণেশদেবকে শ্রান্ত করিয়াছি । যাহারা গণেশ ও
দুর্গাকে নমস্কার করে না, তাহারা নিশ্চয় ক্লেশভাগী

সুকাঃ পণ্ডিতমানিনঃ । কার্য্যাকার্য্যমবিজ্ঞায় কেবলং
মানমোহিতাঃ ॥ ৭৬ ॥ তস্মাৎ কালমুখে সর্বে পতিতা
নাত্র সংশয়ঃ । সর্বে শ্রুতিপরা যুয়মিন্দাদা দেবতা-
গণাঃ ॥ ৭৭ ॥ প্ররোচনপরাঃ সর্বে ক্ষুদ্রাশ্চেন্দ্রাদয়ো
রথা । নান্মানঞ্চ প্রপঞ্চে ন বেৎসি ত্বং হি শচীপতে ॥
৭৮ ॥ কৃতঃ প্রযত্নো হি মহানমতার্থং ত্বয়া শঠ । অশ্ব-
মেধশতেনৈব যদ্রাজ্যং প্রাপ্তবানসি । অপি তচ্চ
পরাধীন তন্ন জানাসি দুর্মতে ॥ ৭৯ ॥ যৈর্বেদবাকৈ-
শ্চ মূঢ় সংস্রতোহসি তপস্বিভিঃ । তে মূঢ়াস্তোষ্যন্তি
ত্বাং তত্তদ্রাগপরাযণাঃ ॥ ৮০ ॥ বিবেকো ব্রহ্ম পক্ষপাতান্ন
জানাসি হিতাহিতম্ । কেচিক্রতাস্থয়া বিবেকো রক্ষিতা-
শ্চৈব কেচন ॥ ৮১ ॥ ইচ্ছাযুক্তস্বমর্দৈব সদা বালক-
চেষ্টিতঃ । যেহন্তে চ লোকপাঃ সর্বে তেষাং বার্জী
কুতস্থিহ ॥ ৮২ ॥ অন্তথা হি কৃতে হর্থে অন্তথা ত্বং
ভবিষ্যতি । কার্য্যাসিদ্ধির্ভবেদ্যেন ভবতি বৈশ্বতঞ্চ
তৎ ॥ ৮৩ ॥ যেনাদ্য রক্ষিতাঃ সর্বে কালকূটমহা-

হয় । তোমরা অধর্ম্মনিষ্ঠ, পণ্ডিতাভিমानी, জড়প্রায় ;
কি কার্য্য, কি অকার্য্য, সে সম্বন্ধে তোমাদের
কোনই অভিজ্ঞতা নাই । তোমরা কেবল নিজের
মানে নিজেই মোহিত । অতএব তোমাদের
সকলকেই কালমুখে পতিত হইতে হইবে ; ইহা নিশ্চ-
য়ই । তোমরা ইন্দ্রাদি দেবগণ কেবলই বেদবোধিত
কর্ম্মে নিরত । প্রলোভন বা প্ররোচনাতেই তোমা-
দের আসক্তি ; সুতরাং তোমরা সকলেই ক্ষুদ্র ও
অকর্ম্মণ্য । হে শচীপতে ! আত্মা যে কি, তাহা
তুমি বিশেষরূপে বিদিত নহ । হে শঠ ! তুমি অম-
তের নিমিত্ত মহতী চেষ্টা করিয়াছ । হে দুর্মতে !
শত অশ্বমেধ করিয়া যে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলে,
কিন্তু তাহা যে পরাধীন, সে বিষয়ে তোমার জ্ঞান
নাই । রে মূঢ় ! যে সকল তপস্বী তোমায় বেদ-
বাক্যে স্তব করিয়া থাকেন, তাঁহারাও মূঢ় । বিবয়াক্রষ্ট
হইয়া অনর্থক তোমার তাঁহারা তুষ্টি উৎপাদন করেন ।
হে বিবেক ! তুমিও পক্ষপাত-দোষে হিতাহিত জ্ঞান-
রহিত হইয়াছ । তুমি কতকগুলিকে হত্যা করি-
য়াছ, আবার কতকগুলিকে রক্ষা করিয়াছ । তুমি
স্বৈচ্ছাচার হইয়াই সর্বদা বালকের ন্যায় চেষ্টা করিয়া
থাক । অন্তান্ত যে সকল লোকপাল আছেন,
তাঁহাদের কথা এখানে উল্লেখ করিয়া আর কল কি
আছে ? অন্তায়রূপে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে
তাঁহারা পরিণাম ব্যর্থই হইয়া থাকে । *দেখ, যাহা দ্বারা
কার্য্য-সিদ্ধি হইতে পারে, তোমরা তাঁহাকে একে-

ভয়াৎ । যেন নীলীকৃতো বিষ্ণুর্ধেন সর্বে পরা-
জিতাঃ ॥ ৮৪ ॥ লোকা ভস্মীকৃতা যেন তস্মাদ্-
যেনাপি রক্ষিতাঃ । তস্মাচ্চর্চনাবিধিঃ কার্য্যো গণেশস্ত
মহান্ননঃ ॥ ৮৫ ॥ কর্ম্মারম্ভে তু বিবেশং যে নার্চন্তি
গণাবিপম্ । কার্য্যাসিদ্ধির্ন তেবাং বৈ ভবেত্তু ভবতাং
যথা ॥ ৮৬ ॥ এতন্মহেশস্ত বচো নিশম্য সুরাসুরাঃ
কিন্নরচারণাশ্চ । পূজাবিধানং পরমার্থতোহপি পপ্রচ্ছু-
রেনঞ্চ তদা গিরীশম্ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সমুদ্রমন্তনাখ্যানে শিবকৃতবিষভক্ষণ-
বৃত্তান্তবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

মহেশ্বর উবাচ । প্রতিপক্ষে চতুর্থান্দ পূজনীয়ো
গণাবিপঃ । স্নাত্বা শুক্লতিলৈঃ শুদ্ধৈঃ শুক্লপক্ষে সদা
নৃভিঃ ॥ ১ ॥ ব্রহ্ম চাবশ্যকং সর্বং গণেশস্তার্চন-
ক্রিয়াম্ । প্রযত্নেনৈব কুব্বীত গন্ধমালাঙ্কতাভিঃ ॥
২ ॥ ধ্যানমাদৌ প্রকর্তব্যং গণেশস্ত যথাবিধি ।
আগমা বহবো জাতা গণেশস্ত যথা মম ॥ ৩ ॥ বহ-

বারেই ভুলিয়াছ । যিনি অদ্য তোমাদিগকে কাল-
কূটের মহাভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন, যে কালকূট
বিষ্ণুকে নীলীকৃত ও তোমাদের সকলকে পরাজিত
করিয়াছে ; অধিক কি, এই সকল লোকই যৎকর্তৃক
ভস্মীভূত হইয়াছে, সেই বিষ হইতে যিনি সকলকে
পরিব্রাণ করিয়াছেন, সেই মহাত্মা গণেশের অর্চনা
করা কর্তব্য । কর্ম্মের আরম্ভে যাহারা বিবেশ্বর
গণাবিপকে অর্চনা না করে, তোমাদের ন্যায় তাহা-
দের কার্য্যাসিদ্ধি হয় না । সুর-অসুর, কিন্নর, ও
চারণ প্রভৃতি তৎকালে মহেশ্বরের এই কথা শ্রবণ
করিয়া গণেশপূজার যথাযথ বিবরণ তাঁহার নিকট
জিজ্ঞাসা করিলেন । ৬৯—৮৭ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশ অধ্যায় ।

মহেশ্ব কহিলেন,—উভয় পক্ষের চতুর্থী তিথিতে
গণাবিপকে অর্চনা করিতে হয় । শুক্লপক্ষে বিশুদ্ধ
শুক্ল তিল দ্বারা স্নান করিয়া অন্তান্ত আবশ্যকীয় সমস্ত
কার্য্য নির্বাহের পর গন্ধ মালা ও অঙ্কতাди দ্বারা
সমস্ত গণেশের পূজা করিতে হয় । পূজা আরম্ভ

ধোপাসকা যস্মাতিমঃস্বরজোহবিতাঃ । গণভেদেন
তান্তেব নামানি বহুভাবন ॥ ৪ ॥ পঞ্চবক্ত্রে গণা-
ধাক্ষো দশবাহুস্ত্রিলোচনঃ । কান্তফটিকসঙ্কাশো নীল-
কণ্ঠো গজাননঃ ॥ ৫ ॥ মুখানি তস্ম পঞ্চৈব কথয়ামি
যথাতথ ॥ ৬ ॥ মধ্যমস্ত মুখং গৌরং চতুর্দন্তং
ত্রিলোচনম্ । শুভাদগুনোজ্ঞক পুঙ্করে মোদকা-
ধিতম্ ॥ ৭ ॥ তথাত্তং পীতবর্ণক নীলক শুভলক্ষ-
ণম্ । পিঙ্গলক তথা শুভ্রং গণেশস্ত শুভাননম্ ॥ ৮ ॥
তথা দশভূজেষেব হাযুধানি ত্রয়ীমি বঃ । পাশং
পরশুপদে চ অক্ষুশং দন্তমেব চ ॥ ৯ ॥ অক্ষমালা
লাঙ্গলক মুমলং বরদং তথা । পূর্ণক মোদকৈঃ পাত্রং
পাণিনা চ বিচিন্তয়েৎ ॥ ১০ ॥ লঙ্ঘোদরং বিরূপাক্ষং
নিবীতং মেখলাধিতম্ । যোগাসনে চোপবিষ্টং চন্দ্র-
লেখাক্ষশেখরম্ ॥ ১১ ॥ বাহনক সাহিবকং ত্রেব
রাজসং হি নৃণামিব । শুক্লচামীকরাভাসং গজানন-
মলৌকিকম্ ॥ ১২ ॥ চতুর্ভুজং ত্রিনয়নমেকদন্তং মহো-
দরম্ । পাশাক্ষুশধরং দেবং দন্তমোদকপাত্রকম্ ॥
১৩ ॥ নীলক তামসং ধ্যানমেবং ত্রিবিধমুচ্যতে । ততঃ

করিয়া প্রথমে যথাবিধি গণেশের ধ্যান করা কর্তব্য ।
আখ্যায়িত্তায় গণেশেরও বহু আগম আছে ; সেই
জন্ত সঙ্ক-রজস্তমোগুণ-ভেদে বহুবিধ উপাসক-
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে । গণভেদে বহুবিধ নাম
নিরুক্ত হইয়া থাকে ; যথা—পঞ্চবক্ত্র, গণাধ্যাক্ষ,
দশবাহু, ত্রিলোচন, কমণীয়, ফটিকনিভ, নীলকণ্ঠ,
এবং গজানন । গণেশের মুখ পঞ্চবিধ ; এক্ষণে সেই
সকল মুখের যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি । তাঁহার
মধ্যম মুখ গৌরবর্ণ । উহা চতুর্দন্ত ও ত্রিলোচন ।
ঐ মুখের শুভাদ ও মনোজ্ঞ এবং পুঙ্কর ও মোদকা-
ধিত । তাঁহার অন্য মুখ পীতবর্ণ এবং অন্যান্য মুখ
যথাক্রমে নীল, পিঙ্গল, ও শুভ্রবর্ণ । এই সকল
মুখই শুভ লক্ষণাধিত । তাঁহার দশভূজে যে সকল
আয়ুধ আছে, আপনাদের নিকট বলিতেছি । পাশ,
পরশু, পদ, অক্ষুশ, দন্ত, অক্ষমালা, লাঙ্গল, মুমল,
বরদ, ও মোদকপূর্ণ পাত্র । এই সকল তিনি হস্ত
দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন । এইরূপই তাঁহাকে চিন্তা
করিতে হয় । তিনি লঙ্ঘোদর, বিরূপাক্ষ, মেখলাধিত,
যোগাসনে উপবিষ্ট ও মস্তকে চন্দ্রলেখাধর । তাঁহার
সাহিব ধ্যান নরগণের এইরূপই বিজ্ঞেয় । তদীয়
রাজস ধ্যান যথা—তিনি বিশুদ্ধ সুবর্ণসন্নিভ, গজ-
বক্ত্র, অলৌকিক রূপসম্পন্ন, চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, একদন্ত,
মহোদর, পাশাক্ষুশধারী এবং দন্তে তাঁহার মোদক-

পূজা প্রকর্তব্য ভবন্তিঃ শীঘ্রমেব চ ॥ ১৪ ॥ এক-
বিংশতিদূর্গাভির্দ্বাভ্যাং নাম্না পৃথক্ পৃথক্ । সর্ব-
নামভিরেকৈব দীযতে গণনায়ক ॥ ১৫ ॥ তথৈব
নামভির্দেয়া একবিংশতিমোদকাঃ । দশনামান্তহং
বক্ষ্যে পূজনার্থঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬ ॥ গণাধিপ
নমস্তেহস্ত উমাপুত্রাঘনাশন । বিনায়কেশপুত্রোতি
সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক ॥ ১৭ ॥ একদন্তেভববক্ত্রেতি তথা
মুখকবাহন । কুমারশুরবে তুভ্যং পূজনীয়ঃ প্রয-
ত্নতঃ ॥ ১৮ ॥ এবমুক্তা সুরান্ সদাঃ পরিষজ্য চ
সাদরম্ । বিষ্ণুঃ গুহাশয়ঃ সদ্যো ব্রহ্মাণক সদাশিবঃ ॥
১৯ ॥ তিরোধানং গতঃ সদাঃ শম্ভুঃ পরমশোভনঃ ।
প্রণম্য শম্ভুং তে সর্বৈ গণাধ্যাক্ষার্চনে রতাঃ ॥ ২০ ॥
ততঃ সম্পূজ্য বিধিবদগণাধ্যাক্ষার্চনে রতাঃ । উপ-
চারৈরনেকৈশ্চ দূর্গাভিষ্ণু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২১ ॥
সন্তুষ্টো হি গণাধ্যাক্ষো দেবানাং বরদোহভবৎ ।
প্রদক্ষিণং নমস্কৃত্য তৈঃ সর্বৈরভিতোবিতঃ ॥ ২২ ॥
তমোগুণাধিতাঃ সর্বৈ হসুরা নাভ্যপূজয়ন্ । উপ-

পাত্র । তাঁহার তামস ধ্যান নীলবর্ণ । এইরূপে গুণ-
ভেদে তদীয় ত্রিবিধ ধ্যান উল্লিখিত । এইরূপ
ধ্যানের পর তোমরা তাঁহার পূজা করিবে । প্রথমে
একবিংশতি গাছ দূর্গা লইয়া তাহার দুই দুই
গাছি দূর্গা গণেশের বিভিন্ন দুই দুইটা নাম উল্লেখ
করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিবে । পরে সকল
নাম উচ্চারণ করিয়া গণনায়ককে অবশিষ্ট একগাছি
দূর্গা প্রদান করিবে । এইরূপে গণেশ-নাম উচ্চারণ
করিয়া একবিংশতিটা মোদক দানও করিতে
হইবে । এক্ষণে গণপতিপূজার পৃথক্ পৃথক্ দশ
নাম আমি কীর্তন করিতেছি ; যথা—হে গণাধিপ,
উমাপুত্র, অঘনাশন, বিনায়ক, ঈশপুত্র, সর্বসিদ্ধি-
প্রদায়ক, একদন্ত, ইভবক্ত্র, ও মুখক-বাহন !
তোমাকে নমস্কার । তুমি কুমার গুরু, তুমি সর্বত্র
সযত্নে পূজনীয় । সদাশিব সুরগণকে এই কথা
কহিয়া গুহাশয় বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাকে সাদরে আলিঙ্গন-
পূর্বক তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইলেন । দেবগণ
পরমশোভন শম্ভুকে প্রণিপাতপূর্বক গণাধ্যাক্ষের
অর্চনায় তৎপর হইলেন । ১—২০ । অনন্তর গণ-
পতির অর্চনায় নিরত হইয়া দেবগণ নানা উপচারে
ও দূর্গাসমূহ দ্বারা যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে
তাঁহার পূজা করিলেন । দেবগণের ঐরূপ পূজায়
গণাধ্যাক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রতি বরদানে উদ্যত
হইলেন । দেবগণ প্রদক্ষিণ ও নমস্কার দ্বারা তাঁহাকে

হাসপরাস্তে বৈ দেবান্ প্রত্যসুরোত্তমাঃ ॥ ২৩ ॥
 পূজয়িত্বা শাকরিং তে পুনঃ ক্ষীরার্ণবং যযুঃ । ব্রহ্মা
 বিষ্ণুশ্চ ঋষয়ো দেবদৈত্যাঃ সুরোত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥
 মন্থানং মন্দরং কুহা রজ্জুং কুহাথ বাসুকিম্ । মম-
 হুশ্চ তদা দেবা বিষ্ণুং কুহাথ সন্নিধৌ ॥ ২৫ ॥ মথা-
 মানে তদাকৌ চ নির্গতশ্চন্দ্র অগ্রতঃ । পীযুষপূর্ণঃ
 সর্ষেবাং দেবানাং কার্যাসিদ্ধয়ে ॥ ২৬ ॥ শৌনক
 উবাচ । অর্ণবে কিং পুরা চন্দ্রো নিক্ষিপ্তঃ কেন
 সূত্রত । গজাদিকানি রত্নানি কথিতানি ত্রয়া পুরা ॥
 ২৭ ॥ এতৎ সর্ষং সমাসেন আদৌ কথ্য মে
 প্রভো । জাহ্নবী সর্ষে বহুং সূত পশ্চাদাবর্ণবানহে ॥
 ২৮ ॥ তেবাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সূতো বাক্যমুপাদদে ॥
 ২৯ ॥ চন্দ্র আপোময়ো বিপ্রা অত্রিপুত্রো গুণা-
 ধিতঃ । উৎপন্নো হনুমুয়ায়াং ব্রহ্মণোহংশাং সমু-
 ত্তবঃ । ক্রুদ্রশ্চাংশাং দ্বি তুর্কাসা বিষ্ণোবংশাত্তু দত্তকঃ ॥
 ৩০ ॥ ক্ষীরাক্ষিঃ মথ্যমানস্ত দৃষ্ট্বা চন্দ্রো মৃদাধিতঃ ।
 ক্ষীরাক্ষিরপি চন্দ্রক দৃষ্ট্বা সৌহৃদ্যাসুকোহভবৎ ॥ ৩১ ॥

আরও পরিতুষ্ট করিলেন, কিন্তু তমোগুণাধিত
 অসুরেরা তাঁহার অর্চনায় যোগদান করিল না;
 অধিকন্তু দেবগণের প্রতি তাহার নানা প্রকার উপ-
 হাস বাক্য প্রয়োগ করিল। যাহা হউক, দেবগণ
 শঙ্করসুতকে পূজা করিয়া ক্ষীরার্ণবে গমন করি-
 লেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঋষি, দেব, দৈত্যা, ও অন্যান্য
 সুরসত্তমগণ সকলেই চলিলেন। মন্দরকে মন্থন-
 দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া বিষ্ণুর সান্নিধ্যে তখন
 ভীষণ জলধি মন্থন করিতে লাগিলেন। এইবার
 অন্ধি-মন্থনে প্রথমেই চন্দ্র উথিত হইলেন। ইনি
 পীযুষরসে পরিপূর্ণ এবং দেবগণের কার্যাসিদ্ধি ইহার
 উদ্দেশ্য। শৌনক কহিলেন,—হে সূত্রত! পূর্ষ-
 কালে কে কি জন্তু চন্দ্রকে সাগরে নিক্ষেপ করিয়া-
 ছিলেন? তুমি অগ্রে বলিয়াছ, সাগরে গজাদি বহু
 রত্ন আছে? হে প্রভো! সাগরে বাহা যাহা আছে;
 তুমি সংক্ষেপে তাহাদের বৃত্তান্ত প্রথমে আমাদের
 নিকট প্রকাশ করিয়া বল। হে সূত্রত! আমরা ঐ
 সকল জানিয়া অন্তের নিকট বর্ণন করিব। সূত্রত
 তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে বিপ্রগণ!
 অত্রিপুত্র গুণবান চন্দ্র জলময়; তিনি ব্রহ্মার অংশে
 অনমুয়ার গর্ভে সন্মুৎপন্ন হন। এইরূপে ক্রুদ্রের
 অংশে তুর্কাসা এবং বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় জন্ম-
 গ্রহণ করেন। ক্ষীরাক্ষিকে মথিত হইতে দেখিয়া
 চন্দ্র উৎপন্ন হন এবং চন্দ্রকে দেখিয়া ক্ষীরাক্ষিও উৎ-

প্রবিষ্টশোভয়ন্তীতা। শৃংখলাং ভৌ দ্বিজোত্তমাঃ
 চন্দ্রো হমৃতপূর্ণোহভূদগ্রতো দেবসন্নিধৌ ॥ ৩২ ॥ দৃষ্ট্বা
 চ কান্তিং হরিতোহথ চন্দ্রো নীরাজিতো দেবগণৈ-
 স্তদানীম্ । বাদিত্রঘোবৈষ্ণবমূলৈরনেকৈর্মৃদঙ্গশঙ্খৈঃ
 পটহৈরনেকৈঃ ॥ ৩৩ ॥ নমস্চক্ৰশ্চ তে সর্ষে সসুরা-
 সুরদানবাঃ । তদা গর্গং পৃচ্ছমানা বলং চন্দ্রস্তা
 তত্ত্বতঃ ॥ ৩৪ ॥ গর্গেণোক্তাস্তদা দেবাঃ সর্ষেবাং
 বলমদ্য বৈ । কেন্দ্রস্থানগতাঃ সর্ষে ভবতামুত্তম
 গ্রহাঃ ॥ ৩৫ ॥ চন্দ্রঃ গুরুঃ সমাযাতো বুধশ্চৈব সমা-
 গতঃ । আদিত্যশ্চ তথা শুক্রঃ শনিরঙ্গারকো মহান্ ॥
 ৩৬ ॥ তস্মাচ্চন্দ্রবলং শ্রেষ্ঠং ভবতাং কার্যাসিদ্ধয়ে ।
 গোমন্তসংজ্ঞকো নাম মুহূর্ত্তোহয়ং জয়প্রদঃ ॥ ৩৭ ॥
 এবমাশ্বাসিতা দেবা গর্গেণৈব মহান্মনা । মমহুরক্তিঃ
 হরিতা গজ্জমানা মহাবলাঃ ॥ ৩৮ ॥ দ্বিগুণং বলমা-
 প্নন্বা মহান্মনো দৃঢ়বতাঃ । মহেশঃ স্মরণাশাস্তে
 গণেশক পুনঃপুনঃ ॥ ৩৯ ॥ নিশ্চয়ামানাত্তদধ্বংস-
 মানাচ্চ সর্ষশঃ । নির্গতা সুরভিঃ সাক্ষাদ্দেবানাং
 কার্যাসিদ্ধয়ে ॥ ৪০ ॥ তৃপ্তা কপিলবর্ণা সা উধোভারেণ

সুক হইয়াছিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! উভয়ের প্রীতি
 বশতঃ চন্দ্র ক্ষীরাক্ষি মধো প্রবেশ করেন। এক্ষণে
 অন্ধি হইতে চন্দ্রের উত্থানবার্ত্তা শ্রবণ করুন। চন্দ্র
 অন্ধি হইতে উথিত হইয়া দেবগণের অগ্রে অমৃতময়-
 কপে বিরাজ করেন। তাঁহার কান্তিদর্শনে দেবগণ
 তৎকালে তাঁহাকে নীরাজিত করিতে লাগিলেন।
 তুল্য বাদিত্র-নির্ঘোষ এবং মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও পটহ-ধ্বনি
 সহকারে তাঁহার নীরাজনা কার্য্য হইল। সুর,
 অসুর ও দানবগণ চন্দ্রকে নমস্কার করিলেন এবং
 গর্গের নিকট চন্দ্রের যথাযথ বল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা
 করিলেন। ২১—৩৪। গর্গ কহিলেন,—হে দেবগণ!
 অদ্য সকলের বল কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। আমাদের
 নিকট উত্তম গ্রহ সকল উপস্থিত হইয়াছেন। বৃহ-
 স্পতি, বুধ, আদিত্য, শুক্র, শনি এবং মঙ্গলগ্রহ চন্দ্র-
 সহ মিলিত হওয়ার আপনাদের কার্য্যাসিদ্ধির জন্ত
 চন্দ্রবল শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই মুহূ-
 র্ত্তের নাম গোমন্ত। ইহা নিশ্চয়ই আপনাদের জয়-
 প্রদ। মহাত্মা গর্গ দেবগণকে এই আশ্বাস প্রদান
 করিলে মহাবল দেবগণ গর্জ্জন করিতে করিতে
 অন্তোনিধিকে মন্থন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা
 দৃঢ়বত দেবগণ—মহেশ এবং গণেশকে পুনঃপুনঃ
 স্মরণ করিয়া দ্বিগুণ বল প্রাপ্ত হইলেন। গর্জ্জনশীল
 মথিত জলধি হইতে দেবগণের কার্য্যাসিদ্ধির নিমিত্ত

ভূয়সা। তরঙ্গোপরি গচ্ছন্তী শনকৈঃ শনকৈস্ততঃ ॥
৪১ ॥ কামধেনুঃ সমায়াস্তীং দৃষ্টী সর্ষে সুরাসুরাঃ।
পুষ্পবর্ষণে মহতা ববধূরমিতপ্রভাম্ ॥ ৪২ ॥ তদা
তুর্ঘ্যানেকানি নেতুর্বাদ্যাত্তনেকশঃ। আনীতা জন-
মধ্যাক্ষ সংবৃতা গোশতৈরপি ॥ ৪৩ ॥ তাসু নীলাশ্চ
কৃষ্ণাশ্চ কপিলাশ্চ কপিঞ্জলাঃ। বভ্রবঃ শ্রামকা রক্তা
জম্বুবর্ণাশ্চ পিঙ্গলাঃ। আভির্ভুক্তা তদা গোভিঃ
সুরভিঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৪৪ ॥ অসুরাসুরসদ্বীতাঃ কাম-
ধেনুঃ যবাচিরে। পানয়ো হর্ষসংযুক্তা দেবান্ দৈত্যাংশ্চ
তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৫ ॥ সর্ষেভাশ্চৈব বিপ্রেভ্যো নানা-
গোত্রেভ্য এব চ। সুরভীসহিতা গাবো দাতব্যা
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ তৈর্বাচিতান্তেহত্র সুরাসুরাশ্চ
দহ্ষতা গাঃ শিবতোষণাঃ। তৈঃ স্মীকৃতাস্তা ঋষিভিঃ
সুমঙ্গলৈর্মহান্নভিঃ পুণ্যতমৈঃ সুরভাঃ ॥ ৪৭ ॥ পুণ্যাহঃ
মুনিভিঃ সর্ষেঃ কারিতান্তে তদা সুরাঃ। দেবানাং
কার্যানিদ্ধার্মসুরাণাং ক্ষণাৎ চ ॥ ৪৮ ॥ পুনঃ সর্ষে
সুসংরক্কা মমন্তুঃ ক্ষীরসাগরম্। মথ্যমানান্তদা

সাক্ষাৎ সুরভি প্রাহুর্ভূত হইলেন। তিনি প্রসন্নমূর্তি,
ভাঁহার বর্ণ কপিল। তিনি বিপুল উধোভারে আক্রান্ত
হইয়া তরঙ্গরাজির উপর দিয়া ধীরে ধীরে আগমন
করিতেছেন। সুর ও অসুরগণ তথাভূত কাম-
ধেনুকে আসিতে দেখিয়া তত্ক্ষণাৎ মহতী পুষ্প-বৃষ্টি
করিলেন। তখন বহুবিধ তুর্ঘ্য ও বহুল বাদ্যধ্বনি
হইতে লাগিল। গোশতাবৃত কামধেনু জলমধ্য
হইতে তীরে সমানীতা হইলেন। ভাঁহার সমাভি-
বাহারিণী গাভীগণের মধ্যে কেহ কেহ নীল,
কেহ কৃষ্ণ, কেহ কপিল, কেহ কপিঞ্জল, কেহ বভ্র,
কেহ শ্রাম, কেহ রক্ত, কেহ পিঙ্গল, এবং কেহ
কেহ জম্বুবর্ণ। সেই সকল গাভী দ্বারা পরিবৃত
হইয়া সুরভি সকলের দৃষ্টিপথে প্রাহুর্ভূত হইলেন।
তৎকালে ঋষিগণ হর্ষাবিষ্ট হইয়া দেব ও দৈতা-
গণের নিকট সেই সুরাসুর-পূজিত কামধেনুকে
যাজ্ঞা করিলেন। নানা গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে
সুরাভসহ গো দান করা কর্তব্য। সুতরাং
ঋষিগণ সুরভিকে প্রার্থনা করিলে সুর ও
অসুরেরা শিবপ্রীতির জন্য ভাঁহাদিগকে গোদান
করিলেন। পুণ্যচেতা মহাত্মা ঋষিগণ সেই সকল
সুরাসুর-প্রদত্ত সুরভি গ্রহণ করিলেন। মুনিগণ
সকলেই তখন সুরগণ সহজে পুণ্যাহ-বচন করি-
লেন। দেবগণের কার্যসিদ্ধি ও অসুরদিগের বিনাশ,
ইহাই ভাঁহাদিগের পুণ্যাহ-বচনের উদ্দেশ্য। যাহা

তস্মাদুদধেচ্চ তথাতবৎ ॥ ৪৯ ॥ কল্পবৃক্ষঃ পারি-
জাতশ্চ তঃ সন্তানকস্তথা। তান্ ক্রমানেকতঃ কৃৎস্না
গন্ধর্কনগরোপমান। মমন্তুকুগ্রং হরিতাঃ পুনঃ
ক্ষীরার্ণবং বৃধাঃ ॥ ৫০ ॥ নিশ্শ্রুতামানাদুদধেরভবৎ
সূর্য্যবর্চসম্। রত্নানামুত্তমং রত্নং কৌস্তভাখ্যং
মহাপ্রভম্ ॥ ৫১ ॥ স্বকীয়েন প্রকাশেন তাসয়ন্তং
জগদ্রম্যম্। চিন্তামণিঃ পুরস্কৃত্য কৌস্তভং দদৃশুর্হি
তে ॥ ৫২ ॥ সর্ষে সুরা দহ্ষতাঃ বৈ কৌস্তভং বিষ্ণবে
তদা। চিন্তামণিঃ ততঃ কৃৎস্না মধ্যে চৈব সুরাসুরাঃ।
মমন্তুঃ পুনরেবাক্ষিঃ গর্জন্তস্তে বলোৎকটাঃ ॥ ৫৩ ॥
মথ্যমানান্ততস্তস্মাদুদধেঃশ্রবাঃ সমভূতম্। বভ্রব অশ্বো
রত্নানাং পুনশ্চৈরাবতো গজাঃ ॥ ৫৪ ॥ তথৈব গজ-
রত্নঞ্চ চতুষ্টয়া সমন্বিতম্। গজানাং পাণ্ডুরাণাঞ্চ
চতুর্দন্তং মদান্বিতম্ ॥ ৫৫ ॥ তান্ সর্কান্ মধ্যাতঃ
কৃৎস্না পুনশ্চৈব মমন্তিরে। নিশ্শ্রুতামানাদুদধেঃনির্গতানি
বহুতথ ॥ ৫৬ ॥ মদিরা বিজয়া ভূঙ্গী তথা লগুন-
গৃঞ্জনাঃ। অতীব উন্মাদকরো ধুস্তুরঃ পুষ্করস্তথা ॥
৫৭ ॥ স্থাপিতা নৈকপদোন তীরে নদনদী-

হউক, অনন্তর সকলেই আবার সবিক্রমে ক্ষীরসাগর
মস্থন করিতে লাগিলেন। মথ্যমান উদধি হইতে
তৎকালে কল্পবৃক্ষ, পারিজাত, চূত ও সন্তানক নামক
কতিপয় বৃক্ষ প্রাহুর্ভূত হইল। সুরগণ গন্ধর্ব্ব-নগর-
প্রতিম সেই সকল বৃক্ষ একদিকে রাখিয়া পুনরায়
বাগ্রভাবে উদধিমস্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। নিশ্শ্রুতামান
উদধি হইতে এইবার এক সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল
জ্যোতিঃসম্পন্ন কৌস্তভনামধেয় মহাপ্রভ মহারত্ন
উৎপন্ন হইল। ঐ রত্ন স্বীয় প্রভায় জগদ্রম্য উদ্ভাসিত
করিতে লাগিল। সুরগণ চিন্তামণিকে অগ্রে করিয়া
ঐ কৌস্তভ রত্ন দর্শন করিলেন; দেখিয়া তখন তাহা
বিষ্ণুকে অর্পণ করিলেন। সুরাসুরেরা অনন্তর চিন্তা-
মণিকে মধ্যে রাখিয়া গর্জন করিতে করিতে পুনরায়
সবলে সাগর মস্থন করিতে লাগিলেন। ৩৫—৫৩।
মথ্যমান অন্ধি হইতে এইবার উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব
ও ঐরাবতাখ্য গজ প্রাহুর্ভূত হইল। ঐরাবতসহ ঐ
সময় চতুষ্টয়সংখ্যক গজরত্ন উদ্ভিত হয়। ঐ গর্জ-
গণ সকলেই পাণ্ডুরবর্ণ, চতুর্দন্ত ও মদান্বিত। সেই
সকল গজাশ্বদিগকে মধ্যে রাখিয়া সুরাসুরগণ পুন-
রায় সাগর মস্থন করিতে লাগিলেন। নিশ্শ্রুতামান
উদধি হইতে এইবার বহু বহু নির্গত হইল; যথা—
মদিরা, বিজয়া, ভূঙ্গী, লগুন, গৃঞ্জন, অত্যন্ত উন্মাদ-
কর ধুস্তুর, ও পুষ্কর। ইহারা উদ্ভিত হইবামাত্র

পতেঃ । পুনশ্চ তে তত্র মহাসুরেন্দ্রা মমন্তু-
রকিং সুরসন্তমৈঃ সহ ॥ ৫৮ ॥ নিৰ্ম্মধ্যমানাদুদধে-
স্তদাসীং সা দিব্যলক্ষ্মীৰ্ভুবনৈকনাথ্য । আৰীক্ষিকীং
ব্রহ্মবিদ্যা বদন্তি তথা চান্তে মূলবিদ্যাং গৃণন্তি ॥ ৫৯ ॥
ব্রহ্মবিদ্যাং কেচিদাহঃ সমৰ্থাঃ কেচিৎ সিদ্ধিমুন্ধিমাজ্জা-
মথাশাম্ । যাং বৈষ্ণবীং যোগিনঃ কেচিদাহস্তথা চ
মায়াং মাগিনো নিত্যযুক্তাঃ ॥ ৬০ ॥ বদন্তি সৰ্বে
কেনসিদ্ধাস্তযুক্তাঃ যাং যোগমায়াং জ্ঞানশক্ত্যা
ষিতা য়ে ॥ ৬১ ॥ দদুস্তাং মহালক্ষ্মীমায়াস্তীং শনৈকৈ-
স্তদা । গৌরাঙ্ক যুবতীং শিখাং পদ্মকিঞ্জলভূষণাম্ ॥
৬২ ॥ সূক্ষ্মিতাং সূক্ষ্মজাং শ্রামাং নবযৌবনভূষণাম্ ।
বিচিত্রবস্ত্রভরণরত্নানেকোদ্যতপ্রভাম্ ॥ ৬৩ ॥ বিদ্যোজীং
সুনসাং তথীং সূগ্রীবাং চাক্রলোচনাম্ । সূমধ্যাং
চাক্রজঘনাং বৃহৎকটিতটাং তথা ॥ ৬৪ ॥ নানারত্ন-
প্রদীপৈশ্চ নীরাজিতমুখাসুজাম্ । চাক্রপ্রসন্নবদনাং
হারনুপুরশোভিতাম্ ॥ ৬৫ ॥ মূৰ্দ্ধনি ধ্রিয়মাণেন চত্রে-
ণাপি বিরাজিতাম্ । চামরৈবীজ্যমানাং তাং গঙ্গা-
কল্লোললোলিতৈঃ ॥ ৬৬ ॥ পাণ্ডুরং গজমাকটাং সূ-
-

সুরাসুরেরা সাগরের তীরে ইহাদিগকে স্থাপন
করিয়া পুনরায় তখন অক্লিমহনে প্রবৃত্ত হইলেন ।
নিৰ্ম্মধ্যমান উদধি হইতে এইবার ভুবনৈকপাবনী
দিব্যলক্ষ্মী প্রাভূত হইলেন । ব্রহ্মবিদগণ ঋহাকে
আৰীক্ষিকী বলিয়া বর্ণন করেন । অন্ত অনেকে
ঋহাকে মূল বিদ্যা বলিয়া স্তব করেন, ঋহাকে কেহ
কেহ ব্রহ্মবিদ্যা এবং কেহ কেহ ঋদ্ধি, সিদ্ধি, আজ্ঞা ও
আশারূপে বর্ণন করেন, কোন কোন যোগী ঋহাকে
বৈষ্ণবী নামে অভিহিত করেন ; নিত্যযুক্ত মানিগণ
ঋহাৰ মায়া নাম নিরূপণ করেন এবং অন্ত অনেক
জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ঋহাকে ‘কেনোপনিষৎ’
প্রতিপাদ্য ‘ব্রহ্মবিদ্যা’ বলিয়া বর্ণন করেন, সুরাসুর-
গণ সেই মহালক্ষ্মী দেবীকে তৎকালে ধীরে ধীরে
আগমন করিতে দেখিলেন । ঐ লক্ষ্মীদেবী গৌরাঙ্গী,
যুবতী, শিখাগাত্রী, পদ্মকিঞ্জল-মণ্ডিতা, চাক্রহাসিনী,
সুন্দর দন্তপংক্তিশালিনী, শ্রামা, নবযৌবন-ভূষণা,
বিচিত্র-বস্ত্রভরণা, অনেক রত্নরাজি দ্বারা উপচিত-
প্রভা, বিদ্যোজী, সুনাসা, সূগ্রীবা, চাক্রলোচনা, তথঙ্গী,
সূমধ্যা, সুন্দরজঘনা ও বিপুলনিতম্বা ; বিবিধ রত্ন-
প্রদীপ দ্বারা ঋহাৰ মুখপঙ্কজ নীরাজিত ; তিনি হার-
নুপুর-শোভিত ; ঋহাৰ বদন সুন্দর ও সুপ্রসন্ন ।
ঋহাৰ মস্তকে সুন্দর ছত্র ধ্রিয়মাণ । তিনি গঙ্গা-

মাণাং মহর্ষিভিঃ । সুরক্রমপুষ্পমালাং বিভ্রতীং মল্লিকা-
যুতাম্ ॥ ৬৭ ॥ করাগ্রে ধ্রিয়মাণাং তাং দৃষ্ট্বা দেবাঃ
সমুৎসুকাঃ । আলোকনপরা যাবত্তাবস্তান্ দদৃশে হসৌ
৬৮ ॥ দেবাংশ্চ দানবাংশ্চৈব সিদ্ধচারণপন্নগান্ ।
যথা মাতা স্বপুত্রাংশ্চ মহালক্ষ্মীস্তথা সতী ॥ ৬৯ ॥
আলোকিতাস্তথা দেবাস্তথা লক্ষ্ম্যা শ্রিয়াষিতাঃ ।
সজ্জাতাস্তৎক্ষণাদেব রাজ্যলক্ষণলক্ষিতাঃ । দৈত্যাস্তে
নিঃশ্রিকা জাতা য়ে শ্রিয়ানবলোকিতাঃ ॥ ৭০ ॥
নিরীক্ষ্যমাণা চ তদা মুকুন্দং তমালনীলং সুকপোল-
নাসম্ । বিভ্রাজমানং বপুষা পরেণ শ্রীবৎসলক্ষ্যং
সদয়াবলোকম্ ॥ ৭১ ॥ দৃষ্ট্বা তদৈব সহসা বনমালায়া-
ষিতা লক্ষ্মীর্গজাদবততার সুবিস্ময়ন্তী । কণ্ঠে সসর্জ
পুরুষস্ত পরস্ত বিকোর্মলাং শ্রিয়া বিরচিতাং ভ্রমরৈ-
রুপেতাম্ ॥ ৭২ ॥ বামাস্রমাশ্রিতা তদা মহাম্বনঃ
নোপাবিশতত্র সমীক্ষ্য তা উভৌ । সুরাঃ সদৈত্যা
মুদমাপুরভূতাং সিদ্ধাপ্সরঃকিন্নরচারণাংশ্চ ॥ ৭৩ ॥
সর্বেষামেব লোকানামৈকপদোন সর্বশঃ । হর্ষো
মহানভূতত্র লক্ষ্মীনারায়ণাগমে ॥ ৭৪ ॥ লক্ষ্ম্যা রূতো

কল্লোল-লোলিত চামর দ্বারা বীজ্যমান । সেই লক্ষ্মী-
দেবী পণ্ডুরবর্ণ গজে সমারুঢ় ; মহর্ষিগণ তাঁহাকে
স্তব করিতেছেন । তিনি মল্লিকা ও কল্ললতার পুষ্প-
মালা করাগ্রে ধরিয়া আছেন । দেবগণ তাঁহাকে
দেখিয়া উৎসুকা সহকারে দর্শন করিতে লাগিলেন ।
লক্ষ্মীদেবী ও তৎকালে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-
লেন । মাতা যেমন স্বীয় পুত্রকে দর্শন করেন, তেমনি
সেই সতী লক্ষ্মী তখন দেব, দানব, সিদ্ধ, চারণ ও
পন্নগদিগকে দেখিতে লাগিলেন । সেই লক্ষ্মীর দৃষ্টি-
পাতমাত্র দেবগণ তৎক্ষণাৎ শ্রীমান হইলেন । তাঁহারা
সেই দণ্ডেই যেন রাজলক্ষণে লক্ষিত হইয়া উঠিলেন ।
শ্রীদেবী দৈত্যাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না ;
কাজেই তাহারা ভ্রষ্টশ্রী হইয়া পড়িল ॥ ৭৪—৭০ ॥ এই-
বার তমালনীল সুকপোলনাস মুকুন্দের প্রতি লক্ষ্মীর
দৃষ্টি পড়িল । বনমালাধারিণী লক্ষ্মী সেই বিশিষ্ট বিগ্রহ-
ধারী শ্রীবৎস-চিহ্নিত সদয়-দৃষ্টি মুকুন্দকে দেখিয়া
সবিস্ময়ে সহসা গজপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন
এবং পরমপুরুষ বিষ্ণুর কণ্ঠে একগাছি স্বহস্ত-রচিত
ভ্রমর-ব্যাগু পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন । অনন্তর
তিনি মহাত্মা বিষ্ণুর বামাস্র আশ্রয় করিয়া উপবেশন
করিলেন । তাঁহাদিগকে দেখিয়া সুর-অসুর, সিদ্ধ-
কিন্নর, ও অপ্সরা-চারণ, সকলেই অদ্ভুত শ্রীতি
প্রাপ্ত হইলেন । লক্ষ্মী এবং নারায়ণের সমাগমে

মহাবিশ্বকর্মে নৈব সংবৃত্তা । এবং পরস্পরং ত্রীত্য
হবলোকনতৎপরো ॥ ৭৫ ॥ শঙ্খাশ্চ পটহাশ্চ ব
মৃদঙ্গানকগোমুখাঃ । তেযাশ্চ ঝঝরীণাঞ্চ স শব্দ-
স্তমুলোহভবৎ ॥ ৭৬ ॥ বভূব গায়কানাঞ্চ গায়নং
সুমহত্তমং । ততানি বিততান্তেব ঘনানি সুধিরানি
চ ॥ ৭৭ ॥ এবং বাদ্যপ্রভেদৈশ্চ বিষ্ণুং সকাঙ্ক্ষনা
হরিম্ । অতোষয়ন্ সুগীতজ্ঞা গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥
৭৮ ॥ তথা জগুর্নারদতুঙ্গুরাদয়ো গন্ধর্ব্বযক্ষাঃ সুর-
সিন্ধুসজ্জাঃ । সংসেবমানাঃ পরমাত্মরূপং নারায়ণং
দেবমগাধবোধম্ ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সমুদ্রমন্থনাখ্যানে লক্ষ্মীপ্রাকৃতাববর্ণনং
নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । প্রণমা পরমাত্মানং রম্যাক্তং
জনর্দ্দনম্ । অমৃতার্থং মমবুস্তে সুরাসুরগণাঃ পুনঃ ॥
১ ॥ উদধেৰ্ধখ্যমানাচ্চ নির্গতঃ সুমহাযশাঃ । ধ্ব-
স্তুরিরিতি খ্যাতো যুবা মৃত্যুঞ্জয়ঃ পরঃ ॥ ২ ॥ পাণিভ্যাং

তৎকালে সকল লোকেরই অবিসম্বাদী মহান্ হর্ষ উপ-
স্থিত হইল । লক্ষ্মী মহাবিশ্বকে, এবং মহাবিশ্ব
লক্ষ্মীকে বরণ করিয়া লইলেন । তখন লক্ষ্মী ও
নারায়ণ পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিতে
লাগিলেন । তখন শঙ্খ, পটহ, মৃদঙ্গ, আনক, গো-
মুখ, ভেরী, ও ঝঝরী প্রভৃতির তুমুল শব্দ উথিত
হইল । গায়কদিগের সুমহৎ সঙ্গীতধ্বনিও তৎকালে
উথিত হইল । সঙ্গীতজ্ঞ অপরূপ ও গন্ধর্ব্বগণ তত,
বিতত, ঘন, 'ও সুধির প্রভৃতি বাদ্যভেদে সর্ব্বপ্রকারে
বিশ্বকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন । নারদ এবং
তুঙ্গুর প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ এবং সুর ও সিদ্ধ-
সম্প্রদায় পরমাত্ম-মূর্ত্তি, অগাধবুদ্ধি, নারায়ণ দেবের
পরিতোষ জন্মাইবার জন্য গান করিতে
লাগিলেন । ৭১—৭৯ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—রম্যবিত জনর্দ্দনকে প্রণাম
করিয়া সুর ও অসুরগণ পুনরায় অমৃত নিমিত্ত সাগর
মন্থন করিতে লাগিলেন । এইবার মধ্যমান উদধি
হইতে মহাযশা ধ্বস্তুরি নির্গত হইলেন । ধ্বস্তুরি যুবক

পূর্ণকলশং সুধায়াঃ পরিগৃহ্য বৈ । যাবৎ সর্কে সুরাঃ
সর্কে নিরীক্ষন্তে মনোহরম্ ॥ ৩ ॥ তদা দৈত্যাঃ
সমং গহ্বা হর্ষুকামা বলাদিব । সুধয়া পূর্ণকলশং
ধ্বস্তুরিকরে স্থিতম্ ॥ ৪ ॥ যাবন্তরঙ্গমালাভিরা-
বৃতোহভূত্ভিসক্তমঃ । শনৈঃ শনৈঃ সমায়াতো দৃষ্টো-
হসৌ দ্বষপক্ষণা ॥ ৫ ॥ করস্থঃ কলশস্তস্ত হতস্তেন
বলাদিব । অসুরাশ্চ ততঃ সর্কে জগজ্জুরতিভীষণম্ ॥
৬ ॥ কলশং সুধয়া পূর্ণং গৃহীত্বা তে সমুৎসুকাঃ ।
দৈত্যাঃ পাতালমাজগ্মুস্তদা দেবা ভ্রমাষিতাঃ ॥ ৭ ॥
অনুজগ্মুঃ সুসম্রদ্ধা যোদ্ধুকামাশ্চ তৈঃ সহ । তদা
দেবান্ সমালোকা বলিরেবমভাষত ॥ ৮ ॥ বলি-
ক্ৰবাচ । বযস্তু কেবলং দেবাঃ সুধয়া পরিতোষিতাঃ ।
শীঘ্রমেব প্রগন্তবাঃ ভবন্তিচ সুরোত্তমৈঃ ॥ ৯ ॥
ত্রিবিষ্টপং মুদা যুক্তৈঃ কিমস্মাভিঃ প্রয়োজনম্ ।
পুরাস্মাভিঃ কৃতং মৈত্রং ভবন্তিঃ স্বার্থতৎপরৈঃ ।
অধুনা বিদিতং তত্তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১০ ॥
এবং নির্ভৎসিতাস্তেন বলিনা সুরসত্তমাঃ । যথা-
গতেন মার্গেণ জগ্মুর্নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১১ ॥ তং

এবং দ্বিতীয় মৃত্যুঞ্জয়ের আশ বিরাজমান । তিনি স্বীয়
পাণিযুগল দ্বারা সুধাপূর্ণ কলস গ্রহণপূর্ব্বক উথিত হই-
লেন । সুরগণ যখন সেই মনোহর পুরুষকে দেখিতে
লাগিলেন, তখন দৈত্যগণ এককালে সকলে গিয়া
সবলে সেই ধ্বস্তুরি-করস্থিত সুধাপূর্ণ কলস হরণ
করিতে ইচ্ছা করিল । ভিষগুবর ধ্বস্তুরি যে কালে
তরঙ্গমালায় আবৃত হইয়া ধীরে ধীরে আসিতে-
ছিলেন, দানবেশ্র বৃষপক্ষা তখন তাঁহাকে দেখিতে
পাইলেন এবং সবলে তদীয় করস্থিত কলস হরণ
করিয়া লইলেন । এইবার অসুরেরা সকলে মিলিয়া
ভীষণ গর্জন করিয়া উঠিল । দৈত্যগণ সুধাপূর্ণ
কলস গ্রহণ করিয়া সমুৎসুকচিত্তে পাতালে গমন
করিল । দেবগণ তখন উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ।
তাঁহারা অসুরদিগের সহিত যুদ্ধকামনায সুসজ্জিত
হইয়া ধাবিত হইলেন । তখন বলি দেবগণকে
দেখিয়া এই কথা বলিলেন যে, হে দেবগণ ! আমরা
প্রচুর সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছি । এক্ষণে
তোমরা মুদাষিত হইয়া শীঘ্র স্বর্গধামে গমন কর ।
আমাদের দ্বারা আর তোমাদের প্রয়োজন কি
আছে ? তোমরা স্বার্থপর হইয়া পূর্বে আমাদের
সহিত মিত্রতা করিয়াছিলে, অধুনা তোমাদের সকল
অভিসন্ধিই আমরা জানিতে পারিয়াছি । আর
কেন, এ সম্বন্ধে আর বিচার্য্য কিছুই নাই । ১—১০ ।

দৃষ্টা বিষ্ণুনা সৰ্বে সুরা ভগ্নমনোরথাঃ । আশ্বাসিতা
বচোভিষ্ট নানানুযকোবিদৈঃ ॥ ১২ ॥ মা ত্রাসং
কুরুতাত্মার্থ আনয়িবামি তাং সুধাম্ । এবমাত্মা
ভগবান মুকুন্দোহনাথসংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ স্থাপয়িত্ব
সুরান্ সৰ্বাংস্তত্রৈব মধুসূদনঃ । মোহিনীকপমাস্থাব
দৈত্যানাংগতোহভবৎ ॥ ১৪ ॥ তাবদৈত্যাঃ সুসংরক্ষাঃ
পরস্পরমথাক্রবন্ । বিবাদঃ সৰ্বদৈত্যানাংমুতাথে
তদাভবৎ ॥ ১৫ ॥ এব প্রবক্তমানো তু মোহিনী-
রূপমশ্রিতাম্ । দৃষ্টা যোবা তদা দেবাং সৰ্বভূত-
মনোরমাম্ ॥ ১৬ ॥ বিশ্বায়েন সমাবিষ্টা বভূবুর্দৃষ্ণে-
ক্ষণাঃ । তাং সম্ভ্রাজ্য তদা দৈত্যরাজো বলিরূবাচ
হ ॥ ১৭ ॥ বলিরূবাচ । সুরা ইয়া বিভক্তব্যা
সৰ্বেনাং গতিহেতবে । শীঘ্রহেন মহাভাগে কুরুষ
বচনং মম ॥ ১৮ ॥ এবমুক্তা হাবাচেদ-
স্ময়মানা বলিঃ প্রতি । স্ত্রীণাং নৈব চ বিশ্বাসঃ কন্তব্যো দ্বি-
বিপশ্চিতা ॥ ১৯ ॥ অনৃতং সাহসং মায়া মূৰ্খত্বমতি-
লোভতা । অশৌচং নিয়ুগ্নত্বঞ্চ স্ত্রীণাং দোষাঃ
স্বভাবজাঃ ॥ ২০ ॥ নিঃস্নেহত্বঞ্চ বিজ্ঞেয়ং ধৰ্ম্মদ্বৈকেব

বলি সুরগণকে এই প্রকার ভৎসনা করিলে তাঁহারা
যথাযথ পথে ফিরিয়া গিয়া প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন
হইলেন । বিষ্ণু দেখিলেন,—সুরগণ সকলেই ভগ্ন-
মনোরথ হইয়াছেন । তদর্শনে তিনি তাঁহাদিগকে
বিবিধ প্রবোধবাক্যে আশ্বাসিত করিলেন, বলিলেন,
—তোমরা অতিমাত্র ত্রাস করিও না, আমি সেই
সুধা আনয়ন করিব । অনাথ জনের আশ্রয় ভগ-
বান্ মুকুন্দ এই কথা কহিয়া সুরগণকে সেই স্থানে
রাখিয়া মোহিনীমূর্তি ধারণপূর্বক দৈত্যগণের অগ্রে
গিয়া উপস্থিত হইলেন । ঐ সময় দৈত্যগণ অমৃত
নিমিত্ত পরস্পর বলাবলি করিতেছিল এবং ক্রমশঃ
তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল । ঐ
প্রকার বিবাদ আরম্ভ হইলে সেই সৰ্বভূত-মনোরমা
মোহিনীমূর্তি রমণীকে দেখিয়া সকল দৈত্যই সৰ্বিস্ময়ে
তৃষিতনেত্রে অবস্থান করিতে লাগিল । দৈত্যরাজ
বলি তখন তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলি-
লেন,—হে মহাভাগে ! তুমি আমার কথা রাখ ।
সকলের সুগতির জন্য সহস্র এই সুধা তুমি বিভাগ
করিয়া দাও । বলি এই কথা কহিলে মোহিনী হাস্য
করিয়া বলির প্রতি বলিলেন,—পণ্ডিতগণ স্ত্রীজাতির
প্রতি বিশ্বাস করিবেন না । অসত্য, সাহস, মায়া,
বলিতা, অতিলোভ, অশৌচ, ও নিয়ুগ্নতা, এই সকল
স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক দোষ । নিঃস্নেহতা ও ধৰ্ম্মদ্বৈক্য

তত্ত্বতঃ । স্বস্ত্রীণাকৈব বিজ্ঞেয়া দোষা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
২১ ॥ যথৈব স্থাপদানাঞ্চ বৃকা হিংসাপরায়ণাঃ ।
কাকা যথাগুজানাঞ্চ স্থাপদানাঞ্চ জম্বুকাঃ । ধূর্তা
তথা মনুষ্যাণাং স্ত্রী জ্ঞেয়া সততং বুধৈঃ ॥ ২২ ॥ ময়া
সহ ভবান্তি কথং সখাং প্রবর্ততে । সৰ্ব্বথা ত্র ন
বিজ্ঞেয়াঃ কে যুযুকেব কা হহম্ ॥ ২৩ ॥ তস্মা-
দ্ভবন্তঃ সৰ্ব্বদ্য কাৰ্য্যাকাৰ্য্যবিচক্ষণেঃ । কৰ্ত্তব্যং
পরয়া বুদ্ধ্যা প্রয়াতাসুরনন্দমাঃ ॥ ২৪ ॥ বলিরূবাচ
যাস্থয়া কথিতা নাব্যো গ্রাম্যা গ্রাম্যাজনপ্রিয়াঃ
তাসাং হ কথ্যমানানাং মধ্যগা নাসি শোভনে ।
২৫ ॥ কিং ইয়া বহুনোক্তেন কুরুষ বচনং হি
ন । মা মোহিনীদ প্রোবাচ বলেবাক্যাদনন্তরম্ ।
২৬ ॥ কারসামি চ তে বাক্য সূক্তাসূক্তমিতি
প্রভো ॥ ২৭ ॥ বলিরূবাচ । অদ্যামৃতঞ্চ সন্মেনা
বিভজয় যথাহম্ । ইয়া দত্তঞ্চ গৃহীমঃ সত্য
সত্যং বদামি তে ॥ ২৮ ॥ এবমুক্তা তদা দেবী
মোহিনী সৰ্বমঙ্গলা । উবাচাথাসুরান সৰ্বান্ রোচয়

এই দুইটিও স্ত্রীজাতির দোষ বলিয়া বিজ্ঞেয় । বৃক
যেমন স্থাপদাদিগের, কাক যেমন অগুজমাত্রের, এবং
জম্বুক যেমন অন্ত্রাত্ম জন্তুগণের প্রতি স্বভাবতই
হিংসাপরায়ণ, স্ত্রীজাতিও তেমন মনুষ্যাদিগের প্রতি
কপটব্যবহারে নিরত ; ইহাই বুধগণের অভিমত ।
সুতরাং আমার সহিত তোমাদের কিরূপে সখ্যসম্বন্ধ
ঘটিবে ? তোমরা কে ? আর আমিই বা কে ?
ইহা তোমরা নিশ্চয়ই জান না । অতএব কার্য্য-
কার্য্য বিচার করিয়া যাহা কৰ্ত্তব্য হয়, তোমরা কর,
অথবা বিশিষ্ট বুদ্ধিযোগে বিচার করিয়া এখান হইতে
তোমরা চলিয়া যাও ১১—২৪। বলি বলিলেন,—তুমি
যে সকল নারীর কথা কহিলে, তাঁহারা গ্রাম্য নারী ।
গ্রাম্য জনেরাই তাহাদিগকে ভাল বাসে । পরন্তু
হে শোভনে ! তুমি তোমার কথিত সেই সকল
নারীর মধ্যবর্তিনী নহ । তোমার আর অধিক
কথার প্রয়োজন নাই । তুমি আমাদের কথা-
সারে কার্য্য কর । বলির বাক্যবসানে সেই মোহিনী
বলিলেন,—হে প্রভো ! তোমার বাক্য সঙ্গত বা
অসঙ্গত, যাহাই হউক, আমি তাহা সৰ্ব্বথা প্রতিপালন
করিব । বলি বলিলেন,—অদ্য তুমি সকলকে যথাযথ
অমৃত ভাগ করিয়া দাও । তোমার দত্ত অমৃত
আমরা গ্রহণ করিব । ইহা একান্তই সত্য কথা । বলি
এই কথা কহিলে তখন সেই সৰ্বমঙ্গলা মোহিনীদেবী

লৌকিকীং স্থিতিম্ ॥ ২৯ ॥ ভগবানুবাচ । যুয়ং সৰ্বে
কৃতার্থাশ্চ জাতা দৈবেন কেনচিৎ । অদ্যোপবাস-
সংযুক্তা অমৃতস্থাবিবাসনম্ ॥ ৩০ ॥ ক্রিয়তামসুরাঃ
শ্রেষ্ঠাঃ শুভেচ্ছা কিকিৎসন্তি বঃ । ধোভূতে পারণ-
কুর্ঘাদ্ ব্রতার্চনরতিশ্চ বঃ ॥ ৩১ ॥ স্নায়োপা-
জ্জিতবিত্তেন দশমাংশেন ধীমতা । কৰ্ত্তব্যো বিনি-
য়োগশ্চ ঈশপ্রীত্যর্থহেতবে ॥ ৩২ ॥ তথোঁত মহা তে
সৰ্বে যথোক্তং দেবমায়মা । চক্ৰসুত্থৈব দৈতৈশ্চ
মোহিতা ন্যাতিকোবিদাঃ ॥ ৩৩ ॥ ময়াসুরেণ চ তদা
ভবনানি কৃতানি বৈ । মনোজ্ঞান মহাহাণি সুপ্রভাণি
মহান্তি চ ॥ ৩৪ ॥ তেষুপবিষ্টান্তে সৰ্বে সুরাভাঃ
সমলঙ্কতাঃ । স্থাপয়িত্বা সুসংরক্ষাঃ পূৰ্ণাঃ কলশমগ্রতঃ ॥
৩৫ ॥ রাত্ৰৌ জাগরণং সৰ্বৈঃ কৃতং পরময়া যুদা ।
অথোবসি প্রবৃত্তে চ প্রাতঃস্নানযুতাভবন ॥ ৩৬ ॥
অসুরা বলিযথাশ্চ পণ্ডিতভূতা যথাক্রমম্ । সৰ্বমাব-
শ্রুত্বং কৃহা তদা পানরতাভবন ॥ ৩৭ ॥ বলিশ্চ বৃষ-
পৰ্বা চ নমুচিঃ শঙ্খ এব চ । সুদংষ্ট্রৈশ্চৈব সংহ্লাদৌ
কালনেমিবিভীষণঃ ॥ ৩৮ ॥ বাতাপিরিষলঃ কুস্তো
নিকুস্তঃ প্রচ্ছদস্তথা । তথা সুন্দোপসুন্দৌ চ নিশুস্তঃ
শুস্ত এব চ ॥ ৩৯ ॥ মহিষো মহিষাক্ষশ্চ বিড়ালাক্ষঃ

সমুদয় অসুরদিগকে লৌকিকী স্থিতি-বিগণে প্ররো-
চিত করিয়া কহিলেন,—তোমরা সকলেই কোন দৈব-
ঘটনায় কৃতার্থ হইয়াছ। আজ তোমরা উপবাসী
থাক। হে অসুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের যদি কিকিৎ
সুখেচ্ছা থাকে, তবে ঐরূপ উপবাসী থাকিয়া এই
অমৃতের অধিবাস কর। ব্রতার্চনায় তোমাদের
অসুরাগ আছে; সুতরাং আগামী দিনে উপবাসের
পর পারণ করিও। দেখ, ধীমান্ ব্যক্তি স্নায়ো-
পাজ্জিত বিত্তের দশমাংশ ঈশ্বরের প্রীতির জন্ত
নিয়োগ করিবেন,—ইহাই বিধি। দেবমারা যাহা
বলিলেন,—অনভিজ্ঞ অসুরেরা মোহিত হইয়া তাহাট
ভাল বিবেচনা করিয়া স্বীকার পাইল। তখন ময়া-
সুর মনোজ্ঞ, মহাহা, মহাভবন সকল নির্মাণ করিল।
স্নাত ও অলঙ্কৃত হইয়া অসুরেরা সুধাকলস সম্মুখে
রাখিয়া ময়নির্মিত সেই সেই ভবনে সেদিন বাস
করিল। পরম হর্ষ সহকারে সে রাত্রি তাহারা
জাগিয়া রহিল। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, বলি-
প্রমুখ অসুরগণ প্রাতঃস্নান করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে যথা-
ক্রমে উপবেশন করিল এবং সমুদয় আবশ্যিক কার্য
সমাপ্ত করিয়া পান-কার্য্যে রত হইল। বলি, বৃষপৰ্বা,
নমুচি, শঙ্খ, সুদংষ্ট্র, সংহ্লাদি, কালনেমি, বিভীষণ,

প্রতাপবান্ । চিহ্নরাথো মহাবাহুজৃম্ভগোহথ বৃষা
সুরঃ ॥ ৪০ ॥ বিবাহবাহুকো ঘোরস্তথা বৈ ঘোর-
দর্শনঃ । এতে চান্তে চ বহবো দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ।
যথাক্রমঃ চোপবিষ্টা রাহুঃ কেতুস্তথৈব চ ॥ ৪১ ॥
তেবাং তু কোটিসংখ্যানাং দৈত্যানাং পণ্ডিতরাশিতা ॥
৪২ ॥ ততস্তয়া তদা দেব্যা অমৃতার্থং হি বৈ দ্বিজাঃ ।
যজ্ঞাতং তচ্ছৃণুধ্বং হি তয়া দেব্যা কৃতং মহৎ ॥ ৪৩ ॥
সৰ্বে বিজ্ঞাপিতাঃ সদ্যো গৃহীতকলশা তদা । শোভয়া
পরয়া যুক্তা সাক্ষাৎ সা বিষ্ণুমোহিনী ॥ ৪৪ ॥ কর-
স্থেন তদা দেবী কলশেন বিরাজিতা । শুশুভে
পরয়া কান্ত্যা জগন্মঙ্গলমঙ্গলা ॥ ৪৫ ॥ পরিবেশধরাঃ
সৰ্বে সুরান্তে হসুরান্তিকম্ । আগতাস্তৎক্ষণাদেব
যত্র তে হসুরোত্তমাঃ ॥ ৪৬ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা মোহিনী
সদা উবাচ প্রমদোত্তমা ॥ ৪৭ ॥ মোহিনীবাচ । এতে
হতিথযো জ্ঞেয়া ধর্ম্মানবস্বসাধনাঃ । এভ্যো দেয়ং
যথাশক্তি যদি সত্যং বচো মম । প্রমাণং ভবতাং
চাদ্য কুরুধ্বং মা বিলম্বথ ॥ ৪৮ ॥ পরেবামুপকারঞ্চ
যে কুর্ষান্তি স্বশক্তিতঃ । ধন্যাস্তে চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পবিত্রা
লোকপালকাঃ ॥ ৪৯ ॥ কেবলান্মোদরার্থায় উদ্যোগং

বাতাপি, ইষল, কুস্ত, নিকুস্ত, প্রচ্ছদ, সুন্দ, উপসুন্দ,
নিশুস্ত, শুস্ত, মহিষ, মহিষাক্ষ, বিড়ালাক্ষ, চিহ্নরাক্ষ,
মহাবাহু জৃম্ভগ, বৃষাসুর, বিবাহ, বাহুক, ঘোর এবং
ঘোরদর্শন, এই সকল এবং অন্যান্য আরও বহু
দৈত্য, দানব, ও রাক্ষস যথাক্রমে অমৃত-পানার্থ উপ-
বেশন করিল। রাহু এবং কেতু এই অসুরদ্বয়ও
তন্মধ্যে স্থান পাইল। এইরূপে কোটি কোটি দৈত্য
পণ্ডিতবদ্ধ হইয়া বসিল। হে দ্বিজগণ! তৎকালে অমৃত
নির্মিত দেবী যে মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা
শ্রবণ করুন। ২৭—৪৩। সেই মূর্তিমতী বিষ্ণুমোহিনী
দেবী পরম শোভায় অধিত হইয়া করস্থ সুধাকলস
দ্বারা বিরাজিত হইলেন। জগন্মঙ্গলের মঙ্গলভূতা
দেবী পরম কাঙ্ক্ষিতায় বিরাজিত হইতে লাগি-
লেন। ঐ সময় সুরগণ পরিবর্তিত-বেশে অসুরগণের
নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরবর্গিনী মোহিনী
তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন,—এই সকল অতিথি
পরম ধর্ম্মের সাধক। আমি সত্যই বলিতেছি,—
ইহাদিগকেও যথাশক্তি অমৃত দান করা কর্ত্তব্য।
অসুরগণ! তোমরা এবিষয়ে একগণে অসুযোগ্য কর,
বিলম্ব করিও না। দেখ, যাহারা সাধ্যানুসারে
পরের উপকার করে, তাহারা ই ধর্ম্ম, পবিত্র ও

যে প্রকূৰ্ণতে । তে ক্ৰেশভাগিনো জ্ঞেয়া নাত্র কার্যা
বিচারণা ॥ ৫০ ॥ তস্মাদ্বিত্তজনং কার্যং ময়েতশ্চ
শুভব্রতাঃ । দেবেভ্যশ্চ প্রযচ্ছধ্বং যন্ধি চান্নপ্রিয়া-
প্রিয়ম্ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তে বচনে দেব্যা তথা চক্ৰ-
রতন্ত্রিতাঃ । আহ্বায়ামাসুরসুরাঃ সখান্ দেবান্
সবাসবান্ ॥ ৫২ ॥ উপবিষ্টাশ্চ তে সর্বে অমৃতার্থক
ভো দ্বিজাঃ । তেবুপবিষ্টামানেষু হ্যবাচ পরমং বচঃ ।
মোহিনী সর্বধর্মজ্ঞা অসুরাণাং স্মর্যমিব ॥ ৫৩ ॥
মোহিনীবাচ । আদৌ অভ্যাগতাঃ পূজ্যা ইতি বৈ
বৈদিকী কৃতিঃ ॥ ৫৪ ॥ তস্মাদ্যুয়ং বেদপরাঃ সর্বে
দেবপরায়ণাঃ । ক্রবন্তু হুরিতেনৈব আদৌ কেবাং
দদাম্যহম্ । অমৃতং হি মহাভাগা বলিমুখা বদন্তু
ভোঃ ॥ ৫৫ ॥ বলিনোক্তা তদা দেবী যন্তে মনসি
রোচতে । স্বামিনী স্বং ন সন্দেহো হস্মাকং সুন্দরা-
ননে ॥ ৫৬ ॥ এবং সম্মানিতা তেন বলিনা ভাবিতা-
শ্বনা । পরিবেষণকার্যার্থং কলশং গৃহ্য সহস্রা ॥ ৫৭ ॥
তস্মান্নরেন্দ্রকরভোকুলসদুকুলা শ্রোণীতটালসগতির্মদ-
বিস্বলাঙ্গী । সা কৃজতী কনকনুপুরশিঞ্জিতেন কুস্ত-

লোকশ্রেষ্ঠ । ঠাহারা কেবল আয়োদর পরিপূরণের
জন্তই চেষ্টা করে, তাহারা ক্ৰেশভাগী; এ কথা
নিশ্চয়ই । অতএব হে শুভব্রতগণ! আমি এই
অমৃতের বিভাগ করিয়া অতিথিদিগকেও দান
করিব । এই দান তোমাদের প্রিয় বা অপ্রিয় হউক,
এই দেবগণকে ইহার ভাগ প্রদান কর । দেবী
এই কথা কহিলে অসুরেরা নিরলসভাবে তাহাই
করিল । অসুরগণ ইন্দ্রাদি সুরগণকে অমৃতপানার্থ
আহ্বান করিল । হে দ্বিজগণ! সুরগণ অমৃত-
পানার্থ তখন উপবিষ্ট হইলেন । ঠাহারা উপবেশন
করিলে নিখিল ধর্মজ্ঞা মোহিনী ঈষৎ হাস্ত করিয়া
অসুরদিগকে বলিলেন,—দেখ, বেদের এইরূপ
বিধান আছে যে, অভ্যাগতগণকেই অগ্রে পূজা
করিতে হয়,—এ সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব?
তোমরাও ত বেদজ্ঞান-সম্পন্ন ও বেদাচারনিষ্ঠ;
তোমরাই শীঘ্র বলিয়া দাও না, কাহাদিগকে আমি
অগ্রে অমৃত দান করিব । হে বলিপ্রমুখ মহাভাগ
অসুরগণ! সহস্র ব্যবস্থা করুন । তখন বলিই
দেবীকে বলিলেন,—হে সুন্দরাননে! তুমি আমা-
দের স্বামিনী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সুতরাং
তোমার যাহা অভিকৃতি হয়, কর । ভাবিতায়া বলি
এই প্রকারে ঠাহাকে সম্মানিত করিলে তিনি পরি-
বেষণ কার্যের জন্ত সহস্র সুধাকলস লইয়া অগ্ৰসর

স্তনী কলশপানিরথাবিশেষ ॥ ৫৮ ॥ তদা তু দেবী
পরিবেষণস্তী সা মোহিনী দেবগণায় সাক্ষাৎ । ববর্ষ
দেবেষু সুধারসং পুনঃপুনঃ সুধাহাররসামৃতং যথা ॥
৫৯ ॥ পুনশ্চ তে দেবগণাঃ সুধারসং দত্তং তয়া
পরয়া বিশ্বমুখ্যা । দেবেন্দ্রমুখ্যাঃ সহ লোকপালা
গন্ধর্বযক্ষাপসরনাং গণাশ্চ ॥ ৬০ ॥ সর্বে দৈত্যা আস-
নস্বাস্তদানীং চিন্তাবিতাঃ কুধয়া পীড়িতাশ্চ । তুকাভুত
বলিমুখা দ্বিজেন্দ্রা মনস্বিনো ধ্যানপরা বভূবুঃ ॥ ৬১ ॥
ততস্তথাবিধান দৃষ্ট্বা দৈত্যাংস্তান্ মোহমাত্রিতান্ ।
তদা রাহুশ্চ কেতুশ্চ দ্বাবেভৌ দৈত্যাপুঙ্গবৌ ॥ ৬২ ॥
দেবানাং রূপমাস্বায় অমৃতার্থং হুরাবিতৌ । উপবিষ্টৌ
তদা পঙ্কজ্যাং দেবানামমৃতার্থিনৌ ॥ ৬৩ ॥ যদামৃতং
পাতুকামো রাহুঃ পরমহুর্জয়ঃ । চন্দ্রাকাভ্যাং
প্রকথিতো বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ৬৪ ॥ তদা তশ্চ
শিরশ্চিরঃ রাহোহুর্বিগ্রহশ্চ চ । শিরো গগনমাপেদে
কবন্ধক মহীতলে । ভ্রমমাণং তদা হৃদীংশ্চূর্ণয়ামাস

হইলেন । কুস্তস্তনী মোহিনী কলসহস্তে দেবদৈত্যা-
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তৎকালে তদীয় মদমস্ত
করিকরোপম উরুদেশে বস্ত্রাকুল বিলসিত হইতে-
ছিল । তিনি নিতম্বভরে মন্দ মন্দ গমন করিতে-
ছিলেন । ঠাহার অঙ্গসকল মদভরে বিহ্বল হইতে-
ছিল । তিনি কনকনুপুরের শিঞ্জে যেন কৃজন
করিতেছিলেন । সেই মোহিনী দেবী তখন সুধা-
পরিবেশন কার্যে ব্যাপৃত হইয়া পুনঃপুন দেবগণের
প্রতিই সুধারস বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ইন্দ্রপ্রমুখ
লোকপালগণ, অন্যান্য দেবগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ ও
অপ্সরাগণ সকলেই সুধাপানার্থ উপবিষ্ট হইয়া-
ছিলেন । বিশ্বমুর্তিধারিণী মোহিনী দেবী ঠাহা-
দিগকে পুনঃপুনঃ সুধারস দান করিতে লাগিলেন ।
দেবপক্ষের সকলকেই সুধা ভোজন করাইলেন,
তৎকালে দৈত্যগণ সকলেই স্ব স্ব আসনে থাকিয়া
চিন্তিত ও কুধাপীড়িত হইল । হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ!
বলি প্রমুখ মনস্বীগণও তৎকালে ধ্যানস্থবৎ তুকাভুত
হইয়া রহিলেন ১৪৪—৬১। তখন রাহু এবং কেতু নামক
দুই জন প্রধান দৈত্য অন্যান্য দৈত্যগণকে সেইরূপ
মোহপ্রাপ্ত দেখিয়া দেবগণের রূপ ধারণপূর্বক
অমৃতপানার্থ ব্যগ্রভাবে দেবপঙক্তি মধ্যে উপবেশন
করিল । পরমহুর্জয় রাহু যখন অমৃত পানে
উদ্যত হইয়াছিল, সূর্য্য এবং চন্দ্র তখন অমিত-
তেজা বিষ্ণুর নিকট বলিয়া দেন । বিষ্ণু তখন
সেই হুরাগ্রহ রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন । মস্তক

বৈ তদা ॥ ৬৫ ॥ সাদৃশ্য সর্বভুলোকচূর্ণিতং তদা-
ভবৎ । তয়া তেন চ দেহেন চূর্ণিতং সচরাচরম্ ॥
৬৬ ॥ দৃষ্টা তদা মহাদেবস্তোপরি তু সংস্থিতঃ ।
নিবাসঃ সর্বদেবানাং তস্তাঃ পাদতলেভবৎ ॥ ৬৭ ॥
স্পীড়নং তৎসমীপেহথ নিবাস ইতি নাম বৈ ॥ ৬৮ ॥
মহতামালয়ং যস্মাদ্যন্তান্তরুণাশ্রুজম্ । মহালয়েতি
বিখ্যাতা জগদ্রবিমোহিনী ॥ ৬৯ ॥ কেতুশ্চ ধূম-
রূপোহসাধাকাশে বিলয়ং গতঃ । সুধাং সমর্প্য
চন্দ্রায় তিরোধানগতোহভবৎ ॥ ৭০ ॥ বাসুদেবো
জগদ্যোনির্জগতাং কারণং পরম্ । বিবেকঃ প্রসা-
দাত্তজাতং সুরাণাং কার্যসিদ্ধিদম্ ॥ ৭১ ॥ অসুরাণাং
বিনাশায় জাতং দৈববিপর্যয়াৎ । বিনা দৈবেন
জানীধ্বমুদ্যমো হি নিরর্থকঃ ॥ ৭২ ॥ যোগপদ্যেন
তৈঃ সর্গৈঃ ক্ষীরাকৈর্নহনং কৃতম্ । সিদ্ধিজাতা হি
দেবানামসিদ্ধিরসুরান্ প্রতি ॥ ৭৩ ॥ ততশ্চ তে
দেববরান্ প্রকোপিতা দৈত্যাশ্চ মায়াপ্রবিমোহিতাঃ
পুনঃ । অনেকশস্ত্রাস্থ্যুতাস্তদাভবন বিবেকো গতে
গর্জমানাস্তদানীম্ ॥ ৭৪

ইতি ত্রীকান্দে দেবানামমৃতপ্রাশনবর্ণনং
নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ছিন্ন হইবা মাত্র গগনপথে প্রধাবিত হয় এবং
কবন্ধ মহীতলে ভ্রমণ করিতে করিতে অঙ্গিসকল
চূর্ণ করিয়া ফেলে। কেবল অঙ্গি নহে, সমুদায়
ভুলোকই তাহাতে চূর্ণিত হয়। বলা বাহুল্য, সেই
মোহিনী দেবীই রাহুর দেহ দ্বারা এই চরাচর
চূর্ণিত করেন। মহাদেব তদর্শনে সেই দেহের
উপর অবস্থান করেন। তখন মোহিনীর পাদতলে
সকল দেবেরই নিবাস হইল। তাঁহার সমীপে
জগতের নিস্পীড়ন ও পদতলে দেবগণের নিবাস
হইল বলিয়া তদীয় পদাশ্রুজ মহদগণের আলয়-
রূপে বর্ণিত হয়। পাদপদ্ম মহতের আলয় বলিয়াই
সেই ত্রিভুবনমোহিনী মহাদেবী মহালয়া নামে
বিখ্যাত হইলেন। অনন্তর কেতু ধূমরূপে আকাশে
বিলয় প্রাপ্ত হইল। এদিকে জগদ্যোনি, জগৎ-
কারণ বাসুদেব চন্দ্রকে সুধা সমর্পণ করিয়া
তিরোহিত হইলেন। বিষ্ণুর প্রসাদে সুরগণের
কার্যসিদ্ধি হইল। দৈববিপর্যয়ে অসুরগণেরই
বিনাশ সূচিত হইল। অতএব জানিবে—দৈব
ব্যতীত সমস্ত উদ্যমই নিরর্থক। দৃষ্টান্ত দেখ—সুর
ও অসুর উভয় পক্ষই একযোগে ক্ষীরাক্ষির মন্থন
করিলেন; কিন্তু দেবগণের কার্যসিদ্ধি হইল; আর

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । ততস্তে গর্জমানাশ্চ আকিপস্তঃ
সুরান্ রণে । শতক্রতুপ্রমুখাংস্তান্ মহাবলপরা-
ক্রমান্ ॥ ১ ॥ বিমানমাক্রুহ তদা মহাত্মা বৈরোচনিঃ
সর্ববলেন সার্কিম্ । দৈত্যৈঃ সমেতো বিবিধৈর্নহাবলৈঃ
সুরান্ প্রহৃদাব মহাভয়াবহম্ ॥ ২ ॥ স্থানি রূপাণি
বিভ্রস্তঃ সমাপেতুঃ সহস্রশঃ । কেচিদ্ভাঙ্গান্ সমাক্রুতা
মহিষাশ্চ তথা পরে ॥ ৩ ॥ অশ্বান্ কেচিৎ
সমাক্রুতা দ্বিপান্ কেচিত্তথা পরে । সিংহাংস্তথা
পরে রুঢ়াঃ শার্দূলাঙ্ঘ্রভাংস্তথা ॥ ৪ ॥ ময়ুরান্
রাজহংসাশ্চ কুকুটাশ্চ তথা পরে । কেচিদ্ধয়ান্
সমাক্রুতা উষ্ট্রানশ্চতরানপি ॥ ৫ ॥ গজান্ খরান্
পরে চৈব শকটাশ্চ তথা পরে । পাদাতা
বহবো দৈত্যাঃ খড়্গশস্ত্রাষ্টিপাণয়ঃ ॥ ৬ ॥ পরিঘা-
যুধিনঃ পাশ-শূলমুদগরপাণয়ঃ । অসিলোমাধিতাঃ

অসুরগণের সিদ্ধি হইল না। তখন দৈত্যগণ
ক্রুদ্ধ ও মায়ামোহিত হইয়া বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ-
পূর্বক গর্জন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ দেবগণকে
আক্রমণ করিল। অসুরগণের এইরূপ আক্রমণ-
কালে বিষ্ণু উপস্থিত ছিলেন না। ৬২—৭৪।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—অনন্তর শতক্রতু প্রভৃতি
মহাবল-পরাক্রম সুরগণকে অসুরেরা রণক্ষেত্রে
গর্জন করিতে করিতে বিবিধ কটুবাণ্য প্রয়োগ
করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। বিরোচন-
নন্দন মহাত্মা বলিই তখন মহাবল বহু দৈত্য
পরিবৃত্ত হইয়া অতি ভীষণভাবে সুরগণের প্রতি
ধাবিত হইলেন। অসুরগণ স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া
শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় চতুর্দিক হইতে
আপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ
ব্যাঘ্র, কেহ মহিষ, কেহ অশ্ব, কেহ দ্বিপে, কেহ
সিংহ, কেহ কেহ শার্দূলে, কেহ শরভে, কেহ
ময়ূরে, কেহ রাজহংসে, কেহ কেহ কুকুটে, কেহ
উষ্ট্রে, কেহ অশ্বতরে, কেহ গজে, কেহ গর্দভে,
এবং কেহ কেহ শকটে সমাক্রুত হইয়া রণাঙ্গনে
অবতীর্ণ হইল। বহু দৈত্য খড়্গ, শক্তি, ধাতি,

কেচিদ্ধুগুণীপরিষাদুধাঃ ॥ ৭ ॥ ইয়নাগরথাস্তাত্তে
সমাক্রুতাঃ প্রহারিণঃ । বিমানানি সমাক্রুতা বলিযুধাঃ
সহস্রাঃ ॥ ৮ ॥ স্পর্ধমানাস্তথাস্তাত্তাঃ গর্জন্তশ্চ মৃত-
শূভঃ । ধ্বপক্ষী হ্যবাচেদং বলিনং দৈত্যপুঙ্গবম্ ॥
৯ ॥ ত্বয়া কৃতং মহাবাহো ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গমম্ ।
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যো দুর্হদা চ কথঞ্চন ॥ ১০ ॥
উনেনাপি হি তুচ্ছেন বৈরিণাপি কথঞ্চন । মৈত্রী
বুদ্ধিমতা কার্য্যা আপদাপি নিবর্ততে ॥ ১১ ॥ ন
বিশ্বসেৎ পূর্ববিরোধিনা কচিৎ পরাজিতাঃ স্মোহথ
বলে হ্যধুনা । পুরাণতুষ্টিঃ কথমদ্য বৈ পুনর্নৃত্যং
বিকর্তুং ন চ তে যতেরন ॥ ১২ ॥ ইত্যাচুস্তে দুরাধী
যোদ্ধাকামা বাবস্তিতাঃ । পবজৈশ্চৈত্রঃ পতাকৈশ্চ
রণভূমিমমণ্ডবন ॥ ১৩ ॥ চামরৈশ্চ দিশঃ সক্ষা
লোপিতঞ্চ রণস্থলম্ । তথা সর্পৈঃ সুরাস্তয় দৈতান
প্রতি সমুৎসুকাঃ ॥ ১৪ ॥ পৌদ্রামৃতং মহাভাগা
বাহনাকুরুহ দংশিতাঃ । গজাক্রোড়ে মন্তলোহপি

পরিষ, পাশ, শূল ও নুদার হস্তে পদব্রজে প্রণবিত
হইল এবং কতকগুলি পদাতি দৈত্য অসি, ভুগুণী
ও পবিষহস্তে যুদ্ধাভিযান করিল। অত্যাচার দৈত্য
যোদ্ধাগণের মধ্যে কেহ অশ্ব, কেহ গজে এবং কেহ
কেহ বা রথারোহণ করিয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল।
বলিপ্রমুখ সহস্র অহস্র অশুরনেতৃগণ বিমানে
আরোহণপূর্বক পরস্পর স্পর্ধার সহিত মৃত্যুমুহু
গর্জন করিতে লাগিল। তখন ধ্বপক্ষী, দৈত্যবর
বলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে মহাবাহো!
তুমিই ত ইন্দ্রের সহিত সন্মিলন করিয়াছিলে; কিন্তু
তুমি জান না যে, শত্রুকে কোনরূপেই বিশ্বাস
করিতে নাই। বৈরী যদি হীন বা তুচ্ছও হয়,
তথাচ তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন বুদ্ধিমানের কর্তব্য
নহে। ফলে তাদৃশ মৈত্রী আপদেরই আশ্রয়
হইয়া থাকে। বিশেষতঃ পূর্ববৈরীর সহিত বিশ্বাস-
স্থাপন কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। হে বলে!
এই দেখ, সেইরূপ বিশ্বাস করিয়াছিলে বলিয়াই
আমরা অধুনা পরাজিত হইলাম। দেবগণ প্রথম
হইতেই তুষ্টবুদ্ধি; তাহারা পুনরায় আর কখনই
আমাদের সহিত মিলিয়া করিবার চেষ্টা করিবে না।
দুর্দ্ধব অশুরগণ পরস্পর এই কথা কহিয়া যুদ্ধার্থ
অবস্থিত হইল। ধ্বজ, ছত্র, পতাকা ও চামর-
সমূহে রণভূমি ও দিগ্গমগুল আচ্ছন্ন হইয়া গেল।
রণস্থল সকল প্রকারেই আবৃত হইল। এদিকে অমৃত
পান করিয়া মহাভাগ দেবগণ স্ব স্ব বাহনে আরোহণ-

বজ্রপানিঃ প্রতাপবান্ । সূর্য্যশ্চোচ্চৈঃশবাক্রো
মৃগাক্রুতশ্চ চন্দ্রমাঃ ॥ ১৫ ॥ ছত্রচামরসংবীতাঃ
শোভিতা বিজয়শ্রিয়া । প্রণম্য বিষ্ণুং তে সর্প
ইন্দ্রাদ্যা জয়কাক্ষিণঃ ॥ ১৬ ॥ তে বিষ্ণুনা হনুজাতা
অশুরান্ প্রতি বৈ ক্রবা । অশুরাশ্চ মহাকায়া ভীমাঙ্কা
ভীমবিক্রমাঃ ॥ ১৭ ॥ তেষাং ঘোরমভূদযুদ্ধং দেবানাং
দানবৈঃ সহ । তুমুলঞ্চ মহাঘোরং সর্বভূতভয়াবহম্ ॥
১৮ ॥ শরবারাঘিতং সর্পং বভূব পরমাদ্ভুতম্ ।
ততশ্চটচটাশব্দা বভূবুশ্চ দিশো দশ ॥ ১৯ ॥ ততো
নিমিবমাত্রেণ শরঘাতযুতা ভবন্ । শরতোমর-
নারাচৈরাহতাশ্চাপতন্ ভূবি ॥ ২০ ॥ বিদ্যমানাস্তথা
কেচিদ্ধিবিবৃশ্চাপরান্ রণে । ভল্লৈর্ভগ্নাশ্চ পতিতা
নারাচৈঃ শকলীকৃতাঃ ॥ ২১ ॥ ক্ষুরপ্রহারিতাঃ কেচি-
দৈত্যা দানবরাক্ষসাঃ । শিলীমুখৈর্নারিতাশ্চ ভগ্নাঃ
কোচিক্র দানবাঃ ॥ ২২ ॥ এবং ভগ্নাঃ দানবানাঞ্চ
সৈন্ত্যঃ দৃষ্ট্বা দেবা গচ্ছমানাঃ সমন্তাং । হৃষ্টাঃ সর্পৈঃ

পূর্বক সুসজ্জিতভাবে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ
করিতে সমুৎসুক হইলেন। বজ্রপানি মহেন্দ্র গজাক্র,
সূর্য্য অশ্বাক্রুত এবং চন্দ্রমা মৃগাক্রুত হইয়া ছত্র,
চামর ও বিজয়লক্ষ্মী দ্বারা সুশোভিত হইলেন।
ইন্দ্রাদিগণ জয়কাক্ষী হইয়া বিষ্ণুকে প্রণামপূর্বক
তদীয় অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইবা মাত্র সক্রোধে অশুর-
গণের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এদিকে
অশুরেরাও হীন-বল নহে; তাহারাও সকলেই
ভীমাকার, ভীমনেত্র ও ভীমবিক্রম। অনন্তর
দানবগণের সহিত দেবগণের ঘোর যুদ্ধ হইল।
কেবল ঘোর নহে; সে যুদ্ধ তুমুল ও মহাঘোর;
উহা সর্বপ্রাণীর ভয়জনক। রণভূমির সর্বত্রই পরম
আশ্চর্য্যরূপে শরবারায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দিকে
দিকে ভয়ঙ্কর চট-চটা ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।
১—১৯। অনন্তর নিমেষ মাত্রে শর, তোমর, ও
নারাচ দ্বারা আহত হইয়া কত শত বীর ভূপৃষ্ঠে
পতিত হইল। উভয় পক্ষের মধ্যে অনেকে পরস্পর
পরস্পরকে বিদ্ধ করিবার উপক্রম করিল এবং কেহ
কেহ বা অপর অনেক যোদ্ধাকে বিদ্ধ করিল। যোদ্ধা-
গণ ভল্ল দ্বারা ভগ্ন হইয়া এবং নারাচ-প্রহারে খণ্ডিত
হইয়া পতিত হইল। কতকগুলি দানব দৈত্য
ও রাক্ষস—ক্ষুরাস্ত্রে প্রহারিত, শিলীমুখ দ্বারা
মারিত ও অত্যাচার অনুপ্রহারে প্রভয় হইয়া
ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে
দানবসৈন্ত সম্পূর্ণ ভগ্ন হইল। দেবগণ চতুর্দিক্

সম্মিলিতা উদানীং লক্ষা যুদ্ধে তে জয়ং প্রাপ্যন্তে ॥ ২৩ ॥ শঙ্খবাদিঅঘোষণে পুরিতঞ্চ জগত্ত্রয়ম্ । দেবান্ প্রতি কৃতামৰ্ণা দানবাস্তে মহাবলাঃ ॥ ২৪ ॥ বলিপ্রভৃতয়ঃ সর্বে সন্নমোগোখিতাঃ পুনঃ । বিমার্টনৈঃ সূর্যাসঙ্ঘা- শৈরনৈকৈশ্চ সমৰিতাঃ ॥ ২৫ ॥ বৃষদ্যুধৈঃ সূতুমূলং দেবানাং দানবৈঃ সহ । সম্প্রবৃত্তং পুনশ্চৈব পরস্পর- জিগীষয়া ॥ ২৬ ॥ বলিনা দানবেন্দ্রণ মহেন্দ্রো যুযুধে তদা । তথা যমো মহাবাহুর্নমুচ্যাহ সহ সঙ্গতঃ ॥ ২৭ ॥ নৈঋতঃ প্রঘসেনৈব পানী কুন্তেন সঙ্গতঃ । নিকুন্তে- নৈব সূর্যমহদ্যুধৈঃ চক্রে সদারয়ঃ ॥ ২৮ ॥ সোমেন সহ রাহুশ্চ যুদ্ধং চক্রে সুদারুণম্ । রাহুণা চন্দ্রদেহোখ- মমৃতং ভক্ষিতং তদা । সম্পর্কাদমৃতশ্চৈব যথা রাহুস্তথাভবৎ ॥ ২৯ ॥ তানি সর্বাণি দৃষ্টানি শম্বুনা পরমেষ্ঠিনা । আশ্রয়োহহঞ্চ সর্বেষাং ভূতানাং নাত্র সংশয়ঃ । অসুরাণাং সুরাণাঞ্চ সর্বেষামপি বল্লভঃ ॥ ৩০ ॥ এবমুক্তস্তদা রাহুঃ প্রণম্য শিরসা শিবম্ । মৌলৌ স্থিতস্তদা চন্দ্রো অমৃতং ব্যসৃজদ্ভয়াৎ ॥ ৩১ ॥ তেন তস্মৈ হি জাতানি শিরাংসি স্রবতুতপি । ঐকপদ্যোন তেষাঞ্চ স্রজঃ কৃতা মনোহরাম্ । ববন্ধ

হইতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন । সেই সময় দেবগণ মিলিত হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ হওয়ায় হুটুচিহ্নে আশ্ব- হাধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । শঙ্খ ও অন্তান্ত বাদিত্র প্রভৃতির নির্ঘোষে ত্রিভুবন পরিপূরিত হইয়া গেল । বলিপ্রমুখ মহাবল দানবগণ দেবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় সকলেই সসম্মুখে উখিত হইল এবং সূর্যাসন্নিভ বহু বিমানোপরি অবস্থান করিতে লাগিল । তখন দানবগণের সহিত দেবগণের পর- স্পর-জিগীষায় পুনরায় তুমুল বৃষদ্যুধ আরম্ভ হইল । এই সময় দানবেন্দ্র বলির সহিত দেবেন্দ্র যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । মহাবাহু যম নমুচির সহিত, নৈঋত প্রঘসের সহিত, বক্রণ কুন্তের সহিত এবং পবন নিকু- তের সহিত যুদ্ধার্থ সমুদ্রত হইলেন । রাহু চন্দ্রের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিল এবং চন্দ্রদেহোখিত অমৃত ভক্ষণ করিতে লাগিল । রাহু অমৃতসম্পর্কেই এবই ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল । পরমেষ্ঠী শম্বু এই সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলেন এবং রাহুকে বলিলেন, জানিও—আমি সমস্ত ভূতের আশ্রয় । কি সুর, কি অসুর, সকলেরই আমি বল্লভ । শিব এই কথা কহিলে রাহু মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিল । মহাদেবের মৌলিহিত চন্দ্র তখন ভয়ে অমৃত ক্ষরণ করিলেন । তাহাতে রাহুর বহু মস্তক উৎপন্ন

শম্বুঃ শিরসি শিরোভূষণবৎকৃতম্ ॥ ৩২ ॥ অশনাৎ কালকূটশ্চ নীলকণ্ঠোহভবত্তদা । দেবানাং কার্য- সিদ্ধার্থং মুণ্ডমালা তথা কৃত্য ॥ ৩৩ ॥ দধার শিরসা তঞ্চ মুণ্ডমালাং মহেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ তথা স্রজাসৌ শুভতে মহাত্মা দেবাদিদেবত্ৰিপুরাস্তকো হরঃ । গজাসুরো যেন নিপাতিতো মহানথাক্ককো যেন কৃতশ্চ চূর্ণঃ ॥ ৩৫ ॥ গঙ্গা যুতা যেন শিরঃসুমধ্যে চন্দ্রঞ্চ চূড়ে কৃতবান্ ভয়াপহঃ । বেদাঃ পুরাণানি তথাগমাশ্চ তথৈব নানাঋতয়োহথ শাস্ত্রম্ ॥ ৩৬ ॥ জলন্তি নানাগমভেদভেদৈর্মীমাংসমানাশ্চ ভবন্তি মুকাঃ । নানাগমাচার্য্যামতপ্রভেদৈর্নিক্রপ্যমাণো জগ- দেকবন্ধুঃ ॥ ৩৭ ॥ শিবঃ হি নিত্যং পরমাত্মদৈবঃ বেদৈকবেদ্যঃ পৰমাত্মদিব্যম্ । বিহায় তং মুঢ়জনাঃ প্রমত্তাঃ শিবং ন জানন্তি পরাধ্বরূপম্ ॥ ৩৮ ॥ যেনৈব সৃষ্টং বিধৃতঞ্চ যেন যেন শ্রিতং যেন কৃতং সমগ্রম্ । যন্তাংশভূতং হি জগৎ কদাচিদ্বেদান্তবেদ্যঃ পরমাত্মা

হইল । সেই সকল মস্তকের একত্র সমাবেশে ভগবান্ শম্বু একগাছি মনোরম মালা গ্রথিত করিয়া স্বীয় মস্তকে শিরোভূষণবৎ বন্ধন করিয়া রাখিলেন । তিনি কালকূট ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই হইতে নীলকণ্ঠ হইলেন এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্ত তথাবিধ মুণ্ডমালা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিলেন । ২৮—৩৪ । যিনি গজাসুরকে নিপাতিত ও প্রবল অন্ধকাসুরকে নিহত করিয়া- ছিলেন, যিনি মস্তক মধ্যে গঙ্গাকে এবং চূড়ায় চন্দ্রকে ধারণ করেন, বিবিধ ঋতি, পুরাণ, বেদ, আগম ও অন্তান্ত শাস্ত্র, ঋহাষর মাহাত্ম্য কীর্তন করে, মীমাংসকগণ বিবিধ আগমভেদে ঋহাষর তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া নির্বাক হইয়া পড়েন, যিনি জগতের একমাত্র বন্ধু, নানাবিধ আগমাচার্য্যগণের সাম্প্রদায়িক ভিন্ন ভিন্ন মতে যিনি নিরূপিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মা দেবাদিদেব ত্রিপুরহর হর, সেই মুণ্ডমালা দ্বারা সুশো- ভিত হইতে লাগিলেন । একমাত্র শিবই নিত্য পরমার্থ বস্তু ; বেদবাক্যে তিনিই একমাত্র বেদ্য এবং তিনিই দিব্য পরমাত্মা । প্রমাদগ্রস্ত মুঢ়গণ সেই পরমাত্ম-মূর্ত্তি শিবকে জানিতে পারে না । তাহারা তাঁহাকেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে । যিনি এই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন এবং হার আশ্রয়রূপে অবস্থান করিতেছেন ; এই জগৎ ঋহাষর অংশরূপে প্রতিভাত হইতেছে, বেদান্তবাক্যে কদা- চিৎ যিনি বেদ্য হইয়া থাকেন, তিনিই সেই শিব ;

শিবঃ ॥ ৩৯ ॥ আচ্যো বাপি দরিত্রো বা উত্তমো
হৃদমোহপি বা । শিবভক্তিরতো নিত্যং শিব এব
ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ যো বা পরকৃতাং পূজাং শিবস্তো-
পরি শোভিতাম্ । দৃষ্ট্বা সন্তোষমায়াতি দায়ঃ
প্রাপ্নোতি তৎসমম্ ॥ ৪১ ॥ যে দীপমালাং কুর্ক্বেতি
কার্ত্তিক্যাং শ্রদ্ধয়াষিতাঃ । যাবৎকালং প্রজলন্তি
দীপান্তে নিঙ্গমগ্রতঃ । তাবদ্যুগসহস্রাণি দাতা স্বর্গে
মহীয়তে ॥ ৪২ ॥ কৌশুভতৈলসংযুক্তা দীপা দত্তাঃ
শিবালয়ে । দাতারস্তেহপি কৈলাসে মোদন্তে
শিবসন্নিধৌ ॥ ৪৩ ॥ অতসীতৈলসংযুক্তা দীপা দত্তাঃ
শিবালয়ে । দাতারস্তেহপি কৈলাসে মোদন্তে শিব-
সন্নিধৌ ॥ ৪৪ ॥ জ্ঞানিনোহপি হি জায়ন্তে দীপদান-
ফলেন হি ॥ ৪৫ ॥ তিলতৈলেন সংযুক্তা দীপা দত্তাঃ
শিবালয়ে । তে শিবং যান্তি সংযুক্তাঃ কুলানাক-
শতেন বৈ ॥ ৪৬ ॥ স্নাত্ত্বা যৈঃ কৃতা দীপা
দীপিতাশ্চ শিবালয়ে । তে যান্তি পরমং স্থানং
কুললক্ষসমর্ষিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ কপূরাঙ্কুরবৈপশ্চ যে
যজন্তি সদাশিবম্ । আরার্ত্তিকাং সপূরাং যে
কুর্ক্বেতি দিনে দিনে । তে প্রাপ্নুবাণ্ডি সায়ুজ্যং নাত্

তিনিই সাক্ষাৎ পরমাত্মা । অর্থাৎ হউক, দরিদ্র
হউক, উত্তম হউক বা অমম হউক, নিত্য শিবভক্ত
ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিবই, তাহাতে সংশয় নাই । অন্যথা
যে ব্যক্তি পরকৃত পূজা শিবোপরি সুশোভিত দেখিয়া
মনে মনে সন্তুষ্ট হয়, তাহারও পূজকের তুল্য ফল
লাভ হইয়া থাকে । যাহারা শ্রদ্ধা সহকারে কার্ত্তিক
মাসে লিঙ্গপ্রান্তে দীপমালা দান করে, যতকাল ঐ
প্রদীপ প্রজলিত হয়, তত যুগসহস্র ঐ সকল দীপ-
দাতা ব্যক্তি স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকে । যে
সকল ব্যক্তি শিবালয়ে কৌশুভ তৈলযুক্ত দীপাবলী
দান করে, সেই সকল দাতা কৈলাসে শিবসন্নিধানে
মুদিতমনে কালাতিপাত করে । শিবালয়ে অতসী-
তৈলযুক্ত দীপদাতাগণও কৈলাসে শিবসন্নিধানে
প্রমোদ প্রাপ্ত হয় । আর কি, দীপদানের ফলে
মানবগণ জ্ঞানী হইয়া থাকে । যাহারা শিবালয়ে
জিল-তৈলাবিত দীপাবলী দান করে, তাহারা তাহা-
দের কুলশতসহ শিবসায়ুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
যাহারা শিবালয়ে স্নাত্ত্বা দীপ প্রজালিত করিয়া দেয়,
তাহারা লক্ষ কুলসহ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
যাহারা কপূর, অঙ্কুর ও পূরা দ্বারা সন্মদা শিবার্চনা
করে, এবং প্রতিদিন কপূর দ্বারা শিবের আরতি
করিয়া থাকে, তাহাদেরও শিবসায়ুজ্য লাভ হয় ।

কার্য্য বিচারণা ॥ ৪৮ ॥ এককালং দ্বিকালং বা
ত্রিকালং যে হতস্রিতাঃ । লিঙ্গার্চনং এককুর্ক্বেতি
তে ক্রদ্রা নাত্ সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ ক্রদ্রাক্ষধারণং যে চ
কুর্ক্বেতি শিবপূজনে । দানে তপসি তীর্থে চ পর্ব-
কালে হতস্রিতাঃ । তেবাং যৎ শ্রুতং সর্বমনস্তং
ভবতি দ্বিজাঃ ॥ ৫০ ॥ ক্রদ্রাক্ষা যে শিবেনোক্তা-
স্তাঃ শুদ্ধবৎ দ্বিজোক্তমাঃ । আরভৌকমুখং তাবদ্যাবদ্
বক্ত্রাণি ঘোড়শ । এতেনৈব চ বিজ্ঞেয়ৌ শ্রেষ্ঠৌ
তারয়িতুং দ্বিজাঃ ॥ ৫১ ॥ ক্রদ্রাক্ষাণাং পঞ্চমুখস্তথা
চৈকমুখঃ স্মৃতঃ । যে ধারয়ন্ত্যেকমুখং ক্রদ্রাক্ষ-
মনিশং নরাঃ । ক্রদ্রলোকঞ্চ গচ্ছন্তি মোদন্তে
ক্রদ্রসন্নিধৌ ॥ ৫২ ॥ জপস্তপঃ ক্রিয়া যোগঃ
স্নানং দানার্চনাদিকম্ । ক্রিয়তে যচ্ছূতং কৰ্ম্ম হনস্তং
চাক্ষধারণাৎ ॥ ৫৩ ॥ শুনঃ কণ্ঠনিবন্ধোহপি ক্রদ্রাক্ষো
যদি বর্ত্ততে । সোহপি সন্তারিতস্তেন নাত্ কার্য্য
বিচারণা ॥ ৫৪ ॥ তথা ক্রদ্রাক্ষসহস্রাৎ পাপমপি কয়ং
ব্রজেৎ । এবং জুহুয়া শুভং কৰ্ম্ম কার্য্যং ক্রদ্রাক্ষবন্ধ-
নাৎ ॥ ৫৫ ॥ ত্রিপুণ্ড্রধারণং যেবাং বিভূত্যা মন-
পুতয়া । তে ক্রদ্রলোকে ক্রদ্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥

এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই । যাহারা অতস্রিত হইয়া
এককাল, দ্বিকাল বা ত্রিকালে লিঙ্গার্চনা করে, তাহারা
সাক্ষাৎ ক্রদ্র, সন্দেহ নাই । হে দ্বিজগণ ! যাহারা
শিবপূজায়, দানে, তপস্যায়, তীর্থক্ষেত্রে, কিম্বা পর্ব-
কালে অতস্রিত হইয়া ক্রদ্রাক্ষ ধারণ করে, তাহাদের
অর্জিত সমস্ত পুণ্যই অক্ষয় হইয়া থাকে । ৩৫—৫০ ।
হে বিপ্রগণ ! এক্ষণে স্বয়ং শিব একমুখ হইতে আরম্ভ
করিয়া ঘোড়শমুখ পর্য্যন্ত যে সকল ক্রদ্রাক্ষের বিবরণ
বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন । এই ঘোড়শ প্রকার
ক্রদ্রাক্ষের মধ্যে পঞ্চমুখ ও একমুখবিশিষ্ট ক্রদ্রাক্ষই
শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিজ্ঞেয় । যে সকল নর নিরন্তর একমুখ
ক্রদ্রাক্ষ ধারণ করে, তাহারা ক্রদ্রলোকে গমন করে
এবং ক্রদ্রসন্নিধানে বিহার করিয়া থাকে । জপ, জপ,
ক্রিয়া, যোগসাধনা, স্নান, দান, অর্চনাদি যে কিছু
শুভকর্ম্ম করা যায়, ক্রদ্রাক্ষধারণে সে সমস্তই অমল
হইয়া থাকে । ক্রদ্রাক্ষ যদি কুকুরের কণ্ঠেও নিবদ্ধ
হয়, তথাপি সে কুকুরের সঙ্গতি হইয়া থাকে, এ
সম্বন্ধে বিচার্য্য আর কিছুই নাই । অপিচ ক্রদ্রাক্ষের
সম্পর্কে পাপও কয় পাইয়া থাকে । এই তব জ্ঞানিয়া
সকলেরই ক্রদ্রাক্ষ বন্ধনপূর্বক শুভ কর্ম্ম করা
কর্তব্য । যাহারা মনপূত বিভূতি দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ
করে, তাহারা ক্রদ্রলোকে গিয়া ক্রদ্র হয়, এগকে

৫৬ ॥ কপিলায়াশ্চ সংগৃহ্য গোময়ং চান্তরিকগম্য ॥
শুকং কুমাথং সন্দাহং বিভূত্যাং শিবপ্রিয়ৈঃ ॥ ৫৭ ॥
বিভূতীতি সমাখ্যাতা সৰ্বপাপপ্রণাশিনী । ললাটে-
হস্তদ্বয়েণ চ আদৌ ভাব্যা প্রযত্নতঃ ॥ ৫৮ ॥ মধ্যমাং
বর্জয়িত্ব তু অঙ্গুলীকনয়েন চ । এবং ত্রিরেখাসংযুক্তো
ললাটে যন্ত দৃষ্টতে । স শৈবঃ শিববজ্রভেদো দর্শ-
নাৎ পাপনাশনঃ ॥ ৫৯ ॥ জটধরাশ্চ যে শৈবাঃ সপ্ত
পঞ্চ তথ্য নব । জটায়ৈ স্থাপয়িত্বাশ্চ শৈবেন বিধিনা
যুতাঃ ॥ ৬০ ॥ তে শিবঃ প্রাপ্নুবন্তীহ নাত্র কার্য্যা
বিচারণা । ক্রডাকধারণং কার্য্যং শিবভক্তৈর্বিশেষতঃ ॥
৬১ ॥ অগ্নেন বা মহর্ষেন পূজিতো বা সদাশিবঃ ।
কুলকোটিং সমুদ্ভূত্যা শিবেন সহ মোদতে ॥ ৬২ ॥
তস্মাচ্ছিবো পয়তরং নাস্তি কিঞ্চিদ্বিজোক্তমাঃ ।
যদৈবমুচ্যতে শাস্ত্রে তৎসর্বং শিবকারণম্ ॥ ৬৩ ॥
শিবো দাতা হি লোকানাং কর্তা চৈবানুমোদিতা ।
শিবশক্ত্যাশ্বকং বিশ্বং জানীধ্বং হি দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৬৪ ॥
শিবৈতি দ্ব্যক্ষরং নাম ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ । তস্মা-
চ্ছিবশক্তিত্বাতাং বৈ স্মর্য্যতাঞ্চ দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৬৫ ॥

সংশয় কিছুই নাই । কপিলা গাভীর গোময় মূর্তি-
কায় পতিত হইবার পূর্বে শূন্যপথে গ্রহণ করিয়া শিব-
প্রিয় ব্যক্তিগণ বিভূতির নিমিত্ত যে শুক ও দধি
করিয়া লন, তাহাই বিভূতি আখ্যায় অভিহিত । এই
বিভূতিই সৰ্বপাপনাশিনী । অগ্রে যত্নসহকারে
ললাটে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রেখা করিতে হয়, পরে মধ্যমা
বর্জন করিয়া অনামা ও তর্জনী দ্বারা ললাটে দুইটি
রেখা করা কর্তব্য । এইরূপে ঠাঁহার ললাটে তিনটি
রেখা দেখা যায়, তিনিই শৈব ; সাক্ষাৎ শিবের স্থায়
পরিভ্রম্য । তিনি দর্শনমাত্রেই পাপাপনয়ন করিয়া
থাকেন । যে সকল শৈব জটধারী, ঠাঁহার শৈব-
বিধি অনুসারে সপ্ত, পঞ্চ বা নব জটা মস্তকে স্থাপন
করেন, ঠাঁহার ইহকালেই শিবসামুজ্য লাভ করেন ।
ঠাঁহার নিঃসন্দেহ । শিবভক্তগণ বিশেষরূপে ক্রডাক
ধারণ করিবেন । অগ্নি কিম্বা প্রচুর উপহার দ্বারা
শিবশিব পূজিত হইলেও পূজক ব্যক্তি স্বীয় কুলকোটি
উপর করিয়া শিবসহ বিহার করিয়া থাকে । অত-
এব হে দ্বিজোক্তগণ ! শিব হইতে পরতর আর
কিছুই নাই । শাস্ত্রে যে কিছু উক্ত হইয়াছে, সমস্তই
শিব-নির্মিত । শিবই সকল লোকের দাতা, কর্তা,
ও অধিকারী । এই বিশ্ব শিবশক্ত্যাশ্বক বলিয়াই
জানিবে । এই বিগ্রহগণ ! 'শিব' এই দ্ব্যক্ষর নাম
মহৎতম হইতেও জ্ঞান করিয়া থাকে । তাই বলিতেছি,

ঋষয় । সোমনাথস্ত মাহেশ্ব্যং জ্ঞাতং তন্ত
প্রসাদতঃ । রাহোঃ শিরোভয়াৎ সর্বে রক্ষিতাঃ
পরমেষ্ঠিনা ॥ ৬৬ ॥ সুরাশ্চন্দ্রাদয়শ্চাস্তে তস্মিন যুদ্ধে
সুদাক্ষণে । অত উদ্ধং সুরাঃ সর্বে কিমকুর্তত উচ্য-
তাম্ ॥ ৬৭ ॥ শিবস্ত মহিমা সর্বঃ অতস্তব মুখোদগতঃ ।
অথ যুদ্ধস্ত বৃত্তান্তঃ কথ্যতাং পরমার্থতঃ ॥ ৬৮ ॥
লোমশ উবাচ । যদা হি দৈত্যৈশ্চ পরাজিতাঃ সুরাঃ
শত্ৰুঞ্চ সর্বে শরণং প্রপন্নাঃ । শিবং প্রণেমুঃ সহসা
সুরোত্তমা যুদ্ধায় সর্বে চ মনো দধুস্তদা ॥ ৬৯ ॥ তথৈব
দৈত্যা অপি যুধ্যামান উৎসাহযুক্তাতিবলাশ্চ সর্বে ।
দেবৈঃ সমেতাশ্চ পুনঃপুনশ্চ যুদ্ধং প্রচক্ষুঃ পরমাত্ম-
যুক্তাঃ ॥ ৭০ ॥ এবঞ্চ সর্বে হসুরাঃ সুরাশ্চ শত্রু-
ষ্টিশূনৈঃ পরিধেঃ পরবধেঃ । জয়ার্থিনোহমর্ষযুতাঃ
পরস্পরং সিংহা যথা হৈমবতীং দুরত্যয়াঃ । নিহন্ত্যমানা
হসুরাঃ সুরৈরন্তদা নানাস্থযোগৈঃ পরমৈর্নিপেতুঃ ॥
৭১ ॥ চক্ষুস্তে সকলানুববীং মাংসশোণিতকর্দমাম্ ।
মহীং বৃক্ষাদিসংযুক্তাং সসাগরবনাকরাম্ ॥ ৭২ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা শিবকেই স্মরণ করুন
এবং শিবমূর্তিই চিন্তা করুন । ৬০—৬৫ ॥ ঋষিগণ কহি-
লেন,—ঠাঁহারই প্রসাদে আমরা সোমনাথের মাহেশ্ব্য
জানিয়াছি । সেই সুদাক্ষণ যুদ্ধে ইন্দ্রাদি সুরগণকে
রাহুর শিরোভয় হইতে পরমেষ্ঠী মহাদেব যে রক্ষা
করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা জ্ঞাত হইলাম । অতঃ-
পর সুরগণ কি করিলেন ? তাহা আমাদেরিগকে
বলুন । আমরা আপনার মুখে সমস্ত শিবমাহেশ্ব্য শ্রবণ
করিলাম, অনন্তর যথাযথ যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করুন ।
লোমশ কহিলেন,—যখন সুরগণ দৈত্যগণ কর্তৃক
পরাজিত হইয়া শত্রুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তখন
ঠাঁহার শিবকে প্রণাম করিয়াই পুনরায় সহসা যুদ্ধার্থ
মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন । এদিকে দৈত্যগণও
উৎসাহিত হইয়া অতি প্রবলভাবে যুদ্ধ করিতে
লাগিল । তাহার পরমাত্র ধারণপূর্বক দেবগণসহ
বারম্বার যুদ্ধ করিল । এইরূপে সুরাসুরগণ সকলেই
শক্তি, ঋষ্টি, শূল, পরিঘ ও পরবধ দ্বারা পরস্পর
জয়ার্থী হইয়া সক্রোধে পরস্পর হতাহত করিতে
লাগিল । সুরগণ নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে
লাগিলে অসুরেরা একে একে ভূমিসাৎ হইতে
লাগিল । ঠাঁহাদিগের সেই যুদ্ধ ব্যাপার দেখিয়া
মনে হইল, হিমালয়-গুহাবাসী সিংহ সকল যেন পর-
স্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল । সুরাসুরগণ যুদ্ধ করিয়া
সমস্ত উষ্মী—মাংস ও শোণিতপ্রবাহে কর্দমাক্ত

শিরাংসি চ কবচানি কবচানি মহান্তি চ । ধ্বজা
রথাঃ পতাকাশ্চ গজবাজিশিরাংসি চ ॥ ৭৩ ॥ বহন্ত্য-
শ্চাপগাঃ হাসরদ্যোঃ ভীকৃতয়াবহাঃ । অগাধাঃ
শোণিতোদাশ্চ তরন্তো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ । তারয়ন্তি পরান
ভূত-প্রেতপ্রমথরাক্ষসান্ ॥ ৭৪ ॥ শাকিনীডাকিনীসভা
যক্ষিণ্যোহথ সহস্রশঃ । নানাকেলিষু সংযুক্তাঃ পর-
স্পরমুদারিতাঃ ॥ ৭৫ ॥ এবং সংকীড়মানাস্তে ভূত-
প্রমথরাক্ষসাঃ । রণে তস্মিন্ মহারৌদ্রে দেবাসুর-
সমাগমে ॥ ৭৬ ॥ বলিনা সহ দেবেস্তে যুযুধেভূত-
বিক্রমঃ । শক্ত্যা জঘান দেবেস্তে বৈরোচনিরমর্ষণঃ ॥
৭৭ ॥ তাং শক্তিং বঞ্চয়ামাস মহেন্দ্রো লঘুবিক্রমঃ ।
জঘান স বলিং যদ্বাদৈত্যেন্দ্রঃ পরমেণ হি ॥ ৭৮ ॥
যজ্ঞেণ শিতধারেণ বাহুং চিচ্ছেদ বিক্রমী । গতা-
নুরপতন্তুমো বিমানাং সূর্যাসন্নিভাং ॥ ৭৯ ॥ পতি-
তঞ্চ বলিং দৃষ্ট্বা রূপকী ক্রোধবিতঃ । ববধ শর-
ধারাতিঃ পয়োদ ইব পর্কতম্ ॥ ৮০ ॥ মহেন্দ্রঃ সগজ-
চৈব সহমামং শিতাহরান্ । তদা যুদ্ধমভূদ্মোরঃ
মহেন্দ্ররূপকীণোঃ ॥ ৮১ ॥ নিপাতা রূপকীর্ণমিন্দ্রঃ
পরবলার্দনঃ ॥ ৮২ ॥ ততো বজ্রেণ মহতা দানবা-

করিয়া তুলিলেন । কলতঃ সাগর, কানন, পর্বত ও
পাদপ-পরিবৃত মহী রক্তে প্রাবিত হইয়া গেল ।
রক্তের স্রোতে তখন ভীকৃতজন্মের ভয়ঙ্করী মহানদী
সকল প্রবাহিত হইল । ঐ সকল নদী অগাধ এবং
মৃতগণের রুধির উহার জল । ব্রহ্মরাক্ষসেরা সেই
সকল নদীর মধ্য দিয়া সাঁতার কাটি চলিল । রাশি
রাশি মস্তক, কবচ, কবচ, রথ, ধ্বজ, পতাকা এবং
গজবাজীর মস্তক সেই নদীর উপর দিয়া ভাসিয়া
চলিল । সহস্র সহস্র শাকিনী ও ডাকিনীগণ পরস্পর
মুদিতমনে নানা কেলি করিতে করিতে অস্ত্রাস্ত্র ভূত,
প্রেত, প্রমথ ও রাক্ষসদিগকে সেই সকল নদীর
মধ্যে সাঁতার দেওয়াইতে লাগিল । ভূত, প্রমথ ও
রাক্ষসেরা এইরূপে সেই মহাভীষণ সুরাসুর-যুদ্ধে
ক্রীড়া করিতে লাগিল । অদ্বুতবীৰ্য্য ইন্দ্র বলির
সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । বলি অমর্ষ-পরবশ
হইয়া শক্তি দ্বারা দেবেন্দ্রকে আহত করিলেন । লঘু-
বিক্রম মহেন্দ্র সেই শক্তি বার্ষ করিয়া কেলিলেন ।
অনন্তর তিনি ভীকৃতধার বজ্র দ্বারা দৈত্যেন্দ্র বলিকে
হত করিলেন । ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বলির বাহু
ছিন্ন হইল । বিক্রান্ত বলি মৃতপ্রায় হইয়া সূর্যাসন্নিভ
বিমান হইতে ভূপতিত হইলেন । বলিকে পতিত
করিয়া রূপকী রোষাবেশে শরধারা বর্ষণ করিতে

নবধীর্জনে । শিরসি ছেদিতাঃ কেচিৎ কেচিৎ কঙ্ক-
রতো হতাঃ ॥ ৮৩ ॥ বিহ্বলাশ্চ কৃতাঃ কেচিদিজ্ঞেণ
কুপিতেন চ । তথা যমেন নিহতা বায়ুনা বক্রণেন
চ ॥ ৮৪ ॥ কুবেরেণ হতাশ্চাস্তে নৈঋতেন তথা
পরে । অগ্নিনা নিহতাঃ কেচিদীর্শেনৈব বিদারিতাঃ ॥
৮৫ ॥ এবং তদা তৈর্নিহতা বলীযসো মহাসুরা বিক্রম-
শালিনশ্চ । সুরৈস্ত সর্কৈঃ সহ লোকপালৈঃ শিব-
প্রসাদাভিহতান্তদানীম্ ॥ ৮৬ ॥ ততো মহাদৈত্য-
বরো দুরাক্ষা স কালনেমিঃ পরমাস্ত্রযুক্তঃ । যথৌ
তদানীং সুরসন্তমাংস্তান্ হস্তং সদা কুরমতিঃ স
একঃ ॥ ৮৭ ॥ সিংহারুটো দংশিতশ্চ ত্রিশূলেণ হি
সংযুতঃ । দৈত্যানাংকুদৈনৈব সিংহারুটেন সংযুতঃ ॥
৮৮ ॥ তে সিংহা দংশিতাঃ সর্কৈ মহাবলপরাক্রমাঃ ।
তেষু সিংহেষু চারুটা মহাদৈত্যশ্চ তৎসমাঃ ॥ ৮৯ ॥
আয়াস্তীং দৈত্যাসেনাং তাং সর্কীং সিংহবিভূষিতাম্ ।
কালনেমিযুতাং দৃষ্ট্বা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ । ভয়মা-

লাগিলেন । মনে হইল, জলধর যেন ভূধরের উপর
বৃষ্টিবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল । মহেন্দ্র তখন গজেন্দ্রসহ
সেই সকল ভীকৃত শরপাত সহ করিতে লাগিলেন ।
তখন মহেন্দ্র ও রূপকী উভয়ে তুমুল যুদ্ধারম্ভ
হইল । অরিন্দম ইন্দ্র মুহূর্তমধ্যে রূপকীকে নিপা-
তিত করিয়া স্বীয় বহু বজ্র দ্বারা অস্ত্রাস্ত্র দানবদিগকে
নিহত করিতে লাগিলেন । তৎকালে দানবদিগের
মধ্যে কেহ কেহ ছিন্নশিরা, কেহ কেহ ছিন্নকক্ষ এবং
কেহ কেহ বিহ্বলীকৃত হইল । কুপিত ইন্দ্রের হস্তে
দানবপক্ষের এইরূপ অবস্থাই ঘটিল । ইন্দ্রের স্ত্রায়
যম, বায়ু, বক্রণ, কুবের, নিঋতি ও অগ্নি, ইহারি ও
অস্ত্রাস্ত্র অসুরদিগকে নিহত, নিপাতিত ও বিদা-
রিত করিতে লাগিলেন । বলবিক্রমশালী মহাসুর-
গণ এইরূপে তখন দেবগণের হস্তে নিহত হইল ।
ইন্দ্রাদি লোকপালসহ অস্ত্রাস্ত্র সুরগণ শিবের প্রসাদেই
তৎকালে অসুরদিগকে নিহত করিয়া কেলিলেন ।
৬৬—৮৬ অনন্তর মহাদৈত্য দুরাক্ষা কালনেমি পর-
মাস্ত্র ধারণপূর্বক একাকী সেই সুরসন্তমদিগকে নিহত
করিতে ধাবিত হইল । কুরমতি কালনেমি, সিংহা-
রোহণে সুসজ্জিত হইয়া ত্রিশূলহস্তে অর্কুদসংখ্যক
সিংহারুট দৈত্যসৈন্য সমাবৃত ছিল । দৈত্যগণের
বাহনভূত সেই সকল সিংহও সুসজ্জিত এবং মহাবল-
পরাক্রম ; সিংহবিক্রান্ত মহাদৈত্যগণ ঐসকল সিংহো-
পরি আরোহণ করিয়াছিল । কালনেমি-পরিচালিত

জগদ্রত্নং তদা ধ্যানপরাভবন্ ॥ ১০ ॥ কিং
কুশোহিত্য বয়ং সর্কে কথং জেয্যাম চাত্তুতম্ । এতা-
দৃশমসংখ্যাকমনীকং সিংহসংবৃতম্ ॥ ১১ ॥ এবং
বিচিন্ত্যমানান্তে হাগতস্তত্র নারদঃ । নারদেন চ
তৎসর্কং পুরাবৃত্তং মহত্তরম্ ॥ ১২ ॥ কথিতঞ্চ মহে-
শ্রায় কালনেমেস্তপোবলম্ । অজেয়ত্বঞ্চ সংগ্রামে
বরদানবলেন তু ॥ ১৩ ॥ বিষ্ণুং বিনা বয়ং দেবা
অশক্তা রণমণ্ডলে । জেতুঞ্চ ন ততো বিষ্ণুঃ স্বর্ঘ্যতাং
পরমেশ্বরঃ । তমালনীলো বরদঃ সর্কৈর্বিজয়-
কাঙ্ক্ষিতঃ ॥ ১৪ ॥ নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা তদা দেবা-
বস্মহিতাঃ । ধ্যানেন চ মহাবিষ্ণুং ততঃ পরবলা-
র্দমম্ । স্বরস্তঃ পরমাশ্রয়মিদমুচুচ তং বিভূম্ ॥
১৫ ॥ দেবা উচুঃ । নমস্তস্ত্যং ভগবতে নমস্তে
বিশ্বমঙ্গল । ত্রিনিবাস নমস্তস্ত্যং ত্রীপতে তে নমো
নমঃ ॥ ১৬ ॥ অদ্যাশ্রয় ভয়ভীতাংস্বং কালনেমি-
ভয়ান্বিতান্ । ত্রাতুমর্হসি দৈত্যাক্ষ দেবানামভয়-
প্রদ ॥ ১৭ ॥ এবং ধ্যাতঃ সংস্মৃতশ্চ প্রাহুর্ভূতো হরি-
স্তদা । নীলো গরুড়মাক্রম্য জগতামভয়প্রদঃ ॥ ১৮ ॥

সেই সিংহাক্রুত বিশাল দৈত্যসেনা সমাগত হইতেছে
দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং
এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরা অদ্য কি
করিব? কিরূপে এই অসংখ্য সিংহসঙ্কুল অদ্ভুত
দৈত্যবল পরাজিত করিব? তাঁহারা এইরূপ চিন্তা
করিতেছেন, ইতিমধ্যে মহর্ষি নারদ সেই স্থানে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি দেবেশ্বরের নিকট
কালনেমি সম্বন্ধীয় পুরাবৃত্ত বর্ণন করিলেন; কাল-
নেমির তপোবল, এবং বরদান প্রভাবে সংগ্রামে
তদীয় অজেয়ত্ব, সমস্তই নারদ কহিলেন । অবশেষে
বলিলেন, বিষ্ণু ব্যতীত কি আমরা, কি তোমরা, রণ-
ক্ষেত্রে কেহই তাহাকে জয় করিতে সক্ষম নহি ।
অতএব যিনি তমালবৎ নীলবর্ণ, বরদ ও পরমেশ,
বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহাকেই স্বরণ কর । নারদের
কথা শুনিয়া দেবগণ সস্র অরিবলমর্দন মহাবিষ্ণু
পরামাশ্রয়কে স্বরণপূর্বক এই কথা কহিলেন,—
ভগবন্! তোমাকে নমস্কার; হে ত্রিনিবাস! তুমি
বিশ্বের মঙ্গল; তোমায় নমস্কার করি; হে ত্রীপতি!
তোমাকে আমাদের বার বার নমস্কার; হে দেব-
গণের অভয়প্রদ! অদ্য আমরা কালনেমিভয়ে
পীড়িত হইয়াছি, তুমি আমাদের দৈত্যভয় হইতে
পরিজ্ঞাপন কর । দেবগণ এইরূপে ধ্যান এবং স্বরণ
করিলে জগত্তের অভয়দাতা নীলকান্তি হরি তখন

চক্রপাণিস্তদায়াতো দেবানাং বিজয়ায় চ । গগনস্থং
মহাবিষ্ণুং গরুড়োপরি সংস্থিতম্ । ত্রিনিবাসেনং
তুর্ধ্বং যোদ্ধুকামং দদর্শিরে ॥ ১৯ ॥ তথা দৃষ্ট্বা কাল-
নেমিস্তদানীং প্রহস্তমানোহতিক্রম্য বলান্বিতঃ । কথং
মহাভাগ বরেণ্যরূপঃ শ্রামো যুবা বারণমন্তবিক্রমঃ ।
করে গৃহীতং নিশিতং মহাপ্রভং চক্রঞ্চ কস্মাৎ কথয়ন্ত
মে প্রভো ॥ ১০০ ॥ ত্রীভবানুবাচ । যুদ্ধার্থমিহ চায়াতো
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে । ত্বং স্থিরো ভব রে মন্দ
দহাম্যদ্য ন সংশয়ঃ ॥ ১০১ ॥ শ্রুত্ব ভগবতো বাক্যং
কালনেমিঃ প্রতাপবান্ । উবাচ ক্রবিতো তুহা ভগ-
বন্তমধোক্ষজম্ ॥ ১০২ ॥ মূলভূতো হি দেবানাং
ভগবান্ যুদ্ধহর্ম্যদঃ । যুদ্ধং কুরু ময়া সার্কং যদি
শূরোহসি সম্প্রতি ॥ ১০৩ ॥ প্রহস্ত ভগবান্ বিষ্ণুকৃবা-
চেদং মহাপ্রভঃ । গগনস্থো ভব ত্বং হি মহীস্থোহহং
ভবামি বৈ ॥ ১০৪ ॥ অপ্রশস্তঞ্চ বিবমং যুদ্ধক্ষেত্রে
যথা ভবেৎ । তথা কুরু মহাবাহো গগনে বা মহী-
তলে ॥ ১০৫ ॥ তথৈতি মহা হি মহানুভাবো দৈতৈঃ
সমেতোহর্ষদুঃসংখ্যাকৈশ্চ । সিংহোপরিষ্টৈশ্চ মহানু-
ভাবৈর্বহাবলৈঃ কুরতরৈস্তদানীম্ ॥ ১০৬ ॥ গগন-

গরুড়ারোহণে প্রাহুর্ভূত হইলেন । দেবগণের বিজ-
য়ের নিমিত্ত চক্রপাণি আগমন করিলে, দেবগণ দেখি-
লেন,—সেই ত্রিনিবাস তুর্ধ্বং মহাবিষ্ণু যুদ্ধকামনায়
গগনে গরুড়োপরি অবস্থিত রহিয়াছেন । বলবান্
কালনেমি তাঁহাকে দেখিয়া তৎকালে হাসিতে হাসিতে
রোষাবেশে বলিল,—হে মহাভাগ! কে আপনি মন্ত-
মাতঙ্গের স্ত্রায় বিক্রমশালী শ্রামবর্ণ বরেণ্য-মূর্তি
যুবাপুরুষ? কিজন্ত আপনি মহাপ্রভ তীক্ষ্ণচক্র ধারণ
করিতেছেন? তাহা আমায় বলুন ॥ ১০০ ॥ ভগ-
বান্ কহিলেন,—দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত
এখানে আমি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি । রে মুঢ়! স্থির
হইয়া থাক । অদ্য তোমায় দগ্ধ করিব নিশ্চয়ই । ভগ-
বানের বাক্য শুনিয়া প্রতাপবান্ কালনেমি সক্রোধে
সেই অধোক্ষজকে কহিল,—জানি আমি রণহর্ম্যদ
ভগবান্—দেবগণের আদিভূত । যাহা হউক, তুমি যদি
শূর হও, তবে আমার সহিত সম্প্রতি যুদ্ধ কর । মহা-
প্রভাব ভগবান্ বিষ্ণু তখন হাস্ত করিয়া কহিলেন,—
তুমি গগনস্থ হও; আর আমি মহীস্থ হইয়া যুদ্ধ করি ।
হে মহাবাহো! যাহাতে অপ্রশস্ত ও বিবম যুদ্ধ হয়,
তুমি গগনে বা মহীতলে থাকিয়া তাহাই কর । মহানু-
ভব কালনেমি তৎকালে তাঁহার কথাই মানিয়া লইয়া
বিশ্বরূপী হরিকে হিংসা করিবার জন্ত সিংহস্থ অর্কবৃন্দ-

মথ জগাহে মন্দমন্দং মহাশ্মা হস্তুরগণসমেতো বিশ্ব-
রূপং জিঘাংসুঃ । ত্রিশিখমপরমুগ্রং গৃহ্য সন্দেহচেষ্টা-
দশনবিকৃতবক্রো যোদ্ধুকামো হরিঃ সঃ ॥ ১০৭

ইতি শ্রীকান্দে সনুজ্জ মন্থনাখ্যানে দেবাসুরসংগ্রাম
বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । ততো যুদ্ধমতীবা নীদশুরৈ-
বিস্কৃণা সহ । ততঃ সিংহাঃ সপক্ষাস্তে দংশিতাঃ
পরমাদ্বুতাঃ ॥ ১ ॥ অশুরৈরুহমানাস্তে গরুত্মন্তঃ
বাদারয়ন্ । সিংহাস্তে দারিতান্তেন খণ্ডশচ বিদা-
রিতাঃ ॥ ২ ॥ বিষ্ণুনা চ তদা দৈত্যশচক্রেণ শকলী-
কৃতঃ । ইত্যন্তানশুরান্ দৃষ্ট্বা কালনেমিঃ প্রতাপ-
বান্ ॥ ৩ ॥ ত্রিশূলেনাহনদ্বিষ্ণুং রোষপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ।
তমায়াস্তঞ্চ জগৃহে মুকুন্দোহনাথসংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ করেণ
বামেন জঘান লীলয়া তং কালনেমিঃ হস্তুরং মহা-

সংখ্যক মহাবল জুরতর দৈত্যাসেনা সমভিবাধারে
আকাশে মন্দ মন্দ প্রসর্পণ করিতে লাগিল । ঐ সময়
দশন দ্বারা ওষ্ঠপুট দংশনে তদীয় বক্র বিকৃত হইয়া-
ছিল । যুদ্ধকামনায় অপর ত্রিকুটশিখরের স্ত্যাব
হরিকে সে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল । ১০১—১০৭ ।

* ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—অনন্তর বিষ্ণুর সহিত অশুর-
গণের দাক্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন পক্ষশালী
সিংহগণ সুসজ্জিত হইয়া পরম অদ্ভুতাকারে অবস্থিত
হইলে অশুরগণ তাহাদের উপর আরোহণ করিল ।
পরে প্রথমেই সিংহদল বিষ্ণুবাহন গরুত্মানকে বিদা-
রিত করিতে লাগিল । গরুত্মানও সিংহসমূহকে খণ্ড
খণ্ড করিয়া বিদীর্ণ করিল । অনন্তর বিষ্ণু চক্রপ্রহারে
দৈত্যদলকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন । প্রতাপ-
বান্ কালনেমি অশুরদিগকে নিহত হইতে দেখিয়া
রোষকুণ্ঠিত-নেত্রে ত্রিশূল দ্বারা বিষ্ণুকে আহত
করিল । দৈত্য-নিষ্কিণ্ড ত্রিশূল আসিতেছে দেখিয়া
অমাধপাতা বিষ্ণু তাহা বামকরে গ্রহণ করিলেন এবং
লীলাক্রমে সেই ত্রিশূল দ্বারাই মহাবল কালনেমি

বলম্ । তেনৈব শূলেণ সমাহতোহসৌ যুচ্ছাবিতোহসৌ
সহসা পপাত ॥ ৫ ॥ পতিতঃ পুনরুত্থায় শনৈরুন্নীল্য
লোচনে । পুরতঃ স্থিতমালোক্য বিষ্ণুং সর্বগুহাশয়ম্ ॥
৬ ॥ লক্ষসংক্রোহব্রবীদ্বাক্যং কালনেমির্মহাবলঃ । তব
যুদ্ধং ন দাস্তামি নাস্তি লোকে স্পৃহা মম ॥ ৭ ॥ যে
যেহস্তুরা ইতা যুদ্ধে অক্ষয়ং লোকমাণুযুঃ । ব্রহ্মণো
বচনাৎ সদ্য ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতাঃ ॥ ৮ ॥ ভুজতো বিবি-
ধান্ ভোগান্ দেববদ্বিচরন্তি তে । ইন্দ্রেণ সহিতাঃ
সর্বৈঃ সংসারে চ পতন্ত্যথ ॥ ৯ ॥ তস্মাদ্ যুদ্ধেন মরণং
ন কাঙ্ক্ষ্য কণভঙ্গুরম্ । অন্তজন্মনি মে বীর বৈর-
ভাবান্ সংশয়ঃ । দাতুমহঁসি মে নাথ কৈবল্যং কেবলং
পরম্ ॥ ১০ ॥ তথৈতি দৈত্যপ্রবরো নিপাতিতঃ পরেণ
পুংসা পরমার্থদেন । দহ্যভয়ং দেবতানাং তদানীঃ
তথা সূধাং দেবতাভ্যঃ প্রদহ্য ॥ ১১ ॥ কালনেমি-
হতো দৈত্যো দেবা জাতা হকণ্টকাঃ । শল্যরূপো
মহান্ সদ্যো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১২ ॥ তিরোধানং
গতঃ সদ্যো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ । ইন্দ্রোহপি কদনং
কৃহ্য দৈত্যানাং পরমাদ্বুতম্ ॥ ১৩ ॥ পতিতানাং

অশুরকে আহত করিলেন । শূলাহত হইয়া কাল-
নেমি সহসা যুচ্ছাপন্ন হইয়া ভূপতিত হইল । মহাবল
কালনেমি পতিত হইয়াই পুনরায় উত্থিত হইল এবং
ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় উন্নীলনপূর্বক সম্মুখস্থ সর্বাস্ত-
র্ঘ্যমী বিষ্ণুকে দেখিয়া সংক্রো-লাভাস্তে বলিল,—হে
বিষ্ণো ! আমি আর যুদ্ধ করিব না ; সংসারে আমার
স্পৃহা নাই । যে সকল অশুর যুদ্ধে নিহত হইয়াছে,
তাহারা অক্ষয়লোক প্রাপ্ত হইবে । ব্রহ্মার কথামুসারে
সদ্যই সেই নিহত অশুরদল ইন্দ্রের সহিত মিলিত
হইবে এবং বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া, দেবতার
স্ত্যাব তাহারা বিচরণ করিবে, আবার যখন সম্ম
হইবে, তখন ইন্দ্রের সহিত সকলেই সংসারে পতিত
হইবে । অতএব আমি আর যুদ্ধ করিয়া কণভঙ্গুর
মরণ কামনা করি না । হে বীর ! হে নাথ ! আপনি
বৈরভাবে জন্মান্তরে আমাকে পরম কৈবল্য পদ প্রদান
করিবেন । ১—১৩ । প্রার্থনামুসারেই সেই পরমার্থদাতা
পরম পুরুষ দৈত্যাবর কালনেমিকে নিপাতিত করিয়া
তৎকালে দেবগণকে অভয় ও অমৃত দান করিলেন ।
এইরূপে কালনেমি নিহত হইলে, দেবগণ নিষ্কণ্টক
হইলেন । কালনেমি দেবগণের শল্যস্বরূপ ছিল ;
প্রভবিষ্ণু মহাবিষ্ণু তাহাকে সদ্যই নিপাতিত করি-
লেন । অনন্তর ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ তৎক্ষণাৎ
তিরোহিত হইলেন । এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্য-

ক্লীবরূপাণাং ভগ্নানাং ভীতচেতসাম্ । মুক্তকচ্ছশিখা-
নাঞ্চ চক্রে স কদনক্রিয়াম্ ॥ ১৪ ॥ অর্থশাস্ত্রপরো
ভূহা মহেন্দ্রো হরতিক্রমঃ । দৈত্যানাং কালরূপো-
হসৌ শচীপতিকদারধীঃ ॥ ১৫ ॥ এবং নিহন্তমানা-
নামসুরাণাং শচীপতেঃ । নিবারণার্থং ভগবানাগতো
নারদস্তদা ॥ ১৬ ॥ নারদ উবাচ । যুদ্ধে হতাশ্চ যে বীরা
হসুরা রণমণ্ডলে । তেবামনু কথং কৰ্ত্তা ভীতানাঞ্চ
বিহিংসনম্ ॥ ১৭ ॥ যে ভীতাশ্চ প্রপন্নাশ্চ ঘাত-
য়ন্তি মদোদ্ধতাঃ । ব্রহ্মস্রাস্তেহপি বিজ্ঞেয়া মহাপাতক-
সংযুতাঃ ॥ ১৮ ॥ তস্মাত্তয়া ন কৰ্ত্তব্যং মনসাপি বি-
হিংসনম্ । এবমুক্তস্তদা শক্ৰো নারদেন মহাত্মনা ॥ ১৯ ॥
সুরসেনাবিতঃ সদা আগতো হি ত্রিবিষ্টপম্ । তদা
সক্রে সুরগণাঃ সুরভ্যশ্চ পরম্পরম্ । বভূবুর্মুদিতাঃ
সক্রে যক্ষগন্ধৰ্বকিন্নরাঃ ॥ ২০ ॥ তদা ইন্দ্রোহমরা-
বত্যাং সহ শচ্যাতিবেচিতঃ ॥ ২১ ॥ দেবর্ষিপ্রমুখৈ-
শ্চৈব ব্রহ্মাধিপ্ৰমুখৈস্তথা । শক্ৰোহপি বিজয়ং প্রাপ্তঃ
প্রসাদাচ্ছক্ৰস্ব চ ॥ ২২ ॥ তদা মহোৎসবো বিপ্রা
দেবলোকে মহানভূৎ । শঙ্খাশ্চ পটহাশ্চৈব মৃদঙ্গা
মুরজা অপি । তথানকাশ্চ তেৰ্য্যাশ্চ নেহুর্নুভয়ঃ

গণের উপর দাক্ষণ উৎপীড়ন করিয়া পতিত, ক্লীব,
ভগ্ন, ভীতচিত্ত, মুক্তকচ্ছ ও মুক্তশিখা অসুরদিগের
উপরও বিষম উৎপীড়ন করিলেন । হরন্তুবীৰ্য্য শচী-
পতি মহেন্দ্র উদারবুদ্ধি হইলেও অর্থশাস্ত্রের মতানু-
বর্ত্তী হইয়া দৈত্যগণের কালরূপে বিরাজ করিতে
লাগিলেন । শচীপতি ঐরূপে অসুরদিগকে নিহত
করিতে লাগিলে ভগবান্ নারদ তখন তাঁহাকে নিবা-
রণ করিতে আসিলেন । নারদ কহিলেন,—যে
সকল অসুরবীর যুদ্ধে হত হইয়াছে, তাহাদের হত্যা-
সাধনের পর কেন আবার ভীতদিগের হিংসা করি-
তেছ ? দেখ, যাহারা মদোদ্ধত হইয়া ভীত বা শরণা-
পরদিগকে বিনাশ করে, তাহারা মহাপাতকী ব্রহ্ম
বলিয়াই বিদিত । অতএব তুমি মন দ্বারাও ঐ
সকল ব্যক্তির হিংসা করিও না । মহাত্মা নারদ
ইন্দ্রকে এই কথা কহিলে, ইন্দ্র সুরসেনাদলে অধিত
হইয়া অবিলম্বে স্বর্গে আগমন করিলেন । তখন সুর,
যক্ষ, গন্ধৰ্ব ও কিন্নরগণ স্ব স্ব সুরদগণসহ পরস্পর
পরম প্রীত হইলেন । অনন্তর প্রধান প্রধান বিপ্রর্ষি
ও ব্রহ্মর্ষিগণ মিলিত হইয়া ইন্দ্রকে শচীসহ অমরা-
বতীর সিংহাসনে অভিষেক করিলেন । এইরূপে
ইন্দ্র শকরের প্রসাদে বিজয়ী হইলেন । হে বিপ্রগণ !
তখন দেবলোকে এক মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান

সমম্ ॥ ২৩ ॥ গায়কশ্চৈব গন্ধৰ্বাঃ কিন্নরাশ্চাপরো-
গণাঃ । ননুতুর্জগন্তুইবুশ্চ সিদ্ধচারণশুভকাঃ ॥ ২৪ ॥
এবং বিজয়মাপন্নঃ শক্ৰো দেবেশ্বরস্তদা । দেবৈবৈতা-
স্তদা দৈত্যা পতিতাস্তে মহীতলে ॥ ২৫ ॥ গতা-
সবো মহাত্মানো বলিপ্রমুখতো হুমী । তপস্তপ্তং পুরা
বিপ্রো ভার্গবো মানসোত্তরম্ ॥ ২৬ ॥ গতঃ শিষ্যোঃ
পরিবৃতস্তস্মাদ্যুদ্ধঃ ন বেদ তৎ । অবশেষাশ্চ যে
দৈত্যাশ্চৈব গতা ভার্গবঃ প্রতি ॥ ২৭ ॥ কথিতং বৈ
মহদ্রতমসুরাণাং ক্ষয়াবহম্ । নিশমা মনু্যমাবিষ্টো
হাগতো ভৃগুনন্দনঃ ॥ ২৮ ॥ শিষ্যোঃ পরিবৃতো ভূহা
মৃত্যুস্তানসুরানপি । বিদ্যায়া মৃতজীবিত্যা পতিতান
সমজীবয়ৎ ॥ ২৯ ॥ নিদ্রাপাষণতা যদ্বর্জিতাস্তে তদা-
সুরাঃ । উখিতঃ স বলিঃ প্রাহ ভার্গবং হমিতহ্যতিম্ ॥
৩০ ॥ জীবিতেন কিমদৌব মম নাস্তি প্রয়োজনম্ ।
পাতিতস্তদশেলেন যথা কাপুরুষস্তথা ॥ ৩১ ॥ বলি-
নোক্ত বচঃ শ্রদ্ধা শুক্লো বচনমব্রবীৎ । মনসিনো
হি যে শ্রবাঃ পতন্তি সমরে বুধাঃ ॥ ৩২ ॥ যে শস্ত্রেণ

হইল । শঙ্খ, পটহ, মৃদঙ্গ, মুরজ, আনক, ভেরী, ও
হুন্সুভ সকল যুগপৎ বাদিত হইতে লাগিল । গন্ধৰ্ব,
কিন্নর ও অঙ্গরা প্রভৃতি গায়কদল গীত ও নৃত্য
করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং সিদ্ধ, চারণ ও শুভকগণ স্তব
করিতে লাগিল । এইরূপে ইন্দ্র বিজয়ী হইয়া দেব-
গণের অধিপতি হইলেন । এদিকে সুরগণের হস্তে
নিহত দৈত্যদল তখন মহীতলে পতিত হইয়া
রাহিল । ১১—২৫ । বলিপ্রমুখ মহাত্মা অসুরগণ
সকলেই প্রাণহীন অবস্থায় পাড়িয়া রহিলেন ।
যুদ্ধারম্ভ হইবার পূর্বে বিপ্র শুক্লাচার্য্য শিষ্য-
গণ সমভিব্যাহারে মানসোত্তর শৈলে তপস্তা
করিতে গিয়াছিলেন, সুতরাং সেই দাক্ষণ যুদ্ধের
বিবরণ তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই ।
যুদ্ধাবসানে হতাবশিষ্ট দৈত্যগণ ভার্গবের মিকট গিয়া
সেই ভীষণ অসুরক্ষয়কর যুদ্ধ-বিবরণ বর্ণন করিল ।
ভৃগুনন্দন শুক্ল সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দৈন্তপূর্ণ-
মনে শিষ্যগণসহ সহর রণক্ষেত্রে আসিলেন,—
আসিয়া মৃতসজীবনী বিদ্যার প্রভাবে মৃত পতিত
অসুরদিগকে উজ্জীবিত করিলেন । লোক যেমন
নিদ্রার অপগমে উখিত হয়, তেমনি সেই অসুরেরা
তখন উখিত হইল । দৈত্যরাজ বলি উখিত হইয়া
অমিতহ্যতি ভার্গবকে কহিলেন,—বাঁচিয়া কি হইবে ?
আমার জীবনে প্রয়োজন নাই । আজ কি না ত্রিদশ-
পতি আমাকে কাপুরুষবৎ পাতিত করিল ! বলির

হতাঃ সদ্যো মিয়মাণা ব্রজন্তি বৈ । জিবিষ্টপং ন সন্দেহ
ইতি বেদান্তশাসনম্ ॥ ৩৩ ॥ এবমাশাসয়ামসি বলিনঃ
ভৃগুনন্দনঃ । তপস্তপা বিবিধং দৈত্যানাং সিদ্ধি-
দায়কম্ ॥ ৩৪ ॥ তথা দৈত্যা গতাঃ সৰ্গে ভৃগুণা চ
প্রচোদিতাঃ । পাতালমবসন্ সৰ্গে বলিমুখাঃ সুখেন
বৈ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভার্গবেণ মৃতদৈত্যাসঞ্জীবনবর্ণনঃ
নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । রাজাং প্রাপ্তো হি দেবেন্দ্রঃ কথি-
তস্তে গুরুং বিনা । গুরোরবজ্রয়া জাতো রাজ্যভ্রংশো
হি তস্ম তু ॥ ১ ॥ কেন প্রণোদিতশ্চেন্দ্রো বভূব চির-
মাসনে । তৎসৰ্বং কথ্যাম্যং পুং পরং কৌতুহলং হি
মঃ ॥ ২ ॥ লোমশ উবাচ । গুরুণাপি বিনা রাজ্যং
কৃতবান্ স শচীপতিঃ । বিশ্বরূপোক্তবিধিনা ইন্দ্রো
রাজ্যে স্থিতো মহান ॥ ৩ ॥ বিশ্বকর্ম্মসুতো বিপ্রা

কথা শ্রবণ করিয়া গুরু বলিলেন,—খাঁহারা মনস্বী,
বিজ্ঞ, বীর, তাঁহারাই রণে শত্রুহত হইয়া সদ্য মৃত্যু-
মুখে পতিত ও স্বর্গধামে উপনীত হইয়া থাকেন ।
ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই, ইহা বেদের অনুশাসন ;
ভার্গব গুরু এইরূপে বলিকে আশ্বাসিত করিয়া
দৈত্যগণের সিদ্ধিজনক বিবিধ তপোমুষ্ঠান করি-
লেন । এদিকে বলিপ্রমুখ দৈত্যগণ ভার্গবের
প্রেরণায় পাতালে গিয়া সুখে বাস করিতে
লাগিলেন । ২৬—৩৫ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—বৃহস্পতি না থাকিলেও ইন্দ্র
রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । গুরুকে অবমাননা
করার জন্যই তাঁহার রাজ্যভ্রংশ ঘটিয়াছিল—একথা
তুমি বলিয়াছ ; কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বৃহ-
স্পতির অনুপস্থিতিতে কাহার প্রেরণায় ইন্দ্র রাজ্য-
সনে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন ; ইহা শুনি-
বার জন্য আমাদের বড় কৌতুহল হইয়াছে । তুমি এ
সকল প্রকাশ করিয়া বল । লোমশ কহিলেন,—
বৃহস্পতির সাহায্য বিনাও ইন্দ্র রাজ্য করিয়াছিলেন ।
বিশ্বরূপের বর্ণিত বিধি অনুসারেই তিনি স্বরাজ্যে

বিশ্বরূপো মহানৃপঃ । পুরোহিতোহর্থ শক্রস্ত যাজকশ্চ-
ভবত্তদা ॥ ৪ ॥ তস্মিন্ যজ্ঞেহবদানৈশ্চ যজনে অশু-
রান্ সুরান্ । মনুষ্যাংশ্চৈব ত্রিশিরা অপরোকং
শচীপতেঃ ॥ ৫ ॥ দেবান্ দদাতি সাক্রোশং দৈত্যাং-
স্তুকীমখাদরাৎ । মনুষ্যান্ধ্যাপাতেন প্রত্যহং স
গ্রহান্ দ্বিজঃ ॥ ৬ ॥ একদা তু মহেন্দ্রেন সৃচিতো
গুরুনাথবাৎ । অলক্ষ্যমাণেন তদা জাতং তস্ম চিকী-
র্ষিতম্ ॥ ৭ ॥ দৈত্যানাং কার্য্যাসিদ্ধার্থমবদানং প্রম-
চ্ছতি । অসৌ পুরোহিতোহস্মাকং পরেযাক্ষ কল-
প্রদঃ ॥ ৮ ॥ ইতি মহা তদা শক্রো বজ্রেন শতপর্কণা ।
চিচ্ছেদ তচ্ছিরাঃশ্চৈব তৎক্ষণাদভবদ্বধঃ ॥ ৯ ॥ যেনা-
করোৎ সোমপানমজায়ন্ত কপিঞ্জলাঃ । ততোহস্তেন
সুরাপানাৎ কলবিদ্ধাতবনুখাৎ ॥ ১০ ॥ অস্ত্রাননা-
জায়ন্ত তিত্তিরা বিশ্বরূপিণঃ । এবং হতো বিশ্বরূপঃ
শক্রেন মন্দভাগিনা ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মহত্যা তদোদ্ভূতা
দুর্ধ্বা চ ভয়াবহা । দুর্ধ্বা হুমুখা দুষ্টা চণ্ডালরজসা-

অবস্থিত হন । হে বিপ্রগণ ! বিশ্বরূপ বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ।
তিনি একজন প্রধান পুরুষ । বিশ্বরূপ ইন্দ্রের পুরো-
হিত এবং যাজক হইয়াছিলেন । ইন্দ্রতবনে যে যজ্ঞ
হইয়াছিল, তিনি সেখানে সে যজ্ঞ করিতেন, তাহাতে
ইন্দ্রের অগোচরে অশুর, সুর, ও নর সকলকেই
সৎকার করিতেন । বিশ্বরূপের অপর নাম ত্রিশিরা ।
তিনি দেবগণকে আক্রোশের সহিত, দৈত্যগণকে
মনে মনে সাদরে এবং মনুষ্যদিগকে না আক্রোশ,
না ব্রহ্মা, এইভাবেই প্রত্যহ যজ্ঞভাগ দান করিতেন ।
একদা মহেন্দ্র গুরু এই ক্রিয়াচাতুর্য্য অনুমান করি-
লেন এবং অলক্ষ্যভাবে থাকিয়া তাঁহার সমুদয়
কার্য্যকলাপ অবগত হইলেন । ইন্দ্র ভাবিলেন,—
আমাদের পুরোহিত মহাশয় দৈত্যগণের কার্য্যসিদ্ধির
নিমিত্ত অবদান অর্পণ করিতেছেন ; সুতরাং তিনি
পরকেই ফলপ্রদানে উদ্যত । এইরূপ মনে করিয়া
ইন্দ্র তখন শতপর্ক বজ্র দ্বারা ত্রিশিরার মস্তকচ্ছেদন
করিলেন । তৎক্ষণাৎ তাঁহার বধকার্য্য সাধিত হইল ।
১—৯ । ত্রিশিরা যে মুখ দ্বারা সোমপান করিতেন,
সেই মুখ হইতে কপিঞ্জলগণ, অস্ত্র যে মুখে সুরা-
পান করিতেন, তাহা হইতে কলবিদ্ধগণ এবং তাঁহার
অপর আনন হইতে তিত্তিরগণ প্রাচুর্ভূত হইল ।
মন্দভাগ্য শক্র এইরূপে বিশ্বরূপকে নিহত করিলে
ভীষণ ব্রহ্মহত্যা প্রাচুর্ভূত হইল । ঐ ব্রহ্মহত্যা দুর্ধ্ব,
অতি ভীষণ, হুমুখ, দুষ্ট ও চণ্ডালরজ্জে অধিত ।

বিতা ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুরুজন-
গমঃ । ইতোষামপ্যম্বতামিদমেব চ নিষ্কৃতিঃ ॥ ১৩ ॥
নামব্যাহরণং বিধেয়ং তন্তুদ্বিষয়া মতিঃ । ত্রিশিরা
ধ্বজহস্তা সা শক্রং গ্রাসমুপায়যৌ ॥ ১৪ ॥ ততো ভয়েন
মহতা পলায়নপরোহভবৎ । পলায়মানং তং দৃষ্ট্বা হনু-
যাতা ভয়াবহা ॥ ১৫ ॥ যতো ধাবতি সাধাবতিষ্ঠন্ত-
মহুতিষ্ঠতি । অঙ্গকৃতা যথা চ্ছায়া শক্রস্ত পরিবেষ্টি-
তুম্ । আয়াতি তাবৎ সহসা ইন্দ্রোহপাপ্পু স্তম-
জ্জত ॥ ১৬ ॥ শীঘ্রং যথা বিপ্রাশিরন্তনজলেচরঃ ॥
১৭ ॥ এবং দিব্যশতং পূর্ণং বর্ষণাক্ষ শচীপতেঃ ।
বসতস্তস্মাৎ ক্রুৎথেন তথা চৈব শতদ্বয়ম্ । অরাজকং
তদা জাতং নাকপৃষ্ঠে ভয়াবহম্ ॥ ১৮ ॥ তদা চিত্তা-
বিতা দেবা ঋষয়োহপি তপস্বিনঃ । ত্রৈলোক্যং চাপদা-
গ্রস্তং বভূব চ তদা দ্বিজাঃ ॥ ১৯ ॥ একোহপি ব্রহ্মহা
যত্র রাষ্ট্রে বসতি নির্ভয়ঃ । অকালমরণং তত্র সাধুনা-
মুপজায়তে ॥ ২০ ॥ রাজা পাপযুক্তো যস্মিন্ রাষ্ট্রে
বসতি তত্র বৈ । দুর্ভিক্ষকৈব মরণং তথৈবোপদ্রবা

দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥ ভবন্তি বহুবোহনর্থাঃ প্রজানাং নাশ-
হেতবে । তস্মাদ্ রাজা তু কর্তব্যো ॥ ধর্ম্যঃ ব্রহ্মপরেণ
হি ॥ ২২ ॥ তথা প্রকৃতয়ো রাজাঃ শুচিহেন প্রতি-
ষ্ঠিতাঃ । ইন্দ্রেণ চ কৃতং পাপং তেন পাপেন বৈ
দ্বিজাঃ । নানাবিধৈর্নহাতাপৈঃ সোপদ্রবমভূজগৎ ॥
২৩ ॥ শৌনক উবাচ । অশ্বমেধশতেনৈব প্রাপ্তঃ
রাজাঃ মহত্তরম্ । দেবানামখিলং স্মৃত কস্মাদ্বিমুজা-
য়ত । শক্রস্ত চ মহাভাগ যথাবৎ কথয়স্ব নঃ ॥ ২৪ ॥
স্মৃত উবাচ । দেবানাং দানবানাঞ্চ মনুষ্যাণাং
বিশেষতঃ । কশ্মৈব সুখহুংখানাং হেতুভূতং ন
সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥ ইন্দ্রেণ চ কৃতং বিপ্রা মহদুতং
জুগুপ্সিতম্ । গুরোববজ্রা চ কৃতা বিশ্বরূপবধঃ কৃতঃ ॥
২৬ ॥ গৌতমস্ত গুরোঃ পত্নী সেবিতা তস্মাৎ তৎ-
ফলম্ । প্রাপ্তং মহেন্দ্রেণ চিরং যস্মাৎ নাস্তি প্রতি-
ক্রিয়া ॥ ২৭ ॥ যে হি দুষ্টতকর্মাণো ন কুর্নন্তি চ
নিব্রতিম্ । দুর্দশাং প্রাপ্নুবন্ত্যেতে যথৈবেন্দ্রঃ শত-
ক্রতুঃ ॥ ২৮ ॥ তদুপার্জিতস্মাতঃ প্রায়শ্চিত্তং হি

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় এবং গুরু-স্বীয়গমন এই
সকল পাপে পাতকীদিগের ত্রিবিধ নাম উচ্চারণেই
নিষ্কৃতি হইয়া থাকে । কেননা, নাম উচ্চারণে তাঁহা-
তেই মন নিবিষ্ট হয় । যাহা হউক, সেই ধ্বজহস্তা ত্রিশি-
রার ব্রহ্মহত্যা অচিরে ইন্দ্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত
হইল । ইন্দ্র বিষম ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন ।
তাঁহাকে পলায়মান দেখিয়া ভীষণা ব্রহ্মহত্যা তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল । ইন্দ্র যদিকে যান, ব্রহ্ম-
হত্যাও সেইদিকে যায় এবং তিনি অবস্থান করিলে
ব্রহ্মহত্যাও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে । স্বীয় দেহ-
কৃত ছায়ায় স্তায় ঐ ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে বেষ্টিত করিবার
জন্ত আসিতে লাগিল । ইন্দ্র ভীতিবশত সহসা
জলমধ্যে নিমগ্ন হইলেন । হে বিপ্রগণ ! ইন্দ্র এত
শীঘ্র জলপ্রবেশ করিলেন যে, তাঁহাকে যেন এক
চিরন্তন জলচর বলিয়াই মনে হইল । এইরূপে জল-
বাসে শচীপতির দিব্য শতবর্ষ পূর্ণ হইয়া গেল । তিনি
ক্রুৎথের সহিত আরও দুইশত বর্ষ জলমধ্যে বাস
করিলেন । তখন নাকপৃষ্ঠে ভয়ানক অরাজকতা
দেখা দিল । তখন দেব, ঋষি ও তপস্বিগণ সবিশেষ
চিন্তিত হইলেন । হে দ্বিজগণ ! ঐ সময় ত্রৈলোক্য
বিষম আপদগ্রস্ত হইল । বসন্তঃ একজনমাত্র ব্রহ্ম-
হত্যাকারীও যে রাজ্যে নির্ভয়ে বাস করে, সেখানে
সাধুজনের অকাল-মরণ ঘটিয়া থাকে । হে দ্বিজগণ !
যে রাজ্যে পাপযুক্ত রাজা বাস করেন, তথায় দুর্ভিক্ষ,

মারীভয় ও অন্ত্যাত্ম প্রজানাশকর বহু উপদ্রব-অনর্থ
উপস্থিত হয় । অতএব ব্রহ্মাণীল হইয়া রাজার
ধর্ম্মাচরণ করাই কর্তব্য । রাজা পবিত্র হইলে তাঁহার
প্রকৃতিমণ্ডলীও পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হয় । হে দ্বিজগণ !
ইন্দ্র পাপ করিলেন, সেই পাপের ফলে জগৎ নানা-
বিধ মহাতাপ ও মহান উপদ্রবে আকুল হইয়া উঠিল ।
১০—২৩ । শৌনক কহিলেন,—হে স্মৃত ! ইন্দ্র
শত অশ্বমেধ করিয়া বিপুল বিশাল দেবরাজ্য প্রাপ্ত
হইলেন ; তাহাতে তাঁহার সহসা এইরূপ বিঘ্ন ঘটিল
কেন ? হে মহাভাগ ! আমাদিগের নিকট যথাযথ
বৃত্তান্ত বর্ণন কর । স্মৃত কহিলেন,—দেব, দানব,
বিশেষতঃ নরগণের সহস্র একমাত্র কশ্মই সুখ-
ক্রুৎথের হেতুভূত, সন্দেহ নাই । বিপ্রগণ ! ইন্দ্র মহৎ
গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন । তিনি গুরুর প্রতি
অবজ্ঞা এবং বিশ্বরূপের বধসাধন করেন । গুরু
গৌতমের পত্নী অহল্যার প্রতি ইন্দ্র যে অন্তায় আচরণ
করিয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি চিরদিনের জন্ত
পাইয়াছিলেন । সেই ফলপ্রাপ্তির আর প্রতিক্রিয়া
বা প্রতিবিধান নাই । যে সকল দুষ্টকারী ব্যক্তি
স্বকৃত দুষ্টকার্য্যের প্রতিক্রিয়া না করে, তাহার শতক্রতু
ইন্দ্রের স্তায়ই দুর্দশা ভোগ করিয়া থাকে । হে বিপ্র-
গণ ! এই জন্তই বিধি আছে যে, সর্বপাপ প্রশমনের
নিমিত্ত অর্জিত দুষ্টকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত তৎক্ষণাৎ বৈধ-

তৎক্ষণাৎ । কর্তব্যং বিধিবদ্ধিপ্রাঃ সৰ্বপাপোশান্তয়ে ॥
 ২৯ ॥ উপপাতকমধ্যান্তঃ মহাপাতকতাং ব্রজেৎ ॥
 ৩০ ॥ ততঃ স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠাঞ্চ যে কুৰ্ব্বন্তি সদা নরাঃ ।
 প্রাতৰ্দ্ধ্যাঙ্গুসারাহ্নে তেষাং পাপং বিনশ্বতি ॥ ৩১ ॥
 প্রাপ্নুবন্ত্যন্তমং লোকং নাত্র কার্য্যা বিচারণা । তস্মা-
 দসৌ দুৰাচারঃ প্রাপ্তৌ বৈ কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ৩২ ॥ স-
 ম্প্রধাৰ্য্য তদা সৰ্বে লোকপালান্ধরাধিতাঃ । বৃহস্পতি-
 যুগাম্য সৰ্বমাত্মনি ধিষ্ঠিতম্ । কথ্যমানসুরবাগ্নৌ
 ইন্দ্রস্ত চ গুরুং প্রতি ॥ ৩৩ ॥ দেবৈরুক্তং বচো বিপ্রা
 নিশম্য চ বৃহস্পতিঃ । অরাজকঞ্চ সম্প্রাপ্তং চিন্তয়া-
 মাস বুদ্ধিমান্ ॥ ৩৪ ॥ কিং কার্য্যাং চাদ্য কর্তব্যং
 কথং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি । দেবানাং চাদ্য লোকানা-
 মৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৩৫ ॥ মনসৈব চ তৎসৰ্ব্বং
 কার্য্যাকার্য্যাং বিচার্য্য চ । জগাম শক্রং হরিতো
 দেবৈঃ সহ মহাযশাঃ ॥ ৩৬ ॥ প্রাপ্তৌ জলাশয়ঃ তঞ্চ
 যজ্ঞান্তে হি পুরন্দরঃ । যন্ত তীরে স্থিতা হত্যা
 চণ্ডালীব ভয়াবহা ॥ ৩৭ ॥ তত্রোপবিষ্টান্তে সৰ্বে
 দেবা ঋষিগণাধিতাঃ । আহ্বানঞ্চ কৃতং তন্ত শক্রস্ত

ভাবে করা কর্তব্য । কেননা, উপপাতক দীর্ঘকাল-
 স্থায়ী হইলে মহাপাতক হইয়া দাঁড়ায় । এইজন্য বিধি
 আছে, যে সকল নর প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে বা
 সায়াহ্নে স্ব স্ব ধৰ্ম্মাচরণ করে, তাহাদের পাপ নষ্ট
 হয় । তাহারা নিঃসন্দেহ উত্তমলোক প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে । যাহা হউক, ঐ দুৰাচার ইন্দ্র স্বীয় কৰ্ম্মের
 ফলই প্রাপ্ত হইলেন । অন্তান্ত লোকপালেরা তাহা
 বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রভাবে বৃহস্পতির
 নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত মনোগত বৃত্তান্ত
 নিবেদন করিলেন । তাঁহারা অবিচলভাবে, গুরু
 প্রতি ইন্দ্রকৃত ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিলেন । হে
 বিপ্রগণ! বুদ্ধিমান বৃহস্পতি দেবগণের কথা শ্রবণ
 করিয়া উপস্থিত অরাজকতার বিষয় চিন্তা করিতে
 লাগিলেন । তিনি ভাবিলেন,—এক্ষণে কর্তব্য কি ?
 আর অকর্তব্যই বা কি ? কি করিলে দেব, ঋষি ও
 লোকদিগের এখন মঙ্গল হইবে ? তিনি এইরূপ
 চিন্তা করিয়া মনে মনে সমস্ত কার্য্যাকার্য্যা বিচার
 করিলেন—করিয়া সহর দেবগণসহ ইন্দ্রের নিকট
 গমন করিলেন । যে জলাশয় মধ্যে পুরন্দর অব-
 স্থান করিতেছিলেন, মহাযশা বৃহস্পতি সেইখানে
 গিয়া উপস্থিত হইলেন । চণ্ডালীর স্তায় ভীষণ ব্রহ্ম-
 হত্যা সেই জলাশয়ের তীরেই অবস্থান করিতে-
 ছিল । দেব, ঋষি, এবং স্বয়ং বৃহস্পতি তখন জলা-

গুরুনা স্বয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ সমুখিতস্ততঃ শক্ৰো দদর্শ
 স্বগুরুং তদা । বাম্পূরিতবক্ত্রো হি বৃহস্পতিমভাষত ॥
 ৩৯ ॥ প্রণিপত্য চ তত্রত্যান্ কৃতাজলিরভাষত ।
 তদা দীনমুখো ভূহা মনসা সংবিযুক্ত চ ॥ ৪০ ॥
 স্বয়মেব কৃতং পূৰ্ব্বমজ্ঞানলক্ষণং মহৎ । অধুনৈব
 ময়া কার্য্যং কিং কর্তব্যং বদ প্রভো ॥ ৪১ ॥
 প্রহস্তোবাচ ভগবান্ বৃহস্পতিকৃদারধীঃ । পুরা জ্ঞয়া
 কৃতং যচ্চ তন্ত্বেদং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ৪২ ॥ মাঞ্চ
 উদ্দিশ্ব ভো ইন্দ্র তত্তোগাদেব সঙ্কয়ঃ । প্রায়শ্চিত্তং
 হি হত্যায়া ন দৃষ্টং স্মৃতিকারিভিঃ ॥ ৪৩ ॥ অজ্ঞানতো
 হি যজ্ঞাতং পাপং তন্ত প্রতিক্রিয়া । কথিতা ধৰ্ম্ম-
 শাস্ত্রজৈঃ সকামস্ত ন বিদ্যতে ॥ ৪৪ ॥ সকামেন
 কৃতং পাপমকামং নৈব জায়তে । তাভ্যাং বিষয়-
 ভেদেন প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৪৫ ॥ মরণান্তো
 বিধিঃ কার্য্যো কামেন হি কৃতেন হি । অজ্ঞান-
 জনিতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৪৬ ॥

শয়ের তীরে উপবেশনপূর্ব্বক ইন্দ্রকে আহ্বান
 করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের আহ্বানে ইন্দ্র উখিত
 হইয়াই স্বীয় গুরু বৃহস্পতিকে দর্শন করিলেন । তখন
 দেখিবামাত্র তাহার বক্ত্র বাম্পে পূর্ণ হইয়া গেল ।
 তিনি বৃহস্পতিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তথাগত সকলকেই
 কৃতাজলিকরে কহিতে লাগিলেন । তাঁহার মুখ
 সেকালে দৈন্তপূর্ণ হইল । তিনি মনে মনে স্বীয় কৃত-
 কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আমি অজ্ঞান-
 পূর্ব্বক পূৰ্বে এক গুরুতর কার্য্য করিয়াছিলাম । এখন
 আমি আর এক গুরুতর কার্য্য করিয়াছি । হে
 প্রভো ! এখন আমার কর্তব্য কি, বলুন ? ২৪—৪১ ।
 উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি ইন্দ্রের কথায় হস্তপূর্ব্বক
 বলিলেন,—তুমি আমার প্রতি পূৰ্বে যে অপকৰ্ম্ম
 করিয়াছিলে, সেই কৰ্ম্মেরই এই ফল । হে ইন্দ্র !
 একমাত্র ভোগ দ্বারাই ইহার ক্ষয় নিশ্চিত । কিন্তু ব্রহ্ম-
 হত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্মৃতিকারগণের মতে কিছুই নাই ।
 যে পাপ অজ্ঞানত উৎপন্ন হয়, ধৰ্ম্মশাস্ত্রকারগণ
 তাহারই প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; কিন্তু
 জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে তাহার আর প্রতিক্রিয়া নাই ।
 জ্ঞানকৃত পাপ কখন অজ্ঞানকৃত পাপের অন্তর্ভুক্ত
 হইতে পারে না । বিষয়ভেদে ঐ উভয় পাপের
 প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বিহিত হইয়াছে । জ্ঞানকৃত পাপের
 মরণান্তই প্রায়শ্চিত্ত । কিন্তু অজ্ঞান-জনিত পাপে
 বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত । অতএব তুমি
 স্বয়ং যখন একজন ব্রাহ্মণ—বিশেষতঃ বিজ্ঞ পুরো-

তস্মাদ্ভয়া কৃতং যচ্চ স্বয়মেব হতো দ্বিজঃ ।
 পুরোহিতশ্চ বিদ্বাংশ্চ তস্মাদ্ভাস্তি প্রতিক্রিয়া ॥
 ৪৭ ॥ যাবদ্ব্যরণমপ্যোতি তাবদপ্সু স্থিরো ভব ॥
 ৪৮ ॥ শতাব্ধিমেষসংজ্ঞক যৎকলং তব দুশ্মতে ।
 তন্নষ্টং তৎক্ষণাদেব ঘাতিতো হি দ্বিজো যদা ॥
 ৪৯ ॥ সচ্ছিদ্রে চ যথা তোয়ং ন তিষ্ঠতি ঘটেহুথপি ।
 তথৈব সুরুতং পাপে হীয়তে চ প্রদক্ষিণম্ ॥
 ৫০ ॥ তস্মাচ্চ দৈবসংযোগাৎ প্রাপ্তং স্বর্গাদি-
 কঞ্চ যৈঃ । যথোক্তং তদ্ববেত্তেবাং ধর্ম্মিষ্ঠানাং
 ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ এতচ্ছূদ্রা বচস্তস্মৈ শক্ৰো বচন-
 মব্রবীৎ । কুরুক্ষ্মণা মদীয়েন প্রাপ্তমেতন্ন সংশয়ঃ ॥
 ৫২ ॥ অমরাবতীমাণ্ড স্বং গচ্ছ দেবর্ষিভিঃ সহ ।
 লোকানাং কার্যাসিদ্ধার্থে দেবানাঞ্চ বৃহস্পতে । ইন্দ্রঃ
 কুরু মহাভাগ যন্তে মনসি রোচতে ॥ ৫৩ ॥ যথা
 মৃতস্তথাহং বৈ ব্রহ্মহত্যারূতো মহান্ । রাগদ্বৈষমু-
 খেন পাপেনাস্মি পরিপ্লুতঃ ॥ ৫৪ ॥ তস্মাদ্ভরাধিতা
 যুয়ং দেবরাজানমাণ্ড বৈ । কুরুষ্ব মদনুজ্ঞাতাঃ সত্যং
 প্রতিবদামি বঃ ॥ ৫৫ ॥ এবমুক্তাস্তদা সর্কে বৃহস্পতি-

হিতকে বিনাশ করিয়াছ, তখন এ পাপের আর
 প্রতিক্রিয়া নাই । যতদিনে না মরণ ঘটে, তাবৎ
 তুমি এই জলমধ্যেই স্থির হইয়া থাক । হে দুশ্মতে !
 তোমার যে শতাব্ধিমেষসংজ্ঞক ফল ছিল, তাহা তৎ-
 ক্ষণাই বিনষ্ট হইয়াছে—যখন তুমি ব্রাহ্মণকে হত্যা
 করিয়াছ । যেমন সচ্ছিদ্র ঘটে একটুকুমাত্র জল
 থাকে না, তেমনি পাপাত্মার সকল সুরুতই ক্ষয়
 পাইয়া যায় । অতএব দেখ, ঐহারা দৈবঘটনায়
 স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়াই
 তাঁহাদের সে ফল বিহিত হইয়াছে—নিশ্চিতই । ইন্দ্র
 বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—আমার
 কুরুক্ষ্মবশেই এ ফল, আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, সন্দেহ
 নাই । যাহা হউক, হে বৃহস্পতে ! আপনি দেব ও
 ঋষিগণসহ সহর রাজধানী অমরাবতীতে গমন
 করুন । সেখানে গিয়া সুর ও নরলোকের কার্য-
 সিদ্ধির নিমিত্ত—হে মহাভাগ ! আপনার ঐহাকে
 অভিক্রুচি হয়, তাঁহাকেই ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত করুন ।
 আমি ব্রহ্মহত্যায় আচ্ছন্ন হইয়া মৃতব্যক্তির ন্যায়ই
 রহিয়াছি । রাগদ্বৈষ-জনিত পাপতাপে সর্বদাই
 আমি পরিতপ্ত আছি । অতএব আপনারা মদীয়
 অনুজ্ঞানুসারে সহর একজনকে দেবরাজপদে
 প্রতিষ্ঠিত করুন । এ কথা আমি আপনাদিগকে
 সত্যই বলিতেছি । ইন্দ্র এই কথা কহিলে বৃহস্পতি-

পুরোগমাঃ । এতামরাবতীং তূর্ণং পুরন্দরবিচে-
 ষ্টিতম্ । কথয়ামাসুরবাণাঃ শচীং প্রতি যথা তথা ॥
 ৫৬ ॥ রাজ্যাস্ত হেতোঃ কিং কার্য্যং বিমুশন্তঃ পর-
 স্পরম্ ॥ ৫৭ ॥ এবং বিমুশ্তমানানাং দেবানাং তত্র
 নারদঃ । যদৃচ্ছয়াগতস্তত্র দেববিরমিতহ্যতিঃ ॥ ৫৮ ॥
 উবাচ পূজিতো দেবান্ কস্মাদ্যুয়ং বিচেতসঃ ।
 তেনোক্তাঃ কথয়ামাসুঃ সর্কঃ শক্ৰস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ৫৯ ॥
 গতমিলস্ত চেন্দ্রহমেনসা পরমেণ তু । ততঃ প্রোবাচ
 তান্ দেবান্ দেবর্ষির্নারদো বচঃ ॥ ৬০ ॥ যুয়ং দেবাশ্চ
 সর্কজাস্তপসা বিক্রমেণ চ । তস্মাদিল্লো হি কর্তব্যো
 নহবঃ সোমবংশজঃ ॥ ৬১ ॥ সোহস্মিন্ রাষ্ট্রে প্রতি-
 ষ্ঠাপ্যস্তুরিতেনৈব নির্জরাঃ । একোনমশমেধানাং
 শতং তেন মহাস্থনা । কৃতমস্তি মহাভাগা নহ্ষেণ
 চ যজ্ঞনা ॥ ৬২ ॥ শচ্যা ঋতঞ্চ তদ্বাকাং নারদস্ত
 মুখোদগতম্ । গতান্তঃপুরমব্যগ্রা বাস্পপূরিতলোচনা ॥
 ৬৪ ॥ নারদস্ত বচঃ ঋত্বা সর্কে দেবাবমোদয়ন্ ॥ ৬৪ ॥
 নহবঃ রাজামারোচটুমৈকপদোন তে যদা । আনীতো

প্রমুখ দেবঋষিগণ সহর অমরাবতীতে প্রত্যাবর্তন-
 পূর্বক অব্যগ্রভাবে পুরন্দরকৃত সমস্ত ব্যবহারই
 শচীর নিকট যথাযথ ব্যক্ত করিলেন । এদিকে
 রাজ্যরক্ষার জন্ত কি করা কর্তব্য, এই বিষয় লইয়া
 দেবগণ পরস্পর আলোচনা করিতেছেন,—ইতিমধ্যে
 অমিতহ্যতি দেবর্ষি নারদ সেখানে আসিয়া উপস্থিত
 হইলেন । দেবগণ তাঁহার সৎকার করিলেন । তিনি
 দেবগণকে কহিলেন,—কেন তোমরা বিমনা হইয়াছ ?
 তাঁহার কথাবসানে দেবগণ ইন্দ্রকৃত সমস্ত কার্য্য
 তৎসমীপে নিবেদন করিলেন ; বলিলেন,—উৎকট
 পাপে ইন্দ্রের ইন্দ্র হইয়াছে । তখন দেবর্ষি নারদ
 দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ ! তোমরা সর্কজ
 এবং তপস্তায় ও বিক্রমে অতুলনীয় ; অতএব
 তোমরা চন্দ্রবংশাবতংস নহবকেই ইন্দ্রপদে বরণ
 কর । এ কার্য্যে বিলম্ব করিও না । এ রাজ্যে সহর
 তাঁহাকেই প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য । হে নির্জরগণ !
 শ্রবণ করুন,—সেই মহাত্মা নহব একোনশত অশ্বমুখ
 যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ১৪২—৬২ । তখন নারদের
 মুখোচ্চারিত এই বাক্য শচীর কর্ণে প্রবেশ করিল ।
 নারদের কথায় তাঁহার নেত্র অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া
 গেল । তিনি ধীরভাবে অস্তঃপুরের দিকে গমন
 করিলেন । এদিকে কিন্তু নারদের সেই কথা
 শুনিয়া সমগ্র দেবমণ্ডলীই অনুমোদন করিলেন ।
 অনন্তর যখন দেবগণ নহবকেই রাজপদে স্থাপন

হি তদা রাজা নভষো অমরাবতীম্ ॥ ৬৫ ॥ রাজাঃ
দন্তঃ মহেন্দ্রস্তা সূরৈঃ সর্কৈর্মহর্ষিভিঃ । তদাগন্ত্যা-
দয়ঃ সর্কৈ নভসং পর্ষাপাসত ॥ ৬৬ ॥ গন্ধর্বাঙ্গরসো
যক্ষা বিদ্যাধরমহোরগাঃ । যক্ষাঃ সুপর্ণাঃ পতগা
যে চাশ্চে স্বর্গবাসিনঃ ॥ ৬৭ ॥ তদা মহোৎসবো
জাতো দেবপূর্যাং নিরন্তরঃ । শঙ্খতুর্ঘ্যমুদঙ্গানি
নেতুর্হৃদুভয়ঃ সমম্ ॥ ৬৮ ॥ গায়কাস্চ জগুস্তত্ তথা
বাদ্যানি বাদকাঃ । নর্তকা নৃতুস্তত্ তথা রাজা-
মহোৎসবে ॥ ৬৯ ॥ অতিমিত্তস্তদা তত্র বৃহস্পতি-
পুরোগমৈঃ ॥ ৭০ ॥ অচ্চিতো দেবশূকৈশ্চ যথা-
বদগ্রহপূজনম্ । কৃতবাংশৈশ্চ ঋষিভির্বিদ্বদ্ভির্ভাবিতা-
শ্রুতিঃ ॥ ৭১ ॥ তথা চ সর্কৈঃ পরিপূজিতো মহান
রাজা সুরাণাং নভষস্তদানীম্ । ইন্দ্রাসনে চৈন্দ্রসমান-
রূপঃ সংস্কৃয়মানঃ পরমেণ বর্চসা ॥ ৭২ ॥ সুগন্ধ-
দীপৈশ্চ সুবাসসা যুতোহলঙ্কারভোগৈঃ সুবিরাজি-
তাক্ষঃ । বভৌ তদানীং নভষো মুনীন্দ্রৈঃ সংস্কৃয়মানো
হি তথামরেন্দ্রৈঃ ॥ ৭৩ ॥ ইতি পরমকলাবিতোহসৌ

করিবার জন্ত আনয়ন করিলেন, তখন রাজা নভষ
অমরাবতীতে উপস্থিত হইলে সমস্ত সুর ও মহর্ষিরা
মহেন্দ্রের রাজ্য তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রদান করিলেন ।
তখন অগস্ত্যাदि মহর্ষিগণ সেই নভষের পরিচর্যা
করিতে লাগিলেন । গন্ধর্ব, অঙ্গরা, যক্ষ, বিদ্যাধর,
মহোরগ, এবং অন্যান্য স্বর্গবাসীরা সকলেই তাঁহার
সেবাকার্য্যে নিরত হইল । সেই হইতে দেবনগরে
নিরন্তর মহোৎসব চলিতে লাগিল । শঙ্খ, তুর্ঘ্য,
মুদঙ্গ ও হৃদুভি সকল এককালে বাদিত হইতে
লাগিল । গায়কেরা গান করিতে লাগিল, বাদক-
দল বাজাইতে লাগিল এবং নর্তকগণ নৃত্যকার্য্যে
নিরত হইল । সেই রাজ্যমহোৎসবে এই এই
সকল ব্যাপার ঘটিতে লাগিল । বৃহস্পতিপ্রমুখ
প্রধান প্রধান স্বর্গবাসীরা নভষের অভিব্যেক-ক্রিয়া
সমাধা করিলেন । তাঁহারা দেবশূক দ্বারা নভষের
অর্চনা করিলেন । নভষ ভাবিতাষা বিবিধ ঋষিগণ
দ্বারা স্বীয় মঙ্গলার্থ যথাযথ গ্রহার্চনাদি করাইলেন ।
অনন্তর নভষ সুরগণের মহারাজ হইয়া
সকলেরই নিকট পূজা পাইতে লাগিলেন । তিনি
ইন্দ্রাসনে ইন্দ্রতুলাকপে সমাসীন হইলে সকলেই
তাঁহার স্তব করিতে লাগিল । তিনি পরম প্রভাবে
দেদীপ্যমান হইলেন । সুগন্ধ দীপপ্রভা, সুন্দর বস্ত্র ও
মান্য অলঙ্কার দ্বারা তাঁহার অঙ্গ সুশোভিত হইল ।
অমরেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ কর্তৃক স্কৃয়মান হইয়া নভষ

সুরমুনিবরগণৈশ্চ পূজ্যমানঃ । নভষনৃপবরোহভব-
তদানীং হৃদি মহতা হৃচ্ছয়েন তপ্তঃ ॥ ৭৪ ॥ নভষ
উবাচ । ইন্দ্রাণী কথমদৈব নাশ্রুতি মম সন্নিধৌ ।
তাক্ষাহুয়ত শীঘ্রং ভো মা বিলম্বিতুমর্হথ ॥ ৭৫ ॥
নভষস্ত বচঃ ॥ ইহা বৃহস্পতিকৃদারধীঃ । শচীভবন-
মাসাদ্য উবাচ চ সবিস্তরম্ ॥ ৭৬ ॥ শক্রস্ত হুর্নিমি-
তেন হানীতো নভষোহত্র বৈ । রাজ্যার্থে ভামিনি
হৃৎ অর্কাসনগতা ভব ॥ ৭৭ ॥ শচী প্রহস্তু প্রোবাচ
বৃহস্পতিমকল্পমম্ । অসৌ ন পরিপূর্ণো হি যজ্ঞৈঃ
শক্রাসনে স্থিতঃ । একোনমশ্চমেধানাং শতং কৃত-
মনেন বৈ ॥ ৭৮ ॥ তস্মার যোগো মাং প্রাপুং
তদ্বতো হি বিমুগ্ধতাম্ । যদি মাং সাতিলামো হি
পরশ্রিয়মচেতনঃ । অবাহবাহনেনৈব অত্রাগতা
লভেত মাম্ ॥ ৭৯ ॥ তথৈতি গতা ঋষিতো বৃহস্পতি-
কৃবাচ তম্ । নভষং কামসমুপ্তং শচ্যোক্তকং যথা-

তখন সমধিক বিরাজ করিতে লাগিলেন । তিনি
পরম কলায় অধিত হইলেন ; সুর-মুনিগণ তাঁহার
সৎকার করিতে লাগিলেন । নৃপবর নভষ এই-
ভাবে স্বর্গরাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর
তাঁহার হৃদয় প্রবল মন্থনানলে তপ্ত হইতে লাগিল ।
নভষ কহিলেন,—ইন্দ্রাণী এখন পর্য্যন্ত আমার নিকট
আসিতেছেন না কেন ? ওহে, তোমরা সহর
তাঁহাকে আহ্বান কর, বিলম্ব করিও না ; নভষের
বাক্য শুনিয়া উদারবী বৃহস্পতি শচীর আবাসে গমন-
পূর্ব্বক তাঁহাকে সবিস্তর সমস্ত কথাই কহিলেন ।
তিনি বলিলেন,—হে ভামিনি ! ইন্দ্রের হর্লক্ষণ ঘটনায়
রাজ্য রক্ষার্থ নভষকে এইখানে আনয়ন করা হই-
য়াছে । তুমি এক্ষণে তাঁহার অর্কাসনভাগিনী হও ।
৬৩—৭৭। শচী হান্তপূর্ব্বক অনঘ বৃহস্পতিকে বলিলেন
—এই যিনি এক্ষণে ইন্দ্রাসনে সমাসীন হইয়াছেন,
ইহার সমস্ত যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় নাই । ইনি মাত্র একোন
শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন । অতএব
ঐ রাজা আমাকে পাইবার এখনও বাস্তবিক যোগ্য
হন নাই । এ সম্বন্ধে তিনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন ।
অথবা আমি পরস্মী ; অজ্ঞানবশে তিনি যদি আমার
প্রতি একান্তই অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে
বাহনের যাহা অযোগ্য, তাদৃশ বাহনযোগে এখানে
আগমন করিলেই তিনি আমাকে লাভ করিতে পারি-
বেন । বৃহস্পতি ‘তথাস্থ’ বলিয়া সহর নভষের নিকট
গমন করিলেন । সেখানে গিয়া সেই কাম-সমুপ্ত
নভষকে শচী-কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন । রাজা

তথ্য ॥ ৮০ ॥ তথ্যেতি মহা রাজাসৌ নহঃ কাম-
মোহিতঃ । বিষম পুরা বুদ্ধা অবাহাঃ কিং প্রশ-
স্ততে ॥ ৮১ ॥ স বুদ্ধা চ চিরং স্মৃতা ব্রাহ্মণাশ্চ
তপস্বিনঃ । অবাহাশ্চ ভবন্ত্যস্মাদান্নানং বাহ্যা-
মাহম্ ॥ ৮২ ॥ দ্বাত্যাঞ্চ তন্তাঃ প্রাপ্তার্থমিতি মে
হৃদি বর্ততে । শিবিকাঞ্চ দদৌ তাভ্যাং দ্বিজাভ্যাং
কামমোহিতঃ ॥ ৮৩ ॥ উপবিষ্ট তদা তন্তাঃ শিবি-
কায়্যং সমাহিতঃ । সর্প সর্পেতি বচনান্নোদয়ামাস তৌ
তদা ॥ ৮৪ ॥ অগস্ত্যঃ শিবিকাবাহী ততঃ ক্রুদ্ধো-
হশপন্নপম্ । বিপ্রাণামবমন্তা অমুন্যন্তোহজগরো
ভব ॥ ৮৫ ॥ শাপোক্তিমাত্রতো রাজা পতিতো
ব্রাহ্মণস্ত হি । তত্রৈবাজগরো হুয়া বিপ্রশাপো হু-
তায়ঃ ॥ ৮৬ ॥ যথা হি নহষো জাতস্তথা সর্পেহপি
তাদৃশাঃ । বিপ্রাণামবমানেন পতিস্তি নিরয়েহুচৌ ॥
৮৭ ॥ তস্মাৎ সর্পপ্রযত্নেন পদং প্রাপ্য বিচক্ষণৈঃ ।
অপ্রমত্তৈর্নরৈর্ভাব্যমিহামুত্র চ লক্যে ॥ ৮৮ ॥ তথৈব
নহষঃ সর্পো জাতোহরণ্যে মহাতয়ে । এবং চৈবা-

ভবন্তত্র দেবলোকে হরাজকম্ ॥ ৮৯ ॥ তথৈব তে
সুরাঃ সর্পে বিশ্বয়াবিষ্টচেতসঃ । অহো বত মহৎ
কষ্টং প্রাপ্তং রাজা হনেন বৈ ॥ ৯০ ॥ ন মর্ত্যালোকে
ন স্বর্গো জাতো হস্ত হরান্ননঃ । সতামবজ্ঞয়া সদাঃ
শুক্লতং দত্তমেব হি ॥ ৯১ ॥ যাজ্ঞিকো হপরো
লোকে কথাতাঞ্চ মহামুনে । তদোবাচ মহাতেজা
নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৯২ ॥ যযাতিঞ্চ মহাভাগা
আনয়ন্তঃ হরাস্বিতাঃ । দেবদূতাস্ত বৈ তুং যযাতিং
জ্ঞতমানয়ন্ ॥ ৯৩ ॥ বিমানমাক্রুত্ব তদা মহাত্মা যযৌ
দিবং দেবদূতৈঃ সমেতঃ । পুরস্কৃতো দেববরৈ-
স্তদানীং তথোরগৈর্গন্ধর্গক্ষসিদ্ধৈঃ ॥ ৯৪ ॥ আগ্রাতঃ
সোহমরাবতাঃ ত্রিদশৈরতিতোষিতঃ । ইন্দ্রাসনে
চোপবিষ্টো বভাসে চ স সহস্রম্ ॥ ৯৫ ॥ নারদে-
নৈবশুক্লস্ত হং রাজা যাজ্ঞিকো হসি । সতামবজ্ঞয়া
প্রাপ্তো নহষো দন্দশুকতাম্ ॥ ৯৬ ॥ যে প্রাপ্ত-
বস্তি ধর্মিষ্ঠা দৈবেন পরমং পদম্ । প্রাক্তনে-

নহষ কাম-মোহিত হইয়া 'তথ্য' বাক্যে সেই কথার
অনুমোদন করিলেন এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিযোগে
ভাবিতে লাগিলেন যে, কিরূপ যান অবাহ বলিয়া
প্রশস্ত আছে ? তিনি বুদ্ধিপূর্বক বহুকাল চিন্তা করিয়া
স্থির করিলেন,—তপস্বী ব্রাহ্মণেরাই অবাহ ; অতএব
ঐহাদের দ্বারাই আমি নিজেকে বহন করাই ।
শচীকে পাইবার নিমিত্ত দুইটা ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ।
ইহাই আমার মনোগত অভিপ্রায় । এই বলিয়া
কামমোহিত নহব দুইজন ব্রাহ্মণের স্বক্ষে শিবিকা
দান করিলেন এবং সেই শিবিকায় নিরাকুলচিত্তে
উপবেশন-পূর্বক চল, চল, বলিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়কে প্রণো-
দিত করিতে লাগিলেন । দুইজন শিবিকাবাহকের
মধ্যে একজন বাহক অগস্ত্য মুনি । তিনি ক্রুদ্ধ
হইয়া তৎকালে নহষকে এইরূপ অভিসম্পাত করি-
করিলেন যে, তুমি মদমত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের অব-
মাননা করিতেছ ; অতএব অজগর হইয়া অবস্থান
কর । ব্রাহ্মণের শাপোক্তি মাত্র রাজা স্বর্গ হইতে
পতিত ও অজগররূপে পরিণত হইলেন । বস্তুতঃ
ব্রাহ্মণের শাপ একান্তই দুরপনয় । রাজা নহষের
স্থায় অস্তান্ত লোকেরাও বিপ্রাবমাননায় অপবিত্র
নরকে নিপতিত হইয়া থাকে । অতএব বিচক্ষণ নর-
গণ গৌরবের পদপ্রাপ্ত হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক
মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ববিধ প্রযত্ন সহকারে অপ্র-
মত্তভাবে অবস্থান করিবেন । যাহা হোক, ওদিকে

ভীষণ মহারণামধ্যে নহষ সর্প হইয়া অবস্থান করিতে
লাগিলেন । এদিকে স্বর্গে এই ঘটনার অরাজকতা
উপস্থিত হইল । সুরগণ সকলেই বিস্মিতচিত্তে
বলিতে লাগিলেন,—আহা ! এই রাজা মহৎ
কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছে । এই হরান্নার না স্বর্গ, না মর্ত্য,
কোন লোকই ঘটিল না ! বস্তুতঃ সৎলোকের অবমান-
নায় শূক্লতরাশি সদ্যই দন্ধ হইয়া যায় । ৭৮—৯১ । যাহা
হোক, হে মহামুনে ! মর্ত্যালোকে অপর কোন যাজ্ঞিক
আছেন কি না ? আপনি এখন তাহা বলুন ? মহা-
তেজা মুনিবর নারদ তখন বলিলেন,—হে মহাভাগ-
গণ ! আপনারা সহস্র যযাতিকে আনয়ন
করুন । অনন্তর দেবদূতগণ সহস্র গিয়া সেই যযা-
তিকে লইয়া আসিল । মহাত্মা যযাতি দেবদূতগণ
সহ মিলিত হইয়া তৎকালে বিমানারোহণ স্বর্গরাজ্যে
আগমন করিলেন । সেখানে প্রধান প্রধান দেবগণ
এবং উরগ, যক্ষ, গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণ সে সময় ঐহাকে
প্রত্যাগমন করিয়া আনয়ন করিলেন । যযাতি
অমরাবতীতে আগমন করিলে, দেবগণ নানারূপে
ঐহাকে পরিতুষ্ট করিলেন । যযাতি ইন্দ্রাসনে উপ-
বিষ্ট হইয়া সমধিক সুশোভিত হইতে লাগিলেন ।
তখন নারদ ঐহাকে কহিলেন,—রাজন্ ! তুমি একজন
যাজ্ঞিক রাজা । সাধুগণের অবমাননা করিয়া এখন-
কার পূর্বরাজ্য নহষ সর্প হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন । যে
সকল ধর্ম্মী ব্যক্তি দৈবক্রমে উত্তম পদ প্রাপ্ত হন,

নৈব যুতাস্তে ন পশ্যন্তি শুভাশুভম্ ॥ ১৭ ॥
 পতন্তি নরকে ঘোরে স্তজ্জা বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥
 ১৮ ॥ যযাতিরুবাচ । যৈঃ কৃতং চামিতং পুণ্যং
 তেষাং বিশ্বঃ প্রজায়তে । অন্নকহেন দেবর্ষে
 বিদ্ধি সর্বং পরং মম ॥ ১৯ ॥ মহাদানানি দত্তানি
 'অন্নদানযুতানি চ । গোদানানি বহুশ্চেব ভূমিদান-
 যুতানি চ ॥ ১০০ ॥ তথৈব সর্বাণ্যপি চোত্তমানি
 দানানি চোক্তানি মনীষিভির্যদা । এতানি সর্বাণি
 ময়া তদৈব দত্তানি কালে চ মহাবিধানতঃ ॥ ১০১ ॥
 যজ্ঞৈরিষ্টং বাজপেয়াতিরাত্রৈর্জ্যোতিষ্টোমৈ রাজ-
 স্ম্যাদিভিঃ । শাস্ত্রপ্রোক্তৈরশ্বমেধাদিভিঃ যুপৈ-
 রেবালকৃত্য ভূঃ সমস্তাং ॥ ১০২ ॥ দেবদেবো জগ-
 ন্নাথ ইষ্টো যজ্ঞৈরনেকশঃ । গালবায় পুরা দত্তা কন্তা
 হেমা চ মাধবী ॥ ১০৩ ॥ পত্নীহেন চতুর্ভাষ্য দত্তাঃ
 কন্তা যুনে তদা । গালবায় গুরোরথো বিশ্বামিত্রশ্চ
 ধীমতঃ ॥ ১০৪ ॥ এবমুতান্নানেকানি স্ক্রুতানি ময়া
 পুরা । মহাস্তি চ বহুশ্চেব তানি বক্তুং ন পার্ধাতে ॥
 ১০৫ ॥ ভূয়ঃ পৃষ্ঠঃ সর্বদেবৈঃ স রাজা কৃতং সর্বং

তাঁহারা তাঁহাদের প্রাক্তন কৰ্ম্মগুণেই বিমূঢ় হইয়া
 শুভাশুভ পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন না । তাহা-
 দিগকে হতজ্ঞান হইয়া নিশ্চয় ঘোর নরকেই নিপতিত
 হইতে হয় । যযাতি কহিলেন,—হে দেবর্ষে ! যাঁহারা
 অপরিমিত পুণ্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বল্প
 মাত্রাই বিশ্ব ঘটয়া থাকে । জানিবেন—আমি যে
 কিছু করিয়াছি, সে সকলই উত্তম । আমি অন্নদান
 সহ মহাদান সকল এবং ভূমিদান সহ গোদান সকল,
 এতদ্বিন্ন অন্যান্য যে সকল উত্তম দানের কথা
 মনীষিগণ বলিয়াছেন, সে সমস্ত দানই যথাকালে
 মহাসমারোহে করিয়াছি । বাজপেয়, অতিরাত্র,
 জ্যোতিষ্টোম, রাজস্ম্য ও অশ্বমেধাদি শাস্ত্রবিহিত
 যজ্ঞ এবং অসংখ্য যুপ দ্বারা এই ভূমি আমি অলঙ্কৃত
 করিয়াছি । দেবদেব জগন্নাথ আমার নিকট অনেক-
 বার যজ্ঞানুষ্ঠানে অর্জিত হইয়াছেন । আমি গাল-
 বের করে পুরাকালে মাধবীনাথী কন্তা সম্প্রদান
 করিয়াছি । গালবের গুরু ধীমান্ বিশ্বামিত্রের নিমিত্ত
 চারিজন ঋষিকে চারিটা কন্তা তাঁহাদের পত্নীরূপে দান
 করিয়াছি । হে যুনে ! পুরকালে আমি এইরূপ অনেক
 স্ক্রুত অর্জন করিয়াছি । সেই সকল স্ক্রুত এত বহুল
 ও এত মহৎ যে, আমি সমস্ত বলিয়া শেষ করিতে
 পারি না । সমুদ্র দেবগণ পুনরায় হাজা যযাতিকে
 কিস্তাসী করিলেন যে, হে রাজন ! আপনার যে

শুশ্রূমেবং যথার্থম্ । বিজ্ঞাতুমিচ্ছাম যথার্থতোহপি সর্কে
 বয়ং শ্রোতুকামা যযাতে ॥ ১০৬ ॥ বচো নিশম্য
 দেবানাং যজ্ঞাতিরমিতহ্যতিঃ । কথ্যামাস তৎসর্বং
 পুণ্যশেষং যথার্থতঃ ॥ ১০৭ ॥ কথিতং সর্বমেতচ্চ
 নিঃশেষং ব্যাসবত্তদা । স্বপুণ্যকথনেনৈব যযাতির-
 পতন্তুবি ॥ ১০৮ ॥ তৎক্ষণাদেব সর্কেবাং সুরাণাং
 তত্র পশ্যতাম্ । এবমেব তথা জাতমরাজকমতলি-
 তম্ ॥ ১০৯ ॥ অত্বে ন দৃশ্যতে লোকে যাজ্ঞিকো
 যো হি তত্র বৈ । শক্রাসনেহতিষেকার্থং জয়তাং হি
 দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১০ ॥ সর্কে সুরাশ্চ ঋষয়োহথ মহা-
 কণীন্দ্রা গন্ধর্ব্বযক্ষগচারণকিন্নরাশ্চ । বিদ্যাধরাঃ
 সুরগণাপ্রসঙ্গাঃ গণাশ্চ চিন্তাপরাঃ সমভবন্ মনুজা-
 স্তথৈব ॥ ১১১

ইতি শ্রীস্কান্দে নভবশাপযযাতিভূপপুণ্যকথনস্ত-
 বর্ণনং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । ততঃ শচী তান্ প্রোবাচ বাচং
 ধর্ম্মার্থসংযুতাম্ । মা চিন্তা ক্রিয়তাং দেবা বৃহস্পতি-

সকল গুপ্ত পুণ্য সঞ্চিত আছে, তাহাও আমরা যথা-
 যথ জানিতে ও শুনিতে ইচ্ছা করি । অমিতহ্যতি
 যযাতি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় সমস্ত
 পুণ্যাবশেষ যথাযথ কীর্তন করিলেন । এইরূপে
 যযাতি স্বীয় অর্জিত সমস্ত পুণ্য বিস্তৃতরূপে নিজমুখে
 প্রকাশ করিলেন । তখন স্বীয় পুণ্য-কথনে যযাতি
 তৎক্ষণাৎ দেবগণের সমক্ষে স্বর্গ হইতে ভূতলে
 পতিত হইলেন । এইরূপে স্বর্গে আবার অরাজকতা
 উপস্থিত হইল । ইন্দ্রাসনে অতিষেক করা যায়,
 এরূপ কোন যাজ্ঞিক ব্যক্তিকেই তখন আর ভুলোকে
 দেখিতে পাওয়া গেল না । হে দ্বিজোত্তমগণ ! শ্রবণ
 করুন,—তৎকালে সমস্ত সুর, ঋষি, নাগেন্দ্র, গন্ধর্ব্ব,
 যক্ষ, খগ, চারণ, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা, এবং
 নরগণ, সকলেই রাজার অভাবে বিষম চিন্তিত
 হইয়া পড়িলেন । ১২—১১১ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—অনন্তর শচী দেবগণকে
 এইরূপ ধর্ম্মার্থোচিত বাক্য বলিলেন যে, হে বৃহস্পতি-

পুৰোগমাঃ ॥ ১ ॥ গচ্ছত্ৱিতি সৰ্বে শক্ৰং জষ্টুঃ
বিচক্ষণাঃ । ব্রহ্মহত্যাভিতোহসৌ যজ্ঞান্তে সুর-
সত্তমঃ ॥ ২ ॥ বহুনাং কারণেনৈব বিশ্বরূপো হি
মন্দধীঃ । ইতস্তেন মহেন্দ্রেণ সৰ্বে সোহপি নিরা-
কৃতঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ সৰ্বেভবন্তি গন্তবাঃ যত্র স
প্রভুঃ । অবজ্ঞা হি কৃতা পূৰ্বে মহেন্দ্রেণ ভবানঘ ॥
৪ ॥ অবজ্ঞামাত্রক্লেণ ইয়া শপ্তঃ পুরন্দরঃ । তথৈব
শাপিতশ্চাসি ময়া ত্বং হি বৃহস্পতে ॥ ৫ ॥ নির-
স্তোহপি হি তস্মাৎসমবসানপরো ভব ॥ ৬ ॥ যথা মদর্থ-
মানীতো শক্রে জীবতি তাবুতো । ত্বয়ি জীবতি
ভো ব্রহ্মন্ কাৰ্য্যং তব করিষ্যতি ॥ ৭ ॥ কোহপি
সৌভাগ্যবান্ লোকে তব ক্ষেত্রে জনিষ্যতি । পুত্রঃ
বিখ্যাতনামানমত্র নৈবাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ গচ্ছ শীঘ্রঃ
সুরৈঃ সার্কঃ শক্রমানয় মা চিরম্ । প্রয়াসি স্বরিতো
নো চেৎ পুনঃ শাপং দদামি তে ॥ ৯ ॥ শচ্যোক্তং
বচনং শ্রুত্বা সুরৈঃ সার্কঃ জগাম সঃ । পুরন্দরঃ

প্রমুখ দেবগণ! আপনারা চিন্তা করিবেন না। আপ-
নারা সত্ত্বর সকলেই ইন্দ্রকে দেখিবার নিমিত্ত সেই
স্থানে গমন করুন—যথায় সেই দেববর ব্রহ্মহত্যায়
অভিতুত হইয়া আছেন। নানা কারণে মহেন্দ্র সেই
মন্দবুদ্ধি বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছেন এবং অস্তান্ত
দেবগণও তাঁহাকে নিরাকৃত করিয়াছেন। অতএব
যেখানে সেই প্রভু আছেন, আপনারা সকলেই
তথায় গমন করুন। হে অনঘ বৃহস্পতে! মহেন্দ্র
পূর্বে আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, অবজ্ঞা মাত্র
দ্বারা হইয়া আপনি তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন।
হে বৃহস্পতে! এই কারণে আমিও আপনাকে শাপ
দিয়াছিলাম। তাহাতে আপনি প্রত্যাখ্যাত ও অপ-
মানিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, ইন্দ্র জীবিত সত্ত্বও
আমার নিমিত্ত দুইজন কলিত ইন্দ্রকে আনয়ন
করিয়াছিলেন। যাহা হউক, হে ব্রহ্মন্! আমি এখন
সে সকল কথা বিস্মৃত হইয়া আপনার সম্বন্ধে বলি-
তেছি, এ জগতে কোন সৌভাগ্যবান্ পুরুষ আপ-
নার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইবেন। আপনার জীবদশায়
তিনিই আপনার কার্য্য নির্বাহ করিবেন। আপনার
সেই পুত্র যে একজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি হইবেন,
সে পক্ষে সন্দেহ কিছুই নাই। অতএব আপনি
সুরগণ সহ গমন করুন—গিয়া, সত্ত্বর ইন্দ্রকে আন-
য়ন করুন। আপনি যদি ইন্দ্রকে আনিবার জন্ত
শীঘ্র শীঘ্র প্রয়াণ না করেন, তাহা হইলে পুনরায়
আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিব। বৃহস্পতি শচীর

গতাঃ সৰ্বে ব্রহ্মহত্যাভিপীড়িতম্ ॥ ১০ ॥ সরসস্রীর-
মাসাদ্য তে শক্ৰং চাতাবদয়ন্ । দৃষ্টাঃ শক্রেণ তে
সৰ্বে তদা হৃদ্পু স্থিতেন বৈ ॥ ১১ ॥ উবাচ দেবান্
দেবেশঃ কস্মাদ্যুযুযিহাগতাঃ । অহং হি পাতকগ্রস্তো
ব্রহ্মহত্যাপরিপ্লুতঃ । অপ্পু তিষ্ঠামি ভো দেবা একাকী
তপসাবিতঃ ॥ ১২ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মৈ সৰ্বে দেবাঃ
শতক্রতোঃ । উচুর্বিহ্বলিতা এনং দেবরাজানমদ্রুতম্ ॥
১৩ ॥ এতাদৃশং ন বাচ্যং তে পরেষামুপকারতঃ ।
কৃতং ত্বয়ৈব যং কস্মাৎ বিশ্বরূপবধাদিকম্ ॥ ১৪ ॥ বিশ্ব-
কস্মিন্মতেনৈব কৃতং যাজনমদ্রুতম্ । যেন দেবাঃ ক্ষয়ঃ
যান্তি ঋষয়োহপি মহাপ্রভাঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মাদ্ধাতুয়া
দেব পরেষামুপকারতঃ । ততঃ সৰ্বে বয়ং প্রাপ্তাস্থাং
নেতুমমরাবতীম্ ॥ ১৬ ॥ এবং বিবদমানেষু দেবেষু
চ তদাববীৎ । ব্রহ্মহত্যা স্বরায়ুক্তা দেবেশ্চ বরযা-
ম্যহম্ ॥ ১৭ ॥ তদা বৃহস্পতির্বাচামুবাচ সহসৈব তু ॥
১৮ ॥ বৃহস্পতির্বাচ । বাসার্থক্য করিষ্যামঃ স্থানানি

বাক্য শুনিয়া সুরগণ সহ সে স্থান পরিত্যাগ করি-
লেন এবং যথায় সেই ব্রহ্মহত্যা-পীড়িত পুরন্দর অব-
স্থান করিতেছিলেন, সেই সরোবরতীরে গিয়া উপ-
স্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রকে অভি-
বাদন করিলেন। জলমধ্যাগত ইন্দ্র ঐ সময় দেব-
গণকে দেখিয়া বলিলেন,—কি জন্ত তোমরা এ স্থানে
আগমন করিয়াছ? পাপগ্রস্ত ও ব্রহ্মহত্যায় পরি-
পীড়িত হইয়া একাকী আমি জলমধ্যে তপস্তাবলম্বনে
অবস্থান করিতেছি। দেবগণ শতক্রতুর সেই বাক্য
শ্রবণ করিয়া বিহ্বলভাবে দেবরাজকে বলিলেন,—
হে দেবেশ! আপনি এরূপ কথা বলিবেন না। বিশ্ব-
রূপের হত্যা প্রভৃতি যে সকল কস্মাৎ আপনি করিয়া-
ছেন, তাহা পরের উপকারার্থই করা হইয়াছে। বিশ্ব-
কস্মিন্মন্দন বিশ্বরূপ এক অদ্রুত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া-
ছিলেন। তাহাতে মহাপ্রভাব দেব ও ঋষিগণ ক্ষয়
প্রাপ্ত হইতেন। আপনি দেব-ঋষিগণের ক্ষয় নিবা-
রণের জন্তই বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছেন। হে
দেব! এ কার্য্যে আপনার পরোপকারই হইয়াছে।
যাহা হোক, সকলেই আমরা আপনাকে অমরাব-
তীতে লইয়া যাইবার জন্ত আসিয়াছি। ১১—১৬ দেব-
গণ এই প্রকার বলিতেছেন, ইত্যবসরে ব্রহ্মহত্যা
দ্বারা পীড়িত হইয়া বলিয়া উঠিল,—আমি দেবেশকে বরণ
করিয়াছি। তখন বৃহস্পতি সহসা এই বাক্য বলি-
লেন যে, হে ব্রহ্মহত্যা! তোমার বাসের নিমিত্ত
সম্প্রতি আমরা স্থান নিরূপণ করিয়া দিব। এই

তব সাম্প্রতম্ । প্রসাদিতা তদা হত্যা দেবৈস্তৎ-
 কার্যগোরবাৎ ॥ ১৯ ॥ বিমুগ্ধ সর্ষে বিভজুশ্চতুর্কা
 হত্যাঃ সুরাস্তে ঋষয়ো মনীষিণঃ । যক্ষাঃ পিশাচা
 উরগাঃ পতঙ্গাস্থা চ সর্ষে সুরসিক্কারণাঃ ॥ ২০ ॥
 আদৌ কমাং প্রতি তদা উচুঃ সর্ষে দিবৌকসঃ ।
 হে কমেহংশস্তয়া গ্রাহো হত্যায়াঃ কার্যাসিদ্ধয়ে ॥ ২১ ॥
 সুরাণাং তদ্যচঃ ঋষা ধরিত্রী কম্পিতাবদৎ । কথং
 গ্রাহো ময়া হংশো হত্যায়াস্তদ্বিমুগ্ধাতাম্ ॥ ২২ ॥ অহং
 হি সর্বভূতানাং ধাত্রী বিশ্বং ধরাম্যহম্ । অপবিত্রা
 ভবিষ্যামি এনসা সংবৃত্তা ভূশম্ ॥ ২৩ ॥ পৃথ্যাস্তদ্রচনং
 ঋষা বৃহস্পতিক্রবাচ তাম্ । মা ভৈলীশ্চাক্রসর্ষাস্তি
 নিম্পাপাসি ন চান্তথা ॥ ২৪ ॥ যদা যদুকুলে ত্রীমান
 বাসুদেবো ভবিষ্যতি । তদা তৎপদবিন্ধ্যাসাং নিম্পাপা
 হং ভবিষ্যসি ॥ ২৫ ॥ কুরু বাক্যং হমস্মাকং নাত্র
 কার্য্য বিচারণা ॥ ২৬ ॥ ইতুক্তা পৃথিবী তেষাং
 নিম্পাপা সাকরোধচঃ । ততো বৃক্ষান্ সমাহুয় সর্ষে
 দেবাক্রবন্ বচঃ ॥ ২৭ ॥ হত্যাংশো হি গ্রহীতবো
 ভবন্তিঃ কার্য্যাসিদ্ধয়ে । এবমুক্তাক্রবন্ বৃক্ষা দেবান্

বলিয়া দেবগণ আপনাদের কার্য্যগোরবে ব্রহ্মহত্যাকে
 সাধুনা দান করিলেন এবং তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা
 করিয়া ব্রহ্মহত্যাকে চতুর্কা বিভক্ত করিলেন । তখন
 সমস্ত সুর, মনীষি-ঋষি, যক্ষ, পিশাচ, নাগ, পতঙ্গ,
 কিক্ক ও চারণ—অগ্রে ধরাকে সম্বোধন করিয়া বলি-
 লেন,—হে ধরিত্রি! তুমি আমাদের কার্য্য সিদ্ধির
 নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যার অংশ গ্রহণ কর । সুরগণের
 বাক্য শুনিয়া ধরিত্রী কম্পিতকাষে কহিলেন,—আমি
 কিরূপে হত্যার অংশ গ্রহণ করিব? তাহা আপনারা
 বিবেচনা করুন । আমি সর্বভূতের ধরিত্রী, এই
 বিশ্ব ধারণ করি; আমার দেহ অত্যধিক পাপ-পবি-
 ব্যস্ত হইলে, আমি অপবিত্র হইব । পৃথিবীর সেই
 কথা শুনিয়া বৃহস্পতি বলিলেন,—হে চাক্রগাত্রি!
 তুমি ভয় করিও না, তুমি নিম্পাপ হইবে, এ কথার
 অন্তথা হইবে না । দেখ, যখন যদুকুলে ত্রীমান
 বাসুদেব আবির্ভূত হইবেন, তখন তাঁহার পদবিন্ধ্যাসে
 তুমি পবিত্র হইবে । অতএব আমাদের বাক্য রক্ষা
 কর, এ বিষয়ে আর ইতস্ততঃ করিও না । বৃহস্পতি
 এই কথায় কহিলে, নিম্পাপ পৃথিবী দেবী তাঁহাদের
 বাক্য পালন করিলেন । অনন্তর বৃক্ষগণকে আহ্বান
 করিয়া দেবগণ বলিলেন,—আমাদের কার্য্যাসিদ্ধির
 জন্য তোমাদিগকে হত্যা অংশ গ্রহণ করিতে
 হইবে । দেবগণ এই কথা কহিলে, বৃক্ষ সকল

সর্ষে সমাগতাঃ ॥ ২৮ ॥ বয়ং সর্ষে তথাভূতাস্তাপ-
 সানাং কলপ্রদাঃ । তদা হত্যায়াঃ সর্ষে ভবিষ্যন্তি
 তপস্বিনঃ ॥ ২৯ ॥ পাপিনো হি মহাভাগাস্তস্মাৎ সর্ষে
 বিমুগ্ধতাম্ । তদা পুরোধসা চোক্তাঃ সর্ষে বৃক্ষাঃ
 সমাগতাঃ ॥ ৩০ ॥ মা চিন্তা ক্রিয়তাং সর্ষেঃ প্রসাদাচ্চ
 শতক্রতোঃ । ছেদিতাশ্চৈব সর্ষে বৈ হনেকাংশহ-
 মাগতাঃ ॥ ৩১ ॥ ততো বিটপিনো নিত্যং যুয়ং সর্ষে
 ভবিষ্যথ । ইতুক্তান্তে তদা সর্ষেহগৃহ্ণন হত্যাঃ
 বিভাগশঃ ॥ ৩২ ॥ ততো হপঃ সমাহুয় উচুঃ
 সর্ষে দিবৌকসঃ । অস্তিষ্ঠ গৃহতামদ্য হত্যাংশঃ
 কার্য্যাসিদ্ধয়ে ॥ ৩৩ ॥ তদা হ্যাপো মিনিত্বাথ উচুঃ
 সর্ষাঃ পুরোধসম্ । যানি কানি চ পাপানি তথা
 হুশ্চরিতানি চ ॥ ৩৪ ॥ অস্মৎসম্পর্কসদৃশাং শ্রান-
 শৌচাশনাদিভিঃ । পুনস্তি প্রাণিনঃ সর্ষে পাপেন
 পরিবেষ্টিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ তাসাং বচনমাকর্ষ্য বৃহস্পতি-
 ক্রবাচ হ । মা ভয়ং ক্রিয়তামাপ এনসা হুস্তরেণ হি ॥
 ৩৬ ॥ আপঃ পুনস্ত সর্ষেয়াং চরাচরনিবাসিনাম্ ।
 তদা হ্রিয়ঃ সমাহুয় বৃহস্পতিক্রবাচ হ ॥ ৩৭ ॥ অদৌব

আগমনপূর্বক তাঁহাদিগকে বলিল,—আমরা
 সকলে তাপসদিগকে কল প্রদান করিয়া থাকি,
 এক্ষণে যদি হত্যায়াঃ হই, তাহা হইলে মহাভাগ
 তপস্বীরাও পাপস্পৃষ্ট হইবেন । অতএব এ সম্বন্ধে
 আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন । তখন বৃহস্পতি
 সমস্ত সমাগত বৃক্ষদিগকে বলিলেন,—শতক্রতুর
 প্রসাদে তোমরা চিন্তা কিছুই করিও না ।
 তোমরা যদিও ছেদিত হও, তথাপি বহুলাংশেই
 পরিণত হইবে, অনন্তর বিটপাশ্রিত হইয়া নিত্য
 তোমরা বিরাজ করিবে । বৃহস্পতির এই কথায়
 বৃক্ষগণ তখন আংশিকভাবে ব্রহ্মহত্যা গ্রহণ
 করিল । ১৭—৩২ । অনন্তর দেবগণ জলরাশিকে
 আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আমাদের কার্য্য-
 সিদ্ধির নিমিত্ত তোমরাও অদ্য হত্যা অংশ
 গ্রহণ কর । তখন সকল জল মিলিত হইয়া
 একযোগে ঐ কথার প্রতিবাদ করিয়া বৃহ-
 স্পতিকে বলিল,—যে কিছু পাপ বা যে কিছু
 দুর্কার্য্য আছে, আমাদিগের সম্পর্কে—শ্রান, শৌচ
 ও পানাদি দ্বারা পাপাক্রান্ত প্রাণিগণ সে সকল হইতে
 পরিজাত হইয়া পবিত্র হয় । জলরাশির বাক্য শুনিয়া
 বৃহস্পতি বলিলেন,—হে জলরাশে! তোমরা হুস্তর
 পাপ হইতে ভয় করিও না; চরাচরবাসী সকলকেই
 জলরাশি পবিত্র করিবে । অনন্তর বৃহস্পতি স্ত্রী-
 গণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—সকলের কার্য্য

গ্রাহ্যে হত্যাংশঃ সৰ্ব্বকৰ্মার্থসিদ্ধয়ে । নিশম্য
তদুত্তরোবাচামুচুঃ সৰ্ব্বাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৩৮ ॥ পাপ-
মাচরতে যোষী তেন পাপেন নান্তথা । লিপাস্তে
বহবঃ পক্ষা ইতি বেদানুশাসনম্ ॥ ৩৯ ॥ ঋতমস্তি
ন তে কিঞ্চিদে পুরোধো বিমুখতাম্ । যোষিত্তিঃ
প্রোচামানোহপি উবাচাথ বৃহস্পতিঃ ॥ ৪০ ॥ মা ভয়ঃ
ক্রিয়তাং সৰ্ব্বাঃ পাপাদম্মাং সুলোচনাঃ । ভবিষ্যাণাং
তথাত্মেমাং ভবিষ্যতি ফলপ্রদঃ । হত্যাংশো যো
হি সৰ্ব্বাসাং যথাকামিহমেব চ ॥ ৪১ ॥ এবমংশাশ্চ
হত্যাশ্চাহারঃ কল্পিতাঃ সুরৈঃ । নিবাসমকরোং
সদ্যস্তেষু তেষু দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৪২ ॥ নিম্পাপো হি
তদা জাতো মহেন্দ্রো হৃতিষেচিতঃ । দেবপুৰ্ণাঃ
সুরগণৈস্তথৈব ঋষিভিঃ সহ ॥ ৪৩ ॥ শচ্যা সমেতো
হি তদা পুরন্দরো বভূব বিশ্বাধিপতিৰ্হাঙ্গা । দেবৈঃ
সমেতো হি মহানুভাবৈর্মুনীশ্বরৈঃ সিদ্ধগণৈস্তদানীম্ ॥
৪৪ ॥ তদাশ্রয়ঃ শোভনা বায়বশ্চ সৰ্ব্বৈঃ গ্রহাঃ সুপ্রভাঃ
শান্তিযুক্তাঃ । জাতাঃ সদাঃ পৃথিবী শোভমানা
তথাদ্রয়ো মণিপ্রভবা বভূবুঃ ॥ ৪৫ ॥ প্রসন্নানি তথা

সিদ্ধির নিমিত্ত এখনি তোমরা হত্যাংশ গ্রহণ কর ।
শুরুবাক্য গ্রহণ করিয়া যোষিদ্বন্দ্ব বলিল,—স্রীলোক
পাপাচরণ করে, সে পাপে বহু পুরুষই লিপ্ত হয়,
তাহার অন্তথা হয় না । ইহাই বেদের অনুশাসন ।
হে সুরপুরোহিত ! আপনি কি ইহার কিছুই শ্রবণ
করেন নাই ? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সুবিচার
করুন । যোষিদ্বগণ এই কথা কহিলে বৃহস্পতি বলি-
লেন,—হে সুলোচনাগণ ! এই পাপ হইতে তোমরা
ভয় করিও না । ইহা অন্তান্ত ভবিষ্য পুরুষদিগের
ফলপ্রদ হইবে । এই হত্যাংশই যোষিদ্বগণের
স্বেচ্ছাচারিহ বলিয়া নির্দিষ্ট হইল । অর্থাৎ স্বেচ্ছা-
চার হইতে নিরুত্তিই শাস্ত্রবিধি । নারীগণ ঐ বিধি
মানিয়া চলিলেই ভবিষ্য পুরুষদিগের মঙ্গল হইবে ।
উহাতে বর্ণসঙ্করতা নিরুত্তি পাইবে । দেবগণ এই-
রূপে ব্রহ্মহত্যার চারি অংশ কল্পনা করিলেন । তাঁহা-
দের নির্দেশমত ব্রহ্মহত্যা তৎক্ষণাৎ সেই সেই
আধারে বাস করিতে লাগিল । তখন মহেন্দ্র
নিম্পাপ হইয়া সুর ও ঋষিগণ কর্তৃক দেবপুরে অভি-
ষিক্ত হইলেন । মহাশয় পুরন্দর অনন্তর শচীসহ
বিশ্বাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । মহানুভব দেব,
মুনি ও সিদ্ধগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন ।
তৎকালে অগ্নি ও বায়ু সুশোভন ; গ্রহসকল সুপ্রভ
ও শান্তিযুক্ত ; পৃথিবী সমৃদ্ধিশালিনী ; অগ্নিগণ মণি-

হাসন্নানাসি চ মনস্বিনাম্ ॥ ৪৬ ॥ নদ্যাশ্চামৃতবাহিনী
বৃক্ষা হাসন্ সদাফলাঃ । অরুণপচ্যোষধয়ো বভূবুশ্চা-
মৃতোপমাঃ ॥ ৪৭ ॥ ঐকপদোহন সৰ্ব্বৈষামিল্ললোক-
নিবাসিনাম্ । বভূব পরমোৎসাহো মহামোদকরস্তথা ॥
৪৮ ॥ লোমশ উবাচ । এতস্মিন্নন্তরে অষ্টা দৃষ্টা
চেন্দ্রমহোৎসবম্ । বভূব কষিতোহতীব পুত্রশোক-
প্রপীড়িতঃ ॥ ৪৯ ॥ জগাম নিবেদপরস্তপস্তপুঃ
সুদাক্ষণম্ । তপসা তেন সন্তপ্তো ব্রহ্মা লোক-
পিতামহঃ ॥ ৫০ ॥ স্বপ্তারমত্রবীজুষ্ঠো বরঃ বরয়
সুত্রত । তদা বত্রে বরঃ স্বপ্তা সৰ্বলোকভয়াবহম্ ।
বরং পুত্রো হি দাতব্যো দেবানাং হি ভয়াবহঃ ॥ ৫১ ॥
তথৈতি চ বরো দত্তো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা । বরদানাং
সদ্য এব বভূব পুরুষস্তদা ॥ ৫২ ॥ বৃদ্ধনামাক্তিতস্তত্র
দৈত্যো হি পরমাত্মতঃ । ধনুযাঃ শতমাত্রঃ হি প্রত্যাহঃ
বরুধেঃসুরঃ ॥ ৫৩ ॥ পাতালান্নির্গতা দৈত্যা যে
পুরামৃতমস্থনে । ঘাতিতাঃ সুরসংজ্ঞেষ্ট ভৃগুণা
জীবিতাস্থরাং ॥ ৫৪ ॥ সৰ্বাঃ মহীতলাঃ ব্যাপ্তাঃ
তেনৈকেন মহাত্মনা ॥ ৫৫ ॥ তদা সৰ্ব্বৈহপি ঋষয়ো

ময়; মনস্বীদিগের মন প্রসন্ন; নদী সকল অমৃতবাহিনী;
বৃক্ষ সকল সদা ফলজনক ; এবং ওষধি সকল অরুণ-
পচ্য হইয়া অমৃতোপম হইল । ইন্দ্রলোকনিবাসী সমস্ত
ব্যক্তিই একযোগে পরমানন্দকর মহোৎসবের অনু-
ষ্ঠান করিল । ৩৩—৪৮ । লোমশ কহিলেন,—ইত্যব-
সরে বিশ্বকর্মা ইন্দ্রাভিষেকের মহোৎসব দেখিয়া
অত্যন্ত কষ্ট হইলেন । তাঁহার হৃদয় পুত্রশোকে নিপী-
ড়িত হইতে লাগিল । তিনি নির্বিষমভাবে তীব্র
তপস্শাচরণের জন্ত গমন করিলেন । অনন্তর লোক-
পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে
বলিলেন,—হে সুত্রত ! তুমি বর গ্রহণ কর । তখন
বিশ্বকর্মা এক সৰ্বলোকভীষণ বর প্রার্থনা করিলেন ।
বলিলেন,—আমাকে আপান পুত্রবর প্রদান করুন ।
আমার সেই পুত্র যেন দেবগণের ভয়ঙ্কর হয় । ব্রহ্মা
‘তথাত্ম’ বলিয়া বিশ্বকর্মা কে বর দান করিলেন ।
বরদানের ফলে সদ্যই এক পুরুষ প্রাক্তভূত হইল ।
ঐ পুরুষের নাম বৃজ । এই বৃজ এক পরমাত্মত
দৈত্যা । সে প্রতিদিন শতধনু পরিমাণে বৃদ্ধি
পাইতে লাগিল । পূর্বে অমৃত মন্ধানকালে যে সকল
অসুর মৃত হইয়াছিল এবং শুক্রাচার্য্য যাহাদিগকে
পুনজ্জীবিত করিয়াছিলেন, তখন সেই সমস্ত অসু-
রেরা পাতাল হইতে উত্থানপূর্বক তৎসহ মিলিত
হইল । এই মহাশয় দৈত্যা একাকী সমস্ত মহীতল
ব্যাপ্ত করিয়া কেলিল । ঋষি-তপস্বিদিগকে সে তখন

বধাযানাস্তপস্বিনঃ। ব্রহ্মাণঃ হিরিতাঃ সর্ষে উচু-
বাসনমাগতম্ ॥ ৫৬ ॥ তদা চেষ্টাদয়ো দেবা গন্ধর্বাঃ
সমরুদগণাঃ। ব্রহ্মণা কথিতং সর্ষে হুইশৈশ্চতচ্চিকী-
বিতম্ ॥ ৫৭ ॥ ভবদ্বধার্থং জনিতস্তপসা পরমেণ তু।
বৃত্তো নাম মহাতেজাঃ সর্ষদৈত্যাধিপো মহান্ ॥ ৫৮ ॥
তথাপি যত্নঃ ক্রিয়তাং যথা বধো ভবেদসৌ। নিশমা
ব্রহ্মণো বাক্যমুচুর্দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ৫৯ ॥ দেবা
উচুঃ। যদা ইল্লো হি হত্যায়া বিমুক্তঃ স্থাপিতো
দিবি। তদাম্মাভিরকার্যং বৈ কৃতমস্তি দুরাসদম্ ॥
৬০ ॥ শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণ্যনেকানি সঙ্ক্ৰিপ্তানি হবুক্ৰিতঃ।
দধীচস্ত্রাশ্রমে ব্রহ্মন্ কিং কার্যং করবামহে ॥ ৬১ ॥
তচ্ছ্রুত্বা প্রহসন্ বাক্যং দেবান্ ব্রহ্মা তদাববীৎ।
চিরং স্থিতানি বিজ্ঞায়াগচ্ছধ্বং তানি বৈ সুরাঃ ॥ ৬২ ॥
গত্বা দেবাস্তদা সর্ষে নাপশ্বন্ স্বং স্বমাযুধম্।
পপ্রচ্ছুচ দধীচিং তে সোহবাদীত্বৈব বেদ্যাহম্ ॥ ৬৩ ॥
পুনব্রহ্মাণমাগত্যা উচুঃ সর্ষে মুনৈবচঃ ॥ ৬৪ ॥
ব্রহ্মোবাচ তদা দেবান্ সর্ষেবাং কার্যাসিদ্ধয়ে।

উৎপাদন করিতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ গন্ধর্ব-
গণ ও অস্ত্রাশ্র দেবগণ মিলিত হইয়া সহর ব্রহ্মার
নিকট গমনপূর্বক আপনাদিগের বাসনবার্তা নিবেদন
লেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন,—এ সকল বাসনবিধান
বিশ্বকর্মারই কর্তব্য। হে ইন্দ্র! তোমার বধের জন্ত
বিশ্বকর্মা পরম তপস্তাবলে বৃত্ত নামে এক মহা-
তেজা মহাদৈত্যকে উৎপাদন করিয়াছেন। ঐ
দৈত্যাদিপতি সহজে বধ্য না হইলেও তাহার বধের
জন্ত সর্বথা যত্ন করা কর্তব্য। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া
ইল্লাদি দেবগণ বলিলেন,—যখন হত্যাবিমুক্ত ইন্দ্র
স্বর্গরাজ্যে স্থাপিত হইয়াছিলেন, তখন আমাদিগের
এক অতি বড় অকার্য্য করা হইয়াছিল। হে ব্রহ্মন্।
আমরা অজ্ঞতাবশতঃ দধীচমুনির আশ্রমে অনেক
অশু-শস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে সে সম্বন্ধে
আমরা কি করিব? সেই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা হাশু-
পূর্বক বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের অশু-
শস্ত্র অনেকদিন ধরিয়া সেখানে আছে, জানিয়া
তোমরা সেখানে গমন কর। তৎপ্রবণে দেবগণ
দধীচমুনির আশ্রমে গিয়া স্ব স্ব অশু-শস্ত্র কিছুই
দেখিতে পাইলেন না। তখন দধীচমুনির নিকট
ভঁাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,—
আমি কিছুই জানি না। তখন দেবগণ পুনরায়
ব্রহ্মার নিকট আসিয়া মুনির কথা কহিলেন। ব্রহ্মা
দেবগণকে বলিলেন,—সকলের কার্য্যাসিদ্ধির নিমিত্ত

তস্তাহীশ্চৈব যাচধ্বং প্রদাস্তি ম সংশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মণো বাক্যং শক্ৰো বচনমববীৎ ॥ ৬৬ ॥
বিশ্বরূপো হতো দেব দেবানাং কার্য্যাসিদ্ধয়ে। এক
এব তদা ব্রহ্মন্ পাপিষ্ঠোহহং কৃতঃ সুরৈঃ ॥ ৬৭ ॥
তথা পুরোধসা চৈব নিঃশ্রীকস্তৎক্ষণাৎ কৃতঃ। দিষ্ট্যা
পরময়া চাহং প্রবিষ্টো নিজমন্দিরম্ ॥ ৬৮ ॥ দধীচং
ঘাতয়িত্বা বৈ তস্যাহীনি বহুতপি। অস্ত্রাণি তানি
ভগবন্ কৃতানি হন্ততানি বৈ ॥ ৬৯ ॥ হুই হি
জনিতো যো বৈ বৃত্তো নাইমেষ দৈত্যরাট্। কথং তং
ঘাতয়াম্যেবং সততং পাপভীক্ণা। শক্ৰেণোক্তং
নিশমাথ ব্রহ্মা বাক্যমুবাচ হ ॥ ৭০ ॥ অর্থশাস্ত্রপরে-
ণৈব বিধিনা তমবোধয়ৎ। আততায়িনমায়ান্তং
ব্রাহ্মণং বা তপস্বিনম্। হন্তকামং জিহ্বাংসীয়ার তেন
ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ ইন্দ্র উবাচ। দধীচস্ত্র বধাদ্-
ব্রহ্মহং ভীতো ন সংশয়ঃ। তস্মাদ্ ব্রহ্মবধাৎ সত্যং
মহদেনো ভবিষ্যতি ॥ ৭২ ॥ অতো ন কার্য্যমাম্মাভি-
ব্রাহ্মণানাস্তু হেলনম্। হেলনাদহবো দোষা ভবি-

তোমরা সেই দধীচমুনির অস্ত্র প্রার্থনা কর। তিনি
নিশ্চয়ই তাহা প্রদান করিবেন। ব্রহ্মার সেই কথা
শুনিয়া শক্ৰ কহিলেন,—হে দেব! আমি দেবগণের
কার্য্যাসিদ্ধির নিমিত্ত বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছিলাম,
তাহাতেই দেবগণ আমায় তখন পাপিষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছিলেন এবং আমার পুরোহিত বৃহস্পতিও
আমায় তৎক্ষণাৎ শ্রীভ্রষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন।
আমার বিশেষ সৌভাগ্যবলে আমি এক্ষণে নিজ
ভবনে প্রবেশ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে যদি দধীচ-
মুনিকে বিনাশ করিয়া ভঁাহার বহু অস্ত্র দ্বারা অশু-
শস্ত্র প্রস্তুত করি, তাহা হইলে হে ভগবন্! আমা
দ্বারা অনেক পাপই অনুষ্ঠিত হইবে। এই দৈত্যরাজ
বৃত্তকে বিশ্বকর্মা উৎপাদন করিয়াছেন। ইহাকে
আমি কি করিয়া বধ করি? সর্বদা পাপভীক্ণ ইন্দ্র
ব্রহ্মাকে এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা তচ্ছ্রবণে অর্থশাস্ত্র-
সম্বন্ধীয় বিধি অনুসারে ভঁাহাকে প্রবোধিত করি-
লেন; বলিলেন,—আততায়ী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বা
তপস্বী, যাহাই হউন, হত্যার অভিপ্রায়ে আগমন
করিলে, ভঁাহাকে হত্যা করিবে। তাহাতে ব্রহ্মহাতী
হইবে না। ৪৯—৭১। ইন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্!
দধীচমুনিকে বধ করিতে আমি নিশ্চিতই ভীত হই-
তেছি। আমার মনে হয়, তাদৃশ ব্রহ্মবধে আমার
প্রচুর পাপ সঞ্চিত হইবে। অতএব ব্রাহ্মণাবহেলন
করা, আমাদের কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। ব্রাহ্মণকে

যান্তি ন চান্তথা ॥ ৭৩ ॥ অদৃষ্টং পরমং ধর্ম্যং বিধিনা
পরমেন হি । কর্তব্যং মনসা চৈবং পুরুষেণ বিজা-
নতা ॥ ৭৪ ॥ নিঃস্পৃহং তন্তু তদ্বাক্যং ব্রহ্মা ব্রহ্মা
হ্যবাচ তম্ । শক্র স্ববুদ্ধ্যা বর্ত্তস্য দধীচিং গচ্ছ স-
ত্বরম্ ॥ ৭৫ ॥ যাচস্ব তন্তু চান্দ্রীনি দধীচেঃ কার্য্য-
গৌরবাৎ । শুক্লাগ্না সহিতঃ শক্রো দেবৈঃ সহ সম-
বিতঃ ॥ ৭৬ ॥ তথৈতি গহ্না তে সর্বে দধীচস্তাশ্রমঃ
ততম্ । নানাসঙ্কসমায়ুক্তং বৈরভাববিবর্জিতম্ ॥ ৭৭ ॥
মার্জ্জারমুখকাশ্চৈব পরস্পরমুদাষিতাঃ । ঐকপদ্যেন
সিংহাশ্চ গজিন্ড্রঃ কলভৈঃ সহ ॥ ৭৮ ॥ তথা
জাত্যশ্চ বিবিধাঃ ক্রীড়াযুক্তাঃ পরস্পরম্ । নকুলৈঃ
সহ সর্পাশ্চ ক্রীড়াযুক্তাঃ পরস্পরম্ ॥ ৭৯ ॥
এবংবিধাত্তনেকানি হ্যশ্চর্যাণি তদাশ্রমে । পশুভ্যো
বিবুধাঃ সর্বে বিশ্বয়ঃ পরমঃ যযুঃ ॥ ৮০ ॥ অথাসনে
মুনিশ্রেষ্ঠঃ দদৃশুঃ পরমাস্থিতম্ । তেজসা পরমেনৈব
ভ্রাজমানঃ যথা রবিম্ ॥ ৮১ ॥ বিভাবসুঃ দ্বিতীয়ঃ
বা সুবর্চঃসহিতঃ তদা । যথা ব্রহ্মা হি
সাবিত্র্যা তথাসৌ মুনিসত্তমঃ ॥ ৮২ ॥ তং প্রণম্য

অবহেলা করিলে বহু দোষ ঘটিবে ; অন্তথা কখন
হইবে না । অতএব বিদ্রু পুরুষ মন দ্বারা পরম
বিধিযোগে ধর্মসম্বৃত পরম অদৃষ্টফলেরই সঞ্চয়
করিবেন । ব্রহ্মা ইন্দ্রের সেই নিঃস্পৃহতাব্যঞ্জক বাক্য
শুনিয়া বলিলেন,—হে শক্র ! বুদ্ধি স্থির কর ।
সহর দধীচির নিকট যাও । সেখানে গিয়া কার্য্যের
শুক্লমনিবন্ধন দধীচির অস্থি সকল প্রার্থনা কর ।
অনন্তর রুহম্পতি ও অন্তান্ত দেবগণসহ ইন্দ্র ‘তথাস্থ’
বলিয়া দধীচির রম্য আশ্রমে গমন করিলেন ;
দেখিলেন,—ঐ আশ্রম নানাজাতীয় জন্তুসঙ্কুল, ঐ
সকল জন্তুর মধ্যে বৈরিভাব নাই । মার্জ্জার এবং
মুখিক, সিংহ এবং হস্তিনী ও হস্তি-শাবক, ইহারা
পরস্পর মুদিতমনে বিবিধ ক্রীড়া করিতেছে । নকু-
লের সহিত সর্পগণ ও বিবিধ ক্রীড়ায় নিরত রহিয়াছে ।
দেবগণ দধীচির আশ্রমে এবস্থি বহু আশ্চর্য্য ব্যাপার
প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যধিক বিশ্বাসাপন্ন হইলেন ।
অনন্তর তাঁহারা দেখিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচি স্বীয়
পরমাসনে সমাসীন রহিয়াছেন । তিনি স্বীয় অসা-
ধারণ তেজে রবির স্তায় প্রদীপ্ত হইতেছেন ।
তাঁহাকে দেখিয়া দেবগণের মনে হইল,—যেন দ্বিতীয়
বিভাবসুই বিরাজ করিতেছেন । যেমন সাবিত্রী-
সমভিব্যাহারী ব্রহ্মা, তেমনি পত্নী সুবর্চার সহিত
সেই মুনিসত্তম অবস্থিত । দেবগণ তাঁহাকে প্রণিপাত-

ততো দেবা বচনং চেদমব্রবন্ । হং দাতা ত্রিষু
লোকেষু ত্বংসকাশমিহাগতাঃ ॥ ৮৩ ॥ নিশম্য বচনং
তেষাং দেবানাং মুনিরব্রবীৎ । কিমর্থমাগতাঃ সর্বে
বদধ্বং তৎ সুরোত্তমাঃ ॥ ৮৪ ॥ প্রযচ্ছামি ন সন্দেহো
নান্তথা মম ভাবিতম্ । তদোচুঃ সধিতাঃ সর্বে
দধীচিং স্বার্থকামুকাঃ ॥ ৮৫ ॥ ভয়ভীতা বয়ং বিপ্র
ভবদর্শনকাজ্জিগং । ত্রাতারং ত্বাং সমাকর্ণ্য ব্রহ্মণা
নোদিতা বয়ম্ ॥ ৮৬ ॥ সম্প্রাপ্তা বিদ্ধি তৎসর্বং দাতু-
মর্হোহথ সুব্রত ॥ ৮৭ ॥ নিশম্য বচনং তেষাং কিং
দাতব্যং তদুচ্যতাম্ ॥ ৮৮ ॥ ততো দেবাব্রবন্ বিপ্র
দৈত্যানাং নিধনায় নঃ । শত্মনির্মাণকার্য্যার্থং তবা-
স্বীনি প্রযচ্ছ বৈ ॥ ৮৯ ॥ প্রহস্তোবাচ বিপ্রার্ধি-
স্তিষ্ঠধ্বং কণমেব হি । স্বয়মেব ব্রহ্মং দেবাস্ত্যাক্ষা-
মাদ্য কলেবরম্ ॥ ৯০ ॥ ইতু্যক্তা তানথো পত্নীং
সমাহুয় সুবর্চসম্ । প্রোবাচ স মহাতেজাঃ শৃণু
দেবি শুচিস্মিতে ॥ ৯১ ॥ অস্ত্যর্থং যাচিতো দেবৈ-
স্ত্যজাম্যেতৎ কলেবরম্ । ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মাদ্য

পূর্বক বলিলেন,—মুনিবর ত্রিলোকে আপনি বিখ্যাত
দাতা ; সেই জন্তু আপনার নিকট আমরা আগমন
করিলাম । দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দধীচিমুনি
বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা কি জন্তু
আসিয়াছেন, অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া বলুন ; আপ-
নাদের প্রার্থিত বস্তু আমি নিশ্চয়ই প্রদান করিব ।
আমার কথা অন্তথা হইবে না । তখন স্বার্থকামী
দেবগণ সকলেই একযোগে দধীচিকে বলিলেন,—
হে বিপ্র ! আমরা শক্রভয়ে ভীত হইয়াছি ; তাই
ভবদর্শনে আকাজ্জক করি । আমাদের এই ভয়ে
আপনিই একমাত্র ত্রাণকর্তা । ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা
আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন । হে সুব্রত ! জানি-
বেন,—আমরা সেই জন্তুই আসিয়াছি । আপনি
আমাদের প্রার্থিত বিষয় দান করুন ॥ ৮২—৮৭ ॥ দধীচি
দেবগণের কথা শুনিয়া কহিলেন, আমাকে কি প্রদান
করিতে হইবে বলুন ! দেবগণ কহিলেন,—হে বিপ্র !
দৈত্যগণের বধসাধনের জন্তু আমরা অশ্রুশব্দ প্রস্তুত
করিব ; সেই জন্তু আপনি আমাদিগকে আপনার
অস্থি সকল প্রদান করুন । বিপ্রার্ধি দধীচি তখন
হাস্ত করিয়া কহিলেন,—দেবগণ ! আপনারা কণ-
কাল অপেক্ষা করুন । আমি নিজেই নিজের এই
কলেবর পরিহার করিব । দেবগণকে এই কথা
কহিয়া দধীচিমুনি পত্নী সুবর্চাকে আহ্বানপূর্বক
বলিলেন,—হে দেবি ! শুচিস্মিতে ! দেবগণ আমার
অস্থির নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, তাই আমি

পরমেন সমাধিনা ॥ ১১ ॥ যয়ি যাতে ব্রহ্মলোকং
হং স্বধর্মেন তত্র মাম্ । প্রাপ্নাস্তেব ন সন্দেহো
বৃথা চিন্তাঞ্চ মা কুথাঃ ॥ ১৩ ॥ ইতু্যক্তা তাং সপত্নীঃ
স প্রেষয়ামাস চাশ্রমম্ । ততো দেবাগ্রতো বিপ্রঃ
সমাধিমগমতুদা ॥ ১৪ ॥ সমাধিনা পরৈর্নৈব বিমুজ্য
স্বং কলেবরম্ । ব্রহ্মলোকং গতঃ সদ্যঃ পুনর্নাবর্ততে
যতঃ ॥ ১৫ ॥ দধীচিনামা মুনিবৃন্দবর্ষাঃ শিবপ্রিয়ঃ
শিবদীক্ষাভিযুক্তঃ । পরোপকারার্থমিদং কলেবরং
শীঘ্রং স বিপ্রোহত্যজদাঘনা তদা ॥ ১৬ ॥

ইতি জীকান্দে দেবীভার্যনয়া দধীচের্ষোগেন স্বদেহ-
বর্জনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । ততঃ সর্ষে সুরগণা দৃষ্ট্বা তং
বিলয়ং গতম্ । চিন্তয়ন্তঃ সুরগণাঃ কথঞ্চ বিদধা-
মহে ॥ ১ ॥ সুরভীঃ চাহ্ময়িত্বা তদোবাচ শচী-
পতিঃ । কলেবরং দধীচস্ত নিহাষং বচনামম ॥ ২ ॥
তথৈতি চ বচো মহা তৎক্ষণাদেব নিহ তৎ ।

আমার এই কলেবর পরিহার করিব এবং
পরম সমাধিযোগে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইব ।
আমি ব্রহ্মলোকে গমন করিলে স্বীয় ধর্মগুণে তুমিও
আমায় সেখানে প্রাপ্ত হইবে ; ইহা নিশ্চয়ই ।
সুতরাং বৃথা চিন্তা করিও না । দধীচিমুনি এই কথা
কহিয়া স্বীয় পত্নীকে আশ্রমে প্রেরণ করিলেন ।
অনন্তর তিনি দেবগণের সমীপে সমাধিস্থ হইলেন
এবং পরম সমাধিযোগে স্বীয় কলেবর পরিহার
করিয়া যেখানে গেলে সংসারে আর পতিত হইতে
হয় না, সদ্যই সেই ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ।
দধীচিনামক মুনি মুনিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ, শিবপ্রিয় ও
শিবমত্রে দীক্ষিত ছিলেন । তিনি পরোপকারার্থ
স্বয়ংই স্বীয় কলেবর পরিহার করিলেন । ৮৮—৯৬।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—অনন্তর সুরগণ দধীচির
সেই দেহাবলান দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,
কিভাবে আমরা এক্ষণে কার্য্যসিদ্ধি করি ? এইরূপ
চিন্তা করিয়া তখন শচীপতি সুরভীকে আহ্বান-
পূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুরভি ! আমার কথাবাসারে
তুমি দধীচির দেহ লেহন কর । সুরভী ‘তথাস্থ’

নিষ্ঠাংসঞ্চ কৃতং সদ্যস্তয়া ধেয়া কলেবরম্ ॥ ৩ ॥
জগৃহস্তানি চাহ্মীনি চক্ৰুঃ শস্যানি বৈ সুরাঃ । তস্ত
বংশোদ্ভবং বজ্রং শিরো ব্রহ্মশিরস্তথা ॥ ৪ ॥ অস্তানি
চাহ্মীনি বহুনি তস্ত ঋষেস্তদানীং জগৃহঃ সুরাশ্চ ।
তথা শিরাজালময়াংশ্চ পাশাংশ্চক্ৰুঃ সুরা বৈরযুতান্চ
দৈত্যান ॥ ৫ ॥ শস্যানি কৃতা তে সর্ষে মহাবলপরা-
ক্রমাঃ । যযুর্দেবাস্থরাযুক্তা বৃত্রঘাতনতৎপরঃ ॥ ৬ ॥
ততঃ সুবর্চাশ্চ দধীচিপত্নী য়া প্রেষিতা সা সুরকার্য্য-
সিদ্ধয়ে । ব্যালোকয়ৎ তত্র সমেতা সর্ষে মৃতং পতিং
দেহমথো দদর্শ তম্ ॥ ৭ ॥ জাহা চ তৎ সর্ষমিদং
সুরাণাং কৃত্যং তদানীঞ্চ চুকোপ সাক্ষী । দদৌ
সতী শাপমতীব কৃষ্টা তদা সুবর্চা ঋষিবর্ষ্যপত্নী ॥ ৮ ॥
অহো সুরা দৃষ্টতরাশ্চ সর্ষে সর্ষে হশজ্ঞাশ্চ তথৈব
লুপ্তাঃ । তস্মাচ্চ সর্ষেহপ্রজসো ভবন্ত দিবৌকসো-
হদ্যপ্রভৃতীতুবাচ সা ॥ ৯ ॥ এবং শাপং দদৌ তেযাং
‘সুরাণাং সা তপস্বিনী । প্রবিষ্টাশ্বখমূলে সা শ্বোদরং
দারযতুদা ॥ ১০ ॥ নির্গতো জঠরাদগর্ভো দধীচস্ত

বাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেই দেহ লেহন
করিয়া মাংসহীন করিয়া ফেলিলেন । তখন সুরগণ
সে দেহের সেই অস্থিপুঞ্জ গ্রহণ করিলেন এবং অবি-
লম্বে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন । দধীচির
মেরুদণ্ডের অস্থি হইতে বজ্র এবং মস্তকের অস্থি
হইতে ব্রহ্মশির নামে অস্ত্র নির্ম্মিত হইল । এতদ্বিধ
সুরগণ তাঁহার অস্ত্রাশ্র অস্থিপুঞ্জ গ্রহণ করি-
লেন । তাঁহার দধীচির শিরাজালে পাশাশ্র
সকল প্রস্তুত করিলেন । মহাবলপরাক্রম দেবগণ
দৈত্যগণের উদ্দেশে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়া
সহর বৃত্রাসুরের বধসাধনার্থ যাত্রা করিলেন । অন-
ন্তর সুরকার্য্য সাধনে উদ্যত হইয়া দধীচিমুনি ঋষীকে
আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই মুনিপত্নী সুবর্চা
তথা হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্ব্বক দেখিলেন,—তাঁহার
পতিদেহ মৃতাবস্থায় পতিত আছে । সাক্ষী সুবর্চা
তখন সমস্তই সুরগণের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারি-
লেন ; বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কুপিত হইলেন । সতী
ঋষিপত্নী সুবর্চা অতিক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ অভিসম্পাত
করিলেন যে, আহা ! দৃষ্টতর সুরগণ ! তোমরা
অতি অক্ষম ; অথচ লুপ্তপ্রকৃতি ; অতএব অদ্য
হইতে তোমরা সকলেই প্রজাহীন হও । ১—৯ ।
সতীশিরোমণি সুবর্চা সুরগণের প্রতি তখন এইরূপ
শাপই প্রদান করিলেন । অনন্তর তিনি এক অশ্বখ-
বৃক্ষমূলে গমনপূর্ব্বক স্বীয় উদর বিদীর্ণ করিয়া
ফেলিলেন । তাহাতে তাঁহার জঠর হইতে মহাশক্তি

মহাশয়ঃ। সাক্ষাৎপ্রাবতারোহসৌ পিপ্পলাদো মহা-
প্রভঃ ॥ ১১ ॥ প্রহস্ত জননী গর্ভপুবাচ কুশিতেক্ষণা।
সুবর্চা তং পিপ্পলাদং চিরং তিষ্ঠাশ্চ সন্নিধৌ ॥ ১২ ॥
অশ্বখশ্চ মহাভাগ সর্ষেবাং সফলো ভবেৎ। তদৈব
ভাবমাণা সা সুবর্চা তনয়ং প্রতি। পতিমবগমৎ সাধ্বী
পরমেন সমাধিনা ॥ ১৩ ॥ এবং দধীচপত্নী সা
পতিনা স্বর্গমারজৎ ॥ ১৪ ॥ তে দেবাঃ কৃতশস্যাস্থা
দৈত্যান্ প্রতি সমুৎসুকাঃ। আজগুশ্চেন্দ্রপুয়াস্তে
মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ১৫ ॥ গুরুং পুরস্কৃত্য তদাজ্ঞয়া
তে গণাঃ সুরাণাং বহুবন্তদানীম্। ভুবং সমাগতা
চ মধ্যদেশমুচ্চ সর্ষে পরমাস্থ্যুক্রাঃ ॥ ১৬ ॥ সমা-
গতানুপস্থিতা দেবাঃশ্চেন্দ্রপুরোগমান। যযৌ বৃত্রো
মহাদৈত্যো দৈত্যবৃন্দসমাবৃতঃ ॥ ১৭ ॥ যথা মেরোশ্চ
শিখরং পরিপূর্ণং প্রদৃশতে। তথা সোহপি মহাতেজা
বিশ্বকর্মাসুতো মহান ॥ ১৮ ॥ তেন দৃষ্টো মহেন্দ্রশ্চ
মহেন্দ্রেন মহাসুরঃ। দেবানাং দানবানাঞ্চ দর্শনং
চ মহাভূতম্ ॥ ১৯ ॥ তদা তে বক্রবৈরাশ্চ দেব-
দৈত্যাঃ পরস্পরম্। অন্তোন্তমভিসংরক্তা জগজ্জুঃ

দধীচির উৎপাদিত গর্ভ তৎক্ষণাৎ নিষ্কান্ত হইল। ঐ
গর্ভ-নিষ্কান্ত মহাপ্রভাব বালকের নাম—পিপ্পলাদ;
ইনি সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার। কুশিত-নয়না জননী
সুবর্চা হস্তপূর্বক সেই পিপ্পলাদাখ্য বালককে বলি-
লেন,—হে মহাভাগ। তুমি এই অশ্বখপাদপের
সমীপে সর্ষদা অবস্থান কর। এবং সকলের প্রতি
ফলপ্রদ হও। সাধ্বী সুবর্চা স্বীয় পুত্রের প্রতি এই
কথা কহিয়া পরম সমাধিযোগে পতি-দেবতার অনু-
সরণ করিলেন। এইরূপে সেই দধীচপত্নী পতির
প্রভাবে স্বর্গধামে উপনীত হইয়াছিলেন। এদিকে
ইন্দ্রপ্রমুখ মহাবলপরাক্রান্ত দেবগণ অন্তঃশস্ত্রে সুসজ্জিত
হইয়া সোৎসাহে দৈত্যগণের প্রতি যুদ্ধাভিযান করি-
লেন। বৃহস্পতি তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিলেন।
তাঁহার আদেশে অন্তান্ত সুরগণ তখন পরমাস্থ্য ধারণ-
পূর্বক ভূতলে থাকিয়া বলিলেন,—এই ত বটে মধ্য-
দেশ। এদিকে মহাদৈত্য বৃত্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ
আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া অন্তান্ত অসুরবৃন্দে
পরিবৃত হইল। মেরুর শিখর যেমন পরিপূর্ণ পরিদৃষ্ট
হয়, সেই মহাতেজা বিশ্বকর্মপুত্রকেও তেমনি মহান
আকারে দেখা যাইতে লাগিল। বৃত্রাসুর মহেন্দ্রকে
দেখিল এবং মহেন্দ্রও তাহাকে দেখিলেন। এইরূপে
দেব ও দানবগণেরও অপূর্ব দর্শন সজ্জাটিত হইল।
তখন বক্রবৈর সুরাসুরগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি

পরমাত্মতম্ ॥ ২০ ॥ বাদিত্রাণি চ ভীমানি বাদ্য-
মানানি সর্ষশঃ। ঋয়ন্তেহত্র গভীরানি সুরাসুরসমা-
গমে ॥ ২১ ॥ বাদ্যামানেষু তূর্য্যেষু তে সর্ষে স্বরয়া-
ষিতাঃ। অনেকেঃ শব্দসজ্জাটৈর্জগুরন্তোন্তমো-
জসা ॥ ২২ ॥ তদা দেবাসুরে যুদ্ধে ত্রৈলোক্যাং
সচরাচরম্। ভবেন মহতা যুক্তং বভূব গতচেতনম্ ॥
২৩ ॥ ছেদিতাঃ ফোটিতাস্চৈব কেচিচ্ছনৈর্দিধা ক্রতাঃ।
নারাটৈশ্চ তথা কেচিচ্ছন্যত্নৈঃ শকলীকৃতাঃ ॥ ২৪ ॥
ভল্লৈশ্চেকর্ষিতাঃ কেচিদ্ভাগভূতা দিবৌকসঃ। রশ্ময়ো
মেঘসমুতাঃ প্রকাশন্তে নভঃস্বিব ॥ ২৫ ॥ শিরাংসি
পতিতান্তেব বহুনি চ নভস্তলাৎ। নক্ষত্রাণীব চ
যথা মহাপ্রলয়সঙ্কলম্ ॥ ২৬ ॥ প্রবর্তিতং মধ্যদেশে
সর্ষভূতক্ষয়াবহম্। শক্রেণ সহ সংগ্রামং চকার
নমুচিস্তদা ॥ ২৭ ॥ বজ্রেণ জঘ্নে তরসা নমুচিং দেব-
রাট স্বয়ম্। ন রোমৈকঞ্চ ক্রটিতং নমুচেরসুরশ্চ চ ॥
২৮ ॥ বজ্রেণাপি তদা সর্ষে বিশ্বযং পরমং গতঃ।
অসুরাশ্চ সুরাশ্চৈব মহেন্দ্রো ব্রীড়িতস্তদা ॥ ২৯ ॥

স্পাদিত হইয়া অতিভীষণ গর্জন করিতে লাগিলেন।
সেই ভীষণ সুরাসুরসংগ্রামে ভয়ঙ্কর বাদিত্র সকল
বাদিত হইতে লাগিল। আর চতুর্দিক্ হইতে তাহা-
দের গভীরধ্বনি কণে কণে প্রতিধ্বনিত হইতে
লাগিল। তূর্য্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। তখন
উভয়পক্ষীয় যোদ্ধাবৃন্দ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা কিপ্রহস্তে
পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সুরাসুর-
সংগ্রামে এই চরাচর ত্রৈলোক্য তখন মহাভয়ে ভীত
হইয়া গতচেতনবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। উভয়
পক্ষীয় যোদ্ধাবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ ছেদিত, কেহ
কেহ ফোটিত, কেহ কেহ শস্ত্রঘাতে বিধাকৃত, কেহ
কেহ নারাচাদি অস্ত্রশস্ত্রে শকলীকৃত, এবং কেহ কেহ
ভগ্নাঙ্গে হতাহত হইল। দেবগণের মধ্যে অনেকে
বিকলাঙ্গ হইলেন। তখন অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা এক্রূপে
রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইল যে, যেন জীবনের ধারাধর-
সকল গগনাজনে প্রকাশ পাইল। মহাপ্রলয়ে যেমন
নক্ষত্রবৃন্দ পতিত হয়, তেমনি বীরগণের বহু শির
তখন নভস্থল হইতে পতিত হইতে লাগিল। এই-
রূপে মধ্যদেশে সর্ষভূত-ক্ষয়ঙ্কর মহাসমর প্রবর্তিত
হইল। তখন নমুচি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল।
১০—২৭। দেবরাজ স্বয়ং বজ্রদ্বারা নমুচিকে আহত
করিলেন; কিন্তু তাহাতে নমুচির একগাছি লোমও
উৎপাটিত হইল না। তখন সুরাসুর সকলেই সে
ব্যাপারে বিশ্বাসপন্ন হইলেন। মহেন্দ্র লজ্জিত হই-

গদয়া নমুচিং জয়ে গদা সাপি বিচূর্ণিতা । নমুচেরঙ্গল-
গাপি পপাত বসুধাতলে ॥ ৩০ ॥ তথা শূলেন মহতা
তং জঘান পুরন্দরঃ । তচ্ছূসং শতধা চূর্ণঃ নমুচেরঙ্গ-
মাশ্রিতম্ ॥ ৩১ ॥ এবং তং বিবিধৈঃ শস্তৈরাজঘান
সুরারিহা । প্রহস্তমানো নমুচির্ন জঘান পুরন্দরম্ ॥
তুষ্ণীভূতস্তদা চেন্দ্রশিখরায় পরয়া যুতঃ । কিং কার্য্য-
কিমকার্য্যং বা ইতীলো নাবিদস্তদা ॥ ৩২ ॥ এতস্মিন্ন-
স্তরে তত্র মহাযুদ্ধে মহাভয়ে । জাতা নভোগতা বাণী
ইন্দ্রমুদিতা সহরম্ ॥ ৩৩ ॥ জহেনমদ্যাস্ত মহেন্দ্র-
দৈত্যঃ দিবোকসাং ঘোরতরং ভয়াবহম্ । ফেনেন
চৈবাশ্ব মহাসুরৈল্লমপাং সমীপেন দূরাসদেন ॥ ৩৪ ॥
অশ্বেন শশ্বেণ চ আহতোহসৌ বধ্যঃ কদাচিত্ত
ভবত্যস্তু । তস্মাচ্চ দেবেশ বধার্থমশ্ব কুরু
প্রযত্নং নমুচের্জরায়নঃ ॥ ৩৫ ॥ নিশমা বাচং পরমার্থ-
যুক্তাং দৈবীং সদানন্দকরীং শুভাবহাম্ । চক্রে পরং
যত্নবতাং বরিষ্ঠো গতোদধেঃ পারমনস্তবীৰ্য্যঃ ॥ ৩৬ ॥
তজাগতং সমীক্ষ্যথ নমুচিঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ । হুহা
শূলেন দেবেল্লং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৩৭ ॥ সমুদ্রস্ত তটঃ

লেন । তিনি পুনরায় গদা দ্বারা নমুচিকে প্রহার করি-
লেন ; কিন্তু সে গদা চূর্ণ হইয়া গেল ; নমুচির অঙ্গলগ্ন
হইয়াই তাহা বসুধাপৃষ্ঠে পতিত হইল । অনন্তর
পুরন্দর তাঁহাকে শূলদ্বারা আহত করিলেন , কিন্তু
নমুচির অঙ্গসংলগ্ন হইয়া সে শূলও শতধা চূর্ণ হইয়া
গেল । সুরারিঘাতী ইন্দ্র এইরূপে নানাবিধ অস্ত্র
দ্বারা নমুচিকে আহত করিলেন ; কিন্তু নমুচি পুরন্দ-
রকে কোনই আঘাত প্রদান করিল না । সে কেবল
হাসিতে লাগিল । তখন ইন্দ্র তুষ্ণীভাবে অত্যন্ত
চিন্তাযুক্ত হইলেন ; কিন্তু বহু চিন্তা করিয়াও কি কার্য্য
আর কি অকার্য্য, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না ।
এই সময় সেই ভীষণ মহাযুদ্ধে ইন্দ্রকে বাক্য করিয়া
সহর এক আকাশবাণী উথিত হইল । সে বাণীর
মর্ম্ম এই যে, হে মহেন্দ্র ! এই স্বর্গবাসীদিগের ভয়া-
বহ মহাদৈত্যকে জনসমীপে কঠিন ফেনপুঞ্জ দ্বারা
শীঘ্র নিহত কর । এই মহাসুর, ইহা ভিন্ন অন্য
কোন শস্ত্র দ্বারা আহত হইলে কদাচ বধ্য হইবে না ।
অতএব হে দেবেশ ! এই দূরাশ্বা নমুচির বধ সাধ-
নার্থ তুমি সচেষ্ট হও । অনন্তবীৰ্য্য যক্ষ্মীলদিগের
বরিষ্ঠ বাসব তখন সেই পরমার্থময়ী শুভজননী
আনন্দকরী দৈববাণী শ্রবণ করিয়া উদধির তীরে গমন
করিলেন । নমুচি ইন্দ্রকে তথাগত দর্শনে ক্রোধ-
মুচ্ছিত হইল এবং তাঁহাকে শূল দ্বারা সমাহত করিয়া

কস্মাৎ সেবিতঃ সুরসত্তম । বিহায় রণভূমিঞ্চ ত্যক্ত-
শস্ত্রোহভবদুবান্ ॥ ৩৯ ॥ হৃদীয়েনৈব বজ্রেণ কিং
কৃতং মম হৃদ্যতে ॥ ৪০ ॥ তথান্মানি চ শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি
সুবহ্নি চ । গৃহীতানি পুরা মন্দ হস্তং মামেব
চাধনা ॥ ৪১ ॥ কিং করিবাসি মাং হস্তং যুদ্ধায় সমুপ-
স্থিতঃ । কেন শশ্বেণ রে মন্দ যোদ্ধুমিচ্ছসি সং-
যুগে ॥ ৪২ ॥ তাং ঘাতয়ামি চাদৈব যদি তিষ্ঠসি
সংযুগে । নো চেন্দ্রাচ্চ ময়া মুক্তশিরঃ জীব সুখী
ভব ॥ ৪৩ ॥ এবং স গর্ষিতঃ তস্মাৎ বাক্যমাহব-
শোভিনঃ । শস্ত্রা মহেন্দ্রোহপি কুশা জগৃহে ফেনম-
দ্ভুতম্ । ফেনং করতঃ দৃষ্ট্বা তু অসুরা জহসুস্তদা ॥
৪৪ ॥ ক্ষয়ঃ গাত্রানি চাত্রাণি কেনেনৈব পুরন্দরঃ । হস্ত-
মিচ্ছতি মামদা শত্রুতুরুদারবীঃ ॥ ৪৫ ॥ এবং
প্রহস্ত নমুচিরবজ্রায় পুরন্দরম্ । সাবজ্রং পুরতস্তস্মৌ
নমুচিদৈতাপুঞ্জবঃ ॥ ৪৬ ॥ তদৈব তং স ফেনেন
শীঘ্রমিল্লো জঘান হ ॥ ৪৭ ॥ হতে তু নমুচৌ দেবাঃ
সর্কে চৈব মুদাধিতাঃ । সাধু সাধ্বিতি শব্দেন ঋষয়-

হাসিতে হাসিতে বলিল,—হে সুরবর ! রণাঙ্গন পরি-
হার করিয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রের তট
আশ্রয় করিয়াছ কেন ? হে হৃদ্যতে ! তোমার বজ্র
দ্বারা আমার কি করিতে পারিয়াছ ? রে মন্দ ! পূর্ব্বে
তুমি আমাকে বধ করিবার জন্য বজ্রব্যতীত অন্যান্য
আরও অসংখ্য অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলে । অধুনা
আবার আমাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কি
করিবে ? যুদ্ধের জন্য এখানে আসিয়াছ ?—রে মন্দ !
কোন অস্ত্র দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা
করিয়াছ ? যদি তুমি রণক্ষেত্র হইতে অপস্থত না
হও, তাহা হইলে অদ্যই আমি তোমাকে নিহত করিব;
অথবা যদি যুদ্ধের ইচ্ছা না থাকে, তবে যাও—
আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইয়া তুমি চিরজীবী ও
সুখী হইয়া থাক । ২৮—৪৩ । যুদ্ধোদ্যত নমুচির
এই গর্ষিত বাক্য শুনিয়া মহেন্দ্র অতি রোষভরে
অদ্ভুত ফেনপুঞ্জ গ্রহণ করিলেন । ইন্দ্রের করে
ফেন দর্শনে অসুরেরা হাস্য করিয়া উঠিল ।
নমুচি ভাবিল,—অস্ত্রশস্ত্র ফুরাইয়াছে ; এক্ষণে শত
যজ্ঞযাজী মহাবুদ্ধি পুরন্দর আমাকে ফেনদ্বারা
বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । এই ভাবিয়া
দৈত্যবর নমুচি পুরন্দরের প্রতি অবজ্রা দেখাইয়া
হাস্য করিল এবং অবজ্রা সহকারেই ইন্দ্রসমীপে
অবস্থান করিতে লাগিল । ইন্দ্র বিলম্ব না করিয়া
সেই দণ্ডেই নমুচিকে ফেন দ্বারা নিহত করিলেন ।
নমুচি নিহত হইলে দেবগণ মুদিত হইলেন এবং

শ্ৰীভাপূজয়ন ॥ ৪৯ ॥ তদা সর্ষে জয়ং প্রাপ্তা হুহা
নমুচিমাহবে । দৈত্যাস্তে কোপসংরক্তা যোদ্ধুকামা
মুদাষিতা ॥ ৫০ ॥ পুনঃ প্রববুতে যুদ্ধং দেবানাং
দানবৈঃ সহ । শস্ত্রাশ্চৈব বহু ॥ মৃত্যুঃ পরস্পরবধৈ-
বিভিঃ ॥ ৫১ ॥ যদা তে হস্তুরা দেবৈঃ পাতিতাশ্চ
পুনঃপুনঃ । তদা বৃত্তো মহাতেজাঃ শতক্রতুপা-
ভজৎ ॥ ৫২ ॥ বৃত্তঃ দৃষ্টা তদা সর্ষে সস্তুরাস্তুর-
মানবাঃ । ভয়েন মহতাবিষ্টাঃ পতিতা ভূবি শেরতে ॥
৫৩ ॥ এবং ভীতেষু সর্ষেষু স্তুরসিকেষু বৈ তদা ।
ইন্দ্রশ্চৈরাবগাক্তো বজ্রপানিঃ প্রতাপবান ॥ ৫৪ ॥
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন চামরেন বিরাজিতঃ । তদা সর্ষেঃ
সমেতো হি লোকপালৈঃ প্রতাপিতঃ ॥ ৫৫ ॥ বৃত্তঃ
বিলোকা তে সর্ষে লোকপালা মহেশ্বরঃ । ভব-
ভীতাশ্চ তে সর্ষে শিবঃ শরণমবধুঃ ॥ ৫৬ ॥ মনসা-
চিন্তয়ন্ সর্ষে শঙ্করং লোকশঙ্করম্ । লিঙ্গং সম্পূজ্য
বিধিবন্নহেন্দ্রো জয়কামুকঃ ॥ ৫৭ ॥ গুরুণা বিদিতঃ
সদ্যো বিশ্বাসেন পরেণ হি । উবাচ চ তদা শক্রঃ
বৃহস্পতিকদারধীঃ ॥ ৫৮ ॥ বৃহস্পতিক্রবাচ । কার্তিকে
শুক্লপক্ষে তু মন্দবারে ত্রয়োদশী । সমগ্রা যদি

ঋষিগণ সাধু সাধু শব্দে ইন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন ।
নমুচি যুদ্ধে নিহত হইলে দেবগণ বিজয়ী হইলেন ।
তখন দৈত্যগণ কোপাকুল হইল এবং যুদ্ধার্থ উৎসাহ
প্রকাশ করিল । অনন্তর পুনরায় দেব-দানবের যুদ্ধ
আরম্ভ হইল । পরস্পর বধেষণায় শস্ত্রাস্ত্র বহুধা
বধিত হইতে লাগিল । যখন দেবগণ পুনঃপুনঃ
অস্তুরদিগকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন, তখন
মহাতেজা বৃত্ত শতক্রতুর দিকে ধাবিত হইল । স্তুর,
অস্তুর, নর সেকালে সকলেই বৃত্তাস্তুরকে
দেখিয়া মহাভয়ে ভূশায়ী হইতে লাগিল । স্তুর
ও সিদ্ধগণ এইরূপে ভীত হইলে তখন ইন্দ্র ঐরাবতে
আরোহণপূর্বক বজ্রহস্তে বিরাজ করিতে লাগিলেন ।
তাহার মস্তকোপরি ছত্র বিধৃত হইল এবং পার্শ্বে
চামর চালিত হইতে লাগিল । সমস্ত লোকপালবর্গ
তাহার সহিত আসিয়া যোগদান করিলেন । তাহারা
সকলে বৃত্তকে দেখিবামাত্র ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন
এবং সকলেই শিবের শরণাপন্ন হইলেন । সকলেই
লোকশঙ্কর শঙ্করকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি-
লেন । মহেন্দ্র জয়কামিনার বৃহস্পতির উপদেশে পরম
বিশ্বাস সহকারে তখন বিধিমতে লিঙ্গপূজা করি-
লেন । তখন উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কহিলেন,—
কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের শনিবারে যদি সমগ্র

লভ্যত সর্ষপ্রাপ্ত্য ন সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ তস্মাৎ প্রদোষ-
সময়ে লিঙ্গরূপী সদাশিবঃ । পূজনীয়ো হি দেবেন্দ্র
সর্ষকামার্থসিকয়ে ॥ ৬০ ॥ স্নানো মধ্যাহ্নসময়ে তিলা-
মলকসংযুতম্ । শিবস্ত চার্চনং কুর্যাদগন্ধপুষ্প-
ফলাদিভিঃ ॥ ৬১ ॥ পশ্চাৎ প্রদোষবেলায়াং স্বাবরং
লিঙ্গমর্চয়েৎ । স্বয়ম্ভু স্থাপিতং চাপি পৌরুষেয়ম-
পৌরুষম্ ॥ ৬২ ॥ জনে বা বিজনে বাপি অরণ্যে বা
তপোবনে । তল্লিঙ্গমর্চয়েদ্বক্তব্যং প্রদোষে তু বিশে-
ষতঃ ॥ ৬৩ ॥ গ্রামাবহিঃ স্থিতং লিঙ্গং গ্রামাচ্ছতগুণং
ফলম্ । বাহ্যচ্ছতগুণং পুণ্যমরণ্যে লিঙ্গমদ্ভুতম্ ॥
৬৪ ॥ আরণ্যচ্ছতগুণং পুণ্যমর্চিতং পার্শ্বতঃ যথা ।
পার্শ্বতঃ লিঙ্গাচ্ছতগুণং চাযুতসংযুক্তম্ । তপো-
বনাস্থিতং লিঙ্গং পূজিতং বা মহাফলম্ ॥ ৬৫ ॥
তস্মাদেতদ্বিভাগেন শিবপূজার্চনং বুধৈঃ । কর্তব্যং
নিপুণত্বেন তীর্থস্থানাদিকং তথা ॥ ৬৬ ॥ পঞ্চপিণ্ডান্
সমুদ্ভূতা স্নানমাত্রেন শোভনম্ । কূপে স্নানং
প্রকুবীত উদ্ধতেন বিশেষতঃ ॥ ৬৭ ॥ তড়াগে দশ
পিণ্ডাশ্চ উদ্ধত্যা স্নানমাচরেৎ । নদীস্নানং বিশিষ্টক
মহানদ্যাং বিশেষতঃ ॥ ৬৮ ॥ সর্ষেয়ামপি তীর্থানাং

ত্রয়োদশী তিথি লাভ হয়, তাহা হইলে ঐ দিন শিব-
প্রাপ্তির অনুকূল হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই । হে
দেবেন্দ্র । ঐ দিবস প্রদোষকালে সর্ষাভীষ্ট সিদ্ধির
নিমিত্ত লিঙ্গরূপী সদাশিবকে পূজা করিতে হয় ।
মধ্যাহ্নকালে স্নান করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও ফলাদি দ্বারা
তিল ও আমলকসহ শিবার্চনা বিধেয় । অনন্তর
প্রদোষ বেলায় স্বাবর লিঙ্গ অর্চনীয় । লোকালয়ে,
নির্জনে, অরণ্যে বা তপোবনে স্থাপিত পৌরুষেয় বা
অপৌরুষেয় শিবলিঙ্গ প্রদোষে ভক্তিসহকারে পূজা
করা কর্তব্য । গ্রামের বাহিরে যে লিঙ্গ অবস্থিত,
তাহার অর্চনায় গ্রামা লিঙ্গার্চনার ফল হইতে শত-
গুণ অধিক ফল । এইরূপে গ্রামবহিঃস্থ লিঙ্গার্চনা-
পেক্ষা অরণ্যস্থ লিঙ্গার্চনায় শতগুণ; অরণ্যস্থ
অপেক্ষা পার্শ্বতস্থ শিবার্চনায় শতগুণ; পার্শ্বত্যা লিঙ্গা-
র্চনাপেক্ষা তপোবনাস্থিত লিঙ্গার্চনায় অযুত-সংখ্যক
পুণ্যফল হইয়া থাকে । ৪৪—৬৫ । অতএব বিজ্ঞ
ব্যক্তির এইরূপ বিভাগক্রমে নিপুণতার সহিত শিবা-
র্চনা ও তীর্থস্থানাди করিবেন । কূপে স্নান করিবা-
মাত্র তথা হইতে পঞ্চ মৃত্তিকাপিণ্ড এবং তড়াগে স্নান
করিলে দশ মৃত্তিকাপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া স্নানোচরণ
করিতে হইবে । স্নানমধ্যে নদীস্নানই বিশিষ্ট ।
বিশেষতঃ মহানদী প্রভৃতিতে স্নান আরও প্রশস্ত ।

গঙ্গান্নানং বিশিষ্যতে। দেবখাতে চ তন্তুলা^১
প্রশস্তং স্নানমাচরেৎ ॥ ৬৯ ॥ প্রদীপানাং সহস্রেন
দীপনীয়ঃ সদাশিবঃ। তথা দীপশতেনাপি দ্বাত্রিংশ-
দীপমালায়া ॥ ৭০ ॥ যতেন দীপয়েদীপাঙ্কিবশ্চ পরি-
তুষ্টয়ে। তথা ফলৈশ্চ দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্গন্ধ-
ধূপকৈঃ ॥ ৭১ ॥ উপচারৈঃ ষোড়শতিলিঙ্গরূপী সদা-
শিবঃ। পূজ্যঃ প্রদোষবেলায়াং নৃভিঃ সর্বার্থ-
সিদ্ধয়ে ॥ ৭২ ॥ প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বীত শতমষ্টোত্তরং
তথা। নমস্কারান্ প্রকুর্ব্বীত তাবৎ সংখ্যান্
প্রযত্নতঃ ॥ ৭৩ ॥ প্রদক্ষিণনমস্কারৈঃ পূজনীয়ঃ সদা-
শিবঃ। নান্নাং শতেন কুদ্রোহসৌ স্তবনীয়ো যথা-
বিধিঃ ॥ ৭৪ ॥ নমো কুদ্রায় ভীমায় নীলকণ্ঠায় বেধসে।
কপর্দিনে সুরেশায় ব্যোমকেশায় বৈ নমঃ ॥ ৭৫ ॥ বৃষ-
ধ্বজায় সোমায় নীলকণ্ঠায় বৈ নমঃ। দিগম্বরায় ভর্গায়
উমাকান্তকপর্দিনে ॥ ৭৬ ॥ তপোময়্যায় বাণ্ডায় শিপি-
বিষ্টায় বৈ নমঃ। বালপ্রিয়ায় বাল্যায় বালানাং
পতয়ে নমঃ ॥ ৭৭ ॥ মহীধরায় বাঘায় পশুনাং পতয়ে
নমঃ। ত্রিপুরাস্তকসিংহায় শার্দুলোগ্রবায় চ ॥ ৭৮ ॥
মীনায় মীননাথায় সিদ্ধায় পরমেষ্ঠিনে। কামাস্তকায়

সর্ব তীর্থাপেক্ষা গঙ্গান্নান আরও প্রশস্ত। দেব-
খাতাদিতে স্নান গঙ্গান্নানেরই তুল্য ফলজনক।
অতএব সে সমুদয়ে স্নানাচরণ করিবে। সহস্র
সহস্র প্রদীপ জালিয়া শিবলিঙ্গ উদ্ভাসিত করিবে।
এইরূপ শত দীপ, দ্বাত্রিংশৎ দীপমালা, এবং শিব-
সন্তোষের জন্য স্তবদীপ দ্বারাও শিবালয় আলোকিত
করা কর্তব্য। এইরূপ দীপ এবং বিবিধ ফল,
নৈবেদ্য ও গন্ধধূপাপি ষোড়শ উপচার দ্বারা প্রদোষ-
কালে সদাশিবকে পূজা করা নরগণের পক্ষে সর্বার্থ-
সিদ্ধির নিমিত্ত একান্তই কর্তব্য। অনন্তর অষ্টোত্তর
শতবার প্রদক্ষিণান্তে উক্ত সংখ্যক নমস্কার করিবে।
এইরূপে প্রদক্ষিণ এবং নমস্কার দ্বারা সদাশিবের
পূজা করিতে হইবে। অনন্তর শতনাম দ্বারা কুদ্র-
দেবকে যথাবিধি স্তব করিবে; যথা—কুদ্র, ভীম,
নীলকণ্ঠ, এবং বেধাকে নমস্কার করিবে। যিনি কপদী,
সুরেশ ও ব্যোমকেশ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি
বৃষধ্বজ, সোম, নীলকণ্ঠ, দিগম্বর, ভর্গ ও উমাকান্ত,
তাঁহাকে নমস্কার। যিনি তপোময়, বাণ্ড ও শিপি-
বিষ্ট, তাঁহাকে নমস্কার। অপিচ বালপ্রিয়, বাল ও
বালপতিকেকে নমস্কার। মহীধর, বাঘ, এবং পশু-
পতিকেকে নমস্কার। যিনি ত্রিপুরাস্তক, সিংহ ও
শার্দুলোগ্রব এবং যিনি মীন, মীননাথ, সিদ্ধ,

বুদ্ধায় বুদ্ধীনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৭৯ ॥ কপোতায়
বিশিষ্টায় শিষ্টায় পুরমায়ানে। বেদায় বেদবীজায়
দেবগুহ্যায় বৈ নমঃ ॥ ৮০ ॥ দীর্ঘায় দীর্ঘদীর্ঘায় দীর্ঘা-
র্ঘায় মহায় চ। নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায় ব্যোমরূপায় বৈ
নমঃ ॥ ৮১ ॥ গজাসুরবিনাশায় হৃদকাসুরভেদিনে।
নীললোহিতগুহ্যায় চণ্ডমুণ্ডপ্রিয়ায় চ ॥ ৮২ ॥ ভক্তি-
প্রিয়ায় দেবায় জ্ঞানাজ্ঞানাব্যায় চ। মহেশায় নম-
স্ততাং মহাদেবহরায় চ ॥ ৮৩ ॥ ত্রিনেত্রায় ত্রিবেদায়
বেদাঙ্গায় নমো নমঃ। অর্থায় অর্থরূপায় পরমার্থায় বৈ
নমঃ ॥ ৮৪ ॥ বিশ্বরূপায় বিশ্বায় বিশ্বনাথায় বৈ নমঃ।
শঙ্করায় চ কালায় কালাবয়বরূপিণে ॥ ৮৫ ॥ অরূপায় চ
স্বাক্ষায় স্বাক্ষস্বাক্ষায় বৈ নমঃ। শশানবাসিনে তুভ্যং
নমস্তে কৃতিবাসসে ॥ ৮৬ ॥ শশাঙ্কশেখরায়ৈব কুদ্র-
বিশ্বাশ্রয়ায় চ। দুর্গায় দুর্গসারায় দুর্গাবয়বসাক্ষিণে ॥
৮৭ ॥ লিঙ্গরূপায় লিঙ্গায় লিঙ্গানাং পতয়ে নমঃ।
নমঃ প্রণবরূপায় প্রণবার্থায় বৈ নমঃ ॥ ৮৮ ॥ নমো
নমঃ কারণকারণায় তে মৃত্যুঞ্জয়ায়ান্ধভবস্বরূপিণে।
ত্রিযমকায়াসিতকণ্ঠ ভর্গ গোবীপতে সকলমঙ্গলহেতবে
নমঃ ॥ ৮৯ ॥ বৃহস্পতিকৃবাচ। নান্নাং শতং মহেশস্ত
উচ্চার্য্য ত্রিভির্নামৈঃ। প্রদক্ষিণনমস্কারৈরেতৎসংখ্যৈঃ
প্রযত্নতঃ। কার্য্যং প্রদোষসময়ে তুষ্টার্থং শঙ্করস্ত চ ॥

পরমেষ্ঠী, কামাস্তক, বুদ্ধ এবং বুদ্ধিপতি, তাঁহাকে
নমস্কার। যিনি কপোত, বিশিষ্ট, শিষ্ট, পরমাত্মা,
বেদ, বেদবীজ ও বেদগুহ্য, তাঁহাকে নমস্কার।
যিনি দীর্ঘ, দীর্ঘ-দীর্ঘ, দীর্ঘার্ঘ, ও মহ, তাঁহাকে নম-
স্কার। যিনি জগৎপ্রতিষ্ঠা, ব্যোমরূপ, গজাসুর-
বিনাশন, হৃদকাসুরঘাতী, নীললোহিত, গুহ্য,
চণ্ডমুণ্ডপ্রিয়, ভক্তিপ্রিয়, দেব, জ্ঞানাজ্ঞানাব্য, মহেশ,
মহাদেব, হর, ত্রিনেত্র, ত্রিদেব ও বেদাঙ্গ, তাঁহাকে
বার-বার নমস্কার। যিনি অর্থ, অর্থরূপ, পরমার্থ,
বিশ্বরূপ, বিশ্ব, বিশ্বনাথ, শঙ্কর, কাল, কালাবয়বরূপী,
অরূপ, স্বাক্ষ, ও স্বাক্ষস্বাক্ষ, তাঁহাকে নমস্কার। হে
দেব! তুমি শশানবাসী, কৃতিবাস, তোমায় নমস্কার।
তুমি শশাঙ্কশেখর, কুদ্র, বিশ্বাশ্রয়, দুর্গ, দুর্গসার, দুর্গা-
বয়বসাক্ষী, লিঙ্গরূপ ও লিঙ্গপতি, তোমাকে নম-
স্কার। তুমি প্রণবরূপ, মৃত্যুঞ্জয়, আন্ধ-ভবস্বরূপী, ত্রিয-
মক, অসিতকণ্ঠ, ভর্গ, গোবীপতি, ও সকল মঙ্গল-
হেতু, তোমাকে বার বার নমস্কার ॥ ৬৬—৮৯ ॥ বৃহস্পতি
কহিলেন,—ব্রতী ব্যক্তি মহেশের এই শতনাম উচ্চা-
রণ করিবেন এবং অসংখ্য প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত
দ্বারা শঙ্করের তুষ্টি নিমিত্ত প্রদোষকালে সমস্ত

৯০ ॥ এবং ত্রতং সমুদ্ভিষ্টং তব শত্রু মহামতে ।
শীঘ্রং কুরু মহাভাগ পশ্চাদ্ভুজং কুরু প্রভো ॥ ৯১ ॥
শস্ত্রোঃ প্রসাদাৎ সর্বং তে ভবিষ্যতি জয়াদিকম্ ॥
৯২ ॥ বৃজো হুয়ং মহাতেজা দৈতেয়স্তপসা পুরা ।
শিবং প্রসাদয়ামাস পর্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৯৩ ॥ নাম্না
চিত্ররথো রাজা বনং চিত্ররথস্থ তৎ । এতজ্জানীহি
তো ইন্দ্র শিবপূর্যাঃ সমীপতঃ ॥ ৯৪ ॥ যস্মিন বনে
মহাভাগ ন সন্তি চ ষড়্ভূয়ঃ । তস্মাচ্চৈত্ররথং নাম
বনং পরমমঙ্গলম্ । তস্মা রাজঃ শিবেনৈব দত্তং
যানং মহাভূতম্ ॥ ৯৫ ॥ কামগং কিঙ্কণীযুক্তং সিদ্ধ-
চারণসেবিতম্ । গন্ধর্কেরপারোয়কৈঃ কিম্বরৈরুপ-
শোভিতম্ ॥ ৯৬ ॥ ততস্তেনৈব যানেন পৃথিবীং
পর্যটন পুরা । তথা গিরীশমুখ্যাংস্ত দ্বীপাংস্ত
বিবিধাংস্তথা ॥ ৯৭ ॥ একদা পর্যটন রাজা নাম্না
চিত্ররথো মহান্ । কৈলাসমাগতস্তত্র স দদর্শ পরা-
ভূতম্ ॥ ৯৮ ॥ সভাতলং মহেশস্ত গণৈশ্চৈব বিরাজিতম্ ।
অর্দ্ধাঙ্গলগ্নয়া দেব্যা শোভিতঞ্চ মহেশ্বরম্ ॥
৯৯ ॥ নিরীক্ষ্য দেব্যা সহিতং সদাশিবং দেব্যাবিতং

অর্চনা করিবেন । হে মহামতে ইন্দ্র ! এই ত্রত
তোমার উদ্দেশ্যেই কীর্তিত হইল । হে মহাভাগ !
শীঘ্র ইহা আচরণ কর ; পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ।
শত্রুর প্রসাদে তোমার বিজয়লাভাদি সর্বাভীষ্টই
সিদ্ধ হইবে । এই যে মহাতেজা বৃজাসুরকে দেখি-
তেছ, এই অসুর পুরাকালে গন্ধমাদনশৈলে তপস্তা
করিয়া শিবের প্রসন্নতা উৎপাদন করিয়াছিল ।
চিত্ররথ নামে প্রসিদ্ধ বন, রাজা চিত্ররথের অধি-
কৃত । হে ইন্দ্র ! জানিবে, ঐ বন শিবপুরীর
সমীপে অবস্থিত । হে মহাভাগ ! সে বনে ষড়্ভূয়
নাই ; সুতরাং চিত্ররথ বন পরম মঙ্গলের নিকে-
তন । ভগবান্ শিব রাজা চৈত্ররথকে এক অদ্ভুত
কামগামী যান প্রদান করিয়াছিলেন । ঐ যান
কিঙ্কণীকণিত, সিদ্ধচারণ-সেবিত, এবং গন্ধর্ষ,
অপ্সর, যক্ষ ও কিম্বরগণ দ্বারা উপশোভিত । রাজা
চিত্ররথ ঐ যানারোহণে প্রধান প্রধান পর্বত ও
বিবিধ দ্বীপাদি পরিভ্রমণ করিতে করিতে সমগ্র
পৃথিবী পর্যটন করিয়াছিলেন । মহারাজ চিত্ররথ
পর্যটন করিতে করিতে একদা কৈলাসে আসি-
লেন—আসিয়া মহেশ্বরের পরমাভূত সভাতল নিরীক্ষণ
করিলেন । দেখিলেন,—ঐ সভায় অসংখ্য প্রমথ
বিরাজ করিতেছে । অর্দ্ধাঙ্গসজিনী দেবীর সঙ্গে
মহেশ্বর শোভিত হইতেছেন । চিত্ররথ দেবীসহ

বাক্যমিদং বভাষে ॥ ১০০ ॥ বয়ঞ্চ শস্ত্রো বিষয়া-
বিতাশ্চ মন্ত্রাদয়ঃ স্ত্রীজিতাশ্চাপি চাস্তে । ন লোক-
মধ্যে বয়মেব চাস্তাঃ স্ত্রীসেবনং লজ্জয়া মৈব কুর্শ্যঃ ॥
এতদ্বাক্যং নিশম্যাত্ম মহেশঃ প্রহসন্নিব । উবাচ
স্ত্রায়সংযুক্তং সর্বেষামপি শৃণুতাম্ ॥ ১০২ ॥ ভয়ং
লোকাপবাদাচ্চ সর্বেষামপি নাস্তথা । গ্রাসিতং
কালকূটঞ্চ সর্বেষামপি দুর্জয়ম্ । তথাপি উপহাসো
মে কৃতো রাজা হি দুর্জয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ তং চিত্ররথ-
মাহুয় গিরিজা বাক্যামববীৎ ॥ ১০৪ ॥ গিরিজোবাচ ।
রে হুরাঘ্ননকথং ভুজ শঙ্করশ্চোপহাসিতঃ । ময়া সঠৈব
মন্দাঘ্নন ভুজ্যসে কশ্মণঃ ফলম্ ॥ ১০৫ ॥ সাধুনাং
সমচিত্তানামুপহাসং কয়োতি যঃ । দেবো বাপাত্য বা
মর্ত্যঃ স বিজ্ঞেয়োহধমাদমঃ ॥ ১০৬ ॥ এতে মুনী-
শ্চাশ্চ মহানুভাবাস্তথা হমী স্ববয়ো বেদগর্তাঃ ।
তথৈব সর্বে সনকাদয়ো হমী অজ্ঞাশ্চ সর্বে শিবমর্চ্চ-
য়ন্তে ॥ ১০৭ ॥ রে মূঢ় সর্বেষু জনৈষ্যভিজ্ঞত্বমেক
এবাদ্য ন চাপরে জনাঃ । তস্মাদভিজ্ঞং হি কয়োমি
দৈতাং দেবৈর্দ্বিজৈশ্চাপি বহিষ্কৃতং ত্বাম্ ॥ ১০৮ ॥

সদাশিবকে দেখিয়া এই বাক্য বলিলেন যে, হে
শস্ত্রো ! আমরা এবং আমাদের মন্ত্রিগণ সকলেই
বিষয়াসক্ত ; এতদ্ভিন্ন অন্তান্ত আরও অনেক
স্ত্রীজিত ব্যক্তি আছে ; আমরা অজ্ঞ হইলেও,
লজ্জায় লোকমধ্যে স্ত্রীসেবা করি না । মহেশ এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্তান্ত সকলকে শুনাইয়া হাসিতে
হাসিতে এই স্ত্রায় বাক্য বলিলেন যে, লোকাপবাদে
সকলেরই ভয় আছে, একথা নিশ্চয়ই । কিন্তু সক-
লের দুর্জয় কালকূট আমি গ্রাস করিয়াছি ; তথাচ
রাজা চিত্ররথ আমায় উপহাস করিল ! ১০—১০৩ ।
তখন গিরিজা চিত্ররথকে সন্দোধান করিয়া
বলিলেন,—রে মূর্থ হুরাঘ্নন ! তুমি আমার
স হিতশঙ্করকে কেন উপহাস করিতেছ ?
রে মন্দাঘ্নন ! এই দুর্কর্মের ফল তুমি এখনই
প্রত্যক্ষ করিবি । সুরই হউক, আর নরই
হউক, যে ব্যক্তি সমচেতা সাধুদিগকে উপহাস করে,
সে অধম অপেক্ষাও অধম । এই সকল মহাভূতব
মুনীন্দ্র এবং ঐ সমস্ত বেদবাদী সৌনকাদি ঋষি,
ইহারা কি সকলেই অজ্ঞ ? ইহাদের অজ্ঞতার জন্তই
কি ইহারা শিবার্চনা করিয়া থাকেন ? রে মূঢ় !
সর্বলোকের মধ্যে তুমিই কি এখন একমাত্র অভিজ্ঞ ?
আর আর সকলে অভিজ্ঞ নহে ? অতএব তোমাকে
আমি দেব-দ্বিজের বহিষ্কৃত জনৈক অভিজ্ঞ দৈতা

এবং শপ্তস্তয়া দেব্যা ভবাত্তা রাজসত্তমঃ । রাজা
চিত্তরথঃ সদ্যঃ পপাত সহসা দিবঃ ॥ ১০৯ ॥ আশুরীং
যোনিমাসাদ্য বৃত্তো নান্নাভবত্তদা । তপসা পরমে-
নৈব হৃষ্টা সংযোজিতঃ ক্রমাৎ ॥ ১১০ ॥ তপসা তেন
মহতা অজেয়ো বৃত্ত উচ্যতে । তস্মাচ্ছত্ৰঃ সমভ্যর্চ্য
প্রদোষে বিধিনাধুনা ॥ ১১১ ॥ জহি বৃত্তঃ মহাদৈত্যঃ
দেবানাং কার্যসিদ্ধয়ে । গুরোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা উবাচাথ
শতক্রতুঃ । সোদ্যাপনবিধিঃ ক্রহি প্রদোষস্ত চ
মেহধুনা ॥ ১১২ ॥ বৃহস্পতিক্রবাচ । কার্ত্তিকে মাসি
সম্প্রাপ্তে মন্দবারে ত্রয়োদশী । সম্পূর্ত্তিঃ ভবেত্তত্র
সম্পূর্ণব্রতসিদ্ধয়ে ॥ ১১৩ ॥ বৃষভো রাজতঃ কার্য্যঃ
পৃষ্ঠে তন্ত সুপীঠকম্ । তস্তোপরি স্তম্বেদেবমুমা-
কান্তঃ ত্রিলোচনম্ ॥ ১১৪ ॥ পঞ্চবক্ত্রঃ দশভুজমর্দ্ধাঙ্গে
গিরিজাং সতীম্ । এবং চোমামহেশ্বরং সৌবর্ণং
কারয়েদ্বৃষঃ ॥ ১১৫ ॥ সবৃষঃ তাম্রপাত্রে চ বস্ত্রেণ
পরিণীতৈতে । স্থাপয়িত্বোমযা সার্কঃ নানাভোগসম-
বিতম্ ॥ ১১৬ ॥ বিধিনা জাগরং কুর্ধ্যাদ্রাতৌ শ্রদ্ধা-
সমবিতঃ । পঞ্চায়তেন স্পনং কার্য্যমাদৌ প্রযত্নতঃ ॥
১১৭ ॥ গোক্ষীরস্নানং দেবেশ গোক্ষীরেণ ময়া

করিয়া দিতেছি। এইরূপে সেই রাজশ্রেষ্ঠ চিত্তরথ
দেবী ভবানীর নিকট অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া সহসা
স্বর্ণ হইতে পতিত হইল এবং আশুরী যোনি প্রাপ্ত
হইয়া বৃত্ত নামে খ্যাতিলাভ করিল। বৃত্ত বিশ্বকর্ম্মার
তপঃফলে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইল এবং সেই মহা-
তপস্কার প্রভাবে সর্বত্র অজেয় হইয়া উঠিল। অত-
এব প্রদোষে যথাবিধি শত্ৰুকে অর্চনা করিয়া দেব-
কার্য্যার্থ মহাদৈত্য বৃত্তকে বিনাশ কর। বৃহস্পতির
সেই বাক্য শুনিয়া ইন্দু কহিলেন,—আপনি উদ্যাপন
বিধিসহ প্রদোষপূজার বিবরণ ব্যক্ত করুন। বৃহ-
স্পতি কহিলেন,—কার্ত্তিক মাসে শনিবার ত্রয়োদশী-
তেই সম্পূর্ণ ব্রত সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রত সাজ করিতে
হইবে। ইহাতে এক রজতময় বৃষত প্রস্তুত করিবে;
তহুপরি সুপীঠ—তাহার উপর উমাকান্ত-মূর্ত্তি;
গিরিজা তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গসঙ্গিনী। অভিজ্ঞ ব্যক্তি
এইভাবে সূবর্ণময় উমা-মহেশ্বর প্রস্তুত করিবেন।
মহেশ ত্রিলোচন, পঞ্চবক্ত্র ও দশভুজ হইবেন। সবৃষ
উমা-মহেশ্বরকে বস্ত্রাবৃত তাম্রপাত্রে বিবিধ ভোগ্যবস্তু
সহ স্থাপনপূর্ব্বক বিধিমত রাত্রি জাগরণ করিবে।
অনন্তর শ্রদ্ধা সহকারে পঞ্চায়ত দ্বারা আগ্নে সযত্নে
স্নান করাইবে; বলিবে—হে দেবেশ! গোক্ষীর

কৃতম্ । স্পনং দেবদেবেশ গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ ১১৮ ॥
দগ্ধা চৈব ময়া দেব স্পনং ক্রিয়তেহধুনা । গৃহাণ চ
ময়া দত্তং সুপ্রসন্নো ভবাদ্য বৈ ॥ ১১৯ ॥ সর্পিষা
চ ময়া দেব স্পনং ক্রিয়তেহধুনা । গৃহাণ শ্রদ্ধয়া দত্তং
তব প্রীত্যর্থমেব চ ॥ ১২০ ॥ ইদং মধু ময়া দত্তং
তব প্রীত্যর্থমেব চ । গৃহাণ হং হি দেবেশ মম
শান্তিপ্রদো ভব ॥ ১২১ ॥ সিতয়া দেবদেবেশ স্পনং
ক্রিয়তেহধুনা । গৃহাণ শ্রদ্ধয়া দত্তং সুপ্রসন্নো ভব
প্রভো ॥ ১২২ ॥ এবং পঞ্চায়তেনৈব স্পনীয়ো বৃষ-
ধ্বজঃ । পশ্চাদর্ঘ্যং প্রদাতব্যং তাম্রপাত্রেণ ধীমতা ।
অনেনৈব চ মস্ত্রেণ উমাকান্তস্ত তুষ্টয়ে ॥ ১২৩ ॥
অর্ঘ্যোহসি হনুমাকান্ত অর্ঘ্যেণানেন বৈ প্রভো ।
গৃহাণ হং ময়া দত্তং প্রসন্নো ভব শঙ্কর ॥ ১২৪ ॥
ময়া দত্তঞ্চ তে পাদ্যং পুষ্পগন্ধসমবিতম্ । গৃহাণ
দেবদেবেশ প্রসন্নো বরদো ভব ॥ ১২৫ ॥ বিষ্টরং
বিষ্টবেনৈব ময়া দত্তঞ্চ বৈ প্রভো । শান্ত্যর্থং তব
দেবেশ বরদো ভব মে সদা ॥ ১২৬ ॥ আচমনীয়ং ময়া

দ্বারা আমি তোমার গোক্ষীর-স্নান করাইতেছি।
হে পরমেশ্বর! তুমি ইহা গ্রহণ কর। হে দেব!
আমি অধুনা দধি দ্বারা তোমার স্নান করাই,
আমার দত্ত এই স্নানীয় তুমি গ্রহণ কর—করিয়া,
মৎপ্রতি সুপ্রসন্ন হও। হে দেব! আমি স্মৃত
দ্বারাও অদ্য তোমার স্নান করাইতেছি। ভবদীয়
প্রীতির নিমিত্ত আমি যাহা শ্রদ্ধাসহকারে অর্পণ
করিলাম, আপনি তাহা গ্রহণ করুন। হে দেবেশ!
তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি এই মধু দান
করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর এবং আমার প্রতি
শান্তিপ্রদ হও। হে দেবদেব! আমি এই শঙ্করা
দ্বারা তোমায় স্নান করাইতেছি, আমার এই
শ্রদ্ধাদত্ত বস্তু আপনি গ্রহণ করিয়া সুপ্রসন্ন হউন।
এইরূপে পঞ্চায়ত দ্বারা বৃষধ্বজকে স্নান করাইতে
হয়। পশ্চাৎ তাম্রপাত্রে করিয়া তদীয় তুষ্টির
নিমিত্ত নিয়োক্ত মস্ত্রে তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করা
কর্তব্য। ১০৪—১২৩। মন্ত্র যথা—হে প্রভো
উমাকান্ত! তুমিই অর্ঘ্য; এই অর্ঘ্য দ্বারা
তোমার অর্চনা করিতেছি। হে শঙ্কর! তুমি
ইহা গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হও। হে দেব-দেবেশ!
এই পুষ্প-গন্ধাবিত পাদ্য তোমায় অর্পণ করিলাম,
তুমি ইহা গ্রহণ কর—করিয়া প্রসন্ন ও বরপ্রদ হও।
হে প্রভো! তোমার শান্তির নিমিত্ত আমি এই
আসন দান করিতেছি; আমার প্রতি তুমি সদা

দত্তং তব বিশেষর প্রভো । গৃহাণ পরমেশান তুষ্টো
তব মমাদ্য বৈ ॥১২৭॥ ব্রহ্মগ্রন্থিসমায়ুক্তং ব্রহ্মকর্ষ্যপ্রব-
র্তকম্ । যজ্ঞোপবীতং সৌবর্ণং ময়া দত্তং তব প্রভো ॥
১২৮ ॥ সুগন্ধং চন্দনং দেব ময়া দত্তঞ্চ বৈ প্রভো ।
ভক্ত্যা পরময়া শস্তো সুগন্ধং কুরু মাং তব ॥ ১২৯ ॥
দীপং হি পরমং শস্তো যতপ্রজলিতং ময়া । দত্তং
গৃহাণ দেবেশ মম জ্ঞানপ্রদো ভব ॥ ১৩০ ॥ দীপং
বিশিষ্টং পরমং সর্বৌষধিবিজুষ্টিতম্ । গৃহাণ পরমে-
শান মম শান্ত্যর্থমেব চ ॥ ১৩১ ॥ দীপাবলিং ময়া
দত্তং গৃহাণ পরমেশ্বর । আরাত্তিকপ্রদানেন মম
তেজঃপ্রদো ভব ॥ ১৩২ ॥ ফলদীপাদিনৈবেদাতাশ্ব-
লাদিক্রমেণ চ । পূজনীয়ো বিধানৈস্তৈস্ত্যক্তাং রাজ্যো
প্রযত্নতঃ ॥ ১৩৩ ॥ পশ্চাজ্জাগরণং কার্য্যং গৃহে
বা দেবতালয়ে । বিতানমণ্ডপং কুৰ্ব্বা নানাশ্চর্চাসম-
ন্বিতম্ । গীতবাদিক্রনৃতোম অর্চনীয়ঃ সদাশিবঃ ॥
১৩৪ ॥ অনেনৈব বিধানেন প্রদোষোদ্যাপনে বিধিঃ ।
কার্য্যো বিধিমতা শত্রু সর্বকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৩৫ ॥
শুক্লা কথিতং সর্বং তচ্চকার শতক্রতুঃ ।
তেনৈব চ সহায়ৈন ইন্দ্রো যুদ্ধপরায়ণঃ ॥ ১৩৬ ॥

বরপ্রদ হও । হে বিশেষর । আমি তোমায় আচ-
মনীয় দান করিলাম । হে পরমেশ ! ইহা তুমি গ্রহণ
কর ; করিয়া আমার প্রতি তুষ্ট হও । হে প্রভো !
এই সুবর্ণময় যজ্ঞোপবীত—ইহা ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্ত এবং
ব্রহ্মকর্ষের প্রবর্তক ; তুমি এই মৎপ্রদত্ত যজ্ঞোপবীত
গ্রহণ কর । হে দেব ! এই সুগন্ধ চন্দন, আমি
পরম ভক্তিযোগে আপনাকে অর্পণ করিলাম । হে
ভব শস্তো ! তুমি আমায় সুগন্ধ কর । হে শস্তো !
এই যত-প্রজলিত-পরম দীপ তোমায় দান করিলাম ।
ইহা গ্রহণ কর—করিয়া মদীয় জ্ঞানপ্রদ হও । হে
পরমেশ ! আপনার শান্তির নিমিত্ত আমি এই
সর্বৌষধি-সমুদ্ভাসিত বিশিষ্ট দীপ দান করি-
লাম । তুমি ইহা গ্রহণ কর । হে পরমেশ্বর ! মৎ-
প্রদত্ত দীপাবলী গ্রহণ কর এবং আরাত্তিক দানে
মদীয় তেজঃপ্রদ হও । এইরূপে সেই রাত্রে শ্রদ্ধার
সহিত ফল, দীপ, নৈবেদ্য, ও তাশ্বলাদি দ্বারা বিধি
ব্যক্তি কৃষ্ণজকে পূজা করিবেন । অনন্তর গৃহে বা
দেবালয়ে থাকিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে ।
বিবিধ আশ্চর্য্য বস্ত্রযোগে এক বিতানমণ্ডপ প্রস্তুত
করিতে হইবে । সেখানে গীত, নৃত্য ও বাদিত্র
সহযোগে সদাশিবের অর্চনা করিবে । হে ইন্দ্র !
সকল কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ বিধানে বিধি

বৃত্তং প্রতি সুরৈঃ সাক্ষং যুধুধে চ শতক্রতুঃ ।
যুদ্ধমভবদেবানাং দানবৈঃ সহ ॥ ১৩৭ ॥ তন্মিন
সুতুমুলে গাঢ়ে দেবদৈত্যাক্ষয়াবহে ।
সুতুমুলমতিবেলং ভয়াবহম্ ॥ ১৩৮ ॥ বোমো যমেন
যুধুধে হুগ্নিনা তীক্ষ্ণকোপনঃ । বক্রণেন মহাদংষ্ট্রো বায়ুনা
চ মহাবলঃ ॥ ১৩৯ ॥ দ্বন্দ্বযুদ্ধরতাঃ সর্বে অস্ত্রাশ্ব-
বলকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৪০ ॥ তথৈব তে দেববরা মহাভূজাঃ
সংগ্রামশূরা জয়িনস্তদাভবন্ । পরাজয়ং দৈত্যবরাশ্চ
সর্বে প্রাপ্তাস্তদানীং পরমং সমস্তাং ॥ ১৪১ ॥ দৃষ্ট্বা
সুরৈর্দৈত্যবরান পরাজিতান পালয়মানান্থ কান্দি-
শীকান্ । তদৈব বৃত্তং পরমেণ মনুনা মহাবলো
বাক্যমিদং বভাষে ॥ ১৪২ ॥ বৃত্ত উবাচ । হে দৈত্যগণাঃ
পরমার্জাশ্চ কস্মাদযুগং ভয়াতুরাঃ । পলায়নপর্য্য
সর্বে বিমূঢ়া রণমদ্বৃতম্ ॥ ১৪৩ ॥ স্বঃ স্বঃ পরাক্রমঃ
বীরা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়াঃ দর্শয়ধ্বং সুরগণাঃ স্তদযধ্বং
মহাবলাঃ ॥ ১৪৪ ॥ গদাভিঃ পট্টিশৈঃ খড়্গৈঃ শক্তি-
তোমরমুদগারৈঃ । অসিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ পাশতোমর-

ব্যক্তি প্রদোষোদ্যাপন সাক্ষ করিবেন । বৃহস্পতি
এই কথা কহিলে ইন্দ্র তাঁহার উপদেশানুসারে সমস্ত
কার্য্যই সম্পন্ন করিলেন । তিনি বৃহস্পতির সহায়-
তায় যুদ্ধোদ্যত হইয়া অস্ত্রাশ্ব সুরগণসহ বৃত্তাসুরের
অভিমুখে ধাবিত হইলেন । তখন দেব-দানবে তুমুল
যুদ্ধ আরম্ভ হইল । ক্রমে যুদ্ধ যখন ভীষণাকারে
পরিণত হইয়া সুরাসুরপক্ষ ক্ষয় করিতে লাগিল,
তখন আবার অতি ভীষণ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।
যমের সহিত বোম, অগ্নির সহিত তীক্ষ্ণকোপন,
বক্রণের সহিত মহাদংষ্ট্র এবং বায়ুর সহিত
মহাবল নামক অসুর দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিযুক্ত হইল । উভয়
পক্ষই পরস্পর পরস্পরের বলাধিক্য ইচ্ছা
করিতে লাগিলেন । কিন্তু কিছুকাল পরেই
সংগ্রাম-শূর দেবগণ যুদ্ধে জয়ী হইলেন এবং
দৈত্যপক্ষ সম্পূর্ণ পরাজিত হইল । ১২৪—১৪১ ।
সুরগণের হস্তে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া দৈত্যগণ
দিগ্ভ্রান্তভাবে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ।
মহাবল বৃত্তাসুর তদর্শনে অত্যন্ত ক্রোধের স্ফুটিত
এই কথা কহিল,—হে দৈত্যগণ ! কেন তোমরা
আত্ম ও ভয়াতুর হইয়া রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক,
পলায়ন করিতেছ ? হে বীরগণ ! তোমরা যুদ্ধার্থ
কৃতনিশ্চয় হইয়া স্ব স্ব পরাক্রম প্রদর্শন কর । হে
মহাবলগণ ! গদা, পট্টিশ, খড়্গা, শক্তি, তোমর,
মুদগর, অসি, ভিন্দিপাল, ও অস্ত্রাশ্ব অস্ত্রশস্ত্রের

৩: ১৪৫ ॥ তদা দেবাশ্চ যুযুর্দধীচাহিসমুত্তবৈঃ ।
 শতৈরৈশ্চৈব পরমৈরশুরান্ সমদারয়ন্ ॥ ১৪৬ ॥
 পুনর্দৈত্যা হতা দেবৈঃ প্রাপ্তান্তেহপি পরাজয়ম্ ।
 পুনশ্চ তেন বৃদ্ধেণ নোদ্যমানাঃ শুরান্ প্রতি ॥ ১৪৭ ॥
 যদা হি তে দৈত্যবরাঃ সুরৈশৈর্নিহন্তমানাশ্চ বিহ-
 তবৃদ্ধিঃ । কেচিদ্ধৃষ্টা দানবাস্তে তদানীং ভীতি-
 তস্তাঃ ক্রীবক্রপাঃ ক্রমেণ ॥ ১৪৮ ॥ বৃদ্ধেণ কোপি না
 চৈবং ধিক্কৃতা দৈতাপুঙ্গবাঃ । হে পুলোমন মহাভাগ
 বৃষপর্কসমোহন্ত তে ॥ ১৪৯ ॥ হে ধুম্রাক্ষ মহাকাল
 মহাদৈত্য বৃকাসুর । স্থলাক্ষ হে মহাদৈত্য স্থল-
 দংষ্ট্র নমোহন্ত তে ॥ ১৫০ ॥ স্বর্গদ্বারং বিহায়ৈব
 কত্রিয়াণাং মনস্বিনাম্ । পলায়ধেব কিমর্থং বা সং-
 গ্রামাঙ্গনমুত্তমম্ ॥ ১৫১ ॥ সঙ্গরে মরণং যেমাং
 তে যান্তি পরমং পদম্ । যত্র তত্র চ লিপ্সেত
 সংগ্রামে মরণং বুধঃ ॥ ১৫২ ॥ ত্যজন্তি সঙ্গরং যে
 বৈ তে যান্তি নিরয়ং ক্রবম্ ॥ ১৫৩ ॥ যে ব্রাহ্মণার্থে

ভৃত্যার্থে স্বার্থে বৈ শস্ত্রপাণয়ঃ । সংগ্রামং যে
 প্রকুবন্তি মহাপাতকিনো নরাঃ ॥ ১৫৪ ॥ শস্ত্রঘাত-
 হতা যে বৈ মৃতা বা সঙ্গরে তথা । তে যান্তি পরমং
 স্থানং নাত্র কার্য্যং বিচারণা ॥ ১৫৫ ॥ শস্ত্রবিচ্ছিন্ন-
 দেহা যে গবার্থে স্বামিকারণাৎ । রণে মৃতাঃ কতাঃ
 যে বৈ তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৫৬ ॥ তস্মাদ্-
 রণেহপি যে শূরাঃ পাপিনো নিহতাঃ পুরঃ । প্রাপ্ত-
 বন্তি পরং স্থানং তুর্লভং জ্ঞানিনামপি ॥ ১৫৭ ॥ অথবা
 তীর্থগমনং বেদাধ্যয়নমেব চ । দেবতार्চনযজ্ঞাদি-
 শ্রেয়াংসি বিবিধানি চ ॥ ১৫৮ ॥ ঐকপদ্যেন তান্তেব
 কলাং নাহন্তি ষোড়শীম্ । সংগ্রামে পতিতানাঞ্চ
 সর্গশাস্ত্রেষু বিধিঃ ॥ ১৫৯ ॥ তস্মাদ্যুদ্ধাবদানঞ্চ
 কর্তব্যমবিশঙ্কিতৈঃ । ভবন্তিনীম্মথা কার্য্যং বেদ-
 বাক্যপ্রমাণতঃ ॥ ১৬০ ॥ যুয়ং সর্কে শৌরবৃত্ত্যা
 সমেতাঃ কুলেন শীলেন মহানুভাবাঃ । পদানি
 তান্তেব পলায়মানা গচ্ছন্ত্যশূরা রণমণ্ডলাচ্চ ॥ ১৬১ ॥
 ত এব সর্কে খলু পাপলোকান্ গচ্ছন্তি নুনং বচনাৎ

দ্বারা দেবগণকে সংহার কর। তখন দেবগণ দধী-
 চির অহিসমুত্ত উত্তম উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ
 করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক অস্ত্রঘাতে
 অশুর-সৈন্য ধ্বংসমুখে পতিত হইতে লাগিল।
 এবারও দেবগণের হস্তে বহু দৈত্য নিহত হইল
 এবং দৈত্যপক্ষেরই পরাজয় ঘটিল। বৃকাসুর
 পুনরায় অশুরদিগকে সুরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত
 করিল। অশুরেরা সুরগণসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।
 যখন ঘোর যুদ্ধে দৈত্যপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীর সুর-
 পতিগণের শস্ত্রে আহত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন
 করিতে লাগিল, যখন কোম কোম কাপুরুষ দামব
 সমরে ভীত-ক্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন বৃকাসুর কুপিত
 হইয়া দৈত্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক তন্মধ্যস্থ
 প্রধান প্রধান দৈত্যদিগকে ধিক্কার প্রদান করিতে
 লাগিল; বলিল,—হে মহাভাগ! পুলোমন! ওহে
 বৃষপর্কন! তোমাদিগকে নমস্কার। হে ধুম্রাক্ষ! হে
 মহাকাল! হে মহাদৈত্য বৃকাসুর! হে মহাদৈত্য
 স্থলাক্ষ ও স্থলদংষ্ট্র! তোমরাও আমার নমস্কার
 লও। মনস্বী কত্রিয়দিগের যাহা স্বর্গদ্বার, তাহা
 পরিত্যাগপূর্বক সংগ্রাম হইতে কিঙ্কন্ত তোমরা
 পলায়ন করিতেছ? জানিও, সংগ্রামে যাহাদের
 মরণ, তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিজ্ঞ
 ব্যক্তি যে কোন স্থানে সংগ্রাম-মৃত্যুই কামনা করিয়া
 থাকেন। যাহারা সংগ্রাম পরিত্যাগ করে, নিশ্চয়ই

নরকে তাহাদের গতি হইয়া থাকে। যাহারা ব্রাহ্ম-
 ণার্থে, সেবকার্থে ও স্বার্থে শস্ত্র ধারণপূর্বক যুদ্ধ করে,
 সেই সকল নর মহাপাতকী হইলেও সংগ্রামে শস্ত্র-
 হত বা মৃত হইয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ
 বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। যাহারা গো-নিমিত্ত বা
 প্রভুর নিমিত্ত সংগ্রামে শস্ত্রদ্বারা ছিন্নদেহ, কত-
 বিকৃত বা মৃত হয়, তাহাদেরও পরমগতি হইয়া
 থাকে। এইজন্ত বলা যায়,—সমরে নিহত পাপিষ্ঠ-
 গণও পরম স্থান লাভ করে। তাহাদের লব্ধ স্থান
 জ্ঞানিগণের পক্ষেও তুর্লভ। অথবা তীর্থগমন,
 বেদাধ্যয়ন, দেবার্চন এবং যজ্ঞাদি অস্ত্রান্ত যে সকল
 মঙ্গলজনক কার্য্য আছে, তৎসমস্ত এক হইলেও
 সংগ্রামপতিত ব্যক্তিদিগের যে শূকৃত সঞ্চয় হয়,
 তাহার ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য হইতে
 পারে না। সকল শাস্ত্রেই এই বিধি। ১৪২—১৫৯।
 অতএব অশঙ্কিতচিত্তে যুদ্ধরূপ অবদানকার্য্যে সঙ্ক-
 লেরই লিপ্ত হওয়া কর্তব্য। তোমরাও বেদবাক্যের
 প্রমাণ অনুসারে এ বিধির অনুষ্ঠান করিও না। দেখ,
 তোমরা সকলে কুলে শীলে সমুন্নত মহানুভব বীর-
 পুরুষ; যাহারা কাপুরুষ, তাহারা ই রণক্ষেত্রে হইতে
 পলায়ন-তৎপর হইয়া চরণচালন করিয়া থাকে। কিন্তু
 তোমাদের পক্ষে এরূপ কার্য্য কখনই যোগ্য নহে।
 রণক্ষেত্রে হইতে পলায়মান ব্যক্তিরাই পাপলোকে

স্মৃতিশ্চ ॥ ১৬২ ॥ যে পাপিষ্ঠাধ্বশ্বা ব্রহ্মা গুরু-
তল্লাগাঃ। নরকং যান্তি তে পাপং তথৈব রণ-
বিচ্যুতাঃ ॥ ১৬৩ ॥ তস্মাদ্ভবন্তিযৌদ্ধব্যাং স্বামিকার্যা-
ভরক্ষমৈঃ। এবমুক্তান্তদা তেন বৃত্তেণাপি মহান্নম ॥
১৬৪ ॥ চক্রস্তে বচনং তস্মৈ অসুরাশ্চ সুরান্ প্রতি।
চক্রঃ স্তুতুমূলং যুদ্ধং সর্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ১৬৫ ॥
তস্মিন্ প্রবৃত্তে তুমুলে বিগাড়ে বৃত্তো মহাদৈত্যপতিঃ
স একঃ। উবাচ রৌবেণ মহাদুতেন শতক্রতুং দেব-
বরৈঃ সমেতম্ ॥ ১৬৬ ॥ বৃত্ত উবাচ। শৃণু বাক্যং
ময়া চোক্তং ধর্মার্থসহিতং হিতম্। স্বং দেবানাং
পতির্ভূত্বা ন জানাসি হিতাহিতম্ ॥ ১৬৭ ॥ কিঞ্চলার্থ-
পরো ভূত্বা বিশ্বরূপো হতস্তয়া। প্রাপ্তমদৌব ভো
ইন্দ্র তস্তেদং কৰ্ম্মণঃ কলম্ ॥ ১৬৮ ॥ যেহদীর্ঘ-
দর্শিনো মন্দা মুঢ়া ধর্মবহিষ্টতাঃ। অকল্পাঃ কার্যা-
সিদ্ধার্থঃ যৎ কুর্কন্তি চ নিফলম্। তৎসর্বং বিদ্ধি
দেবেন্দ্র মনসা সম্প্রার্থ্যাতাম্ ॥ ১৬৯ ॥ তস্মাদ্ধর্ম-
পরো ভূত্বা যুধাশ্চ গতকল্মষঃ। ভ্রাতৃহা স্বং মমৈবেন্দ্র
তস্মাদ্ভ্যাং ঘাতয়ামাহম্ ॥ ১৭০ ॥ মা প্রয়াহি স্থিরো
ভূত্বা দেবেশ্চ পরিবারিতঃ। এবমুক্তস্ত বৃত্তেণ

গমন করে। ইহাই স্মৃতিবাক্যের নির্দেশ। যাহারা
পাপিষ্ঠ, অধার্মিক, ব্রহ্মঘাতী ও রণবিমুখ, তাহারা
পাপ-নরকে গমন করিয়া থাকে। অতএব স্বামি-
কার্যের গুরুভার ধারণে সক্ষম হইয়া এক্ষণে তোমা-
দিগের সকলেরই যুদ্ধ করা কর্তব্য। মহাত্মা বৃত্ত
এই কথা কহিলে অসুরগণ সুরসমূহের প্রতি তৎ-
কালে তাহার বচনানুযায়ী ব্যবহার করিতে লাগিল।
তাহারা সকল-লোক-ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ
করিল। সেই ঘোর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মহা-
দৈত্যপতি বৃত্ত একাকী অসাধারণ রোষাবেশে
সুরগণ-সমাবৃত শতক্রতুকে কহিল,—ওহে, তুমি
আমার ধর্মার্থময় হিত বাক্য শ্রবণ কর। দেবগণের
পতি হইয়াও তুমি হিতাহিত জান না। তুমি কিরূপ
বল ও স্বার্থপর হইয়া বিশ্বরূপকে নিহত করিয়া-
ছিলে? হে ইন্দ্র! আজ তোমার সেই কর্ম্মের
ফল উপস্থিত। যাহারা অদূরদর্শী, অন্ধ, মুঢ়,
ধর্মবহিষ্ট, তাহারা কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত যাহা
যাহা করে, তৎসমস্ত নিফল হইয়া থাকে। হে
দেবেন্দ্র! তুমি এই সমস্ত জানিয়া রাখ এবং
সদয়কর্ম করিয়া লও। অপিচ তুমি ধর্মসঙ্গত-
ভাবে পিন্ধাপ হইয়া যুদ্ধ কর। হে ইন্দ্র! তুমি
আমার ভ্রাতৃঘাতী; সুতরাং তোমাকে আমি

শত্রোহতীব কষাধিতঃ। ঐরাবতং সমাক্রুত্ব যমৌ
বৃত্তজিঘাংসয়া ॥ ১৭১ ॥ ইন্দ্রমায়াস্তমালোক্য বৃত্তো
বলবতাং বরঃ। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং সর্বেষাং
শৃণুতামপি ॥ ১৭২ ॥ আদৌ মাং প্রহরন্তেতি তস্মাদ্ভ্যাং
ঘাতয়ামাহম্ ॥ ১৭৩ ॥ ইত্যেবমুক্তো দেবেন্দ্রো জঘান
গদয়া ভূশম্। বৃত্তং বলবতাং শ্রেষ্ঠং জাহ্নুদেশে
মহাবলম্ ॥ ১৭৪ ॥ তামাপততীং জগ্রাহ করেণৈকেন
লীলয়া। তয়ৈবেনং জঘানাণ্ড গদয়া ত্রিদিবেশ্বরম্ ॥
১৭৫ ॥ সা গদা পাতয়ামাস সবজ্রক পুরন্দরম্।
পতিতং শক্রমালোক্য বৃত্ত উচে সুরান্ প্রতি ॥ ১৭৬ ॥
নয়ধ্বং স্বামিনং দেবাঃ স্বপূরীমমরাবতীম্ ॥ ১৭৭ ॥
এতচ্ছূহা বচঃ সত্যং বৃত্তস্ত চ মহান্নমঃ। তথা চক্রঃ
সুরাঃ সর্বে রণাচ্চেল্লঃ সমুৎসুকাঃ ॥ ১৭৮ ॥ অপো-
বাহু গজহুং হি পরিবার্যা ভয়াতুরাঃ। সুরাঃ সর্বে
রণং হিহ জঘ্নুস্তে ত্রিদিবং প্রতি ॥ ১৭৯ ॥ ততো
গতেষু দেবেষু ননর্ভ চ মহাসুরঃ। বৃত্তো জহাস চ
পরং তেনাপূর্যাত দিক্তটম্ ॥ ১৮০ ॥ চচাল চ মহী
সর্বা সশৈলবনকাননা। চুক্লেভে চ তদা সর্বং জঙ্গমং

নিহত করিব। পলায়ন করিও না। দেবগণ সহ
সমরে স্থির হইয়া অবস্থান কর। বৃত্ত এই কথা
কহিলে, ইন্দ্র অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া বৃত্তকে বিনাশ
করিবার অভিপ্রায়ে ঐরাবতে আরোহণপূর্বক
ধাবিত হইলেন। বলবান বৃত্তাসুর ইন্দ্রকে আসিতে
দেখিয়া সর্ব সমক্ষে হাসিতে হাসিতে বলিল,—তুমি
অগ্রে আমায় প্রহার কর; পশ্চাৎ আমি তোমায়
প্রহার করিব। বৃত্তাসুর এই কথা কহিলে দেবেন্দ্র
জাহ্নুদেশ লক্ষ্য করিয়া মহাবল বৃত্তাসুরের প্রতি
বিষম গদাঘাত করিলেন। বৃত্তাসুর সেই গদা
আপতিত হইবামাত্র অবলীলাক্রমে এক হস্তে গ্রহণ
করিল এবং তাহার দ্বারাই ত্রিদশপতিকে সহস্র আহত
করিল। ১৬০—১৭৬। বৃত্ত-নিষ্কিপ্ত সেই গদা বজ্রহস্ত
পুরন্দরকে ভূপাতিত করিল। ইন্দ্র পতিত হইলেন
দেখিয়া বৃত্ত সুরগণকে সঙ্বোধন করিয়া বলিল,—হে
দেবগণ! তোমাদের প্রভুকে তোমরা তাঁহার স্বীয়
পূরী অমরাবতীতে লইয়া যাও। মহাত্মা বৃত্তের এই
সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ তাহাই করিলেন।
তাঁহারা সমুৎসুক হইয়া ও ইন্দ্রকে গজোপরি আরো-
হণ করাইয়া তাঁহার অচেতন্ত দেহ ভীতভীতভাবে
পরিরক্ষণপূর্বক রণক্ষেত্র হইতে স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান
করিলেন। দেবগণ চলিয়া গেলে মহাসুর বৃত্ত নৃত্য
করিল এবং হাসিতে লাগিল। তাহার সে হাস্যে

হাবরং তথা ॥ ১৮১ ॥ অহা প্রয়াতং দেবেশ্বং ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ । উপরাতোহথ দেবেশ্বং স্বকমণ্ডলু-
বারিণা । অশ্লশ্লকসংক্রোহভূতং কণাচ্চ পুরন্দরঃ ॥
১৮২ ॥ দৃষ্টা পিতামহঃ চাগ্রে ব্রীড়ায়ুক্তোহভবত্তদা ।
মহেশ্বং তপস্যা যুক্তং ব্রহ্মোবাচ পিতামহঃ ॥ ১৮৩ ॥
ব্রহ্মোবাচ । বৃত্তো হি তপসা যুক্তো ব্রহ্মচর্য্যব্রতে
স্থিতঃ । স্বষ্টুশ্চ তপসা যুক্তো বৃত্তশচায়াঃ মহাযশাঃ ।
অজ্ঞেয়স্তপসোগ্রাণ তস্মাৎ তপসা জয় ॥ ১৮৪ ॥
বৃত্তানুরো দৈত্যপতিশ্চ শক্র তে সমাধিনা পরমেণৈব
যজ্যঃ । নিশম্য বাক্যং পরমেষ্ঠিনো হরিঃ সস্মার
দেবঃ বৃষভধ্বজঃ তদা ॥ ১৮৫ ॥ স্তত্যা তদা তং
স্তবমানো মহাত্মা পুরন্দরো গুরুণা নোদিতো হি ॥
১৮৬ ॥ ইন্দ্র উবাচ । নমো ভর্গায় দেবায় দেবানা-
মতিতুর্গম । বরদো ভব দেবেশ দেবানাং কার্য্য-
সিদ্ধয়ে ॥ ১৮৭ ॥ এবং স্ততিপরো ভূহা শচীপতিক-
দারধীঃ । স্বকার্য্যদক্ষে মন্দাত্মা প্রপঞ্চাভিরতঃ
খলু ॥ ১৮৮ ॥ প্রপঞ্চাভিরতা মুঢ়াঃ শিবভক্তিপর-
হপি । ন প্রাপ্নুবন্তি তে স্থানং পরমীশস্ত রাগিণঃ ॥

দিগ্দিগন্ত পরিবাপ্ত হইল । শৈল-কানন-পরিবৃত্তা
পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল এবং চরাচর সমস্ত জগৎ
কঁক হইল । এই সময় লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের
অপমানবাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রালয়ে আগমন করি-
লেন । তিনি আসিয়া স্বীয় কমণ্ডলু-জল ইন্দ্রের
গাত্রে স্পর্শ করাইলেন, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ চৈতন্ত লাভ
করিলেন । তিনি ব্রহ্মাকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জিত হই-
লেন । মহেশ্বকে সলজ্জ দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে
কহিলেন,—বৃত্তানুর তপস্বী এবং ব্রহ্মচারী । ঐ
মহাযশা, বিশ্বকর্ম্মার তপস্তার ফলভাগী এবং তাঁহারই
তীব্র তপস্তার প্রভাবে সমরে অজ্ঞেয় ; সুতরাং
তুমিও তাঁহাকে তপস্তা দ্বারাই জয় কর । হে ইন্দ্র !
দৈত্যাধিপতি বৃত্তানুর পরম সমাধি দ্বারাই জয় ।
ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র তখন বৃষভধ্বজকে স্মরণ
করিলেন । অনন্তর বৃহস্পতির উপদেশে মহাত্মা পুর-
ন্দর শত্রুকে স্তব করিতে লাগিলেন । ইন্দ্র কহি-
লেন,—হে দেবগণের অতি চুর্জ্জ্বেয় ভব ! তুমি ভর্গ-
দেব ; তোমার নমস্কার । হে দেবেশ ! দেবগণের
কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তুমি বরপ্রদ হও । উদারবুদ্ধি
শচীপতি এইরূপ স্তবকার্য্যো তৎপর হইলেও তিনি
কর্ম্ম সাধনে উদ্যত ; মুঢ়চিত্ত ও প্রপঞ্চরত,
শিবের সান্নিধ্য লাভে তাঁহার অধিকার নাই ।
যে সকল মুঢ়লোক শিবভক্তিহীন হইয়াও প্রপঞ্চাভি-

১৮৯ ॥ নিশ্চলা নিরহঙ্কারা যে জনাঃ পশুপাসিতে ।
মৃঢ়ং জ্ঞানপ্রদং চেশং পরেশং শত্রুমেব চ ॥ ১৯০ ॥
তেবাং পরেবাং বরদ ইহামুক্ত চ শক্ররঃ । মহেশ্বৈশ
স্ততঃ শক্যো রাগিণা পরমেণ হি ॥ ১৯১ ॥ রাগিণাং
হি সদা শত্রুর্হর্লভো নাত্র সংশয়ঃ । তস্মাদ্ধিরাগিণাং
নিত্যং সম্মুখো হি সদাশিবঃ ॥ ১৯২ ॥ রাজা সুরাণাং
হি মহানুরাগী স্বকর্ম্মসংসিদ্ধিমহাপ্রবীণঃ । তস্মাৎ
সদা ক্রেশপরঃ শচীপতিঃ স্বকামভাক্তাপরো হি
নিত্যম্ ॥ ১৯৩ ॥ স্তবমানং তদা চেন্দ্রমব্রবীৎ কার্য্য-
গৌরবাৎ । বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্ভ্রষ্টা মহেশো লিঙ্গ-
রূপবান্ ॥ ১৯৪ ॥ ইন্দ্র গচ্ছ সুরৈঃ সার্কিং বৃত্তং বৈ
দানবং প্রতি । তপসৈব চ সাধোহয়ং রণে জেতুং
শতক্রতো ॥ ১৯৫ ॥ ইন্দ্র উবাচ । কেনোপায়েন
সাধোহয়ং বৃত্তো দৈত্যবরো মহান্ । তচ্ছীঘ্রং
কথাতাং শস্তো যেন মে বিজয়ো ভবেৎ ॥ ১৯৬ ॥
কুদ্ৰ উবাচ । রণে ন শকাতে হস্তমপি দেববরৈ-
রপি । তস্মাদ্ভয়া হি কর্তব্যং কুৎসিতং কর্ম্ম চাদ্যা

রত, তাহার পরমেশ্বরের পরম স্থান প্রাপ্ত হইতে
পারে না । যে সকল নিশ্চল, নিরহঙ্কার লোক, জ্ঞান-
দাতা পরমেশ শত্রুর উপাসনা করে, শত্রুর তাহা-
দিগকে ইহ-পরকালে বরদান করিয়া থাকেন । মহেশ্ব
পরম বিষয়ানুরক্ত ; তিনি ভবদেবকে স্তব করি-
লেন ; কাজেই শত্রু তাঁহার পক্ষে হর্লভ বস্তু হই-
লেন । বস্তুতঃ বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট
শত্রুদেব অতীব হর্লভ ; ইহাতে সন্দেহমাত্র
নাই । দেব সদাশিব বিরাগীদিগের প্রতিই নিত্য
প্রসন্ন । ইন্দ্র সুরগণের রাজা, স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির
বিষয়ে সর্বিশেষ বাগ্র ; কাজেই তিনি সতত ক্রেশ-
পর ; তাঁহার অন্তর সর্বদা কামনায় সমাকুল ; সুত-
রাং তাঁহার পক্ষে সদাশিব সুলভ হইতে পারেন না ,
কিন্তু ইন্দ্রকে স্তব করিতে দেখিয়া অখিলদর্শী লিঙ্গ-
রূপী মহেশ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় কার্য্য-
গৌরবে তাঁহাকে কহিলেন,—হে ইন্দ্র ! তুমি সুরগণ
সহ দামব বৃত্তের অভিমুখে গমন কর । হে শত-
মন্যো ! একমাত্র তপঃপ্রভাবেই ইহাকে তুমি জয়
করিতে পারিবে । ১৭৭—১৯৫ । ইন্দ্র কহিলেন,—এই
প্রবল দৈত্য বৃত্তকে কোন্ উপায়ে আয়ত্ত করা যায় ?
হে শস্তো ! যাহাতে আমার বিজয় লাভ হইতে পারে,
আপনি তাহা বলুন । কুদ্ৰ কহিলেন,—সমগ্র প্রধান
প্রধান দেব মিলিত হইয়া শতবর্ষ চেষ্টা করিলেও
সমরে তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না । অতএব

বৈ ॥ ১৯৭ ॥ অস্ত শাপঃ পুরা দত্তঃ পার্কত্যা মম
সন্নিধৌ । অসৌ চিত্ররথো নান্না বিখ্যাতো ভুবন-
ত্রে ॥ ১৯৮ ॥ পর্যাটন-স বিমানেন ময়া দত্তেন
ভাস্ততা । উপহাসাদিমাং যোনিং সম্প্রাপ্তো দৈত্য-
পুঙ্গবঃ ॥ ১৯৯ ॥ তস্মাদজেয়ং জানীহি রণে রণবিদাং
বর । এবমুক্তো মহেন্দ্রোহয়ং শত্ৰুনা যোগিনা
ভৃশম্ ॥ ২০০ ॥ তথৈতি মহা শক্রোহসৌ নিয়মং
তমুপাদদে ॥ ২০১ ॥ রক্তং প্রতীক্য বৃত্তস্ত তৎ-
সমীপে সহস্রকম্ । বৎসরাণাং মহাভাগা বসন্
হস্তং মনো দধে ॥ ২০২ ॥ অন্তর্বেদ্যাং বহিঃ স্থিত্বা
বজ্রপানিরনুজয়া । গুরোঃ পুরোধসশ্চৈব স্বকার্যা-
মকরোদ্ভৃশম্ ॥ ২০৩ ॥ একদা নর্যদায়াঃ বৈ বৃত্তো
দানবপুঙ্গবঃ । দৈত্যৈঃ পরিতৃতঃ সর্কৈঃ সমাযাতো
যদৃচ্ছয়া ॥ ২০৪ ॥ ইন্দ্রঃ পরাতবঃ প্রাপ্তো নীতো
দেবৈর্দিবং প্রতি । অহমেব হতারিচ্চ নাত্তোহস্তি
সদৃশো মম ॥ ২০৫ ॥ মন্তমানঃ সদা বৃত্তঃ পৌরুষেণ

এ উপলক্ষে তোমাকে এক কুৎসিত কার্য্য করিতে
হইবে । দেবী পার্কতী পূর্বে আমারই সমক্ষে
ইহাকে এক অভিশাপ দিয়াছিলেন । এই বৃত্ত পূর্বে
চিত্ররথ নামে ভুবনে বিখ্যাত ছিল । আমি ইহাকে
এক উজ্জল বিমান দিয়াছিলাম । এ বাক্তি সেই
বিমানে আরোহণপূর্ব্বক পৃথিবী পর্যাটন করিতে
করিতে একদা কৈলাসে গিয়া আমায় উপহাস করিয়া-
ছিল । সেই অপরাধে পার্কতীর শাপে ইহার এই
দৈত্যাযোনি প্রাপ্তি ঘটয়াছে । অতএব হে রণ-
পণ্ডিত ! রণে ইহাকে অজেয় জানিও । যোগিবর
শত্ৰু এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন । মহেন্দ্র
শিববাক্যই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া নিয়মাবলম্বন করি-
লেন । হে মহাভাগগণ ! অনন্তর বৃত্তাসুরের ছিদ্ৰ-
প্রতীক্ষায় ইন্দ্র সহস্র বর্ষ যাপন করত তাহার বিনাশে
রুতসঙ্কল্প হইয়া রহিলেন । বজ্রপানি স্বীয় পুরোহিত
গুরুর আজ্ঞায় অন্তরে বাহিরে অবস্থিত হইয়া দ্বীয়
কার্য্যসাধন করিতে লাগিলেন । এদিকে একদা
বৃত্তাসুর অন্তান্ত দানবগণে পরিতৃত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে
নর্যদাতটে আগমন করিল এবং ভাবিতে লাগিল,—
ইন্দ্র আমার হস্তে পরাজিত হইয়াছে ; দেবগণ
তাহাকে লইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে ; আমার শত্রু
নষ্ট হইয়াছে ; আমি নিঃশত্রু হইয়াছি । আমার
তুল্য অস্ত্র আর কে আছে ? এইরূপে বৃত্ত সর্বদাই
স্বাপনাকে পুরুষকারসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতে

সমর্থিতঃ । প্রদোষসময়ে বিপ্রা নর্যদায়ায়ুগস্থিতঃ ॥
২০৬ ॥ দৃষ্টশ্চেন্দ্রেণ স্তমহানসুরৈঃ পরিবারিতঃ ।
বৃত্তো বলবতাং শ্রেষ্ঠঃ প্রদোষসময়ে তদা ॥ ২০৭ ॥
তস্মিন্ প্রদোষে সংযুক্তা মন্দবারে ত্রয়োদশী ।
নোদিতো গুরুণা চেন্দ্রে করে গৃহ্য বৃহস্পতিঃ ॥ ২০৮ ॥
প্রদক্ষিণানমস্কারৈর্ষথোক্তবিধিনা তদা । পূজিতো
লিঙ্গরূপী চ ওক্তারো নর্যদাতটে ॥ ২০৯ ॥ প্রদোষ-
ব্রতমাহাত্ম্যাদবজ্রপানিঃ প্রতাপবান্ । সজাতস্তৎক্ষণাদেব
প্রসাদাচ্ছবরস্ত চ ॥ ২১০ ॥ বৃত্তোহপি তপসা যুক্তঃ
প্রদোষসময়ে মহান্ । নিদ্রাসক্তোহভবত্তত্র শুণ্ডেন
প্রতিবোধিতঃ ॥ ২১১ ॥ স্বাপাৎ প্রদোষবেলায়াং
তপসা চাজ্জিতঃ ফলম্ । প্রনষ্টঃ তৎক্ষণাদেব
নিঃশ্রীক ইমুপাগতঃ ॥ ২১২ ॥ দেবাঃ শাপাচ্চ সজাতো
বৃত্তো ভগ্নমনোরথঃ ॥ ২১৩ ॥ সক্ষ্যাপাদো গতৌ
যাবদ্বৃত্তস্তীর্থমুপাবিশৎ । পরীতো বিবিধৈর্দৈত্যৈ-
র্নানায়ুধসমর্থিতৈঃ ॥ ২১৪ ॥ তস্ত তৎ কস্মিণ্ছিদ্ৰং
ছিদ্রাঘেবী শচীপতিঃ । জাহ্নবা গতঃ শনৈর্হস্তমাত্ম-
শত্রুং শতক্রতুঃ ॥ ২১৫ ॥ তাবদৈত্যাঃ স্তমসংরক্তা ভীমা
ভীমপরাক্রমাঃ । উত্তমুযুগপৎ সর্কৈঃ হুঃসহাশ্চ শত-

লাগিল । হে বিপ্রগণ ! সে যখন নর্যদায় আসিল,
তখন প্রদোষ সময় উপস্থিত । ইন্দ্র সে সময়ে
বলবান্ বৃত্তকে মহাসুরগণে পরিতৃত দেখিলেন ।
ঐ দিন শনিবার ; ত্রয়োদশী তিথি ; তদর্শনে বৃহস্পতি
ইন্দ্রকে দেবার্চনায় উপদেশ দিলেন । ইন্দ্র সেই
নর্যদার তটে প্রদক্ষিণ ও নমস্কারাদি দ্বারা যথাবিধি
লিঙ্গরূপী ওক্তারকে পূজা করিলেন । প্রদোষব্রতের
প্রভাবে শত্রুর প্রসন্নতায় ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ প্রতাপ-
শালী হইয়া উঠিলেন । মহাত্মা বৃত্ত তপোবলে
অধিত হইলেও সেই প্রদোষকালে নিদ্রাসক্ত হইয়া-
ছিল । পরে সে শুণ্ড দ্বারা প্রবোধ প্রাপ্ত হইল ।
প্রদোষ-সময়ে নিদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার
তপস্ফল সমস্ত পুণ্যফল নষ্ট হইয়া গেল ; তৎ-
ক্ষণাৎ তাহার ভ্রষ্টশ্রীকতা ঘটিল । ও দিকে দেবীর
শাপেও বৃত্তাসুর ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছিল ।
১৯৬—২১৩ অনন্তর সাক্ষ্য উপাসনার সময় উপস্থিত
হইল । বৃত্তাসুর নানায়ুধের বিবিধ দৈত্য-পরিতৃত
হইয়া তীর্থক্ষেত্রে উপবিষ্ট হইল । ছিদ্রাঘেবী শচী-
পতি তাহার কর্ণের ছিদ্ৰ অবগত হইয়া সেই শত্রুকে
বিনাশ করিবার জন্ত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন ।
তখন ভীমপরাক্রম দৈত্যগণ সকলেই এককালে
শতক্রতুর বিরুদ্ধে উত্থিত হইল । অনন্তর সেই

কৃত্বম্ ॥ ২১৬ ॥ ততঃশৈরতবদ্যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিভিঃ ।
 সৰ্বে দেবাঃ সহায়ার্থং তদাজ্ঞাঃ শতক্রতোঃ ॥ ২১৭ ॥
 তদা দৈত্যাস্ত দেবাস্ত যুদ্ধে তরশ্বিনঃ । রাজৌ
 যুদ্ধং সমভবৎ সুরাসুরবিমর্দিনম্ ॥ ২১৮ ॥ অনেক-
 শস্ত্রসমীতং মহারৌদ্রমবর্তত । এবং প্রবর্তমানে তু
 সংগ্রামে রৌদ্রদাক্ষণে । তদা বৃত্তোহথ সন্নকো গৃহীয়া
 শূলমুদ্রণম্ ॥ ২১৯ ॥ ইন্দ্র প্রযতো ভূয়া জগজ্জাতি
 বিভীষণম্ । তস্ত নাদপ্রণাদেন ত্রাসিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥
 ২২০ ॥ ঐরাবণং সমাক্রুহ মহেন্দ্রঃ শুভে তদা ।
 দ্বিগম্যানেন চক্রেণ চন্দ্রমণ্ডলশোভিনা ॥ ২২১ ॥
 চামরৈবীজ্যমানোহথ বভাষে দৈতাপুঙ্গবম্ ॥ ২২২ ॥
 ইন্দ্র উবাচ । সংগ্রামং কুরু মে বৃত্ত বলেন মহতা
 বৃতঃ । শূরস্বমসি শূরাণাং তপসা পরমেণ হি ॥ ২২৩ ॥
 এবমুক্তস্তদা তেন বৃত্তো বাক্যমুবাচ হ । আদৌ
 প্রহর যামিন্ত্র পশ্চাত্ত্বাঃ ঘটয়ামাহম্ ॥ ২২৪ ॥ তথৈতি
 মহা তদতীব হঃসহঃ বজ্রং তদানীং শতধারমেব ।
 স মোক্ষুকামো হি তদা পুরন্দরো নিবারিতস্তেন

অতিপ্রবল দৈতাসেনার সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধারম্ভ
 হইল । ইন্দ্রের সাহায্যার্থ সমুদয় দেবসেনা তৎকালে
 আগমন করিলেন । তখন বলবান্ দেব-দৈত্যা
 মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিল । সেই সুরাসুরবিমর্দী
 দাক্ষণ যুদ্ধ রাত্রিকালে আরম্ভ হইল । চতুর্দিক্
 হইতে অগণিত অস্ত্রশস্ত্র পতিত হইতে লাগিল ।
 ক্রমে ঐ যুদ্ধ অতি ভীষণাকারে পরিণত হইল ।
 এই প্রকারে সেই দাক্ষণ সংগ্রাম প্রবর্তিত হইলে
 বৃত্তাসুর সুসজ্জিত হইয়া এক ভীষণ শূল গ্রহণপূর্বক
 ইন্দ্রাভিমুখে ঘোরতর গর্জনে করিতে লাগিল ।
 তাহার সেই গভীর গর্জনে ত্রিভুবন ত্রাসিত
 হইল । মহেন্দ্র তৎকালে ঐরাবতে আরোহণপূর্বক
 সুশোভিত হইতে লাগিলেন । তাঁহার মস্তকোপরি
 চন্দ্রমণ্ডলবৎ শোভা-সম্পন্ন রাজচ্ছত্র পরিধৃত হইল ।
 তিনি চামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া দৈতাপুঙ্গবকে
 সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বৃত্ত ! তুমি মহাবল-
 পরিবৃত্ত হইয়া আমার সহিত সংগ্রাম কর । বস্ত্রতঃ
 প্রথম তপস্তাবলে শূরগণমধ্যে তুমি একজন প্রধান
 শূর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ । ইন্দ্র এই কথা
 কহিলে বৃত্ত এই বাক্য বলিল যে, হে ইন্দ্র ! অগ্রে
 তুমি আমার প্রহার কর, পশ্চাৎ তোমার প্রতি আমি
 ক্ষমতা করিব । তখন পুরন্দর ‘তথাস্থ’ বলিয়া
 তাঁহার সেই অতিহঃসহ শতধার বজ্র বৃত্তের প্রতি
 নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন । কিন্তু মহাপ্রভাব

মহাপ্রভেণ । পুরোধসা বুদ্ধিমতাং বরেণ তথৈতি
 মহা স চকার চেন্দ্রঃ ॥ ২২৫ ॥ গদাং প্রগৃহ্য দেবেন্দ্রো
 বৃত্তং বিব্যাধ তাং গদাম্ । বারয়ামাস বৃত্তোহসাব-
 তিথিং কৃপণো যথা ॥ ২২৬ ॥ ব্যর্থাঞ্চ স্বগদাং দৃষ্ট্বা
 ইন্দ্রশিষ্টামবাপ হ ॥ ২২৭ ॥ তং চিন্তমানং স তদা
 পুরন্দরং বৃত্তো বভাষে পরিভৎসমানঃ । পুরাকৃতং
 শক্রমহাদ্রুতং হুয়া জুগুপ্সিতঃ কশ্ম চ বিস্মৃতঃ কিম্ ।
 যেনৈব জাতোহসি সহস্রনেত্রঃ শাপায়হর্ষেরথ
 গৌতমস্ত ॥ ২২৮ ॥ যে শূরাশ্চেন্দ্রিয়গ্রামং বর্ততে
 হি নিয়মা তু । তে জয়ং প্রাপ্নুবন্তীহ নেতরে হি
 ভবাদৃশাঃ ॥ ২২৯ ॥ রণাজিরং মহাঘোরং পাপিনাং
 নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩০ ॥ এবং নির্ভৎসয়ামাস দেবেন্দ্রঃ
 দৈতাপুঙ্গবঃ । ত্রিশূলং ধূনয়ামাস দেবেন্দ্রো হি
 তড়িৎসমম্ ॥ ২৩১ ॥ তেন শূলেন মহতা বৃত্তো-
 হদ্রুতপরাক্রমঃ । বভৌ তীব্রেন তপসা যথা ক্রডো
 যুগান্তকৃৎ ॥ ২৩২ ॥ তথাভূতং সমালক্ষ্য দেবরাজঃ
 শতক্রতুঃ । অভূদ্যযৌ হস্তকামো বৃত্তং দানব-
 পুঙ্গবম্ ॥ ২৩৩ ॥ তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য হস্তকামঃ

ধীমান্ বৃহস্পতি তাঁহাকে সেরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ
 করিলেন । ইন্দ্র বৃহস্পতির বাক্যই রক্ষা করিলেন ।
 অনন্তর দেবেন্দ্র গদা গ্রহণ করিয়া তদ্বারা বৃত্তকে
 আঘাত করিলেন । কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি যেমন অতি-
 থিকে বিমুগ্ধ করে, তেমনি সেই বৃত্তাসুরও ইন্দ্রগদা
 নিবারণ করিল । স্বীয় গদা ব্যর্থ হইল দেখিয়া ইন্দ্র
 চিন্তিত হইলেন । পুরন্দরকে চিন্তিত দেখিয়া তৎকালে
 বৃত্তাসুর ভৎসনার সহিত বলিল,—হে শক্র ! তুমি
 পূর্বে যে সকল অতি অদ্রুত জুগুপ্সিত কশ্ম করি-
 যাছ, তাহা কি এক্ষণে ভুলিয়া গেল ? তোমার
 মনে নাই কি,—কি জন্য তুমি মহর্ষি গৌতমের শাপে
 সহস্রনেত্র হইয়াছ ? জানিও, যে সকল শূর ইন্দ্রিয়গ্রাম
 জয় করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহারাই জয়ী হইয়া
 থাকেন ; তদ্বিন্ন ভবাদৃশ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখন
 জয়লাভে সক্ষম নহে । জানিও, মহাঘোর রণাঙ্গন
 পাপীদিগের অবস্থিতির স্থান নহে ; ইহা নিশ্চয়ই ।
 ২১৪—২৩০ । দৈত্যশ্রেষ্ঠ বৃত্ত এই ভাবে দেবেন্দ্রকে
 ভৎসনা করিল । দেবেন্দ্র তখন এক তড়িৎ-প্রভ
 ত্রিশূল ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন । অদ্রুতপরাক্রম
 বৃত্ত সেই বিশাল শূলের প্রভায় সুশোভিত হইল ।
 মনে হইতে লাগিল,—যেন যুগান্তকর্ত্তা বৃত্ত তীব্র
 তপস্যায় প্রতিভাত হইলেন । দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্তকে
 তথাবিধ দেখিয়া তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য

পূরন্দরম্ । জহাস পরমং তত্র শক্রস্ত চ ভয়াবহম্ ।
মুখং প্রসার্য স্মমহদাগনে হি পূবন্দরম্ ॥ ২৩৪ ॥
গ্রন্থকামো মহাতেজা দৈত্যানামধিপস্তদা । আগত্য
সহসা শক্রং গ্রাসয়িত্বা সকুঞ্জরম্ ॥ ২৩৫ ॥ সবজ্রং
সকিরীটকং ননর্ত চ জগজ্জ্বল চ । নিমিষান্তরমাত্রেণ
গ্রসিতোহসৌ পূরন্দরঃ ॥ ২৩৬ ॥ হাহাকারো মহা-
নাসৌদেবানাং তত্র পশুতাম্ । ভূকম্পো হি তদা
হ্রাসৌত্কাপাতঃ সহস্রশঃ ॥ ২৩৭ ॥ তিমিরেণারুতঃ
সর্বং জগৎ স্তাববজ্রম্বম্ । নর্তমানস্তদা রক্তো বভূব
পরমহ্যতিঃ ॥ ২৩৮ ॥ বিধামানস্তদা সর্ষে দেবা
ব্রহ্মাণমাগতাঃ । শশংসুঃ সর্ষমেবৈবদ্রুতাসুরবিচে-
ষ্টিতম্ ॥ ২৩৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা বাখিতোহতীব
বিস্মিতঃ । কথং জাতং মহেন্দ্রস্ত বাসনং পরমাদ্ভুতম্ ॥
২৪০ ॥ দেবৈঃ সহ তদা ব্রহ্মা সর্ষলোকপিতামহঃ ।
তুষ্টোব গিরিশং দেবং পরমেণ সমাধিনা ॥ ২৪১ ॥
ব্রহ্মোবাচ । ও নমো লিঙ্গরূপায় মহাদেবায় বৈ
নমঃ । বিশ্বরূপায় দেবায় বিরূপাক্ষায় বৈ নমঃ ॥ ২৪২ ॥
আহি আহি ত্রিলোকেশ বৃজগ্রন্থং পূরন্দরম্ । তদা

ধাবিত হইলেন । দানবপুঞ্জব বৃজ পূরন্দরকে বিনাশ-
বাসনায় আসিতে দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশে অতি
বিকট হস্ত কবিল এবং স্বীয় বদন ব্যাদান করিয়া
পূরন্দরের অভিযুগে ধাবিত হইল । মহাতেজা
দৈত্যধিপতি, ইন্দ্রকে গ্রাস করিবাব ইচ্ছায় আগমন-
পূর্বক সহসা কুঞ্জর, বজ্র, ও কিরীট সহ ইন্দ্রকে
গ্রাস করিয়া নর্তন ও গজ্জ্বল করিতে লাগিল ।
নিমেষমধ্যে পূরন্দর কবলিত হইলেন । উপস্থিত
দেবগণের মধ্যে তখন মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত
হইল । ভূ-কম্প হইল । সহস্র সহস্র উত্কাপাত হইতে
লাগিল । এই চরাচরাঙ্ক সমস্ত জগৎ তিমিরে আবৃত
হইয়া গেল । বৃজ আপনার অতুল প্রভায় অধিত
হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল । তখন দেবগণ বাখিত
হইয়া ব্রহ্মার নিকট আগমনপূর্বক বৃজাসুরের
কার্যকলাপ সমস্তই তাঁহাকে নিবেদন করিলেন ।
ভগবান্ ব্রহ্মা তৎশ্রবণে বাখিত ও অতীব
বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন,—কিরূপে মহেন্দ্রের
এই অভাবনীয় বাসন উপস্থিত হইল ? এই-
রূপে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া নিখিল লোক-পিণামহ
ব্রহ্মা তখন দেবগণসহ পরম সমাধি সহকারে দেব-
দেব গিরিশকে স্তব করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা কহি-
লেন,—লিঙ্গরূপী মহাদেবকে নমস্কার নমস্কার ।
তিনি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, দেবদেব, তাঁহাকে

নভোগতা বাণী সর্ষেণামেব শৃণুতাম্ ॥ ২৪৩ ॥
উবাচ হিতকামায় বিধিং লিঙ্গার্চনে সতী । প্রদোষ-
ব্রতযুক্তেন ইন্দ্রেণ বিরুতং কৃতম্ ॥ ২৪৪ ॥ নির্ম্মালাং
পীঠিকাংকৈব চ্ছায়া প্রাসাদমেব চ । প্রদক্ষিণাং কৃত-
বতা পীঠিকালজ্জনং কৃতম্ ॥ ২৪৫ ॥ লজ্জয়ন্তি চ
যে মুঢ়াস্তে বৈ দণ্ডা ন সংশয়ঃ । চণ্ডস্ত গণমুখ্যস্ত
তস্মাৎ কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ । প্রদক্ষিণানমস্কারৌ
লিঙ্গার্চনসমবিতঃ ॥ ২৪৬ ॥ শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত্যকবুদ্ধ্যা
বৈ প্রযত্নান্নিপূজনম্ । কার্য্যং দীক্ষাপটের্নিত্যং
সম্বপাপোপশান্তয়ে ॥ ২৪৭ ॥ আশরৌরকং তদ্বাক্যং
শ্রুত্বা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ । পপ্রচ্ছুস্তে প্রাজ্ঞলয়ো নভো-
বাণীঃ শুভাবহাম্ ॥ ২৪৮ ॥ কথমর্চ্যমহে লিঙ্গং
কেনৈব বিধিনা ততঃ । প্রাতর্মধ্যাহ্নসময়ে সাধ্যং
কালে তথৈব চ ॥ ২৪৯ ॥ কানি পুষ্পানি সায়াহ্নে
মধ্যাহ্নে চ তথৈব হি । প্রাতঃকালে তু তাত্তেব
কথয়স্ব যথাতথম্ ॥ ২৫০ ॥ তদা নভোগতা বাণী
কথয়ামাস বিস্তরম্ ॥ ২৫১ ॥ করবীরং চার্কপুষ্পং

আমি নমস্কার করি । হে ত্রিলোকেশ ! বৃজ-কবলিত
পূরন্দরকে পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর । অনন্তর
এক আকাশ-বাণী উত্থিত হইল । সে বাণী সকলেই
শুনিতে পাইল । ঐ সত্যবাণী দেবগণের হিতকাম-
নায় কহিল,—ইন্দ্র প্রদোষব্রত অবলম্বন করিয়া-
ছিলেন ; কিন্তু তিনি তাহাতে লিঙ্গার্চন-বিধি ভঙ্গ
করিয়াছেন । শিবলিঙ্গের নির্ম্মালা, পীঠিকা ও চ্ছায়া-
প্রাসাদ সকই তৎকর্তৃক বিরুত হইয়াছে ।
তিনি লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া পীঠিকা লজ্জন
করিয়াছেন । যে সকল মুঢ় ব্যক্তি পীঠিকা
লজ্জন করে, তাহারা গণনাযক চণ্ডের হস্তে
দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । অতএব
লিঙ্গার্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া অতিষত্বের সহিত প্রদক্ষিণ
ও নমস্কারকার্য্য করা কর্তব্য । মঙ্গলপ্রাপিকা
একনিষ্ঠা-বুদ্ধি সহযোগে অতি যত্নে লিঙ্গপূজা করিতে
হয় । দীক্ষিত ব্যক্তিগণ সর্বপাপশান্তির নিমিত্ত
আজীবন অহরহ লিঙ্গপূজা করিবেন । ২৩০—২৪৭ ।
ব্রহ্মাদি সুরগণ ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া অঞ্জলিবন্ধন-
পূর্বক সেই শুভজননী নভোবাণীর উদ্দেশে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—আমরা কি প্রকারে কোন বিধি অঙ্গুসারে
প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে লিঙ্গার্চনা করিব ?
উক্ত কালত্রয়ে কি কি পুষ্প লিঙ্গপূজায় প্রশস্ত ?
তাহা যথাযথ প্রকাশ করিয়া বলুন । তখন সেই

বৃহতীপুষ্পমেব চ। ধৃত্তরকুসুমৈশ্চ শতপত্রং তথৈব
চ ॥ ২৫২ ॥ আরগ্ধঞ্চ পুরাগং বকুলং নাগকেশ-
রম্। ত্রয়োৎপলং কদম্বঞ্চ মন্দারকুসুমং তথা ॥
২৫৩ ॥ বহুনি বরপুষ্পাণি বহুনি কমলান্তুপি।
ত্রিকালে চ পবিত্রাণি স্ত্রেয়ানি সততং বুদ্ধৈঃ ॥ ২৫৪ ॥
জাতীপুষ্পং মল্লিকায়াশ্চ পুষ্পং পুষ্পং মোগরকং
নীলপুষ্পং তথৈব। তথা পুষ্পং কুটজং কর্ণিকারং
কৌস্তুভাখ্যং বারিজং রক্তবর্ণম্ ॥ ২৫৫ ॥ এতান্শ্চৈব
চ পুষ্পাণি মধ্যাহ্নে লিঙ্গপূজনে। বিশিষ্টানি ময়ো-
ক্তানি সায়াহ্নে কথয়াম্যহম্ ॥ ২৫৬ ॥ চম্পকানি
ত্রিকালে চ পবিত্রাণি ন সংশয়ঃ। রাত্ৰৌ মোগ-
রকাণ্যেব পবিত্রাণি ন সংশয়ঃ ॥ ২৫৭ ॥ এবমর্চন-
ভেদাশ্চ জ্ঞাত্বা তল্লিঙ্গপূজনে। কার্যো বিধি-
বিধিষ্টৈশ্চ সততঞ্চ শিবালয়ে ॥ ২৫৮ ॥ রম্যভাস্ত-
রিতো ভূত্বা পীঠিকাস্তরমেব চ। প্রদক্ষিণাং ন
কুবীত কুর্ষন কিঞ্চিদমশ্রুতে ॥ ২৫৯ ॥ তথা হুনেন
শক্রেণ রুতঞ্চৈব প্রদক্ষিণম্। রাজসং ভাবমাশ্রিত্য
তস্মাজ্জাতং চ নিফলম্ ॥ ২৬০ ॥ গ্রসিতোহদ্যেব
বৃত্তেণ সগজো হি পুরন্দরঃ। ভবন্তিরেব তৎ কার্যং

নভোবাণী তাঁহাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় বিস্তারিতরূপে
বলিতে লাগিলেন; বলিলেন,—করবীর, অর্কপুষ্প,
বৃহতীপুষ্প, ধৃত্তর, শতপত্র, আরগ্ধ, পুরাগ,
বকুল, নাগকেশর, স্ত্র্যোদ্ভাসিত কমল, কদম্ব, এবং
মন্দারকুসুম,—এই সকল এবং অন্যান্য আরও
অনেক প্রশস্ত পুষ্প ও বহুবিধ কমলদল লিঙ্গার্চনে
প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে, এই কালত্রয়েই
পবিত্র; ইহাই বুদ্ধগণের অভিমত। জাতীপুষ্প,
মল্লিকাপুষ্প, মোগরকপুষ্প, নীলপুষ্প, কুটজ,
কর্ণিকার, কৌস্তুভ, এবং রক্ত পদ্ম, এই সকল
পুষ্প মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে লিঙ্গপূজায় প্রশস্ত বলিয়া
আমি কীর্তন করিতেছি। সকল প্রকার চম্পক
পুষ্প তিনকালেই প্রশস্ত এবং পবিত্র। রাত্রিকালে
লিঙ্গার্চনায় মোগরক পুষ্প প্রশস্ত বলিয়া কীৰ্ত্তিত।
লিঙ্গপূজায় এই সকল পূজাভেদ জানিয়া বিধিষ্ট
ব্যক্তি শিবমন্দিরে সতত পূজা ব্যবস্থা করিবেন।
রম্যভাস্তুরিত হইয়া পীঠিকাস্তরে প্রদক্ষিণ করিবে
না; করিলে কিঞ্চিদপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইন্দ্র রাজস
ভাব আশ্রয় করিয়া এইরূপ প্রদক্ষিণ ব্যাপার করিয়া-
ছেন; এই জন্য তাঁহার সেই পূজাকার্য্য নিফল হই-
য়াছে এবং বৃত্তাস্তুর তদীয় বাহন ঐরাবত সহ
তাঁহাকে একগণে গ্রাস করিয়াছে। বৃত্তাস্তুরের কবল

যেন ইন্দ্রঃ প্রযুচ্যতে ॥ ২৬১ ॥ মহারুদ্রবিধানেন
যুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ। পুরন্দরো হুয়ং দেবা
নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৬২ ॥ তেনৈব তপসা
দেবা রুদ্রমভ্যর্চ্য যত্নতঃ। যথোক্তেন বিধানেন
রুদ্রহুতেন যত্নতঃ ॥ ২৬৩ ॥ তথা চৈকাদশীরুদ্রা
রুদ্রমভ্যর্চ্য বৈ সুরাঃ। হবনং প্রত্যহং চক্রুর্দশাং-
শেন দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ২৬৪ ॥ জপঞ্চ পূজাং হবনঞ্চ
চক্রুর্বিমোক্তুকামাঃ সহসা পুরন্দরম্। শস্তোঃ
প্রসাদাৎ সহসা বিনির্গতঃ কুক্ষিং ভিষ্মা দেবরাজ-
স্তদানীম্ ॥ ২৬৫ ॥ তং নির্গতং সমীক্ষ্যাস্থ দেব-
দেবেন্দ্রমোজসা। সগজঞ্চ সবজ্রঞ্চ সক্রীটং
সকুণ্ডলম্। শ্রিয়া পরময়া যুক্তং পুরন্দরং মহৌ-
জসম্ ॥ ২৬৬ ॥ দেবহৃদুভয়ো নেহুস্তথা শঙ্খা
হুনেকশঃ। গন্ধর্বাঅপরসো যক্ষা ঋষয়শ্চ মদাধিতাঃ ॥
২৬৭ ॥ ঐকপদ্যোন সর্ষেবাঃ মহাহর্ষো দিবৌ-
কসাম্। সজ্জাতস্তৎক্ষণাদেব যদা যুক্তঃ পুরন্দরঃ।
তদা শচী সমায়াতা যত্র যুক্তঃ পুরন্দরঃ ॥ ২৬৮ ॥
তত্র শচ্যা সমেতোহসাবভিষিক্তো মহাবিভিঃ।
পুণ্যাহবাচনং তস্মৈ রুতং সর্ষেঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৬৯ ॥

হইতে ইন্দ্র যাহাতে যুক্ত হইতে পারেন, তোমরা
সকলে মিলিয়া সেইরূপ কার্য্য কর। হে দেবগণ!
এই পুরন্দর যথাবিধি মহারুদ্রের পূজা করিলে তৎ-
ক্ষণাৎ যুক্ত হইবেন; তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই।
সেই আকাশবাণী শ্রবণে দেবগণ রুদ্রহুত পাঠ করিয়া
যথোক্ত বিধি অনুসারে সময়ে রুদ্রদেবের অর্চনা
করিলেন। হে দ্বিজগণ! সুরগণ একাদশ রুদ্র-
হুত উচ্চারণপূর্ব্বক রুদ্রের অর্চনা, এবং তাহার
দশাংশ দ্বারা হোম করিতে লাগিলেন। পুরন্দরের
মোচনকামনায় রুদ্রের উদ্দেশে তাঁহারা জপ, হোম,
পূজা সমস্তই সহস্র নির্বাহ করিলেন। তখন শম্বুর
প্রসাদে দেবরাজ সহসা বৃত্তের কুক্ষি ভেদ করিয়া
নির্গত হইলেন। ২৬৮—২৬৯। গজ, বজ্র, ক্রীট ও
কুণ্ডলসহ দেবেন্দ্র সবলে বহির্গত হইয়া পরম শোভায়
অধিত ও মহাতেজে দেদীপ্যমান হইলে দেব-
হৃদুভি সকল নিনাদিত হইল। শঙ্খসমূহ শব্দিত
হইল এবং গন্ধর্ব্ব, অপর, যক্ষ ও ঋষিগণ প্রীত
হইলেন। এইরূপে সমস্ত স্বর্গবাসীরই যুগপৎ মহান
হর্ষ উপস্থিত হইল। যখন ইন্দ্র যুক্ত হইলেন, তখন
শচী তাঁহার মুক্তির স্থানে আগমন করিলেন।
সেখানে শচী সহ ইন্দ্র মহাবিগণ কর্তৃক অভিষিক্ত
হইলেন। সকলেই সময়ে তাঁহার পুণ্যাহবাচন করি-

এবং তদাভিবিজ্ঞোহসো মহেন্দ্রঃ ঋষিভিঃ পুনঃ ॥
মহী মঙ্গলভূমিগা তদা জাতা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৭০ ॥
দিশঃ প্রসন্নতাং যাতা নির্মলং চাতবনভঃ ।
শান্তাস্তদাগ্রয়ো হাসন্ মনাংসি চ মহাশ্রনাম্ ॥ ২৭১ ॥
এবমাদীন্তনেকানি মঙ্গলানি ততোহভবন্ । মুক্তে
শতক্রতো তস্মিন্ বভূব পরমাদ্বুতম্ ॥ ২৭২ ॥ এবং
প্রবর্তমানে তু মহতাক্ষ মহোৎসবে । তাবদ্ব্রতশ্চ
পতিতং শরীরঞ্চ ভয়ানকম্ ॥ ২৭৩ ॥ তত্রৈব ব্রহ্ম-
হত্যা চ পাপিষ্ঠা পতিতা ভূবি । গঙ্গাযমুনয়োর্বো
অন্তর্ধেদীতি কথ্যতে ॥ ২৭৪ ॥ পুণ্যভূমিরিতি
খ্যাতা প্রসিদ্ধা লোকপাবনী । ব্রহ্মহত্যা প্রতিষ্ঠা সা
যস্মিন্ দেশে স পাপবান্ ॥ ২৭৫ ॥ মলশ্চ বহু
সমুত্যা মালবেতি প্রকীর্তিতা । তস্যাং তু মল-
ভূম্যাং বৈ ব্রতশ্চ চ মহচ্ছিরঃ ॥ ২৭৬ ॥ বগ্নাসেষ-
পতৎ সত্বৈঃ কৃতং দেবৈঃ সবার্যবৈঃ । এবং ব্রতবধং
কুহা শক্ৰো জয়মবাপ হ ॥ ২৭৭ ॥ ইন্দ্রাসনে চোপ-
বিষ্টো নিরাতঙ্কঃ শচীপতিঃ । এতস্মিন্নন্তরে দৈত্যাঃ
পাতালবাসিনঃ বলিষ্ম । শশংসুঃ সর্বমাগত্য শক্রশ্চ
চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ২৭৮ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা

লেন । এইরূপে মহেন্দ্র তৎকালে ঋষিগণ কর্তৃক
পুনরায় অভিষিক্ত হইলে মহী মঙ্গলময়ী হইল, দিক্
সকল প্রসন্ন এবং নভোমণ্ডল নির্মল হইয়া উঠিল ।
অগ্নিসকল শান্তভাবে ধারণ করিল এবং মহাশ্রগণের
মন প্রসন্ন হইল । শতক্রতুর মুক্তি হইলে এই
প্রকার অনেক মঙ্গল আবির্ভূত এবং পরম অদ্বুত
বাণ্যার সংঘটিত হইল । এইরূপে মহৎ ব্যক্তি-
দিগের মহোৎসব প্রবর্তিত হইতে লাগিল । এদিকে
ব্রহ্মাসুরের ভীষণ দেহ সেখানে পতিত ছিল, পাপিষ্ঠ
ব্রহ্মহত্যাও সেইখানেই পড়িয়া রহিল । ঐ স্থান গঙ্গা-
যমুনার মধ্যে অন্তর্ধেদী নামে কথিত । উহা লোক-
পাবনী পুণ্যভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ । যে দেশে ব্রহ্ম-
হত্যার প্রতিষ্ঠা, উহা পাপময় দেশ ; বহু মলের সমা-
বেশে ঐ দেশ মালব আখ্যায় অভিহিত হইল ।
সেই মলভূমির সমীপে ব্রহ্মাসুরের বৃহৎ শির ছয়
মাসে পতিত হইল । ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে মিলিয়া
সেই মস্তক কর্তন করিলেন । এই প্রকারে ব্রহ্ম-
বধ সমাধা করিয়া শচীপতি ইন্দ্র জয়শ্রী লাভ করি-
লেন এবং নিরাতঙ্কচিত্তে ইন্দ্রাসনে উপবিষ্ট হইলেন ।
ইত্যবসরে দৈত্যগণ সকলে আসিয়া পাতালবাসী
বলির নিকট ইন্দ্রের কার্য্যকলাপের বিষয় বর্ণন করি-

বৈরোচনী কথাস্থিতঃ । শুক্রং পপ্রচ্ছ স তদা কথ-
মিস্ত্রো বনীভবেৎ ॥ ২৭৯ ॥ তেনোক্তং বলয়ে
রাজন্ জয়-স্বন্দনলক্যে । মহাযজ্ঞং কুরুষাদ্য তেন
তে বিজয়ো ভবেৎ ॥ ২৮০ ॥ তেনোক্তো ভৃগুণা
চৈবং বলির্যজ্ঞার্থমদাতঃ । দধৌ যানীহ দ্রব্যানি
যজ্ঞযোগানি তানি বৈ । মেলয়িত্বা ত্রয়েণৈব
বৈরোচনিরুদারবীঃ ॥ ২৮২ ॥ প্রবর্তিতো মহাযজ্ঞো
ভার্গবেণ মহাশ্রনা । দীক্ষাযুক্তো বলিরভূচ্ছূহবে
হব্যবাহনম্ ॥ ২৮২ ॥ হুয়মানে তদাগ্নৌ তু কশ্মণা
বিধিহেতুনা । তস্মাদ্বলেঃ সমুৎপন্নঃ স্বন্দনঃ পরমা-
দ্বুতঃ ॥ ২৮৩ ॥ হুয়ৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তো ধ্বজে সিংহো
মহাপ্রভঃ । শস্ত্রৈঃ সংযুতঃ ক্রীমান্ হুইঃ শ্বৈতৈ-
রলঙ্কৃতঃ ॥ ২৮৪ ॥ ততশ্চাবভূতমান চক্রে শুক্র-
প্রণোদিতঃ । স্বন্দনং পূজয়িত্বাথ আকুরোহ বলি-
সুদা ॥ ২৮৫ ॥ দৈত্যৈঃ পরিবৃতঃ সদ্যো যোদ্ধুকামঃ
পূরন্দরম্ । সদ্য এব দিবং প্রাপ্তো বলিবৈরোচনো
মহান ॥ ২৮৬ ॥ আগত্য সেনয়া সাক্ষীমাকুরোহামরা-
বতীম্ । সংরুদ্ধাং তাং পুরীং দৃষ্ট্বা তদা তে সুর-

লেন । দৈত্যগণের বাক্য শুনিয়া বিরোচননন্দন বলি
রোবাবেশে শুক্রাচার্য্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন
যে, ইন্দ্র আমার বনীভূত হইবে কিরূপে ? শুক্রা-
চার্য্য বলিলে বলিলেন,—রাজন্ । জয়রথ লাভ করি-
বার জন্য এক্ষণে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ।
তাহাতেই আপনার জয় হইবে । শুক্রাচার্য্য এই কথা
কহিলে বলি যজ্ঞ নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন । শুক্র
যে সকল দ্রব্য যজ্ঞযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন,
উদারবুদ্ধি বৈরোচনি সহস্র সেই সমস্ত সমাহার-
পূর্ব্বক মহাত্মা ভার্গবের সাহায্যে মহাযজ্ঞ প্রবর্তিত
করিলেন । যজ্ঞ-দীক্ষিত বলি অগ্নিতে আহুতি প্রদান
করিতে লাগিলেন । ২৬৬—২৮২ । বিধি-বোধিত
কশ্মাণুসারে অগ্নি হুয়মান হইলে তন্মধ্য হইতে বলির
নিমিত্ত এক পরমোত্তম রথ প্রাভূত হইল । ঐ রথ
অশ্চতুর্ভুজে অস্থিত । উহার ধ্বজে এক মহাপ্রতাপ
সিংহ । উহা অশ্ব-শস্ত্রে পরিবৃত, ক্রীসম্পন্ন, এবং
শ্বেতাশ্বগণে সমলঙ্কৃত । অনন্তর শুক্রের আদেশে
বলি অবভূখ-জ্ঞান করিলেন এবং সেই রথের
পূজা করিয়া তখন তাহাতে আরোহণ করিলেন ।
বলি দৈত্যগণে পরিবৃত হইয়া পুরন্দরের সহিত যুদ্ধ-
কামনায় অবিলম্বে স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইলেন । মহাবল
বিরোচননন্দন বহুল দৈত্যসেনা-সমভিব্যাহারে স্বর্গে
আসিয়া অমরাবতীপুরী অবরোধ করিলেন । পুরী

সন্তমাঃ। বিমর্শয়িত্বা সূচিরমুচুঃ সর্বে বৃহস্পতিম্ ॥
২৮৭ ॥ কিং কুর্শ্বোহদ্য মহাভাগ আগতা দৈতা-
পুঙ্গবাঃ। যোদ্ধুকামা মহাঘোরাঃ সর্বে যুদ্ধবিশা-
রদাঃ ॥ ২৮৮ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বৃহস্পতির-
ভাষত ॥ ২৮৯ ॥ এতে স্মৃতমুখা ঘোরা ভৃগুণা
নোদিতাঃ সুরাঃ। অজেয়াশ্চৈব তে সর্বে তপসা
বিক্রমেণ চ ॥ ২৯০ ॥ এহমিশমা বচনঞ্চ গুণাভি-
যুক্তং সর্বে সুরাঃ সমভবংস্থপয়াভিযুক্তাঃ। ইন্দ্রো-
হপি বুদ্ধিবিকলঃ পরিচিন্তয়া চ ব্রীড়াযুতঃ সমভবৎ
পরিভ্রংশমানঃ ॥ ২৯১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বলিদৈত্যাস্ত সংগ্রামোদ্যোগবর্ণনঃ
নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। কশ্মণা পরিভূতো হি মহেন্দ্রো
শুরুমব্রবীৎ। বিনা যত্নেন সংক্ৰেশাদর্ভুঃ কশ্ম
কিমুচ্যতাম্ ॥ ১ ॥ বৃহস্পতিরুবাচেদং তাস্মৈ চৈবামরা-

অবরুদ্ধ হইল দেখিয়া সুরশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর অনেক-
ক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ করিলেন। পরে সকলেই এক-
বাক্যে বৃহস্পতিকে বলিলেন,—হে মহাভাগ! প্রবল
দৈত্যসৈন্য আগমন করিয়াছে। তাহার সাক্ষাৎ
রণপণ্ডিত, মহাঘোর ও যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক।
এক্ষণে আমরা কি করিব? দেবগণের সেই কথা
শ্রবণ করিয়া বৃহস্পতি কহিলেন,—হে সুরগণ! এই
সকল ভীষণ দৈত্য মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া দেব-
প্রাপ্য যজ্ঞের হবির লালসায় শুক্রচার্যের নেতৃত্বে
এই স্থানে আগমন করিয়াছে। সূতরাং কি তপসা,
কি বিক্রম, সর্ব উপায়েই ইহারা তোমাদের অজেয়।
বৃহস্পতির ইদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরগণ সকলেই
লজ্জিত হইলেন; চিন্তায় চিন্তায় ইন্দ্রের বুদ্ধি-
বৈকল্য ঘটিল। তিনি বৃহস্পতির নিকট এক্ষণে ভে-
দিত হইয়া লজ্জাভারে আক্রান্ত হইলেন ॥ ২৮৩—২৯১ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—মহেন্দ্র স্বীয় কশ্মবশে পরা-
ভূত হইয়া বৃহস্পতিকে বলিলেন,—অনায়াসে ক্রেশ
হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এমন কি কশ্ম আছে বস্তুন?

বতীম্। যাস্তামোহন্তত্র সর্বে বৈ সুরুটুহা জিগীষবঃ ॥
২ ॥ তথা চক্রুঃ সুরাঃ সর্বে হিহা চৈবামরাবতীম্।
বহিণো রূপমাস্তায় গতঃ সদাঃ পুরন্দরঃ ॥ ৩ ॥ কাকো
ভূহা যমঃ সাক্ষাৎ রুকলাসো ধনাধিপঃ। অগ্নিঃ
কপোতকো ভূহা ভেকো ভূহা মহেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥
নৈঋতস্তৎক্ষণাদেব কপোতোহভূততো গতঃ।
পানী কপিঞ্জলো ভূহা বায়ুঃ পারাবতোহভবৎ ॥ ৫ ॥
এবং নানাতত্ত্বভূতো হিহা তে ত্রিদিবং গতঃ।
কশ্চপশ্চাশ্রমং পুণ্যং সম্প্রাপ্তান্তে ভয়াতুরাঃ ॥ ৬ ॥
অদিতিং মান্নরং সর্বে শশংসুর্দৈত্যচেষ্টিতম্ ॥ ৭ ॥
অগ্নিয়ং তত্পাকর্য্য হৃদিতিঃ পুত্রলালসা। উবাচ
কশ্চপং সা তু সুরাণাং বাসনং মহৎ। মহর্ষে শ্রয়তাং
বাক্যং শ্রুত্বা তৎ কর্তুমর্হসি ॥ ৮ ॥ দৈত্যৈঃ পরাজিতা
দেবা হিহা চৈবামরাবতীম্। স্বদীয়মাশ্রমং প্রাপ্তা-
স্তান রক্ষস্ব প্রজাপতে ॥ ৯ ॥ তস্মাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা
কশ্চপো বাক্যমব্রবীৎ। তপসা মহতা তস্মি জ্ঞানীহি
হৃদং ভামিনি। অজেয়া অসুরাঃ সাক্ষি ভৃগুণা হনু-
মোদিতাঃ ॥ ১০ ॥ তেষাং জয়ো হি তপসা উগ্রেণা-

বৃহস্পতি কহিলেন,—আমরা অমরাবতী পরিত্যাগ
করিয়া আত্মীয়-কুটুম্ব সহ জয় লাভার্থ অস্ত্র গমন
কবি। সুরগণ তাহাই করিলেন। তাঁহারা অমরা-
বতী পরিত্যাগ করিয়া একে একে সকলেই প্রস্থানো-
দ্যত হইলেন। পুরন্দর মঘুরূপে, যম কাকরূপে,
ধনাধিপ রুকলাসরূপে, অগ্নি কপোতরূপে, ঈশান
ভেকরূপে, নৈঋতি কপোতরূপে, বরুণ কপিঞ্জলরূপে,
এবং বায়ু পারাবতরূপে তৎক্ষণাৎ পুরী হইতে
নিক্রান্ত হইলেন। এইরূপে ভয়াতুর দেবগণ নানা
বিধাক্ষোভি ধারণ করিয়া ত্রিদিবধাম পরিত্যাগ-
পূর্বক পবিত্র কশ্চপাশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মাতা
অদিতির নিকট সকলেই দৈত্যগণের দৌরাশ্রয়-
বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। পুত্রবৎসলা অদিতি সেই
অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কশ্চপের নিকট সুরগণের
বিপুল বাসনবার্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন,—
হে মহর্ষে! আমার বাক্য শ্রবণ করুন; শুনিয়া যাহা
কর্তব্য হয়, করুন। এই সকল দৈত্য-পরাজিত
দেবগণ অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়া ভবদীয় আশ্রমে
উপস্থিত হইয়াছে। হে প্রজাপতে! আপনি ইহা-
দিগকে রক্ষা করুন ॥ ১—৯ ॥ তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া
কশ্চপ কহিলেন,—হে তস্মি! হে ভামিনি! জানিও
মহৎ তপস্তাবলে অসুরেরা অজেয় হইয়াছে। হে
সাক্ষি! সত্য ভৃগু তাকালিগের অজেয় হইয়াছেন

দ্যোম ভামিনি । কুরু শীঘ্রতরৈণৈব সুরাগাং কার্য-
সিদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥ ত্রতমেতন্নশভাগে কথ্যমার্থ-
সিদ্ধয়ে । তৎ কুরুষ প্রযত্নেন যথোক্তবিধিনা শুভে ॥
১২ ॥ মাসি ভাদ্রপদে দেবি দশমাং নিয়তা শুচিঃ ।
একভক্তং প্রকুব্বীত বিকোঃ প্রীতার্থমেব চ ॥ ১৩ ॥
প্রার্থনীয়ো হরিঃ সাক্ষাৎ সৰ্বকামবরেশ্বরঃ । মনো-
নেন সুভগে তন্তুৈকুর্বরবর্ণিনি ॥ ১৪ ॥ তব ভক্তো-
ন্যাহং নাথ দশমাং দিদিনত্রয়ম্ । ত্রতং চরামাহং
বিকো অমুক্তাং দাতুমর্হসি ॥ ১৫ ॥ অনেনৈব চ
মনো প্রার্থনীয়ো জগৎপতিঃ । একভক্তং প্রকুব্বীত
তচ্চ ভক্তঞ্চ কেবলম্ ॥ ১৬ ॥ রস্তাপত্রে চ ভোক্তব্যং
বর্জিতং লবণেন হি । একাদশ্যাং চোপবাসং
প্রকুব্বীত প্রযত্নতঃ ॥ ১৭ ॥ রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ
প্রযত্নেন সুমধ্যমে । দ্বাদশ্যাং নিপুণত্বেন পারণা তু
বিধানতঃ । কর্তব্যং জ্ঞাতিভিঃ সাক্ষাৎ ভোজয়িত্বা
দ্বিজোত্তমান্ ॥ ১৮ ॥ এবং দ্বাদশমাসাং কুর্যাদ-
ত্রতমতন্ত্রিতঃ । মাসি ভাদ্রপদে প্রাপ্তে একাদশ্যাং

করিয়াজেন । হে ভামিনি ! অসুরগণের তপোবল
অপেক্ষা অধিক তপোবল সঞ্চয় করিতে পারিলেই
দেবগণের জয়লাভ হইতে পারে । হে মহাভাগে !
দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তুমি সহর এই
মহাপদটি ত্রতাচরণ কর । হে শুভে ! যথোক্ত বিধি
অনুসারে অতি যত্নের সহিত এ ত্রতের তুমি অনুষ্ঠান
করিতে থাক । এই ত্রতের অনুষ্ঠানপ্রণালী এই-
রূপ ;—ভাদ্রমাস, দশমী তিথি ; এই দিন শুচি ও
নিয়ত হইয়া বিষ্ণুর প্রীতি নিমিত্ত একাহার করিতে
হয় । হে সুভগে ! হে বরবর্ণিনি ! অনন্তর বক্ষ্যমাণ
মন্ত্রে সৰ্ব কামাধিপতি হরির নিকট হরভক্ত ত্রতী
ব্যক্তি এইরূপ প্রার্থনা জানাইবে যে, হে নাথ ! আমি
আপনার ভক্ত ; দশমী হইতে তিন দিন যাবৎ
আমি আপনার ত্রতাচরণ করিব । হে বিকো !
আপনি আমায় অনুজ্ঞা দান করুন । এইরূপ মন্ত্রে
জগৎপতি হরিকে প্রার্থনা জানাইতে হইবে । পরে
একভক্ত করিবে । ঐ ভক্ত কেবল হইবে অর্থাৎ
উহার সঙ্গে কোন বস্তুই আহার করিবে না । রস্তা-
পত্রে করিয়া অলবণ ভোজন করিবে এবং একাদশী
দিনে সমস্ত উপবাস ও রাত্রিতে জাগরণ করিবে ।
দ্বাদশীতে নিপুণভাবে যথাবিধি পারণ করিবে । ঐ
দিন জ্ঞাতীগণ সহ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করা-
ইবে । এইরূপে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত নিয়তভাবে
ত্রতাগুষ্ঠান করিবে । ভাদ্রমাসের একাদশীর দিন

প্রযত্নতঃ । বিষ্ণুমভ্যর্চ্য যত্নেন কলশোপরি সংস্থি-
তম্ ॥ ১৯ ॥ সৌবর্ণং রাজতং বাপি যথাশক্ত্যা
প্রকল্পয়েৎ । শ্রবণেন তু সংযুক্তাং দ্বাদশীং পাপ-
নাশিনীম্ । ত্রতী উপবসেদ্যত্রাৎ সৰ্বদোষপ্রশা-
ন্তয়ে ॥ ২০ ॥ এবং হি কশ্যপেনোক্তং শ্রদ্ধাদিতি-
রখাচরৎ । ত্রতং সংবৎসরং যাবন্নিয়মেন সমাধিতা ॥
২১ ॥ বর্ষান্তেন ত্রতেনৈব পরিতুষ্টো জনাদ্দিনঃ ।
প্রাহুর্ভুব দ্বাদশ্যাং শ্রবণেন তদা দ্বিজাঃ ॥ ২২ ॥
বটুকপবরঃ শ্রীশো দ্বিভুজঃ কমলেক্ষণঃ । অতসী-
পুপসঙ্কাশো বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ২৩ ॥ তং দৃষ্ট্বা
বিস্ময়াবিষ্টা পূজামধোহর্দিতস্তদা । কশ্যপেন সমা-
যুক্তা সান্তোষীৎ কমলেক্ষণা ॥ ২৪ ॥ অর্দিতিক্রবাচ ।
নমো নমঃ কারণকারণাং তে বিশ্বাত্মনে বিশ্বমুজে
চিদাত্মনে । বরেণ্যরূপায় পরাবরাহ্মণে হকুণ্ঠবোধায়
নমো নমস্তে ॥ ২৫ ॥ ইতি স্মৃতস্তদাদিত্যা দেবানাং
পত্নিরচ্যুতঃ । প্রহস্ম ভগবানাহ অর্দিতং দেব-
মাতরম্ ॥ ২৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । তপসা পরমে-
ণৈব প্রসন্নোহহং তবানঘে । অমুনা বপুষা চৈব
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ২৭ ॥ শ্রদ্ধা ভগবতো

কলসোপরি সাধ্যানুসারে সৌবর্ণ বা রাজত
বিষ্ণুমুতি স্থাপনপূর্বক সমস্তে অর্চনা করিবে ।
শ্রবণযুক্ত দ্বাদশী পাপনাশিনী । সকল দোষ শাস্তির
নিমিত্ত এই দিন ত্রতী ব্যক্তি সাগ্রহে উপবাস করিবে ।
অর্দিত কশ্যপোক্ত এবাদি ত্রতবিধি শ্রবণ করিয়া
সংবৎসর যাবৎ নিয়মপূর্বক তাহার অনুষ্ঠান করি-
লেন । অনন্তর বর্ষশেষে জনাদ্দিন ত্রতাচরণে পরি-
তুষ্ট হইয়া শ্রবণযুক্ত দ্বাদশীর দিন প্রাহুর্ভূত হইলেন ।
হে দ্বিজগণ ! শ্রীপতি পুণ্ডরীকাক্ষ, দ্বিভুজধর বটুরূপে
আত্মপ্রকাশ করিলেন । তাহার তাত্‌কালিক বর্ণ
অতসীপুষ্পের স্তায় ; তিনি বনমালায় মণ্ডিত ।
অর্দিত পূজাকালে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হই-
লেন । অনন্তর কমললোচনা অর্দিত কশ্যপ সমভি-
বাহারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । ১০—৪ ।
অর্দিত কহিলেন,—তুমি কারণ-কারণ, বিশ্বাত্মা, বিশ্ব-
শ্রষ্টা, চিদাত্মা, তোমাকে নমস্কার নমস্কার । তুমি
বরেণ্যরূপ, পরাবরাহ্মা, অকুণ্ঠ বোধ, তোমাকে আমার
বার বার নমস্কার । অর্দিত এইরূপে স্তব করিলে
তখন দেবপতি ভগবান্ অচ্যুত হস্তপূর্বক দেবমাতা
অর্দিতকে কহিলেন,—হে অনঘে ! তোমার পরম
তপস্যায় আমি প্রসন্ন হইয়াছি । আমি এইরূপ
দেহেই দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিব ।

বাক্যমদিতিস্তম্বাচ হ । ভগবন্ পরাজিতা দেবা
অসুরৈর্বলবন্তরৈঃ । তান্ রক্ষ শরণাপন্নান্ অসুরান্
সন্ধান জনাদিন ॥ ২৮ ॥ নিশম্য বাক্যং কিল তচ্চ
তস্তা বিষ্ণুর্বিষ্ণুর্ধিপতিঃ স একঃ । জাহ্না চ সন্ধঃ
সুরচেষ্টিতং তদা বলেশ্চ সন্ধঞ্চ চিকীর্ষিতঞ্চ ॥ ২৯ ॥
কিং কার্যমদৈব ময়া হি কার্যং যেনৈব দেবা জয়-
মাণুবন্তি । পরাজয়ং দৈত্যব্রাহ্মণে সৰ্বৈ বিষ্ণুঃ
পরাত্মৈব বিচিন্ত্য সন্ধম্ ॥ ৩০ ॥ গদাম্বাচ ভগবান্
গচ্ছস্বাদ্য বধং প্রতি । বৈরোচনিং মহাভাগে ঘাত-
য়স্ব স্বরাধিতা ॥ ৩১ ॥ গদোবাচ হৃষীকেশং প্রহস-
ন্তীব ভামিনী । ময়া হৃণকো বধিতুং ব্রহ্মণো হি
বলির্মহান ॥ ৩২ ॥ চক্রং প্রাপ্তি তদা বিষ্ণুর্বাচ
পরিসাঙ্ঘয়ন্ । হং গচ্ছ বলিনং হস্তঃ শীঘ্রমেব
সুদর্শন ॥ ৩৩ ॥ তদোবাচ স্বরৈণৈব চক্রপাণি
সুদর্শনম্ । ন শক্যতে ময়া হস্তঃ বলিনং তং
মহাপ্রভো ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মণোহসি যথা বিষ্ণো তথাসৌ
দৈত্যপুঙ্গবঃ । ধনুষা চ তথৈবোক্তঃ শাঙ্গপাণিচ
বিস্মিতঃ । চিন্তয়ামাস বহুধা বিমৃশ্য সুচিরং বহু ॥

অদिति ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—
হে ভগবন্ ! বলবান্ অসুরগণ দেবগণকে পরাজয়
করিয়াছে । হে জনাদিন ! আপনি সেই অসুর-
পরাজিত শরণাপন্ন অসুরগণকে রক্ষা করুন । বৈষ্ণু-
ধিপতি বিষ্ণু অদিতির বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুরগণের
ও বলির সমস্ত কার্য ও কার্যাবিপ্রায় অবগত হই-
লেন । অনন্তর ভাবিলেন,—আমি একাকী অদ্য
এমন কি কার্য করিব, যাহা দ্বারা দেবগণ জয় প্রাপ্ত
হইবেন এবং দৈত্যগণ পরাজিত হইবে? পরমাত্মা
বিষ্ণু এইরূপে সকল বিষয় চিন্তা করিয়া স্বীয় গদাকে
সহোদন করিয়া বলিলেন,—হে মহাভাগে ! তুমি
বৈরোচনির বধ-সাধনের জন্ত সহর গমন কর ;
যাইয়া তাহাকে বধ কর । গদা হাতিতে হাতিতে হৃষী-
কেশকে কহিল,—আমি তাহাকে বধ করিতে অক্ষম ;
কেন না, মহাত্মা বলি ব্রহ্মতেজের আধার । অন-
ন্তর চক্রকে সহোদনপূর্বক বিষ্ণু বলিলেন—হে সু-
দর্শন ! তুমি শীঘ্র বলিকে বিনাশ করিবার জন্ত গমন
কর । তখন সুদর্শন সহর চক্রপাণিকে কহিল,—হে
মহাপ্রভো ! আমি বলিকে বিনাশ করিতে পারিব
না ; হে বিষ্ণো ! আপনি যেরূপ ব্রহ্মণ্য, ঐ দৈত্যরাজ
বলিও তেমনি ব্রহ্মণ্য । তখন শাঙ্গপাণি ধনুকে
আদেশ করিলে, ধনু ও তাঁহাকে ঐরূপ উত্তর
প্রদান করিল । ইহাতে বিষ্ণু বিস্ময়াপন্ন হইয়া

৩৫ ॥ অত্রিবাচ । তদা তে হসুরাঃ সর্বে
কিমকুর্ভবন্তুহ্যতান্ ॥ ৩৬ ॥ লোমশ উবাচ । তদা
তে হসুরাঃ সর্বে বলিপ্রভৃতয়ো দিবি । কুরুধূর্নগরীং
রমাং যোদ্ধুকামাঃ পুরন্দরম্ ॥ ৩৭ ॥ ন বিহুহসুরাঃ
সর্বে গতান্ দেবাঃ স্থিবিষ্টপাং । নানারূপধরাঃ স্তম্ভাং
কণ্ঠপশ্চাশ্রমং প্রতি ॥ ৩৮ ॥ প্রাকারমাকুহ
তদা হি সম্ভ্রমাদৈত্যাঃ সুরেশং প্রতি হস্তকামাঃ ।
যাবৎ প্রবিষ্টা হমরাবতীং তাং শূচ্যামপশ্যন্
পরিতুষ্টমানসাঃ ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্রাসনে চ শুক্রেণ হৃতি-
যিক্তো বলিস্তদা । সহাভিষেকবিধিনা হসুরৈঃ
পরিবারিতঃ ॥ ৪০ ॥ তথৈবাধিষ্ঠিতো রাজ্যে বলি-
বৈরোচনো মহান্ । শুশুভে পরয়া ভূত্যা মহেন্দ্রাধি-
কৃতস্তদা ॥ ৪১ ॥ নাগৈশ্চাসুরসজ্জৈশ্চ সেব্যমানো
মহেন্দ্রবৎ । সুরভ্রমো জিতস্তেন কামধেনুর্মণি-
স্তথা ॥ ৪২ ॥ দানৈর্দাতা চ সর্বেষাং যেহন্তে
দানিহমাগতাঃ । সর্বেষামেব ভূতানাং দানৈর্দাতা

বহুকাল বহু প্রকার চিন্তাচর্চা করিতে লাগিলেন ।
২৪—৩৫ । এই সময় অত্রি লোমশকে জিজ্ঞাসিলেন,
—সেই সকল অসুর তখন কি কার্য করিল, তাহা
আপনি বলুন । লোমশ কহিলেন,—ঐ সময় বলি-
প্রমুখ অসুরেরা পুরন্দরের সহিত যুদ্ধকামনায় স্বর্গে
গিয়া রম্য অমরাবতী নগরী অবরোধ করিল ; কিন্তু
নাহারা তখনও জানিতে পারে নাই যে, অসুরগণ
নানারূপ ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে কণ্ঠপাশ্রমে গিয়া
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । দৈত্যগণ তখন অসুরপুত্রীয়
প্রাকারে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রকে উৎপীড়িত করি-
বার অভিপ্রায়ে যেমন সেই পুরীমধ্যে দৃষ্টিপাত
করিল, অমনি দেখিল—সেই অমরাবতী শূন্য ; সেখানে
দেবগণের একটা প্রাণীও নাই—দেখিয়া অসুরগণের
মন আনন্দিত হইল । তখন শুক্রাচার্য্য অসুরগণের
সহিত একযোগে অভিষেকবিধি অনুসারে ইন্দ্রের
আসনে বলিকে অভিষিক্ত করিলেন । বিরোচন-
নন্দন মহাত্মা বলি অভিষেকের পর স্বর্গরাজ্যে অধি-
ষ্ঠিত হইয়া পরম ঐশ্বর্য্যশোভায় সুশোভিত হইলেন ।
তিনি মহেন্দ্রের সমস্ত পদ অধিকার করিয়া বসিলেন ।
নাগ ও অসুরেরা তাঁহাকে মহেন্দ্রের স্থায় সেবা
করিতে লাগিল । তিনি কল্পতরু ও কামধেনু জয়
করিয়া লইলেন । দাতা হইয়া দানে সকলকে পরি-
তুষ্ট করিলেন । সর্বভূতবৃন্দ মধ্যে যাহারা দাতা
বলিয়া প্রখ্যাত, বলি সে সকল দাতা অপেক্ষা দান

বলির্জহান ॥ ৪৩ ॥ যান্ যান্ কাময়তে কামাংস্তান্
সর্গান্ বিতরত্যসৌ । সর্ষেভ্যোহপি স চার্ঘিভ্যো
দানবানামধীশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ শৌনক উবাচ । দেবেন্দ্রো
হি মহাভাগ ন দদাতি কদাচন । কথং বলিরসৌ
দাতা কথয়ন্ত যথাতথম্ ॥ ৪৫ ॥ লোমশ উবাচ ।
যত্নতো যেন যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে সুরুতং নরৈঃ ।
শুভং বাপ্যশুভং বাপি জ্ঞাতবাং হি বিপণ্চিতা ॥ ৪৬ ॥
শক্নো হি যাত্তিকো বিপ্রা অশ্বমেধশতেন বৈ ।
প্রাপ্তরাজ্যোহমরাবত্যাং কেবলং ভোগলোলুপঃ ॥
৪৭ ॥ অর্ঘিতং তৎফলং বিক্রি পুনঃ কার্পণ্যমাবিশৎ ।
পুনর্বিগম্যাবিশ্চ ক্ষীণপুণ্যো ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥ য
ইন্দ্র ক্রমিরেব স্মাৎ ক্রমিরিন্দ্রো হি জায়তে । তস্মা-
দানাত পরতরং নাত্তদন্তীহ মোচনম্ ॥ ৪৯ ॥ দানাক্রি
প্রাপ্যতে জ্ঞানং জ্ঞানাম্মোক্ষো ন সংশয়ঃ । মোক্ষাৎ
পরতরা ভক্তিঃ শূলপার্ণো হি বৈ দ্বিজাঃ ॥ ৫০ ॥
দদাতি সর্গং সর্ষেশঃ প্রসন্নাত্মা সদাশিবঃ । কিঞ্চি-
দগ্নেন তোয়েন পরিতুষ্যতি শঙ্করঃ ॥ ৫১ ॥ অত্রৈ-

দ্বারা প্রধান দাতা বলিয়া গণ্য হইলেন । দানবাধি-
পতি বলি অর্ঘিগণের মধ্যে যে যাহা প্রার্থনা করিত,
তিনি তাহাকে তাহাই অর্পণ করিতেন । শৌনক
কহিলেন,—হে মহাভাগ । দেবেন্দ্র কখন কিছু দান
করিতেন না ; কিন্তু তাঁহার পদাভিষিক্ত বলি কিরূপ
দাতা হইলেন ? তাহা আমার নিকট যথার্থ প্রকাশ
করিয়া বলুন । লোমশ কহিলেন,—নরগণ সুরুত
মনে করিয়া যত্নের সহিত যে কোন কার্য্য করে,
তাহার শুভ বা অশুভপরিণাম বিজ্ঞ ব্যক্তিই বিদিত
হইতে পারেন । হে বিপ্রগণ ! ইন্দ্র যাত্তিক হইয়া
শতশ্রমেধের অনুষ্ঠানে অমরাবতী-রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন । তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কেবল ভোগ-
লোলুপ হইয়া পড়েন । জানিবেন,—এইরূপে তাঁহার
রাজ্যকল লক্ষ হওয়ায় পশ্চাৎ তাঁহাতে কার্পণ্য
আবিষ্ট হয় । পুনরায় তাঁহার মরণ ঘটে । তিনি
ক্ষীণপুণ্য হইয়া পড়েন । যিনি ইন্দ্র, তাঁহাকে ক্রমি
হইতে হয় । আবার ক্রমিও ইন্দ্র হইয়া থাকে ।
অতএব দেখা যায়,—দানের পরতর মোক্ষোপায়
আর অন্য কিছুই নাই । দান হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত
হওয়া যায় এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ;
সংশয় নাই । হে দ্বিজগণ ! শূলপার্নির প্রতি ভক্তি
মোক্ষ হইতেও পরতরা । প্রসন্নাত্মা সদাশিব সম-
স্তই দান করিয়া থাকেন । যৎকিঞ্চিৎ জল দানেও

বোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ । বিরোচনমুতে-
নেদং কৃতমস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥ কিতবো হি মহা-
পাপো দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ । নিকৃত্যা পরয়োপেতঃ
পরদাররতো মহান্ ॥ ৫৩ ॥ একদা তু মহাপাপাৎ
কৈতবাচ্চ জিতং ধনম্ । গণিকার্থে চ পুষ্পাণি
তাম্বুলং চন্দনং তথা ॥ ৫৪ ॥ কোপীনমাত্রং তশ্চৈব
কিতবস্ত প্রদৃশতে । করাভ্যাং স্বস্তিকং কৃৎস্না গন্ধ-
মাল্যাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৫৫ ॥ গণিকার্থমুপাদায় ধাবমানো
গৃহং প্রতি । তদা প্রস্থলিতো ভূমৌ নিপপাত চ
তৎক্ষণাৎ ॥ ৫৬ ॥ পতনাগুচ্ছয়া যুক্তঃ ক্ষণমাত্রং
তদাভবৎ । ততো মুচ্ছাগতস্তাত্মা পাপিনোহনিষ্ট-
কারিণঃ ॥ ৫৭ ॥ বুদ্ধিঃ সদাঃ সমুৎপন্না কৰ্ম্মণা প্রাক্ত-
নেন হি । নির্বেদং পরমাপন্নং কিতবো হুঃখসংযুতঃ ॥
৫৮ ॥ ভূম্যাং নিপতিতঃ যচ্চ গন্ধপুষ্পাদিকং মহত্ব
সমর্পিতং শিবায়ৈতি কিতবেনাপ্যবুদ্ধিনা ॥ ৫৯ ॥
তেনৈব সুরুতেনৈব যাম্যোনীতো যমালয়ম্ । তং

শঙ্কর পরিতুষ্ট হন । এ সম্বন্ধে এই এক প্রাচীন
ইতিহাস কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে । বিরোচন-নন্দন বলি
নিশ্চয়ই এই ইতিহাসানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন ।
২৬—৫২ । পূর্বে এক মহাপাপী কিতব ছিল । সে
দেব ও ব্রাহ্মণেব নিন্দা করিত ; যত্নের নিকৃষ্ট কার্য্য
থাকিতে পারে, তাহার কিছুই ঐ কিতবের অকৃত
ছিল না । সে একজন প্রধান পারদারিক ছিল ।
একদা ঐ কিতব অতি ঘৃণিত পাপ কার্য্যে ও অত্যা-
কৈতব দ্বারা ধন অর্জন করিল—এবং কোন গণি-
কার নিমিত্ত পুষ্প, তাম্বুল ও চন্দনাদি লইয়া সেই
গণিকার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল । একমাত্র
কোপীন বাতীত ঐ কিতবের অন্য সম্বল কিছুই
দেখা যাইত না । সে গণিকার জন্ত স্বীয় করদ্বয়ে
স্বস্তিক ও গন্ধমাল্যাদি গ্রহণ করিয়া তদীয় গৃহাভিমুখে
ধাবিত হইতে লাগিল ; হঠাৎ পদস্থলনে ঐ কিতব
ভূতলে পড়িয়া গেল এবং পতনাঘাতে তৎক্ষণাৎ সে
মুচ্ছাপন্ন হইল । ক্ষণমাত্র মুচ্ছা যাইবার পর ঐ
অনিষ্টকারী পাপাত্মা কিতবের মুচ্ছাভঙ্গ হইল ।
তখন প্রাক্তন কৰ্ম্মবশে সহসা তাহার সম্বুদ্ধি জন্মিল ।
কিতব পরম নির্বেদ প্রাপ্ত ও হুঃখিত হইল । ভূতলে
যে কিছু গন্ধ-পুষ্পাদি পতিত হইয়াছিল, অবোধ
কিতব, তৎসমস্তই ‘শিবকে সমর্পণ করিলাম’ বলিয়া
শঙ্করকে সমর্পণ করিল । ইহাতে কিতবের অপূর্ব
সুকৃতি হইল । অনন্তর কালবশে যমদূতেরা তাহাকে

পাপীতি যমোহবোচৎ সৰ্বলোকভয়াবহঃ ॥ ৬০ ॥
 পচনীয়োহসি মে মন্দ নরকেষু মহৎসু চ । ইত্যাক্রো-
 ধস্মরাজেন কিতবো বাক্যমববীৎ ॥ ৬১ ॥ পাপা-
 চারো হি ভগবন্ কণ্ঠিনৈব মহা কৃতঃ । বিমুগ্ধতাং
 মে স্মরুতঃ যথাতথোন ভো যম ॥ ৬২ ॥ চিত্র-
 গুপ্তেন চাখ্যাভঃ দত্তমস্তি হয়া পুনঃ । পতিতং চৈব
 দেহান্তে শিবায় পরমাত্মনে ॥ ৬৩ ॥ তেন কৰ্ম্ম-
 বিপাকেন ঘটিকাভ্রমের চ । শরীপতেঃ পদং বিকি
 প্রাপ্যসি হং ন শশবঃ ॥ ৬৪ ॥ আগতস্তৎক্ষণাদেবঃ
 সুরৈঃ সৈবঃ সমধিতঃ । ঐরাবত সনাকটো নীতো-
 হসৌ শক্রমন্দিরম্ । শক্রঃ প্রবোধিতস্তেন গুরুণা
 ভাবিতান্মনা ॥ ৬৫ ॥ ঘটিকাদ্বিতয়ঃ যাবত্তাবৎকালং
 পুরন্দর । নিজাসনেহপি সংস্থাপাঃ কিতবোহপি
 মমাজয়া ॥ ৬৬ ॥ গুরোর্বচনমাকর্ষ্য "কৃহা শিরসি
 তৎক্ষণাৎ । গতৌহন্তত্ৰৈব শক্রোহসৌ কিতবো হি
 প্রবেশিতঃ । ভবনং দেববাজস্য নানাস্থাসমধিতম্ ॥
 শক্রাসনেহভিষিক্তোহসৌ রাজ্যং প্রাপ্তঃ শক্রকতোঃ ।
 শস্ত্রোর্গন্ধ প্রদানাত্ত পুষ্পতাস্থলসংযুতম্ ॥ ৬৮ ॥ কিং পুনঃ

শ্রদ্ধা যুক্তাঃ শিবায় পরমাত্মনে । অপর্যন্তি সদা
 ভক্তা গন্ধপুষ্পাদিকং মহৎ ॥ ৬৮ ॥ শিবসায়ুজ্যমায়াভাঃ
 শিবসেনাসমধিতাঃ । প্রাপ্তবন্তি মহামোদং শক্ৰো
 হেবাঞ্চ কিস্করঃ ॥ ৭০ ॥ শিবপূজারতানাঞ্চ যৎ
 সুখং শান্তচেতসাম্ । ব্রহ্মশক্রাদিকানাঞ্চ তৎসুখং
 তুল্যং মহৎ ॥ ৭১ ॥ বরাকান্তে ন জানন্তি মুঢ়া
 বিবরলোলুপাঃ । বন্দনীয়ো মহাদেবো হর্ষচর্চনীয়ঃ
 সদা শিবঃ ॥ ৭২ ॥ পূজনীয়ো মহাদেবঃ প্রাণিভিস্তদ-
 বোদিভিঃ । তস্মাদিন্দ্রহমগমৎ কিতবো ঘটিকাভ্রমম্ ॥
 ৭৩ ॥ পুরোধসার্ভিষিক্তোহসৌ পুরন্দরপদে স্থিতঃ ।
 তদানীং নারদেনোক্তঃ কিতবোহসৌ মহাযশাঃ ॥ ৭৪ ॥
 ইন্দ্রাণীমানয়শ্চিত যথা রাজ্যং সুশোভিতম্ । ততঃ
 প্রহস্তা চোবাচ কিতবঃ শিববল্লভঃ ॥ ৭৫ ॥ ইন্দ্রাণ্য
 নাস্তি মে কার্যং ন বাচ্যং তে মহামতে । এবমুক্তাথ
 কিতবঃ প্রদাতুয়পচক্রমে ॥ ৭৬ ॥ ঐরাবতমগস্ত্যায়
 প্রদদৌ শিববল্লভঃ । বিশ্বামিত্রায় কিতবো দদৌ
 হযাদারবীঃ ॥ ৭৭ ॥ উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞঞ্চ কামধেনুং

পাপী বোধে যমালয়ে লইয়া গেল । সকল-লোক-
 ভয়ঙ্কর যম তাহাকে দেখিয়া বালিলেন,—রে মন্দ !
 তোকে মহানরকে পাঠিতে হইবে । ঋষ্যরাজ এই
 কথা কহিলে কিতব কহিল,—হে ভগবন ! আমি
 কস্মিন্‌কালেও পাপাচারণ করি নাই । আপনি যথা-
 যথ মদীয় স্মরুত বিষয় বিচার করিয়া দেখুন ।
 এই সময় চিত্রগুপ্ত কহিলেন,—ঠা, তোমার দেহ
 অবসানের পূর্বে পরমাত্মা শিবকে তুমি ভূপতিত
 গন্ধমালাদি দান করিয়াছিলে । জানবে—সেই
 কৰ্ম্মবিপাকে তিন ঘটিকা পর্যন্ত তুমি শরীপতির
 পদ প্রাপ্ত হইবে । এই কথার পর তৎক্ষণাৎ
 সুরগণ-পরিবৃত সুরেশ ঐরাবতে সমাক্রুত হইয়া
 সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং সেই
 কিতবকে ইন্দ্রালয়ে লইয়া গেলেন । ভাবিতান্মনা
 বৃহস্পতি তখন ইন্দ্রকে বুঝাইলেন যে, হে পুরন্দর !
 তুমি আমার আদেশে এই কিতবকে তিন
 ঘটিকা যজ্ঞে নিজাসনে স্থাপন কর । গুরুর বাক্য
 শুনিয়া ইন্দ্র তাহা শিরোবার্দ্ধা করিলেন এবং অবি-
 লম্বে অস্ত্র চালাইয়া গেলেন । এইবার সেই কিতব
 নানাস্থাসময় দেবেস্ত্রভবনে প্রবেশিত হইল এবং
 ইন্দ্রাসনে অভিষিক্ত হইয়া ইন্দ্ররাজ্য প্রাপ্ত হইল ।
 শক্রকে গন্ধ-পুষ্প ও তাহুলাদি দান করিয়াছিল বলি-

যাই কিতবের এই সৌভাগ্যসম্পৎ ঘটিল । কিন্তু
 যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পরমাত্মা শিবকে
 প্রচুর গন্ধ-পুষ্পাদি দান করে, তাঁহাদের যে কি
 সৌভাগ্য, তাহা আর কি বলিব ? তাঁহারা শিব-
 সাধুজ্য লাভ করেন ; শিব-সেনায় অধিত হন ; এবং
 মহানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । স্বয়ং ইন্দ্র তাঁহাদের
 কিস্কর হন ॥ ৫০—৭০ ॥ শিবপূজা-রত শান্তচিত্ত ব্যক্তি-
 গণের যে সুখ হইয়া থাকে, ব্রহ্মা বা ইন্দ্রাদির পক্ষে
 তাদৃশ সুখ একান্তই তুল্য । কিন্তু যাহারা বিষয়াসক্ত
 মুঢ়, তাহারা এ তত্ত্ব জানে না । এই সকল অস্ত্র
 ব্যক্তি নিতান্তই দীন বলিয়া গণ্য । তদ্বদশা প্রাণি-
 গণের পক্ষে মহাদেব সদাশিব সঙ্গদাই বন্দনীয় এবং
 অর্চনীয় । এাদকে সেই কিতব ঘটিকাভ্রম যাবৎ
 ইন্দ্র প্রাপ্ত হইল । বৃহস্পতি তাহাকে ইন্দ্রপদে
 অভিষিক্ত করিলেন । তখন নারদ সেই মহাযশা
 কিতবকে কহিলেন,—ওহে ইন্দ্র ! তুমি ইন্দ্রাণীকে
 আনয়ন কর । তাহাতে তোমার এ রাজ্য আরও
 সুখময় হইবে । তখন শিব-বল্লভ কিতব হস্ত
 কারিয়া কহিল,—হে মহামতে ! ইন্দ্রাণী দ্বারা আমার
 কার্য নাই । আপনি একদা কথায় আমায় বলিবেনও
 না । এই কথা কহিয়া কিতব দানকার্য্যে উদ্যত
 হইল । ঐ শিবানুরক্ত ব্যক্তি প্রথমেই অগস্ত্য
 মুনিকে ঐরাবত হস্তী দান করিল । পরে উদার-
 বুদ্ধি কিতব বিশ্বামিত্রকে উচ্চৈঃশ্রবা অথ, বশিষ্ঠকে

মহাযশাঃ । দদৌ বশিষ্ঠায় তদা চিন্তামণিঃ মহাপ্রভম্ ॥ ৭৮ ॥ গালবায় মহাতেজাস্তদা কল্পতরুঞ্চ সং । কোণ্ডিন্দ্রায় মহাভাগঃ কিতবোহপি গৃহং তদা ॥ ৭৯ ॥ এবমাদৌত্তমেনেকানি রত্নানি বিবিধানি চ । দদারুবিভো মুদিতঃ শিবপ্রীত্যর্থমেব চ ॥ ৮০ ॥ ঘটিকাত্রিতযঃ যাবস্তাবৎকালং দদৌ প্রভুঃ । ঘটিকাত্রিতযাদুর্দ্ধং পূর্বস্বামী সমাগতঃ ॥ ৮১ ॥ পুরন্দরোহমরাবত্যা-মুপবিশু নিজাসনে । ঋষিভিঃ সংস্কৃতশ্চৈব শচ্যা সহ তদাভবৎ ॥ ৮২ ॥ শচীমুবাচ দুর্মুখাঃ কিতবেনাসি ভামিনি । ভুক্তা হৃষ্টেব কথয় যথাতথোন শোভনে ॥ ৮৩ ॥ তদা প্রহসু চোবাচ পুরন্দরমকম্বল । আশ্রো-পম্যেন সর্বত্র পশুসি ত্বং পুরন্দর ॥ ৮৪ ॥ অসৌ মহাত্মা কিতবস্বরূপী শিবপ্রসাদাৎ পরমার্থবিজ্ঞঃ । বৈরাগ্যযুক্তো হি মহাত্মভাবো যেনাপি সর্বং পরমং প্রপন্নম্ ॥ ৮৫ ॥ রাজ্যাদিকং মোহময়ঞ্চ পাশং তাক্রা পরেভ্যো বিজয়ী স জাতঃ ॥ ৮৬ ॥ বচো নিশম্য দেবেশ ইন্দ্রাণ্যঃ স পুরন্দরঃ । ব্রীড়াযুক্তো-

হতবৎ তুক্ষীমিচ্ছাসনগতস্তদা ॥ ৮৭ ॥ বৃহস্পতিমুবাচেদং বাক্যং বাক্যবিদাঃ বরঃ । ঐরাবতো ন দৃশ্যেত তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥ ৮৮ ॥ পারিজাতা-দয়ঃ সর্বে পদার্থাঃ কেন বা হতাঃ । ততো গুরু-কুবাচেদং কিতবেন কৃতং মহৎ ॥ ৮৯ ॥ ঋষিভ্যো দত্তমর্দেব যাবৎ সত্তা হি তস্মৈ বৈ । স্বসত্তায়াং মহত্যাঞ্চ স্বসত্তা যে ভবন্তি চ ॥ ৯০ ॥ অপ্রমত্তাশ্চ যে নিত্যং শিবধ্যানপরায়ণাঃ । তে প্রিয়াঃ শঙ্কর-শ্চৈব হি কৰ্ম্মকলানি বৈ । কেবলং জ্ঞানমাত্রিত্য তে যান্তি পরমং পদম্ ॥ ৯১ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মৈ চেন্দ্রো বৃহস্পতেবাক্যমিদং বভাবে । প্রায়ো যমো বক্ষ্যতি সর্বমেতং সমুদ্রবে হ্যাত্মনশ্চৈব শক্ ॥ ৯২ ॥ তথেষ্টি মহা গুরুণা সর্হৈব রাজা সুরাণাং সহসা জগাম । স্বকাৰ্য্যকামো হি তথা পুরন্দরো যযৌ পুরীং সংযমনীং তদানীম্ ॥ ৯৩ ॥ যমেন পূজ্যমানো হি শক্ৰো বাক্যমুবাচ হ । ত্বয়া দত্তং মম পদং কিতবায় ত্বরাগ্নে ॥ ৯৪ ॥ অনেনৈতৎ কৃতং কৰ্ম্ম জুগুপ্সিতং মহত্তরম্ । মদীয়ানি চ রত্নানি

কামধেনু, গালবকে মহাপ্রভ চিন্তামণি, এবং কোণ্ডিন্দ্র ঋষিকে কল্পতরু দান করিলেন । এই সকল দান-কার্য্য করিয়া সেই মহাতেজা মহাভাগ কিতব স্বীয় গৃহ পর্য্যন্ত দান করিলেন । শিবের প্রীতির নিমিত্তই তৎকর্তৃক মুদিতচিত্তে এই সকল বিবিধ রত্ন ঋষি-দিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল । কিতব তিন ঘটিকাকাল স্বর্গরাজ্যের অধিস্বামী হইয়া দানকার্য্য করিলেন । অতঃপর নির্দিষ্ট সময়ের অবসানে রাজ্যের পূর্বস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পুরন্দর অমরাবতীতে আসিয়া নিজাসনে শচীসহ উপবেশন করিলেন । ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । তখন অসঙ্গত ধারণার কলে ইন্দ্র শচীকে সন্দোধান করিয়া বলিলেন,—হে ভামিনি ! কিতব তোমায় ভোগ করিয়া গিয়াছে । হে সুন্দরি ! এক্ষণে সেই কিতব-সহ সন্তোগ-বিবরণ যথার্থ বল । অনন্তর, পুত-চরিতা শচী হাস্য করিয়া পুরন্দরকে কহিলেন,—পুরন্দর ! তুমি নিজের তুলনায় সকলকেই দর্শন কর । নতুবা এমন কথা কহিবে কেন ? দেখ, ঐ মহাত্মা কিতব শিবের প্রসাদে পরমার্থ-তত্ত্ব বিদিত হইয়াছেন ।—তিনি বৈরাগ্যযুক্ত ও মহাত্মভব পুরুষ । তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপযোগী সকল সাধনই তাঁহার উপপন্ন হইয়াছে । তিনি এই রাজ্যাদি মোহময় পাশ পরিত্যাগ করিয়া রিপুজয়ী হইয়া বিরাজ করি-

তেছেন । দেবেন্দ্র ইন্দ্রাণীর মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং তুক্ষীভাবে স্বীয় আসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর সেই বাক্যস্ত বাসব বৃহস্পতিকে বলিলেন,—আমার ঐরাবত বা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব দেখিতে পাইতেছি না এবং পারি-জাতাদি অস্ত্রাশ্র পদার্থগুলিই বা কে হরণ করিল ? তখন বৃহস্পতি বলিলেন,—সেই কিতব এই সকল হরণ করিয়াছে । তাহার যতক্ষণ স্বামিই ছিল, সে সেকাল মধ্যে ঋষিগণকে ঐ সকল বস্তু দান করিয়া গিয়াছে । যাহারা স্বীয় মহতী সত্তায় স্বহবান্ হয়, এবং যাহারা অপ্রমত্ত হইয়া নিত্য শিবধ্যানে তৎপর হইয়া থাকে, তাহারাই শঙ্করের প্রিয়পাত্র । তাহার কৰ্ম্মকল পরিত্যাগপূর্বক কেবল জ্ঞানাত্মক করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয় । ৭১—৯১ । ইন্দ্র বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—যম আমায় প্রায়শই বলিয়া থাকেন যে, হে শক্ৰ ! এই সমস্তই আমার সমুদ্র নিমিত্ত । ইন্দ্র এই কথা মনে করিয়া স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির কামনায় তৎকালে বৃহস্পতির সহিত সংযমনী পুরীতে গমন করিলেন । সেখানে উপ-স্থিত হইবামাত্র যম তাঁহাকে পূজা করিলেন । অন-ন্তর পূজিত হইয়া ইন্দ্র যমকে বলিলেন,—তুমি আমার পদ ত্বরাত্মা কিতবকে দান করিয়াছিলে, ঐ কিতব অতি গর্হিত কৰ্ম্ম করিয়াছে । আমার যত

যানি সর্বাধানেন বৈ। এভ্য এভ্যঃ প্রদত্তানি ধর্ম্য
জানীহি তবতঃ ॥ ৯৫ ॥ ইং ধর্ম্যনামাসি কথং কিতবায়
প্রদত্তবান্। মম রাজ্যাবিনাশায় কৃতমস্তি ইয়াধুনা ॥
৯৬ ॥ আনয়স্ব মহাভাগ গজাদীনি চ সহস্রম্।
অন্তানি চৈব রত্নানি দত্তানি চ যতন্ততঃ ॥ ৯৭ ॥
নিশম্য বাক্যং শক্রস্য যমো বচনমব্রবীৎ। কিতবক্
কুর্মাবিষ্টঃ কিং ইয়া পাপিনা কৃতম্ ॥ ৯৮ ॥ ভোগার্থ-
কৈব যদন্তঃ শক্ররাজ্যং ইয়াধুনা। প্রদত্তক্ দ্বিজা-
তিভ্যো হন্তথা বৈ কৃতং মহৎ ॥ ৯৯ ॥ অকার্য্য-
বৈ ইয়া মূঢ় পরদ্রব্যাপহারণম্। তেন পাপে-
মহতা নিরয়ং প্রতিগচ্ছাসি ॥ ১০০ ॥ যমস্ত বচন-
শ্রুত্বা কিতবো বাক্যমব্রবীৎ। অহং নিরয়-
গামী চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১০১ ॥ যাবৎ স্বতঃ
মম বিভো জাতা শক্রাসনে তথা। তাবদন্তঃ ই-
যং কিঞ্চিদ্বিজৈভ্যো হি যথাতথম্ ॥ ১০২ ॥ যম-
উবাচ। দানং প্রশস্তং ভূম্যাক্ দৃশ্যতে কস্মিন-
কলম্। স্বর্গে দানং ন দাতব্যং কেনচিৎ কস্মচিৎ

কিছু রত্ন ছিল, তাহা সমস্তই সে বিশেষ বিশেষ মূনি-
ঋষিকে দান করিয়া গিয়াছে। হে ধর্ম্য! এ সকল
সংবাদ সত্য বলিয়াই অবগত হইবে। তুমি ধর্ম্য
হইয়া কেন কিতবকে আমার পদ প্রদান করিলে?
তুমি এক্ষণে আমার রাজ্যাবিনাশের জন্যই কি কার্য্য
করিতেছ? যাহা হউক, হে মহাভাগ! আমার যে
সকল গজাদি ও অন্যান্য রত্নরাজি সেই কিতব
যাহাকে-তাহাকে দান করিয়া গিয়াছে, তুমি সহস্র
সেই সকল আনিয়া দাও। যম ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ
করিয়া রোষাবিষ্ট হইলেন। কিতব তাঁহার পুরেই
বাস করিতেছিল, তিনি রোষভরে তাহাকে ডাকিয়া
বলিলেন,—পাপী তুমি, এ কি কার্য্য কবিয়া আসি-
য়াছ? তোমাকে ভোগের নিমিত্ত যে ইন্দ্ররাজ্য প্রদান
করা হইয়াছিল, তাহা তুমি দ্বিজাতিগণকে দান
করিয়া আসিয়াছ, একার্য্য তোমার অন্তায় হইয়াছে।
রে মূঢ়! পরদ্রব্যের অপহরণরূপ অকার্য্য তুমি করি-
য়াছ; সেজন্য তোমার মহাপাপ সঞ্চিত হইয়াছে;
তুমি নিরয়ে নিমগ্ন হইবে। যমের বাক্য শুনিয়া
কিতব কহিল,—আমি নিরয়গামী সন্দেহ নাই। হে
বিভো! ইন্দ্রাসনে আমার যতক্ষণ স্বস্থ ছিল, ততক্ষণ
যাবৎ আমি যৎকিঞ্চিৎ বস্তু ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া
আনিয়াছি মাত্র। যম কহিলেন,—দানকার্য্য ভূতলেই
শেষ হয় এবং এইখানেই কস্মকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।
স্বর্গে কখন কাহারও কোন বস্তু দান করিতে নাই।

কচিৎ। তস্মাদগোহসি রে মূঢ় অশাস্ত্রীয়ঃ কৃতঃ
ইয়া ॥ ১০৩ ॥ গুরুরাগ্নবতাং শাস্তা রাজা শাস্তা
হুরাঘনাম্। সর্বেষাং পাপশীলানাং শাস্তাহং নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ১০৪ ॥ এবং নির্ভঃসম্বিত্বা তং কিতবং
ধর্ম্যরাষ্ট্রং স্বয়ম্। উবাচ চিত্রগুপ্তক নরকে পচ্যতা-
ময়ম্। তদা প্রহস্ত প্রোবাচ চিত্রগুপ্তো যমং প্রতি ॥
১০৫ ॥ কথং নিরয়গামিহং কিতবস্ত ভবিষ্যতি।
যেন দত্তো হগন্তায় গজ ঐরাবতো মহান্ ॥ ১০৬ ॥
তথাশ্চো হকিসমুতো গালবায় মহাঘনে। বিশ্ব-
মিত্রায় ভদ্রং তে চিন্তামণির্মহাপ্রভঃ ॥ ১০৬ ॥ এব-
মাদীনি রত্নানি দত্তানি কিতবেন হি। তেন কস্ম-
বিপাকেন পূজনীয়ো জগত্রয়ে ॥ ১০৮ ॥ শিবমুদিষ্ট
যদন্তঃ স্বর্গে মর্ত্যে চ যৈর্নরৈঃ। তৎসর্বং ইক্ষ্বক্যং
বিদ্যামিচ্ছিত্রং কস্ম চোচ্যতে। তস্মান্নরকগামিহং
কিতবস্ত ন বিদ্যতে ॥ ১০৯ ॥ যানি যানি চ
পাপানি কিতবস্ত মহাঘনঃ। ভস্মীভূতানি সর্বাণি
জাতানি স্রবণাচ্চ বৈ ॥ ১১০ ॥ শস্তোঃ প্রসাদাৎ
সর্বাণি স্মৃকৃতানি চ তৎক্ষণাৎ। তদ্বচচিত্রগুপ্তস্ত
নিশম্য প্রেতরাষ্ট্রং স্বয়ম্ ॥ ১১১ ॥ প্রহস্তাবামুখো

অতএব রে মূঢ়! তুমি অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়াছ
বলিয়া আমার নিকট দণ্ডাই। গুরু আত্মবান্দিগের
শাস্তা, রাজা হুরাঘনগণের শাসনকর্তা, আর আমি
সমস্ত পাপাচারীদিগের শাস্তিদাতা; এ নিয়মে সংশয়
কিছুই নাই। ১০২—১০৪। স্বয়ং ধর্ম্যরাজ কিতবকে
এইরূপ ভৎসনা করিয়া চিত্রগুপ্তকে কহিলেন,—এই
ব্যক্তিকে নরকে পাচিত কর। চিত্রগুপ্ত তৎক্ষণে
হাস্ত করিয়া যমের প্রতি কহিলেন,—এই কিতবের
নিরয়ে বাস কেন হইবে? এই ব্যক্তি অগন্ত্যকে মহা-
গজ ঐরাবত, বিশ্বমিত্রকে উট্টকঃপ্রবা অশ্ব এবং
মহাত্মা গালবকে মহাপ্রভ চিন্তামণি দান করিয়াছে।
এইরূপে কিতবের কর্তৃত্বের রত্নাদি অনেক বস্তু প্রদত্ত
হইয়াছে। সেই কস্মের কলে এই কিতব এক্ষণে
ত্রিজগতের পূজনীয়। স্বর্গে হউক, আর মর্ত্যে
হউক, শিবের উদ্দেশে নরগণ যাহা দান করে, বা যে
কস্মের অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্তই অক্ষয় ও অচ্ছিন্ন
বলিয়া জানিবে। অতএব কিতবের ভাগ্যে নরক-
ভোগ নাই। মহাত্মা কিতবের যত যত পাপ ছিল,
সকলই শিবস্মরণে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।
তাহার সে সকল পাপ শত্রুর প্রসাদে সেই দণ্ডেই
পুণ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। চিত্রগুপ্তের
সেই কথা শ্রবণ করিয়া প্রেতাধিপতি হস্তপূর্বক

ভূহা ইদমাহ শতক্রতুম্ । স্বঃ হি রাজা সুরেন্দ্রাণাং
স্ববিরো রাজ্যলম্পটঃ ॥ ১১২ ॥ অশ্বমেধশতেনৈব
একং জন্মার্জিতং কৃতম্ । ইয়া নাস্তাত্ সন্দেহো
হর্জিতং তেন বৈ মহৎ ॥ ১১৩ ॥ প্রার্থয়িত্ব হগস্ত্যা-
দীন যুন্নীন সর্দান বিশেষতঃ । অর্থেন প্রণিপাতেন
ইয়া লভ্যানি তানি চ । গজাদিকানি রত্নানি যেন
ইঞ্চ সুখী স্বরন ॥ ১১৪ ॥ তথ্যেতি মহা বচনং
পুরন্দরো গতঃ পুরীং স্বামবিবেকদৃষ্টিঃ । অভ্যর্থ্যা-
মাস বিনম্রকঙ্করশ্চর্যাস্ততো লকুবান্ পারিজাতম্ ॥
১১৫ ॥ অনেনৈব প্রকারেণ লকুরাজ্যঃ পুরন্দরঃ ।
জাতস্তদামরাবত্যাং রাজা সহ মহাশ্চভিঃ ॥ ১১৬ ॥
কিতবস্ত পুনর্জন্ম দত্তং বৈবস্বতেন হি । কিঞ্চিৎ
কর্মবিপাকেণ বিরোচনসুতোহভবৎ ॥ ১১৭ ॥ সুরুচি-
র্জননী তস্ত কিতবস্তাভবত্তদা । বিরোচনস্ত মহিষী
দুহিতা রূপপূর্ণাঃ । তস্মৈ জঠরমাস্ত্রায় তস্তাঃ সোহপি
মহাশ্রুতঃ ॥ ১১৮ ॥ তদাপ্রভৃতি তস্মৈব প্রহ্লাদ-
স্তাত্মজাৎ স বৈ । সুরুচেষ্ট তথাপ্যাসীদ্রম্যে দানে
মহামতিঃ ॥ ১১৯ ॥ তেনৈব জঠরস্থেন কুহা মতি-

অবনতমুখে ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে ইন্দ্র! তুমি
সুরেন্দ্রগণের মধ্যে স্ববির ও ভোগ-লম্পট রাজা ।
শতাশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া এক জন্মেই এ রাজ্য
অর্জন করিয়াছ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । বলা
বাল্লা, ঐ শতদুষ্টিত শতাশ্বমেধ দ্বারা তোমার মহৎ
কলই অর্জিত হইয়াছে । যাহা হউক, তুমি অগ-
স্ত্যাদি মুনিবৃন্দের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া অর্থ এবং
প্রণিপাত দ্বারা সেই সেই গজ-রত্নাদি লাভ করিতে
পারিবে এবং তাহাতে তুমি সুখী হইবে । অদূরদশী
পুরন্দর সেই যমবাক্যই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া স্বীয়
পুরে গমন করিলেন এবং বিনীতভাবে ঋষিদিগের
নিকট স্বীয় প্রার্থনা জানাইলেন । অনন্তর পারি-
জাতাদি সমস্ত বস্তুই তাঁহার হস্তগত হইল । পুরন্দর
এই প্রকারেই তৎকালে মহাশ্রুগণ সহ অমরাবতীতে
রাজা হইয়াছিলেন । এদিকে যম কিতবকে পুনর্জন্ম
প্রদান করিলেন । কিঞ্চিৎ কর্মবিপাকে তাহাকে
বিরোচন-নন্দন বলি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইল ।
কিতবের জননীর নাম সুরুচি । সুরুচি বিরোচনের
মহিষী ও রূপপূর্ণা দুহিতা । কিতব বিরোচন হইতে
জন্ম লইয়া সেই সুরুচির জঠর অবলম্বনে অবস্থিত
হইল । তাহার জঠরস্থিতিকালে সুরুচির দানধর্ম
প্রশস্ত-মতি হইল । কিতব জঠরে থাকিয়াই মাতার

রহস্তমা । কিতবেন কুতা বিশা দুর্লভা যা মনীষি-
ণাম্ ॥ ১২০ ॥ একদা বৈ তদা শক্ৰো যযৌ
বৈরোচনং প্রতি । হস্তকামো হি দৈত্যেন্দ্রঃ বিপ্রো
ভূহাথ যাচকঃ ॥ ১২১ ॥ বিরোচনগৃহং প্রাপ্ত ইন্দ্রো
বাক্যমুবাচ হ । স্ববিরো ব্রাহ্মণো ভূহা দেহীতি মম
সুত্রত । মনস্বী ইঞ্চ দৈত্যেন্দ্র দাতা চ ভুবন-
দ্রয়ে ॥ ১২২ ॥ তব বিপ্রা মহাভাগ চরিতং পরমা-
দৃতম্ । বর্ণয়ন্তি সমাজেষু স্থিহা কীর্ত্তিঞ্চ নিশ্চলাম্ ।
॥চকোহহঞ্চ দৈত্যেন্দ্র দাতুমহসি সুত্রত ॥ ১২৩ ॥
গম্য তদ্রচনং শক্ৰা দৈত্যেন্দ্রো বাক্যমববীৎ । কিং
দাতব্যং তব বিভো বদ শীঘ্রং মমাধুনা ॥ ১২৪ ॥
ইন্দ্রো হি বিপ্ররূপেণ বিরোচনমুবাচ হ । যাচয়ামি চ
দৈত্যেন্দ্র যদহং পরিভাবিতঃ ॥ ১২৫ ॥ আশ্রয়ীত্যা
দাতব্যং মম নাস্তাত্ সংশয়ঃ । উবাচ প্রহসন
বাক্যং প্রহ্লাদস্তাত্মজোহসুরঃ ॥ ১২৬ ॥ দদাম্যশ্র-
ণিরো বিপ্র যদি কাময়সেহধুনা । ইদং রাজ্য-
নায়াসমিয়ং ত্রীর্নান্তগামিনী । অহং সমর্পয়িষ্যামি

এই মতি উৎপাদন করিল । হে বিপ্রগণ! কিতবের
দর্শ্য মনীষিগণের পক্ষেও দুর্লভ হইল । একদা
ইন্দ্র বিরোচনকে নষ্ট করিবার জন্ত যাত্রা
করিলেন । তিনি দৈত্যেন্দ্রকে বিনাশ করিবার অভি-
প্রায়ে জনৈক যাচক ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি ধারণপূর্বক
বিরোচনালয়ে উপস্থিত হইলেন । সেখানে গিয়া স্ববির
ব্রাহ্মণ হইয়া এই বাক্য বলিলেন,—হে সুত্রত!
আমাকে কিঞ্চিৎ দান কর । হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি মনস্বী
দাতা বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত । হে মহাভাগ! বিপ্র-
গণ সমাজ-সমিতিতে তোমার অপূর্ব চরিত্র ও নিশ্চল
কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া থাকেন । হে সুত্রত দৈত্যরাজ!
আমি যাচক, আমায় কিঞ্চিৎ দান কর । ১০৫—১২৩ ।
তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া দৈত্যেন্দ্র বলিলেন,—হে
বিভো! আপনাকে আমি কি দান করিব? তাহা
গীষ্ব বলুন । ইন্দ্র বিপ্ররূপে বিরোচনকে বলিলেন,—
আমার যাহা মনোভীষ্ট, হে দৈত্যেন্দ্র! আমি তাহাই
তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি । তোমার আশ্র-
য়প্রীতি অনুসারেই তুমি আমায় দান করিবে সন্দেহ
নাই । তখন অসুরবর বিরোচন হাসিতে হাসিতে
বলিলেন,—হে বিপ্র! যদি আপনি প্রার্থনা করেন,
তবে এখন আমি স্বীয় শির পর্যন্ত আপনাকে
দান করিতে পারি । এই নিষ্কণ্টক রাজ্য আছে,
এই অনন্তগামিনী রাজলক্ষ্মী আছে, আপনি যাহা

তব নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৭ ॥ ইত্যুক্তস্তেন দৈত্যেন
বিমুগ্ধ চ তদা হরিঃ । উবাচ দেহি মে শীঘ্রং শিরো
মুকুটসেবিতম্ ॥ ১২৮ ॥ এবমুক্তে তু বচনে শক্রেণ
দ্বিজরূপিণা । অরম্যহেল্লায় তদা শির উৎকৃত্য বৈ
মুদা । স্বকরেণ দদৌ তস্মৈ প্রহ্লাদস্তান্মজো-
হসুরঃ ॥ ১২৯ ॥ প্রহ্লাদেন পুরা যন্ত কৃতো
ধর্মঃ সুহৃদরঃ । কেবলাং ভক্তিমাশ্রিতা বিকোস্ত-
পরচেতসা ॥ ১৩০ ॥ দানাং পরতরং চাত্তং কচিৎক-
ন বিদ্যতে । তদানঞ্চ মহাপুণ্যমার্হেভ্যো যৎ
প্রদীয়তে ॥ ১৩১ ॥ স্বশক্ত্যা যচ্চ কিঞ্চিচ্চ
তদানন্তায় কল্পতে । দানাং পরতরং নাস্তৎ ত্রিব-
লোকেষু বিদ্যতে ॥ ১৩২ ॥ সাস্বিকং রাজসং চৈব
তামসঞ্চ প্রকীর্তিতম্ । তথা কৃতমনেনৈব দানং
সাস্বিকলক্ষণম্ ॥ ১৩৩ ॥ শির উৎকৃত্য চেল্লায়
প্রদত্তং বিপ্ররূপিণে । কিরীটঃ পতিতস্তত্র মণয়ো হি
মহাপ্রভাঃ ॥ ১৩৪ ॥ ঐকপদোন পতিতাস্তে জাতা
মণুনায় বৈ । দৈত্যানাঞ্চ নরেন্দ্রাণাং পরগানাং
তথৈব চ ॥ ১৩৫ ॥ বিরোচনস্ত তদানং ত্রিব-
লোকেষু বিজ্ঞতম্ । গায়ন্ত্যদ্যাপি কবরো দৈত্যেন্দ্রস্ত

চাহিবেন, আমি নিঃসন্দেহে তাহাই সমর্পণ করিব ।
সেই দৈত্য এই কথা कहিলে ইন্দ্র কিঞ্চিৎ বিবেচনা
করিয়া कहিলেন,—তুমি তোমার এই মুকুট-মণ্ডিত
মস্তক আমায় অর্পণ কর । দ্বিজরূপী শক্ৰ এই কথা
কহিলে প্রহ্লাদ-নন্দন বিরোচন স্বীকৃত করে আপন
মস্তক ছেদন করিয়া সহর্ষে মহেন্দ্রহস্তে সমর্পণ করি-
লেন । পুরাকালে প্রহ্লাদ একাগ্রমানে কেবল বিষ্ণু-
ভক্তি আশ্রয় করিয়া হৃদয় ধর্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন ।
ঐহার পুত্র বিরোচন স্বীয় মস্তক দান করিলেন ।
দেখা যায়, দান হইতে পরতর বস্তু আর কিছুই নাই ।
যাহা আর্জ জনকে প্রদত্ত হয়, সেই দানই মহাপুণ্য-
জনক । স্বীয় সাধ্যানুসারে যাহা কিছু প্রদান করা
যায়, তাহাই অনন্ত হইয়া থাকে । দানের পরতর
ত্রিলোকে অস্ত কিছুই নাই । সাস্বিক, রাজস ও
তামস ভেদে দান ত্রিবিধ বলিয়া উল্লিখিত । এই
বিরোচননন্দন সাস্বিক দানই করিয়াছিলেন । তিনি
স্বীয় মস্তক বর্জন করিয়া বিপ্ররূপী ইন্দ্রকে প্রদান
করেন । ঐহার কিরীট পতিত হয় এবং মহাপ্রভ
মুকুটমণি সকল একযোগে ভূপতিত হইয়া দৈত্য,
নরেন্দ্র, ও পরগদিগের মণুনসামগ্রী হয় । বিরো-
চনের সেই দানের কথা তিন লোকেই বিখ্যাত হইয়া
পড়ে । আজও মহাত্মা দৈত্যেন্দ্রের সেই দানকাহিনী

মহাত্মনঃ ॥ ১৩৬ ॥ বিরোচনস্ত পুত্রোহভূৎ কিতবোহসৌ
মহাপ্রভঃ । মৃতে পিতরি জাতোহসৌ মাতা তন্ত
পতিব্রতা ॥ ১৩৭ ॥ কলেবরঞ্চ ততাজ পতিলোকং
গতা ততঃ । ভার্গবোণাভিমিত্তোহসৌ জনকস্ত
নিজাসনে ॥ ১৩৮ ॥ নাস্তা বলিরিতি খ্যাতো বভূব
চ মহাযশাঃ । তেন সর্কে সুরগণাস্থাসিতাঃ সু-
মহাবলাঃ ॥ ১৩৯ ॥ গতাস্তে কথিতাঃ পূর্বাং কশ্চপ-
শ্চাশ্রমং শুভম্ । তদা বলিরভূদিত্তো দেবপুৰ্যাং
মহাযশাঃ ॥ ১৪০ ॥ স্বয়ং ততাপ তপসা সূর্যো ভূহা
তদাসুরঃ । ঈশো ভূহা স্বয়ংকাস্তে ঐশান্তাং দিশি
পালয়ন্ ॥ ১৪১ ॥ তথা চ নৈখাতো ভূহা তথা
ব্রহ্মপতিঃ স্বয়ম্ । ধনাধ্যক্ষ উদীচ্যাং বৈ স্বয়মাস্তে
বলিস্তদা । এবমাস্তে বলিঃ সাক্ষাৎ স্বয়মেব ত্রিলোক-
ভুক্ ॥ ১৪২ ॥ শিবার্চনরতেনৈব কিতবেন বলি-
দ্বিজাঃ । পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব মহাদানরতোহভবৎ ॥
১৪৩ ॥ একদা তু সতামধ্যে আস্থিতো ভৃগুশ্চ সহ ।
দৈত্যেন্দ্রেঃ সংবৃতঃ শ্রীমান্ বণ্ডামকৌ বচোহব্রবীৎ ॥
১৪৪ ॥ আবাসঃ ক্রিয়তামত্র অশুরৈর্মম সন্নিধৌ ।

কবিগণ গান করিয়া থাকেন । পূর্বোক্ত মহাপ্রভাব
কিতব ঐ বিরোচনেরই পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ।
বিরোচনের মৃত্যুর পর তাঁহার জন্ম হয় । তাঁহার মাতা
অতি পতিব্রতা ছিলেন । তিনি কিয়ৎ দিনের মধ্যেই
কলেবর পরিত্যাগপূর্বক পতিলোকে গমন করি-
লেন । অনন্তর ভার্গব সেই বিরোচন-পুত্রকে তদীয়
জনকের পদে অভিষিক্ত করিলেন । ১২৪—১৩৮ ।
এই পুত্র মহাযশা বলি নামে বিখ্যাত হইলেন । তাঁহার
ভয়ে সমস্ত মহাবল সুরগণ ত্রাসাশ্রিত হইয়া পড়িলেন ।
তাঁহার যখন ভীত হইয়া শুভ কশ্চপাশ্রমে গমনপূর্বক
সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন, তখন দেবপুরে মহাযশা
বলি ইন্দ্র হইয়াছিলেন । তিনিই তখন তপোবলে
নিজেই সূর্য হইয়া সর্বত্র তাপ দান করিতে লাগি-
লেন । এইরূপে বলি নিজেই ঈশান হইয়া ঐশানী
দিক পালন এবং নিজেই নৈখাত, ও বরুণমূর্তি এবং
ধনাধ্যক্ষ হইয়া উত্তরাদিকে অবস্থান করিতে লাগি-
লেন । ত্রিলোকভুক বলি এইরূপে নিজেই সর্বাধিকারে
অবস্থিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন । হে দ্বিজ-
গণ ! শিবার্চনরত কিতবই বলি হইয়াছিলেন এবং
পূর্ব অভ্যাসক্রমে বিপুল দান-ব্যাপারে তৎপর
ছিলেন । একদা সতামধ্যে শুক্রাচার্য্যসহ সমাসীন
হইয়া দৈত্যেন্দ্রগণ-পরিবৃত শ্রীমান্ বলি বণ্ডামককে
বলিলেন,—অশুরেরা এখানে আমার সন্নিধানেই

হিহা পাতালমধ্যে মা বিলদিতুমহি ॥ ১৪৫ ॥
ভার্গবস্তপস্কৃত্য প্রহস্তোদম্বাচ হ। যজ্ঞে চ বিবিধৈ-
শ্চৈব স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৪৬ ॥ যাজ্ঞিকৈশ্চ
মহারাজ নান্থখা স্বর্গমেব হি। ভোক্তুং হি পার্থাতে
রাজ্ঞান্থখা মম ভাষিতম্ ॥ ১৪৭ ॥ গুরোর্বচনমা-
জ্ঞায় দৈত্যৈশ্চো বাক্যমব্রবীৎ। ময়া কৃতঞ্চ যৎ কৰ্ম্ম
তেন সৰ্বে মহাসুরাঃ। স্বর্গে বসন্ত সূচিরং নাত্র কার্য্যা
বিচারণা ॥ ১৪৮ ॥ প্রহস্তোবাচ ভগবান্ ভার্গবাণাং
মহাতপাঃ। বলিনং বলিশং মহা শুক্লো বুদ্ধিমতাং
বরঃ ॥ ১৪৯ ॥ যয্যোক্তঞ্চ বচনং বলে মম ন
রোচতে। ইহৈব স্বং সমাগত্য বস্তং চেচ্ছসি
সুব্রত ॥ ১৫০ ॥ অশ্বমেধশতেনৈব যজ স্বং জাত-
বেদসম্। কৰ্ম্মভূমিং গতো ভূহা মা বিলদিতু-
মহিসি ॥ ১৫১ ॥ তথ্যেতি মহা স বলিন্মহাত্মা হিহা
তদানীং ত্রিদিবং মনসী। দৈত্যৈঃ সমেতো গুরুণা
চ সঙ্গতো যযৌ ভুবং সোহনুচরৈঃ সমেতঃ ॥ ১৫২ ॥
তন্নর্যদায়া গুরুকুল্যাসংক্রকং তীরে মহাতীর্থমুদার -

বাস করিতে থাকুক। তাহারা অদ্যই পাতাল পরি-
ত্যাগ করিয়া এই স্থানেই আগমন করুক। এ
কার্য্যে তাহাদের যেন বিলম্ব হয় না। শুক্রাচার্য্য
তৎশ্রবণে হাস্তপূৰ্ব্বক বলিলেন,—লোকে বিবিধ যজ্ঞ
করিয়াই স্বর্গধামে বিহার করিয়া থাকে। মহারাজ!
যাজ্ঞিক ব্যতীত আর কাহারও স্বর্গভোগের অধিকার
নাই। আমার এ বাক্য অন্তথা হইবার নহে।
গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যৈশ্চ উত্তর করি-
লেন,—আমি যে সকল কৰ্ম্ম করিয়াছি, তাহারই
ফলে মহাসুরগণ দীর্ঘ কালের জন্য স্বর্গে আসিয়া
বাস করুক। এ বিষয়ে ত আর বিচার্য্য কিছুই
নাই। তৎশ্রবণে ভার্গবদিগের বরেণ্য মহাতপা
শুক্রাচার্য্য বলিকে মূৰ্খ মনে করিয়া হাস্তপূৰ্ব্বক
বলিলেন,—হে বলে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা
আমার ভাল বোধ হইতেছে না। হে সুব্রত!
তুমি যদি এই স্থানে আসিয়াই বাস করিতে চাও,
তবে কৰ্ম্মভূমিতে গমন করিয়া শতাব্দীমেধে
জাতবেদকে পূজা কর; বিলম্ব করিও না।
মহাত্মা মনসী বলি তৎকালে গুরুর কথাই শ্রবণ
মনে করিয়া গুরু ও অন্যান্য দৈত্যগণ সহ সত্তর
ভূতলে আগমন করিলেন। ভূতলে আসিয়া মহাত্মা
দৈত্যাবিশিষ্ট সমগ্র বসুধা-মণ্ডল জয় করিলেন এবং
নর্যদাতীর গুরুকুল্যামক সুরম্য মহাতীর্থে গমন-

শোভম্। গহ্বা তদা দৈত্যপতির্মহাত্মা জিহ্বা সমগ্রঃ
বসুধাতলঞ্চ ॥ ১৫৩ ॥ ততোহশ্বমেধৈর্ধর্মহতির্বি-
চক্ষণো গুরুপ্রযুক্তঃ স মহাযশা বলিঃ। ঐজৈ চ
দীক্ষাং পরমাশ্রুপেতো বৈরোচনিঃ সত্যবতাঃ বরিষ্ঠঃ ॥
১৫৪ ॥ কৃহা ব্রহ্মাণমাচার্য্যমুদ্বিজঃ বোড়শাভবৎ ॥
সুপরীক্ষিতেন তেনৈব ভার্গবেণ মহাত্মনা ॥ ১৫৫ ॥
যজ্ঞানামুনমেকেন শতং দীক্ষাপরেণ হি। বলিনা
চাশ্বমেধানাং পূর্ণং কর্ত্তুং সমাদধে ॥ ১৫৬ ॥ যাবদ্-
যজ্ঞশতং পূর্ণং তস্য রাজ্ঞো ভবিষ্যতি। পুরা
প্রোক্তং ময়া চাত্র হৃদিত্যা ব্রতমুক্তমম্ ॥ ১৫৭ ॥
ব্রতেন তেন সন্তুষ্টো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। বটু-
কপেণ মহতা পুত্রভূতো বভূব হ ॥ ১৫৮ ॥ অদিত্যাঃ
কশ্যপেনৈব উপনীতস্তদা প্রভুঃ। উপনীতেহথ
সম্প্রাপ্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১৫৯ ॥ দন্তঃ
যজ্ঞোপবীতঞ্চ ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা। দণ্ডকাষ্ঠং প্রদন্তঃ
হি সোমেন চ মহাত্মনা ॥ ১৬০ ॥ মেথলা চ সমানীতা
অজিনঞ্চ মহাত্মনাম্। তথা চ পাঙ্ককে চৈব মহা
দন্তে মহাত্মনঃ ॥ ১৬১ ॥ তত্র ভিক্ষা সমানীতা
ভবাত্মা চার্থসিক্রয়ে। এবং ভগবতে দন্তং বিষ্ণুবে
বটুরূপিণে ॥ ১৬২ ॥ অভিবন্দ্য তথা ক্রীশো বামনো

পূৰ্ব্বক সেইস্থানকেই যজ্ঞের নিমিত্ত কল্পনা করিয়া
নইলেন। অনন্তর সত্যবাদিগণের বরেণ্য
মহাযশা বিজ্ঞ বলি গুরুর অনুজ্ঞায় যজ্ঞ-দীক্ষিত
হইয়া বহুবিধ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।
তিনি ব্রহ্মাকে আচার্য্য করিলেন এবং
বোড়শ জন ঋষিক্ মহাত্মা ভার্গবের নিক্কাচন-
ক্রমে সেই যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। যজ্ঞদীক্ষিত
বলি একোশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিয়া শত-
যজ্ঞপূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৩৯—১৫৬। সেই
রাজার শত যজ্ঞ যখন পূর্ণ হইতে চলিল, পূর্বে
আমি যে অদিতির উত্তম ব্রতের কথা কহিয়াছি,
ভগবান্ হরি তখন সেই ব্রতে সন্তুষ্ট হইয়া বটু-
বামনাকারে তদীয় পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন।
কশ্যপ তখন সেই পুত্রের উপনয়নসংস্কার করি-
লেন। সেই সংস্কার-ব্যাপারে লোকপিতামহ ব্রহ্মা
উপস্থিত ছিলেন। পরমেষ্ঠী স্বহস্তে তাঁহাকে
যজ্ঞোপবীত দিলেন। এইরূপ মহাত্মা সোম সেই
কশ্যপ-নন্দনকে দণ্ডকাষ্ঠ, পৃথিবী মেথলা, অজিন
ও পাঙ্ককাদয় এবং সাক্ষাৎ ভবানী ভিক্ষা প্রদান
করিলেন। এইরূপে বটুরূপী ভগবান্ বিষ্ণুকে
সংস্কারযোগ্য সমস্ত বস্ত্র প্রদত্ত হইল। মহাতেজা

হৃদিতং তথা । কণ্ঠপঞ্চ মহাতেজা যজ্ঞবাটং
জগাম চ । যাজ্ঞিকস্ত বলেরাহ ছলনার্থং স্বয়ং
প্রভুঃ ॥ ১৬৩ ॥ তদা মহেশঃ স জগাম স্বর্গং প্রকম্প-
য়ন্ গাং প্রপদাভরেণ । স বামনো বটুরূপী চ সাক্ষাদ-
বিষ্ণুঃ পরাশ্রা সুরকার্যাহেতোঃ ॥ ১৬৪ ॥ গীর্ভি-
র্থার্থাতিরতিষ্টুতো জনৈর্মুনীশ্বরেদেবগণৈর্মহাশ্রা ।
স্বরেণ গচ্ছন্ স চ যজ্ঞবাটং প্রাপ্তস্তদানীং জগদেক-
বন্ধুঃ ॥ ১৬৫ ॥ উদ্যাপয়ন্ সাম যতো হি সাক্ষাচ্চকার
দেবো বটুরূপবেশঃ । উদ্যায়মানো ভগবান্ স
ঈশ্বরো বেদান্তবেদ্যো হরিরীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ১৬৬ ॥
দদর্শ তং মহাযজ্ঞমশ্বমেধং বলেস্তদা । দ্বারি স্থিতো
মহাতেজা বামনো বটুরূপধ্বক্ ॥ ১৬৭ ॥ ব্রহ্মরূপেণ
মহতা ব্যাপ্তমাসীদিগন্তরম্ । পবমানস্ত চ বটোর্ব-
মনস্ত মহাশ্রনঃ ॥ ১৬৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা চ বলিঃ প্রাহ
ষণ্ডামকৌ চ বুদ্ধিমান্ । ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাস্ত
আগতাঃ সন্তি ঈক্ষ্যতাম্ ॥ ১৬৯ ॥ তথৈতি মহা
স্বরিতাবুখিতো তো তদা দ্বিজাঃ । ষণ্ডামকৌ
সমাগম্য মণ্ডপদ্বারি সংস্থিতো ॥ ১৭০ ॥ দদৃশাতে

শ্রীপতি তখন বামন আখ্যায় অভিহিত হইয়া কণ্ঠপ
এবং হৃদিতিকে অভিবাদনপূর্বক যাজ্ঞিক বলিকে
ছলনা করিবার জন্ত তদীয় যজ্ঞক্ষেত্রে যাত্রা করি-
লেন । তৎকালে বটুরূপী সাক্ষাৎ বিষ্ণু-বামন
পদস্তরে স্বর্গ ও মর্ত্য প্রকম্পিত করিয়া সুর-
কার্য সাধনার্থ বলির যজ্ঞস্থানে গমনে উদ্যত
হইলে সুর, ঋষি ও নরগণ কর্তৃক বিবিধ যথার্থ
বাক্যে তিনি অভিষ্ট হইতে লাগিলেন । অনন্তর
সেই জগদেক-বন্ধু বামন সত্ত্বর গমনে তৎকালে
যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইলেন । বটুবেনী বিষ্ণু
সেখানে সামগান গাহিতে গাহিতে গমন করি-
লেন ; গিয়া সেই যজ্ঞভূমি দেখিতে পাইলেন ।
বেদান্তবেদ্য ভগবান্ হরি স্তত-গীত হইয়া সেখানে
গমনপূর্বক বলির সেই অশ্বমেধাখ্য মহাযজ্ঞ নিরীক্ষণ
করিলেন । পবিত্রমুর্তি মহাশ্রা বামনের স্মরণে
ব্রহ্মতেজে দিগ্দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল । বলি
জমিতে পাইলেন, তাঁহার দ্বারদেশে বটুরূপধারী
মহাতেজা বামন অবস্থান করিতেছেন । তৎ-
প্রবণে বুদ্ধিমান্ বলি ষণ্ডামককে কহিলেন,—
আপনারা উভয়ে একটু পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখুন,
—কতিসংখ্যক ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছেন ? হে
দ্বিজগণ ! বলি এই কথা বলিবামাত্র ষণ্ডামক
‘মহাশ্রা’ বলিয়া সত্ত্বর উখিত হইলেন এবং মণ্ডপ-

মহাশ্রানং শ্রীহরিং বটুরূপিণম্ । স্বরিতৌ পুনরায়াতো
বলেঃ শংসয়িতুং তদা ॥ ১৭১ ॥ ব্রহ্মচারী সমায়াত
এক এব ন চাপরঃ । পঠনাদৌ মহারাজ চাগতস্তব
সন্নিধৌ । কিমর্থং তন্ন জানীমো জানীহি স্বঃ
মহামতে ॥ ১৭২ ॥ এবমুক্তে তু বচনে তাভ্যাং স
চ মহামনাঃ । উখিতস্তৎক্ষণাদেব দর্শনার্থে বটুঃ
প্রতি ॥ ১৭৩ ॥ স দদর্শ মহাতেজা বিরোচনস্মৃতো
মহান্ । দণ্ডবৎ পতিতো ভূমৌ ননাম শিরসা বটুম্ ॥
১৭৪ ॥ আনয়িত্বা বটুং সদাঃ সন্নিবেশ্য নিজাসনে ।
অর্ঘ্যপাদ্যেন মহতাভ্যর্চয়ামাস তং বটুম্ ॥ ১৭৫ ॥
বিনম্রকঙ্কবো ভূত্বা উবাচ শ্রদ্ধয়া গিরা । কুতঃ কস্মাচ্চ
কস্মাসি তচ্ছীত্বং কথ্যতাং প্রভো ॥ ১৭৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা
বচনং তস্য বিরোচনস্মৃতস্ত বৈ । মনসা হৃষিতচ্চারৌ
বামনো বটুমারভৎ ॥ ১৭৭ ॥ ভগবান্নুবাচ । স্বঃ
ছি রাজা ত্রিলোকেশো নাত্তো ভবিতুমর্হতি ।
সকুলং নূনতাং গচ্ছেদ্যো বৈ কাপুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭৮ ॥
নমঃ বা চাধিকো বাপি যো গচ্ছেৎ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥
ইয়া কৃতঞ্চ যৎ কস্মি ন কৃতং পূর্বজৈস্তব ॥ ১৭৯ ॥

দ্বারে আসিয়া অবস্থানপূর্বক বটুরূপী শ্রীহরিকে
দেখিতে পাইলেন ; দেখিয়াই তাঁহার সেই সংবাদ
বলির নিকট বলিতে আসিলেন ; আসিয়া বলিলেন,
—দ্বারে একজন ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন, আর কেহই
আসেন নাই । হে মহারাজ ! ঐ ব্রহ্মচারী যথেষ্ট
বেদপাঠ করিতে করিতে আপনার সন্নিধানে কি
জন্ত আসিতেছেন ? হে মহামতে ! আমরা তাহা জানি
না । আপনি এ রহস্য অবগত হউন । ১৭১—১৭২ ।
ষণ্ডামক এই কথা কহিলে, মহামনা বলি তৎক্ষণাৎ
সেই বটুকে দেখিবার জন্ত উখিত হইলেন । বিরো-
চন-নন্দন মহাতেজা বলি তাঁহাকে দেখিলেন—দেখিয়া
যুক্তকরে ভূপতিত হইয়া মস্তক দ্বারা তাঁহাকে
প্রণাম করিলেন এবং সঙ্গ করিয়া আনিয়া নিজাসনে
স্থাপনপূর্বক অর্ঘ্য-পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা
করিলেন । অনন্তর বলি বিনম্র-কঙ্করে মধুর
মস্তাবে কহিলেন,—হে প্রভো ! আপনি কি জন্ত
কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া
বলুন । বলির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বামন
হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন । ভগবান্ কহিলেন,—
ভূমি রাজা, ত্রিলোকের অধিপতি ; তোমার স্তায়
অন্ত কেহই নাই । যে ব্যক্তি কাপুরুষ, তাহারই
স্বীয় কুল নূন হইয়া থাকে । আর যাহার জন্মে
কুল সমাবস্থায় থাকে বা পূর্বাপেক্ষা উন্নত হয়,

দৈত্যানাং বরিষ্ঠা যেহিরণ্যকশিপাদয়ঃ । কৃতং মহতপে
যেন দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৮০ ॥ শরীরং ভক্ষিতং
যন্ত জুবাণস্ত তপো মহৎ । পিপীলিকাভিবহুভির্দংশৈ-
শ্চৈব সমাবৃতম্ ॥ ১৮১ ॥ অভবত্তস্ত তজ্জাহ্না
সুরেন্দ্রো হৃগমৎ পুরা । নগরং তস্ত চ তদা সৈন্তেন
মহতা বৃতঃ ॥ ১৮২ ॥ তৎসন্নিধৌ হতাঃ সর্বে অসুরা
দৈত্যশক্কা । বিজ্যা তু মহিষী তস্ত নীয়মানা
নিবারিতা ॥ ১৮৩ ॥ নারদেন পুরা রাজন্ কিঞ্চিৎ
কর্ঘ্যং চিকীর্ষুণা । শস্ত্রাঃ প্রসাদাদপিলং মনসা
যৎ সমীক্ষিতম্ । দৈত্যেন্দ্রেণ চ তৎ সর্বং তপসৈব
বনীকৃতম্ ॥ ১৮৪ ॥ তস্ত পুত্রো মহাতেজা যেন
নীতোহভবৎ সভাম্ । তস্ত পুত্রো মহাভাগ পিতা হে
পিতৃবৎসলঃ । নাস্তা বিরোচনো বিদ্বানিন্দ্রো যে-
মহাস্থনা ॥ ১৮৫ ॥ দানেন তোষিতো রাজন্ শ্বেনৈব
শিরসা তদা । তস্তাশ্বজোহসি ভো রাজন্ কৃতং তে
পরমং যশঃ ॥ ১৮৬ ॥ যশোদীপেন মহতা দন্ধাঃ

তাহাকেই যথার্থ পুরুষাখ্যায় অভিহিত করা হয় ।
তুমি যে কর্ম করিয়াছ, তাহা তোমার পূর্বপুরুষ
হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যশ্রেষ্ঠগণও করিতে পারেন
নাই । তোমার প্রপিতামহ পূর্বে দিব্য সহস্র বৎসর
যাবৎ ঘোর তপস্তা করিয়াছিলেন । তিনি নিশ্চল
ভাবে বহুকাল তপস্তা করিতে থাকিলে পিপীলিক
এবং অনেক দংশাদি তাঁহার দেহ ভক্ষ
করিয়াছিল । তাঁহার এই অবস্থা হইয়াছে জানিতে
পারিয়া সুরেন্দ্র মহতী সেনা সমভিব্যাহারে গমন-
পূর্বক তদীয় নগর অবরোধ করেন এবং সেই
দৈত্যারি তাঁহার সন্নিধানেই অনেক অসুরবে-
নিহত করিয়া কেলেন । তাঁহার মহিষীর নাম ছিল
বিজ্যা ; ইন্দ্র বিজ্যাকে অপহরণ করিতে উদ্যত
হইলে, হে রাজন্ ! কিঞ্চিৎ কর্মচিকীর্ষু নারদ
তাঁহাকে বারণ করিয়া রাখেন । তোমার প্রপিতামহ
দৈত্যেন্দ্র মনে মনে যাহা কিছু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন,
তৎসমস্তই তপোবলে শস্ত্র প্রসাদে বনীভূত
করেন । তাঁহার পুত্র মহাতেজা প্রহ্লাদ আমায়
সভাক্ষেত্রে উপস্থাপিত করেন । হে মহাভাগ !
তোমার পিতা বিরোচন পিতৃবৎসল ছিলেন ;
তুমি সেই পিতৃবৎসল পিতার পুত্র । তিনি
বিদ্বান্ ছিলেন । সেই মহাত্মা স্বীয় মস্তক দান
করিয়া ইন্দ্রের পরিতোষ জন্মাইয়াছিলেন । হে
রাজন্ ! তুমি তাঁহার পুত্র ; তোমারও অপার
যশ বিস্তৃত । তুমি যশোদীপ মহাদীপ দ্বারা

শলভবৎ সুরাঃ । ইন্দ্রোহপি নির্জিতো যেন স্বয়ং
নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮৭ ॥ ঋতমস্তি ময়া সর্বং চরিতং
তব সুব্রত । অগ্নকোহহমিহায়াতো ব্রহ্মচর্য্যব্রতে
স্থিতঃ ॥ ১৮৮ ॥ উটজার্থে চ মে দেহি ভূমিঃ ভূমি-
ভূতাংবর । বটোন্তশ্চৈব তদ্বাক্যং ঋত্বা বলির-
ভাবত ॥ ১৮৯ ॥ হে বটো পণ্ডিতো ভূত্বা যত্নতঃ
বচনং পুরা । শিশুহাস্তেন জানাসি ঋত্বা মন্ত্রে যথা-
র্থতঃ ॥ ১৯০ ॥ বদ শীঘ্রং মহাভাগ কিয়ন্মাত্ৰাং মহীঃ
তব । দাস্ত্যামি হরিতে নৈব মনসা তদ্বিমুক্ততাম্ ॥
১৯১ ॥ তদাহ বামনো বাক্যং শ্রয়ন্মধুরয়া গিরা ।
অসন্তোষপরা যে চ বিপ্রা নষ্টা ন সংশয়ঃ ॥ ১৯২ ॥
সন্তুষ্টা যে হি বিপ্রাস্তে নান্তে বেশধরা হুমী ।
স্বধর্ম্মানিরতা রাজন্নির্দস্তা নিরবগ্রহাঃ ॥ ১৯৩ ॥ নির্ম্ম-
সরা জিতক্রোধা বদান্তা হি মহামতে । বিপ্রাস্তে হি
মহাভাগ তৈরিয়ং ধার্য্যতে মহী ॥ ১৯৪ ॥ মনস্বী
ত্বং বহুহাস্ত দাতাসি ভুবনজয়ে । তথাপি মে প্রদা-
তব্যা মহী ত্রিপদসম্বিতা ॥ ১৯৫ ॥ বহুদে নাস্তি

সুরগণকে শলভবৎ দন্ধ করিয়াছ । অধিক কি,
তোমার নিকট ইন্দ্রও নির্জিত হইয়াছেন, সংশয়
নাই । হে সুব্রত ! তোমার চরিত আমার সমস্তই
ঋত আছে । আমি বামনাকৃতি ব্রহ্মচারী এখানে
আসিয়াছি । হে ভূস্বামিগণের অগ্রণী ! আমি
কুটীর-নির্ম্মাণার্থ একটু ভূমি প্রার্থনা করিতেছি,
আমায় তাহা দান করুন । বলি সেই বটুর বাক্য
শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে বটো ! ইতিপূর্বে তুমি
পণ্ডিতের স্তায় যে সকল কথা কহিলে, তাহা শুনিয়া
আমার মনে হয়, তোমার ঐ অভিজ্ঞতা শৈশব-
সমুত নহে । যাহা হোক, হে মহাভাগ ! তুমি শীঘ্র
বল, তোমাকে কতটুকু ভূমি আমি দান করিব ?
তুমি প্রার্থনাবাক্য বলিবার পূর্বে মনে মনে বিশেষ
বিবেচনা করিয়া লও । ১৭৩—১৯১ । তখন বামন
ঈষৎহাস্তে মধুর বাক্যে বলিলেন,—যে সকল ব্রাহ্মণ
অসন্তুষ্ট, তাহারা নিশ্চয়ই নষ্ট । পরন্তু যাহারা
সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট, তাহারাই ব্রাহ্মণ ; অস্ত্রে কেবল
বেশধারী মাত্র । হে মহামতে ! যাহারা স্বধর্ম্ম-
নিরত, অদম্ব, অপ্রতিগ্রহ, অমৎসর, জিতক্রোধ ও
বদান্ত, তাহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ । হে মহাভাগ !
সেই সকল ব্রাহ্মণ দ্বারাই এই পৃথিবী পরিরক্ষিত ।
জানি আমি, ত্রিভুবনে আপনি মনস্বী ও ভূরিদাতা ;
তথাচ, আমি আপনার নিকট মাত্র ত্রিপদ-পরিমিত
ভূমি প্রার্থনা করি ; আপনি তাহাই আমায় দান

মে কার্যং মহা বৈ সুরসুদন। প্রবেশমাত্রমুটজং
তথা মম ভবিষ্যতি ॥ ১৯৬ ॥ ত্রিপদং পূর্বাতে-
হস্মাকং বস্ত্রং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। দেহি মে
ক্রমতো রাজন্ যাবন্তুমির্ভবিষ্যতি। তাবৎসংখ্যা
প্রদাতব্যং যদি দাতাসি ভো বলে ॥ ১৯৭ ॥
প্রহস্তু তমুবাচেদং বলির্বৈরোচনাত্মজঃ। দাস্তামি
তে মহীং কুৎস্রাং সশৈলবনকাননাম্ ॥ ১৯৮ ॥
মদীয়াং বৈ মহাভাগ ময়া দত্তাং গৃহাণ বৈ। যাচকো-
হসি বটো পশু দানং দৈত্যাং প্রযাচসে ॥ ১৯৯ ॥
যাবকো হস্তকো বাস্ত দাতা সর্বং বিমুশ্চ বৈ। তথা
বিলোকা চান্নানং হুর্খিতাশ্চ দদাতি বৈ ॥ ২০০ ॥
আহ্বোপমোন সর্বত্র যো দদাতি ত্যাদারধীঃ। তস্মান্ন
যাচিতব্যং হি অর্থিনা মন্দভাগিনা ॥ ২০১ ॥ বটো
দদামাহং তেহদ্য সশৈলবনকাননাম্। পৃথ্বী-
সপর্কতাং সাক্ষিং নান্তথা মম ভাবিতম্ ॥ ২০২ ॥
পুনঃ প্রোবাচ স বটুর্বৈরোচনসুতং প্রতি।
পূর্বাতে মম দৈত্যেন্দ্র ক্রমতো হি পটৈদস্থিতিঃ ॥

করুন। হে সুরারে! বহুবিস্তৃত ভূভাগ দ্বারা
আমার প্রয়োজন নাই। এই প্রার্থিত ত্রিপাদ-
ভূমিতেই আমার কুটীর প্রবেশ-যোগ্য হইবে এবং
ইহাতেই বাস করা চলিবে। ইহাতে সন্দেহমাত্র
নাই। অতএব হে রাজন! আমার পাদদ্রাব্য-
যায়ী ভূমি আমায় দান করুন। হে বলে! আপনি
যদি সত্য সত্যই দান করিতে বসিয়া থাকেন,
তবে আমি যে পরিমাণ ভূমি চাহিলাম, তাহাষ্ট
আমায় দান করিতে হইবে। বিরোচন-নন্দন বলি
হস্তপূর্বক বলিলেন,—হে মহাভাগ! তুমি গ্রহণ
কর, আমি আমার এই সশৈল-কাননা সমগ্র বসুধা
দান করিতেছি। হে বটো! ভাবিয়া দেখ, তুমি
যাচক; দৈত্যের নিকট দান প্রার্থনা করিতেছ।
সুতরাং যাচক ক্ষুদ্র হইলেও দাতা ব্যক্তির পক্ষে
সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং নিজের সামর্থ্য
দেখিয়াই অর্থাদিগকে দান করা কর্তব্য। যে
উদারবুদ্ধি ব্যক্তি সর্বত্র নিজের সামর্থ্যানুসারে দান
কার্য্য কুরিয়া থাকেন, মন্দভাগ্য প্রার্থীর পক্ষে
তাঁহার নিকট পরিমাণ নির্দেশ করিয়া যাচঞা করা
বিধেয় নহে। যাহা হউক, হে বটো! আমি
তোমাকে অদ্য শৈল-সাগর-কাননশালিনী সমগ্র
পৃথ্বী দান করিতেছি। আমার কথা
হইবে না। অনন্তর বামন পুনরায় বলির

২০৩ ॥ বটৌস্তদ্বচনং শ্রুত্বা অশুরেন্দ্রো বলি-
সুদা। উবাচ প্রহসন্ বাক্যং মন্তমানো বলিভূষণম্।
গৃহতাক্ষ ময়া দত্তাং পটৈদস্থিতিরলকৃতাম্ ॥ ২০৪ ॥
ইত্যাক্রো বামনঃ প্রাহ প্রহসন্নসুরং প্রতি। সঙ্কল্য
সকলাং পৃথ্বীং দাতুমর্হসি সুরত ॥ ২০৫ ॥ তথ্যেতি
মহা বলিনা অপূজিতঃ স বামনঃ কণ্ঠপনন্দনো
মহান্। বলিসুদানীং সহসা নিতান্তং সংস্কৃয়মান-
স্থিতির্মুনীন্দ্রে ॥ ২০৬ ॥ তং পূজয়িত্বা স বলির্ধাব-
দাতুং সমুদ্যতঃ। গুরুণা বারিতস্তাবধিরোচনসুতো
মহান ॥ ২০৭ ॥ ন দাতব্যং ত্বয়া দানং বিক্বে
বটুরূপিণে। ইন্দ্রার্থমাগতঃ সদ্যো যজ্ঞবিদ্বং করোতি
তে। তস্মাক্ষয়া ন পূজ্যো হি বিষ্ণুরধ্যাদীপকঃ ॥
২০৮ ॥ পুরা কৃতমনেনৈব মোহিনীরূপধারিণা।
দেবেভ্যশ্চায়তং দত্তং রাহর্ধেন হতো মহান্ ॥ ২০৯ ॥
যেন বিদ্রাবিতা দৈত্যাঃ কালনেমির্হতো বলী ॥ ২১০ ॥
এবংবিধোহয়ং পুরুষো মহাত্মা স দৈবরো বিশ্বপতিঃ

প্রতি বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! মাত্র ত্রিপাদ
ভূমি প্রাপ্ত হইলেই আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।
অশুরেন্দ্র বলি বামনের সেই বাক্য শুনিয়া সহাস্ত-
আশ্রো বলিলেন,—আচ্ছা, তুমি তবে মৎপ্রদত্ত
ত্রিপাদ ভূমিই গ্রহণ কর। বলি এই কথা বলিলে
বামন প্রফুল্লমুখে তাঁহাকে বলিলেন,—হে সুরত!
তুমি যে ভূমি দান করিবে, তাহা সঙ্কল্প করিয়া
আমায় এক্ষণে দান কর। বলি ‘তথাস্তু’ বাক্যে
কণ্ঠপান্নজ বামনকে পূজা করিলেন। তখন সহসা
চতুর্দিক্ হইতে মুনি-ঋষিগণ বলির স্তব করিয়া
উঠিলেন ॥ ১৯২—২০৬ ॥ বলি বামনকে পূজা করিয়া
এইবার সেই প্রার্থিত ত্রিপাদ-ভূমি দান করিতে
উদ্যত হইলেন। কিন্তু গুরু শুক্রাচার্য্য এইরূপ
দানকার্য্যে নিষেধ করিয়া কহিলেন,—রাজন!
আপনি বটুরূপী বিষ্ণুকে দান করিবেন না। ইনি
ইন্দ্রের উপকারার্থ আসিয়াছেন। এই যজ্ঞের
বিস্ত্রোৎপাদন করাই এক্ষণে ইহার উদ্দেশ্য।
অতএব এই অধ্যাদীপক বিষ্ণুকে তোমার পূজা
করিবার প্রয়োজন নাই। জান না কি, ইনিই
পূর্বে মোহিনীরূপ ধরিয়া দেবতাদিগকে অমৃত অর্প-
ণ ও রাহুকে নিহত করিয়াছিলেন। ইনিই দৈত্য-
দিগকে তাড়াইয়াছিলেন। কালনেমি ইহারই
হস্তে নিহত হইয়াছিল। ইনি এইরূপই ব্যক্তি;
ইনি মহাত্মা এবং ইনিই বিশ্বপতি ঈশ্বর। হে

স এব। বিষম সর্বমনসা মহামতে হিতাহিতঃ
কৰ্ম্মমিহাসি হম্ ॥ ২১১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণে বলিযজ্ঞে বামনগমনবর্ণনং
নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোবিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । এবং সন্দোধিতো দৈত্যো
গুরুণা ভার্গবেণ হি । উবাচ প্রহসন্ বাক্যং মেঘ-
গষ্ঠীরয়া গিরা ॥ ১ ॥ অয়োক্তোহহং হিতার্থায় যৈবাকো-
শ্চালিতোহস্ম্যহম্ । তব বাক্যং মম শ্রীতৌ হিত-
মপাহিতং ভবেৎ ॥ ২ ॥ দাস্তামি ভিক্ষিতং চাত্মৈ
বিষ্ণবে বটুরূপিণে । পাত্রীভূতো হুয়ঃ বিষ্ণুঃ সর্ব-
কৰ্ম্মফলেশ্বরঃ ॥ ৩ ॥ যেষাং হৃদি স্থিতো বিষ্ণুস্তে
বৈ পাত্ততমা ক্রবম্ । যস্তা নাত্মা সৰ্বমিদং পবিত্রমিব
চোচ্যতে ॥ ৪ ॥ যেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ মন্ত্রতজ্ঞাদযো
হমী । সৰ্বৈ সম্পূর্ণতাং যান্তি সৌহৃৎ বিশেষরো
হরিঃ ॥ ৫ ॥ আগতঃ কৃপয়া মেহদ্য সৰ্বাত্মা হরিরী-

মহামতে ! তুমি এই সকল মনে মনে বিবেচনা
করিয়া অধুনা হিতাহিত যাহা কর্তব্য হয়, করিতে
পার । ১০৭—২১১ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮ ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—বলি গুরু-ভার্গবের বাক্যে
এইরূপে সন্দোধিত হইয়া হাস্তপূর্বক মেঘগষ্ঠীর
বাক্যে বলিলেন,—আপনার কথা হিতের নিমিত্ত
সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ আপনার বাক্যেই আমি
চালিত হইয়া থাকি । শ্রীতির নিমিত্ত প্রযুক্ত
আপনার এই বাক্য হিতকর হইলেও এক্ষণে উহা
অহিতকর হইতেছে । আমি এই বটুরূপী বিষ্ণুকে
ভিক্ষা দান করিব । সমস্ত কৰ্ম্মফলের ঈশ্বর
এই বিষ্ণুই দানের যোগ্য পাত্র । বলা বহুল্য,
যাহাদিগের হৃদয়ে বিষ্ণু বিরাজিত, তাঁহারাও
পাত্ততম । ঈশ্বর নামে এই সমস্তই পবিত্র
বলিয়া নির্দিষ্ট এবং বেদ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্র—
এই সমস্তই ঈশ্বর নামোচ্চারণে সম্পূর্ণতা
প্রাপ্ত হয়, ইনিই সেই বিশেষর হরি । এই সৰ্বাত্মা

শ্বরঃ । উক্তং মাং ন সন্দেহ এতজ্ঞানীহি তবতঃ ।

৬ ॥ তস্তা তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপ চ ক্রবাবিতঃ ।
ভার্গবঃ শপ্তুমারেতে দৈত্যৈল্লং ধৰ্ম্মবৎসলম্ ॥ ৭ ॥
মম বাক্যমতিক্রম্য দাতুমিচ্ছন্তিরন্দম । বিগুণো ভব
রে মন্দ তস্মাৎ নিঃশ্রিকো ভব ॥ ৮ ॥ এবং শশাপ
চ তদা পরমার্থবিজ্ঞঃ শিষ্যঃ মহাত্মানমগাধবোধম্ ।
স বৈ জগামাথ মহাকবিস্বরাৎ স্বমাক্রমং ধৰ্ম্মবিদাং
বরিষ্ঠঃ ॥ ৯ ॥ গতে তু ভার্গবে তস্মিন্ বলিবিরো-
চনান্বজঃ । বামনঃ চার্চয়িত্বা স মহীং দাতুং
প্রচক্রে ॥ ১০ ॥ বিদ্যাবলিঃ সমাগত্য বলেরদ্বাদ-
শোভিতা । অবনিজ্য বটোঃ পাদৌ প্রদদৌ বিষ্ণবে
মহীম্ ॥ ১১ ॥ সঙ্কল্পপূৰ্ণেণ তদা বিধিনা বিধি-
কোবিদঃ । সঙ্কল্পেনৈব মহতা বরুধে ভগবান্বজঃ ॥ ১২ ॥
যদৈকেন মহী ব্যাপ্তা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । সৰ্বৈ স্বর্গা
দ্বিতীয়েন ব্যাপ্তান্তেন মহাত্মনা ॥ ১৩ ॥ সত্যলোকগতো
বিকোশ্চরণঃ পরমেষ্ঠিনা । কমণ্ডলুগতেনৈব
অমৃতা চাবনেনিজে ॥ ১৪ ॥ তৎপাদসম্পর্কজলাচ্চ

হরি আমার প্রতি কৃপা করিয়াই অদ্য এখানে
আসিয়াছেন । আমাকে উদ্ধার করাই ইহঁর এই
আগমনের উদ্দেশ্য । আপনি জানিবেন,—আমার
এ সকল কথায় সন্দেহ মাত্র নাই । ভার্গব বলির
সেই বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন । এমন কি, তিনি
সেই ধৰ্ম্মবৎসল বলিকে এইরূপ অভিসম্পাত
প্রদান করিলেন যে, হে অরিন্দম ! আমার বাক্য
অতিক্রম করিয়া তুমি দান করিতে উদ্যত হইয়াছ,
এইজন্য বলিতেছি, রে মন্দ ! তুমি বিগুণ ও শ্রীভ্রষ্ট
হও । মহাকবি শুক্রাচার্য্য তাঁহার পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ
অগাধবুদ্ধিশালী মহাত্মা শিষ্যকে এইরূপ অভিসম্পাত
করিলেন এবং সহর সে স্থান হইতে নিজাক্রমে
প্রস্থান করিলেন । ভার্গব চলিয়া গেলে বিরোচন-
নন্দন বলি বামনকে অর্চনা করিয়া মহী দানে
উদ্যত হইলেন । বলির অর্দ্ধাদ-শোভিনী বিদ্যা-
বলী আসিয়া বামনের পাদদ্বয় প্রক্ষালিত করিলেন ।
বিধিজ্ঞ বলি এইবার সঙ্কল্পপূর্বক যথাবিধি বিষ্ণুকে
মহী দান করিলেন । অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয়
মহৎ সঙ্কল্প দ্বারা বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন । ১—১২ ।
প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তখন একপাদ দ্বারা মহীমণ্ডল
ব্যাপ্ত করিলেন । তাঁহার দ্বিতীয় পাদ দ্বারা সুমন্ত
স্বর্গলোক পরিব্যাপ্ত হইল । এই বিষ্ণুপদ সত্যলোক
পর্যন্ত পৌছিল । পরমেষ্ঠী সেখানে কমণ্ডলু-জল
দ্বারা এ পদের অর্চনা করিলেন । সেই পাদ-

জাতা ভাগীরথী সর্বসুমঙ্গলা ৫। যথা ত্রিলোকী ৫
কৃত্য পবিত্রা যথা ৫ সর্ষে সগরাঃ সমুদ্ভূতাঃ। যথা
কপর্দঃ পরিপূরিতো বৈ শস্তোস্তদানীক ভগীরথেন ॥
১৫ ॥ তীর্থানাং তীর্থমাদ্যক গঙ্গাখামবতারিতম্।
তদ্বিকোশচরণেনৈব সমেতং ব্রহ্মণা কৃতম্ ॥ ১৬ ॥
ত্রিবিক্রমাৎ পরো হ্যাহা নায়া ত্রিবিক্রমোহভবৎ।
ত্রিবিক্রমক্রমাক্রান্তং ত্রৈলোক্যক তদাভবৎ ॥ ১৭ ॥
পদদ্বয়েন বা পূর্ণং জগদেতচ্চরাচরম্। বিহায় তৎ
স্বরূপক দেবদেবো জনার্দনঃ। পুনশ্চ বটুরূপো-
হসাবুপবিশ্ব নিজাসনে ॥ ১৮ ॥ তদা দেবাঃ সগন্ধর্বা
মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ। আগতাশ্চ বলৈর্ঘণ্ডঃ জষ্টুং যজ্ঞ-
পতিং প্রভূম্ ॥ ১৯ ॥ তত্র ব্রহ্মা সমাগতা জ্ঞতিং চক্রে
পরমায়নঃ। বলৈস্ত্রৈব চাত্তে ৫ দৈত্যেন্দ্রাশ্চাগতা
শ্বরম্ ॥ ২০ ॥ এতিঃ সর্ষেঃ পরিপূতো বামনো
বলিসম্মানি ॥ উপবিশ্বাসনে সোহথ উবাচ গুরুভ-
প্রতি ॥ ২১ ॥ দৈত্যোহসৌ বালিশো ভূহা দস্তানেন
মহী মম। ত্রিপদক্রমণেনৈব গৃহীতক পদদ্বয়ম্ ॥ ২২ ॥
পদমেকং প্রতিশ্রুত্য ন দদাতি হি গুণ্যনঃ। তস্মাৎ

সংস্পৃষ্ট জলে নিখিলমঙ্গললয়া ভাগীরথী জন্ম
গ্রহণ করিলেন। এই ভাগীরথী ত্রিলোক পবিত্র
করিয়া আছেন। ইহা দ্বারাই সমস্ত সগর-সন্তান
উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইনিই শত্রুর জটা
প্রাবিত করিয়াছেন। এই গঙ্গানামক আদি তীর্থ
ভা মর্ত্যে অবতারিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা
বিষ্ণুপদসহ ইহার সংযোগ ঘটাইয়া দেন। ত্রিপদ-
ক্রমের পর বিষ্ণু ত্রিবিক্রম নামে অভিহিত হন। এই
ত্রৈলোক্য তখন ত্রিবিক্রমের পদক্রমে আক্রান্ত
হইয়াছিল। অথবা তাঁহার দ্বিপাদ ক্রমেই এই চরা-
চর সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়। দেবদেব জনার্দন
এই সময় তাঁহার স্বরূপ পরিহার করিয়া পুনর্বার
বটুরূপে নিজাসনে উপবেশন করিলেন। তখন
দেব, গন্ধর্ব্ব, মুনি, সিদ্ধ ও চারণগণ সবলেই বলির
যজ্ঞ এবং যজ্ঞেশ্বরকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন
করিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া পরমাত্মার স্তব করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় তদাত্ম দৈত্যেন্দ্রগণও
সহর বলির পাশে আগমন করিলেন। এই সকল
সমাগত দর্শকগণে পরিবৃত্ত হইয়া বামন বলি-গৃহে
নিজাসনে উপবেশনপূর্ব্বক গুরুভের প্রতি বলিলেন,—
এই মুখ দৈত্য আমাকে আমার ত্রিপাদপরিমিত ভূমি
দান করিয়াছে। তাহার দ্বিপাদ-পরিমিত ভূমি মাত্র
আমি গ্রহণ করিয়াছি। এই ত্বষ্টি প্রতিশ্রুত

গৃহীতব্যং তৃতীয় পদমেব ৫ ॥ ২৩ ॥ ইত্যুক্তো
গুরুভস্তেন বামনেন মহাত্মনা। বৈরোচনিং বিনি-
ভৎস্য বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ২৪ ॥ রে বলে কিং
হয়া মুঢ় কৃতমস্তি জুগুপ্সিতম্। অবিদ্যামানে হর্ষে
হি কিং দদাসি পরাত্মনে। ঔদার্যোণ হি কিং
কার্যামল্লকেন হয়াধূনা ॥ ২৫ ॥ ইত্যুক্তো বলিরাবিষ্টঃ
শ্রয়মানঃ খগেশ্বরম্। বক্ষ্যমাণমিদং বাক্যং গুরুভস্তং
তদাববীৎ ॥ ১৬ ॥ সমর্থোহস্মি মহাপক্ষ রূপণো ন
ভবামাহম্। যেনেদং কারিতং সর্বং তস্মৈ কিং
প্রদদামাহম্ ॥ ২৭ ॥ অসমর্থো হহং তাত কৃতোহনেন
মহাত্মনা। তদোবাচ বলিঃ সোহপি তাক্ষ্যপুত্রো
মহামনাঃ ॥ ২৮ ॥ জানন্নপি চ দৈত্যেন্দ্র গুরুণাপি
নিবারিতঃ। বিষ্ণুবেহপি মহীঃ প্রাদাৎস্বয়া কিং
বিস্মৃতং মহৎ ॥ ২৯ ॥ দাতব্যং তৎপদং বিষ্ণে-
কৃত্য যৎ প্রতিশ্রুতম্। ন দদাসি কথং বীর
নিরয়ে চ পতিষ্যসি ॥ ৩০ ॥ ন দদাসি তৃতীয়ক
পদং মে স্বামিনঃ কথম্। বলাৎ গুণ্যমি রে মুঢ়

হইয়া এখনও একপাদ ভূমি আমাকে দান করিতেছে
না। অতএব তুমি সেই তৃতীয় পাদ-পরিমিত ভূমি
ইহার নিকট হইতে গ্রহণ কর। মহাত্মা বামন
গুরুভকে এই কথা কহিলে গুরুভ বলিকে
ভৎসনা করিয়া এই বাক্য বলিল যে, মুঢ় বলে!
তুমি এ কি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ? তোমার অর্থ
নাই, অথচ তুমি পরমাত্মাকে কি দান করিতে উদ্যত
হইয়াছিলে? তুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, তোমার এখন এ
ঔদার্য্যের কি প্রয়োজন ছিল? গুরুভ এই কথা
কহিলে বলি হাস্ত করিয়া খগেশ্বরকে তখন এই
বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—হে মহাবিক্র! দানে
আমি সমর্থ; আমি রূপণ নহি। যিনি এই সমস্তই
উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহাকে আর আমি কি
প্রদান করিব? তথাপি হে তাত! আমি যে
কিছু দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তাহাতে
এই মহাত্মাই আমাকে অসমর্থ করিয়া তুলিয়াছেন।
তখন মহামনা গুরুভ বলিকে বলিলেন,—হে
দৈত্যেন্দ্র! তুমি জানিয়াও গুরু কর্তৃক নিবারিত
হইয়াছিলে। বিষ্ণুকে যে মহী প্রদান করিতে হইবে,
এ কথা কি তুমি তুলিয়া গিয়াছ? ১৩—২৯। তুমি
যে তৃতীয় পদ-পরিমিত স্থান বিষ্ণুকে দান করিবে
বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা তোমাকে দিতেই
হইবে। হে বীর! তুমি ইহা কেনই বা না দান
করিবে? না দিলে তোমাকে যে-মরকে মাইতে

ইত্যুকা তং মহানুরম্। ববন্ধ বাক্ষণৈঃ পাশৈ-
বিরোচনশ্রুতং তদা ॥ ৩১ ॥ নিতরাং নিষ্ঠুরো ভূহা
গরুড়ো জয়তাং বরঃ। বন্ধঃ স্বপতিমালোক্য বিদ্যা-
বলিঃ সমভ্যাগাৎ ॥ ৩২ ॥ বাণমেকং সমারোপ্য
বামনস্তাগ্রতঃ স্থিতা। বামনেন তদা পৃষ্ঠা কেয়ং
চাগ্রতঃ স্থিতা ॥ ৩৩ ॥ তদোবাচ মহাতেজাঃ
প্রহ্লাদো হনুরাধিপঃ। বলে পত্নীতি স্বাং প্রাপ্তা
ইয়ং বিদ্যাবলঃ সতী ॥ ৩৪ ॥ প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা
বামনো বাক্যমব্রবীৎ। ক্রুহি বিদ্যাবলে বাক্যং
কিং কার্য্যং তে করোম্যহম্। এবমুক্তা ভগবতা
বিদ্যাবলিরভাষত ॥ ৩৫ ॥ বিদ্যাবলিরুবাচ। কস্মা-
দ্বন্ধো মম পতির্গরুড়েন মহানুরম্। তৎ কথাতাং
মহাভাগ হনুরেব জনাৰ্দ্দন। তদোবাচ মহাতেজা
বটুবেশধরো হরিঃ ॥ ৩৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অনে-
নৈব প্রদত্তা মে মহী ত্রিপদলক্ষণা। পদদ্বয়েন ঐ
ময়াক্রান্তং ত্রৈলোক্যমদ্য বৈ ॥ ৩৭ ॥ অনেন মম
দাতব্যং তৃতীয়ং পদমেব চ। তস্মাদ্বন্ধো ময়া সাধি

হইবে। আমার প্রভুর তৃতীয় পাদ-পরিমিত
স্থান কি জন্ত দিতেছ না? রে মূঢ়! তুমি প্রতিজ্ঞত
স্থান দিলে না, আমি তাহা সবলে গ্রহণ করিব।
এই বলিয়া বিজয়ী গরুড় নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায়
বাক্ষণ পাশ দ্বারা বিরোচননন্দন মহানুর বলিকে
বন্ধন করেন। স্বীয় পতিকে আবদ্ধ দেখিয়া বিদ্যা-
বলী পুত্র বাণকে ক্রোড়ে লইয়া বামনের অগ্রে
গিয়া উপস্থিত হইলেন। বামন তখন জিজ্ঞাসা
করিলেন,—এই কে আমার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত
হইল? অনুরাধিপতি মহাতেজা প্রহ্লাদ তখন
বলিলেন,—ইনি বলির পত্নী, আপনার নিকট উপ-
স্থিত হইয়াছেন। এই সতীর নাম বিদ্যাবলী।
প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া বামন বলিলেন,—অয়ি
বিদ্যাবলি! বল তুমি, তোমার কি কার্য্য আমি
করিব? ভগবান্ এই কথা কহিলে বিদ্যাবলী
ঈহাকে কহিলেন,—হে মহাভাগ জনাৰ্দ্দন! আমার
এই পতিকে মহাত্মা গরুড় কেন আবদ্ধ করিলেন?
তাহা আমার নিকট বলুন। তখন সেই বটুবেশ-
ধারী মহাতেজা হরি কহিলেন,—ইনি আমাকে
ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি দানে প্রতিজ্ঞত হইয়াছিলেন,
তাহার মধ্যে ত্রিপাদ দ্বারা আমি এই ত্রৈলোক্য
আক্রমণ করিয়াছি। এক্ষণে ইহাকে তৃতীয় পাদ-
পরিমিত স্থান দান করিতে হইবে। এই দান-

গরুড়েনৈব তে পতিঃ ॥ ৩৮ ॥ শ্রুত্বা ভগবতো
বাক্যমুবাচ পরমং বচঃ। প্রতিজ্ঞতমেনেনৈব ন দত্তং
হি তব প্রভো ॥ ৩৯ ॥ ক্রান্তং ত্রিভুবনঞ্চাদ্য স্বয়া
বিক্রমরূপিণা। তদস্মাকং বিজয়ীথাঃ স্বর্গে বাপ্যথবা
ভূবি ॥ ৪০ ॥ কিঞ্চিন্ন দত্তা হি বিভো দেবদেব
জগৎপতে। প্রহস্ত ভগবানাহ তদা বিদ্যাবলিঃ
প্রভুঃ ॥ ৪১ ॥ পদানি জীণি মে চাদ্য দাতব্যানি
কুতোহবুনা। শীঘ্রং বদ বিশালাক্ষি যন্তে মনসি
বর্ত্ততে। তদোবাচ চ সা সাধ্বী হ্যক্রক্রমমবস্থিতা ॥
স্বয়া কুতো বেবমুক্রমেণ ক্রান্তা ত্রিলোকী ভুবনৈক-
নাথ। তথৈব সৰ্বং জগদেকবন্ধো দেয়ং কিমস্মাভি-
রতুলাকপিণে ॥ ৪৩ ॥ তস্মাদ্বিহায় তদ্বিক্রো স্বমেবং
কুরু সম্প্রতি। প্রতিজ্ঞতানি মে ভক্তা পদানি জীণি
চাবুনা। দদাতি মে পতিস্তেহদ্য নাত্ৰ কার্য্য্য বিচা-
রণা ॥ ৪৪ ॥ নিধেহি মে পদং ত্বং হি শীর্ষি দেববর
প্রভো। দ্বিতীয়ং মে শিশোস্ত্বং হি কুরু মুর্ধ্নি জগৎ-

কার্য্যে অক্ষম হইয়াছেন বলিয়াই—হে সাধি! গরুড়
তোমার পতিকে বন্ধন করিয়াছে। ভগবানের
বাক্য শুনিয়া বিদ্যাবলী এই পরম বাক্য বলি-
লেন,—হে প্রভো! আমার পতি প্রতিজ্ঞত স্থান
দান করেন নাই, অথচ আপনি ত্রিবিক্রমরূপে
অদ্য ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছেন। আমাদিগের
স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে স্থান নাই; তাহা আপনি রোধ
করিয়াছেন। অথচ, কিছুই দান করা হয় নাই—
হে বিভো! দেবদেব জগৎপতে! এ কেমন
কথা? ভগবান্ তখন হাস্ত করিয়া বিদ্যাবলীকে
বলিলেন,—ত্রিপাদ স্থান পাইয়াছি। ত্রিপাদ-পরি-
মিত ভূমি অদ্য কে, কোথা হইতে দান করিবে?
হে বিশালাক্ষি! তোমার মনে যাহা আছে, শীঘ্র
করিয়া বল। তখন সাধ্বী বিদ্যাবলী উরুক্রম
বামনকে বলিলেন,—হে ভুবনৈকপালক! কেন
আপনি এই ত্রৈলোকা আক্রমণ করিলেন? হে
জগদেকবন্ধো! আপনি অতুল্যরূপী সর্বস্বরূপ;
আপনাকে আমাদের কি দেয় আছে? ৩০—৪৩। হে
বিক্রো! আপনি এই রূঢ়তাব পরিত্যাগ করিয়া
সম্প্রতি আমি যাহা বলি, তাহাই করুন। আমার
ভক্তা আপনাকে ত্রিপাদ-পরিমিত স্থান দানে প্রতিজ্ঞত
হইয়াছেন, তিনি তাহা অবগুই দিবেন, সন্দেহ
নাই। হে প্রভো! দেববর! আপনি আমার
মস্তকে একপদ স্থাপন করুন। হে জগৎপতে!

পতে ॥ ৪৫ ॥ তৃতীয়ঞ্চ জগন্নাথ কুরু শীর্ষি পতে-
 র্মম । এবং জীৰি পদানীশ তব দাস্তামি কেশব ॥
 ৪৬ ॥ তস্তাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা পরিতুষ্টো জনাদনঃ ।
 উবাচ শ্রুত্বা বাচা বিরোচনশ্রুতং প্রতি ॥ ৪৭ ॥
 ভগবানুবাচ । শ্রুতলং গচ্ছ দৈত্যেন্দ্র মা বলি-
 দ্বিতুমহঁসি । সর্বেশানুরসজ্যশ্চ চিরজীব সুখী ভব ॥
 ৪৮ ॥ পরিতুষ্টোহস্মাহং তাত কিং কার্য্যং কববাণি
 তে । সর্বেষামপি দাতৃণাং বরিষ্ঠোহসি মহামতে ॥
 বরং বরয় ভদ্রন্তে সর্বান কামান দদামি তে ।
 ত্রিবিক্রমেণৈবমুক্তো বিরোচনশ্রুতস্তদা ॥ ৪৯ ॥ বিমুক্তো
 হি পরিতুষ্টো দেবদেবেন চক্ৰিণা । তদা বলিরুবা-
 চেদং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ৫০ ॥ ত্বয়া কৃতমিদং
 সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্ । তস্মান্ন কামযে কিঞ্চি-
 ত্বংপদাভ্যং বিনা প্রভো ॥ ৫১ ॥ ভক্তিরস্তু পদাশ্রোজে
 তব দেব জনার্দন । ভূয়োভূয়শ্চ দেবেশ ভক্তি-
 র্ভবতু শাস্বতী ॥ ৫২ ॥ এবমভ্যর্থিতস্তেন ভগবান্
 ভূতভাবনঃ । উবাচ পরমপ্রীতো বিরোচনশ্রুতঃ

ভবদীয় দ্বিতীয় পদ মদায শিশুর মস্তকে দান
 করুন । হে জগন্নাথ ! আপনার যাহা তৃতীয় পদ,
 তাহা আমার পতির মস্তকে পাতিত করুন । হে
 কেশব ! এইরূপে আমি আপনাকে ত্রিপাদ স্থান
 দান করিব । জনাদন বিদ্যাবলীর সেই বক
 শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন । তিনি তুষ্ট হইয়া
 বলির প্রতি মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র !
 তুমি শ্রুতলে গমন কর ; বলিদ করিও না । তুমি
 সেখানে গিয়া সকল অশুরের সহিত একত্র বাসে
 জীবন যাপন কর এবং সুখী হও । হে তাত !
 আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার কোন কার্য্য
 আমাকে করিতে হইবে ? হে মহামতে ! দাতা
 ব্যক্তিগণের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ ; অতএব বর গ্রহণ
 কর । তোমার মঙ্গল হউক । আমি তোমার
 সর্বাভীষ্ট প্রদান করিব । ত্রিবিক্রম বিরোচন-
 নন্দন বলিকে এই কথা বলিয়া তদীয় বন্ধন
 মোচন করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন ।
 দেবদেব চক্রপাণি কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সুবক্তা
 বলি তখন বলিলেন,—হে প্রভো ! আপনি এই
 ‘চক্রাচর’ বিশ্বের বিধাতা । অতএব আপনার পাদ-
 পঙ্কজ ব্যতীত আর কিছুই কামনা করি না ।
 হে দেব জনার্দন ! আপনার পাদপদ্মে আমার
 ভক্তি হউক । হে দেবেশ ! আপনাতে আমার
 শাস্বতী ভক্তি ভূয়োভূয় বর্ধিত হউক । ভূতভাবন

তদা ॥ ৫৪ ॥ ভগবানুবাচ । বলে ত্বং শ্রুতলং যাহি
 জ্ঞাতিসহস্রিভিবৃতঃ । এবমুক্তস্তদা তেন অশুরো
 বাক্যমববৌৎ ॥ ৫৫ ॥ শ্রুতলে কিং হু মে কার্য্যং দেব-
 দেব বদস্ব মে । তিষ্ঠামি তব সান্নিধ্যে নাস্তথা
 বক্তুমহঁসি ॥ ৫৬ ॥ তদোবাচ হৃষীকেশো বলিঃ তং
 কৃপয়াম্বিতঃ । অহং তব সমীপস্থো ভবামি সততং
 নৃপ ॥ ৫৭ ॥ দ্বারি স্থিতস্তব বিভো নিবসামি নিতাং
 মা খিদ্যতামশুরবর্ষা বলে শৃণুষ । বাক্যন্ত মে বর-
 মগ্নো বরদস্তবাদ্য বৈকুণ্ঠবাসিভিরলঞ্চ ভজামি
 গোহম্ ॥ ৫৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্তা বিষ্ণোরতুল-
 তেজসঃ । জগাম শ্রুতলং দৈত্যো হস্মরৈঃ পরি-
 বারিতঃ ॥ ৫৯ ॥ তদা পুত্রশতেনৈব বাণমুখোন
 সহরম্ । বসমানো মহাবাহুদাতৃণাঞ্চ পরা গতিঃ ॥
 ৬০ ॥ ত্রৈলোক্যো যাচক্য যে চ সন্ধে যাস্তি বলিঃ
 প্রতি । দ্বারি স্থিতস্তস্তা বিষ্ণুঃ প্রযচ্ছতি যথেষ্পিতম্ ॥
 ৬১ ॥ ভক্তিকামাশ্চ যে কেচিচ্ছক্তিকামাস্থথা পরে ।
 যেষাং যজ্ঞে চ তে বিপ্রাস্ততৈভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি ॥

ভগবান্ এইরূপে অভ্যর্থিত হইয়া পরম প্রীতি
 সহকারে বিরোচন-নন্দনকে বলিলেন,—হে বলে !
 তুমি জ্ঞাতি এবং সহস্রিগণে পরিবৃত হইয়া
 শ্রুতলে গমন কর । ভগবান্ এই কথা কহিলে
 অশুরেন্দ্র বলি বলিলেন,—হে দেবদেব ! শ্রুতলে
 আমার কি কার্য্য হইবে ? আমি আপনার
 সান্নিধানেই থাকিতে ইচ্ছা করি । আপনি ইহার
 অন্তথা বলিবেন না । তখন হৃষীকেশ কৃপা-পরবশ
 হইয়া বলিকে বলিলেন,—হে নৃপ ! আমি তোমার
 সমীপে সততই অবস্থান করিব । হে বিভো !
 হে অশুরবর্ষা বলে ! শ্রবণ কর । আমি নিত্যই
 তোমার দ্বারে বাস করিব । তুমি খেদ করিও না ।
 আমি বরদ, আমার এই বাক্যই অদ্য তোমার
 বর হইল । আমি বৈকুণ্ঠবাসীদিগের সহিত বিশেষ-
 রূপে তোমার গৃহে বাস করিব । ৪৭—৫৮ । অন্তি-
 তেজা বিষ্ণুর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যেন্দ্র বলি
 অশুরগণ সহ শ্রুতলে গমন করিলেন । এইরূপে
 সেই দাতৃপ্রবর মহাবাহু বলি, বাণপ্রমুখ শত পুত্র
 সহ শ্রুতলে বাস করিতে লাগিলেন । ত্রিভুবন
 সমস্ত যাচক বলির নিকট গমন করিয়াছিল ।
 বলির দ্বারস্থিত বিষ্ণু বলিকে যথেষ্পিত বর দান
 করিয়াছিলেন । যাহারা ভুক্তিকামী কিংবা যাহারা
 মুক্তিকামী, তাঁহারাও বলির নিকট গমন করিতেন ।
 বলির যজ্ঞে যাহারা ব্রতী ছিলেন, সেই সকল

৬২ ॥ এবংবিধো বলিজাতঃ প্রসাদাচ্ছরস্ত চ ।
 পুরা হি কিতবহ্নেন যদন্তং পরমাশ্রমে ॥ ৬৩ ॥
 অশুচিঃ ভূমিমাঙ্গাদ্য গন্ধপুষ্পাদিকং মহৎ ।
 পতিতং চাপিতং তেন শিবায় পরমাশ্রমে ॥ ৬৪ ॥
 কিং পুনঃ পরয়া ভক্ত্যা চার্চয়ন্তি মহেশ্বরম্ । গন্ধং
 পুষ্পং ফলং তোয়ং তে যান্তি শিবসন্নিধিম্ ॥ ৬৫ ॥
 শিবাৎ পরতরো নাস্তি পূজনীয়ো হি ভো দ্বিজাঃ ।
 যে হি মুকাস্থথাক্ষাশ্চ পঙ্গবো যে জড়াস্থথা ॥ ৬৬ ॥
 জাতিহীনাস্চ চণ্ডালাঃ স্বপচা হস্ত্যজা হমী । শিব-
 ভক্তিপরা নিত্যং তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৬৭ ॥
 তস্মাৎ সদাশিবঃ পূজ্যঃ সর্বৈরেব মনীষিভিঃ ।
 পূজনীয়ো হি সম্পূজ্যো হর্চনীয়ঃ সদাশিবঃ ॥ ৬৮ ॥
 মহেশং পরমার্থজ্ঞাশ্চিন্তয়ন্তি হৃদি স্থিতম্ । যত্র
 জীবো ভবত্যেব শিবস্তত্রৈব তিষ্ঠতি ॥ ৬৯ ॥ বিনা
 শিবেন যৎকিঞ্চিদশিবঃ ভবতি ক্ষণাৎ । ব্রহ্মা
 বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ গুণকার্যকরা হমী ॥ ৭০ ॥ রজো-
 গুণাধিতো ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণাধিতঃ । তমোগুণাধিতো

ব্রাহ্মণদিগকেও বলি যথেষ্ট বস্তু দান করিয়াছিলেন ।
 বলি এইকপই দানশীল হইয়া জন্মিয়াছিলেন ।
 তিনি পূর্বে কিতব-অবস্থায় ভূতলপতিত অশুচি
 গন্ধ-পুষ্পাদি পরমাঙ্গা শিবকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ।
 সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর দানের ফলেই কিতব যখন
 বলি হেন দানশীল হইয়া জন্মিয়াছিল, তখন যাহারা
 পরম ভক্তিসহকারে শিবকে অর্চনা করেন,
 তাঁহাদের যে কি সৌভাগ্য লাভ হয়,—তাহা
 আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে কি? শিবভক্ত-
 গণ গন্ধ-পুষ্প-ফল-জল—যাহা কিছু শিবকে অর্পণ
 করেন, তৎসমস্তই শিবসন্নিধানে উপনীত হয় ।
 অতএব হে দ্বিজগণ! শিবাপেক্ষা পরতর পূজনীয়
 অন্য কেহই নাই । যাহারা মুক, অন্ধ, পঙ্গু, জড়,
 জাতিহীন, অথবা অন্ত্যজ, স্বপচ, চণ্ডাল, তাহারাও
 নিত্য শিব-ভক্তিযুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে । অতএব সকল মনীষী ব্যক্তিরই সর্বদা
 সদাশিবের অর্চনা করা কর্তব্য । একমাত্র পূজ-
 নীয়, সদাশিবই সম্পূজ্য ও অর্চনীয় । পরমার্থজ্ঞ
 পণ্ডিতগণ হৃদিস্থিত মহেশকেই চিন্তা করেন ।
 যেখানে জীব অবস্থিত, সেইখানেই শিব বিরাজিত ।
 শিব বিনা যে কোন বস্তুই তৎক্ষণাৎ অশিব হইয়া
 পড়ে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, এই দেবত্রেয় গুণকর্ম-
 তৎপর । তন্মধ্যে ব্রহ্মা রজোগুণাধিত, বিষ্ণু সত্ত্ব-
 গুণাধিত এবং রুদ্র তমোগুণাধিত । কিন্তু যিনি

রুদ্রো গুণাতীতো মহেশ্বরঃ ॥ ৭১ ॥ লিঙ্গরূপো মহাদেবো
 হর্চনীয়ো মুমুক্শুভিঃ । শিবাৎ পরতরো নাস্তি ভুক্তি-
 মুক্তিপ্রদায়কঃ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বলয়ে বরপ্রদানবর্ণনং নামৈকোন-
 বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সগুণাঃ কীর্তিতা-
 শ্চয়া । লিঙ্গরূপী তথৈবেশো নির্গুণোহসৌ কথং বদ ॥ ১ ॥
 ত্রিভির্গুণৈর্ব্যাপ্তমিদং চরাচরং জগন্মহদ্ব্যাপ্যথ বাল্লকং
 বা । মায়াময়ং সর্বমিদং বিভাতি লিঙ্গং বিনা কেন
 কুতো বিভাতি ॥ ২ ॥ যদৃশুমানং মহদল্লকঞ্চ তং নব্বয়ং
 কৃতকহ্মাচ্চ স্মৃত ॥ ৩ ॥ তস্মাদ্ বিমুখো ভোঃ স্মৃত
 সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি । ব্যাসপ্রসাদাৎ সকলং জানাসি
 হং ন চাপরঃ ॥ ৪ ॥ স্মৃত উবাচ । ব্যাসেন কথিতং
 সর্বমশ্রম্যমর্থং শুকং প্রতি । শুক উবাচ । লিঙ্গ-

মহেশ্বর, তিনি গুণাতীত । লিঙ্গরূপী মহাদেব
 মুমুক্শুগণেরও অর্চনীয় । শিব ভুক্তি ও মুক্তি-
 দাতা ; তাঁহা অপেক্ষা পরতর দেব অপর কেহই
 নাই । ৫৯—৭২ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯ ।

বিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র, এই
 তিন দেবকে আপনি সগুণ বলিয়া কীর্তন করিলেন ;
 যিনি লিঙ্গরূপী দেবদেব, তিনি নির্গুণ হইলেন
 কিরূপে, তাহা বলুন? এই চরাচর জগৎ মহৎ
 হংসে হৃদ পর্ধ্যস্ত সকলই গুণত্রেয় পরিব্যাপ্ত ।
 এই সমস্তই মায়াময় । লিঙ্গ ব্যতীত, মায়া ব্যতীত,
 এ সকল কেমন করিয়া বিভাতি হয়? হে স্মৃত!
 মহৎ বা অল্প যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান হইতেছে,
 সমস্তই কৃত্রিম বলিয়া নব্বয় । স্মৃতরাং তুমি বিশেষ
 বিবেচনা করিয়া আমাদের সংশয়জাল ছেদন কর ।
 হে স্মৃত! ব্যাসের প্রসাদে সকলই তুমি বিদিত
 আছ ; তোমার জ্ঞায় অপর কেহই এ তত্ত্ব অজিত
 নাই । স্মৃত কহিলেন,—আপনাদের জিজ্ঞাসিত
 বিষয় ব্যাসদেব শুকের নিকট সমস্ত তত্ত্বই প্রকাশ

কল্পী কথং শত্ৰুনির্গুণঃ কথ্যতে ইয়া । এতন্নে সংশয়ঃ
তাত চ্ছেতুমহিস্তশেষতঃ ॥ ৫ ॥ বাস উবাচ । শূ
বৎস ব্রবীম্যেতৎ পুরা প্রোক্তঞ্চ নন্দিনা । অগস্ত্যঃ
পৃচ্ছমানঞ্চ যেন সর্বং ঋতং শুক ॥ ৬ ॥ নির্গুণঃ
পরমাত্মনঃ বিদ্ধি লিঙ্গস্বরূপিণম্ । পরা শক্তিস্তথা
জ্ঞেয়া নির্গুণা শাস্বতী সতী ॥ ৭ ॥ যয়া কৃতমিদং
সর্বং গুণত্রয়বিভাবিতম্ । এতচ্চরাচরং বিশ্বং নথরং
পরমার্থতঃ ॥ ৮ ॥ এক এব পরো হ্যাত্মা লিঙ্গরূপী
নিরঞ্জনঃ । প্রকৃতা সহ তে সর্বে ত্রিগুণা বিলয়ঃ
গতাঃ ॥ ৯ ॥ যস্মিন্নেব ততো লিঙ্গং লয়নাং কথিতং
পুরা । তস্মাল্লিঙ্গং লয়ং প্রাপ্তা পরা শক্তিঃ কুতো-
হপরে ॥ ১০ ॥ লীলা গুণাশ্চ কদ্রোজায়া যৈরিদং
বদ্ধমেব চ । চরাচরং মহাভাগ তস্মাল্লিঙ্গং প্রপূজ-
য়েৎ ॥ ১১ ॥ লিঙ্গঞ্চ নির্গুণং সাক্ষাজ্জানীধ্বং তো
দ্বিজোত্তমাঃ । লয়াল্লিঙ্গশ্চ মাহাত্ম্যং গুণানাং পরি-
কীৰ্ত্ত্যতে ॥ ১২ ॥ শঙ্করঃ সুখদাতা হি উচ্যমানো

করিয়াছিলেন । একদা শুকদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা-
সিয়াছিলেন,—পিতঃ ! লিঙ্গরূপী শত্ৰুকে আপনি
কিরূপে নির্গুণ বলিয়া বর্ণন করেন ? আমার
এ বিষয়ে সংশয় আছে, আপনি তাহা সম্পূর্ণরূপে
বর্ণনা করুন । বাস বলিলেন,—শুন, বৎস শুক !
এ সম্বন্ধে অগস্ত্য মুনি জিজ্ঞাসা করিলে নন্দী
যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার সমস্তই ঋত
আছে । আমি সে সমস্তই তোমার নিকট বর্ণন
করিতেছি । তুমি লিঙ্গরূপী পরমাত্মাকে নির্গুণ
বলিয়াই বিদিত হও । তাঁহার যে শাস্বতী সতী
পরা শক্তি, তাহাও নির্গুণ বলিয়াই বিজ্ঞেয় ।
তিনি এই সমস্ত জগৎ ত্রিগুণাত্মকরূপে নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছেন । এই যে চরাচর বিশ্ব পবিত্রশ্রুমান
হইতেছে, ইহা বাস্তব পক্ষে বিনশ্বর । একমাত্র
লিঙ্গরূপী নিরঞ্জন পরমাত্মাই সত্য । প্রকৃতির সহিত
ঐ সমস্ত ত্রিগুণ লিঙ্গরূপী পরমাত্মাতেই বিলয় প্রাপ্ত
হয় । এই লয়ন জন্তই লিঙ্গ নাম নিরূপিত হইয়া
থাকে । অতএব লিঙ্গে যখন পরা শক্তি পর্যাস্ত
লীন হন, তখন অপর কাহার অস্তিত্ব কিরূপে
অবশিষ্ট থাকিতে পারে ? যে সকল গুণ দ্বারা
এই চরাচর বিশ্ব আবদ্ধ, তাহারাও লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত
হয় । অতএব হে মহাভাগ ! লিঙ্গকেই সর্বদা
পূজা করা কর্তব্য । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! লিঙ্গকেই
সাক্ষাৎ নির্গুণ ব্রহ্মা বলিয়া জানিবেন । গুণসমূহের
লয় হেতুই লিঙ্গ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ।

মনীষিভিঃ । সর্বো হি কথ্যতে বিপ্রাঃ সর্বেষা-
মাশ্রয়ো হি সঃ ॥ ১৩ ॥ শত্ৰুর্হি কথ্যতে বিপ্রা যস্মাচ্চ
শুভসম্ভবঃ ॥ ১৪ ॥ এবং সর্বাণি নামানি সার্থকানি
মহাত্মনঃ । তেনাবৃতং জগৎ সর্বং শত্ৰুনা পরমে-
ষ্ঠিনা ॥ ১৫ ॥ ঋষয় উচুঃ । যদা দাক্ষায়ণী চাখ্যৌ
পতিতা যজ্ঞকর্ম্মণি । দক্ষশ্চ চ মহাভাগা তিরোধান-
গতা সতী ॥ ১৬ ॥ প্রাহুর্ভূতা কদা সূত কথ্যতাং
তদ্ব্যাধুনা । পরা শক্তির্মহেশশ্চ মিলিতা চ কথং
পুনঃ ॥ ১৭ ॥ এতৎ সর্বং মহাভাগ পূর্ববৃত্তঞ্চ তদ্বৃত্তং ।
কথনীয়ঞ্চ অস্মাকং নাত্যো বক্তার্স্তি কশ্চন ॥ ১৮ ॥
সূত উবাচ । জজ্ঞে দাক্ষায়ণী ব্রহ্মন্ বিদম্ভাবয়বা
যদা । বিনা শক্ত্যা মহেশোহপি ততাপ । পরমং
তপঃ ॥ ১৯ ॥ লীলাগৃহীতবপুসা পর্বতে হিমবদ্-
গিরৌ । ভৃঙ্গিণা সহ বিস্মেন নন্দিনা চ তথৈব চ ॥
২০ ॥ তথা চণ্ডেন যুগেন তথাত্তৈর্বহুভির্ভূতঃ ।
দশভিঃ কোটিগুণিতৈর্গণৈশ্চ পরিবারিতঃ ॥ ২১ ॥
গণানাকৈব কোট্যা চ তথা ষষ্টিসহস্রকৈঃ । এবং
তত্র গণৈর্দেব আবৃতো বৃষভধ্বজঃ ॥ ২২ ॥ তপো
জুষাণঃ সহসা মহাত্মা হিমালয়স্তাগ্রগতস্তথৈব । গণৈ-
রবৃতো বীরভদ্রপ্রধানৈঃ স কেবলো মূলবিদ্যাবিহীনঃ ॥

মনীষিগণ সুখদাতা বলিয়া সেই লিঙ্গকে শঙ্কর
নামে নির্দেশ করেন । হে বিপ্রগণ ! সকলের
আশ্রয় বলিয়া তিনি সর্ব নামে নির্দিষ্ট এবং শুভ-
সম্ভব বলিয়া তাঁহার শত্ৰু নাম নিরূপিত । এইরূপে
সেই মহাত্মার সমস্ত নামই সার্থক । সেই পরমেষ্টী
শত্ৰুর মুক্তি দ্বারাই এই জগৎ আবৃত । ঋষিগণ
কহিলেন,—পূর্বে দক্ষযজ্ঞে মহাভাগা সতী দাক্ষায়ণী
অগ্নিমধ্যে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন । পরে তিনি
কবে আবার প্রাহুর্ভূত হইলেন ? হে সূত !
অধুনা তাহা তুমি কীর্ত্তন কর । মহেশের সেই পরা-
শক্তি পুনরায় মহেশ সহ মিলিত হইলেন কিরূপে ?
তাহাই আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি । হে মহাভাগ !
এই সমস্ত পূর্ববৃত্তান্ত, তুমি আমাদিগের নিকট
যথাযথ বর্ণন কর । তুমি ব্যতীত অন্য বক্তা কেহই
নাই ॥ ১—১৮ ॥ সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ ! দাক্ষা-
য়ণী যজ্ঞানলে দক্ষদেহ হইয়া পুনরায় যখন জন্মগ্রহণ
করেন, তখন শক্তি ব্যতীত মহেশ ও হিমালয়ে পরম
তপস্যায় নিবিষ্ট হন । নন্দী, ভৃঙ্গী, বিষ্ণু, চণ্ড,
যুগু এবং অন্যান্য আরও দশকোটি ষষ্টিসহস্র গণে
পরিবৃত হইয়া সেই লীলা-গৃহীতদেহ দেবদেব বৃষভ-
ধ্বজ তপস্তা করিতে লাগিলেন । বীরভদ্রপ্রমুখ

২৩ ॥ এতদ্বিরন্তরে দৈত্যাঃ প্রাহুর্ভূতা হবিদ্যায়া ।
বিষ্ণুনা হি বলিবদ্ধস্তথা তে বৈ মহাবলাঃ ॥ ২৪ ॥
জাতা দৈত্যাস্ততো বিপ্রা ইন্দ্রোপদ্রবকারকাঃ কাল-
খণ্ডা মহারোদ্রাঃ কালকেয়াস্তথাপরে ॥ ২৫ ॥ নিবাত-
কবচাঃ সর্কে রবরাবকসংজ্ঞকাঃ । অস্ত্রে চ বহবো
দৈত্যাঃ প্রজাসংহারকারকাঃ ॥ ২৬ ॥ তারকো নমুচেঃ
পুত্রস্তপসা পরমেণ হি । ব্রহ্মাণং তোষয়ামাস ব্রহ্মা তস্ত
ততোষ বৈ ॥ ২৭ ॥ বরান্ দদৌ যথেষ্টাংশ্চ তারকায়
হুরাশ্বনে । বরং বৃণীষ ভদ্রং তে সর্কান্ কামান্
দদামি তে ॥ ২৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্ত ব্রহ্মণঃ
পরমেষ্ঠিনঃ । বরয়ামাস চ তদা বরং লোকভয়াবহম্ ॥
২৯ ॥ যদি মে স্বং প্রসরোহসি অজরামরতাং প্রভো ।
দেহি মে যদ্বিজানাসি অজেয়ত্বং তথৈব চ ॥ ৩০ ॥
এবমুক্তস্তদা তেন তারকেণ হুরাশ্বনা । উবাচ
প্রহসন্ বাক্যমমরত্বং কুতস্তব ॥ ৩১ ॥ জাতস্ত হি
কবো মৃত্যুরেতজ্জানীহি তত্ত্বতঃ । প্রহস্তু তারকঃ
প্রাহ অজেয়ত্বঞ্চ দেহি মে ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মোবাচ তদা

গণসমুহে পরিবৃত হইয়া সেই মহাশক্তি হিমালয়ের
উন্নত প্রদেশস্থ স্থায়ী আশ্রমে মূলবিদ্যার অভাবে
কেবলীভাবে তপোমগ্ন হইলেন । এ দিকে ঐ
সময় অযিদিয়ার প্রভাবে দৈত্যগণ প্রাহুর্ভূত হইল ।
বিষ্ণু বলিকে বন্ধন করিলেন । সেই সকল
উৎপন্ন মহাবল দৈত্য দেবেশ্বরের প্রতি উপদ্রব
অত্যাচার করিতে লাগিল । কালখণ্ডগণ, মহারোদ্র
কালকেয়গণ, নিবাতকবচগণ, রবরাবকগণ এবং
এইরূপ অন্যান্য আরও অসংখ্য দৈত্যগণ প্রজা
সংহার করিতে লাগিল । তখন নমুচি-নন্দন
তারক পরম তপশ্চায় ব্রহ্মার পরিতোষ জন্মাইল ।
ব্রহ্মা তুষ্ট হইলেন এবং হুরাশ্বা তারকাসুরকে
তাহার ইষ্ট বর সকল দান করিলেন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—দৈত্য ! তুমি বর গ্রহণ কর । তোমার
মঙ্গল হউক । আমি তোমায় সর্বাভীষ্ট প্রদান
করিতেছি । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সেই বাক্য শুনিয়া
তারক এই লোকভয়ঙ্কর বর প্রার্থনা করিল ।
বলিল, দেব । তুমি যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে
হে প্রভো ! আমাকে অজর-অমরত্ব এবং অজেয়ত্ব
বর প্রদান করুন । হুরাশ্বা তারকাসুর এই কথা
কহিলে ব্রহ্মা হাস্তপূর্বক বলিলেন,—অমরত্ব
তোমায় কি করিয়া হইবে ? জানিবে, জন্মিলেই
মৃত্যু নিশ্চিত । তখন তারক হাস্ত করিয়া কহিল,
তবে, আমায় অজেয়ত্ব বর দান করুন । তখন

দৈত্যমজেয়ত্বং তবানঘ । বিনার্ভকেণ দন্তঃ বৈ
হর্ভকত্বাং বিজেয়তে ॥ ৩৩ ॥ তদা স তারকঃ প্রাহ
ব্রহ্মাণং প্রণতঃ প্রভো । কৃতার্থোহিহং হি দেবেশ
প্রসাদান্তব সম্প্রতি ॥ ৩৪ ॥ এবং লব্ধবরো ভূত্বা
তারকো হি মহাবলঃ । দেবান্ যুদ্ধার্থমাছুয় যযুধে ভৈঃ
সহাসুরঃ ॥ ৩৫ ॥ মুচুকুন্দঃ সমাশ্রিত্য দেবাস্তে
জয়িনোহভবন্ । পুনঃপুনর্বিবুদ্ধাণা দেবাস্তে তারকেণ
হি ॥ ৩৬ ॥ মুচুকুন্দবলেনৈব জয়মাপুঃ শুরাস্তদা ।
কিং কর্তব্যং হি চান্মাকং যুদ্ধমাত্মনৈর্নিরন্তরম্ ॥ ৩৭ ॥
ভবিতব্যমিতি শ্রুত্বা গতাস্তে ব্রহ্মণঃ পদম্ ।
ব্রহ্মণশ্চাত্তো ভূত্বা হৃৎকবন্তে সর্বাসবাঃ ॥ ৩৮ ॥
দেবা উচুঃ । বলিনা সহ পাতালমাস্তেহসৌ মধুসূদনঃ ।
বিষ্ণুং বিনা হি তে সর্কে বৃষাদ্যাঃ পাতিতাঃ পঠৈঃ ॥
৩৯ ॥ দৈত্যৈশ্চ মহাভাগ জাতুমর্হসি নঃ প্রভো ।
তদা নভোগতা বাণী হ্যবাচ পরিসাস্ব্য বৈ ॥
৪০ ॥ হে দেবাঃ ক্রিয়তামাশু মম বাক্যং হি তত্ত্বতঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন ;—হাঁ, তোমার এই অজেয়ত্ব বর
রহিল ; কিন্তু বালকের সহিত যুদ্ধ করিলে সে
বালক তোমায় জয় করিবে । তখন তারক
ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করিয়া কহিল,—হে দেবেশ !
সম্প্রতি আপনার প্রসাদে আমি কৃতার্থ হইলাম ।
মহাবল তারক এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে
যুদ্ধার্থ আহ্বানপূর্বক তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিল । ১৯—৩৫ । দেবগণ তখন মুচুকুন্দকে আশ্রয়
করিয়া জয়লাভ করিলেন । তারকাসুর বার বার
দেবগণের প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল । দেব-
গণ মুচুকুন্দের প্রভাবেই প্রত্যেক বার জয়ী হইতে
লাগিলেন । দেবগণ তখন ভাবিলেন,—আমা-
দিগকে নিরন্তর যুদ্ধ করিতে হইতেছে, আমাদের
এখন কি করা কর্তব্য ? বার বার এরূপ যুদ্ধে
ভবিষ্যতেই বা আমাদের কি হইবে ? ইন্দ্রাদি
দেবগণ এই বিষয় আলোচনা করিয়া ব্রহ্মালয়ে
গমন করিলেন এবং তাঁহার অগ্রে উপস্থিত হইয়া
বলিলেন,—ভগবান্ মধুসূদন এক্ষণে বলি সহ
পাতালে বাস করিতেছেন । বিষ্ণুর অনুপস্থিতিতে
শত্রু-দৈত্যগণ ইন্দ্রাদি সমস্ত পরাজিত করি-
য়াছে । হে মহাভাগ ! এক্ষণে আপনিই আমাদের
দ্রাণকর্তা । দেবগণ এই কথা কহিলে, তাহা-
দিগকে সাধনা করিয়া তৎকালে এক নভো-
বাণী উথিত হইল । ঐ বাণীর মর্ম্ম এই যে, হে
দেবগণ ! তোমরা সত্বর আমার বাক্য প্রতিপালন

শিবাজো যদা দেবা ভবিষ্যতি মহাবলঃ ॥
 ৪১ ॥ যুদ্ধে পুনস্তারকঞ্চ বধিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
 যেনোপায়েন ভগবান্ শম্ভুঃ সর্বশঙ্কহাশয়ঃ ॥ ৪২ ॥
 দারাপরিগ্রহী দেবাস্তথা নীতিবিধীয়তাম্ । ক্রিয়তাঞ্চ
 পরো যত্তো ভবন্তির্নান্থথা বচঃ ॥ ৪৩ ॥ যুগং দেবা
 বিজ্ঞানীশ্বমিত্রাবাচাশরীরবাক্ । পরং বিস্ময়মাপন্ন
 উচুর্দেবাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪৪ ॥ ঋহা নভোগতাং
 বাণীমাজগ্মুস্তে হিমালয়ম্ । বৃহস্পতিং পূর্বকৃত্য সর্বে
 দেবা বচোহব্রুবন্ ॥ ৪৫ ॥ হিমালয়ঃ মহাভাগাঃ সর্বে
 কার্যার্থগৌরবাৎ । হিমালয় মহাভাগ ঋষতাং
 নোহধুনা বচঃ ॥ ৪৬ ॥ তারকস্বাসয়ত্যস্মান সাহায্যং
 তদ্বধে কুরু । হং শরণ্যে ভবাম্মাকং সর্বেষাঞ্চ
 তপস্বিনাম্ । তস্মাৎ সর্বে বয়ং যাতা মহেন্দ্রসহিতা
 বিভো ॥ ৪৭ ॥ লোমশ উবাচ । এবমভার্থিতো
 দেবৈর্হিমবান্ গিরিসত্তমঃ । উবাচ দেবান্ প্রহসন
 বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ ॥ ৪৮ ॥ মহেন্দ্রমুদ্दिष्ट
 তদা ভ্যাপহাসসমম্বিতঃ । অক্ষমাশ্চ বয়ং সর্বে

কর । হে দেবগণ ! যখন মহাবল শিব-নন্দন
 প্রাহুর্ভূত হইবেন, তখন তিনিই যুদ্ধে তারকাসুরকে
 বধ করিবেন, সন্দেহ নাই । সর্বাস্ত্রধামী ভগ-
 বান্ শম্ভু যাহাতে দারপরিগ্রহ করেন, তোমরা
 এক্ষণে সেই নীতি অবলম্বন কর । এই বিষয়েই
 তোমরা প্রযত্ন করিতে থাক । হে দেবগণ !
 জানিবে, আমার এ বাক্য কখন অন্তথা হইবে
 না । অশরীরিণী বাণী এই কথা কহিলে দেবগণ
 পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং পরস্পর বলাবলি
 করিতে লাগিলেন । নভোবাণী শ্রবণ করিবার
 পর দেবগণ সকলেই বৃহস্পতিকে অগ্রবর্তী করিয়া
 হিমালয়ে ভ্রমণমন করিলেন এবং আপনাদের
 কার্যের শুক্ল নিবন্ধন সেই মহাভাগগণ হিমা-
 লয়কে বলিতে লাগিলেন । তাঁহারা কহিলেন,—
 হে মহাভাগ হিমালয় ! তুমি আমাদের বাক্য শ্রবণ
 কর । তারকাসুর আমাদের উপদ্রুত করি-
 তেছে । তাহার বিনাশব্যাপারে তুমি আমা-
 দিগকে সাহায্য দান কর । আমরা সকলেই
 সন্তোষিত দৈন্যগ্রস্ত হইয়াছি । তুমি আমাদের
 শরণ্য হও । হে বিভো ! আমরা আমাদের ঐদৃশ
 নীতারা জন্মই মহেন্দ্রাদি দেবগণ সহ সকলেই
 এখানে আগমন করিয়াছি । লোমশ কহিলেন,—
 গিরিবর হিমবান্ দেবগণের এইরূপ প্রার্থনায় হাস্য
 করিলেন । অনন্তর সেই বাণী গিরিবর উপহাস-

মহেন্দ্রেন কৃত্যঃ সুরাঃ ॥ ৪৯ ॥ কিং কুর্শ্যঃ সুরকার্যঞ্চ
 তারকস্ব বধং প্রতি । পক্ষযুক্তা বয়ং সর্বে যদি
 শ্রাম সুরোত্তমাঃ ॥ ৫০ ॥ তদা বয়ং যাত্যামস্তারকং
 সহ বান্ধবৈঃ । অচলোহহং বিপক্ষাশ্চ কিং কার্য্যং
 করবাণি বঃ ॥ ৫১ ॥ তস্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্বে
 দেবাস্তমব্রুবন্ । সর্বে যুগং বয়ং ঋষে
 বধং প্রতি । তারকস্ব মহাভাগ এতৎ কার্য্যং
 বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৫২ ॥ যেন সাধ্যো ভবে
 চ্ছত্রস্তারকো হি মহাবলঃ । তদোবাচ মহাতেজা
 হিমবান্ স সুরান্ প্রতি ॥ ৫৩ ॥ কেনোপায়েন ভো
 দেবাস্তারকং হস্তমিচ্ছথ । কথয়ন্তু অরৈণৈব কার্য্যং
 বেত্তুং মমৈব হি ॥ ৫৪ ॥ তদা সুরৈঃ কথিতং সর্ব-
 মেতদ্বাণ্য চোক্তং যৎ পুরা কার্য্যহেতোঃ । ঋতং
 তদা গিরিণা বাক্যমেতৎ প্রোবাচেদং হিমবান্ পর্বতো
 হি ॥ ৫৫ ॥ শিবস্ব পুত্রেন চ ধীমতা যদা বধ্যো
 দৈত্যস্তারকো বৈ মহাত্মা । তদা সর্বং সুরকার্য্যং শুভং
 শ্রাদ্ধাণ্য চোক্তং সত্যমেতদ্ববেচ্চ ॥ ৫৬ ॥ তস্মাস্ত-

পূর্বক মহেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া তৎকালে বলিলেন,—
 হে সুরগণ ! মহেন্দ্র আমাদের যেরূপ অবস্থা করিয়া-
 ছেন, তাহাতে আমরা সকলেই অক্ষম হইয়াছি ।
 সুতরাং তারকাসুরের বিনাশের জন্য দেবকার্য্য
 আমরা কি করিব ? হে সুরশ্রেষ্ঠগণ আমরা সকলে
 যদি পুনর্বার পক্ষবিশিষ্ট হইতে পারি, তাহা হইলে
 তারকাসুরকে বান্ধবগণ সহ আমরা বিনাশ করিতে
 সম্পূর্ণ সক্ষম । আমি অচল ; তাহাতে আমার
 পক্ষহীন ; সুতরাং আপনাদের কি কার্য্য করিব ?
 ৩৬—৫১ । হিমালয়ের সেই বাক্য শুনিয়া দেবগণ
 বলিলেন,—হে মহাভাগ ! তারকাসুরকে বধ করিতে
 —কি তোমরা, কি আমরা, কেহই সক্ষম নহি ।
 মহাবল তারক যাহাতে বধ হইতে পারে, সে বিষয়
 তুমি চিন্তা করিয়া দেখ । তখন মহাতেজা হিমবান্
 সুরগণের প্রতি বলিলেন,—হে দেবগণ ! তোমরা
 কোন উপায়ে তারকাসুরকে বধ করিতে ইচ্ছা
 করিয়াছ ? আমার অবগতির জন্য তাহা সম্বর
 প্রকাশ করিয়া বল । তখন আকাশবাণী যে
 কার্য্যোদ্ধারের উপায় বলিয়াছিল, দেবগণ তৎসমস্ত
 বৃত্তান্ত হিমালয়ের নিকট বলিলেন । হিমবান্ তখন
 সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—যখন ধীমান
 শিব-নন্দন মহাত্মা তারকাসুরকে বধ করিবেন, তখন
 সুরকার্য্য সুসম্পাদিত হইবে । আকাশবাণী এই যে

দেতং ক্রিয়তাং ভবন্তির্ধ্বা মহেশঃ কুরুতে পরিগ্রহম্ ।
কন্তা যথা তন্ত শিবন্ত যোগ্যা নিরীক্ষ্যতামাশু সুরৈ-
রিদানীম্ ॥ ৫৭ ॥ তন্ত তদ্বচনং কন্তা প্রহস্তোচুঃ
সুরাস্তদা । জনিতব্যা স্বয়া কন্তা শিবার্থং কার্য্য-
সিদ্ধয়ে ॥ ৫৮ ॥ সুরাণাঞ্চ গিরে বাক্যং কুরু শীঘ্রং
মহামতে । আধারন্তু তু দেবানাং ভবিষ্যসি ন
সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ ইত্যাঙ্কো গিরিরাজোহথ দেবৈঃ
স্বগৃহমাবিশৎ । পত্নীং মেনাঞ্চ পত্রচ্ছ সুরকার্য্যং
সমাগতম্ ॥ ৬০ ॥ জনিতব্যা সুরকন্তৈকা সুরকার্য্যার্থ-
সিদ্ধয়ে । দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ তথৈব চ তপস্বি-
নাম্ ॥ ৬১ ॥ প্রিয়ং ন ভবতি স্ত্রীণাং কন্তাজননমেব
চ । তথাপি জনিতব্যা চ কন্তৈকা চ বরাননে ॥ ৬২ ॥
প্রহস্ত মেনা প্রোবাচ স্বপতিকং হিমালয়ম্ । যত্নতঃ
ভবতা বাক্যং শ্রয়তাং মে স্বয়ধুনা ॥ ৬৩ ॥ কন্তা
সদা দুঃখকরী নৃণাং পতে স্ত্রীণাং তথা শোককরী
মহামতে । তস্মাদ্বিমুখা সূচিরং স্বয়মেব বুদ্ধ্যা যথা
হিতং শৈলপতে তদ্ব্যচ্যুতাম্ ॥ ৬৪ ॥ হিমবাঃস্তত্প-

কন্তা প্রিয়ায়া বচনং তদা । উবাচ বাক্যং মেধাবী
পরোপকরণাধিতম্ ॥ ৬৫ ॥ যেন যেন প্রকারেণ
পরেষামুপজীবনম্ । ভবিষ্যতি চ তৎ কার্য্যং ধীমতা
পুরুষেণ হি ॥ ৬৬ ॥ স্থিরাপি চৈব তৎকার্য্যং পরোপ-
করণাধিতম্ । এবং প্রবর্তিতা তেন গিরিণা মহিষী
তদা । দধার জঠরে কন্তাং মেনা ভাগ্যবতী তদা ॥
৬৭ ॥ মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধাস্বরূপিণী । রুদ্র-
কালী চ অম্বা চ সতী দাক্ষায়ণী পরা ॥ ৬৮ ॥ তাং
বিভূতিং বিশালাক্ষী জঠরে পরমাং সতী । বভার
স্যা মহাভাগা মেনা চাক্রবিলোচনা ॥ ৬৯ ॥ স্তুতিং
চক্ৰস্তুতাদেবা ঋষয়ো যক্ষকিন্নরাঃ । মেনায়া ভূরি-
ভাগ্যায়াস্তথা হিমবতো গিরেঃ ॥ ৭০ ॥ এতস্মিন্নস্তরে
জাতা গিরিজা নাম নামতঃ । প্রাহুর্ভূতা যদা দেবী
সর্বেষাং চ সুখপ্রদা ॥ ৭১ ॥ দেবহৃন্দুভয়ো নেহ্ননুভূ-
তাপ্সরোগণাঃ । জগুর্গন্ধর্বপত্যো ননুভূতাপ্সরো-
গণাঃ ॥ ৭২ ॥ পুষ্পবর্ষণে মহতা বরষুর্বিবুধাস্তথা । তদা
প্রসন্নমভবৎ সৰ্বাঃ ত্রৈলোক্যামেব চ ॥ ৭৩ ॥ যদাব-

কথা कहিয়াছেন, ইহা অতি সত্য কথা । অতএব
মহেশ যাহাতে দারপরিগ্রহ করেন, তাহার চেষ্টা
কর । সেই শিবের যোগ্য কোন কন্তা আছে কি না,
তাহা এক্ষণে তোমরা সহস্র পর্য্যবেক্ষণ কর ।
হিমালয়ের সেই কথা শুনিয়া দেবগণ হান্তপূর্ব্বক
বলিলেন,—হে মহামতে ! আমাদের কার্য্যসিদ্ধির
নিমিত্ত শিবের উদ্দেশে তুমি এক কন্তা উৎপাদন
কর । হে গিরে ! এই দেববাক্য তোমাকে
প্রতিপালন করিতে হইবে । তুমিই দেবগণের
আধার হইবে ; সন্দেহ নাই । দেবগণ এই
কথা कहিলে গিরিরাজ স্বীয় গৃহে আসিলেন এবং
পত্নী মেনার নিকট উপস্থিত সুরকার্য্য ব্যক্ত
করিলেন । বলিলেন,—সুরগণের কার্য্যসিদ্ধি,
নিমিত্ত দেব, ঋষি ও তপস্বিগণের উপকারের
জন্ত একটা শোভনা কন্তা উৎপাদন করিতে
হইবে । হে বরাননে ! জানি আমি কন্তাজন্ম
স্ত্রীজাতির প্রিয়কর হয় না ; তথাচ একটা কন্তা
উৎপাদন করিতে হইবে । মেনকা তখন
হান্তপূর্ব্বক স্বীয় পতি হিমালয়কে বলিলেন,—তুমি
এখন যে কথা कहিলে, তৎসম্বন্ধে বলিতেছি ;
শ্রবণ কর । হে মহামতে ! কন্তা নরগণের
সর্ব্বদাই দুঃখকরী এবং স্ত্রীগণের শোককরী ।
ইহা বুদ্ধিপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া যাহা হিত হয়,

তাহা বলুন ॥ ৫২—৬৪ ॥ মেধাবী হিমালয় প্রিয়ার বাক্য
শ্রবণ করিয়া তৎকালে পরোপকারমূলক এই
বাক্য বলিলেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক,
পরের উপকার যাহাতে হইতে পারে, এমন কার্য্য
করা ধীমান পুরুষের কর্তব্য । এইরূপে স্ত্রীলোক-
দিগেরও পরোপকারময় কার্য্য করা বিধেয় ।
গিরি হিমালয় এইরূপে স্বীয় মহিষীকে প্রবর্তিত
করিলে, ভাগ্যবতী মেনা তখন স্বীয় জঠরে
এক কন্তা ধারণ করিলেন । ঐ কন্তা মহাবিদ্যা,
মহামায়া, মহামেধাস্বরূপিণী, রুদ্রকালী, অম্বা এবং
সাক্ষাং পরা শক্তি সতী দাক্ষায়ণী । বিশালাক্ষী
চাক্রনেত্রী মহাভাগা সতী শৈলপত্নী মেনকা সেই
পরম বিভূতি জঠরে ধারণ করিলে, দেবগণ,
ঋষিগণ, যক্ষ ও কিন্নরগণ তখন হিমালয়মহিষী
মহাভাগ্যবতী মেনকার স্তব করিতে লাগিলেন
অনন্তর গিরিজা-নাম্নী কন্তা জন্ম গ্রহণ করিলেন
সেই দেবী যখন প্রাহুর্ভূত হইলেন, তখন সকলেরই
সুখোদয় হইল । দেবহৃন্দুভি সকল বাদিত
হইতে লাগিল । অপ্সরোগণ নৃত্য করিল,
এবং গন্ধর্ব্বপতিগণ গান করিতে লাগিলেন ।
দেবগণ অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ।
সমস্ত ত্রৈলোক্যই তখন প্রসন্নভাব ধারণ করিল ।

তীর্ণা গিরিজা মহাসতী তদৈব দৈত্যা ভয়মাবিশংস্তে ।
প্রাপ্তা মুদং দেবগণা মহর্ষয়ঃ সচারণাঃ সিদ্ধগণা-
স্তথৈব ॥ ৭৪

ইতি ত্রীকান্দে ত্রীভবানুৎপত্তিবর্ণনং নাম
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । বর্ধমানা তদা সাক্ষী ররাজ
প্রতিবাসরম্ । অষ্টবর্ষা যদা জাতা হিমালয়গৃহে সতী ॥
১ ॥ মহেশো হিমবদ্ভ্রোণ্যাং ততাপ পরমং তপঃ ।
সর্কৈর্গণৈঃ পরিত্যক্তো বীরভদ্রাদিভিস্তদা ॥২॥ এততপো
জুযাণং তং মহেশং হিমবান্ যমৌ । তৎপাদপল্লবঃ
জুষ্টুং পার্শ্বত্যা সহ বুদ্ধিমান্ ॥ ৩ ॥ যাবৎ সমাগতো
জুষ্টুং নন্দিনাসৌ নিবারিতঃ । দ্বারি স্থিতেন চ তদা
কণমেকং স্থিরোহভবৎ ॥ ৪ ॥ পুনর্বিজ্ঞাপয়ামাস
নন্দিনা হিমবান্ গিরিঃ । বিজ্ঞপ্তো নন্দিনা শম্ভুরচলো
জুষ্টুমাগতঃ ॥ ৫ ॥ তদাকর্ণ্য বচস্তস্মৈ নন্দিনঃ পরমে-

মহাসতী গিরিজা যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন
দৈত্যগণ ভয়াবিষ্ট হইল । দেব, মহর্ষি, চারণ ও
সিদ্ধগণ সকলেই প্রীতিযুক্ত হইলেন । ৬৫—৭৪ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—সতী হিমালয়নন্দিনী
প্রতিদিন পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইয়া বিরাজ করিতে
লাগিলেন । যখন তিনি হিমালয়গৃহে অষ্টবর্ষ-
বয়স্কা হইলেন, তখন মহাদেব বীরভদ্রাদি গণাধ্যক্ষ-
সমূহে পরিত্যক্ত হইয়া হিমগিরি-ভ্রোণীতে অবস্থান-
পূর্বক তপস্থা করিতেছিলেন । ঐ সময়
বুদ্ধিমান্ হিমালয় তপস্বী মহেশের পাদপল্লব
দর্শন করিবার নিমিত্ত পার্শ্বতী সহ তৎ-
সমীপে গমন করিলেন । তাঁহার সাক্ষাৎলাভের
জন্ত হিমালয় যখন আসিতে লাগিলেন, তখন
মহাদেবের আশ্রমদ্বারস্থিত নন্দী তাঁহাকে আশ্রম-
প্রবেশে নিবারণ করিলেন । হিমালয় নন্দীর নিষেধে
অবশ্যকাল স্থির হইয়া রহিলেন । অনন্তর নন্দী
গিয়া শম্ভুর নিকট নিবেদন করিলেন যে, অচলেশ্বর
হিমবান্ আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্ত আগমন

করিলেন । আনয়ন্তু গিরিঃ চাত্ত্ব নন্দিনং বাক্যমব্রবীৎ ॥
৬ ॥ তথৈতি মহা নন্দী তং পর্বতঞ্চ হিমাচলম্ ।
আনয়ামাস স তথা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বা তদানীং সকলেশ্বরং প্রভুং তপো জুযাণং বিনি-
মীলিতে কণম্ ॥ ৮ ॥ কপর্দিনং চন্দ্রকলাবিভূষণং
বেদান্তবেদ্যং পরমাত্মনি স্থিতম্ । ববন্দ নীর্ণা চ
তদা হিমাচলঃ পরাং মুদং প্রাপদহীনসহঃ ॥ ৯ ॥
উবাচ বাক্যং জগদেকমঙ্গলং হিমালয়ো বাক্যবিদাং
বরিষ্ঠঃ ॥ ১০ ॥ সভাগোহহং মহাদেব প্রসাদান্তব
শঙ্কর । প্রত্যহং চাগমিষ্যামি দর্শনার্থং তব প্রভো ॥
১১ ॥ অনয়া সহ দেবেশ অনুজ্ঞাং দাতুমহঁসি ।
শ্রুত্বা তু বচনং তস্মৈ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥
আগন্তব্যং ইয়া নিত্যং দর্শনার্থং মমাচল । কুমারীঃ
চ গৃহে স্থাপা নান্তথা মম দর্শনম্ ॥ ১৩ ॥ অচলঃ
প্রত্যাবাচেদং গিরিশং নতকঙ্করঃ । কস্মাৎকস্মাৎ
সাক্ষিঃ নাগন্তব্যং তদুচ্যতাম্ । অচলঞ্চ ত্রী
শম্ভুঃ প্রহসন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥ ইয়ং কুমারী

করিয়াছেন । পরমেশ্বর নন্দীর সেই বাক্য শ্রবণ
করিয়া বলিলেন,—গিরিবরকে এইখানে আনয়ন
কর । নন্দী ‘তথাস্তু’ বলিয়া লোকশঙ্কর শঙ্কর-
সমীপে হিমালয়-গিরিকে আনয়ন করিলেন ।
হিমালয় সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—সকল
লোকপতি ভগবান্ নিমীলিত-নয়নে তপস্থা করি-
তেছেন ; তাঁহার জটাতার লব্ধিত রহিয়াছে ; মস্তক
চন্দ্রকলায় বিভূষিত হইয়াছে । তিনি স্বয়ং বেদান্ত-
বেদ্য হইয়া পরমাত্মায় অবস্থান করিতেছেন ।
হিমাচল মহাদেবকে তদবস্থ দেখিয়া মস্তক দ্বারা
বন্দনা করিলেন এবং পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন ।
অনন্তর সেই অদীনসহ বাগ্মিবর হিমালয় জগদেক-
মঙ্গল মহাদেবকে বলিলেন,—হে শঙ্কর ! হে মহা-
দেব ! আপনার প্রসাদে আমি ভাগ্যবান্ হইয়াছি ।
হে প্রভো ! আপনার দর্শনার্থ এই কষ্টা সহ
প্রত্যহই আমি আগমন করিব । হে দেবেশ !
আপনি এ সম্বন্ধে আমায় অনুজ্ঞা প্রদান করুন ।
দেবদেব মহেশ্বর হিমালয়ের বাক্য শুনিয়া কহি-
লেন,—হে অচল ! তুমি আমার দর্শনার্থ নিত্য
আগমন করিবে ; কিন্তু আসিবার কালে কুমারীকে
গৃহে রাখিয়া আসিবে ; নতুবা আমার দর্শনলাভ
ঘটিবে না । ১—১৩ অচলরাজ নতমস্তকে মহাদেবকে
প্রত্যুত্তরে বলিলেন—কেন আমি ইহার সহিত
আগমন করিব না ? ত্রতনিষ্ঠ শম্ভু হস্তপূর্বক

সুশ্রোণী তবী চাক্রপ্রভাষিণী। নানৈতব্যা
মৎসমীপে বারয়ামি পুনঃপুনঃ ॥ ১৫ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা
বচনং তস্ত শম্ভোনিরাময়ং নিঃস্পৃহনিষ্ঠুরং বা।
তপস্বিনোক্তং বচনং নিশম্য উবাচ গৌরী চ বিহস্ত
শঙ্কম্ ॥ ১৬ ॥ গোয়ুবাচ। তপঃশক্ত্যাবিতঃ শম্ভো
করোষি বিপুলং তপঃ। তব বুদ্ধিরিয়ং জাতা
তপস্তপুং মহাম্বনঃ ॥ ১৭ ॥ কথং কা প্রকৃতিঃ
হুন্মা ভগবৎস্তদ্বিমুক্ততাম্। পার্শ্বত্যাস্তদ্বচঃ হুন্মা
মহেশো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥ তপসা পরমেনৈব
প্রকৃতিং নাশয়ামাহম্। প্রকৃত্যা রহিতঃ সূত্র অহং
তিষ্ঠামি তদ্বতঃ। তস্মাচ্চ প্রকৃতেঃ সিন্ধৈর্ন কার্য্যঃ
সংগ্রহঃ কচিৎ ॥ ১৯ ॥ পার্শ্বত্যাচ। যদুক্তং পরয়া
বাচা বচনং শঙ্কর ত্বয়া। সা কিং প্রকৃতির্নৈব
জ্ঞাদতীতস্তাং ভবান্ কথম্ ॥ ২০ ॥ যচ্ছ্রুণোষি
যদস্মাসি যচ্চ পশ্যসি শঙ্কর। বাখাদেন চ কিং
কার্য্যমস্মাকং চাধুনা প্রভো ॥ ২১ ॥ তৎসর্বং
প্রকৃতেঃ কার্য্যং মিথ্যাবাদো নিরর্থকঃ। প্রকৃতেঃ পরতো
ভূত্বা কিমর্থং তপ্যতে তপঃ ॥ ২২ ॥ ত্বয়া শম্ভো-
হধুনা হস্মিন্ গিরৌ হিমবতি প্রভো। প্রকৃত্যা মিলি-

অচলকে বলিলেন,—এই সুশ্রোণী চাক্রপ্রভাষিণী তবী
কুমারীকে আমার সমীপে আনয়ন করিবে না।
আমি বারংবার নিষেধ করিতেছি। সেই তপস্বী
শঙ্কর এবদ্বিধ নিঃস্পৃহ-নিষ্ঠুর বচন শ্রবণ করিয়া
গৌরী হাস্তপূর্বক বলিলেন,—হে শম্ভো! তুমি তপঃ-
প্রভাবে অধিত হইয়া বিপুল তপস্তা করিতেছ,
মহাত্মা তুমি, তোমার বুদ্ধি তপঃ-সাধনায় নিবিষ্ট
হইয়াছে; কিন্তু হে ভগবন্! তুমি কে এবং হুন্মা
প্রকৃতিই বা কে? ইহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ।
পার্শ্বতীর সেই বাক্য শুনিয়া মহেশ কহিলেন,—হে
সূত্র! আমি পরম তপস্তাবলে প্রকৃতিকে নাশ করিব,
পরে প্রকৃতিরহিত হইয়া তদ্বতঃ অবস্থান করিব।
অতএব প্রকৃতি নিমিত্ত সাধকগণ কচিৎ কখন চেষ্টা
করিবেন না। পার্শ্বতী কহিলেন,—হে শঙ্কর!
তুমি যে পরম বাণীর প্রসাদে এই বাক্য বলিলে,
তাহা কি প্রকৃতি নহে? সেই প্রকৃতিরে অতিক্রম
করিয়া তুমি কিরূপে অবস্থান করিবে? তুমি যাহা
শুনিতোছ, যাহা ভক্ষণ করিতেছ, বা যাহা দেখি-
তেছ, হে শঙ্কর! তৎসমস্তই প্রকৃতির কার্য্য। হে
প্রভো! আমাদের বাদ-বিসম্বাদের প্রয়োজন কি?
মিথ্যা বাক্য সর্বথা নিরর্থক। প্রকৃতির পরপারবর্তী
হইয়া—কি জন্মই বা হে শম্ভো! তুমি অধুনা এই

তোহসি ত্বং ন জানাসি হি শঙ্কর ॥ ২৩ ॥ বাখাদেন
চ কিং কার্য্যমস্মাকং চাধুনা প্রভো। প্রকৃতেঃ পর-
তস্ত্বৎ যদি সত্যং বচস্তব। তর্হি ত্বয়া ন ভেতব্যাং
মম শঙ্কর সম্প্রতি ॥ ২৪ ॥ প্রহস্ত ভগবান্ দেবো
গিরিজাং প্রত্নাবাচ হ ॥ ২৫ ॥ মহাদেব উবাচ।
প্রত্যহং কুর মে সেবাং গিরিজে সাধুভাষিণি ॥ ২৬ ॥
ইত্যেবমুক্তা গিরিজাং মহেশো হিমালয়ং বাক্য-
মথো বভাষে। অত্রৈব সোহহং তপসা পরেণ
চরামি ভূম্যাং পরমার্থভাবঃ ॥ ২৭ ॥ তপস্তপুংমুক্তা
মে দাতব্যা পরিতাধিপ। অনুজ্ঞয়া বিনা কিঞ্চিত্তপঃ
কর্তুং ন পার্ধাতে ॥ ২৮ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্ত দেব-
দেবস্ত শূলিনঃ। প্রহস্ত হিমবাহুভূমিদং বচন-
মব্রবীৎ ॥ ২৯ ॥ ত্বদীয়ং হি জগৎ সর্বং স দেবাস্থর-
মানুষম্। কিমহং তু মহাদেব তুচ্ছো ভূত্বা দদামি
তে ॥ ৩০ ॥ এবমুক্তো হিমবতা শঙ্করো লোক-
শঙ্করঃ। প্রহস্ত গিরিরাজঃ তং যাহীতি প্রাহ
সাদরম্ ॥ ৩১ ॥ শঙ্করেণাভ্যুজাতঃ স্বগৃহং
হিমবান যযৌ। সার্কিং গিরিজয়া গোহপি প্রত্যহং

হিমবান্ পর্বতে তপস্তা করিতেছ? হে শঙ্কর!
তুমি প্রকৃতির সহিত যে যথার্থই মিলিত আছ,
ইহা জানিতে পারিতেছ না। হে প্রভো! আমা-
দের অধুনা বাক্যবাদে প্রয়োজন কি? তুমি
প্রকৃতির পরপারবর্তী, একথা যদি সত্যই হয়, তবে
হে শঙ্কর! সম্প্রতি তোমার ভয়ের কারণ কিছুই
নাই। তখন ভগবান্ মহাদেব হাস্তপূর্বক গিরি-
জাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—অগ্নি সাধুভাষিণি!
গিরিজে! তুমি প্রত্যহই আমার সেবা করিতে
থাক ১২৪—২৬। মহেশ গিরিজাকে এই কথা কহিয়া
পরে হিমালয়কে কহিলেন,—আমি পরমার্থনিষ্ঠ হইয়া
এইখানেই প্রত্যহ পরম তপস্তা আচরণ করিব। হে
পরিতাধিপ! আমাকে তপস্তা করিতে আদেশ
করুন। আপনার অনুজ্ঞা ব্যতীত আমি কিছুমাত্র
তপস্তা করিতে সক্ষম নহি। দেবদেব শূলপাণির
এই কথা শ্রবণ করিয়া হিমালয় হাস্তপূর্বক শঙ্করকে
বলিলেন,—এই সুরাস্থর-নর-পরিবৃত সমস্ত জগৎ
আপনারই। হে মহাদেব! আমি একজন ক্ষুদ্র
ব্যক্তি আপনাকে কি দান করিব? হিমালয়
লোকশঙ্কর শঙ্করকে এই কথা কহিলে শঙ্কর
গিরিরাজকে শঙ্কর সহিত বলিলেন,—আপনি গমন
করুন। হিমাবান্ শঙ্করের অনুজ্ঞাক্রমে স্বীয় গৃহে
গমন করিলেন। পরে গিরিজার সহিত প্রত্যহই

দর্শনে স্থিতঃ ॥ ৩২ ॥ এবং কতিপয়ঃ কালো গত-
শ্চোপাসনাং তয়োঃ ॥ ৩৩ ॥ সুতাপিত্রোশ্চ তত্রৈব
শঙ্করো দুরতিক্রমঃ । পার্শ্বতীঃ প্রতি তত্রৈব
চিন্তামাপেদিরে সুরাঃ ॥ ৩৪ ॥ তে চিন্তমানাশ্চ
সুরাস্তদানীঃ কথং মহেশো গিরিজাং সমে-
শ্যতি । কিং কার্যমদ্যৈব বয়ঞ্চ কুর্শ্যো বৃহস্পতে
তৎ কথয়স্ব মা চিরম্ ॥ ৩৫ ॥ বৃহস্পতিরুবাচেদং
মহেন্দ্রঃ প্রতি সঙ্কচঃ । এবমেতদ্বয়া কার্যং মহেন্দ্র
ঋয়তাং তদা ॥ ৩৬ ॥ এতৎ কার্যং মদনেনৈব
রাজন্ নাশ্চঃ সমর্থো ভবিতা ত্রিলোকে । বিশ্বাবিতং
তাপসানাং তপো হি তস্মাৎ ত্ববাং প্রার্থনীয়ো হি
মারঃ ॥ ৩৭ ॥ গুরোর্বচনমাকর্গা আহ্বয়ন মদনং
হরিঃ । আহ্বানাদাজগামাথ মদনঃ কার্যসাধকঃ ॥ ৩৮ ॥
রত্যা সমেতঃ সহ মাধবেন স পুষ্পধ্বা পুরতঃ
সভায়াম্ । মহেন্দ্রমাগম্য উবাচ বাক্যং সগর্জিতং
লোকমনোহরঞ্চ ॥ ৩৯ ॥ অহমাকারিতঃ কস্মাদক্রহি
মেহদ্য শচীপতে । কিং কার্যং করবাণ্যদ্য কথ্যতাং
মা বিলম্বিতম্ ॥ ৪০ ॥ মম স্মরণমাত্রেণ বিভ্রষ্টা হি

তিনি শিবদর্শনার্থ আগমন করিতে লাগিলেন ।
এইরূপে শিবোপসনায় সেই পিতা-পুত্রীর কিয়ৎকাল
অতীত হইল, কিন্তু শঙ্কর দুরতিক্রম্য ; তিনি
পার্বতীর প্রতি অনুরক্ত হইলেন না । তখন
সুরগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন । তাঁহারা ভাবিতে
লাগিলেন,—কিকপে মহেশ গিরিজার সহিত মিলিত
হইবেন ? আমরা অদ্য কি কার্য করিব ? হে
বৃহস্পতে ! আপনি তাহা নির্দেশ করুন । বৃহস্পতি
তখন মহেন্দ্রের প্রতি বলিলেন,—হে মহেন্দ্র ! আমার
বাক্য শ্রবণ কর ; আমি যেকপ বলি, সেইরূপ
কার্য করিতে থাক । হে দেবরাজ ! এই কার্য
মদনেরই সাধ্য ; মদন ব্যতীত ত্রিভুবনে আর
কেহই ইহা করিতে সক্ষম নহে । মদন আপন-
দিগেরও তপস্তার বিষ ঘটাইয়া থাকে । অতএব
এ কার্যে তাহাকেই প্রার্থনা করা কর্তব্য । গুরু
বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র মদনকে আহ্বান করিলেন ।
ইন্দ্রের আহ্বানে কস্মাক্ষম মদন সমাগত হইলেন ।
পুষ্পধ্বা রতি ও বসন্ত সহ মহেন্দ্রের সভায়
আসিয়া গর্জিত অথচ মনোহর বাক্যে বলিতে
লাগিলেন । মদন কহিলেন,—হে শচীপতে ! আমাকে
কি জন্ত আহ্বান করা হইয়াছে, বলুন ! আমি
নার কোন কার্য করিব ? কহিলেন আদেশ

তপস্বিনঃ । স্বমেব জানাসি হরে মম বীৰ্য্যপরাক্রমো ॥
৪১ ॥ মম বীৰ্য্যঞ্চ জানাতি শক্রেঃ পুত্রঃ পরাশরঃ ।
এবং চান্তো চ বহবো ভৃগাদ্যা ঋষয়ো হুমী ॥ ৪২ ॥
গুরুরপ্যতিজানাতি ভার্য্যোতথ্যাস্ত চৈব হি । তস্মাৎ
জাতো ভরদ্বাজঃ গুরুণা সঙ্করো হি সং ॥ ৪৩ ॥
ভরদ্বাজো মহাভাগ ইত্যাচ গুরুস্তদা । জানাতি
মম বীৰ্য্যঞ্চ শৌর্য্যকৈব প্রজাপতিঃ ॥ ৪৪ ॥ ক্রোধো
হি মম বন্ধুশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ । উভাভ্যাং দ্রাবিতং
বিশ্বং জঙ্গমাজঙ্গমং মহৎ । ব্রহ্মাদিস্তদপর্য্যন্তং প্রাবিতং
সচরাচরম্ ॥ ৪৫ ॥ দেবা উচুঃ । মদন ত্বং সমর্থো-
হসি অস্মান্ জেতুঃ সর্দৈব হি । মহেশঃ প্রতি গচ্ছাতু
সুরকার্যার্থসিদ্ধয়ে । পার্শ্বতা সহিতং শঙ্কুং কুরুবাদ্য
মহামতে ॥ ৪৬ ॥ এবমভ্যর্থিতো দেবৈর্মদনো বিশ্ব-
মোহনঃ । জগাম হরিতো ভূহা অপ্সরোভিঃ
সমস্থিতঃ ॥ ৪৭ ॥ ততো জগামাশু মহাধনুর্ধরো
বিশ্কার্য্য চাপং কুসুমাবিতং মহৎ । তথৈব বাণাংশ্চ

করুন । আমার স্মরণমাত্রেই তপস্বিগণ তপোভ্রষ্ট
হইয়া থাকেন । হে ইন্দ্র ! আমার বীৰ্য্য এবং
পরাক্রম কত, তাহা আপনি নিজেই বিদিত
আছেন । শক্তির পুত্র পরাশরও আমার
বীৰ্য্যতত্ত্ব বিলক্ষণ জানেন । এইরূপে ভৃগু প্রভৃতি
অন্যান্য ঋষিগণও আমায় বিলক্ষণ বিদিত আছেন ।
বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির ভ্রাতৃবধু উতথ্যপত্নীও
আমায় বিলক্ষণ জানেন । বৃহস্পতি হইতে তদীয়
ভ্রাতৃবধুর গর্ভে ভরদ্বাজের জন্ম হয় । এইরূপ
উৎপত্তির ফলে ভরদ্বাজ সঙ্করবর্ণ হইয়াছিলেন ।
ভরদ্বাজ জন্মিলে বৃহস্পতি তদীয় ভ্রাতৃবধুকে বলিয়া-
ছিলেন,—হে মহাভাগে ! তুমি এই স্বাজ অর্থাৎ
দ্বিপিতৃক সন্তানকে ভরণ কর । যাহা হউক, স্বয়ং
প্রজাপতিও আমার শৌর্য্যবীৰ্য্যের বিষয় অবগত
আছেন । মহাবলপরাক্রম ক্রোধ আমার বন্ধু । আমি
এবং আমার বন্ধু, আমরা এই উভয়েই এই ব্রহ্মাদি
স্তদ পর্য্যন্ত নিখিল চরাচর বিশ্ব উপক্রম-উপপ্লুত
করিয়া থাকি । ২৭—৪৫ । দেবগণ কহিলেন,—হে
মদন ! স্বীকার করি, তুমি আমাদেরই জয় করিতে
সক্ষম হই সমর্থ । এক্ষণে সুর-কার্য্য সিদ্ধির জন্ত
একবার মহেশের সমীপে গমন কর । হে মহা-
মতে ! সেখানে গিয়া পার্শ্বতীর সহিত শঙ্কুকে
সম্মিলিত করাইয়া দাও । বিশ্ববিমোহন মদন
এইরূপে দেবগণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া অপ্সরাগণ
সমভিব্যাহারে হরের অভিমুখে গমন করিলেন ।

মনোরমাংস্ত প্রগৃহ্য বীরো ভুবনৈকজেতা । তস্মিন
হিমাদ্রৌ পরিদৃষ্টমানোহবনৌ স্মরো যোধবতাং
বরিষ্ঠঃ ॥ ৪৮ ॥ তত্রাগতা তদা রস্তা উর্ধ্বশী পুঞ্জিক-
স্থলী ॥ স্ম্রোচা মিশ্রকেশী চ সূতগা চ তিলোত্তমা ॥
৪৯ ॥ অত্যাশ্চ বিবিধা জাতাঃ সাহাযো মদনস্ত
চ । অপ্সরসো গণৈর্দৃষ্টা মদনেন সঙ্গেব তাঃ ॥
৫০ ॥ সর্ষে গণাশ্চ সহসা মদনেন বিমোহিতাঃ ।
ভৃঙ্গীনা চ তদা রস্তা চণ্ডেন সহ চোক্ষশী ॥
৫১ ॥ মেনকা বীরভদ্রেণ চণ্ডেন পুঞ্জিকস্থলী ।
তিলোত্তমাদয়স্তত্র সংব্রুতাশ্চ গণৈস্তদা ॥ ৫২ ॥ উন্নত-
ভূতৈর্বহুভিষ্পাঃ ত্যক্তা মনীষিভিঃ । অকালে
কোকিলান্তিষ্ঠে ব্যাপ্তমানীমহীতলম্ ॥ ৫৩ ॥
অশোকাস্চম্পকশ্চ ত্য যুধ্যাশ্চৈব কন্দম্বকাঃ । নীপাঃ
প্রিয়লাঃ পনসা রাজবৃক্ষাশ্চরাবণাঃ ॥ ৫৪ ॥ ড্রাক্ষা-
বল্ল্যাঃ প্রদৃষ্টে বহলা নাগকেশরাঃ । তথা কদলাঃ
কেতক্যা ভ্রমরৈরুপশোভিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ মত্তা মদন-
সঙ্গেন হংসীভিঃ কলহংসকাঃ । করেণুভির্গজা হ্যাসন্
শিখণ্ডীভিঃ শিখণ্ডিনঃ ॥ ৫৬ ॥ নিকামা হ্যাতুরা

সেই ভুবনবিজয়ী বীরবর মহারথ মন্থথ স্বীয়
কুসুমময় মনোরম বাণরাজি গ্রহণপূর্বক পুষ্পচাপ
বিষ্ফারিত করিয়া হিমালয়ে হরাশ্রমে গিয়া উপ-
স্থিত হইলেন । যোদ্ধবর মদনের সহিত তদীয়
সাহায্য করিবার জন্য রস্তা, উর্ধ্বশী, পুঞ্জিক-
স্থলী, স্ম্রোচা, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, এবং
অত্যাশ্চ আরও অনেক সুর-সুন্দরী সেখানে
সমাগত হইল । তদ্রূপ প্রমথগণ মদন সহ
সেই সকল অপ্সরাকে দেখিতে পাইল এবং
তৎক্ষণাৎ তাহারা মদনাবেশে মুগ্ধ হইয়া পড়িল ।
তখন ভৃঙ্গীর সহিত রস্তা, চণ্ডের সহিত উর্ধ্বশী,
বীরভদ্রে সহিত মেনকা, এবং চণ্ডাখ্য
অপর এক প্রমথ সহ পুঞ্জিকস্থলী মিলিত হইল ।
তিলোত্তমাদি অপ্সরাগণও অত্যাশ্চ উন্নতপ্রায়
নির্লজ্জ গণনাযকদিগের সহিত মিলিত হইল ।
অকালে কোকিলকূলে মহীতল ব্যাপ্ত হইয়া গেল ।
হঠাৎ অশোক, চম্পক, চূত, যুথী, কদম্ব, নীপ,
প্রিয়াল, পনস, রাজবৃক্ষ, ড্রাক্ষাবল্লী, নাগকেশর
এবং কদলী, কেতকী প্রভৃতি তরুরাজি ভ্রমর-
পরিশোভিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইল । হংসীগণ
সহ কলহংসকুল, করেণুগণ সহ গজরাজ সকল
এবং শিখণ্ডীগণ সহ শিখণ্ডিকুল, সহসা মদনাবেশে

হ্যাসন্ শিবসম্পর্কজৈর্গুণৈঃ । অকস্মাচ্চ তথাভূতং
কথং জাতং বিমৃশ্য চ ॥ ৫৭ ॥ শৈলান্দো হি মহাতেজা
নন্দী হুমিতবিক্রমঃ । রক্ষসাং বিবুধানাং বা কৃত্য-
মস্তীতাচিন্তয়ৎ ॥ ৫৮ ॥ এতস্মিন্নস্তরে তত্র মদনো
হি বহুর্ধরঃ । পঞ্চ বাণান সমারোপ্য স্বকীয়ে ধনুবি-
দ্বিজাঃ । তরোহুয়াঃ সমাগ্রতা দেবদাকৃগতাং
তদা ॥ ৫৯ ॥ নিরীক্ষ্য শম্ভুঃ পরমাসনে স্থিতং তপো
জুগোপং পরমেষ্টিনাং পাতম্ । গঙ্গাধরং নীলতমাল-
কং কপাদিনাং চন্দ্রকলাসমেতম্ ॥ ৬০ ॥ ভূজঙ্গ-
ভোগাঙ্কিতসর্ষগাত্রং পঞ্চাননং সিংহবিশালবিক্রমম্ ।
কপূর্বগোরং পরবারিতকং স বেদুকামো মদন-
স্থপাদিনম্ ॥ ৬১ ॥ তুরাসদং দীপ্তমতাং বরিষ্ঠং
মহেশ্বরং সহ মাধবেন । যাবচ্ছিবং বেদুকামঃ
শমো নানদ্যাতা গিরিজা বিশ্বমাতা সখীজনৈঃ
সংবৃত্তা পূজনাথং সদাশিবং মঙ্গলং মঙ্গলা-
নাম্ ॥ ৬২ ॥ কনককুসুমমালাং সন্দধে নীলকণ্ঠে
সিতকিরণমনোজ্ঞা দুর্লভা সা তদানীম্ ।

মত্ত হইয়া উঠিল । কিন্তু সেই আশ্রমে যাহারা
সর্বথা কামনাহীন ছিলেন, তাহারাও তখন নিতান্ত
ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । তখন শিলাদনন্দন
মহাতেজা নন্দী ‘হঠাৎ এরূপ কেন হইল?’ এই
বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি ভাবি-
লেন,—হয় দেব, না হয় রাক্ষসগণই বা এইরূপ
কার্য্য করিতেছে । নন্দী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,
ইতিমধ্যে ধনুর্ধর মদন স্বীয় ধনুকে পঞ্চবাণ আরো-
পণ করিল । হে দ্বিজগণ! দেবদাকৃতকর
ছায়া আশ্রয় করিয়া দেখিল, পরমেষ্টিগণের পতি
দেবদেব শম্ভু তপস্বীর বেশে পরমাসনে সমাসীন
রহিয়াছেন; তিনি গঙ্গাধর; কণ্ঠ তাঁহার তমালবৎ
নীলবর্ণ, তিনি কপদী; ললাটে তাঁহার চন্দ্রকলা;
তদীয় সর্ষাঙ্গ ভূজঙ্গভোগে অঙ্কিত; তিনি পঞ্চানন
ও সিংহের ন্যায় বিশাল-বিক্রম; তাঁহার আকৃতি
কর্ণপূর্বের ন্যায় গৌরপ্রভ । মদন মাধবের সহিত
একযোগে সেই মহাদীপ্তিশালী তপোময় তুরাসদ
মহাদেবকে বিদ্রুপ করিতে উদ্যত হইল । মদন
স্বীয় শরাঘাতে শিবকে যখন বিদ্রুপ করিতে অভিলাষী
হয়, তখন বিশ্বজননী গিরিনন্দিনী সখীজন
সঙ্গে সকল মঙ্গলের মঙ্গলভূত সদাশিবকে
পূজা করিতে আসিলেন । ৪৬—৬২ । তিনি নীলকণ্ঠের
কণ্ঠে কনক-কুসুমমালা অর্পণ করিলেন । অনন্তর

শ্রিতবিকসিতনেত্রা চাক্রবক্রঃ শিবস্ত সকল-
জনজনিত্রী বীক্ষমাণা বভূব ॥ ৬৩ ॥ তাবদ্বিকঃ
শরৈর্গৈব মোহনাথেন চ স্বরাৎ । বিধামানস্তদা
শঙ্কুঃ শনৈরুন্মীলা লোচনে । দদর্শ গিরিজাং দেবো-
হক্ৰিষধা শশিনঃ কলাম্ ॥ ৬৪ ॥ চাক্রপ্রসন্নবদনাং
বিদোহীঃ সশ্রিতেক্ষণাম্ । সুদ্বিজামদ্বিজাং তরীং
বিশালবদনোৎসবাম্ ॥ ৬৫ ॥ গৌরীং প্রসন্নমুদ্রাং
বিশ্বমোহনমোহনাম্ । যয়া ত্রিলোকরচনা কৃত্য
ব্রহ্মাদিভিঃ সহ ॥ ৬৬ ॥ উৎপত্তিপালনবিনাশকরী চ
যা বৈ কুহাগ্রতঃ সস্বরজন্তুমাংসি । সা চেতনেন
দদর্শে পুরতো হরেণ সম্মোহনী সকলমঙ্গলমঙ্গ-
লৈকা ॥ ৬৭ ॥ তাং নিরীক্ষ্য ভবো দেবো গিরিজাং
লোকপাবনীম্ । সুমোহ দর্শনাত্তস্তা মদনেনাতুরী-
কৃতঃ । বিশ্বয়োৎফুল্লনয়নো বভূব সহসা শিবঃ ॥ ৬৮ ॥
এবং বিলোকমানোহসৌ দেবদেবো জগৎপতিঃ ।
মনসা দ্যুমানেন ইদমাহ সদাশিবঃ ॥ ৬৯ ॥ অনয়া
মোহিতঃ কস্মাত্তপঃস্ফোহহং নিরাময়ঃ । কুতঃ কস্মাচ্চ
কেনেদং কৃতমস্তি মমাপ্রিয়ম্ ॥ ৭০ ॥ ততো বালো-

সেই সকল লোক-জননী সতী শ্রিত-বিকসিত
নেত্রে শিবের চাক্র বক্র নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলেন । মদন এই সময়েই স্বীয় মোহনাথ্য
শর দ্বারা সহস্র শিবকে বিদ্ধ করিল । স্বর-শবে
বিদ্ধ হইয়া শিব ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্বক
অকি যেমন শশিকলা সন্দর্শন করে, তেমনি সম্মুখে
গিরিজাকে দেখিতে পাইলেন । দেখিলেন,—
তাঁহার বদন প্রসন্ন, ওষ্ঠ বিহতুলা, নয়ন শ্রিত-
সমুজ্জ্বল, দশনরাজি সুন্দর, এবং বদনসৌন্দর্য
অনুপম । তিনি গৌরী,—বিশ্বমোহনের ও মোহিনী ।
যিনি ব্রহ্মাদির সহিত ত্রিলোক রচনা করিয়াছেন,
সহ, রজঃ ও তমোঃগুণপুংসর উৎপত্তি, স্থিতি ও
বিনাশ ঋতুর কার্য্য, সেই সকলমঙ্গলের মঙ্গলভূতা
ভগবতীকে হর অবলোকন করিলেন । ভবদেব
সেই লোকপাবনী গিরিজাকে দেখিয়া মোহিত
হইলেন ; তাঁহার দর্শনে তিনি একেবারেই মদনাতুর
হইয়া পড়িলেন । বিশ্বয়বশে শিবের নয়ন সহসা
উন্মীলন হইয়া উঠিল । জগৎপতি সদাশিব দেবদেব
তাঁহাকে দেখিয়া দ্যুমান-হৃদয়ে এই কথা কহিলেন,—
আমি কুপমী ও নিরাময় ; এই রমণী দ্বারা আমি
মোহিত হইলাম কিরূপে ? কে কোথা হইতে কেন
আমার এই অপ্রিয়াচরণ করিল ? এই বলিয়া শঙ্কু

কয়চ্ছুর্দিক্ষু সর্বাঙ্কু সাদরম্ । তাবদ্বষ্টো দক্ষিণাঃ
দিশি হ্যন্তশরাসনঃ ॥ ৭১ ॥ চক্রীকৃতধ্বজঃ সজ্জঃ
চক্রে বেঙ্কুং সদাশিবম্ । যাবৎ পুনঃ সজ্জয়তি মদনো
মদনাস্তকম্ । তাবদ্বষ্টো মহেশেন সরোষণে তদা
দ্বিজাঃ ॥ ৭২ ॥ নিরীক্ষিততৃতীয়েন চক্ষুয়া পরমেণ
হি । মদনস্তৎক্ষণাদেব জালামালাবৃতোহভবৎ ।
হাহাকারো মহানাসীদেবানাং তত্র পশ্চাতাম্ ॥ ৭৩ ॥
দেবা উচুঃ । দেবদেব মহাদেব দেবানাং বরদো
ভব । গিরিজায়াঃ সহায়ার্থং প্রেথিতো মদনোহধুনা ॥
৭৪ ॥ বুধা ত্বাথ দধোহসৌ মদনো হি মহাপ্রভঃ ।
৭৫ ॥ ত্বয়া হি কার্য্যং জগদেকবন্ধো কার্য্যং সুরাণাং
পরমেণ বচসা । অস্তাঃ সমুৎপৎস্ততি দেব শস্তো
তেনৈব সর্বং ভবতীহ কার্য্যম্ ॥ ৭৬ ॥ তারকেণ
মহাদেব দেবাঃ সম্পীড়িতা ভূশম্ । তদর্থং জীবিতং
চান্ত দরা চ গিরিজাং প্রভো ॥ ৭৭ ॥ বরয়স্ব মহাভাগ
দেবকার্য্যো ভব ক্ষমঃ । গজাসুরাভয়া ত্রাতা বয়ং

সাদরে সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ;
দেখিলেন—দক্ষিণ দিকে থাকিয়া মদন তাহার
শরাসন গ্রহণপূর্বক তাহা চক্রীকৃত করত সদা-
শিবকে বিদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে । হে
দ্বিজগণ ! মদন যখন মদনারিকে শরাহত করিবার
জন্ত বাণ সজ্জান করিতেছিল, মহেশ রোষভরে
তখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার
তৃতীয় নয়ন দ্বারা তিনি মদনকে যেমন দেখিলেন,
অর্মান তৎক্ষণাৎ মদন জালামালায় পরিবৃত হইল ।
তখন দর্শক-দেবগণের মধ্যে মহান্ হাহাকার পড়িয়া
গেল । দেবগণ কহিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব !
তুমি দেবগণের প্রতি বরপ্রদ হও । গিরিনন্দিনীর
সহায়তার নিমিত্তই মদনকে অধুনা প্রেরণ করা
হইয়াছিল । আপনি অনর্থক সেই মহাপ্রভ মদনকে
কেন দগ্ধ করিলেন ? হে জগতের একমাত্র বন্ধু !
তোমার পরম তেজোদ্বারা তুমিই তো সুরগণের
কার্য্য উদ্ধার করিবে । হে দেব শস্তো ! এই
গিরিজার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহারই
সাহায্যে সুরগণের সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে ।
হে মহাদেব ! তারকাসুর দেবগণকে অত্যন্ত উৎ-
পীড়িত করিতেছে । হে প্রভো ! আপনি সেই
জন্ত মদনকে জীবনদান করুন এবং গিরিজাকে
বরণ করিয়া লউন । হে মহাভাগ ! এইরূপ করিয়া
আপনি দেবকার্য্য সম্পাদন করুন । পূর্বে আপনি

সর্বে দিবৌকসঃ ॥ ৭৮ ॥ কালকূটাক নুনং হি রক্ষিতাঃ
শ্রো ন চান্তথা । তস্মাৎসুরাচ্চ সর্বেশ স্বয়া জ্ঞাতা ন
সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ মদনোহয়ং সমায়াতঃ সুরাণাং কার্য-
সিদ্ধয়ে । তস্মাৎ স্বয়া রক্ষণীয় উপকারঃ পরো হি নঃ ॥
বিনা তেন জগৎ সৰ্ব্বঃ নাশমেঘ্যতি শঙ্কর । নিকামস্তঃ
কথং শস্তো স্ববুদ্ধ্যা চ বিমুগ্ধতাম্ ॥ ৮১ ॥ তদোবাচ
কৃষাবিষ্টো দেবান্ প্রতি মহেশ্বরঃ । বিনা কামেন
ভো দেবা ভবিতব্যং ন চান্তথা ॥ ৮২ ॥ যদা কামঃ
পুরস্কৃত্য সর্বে দেবাঃ সবাসবাঃ । পদভ্রষ্টাশ্চ তুংখেন
বাপ্তা দৈন্ত্যং সমাপ্রিতাঃ ॥ ৮৩ ॥ কামো হি নরকার্যৈব
সর্বেষাং প্রাণিনাং ক্রবন্ । তুংখরূপী হনস্ফোহয়ং
জানীধ্বং মম ভাবিতম্ ॥ ৮৪ ॥ তারকোহপি
হরাচারো নিকামোহদ্যত্বে ভবিষ্যতি । বিনা কামেন চ
কথং পাপমাচরতে নরঃ ॥ ৮৫ ॥ তস্মাৎ কামো ময়া
দত্তঃ সর্বেষাং শান্তিহেতবে । যুয্মাভিষ্ঠ সুরৈঃ
সর্বেষরসুরৈশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥ ৮৬ ॥ অশ্বেঃ প্রাণিভি-
রেবাভ্য তপসে ধীযতাং মনঃ । কামক্ৰোধবিহীনঃ

গজাসুর ও কালকূট হইতে সমস্ত দেবসমাজকে
রক্ষা করিয়াছেন । হে সর্বেশ ! তস্মাৎসুর হইতেও
আপনিই আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন ।
এই মদন আমাদের অর্থাৎ সুরগণেরই কার্য-
সাধনার্থ আসিয়াছিল ; অতএব আপনি ইহাকে
রক্ষা করুন, এইরূপ করিলে আমাদের যথেষ্ট
উপকার করা হয় । হে শঙ্কর ! মদন ব্যতীত
সকল জগৎই নাশ প্রাপ্ত হইবে । আর আপনি
নিকাম হইয়াই বা কেমন করিয়া থাকিবেন, তাহা
নিজের বুদ্ধিযোগেই বিচার করিয়া দেখুন ? মহেশ্বর
তখন রোবাবিষ্ট হইয়া দেবগণকে কহিলেন,
—দেবগণ ! কাম ব্যতীত তোমাদের অবস্থিতি
অসম্ভব হইবে না, দেখ, ইন্দ্রাদি দেবগণ যখন
কামের অনুসরণ করেন, তখনই স্বপদ-ভ্রষ্ট, তুংখযুক্ত
ও দৈন্ত্যগ্রস্ত হইয়া থাকেন । কাম সকল প্রাণীরই
নরকের নিমিত্ত হইয়া থাকে । এই অনঙ্গই তুংখময়,
ইহাই আমার সত্য বাক্য জানিবে । হরাচার
তারকও অদ্য নিকাম হইবে । কাম যদি না
 থাকিল, তবে আর নরগণ কিরূপে পাপাচরণ
করিবে ? এইজন্তই আমি সকলের শান্তির নিমিত্ত
কামকে দত্ত করিয়াছি । তোমরা দেব, ঋষি, সুর,
নর, সকল প্রাণীই এখন তপস্তায় মনঃসমাধান
কর । আমি এই সমস্ত জগৎই কাম-ক্রোধবিহীন

চ জগৎ সৰ্ব্বং ময়া কৃতম্ ॥ ৮৭ ॥ তস্মাদেনং পাপিনঃ
তুংখমূলং ন জীবয়িষ্যামি সুরাঃ প্রতীক্ষতাম্ ।
নিরন্তরং চান্নসুখপ্রবোধমানন্দলক্ষণমগাধমনস্তরূপম্ ॥
৮৮ ॥ এবান্তাস্তক্শ তেন শম্বুনা পরমেষ্ঠিনা ।
উচুর্বহর্ষয়ঃ সর্বে শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৮৯ ॥ যত্জ্ঞঃ
ভবতা শস্তো পরং শ্রেয়ঙ্করং হি নঃ । কিন্তু
বক্ষ্যাম দেবেশ শ্রবতাং চাবধাৰ্য্যতাম্ ॥ ৯০ ॥ যথা
সৃষ্টমিদং বিশ্বং ক মক্রোধসমম্বিতম্ । তৎসৰ্ব্বং কাম-
রূপং হি স কামো ন তু হন্ততে ॥ ৯১ ॥ ধর্ম্মার্থ-
কামমোক্ষাশ্চ চহারো হ্যেকরূপতাম্ । নীতা যেন
মহাদেব স কামোহয়ং ন হন্ততে ॥ ৯২ ॥ কথং স্বয়া
হি সন্দত্তঃ কামো হি দুরতিক্রমঃ । যেন সজ্জাতিতং
বিশ্বমাব্রহ্মহাবরাহ্মকম্ ॥ ৯৩ ॥ কামেন হীযতে বিশ্বং
বিশ্বং কামেন পাল্যতে । কামেনোৎপদ্যতে বিশ্বং
তস্মাৎ কামো মহাবলঃ ॥ ৯৪ ॥ যস্মাৎ ক্রোধোভব-
তুাগ্রো যেন হ চ বশীকৃতঃ । তস্মাৎ কামঃ মহাদেব
সম্বোধয়িতুমর্হসি ॥ ৯৫ ॥ স্বয়া সম্পাদিতো দেব
মদনো হি মহাবলঃ । সমর্থো হি সমর্থহাস্তঃ সামর্থ্যং

করিয়া দিলাম । হে সুরগণ ! আমি এই তুংখ-
নিদান পাপী কামকে কখনই উজ্জীবিত করিব না
তোমরা কেবল নিরন্তর আনন্দসুখ-প্রবোধ অগাধ অনন্ত
আনন্দময়েরই প্রতীক্ষায় ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান
কর ॥ ৭৪—৮৮ ॥ পরমেষ্ঠী শম্বু এই কথা কহিলে, তখন
মহর্ষিগণ সেই লোকশঙ্কর শঙ্করকে কহিলেন,—হে
শস্তো ! আপনি যাহা বলিলেন,—তাহা আমাদের
পরম মঙ্গলকর, সন্দেহ নাই ; কিন্তু হে দেবেশ ! এ
সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতেছি, আপনি শুনুন এবং
অবধারণ করুন । এই বিশ্বে কাম-ক্রোধাদিময়
করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে । এই বিশ্ব সমস্তই
কামরূপ, সুতরাং কামকে হরণ করা বিধেয় নহে ।
হে মহাদেব ! যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই
চতুর্ভাগকে একরূপতায় উপনীত করিয়াছেন, সেই
কামকে হনন করা উচিত নহে । আপনি কেমন
করিয়া কামকে দত্ত করিলেন ? কাম দুরতিক্রম ;
এই আব্রহ্ম চরাচর বিশ্ব কাম হইতেই উদ্ভূত । কা-
হইতেই বিশ্বের বিনাশ হয় এবং কামই
বিশ্বে পালন করে । আব্রহ্ম কাম দ্বারা
বিশ্ব উৎপন্ন হয় । অতএব কাম মহাবল !
যাহা হইতে উগ্র ক্রোধ উৎপন্ন হয়, যাহার প্রভাবে
আপনিও বশীভূত হইয়াছেন, হে মহাদেব ! সেই
কামকে আপনি উদ্বোধিত করুন । হে দেব ! মহাবল
মদন ভবৎকর্তৃক সম্পূর্ণপাদিত হইয়া কার্য্যকম হইবে ।

করিষ্যতি ॥ ৯৬ ॥ ঋষিভিঃ চ বমুক্তোহপি দ্বিগুণং
রূপমাস্থিতঃ । চক্ষুযা হি তৃতীয়েন দন্ধুকামো হরস্তদা ॥
৯৭ ॥ মুনিভিঃ চারণৈঃ সিদ্ধৈর্গণৈশ্চাপি সদাশিবঃ ।
স্বতঃ বন্দিতো রুদ্রঃ পিনাকী বৃষবাহনঃ ॥ ৯৮ ॥
মদনং চ তথা দন্ধা ত্যক্তা তং পশ্যতঃ কুবা ।
হিমবস্তাভিধং সদ্যস্তিরোধানগতোহভবৎ ॥ ৯৯ ॥
তিরোধানগতং দেবী বীক্ষ্য দন্ধঃ চ মমথম্ ।
সকৌকিলং সচূতঞ্চ সভৃঙ্গং সহচম্পকম্ ॥ ১০০ ॥
তথৈব দন্ধঃ মদনং বিলোকা রত্যা বিলাপং চ তদা
মনস্বিনী । সবাস্পদীর্ঘং বিমনা বিমুগ্ধা কথং স রুদ্রো
বশগো ভবেন্মম ॥ ১০১ ॥ এবং বিমুগ্ধা স্মৃতিরং
গিরিজা তদানীং সম্মোহমাপ চ সতী হি তথা
বভাষে । সম্মুহমানা রুদ্রতীঃ নিরীক্ষ্য রতির্মহা-
রূপবতীঃ মনস্বিনীম্ ॥ ১০২ ॥ মা বিবাদঃ কুরু সখি
মদনং জীবয়াম্যহম্ । স্বদর্শং ভো বিশালাক্ষি তপসা-
স্বাধয়াম্যহম্ ॥ ১০৩ ॥ হরং রুদ্রং বিরূপাক্ষং দেব-
দেবং জগদ্গুরুম্ । মা চিন্তাঃ কুরু স্মৃশ্রোণি মদন-
জীবয়াম্যহম্ ॥ ১০৪ ॥ এবমাশ্রাস্ত ত্রাং সাধ্বী

মদন কার্যাক্ষম হইলেই সর্বত্র স্বীয় সামর্থ্য বিস্তার
করিতে পারিবে । ঋষিগণ যখন হরকে এই কথা
কহেন, তখন তিনি দ্বিগুণরূপ ধারণ করিয়াছিলেন
এবং তৃতীয় নয়ন দ্বারা সকলকে দন্ধ করিতে উদ্যত
হইয়াছিলেন । সদাশিব পিনাকপাণি বৃষবাহন রুদ্র—
মুনি, সিদ্ধ ও চারণগণ কর্তৃক স্বতঃ ও বন্দিত হইয়া
মদনকে দন্ধ করিয়া ক্রোধে সেই হিমালয় পর্বত
পরিত্যাগ করিয়া সহসা তিরোহিত হইলেন । দেবী
গিরিনন্দিনী তখন মহাদেবকে তিরোহিত এবং
চূত, ভৃঙ্গ ও পঞ্চবাণ সহ মদনকে ভস্মীভূত দেখিয়া
রতির সহিত একযোগে বিলাপ করিতে লাগিলেন ।
সেই মনস্বিনী বিমনা হইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ
করিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন,—সেই রুদ্র
আমার বশীভূত হইবেন কিরূপে ? সতী গিরিজা
অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ বিবেচনা করিয়া অব-
শেষে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন । অনন্তর সাধ্বী
রতি সেই মহারূপবতী মনস্বিনী গিরিনন্দিনীকে
কান্দিয়া কান্দিয়া মুহমান হইতে দেখিয়া বলিলেন,—
সখি ! তুমি বিবাদ করিও না । আমি মদনকে
উজ্জীবিত করিব । অয়ি বিশালাক্ষি ! আমি
তোমার নিমিত্ত তপস্যা করিয়া হর রুদ্র বিরূপাক্ষ
দেবদেব জগৎপতির আরাধনা করিব । হে স্মৃশ্রোণি !
তুমি চিন্তা করিও না । আমি মদনকে উজ্জীবিত

গিরিজাং রতিরঞ্জসা । তপস্তেপে চ স্মৃমহং পতিং
প্রাপ্তুং স্মমধ্যমা ॥ ১০৫ ॥ মদনো যত্র দন্ধস্ত রুদ্রেণ
পরমাস্থনা । তপ্যমানাং তপস্তত্র নারদো দদৃশে
তদা ॥ ১০৬ ॥ উবাচ গহ্বা সহসা ভামিনীঃ রতি-
মন্তিকে । কস্তাসি ত্বং বিশালাক্ষি কেন বা তপাতে
তপঃ ॥ ১০৭ ॥ তরুণী রূপসম্পন্ন সৌভাগ্যেন পরেণ
হি । নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা রোবেণ মহতা তদা ।
উবাচ বাকাং মধুরং কিঞ্চিৎনিষ্ঠুরমেব চ ॥ ১০৮ ॥
রতিরুবাচ । নারদোহসি ময়া জ্ঞাতঃ কুমারস্তং
ন সংশয়ঃ । স্বস্বরূপাদর্শনং চ কর্তুমর্হসি সুরতঃ ॥
১০৯ ॥ যথাগতেন মার্গেণ গচ্ছ ত্বং মা
বিলম্বিতম্ । বটো ন কিঞ্চিজ্ঞানাসি কেবলং কলি-
ক্লমহান্ ॥ ১১০ ॥ পরস্বীকামুকাঃ ক্ষুদ্রা বিটা ব্যসনি-
নশ্চ যে । তথা হৃকর্ম্মিণঃ স্তব্ধান্তেষাং মধ্যে স্বম-
শ্রণীঃ ॥ ১১১ ॥ এবং নির্ভৎসিতো রত্যা নারদো
মুনিসত্তমঃ । স্বয়ং জগাম হরিতঃ শব্দরং দৈত্য-
পুঙ্গবম্ ॥ ১১২ ॥ শশংস দৈত্যবাজায় দন্ধং মদনমেব
চ । রুদ্রেণ ক্রোধসুজ্ঞেন তস্ত ভাৰ্য্যা মনস্বিনী ॥ ১১৩ ॥

করিব । সাধ্বী রতি সেই গিরিজাকে এইরূপে
আশ্বাসিত করিয়া পতিকে পাইবার নিমিত্ত মহৎ
তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন । পরমাত্মা রুদ্র যেখানে
মদনকে দন্ধ করিয়াছিলেন, সেইখানেই তিনি তপস্যা
করিতে লাগিলেন । অনন্তর ভামিনী রতিকে
তখন তপস্যা করিতে দেখিয়া ভগবান্ নারদ সহসা
তাঁহার সমীপে গিয়া কহিলেন,—অয়ি বিশালাক্ষি !
তুমি কাহার নন্দিনী ? কেন তপস্যা করিতেছ ?
তুমি তরুণী, রূপবতী, সৌভাগ্যের তোমার সীমা
নাই । রতি নারদের বাক্য শুনিয়া সমধিক রোদ-
ভরে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মধুর নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে
লাগিলেন ॥ ১০৯—১০৮ ॥ রতি কহিলেন,—হে সুরত !
জানি আমি—তুমি নারদ ; তুমি নিশ্চয়ই বালক ।
তোমার স্বীয় স্বরূপ আবরণ করিয়া তুমি রূপান্তর
দেখাইবার উদ্যোগী হইয়াছ । অতএব যে পথে
আসিবাছ, সেই পথেই ফিরিয়া যাও ; বিলম্ব করিও
না । হে বটো ! তুমি অস্ত্র কিছুই জান না ; কেবল
কলহই তুমি করিয়া থাক । তোমাকে আমরা
এবজন প্রধান কলহ-কারী বলিয়াই জানি । যাহারা
পরনারী-কামুক, ক্ষুদ্র, বিট, ব্যসনী, অকর্ম্মকারী ও
স্তব্ধ, তুমি তাহাদিগেরই অশ্রণী । মুনিবর নারদ
রতির নিকট এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া দৈত্যবর
শব্বরের নিকট সশব্দ গমন করিলেন । সেখানে

উর্মানয় মহাভাগ ভাৰ্ঘ্যাং কুরু মহাবল। অতীব
রূপসম্পন্ন। যা আনীতাস্থানঘ। তাসাং মধ্যে
রূপবতী রতিঃ সা মদনপ্রিয়া ॥ ১১৪ ॥ এবমাকর্ষ্য
বচনং দেবর্ষেভাবিতান্ননঃ। জগাম সহসা তত্র
যত্রাস্তে সা সুশোভনা ॥ ১১৫ ॥ তাং দৃষ্ট্বা সুবিশা-
লাক্ষীং রতিং মদনমোহিনীম্। উবাচ প্রহসন্
বাক্যং শব্দরো দেবসকটঃ ॥ ১১৬ ॥ এহি তন্নি ময়া
সাক্ষং রাজ্যং ভোগান্ যথেষ্টতঃ। ভুঙ্ক্ষু দেবি
প্রসাদান্মৈ তপসা কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১১৭ ॥
এবযুক্তা তদা তেন শব্দরেণ মহান্ননা। উবাচ তবী
মধুরং মহিবী মদনশ্চ সা ॥ ১১৮ ॥ বিধবাহং মহা-
বাহো নৈবং ভাবিতুমর্হসি। রাজা হুঃ সর্বদৈতানাং
লক্ষণৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১১৯ ॥ এতত্তদ্বচনং শ্রুত্বা শব্দরঃ
কামমোহিতঃ। করে গ্রহীতুকামোহসৌ তদা রতা
নিবারিতঃ ॥ ১২০ ॥ বিমুগ্ধ মনসা সর্বমজ্যৈয়হক তশ্চ
বৈ। মা স্পৃশ স্বক রে মুচ মম স স্পর্শজেন নৈ ॥

গিয়া দৈত্যরাজকে বলিলেন,—কুদ্র কুদ্র হইবা
মদনকে দক্ষ করিয়াছেন। সেই মদনের এক
মনস্বিনী ভাৰ্ঘ্যা আছে। হে মহাবল, মহাভাগ! তুমি
তাঁহাকে আনিয়া ভাৰ্ঘ্যা কর। হে অনঘ! তুমি
যে সকল অতি রূপবতী যুবতীদিগকে আনিয়াছ,
সেই মদনপ্রিয়া রতি তাহাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান
রূপবতী। ভাবিতান্না দেবর্ষির এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া শব্দর সহসা সেই সুশোভনা রতির তপস্যা-
স্থানে গমন করিল। সেখানে গিয়া সেই বিশালাক্ষী
মদনমোহিনী রতিকে দেখিয়া সুরশক্ৰ শব্দর হাস্ত-
পূর্বক বলিল,—অঘি তন্নি! তুমি আমার সঙ্গে
আগমন কর। হে দেবি! তপস্যায় তোমার
প্রয়োজন কি? তুমি আসিয়া আমার প্রসাদে রাজ্য
এবং অন্যান্য ভোগ-সুখ যথেষ্ট ভোগ কর। সুর-
বৈরী শব্দর এই কথা কহিলে, তখন তব্বক্ষী মদন-
মহিবী তাহাকে মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে মহা-
বাহো! আমি বিধবা নারী, আমার প্রতি ঐরূপ
বাক্য প্রয়োগ করিও না। তুমি সকল দৈত্যের
রাজা; এবং সমুদয় রাজ-লক্ষণে লক্ষিত। সূতরাং
এ কথা তোমার অসুচিত। রতির এই কথা শুনিয়া
শব্দর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। সে তাঁহার হস্তধারণে
উদ্যত হইল। রতি তাহাকে নিবারণ করিতে
লাগিলেন। তিনি মনে মনে সেই শব্দরের অজে-
য়ব অবধারণ করিয়া প্রকাণ্ডে বলিলেন,—রে মুচ!

১২১ ॥ সম্পর্কেণ চ দৈত্যোহসি নানুথা মম ভাবিতম্।
তদোবাচ মহাতেজাঃ শব্দরঃ প্রহসন্নিব ॥ ১২২ ॥
বিভীষিকাভিবর্ষীভর্মাঃ ভীষয়সি মানিনি।
গচ্ছ শীঘ্রং মম গৃহং বহুভাং কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১২৩ ॥
ইত্যাচ্যমানেন তদা নীতা সা প্রভং তথা। স্বপুরুঃ
পরমং তবী শব্দরেণ মনস্বিনী ॥ ১২৪ ॥ কুতা মহা-
নসেহধাক্ষা নান্মা মায়াবতীতি চ ॥ ১২৫ ॥ স্বয়
উচুঃ। পার্শ্বত্যাধিকৃতং সর্বং মদনানয়নং প্রতি।
শব্দরেণ হুতা তবী মদনশ্চ প্রিয়া সতী। অত উচুঃ
তদা স্মৃত কিং জাতং তত্র বর্ণ্যতাম্ ॥ ১২৬ ॥ স্মৃত
উবাচ। গতং তদা শিবঃ দৃষ্ট্বা দক্ষা মদনমোজসা।
পার্বতী তপসা যুক্তা স্থিতা তত্রৈব ভামিনী ॥ ১২৭ ॥
পিত্রা তেন তদা তবী মাত্রা চৈব বিচারিতা। বালে
এহি গৃহে শীঘ্রং মা শ্রমং কর্তুমর্হসি ॥ ১২৮ ॥ উক্তা
তাতা। তদা সাধ্বী গিরিজা বাক্যমববীৎ ॥ ১২৯ ॥
পার্বত্যাচ। নাগচ্ছামি গৃহং মাতস্তাত মে শৃণু

আমাঘ স্পর্শ করিমা না; আমায় স্পর্শ করিলে
অচিরেই তুই দক্ষ হইবি। আমার বাক্য মিথ্যা
হইবে না। মহাতেজা শব্দর তখন হাস্ত করিয়া
কহিল,—অঘি মানিনি! বহু বিভীষিকা দ্বারা
আমাকে ভয় দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছ কেন?
শীঘ্র আমার গৃহে চল। আর অধিক বাক্য-ব্যয়ে
প্রয়োজন নাই। শব্দর এই কথা কহিয়া সেই মন-
স্বিনী রতিকে সবলে স্বীয় সুন্দর পুরে লইয়া গেল।
স্বীয় পুরে আনয়ন করিয়া রতিকে শব্দর আপনার
পাকশালার অধাক্ষ করিয়া দিল। রতি সেখানে
মায়াবতী নামে প্রথিতা হইলেন। ১২০-১২৫। স্ব-
গণ কহিলেন,—মদনকে আনয়ন করিবার জন্ত
পার্বতীও অনেক সাধনা করিয়াছিলেন। এদিকে
তপঃ-সাধনা করিতে গিয়া মদনপ্রিয়া রতি শব্দর
কর্তৃক অপহৃত হইলেন। যাহা হউক, হে স্মৃত!
অতঃপর কি হইল, তাহা আমাদের নিকট বর্ণন
কর। স্মৃত কহিলেন,—মদনকে দক্ষ করিয়া শিব
অন্তর্হিত হইলেন দেখিয়া ভামিনী পার্বতী তখন
হইতে তপোনিয়ম অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিতে
লাগিলেন। পার্বতীর পিতা এবং মাতা উভয়েই
আসিয়া তখন তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।
বলিলেন,—হে বালে! তুমি গৃহে আইস; একপ
শ্রম করিবার তুমি যোগ্য নও। তাঁহার। এই
কথা কহিলে সাধ্বী পার্বতী কহিলেন,—হে মাতঃ!
হে পিতঃ! আমি গৃহে যাইব না; আমার এই

তবতঃ । কার্যং ধর্মার্থযুক্তঞ্চ যেন হং তোষমেবাসি ॥
 ১৩০ ॥ শম্ভুঃ পরেবাং পরমো দক্ষো যেন মহাবলঃ ।
 মদনো মম সান্নিধ্যমানয়েহৈব তং শিবম্ ॥ ১৩১ ॥
 হ্রলতো হি তদা শম্ভুঃ প্রাণিনাং গৃহমিচ্ছতাম্ । না-
 গচ্ছামি গৃহং মাতস্তম্মাং সর্বং বিমুখতাম্ ॥ ১৩২ ॥
 তদোবাচ মহাতেজা হিমবান্ স্বসুতাং প্রতি । হুরা-
 রাধ্যাঃ শিবঃ সাক্ষাৎ সর্বদেবনমস্কৃতঃ । স্বয়া প্রাপ্তু-
 মশক্যো হি তস্মাৎ স্বগৃহং ব্রজ ॥ ১৩৩ ॥ সা বাম্প-
 পুরিতেনৈব কঠেন স্বসুতাং প্রতি । উবাচ মেনা
 তবঙ্গি যাহি শীঘ্রং গৃহং প্রতি ॥ ১৩৪ ॥ তদা প্রহস্তু
 প্রোবাচ মাতরং প্রতি পার্শ্বতী । প্রতিজ্ঞাং শৃণু মে
 মাতস্তপসা পরমেণ হি ॥ ১৩৫ ॥ অত্রৈব তং সমা-
 নীয় বরয়ামি বিচক্ষণম্ । নাশয়ামি চ ক্রুদন্ত ক্রুদন্ত
 বরবর্ণিনি ॥ ১৩৬ ॥ সুখরূপং পরিতাজা গিরিজা চ
 মনস্বিনী । শস্তোরারাদনক্রে পরমেণ সমাধিনা ॥
 ১৩৭ ॥ জয়া চ বিজয়া চৈব মাধবী চ সুলোচনা ।
 সুজতা চ জতা চৈব তথৈব চ শুকী পরা ॥ ১৩৮ ॥
 প্রমোচা সুভগা শ্রামা চিত্রাঙ্গী চাক্রণী স্বধা । এতা-

ধর্মার্থময় যথার্থ বাক্য শ্রবণ করুন । এই বাক্য
 শ্রবণে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন । শম্ভু পরাৎপর ;
 তিনি মহাবল মদনকে দক্ষ করিয়াছেন । আমি
 তাঁহাকে আমার সান্নিধ্যনে আনয়ন করিব । যাহারা
 গৃহমেধী প্রাণী, তাহাদের পক্ষে শম্ভু সুলভ নহেন ।
 সুতরাং হে মাতঃ । আমি গৃহে আসিব না ।
 আপনি এসকল বিবেচনা করিয়া দেখুন । তখন মহা-
 তেজা হিমবান্ স্বীয় কণ্ঠ্যার প্রতি বলিলেন,—সুর-
 সমুহ-নমস্কৃত শিব হুরারাদ্য ; তাঁহাকে তুমি
 সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না । অতএব স্বীয়
 গৃহে গমন কর । অনন্তর মেনকা বাম্পপূর্ণ-কণ্ঠে
 স্বীয় সুতাকে বলিলেন,—হে তবঙ্গি ! শীঘ্র গৃহে
 গমন কর । তখন পার্শ্বতী হাস্ত করিয়া মাতার
 প্রতি বলিলেন,—হে মাতঃ আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ
 করুন । আমি পরম তপস্শ্রাবলে সেই বিচক্ষণ
 শিবকে এখানে আনয়ন করিয়া বরণ করিব ।
 হে বরবর্ণিনি ! আমি ক্রুদের ক্রুদন্ত অপনয়ন
 করিব । এই বলিয়া মনস্বিনী গিরিজা সুখভোগ
 পরিত্যাগ করিয়া পরম সমাধিযোগে শম্ভুর
 আরাধনা করিতে লাগিলেন । জয়া, বিজয়া,
 মাধবী, সুলোচনা, সুজতা, জতা, শুকী, প্রমোচা,
 সুভগা, শ্রামা, চিত্রাঙ্গী, চাক্রণী, ও স্বধা এই

শাস্তাশ্চ বহুবঃ সখ্যস্তা গিরিজাং প্রতি । উপাসা-
 ঙ্কক্রিরে সা চ দেবগর্ভা চ ভামিনী ॥ ১৩৯ ॥ তপসা
 পরমোগ্রেন চরন্তী চাক্রহাসিনী । মদনো যত্র দক্ষশ্চ
 ক্রুদ্রেন চ মহামুনা । তত্রৈব বেদিং কৃতা চ তস্তো-
 পরি সুসংস্থিতা ॥ ১৪০ ॥ ত্যক্তা জলাশনং বালা
 পর্ণাদা হতবচ্চ সা । ততঃ সার্দ্ধাণি পর্ণানি ত্যক্তা
 শুকানি চাদদে ॥ ১৪১ ॥ শুকানি চৈব পর্ণানি নাশি-
 তানি তয়া যদা । অপর্ণেতি চ বিখ্যাতা বভূব তমু-
 মধ্যমা ॥ ১৪২ ॥ বায়ুপানরতা জাতা অমুপানাদন-
 স্তরম্ । কালক্রমেণ মহতা বভূব গিরিজা সতী ।
 একাদৃষ্টেন চ তদা দধার চ নিজং বপুঃ ॥ ১৪৩ ॥
 এবমুগ্রেন তপসা শঙ্করারাদনং সতী । চকার
 পরয়া তুষ্টিা শস্তোঃ প্রীত্যর্থমেব চ ॥ ১৪৪ ॥
 পরা ভাবং সমাশ্রিতা জগন্মঙ্গলমঙ্গলা । তুষ্টিার্থং চ
 মহেশস্ত ততাপ পরমং তপঃ ॥ ১৪৫ ॥ এবং দিবা-
 সহস্রাণি বর্ষাণি চ ততাপ বৈ । হিমালয়স্তদাগত্যা
 পার্শ্বতীঃ কৃতনিশ্চয়াম্ ॥ ১৪৬ ॥ সত্যার্থাঃ স সুতামাশু

সকল এবং অন্যান্য আরও অনেক সখী
 গিরিজার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । ভামিনী
 চাক্রহাসিনী দেবী শৈলজা কণ্ঠ্যার তপঃ-
 সাধনায় তৎপর হইলেন । মহামুনা ক্রুদ মদনকে
 যেখানে দক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি সেইখানেই এক
 বেদি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর অবস্থান করিতে
 লাগিলেন । বালিকা পার্শ্বতী জলাহার পরিত্যাগ
 করিয়া মাত্র পর্ণাশিনী হইলেন ! অনন্তর আদ্র
 পত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে শুষ্ক পত্র সকল
 গ্রহণ করিলেন । কালক্রমে সেই সকল শুষ্ক পত্রও
 ভক্ষণার্থ গ্রহণ করিলেন না । এইরূপে সরস, নীরস-
 সমস্ত পত্র পরিত্যাগ করায় সেই তমুমধ্যা পার্শ্বতী
 অপর্ণা নামে বিখ্যাতা হইলেন । ১২৬—১৪২ । সতী
 গিরিজা বহুকাল পরে ক্রমশঃ অমুপান পরিত্যাগ
 করিয়া কেবল মাত্র বায়ু পান করিতে লাগিলেন এবং
 একটা অঙ্গুষ্ঠতরে স্বীয় দেহ ধারণ করিয়া রহিলেন ।
 এইরূপে সতী শম্ভুর প্রীতির নিমিত্ত পরম সন্তোষ
 সহকারে তীব্র তপস্যায় শঙ্করের আরাধনা করিতে
 লাগিলেন । পার্শ্বতী নিখিল বিশ্ব-মঙ্গলের মঙ্গল-
 ভূতা হইয়াও পরমভাব অবলম্বনপূর্বক মহেশের
 তুষ্টির নিমিত্ত পরম তপস্শ্রা করিলেন । এইরূপে
 দিবা সহস্র বর্ষ তপস্শ্রা করিলে একদা হিমালয়
 সন্নিকট সেই কৃতনিশ্চয় পার্শ্বতীর নিকট আগমন

উবাচ চ মহাসতীম্ । মা খিদ্যতাং মহাদেবি তপ-
সানেন ভামিনি ॥ ১৪৭ ॥ ক ক্রডো দৃষ্টতে বালে
বিরক্তো নাত্ৰ সংশয়ঃ । ত্বং তবী তরুণী বালা তপসা
চ বিমোহিতা ॥ ১৪৮ ॥ ভবিষ্যসি ন সন্দেহঃ সতাং
প্রতিবদামি তে । তস্মাদ্ভক্তিষ্ঠ যাছাশু স্বগৃহং বর-
বর্ণিনি ॥ ১৪৯ ॥ কিং তেন তব ক্রোধে যেন দম্বঃ
পুরানঘে । মদনো নির্ধিকারিতাত্ কথং প্রার্থয়ি-
ষ্যসি ॥ ১৫০ ॥ গগনস্থো যথা চন্দ্রো গ্রহীতুঃ ন চি
শক্যতে । তথৈব ত্বগমঃ শতুর্জানীহি ত্বং শুচি
শ্মিতে ॥ ১৫১ ॥ তথৈব মেনয়া চোক্তা তথা সহ্য-
দ্রিণা সতী । মেরুণা মন্দরেনৈব মৈনাকেন তথৈব
চ ॥ ১৫২ ॥ এতিক্রুতা তদা তবী পার্বতী তপাস
স্থিতা । উবাচ প্রহসন্ত্যেব হিমবন্তঃ শুচিশ্মিতা ॥ ১৫৩ ॥
পুরা প্রোক্তং ত্বয়া তাত অহ কিং বিস্মৃতং ত্বয়া ।
অধুনৈব প্রতিজ্ঞাক শৃণুধ্বং মম বাক্যবাঃ ॥ ১৫৪ ॥
বিরক্তোহসৌ মহাদেবো মদনো যেন বৈ হতঃ । তং
তোষয়ামি তপসা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ১৫৫ ॥ সর্কে

করিয়া স্বীয় সূতা মহাসতীকে কহিলেন,—হে
ভামিনি মহাদেবী ! তুমি এইরূপে তপস্যা করিয়া থিন্ন
হইও না । হে বালে ! সেই ক্রডকে তুমি কোথায়
দেখিবে ? তিনি নিশ্চয়ই বিষয়-বিরক্ত হইয়াছেন ।
তুমি তবী তরুণী বালা ; তপস্যা করিয়া ভবিষ্যতে
নিশ্চয়ই তুমি বিমোহিতা হইবে । একথা আমি সত্যই
বলিলাম । অতএব হে বরবর্ণিনি ! তুমি উখিত
হও ; সহর স্বীয় গৃহে গমন কর । হে অনঘে !
যিনি নিজে নির্ধিকার বলিয়া পূর্বে মদনকে দম্ব
করিয়াছেন, সেই ক্রড দ্বারা তোমার কি হইবে ?
কিরূপেই বা তুমি তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইবে ? হে
শুচিশ্মিতে ! যেমন গগনগত চন্দ্রকে গ্রহণ করিতে
পায়া যায় না,—জানিবে, সেই শতুও সেইরূপ
সুহৃৎ । অনন্তর মেনকাও তাঁহাকে ঐরূপ বলি-
লেন । পরে, ক্রমশঃ সহ্যদ্রি, মেরু, মন্দর ও
মৈনাক, সকলেই পার্বতীকে তপস্যা করিতে নিবেদন
করিলেন । তপোনিষ্ঠা তবী পার্বতীকে তাঁহারা
ঐরূপ কহিলে শুচিশ্মিতা পার্বতী হস্তপূর্বক হিমা-
লয়কে কহিলেন,—হে তাত ! হে অহ ! আমি পূর্বে
যাহা বলিয়াছি, তাহা কি তোমরা উভয়েই বিস্মৃত
হইলে ? হে বাক্যবগণ ! এক্ষণে আমার প্রতিজ্ঞা
অবণ করুন, যিনি মদনকে নিহত করিয়াছেন, সেই
মহাদেব বিরক্ত পুরুষ হইলেও তিনি লোক-শঙ্কর

যুগ্ম গচ্ছন্ত নাত্ৰ কার্য্য। বিচারণা । দম্বো হি মদনো
যেন যেন দম্বঃ গিরেবনম্ ॥ ১৫৬ ॥ তমানয়ামি
চাত্রেব তপসা কেবলেন হি । তপোবলেন মহতা
সুসেবো হি সদাশিবঃ ॥ ১৫৭ ॥ ত্বং জানীধ্বং মহা-
ভাগাঃ সতাং সতাং বদামাহম্ ॥ ১৫৮ ॥ সম্ভাবমাণা
জননীঃ তদানীং হিমালয়কৈব তথা চ মেনাম্ ।
তথৈব মেরুঃ মিতভাষিনী তদা সা মন্দর-
পর্বতরাজকন্যা । জম্বুসুন্দা তেন পথা চ
পর্বতা যথাগতেনাপি বিচক্ষমাণাঃ ॥ ১৫৯ ॥
গতেষু তেষু সর্কেষু সখীভিঃ পরিবারিতা ।
তথৈব চ তপস্তপে পরমাণা সতী তদা ॥
১৬০ ॥ তপসা তেন মহতা তপ্তমাসীচ্চরাচরম্ ।
তদা সুরাসুরাঃ সর্কে ব্রহ্মাণঃ শরণং গতাঃ ॥ ১৬১ ॥
দেবা উচুঃ । ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্বং জগদেব চরা-
চরম্ । ত্রাতুমহসি দেবান্স্বদন্তো নোপপদ্যতে ॥
১৬২ ॥ অস্মাকং রক্ষণে শক্ত ইত্যাকর্ণ্য বচস্তদা ।
বিমৃশু চ তদা ব্রহ্মা মনসা পরমেণ হি ॥ ১৬৩ ॥ গিরি-
জাতপসোদ্ধুতং দাবাগ্নিং পরমং মহৎ । জাহ্না ব্রহ্মা

শঙ্কর ; তাঁহাকে আমি তপস্যা করিয়া তুষ্ট করিব ।
আপনারা সকলেই গমন করুন । এ বিষয়ে আর
বিচারণা করিবেন না । যিনি মদন ও গিরিকানন
দম্ব করিয়াছেন, কেবল তপস্যা দ্বারাই তাঁহাকে
এখানে আনয়ন করিব । ভগবান্ সদাশিব প্রকৃষ্ট
তপস্যাবলেই সুসেবা ; হে মহাভাগগণ ! আপনারা
তাঁহাকে এইরূপই জানিবেন । আমি এই সত্য
বাক্যই বলিলাম । মিতভাষিনী পর্বতরাজ-নন্দিনী
তৎকালে জনক হিমালয় ও জননী মেনকা এবং
বাক্যব—মেরু-মন্দরপ্রভৃতিকে এই কথা কহিলে,
তাঁহারা তখন যথাস্থানে গমন করিলেন । তাঁহারা
সকলে চলিয়া গেলে সখীগণপরিবৃত্তা পরমার্থ-
তৎপর সতী সেইখানে থাকিয়াই তপস্যা করিতে
লাগিলেন । ১৪৩—১৬০ । তাঁহার সেই তীব্র তপঃ-
প্রভাবে চরাচর জগৎ পরিতপ্ত হইল । তখন সুরা-
সুরগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন । দেবগণ ব্রহ্মাকে
বলিলেন,—হে দেব ! আপনি এই চরাচর জগৎ
সৃজন করিয়াছেন । দেবগণও আপনারই সৃষ্টি,
অতএব ইহাদিগকে আপনি রক্ষা করুন ।
আপনি ব্যতীত আমাদের রক্ষাকর্তা আর কেহই
নাই । তখন ব্রহ্মা দেবগণের সেই বাক্য অবণ
করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে জানিলেন—

জগামাশু কীরাক্ষিঃ পরমাত্মতম ॥ ১৬৪ ॥ তত্র
সুপ্তং সুপল্যক্যে শেবাথ্যে চাতিশোভনে । লক্ষ্য-
পাদোপযুগলং সেব্যমানং নিরন্তরম্ ॥ ১৬৫ ॥ দূরস্থে-
নাপি তাক্ষ্যেণ নতকঙ্করধারিণা । সেব্যমানং শ্রিয়া
কাস্ত্যা কাস্ত্যা বৃত্ত্যা দয়াদিভিঃ ॥ ১৬৬ ॥ নবশক্তি-
যুতং বিষ্ণুং পার্শ্বদৈঃ পরিবারিতম্ । কুম্বদোহথ কুম্ব-
দ্বাংস সনকশ্চ সনন্দনঃ ॥ ১৬৭ ॥ সনাতনো মহা-
ভাগঃ প্রসুপ্তো বিজয়োহরিজিৎ । জয়ন্তশ্চ জয়ৎ-
সেনো জয়শ্চৈব মহাপ্রভঃ ॥ ১৬৮ ॥ সনৎকুমারঃ
সুতপা নারদশ্চৈব তুঙ্গকঃ । পাক্ষজন্তো মহাশঙ্খো
গদা কৌমোদকী তথা ॥ ১৬৯ ॥ সুদর্শনঃ তথা চাপ-
শাঙ্গক পরমাত্মতম । এতানি বৈ রূপান্তি দৃষ্টানি
পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৭০ ॥ বিষ্ণোঃ সমীপে পরমাসনে
ভৃশং সমেত্য সর্বে সুরদানবাস্তদা । বিষ্ণুকাভঃ
পরমেষ্ঠিনাং পতিং তীরে তদানীমুদধেহাহ্বনঃ ॥
১৭১ ॥ আহি আহি মহাবিষ্ণো তপ্তানঃ শরণাগতান্ ।
তপসোগ্রাণ মহতা পার্শ্বত্যাঃ পরমেণ চি । শেমা-
সনে চোপবিষ্টে উবাচ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৭২ ॥ যুস্মাভিঃ
সহিতশ্চাপি ব্রজামি পরমেশ্বরম্ । মহাদেবং প্রার্থ-

গিরিজার অদ্ভুত তপস্যা হইতে পরম মহৎ
দাবাগ্নি উদ্ভূত হইয়াছে । ইহা জানিয়া ব্রজা
কীরাক্ষি-তীরে গমন করিলেন, সেখানে গিয়া
তিনি দেখিলেন—পার্বদগণ-পরিবৃত নবশক্তিশালী
ভগবান্ বিষ্ণু পরম সুন্দর শেবপর্যাক্ষে শয়ন
করিয়া আছেন । লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর তাঁহার
পাদপঙ্কজ সেবা করিতেছে; দূরে থাকিয়া গরুড়
নতকঙ্করে তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করি-
তেছে । শ্রী, কান্তি, কাস্তি, বৃত্তি ও দয়াদি দ্বারা
তিনি সেব্যমান হইতেছেন । কুম্বদ, কুম্বদান,
সনক, সনন্দন, সনাতন, বিজয়, অরিজিৎ, জয়ন্ত,
জয়ৎসেন, জয়, সনৎকুমার, সুতপা, নারদ ও তুঙ্গক
এবং মূর্তিমান মহাশঙ্খ পাক্ষজন্ত, কৌমোদকী গদা,
সুদর্শন চক্র ও পরমাত্মত শাঙ্গ চাপ তথায় বিরাজ-
মান । অনন্তর সুরাসুরগণ সকলে মিলিয়া উদধি-
তীরবাসী পরমেষ্ঠিগণের প্রভু সেই বিষ্ণুকে তৎ-
কালে বলিলেন,—হে মহাবিষ্ণো ! আমরা আপনার
শরণাগত ; আমাদিগকে পরিভ্রাণ করুন ; পরিভ্রাণ
করুন । আমরা পার্শ্বতীর উগ্র তপস্যায় পরিতপ্ত
হইয়াছি, তখন শেমা-সনে সমাসীন পরমেশ্বর হরি
দেবগণকে কহিলেন—হে দেবগণ ! আমি তোমা-

রামো গিরিজাং প্রতি বৈ সুরাঃ ॥ ১৭৩ ॥ পানি-
গ্রহাধর্মধুনা দেবদেবঃ পিণাকধ্বক্ । যথা নেব্যতি
তত্রৈব করিষ্যামোহধুনা বয়ম্ ॥ ১৭৪ ॥ তস্মাদ্বয়ং
গমিষ্যামো যত্র ক্রদ্রো মহাপ্রভুঃ । তপসোগ্রাণ
সংযুক্তো হ্যাস্তে পরমমঙ্গলঃ ॥ ১৭৫ ॥ বিষ্ণোস্তদ্বচনং
শ্রুত্বা উচুঃ সর্বে সুরাসুরাঃ । ন যাস্ত্যামো বয়ং সর্বে
বিকপাক্ষ মহাপ্রভম্ ॥ ১৭৬ ॥ যথা দত্তঃ পুরা তেন
মদনো দ্রবতিক্ষমঃ । তথৈব ধক্ষ্যতাস্মাকং নাত্ত
কাৰ্য্যা বিচারণা ॥ ১৭৭ ॥ প্রহস্ত ভগবান্ বিষ্ণুক্ৰবাচ
পরমেশ্বরঃ । মা ভয়ং কিয়তাং সর্বেঃ শিবরূপী সদা-
শিবঃ ॥ ১৭৮ ॥ স ন ধক্ষ্যতি সর্বেষাং দেবানাং
ভয়নাশনঃ । তস্মাদ্ভবদ্ভির্গন্তব্যং ময়া সাক্ষং বিচ-
ক্ষণাঃ ॥ ১৭৯ ॥ শমু পুরাণ পুরুষঃ হৃদীশং বরেণ্য-
রূপক পবঃ পরাণাম্ । তপো জুবাণং পরমার্থরূপং
পরাত্পরং তং শরণং ব্রজামি ॥ ১৮০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পার্শ্বতীতপশ্চর্য্যাবর্ণনং নামৈক-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দিগের সহিত মহাদেবের নিকট গিয়া পার্শ্বতীর
জন্ত প্রার্থনা জানাইব । দেবদেব পিণাকপানি
যাহাতে পার্শ্বতীর পানিপীড়নার্থ তৎসমীপে উপ-
নীত হন, আমরা অধুনা সেইরূপ কাৰ্য্যই করিব ।
অতএব চল, মহাপ্রভু পরম মঙ্গলময় ক্রদ্র যেখানে
উগ্র তপস্যা অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিতেছেন,
আমরা সেইখানে গমন করি । বিষ্ণুর সেই বাক্য
শ্রবণ করিয়া সুরগণ সকলেই বলিলেন,—আমরা
সেই বিকপাক্ষ মহাপ্রভুর নিকট যাইব না ।
তিনি পূর্বে দ্রবতিক্ষম মদনকে ঘেরূপে
করিয়াছেন, আমাদিগকেও নিশ্চয় সেইরূপেই
দধ করিয়া ফেলিবেন । তখন পরমেশ্বর ভগবান্
বিষ্ণু হস্তপূর্বক বলিলেন,—তোমরা সকলে ভয়
করিও না । সেই সদাশিব সর্বদাই শিবরূপী ।
তিনি তোমাদিগকে দধ করিবেন না ; তিনিই
সমস্ত দেবতার ভয়হারী । অতএব বিজগণ !
তোমরা আমার সহিত তথায় চল । যিনি
পুরাণ পুরুষ, সর্বাধিপতি, বরেণ্যমূর্তি, পরাত্পর,
তপস্বী, পরমার্থরূপী, সেই শমুর আমি শরণ গ্রহণ
করিব । ১৬১—১৮০ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১ ।

ষাণ্মীশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ । এবমুক্তান্তদা দেবা বিষ্ণুনা পরমে-
ষ্টিনা । জঘুঃ সর্বে মহেশ্বরং দ্রষ্টুকামাঃ পিনাকিনম্ ॥
১ ॥ পরে পারে সমুদ্রস্ত পরমেণ সমাধিনা । যোগ-
পীঠে স্থিতং শম্ভুং গণৈশ্চ পরিবারিতম্ ॥ ২ ॥
যজ্ঞোপবীতবিধিনা উরসা বিভ্রতং রতম্ । বাসুকিঃ
সর্পরাজঞ্চ কঙ্কলাশ্চতরৌ তথা ॥ ৩ ॥ কণ্ঠদ্বয়ে ধার-
য়ন্তং তথা ককৌটিকেন হি । পুলহেন চ বাহুভ্যা-
ধারণন্তঞ্চ কঙ্কণে ॥ ৪ ॥ সন্নপূরে শঙ্খকপদ্যকাত্যাং
নক্ষারয়ন্তঞ্চ বিরাজমানম্ । কর্পূরগোরঃ শিতি-
কণ্ঠমধুতং রুবাশিতং দেববরং দদন্তঃ ॥ ৫ ॥ তদা
ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ঋনরৌ দেবদানবাঃ । তুষ্ণৈর্নৃকিবিধৈঃ
সূক্তৈর্দেবোপনিবদধিতৈঃ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ । নমো
কুজায় দেবায় মদনাস্তকরায় চ । ভর্গায় ভূরিভাগায়
ত্রিনেত্রায় ত্রিবিষ্টপে ॥ ৭ ॥ শিপিবিষ্টায় ভীমায়
শেষশায়িন্নমো নমঃ । ত্র্যম্বকায় জগদ্ধিত্রে বিশ্বরূপায়
বৈ নমঃ ॥ ৮ ॥ হুং ধাতা সর্বলোকানাং পিতা মাতা

ষাণ্মীশ অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন—পরমেষ্ঠী বিষ্ণু এই কথা কহিলে
দেবগণ সকলেই তখন পিনাকপাণি মহেশকে দেখি-
বার অভিপ্রায়ে গমন করিলেন । তাঁহারা গিয়া
দেখিলেন,—ভগবান্ শম্ভু সমুদ্রের পরপারে পরম
সমাধি অবলম্বনে যোগপীঠে অবস্থান করিতেছেন ।
প্রমথগণ তাঁহার চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া আছে ।
সর্পরাজ বাসুকিরে তিনি যজ্ঞোপবীতবৎ বক্ষঃস্থলে,
কঙ্কল ও অশ্বতর নাগকে কণ্ঠধুগে, ককৌটক ও
পুলহ নাগকে বাহুদ্বয়ে কঙ্কণাকারে এবং শঙ্খ
ও পদ্মক নাগকে নৃপূর স্থানে ধারণপূর্বক বিরাজ
করিতেছেন । তাঁহার বর্ণ কর্পূরের স্থায় গোরঃ
তিনি রুবাশিত, শিতিকণ্ঠ ও দেবশ্রেষ্ঠ । দেবগণ
যখন তাঁহাকে দর্শন করিলেন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
দেব, দানব ও ঋষিগণ বিবিধ সূক্ত ও উপনিবদ্
বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা
কহিলেন,—যিনি কুজ, মদনবিনাশন দেবদেব,
তাঁহাকে নমস্কার । যিনি ভর্গ, ভূরিভাগা, ত্রিনেত্র,
ত্রিবিষ্টপ, শিপিবিষ্ট, ভীম, ও শেষশায়ী, তাঁহাকে
বার বার নমস্কার । যিনি ত্র্যম্বক, জগদ্ধিতা, বিশ্ব-
রূপ, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি । হে মহেশ্বর !
তুমি সকল লোকের ধাতা, পিতা, মাতা ও ঈশ্বর ;

হুমীশ্বরঃ । কৃপয়া পরয়া যুক্তঃ পাহস্ম্যংহং মহেশ্বর ॥
ইথং স্তবংসু দেবেষু নন্দী প্রোবাচ তান্ প্রতি ।
কিমর্থমাগতা যুয়ং কিংবা মনসি বর্ততে ॥ ১১ ॥
তে প্রোচুর্দেবকার্যার্থং বিজ্ঞপ্তং শম্ভুমাগতাঃ ।
বিজ্ঞাপ্তো নন্দিনা তেন শৈলাদেন মহাত্মনা ।
ধানস্থিতো মহাদেবঃ সুরকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণাঃ সুরসিদ্ধসম্ভ্রাম্যং দ্রষ্টুমেব সুরবর্ষা
বিশেষবার্ণাশ্চ । কার্যার্থিনোহসুরবর্ষৈঃ পরিভর্ষ-
মানা অভাগতাঃ সপাদি শক্রভিরদ্বিতাশ্চ ॥ ১২ ॥
তস্মাদ্ধ্যা হি দেবেণ জাতব্যাশ্চাধুনা সুরাঃ । এবং
তেন তদা শম্ভুর্বিজ্ঞপ্তো নন্দিনা দ্বিজাঃ ॥ ১৩ ॥
শনৈঃশনৈরুপরমচ্ছম্ভুঃ পরমকোপণঃ । সমাধেঃ
পরমাত্মসাবুবাচ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥ মহাদেব উবাচ ।
কস্মাদ্যুয়ং মহাভাগা হাগতা মৎসমীপগাঃ । ব্রহ্মা-
দযো হুমী দেবা ক্রত কারণমদ্য বৈ ॥ ১৫ ॥ তদা
ব্রহ্মা হাবাচেদং সুরকার্যং মহত্তরম্ । তারকেণ কৃতং

তুমি পরম রূপালু হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর ।
দেবগণ এই প্রকার স্তব করিলে, নন্দী তাঁহা-
দিগকে বলিলেন,—দেবগণ ! তোমরা কি জন্ত
আসিয়াছ ? তোমাদের মনোভীষ্ট কি ? দেবগণ
কহিলেন,—আমরা উপস্থিত দেবকার্য্য নিবদন
করিবার জন্ত শম্ভুর নিকট আসিয়াছি । তখন
শৈলাদ-নন্দন মহাত্মা নন্দী সুরকার্য্য সিদ্ধির জন্ত
ধানস্থিত মহাদেবের নিকট দেবগণের আগমন-
বার্তা নিবেদন করিলেন ; বলিলেন,—হে
সুরবর ! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও অন্যান্য সিদ্ধগণ
বিশেষ কোন কার্য্য উপলক্ষে আপনার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন । তাঁহাদিগকে
দেখিয়া মনে হয়, শক্র অসুরেন্দ্রগণ তাঁহাদিগকে
অবমানিত ও উৎপীড়িত করিয়াছে ; সেই জন্তই
তাঁহারা সহসা আগমন করিয়াছেন । অতএব হে
দেবেশ ! আপনি অধুনা সুরগণকে পরিজ্ঞাপ
করুন । হে দ্বিজগণ ! নন্দী এই বৃত্তান্ত
নিবেদন করিলে পরমশোভন শম্ভু তখন
ধীরে ধীরে সমাধি হইতে উপরত হইলেন ।
অনন্তর সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর মহাদেব দেব-
গণের প্রতি বলিতে লাগিলেন,—ওহে মহাভাগ
ব্রহ্মাদি দেবগণ ! তোমরা এক্ষণে কেথা হইতে
আমার সমীপে আগমন করিলে ? তোমাদের
অদ্যকার এই আগমনের কারণ কি ? ১১—১৫ । তখন
ব্রহ্মা কহিলেন,—হে শম্ভু ! এক্ষণে এক অভিমহৎ

শস্তো দেবানাং পরমাত্মতম ॥ ১৬ ॥ কষ্টাৎ কষ্টতরং
দেব তবিল্পমিহাগতাঃ । হে শস্তো তব পুত্রোণ
ঔরসেন হতো ভবেৎ । তারকো দেবশত্রুশ্চ
নান্তথা মম ভাবিতম্ ॥ ১৭ ॥ তস্মাৎশ্রী গিরিজা
দেব শস্তো গৃহীতব্যা পানিনা দক্ষিণেন । পানি-
গ্রহেণৈব মহানুভাব দত্তা গিরীন্দ্রেণ চ তাং কুরুষ ॥
১৮ ॥ ব্রহ্মণো হি বচঃ শ্রদ্ধা প্রহসন্নবীচ্ছিবঃ ।
যদা ময়াক্রতা দেবী গিরিজা সৰ্বসুন্দরী ॥ ১৯ ॥
তদা সৰ্বে সুরেন্দ্রাশ্চ ঋষয়ো মুনয়স্তথা । সকামাশ্চ
ভবিষ্যন্তি অক্ষমাশ্চ পরে পথি ॥ ২০ ॥ মদনো
হিময়া দক্ষঃ সৰ্বেষাং কার্যাসিদ্ধয়ে । ময়া হাবিকৃত
তবী গিরিজা চ সুমধ্যমা ॥ ২১ ॥ তদানীমেব ভো
দেবাঃ পার্শ্বতী মদনক সা । জীবয়িস্বতি ভো
ব্রহ্মরাত্ৰ কার্য্য বিচারণা ॥ ২২ ॥ এবং বিযুগ্ধ ভো
দেবাঃ কার্য্যকার্য্যবিচারণা । মদনেনৈব দক্ষেন

সুরকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে । তারকাসুর
দেবগণকে কষ্ট হইতেও কষ্টতর দশায় উপনীত
করিয়াছে । দেবগণের ঐদৃশ কষ্ট পূর্বে আর কখনই
হয় নাই ; সুতরাং আপনার নিকট আমরা এক্ষণে
ইহাই বলিতে আসিলাম যে, হে শস্তো ! আপনার
যদি ঔরস পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, তবে তাহারই
হস্তে সেই সুরশত্রু তারকাসুর নিহত হইতে পারে ।
আমার এ কথা অন্তথা হইবার নহে । অতএব
হে দেব শস্তো ! আপনি দক্ষিণ পানি দ্বারা গিরি-
জারে গ্রহণ করুন । হে মহানুভব ! আপনি
পানিগ্রহণ করিলেই গিরীন্দ্র তাঁহাকে দান
করিবেন । আমাদের অনুরোধে আপনাকে
এক্ষণে এইরূপ কার্য্যই করিতে হইবে । ব্রহ্মার
বাক্য শুনিয়া সদাশিব সহস্র-আশ্রু বলিলেন,—
আমি যখন সেই সকল-লোক-সুন্দরী গিরিজা
দেবীর পানিগ্রহণ করিব, তখন সমস্ত সুরেন্দ্র,
ঋষি, ও মুনিগণ সকাম হইবেন । তাঁহারা
আবার কদাচ পরমার্থপথে বিচরণ করিতে
পারিবেন না । সকলের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত
মদনকে আমি দক্ষ করিয়াছি । আবার আমি
যখন সেই সুমধ্যমা গিরিনন্দিনীকে ভোগ
করিতে প্রবৃত্ত হইব, হে দেবগণ ! তখনই পার্শ্বতী
সেই মদনকে উজ্জীবিত করিয়া লইবেন । হে
ব্রহ্ম ! আমার এ কথায় সন্দেহ করিবার কিছুই
নাই । হে দেবগণ ! আপনারাও এ সম্বন্ধে বিচারা-
লোভন করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হউন

সুরকার্য্য মহৎ কৃতম্ ॥ ২৩ ॥ যুয়ং সৰ্বে চ নিকামা
ময়া নান্তাত্ৰ সংশয়ঃ । যথাহঞ্চ সুরাঃ সৰ্বে তথা যুয়ং
প্রযত্নতঃ ॥ ২৪ ॥ তপঃ পরমসংক্ৰাঃ কারয়ামঃ সুরকরম্ ।
পরমানন্দসংযুক্তাঃ সুখিনঃ সৰ্ব্ব এব হি ॥ ২৫ ॥
যুয়ং সমাধিনা তেন মদনেন চ বিম্বতম্ । কামো
হি নরকায়ৈব তস্মাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ২৬ ॥
ক্রোধাভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাদ্ভ্রমতে মনঃ । কাম-
ক্রোধৌ পরিত্যজ্য ভবন্তিঃ সুরসন্তমৈঃ । সৰ্কেইব
চ মন্তবা মদাক্য নান্তথা কচিৎ ॥ ২৭ ॥ এবং
বিশ্রাব্য ভগবান স হি দেবো বৃষধ্বজঃ । সুরান
প্রবোধয়ামাস তথা ঋষিগণান মুনীন ॥ ২৮ ॥ তুষ্ণী-
ভূতোহভবচ্ছূৰ্ধানমাশ্রিত্য বৈ পুনঃ । আশ্রিত্য
পুরা যথাবচ্চ গণৈশ্চ পরিবারিতঃ ॥ ২৯ ॥ ধ্যান-
স্থিতক তং দৃষ্ট্বা নন্দীং সৰ্বান বিম্বজ্য তান্ ।
সংব্রহ্মসেনান বিবুধান্ধবাচ প্রহসন্নিব ॥ ৩০ ॥ যথা-
গতেন মার্গেণ গচ্ছধ্বং মা বিলম্বিতম্ । তথৈতি
মত্বা তে সৰ্কে স্বঃ স্বঃ স্থানমথাত্ৰজন্ ॥ ৩১ ॥ গতেষু

যে, মদন দক্ষ হইয়া মহৎ সুরকার্য্যই করিয়াছে ।
আপনারা সকলে আমার দ্বারাই নিকাম
হইয়াছেন সন্দেহ নাই ; অতএব হে সুরগণ !
আমি যেমন নিকাম তপস্তা আশ্রয় করিয়াছি,
তোমরাও তেমনি সমস্ত তপস্তাচরণ কর ।
এইরূপ হইলে সকলেই আমরা সুরকর কার্য্যও
সম্পাদন করিতে পারিব এবং পরমানন্দময়
হইয়া সকলেই পরম সুখে বিচরণ করিব ।
দেবগণ ! মদন তিরোহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই
তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ যে, কাম—নরকের দ্বার ;
তাহা হইতেই ক্রোধ জন্মিয়া থাকে ; ক্রোধ হইতে
সম্মোহ এবং সম্মোহ হইতে মন ভ্রান্তিযুক্ত হয় ।
অতএব তোমরা প্রধান প্রধান সুরগণ সকলেই
কাম-ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া মদ্বাক্যের অনুবর্তী
হও । আমার বাক্য কখন অন্যথা হইবে না ।
ভগবান বৃষধ্বজ সুরগণ এবং মুনি-ঋষিগণকে
এই কথা শুনাইয়া প্রবোধ প্রদান করিলেন । অনন্তর
তিনি ধ্যানাবলম্বনে তুষ্ণীভূত হইলেন । পূর্বের
শ্রায় প্রমথবৃন্দ তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্বক অবস্থান
করিতে লাগিল । ১৬—২৯ । শঙ্কুকে ধ্যানস্থ দেখিয়া
নন্দী ব্রহ্মা ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে বিদায় দিয়া
হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আপনারা যথাস্থানে
গমন করুন ; বলহ করিবেন না । দেবগণ
সকলেই ‘তথা’ বলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রয়াণ

তৈব্ সর্বেষু সমাধিহোহভবত্ত্বঃ । আত্মানমাশ্রয়
কৃৎ আত্মশ্চেব বিচিস্তয়ন্ ॥ ৩২ ॥ পরাংপরতরং
স্বচ্ছং নির্মলং নিরবগ্রহম্ । নিরঞ্জনং নিরাভাসং
যস্মিন্ মুহুন্তি স্বরয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ ভান্বনং ভাভাগিরিখো
শশী বা ন জ্যোতিরেবং ন চ মারুতো ন হি । যং
কেবলং বস্তবিচারতোহপি সূক্ষ্মাং পরং সূক্ষ্মতরাং
পরঞ্চ ॥ ৩৪ ॥ অনির্দেশমচিস্ত্যঞ্চ নিরিকারং নিরা-
ময়ম্ । জ্ঞপ্তিমাাত্রস্বরূপঞ্চ স্মাসিনো যাস্তি তত্র বৈ ॥
৩৫ ॥ শব্দাতীতং নির্গুণং নিরিকারং সত্ত্বামাত্রং
জ্ঞানগম্যং স্বগম্যম্ । যন্তদ্বস্ত সর্বদা কথ্যতে বৈ
বেদাতীতৈশ্চাগমৈর্নাস্তভূতৈঃ ॥ ৩৬ ॥ তদ্বস্তভূতো
ভগবান্ স ঈশ্বরঃ পিনাকপাণির্ভগবান্ বৃষধ্বজঃ ॥
যেনৈব সাক্ষান্নকরধ্বজো হতস্তপো জুবাণঃ পরমে-
শ্বরঃ সঃ ॥ ৩৭ ॥ লোমশ উবাচ । গিরিজা হি তদা
দেবী ততাপ পরমং তপঃ । তপসা তেন রুদ্রোহপি
উত্তমং ভয়মাগতঃ ॥ ৩৮ ॥ বিজিত্য তপসা দেবী
পার্বতী পরমেণ হি । শম্ভুঃ সর্বার্থদং স্থাণুং কেবলং
স্বরূপিণম্ ॥ ৩৯ ॥ যদা জিতস্তয়া দেব্যা তপসা
বৃষভধ্বজঃ । সমাধেচ্চলিতো ভূহা যত্র সা পার্বতী

করিলেন । দেবগণ প্রস্থান করিলে, ভবদেব
সমাধিস্থ হইলেন । তখন তিনি আত্মা দ্বারা
আত্মায় আত্মাকেই অবলোকন করিতে লাগিলেন ।
যাহা পরাংপর, স্বচ্ছ, নির্মল, নিরবগ্রহ, নিরঞ্জন,
নিরাভাস ; যাহাতে পণ্ডিতগণও মুগ্ধ হইয়া
থাকেন ; যাহার অপ্রকাশে না ভান্ব, না
অগ্নি, না শশী, অস্ত কোন জ্যোতি, কাহা-
রই প্রকাশ হয় না ; কিম্বা মারুতের গতিও
সম্ভবে না, বস্ত বিচারে যাহাকে কেবল সূক্ষ্মাদপি
সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতম হইতেও অতীত বলিয়া অবধারণ
করা হয় এবং যাহা অনির্দেশ, অচিস্তা, নিরিকার,
নিরাময় ও জ্ঞপ্তিমাাত্র-স্বরূপ ; সন্ন্যাসিগণ সেই পরম
পদেই প্রয়াণ করিয়া থাকেন । যে বস্ত শব্দাতীত,
নির্গুণ, নিরিকার, সত্ত্বামাত্র, জ্ঞানগম্য ও অগম্য
বলিয়া মন্ত্রময় বেদ ও আগমে সতত উক্ত হইয়াছে,
ভগবান্ পিনাকপাণি ঈশ্বর বৃষধ্বজই সেই বস্তস্বরূপ ।
সেই সাক্ষাৎ বৃষধ্বজই তপস্বীর বেশে মকরধ্বজকে
নিহত করিয়াছেন । লোমশ কহিলেন,—তৎকালে
গিরিজা দেবী পরম তপস্বী করিতেছিলেন । তাঁহার
সেই তপস্বার স্বয়ং রুদ্রও অত্যন্ত ভীত হইয়া-
ছিলেন । দেবী পার্বতী সর্বার্থপ্রদ কেবল স্বরূপ
শম্ভুকে তপস্বায় জয় করিয়াছিলেন । দেবী যখন

স্থিতা ॥ ৪০ ॥ জগাম হুরিতেনৈব দেবদেবঃ
পিনাকধ্বজ । তত্রাপশুৎ স্থিতাং দেবীং সখীভিঃ
পরিবারিতাম্ ॥ ৪১ ॥ বেদিকোপরি বিমুগ্ধাঃ যথৈব
শশিনঃ কলাম্ । স দেবস্তাং নিরীক্ষ্যথ বটুর্ভূত্বাথ
তৎক্ষণাৎ ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মচারিস্বরূপেণ মহেশো ভগবান্
ভবঃ । সখীনাং মধ্যমাশ্রিত্য হ্রাবাচ বটুরূপবান্ ।
কিমর্থমালিমধ্যাস্তা তদ্বী সর্বাঙ্গসুন্দরী ॥ ৪৩ ॥ কেয়-
কশ্চ কুতো যাতা কিমর্থং তপ্যতে তপঃ । সর্বং মে
কথ্যতাং সখ্যা যথাতথ্যেন সম্প্রতি ॥ ৪৪ ॥
তদোবাচ জয়া রুদ্রঃ তপসঃ কারণং পরম্ ॥ ৪৫ ॥
হিমাশ্রেহহিতেবং বৈ তপসা রুদ্রমীশ্বরম্ । প্রাপ্তুকামা
পতিহেন সেবমত্রোপবিষ্ট চ ॥ ৪৬ ॥ তপস্ততাপ
সুমহৎ সর্বেষাং হুরতিক্রমম্ । বটো জানীহি মে
বাক্যং নাস্তথা মম ভাবিতম্ ॥ ৪৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং
তস্তাঃ প্রহসেন্দমুবাচ হ । শৃণুতীনাং সখীনাং বৈ
মহেশো বটুরূপবান্ ॥ ৪৮ ॥ মুচ্যেয়ং পার্বতী সখ্যা ন
জানাতি হিতাহিতম্ । কিমর্থং চ তপঃ কার্য্যং রুদ্র-

তপস্বায় তাঁহাকে জয় করিলেন, তখন তিনি সমাধি
হইতে ব্যাখিত হইয়া যথায় পার্বতী ছিলেন, সেই-
খানে সহর গমন করিলেন । তথায় গিয়া দেবদেব
পিনাকপাণি দেখিলেন,—পার্বতী সখীগণে পরিবৃত্ত
হইয়া শশিকলার স্থায় তত্রত্য বেদীর উপর বসিয়া
আছেন । তাঁহাকে দেখিয়া ভগবান্ শম্ভুর তখন
বটুরূপ ধারণ করিলেন এবং ব্রহ্মচারিবেশে সেই
সখীগণের মধ্যে গিয়া বলিলেন,—হে সখীগণ ! এই
সর্বাঙ্গসুন্দরী কৃশাঙ্গী কি নিমিত্ত সখীগণ মধ্যে
অবস্থান করিতেছেন ? ইনি কে ? কোথা হইতে
আসিয়াছেন ? কেনই বা তপস্বী করিতেছেন ?
তোমরা এই সমস্ত বৃত্তান্ত যথায়থ আমার নিকট বর্ণন
কর । ৩০—৪৪ । তখন জয়ানাদী সখী রুদ্রের নিকট
পার্বতীর তপস্বার কারণ বর্ণন করিলেন । তিনি
কহিলেন,—ইনি হিমালয়ের হুহিতা ; তপস্বী করিয়া
রুদ্রকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্তই এইখানে
উপবেশনপূর্বক অস্ত্রের অসাধ্য তীব্র তপস্বী
করিতেছেন । হে বটো ! তোমার প্রশ্ন বিষয়ে
আমার এই সত্য বাক্য অবগত হও । জয়ার সেই
বাক্য শুনিয়া বটুরূপী মহেশ হাস্তপূর্বক অস্ত্রাস্ত্র সখী-
গণের সমক্ষে এই কথা কহিলেন যে, হে সখীগণ !
জামিলাম,—এই পার্বতী নিতান্তই মুঢ়-স্বভাবা ;
ইহার হিতাহিত কিছুমাত্র জ্ঞান নাই । এই বালিকা

প্রাপ্ত্যর্থমেব চ ॥ ৪৯ ॥ সেইমঙ্গলঃ কপালী চ
 শ্মশানালয় এব চ । অশিবঃ শিবশব্দেন ভগ্নাতে
 চ বৃথা বৈ ॥ ৫০ ॥ অনয়া হি বৃত্তো রুদ্রো যদা
 সখ্যঃ সমেষ্যতি । তদেয়মশুভা তদী ভবিষ্যতি ন
 সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ যো দক্ষশাপাদিকৃতো যজ্ঞবাহো-
 বভবঘিটঃ । যে হৃদভূতাঃ সর্বশ্চ সর্পা হ্যসন্মহাবিধাঃ ॥
 ৫২ ॥ শবভস্মাঘিতো রুদ্রঃ কৃতিবাসা হুমঙ্গলঃ ।
 পিশাচৈঃ প্রমথৈর্ভূতৈরারূতো হি নিরন্তরম্ ॥ ৫৩ ॥
 তেন রুদ্রেণ কিং কার্য্যমনয়া স্কুমারয়া । নিবার্য্যতাঃ
 সখীভিষ্চ মর্তুকামা পিশাচবৎ ॥ ৫৪ ॥ ইন্দ্রঃ হি হি
 মনোজ্ঞঃ চ যমঃ চৈব মহাপ্রভম্ । নৈঋতঃ চ
 বিশালাক্ষঃ বরুণঃ চ অপাং পতিম্ ॥ ৫৫ ॥ কুবেরঃ
 পবনঃ চৈব তথৈব চ বিভাবসুম্ । এবমাদীনি
 বাক্যানি উবাচ পরমেশ্বরঃ । সখীনাং শৃণ্বতীনাঞ্চ
 যত্র সা তপসি স্থিতা ॥ ৫৬ ॥ ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্মৈ
 রুদ্রস্ত বটুরপিণঃ । চুকোপ চ শিবা সাধবী মহেশঃ
 বটুরপিণম্ ॥ ৫৭ ॥ জয়ে হং বিজয়ে সাধি প্রমোচে-

সেই রুদ্রকে পাইবার জন্য কেন বৃথা তপস্যা করি-
 তেছে? সেই রুদ্র অমঙ্গল, কপালী, শ্মশানবাসী,
 ও অশিব; বৃথাই তাকে শিবশব্দে অভিহিত
 করা হয়। সখীগণ! তোমরা জানিয়া রাখ—
 এই বাল্য যেমন সেই রুদ্রকে পতিত্ব বরণ করিবে,
 অমনি অমঙ্গলরূপিণী হইবে! এ কথা নিশ্চয়ই।
 যে বিটম্বভাব ব্যক্তি দক্ষশাপে যজ্ঞবাহু হইয়াছিল,
 সহাবিষ সর্প সকল যাহার অঙ্গে বিরাজ করি-
 তেছে, যে অমঙ্গলমূর্তি রুতিবাস রুদ্র চিত্তভঞ্জে
 সমারূত এবং পিশাচ ভূত ও প্রমথবৃন্দে সর্বদা
 পরিবেষ্টিত; স্কুমারী এই বাল্য সেই কঠোর রুদ্রকে
 লইয়া কি করিবে? তোমরা সব সখী আছ,
 পিশাচের স্থায় মরণাকাজক্ষী তোমাদের সখীকে
 তোমরা নিবারণ কর। মনোজ্ঞ ইন্দ্র, মহাপ্রভ
 যম, বিশালনয়ন নৈঋত, জলপতি বরুণ, যক্ষরাজ
 কুবের, মহাবল পবন কিংবা মহাপ্রভাব অগ্নি আছেন,
 ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কঠোরকর্ম্ম রুদ্রের
 প্রতি ইহার আসক্তি হইতেছে কেন? যেখানে
 পার্শ্বতী তপস্যা করিতেছিলেন, পরমেশ্বর তথায়
 সখীদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া এবিধ বাক্য বলি-
 লেন। বটুরপী রুদ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সাধবী
 শিবা তখন তৎপ্রতি কুপিতা হইলেন। তিনি প্রকাণ্ডে
 বলিলেন,—হে জয়ে! হে বিজয়ে! হে সাধি

হপ্যথ স্কন্দরি। স্কন্দোচনে মহাভাগে সমীচীনঃ
 কৃতং হি মে ॥ ৫৮ ॥ কিমেতস্মৈ বটোঃ কার্য্যং ভব-
 তীনাংমিহাধুনা। বটুরূপমাস্মায় আগতো দেব-
 নিন্দকঃ ॥ ৫৯ ॥ অয়ং বিসৃজ্যতাং সখ্যঃ কিমনেন
 প্রয়োজনম্। বটুরূপিণং রুদ্রং কুপিতা সা
 ততোহববীৎ ॥ ৬০ ॥ বটো গচ্ছাত্ত্ব ঝরিতো
 ন হুয়ঞ্চ হুয়াধুনা। কিমনেন প্রলাপেন তব নাস্তি
 প্রয়োজনম্ ॥ ৬১ ॥ বটুর্নির্ভৎসিতস্তত্র তয়া চৈবঃ
 তদা পুনঃ। প্রহস্ত বৈ স্থিরো ভূত্বা পুনর্বা কামথা-
 ববীৎ ॥ ৬২ ॥ শনৈঃ শনৈরবিতথঃ বিজয়াং প্রতি
 সহরম্। কস্মাৎ কোপস্তয়া তস্মৈ কৃতঃ কেনৈব
 হেতুনা ॥ ৬৩ ॥ সর্বেধামপি তদাচ্যং বচনং সূক্ত-
 মেব যৎ। যথোক্তেন চ বাক্যেন কস্মাত্ত্বী প্রকো-
 পিতা ॥ ৬৪ ॥ যঃ শত্রুরূচ্যতে লোকে ভিক্ষুকো
 ভিক্ষুকপ্রিয়ঃ। যদি মে হনুতং প্রোক্তং তদা কোপ
 ইহোচিতঃ ॥ ৬৫ ॥ ইয়ং তাবৎ সুরূপা চ বিরূপোহসৌ
 সদাশিবঃ। বিশালাক্ষী হুয়ং বাল্য বিরূপাক্ষো

স্কন্দরি প্রমোচে! আর হে মহাভাগে স্কন্দোচনে!
 তোমরা আমার বড় ভাগ কার্য্যই করিতেছ!
 এই বটুর উপস্থিতিতে তোমাদের এখন এখানে
 কি প্রয়োজন আছে? এই দেবনিন্দক ব্যক্তি বটু-
 রূপ ধরিয়া এখানে আগমন করিয়াছে। হে
 সখীগণ! ইহাকে বিদায় দাও; ইহা দ্বারা প্রয়ো-
 জন কি? অনন্তর পার্শ্বতী কুপিতা হইয়া বটু-
 রপী রুদ্রের প্রতি বলিলেন—হে বটো! তুমি শীঘ্র
 এ স্থান হইতে প্রস্থান কর; তোমার এ স্থানে এখন
 স্থান হইবে না। তুমি যে প্রলাপ বকিতেছ, সেরূপ
 প্রলাপেরও কোন আবশ্যক নাই ॥ ৫৮—৬১ ॥ পার্শ্বতী
 বটুকে এইরূপ তিরস্কার করিলে তখন সেই বটু
 পুনরায় স্থিরভাবে বিজয়ার নিকট ধীরে ধীরে
 পার্শ্বতীর উদ্দেশে এই অবিতথ বাক্য বলিলেন
 যে, হে তস্মৈ! কেন—কিজন্য তুমি কোপ করি-
 তেছ? যাহা যথার্থ বাক্য, তাহা সকলের প্রতিই
 বলা বাইতে পারে। আমি যথার্থ বাক্যই বলি-
 যাছি; সে জন্য তুমি কুপিতা হইতেছ কেন?
 জগতে যিনি শত্রু নামে নিরূপিত, তিনি ভিক্ষুক
 এবং ভিক্ষুকপ্রিয়। যদি আমার এই বাক্য অসত্য
 হইত, তাহা হইলে তোমার কোপ করা অস্বচিত
 হইত না। এই তুমি সুরূপা নারী, আর সদা-
 শিব হইলেন বিরূপ; তুমি বিশালাক্ষী বাল্য, আর

ভবন্তথা ॥ ৬৬ ॥ এবমুতেন ক্রদ্রেণ মোহিতেয়ং কথং
ভবেৎ। সভাগো হি পতিঃ স্ত্রীণাং সদা ভাব্যো
রতিপ্রিয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ ইয়ং কথং মোহিতাস্তি নির্গুণেন
গুণাধিকা। ন শ্রুতো ন চ বিজ্ঞাতো ন দৃষ্টঃ কেন
বা শিবঃ ॥ ৬৮ ॥ সকামানাঞ্চ ভূতানাং দুর্লভো হি
সদাশিবঃ। তপসা পরমেনৈব গর্ষিতেরং সুমধ্যমা ॥
৬৯ ॥ নিঃসৃত্তো হি সদা স্থাণুঃ কথং প্রাপ্যতি তং
পতিম্। ময়োক্তং কিং বিশালাক্ষি কস্ম্যন্যে ক্রমিতা-
ধুনা ॥ ৭০ ॥ যাবদ্রোমো ভবেন্নৃণাং নারীণাঞ্চ বিশে-
ষতঃ। তেন রোষণে তং সৰ্বং ভস্মীভূতং ভবি-
ষ্যতি ॥ ৭১ ॥ সুরুতঃ চার্জিতং তন্নি সত্যমেবো-
দিতং সতি। কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ দম্ভো
মাৎসর্যমেব চ ॥ ৭২ ॥ হিংসেৰ্যা চ প্রপঞ্চশ্চ
তেন সৰ্বং বিনষ্টতি। তস্মাত্তপস্বিভির্ভুক্তং কাম-
ক্রোধাদিবর্জনম্ ॥ ৭৩ ॥ যদীংরো হৃদি মধৈঃ
বিভাব্যো মনীষিভিঃ সৰ্বদা জপ্তিমাত্রঃ। তদা সৰ্বৈ-
র্মুনিবৃত্ত্যা বিভাব্যস্তপস্বিভির্নান্থথা চিন্তনীয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

ভবদেব হইলেন বিকপাক্ষ; এবদ্বিধ বিবমাকৃতি
ক্রদ্রে পতিরূপে বরণ করিবার মোহ তোমার
কেন হইল? দেখ বিজয়ে! ভাগ্যবান পতিই
রমণীগণের সতত রতিপ্রিয় হইয়া থাকে। সদাশিব
নির্গুণ, আর গুণশালিনী বাল্যে কিরূপে তাঁহার দ্বারা
মোহিত হইল? শিব কাহারই শ্রুত, বিজ্ঞাত বা
সৃষ্ট নহে। যে সকল প্রাণী সকাম, সদাশিবকে
পাওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। এই তোমাদের
সখী সুমধ্যমা বাল্যে তপস্শায় গর্ষিত হইয়াছেন;
কিন্তু স্থাণু সৰ্বদাই অনভিগম্য; সুরতঃ তাঁহাকে
কিরূপে পতিরূপে ইনি প্রাপ্ত হইবেন? অঘি
বিশালাক্ষি! আমার এই উক্ত কি অসত্য? যদি
না হয়, তবে কেন আমার প্রতি কুপিত হইয়াছ?
নরগণের বিশেষতঃ নারীদিগের যদি কোপ জন্মে,
তবে সেই কোপে তাহাদের সকল সুরুতই ভস্মী-
ভূত হইয়া যায়। হে তবি! হে সতি! তুমি
সুরুত অর্জন করিয়াছ, এ কথা সত্যই বলিতেছি।
তোমার এই সুরুতের প্রভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ,
দম্ভ, মাৎসর্য, হিংসা, ঈর্ষা, ও প্রপঞ্চ, সকলই
বিনষ্ট হইবে। অতএব কাম-ক্রোধাদির বর্জন
তপস্বীগণের পক্ষে যখন একান্তই বিধেয়, মনীষি-
গণের যখন হৃদয়মধ্যে জপ্তিমাত্র ঈশ্বরকেই ভাবনা
করা উচিত, তখন তপস্বিমাত্রেরই মুনিবৃত্তি অব-
লম্বনীয় এবং সেই ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন কিছুই

এতচ্ছূয়া বচনং তস্মৈ শঙ্কোস্তদাববীজিয়া তঞ্চ
সৰ্বম্। গচ্ছাত্র কিঞ্চিদেব নাস্তি কার্য্যং ন বক্তব্যং
বচনং বালিশান্তঃ ॥ ৭৫ ॥ এবং বিবদমানঃ তং বটু-
রূপং সদাশিবম্। বিসর্জয়ামাস তদা বিজয়া বাক্য-
কোবিদা ॥ ৭৬ ॥ তিরোধানং গতঃ সদ্যো মহেশো
গিরিজাং প্রতি। অলক্ষ্যমাণঃ সৰ্ব্বাসাং সখীনাং
পরমেশ্বরঃ ॥ ৭৭ ॥ প্রাহুর্বভুব সহসা নিজরূপধর-
স্তদা। যদা ধ্যানস্থিতা দেবী নিজধ্যানপরা সতী ॥
৭৮ ॥ তদা হৃদিস্থো দেবেশো বহির্দৃষ্টিচরোহভবৎ।
নেত্রে উন্মীল্য সা সাক্ষী গিরিজায়তলোচনা।
অপশুদেবদেবেশঃ সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ ॥ ৭৯ ॥ দ্বিভুজঃ
চৈকবক্রঞ্চ কৃতিবাসসমভূতম্। কপর্দং চন্দ্রেখাঙ্কং
নিবীতং গজচর্মণা ॥ ৮০ ॥ কর্ণস্থো হি মহানাগো
কদলাশতরো তদা। বাসুকিঃ সর্পরাজশ্চ কৃতাহারো
মহাহৃতিঃ ॥ ৮১ ॥ বলয়ানি মহার্হাণি তদা সর্প-
ময়ানি চ। কৃতানি তেন ক্রদ্রেণ তথা শোভাকরাণি
চ ॥ ৮২ ॥ এবমুতস্তদা শম্ভুঃ পার্শ্বতীং প্রতি চাগ্রতঃ।
উবাচ ত্বরয়া যুক্তো বরং বরয় ভামিনি ॥ ৮৩ ॥

তাঁহাদের ভাবনা করা অবৈধ। তৎকালে শম্ভুর
এই কথা শুনিয়া বিজয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে
অবোধ! তুমি এ স্থান হইতে অন্তর্য যাও; তোমা
দ্বারা প্রয়োজন নাই। তুমি আর ওরূপ বাক্য
প্রয়োগ করিও না। সদাশিব বটুরূপে ঐরূপ
বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে বাক্যাভিহা বিজয়া তাঁহাকে
তখন বিদায় দিলেন। মহেশ তৎক্ষণাৎ তিরোহিত
হইলেন। পার্শ্বতীর সখীগণ সেই পরমেশ্বরকে আর
লক্ষ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৬২—৭৭ ॥ তিনি অনন্তর
সহসা স্বীয় রূপ ধারণপূর্বক প্রাহুর্ভূত হইলেন।
সতী ধ্যানাবলম্বনে যে দেবদেবকে হৃদয়ে অবস্থিত
দেখিয়া ধ্যান করিতেছিলেন, আয়তনয়না গিরিজা
নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া বাহিরেও দেখিলেন,—
তাঁহার সেই আরাধ্য দেবদেব বিরাজ করিতে-
ছেন। পার্শ্বতী দেখিলেন,—গেই সৰ্বলোক-
মহেশ্বর দেবদেব দ্বিভুজ, একবক্র, কৃতিবাস, অপূর্ব
শ্রীসম্পন্ন, চন্দ্রেখাঙ্কিত, ও গজচর্ম-ধারী; তাঁহার
উভয় কর্ণে কদল ও অশ্বতর নামক সর্পদ্বয় বিরাজিত।
সর্পরাজ মহাপ্রভ বাসুকি তদীয় হারস্থানীয়
হইয়া সুশোভিত; তাঁহার মহার্হ বলয়গুলি সকলই
সর্পময়। সেই ক্রদ্রেদেব সেই সকল সুন্দরবলয় ধারণ
করিয়াছেন। এবদ্বিধ আকৃতি-সম্পন্ন শম্ভু তখন
পার্শ্বতীর প্রতি বলিলেন,—অঘি ভামিনি! তুমি

ব্রীড়য়া পরয়া যুক্তা সাধ্বী প্রোবাচ শঙ্করম্ । হং
নাথো মম দেবেশ হয়া কিং বিস্মৃতং পুরা ॥ ৮৪ ॥
দক্ষযজ্ঞবিনাশঞ্চ যদর্থং কৃতবান্ প্রভো । স হং সাহং
সমুৎপন্নো মেনাগ্নাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৮৫ ॥ দেবানাং
দেবদেবেশ তারকশ্চ বধং প্রতি । ভবতো হি ময়া
দেব ভবিষ্যতি কুমারকঃ ॥ ৮৬ ॥ তস্মাদ্ভয়া হি কর্তব্যং
মম বাক্যং মহেশ্বর । গম্ভব্যং হিমবৎপার্শ্বং নাত্র
কার্য্য্য বিচারণা ॥ ৮৭ ॥ যাচস্ব মাং মহাদেব ঋষিভিঃ
পরিবারিতঃ । করিষ্যতি ন সন্দেহস্তব বাক্যঞ্চ মে
পিতা ॥ ৮৮ ॥ দক্ষকন্তা পুরাহং বৈ পিত্রা দত্তা যদা
তব । যথোক্তবিধিনা তত্র বিবাহো ন কৃতস্তয়া ॥ ৮৯ ॥
ন গ্রহাঃ পূজিতান্তেন দক্ষেণ চ মহাত্মনা । গ্রহাণাং
বিষয়হেন সচ্ছিদ্রোহয়ং মহানভুং ॥ ৯০ ॥ তস্মাদ্-
যথোক্তবিধিনা কর্তুমহঁসি সূত্রত । বিবাহং স্বং
মহাভাগ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৯১ ॥ তদোবাচ
মহাবাহু গিরিজাং প্রহসন্নিব । স্বভাবেনৈব তৎ-
সর্গং জঙ্গমাজঙ্গমং মহৎ । জাতং হয়া মোহিতঞ্চ

সহর বর গ্রহণ কর । তখন সাধ্বী পার্বতী লজ্জিতা
হইয়া শঙ্করকে কহিলেন,—হে দেবেশ! তুমিই
আমার নাথ; এ কথা কি তুমি ভুলিয়াছিলে?
হে প্রভো! পূর্বে তুমি আমারই জন্ত দক্ষযজ্ঞ
বিনাশ করিয়াছিলে; সেই তুমি, সেই আমি, আমি
দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্ত মেনার গর্ভে উৎপন্ন
হইয়াছি। হে দেবদেবেশ! তারকাসুরের বধের
নিমিত্ত তোমা হইতে আমার গর্ভে এক কুমার
উৎপন্ন হইবে। অতএব হে মহেশ্বর! আমার
বাক্য তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। তুমি এক্ষণে
হিমালয়সমীপে গমন কর; এ কার্য্যে আর সংশয়
করিও না। হে মহাদেব! আমার পিতার নিকট
গিয়া তুমি আমায় প্রার্থনা কর; পিতা ঋষিগণে
পরিবৃত হইয়া তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন সন্দেহ
নাই। পূর্বে আমি যখন দক্ষকন্তা ছিলাম, সেই
অবস্থায় পিতা আমায় তোমার করে সম্প্রদান
করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন সে বিবাহ যথাবিধি
নিরূপিত হয় নাই। মহাত্মা দক্ষ সেই বিবাহে
গ্রহগণের পূজা করেন নাই। তাহাতে গ্রহের
কোপদৃষ্টিতে সে বিবাহ বিশেষরূপে সচ্ছিন্ন হইয়া-
ছিল। অতএব হে সূত্রত। দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির
নিমিত্ত তুমি এক্ষণে যথাবিধি আমার পাণিগ্রহণ
কর। তখন মহাবাহু মহাদেব হস্তপূর্ব্বক গিরি-
জাকে কহিলেন,—হে পার্বতি! স্বভাববশেই এই

ত্রিগুণৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৯২ ॥ অহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নং
মহত্ত্বঞ্চ পার্বতি । মহত্ত্বাস্তমো জাতং তমসা
বেষ্টিতং নভঃ ॥ ৯৩ ॥ নভসো বায়ুরুৎপন্নো বায়ো-
রগ্নিরজায়ত । অগ্নেরাপঃ সমুৎপন্নো অস্ত্যো জাতা
মহী তদা ॥ ৯৪ ॥ মহাদিকানি স্থানানি চরাণি চ
বরাননে । দৃশ্যং যৎ সর্ব্বমেবৈতন্নশ্বরং বিদ্ধি মানিনি ॥
৯৫ ॥ একোহনেকহমাপন্নো নির্গুণো হি গুণাবৃতঃ ।
সজ্যোতির্ভাতি যো নিত্যং পরজ্যোৎস্নাষিতো-
হভবৎ । স্বতন্ত্রঃ পরতন্ত্রশ্চ হয়া দেবি মহৎ কৃতম্ ॥
৯৬ ॥ মায়াময়ং কৃতমিদঞ্চ জগৎ সমগ্রং সর্বাশ্রনা
অবধূতং পরয়া চ বুদ্ধ্যা । সর্বাশ্রভিঃ স্মৃতিভিঃ
পরমার্থভাবৈঃ সংস্কিরিদ্ভিন্নগণৈঃ পরিবেষ্টিতঞ্চ ॥
৯৭ ॥ কে গ্রহাঃ কে উডুগণাঃ কে বাধ্যস্তে হয়া
কৃতঃ । বিমুক্তং চাধুনা দেবি সর্বার্থং বরবর্ণিনি ॥ ৯৮ ॥
গুণকার্য্যপ্রসঙ্গেন আবাহং প্রাহুর্ভবঃ কৃতঃ । হং হি
বৈ প্রকৃতিঃ স্বস্মা রজঃসব্রতমোময়ী ॥ ৯৯ ॥ ব্যাপার-
দক্ষা সততমলকৈব সুমধ্যমে । হিমালয়ং ন গচ্ছামি

চরাচর সমস্ত জগৎ উৎপন্ন, মোহিত ও ত্রিগুণাক্রান্ত
হইয়া আছে। অহঙ্কার হইতে মহত্ত্ব এবং মহত্ত্ব
হইতে তমোগুণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। আকাশ
তমো দ্বারা আবৃত; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু
হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে
ক্ষিত উৎপন্ন হইয়াছে। হে বরাননে! এই দৃশ্য-
মান ক্ষিত প্রভৃতি যে কিছু স্থাবর ও জঙ্গম বস্তু
আছে, এতৎসমস্তই নশ্বর বলিয়া বিদিত হইবে।
৯৮—৯৯। একমাত্র স্বয়ম্প্রকাশ পরম প্রভাসম্পন্ন পদা-
র্থই নিত্য বিভাতি হইতেছেন। তিনি এক হইয়াও
অনেক এবং নির্গুণ হইয়াও সগুণ। তাঁহাকে স্বতন্ত্র
এবং পরতন্ত্র উভয় আখ্যায়ই অভিহিত করা যায়।
হে দেবি! তুমিই প্রকৃতিরূপে এই মায়াময় বিশাল
বিশ্ব বিস্তার করিয়াছ এবং পরম বুদ্ধিযোগে সর্ব্ব-
প্রকারে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ।
সর্বাশ্রদর্শী স্মৃতিশালী ব্যক্তিগণ পরমার্থদৃষ্টিতে
এই বিশ্বকে কেবল একটা ইন্দ্রিয়বেষ্টিত সমষ্টি
বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে
এক পরমার্থই বিদ্যমান; সূতরাং কেই বা গ্রহগণ
এবং কেই বা উডুগণ? এই সকলই তোমার কৃত;
কে কাহার বাধা জন্মাইবে? বিশেষতঃ হে বর-
বর্ণিনি! শিবের নিমিত্ত সমস্তই অধুনা বাধ্যমুক্ত।
আমরা গুণকার্য্যপ্রসঙ্গে অবতার গ্রহণ করিয়াছি।
তুমি প্রকৃতি সূক্ষ্ম, মধ্য রজঃ ও তমোময়ী, সর্ব্বদা

ন যাচামি কথঞ্চন ॥ ১০০ ॥ দেহীতি বচনাং সদাঃ পুরুষো যাতি লাঘবম্ । ইথং জাহ্না চ ভো দেবি কিমস্মাকং বদস্ব বৈ ॥ ১০১ ॥ কার্য্যং তদাজ্ঞয়া ভদ্রে তৎসর্বং বক্তুমর্হসি । তেনোক্তাত্ত তদা সাক্ষী উবাচ কমলেক্ষণা ॥ ১০২ ॥ ইমাং প্রকৃতিশ্চাহং নাত্র কার্য্য বিচারণা । তথাপি শস্তো কৰ্ত্তব্যং মম চোদ্রহনং মহৎ ॥ ১০৩ ॥ দেহো হবিদ্যাক্ষিপ্তো বিদেহো হি ভবান্ পরঃ । তথাপোবং মহাদেব শরীরাবরণং কুরু ॥ ১০৪ ॥ প্রপঞ্চরচনাং শস্তো কুরু বাক্যায়ম প্রভো । যাচস্ব মাং মহাদেব সৌভাগ্যং চৈব দেহি মে ॥ ১০৫ ॥ ইত্যেবযুক্তঃ স তয়া মহাত্মা মহেশ্বরো লোকবিড়ম্বনায় । তথৈতি মহা প্রহসন জগাম স্বমালয়ং দেববরৈঃ সুপূজিতঃ ॥ ১০৬ ॥ এতস্মিন্নস্তরে তত্র হিমবান্ গিরিভিঃ সহ । মেনকা ভার্য্যা সাক্ষীমাজগাম স্বরাবিতঃ ॥ ১০৭ ॥ পার্শ্বতীদর্শনার্থকঃ সূতৈশ্চ পরিবারিতঃ । তেন দৃষ্টো মহাদেবী সখীভিঃ

সর্ব ব্যাপারে দক্ষা । অতএব হে সুমধামে ! আমি হিমালয়ে যাইব না ; বা তাহার নিকট কিছুই প্রার্থনা করিব না । কেন না, 'দেহি দেহি' বাক্যে পুরুষ সহরই লঘু প্রাপ্ত হয় । হে দেবি ! তুমি এইরূপ অৰগত হইয়া আমাদিগের সন্মুখে আর কি বলিতে চাও ? হে ভদ্রে ! তোমার আদেশে সমস্ত কার্য্য আমার করণীয় ; অতএব তুমি বল । তখন শম্ভুর কথায় সাক্ষী কমলাক্ষী পার্শ্বতী কহিলেন,—তুমি আত্মা ; আমি প্রকৃতি । সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তথাপি হে শভো ! আমাকে বিবাহ করা আপনার এখন কৰ্ত্তব্য হইতেছে । যাহা দেহ—তাহা অবিদ্যায় আবৃত : কিন্তু আপনি বিদেহ পরম পুরুষ, তথাচ হে মহাদেব ! আপনি দেহাবরণ ধারণ করুন । হে প্রস্তো ! শস্তো ! আমার কথাশ্রুত্রে আপনি প্রপঞ্চ রচনা করুন । হে মহাদেব ! আপনি আমার জন্ত প্রার্থনা করুন,—করিয়া আমায় সৌভাগ্য দান করুন । দেবী পার্শ্বতী মহাত্মা মহেশ্বরকে এই কথা কহিলে, লোকবিড়ম্বনার নিমিত্ত তিনি সেই কথায়ই 'তথাস্থ' বাক্যে অনুমোদনপূর্বক হাসিতে হাসিতে স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন । গমনকালীন প্রধান প্রধান দেবগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে হিমালয় স্বীয় ভার্য্যা মেনকা, অন্ত্যাত্ম গিরিবৃন্দও স্বীয় সূতগণসহ সহর পার্শ্বতীকে দেখিবার জন্ত সেইখানে আগমন করিলেন ; আসিয়া সেই

পরিবারিতা ॥ ১০৮ ॥ পার্শ্বত্যা চ তদা দৃষ্টো হিমবান্ গিরিভিঃ সহ । অভ্যুত্থানপর্য্য সাক্ষী প্রণম্য শিরসা তদা । পিতরৌ চ তদা ভ্রাতৃন্ বক্তুং চৈব চ সর্বশঃ ॥ ১০৯ ॥ স্বমঙ্কমারোপ্য মহাঘণাত্তদা সূতাং পরিষজ্য চ বাস্পপূরিতঃ । উবাচ বাক্যং মধুরং হিমালয়ঃ কিং বৈ কৃতং সাক্ষি যথাতথেন ॥ ১১০ ॥ তৎ কথ্যতাং মহাভাগে সর্বং শুশ্রূষতাং হি নঃ । তচ্ছ্রুত্বা মধুরং বাক্যমুবাচ পিতরং প্রতি ॥ ১১১ ॥ তপসা পরমেনৈব প্রার্থিতো মদনাস্তকঃ । শাস্তকং মে মহৎ কার্য্যং সর্বেষামপি তুল্যতমং ॥ ১১২ ॥ তত্র তুষ্টো মহাদেবো বরণার্থং সমাগতঃ । স ময়োক্তস্তদা শম্ভু-র্মম পানিগ্রহঃ কথম্ ॥ ১১৩ ॥ ক্রিয়তে চ তদা শস্তো মম পিত্রা বিনাধুনা । যথাগতেন মার্গেণ গতোহসৌ ত্রিপুরাস্তকঃ ॥ ১১৪ ॥ তস্মাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা অবাপ পরমাং মুদম্ ॥ বকুভিঃ সহ ধর্ম্মাত্মা উবাচ স্বসূতাং পুনঃ ॥ ১১৫ ॥ স্বগৃহং চাদ্য গচ্ছামো বয়ং সর্বৈ চ ভূধরাঃ । অনয়ারাধিতো দেবঃ পিনাকী বৃষভধ্বজঃ ॥ ১১৬ ॥ ইত্যাচুস্তে সুরাঃ সর্বৈ হিমালয়পুরোগমাঃ ।

সখীগণ-পরিবৃত্তা পার্শ্বতীকে দেখিলেন । সাক্ষী পার্শ্বতীও অন্ত্যাত্ম পর্বতবৃন্দ সহ হিমালয়কে দর্শন করিলেন—দেখিয়াই প্রভুত্বানপূর্বক মস্তক দ্বারা পিতা মাতা ও বকুগণের পাদ বন্দনা করিলেন । মহাঘণা হিমালয় তখন কণ্ঠ্যাকে আলিঙ্গন-পূর্বক স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া বাস্পপূর্ণ-নধনে মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে সাক্ষি ! হে মহাভাগে ! তুমি এতকাল কি করিয়াছ, তাহা যথাযথ বর্ণন কর ; আমরা শুনিবার জন্ত সমুৎসুক হইয়াছি । তৎশ্রবণে পার্শ্বতী পিতাকে মধুর বাক্যে বলিলেন,—আমি কঠোর তপস্তা করিয়া মদনারিকের প্রার্থনা করিয়াছি । আমার সেই সর্বজন-তুল্য মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, মহাদেব আমার তপস্তায় তুষ্ট হইয়া আমাকে বরিয়া লইতে আসিয়া-ছিলেন । আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—হে শস্তো ! মদীর পিতার অনুপস্থিতিতে আপনি আমার পানি-পীড়ন করিবেন কিরূপে ? আমার এই কথার পর ত্রিপুরহর যথাস্থানে গমন করিয়াছেন । ১৬—১১৪ । ধর্ম্মাত্মা হিমালয় কণ্ঠ্যার সেই বাক্য শুনিয়া বকুগণ সহ পরম প্রীত হইলেন এবং স্বীয় কণ্ঠ্যাকে পুনরায় কহিলেন,—হে ভূধরগণ ! আইস, এখন আমরা স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করি । আমার এই কণ্ঠ্য বৃষভধ্বজ পিনাকপানিকে আরাধনা করিয়াছেন ।

পার্বতীসহিতাঃ সৰ্বৈ তুষ্ণুবুৰ্গাভিরাদৃতাঃ ॥ ১১৭ ॥
 তাং স্ক্রয়মানাঞ্চ তদা হিমালয়ো হ্যারোপ্য চাংসং বর-
 বর্ণিনীঞ্চ । সৰ্বৈহৈব শৈলাঃ পরিবার্য চোৎসুকাঃ
 সমানয়ামাসুরথ স্বমালয়ম্ ॥ ১১৮ ॥ দেবহৃদভয়ো
 নেহুঃ শঙ্কতুৰ্ঘ্যাণ্যনেকশঃ । বাদিত্রাণি বহুশ্চেব
 বাদ্যমানানি সৰ্বশঃ ॥ ১১৯ ॥ পুষ্পবৰ্ষণ মহতা
 তেনানীতা গৃহং প্রতি ॥ ১২০ ॥ সা পূজ্যমানা বহুভি-
 স্তদানীং মহাবিভূত্যাঙ্গসিতা তপস্বিনী । তথৈব দেবৈঃ
 সহ চারুণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ সিদ্ধগণৈশ্চ সৰ্বশঃ ॥ ১২১ ॥
 পূজ্যমানা তদা দেবী উবাচ কমলাসনম্ । দেবানুবীণ
 পিতৃন যক্ষানন্তান্ সৰ্বান্ সমাগতান্ ॥ ১২২ ॥ গচ্ছধ্বং
 সৰ্ব এবেতে যেহন্তে হৃত্ত সমাগতাঃ । স্বং স্বং স্থানং
 যথাজোষং সেব্যতাং পরমেশ্বরঃ ॥ ১২৩ ॥ এবং
 তদানীং স্বপিতৃগৃহং গতা সংশোভমানা পরমেণ
 বৰ্চসা । সা পার্বতী দেববরৈঃ সুপূজিতা সঞ্চিন্তয়ন্তী
 মনসা সদাশিবম্ ॥ ১২৪ ॥

ইতি ত্রীকান্দে পার্বতৌ শঙ্করেণ স্বরূপদর্শনং নাম
 দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

হিমালয়প্রমুখ সুরগণ এই কথা কহিলেন এবং
 সকলেই পার্বতী সহ মিলিত হইয়া সমাদর সহকারে
 তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । অনন্তর
 হিমালয় সেই বরবর্ণিনী গিরিনন্দিনীকে স্বক্ষে
 আরোপণ করিয়া হিমালয়ে উপনীত হইলেন ।
 সমস্ত শৈলগণ উৎকণ্ঠিত-চিত্তে পার্বতীর স্তব
 করিতে করিতে তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্বক চলিলেন ।
 তখন দেবহৃদভি, শঙ্ক, তুৰ্য্য ও অন্তান্ত বহু বাদিত্র
 ষাদিত হইতে লাগিল । প্রবল পুষ্পবৃষ্টি হইতে
 লাগিল । হিমালয় স্বীয় নন্দিনীকে গৃহে লইয়া আসি-
 লেন । সে কালে পার্বতী বহুজনের নিকট পূজিত
 হইলেন । তপস্বিনী মহাবিভূতিযোগে উল্লাসিত
 হইয়া উঠিলেন । দেব, সিদ্ধ, মহর্ষি ও চারণগণ
 চতুর্দিক্ হইতে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন ।
 তখন দেবী গিরিজা সমাগত ব্রহ্মা, অন্তান্ত দেব,
 ঋষি, পিতৃ, যক্ষ ও নাগগণকে কহিলেন,—আপনারা
 এবং অন্ত ঋষীরা এখানে আসিয়াছেন, সকলেই
 স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন এবং যথাসাধ্য সকলেই
 সেই মহেশ্বরকে সেবা করিতে থাকুন । এই বলিয়া
 পার্বতী স্বীয় পিত্রালয়ে গিয়া পরম শোভায়
 সুশোভিত হইলেন । দেবশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । এতদ্বিস্মৃত্তরে তত্র মহেশেন
 প্রণোদিতাঃ । আজগুঃ সহসা সদ্য ঋষয়োহপি
 হিমালয়ম্ ॥ ১ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা সহসোখায় হিমাद्रিঃ
 প্রীতমানসঃ । পূজয়ামাস তান্ সৰ্ব্বানুবাচ নতকঙ্করঃ ॥
 ২ ॥ কিমর্থমাগতা যুয়ং ক্রতাগমনকারণম্ । তদোচুঃ
 সপ্ত ঋষয়ো মহেশপ্রেরিতা বয়ম্ ॥ ৩ ॥ সমাগতাস্তৎ-
 সকাশং কন্তায়াশ্চ বিলোকনে । তানস্মান বিদ্ধি ভোঃ
 শৈল স্বাং কন্তাং দর্শয়াশু বৈ ॥ ৪ ॥ তথৈত্যাঙ্কা
 ঋষিগণানানীতা তত্র পার্বতী । স্বেৎসঙ্গে পরি-
 গৃহাশু গিরীন্দ্রঃ পুত্রবৎসলঃ । হিমবান্ গিরিরাজোহথ
 উবাচ প্রহসন্নিব ॥ ৫ ॥ ইয়ং সূতা মদীয়া হি বাক্যং
 শৃণুত মে পুনঃ । তপস্বিনা বরিষ্ঠোহসৌ বিরক্তো
 মদনাস্তকঃ ॥ ৬ ॥ কথমুদ্বহনার্থী চ যেনানঙ্গঃ কৃতঃ
 শ্রমঃ । অতাসম্মে চাতিদূরে আঢ্যে ধনবিবর্জিতে ।
 বৃদ্ধিহীনে চ মূর্খে চ কন্তাদানং ন শস্ততে ॥ ৭ ॥

করিলেন । তিনি মনে মনে মহাদেবকেই চিন্তা
 করিতে লাগিলেন । ১১৫—১২৪ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—ইত্যবসরে মহেশ-প্রেরিত
 ঋষিগণ সহসা হিমালয়ের নিকট আগমন করিলেন ।
 হিমালয় তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সঙ্কর উখিত
 হইয়া নতশিরে প্রীতিপূর্ণ-মনে তাঁহাদিগের অর্চনা
 করিলেন এবং বলিলেন—আপনারা কিজন্ত
 আসিয়াছেন ? আপনাদের আগমন-কারণ ব্যক্ত
 করুন । তখন মহেশ-প্রেরিত সপ্তর্ষি বলিলেন,—
 আমরা তোমার কন্তাদর্শনার্থ আগমন করিয়াছি ;
 অতএব হে শৈলরাজ ! আমাদের কন্তা
 প্রদর্শন কর । হিমালয় তৎশ্রবণে ‘তথাস্তু’ বলিয়া
 স্বীয় কন্তা পার্বতীকে আনয়ন করিলেন । অনন্তর
 পুত্রবৎসল গিরিরাজ কন্তাকে স্বীয় উৎসঙ্গে ধারণ
 করিয়া হাসি-হাসি-মুখে কহিলেন,—ঋষিগণ ! আমার
 বাক্য শ্রবণ করুন ; এই আমার কন্তা দেখুন ।
 তপস্বিগণের গরিষ্ঠ বিষয়-বিরক্ত হয়—যিনি মদনকে
 ভস্মীভূত করিয়াছেন, তিনি কিরূপে আমার কন্তার
 পানিপীড়নার্থী হইতে পারেন ? আপনারা জানেন—

মুচ্যে চ বিরক্তায় আত্মসন্তোষিতায় চ। আতুরায়
প্রমত্তায় কণ্ঠাদানং ন কারয়েৎ ॥ ৮ ॥ তস্মান্ময়া
বিচার্যেব ভবন্তি ঋষিসত্তমাঃ। প্রদাতব্যো মহেশায়
এতন্নে ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা গিরিরাজস্য
বচনং তে মহর্ষয়ঃ। ঐকপদ্যেন উচুস্তে প্রহস্য চ
হিমালয়ম্ ॥ ১০ ॥ যয়া কৃতং তপস্তীৰ্ণং যয়া চারা-
ধিতঃ শিবঃ। তপসা তেন সন্তুষ্টঃ প্রসন্নোহদ্য সদা-
শিবঃ ॥ ১১ ॥ অশ্রান্তস্য চ ভোঃ শৈল ন জানাসি চ
কিঞ্চন। মহিমানং পরকৈব তস্মাদেনাঃ প্রযচ্চ
বৈ ॥ ১২ ॥ শিবায় গিরিজামেনাঃ কুরুষ বচনং হি
নঃ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেযামুদীনাং ভাবিতান্মনাম্ ॥
১৩ ॥ উবাচ হরয়া যুক্তঃ পৰ্বতান্ পরতেশ্বরঃ।
হে মেরো হে নিবধ কিং গন্ধমাদন মন্দর। মৈনাক
ক্রিয়তামদ্য শংসক্ধঞ্চ যথাতথম্ ॥ ১৪ ॥ মেনা
তদা উবাচেদং বাক্যং বাক্যবিশারদা। অধুনা
কিং বিমর্শেন কৃতং কার্যং তদৈব হি ॥ ১৫ ॥ উৎ-

অতি নিকটে অতি দূরে অথবা আটা,
নির্জন, রক্তিশূন্য, বা মূর্খ নোকেব করে কণ্ঠা
সম্প্রদান প্রশস্ত নহে। অপিচ মুচ, বিরক্ত,
আত্মাভিমাত্রী, আতুর ও প্রমত্ত, ব্যক্তিকেও
কণ্ঠাদান করা বিবেচ্য নহে। অতএব হে মুনি-
শ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদের সহিত পরামর্শ করিয়া
মহেশ্বরের করে কণ্ঠা সম্প্রদান করিব। ইহাই
আমার উত্তম ব্রত। গিরিরাজের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ হস্তপূর্বক একবাক্যে
বলিলেন,—যিনি তীব্র তপস্বী করিয়াছেন, শিব
ঈশ্বরের আরাধ্য দেবতা হইয়াছেন, এবং তপস্বী
তুষ্ট হইয়া অধুনা সিদাশিব ঈশ্বরের প্রতি প্রসন্ন,
হে শৈল! তুমি তাঁহার এবং তদারাধ্য শিবের
মহিমা কিছুই জান না। যাহা হউক আমরা
বলিতেছি, তুমি এই গিরিনন্দিনীকে শিবের করে
সম্প্রদান কর। আমাদের বাক্য রক্ষা কর।
ভাবিতান্মা ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
পর্বতরাজ সহর অন্তান্ত পর্বতগণকে বলিলেন,—
হে মেরো! হে নিবধ! হে গন্ধমাদন! হে মন্দর!
হে মৈনাক! এক্ষণে তোমরা এ বিষয়ে
কর্তব্য স্থির কর এবং এ সম্বন্ধে যাহা
উচিত, তাহা পরামর্শ করিয়া যথাযথ বল।
তখন বাক্য-বিশারদা মেনা কহিলেন,—অধুনা
আর বিচার আলোচনা করিবার প্রয়োজন
কি? ইহা ত পূর্বেই স্থির হইয়া গিয়াছে।

পশ্নেয়ঃ মহাভাগা দেবকার্যার্থমেব চ। প্রদাতব্যো
শিবায়েতি শিবস্মার্তেহবতারিতা ॥ ১৬ ॥ অনয়া-
রাধিতো রুদ্রো রুদ্রেণ পরিভাবিতা। ইয়ং সতী
মহাভাগা শিবায় প্রতিদীয়তাম্ ॥ ১৭ ॥ নিমিত্তমাত্রঞ্চ
কৃতং তয়া বৈ শিবপূজনে। এতচ্ছ্রুত্বা বচন্তস্তা
মেনায়াঃ পরিভাবিতম্ ॥ ১৮ ॥ পরিতুষ্টো হিমাদ্রিশ্চ
বাক্যং চেদমুবাচ হ। ঋষীন্ প্রতি নিরীকংস্তাং
কন্তেয়ং মম সম্প্রীতি ॥ ১৯ ॥ ততঃ সমানীয সু-
লোচনাং তাং শ্রামাং নিতম্বার্চিতমেখলাং শুভাম্।
বৈদূর্য্যমুক্তাবলয়ান্ দধানাং ভাস্বংপ্রভাং চান্দ্রমসীং ব-
রেখাম্ ॥ ২০ ॥ লাবণ্যামৃতবাপিকাং সুবদনাং
গৌরীং সুবাসাং শুভাং দৃষ্ট্বা তে হাবয়ৌহপি মোদ-
মগমন ভ্রান্তাস্তদা সম্মতাং। নোচুঃ কিঞ্চন বাক্য-
মেব সুবিষো হাসন্ প্রমত্তা ইব স্তকাঃ কাস্তিমতী-
মতীব কচিরাং ত্রৈলোক্যানার্থপ্রিয়াম্ ॥ ২১ ॥ এবং
তদা তে হাবয়ৌহপি মোহিতা রূপেণ তস্তাঃ কিমুতাত

এই ভাগাবতী কণ্ঠা দেবকার্য সম্প্রদান করিবার
জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে। এ কণ্ঠা শিবের নিমিত্তই
জন্মিয়াছে; সুতরাং ইহা শিবের করেই
প্রদাতব্য। ইনি রুদ্রকে আরাধনা করিয়াছেন,
রুদ্রও ইহার জন্য চিন্তিত আছেন; সুতরাং এই
ভাগাবতী সতীকে শিবের করেই সম্প্রদান
করুন। ১—১৭। ইনি শিবপূজায় তদ্বিষয়ে নিমিত্ত-
মাত্র করিয়াছেন। হিমালয় মেনার এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং ঋষিগণের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন;—এই আমার কণ্ঠা
উপস্থিত, ইহাকে এখন দর্শন করুন। অনন্তর
কণ্ঠা আনীত হইলে ঋষিগণ তাঁহাকে সন্দর্শন
করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—সেই হিমালয়-
বর্ত্তিতা সুলোচনা নবযৌবনা সুশোভনা ও নিতম্ব-
নিহিত-মেখলা। তিনি যেন চান্দ্রমসী লোহার স্তায়
দেদীপ্যমানা; তাঁহার দেহের প্রভা সমধিক
সমুজ্জ্বলা। তিনি বৈদূর্য্য ও মুক্তাবলয় ধারণ
করিতেছেন এবং লাবণ্য-রসের বাপিকার
স্তায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি সুবদনা, গৌর-
বর্ণা, সুবাসনা, ও শোভনা! ঋষিগণ তাঁহাকে
দেখিয়া কি-যেন কি-এক সময়ে ভ্রান্ত হইয়া মোহাপন্ন
হইলেন। তাঁহাদের মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইল
না। তাঁহারা ধী-সম্পন্ন হইলেও সেই কাস্তিমতী
অতীব কচিরা ত্রৈলোক্যনাথ-দয়িতাকে দেখিয়া যেন
প্রমত্তের স্তায় স্তব্ধ হইয়া গেলেন। এইরূপে সেই

দেবতাঃ। তথৈব সৰ্বে চ নিরীক্য তবীং সতীং
গিরীশ্ৰীম্ স্মৃতাং শিবপ্রিয়াম্ ॥ ২২ ॥ ততঃ পুন-
শ্চেত্য শিবং শিবপ্রিয়াঃ শসংসুরমা ঋষয়স্তদানীম্ ॥
২৩ ॥ ঋষয় উচুঃ। ভূমিতা হি গিরীশ্ৰেণ স্মৃতা
নাস্তি সংশয়ঃ। উদ্বোচুঃ গচ্ছ দেবেশ দেবেশ
পরিবারিতঃ ॥ ২৪ ॥ গচ্ছ শীঘ্রং মহাদেব পার্শ্বতী-
মাঙ্কজয়নে। তচ্ছূদ্রা বচনং তেষাং প্রহস্তেদমুবাচ
হ ॥ ২৫ ॥ বিবাহো হি মহাভাগা ন দৃষ্টো ন
জ্ঞাতোহপি বা। ময়া পুরা চ ঋষয়ঃ কথ্যতাক
বিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥ তদোচুঃ ঋষয়ঃ সৰ্বে প্রহসন্তঃ
সদাশিবম্। বিষ্ণুমাংসং বৈ দেব ব্রহ্মাণঞ্চ শতক্রতুম্ ॥
২৭ ॥ তথা ঋষিগণাংশ্চৈব যক্ষগন্ধৰ্বপন্নগান্।
সিন্ধুবিদ্যাধরাংশ্চৈব কিন্নরাংশ্চাপ্সরোগণান ॥ ২৮ ॥
এতাশ্চাত্তাশ্চ স্তবহুমানয়শ্চেতি সহস্রম্। তদা-
কণ্য ঋষিপ্রোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ২৯ ॥
উবাচ নারদঃ দেবো বিষ্ণুমানয় সহস্রম্। ব্রহ্মাণঞ্চ
মহেন্দ্রঞ্চ অস্তাংশ্চৈব সমানয় ॥ ৩০ ॥ শস্তোর্বচন-
মাদায় শিরসা লোকপাবনঃ। জগাম হরিতো ভূত্বা

পার্শ্বতীর রূপে ঋষিগণও যখন মোহিত হইলেন,
তখন দেবগণের কথা আর কি বলিব? যাহা হউক,
অনন্তর সেই শিবপ্রিয় ঋষিগণ শিবপ্রিয়া সতী
নগেন্দ্র-নন্দিনীকে দেখিয়া পুনরায় শিবসমীপে প্রত্যা-
বর্তনপূর্বক বলিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কহি-
লেন,—হে দেবেশ! গিরীশ্রী স্বীয় কন্যাকে সুসজ্জিত
করিয়া রাখিয়াছেন, সংশয় নাই। অতএব দেবগণে
পরিবৃত হইয়া আপনি গিরি-তনয়ার পাণিপীড়নার্থ
গমন করুন। হে মহাদেব! পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত
সহস্র আপনি গিরিজার সহিত সঙ্গত হউন। মহা-
দেব ঋষিগণের বাক্য শুনিয়া সহাস্ত-আস্তে বলি-
লেন,—হে মহাভাগগণ! বিবাহ যে কি, তাহা আমি
পূর্বে কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই; অতএব
আপনারা তাহা বিশেষরূপ বর্ণন করুন। তখন
ঋষিগণ হাসিতে হাসিতে সদাশিবকে কহিলেন,—হে
দেব! আপনি বিষ্ণুকে, ব্রহ্মাকে, এবং ইন্দ্রকে
আহ্বান করুন। ঋষিগণ, যক্ষ, গন্ধৰ্ব,
পন্নগ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিন্নর, ও অপরোগণকে
এবং অস্তাশ্র আঁও অনেককে সহস্র
আনয়ন করুন। বাক্যবিশারদ সদাশিব তৎকালে
সেই ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া নারদের নিকট
বলিলেন,—দেবর্ষে! আপনি বিষ্ণুকে, ব্রহ্মাকে,
ইন্দ্রকে, এবং অস্তাশ্র সকলকে সহস্র

বৈকুণ্ঠং বিষ্ণুবল্লভঃ ॥ ৩১ ॥ দদর্শ দেবং পরমাসনৈ
স্থিতং শ্রিয়া চ দেব্যা পরিসেব্যমানম্। চতুর্ভুজং
দেববরং মহাপ্রভং নীলোৎপলশ্চামতম্বুং বরেণ্যম্ ॥
৩২ ॥ মহাহরত্ভাবতচাক্রকুণ্ডলং মহাকিরীটৌত্তমরত্ন-
ভাস্বরম্। সুবৈজয়ন্ত্যা বনমালায়া রত্নং স নারদন্তং
ভুবনৈকসুন্দরম্ ॥ ৩৩ ॥ উবাচ নারদোহন্তোভ্য
শস্তোর্বাক্যমখাদরাৎ। ব্রহ্মবীণাং বাদ্যমানঃ সৰ্বজ্ঞ
ঋষিসত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥ এহেহি হং মহাবিক্ণো মহাদেবঃ
হরারিতঃ। উদ্বাহনার্থং শস্তোশ্চ হমেকঃ কার্য-
সাধকঃ ॥ ৩৫ ॥ প্রহস্ত ভগবান্ প্রাহ নারদং প্রতি
বৈ তদা। কথমুদ্বহনে বুদ্ধিকুৎসরা তস্ত শূলিনঃ।
বিজ্ঞাতার্থোহপি ভগবান্নারদং পরিপৃষ্টবান্ ॥ ৩৬ ॥
নারদ উবাচ। তপসা মহতা ক্রুদ্রঃ পার্শ্বত্যা পরি-
তোষিতঃ। স্বয়মেবাগতস্তত্র যত্রাস্তে গিরিজা সতী ॥

আহ্বান করিয়া আনয়ন করুন। লোকপাবন
নারদ শম্ভুর আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া সৰ্বাগ্রে
সহস্র বৈকুণ্ঠ গমন করিলেন। সেখানে গিয়া সেই
বিষ্ণুবল্লভ দেবর্ষি দেখিলেন—সেই ভুবনৈকসুন্দর
নীলোৎপলদলশ্চামল বরেণ্য বিষ্ণু পরমাসনে
সমাসীন রহিয়াছেন; শ্রীদেবী তাঁহার পাদসেবা
করিতেছেন; তিনি চতুর্ভুজ ও মহাপ্রভাব শালী;
তাঁহার সূচাক কণকুণ্ডল মহাই রত্নচ্ছটায় আবৃত;
তাঁহার মস্তকস্থিত মহাকিরীটের মহারত্নভাষায়
তিনি দেদীপ্যমান; বিজয়িনী বনমালায় তাঁহার
বক্ষঃস্থল আবৃত। নারদ তাদৃশ বিষ্ণুকে দেখিয়া
তদীয় সমীপে আগমন করিলেন—আসিয়া সাদরে
শম্ভুর বাক্য বলিলেন। ঋষিপ্রবর সৰ্বজ্ঞ নারদ
বিষ্ণুপার্শ্বে আসিবার সময় তদীয় ব্রহ্মবীণা বাজাইতে
ছিলেন। তিনি গিয়া বলিলেন,—হে মহাবিক্ণো!
আসুন, আসুন, সহস্র মহাদেবসমীপে আগমন
করুন। শম্ভু গিরিজাকে বিবাহ করিবেন; সে
বিবাহে আপনিই একমাত্র কার্যসাধক। ভগবান্
বিষ্ণু তখন নারদের নিকট হাসিয়া হাসিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, শূলপাণির বিবাহে বুদ্ধি
জন্মিল কিরূপে? ভগবান্ বিষ্ণু সকল বিষয়ই
বিদিত ছিলেন; তথাচ নারদের নিকট ঐ বিষয়টি
জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৮—৩৬। নারদ কহিলেন—
পার্শ্বতী কঠোর তপস্বী করিয়া ক্রুদ্রকে তুষ্ট করিয়া
ছেন, তাঁহার তপোবলে এতদূর হইয়াছে যে, সতী
গিরিকুমারী যেখানে থাকিয়া তপস্বী করিতে

৩৭। দাসোহমবদচ্ছতুঃ পার্বত্যা পরিতোষিতঃ।
পার্বতীক সমভ্যর্থ্য বরয়ন্ত চ ভামিনি ॥ ৩৮ ॥
হরিতেনাবদচ্ছতুঃসামাহ্বয়তি সম্প্রতি। তস্ত তদ্বচনং
শ্রুত্বা দেবদেবো জনার্দনঃ। নারদেন সমাযুক্তঃ
পার্বতৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৯ ॥ সুপর্ণমাক্রুত্ব তদা
মহাত্মা যোগীশ্বরগণাং প্রভুরচ্যুতো মহান। যযৌ
তদাকাশপথা হরিঃ স্বয়ং সনারদো দেববরৈঃ সমেতঃ ॥
৪০ ॥ তং দৃষ্ট্বা হরিতং দেবো যোগিধেয়াজি-
পক্ষজঃ। অভ্যুত্থায় মুদা যুক্তঃ পরিষজ্য চ শাস্ত্রি-
ণম্ ॥ ৪১ ॥ তদা হরিরহরৌ দেবাবৈকপদ্যেন তিষ্ঠতঃ।
উচতুঃ স্ব তদাত্তোত্তং ক্ষেমং কুশলমেব চ ॥ ৪২ ॥
ঈশ্বর উবাচ। গিরিজাতপসা বিকো জিতোহং
নাত্র সংশয়ঃ। পাণিগ্রহার্থমেবাদ্য গন্তুকামো হিমা-
লয়ম্ ॥ ৪৩ ॥ যথার্থেন চ ভো বিকো কথয়ামি
তবাগ্রতঃ। যদা দক্ষিণ ভো বিকো প্রদত্তা চ পুরা
সতী ॥ ৪৪ ॥ ন চ সঙ্কল্পবিধিনা ময়া পাণিগ্রহঃ

ছিলেন, মহাদেব স্বয়ং সেই স্থানেই গিয়া উপ-
স্থিত হন এবং পার্বতীর ব্যবহারে পরিতুষ্ট
হইয়া এই কথা বলেন যে, হে দেবি! আমি
তোমার দাস; হে ভামিনি! আমায় তুমি পতিত্বে
বরণ কর। এইরূপে শত্ৰু পার্বতীকে প্রার্থনা
করিয়া পরে অবিলম্বে আপনাকে আহ্বান করি-
তেছেন। নারদ বিষ্ণুর নিকট বিস্তৃতরূপে সকল
ঘটনাই কহিলেন। দেবদেব জনার্দন নারদের
মুখে সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া নারদ এবং
স্বীয় পার্শ্বদগণ সমভিবাহারে শত্ৰুসদনে প্রয়াণ
করিলেন। যোগীশ্বরগণেরও প্রভু মহাত্মা অচ্যুত
হরি; গুরুড়ারোহণে নারদ ও অন্তান্ত দেব-
শ্রেষ্ঠগণের সহিত আকাশপথে হাইতে লাগি-
লেন। যোগীজন হাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করেন,
সেই দেবদেব তখন শাস্ত্রপাণিকে সমাগত
দেখিয়া অভ্যুত্থানপূর্বক ত্রীতিভরে আলিঙ্গন
করিলেন। দেব হরিরহর এইবার একযোগে একা-
সনে উপবেশন করিয়া পরস্পর পরস্পরের কুশল-
বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে
বিকো! আমি পার্বতীর তপস্থায় পরাজিত
হইয়াছি; সন্দেহ নাই। সুতরাং অদ্য তাঁহার পাণি-
গ্রহণের নিমিত্ত হিমালয় গমনে সমুৎসুক হইয়াছি।
হে বিকো! তোমার নিকট এই যথার্থতা বর্ণন
করিলাম। পূর্বে দক্ষ যখন তাঁহার কন্যা সতীকে
আমার কাছে সম্ভদান করেন, তখন আমি যথা-

কৃতঃ। অধুনৈব ময়া কার্য্যঃ কৰ্ম্মবিস্তারণঃ বহু।
৪২ ॥ যৎ কার্য্যং তন্ন জানামি সৰ্ব্বং পাণিগ্রহোচিতম্।
শস্তোত্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্ত মধুসূদনঃ ॥ ৪৩ ॥ যাব-
দ্বক্তুং সমারেভে তাবদব্রজা সমাগতঃ। ইল্লেন সহ
সর্বৈশ্চ লোকপালৈশ্চর্য্যবিতঃ ॥ ৪৭ ॥ তথৈব দেবা-
নুরযজ্ঞদানবা নাগাঃ পতঙ্গাপ্রসো মহর্ষয়ঃ।
সমেত্য সৰ্বৈঃ পরিবকুমীশমুচুস্তদানীং শিরসা
প্রণম্য ॥ ৪৮ ॥ গচ্ছগচ্ছ মহাদেব অস্মাভিঃ
সহিতঃ প্রভো। ততো বিষ্ণুরবাচেদং প্রস্তাবসদৃশং
বচঃ ॥ ৪৯ ॥ গৃহোক্তবিধিনা শস্তো কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিহা-
ইসি ॥ ৫০ ॥ নান্দীমুখং মণ্ডপস্থাপনঞ্চ তথা চৈতৎ
কুরু ধৰ্ম্মেণ যুক্তম্। মহানদীসঙ্গমং বর্জয়িত্বা
কুর্কৃন্তি কেচিদ্বেদমনীষিণশ্চ ॥ ৫১ ॥ মণ্ডপস্থাপন-
কৈব ক্রিয়তাং হধুনা বিভো। তথোক্তো বিষ্ণুনা
শত্ৰুশ্চকারায়াহিতায় বৈ ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মাদিভিঃ কৃতং
তেন সৰ্ব্বমভ্যুদয়োচিতম্। গ্রহাণাং পূজনং চক্রে
কশ্চপো ব্রহ্মণা যুতঃ ॥ ৫৩ ॥ তথাক্রিষ্ট বসিষ্ঠশ্চ
গৈতমোহথ গুরুভৃগুঃ। কথো বৃহস্পতিঃ শাস্ত্রি-

বিধি সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করি নাই;
কিন্তু সম্প্রতি আমি বিস্তৃতরূপে বৈধ কৰ্ম্ম সকল
অনুষ্ঠান করিব। পরন্তু পাণিপীড়নোচিত কৰ্ম্ম যে
কি, কি, সে সকল আমি কিছুই জানি না। শত্ৰুর
বাক্য শুনিয়া মধুসূদন হস্তপূর্বক যখন বলিবার
উপক্রম করিতেছেন, ঐ সময় ইন্দ্র ও অন্তান্ত
লোকপাল সহ ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
অনন্তর সুর, অসুর, যক্ষ, দানব, নাগ, পতঙ্গ,
অপ্সরা ও মহর্ষিগণ আগমন করিলেন এবং
মন্তক দ্বারা প্রণিপাতপূর্বক তৎকালে শিবকে
বলিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! মহাদেব! চলুন
বলুন; আমাদের সহিত বলুন। তখন বিষ্ণু
প্রস্তাবানুরূপ এই বাক্য বলিলেন যে, হে শস্তো!
স্বীয় গৃহোক্ত বিধি-অনুসারে আপনাকে এখন কৰ্ম্ম
করিতে হইবে। ৩৭—৫০। আপনি ধৰ্ম্ম-সঙ্গত নান্দী-
মুখ ও মণ্ডপস্থাপন করুন। কোন কোন বেদ-
বাদী মনীষিগণ মহানদীর সঙ্গম পরিত্যাগ করি-
য়াই ঐ দুই কার্য্য করিয়া থাকেন। যাহা হউক,
হে বিভো! আপনি অধুনা মণ্ডপ স্থাপন করুন।
বিষ্ণু যাহা বলিলেন, শত্ৰু আশ্বহিতের নিমিত্ত তাহাই
করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও তখন অভ্যুদয়োচিত
সমস্ত কার্য্য করিলেন। কশ্চপ ব্রহ্মার সহিত গ্রহ-
গণের ভার্চন করিলেন। এই সময় অত্রি, বশিষ্ঠ

জমদগ্নিঃ পরাশরঃ ॥ ৫৪ ॥ মার্কণ্ডেয়ঃ শিলাবাকঃ
শূন্তপালোহকতম্রমঃ । অগস্ত্যচ্যবনো গর্গঃ শিলা-
দোহথ মহামুনিঃ ॥ ৫৫ ॥ এতে চান্তে চ বহবো
হাগতাঃ শিবসন্নিধৌ । ব্রহ্মণা নোদিতাস্তত্র
চক্রেণ বিধিবৎ ক্রিয়াম্ ॥ ৫৬ ॥ বেদোক্তবিধিনা
সর্বে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ । চক্রে রক্ষাং মহেশস্ত
কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্ ॥ ৫৭ ॥ ঋগযজুঃসামসহিতৈঃ
স্বতৈর্নানাবিধৈস্তথা । মঙ্গলানি চ ভূরীণি ঋষয়স্তদ্ব-
বেদিনঃ ॥ ৫৮ ॥ অভ্যঙ্গনাদিকং সর্বং চক্রেস্তস্মৈ
পরাম্বনঃ । খ্যাতঃ কপদন্তশ্চৈব শিবস্ত পরমাংসনঃ ॥
৫৯ ॥ অনেকৈশ্চৌক্তিকৈর্ভুক্তা মুণ্ডমালাভবত্বদা ।
যে সর্পা হৃদভূতাশ্চ তে সর্পে তৎক্ষণাদিব ।
বভূবুর্নগ্নান্তেব জাতরূপময়ানি চ ॥ ৬০ ॥ সর্ব-
ভূষণসপন্নো দেবদেবো মহেশ্বরঃ । যযৌ দেবৈঃ
পরিবৃতঃ শৈলরাজপুরং প্রতি ॥ ৬১ ॥ চণ্ডিকা
বরভগিনী তদা জাতা ভয়াবহা । প্রেতাসনাগতা
চণ্ডী সর্পাভরণভূষিতা ॥ ৬২ ॥ হৈমং কলশমাদায়
পূর্ণং মুদ্রা মহাপ্রভা । পরিবারৈর্মহাচণ্ডী দীপ্তাস্তা

গৌতম, বৃহস্পতি, ভৃগু, কণ্ব, শক্রি, জমদগ্নি, পরা-
শর, মার্কণ্ডেয়, শিলাবাক, শূন্তপাল, অক্ষতম্রম,
অগস্ত্য, চ্যবন, গর্গ, এবং মহামুনি শিলাদ, এই
সকল এবং অন্তান্ত আরও বহু মুনিঋষি শিব-সন্নি-
ধানে আগমন করিলেন । ব্রহ্মার প্রেরণায় তাঁহারা
সকলেই তখন বিধি-সঙ্গত ক্রিয়া করিতে লাগি-
লেন । সমাগত ঋষিগণ সকলেই বেদ-বেদাঙ্গপার-
দশী ; তাঁহারা বৈদিক বিধি অনুসারে মহেশ্বরের কৃত-
কৌতুক-মঙ্গলা রক্ষা বিধান করিলেন । তদ্ববেদী
ঋষিগণ নানাবিধ ঋক্ যজু ও সাম-স্বক্ত দ্বারা সেই
পরমাত্মার অভ্যঙ্গনাদি মঙ্গলক্রিয়া সমাধা করি-
লেন । পরমাত্মা শিবের যে বিখ্যাত কপর্দ ছিল,
তাঁহা তখন অনেক মৌক্তিক-মালায় যুক্ত হইয়া মুণ্ড-
মালাকারে পরিণত হইল ; তদীয় অঙ্গভূত যে সকল
সর্প ছিল, তাঁহারা তখন জাতরূপময় ভূষণ হইল ।
এইরূপে দেবদেব মহেশ্বর সর্ববিধ ভূষণে ভূষিত
হইয়া সুরগণ সহ শৈলরাজপুরে প্রয়াণ করিলেন ।
শিব বর হইলেন । বরের ভগিনী চণ্ডিকা তখন
ভীষণাকার ধারণ করিলেন । তিনি সর্পাভরণে
ভূষিত হইয়া প্রেতাসনে অবস্থান করিলেন ।
এই মহাপ্রভা মহাচণ্ডী পরিবারগণে অধিত হইয়া
মস্তকে এক পূর্ণ স্বর্ণকলস ধারণ করিলেন ।

হ্যাগ্রলোচনা ॥ ৬৩ ॥ তত্র ভূতান্তনেকানি বিরূপাণি
সহস্রশঃ । তৈঃ সমেতাগ্রতঃচণ্ডী জগাম বিরূতাননা ॥
৬৪ ॥ তস্তাঃ সর্বে পৃষ্ঠতশ্চ গণাঃ পরমদারুণাঃ ।
কোট্যেকাদশসংখ্যাকা রৌদ্রা রুদ্রপ্রিয়াশ্চ যে ॥ ৬৫ ॥
তদা ডমরুনির্ঘোষব্যাপ্তমাসীজ্জগদ্রমম্ । ভেরী-
ভাঙ্কারশব্দেন শঙ্খানাং নিনাদেন চ ॥ ৬৬ ॥ তথা
হৃদুভিনির্ঘোষৈঃ শব্দঃ কোলাহলোহভবৎ । গণানাং
পৃষ্ঠতো ভূহা সর্বে দেবাঃ সমুৎসুকাঃ । অবয়ুঃ
সর্বসিদ্ধাশ্চ লোকপাতৈঃ সুমধিতাঃ ॥ ৬৭ ॥ মধ্যে
ব্রজমহেন্দোহথ ঐরাবতমুপাস্থিতঃ । শুভ্রেণো-
চ্ছিয়মাণেন ছত্রেণ পরমেণ হি ॥ ৬৮ ॥ চামরৈ-
বীজ্যমানোহসৌ সুরৈর্বহতিরাবৃতঃ । তদা তু
ব্রজমানাস্ত ঋষয়ো বহবো হুমী ॥ ৬৯ ॥ তর-
দ্বাজাদয়ো বিপ্রাঃ শিবশ্চোদ্বহনং প্রতি । শাকিন্তো
যাতুধানাশ্চ বেতলা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৭০ ॥ ভূতপ্রেত-
পিশাচাশ্চ তথান্তে প্রমথাদয়ঃ । পৃচ্ছমানাস্তদা চণ্ডীং
পৃষ্ঠতোহবগমংস্তদা ॥ ৭১ ॥ ক গতা সাধুনা চণ্ডী
ধাবমানাস্তদা ভূশম্ । প্রাপ্তা গতা ব্রজন্তীং তাং

তাঁহার বদনমণ্ডল বিদ্যোতিত হইল এবং নয়ন
ঘূর্ণিত হইতে লাগিল । তাঁহার সমভিব্যাহারে বহু
সহস্র বিরূতার ভূত চলিল । বিরূতাননা চণ্ডী
তাঁহাদিগকে অগ্রে করিয়া যাত্রা করিলেন । তাঁহার
পৃষ্ঠভাগে পরম দারুণ প্রমথগণ এবং একাদশ কোটি
রুদ্রপ্রিয় রুদ্রগণ প্রয়াণ করিল । তখন ডমরু-
নির্ঘোষে ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত হইল । ভেরীর ভাঙ্কার-
শব্দ, শঙ্খসমূহের নিনাদ ও হৃদুভিগণের নির্ঘোষের
সহিত ভীষণ কোলাহল সমুখিত হইল । প্রমথ-
গণের পশ্চাতে পশ্চাতে দেবগণ ও সিদ্ধগণ লোক-
পালদিগের সহিত সমুৎসুকচিত্তে যাত্রা করিলেন ।
দেবগণের মধ্যে মহেন্দ্র ঐরাবতে সমাসীন হইয়া
চলিলেন । তাঁহার মস্তকোপরি শুভ ছত্র উদ্ভিত
হইল । তিনি চামর দ্বারা বীজিত ও সুরগণে
পরিবৃত হইয়া যাইতে লাগিলেন । সেই শিবের
বিবাহে ভরদ্বাজাদি বহু ঋষি মুনি ও বিপ্রগণ গমন
করিলেন । শাকিনী, যাতুধান, বেতাল, ব্রহ্ম-
রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং অন্তান্ত প্রমথরূদ
চণ্ডীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াও চণ্ডী কত
দূরে গিয়াছেন, তাঁহা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে
ধাবিত হইল । অনন্তর সেই ধাবমানা মহাপ্রভা
ভৈরবসহচারিণী চণ্ডীকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা প্রণি-
পাতপূর্বক কহিল,—হে চণ্ডি ! আমরাদিগকে ছাড়িয়া

প্রণিপত্য মহাপ্রভাম ॥ ৭২ ॥ অথ প্রোচুস্তদা সর্কে
চণ্ডীং ভৈরবসংযুতাম্ । বিনাম্মাভিঃ কুতো যাসি
বদ চণ্ডি যথা তথা ॥ ৭৩ ॥ প্রহস্তোবাচ সা চণ্ডী
ভূতানাং তত্র শৃণুতাম্ । শম্ভোক্ৰদ্বহনার্থায় প্রেতারুঢ়া
ব্রজাম্যহম্ ॥ ৭৪ ॥ হৈমং কলশমাদায় শিরসা বিভ্রতী
শ্রমম্ । করবালীশ্বরূপেণ চণ্ডী জাতা ততঃ শ্রমম্ ॥
৭৫ ॥ ভূতৈঃ পরিবৃত্তা সর্কেঃ সর্কেবামগ্রতোহব্রজৎ ।
গণাস্তামনুজঘৃন্তে গণানাং পৃষ্ঠতঃ সুরাঃ ॥ ৭৬ ॥
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা ঋষয়স্তেহগ্রপৃষ্ঠতঃ । ঋষীণাং
পৃষ্ঠতো ভূয়া পার্শ্বদাশ্চ মহাপ্রভাঃ ॥ ৭৭ ॥ বিষ্ণে-
রমিততাবজ্রা মুকুন্দাচ্চ মনোরমাঃ । সর্কে পয়োদ-
সঙ্কশাঃ শ্রমিণো বনমালিনঃ । শ্রীবৎসাক্ষবরাঃ সর্কে
পীতবাসোবিতাশ্চ তে ॥ ৭৮ ॥ চতুর্ভুজাঃ কুণ্ডলিনঃ
কিরীটকটকাঙ্গদৈঃ । হারনুপুরমুত্রৈশ্চ কটিশূত্রাঙ্-
লীয়কৈঃ । শোভিতাঃ সর্ক এবৈতে মহাপুরুষলক্ষণাঃ ॥
৭৯ ॥ তেষাং মধ্যগতো বিষ্ণুঃ শ্রিয়োপেতঃ সুরা-
রিহা ॥ ৮০ ॥ বভৌ ত্রিলোকীকৃতবিশ্বমঙ্গলো মহা-
বুভাবৈহৃদি কৃত্য ধিষ্ঠিতঃ । শিবেন সাকং পরমার্থদ-
স্তদা হরিঃ পরাশ্রা জগদেকবকুঃ ॥ ৮১ ॥ স

ভুমি একাকিনীই কোথায় যাইতেছ? তাহা বল ।
তখন চণ্ডী সর্কভূতকে শুনাইয়া হাস্যপূর্বক বলি-
লেন,—আমি শম্ভুর বিবাহের নিমিত্ত স্বয়ং মস্তকে
হৈম-কলশ ধারণ করিয়া প্রেতারোহণে গমন করি-
তেছি । অনন্তর চণ্ডী নিজেই করবালীশ্বরূপ ধারণ
করিলেন এবং ভূতবৃন্দে পরিবৃত্ত হইয়া সকলের
অগ্রে অগ্রে চলিলেন । প্রমথগণ তাঁহার অনুগমন
করিল এবং সুরগণ প্রমথগণের পশ্চাতে পশ্চাতে
চলিলেন । ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, তাঁহাদের পশ্চাতে
ঋষিগণ এবং ঋষিগণের পশ্চাতে বিষ্ণুর অমিততত্ত্ব
মহাত্ম্যটি পার্শ্বদগণ প্রযাণ করিলেন । ঐ সকল
পার্শ্বদ মুকুন্দ হইতেও মনোরম ; সকলেই নীরদ-
নিভ, মালামণ্ডিত, বনমালী, শ্রীবৎসধারী, পীত-
বাসা, চতুর্ভুজ, কুণ্ডলী, এবং কিরীট, কটক,
অঙ্গিদ, হারমুত্র, মুকুর, কটীমুত্র, এবং অঙ্গুলীয়ক-
সমূহে সুশোভিত । তাহারা সকলেই মহাপুরুষ-
লক্ষণাক্রান্ত ; তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীপতি বিষ্ণু
সুশোভিত হইতে লাগিলেন । তিনি ত্রিলোকীর
নিখিল মঙ্গলস্বরূপ ; মহাবুভবগণ তাঁহাকে হৃদয়ে
চিন্তা করেন । তিনি তাঁহাদের হৃদয়াধিষ্ঠিত
অভীষ্ট দেব । তিনিই জগতের একমাত্র বকু,
পরমার্থপ্রদ পরমাত্মা হরি ; সেই ভুবনপালক মহা-

তাক্যপুত্রোপরি সংস্থিতো মহীশূরক্য সমেতো
ভুবনৈকভর্তা । স চামরৈবীজ্যমানো মুনীন্দ্রে
সর্কেঃ সমেতো হরিরীশ্বরো মহান ॥ ৮২ ॥ তথা
বিরিকির্নিজবাহনম্বে বেদৈঃ সমেতঃ সহ বভুভি-
রঙ্গৈঃ । তথাগমৈঃ সেতিহাসৈঃ পুরাণৈঃ স সংবৃত্তো
হেমগর্ভো বভুব ॥ ৮৩ ॥ বেদোহরিভ্যাঞ্চ তদা
সুরেন্দ্রেঃ সমাবৃত্তচর্চিভিঃ সম্পরীতঃ । বৃষাক্রটো
বৃষকেতুহর্যাপো যোগীশ্বরৈরপি সর্কেবরগম্যঃ ॥ ৮৪ ॥
শুদ্ধফটিকসঙ্কশঃ বৃষভঃ ধর্মাবৎসলম্ । সমেতো
মাতৃভিশ্চৈব গোভিশ্চ কৃতলক্ষণম্ ॥ ৮৫ ॥ এভিঃ
সমেতোহসুরদানবৈঃ সহ যযৌ মহেশো বিবৃধৈ-
রলঙ্কৃতঃ । হিমালয়ং গিরিবর্ষাং তদানীং পাণিগ্রহণার্থং
প্রমদোত্তমায়াঃ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীশ্কাণ্ডে শ্রীশিবস্ত বিবাহযাত্রাবর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । তথৈব সর্কং পরয়া মুদাব্রিত-
শ্চক্রে গিরীন্দ্রঃ স্বসুতার্থমেব । গর্গং পুরস্কৃত্য

লক্ষ্মী-লাঙ্ঘিত হরি তখন গরুড়োপরি অবস্থান
করিতে লাগিলেন ।—তাঁহার দেহ চামরে বীজ্য-
মান হইতে লাগিল । প্রভু হরি সমস্ত মুনীন্দ্র-
মণ্ডলে পরিবৃত্ত হইয়া চলিলেন । এইরূপে হেমগর্ভ
বিরিকি ও নিজ বাহন হংসে সমাসীন হইয়া বেদ-
সকল, বেদাঙ্গসমূহ এবং আগম, তাঁতহাস ও
প্রাণগণ সমাভিবাহারে প্রস্থান করিলেন । সমস্ত
সংগীশ্বরেরা নিরন্তর ধ্যান করিয়াও তাঁহাকে প্রাণ
সংগীত, বেদ, বৃষকেতু লংকালে বকু, হরি, স
ও পার্শ্বগণে পরিবৃত্ত হইয়া স্বরূপে
কাবতে লাগিলেন । তাঁহার ধর্মাবৎসল বৃষভ
শুদ্ধ ফটিকের ত্রায় দীপ্যমান । তিনি মাতৃগণে,
সুরভিগণে এবং অন্তান্ত সুর, অসুর ও দানবগণে
পরিবৃত্ত হইয়া বরবর্ণিনী পার্শ্বতীর পাণিগ্রহণার্থ
গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে যাত্রা করিলেন । ৩৭—৮৬ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ ।

লোমশ কহিলেন,—এদিকে মহাবুভব গিরীন্দ্র
হিমালয় পরম প্রস্তুত হইয়া, পুরোহিতবর্ণের সহিত

মহানুভাবো মঙ্গল্যভূমিঃ পরয়া বিভূত্যা ॥ ১ ॥
 আহুয় বিশ্বকর্মাণঃ কারয়ামাস সাদরম্ । মণ্ডপঞ্চ
 অবিস্তীর্ণং বেদিকাভির্নোরমম্ ॥ ২ ॥ অযুতেনৈব
 বিস্তারং যোজনানাং দ্বিজোত্তমাঃ । মণ্ডপঞ্চ
 গুণোপেতং নামাশ্চর্য্যাসমব্রিতম্ ॥ ৩ ॥ স্থাবরং
 জঙ্গমং চৈব সদৃশঞ্চ মনোহরম্ । জঙ্গমঞ্চ
 জিতং তত্র স্থাবরেণ তথৈব চ ॥ ৪ ॥ জঙ্গমেন
 চ তত্রৈব জিতং স্থাবরমেব চ । পয়সা চ
 জিতা তত্র স্থলভূমিরভূতগা ॥ ৫ ॥ জলং কিং ন
 স্থলং তত্র ন বিহস্তব্রতো জনাঃ । কচিং সিংহাঃ
 কচিদ্ধংসাঃ সারসাস্ত মহাপ্রভাঃ ॥ ৬ ॥ কচিচ্ছিখণ্ডিন-
 স্তত্র কৃত্রিমাঃ স্তমনোহরাঃ । তথা নাগাঃ কৃত্রিমাশ্চ
 হযাশ্চৈব তথা যুগাঃ ॥ ৭ ॥ কে সত্যাঃ কে অসত্যাশ্চ
 সংস্কৃতা বিশ্বকর্মাণা । তথৈব চৈব বিবিদা দ্বাবপা
 অদ্ভুতাঃ কৃতাঃ ॥ ৮ ॥ পুষ্পো ধনুর্বি চোৎকৃষা
 স্থাবরা জঙ্গমোপমাঃ । তথাশ্চ সাদিভিশ্চৈব গজাশ্চ
 গজসাদিভিঃ ॥ ৯ ॥ চামরৈর্নৌজামানাশ্চ কেচিৎ পুষ্পা-

পরামর্শপূর্বক বিশ্বকর্মাণকে আহ্বান করিয়া পরম
 বিভূতি দ্বারা স্বীয় ছহিতার নিমিত্ত মঙ্গল্য ভূমি
 প্রস্তুত করাইলেন । 'হে দ্বিজোত্তমগণ! এই মণ্ডপ
 অযুতযোজন বিস্তীর্ণ ও মনোরম বেদিকায় অর্চিত
 হইল । উহা নানা গুণের আকর হইয়া দর্শকদিগের
 মন বিবিধ বিস্ময়রসে আপ্ত করিতে লাগিল ।
 এই মণ্ডপ স্থাবর এবং জঙ্গম এই উভয়বিধ হইয়া
 বড়ই মনোরম হইল । তথাই স্থাবর এবং জঙ্গম
 ইহারা পরস্পর পরস্পরকে জয় করিয়া বিরাজিত
 হইল । তথাই জল স্থলভূমিকে জয় করিল ।
 জনগণ স্থল কি জল, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি
 করিতে পারিল না । এই বিশাল মণ্ডপের কোথাও
 সিংহ, কোথাও হংস, কোথাও সারস, কোথাও
 ময়ূর, কোথাও লতা, কোথাও অশ্ব, এবং কোথাও
 বা মনোহর যুগগণ অবস্থান করিতে লাগিল ।
 বলা বাহুল্য, এই সমস্ত পশু-পক্ষীই কৃত্রিম ।
 উহারা কৃত্রিম হইলেও বিশ্বকর্মা উহাদের সংস্কর্তা বলিয়া
 কে সত্য, কে অসত্য, কিছুই বুঝা গেল না ।
 এইরূপে অসংখ্য অদ্ভুত দ্বারপালও সে মণ্ডপে
 নির্মিত হইল । এই সকল দ্বাররক্ষী পুরুষ ধনু-
 র্ধারপূর্বক অর্বাচিত । তাহারা স্থাবর হইলেও
 জঙ্গমের স্থায় প্রতিভাত হইল । অশ্বগণ অশ্বারোহী
 ও গজগণ গজারোহীদিগের সহিত বিরাজ করিতে
 লাগিল । কতকগুলি কৃত্রিম পুষ্প নির্মিত হইল ।

ছুরাধিতাঃ । কেচিচ্চ পুরুষাস্তত্র বিরেজুঃ অধিগ-
 ন্তথা ॥ ১০ ॥ কৃত্রিমাশ্চ তথা বহুয়াঃ পতাকাঃ কল্পিতা-
 স্তথা । দ্বারি স্থিতা মহালক্ষ্মীঃ ক্ষীরোদধিসমুদ্ভবা ॥
 ১১ ॥ গজাঃ স্থলকৃতা হাসন্ কৃত্রিমা হকৃতোপমাঃ ।
 তথাশ্চ সাদিভিশ্চৈব গজাশ্চ গজসাদিভিঃ ॥ ১২ ॥
 রথা রথিযুতা হাসন্ কৃত্রিমা হকৃতোপমাঃ । সর্বেষাঃ
 মোহনার্থায় তথা চ সংসদঃ কৃতাঃ ॥ ১৩ ॥ মহাদ্বারি
 স্থিতো নন্দী কৃতস্তেন হি মণ্ডপে । শুদ্ধফটিক-
 সঙ্কাশো যথা নন্দী তথৈব সং ॥ ১৪ ॥ তন্ত্রোপরি
 মহাদিব্যাঃ পুষ্পকং রত্নভূষিতম্ । রাজিতং পল্লব-
 ক্ষত্রেণ্যামবৈশ্চ সুশোভিতম্ ॥ ১৫ ॥ বামপার্শ্বে
 গজো দ্বৌ চ শুদ্ধকাশ্মীরসব্রিতৌ । চতুর্দন্তৌ ষষ্টি-
 বধৌ মহান্নানৌ মহাপ্রভৌ ॥ ১৬ ॥ তথৈব দক্ষিণে
 পার্শ্বে দ্বাবপৌ দংশিতৌ ব্রতৌ । রত্নালঙ্কারসংযুক্তান
 লোকপালাঃ স্তথৈব চ ॥ ১৭ ॥ ষোড়শ প্রকৃতিস্তেন
 বাথাতথোন ধীমতা । সর্বৈ দেবা যথার্থেন কৃতা বৈ
 বিশ্বকর্মাণা ॥ ১৮ ॥ তথৈব ঋণয়ঃ সর্বৈ ভূখাদ্যাশ্চ

তাহাদের মতো কেহ কেহ চামরে বীজ্যমান, কেহ
 কেহ পুষ্পমুকুলে সুশোভন এবং কেহ কেহ মালা-
 মণ্ডিত হইয়া বিরাজমান । সেখানে বহু কৃত্রিম
 পতাকা কল্পিত হইল । ক্ষীরাক্ষি-সমুদ্ভূতা মহালক্ষ্মী
 দ্বারে বিরাজ করিতে লাগিলেন । অলঙ্কৃত গজগণ
 কৃত্রিম হইলেও অকৃত্রিমের স্থায় দেখা যাইতে
 লাগিল । স্ব স্ব আরোহী সহ অশ্ব ও গজগণ এবং
 রথিযুত রথগণ কৃত্রিম হইয়াও তথায় অকৃত্রিমবৎ
 প্রতিভাত হইতে লাগিল । সকলের সম্মোহনের
 নিমিত্ত অনেক সভাসমিতিও সেই মণ্ডপে প্রস্তুত
 হইল । মণ্ডপের প্রশস্ত দ্বারে শুদ্ধ ফটিকসঙ্কাশ
 নন্দীর মূর্তি স্থাপিত হইল । এই কৃত্রিম নন্দী অকৃত্রিম
 নন্দীর স্থায়ই প্রতিভাত হইতে লাগিল । এক
 রত্ন-মণ্ডিত দিব্য পুষ্পক বিরাজিত হইল । উহা পল্লব,
 ছত্র ও চামর দ্বারা সুশোভিত হইতে লাগিল ।
 ১—১৫ । বামপার্শ্বে শুদ্ধ কাশ্মীরকান্তি দুই গজ
 বিরাজমান হইল । তাহারা চতুর্দন্ত, ষষ্টিবর্ষীয়, বিশাল-
 কায় ও মহাপ্রভ । এইরূপ দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি
 সুসজ্জিত অশ্ব নির্মিত হইল । ধীমান বিশ্বকর্মা
 সেখানে রত্নালঙ্কারযুক্ত লোকপাল, ষোড়শ প্রকৃতি
 ও সমস্ত দেবতাদিগকে যথাযথ নির্মাণ করিলেন ।
 এইরূপে ভূগুপ্রভৃতি তপোধন ঋষিগণ, বিশ্বদেবগণ
 এবং পার্শ্বদগণ-পরিবৃত হইয়া স্বয়ং তথায় নির্মিত
 হইলেন । ধীমান বিশ্বকর্মা সমস্ত স্বর্গীয় মহাদ্বার

উপোধনাঃ । বিশেষ চ পার্শ্বদৈঃ সাকমিল্লো হি পর-
মার্থতঃ ॥ ১৯ ॥ কৃতাঃ সর্বে মহাআনো যাতাতথ্যেন
ধীমতা । এবমুতঃ কৃতস্তেন মণ্ডপো দিব্যরূপবান্ ॥
২০ ॥ অনেকার্চ্যাসমুতো দিব্যো দিব্যবিমোহনঃ ।
এতন্নিম্নস্তরে তত্র আগতো নারদোহগ্রতঃ ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মণা নোদিতস্তত্র হিমালয়গৃহং প্রতি । নারদোহথ
দদর্শাগ্রে আআনং বিনয়াযিতম্ ॥ ২২ ॥ ভ্রান্তো হি
নারদস্তেন কৃত্রিমেণ মহাযশাঃ । অবলোকপরস্তত্র
চরিতং বিশ্বকর্মানঃ ॥ ২৩ ॥ প্রবিষ্টো মণ্ডপং তস্ত
হিমাঙ্গে রত্নচিত্রিতম্ । সুবর্ণকলশৈজুষ্টিং রত্নাদৌ-
রূপশোভিতম্ ॥ ২৪ ॥ সহস্রস্তম্ভসংযুক্তং ততোহদ্রিঃ
স্বর্গৈবর্ততঃ । তমুখিঃ পূজয়ামাস কিং কার্য্যমিতি
পৃষ্টবান্ ॥ ২৫ ॥ নারদ উবাচ । আগতাস্তে মহা-
আনো দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ । তথা মহর্ষয়ঃ সর্বে
গণৈশ্চ পরিবারিতাঃ । মহাদেবো ধ্বারকটো হাগতো-
দ্বহনঃ প্রতি ॥ ২৬ ॥ ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হিমবান
গিরিসত্তমঃ । উবাচ নারদঃ বাক্যং প্রশস্তমধুরং
মহৎ ॥ ২৭ ॥ পূজয়িত্বা যথাত্ম্যং গচ্ছ ত্বং
শঙ্করং প্রতি ॥ ২৮ ॥ ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মুনি-

মুর্তিই যথায়থ প্রস্তুত করিলেন । তখন তৎকর্তৃক
এইরূপ দিব্য মণ্ডপ নিম্নিত হইয়া বহু আশ্চর্য্য
রূপে দিব্য লোকদিগকে বিমোহিত করিতে লাগিল ।
ইত্যবসরে ব্রহ্মার প্রেরণায় নারদ হিমালয়গৃহে
আগমন করিলেন । তিনি আসিয়া প্রবেশ করিবা
মাত্র সম্মুখে স্বীয় বিনীত মুক্তি দেখিলেন । মহাযশা
নারদ সেই কৃত্রিমরচনায় ভ্রান্ত হইলেন । তিনি
বিশ্বকর্মান কৃতিক্র তদ্বিধিতে দেখিতে হিমাদির রত্ন-
রঞ্জিত মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; দেখিলেন
সেই মণ্ডপ সুবর্ণকলসে সুশোভিত, রত্নপ্রভৃতি
সুনারীনিচয়ে সমলঙ্কৃত, এবং সহস্র স্তম্ভে অধিত,
অনন্তর অদ্রিরাজ হিমালয় স্বীয় সহচরগণে পরিবৃত
হইয়া সেই ঋষিবরের পূজা করিলেন এবং তাঁহার
উদ্দেশ্য কি, কি জ্ঞাত তিনি আনিবাছেন, তাহা
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । নারদ কহিলেন, ওহে
গিরিরাজ ! ইন্দ্রপ্রমুখ মহাআ দেবগণ এবং প্রমথ-
বৃন্দ সহ সমস্ত মহর্ষিগণ আগমন করিতেছেন । মহা-
দেব ধ্বারকট হইয়া বিবাহ করিতে আসিতেছেন ।
অনন্তর গিরিবর হিমালয় সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া
নারদকে উদার মধুর বচন বলিলেন এবং যথায়োগ্য
পূজা করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, আপনি আবার
শঙ্করসমীপে গমন করুন । তাঁহার বাক্য শ্রবণ-

হিমবতো গিরে তদৈব মহা বচনং শৈল-
রাজানমববীৎ । মৈনাকেন চ সহেন মেকুণা
গিরিণা সহ ॥ ॥ এতিঃ সমেতো হুধুনা
মহামতে যতশ্চ শীঘ্রং শিবমত্র চানয় । দেবৈঃ সমে-
তঞ্চ মহর্ষিবর্ধৈঃ সুরাসুরৈরর্চিতপাদপঙ্কজম্ ॥ ৩০ ॥
তথৈতি মহা স জগাম তূর্ণং সহৈব তৈঃ পর্বতরাজ-
ভিষ্চ । স্বরাগতশৈচকপদেন শঙ্কুং প্রাপ্নোদৃষীণাং
প্রবরো মহাত্মা ॥ ৩১ ॥ তাবদৃষ্টো মহাদেবো দেবৈশ্চ
পরিবারিতঃ । তদা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চৈব সুরৈঃ
সহ ॥ ৩২ ॥ প্রপচ্ছূর্নারদঃ সর্বে যেহন্তে রুদ্রচরা
ভূশম্ । কথাতাং পৃচ্ছমানানামস্মাকং কথ্যতে ন
হি ॥ ৩৩ ॥ একৈকস্মান্নজাঃ স্বাঃ স্বাঃ সহমৈনাক-
মেরবঃ । কল্যাণং দায়াস্ত বা শম্ভোঃ কিং হি দানীঃ
প্রবর্ততে ॥ ৩৪ ॥ ততোহবোচন্নাতজা নারদর্চ্য-
সত্তমঃ । ব্রহ্মাণং পুরতঃ কুত্বা বিষ্ণুং প্রতি সহৈতু-
কম্ ॥ ৩৫ ॥ একান্তমাশ্রিত্য তদা সুরেন্দ্রঃ স নারদো
বাক্যমিদং বভাদে । স্বষ্ট্বা কৃতং যৈ ভবনং মহত্তরং
যেনৈব সর্বে চ বিমোহিতা বসাম্ ॥ ৩৬ ॥ পুরা কৃতং

পূর্বক নারদ মুনি তাহাই হইবে স্থির করিয়া শৈল
রাজকে বলিলেন,—ওহে মহামতে ! তুমি মৈনাক, সহ
ও সুরেন্দ্র প্রভৃতির সহিত অধুনা সমস্তে শিবকে
এখানে আনয়ন কর । সুর ও অসুরগণ ঋষার
পাদপঙ্কজের অচ্চনা করেন, সেই শিবকে দেব ও
মহর্ষিগণ সমাভিব্যাহারে শীঘ্র লইয়া আইস । হিমালয়
নারদের বাক্যে ‘তথাস্থ’ বলিয়া অন্তান্ত পর্বত
রাজের সহিত যাত্রা করিলেন । এদিকে ঋষিবর
মহাআ নারদও সহচর-গমনে শঙ্করসমীপে উপনীত
হইলেন । তিনি যখন দেবগণ সহ শঙ্কর সাক্ষাৎকার
লাভ করিলেন, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র অন্তান্ত
সুরগণের সহিত একযোগে নারদের নিকট জিজ্ঞাসা
করিলেন ; রুদ্রের অন্তান্ত অমুচরগণও বারম্বার
জিজ্ঞাসিল যে, হে ঋষে ! আমরা প্রশ্ন করিতেছি,
আপনি আমাদের নিব-ট বলুন । কেন বলিতেছেন
না ? আমরা জানিতে চাই, সহ মৈনাক ও মেকু
প্রভৃতি গিরিগণ কি প্রত্যেকেই স্ব স্ব কল্যাণ শঙ্কর
করে সম্প্রদান করিবেন ? এ সম্বন্ধে এক্ষণে কি হই-
তেছে, বলুন ॥ ১৬— ৩৪ ॥ অনন্তর মহাতেজা ঋষিবর
নারদ—ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সম্মুখে হেতুগর্ভ বাক্য বলি-
লেন । দেবেন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন । নারদ
তাঁহাকেও একান্তে লইয়া গিয়া এই বাক্য বলিলেন
যে, বিশ্বকর্মা হিমালয়ের নিমিত্ত এক মহাত্তবণ নির্মাণ

তন্তু মহাঅনন্তয়া কিং বিস্মৃতং তৎসকলং শচীপতে ।
তস্মাদসৌ স্বাং বিজিগীষুকামো গৃহে বসন্তস্ত
গিরের্শহাস্তনঃ ॥ ৩৭ ॥ অহো বিমোহিতস্তেন প্রতি-
রূপেণ ভাস্বতা । তথা বিষ্ণুঃ কৃতস্তেন শঙ্খচক্র-
গদাদিত্বং ॥ ৩৮ ॥ ব্রহ্মা চৈব তথাভূতস্তং চৈব কৃত-
বানসৌ ॥ ৩৯ ॥ মায়াময়ো বৃষভস্তেন বৈশাং কৃতো
হি নাগোহস্তরস্তথৈব । তথা চাত্তান্যপ্যনেনামরেন্দ্র
সর্বাণ্যেবোল্লিখিতান্ত্র বিদ্ধি ॥ ৪০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং
তন্তু দেবেন্দ্রো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪১ ॥ বিষ্ণুঃ প্রতি
তদা শীঘ্রং দৃষ্টায়ামি বসাত্ত ভোঃ । পুত্রশোকেন
তপ্তোহসৌ ব্যাজেনাস্তেন বাকরোৎ ॥ ৪২ ॥ তন্তু
তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবদেবো জনাদ্বনঃ । উবাচ প্রহসন্
বাক্যং শক্রমাপ্তভয়ং তদা ॥ ৪৩ ॥ নিবাতকবচৈঃ
পূৰ্বং মোহিতোহসি শচীপতে । বিদ্যামৃতং তত
ময়া সমানীতোপসন্তয়ে ॥ ৪৪ ॥ মহাবিদ্যাবলেনৈব
প্রবিশ মণ্ডপেহধুনা । পৰ্বতো হিমবানেব তথাস্তে

পৰ্বতোত্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥ বিপক্ষা হি কৃতাঃ সৰ্ব্বৈ মম
বাক্যাক্ত বাসব । হেতুঃ স্মৃত্বাথ বৈ ত্বষ্টা মায়া
হকরোদিদম্ ॥ ৪৬ ॥ জয়মিচ্ছসি বৈ মূঢ়া ন চ
ভেতব্যমথপি ॥ ৪৭ ॥ এবং বিবদমানাস্তান্ দেবা-
ঙ্কপূরোগমান্ । সান্ত্বয়ামাস বৈ বিষ্ণুর্নারদং তে
ততোহব্রবন ॥ ৪৮ ॥ দদাতি বা ন দদাতি কন্তাং
গিরীন্দ্রঃ স্বাং বৈ কথ্যতাং শীঘ্রমেব । কিং তেন
দৃষ্টং কিং কৃতং চাদ্য শংস তৎসকলং ভো নারদ তে
নমোহস্ত ॥ ৪৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা প্রহসন্তুর্কবাচ বচনং তদা ।
কন্তাং দাস্ত্যতি চেন্নহং পৰ্বতো হি হিমালয়ঃ । মায়া
মম কিং কার্য্যং বদ বিক্ষেপ যথাতথম্ ॥ ৫০ ॥
কেনাপূপায়েন কলং হি সাধ্যামিত্যচ্যতে পণ্ডিতৈ-
র্ন্যায়বিদ্ধিঃ । তস্মাৎ সৰ্ব্বৈর্গম্যতাং শীঘ্রমেব কার্য্যার্থি-
ভিশ্চেল্পপূরোগমৈশ্চ ॥ ৫১ ॥ তদা শিবোহপি বিষ্ণুস্বা
পঞ্চবাণেন মোহিতঃ । মহাভূতেন ভূতেশস্তেযা-
ক্ধেব কা কথ্য ॥ ৫২ ॥ এবং বিদ্যমানোহসৌ শম্ভুঃ
পরমশোভনঃ । কৃতো হনস্ফেন বশে যথাস্তঃ প্রাকৃতো

করিয়াছেন, তাহা দর্শনে আমরা মোহিত হইয়াছি ।
হে শচীপতে । পূর্বে তুমি সেই মহায়া ত্বষ্টার ভক্ত
যে কিছু করিয়াছ, তৎসমস্তই কি তিনি ভুলিয়া
গেলেন ? নিশ্চয়ই ভুলিয়াছেন, সেইজন্যই তিনি
তোমাকে জয় করিতে সমুৎসুক হইয়া গিরিপথে
বাস করিতেছেন । আহা ! সেই বিশ্বকর্মা সেখানে
যে সকল ভাস্বর প্রতিকৃতি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা
দেখিয়া আমি একেবারেই মোহিত হইয়াছি । নিন
তথায় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু, সর্বদেব ব্রহ্মা,
মায়াময় বৃষ ও অস্তর নাগকে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন ।
হে অমরেন্দ্র ! জানিবে—এ সকল বাস্তব
অস্ত্রাস্ত্র আরও অনেক প্রতিকৃতি তথায় তৎকর্তৃক
বিরচিত হইয়াছে । দেবেন্দ্র সেই কথা শুনিয়া
বিষ্ণুর প্রতি বলিলেন,—হে প্রভো । আপনি
এইখানে অবস্থান করুন । আমি শীঘ্র গিয়া দেখিব
আইসি, সেই বিশ্বকর্মা পুত্রশোকে পারিতপ্ত হইয়া
অথবা অস্ত্র ছল আশ্রয় করিয়া এইরূপ কার্য্য
করিয়াছেন কি না । দেবদেব জনাধিন তাঁহার সেই
স্বাক্ষর শ্রবণ করিয়া হৃদয়পূর্বক ভীতিগ্রস্ত হইয়া
কতঞ্চ কহিলেন,—হে শচীপতে ! পূর্বে তুমি নিবাত-
কবচগণের মায়া মোহিত হইয়াছিলে । আমি
তখন অমরবিদ্যা আনিয়ন করিয়াছিলাম । তুমি
আধুনা সেই মহাবিদ্যারলে গিরিমণ্ডপে প্রবেশ কর ।
এই হিমরান পৰ্ব্বত এবং অস্ত্রাস্ত্র প্রধান প্রধান

পৰ্বতগণকে আমার কথানুসারে পূর্বে তুমি পঞ্চ-
ধীন করিয়াছিলে ; হে বাসব ! সেই হেতু স্বরণ
নবিরাই বিশ্বকর্মা মায়াবলে উহা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন ।
যাহা হউক, মূঢ় লোকেবাই জয় ইচ্ছা করিয়া থাকে ;
ইহাতে তুমি অণুমাত্র ভীত হইও না । এইরূপে
ইন্দ্রাদি দেবগণ তখন পরস্পর জল্পনা-কল্পনা করিতে
লাগিলেন, বিষ্ণু তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিলেন ।
অনন্তর তিনি নারদকে জিজ্ঞাসিলেন,—গিরীন্দ্র
তাঁহার কন্তা দান করিবেন কি না, তাহা আপনি
শীঘ্র বলুন । তিনি কি দেখিয়াছেন, কি করিয়াছেন,
সে সকল আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন । হে
নারদ ! আপনাকে আমাদের নমস্কার । ৩৫—৪৯ শব্দ
সেই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হে
বিক্ষেপ । মায়ায় আর প্রয়োজ্য কি ? হিমালয়
আমাকে তাঁহার কন্তা দান করিবেন কি না তাহা
তুমি সত্য করিয়াই বল না ! স্তায়দর্শী পণ্ডিতেরা
বলিয়া থাকেন, যে কোন উপায়ে কার্য্য সাধন করা
কর্তব্য । অতএব ইন্দ্রপ্রমুখ আপনারা সকলেই
কার্য্যসাধনার্থ শীঘ্র তথায় গমন করুন । ভূতাদিপতি
শিব বিষ্ণুস্বা হইয়া এইরূপে যখন পঞ্চবাণে
বিমোহিত হইয়াছিলেন তাহাতে আর অস্ত্রের কথা
কি আছে ? যাহা হউক, পরম-শোভন শম্ভু তখন
এইরূপে কিঞ্চিৎ বিরত হইলেন । প্রাকৃত জনৈক

জীনঃ ॥ ৫৩ ॥ মদনো হি বলী লোকে যেন সর্বমিদং
জগৎ । জিতমন্তি নিজপ্রোচ্য সদেববিসমধিতম্ ॥
৫৪ ॥ সর্বেষামেব ভূতানাং দেবানাঞ্চ বিশেষতঃ ।
রাজা অনঙ্গো বলবান্ যশ্চ চাক্ষা বলীয়সী ॥ ৫৫ ॥
পার্বতীস্বরূপেণ অজেয়ো ভুবনত্রয়ে । তাং দৃষ্ট্বা
হি স্থিয়ং সর্বৈ ঋষয়োহপি বিচক্ষণাঃ ॥ ৫৬ ॥ দেবা
মহুযা গন্ধর্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসঃ । আজ্ঞানু-
লভ্যিনঃ সর্বৈ মদনশ্চ মহাশ্বনঃ ॥ ৫৭ ॥ তপোবলেন
মহতা তথা দানবলেন চ । বেত্তুং ন শকো মদনো
বিনয়েন বিনা দ্বিজাঃ ॥ ৫৮ ॥ তস্মাদনঙ্গশ্চ মহান্
ক্রোধো হি বলবন্তরঃ । ঈশ্বরং মদনেনৈব মোহিতং
বীক্ষ্য মাধবঃ ॥ ৫৯ ॥ উবাচ বাকাঃ বাক্যভ্রো মা চিন্তাং
কুরু বৈ প্রভো । যজ্ঞং নারদেনৈব মণ্ডপং প্রতি
সর্বশঃ ॥ ৬০ ॥ ব্রহ্ম কৃতঃ বিচিত্রঞ্চ তৎসর্ব মদনাং
প্রভোঃ । তদানীং শকরো বাক্যমুবাচ মধুসূদনম্ ॥
৬১ ॥ অবিদ্যায়া বৃতং তেন কৃতং ব্রহ্ম হি মণ্ডপম্ ।
কিন্তু বক্ষ্যামহে বিবেকো মণ্ডপঃ কেবলেন হি ॥ ৬২ ॥
বিবাহো হি মহাভাগ অবিদ্যামূল এব চ । তস্মাৎ

শ্রায় অনঙ্গ তাঁহাকে বশ করিয়া ফেলিল । এ জগতে
মদন অতি বলবান্ ; এই দেবঋষিগণ-সমধিত সমস্ত
জগৎ সেই মদনই জয় করিয়াছেন । সকল দেব,
বিশেষতঃ সকল প্রাণী,—সকলেরই রাজা সেই
অনঙ্গ । এই অনঙ্গের আজ্ঞা অতি বলবতী । মদন
পার্বতীরূপিনী রমণীর রূপে ত্রিভুবনে অজেয়
হইয়াছে । পার্বতীকে দেখিয়া বিচক্ষণ ঋষিগণ ও
মহাশ্বা মদনের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া থাকেন । দেব,
মহুযা, গন্ধর্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস ইহারাও
তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন । হে দ্বিজগণ !
একমাত্র বিনয় ব্যতীত বিপুল তপোবল বা দানবল
দ্বারা মদনকে বিদিত হইবার উপায় নাই । সুতরাং
অনঙ্গের রোষ যে অতি প্রবল, তৎপক্ষে কোনই
সন্দেহ নাই । মাধব দেখিলেন,—ঈশ্বর মদনাবেশে
মোহিত হইয়াছেন । তদর্শনে তিনি বলিলেন,—
হে প্রভো ! আপনি চিন্তা করিবেন না ; নারদ মণ্ডপ-
সদৃশে বিশ্বকর্ম্মার যে কিছু বিচিত্র কার্যাবলীর
বিষয় বলিয়াছেন, তৎসমস্তই বলবান্ মদন হইতেই
ঘটিয়াছে । তখন শকর মধুসূদনকে কহিলেন,—
বিশ্বকর্ম্মা এক অবিদ্যাবৃত মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছেন ।
কিন্তু হে বিবেক ! কেবল সেই মণ্ডপই যে অবিদ্যা-
ময়, তাহা আমি বলিতেছি না । হে মহাভাগ !
এই যে বিবাহব্যাপার, ইহাও অবিদ্যামূলক । অত-

সর্বৈ বয়ং যাম উদ্বাহার্থঞ্চ সম্প্রতি ॥ ৬৩ ॥ নারদঞ্চ
পুরস্কৃত্য সর্বৈ দেবাঃ সবাসবাঃ । হিমাদ্রিসহিতা
জগ্মুর্মন্দিরং পরমাদ্বুতম্ । অনেকাশ্চর্য্যসংযুক্তং
বিচিত্রং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৬৪ ॥ কৃতঞ্চ তেনাদ্য পবিত্রমুত্তমং
তং যজ্ঞবাটং বহুভিঃ পুরস্কৃতম্ । বিচিত্রচিত্রং মনসো
হরঞ্চ তং যজ্ঞবাটং স চকার বুদ্ধিমান্ ॥ ৬৫ ॥
প্রবেক্ষ্যমাণান্তে সর্বৈ সুরেন্দ্রা ঋষিভিঃ সহ । দৃষ্ট্বা
হিমাদ্রিণা তত্র অভূতানগতোহভবৎ ॥ ৬৬ ॥ তথৈব
তেষাং চ মনোহরাণি হর্ম্মাণি তেন প্রতিকল্পিতানি
গন্ধর্ব্বযক্ষাঃ প্রমথাস্চ সিদ্ধা দেবাস্চ নাগাপ্সরসাং
গণাশ্চ । বসন্তি যত্রৈব সুখেণ তেভ্যঃ স তত্রতত্রো-
পবনং চকার ॥ ৬৭ ॥ তেসামর্থে মহার্হাণি ধারাজিরগৃহাণি
চ । অতাদ্বুতানি শোভন্তে কৃতান্তেব মহাশ্বনা ॥
৬৮ ॥ নিবাসার্থে কল্পিতানি সাবকাশানি তত্র বৈ ।
দেবানাঞ্চৈব সর্বেষামৃষীণাং ভাবিতাশ্বনাম্ ॥ ৬৯ ॥
এবং বিস্তারয়ামাস বিশ্বকর্ম্মা বহুতাপি । মন্দিরাণি

এব চল, আমরা সকলেই সম্প্রতি বিবাহার্থ গমন
করিব । শকর এই কথা কহিলে, নারদকে অগ্র-
বর্ত্তী করিয়া—ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ হিমাদ্রির সহিত তদীয়
পরমাশ্চর্য্যময় মন্দিরে গমন করিলেন । বিশ্বকর্ম্মা
সেই বিচিত্র মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন । ঐ মন্দির
পবিত্র, উত্তম, বহুজন-পুরস্কৃত, বিচিত্র-চিত্র, মনোহর
যজ্ঞবাটরূপে নির্মিত । বুদ্ধিমান্ বিশ্বকর্ম্মা এইরূপেই
উহার নির্মাণ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন । ৫০—৬৫ ।
ঋষিগণ সহ সুরেন্দ্রগণ যখন সেই যজ্ঞ বাটে প্রবেশ
করেন, তখন হিমাদ্রি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই
অভূতান করিলেন । হিমালয় অভ্যাগত ব্যক্তি-
বর্গের নিমিত্ত মনোহর হর্ম্মা সকল প্রস্তুত করাইয়া
রাখিয়াছিলেন । গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, প্রমথ, সিদ্ধ, দেব,
নাগ ও অপরোগণ সেই সেই গৃহে গিয়া সুখ-
সচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন । হিমালয় তাঁহা-
দিগের প্রত্যেক বাসভবনের নিকটে নিকটে এক
একটি উপবনও বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া
ছিলেন । মহাশ্বা বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তক সেই সকল
আগন্তুকদিগের নিমিত্ত মহামূল্য ধারাগৃহরাজি
নির্মিত হইয়াছিল । এক্ষণে তাহারা মহাশ্চর্য্যরূপে
শোভা পাইতে লাগিল । সমুদায় দেব ও ভাবিতাশ্বা
ঋষিগণের বাসের নিমিত্তও সেখানে অনেক সাব-
কাশ গৃহ কল্পিত হইয়াছিল । এইরূপে বিশ্বকর্ম্মা
সেখানে যথাযোগ্য বহু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন ।

যথাযোগাং যত্র তত্রৈব তিষ্ঠতাম্ ॥ ৭০ ॥ ভৈরবাঃ
ক্ষেত্রপালাশ্চ যেহন্তে চ ক্ষেত্রবাসিনঃ । শ্মশানবাসিন-
শ্চান্তে যেহন্তে ত্ত্রোগোধবাসিনঃ ॥ ৭১ ॥ অশ্বখসেবিন-
শ্চান্তে খেচরাশ্চ তথা পরে । যে যে যত্রোপবিষ্টাশ্চ
তত্রতত্রৈব তেন বৈ ॥ ৭২ ॥ কৃতানি চ মনোজ্ঞানি
ভবনানি মহাস্তি বৈ তেষামেবানুকূলানি ভূতানাং
বিশ্বকর্মাণা ॥ ৭৩ ॥ তত্রৈব তে সর্বগণৈঃ সমেতা
নিবাসিতাস্তেন হিমাद्रিণা স্বয়ম্ । সেন্দ্রাঃ সুরা যক্ষ-
পিশাচরক্ষসাঃ গন্ধৰ্ববিদ্যাশ্রবসাঃ সমুদ্রাঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পার্বতীপরিণয়নে হিমাद्रিণা দেবানাং
নিবাসস্থানকরণবর্ণনাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । তত্রোপবিবিষ্টাঃ সর্গৈ সৎ-
কৃতাস্চ হিমাद्रিণা । তে দেবাঃ সপরীবারাঃ সহস্রাশ্চ
সবাহনাঃ ॥ ১ ॥ তত্রৈব চ মহামাত্রা নিম্নিতা বিশ্ব-
কর্মাণা । দীপ্ত্যা পরময়া যুক্তাঃ নিবাসার্থঃ স্বয়ম্ভুবাঃ ॥ ২ ॥
তথৈব বিবেগস্তপরাঃ ভবন স্বয়মেব হি । ভাস্বরঃ

অভ্যাগতগণ সেই সেই মন্দিরে গিয়া বাস করিতে
লাগিলেন । যাহারা ভৈরব বা ক্ষেত্রপাল, এবং
যাহারা ক্ষেত্রবাসী, শ্মশানবাসী, ত্রোগোধবাসী,
অশ্বখসেবী বা আকাশচারী, এইরূপে যাহারা
যেখানে উপবেশনে অভ্যস্ত, বিশ্বকর্মা সেই সেই
ভূতবৃন্দেরও অনুকূল মনোহর মহাভবনরাজি নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছিলেন । হিমাद्रি নিজেই তখন অভ্যাগত
ইন্দ্রাদি সুরগণ এবং যক্ষ পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধৰ্ব,
বিদ্যাধর ও অশ্রুদিগকে প্রমথদ্বন্দ্ব সহ সেই সেই
বাসভবন অর্পণ করিলেন । ৬৬-৭৪ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—হিমালয় কর্তৃক সংকৃত হইয়া
সুরগণ সপরিবারে সবাহনে সেই সেই ভবনে
বাস করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মার বাসের নিমিত্ত
বিশ্বকর্মা তথায় এক পরম দীপ্তিসম্পন্ন বিশাল ভবন
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । বিশ্বর জন্তও সেইরূপ
অন্য এক ভবন বিশ্বকর্মা কর্তৃক নিৰ্ম্মিত হইয়া-
ছিল । এই ভবন আপনা হইতেই দীপ্তমান

সুবিচিত্রঃ চ কৃতঃ ত্রষ্টা মনোরমম্ । বণ্ডাগৃহঃ
মনোজ্ঞঃ চ তথৈব কৃতবান্ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥ তথৈব শ্বেতঃ
পরম মনোজ্ঞঃ মহাপ্রভঃ দেববরৈঃ সুপূজিতম্ ।
কৈলাসলক্ষ্মীপ্রভয়া মহত্যা সুশোভিতঃ তদ্বনঃ
চকার ॥ ৪ ॥ তত্রৈব শম্ভুঃ পরয়া বিভূত্যা স স্থাপিত-
স্তেন হিমাद्रিণা বৈ ॥ ৫ ॥ এতন্নিম্নস্তরে মেনা সমা-
য়াতা সখীগণৈঃ । নীরাজনার্থ শম্ভুঃ চ ঋষিভিঃ
পরিবারিতা ॥ ৬ ॥ তদা বাদিত্রিনির্ঘোষৈর্নাদিতঃ
ভুবনত্রয়ম্ । নীরাজনঃ কৃতঃ তস্মা মেনয়া চ তপ-
স্বিনঃ ॥ ৭ ॥ অবলোক্য পরা সাক্ষী মেনাজানাক্ষরঃ
তদা । গিরিজোক্তমুস্মৃতা মেনা বিস্ময়মাগতা ॥ ৮ ॥
যদৈ পুরোক্তঞ্চ তয়া পার্বত্যা মম সন্নিধৌ । ততো-
হধিকঃ প্রপশ্যামি সৌন্দর্য্যং পরমেষ্ঠিনঃ । মহেশস্ত
ময়া দৃষ্টমনির্বাচ্যঞ্চ সম্প্রতি ॥ ৯ ॥ এবং বিস্ময়-
মাপন্য বিপ্রপত্নীভিরাবৃতা । অহতাদরযুগ্মেন
শোভিতা বরবর্গিনী ॥ ১০ ॥ কঙ্কী পরমা
দিবা নানারত্নৈশ্চ শোভিতা । অঙ্গীকৃতা তদা

সুচিত্রিত ও মনোরম । বিশ্বকর্মা স্বহস্তে যেখানে
বড়ভবনের বসিবার যোগ্য আরও একটি সভাগৃহ
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । সে গৃহ আরও মনোরম ।
এইরূপে অন্য আরও একটি শ্বেতবর্ণ গৃহ বিশ্বকর্মা
কর্তৃক নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল । এই গৃহ পরম মনোহর,
মহাপ্রভ, প্রধান প্রধান দেবগণ কর্তৃক সুপূজিত
এবং মহতী কৈলাসেশলশোভায় সুশোভিত ।
হিমাद्रি সেই পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহেই শম্ভুকে স্থাপন
করিলেন । ইতাবসরে মেনকা শম্ভুকে নীরাজনা
করিবার নিমিত্ত সখীগণ ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে
সেইখানে আগমন করিলেন । তখন ত্রিভুবন
বাদিত্র-নির্ঘোষে মিনাদিত হইয়া উঠিল । মেনকা
সেই তপস্বী শম্ভুর নীরাজনা করিলেন । পরম
সাক্ষী মেনা সেকালে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
হরের আকৃতি জানিতে পারিলেন । তিনি গিরি-
জার উক্তি শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ।
মেনা ভাবিলেন,—গিরিজা আমার নিকট হরের
রূপ যে ভাবে বর্ণন করিয়াছিল, এ যে তদপেক্ষা
অধিক সৌন্দর্য্যই দেখিতেছি । আমি এক্ষণে পর
মেষ্ঠী মহেশের যাদৃশ রূপ দেখিলাম, ইহা অনির্বচ-
নীয় । এইরূপে বরবর্গিনী মেনা বিস্ময়াপন্ন হইলেন ।
ঐহার সমভিব্যাহারে অনেক বিপ্রপত্নী ছিলেন ।
তিনি অচ্ছিন্ন বস্ত্রযুগলে পরিবৃত হইয়া শোভা
পাইতে লাগিলেন । ১—১০ । ঐহার সঙ্গে নানা

দেব্যা ররাজ পরয়া শ্রিয়া ॥ ১১ ॥ বিভ্রতী
চ তদা হারং দিব্যরত্নবিভূষিতম্ ॥ বলয়ানি মহার্হাণি
শুদ্ধচামীকরাণি চ ॥ ১২ ॥ তত্রোপবিষ্টা সুভগা
ধায়ন্তী পরমেশ্বরীম্ । সখীভিঃ সেব্যমানা সা বিপ্র-
পত্নীভিরেব চ ॥ ১৩ ॥ এতন্মিন্নন্তরে তত্র গর্গো
বাক্যমভাবত । পানিগ্রহণার্থং শম্ভুক আনয়ধ্বঃ
স্বমন্দিরম্ । অরিতেনৈব বেলায়ামশ্রামেব বিচক্ষণাঃ ॥
১৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তন্ত গর্গস্ত চ মহান্বন ।
অভূতানপরাঃ সর্কে পর্বতাঃ সকলত্রকাঃ ॥ ১৫ ॥
মহাবিভূত্যা সংযুক্তাঃ সর্কে মঙ্গলপাণয়ঃ । সালঙ্কতা-
স্তদা তেষাং পত্রোহলঙ্কারমণ্ডিতাঃ ॥ ১৬ ॥ উপায়-
নাত্তনেকানি জগুহঃ শিখলোচনাঃ । তদা বাদিত্রঘোষেণ
ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা ॥ ১৭ ॥ আজগুঃ সকলত্রাস্তে যত্র
দেবো মহেশ্বরঃ । প্রমথৈরারতস্তত্র চণ্ডা চৈবাভি-
সেবিতাঃ ॥ ১৮ ॥ তথা মহর্ষিভিস্তত্র তথা দেবগণৈঃ
সহ । এভিঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান শঙ্করো লোকশঙ্করঃ ॥
১৯ ॥ অহা বাদিত্রনির্ঘোষঃ সর্কে শঙ্কর-
সেবকাঃ । উথিতা ঐকপদ্যোন দেবৈর্বাষিভিরা-

রত্ন-খচিত দিব্য কঙ্কুকাবরণ । মেনা দেবী সেই
কঙ্কুক পরিধান করিয়া পরম শোভায় দেদীপ্যমান ।
তিনি দিব্য রত্নরাজিত হার এবং বিশুদ্ধ চামীকর-
ময় মহামূল্য বলয় ধারণ করিতেছিলেন । সুভগা
মেনা বিপ্রপত্নীগণে পরিবৃত্তা ও সখীজন
কর্তৃক সেবিতা হইয়া মহেশ্বরকে ধ্যান করিতে
লাগিলেন । ইত্যবসরে গর্গ মুনি বলিলেন,—হে
বিচক্ষণগণ । পার্শ্বগ্রহণার্থ এই বেলায় শীঘ্র
শম্ভুকে স্বীয় মন্দিরে আনয়ন কর । মহাত্মা
গর্গের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলত্র
সমস্ত পর্বত অভূষিত হইল । পর্বতগণ সকলেই
মহৈশ্বর্যশালী, মঙ্গলপানি, ও অলঙ্কারধারী; তাহাদের
পত্নীগণও সকলেই সমলঙ্কৃত । তাহারা শিখ্র নয়নে
সকলেই উপায়ন সকল গ্রহণ করিল । তখন সমস্ত
বাদিত্রঘোষ ও ব্রহ্মঘোষ হইতে লাগিল । তাঁহারা
সকলেই মহেশ্বরাদিষ্ঠিত স্থানে সম্মীক সমাগত
হইলেন । এখানে মহেশ্বর প্রমথ বৃন্দে পরিবৃত্ত, চণ্ডী
কর্তৃক অভিসেবিত এবং মহর্ষি ও দেবর্ষিগণে
পরিবৃত্ত । লোকশঙ্কর শ্রীমান শঙ্কর এই সমুদায়ে
পরিবৃত্ত হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন । ঐ সময়
শঙ্কর-সেবকেরা বাদিত্র-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া দেব ও
ঋষিগণ সহ একযোগে অভূষিত হইলেন । তখন

বৃত্তাঃ ॥ ২০ ॥ তথোদ্যতো যোগিনীচক্রযুক্তো গণো
গণানাং পতিরেকবর্চনাম্ । শিবঃ পুরস্কৃত্য তদানু-
ভাবাস্তথৈব সর্কে গণনাযকাস্চ ॥ ২১ ॥ তদযোগিনী-
চক্রমতিপ্রসুতং টঙ্কারভেরীরবনিশ্বনেন । চণ্ডীং
পুরস্কৃত্য ভয়ানকাং তদা মহাবিভূত্যা সমলঙ্কৃতাং
তদা ॥ ২২ ॥ কণ্ঠে কর্কোটকং নাগং হারভূতং চকার
সা । পদকং রুশ্চিকানাঞ্চ দন্দশ্চাকাশ্চ বিভ্রতী ॥ ২৩ ॥
কর্ণাবতংসান সা দধে পানিপাদময়াংস্তথা ।
বণে হতানাং বীরাণাং শিরাশ্চুরসি চাপরান্ ॥ ২৪ ॥
দ্বীপিচর্মপরীধানা যোগিনীচক্রসংযুতা । ক্ষেত্রপালারূতা
তদ্বৈষ্ণবৈঃ পরিবারিতা ॥ ২৫ ॥ তথা প্রেতৈশ্চ ভূতৈশ্চ
কপটৈঃ পরিবারিতা । বীরভদ্রাদয়ৈশ্চৈব গণাঃ
পরমদারুণাঃ । যে দক্ষযজ্ঞনাশার্থে শিবেনাজ্ঞা-
পিতাস্তদা ॥ ২৬ ॥ তথা কালী ভৈরবী চ মায়া চৈব
ভয়াবহা । ত্রিপুরা চ জয়া চৈব তথা ক্ষেমকরী
শুভা ॥ ২৭ ॥ অস্ত্রাশ্চৈব তথা সর্কাঃ পুরস্কৃত্য সদা-
শিবম্ । গন্তুকামাশোভতরা ভূতৈঃ প্রেতৈঃ সমাবৃত্তাঃ ॥
২৮ ॥ এতাঃ সর্কা বিলোক্যাথ শিবভক্তো জনাঙ্গিনঃ ।
মহর্ষীশ্চ পুরস্কৃত্য হমরাশ্চ তথৈব চ । অননুয়াং
পুরস্কৃত্য তথৈব চ হরুদ্রতীম্ ॥ ২৯ ॥ বিষ্ণুকবাচ ।

শিবকে অগ্রবর্তী করিয়া সমস্ত যোগিনীচক্রে তুল্য-
হেজা গণপতিগণ এবং অস্ত্রাশ্র সহানুভব গণনাযক
গণও সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন । অতি প্রচণ্ড
যোগিনীচক্র টঙ্কার ও ভেরী ধ্বনি করিতে করিতে
মহাবিভূতি-ভূষণা ভীষণা চণ্ডীকে অগ্রগামিনী
করিয়া লইল । সেই চণ্ডী স্বক্কে কর্কোটক নাগকে
হাররূপে এবং রুশ্চিক ও দন্দশকদিগকে পদকরূপে
ধারণ করিলেন । বণাহত বীরগণের পানিপদ
তদীয় কর্ণাবতংস এবং মস্তক সকল তাঁহার বক্ষো-
লহিনী মালা হইল । তাঁহার পরিধানে দ্বীপিচর্ম
এবং সঙ্কে সঙ্কে যোগিনীচক্র ! তিনি ক্ষেত্রপাল,
ভৈরব, প্রেত ও কপট ভূতাবর্গে পরিবৃত্ত । এত-
দ্ভিন্ন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য শিব যাহাদিগকে
আদেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল পরম দারুণ
বীরভদ্রাদিগণ তাঁহার অনুগত । এইরূপে কালী,
ভৈরবী, মায়া, ভয়াবহা, ত্রিপুরা, জয়া, শুভা ও ক্ষেম-
করী প্রভৃতি অস্ত্রাশ্র উগ্রতর দেবীগণও ভূতপ্রেতে
পরিবৃত্ত হইয়া সদাশিবের অনুগামিনী হইলেন ।
১১—২৮ । শিবভক্ত জনাঙ্গিন—চণ্ডীকে দর্শনপূর্বক
মহর্ষিও পুরগণকে এবং হরুদ্রতীও অননুয়াকে পুর-

চণ্ডীং কুরু সমীপস্থাং লোকপালনতাং প্রভো ॥ ৩০ ॥
 তত্ত্বজ্ঞং বিষ্ণুনা বাক্যং নিশম্য জগদীশ্বরঃ । উবাচ
 প্রহসন্নেব চণ্ডীং প্রতি সদাশিবঃ ॥ ৩১ ॥ অত্রেব
 স্বীয়তাং চণ্ডি যাবত্বহনঃ ভাবৎ । মম ভাবান্
 বিজানাসি কার্য্যাকার্য্যো সুশোভনে ॥ ৩২ ॥ এবমাকণ্য
 বচনং শস্তোরমিততেজসঃ । উবাচ কুপিতা চণ্ডী
 বিষ্ণুমুদ্दिष्टা সাদরম্ ॥ ৩৩ ॥ তথ্যন্তে প্রমথ্যঃ সর্ষে
 বিষ্ণুমুচুঃ প্রকোপিতাঃ । যত্রযত্র শিবো ভাতি তত্রতত্র
 বয়ং প্রভো ॥ ৩৪ ॥ ত্বা নিবারিতাঃ কস্মাদয়মভূদয়ে
 পরে । তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা কেশবো বাক্যমববীৎ ॥
 চণ্ডীমুদ্दिष्टা প্রমথানন্ত্যশ্চৈব তথাবিধান । যুগং চৈব
 ময়া প্রোক্তা মা কোপং কৰ্ত্তুমহং ॥ ৩৫ ॥ এবমুক্তাস্তদা
 তেন চণ্ডীমুখ্য গণাস্তদা । একান্তমাত্রিতাঃ সর্ষে
 বিষ্ণুবাক্যাজ্জলদ্রুদঃ ॥ ৩৬ ॥ তাবৎ সর্ষে সমাযাতাঃ
 পৰ্বতেন্দ্রস্ত মজ্জিগঃ । সকলত্ৰাঃ সম্মেণ মহেশং প্রতি
 সত্বরম্ ॥ ৩৭ ॥ পঞ্চবাদ্যপ্রঘোষণে ব্রহ্মঘোষণে
 ভূয়সা । যোষিষ্টিঃ সংব্রতাস্তত্র গীতশব্দেন ভূয়সা ॥ ৩৮ ॥

স্কৃত করিয়া সদাশিবকে কহিলেন,—প্রভো ! আপনি
 লোকপাল-নমস্কৃত্য চণ্ডীকে আপনার সম্মুখে স্থাপন
 করুন । যগদীশ সদাশিব বিষ্ণুর সেই বাক্য
 শ্রবণ করিয়া হস্তপূর্বক চণ্ডীর প্রতি বলিলেন,—হে
 চণ্ডীকে ! যাবৎ উদ্বাহকিয়া নির্বাহ হয়, তাবৎ
 তুমি এইখানেই অবস্থান কর । হে সুশোভনে !
 তুমি আমার ভাবাভাব এবং কার্য্যাকার্য্য সকলই
 অবগত আছ । অমিততেজা শম্বুর সেই বাক্য
 শ্রবণ করিয়া চণ্ডী কুপিতভাবে বিষ্ণুর উদ্দেশে
 বাগ্নতার সহিত বলিলেন এবং অন্যান্য প্রমথগণও
 কুপিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিল,—হে প্রভো ! যেখানে
 যেখানে শিব, সেই সেইখানেই আমরা ;
 কিন্তু আপনি এই পরম অভ্যুদয়ব্যাপারে আমা-
 দিগকে নিবরিত করিতেছেন কেন ? তাহাদিগের
 সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কেশব চণ্ডী ও
 অন্যান্য প্রমথবৃন্দের উদ্দেশে বলিলেন—আমি
 তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে তোমরা
 কোপ করিও না । বিষ্ণুর এই কথায় চণ্ডী ও গণ-
 সম্প্রদায় সকলেই তৎকালে দম্ভহৃদয়ে একান্তে
 অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই সময় পৰ্ব্বতক-
 রাজের মজ্জিগণ সকলেই স্ব স্ব কলত্র সমভিব্যাহারে
 সমমুখে শিবের সাক্ষাৎকার লাভার্থ সত্বর আগমন
 করিলেন । তখন পঞ্চবিধ বায়ু বাদিত হইতে
 লাগিল । সমুচ্চ ব্রহ্মঘোষ ও গীতধ্বনি উথিত

এবং প্রাপ্তা যত্র শম্বুঃ সকলৈঃ পরিবারিতঃ । আগত্য
 কলশৈঃ সাকং স্নাপিতো হি সদাশিবঃ । স্বীভির্মঙ্গল
 গীতেন সর্ষাভরণভূষিতঃ ॥ ৪০ ॥ ঋষয়ো দেব-
 গন্ধৰ্বাস্তথাশ্চৈব পৰ্ব্বতোত্তমাঃ । শম্বুগ্রগাস্তদা জগ্মুঃ
 স্থিয়শ্চৈব সুপূজিতাঃ । বভৌ ছত্রেণ মহতা ধ্রিয়মাণেন
 মুৰ্দ্ধনি ॥ ৪১ ॥ চামরৈর্বীজ্যমানোহসৌ মুকুটেন
 বিরাজিতঃ । ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা চৈল্লো লোকপালান্তধৈব
 চ ॥ ৪২ ॥ অগ্রগা হৃদি শোভন্তঃ ত্রিা পরময়া
 যুতাঃ । তথা শম্বাশ্চ ভৈর্যাশ্চ পটহানকগোমুখাঃ ॥
 ৪৩ ॥ তথৈব গায়কাঃ সর্ষে জগ্মুঃ পরমমঙ্গলম্ ।
 পুনঃপুনরবাদান্ত বাদিত্রাণি মহোৎসবে ॥ ৪৪ ॥
 অরুন্ধতী মহাভাগা অনসূয়া তথৈব চ । সাবিদ্রী চ
 তথা লক্ষ্মীর্ষাভাভঃ পরিবারিতাঃ ॥ ৪৫ ॥ এভিঃ
 সমেতো জগদেকবন্ধুবভৌ তদানীং পরমেণ বর্চসা ।
 সচলসূর্য্যানলবায়ুনা বৃতঃ সলোকপালপ্রবরৈর্মহর্ষিভিঃ ॥
 ৪৬ ॥ স বীজ্যমানঃ পবনেন সাক্ষাচ্ছত্ৰং চ তস্মৈ
 শশিনা হৃদিষ্টিতম্ । সূর্য্যঃ পুরস্তাদভবৎ প্রকাশকঃ

হইল । যোষিদ্গণ সুসজ্জিত হইয়া সেই স্থানে
 আগমন করিলেন । সপারিষদ্ শিব যথায় অবস্থিত
 ছিলেন, অঙ্গনাগণ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হই-
 লেন । তাঁহারা আসিয়া কলশ-জলে সদাশিবকে
 স্নান করাইলেন ; সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে মঙ্গলগীতি গাইতে
 লাগিলেন । স্নানান্তে শিব সর্ষাভরণে ভূষিত হই-
 লেন । এদিকে ঋষি, দেব, গন্ধৰ্ব ও অন্যান্য পৰ্ব্বত-
 গণ শম্বুর অগ্রে আগমন করিলেন । রমণীগণ সুসৎ-
 কৃত হইয়া আসিলেন । তখন শিবের মস্তকে এক
 বিপুল ছত্র ধ্রিয়মাণ হইল । তিনি মুকুটে মণ্ডিত হই-
 লেন এবং চামরনিচয়ে বীজিত হইতে লাগিলেন ।
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র ও অন্যান্য লোকপালগণ তাঁহার
 সম্মুখে থাকিয়া পরম শোভায় সুশোভিত হইতে
 লাগিলেন । তখন শম্বু, ভৈরী, পটহ, আনকও গোমু-
 খাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল এবং গায়ক দল
 পরম মঙ্গলগান আরম্ভ করিল । সেই বিবাহমহোৎ-
 সবে পুনঃপুন বাদিত্র সকল বাদিত হইতে লাগিল ।
 ২৯—৪৪। মহাভাগা অরুন্ধতী, অনসূয়া ও সাবিদ্রী,
 ইহারা অন্যান্য মাতৃগণে পরিবৃত্ত হইয়া সেই উৎসবে
 যোগদান করিলেন । এ সমুদায়ে পরিবৃত্ত হইয়া সেই
 জগদেক বন্ধু শম্বু তৎকালে পরম প্রভায় প্রতিভাত
 হইলেন । সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, অন্যান্য লোক-
 পালগণ ও মহর্ষিগণ তাঁহার চারিদিকে অবস্থান
 করিতে লাগিলেন । সাক্ষাৎ পবন তাঁহাকে বীজন

শ্রিয়াধিতো বিষ্ণুরভূক্ত সন্নিধৌ ॥ ৪৭ ॥ পুণ্ড্রপর্ববুধ-
বকীর্ষ্যমাণা দেবাস্তদানীং মুনিভিঃ সমেতাঃ । যযৌ গৃহং
কাঞ্চনকুট্টিমং মহম্ভাবিভূত্যা পরিশোভিতং তদা ।
বিবেশ শঙ্কুঃ পরয়া সপর্ধ্যয়া সম্পূজ্যমানো নরদেব-
দানবৈঃ ॥ ৪৮ ॥ এবং সমাগতঃ শঙ্কুঃ প্রবিষ্টো
যজ্ঞমগুপম্ । সংস্কৃত্যমানো বিবুধৈঃ স্ততিভিঃ পরমে-
শ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥ গজাহুস্তারয়ামাস মহেশং পর্ষতোত্তমঃ ।
উপবিষ্ট ততঃ পীঠে কুহা নীরাজনং মহৎ ॥ ৫০ ॥
মেনয়া সখিভিঃ সাকং তথৈব চ পুরোধসা । মধু-
পর্কাদিকং সর্বং যৎকৃতং চৈব তত্র বৈ ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মণা
নোদিতঃ সদাঃ পুরোধাঃ কৃতবান্ প্রভুঃ । মঙ্গলং
শুভকল্যাণং প্রস্তাবসদৃশং বহু ॥ ৫২ ॥ অন্তর্বেদ্যং
সম্প্রবেশ্য যত্র সা পার্বতী স্থিতা । বেদিকোপরি
তদ্বক্ষী সর্ষাভরণভূষিতা ॥ ৫৩ ॥ তত্রানীতো হরঃ
সাক্ষাদ্বিষ্ণুনা ব্রহ্মণা সহ । লগ্নং নিরীক্ষমাণাস্তে
বাচস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ৫৪ ॥ গর্গো মুনিচোপবিষ্ট-

এবং শশী তাঁহার ছত্রে অবস্থিত হইয়া, তাহার শোভা
উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । এইরূপে সূর্য্য তাঁহার
সম্মুখে প্রকাশ পাইলেন এবং বিষ্ণু তাঁহার সন্নিধানে
শ্রীসম্বিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন । তখন
আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । দেবগণ
পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে মুনিগণসহ সম্মিলিত হই-
লেন । অনন্তর মহাবিভূতি-মণ্ডিত মহাদেব কাঞ্চন-
কুট্টিময় গৃহে গমন করিলেন । সুর, নর, দানব
সকলেই তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন । এইরূপে
পূজিত হইয়া শঙ্কু সেই যজ্ঞমগুপে প্রবেশ করি-
লেন । তখন বিবুধবৃন্দ সেই পরমেশ্বরকে বিবিধ
স্তবে স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর পর্ষত-
রাজ শঙ্কুকে গজ হইতে অবতারিত করিলেন এবং
যজ্ঞমগুপস্থ নির্দিষ্ট পীঠে উপবিষ্ট হইলেন । মেনকা
স্বীয় সখীগণ ও পুরোহিত সমভিবাহায়ে শঙ্কুর
সবিশেষ নীরাজনা করিলেন অনন্তর সেখানে মধু-
পর্কাদি যে কিছু দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা
তাঁহাকে প্রদত্ত হইল । ব্রহ্মার প্রেরণায় ভগবান
পুরোহিত তখন প্রস্তাবানুরূপ বহুবিধ মাজলিক কার্য্য
করিলেন । এদিকে অন্তর্বেদিকায় তমুগাত্রী পার্শ্ব-
তীকে আনয়ন করা হইল । তিনি সর্ষাভরণে বিভূ-
ষিত হইয়া বেদিকার উপর উপবেশন করিলেন ।
অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে মিলিয়া মূর্ত্তিমান
হরকে তথায় আনয়ন করিলেন । বাচস্পতি-
প্রমুখ পুরোহিতবর্গ বিবাহের লগ্নকাল নিরীক্ষণ

স্তত্রৈব ঘটিকালয়ে । যাবৎ পূর্ণা ঘটী জ্ঞাতা তাবৎ
প্রণবভাষণম্ ॥ ৫৫ ॥ ঙ্গ পুণ্যোতি প্রণিগদন্ গর্গো
বধ্বজলিং দধে । পার্শ্বতাক্ষতপূর্ণং চ শিবোপরি
ববর্ষ বৈ ॥ ৫৬ ॥ তয়া সম্পূজিতো রুদ্রো দধ্যাক্ষত-
কুশাদিভিঃ । মুদা পরময়া যুক্তা পার্বতী রুচিরাননা ॥
৫৭ ॥ বিলোকয়ন্তী শঙ্কুং তং যদর্থং পরমং তপঃ ।
কৃতং পুরা মহাদেব্য পরেযাং পরমং মহৎ ॥ ৫৮ ॥
তপসা তেন সম্প্রাপ্তো জগজ্জীবনজীবনঃ । নারদেন
ততঃ প্রোক্তো মহাদেবো বৃষধ্বজঃ ॥ ৫৯ ॥
তথা গঙ্গাদিভিঃ চাতৈর্মুনিভিঃ সনকাদিভিঃ । প্রতি-
পূজাং কুরু ক্ষিপ্রং পার্বত্যাং চ ত্রিলোচন । তদা
শিবেন সা তদ্বী পূজিতা যাক্ষতাদিভিঃ ॥ ৬০ ॥ এবং
পরস্পরং তৌ চ পার্বতীপরমেশ্বরৌ । অর্চ্যমানৌ
তদানীঞ্চ শুভতাতে জগন্ময়ৌ ॥ ৬১ ॥ ত্রৈলোক্য-
লক্ষ্ম্যা সঙ্গীতৌ নিরীক্ষন্তৌ পরস্পরম্ । তদা
নীরাজিতৌ লক্ষ্ম্যা সাবিত্র্যা চ বিশেষতঃ । অরুক্ষত্যা
তদা তৌ চ দম্পতী পরমেশ্বরৌ ॥ ৬২ ॥ অননুয়া

করিতে লাগিলেন । গর্গ মুনি ঘটিকাগৃহে উপবিষ্ট
ছিলেন । যেমন ঘটিকা পূর্ণ হইল অমনি তিনি
'ঙ' উচ্চারণ করিলেন, গর্গ 'ঙ পুণ্য' ইত্যাদি
মন্ত্র পাঠ করিয়া বধুকে অঞ্জলি প্রদান করাইলেন ।
পার্বতী অক্ষতপূর্ণ অঞ্জলি শিবের উপর বর্ষণ
করিলেন । দধি, অক্ষত ও কুশাদি দ্বারা রুদ্র
দেব পার্বতী কর্তৃক অর্চিত হইলেন । রুচিরাননা
পার্বতী পরম শ্রীতি সহকারে শঙ্কুর প্রতি দৃষ্টিপাত
করিতে লাগিলেন । পরাংপর মহাদেবী পূর্বে
ঐহার জন্ম পরম তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই
জগৎজীবনের জীবনম্বরূপ মহাদেবকে এত
দিনে সেই তপস্যার ফলে প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর
নারদ এবং গর্গ ও সনকাদি অন্যান্য মুনিগণ
বৃষধ্বজকে বলিলেন,—হে ত্রিলোচন ! আপনিও
শীঘ্র পার্বতীর প্রতিপূজা করুন । তখন সেই
তমুগাত্রী গিরিজা শিব কর্তৃক অক্ষতাদি দ্বারা
পূজিতা হইলেন । ৪৫—৬০ । এইরূপে পার্বতী ও
পরমেশ্বর পরস্পর পরস্পরের পূজা করিয়া অপূর্ণ
শোভা ধারণ করিলেন । সেই বিশ্বমূর্ত্তি দেব-দেবী
ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মী দ্বারা পার্ণবৃত হইয়া পরস্পর
পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন । তখন লক্ষ্মী,
সাবিত্রী ও অরুক্ষতী, ইহারা একযোগে সেই
পরমেশ-দম্পতির নীরাজনা করিলেন । সাধ্বী

তথা শম্ভুঃ পার্শ্বতীঃ চ যশস্বিনীম্ । দৃষ্টৌ নীরাজয়ামাস
 স্ত্রীত্যাংকলিতলোচনা ॥ ৬৩ ॥ তথৈব সৰ্বা দ্বিজ-
 যোষিতশ্চ নীরাজয়ামাসুরহো পুনঃপুনঃ । সতীঞ্চ
 শম্ভুঞ্চ বিলোকয়ন্তাস্তথৈব সৰ্বা মুদিতা হসন্তাঃ ॥ ৬৪ ॥
 লোমশ উবাচ । এতস্মিন্নন্তরে তত্র গর্গাচার্য্য-
 প্রণোদিতঃ । হিমবান্মেনয়া সার্ক কন্যাং দাতুং
 প্রচক্রমে ॥ ৬৫ ॥ হৈমং কলশমাদায় মেনা চার্কী-
 ক্ষমাশ্রিতা । হিমাদ্রেঃ মহাভাগা সৰ্ব্বাভরণভূষিতা ॥
 ৬৬ ॥ তদা হিমাদ্রিণা প্রোক্তো বিশ্বনাথো বরপ্রদঃ ।
 ব্রহ্মণা সহ সঙ্গত্য বিষ্ণুনা চ তথৈব চ ॥ ৬৭ ॥ সার্কং
 পুরোধসা চৈব গর্গেণ সুমহাশ্রনা । কন্যাদানং
 করোমাদ্যা দেবদেবস্ত শূলিনঃ ॥ ৬৮ ॥ প্রয়োগো
 ভণ্যতাং ব্রহ্মস্মিন্ সময় আগতে । তথোতি মহা
 তে সৰ্বৈ কালজ্ঞা দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৬৯ ॥ কথ্যতাং
 তাত গোত্রং স্বং কুলং চৈব বিশেষতঃ ।
 কথয়স্ব মহাভাগ ইত্যাকণা বচস্তথা ।
 স্মুখো বিমুখঃ সদো হৃশোচ্যঃ শোচ্য-
 তাং গতঃ ॥ ৭০ ॥ এবংবিধঃ সুরবরৈশ্চ যিভিস্তদানীং

অনসূয়া যশস্বিনী পার্শ্বতীকে ও শম্ভুকে দেখিয়া
 স্ত্রীতি-প্রফুল্ল-নেত্রে নীরাজনা করিলেন । এইরূপে
 অস্টাশ্চ দ্বিজপত্নীগণও পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগকে
 নীরাজনা করিতে লাগিলেন । সতী ও শম্ভুকে
 দেখিয়া সকল রমণীই মোহিত হইলেন । তাঁহাদের
 মুখে হাস্যচ্ছটা বিকাশিত হইতে লাগিল । লোমশ
 কহিলেন,—এই সময় আচার্য্য গর্গের অমুমোদন-
 ক্রমে হিমালয় মেনকার সহিত একযোগে কন্যা
 সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন । মহাভাগা
 মেনকা সৰ্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া হৈমকলশ গ্রহণ-
 পূর্বক হিমাদ্রির অঙ্গ-সঙ্গিনী হইলেন । তখন
 হিমালয় বরদাতা বিশ্বনাথকে বলিলেন,—আমি
 অদ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সুমহাশ্রা পুরোহিত গর্গের
 সহিত মিলিত হইয়া দেবদেব শূলপাণির করে কন্যা
 দান করিতেছি । হে ব্রহ্মন । এই ত শুভ
 সময় উপস্থিত হইবাছে । অতএব আপনি এখন
 এতৎসম্বন্ধে মন্ত্রাদি প্রয়োগ করুন । তখন কালজ্ঞ
 দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সকলেই মহেশকে বলিয়া উঠিলেন,—
 হাঁ, সময় হইয়াছে ; অতএব হে তাত ! তোমার
 গোত্র বল ; হে মহাভাগ ! নিজের কুল কি, তাহাও
 বিশেষ করিয়া প্রকাশ কর । এই প্রকার বাকা
 শ্রবণ করিয়া মহেশ তখন স্মুখ হইয়াও বিমুখ
 হইলেন এবং অশোচ্য হইয়াও শোচ্যতা প্রাপ্ত

গন্ধৰ্ব্বযক্ষমুনিসিদ্ধগণৈস্তথৈব । দৃষ্টৌ নিকৃষ্টর-
 মুখো ভগবান্ মহেশো হাস্যং চকার স্মৃভুশং স্বধ
 নারদশ্চ ॥ ৭১ ॥ বীণাং প্রকটয়ামাস ব্রহ্মপুত্রোহথ
 নারদঃ । তদানীং বারিতো ধীমান্ বীণাং মা বাদয়
 প্রভো ॥ ৭২ ॥ ইত্যুক্তঃ পরতেনৈব নারদো
 বাক্যমববীৎ । স্বয়া পৃষ্টো ভবঃ সাক্ষাৎ স্বগোত্র-
 কথনং প্রতি ॥ ৭৩ ॥ অস্ত গোত্রং কুলং চৈব নাদ
 এব পরং গিরে । নাদে প্রতিষ্ঠিতঃ শম্ভুর্নাদো
 হস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৪ ॥ তস্মান্নাদময়ঃ শম্ভুর্নাদাচ্চ
 প্রতিলভ্যতে । তস্মাদ্বীণা ময়া চাদ্য বাদিতা হি
 পরস্তপ ॥ ৭৫ ॥ অস্ত গোত্রং কুলং নাম ন জানন্তি
 হি পরত । ব্রহ্মাদয়োহি বিবুধা অন্তেষাং চৈব কা
 কথা ॥ ৭৬ ॥ স্বং হি মুচয়মাপনো ন জানাসি হি
 কিঞ্চন । বাচ্যাবাচ্যং মহেশস্ত বিবয়া হি বহির্মুখাঃ ॥
 ৭৭ ॥ যে যে আগমিকাণ্ডাদে নষ্টান্তে নাত্র সংশয়ঃ ।
 অরূপোহয়ং বিরূপাক্ষো হকুলীনোহবমুচ্যতে ॥ ৭৮ ॥
 অগোত্রোহয়ং গিরিশ্রেষ্ঠ জামাতা তে ন সংশয়ঃ ।
 ন কৰ্ত্তব্যো বিমর্শোহত্র ভবতা বিবুধেন হি ॥ ৭৯ ॥

হইলেন । তখন সুর, ঋষি, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ, মুনি
 ও সিদ্ধগণ সকলেই দেখিলেন,—ভগবান্ হর
 নিকৃষ্টর হইবাছেন । তদর্শনে ব্রহ্মপুত্র নারদ
 সান্ত্বিত্য হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং স্বীয় বীণাঘন
 বাজাইতে লাগিলেন । তখন ধীমান্ হিমবান্ তাঁহাকে
 নিবেদন করিয়া কহিলেন,—হে প্রভো ! আপনি
 বীণা বাজাইবেন না । ৬১—৭২ । পার্শ্বতরাজের এই
 কথায় নারদ কহিলেন,—তুমি সাক্ষাৎ ভবদেবকে
 স্বীয় গোত্র প্রবর বলিবার জন্ত প্রশ্ন করিয়াছ ; কিন্তু
 ইহার গোত্র বা কুল সকলই এই নাদ , নাদেই
 শম্ভু প্রতিষ্ঠিত এবং নাদও তাঁহাতেই অবস্থিত ।
 অতএব শম্ভু নাদময়, ইহাই নিশ্চয় এবং নাদবলেই
 তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । এইজন্যই হে পরস্তপ !
 আমি অদ্য বীণাধ্বনি করিবাছি । হে পরত !
 ব্রহ্মাদি বিবুধগণও ইহার গোত্র বা কুলের তত্ত্ব
 জানেন না , তাহাতে অন্তে পরে কা কথা ?
 তুমিও মুচয় প্রাপ্ত হইয়াছ ; তাই মহেশবিষয়ক
 বাচ্যাবাচ্য কিছুই জান না । বিবয় সকল বহির্মুখ ;
 যে যে বস্তু আগমশীল, সে সমস্ত নিশ্চয়ই বিনশ্বর ।
 হে অদ্রে ! ইহাই নিশ্চয় জানিও, এই বিরূপাক্ষ
 রূপহীন ও অকুলীন বলিয়া কথিত । হে গিরিশ্রেষ্ঠ !
 তোমার এই জামাতা গোত্রহীন, তাহাতে সংশয়
 কিছুই নাই । তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি, তোমার এ

ন জানন্তি হরং সৰ্বে কিং বহুজ্ঞা মম প্রভো ।
যন্তাজ্ঞানান্নহাভাগ মোহিতা ঋষয়ো হুমী ॥ ৮০ ॥
ব্রহ্মাপি তং ন জানাতি মন্তকং পরমেষ্ঠিনঃ ।
বিষ্ণুর্গতো হি পাতালং ন দৃষ্টো হি তথৈব চ ॥ ৮১ ॥
তেন লিঙ্গেন মহতা হৃগাধেন জগদ্রয়ম্ । ব্যাপ্ত-
মন্তীতি তদ্বিকি কিমেনেন প্রয়োজনম্ ॥ ৮২ ॥ অনয়া-
রাধিতং নুনং তব পুত্রা হিমালয় । তদ্বতো হি ন
জানাসি কথং চৈব মহাগিরে ॥ ৮৩ ॥ আভ্যামুৎ-
পদ্যতে বিশ্বমাতাঃ চৈব প্রতিষ্ঠিতম্ । এতচ্ছুরা
বচস্তস্ম নারদস্ত মহান্বনঃ ॥ ৮৪ ॥ হিমাद्रিপ্রমুখাঃ
সৰ্বে তথা চেল্পুরোগমাঃ । সাধুসাধ্বিতি তে সৰ্বে
উচুৰ্বিস্মিতমানসাঃ ॥ ৮৫ ॥ ঈশ্বরস্ত তু গান্ধীৰ্য্যে
জ্ঞাত্বা সৰ্বে বিচক্ষণাঃ । বিস্ময়েন সমাপ্লিষ্টা উচুঃ
সৰ্বে পরস্পরম্ ॥ ৮৬ ॥ ঋষয় উচুঃ । যন্তাজ্ঞান
জগদিদং বিশালমেব জাতং পরাংপরমিদং নিজ-
বোধরূপম্ । সৰ্বং স্বতন্ত্রপরমেশ্বরভাবগমাং সোহস্মৌ
ত্রিলোকনিজরূপযুতো মহাত্মা ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শিবপার্বতীবিবাহবর্ণনং নাম

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

বিষয়ে আর মতদেব করা কর্তব্য নহে । হে
প্রভো ! এ সম্বন্ধে আমি আর অধিক কি কহিব,
হরের তত্ত্ব সকলে জানে না । হে মহাভাগ !
ঐহাকে না জানিতে পারিয়া ঋষিগণও মোহিত
হইয়া থাকেন, ব্রহ্মাও তাঁহাকে জানেন না ; তিনি
সেই পরমেশ্বর মন্তক দেখিতে পান নাই এবং
বিষ্ণুও পাতালে গিয়া তদীয় অন্ত সীমা দেখিতে
পারেন নাই । জানিবে—সেই মহান্ অগাধ লিঙ্গ
ছাড়াই এই জগদ্রয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে । একথা
আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি ? হে হিমালয় ।
তোমার এই ছহিতা নিশ্চয় তাঁহাকে আরাধনা
করিয়াছেন । হে মহাগিরে ! তুমি তাঁহার তত্ত্ব
জানিতে পারিতেছ না কেন ? এই হরপার্বতী
হইতেই এই বিশ্বের উৎপত্তি এবং ইহাতেই বিশ্বের
স্থিতি । মহাত্মা নারদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া হিমাद्रিপ্রমুখ কস্তাপক্ষ এবং ইন্দ্রপ্রমুখ বর-
পক্ষগণ সকলেই বিস্মিতমনে সাধু সাধু রব করিয়া
উঠিলেন । ঈশ্বরের গান্ধীৰ্য্যের বিষয় বিদিত হইয়া
বিচক্ষণগণ বিস্ময় সহকারে পরস্পর আলিঙ্গনপূর্বক
বলাবলি করিতে লাগিলেন । ঋষিগণ কহিলেন,—
ঐহার আজ্ঞায় এই বিশাল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ;

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । অথ তে পর্বতশ্রেষ্ঠা মের্বাদ্যা
জাতসমুদ্রাঃ উচুস্তে চৈকপদ্যেন হিমবন্তং মহা-
গিরিম্ ॥ ১ ॥ পর্বতা উচুঃ । কস্তাদানং ক্রিয়তাং
চাদ্য শৈল শ্রীমাঙ্কভূর্ভাগ্যাতস্তেহদ্য লকঃ । হুমধ্যো
বৈ নাত্র কার্যো বিমর্শস্তস্মাদেবা দীযতামীশ্বরায় ॥ ২ ॥
তচ্ছুরা বচনং তেবা সুহৃদা বৈ হিমালয়ঃ । সম্যক্
সঙ্কল্পমকরোদ্ভবগণা নোদিতস্তদা । ইমাং কস্তা
তুভ্যমহং দদামি পরমেশ্বর ॥ ৩ ॥ ভাৰ্য্যার্থং প্রতি-
গৃহীষ মন্ত্রোণেনেন দত্তবান্ । অস্মৈ রুদ্রায় মহতে
দেবদেবাণ শশ্রবে । কস্তা দত্তা মহেশায় গিরীন্দ্রেণ
মহান্বন ॥ ৪ ॥ বেদ্যাঞ্চ বহিরানীতো দম্পতী
কমলেক্ষণৌ । উপবেশিতৌ বহির্বেদ্যাঃ পার্বতী-
পরমেশ্বরৌ ॥ ৫ ॥ আচার্যোণাথ তত্ৰৈব কস্তাপেন
মহান্বন । আহ্বানং হবনার্থায় কৃতমগ্নেস্তদা দ্বিজাঃ ॥
৬ ॥ ব্রহ্মা ব্রহ্মাসনগতো বভূব শিবসন্নিধৌ । প্রবর্ত-

তিনিই ঐ ত্রিলোকমুক্তি মহাত্মা । উনি পরাংপর
ও নিজ বোধস্বরূপ । ১৩-৮৭ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্তঃ ২৫ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—অনন্তর মেরু-মন্দর প্রমুখ
প্রধান প্রধান পর্বতগণ সমুদ্রমে মহাগিরি হিমালয়কে
কহিলেন,—হে গিরে ! তুমি এক্ষণে কস্তা দান কর ।
এই শ্রীমান্ শম্ভু তোমার ভাগ্যবশেই লক্ হইয়া-
ছেন । এ বিষয়ে হৃদয়ে আর অন্তথাভাব পোষণ
করিও না । তুমি তোমার এই কস্তাকে ঈশ্বরকরে
সম্প্রদান কর । হিমালয় সুহৃদগণের সেই বাক্য
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার অনুমোদনক্রমে সম্যক্ সঙ্কল্প
করিলেন । তিনি বলিলেন,—হে পরমেশ্বর !
তোমাকে আমি এই কস্তা সম্প্রদান করিতেছি, তুমি
ভাৰ্য্যার্থ ইহাকে গ্রহণ কর । এই মন্ত্র পড়িয়া মহাত্মা
হিমালয় দেবদেব ভগবান্ রুদ্রের করে কস্তা দান
করিলেন । অনন্তর সেই দম্পতি পার্বতী ও পর-
মেশ্বর অন্তর্বেদী হইতে বহির্বেদীতে আনীত ও উপ-
বেশিত হইলেন । হে দ্বিজগণ ! তখন মহাত্মা কস্তাপ
হবনের নিমিত্ত অগ্নির আহ্বান করিলেন । ব্রহ্মা
শিবের সমীপে ব্রহ্মাসনেই উপবিষ্ট হইলেন । অন-

মানে হবন ঋষয়ঃ বিচক্ষণাঃ ॥ ৭ ॥ উচুঃ পরস্পরং
তত্র নানা দর্শনবেদিনঃ । বেদবাদরতাঃ কেচিদ-
বদন্ত সন্ততেন বৈ ॥ ৮ ॥ এবমেব ন চাপ্যেবমেবমেব
ন চাত্তথা । কার্যামেব ন বা কার্যং কার্যাকাৰ্য্যং
তথা পরে ॥ ৯ ॥ ইতোবাঃ কবতাঃ শব্দঃ ক্ষয়তে শিব-
সন্নিধৌ । স্বকীয়ং মতমাস্থায় হরুবাঃ স্তে পরস্পরম্ ।
তদ্বিজ্ঞানবিহীনাঃ কেবলং ভেদবুদ্ধয়ঃ ॥ ১০ ॥ তেবাঃ
তদ্বচনং শ্রুত্বা পরস্পরজয়ৈবিনাম্ । প্রহস্ত নারদো
বাক্যমুবাচ শিবসন্নিধৌ ॥ ১১ ॥ যুগং সর্বে বাদিনঃ
বেদবাদরতাস্থা । মৌনমাস্থায় ভো বিপ্রা হৃদি
কৃত্য সদাশিবম্ ॥ ১২ ॥ আত্মানং পরমাত্মানং পরাণাঃ
পরমঞ্চ তৎ । যেনেদং কারিতং বিশ্বং যতঃ সর্বং
প্রবর্ততে । যস্মিন্নিলীযতে বিশ্বং তস্মৈ সর্বাঙ্ঘ্রনে
নমঃ ॥ ১৩ ॥ সৌহৃদ্যমাস্তেহধুনা গোহে পর্ষতেন্দ্রস্তা
ভো দ্বিজাঃ । মুখাদস্তেব সঞ্জাতাঃ সর্বে যুগং বিচ-
ক্ষণাঃ ॥ ১৪ ॥ এবমুক্তাস্তদা তেন নারদেন দ্বিজো-
ক্তমাঃ । উপদেশকরৈর্বাক্যৈর্বোধিতাস্তে দ্বিজোক্তমাঃ ॥

স্তর হোমক্রিয়া আরম্ভ হইলে নানা দর্শনবেদী বিচক্ষণ
ঋষিগণ পরস্পর শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন ।
কতিপয় ঋষি বেদবাদে নিরত হইলেন । ইহা এই
রূপই ; ইহা এইরূপ নহে ; ইহা এই এইরূপ, ইহার
অন্তথা হইবার নহে । কার্য্যই বটে, কার্য্য নহে ;
কার্য্যাকাৰ্য্যই ; এইরূপে বিভিন্ন মতবাদী বাদ-প্রতি-
বাদকারী ঋষিগণের শাস্ত্রীয় আলাপ-ধ্বনি শিব-সন্নি-
ধানে ক্ষত হইতে লাগিল । এইরূপে স্ব স্ব মত
স্থাপন করিয়া পরস্পর তাঁহারা বাদ-প্রতিবাদ করিতে
লাগিলেন । কিন্তু ঐ সকল বিবদমান ঋষি তদ্ব-
জ্ঞানহীন ; তাঁহারা কেবলই বেদবাদে নিরত । সেই
পরস্পর-জয়ৈবী ঋষিগণের সেই সকল বাক্য শ্রবণ
করিয়া নারদ হাস্তপূর্ব্বক শিব-সমীপে তাঁহাদিগকে
বলিলেন,—তোমরা সকলে বেদবাদে নিরত হইয়া
কেবলই বিবাদ বিতর্ক করিতেছ । এক্ষণে মৌনাব-
লম্বনে সদাশিবকে হৃদয়ে ধ্যান কর । জানিবে—
ঐ সদাশিবই আত্মা, পরমাত্মা ও পরাৎপর । উনিই
এই বিশ্ব বিবচন করিয়াছেন, উই হইতেই সমস্ত
প্রবর্তিত হইতেছে । উই হইতেই এই বিশ্ব বিলয়
• পাইয়া থাকে ; অতএব ঐ সর্বাঙ্ঘ্রাকে নমস্কার । হে
দ্বিজগণ ! এই সেই সদাশিব অধুনা পর্ষতরাজের
গৃহে বিরাজ করিতেছেন । তোমাদের স্তায় বিচ-
ক্ষণ ব্যক্তিগণ ইহারই মুখ হইতে প্রাক্তর্ভূত হইয়া-
ছেন । নারদ তখন সেই দ্বিজবরদিগকে এই কথা

১৫ ॥ বর্তমানে চ যজ্ঞে চ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
দদর্শ চরণৌ দেব্যা নখেন্দ্রক মনোহরম্ ॥ ১৬ ॥
দর্শনাৎ শ্রুতিতঃ সদ্যো বভূবাহুজসন্তবঃ । মদনে
সমাবিষ্টৌ বীৰ্য্যঞ্চ প্রাচ্যবভূবি ॥ ১৭ ॥ রেতসা
ক্ষরমাণেন লজ্জিতোহভূৎ পিতামহঃ । চরণাভ্যাং
মর্মদাথ মহাকোপাঃ হুরতায়ম্ ॥ ১৮ ॥ বহবশ্চর্ষয়ো
জাতা বালখিলাঃ সহস্রশঃ । উপতস্থুস্তদা সর্বে তাত-
তাতেতি চাক্রবন্ ॥ ১৯ ॥ নারদেন তদোক্তাস্তে
বালখিলাঃ প্রকোপিণা । গচ্ছন্ত বটরৌ যুগং পর্ষতং
গন্ধমাদনম্ ॥ ২০ ॥ ন স্মাতবাঃ ভবন্তিঃ ভবতাং
ন প্রয়োজনম্ । ইতোবমুক্তাস্তে সর্বে বালখিলাঃ
পর্ষতম্ । নারদেন সমাদিষ্টৌ যুগং সর্বে হরাবিতাঃ ॥
২১ ॥ নারদেন ততো ব্রহ্মাশাসিতো বচনৈঃ শুভৈঃ ।
তাবচ্চ হবনং পূর্ণং জাতং তস্মা মহাত্মনঃ ॥ ২২ ॥ মহে-
শস্ত তথা বিপ্রা শান্তিপাঠরতা বভূঃ । ব্রহ্মঘোষণে
মহতা ব্যাপ্তমাসীদিগন্তরম্ ॥ ২৩ ॥ ততো নীরা-
জিতো দেবো দেবপত্নীভিকৃতমঃ । তথৈব ঋষি-
পত্নীভিরর্চিতঃ পূজিতস্তথা ॥ ২৪ ॥ তথা গিরীন্দ্রস্ত

কহিলে তাঁহারা সেই সেই উপদেশজনক বাক্যসমূহে
প্রবোধিত হইলেন । —১৫ । তখন বিবাহযজ্ঞ আরম্ভ
হইলে দেবীর মনোহর নখচন্দ্রের প্রতি লোক-পিতা-
মহ ব্রহ্মার দৃষ্টি পতিত হইল । দৃষ্টিমাত্র কমলযোনি
সদাই শ্রুতিবীৰ্য্য হইলেন । মদনাবেশে তাঁহার
বীৰ্য্য ভূতলে পতিত হইল । রেতঃক্ষরণ হওয়ায়
পিতামহ তখন লজ্জিত হইয়া পড়িলেন । তিনি সেই
অতি গোপা হৃদ্বর্ষ বীৰ্য্য তখন চরণ দ্বারা মর্দিত
করিলেন । তাহাতে সহস্র সহস্র বালখিলা ঋষির
উৎপত্তি হইল । তাঁহারা সকলেই তখন হে তাত, হে
পিতঃ, বলিয়া উখিত হইলেন । অনন্তর নারদ
প্রকুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—ওহে বটুগণ !
তোমরা গন্ধমাদন পর্ষতে গমন কর । তোমরা
এখানে থাকিও না ; তোমাদের দ্বারা কোনই প্রয়ো-
জন নাই । বালখিলাগণ নারদ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট
হইয়া সহস্র গন্ধমাদন পর্ষতে গমন করিলেন ।
অনন্তর নারদ সুন্দর বচন বিন্যাসপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে
আশ্বস্ত করিলেন । ইত্যবকাশে মহাত্মা মহেশের
হোমকার্য্য সম্পূর্ণ হইল । বিপ্রগণ তখন তদীয়
শাস্তিমন্ত্র পাঠে নিরত হইলেন । বিপুল ব্রহ্ম-
ঘোষে দিগ দিগন্তর পূর্ণ হইয়া গেল । অনন্তর
দেবপত্নীগণ দেবদেবের নীরাজনা করিলেন এবং
ঋষিপত্নীগণ তাঁহার পূজা অর্চনা করিলেন । গিরি-

মনোরমাঃ শুভা নীরাজয়ামাস্থরথৈব যোষিতঃ ।
গীতৈঃ সুগীতজ্ঞবিশারদাশ্চ তথৈব চান্তে স্ততিভি-
র্মহর্ষয়ঃ ॥ ২৫ ॥ রত্নানি চ মহার্হানি দদৌ তেভ্যো
মহামনাঃ । হিমালয়ো মহাশৈলঃ সংহৃষ্টঃ পরিতো-
ষয়ন্ ॥ ২৬ ॥ বভৌ তদানীং সুরসিন্ধুসর্জ্যবর্ষদাঃ
স্থিতোহসৌ সকলত্রকো বিভূঃ । সর্ষেকপেতো
নিজপার্বদৈর্গণৈঃ প্রহৃষ্টচেতা জগদেকসুন্দরঃ ॥ ২৭ ॥
এতস্মিন্ধ্বন্তরে তত্র ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ । ঋষিগন্ধর্ব-
যক্ষাশ্চ যেহন্তে তত্র সমাগতাঃ ॥ ২৮ ॥ সর্ষান
সমভার্চ্য তদা মহাত্মা মহান্ গিরীশঃ পরমেধ
বর্চসা । সদ্রববদ্রাভরণানি সম্যগ্দ্দদৌ চ তাশ্বল-
সুগন্ধবার্ঘ্যপি ॥ ২৯ ॥ তদা শিবং পুণ্ড্রত্যাভ্যব-
জহুঃ সুরেশ্বরঃ । তথা সর্ষে মিলিষা তু ঐক-
পদ্যেন মোহিতাঃ ॥ ৩০ ॥ পঙ্কজীভূতাশ্চ বৃহজ্জ-
লিঙ্গিনা শৃঙ্গিণা সহ । কেচিৎগণাঃ পৃথগ্ভূতা নানা
হাস্তরসৈর্বিভূম্ ॥ ৩১ ॥ অতোষয়ন্নরদাদ্য অনেকা-
লীকসংযুতাঃ । তথা চণ্ডীগণাঃ সর্ষে বভূজুঃ কৃত-
ভাজনাঃ ॥ ৩২ ॥ বৈতানাঃ ক্ষেত্রপালাশ্চ বৃহজ্জুঃ

রাজের যে সকল মনোহারিণী সুন্দরী পত্নী ছিলেন,
তাহারাও শিবের নীরাজনা করিলেন । অন্যান্য
সঙ্গীতজ্ঞ সুনিপুণ মহর্ষিগণ স্ততিগীতি দ্বারা তাঁহার
পরিতোষ জন্মাইলেন । মহামনা মহাশৈল হিমালয় হৃষ্ট
হইয়া জামাতাকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য মহামূল্য
রত্নরাজি দান করিলেন । তখন সেই জগদেকসুন্দর
ভগবান্ ভবদেবর্ষ—সুর, সিদ্ধ ও পার্যদবৃন্দে পরিবৃত্ত
হইয়া হৃষ্টচিত্তে বেদীর উপর উপবেশনপূর্বক সঙ্গীক
সমধিক সুশোভিত হইতে লাগিলেন । ইত্যবসরে
মহাত্মা মহাগিরিঃ হিমালয় ব্রহ্মা, ও বিষ্ণুপ্রমুখ
অভ্যাগত দেব এবং ঋষি, গন্ধর্ব ও যক্ষ প্রভৃতি
অন্যান্য সমস্ত অভ্যাগত ব্যক্তির অর্চনাপূর্বক
তাঁহাদিগকে রত্ন, বস্ত্র ও আভরণ এবং তাশ্বল ও
সুগন্ধি সলিল প্রদান করিলেন । তখন শিবকে
অগ্রবর্তী করিয়া সুরেশ্বরগণ আহার করিতে বসি-
লেন ; এবং সকলেই একযোগে মিলিত হইয়া মুদিত-
মনে আহার করিতে লাগিলেন । লিঙ্গী ও শৃঙ্গী
অর্থাৎ প্রমথ ও পর্ষতবৃন্দ সকলেই একপঙ্ক্তিতে
বসিয়া ভোজন করিলেন । কোন কোন দল স্বতন্ত্র
পঙ্ক্তিতে বসিয়া নানাবিধ হাস্তরসের অবতারণায়
সদাশিবকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন । অনেক
অলীক বাক্যকুশল নারদাদি ঋষিগণ এই সকল
দলে যোগদান করিলেন । এইরূপে চণ্ডীগণ, বৈতাল

কৃতভাজনাঃ । শাকিনী ডাকিনী চৈব যক্ষিণো
মাতৃকাদয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ যোগিন্যোহথ চতুষ্টয়োগিনো
হি তথা পরে । দশ কোটো গণানাঞ্চ কোট্যেকা
চ মহাত্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥ এবম্ব ঋষয়ঃ সর্ষে তথান্তে
বিবৃদাদয়ঃ । যোগিনো হি ময়া চান্তে কথিতাঃ পূর্ব-
মেব হি । যোগিন্যন্তৈশ্চ কথিতান্তাসাং ভক্ষ্যং
বদামি বঃ ॥ ৩৫ ॥ খড়্গানাং কেচিদানীয় ক্রব্যং পবিত্র-
মেব চ ॥ ৩৬ ॥ ভুঞ্জস্তি চান্ধিসংযুক্তং তথাহ্মানি বৃহ-
ক্ষিতাঃ । অনীয় কেচিচ্ছীর্ষানি মহিষাণাং গুরুণি চ ॥
৩৭ ॥ তথা কেচিন্ ত্যামানাস্তদানীং রোজ্যমাণাঃ
প্রমথৈশ্চ চান্তে । কেচিভুকীমান্বিতা ক্রদ্রূপাঃ
পরে চান্তান্ লোকমানাস্তথৈব ॥ ৩৮ ॥ যোগিনী-
চক্রমধ্যস্থো ভৈরবো হি ননর্ভ চ । তথান্তে ভূত-
বেতানা মামেত্যেবং প্রলাপিনঃ ॥ ৩৯ ॥ এবং
তেষাম্ভবঃ হি নিরীক্ষ্য মধুসূদনঃ । উবাচ প্রহসন
বাক্যং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৪০ ॥ এতান্ গণান্
বারয় ভো অত্র মত্তাশ্চ সম্প্রতি । আশ্বিন্ কালে চ

ও ক্ষেত্রপালগণ, শাকিনী, ডাকিনী যক্ষিণী, মাতৃকাদি
চতুষ্টয় যোগিনী ও যোগিগণ একাদশ কোটি মহাত্মা
প্রমথগণ, ঋষিগণ, অন্যান্য বিবৃদগণ ও অন্যান্য
যোগিগণ সকলেই ভোজন করিলেন । চতুষ্টয়
যোগিনীর নাম পূর্বেই বলা হইয়াছে । এক্ষণে
তাঁহাদিগের ভক্ষ্য সামগ্রীর কথা আপনাদের নিকট
বলিতেছি । ৩৬—৩৮ । ঐ সকল যোগিনীর মধ্যে কোন
কোন যোগিনী খড়্গনামক মহাবল পশুর ক্রব্য
আনিয়া পবিত্র জ্ঞানে অগ্নির সহিত ভোজন করিতে
লাগিল; কোন কোন যোগিনীগণ বৃহক্ষিত হইয়া অস্ত্র-
জাল ভক্ষণ করিল; কোন কোন যোগী মহিষ-
দিগের রুহৎ রুহৎ মস্তক আনিয়া খাইতে লাগিল ।
অন্তান্ত প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ তখন নর্ভন
ও কেহ কেহ অতিমাত্র ক্রন্দন করিতে লাগিল ।
কোন কোন ক্রদ্রূপী প্রমথ তুকীস্তাব অবলম্বন
করিল এবং অন্তান্য প্রমথেরা অপর কতকগুলি
প্রমথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল । যোগিনী-
চক্রের মধ্যে থাকিয়া ভৈরব নৃত্য করিতে লাগি-
লেন । অন্তান্ত ভূত-বেতালগণ ‘ম্ম’ ‘মা’ রবে
চীৎকার করিতে লাগিল । তাঁহাদের সেইরূপ
উৎসবব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া মধুসূদন হাস্তপূর্বক
লোকশঙ্কর শঙ্করকে কহিলেন,—হে দেব ! আপনি
প্রমত্ত প্রমথগণকে সম্প্রতি বারণ করুন । হে মহা-

যং কার্যং সর্বেশ্বরং কার্যমেব চ ॥ ৪১ ॥ পাণ্ডিতেন
মহাদেব তস্মাদেতান নিবারয়। তচ্ছ্রুত্বা ভগবান
কদ্দো বীরভদ্ৰমবাচ হ ॥ ৪২ ॥ কদ্দ উবাচ। বারযশ
প্রমত্তাশ্চ ক্ষীবাশ্চৈব বিশেষতঃ। তেনোক্তো
বীরভদ্ৰশ্চ শম্ভুনা পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪৩ ॥ আত্মাপিতাঃ
প্রমত্তাশ্চ বীরভদ্ৰেণ ধীমতা। প্রমথ্য বারিতাস্তেন
তুষ্ণীমাশ্রিতা তে স্থিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ নিশ্চলা যোগিনী-
মথো ভূতপ্রমথগুহকাঃ। শাকিত্যো যাতুধানাশ্চ
কুশ্মাণ্ডাঃ কোপিকপটাঃ ॥ ৪৫ ॥ তথ্যন্তে ভূতবেতানাঃ
ক্ষেত্রপালাশ্চ ভৈরবাঃ। সর্বে শান্তাঃ প্রমত্তাশ্চ
বভূবুঃ প্রমথাদয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ এবং বিস্তারসংযুক্তাঃ
কৃতমুদহনং তদা। হিমাদ্রিণা পরং বিপ্রাঃ সুমঙ্গলাঃ
সুশোভনম্ ॥ ৪৭ ॥ চত্বাবো দিবসা জাতাঃ
পরিপূর্ণেন চেতসা। হিমাদ্রিণা কৃতা পূজা দেবদেবশ্চ
শূলিনঃ ॥ ৪৮ ॥ বহ্নালঙ্কারভরণৈঃ রতৈরুচ্চাবর্চিতস্ততঃ।
পূজয়িত্বা মহাদেবং বিষ্ণোরর্চ্যাপরোহভবৎ ॥ ৪৯ ॥
লক্ষীসমেতঃ বিষ্ণুঃ বহ্নালঙ্কারভরণৈঃ শুভৈঃ। পূজয়া-
মাস হিমবাস্তথা ব্রহ্মাণমেব চ ॥ ৫০ ॥ ইন্দ্রঃ
পুরোধসা সার্কমিল্লান্য। সহিতং বিভূম্। তথৈব
লোকপালাশ্চ পূজয়িত্বা পৃথকপৃথক ॥ ৫১ ॥ তথৈব

দেব! এই সময়ে যাহা কর্তব্য, তাহা সকলকেই
বিচক্ষণতার সহিত করিতে হইবে; অতএব ইহা-
দিগকে এক্ষণে নিবারণ করাই কর্তব্য। ভগবান
কদ্দ সেই কথা শুনিয়া বীরভদ্ৰকে কহিলেন,—
এই সকল প্রমত্ত প্রমথদিগকে নিষেধ কর।
পরমেষ্ঠী শম্ভু ঐ কথা কহিলে, ধীমান বীরভদ্ৰ
প্রমত্ত প্রমথদিগকে ঐকপ করিতে নিষেধাজ্ঞা
করিলেন। বীরভদ্ৰ কর্তৃক বারিত হইয়া প্রমথগণ
তুষ্ণীভাবে অবস্থান করিল। যোগি মথো ভূত,
প্রমথ, গুহক, শাকিনী, জাতুধান, কুশ্মাণ্ড, কোপিকপট
অন্তান্ত ভূত বেতাল, ক্ষেত্রপাল, ভৈরব ও প্রমত্ত
প্রমথগণ সকলেই শান্তভাবে বারণ করিল। তে
বিপ্রগণ! এই হিমালয় এইরূপে বহু আশ্চর্য সহ-
কারে পবন মঙ্গল বিবাহ বাপার নিকাহ করিলেন।
চারিদিন যাবৎ হিমাদ্রি পরিপূর্ণ-মনে দেবদেব শূল-
পাণির অর্চনা করিলেন। বহ্নালঙ্কার, নানা
আভরণ, ও বিবিধ রত্ন দ্বারা মহাদেবের পূজা কারয়া
পরে তিনি বিষ্ণুর অর্চনাও তৎপর হইলেন।
হিমবাস শুভ বহ্নালঙ্কার দ্বারা লক্ষী সহ বিষ্ণুকে
পূজা করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মাকে, বৃহস্পতি ও
সহ ইন্দ্রকে এবং অন্তান্ত লোকপালদিগকেও

পূজিতা চণ্ডী ভূতপ্রমথগুহকৈঃ। বহ্নালঙ্কারভরণৈশ্চৈব
রত্নৈর্নানাবিধৈরপি। যে চাত্মা আগতাস্তত্র তে চ
সর্বে প্রপূজিতাঃ ॥ ৫২ ॥ এবং তদানীং প্রতিপূজিতাশ্চ
দেবাশ্চ সর্বে প্ৰমথশ্চ যক্ষাঃ। গন্ধর্ববিদ্যাধরসিক-
চারণাস্তথৈব মর্ত্যাপ্সরসাং গণাশ্চ ॥ ৫৩ ॥
ইতি ত্রীক্ষান্দে শিবপার্বতীবিবাহমঙ্গলোৎসববর্ণনং
নাম বড়বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ। তথৈব বিষ্ণুনা সর্বে পর্বতাশ্চ
প্রপূজিতাঃ। সহ্যচলশ্চ বিষ্ণাশ্চ মৈনাকো গন্ধ-
মাদনঃ ॥ ১ ॥ মাল্যবান্ মলয়শ্চৈব মহেন্দ্রো মন্দর-
স্তথা। মেরুশ্চৈব প্রযত্নেন পূজিতো বিষ্ণুনা তদা ॥
২ ॥ শ্বেতঃ কৃতঃ শ্বেতগিরিনীলাদ্রিশ্চ তথৈব চ।
উদয়াদ্রিশ্চ শৃঙ্গশ্চ অস্তাচলবরো মহান ॥ ৩ ॥
মানসাদ্রিস্তথা শৈলঃ কৈলাসঃ পর্বতোত্তমঃ।
লোকালোকস্তথা শৈলঃ পূজিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪ ॥
এবং তে পর্বতশ্রেষ্ঠাঃ পূজিতাঃ সর্বা এব হি।
তথ্যন্যে পূজিতাস্তেন সর্বে পর্বতবাসিনঃ ॥ ৫ ॥

পৃথক পৃথক ভাবে তিনি অর্চনা করিলেন।
ভগবতী চণ্ডী এবং অপরাপর অভ্যাগতগণ সক-
লেই হিমালয়ের নিকট বহ্নালঙ্কার ও নানাবিধ রত্ন
দ্বারা যথাবিধি পূজিত হইলেন। এইরূপে তখন দেব,
ঋষি যক্ষ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিক, চারণ, মর্ত্য ও
অপ্সরোগণ সকলেই তথায় যথাযোগ্য পূজা প্রাপ্ত
হইলেন। ৩৬—৫৩।

বড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন,—এদিকে ব্রহ্মার সহিত
বিষ্ণু ও পর্বতগণকে পূজা করিলেন। সহ্যাদ্রি,
বিষ্ণা, মৈনাক, গন্ধমাদন, মাল্যবান, মলয়, মহেন্দ্র,
মন্দর ও মেরুকে বিষ্ণু পূজা করিলেন। শ্বেতগিরি,
নীলাদ্রি, উদয়াদ্রি, শৃঙ্গবান, মহেন্দ্র, অস্তাচল,
মানসাদ্রি, পর্বতবর কৈলাস ও লোকালোক, পর-
মেষ্ঠী ব্রহ্মার নিকট পূজিত হইলেন। এইরূপে
প্রধান প্রধান পর্বতগণ সকলেই পূজা পাইলেন।
ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণু ও অন্যান্য পর্বতবাসীকেও

ইনা ব্রহ্মণা সাক্ষিঃ কৃতং সৰ্বং যথোচিতম্ ।
অন্যেহহনি চ সম্প্রাপ্তে বরযাত্রা কৃত্য তথা ॥ ৬ ॥
হিমাদ্রিণা বন্ধুভিঃ পরিতং গন্ধমাদনম্ । যযুঃ সৰ্বৈ
সুরগণা গণাঃ বহবস্তথা ॥ ৭ ॥ প্রমথ্যঃ তথা সৰ্বৈ
তথা চণ্ডীগণাঃ পরে । যে চান্যে বহবস্তত্র সমায়াতা
হিমালয়ম্ ॥ ৮ ॥ শিবশ্চোদহনং বিপ্রাঃ শিবেন
পরিভাবিতাঃ । পরঃ হৰ্যং সমাপন্না দৃষ্টৌ তৌ দম্পতী
তদা ॥ ৯ ॥ পার্শ্বতীসহিতঃ শম্বুঃ শম্বুনা সহ পার্শ্বতী ।
পুপগন্ধৌ যথা স্মৃতাঃ বাগর্থ্যবিব তত্ত্বতঃ ॥ ১০ ॥
তথা প্রকৃতিপুংসৌ চ ঐকপদ্যেন নানাথা । দম্পতী
তৌ গজাকটৌ শুভভাতে মহাপ্রভৌ ॥ ১১ ॥ বিমানস্থ-
স্তদা ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ গরুড়োপরি । ঐরাবতগতশ্চেন্দ্রঃ
কুবেরঃ পুষ্পকোপরি ॥ ১২ ॥ পাশী চ মকরাকটৌ
যমো মহিষমেব চ । প্রেতাকটৌ নৈঋতঃ স্মাদগ্নি-
বস্তগতো মহান ॥ ১৩ ॥ যুগাকটৌহথ পবন ঈশো
বৃষভমেব চ । ইতোবং লোকপালাঃ সগ্রহাঃ পরমে-
ষ্ঠিনঃ ॥ ১৪ ॥ শৈবঃ শৈবদৈঃ পারিক্রান্তাস্তথাত্তে
প্রমথাদয়ঃ । হিমাদ্রিঃ মহাশৈল ঋষভো গন্ধমাদনঃ ॥
১৫ ॥ সহ্যচলো নীলগিরির্নন্দরো মলয়াচলঃ ।
কৈলাসো হি মহাতেজা মৈনাকঃ মহাপ্রভঃ ॥ ১৬ ॥

যথাযোগ্য পূজা করিলেন । পরদিন বন্ধুগণ সহ
হিমালয় গন্ধমাদন গিরি পর্যন্ত বরের অনুগমন
করিলেন । সুরগণ, প্রমথগণ, চণ্ডীগণ ও হিমালয়-
গণ অন্তান্ত সমস্ত সুরাসুরগণ সেই সঙ্গে যাইতে
লাগিলেন । শিব-সম্মানিত ব্রাহ্মণগণ শিবের
বিবাহোপলক্ষে সেই নব-দম্পতি শিব-শিবাকৌ
দেখিয়া তৎকালে পরম হুঃ হইলেন । পার্শ্বতীর
সহিত শম্বুর এবং শম্বুর সহিত পার্শ্বতীর বস্তগত্যা
কোনই ভেদ নাই । যেমন পুষ্প ও গন্ধ এবং
যেমন বাক্য ও অর্থ, তেমনি প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বতঃ
অভিন্ন । সেই মহাপ্রভ দম্পতি গজারোহণে
সমধিক সুশোভিত হইলেন । ব্রহ্মা বিমানস্থ, বিষ্ণু
গরুড়স্থ, ইন্দ্র ঐরাবতস্থ, কুবের পুষ্পকাকট, বরুণ
মকরাকট, যম মহিষস্থিত, নিঋতি প্রেতাকট, অগ্নি
জ্বাগাকট, পবন যুগাকট এবং ঈশান বৃষাকট
হইয়া চলিলেন । এইরূপে গ্রহগণ সমভিব্যাহারে
লোকপালগণ স্ব স্ব বলে অধিত হইয়া গমন করিতে
লাগিলেন । এদিকে প্রমথগণ এবং মহাগিরি
হিমাদ্রি, ঋষভ, গন্ধমাদন, সহ্য, নীলগিরি, নন্দর,
মলয়াচল, কৈলাস ও মহাতেজা মৈনাক, এই সকল

এতে চাত্তে চ গিরয়ঃ শ্রীমন্তো হি মহাপ্রভাঃ ।
সকলত্রাশ্চ তে সৰ্বৈ সুসুতাঃ মনোরমাঃ ॥ ১৭ ॥
বলিনো রূপিণঃ সৰ্বৈ মেধাদ্যাস্তত্র পরিতাঃ । বর-
যাত্রাপ্রসঙ্গে শিবার্চনপরাভবন ॥ ১৮ ॥ নন্দিনা
হ্যপবিষ্টাস্তে মেধাদ্যাস্তত্র পরিতাঃ । বরযাত্রা কৃত্য
তেন যথোক্তা চ হিমাদ্রিণা । সৰ্বৈশ্চৈবন্ধুভিঃ সাক্ষিঃ
পুনরাগমনং কৃতম্ ॥ ১৯ ॥ স্বকালযন্তো হিমবান্ স
রেজে হি মহাযশাঃ । শিবসম্পর্কজেনৈব মহসা পর-
মেণ চ । বিখ্যাতো হি মহাশৈলশ্চিহ্ন লোকেষু
বিশ্রুতঃ ॥ ২০ ॥ কতাদানেন মহতা তুষ্টৌ যশ্চ চ
শঙ্করঃ । তে ধন্যাস্তে মহাত্মানঃ কৃতকৃত্যাস্তথৈব চ ॥
২১ ॥ দ্বাক্ষরং নাম যেষাঞ্চ জিহ্বাগ্রে সংস্থিতং সদা ।
শিবেতি দ্বাক্ষরং নাম যৈরুদীরিতমদা বৈ । তে
বৈ মনুষ্যরূপেণ কুদ্রা এন ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ কিঞ্চি-
দানেন সন্তুঃ পত্রেণাপি তথৈব চ । তোয়েনাপি
হি সন্তুঃ মহাদেবো নিরন্তরম্ ॥ ২৩ ॥ পত্রেণ
পুষ্পেণ তথা জলেণ শ্রীতো ভবত্যেব সদাশিবো
হি । তস্মাক সৰ্বৈঃ প্রতিপূজনীয়ঃ শিবো মহাভাগ্য-
করো নৃণামিহ ॥ ২৪ ॥ একো মহান জ্যোতিরজঃ
পরেশঃ পরাপরাগাঃ পরমো মহাত্মা । নিরন্তরো

পরিত এবং অন্যান্য আরও বহুশ্রীমান্ বলবান্ রূপ-
বান্ মহাপ্রভ মেরু প্রভৃতি মনোরম পরিত পুত্রকল-
ত্রাদি সহ বরযাত্রা প্রসঙ্গে শিবার্চনায় তৎপর হই-
লেন । মেরু প্রমথ পরিতগণ নন্দীর সহিত উপবেশন
করিলেন, হিমাদ্রি উল্লিখিতরূপে বরযাত্রা করিলেন ।
পরে সমস্ত বন্ধু-বান্ধবসহ পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ।
অনন্তর মহামনা হিমবান্ স্বীয় গৃহে অবস্থিত হইয়া
বিরাজ করিতে লাগিলেন । মহাসমাদরে কদ্যাদান
করায় শঙ্কর যাহার প্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন, সেই
মহাগিরি হিমাদ্রি শিবসম্পর্ক-জনিত তেজঃপ্রকর্ষে
ত্রিলোকে বিখ্যাত হইলেন । যাহাদের জিহ্বাগ্রে
'শিব' এই দ্বাক্ষর নাম সর্বদা বিদ্যমান, এ জগতে
তাহারাই ধনা, তাহারাই কৃতকৃত্য এবং তাহারাই
মহাত্মা । শিব এই দ্বাক্ষর নাম যাহাদের হৃদয়ে সর্বদা
সমুচ্চারিত হয়, তাহারাই মনুষ্যরূপে কুদ্র, সন্দেহ
নাই । ১—২২ । মহাদেব কিঞ্চিৎ দানেই সন্তুষ্ট ;
কিছু বিশ্বপাত্র দাও, বা কিঞ্চিৎ জল দাও, তাহাতেই
তাহার মহা সন্তোষ । পত্র, পুষ্প, ফল, জল, এই
সকল দ্বারাই সদাশিব শ্রীতি হইয়া থাকেন । অতএব
সেই সুবিপুল ভাগ্যবিধাতা শিব নরগণের সর্বদাই
পূজনীয় । তিনি অদ্বিতীয়, মহান্ জ্যোতিঃস্বরূপ,

নির্ধিকারো নিরীশো নিরাবাধো নির্ধিকল্লো নিরীঃ ॥
 ২৫ ॥ নিরঞ্জনো নিত্যরূপো নিরোধো নিত্যানন্দো
 নিত্যমুক্তঃ সদৈব । এবভূতো দেবদেবোহর্ষিঃ সচ
 তৈর্দেবান্যৈর্বিষ্ণবেদ্যো ভবশ্চ । স্তুতো যাত্নঃ
 পূজিতচিহ্নিতশ্চ সর্বজ্ঞোহসৌ সৰ্বদা সৰ্বদশ্চ ॥
 ২৬ ॥ যথা বরিষ্ঠো হিমবান্ প্রসিক্তঃ সর্ষপ্তৈঃ সৰ্ব-
 গুণো মহাত্মা । বিশ্বেশবন্দ্যো হি তদা হিমালয়ো
 জাতো গিরীণাং প্রবরস্তদানীম্ ॥ ২৭ ॥ মেনয়া সহ
 ধর্মাত্মা যথাস্থানগতস্ততঃ । সর্বান্ বিসঙ্গয়ামাস
 পর্বতান্ পর্বতেশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥ গতেষু তেষু হিমবান্
 পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ প্রপৌত্রৈঃ । রাজা গিরীণাং
 প্রবরো মহাদেবপ্রসাদতঃ ॥ ২৯ ॥ অথো গিরিজয়া
 সার্কং মহেশো গঙ্গমান্দনে । একান্তে চ মতিঞ্চক্রে
 পরমার্থং স্বরূপবান্ ॥ ৩০ ॥ সুরতেনৈব মহতা তপসা
 হি সমাগমে । দ্বয়োঃ সুরতমারকং তদ্ব্যবশ্যং তদা-
 ভবৎ ॥ ৩১ ॥ অনিষ্টং মহদাশ্চর্য্যং প্রলয়োপমমেব
 চ । তস্মিন্মহারতে প্রাপ্তে নাবিন্দন্ত সুখং পরম্ ॥
 ৩২ ॥ সর্বৈ ব্রহ্মদেবো দেবাঃ কার্য্যাকাৰ্য্যাব্যবস্থিতৌ ।
 রেতসা চ জগৎ সর্বং নষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৩ ॥

অজ, পরেশ, পরাপরদিগের পরম, মহাত্মা, চিদ্মন, নির্ধিকার, নিরীশ, নিরাবাধ, নির্ধিকল্ল, নিরীঃ, নিরঞ্জন, নিত্যরূপ, নিত্যানন্দ, ও নিত্যমুক্ত । এবদ্বিধ বিশ্ববেদ্য দেবদেব, ভবদেব, দেবগণের সর্বদাই অর্চিত, স্তুত, ধ্যাত, পূজিত ও চিহ্নিত । তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বপ্রদ । সর্বগুণাবার মহাত্মা হিমালয় পূর্ব হইতেই সমস্ত গুণে প্রসিক্ত ও বরিষ্ঠ ছিলেন । তৎকালে সেই বিশেষ কর্তৃক বন্দিত হইয়া তিনি গিরিগণের মধ্যে গরীয়ান হইয়া উঠিলেন । মহাত্মা পর্বতরাজ স্বীয় আবাসে অবস্থিত হইয়া অন্ত্যস্ত সমস্ত পর্বতকে বিদায় দিলেন । তাঁহারা সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে বরেণ্য গিরিরাজ মহাদেবের প্রসাদে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ সহ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন । অনন্তর বসন্তাগমে মহেশ্বর গঙ্গমান্দন শৈলে মহাসুরত ব্যাপারে গিরিজার সহিত একান্তে বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন । ইচ্ছা মাত্র তাঁহাদের উভয়ের সুরতক্রীড়া আরম্ভ হইল । ঐ সুরতলীলা মহান আশ্চর্য্যজনক ; তাহাতে যেন জগতের প্রলয় কাল উপস্থিত হইল । সেই মহারতি ক্রীড়া আরম্ভ হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ কার্য্যাকাৰ্য্য-ব্যবস্থায় শান্তি পাইতে পারিলেন না । মহেশ্বর রেতঃপাতে সমস্ত

সম্মার চাশ্মিৎ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুচাধ্যাক্ষদায়কঃ । মনসা
 সস্মৃতঃ সদ্যো জগামাগ্নিস্বরাসিতঃ ॥ ৩৪ ॥ তাভ্যাং
 সশ্রেষিতোহপশুক্রচিরং শিবমন্দিরম্ । দ্বারি স্থিতং
 নন্দিনঞ্চ দদর্শাগ্রে মহাপ্রভম্ ॥ ৩৫ ॥ অগ্নিহুঃস্বস্তদা
 ভূয়া কাশ্মীরসদৃশচ্ছবিঃ । প্রতিষ্ঠোহন্তঃপুরং শস্তো-
 র্ণানাস্চর্য্যসমধিতম্ ॥ ৩৬ ॥ অনেকরত্নসম্বীতং প্রাসা-
 দৈশ্চ স্বলঙ্ঘ্যতম্ । তদঙ্গনমহুপ্রাপ্য উপবিশ্তাহ হব্য-
 বাট্ ॥ ৩৭ ॥ পানিপাত্তস্ত মে হৃদ ভিক্ষাং দেহ-
 বরোধতঃ । তচ্ছূয়া বচনং তস্ত পানিপাত্তস্ত
 বালিকা ॥ ৩৮ ॥ যাবদাতুঞ্চ সারেভে ভিক্ষাং তস্মৈ
 ততঃ স্বয়ম্ । উখায় সুরতাত্মাচ্ছিবো হি কুপিতো
 ভূশম্ ॥ ৩৯ ॥ রুদ্রস্তিশূলমুদাম্য ভৈরবো হভবস্তদা ।
 নিবারিতো গিরিজয়া বধাত্মাচ্ছিবঃ স্বয়ম্ । ভিক্ষাং
 তস্মৈ দদৌ বাচা অগ্নয়ে জাতবেদসে ॥ ৪০ ॥ পানৌ
 ভিক্ষাং গৃহীত্বাথ প্রত্যক্ষং তেন চাশ্মিনা । ভিক্ষিতা
 কুপিতা তঃ বৈ শশাপ গিরিজা ততঃ ॥ ৪১ ॥ রে
 ভিক্ষো ভবিতা শাপাৎ সর্বভক্ষো মমাতু বৈ ।

চরাচর জগৎ নষ্ট হইয়া গেল । ব্রহ্মা এবং অধ্যাক্ষ-
 দাতা বিষ্ণু উভয়ে তখন অগ্নিকে স্মরণ করিলেন ।
 স্মরণ মাত্র অগ্নি সহর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
 তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রেরণায় অগ্নি শিবমন্দির দর্শন
 করিলেন ; দেখিলেন—তাহার দ্বারদেশে মহাপ্রভাব
 নন্দী অবস্থান করিতেছেন । তদর্শনে অগ্নি কাশ্মীর
 তুল্য কান্তিশালী হৃদ কলেবর ধারণ করিলেন
 এবং শস্তুর নানা আশ্চর্য্যময় অস্তঃপুরে প্রবিষ্ট
 হইলেন, দেখিলেন—সেই অস্তঃপুর নানা রত্নচ্ছটায়
 পরিব্যাপ্ত এবং প্রাসাদমালায় সমলঙ্ঘ্যত । সেই
 অস্তঃপুরের অঙ্গতে উপস্থিত হইয়া অগ্নি উপবেশন-
 পূর্বক বলিলেন—মাতঃ ! এই অস্তঃপুর হইতে
 আমার পানিরূপ পাত্রে আপনিভিক্ষা দান করুন ।
 সেই কথা শুনিয়া বাল্য অধিকা স্বয়ং তাঁহাকে ভিক্ষা
 দান করিতে যখন উদ্যত হইলেন, তখন শিব
 সুরতক্রীড়া হইতে উখিত হইয়া অতিকোপে শূল
 উত্তোলনপূর্বক রুদ্র ভৈরব মূর্তি ধারণ করিলেন ।
 কিন্তু গিরিজা তাঁহাকে তৎকালে সেই হিংসাব্যাপার
 হইতে নিবারিত রাখিলেন । পরে গিরিজা জাত-
 বেদ্য অগ্নিকে ভিক্ষা দান করিলেন । ২৪—৪০ ।
 তখন অগ্নিঃস্বীয় পানিতলে ভিক্ষা লইয়া প্রত্যক্ষভাবে
 বিরাজ করিতে লাগিলেন । অনন্তর গিরিজা কুপিতা
 হইয়া তাঁহাকে এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন—
 রে ভিক্ষো ! তুমি আমার শাপে সর্বভক্ষ হইবে

অনেন রেতসা সদ্যঃ পীড়াং প্রাপ্যাসি সর্বতঃ ॥৪২॥
ইত্যুক্তো ভক্ষয়িষ্যী রেত ঈশস্ত হব্যবাট্ । যত্র
দেবাঃ স্থিতাঃ সর্বে ব্রহ্মাদ্যাশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ৪৩ ॥
আগত্যাকথয়ৎ সর্বং তদ্রেতোভক্ষণাদিকম্ । সর্বে
সগর্ভা হ্রুবব্রিন্দাদ্যা দেবতাগণাঃ ॥ ৪৪ ॥ অগ্নে-
ষ্থা হবিশ্চৈব সর্বেষামুপতিষ্ঠতি । অগ্নেখোদ্রবে-
নৈব রেতসা তে সুরেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥ সগর্ভা হ্রুবন
সর্বে চিন্তয়া চ প্রপীড়িতাঃ । বিষ্ণুঃ শরণমাজগ্মু-
র্দেবদেবেশ্বরং প্রভুম্ ॥ ৪৬ ॥ দেবা উচুঃ । হং
জ্ঞাতা সর্বদেবানাং লোকানাং প্রভুরেব চ । তস্মা-
জক্ষা বিধাতব্য শরণাগতবৎসল ॥ ৪৭ ॥ বয়ং
সর্বে মর্তুকামা রেতসানেন পীড়িতাঃ । অসুরেভ্যঃ
পরিভ্রষ্টা বয়ং সর্বে দিবৌকসঃ ॥ ৪৮ ॥ শরণং
শঙ্করং যাতাঃ পরিভ্রাতুং কৃতোদ্বহাঃ । যদা পুত্রো
হি রুদ্রস্ত ভবিষ্যতি তদা বয়ম্ । সুখিনঃ স্তাম
সর্বে বৈ নির্ভয়াশ্চ ত্রিবিষ্টপে ॥ ৪৯ ॥ এবং বিষ্ট-
ভামানানাং সর্বেষাং ভয়মাগতম্ । অনেন রেতসা
বিক্ষো জীবিতুং শক্যতে কথম্ ॥ ৫০ ॥ ত্রিবর্গো হি

এবং এই রেতোদ্বারা সর্বতোভাবে পীড়া প্রাপ্ত
হইতে থাকিবে । গিরিজা এই কথা কহিলে হব্য-
বাহন অগ্নি সেই রেতঃপান করিয়া যথায় ব্রহ্মাদি
দেবগণ অবস্থিত ছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত
হইলেন এবং রেতোভক্ষণাদি সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহা-
দিগকে কহিলেন । অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই
সগর্ভ হইলেন । তাঁহাদের গর্ভ হইবার কারণ এই
যে, অগ্নিনিহিত হবিই সমস্ত দেবের ভক্ষ্য । ফলে
অগ্নিখোদ্রব রেতোদ্বারাই দেবসকল সগর্ভ হইয়া
উঠিলেন । তাঁহাদের এইরূপে গর্ভসম্ভাবনায় তাঁহারা
চিন্তিত হইয়া পড়িলেন । তখন চিন্তাগ্রস্ত দেবগণ দেব-
দেবপতি ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন । দেবগণ
কহিলেন,—হে প্রভো ! আপনি সর্বলোকের প্রভু,
ও সর্ব দেবের ভ্রাণকর্তা । অতএব হে শরণাগত-
বৎসল ! আপনি আমাদের রক্ষা বিধান করুন ।
* আমরা সকলেই এই রেতঃপ্রবাহে পীড়িত হইয়া
মরিতে বসিয়াছি । সকলেই আমরা অসুরগণের ভয়ে
ভীত হইতেছি । পরিভ্রাণ পাইবার আশায় প্রথমে
আমরা শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম ; ভাবিয়া-
ছিলাম, ক্রোধের যখন পুত্র হইবে, তখন আমরা নির্ভয়
হইয়া সুখে স্বর্গে বাস করিতে পারিব । কিন্তু তাহা
হইল না ; আমাদের সকলেরই এখন ভয় হইয়াছে ।
হে বিক্ষো ! এই রেতঃপ্রবাহ হইতে কিরূপে আমরা

যথা পুংসাং কৃতো হি সুপরিহৃতঃ । বিপরীতো
ভবতোব বিনা দেবেন নাস্তথা ॥ ৫১ ॥ তস্মাত্ত্বৈ
বলং মহা সর্বেষামপি দেহিনাম্ । কার্য্যাকার্য্য-
ব্যবস্থায় সর্বে মন্তামহে বয়ম্ ॥ ৫২ ॥ তথা
নিশম্য দেবানাং পরেশঃ পরিদেবনম্ । উবাচ
প্রহসন্ বাক্যং দেবানাং দেবতারিহা ॥ ৫৩ ॥ সূর্য্যতাং
বৈ মহাদেবো মহেশঃ কার্য্যগৌরবাৎ ॥ ৫৪ ॥ তথৈতি
গহ্বা তে সর্বে দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ । তথা ব্রহ্মাদয়ঃ
সর্ব ঈড়িরে ঋষয়ো হরম্ ॥ ৫৫ ॥ ও নমো ভর্গায়
দেবায় নীলকণ্ঠায় মীঢ়ুষে । ত্রিনেত্রায় ত্রিবেদায়
লোকত্রিতয়বারিণে ॥ ৫৬ ॥ ত্রিশ্বরায় ত্রিমাত্রায়
ত্রিবেদায় ত্রিমূর্ত্তয়ে । ত্রিবর্গায় ত্রিধামায় ত্রিপদায়
ত্রিশূলিনে ॥ ৫৭ ॥ ত্রাহি ত্রাহি মহাদেব রেতসো
জগতঃ পতে ॥ ৫৮ ॥ ব্রহ্মণা তু স্ততো যাবন্তাবদেবো
বৃষধ্বজঃ । প্রাহর্বভুব তত্রৈব সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥
৫৯ ॥ দৃষ্টস্তদানীং জগদেকবন্ধুর্মহান্ভির্দেববরৈঃ
সুপূজিতঃ । সংস্কৃতমানো বিবিধৈর্বচোভিঃ প্রত্যাক্ষপৈঃ
শ্রুতিসম্মিতৈশ্চ ॥ ৬০ ॥ স্তবতাকৈব দেবানামুবাচ
পরমেশ্বরঃ । ত্রাসং কুরুন্তু মা সর্বে রেতসানেন

বাচিত্তে পারিব ? ত্রিবর্গ যথায়থ অল্পাঙ্কিত হইয়া শুভ-
কর হয় বটে ; কিন্তু তাহাও দেবদেবের অল্পগ্রহ
বাতীত হইবার উপায় নাই ; ইহা নিশ্চয়ই । অতএব
সমস্ত প্রাণীর বলাবল বুঝিয়া সমস্ত কার্য্যাকার্য্যের
ব্যবস্থায় আমরা সকলে আপনাকেই নির্দোষ
করিতেছি । পরমেশ্বর বিষ্ণু দেবগণের তথাবিধ পরি-
দেবন শ্রবণ করিয়া সহস্র-আসো দেবগণকে কহি-
লেন,—কার্য্যের গুরুত্ব বশতঃ তোমরা মহাদেব মহে-
শ্বরকেই স্তব কর । তৎশ্রবণে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও
ঋষিগণ সকলেই শচুসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার স্তব
করিতে লাগিলেন । ৪১--৫৫। তাঁহারা কহিলেন—ঘিনি
ভর্গদেব, নীলকণ্ঠ, মীঢ়ুষ, ত্রিনেত্র, ত্রিদেব, লোক-
ত্রয়বারী, ত্রিশ্বর, ত্রিমাত্র, ত্রিদেব, ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিবর্গ,
ত্রিধাম, ত্রিপদ ও ত্রিশূলী, তাঁহাকে নমস্কার । হে
জগৎপতে, মহেশ্বর ! এই রেতঃপাত হইতে আমা-
দিগকে রক্ষা করুন । অনন্তর ব্রহ্মাও তাঁহাকে স্তব
করিলেন । তখন দেবদেব বৃষধ্বজ সুরগণের কার্য্য-
সিদ্ধির নিমিত্ত প্রাহর্ভূত হইলেন । মহাশক্তি দেবগণ
তখন সেই জগদেকবন্ধু মহাদেবকে দর্শন ও পূজন
করিলেন এবং শ্রুতি-সম্মত বিবিধ বাক্যে তাঁহার
স্তব করিতে লাগিলেন । দেবগণ স্তব করিতে
থাকিলে, পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে সুর-

পীড়িতাঃ ॥ ৬১ ॥ বমনং বৈ ভবন্তি চ কার্যমদ্যৈব
ভোঃ সুরাঃ । তথ্যেতি মহা তে সর্ষে ইন্দ্রাদা
দেবতাগণাঃ । বেগুঃ সর্ষে তদা বিশ্রান্তদ্রেতঃ
শঙ্করশ্চ ॥ ৬২ ॥ ঐকপদ্যেন তদ্রেতো মহাপরিত-
সন্নিতম্ । তপ্তচামীকরপ্রথং বভূব পরমাদ্বুতম্ ॥
৬৩ ॥ সর্ষে চ সুরিনো জাতা ইন্দ্রাদা দেবতাগণাঃ ।
বিনা হুগ্নিক তে সর্ষে পরিতুষ্টাস্তদাভবন্ ॥ ৬৪ ॥
তেনাগ্নিনাপি চোক্তস্ব শঙ্করো লোকশঙ্করঃ । কিং
ময়াদ্য মহাদেব কর্তৃবাং দেবতাবর ॥ ৬৫ ॥ তদ্ব্যক্তি
মে প্রভোহদ্য হং যেনাহং সমদা সুখী । ভবিষ্যামি
চন্দ্ৰযেনাহং দেবানাং হব্যবাহকঃ ॥ ৬৬ ॥ তদোবাচ
শিবঃ সাক্ষান্দেবানামিহ শব্দতাম্ ! রেতো বিসৃজাতাং
যোনৌ তদাগ্নিঃ প্রহসন্নিব ॥ ৬৭ ॥ উবাচ শঙ্করঃ
দেবঃ ভবন্তেজো হুরাসদম্ । ইদমুৎপন্নবান্ভো
ধার্যতে প্রাকৃতৈঃ কথম্ ॥ ৬৮ ॥ ততঃ প্রোবাচ
ভগবানগ্নিঃ প্রতি মহেশ্বরঃ । মাঘে মাসি প্রতপ্তানাং
দেহে তেজো বিসৃজাতাম্ ॥ ৬৯ ॥ তথ্যেতি মহা
বচনং মহাপ্রভঃ স জাতবেদাঃ পরমেণ বর্চসা ।
সমুজ্জলন্তত্ৰ মহাপ্রভাবো ব্রাহ্মে মুহূর্তে হি

গণ! এই রেতোদ্বারা পীড়িত হইয়া তোমরা ভয়
করিও না; তোমরা অদ্য সকলেই উহা বমন করিয়া
ফেলো। হে বিপ্রগণ! ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাই ভাল
মনে করিয়া শঙ্করের সেই বীর্ঘ্য তখন বমন করিয়া
ফেলিলেন। অনন্তর সেই বীর্ঘ্য একযোগে মহান
পর্ষতাকার হইয়া প্রতপ্ত চামীকরবৎ পরম
অদ্ভুতরূপে পরিণত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ,
সকলেই সেকালে সুখী হইলেন। একমাত্র অগ্নি
সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না; তিনি ভিন্ন
আর সকল দেবই পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর অগ্নি
লোকশঙ্কর শঙ্করকে বলিলেন,—তু দেববর! আমি
অদ্য কি করিব? হে প্রভো! আমি যাহাতে সর্বদা
সুখী হইতে পারি, আপনি তাহার উপায় নিরূপণ
করুন। আমি যাহাতে দেবগণের হব্যবাহন হইতে
পারি, আপনি তাহাই করুন। সাক্ষাৎ শিব তখন
দেবগণকে শুনাইয়া অগ্নিকে বলিলেন,—তুমি এই
তেজ যোনিমুখে নিক্ষেপ কর। তখন অগ্নি হাস্ত-
পূর্বক শঙ্করকে বলিলেন,—আপনার এই তেজ অতি
দুর্লভ; এই উৎপন্ন তেজ প্রাকৃত প্রাণীর ধারণ
করিবে কিরূপে? অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর অগ্নিকে
বলিলেন,—মাঘ মাসে যাহারা শীতক্রিষ্ট হইবে, তাহা-
দের দেহে এই তেজ নিক্ষেপ কর। মহাপ্রভাব

স গোপবিষ্টঃ ॥ ৭০ ॥ তদা প্রাতঃ সমুখ্যায় প্রাতঃ
স্নানপরাঃ স্নিয়ঃ । যযুঃ সদা ঋষীগণ সত্যস্তা জাত-
বেদসম্ ॥ ৭১ ॥ দৃষ্ট্বা প্রজ্জলিতং তত্র সন্ধ্যাস্তাঃ
শীতকর্ষিতাঃ । তপ্তকামাস্তদা সর্ষা হুরুদ্ধত্যা নিবা-
রিতাঃ ॥ ৭২ ॥ তয়া নিবারিতাশ্চাপি তাস্তেপুঃ
কৃত্তিকাঃ স্বয়ম্ । যাবন্তেপুশ্চ তাঃ সর্ষা রেতসঃ
পরমাণবঃ । বিবিণ্ণু রোমকূপেষু তাসাং তত্রৈব
সহরম্ ॥ ৭৩ ॥ নীরেতোহগ্নিস্তদা জাতো বিশ্রান্তঃ
স্বয়মেব হি ॥ ৭৪ ॥ ততস্তা ঋষিভার্যা হি যযুঃ
স্বতবনং প্রতি । ঋষিভিস্ত তদা শপ্তাঃ কৃত্তিকাঃ
খেচরাভবন্ ॥ ৭৫ ॥ তদানৌমব তাঃ সর্ষা ব্যভি-
চারেণ দূষিতাঃ । তৎ সসর্জ্জুস্তদা রেতঃ পৃষ্ঠে
হিমবনে গিবেঃ ॥ ৭৬ ॥ ঐকপদ্যেন তদ্রেতস্তপ্ত-
চামীকরবভূব । গঙ্গাবাক তদা ক্রিষ্টঃ কীচকৈঃ
পারবেষ্টিতম্ ॥ ৭৭ ॥ বগুখ বালকং জাহ্নবী সর্ষে
দেবা মৃদাধিতাঃ । গর্গেণোক্তাস্তদন্তে বৈ সুখেন

জাতবেদা শিববাক্যই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া পরম
তেজে জলিত হইলেন এবং ব্রাহ্ম মুহূর্তে কোন এক
জলাশয়তীরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।
অনন্তর প্রভাতে সতী ঋষিপত্নীগণ প্রাতঃস্নানে গমন
করিলেন। স্নানান্তে তাহারা শীতক্রিষ্ট হইয়া সমুখে
প্রজ্জলিত অগ্নি দর্শনে তাপ লইবার জন্য তদতিমুখে
যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু অরুদ্ধতী তাঁহাদিগকে
নিষেধ করিলেন। অরুদ্ধতীর নিষেধ সত্ত্বেও ঋষি-
পত্নী কৃত্তিকাগণ সেই অগ্নির তাপ লইতে লাগিলেন।
তাঁহারা যখন তাপ লইতেছিলেন, সেই সময়েই
তাঁহাদের রোমকূপ-সমূহে অগ্নিধূত সেই রেতোরাশির
পরমাণু সকল অতি দ্রুত প্রবেশ করিল। তাহাতে
অগ্নি তখন সম্পূর্ণ রেতোহীন হইয়া বিশ্রাম লাভ
করিলেন ॥ ৭৬—৭৮ ॥ অনন্তর ঋষিপত্নীগণ স্ব স্ব
আশ্রমে গমন করিলে, ঋষিগণ তাঁহাদিগকে অভিশাপ
প্রদান করিলেন। সেই শাপে তাঁহাদিগকে আকাশস্থ
নক্ষত্র হইতে হইল। ব্যভিচার-দোষে কৃত্তিকাগণ
অত্যন্ত দূষিত হইয়া তৎকালে হিমগিরির পৃষ্ঠে সেই
রেতঃ বিসর্জন করিলেন। ক্রমে সকলের রেতঃ
একীভূত হইয়া তপ্ত চামীকরাকার ধারণ করিল এবং
ঘটনাক্রমে সহরই তাহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া
কীচকসমূহে পরিবেষ্টিত হইল। দেবগণ তখন
সেই রেতঃকে বগুখ বালকরূপে অবগত হইয়া মৃদা-
ধিত হইলেন। অনন্তর গর্গ বলিলেন,—এ বালককে

হ্রিয়তামিতি ॥ ৭৮ ॥ শস্তোঃ পুত্রঃ প্রসাদেন সর্বো
ভবতি শাস্ততঃ । গঙ্গায়াঃ পুলিনে জাতঃ কার্তিকেয়ো
মহাবলঃ ॥ ৭৯ ॥ উপবিষ্টোহথ গাঙ্গেয়ো হহোরাত্রো-
বিতস্তদা । শাখো বিশাখোহতিবলঃ যগ্মখোহসে
মহাবলঃ ॥ ৮০ ॥ জাতো যদাথ গঙ্গায়াঃ যগ্মখঃ
শঙ্করাঙ্কজঃ । তদানীমেব গিরিজা সঞ্জাতা প্রপ্লুত-
স্তনী ॥ ৮১ ॥ শিবঃ নিরীক্ষা সা প্রাহ হে শস্তো প্রপ্লবো
মহান । সঞ্জাতো মে মহাদেব কিমর্থস্তনিরীক্ষাতাম্ ।
সর্বজ্ঞোহপি মহাদেবো হব্রবীতামথাক্রবৎ ॥ ৮২ ॥
নারদস্তত্র চাগত্য প্রোক্তবান্ জন্ম তন্তু তৎ । শিবায়
চ শিবায়ৈ চ পুত্রো জাতো হি সুন্দরঃ ॥ ৮৩ ॥
তদাকর্ণ্য বচো বিপ্রা হর্ষনির্ভরমানসঃ । বভূবুঃ
প্রমথঃ সর্বো গন্ধর্বা গীততৎপরঃ ॥ ৮৪ ॥
অনেকাভিঃ পতাকাভিশ্চেলপল্লবতোরণৈঃ । তথা
বিমানৈর্বহতির্বভৌ প্রজ্জলিতো মহান । পর্বতঃ
পুত্রজননাচ্ছঙ্করস্ত মহান্বনঃ ॥ ৮৫ ॥ তদা সর্বো সুরগণা
ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ । রক্ষোগন্ধর্বযক্ষাশ্চ অপ্সরো-
গণসেবিতাঃ ॥ ৮৬ ॥ ঐকপদেন তে সর্বো সহিতাঃ
শঙ্করেণ তু । দ্রষ্টুং গাঙ্গেয়মধিকং জন্মং পুলিনসংস্থি-

অনায়াসে আনয়ন কর। ঐ বালক শম্বুর পুত্র ;
উঁহার প্রসাদে সমস্তই সুসম্পন্ন হইবে। এই মহা-
বল বালক গঙ্গাপুলিনে জন্মিয়াছেন, ইঁহার নাম
কার্তিকেয়। অনন্তর গাঙ্গেয় অহোরাত্র তথায় বাস
করিলেন। সেই মহাবল বালক শাখ, বিশাখ,
অতিবল, ও যগ্মখ নামে অভিহিত হইলেন। শঙ্করা-
ঙ্কজ যগ্মখ যৎকালে গঙ্গাগর্ভে জন্মিলেন, তখনই
গিরিজার স্তন্য ক্ষরণ হইতে লাগিল। গিরিজা
শিবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—হে শস্তো !
হে মহাদেব ! কি জন্তু আমার মহান প্রপ্লব হইতেছে,
তাহা অবলোকন করুন। অনন্তর সর্বজ্ঞ মহাদেব
অঞ্জের ঞায় তাঁহাকে উত্তর প্রদান করিলেন। এই
সময় নারদ তথায় আসিয়া শিব ও শিবায় নিকট
কার্তিকেয়-জন্মের সংবাদ জানাইলেন ; বলিলেন—
একটী সুন্দর পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। হে বিপ্র-
গণ ! নারদের মুখে সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রমথ-
গণ হর্ষনির্ভর-মনে অবস্থান করিল। গন্ধর্বগণ গীত-
তৎপর হইল। মহাত্মা শঙ্করের পুত্র জন্ম নিবন্ধন
মহাগিরি পতাকা, চেল, পল্লব, তোরণ ও বহু বিমান
দ্বারা সুশোভিত হইল। তখন মহাত্মা শঙ্কর—সমস্ত
সুর, সিদ্ধ, ঋষি, চারণ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ ও
অপ্সরাগণসহ একযোগে গঙ্গাপুলিনস্থিত সেই পুত্রকে

তম্ ॥ ৮৭ ॥ ততো বৃষভমাক্রুত্ব যযৌ গিরিজয়া সহ ।
অন্তোঃ সমেতো ভগবান্ সুরৈরিস্তাদিতিস্তথা ॥ ৮৮ ॥
তদা শঙ্খাশ্চ ভের্যাশ্চ নেতৃত্বাণানেকশঃ ॥ ৮৯ ॥
তদানীমেব সর্বেশঃ বীরভদ্রাদযো গণাঃ । অব্যয়ঃ
কেলিসংরক্ষা নানাবাদিত্রবাদকাঃ । বাদয়ন্ত্যচ বাদ্যানি
ততানি বিততানি ॥ ৯০ ॥ কেচিনৃত্যপরাস্তত্র
গাযকাশ্চ তথা পরে । স্তাবকাঃ স্ত্রয়মানাশ্চ চক্রুস্তে
গুণকীর্তনম্ ॥ ৯১ ॥ এবংবিধান্তে সুরসিদ্ধযক্ষা
গন্ধর্ববিদ্যাধরপন্নগা হমী । শিবেন সার্কঃ পরি-
হৃষ্টচিত্তা দ্রষ্টুং যযুস্ত ববদঞ্চ শাক্ষরিম্ ॥ ৯২ ॥ যাবৎ
সমীক্ষয়ামাসুর্গাঙ্গেয়ঃ শঙ্করোপমম্ । দদৃশুস্তে মহ-
ভ্রজো ব্যাপ্তমাসীজ্জগদ্রয়ম্ ॥ ৯৩ ॥ ততেজসারূতং
বালং তপ্তচামীকরপ্রভম্ । সুমুখং সুশ্রিয়া যুক্তং
সুনসং সুশ্মিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৯৪ ॥ চাক্রপ্রসন্নবদনং তথা
সর্বাঙ্গসুন্দরম্ । তং দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং গাঙ্গেয়ং
প্রথিতাশ্বকম্ ॥ ৯৫ ॥ ববন্দিরে তদা বালং কুমারং
সুধাবর্চ্চসম্ । প্রমথাস্চ গণাঃ সর্বো বীরভদ্রাদয়-
স্তথা ॥ ৯৬ ॥ পরিবার্যোপস্থুস্তে বামদক্ষিণভাগতঃ ।
তথা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ইন্দ্রশ্চাপি সুরৈরূতঃ ॥ ৯৭ ॥

দর্শন করিতে গমন করিলেন। শঙ্কর বৃষভারোহণে
গিরিজার সহিত যাইতে লাগিলেন। তাঁহার
সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাদি দেবগণও যোগদান করিলেন।
তৎকালে বিবিধ শঙ্খ, ভেরী ও তুর্য্যধ্বনি
হইতে লাগিল। দর্শক দলের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য
করিতে লাগিল, কেহ কেহ সঙ্গীতে তৎপর হইল,
কেহ কেহ স্তব কার্য্যে নিরত হইল এবং অনেকে
সুয়মান হইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা সন্ধ্যা
লেখি গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। এইভাবে সুর,
সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও পন্নগগণ শিবের সহিত
হৃষ্টচিত্তে বরপ্রদ শঙ্কর-সুতকে দেখিবার নিমিত্ত
গমন করিলেন। ৭৫—৯২। সেই শঙ্করতুল্য গাঙ্গেয়কে
দেখিবার জন্ত মেমন তাঁহারা দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন,
অমনি দেখিলেন—একটা মহাতেজে জগদ্রয় ব্যাপ্ত
করিয়াছে। বালক সেই তেজে আরূত হইয়াছে।
তাঁহার আকৃতি তপ্ত চামীকরনিভ ; তিনি সুমুখ,
ক্রীমান, সুনস, সুশ্মিতেন্দ্র, চাক্র ও প্রসন্নবদন
এবং সর্বাঙ্গসুন্দর। সেই মহাশর্য্য গাঙ্গেয় নামে
প্রথিত, সুধাসম তেজস্বী কুমারকে দেখিয়া মুকলেই
বন্দনা করিলেন। বীরভদ্রাদি প্রমথগণ সেই বালক-
কের বাম ও দক্ষিণ ভাগ বেষ্টনপূর্বক স্তব করিতে
লাগিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ

ঋষয়ো যক্ষগন্ধর্বাঃ পরিবার্ধ্য কুমারকম্ । দণ্ডবৎ
পতিতা ভূমৌ কেচিচ্চ নতকঙ্করাঃ ॥ ১৮ ॥ প্রণেয়ুঃ
শিরসা চান্তে মহা স্বামিনমবায়ম্ । অবাদ্যন্ত বিচি-
ত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে । এবমভ্যুদয়ে তস্মিন
ঋষয়ঃ শাস্তিমাণঠন ॥ ১৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে যাতঃ
শঙ্করো গিরিজাপতিঃ । অবতীৰ্ণা বৃষাচ্ছীঘ্রং পার্শ্বত্যা
সহ স্তম্ভতাঃ ॥ ১০০ ॥ পুত্রং নিরৈক্যত তদা জগ-
দেকবন্ধুঃ শ্রীত্যা যুতঃ পরময়া সহ বৈ ভবাত্মা । স্নেহা-
ধিতো ভুজগভোগযুতো হি সাক্ষাৎ সর্বেশ্বরঃ পরি-
বৃত্তঃ প্রমথৈঃ প্রহৃষ্টঃ ॥ ১০১ ॥ উপগুহ গুহং তত্র
পার্কতী জাতসম্মম । প্রস্তুতং পাবয়ামাস স্তনং
স্নেহপরিপ্লুতা ॥ ১০২ ॥ তদা নীরাজিতো দেবৈঃ
সকলকৈর্মুদাধিতৈঃ । জয়শব্দেন মহতা ব্যাপ্তমাসী-
ন্নভস্তলম্ ॥ ১০৩ ॥ ঋষয়ো ব্রহ্মঘোষণে গীতেনৈব চ
গায়কাঃ । বাদৈশ্চ বাদকৈশ্চ উপতস্থঃ কুমা-
রকম্ ॥ ১০৪ ॥ স্বমঙ্গমারোপা তদা গিরীশঃ কুমা-
রকং তং প্রভয়া মহাপ্রভম্ । বভৌ ভবানীপতিরেব
সাক্ষাচ্ছিয়া যুতঃ পুত্রবতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ১০৫ ॥ দম্পতী

তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন । ঋষি, যক্ষ ও গন্ধর্ব-
গণ সেই কুমারকে ঘিরিয়া দণ্ডবৎ নতকঙ্করে
ভূতলে পতিত হইলেন । অনেকে তাঁহাকে অবায়
পুরুষ মনে করিয়া মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন ।
সেই কুমার-দর্শনমহোৎসবে বিচিত্র বাদিত্র সকল
বাদিত হইতে লাগিল । ঐ অভ্যুদয়-ব্যাপারে
ঋষিগণ শাস্তিমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন ।
ইত্যবকাশে শঙ্কর বৃষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া
পার্কতীর সহিত পুত্রদর্শনে গমন করিলেন । তখন
জগদেকবন্ধু শিব ভবানীর সহিত শ্রীতি-পূর্ণ মনে
পুত্রকে নিরীক্ষণ করিলেন । ভুজগ-ভোগ-পরিবৃত্ত
ভবদেব পুত্র দর্শনে স্নেহাধিত হইয়া প্রমথসহ
প্রহৃষ্ট হইলেন । পার্কতী তখন সসম্মমে
পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহ-পরিপ্লুতচিত্তে
স্তন পান করাইলেন । তৎকালে দেবগণ স্ব স্ব
কলত্র-পরিবৃত্ত হইয়া মুদিতমনে তাঁহাদিগকে নীরা-
জিত করিতে লাগিলেন । মহান জয়শব্দে নভস্তল
পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল । ঋষিগণ ব্রহ্মঘোষে,
গায়কগণ গীতরবে, এবং বাদকদল বাদ্য-বাদনে
কুমারকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন । অনন্তর
গিরিশ মহাপ্রভ কুমারকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া
সমধিক সুশোভিত হইলেন । ভবানীপতি সেকালে
পুত্রদর্শনগণের মধ্যে বরিষ্ঠ ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠি-

তৌ তদা তত্র ঐকপদো নন্দতুঃ । অতিষিচ্যমান
ঋষিভিরাবৃতঃ সুরসত্তমৈঃ ॥ ১০৬ ॥ কুমারঃ ক্রীড়া-
মাস উৎসঙ্গে শঙ্করস্ত চ । কঠে স্থিতঃ বাসুকিঞ্চ
পাণিত্যাং সমপীড়য়ৎ ॥ ১০৭ ॥ মুখং প্রপীড়য়িত্বাসৌ
পাণীনগণযন্তদা । একং ত্রীণি দশাষ্টৌ চ বিপরীত-
ক্রমেণ চ ॥ ১০৮ ॥ প্রহস্ত ভগবান্ শঙ্করবাচ
গিরিজাং তদা ॥ ১০৯ ॥ মন্দস্মিতেন চ তদা
ভগবান্ মহেশঃ প্রাপ্তো মুদঞ্চ পরমাং গিরিজা-
সমেতঃ । প্রেম্যাং সগদাদগিরা জগদেকবন্ধুর্নোবাচ
কিঞ্চন তদা ভুবনৈকভর্তা ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কার্তিকেয়শ্বামিকুমারোৎপত্তিবর্ণনং
নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । কুমারঃ স্বাক্ষমারোপা উবাচ
জগদীশ্বরঃ । দেবান প্রতি তদা ক্রুৎ সেনান ভর্গঃ
প্রতাপবান্ ॥ ১ ॥ কিং কার্য্যং কথাতাং দেবাঃ

লেন । সেই দম্পতি হরপার্কতী তখন যুগপৎ
আনন্দিত হইলেন । কুমার ঋষিগণ কর্তৃক অভি-
ষিচ্যমান ও সুরসত্তমগণ দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া শঙ্ক-
রের উৎসঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । এবং
ঐ ক্রীড়াচ্ছলে শিবকণ্ঠ-স্থিত বাসুকিকে তৎকালে
পাণিযুগ দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিলেন । কুমার
মুখদেশ পীড়ন করিয়া অনন্তর এক, তিন, দশ,
আট, এইরূপ বিপরীত ক্রমে পাণি গণনা করিতে
লাগিলেন । ভগবান্ শঙ্কু তাহাতে হাস্ত করিয়া
গিরিজাকে তাহা বলিলেন । এইরূপে প্রভু মহে-
শ্বর গিরিজার সহিত মন্দ হাস্তে পরম শ্রীতি প্রাপ্ত
হইলেন এবং সেই ভুবনৈকবন্ধু ভুবনৈকপাতা
শিব তখন প্রেমভরে সগদাদ বাক্যে কিছুই স্পষ্ট
বলিতে সক্ষম হইলেন না ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—প্রতাপবান্ জগদীশ ভর্গ,
কুমারকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া ইন্দ্রাদি দেব-
গণের প্রতি বলিলেন,—হে দেবগণ ! এই আমার

কুমারেনাধুনা মম। তদোচুঃ সহিতাঃ সর্বে দেবঃ
পশুপতিং প্রতি ॥ ২ ॥ তারকাস্তমুৎপন্নঃ সর্বেবাং
জগতাং বিভো। ত্রাতা হং জগতাং স্বামী তস্মাৎ
ত্রাণং বিধীয়তাম্ ॥ ৩ ॥ কুমারেন হতোহৈদ্যব তারকো
ভবিতা প্রভো। তস্মাদৈদ্যব যাস্তামস্তারকং
হন্তুমুদ্যতাঃ ॥ ৪ ॥ তথেনি মহা সহসা নির্জগুস্তে
তদা সুরাঃ। কার্তিকেয়ঃ পুরস্কৃত্য শঙ্করাঙ্ঘ্রমেব
হি ॥ ৫ ॥ সর্বে মিলিত্বা সহসা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ।
দেবানামুদ্যমঃ শ্রুত্বা তারকোহপি মহাবলঃ ॥ ৬ ॥
সৈন্তেন মহতা চৈব যযৌ মোক্ষুঃ সুরান প্রতি,
দেবৈর্দৃষ্টঃ সমায়াতঃ তারকস্ত মহদ্বলম্ ॥ ৭ ॥
তদা নভোগতা বাণী ভাবাচ পরিসায়া তান।
শাক্ষরিং চ পুরস্কৃত্য সর্বে যুযং প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৮ ॥
দৈত্যান বিজিতা সংগ্রামে জয়িনো হি ভবিষ্যথ ॥ ৯ ॥
বাচং তু খেচরীং শ্রুত্বা দেবাঃ সর্বে সমুৎসুকাঃ।
কুমারং চ পুরস্কৃত্য সর্বে তে গতসাধবসাঃ ॥ ১০ ॥
যুদ্ধকামাঃ সুরা যাবত্তাবৎ সর্বে সমাগতাঃ।
বরণার্থং কুমারস্ত সূতা মৃত্যোহঁরিতায়া ॥ ১১ ॥

কুমার এক্ষণে কি কার্য্য করিবেন, তোমরা তাহা
বল। তখন দেবগণ সকলেই সেই পশুপতির
নিকট বলিলেন,—হে বিভো। তারকাসুর হইতে
আমাদের সকলের এমন কি এই সমগ্র জগতের
ভর্য উৎপন্ন হইয়াছে। আপনিই ত্রাণকর্তা জগৎ-
স্বামী; অতএব আমাদিগকে ত্রাণ করুন। হে
প্রভো! তারকাসুর অদ্য এই কুমারের হস্তে
নিহত হইবে। অতএব এখনই আমরা উদ্যম সহ-
কারে তারককে নিহত করিতে গমন করিব। অন-
ন্তর দেবগণ তাহাই স্থির করিয়া কার্তিকেয়কে অগ্র-
বর্তী করত সহসা সেই স্থান হইতে যুদ্ধযাত্রা করি-
লেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ সকলেই
সে যাত্রায় মিলিত হইলেন। এদিকে মহাবল
তারক দেবগণের উদ্যমকাহিনী শ্রবণ করিয়া মহা-
সৈন্ত সমভিযাহারে সুরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা
করিল। দেবগণ তারকাসুরের বিপুল সেনাদলকে
আগমন করিতে দেখিলেন। তখন তাঁহাদিগকে
সান্ত্বনা দান করিয়া এক আকাশবাণী বলিল,—দেব-
গণ! তোমরা শঙ্কর-নন্দনকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রস্থান
কর; সংগ্রামে দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়া অচিরেই
বিজয়ী হইতে পারিবে। দেবগণ সেই আকাশবাণী
শ্রবণ করিয়া সমুৎসুকচিত্তে কুমারকে পুরস্কৃত্য করত

ব্রহ্মণা নোদিতা পূর্ব তপঃ পরমমাস্তিতা। উপসা তেন
মহতা কুমারং প্রতি বৈ তদা। আগতা হুহিতা মৃত্যোঃ
সেনা নামৈকসুন্দরী ॥ ১২ ॥ তাং দৃষ্ট্বা তেহক্রবন্ সর্বে
দেবঃ পশুপতিং প্রতি। এনং কুমারমুদিত্তা আগতা
হুতসুন্দরী ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মণো বচনাচ্চৈব কুমারেন
তদা বৃত্তা। অথ সেনাপতির্জাতঃ কুমারঃ শাক্ষরিসুন্দা
॥ ১৪ ॥ তদা শঙ্খাশ্চ ভেৰ্যাশ্চ পটহানকগোমুখাঃ।
তথা দ্বন্দ্বভযো নেত্রমৃদঙ্গাশ্চ মহাস্বনাঃ ॥ ১৫ ॥ তেন
নাদেন মহতা পুরিতং চ নভস্তলম্। তদা গৌরী চ
গঙ্গা চ কৃত্তিকা মাতরস্তথা। পরস্পরমথোচুস্তাঃ
সুতো মম মর্মোত চ ॥ ১৬ ॥ এবং বিবাদমাপন্যাঃ
সর্ভাস্তা মাতৃকাদয়ঃ। নিবারিতা নারদেন মোহ্যঃ
মা কুরুতেতি চ ॥ ১৭ ॥ পার্শ্বতাং শঙ্করাঙ্ঘ্রাতো
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। তুষ্ণীভূতাস্তদা সর্বাঃ কৃত্তিকা
মাতৃভিঃ সহ ॥ ১৮ ॥ গুহেনোক্তাস্তদা সর্বাঃ ঋষিপত্ন্যাশ্চ
কৃত্তিকাঃ। নক্ষত্রাণি সমাশ্রিত্য ভবন্তিঃ স্বীয়তাং
চিরম্ ॥ ১৯ ॥ তথা মাতৃগণস্তেন স্বামিনা স্থাপিতো

নির্ভয় হইলেন এবং সকলেই যুদ্ধকামনায় কুমার-
সমীপে আগমন করিলেন। অনন্তর সেনা নারী
হরত্যায়া মৃত্যুসূতা কুমারকে পতিহে বরিবার নিমিত্ত
আসিলেন। এই সুন্দরী সেনা ব্রহ্মার প্রেরণার
পূর্বে কুমারকে পাইবার জন্য মহাতপস্তা করিয়া-
ছিলেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই এক
বাক্যে পশুপতির প্রতি বলিলেন,—এই অতি
সুন্দরী সেনা কুমারকে বরিবার উদ্দেশে আসিয়া
উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর ব্রহ্মার বাক্যে কুমার
সেই সেনাকে বরণ করিলেন। তখন শঙ্করাঙ্ঘ্র
কুমার সেনাপতি নামে প্রথিত হইলেন। ১—১৪।
তৎকালে শঙ্খ, ভেরী, পটহ, আনক, গোমুখ, দ্বন্দ্বভি
ও মহাস্বন মৃদঙ্গ সকল একযোগে নিনাদিত হইয়া
উঠিল। সেই মহানাদে নভস্তল পুরিত হইয়া
গেল। তখন গৌরী, গঙ্গা ও কৃত্তিকা প্রভৃতি
মাতৃগণ সকলেই পরস্পর ‘এই পুত্র আমার’ ‘এই
পুত্র আমার’ বলিয়া বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এই
রূপে মাতৃকা সকল পরস্পর বিবাদ-নিরত হইলে,
মহর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে নিবারিত করিয়া বলি-
লেন,—আপনারা এইরূপ মূঢ়তা প্রকাশ করিবেন
না। দেবকার্য্য সাধনার্থ এই কুমার শঙ্কর হইতে
পার্শ্বতীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন। তৎপ্রবণে
কৃত্তিকা প্রভৃতি মাতৃগণ সকলেই তুষ্ণীভূত হইলেন।

দিবি। মৃত্যোঃ কস্তাঞ্চ সংগৃহ্য কার্ত্তিকেশ্বরান্বিতঃ
 ॥ ২০ ॥ ইন্দ্রং প্রোবাচ ভগবান্ কুমারঃ শঙ্করাগ্জঃ।
 দিবং বাহি সুরৈঃ সার্কি রাজ্যং কুরু নিরন্তরম্ ॥ ২১ ॥
 ইন্দ্রেনোক্তঃ কুমারো হি তারকেন প্রপীড়িতাঃ।
 স্বর্গাদ্বিদ্ভাবিতাঃ সর্কৈ বয়ং যাতা দিশো দশ ॥ ২২ ॥
 কিং পৃচ্ছসি মহাভাগ অশ্বান পদপরিচ্যাতান।
 এবমুক্তস্তদা তেন বজ্রিণা শঙ্করাগ্জঃ। প্রমথন
 প্রতি তদা মা ভৈরবীত্যভয় দদৌ ॥ ২৩ ॥ যাবৎ
 কথয়তস্তস্মৈ শঙ্করেষু মহাত্মনঃ। কৈলাসস্থ গতে
 ক্রুদ্ধে পার্শ্বত্যা প্রমথৈঃ সহ ॥ ২৪ ॥ আজগাম
 মহাদৈত্যো দৈত্যসেনাভিরাবৃতঃ। রণদুতভণ্ডো
 নেতৃস্থখা প্রলয়ভীষণাঃ ॥ ২৫ ॥ রণকর্কশতুর্ভাণি
 ডিঙিমাত্তন্তুতানি চ। গোমুখাঃ খরশৃঙ্গাণি
 কাহলাশ্বেব ভুরিশঃ ॥ ২৬ ॥ বাদ্যভেদা অবাদ্যস্ত
 তস্মিন্ দৈত্যসমাগমে। গর্জমানাস্তদা বীবাস্তার-
 কেণ সইব তু ॥ ২৭ ॥ উবাচ নারদো বাক্যং
 তারকং দেবকণ্টকম্ ॥ ২৮ ॥ নারদ উবাচ।

তখন গুহ ঋষিপত্নী কৃত্তিকাগণকে কহিলেন,—
 আপনারা নক্ষত্রনিচয়ের আশ্রয় লইয়া চিরদিন
 অবস্থান করুন। এইরূপে প্রভু গুহ মাতৃগণকেও
 স্বর্গে স্থাপন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ কার্ত্তিকেয়
 সহস্র মৃত্যুকণ্ঠকে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রকে কহি-
 লেন,—আপনি সুরগণ সহ স্বর্গে গমনপূর্বক
 চিরকাল রাজ্য ভোগ করুন। ইন্দ্র কুমারকে কহি-
 লেন,—আমরা তারকাসুর কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া
 স্বর্গ হইতে নির্বাসিত অবস্থায় দশ দিকে ছুটাছুটি
 করিতেছি। হে মহাভাগ! আমরা স্ব স্ব পদ
 হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, আমাদের অবস্থার বিষয়ে
 আর কি জিজ্ঞাসিতেছেন? বজ্রপাণি শঙ্করাগ্জকে
 এই কথা কহিলে, তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন,—
 ‘ভয় নাই’ কুমার এই বলিয়া ইন্দ্র প্রভৃতিকে অভয়
 দান করিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় যখন এই সকল
 কথা কহিতেছিলেন, তখন পার্শ্বতী ও প্রমথবৃন্দ
 সহ ভগবান্ ক্রুদ্ধ কৈলাসধামে উপনীত হইয়াছিলেন।
 এদিকে মহাদৈত্য তারক দৈত্যসেনায় পরিবৃত্ত
 হইয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিল। তখন প্রলয়ভীষণ
 রণদুতভি সকল বাজিয়া উঠিল। সেই দৈত্য-
 সেনার সমাগমে রণকর্কশ তুর্ঘ্য, অদ্ভুত ডিঙিম,
 গোমুখ, খরশৃঙ্গ, কহল প্রভৃতি ভুরি ভুরি বাদ্য
 বাদিত হইতে লাগিল। তারকাসুরের সহিত
 তৎপক্ষীয় বীরগণ গর্জন করিতে লাগিল।

পুরা দেবৈঃ ক্রতো যত্তো বধার্থং নাত্র সংশয়ঃ।
 তবৈব চাসুরশ্রেষ্ঠ ময়োক্তং নাত্মথা ভবেৎ ॥ ২৯ ॥
 কুমারোহয়ঞ্চ শরশ্চ তবার্থং চোপপাদিতঃ। এবং
 জ্ঞান্না মহাবাহো কুরু যত্নং সমাহিতঃ ॥ ৩০ ॥ নার-
 দোক্তং নিশমাথ তারকঃ প্রহসন্নিব। উবাচ বাক্যং
 মেধাবী গচ্ছ হৃৎ পুরন্দরম্ ॥ ৩১ ॥ মম বাক্যং
 মহর্ষে হ্য বদ শীঘ্রং যথাতথম্। কুমারঞ্চ পুরস্কৃত্য
 ময়া যোদ্ধু ইমিচ্ছামি ॥ ৩২ ॥ মুচ্যতান্ সমাশ্রিত্য
 কর্ত্তুমিচ্ছামি নাত্মথা। মনুষ্যমেকমাশ্রিত্য মুচুকুন্দা-
 থামেব চ ॥ ৩৩ ॥ তৎপ্রভাবেহমরাবতাং
 স্থিতোহসি হ্য ন চাত্মথা। কোমারং বলমাশ্রিত্য
 তিষ্ঠসে হ্য মমাগ্ৰনঃ ॥ ৩৪ ॥ হ্যঃ হনিব্যামাহং মন্দ
 লোকপালৈঃ সইব হি। এবং কথয় দেবেন্দ্রঃ
 দেবধে নাত্মথা বদ। তথৈতি মহা ভগবান্ স
 নারদো যযৌ সুরাঞ্জকপুরোগমাংশ্চ আচষ্ট
 সর্কি হ্যসুরেন্দ্রভাষিতং সহোপহাসং মতিমাংস্তথৈব ॥
 ৩৬ ॥ নারদ উবাচ। ভবতিঃ শ্রবতাং দেবা বচনং

তখন নারদ সেই দেবকণ্টক তারকাসুরকে কহি-
 লেন,—দেবগণ তোমাকে বধ করিবার জন্য পূর্ব
 হইতে যত্ন করিতেছেন। হে অসুরশ্রেষ্ঠ! আমার এ
 কথা মিথ্যা নহে। ঐ যে শঙ্করনন্দনকে উনি তোমার
 বধার্থে উৎপাদিত হইয়াছেন। হে মহাভুজ!
 ইহা বুঝিয়া তুমি সাবধানে যুদ্ধের আয়োজন
 করিবে। ১৫—৩০। নারদের বাক্য শুনিয়া তারক
 হাস্যসহকারে কহিল,—মহর্ষে! আপনি পুরন্দরের
 নিকট গমন করুন। সেখানে গিয়া মৎকথিত এই
 বাক্য তাহাকে যথাযথ বলুন যে, ‘হে পুরন্দর! তুমি
 কুমারকে অগ্রবলী করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে
 গাহিতেছ, তোমার এই চিকীর্ষা মুচতার আশ্রয়েই
 সমুদিত হইয়াছে, এ কথা নিশ্চিতই, মুচুকুন্দ নামক
 একজন মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া তাহারই প্রভাবে
 তুমি অনরাবর্তীতে অবস্থান করিতেছ। এক্ষণে
 কোমার বলের আশ্রয়ে আমার সম্মুখে অবস্থিত
 থাকিবে! যাহা হউক রে মন্দ! লোকপালগণের
 সহিত এক্ষণে তোমাকে আমি হনন করিব! হে
 দেবর্ষে! আপনি দেবেন্দ্রকে গিয়া এই সকল কথা
 বলুন। ইহার অন্তথা করিবেন না! ভগবান্ নারদ
 ‘তথাস্ত’ বাক্যে সম্মত হইয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে
 গিয়া অসুরোক্ত সমস্ত উপহাসবাক্য বলিলেন।
 নারদ কহিলেন,—দেবগণ! আপনারা

মম নাস্তথা । তারকেন যজ্ঞকৃৎ সান্নিগেনাবধাৰ্য্যতাম্ ॥
৩৭ ॥ তারক উবাচ । হ্যং হনিষ্যামি রে মুচ
নাস্তথা মম ভাবিতম্ ॥ ৩৮ ॥ যুচুর্কুন্দ্ং সমাসাদা
লোকপালৈশ্চ পূজিতঃ । ন হ্যহা ভীকৃণা যোংস্তে
দেবো ভূহা নরাশ্চিতঃ ॥ ৩৯ ॥ তস্য বাক্যং নিশ-
ম্যোচুঃ সৰ্বে দেবাঃ সवासবাঃ । কুমারঞ্চ পুরস্কৃত্য
নারদং চৰ্ষিসত্তমম্ ॥ ৪০ ॥ জানানি হং হি দেবর্ষে
কুমারস্ত বলাবলম । অস্ত্রো ভূহা কথং বাক্যমুক্তং
তস্ত মমাগ্ৰতঃ ॥ ৪১ ॥ প্রহস্ত নারদো বাক্যমবাচ
তস্ত সন্নিধৌ । অহমপূপহাসকং বাক্যং তারক-
মুক্তবান্ ॥ ৪২ ॥ জানীষ্মমমরাঃ সৰ্বে কুমারঃ
জয়িনঃ সুরাঃ । ভবিষ্যতাত্র মে বাক্যং নাত্র কার্য্যা
বিচারণা ॥ ৪৩ ॥ নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা সৰ্বে দেবা
মুদগ্ধিতাঃ । ঐকপদেন চোত্তমুর্ধোকুমারশ্চ তার-
কম্ ॥ ৪৪ ॥ কুমারং গজমাবোনা দেবেন্দ্রো
হগ্রগোহভবৎ । সুবসৈন্তেন মহতা লোকপালৈঃ
সমাবৃতঃ ॥ ৪৫ ॥ তদা হৃদুভয়ো নেহর্ভেরীতুর্ঘা-
ন্তনেকশঃ । বীণাবেণুদম্ভানি তথা গন্ধৰ্বনিশ্বনাঃ ॥

করুন, সান্নিচর তারকাসুর যাহা বলিয়াছে, তাহার
তদ্বিষয়ে অবধান করুন । তারক বলিয়াছে—রে মুচ
ইন্দ্র ! তোমাকে আমি হনন করিব ; আমার
কথা অন্তথা হইবে না । তুমি যুচুর্কুন্দ্কে আশ্রয়
করিয়া লোকপালদিগের নিকট পূজিত হইয়াছ,
ভীকৃ তুমি দেব হইয়া নরকে আশ্রয় করিয়াছ ;
তোমার সহিত যথারীতি যুদ্ধ করিতে আমার ইচ্ছা
হইবে না । তারকের সেই বাক্য শ্রবণ যুখে শ্রবণ
করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ কুমারের সমক্ষে ঋষিসত্তম
নারদকে বলিলেন,—হে দেবর্ষে ! আপনি কুমারের
বলাবল সকলই জানেন, তথাচ অস্ত্রের দ্বারা
তাহার তাদৃশ বাক্য আমার সম্মুখে কিরূপে ব্যক্ত
করিলেন ? তখন নারদ হাশ্বপৃষ্ঠক তৎসমীপে
বলিলেন,—আমিও তারককে উপহাস-বাক্য বলিয়া
আসিয়াছি । যাহা হউক, সুরগণ ! আপনারা
কুমারকে এই যুদ্ধে জয়ী বলিয়া জানিবেন, আমার
বাক্য কখনই অন্তথা হইবার নহে । নাবদের
বাক্য শুনিয়া সমস্ত দেব মুদগ্ধিত হইলেন এবং
সকলেই একযোগে তারকের সহিত যুদ্ধ কাম-
নায় উৎখিত হইলেন । দেবেন্দ্র কুমারকে গজোপরি
আরোহণ করাইয়া স্বয়ং মহতী সুরসেনা ও
লোকপালগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন ।
তখন হৃদুভি, ভেরী, তুরী, বেণু, বীণা ও যুদ্ধ

৪৬ ॥ গজং দত্তা মহেন্দ্রায় কুমারো যানমাক্রহৎ ।
অনেকরত্নসদীতং নানাশর্চ্যাসমবিতম্ । বিচিত্রচিত্রং
সুমহত্ত্বাশর্চ্যাসমবিতম্ ॥ ৪৭ ॥ বিমানমাক্রহৎ তদা
মহাযশাঃ স শাকরিঃ সর্গগণৈরুপেতঃ । শ্রিয়া সমেতঃ
পরয়া বভৌ মহান্ স বীজ্যমানশ্চমরৈর্মহাপ্রভৈঃ ॥ ৪৮ ॥
প্রাচেতসং ছত্রমহামণিপ্রভং রত্নৈরুপেতং বহুভির্বিরা-
জিতম্ । ধৃতং তদা তেন কুমারমুর্দ্ধনি চন্দ্রেণ চাষ্ট্রেণ
কিরণৈঃ সুশোভিতম্ ॥ ৪৯ ॥ সম্মিলিতাস্তদা
সৰ্বে দেবা ইন্দ্রপুৰোগমাঃ । বলৈঃ শ্বৈঃ শ্বৈঃ পরিক্রান্তা
যোদ্ধুকামা মহাবলাঃ ॥ ৫০ ॥ যমোহপি স্বগণৈঃ সার্কিঃ
মর্কাদৃশ্চ সদাগতিঃ । পাখোভির্বক্ৰণস্তত্র কুবেরো
গুহ্যকৈঃ সহ । ঈশোহপি প্রমথৈঃ সার্কিঃ নৈঋতৌ
ব্যাধিভিঃ সহ ॥ ৫১ ॥ এবং তেহষ্টৌ লোকপা
যোদ্ধুকামাঃ সৰ্বে মিলিতা তারকং হস্তমেব । পুরস্কৃত্য
শাকরিঃ বিশ্ববন্দ্যঃ সেনাপতিঃ চান্নবিদ্যঃ বরিষ্ঠম্
॥ ৫২ ॥ এবং তে যোদ্ধুকামা হি অবতেরুশ্চ ভূতলম্ ।
অন্তর্বেদাঃ স্থিতাঃ সৰ্বে গঙ্গায়মুনমধাগাঃ ॥ ৫৩ ॥
পানলাচ্চ সমাযাতাস্তারকস্তোপজীবিনঃ । চেকুরঙ্গ-

প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল । ৩১—৪৬। গন্ধৰ্ব-
গণেব কণ্ঠধ্বনি উৎখিত হইল । কুমার মহেন্দ্রকে
গজ দান করিয়া স্বয়ং যানারোহণ করিলেন । এই যান
—বহু রত্নে বিরাজিত, নানা আশ্চর্য্যময়, নানা চিত্রে
চিত্রিত এবং সুমহৎ আশ্চর্য্যযুক্ত । মহাযশা শকরাযজ
তৎকালে বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গঙ্গসমূহে অধিত
ও পরম শ্রীযুক্ত হইয়া মহাপ্রভ চামর দ্বারা বীজ্যমান
হইতে লাগিলেন । চন্দ্র কুমারের মস্তকে স্বীয়
করোদ্ভাসিত প্রাচেতস ছত্র ধারণ করিলেন । এই
ছত্র মহামণিগণে মণ্ডিত ও নানারত্নে রঞ্জিত ।
এইরূপে ইন্দ্রাদি মহাবল সুরগণ স্ব স্ব বলে পরাক্রান্ত
হইয়া যুদ্ধকামনায় সম্মিলিত হইলেন । স্বীয় গণের
সহিত যম, মরুৎগণের সহিত সদাগতি, জলরাশির
সহিত বক্রণ, গুহ্যকগণের সহিত কুবের, প্রমথগণের
সহিত ঈশান এবং ব্যাধিগণ সহ নৈঋত এইরূপে
অষ্টলোকপাল যুদ্ধে তারকাসুরকে বধ করিবার
জন্ত সম্মিলিত হইলেন । আশ্ববিদগণের বরিষ্ঠ
বিশ্ববন্দ্য সেনাপতি শকরাযজকে তাঁহারা অগ্রবর্তী
করিয়া লইলেন । এইরূপে যুদ্ধকামনায় দেবগণ
গগন হইতে ভূতলে অবতরণ করিলেন । তাঁহারা
গঙ্গায়মুনার মধুভাগে অন্তর্বেদীতে অবস্থিত
হইলেন । তারকের অসুচরণ পাতাল হইতে

বলোপেতা হস্তকামাঃ সুরান্ রণে ॥ ৫৪ ॥ তারকো
হি সমায়াতো বিমানেন বিরাজিতঃ । ছত্রেণ চ
মহাতেজা ধ্রুৱমাণেন যুর্কনি ॥ ৫৫ ॥ চামরৈর্কীজ্য-
মানো হি শুভে দৈত্যরাট্ স্বয়ম্ ॥ ৫৬ ॥ এবং
দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ অন্তর্বেদ্যাঃ স্থিতাস্তদা । সৈন্তেন
মহতা তত্র যবাহন কৃৎস্না পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৭ ॥ গজান্ র-
হেকতশ্চ হয়াশ্চ বিবিধাঃস্তথা । স্তন্দনানি বিচিত্রাণি
নানারত্নযুতানি চ ॥ ৫৮ ॥ পাদাতা বহবস্তত্র শক্তিশূল-
পরশধৈঃ । খড়্গতোমরনারাট্ পাশমুদগরশোভিতাঃ
॥ ৫৯ ॥ তে সেনে সুরদৈত্যানাং শুভভাতে
পরস্পরম্ । হস্তকামাস্তদা তে বৈ স্তুরমানাশ্চ
বদ্ধুভিঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে তারকাসুরসংগ্রামে দেবদৈত্যসেনা-
সম্মাহবর্ণনং নামাষ্টবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । উভে সেনে তদা তেষাং
সুরাণাং চামরদ্বিষাম্ । অনেকার্চ্যাসদীতে চতু-

আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহারা সুবগণকে বিনাশ
করিবার অভিপ্রায়ে সবলে বিচরণ করিতে লাগিল ।
মহাতেজা তারকাসুর বিমানোপরি বিরাজিত
হইল । তাহার মস্তকে এক ছত্র সুশোভিত হইল ।
দৈত্যরাজ চামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া সমধিক
শোভা পাইতে লাগিল । এইরূপে দেব ও দৈতা-
গণ তখন বিপুল সৈন্তদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ গৃহ নিৰ্ম্মাণ
করিয়া অন্তর্বেদীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।
একদিকে গজগণ, অন্যদিকে বিবিধ অশ্ব সকল ও
নানা রত্নযুত বিচিত্র স্তন্দনরাজি স্থাপিত হইল ।
বহু পদাতি সৈন্ত—শক্তি, শূল, পরশধ, খড়্গ, তোমর,
নারাট, পাশ ও মুদগরাস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হইল ।
সুর ও অসুর উভয় পক্ষীয় সেনাদল এইরূপে
পরস্পর পরস্পরের বধেচ্ছায় অবস্থান করিতে
লাগিল । তাহাদের নিজ নিজ বদ্ধগণ তাহাদিগের
শৌর্য্য-বীৰ্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল । ৪৭—৬০ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—সুর ও অসুর পক্ষীয়
সুসজ্জিত সেনা তখন বহু আশ্চর্য্য-সজ্জায়

রঞ্জবলারিতে । বিরোজতুস্তদাশ্চোক্তং গজ্জতো
বাধুদাগমে ॥ ১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে তত্র বরমানাঃ পর-
স্পরম্ । দেবাসুরাস্তদা সর্বে যুযুশ্চ মহাবলাঃ ॥ ২ ॥
যুদ্ধং স্তুতুমূলং হাসীদেবদৈত্যসমাকুলম্ । ক্রণ্ডমুণ্ড-
ক্লিতং সর্বং ক্রণেন সমপদ্যত ॥ ৩ ॥ ভূমৌ নিপ-
তিতাস্তত্র শতশোহথ সহস্রশঃ । কেমাধিরাহব-
শ্চিন্নাঃ খজাপাটৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ৪ ॥ মুচুকুন্দো হি
বলবান্ সৈলোকোহমিতবিক্রমঃ ॥ ৫ ॥ তারকো হি
তদা তেন মুচুকুন্দেন ধীমতা । খজেন চাহতস্তত্র
সর্বপ্রাণেন বক্ষসি । প্রসহ তৎপ্রহারঞ্চ প্রহসন্
বাকামব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ কিং রে মুচ হয়া চাদ্য কৃত-
মস্তি বলাদিদম্ । ন হয়া যোদ্ধুমিচ্ছামি যান্নুষেণৈব
লজ্জয়া ॥ ৭ ॥ তারকস্ত বচঃ শ্রুয়া মুচুকুন্দোহভ্য-
ভাষত । ময়া হতোহসি দৈত্যেন্দ্র নাশো ভবিতু-
মর্হসি ॥ ৮ ॥ দৃষ্ট্বা মে খজাসম্পাতং ন হং তিষ্ঠসি
চাগ্রতঃ । হ্যং হস্মি পশু মে শৌর্য্যং দৈত্যরাজ
স্থিরো ভব ॥ ৯ ॥ এবমুক্তা তদা বীরো মুচুকুন্দো
মহাবলঃ । যাবজ্জঘান খজেন তাবচ্ছত্যা সমা-

সুসজ্জিত হইয়া বর্ষাকালীন অশ্বধরের স্তায় পরস্পর
গজ্জন করিতে লাগিল । অনন্তর পরস্পর স্পর্ধমান
মহাবল দেবাসুরগণ যুদ্ধারম্ভ করিলেন । ক্রমে সেই
দেবদৈত্য-সমাকুল যুদ্ধ অতীব তুমুল হইয়া উঠিল ।
ক্রণমধোই সমগ্র সমরক্ষেত্র ছিন্ন-ভিন্ন মুণ্ডমালায়
পরিব্যাপ্ত হইল । শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধা ভূপৃষ্ঠে
পতিত হইয়া বিলুপ্ত হইতে লাগিল । সুদারুণ
খজাপাতে বহু সৈন্তের বাহু সকল ছিন্ন হইল ।
ত্রিলোক মধ্যে অতি বলবান্ ও অমিত-
পরাক্রম ধীমান্ মুচুকুন্দ তারকাসুরের সহিত যুদ্ধ
করিতে করিতে খজা দ্বারা তদীয় বক্ষে যথাসক্তি
ঘাঘাত করিলেন । তারক সেই খজাঘাত সহ্য
করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিল—রে মুচ । তুই অদ্য
আর কিই বা শৌর্য্যবীৰ্য্য প্রকাশ করিয়াছিস্ ?
মানুষ তুই ; তোর সহিত লজ্জায় আমি আর যুদ্ধ
করিতে ইচ্ছা করি না । তারকের বাক্য শুনিয়া মুচু-
কুন্দ বলিলেন,—দৈত্যেন্দ্র । আমার হস্তেই তোমাকে
হত হইতে হইবে ; ইহার অন্যথা হইবে না ।
আমার খজা সম্পাত অবলোকন করিয়া তুমি আর
অধিকক্রণ আমার সপক্ষে অবস্থান করিতে
পারিবে না । হে দৈত্যরাজ ! তুমি স্থির হও, দেখ ;
এখনই আমি তোমায় হনন করি । ১—৯ । মহাবল বীর
মুচুকুন্দ এই কথা কহিয়া খজা দ্বারা যেমন তারকে

হতঃ । মাহাত্মনয়ন্তত্র পপাত রণমণ্ডলে ॥
১০ ॥ পতিতস্তৎক্ষণাদেব চোখিতঃ পরবীরহা ॥
১১ ॥ স সজ্জমানোহতিমহাবলো বৈ হস্তঃ তদা
দৈত্যপতিকং তারকম্ । ব্রহ্মাস্ত্রমুদ্যম্য ধনুর্গৃহীত্বা
মাহাত্মপুত্রো ভুবনৈকজেতা ॥ ১২ ॥ স তারকং
যোদ্ধুকামস্তরস্বী রূপাধিতোৎফুল্লবিলোচনো মহান্ ।
স নারদো ব্রহ্মসুতো বভাষে তদা নরবীরঃ মুচুকুন্দ-
মেবম্ ॥ ১৩ ॥ ন তারকো হস্ততে মানুষ্যেণ তস্মা-
দেতস্মা বিমোচীর্নহাস্তম্ ॥ ১৪ ॥ নিশম্য বচনং তস্মা
দেবর্ষেণারদস্ত চ । মুচুকুন্দ উবাচেদং ভবিতা
কোহস্ত মারকঃ ॥ ১৫ ॥ তদোবাচ মহাতেজা নারদো
দিব্যদর্শনঃ । এনং হস্তা কুমারশ্চ কুমারোহয়ঃ শিবা-
ব্রজঃ ॥ ১৬ ॥ তস্মাদ্ভবতিঃ স্মাতব্যমৈকপদোন যুধা-
তাম্ । তিষ্ঠ স্বধায়তো ভূত্বা মুচুকুন্দ মহামতে ॥ ১৭ ॥
নিশম্য বাক্যঞ্চ মনোহরং শুভং হৃদীরিতং তেন
মহাপ্রভেণ । সর্ষে সুরাঃ শান্তিপরা বভূবুস্তেনৈব
সাকং নুবরেণ যত্নাৎ ॥ ১৮ ॥ ততো হুন্মুভয়ো নেতুঃ
শঙ্খাশ্চ কৃতনিচয়াঃ । তাডিতা বিবিধৈবান্দৈঃ সুরা-

আঘাত করিলেন, অমনি তিনিও শক্তি দ্বারা সমাহত
হইলেন । মাহাত্মার তনয় মুচুকুন্দ ঐ অবস্থায়
রণক্ষেত্রে পড়িয়া গেলেন । কিন্তু পতিত হইবা
মাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি উখিত হইলেন । অনন্তর
ভুবনৈক-বিজেতা অতি বলবান্ মাহাত্মনন্দন
ব্রহ্মাস্ত্র উস্তোলনপূর্বক দৈত্যপতি তারককে তখন
হনন করিতে উদ্যত হইলেন । সেই তরস্বী
উৎফুল্ল-নেত্র নরবীর, মুচুকুন্দ তারকের সহিত পুন-
রায় যুদ্ধোদ্যত হইতে ব্রহ্মনন্দন নারদ তাঁহাকে
কহিলেন,—হে বীর ! এই তারকাসুর মানুষ্যের
বধ্য নহে ; সুতরাং আপনি মহাস্ত্র পরিত্যাগ
করিবেন না । দেবর্ষি নারদের সেই বাক্য
শ্রবণ করিয়া মুচুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে এই
তারকের মৃত্যুবিধাতা কে হইবেন ? দিব্যদৃষ্টি
মহাতেজা নারদ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—এই শিব-
নন্দন কুমারই উহার হস্তা । অতএব আপনারা
সকলে একযোগে থাকিয়া যুদ্ধ করুন । হে মহামতে !
মুচুকুন্দ ! আপনি এক্ষণে সুসজ্জিত ভাবে থাকুন ।
মহাপ্রভাব নারদের মুখে সেই মনোরম বাক্য শ্রবণ
করিয়া রাজা মুচুকুন্দ সহ সমস্ত সুরসমাজ শান্তি-
সম্পন্ন হইলেন । অনন্তর হুন্মুভি ও শঙ্খ
সকল নিনাদিত হইতে লাগিল । সুরাসুর

সুরসমবিতৈঃ ॥ ১৯ ॥ জগজ্জুরসুরাস্তত্র দেবান্ প্রতি
কৃতোদ্যমাঃ । শিবকোপোদ্ভবো বীরো বীরভদ্রো
কুসারিতঃ ॥ ২০ ॥ গণৈর্বহুভিরাসাদ্য তারকঞ্চ
মহাবলম্ । মুচুকুন্দং পৃষ্ঠতঃ কুত্বা তথৈব চ সুরা-
নপি ॥ ২১ ॥ তদা তে প্রমথ্যঃ সর্ষে পুরস্কৃত্য
কুমারকম্ । যুধুধুঃ সংযুগে তত্র বীরভদ্রাদয়ো গণাঃ ॥
২২ ॥ ত্রিশূলৈশ্চাষ্টিভিঃ পাশৈঃ খড়্গৈঃ পরশপট্টিশৈঃ ।
নিজঘ্নুঃ সমরেহস্তোহস্তং সুরাসুরবিমর্দনে ॥ ২৩ ॥
তারকো বীরভদ্রেণ ত্রিশূলেন হতো ভূশম্ । পপাত
সহসা তত্র ক্ষণং মুচ্ছাপরিপ্লুতঃ ॥ ২৪ ॥ উত্থায় চ
মুহুর্ভাচ্চ ভাবকো দৈতাপুঙ্গবঃ । লক্ষসংজ্ঞো বলা-
বিষ্টো বীরভদ্রঃ জঘান চ ॥ ২৫ ॥ স শক্তিকং মহা-
তেজা বীরভদ্রো হি তারকম্ । ত্রিশূলেণ চ ঘোরেন
শিবস্তানুচরো বলী ॥ ২৬ ॥ এবং সংযুধ্যমানো তৌ
জঘ্নতুশ্চেতরেতরম্ । দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুতুমুলং তয়োর্জাতং
মহাবলনোঃ ॥ ২৭ ॥ সুরাস্তত্রৈব সমরে প্রেক্ষকা
হভবৎসুদা । তয়োর্ভেরীমৃদঙ্গাশ্চ পটহানকগোমুখাঃ ॥
২৮ ॥ তথা ডমরুনাদেন ব্যাণ্ডমাসীজ্জগদ্রয়ম্ । তেন

সৈন্যমধো বিবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল । অসুর-
গণ যুদ্ধোৎসাহে মত্ত হইয়া সুরগণের দিকে
ধাবিত হইল । এ দিকে শিবকোপ হইতে সমুদ্ভূত
বীর বীরভদ্র ক্রোধাধিত হইয়া রাজা মুচুকুন্দ ও
সুরবীরদিগকে পৃষ্ঠে রাখিয়া প্রমথগণের সহিত
একযোগে মহাবল তারকাসুরের বিপক্ষে যুদ্ধ
করিতে লাগিলেন । বীরভদ্র প্রমুখ প্রমথগণ
সকলেই কুমারকে পুরস্কৃত করিয়া যুদ্ধারম্ভ করি-
লেন । তাঁহারা ত্রিশূল, ঋষ্টি, পাশ, খড়্গ, পরশ ও
পট্টিশ দ্বারা বিপক্ষদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন ।
সেই সুরাসুরসমূহের সজ্জর্ষে বলবান্ তারক বীর-
ভদ্রের ত্রিশূলপ্রহারে অতিমাত্র আহত হইল এবং
ক্ষণকাল মুচ্ছাপন্ন হইয়া পড়িল । অনন্তর মুহুর্ভ
পরে দৈত্যবর তারক লক্ষসংজ্ঞ ও উখিত হইয়া
বীরভদ্রের গাত্রে শক্তি প্রহার করিল । শিবানুচর
মহাতেজা বীরভদ্র ও ভয়ঙ্কর ত্রিশূল দ্বারা তারককে
আহত করিলেন । ১০—২৬ । এইরূপে তাঁহারা উভয়ে
যুদ্ধ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আহত করিতে
লাগিলেন । সেই মহাবীরদ্বয়ের তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ
হইলে সুরগণ সে সময়ে দর্শক মাত্র হইয়া অব-
স্থান করিতে লাগিলেন । উভয় পক্ষের ভেরী,
মৃদঙ্গ, পটহ, আনক, গোমুখ ও ডমরু নাদে জগদ্রয়
ব্যাণ্ড হইল । সেই মহাশব্দে সমুৎসাহিত হইয়া

ঘোষণে মহতা ধূম্যমানো মহাবলো ॥ ২৯ ॥ শুভভাতে-
হতিসংরক্কো প্রহারৈর্জর্জরীকৃতো । অস্ত্রোন্মত্তি-
সংরক্কো তো বৃদ্ধাঙ্গারকাবিব ॥ ৩০ ॥ নারদেন তদা
খ্যাতো বীরভদ্রস্ত তদ্বধঃ । ন রোচতে চ তদ্বাক্যং
বীরভদ্রস্ত বৈ তদা ॥ ৩১ ॥ নারদেন যত্নতঃ হি
তারকস্ত বধং প্রতি । যথা রুদ্রস্তথা সৌহৃদ্যে বীর-
ভদ্রো মহাবলঃ ॥ ৩২ ॥ এবং প্রধূম্যমানো তো জয়তু-
শ্চেতরেতরম্ । অস্ত্রোন্মত্তঃ স্পর্ধমানো তো গজ্জন্তো
সিংহয়োবিব ॥ ৩৩ ॥ এবং তদা তো ভুবি ধূম্যমানো
মহাশূনা জ্ঞানবতাং বরেণ । স বীরভদ্রো হি তদা
নিবারিতো বাক্যৈরনেকৈরথ নারদেন ॥ ৩৪ ॥ তথা
নিশম্য তদ্বাক্যং নারদস্ত মুখোদগতম্ । বীরভদ্রো
ক্ৰুধাবিপ্লো নারদং প্রত্যাবাচ হ ॥ ৩৫ ॥ তারকঞ্চ বধি-
ষ্যামি পশু মেহদ্য পরাক্রমম্ । আনয়ন্তি চ যে বীরাঃ
স্বামিনং রণসংসদি । তে পাপিনো হৃদ্যশ্মিষ্ঠা বিমুশান্ত
রণং গতঃ ॥ ৩৬ ॥ ভীরবস্তে তু বিজ্ঞেয়া ন বাচ্যাস্তে
কদাচন । হং ন জানাসি দেবর্ষে যোধানাঞ্চ প্রতি-

সেই মহাবল সুসংরক্ক যোদ্ধাযুগল যুদ্ধ করিতে
করিতে প্রহারে জর্জরীকৃত হইয়া সুশোভিত
হইল । অতিরোধে পরস্পর যুদ্ধ করিবার কালীন
তাহারা বৃদ্ধ ও অঙ্গারকের শোভা ধারণ করিলেন ।
তখন নারদ বীরভদ্রের নিকট তারকের বধের
কারণ কীর্তন করিলে, বীরভদ্র সে বাক্যে আশ্রয়
স্থাপন করিলেন না । তারকের বধ বিষয়ে নারদের
উক্তি বীরভদ্রের রুচিকর হইল না । তাহা না
হইবারই কথা ; কেননা, যেমন রুদ্র, তেমনি মহাবল
বীরভদ্র । এইরূপে সেই বীরদ্বয় বীরভদ্র ও তারক
পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়েই উভয়কে
আহত করিল । উভয়েই সিংহযুগলের আশ গর্জন
করিতে কবিত্তে পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশ করিতে
লাগিল । এই ভাবে তারক ও বীরভদ্র যুদ্ধাসক্ত
হইলে জ্ঞানপ্রবর মহাত্মা নারদ অনেক বলিয়া
কহিয়া অবশেষে বীরভদ্রকে নিবারিত করিলেন ।
নারদের মুখে তারকসহ-যুদ্ধ-নিষেধবাণী শ্রবণ
করিয়া বীরভদ্র ক্রোধাবিপ্লিত হইয়া নারদকে বলি-
লেন,—আমিই অদ্য তারককে বধ করিব ; অদ্য
আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করুন ! যে সকল বীর
প্রভুকে রণক্ষেত্রে আনয়ন করে, তাহারা পাপী
এবং অশ্মিষ্ঠ । প্রকৃত যোদ্ধারা এইরূপই
নিষেধনা করিয়া থাকেন যে, তাহারা ভীক এবং
মহাবীরদের আক্ষেপের অযোগ্য । হে

ক্রিয়াম্ ॥ ৩৭ ॥ যত্নাঞ্চ পৃষ্ঠতঃ কৃৎস্না রণভূমৌ গত-
ব্যথাঃ । শস্ত্রৈর্ভিন্নগাত্রাস্তে প্রশস্তানাত্র সংশয়ঃ ॥
৩৮ ॥ ইত্যুক্তা চাবদদেবান বীরভদ্রো মহাবলঃ ।
শৃংখলমম বাক্যানি দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ৩৯ ॥
অতারকাং মহীং চাদ্য করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥
অথ ত্রিশূলমাদায় তারকেণ যুযোধ সঃ । বৃষাকটৈ-
রনেকৈশ্চ ত্রিশূলবরধারিভিঃ ॥ ৪১ ॥ কপর্দিনো
বৃষাক্ষাশ্চ গণাস্তেহতিপ্রহারিণঃ । বীরভদ্রঃ পুরস্কৃত্য
বীরভদ্রপরাক্রমাঃ ॥ ৪২ ॥ ত্রিশূলধারিণঃ সর্পে সর্পে
সপাঙ্গভূষণাঃ । সচন্দ্রশেখরাঃ সর্পে জটাজূটবিভূ-
ষিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ নীলকণ্ঠা দশভূজাঃ পঞ্চবক্ত্রাঙ্কুলো-
চনাঃ । ছত্রচামরসম্বীতাঃ সর্পে তেহত্যাগবাহবঃ ॥
৪৪ ॥ বীরভদ্রঃ পুরস্কৃত্য সর্পে হরপরাক্রমাঃ ।
যুযুধস্তে তদা দৈত্যাস্তারকাসুরজীবিনঃ ॥ ৪৫ ॥
পুনঃপুনৈশ্চ তদা বহুবুর্গণৈর্জিতাস্তে হসুরাঃ পরা-
জুখাঃ । বভূব তেষাঞ্চ তদাতিসঙ্গরো মহাভয়ো-
দৈত্যবরৈস্তদানীম্ ॥ ৪৬ ॥ অমৃষ্যমাণাঃ পরমাস্ত্র-

দেবর্ষে ! আপনি যোদ্ধাদিগের কার্যপ্রণালী
জানেন না ; তাহারা যত্নকেও পশ্চাতে রাখিয়া
রণক্ষেত্রে ব্যথা-বিরহিত ভাবে অবস্থান করে
এবং শস্ত্রাঙ্কে ভিন্নগাত্র হইয়া থাকে । এইরূপ
যোদ্ধাগণই নিশ্চয় প্রশস্তির পাত্র হয় । এই
বলিয়া মহাবল বীরভদ্র দেবগণকে বলিলেন,—
হে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ! আপনারা আমার বাক্য
শ্রবণ করুন । আমি অদ্য নিশ্চয়ই এ মহী তারক-
ধীন করিব । ২৭—৪০ । এই বলিয়া ত্রিশূল লইয়া
বীরভদ্র তারকের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।
বীরভদ্রের স্বপক্ষে তাহাকে অগ্রবর্তী করিয়া যে
সকল প্রমথ যোদ্ধা যুদ্ধারম্ভ করিল, তাহাদের মধ্যে
অনেকেই বৃষাকট ও উৎকৃষ্ট শূলধারী । ঐ
যোদ্ধাগণ কপর্দী, বৃষাক্ষ, তীব্রপ্রহারী, বীরভদ্রবৎ
পরাক্রমশালী, ত্রিশূলধারী, সর্প-ভূষিতাঙ্গ, জটাজূট-
মণ্ডিত, নীলকণ্ঠ, দশভূজ, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, ছত্র-
চামর-পরিবৃত ও দীর্ঘবাহু । ঐ হরতুল্য
পরাক্রমী প্রমথ সৈন্তগণ বীরভদ্রকে অগ্রণী
করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । এ দিকে তারকা-
সুরের অমৃজায়ী অসুরসৈন্তগণও যথাক্রমে
যুদ্ধারম্ভ করিল । অসুরগণ প্রমথগণের হস্তে
পুনঃপুন পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে
লাগিল । এইরূপে সেই পরমাত্মপণ্ডিত

কোবিদৈস্ততো গণাস্তে জয়িনো বভূবুঃ । গণৈ-
র্জিতাস্তে হসুরাঃ পরাভবং তং তারকং তে ব্যথিতাঃ
শশংসুঃ ॥ ৪৭ ॥ বিনাম্য চাপং হি তথা চ তারকং স
যোদ্ধুকামঃ প্রবিবেশ সেনাম্ । যথা ঝনো বৈ
প্রবিবেশ সাগরং তথা হসৌ দৈত্যবরো মহাত্মা ॥
৪৮ ॥ গণৈঃ সমেতো যুযুবে তদানীং স বীরভদ্রো
হি মহাবলশ্চ । সর্দান্ সুরাংশ্চেন্দ্রযুথান্
মহাবলস্তথা গণান্ যক্ষপিশাচগুহ্য কান্ । স
দৈত্যবর্যোহতিক্রবং প্রবিষ্টঃ সমর্দয়ামাস মহাবলো
হি ॥ ৪৯ ॥ ততঃ সমভবদ্যুধঃ দেবদানবসঙ্কুলম্ ।
দেবদানবযক্ষাণাং সন্নিপাতকরং মহৎ ॥ ৫০ ॥
তথা বৃষা গর্জমানা অশ্বান জঘ্নুশ্চ সাদিভিঃ ।
রথিভিঃ রথান্ জঘ্নুঃ কুঞ্জরান্ সাদিভিঃ সহ ॥ ৫১ ॥
বৃষাক্রটেঃ সরথেস্তে চ সর্ষে নিপ্পাটিতা হসুরাঃ
পোথিতাশ্চ ॥ ৫২ ॥ ক্ষয়ং প্রণীতা বহবস্তদানীং
পেতুঃ পৃথিব্যাং নিহতাশ্চ কেচিৎ । কেচিৎ প্রবিষ্টা
হি রসাতলঞ্চ পলায়মানা বহবস্তথৈব ॥ ৫৩ ॥
কেচিচ্চ শরণং প্রাপ্তা রুদ্রানুচরকিক্করান্ । এবং

দৈতাগণের সহিত দৈত্যবৈরিগণের অতি
ভয়ঙ্কর বিষম সমর সংঘটিত হইল । অমর্যপরবশ
প্রমথবৃন্দ সেই সমরে জয়লক্ষ্মী লাভ করিল । প্রমথ-
পরাজিত অসুরেরা ব্যথিত হইয়া তারকাসুরের
নিকট তাহাদের পরাভববান্ধা জানাইল । দৈত্যা-
গণী মহাত্মা তারকাসুর চাপ আনমিত করিয়া যুদ্ধ-
কামনায বিপক্ষসেনা-মধ্যে প্রবেশ করিল । সে
দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল, মহামৎসা যেন সাগর-
সলিলে প্রবিষ্ট হইল । তখন মহাবল বীরভদ্র প্রমথ
সৈন্তসহ একযোগে তারকাসুরের বিপক্ষে যুদ্ধারম্ভ
করিল । অনন্তর সেই মহাবল তারকাসুর অতি
ক্রোধে সমরে প্রবেশপূর্বক ইন্দ্রাদি দেবগণ, প্রমথ-
বৃন্দ এবং যক্ষ পিশাচ ও গুহ্যকগণকে একে একে
মর্দিত করিতে লাগিল । তখন দেব-দানবগণের
সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । ঐ যুদ্ধ দেব-দানব, ও
যক্ষগণের বিষম বিনাশের কারণ হইয়া উঠিল ।
বৃষগণ গর্জন করিয়া সাদী সহ অশ্বগণকে, রথিবৃন্দসহ
রথসমূহকে এবং আরোহী সহ কুঞ্জরদিগকে নিহত
করিতে লাগিল । বৃষারোহী ও রথী প্রমথদল অসুর-
দিগকে নিপ্পাটিত ও পোথিত করিল । বহু সৈন্ত
ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে পতিত, কেহ কেহ একে-
বারেই নিহত, কেহ কেহ রসাতলে প্রবিষ্ট এবং
কেহ কেহ পলায়নপরায়ণ হইল । কতকগুলি

নষ্টং তদা সৈন্তং বিলোক্যাসুরপালকঃ । তারকো
হি কৃষাবিষ্টো হস্তং দেবগণান্ যযৌ ॥ ৫৪ ॥ ভুজানা-
মযুতং কৃষা দৈত্যরাজো হি তারকঃ । আকৃষ্য
সিংহং সহসা ঘাতয়ামাস তান্ রণে ॥ ৫৫ ॥ দংশি-
তেন চ সিংহেন বৃষাঃ কেচিদ্বিদারিতাঃ । তথৈব
তারকেণৈব ঘাতিতা বহবো গণাঃ ॥ ৫৬ ॥ এবং
কৃতং তদা তেন তারকেণ মহাত্মনা । সর্ষেণামেব
দেবানামশক্যাস্তারকো মহান্ ॥ ৫৭ ॥ জাতস্তদা
মহাবাহুঃ সৈলোক্যক্ষয়কারকঃ । তারকস্তানুগা দৈত্যা
অজেয়া বলবত্তরাঃ ॥ ৫৮ ॥ মহাক্রুতা দংশিতাশ্চ
করালাস্তে প্রহারিণঃ । তৈরাহতা গণাঃ সর্ষে
সিংহৈশ্চ বৃষভা হতাঃ ॥ ৫৯ ॥ এবং নিহন্তমানা বৈ
গণাস্তে রণমণ্ডলে । প্রহস্তু বিষ্ণুঃ প্রোবাচ কুমারঃ
শিববল্লভম্ ॥ ৬০ ॥ বিষ্ণুরুবাচ । নাশ্তো হস্তাস্ত
পাপস্তা হি নিনা রুত্তিকাস্ত । তস্মাক্ষয়া হি কর্তব্যং
বচনঞ্চ মহাভুজ ॥ ৬১ ॥ তারকস্ত বধার্থায় উৎপন্নো-
হসি শিবাত্মজ । তস্মাদ্বৈব কর্তব্যং নিধনং
তারকস্ত চ ॥ ৬২ ॥ তচ্ছ্রুয়া ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ পার্শ্বতী-

অসুরসৈন্ত রুদ্রানুচর কিক্করদিগের শরণ গ্রহণ
করিল । এইরূপে সেনাবল নষ্ট হইতে দেখিয়া
অসুরাধিপতি তারক রোষাবেশে দেবগণকে হনন
করিবার জন্য ধাবিত হইল । দৈত্যরাজ তারক,
অযুত ভুজ ধারণ করিয়া সিংহারোহণে সহসা দেব-
গণকে সমরে সংহার করিতে লাগিল । সুসজ্জিত
সিংহ সমরে বহুসংখ্যক বৃষকে বিদারিত করিল ।
তারকাসুর অনেক প্রমথ সৈন্তের সংহার সাধন
করিল । মহাত্মা তারক এইরূপে যুদ্ধ করিতে
লাগিল । একে একে সমস্ত দেবই তাহার নিকট
পরাজিত হইলেন । মহাবাহু তারক তখন ত্রৈলো-
ক্যের ক্ষয়কারক হইয়া উঠিল । তারকের অনু-
গামী প্রবলতর দৈত্য সকল দেবগণের পক্ষে অজেয়
হইয়া দাড়াইল ॥ ৪১—৫৮ ॥ ঐ দৈতাগণ সকলেই রণ-
ককশ, করাল ও প্রহারপটু ; উহারা গণ-সমূহকে
বিতাড়িত করিল এবং সিংহগণ বৃষভদিগকে বিনষ্ট
করিতে লাগিল । এইরূপে সেই সমরক্ষেত্রে গণসমূহ
নিহত হইতে থাকিলে, বিষ্ণু হস্তপূর্বক শিববল্লভ
কুমারকে কহিলেন, হে রুত্তিকাস্ত । তুমি বিনা অস্ত্র
কেহই এই পাপাত্মার নিধনকর্তা নাই । অতএব হে-
মহাভুজ ! এক্ষণে আমাদের বাক্য রক্ষা কর । হে
শিবাত্মজ ! তারকের বধের জন্যই তুমি উৎপন্ন
হইয়াছ ; সুতরাং ইহার নিধন সাধন করা তোমারই

নন্দনো মহান্ । উবাচ প্রহসন্ বাক্যং বিষ্ণুং প্রতি
যথোচিতম্ ॥ ৬৩ ॥ ময়া নিরীক্ষ্যতে সম্যক্ চিত্রযুদ্ধঃ
মহাশয়নাম্ । অনভিজ্ঞোহস্ম্যহং বিবেকো কার্য্যাকাৰ্য্য-
বিচারণে ॥ ৬৪ ॥ কেহস্মদীয়াঃ পরে চৈব ন জানামি
কথঞ্চন । কিমর্থং ধুয়ামানা বৈ পরস্পরবধে স্থিতাঃ ॥
৬৫ ॥ কুমারস্ত বচঃ শ্রুত্বা নারদো বাক্যমব্রবীৎ ॥
৬৬ ॥ মারদ উবাচ । কুমারোহসি মহাবাহো শঙ্কর-
স্তাংশসম্ভবঃ । হং ত্রাতা জগতাং স্বামী দেবানাঞ্চ
পরা গতিঃ ॥ ৬৭ ॥ তারকেণ পুরা বীর তপস্তপ্তং
সুদাক্ষণম্ । যেনৈব বিজিতা দেবা যেন স্বর্গস্থথা
জিতঃ ॥ ৬৮ ॥ তপসা তেন চোগ্রাণ অজেয়ত্বমবাপ্তবান
অনেনাপি জিতশ্চেন্দ্রো লোকপালান্তথৈব চ ॥ ৬৯ ॥
ত্রৈলোক্যঞ্চ জিতং সর্বং হনেনৈব দুরাশ্রনা ।
তস্মাৎত্বয়া নিহন্তব্যস্তারকঃ পাপপুরুষঃ ॥ ৭০ ॥
সর্বেষাং সংবিধাতব্যং ত্বয়া নাথেন চাদ্য বৈ ।
নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা কুমারঃ প্রহসন্ মহান্ । বিমানা-
দবতীর্ঘ্যাথ পদাতিঃ পরমোহভবৎ ॥ ৭১ ॥ পদ্ভ্যাং
তদাসৌ পরিধাবমানঃ শিবাঙ্কজোহয়ঞ্চ কুমাররূপী ।

একণে কর্তব্য । পার্শ্বতীনন্দন প্রভু কার্তিকেয় তৎ-
কালে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তপূর্বক বিষ্ণুর প্রতি যথোচিত
বাক্য প্রয়োগ করিলেন ; বলিলেন,—আমি মহাত্মা-
দিগের বিচিত্র যুদ্ধ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছি ।
হে বিভো ! কার্য্যাকাৰ্য্য বিচারণে আমি অভিজ্ঞ
নহি । এ সময়ে কাহারো অসম্পূর্ণকীয় এবং কাহা-
রাই বা শত্রুপক্ষীয়, তাহাও আমি জানিতে পারি-
তেছি না । ইহারা পরস্পরের বধের জন্য কি জন্তাই
বা যুদ্ধ করিতেছেন ? কুমারের কথা শুনিয়া নারদ
কহিলেন,—হে মহাবাহো ! আপনি শঙ্করের অংশ-
সম্ভূত কুমার ; আপনিই জগতের পরিজাতা, প্রভু
এবং পরম গতি । হে বীর ! তারকাসুর পূর্বে
সুদাক্ষণ তপস্তা করিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে
সে স্বর্গ এবং স্বর্গবাসীদিগকে পরাজয় করিয়াছে ।
উগ্র তপস্তার ফলেই তারক অজেয়ত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছে । এই দুরাশ্রা তারকই ইন্দ্রকে,
অস্ত্রান্ত লোকপালদিগকে, বলিতে কি এই সমস্ত
ত্রৈলোক্যকেই জয় দ্বন্দ্ব করিয়াছে । অতএব এই
পাপাত্মা তারকাসুরকে নিহত করা তোমারই
কর্তব্য । তুমি নাথ হইয়া অদ্য সমস্তেরই
মঙ্গল বিধান কর । নারদের বাক্য শুনিয়া
কুমার হস্তপূর্বক বিমান হইতে অবতরণ করিয়া
পদাতিরূপে অবস্থান করিলেন । শিবাঙ্কজ কুমার

করে সমাদায় মহাপ্রভাবাং শক্তিঃ মহোদ্ধামিব দীপ্তি-
যুক্তাম্ ॥ ৭২ ॥ দৃষ্ট্বা তমায়াস্তমতীৰ চণ্ডমব্যক্তরূপং
বলিনাং বরিষ্ঠম্ । দৈত্যো বভাষে সুরসন্তমানামসৌ
কুমারো দ্বিষতাং নিহন্তা ॥ ৭৩ ॥ অনেন সার্কং
হৃদমেব বীরো যোৎসামি সর্কানহমেব বীরান্ ।
গণাংশ্চ সর্কানপি ঘাতয়ামি মাহেশ্বরান লোকপালাংশ্চ
সদ্যঃ ॥ ৭৪ ॥ ইত্যেবমুক্তা সততং মহাবলঃ কুমার-
মুদিশু যযৌ চ যোদ্ধুম্ । জগ্রাহ শক্তিং পরমাদ্ভুতাম্
স তারকো বাক্যমিদং বভাষে ॥ ৭৫ ॥ তারক
উবাচ । কুমারো মেহগ্রতশ্চাদ্য ভবন্তিষ্চ কথং কৃতঃ ।
যুয়ং গতত্ৰপা দেবা যেযাং রাজা পুরন্দরঃ ॥ ৭৬ ॥
পুরা যেন কৃতং কৰ্ম্ম বিদিতং সর্বমেব তৎ ।
প্রসুপ্তাশ্চাদিতা গর্ভে জঠরস্থা নিপাতিতাঃ ॥ ৭৭ ॥
কশ্চপশ্চাত্ত্বজেনৈব বহুরূপো হতোহসুরঃ । নমুচিষ্চ
হতো বীরো বৃদ্ধশ্চৈব তথা হতঃ ॥ ৭৮ ॥ কুমারঃ
হস্তকামোহসৌ দেবেন্দ্রো বলঘাতকঃ । কুমারোহয়ং
ময়া দেবা ঘাতিতোহদ্য ন সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ পুরা
হতাত্মা বিপ্রা দক্ষযজ্ঞে হনেকশঃ । তৎকৰ্ম্মণঃ
ফলং চাদ্য বীরভদ্র মহামতে । দর্শয়িষ্যামি তে

তখন মহাপ্রভাবশালিনী মহোদ্ধার ত্রায় দীপ্তিমতী
শক্তি স্বীয় করে ধারণ করিয়া ধাবিত হইলেন ।
সেই অব্যক্তরূপী অতি প্রচণ্ড বলবান কুমারকে
আসিতে দেখিয়া দৈত্যরাজ তারক কহিল,—এই
কুমার নিশ্চয়ই দেবশত্রুগণের নিহন্তা । আমি
বীর ; এই কুমারের সহিত আমিই যুদ্ধ করিব
এবং যুদ্ধ করিয়া মাহেশ্বর বীর প্রমথবৃন্দ ও অস্ত্রান্ত
লোকপালদিগকে সদ্যই শমননদনের অতিথি করিয়া
দিব ॥ ৭২—৭৪ ॥ এই বলিয়া মহাবল তারক কুমারের
উদ্দেশে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল এবং পরমাদ্ভুত শক্তি-
অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দেবগণের উদ্দেশে এই বাক্য
বলিল,—ওহে দেবগণ ! তোমরা একটি কুমারকে
অদ্য আমার অগ্রে প্রেরণ করিয়াছ কেন ? পুরন্দর
তোমাদের রাজা কি না, তাই তোমরা এমন
নির্লজ্জ ! পুরন্দর পূর্বে যে কৰ্ম্ম করিয়াছিল, তাহা
সকলেরই বিদিত । দিতির গর্ভস্থ পুণ্ড সন্তান-
দিগকে ঐ পুরন্দরই নিপাতিত করিয়াছিল ।
কশ্চপাশ্চ বহুরূপ বীর নমুচি ও বীর বৃদ্ধ উহারই
হস্তে হত হইয়াছিলেন । দেবেন্দ্র এখানে এই
কুমারকেও হনন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে ।
যাহা হউক, হে দেবগণ ! আমি অদ্য এই কুমারকে
নিহত করিব । তারক এই বলিয়া বীরভদ্রকে

বীর রণে রণবিশারদ ॥ ৮০ ॥ ইত্যেবমুক্তা স তদা
মহায়া দৈত্যাবিপো বীরবরঃ স একঃ । জগ্রাহ
শক্তিঃ পরমাদ্ভুতাক স তারকো যুদ্ধবিদাঃ বরিতঃ ॥
৮১ ॥ ইতি পরমরুমাভিভূতো দিতিতনয়ঃ পরীরতো-
হস্মরৈশ্চৈঃ । যুধি মতিমকরোত্তদা নিহন্তঃ সমর-
বিজয়ী স তারকো বলীয়ান্ ॥ ৮২ ॥

ইতি ত্রীকান্দে সুরতারকাসুরসংগ্রামবর্ণনং
নামৈকোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । বহুমানঃ তমায়াস্তং তারকা-
সুরমোজসা । আজঘান চ বজ্রেন ইন্দ্রো মতিমতাং
বরঃ ॥ ১ ॥ তেন বজ্রপ্রহারেণ তারকো বিহ্বলী-
কৃতঃ । পতিতোহপি সমুখায় শক্ত্যা তং প্রাহর-
দ্বিপম্ ॥ ২ ॥ পুরন্দরং গজস্বং হি অপাতয়ত ভূতলে ।
হাহাকারো মহানাসীৎ পতিতে চ পুরন্দরে ॥ ৩ ॥
তারকেণাপি তত্রৈব যৎ কৃতং তচ্ছগু প্রভো ।

বলিল,—বীরভদ্র ! পূর্বে দক্ষযজ্ঞে তুমি বহু বীরকে
নিহত করিয়াছ, হে মহামতে ! রণপণ্ডিত ! সেই
কর্ম্মের ফল অদ্য এ রণে আমি তোমায় দেখাইব ।
যোধশ্রেষ্ঠ বীরবর মহায়া তারকাসুর এই কথা
কহিয়া একাকী এক পরমাদ্ভুত শক্তি গ্রহণ করিল ।
ঐ দিতিনন্দন তখন পরম রোষে অভিভূত হইল ।
অস্মুরেন্দ্রগণ তাহার চতুর্দিকে অবস্থান করিল ।
সমরবিজয়ী তারক এইরূপে বলীয়ান্ হইয়া শত্রুদল
ধিনাশ করিতে প্রস্তুত হইল । ৭৫—৮২ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৯ ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—সেই স্পর্ধমান তারকাসুরকে
আসিতে দেখিয়া প্রশস্তমতি ইন্দ্র তাহাকে সবলে
বজ্র দ্বারা আহত করিলেন । সেই বজ্রপ্রহারে
তারক বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং ভূপতিত হইবামাত্র
পুনরায় উত্থিত হইয়া শক্তি দ্বারা ঐরাবতকে প্রহার
করিল । তাহাতে গজস্থিত পুরন্দরও ভূতলে
পতিত হইলেন । পুরন্দরের পতনে তখন একটা
মহান হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল । ঐ সময়
তারকাসুর যাহা করিল, বলিতেছি শ্রবণ করুন ।

পতিতং চ পদাক্রম্য হস্তাঘ্রজং প্রগৃহ্য চ ॥ ৪ ॥ ইতং
দেবেন্দ্রমালোক্য তারকো রিপুহৃদনঃ । বজ্রঘাতেন
মহতাহতাড়য়ন্তু পুরন্দরম্ ॥ ৫ ॥ ত্রিশূলযুদ্ধায়
মহাবলস্তদা স বীরভদ্রো ক্রবিতঃ পুরন্দরম্ ।
সংরক্ষমাণো হি জঘান তারকং শূলেন দৈত্যকং
মহাপ্রভেণ ॥ ৬ ॥ শূলপ্রহারাবিততো নিপপাত্ত
মহীতলে । পতিতোহপি মহাতেজাস্তারকঃ পুনরুত্থিতঃ
॥ ৭ ॥ জঘান পরয়া শক্ত্যা বীরভদ্রঃ তদোরসি ।
বীরভদ্রোহপি পতিতঃ শক্তিঘাতেন তস্ত বৈ ॥ ৮ ॥
সগণাশ্চৈব দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ ॥ হাহাকারেণ
মহতা চুক্রুশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৯ ॥ তদোত্থিতঃ সহসা
মহাবলঃ স বীরভদ্রো দ্বিষতাং নিহন্তা । ত্রিশূলযুদ্ধায়
তড়িৎপ্রকাশঃ জাজ্জল্যমানঃ প্রভয়া নিরস্তরম্ ।
স্বরোচিষা ভাসিতদিগ্বিতানং সূর্য্যোন্মুবিদ্যাদ্ভু-
মণ্ডলাভম্ ॥ ১০ ॥ ত্রিশূলেণ তদা যাবদ্ধস্তকামো
মহাবলঃ । নিবারিতঃ কুমারেণ মা বধীষৎ মহামতে ॥
১১ ॥ জগজ্জ চ মহাতেজাঃ কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ

পুরন্দর পতিত হইলে, তারক পদ দ্বারা আক্রমণ-
পূর্ব্বক তদীয় বজ্র সবলে গ্রহণ করিল । রিপু-
সংহারক তারক দেখিল,—দেবেন্দ্র নিহত হইয়াছেন ।
তাহা দেখিয়াও সে পুনরপি মহান বজ্রাঘাতে
পুরন্দরকে তাড়িত করিল । তখন ত্রিশূল উত্তোলন-
পূর্ব্বক মহাবল বীরভদ্র সক্রোধে ইন্দ্রকে রক্ষা
করিতে গিয়া মহাপ্রভ শূল দ্বারা দৈত্যধর তারককে
আহত করিলেন । মহাতেজা তারক শূলপ্রহারে
অভিহত হইয়া মহীতলে পতিত হইল এবং পতিত
হইবামাত্র পুনরায় উত্থিত হইয়া বীরভদ্রের বন্ধ-
স্থলে পরম শক্তি দ্বারা প্রহার করিল । তদীয়
শক্তিঘাতে বীরভদ্র পতিত হইলেন । তখন দেব,
প্রমথ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণ মহান হাহাকার
রবে পুনঃপুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন । পরে
শক্রহৃদন মহাবল বীরভদ্র অচিরেই উত্থিত হইলেন
এবং এক ভীষণ ত্রিশূল উত্তোলন করিলেন । ঐ
ত্রিশূল বিদ্যুৎপ্রভ, প্রভাপুঞ্জ নিয়ত দেদীপ্যমান, বীর
প্রভায় দিগ্ দিগন্তের উদ্ভাসক এবং সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি
ও নক্ষত্রমণ্ডলবৎ প্রভাপুঞ্জশালী । বীরভদ্র ঐরূপ
ত্রিশূল লইয়া তারককে যখন হনন করিতে উদ্যত
হইলেন, তখন কুমার তাহাকে বারণ করিলেন,
বলিলেন,—হে মহামতে ! আপনি উহাকে বধ করি-
বেন না । ১—১১ । এই বলিয়া মহাবল কার্ত্তিকেয়

॥ ১২ ॥ তদা জয়েতাতিহিতো ভূতৈরাকাশ-
সংস্থিতৈঃ। শক্ত্যা পরময়া বীরস্তারকং হস্ত-
মুদ্যতঃ ॥ ১৩ ॥ তারকস্ত কুমারস্ত সংগ্রামস্তত্র
হুঃসহ। জাতস্ততো মহাঘোরঃ সর্বভূতভয়-
ঙ্করঃ ॥ ১৪ ॥ শক্তিহন্তো চ তো বীরো যুধাতে
পরস্পরম্। শক্তিত্যাং ভিন্নহন্তো তো মহাসাহস-
সংযুতো ॥ ১৫ ॥ পরস্পরং বঞ্চয়ন্তো সিংহবিব
মহাবলৌ। বৈতালিকীং সমাশ্রিত্য তথা নৈ খেচরীং
গতিম্ ॥ ১৬ ॥ পার্শ্বতং মতমাশ্রিত্য শক্ত্যা শক্তিং
নিজয়ন্তুঃ। এভিন্নতৈর্বহাবীরৌ চক্রতুধুন্ধমুত্তমম্ ॥
অন্তোন্তসাধকৌ ভূহা মহাবলপরাক্রমৌ। জয়ন্তুঃ
শক্তিধারাভী রণে রণবিশারদৌ ॥ ১৮ ॥ মুষ্টি কণ্ঠে
তথা বাহোজ্যোষৈশ্চৈব কটীতটে। বক্ষস্যারসি
পৃষ্ঠে চ চিচ্ছিদন্তুঃ পরস্পরম্ ॥ ১৯ ॥ তদা তো
যুধ্যমানৌ চ হস্তকামৌ মহাবলৌ। প্রেক্ষকা হতবন
সর্কে দেবগন্ধর্বগুহকাঃ ॥ ২০ ॥ উচুঃ পরস্পরং
সর্কে কোহস্মিন যুদ্ধে বিজেয্যতে। তদা নভোগতা

গর্জম করিলেন। তখন আকাশস্থ ভূতবৃন্দ তাহার
জয় শব্দ উচ্চারণ করিল। বীর কুমার
পরম শক্তি গ্রহণ করিয়া তারককে হনন করিতে
উদ্যত হইলেন। তখন তারক ও কুমার উভয়ের
মধ্যে হুঃসহ সময়ের সূচনা হইল। সেই মহা-
সমর সর্বভূতের ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। সেই দুই
শক্তিহন্ত বীর পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।
উভয়েরই হস্ত শক্তি দ্বারা মণ্ডিত এবং উভয়েই
মহাসাহস-সম্পন্ন, তাহারা মহাবল সিংহযুগলের স্থায়
পরস্পর পরস্পরকে রক্ষিত করিতে লাগিলেন।
উভয়েই বৈতালিকী তথা খেচরীগতি আশ্রয় করিয়া
এবং কখন বা পার্শ্বতরূপ গ্রহণপূর্বক শক্তি দ্বারা
একে অপরের শক্তি আহত করিলেন। এইরূপে
সেই মহাবীরদ্বয় উত্তম যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।
সেই দুই রণবিশারদ মহাবল-পরাক্রম বীর পরস্পর
পরস্পরের স্বার্থসাধক হইয়া সময়ে শক্তিধারা-
সমূহে পরস্পরকে প্রহার করিলেন; মস্তকে, কণ্ঠে,
বাহুযুগলে, জাহ্নুদ্বয়ে কটীতটে, বক্ষে ও পৃষ্ঠে পর-
স্পর পরস্পরকে ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই
মহাবল কুমার ও তারক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেব,
গন্ধর্ব ও গুহকগণ দর্শকরূপে অবস্থান কবিলেন
এবং তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন—এই রণে
কে জয়ী হইবেন? তখন তাহাদিগকে সাধনা

বাণী উবাচ পরিসাধ্য বৈ ॥ ২১ ॥ তারকং হি সুরা-
শচাদ্য কুমারোহয়ং হনিষ্যতি। মা শোচ্যতাং সুরাঃ
সর্কেঃ স্মথেন স্বীয়তাং দিবি ॥ ২২ ॥ ঋহা তদা
তাং গগনে সমীরিতাং তদৈব বাচং প্রমথৈঃ পরীতঃ।
কুমারকস্তং প্রতি হস্তকামো দৈত্যাধিপং তারকমুগ্র-
রূপম্ ॥ ২৩ ॥ শক্ত্যা তয়া মহাবাহুরাজঘান স্তনা-
স্তরে। তারকং হস্তুরশ্রেষ্ঠং কুমারো বলবন্তরঃ ॥
২৪ ॥ তং প্রহারমনাদৃত্য তারকো দৈতাপুঙ্গবঃ।
কুমারং চাপি সংক্রুদ্ধঃ স্বশক্ত্যা চাজঘান বৈ ॥ ২৫ ॥
তেন শক্তিপ্রহারেণ শাক্তির্মুচ্ছিতোহভবৎ। মুহূর্ত্তা-
ক্ষেতনাং প্রাপ্তঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ॥ ২৬ ॥ যথা
সিংহো মদোন্নতো হস্তকামস্তথৈব চ। কুমারস্তারকং
দৈতামাজঘান প্রতাপবান্ ॥ ২৭ ॥ এবং পর-
স্পরেণৈব কুমারশ্চৈব তারকঃ। যুধাতেহতি-
সংরকৌ শক্তিয়ুদ্ধপরায়ণৌ ॥ ২৮ ॥ অভ্যাসপরমা-
বাস্তামন্তোন্তবিজীগীষয়া। তথা তো যুধ্যমানৌ চ
চিত্রকপৌ তরস্বিনৌ ॥ ২৯ ॥ ধারাভিশ্চ অনীভিশ্চ

করিয়া এক আকাশবাণী কহিল,—হে সুরগণ! এই
কুমার অদ্য তারকাসুরকে বিনাশ করিবেন, আপ-
নারা শোক করিবেন না; সকলেই স্মৃথে স্বর্গে বাস
করিতে থাকুন, তখন সেই গগনোচ্চারিত বাক্য
শ্রবণপূর্বক মহাবাহু কুমার প্রমথবৃন্দে পরিবৃত্ত
হইয়া দৈত্যাধিপ ভীষণ তারকাসুরকে হনন করি-
বার অভিপ্রায়ে স্বীয় শক্তি দ্বারা তদীয় স্তনাস্তর
আহত কবিলেন। প্রবলতর কুমার অসুরবর
তারককে প্রহার করিলে সেই দৈতাপুঙ্গব ক্রুদ্ধ
হইয়া স্বীয় শক্তিদ্বারা কুমারকেও আহত করিল।
সেই শক্তিপ্রহারে শঙ্করনন্দন মুচ্ছিত হইয়া পড়ি-
লেন। অনন্তর মুহূর্ত্ত পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া
মহর্ষিগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইতে লাগিলেন। তখন
প্রতাপবান কুমার মদোন্নত সিংহের স্থায় জিঘাংসু
হইয়া তারক দৈত্যকে আঘাত করিলেন। এইরূপে
কুমার ও তারক শক্তিয়ুদ্ধে তৎপর হইয়া অতীব
সংরক্ত সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অভ্যাস-
পটু বীরদ্বয় পরস্পর জিগীষাবশে বিচিত্র ভাবে
যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ১২—২৯। তাহারা ধারা ও অনী
প্রভৃতি সাময়িক রীতি অনুগারে স্প্রয়যুক্ত হইয়া
পরস্পরকে আহত করিতে লাগিলেন। দেব, গন্ধর্ব
ও কিন্নরগণ তাহাদের সমরক্রীড়া সন্দর্শনে তৎপর
হইয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাহাদের
মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না। তখন বায়ুর

মহাপ্রভুঃ ৮ জয়তুঃ । অবলোকপরাঃ সর্বে
দেবগন্ধর্বকিররাঃ ॥ ৩০ ॥ বিশ্বয়ং পরমং প্রাপ্তা
নোচুঃ কিঞ্চন তস্ত বৈ । ন ববৌ চ তদা
বায়ুর্নিশ্চিতোহভূদিবাকরঃ ॥ ৩১ ॥ হিমালয়োহথ
মেরুশ্চ শ্বেতকূটশ্চ দর্দূরঃ । মলয়োহথ
মহাশৈলো মৈনাকো বিষ্ণ্যপর্বতঃ ॥ ৩২ ॥ লোকা-
লোকো মহাশৈলো মানসোত্তরপর্বতঃ । কৈলাসো
মন্দরো মাল্যো গন্ধমাদন এব চ ॥ ৩৩ ॥ উদয়াজি-
র্মহেন্দ্রশ্চ তথৈবাস্তগিরির্মহান ॥ ৩৪ ॥ এতে চান্তে
চ বহবঃ পর্বতাশ্চ মহাপ্রভাঃ । শ্বেহাদিতাস্তদাজমুঃ
কুমারক পরীপবঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ স দৃষ্টা তান
সর্বান ভয়ভীতাশ্চ শাকরিঃ । পর্বতান্ গিরিজাপুত্রো
বভাবে প্রতিবোধয়ন্ ॥ ৩৬ ॥ কুমার উবাচ । মা
খিদ্যত মহাভাগা মা চিন্তা ক্রিয়তাং নগাঃ । ঘাতয়া-
মাদ্য পাপিষ্ঠং সর্বেষামিহ পশুতাম্ ॥ ৩৭ ॥ এবং
সমাস্থাস্ত তদা মনসী তানপর্বতান দেবগণৈঃ সমেতান
প্রণম্য শম্ভুঃ মনসা হরিপ্রিয়ঃ স্বাং মাতরঞ্চৈব নতঃ
কুমারঃ ॥ ৩৮ ॥ কার্তিকেয়স্ততঃ শক্ত্যা নিচকর্ত
রিপোঃ শিরঃ । তচ্ছিরো নিপপাতোক্ষ্যাং তারকশ্চ
চ তৎক্ষণাৎ । এবং স জয়মাপেদে কার্তিকেয়ো

গতি কদ্ধ হইল । দিবাকর নিম্ভ্রভ হইলেন ।
হিমালয়, মেরু, শ্বেতকূট, দর্দূর, মলয়, মহাশৈল,
মৈনাক, বিষ্ণ্যচল, মহাগিরি লোকালোক, মানসোত্তর,
কৈলাস, মন্দর, মাল্যবান, গন্ধমাদন উদয়চল,
মহেন্দ্র ও অন্তগিরি এই সকল এবং অন্যান্য
মহাপ্রভ বহু পর্বত শ্বেহপ্রবণ হইয়া কুমারকে,
সাহায্য করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন ।
অনন্তর গিরিজানন্দন কুমার ভয়ভীত পর্বতগণকে
দেখিয়া তাহাদিগকে প্রবোধিত করত বলিলেন,—
হে মহাভাগগণ! আপনারা থির হইবেন না;
চিন্তা করিবেন না । আমি অদ্য সর্বসমক্ষে এই
পাপিষ্ঠ তারকাসুরকে হনন করিব । মনসী কুমার
তখন দেবগণ সহ পর্বতগণকে সমাশ্বাসিত করিয়া
মনে মনে শম্ভুকে ও স্বীয় জননীকে প্রণাম করিলেন ।
অনন্তর কার্তিকেয় শক্তি অস্ত্র দ্বারা শত্রু তারকের
মস্তক কর্তন করিলেন । তৎক্ষণাৎ তারকের
মস্তক উর্ধ্বীতলে পতিত হইল । মহাপ্রভু কার্তিকেয়
এইরূপে জয়লক্ষী লাভ করিলেন । সুর, ঋষি,
ঋক, বিমানচর, কিরর, চারণ, উরগ ও অপ্সরো-
গণ কার্তিকেয়কে দর্শন করিতে আসিলেন এবং

মহাপ্রভুঃ ॥ ৩৯ ॥ দদৃশুস্তং সুরগণা ঋষয়ো ঋককাঃ
থগাঃ । কিররাশ্চারণাঃ সর্পাস্থা চৈবাপ্সরোগণাঃ ॥
৪০ ॥ হর্ষণে মহাবিষ্টাশ্চৈবুস্তং কুমারকম্ । বিদ্যা-
ধর্যাস্চ ননৃতুর্গায়কাস্চ জগুস্তদা ॥ ৪১ ॥ এবং বিজয়-
মাপন্নং দৃষ্টা সর্বে মুদা যুতাঃ । ততো হর্ষাৎ সমাগম্য
স্বাক্ষমারোপ্য চান্নজম্ ॥ ৪২ ॥ পরিষজ্য তু গাঢ়েন
গিরিজাপি তুতোষ বৈ । স্নোৎসঙ্গে চ সমারোপ্য
কুমারং সূর্য্যবর্চসম্ ॥ ৪৩ ॥ লালয়ামাস তদ্বক্ষী
পার্বতী রুচিরেক্ষণা । ঋষিভিঃ সংকৃতঃ শম্ভুঃ
পার্বত্যা সহিতস্তদা ॥ ৪৪ ॥ আর্য্যাসনগতা সাধ্বী
শুশুভে মিতভাষিণী । সংস্কৃত্যমানা মুনিভিঃ সিদ্ধ-
চারণপন্নগৈঃ ॥ ৪৫ ॥ নীরাজিতা তদা দেবৈঃ পার্বতী
শম্ভুনা সহ । কুমারেণ সহৈবাত্ম শোভমানা তদা
সতী ॥ ৪৬ ॥ হিমালয়স্তদাগতা পুত্রৈশ্চ পরিবারিতঃ ।
মেরুদৈদ্যঃ পর্বতৈশ্চৈব স্তৃত্যমানঃ পরোহভবৎ ॥ ৪৭ ॥
তদা দেবগণাঃ সর্ব ইন্দ্রাদ্যা ঋষিভিঃ সহ । পুষ্প-
বর্ষণে মহতা বববুরমিতহ্যতিম্ । কুমারমগ্রতঃ কৃৎস্না
নীরাজনপরা বভূঃ ॥ ৪৮ ॥ গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্ম-
ঘোষেণ ভূয়সা । সংস্কৃত্যমানো বিবিধৈঃ স্তূতৈর্বৈদ-

মহাহর্ষে আবিষ্ট হইয়া তাহাকে স্তব করিতে লাগি-
লেন । বিদ্যাধরীগণ নৃত্য করিতে লাগিল ।
এবং গায়কদল গান করিতে প্রবৃত্ত হইল ।
এইরূপে কুমার বিজয় প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া
সুরগণ সকলেই মুদাধিত হইলেন । অনন্তর গিরিজা
হর্ষভরে স্বীয় পুত্র কুমারকে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক
গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন । রুচির-
নয়না তনুগাত্রী পার্বতী এইরূপে সেই সূর্য্যপ্রভ
কুমারকে লালন করিতে লাগিলেন । ঋষিগণ
পার্বতী সহ শম্ভুকে তখন সংকার করিলেন ।
মিতভাষিণী পার্বতী বরাসনে সমাসীন হইয়া সমধিক
সুশোভিত হইলেন । সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ ও মুনিগণ
তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন । ২৭—৪৫ । দেবগণ
পার্বতী ও পার্বতীপতির নীরাজনা করিলেন । তখন
সতী কুমার সহ সুশোভিত হইলেন । অনন্তর
হিমালয় তথায় আগমন করিলেন । তিনি তথায় পুত্র
ও মেরু প্রভৃতি পর্বতবৃন্দ সমভিব্যাহারে সমাগত ।
হইয়া সাতিশয় সংকৃত হইলেন । তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ
ঋষিবৃন্দ সহ একযোগে অমিতপ্রভ কুমারেয় উপর
পুষ্পবর্ষণ করিলেন এবং তাঁহাকে অগ্রে ঋষিগণ
নীরাজনা করিতে লাগিলেন । শ্রেষ্ঠ বৈদিকগণ
গীত-বাদিত্র-ধ্বনি ও সমুচ্চ ব্রহ্মঘোষ সহ বিবিধ স্তূত

বিদাং .বটৈঃ ॥ ৪৯ ॥ কুমারবিজয়ং নাম চরিত্রং
পরমাদৃতম্ । সর্বপাপহরং দিব্যং সর্বকামপ্রদং
নৃণাম্ ॥ ৫০ ॥ যে কীর্তয়ন্তি শুচয়োহমিতভাগ্য-
যুক্তাণ্ডানন্তরূপমজরামরমাদধানাঃ । কোমারবিক্রম-
মহাশাস্ত্রদারমেতদানন্দদায়কমনোহরকরং নৃণাং হি ॥
৫১ ॥ যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্যপি কুমারস্ত মহাশ্বনঃ ।
চরিতং তারকাশাকং সমাপট্টেঃ স যুচ্যতে ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে তারকাসুরবধপূর্বকং
কার্তিকৈববিজয়োঃসববর্ণনং নাম
ত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ । হহা তং তারকং সংখ্যে
কুমারেণ মহাশ্বনঃ । কিং কৃতং স্মৃদ্বিপ্র তৎসর্বং
বক্তুমহঁসি ॥ ১ ॥ কুমারো হপরঃ শম্ভুর্যেন সৰ্বমিদং
ততম্ । তপসা তোষিতঃ শম্ভুর্দদাতি পরমং পদম্ ॥
কুমারো দর্শনাৎ সদ্যঃ সফলো হি নৃণাং সদা ।

পাঠ করিয়া কুমারকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
এই কুমারবিজয়নামক চরিত্র পরমাদৃত, সর্বপাপ-
হর, দিব্য ও নরগণের সর্বকামপ্রদ । যে সকল
মহাভাগ শুচি ব্যক্তি এই চরিত্র কীর্তন করেন,
ঐশ্বর্য অজর অমর হইয়া থাকেন । এই উদার
কোমার বিক্রমপ্রভাব নরগণের আনন্দদায়ক ও
মনোরথ-সাধক । যে মানব মহাত্মা কুমারের তারক-
সহ যুক্তব্রতান্ত্র অবগণ ও পাঠ করিবে, সে সর্বপাপ
হইতে মুক্ত হইবে ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—মহাত্মা কুমার সমরে তারকা-
সুরকে নিহত করিয়া পরে কোন্ মহদবুষ্ঠান করিয়া-
ছিলেন, তাহা এক্ষণে ব্যক্ত কর । কুমার অপর
শম্ভু; তিনিই এই সকল জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজমান ।
তপস্ভার দ্বারা হইয়া শম্ভু পরমপদ প্রদান করিয়া
থাকেন । কুমার দর্শনমাত্রেই নরগণকে সদ্য শুভ
কর প্রদান করেন । লোমশ! যাঁহারা পাপী অধ-
র্মী, বশচ, তাহারাও দর্শনমাত্রেই মুক্তপাপ হইয়া

যে পাপিনে হৃদয়স্থিতঃ স্বপচা অপি লোমশ । দর্শমা-
কৃতপাপান্তে ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ শৌনকস্ত
বচঃ শ্রুত্বা উবাচ চরিতং তদা । ব্যাসশিষ্যো মহা-
প্রাজ্ঞঃ কুমারস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ৪ ॥ লোমশ উবাচ ।
হহা স্বং তারকং সংখ্যে দেবানামজয়ং ততঃ ।
অবধ্যঞ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কুমারো জয়মাপ্তবান্ ॥ ৫ ॥
মহিমা হি কুমারস্ত সর্বশাস্ত্রেষু কথ্যতে । বেদৈশ্চ
স্মাগমৈশ্চাপি পুরাণৈশ্চ তথৈব চ ॥ ৬ ॥ তথোপ-
নিষদৈশ্চৈব মৌমাংসাদিতয়েন তু । এবমুতঃ কুমা-
রোহমমশক্যো বর্ণিতুং দ্বিজাঃ ॥ ৭ ॥ যো হি দর্শন-
মাত্রেন পুনাতি সকলং জগৎ । ত্রাতারং ভুবনস্তাস্ত
নিশম্য পিতৃরাট স্বয়ম্ ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মাণঞ্চ পুরস্কৃত্য
বিষ্ণুর্দৈব সবাসবম্ । স যযৌ হরিতে নৈব শঙ্করং
লোকশঙ্করম্ । তুষ্টাব প্রযতো ভূহা দক্ষিণাশাপতিঃ
স্বয়ম্ ॥ ৯ ॥ নমো ভর্গায় দেবায় দেবানাং পতয়ে
নমঃ । মৃত্যুঞ্জয়ায় রুদ্রায় ঈশানায় কপর্দিনে ॥ ১০ ॥
নীলকণ্ঠায় শর্কায় বোমাবয়বরূপিণ । কালায়
কালনাথায় কালরূপায় নৈব নমঃ ॥ ১১ ॥ যমেন
সুয়মানো হি উবাচ প্রভুরীশ্বরঃ । কিমর্থমাগতো-

থাকে; সংশয় নাই । ব্যাসশিষ্য মহাপ্রাজ্ঞ সূত
শৌনকের বাক্য শুনিয়া মহাত্মা কুমারের চরিত্র
কীর্তন করিতে লাগিলেন । লোমশ কহিলেন,—হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দেবগণের অজেয় ও অবধ্য তারকা-
সুরকে সংগ্রামে সংহার করিয়া কুমার জয়শ্রী লাভ
করিয়াছিলেন । কুমারের মহিমা সর্ব শাস্ত্রেই কীর্তিত
হইয়া থাকে । বেদ, আগম, পুরাণ, উপনিষদ,
উত্তর ও পূর্ব মৌমাংসা, সর্বত্রই কুমারমহাত্ম্য পরি-
ব্যক্ত । হে দ্বিজগণ! কুমার এমনই মহাত্ম্যশালী ।
ইঁহার চরিত্রবর্ণনে শক্তি কাহারও নাই । তিনি
দর্শন মাত্রেই সর্ব জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন ।
একদা পিতৃপতি লোকশঙ্কর শঙ্করকে এই ত্রিভু-
বনের পরিভ্রাতা বলিয়া শুনিতে পাইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু
ও ইন্দ্রকে অগ্রবর্তী করত সত্ত্ব তৎসমীপে গমন
করিলেন এবং প্রযত হইয়া ঐশ্বর্য স্তব করিতে
লাগিলেন । দক্ষিণাশাপতি যম বলিলেন,—আমি
দেবাধিপ ভর্গদেবকে নমস্কার করি । যিনি মৃত্যুঞ্জয়,
রুদ্র, ঈশান, কপর্দী, নীলকণ্ঠ, শর্ক, বোমামূর্তি,
কাল, কালনাথ, ও কালরূপ, তাঁহাকে আমার নম-
স্কার । ১—১১ । যম এইরূপে স্তব করিলে ভগবান
ঈশ্বর কহিলেন—যম! তুমি কি কৃত্য আনিয়াছ

হসি ত্বং তৎসর্গঃ কথয়ন্ত নঃ ॥ ১২ ॥ যম
উবাচ । শ্রুত্যাং দেবদেবেশ বাক্যং বাক্য-
বিশারদ । তপসা পরমেনৈব তুষ্টিং প্রাপ্তোহসি
শঙ্কর ॥ ১৩ ॥ কশ্যেণ পরমেনৈব ব্রহ্মা লোকপিতা-
মহঃ । তুষ্টিমেতি ন সন্দেহো বরাণাং হি সদা প্রভুঃ ॥
১৪ ॥ তথা বিষ্ণুর্হি ভগবান্ বেদবেদ্যঃ সনাতনঃ ।
যজ্ঞৈরনেকৈঃ সন্তুষ্টে উপবাসব্রতৈস্তথা ॥ ১৫ ॥
দদাতি কেবলং ভাবং যেন কৈবল্যমাণুযুঃ । নরাঃ
সর্বে মম মতং নান্তথা হি বচো মম ॥ ১৬ ॥ দদাতি
তুষ্টিং বৈ ভোগং তথা স্বর্গাদিসম্পদঃ । সূর্যো
নমস্ত্রয়োহ্যং দদাতীহ ন চান্তথা ॥ ১৭ ॥ গণেশো
হি মহাদেব অর্ঘ্যপাদাদিচন্দনৈঃ । মঙ্গাবৃত্তা তথা
শস্ত্রো নির্বিঘ্নকং করিষ্যতি ॥ ১৮ ॥ তথাত্তে লোকপাঃ
সর্বে যথাশক্ত্যা ফলপ্রদাঃ । যজ্ঞাধ্যয়নদানাদৈঃ
পরিতুষ্টাশ্চ শঙ্কর ॥ ১৯ ॥ মহদাশ্চর্য্যসমুৎপ-
সর্বেষাং প্রাণিনামিহ । কৃতকং তব পুত্রেন স্বর্গদ্বার-
মপাবৃতম্ ॥ ২০ ॥ দর্শনাচ্চ কুমারস্ত সর্বে স্বর্গো-
কসো নরাঃ । পাপিনোহপি মহাদেব জাতা নাস্ত্যত্র
সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ ময়া কিং ক্রিয়তাং দেব কার্য্যাকার্য্য-

তাহা প্রকাশ করিয়া বল । যম কহিলেন,—হে
বাক্যবিশারদ, দেবদেব ! আমার কথা শ্রবণ করুন ।
হে শঙ্কর ! আপনি পরম তপস্রাযোগেই পরিতুষ্ট
হইয়া থাকেন । লোকপিতামহ ব্রহ্মা উত্তম কশ্য-
যোগেই তুষ্ট হইয়া সতত বরপ্রদ হইয়া থাকেন, আর
বেদবেদ্য সনাতন বিষ্ণু বিবিধ যজ্ঞ, উপবাস ও
ব্রত দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া কেবলীভাব প্রদান
করেন । নরগণ তাহাতেই কৈবলাপদ প্রাপ্ত হইয়া
থাকে । ইহাই আমার মত ; আমার বাক্য অন্তথা
হইবার নহে । বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া স্বর্গাদিভোগ
সম্পদ প্রদান করেন । সূর্য্য নমস্কারাদি দ্বারা
উপাসিত হইয়া আরোগ্য প্রদান করিয়া থাকেন ।
হে মহাদেব, গণেশ অর্ঘ্য, পাদ্য ও চন্দনাদি দ্বারা
অর্চিত ও মন্ত্রবলে আরাধিত হইয়া নিঃস্বপ্নতা উৎ-
পাদন করেন । হে শঙ্কর ! অন্তাত্ত লোকপালগণ
যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া যথা-
শক্তি ফল প্রদান করিয়া থাকেন । কিন্তু প্রাণিগণের
পক্ষে এই এক মহৎ আশ্চর্য্য ঘটনা যে, আপ-
নার পুত্র কুমার স্বর্গদ্বার নিঃসর্গল করিয়া দিয়াছেন ।
কুমারের দর্শনমাত্রেই সকল পাপিষ্ঠ নর স্বর্গবাসী
হইতেছে । ইহাতে সংশয় করিবার কিছুই নাই ।
হে দেব ! কার্য্যাকার্য্যের ব্যবস্থা বিষয়ে আমি এখন

ব্যবহিতৌ । যে সত্যশীলাঃ শাস্তাশ্চ বদান্তা নিরব-
গ্রহাঃ ॥ ২২ ॥ জিতেন্দ্রিয়া অলুকাশ্চ কামরাগ-
বিবর্জিতাঃ । যাজ্ঞিকা ধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ বেদবেদাঙ্গ-
পারগাঃ ॥ ২৩ ॥ যাং গতিং যাস্তি বৈ শস্তো
সর্বে সুরুতিনোহপি হি । তাং গতিং দর্শনাৎ
সর্বে নপচা অধমা অপি ॥ ২৪ ॥ কুমারস্ত চ
দেবেশ মহদাশ্চর্য্যকর্ম্মণঃ । কার্ত্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগ-
সহিতায়াং শিবস্ত চ ॥ ২৫ ॥ শিবস্ত তনয়ঃ দৃষ্টা তে
যাস্তি স্বকুলৈঃ সহ । কোটিভির্বহুভিঃশ্চৈব মৎস্থানং
পরিমুচ্য বৈ ॥ ২৬ ॥ কুমারদর্শনাৎ সর্বে নপচা অপি
যাস্তি বৈ । সঙ্গতিং হরিতেনৈব কিং ক্রিয়েত ময়া-
ধুনা ॥ ২৭ ॥ যমস্ত বচনং শ্রুত্বা শঙ্করো বাক্যম-
ববীৎ ॥ ২৮ ॥ শঙ্কর উবাচ । যেবাং হস্তগতং
পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ । বিত্তদ্বভাবো ভো
ধর্ম্ম তেবাং মনসি বর্ত্ততে ॥ ২৯ ॥ সতীর্থগমনায়ৈব
দর্শনার্থং সতামিহ । বাহ্মা চ মহতী তেবাং জায়তে
পূর্ব্বকারিতা ॥ ৩০ ॥ বহুনাং জন্মনামন্তে ময়ি ভাবো-
হনুবর্ত্ততে । প্রাণিনাং সর্ব্বভাবেন জন্মাত্মাসেন
ভো যম ॥ ৩১ ॥ তস্মাৎ সুরুতিনঃ সর্বে যেবাং
ভাবোহনুবর্ত্ততে । জন্মজন্মানুবর্ত্তানাং বিস্ময়ং নৈব

কি করিব ? তাহার সত্যশীল, শাস্ত, বদান্ত, নিরবগ্রহ,
জিতেন্দ্রিয়, অলুক, কাম-রাগ-বর্জিত, যাজ্ঞিক, ধর্ম্ম-
নিষ্ঠ, বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, সুরুতিশালী ব্যক্তি, তাঁহা-
রাও যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, হে শস্তো !
যাহারা চণ্ডালবৎ অধম, তাহারাও অদ্ভুতকর্ম্মা কুমা-
রের দর্শনলাভে সেই গতি প্রাপ্ত হইতেছে । কার্ত্তিক
মাসের কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত চতুর্দশী তিথিতে শিবমূর্ত্ত
কুমারকে সন্দর্শন করিয়া এই সকল অধমেরাও
আমার স্থান পরিহারপূর্ব্বক বহু কোটি স্বকুল্যের
সহিত পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১২—২৬ ।
কুমারের দর্শনলাভে নপচগণও সহর সদগতি লাভ
করে । আমি এক্ষণে এতৎসম্বন্ধে কোন্ উপায় করিব ?
যমের বাক্য শুনিয়া শঙ্কর কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ ! যে
সকল পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিবর্গের পাপ অন্তগত হয়,
তাঁহাদের অন্তরে বিত্তদ্বভাব সমুদিত হইয়া থাকে ;
সাদু তীর্থনিবেশনে ও সাদু সন্দর্শনে তাঁহাদের
মহতী আকাক্ষা হয় । পরে বহুজন্মের অবসানে
মৎপ্রতি প্রাণিগণের সর্ব্বথা একাগ্রতাব জন্মিয়া
থাকে । জন্মপরম্পরার অনুবর্ত্তী হইবার পর
আমাত্তেই নরগণের ভাববর্ত্তন হয় । সেই মদেকনিষ্ঠ
ব্যক্তিরাই সুরুতিশালী হইয়া থাকেন । অতএব

কারয়েৎ ॥ ৩২ ॥ স্বীরাংশুজ্ঞাঃ স্বপচাধমাশ্চ প্রাগ্-
জন্মসংস্কারবশাৎকি ধর্ম্য। যোনিং গতাঃ পাপিষু বর্ত-
মানাস্থাপি শুক্ল মল্লজা ভবন্তি ॥ ৩৩ ॥ তথা
সিতেন মনসা চ ভবন্তি সূর্যে সর্বেষু চৈব বিষয়েষু
ভবন্তি তজ্জ্ঞাঃ। দৈবেন পুষ্করিতেন ভবন্তি
সূর্যে সুর্য্যশ্চন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ প্রাক্তনেন ॥ ৩৪ ॥
জাতা হমী ভূতগণাশ্চ সর্বে হমী ঋষয়ো হমী দেব-
জাশ্চ ॥ ৩৫ ॥ বিশ্বয়ো নৈব কর্তব্যস্তয়া বাপি
কুমারকে। কুমারদর্শনে চৈব ধর্ম্যরাজ নিবোধ মে ॥
৩৬ ॥ বচনং কর্ম্মসংযুক্তং সর্বেষাং ফলদায়কম্।
সর্ব্বতীর্ণানি যজ্ঞাশ্চ দানানি বিবিধানি চ। কার্য্যাণি
মনঃশুদ্ধাৎ নাত্ৰ কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৭ ॥ মনসা
ভাবিতো হ্যাত্মা আত্মনাত্মানমেব চ। আত্মা অহং
সর্বেষাং প্রাণিনাং হি ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥ অহং সদা
ভাব্যুক্ত আত্মসংস্থো নিরন্তরঃ। জঙ্গমাজঙ্গমানাক-
সত্যং প্রতিবদামি তে ॥ ৩৯ ॥ দ্বন্দ্বাতীতো নিরী-
কক্লো হি সাক্ষাৎ স্বহো নিতে। নিত্যযুক্তো নিরীহঃ।
কুটোহো বৈ কল্পভেদপ্রবাদৈর্বহিষ্কৃতো বোধবোধ্যো
হনন্তঃ ॥ ৪০ ॥ বিষ্মহ্য চৈব স্বাত্মানং কেবলং

বোধলক্ষণম্। সংসারিণো হি দৃষ্টান্তে সমস্তা জীব-
রাশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ অহং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ত্রয়োহমী গুণ-
কারিণঃ। সৃষ্টিপালনসংহার-কারকা নাস্তথা ভবেৎ ॥
৪২ ॥ অহঙ্কারবৃত্তেনৈব কর্ম্মণা কারিতা বয়ম্।
যুযুৎ সর্বে বিবুধা মল্লয্যাশ্চ খগাদয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ পশা-
দয়ঃ পৃথগ্ভূতাস্থথাস্থে বহবো হমী। পৃথক্ পৃথক্
সমীচীনা গুণবস্তৃশ্চ সংসৃতৌ ॥ ৪৪ ॥ পতিতা যুগ-
ভুজায়াং মায়ায়া চ বশীকৃতাঃ। বয়ং সর্বে চ বিবুধাঃ
প্রাজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥ ৪৫ ॥ পরস্পরং দ্বয়ন্তো
মিথ্যাবাদরতাঃ খলাঃ ॥ ৪৬ ॥ ত্রৈগুণা ভবসম্পন্ন্য
অতত্ত্বজ্ঞাশ্চ রাগিণঃ। কামক্রোধভয়দ্বেষমদমাৎসর্য্য-
সংযুতাঃ ॥ ৪৭ ॥ পরস্পরং দ্বয়ন্তো হতত্ত্বজ্ঞা বহি-
ষ্কৃতাঃ। তস্মাদেবং বিদিহ্যথ অসত্যং গুণভেদতঃ ॥
৪৮ ॥ গুণাতীতে চ বস্তুর্থে পরমার্থৈকদর্শনম্ ॥ ৪৯ ॥
যস্মিন্ ভেদো হতেদঞ্চ যস্মিন্ রাগো বিরাগতাম্।
ক্রোধো হ্যক্রোধতাং যাতি তদ্ধাম পরমং শূ ॥ ৫০ ॥
ন তদ্ভাসয়তে শব্দঃ কৃতকহৃদযথা ঘটঃ। শব্দো হি
জায়তে ধর্ম্মঃ প্রবৃতিপরমো যতঃ ॥ ৫১ ॥ প্রবৃতিশ্চ

এ বিষয়ে বিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। হে ধর্ম্ম !
স্বী, বালক, শূদ্র বা স্বপচাধম, সকলেই পূর্ব্বজন্মের
সংস্কারবশে পাপযোনিগতি ও পাপচারে নিরত
হইলেও মনের মালিন্য নষ্ট হইলে সমস্ত মানবই
বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। মনের বিশুদ্ধতা জন্মিলে
সর্ব্ববিষয়ে অন্তরুক্ত হইয়াও লোক সকল তত্ত্বজ্ঞ
হইতে পারে। পুষ্করিতে অদৃষ্টবশে সকল লোকই
ইন্দ্রাদি স্বরলোকপালগণের পদেও সমাসীন
হইয়া থাকে। এই যে ভূতগণ, ঋষিগণ ও দেবগণ,
ইন্দ্রাও প্রাক্তনের ফলে এই এইরূপে বিরাজমান।
তুমি কুমারের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করিও না।
হে ধর্ম্মরাজ ! কুমারের সাক্ষাৎকার সহজে সর্ব্ব-
জন্মের ফলদায়ক মদীয় কর্ম্মময় বাক্য শ্রবণ কর।
মনঃশুদ্ধির জন্ত সর্ব্বতীর্ণ, সর্ব্বযজ্ঞ ও বিবিধ
দান কার্য্য করা কর্তব্য। মনোভাবিত আত্মা—
আমি আত্মা, তাহাই আত্মভাবনায় নিমগ্ন; আমিই
সর্ব্বপ্রাণীর আত্মরূপে অবস্থিত। আমি সর্ব্বদাই
ভাববৃত্ত হইয়া চরাচর সমুদায় প্রাণীর আত্মা হইয়া
রহিয়াছি। এ কথা তোমার আমি সত্যই বলি-
তেছি। আত্মা দ্বন্দ্বাতীত, নিরীকর, স্বহ, নিত্য,
নিরাকর, নিরীহ, কুটুহ, কল্পভেদে, বচনের

অতীত, বোধ-বোধ্য ও অনন্ত। এই বোধরূপ
স্বীয় আত্মার বিশ্বরণেই এই সমস্ত সংসারস্থ জীব-
রাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমি, ব্রহ্মা, ও বিষ্ণু,
আমরা এই তিনজনই ত্রিবিধ গুণময় হইয়া সৃষ্টি,
পালন ও সংহার করিতেছি। অহঙ্কারবৃত্ত কর্ম্ম-
বশেই আমরা স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি।
তোমরা সমস্ত দেবগণ আর এ সকল মল্লযা, খগ,
ও পশু প্রভৃতি প্রাণিবর্গ, এ সংসারে পৃথক্ পৃথক্
গুণে অধিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিরাজমান।
এই সকলই মায়ার বশে যুগভুজায় পতিত আছে।
দেব—আমরা, প্রাজ্ঞ এবং পণ্ডিতমানী হইয়া পরস্পর
পরস্পরের প্রতি দোষার্পণ করিয়া মিথ্যাবাদে নিরত
আছি। ২৭—৪৬। যাহারা ত্রৈগুণময়, উপদ্রবশীল,
অতত্ত্বজ্ঞ, বিষয়ানুরাগী ও কাম-ক্রোধ-ভয়-দ্বেষ-মদ-
মাৎসর্য্য-শালী, তাহারা বহিষ্কৃত প্রবৃতি নইয়া
তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞতা নিবন্ধন পরস্পরকে দোষ দিয়া
থাকে। অতএব এই গুণভেদময় সকলই অসত্য।
জানিয়া যাহা গুণাতীত বস্তু, যাহাতে ভেদ—অভেদ,
রাগ—বিরাগ এবং ক্রোধ—অক্রোধ হইয়া যায়, সেই
ধামই পরম ধাম; তাহাই এক্ষণে শ্রবণ কর।
কৃত্রিম বলিয়া ঘট যেমন শব্দ দ্বারা প্রকাশিত, তেমনি
শব্দ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; কেন না

নিরুত্তর তথা বন্দানি সর্বশঃ। বিলয়ং যান্তি
যজ্ঞেব তৎস্বামঃ শান্তং মতম্ ॥ ৫২ ॥ নিরন্তরং
নির্গুণং জপ্তিমাঙ্গং নিরঞ্জনং নিরিকারং নিরীহম্।
সত্ত্বামাত্রং জ্ঞানগম্যং স্বসিকং স্বয়ম্প্রভং সুপ্রভং
বোধগম্যম্ ॥ ৫৩ ॥ এতজ্জ্ঞানং জ্ঞানবিদো বদন্তি
সর্বাভ্যুত্থানে নিরীকরন্তি। সর্বাভ্যুত্থানং জ্ঞানগম্যং
বিদিত্বা যেন স্বভাঃ সমবুদ্ধা চরন্তি ॥ ৫৪ ॥ অতীতা
সংসারমনাদিমূলং মায়াময়ং মায়ায়া হৃদ্বিচার্যম্।
মায়াং ত্যক্তা নির্ময়া বীতরাগা গচ্ছন্তি তে
প্রেতরাগির্নিকরম্ ॥ ৫৫ ॥ সংসৃতিঃ করনামূলং
করনানা হৃদ্যতোপমা। যৈঃ করনানা পরিত্যক্তা তে
যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৬ ॥ শুভ্রাং রজতবুদ্ধিঞ্চ
বজ্রবুদ্ধিঞ্চধোরগে। মরীচো জলবুদ্ধিঞ্চ মিথ্যা
মিথ্যেব নাস্তথা ॥ ৫৭ ॥ সিদ্ধিঃ স্বচ্ছন্দবর্তিহঃ পার-
তজ্যং হি বৈ মুখা। বন্ধো হি পরতজ্যাতো মূক্তঃ
স্বাতজ্যভাবনঃ ॥ ৫৮ ॥ একো হ্যাত্মা বিদিত্বাথ
নির্ময়ো নিরবগ্রহঃ। কুতস্তেবাং বন্ধনঞ্চ যথা থে
পুণ্যমেব চ ॥ ৫৯ ॥ শশবিষাণমেবৈতজ্জ্ঞানং

তিনি অকৃত্রিম। পরন্তু প্রবৃত্তিপ্রবণ শব্দই তাঁহা
হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি, অপ্রবৃত্তি
এবং সর্ববন্দ খাঁহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই ধামই
শান্ত বলিয়া নিরূপিত। যাহা নিরন্তর, নির্গুণ,
জপ্তিমাঙ্গ, নিরঞ্জন, নিরিকার, নিরীহ, সত্ত্বামাত্র,
জ্ঞানগম্য, স্বসিক, স্বয়ম্প্রভ, সুপ্রভ ও বোধগম্য,
জ্ঞানবিদগণ তাহাকেই জ্ঞান বলেন এবং সর্বাভ্য-
ুত্থাবে নিরীকণ করেন। খাঁহারা সর্বাভ্যুত্থান জ্ঞান-
গম্য বস্ত বিদিত হইয়া সমবুদ্ধিযোগে স্বচ্ছভাবে
বিচরণ করেন, তাঁহারা মায়াবশে হৃদ্বিচার্য্য এই
অনাদিমূল মায়াময় সংসারকে অতিক্রম করিয়া মায়া-
পরিশরাস্তে নির্মল ও বীতরাগ হইয়া নিরিকর
ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ সংসার করনামূল;
করনানা হৃদ্যতোপমা। এই করনাকে বাহারা পার-
ত্যাগ করেন, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন। শুভ্রিতে রজত, উরগে রজ্জু এবং
মরীচিকায় যেমন জলবুদ্ধি মিথ্যা জ্ঞান বৈ আর
কিছুই নয়, তেমনি এ জগৎপ্রপঞ্চও তদ্বদর্শনে
মিথ্যা। ইহার অন্তথা হইবার নহে। স্বচ্ছন্দ-
বর্তিহই সিদ্ধি; যাহা পারতজ্য, তাহা মিথ্যা। পর-
তজ্যকে বন্ধ বলা হয় আর যিনি স্বাতজ্যভাগী, তিনিই
মুক্ত পুরুষ। আত্মা নির্ময়, নিরবগ্রহ, একাধর,
তাঁহাকে জানিলে বন্ধন সম্ভাবনা কোথায়? বস্ততঃ

সংসার এব চ। কিং কার্য্যং বহনোক্তেন বচসা
নিফলেন হি ॥ ৬০ ॥ মমতাক নিরাকৃত্য প্রাপ্ত-
কামাঃ পরং পদম্। জ্ঞানিনস্তে হি বিদ্বাসো বীতরাগা
জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৬১ ॥ যৈস্ত্যক্তো মমতাতাবো
লোভকোপো নিরাকৃতো। তে যান্তি পরমাং স্বামং
কামক্রোধবিরজ্জিতাঃ ॥ ৬২ ॥ যাবৎ কামচ লোভচ
রাগদ্বেষো বাবহিতো। নাপ্রবন্তি চ তাঃ সিদ্ধিঃ
শব্দমাত্রৈকবোধকাঃ ॥ ৬৩ ॥ যম উবাচ। শব্দচ্ছন্দঃ
প্রবর্তেত নিঃশব্দং জ্ঞানমেব চ। অনিত্যত্বং হি
শব্দস্ত কথং প্রোক্তং ত্বয়া প্রভো ॥ ৬৪ ॥ অক্ষরং
ব্রহ্ম পরমং শব্দো বৈ হৃদ্যরাক্ষকঃ। তস্মাচ্ছন্দস্য
প্রোক্তো নিরীকক ইতি ক্রতম্ ॥ ৬৫ ॥ প্রতিপাদ্য
হি যৎ কিঞ্চিচ্ছন্দেনৈব বিনা কথম্। তৎসর্বং
কথ্যতাং শস্তো কার্য্যাকার্য্যাবাহিতো ॥ ৬৬ ॥ শব্দর
উবাচ। শৃণুস্বাবহিতো ভূহা পরমার্থযুতং বচঃ। যন্ত
শ্রবণমাত্রেন জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ৬৭ ॥ জ্ঞান-
প্রবাদিনঃ সর্ব ঋষয়ো বীতকল্মষাঃ। জ্ঞানাত্যাসেন
বর্তন্তে জ্ঞানং জ্ঞানবিদো বিদুঃ ॥ ৬৮ ॥ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং

খপুপের স্থায় তাহা অলীকই। বহু নিফল বাক্য
বলিয়া আর কি হইবে? জানিবে—এ সংসারের
অস্তিত্ব জ্ঞান শশ-বিষাণের স্থায় একান্তই অলীক।
যাহারা মমত বুদ্ধি বিসর্জন দিয়া পরম পদ পাইবার
নিমিত্ত বীতরাগ জিতেন্দ্রিয় ও তদ্বদর্শী হইয়া
থাকেন, তাঁহারা যথার্থ জ্ঞানী। লোভ, কোপ
ও মমতা এই সকল খাঁহারা পরিত্যাগ করিতে
পারেন, তদূর্ণ কামক্রোধ-বিরহিত সাধুগণই পরম
পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যতদিন কাম, লোভ, রাগ
ও দ্বেষ বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত আর সিদ্ধি-
লাভ ঘটে না ১৪৭—১৩১। যম কহিলেন—হে প্রভো।
শব্দ হইতেই শব্দের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান
নিঃশব্দ; এরূপে আপনি শব্দের অনিত্যত্ব কীর্তন
করিতেছেন কেন? পরব্রহ্ম অক্ষর; শব্দই অক্ষরাক্ষক
এইজন্ত শুনিলাম—শব্দকে আপনি নিরক্ষর বলিয়াই
উল্লেখ করিলেন। যে কিছু প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা
শব্দ ব্যতীত কিরূপে হইতে পারে? হে শস্তো।
কার্য্যাকার্য্য ব্যবহার নিমিত্ত এ সকল আত্মনি ব্যক্ত
করুন। শব্দর কহিলেন,—অবহিত হইয়া পরমার্থযুত
বাক্য শ্রবণ কর। ইহার শ্রবণ মাত্রই কোন
জ্ঞাতব্য বিষয় আর অবশিষ্ট থাকিবে না। জ্ঞান-
বাদী নিম্পাপ ঋষিগণ জ্ঞানাত্যাসেই বর্তমান।
জ্ঞানকেই তাঁহারা পরম বস্ত বলিয়া বিদিত আছেন।

জ্ঞানগম্যঃ জ্ঞাতা চ পরিগীয়তে । কথং কেন চ
জ্ঞাতব্যং কিং তদ্বজ্জং বিবিক্তম্ ॥ ৬৯ ॥ এতৎ
সৰ্বং সমাসেন কথয়ামি নিবোধ মে । একো
হনেকথা চৈব দৃশ্যতে ভেদভাবনঃ ॥ ৭০ ॥ যথা
ভ্রমরিকাটুষ্ঠ্যা ভ্রম্যতে চ মহী যম । তথাহ্মা ভেদবুদ্ধ্যা
চ প্রতিভাতি হনেকথা ॥ ৭১ ॥ তস্মাদ্বিমুখ্য তেনৈব
জ্ঞাতব্যঃ শ্রবণেন চ । মন্তব্যঃ সুপ্রয়োগেন মননেন
বিশেষতঃ ॥ ৭২ ॥ নির্দীপ্য চাত্মনাত্মানং সুখং বন্ধাৎ
প্রযুচ্যতে । মায়াজালমিদং সৰ্বং জগদেতচ্চরা-
চরম্ ॥ ৭৩ ॥ মায়াময়োহয়ং সংসারো মমতা-
লক্ষণো মহান । মমতাং চ বহিঃ কুত্ৰা সুখং বন্ধাৎ
প্রযুচ্যতে ॥ ৭৪ ॥ কোহহং কন্তং কুতশ্চাত্তে মহা-
মায়াবলধিনঃ । অজাগলস্তনশ্চৈব প্রপঞ্চোহয়ং
নিরর্থকঃ ॥ ৭৫ ॥ নিষ্ফলোহয়ং নিরাভাসো নিঃসারো
ধূমডম্বরঃ । তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন আত্মানং স্মর বৈ
যম ॥ ৭৬ ॥ লোমশ উবাচ । এবং প্রচোদিতস্তেন
শম্ভুনা প্রেতরাষ্ট্র স্বয়ম্ । বুদ্ধো ভূত্বা যমঃ সাক্ষাদাঙ্ক-
ভূতোহভবস্তদা ॥ ৭৭ ॥ কৰ্ম্মণাং হি চ সৰ্বেষাং

যাহা জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য এবং যাহা অনুভব
দ্বারা বিদিত হইয়া পরিব্যক্ত করা হয়, তাহা কিরূপে
কাহার পরিজ্ঞাতব্য, সেই বিবিক্ত বস্তু কি, এ
সকল আমি সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর । আত্মা একাধর্য; ভেদবুদ্ধি যোগে তিনি
অনেকধা পরিদৃশ্যমান । হে যম ! ভ্রম দর্শনে
মহী যেমন ভ্রাম্যমাণ বলিয়া বোধ হয়, তেমনি
ভেদবুদ্ধিযোগেই এক আত্মা অনেকধা প্রতিভাত
হইয়া থাকেন । অতএব বিশেষ বিচার করিয়া
সেই আত্মাকে সৰ্বথা শ্রবণ ও মনন করা কর্তব্য,
তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য । আত্মা দ্বারা আত্ম-
স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলে অনায়াসেই বন্ধন
হইতে মুক্ত হওয়া যায় । এই চরাচর জগৎ
সকলই মায়াজালে আবৃত । এ সংসার মায়াময়;
ইহা মহান মমতারূপ; মমতাকে নিরাকৃত করিয়া
অনায়াসেই বন্ধনমুক্ত হওয়া যায় । কে আমি? তুমি
কে? অতীত মহামায়াবলদ্বীরাই বা কে? অজাগল-
স্তনের ন্যায় এই সমস্ত প্রপঞ্চই নিরর্থক ।
ইহা নিষ্ফল, নিরাভাস ও নিঃসার ধূমস্তোমস্বরূপ ।
অতএব হে যম ! সৰ্বপ্রযত্নে আত্মাকেই স্মরণ
কর । লোমশ কহিলেন,—শম্ভু কর্তৃক এইরূপে
উপদিষ্ট হইয়া প্রেতরাজ যম প্রবুদ্ধ হইলেন এবং
সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ হইয়া উঠিলেন । তিনি সৰ্ব

শাস্তা কৰ্ম্মানুসারতঃ । বহুব উদ্বারো নৃণাং ভূতানাং
চ সমাহিতঃ ॥ ৩৮ ॥ ঋষয় উচুঃ । হত্বা তু তারকং
যুদ্ধে কুমারেণ মহাত্মনা । অত উৰ্দ্ধং কথ্যতাং ভোঃ
কিং কৃতং মহদদ্ভুতম্ ॥ ৭৯ ॥ সূত উবাচ । হতে তু
তারকে দৈত্যে হিমবৎপ্রমুখাদয়ঃ । কার্ত্তিকেয়ঃ
সমাগত্য গীর্ভী রম্যাভিরৈড়য়ন্ ॥ ৮০ ॥ গিরয় উচুঃ ।
নমঃ কল্যাণরূপায় নমস্তে বিশ্বমঙ্গল । বিশ্ববন্ধো
নমস্তেহস্ত নমস্তে বিশ্বভাবন ॥ ৮১ ॥ বরিষ্ঠাঃ
স্বপচা যেন কৃতা বৈ দর্শনাত্ময়া । হ্মাং নমামো জগদ্ব-
বন্ধুং হ্মাং বয়ং শরণাগতাঃ ॥ ৮২ ॥ নমস্তে পার্বতী-
পুত্র শঙ্করায়াজ তে নমঃ । নমস্তে কৃত্তিকাস্থনো
অগ্নিভূত নমোহস্ত তে ॥ ৮৩ ॥ নমোহস্ত তে দেববরৈঃ
সুপূজ্য নমোহস্ত তে জ্ঞানবিদাং বরিষ্ঠ । নমোহস্ত
তে দেববর প্রসাদ শরণ্য সৰ্ব্বার্তিবিনাশদক্ষ ॥ ৮৪ ॥
এবং স্ততো গিরিভিঃ কার্ত্তিকেদো হ্যমাসুতঃ । তান্
গিরীন্ সুপ্রসন্নাত্মা বরং দাতুং সমুৎসুকঃ ॥ ৮৫ ॥
কার্ত্তিকেয় উবাচ । ভোভো গিরিবরা যুয়ং শৃণুধ্বং
মদ্বচোহধুনা । কৰ্ম্মিভির্জানিভির্নৈচব সেবামান

কৰ্ম্মের নিয়ন্তা ও কৰ্ম্মানুসারে নরাদি নিখিল প্রাণীর
প্রধান শাস্তা হইলেন । ঋষিগণ কহিলেন,—মহাত্মা
কুমার সমরে তারককে নিহত করিয়া পরে কোন্
অদ্ভুত কার্য্য করিলেন, তাহা আমাদের নিকট
বল । সূত কহিলেন—তারক দৈত্য নিহত হইলে
হিমালয়প্রমুখ অগ্নিগণ সমাগত হইয়া রম্যা বাক্য-
বিন্যাসে কার্ত্তিকেয়কে স্তব করিতে লাগিলেন ।
৬৪—৮০ । গিরিগণ কহিলেন,—তুমি কল্যাণমূর্ত্তি,
তোমায় নমস্কার । হে বিশ্বমঙ্গল! হে বিশ্ববন্ধো! হে
বিশ্বভাবন! তোমাকে বারবার নমস্কার করি ।
তুমি দর্শনপাতে স্বপচদিগকেও গরিষ্ঠ করিয়াছ ।
আমরা তোমার শরণাগত হইলাম । তুমি জগদ্বন্ধু;
তোমাকে আমরা নমস্কার করি । হে পার্বতীপুত্র!
হে শঙ্করায়াজ! আপনাকে নমস্কার । হে
কৃত্তিকানন্দন, হে অগ্নিজ! তোমায় আমরা নম-
স্কার করি । হে দেববরগণের পূজনীয়! হে
জ্ঞানবিদগণের বরিষ্ঠ তোমাকে নমস্কার । হে
দেববর! হে শরণ্য! হে সৰ্ব্বার্তিবিনাশনক্ষম!
তোমাকে আমরা বারবার নমস্কার করি । তুমি
প্রসন্ন হও । উমাসুত কার্ত্তিকেয় এইরূপে স্তব
হইয়া প্রসন্নমনে গিরিগণকে বর প্রদানে সমুৎসুক
হইলেন । কার্ত্তিকেয় কহিলেন,—হে গিরিশ্রেষ্ঠগণ!
তোমরা এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর । আমি

ভবিষ্যৎ ॥ ৮৬ ॥ ভবৎস্বৈব হি বর্তন্তে দৃষদো
যত্বেসেবিতাঃ । পুনন্ত বিষ্ণুং বচনায়ম তা নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ৮৭ ॥ পার্শ্বতীয়ানি তীর্থানি ভবিষ্যন্তি ন
চান্তথা । শিবালয়ানি দিব্যানি দিব্যান্তায়তনানি চ ॥
৮৮ ॥ অয়নানি বিচিত্রাণি শোভনানি মহান্তি চ ।
ভবিষ্যন্ত ন সন্দেহঃ পৰ্বতা বচনায়ম ॥ ৮৯ ॥ যোহয়ঃ
মাতামহো মেহদ্য হিমবান্ পৰ্বতৌত্তমঃ । তপস্বিনাং
মহাভাগঃ ফলদো হি ভবিষ্যতি ॥ ৯০ ॥ মেরুশ্চ
গিরিরাজোহয়মাশ্রয়ো হি ভবিষ্যতি । লোকালোকো
গিরিবর উদয়াদির্মহাযশঃ ॥ ৯১ ॥ লিঙ্গরূপো হি
ভগবান্ ভবিষ্যতি ন চান্তথা । ত্রীশৈলো হি মহেন্দ্রশ্চ
তথা সহ্যচলো গিরিঃ ॥ ৯২ ॥ মাল্যবান্ মলয়ো
বিজ্ঞাস্তথাসৌ গন্ধমাদনঃ । শ্বেতকূটত্রিকূটৌ হি তথা
দৰ্দ্দূরপৰ্বতঃ ॥ ৯৩ ॥ এতে চান্তে চ বহবঃ পৰ্বতা
লিঙ্গরূপিণঃ । মম বাক্যান্তবিবাস্তি পাপক্ষয়করা
হমী ॥ ৯৪ ॥ এবং বরং দদৌ তেভ্যঃ পৰ্বতেভ্যশ্চ
শাকরিঃ । ততো নন্দী হ্যবাচাথ সৰ্বাগমপূরস্কৃতম্ ॥
৯৫ ॥ নন্দ্যবাচ । হুয়া কৃত্য হি গিরয়ো লিঙ্গরূপিণ
এব তে । শিবালয়াঃ কথং নাথ পূজাঃ স্মাঃ সৰ্ব-

বলিতেছি, তোমরা কক্ষী এবং জ্ঞানিগণ দ্বারা সেবিত
হইবে । তোমাদের উপর যে সকল শিলা আছে,
তাহারাও সমস্তে সেবিত হইয়া আমার বাক্যে
এই বিশ্ব পবিত্র করিবে ; সংশয় নাই । সেই শিলা
সকল পুত পার্শ্বতীয় তীর্থ হইবে । হে পৰ্বতগণ !
আমার বাক্যে তাহারা দিব্য শিবালয়, দিব্য আয়-
তন ও বিচিত্র অয়ন হইয়া সমধিক সুশোভন হইবে ।
এই যে আমার মাতামহ পৰ্বতরাজ হিমালয়
আছেন, এই মহাভাগ তপস্বিগণের ফলপ্রদ
হইবেন । এই গিরিরাজ মেরু আমাদের অশ্রয়
হইবেন । গিরিবর লোকালোক ও মহাযশা
উদয়াদি, ইহারা ভগবান্ লিঙ্গরূপী হইয়া বিরাজ
করিবেন । ত্রীশৈল, মহেন্দ্র, সহ্যাদি, মাল্যবান্,
মলয়, বিজ্ঞা, গন্ধমাদন, শ্বেতকূট, ত্রিকূট ও দৰ্দ্দূর
এই সকল এবং অন্যান্য বহু পৰ্বতই লিঙ্গরূপধারী
হইবেন । আমার বাক্যে ইহারা সকলেই পাপ-
ক্ষয়কর হইবেন । শঙ্করাঙ্কজ পৰ্বতদিগকে এই-
রূপ বর প্রদান করিলেন । অনন্তর নন্দী কার্তিক-
কেয়কে সমস্ত আগম-সম্বত এইরূপ বাক্য বলিলেন
যে, হে নাথ ! আপনি তো সৰ্বগিরিকে লিঙ্গরূপী
হইবার বর প্রদান করিলেন ; কিন্তু শিবালয়

দৈবতৈঃ ॥ ৯৬ ॥ কুমার উবাচ । লিঙ্গং শিবালয়ং
জ্ঞেয়ং দেবদেবশ্চ শূলিনঃ । সৰ্বৈনুভির্দৈবতৈশ্চ
ব্রহ্মাদিভিরতল্লিতৈঃ ॥ ৯৭ ॥ নীলং যুক্তা প্রবালং
চ বৈদূৰ্ঘ্যং চন্দ্রমেব চ । গোমেদং পদ্মরাগঞ্চ
মারতং কাঞ্চনং তথা ॥ ৯৮ ॥ রাজতং তাম্রমারঞ্চ
তথা নাগময়ং পরম্ । রত্নধাতুময়ান্তেব লিঙ্গানি
কথিতানি তে ॥ ৯৯ ॥ পবিত্রাণ্যেব পূজ্যানি
সৰ্বকামপ্রদানি চ । এতেষামপি সৰ্বেষাং কাশ্মীরং
হি বিশিষ্যতে ॥ ১০০ ॥ ঐহিকামুখিকং সৰ্বং
পূজাকৰ্ত্তুঃ প্রযচ্ছতি ॥ ১০১ ॥ নন্দ্যবাচ । লিঙ্গা-
নামপি পূজাং স্থান্ধাগলিঙ্গং হুয়া কথম্ । কথিতং
চোত্তমম্ভেন তৎ সৰ্বং বদ সূত্রত ॥ ১০২ ॥ কুমার
উবাচ । রেবায়াং তোয়মধ্যে চ দৃশ্যন্তে দৃষদো হি
যাঃ । শিবপ্রসাদাত্তান্ত স্মৃতিলিঙ্গরূপা ন চান্তথা ॥ ১০৩ ॥
লিঙ্গমূলশ্চ কৰ্ত্তব্যঃ পিণ্ডিকোপরি সংস্থিতাঃ । পূজ-
নীয়াঃ প্রযত্নেন শিবদীক্ষায়ুতেন হি ॥ ১০৪ ॥ পিণ্ডী-
যুক্তঞ্চ শাস্ত্রেণ বিধিনা চ যজেচ্ছিবম্ । বরদো হি
জগন্নাথঃ পূজকশ্চ ন চান্তথা ॥ ১০৫ ॥ পঞ্চাকরী যন্ত

সকল দেবগণের পূজ্য হইবে কিরূপে ? কুমার
কহিলেন,—দেবদেব শূলপণির লিঙ্গই শিবালয়
বলিয়া বিদিত । সমস্ত নর ও ব্রহ্মাদি দেব, সক-
লেরই ইহা নিত্য নীরলসভাবে পূজনীয় । নীলমণি,
যুক্তা, প্রবাল, বৈদূৰ্ঘ্য, চন্দ্র, গোমেদ, পদ্মরাগ, মর-
কত, কাঞ্চন, রাজত, তাম্র, পিত্তল ও সীসকাদি নানা
রত্ন-ধাতুময় লিঙ্গ উক্ত হইয়া থাকে । এই সকল
পবিত্র সৰ্বকামপ্রদ লিঙ্গই পূজনীয় । ইহাদিগের
মধ্যে কাশ্মীর লিঙ্গই প্রশস্ত । এই লিঙ্গ পূজাকৰ্ত্তাকে
ঐহিক এবং পারলৌকিক সমস্ত সম্পদই প্রদান
করিয়া থাকে । নন্দী কহিলেন,—লিঙ্গসমূহের মধ্যে
আপান বাণলিঙ্গকেই বিশেষ পূজ্য বলিয়া উল্লেখ
করিলেন কেন ? হে সূত্রত ! ঐ লিঙ্গের উত্তম হই
কীৰ্ত্তন করুন । কুমার কহিলেন,—রেবানদীর জল
মধ্যে যে সকল উপল দেখা যায়, শিবের
প্রসাদে তাহারাই লিঙ্গরূপী হইয়া থাকে । শিব-
মন্ড্রে দীক্ষিত ব্যক্তি ঐ সকল উপলের মূল শ্রদ্ধা
করিয়া পিণ্ডিকার উপর স্থাপনপূর্বক সমস্তে পূজা
করিবেন । শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পিণ্ডীযুক্ত শিব-
লিঙ্গই পূজা করিতে হয় । এইরূপ পূজায় জগন্নাথ
শিবপূজকের প্রতি বরপ্রদ হইয়া থাকেন । ইহার
মুখে সতত পঞ্চাকরী শৈব মন্ত্র, শিবচিন্তাতেই ইহার

মুখে হিতা সদা চেতানিধিঃ শিবচিন্তনে চ । ভূতেশু
সাম্যং পরিবাদিতকা শব্দং হমেবং পরযোষি-
তাম্ ॥ ১০৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কার্ত্তিকেয়প্রোক্তশিবলিঙ্গমাগা-
বর্ণনং নামৈকত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । এবং তে শিবধর্ম্মাশ্চ কথিতা-
স্তেন বৈ দ্বিজাঃ । সবিশেষাঃ পাণ্ডপতাঃ প্রসাদা-
চ্চৈব বিস্তরাৎ ॥ ১ ॥ অনেকাগম সংবীতা যথা-
তত্ত্বমুদাহৃতঃ । কাপালিকানাং ভেদাশ্চ প্রোক্তা
ব্যাসসমাসতঃ ॥ ২ ॥ ধর্ম্মা নানাবিধাঃ প্রোক্তা
নন্দিনঃ প্রতি বৈ তদা ॥ ৩ ॥ স্বয়ং উচুঃ । শ্রুতঃ
কুমারচরিতমবিশেষং সুমঙ্গলম্ । অস্মাভিষ্চ মহা-
ভাগ কিঞ্চিং পৃচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ৪ ॥ শ্বেতশ্রু
রাজসিংহশ্চ চরিতং পরমাদৃতম্ । যেন সন্তো-
ষিতো রুদ্রঃ শিবো ভক্তাপ্রমেয়য়া ॥ ৫ ॥ তে
ভক্তান্তে মহাত্মানো জ্ঞানিনস্তে চ কশ্মিণঃ । যে-
হর্চরন্তি মহাশঙ্কঃ দেবঃ ভক্তা সমাপ্রতাঃ ॥ ৬ ॥

চিন্তা সমাসক্ত, যিনি সর্বভূতে সমদর্শী, পরিবাদে
ঈশ্বর মৌন ভাব, এবং পরনারীতে যিনি অশাস্ত্র,
তথাবিধ পূজকের প্রতিই শিব বরপ্রদ ॥ ৮১—১০৬ ॥

একত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১ ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—হে দ্বিজগণ ! এইরূপে
কার্ত্তিকেয় নন্দীর নিকট শিবধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন ।
তিনি প্রাজ্ঞ ও বিস্তর ক্রমে অনেক আগম-নামত
সমস্ত পাণ্ডপত ধর্ম্ম এবং সমস্ত ও ব্যস্তভাবে বিভিন্ন
কাপালিক রহস্য যথাযথ ব্যক্ত করিলেন । ফলে
নন্দীর নিকট কার্ত্তিকেয় নানাবিধ ধর্ম্মকথাই কহি-
লেন । ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ ! আমরা
সুমঙ্গল কুমারচরিত অশেষরূপে শ্রবণ করিলাম ।
পুণ্ড্র এক্ষণে আমাদের কিঞ্চিং জিজ্ঞাস্ত আছে ।
যিনি অসাধারণ ভক্তিবলে মঙ্গলময় রুদ্রদেবকে
তোষিত করিয়াছিলেন, সেই শ্বেত নৃপতির পরমাদৃত
চরিতই আমাদের জিজ্ঞাস্ত । যাহারা ভক্তির
সহিত দেবদেব শঙ্ককে অর্চনা করেন, তাহারাই

তন্মাৎ পৃচ্ছামহে সর্বৈ চরিতঃ শঙ্করস্ত চ ॥ ১ ॥ ব্যাস-
প্রসাদাৎ সর্বং যজ্ঞানাসি স্বং ন চাপরঃ ॥ ২ ॥ নিশম্য
বচনং তেষাং মুনীনাং লোমশোহিববীৎ ॥ ৩ ॥ লোমশ
উবাচ । আকর্ষ্যতাং মহাভাগাশ্চরিতং পরমাদৃতম্ ।
তত্ত্ব রাজো হি তজ্জতো রাজভোগাশ্চ সর্বশঃ ।
মতির্ধর্ম্মে সমুৎপন্নো শ্বেতশ্রু চ মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥ পৃথিবীং
পালয়ামাস প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ । ব্রহ্মণ্যঃ সত্য-
বাক শূরঃ শিবভক্তো নিরন্তরম্ ॥ ৫ ॥ রাজ্যং
শশাসাথ স শক্তিতো নৃপো ভক্ত্যা তদা চৈব সম-
র্চয়ৎ সদা । শত্রুং পরেশং পরমং পরাংপরং শাস্তং
পুবাণং পরমাত্মরূপম্ ॥ ৬ ॥ আনুস্তম্য পরিকীর-
মর্চতঃ পরমেশ্বরম্ । অথৈতচ্চ মহাভাগ চরিতং
শ্রয়তাং মম ॥ ৭ ॥ বাণী শিবকথায়ুক্তা পরমার্চ্যা-
সংযুতা । ন বাধয়ো হি তশ্চৈব ব্যাধয়ো হি
মহীপতেঃ ॥ ৮ ॥ তত্ত্ব রাজো হি বাধস্তে তথা
চোপদ্রবাস্মহী । নিরীতিকো জনো হাসীরিকপত্রব
এব চ ॥ ৯ ॥ অকুণ্ঠপচ্যোবধরস্তম্য রাজোহিববন
ভুবি । তপস্বিনো ব্রাহ্মণাশ্চ বর্ণাশ্রমযুতা জনাঃ ॥
১০ ॥ ন পুত্রমরণে ভুংখং নাপমানং ন যারকাঃ । ন

মহাত্মা, তাহারাই জ্ঞানী এবং তাহারাই কশ্মী ; অত-
এব আমরা শঙ্করের চরিত্রই জানিতে ইচ্ছা করি ।
ব্যাসের প্রসাদে তুমি সমস্তই জান । তোমার যাহা
বিদিত আছে, অস্ত্রের তাহা অবদিত । মুনিগণের
বাক্য শুনিয়া লোমশ কহিলেন,—হে মহাভাগগণ !
সেই রাজভোগভাগী শ্বেতরাজার পরমাদৃত চরিত
শ্রবণ করুন । মহাত্মা শ্বেত রাজার ধর্ম্মে মতি হইয়া-
ছিল । তিনি ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ প্রজা-
মণ্ডলীর পালন করিতেন । ঐ রাজা ব্রহ্মণ্য, সত্য-
বাদী, শূর ও সতত শিবভক্ত ছিলেন । তিনি ধর্ম্মশক্তি
রাজ্য শাসন করিতেন । অন্ত্যাদিকে পরেশ পরাংপর
পরম পুবাণ-পুরুষ পরমাত্মরূপ শাস্ত শত্রুকে ভক্তির
সহিত সমদা অর্চনা করিতেন । পরমেশ্বরের অর্চনা
করিতে করিতে তাঁহার আয়ুঃ ক্ষীণ হইল । হে মহা-
ভাগগণ । আমার নিকট সেই রাজার অপূর্ণ চরিত
শ্রবণ করুন । ১—১২ । সেই রাজার বাণী পরমার্চ্যা
শিবকথায় ব্যাপ্ত ছিল । আদি, ব্যাধি বা অন্ত
কোনরূপ উপদ্রব তাঁহাকে উৎপীড়িত করিতে পারিত
না । তাঁহার প্রজাপুত্র ঈতিবাধাহীন ও নিকপদ্রব
ছিল । তদীয় রাজ্যস্থ ওষধি সকল অকুণ্ঠপচ্য
হইয়াছিল । রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ তপস্বী, ও জনগণ
বর্ণাশ্রমধর্ম্মে নিরত ছিল । তাহার কখন পুত্র মরণ

দারিদ্র্যং তে সৰ্বে প্রাপ্তবন্তি কদাচন ॥ ১৬ ॥ এবং
বহুতরঃ কালস্তস্য রাজ্যো মহাজনঃ । গতৌ হি
সকলো বিপ্রাঃ শিবপূজারতস্ত বৈ ॥ ১৭ ॥ একদা
পূজমানঃ তঃ শঙ্করঃ পরমার্থদম্ । যমো হি প্রেষম্-
মাস যমদূতান নৃপং প্রতি ॥ ১৮ ॥ বচনাক্রিষ্টগুণস্ত
যেজ্ঞ আনৌষজ্যমিতি । তথেষতি মহা তে দূতা
আগতাঃ শিবমন্দিরম্ ॥ ১৯ ॥ রাজানং নেতুকামাস্তে
পাশহস্তা মহাভয়াঃ । যাবৎ সমাগতা যাম্য রাজানং
দম্ভশ্চরাতঃ ॥ ২০ ॥ ন চক্রিরে তদা দূতা আজ্ঞাং
ধৰ্ম্মস্ত চৈব হি । জ্ঞাত্বা সৰ্বং যমশ্চৈব আগতঃ
স্বয়মেব হি ॥ ২১ ॥ উক্ত্য দণ্ডং সহসা নেতুকাম-
স্তদা নৃপম্ । দদর্শ চ মহাবাহুঃ শিবধ্যানপরায়ণম্ ॥
২২ ॥ শিবভক্তিমুতং শাস্তং কেবলং জ্ঞানসংযুতম্ ।
যমোহপি দৃষ্ট্বা রাজানং পরং কোভয়ুপাগমৎ ॥ ২৩ ॥
চিত্তহো হতবৎ সদ্যঃ প্রেতরাজোহতিবিহ্বলঃ ।
কালরূপশ্চ যো নিত্যং প্রজানাং ক্ষয়কারকঃ ॥ ২৪ ॥
আগতস্তৎক্ষণাদেব নৃপং প্রতি ক্রমাবিতঃ । যজেন

জনিত দুঃখানুভব করিত না ; কোথাও অপমানিত
হইত না ; কেহই তাহাদের মারক ছিল না এবং
কেহই কদাচ দারিদ্র্য ভোগ করিত না । এইরূপে
সেই মহাত্মা রাজার বহুতর কাল অতীত হইয়া
গেল । হে বিপ্রগণ ! শিবার্চনায় নিরত থাকায়
সেই রাজার সৰ্বকাল সকল হইয়াই অতীত হইল ।
একদিন তিনি পরমার্থপ্রদ শিবপূজায় নিরত আছেন,
এমন সময় যম তাঁহাকে আনিবার জন্ত স্ত্রী দূতগণকে
প্রেরণ করিলেন । ‘যেতরাজাকে লইয়া আইস’ যম-
মন্ত্রী চিত্রগুপ্তও দূতগণকে এইরূপ আদেশ দিলেন ।
তখন ভয়ঙ্কর দূতগণ ‘তথাস্থ’ বলিয়া পাশহস্তে
রাজাকে লইবার জন্ত শিবমন্দিরে আগমন করিল,
যমদূতেরা আসিয়া রাজার দিকেই তাকাইয়া রহিল ।
তাহারা ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা আর পালন করিতে
পারিল না । যম সমস্ত বাপার বুঝিলেন—বুঝিয়া
নিজেই দণ্ড ধারণপূর্বক রাজাকে লইতে আসিলেন ।
মহাবাহু যম আসিবামাত্র দেখিলেন,—রাজা শিব-
ধ্যানে নিরত, সতত শিবভক্তিমুত, শাস্ত, কেবল ও
জ্ঞানযুত । যম রাজাকে এই অবস্থায় দেখিয়া
বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন । প্রেতরাজ অতি বিহ্বল হইয়া
সহসা চিত্রলিখিতের দ্বায় অবস্থান করিতে লাগি-
লেন । তদিকে যিনি প্রজাগণের ক্ষয়কারী কাল,
তিনিও রোষভরে তাঁর খড়্গ ও উত্তম চর্ম্ম ধারণ

সিতধারেণ চর্ম্মণা পরমেণ হি ॥ ২৫ ॥ তাবত্তঃ
দদৃশে সোহপি স্থিতঃ দ্বারি ভয়াবৃতম্ । উবাচ
কালো হি তদা যমং বৈবস্বতং প্রতি ॥ ২৬ ॥ কস্মা-
দ্বয়া ধর্ম্মরাজ নো নীতোহয়ং নৃপো মহান । যম
দূতসহায়শ্চ ভীতবৎ প্রতিভাসি মে ॥ ২৭ ॥ কালো-
তায়ো ন কর্ত্তরো বচনায়ম সুব্রত । কালেনোজ্ঞ-
স্তদা ধর্ম্ম উবাচ প্রস্তুতং বচঃ ॥ ২৮ ॥ তবাজ্ঞাঞ্চ
করिष্যামি নাত্র কার্য্যা বিচারণা । অসৌ দুরত্যয়ো-
হস্মাকং শিবভক্তো নিরন্তরম্ । চিত্রস্থা ইব তিষ্ঠাম
ভয়াদেবস্তা শূলিনঃ ॥ ২৯ ॥ যমস্ত বচনং শ্রুত্বা
কালঃ ক্রোধসমবিতঃ । রাজানং হস্তমারেতে বরিতঃ
খড়্গমাদদে ॥ ৩০ ॥ ত্রিগুণাষ্টার্কসঙ্কাশং প্রবিবেশ
শিবালয়ম্ । যাবৎ কোপেন মহতা তাবদৃষ্টঃ পিনা-
কিনা । স্বভক্তং হস্তকামোহসৌ যেতরাজানমুত্তমম্ ॥
৩১ ॥ ধ্যানস্থিতং চাত্মনি তং বিশুদ্ধ-জ্ঞানপ্রদীপেন
বিশুদ্ধচিত্তম্ । আত্মানমাশ্রিত্য নিরন্তরং স্ময়ং
প্রকাশং পরমং পুরস্তাৎ ॥ ৩২ ॥ এবংবিধং তং
প্রসমীক্ষ্য কালঃ সঙ্কিস্তমানঃ মনসাচলেন । শৈবং
পদং যৎ পরমার্থরূপং কৈবল্যসামুদ্র্যকরং স্বরূপতঃ ॥

পূর্বক তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট আগমন করিলেন ।
তিনি আসিয়া যমকে দ্বারদেশে ভীতিসঙ্কুল-ভাবে
অবস্থিত দেখিলেন । তখন কাল সেই বৈবস্বত যমকে
বলিলেন,—ওহে ধর্ম্মরাজ ! তুমি কি জন্ত এই মহী-
পতিকেকে গ্রহণ করিতেছ না ? যম ! তুমি দূতসহায় ;
তথাচ তোমাকে ভীত বলিয়াই আমার বোধ হই-
তেছে । হে সুব্রত ! তুমি আমার কথাবুলসারে আর
কালাতায় করিও না । কাল এই কথা কহিলে ধর্ম্মরাজ
কহিলেন, দেব ! আমি আপনার আজ্ঞা সম্পাদন
করিব, সন্দেহ নাই । কিন্তু এই নিত্য শিবভক্ত
ব্যক্তি আমাদের নিকট এক্ষণে হুরাক্রম্য হইয়া উঠি-
য়াছে । দেবদেব শূলপাণির ভয়ে আমরা সকলে চিত্র-
লিখিতের দ্বায় অবস্থান করিতেছি । ১৩—২৯ যমের
কথা শুনিয়া কাল ক্রুদ্ধ হইলেন । তিনি সহস্র খড়্গ
ধারণ করিয়া রাজাকে বিনাশ করিবার উপক্রম করি-
লেন । চতুর্দিক্শতি দিবাকরবৎ দেদীপ্যমান কাল
যখন শিবমন্দিরে প্রবেশ করেন, তখন পিনাকিপাণি
তাঁহার প্রতি মহাকোপভরে দৃষ্টিপাত করিলেন ।
যেতরাজ শিবের ভক্ত ; তিনি বিশুদ্ধ মনে ধ্যানস্থ
হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানদীপ দ্বারা আত্মায় আত্মাকে
স্বস্বপ্রকাশ পরাংপর পরমাত্মরূপে চিত্তা করিতে
ছিলেন । কাল তথাবিধ উত্তম শিবভক্তকে বিনাশ

৩৩ ॥ সদাশিবেন দৃষ্টোহসৌ কালঃ কালান্তকেন চ ।
উচ্ছৃঙ্খলঃ খলো দর্পাদিশমানো নিজান্তিকে ॥ ৩৪ ॥
নন্দিকেশ্বরমধ্যাহ্নে যাবদ্ধৃষ্টো নিজান্তিকে । শিবেন
জগদীশেন ভক্তবৎসলবন্ধুনা ॥ ৩৫ ॥ নিবীকিত-
কৃতীয়েন চক্ষুযা পরমেষ্ঠিনা । স্বভক্তঃ রক্ষমাণেন
ভাস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৩৬ ॥ দদাহ তং কালমনেক-
বর্ণং ব্যাত্তাননং ভীমবহগ্রূপম্ । জালাবলীভিঃ
পরিদহমানমতিপ্রচণ্ডং ভুবনৈকভক্ষণম্ ॥ ৩৭ ॥
দদর্শিবে দেবগণাঃ সমেতাঃ সযক্ষগন্ধর্বপিশাচ-
গুহকাঃ । সিদ্ধাপ্সরঃসর্বথগাশ্চ গরুগাঃ পতত্রিণো
লোকপালান্তথৈব ॥ ৩৮ ॥ জালামালাবৃতং কালমী-
শ্বরশ্রাগ্রতঃ স্থিতম্ । লকসংক্রান্তদা রাজা কালং স্বঃ
চক্ষুমাগতম্ ॥ ৩৯ ॥ পুনঃপুনর্দদর্শাথ দহমানং কৃশা-
নুনা । প্রার্থয়ামাস স ব্যাগ্রো ক্রুদং কালান্নিসম্ভবম্ ॥
৪০ ॥ রাজোবাচ । নমো ক্রুদায় শাস্তায় স্বজ্যোৎ-
স্নায়ান্নবেধসে । নিবন্তরায় সূক্ষ্মায় জ্যোতিষাং পতয়ে
নমঃ ॥ ৪১ ॥ ত্রাতা ত্বং হি জগন্নাথ পিতা মাতা

করিতে উদাত হইলেন । রাজা কৈবল্য ও সাযুজ্যপ্রদ
পরমার্থস্বরূপ শৈবপদের চিন্তায় নিমগ্ন হইলে কাল
ঐরূপে আক্রমণ করিলেন । কালকে আক্রমণোদাত
দেগিয়া কালান্তক সদাশিব তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি-
লেন । উচ্ছৃঙ্খল খলপ্রকৃতি কাল দস্তভরে তাঁহারই
অভিমুখে ধাবিত হইল । তখন ভক্তবৎসল জগদীশ
শিব কালকে স্বীয় সমীপে নন্দিকেশ্বরের মধ্য
অবস্থিত দেগিয়া স্বীয় ভক্ত রক্ষার নিমিত্ত তৎপ্রতি
তৃতীয় নয়ন নিপাতিত করিলেন । কাল তৎক্ষণাৎ
ভাস্মসাৎ হইয়া গেল । অনেকবর্ণ, ব্যাদিতবদন,
ভীমবাহ, উগ্রাকৃতি, প্রচণ্ডস্বভাব ও জগতের এক-
মাত্র গ্রাসকর্তা কাল তখন শিবের নেত্রানলের
জালাবলী দ্বারা দহ হইতে লাগিল । তৎকালে
দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, গুহক, সিদ্ধ, অপ্সরা,
বিমানচর, পন্নগ, পতত্রী ও লোকপালগণ ঈশ্বরের
সমীপে সেই কালকে জালামালায় আবৃত দেখিলেন ।
অনন্তর শ্বেতরাজা বাহুবলান লাভ করিয়া দেখি-
লেন,—কাল তাঁহাকে হনন করিতে আসিয়া হর-
নয়নানলে দহ হইতেছে । তিনি পুনঃপুন এই ঘটনা
দেখিলেন—দেখিয়া ব্যগ্রভাবে সেই কালান্নি-সদৃশ
ক্রুদ্ধদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ।
রাজা কহিলেন—হে জগন্নাথ ! তুমি ক্রুদ, শাস্ত,
স্বয়ম্ভকাশ, আশ্বখোনি, তোমাকে নমস্কার । তুমি
নিত্য সূক্ষ্ম জ্যোতিঃপতি ; তোমাকে আমি নমস্কার

সুহৃৎ সখা । হমেব বন্ধুঃ স্বজনো লোকানাং প্রভু-
রীশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥ কিং কৃতং তি হয়া শস্তো কোহসৌ
দক্ষো মমাগ্রতঃ । ন জানামি চ কিং জাতং কৃতং
কেন মহন্তরম্ ॥ ৪৩ ॥ এবং প্রার্থয়তস্তস্মৈ জ্ঞানো চ
পরিবেদনম্ । উবাচ শঙ্করো বাক্যং বোধয়ান্নিব তং
নৃপম্ ॥ ৪৪ ॥ ক্রুদ উবাচ । ময়া দক্ষো হুয়ং কাল-
স্তবার্থে চ তবাগ্রতঃ । দহমানো হি দৃষ্টস্তে জালা-
মালাকুলো মহান ॥ ৪৫ ॥ এবমুক্তস্তদা তেন শম্ভুনা
রাজসত্তমঃ । উবাচ প্রশ্নিতো ভূত্বা বচনং শিব-
মগ্রতঃ ॥ ৪৬ ॥ কিমনেন কৃতং শস্তো অকৃত্যং বদ
তত্ত্বতঃ । য ইমাং প্রাপিতোহবস্থাং প্রাণাত্যকরীং
ভব ॥ ৪৭ ॥ এবং বিজ্ঞাপিতস্তেন হ্যবাচ পরমেশ্বরঃ ।
ভক্ষকোহুয়ং মহারাজ সর্বৈবাং প্রাণিনামিহ ॥ ৪৮ ॥
ভক্ষণার্থং তব বিভো সোহুয়ং কুরোহধুনাগতঃ ।
মমাস্তিকং মহারাজ তস্মাদদক্ষো ময়া বিভো ॥ ৪৯ ॥
বহুনাং ক্ষেমবশিষ্ঠঃস্তবার্থেহহং বিশেষতঃ ॥ ৫০ ॥ যে
পাপিনো হুধর্ম্মিষ্ঠা লোকসংহারকারকাঃ । পাষণ্ডবাদ-
সংযুক্তা বধ্যাস্তে মম চৈব হি । বাক্যং নিশম্য ক্রুদস্ত
শ্বেতো বচনমব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥ কালেনৈব হি লোকো-

করি । হে প্রভো ! তুমিই ত্রাতা, পিতা, মাতা,
সুহৃৎ ও সখা । তুমিই জগতের প্রভু, বন্ধু, আশ্রয় ও
ঈশ্বর ! হে শস্তো ! আপনি কি করিয়াছেন ? কাহাকে
আমার সমক্ষে দহ করিলেন ? কে কি হব্যবহার
করিল, তাহা আমি জানি না । এইরূপ প্রার্থনাকারী
রাজার পরিদেবন শ্রবণ করিয়া প্রভুশঙ্কর রাজাকে
বুঝাইয়া বলিলেন,—আমিই তোমার সম্মুখে এই
কালকে দহ করিয়াছি । দহ হইবার কালে তুমি
ইহাকে জালামালায় সমাকুল দেখিয়াছ । ৩০—৪৫ ।
তখন শম্ভু এই কথা কহিলে রাজশ্রেষ্ঠ বিনীতভাবে
শিবসমীপে বলিলেন,—হে শস্তো ! এই কাল প্রাণি-
বৃন্দের কি অনিষ্টাচরণ করিয়াছেন, যাহাতে ইনি
এই প্রাণান্তকরী দশা প্রাপ্ত হইলেন ? রাজা এই কথা
কহিলে, পরমেশ্বর কহিলেন,—মহারাজ ! এই কাল
সকল প্রাণীরই ভক্ষক । অধুনা এই ক্রুরস্বভাব কাল
আমার সমীপে তোমাকেই ভক্ষণ করিতে আসিয়া-
ছিল । হে মহারাজ ! সেই জন্তই আমি ইহাকে দহ
করিয়াছি । বহু লোকের মঙ্গলকামনায় বিশেষতঃ
তোমারই রক্ষার নিমিত্ত এই কালকে বিনাশ করা
হইয়াছে । যাহারা পাপী, অধার্ম্মিক, লোকসংহারক,
ও পাষণ্ডবাদী, তাহারা আমার বধ্য । শম্ভুর বাক্য
শ্রুতি শ্বেতরাজ বলিলেন,—কালবশেই এই লোকেরা

হয়ঃ পুণ্যমাচরণে সদা ধর্মনিষ্ঠাঃ কেচিৎ ভক্ত্যা
পরময়া যুতাঃ ॥ ৫২ ॥ উপাসনারতাঃ কেচিজ্জানিনো
হি তথা পরে । কেচিদধ্যাত্মসংযুক্তাশ্চান্যো মুক্তাশ্চ
কেচন ॥ ৫৩ ॥ কালো হি হর্তা চ চরাচরাণাং তথা
হসৌ পালকোহপ্যদ্বিতীয়ঃ । স স্রষ্টা বৈ প্রাণিনাং
প্রাণভূতস্তাদ্যাদেনং জীবয়ন্তাশ্চ ভূয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ যদি
সৃষ্টিপরোহসি হং কালং জীবয় সহরম্ । যদি
সংহারভূতোহসি সর্বেষাং প্রাণিনামিহ ॥ ৫৫ ॥
তর্হ্যেবং কুরু শস্তো হং কালশ্চ চ মহাত্মনঃ ।
বিনা কালেন যৎকিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ন শক্যম্ ॥ ৫৬ ॥
ইতি বিজ্ঞাপিতস্তেন রাজ্ঞা শম্ভুঃ প্রতাপিনা ।
চকার বচনং তশ্চ ভক্তশ্চ চ চিকীর্ষিতম্ ॥ ৫৭ ॥
শম্ভুঃ প্রহস্তাথ তদা মহেশঃ সঞ্জীবয়ামাস পিনাক-
পাণিঃ । চকার রূপঞ্চ যথা পুরাসীদালিঙ্গিতোহসৌ
যমদূতমধ্যো ॥ ৫৮ ॥ উপস্থিতোহসৌ হুথ লজ্জমান
স্রষ্টাবু দেবঃ ধুবভধ্বজং তম্ । নহা পুরঃস্থায়িময়ং হি
কালঃ সবিষ্ময়ো বাক্যমিদং বভাষে ॥ ৫৯ ॥
কাল উবাচ । কালান্তক ত্রিপুরেশ ত্রিপুরান্তকর

প্রভো । মদনো হি ত্বয়া দেব কৃতোহনন্ডো জগৎপতে
॥ ৬০ ॥ দক্ষযজ্ঞবিনাশশ্চ কৃতো হি পরমাত্মতঃ ।
কালকূটং তুঙ্গ্রসহং সর্বেষাং কয়কুমহৎ ॥ ৬১ ॥
গ্রসিতং তদ্বয়া শস্তো অস্ত্রেণামপি তুর্ধরম্ । লিঙ্গ-
রূপেণ মহতা ব্যাপ্তমাসীজ্জগদ্রয়ম্ ॥ ৬২ ॥ লয়মা-
লিঙ্গমিত্যুক্তং সর্বেষরপি সুরাসুরৈঃ । যন্তাস্তং ন
বিতর্দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ ॥ ৬৩ ॥ লিঙ্গশ্চ দেব-
দেবশ্চ মহিমানং পরশ্চ চ । নমস্তে পরমেশায় নমস্তে
বিশ্বমঙ্গল । নমস্তে শিতিকণ্ঠায় নমস্তস্মৈ কপদ্বিনে ॥
৬৪ ॥ নমো নমঃ কারণকারণায় তে নমো নমো মঙ্গল-
মঙ্গলাত্মনে । জ্ঞানাত্মনে জ্ঞানবিদ্যাঃ মনীষিণাঃ স্বমাদি-
দেবোহসি পুমান্ পুরাণঃ ॥ ৬৫ ॥ স্বমেব সর্বং
জগদেকবাক্ষো বেদান্তবেদোহসি মহাত্মভাবঃ ।
মহাত্মভাবৈঃ পরিকীর্তনীয়স্বমেব বিশেষ্বর বিশ্বমাত্মঃ ॥
৬৬ ॥ হং পাসি লুপ্তসি জগদ্রিতয়ং মহেশ স্রষ্টাসি
ভূতপতির্যেব ন কশ্চিদন্যঃ ॥ ৬৭ ॥ ইতি স্ততস্তদা
তেন কালেন জগদীশ্বরঃ । উবাচ কালো রাজানং
শ্বেতং সন্দোধয়স্বিহ ॥ ৬৮ ॥ কাল উবাচ । মহুয্যালোকে

পুণ্যমাচরণ করে ; কালক্রমেই কেহ কেহ ধর্মনিষ্ঠ,
কেহ পরম ভক্তিয়ুত, কেহ কেহ জ্ঞানী, কেহ উপাসক ;
কেহ কেহ অধ্যাত্মনিষ্ঠ এবং কেহ কেহ মুক্ত হইয়া
থাকে । কালই চরাচরের হর্তা এবং অদ্বিতীয়
পালনকর্তা । তিনিই স্রষ্টা এবং তিনিই প্রাণিগণের
প্রাণস্বরূপ ; অতএব এই কালকে আপনি সম্বরণ
উজ্জীবিত করুন । হে প্রভো ! যদি সৃষ্টিরক্ষায়
তৎপর হইয়া থাকেন, তবে কালকে জীবিত করুন ।
আর যদি আপনি সকল প্রাণীর সংহারস্বরূপ হইয়া
থাকেন, তবে হে শস্তো ! আপনি মহাত্মা কালের
উপর যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই উচিত
হইয়াছে । কিন্তু একথা স্থিরই যে, কাল বিনা
কিছুই থাকিবার নহে । রাজা এইরূপ নিবেদন
করিলে শম্ভু তখন ভক্তের ঈর্ষিত বাক্য রক্ষা
করিলেন । পিনাকপাণি শম্ভু তখন হাস্ত করিয়া
কালকে জীবিত করিয়া দিলেন । পূর্বে কালের
ষাটশ আকৃতি ছিল, মহেশ তাহার সেইরূপ আকৃতিই
করিলেন । কালকে দেখিয়া যমদূতগণ আলিঙ্গন
করিল । কাল উত্থিত হইয়া লজ্জিতভাবে দেবদেব
ধুবভধ্বজকে স্তব করিলেন । তিনি সম্মুখস্থ অগ্নিময়
রুদ্রদেবকে নমস্কার করিয়া সবিষ্ময়ে এই বাক্য
বলিলেন,—হে কালান্তক ! ত্রিপুরহর ! ত্রিপুরেশ !

বিভো ! জগৎপতে ! আপনিই পূর্বে মদনকে
অনঙ্গ করিয়াছেন । পরমাত্মত দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস-
ব্যাপার আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়াছে । হে
শস্তো ! সর্বলোকক্ষয়কারী অস্ত্র তুর্ধর তুঃসহ
কালকূটকে আপনিই পান করিয়াছিলেন । মহান !
লিঙ্গরূপ ধরিয়া আপনিই এই চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া
রহিয়াছেন । সুরাসুরগণ লয়নহেতুই লিঙ্গ নাম
নির্বাচন করিয়াছেন । ব্রহ্মা-বিষ্ণু-প্রমুখ দেবগণ
ঐ লিঙ্গের অন্ত ও লিঙ্গ মূর্তি পরম দেবের মহাত্মা
অবগত নহেন । হে বিশ্বমঙ্গল ! পরমেশ !
নমস্তে নমস্তে ! তুমি শিতিকণ্ঠ, তুমি কপদ্বী,
তোমায় আমার বার বার নমস্কার । যিনি নিখিল
কারণের কারণ, সকল মঙ্গলের মঙ্গল এবং জ্ঞানী
মনীষিগণের মতে জ্ঞানাত্মা, তুমিই সেই আদিদেব
পুরাণ পুরুষ ; তোমাকে আমরা পুনঃপুনঃ নমস্কার ।
হে জগদেকবাক্ষো ! তুমিই সকল ; তুমিই বেদান্ত-
মহাত্মভব ! হে বিশেষ্বর ! বেদান্তবিদগণ তোমাকেই
বিশ্বমাত্ম বিশেষ্বর বলিয়া কীর্তন করেন । হে মহেশ !
তুমিই এই ত্রিজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য
করিতেছ । ভূতপতি বলিতে তুমি ব্যতীত অন্য
কেহই নহে । ৪৬—৪৬ । কাল এইরূপে জগদীশ্বরকে
স্তব করিয়া, পরে কাল শ্বেতরাজকে বুঝাইয়

সকলে নাস্তবস্তো হি বিদ্যতে । যেন জয়া জিতো
দেবো জজ্যেয়ো ভুবনজয়ে ॥ ৬৯ ॥ ময়া হতমিদং
বিষং জগদেতচ্চরাচরম্ । জেতাহং সৰ্বদেবানাং
সৰ্বেষাং হুরতিক্রমঃ ॥ ৭০ ॥ স হি তে চানুগো
জাতো মহারাজ প্রযচ্ছ মে । অভয়ঃ দেবদেবাচ্চ
শূলিনঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৭১ ॥ এবমুক্তস্তদা তেন ষ্ঠেতঃ
কালেন চৈব হি । উবাচ প্রহসন্ বাচা মেঘনাদ-
গভীরয়া ॥ ৭২ ॥ রাজোবাচ । শিবস্ত পরমং রূপং
অমেকো নাস্তি সংশয়ঃ । কালস্বমপি ভূতানাং
স্থিতিসংহাররূপবান্ ॥ ৭৩ ॥ তস্মাৎ পূজ্যতমোহসি
ঈশঃ সৰ্বেষাং চ নিয়ামকঃ । হুতরাং কৃতিনঃ সৰ্ব-
শরণঃ পরমেধরম্ । ব্রজান্ত বিবিধভাবৈরাশ্ব-
লক্ষণভংগপরাঃ ॥ ৭৪ ॥ শূত উবাচ । তেনৈব
রক্ষিতঃ কালো রাজা পরমধর্মিণা । শিবপ্রসাদ-
মাত্রেণ লক্ষসংক্রো বভূব হ ॥ ৭৫ ॥ তদা যমেন
স্তুবিতো যুতানা যমদূতকৈঃ । শিবঃ প্রণমা সঙ্কতা
ষ্ঠেতরাজানমেব চ । যযৌ স্বমালং বিপ্রা মেনে
ঈশঃ জনিতং পুনঃ ॥ ৭৬ ॥ মায়া সহ পত্ন্যা চ শিবস্ত
চরিতং মহৎ । অন্ত সন্মুতা সন্মুতা বিশ্বয়ঃ পরমঃ

বলিলেন—সমুদায় মনুষ্য লোকে তুমি বাতীত আর
কাহারও অস্তিত্ব নাই । ত্রিভুবনের অজেয় দেব-
দেবকে তুমিই ভক্তিবলে জয় করিয়াছ ! আমি এই
চরাচর বিশ্ব বিনাশ করিয়া থাকি ! আমিই জেতা,
আমিই সৰ্ব দেবের হুরতিক্রম । মহারাজ !
সেই আমিই আপনার অনুগত হইলাম । আপনি
আমায় পরমেষ্ঠী দেবদেব শূলপাণি হইতে অভয়-
দান করুন । তৎকালে কাল ষ্ঠেতরাজকে এই
কথা কহিলে তিনি হস্তপুঙ্খক মেঘগভীর-বাক্যে
বলিলেন,—হে কাল ! আপনি একমাত্র শিবের
পরম রূপ ; আপনিই ভূতবৃন্দের স্থিতিসংহাররূপী ।
শূতরাং সৰ্বপূজ্য ও সৰ্বনিয়ামক । আত্মনিষ্ঠ
কৃতিগণ আপনার ভয়ে বিবিধভাবে শিবেরই
শরণাপন্ন হইয়া থাকেন । শূত কহিলেন,—পরম
ধার্মিক রাজা এইরূপে কালকে রক্ষা করি-
লেন । কাল শিবপ্রসাদ পাইবা মাত্র লক্ষসংক্র
হইলেন । তখন মৃত্যু ও দূতগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ং
যমও ষ্ঠেতরাজের স্তুব করিতে লাগিলেন । হে
বিপ্রগণ ! যম ষ্ঠেতরাজকে প্রণাম ও স্তুব করিয়া
স্বীয় আলয়ে গমন করিলেন । তাঁহার মনে হইল,
তিনি যেন পুনর্জন্ম লাভ করিলেন । কাল স্বীয়
মায়া সহিত উদার শিবচরিত বারবার

যযৌ ॥ ৭৭ ॥ কথয়ামাস সৰ্বেষাং দূতানাং স্বয়মেব
হি । আকর্ণ্যতাং মম বচো হে দূতাস্থরিতেন হি ॥ ৭৮ ॥
কর্তব্যং চ প্রযত্নেন নাস্তথা মম ভাবিতম্ ॥ ৭৯ ॥
কাল উবাচ । যে ত্রিপুণ্ড্রং ধারয়ন্তি তথা যে বৈ
জটধরাঃ । যে রুদ্রাক্ষধরাশ্চৈব তথা যে শিব-
নামিনঃ ॥ ৮০ ॥ উপজীবনহেতোশ্চ ভিয়া যে হ্যপি
মানবাঃ । পাপিনোহপি হুরাচারাঃ শিববেশধরা
হমী ॥ ৮১ ॥ নানৈতব্যা ভবন্তিচ মম লোকং
কদাচন । বর্জ্যাস্তে হি প্রযত্নেন পাপিনোহপি সর্দৈব
হি ॥ ৮২ ॥ অন্তেষাং কা কথা দূতা যেহর্চয়ন্তি
সদাশিবম্ । ভক্ত্যা পরময়া শত্ৰুং রুদ্রাস্তে নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ৮৩ ॥ রুদ্রাক্ষমেকং শিরসা বিভর্তি যন্তথা
ত্রিপুণ্ড্রং চলনাটমধ্যকে । পঞ্চাক্ষরীং যে প্রজপন্তি
সাধবঃ পূজ্যা ভবন্তিচ ন চান্তথা কচিৎ ॥ ৮৪ ॥
যস্মিন রাষ্ট্রেহথ বা দেশে গ্রামে চাপি বিচক্ষণঃ ।
শিবভক্তো ন দৃষ্টোত শ্মশানাতু বিশিষাতে । তদ্রাষ্ট্রং
দেশমিত্যাহঃ সত্যং প্রতিবদামি বঃ ॥ ৮৫ ॥ যস্মিন
সন্তি নিত্যং হি শিবভক্তিসমম্বিতাঃ । তদগ্রামস্তা

স্মরণ করিয়া পরম বিশ্বাসাপন্ন হইলেন এবং দূত-
বৃন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—দূতগণ ! আমার কথা
সহর শ্রবণ কর । আমি যাহা বলিব, তাহা তোমরা
সম্ব্যস্তে সম্পাদন করিবে । এই বলিয়া কাল
কহিলেন,—যাহারা ত্রিপুণ্ড্র জটা বা রুদ্রাক্ষ ধারণ
করে কিম্বা যে সকল মানব ভয়ে বা জীবিকার জন্য
শিব নাম কীর্তন করে, তাহারা শত পাপী বা হুরা-
চারী হইলেও সাক্ষাৎ শিবরূপধারী, সন্দেহ নাই ।
অতএব তাহাদিগকে আমার লোকে কদাচ আনয়ন
করিবে না । তাহারা পাপী হইলেও সর্বথা তোমা-
দের বর্জনীয় । ৬৮—৮২ । হে দূতগণ ! অন্যের কথা
কি, যাহারা পরম ভক্তিযোগে সদাশিব শত্ৰুকে
অর্চনা করে, তাহারা নিশ্চয় রুদ্র বৈ আর কিছুই
নয় । যে ব্যক্তি মস্তকে একটি মাত্র রুদ্রাক্ষ বা
লালাট মধ্য ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করে কিম্বা যাহারা
পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র জপ করে, তাহারা সকলেই
সাধুপদ-বাচ্য । তোমরা তাহাদিগকে পূজাই
করিবে, কদাচ অন্যথা করিবে না । যে
রাজ্যে, যে দেশে, বা যে গ্রামে একজনও বিদ্র
শিবভক্ত দেখা যায় না, আমি সভ্যই বলিতেছি,
সে দেশ শ্মশান অপেক্ষাও ভীষণ । যে গ্রামে
নিয়ত শিবভক্তির লোক বিদ্যমান নাই, সেই

জনাঃ সর্গঃ সাসনীয়ান সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥ এবমাজ্জা-
পয়ামান যমোহপি নিজকিরান্ । তথৈতি মহা
তে সর্গেতুকা মাসন সুবিস্মিতাঃ ॥ ৮৭ ॥ এবং
বিধোহয়ং ভুবনৈকভর্তা সদাশিবো লোকগুরুঃ স
একঃ । দাতা প্রহরী নিজভারমুক্তঃ সনাতনোহয়ং
জগদেকবন্ধুঃ ॥ ৮৮ ॥ দক্ষা কালঃ মহাদেবো
নির্ভয়ক দদৌ বিভূঃ । ষেতস্ত রাজরাজস্ত
মহীপালবরস্ত ॥ ৮৯ ॥ তদা নির্ভয়মাপন্নঃ ষেত-
রাজো মহামনাঃ । তজ্জ্যা চ পরম মুক্তো
বভূব কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৯০ ॥ তদা দেবৈঃ পূজ্যমান
ঋষিভিঃ পরগৈস্তথা । ষেতো রাজস্ববর্ধ্যোহসৌ
শিবসায়ুজ্যমাণুবান্ ॥ ৯১ ॥ এবং ভক্তিপরগাঞ্চ
মহেশে চ জগদ্গুরৌ । সিকিঃ করতলে তেবাং
সত্যং প্রতিবদামি বঃ ॥ ৯২ ॥ স্বপচোহপি বরিষ্ঠঃ
স্তাৎ প্রসাদাচ্ছরস্ত চ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পূজ-
নীয়োহি শক্যঃ ॥ ৯৩ ॥ বহুনাং জন্মনামন্তে শিব-
ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৯৪ ॥ জ্ঞানিনাং কৃতবুদ্ধীনাং
জন্মজন্মনি শক্যঃ । কিং মযা বহুনোক্তেন পূজনীয়ঃ
সদাশিবঃ ॥ ৯৫ ॥ অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরা-

গ্রামবাসী লোক সকল নিশ্চয় তোমাদেরই দণ্ডনীয় ।
যম নিজের কিঙ্করদিগকে ঐরূপই আজ্ঞা প্রদান
করিলেন । তাহারা সকলেই 'তথাস্থ' বলিয়া
সবিস্ময়ে মৌনী হইয়া রহিল । সেই ভুবনৈকভর্তা
সদাশিব এইরূপই । তিনিই একমাত্র লোকগুরু,
দাতা, প্রহরী, স্বস্বভাবসম্পন্ন, সনাতন, জগদ্বন্ধু ।
সেই বিভু মহাদেব কালকে দক্ষ করিয়া রাজরাজ
ষেতরাজকে অভয় দিয়াছিলেন । মহামনা ষেত
নরপতি সেই দিন হইতে সম্পূর্ণ নির্ভয় হইয়াছিলেন ।
তিনি পরম ভক্তিমুক্ত হইয়া শিবসেবনেই কৃতনিশ্চয়
ছিলেন । ঋষি ও পুত্রগণ সে কালে তাঁহার পূজা
করেন । রাজস্বগণের বরেন্দ্র ষেত অস্ত্রে শিব-
সায়ুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । আমি সত্যই বলি-
তেছি এইরূপে যাহারা জগদ্গুরু মহেশে ভক্তিমান
হয়, তাহাদের সিকি করতলগত, সন্দেহ নাই ।
শক্যের প্রসাদে একজন, চণ্ডালও বরিষ্ঠ হইয়া
থাকে । অতএব সর্বপ্রযত্নে একমাত্র শক্যই পূজ-
নীয় । বহুজন্মভোগের পর তবে কাহারও অদৃষ্টে
শিবভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু যাহারা কৃত-
বুদ্ধি জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁহারা প্রতিজন্মেই শক্যে ভক্তি-
মান হইয়া থাকেন । আমি অধিক আর কি বলিব,
একমাত্র শিবশিরঃ শক্যই পূজনীয় । পূর্বে একজন

জনম । কিরাতেন কৃতং যচ্চ ব্রতঞ্চ পরমাদৃতম্
যেনৈব তারিতং বিশ্বং জগদেতচ্চর্যচরম্ ॥ ৯৬ ॥

ইতি ত্রীকান্দে কালিদহনবৃত্তান্তবর্ণনং নাম
দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ত্রয়স্তিংশোহধ্যায়ঃ ।

শব্দ উচুঃ । কিংনামা চ কিরাতোহভূৎ কিং
তেন ব্রতমাহিতম্ । তদ্ব্য কথয় বিপ্রেন্দ্র পর
কৌতূহলং তি নঃ ॥ ১ ॥ তৎসর্বং শ্রোতুমিচ্ছামো
যথাতথোন কথাভাম্ । ন হন্তো বিদ্যাতে
লোকে হৃদিবা বদতা বরঃ । তস্মাৎ কথয়
তো বিপ্র সর্বং শুশ্রাবতাঃ তি নঃ ॥ ২ ॥ এবমুক্ত-
স্তদা তেন শৌনকেন মহাত্মনা । কথয়ামাস তৎ
সর্বং পুরুসেন কৃতঞ্চ যৎ ॥ ৩ ॥ লোমশ উবাচ ।
আসীৎ পুরা মহারৌদ্রচণ্ডো নাম দুরাত্মবান্ । কুর-
সঙ্গে নিহৃতিকো ভূতানাং ভয়বাহকঃ ॥ ৪ ॥ জালেন
মৎস্তান চপাঁত্বা ঘাতয়তানিশং গল । ভল্লৈশ্চ গান

কিরাত যে পরম অদ্বুত ব্রত করিয়াছিল, এ বিষয়ে
তাহাই পুরাতন ইতিহাসকপে উদাহৃত হইয়া
থাকে । কিরাত ঐ ব্রত দ্বারা এই নিখিল ভুবন
পবিত্র করিয়াছিল । ৮৩—৯৬ ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়স্তিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—সেই কিরাতের কি নাম
ছিল ? সে কোন্ ব্রত করিয়াছিল ? হে বিপ্রেন্দ্র !
তাহাই আমাদের নিকট কীর্তন কর । তাহা শুনি-
বার জন্য আমাদের বড়ই কৌতূহল ; অতএব সেই
সকলই যথামথ বাক্ত কর । তুমি বিনা এ সকল
কথা বলিতে কে পারে ? অস্ত্র কে আছে ? অস্ত্র
এবং হে বিপ্র ! আমাদের শ্রবণেচ্ছা হইয়াছে ;
সমস্তই তুমি কীর্তন কর । মহাত্মা শৌনক এই
কথা কহিলে, স্মৃত, সমগ্র পুরুষচরিত বর্ণন
করিলেন । লোমশ কহিলেন,—পূর্বকালে চণ্ড
নামে এক দুরাত্মা চণ্ডালজাতীয় ব্যাধ ছিল ।
ঐ ব্যাধ কুরসঙ্গী, পাপাচারী ও ভৃত-
গণের ভয়বাহ ছিল । ঐ দুরাত্মা নিত্য নিত্য
জাল দ্বারা মৎস্ত এবং ভল্ল দ্বারা গান্ধার্য

খাপদাংষ্ট কৃষ্ণসারাংষ্ট শল্লকান ॥ ৫ ॥ খজাংষ্টৈব
চ তুষ্টায়া দৃষ্টা কাংষ্টিচ্চ পাপবান। পক্ষিণোহঘাত-
য়ৎ ক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণাংষ্ট বিশেষতঃ ॥ ৬ ॥ লুক্কো হি
মহাপাপো তুষ্টো তুষ্টজনপ্রিয়ঃ। ভাৰ্য্যা তথাবিধা তস্মা
পুৰুষস্মা মহাভয়া ॥ ৭ ॥ এবং বিহরতস্তস্মা বহু-
কালোহত্যবর্তত। গতে বহুহিথে কালে পাপোঘ-
নিরতস্মা চ ॥ ৮ ॥ নিবন্ধে জলমাদায় ক্ষুৎপিপাসা-
দিতো ভূশম্। একদা নিশি পাপীয়ান্ শ্রীবৃক্ষোপরি
সংস্থিতঃ। কোলং হস্তং ধনুস্পানির্জাগ্রচ্চানিমিবেণ
হি ॥ ৯ ॥ মাঘমাসেহসিতায়াং বৈ চতুর্দশ্যামথাগ্রতঃ।
মৃগমার্গবিলোকাথী বিশ্বপত্ন্যাণ্যপাতয়ৎ ॥ ১০ ॥ শ্রীবৃক্ষ-
পর্ণানি বহুনি তত্র স চ্ছেদয়ামাস ক্রব্যাণিতোপি।
শ্রীবৃক্ষমূলে পরিবর্তমানো লিঙ্গঞ্চ তস্মোপরি তুষ্ট-
ভাবঃ ॥ ১১ ॥ ববর্ষ গণ্ডুষজলং তুয়ায়া যদৃচ্ছয়া
তানি শিবে পতন্তি। শ্রীবৃক্ষপর্ণানি চ দৈবযোগা-
জ্ঞাতঞ্চ সৰ্বং শিবপূজনং তৎ ॥ ১২ ॥ গণ্ডুষবারিণা
ভেন প্পনঞ্চ কৃতং মহৎ। বিশ্বপত্নৈরসংখ্যাতৈ-
রর্চনঞ্চ মহৎ কৃতম্ ॥ ১৩ ॥ অজ্ঞানেনাপি ভো

কৃষ্ণসার, শল্লক ও খজা নামক প্রাণীদিগকে বিনাশ
করিত। ঐ পাপায়া পক্ষীদিগকে দৌর্য্যবামাত্র
বধ করিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকেও হিংসা
করিত। ঐ লুক্ক মহাপাপী ছিল; নিজে তুষ্ট
এবং যত তুষ্টলোক সকলই তাহার প্রিয় হইয়াছিল।
সেই পুরুষ যেমন ভীষণ, তাহার ভাৰ্য্যাও তেমনি
ভীষণা ছিল। ঐরূপ হিংসাচরণ করিতে করিতে
পুরুষের বহুকাল অতীত হইল; পাপাচারেই
তাহার দিন কাটিতে লাগিল। একদা রাত্ৰিকালে
ঐ পাপায়া লুক্ক ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত পীড়িত
হইয়া জল-স্বন্ধে একটা শ্রীফলবৃক্ষের উপরিভাগে
আরোহণ করিল। শূকর বিনাশ করা তাহার
উদ্দেশ্য ছিল, তাই হস্তে ধনুক লইয়া সমস্ত রাত্ৰি
নির্নিমেষ নয়নে জাগিয়া রহিল। সে দিন মাঘ
মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথি; ব্যাধ মৃগমার্গ
আলোকনের নির্মিত সন্মুখস্থ শাখাসমূহের বিশ্বপত্ন
ছিড়িয়া ফেলিল। একটা তুইটী নয়, লুক্ক ক্রুদ্ধ
হইয়া সেই বিশ্ববৃক্ষের বহু পত্র চ্ছেদন করিল।
সেই বিশ্ববৃক্ষমূলে এক লিঙ্গ ছিল। সেই তুষ্টস্বভাব
তুয়ায়া লুক্ক তত্পরি এক গণ্ডুষ জল ফেলিল।
যদৃচ্ছাক্রমে সেই জল ও বিশ্বপত্ন সকলই শিবো-
পরি পতিত হইল। দৈবক্রমে তাহাতেই শিবপূজা
নিম্পন্ন হইল। আর সেই যে গণ্ডুষজল, তাহা

বিপ্রাঃ পুরুষেন তুয়ায়া। মাঘমাসেহসিতে
পক্ষে চতুর্দশ্যাম্ বিধুদয়ে ॥ ১৪ ॥ পুরুষোহথ
তুয়াচারো বৃক্ষাদবততার সং। আগত্য জল-
সঙ্কাশং মৎস্তান্ হস্তং প্রচক্রমে ॥ ১৫ ॥ লুক্ককস্তাপি
ভাৰ্য্যাভূরায়া চৈব ঘনোদরী। তুষ্টা সা পাপনিরতা
পরদব্যাপহারিণী ॥ ১৬ ॥ গৃহান্নির্গত্য সায়াছে পুর-
দ্বারবহিঃ স্থিতা। বনমার্গং প্রপশুন্তী পত্ন্যরাগ-
মনেচ্ছয়া ॥ ১৭ ॥ চিরাত্তর্জরি নায়াতে চিন্তয়ামাস
লুক্কী। অদ্য সায়াক্রবেলায়ামাগতাঃ সর্বলুক্ককাঃ ॥
তমঃস্তোমেন সঙ্ঘনাস্ততস্তো বিদিশো দিশঃ। রাত্রৌ
যামদ্বয়ং যাতঃ কিং মতঙ্গঃ সমাগতঃ ॥ ১৯ ॥ কিম্বা
কেশবলোভেন সিংহেনৈব বিদারিতঃ। কিং ভূজঙ্গ-
ফণারতুহারী সর্পবিষাদিতঃ ॥ ২০ ॥ কিংবা বরাহ-
দংষ্ট্রাগ্রঘাতৈঃ পঞ্চহমাগতঃ। মধুলোভেন বৃক্ষাগ্রাৎ
স বৈ প্রপতিতো ভুবি ॥ ২১ ॥ কাষ্মেয়ামি পৃচ্ছামি
ক গচ্ছামি চ কং প্রতি। এবং বিলপ্য বহুধা
নিবৃত্তা স্বং গৃহং প্রতি ॥ ২২ ॥ নৈবান্নং নো জলং
কিঞ্চিন্ন ভুক্তং তদ্দিনে তথা। চিন্তয়ন্তী পতিঞ্চাপি

দ্বারাই ঐ শিবের মহাগ্নান সম্পাদিত হইল। হে
বিপ্রগণ! তুয়ায়া পুরুষ অজ্ঞানক্রমে অসংখ্য বিশ্ব-
পত্ন দ্বারা শিবের মহাপূজা করিল। অনন্তর
মাঘমাসীয় কৃষ্ণ চতুর্দশীর চন্দ্রোদয়ে অর্থাৎ প্রভাত
কালে তুয়াচার পুরুষ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইল
এবং জলসমীপে আগমন করিয়া তত্রত্য মৎস্তদিগকে
মারিতে আরম্ভ করিল। ১--১৫। লুক্কের ভাৰ্য্যার
নাম ঘনোদরী। পতির আসিতে বিলম্ব হওয়ায়
লুক্কী ঘনোদরী ভাবিতে লাগিল,--অদ্য সায়া-
কালে সমস্ত লুক্কই গৃহে আসিয়াছে। অন্ধকারপুঞ্জ
সমস্ত দিক্ই আচ্ছন্ন হইয়াছে। রাত্ৰি তুই প্রহর
অতীত হইল; তথাচ আমার পতি মতঙ্গ কেন
আসিল না? তবে কি পতি আমার সিংহের কেশর-
নয়নে লুক্ক হওয়ায় কোন সিংহের হস্তে নিহত হইল!
কিম্বা ভূজঙ্গফণার রক্ত আনিতে গিয়া সর্পবিষে
জর্জরিত হইল? অথবা কোন বরাহের
দশনীগ্রে আহত হইয়া পঞ্চ হ প্রাপ্ত হইল? কিম্বা
পতি আমার মধুলোভে আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষাগ্র হইতে
ভূতলে পড়িয়া গেল। কি করি? কোথায় অবেষণ
করি? কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? কোন্‌দিকেই
বা যাই! ব্যাধপত্নী এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া
স্বীয় গৃহেই রহিল। কিন্তু সে দিবস সে অন্ন বা জল
কিছুই ভোজন করিল না। লুক্কী পতির বিষয়

লুক্কী হনয়গ্নিশাম ॥ ২৩ ॥ অথ প্রভাতে বিমলে
পুক্সী বনমাযযৌ । অশনার্থক তস্মান্নমাদায় হরিভা
সতী ॥ ২৪ ॥ ভ্রমমাণা বনে তস্মিন দদর্শ মহতী
নদীম্ । তস্মাস্তীরে সমাসীনঃ স্বপতিং প্রেক্ষা
হর্ষিতা ॥ ২৫ ॥ তদন্ন কুলতঃ স্থাপা নদীঃ তর্জু
প্রচক্রমে । নিরীক্ষা চাপ মৎস্রান স জালপ্রোতান
সমানয়ৎ ॥ ২৬ ॥ তাবত্বযোক্তৃশ্চোহসাবেহি শীঘ্রক
ভক্ষয় । অন্নং হৃদয়মানীতমুপোষা দিবসং মবা ॥
২৭ ॥ কৃতং কিমদ্য রে মন্দ গতেহহনি চ কি
কৃতম্ । নাশিতক হবা মুট লজ্জিতেনাদা পাপিনা ॥
২৮ ॥ নদ্যাং স্নাতৌ তথা তৌ চ দম্পতী চ শুচি-
ব্রতৌ । যাবদাতশ্চ ভোক্তুং স তাবচ্ছা স্বয়মাগতঃ ॥
২৯ ॥ তেন সর্ব ভক্তিতক তদন্নং স্বয়মেব হি ।
চণ্ডী প্রকুপিতা চৈব স্থানং হন্তুপস্থিতা ॥ ৩০ ॥
আবয়োভক্তিতঃ চার্মমেনৈব চ পাপিনা । কিং চ
ভক্ষয়সে মুট ভবিতাদ্য বুভুক্ষিতঃ ॥ ৩১ ॥ এব
তনোক্তৃশ্চোহসৌ বভাবে তাং শিবপ্রিয়ঃ । যচ্ছনা

চিন্তা করিতে করিতেই সে রাত্রি অতিবাহিত
করিল। অনন্তর প্রভাত হইলে বাধের ভক্ষ্যন্ন
গ্রহণ করিয়া লুক্কী সহর বনে গমন করিল। সে
ভ্রমণ করিতে করিতে বনমধ্যে এক মহা নদী
দেখিল। পরে সেই নদীর পরপাবে স্বীয় পতিকে
উপবিষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইল এবং যে কিছু অন্ন
বাধের জন্ত লইয়া গিয়াছিল, লুক্কী তাহা নদীর
কূলে রাখিয়া নদী সন্তরণ করিতে সমুদ্যত হইল।
দেখিল, বাধ জালবদ্ধ বহু মৎস্র লইয়া আসি-
তেছে। তদর্শনে লুক্কী চণ্ড বাধকে কহিল,
তুমি সহর আহার কর। আমি সমস্তদিন উপবাসী
থাকিয়া তোমার জন্ত এই অন্ন আনিয়াছি। ওরে
মন্দ! তুমি অদ্য কি করিয়াছ? গত দিবসই বা কি
করিয়াছিলে? রে মুট! তুমি কলা সমস্ত দিন আহার
কর নাই? এইরূপ কথাবার্তার পর সেই বাধদম্পতি
সেই নদীজলে স্নান করিয়া শুচি হইল। এদিকে
তাহারা যেমন স্নানাসক্ত হইল, অমনি কোথা হইতে
একটা কুকুর আসিয়া তাহাদের সেই প্রস্তুত অন্ন
সমস্তই খাইয়া ফেলিল। তখন চণ্ডী বাধপত্নী
কুপিত হইয়া সেই কুকুরকে মারিতে উদ্যত হইল;
এবং চণ্ডকে বলিল,—এই পাপী আমাদের অন্ন
ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। রে মুট! অদ্য বুভুক্ষিত
হইয়া কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে? চণ্ডী বাধ-

ভক্তিতঃ চার্মং তেনাহং পরিতোষিতঃ ॥ ৩২ ॥ কিম-
নেন শরীরেণ নশ্বরেণ গতায়া। শরীরং দুর্লভং
লোকে পূজ্যতে ক্ষণভঙ্গুরম্ ॥ ৩৩ ॥ যে পুণ্ড্রস্তি
নিজ দেহং সর্বভাবেন চাহতাঃ। মুঢ়াস্তে পাপিনো
জ্ঞেয়া লোকদ্বয়বহিকৃতাঃ ॥ ৩৪ ॥ তস্মান্নানং পরি-
তাপ্য ক্রোধকঃ দ্রবগ্রহম্। স্বস্তা ভব বিমর্শেন
তদ্ব্যক্যা স্থিরা ভব ॥ ৩৫ ॥ বোবিতা তেন চণ্ডী সা
পুংসেন তদা ভ্রশম্। জাগরাতি চ সম্প্রাপ্তঃ পুঙ্ক-
সোহপি চতুর্দশীম্ ॥ ৩৬ ॥ শিবরাত্রিপ্রসঙ্গাচ্চ জায়তে
যক্ষাস শযম্। তজ্জ্ঞানং পরমং প্রাপ্তঃ শিবরাত্রি-
প্রসঙ্গতঃ ॥ ৩৭ ॥ যামদ্বয়কঃ সঞ্জাতমমাবাস্তাং তু তত্র
বৈ। আগতাশ্চ গণাস্তত্র বহবঃ শিবনোদিতাঃ ॥ ৩৮ ॥
বিমানানি বহুস্তত্র আগতানি তদন্তিকম্। দৃষ্টানি
তেন তাত্তেব বিমানানি গণাস্তথা ॥ ৩৯ ॥ উবাচ
পরয়া ভক্ত্যা পুঙ্কসোহপি চ তান প্রতি। কস্মাৎ
সমাগতা বুয়ঃ সর্বৈ রুদ্রাক্ষধারিণঃ ॥ ৪০ ॥ বিমান-
স্থাশ্চ কেচিচ্চ বুযাকৃতাশ্চ কেচন। সর্বৈ ফটিক-
সঙ্কশাঃ সর্বৈ চন্দ্রাক্ষশেখরাঃ ॥ ৪১ ॥ কপর্দিনশ্চর্ম-

পত্নী এই কথা কহিলে সেই শিবপ্রিয় বাধ প্রত্যা-
ত্তরে বলিল—এই কুকুর যে অন্ন ভক্ষণ করিল,
ইহাতেই আমি পরিতোষ পাইয়াছি। এই নশ্বর
গতপ্রায় জীবনে আর প্রয়োজন কি? জগতে
এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকেই দুর্লভ জ্ঞানে পূজা করিয়া
থাকে। যে সকল মুঢ়লোক দেহকেই সর্বরূপে
পোষণ করে, তাহারা ইহ-পরকাল-বর্জিত পাপী
বলিয়াই বিদিত। অতএব মান অভিমান ও দ্রব-
গ্রহ ক্রোধ পরিহার করিয়া বিবেকগুণে স্বচ্ছ হও
এবং তত্ত্ববোধের উদয়ে স্থির হইয়া থাক। পুঙ্কস
স্বীয় পত্নীকে এইরূপে বহুবার প্রবোধ প্রদান করিল।
পুঙ্কস গত চতুর্দশীর রাত্রি সমস্তই জাগিয়া ছিল;
শুতরাং নিশ্চয় শিবরাত্রির প্রসঙ্গেই তাহার ঐরূপ
পরম জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। ১৬—৩৭। পরদিন
অমাবস্তার দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে শিব-প্রেরিত
দূতগণ তাহার সমীপে আগমন করিল।
তখন একে একে বহু বিমান সেইখানে আসিয়া
উপস্থিত হইল। লুক্কসেই সকল বিমান ও শিবা-
নুচর প্রমথদিগকে দেখিয়া পরম ভক্তি সহকারে
বলিল,—মহাশয়গণ! আপনারা কি জন্য আসিয়া-
ছেন। আপনাদের কেহ কেহ রুদ্রাক্ষধারী, কেহ
কেহ বিমানচাষী এবং কেহ কেহ বুযাকৃট।
আপনারা সকলেই ফটিকসরিভ এবং সকলেই

পরীতবাসসো ভুজঙ্গভোগৈঃ কৃতহারভূষণাঃ । শ্রিয়া-
 ধিতা ক্রদ্রসমানবীৰ্যা যথাতথং ভো বদতান্মনো-
 চিত্তম্ ॥ ৪২ ॥ পুরুসেন তদা পৃষ্ঠা উচুঃ সৰ্ব্বৈ চ
 পার্শ্বদাঃ । ক্রদ্রস্ত দেবদেবস্ত সন্নমঃ কমলেক্ষণাঃ ॥
 ৪৩ ॥ গণা উচুঃ । প্রেমিতাঃ স্মো বয়ঃ চণ্ড শিবেন
 পরমেষ্ঠিনা । আগচ্ছ হরিতো ভূ হা সন্নীকো যান-
 মাক্রুহ ॥ ৪৪ ॥ লিঙ্গার্চনং কৃতং যচ্চ হুয়া রাত্ৰৌ
 শিবশ্চ চ । তেন কৰ্ম্মবিপাকেন প্রাপ্তোহসি শিব-
 সন্নিধিম্ ॥ ৪৫ ॥ তথোক্তো বীরভদ্রেণ উবাচ
 প্রহসন্নিব । পুরুসোহপি হুয়া বুদ্ধা প্রস্তাবসদৃশঃ
 বচঃ ॥ ৪৬ ॥ পুরুস উবাচ । কিং ময়া কৃতমদ্যেব
 পাপিনা হিংসকেন চ । যুগয়ারসিকে নৈব পুরুসেন
 হুরাঘনা ॥ ৪৭ ॥ পাপাচারো হুহং নিতাং কথং
 স্বর্গং ব্রজাম্যহম্ । কথং লিঙ্গার্চনমিদং কৃতমস্তি
 তদুচ্যতাম্ ॥ ৪৮ ॥ পরং কৌতুকমাপন্নঃ পৃচ্ছামি
 ত্বাং যথাতথম্ । কথয়স্ব মহাভাগ সৰ্ব্বকৈব যথা-
 বিধি ॥ ৪৯ ॥ ইত্যেবং পৃচ্ছতস্তস্মাৎ পুরুসস্ত যথা-
 বিধি । কথয়ামাস তৎসৰ্ব্বং শিবধন্যঃ মুদাবিতঃ ॥

চন্দ্রার্দ্ধ-শেখর, কপদী, চর্ম্মবাসা, ভুজঙ্গভোগরূপ হার-
 ভূষণে ভূষিত, ত্রীসম্পন্ন এবং ক্রদ্রসম বীৰ্য্যশালী ।
 হে দেবগণ! আপনারা কি জন্য আসিয়াছেন,
 সহর যথাবৃত্তান্ত বাক্য করুন । পুরুস এইরূপ প্রশ্ন
 করিলে দেবদেব ক্রদ্রের পার্শ্বদগণ সকলেই এক-
 বাক্যে নম্রভাবে বলিলেন,—হে চণ্ড! আমরা
 পরমেষ্ঠী শিব কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি । তুমি শীঘ্র
 আইস; সহর সন্নীক এই যানারোহণ কর । তুমি
 গত রাত্রিযোগে যে লিঙ্গার্চন করিয়াছিলে, সেই
 কৰ্ম্মের বিপাকেই তোমার এখন শিবসন্নিধি লাভ
 ঘটিল । গণাধিনায়ক বীরভদ্র এই কথা কহিলে
 পুরুস প্রহর্ষাবিত হইয়াই স্বীয় বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রস্তাবা-
 হুরূপ বাক্য বলিল । পুরুস বহিল,—পাপী আমি,
 হিংসক আমি, যুগয়ারসিক হুরাঘা, পুরুস আমি;
 আমি নিত্যই পাপাচারণ করি; সুতরাং কিরূপে
 আমি স্বর্গে গমন করিব? আর কিরূপেই
 বা আমার দ্বারা লিঙ্গার্চন করা হইল? তাহা
 আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন । আমি
 এ সংবাদে পরম কৌতুকান্বিত হইয়া আপ-
 নাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । হে মহাভাগ! আপনি
 যথায়থ বৃত্তান্ত বলুন । পুরুস এইরূপ প্রশ্ন করিলে
 শিবধন্যবর্ণনে মুদিত হইয়া বীরভদ্র যথাবিধি

৫০ ॥ বীরভদ্র উবাচ । দেবদেবো মহাদেবো
 দেবানাং পতিরীশ্বরঃ । পরিতুষ্টোহদ্য হে চণ্ড স
 মহেশ উমাপতিঃ ॥ ৫১ ॥ প্রাসঙ্গিকতয়া মাঘে কৃতং
 লিঙ্গার্চনং হুয়া । শিবতুষ্টিকরং চাদ্য পুতোহসি
 ত্বং ন সংশয়ঃ । শিবরাত্র্যাং প্রসঙ্গেন কৃতমর্চন-
 মেব চ ॥ ৫২ ॥ কোলং নিরীক্ষমাণেন বিশ্বপত্ন্যাণি
 চৈব হি । ছেদিতানি হুয়া চণ্ড পতিতানি তদৈব
 হি । লিঙ্গস্ত মন্তকে তানি তেন ত্বং শূকতী প্রভো ॥
 ৫৩ ॥ ততশ্চ জাগরো জাতো মহান্ বৃক্ষোপরি
 ক্রবম্ । তেনৈব জাগরেণৈব তুতোষ জগদীশ্বরঃ ॥
 ৫৪ ॥ ছলেনৈব মহাভাগ কোলসন্দর্শনেন হি ।
 শিবরাত্রিদিনে চাত্র স্বপ্নস্তে ন চ যোষিতঃ ॥ ৫৫ ॥
 তেনোপবাসেন চ জাগরেণ তুষ্টো হুসৌ দেববরো
 মহাত্মা । তব প্রসাদায় মহান্নুভাবো দদাতি সর্বান
 বরদো মহাশ্চ ॥ ৫৬ ॥ এবমুক্তস্তদা তেন বীর-
 ভদ্রেণ ধীমতা । পুরুসোহপি বিমানাগ্রামাকুরোহ
 চ পশ্যতাম্ ॥ ৫৭ ॥ গণানাং দেবতানাঞ্চ সৰ্ব্বৈনাং

সমস্ত বৃত্তান্তই বলিলেন । বীরভদ্র কহিলেন,—
 দেবদেব মহাদেব দেবগণের পতি; তিনিই সাক্ষাৎ
 ঈশ্বর । হে চণ্ড! সেই উমাপতি মহেশ অদ্য
 তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন । তুমি প্রসঙ্গক্রমে
 মাঘমাসে শিবতুষ্টিপ্রদ লিঙ্গার্চন করিয়াছ, তাই
 পবিত্র হইয়াছ, সংশয় নাই । প্রসঙ্গক্রমে শিব-
 রাত্রিতেই তোমার দ্বারা লিঙ্গার্চন করা হইয়াছে ।
 বধ্য শূকর দেখিবার জন্ত হে চণ্ড! তুমি যে সমস্ত
 বিশ্বপত্নী ছেদিত করিয়াছিলে; ছেদন মাত্র তৎ-
 ক্ষণাৎ সেই সকল পত্নী শিকলিঙ্গোপরি পতিত
 হইয়াছিল । হে প্রভো! তাহাতেই শূকত হই-
 য়াছে । সে রাত্রি সেই বৃক্ষের উপর তুমি জাগিয়া-
 ছিলে, সেই জাগরণে জগদীশ্বর তোমার প্রতি
 তুষ্ট হইয়াছেন । হে মহাভাগ! শূকরদর্শনের
 ছলেই সেই শিবরাত্রি দিনে তোমার এবং তোমার
 অনাগমনে তোমার পত্নীরও নিদ্রা হয় নাই ।
 তোমাদের সেইদিনকার সেই উপবাস ও জাগরণ
 প্রভৃতি আচরণ দ্বারা মহাত্মা দেবদেব তুষ্ট হইয়াছেন ।
 তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই বরদ মহান্নুভব
 দেবদেব সমস্ত ভোগ্য বস্তুই দান করিতে প্রস্তুত
 আছেন । ৫৬—৫৭ ধীমান্ বীরভদ্র এই কথা কহিলে,
 পুরুস তখন সমগ্র প্রমথ, দেব ও অমৃত্য প্রাণিগণের
 সমক্ষে বিমানাগ্রে আরোহণ করিল । তখন বীরভদ্র

প্রাণিনামপি । তদা হৃদুভয়ো নেতুর্ভেদ্যত্বাণ্য-
নেকশঃ ॥ ৫৮ ॥ বীণাবেগুদঙ্গানি তন্তু চাগ্রে
গতানি চ । জগৎকর্ষপতয়ো ননুতুচ্চাপরোগাণাঃ ॥
৫৯ ॥ বিদ্যাধরগণাঃ সর্বে তুষ্ণবুঃ সিদ্ধচারণাঃ ।
চামরৈববীজ্যমানো হি চ্ছত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি ।
মহোৎসবেন মহতা আনীতো গন্ধমাদনম্ ॥ ৬০ ॥
শিবসান্নিধ্যমগমচ্চোহসৌ তেন কৰ্ম্মণা । শিব-
রাক্ষ্যপবাসেন পবং স্থানং সমাগমৎ ॥ ৬১ ॥ পুন্স-
সোহপি তথা প্রাপ্তঃ প্রসঙ্গেন সদাশিবম্ । কিং
পুনঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তাঃ শিবায় পরমাত্মনে ॥ ৬২ ॥ পুষ্পা-
দিকং ফলং গন্ধং তাম্বুলং ভক্ষ্যমুদ্রিমৎ । যে
প্রযচ্ছন্তি লোকেহশ্মিন্ কদ্রাস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥
চণ্ডেন বৈ পুন্সেন সকলং তন্তু চাভবৎ । প্রসঙ্গে-
নাপি তেনৈব কৃতং তচ্ছাল্লবুদ্দিনা ॥ ৬৪ ॥ ঋষয় উচুঃ ।
কিং ফলং তন্তু চোদ্দেশঃ কেন চৈব পুরা কৃতম্ ।
কস্মাদব্রতমিদং জাতং কৃতং কেন পুরা বিভো ॥ ৬৫ ॥
লোমশ উবাচ । যদা সৃষ্টং জগৎ সর্গং ব্রহ্মণা
পরমেষ্ঠিনা । কালচক্রং তদা জাতং পুরা রাশিসম-
বিতম্ ॥ ৬৬ ॥ দ্বাদশ রাশয়স্তত্র নক্ষত্রাণি তথৈব

হৃদুভি, ভেরী ও তুর্ধাধ্বনি ইহাতে লাগিল । বীণা,
বেগু ও মৃদঙ্গাদির মধুর শব্দ উখিত হইল । গন্ধর্ব্ব-
পতিগণ গান করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরো-
গণ নৃত্য করিতে লাগিল । বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও
চারুগণ সেই ব্যাধকে স্তব করিতে লাগিল । ব্যাধ
চামরসমূহে বীজ্যমান ও বিবিধ ছত্রে ভূষিত হইয়া
মহামহোৎসবে গন্ধুমানশৈলে আনীত হইল ।
৫৩ শিবরাত্রি দিনের উপবাসাদি কৰ্ম্ম দ্বারা শিব-
সান্নিধ্যরূপ পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল । প্রসঙ্গ-
ক্রমে সদাশিবকে অর্চনা করিয়া একটা পুন্সও
যখন তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল, তখন শ্রদ্ধার সহিত
পরমাত্মা শিবকে ঝাঁপরা পুষ্প, ফল, গন্ধ, তাম্বুল
ও বহুমূল্য ভক্ষ্যবস্ত্র প্রদান করেন, এ জগতে
তাঁহার নিশ্চিতই রুদ্র বৈ আর কিছুই নহেন ।
৫৪ নামক পুন্স অতি অল্পবুদ্ধি ছিল । সে প্রসঙ্গ-
ক্রমে যে শুভকৰ্ম্ম করিয়াছিল, তাহা তাহার সকল
হইয়াছিল । ঋষিগণ কহিলেন,—হে বিভো ! পুরা-
কালে কে কি উদ্দেশে কিরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষায়
কিজন এই ব্রত করিয়াছিল ? লোমশ কহিলেন,—
পরমেশ্বর ব্রহ্মা যখন এই জগৎ সৃজন করেন, তখন
রাশি-সমবিত কালচক্রও উৎপন্ন হইয়াছিল । রাশির

৫। সপ্তবিংশতিসংখ্যানি মুখ্যানি কার্যাসিদ্ধয়ে ॥
৬৭ ॥ এতিঃ সর্গঃ প্রচণ্ডঞ্চ রাশিভিক্রুডুভিস্থখা ।
কালচক্রাধিতঃ কালঃ ক্রীড়য়ন্ সৃজতে জগৎ ॥ ৬৮ ॥
আব্রহ্মস্তদ্বপর্ধ্যন্তং সৃজতাবতি হস্তি চ । নিবন্ধমস্তি
তেনৈব কালেনৈকেন ভো দ্বিজাঃ ॥ ৬৯ ॥ কালৌ
হি বলবান্ লোকে এক এব ন চাপরঃ । তস্মাৎ
কালান্বকঃ সর্গমিদং নাস্তাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭০ ॥ আদৌ
কালঃ কালনাচ লোকনায়কনায়কঃ । ততো লোকা
হি সজ্জাতাঃ সৃষ্টিশ্চ তদনন্তরম্ ॥ ৭১ ॥ সৃষ্টৌলবো
হি সজ্জাতো লবারু ক্ষণমেব চ । ক্ষণাচ্চ নিমিষঃ
জাতঃ প্রাণিনাং হি নিরন্তরম্ ॥ ৭২ ॥ নিমিষাণাঞ্চ
ষষ্ঠ্যা বৈ পল ইত্যভিধীয়তে । পঞ্চদশা অহোরাট্রে
পক্ষ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৩ ॥ পক্ষাভ্যাং মাস এব
শ্রাবাসা দ্বাদশ বৎসরঃ । তং কালং জাতুকামেন
কার্যং জ্ঞানং বিচক্ষণৈঃ ॥ ৭৪ ॥ প্রতিপদিনমীরতা
পৌর্ণমাস্তম্ভমেব চ । পক্ষঃ পূর্ণো হি যস্মাচ্চ
পূর্ণমেতাভিধীয়তে ॥ ৭৫ ॥ পূর্ণচন্দ্রমসী যা তু সা
পূর্ণা দেবতাপ্রিয়া । নষ্টশ্চ চন্দ্রো যস্তাং বা অমা সা

সংখ্যা দ্বাদশ ; নক্ষত্র সপ্তবিংশতিসংখ্যক । ইহারা
সকলে কার্যাসাধনের প্রধান সহায় । এই সমস্ত
রাশি-নক্ষত্রের সহিত কালচক্রাধিত কাল অবলীলা-
ক্রমে এই জগৎ সৃজন করেন । কালই এই
আব্রহ্ম স্তদ্বপর্ধ্যন্ত সমগ্র ভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও
বিনাশকর্তা । হে দ্বিজগণ ! লোকসকল সেই এক-
মাত্র কালেরই আয়ত্তীভূত । এ জগতে কালই এক-
মাত্র বলবান্ ; তদপেক্ষা প্রবল আর কেহই নাই ।
অতএব এই সমস্তই কালান্বক ; সন্দেহ নাই । কাল
কালনহেতু লোকনায়ক-নায়ক হয । কাল প্রথমে
বর্তমান ছিলেন । অনন্তর লোকসকলের উৎ-
পত্তি হয়, তদনন্তর সৃষ্টি প্রকৃতি ঘটে । ৫৭—৭১ ।
সৃষ্টির পর লব, লব ইহাতে ক্ষণ এবং ক্ষণ ইহাতে
প্রাণীদিগের নিরন্ত নিমিষ সৃষ্টি হয় । ষষ্টি নিমিষে এক
পল হইয়া থাকে । পঞ্চদশ অহোরাট্রে এক পক্ষ,
দুই পক্ষে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বৎসর ।
এই কালতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হইলে বিচক্ষণদিগের
জ্ঞানার্জন করা কর্তব্য । প্রতিপদ ইহাতে আরম্ভ
করিয়া পৌর্ণমাসী যাবৎ একটা পক্ষ পূর্ণ হয় । এই
জন্ত সেই পূর্ণা তিথি পূর্ণিমা নামে অভিহিত । পূর্ণ-
চন্দ্রমসী নাস্তী পূর্ণ তিথি দেবতাপ্রিয়া । যে তিথিতে
চন্দ্রদর্শন একেবারেই ঘটে না, তাহার নাম অমা-

কবিতা বুধেঃ ॥ ৭৬ ॥ অগ্নিষাক্তাদিপিতৃণাং প্রিয়াতীব
বভূবহ । ত্রিংশদিনানি হেতানি পুণ্যকালযুতানি
চ । তেষাং মধ্যে বিশেষো যন্তঃ শ্রীধ্বং দ্বিজো-
ত্তমাঃ ॥ ৭৭ ॥ যোগানাং বা বাতীপাত উডনাং
শ্রবণস্তথা । অমাবাস্তা তিথীনাঞ্চ পূর্ণিমা বৈ তথৈব
চ ॥ ৭৮ ॥ সংক্রান্তয়স্তথা জ্যেষ্ঠাঃ পবিত্রা দানকর্ষণা ।
তথাষ্টমী প্রিয়া শস্তোৰ্গণেশস্ত চতুর্থিকা ॥ ৭৯ ॥ পঞ্চমী
নাগরাজস্ত কুমারস্ত চ পীঠিকা । ভানোশ্চ সপ্তমী
জ্যেষ্ঠা নবমী চণ্ডিকা প্রিয়া ॥ ৮০ ॥ ব্রহ্মণো দশমী
জ্যেষ্ঠা রুদ্রশ্চৈকাদশী তথা । বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বাদশী চ
অশ্বকস্ত জ্যেষ্ঠাদশী ॥ ৮১ ॥ চতুর্দশী তথা শস্তোঃ
প্রিয়া নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ । নিশীথসংযুতা যা তু কৃষ্ণপক্ষে
চতুর্দশী । উপোম্যা সা তিথিঃ শ্রেষ্ঠা শিবসায়ুজা-
কারিণী ॥ ৮২ ॥ শিবরাত্রিতিথিঃ খ্যাতা সঙ্গপাপ-
প্রণাশিনী । অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥
৮৩ ॥ ব্রাহ্মণী বিধবা কাচিৎ পুরা হাসীচ্চ চঞ্চলা ।
স্বপচাভিরতা সা চ কামুকী কামহেতুতঃ ॥ ৮৪ ॥ তস্তাং
তস্ত সূতো জাতঃ স্বপচস্ত দুর্ভাগনঃ । দুঃসহো নাম
দুষ্টিয়া সর্বধর্মাবহিক্ততঃ ॥ ৮৫ ॥ মহাপাপপ্রমোদগাচ্চ

বস্তা । এই তিথি অগ্নিষাক্তাদি পিতৃগণের অতীব
প্রিয় । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! সর্বসমেত এই ত্রিংশটি
দিনই পুণ্যকালযুত । ইহাদের মধ্যে যে বিশেষ
আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন । যোগসমূহের
মধ্যে বাতীপাত, নক্ষত্র মধ্যে শ্রবণা, ত্রিবিদসমূহের
মধ্যে অমাবাস্তা ও পূর্ণিমা এবং সমস্ত সংক্রান্তিই
দানকর্ম্মে পবিত্র ও প্রশস্ত বলিয়া বিজ্ঞেয় । এই-
রূপে শম্বুর অষ্টমী, গণেশের চতুর্থী, নাগরাজের
পঞ্চমী, কুমারের সপ্তমী, ভানুর সপ্তমী, চণ্ডিকার নবমী,
ব্রহ্মার দশমী, রুদ্রের একাদশী, বিষ্ণুর দ্বাদশী, যমের
ত্রয়োদশী, এবং শম্বুর চতুর্দশী প্রিয়া তিথি । ইহাতে
আর সংশয়মাত্র নাই ; কৃষ্ণপক্ষের নিশীথকাল-
ব্যাপিনী চতুর্দশী শিব-সায়ুজ্যকারিণী, এই শ্রেষ্ঠ
তিথিতে উপবাস করা কর্তব্য । শিবরাত্রিনাম্নী
তিথি সর্বপাপহারিণী । এ সম্বন্ধে এক প্রাচীন
ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়া থাকে । পূর্বেকালে
কোন এক চঞ্চলস্বভাবা ব্রাহ্মণবিধবা ছিল । ঐ
কামুকী বিধবা কামহেতু এক চণ্ডালের প্রতি অমুরক্ত
হইয়াছিল । দুর্ভাগ্যচণ্ডালের সংসর্গে তাহার গর্ভে
এক পুত্র জন্মিয়াছিল । ঐ পুত্রের নাম দুঃসহ ;
দুঃসহ দুষ্টিস্বভাব ও সর্বধর্মাবহিক্ত হইতে বহিক্ত হইয়া
মহাপাপের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও প্রত্যহ পাপকার্য্যই

পাপমারভতে সদা । কিতবশ্চ সুরাপায়ী স্তেয়ী চ
গুরুতল্লগঃ ॥ ৮৬ ॥ যুগযুগে দুর্ভাগানো কস্মচণ্ডাল
এব সঃ । অধম্মিষ্টো হসদ্রক্তঃ কদাচিচ্চ শিবালয়ম্ ।
শিবরাত্র্যাঞ্চ সম্প্রাপ্তো হ্যবিতঃ শিবসন্নিধৌ ॥ ৮৭ ॥
শ্রবণঃ শৈবশাস্ত্রস্ত যদৃচ্ছাজাতমস্তিকে । শিবস্ত
লিঙ্গরূপস্ত স্বযম্ভুবো যদা তদা ॥ ৮৮ ॥ স
একত্রোবিতো দুষ্টিঃ শিবরাত্র্যাস্ত জাগরাৎ । তেন
কস্মবিপাকেন পুণ্যং যোনিমবাপ্তবান্ ॥ ৮৯ ॥ ভূত্বা
পুণ্যতমোল্লোকাভিষিক্তা শাস্তীঃ সমাঃ । চিত্রাঙ্গদস্ত
পুত্রোহভূত্বপালেশ্বরলক্ষণঃ ॥ ৯০ ॥ নাম্না বিচিত্র-
বীর্ঘোহসৌ সুভগঃ সুন্দরীপ্রিয়ঃ । রাজ্যং মহত্তরং
প্রাপ্য নিঃকল্লো হি মহানভূৎ ॥ ৯১ ॥ শিবভক্তিঃ
প্রকুর্মাণঃ শিবকস্মপরোহভবৎ । শৈবশাস্ত্রং পুর-
স্কৃত্য শিবপূজনতৎপরঃ । রাত্রৌ জাগরণং যত্নাৎ
করোতি শিবসন্নিধৌ ॥ ৯২ ॥ শিবস্ত গাথা গায়ন্ত
আনন্দাশ্রকণানুভূতঃ । প্রমুখঃ শৈব নেন্দ্রাভ্যাং

করিতে লাগিল । ক্রমে সে কিতব, সুরাপায়ী,
স্তেয়ী, গুরুতল্লগামী, যুগযুগীল, দুর্ভাগ্য, কস্মচণ্ডাল,
অধম্মিষ্ট, অসদ্রক্তিশালী হইয়া উঠিল । একদা
ঐ দুর্ভক্ত শিবরাত্রি দিনে কোন এক শিবমন্দিরে
উপনীত হইয়া সে রাত্রি সেই শিবসন্নিধানে বাস
করিল । নিকটে শিবশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছিল ।
যদৃচ্ছাক্রমে তাহার কণে তাহা প্রবেশ করিল ।
এইভাবে লিঙ্গরূপী স্বযম্ভু শিবের সমীপে সেই
দুর্ভক্তের এক রাত্রি অতিবাহিত হইল । সমস্ত
শিবরাত্রিতেই তাহার জাগরণ ঘটিল । সেই
জাগরণকপ কর্ম্মের বিপাকে অস্তে তাহার কোন
পুণ্যযোনি লাভ হইল । অনন্তর সে বহু বর্ষ বহুবিধ
ভোগসুখে অতিবাহিত করিয়া এবং পুণ্যতম লোক-
সমূহে বাস করিয়া চিত্রাঙ্গদের পুত্ররূপে সমস্ত ভূপাল-
দিগের অগ্রণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল । ৭২—৯০ ।
তাহার নাম হইল বিচিত্রবীর্ঘ । বিচিত্রবীর্ঘ দেখিতে
সুপুরুষ, সুন্দর ও সুন্দরীজনের প্রিয়তম । তিনি
মহত্তর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মহারাজপদে অভিষিক্ত
হইলেন । শিবে তাহার অচলা ভক্তি ; শিবার্চনে
তিনি সতত নিরত । বিচিত্রবীর্ঘ শিবশাস্ত্রকেই
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে শিবপূজায় তৎপর হইয়াছিলেন ।
তিনি যত্নপূর্বক শিবসমীপে রাত্রিজাগরণ করিতেন ।
শিবগাথা গান করিতে করিতে তাহার কলেবর
রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইত । তিনি নেত্রদ্বয় হইতে
আনন্দাশ্রকণা মোচন করিতেন । শিবের ধ্যানে

রোমকপুলকারতঃ ॥ ৯৩ ॥ আয়ুস্যাঞ্চ গতং তন্তু
শিবদ্যানপরশ্চ ॥ শিবো হি সুলভো লোকে
পশুনাং জ্ঞানিনামপি ॥ ৯৪ ॥ সংসেবিতুং সুখ-
প্রাপ্ত্য হ্যেক এব সদাশিবঃ ॥ শিবরাত্র্যপবাসেন
প্রাপ্তো জ্ঞানমনুত্তমম্ ॥ ৯৫ ॥ জ্ঞানাং সর্বমনুপ্রাপ্তং
ভূতসাম্যং নিরন্তরম্ ॥ সর্বভূতাত্মকং জ্ঞান-
কেবলঞ্চ সদাশিবম্ ॥ বিনা শিবেন যৎকিস্মিন্
বস্ত্রন ন কচিৎ ॥ ৯৬ ॥ এবং পূর্ণং নিম্প্রপঞ্চং জ্ঞানং
প্রাপ্তোহতিহর্লভম্ ॥ প্রাপ্তজ্ঞানস্তদা রাজা জাতো
হি শিববল্লভঃ ॥ ৯৭ ॥ মুক্তিং সাযুজাতাং প্রাপ্তঃ
শিবরাত্র্যে রূপোবধাৎ ॥ তেন লব্ধঃ শিবাজ্জন্ম পূবা
যৎকথিতং ময়া ॥ ৯৮ ॥ দাক্ষায়ণীবিয়োগচ্চ
জটাজুটেন বিস্তরাৎ ॥ য উৎপন্নো মস্তকচ্চ
শিবশ্চ পরমাত্মনঃ ॥ বীরভদ্রেতি বিখ্যাতো দক্ষ-
যজ্ঞবিনাশনঃ ॥ ৯৯ ॥ শিবরাত্রিরতেনৈব তারিতা
বহবঃ পুরা ॥ প্রাপ্তাঃ সিন্ধিঃ পুরা বিপ্রা ভরতাদাশ্চ
দেহিনঃ ॥ ১০০ ॥ মাক্ষাতা ধুকুমারিণ্চ হরিচন্দ্রাদয়ো

নিবিষ্ট থাকিতে থাকিতে তাঁহার আয়ুধান অতীত
হইল। বসন্তঃ পশুই হউক, বা জ্ঞানীই হউক,
শিব সকলেরই সুলভ। সুখপ্রাপ্তির জন্য সেবা
করিতে হইলে একমাত্র সদাশিবই সেবনীয়।
বিচিত্রবীৰ্য্য শিবরাত্রিতে উপবাস করিয়া উত্তম জ্ঞান
প্রাপ্ত হইলেন। সেই জ্ঞান হইতেই তাঁহার সতত
সর্বভূতমৈত্রী লাভ হইয়াছিল। তিনি একমাত্র সদা-
শিবকেই সর্বভূতাত্মক বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন।
শিব ব্যতীত কুতাপি কিছুই নাই। জগতে তিনি
ভিন্ন আর সমস্তই 'অসৎ'। এইরূপে সেই রাজা
সুহর্লভ নিম্প্রপঞ্চ পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পরে শিববল্লভ হইয়া-
ছিলেন। রাজা শিবরাত্র্যে উপবাস করিয়া-
ছিলেন বলিয়া অবশেষে শিবসায়ুজ্য মুক্তি লাভ
করেন। পূর্বে যে বলিয়াছি, চণ্ডালাগ্নজ জ্ঞানী
রাজা হইয়া জন্মিয়াছিলেন, সে জন্ম তাহার
শিব হইতেই লব্ধ হইয়াছিল। পুরাকালে দাক্ষা-
য়ণীর বিয়োগে পরমাত্মা শিবের মস্তকস্থ বিস্তৃত
জটাজুট হইতে দক্ষযজ্ঞবংশী বিখ্যাত বীরভদ্ররূপে
সেই ব্যাধের উৎপত্তি হইয়াছিল। শিবরাত্রির প্রসাদে
পূর্বে বহুলোক উদ্ধার পাইয়াছেন। হে বিপ্রগণ!
ভরতাদি বিখ্যাত নৃপগণ শিবরাত্রির ফলেই সিদ্ধি
লাভ করেন। এই পরম ব্রতের প্রভাবেই মাক্ষাতা,

নৃপাঃ। প্রাপ্তাঃ সিদ্ধিমনেনৈব ব্রতেন পরমেণ হি ॥
১০১ ॥ ততো গিরীশো গিরিজাসমেতঃ ক্রীড়া-
ষিতোহসৌ গিরিরাজমস্তকে। দাতং তথৈবাক্ষ-
যুতং পরেশো যুক্তো ভবাত্মা স ভৃশং চকার ॥ ১০২

ইতি শ্রীকান্দে শিবরাত্রির তমাহা স্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্ৰয়স্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ। রাজ্যং চকার কৈলাসে দেব-
দেবো জগৎপতিঃ। গণৈঃ সমেতো বহুভিবীরভদ্রা-
দিতো মহান ॥ ১ ॥ ঋষিভিঃ সহিতো রুদ্রো দেবৈ-
রিন্দ্রাদিভিঃ সহ। ব্রহ্মা যশ্চ স্ততিপরো বিষ্ণুঃ
প্রেমাবদাহিতঃ ॥ ২ ॥ ইন্দ্রো দেবগণৈঃ সাক্ষং সেবা-
ধর্ম্যপরোহভবৎ। যশ্চ চতুর্দশচন্দ্রো বায়ুচামর-
ধৃক্ তথা ॥ ৩ ॥ সুপারকর্তা সততং জাতবেদো
নিরন্তরম্। গন্ধর্বা গায়কা যশ্চ স্তাবকাশ্চ পিনা-
কিনঃ ॥ ৪ ॥ বিদ্যাধরাশ্চ বহুবস্তথা চাম্পরসাং
গণাঃ। ননৃতুচ্চাগ্রগা যশ্চ সোহসৌ কৈলাস-
পর্ষতে ॥ ৫ ॥ পুত্রৈর্গণেশশঙ্কদাদৈস্তথা গিরিজয়া

ধুকুমারি, ও হরিচন্দ্রাদি নরপতিগণ সিদ্ধিলাভ
করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই গিরিশ গিরিজার
সহিত ক্রীড়াষিত হইয়া গিরিরাজ-শিখরে উপবেশন-
পূর্বক অক্ষক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৯১—১০২।

ত্ৰয়াস্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩

চতুত্রিংশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—দেবদেব জগৎপতি রুদ্র—
বীরভদ্র ও অশ্বাশ্ব প্রমথগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ
ও ঋষিগণের সহিত কৈলাসশৈলে রাজ্য করিতে
লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার স্ততিগায়ক হইলেন।
বিষ্ণু ভৃত্যের আয় অবস্থান করিতে লাগিলেন
এবং ইন্দ্র দেবগণ সহ তদীয় সেবাধর্ম্যে নিরত
হইলেন। এইরূপে চন্দ্র চতুর্দারী, বায়ু চামরধারী,
জাতবেদা সুপারকর্তা, এবং গন্ধর্বগণ গায়ক ও
স্তাবক হইলেন। বিদ্যাধর ও অম্পরোগণ কৈলাসে
ভগবান্ মহাদেবের সমক্ষে নৃত্য করিতে লাগিলেন।
এইরূপে প্রিয়তম, গিরিজা এবং প্রতাপশালী
পুত্র গণেশ ও শঙ্কাদির সহিত শঙ্কর নিঃশঙ্কভাবে

সহ। রাজ্যং প্রভা পিতৃশ্চক্রেহশ্চক্রেহশ্চক্রমণেন চ ॥
 ৬ ॥ যেনাক্কো মহাদৈত্যঃ স দেবানামরির্মহান।
 হৃষ্টো বিকস্মিশ্লেণ গগনে স্থাপিতশ্চিরম্ ॥ ৭ ॥ হুয়া
 গজাসুরং যেন উৎকৃতা চক্ষু বৈ কৃতম্। চিরং
 প্রাবরণং দিব্যং তথা ত্রিপুরদীপনম্। বিষ্ণুনা
 পাল্যভূতেন রেজে সৰ্ব্বাঙ্গশুন্দরঃ ॥ ৮ ॥ তং দ্রষ্টু-
 কামো ভগবান্নারদো দিব্যদর্শনঃ। যযৌ চ পক্ষত-
 শ্ৰেষ্ঠং কৈলাসং চন্দ্রপাণ্ডুরম্ ॥ ৯ ॥ সুবয়া পরয়া
 চাপি সেবিতং পরমাদৃতম্। কর্পূরগোরবং তদা
 দৃষ্টো তং সুমহাবলম্। নারদো বিশ্বয়াবিষ্টো প্রবিষ্টো
 গন্ধমাদনম্ ॥ ১০ ॥ অনেকাশ্চর্যাসংযুক্তং তপনৈশ্চ
 সুশোভিতম্। গায়াধিধ্যধরীভিষ্চ পূরিতঞ্চ মহা-
 প্রভম্ ॥ ১১ ॥ কল্পক্রমাশ্চ বহবো লতাভিঃ পরি-
 বেষ্টিতাঃ। ঘনচ্ছায়াশ্চ তাশ্বেব বিশিষ্টাঃ কামধেনবঃ ॥
 ১২ ॥ পারিজাতবনামোদলম্পটো বহবোহলয়ঃ।
 কলহংসাশ্চ বহবঃ ক্রীড়মানাঃ সরঃসু চ ॥ ১৩ ॥
 শিখণ্ডিনো মহচ্চক্রস্তত্র কেকারবং মুদা। পঞ্চ-
 মালাপিনঃ সর্ষে বিহঙ্গাঃ সুষ্মদাষিতাঃ ॥ ১৪ ॥ করিণঃ

রাজ্যসুখ অমুভব করিতে লাগিলেন। যিনি
 সুরশক্র মহাদৈত্য্য হৃষ্ট অঙ্কককে শূলবিদ্ধ করিয়া
 চিরদিনের জন্ত গগনে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি
 গজাসুরকে বধ করিয়া তদীয় চক্ষু উৎকৃষ্টকনপূর্বক
 স্বয়ং চির প্রবরণ করিয়াছেন, ঋগ্বেদ প্রভাবে
 ত্রিপুর দগ্ধ হইয়াছে এবং যিনি প্রতিপাল্যস্থানীয়
 বিষ্ণুর সহিত সৰ্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে বিরাজ করেন,
 দিব্যদর্শন ভগবান্ নারদ তাঁহাকে দেখিবার জন্ত
 চন্দ্রবৎ পাণ্ডুরাত পক্ষতবর কৈলাসে গমন করিলেন।
 সেখানে গিয়া তিনি সেই পরম সুধাসেবিত
 পরমাদৃত কর্পূরবৎ গোরবণ সুমহাবল মহাদেবকে
 দেখিয়া বিশ্বয়াপন্ন হইলেন। অনন্তর নারদ গন্ধমাদন
 পক্ষতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—ঐ পক্ষত
 অনেক আশ্চর্য্যময়, সুবর্ণ-সমূহে সমুজ্জ্বল, গীতরতা
 বৈদ্যাধরীবৃন্দে পরিব্যাপ্ত ও মহাপ্রভ; সেখানে
 লতারাজি-বেষ্টিত বহুল কল্পক্রম বিরাজমান।
 ভীষ্মদেব ঘনচ্ছায়ায় কামধেনুগণ কৃতবিশ্রাম।
 পারিজাত-বনের আমোদ-লম্পট অলিকুলে
 সে গিরি সমাকুল। বহুল কলহংস তথাকার
 সরোবরসমূহে ক্রীড়ানীল। সেখানে যত
 শিখণ্ডী আছে, তাহারা ক্রীতিভরে সুন্দর
 কেকারব করিতেছে। মদমত্ত বিহঙ্গমেরা সতত
 পঞ্চমারে আলাপ করিতেছে; করিণীসহ করিগণ

করিণীভিষ্চ মোদমানাঃ সুবর্জসঃ। সিংহাস্ত
 গজ্জমানাঃ শার্দুলৈঃ সহ সঙ্গতাঃ ॥ ১৫ ॥ বৃষভ
 নন্দিমুখাশ্চ রেভমাণা নিরন্তরম্। দেবক্রমাশ্চ
 বহবস্তথা চন্দনবাটিকাঃ ॥ ১৬ ॥ নাগপুরাগবকুলাস্চ-
 ম্পকা নাগকেশরাঃ। তথা চ বনজম্বুশ্চ তথা
 কনককেতকাঃ ॥ ১৭ ॥ কহলরাঃ করবীরাস্চ কুমুদানি
 হনেকশঃ। মন্দারাস্চ বদরীশ্চ ক্রমুকাঃ পাটলাস্তথা ॥
 তথান্বে বহবো বৃক্ষাঃ শস্তোস্তোষকরা হুমী। ঐক-
 পদ্যেন দৃষ্টান্তে নানাক্রমলতাবিতাঃ। আরামা
 বহবস্তত্র দ্বিগুণাশ্চ বভূবিরে ॥ ১৯ ॥ গগনান্নিস্মৃতঃ
 সদো গঙ্গোঘঃ পরমাদৃতঃ। পতিতো মন্তকে
 তন্ত পক্ষতন্ত সুশোভিতে ॥ ২০ ॥ কূপো হি পয়সাং
 যেন পবিত্রং বভূভে জগৎ। সোহপি দ্বিধা তদা
 দৃষ্টো নারদেন মহাত্মনা ॥ ২১ ॥ সৰ্বং তদা দ্বিধাভূতং
 দৃষ্টং তেন মহাত্মনা। নারদেন তদা বিপ্রাঃ পরমেণ
 নিরীক্ষিতঃ ॥ ২২ ॥ এবং বিলোকমানোহসৌ নারদো
 ভগবানুযিঃ। হরিতেন তথা যাতঃ শিবালোকন-
 তৎপরঃ ॥ ২৩ ॥ বাবদ্ধারি হিতোহপশুন্নহদাশ্চর্য্যমেব
 চ। দ্বারপালো তদা দৃষ্টো কৃতকো বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২৪ ॥

ক্রীড়া করিতেছে; শার্দুলসহ সম্মিলিত হইয়া সিংহ
 সকল গজ্জন করিতেছে, নন্দিপ্রমুখ প্রমথগণ ও
 বৃষভগণ নিরন্তর মদভরে আশ্ফালন ও কূর্দন করি-
 তেছে; কত দেবক্রম, কত চন্দনবাটিকা, কত
 নাগ, পুরাগ, বকুল, চম্পক, নাগকেশর, বনজম্বু,
 কনককেতক, কহলার, করবীর, কুমুদ, মন্দার,
 বদরী, ক্রমুক, পাটল, এবং শস্তুর পরিতোষজনক
 আরও কত শত শত বৃক্ষ সেখানে শ্রেণীবদ্ধভাবে
 লক্ষিত হইতেছে; নানাবিধ ক্রমলতাচিত উপবন
 সকল তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। সেখানে পরমা-
 দৃত গঙ্গাপ্রবাহ গগন হইতে সদা নিঃসৃত হইয়া
 সেই সুশোভিত পক্ষতশিখরে নিম্পতিত হইতেছে।
 ঐ জগৎপাবন গঙ্গাজলরাশিকে মহাত্মা নারদ তথায়
 দ্বিধাভিন্নরূপে অবলোকন করিলেন। ১—২১।
 হে বিপ্রগণ সেই মহাত্মা নারদ দেখিলেন,—
 সেখানকার সমস্তই দ্বিধাভূতভাবে বিরাজিত,
 এইরূপে ভগবান্ নারদ-ঋগ্বেদ গন্ধমাদনের শোভা
 দেখিতে দেখিতে শিবসন্দর্শনার্থ সত্তর গমন কর-
 লেন। তিনি আসিয়া যেমন ঋগ্বেদে
 উপস্থিত হইলেন, অমনি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার
 দর্শন করিলেন; দেখিলেন,—বিশ্বকর্ম্মকৃত হুইজন
 ক্রতুম্ব দ্বারপাল তথায় দণ্ডায়মান। নারদ মোহিত

নারদো মোহিতো হাসীৎ পপ্রচ্ছ চ স তো তদা ।
অহং প্রবেষ্টমিচ্ছামি শিবদর্শনলালসঃ ॥ ২৫ ॥
তস্মাদবুজ্ঞা দাতব্যো দর্শনার্থং শিবস্ত চ । অশুশ্রুস্তো
তদা দৃষ্টা নারদো বিস্মিতোহভবৎ ॥ ২৬ ॥ জ্ঞানদৃষ্ট্যা
বিলোক্যাত্ত তুষ্ণীভূতোহভবদা । কৃত্রিমো হি চ
তো জ্ঞাত্য প্রবিষ্টো হি মহামনাঃ ॥ ২৭ ॥ তথাস্তে
তৎস্বরূপাশ্চ দৃষ্টাস্তেন মহামনা । ঋষিঃ প্রণমিতস্তৈশ্চ
নারদো ভগবান্মুদা ॥ ২৮ ॥ এবমাদীশ্তনেকানি
আশ্চর্যানি দদর্শ সঃ । দদর্শাত্ চ সুবাক্তং ত্রাদকং
গিরিজাষিতম্ ॥ ২৯ ॥ অর্দ্ধাসনগতা সাধবী শঙ্করস্ত
মহামনাঃ । তনয়া গিরিরাজস্ত যয়া ব্যাপ্তং
জগদ্রমম্ ॥ ৩০ ॥ গৌরী সিতেক্ষণা বালা তব্ধসী
চাক্রলোচনা । যয়া রূপী কৃতঃ শঙ্করপাদেয়ঃ কৃতো
মহান ॥ ৩১ ॥ নির্ধিকারো বিকারৈশ্চ বহুভির্বি-
কলীকৃতঃ । অর্দ্ধাঙ্গলগ্না সা দেবী দৃষ্টা তেন শিবস্ত
চ ॥ ৩২ ॥ নারদেন তথা শঙ্কুদৃষ্টদ্বিভুবনেশ্বরঃ ।
শুদ্ধচামীকরপ্রথাঃ সেব্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৩৩ ॥

হইয়াছিলেন, তাই তাহাদিগের নিকটই প্রণম
করিলেন । বলিলেন—আমি শিবসন্দর্শন করিবার
ইচ্ছায় প্রবেশ করিতেছি, অতএব শিব দর্শনার্থ
আমাকে তোমরা অনুমতি প্রদান কর । নার-
দের এই প্রক্ষে তাহারা কোন উত্তর করিল না,
দেখিয়া তিনি তখন বিস্মিত হইলেন । নারদ
অনন্তর জ্ঞাননেত্রে সমস্ত ব্যাপার জানিয়া তুষ্ণীভাব
অবলম্বন করিলেন । মহামনা নারদ সেই দুই
দ্বারপালকে কৃত্রিম বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, নিজে
নিজেই সেখানে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিলেন—তথায়
তত্তুল্য আরও অনেকে অবস্থিত আছেন । তাঁহারা
ভগবান্ নারদ ঋষিকে ত্রীতিভরে প্রণাম করিলেন ।
এইরূপ অনেকানেক আশ্চর্য্য ব্যাপার নারদ তথায়
দর্শন করিলেন । অনন্তর দেখিলেন—ব্যক্তমূর্তি
ত্রাদক গিরিজা সহ সেখানে বিরাজ করিতেছেন;
সাধবী গৌরী মহাত্মা শঙ্করের অর্দ্ধাসনে সমাসীন;
তিনি গিরিরাজের তনয়া; তিনিই এই
ত্রিজগৎ ব্যাপিয়া বিরাজমানা । তিনি চাক্রলোচনা
তত্ত্বগাত্রী ও প্রসন্নমনা; তিনিই মহাদেবকে রূপবান্
ও উপদেয় করিয়া লইয়াছেন । মহাদেব নির্ধিকার;
কিন্তু ঐ দেবী গিরিজাই তাঁহাকে বহু বিকারে
বিকলীকৃত করিয়াছেন । নারদ দেখিলেন,—দেবী
গৌরী শিবের অর্দ্ধাঙ্গ-সঙ্গিনী হইয়া অবস্থিত ।
অনন্তর নারদ দেখিলেন,—ত্রিভুবনেশ্বর শঙ্কু বিরাজ

শঙ্কেন ভোগিবর্ঘ্যেণ সেবিতং চাক্ষু পঙ্কজম্ ।
ধূতরাষ্ট্রেণ চ তথা তক্ষকেণ বিশেষতঃ । তথা পদ্মেন
মহতা শেবেণাপি বিশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥ অষ্টৈশ্চ নাগ-
বর্ঘ্যৈশ্চ সেবিতো হি নিরন্তরম্ । বাসুকিঃ কণ্ঠলগ্নো
হি হারভূতো মহাপ্রভঃ ॥ ৩৫ ॥ কদলাশ্বতরৌ নিতাং
কর্ণভূষণভূষিতৌ । জটামূলগতাশ্চাত্তে মহাকণিবরা
হুমী ॥ ৩৬ ॥ অনেকজাতিসংবীতা নানাবর্ণাশ্চ
পদ্মিনঃ । তক্ষকঃ কুলিকঃ শঙ্খো ধূতরাষ্ট্রো
মহাপ্রভঃ ॥ ৩৭ ॥ পদ্মো দন্তঃ সুদন্তশ্চ করালো ভীষণ-
স্তথা । এতে চাত্তে চ বহবো নাগাশ্চাশীবিবা হুমী ॥
অঙ্গভূতা হরশ্বাসন্ পূজ্যাস্তান্ত জগদ্রয়ে । কণৈকয়া
শোভমানাঃ কেচিদ্ধি পন্নগোত্তমাঃ ॥ ৩৮ ॥ কণানাং
দ্বিতয়ং কেষাং ত্রিতয়ং চ মহাপ্রভম্ । চতুঃ পঞ্চকং
ষট্ কং সাপ্তকঞ্চাষ্টকং তথা ॥ ৪০ ॥ নবকং দশকং
তথৈকাদশকং তথা । দ্বাদশকং চাষ্টাদশকমেকো-
বিংশকং তথা ॥ ৪১ ॥ চত্বারিংশকণাঃ কেচপি
পঞ্চাশৎকঞ্চ ষট্ঠিকম্ । সপ্ততিশ্চাপ্যনীতিশ্চ
নবতিশ্চ তথৈব চ ॥ ৪২ ॥ তথা শতসহস্রাণি হযুত-
প্রযুতানি চ । অর্কবুদানি চ রত্নানি তথা শঙ্খমিতানি
চ ॥ ৪৩ ॥ অনন্তাশ্চ কণা যেষাং তে সর্পাঃ শিব-
ভূষণাঃ । দৃষ্টাস্তদানীং তে সর্কে নারদেন মহামনা ॥

করিতেছেন । তাঁহার দেহপ্রভা শুদ্ধ চামীকরসদৃশ;
সুরাসুরগণ তদীয় সেবাকার্য্যে নিরত । সর্পরাজ
শঙ্খ তাঁহার অঙ্ঘ্রিপঙ্কজ সেবা করিতেছেন ।
এইরূপে ধূতরাষ্ট্র, তক্ষক, মহাপদ্ম, অনন্ত ও অন্তান্ত
নাগশ্রেষ্ঠগণও বিশেষভাবে তাঁহার সেবাকার্য্যে নির-
ন্তর নিরত । মহাপ্রভ বাসুকি তদীয় কণ্ঠলগ্ন হইয়া
হারস্বরূপে বিরাজমান । ২২—৩৫। কদল এবং অশ্বতর
নামক নাগদ্বয় নিত্য তাঁহার কর্ণভূষণরূপে দেদীপ্য-
মান । অন্তান্ত বহু মহাসর্প তদীয় জটামূলে
অবস্থিত । তক্ষক, কুলীরক, শঙ্খ, ধূতরাষ্ট্র, পদ্ম,
দন্ত, সুদন্ত, করাল ও ভীষণ নামক অনেকজাতীয়
নানাবর্ণ-বিশিষ্ট, পদ্মচিহ্নিত আশীবিধ নাগগণ সেই
ত্রিজগৎপূজ্য হরের অঙ্গভূত হইয়া বিরাজ করি-
তেছে । তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এককণা-
বিশিষ্ট, কেহ কেহ দ্বিকণ, কেহ ত্রিকণ এবং কেহ
কেহ চতুঃ, পঞ্চ, ষট্, সপ্ত, অষ্ট, নব, দশ,
একাদশ, দ্বাদশ, ত্রাদশ, উনবিংশতি, চত্বারিংশৎ,
পঞ্চাশৎ, সপ্ততি, অনীতি, নবতি, শত, সহস্র, অযুত
অযুত, অর্কবুদ বা শঙ্খপরিমিত কণা-বিশিষ্ট । তাহাদের
কণা অনন্ত সেই সকল সর্প শিবের ভূষণস্বরূপ ।

৪৪ ॥ বিদ্যাবস্তোহপি তে সর্বে ভোগিনোহপি
সুশোভিতাঃ । হারভূষণভূতাস্তে মণিমস্তোহমিত-
প্রভাঃ ॥ ৪৫ ॥ অর্কচন্দ্রাঙ্কিতো যস্তা কপর্দমুখ-
সুন্দরঃ । চক্ষুবা চ তৃতীয়েন ভালস্তেন বিরাজিতঃ ॥
৪৬ ॥ পঞ্চবক্রো মহাদেবো বার্জভির্দশভির্নৃতঃ ।
তথা মরকতশ্চামককবোহতীবসুন্দরম্ ॥ ৪৭ ॥
উরো যস্ত বিশালঞ্চ তথোরুজঘনং পরম্ । চরণদ্বয়ঞ্চ
রুদ্রস্ত শোভিতং পরমং মহৎ ॥ ৪৮ ॥ তদৃষ্টে চর-
ণারবিন্দমতুলং তেজোময়ং সুন্দরং সঙ্ঘ্যারাগসুমঙ্গ-
লঞ্চ পরমং তাপাপনুভিকরম্ । তেজোরশিকরং
পরাংপরমিদং লাবণ্যলীলাম্পদং সর্বেষাং সুখরসিক-
কারণপরং শস্ত্রোঃ পদং পাবনম্ ॥ ৪৯ ॥ তথৈব
দৃষ্টা পরমং পরাণাং পরা সতী রূপবতী চ সুন্দরী ।
সৌভাগ্যলাবণ্যমহাবিভূত্যা বিরাজমানা হৃতিসুন্দরী
ভূতা ॥ ৫০ ॥ দৃষ্ট্বা তৌ দম্পতৌ শুক্লৌ বাজমানৌ
জগদ্রয়ে । অভিন্নৌ ভেদমাপনৌ নির্গুণৌ গুণিনৌ চ
তৌ ॥ ৫১ ॥ সাকারৌ চ নিরাকারৌ নিরাতকৌ সুখ-

মহাত্মা নারদ তৎকালে সেই সকল সর্প অবলোকন
করিলেন । ঐ সর্পগণ সকলেই, বিদ্বান, সুশোভন,
অমিতপ্রভ ও মণিমণ্ডিত হইয়া শঙ্করের হারভূষণ-
রূপে দেদীপ্যমান । ষাঁহার অর্কচন্দ্রাঙ্কিত জটাজুট
অতি সুন্দর, যিনি ললাটস্থ তৃতীয় নয়নে বিরাজমান,
যাঁহার বদন পঞ্চসংখ্যক, যিনি দশ বাহু-পারিত
দেবাধিদেব মহাদেব, যাঁহার কঙ্কর মরকতবৎ শ্চাম-
বর্ণ, বক্ষঃস্থল সুন্দর, উরু সুবিশাল, জঘন ও চরণ-
যুগল অতি সুন্দর ; সেই দেবদেবের তেজঃপুঞ্জময়
নিরূপম চরণারবিন্দ—নারদ দর্শন করিতে পাইলেন ।
তিনি দেখিলেন,—সেই চরণপদ্ম সঙ্ঘ্যারাগের স্তায়
সমুজ্জল, সুমঙ্গল, পরমোত্তম ও নিখিল পাপতাপের
অপনোদনকর । শম্বুর সেই পবিত্র পদ তেজঃ-
পুঞ্জের উদ্ভাবক, পরাংপর, লাবণ্যলীলার সম্পদ
এবং সুখসমৃদ্ধির বুদ্ধিকর । অনন্তর পরাংপরা
রূপবতী সুন্দরী গৌরী নারদের দৃষ্টিগোচর
হইলেন । নারদ দেখিলেন—শিবসৌমন্তিনী সতী
সৌভাগ্য ও লাবণ্যরূপ মহাবিভূতি দ্বারা পরম
শোভায় সুশোভিত হইতেছেন । সেই ত্রিজ-
গতের ভূষণভূত পরম পুত্র, দেবদম্পতিকে
দেখিয়া ভগবৎপ্রিয় নারদ তাঁহাদিগকে ক্রীতিভরে
বন্দনা করিলেন । সেই দম্পতি অভিন্ন হইয়াও
ভিন্ন ভাবাপন্ন, নিগুণ হইয়াও সঙ্গুণ, সাকার হইয়াও

প্রদৌ । ববন্দে চ মুদা তৌ স নারদৌ ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
উখায়োখায় চ তদা তুষ্ঠাব জগদীশ্বরৌ ॥ ৫২ ॥
নারদ উবাচ । নতোহস্ম্যহং দেববরৌ যুবার্ভাং
পরাংপরভাং কলয়া তথাপি । দৃষ্টৌ ময়া দম্পতী
রাজমানৌ যৌ বীজভূতৌ সচরাচরস্ম্য ॥ ৫৩ ॥
পিতরৌ সর্বলোকস্ম্য জ্ঞাতৌ চাঈদ্যেব তদ্বতঃ । ময়া
নাস্ত্যত্র সন্দেহো ভবতোঃ রূপরা তথা ॥ ৫৪ ॥ এবং
স্মৃতৌ তদা তেন নারদেন মহাত্মনা । তুতোষ ভগ-
বাক্ষম্ভুঃ পার্শ্বতা সহিতস্তদা ॥ ৫৫ ॥ মহাদেব
উবাচ । সুপেন স্থীয়তে ব্রহ্মন্ কিং কার্য্যং করবাণি
তে । তক্ষুহা বচনং শস্ত্রোর্নারদৌ বাক্যমব্রবীৎ ॥
৫৬ ॥ দর্শনং জ্ঞাতমঈদ্যেব তেন তুষ্ঠৌহস্ম্যহং
বিভৌ । দর্শনাং সর্বমেবাদ্য শস্ত্রো মম ন সংশয়ঃ ॥
৫৭ ॥ ক্রৌড়নার্গ্যমহায়াঃ কৈলাসং পরিতোত্তমম্ ।
হৃদিস্তো হি সদা নুণামাশ্রিতৌ ভগবন প্রভৌ ॥ ৫৮ ॥
তথাপি দর্শনং ভাবাং সততং প্রাণিনামিহ ॥ ৫৯ ॥
গিরিজোবাচ । কা ক্রৌড়া হি ত্বয়া ভাবা বদ শীঘ্রং

নিরাকার এবং নিরাতক হইয়াও সুখবিধায়ক ।
নারদ বারম্বার উখিত হইয়া সেই জগদীশ্বর ও
জগদীশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন । নারদ
কহিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ দেবদম্পতি ! আপনারা পরাং-
পর নিরাকার হইয়াও অশতঃ সাকারভাবে বিরাজ
করত মদীয় নয়নপথে নিপাতিত হইয়াছেন ; আপ-
নারাই এই চরাচরের বীজস্বরূপ ; আপনাদিগকে
আমি নমস্কার করি । আপনারাই যে এই নিখিল
জগতের বীজভূত পিতামাতা, এ তত্ত্ব আমার
অদ্য যথাযথরূপেই বিদিত হইল । আপনাদের
রূপাবলেই আমার এ জ্ঞান জন্মিল, সন্দেহ নাই ।
মহাত্মা নারদ এইরূপে স্তব করিলে পার্শ্বতী সহ ভগ-
বান্ শঙ্কর পরিতুষ্ট হইলেন । ৩৬—৫৫ । তখন মহাদেব
কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আপনি সুখে আছেন তো ?
বলুন আপনার কোন্ কার্য্য করিব ? শম্বুর বাক্য
শুনিয়া নারদ কহিলেন,—হে বিভৌ ! অদ্য যে
আপনার দর্শন লাভ ঘটিল, ইহাতেই আমি পরিতুষ্ট,
হে শস্ত্রো ! আপনার দর্শনে অদ্য আমার সমস্তই
লব্ধ হইল ; সন্দেহ নাই । আমি ক্রৌড়া নিমিত্তই
অদ্য এই শৈলশ্রেষ্ঠ কৈলাসে আগমন করিয়াছি ।
হে প্রভৌ ! হে ভগবন্ ! আপনি সর্বদাই নর-
গণের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন ; তথাচ
আপনার সাক্ষাৎকার লাভ প্রাণিগণের পক্ষে অবশ্য
কর্তব্য । গিরিজা কহিলেন,—মুনে ! আপনি

মমাগ্রতঃ। তন্ত্ৰান্তদ্বচনং শ্রুত্বা উবাচ প্রহসন্নিব।
৬০ ॥ দ্যুতক্রীড়া মহাদেবি দৃষ্টতে বিবিধাত্ম চ।
তবেদ্বাত্ম্যাক্ষ দ্যুতে হিরমণাক্ষ মহৎ সুখম্ ॥ ৬১ ॥
ইত্যেবমুক্তোপরতঃ সতী ভূশনুবাচ বাক্যং কুপিতা
ঋষিঃ প্রতি। কথং বিজানাসি পরং প্রসিদ্ধং দ্যুতক
ছষ্টোদরকং মনস্বিনাম্ ॥ ৬২ ॥ ইং ব্রহ্মপুত্রোহসি
মুনির্মনীষিণাং শাস্তা হি বাক্যং বিবিধৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ।
চরিয়ামাগো ভুবনত্রয়ে সদা ন হি হৃদন্তো হপরো
মনস্বী ॥ ৬৩ ॥ এবমুক্তস্তদা দেবা নারদো দেব-
দর্শনঃ। উবাচ বাক্যং প্রহসন্ গিরিজা শিব-
সন্নিধৌ ॥ ৬৪ ॥ নারদ উবাচ। দ্যুতং ন জানামি
ন চাশ্রয়ামি হৃৎ তপস্বী শিবকিঙ্করশ্চ। কথঞ্চ মাং
পৃচ্ছসি রাজকন্তকে যোগীশ্বরানাং পরমং পবিত্রে ॥
৬৫ ॥ নিশম্য বাক্যং গিরিজা সতী তদা ভূবাচ
বাক্যঞ্চ বিহৃষ্ট তং প্রতি। জানাসি সন্ধঞ্চ বটোহৃদ্য
পশু মে দ্যুতং মহেশেন কেরোমি তেহগ্রতঃ ॥ ৬৬ ॥
ইত্যেবমুক্তা গিরিরাজকন্তকা জগাহ চাক্ষান ভুব-

কিরূপ ক্রীড়া করিবার পক্ষপাতী, তাহা সহর
আমার নিকট বলুন। তাহার বাক্য শুনিয়া নারদ
হাসিয়া বলিলেন,—মহাদেবি। জগতে বিবিধ
দ্যুত ক্রীড়াই দেখা যায়। ছই ব্যক্তি দ্যুতক্রীড়ায়
প্রবৃত্ত হইলে রমণ অপেক্ষাও মহাসুখ হইয়া
থাকে। নারদ মুনি এই কথা কহিয়া বিরত
হইলে সতী পার্শ্বতী ঋষির প্রতি কুপিতা হইয়া
কহিলেন,—কিরূপে আপনি দ্যুতকেই প্রসিদ্ধ ক্রীড়া
বলিয়া জানিলেন? মনস্বীরা উহাকে ছরোদর
বলিয়াই জানেন! আপনি ব্রহ্মার পুত্র মুনিবর;
এই ত্রিভুবনের সর্বত্র বিচরণ করিয়া আপনি বিবিধ
প্রশস্ত বাক্যবিন্যাসে মনীষিগণকেও শিক্ষা দিয়া
থাকেন। আপনা অপেক্ষা প্রধান মনস্বী ব্যক্তি
অপর কে আছেন? দেবী এই কথা কহিলে,
দেবদর্শন নারদ হস্তপূর্বক শিবসমীপে গিরিজাকে
বলিলেন,—আমি তপস্বী—শিবকিঙ্কর; দ্যুত কি,
তাহা আমি জানিনা; তাহা কখন আশ্রয়ও করি না।
হে গিরিরাজকন্তে! হে যোগীশ্বরগণের পরম
পবিত্রে! আমাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে-
ছেন কেন? সতী গিরিজা সেই বাক্য শ্রবণ
করিয়া হস্তপূর্বক নারদের প্রতি বলিলেন,—হে
বটো! তুমি সকলই জান; আমি তোমার সমক্ষে
মহেশসহ দ্যুত ক্রীড়া করি। তুমি অদ্য এখানে

নৈকসুন্দরী। ক্রীড়াং চকারাথ মহর্ষিসাক্ষ্যকে
তত্রাস্থিতা সা হি ভবেন সংযুতা ॥ ৬৭ ॥ তৌ দম্পতী
ক্রীড়য়া সজ্জমানৌ দৃষ্টৌ তদা ঋষিণা নারদেন।
সবিস্ময়োৎফুল্লমনা মনস্বী বিলোকমানোহতিতরাং
ভূতোব ॥ ৬৮ ॥ সখীজনেন সংবীতা তদা দ্যুতপরা
সতী। শিবেন সহ সঙ্গমা ছলদ্যাত্মকায়ং ॥ ৬৯ ॥
স পণঞ্চ তদা চক্রে ছলেন মহতা বৃতঃ। জিতা
ভবানী চ তদা শিবেন প্রহসন্নিব ॥ ৭০ ॥ নার-
দোহস্তাঃ শিবেনাথ উপহাসকরোহভবৎ। নিশম্য
হারিতং দ্যুতমুপহাসং নিশম্য চ ॥ ৭১ ॥ নারদস্ত
ছক্রেচ্ছক্রে কুপিতা পার্শ্বতী ভূশম্। উবাচ হরিতা
চৈব দত্তা চৈবাক্ষচন্দ্রকম্ ॥ ৭২ ॥ তথা শিরোমণী
চৈব তরলে চ মনোহরে। মুগং সুশোভনকৈব তথা
কুপিতসুন্দরম্। দৃষ্টং হরেণ চ পুনঃ পুনর্দ্যাত্মকা-
রবৎ ॥ ৭৩ ॥ তথা গিরিজয়া প্রোক্তঃ শঙ্করো লোক-
শঙ্করঃ। হারিতঞ্চ ময়া দত্তং পণ এব চ নান্তথা ॥

তাহা দর্শন কর। এই কথা কহিয়া ভুবনৈকসুন্দরী
গিরিরাজকন্তা অক্ষ গ্রহণপূর্বক তথায় ভবসহ
একযোগে মহর্ষিসমক্ষে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।
সেই দেবদম্পতি ক্রীড়ায় আসক্ত হইলে নারদ
ঋষি তাহাদিগের সেই ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন।
বিস্ময়ে তাঁহার অন্তর উৎফুল্ল হইল। মনস্বী নারদ
সেই ক্রীড়াব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয়
পরিতুষ্ট হইলেন। সতী তখন সখীজনসঙ্গিনী হইয়া
দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিবসহ সঙ্গত
হইয়া ছলক্রমে দ্যুত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।
এ দিকে শিবও বিপুল ছলে ক্রীড়াব্যাপারে পণ
ধরিলেন। অনন্তর তিনি হাসিতে হাসিতে ভবানীকে
পরাজয় করিলেন। ৫৬—৭০। শিবসহ একযোগে
নারদও সে উপহাসে যোগ দান করিলেন।
পার্শ্বতী দ্যুতে হারিয়াছেন, শিব উপহাস করিতে-
ছেন এবং তৎসহ নারদও উপহাস কথা কহিতেছেন,
এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পার্শ্বতী অতিকুপিতা
হইলেন এবং সহর নারদকে অর্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া
বলিতে লাগিলেন। সে কালে তাঁহার মনোহর
শিরোমণি চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুন্দর মুখখানি
কোপভরে আরও সুন্দর শোভা ধারণ করিল।
হর, গোবরী সেই মুখ দেখিয়া পুনঃপুন দ্যুত
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর গিরিজা লোক-
শঙ্কর শঙ্করকে কহিলেন, আমি দ্যুতে হারিয়াছি;
পণ প্রদান করিয়াছি। হে শঙ্কো! তুমি এক্ষণে

৭৪ ॥ ক্রিয়তে চ জয়া শস্তো কঃ পণো হি তদ্ব্য-
তাম্ । ততঃ প্রহস্ত চোবাচ পার্শ্বতীক ত্রিলোচনঃ ॥
৭৫ ॥ ময়া পণোহং ক্রিয়তে ভবানি হৃদয়মেতচ্চ
বিভূষণং মহৎ । সা চন্দ্রলেখা হি মহান্ হি হারস্তথৈব
কর্ণোৎপলভূষণদ্বয়ম্ ॥ ৭৬ ॥ ইদমেব জয়া তথি মাং
জিহ্বা গৃহ্যতাং সুখম্ । ততঃ প্রবর্তিতং দ্যুত শঙ্ক-
রেণ সইব চ ॥ ৭৭ ॥ এবং বিক্রীডমানো ভাবক-
বিদ্যাভিশারদো । তদা জিতৌ ভবাত্মাথ শঙ্করো
বহুভূষণঃ ॥ ৭৮ ॥ প্রহস্ত গৌরী প্রোবাচ শঙ্করঃ
হৃদিসুন্দরী । হারিতক পণং দেহি মম চান্দোব
শঙ্কর ॥ ৭৯ ॥ তদা মহেশঃ প্রহসন্ সত্যং বাকা-
ম্বাচ হ । ন জিতোহং জয়া তথি তদ্বতো হি
বিমুক্ততাম্ ॥ ৮০ ॥ অজেয়োহং প্রাণিনাং সর্বথৈব
তস্মান্ন বাচ্যঃ তু বচো হি সাধি । দ্যুতং কুরুষাদ্য
যথেষ্টমেব জেয্যামি চাক্ষু পুনঃ প্রপশু ॥ ৮১ ॥
তদা দ্বিকাহ স্বপতিঃ মহেশঃ ময়া জিতোহস্তদ্য ন
বিস্ময়োহত্ । এবমুক্তা তদা শম্ভুঃ করে গৃহ্য
বরাননা । জিতোহসি হ ন সন্দেহঃ ন জানাসি

কিরূপ পণ ধরিবে, তাহা বল । অনন্তর ত্রিলোচন
হাস্ত করিয়া পার্শ্বতীকে কহিলেন,—অগ্নি ভবানি ।
আমি তোমার নিমিত্ত এই মহাভূষণ পণস্বরূপে ধরি-
লাম । এই প্রসিদ্ধ চন্দ্রলেখা, এই মহাহার এবং
এই দুই কর্ণোৎপল ভূষণ—আমি এই সকল পণ-
স্বরূপ ধরিলাম, হে তথি ! তুমি আমাকে জয়
করিয়া এই সমস্ত ভূষণ স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর । এই
কথার পর পুনরায় হরপার্বতীর দ্যুতক্রীড়া আরম্ভ
হইল । তাঁহার উভয়েই অক্ষবিদ্যায় পরমপণ্ডিত,
সুতরাং সেই ক্রীড়া ঐরূপে অতি দক্ষতার সহিতই
চলিতে লাগিল । তখন ভবানী বহুভূষণ শঙ্করকে
জয় করিলেন । এইবার সুন্দরী গৌরী হাস্তপূর্বক
শঙ্করকে কহিলেন,—হে শঙ্কর । আমি তোমায়
খেলায় পরাস্ত করিয়াছি ; অতএব পূর্ষনির্দিষ্ট পণ
একপে দান কর । তখন মহেশ হাস্ত করিয়া
কহিলেন,—অগ্নি তথি ! তবুতঃ বিচার করিয়া দেখ,
আমি তোমার কাছে হারি নাই । হে সাধি !
এই কিছুবনে সকল প্রাণীরই আমি সর্বথা অজেয় ;
অতএব ঐ প্রকার বাক্য তুমি আর বলিও না ।
তুমি পুনরায় দ্যুতকার্যে প্রবৃত্ত হও ; দেখিবে—
আমিই তোমায় পরাজয় করিয়াছি । তখন অদিকা
বীর পুত্র মহেশকে বলিলেন—আমি যে আপনাকে
সহ্য করিয়াছি, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই

শঙ্কর ॥ ৮২ ॥ এবং প্রহস্ত কচিরং গিরিজা তু
শম্ভুঃ সা প্রেক্ষা নশ্ববচসা স তয়াতিভূতঃ । দেহীতি
মে সকলমঙ্গলমঙ্গলেশ যদ্ধারিতং স্মররিপো বচসাঙ্ক-
মোদিতম্ ॥ ৮৩ ॥ শিব উবাচ । অজেয়োহং
বিশালাক্ষি তব নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ । অহঙ্কারেণ যৎ
প্রোক্তং তদ্বতস্তদ্বিমুক্ততাম্ ॥ ৮৪ ॥ তস্ত তদ্বচনং
শ্রুত্বা প্রোবাচ চ বিহস্ত সা । অজেয়ো হি মহা-
দেবঃ সর্বেষামপি বৈ প্রভো ॥ ৮৫ ॥ ময়ৈকয়া
জিতোহসি হং দ্যুতেন বিমলেন হি । ন জানাসি চ
কিঞ্চিচ্চ কার্য্যাকার্য্যং বিবক্ষিতম্ ॥ ৮৬ ॥ এবং
বিবদমানো তো দম্পতী পরমেশ্বরৌ । নারদঃ
প্রহসন্ বাক্যম্বাচ ঋষিসত্তমঃ ॥ ৮৭ ॥ নারদ উবাচ ।
আকর্ণযাকর্ণবিশালনেত্রে বাক্যং তদেকং জগদেক-
মঙ্গলম্ । অসৌ মহাভাগ্যবতাং বরেণ্যস্তয়া জিতঃ
কিঃ চ মুশা ববৌষি ॥ ৮৮ ॥ অজিতো হি মহাদেবো
দেবানাং পরমো গুরুঃ । অরূপোহং সুরূপোহং

নাই । এই বলিয়া বরাননা গৌরী শঙ্করকে
করে ধরিয়া কহিলেন,—হে শঙ্কর ! তুমি জান না,
তুমিই আমার কাছে জিত হইয়াছ, সন্দেহ নাই ।
এইরূপে গিরিজা শম্ভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
মধুর হাস্ত সহকারে নশ্ববাক্যে তাঁহাকে অভিভূত
করিলেন এবং বলিলেন,—হে সকল মঙ্গল-মঙ্গল !
স্মররিপো ! তুমি বাক্য দ্বারা অনুমোদনপূর্বক
আমার যাহা ধারিতেছ, তাহা আমায় অর্পণ কর ।
শিব কহিলেন,—অগ্নি বিশালাক্ষি ! আমি তোমার
অজেয় ; সন্দেহ নাই । তুমি অহঙ্কার সহকারে
যাহা বলিতেছ, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখ ।
তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া পার্শ্বতী বিস্ময়সহকারে
হাস্তপূর্বক বলিলেন,—হে প্রভো ! মহাদেব সকলে-
রই অজেয়, এ কথা সত্য । এ দিকে একমাত্র
আমিই যে তোমার বিপদ দ্যুতক্রীড়ায় জয় করি-
য়াছি, তাহাও মিথ্যা নহে । যাহা হউক, আমি
আর এ সম্বন্ধে বিবক্ষিত কার্য্যাকার্য্য কিছুই জানি
না । ৭১—৮৬ । এইরূপে সেই পরমেশ দেবদম্পতি
বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঋষিবর নারদ হাস্ত-
পূর্বক বলিলেন,—হে দেবি আকর্ণবিশালনেত্রে ।
আমার একটি জগন্মঙ্গল বাক্য শ্রবণ করুন । এই
দেব শঙ্কর মহাভাগ্যশালীদিগের বরেণ্য ; আপনি
ইহাকে জয় করিয়াছেন, এরূপ মিথ্যাবাক্য বলিতে-
ছেন কেন ? মহাদেবকে আপনি জয় করিতে
পারেন নাই । তিনি দেবগণেরও পরম গুরু ;

রূপাতীতোহমুচ্যতে ॥ ৮৯ ॥ এক এব পরং জ্যোতি-
স্তেষামপি চ মনঃ । ত্রৈলোক্যনাথো বিশ্বাত্মা
শঙ্করো লোকশঙ্করঃ ॥ ৯০ ॥ কথং হুয়া জিতো
দেবি হুজ্যেয়ো ভুবনত্রয়ে । শিবমেতং ন জানাসি
স্বীভাবাচ্চ বরাননে ॥ ৯১ ॥ নারদেনৈবযুক্তা সা
কুপিতা পার্বতী তৃশম্ । বতাবে মৎসরগ্রস্তা সাক্ষেপং
বচনং সতী ॥ ৯২ ॥ পার্বত্যাচ । চাপল্যাচ্চ ন
বক্তব্যং ব্রহ্মপুত্র নমোহস্ত তে । তব ভীতান্মি ভদ্রং
তে দেবর্ষে মৌনমাবহ ॥ ৯৩ ॥ কথং শিবো হি
দেবর্ষ উক্তোহতো হি হুয়া বহ । মৎপ্রসাদাচ্ছিবো
জাত ঈশরো যো হি পঠাতে ॥ ৯৪ ॥ ময়া লক-
প্রতিষ্ঠোহয়ং জাতো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৫ ॥ এবং
বহবিধং শ্রুত্বা নারদো মৌনমাশ্রয়ৎ । উপস্থিতক
তদৃষ্টা ভৃঙ্গী বাক্যমথাত্রবীৎ ॥ ৯৬ ॥ ভৃঙ্গ্যাচ ।
হুয়া বহ ন বক্তব্যং পুনরেব চ ভামিনি । অজ্যেয়ো
নির্জিকারো হি স্বামী মম সুমধ্যমে ॥ ৯৭ ॥ স্বীভাব-
যুক্তাসি বরাননে হুং দেবং ন জানাসি পরং

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ইনি অরূপ, সুকপ এবং
রূপাতীত । ইনি একমাত্র পরম জ্যোতিঃ এবং
দেবগণের যে তেজঃসমষ্টি, তাহাও ইনি । ইনিই
ত্রৈলোক্যনাথ, বিশ্বাত্মা, লোকশঙ্কর শঙ্কর ।
হে দেবি ! ইনি ত্রিভুবনের অজ্যেব, ইহাকে আপনি
জয় করিলেন কিরূপে ? হে বরাননে ! আপনি
স্বীহ বশতঃ এই শিবকে সম্যক্ জানিতে পারিতে-
ছেন না । নারদ এই কথা কহিলে, সতী পার্বতী
অতি কুপিতা হইলেন এবং মাৎসর্যাবশে সাক্ষেপে
বলিলেন,—হে ব্রহ্মপুত্র ! আপনাকে নমস্কার ;
কিন্তু আপনি চাপল্যবশে কোন কিছুই বলি-
বেন না । আমি আপনার কথায় বড়ই ভয় পাই-
তেছি ; অতএব হে দেবর্ষে ! আপনি মৌনাবলম্বী
হউন । স্বর্ষে ! শিবকে আপনি এত মাতাশ্র-
শালী বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন কেন ? যাহাকে
আপনি ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেই
শিব তো আমারই প্রসাদে প্রাহৃত্ত হইয়াছেন ।
ইনি আমারই প্রসাদে লকপ্রতিষ্ঠ, সংশয় নাই ।
নারদ এইরূপ বহবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌনাব-
লম্বন করিলেন । তখন শিবানুচর ভৃঙ্গী উপস্থিত
বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলিলেন,—হে ভামিনি !
আপনি পুনরাবর আর এরূপ বহু বাক্য প্রয়োগ
করিতেছেন না । হে সুমধ্যমে ! আমার প্রভু শিব
অজ্যেব-ও নির্জিকার । হে বরাননে ! তুমি স্বীভাব-

পরানাম্ । কামং পুরস্কৃতা পুরা ভবানি সমাগতা-
শ্চৈব মহেশমুগ্রম্ ॥ ৯৮ ॥ যবা কৃতং তেন পিনা-
কিণা পুরা এতৎ স্মৃতং কিং স্মৃতগে বদনং মা
কৃতো হনকো হি তদা হনেন দক্ষং বনং তন্ত গিরেঃ
পিতৃস্তে ॥ ৯৯ ॥ পশ্চাৎ হয়ারাধিত এবং এই শিবঃ
পরানং পরমঃ পরাত্মা ॥ ১০০ ॥ ভৃঙ্গিনেত্যেবযুক্তা
সা হুয়াচ কুপিতা তৃশম্ । ধ্বতো হি মহেশ-
বাক্যং কৃষ্টা চ ভৃঙ্গিনম্ ॥ ১০১ ॥ পার্বত্যাচ ।
হে ভৃঙ্গিন পক্ষপাতিহাদ্যমুজ্ঞং বচনং মম । শিব-
প্রিয়োহসি রে মন্দ ভেদবুদ্ধিরতো হসি ॥ ১০২ ॥
অহং শিবান্নিকা মুচ শিবো নিত্যং ময়ি স্থিতঃ ।
কথং শিবাভ্যাং ভিন্নত্বং হয়োক্তং বায়লেন হি ॥ ১০৩ ॥
অতঞ্চ বাক্যং শুভদং পার্বত্যা ভৃঙ্গিনা তদা ।
উবাচ পার্বতীঃ ভৃঙ্গী কথিতঃ শিবসন্নিধৌ ॥ ১০৪ ॥
পিতৃর্যজ্ঞে চ দক্ষশ্চ শিবনিন্দা হুয়া শ্রুতা । অপ্রিয়-
শ্রবণাৎ সদ্যসুয়া ত্যক্তং কলেবরম্ ॥ ১০৫ ॥ তৎ-
ক্ষণাদেব তদসি হৃদনা কিং কৃতং হুয়া । সম্মাৎ কিং
ন জানাসি শিবনিন্দকমেব চ ॥ ১০৬ ॥ কথং বা পরমত-

যুক্তা ; তাই পরাৎপর দেবকে জানিতে পারি-
তেছ না । হে ভবানি ! পূর্বে কামকে পুরস্কৃত
করিয়া তুমি উগ্র মহেশকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে ।
হে স্মৃতগে ! পূর্বে পিনাকপানি যাহা যাহা করিয়া-
ছিলেন, তাহা কি তোমার স্মরণ হইতেছে না ?
ইনিই পূর্বে মদনকে অনঙ্গ করিয়াছিলেন । তোমার
পিতা গিরির বন ইহা কর্তৃকই দক্ষ হইয়াছিল ।
অনন্তর তুমি পরাৎপর পরাত্মা শিবকে আরাধনা
করিয়াছিলে । ভৃঙ্গী এই কথা কহিলে ভবামী
কুপিতা হইয়া মহেশকে শুনাইয়া শুনাইয়া ভৃঙ্গীকে
কহিতে লাগিলেন । ৮৭—১০১ । পার্বতী কহি-
লেন,—হে ভৃঙ্গিন ! তুমি পক্ষপাতিত্ব বশে আমার
প্রতি অতি অযুক্ত বাক্যই বলিলে । রে মন্দ !
তুমি শিবপ্রিয় ; তুমি ভেদবুদ্ধিশালী ; রে মুচ ! আমি
শিবান্নিকা ; এবং শিবও আমাতে নিত্য অবস্থিত ।
তুমি কিরূপে বাক্যবলে শিব-শিবায় ভিন্নত্ব ব্যক্ত
করিলে ? তখন ভৃঙ্গী পার্বতীর সেই শুভদং বাক্য
শ্রবণ করিলেন এবং কথিত হইয়া শিব-সন্নিধায়ে
পার্বতীকে বলিতে লাগিলেন । ভৃঙ্গী কহিলেন,—
পিতা দক্ষের যজ্ঞে তুমি শিবনিন্দা করিয়াছিলে ।
সেই অপ্রিয় বিষয় শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তুমি
প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলে । কিন্তু হে ভবানি !

শ্রোতা জ্ঞাতাসি বরবর্ণিনি । কথং বা তপসোগ্রেন সন্ত-
প্তাসি স্তুমধ্যমে ॥ ১০৭ ॥ সপ্রেমা চ শিবে ভক্তিস্তব
নাস্তীহ সাম্প্রতম্ । শিবপ্রিয়াসি তদ্বদ্বি তস্মাদেবং
ব্রবীমি তে ॥ ১০৮ ॥ শিবাৎ পরতরং নাস্ত্যৎ ত্রিষু
লোকেষু বিদ্যতে । শিবে ভক্তিস্থয়া কার্ধ্যা
সপ্রেমা বরবর্ণিনি ॥ ১০৯ ॥ ভক্তাসি হং মহাদেবি
মহাভাগ্যবতাং বরে । সংসেব্যতাং প্রযত্নেন
তপসোপার্জিতস্থয়া ॥ ১১০ ॥ শিবো বরেন্যঃ সর্বেশো
নাস্তথা কর্তুমহসি । ভৃঙ্গিণো বচনং শ্রুত্ব গিরিজা
তমুবাচ হ ॥ ১১১ ॥ গিরিজোবাচ । রে ভৃঙ্গিমৌ-
নমালম্ব্য স্থিরো ভবাম বা ব্রজ । বাচ্যা-
বাচ্যং ন জানাসি কিং ব্রবীষি পিশাচবৎ ॥ ১১২ ॥
তপসা কেন চানীতঃ কয়া চাপি শিবো হৃদম্ । কাহং
কোহসৌ হুয়া জ্ঞাতো ভেদবুদ্ধ্যা ব্রবীষি মে ॥ ১১৩ ॥
কোহসি হং কেন যুক্তোহসি কস্মাচ্চ বহু ভাষসে ।
শাপং তব প্রদাস্তামি শিবঃ কিং কুরুতেহধুনা ॥ ১১৪ ॥
ভৃঙ্গিণোক্তা তিরস্কৃত্য তদা শাপং দদৌ সন ।

একগুণে তুমি কি করিলে? সম্ভববশে তুমি কি
শিবনিন্দক কে, তাহা জানিতে পারিতেছ না? হে
বরবর্ণিনি! তুমি কিরূপে পরমতব্রবর হইতে জন্ম
গ্রহণ করিলে? হে স্তুমধ্যো! কিরূপেই বা উগ্র
তপস্তায় সন্তপ্ত হইয়াছিলে? এমন দেখিতেছি,
শিবে তোমার প্রেম-সহকৃত ভক্তি নাই। হে তনু-
গাত্রী! তুমি শিবপ্রিয়া; তাই তোমার আমি
এ সকল কথা কহিলাম। শিব হইতে পরতর
ত্রিলোকে কিছুই নাই। হে বরবর্ণিনি! তুমি প্রেম-
সহকৃত ভক্তি স্থাপন কর। হে মহাদেবি! তুমি
ভক্তা। হে মহাভাগ্যশালিনীদিগের অগ্রগণ্যো।
তুমি তপসার্জিত শিবকে সেবা কর; শিব—ববেণা,
এবং সন্মেশ্বর; ইহা ভিন্ন তাহাকে অন্যথা জ্ঞান
করিও না। ভৃঙ্গীর বাক্য শুনিয়া গিরিজা তাঁহাকে
কহিলেন,—রে ভৃঙ্গিন! তুমি মোনাবলদন করিয়া
স্থির হও বা এখান হইতে চলিয়া যাও। তুমি
বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান না; পিশাচের স্থায় কি বলিতেছ?
কোন তপস্যাবলে এই শিব আনীত হইয়াছেন?
কে আমি, ঐ শিবই বা কে? তুমি ভেদবুদ্ধি
স্বারা আমাদের তত্ত্ব কি জানিতেছ? আমাকে বল,
কে তুমি কাহার সহিত যুক্ত হইয়াছ? কেনই বা বহু
বাক্য বলিতেছ? তোমাকে আমি শাপ প্রদান
করিব; দেখি তোমাদের শিব একগুণে কি করিতে
পারেন? এইরূপে ভৃঙ্গীর প্রতি কুপিতা সতী

নিষ্ঠাংসো ভব রে মন্দ রে ভৃঙ্গিঃশরপ্রিয় ॥ ১১৫ ॥
এবমুক্তা তদা দেবী পার্শ্বতী শঙ্করপ্রিয়া। অথ
কোপেন সংযুক্তা পার্শ্বতী শঙ্করং তদা ॥ ১১৬ ॥ করে
গহ্ব চ তদ্বদ্বী ভূজঙ্গং বাসুকিং তথা। উদতারয়ৎ
কণ্ঠাৎ সা তথাত্মানি বহুনি চ ॥ ১১৭ ॥ শম্ভোজগ্রাহ
কুপিতা ভূষণানি হারাষিতা। হতা চন্দ্রকলা তন্ত
গজাজিনমন্তুমম্ ॥ ১১৮ ॥ কদলীশ্বতরৌ নাগৌ
মহেশকৃতভূষণৌ। হতৌ তয়া মহাদেব্য। ছলোক্তা
চ প্রহস্ত বৈ ॥ ১১৯ ॥ কোপীনাচ্ছাদনং তন্ত
ছলোক্তা চ প্রহস্ত বৈ। তদা গণাশ্চ সখাশ্চ ত্রপয়া
পীড়িতাভবন্ ॥ ১২০ ॥ পরাশ্রুতশ্চ সজ্জাতা ভৃঙ্গী
চৈব মহাতপাঃ। তথা চণ্ডো হি মুণ্ডশ্চ মহালোমা
মহোদরঃ ॥ ১২১ ॥ এতে চান্তো চ বহবো গণাশ্চ
দুঃখিনোহভবন্। তাংশ্চ দৃষ্ট্বা তথাভূতান্নহেশো
লাজ্জিতোহভবৎ ॥ ১২২ ॥ উবাচ বাক্যং ক্রবিতঃ
পার্ষ্বতীঃ প্রতি শঙ্করঃ ॥ ১২৩ ॥ ক্রুদ্ধ উবাচ। উপহাসং
প্রকুর্ষন্তি সর্বে হি ঋষয়ো ভৃশম্। তথা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ
তথা চন্দ্রাদয়ো হমী ॥ ১২৪ ॥ উপহাসপরাঃ সর্বে

তাহাকে তিরস্কার করিয়া অভিশাপ প্রদান করি-
লেন, বলিলেন, রে মন্দ! রে শঙ্করপ্রিয়, ভৃঙ্গিন!
ভূই নিষ্ঠাংসে হইবি। শঙ্করপ্রিয়া পার্শ্বতী তৎকালে
এই কথা কহিয়া সমস্ত সকোপে শম্ভুর ভূষণ সকল
গ্রহণ করিলেন। তনুগাত্রী গিরিজা স্বীয় করে
ভূজঙ্গ বাসুকিরে গ্রহণ করিয়া শিবের কণ্ঠ হইতে
অবতারণ করিলেন। এইরূপে অন্যান্য বহু ভূজঙ্গ-
ভূষণ শিবদেহ হইতে উন্মোচিত করিলেন। তাঁহার
চন্দ্রকলা, উত্তম গজাজিন, কদলী ও অশ্বতর নামক
মহেশভূষণ নাগযুগল সকলই সেই মহাদেবী
ছলোক্তি করিয়া হাসিতে হাসিতে হরণ করিলেন।
শিবের যাহা কোপীনাচ্ছাদন ছিল, তাহাও তিনি
সহাস-আশ্রো হরিয়া লইলেন। তখন প্রমথগণ ও
সখীগণ সকলেই লজ্জায় নিপীড়িত হইয়া পরাশ্রুত
হইল। ১০২—১২০। তৎকালে মহাতপা ভৃঙ্গী, চণ্ড,
মুণ্ড, মহালোমা ও মহোদর এই সকল এবং অন্যান্য
সমস্ত গণ বিশেষ দুঃখিত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে
তদবস্থায় দেখিয়া মহেশ লজ্জিত হইলেন এবং কুপিত
হইয়া পার্শ্বতীর প্রতি বলিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ
কহিলেন,—হে শুভে! তুমি কি করিলে? ঋষিগণ
সকলেই উপহাস করিতেছেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং
ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবই অদ্য উপহাসতৎপর। হে তনু-
গাত্রী! তুমি সংকূলে জন্মিয়া অদ্য কেন এমন

কিং ত্বাদ্য কৃতং শুভ । কূলে জাতাসি ত্বজ্জি
কথমেবং করিষ্যসি ॥ ১২৫ ॥ ইয়া জিতো হৃৎ সূত্র
যদি জানাসি তত্ত্বতঃ । তর্হ্যেবং কুরু মে দেহি
কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্ । দেহি কৌপীনমাত্ৰং মে
নানুখা কর্তুমর্হসি ॥ ১২৬ ॥ এবমুক্তা সতী তেন
শম্ভুনা যোগিনা তদা । প্রহস্ত বাক্যং প্রোবাচ
পার্বতী কুচিরাননা ॥ ১২৭ ॥ কিং কৌপীনেন তে
কার্য্যং মুনিনা ভাবিতান্ননা । দিগদ্বরেণৈব তদা
কৃতং দাক্ষবনং তথা ॥ ১২৮ ॥ ভিক্ষাটনমিসেণৈব
ঋষিপত্ন্যা বিমোহিতাঃ । গচ্ছতস্তে তদা শম্ভো
পূজনং তৈর্মহং কৃতম্ ॥ ১২৯ ॥ কৌপীনঃ পতিতঃ
তত্র মুনিভির্নান্নখোদিতম্ । তস্মাৎপ্রয়া প্রহতবাং
দ্যুতে হারিতমেব তৎ ॥ ১৩০ ॥ তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো
রুদ্রঃ পার্বতীং পরমেশ্বরঃ । নিরীক্ষমাণোহতিক্রম্য
তৃতীয়েনৈব চক্ষুষা ॥ ১৩১ ॥ কুপিতং শঙ্করং দৃষ্ট্বা
সর্বৈ দেবগণাস্তদা । ভয়েন মহতাবিষ্টাস্থা গণ-
কুমারকাঃ ॥ ১৩২ ॥ উচুঃ সর্বৈ শনৈস্তত্র শঙ্কিতেন
পরম্পরম্ । অদ্যায়ং কুপিতো রুদ্রো গিরিজাং
প্রতি সম্প্রতি ॥ ১৩৩ ॥ যথা হি মদনো দক্ষস্তথেষং

করিলে? হে সূত্র! তুমি আমাকে জখ করিয়াছ, ইহা যদি যথার্থ তোমার ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি এইরূপ কর; কিন্তু আমার কৌপীনাচ্ছাদন ফিরাইয়া দাও । ইহার অন্তথা করিওনা । যোগী শম্ভু সেকালে এই কথা কহিলে রুচিরাননা সতী হস্তপূর্বক তাঁহাকে কহিলেন,—হে শম্ভো! তোমার কৌপীন দিয়া কি হইবে? তুমি ভাবিতান্না মুনি—দিগদ্বরেবেশেই দাক্ষবনে ভিক্ষাটন করিয়াছিলে । ভিক্ষাটনচ্ছলে ঋষিপত্নীদিগকে মোহিত করিয়াছিলে । হে শম্ভো! তুমি যাইতে থাকিলে তত্রত্য মুনিগণ তোমার মহাপূজা করিয়াছিলেন । কৌপীন তোমার তখন পড়িয়া গিয়াছিল । এ কথা আমার বুখা নহে । অতএব তুমি দ্যুত-জীড়ায় যাহা হারিয়াছ, তাহা এখন পরিত্যাগ করাই কর্তব্য । একথা শুনিয়া মহেশ্বরুদ্র কুপিত হইয়া পার্বতীর প্রতি ক্রোধোদীপ্ত তৃতীয় নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । শঙ্করকে কুপিত দেখিয়া সমস্ত দেব ও প্রমথগণ সহভয়ে আবিষ্ট হইলেন এবং সকলেই শঙ্কিত ভাবে পরস্পর বলিতে লাগিলেন—অদ্য রুদ্র গিরিজার প্রতি কুপিত হইয়াছেন । ইনি পূর্বে মদনকে যেমন

নানুখা বচঃ । এবং মীমাংসমানাস্তে গণা দেবর্ষয়-
স্তদা ॥ ১৩৪ ॥ বিলোকিতান্তয়া দেব্যা সর্বৈ সৌভাগ্য-
মুদ্রয়া । উবাচ প্রহসন্তেব সতী সৎপুরুষং তদা ॥ ১৩৫ ॥
কিমালোকপরো ভূত্বা চক্ষুষা পরমেণ হি । নাহং
কালো ন কামোহহং নাহং দক্ষস্ত বৈ মথঃ ॥ ১৩৬ ॥
ত্রিপুরো নৈব বৈ শম্ভো নাক্ককো বৃষভধ্বজ ।
বীক্ষিতেনৈব, কিং তেন তব চাদ্য ভবিষ্যতি ।
বুধৈব হু বিকৃপাক্ষো জাতোহসি মম চাগ্রতঃ ॥ ১৩৭ ॥
এবমাদৌত্তনেকানি ভাবাচ পরমেশ্বরী । নিশমা
দেবো বাক্যানি গমনায় মনো দধে ॥ ১৩৮ ॥ বনমেব
বরং চাদ্য বিজনং পরমার্থতঃ । একাকী যতচিত্তায়া
তাক্তসর্বপরিগ্রহঃ ॥ ১৩৯ ॥ স সূখী পরমার্থজঃ স
বিদ্বান্ স চ পণ্ডিতঃ । যেন যুক্তো কামরাগো স মুক্তঃ
স সূখী ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ এবং বিমুখ চ তদা গিরিজাং
বিগম্য শ্রীশঙ্করঃ পরমকারুণিকস্তদানীম্ । যাতঃ প্রিয়া-
বিরহিতো বনমদ্ভুতঞ্চ সিদ্ধাটবীং পরমহংসযুতাং
তথৈব ॥ ১৪১ ॥ নির্গতং শঙ্করং দৃষ্ট্বা সর্বৈ কৈলাস-

দক্ষ করিয়াছিলেন, এই পার্বতীকেও বোধ হয় তেমনি ভাবে দক্ষ করিবেন । দেবর্ষিগণ ও প্রমথ-গণ তৎকালে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, দেবী পার্বতী তাঁহাদের সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । অনন্তর তিনি হস্তা সহকারে পরম পুরুষ মহাদেবকে কহিলেন,—আপনি তৃতীয় নয়ন দ্বারা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন কেন? হে শম্ভো! হে বৃষধ্বজ! আপনি জানিবেন,—আমি কাল নহি, কাম নহি, দক্ষের যজ্ঞ নহি, কিম্বা ত্রিপুর বা অন্ধকও নহি । অতএব তোমার দর্শনে অদ্য আমার কি হইবে? তুমি আমার সম্মুখে এক্ষণে বিকৃপাক্ষ নাম বুখাই ধারণ করিতেছ । ১২১—১৩৭ । পরমেশ্বরী সতী মহেশ্বরকে এই প্রকার অনেক বাকা বলিলেন । দেবদেব তাঁহার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিতে মনস্থ করিলেন । তিনি ভাবিলেন,—বাস্তবপক্ষে বিজন বনই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ । যিনি একাকী সর্ব পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক যতচিত্তে বনাশ্রয়ে বাস করেন, তিনিই সূখী, তিনিই পরমার্থজ, এবং তিনিই পণ্ডিত । যিনি কাম ও রাগ বিসর্জন দিয়াছেন, তিনি মুক্ত এবং তিনিই সূখী । পরমকারুণিক শঙ্কর তৎকালে এইরূপ স্থির করিয়া গিরিজাকে পরিত্যাগপূর্বক সিদ্ধাটবীণামক পরমহংসপরি-

বাসিনঃ । নির্ঘৃণ্ত গণাঃ সৰ্বে বীরভদ্ৰাদয়োহনু
তম্ ॥ ১৪২ ॥ ছত্রং ভৃঙ্গী সমাদায় জগাম তস্ত
পৃষ্ঠতঃ । চামরে বীজ্যমানে চ যক্ষায়নসন্নিভে ॥
১৪৩ ॥ তাত্যাঃ যুক্তস্তদা নন্দী পৃষ্ঠতোহবগমৎ
সুখীঃ । কুবতো হগ্রতো ভূয়া পুষ্পকেন বিরাজিতঃ ॥
১৪৪ ॥ শোভমানো মহাদেব এতিঃ সৰ্বৈঃ সুশো-
ভনৈঃ । অন্তঃপুরগতা দেবী পার্শ্বতী সা হি দুৰ্মনাঃ ॥
সরীতিবহতিস্তত্র তথাত্মাভিঃ সুসংবৃতা । গিরিজা
চিন্ময়ামাস মনসা পরমেশ্বরম্ ॥ ১৪৬ ॥ ততো দূরং
গতঃ শঙ্করবিষ্ণুজা চ গণাঃস্তদা । গণেশঞ্চ কুমারঞ্চ
বীরভদ্ৰং তথাপরান ॥ ১৪৭ ॥ ভৃগুণং নন্দিনং চণ্ডং
সোমনন্দিনমেব চ । এতানন্ত্যাঃচ সৰ্বাঃচ কৈলাস-
পুরবাসিনঃ ॥ ১৪৮ ॥ বিষ্ণুজা চ মহাদেব এক
এব মহাতপাঃ । গতৌ দূরং বনস্তান্তে তথা সিদ্ধ-
বটঃ শিবঃ ॥ ১৪৯ ॥ কাশ্মীররত্নোপলসিকরত্ব-বৈদূৰ্য্য-
চিহ্নসুধয়া পরিষ্কৃতম্ । দিব্যাসনং তস্ত চ কল্পিতং
ভূবা তজ্জাহ্নিতো যোগপতিৰ্হেশঃ ॥ ১৫০ ॥ পদ্মা-
সনে চোপবিষ্টো মহেশো যোগবিক্রমঃ । কেবলং
চাত্মনাত্মানং দধৌ মীলিতলোচনঃ ॥ ১৫১ ॥ শুভে

ব্যাগ্ত কোন এক অদ্ভুত বনে গমন করিলেন ।
শঙ্করকে নির্গত দেখিয়া কৈলাসবাসী বীরভদ্ৰাদ
সমস্ত প্রমথ তাঁহার পশ্চাৎপশ্চাৎ ধাবিত হইল । ভৃঙ্গী
ছত্র লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল । সুখী নন্দী
গঙ্গা ও যক্ষায়নসন্নিভ চামরদ্বয় বীজন করিতে
করিতে শঙ্করের অনুসরণ করিলেন । শঙ্করের ঘন
পুষ্পক পরিশোভিত হইয়া তাঁহার অগ্রবর্তী হইল ।
মহাদেব এই সকল শোভন বস্তু দ্বারা সুশোভিত
হইলেন । এদিকে অন্তঃপুরে দেবী পার্শ্বতী
অত্যন্ত দুৰ্মনা হইলেন । গিরিজা স্বীয় সখী ও
অন্তান্ত বহু পরিচারিকায় পরিবৃত হইয়া অন্তরে
মহেশ্বরকে চিন্তা করিতে লাগিলেন । অনন্তর
শঙ্কর অতিদূরদেশে গমন করিলেন । গণ-
সমূহ, গণেশ, কুমার, কার্তিকেয়, গণাধিপতি
বীরভদ্ৰ, ভৃঙ্গী, নন্দী, চণ্ড, সোমনন্দী ও
অন্তান্ত কৈলাসপুরবাসী সমস্তকেই পরিত্যাগ-
পূর্বক মহাতপা মহাদেব একাকী দূর বনা-
স্তরে এক সিদ্ধ-বট-সমীপে গমন করিলেন ।
সেখানে কাশ্মীর-রত্নোপম, ও সিদ্ধ রত্ন বৈদূৰ্য্য
প্রযুক্তি দ্বারা চিত্রিত সুধা-ধবলিত এক দিব্য
আসন তাঁহার জন্ত স্বয়ং পৃথিবীই যেন প্রস্তুত
করিয়া রাখিয়াছিলেন । যোগপতি মহেশ তদুপরি

স মহাদেবঃ সমাধৌ চন্দ্রশেখরঃ । যোগপটঃ কৃত-
স্তেন শেষস্ত চ মহাম্বনঃ । বাসুকিঃ সর্পরাজশ্চ
কটিবন্ধঃ কৃতো মহান ॥ ১৫০ ॥ আত্মানমাত্মাত্মতয়া
চ সংস্রতো বেদান্তবেদো ন হি বিশ্বচেষ্টিতঃ । একো
হনেকো হি হ্রস্বপারস্তথা হতকো । নিজবোধরূপঃ ।
স্থিতস্তদানীং পরমং পরাণাং নিরীক্ষমাণো ভুবনৈক-
ভক্তা ॥ ১৫৩

ইতি শ্রীহান্দে পার্শ্বতীপরাজিতশিবস্ত তপোবনগমন-
বর্ণনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

লোমশ উবাচ । বনং গতে মহাদেবে গিরিজা
বিরহাতুরা । সুখং ন লেভে তবঙ্গী হর্ষোদায়তনেষু
বা ॥ ১ ॥ চিন্তয়ন্তী শিবং তবী সর্বভাবেন শোভনা
চিন্তমানাঃ শিবাং জাহ্না ছাবাচ বিজয়া সখী ॥ ২ ॥
বিজযোবাচ । তপসা মহতা চৈব শিবং প্রাপ্তাসি

অবস্থানপূর্বক বন্ধ-পদ্মাসনে নিমীলিতনয়নে আত্ম-
যোগে কেবল পরমাত্মদেবকেই চিন্তা করিতে
লাগিলেন । চন্দ্রশেখর মহাদেব সমাধি অবস্থায়
সমধিক সুশোভিত হইলেন । মহাত্মা শেষ নাগকে
তিনি যোগপটরূপে ব্যবহার করিলেন । সর্পরাজ
বাসুকি তাঁহার কটিবন্ধন হইলেন । তিনি
বেদান্তবেদা বিশ্বরূপী আত্মাকেই আত্মরূপে স্তব
করিতে লাগিলেন । ভুবনৈকপতি মহাদেব এক
হইয়াও অনেক, হ্রস্বিগম, অবিতর্ক্য ও নিজ
বোধরূপে অবস্থানপূর্বক তৎকালে পরাৎপর পর-
মাত্মদর্শনেই নিরত রহিলেন । ১৩৮—১৫৩ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

লোমশ কহিলেন,—মহাদেব বনগমন করিলে
বিরহাতুরা তবুগাত্রী গিরিজা হর্ষো বা অন্ত কোন
রম্য আয়তনে কুজাপি সুখলাভ করিতে পারিলেন
না । শোভনা সখী তখন সর্বভাবে শিবকেই
কেবল ভাবিতে লাগিলেন । সখী বিজয়া শিবকে
চিন্তিত দেখিয়া কহিলেন,—হে শোভনো ! তুমি
মহাতপস্বী শিবকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে । সেই তবঙ্গী

শোভনে। মৃগা দ্যুতঃ কৃতঃ তেন শঙ্করেণ তপ-
স্বিনা ॥ ৩ ॥ দ্যুতে হিরহবো দোষা ন শ্রুতাঃ কিং
জ্ঞানঘো। ক্রমাপয় শিবঃ তবি হরেণৈব বিচক্ষণে ॥
৪ ॥ অস্মাভিঃ সহিতা দেবি গচ্ছগচ্ছ বরাননে ॥ ৫ ॥
যাবচ্ছুদূরতো নাভিগচ্ছেত্তাবপগাহা শঙ্করঃ ক্রম-
য়স্ব। নো চেত্তুবি ক্রমবেথাঃ শিবঃ হং হুংখং
পশ্চান্তে ভবিস্যত্যবশম্ ॥ ৬ ॥ নিশমা বাক্যং
বিজয়াপ্রযুক্তং প্রহস্তমানা সমবীরচেতাঃ। উবাচ
বাক্যং বিজয়াং সখীকৃ আশ্চর্য্যভূতং পুরমার্থযুক্তম্ ॥
৭ ॥ ময়া জিতোহসৌ নিরপত্রপশ্চ পুরারতো বৈ
পরয়া বিভূত্যা। কিঞ্চিচ্চ কৃত্যঃ মম নাস্তি সদ্যো ময়া
বিনাসৌচ বিরূপ আস্থিতঃ ॥ ৮ ॥ রূপীকৃতো ময়া
দেবো মহেশো নাত্তথা বদ। ময়া তেন বিয়োগশ্চ
সংযোগো নৈব জায়তে ॥ ৯ ॥ সাকারো হি নিরা-
কারো মহেশো হি ময়া কৃতঃ ॥ ১০ ॥ কৃতঃ ময়া
বিগমিৎ সমগ্রঃ চরাচরঃ দেববরৈঃ সমেতম্।
কৌড়ার্মমস্তোদ্রবরুতিহেতুভিশ্চিক্রীড়িতঃ মে বিজয়ে

শঙ্করের সহিত তুমি মৃগা দ্যুত ক্রীড়া করিলে।
হে অনঘে! তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, দ্যুতে
বহু দোষ বিদ্যান। হে বিচক্ষণে! তুমি সহর
শিবের নিকট ক্রমা প্রার্থনা কর। হে দেবি
বরাননে! তুমি আমাদিগের সহিত শীঘ্র চল।
শুভ্র যে পর্য্যন্ত না আরও দূরে গমন করেন,
তাবৎ গিয়া তাঁহার নিকট ক্রমা চাও। হে তবি!
তুমি যদি শিবসন্নিধানে ক্রমা প্রার্থনা না কর, তবে
পরে তোমার আরও হুংখ অবশ্যস্তাবী। গিরিজা
বিজয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরচিত্তে হাসিতে
হাসিতে তাঁহাকে এই এক পরমার্থময় আশ্চর্য্য
বাক্য বলিলেন যে, ঐ নির্লজ্জ মহাদেবকে পুরাকালে
আমিই পরম বিভূতিযোগে বরণ করিয়াছি।—এবং
আমিই উঁহাকে জয় করিয়াছি। এক্ষণে আমার
আর কোনই কর্তব্য নাই। আমি তিন্ন উঁহাকে
সদ্যই বিরূপ হইয়া অবস্থান করিতে হইবে।
আমিই দেবদেব মহেশকে রূপবান করিয়াছিলাম,
অতএব এক্ষণে আর অস্ত কিছু বলিও না।
আমার সহিত শিবের সংযোগ বা বিয়োগ কখনই
ঘটে না। আমিই মহেশকে সাকার এবং নিরাকার
করিয়াছি। দেব-সমবিত এই সমগ্র চরাচর বিশ্ব
আমিই ক্রীড়ানিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছি। এই জগ-
তের উৎপত্তি প্রভৃতি হেতুযোগে—হে বিজয়ে!
তুমি আমারই ক্রীড়া অবলোকন কর। সর্বমঙ্গলা

প্রপশু ॥ ১১ ॥ এবমুক্তা তদা দেবী গিরিজা সর্ব-
মঙ্গলা। শবরীরূপমাস্ত্রায় গম্ভকামা মহেশ্বরম্ ॥ ১২ ॥
শ্রামা তবী শিখরদশনা বিন্দিবিদ্যধরোক্ষী সুগ্রীবাচা
কুচভরনতা বন্ধিতনিক্তকেনী। মধ্যো ক্রামা পৃথু-
কটিতটা হেমরন্তোরুগোরী পল্লীযুক্তা বরবলয়িনী
বহিবহাবতংসা ॥ ১৩ ॥ পানৌ মৃণালসদৃশং দধতী চ
চাপং পৃষ্ঠে লসৎকৃতককেতকিবাণকোম্। সাতং
নিরীশমবলোকয়তে স্ম তত্র সংসেবিতা সুবদনা
বহুভিঃ সখীভিঃ ॥ ১৪ ॥ ভৃঙ্গীনাদেন মরুতা নাদয়ন্তী
জগন্ময়ম্। গিরিজা মন্থখং সদ্যো জীবয়ন্তী পুনঃপুনঃ
॥ ১৫ ॥ সকামনা রাজহংসা বভূবুস্তৎক্ষণাদপি। দ্বিরেকা
বহিগৈশ্চব সর্ষে তে হচ্ছয়াবিতাঃ ॥ ১৬ ॥ একাকী
সংস্থিতো যত্র সমাধিস্থো মহেশ্বরঃ। কৃষ্ণস্ততস্তথা সেব্যা
ভৃঙ্গীনাদেন মোহিতঃ ॥ ১৭ ॥ প্রবুদ্ধো হি মহাদেবো
নিরীক্ষ্য শবরীং তদা। সমাধেকথিতঃ সদ্যো
মহেশো মদনাবিতঃ ॥ ১৮ ॥ যাবৎ করে গৃহমাণো
গিরিজাং স সমীপগঃ। তাবত্তস্ত পুরঃ সদ্যস্তিরোধানং

গিরিজা দেবী এই কথা কহিয়া তৎকালে এক শবরী-
রূপ ধারণপূর্ব্বক মহেশাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত
হইলেন। তিনি শ্রামা, শিখরদশনা, বিন্দিবিদ্যধরোক্ষী,
সুগ্রীবা, কুচভরনতা, বন্ধিতনিক্তকেনী, ক্রীণমধ্যা, পৃথু-
কটিতটা, হেমরন্তোরু, গোরী, পল্লীযুক্তা, বর বলয়-
ধারিণী, এবং বহি-বহাবতংসিতা হইয়া বিরাজ করিতে
লাগিলেন। তাঁহার হস্তে মৃণাল সদৃশ চাপ, এবং
পৃষ্ঠে কৃত্রিম কেতকীতুলী। সেই সুবদনা বহু সখী-
জনে সেবিত হইয়া তখন গিরীশ মহেশকে অব-
লোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কৃত ভীষণ ভৃঙ্গী-
নাদে ত্রিজগৎ নাদিত হইল। গিরিজা যেন সদ্য
সদ্যই মন্থখকে পুনরুজ্জীবিত করিতে লাগিলেন।
১—১৫। মহেশ্বর যথায় একাকী সমাধিস্থ ছিলেন,
লম্বাকার রাজহংস, দ্বিরেক এবং ময়ূরেরা পর্য্যন্ত
তৎক্ষণাৎ মদনাবিত হইয়া উঠিল। ভৃঙ্গী-নাদ-
মোহিত মহাদেবকে তখন দেবী অবলোকন করি-
লেন। শবরী সন্দর্শনে মহাদেব প্রবুদ্ধ হইয়া উঠি-
লেন। মহেশ মদনাবিত হইয়াই, সদ্য সমাধি হইতে
উত্থানপূর্ব্বক গিরিজার সমীপস্থ হইয়া যেমন তাঁহার
হস্ত ধারণ করিবেন, অমনি সেই সতী তিরোহিত
হইয়া গেলেন। দেবদেব স্বয়ং ভ্রান্তিহর হইয়াও সে
দৃশ্য দর্শনে তৎক্ষণাৎ ভ্রান্তিচিন্তে ভ্রমণ করিতে
করিতে কুত্রাপি সেই অসিতেক্ষণায় সাক্ষাৎ পাই-

গতা সতী ॥ ১৯ ॥ তদ্বদ্বী তৎক্ষণাদেব দেবো ভ্রান্তি
বিনাশনঃ । ভ্রমমাণস্তদা শঙ্কুর্নাপশ্যদসিতেক্ষণাম্ ॥
২০ ॥ বিরহেণ সমাযুক্তো হৃচ্ছয়েন সমবিতঃ ।
মদনারিস্তদা শঙ্কুর্জ্ঞানরূপো নিরন্তরম্ ॥ ২১ ॥ নিম্নোহো
মোহমাপন্নো দদর্শ গিরিজাং পুনঃ । উবাচ বাক্যং
শবরীং প্রস্তাবসদৃশং মহৎ ॥ ২২ ॥ শিব উবাচ ।
বাক্যং মে শৃণু তবঙ্গি শ্রদ্ধা তৎকর্তুমহসি । কাসি
কন্তাসি তবঙ্গি কিমর্থমটনং বনে । তৎ কথাতাং
মহাভাগে যথাতথ্যং শ্রুমধ্যমে ॥ ২৩ ॥ শিবোবাচ ।
পতিমশ্বেনয়িষ্যামি সর্বত্রং সকলার্থদম্ । স্বতন্ত্রং
নিষিকারঞ্চ জগতামীশ্বরং বরম্ ॥ ২৪ ॥ ইতাক্ষঃ
প্রত্যাবাচেদং গিরিজাং বৃষভধ্বজঃ । অহং তবো-
চিতো ভদ্রে পতির্নাত্তো হি ভামিনি ॥ ২৫ ॥ বিমৃশতাং
বরারোহে তবতো হি বরাননে । বচো নিশমা
কৃত্ব শ্রিতপূর্বমভাবত ॥ ২৬ ॥ মথার্থিতো মহাভাগ
পতিস্বং নাত্তথা বদ । কিন্তু বক্ষ্যামি ভদ্রং তে
নির্গুণোহসি পরম্পরঃ ॥ ২৭ ॥ যয়া পুরা বৃতোহসি
ত্বং তপসা চ পরেণ হি । পরিত্যক্তা হ্রয়ারণ্যে ক্ষণ-

লেন না । তখন জ্ঞান-স্বরূপ শঙ্কু স্বয়ং মদনারি
হইয়াও সেই শবরী-বিরহে নিরন্তর মদনা-
ক্রান্ত হইয়া পড়িলেন । তিনি নিম্নোহ হইয়াও
মোহাপন্ন হইলেন । অনন্তর শিব পুনরায় সেই
শবরীরূপিণী গিরিজাকে দেখিয়া তৎকালোচিত
বাক্যে বলিলেন,—অয়ি তবঙ্গি ! আমার কথা
শুন—শুনিয়া সেই অল্পসারে কার্য্য কর । অয়ি
শ্রুমধ্যমে ! কে তুমি ? কাহার তুমি ? কিজন্য এ
বনে তোমার আগমন ? হে মহাভাগে ! তাহা
যথার্থ আমার নিকট কীভূত কর । শিবা
কহিলেন,—আমি এক, সর্বত্র, সকলার্থপ্রদ, স্বতন্ত্র,
নিষিকার, জগদীশ, বরোপ পতির অল্পসন্ধান করি-
করিতেছি । বৃষভজ গিরিজার ঐ কথায় প্রত্যা-
ত্তরে বলিলেন,—হে ভদ্রে ! আমিই তোমার
উপযুক্ত পতি । হে ভামিনি ! মদ্যাতীত পতাস্তর
নাই । হে বরারোহে ! এ কথা যথার্থবোধে বিচার
করিয়া দেখ । পার্শ্বতী ক্রুদ্ধের বাক্য শ্রবণ কবিয়া
হাস্তপূর্বক বলিলেন,—যাহা ইচ্ছা বল, কিন্তু হে
মহাভাগ ! তুমি আমার প্রার্থিত পতি নহ । পক্ষা-
ত্তরে হে মহাভাগ ! তুমি যে আমার প্রার্থিত পতি,
ইহার আর অস্তথা বলিও না । তোমার মঙ্গল
হটুক, পরন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ।
তুমি নির্গুণ এবং পরম্পর ; তোমাকে পরম তপস্তা

মাত্রেণ ভামিনী ॥ ২৮ ॥ হ্রয়ারাধ্যোহসি সততঃ
সর্বেষাং প্রাণিনামপি । তস্মান্ন বাচ্যং হি পুনর্যজ্ঞঃ
তে মমাগ্রতঃ ॥ ২৯ ॥ শবর্যা বচনং শ্রদ্ধা প্রত্যাবাচ
বৃষভজঃ । মৈবং বদ বিশালাক্ষি ন ত্যক্তা সা
তপস্বিনী । যদি ত্যক্তা ময়া তব কিং বক্তুমিহ
পাৰ্ঘ্যতে ॥ ৩০ ॥ এবং জাহ্না বিশালাক্ষি রূপণং
রূপণপ্রিয়ম্ । তস্মান্নয়া হি কর্তব্যং বচনং মে শ্রুম-
ধ্যমে ॥ ৩১ ॥ এবমভ্যর্থিতা তেন বহুধা শূল-
পাণিনা । প্রহস্ম গিরিজা প্রাহ উপহাসপরং বচঃ ॥
৩২ ॥ তপোধনোহসি যোগীশ বিরক্তোহসি নির-
জ্ঞনঃ । আত্মারামো হি নিব্বন্দো মদনো যেন
ঘাতিতঃ ॥ ৩৩ ॥ স ত্বং সাক্ষাদ্বিক্রপাক্ষো ময়া
দৃষ্টোহসি চাদ্য বৈ । অশক্যো হি ময়া প্রাপ্তুং সর্বেষাং
দুরতিক্রমঃ । তস্মান্নয়া ন বক্তব্যং যজ্ঞঞ্চ পুরা
মম ॥ ৩৪ ॥ তস্মান্নবচনং শ্রদ্ধা প্রোবাচ মদনা-
স্তকঃ । মম ভাৰ্য্যা ভব ত্বং হি নাত্তথা কর্তুমহসি ॥
৩৫ ॥ ইতাক্ষা তাং করেহগৃহ্ণাচ্ছবরীং মদনাতুরং ।

করিয়া যে ভামিনী পতিহে বরণ বরিয়াছিল,
তাহাকে তুমি ক্ষণমধ্যেই অরণ্যে পরিত্যাগ
করিয়াছ । বুলিলাম,—তুমি সর্বদা সর্বপ্রাণীরই
হ্রয়ারাধ্য । অতএব তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা
আমার নিকট বলিও না । শবরীর বাক্য শুনিয়া
বৃষভজ প্রত্যত্তরে বলিলেন,—হে বিশালাক্ষি ! তুমি
এমন কথা বলিও না । আমি সেই তপস্বিনীকে
পরিত্যাগ করি নাই ! হে তব্বি ! আমি যদি তাহাকে
ত্যাগই করিব, তবে কি এখন এমন কথা বলিতে
পারি ? হে বিশালাক্ষি ! আমাকে এইরূপে রূপণে-
ন্দ্রিয় রূপণ জানিয়া তোমার যাহা কর্তব্য হয়, কর ।
হে শ্রুমধ্যমে ! ইহাই আমার কথা । ১৬—৩১ ।
শূলপাণ এইরূপে বহুবার অভ্যর্থনা করিলে
গিরিজা হাস্ত করিয়া সোপহাস বাক্যে বলি-
লেন,—হে যোগীশ ! তুমি তপোধন, তুমি
সংসারবিরাগী, নিরজ্ঞন, তুমি আত্মারাম, দ্বন্দ্বাতীত,
তুমিই মদনকে হনন করিয়াছ । সেই তুমি
সাক্ষাৎ বিক্রপাক্ষ অদ্য আমার অক্ষিগোচর
হইলে । তুমি সকলের হরধিগম ; তোমাকে
আমি কিছুতেই পাইতে পারি না । স্মৃতরাং তুমি
যাহা আমাকে পূর্বে বলিয়াছ, তাহা আর বলিও না ।
শবরীরূপিণী শবরীর বাক্য শুনিয়া স্মরহর বলি-
লেন,—তুমি আমার ভাৰ্য্যা হও । ইহার অস্তথা
করিও না । এই বলিয়া মদনাতুর মদনারি শবরীর

উবাচ তং শ্রয়ন্তী সা মুঞ্চমুঞ্চতি সাদরম্ ॥ ৩৭ ॥
নোচিতং ভগবন্ কর্তুং তাপসেন বলাদিদম্ । যাচ-
য়স্ব পিতুর্নে হং নান্থথাভিভবিস্যসি ॥ ৩৮ ॥ মহাদেব
উবাচ । পিতরং কথ্যাতু হং স্থিতং কুত্র শুভাননে ।
দ্রক্ষ্যামি তং বিশালাক্ষি প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥ ৩৯ ॥
এতদুক্তং তদা তেন নিশম্যাসিতনেত্রযা । আনীতো
হি তয়া তথ্যা পিতরং ধ্বজধ্বজঃ ॥ ৪০ ॥ স্থিতং কৈলাস-
শিখরে হিমবন্তঃ নগোত্তমম্ । অর্হিভবহুভিশ্চৈব
সংবৃতং চ মহাপ্রভম্ ॥ ৪১ ॥ দ্বারি স্থিতং তথা দেব্যা
দর্শিতং শঙ্করশ্চ চ । অসৌ মম পিতা দেব যাচস্ব
বিগতত্রপঃ । দদাতি মাং ন সন্দেহস্তপস্বিন্ মা
বিলম্বিতম্ ॥ ৪২ ॥ তথ্যেতি মহা সহসা প্রণম্য
হিমালয়ং বাক্যমিদং বভাবে । প্রযচ্ছ তাং চাদ্য
গিরীশবর্ষা হ্যাক্তায় কন্থাং সুভগাং মহামতে ॥ ৪৩ ॥
কৃপণং বাক্যমাকর্ণ্য সমুত্থাব হিমালয়ঃ । মহেশং
চ সমাদায় হাবাচ গিরিরাট্ স্বয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ কিং জল্পসি
হি ভো দেব তবায়ুক্তং চ সাম্প্রতম্ । হং দাতা
ত্রিবি লোকেষু হং স্বামী জগতাং বিভো ॥ ৪৫ ॥ 'হয়

ততমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ । এবং স্ততি-
পরোহভূচ্চ হিমালয়গিরির্মহান । আগতো নারদস্তত্র
ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৬ ॥ উবাচ প্রহসন্ বাক্যং
শূলপাণে নমঃ প্রভো । হে শস্তো শূনু মে বাক্যং
তত্ত্বসারময়ং পরম্ ॥ ৪৭ ॥ যোষিত্তিঃ সঙ্গতিঃ পুংসাং
বিদ্রোহোপকল্পতে । হং স্বামী জগতাং নাথঃ
পরাণাং পরমঃ পরঃ । বিমুশ্চ সর্বঃ দেবেশ যথাবদ-
বক্তুমহসি ॥ ৪৮ ॥ এবং প্রবোধিতস্তেন নারদেন
মহাত্মনা । প্রবোধমগমচ্চতুর্জহাস পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥
শিব উবাচ । সতামুক্তং হয়া চাত্র নান্থথা নারদ
কচিৎ । যোষিৎসঙ্গতিমাত্রেন নৃণাং পতনমেব চ ॥
৫০ ॥ ভবিষ্যতি ন সন্দেহো নান্থথা বচনং তব ।
অনয়া মোহিতোহদ্যাহমানীতো গন্ধমাদনম্ ॥ ৫১ ॥
পিশাচবৎ কৃতমিদং চরিতং পরমাদৃতম্ ॥ ৫২ ॥
তন্মাত্র তিষ্ঠামি গিরেঃ সমীপে ত্রজামি চাদ্যৈব
বনাস্তরং পুনঃ । ইতোবমুক্তা স জগাম মার্গং
দূরতায়ং যোগিনামপ্যগম্যাম্ ॥ ৫৩ ॥ নিরালঙ্ঘ্যং স
বিদ্রোহ নারদো বাক্যমববীৎ । গিরিজাং চ গিরীশ্রং

করগ্রহণ করিলেন । তখন শবরী হাসিতে হাসিতে
বলিল,—আমায় ছাড়িয়া দিউন । ছাড়িয়া দিউন । হে
ভগবন ! তাপস আপনি, সবলে একপ কার্য্য করা
আপনার উচিত হয় না । আমার পিতা আছেন,
তাহার নিকট প্রার্থনা করুন, অন্তথা আমায় একপে
প্রথাভিভূত করিবেন না । মহাদেব বলিলেন,—হে
শুভাননে ! তোমার পিতা কোথায় থাকেন, তাহা
সহর বল ? হে বিশালাক্ষি ! আমি প্রণিপাতপূর্ব্বক
তাহাকে সন্দর্শন করিব । মহাদেবের এই কথা
শ্রবণ করিয়া সেই অগিতনয়না শবরী ধ্বজকে
স্বীয় সঙ্গ লইয়া আসিলেন এবং কৈলাশশিখরস্থ
বহু-অদ্ভি-পরিবৃত মহাপ্রভ নগবর হিমালয়কে দেখা-
ইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—হে দেব ! এই আমার
পিতা । আপনি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ইহার
নিকট আমার জন্ত প্রার্থনা করুন । হে তপস্বিন্ !
ইনি নিশ্চয়ই আমাকে ভবৎকরে অচিরে সম্প্রদান
করিবেন । শিব 'তথাস্ত' বলিয়া সহসা হিমালয়কে
প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে গিরীশবর, হে মহামতে !
আমার করে ভবদীয় সৌভাগ্যবতী কন্থাকে অদ্য
সম্প্রদান করুন । গিরিরাজ হিমালয় সেই কৃপণ
বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশকে স্বহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক
বলিলেন,—হে দেব ! তুমি সম্প্রতি একি অসাম্প্রত

কথা কহিতেছ । হে বিভো ! এ ত্রিলোকে তুমিই
দাতা, তুমিই জগতের স্বামী ; এই চরাচর বিশ্ব
তুমিই ব্যাপিয়া রহিয়াছ । গিরিবর হিমালয় এই-
রূপে স্তব করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে ঋষিগণ-
পরিবৃত নারদ তথায় সমাগত হইলেন । তিনি
আসিয়া সহস্র-আশ্র শঙ্করকে সন্দোষন করিয়া
কহিলেন,—হে প্রভো শূলপাণে ! তোমাকে আমার
নমস্কার । হে শস্তো ! মদীয় তত্ত্বসারময় পরমবাক্য
শ্রবণ করুন । দেখুন, নারীসঙ্গ পুরুষদিগের বিদ্রোহ-
নারই কারণ হইয়া থাকে । আপনি জগতের পতি,
পরাংপর জগন্নাথ । হে দেবেশ ! আপনি এ
সকল বিবেচনা করিয়া যাহা যোগ্য হয় বলুন ।
মহাত্মা নারদ কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া
শম্ভুর প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হইল । পরমেশ্বর তখন
হাস্ত করিলেন । ৩২—৪৮ । শিব কহিলেন,—নারদ !
তুমি সত্য কথাই কহিয়াছ । তোমার কথা কখনই
অন্তথা হইবার নহে । নারীগণের সঙ্গতিমাত্রই
নরগণের পতন অবশ্যস্তাবী । তোমার এ কথা
অন্তথা হইবার নহে ; ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ।
এই নারীর মোহে পড়িয়াই অদ্য আমি গন্ধমাদন-
শৈলে আনীত হইয়াছি, এই পরমাদৃত কার্য্য
পিশাচবৎ আচরিত হইয়াছে । অতএব আমি
আর গিরিসমীপে থাকিব না । অদ্য পুনরাধ

চ পার্শদান্ প্রতি সঙ্করম্ ॥ ৫৩ ॥ বন্দনীয়শ্চ স্ততাশ্চ
কাম্যতাং পরমার্থতঃ । মহেশোহয়ং জগন্নাথ-
ত্রিপুরারির্নৈমিত্ত্যশাঃ ॥ ৫৪ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং
নারদশ্চ মুখোদ্যতম্ । গিরিজাং পুরতঃ কুত্वा গিরয়ো
হি মহাপ্রভাঃ ॥ ৫৫ ॥ দণ্ডবৎ পতিতাঃ সর্বে শঙ্করং
লোকশঙ্করম্ । তুষ্টিবুঃ প্রণতাঃ সর্বে প্রমথ্য
গুহ্যকাদয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ স্তম্ভমানো হি ভগবান্নাগতো
গঙ্কমাদমম্ । অঙ্গিরসা হি সর্বেশো হৃতিষিক্তো
মহাপ্রভাঃ ॥ ৫৭ ॥ তদা হৃদুভয়ো নৈর্হৃদাদিজাণি
বহুনি চ । ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ সর্বে পুষ্পবর্ষং ববর্ষিরে ॥
৫৮ ॥ ব্রহ্মাদিভিঃ সুরগণৈর্বহতিঃ পরীতো যোগীশ্বরো
গিরিজয়া সহ বিশ্ববন্দ্যঃ । অত্যর্ষিতঃ পরমমঙ্গল-
মঙ্গলৈশ্চ দিব্যাসনোপরি ররাজ মহাবিভূত্যা ॥ ৫৯ ॥
এবংবিধাশ্চনেকানি চরিতানি মহাশ্রমঃ । মহেশশ্চ

বনান্তরে প্রয়াণ করিব । মহাদেব এই কথা কহিয়া
এক দুর্গম পথে গমন করিলেন । সে পথ যোগি-
গণেরও অগম্য । নারদ সেই নিরালস্য দেবের
তব জানিয়া গিরিজা, গিরীশ ও পার্শদগণের প্রতি
বলিলেন,—ঐ মহাশয় ত্রিপুরারি, জগন্নাথ, সর্বদা
সকলেরই বন্দনীয় ও স্তবনীয় । অতএব উহার
নিকট প্রকৃতপক্ষে ক্রমা প্রার্থনা করাই কত্তব্য ।
নারদের মুখোচ্চারিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
মহাপ্রভাব গিরি সকল গিরিজাকে অগ্রবর্তিনী
করতঃ দণ্ডবৎ পতিত হইয়া শঙ্করকে স্তব করিতে
লাগিল । সমস্ত প্রমথ ও গুহ্যকাদিও প্রণত হইয়া
স্তব করিতে লাগিল । ভগবান্ মহাদেব ঐ অবস্থায়
গঙ্কমাদনে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । তখন
স্বয়ং অঙ্গিরা ও অন্যান্য মহাত্মা মহর্ষিগণ তাঁহাকে
সর্বশপদে অভিষিক্ত করিলেন । তখন হৃদুভি
ও অন্যান্য বহু বাদিত্র্য নির্দ্যত হইল । ইন্দ্রাদি
সুরগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন । বিশ্ববন্দিত
গিরিজা ও যোগীশ্বর ব্রহ্মাদি বহু সুরগণে পরিবৃত্ত
হইলেন এবং পরম মঙ্গলময় বাক্যে তাঁহাদিগকে
অন্ত্যর্চনা করিলেন । তিনি দিব্যাসনোপরি মহা-
বিভূতি যোগে বিরাজ করিতে লাগিলেন । তে

চ তো বিপ্রাঃ পাপহারীণি শৃণুতাম্ ॥ ৬০ ॥ যানি
যানীহ কুদ্রশ্চ চরিতানি মহান্ত্যপি । শ্রুতানি পরমা-
ণ্যেব ভূয়ঃ কিং কথয়ামি বঃ ॥ ৬১ ॥ স্বয়ং উচুঃ ।
এবমুক্তং ত্বয়া স্মৃত চরিতং শঙ্করশ্চ চ । অনেন
চরিতেনৈব সমৃপ্তাঃ শ্রো ন সংশয়ঃ ॥ ৬২ ॥ স্মৃত
উবাচ । বাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতমস্তি সর্বং ময়া ততঃ
শঙ্কররূপমদ্ভুতম্ । সুবিকৃতং চাদ্ভুতবেদগর্ভং জ্ঞানা-
ত্মকং পরমং চেদমুক্তম্ ॥ ৬৩ ॥ শ্রুত্বা পরয়োপেতাঃ
শ্রাবয়ন্তি শিবপ্রিয়ম্ । শৃণুস্তি চৈব যে তক্ত্যা শক্তো-
র্মাহাত্ম্যমদ্ভুতম্ । শিবশাস্ত্রমিদং শ্রীত্যা তে যান্তি
পবমাং গতিম্ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্রাং সংহি-
তায়াম্ প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডে কেশরখণ্ডে অঙ্গিরঃ-
কৃতশিবরাজ্যাভিষেকবর্ণনং নাম পঞ্চ-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বিপ্রগণ ! মহাত্মা মহেশ্বর এবম্বিধ অসংখ্য চরিত
আছে । আপনারা যে সকল পবিত্র কুদ্রচরিত শ্রবণ
করিলেন, ঐ সমস্ত চরিতই পরমোত্তম । এক্ষণে
অপর আর কি আপনাদের নিকট কীর্তন করিব ?
ঋষিগণ কহিলেন,—হে স্মৃত ! শঙ্করের এই প্রকার
চরিত আপনি কীর্তন করিলেন । এই চরিত
শ্রবণে আমরা পরম পরিভূপ্ত হইয়াছি, সংশয় নাই ।
স্মৃত কহিলেন,—বাসদেবের প্রসাদে আমার যাহা
জ্ঞান ছিল, তাহা সমস্তই আমি কীর্তন করিলাম ।
শঙ্কররূপ অদ্ভুত, অতিবিকৃত, বেদবোধিত, জ্ঞানা-
ত্মক ও পরমোত্তম ; এই আমি সেই পরম রূপ বর্ণন
করিলাম । যাহারা পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভক্তির
সহিত শিবপ্রিয় শ্রোতাকে শঙ্কর এই অদ্ভুত মহাত্ম্য-
ময় শিবশাস্ত্র শ্রবণ করায় বা স্বয়ং শ্রবণ করে,
তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৪২—৬৪ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

মাহেশ্বরখণ্ডম্ ।

কুমারিকাখণ্ডম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমুখ্য উচুঃ । দক্ষিণার্ণবতীরেযু যানি তীর্থানি
পঞ্চ চ । তানি ক্রহি বিশালাক্ষ বর্ণয়ন্ত্যতি তানি চ ॥
১ ॥ সম্ভূতীর্থকলঃ যেষু নারদাদ্যা বদন্তি চ ।
তেষাং চরিতমাহাভ্যঃ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ২ ॥
উগ্রশ্রবা উবাচ । শৃণুধ্বমত্যদ্ভুতপুণ্যসংকথং কুমার-
নাথস্ত মহাপ্রভাবম্ । দ্বৈপায়নো যন্মম চাহ পূৰ্ব্ব-
হর্ষাশুরোমোদগমচর্চিতাঙ্গঃ ॥ ৩ ॥ কুমারগীতা গাথাত্র-
য়তাং মুনিসত্তমাঃ । যা সৰ্বদেবৈর্মুনিভিঃ পিতৃভিঃ
প্রপূজিতা ॥ ৪ ॥ সাধ্বাচারঃ স্তম্ভতীর্থং যো নিবেবেত
মানবঃ । নিয়তং তস্ত বাসঃ স্তাদ্ভ্রুকালোকে যথা
মম ॥ ৫ ॥ ভ্রুকালোকাধিকুলোকস্তস্মাদপি শিবস্ত চ ।
পুত্রপ্রিয়হাস্তস্তাপি শুহলোকো মহত্তমঃ ॥ ৬ ॥ অত্রা-

প্রথম অধ্যায় ।

কহিলেন,—হে বিশালাক্ষ! দক্ষিণ
সাগরের তীরে যে পাঁচটি তীর্থ আছে, সাধারণে
যাহাদিগের অতীব প্রশংসা করিয়া থাকে, আপনি
সেই সকল তীর্থের বিবরণ বর্ণন করুন । নারদাদি
মহর্ষিগণ ঐ সমস্ত তীর্থকে সৰ্বতীর্থকলদায়ক
বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন । আমরা সেই সকল
তীর্থের চরিত্র-মাহাভ্য শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি ।
উগ্রশ্রবা কহিলেন, পূৰ্ব্বে দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব
যাহার বর্ণনকালে হর্ষবশে রোমাঞ্চিতকায়ে
মানন্দাঙ্গ দ্বারা প্রাবিত হইয়াছিলেন, সেই কুমার-
নাথের সুপ্রভাবশালী সাধু অত্যদ্ভুত পুণ্য কাহিনী
আপনারা শ্রবণ করুন । হে মুনিসত্তমগণ! আপনারা
সৰ্বদেব-মুনি-পিতৃলোক-পূজিত কুমারগীতা গাথা
শ্রবণ করুন । যে মানব সদাচারে স্তম্ভতীর্থের
সেবা করে, আমার স্থায় তাহারও নিয়ত ভ্রুকালোকে
বাস হয় । পরে ভ্রুকালোক হইতে বিষ্ণুলোকে,
তথা হইতে শিবলোকে এবং শিব অত্যন্ত পুত্রপ্রিয়
বলিয়া সেখান হইতে অত্যন্তম শুহলোকেও সেই

শ্রদ্ধাকথা যা চ কাক্তনস্ত পুরেরিতা । নারদেন
মুনিশ্রেষ্ঠাস্তাং নো বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ ॥ ৭ ॥ পুরা
নিমিত্তে কস্মিন্শ্চিৎ কিরীটী মণিকূটতঃ ॥ সমুদ্রে
দক্ষিণেহভ্যাগাৎ স্নাতুং তীর্থানি পঞ্চ চ ॥ ৮ ॥
বর্জয়ন্তি সদা যানি ভয়াতীর্থানি তাপসাঃ । কুমারে-
শস্ত পূৰ্ব্বক তীর্থমস্তি মুনৈঃ প্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥ স্তম্ভেশস্ত
দ্বিতীয়ক সৌভদ্রস্ত মুনৈঃ প্রিয়ম্ । বর্করেশ্বরমস্ত
পৌলোমীপ্রিয়মুত্তমম্ ॥ ১০ ॥ চতুর্থক মহাকালঃ
কবন্ধমনুপপ্রিয়ম্ । ভরদ্বাজস্ত তীর্থক সিদ্ধেশাখ্যঃ
হি পঞ্চমম্ ॥ ১১ ॥ এতানি পঞ্চ তীর্থানি দদর্শ কুরু-
পুঙ্গবঃ । তপস্বিভির্বাঞ্জতানি মহাপুণ্যানি তানি চ ॥
১২ ॥ দৃষ্ট্বা পার্শ্বে নারদীযানপৃচ্ছত মহামুনিঃ ।
তীর্থানীমানি রম্যাণি প্রভাবাদ্ভুতবন্তি চ ॥ ১৩ ॥
কিমর্থং ক্রত বর্জ্যন্তে সর্দৈব ভ্রুকবাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥
তাপসা উচুঃ । গ্রাহাঃ পঞ্চ বসন্ত্যেযু হরন্তি চ

মানব বাস করিয়া থাকে । হে মুনিগণ! এবিষয়ে
দেবর্ষি নারদ পূৰ্ব্বে অর্জুনকে যে আশ্চর্য্যকথা
বলিয়াছিলেন, আমি আপনাকে তাহা সবিস্তরে
বলিতেছি । পুরাকালে কোনও কারণে অর্জুন
মণিকূট হইতে দক্ষিণসাগরতীরে পঞ্চতীর্থে
স্নানার্থ গমন করেন । তাপসগণ ভয়বশতঃ সেই
সকল তীর্থ সতত বর্জন করিতেন । প্রথম
কুমারেশ তীর্থ, উহা মুনিজনের অতীব প্রিয় ।
দ্বিতীয় স্তম্ভেশ তীর্থ, উহা সৌভদ্র মুনির অতি-
প্রিয় । তৃতীয় উত্তম বর্করেশ্বর তীর্থ; উহা পৌলো-
মীর প্রীতিকর । চতুর্থ মহাকাল তীর্থ, উহা কবন্ধম-
নুপতির প্রীতিবিধায়ক, এবং ভরদ্বাজের সিদ্ধেশ-
নামক তীর্থই পঞ্চতীর্থ । কুরুপুঙ্গব অর্জুন তপস্বি-
জনবর্জিত এই পাঁচটি মহাপুণ্য তীর্থ দর্শন করিয়া
পার্শ্বস্থ নারদীয় মহামুনিদিগকে জিজ্ঞাসিলেন,—হে
মহর্ষিগণ! এই সকল অদ্ভুতপ্রভাব রম্য তীর্থ,
ভ্রুকবাদী তপস্বিগণ কি জন্য বর্জন করেন?—
আমাকে তদ্বিবরণ বলুন । ১—১৪ । তাপসগণ
কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! এই পঞ্চতীর্থে পাঁচটি

তপোধনান। অত এতানি বর্জ্যাস্তে তীর্থানি কুরু-
নন্দন। ইতি ক্রুদ্বা মহাবাহুর্গমনায় মনো দধে ॥১৫॥
ততস্তং তাপসাঃ প্রোচুর্গন্তং নার্সি ফাল্গুন। বহবো
ভক্তিা গ্রাহে রাজানো মুনয়স্তথা ॥ ১৬ ॥ ততঃ
দ্বাদশ বর্ষাণি তীর্থানামবুদেষপি। স্নাতঃ কিমেতৈ-
স্তীর্থৈস্তে মা পতঙ্গবতো ভব ॥ ১৭ ॥ অর্জুন
উবাচ। যত্নং করুণাসারৈঃ সারং কিং তদিহো-
চ্যতাম। ধর্মার্থৌ মনুজো যশ্চ ন স নার্ষ্যো
মহাশক্তিঃ ॥ ১৮ ॥ ধর্মকামঃ হি মনুজঃ যো বাববতি
মন্দবীঃ। তদাশ্রিতস্ত জগতো নিঃশাসৈর্ভাস্মসাত্তবেৎ ॥
১৯ ॥ যজ্ঞীবিতং চাচিরাং স সমানক্ষণভঙ্গরম। নক্রে-
দ্বক্ষরুতে যাতি যাতু দোষোহস্তু কো ননু ॥ ২০ ॥
জীবিতঞ্চ ধনং দারাঃ পুত্রাঃ ক্ষেত্রগৃহাণি চ। যান্তি
যেবাং ধর্মরুতে ত এব ভুবি মানবাঃ ॥ ২১ ॥ তাপসা
উচুঃ। এবং তে ব্রহ্মতঃ পার্শ্বদীর্ঘমাযুঃ প্রবন্ধিতাম।
সদা ধর্মো রতির্ভূতাদ্যাহি স্বং কুরু বাঞ্চিতম ॥ ২২ ॥

গ্রাহে বাস করে; তাহার জলময় তাপসগণকে
বিনাশ করিয়া থাকে; সেইজন্য এই তীর্থ কয়টি
বর্জিত হইয়াছে। মহাবাহু অর্জুন এই কথা শুনিয়া
সেই সকল তীর্থে যাইবার অভিপ্রায় করিলেন।
তাপসগণ তাহাকে কহিলেন,—হে ফাল্গুন। সেই
গ্রাহগণ কর্তৃক অনেকানেক রাজা ও মুনি ভক্ষিত
হইয়াছে। অতএব তুমি এই সকল তীর্থে যাইও না।
তুমি দ্বাদশ বর্ষ কাল অর্কবৃন্দ অর্কবৃন্দ তীর্থে স্নান
করিয়াছ; সুতরাং এ কয়টি তীর্থে স্নান না করিলে
তোমার ক্ষতি কি? তুমি পতঙ্গবৎ স্বেচ্ছায় মৃত্যু-
মুখে যাইও না। অর্জুন বলিলেন,—হে করুণা-
পরায়ণ মহর্ষিগণ! আপনারা যাহা বলিলেন, তাহা
আপনাদিগের সদয়-হৃদয়তায় অভিব্যক্তক মাত্র,
পরন্তু জগতে সার কি? তাহা বলুন। মহাত্মা
জনগণের পক্ষে ধর্মার্থী মানবকে ধর্মকার্যে বারণ
করা কর্তব্য নহে। যে মন্দবুদ্ধি মানব ধর্মোচরণা-
ভিলাষী বাজিকে নিবারণ করে, তদীয় নিশ্বাস দ্বারা
তদাশ্রিত জনগণও ভাস্মসাৎ হইয়া যায়। বিদ্বাতের
জ্ঞান ক্ষণভঙ্গুর জীবন যদি ধর্মকর্মার্থ বিনষ্ট হয়
হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? যাহাদিগের স্ত্রী, পুত্র,
গৃহ, ক্ষেত্র, জীবন, ধন, এসকল ধর্মার্থে ব্যয়িত হয়,
তুমণ্ডলে তাহারাই প্রকৃত মনুষ্য। তাপসগণ
কহিলেন,—হে পার্শ্ব! তুমি যে একরূপ কথা বলিলে,
ইহাতে তোমার দীর্ঘ আয়ু আরও দীর্ঘ হউক,
এবং ধর্মোত্তরাগ বুদ্ধি পাউক; যাও আপন অভি-

এবমুক্তঃ প্রণম্যতানশীর্ভিরতিসংহতঃ। জগাম
তানি তীর্থানি দ্রষ্টুং ভরতসত্তমঃ ॥ ২৩ ॥ ততঃ
সৌভদ্রমাসাদ্য মহর্ষেস্তীর্থমুত্তমম। বিগাহ্য তরসা
বীরঃ স্নানং চক্রে পরস্তপঃ ॥ ২৪ ॥ অথ তং পুরুষ-
ব্যাসমন্তর্জলচরো মহান। নিজগ্রাহ জলে গ্রাহঃ
কুন্তীপুত্রঃ ধনঞ্জয়ম ॥ ২৫ ॥ তমাদায়ৈব কোন্তেয়ো
বিষ্ণুবন্তং জলেচরম। উদতিষ্ঠন্নহাবাহুবলেন বলিনাং
বরঃ ॥ ২৬ ॥ উদ্ধতশ্চৈব তু গ্রাহঃ সৌহর্জুনেন
যশস্বিনা। বভূব নারী কল্যাণী সর্বাভরণভূষিতা ॥
২৭ ॥ দীপ্যমানশিখা বিপ্রা দিব্যরূপা মনোরমা।
তদভূতং মহদৃষ্ট্বা কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৮ ॥ তাং
স্থিৎ পরমপ্ৰীত ইদং বচনমববীৎ। কা বৈ স্মসি
কল্যাণি কুতো বা জলচারিণী ॥ ২৯ ॥ কিমর্থঞ্চ মহৎ
পাপমিদং কৃতবতী হসি ॥ ৩০ ॥ নার্যুবাচ। অপ্সরা
হস্মি কোন্তেয় দেবারণ্যানিবাসিনী। ইষ্টা ধনপতে-
নিতাং বর্চসা নাম মহাবল। মম সখ্যচতস্রোহস্থাঃ
সর্বাঃ কামগমাঃ শুভাঃ ॥ ৩১ ॥ তাতিঃ সার্কঃ প্রযা-

প্রায় সাধন কর। ভরতসত্তম অর্জুন এই প্রকার
আদিষ্ট হইয়া সেই মুনিগণকে প্রণামপূর্বক তাঁহা-
দিগের আশীর্বাদে অভিনন্দিত হইয়া সেই সকল
তীর্থ দর্শনার্থ প্রস্থান করিলেন। পরে পরস্তপ
বীর অর্জুন সৌভদ্র মহর্ষির উত্তম স্বস্তেশতীর্থে
যাইয়া সোৎসাহে অবগাহনপূর্বক স্নান করিলেন।
তখন জলমধ্যবাসী মহান গ্রাহ সেই পুরুষব্যাস
কুন্তীতনয় ধনঞ্জয়কে আসিয়া গ্রাস করিল। বলি-
প্রধান মহাবাহু কুন্তীনন্দন সবলে সেই ক্ষুরমাণ
জলচরকে লইয়াই তীরে উত্থান করিলেন। হে
বিপ্রগণ! যশস্বী অর্জুন কর্তৃক সেই গ্রাহ উদ্ধৃত
হইয়া সহসা দিব্যরূপা মনোরমা অতিদীপ্তিমতী
সর্বাভরণভূষিতা কল্যাণী নারীমূর্তি পারগ্রহ
করিল। কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় সেই পরম অদ্ভুত
ব্যাপার দেখিয়া সুপ্রীতিসহকারে সেই নারীকে
এইরূপ জিজ্ঞাসিলেন,—অয়ি কল্যাণি! তুমি কে?
কেনই বা জলচারিণী হইয়াছিলে? তুমি কেনই
বা এমন পাপ করিয়াছিলে, যাহার ফলে তোমার
এমন দুর্গতি ঘটিয়াছিল? ১৫—৩০। সেই রমণী
কহিল,—হে কোন্তেয়! আমি দেবারণ্যানিবাসিনী
অপ্সরা। হে মহাবল! আমার নাম বর্চসা;
আমি ধনপতির নিয়ত অভিমতা। একদা আমি
আমার কামগামিনী শুভদর্শনা অপর চারিজন

তানি দেবরাজনিবেশনাৎ । ততঃ পঞ্চামহে সৰ্বা
ব্রাহ্মণানিকেতনম্ ॥ ৩২ ॥ রূপবন্তমধীযানমেক-
মেকান্তচারিণম্ । তন্তু বৈ তপসা বীর তদ্বনং
তেজসাবৃতম্ ॥ ৩৩ ॥ আদিত্য ইব তং দেশং
কুংস্রমেবাবভাসয়ৎ । তন্তু দৃষ্ট্বা তপস্তাদৃগ্গপঞ্চাভূত-
দর্শনম্ ॥ ৩৪ ॥ অবতীর্ণান্মি তং দেশং তপোবিষ-
চিকীৰ্ষয়া । অহং সৌরভেয়ী চ সামেয়ী বৃদ্ধা
লতা ॥ ৩৫ ॥ যোগপদ্যেন তং বিপ্রমভ্যগচ্ছাম
ভারত । গায়ন্ত্যা ললমানাস্ত লোভয়ন্ত্যস্ত তং
দ্বিজম্ ॥ ৩৬ ॥ স চ নান্যাসু কৃতবান্ মনো বীরঃ
কথঞ্চন । নাকম্পত মহাতেজাঃ স্থিতস্তপসি নিশ্বলে ॥
৩৭ ॥ সৌহৃদপং কুপিতোহস্মাসু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়-
ৰ্ধভ । গ্রাহভূতা জলে যুগং ভবিষ্যথ শতং সমাঃ ॥
৩৮ ॥ ততো বয়ং প্রব্যথিতাঃ সৰ্বা ভরতসন্তম ।
আয়াতাঃ শরণং বিপ্রং তপোধনমকম্মবম্ ॥ ৩৯ ॥
রূপেণ বয়সা চৈব কন্দর্পেণ চ দর্পিতাঃ । অযুক্তং
কৃতবত্যাঃ স্ম কক্ৰমহঁসি নো দ্বিজ ॥ ৪০ ॥ এব এব
বধোহস্মাকং স পর্যাপ্তস্তপোধন । যদ্বয়ং শংসিতা-

সখী লইয়া দেবরাজভবন হইতে প্রস্থানপূর্বক
পশ্চিমধ্যে এক নিকেতন-স্থান, রূপবান্, একাকী
বিচরণ-পরায়ণ, অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণকে দর্শন করি।
হে বীর ! সেই ব্রাহ্মণ আদিত্যতুল্য তেজে সেই
বন সমুদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমান ছিলেন । আমরা
ঊঁহার তাদৃশ তপঃপ্রভাব ও রূপ দেখিয়া তদীয়
তপস্তার বিস্মাচরণ কামনায় সেই স্থানে অবতরণ
করিলাম এবং হে ভরতনন্দন ! আমি, সৌরভেয়ী,
সামেয়ী, বৃদ্ধা ও লতা,—আমরা পাঁচ সখী
মিলিত ভাবে গান করিতে করিতে বিবিধ হাব-
ভাব বিকাশসহকারে সেই ব্রাহ্মণের লোভ জন্মাই-
বার জন্য ঊঁহার সমীপে উপস্থিত হইলাম । পরন্তু
হে বীর ! সেই মহাতেজা মুনি, নিশ্বল তপস্তায়ই
নিবিষ্ট রহিলেন ; কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন
না কিম্বা অনুমাত্র আসক্তি প্রকাশ করিলেন না ।
হে ক্ষত্রিয় ঋষি ! পরে সেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া
আমাদিগকে এই অভিশাপ দিলেন যে,—তোমরা
শতবর্ষকাল গ্রাহরূপে জলমধ্যে বাস করিবে ।
হে ভরতসন্তম ! আমরা তাহাতে ব্যথিতচিত্তে
সেই অকল্যাণ তপোধন ব্রাহ্মণের শরণাগত হইয়া
কহিলাম,—হে তপোধন ব্রাহ্মণ ! আমরা রূপে, বয়সে
ও কন্দর্পে দর্পিত হইয়া যে অন্ত্যায়চরণ করি-
মাছি, তাহা কমা করুন । আমরা যে আপনার স্থায়

জ্ঞানং প্রলোকুঃ স্বরূপাগতাঃ ॥ ৪১ ॥ অবধ্যা-
স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টা মন্তস্তে ধর্ম্মচিন্তকাঃ । তস্মাক্ষর্ষণে ধর্ম্মজ
এব বাদো মনীষিণাম্ ॥ ৪২ ॥ শরণং প্রপন্নানাং
শিষ্টাঃ কুর্ষন্তি পালনম্ । শরণ্যং ত্বাং প্রপন্নঃ
স্বস্তস্মাহং কক্ৰমহঁসি ॥ ৪৩ ॥ এবমুক্তস্ত ধর্ম্মাত্মা
ব্রাহ্মণঃ শুভকর্ম্মকুৎ । প্রসাদং কৃতবাহুঃ রবিসৌম-
সমপ্রভঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ । ভবতীনাং চরি-
ত্রেণ পরিমুহ্যামি চেতসি । অহো ধাষ্ট্যমহো মোহো
যং পাপায় প্রবর্তনম্ ॥ ৪৫ ॥ মন্তকহ্ময়িনং মৃত্যুং
যদি পশ্যেদয়ং জনঃ । আহারোহপি ন রোচেত
কিমুতাকার্য্যকারিতা ॥ ৪৬ ॥ আহো মানুষ্যকং জন্ম
সদ্বজন্মসু দুর্লভম্ । তৃণবৎ ক্রিয়তে কৈশ্চিদযোষি-
ন্যুট্টেহঁরাধরৈঃ ॥ ৪৭ ॥ তান্ বয়ং সমপৃচ্ছামো জনিৰ্ধঃ
কিং নিমিত্ততঃ । কো বা লাভো বিচার্য্যেতন্মনসা
সহ প্রোচ্যতাম্ ॥ ৪৮ ॥ ন চৈতাঃ পরিনিন্দামো
জনিৰ্ধাত্যাঃ প্রবর্ততে । কেবলং তান্ বিনিন্দামো যে
চ তাসু নিরর্গলাঃ ॥ ৪৯ ॥ যতঃ পদ্মভূবা সৃষ্টেং

বিষ্ণুদ্বাত্মা ব্যক্তিকে প্রলোভিত করিতে আসিয়াছি,
ইহাই আমাদিগের মৃত্যুতুল্য । হে ধর্ম্মজ ! মনীষি-
গণের এই উক্তি প্রচলিত আছে যে, ধর্ম্মানুসারে
জীৱণ অবধ্য বলিয়াই গণনীয় ! আরও দেখুন,
নাথুজনেরা শরণাগতের প্রতিপালন করিয়া থাকেন ।
আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি ; আপনি
শরণাগতপালক ; অতএব আমাদিগকে কমা করুন ।
হে বীর ! আমরা এইরূপ বলিলে সেই রবি-শশি-
সমকান্তি ধর্ম্মাত্মা সুকর্ম্মকারী বিপ্র আমাদিগের
প্রতি প্রসন্ন হইলেন । ৩১—৪৪ । ব্রাহ্মণ কহিলেন,—
তোমাদিগের চরিত্রে আমি মনে মনে বিশ্বাস-বিশুদ্ধ
হইতেছি ; ওঃ ! কি ধৃষ্টতা ! মোহের কি প্রভাব !
—যাহার ফলে অধঃপাতে যাইতে হয় ! মৃত্যু যে
সকলেরই মন্তকে অধিষ্ঠিত, জনগণ ইহা যদি জানিতে
পারে, তাহা হইলে তাহাদিগের আহারেও রুচি হয়
না, অকার্য্য করণের কথা আর কি বলিব ? আহা !
সদ্বজন্মের দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও কোন
কোন মুঢ় হৃদ্বুদ্ধি, নারীজনে আসক্ত হইয়া সেই
মানবজন্মকে তৃণবৎ বিকল করিয়া ফেলে ! ঐ সকল
মুঢ়দিগকে আমাদিগের জিজ্ঞাস্ত এই যে, তোমা-
দিগের জন্ম কি জন্য ? আর জন্মের লাভই বা
কি ? অন্তঃকরণের সহিত বিচার করিয়া তাহা বলিতে
পার ? নারীগণ হইতে জীবজগতের উৎপত্তি হয় ;
সুতরাং তাহাদিগকে আমরা নিন্দা করি না ; পরন্তু

মিথুনং বিশ্বদ্বয়ে । তত্থা পরিপাল্যং বৈ নাহি
দোষোহস্তি কশ্চন ॥ ৫০ ॥ যা বাক্যবৈঃ প্রদত্তা
স্বাদ্ভিঃ সজসমাগমে । গাইহ্যপালনং ধন্যং তয়া
সাকং হি সর্বদম্ ॥ ৫১ ॥ যথা প্রকৃতিপুং যোগো
যত্নেনাপি পরম্পরম্ । সাধ্যমানো গুণায় স্বাদ-
গুণায়াপাসাধিতঃ ॥ ৫২ ॥ এবং যত্নাৎ সাধ্যমানং
স্বকং গাইহ্যমুত্তমম্ । গুণায় মহতে ভূয়াদগুণায়াপা-
সাধিতম্ ॥ ৫৩ ॥ পুরে পঞ্চমুখে দ্বাঃশ্চ একাদশ-
ভট্টৈর্ভূতঃ সাকং নারীয়া বহুপতাঃ স কথং স্বাদ-
চেতনঃ ॥ ৫৪ ॥ যশ্চ দ্বিধা সমায়োগঃ পঞ্চযজ্ঞাদি-
কর্মভিঃ । বিশোপকৃতবে সৃষ্টা মুটৈর্গা সাধাতে-
হত্থা ॥ ৫৫ ॥ অহো শৃণুধ্বং নো চেদঃ শুক্লা
জায়তে শুভা । তথাপি বাতাক্ষণা নোক্রিয়ামঃ শৃণোতি
কঃ ॥ ৫৬ ॥ বড়ুবাভুসারঃ তদীয়া সমানং পাবিত্র্য
চ । বিনিক্ষেপে কুযোনৌ তু তস্মৈদং প্রোক্তবান
যমঃ ॥ ৫৭ ॥ প্রথমং চৌদবীদ্রোহা আত্মদ্রোহা ততঃ

সমাঃ ॥ ৫৮ ॥ মনুষ্যাং পিতরো দেবা মুনয়ো মানবা-
পুনঃ । পিতৃদ্রোহা বিশ্বদ্রোহা যাত্যকং শাস্তীঃ
স্তথা । ভূতানি চোপজীবন্তি তদর্থং নিয়তো ভবেৎ ॥
৫৯ ॥ বচসা মনসা চৈব জিহ্বয়া করশ্চোজ্জকৈঃ ।
দান্তমাহুর্হি সন্তীর্থং কাকতীর্থমতঃ পরম্ ॥ ৬০ ॥
কাকপ্রায়ে নরে যস্মিন্ রমন্তে তামসা জনাঃ । হংসো-
হয়মিতি দেবানাং কোহর্থস্তেন বিচিস্ততাম্ ॥ ৬১ ॥
এবংবিধং হি বিশ্বস্ত নিশ্চয়ং স্মরতো হৃদি । অপি কুতে
ত্রিলোকাশ্চ কথং পাপে রমেন্মনঃ ॥ ৬২ ॥ তদিদং
চাত্তমর্ত্যানাং শাস্ত্রদৃষ্টমহো দ্বিধাঃ । যমলোকে ময়া
দৃষ্টং মুখে প্রত্যক্ষতঃ কথম্ ॥ ৬৩ ॥ ভবতীষু চ কঃ
কোপো যে যদর্থে হি নিশ্চিতাঃ । তে তমর্থং প্রকুর্ষন্তি
সতামজ্জভমেব চ ॥ ৬৪ ॥ শতং সহস্রং বিদ্বদ্ব সর্ব-
মক্ষয়বাচকম্ । পরিমাণং শতম্বেব নৈতদক্ষয়া-
বাচকম্ ॥ ৬৫ ॥ যদা চ বো গ্রাহভূতা গৃহীতীঃ পুরুষান
জলে । উৎকর্ষতি জলাৎ কশ্চিৎ স্থলে পুরুষসত্তমঃ ॥

যাহারা সেই সকল নারীজনে নির্লজ্জভাবে আসক্ত
হয়, কেবল তাহাদিগকেই নিন্দা করি। পদ্মজন্মা
ব্রহ্মা জগতের বৃদ্ধি নিমিত্ত মিথুন সৃষ্টি করিয়াছেন,
সুতরাং সেই মিথুনের যথাযোগ্য আচার পালন
করাই কর্তব্য; তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই।
বাহুর ও ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে বাক্যব কর্তব্য যে নারী
প্রদত্তা হয়, তাহার সহিত গাইহ্য ধর্ম প্রতিপালনই
প্রশংসাজনক এবং সর্বসুখ-সম্পাদক। প্রকৃতি-
পুরুষের সংযোগ পরস্পরের যত্নে সাধিত হইলেই
সুফলপ্রদ হয়; নচেৎ আনষ্টসাধকই হইয়া থাকে।
উত্তম গাইহ্য ধর্ম ও স্বকীয় প্রযত্নে সম্পাদিত হই-
লেই উত্তম ফলদায়ক হয়, অন্যথা অহিহবরই হইয়া
থাকে। পঞ্চমুখপুরে সপ্তক হইয়া বহু সন্তান-
সম্পন্ন যে দারী একাদশজন অহুচরের সহিত অব-
স্থান করে, সে অনবধান হইবে কি প্রকারে? জগ-
তের উপকারার্থ পঞ্চ-যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা যে স্ত্রীসংযো-
গের বিধান সৃষ্ট হইয়াছে, হায়! হায়! মুচগণ তাহার
অন্তথাচরণ করিয়া থাকে। আহা! জনগণ!
তোমরা শ্রবণ কর। আর যদি তোমাদিগের শ্রবণা-
ভিলাষ না থাকে, তথাপি আমি বাহু উত্তোলনপূর্বক
চিৎকার করিতে নিবৃত্ত হইব না! হায়! কাহাকেই
বা বলি, আর কেই বা শুনে! রস-রক্তাদি ছয়টি
ধাতুর যাহা সার, সেই বীর্ঘ্য যেরূপে মূট যোগ্য যোনি
পরিহারপূর্বক কুযোনিতে নিক্ষেপ করে, যমদেব

তাহার সঙ্গন্ধে বলিয়াছেন যে, সে ওষধিদ্রোহী,
আত্মদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী ও বিশ্বদ্রোহী; সুদীর্ঘ-
কালের জন্ত তাহার অধোগতি ঘটয়া থাকে। পিতৃ,
দেব, মনি, মানব ও অপরাপর প্রাণীরা মনুষ্যকেই
উপজীব্য করিয়া থাকে; সুতরাং সন্তানোৎপাদনার্থ
সকলেরই বৈধ যত্ন করা আবশ্যক। যিনি বাক্য,
মন, জিহ্বা, হস্ত ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় দমন করিয়াছেন,
তাহাকেই সন্তীর্থ বলা যায়; অপর সমস্ত কাকতীর্থ-
পদবাচ্য ১৪৫—৬০। যে কাক-সদৃশ মনুষ্যো তামস
জনগণ হংসসদৃশ বোধে অনুরক্ত হয়, তাদৃশ
মানব-দ্বারা দেবগণের কি উপকার? ইহা বিচার
করিয়া দেখা কর্তব্য। বিশ্বের এবদ্বিধ নিশ্চয়-বৈচিত্র্য
হৃদয়ে স্মরণ করিলে ত্রৈলোক্যাভিনিমিত্তও কি
পাপে অনুরক্তি জন্মে? হে রমণীগণ! অপরাপর
মর্ত্যগণের শাস্ত্রনির্দিষ্ট দুর্গতি সকল আমি যমলোকে
প্রত্যক্ষ করিয়াছি; সুতরাং আমার তাহাতে মোহ
জন্মিবে কিরূপে? আর তোমাদিগের প্রতিই বা
কোপ হইবে কেন? শুভই হউক আর অশুভই
হউক, যাহারা যাহার জন্ত নিশ্চিত, তাহারা তাহাই
করিয়া থাকে। শত সহস্রাদি যত কিছু অনন্ত
পরিমাণবাচক শব্দ আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা অনন্ত
পরিমাণ-বাচক নহে। সুদীর্ঘ পরিমাণ-বাচক মাত্র;
সুতরাং তোমাদিগকে যে অভিশাপ দিয়াছি, তাহা
অনন্তকালের জন্ত নহে, পরন্তু দীর্ঘকালের নিমিত্ত;
এইরূপই বুঝিও। তোমরা গ্রাহরূপে জলে থাকিয়া

৬৬ ॥ তদা যুয়ং পুনঃ সর্বাঃ স্বং রূপং প্রতিপৎস্তথ ।
অনৃতং মোক্ষপূর্বং মে হসতাপি কদাচন । কল্যাণস্ত
সুপূজ্যস্ত শুক্লস্তবদ্বরা হি বঃ ॥ ৬৭ ॥ নার্যুবাচ ।
ততোহতিবাদ্য তং বিপ্রঃ কৃষ্ণা চৈব প্রদক্ষিণম্ ॥
৬৮ ॥ অচিন্ত্যামাপস্ম্যত্যা তস্মাদ্দেশাৎ সুহৃৎখিতাঃ ।
ক কু নাম বয়ং সর্বাঃ কালেনাগ্নেন তং নরম্ ॥
৬৯ ॥ সমাগচ্ছেম যো নঃ স্বং রূপমাপাদযেৎ পুনঃ ।
তা বয়ং চিন্তয়িষ্যেহ মুহূর্তাদিব ভারত ॥ ৭০ ॥ দৃষ্টে-
বতো মহাভাগঃ দেবর্ষিমথ নারদম্ । সর্বা হৃষ্টাঃ
স্ব তং দৃষ্ট্বা দেবর্ষিমমিতহ্যতিম্ ॥ ৭১ ॥ অভিবাদ্য
চ তং পার্থস্থিতাঃ স্মোবাখিতাননাঃ । স নোহপৃচ্ছ-
দুঃখমূলমুক্তবতো বয়ঞ্চ তম্ ॥ ৭২ ॥ শ্রুত্বা তচ্চ
যথাতত্ত্বমিদং বচনমব্রবীৎ । দক্ষিণে সাগরেহনূপে
পঞ্চ তীর্থানি সন্তি বৈ ॥ ৭৩ ॥ পুণ্যানি রমণীয়ানি
তানি গচ্ছত মা চিরম্ । তত্রস্থাঃ পুরুষ-ব্যাভ্রঃ
পাণ্ডবো বো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৭৪ ॥ মোক্ষয়িষ্যতি শুদ্ধাত্মা
দুঃখাদস্মিন্ন সংশয়ঃ । তস্মা সর্বা বয়ং বীর শ্রুত্বা

পুরুষগণকে গ্রহণ করিতে থাকিলে যখন কোনও
পুরুষসত্তম তোমাদিগকে জল হইতে স্থলে উঠা-
ইবেন, তখন আবার তোমরা নিজ নিজ রূপ প্রাপ্ত
হইবে। আমি পূর্বে পবিত্রসক্রেমেও কখনও
মিথ্যা বলি নাই; সুতরাং এই প্রকারে শুদ্ধিলাভ
করিয়াই তোমরা পরম কল্যাণভাজন হইবে।
৬১—৬৭। সেই রমণী বলিল,—অতঃপর আমরা
সেই ব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদনপূর্বক
তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সুহৃৎখিত-চিত্তে ভাবিতে
লাগিলাম যে, কোন্ স্থানে থাকিলে আমরা অল্প-
কালে তেমন মানবের সমাগম লাভ করিতে
পারিব,—যিনি আমাদের স্বীয়রূপ লাভ করাই-
বেন। হে ভারত! আমরা মুহূর্তকাল এইরূপ
চিন্তা করিতে করিতেই মহাভাগ দেবর্ষি নারদকে
দেখিতে পাইলাম। হে পার্থ! সেই অমিতহ্যতি
দেবর্ষিকে দেখিয়া আমরা হৃষ্টচিত্তে সকলেই তাঁহাকে
অভিবাদনপূর্বক দুঃখ-গ্লানমুখে তাঁহার সম্মুখে
অবস্থান করিলাম। তিনি আমাদের দুঃখের
কারণ জিজ্ঞাসিলে আমরা যথাযথ দুঃখহেতু বর্ণন
করিলাম। তিনি তাহা শুনিয়া বলিলেন,—দক্ষিণ
সাগরের তীরে পাঁচটা রমণীয় পুণ্য তীর্থ আছে।
তোমরা অবিলম্বে তথায় যাও। সেখানে থাকিলে
শুদ্ধাত্মা পুরুষব্যাভ্র পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় তোমাদিগকে
এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবেন। হে বীর!

বাক্যমিহাগতাঃ ॥ ৭৫ ॥ ইমিদং সত্যবচনং কর্তুমর্হসি
পাণ্ডব । ইদ্বিধানাং হি সাধুনাং জন্ম দীনোপকারকম্ ॥
৭৬ ॥ শ্রুত্বৈতি বচনং তস্মাঃ সন্নো তীর্থেষুক্রমাৎ ।
গ্রাহত্বাশ্চোজ্জহার যথাপূর্বাঃ স পাণ্ডবঃ ॥ ৭৭ ॥
ততঃ প্রণম্য তা বীরং প্রোচ্যমানা জয়াশিষ্যঃ ।
গন্তুং কৃতাভিলাষাশ্চ প্রাহ পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৭৮ ॥
এষ মে যদি সন্দেহঃ সুদৃঢ়ঃ পরিবর্ততে । কস্মাদ্ধো
নারদমুনিরনুজ্ঞে প্রবাসিতুম্ ॥ ৭৯ ॥ সর্বাঃ
কোহপ্যভিহীনোহপি স্বপূজাস্থার্থসাধকঃ । স্বপূজা-
তীর্থেষাবাসং প্রোক্তবান্নারদঃ কথম্ ॥ ৮০ ॥ তথৈব
নবহৃগাসু সতীর্থভিলাসু চ । সিন্ধেশে সিদ্ধগণপে
চাপি নোহহি স্থিতিঃ কথম্ ॥ ৮১ ॥ একৈক এবাং
শক্তো হি অপি দেবান্নবারিতুম্ । তীর্থসংরোধ-
কারিণ্যঃ সন্মা নানাবয়ং কথম্ ॥ ৮২ ॥ ইতি চিন্ত-
য়তো মহা ভূশঃ দৌলীয়তে মনঃ । মহেন্নে কৌতুকং
জাতং সত্যং বা বক্তুমহথ ॥ ৮৩ ॥ অপ্পরস উচুঃ ।

আমরা সেই নারদের কথামতই এখানে আসিয়াছি।
হে পাণ্ডব! আপনি সেই মহর্ষিবাক্যের সত্যতা
সম্পাদন করুন।—যেহেতু আপনাদিগের মত
সাধজনগণের জন্মই দীনগণের উপকারার্থ। ৭৮—৭৯।
পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সেই রমণীর কথা শুনিয়া যথা-
ক্রেমে সেই সকল তীর্থে গানপূর্বক গ্রাহকৃপিনী
নাৰীগণকে উদ্ধার করিলেন। পরে সেই নারী-
গণ বীরবর অর্জুনকে প্রণামপূর্বক তদীয় জয়া-
শীমাদ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্থানোদ্যম
করিলে পুণ্যভূমি ধনঞ্জয় তাহাদিগকে কহিলেন,—
নারীগণ! আমার হৃদয়ে এই একটি ঘোর সন্দেহ
জন্মিয়াছে যে, নারদ মুনি তোমাদিগকে এই সকল
তীর্থে বাস করিতে অনুমতি করিলেন কেন?
নীচ বা উচ্চ সকলেই আপন আপন পূজাদিগের
উৎকর্ষাবধানেই যত্ন কবে, পরন্তু নারদ মুনি,
তদীয় পূজাতীর্থে তোমাদিগকে বাস করিতে
কেন বলিলেন? আরও বিশেষ, এখানে অতি
প্রভাববতী নবহৃগা বিরাজমানা রহিয়াছেন; আর
সিন্ধেশ নামক সিদ্ধ গণেশও এখানে বিরাজমান;
সুতরাং তোমরা এখানে বাস করিলেই বা
কি প্রকারে? অত্যা দেবগণ প্রত্যেকই অপর
সমস্ত দেবগণকেই নিবারণ করিতে সমর্থ; অথচ
তোমরা তীর্থের সংরোধ দটাইলেও তোমাদিগকে
ইহারা বারণ করিলেন না কেন? এই চিন্তায়
আমার মন অত্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে; ইহার

যোগ্যঃ পৃচ্ছসি কোন্তেয় পুনঃ পশ্চোত্তরাং দিশম্ ॥
৮৪ ॥ এষ স্ববিশ্রুতিসংবৃত্তোহর্চ্যো মুনিঃ সমায়াতি
তথ্যেতি নারদঃ । সৰ্বং হি পৃষ্টং তব বৈ স বক্তা
প্রোচ্যেবমাকাশতলং গতাস্তাঃ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পার্থেন পঞ্চাপ্রঃসমুদ্ররণঃ নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । ততো দ্বিজৈঃ পরিবৃতং নারদং
দেবপুজিতম্ । অভিগম্যোপজগ্রাহ সর্দানথ স
পাণ্ডবঃ ॥ ১ ॥ ততস্তং নারদঃ প্রাহ জয়ায়াতিধনঞ্জয় ।
ধর্ম্যে ভবতি তে বুদ্ধির্দেবেষু ব্রাহ্মণেষু চ ॥ ২ ॥
কচ্চিদেতাং মহাযাত্নাং বীর দ্বাদশবার্ষিকীম্ ।
আচরন্ বিদ্যাসে নৈবমথ বা কুপ্যসে ন চ ॥ ৩ ॥
মুনীনাংপি চেতাংসি তীর্থযাত্নাসু পাণ্ডব ।
খিদ্যন্তি পরিকুপ্যন্তি ত্রেয়সাং বিশ্বমূলতঃ ॥ ৪ ॥ কচ্চিৎকৈতেন

কারণ সত্যরূপে ব্যক্ত কর ; এ বিষয়ে আমার
অতীব কৌতুক জন্মিয়াছে । অপ্সরারা কহিল,
—হে কৌন্তেয় ! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়া-
ছেন । পরন্তু উত্তর দিক অবলোকন করুন । ঐ
দেখুন, স্বীয় অল্পচর বিপ্রগণে সমাবৃত হইয়া পূজনীয়
নারদ মুনি আগমন করিতেছেন । আপনার
জিজ্ঞাসিত সমস্ত বৃত্তান্তই তিনি আপনাকে
বলিবেন । এই বলিয়া সেই অপ্সরারা গগনাব-
লম্বনে প্রস্থান করিল । ৭৭—৮৫ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—পাণ্ডুমনন্দন অর্জুন অতঃপর
দ্বিজগণ-পরিবৃত দেবপুজিত নারদ মুনিকে ও তৎ-
সহচর অপরাপর মুনিগণকে অভিগমনপূর্বক অভ্য-
র্থনা করিলেন । নারদ তাঁহাকে কহিলেন,—হে
রিপু-ধনজয়ী অর্জুন ! তোমার জয় হউক ! তোমার
মতি পূর্ববৎ ধর্ম্যে, দেবে ও ব্রাহ্মণে প্রতিষ্ঠিত
আছে তো ? হে বীর ! তুমি এই দ্বাদশবার্ষিকী মহা-
যাত্না আচরণ করিয়া খেদযুক্ত বা ক্ষুব্ধ হইতেছ
না ? হে পাণ্ডব ! তীর্থযাত্নায় ত্রেয়স্বর কণ্ঠের
বিষবাহন্য দর্শনে মুনিগণেরও মন ধির ও ক্ষুব্ধ

দোষেণ সমাপ্তিষ্ঠোহসি পাণ্ডব । অত্র চাক্ষুরসা
গীতাং গাথামেতাং হি শুক্রম্ ॥ ৫ ॥ যন্ত হস্তো চ
পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্ । নির্বিকারাঃ ক্রিয়াঃ
সর্বাঃ স তীর্থফলমশ্বতে ॥ ৬ ॥ তদিতং হৃদি ধার্য্য-
তে কিং বা ত্বং তাত যন্তসে । ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরো
যন্ত সখা যন্ত স কেশবঃ ॥ ৭ ॥ পুনরিতং সমুচিতং
যদ্বিশ্রুতং শিক্ষণং নৃণাম্ । বয়ং হি ধর্ম্যগুরুবঃ স্বাপি-
তাস্তেন বিষ্ণুনা ॥ ৮ ॥ বিষ্ণুনা চাত্র শৃণুমো গীতাং
গাথাং দ্বিজান্ প্রতি ॥ ৯ ॥ যন্তামল্যমৃতযশঃশ্রবণ-
বগাহঃ সদ্যঃ পুন্যতি জগদা নৃপচাঙ্কিকৃৎ ।
সোহহং ভবদ্বিরূপলক্সুতীর্থকীর্তিহিন্দ্যাং স্ববাহুর্মপি যঃ
প্রতিকূলবত্তী ॥ ১০ ॥ প্রিয়ং পার্থ তে ক্রমো যেষাং
কুশলকামুকঃ । সর্বৈ কুশলিনস্তে চ যাদবাঃ পাণ্ডবা-
স্তথা ॥ ১১ ॥ অধুনা ভীমসেনেন কুরুণামুপতাপকঃ ।
শাসনাক্রুরাষ্ট্রস্ত বীরবর্মা নৃপো হতঃ ॥ ১২ ॥ স হি
রাজ্যমজ্যেয়োহভূদযথা পূর্বং বলিবলী ।
কণ্টকং কণ্টকেনৈব ধৃতরাষ্ট্রো জিগায় তম্ ॥ ১৩ ॥ ইত্যাদি-

হইয়া পড়ে । হে পাণ্ডব ! তোমার তো এ সকল
দায় ঘটে নাই ? এবিষয়ে বৃহস্পতি-গীত এই
গাথাটা শুনিতে পাই যে—যাহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয়
ও মন সুসংযত থাকে এবং ক্রিয়া সকল নির্বিকার
ভাবে অস্থগিত হয়, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল
পাইয়া থাকে । ইহা তোমার হৃদয়ে ধারণ করা
কর্তব্য । হে তাত ! যুধিষ্ঠির তোমার ভ্রাতা, আর
কেশব তোমার সখা ; সুতরাং তোমারই বা এবিষয়ে
মত কি ? বিপ্রগণ যে নরগণকে শিক্ষা দান
করেন, ইহা তাঁহাদিগের সমুচিত কার্য্য ; যেহেতু
আমরা সেই বিষ্ণু কর্তৃক ধর্ম্যগুরুরূপেই স্থাপিত
হইয়াছি । দ্বিজগণের সহজে সেই বিষ্ণু কর্তৃক
গীত একটা গাথা আমরা শুনিতে পাই !—যাহার
অমল যশোবাক্তা-শ্রবণরূপ অমৃতাবগাহম মিস্রিন্দ্র-
রূপে চণ্ডাল পর্য্যন্তকেও পবিত্র করে, সেই
আমিও আপনাদিগের তিরস্কারে কীর্ত্তিমান হইয়া
থাকি ; আমি প্রতিকূলাচরণকারী স্ববাহু ছেদনেও
অপরাধমুখ । হে পার্থ ! তোমাকে একটা প্রিয় সংবাদ
বলিতেছি । তুমি যাহাদিগের কুশল কামনা কর,
সেই যাদব ও পাণ্ডবগণ সকলেই কুশলে আছেন ।
সম্প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে ভীমসেন কুরুবর্গের
উপতাপকারী বীরবর্মা নৃপাতকে নিহত করিয়াছেন ।
সেই বলী বীরবর্মা, পুরাকালীন বলিরাজার ভ্রাতা
রাজগণের অজ্ঞেয় হইয়া ছিলেন ; পরন্তু রাজা

নারদপ্রোক্তাঃ বাচমাংগ্য কান্তনঃ । অতীব মুদিতঃ
প্রাহ তেষামকুশলং কুতঃ ॥ ১৪ ॥ যে ব্রাহ্মণমতে
নিত্যং যে চ ব্রাহ্মণপূজকাঃ । অহং চ শক্তা নিয়ত-
তীর্থানি বিচরন্তু ॥ ১৫ ॥ আগততীর্থমেতন্নি
প্রমোদোহতীব মে হৃদি । তীর্থানাং দর্শনং ধনু-
মবগাহন্ততোহধিকঃ ॥ ১৬ ॥ মহাশ্রাবণং তস্মাদোমৌ-
হপি মুনিরব্রবীৎ । তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি তীর্থশাস্ত্র
শৃণামুনে ॥ ১৭ ॥ এতেনৈব শ্রাব্যমেতদ্যজ্ঞাসীকৃতং
মুনে । হং হি ত্রিলোকীঃ বিচরন্তু বেৎসি সর্বাঃ হি
সারতাম্ ॥ ১৮ ॥ তদেতৎ সর্বতীর্থেভ্যোহধিকং
মন্ত্রে হৃদাহতম্ ॥ ১৯ ॥ নারদ উবাচ । উচিতং
তব পার্শ্বতদ্যৎ পৃচ্ছসি শুনি শৃণান্ । শুনিণামেব
যুজ্যন্তে শ্রোতুং ধর্মোদ্ভবা শৃণাঃ । সাধুনাং ধর্ম-
শ্রবণৈঃ কীর্তনৈর্ঘাতি চারুহম্ ॥ ২০ ॥ পাপানাম-
সদালাপৈরায়ুর্ঘাতি যথারহম্ । তদহং কীর্তয়িষ্যামি
তীর্থশাস্ত্র শৃণান্ বহুন্ ॥ ২১ ॥ যথা শ্রদ্ধা বিজানাসি

যুক্তমঙ্গীকৃতং ময়া । পুরাহং বিচরন্তু পার্শ্ব ত্রিলোকীঃ
কপিলামুগঃ ॥ ২২ ॥ গতবান্ ব্রহ্মণো লোকঃ
তজাপজ্ঞঃ পিতামহম্ । স হি রাজর্ষিদেবর্ষিমূর্ত্যমূর্ত্তেঃ
সুসংবৃতঃ ॥ ২৩ ॥ বিভাতি বিমলো ব্রহ্মা নক্ষত্রৈ-
রুদ্রাভিঃ । তমহং প্রণিপত্যাথ চক্ষুশ্চ কৃতস্নাগতঃ ॥
২৪ ॥ উপবিষ্টঃ প্রমুদিতঃ কপিলেন সহৈব চ ।
এতন্নিবন্তরে তত্র বার্তিকাঃ সমুপাগতাঃ ॥ ২৫ ॥
প্রদীয়ন্তে হি তে নিত্যং জগজ্জুহুং হি ব্রহ্মণা । কৃত-
প্রণামানথ তান্ সমাসীনান্ পিতামহঃ ॥ ২৬ ॥ চক্ষু-
ষামৃতকল্লেন প্রাবয়ন্নিব চাব্রবীৎ । কুত্র কুত্র বিচীর্ণং
বো দৃষ্টং শ্রুতমথাপি বা ॥ ২৭ ॥ কিঞ্চিদেবাতুতং
ক্রুত শ্রবণাদ্যেন পুণ্যতা । এবমুক্তে ভগবতা তেষাং
যঃ প্রবরো মতঃ ॥ ২৮ ॥ সুশ্রবা নাম ব্রহ্মাণঃ প্রণি-
পত্যোদমুচিবান্ । প্রভোরগ্রে চ বিজ্ঞপ্তির্ঘা দীপো
রবেস্তথা ॥ ২৯ ॥ তথাপি খলু বাচ্যং মে পরার্থং
প্রেরিতেন তে । মুনিঃ কাত্যায়নো নাম শ্রদ্ধা ধর্ম্মান্
পুনর্বহুন্ ॥ ৩০ ॥ সারজিজ্ঞাসয়া তস্মাবেকাসূতঃ শতং

ধৃতরাষ্ট্র কণ্টকদ্বারা কণ্টকোদ্ধারের স্থায় তাঁহাকে
জয় করিয়াছেন । ১—১৩ । নারদের এবন্ধিধ
বাক্য শ্রবণে অতীব আনন্দিত হইয়া অর্জুন কহি-
লেন,—যাহারা নিয়ত ব্রাহ্মণগণের অর্চনাপরায়ণ
এবং ব্রাহ্মণগণের মতানুবর্তী, তাহাদিগের অকু-
শল হইবে কিরূপে ? আমিও যথাশক্তি নানা তীর্থে
বিচরণ করিয়া এই তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হই-
য়াছি । ইহাতে আমার অন্তঃকরণে অতীব প্রসাদ
জন্মিয়াছে । তীর্থের দর্শনই ধনুতা-সাধক, অবগাহন
তদপেক্ষাও অধিক, মহাশ্রাবণ তদপেক্ষাও
সমধিক ফলদায়ক । একথা ঔর মুনি বলিয়াছেন ।
হে মুনিবর ! সেই জন্ত আমি এই তীর্থের শৃণ-
[শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছি । আপনি এ তীর্থ পরিগ্রহ
করিয়াছেন বলিয়াই ইহার শৃণ শ্রবণ করা আমার
আবশ্যক । আপনি ত্রিলোকে বিচরণ করেন বলিয়া
সকলেরই সার জ্ঞাত আছেন । এই তীর্থ আপ-
নারই আশ্রিত, এজন্য বোধ হয়, এই তীর্থ সর্বতীর্থ
অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ । ১৪—১৯ । নারদ কহিলেন,
হে শৃণবান্ পার্শ্ব ! তুমি যে তীর্থের শৃণ জিজ্ঞাসা
করিতেছ, তাহা তোমার উচিতই বটে ! ধর্ম্মসম্বন্ধীয়
কথা শ্রবণ করা শৃণিগণেরই যোগ্য । যেমন অসদা-
লাপে দিন দিন পাপীদিগের আত্মক্ষয় হয়, প্রতি-
দিন ধর্ম্মকথার শ্রবণ-কীর্তনেও তেমন সাধুজনগণের
পাপ-ক্ষয় হইয়া থাকে । অতএব আমি এই তীর্থের

বিশেষ শৃণ কীর্তন করিতেছি । ইহা শুনিয়া
আমার পূর্বকৃত অঙ্গীকার যে সত্য, তাহা তুমি
বুঝিতে পারিবে । হে পৃথানন্দন ! আমি পুরা-
কালে কপিল মুনির সহিত ত্রিলোকে বিচরণ করিতে
করিতে একদা ব্রহ্মলোকে যাইয়া দেখিলাম, ব্রহ্মা-
মূর্ত্যমূর্ত্ত রাজর্ষি দেবর্ষি প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত
হইয়া নক্ষত্ররাজি-রাজিত বিমল চন্দ্রের স্থায় শোভা
পাইতেছেন । কপিলের সহিত আমি তাঁহাকে প্রণি-
পাত করিলাম । তিনি নয়নেঙ্গিত দ্বারা স্বাগত প্রসন্ন
করিলে আমরা সানন্দমনে উপবেশন করিলাম ।
ইত্যবসরে সেখানে বার্তাহরগণ আসিয়া উপস্থিত
হইল । ব্রহ্মা প্রতিদিন তাহাদিগকে জগৎপরিদর্শনার্থ
প্রেরণ করিয়া থাকেন । তাহারা প্রণাম করিয়া
সমাসীন হইলে পিতামহ অমৃতকল্ল নেত্রপাতে তাহা-
দিগকে প্রাবিত করিয়াই যেন বলিলেন, তোমরা
কোথায় কোথায় বিচরণ করিয়াছ ? দৃষ্ট ও শ্রুত
যাহা কিছু অদ্ভুত বৃত্তান্ত, এবং যাহা শ্রবণে পুণ্যলাভ
হয়, তাহা বল । ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে
তাহাদের মধ্য হইতে সুশ্রবা নামক প্রধান ব্যক্তি
ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্বক বলিলেন,—হে প্রভো ! আপ-
নার অগ্রে বিজ্ঞাপন করা স্বর্ঘ্যোদয়ে দীপের স্থায়
অকিঞ্চিংকর হইলেও যখন আদিশ্রু হইয়াছি, তখন
পরকীয় বার্তা আমার বলিতেই হইবে । কাত্যায়ন
নামক মুনি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবার্তা শ্রবণ করিয়া

সমাঃ । ততঃ প্রোবাচ তং দিবা বানী কাত্যায়ন
শৃণু ॥ ৩১ ॥ পুণ্যে সরস্বতীতীরে পৃচ্ছ সারস্বতঃ
মুনিম্ । স তে সারং ধর্মসাধাং ধর্মজ্যোতিঃবিদী-
যতি ॥ ৩২ ॥ ইতি শ্রুত্বা মুনিবরো মুনিশ্রেষ্ঠমুপেতা
তম্ । প্রণম্য শিরসা ভূমৌ পপ্রচ্ছদং হৃদি স্থিতম্ ॥
৩৩ ॥ সত্যং কেচিৎ প্রশংসন্ত তপঃ শৌচং তথা
পরে সাজ্জ্যং কেচিৎ প্রশংসন্ত যোগমন্ত্রে প্রচ-
কতে ॥ ৩৪ ॥ ক্ষমাং কেচিৎ প্রশংসন্ত তথৈব
ভূশর্মাজ্জবম্ কেচিন্মৌনং প্রশংসন্ত কেচি
দাহং পরং শ্রুতম্ ॥ ৩৫ ॥ সম্যগ্‌দানং প্রশংসন্ত
কেচিৎ বৈরাগ্যমুক্তমম্ । অগ্নিষ্টোমাদিকশ্মাণি তথা
কেচিৎ পরং বিহুঃ ॥ ৩৬ ॥ স্বানুদানং পরং কেচিৎ
সমলোপীশ্বকাক্ষনম্ । ইথাং ব্যবস্থিতে লোকে
কৃত্যাকৃত্যবিধৌ জনাঃ ॥ ৩৭ ॥ ব্যামোহমেব গচ্ছন্তি
কিং শ্রেয় ইতিবাদিনঃ । যদেতেষু পরং কৃতাম-
হুষ্ঠেয়ং মহাশ্রুতিঃ ॥ ৩৮ ॥ বক্তুমর্হাস ধর্মজ্ঞ মম
সর্বার্থসাধকম্ ॥ ৩৯ ॥ সারস্বত উবাচ । যন্মাং সর-
স্বতী প্রাহ সারং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু । ছানাকারঃ

তন্মধ্যে সারধর্ম জানিবার জন্য একাক্ষুণ্ণে ভর দিয়া
শত বৎসর যাবৎ তপস্যা করিতেছিলেন । পরে
ভাঁহর প্রতি এইরূপ দৈবাণী হয় যে, হে কাত্যায়ন ।
শ্রবণ কর । তুমি পুণ্য সরস্বতীতীরে যাইয়া তত্রতা
সারস্বত মুনিকে জিজ্ঞাসা কর, সেই ধর্মজ্ঞ মুনি,
তোমাকে সাধন-যোগ্য সার-ধর্ম উপদেশ করিবেন ।
মুনিবর কাত্যায়ন এই কথা শুনিয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠের
নিকট যাইয়া তাঁহাকে মস্তক দ্বারা ভূতলে প্রণাম-
পূর্বক হৃদয়স্থ জিজ্ঞাসা সকল বলিতে লাগিলেন ।

। কাত্যায়ন কহিলেন,— হে মুনিবর ! কেহ
সত্য, কেহ তপস্যা, কেহ শৌচ, কেহ সাংখ্য, কেহ
যোগ, কেহ ক্ষমা, কেহ সরলতা, কেহ মৌন, কেহ
শাস্তাভ্যাস, কেহ জ্ঞান, কেহ বৈরাগ্য, কেহ অগ্নিষ্টো-
মাদি কণ্ড, এবং কেহ বা লোপ্ত-প্রস্তর-কাঞ্চনাদিতে
সমবুদ্ধিরূপ আত্মজ্ঞানেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন ;
পরন্তু এইরূপ বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত হওয়ায় জনগণ
কার্য্যাকাণ্ড নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া কি যে শ্রেয়স্কর,
তাঁহাই জিজ্ঞাসা করিতে থাকে । হে ধর্মজ্ঞ ! এ
সকলের মধ্যে যাহা পবন শ্রেয়সাধন, যাহা সর্বার্থ-
সাধক, মর্হাস্তা জনগণেরও যাহা সুসংগত অশ্র-
ষ্টেয়, সেই সার-ধর্ম আমাকে উপদেশ করুন ।
সারস্বত কহিলেন,— হে মুনে । ণ্য সন্দেহে দেবী
সরস্বতী আমাকে যাহা বলিয়াছেন, আমি সেই

জগৎ সর্বমুৎপত্তিকরধর্মি চ । বারান্দানৈঋ-
ভঙ্গস্তদ্বদন্তুরমেব তৎ ॥ ৪০ ॥ ধনায়ুর্ধৌবনং ভোগান
জলচন্দ্রবদন্তিরান্ । বুদ্ধা সম্যক্ পরামৃশ্ত স্বানুদানং
সমাশ্রয়েৎ ॥ ৪১ ॥ দানবান্ পুরুষঃ পাপং নানং
কর্তুমিতি শ্রুতিঃ । স্বানুভক্তো জন্মমৃত্যু নাপ্রোতীতি
শ্রুতিস্তথা ॥ ৪২ ॥ সাবর্ণিনা চ গাথৈঃ হে কীর্তিতে
শৃণু যে পুরা । বৃষো হি ভগবান্ ধর্মো বৃষভো
যশ্চ বাহনম্ ॥ ৪৩ ॥ পূজাতে স মহাদেবঃ স ধর্মঃ
পর উচ্যতে । দুঃখাবর্তে তমোদ্বারে ধর্মাদধর্মজলে
তথা ॥ ৪৪ ॥ ক্রোধপঙ্কে মদগ্রাহে লোভবৃদ্ধবৃদ্ধসকটে ।
মানগভীরপাতালে সন্তানবিভূষিতে ॥ ৪৫ ॥ মজ্জন্তং
তারয়তোকো হরঃ সংসারসাগরাৎ । দানং
বিত্তাদৃতং বাচঃ কীর্তিধর্মো তথায়ুষঃ ॥ ৪৬ ॥ পরোপ-
করণং কাষাদসারাং সারমুক্তরেৎ । ধর্মো রাগঃ
শ্রুতৌ চিন্তা দানে বাসনমুক্তমম্ ॥ ৪৭ ॥ ইন্দ্রিয়ার্থেষু
বৈরাগ্যং সম্প্রাপ্তং জন্মনঃ ফলম্ । দেশেশ্মিন্
ভারতে জন্ম প্রাপ্য মানুস্যমক্রবম্ ॥ ৪৮ ॥ ন
সার-বার্তা বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই সমগ্র
জগৎ ছায়ায় ছায় উৎপত্তি-করযুক্ত ; ধন আয়ু ও
যৌবন বারনারীর ক্রবিলাস সদৃশ কণস্থায়ী ;
ভোগ্যসমূহ জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্র সম অস্থির ;
বুদ্ধি দ্বারা ইহা বিচার করিয়া শিবসেবা ও দান
করা কর্তব্য । দানবান্ পুরুষ পাপে লিপ্ত
হয় না, এইরূপ শ্রুতি আছে । আর শিবভক্ত
মানব জন্ম-মৃত্যুভাগী হয় না, একরূপ শ্রুতি আছে ।
এ বিষয়ে পূর্বে সাবর্ণি যে দুইটি গাথা গান করিয়া-
ছেন, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । ভগবান্
ধর্মই রস, সেই রস যাহার বাহন, সেই মহাদেব
পরম ধর্মস্বরূপ, স্মৃতরাং তিনি পরম পূজ্য ।
দুঃখ যাহার আবর্ত, অজ্ঞান যাহার প্রবেশপথ, ধর্ম-
ধর্ম যাহার জল, ক্রোধ যাহার পঙ্ক, মদ যাহার গ্রাহ,
লোভ যাহার বৃদ্ধ, অভিমান যাহার পাতালসম
গভীরতা, এবং প্রাণিবর্গ যাহার শোভাসম্পাদক
যানশ্রেণী, তাদৃশ সংসারসাগর-মগ্ন জনগণকে এক
মাত্র হরদেবেই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন । বিত্ত,
বাক্য, আয়ু ও কলেবর এই চারিটি অসার
বস্তু ; এই সকল অসার বস্তু হইতে যথাক্রমে
দান, সত্য, কীর্তি-ধর্ম এবং পরোপকার এই
সারচতুষ্টয় উদ্ধার করিবে । ধর্ম অহরহাগ,
শাস্ত্রে চিন্তা, দানে অত্যাশক্তি, ইন্দ্রিয়ভোগ্য
বিসয়ে বৈরাগ্য,—এই কয়টাই জন্মগ্রহণের ফল ।
এই ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া

কুৰ্ঘাদান্নঃ শ্রেয়ন্তেনাত্মা বঞ্চিতশিরম্ । দেবা-
পুৰাণাং সৰ্বেষাং মানুষ্যমতিদুৰ্লভম্ ॥ ৪৯ ॥ তৎ
সম্প্রাপ্য তথা কুৰ্ঘান্ন গচ্ছেররকং যথা । সৰ্বশ্চ
মূলং মানুষ্যং তথা সৰ্বার্থসাধকম্ ॥ ৫০ ॥ যদি লাভে
ন যত্নস্তে মূলং রক্ষ্যঃ প্রযত্নতঃ । মহতা পুণ্যমুলেন
ক্রীয়তে কায়নৌস্থয়া ॥ ৫১ ॥ গন্তুং হুঃখোদধেঃ পারং
তর যাবন্ন ভিদ্যতে । অবিকারিশরীরং দুস্প্রাপ্যং
প্রাপ্য বৈ ততঃ ॥ ৫২ ॥ নাপক্রামতি সংসারাদান্নহা
স নরাধমঃ । তপস্তপ্যন্তি যতয়ো জুহুতে চাত্র
যজ্ঞিনঃ । দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ ॥
৫৩ ॥ কাত্যায়ন উবাচ । দানশ্চ তপসো বাপি
ভগবন্ কিঞ্চ দুষ্করম্ । কিং বা মহৎ ফলং প্রেতা
সারস্বত ব্রবীহি তৎ ॥ ৫৪ ॥ সারস্বত উবাচ ।
ন দানাদুষ্করতরং পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন । মুনে
প্রত্যক্ষমেবৈতদৃশ্যতে লোকসাক্ষিকম্ ॥ ৫৫ ॥ পরি-
ভ্রজ্য প্রিয়ান প্রাণান ধনার্থে হি মহাভয়ম্ ।
প্রবিশন্তি মহালোভাৎ সমুদ্রমটবীং গিরিম্ ॥ ৫৬ ॥

যে ব্যক্তি আত্মকল্যাণ-সাধনে যত্ন না করে, সে প্রকৃ-
তই আত্মবঞ্চনাকারী । দেবাসুরাদি সকলের পক্ষেই
মানুষ্য জন্ম অতীব দুৰ্লভ ; সেই মানুষ্যজন্ম লাভ
করিয়া এমন আচরণ করিবে, যাহাতে নরকে যাইতে
না হয় । মানুষ্যজন্মই সৰ্ববিধ স্বার্থসাধনের মূল-
ধনস্বরূপ ; তদ্বারা যদি লাভের লালসা নাও কর,
তথাপি সম্বন্ধে মূলধন রক্ষা করিও । তুমি
দুঃখসাগর পার হইবার জন্য মহান পুণ্যরূপ মূল্য
দ্বারা দেহরূপ নৌকা ক্রয় করিয়াছ, অতএব ইহা
যাবৎ না ভাঙ্গিয়া যায়, তাবৎ ইহা দ্বারা দুঃখসাগর
পার হইবার চেষ্টা কর । দুৰ্লভ মানুষ্য জন্ম এবং
শরীরের অবৈকল্য লাভ করিয়াও যে নরাধম
সংসার হইতে অপক্লান্ত না হয়, সে আত্মঘাতী ।
এই সংসারে পরলোক-হিতবিধানার্থ যতিগণ
তপশ্চরণ করেন, যাজ্ঞকগণ হোমানুষ্ঠান
করেন এবং দাতারা দান করিয়া থাকেন ।
৩৪—৫৩ । কাত্যায়ন কহিলেন,—হে সারস্বত
মুনিবর ! দান ও তপস্যার মধ্যে কোনটী দুষ্কর ?
আর ইহাদিগের কোনটী দ্বারাই বা পরলোকে
অধিক ফল জন্মে ? হে ভগবন্ ! তাহা আমাকে
বলুন । সারস্বত কহিলেন, পৃথিবীতে দান অপেক্ষা
অপর কোনও দুষ্কর কার্য্য নাই । হে মুনে ! লোক
সমক্ষে ইহা ত' প্রত্যক্ষই দেখা যায় । জনগণ ধন-
লাভার্থ লোভবশে প্রিয় প্রাণের মমতা পরিহার

সেবামন্ত্রে প্রপদ্যন্তে স্বরূপিরিতি যা স্মৃতা । হিংসা-
প্রায়াং বহুক্ৰেশাং কৃষিধৈব তথা পরে ॥ ৫৭ ॥
তস্তা দুঃখার্জিতস্তোহ প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সঃ ।
আয়াসশতলকশ্চ পরিত্যাগঃ সুদুষ্করঃ ॥ ৫৮ ॥
যদদদাতি যদদ্বাদতি তদেব ধনিনো ধনম্ । অন্ত্রে
মৃতশ্চ ক্রৌড়স্তি দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ৫৯ ॥ অহন্তুহনি
যাচন্তুমহং মন্ত্রে গুরুং যথা । মার্জনং দর্পণশ্চেব
যঃ কৰোতি দিনেদিনে ॥ ৬০ ॥ দীয়মানং হি
নাপৈতি ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে । কুপ উৎসিচ্যমানো
হি ভবেচ্ছুকো বহুদকঃ ॥ ৬১ ॥ একজন্মসুখস্থার্থে
সহস্রাণি বিলাপয়েৎ । প্রাজ্ঞো জন্মসহশ্রেষু
সন্ধিনোভোকজনানি ॥ ৬২ ॥ মূৰ্খো হি ন দদাত্যর্থানিহ
দারিদ্র্যশঙ্কয়া । প্রাজ্ঞশ্চ বিসৃজত্যাগমূত্র তস্তা শঙ্কয়া
॥ ৬৩ ॥ কিং ধনেন করিষ্যন্তি দেহিনো ভঙ্করাশ্রয়াঃ ।
যদর্থং ধনমিচ্ছন্তি তচ্চরীরমশাস্তম্ ॥ ৬৪ ॥ অক্ষর-
দ্রয়মভ্যাস্ত নাস্তিনাস্তীতি যৎ পুরা । তদিদং দেহি-
দেহীতি বিপরীতমুপাস্তম্ ॥ ৬৫ ॥ বোধযন্তি চ যাচন্তো

করিয়াও সাগরে, গিরিতে ও অরণ্যে প্রবেশ করিয়া
থাকে । যাহা স্বরূপিত নামে প্রসিদ্ধ, কেহ কেহ সেই
সেবারূপিতর আশ্রয় করে ; আবার অপরে হিংসাবহুল
অনেক ক্রেশযুক্ত কৃষিরূপিতর অবলম্বন করিয়া থাকে ।
এবং দুঃখোপার্জিত, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, শত
সহস্র আয়াসে লব্ধ ধনের পরিত্যাগ সুদুষ্কর । যাহা
দান করে এবং যাহা উপভোগ করে, ধনী মানবের
তাহাই ধন ; ধনীর মৃত্যুর পর তদীয় ধন ও দারা
দ্বারা অপরেই ক্রৌড়া করিয়া থাকে । যে প্রতিদিন
যাচন করে, আর্মি তাহাকে গুরুত্ব্য মনে করি ;
কারণ, সে দিনে দিনে দর্পণপ্রায় পাপীর কলুষমোচন
করিয়া থাকে । ৫৪—৬০ । দান করিলে ধন ক্ষয় হয়
না ; পরন্তু তাহা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ।—কূপের জল
মোচন করিলে পর উহা বহু নিম্নল জলে পরিপূর্ণ
হইয়া থাকে । একটী জন্মে সুখলাভের নিমিত্ত
সহস্র সহস্র জন্ম বৃথা ব্যয়িত হয় ; পরন্তু প্রাজ্ঞ
ব্যক্তি সহস্র সহস্র জন্মের ফল এক জন্মেই লাভ
করিয়া থাকে । মূৰ্খ মানব ইহ জন্ম দরিদ্রতার
আশঙ্কায় ধন দান করে না ; কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি
কালে দারিদ্রের আশঙ্কায় ধন দান করিয়া থাকেন ।
ক্ষণস্থায়ী আশার বশীভূত দেহিগণ ধন দ্বারা কি
করিবে ? যে জীন্তু ধন কামনা করে, সেই শরী-
রই ত অস্থায়ী । পূৰ্ব্বে জন্মে যাহারা 'নাই, নাই'

দেহীতি কৃপণং জনাঃ । অবশেষমদানম্ মা ভূদেবঃ
ভবানপি ॥ ৬৬ ॥ দাতুরেবোপকারায় বদত্যর্থীতি
দেহি মে । যস্মাদাতা প্রয়াতুর্কমখস্তিষ্ঠেৎ প্রতীগ্রহী
॥ ৬৭ ॥ দরিদ্রা ব্যাধিতা মূৰ্খাঃ পরপ্রেষাকরাঃ সদা ।
অদন্তদানাজ্জায়ন্তে দুঃখশ্চৈব হি ভাজনাঃ ॥ ৬৮ ॥
ধনবন্তমদাতারং দরিদ্রং বাতপশ্বিনম্ । উতাবন্তসি
মৌক্তবোঁ কণ্ঠে বক্তা মহাশিলাম্ ॥ ৬৯ ॥ শতেষু
জায়ন্তে শূরঃ সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ । বক্তা শতসহস্রেষু
দাতা জায়েত বা ন বা ॥ ৭০ ॥ গোভিবিপ্রৈশ্চ
বৈদৈশ্চ সতীভিঃ সত্যবাদিভিঃ । অনুকৈর্দানশীলৈশ্চ
সন্তুভির্ধাৰ্য্যতে মহী ॥ ৭১ ॥ শিবিরোশীনরোহকানি
সুতঃ চ প্রিয়মৌরসম্ । ব্রাহ্মণার্থমুপাকৃত্য নাকপৃষ্ঠ-
মিতো গতঃ ॥ ৭২ ॥ প্রতর্দনঃ কাশিপতিঃ প্রদায়
নয়নে স্বকে । ব্রাহ্মণায়াতুলাং কীর্ত্তিমিহ চামুত্র চামুতে
॥ ৭৩ ॥ নিমী রাষ্ট্রং চ বৈদেহো জামদগ্ন্যো

এই যে ছাকর শব্দ অভ্যাস করে, পরজন্মে তাহাই
“দেও দেও” এইরূপ বিপরীতাকার ধারণ করিয়া
তাহাদিগের মুখ হইতে নির্গত হইয়া থাকে । যাচকেরা
কৃপণের নিকট যাইয়া “দেও দেও” শব্দ উচ্চারণ
করিয়া তাহাদিগকে “আপনি যেন এইরূপ অবস্থা
প্রাপ্ত হন না ।” এই কথাই বুঝাইয়া দেয় । যাচক
ব্যক্তি দাতার উপকারের জন্তই “আমাকে দেও”
এ কথা বলে ; যে হেতু দাতা উদ্ধগত ও প্রতি-
গ্রহীতা অধোগত হয় । যাহারা দান না করে,
তাহারাই জন্মান্তরে দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, মূৰ্খ, ও পরা-
ধীনরূপে বিবিধ দুঃখভাজন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ।
ধনবান হইয়াও যদি দান না করে, এবং দরিদ্র
হইয়াও যদি তপস্যা না করে ; তবে তাহাদিগকে
কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধন করিয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত
করা কর্তব্য । শত ব্যক্তির মধ্যে একজন শূর
জন্মে, সহস্রের মধ্যে একজন পণ্ডিত জন্মে,
শত সহস্রের মধ্যে একজন বক্তা জন্মে ; পরন্তু
দাতা জন্মে কি না সন্দেহ । গো, বিপ্র, বেদ,
সতী, সত্যবাদী, লোভহীন, ও দানশীল এই
সাতটা দ্বারা পৃথিবী পরিরক্ষিত হইয়া থাকে ।
উশীনরনন্দন শিবি রাজা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত প্রিয়
ঔরস পুত্র এবং স্বীয় অঙ্গ পর্যাস্ত কর্তন করিয়া দান
করিয়াছিলেন ; তাহারই ফলে ইহ লোক
হইতে স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন । কাশিপতি
প্রতর্দন রাজা, ব্রাহ্মণকে স্বীয় নয়নদ্বয় দান করিয়া
ইক-পর উভয় লোকে অতুলনীয় কীর্ত্তি লাভ

বশুদ্ররাম । ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ চাপি গয়শ্চোক্ষীঃ
সপত্নানাম্ ॥ ৭৪ ॥ অবধতি চ পর্জন্তে সর্গকৃত-
নিবাসকৃৎ । বসিষ্ঠো জীবয়ামাস প্রজাপতিরিব
প্রজাঃ ॥ ৭৫ ॥ ব্রহ্মদত্তশ্চ পাঞ্চাল্যো রাজা বুদ্ধিমতাং
বরঃ । নিধিঃ শঙ্খঃ দ্বিজাগ্র্যেভ্যো দদৌ স্বর্গমবাগ্ধবান্
॥ ৭৬ ॥ সহস্রজিহ্ব রাজসিঃ প্রাণানিষ্টান্ মহাযশাঃ ।
ব্রাহ্মণার্থে পরিত্যজ্য গতো লোকানমুত্তমান্ ॥ ৭৭ ॥
এতে চাত্রে চ বহবঃ স্বাগোদীনেন ভক্তিতঃ ।
রুদ্রলোকং গতানিত্যং শাস্তাশ্বানো জিতৈ-
ন্দ্রিয়াঃ ॥ ৭৮ ॥ এষাং প্রতিষ্ঠিতা কীর্ত্তির্ধাবৎ স্বাস্ততি
মেদিনী । ইতি সঙ্কিস্তা সারথী স্বাপুদানপরো
ভব ॥ ৭৯ ॥ সোহপি মোহঃ পরিত্যজ্য তথা
কাত্যায়নোহভবৎ ॥ ৮০ ॥ নারদ উবাচ । এবং
সুশ্রবসা প্রোক্তাঃ কথামাকর্ণ্য পদ্মভূঃ । হর্ষাঙ্গ-
সংযুতোহতীব প্রশংস মুহূর্হুঃ ॥ ৮১ ॥ সাধু তে
ব্যাঙ্কতং বৎস এবমেতন্ন চান্তথা । সত্যং সারস্বতঃ
প্রাহ সত্য চৈবং তথা ক্রতিঃ ॥ ৮২ ॥ দানং যজ্ঞানাং

করিয়াছেন । বৈদেহ নিমি রাজা স্বীয় রাজ্য,
জামদগ্ন্য রাম সমগ্রা পৃথিবী, এবং গয় রাজ্য
পুরাদি-শোভিতা সমগ্রা মহী, ব্রাহ্মণকে দান
করিয়াছেন । প্রজাবর্গ অনাবৃষ্টিবশে নষ্ট হইবার
উপক্রম হইলে প্রজাপতির স্তায় মহর্ষি বশিষ্ঠ
তাহাদিগকে সুখ-নিবাস সম্পাদন দ্বারা জীবিত
করিয়াছিলেন । ধীমান্গণের অগ্রণী পাঞ্চাল্য ব্রহ্ম-
দত্ত রাজা, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠদিগকে নিধি দান করিয়া
স্বর্গ লাভ করিয়াছেন । মহাযশাঃ রাজসি সহস্রজিৎ
ব্রাহ্মণের জন্ত প্রিয় প্রাণ পরিহার করিয়া অমৃতম
লোক লাভ করিয়াছেন । এই সকল এবং
অপরাপর অনেকানেক শাস্তাশ্বা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি
শিবভক্তি ও দান-মহিমায় নিয়ত রুদ্রলোকে স্থান
প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৬১—৭৮ । পৃথিবীর স্থিতিকাল
পর্যাস্ত ইহাদিগের কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ।
অতএব হে কাত্যায়ন ! তুমি শিব সেবায় ও দান-
কার্যে অমুরক্ত হও । সারস্বত মুনির উপদেশ
অনুসারে কাত্যায়ন মুনিও মোহহীন হইয়া
ঈশানে ও দানে সমাসক্ত হইলেন । নারদ
কহিলেন,—সুশ্রবর কথিত এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মা
আনন্দাঙ্গ-প্রাবিত-নেত্রে বারম্বার সাতিশর প্রশংসা
করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস ! তুমি
অতি উত্তম সংবাদ কহিলে ; ইহা সত্যই বটে ;
সারস্বত মুনি সত্য কথাই বলিয়াছেন । আর উক্ত-

বৈষ্ণবঃ দক্ষিণা লোকে দাতারং সর্বভূতান্যাপজীবন্তি
দানেনারাতীনপাহুদন্ত দানেন দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি
দানে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদানং পরমং বদন্তীতি ॥
৮৩ ॥ সংসারসাগরে ঘোরে ধর্ম্যধর্ম্যোর্মিসঙ্কুলে ।
দানং তত্র নিষেবেত তচ্চ নোরিব নিশ্চিতম্ ॥ ৮৪ ॥
ইতি সঙ্কিত্য চ যয়া পুঙ্করে স্থাপিতা দ্বিজাঃ । গঙ্গা-
যমুনয়োর্বধ্যে মধ্যদেশে দ্বিজাঃ কৃতে ॥ ৮৫ ॥
স্থাপিতাঃ শ্রীহরিভ্যাং তু শ্রীগৌর্যাং বেদবিত্তমাঃ ।
কৃত্ত্বেন নাগরাষ্ট্বেব পার্শ্বত্যা শক্তিপূর্ব্ববাঃ ॥ ৮৬ ॥
শ্রীমালে চ তথা লক্ষ্ম্যাং হেবমাদিসুরোত্তমৈঃ ।
নানাগ্রহারাঃ সন্দত্তা লোকোদ্ধরণকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৮৭ ॥
ন হি দানকলে কাঙ্ক্ষা কাচিম্নোহস্তি সুরোত্তমাঃ ।
সাধুসংরক্ষণার্থং হি দানং নঃ পরিকীর্তিতম্ ॥ ৮৮ ॥
ব্রাহ্মণাশ্চ কৃত্ত্বানা নানাধর্ম্যোপদেশনৈঃ । সমুদ্ররন্তি
বর্ণাশ্রীমন্ততঃ পূজ্যতমা দ্বিজাঃ ॥ ৮৯ ॥ দানং
চতুর্বিধং দানমুৎসর্গঃ কল্পিতং তথা । সংশ্রুতং চেতি

রূপ সত্যজ্ঞতিও আছে সত্য; সে জ্ঞতি যথা—
দানই যজ্ঞসমূহের প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র, যেহেতু দক্ষিণা
দান ব্যতিরেকে যজ্ঞ বিফল হইয়া যায়।
সকল প্রাণীই জীবিকার দাতার অনুগত হয়, দান
দ্বারা শত্রুসকল নিরাকৃত হয়; দানের ফলে
বিশ্বেশ্বরীও মিত্রতা করে: এমন কি দানে সকল
কামনাই প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়; সেই জন্যই দানকে
সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। ধর্ম্যধর্ম্যরূপ তরঙ্গ-সমাকুল
ঘোর সংসারসাগরে দানই নৌকাস্বরূপ নিশ্চিত
হইয়াছে; অতএব দানের সেবা করিবে। আমি
ইহা চিন্তা করিয়াই পুঙ্করক্ষেত্রে দ্বিজগণকে স্থাপন
করিয়াছি। শ্রী ও হরি—ইহারা সত্যযুগে গঙ্গা
ও যমুনার মধ্যে—ভারতের মধ্যদেশে দ্বিজগণকে
স্থাপন করিয়াছেন। গৌরী ও ক্রতুদেবও নাগর-
বিপ্রবর্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পার্শ্বভী কর্তৃক
শক্তিপুরবাসী দ্বিজগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীমাল
প্রদেশে লক্ষ্মী দেবী দ্বিজগণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।
এইরূপ অনেকানেক সুরোত্তম, জনগণের উদ্ধার
কামনায় নানাবিধ অগ্রহার-জীবিকা বিধানপূর্ব্বক
নানাদেশে দ্বিজগণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হে
নরোত্তমগণ! সেই সকল ব্রাহ্মণকে দান করিয়া
কলাকাজ্জক করা কর্তব্য নহে; কারণ আমরা সাধু-
সংরক্ষণ জন্তই দানের বিধান করিয়াছি। সেই সমস্ত
ব্রাহ্মণও সেই সেই স্থানে থাকিয়া বিবিধ ধর্ম্যোপদেশ
দ্বারা বর্ণজন্মেরই উদ্ধার সাধন করেন; সেই জন্যই

বিবিধং তৎক্রমাৎ পরিকীর্তিতম্ ॥ ৯০ ॥ বাপীকূপ-
তড়াগানাং বৃক্ষবিদ্যাসুরৌকসাম্ । মঠপ্রপাগৃহ-
ক্ষেত্রদানমুৎসর্গ ইত্যসৌ ॥ ৯১ ॥ উপজীবনমান যশ্চ
পুণ্যং কোহপি চরেন্নরঃ । যষ্টমংশং স লভতে
যাবদ্যো বিশ্বজেদ্দ্বিজঃ ॥ ৯২ ॥ তদেষামেব সর্বেষাং
বিপ্রসংস্থাপনং পরম্ । দেবসংস্থাপনং চৈব ধর্ম্যস্ত-
নুল এব যৎ ॥ ৯৩ ॥ দেবতায়তনং যাবদ্যাবচ্চ
ব্রাহ্মণগৃহম্ । তাবদ্বাতুঃ পূর্ব্বজানাং পুণ্যাংশশ্চো-
পতিষ্ঠতি ॥ ৯৪ ॥ এতৎ স্বল্পং হি বাণিজ্যং পুনর্বহ-
কলপ্রদম্ । জীর্ণোদ্ধারে চ দ্বিগুণমেতদেব প্রকীর্তি-
তম্ ॥ ৯৫ ॥ তস্মাদিদং ব্রহ্মমপি ব্রবীমি সুরসত্তমাঃ ।
নাস্তি দানসমং কিঞ্চিৎ সত্যং সারস্বতো জগৌ ॥ ৯৬ ॥
নারদ উবাচ । ইতি সারস্বতপ্রোক্তাং তথা পদ্ম-
ভুবেরিতাম্ । সাধুসাধিত্যমোদন্ত সুরাশ্চাহং
সুবিস্মিতঃ ॥ ৯৭ ॥ ততঃ সভাবিসর্গান্তে সুরম্যো
মেকমূর্দ্ধনি । উপবিষ্ট শিলাপৃষ্ঠে অহমেতদচিস্তয়ম্ ॥
৯৮ ॥ সত্যমাহ বিরক্ষিস্ত স কিমর্থং তু জীবতি ।

দ্বিজগণ পূজ্যতম। দান চতুর্বিধ,—দান, উৎসর্গ,
কল্পিত ও সংশ্রুত। ইহাদিগের লক্ষণ যথাক্রমে
কীর্তিত হইয়াছে। বাপী, কূপ, তড়াগ, বৃক্ষ, বিদ্যা,
দেবালয়, পানীয়শালা, মঠ, গৃহ ও ক্ষেত্র,—
এই সমস্ত দান উৎসর্গ নামে অভিহিত। এতৎসমস্ত
উপজীবিকা করিয়া যে কোন মানব পুণ্যচরণ
করে, দাতা দ্বিজ সেই মানবের অধিকার-কাল
পর্যন্ত তদাচরিত পুণ্যের যষ্টাংশ লাভ করে।
অতএব এ সকলের মধ্যেও আবার বিপ্র সংস্থাপন
ও দেবসংস্থাপনই সর্বশ্রেষ্ঠ; যেহেতু উহা ধর্ম্যের
মূলীভূত। দেবতায়তন ও ব্রাহ্মণভবন যাবৎকাল
বিদ্যমান থাকে তাবৎকাল ঐ সকল ভবনদাতার
পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্যাংশ সঞ্চিত থাকে। এই
সংকার্যরূপ অল্প বাণিজ্য বহুকলদায়ক। জীর্ণো-
দ্ধারে ইহার দ্বিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে
সুরসত্তমগণ! সেই জন্য আমিও বলি যে, সারস্বত
মুনি যে বলিয়াছেন, দানসম আর পুণ্য নাই; তাহা
সত্য। ৭৯—৯৬। নারদ কহিলেন,—সারস্বত মুনি-
কথিত এই কথা ব্রহ্মার মুখ হইতে উচ্চারিত হইবা-
মাত্র সুরগণ সাধু সাধু বলিয়া অনুমোদন করিলেন।
আমিও সাতিশয় বিস্মিত হইলাম। পরে সভাস্থ
হইলে আমি সুরম্য সুরম্যকে শিলাতলে
উপবেশনপূর্ব্বক এ বিষয় চিন্তা করিতে লাগি-
লাম। তাবিলাম, ব্রহ্মা সত্যই বলিয়াছেন; যে

যেনৈকমপি তদ্বস্তং নৈব যেন কৃতার্থতা ॥ ১৯ ॥
 তদহং দানপুণ্যং হি করিষ্যামি কথং ক্ষুটম্ । কোপীন-
 দগুণ্যধনো ধনং স্বল্পং হি নাস্তি মে ॥ ১০০ ॥ অনহতে
 যদদাতি ন দদাতি তথাহিতে । অহানহপরিজ্ঞানাদান-
 ধর্মো হি দুষ্করঃ ॥ ১০১ ॥ দেশে কালে চ পাত্রে চ
 শুদ্ধেন মনস্৷ তথা । স্তাবাজ্জিতং চ যো দদাদ্যৌবনে
 স তদগুতে ॥ ১০২ ॥ তমোরুতস্ত যো দদাদ্যুবাৎ
 ক্রোধান্তথৈব চ । ভুক্তেন দানফলং তন্নি গভস্থো
 নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ বালয়েহপি চ সৌহৃদ্যম্
 যদন্তঃ দন্তকারণাৎ । দত্তমস্তায়তো বিত্তং তথা
 বৈ চার্যকারণম্ ॥ ১০৪ ॥ বৃদ্ধেহি চ সমগ্ৰাতি
 নরো বৈ নাত্র সংশয়ঃ । তস্মাদেদেশে চ কালে চ
 সুপাত্রে বিধিনা নরঃ । শুভাজ্জিতং প্রযুক্তীত শ্রদ্ধা
 শাঠ্যবজ্জিতঃ ॥ ১০৫ ॥ তদেতন্নির্ধনহ্রাজ কথং নাম
 ভবিষ্যতি । সত্যমাহঃ পুরা বাক্যঃ পুরাণমুনয়ো-
 হমলাঃ ॥ ১০৬ ॥ নাধনস্তান্তর্যং লোকো ন পরশ
 কথঞ্চন । অভিশস্তঃ প্রপশ্যন্তি দরিদ্রং পার্শ্বনঃ
 স্থিতম্ ॥ ১০৭ ॥ দারিদ্র্যং পাতকং লোকে কস্তচ্ছ-

ব্যক্তি উক্ত সদাচারসমূহের কোনও একটীরই অনু-
 ষ্ঠান করে না ; সে কিজন্ত জীবন ধারণ করে ?
 তাদৃশ জীবনের ত কিছুমাত্র সার্থকতা নাই ! কিন্তু
 আমি সেই দানপুণ্য কি প্রকারে উপার্জন করিব ?
 আমার ত কোপীন ও দণ্ড ব্যতীত আর অল্প-
 মাত্রও স্থায় ধন নাই ! অযোগ্য জনে দান
 করিতে নাই, আবার যোগ্য জনে দান না করাও
 দুঃখীয় ; সুতরাং যোগ্যযোগ্য বিবেচনা করিয়া
 দানধর্মের অনুষ্ঠান করা দুঃসাধ্য । যোগ্য দেশে
 যোগ্য কালে যোগ্য পাত্রে বিশুদ্ধান্তঃকরণে স্তাব্যো-
 পাঞ্জিত ধন যে জন দান করে, সে যৌবনকালে
 সেই ধনের উপভোগে সমর্থ হয় । যে জন তমো-
 যুক্ত হইয়া ভয় কিম্বা ক্রোধবশে দান করে, সে
 সেই দানের ফল গর্ভে থাকিয়াই ভোগ করে ;
 ইহাতে সন্দেহ নাই । অতএব মানব যোগ্য দেশ-
 কাল-পাত্র বিচার করিয়া শুভকর্মাজ্জিত ধন,
 শাঠ্যবিন-চিহ্নে শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি দান
 করিবে । পরন্তু আমি নির্ধন, সুতরাং আমার এই
 দান-ধর্ম কি প্রকারে লাভ হইবে ? পুরাকালে পুরা-
 তন অমলায়্য ঋষিগণ সত্যই বলিয়াছেন যে, অধন
 জনের ইহলোক বা পরলোক নাই । পার্শ্বস্থ
 দরিদ্রকে জনগণ অভিশাপপ্রসূ বলিয়া বোধ করে ।

সিতুমহতি । পতিতঃ শোচ্যতে সর্বৈর্নির্ধনশ্চাপি
 শোচ্যতে ॥ ১০৮ ॥ যঃ কৃশাশ্বঃ কৃশধনঃ কৃশভূতাঃ
 কৃশাতিথিঃ । স বৈ প্রোক্তঃ কৃশো নাম ন শরীরকৃশঃ
 কৃশঃ ॥ ১০৯ ॥ অর্থবান্ দুহুলীনোহপি লোকে পূজ্যতমো
 নরঃ । শশিনস্কল্যবংশোহপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে ॥ ১১০ ॥
 জ্ঞানবৃদ্ধাস্তপোবৃদ্ধা যে চ বৃদ্ধা বহুশ্রুতাঃ । তে সর্বৈ
 ধনবৃদ্ধস্ত দ্বারি তিষ্ঠন্তি কিকরাঃ ॥ ১১১ ॥ যদ্যপ্যয়ং
 ত্রিভুবনে অর্থোহস্মাকং পরাভূনহি । তথাপ্যন্ত-
 প্রার্থিতো হি তন্ত্বেব ফলদো ভবেৎ ॥ ১১২ ॥
 অধবেতৎ পুরা সর্বং চিন্তয়িষ্যামি ক্ষুটম্ ।
 বিনোকিয়ামি পৃষঃ তু কিকৃদ্যোগাং হি স্থানকম্ ॥
 ১১৩ ॥ স চিন্তয়িষ্যেতি বহুপ্রকারং দেশাশ্চ গ্রামান-
 গরাণি চাশ্রমান্ । বহুনহং পর্যটনাপ্তবান্ হি স্থানং
 হিতং স্থাপয়ে যত্র বিপ্রান ॥ ১১৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নারদার্জুনসংবাদে দানপ্রশংসাবর্ণনং
 নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দারিদ্র্য যে কি পাতক, লোকে কেহই তাহা সম্যক
 বলিতে পারে না । পতিত ব্যক্তি ও নির্ধন মানব
 —ইহারা জগতে সকলেরই শোকাই । যাহার
 অশ্ব কৃশ, ধন কৃশ, ভূতা কৃশ ও অতিথি কৃশ,—
 তাহাকেই কৃশ বলা যায়, যাহার শরীর মাত্র কৃশ,
 তাহাকে কৃশ বলা সঙ্গত নহে । অসৎ কুলজাত
 ব্যক্তিও যদি ধনবান্ হয়, তবে সে লোকে পূজ্যতম
 হইয়া থাকে ; পরন্তু চন্দ্রসম নির্মল বংশজাত ব্যক্তিও
 নির্ধন হইলে সর্বত্র পরিভব প্রাপ্ত হয় । জ্ঞানবৃদ্ধ,
 তপোবৃদ্ধ কিম্বা যাহারা বহু শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন প্রকৃত
 বৃদ্ধ, তাহারা সকলেই ধনবৃদ্ধ জনের দ্বারদেশে কিক-
 রের স্তায় অবস্থান করে । যদিও আমাদিগের
 পক্ষে ত্রিভুবনে ধন দুর্লভ নহে, তথাপি অপরের
 নিকট প্রার্থনা দ্বারা লব্ধ ধন দাতারই ফল-সাধক
 হইবে । অথবা এ সকল চিন্তা পরে বিশেষরূপে
 করা যাইবে ; প্রথমতঃ কোন যোগ্যস্থান অবলোকন
 করা যাউক । আমি ইত্যাদি বহুবিধ চিন্তা করিয়া
 বিবিধ দেশ, নগর, গ্রাম, আশ্রমাদি পর্যটন
 করিলাম ; পরন্তু এমন কোনও যোগ্য স্থান
 পাইলাম না, যেখানে ব্রাহ্মণ স্থাপন করা যাইতে
 পারে । ১০৭—১১৪ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ । এবং স্থানানি পুণ্যানি যানি যানীহ
বৈ ভূবি । নিরীক্ষংস্তত্র তত্রাহং নারদো বীরসত্তম ॥
১ ॥ বিচরন্মেদিনীং সৰ্ব্বাং প্রাপ্তোহহমাত্মমং
ভূগোঃ । যত্র রেবানদী পুণ্যা সপ্তকল্পাশ্রয়া বরা ॥২॥
মহাপুণ্যা পবিত্রা চ সৰ্ব্বতীর্থময়ী শুভা ।৩ পুনাতি
কীৰ্ত্তনেনৈব দৰ্শনেন বিশেষতঃ ॥ ৩ ॥ তত্রাবগাহনাং
পাৰ্থ মৃত্যতে জন্তুরংহসা । যথা সা পিঙ্গলা নাভী
দেহমধ্যে ব্যবস্থিতা ॥ ৪ ॥ ইয়াং ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডস্ত
স্থানে তস্মিন্ প্রকীৰ্ত্তিতা । তত্রাস্তে শুক্লতীৰ্থাণ্যং
রেবায়াং পাপনাশনম্ ॥ ৫ ॥ যত্র বৈ জ্ঞানমাত্রেণ
ব্রহ্মহত্যা প্রণশ্ৰুতি । তস্তাপি সন্নিধৌ পাৰ্গ
রেবায়া উত্তরে তটে ॥ ৬ ॥ নানাবৃক্ষসমাকীর্ণা
লতাশুল্কোপশোভিতম্ । নানাপুষ্পফলোপেক্ষা
কদলীখণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ৭ ॥ অনেকশাপদাকীর্ণা
বিহগৈরহুনাদিতম্ । সুগন্ধপুষ্পশোভাঢ্যাং ময়ূরব-
নাদিতম্ ॥ ৮ ॥ ভ্রমরৈঃ সৰ্ব্বমুৎসৃজ্যা নিলীনঃ
রাবসংযুতম্ । যথা সংসারমুৎসৃজ্যা ভক্তেন
হরপাদয়োঃ ॥ ৯ ॥ কোকিলা মধুরৈঃ স্বানৈর্নাদয়ন্তি

তৃতীয় অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন,—নারদ বলিতেছেন, হে বীর-
সত্তম ! ভূতলে এইরূপ যত যত পুণ্য স্থান আছে,
আমি বিচরণ করিতে করিতে তৎসমস্ত নিরীক্ষণ-
পূর্বক ভৃগু মুনির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হই-
লাম । সেখানে সপ্তকল্লাস্ত যাবৎ পুণ্যকলদায়িনী
মহাপুণ্যা পবিত্রা সৰ্ব্বতীর্থময়ী শুভা রেবা নদী
বিরাজমানা । সেই নদীর দৰ্শনে এমন কি নাম-
কীৰ্ত্তনেও মানব পবিত্রতা লাভ করে । হে
পাৰ্থ ! সেখানে অবগাহন করিলে প্রাণিগণ পাপ-
পঙ্ক হইতে মুক্ত হয় । দেহমধ্যে যেমন পিঙ্গলা
নাভী, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেও রেবা নদী তদ্রূপই প্রতিষ্ঠিত ।
সেই রেবাতে পাপনাশক শুক্ল তীর্থ বিরাজমান ।
তথায় জ্ঞান মাত্রে ব্রহ্মহত্যা পাতকও বিনষ্ট হয় ।
হে পৃথাতনয় ! সেই রেবার উত্তরতীরে অদূরে
নানাবিধ তরুলতা-শুল্কাকীর্ণ, বিবিধ পুষ্প-ফল-
শোভিত, কদলীবন-মণ্ডিত, বহু শাপদ-বাপু,
বিহগগণে অহুনাদিত, সুগন্ধকুসুম-শোভাঢ্যা,
ময়ূরকুজিত ভৃগু মুনির আশ্রমে ভ্রমরগণ ভ্রমণ
বর্জনপূর্বক কুসুমে লীন হইয়া ওজন করে । দেখিলে

তথা মুনীন । যথা কথামৃতান্যানৈব্রাহ্মণা ভবভীক-
কান্ ॥ ১০ ॥ যত্র বৃক্ষা ফলাদয়ন্তি ফলৈঃ পুষ্পৈশ্চ
পত্রকৈঃ । ছায়াভিরপি কাঠৈশ্চ লোকানিব হরত্নতাঃ
॥ ১১ ॥ পুত্রপুত্রোতি বাশস্তে যত্র পুত্রপ্রিয়াঃ খগাঃ ।
যথা শিবপ্রিয়াঃ শৈবা নিত্যং শিবশিবোতি চ ॥ ১২ ॥
এব-বিধং মুনেন্তস্তা ভূগোরাশ্রমমণ্ডলম্ । বিপ্রৈশ্চৈ-
বিদাসংযুক্তৈঃ সৰ্ব্বতঃ সমলকৃতম্ ॥ ১৩ ॥ ঋগ্‌যজুঃ-
সামনির্ঘোবৈরাপূরিতিদিস্তরম্ । ক্রুদ্রভক্তেন ধীরেণ
যথৈব ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৪ ॥ তত্রাহং পাৰ্থ সম্ভ্রাপ্তো
যত্রাস্তে মুনিসত্তমঃ । ভৃগুঃ পরমধৰ্ম্মাত্মা তপসা
দ্যোতিতপ্রভঃ ॥ ১৫ ॥ আগচ্ছন্তঃ তু মাং দৃষ্ট্বা দীনঃ
চ মুদিতঃ তথা । অভূতানং কৃতং সৰ্ব্বৈর্বিপ্রৈর্ভৃগু-
পুরোগমেঃ ॥ ১৬ ॥ কুত্বা সুখাগতং দত্ত্বা অৰ্ঘ্যাদাং
ভৃগুণা সহ । আসনেনুপবিষ্টাস্তে মুনীন্না গ্রাহিতা
মরা ॥ ১৭ ॥ বিশ্রান্তঃ তু ততো জাহ্না ভৃগুর্মামপ্যুবাচ
হ । ক গন্তব্যং মুনিশ্রেষ্ঠ কস্মাদিহ সমাগতঃ ॥ ১৮ ॥
আগমনকারণং সৰ্ব্বং সমাচক্ষু পরিস্কটম্ । ততস্তং

মনে হয়, যেন ভক্তগণ সংসার পারহার করিয়া
হরচরণে লীন হইতেছে । ব্রাহ্মগণ যেমন কথা-
মৃত কীৰ্ত্তন দ্বারা ভবভীকগণের তৃপ্তিসাধন করেন,
তদ্রূপ কোকিলগণ মধুরকজন দ্বারা মুনীগণের
সন্তোষ বিধান করে । বৃক্ষগণ ফল, পুষ্প, পত্র, ছায়া
ও কাষ্ঠাদি দ্বারা শিব-ভক্ত জনগণবৎ লোক-
সকলের আহ্লাদোৎপাদন করে । শিবপ্রিয়
শৈবগণ যেমন নিয়ত 'শিব শিব' শব্দোচ্চারণ করে,
তদ্রূপ পুত্রপ্রিয় পাৰ্শ্বগণ নিরন্তর "পুত্র পুত্র" শব্দ
করিয়া থাকে । সেই আশ্রম বিদ্যা-ব্রহ্মবৃদ্ধ বিপ্রগণ
দ্বারা পরিমণ্ডিত এবং ক্রুদ্রভক্ত ধীরগণ দ্বারা যেমন
ভুবনত্রয় পরিপূরিত, তদ্রূপ ঋক্‌-যজুঃ-সাম-নির্ঘোষে
দশ দিক্ আপূরিত । ১—১৪ । হে পৃথানন্দন ! সেই
আশ্রমে যেখানে তপঃসুজ্জল-কান্তি পরম ধৰ্ম্মাত্মা
মুনিসত্তম ভৃগু অবস্থান করিতেছিলেন, আমি তথায়
যাইয়া উপস্থিত লইলাম । ভৃগুপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ
আমাকে দীনবেশে অথচ মুদিতচিত্তে সমীপস্থ
হইতে দেখিয়া সকলেই অভূতান, স্বাগত প্রশ্ন, ও
অৰ্ঘ্যাদি দানপূর্বক সৎকার করিলে পুর আমার
আগ্রহে তাহারও আসনে উপবেশন করিলেন ।
পরে আমাকে বিশ্রান্ত জানিয়া ভৃগু কহিলেন,—হে
মুনিশ্রেষ্ঠ ! কোথায় যাইবেন ? এইখানেই বা
কিজন আগমন করিয়াছেন । তাহার কারণ

চিন্তাবিষ্টো ভৃগুঃ পার্থীহমব্রবন্ ॥১৯॥ অয়তামভিধা-
ন্থামি যদর্থমহমাগতঃ । ময়া পর্য্যটিতা সৰ্বা সমুদ্রাস্তা
চ মেদিনী ॥ ২০ ॥ দ্বিজানাং ভূমিদানার্থং মার্গমাণঃ
পদেপদে । নির্দোষাঞ্চ পবিত্রাঞ্চ তীৰ্থেষুপি
সমবিতাম ॥ ২১ ॥ রম্যাং মনোরমাং ভূমিং ন পশ্চামি
কথঞ্চন ॥ ২২ ॥ ভৃগুরুবাচ । বিপ্রাণাং স্থাপনার্থায়
ময়াপি জমতা পুরা । পৃথ্বী সাগরপর্য্যস্তা দৃষ্টা সৰ্বা
তদানঘ । মহী নাম নদী পুণ্যা সৰ্বতীর্থময়ী শুভা
॥ ২৩ ॥ দিব্যা মনোরমা সৌম্যা মহাপাপপ্রণাশিনী ।
নদীরূপেণ তত্রৈব পৃথ্বী সা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি দৃষ্টাদৃষ্টানি নারদ । তানি
সৰ্বাণি তত্রৈব নিবসন্তি মহীতলে ॥ ২৫ ॥ সা সমুদ্রেণ
সম্প্রাপ্তা পুণ্যতোয়া মহানদী । সজাতস্তত্র দেবর্ষে
মহীসাগরসঙ্গমঃ ॥ ২৬ ॥ স্তম্ভাখ্যাং তত্র তীর্থং তু
ত্রিষু লোকেষু বিকৃতম্ । তত্র যে মনুজাঃ শ্রানং
প্রকুর্কন্তি বিপাশিতঃ ॥ ২৭ ॥ সৰ্বপাপবিনিমুক্তা
নোপসর্গন্তি বৈ যমম্ । তত্রাত্তুং হি দৃষ্টং মে পুরা
শ্রাতুং গতেন বৈ ॥ ২৮ ॥ তদহং কীৰ্ত্তয়িষ্যামি মূনে

আমার নিকট যথাযথ বলুন । হে পার্থ! অতঃ-
পর আমি চিন্তাবিষ্টচিত্তে ভৃগুকে কহিলাম,—হে
মুনিবর! আমি যে জন্ত আসিয়াছি, তাহা বলি-
তেছি, শ্রবণ করুন । আমি দ্বিজগণকে ভূমি-
দানার্থ যোগ্য ভূমি-নির্বাচন মানসে সমুদ্রাস্ত মহী-
মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছি; পরন্তু নির্দোষ পবিত্র
তীর্থযুক্ত রম্য মনোরম ভূমি আমি কুত্রাপি দেখিতে
পাইলাম না ॥১৫—২২॥ ভৃগু কহিলেন,—হে অনঘ!
পূর্বে আমিও বিপ্রস্থাপনার্থ সাগরাস্ত মহীমণ্ডল
পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিদর্শন করিয়াছিলাম; তাহাতে
দেখিয়াছি,—মহী নামে পুণ্যা শুভা সৰ্বতীর্থময়ী
সৌম্যা মনোরমা মহাপাপনাশিনী এক দিব্যা নদী
আছে । পৃথিবীই সেই নদীরূপ ধারণ করিয়াছেন,
সংশয় নাই । হে নারদ! পৃথিবীতে দৃষ্ট অদৃষ্ট যত
তীর্থ আছে, তৎসমস্তই সেই মহানদীর জলমধ্যে
অবস্থিত । সেই পুণ্যতোয়া মহানদী সাগর পর্য্যন্ত
গমন করিয়াছে । সাগরের সহিত তাহার যেখানে
সঙ্গম ঘটিয়াছে, হে দেবর্ষে! সেখানে ত্রিলোক-
বিখ্যাত স্তম্ভাখ্য তীর্থ বিরাজমান । যে সকল ধীমান
মানব তথায় শ্রান করে, তাহার সৰ্বপাপ হইতে
বিমুক্ত হয়, এবং কদাচ তাহার যমসমীপে যায়
না । হে মূনে! পুরাকালে আমি তথায় শ্রান
করিতে যাইয়া যে এক অতীব অদ্ভুত ব্যাপার

শৃণু মহাভূতম্ । যাবৎ শ্রাতুং ব্রজাম্যশ্মিন্নমহীসাগর-
সঙ্গমে ॥ ২৯ ॥ তীরে স্থিতঃ প্রপশ্চামি মুনীন্সঃ
পাবকোপম্ । প্রাণ্ড বৃদ্ধঃ চান্বিশেষঃ তপোলম্ব্যা
বিভূষিতম্ ॥ ৩০ ॥ ভূজাবুকৌ ততঃ কৃশা প্রকদন্তঃ
মুহমুহঃ । তং তথা হৃথিতং দৃষ্টা হৃথিতোহমখাভবম্
॥ ৩১ ॥ সত্যং লক্ষণমেতদ্বি যদৃষ্টা হৃথিতং জনম্ ।
শতসংখ্যং তন্ত ভবেত্তথাহং বিললাপ হ ॥ ৩২ ॥
অহিংসা সত্যমন্তেষ্যং মানুষ্যে সতি দুর্লভম্ ।
ততস্তমুপসঙ্গম্য পর্য্যপৃচ্ছমহং তদা ॥ ৩৩ ॥ কিমর্থং
রোদিষি মূনে শোকে কিং কারণং তব । শৃণুহমপি
চেদ্ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মহতী হি মে ॥ ৩৪ ॥ মুনিস্ততো
মামবদদ্ভৃগো নির্ভাগ্যবানহম্ । তেন রোদিষি মা
পৃচ্ছ হৃভাগ্যং চালপেদ্বি কঃ ॥ ৩৫ ॥ তমহং বিশ্বয়া-
বিষ্টঃ পুনরেবেদমব্রবম্ । দুর্লভং ভারতে জন্ম তত্রাপি
চ মনুষ্যতা ॥ ৩৬ ॥ মনুষ্যত্বে ব্রাহ্মণহং মুনিহং তত্র
দুর্লভম্ । তত্রাপি চ তপঃসিদ্ধিঃ প্রাপ্যৈতৎপঞ্চকং

দর্শন করিয়াছি, তাহা কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।
আমি যখন সেই মহী-সাগরসঙ্গম স্থলে শ্রানার্থ
উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম,—উহার তীরে
তপঃকান্তি-বিভূষিত পাবকসম এক তেজস্বী দীর্ঘকায়
অস্থিচর্ম্মসার বৃদ্ধ মুনি, ভূজদ্বয় উর্দ্ধোত্তোলিত করিয়া
মুহমুহ রোদন করিতেছেন । সেই মুনিকে তাদৃশ
ভাবে হৃথ করিতে দেখিয়া আমিও হৃথিত
হইলাম । সাধুদিগের ইহাই লক্ষণ যে, কাহাকেও
হৃথিত দেখিলে তদপেক্ষা শতগুণ হৃথ বোধ
করেন । বলিতে কি, সে হৃথে আমি বিলাপ
পর্য্যন্ত করিতে লাগিলাম । কলতঃ অহিংসা, সত্য,
অন্তেষ্য প্রভৃতি গুণ মনুষ্যজন্মে দুর্লভ । যাহা
হউক, পরে আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে মূনে! আপনি রোদন
করিতেছেন কেন? আপনার হৃথের কারণ কি?
যদি তাহা নিতান্ত গোপনীয়ও হয়, তথাপি তাহা
আমাকে বলুন; আমার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মি-
য়াছে । আমার কথা শুনিয়া সেই মুনি কহিলেন,—
হে ভৃগু মূনে! আমি অতীব হতভাগ্য, সেই
জন্তই আমি রোদন করিতেছি । আপনি তাহা
আর জিজ্ঞাসা করিবেন না । হৃভাগ্যশালীর সহিত
কেই বা আলাপ করে? ইহা শুনিয়া আমি সবিম্বয়ে
পুনরায় কহিলাম,—হে মূনে! ভারতভূমিতে জন্মই
দুর্লভ; তাহাতে আবার মনুষ্যত্ব, তাহাতে
ব্রাহ্মণত্ব, এবং তন্মধ্যেও মুনিত্ব বিশেষ দুর্লভ ।

পরম ॥ ৩৭ ॥ কিমর্থং রোদিষি মূনে বিশ্বরোহিত
মহান্ মম । এবং সম্পৃচ্ছতে মহামেতন্নিবেদ চান্তরে
॥ ৩৮ ॥ সুভদ্রো নাম নান্দ্রা চ মুনিস্তজ্ঞাত্যুপায়যৌ ।
স হি মেকং পরিত্যজ্য জাহ্না তীর্থস্থ সারতাম্ ॥ ৩৯ ॥
কৃত্যশ্রমঃ পূজয়তি সদা স্তম্ভেশ্বরঃ মুনিঃ । সোহপ্যেবং
মামিবাণ্চ্ছমুনিং রোদনকারণম্ ॥ ৪০ ॥ অথাহাচম্য
স মুনিঃ শ্রয়তাং কারণং মুনী । অহং হি দেবশর্মাখ্যো
মুনিঃ সংযতবান্ধনাঃ ॥ ৪১ ॥ নিবসামি কৃতস্থানো
গঙ্গাসাগরসঙ্গমে । তত্র দর্শে তর্পয়ামি সदैব চ
পিতৃনহম্ ॥ ৪২ ॥ শ্রাদ্ধান্তে তে চ প্রত্যক্ষা হাশিসৌ
মে বদন্তি চ । ততঃ কদাচিৎপিতরঃ প্রহৃষ্টা
মামথাক্রবন্ ॥ ৪৩ ॥ বয়ং সদাত্ৰ চায়ামো দেবশর্মা-
স্তবাস্তিকে । স্থানেহস্মাকং কদাচিৎ ন চায়াসি কুতঃ
সুত ॥ ৪৪ ॥ স্থানং দিদৃক্ষুস্তচ্চাহং ন শক্নোহস্মি
নিবেদিতুম্ । ততঃ পরমমিত্যুত্থা গতবান্ পিতৃভিঃ
সহ ॥ ৪৫ ॥ পিতৃণাং মন্দিরং পুণ্যং ভৌমলোক-
সমাস্থিতম্ । তত্রতত্র স্থিতশ্চাহং তেজোমণ্ডলদৃশান

॥ ৪৬ ॥ দৃষ্টোত্তমঃ পূজয়ান্যনপৃচ্ছং স্থান পিতৃনিত্তি ।
কে হমী সমুপায়ান্তি ভৃশং ভৃশা ভৃশার্চিতাঃ ।
ভৃশং প্রমুদিতা নৈব তথা যুয়ং যথা হমী ॥
৪৭ ॥ পিতর উচুঃ । ভদ্রং তে পিতরঃ
পুণ্যাঃ সুভদ্রস্ত মহামুনেঃ । তর্পিতান্তেন মুনিনা
মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ৪৮ ॥ সর্বতীর্থময়ী যত্র নিলীনা
ভাদধৌ মহী । তত্র দর্শো তর্পয়তি সুভদ্রস্তানমুন-
সুত ॥ ৪৯ ॥ ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং লজ্জিতো-
হহং ভৃশং তদা । বিস্মিতশ্চ প্রণম্যেতান্
পতুন স্বং স্থানমাগতঃ ॥ ৫০ ॥ যথা তথা চিন্তিতক
তত্র যাস্তাম্যহং স্ফুটম্ । পুণ্যো যত্রাপি বিখ্যাতো
মহীসাগরসঙ্গমঃ ॥ ৫১ ॥ কৃত্যশ্রমশ্চ তত্রৈব তর্পয়িষ্যে
নিজান্ পিতৃন । দর্শেদর্শে যথা চাসৌ ভ্রাতৃনামা
সুভদ্রকঃ ॥ ৫২ ॥ কিং তেন ননু জাতেন কুলান্বারেণ
পাপিনা । যস্মিন্ জীবত্যপি নিজাঃ পিতরোহস্ত-
স্পৃগকরাঃ ॥ ৫৩ ॥ ইতি সঙ্কিস্তা মুদিতো কুচিং
ভাষ্যামথাক্রবন্ । কুচে ত্রয়া সমাধুক্তো মহীসাগর-

তাহাতে আবীর তপঃসিদ্ধি অতীব দুর্লভ । আপনি
এই পাঁচটা পরম ধন লাভ করিয়াও কিজন্ত
রোদন করিতেছেন ? ইহাতে আমার অতীব
বিস্ময় জন্মিয়াছে । আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করি-
তেছি, ইতিমধ্যে শুভদ্রনামক এক মুনি সেখানে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সেই মুনি, স্তম্ভেশ্বর
তীর্থের সারবস্তা জানিয়া মেকগিরি পরিহারপূর্বক
সেখানেই আশ্রম নির্মাণ করিয়া নিয়ত স্তম্ভেশ্বরেরই
অর্চনায় নিরত । তিনি আসিয়াও আমার স্থায় সেই
মুনিকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন ॥ ২৩—৪০ ॥ অন-
ন্তর সেই মুনি আচমনপূর্বক কহিলেন,—হে মুনিষ্য !
আপনারা রোদনের কারণ শ্রবণ করুন । আমি
বাক্য-মনঃসংযমী দেবশর্মা নামক মুনি । গঙ্গাসাগর-
সঙ্গমে আশ্রম নির্মাণপূর্বক বাস করি । সেখানে
থাকিয়া আমি প্রতি অমাবস্যায় শ্রাদ্ধান্তধান করিয়া
পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকি ; পিতৃগণও প্রত্যক্ষ
হইয়া আমাকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন । একদা
পিতৃগণ হৃষ্টভাবে আমাকে কহিলেন,—হে দেব-
শর্মন ! আমরা সর্বদাই তোমার এখানে আসিয়া
থাকি ; কিন্তু তুমি তো কখনই আমাদের স্থানে
যাও না । বৎস ! ইহার কারণ কি ? আমি কহিলাম,
আমিও সেই স্থানেরই দর্শনাৰ্থী ; কিন্তু তাহা নিবেদন
করিতে সাহস করি নাই । পিতৃগণ “তবে ভাল”
বলিয়া অহুমোদন করিলে আমি সেই পিতৃগণের

সহিত ভৌমলোকস্থ পুণ্য পিতৃমন্দিরে গমন-
করিলাম । সেখানে যাইয়া পুরোভাগে স্থানে
স্থানে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর, বিবিধ উপচার-ভূষিত
জনগণকে দর্শন করিয়া স্বীয় পিতৃগণকে জিজ্ঞাসি-
লাম,—হে পিতৃগণ ! এই যে অতি ভৃশ, সমধিক
বিভূষিত ও অতীব প্রমুদিত জনগণ দৃষ্ট হইতেছেন,
ইহারা তো আপনাদিগের মত নহেন ; ইহারা
কে ? ৪১—৪৭ । পিতৃগণ কহিলেন,—তোমার
মঙ্গল হউক । ইহারা সুভদ্র মহামুনির পিতৃগণ !
মহী-সাগরসঙ্গম-স্থলে সেই মুনি কর্তৃক ইহারা
তর্পিত হইয়াছেন । হে পুত্র ! সর্বতীর্থময়ী মহী-
নদী যেখানে সাগর সহ মিলিত হইয়াছেন ; সুভদ্র
মুনি সেই স্থানে প্রতি অমাবস্যায় ইহাদিগের তর্পণ
করিয়া থাকেন । এই কথা শুনিয়া আমি অতিশয়
লজ্জিত ও বিস্মিত হইয়া পিতৃগণকে প্রণামপূর্বক
স্বস্থানে আগমন করিলাম,—আসিয়া চিন্তা করিতে
লাগিলাম যে, সেই বিখ্যাত পুণ্যপ্রদ মহী-সাগর-
সঙ্গম স্থলে আমি নিশ্চয়ই যাইব ; এবং আশ্রম
নির্মাণপূর্বক সেখানে বাস করিয়া প্রতি অমাবস্যায়
সেই সুগৃহীতনামা সুভদ্র মুনির স্থায় নিজ পিতৃগণের
তর্পণ করিব । যে বংশধর বাঁচিয়া থাকিতেও পিতৃগণ
অপর বংশধরে কামনা করেন, সেই পাপী কুলান্বার
সন্তানের এই জন্মগ্রহণে কল কি ? আমি এইরূপ
চিন্তা করিয়া ভাষ্য কটিকে কহিলাম, অগ্নি কচে ।

সঙ্গমম্ ॥ ৫৪ ॥ গতা স্বাস্থ্যামি তদৈব নীঘ্র-
 স্বং সম্মুখীভব । পতিব্রতাসি শুদ্ধাসি কুলীনাং
 যশস্বিনি । তস্মাদেতন্মম শুভে কর্ত্তুমর্হসি চিহ্নিতম্ ॥
 কুচিকবাচ । হতা তস্মা জনিনীভূৎ কথং পাপ
 হরাণ্মনা ॥ ৫৬ ॥ শ্মশানস্তম্ভে গৌরঃ দত্তা তুভ্যং
 কৃতং স্বয়া । ইহ কন্দফলাহারৈর্গং কিং তেন ন
 পূর্য্যতে ॥ ৫৭ ॥ নেতুমিচ্ছসি মাং তত্র যত্র
 ক্ষারোদকং সদা । ইমেব তত্র সংযাতি নন্দন্তু তব
 পূর্ব্বজাঃ ॥ ৫৮ ॥ গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা বৃদ্ধ বন বা কাক-
 বচ্চিরম্ । তথা ক্রবন্ত্যাং তস্মা তু কণাবশ্মি পিধায়
 চ ॥ ৫৯ ॥ বিপুলং শিষ্যমাদিত্য গৃহ একোহত্র
 আগতঃ । সোহহং প্রাহাত্ৰ সন্তপ্য পিতৃন শ্রদ্ধাপরা-
 যণঃ ॥ ৬০ ॥ চিন্তাং সুবিপুলং প্রাপ্তো নরকে দুষ্কৃতী
 যথা । যদি তিষ্ঠামি চাত্রেব গর্গদেহবরো হুহম্ ॥
 নরো হি গৃহীণীহীনো অর্দ্ধদেহ ইতি স্মৃতঃ । যথান্না
 বিনা দেহে কার্য্যং কিঞ্চিন্ন সিধ্যতি ॥ ৬১ ॥ এবং

আমি তোমার সহিত মহী-সাগরসঙ্গম স্থলে যাওয়া
 বাস করিব; অতএব তুমি সহর গমনের
 উদ্যোগ কর । আমি যশস্বিনি । তুমি পতিব্রতা,
 শুদ্ধা, ও কুলীনা; স্মৃতরাং হে শুভে । আমার
 এই অভিপ্রায় সাধন করা তোমার কর্ত্তব্য ॥ ৫৮—৫৯ ॥
 কুচি কহিল,—হায়! আমি মরিলাম! ওহে শ্মশান-
 স্তম্ভ, পাপিষ্ঠ । যে ছরাছা আমাকে তোমার হস্তে
 সম্প্রদান করিয়াছে, তাহার জন্ম হইয়াছিল কিজন্তু ?
 তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই । যেখানে সর্ব্বদাই
 ক্ষারোদক, তুমি আমাকে তথায় লইয়া যাউতে
 চাহিতেছ? এইখানে কন্দ মূল ফল আছে তদ্বারা
 কি উদর পূরণ হয় না? তুমিই তথায় যাও, তোমার
 পিতৃপুরুষগণ আনন্দিত হউন । হে বৃদ্ধ! তুমি
 যাও, থাক, কিম্বা সেখানে যাইয়া কাকবৎ চিরকাল
 বাস কর; যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার । কুচি
 এইরূপ বলিতে থাকিলে আমি কণাচ্ছাদনপূর্ব্বক
 বিপুলনামক শিষ্যকে গৃহরক্ষার আদেশ করিয়া
 একাকী বহির্গত হইলাম এবং এখানে আসিয়া
 শ্রদ্ধাপরায়ণ-মাশসে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া এক্ষণে
 নরক-গত দুষ্কৃতকারীর ন্যায় সুবিপুল চিন্তাগ্রস্ত হই-
 য়াছি । চিন্তা এই যে, আমি যদি এখানে থাকি, তবে
 অর্দ্ধদেহেই থাকিতে হয়; যেহেতু গৃহীণীহীন মানব
 অর্দ্ধদেহ মাত্র । এইরূপই স্মৃতি আছে । আত্মা
 যেহেতু যেরূপ কোনও কার্য সাধনে সক্ষম

গৃহীণী হীনো হি ন স কর্ম্মসু শস্ততে । যো নরঃ
 স্ত্রীষু দেহেষু অনুরক্তঃ সৌ পশুঃ ॥ ৬৩ ॥ অনয়োহি
 ফলং গ্রাহং সারতা নাত্ৰ কাচন । অর্দ্ধদেহী চ
 মল্লজস্যসম্পৃষ্ঠঃ সতাং মতঃ ॥ ৬৪ ॥ উত্তানপাদির-
 ম্পৃষ্ঠ উত্তমো হি সুরৈঃ কৃতঃ । অথ চেত্তত্র সংযামি ন
 মহীসাগরস্ততঃ ॥ ৬৫ ॥ যামি বা তৎ কথং পাদৌ
 চলতো মে কথঞ্চ ন । এতন্নিম্নে মনো বিদ্ধং
 গিধ্যতেহজ্ঞানসঙ্কটে ॥ ৬৬ ॥ অতোহহমতিমুহ্যামি
 ভৃশং শোচামি রোদিমি । ইতি ক্ৰহা বচস্তস্ত ভৃশং
 রোমাঞ্চপূরিতম্ ॥ ৬৭ ॥ সাধুসাধিত্যথোবাচ তং
 সুভদ্রোহপাতং তথা । দণ্ডবচ্চ প্রণমিতো মহীসাগর-
 সঙ্গমম্ ॥ ৬৮ ॥ চিন্তয়াবচ্চ মনসি প্রতীকারং
 মুনেকভৌ । যো হি মাংস্যামাসাদ্য জনবুদ্ভুদভঙ্গম্ ॥
 পরার্থায় ভবত্যেষ পুরুষোহন্যে পুরীষকাঃ । ততঃ
 সন্ধিত্য প্রাহেদং সুভদ্রো মুনিসত্তমম্ ॥ ৭০ ॥ মা
 মুনো পরিপিদ্যন্ত দেবশর্মান স্থিরো ভব । অহং তে

নহে, তদ্রূপ গৃহীণীহীন জনও কোন কার্য সাধনে
 প্রশংসাভাজন হয় না । পরন্তু যে নর স্ত্রীতে ও
 দেহে অনুরক্ত, সে পশুতুল্য; এই দুইটির কলই
 গ্রাহ্য; নচেৎ ইহাতে কিছুমাত্র সারবত্তা নাই ।
 অর্দ্ধদেহী মানব সম্পৃষ্ঠ; সাধুগণের ইহাই মত ।
 উত্তানপাদনন্দন উত্তম, সুরগণ কর্ত্তক সম্পৃষ্ঠ
 হইয়াছেন । আর আমি যদি সেই পূর্ব্ব বাসস্থানে
 যাই, তবে মহী-সাগরসঙ্গম পরিত্যাগ করিতে হয়;
 আর যাইবই বা কেমন করিয়া? আমার
 মন ও চরণযুগল সে দিকে অগ্রসর হইতেছে
 না । এখানেই আমার মন আবদ্ধ হইয়াছে ।
 এই অজ্ঞানসঙ্কটে পড়িয়াই আমার মন পিন্ন
 হইতেছে, সেইজন্যই আমি অতিশয় মোহা-
 ছন্ন, শোকমগ্ন ও রোদনপরায়ণ হইতেছি ।
 সেই দেবশর্ম্মার এইরূপ উক্তি শুনিয়া আমি ও
 সুভদ্র,—উভয়েই অতীব রোমাঞ্চিত-কলেবরে
 ‘সাধু সাধু’ বলিয়া তাহার প্রশংসা করিলাম ।
 পরে সেই মহী-সাগর-সঙ্গম ক্ষেত্রকে দণ্ডবৎ
 প্রণাম করিয়া সেই মুনির উপকার বিষয়ে চিন্তা
 করিতে লাগিলাম । ভাবিলাম—জনবুদ্ভুদসম-
 ক্ষণস্থায়ী মল্লযাজ্ঞ লাভ করিয়া যে জন পরোপ-
 কার করে, সে-ই পুরুষ; তাহার অপর সকলেই
 পুরীষপদবাচ্য । অনন্তর সুভদ্রমুনি কিঞ্চিৎ
 চিন্তা করিয়া সেই মুনিবরকে কহিলেন,—হে মুনো,
 দেবশর্মান! আপনি খেদ করিবেন না । স্থির

নাশয়িষ্যামি শোকং সূর্যাস্তমো যথা ॥ ৭১ ॥ গমিষ্যাম্যশ্রমং হৃৎ নাভ্যাপি পরিহাস্ততে । শৃণু তৎ-
কারণন্তুভ্যং তর্পয়িষ্যে পিতৃনহম্ ॥ ৭২ ॥ দেব-
শর্ম্মোবাচ । এবং তে বদমানস্ত আয়ুরস্ত শতং
সমাঃ । যদশক্যং মহৎকর্ম্ম কর্ত্তুমিচ্ছসি মৎকৃতে ॥
৭৩ ॥ হর্ষস্থানে বিষাদন্ত পুনর্মাং বাধতে শৃণু ।
অপি বাক্যং শুভং সন্তো ন গৃহ্ণন্তি মুখা যুনে ॥ ৭৪ ॥
কসমেতন্মহৎকর্ম্ম কারয়ামি মুখা বদ । পুনঃ কিঞ্চিৎ
প্রবক্ষ্যামি যথা মে নিকৃতির্ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥ শাপিতো-
হসি ময়া প্রাণৈর্ঘথা বচি তথা কুরু । অহং সদা
করিষ্যামি দর্শে চোদ্দিশু তে পিতৃন ॥ ৭৬ ॥ শ্রাদ্ধং
গঙ্গার্ণবে চাত্র মৎপিতৃণাং হমাচর । অহং চৈবাপি
তপসঃ সঙ্কিতস্তাপি জন্মনা । চতুর্ভাগং প্রদাত্যামি
এবমেবৈতদাচর ॥ ৭৭ ॥ সুভদ্র উবাচ । যদ্যেবং
তব সন্তোদস্বেবমস্ত মুনীশ্বর । সাধুনাং চ যথা

হউন । সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করেন, আমি
তদ্রূপ আপনার শোক নিবারণ করিব । আমি
আমার আশ্রমে যাই ; আপনিও আপনার আশ্রমে
প্রতিগমন করুন । আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধির
ব্যাঘাত ঘটিবে না ; তাহার কারণ শ্রবণ করুন ।
আমিই আপনার পিতৃগণের তর্পণ করিব ॥ ৭৫—৭২ ॥
দেবশর্ম্মা কহিলেন,—হে সুভদ্র ! আপনি যে এমন
কথা কহিলেন, তজ্জন্ত আপনার আয়ুস্কাল শতবর্ষ-
ব্যাপী হউক । আপনি আমার জন্ত মহাত্মকর
কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছেন । পরন্তু আমার
এবদ্বিধ হর্ষহেতুতেও, বিষাদ জন্মিয়া মনঃপীড়া উৎ-
পাদন করিতেছে । শ্রবণ করুন । হে মুনিবর । সাধ-
জনগণ একটা শুভ বাক্যও বিনা বিনিময়ে গ্রহণ
করেন না ; সুতরাং আমি আপনাকে এমন একটা
বৃথা মহৎ কার্য্য করাইব কিরূপে ? তবে আমি এমন
একটা উপায় বলিতেছি, যাহাতে আমার নিকৃতি
লাভ হইতে পারে । আমি আমার প্রাণ দ্বারা শপথ
করাইতেছি, আমি যেমন বলি, আপনি তদ্রূপ
করুন । আমি প্রতি অমাবস্তায় গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে
আপনার পিতৃলোকের তর্পণ করিব, আর আপনি
এখানে আমার পিতৃগণের তর্পণ করিবেন । আর
আমি জন্মাবধি যে তপস্তা করিয়াছি, তাহার চারি-
ভাগের একভাগ আপনাকে দান করিব ; তাহা
হইলেই একাধা হইবে । সুভদ্র কহিলেন,—হে
মুনিবর ! একপ করিলে যদি আপনার সন্তোষ হয়,

হর্ষস্থান কার্য্যং বিজানতা ॥ ৭৮ ॥ ভৃগুর্বাচ
দেবশর্ম্মা ততো হৃষ্টো দয়া পুণ্যং ত্রিবাটিকম্ ।
চতুর্থাংশং যযৌ ধাম স্বং সুভদ্রোহপি চ স্থিতঃ ॥ ৭৯ ॥
এবংবিধো নারদানৌ মহীসাগরসঙ্গমঃ । যমহুঃস্বরতো
মহাঃ রোমাকোহদ্যাপি বর্ত্ততে ॥ ৮০ ॥ নারদ
উবাচ । ইতি শ্রদ্ধা ফাষ্টুনাহং হর্ষগদগদয়া গিরা ।
মৃতোহমৃত ইবাবোচ সাধুসাধ্বতি তং ভৃগুম্ ॥ ৮১ ॥
যুগং বৎ গমিষ্যামো মহীতীরং সুশোভনম্ ।
আবামীক্যবতঃ সপ্তং স্থানকং তদনুত্তমম্ ॥ ৮২ ॥
মম চৈব বৎ শ্রদ্ধা ভৃগুঃ সহ ময়া যযৌ । সমস্তং
তু মহাপুণ্যং মহীকূলং নিরীক্ষতম্ ॥ ৮৩ ॥ তদৃষ্টা
চাতিহৃষ্টোহ্যসং রোমাককঙ্কুকঃ । অরবঃ মুনিশার্দূলং
হর্ষগদগদয়া গিরা ॥ ৮৪ ॥ হৃৎপ্রসাদাৎ করিষ্যামি
ভৃগো স্থানমনুত্তমম্ । স্বস্থানং গম্যতাং ব্রহ্মস্বতঃ
কৃত্যং বিচিন্তয়ে ॥ ৮৫ ॥ এবং ভৃগুঃ চান্মি বিসর্জয়িত্বা
কল্লোলকোলাহলকৌতুকী কৃটে । অথোপবিষ্টোদম-
চিন্তয় তদা কিং কৃত্যমাশ্বানমিবৈকযোগী ॥ ৮৬ ॥
ইতি শ্রীশ্রীশ্রী নারদার্জুনসংবাদে মহীসাগরসঙ্গম-
তীর্থমাগ্ন্যো ভূতীযোহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

তবে তাহাই করুন । জ্ঞানবান ব্যক্তির পক্ষে যাহাতে
সাধুদিগের আনন্দ জন্মে, তদ্রূপই করা কর্ত্তব্য । ভৃগু
কহিলেন,—অতঃপর দেবশর্ম্মা হৃষ্টচিত্তে বারত্ৰয়
বাক্য করিয়া সঙ্কিত পুণ্যের চতুর্থাংশ সুভদ্রকে দান-
পূর্ব্বক নিজ ভবনে প্রতিগমন করিলেন । সুভদ্র
মুনি সেখানেই রহিলেন । হে নারদ ! মহীসাগর-
সঙ্গম স্থানের মাহাত্ম্য এইরূপই ;—উহা স্মরণে
অদ্যাপি আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয় । ৮০ । নারদ
কহিলেন,—হে ফাষ্টুন । আমি এই বিবরণ শ্রবণ
করিয়া যেন মৃতপ্রায় হইতে জীবন লাভ করিলাম ।
হর্ষ গদগদ স্বরে সেই ভৃগুকে ‘সাধু সাধু’ বাক্যে
প্রশংসা করিলাম । বলিলাম,—তোমরা ও আমরা
সকলেই সুশোভন মহীতীরে যাইয়া সেই অনুত্তম
স্থান পরিদর্শন করিব । ভৃগু আমার সেই কথা
শুনিয়া আমার সহিত সেই মহীনদীতীরে গমন
করিলেন । আমরা সেখানে যাইয়া সেই মহাপুণ্য-
জনক সমগ্র নদীকূল দর্শন করিলাম । আমি তাহা
দেখিয়া অতীব হৃষ্টচিত্তে রোমাঞ্চিত-গাত্রে হর্ষগদগদ-
বাক্যে সেই মুনিশার্দূলকে কহিলাম,—হে ভৃগু
মুনিবর ! আপনার প্রসাদে আমি এখানে একটু
উত্তম স্থান করিব ব্রহ্মন ! অতঃপর আপনি স্বস্থানে
প্রস্থান করুন ; আমিও নিজ কর্ত্তব্য চিন্তা করি ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ততঃস্থঃ চিন্তয়ামি কথং স্থানমিদং
ভবেৎ । মমায়ত্তং যতো রাজ্ঞাং ভূমিরেবা সদা
বশে ॥ ১ ॥ যন্তঃ ধর্মবর্ষণং গহা যাচে ২ মেদিনীম্ ।
অপ্যন্ত্যেব স চ মে যাচিতো ন পুনঃ পরঃ ॥ ২ ॥
তথা হি মুনিভিঃ প্রোক্তং দ্রব্যং ত্রিবিধমুত্তমম্ ।
শুক্রং মধ্যং চ শবলমধমং কৃষ্ণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ ঋতেঃ
সম্পাদনাদ্ভিষ্যৎ প্রাপ্তং শুক্রং চ কথ্যম্ । তথা
কুসীদবাণিজ্যকৃষিযাচিতমেব চ ॥ ৪ ॥ শবলং
প্রোচ্যতে সত্তিদ্ধ্যতচৌর্ধ্যোণ সার্বসৈঃ । ব্যাজেনো-
পার্জিতং যচ্চ তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতম্ ॥ ৫ ॥ শুক্রবিত্তেন
যো ধর্ম্যঃ প্রকূর্ধ্যাক্ষুদ্রয়াধিতঃ । তীর্থং পাত্রং সমাসাদ্য
দেবস্বৈ তৎ সমশ্রুতে ॥ ৬ ॥ রাজসেন চ ভাবেন
বিত্তেন শবলেন চ । প্রদদ্যাদানমর্থিত্যো মানুষ্যাভে

আমি এই বলিয়া ভৃগুকে প্রস্থাপিত করিয়া সেই নদীর
তটদেশে কল্লোল-কোলাহলে কৌতুক উপভোগ
করত আশ্বনিষ্ঠ যোগীর স্তায় একাগ্রমনে “কর্তব্য
কি?”—ইহা চিন্তা করিতে লাগিলাম । ৮১—৮৬ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—এই ভূভাগ তো রাজাদিগের
আয়ত্ত ; সুতরাং কি প্রকারে এখানকার একটু স্থান
আমার আয়ত্ত হইতে পারে ? আমি যাইয়া যদি
ধর্মবর্ষা রাজাকে প্রার্থনা করি, তবে তিনি আমার
প্রার্থনা অবশ্যই পূরণ করিবেন ; কিন্তু আমি আর
কখনও কাহারও নিকট কোনরূপ প্রার্থনা করি নাই ।
বিশেষতঃ মুনিগণ প্রাপ্তদ্রব্য ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণন
করেন । যথা—শুক্র, শবল, আর কৃষ্ণ ; ইহার
পর পর উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রাপ্ত দ্রব্য
বলিয়া অভিহিত । ঋতু্যুক্ত কার্য সম্পাদন
করিয়া শিষ্য হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা
শুক্রপদবাচ্য । কথ্যশুক্র, কুসীদ (মহাজনী), বাণিজ্য,
কৃষি ও যাচনদ্বারা যাহা লাভ হয়, তাহা শবল নামে
প্রসিদ্ধ । দ্যুতক্রীড়া, চৌর্য বা তাদৃশ অপর
কোনও সাহসের কার্য কিম্বা শঠতা দ্বারা যাহা
উপার্জিত হয়, তাহাই কৃষ্ণ বা তামস বলিয়া
সম্বোধন কর্তব্য অভিহিত । মানব তীর্থে যোগা
পাত্র প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসংস্কারে শুক্র ধন দ্বারা

তদশ্রুতে ॥ ৭ ॥ তমোবৃত্তি যো দদ্যাৎ কৃষ্ণবিত্তেন
মানবঃ । তিথ্যক্কে তৎফলং প্রেত্য সমশ্রাতি
নরাধমঃ ॥ ৮ ॥ তত্ত্ব যাচিতদ্রব্যং মে রাজসং হি
ক্ষুটং ভবেৎ । অথ ব্রাহ্মণভাবেন নৃপং যাচে
প্রতিগ্রহম্ ॥ ৯ ॥ তদপ্যাহো চাতিবষ্টং হেতুনা
তেন মে মতম্ । অয়ং প্রতিগ্রহো ঘোরো
মধ্বান্নাদো বিঘোপমঃ ॥ ১০ ॥ প্রতিগ্রহেণ সংযুক্তং
হমীবমাবিশেদ্ভিজম্ । তস্মাদহং নিবৃত্তশ্চ পাপাদম্মাৎ
প্রতিগ্রহাৎ ॥ ১১ ॥ ততঃ কেনাপ্যুপায়েন দ্বয়োরন্ত-
তরেণ তু । স্বায়ত্তং স্থানকং কুর্ষ্য এতৎ সন্ধিস্তয়ে
মূলঃ ॥ ১২ ॥ যথা কুভার্যঃ পুরুষশ্চিন্তাস্তং ন প্রপ-
দ্যতে । তথৈব বিয়শ্চাৎ চিন্তাস্তং ন লভাম্যণু ॥
১৩ ॥ এতন্নিবৃত্তরে পার্থ স্নাতুং তত্র সমাগতাঃ ।
বহুবো মুনয়ঃ পুণ্যে মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ১৪ ॥ অহং
তানাব্রবং সর্বান কুতো যুযং সমাগতাঃ । তে মামুচুঃ
প্রণম্যথ সৌরাষ্ট্রবিষয়ে মুনৈঃ ॥ ১৫ ॥ ধর্মবর্ষেতি
নৃপতির্বোহস্ত দেশস্ত ভূপতিঃ । স তু দানস্ত তদ্বার্থী

যে ধর্ম উপার্জন করে, দেবদ্র লাভ করিয়া
তাহা উপভোগ করিয়া থাকে । রাজসভাবে শবল
ধন দ্বারা যাচকজনে দান করিলে সেই দানফল
মনুষ্যদ্র লাভ করিয়াই ভোগ করিয়া থাকে ।
যে তমোগুণাচ্ছন্ন মানব কৃষ্ণ বিত্ত দ্বারা দানকর্ম
করে, সেই নরাধম জন্মান্তরে তিথ্যগ্ভাবে ঐ দান-
ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সুতরাং আমি যদি
ব্রাহ্মণ বলিয়া রাজার নিকট প্রতিগ্রহ প্রার্থনা করি,
তাহাও আমার অতিশয় কষ্টদায়কই হইবে । এই
প্রতিগ্রহের আশ্বাদ মধবৎ মধুর বটে, কিন্তু ইহার
পরিণাম বিষসদৃশ ; কারণ প্রতিগ্রহযুক্ত ব্রাহ্মণের
শরীরে পাপ প্রবেশ করে । এই জন্তই আমি এই
পাপকর প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি । ১—১১ ।
পরন্তু আমি প্রথমোক্ত উপায়দ্বয়ের কোনটির দ্বারা
এখানে একটি স্থান নিজায়ত্ত করিব, তাহাই পুনঃ-
পুনঃ চিন্তা করিতেছি । কুপতীক পুরুষের স্তায়
আমি এ চিন্তার অন্ত পাইতেছি না । হে পৃথা-
নন্দন ! এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইত্যবসরে সেই
পুণ্যদায়ক মহীসাগর-সঙ্গমে অনেকানেক মুনি
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আমি তাঁহাদিগকে
জিজ্ঞাসিলাম,—আপনারা কোথা হইতে আসিয়া-
ছেন ? তাঁহারা আমাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—
হে মুনৈ ! সৌরাষ্ট্র দেশে ধর্মবর্ষা নামে এক নৃপতি
আছেন । তিনি দান-তত্ত্বজ্ঞানার্থ বহুবর্ষ যাবৎ

উপে বর্ষগণান্ বহন ॥ ১৬ ॥ ততস্তঃ প্রাহ খে
বাণী শ্লোকমেকং নৃপ শৃণু । দ্বিহেতু বড়বিষ্ঠানঃ বড়জ্ঞক
দ্বিপাকযুক ॥ ১৭ ॥ চতুঃপ্রকারঃ ত্রিবিধঃ ত্রিনাশঃ
দানমুচ্যতে । উত্যেকং শ্লোকমাতাষ্য খে বাণী
বিররাম হ ॥ ১৮ ॥ শ্লোকস্তার্থঃ নাবভাষে পৃচ্ছমানাপি
নারদ । ততো রাজা ধর্ম্মবর্ণ্যা পটহেনাঘঘোষণয়ৎ
॥ ১৯ ॥ যন্ত শ্লোকস্ত চৈবান্ত লক্সন্ত তপসা ময়া ।
করোতি সম্যক্ ব্যাখ্যানং তন্ত চৈতদদা মাহম্ ॥ ২০ ॥
গবাং চ সপ্ত নিযুতং সুবর্ণং তাবদে বতু । সপ্ত গ্রামান্
প্রযচ্ছামি শ্লোকব্যাখ্যাং করোতি যঃ ॥ ২১ ॥
পটহেনেতি নৃপতেঃ শ্রদ্ধা রাজো বচো মহৎ ।
আজমূর্বহদেশীয়া ব্রাহ্মণাঃ কোটিশো মুনে ॥ ২২ ॥
পুনর্দুর্কৌধবিন্ধ্যাসঃ শ্লোকস্তৈর্বিপ্রপুঙ্গবৈঃ । আখ্যাতুং
শক্যতে নৈব শুভো মুর্কৈর্ধখা মুনে ॥ ২৩ ॥ বয়ঞ্চ
তত্র যাতাঃ স্মো ধনলোভেন নারদ । দুর্কৌধবান্নম-
স্কৃত্য শ্লোকং চাত্র সমাগতাঃ ॥ ২৪ ॥ দুর্বাখ্যোযস্যঃ
শ্লোকো ধনং লভ্যং ন চৈব নঃ । তীর্থযাত্রাং কথং
যামীত্যেবাচিন্ত্যাত্র চাগতাঃ ॥ ২৫ ॥ এবং ফাজ্জন

তপস্তাচরণ করেন । পরে তাঁহার প্রতি আকাশবাণী
হইল যে,—হে নৃপ ! একটি শ্লোক শ্রবণ
করুন ।—দান কার্য্য দুইটা হেতু, ছয়টা অধিষ্ঠান,
ছয় অঙ্গ, দ্বিবিধ পাক, চতুঃপ্রকার, ত্রিবিধ,
ও নাশত্রিতয়-সমবিত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ।
আকাশবাণী এই একটি মাত্র শ্লোক উচ্চারণ করিয়া
বিরত হইল ; হে নারদ ! রাজা শ্লোকের অর্থ
জিজ্ঞাসা করিলেও আর কিছুই কহিল না । অতঃ-
পর রাজা পটহ দ্বারা ঘোষণা করাইলেন যে,—
আমি যে তপস্তা দ্বারা এই শ্লোকটা লাভ করিয়াছি,
যে ব্যক্তি ইহার যথাশ্রুত ব্যাখ্যা করিতে পারিবে,
তাহাকে আমি সপ্ত নিযুত গাভী, সপ্ত নিযুত সুবর্ণ
এবং সাতখানি গ্রাম দান করিব । হে মুনে !
সেই রাজার এবদ্বিধ পটহঘোষণা শ্রবণে নানা
দেশীয় কোটি কোটি ব্রাহ্মণ সমাগত হইলেন ; পরন্তু
কোন বিজবরই মুক জনের সুস্পষ্ট স্বরবিন্ধ্যাস-
সমবিত শব্দোচ্চারণবৎ সেই দুর্কৌধ পদবিন্ধ্যাস
ময় শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না ।
হে নারদ ! আমরাও ধনলোভে সেখানে গিয়া-
ছিলাম ; পরন্তু সেই শ্লোক দুর্কৌধ বলিয়া নমস্কার
করিয়া এখানে আসিয়াছি । শ্লোক দুর্কৌধ ; সুতরাং
আমরা ধন পাইব না ; অতএব কি প্রকারে তীর্থযাত্রা
করিব ? এই চিন্তা করিতে করিতে এখানে আসিয়া

তেষাং তু বচঃ শ্রদ্ধা মহাঋণাম্ অতীব সম্প্রদত্তো-
হহং তান্ বিশ্বজ্যোতাচিন্তয়ম্ ॥ ২৬ ॥ অহো প্রাপ্ত
উপায়ো মে স্থানপ্রাপ্তৌ ন সংশয়ঃ । শ্লোকঃ
ব্যাখ্যায় নৃপতেল্প্যো স্থানং ধনং তথা ॥ ২৭ ॥
বিদ্যামূল্যেন নৈবঞ্চ যাচিতঃ স্তাৎ প্রতিগ্রহঃ ।
সত্যমাহ পুরাণবিবাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ॥ ২৮ ॥
ধর্ম্মান্ত যন্ত শ্রদ্ধা স্তান্ন চ সা নৈব পূর্য্যতে । পাপন্ত
যন্ত শ্রদ্ধা স্তান্ন চ সাপ ন পূর্য্যতে ॥ ২৯ ॥ এবং
বিচিন্ত্য বিদ্বাংসঃ প্রকুর্বন্তি যথাকৃতি । সত্যমেতদ্বিত্তো-
র্বাধ্যং দুর্লভোহপি যথা হি মে ॥ ৩০ ॥ মনোরথোহহং
সফলঃ সমুতোজ্জুরিতঃ ক্ষুটম্ । এনং চ দুর্কিৎ
শ্লোকমহং জানামি সুক্ষুটম্ ॥ ৩১ ॥ অমূর্ত্তৈঃ পিতৃভিঃ
পূর্ব্বমেব খ্যাতো হি মে পুরা । এবং হর্বাষিতঃ পার্শ্ব
সকিন্ত্যাহং ততো যুঃ ॥ ৩২ ॥ প্রণম্য তীর্থং
চলিতো মহীসাগরসঙ্গমম্ । বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেন ততোহহং
যাতবান্নৃপম্ ॥ ৩৩ ॥ ইদং ভণিতবানস্মি শ্লোকব্যাখ্যাং
নৃপ শৃণু । যন্তে পটহবিখ্যাতং দানঞ্চ প্রণীকুরু
॥ ৩৪ ॥ এবমুক্তে নৃপঃ প্রাহ প্রোচুরেবং হি কোটিশঃ ।

উপস্থিত হইয়াছি । ১২—২৫। হে ফাজ্জন ! সেই মহাঋ
দ্বিজগণের এই কথা শুনিয়া আমি অতীব হ্রষ্ট
হইলাম এবং তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া ভাবিতে
লাগিলাম যে,—অহো ! আমার স্থানপ্রাপ্তি বিষয়ে
এই উপায় লাভ হইল ! আমি সেই নৃপতির নিকট
শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া স্থান ও ধন লাভ করিতে
পারিব, তাহা আমার বিদ্যামূল্যে লাভ হইবে ।
সুতরাং উহাতে প্রার্থনা-প্রতিগ্রহ-দোষ ঘটিবে না ।
পুরাণ ঋষি জগদ্গুরু বাসুদেব সত্যই বসিয়াছেন
যে, ধর্ম্মে যদি কাহাবও শ্রদ্ধা জন্মে, তবে তাহা
তাঁহার অপূর্ণ থাকে না ; আর পাপে শ্রদ্ধা জন্মিলে,
তাহাও যে অপূর্ণ থাকে এমন নহে । বিদ্বান্
জনগণ এইরূপ বিচার করিয়া যথাকৃতি আচরণ
করিয়া থাকেন । সেই বিভূর উক্ত বাক্য সত্যই
বটে । যেহেতু আমার মনোরথ দুর্লভ হইলেও
সফল হইবার সুস্পষ্ট অঙ্কুরোদগম হইয়াছে ।
আমি এই দুর্কৌধ শ্লোক সুস্পষ্টরূপেই জ্ঞাত
আছি । পূর্বে অমূর্ত্ত পিতৃগণ ইহা আমার
নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । হে পার্শ্ব ! আমি
বারম্বার এইরূপ চিন্তা করিয়া হর্বাষিতচিত্তে সেই
মহী-সাগরসঙ্গম তীর্থকে প্রণামপূর্ব্বক বৃদ্ধব্রাহ্মণ-
বেশে সেই নৃপসকাশে যাইয়া কহিলাম,—হে মহা-
রাজ ! শ্লোকব্যাখ্যা শ্রবণ করুন ; পরন্তু তদন্ত

দ্বিজোত্তমাঃ পুনর্নাশ প্রোক্তুমর্থো হি শক্যতে ॥ ৩৫ ॥
 কে দ্বিহেতু বড়াখ্যাতান্ত্রিষ্ঠানানি কানি চ । কানি
 চৈব বড়ঙ্গানি কো হৌ পাকী তথা স্মৃতে ॥ ৩৬ ॥
 কে চ প্রকারাশ্চহারঃ কিংবন্তপ্রিবিধঃ দ্বিজ ।
 ত্রয়ো নাশাশ্চ কে প্রোক্তা দানৈস্ততৎ স্ফুটং বদ
 ॥ ৩৭ ॥ স্ফুটান্ প্রপ্রানিমান্ সপ্ত যদি বক্ষ্যাসি ব্রাহ্মণ ।
 ততো গবাং সপ্তনিযুতং সুবর্ণং ভাবদেব তু ॥ ৩৮ ॥
 সপ্ত গ্রামাশ্চ দাস্তামি নো চেদ্যাস্তাসি স্ব গৃহম্ ।
 ইত্যুক্তবচনং পার্থ সৌরাষ্ট্রস্থামিনঃ নৃপম্ ॥ ৩৯ ॥
 ধর্মবর্ণাণমস্তেবাং প্রাবোচমবধারয় । শ্লোকব্যাখ্যাং
 স্ফুটং বক্ষ্যে দানেহতু চ তো শূন ॥ ৪০ ॥ অল্পং
 বা বহুং বা দানস্তাভ্যুদয়বহম্ । শ্রদ্ধা শক্তিঞ্চ
 দানানাং বুদ্ধ্যক্ষয়করে হি তে ॥ ৪১ ॥ তত্র শ্রদ্ধাবিববে
 শ্লোকা ভবন্তি । কায়ক্রেশেষে বহুভির্ন চৈবাংশু
 রাশিভিঃ ॥ ৪২ ॥ ধর্ম্যঃ সম্প্রাপ্যতে স্মৃত্যঃ শ্রদ্ধা
 ধর্ম্যোহতুতং তপঃ । শ্রদ্ধা স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ শ্রদ্ধা সর্বমিদং

দেয় দ্রবোরও পরিমাণ দ্বিগুণিত করুন । আমাব
 কথা শুনিয়া নৃপতি কহিলেন,—অপর কোটি কোটি
 দ্বিজোত্তমও এরূপ উক্তি করিয়াছেন, পরন্তু কেহই
 উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন নাই ।
 তুইটী হেতু কি ? ছয়টী অধিষ্ঠান কাহার নাম ? ছয়
 অঙ্গ কাহাকে বলে ? তুইটী পাক কি ? চারিটী
 প্রকার কিসের নাম ? হে দ্বিজ ! ত্রিবিধই বা
 কিসের নাম ? নাশত্রয়ই বা কাহাকে বলে ? দান-
 সম্বন্ধীয় এ সকল তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করুন ।
 হে ব্রাহ্মণ ! আপনি যদি এই সাতটী প্রশ্ন সুস্পষ্ট-
 রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তবে সপ্ত নিযুত
 গাভী, সপ্তনিযুত সুবর্ণ এবং সাতখানি গ্রাম দান
 করিব ; আর না পারিলে নিজগৃহে ফিরিয়া
 যাইবেন । হে পার্থ ! সৌরাষ্ট্র-নৃপতি ধর্মবর্ণ্য
 এইরূপ বলিলে আমি তাহাকে “তাহাই হউক”
 বলিয়া কহিলাম,—হে মহারাজ ! আপনি অবধান
 করুন ; আমি সুস্পষ্টরূপে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা
 করিতেছি । প্রথমতঃ দানের হেতুস্বয় শ্রবণ
 করুন । শ্রদ্ধা ও শক্তি দানসম্বন্ধে এই দুইটীই
 বুদ্ধি ও অক্ষয়ই সাধক ; এই দুইটী অল্পই হউক, আর
 অধিকই হউক, দানবিষয়ে ইহারা অভ্যুদয়কর
 হইয়া থাকে । তন্মধ্যে শ্রদ্ধাবিষয়ে এই সকল শ্লোক
 প্রসিদ্ধ আছে । বহু বহু কায়ক্রেশ কিম্বা রাশি
 রাশি অর্থ দ্বারাও অণুমাত্র ধর্মলাভ হয় না ; পরন্তু

জগৎ ॥ ৪৩ ॥ সর্বস্বং জীবিতং চাপি দদ্যাদশ্রদ্ধয়া
 যদি । নাপ্নুয়াৎ স কলং কিঞ্চিচ্ছুদ্ধদানস্ততো ভবেৎ
 ॥ ৪৪ ॥ শ্রদ্ধয়া সাধ্যতে ধর্ম্যো মহত্তির্নাথিরাশিভিঃ ।
 অকিঞ্চনো হি মুনয়ঃ শ্রদ্ধাবন্তো দিবং গতাঃ ॥ ৪৫ ॥
 ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিমাং সা স্বভাবজা । সাত্ত্বিকী
 রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শূন ॥ ৪৬ ॥ যজন্তে
 সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাসি রাজসাঃ । প্রেতান্
 ভূতপিশাচাশ্চ যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪৭ ॥ তন্মা-
 ক্ষুকাবতা পাত্রে দত্তং স্নায়ার্জিতং হি যৎ । তেনৈব
 ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ স্নানকৈনাপি তুষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
 শক্তিবিষয়ো চ শ্লোকা ভবন্তি । কুটুহভুক্তবসনাদেয়ং
 যদির্ভিরাচ্যতে । মক্কাশ্বাদো বিবঃ পশাদাতুর্ধর্ম্যো-
 হন্তথা ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ শক্তে পরজনে দাতা স্বজনে
 দুঃখজীবানি । মক্কাশ্বানিবিবাদঃ স বস্মাণাং প্রতিক্রপকঃ
 ॥ ৫০ ॥ ভূতানামুপরোধেন যৎ করোতোঈদৈহিকম্ ।
 তদ্ব্যবতাসুখোদকং জীবতোহস্তা মৃতস্তা চ ॥ ৫১ ॥

শ্রদ্ধায়ক তপস্শাই অদ্বিত ধর্ম্য । শ্রদ্ধাই স্বর্গ-মোক্ষ-
 স্বরূপ ; শ্রদ্ধাই এই সমগ্র জগৎ, শ্রদ্ধাহীন মানব সর্বস্ব
 এমন কি প্রাণ পর্যন্ত দান করিলেও কিছুমাত্র
 ফলপ্রাপ্ত হয় না ; অতএব শ্রদ্ধাবান হওয়া কর্তব্য ।
 শ্রদ্ধা দ্বারাই ধর্ম্য উপার্জিত হয়, কিন্তু রাশি রাশি
 অর্থ দ্বারা হয় না ; নিধনি নুনিগন শ্রদ্ধাবান বলিয়া
 স্বর্গগমনে সমর্থ হইয়াছেন । দেহিগণের শ্রদ্ধা
 স্বভাবজাত, ইহা সাত্ত্বিকী, রাজসী, ও
 তামসী,—এই ত্রিবিধা । ইহার বিবরণ শ্রবণ
 করুন । সাত্ত্বিক শ্রদ্ধালু জনগণ দেবগণের, রাজস-
 শ্রদ্ধাবানগণ যক্ষ-রাক্ষসাদির এবং তামসশ্রদ্ধায়ুক্ত
 ব্যক্তির ভূত-প্রেত-পিশাচাদির যজ্ঞন করিয়া
 থাকে । অতএব শ্রদ্ধার সহিত স্নায়ার্জিত বিত্ত
 অল্প হইলেও যদি যোগ্য পাত্রে প্রদত্ত হয়, তবে
 তদ্বারা ক্রুদ্ধদেব সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন । ২৬—৪৮ ।
 শক্তি বিবয়েও শ্লোক উক্ত আছে ; যথা,—পোষ্য-
 বর্গের ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত যে ধন থাকে,
 দান সম্বন্ধে তাহাই মধুস্বরূপ, তাহা দ্বারাই ধর্ম্য লাভ
 হয় ; অন্যথা দান বিববৎ কুফলদায়ক হইয়া থাকে ।
 যে ব্যক্তির স্বজনগণ দুঃখে জীবিকা-নির্বাহ করে,
 অথচ স্বয়ং সমর্থ পরজনকে দান করে, সে বিষণ্ণ-
 সম্পন্ন মধুপানের স্নায় ধর্ম্যের বিপরীত ফলই প্রাপ্ত
 হয় । পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের ব্যাঘাত জন্মাইয়া
 যদি আত্মাদি কার্যও করা যায়, তবে তাহার পরিণাম

সামান্যং যাচিতং স্তাসমাপিদিরাশ্চ দর্শনম্ । অস্বাহিতং
চ নিক্ষেপঃ সর্বস্বং চাষয়ে সতি ॥ ৫২ ॥ আপংস্বপি
ন দেয়ানি নব বস্তুনি পণ্ডিতৈঃ । যো দদাতি স
যুতায়া প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ॥ ৫৩ ॥ ইতি তে
গদিতৌ রাজন ধৌ হেতু ক্ষয়তামতঃ । অধিষ্ঠানানি
বক্ষ্যামি স্বেদেব শৃণু তান্তপি ॥ ৫৪ ॥ ধর্ম্মমর্গঞ্চ কামঞ্চ
ব্রীড়াহর্বভয়ানি চ । অধিষ্ঠানানি দানানাং বভেতানি
প্রচক্রেতে ॥ ৫৫ ॥ পাত্রেভ্যো দীয়তে নিতামন-
পেক্ষা প্রয়োজনম্ । কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যদ্ব্য-
দানং তদুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥ ধনিং ধন-লোভেন
লোভয়িত্বার্থমাহরেৎ । তদর্থদানমিত্যাহঃ কাম-
দানমতঃ শৃণু ॥ ৫৭ ॥ প্রয়োজনমপেক্ষাব প্রস-
ঙ্গাদযৎ প্রদীয়তে । অনর্থেষু সরাগেণ কামদান-
তদুচ্যতে ॥ ৫৮ ॥ সংসদি ব্রীড়য়াশ্রিত্য অর্গিতাঃ
প্রদদাতি চ । প্রতিদীয়তে চ যদানং ব্রীড়াদানমিতি
কৃতম্ ॥ ৫৯ ॥ দৃষ্টা প্রিয়াণি শ্রদ্ধা বা হর্ববদযৎ
প্রদীয়তে । হর্বদানমিতি প্রোক্তং দানং তদ্ব্য-

কল কি জীবিত কালে, কি মরণান্তে, কোন কালেই
সুখকর হয় না । প্রার্থনালব্ধ, গচ্ছিত, বন্ধকদ্রব্য,
এবং যে সমস্ত অস্বামিক দ্রব্য দর্শনাদি দ্বারা প্রাপ্ত
হওয়া যায়, এ সমস্ত দ্রব্যে সমস্ত পরিজনেরই
সমান অধিকার, আর বংশধর থাকিলে সমস্ত
ধনেই তাহাদিগের স্বত্ব বিদ্যমান বলিয়া জ্ঞাতব্য ।
উক্ত দ্রব্য সকল এবং ভাষা,—ইত্যাদিগকে পাণ্ডিত
বাক্তি আপৎকালেও দান করিবেন না । হে
রাজন! এই আমি আপনার নিকট দানের হেতু-
রূপ বর্ণন করিলাম । অতঃপর ছয়টি অধিষ্ঠান
কীর্ত্তন করিতেছি । শ্রবণ করুন । ধর্ম্ম, অর্থ,
কাম, লজ্জা, হর্ব, ভয়,—এই ছয়টিই দানের অধিষ্ঠান
বলিয়া কীর্ত্তিত । প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া
সংপাত্রে যে ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রতিদিন দান করা যায়,
তাহাকে ধর্ম্মদান বলে । ধনলোভে ধনীকে
প্রলোভিত করিয়া তাহার নিকট হইতে যে ধন
আহরণ করা যায়, তাহাকে অর্গদান বলে । অতঃ-
পর কাম-দান শ্রবণ করুন । কোনও প্রয়োজন
সাধনোদ্দেশ্যে যে প্রসঙ্গক্রমে অমুরাগবশে
অযোগ্য পাত্রে দান করা যায়, তাহাকে কামদান
বলে । সম্ভ্রামধ্যে “ইনি খুব দাতা” ইত্যাদি
প্রশংসাবাক্যে লজ্জিত হইয়া যে দান করা যায়,
তাহাকে লজ্জাদান বলে । প্রিয় বিষয়ের দর্শন ও
শ্রবণাদি দ্বারা হর্ববশে যে দান করা যায়, তাহাকে

চিন্তকৈঃ ॥ ৬০ ॥ আকোশানর্থহিংসানাং প্রতী-
কারায় যদ্ভবেৎ । দীয়তেহনুপকর্তৃভ্যো ভয়দানং
তদুচ্যতে ॥ ৬১ ॥ প্রোক্তানি ষড্বিষ্ঠানান্ত্রাক্ষ্যপি
চ ষট্ শৃণু । দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শুদ্ধির্দেয়ঞ্চ
ধর্ম্মযুক্ ॥ ৬২ ॥ দেশকালো চ দানানামঙ্গাশ্চেতানি
বদ্বিহঃ । অপরোগী চ ধর্ম্মায়া দিৎসুরবাসনঃ শুচিঃ ॥
৬৩ ॥ অনিন্দ্যাজীবকর্ম্মা চ ষড্ভূতিদাতা প্রশস্ততে ।
অনুজ্ঞাশ্রদ্ধাধানোহশাস্ত্রায়া ধৃষ্টভীকৃকঃ ॥ ৬৪ ॥
অসত্যাসঙ্কো নিদ্রালুর্দাতায়াং তামসোহধমঃ । ত্রিগুরুঃ
কুশলুতিশ্চ স্নগালুঃ সকলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৫ ॥ বিমুক্তো
যোনিদোষেভ্যো ব্রাহ্মণঃ পাত্রযুচ্যতে । সৌম্যখাদভি-
সম্প্রীতিরগিণাং দর্শনে সদা । সংকৃতিশ্চানস্ময়া চ
তদা শুদ্ধিরিতি স্মৃতা ॥ ৬৬ ॥ অপরাবোধমক্লেশং
স্বযত্নেনার্জিতং ধনম্ । স্বল্পং বা বিপুলং বাপি
দেয়মিত্যভিধীয়তে ॥ ৬৭ ॥ তেনাপি কিল ধর্ম্মেণ
উদ্দিষ্টা কিল কিঞ্চন । দেয়ং তদ্ব্যয়ুগিতি শৃণু
শৃণুং ফলং মতম্ ॥ ৬৮ ॥ ত্রায়েন দুর্লভং দ্রব্যং দেশে
কালেহপি বা পুনঃ । দানার্হো দেশকালো তৌ স্মৃতাঃ

ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞগণ হর্বদান বলেন । আকোশ, অনর্থ-
পাত ও হিংসার প্রতীকারার্থ অনুপকারীকে যে দান
করা যায়, তাহাকে ভয়দান বলে । ৪৯—৬১ । ষড্ভবিধ
অধিষ্ঠান বিবরণ এই কহিলাম । এক্ষণে অঙ্গ-
সকলের উল্লেখ করিতেছি । দাতা, প্রতিগ্রহীতা,
শুদ্ধতা, ধর্ম্মানুসৃত দেয় দ্রব্য, দেশ ও কাল,—এই
ছয়টি দানের অঙ্গ । রোগহীন, ধর্ম্মায়া, দানোৎ-
সুক, অব্যসনী, শুচি ও অনিন্দ্য জীবিকাবান,—এই
ষড্ভবিধ দাতাই প্রশস্ত । সবলতাহীন, শ্রদ্ধাশূন্য,
অশাস্ত্রায়া, নির্লজ্জ, ভীকৃ, সত্যপালন রহিত, ও
নিদ্রালু,—ইহারা তামস—অধম দাতা । অন্তরে
বাহিরে ও কস্মে শুদ্ধতাসম্পন্ন, দরিদ্র, দয়াবান,
সমস্তেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট ও যোনিদোষরহিত ব্রাহ্মণকে
পাত্র বলা যায় । যাচকের দর্শনে সতত প্রীতিবশে
প্রসন্নমুখতা, সংকার, অনস্ময়া, এ সকল দানবিষয়ে
শুদ্ধি বলিয়া জ্ঞাতব্য । স্বল্পই হউক আর অধিকই
হউক, অপরের ক্রেশ না জন্মে, এমন ভাবে অক্লেশে
স্বীয় পরিশ্রমে উপার্জিত যে ধন, তাহাই দেয় পদ-
বাচ্য । উক্ত লক্ষণাক্রান্ত দাতা তাদৃশ ধন ও ধর্ম্মা-
নুসারে কোনও কামনা করিয়া দান করিলেই
তজ্জন্ত ধর্ম্ম লাভ হয় ; কামনা না করিলে কোনও
ফল হয় না । ত্রায়াসুসারে যে দ্রব্য যে দেশে যে
কালে দুর্লভ, সেই দেশ ও সেই কালই দান-

শ্রেষ্ঠো ন চান্তথা ॥ ৬৯ ॥ বড়কানীতি চোক্তানি
 যৌ চ পাকাবতঃ শৃণু। যৌ পাকৌ দানজৌ প্রাহঃ
 পরজাধ হিহোচ্যতে ॥ ৭০ ॥ সন্তো যদীয়তে
 কিঞ্চিৎ পরজোপতিষ্ঠতি। অসৎসু দীয়তে
 কিঞ্চিৎদানমিহ ভূজ্যতে ॥ ৭১ ॥ যৌ পাকাবতি
 নির্দিষ্টৌ প্রকারাঃ চতুরঃ শৃণু। ঋবমাহসিকং কাম্যং
 নৈমিত্তিকমিতি ক্রমাৎ ॥ ৭২ ॥ বৈদিকো দানমার্গো-
 হয়ঃ চতুর্ধা বর্ণ্যতে দ্বিজৈঃ। প্রপারামতভাগাদি
 সর্বকামফলং ঋবম্ ॥ ৭৩ ॥ তদাহসিকমিত্যাহদীয়তে
 যদ্বিনে দিনে। অপত্যবিজয়েঋষ্যস্বীবার্থং প্রদীয়তে
 ॥ ৭৪ ॥ ইচ্ছাসংস্থঃ চ যদানং কাম্যমিত্যভিধীয়তে।
 কালাপেক্ষং ক্রিয়াপেক্ষং গুণাপেক্ষমিতি স্মৃতে ॥ ৭৫ ॥
 ত্রিধা নৈমিত্তিকং প্রোক্তং সদা হোমবিবর্জিতম্।
 ইতি প্রোক্তাঃ প্রকারান্তে ত্রৈবিধ্যমভিধীয়তে ॥ ৭৬ ॥
 অষ্টোত্তমানি চহ্মারি মধ্যমানি বিধানতঃ। কানীয়সানি
 শেষাণি ত্রিবিধমিদং বিদুঃ ॥ ৭৭ ॥ গৃহপ্রাসাদ-
 বিদ্যাভূগোকূপপ্রাণহটকম্। এতান্ন্যুত্তমদানানি
 উত্তমদ্রব্যদানতঃ ॥ ৭৮ ॥ অন্নারামঃ চ বাসাংস

যোগ্য ও প্রশস্ত; ইহার ব্যত্যয়ে দেশকাল
 অপ্রশস্ত বলিয়া জানিবে। এই ছয়টি অঙ্গের কথা
 কহিলাম; এক্ষণে পাকদ্বয়ের বিবরণ শ্রবণ করুন।
 দানজন্ত দুইটি পাক অর্থাৎ ফল জন্মে; একটি
 ইহকালে অপরটি পরকালে। সাধু জনে যাহা
 কিছু দেওয়া যায়, তাহা পরকালে ফলপ্রদ, আর
 অসজ্জনে যাহা দেওয়া যায়, তাহার ফল ইহকালেই
 ভোগ হইয়া থাকে।—৭১। দুইটি পাকের কথা
 এইরূপই নির্দিষ্ট; এক্ষণে চারিটি প্রকার বলি-
 তেছি শ্রবণ করুন; ঋব, ত্রিক, কাম্য ও নৈমি-
 ত্তিক,—দানের এই চারিটি প্রকার নির্দিষ্ট; তন্মধ্যে
 পানীয়শালা, উপবন, তভাগ প্রভৃতি সাধারণের
 কামনা-সাধক দান ঋব; সন্তান, বিজয়, ঐশ্বর্য, স্ত্রী
 ও বালকাদির জন্ত যাহা দান করা যায়, তাহা ত্রিক;
 যেচ্ছাবশে যে দান করা যায় তাহা কাম্য এবং কাল,
 ক্রিয়া ও গুণ উপলক্ষ্য করিয়া যাহা দান করা যায়,
 সেই হোমাদিবর্জিত ত্রিবিধ দানই নৈমিত্তিক বলিয়া
 অভিহিত। প্রকারচতুষ্টয় এই কথিত হইল;
 এক্ষণে ত্রিবিধ বলিতেছি। উত্তম আটটি এবং
 মধ্যম চারিটি; এতদ্ব্যতীত অপর সমস্ত দানই
 অধম। ইহাই দানের ত্রিবিধ। গৃহ, প্রাসাদ,
 বিদ্যা, ভূমি, গো, কূপ, প্রাণ ও স্বর্ণ,—এই কয়টি
 উত্তম দ্রব্যের দানই উত্তমদান। অন্ন, আরাম

হয়প্রভৃতিবাহনম্। দানানি মধ্যমানীতি মধ্যমদ্রব্য-
 দানতঃ ॥ ৭৯ ॥ উপানচ্ছত্রপাত্রাদিদধিমধ্বাসনানি
 চ ॥ ৮০ ॥ দীপকাষ্ঠোপলাদীনি চরমং বহুবার্ষিকম্।
 ইতি কানীয়সান্তাহদাননাশত্রয়ং শৃণু ॥ ৮১ ॥ যদ্বা
 তপ্যতে পশ্চাদানুরং তদ্বৃথা মতম্। অশ্রদ্ধয়া যদ-
 দাতি রাক্ষসং স্তাদবৃথৈব তৎ ॥ ৮২ ॥ যচ্ছত্র
 দদাত্যঙ্গ দহা বাক্রোশতি দ্বিজম্। পৈশাচং তদ্বৃথা
 দানং দাননাশাত্মস্বমী ॥ ৮৩ ॥ ইতি সপ্তপদৈর্বন্ধঃ
 দানমাহাত্ম্যমুত্তমম্। শক্ত্যা তে কীর্ত্তিতং রাজন্ সাধু
 বাসাধু বা বদ ॥ ৮৪ ॥ ধর্ম্মবর্ম্মোবাচ। অদ্য মে সফলং
 জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ। অদ্য তে কৃতকৃত্যো-
 হস্মি কৃতঃ কৃতমতাং বব ॥ ৮৫ ॥ পঠিত্বা সকলং
 জন্ম ব্রহ্মচারী যথা বৃথা। বহুক্রেশাৎ প্রাপ্তভাৰ্য্যাঃ
 সা বৃথাপ্রিয়বাদিনী ॥ ৮৬ ॥ ক্রেশেন কৃহা কূপং বা
 স চ ক্ষারোদকো বৃথা। বহুক্রেশৈর্জন্ম নীতং বিনা
 ধর্ম্মং তথা বৃথা ॥ ৮৭ ॥ এবং মে যদ্বৃথা নাযজাতং

বসন ও অশ্বাদি বাহন,—এ সকল মধ্যম দ্রব্যের দান
 মধ্যম। পাত্রকা, ছত্র, পাত্র, দধি, মধু, আসন, দীপ,
 কাষ্ঠ এবং প্রস্তরাদি দীর্ঘকাল ব্যবহার্য্য দ্রব্য,—এ
 সকলের দান অধম। এক্ষণে দানসম্বন্ধীয় নাশত্রয়
 শ্রবণ করুন ৷৮২—৮১। যাহা দান করিয়া পরে অনু-
 তাপ করিতে হয়, তাহা আশুর দান; সে দান বৃথা।
 যাহা অশ্রদ্ধাসহকারে দেওয়া যায়, তাহা রাক্ষাস দান;
 তাহাও বৃথা। হে রাজন্! যাহা আক্রোশ সহকারে
 দত্ত হয়, কিহা দানান্তে যদি সম্প্রদান আশ্রমকে
 আক্রোশ করা হয়, তবে সেই দান পৈশাচ; তাহাও
 বৃথা। দানের নাশত্রয় এই কথিত হইল। হে
 রাজন্ সপ্ত-পদনিবন্ধ উত্তম দানমাহাত্ম্য, এই আমি
 আপনার নিকট শক্ত্যানুসারে ব্যাখ্যা করিলাম;
 ভাল বা মন্দ—যাহা হয় বলুন। ধর্ম্মবর্ম্মা
 কহিলেন, আজি আমার জন্ম সকল, আজি
 আমার তপস্যা সকল! হে জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য!
 আপনি আজি আমাকে কৃতকৃত্য করিলেন।
 ব্রহ্মচারী আজন্ম বেদাধ্যয়ন করিয়া শেষে
 অনেক ক্রেশে ভাৰ্য্যা লাভ করিলে তাহার
 সেই অধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য যেমন বৃথা; ভাৰ্য্যা
 অপ্ৰিয়বাদিনী হইলে সেই ভাৰ্য্যাও যেমন বৃথা;
 ক্রেশে কূপ ধনন করিলে সেই কূপ লবণজল-পূর্ণ
 হইলে তাহা যেমন বৃথা; বহু-ক্রেশলব্ধ মানব-
 জন্মও তদ্রূপ ধর্ম্মব্যতীত নিফল। এইরূপ আমার
 এই জন্ম এযাবৎ বিফলে গিয়াছে, পরন্তু অদ্য

তৎ সফলং হুয়া । কৃতং তস্মৈনমস্ত্যং বিজেভ্যশ্চ
নমো নমঃ ॥ ৮৮ ॥ সত্যমাহ পুরা বিষ্ণুঃ কুমারান্
বিষ্ণুসম্মানি ॥ ৮৯ ॥ নাহং তথাঙ্গি যজমানহবিবিতান-
শ্চ্যোতদ্ব্যতপ্ততমদন হতভুজুখেন । যদব্রাহ্মণস্ত
মুখতশ্চরতোহনুঘাসং তুষ্টস্ত মযাবহিতৈর্নিজকর্ম-
পাকৈঃ ॥ ৯০ ॥ তস্ময়াশর্মণা বাপি যদ্বিপ্রেতপ্রিয়ং
কৃতম্ । সর্বস্ত প্রতবো বিপ্রান্তং ক্ষমন্তাঃ প্রসাদয়ে ॥
৯১ ॥ হৃৎ কোহসি ন সামান্তঃ প্রণম্যাহং প্রসাদয়ে ।
আজ্ঞানং ধ্যাপয় মূনে প্রোক্তশ্চেত্যবং তদা ॥ ৯২ ॥
নারদ উবাচ । নারদোহস্মি নৃপশ্রেষ্ঠ স্থানকার্থী
সমাগতঃ । প্রোক্তঞ্চ দেহি মে দ্রব্যং ভূমিক
স্থানহেতবে ॥ ৯৩ ॥ যদাপীযং দেবতানাং ভূমির্দ্রব্যং
চ পার্শ্বিৎ । তথাপি যস্মিন যঃ কালে রাজা প্রার্থাঃ স
নিশ্চিতম্ ॥ ৯৪ ॥ মহীশ্বরস্বাবতারো ভর্তা দাতা-
ভয়স্ত সঃ । তথৈব হামহং যাচে দ্রব্যশুদ্ধি-
পরীক্ষয়া । পূর্বং মমালয়ং দেহি দেয়ার্থে প্রার্থনাপরঃ ॥

আপনি তাহা সফল করিলেন । অতএব আপনাকে
নমস্কার; আর বিজগণকেও নমস্কার, নমস্কার ! পুরা-
কালে বৈকুণ্ঠধামে বিষ্ণু, সনৎকুমারাদিকে সতাই
বলিয়াছিলেন যে, আমাতে নিবেশিতচিত্ত ও নিজ
কর্মকলাম্বরূপ সুখ-দুঃখে সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখদ্বারা
আমি যেমন তৃপ্তিসহকারে ভোজন করি, যজমানের
যাগভূমে অগ্নিমুখ দ্বারা প্রচুর স্বতপ্ত হত হবিও
তাদৃশ তৃপ্তি সহকারে ভোজন করি না ! অতএব
আমি হর্ভাগ্যবশে বিপ্রগণের যদি কিছু অপ্রিয়ানুষ্ঠান
করিয়া থাকি, হে সর্বপ্রভু বিপ্রগণ ! আপনা-
দিগকে আমি প্রসাদিত করিতেছি; আপনারা
তাহা ক্ষমা করুন । আপনিই বা কে ? আপনি
সামান্ত ব্যক্তি নহেন । আপনাকেও আমি
প্রসাদিত করিতেছি । হে মুনিবর ! আপনি নিজ
পরিচয় প্রদান করুন । রাজার এই কথা শুনিয়া
আমি তাঁহাকে কহিলাম,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! আমি
নারদ ! আমি একটু স্থানপ্রার্থী ; তজ্জন্মই আমি
এখানে আসিয়াছি; আর আপনার প্রস্নেরও উত্তর
প্রদান করিয়াছি; অতএব আমাকে কথিত ধন
ও স্থানের জন্ত ভূমি দান করুন । হে রাজন !
যদিও এই ভূমি ও দ্রব্য—সমস্তই দেবতাদিগের,
তথাপি যেকালে যিনি রাজা, তাঁহার নিকটই ঐ সকল
প্রার্থনা করিতে হয় । ইহাতে সন্দেহ নাই । সেই
রাজাই ঈশ্বরের অবতার । তিনিই ভরণকর্তা ও
স্বকর্ম-দাতা । তাহাতেও আবার দ্রব্যশুদ্ধি কামনায়

৯৫ ॥ রাজোবাচ । যদি হুং নারদো বিপ্র রাজ্য-
মস্তথিলং তব । অহং হি ব্রাহ্মণানাং তে দাস্ত্যং
কর্তা ন সংশয়ঃ ॥ ৯৬ ॥ নারদ উবাচ । যদ্যস্মাকং
ভবান্ ভক্তস্তত্তে কার্যঞ্চ নো বচঃ ॥ ৯৭ ॥ সর্বং
যত্নদেহি মে দ্রব্যমুক্তং ভুবঞ্চ মে সপ্তগব্যুতি-
মাত্রাম্ । ভূয়াত্তোহপ্যস্ত রঞ্জেতি সোহপি মেনে
অহং চিন্তয়ে চার্থশেষম্ ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীহান্দে নারদর্জুনসংবাদে দানভেদপ্রশংসা-
বর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ততোহহং ধর্মবর্মানং প্রোচ্য
তিষ্ঠেদ্বনং হুয়ি । কৃত্যকালে গ্রহীষ্যামীত্যাগমং
রৈবতং গিরিম্ ॥ ১ ॥ আসং প্রমুদিতচাহং পশুংস্তং
গিরিসত্তমম্ । আহব্যানং নরান্ সাধুন্ ভূমেভুজমি-

আপনার নিকটই আমি প্রার্থনা করিতেছি । দেয়
বিষয় যথো প্রথমতঃ আমাকে একটি আশ্রয় দান
করুন । ইহাই আমার প্রার্থনা । ৮২—৯৫ । রাজা
কহিলেন,—আপনি যদি নারদ, তবে হে বিপ্র !
এই রাজাই আপনার হউক । আমি ব্রাহ্মণগণের
বিশেষতঃ আপনার দাস্ত করিয়াই জীবন যাপন
করিব । এ বিষয়ে সংশয় নাই । নারদ কহিলেন,—
রাজন ! আপনি যদি আমাদিগের ভক্ত হইবেন,
তবে আমাদিগের বাক্যও প্রতিপালন করা আপ-
নার কর্তব্য । আপনি আমাকে প্রতিশ্রুত দ্রব্য
এবং সপ্ত গব্যুতি-পরিমিত ভূমি দান করুন ।
তাহা হইলে আপনার শেষোক্ত বাক্যেরও পালন
হইবে । এই কথায় সেই রাজাও সন্তুতি জ্ঞাপন
করিলেন । অতঃপর আমি পরকর্তব্য চিন্তা করিতে
লাগিলাম । ৯৬—৯৮ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—অতঃপর আমি রাজা ধর্ম-
বর্মানকে “আমার ধনসমূহ আপনার নিকটেই
থাকুক; কার্যকালে গ্রহণ করিব ।” এই কথা
বলিয়া রৈবত পর্বতে আগমন করিলাম । সেখানে
আসিয়া সাধুগণকে আহ্বান করিবার জন্ত ভূমির

বোদ্ধিতম্ । ২ ॥ যশ্মিন্নানাবিধা বৃক্ষাঃ প্রকাশন্তে
সমস্ততঃ । সাধুঃ গৃহপতিং প্রাপ্য পুত্রভার্যাদয়ো
যথা ॥ ৩ ॥ মুদিতা যত্র সন্তুপ্তা বাশন্তে কোকি-
লাদয়ঃ । সদগুরুর্জ্ঞানসম্পন্নঃ যথা শিষ্যাগণা
ভূবি ॥ ৪ ॥ যত্র তপ্তা তপো মর্ত্যা যথোপ্ত-
মবাপুযুঃ । শ্রীমহাদেবমাসাদ্য ভক্তো যদ্ব্যনোরথম্ ॥
তস্তাহং চ গিরেঃ পার্থ সমাসাদ্য মংশিলাম ।
শীতসৌরভ্যমন্দেন প্রীণিতোহচিহ্ন্যং হৃদি ॥ ৬ ॥
তাবন্ময়া স্থানমাপ্তং যদতীব সুহৃৎভম্ । ইদানী-
ত্রাক্ষণার্থেহহং কুর্মে তাবতপক্রমম্ ॥ ৭ ॥ ব্রাহ্মণাশ্চ
বিলোক্য মে যে হি পাত্রভমা মতাঃ । তথা চ চাত্র
শ্রয়ন্তে বচাংসি শ্রুতিবাদিনাম্ ॥ ৮ ॥ ন জলোত্তরণে
শক্তা যদ্রোঃ কণবর্জিতা । তদ্বজ্রেষ্ঠোহপানাগাবো
বিপ্রো নোদ্ধরণক্ষমঃ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণো হনধীমান-
কৃণাগ্নিরিব শাম্যতি । তস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং ন হি
ভক্ষ্যমি হুয়তে ॥ ১০ ॥ দানপাত্রমতিক্রম্য যদপাত্রে
প্রদীয়তে । তদন্তং গার্মতিক্রম্য গর্দভস্ত গবাক্ষিকম্ ॥

উত্তোলিত বাহুসম সেই গিরিবরের শোভা দর্শনে
আমি নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম । সেই
গিরি, পুত্রভার্যাদি দ্বারা পবিত্রীকৃত সাধু গৃহপতির
শ্রায় বিবিধ তরুনিকরে চতুর্দিকে সুশোভিত ।
সেখানে কোকিলগণ, সদগুরুসমীপে জ্ঞানসম্পন্ন
শিষ্যাগণের শ্রায় মুদিত ও তৃপ্তচিত্তে নিবস্তুর
বিবিধ রব করিয়া থাকে । মানবগণ, সেখানে
তপস্যা করিয়া, মহাদেবের সেবাকালে ভক্ত বাস্তব
কামনালাভের শ্রায়, যথেষ্ট ফললাভে সমর্থ হয় ।
হে অর্জুন । আমি সেই পর্বতের একটা মহতী
শিলায় উপবেশন করিয়া শীতল-সুস্বাদি মন্দ বাস
দ্বারা পরিসেবিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে
লাগিলাম ।—আমি তো অতি দুর্লভ স্থানই প্রাপ্ত
হইয়াছি ; পরন্তু এক্ষণে সদব্রাহ্মণ প্রাপ্তি নিমিত্ত চেষ্টা
করা আমার কর্তব্য । এমন ব্রাহ্মণ দেখিতে হইবে,
যাহারা উত্তম দানপাত্র । এ বিষয়ে শ্রুতিবাদি-
গণের এইরূপ বাক্য সকল শুনা যায় যে,—কর্ণ-
বিহীন নৌকা যেমন জলোত্তরণে সমর্থ হয় না,
তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও যদি আচারহীন হন, তবে
তিনি উদ্ধার করিতে পারেন না । বেদাধ্যয়ন-হীন
ব্রাহ্মণ, তৃণাগ্নির শ্রায় ক্ষণমাত্র উপশম প্রাপ্ত হয় ।
অতএব তাহা ব্রাহ্মণকে হব্য দান করিতে নাই ;
বক্ষ্যতঃ তস্মৈ কেহই হোম করে না । ১—১০ । যোগ্য
পাত্র পরিহার করিয়া অপাত্রে দান, গো পরিহরণ-

১১ ॥ উষরে বাপিতং বীজং ভিন্নভাণ্ডে চ
গোহুহম্ । ভক্ষ্মনীব হতং হব্যং মূর্খে দানমশাষতম্ ॥
১২ ॥ বিধিহীনে তথাপাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্ ।
ন কেবলং হি তদ্যাতি শেষঃ পুণ্যং প্রণশ্ণতি ॥ ১৩ ॥
ভূরাপ্তা গোস্থা ভোগাঃ সুবর্ণং দেহনেব চ । অশ্ব-
শচক্ষুস্তথা বাসো যত্র তেজস্তিলাঃ প্রজাঃ ॥ ১৪ ॥
যন্তি তস্মাদবিদ্বাশ্চ বিভিন্নাক্ষ প্রতিগ্রহাৎ । স্বল্প-
কেনাপাবিদ্বাশ্চ পক্ষে গৌরিব সীদতি ॥ ১৫ ॥
তস্মাদ্যে গুচতপসো গুচস্বাধায়সাধকাঃ । স্বদার-
নিরতাঃ শান্তাস্তেষু দত্তং সদাক্ষয়ম্ ॥ ১৬ ॥ দেশে
কাল উপায়েন দ্রব্যং শ্রদ্ধাসমবিতম্ । পাত্রে প্রদীয়তে
যৎ তৎ সকলং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ১৭ ॥ ন বিদ্যা কেবলয়া
তপসা বাপি পাত্রনা । যত্র বৃত্তিমিমে চোভে তদ্ধি
পাত্রং প্রচক্ষতে ॥ ১৮ ॥ তেষাং ত্রয়াণাং মধ্যে চ বিদ্যা
মুখো মহাশুভঃ । বিদ্যাং বিনাক্ষবদ্বিপ্রাশচক্ষুশ্চো
হি তে মতাঃ ॥ ১৯ ॥ তস্মাক্ষুশ্চোতো বিদ্বান
দেশে দেশে পরীক্ষয়েৎ । প্রশ্নান যে মম বক্ষ্যামি

পূর্বক গর্দভকে ঘাস দানের সমান । মরুক্ষেত্রে
বীজ বপন, ভগ্নপাত্রে গোদোহন, ও ভক্ষ্ম হোম
করার শ্রায় মূর্খে দান নিশ্ফল । শাস্তাচার-পালনহীন
অপাত্রে দান করিলে কেবল যে সেই দত্ত দ্রব্য
রুখা যায়, তাহা নহে, দাতার অবশিষ্ট পুণ্যও নষ্ট
হয় । নিকৃপদ্রব ভূমি, গো, ভোগ্য, সুবর্ণ, দেহ,
অশ্ব, চক্ষু, বসন, যত্র, তেজঃ, তিল, সন্তান, এ সকল
দ্রব্য অবিদ্বানকে দান করিতে নাই ; আর
অবিদ্বান ব্যক্তি এ সকল প্রতিগ্রহ করিলেও কুফল
প্রাপ্ত হয় । সুতরাং প্রতিগ্রহেও অবিদ্বানের ভয়
করা কর্তব্য । কারণ অবিদ্বান ব্যক্তি অল্পমাত্র
প্রতিগ্রহ-দানেও পক্ষময় গাভীর শ্রায় অবসন্ন
হইয়া থাকে । এ নিমিত্ত যাহারা গুপ্তভাবে তপস্যা-
চরণ, স্বাধ্যানানুষ্ঠান ও স্বপত্নীসঙ্গ করেন, অথচ
শান্তাত্মা,—তাহাদিগকেই সতত দান করা কর্তব্য ;
সেই দান অক্ষয় ফলপ্রদ । যোগ্য দেশে কালে
ও পাত্রে সত্পার্বাজিত যে দ্রব্য দান করা যায়,
তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মসাধক হইয়া থাকে । কেবল
বিদ্যা বা তপস্যা দ্বারা পাত্রতা হয় না ; বাহ্যতে
এই দুইটা ও সদাচার প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই পাত্র
বলা যায় । উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যেও বিদ্যাই মুখ্যতম
মহাশুভ ; বিপ্রগণের বিদ্যাই চক্ষুঃস্বরূপ ; বিপ্রগণ
বিদ্যাহীন হইলে অন্ধসদৃশ হন । বিপ্রগণের চক্ষুমান
হওয়াই আবশ্যক ; অতএব চক্ষুমান বিজগণকে

তেভ্যো দাতামাহং ততঃ ॥ ২০ ॥ ইতি সঙ্কিতা
মনসা তস্মাদেশাৎ সমুখিতঃ । আশ্রমেব মহাবীণাঃ
বিচরাম্যস্মি ফাস্তন ॥ ২১ ॥ ইমান্ শ্লোকান্ গায়মানঃ
প্রব্রূপান্ শৃণুয তান্ । মাতৃকাং কো বিজান্নাতি
কতিধা কীদৃশাক্ষরাম্ ॥ ২২ ॥ গঙ্গপঞ্চাভূতঃ গেষঃ
কো বিজান্নাতি বা দ্বিজঃ । বহুরূপাঃ স্মিত্য কল্পমেক-
রূপাঞ্চ বেত্তি কঃ ॥ ২৩ ॥ কো বা চিত্রকথাবন্ধং বেত্তি
সংসারগোচরঃ । কো বার্ষদমহাগ্রাহং বেত্তি বিদ্যা-
পরায়ণঃ ॥ ২৪ ॥ কো বাষ্টবিধং ব্রাহ্মণ্যং বেত্তি ব্রাহ্মণ-
সত্তমঃ । যুগান্ধাঞ্চ চতুর্গাঃ বা কো মুগ্ধদিবসান বদেৎ ॥
২৫ ॥ চতুর্দশমনুনাং বা মূলবাসরং বেত্তি কঃ ।
কস্মিন্শ্চৈব দিনে প্রাপ পৃথং বা ভাস্করো রবম্ ॥
২৬ ॥ উদ্বৈজয়তি ভূতানি কৃষ্ণাধিরিব বেত্তি কঃ ।
কো বাস্মিন্ ঘোরসংসারে দক্ষদক্ষতমো ভবেৎ ॥
২৭ ॥ পশ্যনাবপি দ্বৌ কশ্চিদেত্তি বক্তা চ ব্রাহ্মণঃ ।
ইতি মে দ্বাদশ প্রশ্নান্ যে বিহরীক্ষণোত্তমাঃ ॥
২৮ ॥ তে মে পূজাতমাস্তেবামহমারাবকশ্চিরম্ ।

দেশে দেশে পরীক্ষা করিবা দেখিবে । এজন্য
যাহারা আমার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিবেন,
আমি তাঁহাদিগকেই দান করিব । আমি এইরূপ
চিন্তা করিয়া সেই স্থান হইতে গাত্ৰোত্থান করিলাম ।
হে অর্জুন ! পরে আমি এই সকল প্রশ্নাত্মক শ্লোক
গান করিতে করিতে মহর্ষিগণের আশ্রমে বিচরণ
করিতে লাগিলাম । তুমি সেই সকল শ্লোক শ্রবণ
কর । মাতৃকা কত প্রকার ? উহার অক্ষর সকল
কিরূপ ?—উহা কে জানে ? কোন দ্বিজই বা পঞ্চ-
পঞ্চাঙ্গক অদ্ভুত গৃহ জাত আছেন ? বহুরূপা
রমণীকে একরূপা করিতে জানে কে ? সংসার-
মধ্যে কেই বা বিচিত্র কথাবন্ধ অবগত আছেন ?
কোন বিদ্যাপরায়ণ মানব অর্ণবগত মহাগ্রাহ জানেন ?
কোন ব্রাহ্মণসত্তম অষ্টবিধ ব্রাহ্মণ্য জাত আছেন ?
কেই বা যুগচতুষ্টয়ের মূল দিবসের কথা
বলিতে পারে ? চতুর্দশ মনুর মূল দিবসই বা
কে জানে ? ভাস্কর সপ্তপ্রথম কোন দিন রথ লাভ
করিয়াছেন ? আর কেই বা কৃষ্ণনর্ণনম ভূতগণের
উদ্বেগ জন্মায় ?—এই সকল তত্ত্ব কে জানে ? এই
ঘোর সংসারে দক্ষ অপেক্ষাও দক্ষতম কে ? কোন
ব্রাহ্মণ দুইটা পথ জানেন এবং তাহা বলিতে সক্ষম
হন ? হে দ্বিজোত্তমগণ ! আমার এই দ্বাদশটি প্রশ্ন
যাহারা জানেন, তাঁহারা আমার পূজ্যতম ; আমি
চিরকাল তাঁহাদিগের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিব ।

ইতাহং গায়মানো বৈ ভ্রমিতঃ সকলাং মহীম্ ॥ ২৯ ॥
তে চাহর্ষ্যদাঃ খ্যাতাঃ প্রপ্লাম্বে কুর্ষ্যহে নমঃ ।
ইতাহং সকলাং পৃথ্বীং বিচিন্ত্যালকব্রাহ্মণঃ ॥ ৩০ ॥
হিমাশ্রিংশিখরাসীনো ভূর্য়শ্চিন্তামবাস্তবান্ । সর্বে
বিলোকিতা বিপ্রাঃ কিমতঃ কর্তুয়ুৎসহে ॥ ৩১ ॥ ততো
মে চিন্তয়ানস্ত পুনর্জাতা মর্তিস্বয়ম্ । অদ্যাপি ন
গতচ্চাহং কলাপগ্রামমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥ যস্মিন্ বিপ্রাঃ
সংবসন্ত মুর্তীনাং তপা সি চ । চতুরাশীতিসাহস্রাঃ
শ্রুতাবায়নশালিনঃ ॥ ৩৩ ॥ স্থানে তস্মিন্ গমিষ্যামী-
তাক্রান্তং চর্চিৎস্তদা । খেচরো হিমমাক্রমা পরং
পারং গতিস্ততঃ ॥ ৩৪ ॥ অদ্রাক্ষং পুণ্যভূমিস্থং
গ্রামরত্নমহং মহৎ । শতযোজনাবিস্তীর্ণং নানাবৃক্ষ-
সমাকুলম্ ॥ ৩৫ ॥ যত্র পুনাবতা সন্তি শতশঃ
প্রবরাশ্রমাঃ । সন্নেবামপি জীবানাং যত্রাত্মোত্তমং
মহুপ্ততা ॥ ৩৬ ॥ যত্রভাজাঃ মুনীনাঃ যদ্বপকারকরং
সদা । সতাঃ ধর্ম্যবতাঃ যদ্বপকারো ন শাম্যতি ॥
৩৭ ॥ মুনীনাং যত্র পরমং স্থানং চাপ্যবিনাশকং ।
স্বাস্থ্যস্বধাবমট্কারহস্তকারো ন নশ্চতি ॥ ৩৮ ॥ যত্র

আমি এইরূপ গান করিতে করিতে সমগ্র মহীমণ্ডল
পরিভ্রমণ করিলাম ; পরন্তু কেহই আমার প্রশ্নের উত্তর
করিতে পারিল না । সকলেই কহিল,—আপনার প্রশ্ন-
গুলি অতি ক্লেশদায়ক ; আপনাকে নমস্কার । আমি
এইরূপে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও যোগ্য ব্রাহ্মণ
না পাইয়া হিমাশ্রিংশিখরে উপবেশনপূর্বক পুনর্বার
চিন্তা করিতে লাগিলাম যে,—আমি তো সকল
ব্রাহ্মণকেই দেখিলাম, এক্ষণে কি করা যায় !
১১—৩১ । তারপর চিন্তা করিতে করিতে আমার
আবার এই বুদ্ধি জন্মিল যে, আমি তো অদ্যাপি
সর্বোত্তম কলাপগ্রামে ঘাই নাই ; সেখানে তো মুর্তি-
মান তপস্কার লায় জ্ঞানাবায়নসম্পন্ন চতুরাশীতি সহস্র
ব্রাহ্মণ বাস করেন । আমি সেখানেই যাইব । এইরূপ
স্থির করিয়া আমি সেই কলাপগ্রামে যাইবার জন্ত
আকাশপথে হিমরাশি অতিক্রম করিয়া ক্রমে পুণ্য-
ভূমিগত সেই গ্রামরত্ন অবলোকন করিলাম । ঐ
গ্রাম শতযোজন-বিস্তীর্ণ ও বিবিধ তরুরাজিসমাকীর্ণ ।
সেখানে পুনাবাদিগের শত শত প্রধান আশ্রম
বিদ্যমান । তথায় সকল জীবই পরস্পর হিংসা
পরিহারপূর্বক বর্তমান । ধর্ম্মাত্মা সাধুগণ যেমন
কদাচ উপকার করিতে বিরত হন না ; তদ্রূপ সেই
স্থানও সতত যত্রাত্মানপর সাধু-সজ্জনের উপকারে
নিরত । সেখানে মুনিগণের অবিদ্যর স্থান সকল

কৃতযুগস্তার্থঃ বীজং পার্থাবশিষ্যতে । সূর্যাস্ত
সৌমবংশস্ত ব্রাহ্মণানাং তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥ স্থানকং
তৎ সমাসাদ্য প্রবিষ্টোহহং দ্বিজাশ্রমম্ । তত্র তে
বিবিধান্ বাদান্ বিষদন্তে দ্বিজোক্তমাং ॥ ৪০ ॥ পরস্পরং
চিন্তয়ান্না বেদা মুর্তিধরা যথা । তত্র মেধাবিনঃ
কেচিদধর্মমন্তৈঃ প্রপূরিতম্ ॥ ৪১ ॥ বিচিকিৎসুর্হান্নানো
নভোগতমিবামিষম্ । তত্রাহং করমুদ্যম্য প্রাবোচং
পূর্য্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ৪২ ॥ কাকারাবৈঃ কিমেতৈর্বো
যদ্যস্তি জ্ঞানশালিতা । ব্যাকুরুধ্বং ততঃ প্রশ্নান মম
হর্ষিষহান্ বহুন্ ॥ ৪৩ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ । বদ ব্রাহ্মণ
প্রশ্নান স্থান শ্রদ্ধাধাম্যমহে বয়ম্ । পবমো হেব
নো লাভঃ প্রশ্নান পৃচ্ছতি যন্তবান্ ॥ ৪৪ ॥ অহ-
ম্পূর্ষিকয়া তে বৈ স্তম্বেধস্ত পরস্পরম্ । অহং পূর্ষমহং
পূর্ষমিতি বীরা যথা রণে ॥ ৪৫ ॥ ততস্তানব্রবৎ
প্রশ্নানহং দ্বাদশ পূর্ষকান্ । শ্রদ্ধা তে মামবোচন্ত
লীলায়ন্তো মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪৬ ॥ কিং তে দ্বিজ
বালপ্রশ্নৈরমীতিঃ স্বল্পকৈরপি । অস্মাকং যন্নিহীনং হং

বিরাজমান । তথায় কদাচ স্বাভা স্বধা বসট্কার ও
হস্তকারাদি শব্দ নিবৃত্ত হয় না । হে পার্থ! সেখানে
সত্যযুগের নিমিত্ত সূর্য্য সৌম ও ব্রাহ্মণ বংশের বীজ
বিদ্যমান । আমি সেই স্থানে যাইয়া দ্বিজগণের
আশ্রমে প্রবেশ করিলাম । দেখিলাম,—মূর্তিমান
বেদের স্তায় দ্বিজোক্তমগণ পরস্পর চিন্তাপূর্ষক বিবিধ
বাদ-বিচারে প্রবৃত্ত ; কোন কোন মহাত্মা ধীমান দ্বিজ
আকাশগত মাংসখণ্ডবৎ অপরকৃত ব্যাখ্যা নিরাকৃত
করিতেছেন । আমি সেখানে হস্ত উদ্যত করিয়া
বলিলাম,—হে দ্বিজগণ ! আমার সমস্তা পূরণ করুন ।
এ ‘কা কা’ রবে কল কি ? যদি জ্ঞানগর্ভ থাকে,
তবে আমার অনেকগুলি দুরূহ প্রশ্ন আছে, তাহার
ব্যাখ্যা করুন । ৩২—৪৩ । ব্রাহ্মণেরা কহিলেন,—
হে ব্রাহ্মণ ! আপনি আপনার প্রশ্ন সকল বলুন ।
আমরা শ্রবণ করিয়া তাহার সমাধান করিব । আপনি
প্রশ্ন করিতেছেন ; ইহা আমাদের পক্ষে পরম লাভ ।
রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট বীরগণের ন্যায় তাঁহারা পরস্পর
“আমি অগ্রে, আমি অগ্রে” ইত্যাকার বলিয়া
অপরের নিষেধ করিতে লাগিলেন । অতঃপর আমি
ঐহাদিগকে পূর্বোক্ত দ্বাদশটি প্রশ্ন বলিলাম । সেই
মুনিগণ আমার প্রশ্ন শুনিয়া লীলাসহকারে কহি-
লেন,—হে দ্বিজ ! আপনার এ সকল বালকোচিত
সামান্য প্রশ্ন ; আমাদের মধ্যে আপনি যাহাকে

মন্তসে স ব্রবীষমুন ॥ ৪৭ ॥ ততোহিতি বিন্মিতশ্চাহং
মন্তমানঃ কথার্থতাম্ । তেষাং নিহীনং সক্ষিত্য
প্রাবোচং প্রব্রবীষমুন ॥ ৪৮ ॥ ততঃ স্মৃতমুদ্যম্য স
বালোহবালোহভ্যুবাচ মাম্ । মম মন্দায়তে বাণী
প্রশ্নৈঃ স্বল্পৈস্তব দ্বিজ । তথাপি বচি মাং যস্মান্নিহীনং
মন্ততে ভবান্ ॥ ৪৯ ॥ স্মৃতমুদ্যম্য । অক্ষরান্ত
দ্বিপঞ্চাশত্তাকার্য্যঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৫০ ॥ ওঙ্কারঃ
প্রথমস্তত্র চতুর্দশ স্বরাস্তথা । স্পর্শাশ্চৈব ত্রয়স্বিংশ-
দম্বস্বারস্তথৈব চ ॥ ৫১ ॥ বিসর্জনীয়শ্চ পরো
জিহ্বামূলীয় এব চ । উপস্থানীয় এবাপি দ্বিপঞ্চাশদম্বী
স্মৃতাঃ ॥ ৫২ ॥ ইতি তে কথিতা সংখ্যা অর্থকৈবাং
শৃণু দ্বিজ । অগ্নিরর্থ্যে চেতিহাসং তব বক্ষ্যামি
যং পুরা ॥ ৫৩ ॥ মিথিলায়াং প্রবৃত্তোহভূদ্ভ্রাহ্মণস্ত
নিবেশনে । মিথিলায়াং পুরা পূর্য্যতাং ব্রাহ্মণঃ কোথু-
মাভিধঃ ॥ ৫৪ ॥ যেন বিদ্যা প্রপঠিতা বর্ত্তন্তে ভুবি
যা দ্বিজ । একত্রিংশৎসহস্রাণি বর্ষাণাং স কৃত্যদরঃ
॥ ৫৫ ॥ ক্ষণমপানবচ্ছিন্নং পঠিত্বা গেহবানভূৎ ।

অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন মনে করেন, সে-ই এই সকল
প্রশ্নের উত্তর দিউক । তাঁহাদিগের এবস্থি উজ্জ্বলিত
আমি সবিস্ময়ে মনে মনে কৃতার্থ হইলাম এবং
তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাকে অল্প জ্ঞানবান্ মনে
করিলাম, তাঁহাকেই নির্দেশ করিয়া কহিলাম
যে,—ইনি বলুন । আমি যাহাকে নির্দেশ
করিলাম, তিনি বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে
বালক নহেন । তাঁহার নাম স্মৃতমু । তিনি কহি-
লেন,—হে দ্বিজ ! আপনার সামান্য প্রশ্নে আমার
তাদৃশ বাক্‌ক্ষুর্ভি হইতেছে না । তথাপি আমি
আপনার প্রশ্ন ব্যাখ্যা করিব ; যেহেতু আপনি
আমাকে ঐহাদিগের মধ্যে অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন মনে
করিতেছেন । ৪৪—৪৯ । স্মৃতমু কহিলেন,—মাতৃ-
কার অক্ষর দ্বিপঞ্চাশৎসংখ্যক । তন্মধ্যে প্রথম
ওঙ্কার, পরে চতুর্দশ স্বর, ত্রয়স্বিংশ স্পর্শ বর্ণ, অম্ব-
স্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপস্থানীয়,—সমুদ্যমে
এই দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ণ । মাতৃকার সংখ্যা এই কথিত
হইল । হে দ্বিজ ! এক্ষণে ঐহাদিগের অর্থ শ্রবণ
করুন । এ বিষয়ে পুরাকালে মিথিলানগরে এক
ব্রাহ্মণ-নিকেতনে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমি সেই
ইতিহাস বলিতেছি । পুরাকালে মিথিলা নগরে
কোথুম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি এক-
ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর যাবৎ অতিষত্রে ক্ষণমাত্র বিজ্ঞান
না করিয়া পৃথিবীতে যত বিদ্যা আছে, তৎসমস্তই

ততঃ কেনাপি কালেন কোথুমস্তাবৎ সূতঃ ॥ ৫৬ ॥
জড়বৎসমানঃ স মাতৃকাং প্রতাপদ্যত । পঠিত্ব
মাতৃকামস্ত্রাধ্যোতি স কথঞ্চন ॥ ৫৭ ॥ ততঃ পিতা
ধিরুপী জড়ং তং সমভাষত । অধীষ পুত্রকাধীষ তব
দাস্তামি মোদকান্ ॥ ৫৮ ॥ অথাস্তৈশ্চ প্রদাস্তামি
কর্ণাবুৎপাটয়ামি তে ॥ ৫৯ ॥ পুত্র উবাচ । তাত কিং
মোদকার্থায় পঠাতে লোভহেতবে । পঠনং নাম
যৎ পুংসাং পরমার্থং হি তৎ স্মৃতম্ ॥ ৬০ ॥ কোথুম
উবাচ । এবং তে বদমানস্ত আয়ুর্ভবতু ব্রহ্মণঃ ।
সাক্ষী বুদ্ধিরিয়ং তেহস্ত কুতো নাব্যোষ্যতঃ পরম্
॥ ৬১ ॥ পুত্র উবাচ । তাত সৰ্বং পরিজ্ঞেয়ং
জ্ঞাতমত্রৈব বৈ যতঃ । ততঃ পরং কঠশোষঃ কিমর্থং
ক্রিয়তে বদ ॥ ৬২ ॥ পিতোবাচ । বিচিত্রং ভাষসে
বাল জ্ঞাতোহত্রার্থশ্চ কহুয়া । ক্রহি ক্রহি পুনর্বৎস
শ্রোতুমিচ্ছামি তে গিরম্ ॥ ৬৩ ॥ পুত্র উবাচ ।
একত্রিংশৎসহস্রাণি পঠিত্বাপি হুয়া পিতঃ । নানা-
তর্কান্ ভ্রান্তিরেব সঙ্কিতা মনসি স্বকে ॥ ৬৪ ॥

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তিনি পাঠ সমাপ্তি করিয়া
গৃহস্থধর্ম আশ্রয় করিলে পর কিয়ৎকালান্তে তাঁহার
একটি পুত্র জন্মিল । সেই বালক জড়বৎ অবস্থান
করিত ; পরন্তু মাতৃকা অভ্যাস করিয়াছিল । সে
মাতৃকা অভ্যাস করিয়া অপর কিছুই আর অধ্যয়ন
করিতে চাহে না, দেখিয়া তদীয় পিতা হুঃখিতচিত্তে
সেই জড় বালককে কহিলেন,—হে পুত্র ! ‘পড় পড়’
পড়িলে তোমাকে মোদক দিব, নচেৎ অপরকে
মোদক দিব আর তোমার কণ্ঠদ্বয় উৎপাটন করিব ।
৪৪—৫৯ । পুত্র কহিল,—হে তাত ! লোভজনক
মোদকের জন্ত কি পড়া হয় ?—জনগণ যে অধ্যয়ন
করে, তাহাতে পরমার্থের জন্ত । কোথুম কহি-
লেন,—বৎস ! তুমি যখন এরূপ কথা বলিলে,
তখন তোমার ব্রহ্মার স্থায় আয়ু লাভ হউক ।
পরন্তু তুমি তো অধ্যয়ন কর নাই, তবে তোমার
এরূপ সাক্ষী বুদ্ধি কিরূপে হইল ? পুত্র কহিলেন,—
হে তাত ! যাহা কিছু জ্ঞেয়, আমি তৎসমস্তই
যখন এই মাতৃকাতে পরিজ্ঞাত হইয়াছি,
তখন আর বুধা কঠশোষ জন্মাইবার প্রয়োজন
কি ? পিতা কহিলেন—হে বালক । তুমি বিচিত্র
কথা বলিতেছ, ইহাতে কি অর্থ জ্ঞাত হইয়াছ ? বল
বৎস ! আমি তোমার কথা শুনিতে চাই ।
পুত্র কহিলেন,—পিতঃ । আপনি একত্রিংশৎ সহস্র

অক্ষরময়ঃ চারমিতি ধর্মো যো দর্শনোদিতঃ । তেহু
বাতায়তে চেতস্তব তরাশয়ামি তে ॥ ৬৫ ॥ উপদেশঃ
পঠন্তেব নৈবার্থস্তোহসি তদ্বতঃ । পাঠমাত্রা হি যে
বিপ্রা দ্বিপদাঃ পশবো হি তে ॥ ৬৬ ॥ তন্তে বরীমি
তদ্বাক্যং মোহমার্জিতমদুতম্ ॥ ৬৭ ॥ অকারঃ
কথিতো ব্রহ্মা উকারো বিষ্ণুর্ভূতায় । মকারশ্চ
স্মৃতো রুদ্রশ্চৈততে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৮ ॥ অর্কমাত্রা
চ যা মূর্ধ্বা পরমঃ স সদাশিবঃ । এবমোক্তার-
মাহাত্ম্যং ক্রতিরেবা সনাতনী ॥ ৬৯ ॥ ওক্তারশ্চ
চ মহাত্ম্যং যথাহ্মেন ন শক্যতে । বর্ধণামমুতেনাপি
গ্রন্থকোটিভিরেব বা ॥ ৭০ ॥ পুনর্যং সারসর্বস্বঃ
প্রোক্তঃ তৎ ক্রয়তাং পরম্ । অকারস্তা ঔকারাদ্যা
মনবস্তে চতুর্দশ ॥ ৭১ ॥ স্বায়ম্ভুবশ্চ স্বারোচিরোত্তমো
রৈবতস্তথা । তামসশ্চাক্ষুষঃ ষষ্ঠস্তথা বৈবস্বতো-
হধুনা ॥ ৭২ ॥ সাবর্ণির্ব্রহ্মসাবর্ণী রুদ্রসাবর্ণিরেব চ ।
দক্ষসাবর্ণিরেবাপি ধর্মসাবর্ণিরেব চ ॥ ৭৩ ॥
রৌচ্যো ভৌত্যস্তথা চাপি মনবোহমী চতুর্দশ ।

বৎসর যাবৎ নানা তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নিজ
মনে ভ্রান্তিরই স্থাপন করিয়াছেন । দর্শনশাস্ত্রে
যে ‘ইহা’ ‘ইহা’ ‘ইহা’ ইত্যাদি রূপে ধর্ম-নির্দেশ
আছে, আপনার চিত্ত তাহাতে বায়ুবৎ চঞ্চলতা
প্রাপ্ত হইয়াছে । আমি আপনার সেই চিত্তচঞ্চল্য
নিবারণ করিতেছি । আপনি শাস্ত্রোপদেশ পাঠ
করিয়াছেন মাত্র, পরন্তু তাহার অর্থতত্ত্ব নহেন ।
আমরা কেবলমাত্র শাস্ত্র পাঠই করিয়াছেন, তাঁহারা তত্ত্ব
জ্ঞাত নহেন ; তাঁহারা দ্বিপদ পশু বলিয়াই উল্লেখ্য ।
অতএব আমি আপনাকে মোহাঙ্ককারের মার্জিত-
সদৃশ সেই অদুত তত্ত্ব বাক্য বলিতেছি । ঔকারের
অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু, এবং মকার রুদ্র ; ইহারা
প্রকৃতির গুণত্রয়ায়ক । আর মন্তকহ অর্ক মাত্রা পরম
শিব । সূতরাং ওক্তার ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও পরম
শিবের সমন্বয়বোধক । নিত্য ক্রতি বাক্যে ঔকারের
মাহাত্ম্য এইরূপই উক্ত আছে । অমৃত অমৃত
বৎসরে কোটি কোটি গ্রন্থ দ্বারাও ঔকারের সম্পূর্ণ
মহিমা যথাযথ প্রকাশ করা যায়না । ৬০—৭০ । সূতরাং
যাহা সর্বস্বভূত সার, তাহাই আপনি অবগণ করুন ।
অকার অবধি ঔকার পর্যন্ত চতুর্দশ অক্ষর চতুর্দশ
মন্ত । তাহাদিগের নাম যথা,—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিব,
উত্তম, রৈবত, তামস, চাক্ষুষ, এই ছয় এবং বর্তমান
বৈবস্বত মন্ত, আর সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি,
দক্ষসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য ;—এই

বেতঃ পাণ্ডুস্তথা রক্তস্তাম্রঃ পীতশ্চ কপিলঃ ॥ ৭৪ ॥
 কৃষ্ণঃ শ্যামস্তথা ধূম্রঃ সুপিশঙ্গঃ পিশঙ্গকঃ । ত্রিবর্ণঃ
 শবলো বর্ণৈঃ কর্করুর ইতি ক্রমাৎ ॥ ৭৫ ॥ বৈবস্বত
 ঋকারশ্চ তাত কৃষ্ণঃ প্রদৃশতে । ককারাদ্যা
 হকারান্তা ত্রয়স্বিংশচ্চ দেবতাঃ ॥ ৭৬ ॥ ককারাদ্যা-
 ঠকারান্তা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ । ধাতা মিত্রোহর্যামা
 শক্রো বরুণশ্চাত্তরেব চ ॥ ৭৭ ॥ ভগৌ বিবস্বান পৃষা
 চ সবিতা দশমস্তথা । একাদশস্তথা হৃষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ
 উচ্যতে ॥ ৭৮ ॥ জঘন্তজঃ স সর্কেষামাদিত্যানাং
 গুণাধিকঃ । ডকারাদ্যা বকারান্তা ক্রদ্রাশ্চৈকাদশৈব
 তু ॥ ৭৯ ॥ কপালী পিঙ্গলো ভীমো বিরূপাক্ষো
 বিলোহিতঃ । অজকঃ শাসনঃ শাস্তা শম্ভুশ্চৈব
 ভবস্তথা ॥ ৮০ ॥ ভকারাদ্যাঃ বকারান্তা অষ্টৌ তি
 বসবো মতাঃ । ঋবো ঘোরশ্চ সোমশ্চ আপশ্চৈব
 নলোহনিলঃ ॥ ৮১ ॥ প্রত্নাশ্চ প্রভাসশ্চ অষ্টৌ তে
 বসবঃ স্মৃতাঃ । সোহশ্চৈতানিনো থ্যাতৌ ত্রয়স্বিংশ-
 দিমে স্মৃতাঃ ॥ ৮২ ॥ অনুস্বারো বিসর্গশ্চ জিহ্বা
 মূলীয় এব চ । উপস্থানীয় ইত্যতে জরাযুজাস্থগা-
 গুজাঃ ॥ ৮৩ ॥ শ্বেদজাশ্চোদ্ভিজাশ্চৈতি ততো জীবাঃ
 প্রকীর্তিতাঃ । ভাবার্গঃ কথিতশ্চায়ং তত্ত্বার্গঃ শৃণু
 সাম্প্রতম্ ॥ ৮৪ ॥ যে পুমাংসস্বমুন দেবান সমাগ্রিতা

চতুর্দশ মনু । ইহারা শ্বেত, পাণ্ডু, রক্ত, তাম্র, পীত,
 কপিল, কৃষ্ণ, শ্যাম, ধূম্র, সুপিশঙ্গ, পিশঙ্গ, ত্রিবর্ণ,
 শবল ও কর্করুর,—যথাক্রমে এই সকল বর্ণশালী ।
 হে তাত ! ঋকাররূপী বৈবস্বত মনু কৃষ্ণবর্ণ ।
 ককারাবধি হকারান্ত ত্রয়স্বিংশৎ বর্ণ ইতি ত্রয়স্বিংশৎ
 দেবতা । তন্মধ্যে ককারাদি ঠকারান্ত দ্বাদশবর্ণ,
 দ্বাদশ আদিত্য । ধাতা, মিত্র, অর্যামা, শক্র, বরুণ,
 অশ্ব, ভগা, বিবস্বান, পৃষা, সবিতা, হৃষ্টা, ও বিষ্ণু,
 এই দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণুই সর্বকনিষ্ঠ,
 পরন্তু ইনি সর্বাপেক্ষা অধিক গুণবান । ডকারাদি
 বকারান্ত একাদশ বর্ণ ই একাদশ ক্রদ্র । যথা,—
 কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজক,
 শাসন, শাস্তা, শম্ভু, চণ্ড ও ভব । ভকারাদি
 ষকারান্ত আটটি বর্ণ ই অষ্টবসু । ঋব, ঘোর,
 সোম, আপ, নল, অনিল, প্রত্নাশ ও প্রভাস,
 ইহারা অষ্টবসু । স ও হ,—এই দুইটি বর্ণ ই
 অগ্নীকুমারদ্বয় ।—সমষ্টিতে এই ত্রয়স্বিংশৎ দেবতা-
 রূপী ত্রয়স্বিংশৎ বর্ণ । অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়
 ও উপস্থানীয়,—ইহারা জরাযুজ, অগুজ, শ্বেদজ
 ও উদ্ভিজ্জ,—এই চতুর্দশ প্রাণরূপী । মাতৃকার

ক্রিয়াপরাঃ । অর্কমাত্রাত্মকে নিত্যে পদে লীনান্ত
 এব হি ॥ ৮৫ ॥ চতুর্গাং জীবয়োনীনাং তদৈব পরি-
 মুচ্যতে । যদাভূন্ননসা বাচা কৰ্ম্মণা চ যজ্ঞেৎ সুরান্ ॥
 ৮৬ ॥ যস্মিদ্ধাত্তে হমী দেবা মানিতা নৈব পাপিতিঃ ।
 তচ্ছাস্তুঃ হি ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥ ৮৭ ॥
 অমী চ দেবাঃ সৰ্বত্র শ্রোতে মার্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 পাবগুশাস্ত্রে সৰ্বত্র নিষিদ্ধাঃ পাপকৰ্ম্মভিঃ ॥ ৮৮ ॥
 তদমুন যে বাতিক্রমা তপো দানমথো জপম্ ।
 প্রকুৰ্ম্মন্তি হুরান্নানো বেপন্তে মরুতঃ পথি ॥ ৮৯ ॥
 অহো মোহস্তা মাহাত্ম্যং পশুতাবিজিতান্যনাম্ ।
 পঠন্তি মাতৃকাঃ পাপা মন্তন্তে ন সুরানিহ ॥ ৯০ ॥
 স্মৃতনুক্রবাচ । ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা পিতাভূদতি-
 বিস্মিতঃ । পপ্রচ্চ চ বহুন্ প্রশ্নান্ সোহপা-
 বাদীতথাতথা ॥ ৯১ ॥ ময়াপি তব প্রোক্তোহয়ং
 মাতৃকাপ্রশ্ন উত্তমঃ । দ্বিতীয়ঃ শৃণু তং প্রশ্নং
 পঞ্চপঞ্চাভূতং গৃহম্ ॥ ৯২ ॥ পঞ্চভূতানি পঞ্চৈব
 কৰ্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়ার্ণ চ । পঞ্চ পঞ্চাপি বিবয়া মনোবুদ্ধ্যহ-

ভাবার্গ এই কহিলাম ; এক্ষণে তত্ত্বার্থ শ্রবণ
 করুন । ৭১—৮৪ । যে সকল মানব এই সকল
 দেবতাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, তাহারা
 অর্কমাত্রাত্মক নিত্য পরম পদে লীন হয় । চতুর্দশ
 প্রাণী যখন কৰ্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা এই দেবগণের
 আরাধনা করে, তখনই তাহারা মুক্তিলাভ করিতে
 পারে । যে শাস্ত্রে পাপিগণ কড়ক উক্ত দেবগণ
 মানিত হন নাই, স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি বক্তা হন, তথাপি
 সে শাস্ত্র মান্য উচিত নহে । এই দেবগণ শ্রোত
 পথে সমুদায়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন । কিন্তু পাবগু-
 শাস্ত্রে পাপিগণ কড়ক নিষিদ্ধ হইয়াছেন । তজ্জন্ত
 যাহারা উক্ত দেবগণকে অতিক্রম করিয়া তপ, জপ ও
 দানাদির অনুষ্ঠান করে, সেই সকল হুরাণা বায়ু-
 মার্গে অবস্থানপুষ্টক কাম্পিত হইয়া থাকে । অহো !
 মোহের কি আনন্দচৌর্য মাহাত্ম্য ! দেখুন, অজিতাত্মা
 পাপী জনগণ মাতৃকা পাঠ করে, অথচ তৎ-
 প্রতিপাদ্য দেবগণকে মানে না । ৮৫—৯০ । স্মৃতনু
 কহিলেন,—পুত্রের এই কথা শুনিয়া পিতা অতিমাত্র
 বিস্মিত হইয়া আরও অনেকানেক প্রশ্ন করিলেন,
 পরন্তু পুত্রও তৎসমস্তের সত্ত্বের প্রদান করিলেন ।
 হে মুনৈ ! আমিও আপনাকে উত্তম মাতৃকা-
 প্রশ্নোত্তর এই বলিলাম ; এক্ষণে আপনার দ্বিতীয়
 প্রশ্ন—পঞ্চপঞ্চ অভূত গৃহের কথা শ্রবণ করুন ।
 পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয়,

মেব চ ॥ ৯৩ ॥ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব পঞ্চবিংশঃ
সদাশিবঃ । পঞ্চপঞ্চতিরেতৈস্ত নিম্পন্নং গৃহ্মচ্যতে ॥
দেহমেতদিদং বেদ তত্ত্বতো যাতাসৌ শিবম্ ।
বহুৰূপাঃ স্মিয়াঃ প্রোক্তবুদ্ধিঃ বেদান্তবাদিনঃ ॥ ৯৫ ॥
সাহি নানার্থভজনান্নানাকপঃ প্রপদ্যতে । ধর্ম্মশ্রো-
কস্ত সংযোগাচ্ছধাপোক্তিকৈব সা ॥ ৯৬ ॥ ইতি
যো বেদ তত্ত্বার্থঃ নাসৌ নরকমাণুবাৎ । মুনিভষচ্চ
ন প্রোক্তং যন্ন মন্তেত দৈবতান ॥ ৯৭ ॥ বচনঃ
তদ্বদাঃ প্রোক্তবাক্যং চিত্রকথং স্মৃতি । যচ্চ কামাধিতঃ
বাক্যং পঞ্চমং বাপাতঃ শৃণু ॥ ৯৮ ॥ একো লোভো
মহান্ গ্রাহো লোভাৎ পাপং প্রবর্ততে । লোভাৎ
ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রবর্ততে ॥ ৯৯ ॥
লোভান্মোহশ্চ মায়া চ মানঃ স্তম্ভঃ পবেষ্মত ।
অবিদ্যাপ্রজ্ঞতা চৈব সৰ্ব্বং লোভাৎ প্রবর্ততে ॥
১০০ ॥ হরণঃ পবিত্রানাং পরদারাভিমর্শনম্ ।
সাহসানাক সঙ্ঘেষামকার্যাণাং ক্রিয়াস্তথা ॥ ১০১ ॥
স লোভঃ সহ মোহেন বিজেতবো । জিতাশ্বনা ।
দম্ভো দ্রোহশ্চ নিন্দা চ পৈশুণ্যং মৎসরস্তথা ॥ ১০২ ॥
ভবন্ত্যেতানি সৰ্ব্বাণি লুকানামরুতান্ননাম্ । সু-

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও পরম পুরুষ সদা-
শিব,—এই পঞ্চপঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব দ্বারা
নিম্পন্ন দেহই গৃহপদবাচ্য । যিনি এই দেহকে
যথাযথ জানিতে পারেন তিনি সেই শিবে লয় প্রাপ্ত
হন । বেদান্তবাদীরা বুদ্ধিকেই বহুরূপা রমণী বলিয়া
বর্ণন করেন ; যে হেতু সেই বুদ্ধি নানা বিষয় ভজনা
করিয়া নানা রূপ প্রাপ্ত হয়, পরন্তু একমাত্র ধর্ম্মের
সংযোগে সে বহু প্রকার হইয়াও আবার একরূপেই
প্রতীত হইয়া থাকে । যিনি এই তত্ত্ব অবগত
আছেন, তাঁহার নরকপ্রাপ্তি হয় না । যে বাক্য
মুণিগণপ্রোক্ত নহে, এবং যাহাতে দেবগণের প্রাধান্ত
স্বীকৃত হয় নাই ; বুদ্ধগণ তাহাকেই চিত্রকথাবদ্ধ
বলেন । অধুনা আপনার কামাধিত পঞ্চম প্রশ্ন বলি-
তেছি, শ্রবণ করুন । একমাত্র লোভই মহান্ গ্রাহ-
স্বরূপ; লোভ হইতেই পাপ, ক্রোধ, কাম, মোহ, শঠতা,
অভিমান, স্তম্ভতা, পরধনে স্পৃহা, অবিদ্যা, নির্বুদ্ধিতা,
ইত্যাদি সমস্ত দোষ জন্মে । লোভ হইতেই পর-
বিত্তাপহরণ, পরদারগমনাদি সাহস-সাধ্য সমস্ত
অকার্য্য সজ্জাতিত হয় । অতএব জিতাশ্বা ব্যক্তি
মোহের সহিত সেই লোভকে জয় করিবেন । দম্ভ,
দ্রোহ, নিন্দা, খলতা, পরস্রী-কাতরতা, অজিতাশ্বা
মোহাচ্ছন্ন মানবগণের এইসকল দোষই জন্মিয়া থাকে ।

মহাস্ত্যাপি শাস্ত্রাণি ধারয়ন্তি বহুজ্ঞতাঃ ॥ ১০৩ ॥
ছেতোরঃ সংশয়ানাক লোভগ্রস্তা ব্রজস্তাধঃ । লোভ-
ক্রোধপ্রসক্তাশ্চ শিষ্টাচারবাহিকতাঃ ॥ ১০৪ ॥ অন্তঃকুরা
বাহ্মমধুরাঃকুপাশ্ছরাস্ত্রণৈরিব । কুরুতে যে বহুন মার্গাঃ-
স্তাংস্তান্ হেতুবলান্বিতাঃ ॥ ১০৫ ॥ সৰ্ব্বমার্গঃ বিলুপ্তস্তি
লোভাজ্জাতিয় নিষ্ঠুরাঃ । ধর্ম্মাবতংসকাঃ ক্ষুদ্রা
মুক্তস্তি ধর্ম্মজিনো জগৎ ॥ ১০৬ ॥ এতেহতিপাপিনো
জ্ঞেয়া নিষ্ঠাঃ লোভসম্বিতাঃ । জনকো যুবনাশ্চ
বৃষাদর্ভিঃ প্রসেনজিৎ ॥ ১০৭ ॥ লোভক্ষয়াদিবং
প্রাপ্তাস্তথেষাং জনাধিপাঃ । তন্মাত্তাজস্তি যে
লোভে তেহতিক্রমাস্তি সাগরম্ ॥ ১০৮ ॥ সংসার-
পামতোহন্তে যে গ্রাহগ্রস্তা ন সংশয়ঃ । অথ ব্রাহ্মণ-
ভেদাঃস্মরণৌ বিপ্রাবধাবয ॥ ১০৯ ॥ মাত্রশ্চ ব্রাহ্মণ-
শ্চৈব শ্রোত্রিয়শ্চ তত্তঃ পরম্ । অনুচানস্তথা ক্রণ
ঋষিকল্প পার্ষদমুনিঃ ॥ ১১০ ॥ এতে হস্তৌ সমুদ্ভিতৌ
ব্রাহ্মণাঃ প্রথমঃ শ্রেষ্ঠৌ । তেষাং পরঃ পরঃ শ্রেষ্ঠৌ
বিদ্যাগুণবিশেষতঃ ॥ ১১১ ॥ ব্রাহ্মণানাং কুলে

যাহারা বতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থও সম্যক
অভ্যাস করিয়াছেন, এবং সংশয়সমূহের নিরাসে
সমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল বিজ্ঞ পণ্ডিতও লোভ-
গ্রস্ত হইয়া অধঃপাতে যাইয়া থাকেন । যাহারা লোভে
ও ক্রোধে আসক্ত, তাহারা শিষ্টাচারবহির্ভূত, এবং
অন্তরে ক্ষুরতুল্য, কিন্তু মুখে মধুরভাষী ; সুতরাং
তৃণাচ্ছন্ন বৃষসদৃশ । তর্কজাল দ্বারা তাহারাই সেই
সেই বিভিন্ন ধর্ম্মপথের সৃষ্টি করিয়া থাকে । লোভ-
বশেষ্টে ধর্ম্মধ্বজী ক্ষুদ্রচেতা নিষ্ঠুর ব্যক্তির সমস্ত
ধর্ম্মপথের বিনাশ করে । উহার ধর্ম্মকে লোক-
বঞ্চনাখই শিরোভূষণরূপে প্রকাটত করে, পরন্তু
প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের অপহরণই করিয়া থাকে । সেই
সকল লোভাক্রান্ত জনগণ সতত অতিশয় পাপা-
শ্রুতানেই ব্যাপ্ত থাকে । জনক, যুবনাশ, বৃষাদর্ভি,
প্রসেনজিৎ, ইহার এবং আরও অনেক রাজা, লোভ
বর্জন করিয়াই স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন । অতএব
যাহারা লোভ পরিত্যাগ করেন, তাহারাই সংসার-
সাগর অতিক্রম করিতে সমর্থ হন । যাহারা ইহার
বিপরীতাচরণ করে, তাহারাই গ্রাহগ্রস্ত ; এ বিষয়ে
কোনও সন্দেহ নাই । হে বিপ্র ! এক্ষণে ব্রাহ্মণের
অষ্টবিধ ভেদ শ্রবণ করুন ১১—১০৯ । মাত্র, ব্রাহ্মণ,
শ্রোত্রিয়, অনুচান, ক্রণ, ঋষিকল্প, ঋষি ও মুনি,
ঋতিতে প্রথমে এই অষ্টবিধ ব্রাহ্মণেরই উল্লেখ
আছে । বিদ্যা ও চরিত্র দ্বারা ইহারা পর পর শ্রেষ্ঠ ।

জাতো জাতিমাত্রে যদা ভবেৎ । অল্পপেতঃ ক্রিয়া-
হীনো মাত্র ইত্যভিধীয়তে ॥ ১১২ ॥ একোদেগ-
যতিক্রম্য বেদস্তাচারবান্ধুঃ । স ব্রাহ্মণ ইতি
প্রোক্তো নিভৃতঃ সত্যবান্ স্বনী ॥ ১১৩ ॥ একাং
শাখাং সকলান্ ষড়্ভিত্তিরঙ্গৈরধীত্য চ । ষট্ কৰ্ম্ম-
নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধৰ্ম্মবিৎ ॥ ১১৪ ॥
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা পাপবর্জিতঃ । শ্রেষ্ঠঃ
শ্রোত্রিয়বান্ প্রাজ্ঞঃ সোহনুচান ইতি স্মৃতঃ ॥ ১১৫ ॥
অনুচানগুণোপেতো যজ্ঞস্বাধ্যায়যজ্ঞিতঃ । ক্রণ
ইত্যাচ্যতে শিষ্টৈঃ শেবভোজী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১১৬ ॥
বৈদিকঃ লৌকিকঃ চৈব সৰ্বজ্ঞানমবাপ্য যঃ ।
আশ্রমস্থো বশী নিতামুসিকল্প ইতি স্মৃতঃ ॥ ১১৭ ॥
উক্করেতা ভবত্যাগ্র্যো নিয়তানী ন সংশয়ী । শাপানু-
গ্রহয়োঃ শক্তঃ সত্যসঙ্কো ভবেদৃষিঃ ॥ ১১৮ ॥ নিবৃত্তঃ
সৰ্বতত্ত্বজ্ঞঃ কামক্রোধবিবর্জিতঃ । ধ্যানস্থো নিষ্ক্রিয়ো
দান্ততুলায়ুংকাঞ্চনো মুনিঃ ॥ ১১৯ ॥ এবমবয়-
বিদ্যাভ্যাং বৃন্তেন চ সমুচ্ছিতাঃ । ত্রিগুণা নাম
বিপ্রেন্দ্রাঃ পূজ্যন্তে সৰ্বনাदिषু ॥ ১২০ ॥ ইত্যেবং বিধ-

যিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু
উপময়হীন ও অপরাপর বিপ্রকর্তব্য আচার-পালনে
পরায়ুখ, সেই জাতিমাত্র ব্রাহ্মণকে 'মাত্র' বলা হয়,
যিনি বিবিধ কামনাবশে বিবিধ বেদাচার প্রতিপালন
করেন, এবং যিনি সরল, সত্যবাদী, দয়াবান্ ও
একান্ত রাসপ্রিয়, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলে। ছয়টি অঙ্গ
ও কল্পশাস্ত্র সহ বেদের কোনও একটি শাখা অধ্যয়ন
করিয়া যিনি ষট্ কৰ্ম্মাচরণে নিরত, সেই ধৰ্ম্মজ্ঞ বিপ্র
শ্রোত্রিয়-পদ-বাচ্য। যিনি বেদ-বেদাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞ,
শুদ্ধাত্মা, নিষ্পাপ, জ্ঞানবান্ ও শ্রোত্রিয়-চ্ছাত্রসম্পন্ন,
সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই অনুচান বলা যায়। অনুচান
গুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়বান্, ও যজ্ঞশেব-
ভোজী হিজকে শিষ্ট জনগণ ক্রণ বলেন। যিনি
লৌকিক বৈদিক সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়া ইন্দ্রিয়
সংযম পূর্বক নিয়ত আশ্রমে বাস করেন, তাঁহাকে
বশিকল্প বলা যায়। যিনি উক্করেতা, সংশয়হীন,
ভোজ্যম ব্যাপারে সংযমবান্, সত্যবাদী, ও শাপদানে
বা ক্ষমাক্ষেপ করণে সমর্থ, সেই শ্রেষ্ঠ হিজ ঋষিপদবাচ্য।
সৰ্বতত্ত্বজ্ঞ, কামক্রোধহীন, সংসারবিরক্ত, ধ্যাননিষ্ঠ,
নিষ্ক্রিয়, দমবৃত্ত, যুংকাঞ্চনো তুলাদশী বিপ্রকে মুনি
বলে। এইরূপ বংশ, বিদ্যা ও চরিত্র দ্বারা সমুন্নত
বিপ্রগণ ত্রিগুণ পদবাচ্য; ইহারাই, যোগাদিতে পূজ-

বিপ্রব্রহ্মজ্ঞঃ শৃণু যুগাদয়ঃ । নবমী কার্তিকে শুক্লা
কৃতাদিঃ পরিকীর্তিতা ॥ ১২১ ॥ বৈশাখস্ত তৃতীয়া
যা শুক্লা ত্রেতাদিরুচ্যতে । মাঘে পঞ্চদশী নাম
দ্বাপরাদিঃ স্মৃতা বৃধেঃ ॥ ১২২ ॥ ত্রয়োদশী নভস্তে চ
কৃষ্ণা সা হি কলেঃ স্মৃতা । যুগাদয়ঃ স্মৃতা হেতা
দন্তশ্রাক্ষয়কারকাঃ ॥ ১২৩ ॥ এতান্ চ ততশ্চিহ্নয়ো
যুগাদ্যা দত্তং হতং চাক্ষয়মাণে বিদ্যাৎ । যুগেযুগে
বর্ষশতেন দানং যুগাদিকালে দিবসেন তৎফলম্ ॥
১২৪ ॥ যুগাদ্যাঃ কথিতা হেতা মন্বাদ্যাঃ শৃণু
সাম্প্রতম্ । অশ্বযুক্ণশ্রবণনবমী দ্বাদশী কার্তিকে তথা ॥
১২৫ ॥ তৃতীয়া চৈত্রমাসস্ত তথা ভাদ্রপদস্ত চ ।
ফাল্গুনস্ত অমাবাস্তা পৌষশ্রবণাদশী তথা ॥ ১২৬ ॥
আষাঢ়শ্রাবণ দশমী মাঘমাসস্ত সপ্তমী । শ্রাবণশ্রাবণী
কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা ॥ ১২৭ ॥ কার্তিকী ফাল্গুনী
চৈত্রী জ্যৈষ্ঠে পঞ্চদশী সিতা । মন্বন্তরাদয়শ্চৈত্যা
দন্তশ্রাক্ষয়কারকাঃ ॥ ১২৮ ॥ যন্তাং তিথৌ রথং পূর্বং

নীয ॥ ১১০—১২৮ ॥ বিপ্রহের বিবরণ এই কহিলাম,
একণে যুগাদির কথা শ্রবণ করুন। কার্তিক মাসের
শুক্লা নবমী সত্যযুগের আদি, বৈশাখ মাসের শুক্লা
তৃতীয়া ত্রেতাযুগের আদি, মাঘমাসের পূর্ণিমা দ্বাপর-
যুগের আদি, আর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী
কলিযুগের আদি বলিয়া জ্ঞাতব্য *। এই সকল
যুগাদি তিথিতে দানকার্য অক্ষয় ফলজনক হয়। এই
চারিটি যুগাদি তিথিতে দান বা হোম করিলে তাহা
অক্ষয় ফলসাধক হইয়া থাকে। সেই সকল যুগে শত
বর্ষ যাবৎ দান করিলে যে ফল হয়, যুগাদি কালে
দান করিলে এক দিনেই তৎসম ফল প্রাপ্তি ঘটে।
১২১—১২৪। যুগাদ্যা তিথি কহিলাম। একণে মন্বা-
দির উল্লেখ করিতেছি। আশ্বিনের শুক্লা নবমী,
কার্তিকের দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের তৃতীয়া,
ফাল্গুনমাসের অমাবাস্তা, পৌষ মাসের একাদশী,
আষাঢ় মাসের দশমী, মাঘ মাসের সপ্তমী, শ্রাবণ
মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা, কার্তিক
ফাল্গুন চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা, এই সকল
তিথি মন্বন্তরের আদি তিথি; ইহাতে দান করিলে

* যতান্তরে ভাদ্রী কৃষ্ণ ত্রয়োদশী দ্বাপর-যুগাদ্যা,
এবং মাঘী পূর্ণিমা কলিযুগাদ্যা বলিয়া নির্দিষ্ট।
এই মতই বঙ্গ-দেশাঙ্কমোদিত। যুহুর্ভ চিত্তামণি
গ্রন্থে মাঘী পূর্ণিমা স্থলে অমাবাস্তা লিখিত আছে।

প্রাপ দেবো দিবাকরঃ । সা তিথিঃ কথিতা বিপ্রেক্ষাষে
যা রথসপ্তমী ॥ ১২৯ ॥ তন্ত্ৰাং দন্তং হতং চেষ্টং
সর্বমেবাক্ষয়ং যতম্ । সর্বদারিদ্ৰ্যশমনং ভাস্কর-
প্রীতয়ে যতম্ ॥ ১৩০ ॥ নিত্যোদ্বৈজকমাহুর্ঘ্যং বুদ্ধান্তঃ
শৃণু ততঃ । যচ্চ যাচনিকো নিত্যং ন স স্বর্গস্থ
ভাজনম্ ॥ ১৩১ ॥ উদ্বৈজয়তি ভূতানি যথা চৌর-
স্তথৈব সঃ । নরকং যাতি পাপাত্মা নিত্যোদ্বৈগ-
করত্বসৌ ॥ ১৩২ ॥ ইহোপপত্তির্মম কেন কৰ্ম্মণা ক চ
প্রয়াতব্যমিতো ময়েতি । বিচার্য চৈবং প্রতিকার-
কারী বুদ্ধেঃ স চোক্তো দ্বিজ দক্ষদক্ষঃ ॥ ১৩৩ ॥
মাসৈরষ্টভিরহা চ পূর্বেণ বয়সায়ুসা । তৎ কৰ্ম্ম
পুরুষঃ কুর্যাদযেনান্তে সুখমেধতে ॥ ১৩৪ ॥ অর্চি-
ধূমশ্চ মার্গে দ্বাবাহবৈদান্তবাদিনঃ । অর্চিয়া যাতি
মোকক্ষ ধূমেনাবর্ততে পুনঃ ॥ ১৩৫ ॥ যজ্ঞেরাসাদ্যতে
ধূমো নৈকশ্যোণার্চিরাপ্যতে । এতয়োরপরো মার্গঃ
পাশঙ ইতি কীর্ত্যতে ॥ ১৩৬ ॥ যো দেবান্ মন্যতে

তাহা অক্ষয় ফলজনক হইয়া থাকে । পুরাকালে যে
তিথিতে দিবাকরদেব তদীয় রথখানি পাইয়াছিলেন,
বিপ্রগণ মাঘ মাসের সপ্তমীকেই সেই তিথি বলিয়া
নির্দেশ করেন । উহা রথসপ্তমী নামে প্রসিদ্ধ ।
উহাতে দান, হোম পূজাদি করিলে তৎসমস্ত
অক্ষয় ফলপ্রদ হয় এবং উহা দ্বারা সর্গবিধ দারি-
দ্র্যের প্রশমন ও ভাস্করের প্রীতিধর্কন হইয়া
থাকে । বুদ্ধিমান জনগণ যাহাকে নিত্যোদ্বৈজক
বলেন, তাহার বিবরণ যথার্থতঃ শ্রবণ করুন । যে
জন মিয়ত যাচঞা করে, তাহার স্বর্গলাভ হয় না ।
চৌরের স্তায় সেই ব্যক্তি দ্বারা সকলের উদ্বৈগ
জন্মে ; এজন্য সেই নিত্যোদ্বৈগজনক পাপাত্মা ব্যক্তি
মরকে বাস করে ॥ ১২৫—১৩১ ॥ হে দ্বিজ ! “ইহলোকে
আমার কোন্ কৰ্ম্ম দ্বারা অভ্যুদয় লাভ হইবে ?—
আর মরণান্তে এখান হইতে কোন্ স্থানেই বা
যাইতে হইবে ?”—ইহা বিচার করিয়া যে ব্যক্তি
ভাবিক্রেশের প্রতিকারার্থ কৰ্ম্মাচরণ করে ; ধীমান্গণ
তাহাকেই দক্ষদক্ষ বলেন । পুরুষ, আটমাস বয়স
হইতে যাবজ্জীবন প্রতিদিন এমন কার্য্য করিবে,
যাহাতে অন্তকালে সুখ লাভ করিতে পারে ।
পথ দুই প্রকার,—অর্চিঃ ও ধূম, বেদান্তবাদিগণ
এইরূপ বলেন । অর্চিঃ পথ দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ;
আর ধূম পথ দ্বারা সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে ।
যজ্ঞাহুতীম দ্বারা ধূমপথ এবং নিকাম কৰ্ম্মাচরণ দ্বারা
অর্চিঃ পথ প্রাপ্তি হয় । এই দুই পথ ব্যতীত

নৈব ধর্ম্মাশ্চ মনুস্মৃতিতান্ । নৈতৌ স যাতি পহানৌ
তদ্বার্থোহয়ং নিরূপিতঃ ॥ ১৩৭ ॥ ইতি তে কীর্তিতাঃ
প্রজ্ঞাঃ শক্ত্যা ব্রাহ্মণসত্তম । সাধু বা সাধু বা ক্বচি
খ্যাপয়াত্মানমেব চ ॥ ১৩৮

ইতি শ্রীকান্দে নারদপ্রশ্নোত্তরকথনং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ । ইতি কথ্য কান্তনাহং রোমাঞ্চ-
পুলকীকৃতঃ । স্বরূপং প্রকটীকৃত্য ব্রাহ্মণানিদমববব ॥
১ ॥ অহো ধন্যঃ পিতাম্ব্যকঃ যন্ত সৃষ্টেস্ত পালকঃ ।
যুম্মদ্বিধা ব্রাহ্মণেন্দ্রাঃ সত্যমাহ পুরা হরিঃ ॥ ২ ॥
মন্তোহপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরম্ব্যং সমস্তভূতাবিপতেষ
কিঞ্চিৎ । তেষাং কিমু স্মাদিতরেণ যেষাং দ্বিজৈ-
শ্বরাণাং মম মার্গবাদিনাম্ ॥ ৩ ॥ তৎ সর্গবাদ্য ধন্তো-
হস্মি সম্প্রাপ্তং জন্মনঃ কলম্ । যন্তবন্তো ময়া দৃষ্টাঃ
পাপোপদ্রববর্জিতাঃ ॥ ৪ ॥ ততস্তে সহসোখায়

আর যে পথ, তাহাই পাশঙ বলিয়া কীর্তিত । যে
জন দেবগণকে মানে না, কিম্বা মনুপ্রোক্ত ধর্ম্মের
পালন করে না, সে এই পথে যাইতে পারে না,
ইহাই নিরূপিত তদ্বার্থ ! হে ব্রাহ্মণসত্তম ! এই
আমি আপনার প্রশ্নের যথাশক্তি উত্তর প্রদান
করিলাম । ভাল হইল ; কি মন্দ হইল, বলুন,
এবং আত্মপরিচয় প্রদান করুন ॥ ১৩২—১৩৮ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,— হে কান্তন ! আমি এই
কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে স্বরূপ প্রকটন-
পূর্বক ব্রাহ্মণগণকে এই কথা কহিলাম যে,
অহো ! আমার পিতা ধন্য !—যাহার সৃষ্টির পালক-
রূপে আপনাদিগের স্তায় বিপ্রেন্দ্রগণ বর্তমান ।
পূর্বে হরি সত্যই বলিয়াছেন যে,—আমি পরেদণ্ড
পরবন্তী, সমস্ত ভূতাবিপতি, অনন্ত ; আমার
পর আর কিছুই নাই । যে দ্বিজেশ্বরগণ-আমার
সেবাপথানুবর্তী, তাহাদিগের অপর ধর্ম্মাহুতানে
কি প্রয়োজন ? স্নাতএব আমি অদ্য সর্গবা
ধন্য হইলাম ; জন্মগ্রহণের কল পাইলাম ।—

শাতাতপপুরোগমাঃ । অর্ঘ্যপাদ্যাদিসংকটৈঃ পূজয়া-
মানুর্মাং দ্বিজাঃ ॥ ৫ ॥ প্রোক্তবস্তুচ মাং পার্গবচঃ
সাধুজনোচিতম্ । ধন্তা বয়ং হি দেবর্ষে হমস্মান
যদিহাগতঃ ॥ ৬ ॥ কুতো বাগমনং তুভ্যং গন্তব্যং
বা ক সাম্প্রতম্ । অত্রাপাগমনৈঃ কাব্যমুচ্যতাং
মুনিসত্তম ॥ ৭ ॥ অহা ত্রীতিকরং বাক্যং দ্বিজানা-
মিতি পাণ্ডব । প্রত্যবোচঃ মুনীন্দ্রাঃ স্তান শ্রবতাং দ্বিজ-
সত্তমাঃ ॥ ৮ ॥ অহং হি ব্রহ্মণো বাক্যাদ্বিপ্রাণাং
স্থানকং শুভম্ । দাতুকামো মহাতীর্থে মহীসাগর-
সঙ্গমে ॥ ৯ ॥ পরাক্ষন্ ব্রাহ্মণানত্র প্রাপ্তো যুযং
পরীক্ষিতাঃ । অহং বঃ স্থাপবিবামি চাধুজনীত
তদ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥ এবমুক্তো বিলোক্যাস দ্বিজান
শাতাতপোহব্রবীৎ ॥ দেবানামপি ছুপ্রাপ্য সত্যং
নারদ ভারতম্ ॥ ১১ ॥ কিং পুনশ্চাপি তত্রৈব মহী-
সাগরসঙ্গমঃ । যত্র স্নাত্তো মহাতীর্থফলং সধমুপা-
শ্রুতে ॥ ১২ ॥ পুনরেকো মহান দোষো বিভীমো

যেহেতু আপনারা পাপোপদ্রব-বর্জিত ; আমি
আপনাদিগের দর্শন পাইলাম । অতঃপর শাতাতপ
প্রভৃতি দ্বিজগণ, সহসা গাত্রোথান করিয়া পাদ্য
অর্ঘ্যাদি দ্বারা আমার সংকার করিলেন । হে
পার্থ ! তাঁহারা আমাকে সাধুজনোচিত-বাক্যে
বলিলেন—হে দেবর্ষে ! আমরা ধন্তা—যেহেতু
আপনি আমাদের এখানে আসিয়াছেন । কোথা
হইতে আপনার আগমন হইয়াছে ? এক্ষণে
কোথায়ই বা গমন হইবে ? এখানে আসিবারই
বা কি প্রয়োজন ? হে মুনিসত্তম তাহা বলুন ।
হে পাণ্ডুনন্দন ! ব্রাহ্মণগণের সেই আনন্দজনক
বচন শ্রবণ করিয়া আমি সেই মুনীন্দ্রগণকে প্রভা-
স্তরে বলিলাম,—হে দ্বিজসত্তমগণ ! ব্রহ্মার বাক্য
শ্রবণে আমি মহীসাগরসঙ্গমস্থলে ব্রাহ্মণগণকে
শুভস্থান দানার্থ ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবার জন্ত ভ্রমণ
করিতে করিতে এখানে আসিয়াছি এবং আপনারাও
পরীক্ষিত হইয়াছেন । আমি আপনাদিগকে
তথায় স্থাপন করিতে চাই ; হে দ্বিজগণ । আপনারা
তদ্বিষয়ে অনুমোদন করুন । আমি এইরূপ বলিলে
শাতাতপ মুনি দ্বিজগণের প্রতি দৃষ্টিনিষ্কোপপূর্বক
বলিতে লাগিলেন,—হে নারদ ! ভারতভূমি
সত্যসত্যই দেবগণের ছুপ্রাপ্য ; তন্মধ্যে মহী-
সাগরসঙ্গম ! তাহার কথা আর কি বলিব ? সেখানে
স্থান করিলে সমস্ত মহাতীর্থের ফল লাভ হয় ।
কিন্তু সেখানে একটি মহাদোষ আছে ; তজ্জন

নিতরাং যতঃ । তত্র চৌরাঃ সুবহবো নিমগ্নাঃ
প্রিয়সাহসাঃ ॥ ১৩ ॥ স্পর্শেষু ষোড়শং চৈকবিংশং
গৃহ্ণন্তি নো ধনম্ । ধনেন তেন হীনানাং কীদৃশং জন্ম
নো ভবেৎ । বরং বৃত্তক্ষয়া বাসো মা চোরকরগা
বয়ম্ ॥ ১৪ ॥ অর্জুন উবাচ । অদ্ভুতং বর্ণ্যতে বিপ্র
কে হি চৌরাঃ প্রকীর্তিতাঃ । কিং ধনং চ হরন্ত্যেতে
যেভো বিভাতি ব্রাহ্মণাঃ ॥ ১৫ ॥ নারদ উবাচ ।
কামক্রোধাদয়শ্চৌরাস্তপ এব ধনং তথা ॥ ১৬ ॥
তপ্যাপহারভীতাস্তে মামুচুরিতি ব্রাহ্মণাঃ । তানহং
প্রাববং পশাদ্বিজানীত দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥ জাগ্রতাং
তু মনুষ্যাণাং চৌবা কুক্ষন্তি কিং খলাঃ । ভয়ভীত-
শ্যালসশ্চ তথা চাশুচিরেব যঃ ॥ ১৮ ॥ তেন কিং
নাম সংসাধাং ভূমিস্তু গ্রাসতে নরম্ ॥ ১৯ ॥
শাতাতপ উবাচ । বয়ং চোরভয়াভীতাস্তে হরন্তি
ধনং মহৎ । কর্তুং তদা কথং শক্যমঙ্গুজাগরণং
তথা ॥ ২০ ॥ খলাশ্চৌরা গতাঃ কাপি ততো

আমাদিগের অদ্ভুত ভয় হয় । সেখানে অনেকা-
নেক নিদ্রাচৌর আছে ; তাহারা আমাদের
স্পর্শবর্ণের ষোড়শ (ত) ও একবিংশ (প),—
এতভুভয়াত্মক অর্থাৎ ‘তপ’ নামক ধন অপহরণ
করিয়া থাকে । আমরা যদি সেই ধনে হীন হই,
তবে আমাদের জন্ম কিরূপ হইবে ? ক্ষুধাতুর
হইয়া বাস করা ও ভাল, কিন্তু সেই চোরগণের
হস্তগত যেন না হই । ১—১৪ । অর্জুন কহিলেন,
—হে দ্বিজ ! আপনি অদ্ভুত কথা বলিলেন,
সে চৌর কাহার ? তাহারা কি ধনই বা অপহরণ
করে ?—যাহার জন্ত সেই ব্রাহ্মণগণ ভয় পান ।
নারদ কহিলেন,—কাম-ক্রোধই চৌর ; আর তপ-
শ্রমই ধন । সেই তপশ্রমের হরণভয়ে ভীত হইয়াই
ব্রাহ্মণগণ আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন । পরে
আমি তাঁহাদিগকে কহিলাম,—হে দ্বিজসত্তমগণ !
শ্রবণ করুন । চৌরগণ খল হইলেও জাগ্রত
মনুষ্যাগণের কি করিতে পারে ? যে ব্যক্তি
ভয়ে ভীত, অলস ও অশুচি, সে কোন
কার্য সাধন করিতে পারে ?—ভূমি তাহাকে
গ্রাস করে । শাতাতপ কহিলেন,—চৌরগণ মহৎ
ধন অপহরণ করে বলিয়াই আমরা ভীত হইতেছি ।
হে নারদ ! নিয়ত জাগরণই বা কেমনে করা যায় ?
এখান হইতে খল চৌরগণ কোথায় যেন গিয়াছে,
সেইজন্তই ভয়ে ভীত—আমরা সেই দেশকে

নদীগতা বয়ঃ। তস্মাৎ সৰ্বং সন্তাজামো ভয়ভীতা
বয়ঃ মূনে ॥ ২১ ॥ প্রতিগ্রহঃ বৈ ঘোরঃ ষষ্ঠাংশফলদ-
স্তথা। এবং ক্রবতি তস্মিংশ হারীতো নাম চার-
বীং ॥ ২২ ॥ মুটবুদ্ধা হি কো নাম মহীসাগরসঙ্গমম্।
ত্যজৈচ্চ যত্র মোক্ষশ্চ স্বর্গশ্চ করগোহথ বা ॥ ২৩ ॥
কলাপাদিবু গ্রামেষু কো বসেত বিচক্ষণঃ। যদি বাসঃ
স্তম্ভতীর্থে ক্ষণাঙ্গমপি লভাতে ॥ ২৪ ॥ ভয়ঞ্চ
চৌরজং সৰ্বং কিং করিষ্যতি তত্র নঃ। কুমারনাথঃ
মনসি পালকং কুৰ্ব্বতাং দৃঢ়ম্ ॥ ২৫ ॥ সাহসঞ্চ
বিনা ভূতিৰ্ন কথঞ্চন প্রাপ্যতে। তস্মান্নারদ তত্রাহ-
মায়াস্তো তব বাক্যতঃ ॥ ২৬ ॥ ষড়্বিংশতিসহস্রাণি
ব্রাহ্মণা মে পরিগ্রহে। ষট্কার্মনিরতাঃ শুদ্ধা লোভ-
দস্তবিবর্জিতাঃ ॥ ২৭ ॥ তৈঃ সার্কমাগমিষ্যামি মমেদ-
মতমুত্তমম্। ইত্যুক্তে বচনে তাশ্চ কৃদ্বাহং দণ্ড-
মুর্দ্ধনি ॥ ২৮ ॥ নিবৃত্তঃ সহসা পাথং খেচরোহতি-
মুদ্যন্তিতঃ। শতযোজনমাত্রস্ত হিমমার্গমভীতা চ ॥
২৯ ॥ কেদারঃ সমুপায়াতো যুক্তনৈর্দ্ভিজসত্তমৈঃ।
আকাশেন সুশকাশ্চ বিলেনাথ স দেশকঃ ॥ ৩০ ॥

নমস্কারপূর্বক সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এখানে
আসিয়াছি। হে মূনে! প্রতিগ্রহও ভয়ঙ্কর; উহাতে
ষষ্ঠাংশ তপস্ফল বিনষ্ট হয়। শাতাতপ মূনি
এইরূপ বলিতে থাকিলে, হারীত নামক মূনি
কহিলেন,—যেখানে স্বর্গ ও মোক্ষ করতলগত;
সেই মহী-সাগরসঙ্গমক্ষেত্র, কোন্ ব্যক্তিঃ নির্বুদ্ধিতা-
বশে পরিত্যাগ করিবে? যদি স্তম্ভতীর্থে ক্ষণাঙ্গ-
মাত্রও বাস করা যায়, তবে, কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি
কলাপগ্রামাদিতে বাস করে? সেখানে আমরা
দৃঢ়মনে কুমারনাথকে পালকরূপে আশ্রয় করিলে
চৌরজনিত ভয় আমাদের কি করিবে? সাহস ব্যতীত কোন্
প্রকারেই বিভূতি লাভ
হয় না। অতএব হে নারদ! আপনার
কথানুসারে আমি সেখানে যাইব। আমার
অধীনে ষড়্বিংশতি সহস্র ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা
সকলেই ষট্কার্মরত, শুদ্ধ ও দস্ত-লোভবর্জিত।
তাঁহাদিগকে লইয়া যাইব; আমার এই নিশ্চিত
মত। হে পার্থ! আমি হারীতের এই কথা
শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে মদীয় দণ্ডাগ্রে স্থাপনপূর্বক
অতি হৃষ্টচিত্তে আকাশপথে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত
হইলাম এবং ক্ষণমাত্রে শত যোজন হিমপথ
অতিক্রম করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণের সহিত কেদার
তীর্থে উপস্থিত হইলাম। স্বন্দে প্রসাদে

অতিক্রান্তঃ নান্থথা চ তথা স্বন্দপ্রসাদতঃ ॥ ৩১ ॥
অর্জুন উবাচ। ক কলাপঞ্চ তদ্ গ্রামং কথং শকাং
বিলেন চ। কথং স্বন্দপ্রসাদঃ স্তাদেতন্নে ক্রহি
নারদ ॥ ৩২ ॥ নারদ উবাচ। কেদারাক্ষিমসংযুক্তং
যোজনানাং শতং স্মৃতম্। তদন্তে যোজনশতং
বিস্তৃতং তৎ কলাপকম্ ॥ ৩৩ ॥ তদন্তে যোজনশতং
বালুকার্ণবযুচ্যতে। শতযোজনমাত্রঃ স ভূমিস্বর্গ-
স্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥ বিলেন চ যথা শকাং গন্তুং তত্র
শৃণু তৎ। নিরন্নং বৈ নিরুদকং দেবমারাধয়েদ-
গুহম্ ॥ ৩৫ ॥ দক্ষিণায়াং দিশি ততো নিম্পাপং
মন্ততে যদা। তদা গুহোহস্ত দিশতি স্বপ্নে গচ্ছতি
ভারত ॥ ৩৬ ॥ ততো গুহাং পশ্চিমতো বিল-
মস্তি বৃহত্তরম্। তত্র প্রাবশ্য গন্তব্যং ক্রমাণাং
শতসপ্তকম্ ॥ ৩৭ ॥ তত্র মারকতং লিঙ্গমস্তি স্বর্ঘ্য-
সমপ্রভম্। তদগ্রে মৃত্তিকা চান্তি স্বর্ণবর্ণা সুনির্মলা ॥
৩৮ ॥ নমস্কৃতা চ তল্লিঙ্গং গৃহীত্বা মৃত্তিকাঞ্চ তাম্।
আগন্তব্যং স্তম্ভতীর্থে সমারাধ্য কুমারকম্ ॥ ৩৯ ॥
কোলং বা কৃপতো গ্রাহ্যং ভূত্যাং নিশি তজ্জলম্।

আকাশপথে কিম্বা বিলপথে সেই প্রদেশ অতিক্রম
কারতে পারা যায়, নচেৎ অন্য কোন উপায়
নাই। ১৫—৩১। অর্জুন কহিলেন,—সেই কলাপ-
গ্রাম কোথায়? বিলপথেই বা যাওয়া যায় কিরূপে?
আর স্বন্দে প্রসাদলাভই কিপ্রকারে হইতে
পারে? হে নারদ! আমাকে তাহা বলুন। নারদ
কহিলেন,—কেদার হইতে হিমাক্রান্ত শত যোজন
পথের পর শত যোজন স্থান কলাপ নামে
প্রসিদ্ধ। তাহার পর আবার শত যোজন বালু-
কার্ণব নামে খ্যাত। সেই শত যোজন স্থানকেই
ভূস্বর্গ বলা যায়। সেখানে বিলপথে যে প্রকারে
যাওয়া যায়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ
দক্ষিণ দিকে থাকিয়া অন্ন পান পরিহারপূর্বক
কার্ত্তিকেয় দেবের আরাধনা করিতে হয়। তাহাতে
কার্ত্তিকেয় সাধককে যখন নিম্পাপ মনে করেন,
তখন স্বপ্নযোগে যাইবার জন্ত প্রত্যাদেশ করিয়া
থাকেন। অতঃপর কার্ত্তিকেয়ের পশ্চিম দিকে
যে একটি বৃহত্তর গর্ভ আছে, তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক
সপ্তশত পদ গমন করিবে। সেখানে স্বর্ঘ্য-সম
কান্তি একটি মারকত লিঙ্গ বিদ্যমান; তাহার
স্বর্ণবর্ণা সুনির্মলা মৃত্তিকা আছে; মারকত লিঙ্গকে
নমস্কার করিয়া সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিক
লইয়া স্তম্ভতীর্থে যাইবে। সেখানে কুমারদেবের

তেনোদকেন স্তুতিকয়া কৃষা নেত্রযাগ্জনম্ ॥ ৪০ ॥
 উষর্জনং চ দেহস্ত কদাচিৎ বট্টমে পদে । নেত্রাঙ্গন-
 প্রভাবাক্ত বিলং পশুতি শোভনম্ ॥ ৪১ ॥ তন্মধ্যেন
 ততো যতি গাত্রোদ্বর্ত্তপ্রভাবতঃ । কারীষৈর্নাম
 চাত্ত্বৈর্গেষ্ঠক্যতে নৈব কৌটকৈঃ ॥ ৪২ ॥ বিলমধ্যে চ
 লক্ষ্যন্ত সিক্তান্ ভাস্করসমিত্তান্ । যাতোবং যাতাসৌ
 পার্শ্ব কলাপং গ্রামমুত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥ তত্র বর্ষসহস্রাণি
 চত্বাৰ্ঘ্যায়ঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ । কলানাং ভোজনক স্মাৎ
 পুনঃ পুণ্যং চ নার্কজয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যোতৎ কথিতং
 তৃত্যমতচ্চাত্ত্বগুণ তৎ । তপঃসামর্থ্যতঃ স্মৃশ্বান দণ্ড-
 স্তাশ্চে নিধায় তান্ ॥ ৪৫ ॥ দ্বিজানহং সমায়াতো
 মহীসাগরসঙ্গমম্ ॥ ৪৬ ॥ তদোক্তাৰ্ঘ্য ময়া মুক্তান্তীরে
 পুণ্যজলাশয়ে । ততো ময়া কৃতং শ্রানং সহ তৈদ্বিজ-
 সন্তমৈঃ ॥ ৪৭ ॥ নিঃশেষদোষদাবাগৌ মহীসাগর-
 সঙ্গমে । পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃষা তর্পণসংক্রিয়াঃ ॥
 ৪৮ ॥ জপমানাঃ পরং জপাং নিবিষ্টাঃ সঙ্গমে
 বসম্ । ভাস্করং সমবেক্ষন্তশ্চিন্তয়ন্তো হরিং হৃদি ॥

আরাধনা করিয়া কোলদেবের উপাসনান্তে তত্রত্য
 কূপ হইতে রাত্ৰিকালে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণপূর্বক
 সেই জল দ্বারা পূর্বোক্ত স্তুতিকা গুলিয়া তদ্বারা
 নেত্রাঙ্গন ও গাত্রোদ্বর্ত্তন করিবে । সেই অঙ্গনের
 কলে মনোহর গর্ভ দৃষ্ট হইবে ; তাহাতে অবতরণ-
 পূর্বক গমন করিতে থাকিবে । উক্ত গাত্রোদ্বর্ত্তনের
 কলে গর্ভমধ্যগত কারীষ নামক অত্যুগ্র কীট-
 গণ তাহাকে ভক্ষণ করিবে না । হে পার্থ ! সেই
 গর্ভ মধ্যে ভাস্কর সম সিদ্ধগণকে দেখিতে দেখিতে
 উত্তম কলাপগ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইবে ।
 সেখানে মানবগণের আয়ুঃপ্রমাণ চারি সহস্র
 বৎসর । সকলেই ফলভক্ষণে জীবন ধারণ করে ।
 সেখানে আর পুণ্যার্জনের প্রয়োজন নাই । এই
 আমি তোমার নিকট কলাপগ্রাম-গতি-বৃত্তান্ত
 কহিলাম । অতঃপর পূর্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ।
 আমি তপস্তার প্রভাবে সেই দ্বিজগণকে স্মৃশ্বাকার
 করিয়া মদীয় দণ্ডাশ্রে স্থাপনপূর্বক মহীসাগর-সঙ্গমে
 আসিয়া পৌছিলাম । সেই পুণ্য জলাশয়ের তীর
 দেশে সেই দ্বিজগণকে দণ্ড হইতে অবতা পূর্বক
 ভীষ্মাদিগের সহিত আমি সেই সমগ্র দোষের
 ক্ষয়করিত্ব মহীসাগরসঙ্গম-ক্ষেত্রে শ্রানান্তে দেব-
 পিতৃভগ্নাদি করিয়া সকলেই সেই সঙ্গমতীরে
 উপবেশন ও স্বর্ঘ্যাবলোকনপূর্বক হৃদয়ে হরি-
 কেশের চিত্তা সহকারে পরম জপা জপ করিতে

৪৯ ॥ তস্মিন্শেচবাস্তরে পার্শ্ব দেবাঃ শত্রুপুরোগমাঃ ।
 আদিত্যাদ্যা গ্রহাঃ সর্বৈ লোকপালান্ত সঙ্গতাঃ ॥
 ৫০ ॥ দেবানাং যোনয়ো হৃষ্টৌ গন্ধর্বাঙ্গরস্যাং
 গণাঃ । মহোৎসবে ততস্তস্মিন গীতবাদিত্র উত্তমৈঃ ॥
 ৫১ ॥ পাদপ্রক্ষালনং কর্ত্তু বিপ্রাণামুদ্যতম্ ।
 তস্মিন্ কালে চাপ্ণবমহমতিধাবাক্যতাম্ ॥ ৫২ ॥
 সামধ্বনিসমায়ুক্তাঃ তৃতীয়স্বরপাদিতাম্ । অতীব
 মনসো রম্যাঃ শিবভক্তিমিবোক্তাম্ ॥ ৫৩ ॥ বিপ্র-
 কথায় সম্পৃষ্টঃ কথং বিপ্র ক চাগতঃ । কিং বা
 প্রার্থয়সে ব্রহ্ম যন্তে মনসি রোচতে ॥ ৫৪ ॥ বিপ্র
 উবাচ । মুনিঃ কপিলনামাহং নারদায় নিবেদ্যতাম্ ।
 আগতঃ প্রার্থনায়ৈব তচ্ছ্রুতাহমথাববম্ ॥ ৫৫ ॥
 ধন্তোহহং যদিহায়তঃ কপিল হং মহামুনে । নাস্ত্য-
 দেয়ং তবাস্মাভিঃ পাত্রং নাস্তি তবাত্মিকম্ ॥ ৫৬ ॥
 কপিল উবাচ । ব্রহ্মপুত্র ইয়া দেয়ং যদি মে হং
 শৃণু তৎ । অষ্টৌ বিপ্রসহস্রাণি মম দেহীতি নারদ ॥
 ৫৭ ॥ ভূমিদানং করিষ্যামি কলাপগ্রামবাসিনাম্ ।
 ব্রাহ্মণানামহং চৈমাং তদিদং ক্রিয়তাং বিভো ॥ ৫৮ ॥

লাগিলাম । হে পার্থ ! ইত্যবসরে সেখানে ইন্দ্রাদি
 লোকপাল, আদিত্যাদি গ্রহ, গন্ধর্ব্ব, অঙ্গরা প্রভৃতি
 অষ্টবিধ দেবযোনি গীত-বাদিত্র মহোৎসব-সহকারে
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আমি তখন সেই
 ব্রাহ্মণগণের পাদ প্রক্ষালনার্থ উদ্যত হইলে কোন
 এক অতিথির শিবভক্তিসম অতি মনোরম স্বরিত-
 স্বরে সমুচ্চারিত সামধ্বনিসংযুক্ত বাক্য শুনিতে
 পাইয়া বিপ্রগণ সহ গাত্রোথানপূর্বক জিজ্ঞাসা
 করিলাম,—হে বিপ্র ! আপনি কে ? কোথা হই-
 তেই বা আসিয়াছেন ? আপনার কিই বা প্রার্থনা ?
 আপনার মনের ভাব বলুন । ৩২—৫৪ । বিপ্র
 কহিলেন,—আমি কপিলনামক মুনি । নারদকে
 আমার বার্ত্তা জ্ঞাপন করুন । আমি প্রার্থনার্থই
 আসিয়াছি । ইহা শুনিয়া আমি কহিলাম,—আপনি
 কপিল মুনি ; আপনি যে এখানে আসিয়াছেন,
 আমি তাহাতে খুশি হইলাম । আপনাকে অদেয়
 কিছুই নাই, আপনা অপেক্ষা উত্তম পাত্র আর
 নাই । কপিল কহিলেন,—হে ব্রহ্মপুত্র, নারদ !
 আপনি যদি আমাকে দান করিতে ইচ্ছা করেন,
 তবে শ্রবণ করুন । আমাকে অষ্টসহস্র
 ব্রাহ্মণ দান করুন । আমি এই কলাপগ্রামবাসী
 ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিব । হে বিভো !
 আপনি আমার এই অভিলাষ সম্পাদন করুন ।

ততো মহা প্রতিজ্ঞাতমেবমহ মহামুনে । অমাপি
ক্রিয়তাং স্থানং কাপিলং কপিলোত্তমম্ ॥ ৫৯ ॥
শ্রাদ্ধে বা প্রাপ্তকালে বা হুতিথিবিমুখীভবেৎ ।
যন্তাশ্রমমুপায়াতস্তস্ত সৰ্ব্বং হি নিফলম্ ॥ ৬০ ॥ স
গচ্ছোদ্রোরবাল্লোকান যোহতিথিঃ নাভিপূজয়েৎ ।
অতিথিঃ পূজিতো যেন দেবৈরপি স পূজ্যতে ॥ ৬১ ॥
দানৈর্ধনৈস্তত্তত্তস্মিন্ ভোজিতঃ কপিলো মুনিঃ ।
ততো মহামুনিঃ স্রীমান্ হারীতো হুয়িতস্তদা ॥ ৬২ ॥
পাদপ্রক্ষালনার্থায় সিদ্ধদেবসমাগমে । হারীতশ্চ
পুরস্কৃত্য বামপাদং তদা স্থিতঃ ॥ ৬৩ ॥ ততো হাসো
মহান্ জজ্ঞে সিদ্ধাপরঃসুপৰ্ব্বণাম্ । বিচিন্ত্য বৃহদা
পৃথীং সাধু সাধু কৃত্য দ্বিজাঃ ॥ ৬৪ ॥ ততো মমাপি
মনসি শোকবেগো মহানভূৎ । সত্যং চৈব তথা
মেনে গাথাং পূৰ্ব্ববুধৈরিতাম্ ॥ ৬৫ ॥ সৰ্ব্বেষপি চ
কার্যেষু হেতিশব্দো বিগাহিতঃ । কুৰ্ব্বতামতিকার্য্যাণি
শিলাপাতো ক্রবৎ ভবেৎ ॥ ৬৬ ॥ ততোহহমব্রবং
বিপ্রান্ যুয়ং মূৰ্খা ভবিষ্যথ । ধনধান্যাল্লসংযুক্তা
দারিদ্র্যকলিলাবৃতঃ ॥ ৬৭ ॥ এবমুক্তে প্রহসন্তব

পরে আমি প্রতিজ্ঞত হইলাম যে, হে মহামুনে !
তাহাই হউক । হে কপিল ! আপনিও কপিল নামে
উত্তম স্থান নির্মাণ করুন । অতিথি, শ্রাদ্ধ বা অপর
কোনও সংকল্প কালে যাহার আশ্রমে আসিয়া
বিমুখ হইয়া যায়, তাহার সমস্ত সংকল্পই বিফল ।
যে ব্যক্তি অতিথির সংকার না করে, সে রোরব-
নরকে যায় । যে অতিথির সংকার করে, সে
দেবগণেরও সংকারাই হয় । আমি এই বলিয়া দান-
হোমাস্তে কপিল মুনিকে ভোজন করাইলাম ।
অতঃপর আমি হারীত মুনিকে পাদপ্রক্ষালনার্থ
আহ্বান করিলাম । সেই সিদ্ধ-দেব-সমাগমে
হারীত মুনি প্রক্ষালনার্থ অগ্রে বাম পাদ প্রসারিত
করিলেন । তখন দেব সিদ্ধ ও অমরাদি সকলে
মহান্ হাস্য করিলেন । কহিলেন,—সাধু, সাধু !
অনেক বিবেচনা করিয়া সমগ্র পৃথিবী পর্যটনপূর্ব্বক
উত্তম ব্রাহ্মণসকল আনীত হইয়াছে ! ৫৫—৬৪ ।
অতঃপর আমার অন্তঃকরণে মহান্ শোকবেগ
জন্মিল । পূৰ্ব্ব পণ্ডিতগণ-প্রোক্ত গাথাও তখন
আমার সত্য বলিয়া বোধ হইল । সকল কার্য্যেই
'হা' শব্দ নিবন্ধনীয় । কোন কার্য্যে অত্যন্ত প্রযত্ন
করিলে তাহাতে নিশ্চয়ই শিলাপাতবৎ প্রবল
বিষমভ্য বৈকল্য ঘটিয়া থাকে । অতঃপর আমি
সেই দ্বিজগণকে বলিলাম,—তোমরা মূৰ্খ, অল্প ধন-

হারীতঃ প্রাত্ৰবীদিদম্ । তবৈবেদ্যং মূনে হানিৰ্ধন-
শ্রাদ্ধপতে ভবান্ ॥ ৬৮ ॥ কঃ শাপো দীযতে তুভ্যং
শাপোহয়ময়মেব তে । ততো বিমুখ তুয়োহহমব্রবং
কিমহং দ্বিজ ॥ ৬৯ ॥ তথাবিধস্ত ভবতো বামপাদ-
প্রদানতঃ ॥ ৭০ ॥ হারীত উবাচ । শূন্য তৎকারণং
ধীমন্ শূন্যতা মে যতোহভবৎ ॥ ৭১ ॥ ইতি চিন্তয়-
তশ্চিন্তে হা হঃখোহয়ং প্রতিগ্রহঃ । প্রতিগ্রহেণ
বিপ্রাণাং ব্রাহ্মণং তেজো হি শাম্যতি ॥ ৭২ ॥ মহা-
দানং হি গৃহ্নানো ব্রাহ্মণঃ স্বং শুভং হি যৎ । দদাতি
দাতুর্দাতা চ অশুভং যচ্ছতি স্বকম্ ॥ ৭৩ ॥ দাতা
প্রতিগ্রহীতা চ বচনং হি পরস্পরম্ । মন্ততেহধঃ করো
যন্ত সোহল্লবুদ্ধিঃ প্রহীয়তে ॥ ৭৪ ॥ ইতি চিন্তয়তো
মহঃ শূন্যতাভূদ্ধি নারদ । নিদ্রার্হশ্চ ভয়ার্হশ্চ
কামার্হঃ শোকপীড়িতঃ ॥ ৭৫ ॥ হতশ্চাচ্চচিন্তশ্চ
শূন্য হেতে ভবাস্তি চ । তদেষু মতিমান্ কোপং ন
ধাতুযুক্ত ও দারিদ্র্যক্লেশে ক্রিষ্ট হইবে । আমি এই
কথা বলিলে হারীত মুনি হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন,—
হে মুনে ! আপনি যে আমাদিগকে শাপ দিলেন,
ইহাতে আপনারই হানি । আপনাকে আর কি
শাপ দিব ?—এই শাপই আপনার হউক । অতঃ-
পর আমি একটু চিন্তা করিয়া কহিলাম,—হে দ্বিজ !
আমি কি আপনাকে আপনার ন্যায় বাম পদ
প্রদান করিয়াছি যে, আপনি আমাকে শাপ
দিলেন । ৬৫—৭০ । হারীত কহিলেন,—হে ধীমন্
বিপ্র ! আমি যে বাম পাদ প্রদান করিয়াছি, তাহার
কারণ শ্রবণ করুন । তৎকালে আমার শূন্যতা
ঘটিয়াছিল,—আমি আশ্রহারা হইয়াছিলাম ; তাহার
কারণ এই যে, আমি তখন মনে মনে এই
চিন্তা করিতেছিলাম যে,—হায় ! প্রতিগ্রহ অতীব
ক্লেশদায়ক ! প্রতিগ্রহের ফলে ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্ম-
তেজ বিলুপ্ত হইয়া যায় । বিশেষতঃ মহাদান
গ্রহণ করিলে প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণের শুভ কৰ্ম্ম-
সমুদয় দাতাতে এবং দাতার অশুভ কৰ্ম্মসমু-
দয় প্রতিগ্রহীতাতে সংক্রান্ত হইয়া থাকে । দাতা
ও প্রতিগ্রহীতার পরস্পর কর-স্থাপন দ্বারাই তাহা-
দিগের গতির অনুমান হয় ;—যাহার হস্ত নিষ্ক
থাকে, সেই অল্লবুদ্ধি প্রতিগ্রহীতা অধঃপতিত হয় ।
হে নারদ ! এইরূপ চিন্তায় আমার চিত্তের শূন্যতা
ঘটিয়াছিল—আমি আশ্রহারা হইয়াছিলাম । নিদ্রার্হ,
ভয়ার্হ, কামার্হ, শোকার্হ, হতধন ও অশ্রা-
সক্তচিত্ত ব্যক্তির শূন্যতা ঘটিয়া থাকে । সুতরাং
মতিমান্ ব্যক্তির এই সকল শূন্য বা আশ্র-

কুর্কীত যদি ত্বয়া ॥ ৭৬ ॥ কৃতঃ কোপস্ততস্তত্বেবং
হানিরিয়ং মুনে । ততস্তাপাধিতচ্চাহং তান্ বিপ্রানব্রবং
পুনঃ ॥ ৭৭ ॥ ধিয়ামন্ত চ হুর্বিদ্ধিমবিমৃশার্থকারিণম্ ।
কুর্কীতামবিমৃশেব তৎ কিমস্তি ন যন্তবেৎ ॥ ৭৮ ॥
সহসা ন ক্রিয়াং কুর্যাৎ পদমেতন্মহাপদাম্ । বিমৃশ-
কারিণং ধীরং ক্লণতে সর্বসম্পদঃ ॥ ৭৯ ॥ সত্যমাহ
মহাবুদ্ধিশ্চিরকারী পুরা হি সঃ । পুরা হি ব্রাহ্মণঃ
কশ্চিৎ প্রখ্যাভোহঙ্গিরসাং কুলে ॥ ৮০ ॥ চিরকারী
মহাপ্রাজ্ঞো গোতমস্তাভবৎ সূতঃ । চিরেণ সর্ব-
কার্য্যাণি যো বিমৃশ প্রপদ্যতে ॥ ৮১ ॥ চিরকার্য্যাতি-
সম্পত্তেঃ চিরকারী তথোচ্যতে । অলসগ্রহণং প্রাপ্তো
হুর্মেধাবী তথোচ্যতে ॥ ৮২ ॥ বুদ্ধিলাঘবযুক্তেন
জনেনাদীর্ঘদর্শিনা । ব্যভিচারেণ কশ্চিন্ স ব্যতিক্রমা
পরান সূতান্ ॥ ৮৩ ॥ পিত্রোক্তঃ কপিতেনাথ জহীমাং
জননীমিতি । স তথৈতি চিবেণোক্তঃ স্বভাবাচির-
কারকঃ ॥ ৮৪ ॥ বিমৃশ চিরকারিহাচ্চিন্তয়ামাস বৈ
চিরম্ । পিতুরাজ্ঞাং কথং কুর্যাৎ ন হত্যাং মাতরং
কথম্ ॥ ৮৫ ॥ কথং ধর্ম্মক্ষেত্রে নাস্মিন নিমজ্জেষ্যম

দ্বারা ব্যক্তির প্রতি কোপ করা উচিত নহে ।
পরন্তু হে মুনে! আপনি যেমন কোপ করিয়া-
ছেন, তেমনই আপনার এই হানি ঘটবে ।
অতঃপর আমি সন্তুষ্টচিত্তে সেই বিপ্রগণকে
পুনরায় কহিলাম,—আমি অবিমৃশকারী, হুর্বিদ্ধি;
আমাকে ধিক্! যাহারা বিবেচনা না করিয়া কার্য্য
করে, তাহাদিগের কি না হইতে পারে? সহসা
কোন কার্য্য করিতে নাই; উহা মহা আপদের
পদ । পুরাকালে মহাবুদ্ধি চিরকারী সত্যই বলিয়া-
ছেন । পূর্বে আঙ্গিরস কুলে গোতম মেধা-
তিথির পুত্র, চিরকারী নামে প্রখ্যাত এক মহাবুদ্ধি
ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি সকল কার্য্যই দীর্ঘকাল
বিবেচনা করিয়া করিতেন বলিয়া তাঁহার চিরকারী
নামে প্রসিদ্ধি হয় । অল্পবুদ্ধি অদীর্ঘদর্শী জন-
গণ তাঁহাকে অলস ও নিষেধ বলিত । একদা
তদীয় জননী কোনও ব্যভিচার করিয়াছিলেন বলিয়া,
পিতা মেধাতিথি কুপিত হইয়া চিরকারীকে কহিলেন,
—‘তোমার জননীকে অবিলম্বে সংহার কর ।’
স্বভাবত চিরকারী—চিরকারী “তাহাই করিতেছি”
বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক চিরকারিহানিবন্ধন দীর্ঘকাল
চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাবিলেন,—পিতার
আজ্ঞাই বা কেমনে পালন করি? আর মাতৃহত্যা
না করিয়া পারি কিরূপে? এই হৃৎকণ্ঠে আমি কি

সাধবৎ । পিতুরাজ্ঞা পরো ধর্ম্মো হুর্মেধো মাতৃ-
রক্ষণম্ ॥ ৮৬ ॥ অন্ততঃ পুত্রং কিং হু মাং
নাহ পীড়য়েৎ । হ্রিয়ং হত্যা মাতরং কো হি জাতু
সুখী ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥ পিতরং চাপ্যবজ্ঞায় কঃ
প্রতিষ্ঠামবাধুয়াৎ । অনবজ্ঞা পিতৃযুক্তা যুক্তঃ মাতৃশ্চ
রক্ষণম্ ॥ ৮৮ ॥ ক্রমাযোগ্যাবুভাবেতৌ নাতিবর্ত্তেত
বৈ কথম্ । পিতা হ্যাত্মানমাধত্তে জায়ায়াং জজ্জিবা-
নिति ॥ ৮৯ ॥ শীলচারিত্রগোত্রস্ত ধারণার্থং কুলস্ত
চ । সোহহমাত্মা স্বয়ং পিত্রা পুত্রহে পরিকল্পিতঃ ॥
৯০ ॥ জাতকর্ষণি যৎ প্রাহ পিতা যচ্চোপকর্ষণি ।
পর্যাপ্তঃ স দৃঢ়ীকারঃ পিতৃর্গৌরবলিপ্সয়া ॥ ৯১ ॥
শরীরাদীনি দেয়ানি পিতা হেকঃ প্রযচ্ছতি । তস্মাৎ
পিতৃবচঃ কার্য্যং ন বিচার্য্যং কথঞ্চন ॥ ৯২ ॥
পাতকান্তপি চূর্ঘ্যন্তে পিতৃবচনকারিণঃ । পিতা
স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা পরমকং তপঃ ॥ ৯৩ ॥
পিতরি স্মৃতিমাপন্রে সর্বাঃ স্মৃতিং দেবতাঃ ।
আশিবস্তা ভজন্ত্যনং পুরুষং প্রাহ যাঃ পিতা ॥ ৯৪ ॥
নিষ্কলিঃ সর্বপাপা পিতা যদভিনন্দতি । মুচ্যতে

প্রকারে মগ্ন না হইব? পিতার আজ্ঞা পরম ধর্ম্ম;
সুতরাং এক্ষণে মাতৃহত্যা না করাও তো অধর্ম্ম
হইয়া দাঁড়াইয়াছে । পুত্রহে স্বতন্ত্রতা নাই! কি
করিলে এখন এই ক্রেশে নিস্তার পাই! স্ত্রীহত্যা,
বিশেষতঃ মাতৃহত্যা করিয়া কেইবা সুখী হইতে
পারে? আবার পিতাকে অবহেলা করিয়াই বা
সংসারের কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়?
পিতাকে অবজ্ঞা না করাও যুক্তিযুক্ত, আবার মাতাকে
রক্ষা করাও সম্ভব । ইহারা দোষ করিলেও ক্ষমাই ।
কখনই ইহাদিগকে অতিক্রম করিতে নাই । পিতা
শীল, চরিত্র ও বংশ রক্ষার্থ, জায়াতে আত্মাধানপূর্ব্বক
পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হন; সুতরাং আমি পিতারই
পুত্ররূপে পরিকল্পিত আত্মা । ৭১—৯০ । জাতকর্ষে
ও উপাবর্ষে স্বকীয় গুরুদ্বয়্যাপনার্থ পিতা, ‘পুত্র যে
তাঁহারই আত্মা’—এ কথার দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া
থাকেন । উহা সুসঙ্গত । একমাত্র পিতাই শরী-
রেন্দ্রিয়াদি দান করেন, সুতরাং অবিচারেই পিতার
সমস্ত আদেশ পালন করা কর্তব্য । পিতৃ-
আদেশপালনকারীর সমস্ত পাতকই দূরীভূত হইয়া
যায় । পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম
তপস্তা; পিতা স্মৃতি হইলে সকল দেবতাই স্মৃতি
হন । পিতা যে আশীর্বাদ করেন, তাহা অবিলম্বেই
পুত্রে ফলিত হয় । পিতা যে পুত্রকে অভিনন্দন

বন্ধনাং পুষ্পং ফলং বৃন্তাং প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥
ক্লিষ্টমপি সূতঃ স্নেহং পিতা স্নেহং ন মুকৃতি ।
এতচ্চিচ্ছ্যতে তাবৎ পুত্রস্ত পিতৃগৌরবম্ ॥ ১৬ ॥
পিতা নান্নতরং স্থানং চিন্তয়িষ্যামি মাতরম্ । যো
হয়ং ময়ি সজ্জাতো মর্ত্যাহে পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ১৭ ॥
অস্ত মে জননী হেতুঃ পাবকস্ত যথারণিঃ । মাতা
দেহারণিঃ পুংসঃ সৰ্বস্বার্থস্ত নির্বৃতিঃ ॥ ১৮ ॥ মাতৃ-
লাভে সনাথহ্মনাথহ্মং বিপর্য্যয়ে । ন স শোচতি
নাপোয়নং স্থাবিধ্যামপি কৰ্ষতি ॥ ১৯ ॥ শ্রিয়া
হীনোহপি যো গেহে অদ্যেতি প্রতিপদ্যতে ।
পুত্রপৌত্রসমাপন্নো জননীং যঃ সমাশ্রিতঃ ॥ ১০০ ॥
অপি বর্ষশতশ্চান্তে স দ্বিহায়নবচ্চরেৎ । সমর্থঃ
বাসমর্থঃ বা কৃশঃ বাপাকৃশঃ তদা ॥ ১০১ ॥ রক্ষয়েচ্চ
সূতং মাতা নাত্যঃ পোষ্যবিধানতঃ । তদা স বুদ্ধো
ভবতি তদা ভবতি দুঃখিতঃ ॥ ১০২ ॥ তদা শূন্তং
জগত্তস্ত যদা মাত্ৰা বিযুজ্যতে । নাস্তি মাতৃসমা-
চ্ছায়া নাস্তি মাতৃসমা গতিঃ ॥ ১০৩ ॥ নাস্তি মাতৃসমং

ত্রাণং নাস্তি মাতৃসমা প্রভা । কুক্ষিসঙ্কারণাক্রান্তী
জননাজননী তথা ॥ ১০৪ ॥ অঙ্গনাং বর্কনাদহা
বীরহুহে চ বীরহুঃ । শিশোঃ শুশ্রূষণাক্ষুধ্মাতা
স্থান্নান্নাতথা ॥ ১০৫ ॥ দেবতানাং সমাবাপমেকহুং
পিতরং বিহুঃ । মর্ত্যানাং দেবতানাঞ্চ পুংগো
নাভোতি মাতরম্ ॥ ১০৬ ॥ পতিতা গুরুবস্ত্যাজ্যা
মাতা চ ন কথঞ্চন । গর্ভধারণপোষাত্যাং তেন মাতা
গরীয়সী ॥ ১০৭ ॥ এবং স কোশিকীতীরে বলিঃ
রাজানমীক্ৰতীম্ । স্ত্রীরূত্যা চিরকালহাক্ষন্তঃ দিষ্টঃ
স্বমাতরম্ ॥ ৮ ॥ বিযুজ্য চিরকালং হি চিন্তাস্তং নাত্য-
পদ্যত । এতস্মিন্নপ্তরে শক্ৰো ব্রাহ্মণঃ রূপমাস্থিতঃ ॥
১০৯ ॥ গায়ন গাথামুপায়াতঃ পিতৃস্তশ্রমাস্থিতিকে ।
অনুতা হি স্থিয়ঃ সৰ্বাঃ সূত্রকারো যদব্রবীৎ ॥ ১১০ ॥
অতস্তাভাঃ ফলং গ্রাহং ন স্তাদ্দোষেক্ষণঃ সুধীঃ ।
ইতি শ্রুত্বা তনানর্চ মেধাতিথিকদারধীঃ ॥ ১১১ ॥
দুঃখিতশ্চিন্তয়ন প্রাপ্তো ভ্রমশ্চাপি বর্তয়ন । অহো-
হমমীর্ষায়াক্ষিপ্তো মগ্নোহহং দুঃখসাগরে ॥ ১১২ ॥

করেন, তাহাতে পুত্রের সর্বপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ
হইয়া থাকে । বন্ধন হইতে পুষ্প স্থলিত হয়, বৃন্ত
হইতে ফল বিচ্যুত হয়; ক্রেশ পাইয়া পুত্র পিতৃ-
স্নেহ ত্যাগ করে, পরন্তু পিতা কোন কালেই পুত্র-
স্নেহ পরিহার করেন না । সূতরাং চিন্তা করিয়া
বুঝা যায় যে, পুত্রের পক্ষে পিতার গৌরব সমবিক;
পিতা গৌরব বিষয়ে মহৎ স্থানের অধিকারী । পরন্তু
মাতার বিষয়ও চিন্তা করিতে হয় । মাতা অগ্নির
অরণির স্থায় জনগণের, দেহোৎপত্তির প্রধান আশ্রয় ।
মাতাই সর্ববিষয়ে শান্তিদায়িনী । মাতা থাকিলেই
তাহাকে সনাথ বলা যায়, অন্যথা মানব অনাথ-পদ-
বাচ্য । জীভ্রষ্ট হইয়াও যে জন গৃহে আসিয়া ‘মা’ বলিয়া
ডাকিতে পারে, তাহার শোক করিতে হয় না;
তাহার বর্কক্যও ঘটে না । যাহার জননী বিদ্য-
মান, সে পুত্রপৌত্রযুক্ত এবং শতবর্ষব্যয়ক হইয়াও
দ্বিবর্ষব্যয়ের স্থায় বিহার করে । সমর্থ বা অসমর্থ,
দুর্বল বা সবল, যেমনই হউক না, মাতা সম্ভাবস্থায়ই
পুত্রকে রক্ষা করেন; পোষ্য বলিয়া অপর কেহই
মাতার স্থায় রক্ষা করে না । সন্তানের যখন মাতার
সহিত বিয়োগ ঘটে, তখনই তাহার বুদ্ধি ও তখনই
সে দুঃখিত হয় তাহার পক্ষে তখনই সমগ্র জগৎ শূন্ত-
ময় হইয়া থাকে । মাতার সমান শোভা নাই, মাতার
সমান গতি নাই, মাতার সমান রক্ষক নাই, আর

মাতার সমান ভূষিপ্রদও কিছু নাই । কুক্ষিমধ্যে
ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী, জনন করেন বলিয়া
জননী, অঙ্গের বর্কন করেন বলিয়া অহা, বীরবৎ
ক্রেশ সহিয়া প্রসন্ন করেন বলিয়া বীরহু, শিশুর
শুশ্রূষা করেন বলিয়া স্বক্ৰ, মানন হেতু মাতা,—
ইত্যাদি নাম মাতার নিকৃষ্ট হইয়াছে । পিতা—
মিলিত সমস্ত দেবতার তুল্য; পরন্তু মর্ত্যদেবতা
সকলে মিলিত হইয়াও মাতাকে অতিক্রম করিতে
পারেন না । পতিত গুরুদিগকে ত্যাগ করা যায়,
কিন্তু মাতাকে কখনই ত্যাগ করা যায় না । গর্ভে
ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া মাতা সৰ্বাপেক্ষা
গরীয়সী । ১০১—১০৭ । কোশিকীতীরে বলি
রাজাকে স্ত্রীস্বভাস বশে দীর্ঘকাল নিরীক্ষণকারিণী
নিজ জননীকে হননার্থ পিতা কর্তৃক আদিষ্ট চিরকারী
এই প্রকারে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও কর্তব্য স্থির
করিতে পারিলেন না । ইত্যবসরে ইন্দ্র ব্রাহ্মণ-
রূপে গাথা গান করিতে করিতে তদীয় পিতার
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । গাথা যথা,—“সূত্রকার
বলিয়াছেন,—স্ত্রী-মাত্রেই অসতী; অতএব বুদ্ধিমান
ব্যক্তি তাহাদিগের নিকট ফলই গ্রহণ করিবেন;
তাহাদিগের দোষ দেখিবেন না ।” উদারবুদ্ধি
মেধাতিথি মুনি এই গাথা শুনিয়া সেই দ্বিজকে
যথাযোগ্য অর্চনা করিয়া দুঃখিতমানসে

হহা নারীক সাধবীক কো হু মাং তারঘিষ্যতি ।
সহরেণ ময়াস্তপ্শ্চিরকারী হ্যদারধীঃ ॥ ১১৩ ॥
যদ্যং চিরকারী স্তাং স মাং জায়েত পাতকাং ।
চিরকারিক ভদ্রং তে ভদ্রং তে চিরকারিক ॥ ১১৪ ॥
যদ্যং চিরকারী স্তাং ততোহসি চিরকারিকঃ ।
জাহি মাং মাতরকৈব তপো যচ্চার্জিতং ময়া ॥ ১১৫ ॥
আত্মানং পাতকে বিষ্টং শুভাহ চিরকারিক । এবং
স হুংখিতঃ প্রাপ্তো গৌতমোহচিন্তয়ং তদা ॥ ১১৬ ॥
চিরকারিকং দদর্শাথ পুত্রং মাতুরুপান্তিকে । চিরকারী
তু পিতরং দৃষ্টা পরমহুংখিতঃ ॥ ১১৭ ॥ শত্রুং ত্যক্তা
স্থিতো মুর্দ্ধা প্রসাদায়োপচক্রমে । মেধাতিথিঃ স্মৃতং
দৃষ্টা শিরসা পতितং ভুবি ॥ ১১৮ ॥ পত্নীং চৈব তু
জীবন্তীং পরামভ্যগমনুদম্ । হস্তাদিতি ন সা বেদ
শত্রুপাণৌ স্থিতে স্মৃতে ॥ ১১৯ ॥ বুদ্ধিরাসীৎ স্মৃতং
দৃষ্টা পিতৃচরণয়োর্নতম্ । শত্রুগ্রহণচাপল্যং সংবৃণোতি
ভয়াদিতি ॥ ১২০ ॥ ততঃ পিত্রা চিরং স্মৃতা চিরং

অশ্রু বিসর্জন সহকারে চিন্তা করিতে লাগিলেন ।
অহো! আমি ঈর্ষাবশে জ্ঞানহীন হইয়া সাধবী
রমণীকে হত্যা করিয়া দুঃখসাগরে মগ্ন হইলাম!
আমাকে কে পরিত্রাণ করিবে? উদারবুদ্ধি চির-
কারীকে আমি অবিলম্বে হত্যা করিতে আদেশ
করিয়াছি; পরন্তু অদ্য যদি সে এ কাৰ্য্যে চিরকারী
হয়, তবে আমি পাতক হইতে ত্রাণ পাই। হে
চিরকারিক! তোমার মঙ্গল হউক, চিরকারিক!
তোমার মঙ্গল হউক! অদ্য যদি তুমি চিরকারী
হও, তবেই তুমি বখার্ব চিরকারী। হে শুভনামা
চিরকারিক! অদ্য তুমি আমাকে, তোমার
মাতাকে, আমার অর্জিত তপস্বীকে, এবং তোমার
পাতক পতনোন্মুখ আত্মাকে পরিত্রাণ কর। গৌতম
মেধাতিথি এইরূপ মনে মনে চুপ্চিন্তা করিতে করিতে
পুত্র চিরকারীকে তদীয় মাতার সন্নিকটে দেখিতে
পাইলেন। চিরকারীও পিতাকে দেখিতে পাইয়া
অতি দুঃখে অশ্রু পরিত্যাগপূর্বক পিতার প্রসন্নতা
সাধন জন্ত ভূমিতলে লুপ্তিত মস্তকে প্রণত হই-
লেন। মেধাতিথি, পুত্রকে ভূতলে প্রণত এবং
পত্নীকে জীবিত দর্শনে পমর সন্তোষ প্রাপ্ত
হইলেন! চিরকারীর মাতা, পুত্রকে সশস্ত্র দেখিয়াও
সে যে তাঁহাকেই হত্যা করিতে আসিয়াছে, তাহা
জানিতে পারেন নাই; পুত্রকে পিতৃচরণে প্রণত
দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, অশ্রু ধারণ জন্ত
চাপল্যদোষ পরিহারার্থ ভয়বশে ওরূপ করি-

চাওয়া মুর্খনি। চিরং দোৰ্ভ্যাং পরিষজ্য চিরজীবোক্ত্য-
দাহতঃ ॥ ১২১ ॥ চিরং মুদাধিতঃ পুত্রং মেধাতিথি-
রথাত্রবীৎ । চিরকারিক ভদ্রস্তে চিরকারী
ভবেচ্চিরম্ ॥ ১২২ ॥ চিরায় যৎ কৃতং সৌম্য
চিরমশ্মিন্ন হুংখিতঃ । গাথাশ্চাপ্যত্রবীদ্বিহান্ গোতমো
মুনিসত্তমঃ ॥ ১২৩ ॥ চিরেণ মন্ত্রং সন্ধীয়াচ্চিরেণ চ
কৃতং ত্যজেৎ । চিরেণ বিহিতং মিত্রং চিরং ধারণ-
মর্হতি ॥ ১২৪ ॥ রোগে দর্পে চ মানে চ দ্রোহে
পাপে চ কৰ্ম্মণি । অপ্রিয়ে চৈব কৰ্ত্তব্যে চিরকারী
প্রশস্ততে ॥ ১২৫ ॥ বন্ধুনাং সূহৃদাং চৈব ভৃত্যানাং
দ্রীজনস্ত চ । অব্যক্তেষু পরাধেষু চিরকারী
প্রশস্ততে ॥ ১২৬ ॥ চিরং ধর্ম্মান্নিষেবেত কুর্ধ্যা-
চ্চাষেবণং চিরম্ । চিরমবাস্ত বিদুষ্চিরমিষ্টান্নপাস্ত
চ ॥ ১২৭ ॥ চিরং বিনীয় চাত্মানং চিরং যাত্যনব-
জ্ঞতাম্ । ক্রবতশ্চ পরস্তাপি বাক্যং ধর্ম্মোপসংহিতম্ ॥
১২৮ ॥ চিরং পৃচ্ছেচ্চ শৃণুয়াচ্চিরং ন পরিভূষতে ।
ধর্ম্মে শত্রৌ শত্রুহন্তে পাত্রে চ নিকটস্থিতে ॥ ১২৯ ॥

তেছে। ১০৮—১২০। অতঃপর পিতা মেধাতিথি,—
কিয়ৎকাল অভিধানপূর্বক দীর্ঘকাল মস্তক
আঘ্রাণাস্তে বাহুদ্বয় দ্বারা সেই চিরকারীকে গাঢ়
আলিঙ্গন করিয়া “তুমি চিরজীবী হও” বলিয়া
আশীর্বাদ করিলেন। পরে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে
বলিলেন,—হে চিরকারিক! তোমার মঙ্গল হউক!
সকলেরই চিরকালই চিরকারী হওয়া কর্তব্য। হে
সৌম্য! চিরকালে যাহা করা যায়, তজ্জন্ত পরে
আর চিরকাল পরিতাপ করিতে হয় না! বিদ্বান্
মুনবর গৌতম, এ বিষয়ে ‘এই সকল গাথার উল্লেখ
করেন।—চিরকালে মন্ত্রণা স্থির করিবে; চিরকালেই
সম্পাদিত কৰ্ম্ম উপরিত্যাগ করিবে। চিরকালে
যাত্রার সহিত মিত্রতা করা যায়, সেই মিত্র চিরকালই
মিত্র থাকে। রোগ, দর্প, অভিমান, দ্রোহ, পাপ ও
অপ্রিয় কৰ্ম্মানুষ্ঠানে চিরকারীই প্রশংসার্হ। চিরকাল
ধর্ম্মসেবা করিবে; চিরকাল অন্বেষণ করিবে;
বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গের সহিত চিরকাল একত্রাবস্থান
করিবে, আত্মীয় জনগণের চিরকাল উপসনা
করিবে; আপনাকে চিরকাল শিক্ষিত করিবে;—
এরূপ করিলে চিরকাল সর্বত্র সমাদর প্রাপ্ত হয়।
যখন কেহ অপরকেও কোন ধর্ম্মকথা বলে, তখনও
চিরকাল তাহা জিজ্ঞাসা করিবে এবং চিরকাল
শ্রবণ করিবে। এরূপ করিলে সে কদাচ পরি-
ভূত হয় না। ধর্ম্ম, শত্রু, সশস্ত্র ব্যক্তি ও সং-

ভয়ে চ সাধুপুজায়াং চিরকারী ন শস্ততে । এবমুক্তা
পুত্রভাৰ্যাসহিতঃ প্রাপ্য চাশ্রমম্ ॥ ১৩০ ॥ ততশ্চির-
মুপাস্তাথ দিবং যাতশ্চিরং মুনিঃ । বয়ং হেবং
ঋবন্তোহপি মোহেনৈবং প্রতারিতাঃ ॥ ১৩১ ॥ কলৌ
চ ভবতাং বিপ্রা মচ্ছাপো নিপতিষ্যতি । কেচিৎ সদা
ভবিষ্যন্তি বিপ্রাঃ সৰ্ব্বগুণৈর্ধৃত্যঃ ॥ ১৩২ ॥ পাদ-
প্রক্ষালনং কৃৎস্না ততোহহং ধৰ্ম্মবৰ্ণনং । সমীপে
সাক্ষিণো দেবান্ কৃৎস্না সঙ্কল্পমাচরম্ ॥ ১৩৩ ॥
কাঞ্চনৈর্গোপ্রদানৈশ্চ গৃহদানৈর্ধনাদিভিঃ । ভাৰ্য্যা-
ভূষণবস্ত্ৰৈশ্চ কৃতার্থা ব্রাহ্মণাঃ কৃত্যঃ ॥ ১৩৪ ॥ ততঃ
করং সমুদ্যম্য প্রাহেল্লো দেবসঙ্কমে । হরাক্ষরক-
বামাঙ্কা যাবদেবী গিরেঃ সূতা ॥ ১৩৫ ॥ গণাধীশো
বয়ং যাবদ্যাবল্লিভুবনং হ্রিদম্ । তাবন্নন্দ্যাদিদং স্থানং
নারদস্থাপিতং সূরাঃ ॥ ১৩৬ ॥ ব্রহ্মশাপো ক্রুদ্রশাপো
বিষ্ণুশাপস্তথৈব চ । দ্বিজশাপস্তথা ভূয়াদিদং স্থানং
বিলুপ্ততঃ ॥ ১৩৭ ॥ ততস্তথৈতি তৈঃ সৰ্বৈশ্চৈষ্টৈস্তত্র
তথোদিতম্ । এবং ময়া স্থাপিতে স্থানকেহস্মিন্

পাত্র,—ইহারা সমীপস্থ হইলে কর্তব্য বিষয়ে চির-
কারী হওয়া প্রশস্ত নহে । সেই মুনিবর মেধাতিথি,
এইরূপ বলিয়া পুত্র-ভাৰ্য্যা সহ আশ্রমে আসিয়া
চিরকাল বাসান্তে স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন ।
হে দ্বিজগণ! আমরা এরূপ বলিতেছি বটে, কিন্তু
তৎকালে মোহবশে প্রবঞ্চিত হইয়া আপনাদিগকে
অভিশাপ প্রদান করিয়াছি; আপনাদিগের সেই
শাপ কলিকালে সফল হইবে । পরন্তু তখনও
কোন কোন বিপ্র সতত সৰ্ব্বগুণযুক্ত হইবেন ।
১২১—১৩২ । অতঃপর আমি সেই ব্রাহ্মণগণের পাদ-
প্রক্ষালনপূর্বক ধৰ্ম্মবৰ্ণনার সমীপে দেবগণকে সাক্ষী
করিয়া সঙ্কল্পাচরণান্তে কাঞ্চন, গো, গৃহ, ধন,
ভাৰ্য্যা, ভূষণ ও বসনাদি দ্বারা, সেই ব্রাহ্মণগণকে
সন্তোষিত করিলাম । অতঃপর সেই দেবগণমধ্যস্থ
ইন্দ্র, হস্তোত্তোলনপূর্বক কহিলেন,—হরাক্ষরহারীণী
গিরিনন্দিনী, আমরা, গণেশ্বরগণ ও ত্রিভুবন
যাবৎ কাল বিদ্যমান থাকিবে, হে সুরগণ! নারদ-
স্থাপিত এই স্থানও তাবৎকাল অভিনন্দিত হইবে ।
এই স্থানের বিলোপসাধনার্থ যাহারা চৌর্যাদি
কার্য্য করিবে, তাহারা ব্রহ্মশাপ, বিষ্ণুশাপ, ক্রুদ্র-
শাপ ও দ্বিজশাপ প্রাপ্ত হইবে । তখন দেবগণ
হৃষ্ট হইয়া “তথাস্তু” বলিয়া সেই ব্যাক্যের অভি-
নন্দন করিলেন । অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠিত
সেইস্থানেই কপিল মুনি আবার অপর স্থান

সংস্থাপয়ামাস চ কপিলং মুনিং স্থানে উভে
দেবকৃতে প্রসন্নান্ততো যথুর্দেবতা দেবসম্ম ॥ ১৩৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নারদীয়স্থানপ্রতিষ্ঠাবর্ণনং নাম
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ । মহীসাগরমাহাশ্ম্যমদ্ভুতং কীর্তিতং
হুয়া । বিশ্বয়ঃ পরমো মহৎ প্রহর্ষশ্চোপজায়তে ॥ ১ ॥
তদহং বিস্তরাচ্ছোভুমিদমিচ্ছামি নারদ । কস্ত যজ্ঞে
মহী শানা বহিতাপাভিতাপিতা ॥ ২ ॥ নারদ উবাচ ।
মহদাখ্যানমাখ্যাস্তে যথা জাতা মহীনদী । শৃণুস্তেতাং
কথাং পুণ্যাং পুণ্যমাপ্সাসি পাণ্ডব ॥ ৩ ॥ পুরাভূতুপতি-
ভূমাবিলুপ্ত্য ইতি শ্রুতঃ । বদাত্যঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞো মাশ্ৰো
মানয়িতা প্রভুঃ ॥ ৪ ॥ উচিতজ্ঞো বিবেকশ্চ নিবাসো
ঋগুণসাগরঃ । ন তদন্তি ধরাপৃষ্ঠে নগরং গ্রামপত্তনম্
॥ ৫ ॥ তদীয়পূৰ্ব্বেষ্মন্য চিহ্নেন ন যদঙ্কিতম্ ।
কস্তাদানানি বহুধা ব্রাহ্মণ বিধিনা ব্যধাৎ ॥ ৬ ॥

প্রতিষ্ঠা করেন । এই উভয় স্থানই দেবগণামু-
মোদিত । তারপর দেবগণ প্রসন্নমনে স্ব স্ব
আবাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ১৩৩—১৩৮ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

অৰ্জুন কহিলেন,—আপনি মহীসাগর-সঙ্কমের
অদ্ভুত মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন; ইহাতে আমার
অত্যন্ত বিশ্বয় ও হর্ষ জন্মিয়াছে । হে নারদ! সেই
নিমিত্ত আমি এই বৃত্তান্ত সর্বস্তরে শুনিতে ইচ্ছা
করি,—কাহার যজ্ঞে বহিতাপে সন্তপ্তা হইয়া মহী
শানিযুক্ত হইয়াছিলেন? নারদ কহিলেন,—মহী
নদী যে প্রকারে সমুৎপন্ন হয়, সেই মহৎ উপাখ্যান
বলিতেছি । হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি সেই পুণ্য-
কাহিনী শুনিয়া পুণ্যলাভ করিবে । পুরাকালে
ভূমণ্ডলে বদাত্য, সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ, সৰ্ব্বজনমাত্ত, সকলের
সম্মানকর্তা, নিগ্রহামুগ্রহ-সমর্থ, কর্তব্যজ্ঞানবান,
বিবেকাধার, গুণসাগর, ইন্দ্রহাস্য নামে এক বিখ্যাত
ভূপতি ছিলেন । ধরণীতলে এমন গ্রাম নগর
বা পত্তন ছিল না, যাহা সেই রাজার পূৰ্ব্বে
দ্বারা অঙ্কিত হয় নাই । সেই ভূপতি ব্রাহ্মণবিধি

ভূপালোহসৌ দদৌ দানমাসহস্রাক্ষনার্থিনাম্ । দশমী-
দিবসে রাত্রে গজপৃষ্ঠেন হৃদুভিঃ ॥ ৭ ॥ তাডাতে
তৎপুণ্ড্রে প্রাতঃ কার্যমেকাদশীব্রতম্ । যজ্ঞনা তেন
ভূপেন বিচ্ছিন্নং সোমপায়িনাম্ ॥ ৮ ॥ শরণৈরাস্ততা
দর্ভৈর্দ্বাকুলোৎসেধিতা মহী । গঙ্গায়াং সিকতা ধারা
বর্ষতো দিবি তারকাঃ ॥ ৯ ॥ শকা গণযিতুং
প্রাক্তৈস্তদীয়ঃ সূকৃতং ন তু । ঐদৃশঃ সূকৃতৈরেব
তেনৈব বপুষা নৃপঃ ॥ ১০ ॥ ধাম প্রজাপতেঃ প্রাপ্তো
বিমানেন কুরুদহ । বৃভূজে স তদা ভোগান ত্বলভান-
মরৈরপি ॥ ১১ ॥ অথ কল্পশতশ্চাস্তে ব্যতীতে তং
মহীপতিম্ । প্রাহ প্রজাপতিঃ সেবাবসরাযাতমান্বনঃ ॥
১২ ॥ ব্রহ্মোবাচ । ইন্দ্রহ্যম্ ভ্রতং গচ্ছ ধরাপৃষ্ঠং
নৃপোত্তম । ন স্মাতব্যঃ মদীয়েহদ্য লোকে ক্ষণমপি
হ্যম্ ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্রহ্যম্ উবাচ । কস্মাদব্রহ্মনিতো ভূমৌ
মাং প্রেষয়সি সম্প্রতি । সতি পুণ্যে মদীয়ে তু বহুলে
বদ কারণম্ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ । ন পুণ্যং কেবলং
রাজন্ গুপ্তং স্বর্গশ্চ সাধকম্ । বিনা নিকল্মষাঃ
কীর্তিঃ ত্রিলোকীতলবিস্তৃতাম্ ॥ ১৫ ॥ তব কীর্তি-

অনুসারে অনেকানেক কন্যাদান করিয়াছিলেন ।
তিনি যাচকবর্গকে সহস্র মুদ্রার কম দান করিতেন
না । তদীয় রাজ্যে দশমীদিবসে রাত্রিকালে
গজপৃষ্ঠে হৃদুভি রাখিয়া বাদনপূর্বক ঘোষণা করা
হইত যে,—সকলকেই কলা প্রাতঃকালে একাদশীব্রত
করিতে হইবে । তিনি এত যত্নানুষ্ঠান করিয়া-
ছিলেন যে, মহীমণ্ডল সোমপায়ীদিগের বাস-
ভবনে অবিচ্ছিন্নভাবে সমাচ্ছাদিত ও কুশাস্তরণ
দ্বারা অঙ্গুলিহ্রয় পরিমাণে সমুন্নত হইয়াছিল । প্রাক্ত-
গণ কর্তৃক গঙ্গার বালুকা, বৃষ্টির ধারা, বা আকা-
শের তারাও গণনাযোগ্য হওয়া সম্ভবপর ; পরন্তু
তদীয় সূকৃতির গণনা সম্ভবপর নহে । হে কুরুকুল-
ধুরন্ধর ! তিনি এবদ্বিধ সূকৃতির ফলে সেই শরীরেই
বিমানারোহণে প্রজাপতিধামে যাইয়া অমর-ত্বলভ
ভোগাদি উপভোগ করেন । ১—১১ । অতঃপর
শত কল্পান্তে প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় উপাসনার্থ সমা-
গত সেই নৃপতিকে কহিলেন,—হে নৃপোত্তম !
ইন্দ্রহ্যম্ ! তুমি অবিলম্বে ধরাতলে যাও ;
আমার এই লোকে তুমি আর ক্ষণমাত্রও থাকিও
না । ইন্দ্রহ্যম্ কহিলেন,—ব্রহ্মন ! আমার বহুল
পুণ্য থাকিতেও আমাকে কিজন্ত এখান হইতে
ভূতলে পাঠাইতেছেন ? ইহার কারণ বলুন । ব্রহ্মা
কহিলেন,—রাজন্ ! ত্রিলোকতল-বিস্তৃত নিকল্মষ কীর্তি

সমুচ্ছেদঃ সাম্প্রাতং বসুধাতলে । সজ্জাতশির-
কালেন গহ্বা তাং কুরু নৃতনাম্ ॥ ১৬ ॥ যদি বাহ্মা
মহীপাল মম ধামনি সংস্থিতো ॥ ১৭ ॥ ইন্দ্রহ্যম্
উবাচ । মহীয়ঃ সূকৃতং ব্রহ্মন্ কথং ভূমৌ ভবেদिति ।
কিং কর্তব্যং ময়া নৈতন্মম চেতসি তিষ্ঠতি ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মোবাচ । বলবানেষ ভূপাল কালঃ কলয়তি স্বয়ম্ ॥
১৯ ॥ ব্রহ্মাণ্ডাণ্ডপি মাং চৈব গণনা কা ভবাদৃশাম্ ।
তদেতদেব মন্তেহহং তব ভূপাল সাম্প্রতম্ ॥ ২০ ॥
যৎ কীর্তিমাশ্রনো ব্যক্তিঃ নীহাভ্যোহি পুনর্দিবম্ ।
শুশ্রবানিতি বাচং স ব্রহ্মণঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২১ ॥
পশুতি স্ম তথাশ্রানঃ মহীতলমুপাগতম্ । কাম্পিল্য-
নগরে ভূয়ঃ পপ্রচ্ছান্বনমান্বনা । নগরং স তদা
দেশমপ্রাক্কৌদিতি বিস্মিতঃ ॥ ২২ ॥ জনা উচুঃ ।
ন জানামো বয়ং ভূপমিন্দ্রহ্যম্ ন তৎপূরম্ ॥ ২৩ ॥
যৎ পৃচ্ছসি ভো ভদ্র ! কথিং পৃচ্ছ চিরায়ুষম্ ।
ইন্দ্রহ্যম্ উবাচ । কঃ সম্প্রতি ধরাপৃষ্ঠে চিরায়ুঃ

ব্যতীত কেবল মাত্র পুণ্য দ্বারা স্বর্গবাস হয় না ।
চিরকালান্তে সম্প্রতি বসুধাতলে তোমার কীর্তির
সমুচ্ছেদ ঘটিয়াছে । হে মহীপাল ! তুমি যদি আমার
লোকে বাস করিতে চাও, তবে মর্ত্যে যাইয়া নূতন
কীর্তি প্রতিষ্ঠা কর । ইন্দ্রহ্যম্ কহিলেন,—ব্রহ্মন !
ভূতলে আমার সূকৃতপ্রতিষ্ঠা কিপ্রকারে হইবে ?
আমি সেখানে যাইয়া কি করিব ? এই চিন্তাই এক্ষণে
আমার অন্তঃকরণে বিদ্যমান । ব্রহ্মা কহিলেন,—
হে ভূপাল ! এই পরিদৃশ্যমান কাল অতীব
বলবান্ । ইনি স্বেচ্ছানুসারে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডবর্গের
এবং আমারও পরিণাম সার্থন করেন ; সুতরাং
তোমাদিগের জ্ঞায় সাধারণ লোকের আর কথা
কি ? সুতরাং হে ভূপাল ! তুমি সম্প্রতি ভূতলে
যাইয়া নিজ কীর্তি বিস্তার করিয়া পুনরায়
এখানে আগমন কর । আমি ইহাই সঙ্গত মনে
করি । সেই ভূপতি দ্বারা এই কথা শুনিতে শুনি-
তেই আপনাকে মহীতলস্থ কাম্পিল্যানগরে উপনীত
দেখিলেন । তিনি সেখানে বিস্মিত-চিত্তে নিজের
কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । ১২—২২ । তৎপরে
তত্রত্য জনগণ তাঁহাকে কহিল,—হে ভদ্র ! আমরা
ইন্দ্রহ্যম্ ভূপতিকে জানি না ; কিহ্মা তাঁহার নগরের
কথাও অবগত নহি ; আপনার জ্ঞেয় বিষয় কোনও
দীর্ঘায় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করুন । ইন্দ্রহ্যম্ কহিলেন,—
ধরাতলে ইদানীং কোন্ ব্যক্তি দীর্ঘায় বলিয়া বিখ্যাত

প্রাণতো জনঃ ॥ ২৪ ॥ পৃথিবীজয়রাজোহস্মিন যত্র
প্রকৃত মা চিরম্ । জনা উচুঃ । শ্রুতে নৈমিষারণ্যে
সপ্তকল্পস্বরো মুনিঃ ॥ ২৫ ॥ মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতস্তঃ
গহ্বা পৃচ্ছ সংশয়ম্ । তথোপদিষ্টৈস্তৈর্গহ্বা তত্র তং
মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ২৬ ॥ নিশম্য প্রণিপত্যাহ নৃপঃ
অহৃদয়স্থিতম্ । ইন্দ্রহ্যম্ উবাচ । চিরায়ুর্ভগবান্ ভূমৌ
বিক্রতঃ সাম্প্রতং ততঃ ॥ ২৭ ॥ পৃচ্ছাম্যহং ভবান্
বেত্তি ইন্দ্রহ্যম্ নৃপং ন বা ॥ ২৮ ॥ শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ ।
সপ্তকল্পান্তরে নাভুং কোহপীন্দ্রহ্যমসংজ্ঞিতঃ । ভূপালঃ
কিমহং বচি তবাত্মং পৃচ্ছ সংশয়ম্ ॥ ২৯ ॥ স
নিরাশস্তদাকর্ণ্য বচো ভূপোহগ্নিসাধনে । সমুদযোগং
তদা চক্রে তং দৃষ্টাহ তদা মুনিঃ ॥ ৩০ ॥ মার্কণ্ডেয়
উবাচ । মা সাহসমিদং কার্যীর্ভদ্র বাচং শৃণু মে ।
এতি জীবন্তমানন্দো নরঃ বর্ষশতাদপি ॥ ৩১ ॥
তৎ করোমি প্রতীকারং তব হৃৎগোপশান্তয়ে । শৃণু
ভদ্রমমাস্তীহ বকো মিত্রং চিরন্তনং ॥ ৩২ ॥ নাড়ীজজ্ঞ
ইতি খ্যাতঃ স হ্য জ্ঞাতাসংশয়ম্ । তস্মাদেতি
জ্ঞতং যাবদাবাং তত্র ব্রজাবহে ॥ ৩৩ ॥

আছেন? তিনি এ রাজ্যে বা অশ্র রাজ্যে যেখানেই
থাকুন, আপনারা তাহা বলুন; বিলম্ব করিবেন না।
জনগণ কহিল শুনা যায়, নৈমিষারণ্যে সপ্তকল্প-
স্মৃতিমান মার্কণ্ডেয় নামে খ্যাত এক মুনি আছেন,
তাহাকে যাইয়া সন্ধিবিষয় জিজ্ঞাসা করুন। অতঃ-
পর রাজা ইন্দ্রহ্যম্ জনগণের উপদেশানুসারে
নৈমিষারণ্যে যাইয়া সেই মুনিবরকে দেখিয়া প্রণিপাত-
পূর্বক হৃদ্যত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রহ্যম্
কহিলেন,—ভগবন! ভূতলে সম্প্রতি আপনিই
চিরায়ুঃ; সেইজন্য আমি জিজ্ঞাসিতোঁছি যে, আপনি
ইন্দ্রহ্যম্ রাজাকে জানেন কি? মার্কণ্ডেয় কহি-
লেন,—সপ্তকল্পের মধ্যে কেহ ইন্দ্রহ্যম্ নামে রাজা
হয় নাই। তোমার আর কি জিজ্ঞাস্ত আছে, বল।
রাজা ইন্দ্রহ্যম্ এই কথা শুনিয়া হতাশ হইয়া অগ্নি-
প্রবেশের উদ্যোগ করিলেন; তাহা দেখিয়া মুনিবর
মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ভদ্র! এই হৃৎসাহসের কার্য্য
করিও না; আমার কথা শুন। জীবিত নরগণের
শতবর্ষান্তেও আনন্দপ্রাপ্তি হয়। অতএব আমি
তোমার হৃৎথের প্রতীকারোপায় বলিতেছি। ভদ্র!
শ্রবণ কর; ভূতলে আমার পুরাতন বন্ধু নাড়ীজজ্ঞ
নামে এক বক আছেন। তিনি তোমার জিজ্ঞাস্ত
বিষয়-নিশ্চয়ই জানেন। অতএব আইস, আমরা
অবিলম্বে সেখানে যাই; পরোপকারসাধনই মহাত্মা-

পরোপকারৈককলং জীবিতং হি মহাত্মনাম্ । যদি
জ্ঞাতাসন্ধিমিত্রহ্যম্ স বন্ধুতি ॥ ৩৪ ॥ ভৌ
প্রস্থিতাবিতি তদা বিপ্রেজ্ঞনৃপপুঙ্গবৌ । হিমাচলং
প্রতি প্রীতৌ নাড়ীজজ্ঞানয়ং প্রতি ॥ ৩৫ ॥ বকোহধ
মিত্রং স্বং বীক্ষ্য চিরকালানুপাগতম্ । মার্কণ্ডেয়ং
যযৌ প্রীত্যৎকর্ষিতঃ সম্মুখং দ্বিজৈঃ ॥ ৩৬ ॥
কৃতসংবিদভূৎ পূর্বং কুশলস্বাগতাদিনা । পপ্রচ্ছানস্তরং
কার্য্যং যদাগমনকারণম্ ॥ ৩৭ ॥ মার্কণ্ডেয়োহধ
তং প্রাহ বকং প্রকৃতমীপ্সিতম্ । ইন্দ্রহ্যম্ ভবান্
বেত্তি ভূপালং পৃথিবীতলে ॥ ৩৮ ॥ এতশ্চ মম মিত্রশ্চ
তেন জ্ঞাতেন কারণম্ । নো বায়ং ত্যজতি
প্রাণান পুরা বহিঃপ্রবেশনাং ॥ ৩৯ ॥ এতশ্চ প্রাণরক্ষার্থং
ব্রহ্মি জানাসি চেষ্টপম্ ॥ ৪০ ॥ নাড়ীজজ্ঞ উবাচ ।
চতুর্দশ স্মরাম্যস্মি কল্পান্ বিপ্রেজ্ঞ সাম্প্রতম্ । আস্তাং
তদর্শনং বার্ত্তামপি বা ন স্মরামাহম্ ॥ ৪১ ॥ ইন্দ্রহ্যম্
মহীপালং কোহপি নাসীমহীতলে । এতাবন্মাত্রমেবাহং
জানামি দ্বিজপুঙ্গব ॥ ৪২ ॥ নারদ উবাচ । ততঃ স
বিস্ময়াবষ্টেস্তস্মায়ুরিতি শুশ্রবান্ । পপ্রচ্ছ রাজা

দিগের জীবনের একমাত্র কল। তিনি যদি ইন্দ্র-
হ্যম্কে জানেন, তবে বলিবেন। ২৩—৩৪। পরে
সেই দ্বিজেন্দ্র ও নৃপেন্দ্র উভয়ে নাড়ীজজ্ঞের
আশ্রমোদ্দেশে হিমালয়ের দিকে প্রস্থান করিলেন।
সেখানে সেই বক চিরকালান্তে সমাগত স্বীয় বন্ধু
মার্কণ্ডেয় মুনিকে দেখিয়া প্রীত্যৎকর্ষাবশে অপরা-
পর পক্ষিগণসহ অগ্রবর্তী হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন।
প্রথমে স্বাগত প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর সেই বক
জিজ্ঞাসিলেন,—আগমনের কারণ বল। পরে
মার্কণ্ডেয় তাহাকে তাহার এই জিজ্ঞাস্ত বিষয়
কহিলেন যে, আপনি কি ভূতলে ইন্দ্রহ্যম্
রাজাকে জ্ঞাত আছেন? আমার এই বন্ধুর
সেই বিষয় জানিবার প্রয়োজন। নচেৎ
ইনি বহিঃপ্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।
অতএব আপনি যদি জানেন, তবে ইহার প্রাণ-
রক্ষার্থ তাহা বলুন। নাড়ীজজ্ঞ কহিলেন,—হে
বিপ্রেজ্ঞ! আমি চতুর্দশ কল্পের কৃতান্ত জানি;
ইন্দ্রহ্যম্‌র দর্শন তো দূরের কথা, তাহার বার্ত্তাও
শুনি নাই। হে দ্বিজপুঙ্গব! আমি এইমাত্র জানি
যে, ভূতলে ইন্দ্রহ্যম্ নামে কোনও ভূপাল ছিলেন
না। ৩৫—৪২। নারদ কহিলেন,—অতঃপর রাজা
ইন্দ্রহ্যম্ সেই বকের আয়ুঃপরিমাণ শুনিয়া বিস্ময়াবষ্ট

কো হেতুদানস্ত তপসোহথ বা । যদাঘুরীদৃশঃ দীর্ঘঃ
সংগতমিতি বিস্মিতঃ ॥ ৪৩ ॥ নাড়ীজজ্ঞ উবাচ ।
স্বতকহলমাহাত্ম্যায়ম দেবস্ত শূলিনঃ । দীর্ঘমায়ুরিদং
বিপ্র শাপাদ্বকবপুঃ শৃণু ॥ ৪৪ ॥ পুরা জন্মস্তহং
বালো ব্রাহ্মণস্তাতবং ভূবি । পারাশর্যাসগোত্রস্ত
বিশ্বরূপস্ত সন্মুনেঃ ॥ ৪৫ ॥ বালকো বক ইত্যেবং
প্রতীতোহতিপ্রিয়ঃ পিতুঃ । চপলোহতীব বালহে
নিসর্গাদেব ভদ্রক ॥ ৪৬ ॥ অথ মারকতং লিঙ্গং
দেবতাবসথাং পিতুঃ । চপল্যাদালভাবাচ্চাপহৃত্য
নিহিতং ময়া ॥ ৪৭ ॥ স্বতস্ত কুন্তে সংক্রান্তৌ মকর-
স্তোত্তরায়ণে । অথ প্রাতর্ব্যতীতায়ং নিশি যাবৎ
পিতা মম ॥ ৪৮ ॥ নিশ্মাল্যাপনয়ং চক্রে তাবচ্ছৃত্য
শিবালয়ম্ । নিশম্য কান্দিশীকো মাং পপ্রচ্ছ মধুর-
স্বরম্ ॥ ৪৯ ॥ বৎস ক হু যয়া লিঙ্গং নুনং বিনিহিতং
বদ । দাস্তামি বাহিতং যন্তে ভক্ষ্যামস্ততবেপ্সিতম্ ॥
৫০ ॥ ততো ময়া বালভাবাষ্টক্যলুকেন তৎ পিতুঃ ।
স্বতকুন্তাস্তরাক্ষ্য ভদ্র লিঙ্গং সমর্পিতম্ ॥ ৫১ ॥ অথ
কালে তু সম্প্রাপ্তে প্রমীতোহহং নৃপালয়ে । জাতো

চিত্তে জিজ্ঞাসিলেন যে, কোন্ দান বা কোন্ তপস্তার
ফলে আপনার ঐদৃশ দীর্ঘায়ু লাভ হইয়াছে? নাড়ী-
জজ্ঞ কহিলেন,—হে বিপ্র! স্বতকহল-মাহাত্ম্যে শঙ্ক-
রের প্রসাদে আমার এই দীর্ঘ আয়ু লাভ হইয়াছে;
পরন্তু শাপের দ্বারা এই বকশরীর-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।
এ বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বজন্মে আমি
ব্রাহ্মণ-বালক ছিলাম। পরাশরবংশীয় বিশ্বরূপ নামক
মুনিবরের পুত্ররূপে আমার জন্ম হইয়াছিল। আমার
নাম ছিল—বক। আমি পিতার অতীব প্রিয়পাত্র
ছিলাম। হে ভদ্র! বাল্যাবস্থায় আমি স্বভাবতই
অত্যন্ত চঞ্চল ছিলাম। একদা উত্তরায়ণে মকর-
সংক্রান্তিতে আমি চপলতাবশতঃ পিতার দেবভবন
হইতে মরকত-লিঙ্গ অপহরণপূর্বক একটি স্বতকুন্ত-
মধ্যে স্থাপন করিলাম। রাত্রিকাল অতিবাহিত হইলে,
পরদিন প্রাতঃকালে পিতা যখন নিশ্মাল্যাপসারণ
করেন, তখন লিঙ্গটী দেখিতে না পাইয়া কিংকর্তব্য-
বিমুঢ় হইয়া আমাকে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—বৎস!
তুমি লিঙ্গটী কোথায় রাখিয়াছ? নিশ্চয় করিয়া
বল; ইহা বলিলে ভক্ষ্য বা অস্ত্র যাহা কিছু তোমার
বাহিত, আমি তাহা তোমাকে দিব। অতঃপর
আমি বালভাবপ্রযুক্ত খাদ্যের লোভে স্বতকুন্ত
হইতে আনিয়া সেই উত্তম লিঙ্গটী পিতাকে

জাতিস্মরণস্তাবদানর্জাধিপতে: স্মৃত: ॥ ৫২ ॥ স্বত-
কহলমাহাত্ম্যায়করস্বে দিবাকরে । অপি বাল্যা-
দবজ্ঞানাং সংযোগাদৃষ্মতলিঙ্গয়োঃ ॥ ৫৩ ॥ ততঃ
সংস্থাপিতং লিঙ্গং প্রাগ্জন্ম স্মরতা ময়া । ততঃ
প্রভৃতি লিঙ্গানি স্বতেনাচ্ছাদয়াম্যহম্ ॥ ৫৪ ॥ পিতৃ-
পৈতামহং প্রাপ্য রাজ্যং শক্ত্যনুরূপতঃ । ততঃ
প্রসন্নো ভগবান্ পার্শ্বতীপতিরাহ মাম্ ॥ ৫৫ ॥ পূর্ব-
জন্মনি তুষ্টিহং স্বতকহলপূজয়া । প্রযচ্ছাম্যগ্নি
তে রাজ্যমধুনাভিমতং বৃণু ॥ ৫৬ ॥ ততো ময়া কৃতঃ
প্রাদাদাগণপত্যং মদীপ্সিতম্ । কৈলাসে মাং শিবো
নিত্যং সন্তুষ্টঃ প্রাহ চেতি চ ॥ ৫৭ ॥ তেনৈব হি
শরীরেণ প্রণতং পুরতঃ স্থিতম্ । অদ্যপ্রভৃতি
সংক্রান্তৌ মকরস্তাপরোহপি যঃ ॥ ৫৮ ॥ স্বতেন
পূজাং কর্তাসৌ ভাবী মম গণং ক্ষুটম্ । ইত্যাঙ্ক
মাং শিবো ভদ্র গণকোটিশ্বরং ব্যধাৎ ॥ ৫৯ ॥
প্রতীপপালকং নাম সংস্থিতং শিবশাসনম্ । ততঃ

দিলাম। ৪৩—৫১। অতঃপর কিয়ৎকালান্তে আমি
মরণাপন্ন হইয়া আনন্ড দেশে রাজপুত্ররূপে
জাতিস্মরণ হইয়া জন্মিলাম। আমি যে মকর-
সংক্রান্তিতে স্বতকুন্ত মধ্যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলাম,
বালকতাপ্রযুক্ত অজ্ঞানবশে অন্তর্স্থিত হইলেও সেই
স্বত ও লিঙ্গের সংযোগহেতু স্বতকহলমাহাত্ম্যে
আমার এইরূপ ফললাভ হইয়াছিল। এ জন্মে
আমি পূর্বজন্ম-স্মৃতিহেতু লিঙ্গ স্থাপন করিলাম
এবং পিতৃপিতামহাগত রাজ্য পাইয়া রাজ্যস্থ সমস্ত
লিঙ্গকেই যথাশক্তি স্বতদ্বারা আবৃত করিলাম।
তাহাতে ভগবান্ পার্শ্বতীপতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে
কহিলেন,—আমি স্বতকহল-পূজাফলে পূর্বজন্মেই
সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এ জন্মে রাজ্য দান করি-
য়াছি। এক্ষণে তুমি অভিমত বর গ্রহণ কর।
অতঃপর আমার প্রার্থনানুসারে মহাদেব আমাকে
গাণপত্য দান করিলেন এবং সেই শরীরেই আমাকে
কৈলাসে লইয়া গেলেন। আমি প্রণামপূর্বক তদীয়
অগ্রভাগে অবস্থান করিলে আমাকে কহিলেন,—
অদ্য হইতে অপর কোন ব্যক্তিও যদি মকর-
সংক্রান্তিতে আমাকে স্বতদ্বারা অর্চনা করে, তবে
সেও আমার গণ হইবে, সংশয় নাই। হে ভদ্র!
শিব আমাকে এই বলিয়া গণকোটির অধিপতি
করিয়া দিলেন। আমি তখন প্রতীপপালক নামে
প্রসিদ্ধ হইয়া শিবের আদেশপালনে নিযুক্ত রহি-

কামাদিভিঃ ষড়্ভিঃ পদৈশ্চতুঃক্রমণাঙ্কিকাম্ ॥ ৬০ ॥
নিসর্গচপলাং প্রাপ্য ভ্রমরীমিব তাং শ্রিয়ম্ । নৈবালম-
তবং তস্তা ধারণে দৈবযোগতঃ ॥ ৬১ ॥ বিচচার
তদা মন্তঃ কিলাহং বারণো যথা । কৃত্যাকৃত্যবিচা-
রেণ বিমুক্তোহতীব গর্ষিতঃ ॥ ৬২ ॥ বিদ্যামভিজনং
লক্ষীং প্রাপ্য নীচনরো যথা । আপদাং পাত্রতা-
মেতি সিন্ধুনামিব সাগরঃ ॥ ৬৩ ॥ অথ কালে বাতি-
ক্রান্তে কিয়মাত্রো যদৃচ্ছয়া । বিচরন্নগমং শৈলং
হিমালীকক্ককন্দরম্ ॥ ৬৪ ॥ তপস্ততি মুনিস্তত্র গালবো
ভার্যয়া সহ । সর্দৈব তীব্রতপসা ক্রশো ধমনি-
সন্ততঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্রাহ্মণস্ত হি দেহোহয়ং নৈবৈহিকফল-
প্রিয়ঃ । কঙ্কায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ ॥
৬৬ ॥ তস্তা ভার্য্যাতিক্রপেণ বিজিগ্যে বিশ্ববর্ণিনী ।
তবী শ্রামা যুগাক্ষী সা পীনোন্নতপয়োধরা ॥ ৬৭ ॥
হংসগদগদসন্তাষা মন্তমাতঙ্গগামিনী । বিস্তীর্ণজঘনী
মধ্যে কামা দীর্ঘশিরোরুহা ॥ ৬৮ ॥ নিয়নাত্তিবিধা-
ত্রৈষা নিশ্চিতা সন্দিদৃক্ষুণা । বিকীর্ণমিব সৌন্দর্য্য-
মেকপাত্রমিব স্থিতম্ ॥ ৬৯ ॥ ততোহবিনীতস্তাং

লাম । অতঃপর কামাদিরূপ ষট্‌পদদ্বারা ভ্রমণশীলা
স্বভাব-চপলা ভ্রমরীর স্থায় সেই স্ত্রী লাভ করিয়া
আমি দৈববশে তাহার রক্ষণে সমর্থ হইলাম না ;
তখন আমি মন্ত মাতঙ্গবৎ গর্ষবশে কার্য্যাকার্য্য-
বিচারহীন হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলাম । বিদ্যা,
কুলগৌরব ও লক্ষ্মীলাভ করিয়া যেমন নীচ জনগণ,
নদীসমূহ সঙ্গত সাগরের স্থায় আপৎসকলের পাত্র
হইয়া থাকে, আমারও তখন তদ্রূপ ভাব ঘটিল ।
৫২—৬৩। অতঃপর কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা
আমি যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে করিতে হিমালয়-
পর্ব্বতে গালব মুনির আশ্রমসমীপে যাইয়া উপস্থিত
হইলাম । সেখানে গালব মুনি পত্নীর সহিত তপস্তা
করিতেন । নিয়ত তপশ্চরণ হেতু তিনি নিতান্ত ক্লশ
ও শিরাব্যাণ্ড-কায় হইয়াছিলেন । বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের
দেহ ঐহিক সুখভোগের জন্ত সৃষ্ট নহে ; উহা
ইহকালে কষ্টসাধ্য তপশ্চরণ ও পরকালে অনন্ত
সুখসম্ভোগের জন্তই সৃষ্ট । যাহা হউক, সেই
গালব মুনির পত্নী জগতে পরম রূপবতী ছিলেন ।
তিনি কীর্ণাক্ষী, শ্রামা, যুগলোচনা, পীনোন্নতস্তনী,
মন্তমাতঙ্গগামিনী, হংসগদগদভাষিনী, বিস্তীর্ণজঘনা,
মধ্যাক্ষী, দীর্ঘকেশী ও নিয়নাত্তি ; দেখিলে বোধ
হয় যেন বিধাতা ইতস্ততোবিক্রিপ্ত সৌন্দর্য্যরাশি
একত্রিত করিয়া দেখিবার জন্তই তাহাকে নিৰ্ম্মাণ

বীক্য ভদ্র গালববল্লভাম্ । অহমানং শরব্রাতৈ-
স্তাভিতঃ পুষ্পধরম্ । বিবেকিনোহপি মুনয়স্তাব-
দেব বিবেকিনঃ ॥ ৭০ ॥ যাবন্ন হরিণাক্ষীণামশাঙ্ক-
বিবরেক্ষিতাঃ । ময়া ব্যবসিতং চিত্তে তদানীন্তাং
জিহীষুণা ॥ ৭১ ॥ ইতি চেতি হরিষ্যামি তপসা
রক্ষিতাং মুনৈঃ । অস্তাঃ কৃতে যদি শপেন্মুনিস্তত্র
পরাতবঃ ॥ ৭২ ॥ মম ভাবী ভবেদেবা ভার্য্যা
মৃত্যুকৃত্যপি মে । তস্মাচ্ছিম্যো ভবাম্যস্ত শুশ্রূষা-
নিরতো মুনৈঃ ॥ ৭৩ ॥ প্রাপ্যাস্তরং হরিষ্যামি নাস্ত
যোগোয়মঙ্গনা । ইতি ব্যবস্ত বিদ্যার্থিমূর্তিমান্ভায়
গালবম্ ॥ ৭৪ ॥ নমস্কৃত্য বচোহবোচমিতি ভার্য্যনো-
দিতঃ । তথা মতিস্তথা মিত্রং ব্যবসায়স্তথা মৃণাম্ ॥
৭৫ ॥ ভবেদবশ্চ তস্তাবি যথা পুষ্টিঃ পুরা কৃতম্ ।
বিবেকবৈরাগ্যযুক্তো ভগবৎস্থামুপস্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥
শিষ্যোহহং ভবতা পাঠ্যং কণধারং মহামুনিম্ ।
অপারপারদং বিষ্ণুং বিপ্রমূর্তিমুপাশ্রিতম্ ॥ ৭৭ ॥

করিয়াছেন । ৬৪—৬৯ । হে ভদ্র ! অতঃপর আমি
অবিনীত বলিয়া সেই গালববল্লভাকে দেখিয়াই
মদনের বাণজালে তাড়িত হইলাম । কলতঃ বিবেক-
শালী মুনিগণও ততক্ষণই বিবেকবান থাকেন, যাবৎ
যুগাক্ষীদিগের অপাক্ষবিক্ষেপে বীক্ষিত না হন ।
তখন আমি মনে মনে তাহাকে হরণ করিবার
অভিলাষে ভাবিতে লাগিলাম যে, মুনির তপঃপ্রভাবে
রক্ষিতা হইলেও আমি ইহাকে এই এইরূপে অপ-
হরণ করিব ; এজন্য যদি মুনি আমাকে অভিশাপ
দেন, সে লাঞ্ছনাও স্বীকার্য্য ; কলতঃ হয় আমি
ইহাকে ভার্য্যা করিব, নয় এইজন্য আমার প্রাণ
যাইবে । অতএব আমি যাইয়া মুনির শিষ্য হই গ্রহণ-
পূর্ব্বক শুশ্রূষাপরায়ণ হই । পরে অবকাশমত ইহাকে
অপহরণ করিবে ; এই রমণী এই মুনির যোগ্য
নহে । ভবিতব্যতাবশে আমি এইরূপ স্থির করিয়া
বিদ্যাধিবেশে যাইয়া গালবকে নমস্কারপূর্ব্বক
আপন অভিপ্রায় বলিতে লাগিলাম । বস্তুতঃ
জনগণ পুরাকালে যেমন কণ্ঠ করে, ইহকালে
তদনুসারেই তাহার বন্ধু, বুদ্ধি ও ব্যবসায় হইয়া
থাকে । ইহাতে সন্দেহ নাই । আমি কহিলাম,—
হে ভগবন্ ! আমি বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া
আপনার শরণাগত হইলাম ; আপনি আমাকে
অধ্যয়ন করাউন ; আমি আপনার শিষ্য হই গ্রহণ
করিতেছি । আমি অপার ভবনদীর পারদাতা
কণধার, বিপ্ররূপধর প্রত্যক্ষ সচেতন ব্রহ্মমূর্তি

নমস্তু চেতনং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষং গালবাখ্যা । অবিদ্যা-
কৃষ্ণসর্পেণ দষ্টং তদ্বিশীড়িতম্ ॥ ৭৮ ॥ উপদেশ-
মহামন্ত্রেণাং জাগতিক জীবয় । মহামোহমহারুক্ষো
হৃদ্যাবাপসমুখিতঃ ॥ ৭৯ ॥ হৃদ্যাকাতীক্ধারেণ কুঠা-
রেণ ক্ষয়ং ব্রজেৎ । অপবর্গপথব্যাপী মুচসংসর্গ-
সেচনঃ ॥ ৮০ ॥ ছিদ্যতাং হৃদ্যধারেণ বিদ্যাপরশু-
নাধুনা । ভজামি তব শিষ্যোহহং বরিবস্থাপর-
শ্চিরম্ ॥ ৮১ ॥ সমিদর্ভান্ মূলফলং দাক্ষিণি জলমেব
চ । আহরিস্যোহন্নগ্ৰহাষ বিনীতং মামুপস্থিতম্ ॥ ৮২ ॥
ইখং পুরা বকাভিখ্যং বকরুতিমুপাশ্রিতম্ । তদার্জবে
কৃতমতিরনুজগ্রাহ মাং মুনিঃ ॥ ৮৩ ॥ ততোহতীব
বিনীতোহহং ভূহা তং ব্রাহ্মণ্যুতম্ । বিশ্বাসনাথ
সুদৃঢ়ং তোষয়ামি দিনেদিনে ॥ ৯৪ ॥ স চ জানন্
মুনিঃ পত্নীং পাত্ৰভূতামবিশ্বসন্ । স্ত্রীচরিত্রবিদক্ষে
তাং বিধায় স্থপিত্তি দ্বিজঃ ॥ ৮৫ ॥ অথাত্মস্মিন দিনে
সাত্বদ্রাক্ষণ্যথ রজস্বলা । তদ্রণায়িনী রাত্রৌ
বিশ্বাসায়ে তপস্বিনী ॥ ৮৬ ॥ ইদমন্তরমিত্যন্তর্বিচ-

গালবাখ্য বিষ্ণুকে নমস্কার করি । আমি অবিদ্যা-
রূপ কৃষ্ণসর্পের দংশনে বিষ-পীড়িত হইয়াছি,
হে বিববেদ্য । আমাকে সুপদেশরূপ মহামন্ত্র
দ্বারা সঞ্জীবিত করুন । আমার হৃদয়রূপ গর্ত হইতে
মহামোহরূপ মহাবৃক্ষ সমুৎপন্ন হইয়াছে, উহা আপ-
নার বাক্যরূপ তীক্ষ্ণধার কুঠারে ছিন্ন হউক । সেই
মোহবৃক্ষ অপবর্গ-পথ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, ও হীনসংসর্গ-
রূপ জলসেচনে বর্ধিত হইয়াছে । হে হৃদ্যধর !
আপনি বিদ্যারূপ পরশু দ্বারা এক্ষণে উহাকে ছেদন
করুন । আমি আপনার শিষ্য হইয়া নিয়ত শুশ্রূষা
করিব ;—সমিধ, কাষ্ঠ, কুশ, মূল, ফল ও জলাদি
আহরণ করিয়া দিব । আমাকে অনুগ্রহ করুন, আমি
বিনীতভাবে আপনার শরণাগত হইলাম । ৭০—৮২ ।
আমি এইরূপে বকের স্থায় বাহরে সাধুবেশে
লাধুতা দেখাইয়া শিষ্য হই প্রার্থনা করিলে সেই সরণ-
চেষ্টা মুনি আমাকে অনুগ্রহ করিলেন । আমিও
অতি বিনীতভাবে দৃঢ় বিশ্বাসোৎপাদনার্থ নিয়ত
সেই মুনিদম্পতির সন্তোষ সাধন করিতে লাগি-
লাম । পরন্তু স্ত্রীচরিত্রবিৎ সেই মুনি, পত্নী সংপাত্রা
সহিত ও অবিশ্বাসবশে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া
বন্দন করিতেন । অতঃপর একদা সেই তপস্বিনী
ব্রাহ্মণী রজস্বলা হইলেন ; তজ্জন্ত রাত্রিকালে আমার
প্রতি বিশ্বাসবশে তিনি সেই মুনিবরের কিঞ্চিৎ দূরে

স্তাহং প্রহরিতঃ । মলিনচাক্রাভির্ভূতানি শীথে তামধা-
হরম্ ॥ ৮৭ ॥ বিলাপ তদা বালা ত্রিযমাণা মল্লো-
চ্চকৈঃ । মৈবং মৈবমিতি জ্ঞাহা মাং স্বরেণাব্রবী-
মুনিম্ ॥ ৮৮ ॥ বকরুতিরয়ং দৃষ্টো ধর্ম্মকঙ্কমাস্রিতঃ ।
হরতে মাং হুরাচারস্তম্ভাঃ জাহি গালব ॥ ৮৯ ॥
তব শিষ্যঃ পুরা ভূহা কোহপ্যেযোহদ্য মলিনচুঃ ।
মাং জিহীষতি তদ্রক্ষ শরণ্য শরণং ভব ॥ ৯০ ॥ তদ্বাক্য-
সমকালং স প্রবুদ্ধো গালবো মুনিঃ । তিষ্ঠতিষ্ঠেতি
মামুক্তা গতিস্তম্ভং ব্যাধায়ম ॥ ৯১ ॥ ততশ্চিদ্ভা-
কৃতিরহং স্তম্ভিতো মুনিভবম্ । ব্রীড়িতং
প্রবিশামীব স্নানানি কিল লজ্জয়া ॥ ৯২ ॥ ততঃ
প্রকুপিতঃ প্রাহ মামভ্যেত্যথ গালবঃ । তদ-
বজ্রহঃসহং বাক্যং যেনাহমভবং বকঃ ॥ ৯৩ ॥ গালব
উবাচ । বকরুতিমুপাশ্রিত্য বকিতোহহং যতস্তদা ।
তস্মাদবকস্তং ভবিতা চিরকালং নরাধম ॥ ৯৪ ॥
ইতি শপ্তোহহমভবং মুনিনাধর্ম্মমাস্রিতঃ । পরদারো-
পসেবার্থমর্থমিমমাগতঃ ॥ ৯৫ ॥ ন হীদৃশমনাঘূষ্যং

শয়ন করিলেন । আমি তখন মনে মনে “ইহাই
অবসর” বুঝিয়া অতীব হুটু হইলাম, এবং বীভৎ-
সাক্রুতি ধারণপূর্বক সেই নিশীথকালে তাঁহাকে
হরণ করিয়া লইয়া চলিলাম । তাহাতে সেই বালা
উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । আমি
তাঁহাকে বিলাপ করিতে বারবার নিষেধ
করিতে লাগিলাম । তখন মুনিপত্নী আমার স্বর
শুনিয়া চিনিতে পারিলেন এবং মুনিবরের উদ্দেশে
কহিলেন,—হে গালব ! না জানি কোন্ দস্য
পুঙ্খ তোমার শিষ্য হইয়া এক্ষণে আমাকে অপহরণ
করিতেছে ; অতএব আমাকে রক্ষা করুন । হে
শরণ্য ! আমার জ্ঞান করুন ৮৩—৯০ । রমণী
এই কথা বলিতে বলিতেই গালব মুনি প্রবুদ্ধ হইয়া
“তিষ্ঠ, তিষ্ঠ” বলিয়া আমার গতি স্তম্ভিত করিলেন ।
বিচিত্র-বেশধারী আমি তখন মুনিবর্জক স্তম্ভিত
হইয়া লজ্জাবশে যেন নিজশরীরেই বিলীন হইতে
লাগিলাম । অনন্তর গালবমুনি ক্রুদ্ধ-চক্রে আমার
নিকটে আসিয়া সেই বজ্রসম হঃসহ শাপ দান
করিলেন,—যাহার কলে আমি বকর প্রাপ্ত হইলাম ।
গালব কহিলেন,—যেহেতু তুমি বকরুতি আশ্রয় করিয়া
আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ, তজ্জন্ত রে নরাধম !
তুমি চিরকাল বক হইয়া থাকিবি । আমি অধর্ম্ম
আশ্রয় করায় এই দারুণ অতিশাপ প্রাপ্ত হই ।
পরদার-সেবা কর্ত্তাই আমার এই অনর্থ ঘটে ।

লোকে কিঞ্চিদবিদ্যতে। যাদৃশং পুরুষশ্চৈব
পরদারোপসেবনম্ ॥ ৯৬ ॥ ততঃ সতী সা মৎস্পর্শ-
দূষিতাক্ষী তপস্বিনী। ময়া বিমুক্তা স্নাত্বা মাং
তথৈবাহুশশাপ হ ॥ ৯৭ ॥ এবং তাত্যামহং শপ্তো
হৃৎপর্ণবস্ত্রাৎ। কম্পমানঃ প্রণমোভাববোচং
তত্র দম্পতী ॥ ৯৮ ॥ গণোহুমীশ্বরশ্চৈব তুর্কিনীততরো
যুবাং। নিরোধমেবং কুরুতং ভগবন্তাবনুগ্রহম্ ॥
৯৯ ॥ বাচি ক্ষুরো নাবনীতং হৃদয়ং হি দ্বিজম্ভনাম্।
প্রকৃপ্যন্তি প্রসীদন্তি ক্ষণেনাপি প্রসাদিতাঃ ॥ ১০০ ॥
ত্বয়ি বিপ্রতিপন্নস্ত ত্বমেব শরণং মম। ভূমৌ
শ্লানিতপাদানাং ভূমিরেবাবলদনম্ ॥ ১০১ ॥ গণাধিপ-
তামপি মে জাতং পরিভবাম্পদম্। বিপদস্তা হি
জায়ন্তে তুর্কিনীতস্ত সম্পদঃ ॥ ১০২ ॥ বিদুরেষ্যাক্ষিয়া-
পায়ং পরতোহন্তে বিবেকিনঃ। নৈবোভয়ং বিদুনীচা
বিনামুভবমানঃ ॥ ১০৩ ॥ তুর্কিনীতঃ প্রিয়ং প্রাপ্য
বিদ্যামৈখর্যামেব বা। ন তিষ্ঠতি চিরং স্থানে যথাহং
মদগর্ভিতঃ ॥ ১০৪ ॥ বিদ্যামদো ধনমদস্থতীয়ো-

হতিজনো মদঃ। এতে মদা মদাঙ্কানামেত এব
সতাং দমাঃ ॥ ১০৫ ॥ নোদর্কশালিনী বুদ্ধির্ষেবাম-
বিজিতাম্ভনাম্। তৈঃ শ্রিয়শ্চপলা বাচ্যং নীয়ন্তে
মাদৃশৈর্জনৈঃ ॥ ১০৬ ॥ তৎ প্রসীদ মুনিশ্রেষ্ঠ শাপান্তং
মেহধুনা কুরু। তুর্কিনীতেষাপি সদা ক্ষমাচারী হি সাধবঃ ॥
১০৭ ॥ ইত্থং বচসি বিজ্ঞপ্তে বিনীতেনাপি বৈ ময়া।
প্রসাদপ্রবণো ভূত্বা শাপান্তং মে তদা ব্যধাৎ ॥ ১০৮ ॥
গালব উবাচ। চন্দ্রকীর্তিসমুদ্রারসহায়ত্বং ভবিষ্যসি।
যদেলেহ্যমুপস্থ তদা মোক্ষমবাপ্যসি ॥ ১০৯ ॥ ইত্যহং
মুনিশাপেন তদাপ্রভৃতি পর্কতে। হিমাচলে বকো
ভূত্বা কাশ্যপেযো বসামি চ ॥ ১১০ ॥ রাজ্যং
চিরায়ুরিতি মে স্মৃতকন্দলস্ত জাতিস্মরহমধুনাপি
তথাহুভাবান। শাপাদ্বকহমভবমুনিগালবস্ত তদ্ভদ্র
সর্বমুদিতং ভবতাদ্য পৃষ্টম্ ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে মহৌপ্রাভূতাবে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

পুরুষগণের পরদার সেবার স্থায় অনাযুষ্যকর অপর
কোন কর্ম নাই। যাহা হউক, পরে আমার স্পর্শে
দূষিতাক্ষী সেই তপস্বিনী সাধবীও আমা কর্তৃক
পরিত্যক্তা হইয়া স্নানান্তে আমাকে তাদৃশ শাপ
দিলেন। তাঁহাদিগের অভিশাপে আমি ভয়বশতঃ
অশ্বখপত্রবৎ কাঁপিতে কাঁপিতে সেই দ্বিজদম্পতিকে
প্রণতি করিয়া কহিলাম,—আমি শিবের গণ; পরন্তু
অতীব তুর্কিনীত; আপনারা আমাকে যেমন নিরুদ্ধ
করিয়াছেন, রূপা করিয়া তদ্রূপ অনুগ্রহও করুন।
দেখুন, দ্বিজগণের বাকা ক্ষুরসম, কিন্তু হৃদয় নব-
নীতবৎ কোমল হইয়া থাকে; এজন্ত তাঁহারা
সামান্য কারণেই সহসা যেমন প্রকুপ্ত হন, তদ্রূপ
আবার প্রসাদিত হইয়া ক্ষণমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া
থাকেন। হে মুনে! আপনা হইতেই আমার
বিপদ ঘটিয়াছে, সুতরাং আপনিই আমার
অবলদন। দেখুন, ভূতলে পদশ্চলন ঘটিলে
ভূমিকেই অবলদন করিতে হয়। গণাধিপতাও
আমার পরিভবহেতু হইল! তুর্কিনীতের সম্পদ-
সমূহও অন্ত্যকালে বিপৎপাতের হেতু হইয়া থাকে।
বিবেকী জনগণ বুদ্ধি দ্বারা অপর হইতে সন্তাব্য
বিপদের বিষয়ও পূর্বেই জানিতে পারেন; কিন্তু নীচ
জনগণ, আত্মাহুতির অভাবে সন্তাব্য বা উপস্থিত
বিপদের বিষয়ও বুঝিতে পারে না। তুর্কিনীত
ব্যক্তি হই, বিদ্যা বা ঐখর্য লাভ করিলে মদগর্ভে

আমার স্থায় দীর্ঘকাল স্থায় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে
পারে না। বিদ্যামদ, ধনমদ ও আভিজাত্যমদ,—
মদাঙ্গগণের পক্ষেই ইহারা মদ; নচেৎ সাধু-
গণের পক্ষে ইহারা দমস্বরূপ। যে সকল অবি-
জিতায়া জনগণের বুদ্ধি পরিণাম-চিন্তাহীন, সেই
মাদৃশ জনগণই শ্রীকে ‘চপলা’ পদবাচ্য করিয়া
থাকে। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমার
শাপান্ত করুন। দেখুন, সাধুগণ তুর্কিনীতদিগের
প্রতিও ক্ষমাবলদন করিয়া থাকেন। আমি সর্বিনয়ে
এবম্বিধ বাক্যে প্রার্থনা করিলে মুনিবর আমার
প্রতি প্রসন্ন হইয়া মদীয় শাপান্ত করিলেন।
গালব কহিলেন,—তুমি যখন ইন্দ্রহ্য রাজার বিলুপ্ত
কীর্তি উদ্ধারে সহায়তা করিবে, তখনই তোমার
শাপান্ত ঘটবে। সেই হইতে আমি মুনিশাপ-
প্রভাবে কণ্ঠপবণীয় বক হইয়া এই হিমালয়-পর্বতে
বাস করিতেছি। হে ভদ্র! স্মৃতকন্দল দান-
মহিমায় আমার রাজ্য, চিরায়ু, এবং এখনও
জাতিস্মরহ আর গালবমুনির শাপে বকত্ব প্রাপ্তি
হইয়াছে। তোমার জিজ্ঞাসিত সঙ্কল্প বৃত্তান্তই তো
এই আমি কহিলাম ॥ ৯১—১১১ ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । নাড়ীজজ্ববকেনোক্তাঃ বাচ-
মাকর্ণ্য ভূপতিঃ । মার্কণ্ডেয়েন সংযুক্তো বভূবাভীব
দুঃখিতঃ ॥ ১ ॥ তং নিশম্য মুনির্ভূপঃ দুঃখিতঃ
সাক্ষলোচনম্ । সমানবাসনঃ প্রাহ তদর্থং স পুন-
র্ককম্ ॥ ২ ॥ বিধায়াশাং মহাভাগ হৃদন্তিকমুপাগতো ।
আবাং চিরায়ুর্জাতাংশাবিল্লহ্যমিতি দ্বিজ ॥ ৩ ॥
নিম্পন্নং নাস্ত তৎকার্য্যং প্রাণানেষ মুমুক্ষতি । বহি-
প্রবেশেন পরং বৈরাগ্যং সমুপাগতঃ ॥ ৪ ॥ তন্মা-
মুপাগতোহহং ত্বাং সিদ্ধং নাস্ত বাঞ্ছিতম্ । তদেন-
মল্পযাস্তাসি মরণেন ত্বয়া শপে ॥ ৫ ॥ আশাং কুহা-
ভ্যাপায়াতং নিরাশং নেক্ষিতুং কমাঃ । ভবন্তি
সাধবস্তস্মাজ্জীবিতান্নরণং বরম্ ॥ ৬ ॥ প্রার্থিতং
চামুনা হুংসং ময়া চাটম্ প্রতিশ্রুতম্ । ত্বাং মিত্রং
তৎপরিজ্ঞানে ধুহা হৃদি চিরায়ুধম্ ॥ ৭ ॥ অস-
ম্পাদয়তো নার্থং প্রতিজ্ঞাতং মমায়ুধা । কলুষেণার্থিনা-
মাশাপুরকেণ সখেহধুনা ॥ ৮ ॥ প্রতিশ্রুতং কৃতং

অষ্টম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—নাড়ীজজ্ব বকের বাক্য
শুনিয়া ভূপতি ইল্লহ্য, মার্কণ্ডেয়ের সহিত অতীব
দুঃখিত হইলেন । মার্কণ্ডেয় মুনি সেই রাজাকে
তাদৃশ দুঃখিত ও সাক্ষলোচন দর্শনে নিজেও তজ্জপ
দুঃখিত হইয়া তাঁহার জন্ত পুনরায় বককে কহি-
লেন,—হে মহাভাগ ! আমরা আপনাকে চিরায়ু
জানিয়া ‘আপনি অবশ্যই ইল্লহ্য ভূপতিকে জানেন’
ভাবিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি ; পরন্তু ইহার
সেই কার্য্য নিম্পন্ন হইল না ; এজন্য ইনি এখন
নিতান্ত বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া বহিঃপ্রবেশ দ্বারা
প্রাণত্যাগ করিতে চাহেন । ইনি ইল্লহ্যয়ের
বৃত্তান্ত জানিবার জন্ত আমার নিকট আসিয়া-
ছিলেন ; আমি আবার আপনার নিকট আসি-
লাম ; কিন্তু ইহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না ;
সুতরাং আমিও আপনার শপথ করিয়া বলিতেছি,
ইহারই সহিত আমিও প্রাণত্যাগ করিব ! কেহ
আশা করিয়া আসিয়া নিরাশ হইলে, সাধুগণ তাহা
দেখিতে পারেন না ; সুতরাং আমার বাঁচিয়া
থাকা অপেক্ষা মরণই ভাল । ইনি ইহার হৃদগত
বিষয় প্রার্থনা করিয়াছেন, আপনি আমার চিরায়ু
বন্ধু অবশ্যই এ বৃত্তান্ত জানেন, ইহা ভাবিয়া
আমিও ইহাকে ভবিষ্যে প্রতিশ্রুত হইয়াছি ।

শ্রাব্য দাসতান্ত্র্যজ পকণে । হরিশ্চন্দ্রেণ নৃণাং ন
শ্রাব্যাসত্যসঙ্কতা ॥ ৯ ॥ মিত্রস্নেহস্ত পর্যায়ন্তক
সাপ্তপদং স্মৃতম্ । স্নেহঃ স কৌদৃশো মিত্রে দুঃখিতে
যো ন দৃশ্যতে ॥ ১০ ॥ তদবশ্যমহং সাক্ষমধুনা বহি-
সাধনম্ । করিষ্যে কীর্ত্তিবপুষঃ কৃতে সত্যমিদং
সথে ॥ ১১ ॥ অল্পজানীহি মামেতদর্শনং তব পশ্চি-
মম্ । ত্বয়া সহ মহাভাগ নাড়ীজজ্ব দ্বিজোত্তম ॥ ১২ ॥
নারদ উবাচ । বজ্রবদুঃসহাং বাচং মার্কণ্ডেয়সমী-
রিতাম্ । শুশ্রবান্ স কণং ধ্যাহ্য প্রতীতঃ
প্রাহ তাবুভৌ ॥ ১৩ ॥ নাড়ীজজ্ব উবাচ ।
যদোবং তদিদং মিত্রং বিশস্তং জ্বলনেহধুনা । নিবারয়
মুনিশ্রেষ্ঠ মন্তোহস্তি চিরজীবিতঃ ॥ ১৪ ॥ প্রাকার-
কর্ণনামাসাবলুকঃ শিবপর্কতে । স জ্ঞান্ভূতি মহীপাল-
মিল্লহ্যম্ ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মাদহং ত্বয়া সাক্ষম-
মুনা চ শিবালয়ম্ । ব্রজামি তং শিখরিণং মিত্রকার্য্য-
প্রসিদ্ধয়ে ॥ ১৬ ॥ ইত্যেবমুক্তা তে জগ্গুয়য়োহগ্নি
দ্বিজপুঙ্গবাঃ । কৈলাসং দদৃশুস্তত্র তমূলকং স্বনীড়গম্ ॥

সথে ! আমার আয়ু্যকালে কদাচ প্রতিশ্রুত বিষয়ের
অসম্পাদন হেতু প্রার্থিজনের প্রতি কপটতা করিতে
হয় নাই । এক্ষণে আমাকে কপট সাজিতে হইল ।
নরগণের প্রতিশ্রুত পালনার্থ হরিশ্চন্দ্রের ন্যায়
চণ্ডালের দাসত্বও শ্রাব্যনীয় ; কিন্তু অসত্যবাদিতা
নিতান্তই নিন্দা । মিত্র—স্নেহের সূচক ; মিত্রতা
সপ্তপদাঙ্ক বাক্যলাপেই ঘটিয়া থাকে । কিন্তু মিত্র
দুঃখিত হইলে যাহা দৃষ্ট না হয়, সে স্নেহ
কিরূপ ? ১—১০ । অতএব সথে ! আমি আ-
কীর্ত্তি রক্ষণার্থ ইহার সহিত বহিঃপ্রবেশ করিব ।
ইহা আমি আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি । হে
পক্ষীন্দ্র, নাড়ীজজ্ব ! আমাকে অল্পমতি করুন,
আপনার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা ! নারদ
কহিলেন,—সেই বক পক্ষী, মার্কণ্ডেয়ের সেই
বজ্রসম দুঃসহ বাক্য শ্রবণে কণকাল চিন্তা
করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—
হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যদি এমনই নির্বন্ধ হয়,
তবে, আপনার এই বন্ধুকে অগ্নিপ্রবেশ হইতে
নিবারণ করুন । আমি অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী এক
পেচক আছি । তাঁহার নাম প্রাকারকর্ণ, তিনি
শিবপর্কতে বাস করেন । তিনি নিশ্চয়ই ইল্লহ্য
রাজাকে জানেন । অতএব আমি মিত্রকার্য্য
সাধনার্থ তোমার ও ইহার সহিত সেই শিবপর্কতে
যাইতেছি । এই কথার পর সেই দ্বিজোত্তম,

১৭। কৃতসংবিদসৌ তেন বকঃ স্বাগতপূজয়া।
পৃষ্ঠস্ত জাবৃতৌ প্রাহ তৎ সৰ্বমভিবাঙ্কিতম্ ॥ ১৮ ॥
চিরায়ুসি জানীষে যদিহুয়্যভূপতিম্।
তদজ্জহি তেন জ্ঞানেন কার্য্যং জীবামহে বয়ম্ ॥ ১৯ ॥
ইতি পৃষ্ঠঃ স বিমনা মিত্রকার্য্যাপ্রসাধনাৎ। কোশিকঃ
প্রাহ জানামি নেত্রহ্যমহং নৃপম্ ॥ ২০ ॥ অষ্টাবিংশৎ-
প্রমাণা মে কল্পা জাতস্ত ভূতলে। ন দৃষ্টৌ ন ঋতো
বাসাবিল্লহ্যমো নৃপঃ ক্ষিতৌ ॥ ২১ ॥ তচ্ছুহা
বিস্মিতো ভূপস্তম্ভায়ুরতিমাত্রতঃ। দুঃখিতোহপি
তদা হেতুঃ পপ্রচ্ছাসৌ তদায়ুসঃ ॥ ২২ ॥ এবমায়ুর্দি
তব কথং প্রাপ্তং ব্রবীহি তৎ। উলুকহং কথমিদং
জুগপিতমতীব চ ॥ ২৩ ॥ প্রাকারকর্ণ উবাচ। শূ
ভদ্র যথা দীর্ঘমায়ুর্মে শিবপূজনাৎ। জুগপিত-
মূলুকহং শাপেন চ মহামুনেঃ ॥ ২৪ ॥ বসিষ্ঠকুল-
সমুতঃ পুরাহমভবং দ্বিজঃ। ঘণ্ট ইত্যভিবিখ্যাতো
বারাণশ্চাং শিবে রতঃ ॥ ২৫ ॥ ধর্ম্মশ্রবণনিষ্ঠস্য সাধুনাং

কৈলাসপর্বতে যাইয়া নিজ কুলায়গত সেই উলুককে
দেখিতে পাইলেন। উলুক বককে দেখিয়া স্বাগত
প্রণাদি সংকারপূর্বক তদীয় সহচরদ্বয়ের কথা
জিজ্ঞাসিলেন। বক পক্ষী তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ
পরিচয় দানান্তে কহিলেন যে, আপনি চিরজীবী;
ইন্দ্রহ্যম রাজার কথা যদি জানেন, তবে তাহা
বলুন। আমাদিগের তাহাতেই প্রয়োজন; তাহা
হইলেই আমরা জীবন লাভ করি। এইরূপ জিজ্ঞা-
সিত হইয়া সেই পেচক, মিত্রকার্য সাধন বিষয়ে
অসামর্থ্য হেতু বিমনা হইয়া কহিলেন,—আমি ইন্দ্র-
হ্যম রাজাকে জ্ঞাত নহি। আমি ভূতলে জন্মিয়া
অষ্টাবিংশতি কল্প অতিক্রম করিয়াছি; পরন্তু ভূতলে
ইন্দ্রহ্যম রাজাকে দেখিও নাই, কিহা তাঁহার কথা
শুনিও নাই। ইহা শুনিয়া রাজা ইন্দ্রহ্যম দুঃখিত
হইয়াও সেই পেচকের অত্যধিক আয়ুর কথা শ্রবণে
বিস্মিতচিত্তে তাঁহাকে দৃশ্য দীর্ঘ আয়ু লাভের হেতু
জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন,—আপনার এমন দীর্ঘ
আয়ু কিপ্রকারে লাভ হইল? আর এই নিন্দনীয়
পেচকই বা কেন ঘটিল? ইহা আমাকে বলুন।
১১-২৩। প্রাকারকর্ণ কহিলেন, হে ভদ্র! শিবপূজার
কালে আমার যে প্রকারে এই দীর্ঘ আয়ু লাভ
হইয়াছে, এবং মহামুনির শাপে যেভাবে এই পেচ-
ক ঘটিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পুরাকালে আমি
বারাণসীধামে বসিষ্ঠবংশ-সমুত ঘণ্ট নামে এক
শিবভক্ত আশ্রয় ছিলাম। ধর্ম্মকথা-শ্রবণনিষ্ঠ সাধু-

সংসদি স্বয়ম্। ঋদ্বান্মি পূজয়ামীশং বিশ্বপত্নৈর-
খণ্ডিতৈঃ ॥ ২৬ ॥ ন মানতী ন মন্দারঃ শতপত্রা ন
মল্লিকা। তথা প্রিয়াণি স্ত্রীবৃক্ষো যথা মদনবিধিঃ ॥
২৭ ॥ অখণ্ডবিশ্বপত্নেণ একেন শিবমুর্দ্ধনি।
নিহিতেন নরৈঃ পুণ্যং প্রাপ্যতে লক্ষপুষ্পজম্ ॥
২৮ ॥ অখণ্ডিতৈবিশ্বপত্নৈঃ ঋদ্বয়া স্বয়মাহুতৈঃ।
লিঙ্গপ্রপূজনং কৃদ্বা বর্ষলক্ষং বসেদ্বিবি ॥ ২৯ ॥
সচ্ছান্দেভ্য ইতি ঋদ্বা পূজয়ামাহমীশ্বরম্। ত্রিকালং
ঋদ্বয়া পত্নৈঃ স্ত্রীবৃক্ষস্ত ত্রিভিঃ ॥ ৩০ ॥ ততো
বর্ষশতশ্চান্তে তুতোষ শশিশেখরঃ। প্রত্যক্ষীভূয়
মামাহ মেঘগন্তীরয়া গিরা ॥ ৩১ ॥ ঈশ্বর উবাচ।
তৃপ্তোহস্মি তব বিপ্রেস্ত্রাখণ্ডবিশ্বদলার্চনাৎ।
বৃণীষ্যতিমতং যন্তে দাস্তাম্যপি চ দুর্লভম্ ॥ ৩২ ॥
অখণ্ডবিশ্বপত্নেণ মহাতুষ্টিঃ প্রজায়তে। একেনাপি
যথান্তেষাং তথা ন মম কোটিভিঃ ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তোহহং
ভগবতা শম্ভুনা স্বমনঃস্থিতম্। বৃণোমি স্ম বরং
দেব কুরু মামজরামরম্ ॥ ৩৪ ॥ অথ লীলাবিনাসো
মাং তথৈতু্যক্কা বিচারিতম্। যথাবদর্শনং স্ত্রীতিমহং

গণের সভায় আমি শিবমাহাত্ম্য শুনিয়া অখণ্ডিত
বিশ্ব-পত্ন দ্বারা প্রতিদিন শিবপূজা করিতাম।
মানতী, মন্দার, পদ্ম, বা মল্লিকা,—কিছুই সেই
মদনারির তাদৃশ প্রিয় নহে, বিশ্ববৃক্ষ যেমন প্রিয়।
নরগণ শিবমস্তকে একটী অখণ্ড বিশ্ব-পত্ন দান
করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, লক্ষপুষ্প প্রদানেও তাদৃশ
পুণ্য লাভ করিতে পারে না। ঋদ্বাসহকারে স্বয়ং
আহরণপূর্বক অখণ্ডিত বিশ্ব-পত্ন দ্বারা লিঙ্গপূজা
করিলে লক্ষ বৎসর স্বর্গবাস ঘটে। আমি সংশাস্ত
হইতে ইহা শুনিয়া ঋদ্বাসহকারে কালক্রমে তিন তিনটী
বিশ্ব-পত্ন দ্বারা মাহেশ্বরের পূজা করিতাম ২৪-৩০।
অতঃপর সহস্রবৎসরান্তে শশিশেখর সমুপস্থিত
হইয়া আমার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন এবং মেঘ-
গন্তীর স্বরে কহিলেন,—হে বিপ্রেস্ত্র! তুমি যে অখণ্ড
বিশ্বপত্ন দ্বারা আমার অর্চনা করিয়াছ, আমি
তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমার যাহা অভি-
লষিত, প্রার্থনা কর; আমি তাহা দুর্লভ হইলেও
প্রদান করিব। অখণ্ড বিশ্ব-পত্নের একটী দ্বারা
পূজা করিলেও তাহাতে আমার যেমন তুষ্টি হয়,
অপর কোটি কোটি উপচারেও তাদৃশ তুষ্টি হয় না।
ভগবান্ শম্ভু এইরূপ বলিলে আমি আমার মনোগত
বর প্রার্থনা করিলাম; কহিলাম, হে দেব! আমাকে
অজর-অমর করুন। লীলাবিনাসী শঙ্কর বিনা বিচারে

মহতীং গতঃ ॥ ৩৫ ॥ কৃতকৃত্যং তদা যানম-
জ্ঞাসিষ্যমহং কিতৌ । এতন্মিহৈব কালে তু
ভৃগুবাংস্তোহভবদ্ভিজঃ ॥ ৩৬ ॥ অবদাতত্রিজন্যাসাবক্ষ-
বিচ্চাক্ষরার্থবিৎ । সুদর্শনেতি প্রথিতা প্রিয়া তস্তা-
ভবৎ সতী ॥ ৩৭ ॥ অতীব মুদিতা পত্ন্যর্মণং প্রেক্ষ্যাস্ত
দর্শনাৎ । তনয়া দেবলশ্চৈব রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥
৩৮ ॥ তস্তাং তস্মাদভূৎ কস্তা নিরিশেষা নিজারণে ।
নিরুত্তবালভাবাভূৎ কুমারী যৌবনোন্মুখা ॥ ৩৯ ॥ নালং
বভূব তাং দাতুং তনয়াং গুণশালিনীম্ ।
কস্তাপি জনকঃ সা চ বয়ঃসঙ্কো মথেক্ষিতা ।
প্রবিশদ্যৌবনাতোগভাবৈরতিমনোহরা । নির্দাস্ত-
মানৈরপরৈস্তিলতদুলিতাকৃতিঃ ॥ ৪১ ॥ ক্রীড়মানা
বয়স্তাভিলাবণাপ্রতিমেব সা । বাচিস্তমহং বিপ্র তাং
নিরীক্ষ্য স্তম্ভাম্যাম্ ॥ ৪২ ॥ অনন্তাঃ কতিমন্তোহসৌ
বিধির্ধেনেতি নিশ্চিতা । ততঃ সাধ্বিকভাবানাং
তৎক্ষণাদস্মি গোচরম্ ॥ ৪৩ ॥ প্রাপিতো লীলয়াহতা

আমাকে “তথাস্ত” বলিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন ।
আমি অতীব প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিত্তিতে আপ-
নাকে কৃতকৃত্য মনে করিতে লাগিলাম । এই
সময়ে ভৃগুবাংশে এক অক্ষতব্রহ্ম, অক্ষরার্থজ
দ্বিজ ছিলেন । তিনি পিতৃকুল, মাতৃকুল, ও গুরু-
কুল,—এতদ্রয়ের বিশুদ্ধি হেতু মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ ।
তাহার পত্নী দেবল-তনয়া ভূতলে অপ্রতিম-রূপবতী,
সাধ্বী ও সুদর্শনা নামে বিখ্যাতা ছিলেন । তিনি
সতত রূপচিন্তে পতির মুখ নিরীক্ষণ করিয়াই কাল
কাটাইতেন । তাহার গর্ভে এক কন্যা জন্মে; সেই
কন্যাও, নিজ জননীর স্থায় রূপশালিনী । সেই
গুণবতী কুমারী বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনো-
ন্মুখী হইলেও পিতা তাহাকে যোগ্য বরে সমর্পণ
করিতে পারিলেন না । তদীয় বয়ঃসন্ধিকালে
আমি তাহাকে নয়ন-গোচর করিলাম । ৩১—৪০ ।
দেখিলাম, যৌবনের আরম্ভ জন্ত তাহার অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গ ঈষৎ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া সেই
কুমারী তৎকালিক ভাববিশেষ দ্বারা অতীব
মনোহরাকার ধারণ করিয়াছে । তাহার যৌবন-
ভাব সকল যেন, বাল্যভাবনামুহকে নির্দাসিত
করিয়াই নিজাধিকার বিস্তার করিতেছিল । লাবণ্য-
প্রতিমার স্থায় সেই কুমারী অপর সখীগণ সঙ্গ
তখন ক্রীড়া করিতেছিল । হে বিপ্র! আমি সেই
অসামান্যরূপবতী স্তম্ভামাকে দেখিয়া মনে মনে
চিন্তা করিলাম যে, ইহাকে বোধ হয় অপর কোন

বাণেঃ কুমুমধন্যনা । ততো ময়া স্বলঙ্ঘ্যং পৃষ্ঠা
কন্তেতি তৎসখী ॥ ৪৪ ॥ প্রাহেতি ভৃগুবাংস্ত
কন্তেয়ং দ্বিজজন্মনঃ । অনুঢ়াদ্যপি কেনাপি সমায়া-
তাত্ৰ খেলিতুম্ ॥ ৪৫ ॥ ততঃ কুমুমবাণেন শরব্রাতৈ-
ভৃশং হতঃ । পিতরং প্রণতো গহা যমাচে তাং
ভৃগুদ্বহম্ ॥ ৪৬ ॥ স চ মাং সদৃশং জাহা নীলেন চ
কুলেন চ । অতীব চাখিতং মহং দদৌ বাচা পুরঃ
ক্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ সা তনয়া তস্তা ভার্গবস্তা-
শৃণোদিতি । দস্তান্মি তন্মৈ বিপ্রায় বিরূপায়েতি
জল্পতাম্ ॥ ৪৮ ॥ রোরুয়মাণা জননীমাহ পশু যথা
কৃতম্ । অতীবারুচিতং দত্তা জনকেন তথা বরে ॥
৪৯ ॥ বিষমালোভ্য পাস্তামি প্রবেক্ষ্যামি হতশনম্ ॥
বরং ন তু বিরূপস্তোদোদুর্ভাগ্যা কথঞ্চন ॥ ৫০ ॥
ততঃ সঙ্কোধ্য জননী তাং সূতামাহ ভার্গবম্ । ন
দেবাত্মৈ হুয়া কস্তা বিরূপায়েতি চাগ্রহাৎ ॥ ৫১ ॥
স বল্লভাবচঃ শ্রুত্বা ধর্মশাস্ত্রাণ্যবেক্ষ্য চ । দস্তামুপি
হরেৎ পূর্বাং শ্রেয়াংশ্চৈব আব্রজেৎ ॥ ৫২ ॥ অর্ধাক-

বিধাতাই নির্মাণ করিয়াছেন । এইরূপ চিন্তা
করিতেছি, ইতিমধ্যে কুমুমধন্য লীলাসহকারে বাণ-
প্রহারে ক্ষণমাত্র আমাকে সাধ্বিকভাবসমূহের
অধীন করিয়া ফেলিলেন । পরে আমি স্বলিত
বচনে তাহার সখীকে “এটা কাহার কন্যা?” এরূপ-
জিজ্ঞাসিলে, সখী কহিল, ইনি ভৃগুবাংশীয় কোনও
ব্রাহ্মণের কন্যা । ইনি এখনও অনুঢ়া; এখানে
খেলিতে আসিয়াছেন । আমি তখন পুষ্পায়ুধের
বাণাঘাতে অত্যন্ত আহত হইয়া তাহার পিতা
ভৃগুনন্দনের নিকট গিয়া প্রণতিপূর্বক সেই কন্যা
প্রার্থনা করিলাম । তিনি আমাকে কূলে শীলে
যোগা ও একান্ত প্রার্থী দেখিয়া বাক্য দান
করিলেন । পরে সেই ভার্গবতনয়া লোকমুখে সে যে
বিরূপ বরে প্রদত্তা হইতে বসিয়াছে, তাহা শুনিয়া
কান্দিতে কান্দিতে জননীকে গিয়া কহিল,—দেখ
মা! পিতা অতীব অন্তায় করিয়াছেন; আমাকে
কুৎসিত বরে সম্প্রদান করিতেছেন! আমি
বিষ গুলিয়া খাইব, নচেৎ অগ্নিতে প্রবেশ
করিব; সেও ভাল; কিন্তু কুৎসিত বরের
ভাড়া কখনই হইবে না । ৪১—৫০ । পরে
জননী সেই কুমারীকে আশ্বাসিত করিয়া ভার্গ-
বকে কহিলেন,—তুমি কন্যাকে কুৎসিত বরে সম্প্র-
দানকরিতে পারিবে না । ভার্গব, পত্নীর সাগ্রহ
বাক্য শুনিয়া ধর্মশাস্ত্র বিচার করিতে লাগিলেন এবং

শিলাক্রমণতো নিষ্ঠা স্তাং সপ্তমে পদে । ইতি
ব্যবস্ত প্রদদাবস্ত্যৈ তাং দ্বিজঃ সূতাম্ ॥ ৫৩ ॥
খোভাবিনি বিবাহে তু তচ্চ সৰ্বং ময়া কৃতম্ ।
ততোহতীব বিলকোহহং বয়স্তানাং পুরস্তদা ॥ ৫৪ ॥
নাশকং বদনং ভদ্র তথা দর্শয়িতুং নিজম্ । কামার্ভো-
হতীব তাং স্তপ্তামৰ্শাণ্ডনিশি তদাহরম্ ॥ ৫৫ ॥ নীহা
ভূগতমৈকান্তেহকার্ষ্যমৌদ্ধাহিকং বিধিম্ । গাক্ষর্ষেণ
বিবাহেন ততোহকার্ষ্যং হৃদীপ্তিতম্ ॥ ৫৬ ॥ অনি-
চ্ছন্তীং তদা বালাং বলাং সুরতসেবনম্ । অথানুপদ-
মাগত্য তৎপিতা প্রাতরেব মাম্ ॥ ৫৭ ॥ নিশ্বস্ত
সংবৃতো বিপ্রৈস্তাং বীক্ষ্যোদ্ধাহিতাং সূতাম্ । শশাপ
কুপিতো ভদ্র মাং তদানীং স ভার্গবঃ ॥ ৫৮ ॥ ভার্গব
উবাচ । নিশাচরস্ত ধর্ম্মেণ যদ্বয়োদ্ধাহিতা সূতা ।
তস্মান্নিশাচরঃ পাপ ভব ইমবিলম্বিতম্ ॥ ৫৯ ॥ ইতি
শপ্তঃ প্রণমোনঃ পাদোপগ্রহপূর্বকম্ । হাহেতি চ
ক্রবন্ গাঢ়ং সাক্ষনেত্রং সগদাদম্ ॥ ৬০ ॥ ততোহহ-
মব্রবং কস্মাদদোষং মাং ভবান্নিতি । শপতে ভবতা

শ্রেষ্ঠ বর পাইলে বাগদত্তা কন্যাকেও পূর্ববরকে
পরিবর্জন করিয়া দান করিবে ; শিলাক্রমণের পর
সপ্তপদগমন করিলেই বিবাহ কার্য্য সিদ্ধ হয় ।
ভার্গব ইহা চিন্তা করিয়া সেই কন্যাকে অল্প বরে
সম্প্রদান করিলেন । যে দিন সেই বিবাহ হইবে,
আমি তৎপূর্বদিন এ সকল জানিতে পারিলাম ।
তাহাতে আমি অতীব লজ্জিত হইয়া বয়স্গগকে
মুখ দেখাইতে পারিলাম না । পরে রাত্রিকালে
নিতান্ত কামার্ভ হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় সেই কন্যাকে
অপহরণপূর্বক কোন্ এক ভূগম নির্জনস্থানে লইয়া
গিয়া গাক্ষর্ষ বিধানে বৈবাহিক বাপার নিষ্পাদন-
পূর্বক তাহার অনিচ্ছা থাকিলেও বলপ্রয়োগে
তৎসহ অতীপ্তিত সুরতাচরণ করিলাম । হে ভদ্র !
পরদিন প্রাতঃকালেই তাহার পিতা ভার্গব অপর
কতিপয় ব্রাহ্মণে পরিবৃত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস করিতে
করিতে সেখানে আসিয়া সেই কন্যাকে বিবাহিতা
দর্শনে কুপিতচিত্তে আমাকে অভিশাপ প্রদান
করিলেন ॥ ৫১—৫৮ ॥ ভার্গব কহিলেন,—রে পাপিষ্ঠ !
তুই যেহেতু নিশাচরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আমার
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিস্, অতএব অবিলম্বে
নিশাচর হ' । পরে আমি এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া
হাহাকার করিয়া প্রণামান্তে তাহার পদদ্বয় ধারণপূর্বক
সাক্ষনেত্রে গদগদ বচনে কহিলাম,—আমি নিরপরাধ,
কিজন্য আমাকে আপনি অভিশাপ দিলেন ?

দত্তা মম বাচা পুরা সূতা ॥ ৬১ ॥ সোদ্ধাহিতা ময়া
কন্যা দানং সুরুদিতি স্মৃতিঃ । সুরুজ্জলন্তি রাজানঃ
সুরুজ্জলন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৬২ ॥ সুরু কন্যাঃ প্রদীয়ন্তে
ক্রীণ্যেতানি সুরুংসুরুং । কিং চ প্রতিশ্রুতার্থস্ত
নির্দাহস্তং সতাং ব্রতম্ ॥ ৬৩ ॥ ভবাদৃশানাং সাধুনাং
তস্ত ত্যাগো বিগর্হিতঃ । প্রতিশ্রুতা ইয়া লক্সা তদা
কালমিয়ং ময়া ॥ ৬৪ ॥ উদ্বোচা চাধুনা নাহমুচিতঃ
শাপভাজনম্ । বুধা শপন্তি মহৎ ভবন্তস্তদ্বিচার্য্যতাম্
॥ ৬৫ ॥ যো দহা কন্যকাং বাচা পশ্চাদ্ধরতি দুর্ম্মতিঃ ।
স যাতি নরকং গেতি ধর্ম্মশাস্ত্রেণ নিশ্চিতম্ ॥ ৬৬ ॥
তদাকর্য্য বাবস্ত্যাসৌ তথাং মদ্রচনং হৃদা । পশ্চাত্তাপ-
সমোপেতো মুনির্দীপিতাথাব্রবীৎ ॥ ৬৭ ॥ ন
মে স্তাদপ্সথা বাণী উলুকস্ত ভবিষ্যতি । নিশাচরো
হালুকোহপি প্রোচাতে জিসন্তম্ ॥ ৬৮ ॥ যদেব্রহ্ম-
বিজ্ঞানে সহায়স্তঃ ভবিষ্যসি । তদা হং প্রকৃতিং বিপ্র
প্রাপ্সাসীতাব্রবীৎ স মাম্ ॥ ৬৯ ॥ তদাক্যসমকালঞ্চ
কৌণিকহমিদং মম । এতাবন্তি দিনান্তাসীদষ্টা-

পূর্বে তো এই কন্যাকে আপনি আমার বাগদান
করিয়াছেন । আমি সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি ।
ইহাতে দোষ কি ? দান তো একবারই হয় । এই
রূপই ত স্মৃতিশাস্ত্র । রাজারা একবারই কথা বলেন,
পণ্ডিতেরাও একবারই কথা বলিয়া থাকেন । কন্যাও
একবারই প্রদত্ত হয় । এই তিনটি কার্য্য একবারই
হইয়া থাকে । বিশেষতঃ প্রতিশ্রুত বিষয় সম্পাদন
করাই সাধুগণের ব্রত ; সাধুগণের পক্ষে প্রতিশ্রুতি
ত্যাগ নিতান্তই গর্হিত । আপনি যখন প্রতিশ্রুত
হইয়াছেন, তখনই আমি ইহাকে পাইয়াছি ।
এক্ষণে আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি ; সূতরাং
শাপের যোগ্য নহি । আপনার বিচার করিয়া
দেখুন, আমাকে বুধাই শাপ দিতেছেন । কন্যা দান
করিয়া পরে আবার যে তাহার প্রত্যহার করে,
সেই দুর্ম্মতি মানব নরকগামী হয় ; ধর্ম্মশাস্ত্রের
ইহাই বিধি । আমার এই সকল কথা শুনিয়া
সেই মুনি মনে মনে বিচারপূর্বক আমার বাক্যের
সত্যতা বুঝিয়া অনুরূপযুক্ত হইলেন, এবং আমাকে
কহিলেন,—হে দ্বিজসন্তম ! আমার বাক্যের অস্তথা
হইবে না ; নিশাচর শব্দে পেচককেও বুঝায় ।
অতএব তুমি পেচক হইবে । হে বিপ্র ! যখন তুমি
ইন্দ্রহুয় রাজার বৃত্তান্ত-জ্ঞান বিষয়ে সহায়তা করিবে,
তখন তোমার স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইবে । তিনি
এই কথা বলিতে বলিতেই আমি পেচক প্রাপ্ত

বিংশদিনং বিধেঃ ॥ ৭০ ॥ বিদীদনৈরিত্তি পুরা
শশিশেখরস্ত সম্পূজনেন মম দীর্ঘতরং কিলায়ঃ ।
সঙ্গাতমত্র চ জুগুপ্সিতমস্ত শাপাৎ কৈলাসরোধসি
নিশাচররূপমাসীৎ ॥ ৭১ ॥

ইতি ঈকাদশে মহীনদীপ্রাত্তর্ভাবে বিশ্বদলমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

উলুক উবাচ । ইতীদমুক্তমখিলং পূর্ষজন্ম-
। স্বরূপমায়ুষো হেতুঃ কৌশিকহস্তা চেতি
মে ॥ ১ ॥ ইত্যুক্তা বিরতে তস্মিন পুরুহুতসনামনি ।
নাভীজজ্ঞো বকো মিত্রমাহ তং দ্বুখিতো বচঃ ॥ ২ ॥
নাভীজজ্ঞ উবাচ । যদর্থং বয়মাযাতান্ত্র সিন্ধুঃ
মহামতে । কার্ষ্য তন্মরণং নুনং ত্রাণাম-
প্যাপাগতম্ ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রহ্যাপরিজ্ঞানে তদ্রকোহয়ং
মুখতি । তস্তানু মিত্রং মার্কণ্ডেয়কাবহমপি ক্ষুটম্ ॥
৪ ॥ মিত্রকার্ষ্যে বিনির্ব্বৃন্তে ত্রিয়মাণং নিরীক্ষতে ।

হইলাম । এই পেচকরূপে আমি বিধাতার অষ্টা-
বিংশতি দিবস অতিক্রম করিয়াছি । পূর্ষকালে
বিশ্বদল দ্বারা শশিশেখরের পূজার ফলে আমার
এই সুদীর্ঘ আয়ুলাভ হইয়াছে । কৈলাস পর্বতে
ত্রাণাণের অতিশাপে এই নিন্দনীয় পেচকরূপ লাভ
করিয়াছি ।—৭০ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮ ।

নবম অধ্যায় ।

পেচক कहিলেন, এই আমি পূর্ষজন্মের ফলে
দীর্ঘ আয়ু ও পেচকরূপ লাভের কারণ সম্পূর্ণ বর্ণন
করিলাম । ইন্দ্রের সমান নামধারী (ইন্দ্রের একটি
নাম—কৌশিক, পেচকেরও একটি নাম—কৌশিক)
সেই পেচক এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে নাভীজজ্ঞ
বকং দ্বুখিতচিত্তে সেই মিত্রকে कहিলেন,—হে মহা-
মতে ! আমরা যে জন্তু আসিয়াছি, তাহা তো সিন্ধু
হইল না ; সুতরাং দেখিতেছি এক্ষণে তিন জনেরই
মরণ উপস্থিত হইল । এই ভদ্র ব্যক্তি ইন্দ্রহ্য
বৃত্তান্ত জানিতে না পারায় মরণাভিলাষ করিতেছেন ,
ইহার জন্ত মার্কণ্ডেয় এবং মার্কণ্ডেয়ের জন্ত
আমিও মরণ কামনা করিয়াছি । ইহাতে সন্দেহ

যো মিত্রং জীবিতং তস্ত দ্বিগম্বিকং তুরীক্ষনঃ ॥ ৫ ॥
তদেতা বহুযাস্তামি ত্রিয়মাণাবহং দ্বিজ । আপৃচ্ছে
হ্যং নমস্কার আশ্লেষশচাধ পশ্চিমঃ ॥ ৬ ॥ প্রতিজ্ঞাত-
মনিপাদ্য মিত্রস্তাত্যাগতস্ত চ । কথঙ্কারং ন
লজ্জন্তে হতাশা জীবিতেপ্সবঃ ॥ ৭ ॥ তস্মাদ্বহিঃ
প্রবেক্ষ্যামি সাক্ষিমাভ্যামসংশয়ম্ । আপৃষ্টো-
হস্তধুনা স্নেহান্মম দেহি জলাঞ্জলিম্ ॥ ৮ ॥ ইত্যুক্ত-
বতালুকেনহসৌ নাভীজজ্ঞে সগদগদম্ । সাক্ষনেত্র-
স্থিরীভূয় প্রাহ বাচং সুধামুচম্ ॥ ৯ ॥ উলুক উবাচ ।
ময়ি জীবতি মিত্রেমং ভবান্মরণমেতি চ । অদ্য-
প্রভৃতি কস্তর্হি হৃদা মম লভিষ্যতি ॥ ১০ ॥ অস্ত্য-
পায়ো মহানত্র গন্ধমাদনপর্বতে । মন্তুশ্চিরায়ু-
র্মিত্রোহস্তি গৃধ্রঃ প্রাণসমঃ সুহৃৎ ॥ ১১ ॥ স বিজ্ঞা-
স্ততি বোহভীষ্টমিল্লহ্যং মহীপতিম্ । ইত্যুক্তা
পুরতস্তস্মাদুলুকঃ স চ ভূপতিঃ ॥ ১২ ॥ মার্কণ্ডেয়ো
বকশ্চৈব প্রযয়ুর্গন্ধমাদনম্ । তমায়াস্তমথালোক্য
বয়স্যঃ পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ১৩ ॥ স্বকুলায়াং প্রবৃষ্টো-

নাই । মিত্রকার্ষ্য উপস্থিত হইলে যে মিত্র, মিত্রকে
ত্রিয়মাণ দর্শন করে, সেই তুরীক্ষার কঠোর জীবনে
ধিক ! অতএব হে দ্বিজ ! আমি ইহাদিগের অনু-
সরণ করিব । আপনার অনুমতি লইতেছি, এবং
অন্তিম নমস্কার ও আলিঙ্গনও করিতেছি । অত্যাগত
মিত্রের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাত কার্ষ্য সম্পাদন না করিয়া
হতভাগ্য জীবিতেচ্ছুগণ লজ্জিত না হইয়া থাকে
কিরূপে ? অতএব আমি এই দুই জনের সহিত
বহিঃপ্রবেশ করিব । আপনাকে এই বলিলাম,
আমার প্রতি আপনার যে স্নেহ আছে, তাহাতে
জলাঞ্জলি দিউন । নাভীজজ্ঞ এই কথা कहিলে
সেই পেচক একটু স্থির হইয়া সাক্ষনেত্রে গদগদ-
স্বরে অমৃতনিষান্দী বাক্য বলিতে লাগিলেন । ১—২।
পেচক कहিলেন—আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার
মিত্র—আপনি যদি মরণাপন্ন হন, তবে অদ্যা-
বধি আর আমাকে কেইবা মনে স্থান দিবে ?
এসদক্ষে একটি মহান উপায় আছে ; গন্ধমাদন
পর্বতে আমা অপেক্ষা দীর্ঘায়ু আমার মিত্র এক
গৃধ্র আছেন । তিনি আমার প্রাণসম সুহৃৎ । তিনি
আপনাদিগের অভীষ্ট বিষয়—ইন্দ্রহ্য রাজার
বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন । এই কথার পর সেই
পেচক, বক, মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রহ্য রাজা চারিজনই
গন্ধমাদন পর্বততটদেশে প্রস্থান করিলেন । সেই
গৃধ্র, পেচক বন্ধুকে সম্মুখভাগে আসিতে দেখিয়া

ইসৌ গৃধ্রঃ সম্মুখমায়যৌ । কৃতসংবিদসৌ পূর্বঃ
স্বাগতাসনভোজনৈঃ ॥ ১৪ ॥ উলুকং গৃধ্ররাজশ্চ
কার্ষাং পপ্রচ্ছ তং তথা । স চাচখাবয়ং মিত্রং
বকো মেহস্ত মুনিঃ কিল ॥ ১৫ ॥ মূনেরপি তৃতীয়ো-
হয়ং মিত্রং চাখোহয়মুদ্যতঃ । ইন্দ্রহ্যমপরিজ্ঞানে
স্বয়ং জীবতি নান্তথা ॥ ১৬ ॥ বহুং প্রবেক্ষাতে
ব্যক্তময়ং তদনু বৈ বয়ম্ । ময়া নিষিক্কোহয়ং
জ্ঞাত্বা ত্বাং চিরন্তনমাত্মনা ॥ ১৭ ॥ তচ্চে-
জ্ঞানাসি তং ক্রুহি চতুর্গং দেহি জীবিতম্ ।
সংরক্ষ্যাপুহি সংকীর্তিং ক্ষয়ং চাখিলপাপনঃ ॥ ১৮ ॥
গৃধ্র উবাচ । ষট্‌পঞ্চাশদ্যতীতা মে কল্পা জাতশ্চ
কৌশিক । ন দৃষ্টো ন শ্রুতোহস্মাভিরিন্দ্রহ্যমো
মহীপতিঃ ॥ ১৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়াবিষ্টে ইন্দ্রহ্যমোহপি
তুঃখিতঃ । পপ্রচ্ছ জীবিতে হেতুমতিমাত্রে বিহঙ্গ-
মম্ ॥ ২০ ॥ গৃধ্র উবাচ । শৃণু ভদ্র পুরা জাতো
মর্কটোহহং চাপলঃ । আসং কদাচিদভবদসন্তো-
হখ ঋতুঃ ক্রমাৎ ॥ ২১ ॥ তত্রাগ্রে দেবদেবশ্চ বন-
মধ্যে শিবালয়ে । ভবোদ্ভবশ্চ পুরতো জগদ্যোগে-

সৃষ্টচিত্তে নিজ নীড় হইতে বাহির্গমনপূর্বক অগ্রবর্তী
হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন । পরে স্বাগত প্রশ্ন,
আসন দান ও ভোজনাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া
পেচককে আগমনপ্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন ।
পেচক কহিলেন, এই বক আমার মিত্র ; বকের মিত্র
এই মুনি ; আর মুনির মিত্র এই তৃতীয় ব্যক্তি ;
ইহঁরাই জন্ম আমাদের এই উদ্যম । ইনি
ইন্দ্রহ্যম রাজার বৃত্তান্ত জানিতে চাহেন । নচেৎ
নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন । ইনি প্রাণ ত্যাগ
করিলে আমরাও প্রাণ পরিহার করিব । আমি
আপনাকে চিরজীবী জানিয়া ইহঁাকে প্রাণত্যাগে
নিষেধ করিয়াছি ; আপনি যদি সেই রাজার বৃত্তান্ত
জানেন, তবে তাহা বলিয়া এই চারিজনের প্রাণ
দান করুন ।—আমাদিগকে রক্ষা করিয়া সমস্ত পাপ
ক্ষয়পূর্বক সংকীর্তি লাভ করুন । গৃধ্র কহিলেন,—
হে পেচক ! আমি জন্মিয়াছি পর ষট্‌পঞ্চাশৎ কল্প
অতীত হইয়াছে ; পরন্তু ইন্দ্রহ্যম রাজাকে দেখিও
নাই কিম্বা তাহার কথা শুনিও নাই । তাহা শুনিয়া
রাজা ইন্দ্রহ্যম তুঃখিত হইয়াও বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সেই
গৃধ্র পক্ষীকে তাদৃশ দীর্ঘ জীবন লাভের কারণ
জিজ্ঞাসা করিলেন । ১০—২০ । তৎপরে গৃধ্র কহিলেন ;
—হে ভদ্র ! শ্রবণ করুন । পূর্বকালে আমি অতি
চপল বানর ছিলাম ; আমি যে বনে বাস করিতাম,

ধরাভিধে ॥ ২২ ॥ চতুর্দশীদিনে হস্তনক্ষত্রে হর্ষণা-
ভিধে । যোগে চৈত্রে দিতে পক্ষ আসীদমনকোৎসবঃ ॥ ২৩ ॥ অত্র সৌবর্ণদোলায়াং লিঙ্গ আরো-
পিতে জর্নৈঃ । নিশায়ামধিক্রুত্বাহং দোলাং তাক
ব্যচালয়ম্ ॥ ২৪ ॥ নিসর্গাজ্জাতিচাপল্যাক্ষিরকালং
পুনঃপুনঃ । অথ প্রভাত আয়াতা জনাঃ পূজাক্রিতে
কপিম্ ॥ ২৫ ॥ দোলাধিক্রুতমালোক্য লকুটৈর্নাং
ব্যতাড়য়ন্ । দোলাসংস্থিত এবাহং প্রমীতঃ শিব-
মন্দিরে ॥ ২৬ ॥ তেবাং প্রহারৈঃ সুদৃঢ়ৈর্বহুভির্বহু-
তুঃসহৈঃ । শিবান্দোলনমাহাভ্যাঙ্কাতোহহং নৃপ-
মন্দিরে ॥ ২৭ ॥ কানীষরশ্চ তনয়ঃ প্রতীতোহস্মি
কুশধ্বজঃ । জাতিস্মরন্ততো রাজো ক্রমাৎ প্রাপাহ-
মৈশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥ কাররামি ধরাপৃষ্ঠে চৈত্রে দমনকোৎস-
বম্ । যথা যথা দোলয়তি শিবঃ দোলাস্থিতঃ
নরঃ ॥ ২৯ ॥ তথা তথা শুভং যাতি পুণ্যমায়তি
ভদ্রক । শিবদীক্ষায়ুপাগম্যাখিলসংস্কারসংস্কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

সেই বনে মদীয় বাসস্থানের পুরোভাগে এক
শিবালয় ছিল । তত্রতা শিবের নাম—জগদ্যোগে-
শ্বর । চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে চতুর্দশী তিথিতে হস্ত-
নক্ষত্রে হর্ষণযোগে সেই ভবোদ্ভব দেবের এক
উৎসব হয় । সেই উৎসবের নাম দমনকোৎসব ।
তাহাতে জনগণ সৌবর্ণদোলায় সেই লিঙ্গ আরো-
পণ করিয়া দোলায়িত করে । ঐ দিন রাত্রিকালে
যখন অপর কেহ ছিল না, আমি জাতিচাপল্য বশতঃ
তখন সেই দোলায় চড়িয়া অনেকক্ষণ যাবৎ পুনঃপুনঃ
তাহাকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলাম । এই ভাবে
রাত্রিকাল অতিবাহিত হইলে পরদিন প্রাতঃকালে
জনগণ সেই দেবদেবের পূজার্থ আগমনপূর্বক
আমাকে দোলাকূট দেখিয়া লগুড় দ্বারা পুনঃপুনঃ
তাড়না করিতে লাগিল । তাহাদিগের বজ্রসম তুঃসহ
দৃঢ় প্রহারে আমি সেই শিবমন্দিরে সেই দোলায়
থাকিয়াই মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলাম । আমি যে শিবকে
আন্দোলিত করিয়াছিলাম, তাহার ফলে রাজত্ববনে
আমার জন্মলাভ হয় । আমি কানীষাজের পুত্ররূপে
জন্মিয়া কুশধ্বজ নামে বিখ্যাত হই । তখন আমি
জাতিস্মর ছিলাম । ক্রমে যখন রাজত্ব পাইলাম,
তখন আমার অধিকার মধ্যে দমনকোৎসব প্রবর্তিত
করিলাম । হে ভদ্র ! মানব দোলাকূট শিবকে যেমন
যেমন আন্দোলিত করে, তাহার অন্ততমসুহও
তেমন তেমনই দূর হইয়া যায়, এবং পুণ্য সঞ্চয়
হইতে থাকে । আমি শৈবগমোক্ত বিধানে শিব-

শিবাচার্য্যবিমুক্তোহহং পশুপাশৈস্তদাগমাৎ । নির্বাহ-
দীক্ষাপর্য্যন্তান্ সংস্কারান্ প্রাপ্য সৰ্বতঃ ॥ ৩১ ॥
আরাধয়ামি দেবেশং প্রত্যক্চিস্তুমাপতিম্ । সমস্ত-
ক্ৰেশবিচ্ছেদকারণং জগতাং গুরুম্ ॥ ৩২ ॥ চিত্ত-
বিস্তিনিরোধেন বৈরাগ্যাভ্যাসযোগতঃ । জপমুদ্-
গীতমন্তার্থঃ ভাবয়রষ্টমং রসম্ ॥ ৩৩ ॥ ততো মাং
প্রণিধানেনাভ্যাসেন দৃঢ়ভূমিনা : অন্তরায়াত্মপহতং
জ্ঞানাতুষ্টোহববীকরঃ ॥ ৩৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । কুশ-
ধ্বজাঃ তুষ্টোহদ্য বরং বরয় বাঞ্ছিতম্ । ন হীদৃশ-
মহুষ্ঠানং কস্তাপ্যস্তি মহীতলে ॥ ৩৫ ॥ ঋহেতুজ্ঞো
ময়া শম্ভুর্ভূয়াসন্তে গণো হুহম্ । অনেনৈব শরীরেণ
তথেষ্টোবাহি তাং প্রভুঃ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ কৈলাস-
মানীয় বিমানং মম চাদিশৎ । সৰ্ব্বরত্নময়ং দিব্যং
দিব্যার্চ্য্যাসমাবৃতম্ ॥ ৩৭ ॥ বিচরামি প্রতীতোহহং
তদারূঢ়ো যদৃচ্ছয়া ॥ ৩৮ ॥ অথ কালে কিয়ন্মাত্রে
ব্যতীতেহজৈব পৰ্বতে । গবাক্ষাধিষ্ঠিতোহপশুঃ
বসন্তে মুনিকন্ঠকাম্ । প্রবাতি দক্ষিণে বায়ৌ

দীক্ষা গ্রহণপূৰ্ব্বক শৈবাচার্য্যগণ কর্তৃক সমস্ত
সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া পশুপাশ হইতে মুক্তিলাভ
করিলাম । নির্বাহদীক্ষা পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কারই
আমি সমুদায় প্রাপ্ত হইলাম : এবং চিত্তবৃত্তি
নিরোধ দ্বারা বৈরাগ্যাভ্যাসপূৰ্ব্বক উদ্গীত জপ,
ও তদর্থধ্যান সহকারে প্রজাবর্গের হিতচিন্তানিরত,
সমস্ত-ক্ৰেশনাশক, জগদগুরু, দেবদেবেশ, উমাপতি,
অষ্টমরস-রসিক রুদ্রদেবেব আরাধনায় রত
হইলাম । আমি সপ্রণিধানে অভ্যাসবশে সাবন-
মার্গে দৃঢ়ভূমিকা লাভ করিয়া বিশ্ব-সমূহ দ্বারাও
যখন উপহত হইলাম না, হরদেব তখন আমার
তাদৃশ সাধনোৎকর্ষ জানিয়া পরিতুষ্ট হইলেন :
এবং প্রত্যক্গোচর হইয়া কহিলেন,—হে কুশধ্বজ !
আমি অদ্য তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি । তুমি
বাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর ; ভূতলে তুমি ভিন্ন ঈদৃশ
কর্ত্তোর অনুষ্ঠান অপর কাহারও নাই । আমি
কহিলাম ;—হে শম্ভো ! আমি এই শরীরেই আপ-
নার গংগ হইতে ইচ্ছা করি । প্রভু শম্ভু কহিলেন,
“তথাহু ।” অতঃপর শম্ভুর আমাকে কৈলাসে লইয়া
গিয়া একখানি সৰ্ব্বরত্নময় সৰ্ব্বার্চ্য্য-সমন্বিত দিব্য
বিমান দান করিলেন । আমি তাহাতে আরোহণ
করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে
লাগিলাম । ২১—৩৮ । হে ভদ্র ! অতঃপর কিয়ৎ-
কালান্তরে একদা বসন্ত কালে এই পৰ্ব্বতের গবাক্ষে-

মদনাগ্নিপ্রদীপিতঃ ॥ ৩৯ ॥ অগ্নিবেশ্মসুতাং উষ্ট্র-
বিবস্তাং জলমধ্যাগাম্ । উষ্ণির্যোবনাং শ্রামাং
মধ্যক্ষামাং মৃগেক্ষণাম্ ॥ ৪০ ॥ বিস্তীর্ণজঘনাভোগাং
রস্তোকং সংহতস্তনীম্ । তামক্ষুরিতলাবণ্যাং জল-
সেকাদিবাগ্নতঃ ॥ ৪১ ॥ প্রোন্মিদ্ৰপঙ্কজমুখীং বর্ণনীয়তমা-
কৃতিম্ । যথাপ্রজ্ঞানযাথাত্মাদ্বিদ্ধিত্তিরপি বর্ণনীম্ ॥
৪২ ॥ প্রোদ্যৎকটাক্ষবিক্ষেপৈঃ শরত্ৰাতৈরিব
স্মরঃ । স্বয়ং তদঙ্গমাস্থায় তাড়য়ামাস মাং দৃঢ়ম্ ॥
৪৩ ॥ বয়স্তাসংবৃতামেবং খেলমানাং যদৃচ্ছয়া !
অবতীৰ্ণ্যাহমহরং বিমানান্মদনাতুরঃ ॥ ৪৪ ॥ সা
গৃহীতা ময়া দীর্ঘং প্রকৃষ্ণাণা মহাস্থনম্ । তাতেতি চ
বিমানস্থা রুরোদাতীৰ ভদ্রক ॥ ৪৫ ॥ ততো
বয়স্তাস্তা দীনা মুনিমাহঃ প্রধাবিতাঃ । বৈমানিকেন
কেনাপি হিরতে তব পুত্রিকা ॥ ৪৬ ॥ রুদন্তীং ভগ-
বান্নেতাং ত্রাহাতীর্ষেতি সৰ্বতঃ । তাসাং তদাকর্ণ্য
ব চা মুনিভদ্রতপোনিধিঃ ॥ ৪৭ ॥ অগ্নিবেশ্মোহুভা-
গাত্তস্তা বোমহুপপদং হরন্ । তিষ্ঠতির্ষেতি মামুক্ষা

পরি উপবিষ্ট হইয়া জলমধ্যাগত বিবস্তা অগ্নিবেশ্ম-
সুতাকে দেখিতে পাইলাম তখন মলয়ানিল
প্রবাহিত হইতেছিল । সেই উষ্ণতর্যোবনা,
শ্রামা, ক্ষীণমধ্যা, হরিণনয়না, বিস্তীর্ণ-জঘনা,
সংহতস্তনশালিনী, রস্তাস্তোক রমণীকে দেখিয়া
আমার মদনানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । সেই
বর্ণনীয়তম-সৌন্দর্য্যশালিনী বিদ্বান্দিগেরও যথাশক্তি
স্বরূপ-বর্ণন-যোগ্য, বিকশিত-পঙ্কজমুখী বালিকাকে
দেখিয়া বোধ হইল যেন, জলসেকবশে তদীয় লাব-
ণ্যের অক্ষুরোদগম হইয়াছে ! কামদেব তখন তদীয়
অঙ্গে অবস্থানপূৰ্ব্বক তাহার কুটিলকটাক্ষবিক্ষেপরূপ
বাণজালে আমাকে দৃঢ়রূপে তাড়না করিলেন । আমি
তখন কামাতুর হইয়া বিমান হইতে অবতরণপূৰ্ব্বক
সখীগণ-সমাবৃত, যথেষ্টকৌড়া-নিরতা সেই
বালিকাকে অপহরণ করিলাম । হে ভদ্র ! সে
তখন মদীয় বিমানে থাকিয়া উচ্চৈশ্বরে “তাত !
তাত !” বলিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল ।
পরে বয়স্তাগণ সকলেই দীনমনে দ্রুতগমনে মুনি-
সন্নিধানে গিয়া কহিল,—ভগবন্ ! কোনও বিমান-
বিহারী ব্যক্তি আপনার কস্তাকে অপহরণ করি-
তেছে ; তিনি রোদন করিতেছেন, আপনি উঠুন,
তাহাকে পরিদ্রাণ করুন । উত্তম তপোনিধি অগ্নিবেশ্ম
মুনি তাহাদিগের সেই কথা শুনিয়া আকাশপথে
সেই কস্তার অনুসরণপূৰ্ব্বক “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া

সংস্ৰভ্য তপসা গতিম্ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ প্রকুপিতঃ
প্রাহ মুমির্মামতি দুঃসহম্ ! অগ্নিবেশ্চ উবাচ ।
যস্মাদ্ভীয়া তনয়া মাংসপেশীৰ তে হতা ॥ ৪৯ ॥
গৃধ্ৰেণেবাধুনা ব্যোমি তস্মাদ্গৃধ্রো ভব ক্রতম্ ।
অনিচ্ছন্তী মদীয়েয়ং সূতা বালা তপস্বিনী ॥ ৫০ ॥
তয়া হতাধুনাক্ষতং কলমাগ্নুহি দুৰ্ম্মতে । ইত্যাকৰ্ণ্য
ভয়াবিষ্টো লজ্জয়াধোমুখো মুনেঃ ॥ ৫১ ॥ পা দৌ
প্রগৃহ্য স্থপতং রুদ্রমতিতরাং তদা । ন ময়েয়ং
পরিজ্ঞায় হতা নাদ্যাপি ধৰ্ব্বিতা ॥ ৫২ ॥ প্রসাদ-
কুরু তে শাপং ব্যাবৰ্জয় তপোনিধে । প্রণতেষু
ক্ষমাবন্তো নৃনিসর্গেণ তপোধনাঃ ॥ ৫৩ ॥ ভবন্তি
সংস্কৃতদৃগ্ধ্রো মা ভবেয়ং প্রসীদ মে । ইতি
প্রপন্নেন ময়া প্রণতোহসৌ মহামুনিঃ ॥ ৫৪ ॥ প্রসন্নঃ
প্রাহ নো মিথ্যা মম বাক্যং ভবেৎ কচিৎ । কিং
হিন্দ্রহ্যয়ভূপালপরিজ্ঞানে সহায়তাম্ ॥ ৫৫ ॥ যদা
যান্তুসি শাপস্ত তদা মুক্তিমবাপ্যসি ॥ ৫৬ ॥ ইত্যাক্র-
স মুনিঃ প্রায়াদ্গৃহীত্বা নিজকন্তুকাম্ । অথগুণীলাং
স্বাবাসমহং গৃধ্ৰোহভবং তদা ॥ ৫৭ ॥ এবং তদা

দমনকোৎসব ঈশ্বরস্ত আন্দোলনেম নৃপবেশ্মনি
মেহবতারঃ । শস্তোৰ্গণদ্বমভবচ্ তথ্যগ্নিবেশ্চ-শাপেন
গৃধ্র ইহ ভদ্র তবেদমুক্তম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণে মহীপ্রাহৃত্তাবে দমনক-
মাহাত্ম্যং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । গৃধ্রশ্চৈতদ্বচঃ শ্রদ্ধা দুঃখবিশ্ময়-
সংযুতঃ । ইন্দ্রহ্যয়স্তমাপৃচ্ছ্য মরণায়োপক্রমে ॥ ১ ॥
ততস্তমালোকা তথা মুমূর্ষুঃ কৌশিকাদিভিঃ । স
সংহিতং বিচিন্ত্যাহ দীর্ঘায়ুৰ্মথাস্থনঃ ॥ ২ ॥ মৈবং
কাসীঃ শৃণু গিরং ভদ্রকং চিরন্তনঃ । মন্তোহপ্যস্তি
ক্ষুটকৈব জ্যাস্ততি ত্রদভীষিতম্ ॥ ৩ ॥ মানসে
সরসি প্যাতঃ কৃশ্মো মন্তরকাথয়া । তস্য নাবিদিং
কিঞ্চিদেহি তত্র ব্রজামহে ॥ ৪ ॥ ততঃ প্রতীতান্তে
ভূপমুনিগৃধ্রবকাস্তথা । উলুকসহিতা জগ্মুঃ সর্ব-
কুৰ্ম্মদিদৃক্ষবঃ ॥ ৫ ॥ সরসীতীরে স্থিতঃ কুৰ্ম্মস্তান্নিরীক্য

তপঃপ্রভাবে বিমানের গতিরোধ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে
আমাকে কহিলেন,—‘রে দুৰ্ম্মতে ! গৃধ্র যেমন মাংস-
পেশী অপহরণ করে, তুই আমার কন্তাকে
আকাশপথে তদ্রূপ অপহরণ করিতেছিস, এজন্য
এখনই তুই গৃধ্র হ’ । আমার তপস্বিনী বালিকা ইচ্ছা
না করিলেও তুই অপহরণ করিয়াছিস বলিয়া এক্ষণে
তাহার এই ফল ভোগ কর । আমি এই শাপবাণী
শুনিয়া ভয়াবিষ্ট-চিত্তে লজ্জাবশে অধোমুখে অতিশয়
রোদন সহকারে সেই মুনির চরণ-ধারণপূর্ব্বক কহি-
লাম ;—হে তপোধন ! ইনি যে আপনার কন্তা, তাহা
জানিয়া আমি অপহরণ করি নাই ; আর এখন
পর্য্যন্ত আমি ইহাকে ধৰ্ব্বণাও করি নাই । অতএব
প্রসন্ন হউন ; অভিশাপের প্রত্যাহার করুন । সাধু
তপোধনগণ প্রণত জনে ক্ষমাবান হইয়া থাকেন ।
অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ; আমি যেন গৃধ্র
না হই । আমি এইরূপ সনির্ব্বন্ধ প্রণতি সহকারে
সেই মুনিবরকে প্রার্থনা করিতে থাকিলে তিনি প্রসন্ন
হইয়া কহিলেন,—আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার
নহে । তবে তুমি যখন ইন্দ্রহ্যয় রাজার বৃত্তান্তজ্ঞান-
বিষয়ে সহায়তা করিবে তখন এই শাপ হইতে
মুক্ত হইবে । মুনিবর আমাকে এই কথা বলিয়া
সেই অধুবিভচরিত্রা কন্তাকে লইয়া নিজাবাসে

প্রস্থান করিলেন ; আমিও তখনই গৃধ্র হইলাম ।
হে ভদ্র ! পূর্বে এইরূপে দমনকোৎসবে দোলারিড
মহেশ্বরের আন্দোলন করার ফলে আমার রাজপুরে
জন্ম হয়, পরে শিবারাধনায় শস্তুর গণহপ্রাপ্তি ঘটে
এবং অগ্নি-বেশ্চ-শাপে এই গৃধ্র হলাভ হয় । তোমার
নিকট তৎসমস্ত বৃত্তান্তই এই আমি কহিলাম ॥ ৩৯—৫৮
নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯ ।

দশম অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—মহারাজ ইন্দ্রহ্যয় গৃধ্রের
এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ও দুঃখাক্রান্ত-চিত্তে গৃধ্রকে
বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া মরণের উপক্রম করিলেন ।
সেই গৃধ্র তাঁহাকে পেচকাদি সহ মুমূর্ষু দেখিয়া
কিৎ কাল স্বীয় দীর্ঘ জীবনী চিন্তা করিয়া কহি-
লেন,—হে ভদ্র ! তুমি এরূপ করিও না ; আমি
অপেক্ষাও চিরজীবী আছেন, তিনি অবশ্যই
তোমার অভিপ্রেত জানেন । মানস সরোবরে
মন্তরক নামে এক কুৰ্ম্ম আছেন, তাঁহার কিছুই
অবিদিত নাই । এস, আমরা সেখানে যাই ।
অতঃপর রাজা, মুনি, বক ও পেচক,—সকলেই সেই
গৃধ্রের সহিত কুৰ্ম্মকে দেখিবার জন্ত প্রস্থান করি-

বিদূরগাম। কালিশীকো বিবেশানো জলং নীত্বতরং
তদা ॥ ৬ ॥ কৌশিকোহধ-তমাহেদং প্রহস্ত বচনং
শ্রয়ম্। কস্মাৎ কুর্ম্য প্রনষ্টৌহদ্য বিমুখোহভ্যাগতে-
ষপি ॥ ৭ ॥ অগ্নিবিজানাং বিপ্রশ্চ বর্ণানাং রমণঃ
দ্রিয়াম্। গুরুঃ পিতা চ পুত্রাণাং সৰ্বশ্চাভ্যাগতো
গুরুঃ ॥ ৮ ॥ বিহায় তমিমাং ধৰ্ম্মমাতিথ্যবিমুখঃ কথম্।
গৃহাসি পাপং সৰ্বেষাং ক্রহি কুর্মাধুনোত্তরম্ ॥ ৯ ॥
কুর্ম উবাচ। চিরন্তনো হি জানামি কর্তুমাতিথ্য-
সংক্রিয়াম্। অভ্যাগতেষপচিতিং ধৰ্ম্মশাস্ত্রেষু
নিশ্চিতম্ ॥ ১০ ॥ স্তুমহং কারণং চাত্র শ্রয়তাং
তদ্বদামি বঃ। নাহং পরাশ্রুথো জাত এতাবন্তি
দিনান্তপি ॥ ১১ ॥ অভ্যাগতস্ত কস্তাপি সৰ্বসংকার-
সদ্ব্রতী। কিং হেষ পঞ্চমো যো বো দৃশ্যতে
সরলাকৃতিঃ ॥ ১২ ॥ ইন্দ্রহায়ে মহীপালো বিভে-
ম্যাম্বাদলস্তরাম্। অমুনা যজমানেন রৌচকাথ্যে
পুরা পুরে ॥ ১৩ ॥ যজ্ঞপাবকদন্ধা মে পৃষ্ঠিনাদ্যাপি
নিব্রণা। তন্মে ভয়ং পুনর্জাতং কিমযং পুনরেব

লেন। মহুরক সেই সরোবরের তীরে ছিলেন, কিন্তু
ভাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া ভয়বশে কিংকর্তব্য-
বিমুঢ় হইয়া দ্রুতবেগে জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন।
অনন্তর পেচক কুর্মকে উদ্দেশ করিয়া কহি-
লেন,—হে কুর্ম! লুকাইয়া রহিলে কেন? অদ্য
অভ্যাগত জনের প্রতিও যে বিমুখ হইলে? বিজ-
গণের অগ্নি, বর্ণসকলের ব্রাহ্মণ, নারীগণের পতি,
পুত্রগণের পিতা এবং সৰ্ব সাধারণের পক্ষে
অভ্যাগত জনই গুরু। সেই গুরু-পরিচর্য্যারূপ
ধৰ্ম্ম—আতিথ্যকার্য্যে অদ্য বিমুখ হইলে কি জন্ত?
ইহাতে যে তুমি সাধারণের পাপভাজন হইতেছ!
হে কুর্ম! ইহার সহ্যের দান কর। ১—৯। কুর্ম
কহিলেন,—আমি অতি পুরাতন ব্যক্তি; আতিথ্য-
সংকার করিতেও জানি। অভ্যাগত জনের
অর্চনা করা যে ধৰ্ম্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, তাহাও
আমার অবিজ্ঞাত নহে। কিন্তু এ বিষয়ে একটি
স্তুমহং কারণ আছে, তাহা বলিতেছি; তোমরা
শ্রবণ কর। আমি এতাবৎকাল সৰ্বসংকার-ব্রতে
নিবৃত্ত আছি, কদাচ কোন অভ্যাগত জনের প্রতি
বিমুখ হই নাই। কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে এই যে
পঞ্চম ব্যক্তি—ইন্দ্রহায় রাজা, ইহা হইতে আমি
অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। ইনি পুরাকালে রৌচক-
নামক পুরে যজ্ঞাহুতান করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞাগ্নি
দ্বারা আমার পূজাংশ যে দগ্ধ হইয়াছিল, সেই

মাম্ ॥ ১৪ ॥ আশ্রুতীবলমাধায় ভুবি ধন্যকৃতি
সম্প্রতি। ইতি বাক্যাবসানে তু কুর্মস্য কুরুসত্তম ॥
১৫ ॥ পপাত পুষ্পরূপীঃ খাদ্বিমুক্তাপরমাং গণৈঃ।
সম্বলুর্দেববাদ্যানি কীৰ্ত্ত্যুদ্বারে মহীপতেঃ ॥ ১৬ ॥
বিস্মিতান্তে চ দদৃশুবিমানং পুরতঃ স্থিতম্। ইন্দ্র-
হায়কৃতে দেবদূতেনাধিষ্ঠিতং তদা ॥ ১৭ ॥ অযা-
তযামাঃ প্রদহরাশিষোহস্মৈ সুরবিজাঃ। সাধুবাদো
দিবি মহানাসীতস্ত মহীপতেঃ ॥ ১৮ ॥ ততো বিমান-
মালদ্য দেবদূতস্তমুচ্চকৈঃ। ইন্দ্রহায়মুবাচেদং শৃণুতাং
নাকবাসিনাম্ ॥ ১৯ ॥ দেবদূত উবাচ। নবীকৃতাধুনা
কীৰ্ত্তিস্তব ভূপাল নিম্নলা। ত্রিলোক্যামপি তচ্ছীঘ্রং
বিমানমিদমাক্রুহ ॥ ২০ ॥ গমাতাং ব্রহ্মণো লোক-
মাকল্পং তপসার্জিতম্। প্রেথিতোহহমনেনৈব
তবানয়নকারণাং ॥ ২১ ॥ যাবৎ কীৰ্ত্তির্নুহ্যস্ত
পৃথিব্যাং প্রথিতা ভবেৎ। তাবানেব ভবেৎ স্বর্গী
সতি পুণ্যে হনস্তকে ॥ ২২ ॥ সুরালয়সরোবাসী-
কুপারামাদিকল্পনা। এতদর্থং হি পূর্ত্তাখ্যা ধৰ্ম্মশাস্ত্রেষু
নিশ্চিতা ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রহায় উবাচ। অমী মমৈব

দাহ-কৃত অদ্যাপি সারে নাই। সেই জন্তই আমার
ভয় হইয়াছে যে, সম্প্রতি আবার ইনি ভূতলে
তাদৃশ যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়া আমাকে দগ্ধ করিবেন
না কি? হে কুরুসত্তম! কুর্মের এই বাক্যের
অবসানে ইন্দ্রহায়ের লুপ্তকীৰ্ত্তির উদ্ধার হওয়ার
আকাশ হইতে অপ্সরোগণ-বিমুক্ত পুষ্পরূপী পতিত
ও দেববাদ্য সকল মিনাদিত হইতে লাগিল।
তাহারা বিস্মিতভাবে দেখিলেন,—পুরোভাগে ইন্দ্র-
হায়ের জন্ত দেবদূতাদিষ্ঠিত বিমান অবস্থিত
রহিয়াছে। তখন আকাশমণ্ডলে থাকিয়া পুরাতন
মহর্ষিগণ ও দেববৃন্দ বিবিধ আশীর্বাদ ও
সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর
বিমানস্থ দেবদূত উচ্চৈশ্বরে দেবগণকে
বুনাইয়া ইন্দ্রহায়কে কহিলেন,—হে ভূপাল!
ত্রিলোকমধ্যে আপনার কীৰ্ত্তি অধুনা নবভাবে প্রাপ্ত
হইল। অতএব আপনি অবিলম্বে এই বিমানে
আরোহণ করিয়া নিজ তপস্কার্জিত ব্রহ্মলোকে
যাইয়া কল্পকাল যাবৎ বাস করুন। আপনাকে
লইয়া যাইবার জন্তই ব্রহ্মা আমায় পাঠাইয়াছেন।
অনন্ত পুণ্য থাকিলেও যতকাল ভূমণ্ডলে কীৰ্ত্তি
বিস্তৃত থাকে, মানব তাবৎকালই স্বর্গভোগে সক্ষম
হয়। এইজন্তই ধৰ্ম্মশাস্ত্রে দেবালয়, সরোবর, বাসী-
কূপ ও উদ্যানাদি পূর্ত্ত কার্য্যের বিধান আছে।

সুহৃদো মার্কণ্ডেককৌশিকাঃ। গৃধকৃশ্নৌ প্রভাবো-
হয়মমীবাং মম বৃক্ষয়ে ॥ ২৪ ॥ তচ্চৈদমী ময়া সাংকং
ব্রহ্মলোকং প্রযাস্ত্যত। পুরঃস্থিতাস্তদা যাস্তে ব্রহ্ম-
লোকঞ্চ নাস্তথা ॥ ২৫ ॥ পরেষামনপেক্ষ্যৈব কৃত-
প্রতিকৃতং হি যঃ। প্রবর্ততে হিতায়ৈব স সুহৃৎ
প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ॥ ২৬ ॥ স্বার্থোদযুক্তধিয়ো যে সুর-
বখ্যাস্তেহপ্যসুহৃদাঃ। মরণং প্রকৃতিশ্চৈব জীবিতং
বিকৃতির্বিদা ॥ ২৭ ॥ প্রাণিনাং পরমো লাভঃ কেবলঃ
প্রাণিসৌহৃদম্। দরিদ্রা রাগিণোহসত্যপ্রতিজ্ঞাতা
গুরুজ্ঞাঃ ॥ ২৮ ॥ মিত্রাবসানিনঃ পাপাঃ প্রায়ো
নরকমণ্ডনাঃ। পরার্থনষ্টাস্তদমী পঞ্চ সম্প্রতি
সাধবঃ ॥ ২৯ ॥ মম কীর্তিসমুদ্বারঃ স প্রভাবো
মহাস্থনাম্। অমীবাং যদি তে স্বর্গং প্রয়াস্তস্মি ময়া
সহ। তদাহমপি যাস্তামি দেবদূতাস্তথা ন হি ॥ ৩০ ॥
দেবদূত উবাচ। এতে হরগণাঃ সর্বৈ শাপভ্রষ্টাঃ
কিঞ্চিৎ গতাঃ ॥ ৩১ ॥ শাপান্তে হরপার্শ্বে তু যাস্তস্মি

পৃথিবীপতে। বিহায়েমানতো কৃপা স্বমাগচ্ছ ময়া
সহ। ন চৈবাং রোচতে স্বর্গো হিহা দেবং ময়ে-
শ্বরম্ ॥ ৩২ ॥ ইন্দ্রহাষ উবাচ। যদ্যেবাং গচ্ছ-
তদন্ত ন যাস্তেহহং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৩৩ ॥ তথা তথা
যতিষ্যামি ভবিষ্যামি যথা গণাঃ। অবিভক্তিক্রিয়া-
ধিক্যদৃশ্যৈরেষ নিন্দিতঃ ॥ ৩৪ ॥ স্বর্গঃ সদানুশ্রবিক-
স্তস্মাদেনং ন কাময়ে। তত্রস্থস্ত পুনঃ পাতো ভয়ং
ন বোতি মানসাৎ ॥ ৩৫ ॥ পুনঃ পাতো যতঃ পুংস-
স্তস্মাৎ স্বর্গং ন কাময়ে। সতি পুণ্যে স্বয়ং তেন
পাতিতো নিজলোকতঃ ॥ ৩৬ ॥ চতুর্দ্ব্যুখেন বৈলক্যং
গতোহস্মি কথমেমি তম্। ইতীদমুক্তা দূতং তং
শৃণ্বতোহস্মৈব বিশ্বস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ অপ্রাকীর্ষপতিঃ
কুর্ম্যং তদাযুঃকারণং তদা। ইদমাযুঃ কথং জাতং
কুর্ম্য দীর্ঘতমং তব ॥ ৩৮ ॥ সুহৃন্মিত্রং গুরুজ্ঞং মে
যেন কীর্তির্নমোদ্ধৃতা ॥ ৩৯ ॥ কুর্ম্য উবাচ। শৃণু
ভূপ কথ্যং দিব্যাং শ্রবণাৎ পাপনাশিনীম্। কথ্যং

১০—২৩। ইন্দ্রহাষ কহিলেন,—এই মার্কণ্ডেয়,
বক, পেচক, গৃধ ও কুর্ম,—ইহারা আমার সুহৃৎ;
আমার উৎকর্ষসাধক এই কীর্তিবিস্তার-ব্যাপার,
ইহাদিগেরই প্রভাবে সিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং
আমার সহিত যদি ইহারাও ব্রহ্মলোক-গমনে
সক্ষম হন, তবেই আমি যাইতে পারি, নচেৎ
ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমি ব্রহ্মলোকে যাইব
না। উপকারের আশা না করিয়া অপরের হিত-
সাধনমানসে যিনি উপকার করিতে প্রবৃত্ত হন,
বুধগণ তাঁহাকেই সুহৃৎ বলিয়া থাকেন। যাহারা
স্বার্থসাধনেই সতত উদ্যমশীল, তাহারা বৃথা জীবন-
ধারী। মরণই প্রকৃতি; আর জীবনইতো বিকৃতি;
সুতরাং প্রাণ ধারণের ইহাই লাভ যে, প্রাণিগণের
হিতসাধন করা যায়। দরিদ্র, রোগী, অসত্যপ্রতিজ্ঞ,
গুরুজ্ঞোহী ও মিত্রের প্রত্যাপকারহীন,—এই পাঁচ
জন প্রায়শঃ নরকেরই শোভাবর্ধন করে। পরন্তু
এই পঞ্চ সাধু, সম্প্রতি পরোপকার সাধন জন্তই
নষ্টপ্রায় হইয়াছেন; এই মহাঋদিগের প্রভাবেই
আমার কীর্তির উদ্ধার ঘটিয়াছে। হে দেবদূত!
আপনারা যদি আমার সহিত এই পাঁচজনকেও
স্বর্গদান করেন, তবেই আমি স্বর্গে যাইব; নচেৎ
যাইব না। ২৪—৩০। দেবদূত কহিলেন,—ইহারা
সকলেই মহেশ্বরের গণ; পরন্তু শাপবশে কিঞ্চিৎ
প্রাণ হইয়াছেন। হে রাজন্! ইহারা শাপান্তে

সেই মহেশ্বরের পার্শ্বেই যাইবেন। অতএব রাজন্!
আপনি ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমার সহিত আসুন।
আরও দেখুন, মহেশ্বরসান্নিধ্য ব্যতীত ইহাদিগের
স্বর্গেও রুচি নাই। ইন্দ্রহাষ কহিলেন,—যদি
তাই হয়, তবে হে দূত! আপনি যাউন,
আমি স্বর্গে যাইব না। আমি তেমন তেমন যত্ন
করিব, যাহাতে গণ হইতে পারি। স্বর্গ পাপক্ষয়-
কর পুণ্যকর্মের ফলেই লভ্য হয়। সেই পুণ্য
ক্ষয় পাইলে তথা হইতে পতন অনিবার্য।
সুতরাং স্বর্গসুখ অচিরস্থায়ী, ও পতনভয়াঙ্ক
দোষযুক্ত; স্বর্গবাসীর অন্তঃকরণ হইতে পতনভয়
অস্তাইত হয় না; একদিন না একদিন পতন নিশ্চিত।
অতএব আমি তাদৃশ স্বর্গ কামনা করি না। আরও
দেখুন, আমার পুণ্য বিদ্যমান থাকিতেও পদ্মজয়া
ব্রহ্ম আমাকে তদীয় লোক হইতে পাতিত করিয়া-
ছেন; তাহাতে আমি নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছি;
একণে কেমনে আবার সেখানে যাইব? রাজা
ইন্দ্রহাষ, দেবদূতকে এই কথা বলিয়া বিশ্বম্ভবে
দেবদূত শুনিতে পান এমনভাবেই সেই কুর্মকে
তদীয় দীর্ঘ আয়ুঃপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসিলেন।—
হে কুর্ম! আপনি আমার সুহৃৎ, মিত্র, ও গুরু;
যেহেতু আপনিই আমার নষ্ট কীর্তির উদ্ধার করিয়া-
ছেন। আপনার এতাদৃশ দীর্ঘ আয়ুঃ হইল
কিরূপে? কুর্ম কহিলেন,—রাজন্! সেই দিব্য

সুমধুরামেতাঃ শিবমাহাত্ম্যসংযুতাম্ ॥ ৪০ ॥ শূণ-
মিমামপি কথ্যং নৃপতে মনুষ্যঃ সুশ্রদ্ধয়া ভবতি
পাপবিমুক্তদেহঃ । শস্তোঃ প্রসাদমভিগম্য যথায়ুরেব-
মাসীৎ প্রসাদত ইয়ং মম কৃশ্বতা চ ॥ ৪১ ॥

ইতি ক্রীড়ান্দে মহীপ্রাত্তর্ভবে ইন্দ্রহাসনপতেলুপ্ত-
কীর্ত্বাঙ্কারো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

কৃশ্ব উবাচ । শাণ্ডিল্য ইতি বিখ্যাতঃ পুরা-
হমভবং দ্বিজঃ । বালভাবে ময়া ভূপ ক্রীড়ামানেন
নির্ম্মিতম্ ॥ ১ ॥ পুরা প্রারুণি পাংশুখং শিবাযতন-
মুচ্ছিতম্ । জলার্জবালুকাপ্রায়ঃ প্রাণ্ডপ্রাকার-
শোভিতম্ ॥ ২ ॥ পঞ্চায়তনবিস্তাসমনোহরতর-
নৃপ । বিনায়কশিবাস্থ্য-মধুসূদনমূর্ত্তিমৎ ॥ ৩ ॥ পীত-
মুৎস্বর্ণকলশঃ ধ্বজমালাবিভূষিতম্ । কাষ্ঠতোরণ-
বিস্তম্বঃ দোলকেন বিভূষিতম্ ॥ ৪ ॥ দৃঢ়প্রাণ্ড-
সমুদ্ভূতসোপানশ্রেণিভাস্মুরম্ । সর্কীশচর্যাময়ং দিবাং
বয়শ্চৈঃ সংগৃহেণ মে ॥ ৫ ॥ তত্র জাগেশ্বরং লিঙ্গং
কুশ্মাথ বিনিবেশিতম্ । বাল্যাভূপলরূপং তদ্বর্ষা-

কথা শ্রবণ করুন । উহা শিবমাহাত্ম্যযুক্তা, ও সুম-
ধুরা ; সুতরাং উহা শ্রবণে পাপরাশি বিনষ্ট হয় ।
হে নৃপতে ! শস্তুর প্রসাদে আমার এই সুদীর্ঘ আগু-
প্রাপ্তি ও এই কৃশ্বহ লাভের বিবরণ, শ্রদ্ধা সহকারে
শ্রবণ করিলেও মনুষ্য পাপবিমুক্তকায় হইতে
পারে । ৩১—৪১ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশ অধ্যায় ।

কৃশ্ব কহিলেন, হে ভূপাল ! আমি পুরাকালে
শাণ্ডিল্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলাম । আমি বাল্যা-
বস্থায় বর্ষাকালে বয়স্শগণ সহ জলসিক্ত বালুকাবহুল
কর্দমধারা ক্রীড়াচ্ছলে একটি উন্নত দিব্য শিবমন্দির
নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম । সেই মন্দির সমুন্নত প্রাকার-
শোভিত, পঞ্চায়তন বিস্তাসে মনোহর, গণেশ বিষ্ণু
শক্তি সূর্য্য ও বিষ্ণুর মূর্ত্তিমণ্ডিত, পীত-মূর্ত্তিকারচিত,
মুৎস্বর্ণকলসযুক্ত, ধ্বজশ্রেণীমণ্ডিত, কাষ্ঠতোরণ-বিস্তম্ব
দোলকসম্বিত, গাঢ় মূর্ত্তিকাকৃত সোপান-শ্রেণী-
ভি, ও অতি আশ্চর্য্যময় । আমি তাহাতে
বর্ষাবারিপরিকৃত ভূপলখণ্ড লইয়া তন্মধ্যে জাগেশ্বর-

বারিবিভুক্তিতম্ ॥ ৬ ॥ বকপুটৈশ্চত্বাষ্টৈশ্চ কেদা-
রোথৈঃ সমাহৃতৈঃ । কোমলৈরপটৈঃ পুশৈশ্চ
বল্লীসমুদ্ভবৈঃ ॥ ৭ ॥ কুশ্মাটৈশ্চৈব বর্ণদৈরুশ্মভ-
কুশ্মাযুতৈঃ । মন্দারৈর্বিধপটৈশ্চ দূর্দ্ধদৈশ্চ নবা-
কুটৈঃ ॥ ৮ ॥ পূজা বিরচিতা রম্যা শস্তোরিতি ময়া
নৃপ । ততস্তাণ্ডবমারকমনপেক্ষিতসংক্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥
শিবস্ত পুরতো বাল্যাদগীতঞ্চ স্বরবর্জিতম্ । অকার্ষং
সকৃদেবাহং বালো শিশুগণাবৃতঃ ॥ ১০ ॥ ততো
মতোহহং জাতশ্চ বিপ্রো জাতিস্মরো নৃপ । বৈদিশে
নগরেহকার্ষং শিবপূজাং বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥ শিবদীক্ষা-
মুপাগমাত্মগৃহীতঃ শিবাগমৈঃ । শিবপ্রাসাদ আধায়
লিঙ্গং শ্রদ্ধাসমর্পিতঃ ॥ ১২ ॥ কল্পকোটং বসেৎ সর্গে যঃ
করোতি শিবালয়ম্ । যাবন্তি পরমাণুনি শিবস্তা-
য়তনে নৃপ ॥ ১৩ ॥ ভবান্তি তাবদ্বর্ষাণি কারকঃ
শিবসম্মনি । ইতি পৌরাণবাক্যানি স্মরন্তৈলং
শিবালয়ম্ ॥ ১৪ ॥ অকারিবমহং রম্যং বিশ্বকর্ম্ম-
বিধানতঃ । মৃন্ময় কাষ্ঠনিষ্পন্নং পাকেষ্টং শৈলমেব
বা ॥ ১৫ ॥ কৃতমায়তনং দদ্যাৎ ক্রমাদশগুণং ফলম্ ।

নামক লিঙ্গ স্থাপন করিলাম । পরে বক, ধুতুর,
মন্দার, কুশ্মাণ্ড ও নানাবিধ রত্নলতা-জাত ও
কেদারোদ্ভূত, কোমল বিচিত্রবর্ণ কুশুমসমূহ,
বিধপত্র ও নবদূর্দ্ধাকুরাদি দ্বারা সেই শিবের
মনোহর পূজা ব্যাপার সমাধান করিলাম । পরে
শিবের সম্মুখে বালকরূপ প্রযুক্ত সভ্যতা লজ্জমন
করিয়াই যথেষ্টভাবে নৃত্য ও স্বরবিরহিত গীত
আরম্ভ করিলাম । আমি বালককালে অপর
শিশুগণ সঙ্গে কেবল মাত্র এক দিনই এই কার্য্য
করিয়াছিলাম । তৎপরে আমার মৃত্যু হয় । হে
রাজন ! তার পর আমি শিবের কৃপায় বৈদিশ
নগরে জাতিস্মর বিপ্র হইয়া জন্ম লাভ করি । সে
জন্মে আমি শৈবাগমজ্ঞগণের অমুগ্ৰহে যথাবিধি
শিবদীক্ষা লাভ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে শিবলিঙ্গার্চনে
রত হইয়াছিলাম । ১—১২ । যে জন শিবালয়
নির্ম্মাণ করে, সে কোটি কল্প কাল স্বর্গে বাস করে ।
শিবাযতনে যত পরমাণু থাকে, হে নৃপ ! নির্ম্মাণ-
কর্ত্তা তত বৎসর শিবলোকে বাস করে । আমি
এই পুরাণবাক্য স্মরণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মপ্রণীত শিল্প-
শাস্ত্রানুসারে শিলাময় একটি মনোরম শিবালয়
নির্ম্মাণ করাইলাম । মৃন্ময়, কাষ্ঠজ, পাকেষ্টকরচিত
ও শিলানির্ম্মিত,—এই চতুর্বিধ আয়তন দান
করিবার বিধান আছে ; পরন্তু এতন্মধ্যে পর-পরী

ভিক্ষায়া ত্রিষবণো ভিক্ষারকৃতভোজনঃ ॥ ১৩ ॥
জটধারস্তপস্শ্চ শিবারাধনতৎপরঃ । ইখং মে
কুর্ষতো জাতং পুনর্ভূপ প্রমাপণম্ ॥ ১৭ ॥ জাতো
জাতিস্মরস্তত্র তৃতীয়েহহং ভবান্তরে । সার্বভৌমো
মহীপালঃ প্রতিষ্ঠানে পুরোক্তমে ॥ ১৮ ॥ জয়দত্ত
ইতি খ্যাতঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ । ততো ময়া বহুবিধাঃ
প্রাসাদাঃ কারিতা নৃপ ॥ ১৯ ॥ তস্মিন্ ভবান্তরে
শস্তোরাধারপরেণ চ । ততো নিরুপিতা জাতা
বকপুষ্পপুংসরাঃ ॥ ২০ ॥ সৌবর্ণৈ রাজতৈ রত্ন-
নির্ম্মিতৈঃ কুসুমৈর্নৃপ । তথাবিধেহরদানাং করোমি
নৃপসত্তম ॥ ২১ ॥ কেবলং শিবলিঙ্গানাং পূজাঃ
পুষ্পৈঃ করোমামাহম্ । ততো মে ভগবাক্তুঃ
সন্তুষ্টোহথ বরং দদৌ ॥ ২২ ॥ অজরামরতাং রাজ-
স্তেনৈব বপুর্বা বৃতঃ । ততস্তথাবিধং প্রাপ্যানন্ত-
সাধারণং বরম্ ॥ ২৩ ॥ বিচরামি মহীমেতাং মদাক্ষ
ইব বারণঃ । শিবভক্তিং বিহায়াথ নৃপোহহং মদনা-
তুরঃ ॥ ২৪ ॥ প্রধর্ম্ময়িতুমারকঃ স্মিয়ঃ পরপরিগ্রহঃ ।
আয়ুষস্তপসঃ কীর্ত্তিস্তেজসো যশসঃ শ্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥
বিনাশকারণং মুখ্যং পরদারপ্রধর্ম্মণম্ । সর্গঃ

দশদশগুণ অধিক ফলদায়ক । আমি ভাস্মে শয়ন,
ত্রিসঙ্ক্যা স্নান, ভিক্ষার ভোজন ও জটধারণ
করিয়া শিবারাধনে তৎপর হইলাম । হে রাজন!
এই ভাবে কালক্রমে আমার আবার মৃত্যু হইল ।
পরে তৃতীয় জন্মেও আমি জাতিস্মর হইয়া প্রতি-
ষ্ঠানপুরবরে সূর্য্যবংশে জয়দেব নামে জন্ম গ্রহণ
করিয়া সার্বভৌম রাজা হইলাম । হে নৃপ!
আমি সে জন্মেও শিবের আরাধনায় নিরত হইয়া
অনেকানেক শিবপ্রাসাদ নির্মাণ করাইলাম । সে
জন্মে আমি সুবর্ণ-রজত-রত্নাদি দ্বারা রচিত ও
বকাদি নানাবিধ পুষ্পদ্বারা কেবল শিবলিঙ্গসমূহে-
রই পূজা করিতাম । আর হে নৃপসত্তম! তথা-
বিধ সৌবর্ণাদি পাত্রে অন্নাদি দানও করিতাম ।
ইহাতে ভগবান্ শত্ৰু সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বরদান
করিলেন । আমি সেই শরীরেই অজরামর বর
গ্রহণ করিলাম । পরে তাদৃশ অনন্তসাধারণ বর
পাইয়া আমি মদাক্ষ মাতঙ্গবৎ এই মহীমণ্ডলে
বিচরণ করিতে লাগিলাম । হে নৃপ! ক্রমে
আমার শিবভক্তি তিরোহিত হইয়া গেল । আমি
কামাতুর মানসে পর-পরিগ্রহীত নারীবর্গের
ধর্ম্মণ করিতে লাগিলাম । আয়ু, কীর্ত্তি, তপস্শা,
তেজঃ, যশঃ, কী,—পরদারধর্ম্মণ এতৎসমস্তের

ক্রতিহীনোহসৌ পশুশ্লোকে বদন জড়ঃ ॥ ২৬ ॥ অচে-
তনচেতনাবান্ মুখ্যে বিদ্বানপি ক্ষুটম্ । তদা
ভবতি ভূপাল পুরুষঃ কণমাত্রতঃ ॥ ২৭ ॥ যদৈব
হরিণাক্ষীণাং গোচরং যাতি চক্ষুশ্চাম্ । মৃতস্ত
নিরয়ে বাসো জীবতশ্চেশ্বরাস্তয়ম্ ॥ ২৮ ॥ এবং
লোকদ্বয়ং হনৌ পরদারপ্রধর্ম্মণা । জরামরণহীনোহহ-
মিতি নিশ্চয়মাহিতঃ ॥ ২৯ ॥ ঐহিকামুগ্ধিকভয়ং
বিহায়াহং ততঃ পরম্ । প্রধর্ম্ময়িতুমারকস্তদা ভূপ
পরস্মিয়ঃ ॥ ৩০ ॥ অথ মাং সম্পরিজ্ঞায় মর্য্যাদা-
রহিতং যমঃ । বরপ্রদানাঙ্গীশস্ত তদন্তিকমুপাযযৌ ।
ব্যাজজপমদৌরক শস্তোর্থস্ব্যতিক্রমম্ ॥ ৩১ ॥
যম উবাচ । নাহং তবানুভাবেন গুপ্তস্তাস্ত্র বিনি-
গ্রহম্ ॥ ৩২ ॥ শক্ৰোমি পাপী নো দেব মন্নিয়োগেহস্ত-
মাদিশ । জগদাবারূপা হি ত্রয়েশোক্তাঃ পতি-
ব্রতাঃ ॥ ৩৩ ॥ গাবো বিপ্রাঃ সনিগমা অলুকা
দানশীলিনঃ । সত্যনিষ্ঠা ইতি স্বামিংস্তেমাং
মুখ্যতমা সতী ॥ ৩৪ ॥ তাস্তেন ধর্ম্মিতা লুপ্তং মদীয়ং
ধর্ম্মশাসনম্ । বরদানপ্রমত্তেন তবৈব পরিভূয়
মাম্ ॥ ৩৫ ॥ জয়দত্তেন দেবেণ প্রতিষ্ঠানাধি-

নিতান্ত বিনাশক । হে ভূপাল! পুরুষ যখন হরিণ-
নবনাগপের নমনগোচর হয়, তখন কণমাত্রে সে
সকল হইবাও অকর্ণ, চক্ষুশ্চান্ হইবাও অক্ষ, বাক্-
শক্তিমান হইবাও মুক, সচেতন হইবাও অচেতন,
এবং বিদ্বান্ হইবাও সুস্পষ্ট মূর্খ হইবা পড়ে । মর-
ণান্তে নরকবাস, আর জীবিতকালে শাসকের ভয়
নিশ্চিত ; সুতরাং পরদারধর্ম্মণা উভয়-লোকনাশিনী ।
কিন্তু হে ভূপাল! আমি জরা-মরণ-ভয়হীন ; এই
বিশ্বাসবশে ঐহিক পারত্রিক ভয় বিসর্জন দিয়া পর-
নারী ধর্ম্মণ প্রবৃত্ত হইলাম । ১৩—৩০ । পরে যম-
রাজ, আমাকে শিবের বরদান হেতু তাদৃশ মর্য্যাদা-
লঙ্ঘনকারী জানিয়া শিব-সন্নিধানে যাইয়া মদীয় ধর্ম্ম
লঙ্ঘন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । যম কহিলেন,—
হে ঈশ! আপনার প্রভাবে রক্ষিত এই পাপীর নিগ্রহ
করিতে আমি সক্ষম নহি ; হে দেবেশ! অতএব
আমার পদে অপর কোনও ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন ।
আপনিই বলিয়াছেন যে, পতিব্রতা, গো, বিপ্র,
নিগম, অলুক, দাতা, ও সত্যবাদী,—ইহারা জগ-
তের আধার । তন্মধ্যেও সতীই মুখ্যতম । কিন্তু
হে দেবেশ! আপনার বরদানে প্রমত্ত প্রতিষ্ঠানপুর-
বাসী জয়দত্ত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সেই সতীগণে-
রই ধর্ম্মণ করিতেছে । সুতরাং আমার ধর্ম্মশাসন

বাসিনা। ইমাং ধর্মশ্চ ভগবান্ গিরমাকর্ণ্য কোপিতঃ।
 শশাপ মাং সমানীয বেপমানং কৃতাজ্জলিম্ ॥ ৩৬ ॥
 ঈশ্বর উবাচ। যস্মাদ্ভূতসমাচর ধর্ষিতান্তে পতি-
 ত্রতাঃ ॥ ৩৭ ॥ কামার্তেন ময়া শপ্তস্তস্মাৎ কূর্ম্যঃ
 ক্ষণাত্তব। ততঃ প্রণম্য বিহ্রষ্টঃ শাপতাপহরো
 ময়া ॥ ৩৮ ॥ প্রাহ যষ্টিতমে কল্পে বিশাপো ভবিতা
 গণঃ। মদীয় ইতি সম্প্রোচ্য জগামাদর্শনঃ শিবঃ ॥
 ৩৯ ॥ অহং কূর্ম্যস্তদা জাতো দশযোজনবিস্তৃতঃ।
 সমুদ্রসলিলে নীতস্তয়াহং যজ্ঞসাধনে ॥ ৪০ ॥ পুর-
 স্তাদ্ভয়াযজুর্কেন স্মরংস্তচ্চ বিভেতি তে। দক্ষস্তয়াহং
 গৃষ্ঠেহত্র ব্রণান্তেতানি পশু মে ॥ ৪১ ॥ চয়নানি
 বহুশ্চত্র কল্পহৃত্তবিধানতঃ। পৃষ্ঠোপরি কৃতান্তা-
 সগ্নিস্তয়াহং তদা হয়া ॥ ৪২ ॥ ভূয়ঃ সস্তাপিতা যজ্ঞেঃ
 পৃথিবী পৃথিবীপতে। স্মৃশাব সর্বভীর্থানাং সারং
 সাহুন্মহীনদী ॥ ৪৩ ॥ তস্তাক্ষ্মানমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ
 প্রযুচ্যতে। ততো নৈমিত্তিকে কস্মিন্নপি প্রলয়

বিলুপ্ত হইতে চলিল। ভগবান্ শঙ্কর, ধর্মরাজের
 এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে আমাকে নিজ নিকটে
 লইয়া গেলেন। আমি কম্পিতকায়ে কৃতাজলি
 হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলেও তিনি আমায় এই-
 রূপ অভিশাপ দিলেন যে, রে ছুরাচার! যেহেতু
 তুই কামার্ত হইয়া পতিব্রতাগণের ধর্ষণ করিয়া-
 ছিস্, এজন্ত আমার শাপে ক্ষণমাত্রেই তুই কূর্ম্য
 হ'। পরে আমি সেই শাপতাপহর হরদেবকে
 প্রণতিপূর্ব্বক অম্বনয়-বিনয় করিলে তিনি কহিলেন,
 —যষ্টিতম কল্পে তুমি শাপবিলুপ্ত হইয়া মদীয় গণ
 লাভ করিবে। শিব আমাকে এই কথা বলিয়াই
 অদৃষ্ট হইলেন। আমি তখনই দশ যোজনবিস্তৃত
 কূর্ম্যাকার প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র-সলিলে বাস করিতে
 লাগিলাম। পরে আপনি যখন অনেকানেক যজ্ঞানু-
 ষ্ঠানে ব্রতী হন, তখন আমাকে যজ্ঞ সাধনার্থ গ্রহণ
 করেন। সেই বৃত্তান্ত স্মরণেও আমার ভয় হইতেছে।
 হে ইন্দ্রহ্য! আপনি আমার পৃষ্ঠদেশে কল্পহৃত্ত-
 বিধানানুসারে অনেকানেক চয়ন স্থাপিত করিয়া-
 ছিলেন; তাহাতে আমার পৃষ্ঠদেশে দাহজন্ত যে
 ক্ষত ক্রিয়ায়ছে, এই দেখুন—তাহা অদ্যাপি বিদা-
 মান। হে রাজন্! আপনার অমুষ্টিত বহুল যজ্ঞের
 তাপে পৃথিবী তখন অত্যন্ত তাপিতা হওয়ায় সর্ব-
 ভীর্ষের সার সকল পরিস্রুত হইয়া মহীনদী নামে
 প্রাণি লাভ করে। ঐ নদীতে স্নান করিলে সর্বপাপ
 হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। রাজন্! পরে

আগতঃ ॥ ৪৪ ॥ প্রবমানমিদং রাজস্মানসং শত-
 যোজনম্। যটপঞ্চাশৎপ্রমাণেন কল্পা মম পুরা
 নূপ ॥ ৪৫ ॥ ব্যতীতা ইহ চত্বারঃ শেবে মোক্ষতঃ
 পরম্। এবমায়ুরিদং দীর্ঘমেবং শাপাচ্চ কূর্ম্যতা ॥
 ৪৬ ॥ মমাদ্ভূদীশ্বরশ্চৈব সতীধর্ম্মজ্ঞো নূপ। ক্রুহি
 কিং ক্রিয়তাং শত্রোরপি তে গৃহগামিণঃ ॥ ৪৭ ॥
 মম পৃষ্ঠিচ্চিরং ভূপ হয়া দক্ষায়িনা পুরা। অহং
 জলন্তীমিব তাং পশ্চামাদ্যপি সত্রিণা ॥ ৪৮ ॥
 ইদং বিমানমায়াতং হয়া কস্মায়িনা কৃতম্। দেব-
 দূতসমায়ুক্তং ভুঙ্ক্ষু ভোগায়িজার্জিতান্ ॥ ৪৯ ॥
 ইন্দ্রহ্য উবাচ। চতুর্গুণেণ তেনাহং স্বর্গান্ নির্কী-
 সিতঃ স্বয়ম্। বিলক্ষ্যো ন প্রয়াস্তামি পাতা-
 ধিকাদিদৃষিতে ॥ ৫০ ॥ তস্মাদ্বিবেকবৈরাগ্যমবিদ্যা-
 পাপনাশনম্। আলিঙ্গ্যাহং যতিষ্যামি প্রাপ্য
 বোধং বিমুক্তয়ে ॥ ৫১ ॥ তন্মে গৃহাগতস্তাদ্য যথা-
 তিথ্যাকরো ভবান্। তদাদিশ যথাপারপ্রারদঃ
 কোহপি মে গুরুঃ ॥ ৫২ ॥ কূর্ম্য উবাচ। লোমশো

কোনও নৈমিত্তিক প্রলয় ঘটিলে এই শত যোজন
 মানসসরোবর পর্য্যন্ত জলপ্রাবিত হওয়ায় আমি
 এখানে আসিয়াছি। এখানে থাকিয়া আমি যট-
 পঞ্চাশৎ কল্প অতিক্রম করিয়াছি; আর চারি কল্প
 অতীত হইলেই আমার মুক্তি হইবে। রাজন্!
 ঈশ্বরের বরে আমার এই দীর্ঘ আয়ু এবং সতীধর্ম্ম-
 দ্রোহহেতু কূর্ম্যর লাভবৃত্তান্ত আমি কহিলাম। এক্ষণে,
 আপনি আমার শত্রু হইলেও যখন গৃহাগত হইয়া-
 ছেন, তখন আপনার কোন কার্য্য করিব? বলুন।
 ৩১—৪৭। হে ভূপাল! আপনি পূর্ব্ব যজ্ঞ করিয়া
 আমার পৃষ্ঠদেশ দীর্ঘকাল দক্ষ করিয়াছেন, উহা যেন
 এখনও জলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই যে দেব-
 দূতযুক্ত বিমান আসিয়াছে, আপনি উহা প্রত্যাখ্যান
 করিলেন কেন? নিজ কস্মার্জিত ভোগ্য সকল
 উপভোগ করুন। ইন্দ্রহ্য কহিলেন,—ব্রহ্মা
 নিজেই আমাকে তদীয় লোক হইতে নির্কাসিত
 করিয়াছেন, তাহাতে আমি নিতান্তই লজ্জিত হই-
 যাছি; সুতরাং সেই পতন-ভয়যুক্তস্থানে আর থাইব
 না। আমি অবিদ্যাপাপনাশক বিবেক-বৈরাগ্যাবল-
 ম্বনে মুক্তিসাধক জ্ঞানলাভের জন্ত যত্ন করিব। আমি
 অদ্য আপনার গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত, আপনি
 অবশ্যই আমার আতিথ্য সংকার করিবেন; অতএব
 আমি যাহাতে এই অপারে পায়দামকম কোন
 গুরু লাভ করিতে পারি, তজ্জন আদেশ করুন।

নাম দীর্ঘাধ্বন্যোৎপাদি মহামুনিঃ । ময়া কলাপগ্রামে
স পূর্বং দৃষ্টঃ কচিনুপ ॥ ৫৩ ॥ ইন্দ্রহাষ উবাচ ।
তস্মাদাগচ্ছ গচ্ছামস্তমেব সহিতা বয়ম্ । প্রাভঃ
পূততমাং তীর্থাদপি সংসঙ্গতিং বুধাঃ ॥ ৫৪ ॥ ইথাং
নিশয়া নৃপতের্বচনং তদানীং সর্বেহপি তে বড়থ তং
মুনিমুখ্যমাণ্ড । চিত্তে বিধায় মুদিতাঃ প্রযযুর্দ্বিজেন্দ্রঃ
জিজ্ঞাসবঃ সূচিরজীবিতহেতুমস্ত ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহীপ্রাহৃত্যবে কুর্মাখ্যানং নামৈকা-
দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । অথ তে দদৃশুঃ পার্থ সংযমস্তং
মহামুনিম্ । ক্রিয়াযোগসমায়ুক্তং তপোমুর্তিধব-
যথা ॥ ১ ॥ জটাস্থিবর্ণশ্রানকপিলাঃ শিরসা তদা ।
ধারয়ন্তং লোমশাখ্যমাজ্যসিক্তমিবানলম্ ॥ ২ ॥ সব্য-
হস্তে তৃণোষকং চ্ছায়াৰ্থে বিপ্রসত্তমম্ । দক্ষিণে
চাকমালাকং বিভ্রতং মৈত্রমার্গগম্ ॥ ৩ ॥ অহিসংযম-

কুর্ম কহিলেন,—আমা অপেক্ষাও দীর্ঘাষু লোমশ
নামে এক মুনি আছেন । হে নৃপ ! পূর্বে কোন
সময়ে তাঁহাকে আমি কলাপগ্রামে দেখিয়াছিলাম ।
ইন্দ্রহাষ কহিলেন,—তাহা হইলে আশুন, আমরা
সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকটে যাই । বুধগণ সাধু
সঙ্গকে তীর্থপেক্ষাও পূজ্যতম বলিয়া থাকেন ।
ইন্দ্রহাষ রাজার এই বাক্য শুনিয়া তাঁহার ছয়জনেই
সেই মুনিবরের বিষয় হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে
তদীয় সূচির-জীবনের হেতুজ্ঞান লাভার্থ সেই
দ্বিজেন্দ্রের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । ৪৮—৫৫ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—হে পার্থ ! অতঃপর তাঁহার
যাইয়া সংযত, ক্রিয়াযোগ-রত, মূর্তিমতী তপস্কার
জ্ঞায় লোমশ মুনিকে দর্শন করিলেন । তিনি ত্রিকাল-
জ্ঞান জন্ত কপিবর্ণ জটী ধারণ করায় স্তম্ভপ্রদীপ্ত
অনলবৎ প্রতীয়মান । ছায়া বিধানার্থ বামহস্তে
কুণ্ডলমুষ্টি ধারণ এবং দক্ষিণহস্তে অক্ষমালা গ্রহণ
করিয়া সেই মুনি বিরাজমান । সেই বিপ্রসত্তম মৈত্র-

দুর্জ্ঞানৈর্দ্যোঃ প্রাণিনো ভূমিচারিণঃ । যঃ সিদ্ধিমেতি
জপোন স মৈত্রো মুনিরুচ্যতে ॥ ৪ ॥ বক্ৰপুষ্করো-
লুকগৃধ্রকুর্মা বিলোকা চ । নেমুঃ কলাপগ্রামে জং
চিরন্তনতপোনিধিম্ ॥ ৫ ॥ স্বাগতাসনসংকারেণা-
মুনা তেহতিসংকৃতাঃ । যথোচিতং প্রতীতাস্তমাহঃ
কার্য্যং হৃদি স্থিতম্ ॥ ৬ ॥ কুর্ম উবাচ । ইন্দ্রহাষো-
হয়মবনৌপতিঃ সত্রিজনাগ্রণীঃ । কৌর্তিলোপাদির-
স্তোহয়ং বেদসা নাকপূৰ্ণতঃ ॥ ৭ ॥ মার্কণ্ডেয়াদিভিঃ
প্রাপ্য কৌর্তুদ্বারকং সত্তম । নায়ং কাময়তে স্বর্গং
পুনঃপাতাদিভীষণম্ ॥ ৮ ॥ ভবতানুগৃহীতোহয়-
মিহেচ্ছতি মহোদয়ম্ । প্রণোদ্যন্তদয়ং ভূপঃ শিষ্যস্তে
ভগবন্ময়া ॥ ইৎসংগাশমিহানীতো ক্রহি সাধুস্ত-
বাক্তিতম্ ॥ ৯ ॥ পরোপকরণং নাম সাধুনাং ব্রত-
মাহিতম্ । বিশেষতঃ প্রণোদ্যানাং শিষ্যব্রতি-
মুপেয়মাম্ ॥ ১০ ॥ অপ্রণোদ্যেযু পাপেষু সাধু-
শ্রোক্তমসংশয়ম্ । বিদেবঃ মরণঞ্চাপি কুরুতে-
হন্ততরস্ত চ ॥ ১১ ॥ অপ্রমত্তঃ প্রণোদ্যেযু মুনিরেষ
প্রযচ্ছতি । তদেবেতি ভবানেবং ধর্ম্মং বেত্তি কুতো

মার্গানুসারী । যিনি দুর্ভাক্যাদি দ্বারা ভূচর প্রাণিগণের
হিংসা বর্জন করিয়া জপ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন,
সেই মুনিকে মৈত্র বলা যায় । কলাপগ্রামস্থ সেই
চিরন্তন তপোনিধি মুনিকে দেখিয়া ইন্দ্রহাষ রাজা,
মার্কণ্ডেয় মুনি, বক, পেচক, গৃধ্র ও কুর্ম,—ইহারা
প্রণাম করিলেন । লোমশ মুনি ইহাদিগকে যথা-
যোগ্য উপচারে সংকার করিলে ইহারা দৃষ্ট হইয়া
মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন । কুর্ম কহিলেন,—
হে সত্তম ! ইনি যাগশীলগণের অগ্রণী রাজা ইন্দ্রহাষ ;
কৌর্তিলোপহেতু ব্রহ্মা ইহাকে স্বর্গ হইতে নির্বাসিত
করিয়াছেন; পরে ইনি মার্কণ্ডেয়াদির সাহায্যে লুপ্ত
কৌর্তির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, কিন্তু ইনি আর
পুনঃপতনভয়যুক্ত স্বর্গ কামনা করেন না । পরন্তু
আপনার অনুগ্রহে এখানে থাকিয়া আত্মোন্নতি
সাধন করিতে চাহেন । হে ভগবন্ ! আমি
ইহাকে আপনার এখানে আনিয়াছি, ইহার অতিপ্রায়
সাধু; ইনি আপনার শিষ্যস্বপ্রার্থী; সুতরাং
এই রাজাকে আপনি সহৃদয় দান করুন । সাধু
জনগণের পক্ষে সাধারণের বিশেষতঃ শিষ্য-
ভাবাপন্ন শিকারী জনগণের উপকার সাধনই নিরু-
পিত ব্রত । ১—১০ । শিকার অযোগ্য পাপিজনে
উপদেশ করিলে তাঁহার কলে ইহাদিগের পরস্পর
বিষেব কিবা অন্ততঃ ব্যক্তির ক্ষত্ব ঘটে । আপনি

বয়স্ ॥ ১২ ॥ লোমশ উবাচ । কুর্শ্ব যুক্তমিদং সৰ্বং
 ত্রয়াতিহিতমদ্য নঃ । ধৰ্ম্মশাস্ত্রোপনীতং তৎ স্মারিতাঃ
 স্ম পুরাতনম্ ॥ ১৩ ॥ ক্রহি রাজন সুবিশকং সন্দেহং
 হৃদয়স্থিতম্ । কস্তে কিমত্রবীচ্ছেৎ বক্ষ্যামাহং ন
 সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্রহাস্য উবাচ । ভগবন্ প্রথমঃ
 প্রশস্তাবদেব মমোচ্যতাম্ । গ্ৰীষ্মকালেহপি মধ্যাহ্নে
 রবৌ কিং ন তবাত্মনঃ ॥ ১৫ ॥ কুটীমাত্রোহপি
 যচ্ছায়া তুগৈঃ শিরসি পানিগৈঃ ॥ ১৬ ॥ লোমশ
 উবাচ । মৰ্ত্তব্যমস্তাবশ্যং কায় এব পতিষ্যতি ।
 কস্তার্থে ক্রিয়তে গেহমনিত্যভবমধ্যগৈঃ ॥ ১৭ ॥ যন্ত
 মৃত্যুর্ভবেমিত্রং পীতং বায়ুতম্ভমম্ । তস্মৈতদ্বচিৎ
 বক্তুমিদং মে শৌ ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥ ইদং যুগসহস্ৰেষু
 ভবিষ্যমভবদ্দিনম্ । তদপাদ্যত্মাপন্নং কা কথা
 মরণাবধে ॥ ১৯ ॥ কারণানুগতং কার্যামিদং শুক্রাদভূদ-
 বপুঃ । কথং বিশুদ্ধিমায়াতি ক্ষালিতাঙ্গারবদ্বদ ॥ ২০ ॥
 তদস্তাপি কুতে পাপং শক্বেদ্বর্গানজ্জিতাঃ । কথঙ্কারং

শিষ্যজনে সাবধানে শিক্ষাদান করেন, আর
 ধৰ্ম্মতত্ত্বও আপনিই জানেন; পরন্তু আমরা তাহা
 জানিব কিরূপে? লোমশ কহিলেন,—হে কুর্শ্ব! তুমি
 যাহা বলিলে সমস্তই যুক্তিযুক্ত। তুমি পুরাতন
 ধৰ্ম্মশাস্ত্র-তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দিলে। বাজন! তুমি
 বিশ্বস্তচিত্তে হৃদয়স্থ সন্দেহ ব্যক্ত কর; কে কি বলি-
 যাচ্ছে, তাহা বল, অবশিষ্ট আমি বলিব, সন্দেহ নাই।
 ভগবন্! আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, গ্ৰীষ্মকালেও
 মধ্যাহ্ন-মার্ভও-তাপে আপনি বসিয়া থাকেন, কিন্তু
 আশ্রম করেন না কেন? অগ্রে ইহাই বলুন।
 আপনি একখানি সামান্য কুটীরও করেন নাই,
 পরন্তু ছায়ার জন্ত একখুটি তৃণ বামহস্তে ধরিয়া
 তদ্বারা মস্তকাবরণ করিয়াছেন। লোমশ কহি-
 লেন,—অবশ্যই মরিতে হইবে; এ শরীরের পাত
 অবশ্যভাবী; সুতরাং অল্পকালের নিমিত্ত এই
 অনিত্য সংসারে গৃহ নির্মাণ করা কিজন্ত?
 মৃত্যু যাহার বন্ধু, কিহা যিনি অমৃত পান করিয়া-
 ছেন, তাঁহার পক্ষেই গৃহ নির্মাণ কথা বলা সঙ্গত।
 যে দিন সহস্র যুগ বাবধানে ছিল, তাহাও দেখিতে
 দেখিতে অতীতপ্রায় হইল! মরণের তো কোন
 নির্দিষ্ট সীমাই নাই। কার্য্যমাত্রেই কারণানুগত;
 এই শরীর শুক্র হইতে উৎপন্ন, সুতরাং প্রকাশিত
 অঙ্গারের স্তায় কিরূপে এই শরীরের বিশুদ্ধিতা
 জন্মিবে, বল। হে নৃপবর! সেই অবিদ্বৎ শরী-
 রের জন্ত বড়বর্গ-নির্জিত জনগণ পাপাচ্ছটান

ন লজ্জন্তে কুর্বাণা নৃপসত্তম ॥ ২১ ॥ তদ্বক্ষ্যণ
 ইহোৎপন্নঃ সিকতাশ্বয়সম্ভবঃ । নিগমোক্তং পঠন্
 শৃণ্বমিদং জীবিত্যতে কথম্ ॥ ২২ ॥ তথাপি বৈষ্ণবী
 মায়া মোহয়ত্যাবিবেকিনম্ । হৃদয়স্থং ন জানন্তি হপি
 মৃত্যুং শতাবুধঃ ॥ ২৩ ॥ দস্তাশ্চলাশ্চলা লক্ষ্মীযৌবনং
 জীবিতং নৃপ । চলাচলমতীবেদং দানমেবং গৃহং
 নৃগাম্ ॥ ২৪ ॥ ইতি বিজ্ঞায় সংসার মসারঞ্চ চলাচলম্ ।
 কস্তার্থে ক্রিয়তে রাজনু কুটজাদিপরিগ্রহঃ ॥ ২৫ ॥
 ইন্দ্রহাস্য উবাচ । চিরায়ুর্ভগবানেব শ্রয়তে তুবনজয়ে ।
 তদর্থমহমায়াতস্তৎ কিমেবং বচস্তব ॥ ২৬ ॥ লোমশ
 উবাচ । প্রতিকল্পঃ মচ্ছরীরাদেকরোমপরিষ্কয়ঃ ।
 জায়তে সৰ্ব্বনাশে চ মম ভাবি প্রমাপনম্ ॥ ২৭ ॥
 পশু জালুপ্রদেশং মে দ্ব্যঙ্গুলং রোমবর্জিতম্ । জাতং
 বপুস্তদ্বিভেমি মৰ্ত্তব্যো সতি কিং গৃহৈঃ ॥ ২৮ ॥ নারদ
 উবাচ । ইত্থং নিশম্য তদ্বাক্যং স প্রহস্তাতিবিস্মিতঃ ।
 ভূপালস্তস্ম পপ্রচ্ছ কারণং তাদৃশায়ুধঃ ॥ ২৯ ॥
 ইন্দ্রহাস্য উবাচ । পৃচ্ছামি হামহং ব্রহ্মন্ যদায়ুরিদ-
 মীদৃশম্ । তব দীর্ঘং প্রভাবোহসৌ দানস্ত তপসো-

করিতে লজ্জা বোধ করে না কেন? সিকতাশ্বয়ের
 সংযোগের স্তায় ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন সংসারগত
 জনগণ নিগমবচন পঠন শ্রবণ করিয়াও জীবিত
 থাকিতে চায় কিরূপে? ফলতঃ বৈষ্ণবী মায়া
 অবিবেকী জনগণকে মোহিত করেন; সেই জন্ত
 শতবর্গজীবী বৃকও নিজ মনে মৃত্যুর বিষয় চিন্তা
 করে না। নরগণের, দস্ত, লক্ষ্মী, যৌবন, জীবন,
 দান, গৃহ, এতৎসমস্তই নিতান্ত চঞ্চল। রাজন!
 এই সংসার সারহীন, অতীব অস্থির;—ইহা
 জানিয়া গৃহাদি নির্মাণ করা কিজন্ত? ১১—২৫।
 ইন্দ্রহাস্য কহিলেন,—ভগবন্! শুনিয়াছি ভুবনজয়-
 মধো আপনিই দীর্ঘায়ুঃ; সেই জন্তই আমি আপ-
 নার নিকট আসিয়াছি; কিন্তু আপনি এরূপ
 বলিতেছেন কেন? লোমশ কহিলেন,—প্রতি-
 কল্পে আমার শরীর হইতে এক এক গাছি লোম
 স্থলিত হয়, যখন সমস্ত লোম খসিয়া যাইবে, তখনই
 আমার মৃত্যু ঘটবে। দেখ, আমার জালুপ্রদেশের
 দুই অঙ্গুলিপ্রমাণ স্থান লোমহীন হইয়াছে। সেই
 জন্তই ভাবিতেছি যে, যখন মরিতেই হইবে, তখন
 আর গৃহ নির্মাণে প্রয়োজন কি? নারদ কহি-
 লেন,—রাজা ইন্দ্রহাস্য, লোমশ মুনির সেই কথা
 শুনিয়া সহাস্তবদনে বিস্মিত চিত্তে তাদৃশ আয়ুঃ-
 প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রহাস্য কহি-

হৃদবা ॥ ৩০ ॥ লোমশ উবাচ । শূন্য ভূপ প্রবক্ষ্যামি
পূৰ্ব্বেজয়সমুত্তবাম্ । শিবধর্মযুতাং পুণ্যাং কথাং
পাপপ্রণাশনীম্ ॥ ৩১ ॥ অহমাসং পুরা শূদ্রো দরিদ্রো-
হতীব ভূতলে । ভ্রমামি বসুধাপৃষ্ঠে হৃদনাপীড়িতো
ভ্রশম্ ॥ ৩২ ॥ ততো ময়া মহল্লিঙ্গং জালিমধাগতঃ
তদা । মধ্যাহ্নেহস্ত জলাধারো দৃষ্টশ্চবাবিদুরতঃ ॥
ততঃ প্রবিষ্ট তদ্বারি পীত্বা স্নানং চ শান্তবম্ । তল্লিঙ্গং
স্নাপিতং পূজা বিহিতা কমলৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৪ ॥ অথ
স্কৃৎক্ষামকণ্ঠোহহং শ্রীকণ্ঠং তং নমস্তু চ । পুনঃ
প্রচলিতো মার্গে প্রমীতো নৃপসত্তম ॥ ৩৫ ॥ ততোহহং
ব্রাহ্মণগৃহে জাতো জাতিস্মরঃ স্মৃতঃ । স্নাপনাল্লিঙ্গ-
লিঙ্গস্তু স্কৃৎ কমলপূজনাং ॥ ৩৬ ॥ স্মরনং বিলসিতং
মিথ্যা সত্যাতাসমিদং জগৎ । অবিদ্যামযমিতোবং
জ্ঞানমুকুতমাস্থিতং ॥ ৩৭ ॥ তেন বিপ্রেন বাক্কিকো
সমারাধ্য মহেশ্বরম্ । প্রাপ্তোহহমিতি মে নাম
ঈশান ইতি কল্পিতম্ ॥ ৩৮ ॥ ততঃ স বিপ্রো
বাৎসল্যাদগদান সুবহনং মম । চকার ব্যপনেষ্যামি

লেন,—ব্রহ্মন্ ! আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনার যে
এতদূশ আয়ুঃপ্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা দানের ফল
না তপস্কার ফল ? লোমশ কহিলেন,—হে রাজন্ !
শ্রবণ কর ; আমার পূর্বজন্মের কথা বলি-
তেছি । উহা শিবধর্মযুত ; সুতরাং পুণ্য ও
পাপনাশিনী । আমি পূর্বে ভূতলে এক অতি
দরিদ্র শূদ্র ছিলাম । সুতরাং জঠরজালায়
বসুধাতলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম । পরে একদা
মধ্যাহ্নকালে কোনস্থানে এক শিবলিঙ্গ দেখিতে
পাই । সেই লিঙ্গের নিকটেই এক বৃহৎ জলাশয়
ছিল ; আমি তাহাতে অবগাহন করিয়া স্নান-পানান্তে
সেই শিবলিঙ্গকেও স্নান করাইয়া প্রস্তুত কল
দ্বারা তাঁহার পূজা করিলাম । আমি তখন স্কৃৎক্ষাম-
কণ্ঠ ; সুতরাং সেই শ্রীকণ্ঠকে নমস্কার করিয়া পুনরায়
পথ চলিতে চলিতে মৃত্যুগ্রস্ত হই । হে রাজন্ !
পরে সেই শিবলিঙ্গে স্রপন ও কমলদ্বারা যে একবার
মাত্র তাঁহার পূজা করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আমি
ব্রাহ্মণ-গৃহে জাতিস্মর হইয়া জন্মিলাম । সে জন্মে
আমি সত্যবৎ প্রতীক্ষমান জগতের মিথ্যাস্মরণ
করিয়া এতৎ সমস্তই কেবল অবিদ্যাবিলাস মাত্র
বোধে মুকুত অবলম্বন করিয়া রহিলাম । আমার
পিতা সেই ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে মহেশ্বর ঈশানদেবের
আরাধনা করিয়া আমাকে পাইয়াছিলেন বলিয়া

মুকুতমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ যজ্ঞবাদান্ বহুন বৈদ্যাহু-
পায়ানপরানপি । পিত্রোস্তথা মহামায়াসঙ্কমনসো-
স্তথা ॥ ৪০ ॥ নিরীক্ষ্য মূঢ়তাং হস্তমাসীন্নমসি মে
তদা । তথা যৌবনমাসাদ্য নিশি হিহা নিজং
গৃহম্ ॥ ৪১ ॥ সম্পূজ্য কমলৈঃ শম্ভুঃ ততঃ শয়ন-
মভাগাম্ । ততঃ প্রমীতে পিতরি মুঢ় ইতাহমুজ-
জিতঃ ॥ ৪২ ॥ সন্ধিভিঃ প্রতীতোহথ কলাহার-
মবস্থিতঃ । প্রতীতঃ পূজয়ামীশমজৈর্বহুবিধৈস্তথা ॥
৪৩ ॥ অথ বর্ষশতান্তে বরদঃ শশিশেখরঃ ।
প্রত্যক্ষো যাচিতো দেহি-জরামরণসঙ্কল্পম্ ॥ ৪৪ ॥
ঈশ্বর উবাচ । অজরামরতা নাস্তি নামরূপভূতো
যতঃ । মমাপি দেহপাতঃ স্মাদবধিঃ কুরু জীবিতে ॥
ইতি শম্ভোবচঃ শ্রুত্বা ময়া বৃতমিদং তদা । কলান্তে
রোমপাতোহস্ত মরণং সঙ্কসঙ্কল্পয়ে ॥ ৪৬ ॥ ততস্তব
গণো ভূবামিতি মেহতীপিতো বরঃ । তথৈতুক্ষা
স ভগবান্ হরশ্চাদর্শনং গতঃ ॥ ৪৭ ॥ অহং তপসি-
নিষ্ঠশ্চ ততঃ প্রভৃতি চাভবম্ । ব্রহ্মহত্যাভিভিঃ

আমার নাম রাখিয়াছিলেন—‘ঈশান’ । পরে সেই
বিপ্র বাৎসল্যবশে আমার মুকুত নিবারণার্থ অনে-
কানেক চিকিৎসক আনিয়া নানাবিধ ঔষধ-মন্ত্রাদি
উপায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । তখন
সেই মহামায়াবদ্ধ-মানস পিতা-মাতার মূঢ়তা দেখিয়া
আমার মনে হস্ত উপস্থিত হইত । ক্রমে আমি
যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিকালে গৃহ হইতে
বহির্গমনপূর্ব্বক পদ্ম-পুষ্পদ্বারা শম্ভুর পূজা করিয়া,
আবার যাইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতাম
পরে কালক্রমে আমার পিতার মৃত্যু হইলে বাক্ষ-
গণ আমাকে জড় বোধে পরিত্যাগ করিল । আমি
তখন হুটুচিত্তে কলাহারে জীবন ধারণ করিয়া বিবিধ
পদ্মপুষ্পে শম্ভুর পূজা করিতে লাগিলাম । অতঃপর
শত বৎসরে শশিশেখর আমার প্রত্যক্ষগোচর হইয়া
বরদানোদ্যত হইলে আমি কহিলাম যে, আমাকে
জরা-মরণরহিত করিয়া দিউন । ২৬—৪৪ । ঈশ্বর
কহিলেন,—নামরূপধারী মাত্রেই অজরামরতা
নাই ; আমারও দেহপাত হইবে ; সুতরাং জীব-
নের একটি সীমা নির্দেশ করিয়া লও । শম্ভুর এই
কথা শুনিয়া আমি কহিলাম,—প্রতিকল্পে আমার
একটি করিয়া লোমপাত হইবে ; সমস্ত লোমক্ষয়
ঘটিলে তবে আমার মরণ হইবে । পরে আমি
আপনার গণ হইব । আমাকে এইরূপই বর দান
করুন । ভগবান্ হর, “তথা” বলিয়া অন্তর্ধান করি-

পাটৈর্মুচ্যতে শিবপূজনাং ॥ ৮৮ ॥ ব্রহ্মজৈরিতরৈ-
বাশি কমলৈর্নাত্র সংশয়ঃ । এবং কুরু মহারাজ
অমণ্যাপ্যসি বাহিতম্ ॥ ৮৯ ॥ হরভক্তস্ত লোকস্ত
ত্রিলোক্যাং নাস্তি ত্বলভম্ । বহিঃপ্রবৃত্তিঃ সংগৃহ
জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াদি চ ॥ ৯০ ॥ লয়ঃ সদাশিবে নিত্য-
মন্তর্যোগোহয়মুচ্যতে । ত্বকরহাদ্বহির্যোগঃ শিব এব
জগো ॥ ৯১ ॥ পঞ্চভিষ্চাৰ্চনং ভূতৈর্বিংশিষ্টকলদং
ক্লবম্ । ক্লেশকর্মবিপাকাদৈরাশয়েচ্চাপ্যসংযুতম্ ॥
৯২ ॥ ঈশানমারাধ্য জপন প্রণবঃ মুক্তিমাশ্বনাং ।
সর্বপাপক্ষয়ে জাতে শিবে ভবতি ভাবনা ॥ ৯৩ ॥
পাপোপহতবুদ্ধীনাং শিবে বার্তাপি ত্বলভা । ত্বলভং
ভারতে জন্ম ত্বলভং শিবপূজনম্ ॥ ৯৪ ॥ ত্বলভং
জাহ্নবীমানং শিবে ভক্তিঃ সুত্বলভা । ত্বলভং ব্রাহ্মণে
দানং ত্বলভং বহিঃপূজনম্ ॥ ৯৫ ॥ অগ্নপুণ্যৈশ্চ তুষ্ণাপাং
পুরুষোত্তমপূজনম্ ॥ ৯৬ ॥ লক্ষণ জন্মবাং যোগস্তদন্ধেন
হতাশনঃ । পাত্রং শতসহস্রেন দেবা কুদ্রশ্চ বষ্টিভিঃ ॥
৯৭ ॥ ইতীদমুক্তমখিলং ময়া তব মহীপতে ।

লেন । আমিও সেই হইতে তপস্শায় নিযুক্ত হইলাম ।
সূর্য্যকিরণ-প্রস্ফুট পদ্ম বা অপর পদ্ম দ্বারা শত্ভুর
পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যা দি পাতক হইতে জনগণ
বিমুক্ত হইয়া থাকে ! ইহাতে সংশয় নাই । হে
মহারাজ ! তুমিও এইরূপ কর, তাহা হইলে অতি-
বাহিত বস্ত্র লাভ করিতে পারিবে । হরভক্ত মানবের
ত্রৈলোক্যমধ্যে কিছুই ত্বলভ থাকে না । জ্ঞানে-
ন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক মনের বহিঃ-প্রবৃত্তি
নিরাস করিয়া নিয়ত সদাশিবে চিন্তের লয়সাধন
করিবে ; ইহাকেই অন্তর্যোগ বলে । ইহা ত্বকর
বলিয়া শিব স্বয়ংই পঞ্চভূত দ্বারা বহির্যোগানুষ্ঠানের
উপদেশ দিয়াছেন । ঐ যোগানুষ্ঠানও বিশিষ্ট
কলদায়ক । প্রণবরূপসহায়ে 'ক্লেশ-কর্ম-বিপাকা-
শয়া'দি ধর্ম্মযুক্ত ঈশানের আরাধনা করিয়া মানব মুক্তি
লাভ করে । সর্বপাপক্ষয় ঘটিলে শিবভাবনা জন্মে ;
পরন্তু পাপোপহতবুদ্ধি জনগণের শিববিষয়ক বার্তাও
ত্বলভ । ভারতে জন্ম ত্বলভ । শিবপূজা ত্বলভ ;
গঙ্গাস্নানও ত্বলভ । কিন্তু শিবভক্তি সুত্বলভ ।
ব্রাহ্মণে দান ত্বলভ, অগ্নিসমর্চনাও ত্বলভ, আর
অগ্নপুণ্য জনগণের পক্ষে পুরুষোত্তম-পূজাও
ত্বলভ । লক্ষজন্মে যোগ আয়ত্ত হয় ; অর্দ্ধ-
লক্ষ জন্মে হতাশন সন্তুষ্ট হন ; শতসহস্র জন্মে
একটা সংপাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় ; রেবা ও কুদ্র,
বষ্টিভয়ে এসব হইয়া থাকেন । হে রাজন !

যথায়ুরভবদীর্ঘঃ সমারাধ্য মহেশ্বরম্ ॥ ৯৮ ॥ ন
ত্বলভং ন তুষ্ণাপাং ন চাসাধ্যঃ মহাত্মানম্ । শিব-
ভক্তিকৃতাং পুংসাং ত্রিলোক্যামিতি নিশ্চিতম্ ॥ ৯৯ ॥
নন্দীশ্বরস্ত তেনৈব বপুষা শিবপূজনাং । সিদ্ধি-
মালোক্য কো রাজহৃৎকরং ন নমস্ততি ॥ ১০০ ॥
শ্বেতস্ত চ মহীপস্ত ত্রীকণ্ঠক নমস্ততঃ । কালোহপি
প্রলয়ং যাতঃ কস্তমীশং ন পূজয়েৎ ॥ ১০১ ॥ যদিচ্ছয়া
বিশ্বমিদং জায়তে ব্যবতিষ্ঠতে । তথা সংলীয়তে
চান্তে কস্তং ন শরণং ব্রজেৎ ॥ ১০২ ॥ এতদ্রহস্য-
মিদমেব নৃণাং প্রধানং কর্তব্যমত্র শিবপূজনমেব ভূপ ।
যস্তাস্তুরায়পদবীমুপযান্তি লোকাঃ সদ্যো নরঃ শিবনতঃ
শিবমেতি সতাম্ ॥ ১০৩ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে লোমশবৃত্তান্তে শিবপূজনমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

আমি মহেশ্বরের আরাধনায় যে প্রকারে দীর্ঘ
আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়াছি, সে বৃত্তান্ত আপনার নিকট এই
সম্যাক্রূপে কহিলাম । শিবভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগের
ত্রিলোকমধ্যে ত্বলভ বা অসাধ্য কিছুই নাই । ইহা
নিশ্চিতই ! রাজন ! শিবপূজার ফলে নন্দীশ্বর সেই
শরীরেই তাদৃশ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । ইহা
দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি শঙ্করের সেবা না করিবে ?
শ্বেত রাজা সেই ত্রীকণ্ঠকে নমস্কার করার ফলে
কালজয়ে সমর্থ হইয়াছেন । সেই মহেশ্বরের সেবা
কে না করিবে ? ষাঁহার ইচ্ছাক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি-
স্থিতি-প্রলয় সাধিত হয়, কোন্ ব্যক্তি সেই মহেশ্বরের
শরণাপন্ন না হইবে ? হে রাজন ! ইহ সংসারে নর-
গণের শিবপূজাই একমাত্র প্রধান কর্তব্য । আপ-
নাকে এই রহস্য কথা কহিলাম । সত্যাদি লোক
সকলও এই শিবোপাসনার বিশ্বস্তরূপ ; কারণ
অস্বায়ী সুখভোগার্থ শিবোপাসনা বর্জন করিয়া
মানব অপরাপর ধর্ম্মাচরণে প্রবর্তিত হয় । পরন্তু
শিবপ্রণামের ফলে মানব সদ্যই শিবপদলাভ
করে । ৪৫—৬৩ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ইতি তস্মৈ মুনীন্দ্রস্য ভূপতিঃ
শুভবান্ বচঃ । প্রাহ নাহং গমিষ্যামি হ্রাং বিহায়
ময়ং কচিৎ ॥ ১ ॥ লিঙ্গমারাধয়িষ্যেহদ্য সর্বসিদ্ধিপ্রদং
মুণাম্ । হ্রৈবানুগৃহীতোহদ্য যান্তু সৰ্ব্বৈ যথাগতম্ ॥
২ ॥ তদুপতিবচঃ শ্রুত্বা বকো গৃধ্রোহথ কচ্ছপঃ ।
উলুকশ্চ তথৈবোচুঃ প্রণতা লোমশঃ মুনিম্ ॥ ৩ ॥ স
চ সর্বমুহুৰ্দ্ধিপ্রস্তথ্যেত্যেবাহ তাংস্তদা । প্রণোদ্যান
প্রণতান্ সর্বাননুজগ্রাহ শিষ্যাবৎ ॥ ৪ ॥ শিবদীক্ষা-
বিধানেন লিঙ্গপূজাং সমাদিশৎ ॥ তেষামনুগ্রহপরো
মুনিঃ প্রণতবৎসলঃ । তীর্থাদিপাখিকং স্থানে সতাং
সাধুসমাগমঃ ॥ ৫ ॥ পচেলিমকলঃ সদ্যো হ্রস্কললুবা-
পহঃ । অপূৰ্বঃ কোহপি সদোগাষ্টী-সহস্রকিরণোদয়ঃ
॥ ৬ ॥ য একান্ততয়াত্যন্তমন্তর্গততমোপহঃ ।
সাধুগোষ্ঠীসমুদ্ভূতসুখামৃতরসোন্ময়ঃ ॥ ৭ ॥ সৰ্ব্বৈ বরাঃ
সুধাশীধুশর্করামধুধূরসাঃ । ততস্তে সাধুসংসর্গঃ
সম্প্রাপ্তাঃ শিবশাসনাৎ ॥ ৮ ॥ আরেভিরে

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন, ভূপতি ইন্দ্রহ্যয়, লোমশ মুনির
এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—আমি আপনাকে
ছাড়িয়া অপর কোন মনুষ্যের নিকট যাইব না ।
আপনা কর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া আমি এখানে থাকি-
য়াই অদ্য হইতে সর্বসিদ্ধিপ্রদ লিঙ্গারাধন করিব ।
ইহারা সকলে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, রাজার
এই কথা শুনিয়া বক, গৃধ্র, কচ্ছপ, ও উলুক,—
ইহারাও লোমশ মুনিকে প্রণাম করিয়া তদুপই কহি-
লেন । সেই সর্বমুহুৎ লোমশ মুনিও “তথাস্থ” বলিয়া
সেই প্রণত উপদেশার্থগণের প্রতি শিষ্যাবৎ অনুগ্রহ
করিলেন । প্রণতবৎসল লোমশমুনি তাঁহাদিগের
প্রতি রূপাপরবশ হইয়া শিবদীক্ষা-বিধানানুসারে লিঙ্গ
পূজার উপদেশ করিলেন । সাধুসমাগম, তীর্থ
অপেক্ষাও অধিক ফলদায়ক ; উহার ফল পরিপক্ব,
এবং সদ্যই হ্রস্ক পাপবিনাশক । সজ্জন-সমাগম-
রূপ স্বর্ঘ্যোদয়ের অপূৰ্ব প্রভাব ; উহা দ্বারা
অন্তর্গত তমোরাশি একান্তরূপে অপসারিত হয় ।
সাধুসভাসমুদ্ভূত তৃপ্তিপ্রদ অমৃতরসধারাসমূহ,
সুধা-শীধু-শর্করা-মধু প্রভৃতি যজুবিধ মধুররস-
সদৃশ পরিভূষ্টিবিধায়ক । ইন্দ্রহ্যয় ও মার্কণ্ডেয়াদি
হ্রস্ব জনেই সাধুসঙ্গমফলে শিবদীক্ষা বিধান প্রাপ্ত

ক্রিয়াযোগঃ মার্কণ্ডনুপপূৰ্বকাঃ । তেষাং তপস্ত-
তামেবং সমাজগ্নে কদাচন । তীর্থযাত্রানুবন্ধেণ
লোমশালোকনোৎসুকঃ ॥ ৯ ॥ মুখ্যা পুরুষযাত্রা হি
তীর্থযাত্রানুবন্ধতঃ । সক্তিঃ সমাপ্রিতো ভূপ-ভূমি-
ভাগস্তথোচ্যতে ॥ ১০ ॥ কৃতার্হণাতিথ্যবিধিং বিজ্ঞাস্তঃ
মাক্ষ কান্তন । প্রণমা তেহথ পপ্রচ্ছূর্নাভীজজ্ব-
পূরঃসরাঃ ॥ ১১ ॥ ত উচুঃ । শাপভট্টা বয়ং
ব্রহ্মশ্চহরোহপি স্বকর্মণা । তন্মুক্তিসাধনার্থায়
স্থানং কিঞ্চিৎ সমাদিশ ॥ ১২ ॥ ইয়ং হি নিফলা
ভূমিঃ সফলং ভারতং মুনে ॥ ১৩ ॥ তত্রাপি
কচিদেকত্র সর্বতীর্থফলং বদ । ইতি পৃষ্ট্বহং
তৈশ্চ তানব্রবমিদং তদা ॥ ১৪ ॥ সংবর্ত্তং পরি-
পৃচ্ছধ্বং স বো বক্ষ্যতি তত্ত্বতঃ । সর্বতীর্থফলা-
বাপ্তিকারকং ভূপ্রদেশকম্ ॥ ১৫ ॥ ত উচুঃ । কুজাসৌ
বিদ্যতে যোগী নাজ্ঞাসিথ বয়ঞ্চ তম্ । সংবর্ত্ত-
দর্শনানুজিরিতি চান্মদনুগ্রহঃ ॥ ১৬ ॥ যদি জ্ঞানাসি

হইয়া তদনুসারে ক্রিয়াযোগ আরম্ভ করিলেন ।
তাঁহারা এইভাবে তপস্তা করিতেছেন, ইতি মধ্যে
কদাচিৎ আমি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে লোমশ মুনির
দর্শন জন্য উৎসুকচিত্তে তথায় যাইয়া উপস্থিত
হইলাম । সজ্জনগণ তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সংপুরুষ-
দর্শনই মুখ্য বলিয়া মনে করেন ; আর ঐ সূত্রে
নানারাজপরিগৃহীত পুণ্য ভূভাগেরও দর্শন ঘটয়া
থাকে । ১—১০ । যাহা হউক হে অর্জুন ! তাঁহারা
আমাকে যথাযোগ্য আতিথ্য বিধানে সংকীর্ত্ত
করিলেন । পরে আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে
সেই বক, পেচক, গৃধ্র ও কূর্ম্ম,—ইহারা কহিলেন,
—হে ব্রহ্মন ! আমরা চারিজনেই স্বল্প কর্ম্মদোষে
শাপবশে স্বল্পপদভট্ট হইয়া রহিয়াছি । আপনি
আমাদিগকে এমন কোন স্থান নির্দেশ করিয়া
দিউন, যেখানে আমাদিগের শাপমুক্তি হইতে পারে ।
হে মুনে ! এই ভূমি নিফলা ; ভারতভূমিই
সফলা ; পরন্তু সেখানেও এমন কোন স্থান নির্দেশ
করুন, যেখানে একত্রই সর্বতীর্থফল লাভ হইতে
পারে । আমি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তখন
তাঁহাদিগকে কহিলাম,—আপনারা সংবর্ত্তমুনিকে
জিজ্ঞাসা করুন, তিনি আপনাদিগকে সর্বতীর্থফল-
প্রদ ভূপ্রদেশের কথা কহিবেন । তাঁহারা কহি-
লেন,—আপনি তো আমাদিগকে সংবর্ত্তের দর্শনে
মুক্তির উপায় লাভ হইবে, কহিলেন ; কিন্তু সেই
যোগী কোথায় থাকেন ? আমরা তো তাঁহাকে

তং জাহি সূহৃৎসঙ্গো ন নিফলঃ। ততোহহমব্রবং
তাংচ বিচার্যেদং পুনঃপুনঃ ॥ ১৭ ॥ বারাগস্থাম-
সাবাস্তে সংবর্তো গুপ্তলিঙ্গভূৎ। মলদিক্কা বিবসনো
ভিকালী কুতপাদহু ॥ ১৮ ॥ করপাত্রকুতাহারঃ সর্বথা
নিম্পরিগ্রহঃ। ভাবয়ন্ ব্রহ্ম পরমং প্রণবাতিধ-
মীশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥ ভূক্তা নির্ধাতি সাযাহু বনং ন
জায়তে জনৈঃ। যোগীশ্বরোহসৌ তদ্রূপাঃ
সম্যস্তে লিঙ্গধারিণঃ ॥ ২০ ॥ বক্ষ্যামি লক্ষণং
তস্ম যথা জ্ঞাত্ব তং মুনিম্। প্রতোল্যা
রাজমার্গে তু নিশি ভূমৌ শবং জনৈঃ ॥ ২১ ॥
অবিজ্ঞাতং স্থাপনীয়ং হৃদয়ং তদবিদূরতঃ। যস্তাং
ভূমিমুপাগম্য অকস্মাদ্ভিনিবর্ততে ॥ ২২ ॥ স সংবর্তো
ন চাক্রমত্যেব শল্যমসংশয়ম্। প্রষ্টবোহভিমতং
চাসাবুপাশ্রিত্য বিনীতবৎ ॥ ২৩ ॥ যদি পৃচ্ছতি
কেনাহমাখ্যাত ইতি মাং ততঃ। নিবেদ্য চৈতদ্-
বক্তব্যং হ্যমাখ্যায়াগ্নিমাশিশং ॥ ২৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা তে

জানি না। আপনি যদি জানেন, তবে তাহা
বলুন; দেখুন, সূহৃৎসঙ্গ কদাচ নিফল হয় না।
পরে আমি পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে
কহিলাম,—তিনি সম্প্রতি বারাগসীধামে সর্বথা
গুপ্তাকারে আছেন। তিনি মলস-লিঙ্গগাত্র,
নগ্ন ও সর্বথা নিম্পরিগ্রহ। তিনি সন্ধ্যার
প্রাককালে ভিকালক অন্ত্র, হস্তে করিয়াই ভোজন
করেন; ভোজন জন্তু অপর কোন পাত্র ব্যবহার
করেন না। ভোজনান্তে সন্ধ্যাকালে বনে গমন
করেন; সতত প্রণববাচ্য পরব্রহ্মের ভাবনা
করেন; কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না।
তিনি যোগীশ্বর; পরন্তু তাঁহার শ্রায় বেষ্টভূমধারী
আরও অনেক আছে; সূতরাং আপনারা যাহাতে
তাঁহাকে জানিতে পারেন, তজ্জন্তু বিশেষ লক্ষণ
বলিতেছি। আপনারা সেখানে যাইয়া রাত্রিকালে
অন্ত কোন লোকে জানিতে না পারে, এমন ভাবে
রাজপথপার্শ্বে ভূতলে একটি শব স্থাপন করিয়া
তাঁহারই নিকটে অবস্থান করিবেন। যিনি সেই
স্থানে আসিয়া সহসা প্রত্যাবর্তন করিবেন, তিনিই
সংবর্ত; তিনি কখনই তাদৃশ দূষিত ভূমি আক্রমণ
করেন না। আপনারা বিনীত ভাবে সা হিত হইয়া
তাঁহাকে অভিমত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি
যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার কথা কে বলি-
য়াছে? তবে আমার কথা কহিয়া বলিবেন যে,
কিহি আপনার কথা কহিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিয়া-

তথা চক্ৰং সর্বৈহপি বচনং মম। প্রাপ্য বারাগসীং
দৃষ্ট্বা সংবর্তন্তে তথা ব্যধুঃ ॥ ২৫ ॥ শবং দৃষ্ট্বা চ
চৈর্নাস্তং সংবর্তো বৈ শ্রবর্তত। ক্ষুৎপরীতোহপি
তং জাহা যযুস্তমহু শীঘ্রগম্ ॥ ২৬ ॥ তিষ্ঠ ব্রহ্ম
ক্ষণমিতি জল্পন্তো রাজমার্গগম্। যাতি নির্ভৎসয়ত্যেব
নিবর্ত্তধ্বমিতি ক্রবন্ ॥ ২৭ ॥ সময়া মামরে ভোহন্য
নাগন্তবাং ন বো হিতম্। পলায়নমসৌ কৃহা গহা
দূরতরং সরঃ। কুপিতঃ প্রাহ তান্ সর্বান কেনা-
খ্যাতোহহমিত্যাত ॥ ২৮ ॥ নিবেদয়ত শীঘ্রং মে যথা
ভস্ম করোমি তম্। শাপাগ্নিনাথ বা যুগ্মান যদি সত্যং
ন বক্ষ্যসি ॥ ২৯ ॥ অথ প্রকম্পিতাঃ প্রাহুর্নারদে-
নেতি তং মুনিম্। স তানাহ পুনর্ধাতঃ পিশুনঃ ক
নু সম্প্রতি ॥ ৩০ ॥ লোকানাং যেন শাপাগ্নৌ ভস্ম-
শেষঃ করোমি তম্। ব্রহ্মবন্ধুমহং প্রাহতীতান্তে
তং পুনর্মুনিম্ ॥ ৩১ ॥ ত উচুঃ। হ্যং নিবেদ্য
স চাস্মাকং প্রবিষ্টো হব্যবাহনম্। তৎকালমেব
বিপ্রেন্দ্র ন বিদ্যস্তত্র কারণম্ ॥ ৩২ ॥ সংবর্ত উবাচ।
অহমপ্যেবমেবাস্ত কর্ত্তা তেন স্বয়ং কৃতম্। তদ্ব্রত

ছেন। ১১—২৪। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই
আমার কথানুসারে বারাগসীতে যাইয়া তদ্রূপই
করিলেন। তাঁহারা শবস্থাপন করিলে পর সংবর্ত
তদর্শনে ক্ষুধার্ত থাকিলেও দ্রুতবেগে বিনিবৃত্ত
হইলেন। তখন উহারা চারি জনে সংবর্তকে
চিনিতে পারিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।
তাঁহারা “ব্রহ্মন্ ক্ষণকাল অবস্থান করুন” এইরূপ
বলিতে বলিতে তাঁহার অনুগমন করিতে থাকিলে
তিনি কুপিতাচ্যে তাহাদিগকে ভৎসনা সহকারে
“অরে নিবৃত্ত হ’ আমার সহিত আসিস্ না।
আসিলে তোদের ভাল হইবে না।” এই কথা
বলিতে বলিতে পলায়ন করিয়া দূরতর কোনও সরো-
বরসমীপে যাইয়া কহিলেন,—“আমার কথা কে
বলিয়াছে? শীঘ্র বল, আমি শাপাগ্নি দ্বারা তাহাকে
ভস্ম করি, আর যদি সত্য না বলিস, তবে তোরিকে
ভস্ম করিব। তাঁহারা তখন কম্পিত কায়ে কহিলেন,
নারদ বলিয়াছেন। সংবর্ত কহিলেন—সেই পিশুন
ব্রাহ্মণাধম এখন কোন্ লোকে গিয়াছে? তাহাকে
নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিব। তাঁহারা তখন ভীতচিত্তে
কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তিনি আমাদের আপনাদের
কথা কহিয়া তখনই অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন। ইহার
কারণ যে কি, তাহা জানি না। সংবর্ত কহিলেন,—
আমিও তাহার সেই ব্যবহারই করিতাম, কিন্তু সে

কার্যং নৈবাত্ত চিরং স্থান্যামি বঃ কৃতে ॥ ৩৩ ॥
অজ্জুন উবাচ । যদি নারদ দেবর্ষে প্রবিষ্টোহসি
হতাশনম্ । জীবিতস্তৎ কথং ভূয় আশ্চর্যা-
মিতি মে বদ ॥ ৩৪ ॥ নারদ উবাচ । ন হতাশঃ
সমুদ্রো বা বায়ুর্বা বৃক্ষপর্বতঃ । আয়ুধং বা ন মে
শক্তা দেহপাতায় ভারত ॥ ৩৫ ॥ পুনরেতৎ কৃতং
চাপি সংবর্ত্তো মম্বতে যথা । অহং সন্মানিতশ্চেতি
বহিঃ প্রাপ্যাপাগামহম্ ॥ ৩৬ ॥ যথা পুষ্পগৃহে কশ্চিৎ
প্রবিশত্যঙ্গ কাক্তন । তথাহমগ্নিং সংবিশ্ত যাতবানু-
ত্তরং শৃণু ॥ ৩৭ ॥ সংবর্ত্তস্তান্ পুনঃ প্রাহ মার্কণ্ডেয়-
মুখানিতি । বিশল্যঃ ক্রিয়তাং পস্থাঃ ক্ষুধিতোহহং
পুনঃ পুরীম্ । ভিক্ষার্থং পর্যাটয়ামি প্রশ্নং প্রকৃত
চৈব মে ॥ ৩৮ ॥ ত উচুঃ । শাপভ্রষ্টা বয়ং মোক্ষং
প্রাপ্যামহদমুগ্রহাৎ । প্রতীকারং তদাখ্যাহি প্রণ-
তানাং মহামুনে ॥ ৩৯ ॥ যত্র তীর্থে সর্বতীর্থফলং
প্রাপ্নোতি মানবঃ । ততীর্থং ক্রহি সংবর্ত্ত তিষ্ঠামো
যত্র বৈ বয়ম্ ॥ ৪০ ॥ সংবর্ত্ত উবাচ । নমস্কৃত্য
কুমারায় হৃগীভ্যশ্চ নরোত্তমাঃ । তীর্থঞ্চ সম্প্রবক্ষ্যামি
মহীসাগরসঙ্গমম্ ॥ ৪১ ॥ অমুনা রাজসিংহেন ইন্দ্র-

নিজেই তাহা করিয়াছে । যাহা হউক, তোমাদিগের
প্রয়োজন বল । তোমাদিগের জন্ত আমি অনেকক্ষণ
এখানে থাকিব না । অজ্জুন কহিলেন,—হে দেবর্ষি
নারদ ! আপনি যদি হতাশনে প্রবেশ করিয়াছিলেন,
তবে আবার জীবিত হইলেন কিরূপে ? এই আশ্চর্যা
বৃত্তান্ত বলুন । নারদ কহিলেন, হে ভারত ! হতা-
শন সমুদ্র, বায়ু, বৃক্ষ, পর্বত, বা অগ্নি,—কিছুই
আমার দেহনাশে সক্ষম নহে । তথাপি আমি
সংবর্ত্ত যাহাতে “আমি সন্মানিত হইয়াছি” বলিয়া
বুঝিতে পারেন, তজ্জন্ত বহিঃপ্রবেশ করিয়াছিলাম ।
হে অজ্জুন ! সাধারণ লোক যেমন পুষ্পগৃহে
প্রবেশ করে, আমি তজপ সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ
করিয়া তাহা হইতে নির্গত হইলাম । এক্ষণে পর-
বর্ত্তী বিবরণ শুন । তাঁহারা কহিলেন,—হে মহামুনে !
আমরা শাপভ্রষ্ট ; আপনার অনুগ্রহে যাহাতে সেই
শাপের প্রতীকার হয়, আমরা যাহাতে মুক্তিলাভ
করিতে পারি, এই প্রণত জনগণের প্রতি তজপ
উপদেশ করুন । হে সংবর্ত্ত ! যে তীর্থে যাইয়া
মানব সর্বতীর্থের ফল প্রাপ্ত হয়, সেই তীর্থের উপ-
দেশ করুন ; আমরা সেখানে যাইয়া বাস করিব ।
সংবর্ত্ত কহিলেন,—হে নরোত্তমগণ ! আমি কুমার
দেবকে ও হৃগীপ্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া মহীসাগর-

দ্বারেন ধীমতা । যজনাধ্যক্ষলোৎসেধা কৃতেষং
বসুধা যদা ॥ ৪২ ॥ তদা সস্তাপ্যামানয়া ভুবঃ কাষ্ঠস্ত
বৈ যথা । সুশ্রাব্যো জলৌঘশ্চ সর্বদেবনমস্কৃতঃ ॥
৪৩ ॥ মহীনাম নদী সা চ পৃথিব্যাং যানি কানিচিৎ ।
তীর্থানি তেষাং সলিলসম্ভবং তজ্জলং বিহুঃ ॥ ৪৪ ॥
মহীনাম সমুৎপন্নো দেশে মালবকাভিধে । দক্ষিণং
সাগরং প্রাপ্তা পুণ্যোভয়তটা শিবা ॥ ৪৫ ॥ সর্ব-
তীর্থময়ী পূবঃ মহীনাম মহানদী । কিং পুনর্যঃ
সমায়োগস্তস্তাশ্চ সরিতাং পতেঃ ॥ ৪৬ ॥ বারাণসী
কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা রেবা সরস্বতী ॥ ৪৭ ॥ তাপী
পর্যাকী নির্ঝিঙ্কা চন্দ্রভাগা ইরাবতী । কাবেরী
সরযুশ্চৈব গণ্ডকী নৈমিষং তথা ॥ ৪৮ ॥ গয়া
গোদাবরী চৈব অরুণা বরুণা তথা । এতাঃ পুণ্যাঃ
শতশোহিত্যা যাঃ কশ্চিৎ সরিতো ভূবি ॥ ৪৯ ॥ সহস্র-
বিংশতিশ্চৈব ষট্শতানি তথৈব চ । তাসাং সার-
সমুদ্ভূতং মহীতোষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫০ ॥ পৃথিব্যাং
সর্বতীর্থেষু স্নানং যৎফলমাপাতে । তন্মহীসাগরে
প্রোক্তং কুমারস্য বচো যথা ॥ ৫১ ॥ একত্র সর্ব-

সঙ্গম তীর্থের উল্লেখ করিতেছি । রাজশ্রেষ্ঠ ধীমান
ইন্দ্রদ্বায় যজ্ঞ জন্ত যখন পৃথিবীকে দুই অঙ্গুলি পরি-
মাণে উন্নীত করিয়াছিলেন, তখন ভূতলে যে
কাষ্ঠরাশি প্রজ্জালিত করা হয়, তাহার তাপে সস্তা-
পিতা ধরিত্রীর রসভাগ পরিস্রুত হইয়া মহীনাম্নী
নদীরূপ ধারণ করে । ঐ নদী সর্বদেব-নমস্কৃত ।
পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, তৎসমস্তের জলই
মিলিতভাবে ঐ নদীরূপে পরিণত হইয়াছে । সেই
নদী মালবদেশে বিরাজমান । উহার উভয় তটই
পুণ্যপ্রদ । উহা দক্ষিণসাগরে যাইয়া মিলিত হইয়াছে ।
সেই মহী নদী সর্বতীর্থময়ী ; পরন্তু সেখানে সাগর-
সঙ্গম ঘটিয়াছে, সেই স্থানের মাহাত্ম্য আর কি
বলিব ? বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা, রেবা, সরস্বতী,
তাপী, পর্যাকী, নির্ঝিঙ্কা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী,
কাবেরী, সরযু, গণ্ডকী, নৈমিষারণ্য, গয়া, গোদা-
বরী, অরুণা, বরুণা, এই সমস্ত এবং বিংশতি
সহস্র ষট্শত পবিত্র বিখ্যাত নদী, আর এতদ্ভিন্ন
ভূতলে যে শত সহস্র পুণ্য নদী আছে, তৎ-
সমস্তের সারভাগ হইতেই মহীনদীর সমুৎপত্তি ।
২৫—৫০ । পৃথিবীর সকল তীর্থে স্নান করিলে যে
ফল, মহীসাগর-সঙ্গমে সেই ফলপ্রাপ্তি হয় ; ইহা
কুমার বলিয়াছেন । যদি এক স্থানে সমস্ত তীর্থের

তীর্থানাং যদি সংযোগমিচ্ছত। তদগচ্ছত মহাপুণ্যং
মহীসাগরসঙ্গমম্ ॥ ৫২ ॥ অহং চাপি চ তত্রৈব বহু
বর্ষগণান্ পুরা। অবসং চাগতচ্চাত্ নারদস্ত
ভয়াস্তথা ॥ ৫৩ ॥ স হি তত্র সমীপস্থঃ পিশুনশ্চ
বিশেষতঃ। মরুতঃ কুরুতে যত্নং তস্মৈ ক্রয়াদিদং
ভয়ম্ ॥ ৫৪ ॥ অত্র দিগ্বাসসাং মধ্যে বহুনাং তৎসমস্থ-
হম্। নিবসাম্যতিপ্রচ্ছন্নো মরুতাদর্শিতভীতবৎ ॥ ৫৫ ॥
পুনরজ্যাপি মাং নুনং কথয়িষ্যতি নারদঃ। তথাবিধা
হি চেষ্টান্ত পিশুনস্ত প্রদৃশতে ॥ ৫৬ ॥ ভবন্তিচ ন
চাপ্যত্র বক্রব্যং কস্তচিৎ কচিৎ। মরুতঃ কুরুতে
যত্নং ছূপালো যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭ ॥ দেবাচার্যোণ
সন্ত্যক্তো ভ্রাতা মে কারণান্তরে। গুরুপুত্রঞ্চ মাং
জ্ঞাত্বা যজ্ঞান্তিজ্যস্ত কারণাৎ ॥ ৫৮ ॥ অবিদ্যান্ত-
গতির্ভজকর্ম্মভিন্ প্রয়োজনম্। মম হিংসাত্মকৈরাস্তি
নিগমোক্তৈরচেতনৈঃ ॥ ৫৯ ॥ সমিৎপুষ্পকুশপ্রায়েঃ
সাধনৈর্যদ্যচেতনৈঃ। ক্রিয়তে তত্থা ভাবি কার্য্যং
কারণবননুগাম্ ॥ ৬০ ॥ তদ যুযং তত্র গচ্ছধ্বং
শীঘ্রমেব নৃপাত্মগাঃ। অস্তি বিপ্রঃ স্বয়ং ব্রহ্মা যাজ্ঞ-

কল লাভ করিতে বাসনা থাকে তবে মহীসাগর-
সঙ্গমে যাও। আমিও পূর্বে সেখানে বহুবৎসর বাস
করিয়াছিলাম, কিন্তু নারদের ভয়ে সেখান হইতে
এখানে আসিয়াছি। সেই পিশুন সেখানে আমার
নিকটেই বাস করিত; মরুত আমাকে পাইবার
জন্ত বিশেষ যত্ন করে; নারদ যদি তাহাকে আমার
কথা বলিয়া দেয়, ইহাই আমার ভয় ছিল। মরুতের
ভয়ে এখানেও অনেকদিন দিগদ্বরদিগের মধ্যে আমি
অতি প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছি; কিন্তু দেখি-
তেছি, আমি যে এখানে আছি, নারদ ইহাও মরু-
তকে বলিয়া দিবে। সে অতি পিশুন, তাহার স্বভাবই
এইরূপ দেখা যায়। আপনারাও কদাচ কাহাকেও
আমার সংবাদ বলিবেন না। মরুত রাজা যজ্ঞ-
সম্পাদনার্থ আমার জন্ত বিশেষ যত্নপরায়ণ।
কোনও কারণে আমার ভ্রাতা বৃহস্পতি তাহাকে
পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি মরুতের গুরুপুত্র।
সুতরাং আমাকে যজ্ঞের ঋণিক করিবার জন্তই
জাহার যত্ন। কিন্তু নিগমোক্ত অবিদ্যাজড়িত
হিংসাত্মক অচেতন যজ্ঞে আমার প্রযুক্তি নাই।
অচেতন সমিৎ-পুষ্প-কুশাদি দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত
হয়; সুতরাং সেই যজ্ঞকার্য্যও তো কারণের ভায়ই
কর্ম্মসম্পন্ন হইবে ॥ ৫১-৬০ ॥ অতএব আপনারা এই
ইচ্ছা করিয়া সচিৎ অবিলম্বে সেখানে যাউন।

বধ্যশ্চ তত্র বৈ ॥ ৬১ ॥ স হি পূর্বে মিথো পূর্বাঃ
বসন্তাশ্রমযুক্তমম্। আগচ্ছমানং নকুলং দৃষ্ট্বা গার্গীঃ
বচোহব্রবীৎ ॥ ৬২ ॥ গার্গি রক্ষ পশ্যে ভদ্রে নকুলো-
হয়মুপৈতি চ। পয়ঃ পাতুং কৃতমতিং নকুলং স্বং
নিরাকুরু ॥ ৬৩ ॥ ইত্যুক্তো নকুলঃ ক্রুদ্ধঃ স হি
ক্রুদ্ধঃ পুরাভবৎ। জমদগ্নেঃ পূর্বজৈশ্চ শপ্তঃ প্রোবাচ
তং মুনিম্ ॥ ৬৪ ॥ অহো বা ধিগুধিগিতোব কুয়ো
ধিগিতি চৈব হি। নির্লজ্জতা মনুষ্যাণাং দৃষ্টতে
পাপকারিণাম্ ॥ ৬৫ ॥ কথন্তে নাম পাপানি প্রকুর্ষন্তি
নরাধমাঃ। মরণান্তরিতা যেবাং নরকে তীব্রবেদনা
৬৬ ॥ নিমেষোহপি ন শক্যোত জীবিতে যন্ত নিশ্চি-
তম্। তন্মাত্রপরমায়ুঃ পাপং কুর্ঘ্যাৎ কথং স চ ॥
৬৭ ॥ হং মূনে মন্তসে চেদং কুলীনোহস্মীতি
বুদ্ধিমান। ততঃ ক্ষিপসি মাং মুচ নকুলোহয়মিতি
স্ময়ন ॥ ৬৮ ॥ কিমধীতং যাজ্ঞবল্ক্য কা যোগেশ্বরতা
তব। নিরপরাধং ক্ষিপসি ধিগধীতং হি তত্ত্বম্ ॥
৬৯ ॥ কস্মিন্ বেদে স্মৃতৌ কস্তাং প্রোক্তমেতদব্রবীহি
মে। পরুষৈরিতি বাকৈর্য্যং নকুলেতি ব্রবীষি যৎ ॥
৭০ ॥ কিমিদং নৈব জানাসি যাবত্যঃ পরুষা গিরঃ।

স্বয়ং ব্রহ্মা এবং বিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্য সেখানে আছেন।
পূর্বে তিনি মিথিলানগরে আশ্রমে বাস করিতেন।
একদা কোনও নকুলকে আগমন করিতে দেখিয়া
তিনি গার্গীকে কহিলেন,—ভদ্রে! একটা নকুল
আসিতেছে, তুমি দ্রুত রক্ষা কর; দ্রুতপানার্থ সমাগত
নকুলকে তাড়াইয়া দাও। ইহাতে নকুল অত্যন্ত
ক্রুদ্ধ হইল। সে জমদগ্নির পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক
অতিশপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধই ছিল। সে যাজ্ঞবল্ক্যকে
কহিল,—অহো! ধিক্! ধিক্!! আবার ধিক্!!!
পাপী মানুষগণের কি নির্লজ্জতা! মরণান্তে সে
নরকে গিয়া তীব্র যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য
হয়, অথচ নরাধমেরা পাপ করিতে কুণ্ঠিত
হয় না কেন? যে জীবনের স্থায়িত্ব বিষয়ে
নিমেষ মাত্রও বিশ্বাস নাই, তাদৃশ পরমায়ুশালী
নরগণ পাপ করে কেমন করিয়া? হে মূনে! তুমি
আপনাকে বুদ্ধিমান কুলীন বলিয়া মনে কর; মুচ!
সেইজন্য তুমি গর্ভবশে আমাকে নকুল বলিয়া উপ-
হাস করিতেছ! ওহে যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি কি অধ্যয়ন
করিয়াছ? তোমার যোগেশ্বর্য্যই বা কি প্রকার?
নিরপরাধ ব্যক্তিকে উপহাস করিতেছ; তোমার
অধ্যয়নেও ধিক্! তুমি যে আমাকে 'নকুল' এই
পদব্য বাক্যে উপহাস করিলে ইহা কোন বেদে,

পরঃ সংখ্যাযতে তাবচ্ছরঃ জ্যোতঃ পুরা ॥ ৭১ ॥
কঠে যমাত্মগাঃ পাদং কৃতা তস্মৈ সুত্ম্যতেঃ । অতীব
রুদতো লোহশঙ্কু ক্লেপ্যন্তি কর্ণয়োঃ ॥ ৭২ ॥ বাব-
দুকাশ্চ ধ্বজিনো মুকন্তি রূপগান্ জনান্ । স্বয়ং হস্ত-
সহস্রেন ধর্ম্মশ্চৈবং ভবতি ধাঃ ॥ ৭৩ ॥ বজ্রস্ত দিগ্ধ-
শস্ত্রস্ত কালকূটস্ত চাপ্যত । সমেন বচসা তুল্যং
মতোয়রিতি মমাত্মবৎ ॥ ৭৪ ॥ কর্ণনালিকনারাচারি-
হরাস্ত শরীরতঃ । বাক্ছল্যস্ত ন নির্ভুঃ শক্যো
হৃদিশয়ো হি সঃ ॥ ৭৫ ॥ যজ্ঞপীঠেঃ সমাক্রম্য বরমেব
হতো নরঃ । ন তু তঃ পরৈবৈক্যৈক্যজিঘাংসেত
কথঞ্চন ॥ ৭৬ ॥ ইয়া হুং যাজ্ঞবল্ক্য নিত্যং পণ্ডিত-
মানিনা । নকুলোহসীতি তীবেণ বচসা তাড়িতঃ
কুতঃ ॥ ৭৭ ॥ সংবর্ত উবাচ । ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্মৈ
ভূশং বিস্মিতমানসঃ । যাজ্ঞবল্ক্যোহব্রবীদেতৎ প্রব-
ন্ধকরসম্পূটঃ ॥ ৭৮ ॥ নমো ধর্ম্মায় মহতে ন
বিদ্যো যস্ত বৈভবম্ । পরমাণুমপি ব্যক্তং কোহত্র
বিদ্যামদঃ সতাম্ ॥ ৭৯ ॥ বিরঞ্চিবিস্ময়প্রমুখাঃ সোমেন্দ্র-
প্রমুখাস্তথা । সর্বজ্ঞাস্তেহপি মুহুন্তি গণনাশ্মাদৃশাক

কোন স্মৃতিতে উক্ত আছে? তুমি কি জান না যে,
অপর ব্যক্তি যতগুলি পুরুষ বাক্য শ্রাবিত হয়, সেই
পুরুষবাদী সুত্ম্যতি ব্যক্তি রোদন করিতে থাকিলেও
যমদূতগণ, পদদ্বারা তদীয় কণ্ঠদেশ আক্রমণপূর্বক
তাহার কণ্ঠে, ততগুলি লোহশঙ্কু বিদ্ধ করিয়া থাকে ।
তোমার শ্রায় বাচাল ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তিগণ অজ্ঞ জন-
গণকে ধর্ম্মের ভাণ দেখাইয়া প্রতারণা করে; কিন্তু
নিজেরা ধর্ম্মের সহস্র হস্ত দূরে থাকে । তোমার
হৃদ্যাক্য, আমার পক্ষে বজ্র, শাণিত অস্ত্র, কালকূট
এবং যুত্মার শ্রায় প্রতীত হইয়াছে । কর্ণী, নালিক,
নারাচাদি অস্ত্র শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে
পারা যায়, কিন্তু বাক্ছল্য বর্হিকার করিতে পারা
যায় না; উহা হৃদয়েই নিহিত থাকে । মনুষ্যকে
পীড়নযজ্ঞ দ্বারা আক্রমণপূর্বক নিহত করাও বরং
ভাল, কিন্তু পুরুষবাক্যে হিংসা করা কদাচ কর্তব্য
নহে । ওহে নিয়ত পণ্ডিতাভিমानी যজ্ঞবল্ক্য! তুমি
আমাকে ‘নকুল’ বলিয়া তীর বাক্যে তাড়না করিলে
কেন? সংবর্ত কহিলেন,—নকুলের এই কথা শুনিয়া
যাজ্ঞবল্ক্য অতীব বিস্মিতচিত্তে করযোড়ে কহিলেন,
—মহান ধর্ম্মকে নমস্কার!—ঈশ্বার মহিমার একটা
পরমাণুও আমরা জানিতে পারি নাই । স্মৃতির
সংসারে সুধীগণের আবার বিদ্যা-গর্ভ কি? ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্রপ্রমুখ সর্বজ্ঞগণও ধর্ম্মতত্ত্বে বিমূঢ় হন,

কা ॥ ৮০ ॥ ধর্ম্মজ্যোহসীতি যো মোহানাস্তানং
প্রতিপদ্যতে । স বায়ুঃ মুষ্টিনা বহুমীহতে রূপণো
নরঃ ॥ ৮১ ॥ কেচিদজ্ঞানতো নষ্টাঃ কেচিজ্ঞান-
মদাদপি । জ্ঞানং প্রাপ্যাপি নষ্টাশ্চ কেচিদালস্যতো-
হধমাঃ ॥ ৮২ ॥ বেদস্মৃতীতিহাসেষু পুরাণেষু প্রক-
ল্পিতম্ । চতুঃপাদং তথা ধর্ম্মং নাচরত্যধমঃ পণ্ডঃ ॥
৮৩ ॥ স পুরা শোচতে ব্যক্তং প্রাপ্য তচ্ছাস্তকং
গৃহম্ । তথাহি গৃহকারেন শ্রুতো প্রোক্তমিদং
বচঃ ॥ ৮৪ ॥ নকুল স্কুলঃ ত্রয়ান্ কর্কশ্যর্ম্মণি
স্পৃশেৎ । প্রপঠন্নপি চৈবাহমিদং সর্বং তথা শুকঃ ॥
৮৫ ॥ আলস্যেনাপ্যনাচারাদ্রথাকার্য্যেকমদং তৎ ॥
৮৬ ॥ কেবল পাঠমাত্রেন যশ্চ সঙ্ঘস্যতে নরঃ ।
তথা পণ্ডিতমানী চ কোহত্মস্ম্যৎ পণ্ডমতঃ ॥ ৮৭ ॥ ন
চ্ছন্দাংসি বৃজিনাক্তারয়ন্তি মাঘাবিনং মাঘয়া বর্তমানম্ ।
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাশ্চন্দ্রাস্তোনং প্রজহত্যন্ত-
কালে ॥ ৮৮ ॥ স্বর্গায় বন্ধকক্ষো যঃ পাঠমাত্রেন
ব্রাহ্মণঃ । স বালো মাতুরঙ্কশো গ্রহীতুং সোম-
মিচ্ছতি ॥ ৮৯ ॥ তদ্বদান্ সর্বথা মহমনয়ং সোঢু-

আমাদের শ্রায় লোকের কথা কি? ৬১—৮০ । যে
জন মোহবশে “আমি ধর্ম্মজ্ঞ” এইরূপ অভিমান করে,
সেই মুট নর, বায়ুকে মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ করিতে চায় ।
কেহ কেহ অজ্ঞানবশে নষ্ট হয়, কেহ বা জ্ঞানমদে
বিনষ্ট হয়; আর কোন কোন অধম মানব জ্ঞান-
লাভ করিয়াও আলস্যবশে বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
পশুসম অধম জনগণ বেদ-স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণাদি-
শাস্ত্রে কল্পিত চতুঃপাদ ধর্ম্মের আচরণ করে না;
তাহারা পরকালে যম-ভবনে যাইয়া নিশ্চয়ই শোক
করিয়া থাকে । গৃহকারও বলিয়াছেন,—কাহারও
মর্মে আঘাত দিবে না;—নকুলকেও স্কুল বলিবে ।
আমি শুকপক্ষীর শ্রায় এ সকল পড়িলেও আলস্য
ও অনাচারবশে বিফল হইয়াছে । যে মনুষ্য
কেবল পাঠমাত্রই সন্তুষ্ট হয়, এবং আপনাকে
পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, তাহা অপেক্ষা পশু-
পদবাচ্য আর কে আছে? শঠ-ব্যবহার-প্রায়শ
ময়াবী ব্যক্তিকে বেদসকল পাপ হইতে পরিজ্ঞান
করিতে পারে না; উদ্গতপক্ষ পক্ষীদিগের নীড়
পরিত্যাগের শ্রায় বেদসমূহ অন্তকালে তাহাকে
পরিহার করিয়া থাকে । যে ব্রাহ্মণ কেবল মাত্র বেদ
শাস্ত্র পাঠ করিয়াই স্বর্গলাভার্থ বন্ধকক্ষ হয়, সেই
বালক মাতৃক্রেড়ে থাকিয়া চন্দ্রকে ধরিতে চায় ।
অতএব আপনি আমার এই হৃদ্যবহার ক্রমা করুন ।

মহসি । সৰ্বঃ কোহপি বদন্ত্যেব তন্মধৈবমুদাহৃতম্ ॥
 ১০ ॥ নকুল উবাচ । বৃধেদং ভাষিতং তুভ্যং
 সৰ্বলোকেন যৎ সমম্ । আত্মানং মনসে নৈতদ্বক্তুং
 যোগ্যং মহাত্মনাম্ ॥ ১১ ॥ বাজিবারণলোহানাম্
 কাষ্ঠপাষাণবাসসাম্ । নারীপুরুষতোয়ানামন্তরং মহ-
 দস্তরম্ ॥ ১২ ॥ অস্ত্রে চেৎ প্রাকৃতা লোকা বহু-
 পাপানি কুৰ্ব্বতে । প্রধানপুরুষেণাপি কার্য্যং তৎ
 পৃষ্ঠতো হু কিম্ ॥ ১৩ ॥ সৰ্বার্থং নিশ্চিতং শাস্ত্রং
 মনোবুদ্ধৌ তথৈব চ । দত্তে বিধাতা সৰ্ব্বেষাং তথাপি
 যদি পাপিনঃ ॥ ১৪ ॥ ততো বিধাতুঃ কো দোবস্ত
 এব খলু দুৰ্ভগাঃ । ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ কিং ভাব্যং
 লোকবদ্যতঃ ॥ ১৫ ॥ যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবে-
 তরো জনঃ । স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু-
 বর্ততে ॥ ১৬ ॥ তস্মাৎ সদা মহাশুচি আত্মার্থক
 পরার্থতঃ । সত্যং ধৰ্ম্মো ন সন্ত্যাজ্যো ত্রাযাং তচ্চি-
 কণঃ তব ॥ ১৭ ॥ যস্মাত্তয়া পীড়িতোহহং ঘোরেণ
 বচসা মুনৈ । তস্মাচ্ছীত্রং ত্বাং শপামি শাপযোগ্যো
 হি মে মতঃ ॥ ১৮ ॥ নকুলোহসীতি মামাহ ভবাং-

সকলেই ঐরূপ বলে বলিয়া আমিও ওকথা বলিয়াছি ।
 ৮১—৯০ । নকুল কহিল,—তুমি যে আপনাকে সৰ্ব-
 সাধারণের সমান মনে কর; ইহা মিথ্যাকথা; মহাত্মাদিগের পক্ষে ইহা বলা উচিত নহে । হস্তী, অশ্ব, লোহ, কাষ্ঠ, পাষাণ, বসন, হী, পুরুষ, জল,—এসকলের যে পরস্পর তারতম্য, তাহা অতীব সত্য । সাধারণ লোকে যদি অনেক পাপ করে, তাই বলিয়া প্রধান পুরুষগণের কি তাহা পরিবর্তন করা কর্তব্য নহে? বিধাতা সর্বসাধারণের জন্যই শাস্ত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, আর মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ও সকলকেই দিয়াছেন; তথাপি যদি জনগণ পাপাচরণ করে, তবে তাহাতে বিধাতার দোষ কি? সেই জনগণই দুৰ্ভাগ্য । বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের কি সাধারণ লোকের স্তায় হওয়া উচিত? শ্রেষ্ঠ জনেরা যে আচরণ করে, ইতর সাধারণে তাহাই করিয়া থাকে । শ্রেষ্ঠ জন যাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে, সাধারণ লোক তাহারই অনুবর্তন করিয়া থাকে । এজন্য মহাজনগণের আত্মার্থ ও পরার্থ সত্যানু-
 মোদিত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে; পরস্তু তোমারও তাহাই শিক্ষা করা কর্তব্য । হে মুনৈ । যেহেতু তুমি আমাকে দুৰ্ব্বাক্য দ্বারা কীড়িত করিয়াছ, সেই জন্য হে মুনৈ! আমি তোমাকে অবিলম্বেই শাপ দান করিব । তুমি

তস্মাৎ কুলাধমঃ । শীঘ্রমুৎপৎস্তসে মোহাশমেব নকুলো
 মুনৈ ॥ ৯১ ॥ সংবর্ত উবাচ । ইতি বাচং সমাকৰ্ণ্য
 ভাব্যৰ্কতনিশ্চয়ঃ । যাজ্ঞবল্ক্যো মর্যো দেশে বিপ্রস্তা-
 জায়তাব্জঃ ॥ ১০০ ॥ দুরাচারস্ত পাপস্ত নিম্বর্ণ-
 স্তাতিবাদিনঃ । দুষ্কুলীনস্ত জাতোহসৌ তদা জাতি-
 স্মরঃ স্মৃতঃ ॥ ১০১ ॥ সোহথ জ্ঞানাৎ সমালোকা
 ভর্তৃযজ্ঞ ইতি দ্বিজঃ । গুপ্তকেন্দ্রং সমাপন্নো মহী-
 সাগরসঙ্গমম্ ॥ ১০২ ॥ তত্র পাণ্ডপতো ভূষা
 শিবারাধনতৎপরঃ । স্বায়ম্ভুবং মহাকালং পূজয়ন্
 বর্ততেহধুনা ॥ ১০৩ ॥ যো হি নিত্যং মহাকালং
 শ্রদ্ধয়া পূজয়েৎ পুমান্ । স দৌষ্কুলীনদোষেভ্যো
 মুচ্যতেহহিরিব স্বচঃ ॥ ১০৪ ॥ যথায়থা শ্রদ্ধয়াসৌ
 তল্লিঙ্গং পরিপশুতি । তথাতথা বিমুচ্যেত দৌষৈ-
 র্জনশতোদ্রবৈঃ ॥ ১০৫ ॥ ভর্তৃযজ্ঞস্ত তত্রৈব লিঙ্গ-
 গ্ৰাবাধনাৎ ক্রমাৎ । বীজদোষাদিনিপুণস্তল্লিঙ্গ-
 মহিমা হসৌ ॥ ১০৬ ॥ বক্রং চ নকুলং প্রাহ বিমুক্তো
 দুষ্টজন্যতঃ । যস্মাত্তস্মাদিদং তীর্থং ধ্যাতং বৈ
 বক্রপাবনম্ ॥ ১০৭ ॥ তস্মাদব্রজধ্বং তত্রৈব মহীসা-

আমার শাপযোগ্য হইয়াছ । তুমি আমাকে মোহ বশে নকুল বলিয়াছ, এজন্য হে মুনৈ! তুমি 'নকুল'পদবাচ্য হইবে ॥ ৯১—৯২ ॥ সংবর্ত কহিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য নকুলের এই বাক্য শুনিয়া ভবি-
 ভব্যতার বলবত্তা বুঝিলেন । পরে তিনি মক্-
 দেশে কোন দুরাচার পাপী নির্দয় বাচাল হীনকুলজ ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিলেন । তাঁহার নাম হইল ভর্তৃযজ্ঞ । তখনও তিনি জাতিস্মর ছিলেন, স্মৃতাং জ্ঞান-বলে আত্মদশা বিবেচনা করিয়া মহীসাগরসঙ্গমস্থায় গুপ্ত কেন্দ্রে যাইয়া পাণ্ডপত বিধানে শিবারাধনায় তৎপর হইলেন । এক্ষণেও তিনি স্বায়ম্ভুব মহাকালের আরাধনা করেন । যে পুরুষ প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে মহাকালের অর্চনা করে, সে দুষ্কুলজাত হইলেও সর্পের নির্য্যোকপরি-
 ত্যাগের স্তায় সৰ্বদোষ হইতে মুক্ত হয় । সে যেমন যেমন শ্রদ্ধার সহিত সেই লিঙ্গের পূজা করে, তেমন তেমন ভাবেই শতজন্মার্জিত দোষরাশি হইতে মুক্ত হয় । ভর্তৃযজ্ঞও সেই লিঙ্গের আরাধনায় ক্রমশঃ দোষরহিত হইলেন । ইহা সেই লিঙ্গেরই মহিমা । পরে তিনি জন্মদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া সে সংবাদ সেই নকুলকে কহিয়াছিলেন; সেই হইতে উক্ত তীর্থ বক্রপাবন নামে খ্যাত

গরসঙ্গমম্ । পঞ্চ তীর্থানি সেবন্তো মুক্তিমাপ্যথ
নিশ্চিতম্ ॥ ১০৮ ॥ ইহ্যেবমুক্তা সংবর্তো যথাবতিমতঃ
দ্বিজঃ । ভর্তৃযজ্ঞঃ মুনিং প্রাপ্য তে চ তত্র স্থিতা-
ভবন ॥ ১০৯ ॥ ততস্তানাহ স জ্ঞাত্বা গগান্ জ্ঞানেন
শান্তবান্ । মহদ্বো বিমলং পুণ্যং শুশ্রুক্ষেত্রে যদত্র
বৈ ॥ ১১০ ॥ ভবন্তোহভ্যাগতা যত্র মহীসাগর-
সঙ্গমঃ । স্নানং দানং জপো হোমঃ পিণ্ডদানং বিশে-
ষতঃ ॥ ১১১ ॥ অক্ষয়ং জায়তে সৰ্বং মহীসাগর-
সঙ্গমে । কৃতং তথাক্ষয়ং সৰ্বং স্নানদানক্রিয়াদিকম্ ॥
১১২ ॥ যদাত্ত স্নানকং চক্রে দেবর্ষিনারদঃ পুরা ।
তদা গ্ৰহৈর্ষরা দত্তাঃ শনিম্ চ বরস্বসৌ ॥ ১১৩ ॥
শনৈশ্চরেণ সংযুক্তা অমাবাস্তা যদা ভবেৎ ।
শ্রাদ্ধং তত্র প্রকুব্বীত স্নানদানপুরঃসরম্ ॥ ১১৪ ॥
যদি শ্রাবণমাসস্ত শনৈশ্চরদিনে শুভা । কুহুর্ভবতি
তস্তাং তু সংক্রান্তিঃ কুরুতে রবিঃ ॥ ১১৫ ॥
তস্তামেব তিথৌ যোগো বাতীপাতো ভবেদ্
সদি । পুষ্করং নাম তৎ পৰ্ব্ব সূর্য্যপক্ষশতাবিকম্ ॥
১১৬ ॥ সৰ্ব্বযোগসমাবাপঃ কথঞ্চিদপি লভাতে ।
তস্মিন দিনে শনিং লোহং কাঞ্চনং ভাস্করং

হইয়াছে! অতএব তোমরা সেই মহীসাগরসঙ্গম
তীর্থে যাও, সেখানে যে পঞ্চ তীর্থ আছে, তাহার
সেবায় মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। দ্বিজবর
সংবর্ত এই বলিয়া অভিমত স্থানে প্রস্থান করি-
লেন। তাহারাও সেখানে যাইয়া ভর্তৃযজ্ঞ মুনিকে
পাইয়া সেখানেই অবস্থান করিলেন। ভর্তৃযজ্ঞ
মুনি জ্ঞানপ্রভাবে তাঁহারা যে, মহেশ্বরের গণ,
তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন,—আপনাদিগের
বিলম্বে মহৎ পুণ্য আছে, যেহেতু আপনারা এই
শুশ্রুক্ষেত্রে মহীসাগরসঙ্গমে আসিয়াছেন। স্নান,
দান, জপ, তপস্শ্রা,—বিশেষতঃ পিণ্ডদান—তৎ-
সমস্তই এই মহীসাগরসঙ্গমে অক্ষয় হইয়া থাকে।
যখন দেবর্ষি নারদ এই স্থান স্থাপন করেন, তখন
গ্রহগণ বিবিধ বর দান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে
শনৈশ্চর এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, শনিবারে
অমাবাস্তা হইলে যদি কেহ এখানে স্নানদানপূর্ব্বক
শ্রাদ্ধ করে, তবে তাহার বহু পুণ্য হয়। শ্রাবণ
মাসে শনিবার, অমাবাস্তা, সংক্রান্তি ও বাতীপাত
যোগ হইলে পুষ্কর নামক যোগ হয়। এই যোগ
শত সূর্য্যগ্রহণাধিক পুণ্যদায়ক। সৰ্ব্বযোগের
সমষ্টিরূপ এই মহাযোগ ক্রটিৎ কথঞ্চিৎ লাভ করা
যায়। এই দিন লোহ দ্বারা শনিমূর্ত্তি ও কাঞ্চন

তথা ॥ ১১৭ ॥ মহীসাগরসংসর্গে পূজয়ীত যথাবিধি ।
শনিমন্ত্রেঃ শনিং ধ্যান্ত্বা সূর্য্যমন্ত্রেদিবাকরম্ ॥ ১১৮ ॥
অর্ঘ্যং দদ্যাত্তাস্করস্ত সৰ্ব্বপাপপ্রশান্তয়ে । প্রয়াগা-
দধিকং স্নানং দানং ক্ষেত্রাৎ কুরোরপি ॥ ১১৯ ॥
পিণ্ডদানং গয়াক্ষেত্রাদধিকং পাণ্ডুনন্দন । ইদং
সম্প্রাপ্যতে পৰ্ব্ব মহত্তিঃ পুণ্যরাশিভিঃ ॥ ১২০ ॥
পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তিজায়তে দিবি নিশ্চিতম্ । যথা
গয়াশিরঃ পুণ্যং পিতৃণাং তৃপ্তিদং পরম্ ॥ ১২১ ॥
তথা সমধিকং পুণ্যো মহীসাগরসঙ্গমঃ ॥ ১২২ ॥
অগ্নিশ্চ রেতো মৃড়য়া চ দেহে রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্ত
নাভিঃ । এবং ত্রবন্ শ্রদ্ধয়া সত্যবাকাং ততো-
হবগাহেত মহীসমুদ্রম্ ॥ ১২৩ ॥ তাত্মা রশ্মাঃ পয়ো-
বাহাঃ পিতৃপ্ৰীতিপ্রদাঃ শুভাঃ । শশুমালী মহাসিকু-
দাতুর্দাত্তী পৃথুস্ততা । ইন্দ্রহায়স্ত কত্তা চ ক্রিতিজন্মা
ইরাবতী ॥ ১২৪ ॥ মহীপর্ণা মহীশৃঙ্গা গঙ্গা পশ্চিম-
বাহিনী । নদী রাজনদী চেতি নামাষ্টাদশমালিকাম্ ॥
১২৫ ॥ স্নানকালে চ সৰ্ব্বত্র শ্রাদ্ধকালে পঠেন্নরঃ ।
পৃথুনোক্তানি নামানি যজ্ঞমূর্ত্তিপদং ব্রজেৎ ॥ ১২৬ ॥
মুখং চ যঃ সৰ্ব্বনদীবু পুণ্যং পাথোধিরহা প্রবরা
মহী চ । সমস্ততীর্থাকৃতিরেতয়োশ্চ দদামি চার্ঘ্যং
প্রণমামি নোমি ॥ ১২৭ ॥ মহীদোহে মহানন্দসন্দোহে

দ্বারা রবিমূর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া যথাবিধানে শনিমন্ত্রে
শনিকে ও রবিমন্ত্রে রবিকে পূজা করা কর্তব্য।
এ দিনে সূর্য্যকে অর্ঘ্যদানও করিতে হয়। ইহাতে
সৰ্ব্বপাপ শান্ত হইয়া থাকে। হে পাণ্ডুনন্দন! এখানে
স্নান প্রয়াগাধিক, দান কুরুক্ষেত্রাধিক, এবং
পিণ্ডদান গয়াক্ষেত্রাধিক ফলদায়ক। মহান্
পুণ্যপুণ্ড্র বাতীত এই যোগ লাভ হয় না; ইহাতে
শ্রাদ্ধাদি কন্ম করিলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি
সাধন হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পুণ্য
গয়াশির যেমন পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ, এই মহা-
পুণ্যদায়ক মহীসাগরসঙ্গমও তদ্রূপ। অন্ধাসঙ্ক-
কারে “অগ্নিশ্চ রেতো মৃড়য়া চ” ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ
পূর্ব্বক মহীসাগরসঙ্গমে স্নান করিতে হয়। তাত্মা,
রশ্মা, পয়োবাহা, পিতৃপ্ৰীতিপ্রদা, শুভা, শশুমালী,
মহাসিকু, দাতুর্দাত্তী, পৃথুস্ততা, ইন্দ্রহায়কত্তা, ক্রিতি-
জন্মা, ইরাবতী, মহীপর্ণা, মহীশৃঙ্গ, গঙ্গা, পশ্চিম-
বাহিনী, নদী ও রাজনদী; স্নানকালে ও শ্রাদ্ধ-
কালে পৃথুকথিত এই অষ্টাদশ নামমালা পাঠ
করিলে মানব যজ্ঞেশ্বরপদ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর

বিশ্বামোহিনি । জাতাসি সরিতাং রাজি পাপং
হর মহীদ্রবে । ইত্যর্থ্যমন্ত্রঃ ॥ ১২৮ ॥ কঙ্কণ-
রজতস্তাপি যোহত্র নিক্ষিপতে নরঃ ॥ স জায়তে
মহীপৃষ্ঠে ধনধান্যযুতে কুলে ॥ ১২৯ ॥ মহীক-
সাগরকৈব রৌপ্যকঙ্কণপূজয়া । পূজয়ামি ভবেন্মা-
মে দ্রব্যনাশো দরিদ্রতা ॥ ১৩০ ॥ ইতি কঙ্কণ-
ক্ষেপণম্ । যৎফলং সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু যৎ
ফলম্ । তৎফলং শ্রানদানেন মহীসাগরসঙ্গমে ॥
১৩১ ॥ বিবাদে চ সমুৎপন্নে অপরাধে চ যো মতঃ ।
জলহস্তঃ সদা বাচ্যো মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ১৩২ ॥
সংস্রাপ্যঘোরমজ্জেন স্থাপ্য নাভিপ্রমাণকে । জলে
করং সমুদ্রত্যা দক্ষিণং বাচয়েদ্ভ্রতম ॥ ১৩৩ ॥ যদি
ধর্মোহত্র সত্যোহস্তি সত্যশ্চেৎ সঙ্গমস্থসৌ । সত্য-
শ্চেৎ ক্রতুদ্রষ্টারঃ সত্যঃ শ্রায়ে শুভাশুভম্ ॥ ১৩৪ ॥
এবমুক্তা করং ক্ষিপ্য দক্ষিণং সকলং ততঃ ।
নিঃসৃতঃ পাপকারী চেজ্জরেনাপীড়্যতে ক্ষণাৎ ॥
১৩৫ ॥ সপ্তাহাদৃশতে চাপি তাবন্নিদোষবান্নতঃ ।
অত্র স্নানং চ জপ্তা চ তপস্তপ্তা তথৈব চ ॥ ১৩৬ ॥
কুদ্রলোকং শুবহবো গতাঃ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা । সোম-
বারে বিশেষণ স্নানং যোহত্র শ্রুতকৃতঃ ॥ ১৩৭ ॥
পঞ্চ তীর্থানি কুরুতে মুচ্যতে পঞ্চপাতকৈঃ । ইত্য-
হ্যুক্তং বহুবিধং তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ১৩৮ ॥

“মুখক” ইত্যাদি “মহীদ্রবে” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া
অর্থ্য দান করিবে ১২২—১২৮ । যে মানব “মহীক-
ইত্যাদি “দরিদ্রতা” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া
সেখানে রৌপ্যকঙ্কণ নিক্ষেপ করে, সে মহীতটে
ধনধান্যসমাকুল কুলে জন্ম গ্রহণ করে । সর্বতীর্থে
ও সর্বযজ্ঞে যে ফল, মহীসাগরসঙ্গমেও শ্রানদানে
সেই ফল লাভ হয় । বিবাদ স্থলে সত্যাসত্য
দোষী কিংবা নিদোষ তাহা জানিবার জন্য সন্দেহের
বিষয়ীভূত ব্যক্তিকে মহীসাগরসঙ্গমে অঘোর
মন্ত্রে শ্রান করাইয়া নাভিমাাত্র জলে স্থাপনপূর্বক
তদীয় দক্ষিণ হস্তে জল স্থাপন করাইয়া “যদি
ধর্মোহত্র” ইত্যাদি “শুভাশুভম্” ইত্যন্ত মন্ত্র ভ্রত
পাঠ করাইয়া জল ক্ষেপ করাইবে । যদি সপ্তাহ
মধ্যে তাহার জর হয়, তবে তাহাকে পানী বলিয়া
ধুইবে ; আর যে ব্যক্তি নিদোষ তাহার জর হইবে
না । এখানে শ্রান দান জপ তপ করিয়া অনেকেই
পুণ্যফলে কুদ্রলোকে গিয়াছে । বিশেষতঃ
সোমবারে ভক্তিসহকারে পঞ্চ তীর্থে শ্রান করিলে
পঞ্চ পাতক হইতে মুক্তিলাভ হয় । এই তীর্থের

ভর্তৃযজ্ঞঃ শিবস্তোচে তেষামারাধনে ক্রমম্ । শিবা-
গমোক্তাদিশ্চ পূজাযোগং যথাবিধি ॥ ১৩৯ ॥ শিব-
ভক্তিসমুদ্রৈকপূরিতঃ প্রাহ তামুনিঃ । ন শিবাৎ-
পরমো দেবঃ সত্যমেতচ্ছিবব্রতাঃ ॥ ১৪০ ॥ শিবঃ
বিহায় যো হস্তদসৎ কিঞ্চিদুপাসতে । করস্থং সো-
হমৃতং ত্যক্তা মৃগতৃকাং প্রধাবতি ॥ ১৪১ ॥ শিব-
শক্তিময়ং হেতৎ প্রত্যক্ষং দৃশ্ততে জগৎ ॥ লিঙ্গাকঙ্ক-
ভগাকঙ্ক নাশ্তদেবাক্ষিতং কচিৎ ॥ ১৪২ ॥ যশ্চ তৎ
পিতরং কুদ্রং ত্যক্তা মাতরমশ্বিকাম্ । বর্ত্ততেহসৌ
শ্বপিতরং ত্যক্তোহশ্বপিতৃপিতৃদঃ । যশ্চ কুদ্রশ্চ
মাহাত্ম্যং শতরুদ্রীয়মুত্তমম্ ॥ ১৪৩ ॥ শৃণুধ্বং যদি
পাপানামিচ্ছস্ব কালনং পরম্ । ব্রহ্মা হাটকলিঙ্গক-
সমারাধ্য কপদিনঃ ॥ ১৪৪ ॥ জগৎপ্রধানমিতি চ
নাম জপ্তা বিরাজতে । কৃষ্ণমূলে কৃষ্ণলিঙ্গং নাম
চার্জিতমেব চ ॥ ১৪৫ ॥ সনকাদৈশ্চ তল্লিঙ্গং
পূজায় যুজ্জগদ্গতিম্ । দভাকুরময়ং সপ্ত মুনয়ো-

মাহাত্ম্য ইত্যাদি রূপে বহুধা উক্ত হইয়াছে ।
ভর্তৃযজ্ঞ মুনি, শিবব্রত জনগণকে শিবাগমোক্ত
বিধানানুসারে শিবারাধন-পদ্ধতি উপদেশ করিয়া-
ছিলেন । সেই শিবভক্তিপরিপূর্ণ মুনি তাঁহাদিগকে
কহিয়াছিলেন,—হে শিবব্রত সাধুগণ! শিব
অপেক্ষা অপর কোনও শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই । ইহা
আমি সত্যই বলিতেছি । শিবকে পরিহার করিয়া
যে ব্যক্তি অপর দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়,
সে করতলগত অমৃত বিসর্জন করিয়া মরীচিকার
অনুসরণ করে । এই জগৎ শিবশক্তিময় ; ইহাতো
প্রত্যক্ষই পরিদৃষ্ট হয় ; যেহেতু সমগ্র জগৎই লিঙ্গ
ও যোনি দ্বারা চিহ্নিত, তদ্ব্যতীত অপর কোন
দেবতার চিহ্নই চিহ্নিত দেখা যায় না ।
সেই পিতা কুদ্র ও ধাতা অশ্বিকাকে পরিহার
করিয়া যে ব্যক্তি অপরের আশ্রয় লয়, সে নিজ পিতা
মাতাকে ছাড়িয়া অপরের পিতামাতাকেই পিতৃ-
দান করে । সেই কুদ্রদেবের মাহাত্ম্য শত-
রুদ্রীয় স্তোত্রে পরিব্যক্ত । তোমরা যদি পাপ-
রাশি হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাও, তবে
শ্রবণ কর । ব্রহ্মা সেই মহাদেবের হাটক লিঙ্গের
আরাধনা করিয়া এবং নাম জপিয়া জগতে প্রধা-
লাভ করিয়াছেন । কৃষ্ণমূল ক্ষেত্রে যে লিঙ্গ আছে,
তাহা কৃষ্ণলিঙ্গ নামে বিখ্যাত । সনকাদি মুনিগণ
তাহার আরাধনা করিয়া সর্বলোকজয়ে সমর্থ
হইয়াছেন । সপ্তমুনিগণ বিশ্বযোনি নামক দভাকুর-

বিশ্বযোনিকম্ ॥ ১৪৬ ॥ নারদস্তুরিক্ষে চ জগদ্বীজ-
মিদং গৃণন। বজ্রমিত্রো লিঙ্গমেবং বিশ্বাত্মানক
নাম চ ॥ ১৪৭ ॥ সূর্যাস্ত্রাং তথা লিঙ্গং নাম বিশ্ব-
স্বজং জপন। চন্দ্রশ্চ মৌক্তিকং লিঙ্গং জপন্নাম
জগৎপতিম্ ॥ ১৪৮ ॥ ইন্দ্রনীলময়ং বহ্নির্নাম বিশ্বে-
শ্বরং জপন। পুষ্পরাগং শুক্রলিঙ্গং বিশ্বযোনিং
জপন হরম্ ॥ ১৪৯ ॥ পদ্মরাগময়ং শুক্লো বিশ্বকর্মেতি
নাম চ। হেমলিঙ্গঞ্চ ধনদো জপন্নাম তথেশ্বরম্ ॥
১৫০ ॥ রৌপ্যজং বিশ্বদেবাশ্চ নামাপি জগতাং
গতিম্। বায়বো রীতিজং লিঙ্গং শঙ্কুমিত্যেব নাম চ ॥
১৫১ ॥ কাশজং বসবো লিঙ্গং স্বয়মুমিতি নাম চ।
ত্রিলোহং মাতরো লিঙ্গং নাম ভূতেশমেব চ ॥ ১৫২ ॥
লৌহং চ রক্ষসাং নাম ভূতভব্যভবোদ্ভবম্। গুহকঃ
সীসজং লিঙ্গং নাম যোগং জপন্তি চ ॥ ১৫৩ ॥
জৈগীষব্যো ব্রহ্মরজ্জাং নাম যোগেশ্বরং জপন।
মিমির্নয়নয়োলিঙ্গে জপন শর্কেতি নাম চ ॥ ১৫৪ ॥
ধ্বস্তুরিগৌময়ং চ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরম্। গন্ধর্বা
দাকজং লিঙ্গং সর্বশ্রেষ্ঠেতি নাম চ ॥ ১৫৫ ॥ বৈদূর্য্যং
রাঘবো লিঙ্গং জগজ্জ্যেষ্ঠেতি নাম চ। বাণো মারকতং
লিঙ্গং বসিষ্ঠমিতি নাম চ ॥ ১৫৬ ॥ বক্রণঃ ফাটিকং
লিঙ্গং নাম চ পরমেশ্বরম্। নাগা বিক্রমলিঙ্গঞ্চ নাম
লোকত্রয়ঙ্করম্ ॥ ১৫৭ ॥ ভারতী তাললিঙ্গং চ নাম

লোকত্রয়াশ্রিতম্। শনিশ্চ সঙ্গমাবর্তে জগন্নাথেতি
নাম চ ॥ ১৫৮ ॥ শনিদেশে মধ্যরাজো মহীশাগর-
সঙ্গমে। জাতীজং রাবণো লিঙ্গং জপন্নাম সুহৃৎজয়ম্ ॥
সিদ্ধাশ্চ মানসং নাম কামমৃত্যুজরাতিগম্। উজ্জ্বল
বলিলিঙ্গং জ্ঞানাত্মোক্ত্যন্ত নাম চ ॥ ১৬০ ॥ মরীচিপাঃ
পুষ্পজঞ্চ জ্ঞানগমোতি নাম চ। শকুতাঃ শকুতং
লিঙ্গং জ্ঞানজ্যেষ্ঠেতি নাম চ ॥ ১৬১ ॥ কেনপাঃ
কেনজং লিঙ্গং নাম চাপি সুহৃৎসিদ্ধম্। কপিলো
বালুকালিঙ্গং বরদঞ্চ জপন হরম্ ॥ ১৬২ ॥ সার-
স্বতো বাচলিঙ্গং নাম বাগীশ্বরেতি চ। গণা মূর্তি-
ময়ং লিঙ্গং নাম ক্রুদ্রেতি চাক্রবন ॥ ১৬৩ ॥ জাম্বু-
নদময়ং দেবাঃ শিতিকঠেতি নাম চ। শঙ্খলিঙ্গং
বুধো নাম কনিষ্ঠমিতি সঙ্গপন ॥ ১৬৪ ॥ অশ্বিনো
মুময়ং লিঙ্গং নাম চৈব সুবেদসম্। বিনায়কঃ পিষ্ট-
লিঙ্গং নাম চাপি কপাদিনম্ ॥ ১৬৫ ॥ নাবনীতং
কুজো লিঙ্গং নাম চাপি করালকম্। তাক্ষ্য উদন-
লিঙ্গঞ্চ হৃদ্যক্ষেতি হি নাম চ ॥ ১৬৬ ॥ গোড়ং কাম-
স্তথা লিঙ্গং রতিদং চেতি নাম চ। শচী লবণলিঙ্গঞ্চ
বক্রকেশেতি নাম চ ॥ ১৬৭ ॥ বিশ্বকর্মা চ প্রাসাদ-
লিঙ্গং যামোতি নাম চ। বিভীষণশ্চ পাংশুখং
সুহৃৎমেতি নাম চ। বংশাকুরোখং সগরো নাম
সঙ্গতমেব চ ॥ ১৬৮ ॥ রাহুশ্চ রামসং লিঙ্গং নাম
গমোতি কীর্তয়ন। লেপালিঙ্গং তথা লক্ষ্মীহরি-

ময় লিঙ্গ, নারদ অন্তরিক্ষে জগদ্বীজ নামক লিঙ্গ,
ইন্দ্র বিশ্বাত্মা নামক বজ্রলিঙ্গ, সূর্য্য বিশ্বস্বক্ নামে
তাম্র লিঙ্গ, চন্দ্র জগৎপতি নামক মৌক্তিক লিঙ্গ,
অগ্নি বিশ্বেশ্বর নামে ইন্দ্রনীলময় লিঙ্গ, বৃহস্পতি
বিশ্বযোনি নামক পুষ্পরাগময় লিঙ্গ, শুক্র বিশ্বকর্মা
নামে পদ্মরাগময় লিঙ্গ, কুবের ঈশ্বর নামক
হৈম লিঙ্গ, বিশ্বদেবগণ জগদগতি নামক রৌপ্য
লিঙ্গ, রাঘবগণ শঙ্কু নামক পিত্তল লিঙ্গ, বসুগণ
স্বয়মুমিতি নামক কাশজ লিঙ্গ, মাতৃগণ ভূতেশ নামক
ত্রিলৌহময় লিঙ্গ, রাক্ষসগণ ভূতভব্যভবোদ্ভব-
নামক লৌহময় লিঙ্গ, গুহকগণ যোগ নামক সীসজ
লিঙ্গ, জৈগীষব্য ব্রহ্মরজ্জাক যোগেশ্বর নামক লিঙ্গ,
মিমি শর্করনামক নয়নময় লিঙ্গ, ধ্বস্তুরি সর্বলোকে-
শ্বরেশ্বর নামক গোময়ময় লিঙ্গ, গন্ধর্ভগণ সর্ব-
শ্রেষ্ঠ নামক কাষ্ঠজ লিঙ্গ, রামচন্দ্র জগজ্জ্যেষ্ঠ নামক
বৈদূর্য্যময় লিঙ্গ, বাণরাজা বসিষ্ঠ নামক মারকত
লিঙ্গ, বক্রণ পরমেশ্বর নামক ফাটিক লিঙ্গ, নাগগণ
লোকত্রয়ঙ্কর নামক বিক্রম লিঙ্গ, ভারতী দেবী

লোকত্রয়াশ্রিত নামক হরিতালময় লিঙ্গ এবং শনি,
শনিদেশে মহীশাগরসঙ্গমে মধ্য রাত্রে জগন্নাথ
নামক লিঙ্গ পূজা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়া-
ছেন ॥ ১২৯—১৬০ ॥ মরীচিপ মুনিগণ জ্ঞানগম্য নামক
লিঙ্গ, শকুতগণ শকুতময় জ্ঞান-জ্যেষ্ঠ নামক লিঙ্গ,
কেনপগণ সুহৃৎসিদ্ধ নামক কেনজ লিঙ্গ, কপিল
মুনি বরদ নামক বালুকাময় লিঙ্গ, সারস্বত মুনি
বাগীশ্বর নামক বায়ব লিঙ্গ, গণগণ ক্রুদ্র নামক
মূর্তিময় লিঙ্গ, দেবগণ শিতিকঠ নামক জাম্বুনদময়
লিঙ্গ, বুধ কনিষ্ঠ নামক শঙ্খ লিঙ্গ, অশ্বিনী-
কুমারদ্বয় সুবেদস নামে মুময় লিঙ্গ, বিনায়ক কপদী
নামে পিষ্ট লিঙ্গ, মঙ্গল করালক নামক নবনীতজ
লিঙ্গ, গরুড় হৃদ্যাক্ষ নামক উদনময় লিঙ্গ, কামদেব
রতিদ নামক গুড়ময় লিঙ্গ, শচী দেবী বক্রকেশ
নামক লবণ লিঙ্গ, বিশ্বকর্মা যামা নামক প্রাসাদ
লিঙ্গ, বিভীষণ সুহৃৎময় নামক ধূলিময় লিঙ্গ, সগর
রাজা সঙ্গত নামক বংশাকুরজাত লিঙ্গ, রাহু হিংস্র
গম্য নামক লিঙ্গ, লক্ষ্মী দেবী হরিনেত্র নামক

নেত্রেতি নাম চ ॥ ১৬৯ ॥ যোগিনঃ সৰ্বভূতস্থঃ
স্থাপুরিত্যেব নাম চ । নানাবিধঃ মনুষ্যাশ্চ পুরুষঃ
নাম নাম চ ॥ ১৭০ ॥ তেজোময়ঃ ঋক্ষাণি ভগঃ
নাম চ ভাস্বরম্ । কিন্নরা ধাতুলিঙ্গঃ সুদীপ্তমিতি
নাম চ ॥ ১৭১ ॥ দেবদেবেতি নামান্তি লিঙ্গঃ
ব্রহ্মরাক্ষসঃ । দন্তজঃ বারণা লিঙ্গঃ নাম
রংহসমেব চ ॥ ১৭২ ॥ সপ্তলোকময়ঃ সাধ্যা বহু-
রূপেতি নাম চ । দূৰ্ব্বাকুরময়ঃ লিঙ্গমৃতবঃ সৰ্বনাম চ ॥
১৭৩ ॥ কোক্ষুমম্পরসো লিঙ্গঃ নাম শস্তোঃ প্রিয়েতি
চ । সিন্দূরজঃ চোক্ষশী চ নাম চ প্রিয়বাসনম্ ॥
১৭৪ ॥ ব্রহ্মচারিগুরুলিঙ্গঃ নাম চোক্ষীধিগঃ
বিহঃ । অলঙ্ককঃ যোগিন্তো নাম চাস্ত
সুবক্রকম্ ॥ ১৭৫ ॥ ত্রীখণ্ডঃ সিদ্ধযোগিন্তোঃ সহস্রা-
ক্ষেতি নাম চ । ডাকিন্তো মাংসলিঙ্গঃ নাম চাস্ত
চ মীটুৰম্ ॥ ১৭৬ ॥ অপ্যন্নজঃ মনবো গিরিশেতি
চ নাম চ । অগস্ত্যা ত্রীহিজঃ বাপি সুশান্তমিতি
নাম চ ॥ ১৭৭ ॥ যবজঃ দেবলো লিঙ্গঃ পতিমিত্যেব
নাম চ । বান্দীকজঃ বান্দীকশ্চিরবাসীতি নাম চ ॥
১৭৮ ॥ প্রতর্দনো বাণলিঙ্গঃ হিরণ্যভূজনাম চ ।
রাজিকঃ তথা দৈত্য নাম উগ্রেতি কীর্তিতম্ ॥
১৭৯ ॥ নিম্পাবজঃ দানবাস্চ লিঙ্গনাম চ দিকৃপতিম্ ।
মেঘা নীরময়ঃ লিঙ্গঃ পর্জন্তপতিনাম চ ॥ ১৮০ ॥
রাজমাষময়ঃ যক্ষা নাম ভূতপতিঃ স্মৃতম্ । তিলান্নজঃ

লেপ্য লিঙ্গ, যোগিগণ সৰ্বভূতস্থ স্থাপু নামক লিঙ্গ,
মনুষ্যাগণ পুরুষ নামক নানাবিধ লিঙ্গ, নক্ষত্রগণ
ভগনামক তেজোময় সমুজ্জল লিঙ্গ, কিন্নরগণ
সুদীপ্ত নামক ধাতুময় লিঙ্গ, ব্রহ্মরাক্ষসগণ
দেবদেব নামক লিঙ্গ, হস্তিগণ রংহস নামক
দন্তজ লিঙ্গ, সাধ্যগণ সপ্তলোকময় বহুরূপ-
নামক লিঙ্গ, ঋতুগণ দূৰ্ব্বাকুরময় সৰ্ব নামক
লিঙ্গ, অমরোগণ কুক্ষুমময় প্রিয়নামক লিঙ্গ, উক্ষশী
প্রিয়বাসন নামক সিন্দূরজ লিঙ্গ, ব্রহ্মচারিগণ উষানী
নামক লিঙ্গ, যোগিনীগণ অলঙ্ককময় সুবক্রক নামক
লিঙ্গ, সিদ্ধ যোগিনীগণ চন্দনময় সহস্রাক্ষনামক লিঙ্গ,
ডাকিনীগণ মাংসময় মীটুৰনামক লিঙ্গ, মনুগণ
অন্নময় গিরিশ নামক লিঙ্গ, অগস্ত্য ত্রীহিজ সুশান্ত
নামক লিঙ্গ, দেবল যবময় পতি নামক লিঙ্গ,
বান্দীক বান্দীকময় চিববাসী নামক লিঙ্গ, প্রতর্দন
হিরণ্যভূজ নামক বাণলিঙ্গ, দৈত্যগণ সৰ্বপময়
উগ্র নামক লিঙ্গ, দানবগণ নিম্পাবময় দিকৃপতি
নামক লিঙ্গ, মেঘগণ জলময় পর্জন্তপতি নামক

পিতরো নাম বৃষপতিস্তথা ॥ ১৮১ ॥ গৌতমো
গোরজময়ঃ নাম গোপতিরেব চ । বানপ্রস্থঃ কল-
ময়ঃ নাম বৃক্ষযুতেতি চ ॥ ১৮২ ॥ স্বন্দঃ পাষণ-
লিঙ্গঃ নাম সেনান্ত এব চ । নাগশাখতরো ধাতুঃ
মধ্যমেত্যস্ত নাম চ ॥ ১৮৩ ॥ পুরোডাশময়ঃ যজ্ঞা
ঋবহন্তেতি নাম চ । যমঃ কালায়সময়ঃ নাম প্রাহ
চ ধ্বিনম্ ॥ ১৮৪ ॥ যবাকুরং জামদগ্ন্যো ভর্গদাতেতি
নাম চ । পুরুষবাশ্চান্নময়ঃ বহুরূপেতি নাম চ ॥
১৮৫ ॥ মাঙ্কাতা শর্করালিঙ্গঃ নাম বাহুযুগেতি চ ।
গাবঃ পয়োময়ঃ লিঙ্গঃ নাম নেত্রসহস্রকম্ ॥ ১৮৬ ॥
সাধ্ব্যো ভর্তৃময়ঃ নাম লিঙ্গঃ বিশ্বপতিঃ স্মৃতম্ । নারায়-
ণো নরো মোক্ষঃ সহস্রশিরনাম চ ॥ ১৮৭ ॥ তাক্ষ্যঃ
পৃথুস্তথা লিঙ্গঃ সহস্রচরণাভিধম্ । পক্ষিণো ব্যোম-
লিঙ্গঃ নাম সর্বাঙ্ককেতি চ ॥ ১৮৮ ॥ পৃথিবী
মেরুলিঙ্গঃ দ্বিতনুশাস্ত নাম চ । ভস্মলিঙ্গঃ পশু-
পতিনাম চাস্ত মহেশ্বরঃ ॥ ১৮৯ ॥ ঋষয়ো জ্ঞানলিঙ্গঃ
চিরস্থানেতি নাম চ । ব্রাহ্মণা ব্রহ্মলিঙ্গঃ নাম
জ্যেষ্ঠেতি তং বিহঃ ॥ ১৯০ ॥ গোরোচনময়ঃ শেষো
নাম পশুপতিঃ স্মৃতম্ । বাসুকিবিষলিঙ্গঃ নাম বৈ
শঙ্করেতি চ ॥ ১৯১ ॥ তক্ষকঃ কালকূটাখ্যঃ বহুরূপেতি
নাম চ । হালাহলঃ কর্কোট একাক্ষ ইতি নাম চ ।

লিঙ্গ, যক্ষগণ রাজমাষময় ভূতপতি নামক লিঙ্গ,
পিতৃগণ তিলান্নময় বৃষপতি নামক লিঙ্গ, গৌতমমুনি
গোধূলিময় গোপতি নামক লিঙ্গ, বানপ্রস্থগণ
কলময় বৃক্ষযুত নামক লিঙ্গ, স্বন্দদেব পাষণময়,
সেনান্ত নামক লিঙ্গ, অশ্বতরনাগ ধাতুময় মধ্যম
নামক লিঙ্গ, যাজ্ঞিকগণ, পুরোডাশময় ঋবহন্ত নামক
লিঙ্গ, যমদেব কৃষ্ণলৌহময় ধ্বী নামক লিঙ্গ,
জামদগ্ন্য রাম যবাকুরময় ভর্গদাত নামে লিঙ্গ,
পুরুষবা অন্নময় বহুরূপনামক লিঙ্গ, মাঙ্কাতা
শর্করাময় বাহুযুগ নামক লিঙ্গ, গোপগণ হৃদময়,
সহস্রনেত্র নামক লিঙ্গ, সাধ্বী নারীগণ ভর্তৃময় বিশ্ব-
পতি নামক লিঙ্গ, নর-নারায়ণ মুক্তাময় সহস্রশিরা
নামক লিঙ্গ, পৃথুরাজা তাক্ষ্যময় সহস্রচরণ নামক
লিঙ্গ, পক্ষিগণ ব্যোমাত্মক সর্বাঙ্কক নামক লিঙ্গ,
পৃথিবী মেরুময় দ্বিতনু নামক লিঙ্গ, পশুরাজ ভস্মময়
মহেশ্বর নামক লিঙ্গ, ঋষিগণ জ্ঞানময় চিরস্থানাখ্য
লিঙ্গ, ব্রাহ্মণগণ জ্যেষ্ঠ নামক ব্রহ্মলিঙ্গ, শেষনাগ
পশুপতি নামক গোরোচনাময় লিঙ্গ, বাসুকি শঙ্কর
নামক বিষময় লিঙ্গ, তক্ষক বহুরূপ নামক কালকূটময়,
লিঙ্গ, কর্কোট নাগ একাক্ষ নামক হালাহলময় লিঙ্গ

১৯২। শৃঙ্গীবিষময়ং পদ্মো নাম ধূজ্জটিরেব চ।
পুঞ্জঃ পিতৃময়ঃ লিঙ্গং বিশ্বরূপেতি নাম চ। ১৯৩।
পারদঞ্চ শিবা দেবী নাম ত্র্যম্বক এব চ। মৎস্তাদ্যাঃ
শাস্ত্রলিঙ্গঞ্চ নাম চাপি বৃষাকপিঃ ॥ ১৯৪ ॥ এবং কিং
বহুনোক্তেন যদ্যৎ সৰ্বং বিভূতিমৎ। জগত্যাযন্তি
তজ্জাতং শিবারাধনযোগতঃ ॥ ১৯৫ ॥ ভস্মনো যদি
বৃক্ষঃ জায়তে নীরসেবনাৎ। শিবভক্তিবিহীনস্ত
ততোহস্ত ফলমুচ্যতে ॥ ১৯৬ ॥ ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং
যদি প্রাপ্তৌ ভবেন্নতিঃ। ততো হরঃ সমারাধা-
স্ত্রিজগত্যাঃ প্রদো মতঃ ॥ ১৯৭ ॥ য ইদং শতরুদ্রীয়ং
প্রাতঃপ্রাতঃ পঠিষ্যতি। তস্তা শ্রীতঃ শিবো দেবঃ
প্রদাস্ত্যখিলান্ বরান ॥ ১৯৮ ॥ ঋতঃ পরং
পুণ্যতমং কিঞ্চিদস্তি মহাকলম্। সর্ববেদরহস্যঞ্চ
সূর্যোগোক্তমিদং মম ॥ ১৯৯ ॥ বাচা চ যৎ কৃতং
পাপং মনসা বাপুপার্জিতম্। পাপং তন্নাশমায়াতি
কীর্তিতে শতরুদ্রিয়ে ॥ ২০০ ॥ রোগার্ভো
মুচ্যতে রোগাৎ বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
ভয়ান্মুচ্যেত ভীতশ্চ জপেদ্যঃ শতরুদ্রিয়ম্ ॥ ২০১ ॥
নামাং শতেন যঃ কুন্তেঃ পুট্পস্তাবন্তিরীশ্বরম্।

পদ্ম নাগ ধূজ্জটা নামক শৃঙ্গী বিষময় লিঙ্গ, পুত্রগণ
বিশ্বরূপ নামক পিতৃময় লিঙ্গ, শিবাদেবী ত্র্যম্বক নামক
পারদ লিঙ্গ এবং মৎস্তাদি জলজন্তুগণ বৃষাকপি নামক
শাস্ত্রলিঙ্গ পূজা করিয়া বাঞ্ছিত বিভূতি লাভ করিয়া-
ছেন। এইরূপ আর অধিক বলিয়া কল কি?—
জগতে যে যে প্রাণী বিভূতিমান্ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা-
দিগের তত্তৎ বিভূতি শিবারাধনার ফলেই জন্মিয়াছে।
জলসেক দ্বারা ভস্ম হইতেও বৃক্ষোৎপত্তি সম্ভব
হইতে পারে, কিন্তু শিবভক্তিহীনের বিভূতিলাভ
কদাচ সম্ভবপর নহে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—
এই চতুর্ধর্গ লাভে কামনা থাকিলে শিবেরই
আরাধনা করা কণ্ঠব্য; তাঁহারই প্রসাদে ত্রিজগ-
তের আধিপত্য লাভ হইতে পারে। যে জন
প্রতিদিন প্রাতঃকালে শতরুদ্রিয় পাঠ করে, শঙ্কর
শ্রীত হইয়া তাহাকে সমস্ত বর দান করেন। এই
শতরুদ্রিয় অপেক্ষা পুণ্যতম মহাকল-দায়ক, অপর
কিছুই নাই; ইহা সর্ববেদের রহস্য; ইহা সূর্য
আমাকে বলিয়াছিলেন। এই শতরুদ্রিয় পাঠ
করিলে বায়নঃকৃত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। ১৬১—২০০।
ইহা পাঠ করিলে রোগার্ভ রোগ হইতে, বন্ধ বন্ধন
হইতে এবং ভীতব্যক্তি ভয় হইতে মুক্ত হয়।
মহেশ্বরের এই শতনাম উচ্চারণপূর্বক শত কুন্ত জল

প্রণামানাং শতেনাপি মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ২০২ ॥
লিঙ্গানাং শতমেতচ্চ শতমারাধকাস্তথা। নামানি চ
শতং সর্বদোষনাশকং স্মৃতম্ ॥ ২০৩ ॥ বিশেষাদেষু
লিঙ্গেষু যঃ পঠিষ্যতি পঞ্চসু। পঞ্চভিবিষয়োদ্ধুতে:
স দোষৈঃ পরিমুচ্যতে ॥ ২০৪ ॥ নারদ উবাচ।
নিশম্যৈবং প্রার্থ্য তেহপি শুশ্রূক্ষেত্রে মুদাধিতাঃ।
পঞ্চলিঙ্গান্চর্চয়ন্তঃ শিবধ্যানপরাভবন্ ॥ ২০৫ ॥ ততো
বহুতিথে কালে প্রত্যক্ষীভূয় শঙ্করঃ। প্রাহ তান্
মুদিতো দেবস্তেষাং ভক্তিবিশেষতঃ ॥ ২০৬ ॥ শিব
উবাচ। বকোলুকগৃধ্রকূর্ম্মা ইন্দ্রহ্য চ পার্থিব।
সারূপ্যং মুক্তিমাশ্রম্য মল্লোকে নিবসিষ্যথ ॥ ২০৭ ॥
লোমশশ্চাপি মার্কণ্ডে জীবনুক্তৌ ভবিষ্যতঃ।
ইত্যুক্তে দেবদেবেন লিঙ্গং স্থাপিতবান্ নৃপঃ ॥ ২০৮ ॥
ইন্দ্রহ্যেশ্বরঃ নাম মহাকালাত্মমিত্যুত। জাহ্নবা
তীর্থগুণান্ রাজা কীর্তিমিচ্ছাশ্চরন্তনীম্ ॥ ২০৯ ॥
ত্রিরম্যাতুলং লিঙ্গং সংস্থাপ্যোদমুবাচ হ। যাবচ্চন্দ্রশ্চ
সূর্যশ্চ যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ২১০ ॥ ইন্দ্রহ্যে-
শ্বরং লিঙ্গং নন্দতাচ্ছাশ্রমীঃ সমাঃ। ততস্তথেনি

দ্বারা অভিসেক করাইয়া শত পুষ্পে অর্চনা
করিয়া শতবার প্রণাম করিলে মানব সর্ব পাতক
হইতে মুক্ত হয়। এই শতলিঙ্গ, শত আরাধক
ও শত নাম—সর্বদোষনাশক। বিশেষতঃ পঞ্চ-
পক্ষে এই লিঙ্গাখ্যান পাঠ করিলে পঞ্চ বিষয়-
জনিত দোষরাশি হইতে মুক্তিলাভ হয়। নারদ
কহিলেন,—তাঁহার এই বৃত্তান্ত শুনিয়া পাঁচ জনেই
সেই শুশ্রূক্ষেত্রে সহর্ষচিত্তে অভিমর্তসন্ধি কামনায়
পঞ্চলিঙ্গের আরাধনাপূর্বক শিবধ্যানে নিরত হই-
লেন। তারপর বহুকালান্তে তাঁহাদিগের ভক্তি-
দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া শঙ্কর প্রত্যক্ষগোচর হইলেন,
এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে বক, পেচক, গৃধ্র,
কূর্ম্ম, ইন্দ্রহ্য! তোমরা সারূপ্য মুক্তিলাভ
করিয়া আমার লোকে বাস করিবে। লোমশ ও
মার্কণ্ডেয় মুনি জীবনুক্ত হইবেন। দেবদেব এই
বর দান করিলে ইন্দ্রহ্য রাজা সেখানে একটি লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার নাম হইল—ইন্দ্রহ্যে-
শ্বর;—ইহারই নামান্তর মহাকাল। রাজা ইন্দ্র-
হ্য তীর্থমাহাত্ম্য জানিয়া চিরন্তনী কীর্তি কামনায়
সেই স্থানে ত্রিবিধ রম্য অতুলনীয় লিঙ্গ স্থাপন-
পূর্বক শিবের নিকট এই প্রার্থনা করেন যে,
যাবৎকাল চন্দ্র-সূর্য ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে,
ইন্দ্রহ্যেশ্বর লিঙ্গ যেন তাবৎকাল অভিনন্দিত হয়।

ভগবান্ধিঃ প্রোচ্যাত্ৰবীং পুনঃ ॥ ২১১ ॥ অত্র যো
নিয়তং লিঙ্গমৈল্লহ্যং প্রপূজয়েৎ । স গণো জায়তে
নুনং মম লোকে নিবৎশ্রুতি ॥ ২১২ ॥ ইত্যুক্তা সহ
তৈশ্চৈব পঞ্চভিঃ শশিশেখরঃ । রুদ্রলোকমগাদেব-
স্তেহপি জাতা গণাঃ পুনঃ ॥ ২১৩ ॥ এবম্প্রভাবো
রাজাভূদিল্লহ্যায়ো মহীপতিঃ । যজতা যেন বীরেণ
নিশ্চিতেয়ং মহানদী ॥ ২১৪ ॥ এবংবিধঃ স পুণ্যোহয়ং
মহীসাগরসঙ্গমঃ । অভূততোহপি সঙ্ক্ষেপাত্তব পার্থ
প্রকীর্তিতঃ ॥ ২১৫ ॥ স্নাহাত্ৰ সঙ্গমে যশ্চ ইল্লহ্যেশ্বরং
নরঃ । পূজয়েত্তস্মৈ বাসঃ স্নাদ্যত্ৰেশঃ পার্শ্বতীপতিঃ ॥
২১৬ ॥ সর্ববন্ধহরং লিঙ্গং গাণপত্যপ্রদং হ্রিদম্ ।
যতো বন্ধান্ বিহায়ৈব স্থাপিতঃ তেন ফাঙ্কন ॥ ২১৭ ॥
ইতীদমুক্তং তব পুণ্যকারি মাহাত্ম্যমস্তোত্তমসঙ্গমস্থ ।
মাহাত্ম্যমত্যদুতপুণ্যমিল্লহ্যেশ্বরস্থাপি চ পুণ্য-
কারি ॥ ২১৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহীসাগরসঙ্গমমাহাত্ম্যশতরুদ্রিয়লিঙ্গ-
মাহাত্ম্যেল্লহ্যেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

শিব 'তথাস্থ' বলিয়া তাঁহার সে প্রার্থনায় অনুমোদন
পূর্বক কহিলেন,—যে জন এখানে নিয়ত এই ইল্ল-
হ্য লিঙ্গের পূজা করিবে, সে নিশ্চয়ই আমার
গণত্ব লাভ করিয়া আমার লোকে বাস করিবে ।
ভগবান্ শশিশেখর এই বলিয়া সেই পাঁচজনকে
লইয়া রুদ্রলোকে গমন করিলেন; বক প্রভৃতি
পাঁচজন সেখানে গণত্ব প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস
করিতে লাগিলেন । ইল্লহ্য রাজার এইরূপই
প্রভাব ছিল যে, তাঁহারই অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলে
এই মহীনদী প্রাচুর্য্যতা হইয়াছে । গেই মহীসাগর-
সঙ্গম তীর্থও এবম্বিধ পুণ্যদায়ক । হে পার্থ । আমি
তাঁহার মাহাত্ম্য তোমার নিকট সংক্ষেপেই কীর্ত্তন
করিলাম । এই মহীসাগরসঙ্গমতীর্থে জ্ঞান করিয়া
যে নর ইল্লহ্যেশ্বরের পূজা করিবে, যেখানে
পার্ষ্বতীপতি বাস করেন, সে সেইখানেই বাস
করিতে পারিবে । যেহেতু রাজা ইল্লহ্য বন্ধবিহীন
হইয়াই লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন; তজ্জন্তু সেই
লিঙ্গ সর্ববন্ধহারক ও গাণপত্যপ্রদায়ক । এই আমি
তোমার নিকট সেই উত্তম মহীসাগরসঙ্গমের ও
ইল্লহ্যেশ্বরের অত্যদুত পুণ্যদায়ক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন
করিলাম । ২০১—২১৮ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

অর্জুন উবাচ । কুমারনাথমাহা যশ্ময়োক্তং
কথাস্তরে । তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ মহা-
মুনে ॥ ১ ॥ নারদ উবাচ । তারকং বিনিহত্যৈবং
বজ্রাঙ্গতনয়ং প্রভুঃ । শুভং সংস্থাপয়ামাস লিঙ্গমে-
তচ্চ ফাঙ্কন ॥ ২ ॥ দর্শনাচ্ছবণাধ্যানাং পূজয়া কৃতি-
বন্দনৈঃ । সর্বপাপাপহঃ পার্থ কুমারেশো ন সশয়ঃ
॥ ৩ ॥ অর্জুন উবাচ । অত্যাশ্চর্য্যময়ী রম্যা কথেষ্টং
পাপনাশিনী । বিস্তরেণ চ মে ব্রাহ্মি যথাতথ্যেন
নারদ ॥ ৪ ॥ বজ্রাঙ্গঃ কোহপ্যসৌ দৈত্যঃ কিম্ভাবশ্চ
তারকঃ । কথং স নিহতশ্চৈব জাতশ্চৈব কথং শুভং
॥ ৫ ॥ কথং সংস্থাপিতং লিঙ্গং কুমারেশ্বরসংজিতম্ ।
কিং ফলং চাস্ত লিঙ্গস্থ ব্রাহ্মি তদ্বিস্তরান্মম ॥ ৬ ॥
নারদ উবাচ । প্রণিপত্য কুমারায় সেনান্তে
চেষ্টরায় চ । শৃণু চৈকমনাঃ পার্থ কুমারচরিতং
মহৎ ॥ ৭ ॥ মানসো ব্রহ্মণঃ পুত্রো দক্ষো নাম
প্রজাপতিঃ । ষষ্টিং সোহজনয়ৎ কন্যা বীরিণ্যাং নাম

চতুর্দশ অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন,—হে মহামুনে ! আপনি
প্রসঙ্গক্রমে যে কুমারনাথের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন,
আমি তাহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি;
আপনি তাহা বর্ণন করুন । নারদ কহিলেন,—হে
ফাঙ্কন ! পুরাকালে কার্ত্তিকেয় বজ্রাঙ্গাসুরের পুত্র
তারকাসুরকে নিহত করিয়া এই লিঙ্গ স্থাপন
করিয়াছিলেন । হে পৃথানন্দন ! কুমারেশ দেবের
দর্শন, নামশ্রবণ, ধ্যান, পূজা ও বন্দনা করিলে
সর্বপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই ।
অর্জুন কহিলেন,—হে নারদ । এই পাপনাশিনী
রমণীয়া কথা অতিশয় আশ্চর্য্যময়; ইহা সবিস্ত-
রে যথাযথ প্রকারে বর্ণন করুন । বজ্রাঙ্গ
দৈত্য কে ? তারকাসুরেরই বা কিরূপ প্রভাব
ছিল ? সে নিহত হয় কিরূপ ? কার্ত্তিকেয়ের
জন্ম হইল কি প্রকারে ? তিনি কুমারেশ্বর সংজ্ঞক
লিঙ্গ স্থাপন করিলেনই বা কিরূপে ? সেই লিঙ্গের
অর্চনার ফলই বা কি ? এ সকল বৃত্তান্ত সবিস্তরে
আমার নিকট কীর্ত্তন করুন । নারদ কহিলেন,—
হে পার্থ ! সেনাপতি কুমারকে ও ঈশ্বরকে প্রণিপাত-
পূর্বক একাগ্রমনে সেই মহৎ কুমারচরিত শ্রবণ কর ।
ব্রহ্মার মানস পুত্র দক্ষ প্রজাপতি বীরিণীর গর্ভে

কাল্পন ॥ ৮ ॥ দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ।
সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোহরিষ্টনেমিনে ॥ ৯ ॥
ভূতাক্ষিরঃকৃশাশ্বেভ্যো দে দে চৈব দদৌ প্রভুঃ ।
নামধেয়াস্তমুখাং চ সপত্নীনাং চ মে শৃণু ॥ ১০ ॥
যাসাং প্রসূতিপ্রভবা লোকা আপুরিতাস্থয়ঃ ।
ভানুর্লহা ককুদুমির্কিষা সাধ্যা মরুহতী ॥ ১১ ॥
বসুর্মুহর্তা সঙ্করা ধর্মপত্ন্যঃ সূতাঙ্গু । ভানোস্ত
দেবক্যবত ইন্দ্রসেনঃ সূতোহভবৎ ॥ ১২ ॥ বিদ্যোত
আসীল্লহায়াং ততশ্চ স্তনয়িত্ববঃ । ককুদঃ শকটঃ
পুত্রঃ কীকটস্তনয়ো যতঃ ॥ ১৩ ॥ ভুবো হুর্গস্তথা
স্বর্গো নন্দশ্চৈব ততোহভবৎ । বিশ্বদেবাশ্চ বিশ্বায়া
অপ্রজাংস্তান্ প্রচক্ষতে ॥ ১৪ ॥ সাধ্যা দ্বাদশ সাধ্যায়া
অর্থসিক্তিঃ তৎসুতঃ । মরুতান্ সূজয়ন্তশ্চ মরুহত্যা
বভূবুতঃ ॥ ১৫ ॥ নরনারায়ণৌ প্রাহর্যৌ তৌ
জ্ঞানবিদৌ জনাঃ । বসোশ্চ বসবশ্চাষ্টৌ মুহূর্তায়াং
মুহূর্তকাঃ ॥ ১৬ ॥ যে বৈ ফলঃ প্রযচ্ছন্তি ভূতানাং
স্বস্বকালজম্ । সঙ্করায়াশ্চ সঙ্কলঃ কামঃ সঙ্কলজঃ
সুতঃ ॥ ১৭ ॥ সুরপাস্ত তনয়ান্ ক্রদ্রানেকাদশৈব
তু । কপালী পিঙ্গলো ভীমো বিরূপাক্ষো বিলোহিতঃ
॥ ১৮ ॥ অজকঃ শাসনঃ শাস্তা শমুচাত্ত্যো

ষষ্টিসংখ্যক কন্যা উপাদান করেন। তন্মধ্যে দশটি
ধর্মকে, ত্রয়োদশটি কশ্যপকে, সপ্তবিংশতিটি সোমকে
চারিটি অরিষ্টনেমিকে এবং ভূতেশ্বর, অঙ্গিরা ও
কৃশাশ্বকে দুইটি দুইটি করিয়া ছয়টি কন্যা সম্প্রদান
করেন। ইহাদিগের সন্তান সন্ততি দ্বারাই এই
তিন লোক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদিগের
নাম শ্রবণ কর। যথা—ভানু, লহা, ককুদা, ভূমি,
বিশ্বা, সাধ্যা, মরুহতী, বসু, মুহূর্তা, সংকরা, ইহার
ধর্মের পত্নী। ইহাদিগের সন্তান বিবরণ শ্রবণ কর।
ভানুর পুত্র দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রসেন। লহার পুত্র
বিদ্যোত; ইহারই সন্তান মেঘগণ। ককুদার পুত্র
শকট, তৎপুত্র কীকট। ভূমির পুত্র হুর্গ, ও স্বর্গ;
স্বর্গের পুত্র নন্দ। বিশ্বার পুত্র বিশ্বদেবগণ; ইহার
নিঃসন্তান। সাধ্যার পুত্র দ্বাদশজন সাধাদেব;
ইহাদিগের পুত্র অর্থসিক্তি। মরুহতীর পুত্র মরুহান
ও সূজয়ন্ত; ইহাদিগকেই জ্ঞানবান্ জনগণ নর-
নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করেন। বসুর পুত্র
অষ্টবসু। মুহূর্তার পুত্র মুহূর্তগণ; ইহার প্রাণিবর্গকে
স্ব স্ব কালজন্তু বিবিধ ফল দান করেন। সংকরার
পুত্র সঙ্কল; তৎপুত্র কাম। সুরপার পুত্র একাদশ
ক্রদ্র। ইহাদিগের নাম যথা,—কপালী, পিঙ্গল, ভীম,

ভবস্তথা। ক্রদ্রস্ত পার্শদাশ্চো বিরূপায়াঃ সূতাঃ
সূতাঃ ॥ ১৯ ॥ প্রজাপতেরঙ্গিরসঃ স্বধা পত্নী
পিতৃনথ। জজ্ঞে সনী (চী) তথা পুত্রমথর্কাক্ষিরসঃ
প্রভুঃ ॥ ২০ ॥ কৃশাশ্বস্ত চ দে ভার্য্যে অর্চিঃ
ধিষণা তথা। অস্তগ্রামো যয়োঃ পুত্রঃ সংহারঃ
প্রকীর্তিতঃ ॥ ২১ ॥ পতঙ্গী যামিনী তাম্রা তিমিষ্ঠারি-
ষ্টনেমিনঃ। পতঙ্গাস্ত পতগান্ যামিনী শলভানথ।
তাম্রায়াঃ শ্বেনগৃধাদ্যস্তিমের্যাদোগণাস্তথা ॥ ২২ ॥
অথ কশ্যপপত্নীনাং যৎপ্রসূতমিদং জগৎ ॥ ২৩ ॥
শৃণু নামানি লোকানাং মাতৃণাং শঙ্করাণি চ। অদিতি-
দিতির্দনুঃ সিংহী দনায়ুঃ সুরভিস্তথা ॥ ২৪ ॥ অরিষ্টা
বিনতা গ্রাবা তথা ক্রোধবশা ইরা। কক্রুনিশ্চ
তে চোভে মাতরস্তাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২৫ ॥ আদিত্যা-
শ্চাদিতেঃ পুত্রা দিতৈর্দৈত্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ। দনোশ্চ
দানবাঃ প্রোক্তা রাহঃ সিংহীসুতো গ্রহঃ ॥ ২৬ ॥
দনায়ুষস্তথা জাতো দনায়ুশ্চ গণো বলী। গাবশ্চ
সুরভেজাতারিষ্টাপুত্রা যুগন্ধরাঃ ॥ ২৭ ॥ বিনতাস্ত
অরুণঃ গরুড়শ্চ মহাবলম্। গ্রাবায়াঃ স্বাপদাঃ পুত্রা
গণঃ ক্রোধবশস্তথা ॥ ২৮ ॥ জাতঃ ক্রোধবশায়াশ্চ
ইরায়া ভূকহাঃ সূতাঃ। কক্রুসুতাঃ সূতা নাগা

বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজক, শাসন, শাস্তা শমু ও
ভব। বিরূপার পুত্রগণ ক্রদ্রের পার্শদ। অঙ্গিরা
প্রজাপতির প্রথমা পত্নী স্বধা দেবী পিতৃগণের
জননী; দ্বিতীয় পত্নী সনী দেবীর পুত্রের নাম
অথর্কাক্ষিরস। কৃশাশ্বের দুই পত্নী—অর্চি ও ধিষণা।
সংহারক্রম সহ সমগ্র অস্তগ্রাম ইহাদিগের সন্তান।
পতঙ্গী, যামিনী, তাম্রা ও তিমি,—ইহার অরিষ্ট-
নেমির পত্নী। পতঙ্গীর সন্তান পতগগণ। যামি-
নীর সন্তান শলভগণ। তাম্রাব সন্তান শ্বেন গৃধাদি
পক্ষী। তিমির সন্তান জলজন্তুবর্গ। ১—২২।
অতঃপর কশ্যপপত্নীদিগের সন্ততিবিবরণ শুন।
ইহাদিগের সন্তানদ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে।
সেই লোকমাতাদিগের মঙ্গলকর সন্তানবৃত্তান্ত শ্রবণ
কর। অদিতি, দিতি, দনু, সিংহী, দনায়ু, সুরভি,
অরিষ্টা, বিনতা, গ্রাবা, ক্রোধবশা, ইরা, কক্রু ও
মুনি,—ইহারাই মাতৃগণ। অদিতির পুত্র আদিত্য-
গণ। দিতির পুত্র দৈত্যগণ। দনুর পুত্র দানবগণ,
সিংহীর পুত্র রাহুগ্রহ। দনায়ুর পুত্র দনায়ুগণ।
সুরভির সন্তান গোগণ। অরিষ্টাসন্তান যুগন্ধরগণ।
বিনতার পুত্র অরুণ ও গরুড়। গ্রাবার সন্তান
স্বাপদগণ। ক্রোধবশার পুত্র ক্রোধবশগণ। ইরার

মুনেরপরসাং গণাঃ ॥ ২৯ ॥ তত্র সৌ তনয়ৌ যৌ
চ দিতেস্তৌ বিষ্ণুনা হতৌ । হিরণ্যকশিপুর্বীরৌ
হিরণ্যাকস্তথাপরঃ ॥ ৩০ ॥ ততো নিহতপুত্রা সা
দিতিরারাধ্য কণ্ঠপম্ । অঘাচত বরং দেবী পুত্রমন্তঃ
মহাবলম্ ॥ ৩১ ॥ সমরে শক্রহস্তারং স তস্তা অদদাৎ
প্রভুঃ । নিয়মে চাপি বর্তম্য বর্ধাণাক্ সহস্রকম্ ॥
৩২ ॥ ইত্যুক্তা সা তথা চক্রে পুঙ্করস্তা সমাহিতা ।
বর্তন্ত্যা নিয়মে তস্তাঃ সহস্রাক্ষঃ সমাহিতঃ ॥ ৩৩ ॥
উপাসামাচরন্তু ক্রা সা চৈনমবমন্তত । দশবৎসর-
শেষস্ত সহস্রস্ত তদা দিতিঃ ॥ ৩৪ ॥ উবাচ শক্রঃ
সুপ্তীতা ভক্ত্যা শক্রস্ত তোষিতা । দিতিক্রবাচ ।
অত্রোত্তীর্ণব্রতপ্রায়াং বিদ্ধি মাং দেবসন্তম ॥ ৩৫ ॥
ভবিষ্যতি তব ভ্রাতা তেন সার্কিমমাং শ্রিয়ম্ ।
ভোক্ত্যসে স্বং যথান্তায়ং ত্রৈলোক্যং হতকণ্টকম্ ॥
৩৬ ॥ ইত্যুক্তা নিদ্রয়াবিষ্টা চরণক্রান্তমূর্দ্ধজা ।
দিবা সুপ্তা দিতিদেবী ভাবার্থবলনোদিতা ॥
৩৭ ॥ তদু রজ্জমবেক্ষ্যাব যোগমুক্তিস্তদাবিশৎ ।

সন্তান মহীকুহগণ । কঙ্কর সন্তান নাগগণ । আর
মুনির সন্তান অপ্সরোগণ । ইহাদিগের মধ্যে
দিতির দুই পুত্র বিষ্ণু কর্তৃক বিনাশিত হয় । তাহা-
দিগের নাম হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ । পরে
নিহতপুত্রা দিতি কণ্ঠপের আরাধনা করিয়া সমরে
ইন্দ্রহস্তা অপর মহাবল পুত্র প্রার্থনা করেন । প্রভু
কণ্ঠপ তাঁহাকে সেই বরই দান করেন । পরন্তু
তিনি বলেন যে, তুমি সহস্র বৎসর নিয়ম সহকারে
অবস্থান করিও, তবেই তোমার বাঞ্ছিত পুত্র লাভ
হইবে । দিতি পতির আদেশ অনুসারে সেইরূপ
নিয়ম সহকারে সমাহিতভাবে পুঙ্করে বাস করিতে
লাগিলেন । তিনি তাদৃশ নিয়ম পালন করিতে
ধাকিলে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র সমাহিত ভাবে তদীয় সেবার্থ
সমাগত হইলে তিনি তাহাতে অনুমোদন করিলেন ।
তখন ইন্দ্র ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা করিতে
লাগিলেন । সহস্র বৎসর পূর্ণ হইতে দশ বৎসর
মাত্র বাকী আছে, এমন সময়ে দিতি ইন্দ্রের সেবায়
সন্তুষ্ট হইয়া প্রীতচিত্তে কহিলেন,—ওহে দেব-
সন্তম ! আমার ব্রতকাল প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ;
ইহার পর তোমার ভ্রাতা জন্মিবে, তাহার সহিত
তুমি নিম্নটকে এই ত্রৈলোক্যারাজ্যার্থ যথারীতি
ভোগ করিবে । এই বলিয়া তিনি নিদ্রাবিষ্ট হই-
লেন । ভবিতব্যের বসবস্তা হেতু দিতিদেবী দিবা-
ভাগেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, তদীয় কেশরাশি

জঠরস্থং দিতের্গর্ভং চক্রে বজ্রেণ সপ্তধা ॥
৩৮ ॥ একৈকং চ পুনঃ খণ্ডং চকার মঘবা
ততঃ । সপ্তধা সপ্তধাকোপাত্ত্বদ্বা চ ততো দিতিঃ ॥
৩৯ ॥ ন হস্তব্যো ন হস্তব্য ইতি সা শক্রমব্রবীৎ ।
বজ্রেণ কৃত্যমানানাং বৃদ্ধা সা রোদনেন চ ॥ ৪০ ॥
ততঃ শক্রঞ্চ মা রোদীরিতি তাংস্তান্ যথাবদৎ ।
নির্গত্য জঠরান্ত্র্যাত্ততঃ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥ ৪১ ॥
উবাচ বাক্যং চাত্তস্তো মাতরং রোষপূরিতাম্ ।
দিবাস্যাপং কৃথা মাতঃ পাদাক্রান্তশিরোরুহা ॥ ৪২ ॥
সুপ্তাথ সুচিরং বাতে ছিন্নো গর্ভো ময়া তব । কৃতা
একোনপঞ্চাশত্ভাগা বজ্রেণ তে সূতাঃ ॥ ৪৩ ॥
সত্যং ভবতু তে বাক্যং সার্কিং ভোক্ত্যামি তৈঃ
শ্রিয়ম্ । দাস্ত্যামি তেষাং স্থানানি দিবি যাবদহং
দিতে ॥ ৪৪ ॥ মা রোদীরিতি মে প্রোক্তাঃ খ্যাতাশ্চ
মকুতস্থিতি । ইত্যুক্তা সা চ সর্বীড়া দিতিজাতা
নিকুন্তরা ॥ ৪৫ ॥ সার্কিং তৈর্গতবানিল্লো দিশ্বে

তখন তাঁহার পদতলে ছড়াইয়া পড়িল । ইন্দ্র এই
ছিদ্র পাইয়া যোগবলে স্বল্প মূর্তিতে তদীয় জঠরে
প্রবেশপূর্বক বজ্রদ্বারা গর্ভটিকে সপ্তধা ছেদন করি-
লেন । পরে সেই সপ্তধা খণ্ডিত গর্ভকে আবার সপ্ত
সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করিলেন । অনন্তর সেই গর্ভের
রোদনশব্দে প্রবুদ্ধ হইয়া দিতি ইন্দ্রকে নিষেধ করিয়া
কহিলেন—“হত্যা করিও না, হত্যা করিও না ।” এ
দিকে ইন্দ্রও সেই ছিন্ন গর্ভদিগকে “রোদন করিও
না, রোদন করিও না” বলিয়া সাস্বনা দান করি-
লেন । অনন্তর তিনি জঠর হইতে নির্গত হইয়া
অতিভীতভাবে কৃতাজলি করে দিতির অগ্রভাগে
অবস্থানপূর্বক রোষকবায়িতা দিতি দেবীকে কহি-
লেন,—মাতঃ ! আপনি পদদ্বারা কেশপাশ আক্র-
মণপূর্বক দিবাভাগে নিদ্রা গিয়াছিলেন । আপনার
এই দুর্নয়চ্ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া আমি বজ্রদ্বারা গর্ভছেদন-
পূর্বক উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি । আপ-
নার বাক্য সত্য হউক ; আপনার পুত্রগণ সহ আমি
ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব । আমি তাহাদিগকে স্বর্গেই
স্থান দান করিব । ২৩—৪৪ । আমি যখন গর্ভ ছেদন
করি, তখন আমি তাহাদিগকে “মা রোদী” বলিয়া
রোদন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, এজন্য
ইহারা ‘মকুৎ’ নামেই প্রখ্যাত হইবে । এই
কথা শুনিয়া দিতি দেবী লজ্জাবশে নিকুন্তর
হইলেন । ইন্দ্র সেই সন্তানগণ সহ দিগন্তে ভ্রমণ
করিলেন । এই সকল দিতিজনন বাহু নামেও

বায়বঃ স্মৃতাঃ । ততঃ পুনশ্চ ভর্তারঃ দিতিঃ প্রোবাচ
 হুংখিতা ॥ ৪৬ ॥ পুত্রং মে ভগবন্ দেহি শক্রহন্তার-
 মুর্জিতম্ । যো নান্দ্রশনৈর্বধ্যত্বং গচ্ছেদ্বিদিব-
 বাসিনাম্ ॥ ৪৭ ॥ ন দদাস্ম্যন্তরং বিদ্ধি মৃতামেব
 প্রজাপতে । ইত্যুক্তঃ স তদোবাচ তাং পত্নীমতি-
 হুংখিতাম্ ॥ ৪৮ ॥ দশবর্ষসহস্রাণি তপোনিষ্ঠা তু
 তপ্যসে । বজ্রসারময়ৈরঙ্গৈরছেদৈরায়সৈদৃ টৈঃ ॥
 ৪৯ ॥ বজ্রাঙ্কো নাম পুত্রস্তে ভবিতা ধর্মবৎসলঃ ।
 সা তু লক্শবরা দেবী জগাম তপসে বনম্ ॥ ৫০ ॥
 দশবর্ষসহস্রাণি তপো ঘোরং সমাচরৎ । তপসোহন্তে
 ভগবতী জনয়ামাস দুর্জয়ম্ ॥ ৫১ ॥ পুত্রমপ্রতি-
 কর্মাণমজ্যেয়ং বজ্রহৃদম্ । স জাতমাত্র এবাভূৎ
 সর্কশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ৫২ ॥ উবাচ মাতরং ভক্ত্যা
 মাতঃ কিং করবাণ্যহম্ । তমুবাচ ততো হৃষ্টা
 দিতির্দৈত্যাধিপঃ সূতম্ ॥ ৫৩ ॥ বহুবো মে হতাঃ
 পুত্রাঃ সহস্রাঙ্কেণ পুত্রক । তেষামপচিতিং কর্তুমিচ্ছে
 শক্রবধাদহম্ ॥ ৫৪ ॥ বাচমিত্যেব স প্রোচ্য জগাম

খ্যাতিলাভ করেন । অতঃপর দিতি দেবী হুংখিত
 চিত্তে ভর্তাকে পুনর্বার কহিলেন,—ভগবন্ !
 আমাকে এমন একটা বলশালী পুত্র দান করুন,
 যে পুত্র দেবগণের অস্ত্রশস্ত্রের বধ্য না হয়, অথচ
 লংগ্রামে 'শক্রকে' নিহত করিতে পারে । হে
 প্রজাপতে ! আপনি যদি আমার প্রার্থনায় সহুতর
 দান না করেন, তবে আমাকে মৃত্যু বলিয়াই অব-
 ধারণ করুন । কণ্ঠপ এই কথা শুনিয়া সেই অতি
 হুংখিতা পত্নীকে কহিলেন,—তুমি যদি দশ সহস্র
 বৎসর সংযতভাবে তপস্শাচরণ করিতে পার,
 তোমার বজ্রাঙ্ক নামক এক ধার্মিক পুত্র জন্মিবে ।
 ঐ পুত্র অস্ত্রশস্ত্রের অচ্ছেদ্য ও বজ্রসারময় অঙ্গ-
 প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইবে । দিতি দেবী পতির নিকট
 এবন্ধিধ বর লাভান্তে তপস্শার্থ বনগমনপূর্বক দশ
 সহস্র বৎসর ঘোর তপস্শাচরণ করিলেন । তার
 পর তপস্শা শেষ হইলে সেই দিতি দেবী এক
 পুত্র প্রসব করিলেন । ঐ পুত্র জন্মিবামাত্রই
 বজ্রেরও অচ্ছেদ্য, দুর্জয়, অপ্রতিমকর্মা, অজ্যেয়,
 ও সর্কশাস্ত্র-পারগ হইল । সে ভক্তিসহকারে
 মাতাকে কহিল,—“মাতঃ ! আমি কি করিব ?”
 দিতি দেবী তখন হৃষ্টচিত্তে সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ পুত্রকে
 কহিলেন,—“হে পুত্র ! সহস্রাঙ্ক আমার বহু পুত্র
 হত্যা করিয়াছে, অতএব তাহারই বধ সাধন দ্বারা
 মৃত পুত্রগণের সংকার্য অভিলষ্য করি । তখন

ত্রিদিবং বলী । সসৈন্তঃ সমরে শক্রং স চ বাহ্বা-
 যুধোহজয়ৎ ॥ ৫৫ ॥ পাদেনাক্রুয্য দেবেন্দ্রং সিংহঃ
 ক্ষুদ্রমৃগং যথা । মাতুরস্তিকমাগচ্ছদ্যচমানঃ ভ্রমা-
 তুরম্ ॥ ৫৬ ॥ এতস্মিন্মন্তরে ব্রহ্মা কণ্ঠপশ্চ মহা-
 তপাঃ । আগতো তত্র সত্ত্বস্তাবথো ব্রহ্মা জগাদ
 তম্ ॥ ৫৭ ॥ মুঞ্চামু পুত্র যাচন্তঃ কিমেনে প্রয়ো-
 জনম্ । অবমানো বধঃ প্রোক্তো বীরসত্তাবিতস্ত চ ॥
 ৫৮ ॥ অস্মদ্বাক্যেন যো মুক্তো জীবন্নপি মৃতো হি
 সঃ । শক্রং যে স্তম্ভি সমরে ন তে বীরাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
 কৃত্বা মানপরিগ্রাহিঃ যে মুঞ্চন্তি বরা হি তে । যথা
 মাত্ততমঃ মহা হ্রয়া মাতুর্বচঃ কৃতম্ ॥ ৬০ ॥ তথা পিতু-
 র্বচঃ কার্য্যং মুঞ্চামু পুত্র বাসবম্ । এতচ্ছ্রুত্বা তু
 বজ্রাঙ্কঃ প্রণতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬১ ॥ ন মে কৃত্য-
 মনেনাস্তি মাতুরাজ্ঞা কৃত্য ময়া । স্বং পুরাশুরনাথো
 বৈ মম চ প্রপিতামহঃ ॥ ৬২ ॥ করিষ্যে অদ্বচো দেব

বলবান্ বজ্রাঙ্ক “তাহাই করিব” বলিয়া অবিলম্বে
 স্বর্গে গমনপূর্বক বাহুমাত্র সহায়ে সসৈন্ত শক্রকে
 যুদ্ধে পরাজিত করিল এবং সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে
 আকর্ষণ করে, তজপ শক্রকে পদদ্বারা আকর্ষণ
 করিয়া—ইন্দ্র ভয়বশে কাতর প্রার্থনা করিতে
 থাকিলেও বজ্রাঙ্ক তাহাকে মাতৃসমীপে লইয়া
 আসিল ॥ ৫৫—৫৬ ॥ ইতাবসরে ব্রহ্মা ও মহাতপা
 কণ্ঠপ প্রজাপতি ত্রস্তভাবে সেখানে আসিয়া উপ-
 স্থিত হইলেন । ব্রহ্মা বজ্রাঙ্ককে কহিলেন,—বৎস !
 ইন্দ্র যখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, তখন ইহাকে
 পরিত্যাগ কর ; ইহা দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন ?
 হে বীর ! সন্তান জন্মের অপমানই বধ বলিয়া
 কীর্তিত । বিশেষতঃ এই ইন্দ্র যখন আমাদের
 অহুরোধবাক্যে মুক্তিলাভ করিতেছে, তখন এ
 ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলেও মৃতপ্রায়ই । আরও দেখ,
 যাহারা সমরে শক্রকে হত্যা করে, তাহারাই বীর
 নহে ; পরন্তু যাহারা শক্রকে অবমানিত করিয়া
 ছাড়িয়া দেয়, তাহারাই বীরশ্রেষ্ঠ । তুমি যেমন
 মাত্ততম বোধে মাতৃবাক্য পালন করিয়াছ,
 তজপ পিতৃবাক্যও তো তোমার পালন করা
 কর্তব্য । অতএব হে পুত্র ! এই ইন্দ্রকে
 পরিত্যাগ কর । বজ্রাঙ্ক এই কথা শুনিয়া
 প্রণতিপূর্বক কহিল,—ইহা দ্বারা আমার কোন
 প্রয়োজন নাই, আমি মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছি
 মাত্র । হে দেব ! আপনি পুরাশুরবর্গের নাথ এবং
 আমার প্রপিতামহ । অতএব আপনার বাক্য

এব যুক্তঃ শতক্রতুঃ । ন চ কাঙ্ক্ষে শক্রভুক্তামিমাং
ত্রৈলোক্যরাজতাম্ ॥ ৬৩ ॥ পরভুক্তা যথা নারী
পরভুক্তামিব শ্রজম্ । যচ্চ ত্রিভুনেষন্তি সারং ত-
ন্মম কথ্যতাম্ ॥ ৬৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ । তপসো ন পরং
কিঞ্চিত্তপো হি মহতাং ধনম্ । তপসা প্রাপ্যতে সর্বং
তপোযোগ্যোহসি পুত্রক ॥ ৬৫ ॥ বজ্রাঙ্গ উবাচ ।
তপসে মে রতির্দেব ন বিশ্বং তত্র মে ভবেৎ । ত্বৎ-
প্রসাদেন ভগবন্তিত্যুজ্জ্বলা বিররাম সং ॥ ৬৬ ॥
ব্রহ্মোবাচ । ক্রুরভাবং পরিত্যজ্য যদীচ্ছসি তপঃ
শ্রুত । অনয়া চিত্তবুদ্ধ্যা তদ্ব্যাপ্তং জন্মনঃ কলম্ ॥
৬৭ ॥ ইত্যুক্তা পদ্মজঃ কস্তাং সসর্জজাতলোচনাম্ ।
ভামশ্চৈ প্রদদৌ দেবঃ পত্ন্যর্থং পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৬৮ ॥
বরাদীতি চ নামাস্তাঃ কৃতবাংশ চ পিতামহঃ । জগাম
চ ততো ব্রহ্মা কণ্ঠপেন সমং দিবন ॥ ৬৯ ॥ বজ্রাঙ্গো-
হপি তয়া সার্কং জগাম তপসে বনম্ । উর্দ্ধবাহুঃ স
দৈত্যোল্লোহতিষ্ঠদকসহস্রকম্ ॥ ৭০ ॥ কালং কমল-
পত্রাক্ষঃ শুদ্ধবুদ্ধির্মহাতপাঃ । তাবানধোমুখঃ কালং
তাবৎ পঞ্চাগ্নিসাধকঃ ॥ ৭১ ॥ নিরাহারো ঘোর-

পালন করিতেছি, এই আমি শতক্রতুকে পরিত্যাগ
করিলাম । পরভুক্তা নারী ও পরভুক্তা মালার ন্যায়
আমি এই শক্রভুক্ত ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রার্থনা করি
না । পরভুক্ত ত্রিভুবনে যাহা সার, তাহাই আমাকে
বলুন ॥ ৬৭—৬৮ ॥ ব্রহ্মা কহিলেন,—তপস্যা অপেক্ষা
আর কিছুই উত্তম নাই; তপস্যাই মহাজনগণের
ধন । তপস্যা দ্বারা সমস্ত বাঞ্ছিতলাভ হয় । হে
পুত্র! তুমি তপস্যারই যোগ্য । বজ্রাঙ্গ কহিল,—
হে দেব! আমার তপস্যায় অনুরাগ আছে; কিন্তু
হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে সেই তপস্যায় যেন
আমার বিশ্ব না ঘটে । বজ্রাঙ্গ এই বলিয়া বিরত
হইলে ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস! তুমি যদি ক্রুরভাব
পরিত্যাগ করিয়া তপস্যাচরণ কর, তবে তোমার
এখন যে শক্তি জন্মিয়াছে, ইহাতে তুমি জনের
সাক্ষ্যলাভ করিবে । পদ্মজন্মা ব্রহ্মা এই বলিয়া
একটী আয়তলোচনা কন্যা সৃষ্টি করিয়া বজ্রাঙ্গকে
ভার্ঘ্যার্গ সম্প্রদান করিলেন । পিতামহ সেই কন্যার
নাম-করণ করিলেন—বরাদী । অনন্তর ব্রহ্মা কণ্ঠ-
পের সহিত স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । বজ্রাঙ্গ সেই
কন্যার সহিত তপস্যার্থ বনে প্রস্থান করিল । সেই
শুদ্ধবুদ্ধি পদ্ম-পত্রাক্ষ দৈত্যপতি সহস্রবর্ষ উর্দ্ধবাহু,
সহস্রবর্ষ অধোমুখ ও সহস্রবর্ষ পঞ্চাগ্নি মধ্যগত হইয়া
নিরাহারে ঘোর তপস্যাচরণ করায় যেন সাক্ষাৎ

তপাস্তপোরাশিরজায়ত । ততঃ সৌহৃদ্যকালে চক্রে
কালং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৭২ ॥ জলান্তরপ্রবিষ্টস্ত তপ্ত
পত্নী মহাব্রতা । তস্মৈব তীরে সরসস্তৎপর্যমৌন-
মাত্রিতা ॥ ৭৩ ॥ নিরাহারং পতিং মদ্বা তপস্তপে
পতিব্রতা । তপ্তাস্তপসি বর্জন্ত্যা ইন্দ্রশচক্রে বিভী-
ষিকাম্ ॥ ৭৪ ॥ ভূহা তু মর্কটাকারস্তস্তা অভ্যাস-
মাগতঃ । অপবিধা দৃশং তপ্তা মুদ্রবিষ্টে চকার সং ॥
৭৫ ॥ তথা বিলোলবসনাং বিলোলবদনাং তথা ।
বিলোলকেশাং তাং চক্রে বিধিৎসুস্তপসঃ কতিম্ ॥
৭৬ ॥ ততশ্চ মেঘরূপেণ ক্রেশং তপ্তাশ্চকার সং ।
ততো ভূজঙ্গরূপেণ বদ্ধা চরণযোর্ধয়োঃ ॥ ৭৭ ॥
অপাকর্ষত দূরং স তপ্তাদেবভূতস্তথা । তপোবলাচ্চ
সা তপ্তা ন বধ্যাহং জগাম হ । ক্ষময়া চ মহাভাগা
ক্রোধমথপি নাকরোৎ ॥ ৭৮ ॥ ততো গোমায়ুরূপেণ
তমদৃশ্যদাশ্রমম্ ॥ ৭৯ ॥ অগ্নিরূপেণ তপ্তাশ্চ স দদাহ
মহাশ্রমম্ । চকর্ষ বায়ুরূপেণ মহোগ্রেণ চ তাং শুভাম্ ।
এবং সিংহরূকাদ্যাভিভীষিকাভিঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৮০ ॥

তপোরাশিরূপেই প্রতীত হইয়া উঠিল । অনন্তর
ঐ দৈত্য সহস্রবর্ষ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তপস্যা
করিতে লাগিল । তদীয় পতিব্রতা পত্নীও সেই
সরোবরতীরে অবস্থানপূর্বক মৌনাবলম্বনে, পতি
নিরাহার বলিয়া নিজেও নিরাহারে তপস্যা করিতে
লাগিল । সেই সময়ে ইন্দ্র তাহাকে নানারূপ বিভী-
ষিকা দেখাইতে লাগিলেন । তিনি মর্কটমূর্ত্তি পরি-
গ্রহপূর্বক তাহার নিকটে আসিয়া তপস্যায় ব্যাঘাত
ঘটাইবার জন্য তদীয় নেত্রদ্বয় আচ্ছাদনপূর্বক
মলমুত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন । তিনি তাহার
কেশপাশ লুলিত, বসন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও বদন
ক্ষতবিক্ষত করিয়া তাহাকে অতীব উৎপীড়িত
করিতে লাগিলেন । ইন্দ্র মেঘরূপ ধারণ করিয়া
শৃঙ্গাঘাতে তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ।
অবশেষে তিনি ভূজঙ্গরূপ পরিগ্রহ করিয়া তদীয়
চরণযুগল বন্ধনপূর্বক দূরে আকর্ষণ করিতে
লাগিলেন । কিন্তু ইন্দ্রের এবিধ উৎপীড়নেও
সেই মহাভাগা তপোমহিমায় বিহত হইলেন না
এবং ক্ষমাগুণের বাহুল্যে অণুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ
করিলেন না ॥ ৬৫—৭৮ ॥ ইন্দ্র কখন শৃঙ্গালরূপে তদীয়
আশ্রম দূষিত করিতে লাগিলেন; কখন অগ্নিরূপে
দাহ করিতে লাগিলেন; কখন বা বায়ুরূপে সেই
পতিব্রতাকে উৎক্ষেপণ করিতে লাগিলেন । ইন্দ্র
এইরূপে সিংহ ব্যাঘ্রাদি নানারূপে বিভীষিকা দেখা-

বিরাম যদা নৈব বজ্রাঙ্গমহিষী তদা। শৈলস্ত
দৃষ্টতাং মহা শাপং দাতুং ব্যবস্তুত ॥ ৮১ ॥ তাং
শাপাভিমুখীং দৃষ্টা শৈলঃ পুরুষবিগ্রহঃ। উবাচ তাং
বরারোহাং স্বরযাথ সুলোচনাম ॥ ৮২ ॥ শৈল
উবাচ। নাহং মহাব্রতে দৃষ্টঃ সেব্যোহহং সর্বদেহি-
নাম। অতিথেন্দং করোত্যেব তপঃক্লুপ্তস্ত বৃদ্ধশা
৮৩ ॥ এতস্মিন্নন্তরে জাতঃ কালো বর্ষসহস্রিকঃ।
তস্মিন্ যাতে স ভগবান্ কালে কমলসম্ভবঃ ॥ ৮৪ ॥
তুষ্টিঃ প্রোবাচ বজ্রাঙ্গং তমাগম্য জলাশয়ে ॥ ৮৫ ॥
ব্রহ্মোবাচ। দদামি সর্বকামাংস্তে উত্তিষ্ঠ দিতি-
নন্দন। এবমুক্তস্তদোথায় দৈত্যৈস্তপসো নিধিঃ।
উবাচ প্রাজ্ঞনিধিকাং সর্বলোকপিতামহম্ ॥ ৮৬ ॥
বজ্রাঙ্গ উবাচ। আশুরো মেহস্ত মা ভাবঃ শক্র-
রাজ্যে চ মা রতিঃ। তপোধর্ম্মরতিশ্চাস্ত বৃণো-
ম্যেতৎ পিতামহ ॥ ৮৭ ॥ এবমস্তিতি তং ব্রহ্মা
প্রাহ। বিস্মিতমানসঃ। উপেক্ষতে চ শক্রং স
ভাব্যর্থঃ কোহভিবর্ততে ॥ ৮৮ ॥ ঋষয়ো মনুজা

দেবাঃ শিবব্রহ্মমুখা অপি। ভাব্যর্থঃ নাতিবর্ততে
বেলামিব মহোদধিঃ ॥ ৮৯ ॥ ইতি চিন্ত্য বিরিক্ণোহপি
তত্রৈবান্তরধীযত। বজ্রাঙ্গোহপি সমাপ্তে তু তপসি
স্থিরসংযমঃ ॥ ৯০ ॥ আহারমিচ্ছন্ স্বাং ভাৰ্য্যাং
ন দদর্শাশ্রমে স্বকে। ভাৰ্য্যাহীনোহকলশ্চেতি স
সঙ্কিন্ত্য ইতস্ততঃ ॥ ৯১ ॥ বিলোকয়ন্ স্বকাং ভাৰ্য্যাং
বিধিৎসুঃ কস্ম নৈত্যকম্। বিলোকয়ন্ দদর্শাথ
ইহানুত্ৰ সহায়িনীম্ ॥ ৯২ ॥ ক্রদন্তীং স্বাং প্রিয়াং
দীনাং তরুপ্রচ্ছাদিতাননাম্। তাং বিলোক্য ততো
দৈতাঃ প্রোবাচ পরিসঙ্কয়ন ॥ ৯৩ ॥ বজ্রাঙ্গ উবাচ।
কেন তেহপকৃতং ভীক বর্তন্ত্যাস্তপসি স্বকে। কথং
রোদিসি বা বালে ময়ি জীবতি ভর্তরি। কং বা
কামং প্রযচ্ছামি শীঘ্রং প্রকৃতি ভামিনি ॥ ৯৪ ॥ গৃহে-
শ্বরীং সদৃশভূষিতাং শুভাং পশুস্বযোগেন পতিং
সমেতাম্। ন লালয়েৎ পূরয়েন্নৈব কামং স কিং
পুমান্ পুমান্ মে মতোহস্তুি ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুমারেখরমাহাত্ম্যে বজ্রাঙ্গোতিহাসবর্ণনং
নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

ইতে লাগিলেন। তিনি যখন বিভীষিকা প্রদর্শন
হইতে কোনমতে নিবৃত্ত হইলেন না; তখন বজ্রাঙ্গ-
মহিষী সেই পর্বতেরই দোষ মনে করিয়া তাহাকেই
অতিশাপদানে সমুদ্রাত হইলেন। পর্বত তাঁহাকে
শাপদানোদ্যত দেখিয়া সত্ত্বর মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণপূর্বক
সেই সুলোচনা বরারোহাকে কহিল,—অগ্নি মহা-
ব্রতে! আমি দৃষ্ট নহি; আমি সকল দেহধারীরই
সেব্য। তোমার তপস্যায় ক্লুপ্ত হইয়া ইন্দ্রই তোমার
প্রতি অত্যাচার করিতেছেন। ক্রমে সহস্রবর্ষ অতি-
ক্রান্ত হইল। ভগবান্ কমলযোনি সম্ভূষ্ট হইয়া তখন
সেই জলাশয়সমীপে আগমনপূর্বক বজ্রাঙ্গকে
কহিলেন,—হে দিতিনন্দন। তুমি তপস্যা ত্যাগ
করিয়া গাত্তোখান কর; আমি তোমাকে সমস্ত
কামনা দান করিতেছি। ব্রহ্মার এই কথায় তপো-
নিধি দৈত্যপতি তপস্যা ত্যাগ করিয়া উত্থানপূর্বক
কুতাজলিকরে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন,
—আমার যেন আশুর ভাব না হয়, আর ইন্দ্রের
রাজৈর্ঘ্যের প্রতিও আমার যেন অহুরাগ না
জন্মে; তপস্যায় এবং ধর্ম্মেই যেন আমার অমুরক্তি
থাকে। হে পিতামহ! আমি এইরূপই বর প্রার্থনা
করি। ব্রহ্মা বিস্মিতচিত্তে ‘তথাহ’ বলিয়া তাহাতেই
অমুরমোদন করিলেন। বজ্রাঙ্গ নিয়তই শক্রকে
উপেক্ষা করিত। কে বল ভবিতব্যতা অতিক্রম

করিতে পারে? মহাসাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম
করিতে পারে না, তদ্রূপ মনুষ্য ঋষি, দেবতা,
এমন কি ব্রহ্মা বা শিবও ভবিতব্যতাকে অতিক্রম
করিতে পারেন না। বিধাতা ইহা বুঝিয়াই তথা
হইতে অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে দৃঢ়সংযমী
বজ্রাঙ্গ তপস্যা সমাপ্ত করিয়া আহারান্তিলাষে আশ্রমে
আগমনপূর্বক স্বীয় পত্নীকে দেখিতে পাইল না।
সে ভাবিল, ভাৰ্য্যাহীনের সকল কার্য্য বিফল। ইহা
চিন্তা করিয়া বজ্রাঙ্গ নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানার্থ ইতস্ততঃ
ভাৰ্য্যাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর
সেই ইহ-পরকালের সহায়ভূতা স্বীয় পত্নীকে তরু-
শুষ্কাচ্ছাদিতমুখী, দীনা ও রোদনপরায়ণা দেখিয়া
বজ্রাঙ্গ সহানুপূর্বক তাহাকে কহিল,—অগ্নি বালে!
আমি তোমার ভর্তা, আমি জীবিত থাকিতে তুমি
রোদন করিতেছ কেন? ভামিনি! আমি
তোমার কোন্ কামনা সম্পাদন করিব? শীঘ্র বল।
অন্ধ-পশুর স্থায় পতিপত্নীর মিলনেই সংসার যাত্রা
সুখে নির্বাহিত হয়; সুরতাং সদৃশভূষিতা
পতিগতপ্রাণা শুভা গৃহেশ্বরীকে যে পুরুষ না
আদর যত্ন করে কিহা তাহার কামপূরণ না করে,
আমার মতে সে পুরুষ, পুরুষই নহে। ৭৯—৯৫।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

বরাক্ষ্যবাচ । নাশিতান্মাপবিদ্ধান্মি ত্রাসিতা
পীড়িতান্মি চ । রৌদ্রেণ দেবনাথেন নষ্টনাথেব
ভূরিণঃ ॥ ৫ ॥ হৃৎপারমপশুস্তী প্রাণান্তাকুং বাব-
স্থিতা । পুত্রং মে ঘোরহৃৎপশু তারকং দেহি চেৎ
কৃপা ॥ ২ ॥ এবমুক্তস্ত দৈত্যেন্দ্রো হৃৎপিত্তোহচিন্তয়দ্
হৃদি । আনুরেষপি ভাবেষু স্পৃহা যদ্যপি নাস্তি
মে ॥ ৩ ॥ তথাপি মন্ত্রে শাস্ত্রোক্তান্নুসৃত্য প্রিয়েতি
যৎ । সর্বাশ্রমানুপাদায় স্বাশ্রমেণ কলত্রবান্ ॥ ৪ ॥
ব্যসনার্ণবমত্যোতি জলযানৈরিবার্ণবম্ । যামাশ্রিত্যে-
ন্দ্রিয়ারাতীন হৃৎজয়ানিরতাশ্রয়েঃ ॥ ৫ ॥ গেহিনো
হেলয়া জিহ্মদস্যন হৃৎপতির্থথা । ন কেহপি
প্রভবস্তাং চাপানুকর্তুং গৃহেশ্বরীম্ ॥ ৬ ॥ অথায়ুযা
বা কার্ণশ্লোন ধর্ম্যে দিৎসুর্ঘথৈব চ । যাস্তাং ভবতি
চাষ্টৈব ততো জায়া নিগদ্যতে ॥ ৭ ॥ ভর্তব্যং এব
যস্মাক্ত তস্মাদ্ভার্যোতি সা স্মৃতা । সা এব গৃহমুক্তঞ্চ
গৃহিণী সা ততঃ স্মৃতা ॥ ৮ ॥ সংসারকন্ময়াং ত্রাত্রী

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

বরাক্ষী কহিলেন,—আমি অনাথার ঋণ ছরন্ত
দেবেন্দ্র কর্তৃক বহবার ত্রাসিতা, পীড়িতা, আহতা
ও নিষ্কিণ্ণা হইয়াছি । অনন্তর সেই ক্রেশমাগরের
পার দর্শনে অক্ষম হইয়া প্রাণত্যাগার্থ প্রয়াস
পাইয়াছিলাম । এক্ষণে আপনার যদি কৃপা
হইয়া থাকে, তবে আমাকে এই ঘোর হৃৎপশু হইতে
উদ্ধার করিতে পারে এমন একটি পুত্র প্রদান
করুন । দৈত্যেন্দ্র বজ্রাঙ্গ, পত্নীর এই কথা
শুনিয়া হৃৎপিত্তচিন্তে চিন্তা করিলেন যে, যদিও
আমায় আনুর ভাবে ক্রটি নাই, তথাপি শাস্ত্র-
লোচনায় বৃদ্ধা যায় যে, নিজ পত্নীকে অনুগ্রহ
করা কর্তব্য । কলত্রবান্ গৃহস্থ মনব জলযান দ্বারা
সাগর পার হইবার ঋণ অপরাপর আশ্রম পাইয়া
ব্যসনার্ণব পার হইয়া থাকেন । গৃহস্থগণ হৃৎ-
পতির ঋণ অস্ত্রের সাহায্যে অজেয় দস্যুবর্গসম
ইন্দ্রিয়রিপুগণকে অনায়াসেই জয় করিতে পারেন ।
ধর্ম্ম সূত্রে দাতার ঋণ অপর কেহই সেই গৃহেশ্বরীর
অনুকরণে সারা জীবনেও সক্ষম হয় না । পত্নীতে
আত্মাই জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তাহাকে জায়া
বলে, আর সর্কথা ভরণযোগ্য বলিয়া তাহাকে
ভার্যা বলে । সেই ভার্যা দ্বারাই গৃহাশ্রম সিদ্ধ হয়,
একান্ত তাহাকে গৃহিণী বলে । সংসারকন্ময়াং হইতে

কলত্রমিতি সা ততঃ । এবংবিধাং প্রিয়াং কো বৈ
নানুকম্পিতুমর্হতি ॥ ৯ ॥ ত্রীণি জ্যোতীর্থবি পুরুষ
ইতি বৈ দেবলোহব্রবীৎ । ভার্যা কন্ম চ বিদ্যা চ
সংসাধ্যাং যত্নতস্তয়ম্ ॥ ১০ ॥ তদেনাং পীড়িতাং
চেদ্যং পতির্ভূত্বা ন পালয়ে । ততো যাস্তে শাস্ত্র-
বাদান্নরকান্তং ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ অহমপ্যেনমিন্দ্রঃ
বৈ শক্নো জেতুং যথানুগাম্ । পুনঃ কামং করি-
ষ্যোহস্তা দাস্তো পুত্রং মহাবলম্ ॥ ১২ ॥ ইতি সন্ধিস্ত্য
বজ্রাঙ্গঃ কোপব্যাকুললোচনঃ । প্রতিকর্ষুং মহে-
ন্দ্রায় তপো ভূয়ো বাবস্তুত ॥ ১৩ ॥ জাহ্না তু তন্ত
সঙ্কল্পঃ ব্রহ্মা কুরতরং পুনঃ । আজগাম ত্বরায়ুক্তো
যত্রাসৌ দিতিনন্দনঃ ॥ ১৪ ॥ উবাচৈনং স ভগবান্
প্রভূর্মধুরয়া গিরা ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ । কিমর্থং
ভূয় এব হং নিয়মং কুরমিচ্ছসি । আহারাভিমুখো
দৈত্য তন্মে ক্রহি মহাব্রত ॥ ১৬ ॥ যাবদ্বর্ষসহস্রেন
নিরাহারেণ বৈ ফলম্ । ত্যজতা প্রাপ্তয়াহারং
লক্শ্যন্তে ক্ষণমাত্রতঃ ॥ ১৭ ॥ ত্যাগো হুপ্রাপ্তকামানাং
ন তথা চ শুক্লঃ স্মৃতঃ । যথাপ্রাপ্তং পরিত্যজ্য কামং
কমললোচন । শ্রুত্বৈতদব্রহ্মণো বাক্যং দৈত্যঃ

ত্রাণ করে বলিয়া তাহাকে কলত্র বলা যায় । এব-
দ্বিধ প্রিয়াকে কেই বা অনুগ্রহ না করে ? দেবল
মুনি বলিয়াছেন যে, পুরুষের ভার্যা, পুত্র ও বিদ্যা,—
এই তিনটাই জ্যোতিঃস্বরূপ ; অতএব এই তিন-
টিকে সযত্নে রক্ষা করিবে । সেই পত্নী পীড়িতা
হইয়াছে, আমি যদি পতি হইয়া অদ্য তাহাকে
পালন না করি, তবে শাস্ত্রানুসারে নরকগামী হইব,
সংশয় নাই । আমিও ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইহাকে
সন্তুষ্ট করিতে পারি, কিন্তু তাহা না করিয়া ইহাকে
একটি মহাবল পুত্র দান করি । বজ্রাঙ্গ কোপচঞ্চল
লোচনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মহেন্দ্রের প্রতিকার
মানসে পুনরায় তপস্শায় নিযুক্ত হইল । পরে
ভগবান্ ব্রহ্মা তাহার সেই কুরতর সঙ্কল্প অবগত
হইয়া সেই দিতিনন্দন সমীপে ত্বর্য সহকারে
আগমনপূর্বক মধুর বাক্যে কহিতে
লাগিলেন । ১—১৫ । ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মহাব্রত
দৈত্য ! তুমি কিজন্ত আহারার্থী হইয়া সহসা
আবার কিজন্ত কঠিন নিয়মালম্বনে তপস্শায়
নিযুক্ত হইলে ?—আমাকে তাহা বল । সহস্র
বৎসর আহারত্যাগে যে ফল, তুমি
প্রাপ্ত আহার পরিহার করিয়া ক্ষণমাত্রই
সেই ফল পাইলে ! হে কমললোচন !

প্রাণলিখিতবী ১৮ ॥ দৈত্য উবাচ । পত্ন্যর্থেহং
করিষ্যামি তপো ঘোরং পিতামহ । পুত্রার্থমুদ্যতশ্চাহং
যঃ স্তাদগীর্ষণদর্পহা ॥ ১৯ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচো দেবঃ
পদ্মগর্ভোত্তবস্তদা । উবাচ দৈত্যরাজানং প্রসন্ন-
শতুরাননঃ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মোবাচ । অলন্তে তপসা
বৎস মা ক্রেশে বিস্তরে বিশ । পুত্রন্তে তারকো
নাম ভবিষ্যতি মহাবলঃ ॥ ২১ ॥ দেবসীমন্তিনী-
কাম্যধ্বজকবিমোক্ষণঃ । ইত্যুক্তো দৈত্যরাজস্ত
প্রণম্য প্রপিতামহম্ ॥ ২২ ॥ বিম্বজা গহ্বা মহিবীং
নন্দরামাস তাং মুদা । তৌ দম্পতী কৃতার্থৌ চ
জগদুচ্চাশ্রমং তদা ॥ ২৩ ॥ আহিতঞ্চ ততো গর্ভং
বরাঙ্গী বরবর্ণিনী । পূর্ণং বর্ষসহস্রং তু দধারোদর
এব হি ॥ ২৪ ॥ ততো বর্ষসহস্রান্তে বরাঙ্গী সমসু্যত ।
জায়মাণে তু দৈত্যেন্দ্রে তস্মিন্ লোকভয়ঙ্করে ॥ ২৫ ॥
চচাল সকলা পৃথ্বী প্রোদ্ধুতাশ্চ মহার্ণবাঃ । চেলুর্ধরা-
ধরাশ্চাপি ববুধাতা বিভীষণাঃ ॥ ২৬ ॥ জেপুর্জপ্যাং
মুনিবরা ব্যাধবিদ্ধা যুগা ইব । জহুঃ কান্তিক সূর্যাদ্যা
নীহারাস্ছাদয়ন্ দিশঃ ॥ ২৭ ॥ জাতে মহাসুরে তস্মিন

কাম্য বিষয়ের ত্যাগে তাদৃশ ফল হয় না, প্রাপ্ত
কাম ত্যাগে যেমন ফল হয় । ব্রহ্মার এই কথা
শুনিয়া বজ্রাঙ্গ কহিল,—হে পিতামহ ! আমি পত্নীর
জন্ত পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিয়াছি ; আমি
দেবদর্পহারী পুত্র কামনা করিতেছি । পদ্মজন্মা
চতুরানন তাহার এই কথা শুনিয়া প্রসন্নমুখে সেই
দৈত্যরাজকে কহিলেন,—বৎস ! তোমার আর
তপস্যার প্রয়োজন নাই, তুমি আর অধিক ক্রেশে
আকৃষ্ট হইও না । তোমার তারক নামে এক
মহাবল পুত্র জন্মিবে ; সেই পুত্র দেবসীমন্তিনীগণের
কমনীয় সংঘত কেশপাশের বিমোক্ষণকারী হইবে ।
দৈত্যরাজ এই বর পাইয়া প্রপিতামহকে প্রণতিপূর্বক
তপস্যা ত্যাগ করিয়া গিয়া মহিবীকে অভিনন্দন
করিলেন । সেই দৈত্য-দম্পতী তখন কৃতার্থমানসে
আশ্রমে গমন করিলেন । পরে বরবর্ণিনী বরাঙ্গী
গর্ভধারণ করিলেন । তিনি পূর্ণ সহস্র বৎসর
সেই গর্ভ ধারণ করিয়া পরে পুত্র প্রসব করিলেন ।
সেই লোকভয়ঙ্কর পুত্রের জন্মকালে সমগ্রা পৃথিবী
কম্পিতা, মহার্ণব সকল উদ্বেল ও ভূধরগণ বিচলিত
হইয়া উঠিল ; অতি পুরুষ বায়ু ভীষণভাবে প্রবাহিত
হইতে লাগিল । তখন মুনিগণ ব্যাধবিদ্ধ যুগের
স্তায় স্তবয়ে স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ।
সূর্যাদি গ্রহগণ কান্দিহীন হইলেন । নীহারে দশ

সর্ষ এব মহাসুরাঃ । আজগুর্হবিতাস্তজ তথা
চাসুরযোষিতঃ ॥ ২৮ ॥ জগুর্হবসমাবিষ্টা ননুতুচ্চা-
সুরাঙ্গনাঃ । ততো মহোৎসবে জাতে দানবানাং
পৃথাসুত ॥ ২৯ ॥ বিবরমনসো দেবাঃ সমহেল্লাস্তদা-
ভবন্ । জাতমাত্রস্ত দৈত্যেন্দ্রস্তারকশ্চওবিক্রমঃ ॥
অভিষিক্তোহসুরো দৈত্যৈঃ কুরঙ্গমহিষাদিভিঃ ।
সর্ষাসুরমহারাজ্যে যুতঃ সর্ষৈর্বহাসুরৈঃ ॥ ৩১ ॥
স তু প্রাপ্তমহারাজ্যস্তারকঃ পাণ্ডুসত্তম । উবাচ
দানবশ্রেষ্ঠান যুক্তিযুক্তমিদং বচঃ ॥ ৩২ ॥ শৃণুধ্বমসুরাঃ
সর্ষে বাকাং মম মহাবলাঃ । শ্রুত্বা বঃ শ্বেয়সী বুদ্ধিঃ
ক্রিয়তাং বচনে মম ॥ ৩৩ ॥ অস্মাকং জাতিধর্ম্মেণ
বিরুঢ়ং বৈরমক্ষয়ম্ । করিষ্যাম্যহং তদ্বৈরং
তেবাক বিজায় চ ॥ ৩৪ ॥ কিন্তু ততপসা সাধ্যং
মন্তেহং সুরস-মম । তস্মাদাদৌ করিষ্যামি তপো
ঘোরং দনোঃ সূতাঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ সুরান্ বিজে-
ষ্যামো ভোক্ষ্যামোহথ জগদ্রয়ম্ । যুক্তোপায়োহহি
পুরুষঃ স্থিরশ্রীরেব জায়তে ॥ ৩৬ ॥ অযুক্তশ্চপলঃ

দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । সেই মহাসুর
জন্মিলে তখন সমস্ত মহাসুরগণ হর্ষিত হইয়া
আগমন করিল । অসুরাঙ্গনাগণ আসিয়া সহর্ষে
নৃত্য-গীত করিতে লাগিল । হে প্রধানন্দন ! অসুর-
গণের সেই মহোৎসব আরম্ভ হইলে সহস্রাঙ্গাদি
দেবগণ তখন বিবর হইয়া পড়িলেন । সেই চণ্ড-
বিক্রম তারকাসুর জন্মিবামাত্রই কুরঙ্গ-মহিষাদি
দৈত্যগণ তাহাকে সমস্ত অসুররাজহে অভিষেক
করিল । ১৬—৩১ । হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! সেই তারক
মহারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রধান দানবগণকে
এই যুক্তিযুক্ত বাক্য কহিল যে,—হে মহাবল
অসুরগণ ! অপনারা সকলে আমার বাক্য
শুনিয়া আমার কথানুসারে বুদ্ধি স্থির করুন ।
জাতিধর্ম্ম অনুসারেই আমরাগের দেবগণ সহ
বৈরভাব দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে । উহার ক্রয়
হওয়া সম্ভব নহে । আমিও বিজয়লাভার্থ
তাহাদিগের সহিত সেই বৈরাগুষ্ঠান করিব ।
কিন্তু সুরগণ সহ বিগ্রহ ব্যাপার আমি তপস্যা-
সাধ্য বলিয়াই মনে করি । অতএব হে দানব-
গণ ! অগ্রে আমি কঠোর তপস্যাচরণ
করিব ; পরে সুরগণকে পরাজয় করিয়া ত্রিজগৎ
উপভোগ করিব । যুক্তিযুক্ত উপায় অবলম্বন
করিলে পুরুষ স্থিরশ্রীলাভে সমর্থ হয় ; পরন্তু যুক্তি-

প্রাপ্যামপি রক্ষিতুমক্ষমঃ । তচ্ছ্রদ্ধা দানবাঃ সর্বে
বাক্যং তপ্তাস্থরশ্চ তু ॥ ৩৭ ॥ সাধুসাদ্বিত্যগোচুস্তে
বচনং তপ্তা বিস্মিতাঃ । সৌহগচ্ছৎ পারিষ্যাত্রশ্চ
গিরেঃ কন্দরমুত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥ সর্ষভকুসুমাকীর্ণং
নানৌষধিবিদীপিতম্ । নানাধাতুসম্ভাবি চিত্রনানা-
গৃহাশ্রয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ অনেকাকারবহুলং পৃথক্ পক্ষি-
কুলাকুলম্ । নানাপ্রসবণোপেতং নানাবিধ-
জলাশ্রয়ম্ ॥ ৪০ ॥ প্রাপ্য তৎকন্দরং দৈত্যশচকার
বিপুলং তপঃ । বহন পাণ্ডপতীং দীক্ষাং পঞ্চ
মস্ত্রাজ্ঞাপ সঃ ॥ ৪১ ॥ নিরাহারঃ পঞ্চতপা বর্ণাশ্রম-
ভূৎ কিল । ততঃ স্বদেহাত্মকৃত্য কৰ্ম্মকৰ্ম্ম দিনে-
দিনে ॥ ৪২ ॥ মাংসস্তাগ্নৌ জুহাবৈব ততো নিশ্বাসস্তাং
গতঃ । ততো নিশ্বাসদেহঃ স তপোরাশিরজায়ত ॥
৪৩ ॥ জজ্ঞলুঃ সর্ষভুতানি তেজসা তপ্তা সর্ষভঃ ।
উদ্বিগ্নাশ্চ সুরাঃ সর্বে তপসা তপ্তা ভীষিতাঃ ॥ ৪৪ ॥
এতস্মিন্নস্তরে ব্রহ্মা পরমং তোষমাগতঃ । তাবকশ্চ
বরং দাতুং জগাম শিখরং গিরেঃ ॥ ৪৫ ॥ প্রাপ্য
তং শৈলরাজানং হংসশ্রুতনমাস্থিতঃ । উবাচ তারকং

হীন চপল ব্যক্তি প্রাপ্তা ত্রীকেও রক্ষা করিতে
পারে না । দানবগণ সকলই তারকাস্থরের সেই
যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া বিস্মিতচিত্তে সাধ সাধ বলিয়া
প্রশংসা করিতে লাগিল । পরে দৈত্যরাজ তারক
তপস্কার্থ পারিষ্যাত্র গিরির উত্তম কন্দবে গমন
করিল । সেই কন্দর সর্ষভুতজাত কুসুমে সমাকীর্ণ,
বিবিধ ওষধি দ্বারা সমুজ্জল, নানাবিধ ধাতুরসম্ভাব-
যুক্ত, চিত্র বিচিত্র গৃহসমূহে সমৰ্ভিত, অনেকবিধ
আকারসম্পন্ন, অনেকবিধ পক্ষিকুলে সমাকুল,
নানা প্রসবণে সমুপেত এবং নানা জলাশয়ে শোভ-
মান । দৈত্যরাজ তারক সেই কন্দরে যাইয়া
পাণ্ডপত দীক্ষা গ্রহণপূর্বক পঞ্চমস্ত্র জপে নিরত
হইয়া বিপুল তপস্শাচরণ করিতে লাগিল । সে
প্রথমতঃ নীরাহারে পঞ্চতপা হইয়া অধুত বৎসর
তপস্শা করিল ; পরে নিজ দেহ হইতে প্রতিদিন
এক-এক কৰ্ম্ম পরিমিত মাংস ছেদন করিয়া তদ্বারা
অনলে হোম করিতে লাগিল । এই ভাবে মাংসহীন
হইয়া তপোরাশিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল ।
তাহার তেজে সর্ষভুত তখন সন্তপ্ত হইয়া
উঠিল । দেবগণ তাহার তপস্শায় ভীত ও উদ্বিগ্ন
হইয়া পড়িলেন । তখন ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া
তারকাস্থরকে বরদানার্থ সেই গিরিশিখরে গমন
করিলেন । দেববর ব্রহ্মা হংসযানারোহণে সেই

দেবো গিরি মধুরয়া উদা ॥ ৪৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ । উত্তিষ্ঠ
পুত্র তপসো নাস্ত্যসাধ্যং তবাধুনা । বরং ধীমতঃ
ভিমতং যত্তে মনসি বর্ততে ॥ ৪৭ ॥ ইত্যুক্তস্তারকো
দৈতাঃ প্রাজলিঃ প্রাহ তং বিভূম্ ॥ ৪৮ ॥ তারক
উবাচ । বয়ং প্রভো জাতিধর্ম্মাঃ কৃতবৈরাঃ সহামরৈঃ ।
তৈশ্চ নিঃশেষিতা দৈত্যাঃ কৃতাঃ ক্রুরৈর্নৃশংসবৎ ॥ ৪৯ ॥
তেনামহং সমুদ্বর্ত্তা ভবেয়মিতি মে মতিঃ । অবধ্যাঃ
সর্ষভুতানামস্ত্রাণাঞ্চ মহৌজসাম্ ॥ ৫০ ॥ স্ত্রামহং
চামরৈশ্চৈষ বরো মম হৃদি স্থিতঃ । এতন্মে দেহি
দেবেশ নাত্যং বৈ রোচয়ে বরম্ ॥ ৫১ ॥ তমুবাচ
তলো দৈতাঃ বিরঞ্জেহমরনায়কঃ । ন যুজ্যতে
বিনা মৃত্যুং দেহিনো দেহধারণম্ । জাতশ্চ হি ব্রহ্মো
মৃত্যুঃ সত্যমেতচ্ছ্রুতীরিতম্ ॥ ৫২ ॥ ইতি সন্ধিস্তা
বরষ বরং যস্মান্ন শক্সে । ততঃ সন্ধিস্তা দৈত্যোল্লঃ
শিশুতঃ সপ্তবাসরাৎ ॥ ৫৩ ॥ বাসরাণাঞ্চ সপ্তানাং
বজ্রযিহ্না তু বালকম্ । দেবানামপ্যাবধোহহং ভূয়াসং
তেন যাচিতঃ ॥ ৫৪ ॥ বব্রে মহাসুরো মৃত্যুং ব্রহ্মাণং

গিরিবরে উপস্থিত হইয়া তারকাস্থরকে মধুরবাক্যে
কহিলেন,—বৎস । উঠ । এখন আর তোমার
তপস্শায় কিছুই অসাধ্য নাই । তোমার অভিমত বর
গ্রহণ কর । ৩২—৪৮ । দৈত্যরাজ তারক এই কথা
শুনিয়া কৃতাজলিকবে বিভূ ব্রহ্মাকে কহিল,—
প্রভো ! আমরা জাতিধর্ম্ম অনুসারেই অমরগণ
সহ বৈরভাব পোষণ করি । সেই ক্রুর দেবগণও
নৃশংসবৎ দৈত্যগণকে নিঃশেষিত করিয়াছে । আমি
সেই দেবগণের উৎপাটন করিতে চাই ; ইহাই
আমার কামনা । আমি সর্ষভুতের ও সর্ষ অস্ত্রের
অবধ্য হইব, অমরগণেরও অজেয় হইব ।
মহাবীৰ্য্য প্রাণীও আমাকে জয় করিতে সমর্থ
হইবে না । এই বরই আমার অভিপ্রেত । হে
দেবেশ ! আমাকে এই বর দান করুন ; আমি
অন্য বর চাই না । অমরনায়ক ব্রহ্মা তাহাকে
কহিলেন,—দেহিগণের মৃত্যুহীন হইয়া দেহধারণ
সম্ভব নহে । জাতমাত্রেই অবশ্য মৃত্যু ঘটিবে ;
এই সত্য বাক্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । তুমি
ইহা বিবেচনা করিয়া শ্রীহাতে নিঃশঙ্ক হইতে
পার এমন বর গ্রহণ কর । ব্রহ্মার এই কথা
শুনিয়া দৈত্যপতি তারক কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া
কহিল,—সপ্তদিন মাত্র বয়স্ক বালক হইতে যেন
আমার মৃত্যু ঘটে, তন্নিমিত্ত আমি যেন দেবগণেরও
অবধ্য হই ! মহাসুর তারক গর্ভমোহে ব্রহ্মার নিকট

মানমোহিতঃ। ব্রহ্মা প্রোচে ততস্তঞ্চ তথেনি হর-
বাক্যতঃ ॥ ৫৫ ॥ জগাম ত্রিদিবং দেবো দৈত্যোহপি
স্বকমালয়ম্। উত্তীর্ণং তপসস্তঞ্চ দৈত্যং দৈত্যো-
খরাস্তদা ॥ ৫৬ ॥ পরিবক্রঃ ফলাকীর্ণং বৃক্ষং শকু-
নয়ো যথা। তস্মিন্ মহতি রাজ্যস্থে তারকে দিতি-
নন্দনে ॥ ৫৭ ॥ ব্রহ্মণাভিহিতস্থানে মহাৰণবিতটো-
ত্তরে। তরবো জজিরে পার্থ তত্র সৰ্ব্বভবঃ শুভাঃ ॥
৫৮ ॥ কাস্তিহ্যতিধৃতির্মেধা ত্রীরখণ্ডা চ দানবম্।
পরিবক্রগুণাকীর্ণং নিশ্ছিদ্রাঃ সৰ্বা এব হি ॥ ৫৯ ॥
কালাগুরুবিলিণ্ডাঙ্গং মহামুকুটমণ্ডিতম্। কচিরাঙ্গদ-
সন্নদ্ধং মহাসিংহাসনে স্থিতম্ ॥ ৬০ ॥ নৃত্যাস্ত্যাপসরসঃ
শ্রেষ্ঠা গন্ধৰ্বা গায়ত্রিস্তি চ। চন্দ্রাকো দীপমাগেবু
ব্যজনেষু চ মাক্রতঃ। গ্রহা অগ্রেসরাস্তস্ম জীবা-
দেশপ্রভাষিণঃ ॥ ৬১ ॥ এবং স্বকাহ্নাহবলাং স দৈতাঃ
সম্প্রাপ্য রাজ্যং পরিমোদমানঃ। কদাচিদাভাষ্য
জগাদ মন্ত্ৰিণঃ প্রোদ্ধৃতসৰ্ব্বাঙ্গবলেন দৰ্পিতঃ ॥ ৬২

ইতি ত্রীক্ষান্দে তারকাসুরোৎপত্তিৰ্বর্ণনং নাম
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

এই বর প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মাও শিবের বাক্যানু-
সারে তাহাকে “তথাস্ত” বলিয়া নিজধামে প্রস্থান
করিলেন; তারকও নিজভবনে প্রতিগমন করিল।
প্রধান প্রধান দৈত্যগণ তখন তাহাকে তপস্বী হইতে
উত্তীর্ণ জানিয়া ফলাকীর্ণ বৃক্ষকে পার্শ্বগণের স্তায়
আসিয়া পরিবেষ্টন করিল। দৈত্যপতি তারক
অসুররাজ্য প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মা
তাহাকে মহাৰণবের উত্তর তটে রাজধানী স্থাপন
করিতে উপদেশ করিলেন। সে তখন সেইখানেই
রাজধানী স্থাপন করিল। সেখানে সৰ্ব্বথাতুতেই
সুখদায়ক বৃক্ষ সকল জন্মিল। অর্থগুতা কীৰ্ত্তি,
হ্যতি, ধৃতি, মেধা ও ত্রী তাহাকে পরিবেষ্টন করিল,
সে সৰ্ব্বথা দোষসম্পর্কহীন সৰ্ব্বগুণাকীর্ণ হইল। সে
কালাগুরু দ্বারা অঙ্গবিলেপন করিয়া মহা মুকুটে
মণ্ডিত ও মনোহর অঙ্গদে ভূষিত হইয়া মহাসিংহা-
সনে উপবেশন করিলে তৎসমক্ষে অপ্সরোগণ
নৃত্য ও গন্ধর্বগণ গান করিত। চন্দ্র সূর্য্য
তদীয় দীপকার্য্য ও পবন তদীয় ব্যজন
সাধন করিতেন। গ্রহগণ তাহার সম্মুখে অবস্থান
পূর্ব্বক “জীবিত থাকুন, আদেশ করুন” ইত্যাদি
পঞ্চোচ্চারণ দ্বারা অভিনন্দন করিতেন। সেই
দৈত্য, এই ভাবে নিজ বাহুবলে সমুপার্জিত রাজ্য

ঘোড়শোহধ্যায়ঃ।

তারক উবাচ। রাজ্যেন বৃদ্ধদাতেন ত্রীতি-
রক্ষৈশ্চ পানকৈঃ। মোহিতো জন্ম লকাত্ৰ ত্যজতে
পৌরুষঃ নরঃ ॥ ১ ॥ জন্ম তস্ম বৃথা সৰ্ব্বমাকল্পান্তং
ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ মাতাপিতৃভ্যাং ন করোতি কামান্
বন্ধুনশোকান্ন করোতি যো বা। কীৰ্ত্তিঃ হি বা
নাঙ্জয়তে ন মানং নরঃ স জাতোহপি মৃতোহত্র
গোকে ॥ ৩ ॥ তস্মাজ্জয়ায়ামরপুঙ্গবানাং ত্রৈলোক্য-
লক্ষ্মীহরণায় শীঘ্রম্। সংযোজ্যতাং মে রথমষ্টচক্রং
বলঞ্চ মে হৃজ্জয়দৈত্যচক্রম্ ॥ ৪ ॥ ধ্বজঞ্চ মে
কাঞ্চনপটবন্ধং ছত্রঞ্চ মে মোক্তিকজালবন্ধম্।
অদ্যাহমাসাং সুরকামিনীনাং ধ্বঞ্জিকাং চাগ্রাধিতান্
করিসো ॥ ৫ ॥ যথা পুরা মর্কটকো জনস্তাস্তস্মাচ্চ
সত্যেন তু তারকঃ শ্রাম্ ॥ ৬ ॥ নারদ উবাচ।

লাভ করিয়া সুখভোগ করিতে লাগিল। পরে
একদা নিজ বাহুবলে দৰ্পিত হইয়া নিজ মন্ত্ৰিগণকে
কহিতে লাগিল। ৪৯—৬২।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ঘোড়শ অধ্যায়ঃ।

তারকাসুর কহিল,—নরগণ ইহলোকে জন্ম
লাভ করিয়া বৃদ্ধদসম রাজ্য, ত্রী, পানীয় ও দ্যুত
দ্বারা মোহিত হইয়া পুরুষস্বহীন হইয়া পড়ে।
এবদ্বিধ ব্যক্তি কল্পান্তজীবী হইলেও তাহার জন্ম
বৃথা, ইহাতে সংশয় নাই। যে নর ইহলোকে
জন্মগ্রহণ করিয়া পিতামাতার কামনা পূরণ,
বন্ধুগণের শোকাপনোদন ও কীৰ্ত্তি সম্মানার্জন
না করে, সে মৃততুল্য। অতএব অমর-
বরগণের পরাজয় সাধন ও ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী
হরণার্থ অবিলম্বে আমার অষ্টচক্র রথ যোজনা
করা হউক; আর হৃজ্জয় দৈত্যচক্রও সজ্জিত
হউক। আমার কাঞ্চনপটবন্ধ ধ্বজ উত্তোলিত
ও মোক্তিকজালবন্ধ ছত্র প্রকটিত করা হউক।
অদ্য আমি সুরকামিনীগণের সংঘত কেশপাশ
বিমুক্ত করিব। পূর্বে ইন্দ্র যে মর্কটমূর্ত্তি পরিগ্রহ
করিয়া মদীয় জননীকে উৎসীড়িত করিয়াছিল,
আমি সত্য সত্যই সেই হৃৎধের তারক হইব।

তারকস্ত বচঃ শ্রীঃ। গ্রসনো নাম দানবঃ। সেনানী-
দৈত্যরাজস্ত তথা চক্রেহবিলম্বিতম্ ॥ ৭ ॥ আহতা
ভেরীঃ গভীরঃ দৈত্যানাং সহরঃ। সজ্জঃ চক্রে
রথং দৈত্যো দৈত্যরাজস্ত ধীমতঃ ॥ ৮ ॥ গরুড়ানাং
সহশ্ৰেণ গরুড়োপমিতদ্বিবা। তে হি পুত্রাঃ সুপর্ণস্ত
সংস্থিতা মেরুকন্দরে ॥ ৯ ॥ বিজিত্য দৈত্যরাজেন
বাহনং প্রকল্পিতাঃ। অষ্টাষ্টচক্রঃ সরথশ্চতুর্ধোজন-
বিস্তৃতঃ ॥ ১০ ॥ নানাক্রীড়াগৃহযুতো গীতবাদ্যমুনো-
হরঃ। গন্ধর্বনগরাকারঃ সংযুক্তঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১১ ॥
আজগুস্তত্র দৈত্যাস্চ দশ চণ্ডপরাক্রমাঃ। কোটি-
কোটপরাবারা অস্ত্রে চ বহবো রণে ॥ ১২ ॥
তেষামগ্রেসরো জন্তঃ কুজস্তোহনস্তরস্তথা। মহিষঃ
কুঞ্জরো মেঘঃ কালনেমিনিমিস্তথা ॥ ১৩ ॥ মথনো
জন্তকঃ শুভ্রো দৈত্যোন্মাদা দশ নায়কাঃ। দৈত্যোন্মাদা
গিরিবর্মণঃ সন্তি চণ্ডপরাক্রমাঃ ॥ ১৪ ॥ নানাবিধ-
প্রহরণা নানাশস্ত্রাস্ত্রপারগাঃ। তারকস্তাভবৎ কেতু-
বহুরূপো মহাভয়ঃ ॥ ১৫ ॥ কচিচ্চ রাক্ষসো ঘোরঃ
পিশাচধ্বাঙ্কগৃধ্রকঃ। এবং বহুবিধাকারঃ স কেতুঃ

নারদ কহিলেন,—গ্রসন নামক দৈত্যসেনাপতি,
তারকের আদেশানুসারেই সমস্ত ব্যবস্থা করিল।
সে অবিলম্বে গভীর ভেরীবাদ্য দ্বারা দৈত্যগণকে
আহ্বান করিয়া সকলকেই রণসজ্জার আদেশ
করিল এবং ধীমান্ দৈত্যপতির রথ সাজাইতে
লাগিল। মেরুকন্দরে গরুড়ের এক সহস্র পুত্র
বাস করিত। দৈত্যরাজ তাহাদিগকে পরাজিত
করিয়া নিজ রথবাহনार्থ আনয়ন করিয়াছিল।
সেই সহস্র গরুড় তদীয় রথে যোজিত হইল।
রথখানির বিস্তার চারি যোজন। উহা চতুঃষষ্টি
চক্রযুক্ত, বিবিধ ক্রীড়াগৃহসম্বিত ও মনোহর
গীতবাদ্যে অনুনাদিত। উহা তখন গন্ধর্বনগরা-
কারে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে জন্ত, কুজন্ত,
মহিষ, কুঞ্জর, মেঘ, কালনেমি, মথন, জন্তক ও
শুভ্র এই দশ জন গিরিসম শরীরধারী চণ্ডপরাক্রম
দৈত্যনায়ক আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাদিগের
সহিত অপর কোটি কোটি দৈত্য আসিয়া মিলিত
হইল। ইহারা সকলেই নানা অস্ত্র-শস্ত্রে পারগ ও
সকলেই বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষিত ছিল। তারকা-
স্তুরের রথধ্বজটী, বহুরূপী ও মহাভয়প্রদ। উহা
কখনও রাক্ষস, কখনও পিশাচ, কখনও কাক ও
কখনও গৃধ্রাকার এইরূপ বিবিধাকার ধারণ করিত।

প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১৬ ॥ কেতুনা মর্কটৈরাপি সেনানীগ্রসনো
বভৌ। পৈশাচং যত্র বদনং জন্তস্তাসীদয়ময়ম্ ॥
১৭ ॥ খরো বিধূতলাঙ্গুলঃ কুজস্তস্তাভবজ্জৈ।
মহিষস্ত চ গোমাযুঃ কান্তো হৈমন্তথা বভৌ ॥ ১৮ ॥
গৃধ্রো বৈ কুঞ্জরস্তাসীন্মেষস্তাভূচ্চ রাক্ষসঃ। কাল-
নেমের্শকালো নিমেরাসীন্মহাতিমিঃ ॥ ১৯ ॥ রাক্ষসী
মথনস্তাপি ধ্বাঙ্কোহভূজ্জন্তকস্ত ॥ ২০ ॥ মহাবৃকশ্চ
শুভ্রস্ত ধ্বজা এবংবিধা বভূঃ। অনেকাকারবিন্ধ্যাসা-
দন্তেষাঞ্চ ধ্বজাভবন্ ॥ ২১ ॥ শতেন শীঘ্রবেগাণাং
ব্যঘ্রাণাং হেমমালিনাম্ ॥ ২২ ॥ গ্রসনস্ত রথো যুক্তো
মহামেঘরবো বভৌ। শতেন চাপি সিংহানাং রথো
জন্তস্ত যোজিতঃ ॥ ২৩ ॥ কুজন্তস্ত রথো যুক্তঃ
পিশাচবদনৈঃ খরৈঃ। তাবান্ধর্মহিষস্তোষ্ট্রৈর্গজস্ত চ
হরৈর্বৃহতঃ ॥ ২৪ ॥ মেঘস্ত দ্বীপতিভীমৈঃ কুঞ্জরৈঃ
কালনেমিনঃ। পক্ষতং বৈ সমাক্রুতো নিশ্চিত্য বিধূতং
গজৈঃ ॥ ২৫ ॥ চতুর্দংষ্ট্রৈর্গন্ধবান্ধিচতুর্ভির্মেঘসরিভৈঃ।
শতহস্তায়তে কৃষ্ণে তুরঙ্গে হেমভূষণে ॥ ২৬ ॥ সিত-
চামরজালেন শোভিতে পুষ্পদামনি। মথনো নাম
দৈত্যোন্মাদঃ পাশহস্তো ব্যরাজত ॥ ২৭ ॥ কিকিণী-

সেনাপতি গ্রসনের রথধ্বজ মকরাকার, জন্তা-
স্তুরের রথধ্বজ লৌহময় ও পিশাচমুখযুক্ত,
কুজন্তের রথধ্বজ লাঙুলোৎক্ষেপকারী গর্দভযুক্ত,
মহিষের রথধ্বজ মনোরম হৈম গোমাযুযুক্ত,
কুঞ্জরাস্তুরের ধ্বজ গৃধ্রযুক্ত, মেঘাস্তুরের ধ্বজ
রাক্ষসসম্বিত, কালনেমির ধ্বজ মহাকাল মূর্তি-
যুক্ত, নিমির ধ্বজ মহাতিমযুক্ত, মথনের
ধ্বজ রাক্ষসীমূর্তিযুক্ত, জন্তকের ধ্বজ কাক দ্বারা
চিহ্নিত এবং শুভ্রের ধ্বজ মহাবৃকসম্বিত।
অপরাপর দৈত্যগণের ধ্বজ সকলও নানাবিধ চিহ্ন
বিন্ধ্যাসে শোভিত ছিল। ১—২০। গ্রসনের রথ মহা-
মেঘসম শব্দকারী ও শীঘ্রগামী স্বর্ণমালাধারী একশত
ব্যঘ্রযোজিত। জন্তের রথে একশত সিংহ,
কুজন্তের রথে একশত পিশাচমুখ গর্দভ, মহিষের
রথে একশত উষ্ট্র, গজাস্তুরের রথে একশত
অশ্ব, মেঘাস্তুরের রথে একশত ভয়ঙ্কর দ্বীপী
ও কালনেমির রথে মেঘসদৃশ চতুর্দংষ্ট্র মদ-
গন্ধশালী গজ যোজিত হইয়াছিল। সেই গজগণ
বোধ হয় মনে করিত যে, আমরা একটা পক্ষত বহন
করিতেছি। মথন দৈত্য শতহস্তীদর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ হৈম-
ভূষণে ভূষিত, সিতচামরজালযুক্ত পুষ্পমালাধারী
তুরঙ্গে আরোহণপূর্বক পাশ হস্তে বিরাজিত ছিল।

মালিনঃ চোষ্টমারুচোহুচ্চ জন্তকঃ । কালমুখঃ
মহামেঘমারুচঃ শুভদানবঃ ॥ ২৭ ॥ অশ্বে চ দানবা
বীরা নানাবাহনহেতয়ঃ । প্রচণ্ডচিত্রবর্ণাণঃ কুণ্ডলো-
ক্ষীষভূষিতাঃ ॥ ২৮ ॥ নানাবিধোত্তরাসঙ্গা নানা-
মালাবিভূষণাঃ । নানাসুগন্ধগন্ধাঢ্যা নানাবন্দিশত-
শ্রুতাঃ ॥ ২৯ ॥ নানাবাদ্যপরিশ্রুতসাগ্রসরমহারথাঃ ।
নানার্শৌর্য্যকথাসক্তাস্তম্বিন্ সৈন্তে মহারথাঃ ॥ ৩০ ॥
তদ্বলং দৈত্যসিংহস্ত ভীমরূপং বাদ্যশ্রুত । ভূমিরেণু-
সমালিঙ্গতুরঙ্গরথপতিকম্ ॥ ৩১ ॥ স চ দৈত্যেশ্বরঃ
জুহুঃ সমারুচো মহারথম্ । দশভিঃ শুভে দৈত্যৈ-
দশবাহুরিবেশ্বরঃ । জগদ্ধন্তঃ প্রবৃত্তো বা প্রতশ্বে-
হসৌ পুরান্ প্রতি ॥ ৩২ ॥ এতস্মিন্নস্তরে বায়ুর্দেব-
দূতঃ পুরালয়ম্ । দৃষ্ট্বা তদানববলং জগামেন্দ্রশ্চ
শংসিতম্ ॥ ৩৩ ॥ স গহ্বা তু সভাং দিব্যাং মহেন্দ্রশ্চ
মহান্বনঃ । শশংস মধো দেবানামিদং কার্য্যমূপ-
স্থিতম্ ॥ ৩৪ ॥ তচ্ছ্রুত্বা দেবরাজঃ স নিমীলিত-
বিলোচনঃ । বৃহস্পতিমুবাচেদং বাক্যং কালে মহা-
মতিঃ ॥ ৩৫ ॥ ইন্দ্র উবাচ । সম্প্রাপ্তোহতিবিমর্দো-
হয়ং দেবানাং দানবৈঃ সহ । কার্য্যং কিমত্র তদব্রুহি

জন্তকাসুর কিঙ্কীজালধারী উষ্ট্রে এবং শুভাসুর
অতিক্রমবর্ণ মহামেঘে আরুঢ় ছিল । অপরাপর
দানবগণ বিচিত্র দেহে নানাবিধ বাহন, অস্ত্র-শস্ত্র,
কুণ্ডল, উক্ষীষ, উত্তরীয়, মালা ও গন্ধদ্রব্যে ভূষিত
এবং বিবিধ বন্দিজনে সজ্জ হইয়া নানাবিধ বাদ্যো-
দ্যম সহকারে অহুচরগণসহ নানা শৌর্য্যকথা বলিতে
বলিতে সেই সৈন্যমধ্যে বিরাজিত হইল ॥ ২১—৩০ ॥
দৈত্যপতি তারকাসুরের সেই ভূমিরেণুসমাচ্ছন্ন
অশ্বরথপদাতিযুক্ত সৈন্য তখন ভীমাকারে পরিদৃষ্ট
হইয়াছিল । দৈত্যপতি তারক তখন জুহুচিন্তে
তদীয় মহারথে আরোহণ করিলে দশদিকে অবস্থিত
দশজর্ন প্রধান দৈত্যের মধ্যস্থ সেই তারকাসুর
দশবাহু মহেশ্বরের ন্যায় প্রতীয়মান হইল । সে যে
সুরগণের প্রতি অভিযান করিল, তাহাতে বোধ
হইল যেন সে জগৎসংহার করিতেই প্রবৃত্ত । ইত্যব-
সরে দেবদূত বায়ু, সেই দানববল দেখিয়া ইন্দ্রকে
এ সংবাদ জানাইবার জন্য দেবলোকে প্রস্থান করি-
লেন । তিনি মহাত্মা মহেন্দ্রের দিব্য সভামধ্যে গিয়া
দেবগণ মধ্যে এই উপস্থিত কার্য্য নিবেদন করি-
লেন । মহামতি দেবরাজ তাহা শুনিয়া নিমীলিতনেত্রে
যোগ্যকাল বিবেচনায় বৃহস্পতিকে কহিলেন,—দানব-
গণসহ দেবগণের মহাবিবাদ উপস্থিত, অতএব

নীত্যাপায়োপবৃহিতম্ ॥ ৩৬ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা চ বচনং
মহেন্দ্রশ্চ গিরাম্পতিঃ । প্রত্যাচ মহাভাগো বৃহ-
স্পতিকদারধীঃ ॥ ৩৭ ॥ বৃহস্পতিকবাচ । সামপূর্ব্ব-
স্মৃতা নীতিশ্চতুরঙ্গামনীকিনীম্ । জিগীষতাং সুরশ্রেষ্ঠ
স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ৩৮ ॥ সাম দানঞ্চ ভেদশ্চ
চতুর্গো দণ্ড এব চ । নীতৌ ক্রমাৎ প্রযোজ্যশ্চ
দেশকালবিশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥ তত্র সাম প্রযোজ্যব্য-
মার্ঘ্যেণ গুণবৎসু চ । দানং লুকেষু ভেদশ্চ
শক্তিতেষু নিশ্চয়ঃ ॥ ৪০ ॥ দণ্ডশ্চাপি প্রযোজ্যব্যো
নিভাকালং দুরাশ্রয় । সাম দৈত্যেযু নৈবাস্তি
নির্গুণহাদুরাশ্রয় ॥ ৪১ ॥ শ্রিয়া তেষাঞ্চ কিং কার্য্যং
সমুদানাং তথাপি যৎ । জাতিধর্ম্মেণ চাভেদ্যা
বিধাতুরপি তে মতাঃ ॥ ৪২ ॥ একো হ্যাপায়ো
দণ্ডোহত্র ভবতাং যদি রোচতে । দুর্জয়ঃ সূজনস্বায়
কল্পতে ন কদাচন ॥ ৪৩ ॥ লালিতঃ পাতিতো বাপি
স্বভাবঃ ন মুঞ্চতি । এবং মে মনুতে বুদ্ধির্ভবন্তো
যদ্যবশ্যতাম্ ॥ ৪৪ ॥ এবমুক্তঃ সহস্রাঙ্ক এবমেবে-
ত্যাচ হ । কর্তব্যাতাঞ্চ সঙ্কিস্তা প্রোবাচামরসংসদি ॥

এক্ষণে নীতি অনুসারে কোন্ কার্য্য করা কর্তব্য,
তাহা উপদেশ করুন । উদারবুদ্ধি মহাভাগ বৃহ-
স্পতি মহেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কহিতে লাগি-
লেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ বৃহস্পতি কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ !
চতুরঙ্গী রিপুবাহিনী জয় করিতে হইলে প্রথমে সাম
প্রয়োগই কর্তব্য ; ইহাই সনাতনী নীতি । সাম,
দান, ভেদ ও দণ্ড,—এই চতুর্বিধ নীতি দেশকাল
বিচারপূর্ব্বক যথাক্রমেই প্রয়োগ করা কর্তব্য ।
তন্মধ্যে গুণবান্ ভদ্রজনে সামই প্রযোজ্য ।
লোভীর প্রতি দান ও শক্তিজনে ভেদ প্রয়োগ
কর্তব্য । আর দুরাত্মাদিগের প্রতি সর্ব্বকালেই
দণ্ড প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু দৈত্যগণের প্রতি
সাম প্রযোজ্য নহে, যে হেতু তাহারা নির্গুণ ও
দুরাত্মা । তাহারা সমৃদ্ধ ; সূতরাং ধনসম্পদে তাহা-
দিগের প্রয়োজন কি ? জাতিধর্ম্ম অনুসারে তাহারা
বিধাতারও অভেদ্য বলিয়া বোধ হয় । অতএব
তাহাদিগের প্রতি একমাত্র দণ্ড উপায়ই প্রযোজ্য ;
এক্ষণে উহা যদি আপনাদিগের অভিপ্রেত হয় ।
দুর্জয় কদাচ সূজন হয় না ; লালিত-পালিত হই-
লেও কদাচ স্বভাব ত্যাগ করে না । আমার-তো
এইরূপ বোধ হয় । আপনারা যাহা হয় করুন ।
ইহা শুনিয়া ইন্দ্র ‘ইহাই ঠিক’ বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন
করিলেন । পরে কর্তব্যবিষয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া

৪৫ ॥ বহুমানেন মে বাচং শৃণুধ্বং নাকবাসিনঃ ॥
 ৪৬ ॥ ভবন্তো যজ্ঞভোক্তারঃ সতামিষ্টাশ্চ সাধ্বিকাঃ ।
 স্বে স্ব পদে স্থিতা নিত্যং জগতঃ পালনে রতাঃ ॥
 ৪৭ ॥ ভবতাঞ্চ নিমিত্তেন বাধন্তে দানবেশ্বরঃ ।
 তেষাং সামাদি নৈবাস্তি দণ্ড এব বিধীয়তাম্ ॥ ৪৮ ॥
 ক্রিয়তাং সমরে বুদ্ধিঃ সৈন্ত্যং সংযোজ্যতামিতি ।
 আবাহন্তাঞ্চ শস্ত্রাণি পূজ্যন্তাঃ শস্ত্রদেবতাঃ ॥ ৪৯ ॥
 বাহনানি বিমানানি যোজয়ন্ত মমামরাঃ । যমঃ
 সেনাপতিং কৃত্বা শীঘ্রং নির্ধাত দেবতাঃ ॥ ৫০ ॥
 ইত্যুক্তাঃ সমনহন্ত দেবানাং যে প্রধানতঃ । নানা-
 শ্চর্য্যকণোপেতো হুর্জয়ো দেবদানবৈঃ ॥ ৫১ ॥ বাজি-
 নামযতেনাজৌ হেমপটুপরিধৃত্যঃ । রথো মাতলিনা
 যুক্তো মহেন্দ্রস্তাপ্যদৃশ্যত ॥ ৫২ ॥ যমো মহিবমাস্থায়
 সেনাগ্রে সমবর্তত । চণ্ডকিঙ্কণিরুদেন সর্বতঃ পরি-
 বারিতঃ ॥ ৫৩ ॥ কল্পকালোজ্জলজ্বালাপূরিতাহর-
 গোচরঃ । হতাশ উরগারুঢ়ঃ শক্তিহন্তো ব্যবস্থিতঃ ॥
 ৫৪ ॥ পবনোহক্ষুশপাণিস্ত বিস্তারিতমহাজবঃ । মহা-

শক্তিঃ সমারুঢ়ঃ সেনাগ্রে সমদৃশ্যত ॥ ৫৫ ॥ ভূজগেন্দ্রঃ
 সমারুঢ়ো জলেশো ভগবান্ স্বয়ম্ । মহাপাশধরো
 বীরঃ সেনায়াং সমবর্তত ॥ ৫৬ ॥ নরযুক্তে রথে
 দিব্যে ধনাদ্যাক্ষো ব্যাচীচরৎ । মহাসিংহরবো যুদ্ধে
 গদাহস্তো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৭ ॥ রাক্ষসেশোহধ নিখতি
 রথে রক্ষোমুগৈর্হরৈঃ । ধবী রক্ষোগণরুতো মহারাবো
 ব্যদৃশ্যত ॥ ৫৮ ॥ চন্দ্রাদিত্যাবধিনৌ চ বসবঃ
 সাধাদেবতাঃ । বিশ্বেদেবাশ্চ রুদ্রাশ্চ সন্নদ্ধান্ত্র-
 রাহবে ॥ ৫৯ ॥ হেমপীঠোত্তরাসঙ্গাশ্চত্রবর্ষ্মাযুধধ্বজাঃ ।
 গন্ধর্বাঃ প্রতাদৃশ্যন্ত কৃত্বা বিশ্বাবসুং মুখে ॥ ৬০ ॥
 তথা রক্তোত্তরাসঙ্গা নির্মলায়োবিভূষণাঃ । গৃধ্রধ্বজা
 অদৃশ্যন্ত রাক্ষসা রক্তমুর্দ্ভজাঃ ॥ ৬১ ॥ তথা ভীমাশ-
 নিকরাঃ কৃষ্ণবস্না মহারথাঃ । যক্ষাস্ত্র ব্যদৃশ্যন্ত
 মণিভদ্রাদিকোটিশঃ ॥ ৬২ ॥ তাম্রোলুকধ্বজা রৌদ্রা
 দ্বীপচর্ম্মাদ্বরাস্তথা । পিশাচাস্তত্র রাজন্তে মহাবেগ-
 পুরঃসরাঃ ॥ ৬৩ ॥ তথৈব শ্বেতবসনাঃ সিতপটু-
 পতাকিনঃ । মন্তেভবাহনপ্রায়াঃ কিম্বরাস্ত্রসুরাহবে ॥

অমরগণসমক্ষে কহিলেন,—হে স্বর্গবাসিগণ ।
 আমি বহুমান সহকারে আপনাদিগকে বলিতেছি,
 আপনারা শ্রবণ করুন । আপনারা যজ্ঞভোজী
 সাধ্বিকপ্রকৃতি এবং সাধু জনগণের অভিমত ।
 আপনারা স্ব স্ব পদে অবস্থানপূর্ব্বক জগতের
 পালনে নিযুক্ত আছেন । আপনাদিগের জন্যই
 অমরগণ বিবাদ করিয়া থাকে । তাহাদিগের প্রতি
 সামাদি উপায় প্রযোজ্য নহে, একমাত্র দণ্ডই
 প্রযোজ্য, আপনারা তাহারই ব্যবস্থা করুন ; যুদ্ধের
 বুদ্ধি করুন ; সৈন্য যোজনা করুন । শস্ত্রাস্ত্র সকল
 আনিয়ন করুন এবং শস্ত্রদেবতাগণের অর্চনা করুন ।
 হে অমরগণ ! বাহন ও বিমান সকল যোজিত
 হউক । আপনারা যমকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্র
 রণযাত্রা করুন । দেবেশ্বরের এই কথা শুনিয়া
 প্রধান প্রধান দেবগণ যুদ্ধসজ্জা করিলেন । মহে-
 শ্বরের বিবিধ আশ্চর্য্য গুণসম্পন্ন, দেব-দানবের
 হুর্জয়, হেমপটুভূষিত, রথ মাতলি কর্তৃক অযুত
 অশ্বে যোজিত হইয়া পরিদৃষ্ট হইল । যম মহিষা-
 রোহিণে সেনাদলের অগ্রভাগে অবস্থিত হইলেন ।
 হতাশন প্রচণ্ড কিঙ্কণীজালে পরিবেষ্টিত হইয়া
 হেমোপরি আরোহণপূর্ব্বক কল্পকালসম সমুজ্জল
 জ্বালামালায় অহরতল আপূরিত করিয়া শক্তি হস্তে
 অমরগণ করিলেন । পবন মহাবেগ বিস্তারপূর্ব্বক

অক্ষুশ হস্তে মহাভল্লকে আরোহণ করিয়া সেনাগ্রে
 পরিদৃষ্ট হইলেন । ভগবান বীর বরুণ ভূজগেন্দ্রে
 আরোহণ করিয়া মহাপাশ হস্তে সেনামধ্যে অবস্থান
 করিলেন । ৩৮—৫৬ ধনপতি নরযোজিত দিব্য রথা-
 রোহিণে গদাহস্তে মহাসিংহনাদ সহকারে সৈন্তমধ্যে
 বিচরণ করিতে লাগিলেন । রাক্ষসরাজ নিখতি
 রক্ষোমুগ অশ্বযোজিত রথে রাক্ষসগণে পরিবৃত
 হইয়া ধনুর্ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে
 সৈন্ত মध्ये দৃষ্ট হইলেন । এইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য
 অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বসুগণ, সাধাদেবগণ, বিশ্ব-
 দেবগণ, রুদ্রগণ সকলেই যুদ্ধসজ্জা করিয়া সৈন্ত-
 মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন । গন্ধর্ব্বগণ
 বিশ্বাবসুকে পুরোভাগে করিয়া হৈমপীঠ ও উত্তরীয়
 এবং বিচিত্র বর্ষ্মা, আয়ুধ ও ধ্বজ দ্বারা শোভিত
 হইয়া উপস্থিত হইল । রক্তকেশ, রক্তবর্ণ
 উত্তরীয়, ও নির্মলায়ুক্ত, লৌহভূষণভূষিত ও
 গৃধ্রধ্বজশালী রাক্ষসগণও আসিয়া সৈন্তমধ্যে
 মিলিত হইল । মণিভদ্রাদি কোটি কোটি মহারথ
 যক্ষ কৃষ্ণবসন পরিধানপূর্ব্বক ভীম অশনি হস্তে
 সৈন্ত মध्ये পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল । তাম্রোলুক-
 ধ্বজযুক্ত দ্বীপচর্ম্মপরিধান উগ্রমুর্দ্ভি পিশাচ-
 গণ সৈন্তমধ্যে মহাবেগে বিচরণ করিতে লাগিল ।
 শ্বেতবসন ও শ্বেতপতাকাশালী কিম্বরগণ প্রায়শ
 মন্তমাতঙ্গারোহণে সৈন্তমধ্যে অবস্থান করিতে

৬৪ ॥ মুক্তাজালপরিহারো হংসো হারসমপ্রভঃ ।
কেতুর্জলধিনাথস্ত সৌম্যরূপো বারাজত ॥ ৬৫ ॥
পঞ্চরাগমহারত্ববিটঙ্কো ধনদস্ত চ । ধ্বজঃ সমুথিতো
ভাতি মাতুকাম ইবাহরম্ ॥ ৬৬ ॥ কার্কাণোলোহময়ো
ধ্বাজ্জৈ। যমস্তাভূমহাধ্বজঃ । রাক্ষসেশস্তা বদনং
প্রোতস্ত ধ্বজ আবভো ॥ ৬৭ ॥ হেমসিংহধ্বজৌ
দেবৌ চলাকীবমিতহ্যতী । কুন্তেন চিত্রবর্ণেন
কেতুরাখিনয়োরভূৎ ॥ ৬৮ ॥ মাতঙ্গো হেমরচিত-
চিত্ররত্নপরিষ্কৃতঃ । ধ্বজঃ শতক্রতোরাসীৎ সিত-
চামরসংস্থিতঃ ॥ ৬৯ ॥ অন্তেবাধ ধ্বজাস্তত্র নানারূপা
বভূ রণে । সনাগযক্ষগন্ধর্ষমহোরগনিশাচরা ॥ ৭০ ॥
সেনা সা দেবরাজস্তা দুর্জয়া প্রতাদৃশত । কোট্য-
স্তাস্ত্রয়স্থিশরানাদেবনিকায়িনাম্ ॥ ৭১ ॥ হৈমা-
চলাভে সিতকর্ণচামরে সুবর্ণপদ্মামলসুন্দরশ্রজি ।
ক্লতাভিরামোজ্জলকুঙ্কুমাকুরে কপোললীলাবিবিগু-
রাবে ॥ ৭২ ॥ শ্রিতস্তদৈরাবণনামকুঞ্জরে মহাবলচিত্র-
বিশোষিতাশ্বরঃ । বিশালবজ্রাঙ্গবিতানভূষিতঃ প্রকীর্ণ-
কেয়ুরভূজাগ্রমণ্ডলঃ ॥ ৭৩ ॥ সহস্রদৃগ্বন্দিসহস্র-
সংস্থতদ্বিবিষ্টপেহশোভত পাকশাসনঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি ক্রীষ্ণান্দে তারকাসুরদেবেন্দ্রপুন্দ্রোপক্রমবর্ণনং-
নাম ষোড়শোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

লাগিল । ৫৭—৬৪ । বক্রধ্বজে সৌম্যাকার,
মুক্তাজালভূষিত, হারসমকাস্তিমান হংস শোভা
পাইতে লাগিল । কুবেরের পদ্মরাগ-মহারত্নভূষিত
ধ্বজ, গগনমণ্ডল অতিক্রম করিবার জন্তই যেন
সমুন্নত হইল । যমের ধ্বজ ক্রকোলোহময় কার্কাচিহ্নে
সংযুক্ত । নিখতির ধ্বজ প্রোতমুখযুক্ত । চন্দ্র-
সূর্য্যের ধ্বজ হৈম-সিংহসমবিত । অশ্বিনীকুমার-
দ্বয়ের ধ্বজ বিচিত্র কুন্তসংযুক্ত । ইন্দ্রের ধ্বজ
বিচিত্র রত্নমণ্ডিত, শ্বেত চামরযুক্ত এবং হৈম মাতঙ্গ-
যুক্ত । অপরাপর দেবগণের ধ্বজ সকলও নানা-
কারে দৃষ্ট হইয়াছিল । সেই নাগ-যক্ষ-গন্ধর্ষ-
মহোরগ-নিশাচরসমবিতা বিবিধাকার ত্রয়স্থিংশৎ
কোটি দেবরাজসেনা তখন দুর্জয় বলিয়া প্রতীক্ষমান
হইয়াছিল । সেই স্বর্গধামে মহাবল সহস্রলোচন
পাকশাসন তখন বিচিত্র বসন পরিধানপূর্ব্বক শ্বেত-
কর্ণ, শ্বেতচামরশোভিত, অমলসুবর্ণপদ্মমাল্যধারী,
মুনোরম সমুজ্জল কুঙ্কমভূষিতকপোল লীলাসহ-
কারে গর্জনকারী, ঐরাবত কুঞ্জরে আরোহণ
করিলেন । সহস্র সহস্র বন্দী তাঁহার স্তব করিতে
লাগিল । তদীয় বিশাল বজ্র ও অঙ্গভূষণ কেয়ুরা-

সপ্তদশোঃ অধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ততস্তয়োঃ সমাযোগঃ সেনয়ো-
ক্রভয়োরভূৎ । যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে যথা ক্ষুদ্রসমুদ্রয়োঃ ॥
সুরাসুরাণাং সম্মর্দে তস্মিন্ পরমদারুণে । তুমুলং
সুমহৎ ক্রান্তে সেনয়োক্রভয়োরপি ॥ ২ ॥ গর্জতাং
দেবদৈত্যানাং শঙ্খভেরীরবেণ চ । তুর্ঘ্যাণাং চৈব
নির্ঘোষৈর্ষাতঙ্গানাঞ্চ বৃহিতৈঃ ॥ ৩ ॥ হ্রৈষিতৈর্হয়-
বৃন্দানাং রথনেমিস্থনেন চ । ঘোষণে চৈব তুর্ঘ্যাণাং
যুগান্ত ইব চাতবৎ ॥ ৪ ॥ রোষণোভিপরীতাক্ষাঙ্ক-
জীবিতচেতসঃ । সমসজ্জস্ত তেহন্তোস্তং প্রক্রমেণোভি-
লোহিতাঃ ॥ ৫ ॥ রথা রথৈঃ সমাসক্তা গজাশ্চাপি
মহাগজৈঃ । পত্নয়ঃ পতিভিশ্চৈব হয়াশ্চাপি মহাহর্যৈঃ ॥
৬ ॥ ততঃ প্রাশানিগদা-ভিন্দিপালপরশধৈঃ ।
শক্তিভিঃ পট্টশৈঃ শূলৈর্মুদগারৈঃ কণ্যৈর্গুড়ৈঃ ॥ ৭ ॥
চক্রৈশ্চ শক্তিভিশ্চৈব তোমরৈরকুশৈরপি । কর্ণি-
নালীকনারাচবৎসদস্তাঙ্গচক্রকৈঃ ॥ ৮ ॥ ভল্লৈর্বেতস-
পট্টৈশ্চ শুকতুণ্ডৈশ্চ নিশ্চলৈঃ । ঋষ্টিভিশ্চাত্তাকারৈ-
র্গগনং সমপদ্যত ॥ ৯ ॥ সম্প্রচ্ছাদ্য দিশঃ সর্বা-

দির কিরণজালে তখন তিনি সমধিক শোভা ধারণ
করিলেন । ৬৫—৭৪ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর যুগান্তকালীন ক্ষুদ্র
সাগরের স্থায় উভয় সৈন্তের সংঘর্ষ উপস্থিত
হইল । সুরাসুর সৈন্তদলের পরস্পর অতি দারুণ
তুমুল যুদ্ধারম্ভ হইলে উভয় সৈন্তের সিংহনাদ,
শঙ্খ-ভেরী-তুর্ঘ্যধ্বনি, করিগণের বৃংহিত, অশ্বগণের
হ্রৈষিত ও রথসমূহের নেমিশব্দে, তখন যুগান্ত-
কাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । তাহারা রোষ-
বশে লোহিতলোচনে সবিক্রমে জীবনাশা পরিত্যাগ
করিয়া পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল । তখন
রথ রথের সহিত, গজ গজের সহিত, পদাতি
পদাতির সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত, মিলিত হইয়া
প্রাস, অশনি, গদা, ভিন্দিপাল, পরশধ, শক্তি,
পট্টশ, শূল, মুদগার, কণয়, গুড়, চক্র, শক্তি, তোমর,
অকুশ, কর্ণি, নালীক, নারাচ, বৎসদস্ত, অর্ধচন্দ্র,
ভল্ল, বেতসপত্র, শুকতুণ্ড ও নিশ্চল ঋষ্টি প্রভৃতি
অস্ত্রদ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলে গগনতল

স্তমোময়মিবাতবৎ। প্রাজ্ঞায়ন্ত ন তেহন্তোন্তঃ
তস্মিন্‌স্তমসি সঙ্কুলে। অদৃশ্যভূতাস্তমসি স্ক্রুতস্ত
পরম্পরম্ ॥ ১০ ॥ ততো ভূজৈশ্চৈজ্জৈঃ শিরো-
ভিষ্চ স্কুণ্ডলৈঃ ॥ ১১ ॥ গজৈশ্চরৈঃ পাদাভিঃ
পতন্তিঃ পতিতৈরপি। আকাশশিরসো নীলৈঃ
পঙ্কজৈরিব ভূষিতা ॥ ১২ ॥ ভগ্নদন্তা ভিন্নকুণ্ডাচ্ছিন্ন-
দীর্ঘমহাকরাঃ। গজাঃ শৈলনিভাঃ পেতুর্ধবগাঃ
কধিরশ্রবাঃ ॥ ১৩ ॥ ভগ্নৈশ্চ রথাঃ পেতুর্ধবগাঃ
শকলীকৃতাঃ। পতন্তঃ কোটিশঃ পেতুর্ধবগাঃ
সহস্রশঃ ॥ ১৪ ॥ ততঃ শোণিতনদাশ্চ হর্ষদাঃ
শিশিতাশিনাম্। বেতালানন্দদায়িত্বো বাজায়ন্ত
সহস্রশঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মিন্‌স্থথাবিধে যুদ্ধে সেনানী-
গ্রসনোহরিহা। বাণবর্ষণে মহতা দেবসৈন্তমকম্প-
য়ৎ ॥ ১৬ ॥ ততো গ্রসনমালোক্য যমঃ ক্রোধবিমু-
চ্ছিতঃ। ববর্ষ শরবর্ষণে বিশেষাদগ্নিবর্চসা ॥ ১৭ ॥
স বিক্রো বহুভির্বাণৈঃ গ্রসনোহতিপরাক্রমঃ। কৃত-
প্রতিকৃতাকাক্ষী ধনুর্ভানম্য ভৈরবম্ ॥ ১৮ ॥ শরৈঃ
সহস্রৈশ্চ পঙ্কলৈশ্চৈব বাতাভয়ৎ। গ্রসনেন

বিমুক্তাঃস্তাহরান্ সোহপি নিবার্য চ ॥ ১৯ ॥ বাণ-
বৃষ্টিভিক্রান্তাভির্ঘমো গ্রসনমর্দয়ৎ। কৃতান্তশরবৃষ্টিনাং
সন্ততীঃ প্রতিলপ্তীঃ। চিচ্ছেদ শরবর্ষণে গ্রসনো
দানবেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥ বিকলাং তাং সমালোক্য যমঃ
শরসন্ততিম্ ॥ ২১ ॥ প্রাহিণোন্মুদারঃ দীপ্তং
গ্রসনস্ত রথং প্রতি। স তং মুদারমায়ান্তমুৎপত্য
ববসন্তমাৎ ॥ ২২ ॥ জগ্রাহ বামহস্তেন লীলয়া
গ্রসনোহরিহা। তেনৈব মুদারেণাথ যমস্ত মহিষং
কৃষা ॥ ২৩ ॥ তাড়য়ামাস বেগেন স পপাত মহী-
তলে। উৎপত্যাথ যমস্তস্মান্নহিষান্নিপতিষ্যতঃ ॥
২৪ ॥ প্রাসেন তাড়য়ামাস গ্রসনং বদনে দৃঢ়ম্।
স তু প্রাপ্তপ্রহারেণ মুচ্ছিতো ভূপতন্তুবি ॥ ২৫ ॥
গ্রসনং পতিতং দৃষ্ট্বা জন্তো ভীমপরাক্রমঃ। যমস্ত
ভিন্দিপালেন প্রহারমকরোদ্রুদি ॥ ২৬ ॥ যমস্তেন
প্রহারেণ সুশ্রাব কধিরং মুখাৎ। অতিগাঢ়প্রহারার্ভঃ
কৃতান্তো মুচ্ছিতোহভবৎ ॥ ২৭ ॥ কৃতান্তমর্দিতং দৃষ্ট্বা
গদাপাণির্ধনাদ্বিপঃ। বৃত্তো যক্ষাযুতগণৈর্জন্তুং প্রত্যা-
যযৌ কৃষা ॥ ২৮ ॥ জন্তো কৃষা তমায়াস্তং দানবা-
নীকসংবৃতঃ। জগ্রাহ বাক্যং রাজস্ব যথা শিঞ্জে

তদ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়া গেল। তাহাতে তখন
এমন অন্ধকার হইল যে, সেই সঙ্কল যুদ্ধে তাহা-
দিগের শত্রু-মিত্র কিছুমাত্র বোধ রহিল না। তাহারা
সেই অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিয়াই পরস্পরের ছেদন-
ভেদন করিতে লাগিল। ১—১০। পরে গগন-
ভ্রষ্ট পঙ্কজের স্থায় ছিন্ন পতিত ও পতনশীল ভুজ,
ধ্বজ, ছত্র, স্কুণ্ডল মস্তক, গজ, বাজী, পদাতিগণ
দ্বারা ভূতল সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। কত শৈলসম
হস্তী ভগ্নদন্ত, বিদীর্ণকুন্ত ও ছিন্নশুণ্ড হইয়া কধির
করণ করিতে করিতে ধরণীতলে পতিত হইল।
ঈষা ভগ্ন ও অক্ষ ছিন্ন হওয়ায় বিকল এবং অপর
নানা অংশে কঙ্কিত হইয়াও কত রথ এবং কোটি
কোটি পদাতি ও সহস্র সহস্র অশ্ব পতিত হইল।
পরে রক্তমাংসালী বেতালাদির আনন্দবর্ধক সহস্র
সহস্র শোণিতনদী প্রাহুর্ভূত হইল। দৈতাসেনাপতি
শক্রমর্দন গ্রসনাসুর সেই যুদ্ধে মহাবাণ বর্ষণে
দেবসৈন্ত কম্পিত করিয়া তুলিল। তাহাকে দেখিয়া
যমরাজ ক্রোধে মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া বারিধারাবৎ
কধিরমকান্তি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অমিত-
পরাক্রম গ্রসনাসুর বহুবাণে বিদ্ধ হইয়া প্রতিকার-
হীনভাবে ভৈরব ধনু আনমিত করিয়া যমরাজকে পঙ্ক-
লৈশ্চ পঙ্কসহস্র বাণে তাড়ন করিল; কিন্তু কৃতান্ত

দেব, গ্রসনবিমুক্ত সেই বাণজাল নিবারণ করিয়া
উগ্র বাণবর্ষণে গ্রসনাসুরকে পীড়িত করিতে লাগি-
লেন। কিন্তু দানবেশ্বর গ্রসনও কৃতান্তকৃত শর-
বৃষ্টি সমীপস্থ হইতে না-হইতেই ছেদন করিয়া
ফেলিল। যমরাজ স্বীয় শরধারা বিকল দর্শনে
গ্রসনের রথের উদ্দেশে একটি মুদার নিক্ষেপ
করিলেন; কিন্তু শক্রনাশন গ্রসন, মুদার আসি-
তেছে দেখিয়া লক্ষ্যপ্রদানে উখিত হইয়া বামহস্তে
ধারণপূর্বক তদ্বারাই সক্রোধে সবেগে যমের মহি-
ষকে তাড়না করিল; তাহাতে সেই মহিষ ভূতলে
পতিত হইল। যমরাজ পতনশীল মহিষ হইতে
উৎপতিত হইয়া প্রাসদ্বারা গ্রসনের মুখে দৃঢ় প্রহার
করিলেন; তাহাতে গ্রসনাসুর মুচ্ছিত হইয়া
ভূপতিত হইল। গ্রসনকে পতিত দেখিয়া ভীম-
পরাক্রম জন্তাসুর ভিন্দিপাল দ্বারা যমের বক্ষস্থলে
প্রহার করিল। জনগণের অন্তকারী যমদেব সেই
প্রহারে অত্যন্ত আর্ভ হইয়া মুখ দ্বারা কধির বমন
করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কৃতান্তকে
পতিত দেখিয়া ধনপতি ক্রুদ্ধচিত্তে অযুত বক্ষে
পরিবৃত হইয়া গদাহস্তে জন্তের প্রতি অভিযান
করিলেন। রাজার বাক্য যেমন তদীর শ্রি-

ভাসিতম্ ॥ ২৯ ॥ গ্রসনো লক্ষসংক্রোধ যমস্ত
প্রাহিণোদগদাম্ । মণিহেমপরিভাঃ শুক্লোঃ পরিঘ-
মর্দিনীম্ ॥ ৩০ ॥ তামাপতন্তীঃ সম্প্রেক্ষ্য গদাং
মহিষবাহনঃ । গদায়াঃ প্রতিঘাতার্থং জগজ্জলন-
ভৈরবম্ ॥ ৩১ ॥ দণ্ডং মুমোচ কোপেন জ্বালামালা-
সমাকুলম্ । স গদাং বিয়তি প্রাপ্য ররাসানুধরো-
দ্ধতম্ ॥ ৩২ ॥ সজ্জট্চাভবত্তাভ্যাং শৈলাভ্যামিব
দুঃসহঃ । তাভ্যাং নিষ্পেষনিহ্নাদজডীকৃতদিগন্তরম্ ॥
৩৩ ॥ জগদ্ব্যাকুলতাং যাতং প্রলয়াগমশঙ্কয়া ।
ক্ষণাৎ প্রশান্তনিহ্নাদং জলহৃৎসমাচিতম্ ॥ ৩৪ ॥
নিষ্পেষণং তযোভৌমমভূতগগনগোচরম্ । নিহতাথ
গদাং দণ্ডস্ততো গ্রসনমুর্দ্ধনি ॥ ৩৫ ॥ পশাত পৌরুষং
হৃদা যথা দৈবং পূরাজ্জিতম্ । স তু তেন প্রশারেণ দৃষ্টা
সতিমিরা দিশঃ ॥ ৩৬ ॥ পশাত ভূমৌ নিঃসংক্রো
ভূমিরেণুবিভূষিতঃ । ততো হাহারবো ঘোরঃ সেনয়ো-
দ্ধতয়োরভূৎ ॥ ৩৭ ॥ ততো মুহূর্তমাত্রেন গ্রসনঃ
প্রাপ্য চেতনাম্ । অপশুৎ স্বাং তনুং ধ্বস্তাং
বিলোলাভরণাধরাম্ ॥ ৩৮ ॥ স চাপি চিন্তয়ামাস

বন্ধুগণ গ্রহণ করে, জস্তাসুর দানবদলে পরিবৃত
হইয়া সক্রোধে সমাগত সেই ধনপতিকে তদ্রূপ গ্রহণ
করিল । ইতিমধ্যে গ্রসনাসুর সংক্রোপ্রাপ্ত হইয়া
যমের প্রতি একটি স্বর্ণ-মণিভূষিতা পরিঘমর্দনক্ষমা
মহতী গদা নিক্ষেপ করিল । মহিষবাহন যম সেই
গদাকে আসিতে দেখিয়া তাহার প্রতিঘাতার্থ, জল-
দগ্নিসম জ্বালামালাকুল দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন ।
সেই দণ্ড মধ্যাকাশে উক্ত গদার সহিত মিলিত
হওয়ায় মেঘতুল্য ঘোর ধ্বনি উৎপাদন হইল ।
পঞ্চতদ্বয়ের সজ্জটের স্থায় সেই অস্ত্রদ্বয়ের সংযোগে
বজ্রশব্দের স্থায় মহাশব্দে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল ।
তাহাতে তখন সমগ্র জগদ্বাসী প্রলয়াশঙ্কায় ব্যাকুল
ভাব প্রাপ্ত হইল । গগনতলে সেই অস্ত্রদ্বয়ের
ভীমসংঘর্ষে ক্ষণকাল জলন্ত উজ্জ্বল নিগত
হইতে লাগিল । পরে, সেই দণ্ড পূরাজ্জিত দৈব
যেমন পৌরুষকে নিরস্ত করে তদ্রূপ উক্ত গদাকে
বিনাশ করিয়া গ্রসনের মস্তকে পতিত হইল ।
গ্রসনাসুর তাহাতে তখন দশদিক্ অন্ধকার দেখিল
এবং নিঃসংক্র হইয়া ভূতলে পতনান্তে ধূল্যবলুণ্ঠিত
হইল । তখন উভয় সেনাদলে ঘোর হাহাকার পাড়িয়া
গেল । কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার গ্রসনাসুর
চৈতন্ত লাভ করিয়া নিজশরীর অন্তবস্ত্রাভরণ দর্শনে
কৃতকার্ধ্যের প্রতিকার কামনায় চিন্তা করিতে

কৃতপ্রতিকৃতক্রিয়াম্ । দিগন্ত পৌরুষং মহৎ প্রভো-
রগ্রেসরঃ কথম্ ॥ ৩৯ ॥ যযাশ্রিতানি সৈন্তানি
জিতে ময়ি জিতানি চ । অসম্ভাবিতরূপো হি
সজ্জনো মোদতে সুখম্ । সম্ভাবিতশঙ্কশ্চৈতন্ত
নাথং পরোহপি বা ॥ ৪০ ॥ এবং সন্ধিস্তা বেগেন
সমুত্তমৌ মহাবলঃ ॥ ৪১ ॥ মুদগরং কালদণ্ডাভং
গৃহীত্বা গিরিনরিতম্ । গ্রসনো ঘোরসকলঃ সন্দ-
ষ্টৌষ্টপুটচ্ছদঃ ॥ ৪২ ॥ রথেন হরিতোহগচ্ছদাস-
সাদান্তকং রণে । সমাসাদ্য যমং যুদ্ধে গ্রসনো ভ্রাম্য
মুদগরম্ ॥ ৪৩ ॥ বেগেন মহতা রোদ্রং চিক্ষেপ
যমমুর্দ্ধনি । বিলোকা মুদগরং দীপ্তং যমঃ সম্ভ্রান্ত-
লোচনঃ ॥ ৪৪ ॥ বঞ্চয়ামাস দুর্দ্ধং মুদগরং তং মহা-
বলঃ । তস্মিন্নপস্থতে দূরং চণ্ডানাং ভীমকর্মণাম্ ॥
৪৫ ॥ যামানাতঃ কিল্করাণাঞ্চ অযুতং নিষ্পিষেহ হ ।
ততস্তদযুতং দৃষ্ট্বা হতং কিল্করবাহিনী ॥ ৪৬ ॥ দশা-
র্কুদমিতা ক্রুদ্ধা গ্রসনায়ান্বধাবত । গ্রসনস্ত সমা-
লোকা তাং কিল্করময়াং শুভাম্ ॥ ৪৭ ॥ মেনে
যমনহস্তাণি তাদৃগ্ৰূপবলা হি সা । বিগাহ্য গ্রসনং

লাগিল । আমার পৌরুষকে ধিক্ । আমি
প্রভুর সেনাপতি হই কিরূপে ? সৈন্তসকল আমার
আশ্রিত ; কিন্তু আমি বিজিত হওয়ায় সমস্ত সৈন্তই
পরাজিত হইল ! অসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উচ্চপদ লাভ
করিয়া আনন্দিত হয় বটে, কিন্তু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি
অসমর্থ হয়, তবে তাহার ইহকাল পরকাল উভয়ই
নষ্ট । ১১—৪০ । মহাবল গ্রসনাসুর এইরূপ চিন্তা
করিয়া পঞ্চতসম স্থূল ও কালদণ্ডপ্রায় ভীষণ মুদগর
লইয়া সবেগে উত্থান করিল এবং ঘোর সঙ্কলহেতু
ক্রোধে ওষ্ঠপুটদংশনসহকারে রথারোহণপূর্বক
দ্রুতবেগে যমসন্নিধানে উপস্থিত হইল । গ্রসনাসুর
রণক্ষেত্রে যমকে সমীপাগত দেখিয়া মহাবেগে সেই
মুদগর ভ্রামিত করিয়া যমের মস্তকোদ্দেশে নিক্ষেপ
করিল । মহাবল যম সেই ঘোর দীপ্ত মুদগর
দেখিয়া সম্ভ্রান্তনেত্রে স্থান ত্যাগ দ্বারা তাহাকে বিকল
করিলেন বটে, কিন্তু তিনি দূরে সরিয়া গেলেও
তদীয় চণ্ডাকৃতি ভীমকর্ম্ম অযুতসংখ্যক কিল্কর
তদ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল । সেই অযুত কিল্কর
নিহত হইল দেখিয়া দশাৰ্কুদপরিমিতা যমকিল্কর-
বাহিনী ক্রুদ্ধচিত্তে গ্রসনের দিকে ধাবিত হইল ।
গ্রসনাসুর সেই কিল্করবাহিনী দর্শনে তাহাদিগের
প্রত্যেককেই এক এক জন যম বলিয়া মনে করিল ।

সেনা ববর্ষ শরশৃষ্টিভিঃ ॥ ৪৮ ॥ কল্পান্তঘোরসঙ্কাশো
বহুব স মহারণঃ । কেচিচ্ছুলেন বিভিহুঃ কেচিৎ-
পৈরজিহ্বগৈঃ ॥ ৪৯ ॥ পিপিবুর্গদয়া কেচিৎ
কেচিদ্গদগরশৃষ্টিভিঃ । কেচিৎ প্রাসপ্রহারৈশ্চ তাড়য়া-
মানুরুদ্ধতাঃ ॥ ৫০ ॥ অপরে কিকরাস্তস্ত
ললবুর্জাহমণ্ডলে । শিলাভিরপরে জঘ্নুর্জমৈরন্তে
মহোচ্ছ্বয়েঃ ॥ ৫১ ॥ তস্তাপরে চ গাত্রেব দশনাংশ্চ
স্তপাতয়ন্ ॥ অপরে মুষ্টিভিঃ পৃষ্ঠং কিকরাস্তাভ্যন্তি
চ ॥ ৫২ ॥ এবং চাভিফ্রতন্তৈঃ স গ্রসনঃ কোধ-
মূর্ছিতঃ । উৎসাদ্য গাত্রং ভূপৃষ্ঠে নিম্পিপেষ
সহস্রশঃ ॥ ৫৩ ॥ কাংশ্চিৎস্থায় জঘ্নেহসৌ মুষ্টিভিঃ
কিকরান রণে । কাংশ্চিৎ পাদপ্রহারেণ ধাবন্নানচূর্ণয়ৎ
॥ ৫৪ ॥ কণৈকেন স তান্নিন্তে যমলোকাব ভারত ।
স চ কিকরযুদ্ধেন ববুধেহাগরিবৈবসা ॥ ৫৫ ॥
তমালোক্য যমোহশ্রান্তঃ শ্রান্তাঃস্তাংশ্চ হতান স্বকান ।
আজগাম সমুদ্যম্য দণ্ডং মহিমবাহনঃ ॥ ৫৬ ॥
গ্রসনস্ত তমাস্তমাজঘ্নে গদয়োরসি । অচিন্তয়িত্বা
তৎ কণ্ঠ্য গ্রসনস্তাকোহরিহা ॥ ৫৭ ॥ ব্যাঘ্রান্ দণ্ডেন

বস্ততঃ তাহারা রূপে ও বলে যমেরই তুল্য । সেই
কিকর সেনা গ্রসনকে বেঁটন করিয়া বাণবর্ষণে
সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল । তখন সেই যুদ্ধ কল্পান্ত
কালব্য প্রতীত হইতে লাগিল । তাহারা কেহ
শূল ও কেহ বাণ দ্বারা ভেদন, কেহ গদা ও কেহ
মুদগরশৃষ্টি দ্বারা পেষণ এবং কেহ প্রাস দ্বারা উদ্ধত-
ভাবে তাড়ন করিতে লাগিল । কেহ কেহ তদীয়
বাহুমণ্ডলে লব্ধিত হইল ; কেহ কেহ শিলা ও সমুন্নত
বৃক্ষ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল । কেহ কেহ
দশনদ্বারা তদীয় গাত্র ক্ষত-বিক্ষত করিতে
লাগিল । কেহ কেহ তাহার পৃষ্ঠে মুষ্টিপাত করিতে
লাগিল । গ্রসনাসুর এইরূপে কিকরগণ কর্তৃক
আক্রান্ত হইয়া অতিক্রোধে ভূতলে অবলুণ্ঠন করিয়া
সহস্র সহস্র কিকরকে নিম্পিষ্ট করিয়া ফেলিল ।
হে ভারত ! পরে সে উত্থানপূর্বক কতগুলিকে
মুষ্টিঘাতে, কতগুলিকে পদাঘাতে ও কতগুলিকে
ধাবন দ্বারা চূর্ণ করিয়া ক্ষণমাত্রেই তাহাদিগকে
যমলোকে প্রেরণ করিল । সে সেই কিকরযুদ্ধে
কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নির ত্রায় যেন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।
যম তাহাকে অশ্রান্ত এবং কিকরগণকে শ্রান্ত ও
হতবল কর্শনে মহিবারোহণে দণ্ডোদ্যম করিয়া
আগমন করিলেন । গ্রসন তাঁহাকে আসিতে
দেখিয়াই গদা দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত

সঙ্ঘর্ষে স রথায়াপতন্তুবি । ততঃ কণেন চোখায়
সক্ষিত্যস্থানমুদ্ধতঃ ॥ ৫৮ ॥ বায়ুবেগেন সহসা যমো
যমরথং প্রতি । পদাতিঃ স রথং তং চ সমাক্রম্য যমং
তদা ॥ ৫৯ ॥ যোধয়ামাস বাহুভ্যামাক্রম্য বলিনাং
বরঃ । যমোহপি শস্ত্রাণ্যংসৃজ্য বাহুযুদ্ধে প্রবর্ততে
॥ ৬০ ॥ গ্রসনঃ কটিবস্ত্রে তু যমং গৃহ্য বলোৎকটঃ ।
ভ্রাময়ামাস বেগেন সম্ভ্রমাবিষ্টচেতসম্ ॥ ৬১ ॥
বিমোচ্যথ যমঃ কষ্টাৎ কণ্ঠেহবষ্টভ্য চাসুরম্ ।
বাহুভ্যাং ভ্রাময়ামাস সোহপাশ্চানমমোচয়ৎ ॥ ৬২ ॥
ততো জঘ্নতুরন্তোন্তং মুষ্টিভিনির্দ্দয়ো চ তৌ ।
দৈত্যোন্তস্ত্যতিবীৰ্য্যাহাং পরিশ্রান্ততরো যমঃ ॥ ৬৩ ॥
স্বন্ধে নিধায় দৈত্যাস্ত্র মুখং বিশ্রান্তিমৈচ্ছত । তমালক্ষ্য
ততো দৈত্যঃ শ্রান্তমুৎপাতি চৌজসা ॥ ৬৪ ॥
নিম্পিপেষ মহাপৃষ্ঠে বিনিঘ্নন পাকিপাণিভিঃ । ততো
যমস্ত বদনাৎ সুস্রাব কধিরং বভ ॥ ৬৫ ॥ নিজ্জীব-
মিতি তং দৃষ্ট্বা ততঃ সম্ভ্রাজ্য দানবঃ । জঘ্নঃ
প্রাপ্যোদ্ধতং নাদং মুক্তা সম্ভ্রান্ত দেবতাঃ ॥ ৬৬ ॥

করিল । অরিঘাতী যম সে প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া
দণ্ড দ্বারা গ্রসনের রথবাহী ব্যাঘ্রগণকে নিহত
করিলেন । বলিপ্রধান গ্রসন তখন রথ হইতে
ভূতলে পতিত হইল এবং ক্ষণমাত্রেই উত্থান
করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তান্তে সহসা পদব্রজে বায়ুবেগে
উদ্ধতভাবে যমরথের দিকে ধাবিত হইয়া গিয়া
যমের রথে আরোহণপূর্বক বাহু দ্বারা আকর্ষণ
করিয়া যমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । যমও
তখন অস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ।
৪১—৬০ । মহাবল গ্রসনাসুর সহসা যমকে কটিবস্ত্রে
আকর্ষণপূর্বক বেগে ভ্রামিত করিতে লাগিল । যম
তাহাতে সম্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া অতি ক্রেশে কোনও
রূপে আপনাকে মোহিত করিয়া গ্রসনকেও বর্থে
গ্রহণ পূর্বক বাহুদ্বয় দ্বারা ভ্রামিত করিতে লাগিলেন ;
পরন্তু সেও অবিলম্বেই আপনাকে মোচিত করিল ।
পরে পরস্পরে নিদ্রয়রূপে মুষ্টি প্রহার করিতে
থাকিলে অতিবীৰ্য্য অসুরের প্রহারে যম কিঞ্চিৎ
ক্রান্ত হইয়া তাহার স্বন্ধে মস্তক রাখিয়া কিঞ্চিৎ
বিশ্রামের উদ্যোগ করিলেন । অসুর যমরাজকে
শ্রান্তবোধে মহাবেগে উঠাইয়া মহীতলে নিম্পেষণ-
পূর্বক পাণি ও পাকি দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল ।
তাহাতে যমের মুখ হইতে অনর্গল কধির নির্গত
হইতে লাগিল । গ্রসনাসুর তখন যমকে নিজ্জীব
মনে করিয়া পরিত্যাগ করিল এবং জঘোনাসে

স্বকং সৈন্তং সমাসাদ্য তন্তো গিরিরিবাচলঃ ॥ ৬৭ ॥
নাদেন তন্ত গ্রসনস্ত সঙ্ঘো মহায়ুদ্ধেচ্চাঙ্গিতসর্ব-
গাত্ৰাঃ । গতে কৃতান্তে বসুধাং চ নিম্প্রভে চকম্পিরে
কান্দিশিকাঃ সুরান্তে ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে তারকসৈন্তদেবসৈন্তযোর্বোধো যম-
গ্রসনযোর্বুদ্ধবর্ণনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ধনাধিপস্ত জগ্ধেন সান্বৈকৈর্মন্ম-
ভেদিতিঃ । দিশোপক্কাঃ ক্রুদ্ধেন সৈন্তং চাভ্যাদিত-
ভূশম্ ॥ ১ ॥ তদৃষ্টা কন্ম দৈতাস্ত ধনাধ্যক্ষঃ
প্রতাপবান্ । আকর্ণাকৃষ্টচাপস্ত জস্তমার্জো মহাবলম্
॥ ২ ॥ হৃদি বিব্যাধ বাণানাং সহস্রোণ্যিবর্জসাম্ ।
স প্রহস্ত ততো বীরো বাণানামযুতত্রয়ম্ ॥ ৩ ॥ নিযুতঃ
চ তথা কোটিমর্কুদং চাক্ষিপং ক্ষণাৎ । তস্ত তন্নাঘবৎ
দৃষ্টা ক্রুদ্ধো গৃহ মহাগদাম্ ॥ ৪ ॥ ধনাধ্যক্ষঃ প্রচিক্ষেপ
স্বর্গেঙ্গুঃ স্বধনং যথা । মুক্তায়াং চ গদায়াং বৈ

উক্তত সিংহনাদে দেবগণের ত্রাস জন্মাইয়া নিজ
সৈন্তে প্রবেশপূর্বক স্থির গিরিসম বিরাজিত
হইল । রণক্ষেত্রে গ্রসনাসুরের সেইরূপ সিংহনাদ,
সমুখিত হইলে মহায়ুদ্ধপ্রহারে পীড়িতগাত্র দেবগণ,
কৃতান্তকে প্রতাহীন ও বসুধালীন দর্শনে দিক্‌বিদিক্
জানশূন্য হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন । ৬১—৬৮।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—এদিকে ক্রুদ্ধ জস্তাসুর,
মন্মভেদী বাণজাল দ্বারা ধনপতির দিক্‌বিদিক্
আচ্ছাদনপূর্বক অনেক সৈন্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলিল ।
প্রতাপবান্ ধনপতি সেই রণক্ষেত্রে জস্ত দৈত্যের
তাদৃশ কন্ম দেখিয়া কর্ণাস্তাকৃষ্ট শরাসনে অগ্নিসম-
সমুজ্জ্বল সহস্র বাণ দ্বারা জস্তের হৃদয়ে আঘাত
করিলেন । বীর জস্তাসুর তাহাতে হস্তপূর্বক ক্ষণ
মাঝে তিনঅযুত এককোটি একনিযুত ও এক
অর্কুদ বাণ নিক্ষেপ করিল । তাহার সেই ক্ষিপ্ততা
দর্শনে ক্রুদ্ধ ধনাধ্যক্ষ মহাগদা গ্রহণপূর্বক স্বর্গকামী
ব্যক্তির ধনব্যয়বৎ তাহা নিক্ষেপ করিলেন ।
তিনি গদা নিক্ষেপ করিলে প্রলয়কালের স্থায়

নাদোহভূৎপ্রলয়ে যথা ॥ ৫ ॥ ভূতানাং বহুধা বাবা
জজিরে থে মহাভয়াঃ । বায়ুচ স্তুমহাভ্যন্তে
খমায়ামেঘসঙ্কুলম্ ॥ ৬ ॥ সা হি বৈষ্মবগস্তান্তে
ত্রৈলোক্যাভ্যর্চিতা গদা । আয়াস্তীং তাং
সমালোক্য তড়িৎসজ্জাতদৃশাম্ ॥ ৭ ॥ দৈত্যো
গদাবিঘাতার্থং শস্ত্রাষ্টিং মুমোচ হ । চক্রাণি
কুণপান্ প্রাসাঙ্কতগ্রীঃ পট্টিশাংস্তথা ॥ ৮ ॥ পরিঘানুঘলান্
বৃক্ষান গিরীংচ্চাতুলবিক্রমঃ । কণ্ঠীকৃত্য শস্ত্রাণি
তানি সর্বাণি সা গদা ॥ ৯ ॥ কল্লান্তভাকরো
যদ্রূপতদৈত্যবক্ষসি । স তয়া গাঢ়ভিন্নঃ সন্ সঙ্কেন-
কধিরঃ বমন ॥ ১০ ॥ নিপপাত রথাজ্জস্তো বসুধাং
গতচেতনঃ । জস্তং নিপতিতং দৃষ্টা কুজস্তো
ঘোরনিশ্চয়ঃ ॥ ১১ ॥ ধনাধিপস্ত সংক্রুদ্ধো নাদেনা-
পরঘন দিশঃ । চক্রে বাণময়ং জালং শকুন্তস্তেব
পঞ্জরম্ ॥ ১২ ॥ বিচ্ছিদ্য বাণজালং চ মায়াজাল-
মিবোৎকটম্ । মুমোচ বাণানপরাংস্তস্ত যক্ষাধিপো
বলী । চিচ্ছেদ লীলয়া তাংচ দৈত্যাঃ ক্রোধীব
সদৃচঃ ॥ ১৩ ॥ নিফলাংস্তাংস্ততো দৃষ্টা বাণান

প্রাণিগণের মহাভয়ঙ্কর হাহাকার উৎপন্ন হইল ।
বায়ু মহাবেগে চালিত মেঘমালা দ্বারা গগনমণ্ডল
আচ্ছাদন করিল । কুবেরের সেই গদা ত্রিলোকে
বিশেষ প্রসিদ্ধ । উহা তড়িমানার স্থায় অতি
দৃঢ়শূ ; ঐ গদা আপতিত হইতে দেখিয়া অতুল-
বিক্রম জস্তাসুর তাহার প্রতিঘাতার্থ বিবিধ শস্ত্রবর্ষণ
করিতে লাগিল । কিন্তু সেই যুগান্তাদিত্য সদৃশী
গদা, জস্তনিক্ষিপ্ত চক্র, কুণপ, প্রাস, শতগ্রী, পট্টিশ,
পরিঘ, মুঘল, বৃক্ষ ও পর্বতাঙ্গি সমস্তই ব্যর্থ করিয়া
সেই দৈত্যের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল । জস্তাসুর
সেই গদার সুদৃঢ় আঘাতে সঙ্কেন কধির বমন
করিতে করিতে বসুধাতলে পতিত ও চেতনাহীন
হইল । জস্তকে পতিত দেখিয়া ঘোরকর্ণাভিলাষী
কুজস্ত অতি ক্রুদ্ধাচতে সিংহনাদে দিগ্‌মণ্ডল আধুরিত
করিয়া ঈদৃশ বাণজাল বর্ষণ করিল যে, তদ্বারা ধন-
পতি পিঞ্জরগত পক্ষীর স্থায় প্রতীয়মান হইলেন ।
পরে যক্ষপতি বলবান্ কুবের উৎকট মায়াজালবৎ
সেই বাণজাল ছেদন করিয়া তৎপ্রতি বাণজাল
বিস্তার করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ক্রোধী ব্যক্তির
কৃত সদ্ধাক্য নিরাসের স্থায় কুজস্ত অনায়াসে তৎ
সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিল । ১—১৩ । ধনপতি
দেখিলেন—তাঁহার বাণজাল বিফল হইল, তদর্শনে

কুন্দো ধনাবিধিঃ ॥ ১৪ ॥ শক্তিঃ জগ্রাহ তুর্কধঃ । গজঃ পদ্মসরো যথা ॥ ২৪ ॥ লোভয়ামাস বহুধা
 শতঘণ্টামহাস্রমাম্ । প্রেষিতা সা তদা শক্তির্দারয়ামাস তং হৃদি ॥ ১৫ ॥ যথাল্লবোধঃ পুরুষঃ দুঃখঃ
 সংসারসত্ত্ববন্ম । তথাসা হৃদয়ং ভিদ্ধা জগাম ধরণী-
 তলম্ ॥ ১৬ ॥ নিমেষাৎ সৌভতিসংস্কৃত্য দানবো
 দাক্ষণাকৃতিঃ । জগ্রাহ পট্টিশং দৈত্যো গিরীণামপি
 ভেদনম্ ॥ ১৭ ॥ স তেন পট্টিশেনাজৌ ধনদস্তা
 স্তনাস্তরম্ । বাকোন তীক্ষ্ণরূপেণ মর্শ্মাক্ষরবিসর্পিণা
 ॥ ১৮ ॥ নির্ঝিভেদাভিজাতস্ত হৃদয়ং তুর্জুনো যথা ।
 তেন পট্টিশঘাতেন ধনেশঃ পরিমূর্ছিতঃ ॥ ১৯ ॥
 নিষষাদ রথোপস্থে তুর্কচা সূজুনো যথা । তথাগতং
 তু তং দৃষ্ট্বা ধনেশং বৈ মৃতঃ যথা ॥ ২০ ॥ রাক্ষসো
 নিষ্ঠাতির্দেবো নিশাচরবলারুগঃ । অভিহ্রদাব
 বেগেন কুজস্তং ভীমবিক্রমম্ ॥ ২১ ॥ অথ দৃষ্ট্বাভি-
 তুর্কধঃ কুজস্তো রাক্ষসেশ্বরম্ । নোদয়ামাস দৈত্যান স
 রাক্ষসেশ্বরং প্রতি ॥ ২২ ॥ স দৃষ্ট্বা নোদিতাং
 সেনাং প্রবলান্ধাং সুভীষণাম্ । রথাদাপ্লুতা
 বেগেন নিষ্ঠাতি রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥ খজেন
 তীক্ষ্ণধারেণ চর্মপাণিরধাবত । প্রবিশু দানবারীকং

তিনি কুন্দচিত্রে শত ঘণ্টা সমন্বিতা মহাশব্দশালিনী
 এক শক্তি লইয়া তদীয় হৃদয়োদ্দেশে নিক্ষেপ
 করিলেন। ঐ শক্তি যেমন অল্পবুদ্ধি পুরুষ
 সংসারহুঃখে নিমগ্ন হয়, তেমনি সেই দৈত্যের
 হৃদয় ভেদ করিয়া ধরণীতলে পতিত হইল।
 পরন্তু সেই দাক্ষণ দানব, ক্ষণমাত্রেই আশ্র-
 সংবরণ করিয়া এক গিরিভেদনক্ষম পট্টিশ গ্রহণ
 করিল। পরে তুর্জুন যেমন মর্শ্মস্পর্শী তীক্ষ্ণ বাকা
 দ্বারা সস্ত্রাস্ত ব্যক্তির হৃদয় ভেদ করে, সেই দানবও
 তেমনি উক্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া ধনপতির হৃদয়
 বিদ্ধ করিল। ধনেশ্বর সেই পট্টিশপ্রহারে তুর্কাক্য-
 বিদ্ধ সূজনের স্থায় আহত ও মূর্ছিত হইয়া
 রথোপরি পতিত হইলেন। রাক্ষস-দেব নিষ্ঠাতি,
 ধনপতিকে তদবস্থায় মৃতবৎ দেখিয়া নিশাচরগণসহ
 ভীমবিক্রম কুজস্তের প্রতি সবেগে অভিহ্রত
 হইলেন। কুজস্ত, অতি তুর্কধ রাক্ষসেশ্বরকে
 আসিতে দেখিয়া, তদীয় রথের দিকে দৈত্যগণকে
 পরিচালিত করিল। রাক্ষসপতি নিষ্ঠাতি দীর্ঘ
 বর্ষ অশ্রুধারী সুভীষণ দৈত্যসৈন্যগণকে আসিতে
 দেখিয়া সবেগে রথ হইতে ভূতলে অবতরণ করি-
 লেন এবং তীক্ষ্ণধার খজা ও চর্ম ধারণপূর্বক
 তীক্ষ্ণধার খজা ও চর্ম ধারণপূর্বক

বিনিকৃত্য সহস্রশঃ । চিচ্ছেদ কাংশ্চিতশো বিভেদাশ্চান
 বরারিনা ॥ ২৫ ॥ সন্দষ্টৌষ্ঠমুখৈঃ পৃথ্বীং দৈত্যানাং
 সৌভতাপুরয়ৎ । ততো নিঃশেষিতপ্রায়াং বিলোক্য
 স্বাং চমুং তদা ॥ ২৬ ॥ যুত্বা ধনপতিং দৈত্যঃ কুজস্তো
 নিষ্ঠাতিং যযৌ । লক্ষসংক্রান্ত জন্তোহপি ধনাধ্যক্ষ-
 পদারুগান ॥ ২৭ ॥ জীবগ্রাহং স জগ্রাহ বন্ধা পাশৈঃ
 সহস্রধা । মূর্ত্তিমন্তি চ রত্নানি পদ্মাদীংশ্চ নিধীংস্তথা
 ॥ ২৮ ॥ বাহনানি চ দিব্যানি বিমানানি চ সর্বশঃ ।
 ধনেশো লক্ষসংক্রান্ত তামবস্থাং বিলোক্য সঃ ॥ ২৯ ॥
 নিষসন্ দীর্ঘমুখঃ চ রোষাত্তাত্তবিলোচনঃ । ধাত্বাহ্বাং
 গারুড়ং দিবাং বাণং সন্ধায় কার্ষুকৈ ॥ ৩০ ॥
 যুমোচ দানবারীকে তং বাণং শত্রুদারণম্ ।
 প্রথমং কার্ষুকং তস্ত বহির্জালমদৃশ্যত ॥ ৩১ ॥
 নিশ্চেকর্বিষ্ফুলিঙ্গানাং কোটয়ো ধনুযস্তথা । ততো
 জালাকুল বোম চক্রে চাপ্ সমস্ততঃ ॥ ৩২ ॥
 তদস্থঃ সহসা দৃষ্ট্বা জন্তো ভীমপরাক্রমঃ । সংবর্ত্তং
 নুমুচে তেন প্রশান্তং গারুড়ং তদা ॥ ৩৩ ॥ ততস্তং

সেই দৈত্যসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি তাহা
 আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। নিষ্ঠাতি খজাঘাতে
 কাহাকে ছেদন এবং কাহাকে বা ভেদন করিতে
 লাগিলেন। তখন যুত্বাগ্রস্ত সন্দষ্টৌষ্ঠপুট দৈত্যগণ
 দ্বারা সেই রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কুজস্ত
 দানব তখন নিজ সৈন্য নিঃশেষপ্রায় দর্শনে ধন-
 পতিকে পরিত্যাগপূর্বক নিষ্ঠাতির সমীপস্থ হইল।
 ইতাবসরে জন্তাসুর সচেতন হইয়া সহস্র সহস্র
 পরবীরকে পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্বক মৃতপ্রায় করিয়া
 বন্দী করিতে লাগিল। সেই দৈত্য তখন শত্রু-
 পক্ষীয় মূর্ত্তিমান পদ্মাদি নিধি, রত্নরাজি-দিব্য
 বাহন ও বিমানসমূহ আয়সাৎ করিল। এই সময়ে
 ধনেশ্বর সংজ্ঞা লাভ করিয়া তদবস্থা দর্শনে দীর্ঘোক্ত
 নিষ্ঠাস পরিত্যাগপূর্বক রোষরক্তনেত্রে ধ্যান
 করিয়া শরাসনে শত্রুদারণক্ষম দিব্য গারুড় বাণ
 সন্ধান ও দৈত্য সৈন্যে নিক্ষেপ করিলেন। এই
 অস্ত্র নিক্ষেপ কালে প্রথমে দেখা গেল—তাহার ধনু
 বহির্জালাময় হইল; পরে তাহা হইতে কোটি কোটি
 বিষ্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; অনন্তর আকাশ-
 তল জালামালায় সমাকুল হইয়া গেল। ১৪—৩২।
 ভীমপরাক্রম জন্তাসুর সেই অস্ত্র দেখিয়া সহসা
 সংবর্ত্তান নিক্ষেপ করিল; তাহাতে সেই গারুড়

দানবো দৃষ্টা কুবেরং রোষবিস্মলঃ । অভিহুতাব
বেগেন পদাতির্ধনদং নদন্ ॥ ৩৪ ॥ অথাভিমুখমাস্তাং
দৈত্যং দৃষ্টা ধনাধিপঃ । বভূব সন্ত্রমাবিষ্টঃ পলায়ন-
পরায়ণঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ পলায়তস্তস্মৈ মুকুটো রত্ন-
মণ্ডিতঃ । পপাত ভূতলে দীপ্তো রবিবিস্মমিবাস্বরাং ॥
৩৬ ॥ যক্ষাণামভিজাতানাং ভগ্নং প্রববৃতে রণাং ।
মৰ্ত্তুং সংগ্রামশিরসি যুক্তং নো ভূষণায় তং ॥ ৩৭ ॥
ইতি ব্যবস্ত তুর্কী নানাশস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ । যুধুংসবস্তথা
যক্ষা মুকুটং পরিবার্ধা তে ॥ ৩৮ ॥ অভিমানধনা
বীরা ধনদস্ত পদানুগাঃ । তানমধাচ্চ সম্প্রেক্ষ্য
দানবশচণ্ডপৌরুষঃ ॥ ৩৯ ॥ ভুশুণ্ডীং ভীষণাকারাং
গৃহীত্বা শৈলগোরবাম্ । রক্ষিণো মুকুটস্থান
নিষ্পিপেষ নিশাচরান্ ॥ ৪০ ॥ তান্ প্রমথ্যাত নিযুতং
মুকুটং তং স্বকে রথে । সমারোপ্যামররিপুর্জিত্বা
ধনদমাহবে ॥ ৪১ ॥ ধনানি চ নিধীন গৃহ্য স্বসৈন্তেন
সম্যবৃতঃ । নাদেন মহতা দেবান্ দ্রাবয়ামাস সর্বশঃ ॥
৪২ ॥ ধনদোহপি ধনং সর্বং গৃহীতো মুক্তমুর্দ্ধজঃ ।
পদাতিরেকঃ সন্ত্রস্তঃ প্রাপ্যৈবং দীনবৎ স্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥

প্রশান্ত হইয়া গেল । অতঃপর জম্ভাসুর রোষ-
বিস্মল-চিত্তে কুবেরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সিংহ-
নাদ-সহকারে পদব্রজে সবেগে ধাবিত হইল ।
ধনপতি, সেই জম্ভাকে তাদৃশভাবে অভিমুখে
আসিতে দেখিয়া ভীতচিত্তে পলায়ন-পরায়ণ
হইলেন । তখন পলায়ন-বেগে তদীয় রত্নমণ্ডিত
দীপ্ত মুকুট নভোমণ্ডল হইতে রবিবিস্মবৎ ভূতলে
পতিত হইল । ধনদেয় অনুচর যক্ষগণ অভি-
মানী ও তুর্কী ; তাহারা “মহাযুদ্ধে মরণও শ্রেয়ঃ,
পরন্তু রাজমুকুট শত্রুহস্তগত হইলে সে অপমান
অসহ” ; ইহা ভাবিয়া নানা শস্ত্রাস্ত্র গ্রহণপূর্বক
যুদ্ধাভিলাষে সেই মুকুট বেগে করিয়া অর্বাণ্ডিত
হইল । প্রচণ্ড পৌরুষশালী জম্ভাসুর রোষরক্তনেত্রে
তাহাদিগকে অবলোকনপূর্বক এক শৈলনম গুরু-
তর ভীষণ ভুশুণ্ডী লইয়া মুকুটরক্ষীদিগকে নিষ্পিষ্ট
করিতে লাগিল । অমররিপু জম্ভাসুর, সেই মুকুট-
রক্ষী যক্ষগণের প্রায় অযুত ব্যক্তিকে মথিত করিয়া
মুকুটখানি নিজ রথোপরি তুলিয়া লইল এবং ধন-
পতির পরাজয়ে তদীয় ধনসমূহ ও নিধিসকল গ্রহণ-
পূর্বক নিজসৈন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া দারুণ সিংহনাদে
সমস্ত দেবগণকে বিদ্রাবিত করিল । ৩৩—৪২ ।
তখন ধনপতি মুক্তকেশে পদব্রজে দেবদলমধ্যে
প্রবেশ করিলেন এবং শত্রু কর্তৃক হৃতসর্বস্ব হওয়ায়

কুজন্তেনাথ সংসক্তো রজনীচরনন্দনঃ । মাহামোঘা-
মাত্রিত্য তামসীং রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ মোহয়ামাস
দৈত্যেন্দ্রং জগৎকৃত্বা তমোময়ম্ । ততো বিকল-
নেত্রাণি দানবানাং বলানি চ ॥ ৪৫ ॥ ন শেকুচলিতুং
তত্র পদাদপি পদং তদা । ততো নানাস্তবর্ষণে দান-
বানাং মহাচমুঃ ॥ ৪৬ ॥ জঘান নিখতির্দেবস্তমসা
সংবৃত্তা ভূশম্ । হস্তমানেষু দৈত্যেষু কুজন্তে
মুটচেতসি ॥ ৪৭ ॥ মহিষো দানবেন্দ্রস্ত কল্লাস্তা-
স্তোদসগ্নিভঃ । অস্ত্রং চকার সাবিত্রমুদাসত-
মণ্ডিতম্ ॥ ৪৮ ॥ বিজৃম্বতাত সাবিত্রে পরমাত্মে
প্রতাপিনি । প্রণাশমগমতীত্রং তমো ঘোরমনস্তরম্ ॥
৪৯ ॥ ততোহস্তবিফুলিঙ্গাকং তমঃ শুক্রং ব্যজায়ত ।
প্রোৎফুল্লারূপদ্যোঘং শরদীবামলং সরঃ ॥ ৫০ ॥
ততস্তমসি সংশাস্তে দৈত্যেন্দ্রাঃ প্রাপ্তচক্ষুঃ ।
চক্ৰঃ কুরেণ তমসা দেবানীকং মহাভূতম্ ॥ ৫১ ॥
অথাদায় ধনুর্ঘোরমিষু চাশীবিষোপমম্ । কুজন্তো-
হধাবত ক্ষিপ্ৰং রক্ষোদেববলং প্রতি ॥ ৫২ ॥
রাক্ষসেন্দ্রস্তথায়ান্তঃ দৃষ্টা তং স পদানুগাঃ । বিব্যাধ
নিশিতৈবানৈঃ কালাশনিসমস্থনৈঃ ॥ ৫৩ ॥ নাদানং

দীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এদিকে
রাক্ষসেশ্বর নিখতিদেব কুজন্তের সহিত যুদ্ধ
করিতেছিলেন । তিনি অমোঘা তামসী মাহা
বিস্তার করিয়া রণস্থল তমোময় করিয়া ফেলিলেন ।
তাহাতে তখন দানবগণের দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া গেল !
দানববল পদমাত্রও চলিতে সক্ষম হইল না । তখন
নিখতিদেব বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ দ্বারা অন্ধকারাবৃত
সেই দানবসৈন্তগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগি-
লেন । কুজন্তকে মোহাচ্ছন্ন ও দানবসৈন্তগণকে
হাস্যমান দেখিয়া কল্লাস্তকালীন মেঘসম দানবেন্দ্র,
মহিষী উদাসমূহ-মণ্ডিত সাবিত্র অস্ত্র নিক্ষেপ
করিল । সেই প্রতাপশালী উত্তম সাবিত্র অস্ত্র
প্রকাশ পাইলে অবিলম্বে সেই তীব্র তমোরাশি
প্রনষ্ট হইয়া গেল ; অস্ত্রবিফুলিঙ্গময় গগনমণ্ডল
তখন প্রোৎফুল্ল রক্ত-পদ্ম-মণ্ডিত শরৎকালীন
স্বচ্ছ সরোবরবৎ শুভ্রাকার ধারণ করিল । তমঃ-
সংবৃত্ত দানবেন্দ্রগণ, অন্ধকার অপসারিত হওয়ার
দর্শনশক্তি লাভ করিয়া ক্রুরভাবে অদ্ভুতরূপে
দেবগণকে আক্রমণ করিল । কুজন্তাসুর তখন
ঘোর শরাসন ধারণ ও সর্গসম বাণ গ্রহণপূর্বক
নিখতিদেবের সৈন্তদলের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবিত
হইল । রাক্ষসপতি তাহাকে তদৃশভাবে আগম

ন চ সন্ধানং ন মোক্ষো বাস্তু লক্ষ্যতে । চিচ্ছেদোগ্রৈঃ
শরভ্রাতৈস্তাহরানতিলাঘবাৎ ॥ ৫৪ ॥ ধ্বজং শরেণ
তীক্ষ্ণেন নিচকর্তামরদ্বিষঃ । সারথিঃ চাস্ত্র ভল্লেন
রথনীড়াদপাহরৎ ॥ ৫৫ ॥ কালকল্লেন বাণেন তঞ্চ
বক্ষস্তাভয়ৎ । স তু তেন প্রহারেণ চকম্পে
পীড়িতো ভূশম্ ॥ ৫৬ ॥ দৈত্যোস্ত্রো রাক্ষসেন্দ্রেণ
কিতিকম্পে নগো যথা । স যুহুর্ভাৎ সমাশ্বাস্ত মদ্রা
তং দুর্জয়ং রণে ॥ ৫৭ ॥ পদাতিরাসাদ্যা রথং
রক্ষো বামকরেণ চ । কেশেযু নিখতিং গৃহ্য
জানুনাক্রম্য চ স্থিতঃ ॥ ৫৮ ॥ ততঃ খড়্গেন চ
শিরশ্ছেদুর্মৈচ্ছদমর্ষণঃ । ততঃ কলকলো জজ্ঞে
দেবান্যাম্ স্তমহাংস্তদা । কুজস্ত্রস্ত্র বশং প্রাপ্তং দৃষ্ট্বা
নিখতিমাহবে ॥ ৫৯ ॥ এতস্মিন্নন্তরে দেবো বক্রণঃ
পাশভূদ্রুতঃ । পাশেন দানবেন্দ্রেস্ত্র ববন্ধাশু ভূজ-
হ্রয়ম্ ॥ ৬০ ॥ ততো বন্ধভূজং দৈত্যাং বিকলী-
কৃতপৌরুষম্ । তাড়য়ামাস গদয়া দয়ামুৎসৃজ্য
পাশভূৎ ॥ ৬১ ॥ স তু তেন প্রহারেণ শ্রোতোভিঃ

করিতে দেখিয়া নিজ অশুচরগণ সহ কালাশনিসম
শব্দশালী নিশিত বাণজালে বিদ্ধ করিতে লাগি-
লেন । তৎকালে তাহার বাণসমূহের গ্রহণ সন্ধান
পরিত্যাগ, কিছুই লক্ষ্য হইল না । তিনি অতি
ক্লিষ্টতাবশে দৈত্যনিক্ষিপ্ত বণাজাল ছেদন
করিয়া তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা কুজস্ত্রের ধ্বজ ছেদন করি-
লেন এবং পরে ভল্লপ্রহারে তদীয় সারথিকে রথ-
পৃষ্ঠ হইতে পাতিত করিলেন । রাক্ষসেন্দ্র আর
একটা কালকল্ল বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে
তদীয় বক্ষঃস্থল আহত হইল । দৈত্যপতি কুজস্ত্র
সেই প্রহারে অতিকাতর হইয়া ভূকম্পকালীন
দুষ্কের স্তায় কম্পিত হইতে লাগিল । পরে অতি
ক্রোধী দৈত্যপতি কলকালান্তে আশ্রয় হইল এবং
রাক্ষসপতিকের রণে দুর্জয় মনে করিয়া ক্রতপদ-
ব্রজে নিখতির রথে আরোহণ করিল এবং তদীয়
কোশাক্ষণপূর্বক নিখতিদেবকে জানুদ্বারা আক্র-
মণ করিয়া ঋগুদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদনে সমুদাত
হইল । তখন রণস্থলে নিখতিদেবকে কুজস্ত্রের
ঘনীভূত দর্শনে দেবগণ মধ্যে মহান কোলাহল
আরম্ভ হইল । ইত্যবসরে পাশধারী বক্রণদেব পাশ-
দ্বারা কুজস্ত্র দানবের বাহুদ্বয় বন্ধন করিয়া কেলি-
লেন । পরে সেই বিকলপৌরুষ বন্ধভূজ দৈত্যকে
রাক্ষসদেব গদা দ্বারা নির্দয়রূপে তাড়ন করিলেন ।
কুজস্ত্র সেই প্রহারে মুখ-নাসিকাদি ছিন্ন দ্বারা কথির

কতজং শবন্ । দধার কালমেঘস্ত্র রূপং বিহ্যস্ততা-
ভূতম্ ॥ ৬২ ॥ তদবস্থাগতং দৃষ্ট্বা কুজস্ত্রং মহিষা-
সুরঃ । ব্যাবৃদ্ধবদনারাবো ভোক্তুমৈচ্ছৎ সুরাবুভৌ ॥
৬৩ ॥ নিখতিং বক্রণকৈব তীক্ষ্ণদংষ্ট্রোৎকটাননঃ ।
তাবতিপ্রায়মলোক্য তস্ত্র দৈত্যস্ত্র দৃষিতম্ ॥ ৬৪ ॥
তাক্ষা রথাবুভৌ ভীতো পদাতী প্রজ্ঞতো জ্ঞতম্ ।
জগ্মতুর্মহিষাভীতো শরণং পাকশাসনম্ ॥ ৬৫ ॥
ক্রুদ্ধোহথ মহিষো দৈত্যো বক্রণং সমুপাদ্রবৎ ।
তমন্তকমুখাসন্নমালোক্য হিমদীধিতিঃ ॥ ৬৬ ॥ চক্রে
শস্ত্রং বিসৃষ্টং হি হিমসজ্বাতমুদ্বগম্ । বায়বাং
চাক্রমতুলং চলচ্চক্রে দ্বিতীয়কম্ ॥ ৬৭ ॥ বায়ুনা তেম
চণ্ডেন সংশ্লেক্ষেণ হিমেণ চ । মহাহিমনিপাতেন
শনৈশ্চলপ্রণোদিতৈঃ ॥ ৬৮ ॥ গাভ্রাণ্যাসুর-
সৈন্তানামদহন্ত সমন্ততঃ । ব্যথিতা দানবাঃ সর্বে
শীতচ্ছাদিতপৌরুষাঃ ॥ ৬৯ ॥ ন শেকুশ্লিতুং তত্র
নাস্ত্রাণ্যাদাতুমেব চ । মহিষো নিস্প্রযত্নশ্চ শীতেনা-
কম্পিতাননঃ ॥ ৭০ ॥ অংসমানিহ্র্য পানিত্যামুপবিষ্টো
হধোমুখঃ । সর্বে তে নিস্প্রতীকারা দৈত্যাশ্চল্লমসা
জিতাঃ ॥ ৭১ ॥ রণেচ্ছাং দূরতস্ত্যক্তা তস্মুস্তে

বমন করিতে লাগিল । তাহাতে সে তখন তড়িঘালা-
মণ্ডিত কালমেঘের সাদৃশ্য ধারণ করিল । কুজস্ত্রকে
তদবস্থা দর্শনে মহিষাসুর উৎকট দশনযুক্ত বদন
বিস্তার করিয়া নিখতি ও বক্রণ এই সুরযুগলকে
গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল । তাঁহারা
উভয়ে সেই দানবের দুর্ভিতপ্রায় বুকিতে পারিয়া
ভীতচিত্তে রথপরিত্যাগপূর্বক পদব্রজে ক্রতবেগে
পলাইয়া গিয়া পাকশাসন মহেন্দ্রের শরণাপন্ন হই-
লেন । কিন্তু মহিষদৈত্য তখনও বক্রণের প্রতি
ধাবিত হইল । হিমাকরণ চল তখন বক্রণকে অন্তক-
মুখে প্রবিষ্ট প্রায় মনে করিয়া হিমসজ্বাতময় অতুলনীয়
অস্ত্র নিক্ষেপপূর্বক বায়বা নামক অপর এক অল্পপম
অস্ত্র প্রক্ষেপ করিলেন । চল্লানিক্ষিপ্ত সেই প্রচণ্ড রাক্ষ
বায়ু ও দাক্ষ হিমপাতদ্বারা অসুরগণের গাত্র সকল
দগ্ধপ্রায় ও শীতে জড়ীভূত হইতে লাগিল । তাহাতে
দানবগণ আর পৌরুষপ্রকাশে সমর্থ হইল না,
তাহারা অস্ত্রগ্রহণ, এমন কি গমনাগমনেও অক্ষম হইয়া
পড়িল । মহিষাসুর শীতকম্পিতমুখে হস্তদ্বয় দ্বারা
অংশদেশ অ লহনপূর্বক অধোমুখে বসিয়া পড়িল ।
অসুরগণ তখন চল্লাস্ত্রের প্রতিকারোপায় না পাইয়া
পরাজিতভাবে যুদ্ধেচ্ছা পরিত্যাগপূর্বক জীবিতা-
কাঙ্ক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল । ৪০—৭১। দৈত্য-

জীবিতার্থিনঃ ॥ ৭২ ॥ তজ্জীবীং কালনেমিদৈত্যান্
ক্রোধবিদীপিতঃ । ভোভোঃ শৃঙ্গারিণঃ কুরাঃ
সর্বশস্ত্রাপারগাঃ । একৈকোহপি জগৎ ক্লমং
শস্ত্রলয়িতুং ভুজৈঃ ॥ ৭৩ ॥ একৈকোহপি ক্রমো
গ্রাসং জগৎ সর্বং চরাচরম্ । একৈকস্তাপি পর্যাপ্তা
ন সর্বৈহপি দিবৌকসঃ ॥ ৭৪ ॥ কিঙ্কন্তনয়নাস্চৈব
সমরে পরিনির্জিতাঃ । ন যুক্তমেতচ্চুরাণাং বিশেষা-
দৈত্যজয়নাম্ ॥ ৭৫ ॥ রাজ্ঞশ্চ তারকস্তাপি দর্শয়িষ্যথ
কিং মুখম্ । বিরতানাং রণাচ্চাসৌ ক্রুদ্ধঃ প্রাণান্
হরিস্যতি ॥ ৭৬ ॥ ইতি তে প্রোচ্যমানাপি নোচুঃ
কিঞ্চিন্মহাসুরাঃ । শীতেন নষ্টকৃত্যো ভ্রষ্টবাক্যশ্চ
তে তথা ॥ ৭৭ ॥ মুকাস্থখাভবন দৈত্যা মৃতকল্পা
মহারণে । তান্ দৃষ্ট্বা নষ্টচেতস্কান্ দৈত্যাঙ্কীতেন
পীড়িতান্ ॥ ৭৮ ॥ মহা কালক্রমং কার্য্যং কালনেমি-
র্মহাসুরঃ । আশ্রিত্য দানবীং মায়াং বিতত্য চ
মহাবপুঃ ॥ ৭৯ ॥ পূরয়ামাস গগনং দিশো বিদিশ
এব চ । নিশ্চয়মে দানবেল্লোহসৌ শরীরে ভাস্করা-
মৃতম্ ॥ ৮০ ॥ দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব পূরয়ামাস

দলের একরূপ অবস্থা ঘটিলে কালনেমি দানব ক্রোধ-
বিদীপিত হইয়া দৈত্যগণকে কহিতে লাগিল,—ভো
ভো বেশভূষাধর সর্বশস্ত্রাপারগ কুর অসুরগণ !
তোমরা এক এক জনেই বাহুবীৰ্য্যে এই সমগ্র
জগৎ উত্তোলিত করিতে সক্ষম ; এক এক জনেই
তো চরাচর জগৎ গ্রাস করিতে পার । এই দেব-
গণ তোমাদের এক এক জনেরও পর্যাপ্ত প্রতি-
দ্বন্দ্বী নহে । তবে তোমরা কি জন্ত সমরে নিজিত
হইয়া সঙ্কটনয়নে অবস্থান করিতেছ ? ইহা বীর-
গণের—বিশেষতঃ দৈত্যগণের পক্ষে উপযুক্ত নহে ।
তোমাদের রাজা তারকাসুর ; তাঁহাকেই বা কিরূপে
তোমরা মুখ দেখাইবে ! তোমাদিগকে যুদ্ধ হইতে
বিরত দেখিয়া তিনি ক্রোধবশে তোমাদের প্রাণদণ্ড
করিবেন । কালনেমি এরূপ কহিলেও মহাসুরগণ
কোন উত্তর করিল না । শীতে তাহাদিগের শ্রবণ-
শক্তি বিনষ্ট ও বাক্যশক্তি ভ্রষ্ট হইয়াছিল ; তাহারা
রণস্থলে তখন মুক ও মৃতকল্প হইয়াছিল । মহাসুর
কালনেমি, দৈত্যগণকে শীতপীড়নে নষ্টচেতন
দেখিয়া তৎকালোচিত কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে
দানবী মায়া আশ্রয় করিল । সেই দানবেল্ল, স্বীয়
দেহ বিস্তারপূর্ব্বক দিগ্বিদিক্ আচ্ছাদন করিয়া
কেলিল । পরে নিজ শরীরে অযুত ভাস্কর সৃষ্টি
করিয়া শাবকোৎপাদনপূর্ব্বক দিগ্বিদিক্ পরি-

পাবকৈঃ । ততো জ্বালাকুলং সর্বং ত্রৈলোক্যম-
ভবৎ কণাৎ ॥ ৮১ ॥ তেন জ্বালাসমূহেন হিমাংগ-
রগমদ্রুতম্ । ততঃ ক্রমেণ বিভ্রষ্টশীতহর্দিন-
মাবভৌ ॥ ৮২ ॥ তদ্বলং দানবেল্লোহাং মায়া
কালনেমিনঃ । তদৃষ্ট্বা দানবানীকং লঙ্কসংজ্ঞং দিবা-
করঃ । উবাচাক্রণমত্যর্থঃ কোপরক্তান্তলোচনঃ ॥
৮৩ ॥ দিবাকর উবাচ । নয়াক্রণ রথং শীঘ্রং কাল-
নেমিরথো যতঃ ॥ ৮৪ ॥ বিমর্দে তত্র বিসমে ভবিতা
ভূতসঙ্কয়ঃ । জিত এষ শশাকোহথ বয়ং যদ্বল-
মাশ্রিতাঃ ॥ ৮৫ ॥ ইত্যুক্তশ্চোদয়ামাস রথং গরুড়-
পূর্ব্বজঃ । রথে স্থিতোহপি তৈরনৈঃ সিতচামর-
ধারিভিঃ ॥ ৮৬ ॥ জগদীপোহথ ভগবান্ জগ্ৰাহ
বিততং ধনুঃ । শরৌঘো বৈ পাণ্ডুপুত্র কিপ্রমাসী-
দ্বিস্যতিঃ ॥ ৮৭ ॥ শব্দরাস্ত্রেণ সঙ্কায় বাণমেকং
সসজ্জ হ । দ্বিতীয়ং চেল্লজালেনাযোজিতং প্রমুখোচ
হ ॥ ৮৮ ॥ শব্দরাস্ত্রং কণাচ্চক্রে তেষাং রূপবিপর্য্যয়ম্ ।
দেবানাং দানবঃ রূপং দানবানাঞ্চ দৈবিকম্ ॥ ৮৯ ॥

পূরিত করিয়া দিল । তাহাতে তখন কণকাল
মধ্যেই সমস্ত ত্রৈলোক্য জ্বালামালায় আকুল
হইয়া পড়িল ৷ ৭২—৮১ ৷ সেই জ্বালাপীড়িত হিমাংগ-
দেব জ্বতবেগে পলায়ন করিলেন । সুতরাং কাল-
নেমির মায়াপ্রভাবে সেই দানবসৈন্য ক্রমশঃ
শীতক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রকাশ
পাইতে লাগিল । দিবাকর দেব তখন সেই দানব-
সৈন্যগণকে প্রাপ্তচেতন দেখিয়া অত্যন্ত কোপরক্ত-
নেত্রে অক্রণকে কহিলেন,—হে অক্রণ ! তুমি শীঘ্র
কালনেমির রথসমীপে আমার রথ লইয়া চল । ঐ
স্থানে বিষম যুদ্ধে প্রাণিগণের মহান্ সঙ্কয় ঘটিবে ।
ঐহার সামর্থ্য আমাদিগের আশ্রয় স্বরূপ, সেই
শশাকও পরাজিত হইয়াছেন । গরুড়াগ্রজ অক্রণ
এই কথা শুনিয়া স্বেতচামরধারী অশ্বগণদ্বারা সেই
দিকে রথচালনা করিলেন । জগতের দীপরূপী
ভগবান্ সূর্য্য সেই রথে থাকিয়া ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক
তাহাতে বাণ-যোজনা করিলেন । তাঁহার বাণ
সকল বিষম তীব্রপ্রভাব । তিনি শব্দরাস্ত্র মন্ত্রে
অভিমন্ত্রিত করিয়া একটি বাণ সঙ্কান করিলেন ।
পরে আবার আর একটি বাণ ইন্দ্রজাল মন্ত্রে
অভিমন্ত্রিত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন । শব্দ-
রাস্ত্রে দৈত্যগণের কণকাল মধ্যেই রূপবিপর্য্যয়
ঘটিল,—দেবগণ দানবমূর্ত্তি এবং দানবগণ

মহা পুরান স্বকানৈব জয়ে ঘোরাস্ত্রলাঘবাৎ ।
কালনেমী ক্রবাবিষ্টঃ কৃতান্ত ইব সজ্জয়ে ॥ ১০ ॥
কাংশিৎ খজেন তীক্ষ্ণেন কাংশিয়ারাচরুষ্টিভিঃ ।
কাংশিদগদাভিঘোরভিঃ কাংশিছোটৈঃ পরশধৈঃ ॥
১১ ॥ শিরাসি কেশাঞ্চিদপাতয়দ্রুধাদ্ভুজাংস্তথা
সারথীংশ্চোগ্রবেগান্ । কাংশিৎ পিপেযাথ রথশ্চ
বেগাৎ কাংশিতথাত্যক্তমুষ্টিপাতেঃ ॥ ৮২—৯২ ॥

ইতি শ্রীকাল্লে তারকসৈন্তদেবসৈন্তয়োযুদ্ধবর্ণনঃ
নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । কালনেমী ক্রবাবিষ্টস্তেযাং রূপং
ন বুদ্ধবান । ততো নিমিঞ্চ দৈত্যৈঃ মহা
দেবাঃ মহাজবাঃ ॥ ১ ॥ কেশেবু গৃহ্য তং বীরঃ
চক্ৰ চ ননাদ চ ! ততো নিমিরবাস্তেদংকালনেমিঃ
মহাবলম্ ॥ ২ ॥ অহং নিমিঃ কালনেমে সূতং মহা
বধস্য মা । ভবতা মোহিতেনাজৌ দেবান্মহাসুরাঃ

দেবযুষ্টি ধারণ করিল। তখন ক্রোধাবিষ্ট
কালনেমি দ্রুতবেগে ঘোর অস্ত্রপাত দ্বারা,
দেবতা মনে করিয়া স্বীয় সৈন্তগণকেই নিহত করিতে
লাগিল। সে কতকগুলিকে খজাপাত দ্বারা, কত-
গুলিকে নারাচরুষ্টি দ্বারা, কতগুলিকে ঘোর গদা-
পাত দ্বারা এবং কতগুলিকে দারুণ পরশধ্ব দ্বারা
নিহত করিল। তদীয় অস্ত্রাঘাতে কাহারও কাহারও
মস্তক রথ হইতে পতিত হইল, কাহারও কাহারও
বাহু ছিন্ন হইল, কাহারও দ্রুতগামী সারথি বিনষ্ট
হইল এবং কেহ তাহার উগ্রবেগে ও কেহ কেহ
অদ্ভুত যুষ্টিগাঘাতে নিপাতিত হইল। ৮২—৯২ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮ ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—রোষাবিষ্ট কালনেমি এইরূপ
বিপর্যয়, কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে দৈত্য-
শ্রেষ্ঠ নিমিকে দেবতা মনে করিয়া তদীয় কেশাকর্ষণ
করিতে করিতে সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন
নিমি সেই মহাবল কালনেমিকে কহিল,—হে কাল-
নেমি ! আমি নিমি,—আপনার পুত্র । আমাকে বধ
করিতে পার না। আপনি যুদ্ধে মোহিত হইয়া দেবতা-

স্বকাঃ ॥ ৩ ॥ সুরৈঃ সুরজ্জয়াঃ কোট্যো নিহতা দশ
বিদ্ধি তৎ । সর্কাস্ত্রবারণং মুঞ্চ ব্রাহ্মমস্তং স্বরাধিতঃ ॥
২ ॥ স তেন বোধিতো দৈত্যো মুক্তা তং সম্মাকুলঃ ।
বাণং ব্রহ্মাস্ত্রবিহিতং মুমোচ স্বরাধিতঃ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মাস্ত্রং
তৎপ্রজজ্ঞান ততঃ খে সুমহাদুতম্ । দেবানাং
চাভবৎ সৈন্তং সর্বমেব ভয়াকুলম্ ॥ ৬ ॥ শম্বরাস্ত্রং
ততঃ শান্তং ব্রাহ্মপ্রতিহতং তদা । তস্মিন্ প্রতিহতে
হস্ত্রে সংক্রুদ্ধো ভাস্করঃ প্রভুঃ ॥ ৭ ॥ মহেন্দ্রজালমা-
স্থায় চক্রে স্বাং ভীষণাং তনুম্ । বিস্কুর্জৎকরসজ্জাত-
সমাক্রান্তজগদ্রয়ঃ ॥ ৮ ॥ ততাপ দানবানীকং
গলন্মজ্জাতুত্রিশোণিতম্ । চক্ষুঃষি দানবেন্দ্রাণাং
চকারাকানি স প্রভুঃ ॥ ৯ ॥ গজানামগলমেদঃ
পেতুশ্চাপি রথা ভুবি । তুরঙ্গমাঃ শ্বসন্তশ্চ ঘর্ম্মান্তা
রথিনোহপি চ ॥ ১০ ॥ ইতশ্চৈতশ্চ সলিলং প্রার্থয়ন্ত-
স্তথা তুরাঃ । গিরিদ্রোণীশ্চ পাদাশ্চ গিরীণাং গহনানি
চ ॥ ১১ ॥ তেষাং প্রার্থয়তাঃ শীঘ্রমন্তোন্তঞ্চ বিসর্পি-
ণাম্ । দাবাগ্নিরজলভীষো ঘোরো নির্দম্পাদপঃ ॥
১২ ॥ তোয়ার্থিনঃ পুরো দৃষ্টৌ তোয়ং কল্লোলমানিতম্ ।

বোধে দশকোটি নিজ সৈন্ত নিহত করিয়াছেন।
জানিবেন,—এ সমস্ত অসুরসৈন্তই সুরগণের অজেয়
ছিল। যাহা হউক, আপনি স্বরাসহকারে সর্কাস্ত্র-
নিবারক ব্রহ্মাস্ত্র তাগ করুন। নিমির কথায় দৈত্য
কালনেমি ব্যস্তভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া
ব্রহ্মাস্ত্রমস্ত্রে অভিমুখিত একবাণ নিক্ষেপ করিল। সেই
মহাদুত ব্রহ্মাস্ত্র গগনমণ্ডলে প্রজ্জলিত হইল; তাহাতে
দেবসৈন্তদল ভয়াকুল হইয়া পড়িল। তখন ব্রহ্মাস্ত্রের
প্রভাবে শম্বরাস্ত্র প্রতিহত হইল। তাহা দেখিয়া
প্রভু ভাস্কর, মহেন্দ্র জালাবলঘনে স্বীয় শরীরকে
ভীষণাকারে পরিণত করিলেন। তদীয় সমুজ্জল
কিরণরাজ দ্বারা ত্রিজগৎ আক্রান্ত হইয়া পড়িল।
দানবগণের চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। তাহাদিগের
রক্ত, মজ্জা ও গ্রাস্তি পর্যন্ত খসিয়া পড়িতে লাগিল।
গজ সমূহের মেদঃক্ষরণ হইতে লাগিল। রথ সকল
ভূপতিত হইতে লাগিল। তুরঙ্গ ও রথিগণ ঘর্ম্মান্ত-
কলেবরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তৃণাবশে
কাতর হইয়া ইতস্ততঃ পানীয়পান কামনায় ছুটাছুটি
করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই পর্বতের পাদ-
দেশ, দ্রোণী ও গুহাদির আশ্রয় লইবার জন্য দ্রুত-
বেগে পরস্পরকে আহত করিয়াই ধাবিত হইতে
লাগিল। ঘোর দাবাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া পাদপাদি
দাহজব্য সকল দহ করিতে লাগিল। জলাধী-

পুরাণিতমপি প্রাপ্তং ন শেকুরূপসাদিতুম্ ॥ ১৩ ॥
অপ্রাপ্য সলিলং ভূমাবভ্যাসে ক্রতমেব তে ।
তত্র তত্র ব্যদৃশন্ত মৃত্যু দৈত্যৈশ্বর্য ভুবি ॥ ১৪ ॥
রথ্য গজাশ্চ পতিতাস্তরঙ্গাশ্চ শ্রমাবিতাঃ । স্থিতা
বমন্তো ধাবন্তো গলদ্রুতবসাস্রজঃ ॥ ১৫ ॥ দানবানাং
কোটিকোটি ব্যদৃশন্ত মৃত্যু তদা । এবং ক্ষয়ে
দানবানাং তস্মিন্ মহতি বর্তিতে ॥ ১৬ ॥ প্রকোপো-
দ্ভুততাম্রাক্ষঃ কালনেমী রুঘাতুরঃ । বভূব কাল-
মেঘাভঃ ক্ষুরদ্রোমশতহ্রদঃ ॥ ১৭ ॥ গন্তীরাক্ষোট-
নিহাদজগদ্ধদয়কম্পনঃ । প্রচ্ছাদ্য গগনং সূর্য্যপ্রভাং
সর্বাং বানাশয়ৎ ॥ ১৮ ॥ ববর্ষ শীতল জলং দানবেন্দ্র-
বলং প্রতি । দৈত্যাস্তাং বৃষ্টিমাসাদ্য সমাশ্রস্তাস্ততঃ
ক্রমাৎ ॥ ১৯ ॥ বীজাকুরা ইব স্নানাঃ প্রাপ্য বৃষ্টিং
ধরাতলে । ততঃ স মেঘরূপেণ কালনেমির্মহাসুরঃ ॥
২০ ॥ শস্ত্রবৃষ্টিং ববর্ষোগ্রাং দেবানীকেষু দুর্জয়ঃ ।
তয়া বৃষ্টিয়া পীড়্যমানা দৈত্যৈরন্তেষ্ট দেবতাঃ ॥ ২১ ॥
গতিং কাঞ্চিন পশুন্তি গাবঃ শীতাদ্বিতা ইব ।

দৈত্যৈরা সমীপে সম্মুখে জলকল্লোলময় জলাশয়
দেখিতে পাইয়া ও তাহার নিকট যাইতে সক্ষম হইল
না । দেখা গেল, অল্পকাল মধ্যেই বহু দৈত্য জলা-
ভাবে স্থানে স্থানে মৃত্যুগ্রস্ত হইতে লাগিল ।
১—১৪ । অনেকানেক রথ গজ বাজী পতিত
হইল । কোটি কোটি দানব শ্রমবশতঃ বিগলিত
বসালিপুগাত্রে ধাবন, বমন ও অবস্থান
করিতে করিতেই মৃত্যুগ্রস্ত হইতে লাগিল ।
দানবগণের এবংবিধ মহাক্ষয় ঘটিতে থাকিলে
কালনেমি দানব-রোষে ব্যাকুল হইয়া কাল-
মেঘের আকার প্রাপ্ত হইল ; তখন তাহার
রোমকূপসমূহ হইতে যেন বিদ্যুৎক্ষুরণ হইতে
লাগিল । গন্তীর আক্ষোটনশব্দে ও নির্ঘাতরবে
তৎকালে জগৎ কম্পিত হইয়া উঠিল । সে সমগ্র
গগনমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভা ঢাকিয়া
ফেলিল এবং দৈত্যসৈন্তোপরি শীতল জলবর্ষণ
করিতে লাগিল । সেই শীতল জল পাইয়া দৈত্য-
গণ ক্রমশঃ আশ্রস্ত হইয়া উঠিল । বোধ হইল
যেন ভূতলস্থ স্নান বীজ সকল বৃষ্টি পাইয়া অক্ষুরিত
হইল । পরে দুর্জয় মহাসুর কালনেমি সেই মেঘ-
রূপেই দেবসৈন্তের প্রতি উগ্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে
লাগিল । দেবগণ সেই অশ্রুবর্ষণে ও অস্ত্রাঘাত দৈত্য-
গণের প্রহারে পীড়্যমান হইয়া শীতক্রিষ্ট গো-
গণের স্তায় নিকপায়ভাবে অথ গজ ও রথাদির

পরস্পরং ব্যলীয়স্ত গজেষু তুরগেষু চ । যথেষু চ
ভয়দ্রস্তান্ত্রতন্ত্র নিলিল্যিরে ॥ ২২ ॥ এবং তে
লীয়মানাশ্চ নিহতাঃ কালনেমিনা । দৃশ্যন্তে পতিতা
দেবাঃ শস্ত্রভিন্নাঙ্গসঙ্কয়ঃ ॥ ২৩ ॥ বিভিন্নাভিন্নমূর্দ্ধান-
স্তথা ভিন্নোকজানবঃ । বিপর্য্যাস্তং রথাক্ষৈশ্চ পতিতং
ধ্বজশক্তিভিঃ ॥ ২৪ ॥ তুরঙ্গাণাং সহস্রাণি গজানাম-
যুতানি চ । রক্তেন তেষাং ঘোরেণ দ্বস্তরা চাতব-
ন্যহী ॥ ২৫ ॥ এবমাজৌ মহাদৈত্যঃ কালনেমি-
র্মহাসুরঃ । জয়ে মুহূর্ত্তমাত্রেন গন্ধর্বেণ দশায়ুতম্ ॥ ২৬ ॥
যক্ষাণাং পঞ্চলক্ষাণি কিন্নরাণাং তথৈব চ । জয়ে
পিশাচনৃথানাং সপ্তলক্ষাণি নির্ভয়ঃ ॥ ২৭ ॥ ইত-
রেযাং ন সংখ্যাস্তি সুরজাতিনিকায়িনাম্ । জয়ে
স কোটিশঃ ক্রুদ্ধঃ কালনেমির্মদোৎকটঃ ॥ ২৮ ॥
এবং প্রতিভয়ে ভীমে তদামরমহাক্ষয়ে । সঙ্কুক্ষা-
বধিনো বীরো চিত্রাস্তকবচোজ্জলৌ ॥ ২৯ ॥ জয়-
ভূস্তৌ রণে দৈত্যামেকৈকং বৃষ্টিভিঃ শরৈঃ । মিতিদ্য
তে মহাদৈত্যঃ সপুঞ্জা বিবিগুর্মহীম্ ॥ ৩০ ॥
তাভ্যাং বাণপ্রহারৈস্ত কিকিৎ সোহবাপ্তচেতনঃ ।
জগ্রাহ চক্রং লক্ষ্যরং তৈলধৌতং রণেহধিকম্ ॥
৩১ ॥ তেন চক্রেণ সোহবিত্যাং চিচ্ছেদ রথকুবরম্ ।

নিম্নভাগে লুকায়িত হইতে লাগিলেন । সেই শস্ত্র-
প্রহারে দেবগণের মস্তক, উরু, জাহ্নু, অঙ্গসন্ধি,—
সমস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল । শক্তি-চক্রাদি
প্রহারে সহস্র সহস্র তুরঙ্গ ও অযুতায়ুত মাতঙ্গ
পতিত হইল । রক্তপ্রবাহে ঘোর দ্বস্তর নদী
প্রাহুর্ভূত হইল । মহাদৈত্য কালনেমি এইরূপে
মুহূর্ত্তমাত্রে দশ অযুত গন্ধর্ব্ব সংহার করিয়া ফেলিল ।
এইরূপে সেই মদমত্ত নির্ভয় দানব পঞ্চলক্ষ যক্ষ,
পঞ্চলক্ষ কিন্নর, সপ্তলক্ষ পিশাচ এবং অপরাপর
দেবসৈন্তের কত কোটি যে নিহত করিল, তাহার
সংখ্যা করা যায় না । ১৫—২৮ । ক্রমে অমর-সৈন্তের
মহাভয়ঙ্কর ক্ষয় আরম্ভ হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ক্রুদ্ধ-
চিত্তে বিচিত্র অস্ত্রে ও কবচে সমুজ্জল হইয়া যুদ্ধারম্ভ
করিলেন । তাঁহারা প্রত্যেকে সেই কালনেমিকে
ষষ্টি ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন । সেই সকল পুষ্ক-
যুক্ত বাণ সেই মহাদৈত্যকে ভেদ করিয়া মহীমধ্যে
প্রবেশ করিল । অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাণপ্রহারে
হতচেতন কালনেমি কিকিৎ পরে চৈতন্তলাভ করিল
এবং একটা যুদ্ধজয়ঙ্কম লক্ষ-অরবিশিষ্ট তৈলধৌত
মহাচক্রে দ্বারা অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের রথকুবর ছেদন
করিয়া পরে ধনুর্ধারপূর্ব্বক সর্পসম বাণবর্ষণ

জগ্ৰাহ ধনুর্দৈত্যঃ শরাংশচানীবিবোপমান ॥ ৩২ ॥
 ববর্ষ ভিবজৌ মুর্দ্ধি সছাদ্যাকাশগোচরম্ । তাবপ্যস্তৈঃ
 নৃতৈঃ সর্বাংশেদতুর্দৈত্যসায়কান ॥ ৩৩ ॥ তচ্চ
 কর্ম তয়োদৃষ্টা বিস্মিতঃ কোপমাবিশৎ । জগ্ৰাহ
 মুদগরং ভীমং কালদণ্ডবিভীষণম্ ॥ ৩৪ ॥ স তমুদ-
 গ্রাম্য বেগেন চিক্কেপাস্তু রথং প্রতি । তস্ত মুদগর-
 মায়াস্তমালোক্যাহরগোচরে ॥ ৩৫ ॥ যুক্তা রথা-
 বৃত্তৌ বেগাদাপ্লুতৌ তরসাশ্বনৌ । তৌ রথৌ স
 তু নিস্পিষ্য মুদগরোহচলসন্নিভঃ ॥ ৩৬ ॥ দারয়ামাস
 ধরণীং হেমজালপরিষ্কৃতং । তস্মা কস্মাৎ তদৃষ্টা
 ভিবজৌ চিত্রযোধিনৌ ॥ ৩৭ ॥ বজ্রাশ্বং প্রকুর্বাণৌ
 দানবেশ্বমযুধ্যতাম্ । ঘোরবজ্রপ্রহারৈস্ত দানবঃ স
 পরিকৃতঃ ॥ ৩৮ ॥ রথৌ ধ্বজৌ ধনুশ্চৈব ছত্রঞ্চ
 কবচং তথা । ক্ষণেন শতধা ভূতং সর্বসৈন্তম্
 পশ্যতঃ ॥ ৩৯ ॥ তদৃষ্টা হৃদয়ং কর্ম সোহস্মিতা-
 ভীমবিক্রমঃ । নারায়ণাস্তং বলবান মুমোচ রণমুর্দ্ধনি ॥
 ৪০ ॥ ততঃ শশাম বজ্রাশ্বং কালনেমিস্ততো রুবা ।
 জীবগ্রাহং গ্রাহয়িতুমশ্বিনৌ তৌ প্রচক্রমে ॥ ৪১ ॥
 তাবতিপ্রায়মালক্য সম্যজ্য সমরাস্তনম্ । পদাতী

করিতে লাগিল । তাহাতে আকাশমণ্ডল আচ্ছা-
 দিত হইয়া গেল । পরন্তু অশ্বিনীকুমারদ্বয় অস্ত্রবৃষ্টি
 দ্বারা তৎসমস্ত বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন । তাঁহা-
 দিগের তৎকর্ম দর্শনে কালনেমি ক্রুদ্ধ হইয়া একটা
 কালদণ্ডসম ভীষণাকার মুদগর লইয়া সবেগে
 ভ্রামিত করত তাঁহাদিগের রথে নিষ্কেপ করিল ।
 অশ্বিনীকুমারদ্বয় আকাশপথে সেই মুদগরকে
 আসিতে দেখিয়া সভয়ে সবলে রথ হইতে লক্ষ
 প্রদানে আত্মরক্ষা করিলেন । সেই অনলপ্রভ
 হেমজালমণ্ডিত মুদগর তাহাদিগের রথ নিস্পিষ্ট
 করিয়া ধরণীকেও বিদীর্ণ করিল । বিচিত্রযোধী
 অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কালনেমির তাদৃশ কর্ম দর্শনে
 ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রাশ্ব দ্বারা যুদ্ধারম্ভ করিলেন ।
 ঘোর বজ্রাঘাতে কালনেমি ক্ষত-বিক্ষত
 হইল ; সকল সৈন্তের সমক্ষেই তাহার রথ,
 ধ্বজ, ধনু, ছত্র, কবচাদি শতধা বিভিন্ন হইয়া
 গেল । বলবান ভীমবিক্রম কালনেমি অশ্বিনী-
 কুমারদ্বয়ের সেই হৃদয় কার্য্য দর্শনে রোষবশে
 নারায়ণাস্ত্র দ্বারা বজ্রাশ্ব নিব্বারিত করিল এবং
 অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে জীবিতাবস্থায় ধরিবার প্রয়াস
 পাইল । অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহার সেই চরতিপ্রায়
 বৃত্তিতে পারিয়া কম্পিতকায়ে পদব্রজে রণস্থল

বেপমানার্জৌ প্রকৃতৌ বাসবৌ যতঃ ॥ ৪২ ॥ তয়ো-
 রনুগতো দৈত্যঃ কালনেমিন্দনুহঃ । প্রাপ্যোজ্ঞস্ত
 বলং কুরৌ দৈত্যানীকপদানুগঃ ॥ ৪৩ ॥ স কাল
 ইব কল্লাস্তে যদা বাসবমাদ্রুতঃ । তং দৃষ্টা সর্ব-
 ভূতানি বিবিণ্ডিষ্মলানি তু ॥ ৪৪ ॥ হাহারাঃ
 প্রকুর্বাণাস্তদা দেবাশ্চ মেনিরে । পরাজয়ং মহেশ্বস্ত
 সর্বলোকক্ষয়াবহম্ ॥ ৪৫ ॥ চেলুঃ শিখরিণৌ মুখ্যঃ
 পেতুরুক্ষা নভস্তলাৎ । জগজ্জুর্জলদা দিক্ সন্তুতশ্চ
 মহারবঃ ॥ ৪৬ ॥ তা ভূতবিকৃতিং দৃষ্টা দেবাঃ
 সেন্দা ভয়ানকাঃ । মনসা শরণং জগ্মুর্বাসুদেবং
 জগৎপতিম্ ॥ ৪৭ ॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোত্রাঙ্কণ-
 হিতায় চ । জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
 ৪৮ ॥ স নো রক্ষতু গোবিন্দো ভয়ান্তান্তে জগুঃ
 সুরাঃ । সুরাণাং চিন্তিতং জাহা ভগবান্ গরুড-
 ধ্বজঃ ॥ ৪৯ ॥ বিবুধৈব চ পর্য্যঙ্কাদ্যোগনিজাং
 বিহায় সঃ । লক্ষ্মীকরযুগান্তোজলানিতাজি সুরোরুহঃ ॥
 ৫০ ॥ শারদানরনীলাজকাস্তিদেহচ্ছবিঃ প্রভুঃ ।

তাগ করিয়া দ্রুতবেগে বাসবসমীপে গিয়া উপ-
 স্থিত হইলেন । ২৯—৪২ । কুর কালনেমি দানব
 মুহুমুহু সিংহনাদ করিতে করিতে বহু দানবসহ
 অশ্বিনীকুমারযুগলের অনুগমন করিতে করিতে
 ইন্দ্রের সৈন্তমধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইল । সে
 যখন ইন্দ্রসমীপে যাইতে লাগিল, তখন সেই সর্ব-
 লোকভয়াবহ দানবকে দেখিয়া সর্বপ্রাণী বিহ্বল
 হইয়া পড়িল ; দেবগণ ইন্দ্রের পরাজয় সম্ভাবনায়
 হাহাকার করিতে লাগিলেন ; প্রধান প্রধান পুরুষ
 সকলও বিচলিত হইয়া উঠিল ; আকাশমণ্ডল
 হইতে উৎপাত হইতে লাগিল । জলদজাল
 গজ্জন করিতে লাগিল এবং দর্শাদিকে মহান্ রব
 উথিত হইল । ইন্দ্রাদি দেবগণ তখন ভূতবর্গের
 তাদৃশ বিকার দর্শনে মহাভীত হইয়া মনে মনে
 জগৎপতি বাসুদেবের শরণাপন্ন হইলেন । ভয়ান্ত
 দেবগণ মনে মনে বলিলেন,—গো-ব্রাহ্মণগণের
 হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার ; জগতের হিত-
 বিধাতা কৃষ্ণকে নমস্কার ; গোবিন্দকে নমস্কার ।
 সেই গোবিন্দ আমাদের রক্ষা করুন । প্রভু
 ভগবান্ গরুডধ্বজ দেবগণের অতিপ্রায় জানিতে
 পারিয়া যোগনিজা পরিহারপূর্বক পর্য্যঙ্কোপরি উপ-
 বেশন করিলেন । তাহার পাদপদ্ম লক্ষ্মীর পাণি-
 পদ্মযুগলে লালিত, যিনি শারদাকাশ ও নীলপদ্ম

কৌশভোভাসিহ্নদয়ঃ কান্তকেয়ুরভাকরঃ ॥ ৫১ ॥
বিমুক্ত সুরসজ্জোভং বৈনতেয়মথাহ্বয়ৎ । আহুতে-
হবহিতে তস্মিন গরুড়ে তুংগিতে ভূশম্ ॥ ৫২ ॥ দিব্য-
নানাস্ত্রীক্কার্চিরাক্রহাগাৎ সুরাহবম্ । তত্রাপশুত
দেবেন্দ্রঃ ভয়ভীতমভিজ্ঞতম্ ॥ ৫৩ ॥ দানবেন্দ্রৈর্নবা-
স্তোদসচ্ছাযৈঃ সর্বথোৎকটেঃ । যথা হি পুরুষঃ
ঘোরৈরভাগৈরর্থকাজ্জিভিঃ ॥ ৫৪ ॥ তত্ৰাপারাজ-
হ্মিষুঃ স্তূয়মানো মুহুঃ সুরৈঃ । অভাগ্যোভ্যঃ পারিত্রাতুঃ
সুকৃতং নির্মলং যথা ॥ ৫৫ ॥ অথাপশুত দৈত্যোন্মো-
বিষতি দ্যুতিমণ্ডলম্ । সুরতনুদযাচ্ছোত্রং কা-
শ্মর্য্যশতং যথা ॥ ৫৬ ॥ প্রভবং ত্রাতুমিচ্ছন্তো দানবা-
স্তস্মা তেজসঃ । গরুডঃ তমথাপশুত কল্লাদানল-
ভৈরবম্ ॥ ৫৭ ॥ তত্র স্থিতং চতুর্দশং হরিঃ চাতুৰ্ভুজ-
দ্যুতিম্ । তমালোক্যাসুরেন্দ্রোহুঃ হর্ষসম্পূর্ণমানসঃ ॥
৫৮ ॥ অয়ং স দেবঃ সর্বৈষাং শরণং কেশবোহরিহা ।
অস্মিন্ জিতে জিতাঃ সর্বা দেবতা নাত্র সংশয়ঃ ॥
৫৯ ॥ এনমাশ্রিত্য লোকেশা যজ্ঞভাগভূজোহমরাঃ ।

সমকাস্তিমান, ষাঁহার হৃদয় কৌশভশোভিত, যিনি
মনোরম কেয়ুর দ্বারা সমুজ্জল, এহেন রূপী ভগবান
নারায়ণ সুরগণের তাদৃশ সজ্জোভ জানিয়া তখন
গরুড়কে আহ্বান করিলেন । আহ্বানমাত্র গরুড়
আসিয়া তুংগিতভাবে পুরোভাগে অবস্থান করিলে
নানাবিধ দিব্য দিব্য অস্ত্রশস্ত্রে সমুজ্জলকাস্তি
ভগবান্ গরুড়ারোহণে সমরক্ষেত্রে গিয়া দেখি-
লেন,—যেমন কোন পুরুষ দুর্ভাগ্য অর্থগণ্ধু কর্তৃক
আক্রান্ত হয়, দেবেন্দ্র তেমনি নবমেঘসমকাস্তি
অতি উৎকট দানবেন্দ্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া-
ছেন । তখন দেবগণ মুহুমুহু তাঁহাকে স্তব
করিতে লাগিলেন । ভগবান্ বিষ্ণু, তখন দুর্জয়-
কবল হইতে সজ্জনবৎ ইন্দ্রকে পরিব্রাজ
করিবার জন্ত সেখানে উপস্থিত হইলেন ।
৪৩—৫৫ । দৈত্যগণ আকাশে কমনীয় শত-
সূর্য্যসম দ্যুতিমণ্ডলের আবির্ভাব দেখিয়া তাহার
কারণ জ্ঞানিবার জন্ত উদগ্ৰীব হইয়া দেখিল,—
কল্লাদানল তুল্য ভীষণ গরুড়োপরি অনুপমকাস্তি
হরি বিরাজ করিতেছেন । অনুরেন্দ্রগণ তাঁহাকে
দেখিয়া হর্ষপ্রফুল্লমুখে বলিতে লাগিল,—এই সেই
সকল দেবতার আশ্রয় অরিঘাতী কেশব, ইহাকে
পরাজয় করিলেই সকল দেবতা পরাজিত
হইবে; সন্দেহ নাই । ইহাকে আশ্রয়
করিয়াই লোকপাল দেবগণ যজ্ঞভাগভোজী

ইত্যাক্রা তে সমাগম্য সর্গি এব ত্ততস্তম্ ॥ ৬০ ॥ তাং
জঘ্নুবিবিধৈঃ শতৈঃ পরিবাধ্য সমন্ততঃ । কালনেমি-
প্রভুর্যো দশ দৈত্যমহারথাঃ ॥ ৬১ ॥ ষষ্ঠ্যা বিব্যাধ
বাণানাং কালনেমির্জনর্দ্দনম্ । নিমিঃ শতেন বাণানাং
মথনোহশীতিভিঃ শতৈঃ ॥ ৬২ ॥ জম্বকশ্চৈব সপ্তত্যা
শুভ্রো দশভিরেব চ । শেমা দৈত্যেশ্বরাঃ সর্বৈ
বিষ্ণুমেকৈকশঃ শতৈঃ ॥ ৬৩ ॥ দশভির্দশভিঃ শট্টৈ-
র্জঘ্নুঃ সগরুডং বণে । তেষামমমাত্তং কশ্ম বিষ্ণুর্দানব-
সুদনঃ ॥ ৬৪ ॥ একৈকং দানবং জঘ্নে ষড়্ভিঃ
ষড়্ভির্ভরজিষ্কণ্ডৈঃ । আকর্ণকট্টৈর্ভূষশ্চ কালনেমিহিভিঃ
শতৈঃ ॥ ৬৫ ॥ বিষ্ণুঃ বিব্যাধ হৃদয়ে রোষাদ্রক্তবিলো-
চনঃ । তস্মাশোভন্ত তে বাণা হৃদয়ে তপ্তকাঞ্চনাঃ ॥
৬৬ ॥ ময়থা ইব সন্দীপ্তাঃ কৌশভস্তা সুরস্বিযঃ ।
তৈবানৈঃ কিঞ্চিদায়স্তো হরির্জগাহ মুদারম্ ॥ ৬৭ ॥ স
তনুদগ্ৰাহ বেগেন দানবায় মুমোচ বৈ । দানবেন্দ্রস্তম-
প্রাপ্তং বিঘতোব শতৈঃ শতৈঃ ॥ ৬৮ ॥ চিচ্ছেদ তিলশঃ
ক্রুদ্ধো দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ । ততো বিষ্ণুঃ প্রকুপিতঃ
প্রাসং জগাহ ভৈরবম্ । তেন দৈত্যাস্ত হৃদয়ং তাড়য়া-
মাস বেগতঃ ॥ ৬৯ ॥ ক্ষণেন লক্ষসংক্রান্ত কালনেমি-

হইয়াছে । কালনেমিপ্রমুখ প্রধান প্রধান দানব এই
বলিয়া সকলেই চতুর্দিক্ হইতে বিষ্ণুকে বেষ্টনপূর্বক
বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে প্রহার করিতে লাগিল । তখন
কালনেমি ষষ্ঠীবাণে, নিমি শতবাণে, মথন অশীতি
বাণে, জম্বক সপ্ততি বাণে, শুভ্র দশ বাণে এবং
অপর সকল প্রত্যেকে দশ দশ বাণে সেই জনর্দ্দন
বিষ্ণুকে গরুড়ের সহিত বিদ্ধ করিল । দানবসুদন
বিষ্ণু তাহাদিগের তাদৃশ আক্রমণে অসহিষ্ণু হইয়া
প্রত্যেক দানবকে ছয় ছয় বাণে আঘাত করিলেন ।
পরে কালনেমি রোষবশে আরক্তনেত্রে শরাসন
কর্ণাস্ত্র পর্ষাস্ত্র আকর্ষণ করিয়া পুনরায় তিন বাণে
বিষ্ণুর হৃদয় বিদ্ধ করিল । সেই কাঞ্চনকাস্তি বাণ-
গুলি তদীয় হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া কৌশভ মণির কিরণ-
বৎ শোভা ধারণ করিল । হরি সেই বাণঘাতে
কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়া মুদার লইয়া ভ্রামণপূর্বক
কালনেমির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । দানবেন্দ্র
কালনেমি সেই মুদার আসিতে না-আসিতেই ক্ষত-
হস্ততা দেখাইয়া আকাশপথেই তাহাকে ছেদন
করিয়া ফেলিল । পরে বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ
প্রাসাস্ত্র দ্বারা সবেগে কালনেমির হৃদয় আহত করি-
লেন । ৫৬—৬৯ । মহাসুর দিতিনন্দন কালনেমি

বহাসুরঃ ॥ ৭০ ॥ শক্তিং জগ্ৰাহ তীক্ষ্ণাগ্রাং হেম-
ঘণ্টাটাসিনীম্ । তয়া বামং ভুজং বিকোবিভেদ
দিতিনন্দনঃ ॥ ৭১ ॥ ভিন্নং শক্ত্যা ভুজং তস্মা অত-
শোণিতমাবভৌ । নীলে বলাহকে বিহাংবিদ্যোতন্তী
যথা মুহুঃ ॥ ৭২ ॥ ততো বিষ্ণুঃ প্রকুপতো জগ্ৰাহ
বিপুলং ধনুঃ । সপ্তদশ চ নারাচাংস্তীক্ষ্ণাগ্রান্ম-
ভেদিনঃ ॥ ৭৩ ॥ দৈত্যাস্ত হৃদয়ং ষড়্ভাববিব্যাধ চ
শরৈস্ত্রিভিঃ । চতুর্ভিঃ সারথিঃ চাস্তা ধ্বজকৈকেন
পত্রিণা ॥ ৭৪ ॥ দ্বাভ্যাং ধনুর্জ্যাধনুবী ভুজকৈকেন
পত্রিণা । স বিদ্ধো হৃদয়ে গাঢ়ং দোষৈর্মূঢ়ো যথা নরঃ ॥
৭৫ ॥ অতরক্তাক্রণঃ প্রাংশুঃ পীডাচলিতমানসঃ ।
চকম্পে মারুতেনেব চোদিতঃ কিংশুকক্রমঃ ॥ ৭৬ ॥
ততঃ কম্পিতমালক্ষ্য গদাং জগ্ৰাহ কেশবঃ । তাক
বেগেন চিক্কেপ কালনেমিবধং প্রতি ॥ ৭৭ ॥ সা
পপাত শিরশ্চাগ্রা সহসা কালনেমিনঃ । সঙ্কুণ্ঠিতো-
ত্তমাস্ত নিষ্পিষ্টমুকুটোহসুরঃ ॥ ৭৮ ॥ অতরক্তৌঘ-
রজ্জশ্চ অতধাতুরিবাচলঃ । পপাত স্বে রথে ভয়ো
বিসংক্ৰঃ শিষ্টজীবনঃ ॥ ৭৯ ॥ পতিতস্তা রথোপস্থে

তাহাতে অচেতন হইয়া ক্ষণমাত্রে চেতনা লাভ করিল
এবং এক স্বর্ণঘণ্টামালিনী তীক্ষ্ণাগ্রা শক্তি লইয়া
তদ্বারা বিষ্ণুর বাম বাহু আকৃত করিল । শক্ত্যা-
ঘাতে বিষ্ণুর বাহু বিদ্ধ হইলে তাহা হইতে বহু
শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন
নীল মেঘে মুহুর্ৎ বিহাংবিকাণ হইতে লাগিল ।
বিষ্ণু তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিপুল ধনু ধারণ-
পূর্বক তীক্ষ্ণাগ্র সপ্তদশ নারাচদ্বারা সেই দৈত্যের
হৃদয় বিদ্ধ করিয়া পুনরায় ছয় বাণে পরে আবার
তিন বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ; এবং চারি বাণে
তাহার সারথিকে, একবাণে ধ্বজ, দুই বাণে ধনু ও
ধনুর্জ্যা এবং একবাণে বাহু বিদ্ধ করিলেন । দোষ-
চয় দ্বারা মুঢ় নরের ন্যায় সেই দীর্ঘকায় দানব,
হৃদয়ে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রক্তক্ষরণ করিতে কবিতে
মারুতচালিত কিংশুক বৃক্ষবৎ কম্পিত হইতে
লাগিল । কেশব তাহাকে কম্পিত হইতে দেখিয়া
তাহার বিনাশার্থ সবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন ।
সেই উগ্রা গদা সহসা কালনেমির মস্তকে পতিত
হইল । তাহাতে তাহার মস্তক চূর্ণ ও মকুট নিষ্পিষ্ট
হইয়া গেল । তখন সে ধাতুক্ষরণকারী পর্বতের
স্তায় সর্বরক্ত হইতে রক্তস্রাব করিতে করিতে
সংক্ৰান্ত মৃতপ্রায় হইয়া নিজ রথে পতিত হইল ।

দানবশ্চ্যুতোহরিহা । শ্মিতপূর্বমুবাচেনঃ বাক্যং
চক্রাঘঃ প্রভুঃ ॥ ৮০ ॥ গচ্ছাসুর বিমুক্তোহসি
সাম্প্রতং জীব নিবৃত্তঃ । ততঃ স্বল্পেন কালেন অহ-
মেব তবাস্তকঃ ॥ ৮১ ॥ এবং বচস্তস্ম নিশম্য বিকোঃ
সর্বেশ্বরশ্চাথ রথং নিমেষাৎ । নিনায় দূরং কিল
কালনেমিনো ভীতস্তদা সারথিলোকনাথাৎ ॥ ৮২

ইতি শ্রীকান্দে বিষ্ণু-কালনেমিযুদ্ধবর্ণনং নামৈকোন-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । তং দৃষ্ট্বা দানবাঃ সর্বে ক্রুদ্ধাঃ
শ্বেঃ শ্বেবলৈব তাতাঃ । সরঘা ইব মাধ্বীকং কুরুধুঃ
সম্বতস্ততঃ ॥ ১ ॥ পক্ষতাভে গজে ভীমে মদ-
শ্রাবিণ হৃদমে । সিতাচত্রপতাকে তু প্রতিমকরট্র-
মুখে ॥ ২ ॥ স্বর্ণবর্ণাঙ্কিতে যদ্বনগে দাবাগ্নিসংবৃতে ।
আকুহাজৌ নিমিদ্দৈত্যৌ হরিং প্রত্যাঘ্যযৌ বলী ॥
৩ ॥ তস্মাসন্ দানবা রৌদ্রা গজস্য পরিরক্ষিণঃ ।
সপ্তবিংশতিকোট্যশ্চ কিরীটকবচোজ্জ্বলাঃ ॥ ৪ ॥ অশ-

সেই দানব রথোপরি পতিত হইলে অরিঘাতী
অচ্যুত প্রভু চক্রধর ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন,
—ওহে অসুর ! যাও, তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম ;
সম্প্রতি নির্ভয়ে জীবিত থাক ! পরে অল্পকাল মধ্যে
আমিই তোমাকে সংহার করিব । কালনেমির
সারথি, সর্বেশ্বর বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ভয়বশে
নিমেষমধ্যে রথ লইয়া দূরে পলায়ন করিল । ৭০—৮২

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯ ।

বিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—মধুমক্ষিকাগণ যেমন মধু পরি-
বেষ্টন করে, কালনেমিকে তদবস্থ দেখিয়া সমস্ত
দানব তেমনি সক্রোধে নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র-লইয়া
বিষ্ণুকে বেষ্টন করিল । বলবান্ নিমি দৈত্য
ভীম গজে আরোহণ করিয়া হরির প্রতি অভিযান
করিল । তাহার বাহনভূত ঐ গজ দাবাগ্নিসমাকৃত
পক্ষতাভ স্বর্ণালঙ্কারভূষিত, বিচিত্র শ্বেত পতাকাযুক্ত
দীর্ঘদন্ত মদশ্রাবী ও হৃদম । তদীয় গজরক্ষক কিরীট-
কবচভূষিত সপ্তবিংশতি কোটি দানব তাহার স্বয়-

মাহেশ্বর শৈলাভঃ মথনো হরিমাদ্রবৎ । পঞ্চযোজন-
প্রগ্রীবমুষ্টিমাহায় জন্তকঃ ॥ ৫ ॥ শুভো মেবং সমা-
কৃত্বা ব্রজদ্বাদশ-যোজনম্ । অপরে দানবেশাশ্চ যন্তা
নানাস্তপাণয়ঃ ॥ ৬ ॥ আজগুঃ সমরে ক্রুদ্ধা বিষ্ণুমক্ৰিষ্ট-
কারিণম্ । পরিষেণ নিমির্দৈতো মথনো মুদগারেণ চ ॥
৭ ॥ শুভঃ শূলেণ তীক্ষ্ণেন প্রাসেন গ্রাসনস্তথা । চক্রেণ
ক্রধনঃ ক্রুদ্ধো জন্তঃ শক্ত্যা মহারণে ॥ ৮ ॥ জয়নূরা-
য়ণঃ শেবা বিশিথৈর্মর্ষভেদিভিঃ । তানুস্মাণি প্রযুক্তানি
বিবিভুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৯ ॥ উপদেশা গুরোধ্বং
সচ্ছিত্যং বহুধেরিতাঃ । ততঃ ক্রুদ্ধো হরির্গৃহ
ধনুর্ধাণাশ্চ পুঙ্কলান্ ॥ ১০ ॥ মমদৈ দৈত্যাসেনাঃ
তদ্রম্যমর্থবচো যথা । নিমিঃ বিব্যাধ বিংশতা বাণে-
রনলবর্চসৈঃ ॥ ১১ ॥ মথনঃ দশভিঃশ্চৈব শুভ্রঃ
পঞ্চভরেব চ । শতেন মহিষঃ ক্রুদ্ধো বিব্যাধোরস
মাধবঃ ॥ ১২ ॥ জন্তঃ দ্বাদশভিঃশ্চৈব সন্ধ্যাশ্চৈক-
কশোহষ্টভিঃ ॥ ১৩ ॥ তস্তা তল্লাঘবঃ দৃষ্টা দানবাঃ
ক্রোধমুচ্ছিতাঃ । চকুর্গাঢ়তরঃ যত্নমাবধানা হরিং
শরৈঃ । চিচ্ছেদাথ ধনুর্জ্যাঞ্চ নিমিভগ্নেন দানবঃ ॥
১৪ ॥ হস্তাবাপঞ্চ সংরস্তাচ্চিচ্ছেদ মহিষাসুরঃ ।

গমন করিল। মথনাসুর শৈলসম সমুন্নত অগ্রে,
রস্তা অসুর পঞ্চযোজন পরিমিত গ্রীবাশলী উষ্ট্রে ও
শুভ্র দানব দ্বাদশ যোজনব্যাপী মেঘে আরোহণ
করিয়া হরির প্রতি অভিযান করিল। অপর
দানবগণও সক্রোধে নানা যানে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র
লইয়া সেই অক্ৰিষ্টকর্ম্মা বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল।
নিমি পরিষ, মথন মুদগর, শুভ্র তীক্ষ্ণ শূল, গ্রাসন প্রাস,
ক্রধন চক্র, জন্ত শক্তি এবং অপরাপর দানবগণ
মর্ষভেদী বাণজালী দ্বারা সেই মহারণে নারায়ণকে
প্রহার করিতে লাগিল। সৎশিষ্যো বহুধা কথিত
গুরুপদেশবৎ সেই সমস্ত অস্ত্র পুরুষোত্তমে প্রাপ্ত
হইলে তিনি সক্রোধে ধনুর্ধারণপূর্ব্বক অনেকাংক
বাণ দ্বারা দান্তিকবাক্যে ধর্ম্মের আঘ দৈত্যাসেনা-
গণকে মর্দন করিতে লাগিলেন। মাধবদেব,
ক্রোধবশে অনলকল্প তীক্ষ্ণ বিংশতি বাণে নিমিকে,
দশ বাণে মথনকে, পাঁচবাণে শুভ্রকে, শতবাণে
মহিষকে, দ্বাদশ বাণে জন্তকে এবং অষ্ট অষ্ট বাণে
অপর সকলের প্রত্যেককে বক্ষঃস্থলে আহত
করিলেন। ১—১৩। দানবগণ তাঁহার সেই ক্ষিপ্ৰ-
কারিতাদর্শনে ক্রোধে মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া অতি-
যত্নে শরবর্ষণে হরিকে আবৃত করিয়া ফেলিল।
নিমি দানব তল্লাঘ্য হরির ধনুর্জ্যা ও মহিষাসুর

পীড়য়ামাস গরুড়ঃ জন্তো বাণাযুতৈঃ ॥ ১৫ ॥
ভূজাবস্ত চ বিব্যাধ শুভ্রো বাণাযুতেন বৈ । ততো
বিস্মিতচিত্তস্ত গদা জগ্রাহ মাধবঃ ॥ ১৬ ॥ তাং
প্রাহিণোৎ স বেগেন মথনায় মহাহবে । তামপ্রাপ্তাং
নিমির্বাণৈর্মুদলাভৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭ ॥ আহত্যা
পাতয়ামাস বিনদন্ কালমেঘবৎ । ততোহস্তরিক্কে
হাহেতি ভূতানাং জজ্ঞিরে কথাঃ ॥ ১৮ ॥ নৈতদস্তি
বলং ব্যক্তং যত্রানীধ্যত সা গদা । তাং হরিঃ পাতিতাং
দৃষ্ট্বা অস্থানে প্রার্থনামিব ॥ ১৯ ॥ জগ্রাহ মুদগরং
ঘোরং দিব্যরত্নপরিষ্কৃতম্ । তং মুমোচাতিবেগেন
নিমিমুদ্গিষ্ট দানবম্ ॥ ২০ ॥ তমায়াস্তং বিয়তোব
ত্রয়ো দৈত্যা হবারধন । গদয়া জন্তদৈত্যাস্ত গ্রাসনঃ
পট্টিশেন ভু ॥ ২১ ॥ শক্ত্যা চ মহিষো দৈতো বা বিন-
দন্তো মহারবম্ । নিরাকৃতং তমালোকা দুর্জজ্ঞৈঃ
সুজনঃ যথা ॥ ২২ ॥ জগ্রাহ শক্তিমুগ্রোগ্রাং শক্ত-
ঘণ্টামহাশবনাম্ । জহাথ তাং সমুদ্গিষ্ট প্রাহিণোদ্ভাষণে
রণে ॥ ২৩ ॥ তামায়াস্তামথালোকা জন্তোহস্তা
রখাত্তরাৎ । আগুত্যা গীলয়া গহন কামিনীঃ কামুকে

সক্রোধে হস্তাবরণ ছেদন করিয়া ফেলিল। জন্ত তিন
অযুত বাণ দ্বারা গরুড়কে পীড়িত করিল। আর শুভ্র
অযুত বাণে বাহুবল বিদ্ধ করিল। মাধব তখন বিস্মিত
চিত্তে সেই মহাযুদ্ধে এক গদা লইয়া সবেগে মথনের
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু নিমি দানব মধ্য-
পথেই কালমেঘবৎ গজ্জন করিতে করিতে
মুদলসম সহস্র সহস্র বাণ দ্বারা সেই গদাকে পাতিত
করিল। তখন অন্তর্বাঞ্চে ভূতগণের হাহাকারসহ
এই কথা উচ্চারিত হইল যে, এমন শক্তিশালী তো
কেহই নাই, যাহাতে এই গদা ব্যর্থ হয়! হরি
অস্থানে প্রার্থনার ন্যায় সেই গদাকে বিফল দেখিয়া
দিব্যরত্নভূষিত ঘোর মুদগর লইয়া অতিবেগে নিমি
দানবের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। সেই মুদগ-
রকে আসিতে দেখিয়া জন্ত, গ্রাসন ও মহিষ এই
দানবত্রয় মহানাদ করিতে করিতে যথাক্রমে গদা,
পট্টিশ ও শক্তি প্রহারে তাহা নিবারিত করিল।
হরি সেই ভীষণ রণে তখন দুর্জ্জন কর্তৃক সুজনের
ন্যায় সেই মুদগরকে নিরাকৃত দর্শনে শতঘণ্টা-
মণ্ডিতা মহাশব্দযুক্তা অত্যাগা শক্তি লইয়া জন্তের
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ১৪—২৩। বলবান্ জন্ত দানব
শক্ত্যুক্ত সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া সবেগে
রখ হইতে লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে কামুক

যথা ॥ ২৪ ॥ তথৈব গরুড়ঃ শূৰ্দ্ধি জয়ে স প্রহসন্
বলী । ততো ভূয়ো রথং প্রাপ্য ধনুর্গৃহ্যভাযোজ-
য়ৎ ॥ ২৫ ॥ বিচেতাশ্চাতবদযুদ্ধে গরুড়ঃ শক্তি-
পীড়িতঃ । ততঃ প্রহস্য তং বিষ্ণুঃ সাধুসাধ্বিতি
ভারত ॥ ২৬ ॥ করম্পর্শেন কৃতবান্ বিমোহঃ বিনতা-
অজম্ । সমাশ্বাস্ত চ তং বাগ্ভিঃ শক্তিঃ দৃষ্ট্বা চ
নিফলান্ ॥ ২৭ ॥ কুভার্যাস্থ যথা পুংসঃ সৰ্বাঃ
স্মাচ্চিস্তিতং বৃথা । দৃঢ়সারমহামৌবীমন্তাঃ সংযোজ-
য়ন্ততঃ ॥ ২৮ ॥ কৃহা চ তলনির্ঘোষঃ রৌদ্রমস্ত্রং
মুমোচ সঃ । ততোহস্ততেজসা সৰ্ব্বমাকাশং নৈব
দৃশ্যতে ॥ ২৯ ॥ ভূমিদিশশ্চ বিদিশো বাণজালময়া
বভূঃ । দৃষ্ট্বা তদস্ত্রমাহায়াং সেনানীগ্রসনোহসুরঃ ॥
৩০ ॥ ব্রাহ্মমস্ত্রং চকারাশু সৰ্ব্বাস্ত্রবিনিবারণম্ । তেন
তৎ প্রশম্য যাতং রৌদ্রাস্ত্রং লোকভীষণম্ ॥ ৩১ ॥
অস্ত্রে প্রতিহতে তস্মিন্ বিষ্ণুদানবসুদনঃ । কাল-
দণ্ডাস্ত্রমকরোং সৰ্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৩২ ॥ সন্ধীয-
মানেহস্তে তস্মিন্ মাক্রতঃ পরুষো ববৌ । চকম্পে চ
মহী দেবী ভিন্নাশ্চাস্ত্রধ্বোহভবন্ ॥ ৩৩ ॥ তদস্ত্র-
মুগ্ধং দৃষ্ট্বা তু দানবা যুদ্ধদৃশ্যদাঃ । চক্রুরস্তানি দিবানি

যেমন কামিনীকে ধারণ করে, তেমনি সেই শক্তিকে
গ্রহণ করিল এবং সহাস্ত্রবদনে তদ্বারাই গরুড়কে
মস্তকে প্রহার করিল । পরে আবার নিজরথে
আসিয়া ধনুর্ধারণপূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল ।
গরুড় সেই শক্তিপ্রহারে রণক্ষেত্রে অচেতন হইল ।
হে ভারত ! বিষ্ণু তখন হস্তসহকারে সেই দানবকে
“সাধু সাধু” বলিয়া প্রশংসা করিয়া করম্পর্শ দ্বারা
বিনতানন্দনকে সচেতন করিলেন । হরি বাক্যদ্বারা
গরুড়কে আশ্বাসিত করিয়া কুভার্য্য পুরুষের অভি-
প্রেত বিষয়ের ন্যায় সেই শক্তিকে নিফল দেখিয়া
শরাসনে অপর একটী অতিদৃঢ় জাতি যোজনাপূর্বক
তলনির্ঘোষ করিয়া রৌদ্র-অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন ।
সেই অস্ত্রের ভেজে সমগ্র আকাশমণ্ডল অদৃশ্য
হইয়া গেল, ভূমি, দিক্, বিদিক্, সমস্তই বাণজালা-
চ্ছন্ন হইল । সেনাপতি গ্রসনাসুর সেই অস্ত্রের
প্রভাব দেখিয়া অবিলম্বে সৰ্ব্বাস্ত্রনিবারক ব্রাহ্মাস্ত্র
প্রয়োগ করিল : তাহাতে সেই লোকভয়ঙ্কর
রৌদ্রাস্ত্র প্রশান্ত হইয়া গেল । সেই অস্ত্র প্রতিহত
হইলে দানবসুদন বিষ্ণু সৰ্বলোকভয়াবহ কাল-
দণ্ডাস্ত্র সন্ধান করিলেন । তৎকালে বায়ু অতি
পুরুষভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল, পৃথিবী কম্পিত
হইল এবং সাগর সকল উর্ধ্বলিত হইয়া উঠিল ।

নানাক্রপাণি সংযুগে ॥ ৩৪ ॥ নারায়ণাস্ত্রং গ্রসনস্ত
চক্রে স্বাষ্ট্রং নিমিচ্চাস্ত্রবরং মুমোচ । ঐবীকমস্ত্রঞ্চ
চকার জস্তো যুদ্ধস্ত দণ্ডাস্ত্রনিবারণায় ॥ ৩৫ ॥ যাবচ্চ
সন্ধানবশং প্রয়াস্তি নারায়ণাদৌনি নিবারণায় । তাবৎ
ক্ষণেনৈব জঘান কোটীং দৈত্যেশ্বরানাং কিল কাল-
দণ্ডঃ ॥ ৩৬ ॥ অনন্তরং শাস্ত্রভয়ং তদস্ত্রং দৈত্যাস্ত্র-
যোগেন চ কালদণ্ডম্ । শাস্ত্রং তদালোক্য হরিঃ
স্বমস্ত্রং কোপেন কালানলতুল্যমুর্ধি ॥ ৩৭ ॥ জগ্রাহ
চক্রং তপনায়ুতপ্রভমুগ্রারমান্মানমিব দ্বিতীয়ম্ ।
চিক্ষেপ সেনাপতয়ে জলগুং চতুর্ভুজঃ সংযতি সম্প্র-
গৃহ ॥ ৩৮ ॥ তদাবজচ্চক্রমথো বিলোক্য সৰ্ব্বাশ্বনা
দৈত্যবরাঃ স্ববীৰ্যাৎ । নাশকুবন্ বারয়িতুং প্রচণ্ডং
দৈবং যথা পৃষ্মিহোপপন্নম্ ॥ ৩৯ ॥ তদপ্রতর্ক্য
নবহেতি-তুলাং চক্রং পপাত গ্রসনস্ত্র কণ্ঠে । তদ্রক্ত-
ধারাক্ষণঘোরনাভি জগাম ভূযোহপি করঃ মুরারেঃ ॥
৪০ ॥ চক্রোহতঃ সংযতি দানবশ্চ পপাত ভূমৌ
প্রমমার চাপি । দৈত্যাস্ত্র শেবা ভৃগশোকমাগুঃ
ক্রোধঞ্চ কেচিৎ পিপিসুর্ভুজাংশ্চ ॥ ৪১ ॥ ততো বিনি

যুদ্ধদৃশ্যদ দানবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে সেই উগ্র অস্ত্র দর্শনে
তৎপ্রতীকারার্থ বিবিধ দিব্যাস্ত্র সন্ধান করিতে
লাগিল । গ্রসন নারায়ণাস্ত্র, নিমি স্বাষ্ট্রাস্ত্র এবং জস্ত
এবং বীকাস্ত্র প্রয়োগ করিল ; কিন্তু এই সকল অস্ত্রের
সন্ধান করিতে না-করিতে ক্ষণকালমধ্যেই সেই
কালদণ্ডাস্ত্র কোটি দানব সংহার করিয়া ফেলিল ।
শেষে দৈত্যাস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারিত হইল ।
চতুর্ভুজ হরি, স্বীয় অস্ত্র বিফল দর্শনে ক্রোধবশে
কালানলতুলা মুর্ধি ধারণ করিয়া অযুত সূর্য্যাসম
প্রভাশালী, উগ্র অরযুক্ত, স্বীয় আত্মার আয়
অভ্যাজ্জল চক্র গ্রহণপূর্বক সেনাপতি গ্রসনাসুরের
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । সেই চক্রকে আসিতে
দেখিয়া দৈত্যপতিগণ স্রস্র বীৰ্য্যাস্ত্রসারে নানাস্ত্র শস্ত্র
দ্বারা নিরারণের চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু পৃষা-
জিত দৈবের আয় কোন প্রকারেই তাহাকে বারণ
করিতে পারিল না । সেই অচিন্তনীয় অভিনব
অস্ত্র সদৃশ চক্র, গ্রসনের কণ্ঠে পতিত হইল এবং
তদীয় রক্তধারায় সৰ্ব্বথা রঞ্জিত হইয়া পুনরায় হরির
করে প্রতিগমন করিল । গ্রসন দানবও চাক্রাঘাতে
রণভূমে পতিত ও মৃত্যুগস্ত হইল । তাহাতে
অবশিষ্ট দানবগণ অতিশয় শোকাক্রান্ত এবং
ক্রোধবশে কেহ কেহ বাহ নিষ্পেষণ করিতে
লাগিল । ২৪—৪১ । সেনাপতি গ্রসনাসুর নিহত

হতে দৈত্যে গ্রসনে বলনায়কে । নিশ্চর্যাদমধুষ্যস্ত
হরিণা সহ দানবাঃ ॥ ৪২ ॥ পট্টশৈর্মুখলৈঃ প্রাসৈ-
গদাভিঃ কণপৈরপি । তীক্ষ্ণাননৈশ্চ নারাতৈশ্চক্রৈঃ
শক্তিভিরেব চ ॥ ৪৩ ॥ তদন্তুজালং তৈর্মুজং লক্-
লক্ষো জনার্দনঃ । একৈকং শতধা চক্রে বাণৈরগ্নি-
শিখোপমৈঃ ॥ ৪৪ ॥ জঘান তেষাং সংক্রুদ্ধঃ কোটি-
কোটিং জনার্দনঃ । ততস্তে সহসা ভূহা ন্যপতন্
কেশবোপরি ॥ ৪৫ ॥ গরুড়ঃ জগৃহুঃ কোচৎ পাদয়োঃ
শতশোহসুরাঃ । ললস্থিরে চ পক্ষাভ্যাং মুখে চান্তে
ললস্থিরে ॥ ৪৬ ॥ কেশবস্তাপি ধনুৰি ভুজয়োঃ
শীর্ষ এব চ । ললস্থিরে মহাদৈত্যা নিনদন্তো মুহুর্ভুজঃ ॥
৪৭ ॥ তদন্তুতং মহদুদ্বী সিন্ধুচারণবার্তিকাঃ । হাহোত
মুমূর্চনাদমধরে চাস্তবন্ হরিন্ ॥ ৪৮ ॥ ততো হার-
বিন্ধুয় পাতয়ামাস তান্ ভূবি । যথা প্রবুদ্ধঃ পুরুষো
দোষান্ সংসারসম্ভবান্ ॥ ৪৯ ॥ বিকোশক্ ততঃ
কুহা নন্দকং খড়্গমুক্তম্ । চক্ষু চাপ্যমলং বিষ্ণুঃ
পদাতিস্থানধাবত ॥ ৫০ ॥ ততো মুহুর্ভুজাত্রেণ পদ্মানি
দশ কেশবঃ । চকর্তু মার্গে বহুভিবিচরন্ দৈত্য-
সন্তমান্ ॥ ৫১ ॥ ততো নিমিপ্রভৃতয়ো বিনদ্যাসুরস-

হইলে পর দানবগণ হরির সহিত বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ
করিতে লাগিল । তাহার পট্টশ, মুখল, প্রাস,
গদা, কণপ, স্ত্রীক্ষ নারাচ, চক্র, শক্তি, প্রভৃতি
বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; পরন্তু
স্থিরলক্ষ্য জনার্দন সক্রোধে অগ্নিশিখা সম বাণজাল
দ্বারা তৎসমস্তের প্রত্যেককে শত শত খণ্ডে ছেদন
করিয়া কোটি কোটি দানবকে সংহার করিতে লাগি-
লেন । তখন তাহার সকলে মিলিত হইয়া একদা
কেশবোপরি আপতিত হইল । শত শত অসুর
গরুড়ের পদদ্বয় ধারণ করিল, অনেকে তাহার
পক্ষদ্বয়ে ও মুখে লিহিত হইল । এইরূপ মহাদৈত্যগণ
দীর্ঘ নিনাদ করিতে করিতে কেশবের ও শরাসনে,
বাহুখণ্ডে ও মস্তকে অবলম্বিত হইল ।
নভোমণ্ডলগত সিন্ধু চারণাদি সকলেই সেই
অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে হাহাকার করিতে লাগিল
এবং হরিকে স্তুতিবাদে বদ্ধিত করিতে লাগিল ।
পরে হরি, আশ্চর্য্যজনী পুরুষ যেমন সাংসারিক দোষ-
জাল পরিহার করে, তদ্রূপ তাহাদিগকে গাত্র-
কম্পন দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন এবং অবি-
লম্বে কোষ হইতে নন্দক নামক উত্তম খড়্গ
নিকালিত করিয়া অমল চক্ষু গ্রহণপূর্ব্বক পদব্রজেই

ভ্রমাঃ । অধাবস্ত মহেশ্বাসাঃ কেশবং পাদচারিণম্ ॥
৫২ ॥ গরুড়াংচাভ্যাভূর্ণমাকুরোহ চ তৎ হরিঃ ।
উবাচ চ গরুড়স্তৎ তস্মিন্চ তুমুলে রণে ॥ ৫৩ ॥
অশ্রান্তো যদি তাক্ষ্যাসি মথনং প্রতি তদ্ব্রজ ।
শ্রান্তশ্চেচ্চ মুহুর্ভুজং হং রণাদপমৃতো ভব ॥ ৫৪ ॥
তাক্ষ্য উবাচ । ন মে শ্রমোহস্তি লোকেশ কিঞ্চিৎ
সংস্রতশ্চ মে । যন্মে স্তুতান্ বাহনহ্নে কল্পয়ামাস
তারকঃ ॥ ৫৫ ॥ ইতি ক্রবন্ রণে দৈত্যঃ মথনং
প্রতি সোহগমৎ । দৈত্যস্তুভিমুখং দৃষ্ট্বা শঙ্খচক্র-
গদাধরম্ ॥ ৫৬ ॥ জঘান ভিন্দিপালেন শিতধারেণ
বক্ষসি । তৎ প্রহারমচিন্ত্যেব বিষ্ণুস্তম্মিহাহবে ॥
৫৭ ॥ জঘান পক্ষ্যভিবাণৈর্গিরীন্দ্রস্তাপি ভেদকৈঃ ।
আকর্ণকৃষ্টেদশাভিঃ পুর্নবিধৈঃ স্তনাস্তরে ॥ ৫৮ ॥
বিচেতনো মুহুর্ভুজঃ স সংস্তভ্য মথনং পুনঃ । গৃহীত্বা
পরিঘং মূর্দ্ধি জনার্দনমতাড়য়ৎ ॥ ৫৯ ॥ বিষ্ণুস্তেন
প্রহারেণ কিঞ্চিদাঘাতোহভবৎ । ততঃ কোপ-
বিবৃতাক্ষো গদাং জগ্রাহ মাধবঃ ॥ ৬০ ॥ তয়া
সস্তাডয়ামাস মথনং হৃদয়ে দৃঢ়ম্ । স পপাত তথা

তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইলেন । দেব কেশব
বিবিধ প্রকারে অসি চালনা করিয়া মুহুর্ভুজাত্রে দশ
পদ্যসংখ্যক দৈত্য সংহার করিয়া ফেলিলেন । তখন
নিমিপ্রমুখ মহাধনুর্ধর অসুরসন্তমগণ সিংহনাদ-
সহকারে পাদচারী কেশবের প্রতি ধাবিত হইল ।
ইতিমধ্যে গরুড় দ্রুতবেগে কেশবসমীপে সমুপ-
স্থিত হইল ; হরি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া
কহিলেন,—এই তুমুল রণে তুমি যদি শ্রান্ত না হইয়া
থাক, তবে মথনাসুরের নিকট যাও । আর শ্রান্তি
বোধ কর, তবে ক্ষণকাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপমৃত
হও । ৪২—৫৪ । গরুড় কহিল,—হে লোকেশ !
তারকাসুর যে আমার পুত্রগণকে বাহন
করয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া আমার শ্রান্তিবোধ
হইতেছে না । এই কথা বলিতে বলিতেই সে
মথনাসুরের প্রতি অভিযান করিল । মথন
দৈত্য শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণুকে অভিমুখে সমাগত
দেখিয়া তীক্ষ্ণধার ভিন্দিপাল দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে
আঘাত করিল । বিষ্ণু সেই মহাধুকে সে প্রহার
অগ্রাহ করিয়া পক্ষতভেদনক্ষম পাঁচ বাণে
মথনকে আঘাত করিয়া পুনরায় তদীয় স্তন-
মধ্য ভাগে দশ বাণ প্রহার করিলেন । মথন
তাহাতে ক্ষণকাল বিচেতন হইল ; পরে আশ্র-
সংবরণ করিয়া একটা পরিঘ লইয়া জনার্দনকে

ভূমৌ চূর্ণিতাক্ষৌ মমার চ ॥ ৬১ ॥ তন্মিহিপতিতে
ভূমৌ মথনে মথিতে ভূশম্ । অবসাদং যযুর্দৈত্যঃ
সর্ষে তে যুদ্ধমণ্ডলে ॥ ৬২ ॥ ততস্তেষু বিষণ্ণেষু
দানবেষতিমানিবু । চুকোপ রক্তনয়নো মহিষো
দানবেশ্বরঃ ॥ ৬৩ ॥ প্রত্যাঘাত্যো হরিং রোদ্ৰঃ
স্ববাহুবলমশ্রিতঃ । তীক্ষ্ণধারেণ শূলেন মহিষো
হরিমর্দয়ন্ ॥ ৬৪ ॥ শক্ত্যা চ গরুড়ং বীরো হৃদয়ে-
হভ্যহনদৃশম্ । ততো বিবৃত্য বদনং মহাচলগুহা-
নিভম্ ॥ ৬৫ ॥ গ্রন্থমৈচ্ছদ্রুণে দৈত্যঃ সগরুশস্ত-
মচ্যুতম্ । অথাচ্যুতোহপি বিজ্ঞায় দানবস্ত
৬৬ ॥ বদনং পূরয়ামাস দিব্যৈরশ্বৈর্মহা-
বলঃ । স তৈর্বানৈরভিহতো মহিষোহচলসান্নতঃ ॥
৬৭ ॥ পরিবর্তিতকায়াক্ষিঃ পপাতায় মমার চ ।
মহিষং পতিতং দৃষ্ট্বা জীবগিহ্মা পুনহরিঃ ॥ ৬৮ ॥
মহিষং প্রাহ মন্তুষ্টং বধং নার্সি দানব । যোনিদ্বধাঃ
পুরোক্তস্তং সাক্ষাৎ কমলযোনিনা ॥ ৬৯ ॥ উত্তিষ্ঠ
গচ্ছ মনুজো জ্ঞাতমশ্মান্মহারণাৎ । ইতুজ্ঞো হরিণা

মন্তকে আহত করিল। লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু সেই
আঘাতে কিঞ্চৎ ঘূর্ণিত হইয়া কোপবশে গদা গ্রহণ-
পূর্বক তদ্বারা মথনকে হৃদয়দেশে দৃঢ় প্রহার
করিলেন। সে সেই আঘাতে চূর্ণিতগাত্রে ভূপতিত
ও মৃত্যুগ্রস্ত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে মথনাসুরকে তাদৃশ
ভাবে মথিত হইতে দেখিয়া দৈত্যগণ অতীব
বিষন্ন হইয়া পড়িল। অতি অভিমানী দানব-
গণকে তাদৃশ বিষন্ন দর্শনে দানবেশ্বর মহিষ কোধ-
রক্ত নেত্রে স্তম্ব বাহুবল-গর্বে ভীষণাকারে হরির
প্রতি ধাবিত হইল। বার মহিষাসুর তীক্ষ্ণধার
শূল দ্বারা হরিকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া একটা
শক্তি দ্বারা গরুড়কে হৃদয়ে দাক্ষণ আঘাত করিল।
পরে গরুড়ের সাহিত বিষ্ণুকে গ্রাস করণাভিপ্রায়ে
মহাগিরিগুহাসম বদন বাদান করিয়া অগ্রসর হইতে
লাগিল। মহাবল অচ্যুত, সেই দানবের অভিপ্রায়
বুঝিতে পারিয়া দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাহার মুখবিবর
পরিপূরিত করিয়া ফেলিলেন। অগ্নিসম উগ্রাকৃতি
মহিষদানব সেই সমস্ত বাণে অভিহত হইয়া শরীরাক্ত
পরিবর্তিত করিয়া পতিত হইল এবং প্রাণত্যাগ
করিল। হরি মহিষাসুরকে পতিত দেখিয়া পুনরায়
জীবিত করিলেন, এবং কহিলেন,—ওহে দানব!
আমি হইতে তোমার মৃত্যু হওয়া উচিত নহে;
সাক্ষাৎ কমলযোনি ব্রহ্মা “স্রীবধা হইবে” বলিয়া
তোমাকে বরদান করিয়াছেন। উঠ, আমি তোমাকে

তস্মাদ্দেশাদপগতোহসুরঃ ॥ ৭০ ॥ তন্মিহ্ন পরাধুখে
দৈত্যো মহিষে শুভদানবঃ । সন্দষ্টৌষ্ঠপুটৌটোপো
ভুকুটীকুটিলাননঃ ॥ ৭১ ॥ নিশ্চধ্য পানিনা পানিং
ধনুর্দাদায় ভৈরবম্ । সজ্জীকৃত্য মহাঘোরাগ্নুমোচ
শতশঃ শরান্ ॥ ৭২ ॥ স চিত্রযোধী দৃঢ়মুষ্টিপাত-
স্ততশ্চ বিষ্ণুং গরুড়ঞ্চ দৈত্যঃ । বাণৈর্জলদগ্নি-
শিখানিকানৈঃ ক্ষিপ্তৈরসঙ্খ্যৈঃ প্রতিঘাতহীনৈঃ ॥ ৭৩ ॥
বিষ্ণুশ্চ দৈত্যোদ্রুশরাদিতো ভূশং ভুগুণ্ডিমায়া
কৃতান্ততুল্যাম্ । তয়া মুখং চাস্ত পিপেষ সঙ্খ্যে
শস্ত্রস্ত জক্রঞ্চ ধরাধরাভম্ ॥ ৭৪ ॥ ততস্তিষ্ঠঃ
শস্ত্রভূজঃ দ্বিষষ্ট্যা স্ততশ্চ শীর্ষং দশভিঃ কেতুম্ ।
বিষ্ণুর্দিকৃষ্টঃ শ্রবণাবসানঃ দৈত্যস্ত বাণৈর্জলনার্ক-
বণৈঃ ॥ ৭৫ ॥ স তৈশ্চ বিক্লো ব্যাধিতো বভূব
দৈত্যোশ্বরো বিস্রুতশোণিতাক্তঃ । ততোহস্ত
কিঞ্চিচ্চলিতস্ত ধৈর্য্যাত্ত্ববাচ শঙ্খাশ্বজশাঙ্গপানিঃ ॥ ৭৬ ॥
যোনিংসুবধ্যোহসি রণং বিমুঞ্চ শুস্তান্ত শ্রবতরৈ-
রহোতিঃ । মতোহহসি ত্বং ন রথৈব মুচ ততোহপ-
যাতঃ স চ শুভদানবঃ ॥ ৭৭ ॥ জন্তোহথ তদ্বিষ্ণুমুখা-

পরিত্যাগ করিলাম; জ্ঞাতগতি রণক্ষেত্রে হইতে
পলায়ন কর। হরির এইরূপ কথায় সে দানব
সেস্থান হইতে অপগত হইল। ৫৫—৭০। মহিষ
পরাধুখ হইলে শুভ দানব, ভুকুটীকুটিলমুখে ওষ্ঠ-
পুট দংশন সহকারে পানিদ্বারা পানি নিষ্পেষণ করিয়া
ভয়ঙ্কর শরাসনগ্রহণপূর্বক তাহাতে জ্যারোপণ
করিয়া মহাঘোরাকার শত শত শর বর্ষণ করিতে
লাগিল। দৃঢ়মুষ্টি বিচিত্রযোধী সেই দানব জলদগ্নি-
শিখাকার প্রতিঘাতহীন অসঙ্খ্য বাণাঘাতে বিষ্ণুকে
ও গরুড়কে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। বিষ্ণুদেব
বণস্থলে দৈত্যপতি স্তম্ভের বাণাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত
হইয়া সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ভয়ঙ্করাকার একটা
ভূগুণ্ড লইয়া তদ্বারা তাহার গিরিসম সমুন্নত
জক্রদেশ এবং বদন নিষ্পেষিত করিয়া কর্ণান্তাকৃষ্ট
ও হৃদ্যাগ্নিসম সমুজ্জল তিন বাণে তাহার বাহু,
দ্বিষষ্টি বাণে সারথির মস্তক ও দশ বাণে রথধ্বজ
বিক্ত করিলেন। দৈত্যেশ্বর শুভ সেই বাণাঘাতে
ব্যাধিত হইয়া রক্তক্ষরণ করিতে করিতে অধৈর্য্য
হইয়া পড়িল। তখন শঙ্খ-পদ্ম-শাঙ্গধর বিষ্ণু তাহাকে
কহিলেন,—ওহে অশুভ মুচ শুভ! আমার হাতে
তোমার মৃত্যু হইবে না; কিন্তু অল্প দিবস মধ্যেই
নারীহস্তে তুমি বধ প্রাপ্ত হইবে; বৃথা আর যুদ্ধ
করিতেছ কেন? যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর

ত্রিশম্য জগজ্জ চোটৈঃ কৃতসিংহনাদঃ । প্রোবাচ
বাক্যঞ্চ সলীলমার্জো মহাট্টহাসেন জগদ্বিকম্পা ॥
৭৮ ॥ কিমেতিস্তে জলাবাস দৈত্যেহীনপরাক্রমৈঃ ।
মামাসাদয় যুদ্ধেহস্মিন যদি তে পৌরুষং কচিৎ ॥ ৭৯ ॥
যন্তে পূৰ্ব্বং হতা দৈত্যা হিরণ্যাক্ষমুখাঃ কিল ।
জন্তস্তদাভবন্নৈব পশু মামদ্য সংস্থিতম্ ॥ ৮০ ॥
পশু তালপ্রতীকাশৌ ভুজাবেতো হরে মম । বক্ষো
বা বজ্রকঠিনঃ ময়ি প্রহর তৎ সুখম্ ॥ ৮১ ॥ ইতাজ্জঃ
কেশবস্তেন স্কন্ধী সংলিহন ক্রবা । মুমোচ পরিঘং
ঘোরং গিরীণামপি দারণম্ ॥ ৮২ ॥ ততস্তথাপ্যনু-
পদং কালায়সময়ং দৃঢ়ম্ । মুমোচ মুদগরং বিষ্ণুদ্বিতীয়ং
পৰ্বতং যথা ॥ ৮৩ ॥ তদাযুধদ্বয়ং দৃষ্ট্বা জন্তো তাস্মৈ
রথৈ ধনুঃ । আপ্পতা পরিঘং গৃহ্য গরুড়ঃ তেন
জয়িবান ॥ ৮৪ ॥ দ্বিতীয়ং মুদগরং চানু গৃহীত্বা
বিনদন রণে । সৰ্বপ্রাণেন গোবিন্দং তেন মুর্দ্ধি
জুঘান সং ॥ ৮৫ ॥ তাভ্যাং চাতিপ্রহারাভ্যামুভৌ
গরুড়কেশবৌ । মোহাবিপ্লৌ বিচেতকৌ মৃতকল্লা-
বিবাসতাম্ ॥ ৮৬ ॥ তদদ্রুতং মহদৃষ্ট্বা জগজ্জদৈতা-

এই কথার পর শুভ দানব অপমৃত হইল । বিষ্ণু-
মুখোচ্চারিত সেই বাক্য শুনিয়া জন্ত দানব সিংহনাদ
ও গজ্জন করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়া
মহান্ অট্টহাসে জগৎ কম্পিত করিয়া লীলাসহকারে
কহিল,—ওহে জলাবাস ! এই সকল পরাক্রমহীন
দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে তোমার পৌরুষ কি ?
তোমার যদি পৌরুষ থাকে, তবে আমাকে আক্রমণ
কর । তুমি যখন হিরণ্যাক্ষপ্রমুখ দৈত্যগণকে নিহত
করিয়াছ, তখন জন্ত ছিল না ; আজ আমি তোমার
সম্মুখে রহিয়াছি,—দেখ । ওহে হরি ! আমার এই
তালবৃক্ষাকার ভুজদ্বয় এবং বজ্রবৎ কঠিন বক্ষঃস্থল
দেখ ;—আমাকে যথাস্থখে প্রহার কর । কেশব
তাহার এই কথা শুনিয়া রোষবশে ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন-
পূর্বক একটা গিরিবিদারণক্ষম পরিঘ নিক্ষেপ
করিয়া অবিলম্বে অপর একটা ক্রবলৌহময় দৃঢ়
মুদগর পরিত্যাগ করিলেন । জন্ত সেই আয়ুধদ্বয়
দর্শনে শরাসন রথ স্থাপনপূর্বক লক্ষ প্রদানে
সেই পরিঘ ধারণ করিয়া তদ্বারা গরুড়কে আঘাত
করিল, পরে সিংহনাদ সহকারে সেই বিষ্ণু-ক্ষিপ্ত
মুদগরও ধারণ করিল এবং তদ্বারা সম্পূর্ণ বলে
গোবিন্দকে মস্তকে আহত করিল । জন্ত দানবের
সেই প্রহারদ্বয়ে গরুড় ও কেশব উভয়েই মোহা-

সত্তমাঃ । নৈতান্ হর্ষমদোকুতানিদং সেহে জগন্তদা ॥
৮৭ ॥ সিংহনাদৈস্তলোন্নাদৈর্ধনুর্নাদৈশ্চ বাণজৈঃ ।
জন্তং তে হর্ষয়ামাসুধাসাং স্মাদ্ধবুশ্চ তে ॥ ৮৮ ॥
শঙ্খাংশ্চ পুরয়ামাসুশ্চিক্ষিপুর্দেবতা ভূশম্ ॥ ৮৯ ॥
সংজ্ঞামবাপাথ মহারণে হারঃ সবেনভেয়ঃ পরিরভ্য
জন্তম্ । পরাভুখঃ সংযুগাদপ্রধুমাৎ পলায়নং বেগ-
পরশ্চকার ॥ ৯০ ॥

ইতি ক্রীষ্ণান্দে দৈত্যৈঃ সহ বিষ্ণোর্যুদ্ধবর্ণন নাম
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । তমালোক্য পলায়ন্তঃ বিধ্বস্তধ্বজ-
কাস্ককম । দৈত্যাংশ্চ মুদিতানিন্দঃ কর্তব্যং নাধ্য-
গচ্ছত ॥ ১ ॥ অথায়ান্নিকট বিষ্ণোঃ সুরেশস্বর-
গায়িতঃ । উবাচ চৈনং মধুরমুৎসাহপরিবৃংহিতম্ ॥ ২ ॥
কিমোভঃ ক্রীড়সে দেব দানবৈর্দৃষ্টমানসৈঃ ।
দুর্জনের্লঙ্করজ্জস্য পুরুষস্য কুতঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩ ॥
শক্কেনোপেক্ষিতো নীচো মন্ততে বলমান্বনঃ ।

বিষ্ট ও মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন । এই
অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে দৈত্যগণ গজ্জন করিতে
লাগিল, তাহাদিগের সেই হর্ষাফালন জগতের
অসহ হইয়া উঠিল । দৈত্যগণ সিংহনাদ, তলবাদ্য,
ধনুঃশব্দ, বাণশব্দ, বহুসঞ্চালন, শঙ্খবাদন ও
দেবগণের প্রতি বিবিধ কটুক্তি করিয়া জন্তকে আন-
ন্দিত করিতে লাগিল । অতঃপর হরি গরুড়ের
সহিত সেই মহারণে সংজ্ঞা লাভ করিয়া জন্তাসুরকে
আলিঙ্গনপূর্বক সেই দুর্জয় সংগ্রাম হইতে সবেগে
পরাভুগ হইয়া প্রস্থান করিলেন । ৭১—৯০ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—সুরপতি ইন্দ্র বিষ্ণুকৈ ধ্বজ-
শরাসনহীন ও পলায়মান এবং দৈত্যগণকে আন-
ন্দিত দর্শনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া হরাসহকারে
বিষ্ণুর সমীপস্থ হইয়া উৎসাহবর্দ্ধক মধুর বাক্যে
কহিলেন,—হে দেব ! আপনি এই সকল দৃষ্টমানস
দৈত্যের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন কেন ? দুর্জনে
ছিদ্র পাইলে পুরুষের কার্যসিদ্ধি কোথায় ? সমর্থ

তস্মান্ন নীচঃ মতিমানুপেক্ষেত কথঞ্চন ॥ ৪ ॥
 অথাগ্রেসরসম্পত্তা। রথিনো জয়মাযযুঃ । কস্তে
 সথাভবৎ পূৰ্ব্বং হিরণ্যাক্ষবধে বিভো ॥ ৫ ॥ হিরণ্য-
 কশিপুর্দৈত্যো বীৰ্য্যশালী মদোদ্ধতঃ । প্রাপ্য ত্রাং
 তৃণবনষ্টস্তত্র কোহগ্রেসরস্তব ॥ ৬ ॥ পূৰ্ব্বং প্রতিবলা
 দৈত্য। মধুকৈটভসম্মিতাঃ । নিবিষ্টাভ্যাস্ত সস্ত্রাপ্য
 শলভা ইব পাবকম্ ॥ ৭ ॥ যুগেযুগে চ দৈত্যানাং
 ত্তো নাশোহভবদ্ধরে । তথৈবাদোহ ভীতানাং
 ত্বং হি বিষ্ণো সুরাশ্রয়ঃ ॥ ৮ ॥ এবং সন্নোদিতো
 বিষ্ণুর্বাৰ্দ্ধত মহাভুজঃ । বলেন তেজসা পাক্ষ্য সৰ্ব-
 ভূতাশ্রয়োহরিহা ॥ ৯ ॥ অথোবাচ সহস্রাক্ষ কেশবঃ
 প্রহসন্নিব । এবমেতদ্যথা প্রাহ ভবানস্মদাতঃ বচঃ ॥
 ১০ ॥ ত্রৈলোক্যদানবান সৰ্বান দধুঃ শক্রঃ ক্ষণাদহম্ ।
 তুর্জয়স্তারকঃ কিং তু মুক্তা সপ্তাদিনঃ শিশুন্ ॥ ১১ ॥
 মহিষশ্চৈব শুভ্রশ্চ উভৌ বধৌ চ যোদিতা । জম্বো
 তুর্কাসসা শপ্তঃ শক্রবধ্যো ভবানিতি । তস্মাদ্বৎ
 দিব্যবীৰ্য্যেণ জহি জম্বঃ মদোৎকটম্ ॥ ১২ ॥

ব্যক্তি উপেক্ষা করিলে নীচজন আপনাকে বলবান
 বলিয়া মনে করে । এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির
 পক্ষে নীচজনকে কদাচ উপেক্ষা করা কর্তব্য
 নহে । যদি বলেন যে, অগ্রগামী সৈন্ত-সামন্তের
 বলেই রথীরা জয়লাভ করে, আপনার পক্ষে
 তাহাও সত্য নহে ; হে বিভো ! হিরণ্যাক্ষকে বধ
 করার সময় কে আপনার সহায় হইয়াছিল ?
 বীৰ্য্যবান মদোদ্ধত হিরণ্যাক্ষপু দৈত্য আপনার
 নিকট তৃণবৎ বিনষ্ট হইয়াছে । তখন কে
 আপনার অগ্রগামী হইয়াছিল ? পূর্বে মধু-
 কৈটভসম কত কত দৈত্য অগ্নিতে পতঙ্গের
 ন্যায় আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে ।
 ওহে হরি ! যুগে যুগেই দৈত্যগণ আপনার হস্তে
 নিহত হইয়াছে । হে বিষ্ণো ! আজিও সেইরূপ
 আপনি ভীত দেবগণের আশ্রয় হউন । অরিঘাতী
 সৰ্বভূতাশ্রয় মহাভুজ বিষ্ণু এইরূপ অভিমানিত হইয়া
 বল তেজ ও শোভা দ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন ।
 ১—২ । অতঃপর কেশব হস্তসহকারে সহস্রাক্ষ
 ইন্দ্রকে কহিলেন,—আপনি আমাদিগের বিষয়ে
 যাহা কহিলেন, সত্য বটে । আমি ক্ষণমাত্রেই
 ত্রৈলোক্যের দানবগণকে দধু করিতে সক্ষম । কিন্তু
 তারক দৈত্য সপ্তাদিনব্যয়ক বালক ব্যতীত অপরের
 তুর্জয় । মহিষ ও শুভ্র দানব নারীবধ্য ; জম্ব-দানব
 তুর্কাসা কর্তৃক “শক্রের বধ্য হইবে” বলিয়া অভি-

অবধ্যঃ সৰ্বভূতানাং ত্র্যম্বতে স তু দানবঃ ॥ ১৩ ॥
 ময়া শুপ্তো রণে জ ১ঃ জগৎকটকমুদ্রয় । তথৈ-
 কুণ্ঠবচঃ শ্রদ্ধা সহস্রাক্ষোহমরারিহা ॥ ১৪ ॥ সমা-
 দিশং সুরাধ্যক্ষান সৈন্তান্ত রচনাং প্রতি । ত-
 শ্চাভার্থিতো দেবৈর্বিষ্ণুঃ সৈন্তমকল্পয়ৎ ॥ ৫ ॥
 যৎ সারং সৰ্বলোকস্ত বীৰ্য্যন্ত তপসে' । চ ।
 তদৈকাদশ রুদ্রাঃ চ চকারাগ্রেসরান্ হ ॥ ১৬ ॥
 বালীচাক্ষ মহাদেবা বলিনো নীলকঙ্করাঃ ।
 চন্দ্রগুপ্তিপুণ্ড্রাশ্চ পিঙ্গাক্ষাঃ শূলপাণয়ঃ ॥ ১৭ ॥
 পিঙ্গোভুজজটাজুতাঃ সিংহচর্ম্মাবসায়িনঃ । ভস্মো-
 দ্বলিতগাত্রাশ্চ ভুজমণ্ডলভৈরবাঃ ॥ ১৮ ॥ কপালী-
 শাদ্যো রুদ্রা বিদ্রাবিতমহাসুবাঃ । কপালী পিঙ্গলো
 ভীমো বিরূপাক্ষো বিলোহিতঃ ॥ ১৯ ॥ অজকঃ
 শাসনঃ শাস্তা শমুচন্দ্রো ভবশুখা । এত একা-
 দশাননুবলা রুদ্রাঃ প্রভাবিনঃ । অপালয়ন্ত ত্রিদশান্
 বিগজ্জন্ত ইবাসুদাঃ ॥ ২০ ॥ হিমাচলাভে মহতি কাঞ্চ-
 নাস্কুহশ্রাজ ॥ ২১ ॥ প্রচঞ্চলমহাহেমঘণ্টাসংহতি-
 র্মাণ্ডতে । ঐরাবতে চতুর্দন্তে মন্তমাতঙ্গ আস্থিতঃ ॥

শপ্ত হইয়াছে ; সুতরাং আপনি দিব্য বীৰ্য্য আশ্রয়
 করিয়া মদমন্ত জম্বকে সংহার করুন । আপনি
 ব্যতীত অপর সৰ্ব প্রাণীরই সে অবধ্য । আমি কর্তৃক
 রক্ষিত হইয়া আপনি জগৎকটক জম্বকে সংহার
 করুন । অমরবৈরাগ্যাতী সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, বিষ্ণুর সেই
 কথা শুনিয়া সুরাধ্যক্ষদিগকে সৈন্যরচনা করিতে
 আদেশ করিলেন । পরে দেবগণের প্রার্থনানুসারে
 বিষ্ণু সৈন্যসজ্জা করিতে লাগিলেন । সৰ্বলোক
 মধ্যে গাহারা বীৰ্য্য ও বলের সাধার, হরি সেই
 একাদশ রুদ্রকে সন্মোদিত করিলেন । উজ্জ্বল পিঙ্গ-
 জটধর, সিংহচর্ম্মপরিধান, ভস্মবিলিপিতগাত্র, ভীষণ-
 ভুজ, নীলকণ্ঠ, চন্দ্রশেখর, ত্রিপুণ্ড্রধর, পিঙ্গললোচন,
 শূলপাণি, বলবান্ শিবসমাকার, কপালীশাদি রুদ্রগণ
 মহাসুরদিগকে বিদ্রাসিত করিতে লাগিলেন ।
 কপালী, পিঙ্গল, ভীম, বিরূপাক্ষ, বিলোহিত, অজক,
 শাসন, শাস্তা, শমু, চন্দ্র ও ভব, এই একাদশ
 সংখ্যক প্রভাববান্ অপরিমিতবলশালী রুদ্র, মেঘ-
 সম গজ্জন করিতে করিতে সৈন্যের অগ্রভাগে
 থাকিয়া দেবদলের রক্ষা করিতে লাগিলেন । ১০—২০ ।
 দীপ্তিমান্ ইন্দ্র, চঞ্চল বিশাল স্বর্ণঘণ্টানিচয়ে ভূষিত,
 কাঞ্চনপদ্মমালাধারী, মহামদজলস্রাবী, কামরূপী,
 চতুর্দন্ত, হিমাচলসম মহাকায় ঐরাবতাত্ম মন্তমাতঙ্গ

২২ ॥ মহামদজলস্রাবে কামরূপে শতক্রতুঃ । তন্ত্বে
হিমগিরেঃ শৃঙ্গে ভাসুমানিব দীপ্তিমান । তন্ত্কারক্ষৎ
পদং সব্যং মাক্রতোহমিতবিক্রমঃ ॥ ২৩ ॥ জুগো-
পাপরময়িষ্ঠ জালাপুৰিতদিমুখঃ । পৃষ্ঠরক্ষোহভবদ্-
বিষ্ণুঃ সমরেশঃ শতক্রতোঃ ॥ ২৪ ॥ আদিত্যা বসবো
বিশ্বে মরুতচাশ্বিনাবপি । গন্ধর্বা রাক্ষসা যক্ষাঃ
সকিন্মরামহোরগাঃ ॥ ২৫ ॥ কোটিশঃ কোটিশঃ কুহ্মা
বৃন্দং চিহ্নোপলক্ষিতম্ । বিশ্রাবয়ন্তঃ স্রাঃ কীর্ত্তিঃ
বন্দিরুন্দৈঃ পুরঃসরৈঃ ॥ ২৬ ॥ চেলুর্দৈত্যবধে দৃপ্তা
নানাবর্ণাযুধধ্বজাঃ ॥ ২৭ ॥ শতক্রতোরমরনিকায়-
পালিতা পতাকিনী যাননিদাদনাদিতা । সিতোন্নত-
ধ্বজপটকোটিমণ্ডিতা বভূব সা দিতিসুতশোক-
বন্ধিনী ॥ ২৮ ॥ আয়াস্তীঃ তাঃ বিলোক্যথ সুর-
সেনাঃ গজাসুরঃ । গজকপী মহাশৈব সংহার-
স্তোধিবিক্রমঃ ॥ ২৯ ॥ পরশ্বধাযুধো দৈত্যো দশনোষ্টক-
সম্পূটঃ । মমদ চ রণে দেবাশ্চিক্ষেপাত্মান করেণ
চ ॥ ৩০ ॥ পরান পরশুনা জয়ে দৈত্যোল্লো রৌদ্র-
বিক্রমঃ । তন্ত্বেবঃ নিঘ্নতঃ ক্রুদ্ধা দেবগন্ধর্বকিন্মরাঃ ॥
৩১ ॥ যুযুচুঃ সংহতাঃ সর্বে চিত্রশস্ত্রাসংহতিম্ ।

আরোহণপূর্বক হিমগিরিস্থ প্রভাকরবৎ শোভা
ধারণ করিলেন । অমিতবিক্রম মাক্রত, তাঁহার
বামপদ এবং জালাদ্বারা দিগন্তপূরণকারী অগ্নি
দক্ষিণপদ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন । সমরেশ্বর বিষ্ণু
তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন । আদিত্য, বসু,
বিষদেব, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, গন্ধর্ব, রাক্ষস,
যক্ষ, কিন্নর, মহোরগগণ বিবিধ চিহ্নে চিহ্নিত কোটি
কোটি দলে বিভক্ত হইলেন ; এবং নানাবিধ আযুধ-
ধ্বজে শোভিত, পুরোগামী বন্দিরুন্দে সংস্কৃত হইয়া
সর্গর্ষে স্ব স্ব কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে করিতে
দৈত্যসংহারার্থ অভিযান করিলেন । তখন শতক্রতুর
সেই অমরগণপালিতা, সিত-সমুন্নত ধ্বজকোটি-
মণ্ডিতা, যানসমূহনাদিতা, পতাকিনী দিতিনন্দন-
গণের শোকবন্ধিনী হইল । রৌদ্রবিক্রম গজা-
সুর সেই সুরসেনাকে আসিতে দেখিয়া অষ্টদন্ত
প্রলয়াব্দুদসম মহাগজমূর্ত্তি ধারণপূর্বক পরশ্বাস্ত্র
লইয়া দেবগণকে মর্দন এবং কাহাকেও শুণ্ড দ্বারা
উৎক্ষেপ ও কাহাকেও বা পরশু দ্বারা আহত
করিতে লাগিল । সেই দানব এইরূপে দেবগণের
পীড়ন করিতে থাকিলে দেব গন্ধর্ব কিন্নর সকলেই
মিলিতভাবে তৎপ্রতি বিচিত্র অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ

পরশ্বাশ্চ চক্রাণি ভিন্দিপালান্ সমুদগরান্ ॥ ৩২ ॥
কুস্তান প্রাসাঙ্কবাঃস্তীক্লান্মুঘলাংশাপি হুঃসহান্ ।
তান সর্ষান্ সোহগ্রসদৈত্যো যুথপঃ কবলানিব ॥ ৩৩ ॥
কোপফুরিতদংষ্ট্রাগ্রঃ করফোটেন নাদয়ন্ । সুরা-
নিঘ্নঃচচারাজৌ দুপ্প্রেক্ষ্যঃ সোহথ দানবঃ ॥ ৩৪ ॥
যস্মিন্ যস্মিন্বিপততি সুরবৃন্দে গজাসুরঃ । তস্মি-
ন্তস্মিন্মহাশব্দো হাহাকারো ব্যজায়ত ॥ ৩৫ ॥ অথ
বিদ্রবমাণঃ তদ্বলং প্রেক্ষ্য সমন্ততঃ । রুদ্রাঃ পরস্পরং
প্রোচুরহ্কারোথিতার্চিনঃ ॥ ৩৬ ॥ ভো ভো গৃহত
দৈত্যোল্লঃ ভিন্দতৈনং মহাবলাঃ । কর্ষতৈনং শিতৈঃ
শূলৈর্ভগ্নতৈনং হি মর্ষ্যশু ॥ ৩৭ ॥ কপালী বাক্যমাকর্ষ্য
শূলং সিতশিতং মুখে । সমাজ্জ্য বামহস্তেন সং-
রস্তাদ্বিত্যেতক্ষণঃ ॥ ৩৮ ॥ প্রোৎক্লান্নরুণনীলাজসংহতিঃ
সমতো দিশঃ । অথাগাদ্ভ্রুকুটীবজ্রো দৈত্যোল্লাভি-
মুখো রণে ॥ ৩৯ ॥ দৃঢ়েন মুষ্টিবন্ধেন শূলং বিষ্টভ্য
নির্মূলম্ । জঘান কুস্তদেশে তু কপালী গজ-
দানবম্ ॥ ৪০ ॥ ততো দশাপি তে রুদ্রা নির্মূলান্মো-
ময়ে রণে । জঘুঃ শূলৈস্ত দৈত্যোল্লঃ শৈলবর্ষাণ-

করিতে লাগিলেন । কিন্তু যুথপতি যেমন কবল
গ্রহণ করে তদ্রূপ সেই দৈত্য, দেবগণনিক্ষিপ্ত
পরশ্ব, চক্র, ভিন্দিপাল, মুদগর, কুস্ত, প্রাস, তীক্ষ্ণ
বাণ, মুঘল প্রভৃতি হুঃসহ অস্ত্র-শস্ত্র সমস্তই গ্রাস
করিয়া কোপফুরিত দংষ্ট্রাগ্রে শুণ্ডাফালনপূর্বক
নিদাদ করিতে করিতে দুর্দর্শীকারে রণক্ষেত্রে
সুরগণের পীড়া সাধন সহকারে বিচরণ করিতে
লাগিল । গজাসুর সুরসৈন্তের যেখানে যেখানে
আপতিত হইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই মহান্
হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল । ২১—৩৫ । অতঃপর
সুরসৈন্তের চতুর্দিকে পলায়ন দর্শনে রুদ্রগণ
আহঙ্কারবশে জলিতাকারে পরস্পর বলাবলি
করিতে লাগিলেন যে, ওহে ! ওহে মহাবলগণ !
এই দৈত্যোল্লকে গ্রহণ কর, ভেদ কর, আকর্ষণ-
পূর্বক তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা ইহার মর্ষ্য বিদ্ধ কর । এই
কথার পর কপালী রুদ্র, বামহস্তে ধ্বজ তীক্ষ্ণ শূল
মার্জনপূর্বক ভ্রুকুটীকুটিল মুখে সেই দানবের
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । তিনি তখন ক্রোধে
নয়নঘূর্ণন করিতে থাকিলে যেন দিকে দিকে প্রক্ল
রক্ত-নীল কমলমালা বিস্তারিত হইতে লাগিল !
কপালী রুদ্র, দৃঢ় মুষ্টিতে নির্মূল শূল ধারণপূর্বক
তদ্বারা গজ দানবের কুস্তদেশে আঘাত করিলেন ।
অপর দশ জন রুদ্রও নির্মূল লৌহময় শূল দ্বারা সেই

মাহবে ॥ ৪১ ॥ সূত্ৰাণ শোণিতং পঞ্চাং সৰ্বশ্রোতঃসু
তস্ত বৈ । শূলরক্তেন ক্রদন্ত শুভে গজদানবঃ ॥
৪২ ॥ প্রোৎফুল্লমলনীলাক্সঃ শরদীবামলঃ সরঃ ।
ভস্মশুভ্রতনুচ্ছায়ে ক্রদেইংসৈরিবারতম্ ॥ ৪৩ ॥ ক্রুঃ
কপালিনঃ দৈত্যঃ প্রচলৎকর্ণপল্লবঃ । ভবঞ্চ
দষ্টেবিভিঙ্গে নাভিদেশে গজাসুরঃ ॥ ৪৪ ॥ দৃষ্টানু-
রক্তং ক্রদাভ্যাং নব ক্রদাস্ততো দ্রুতম্ । বিবাবু-
বিশিথেঃ শূলেঃ শরীরমমরদ্বিঃ ॥ ৪৫ ॥ ততঃ কপা-
লিনঃ ত্যজ্য ভবং চাসুরপুঙ্গবঃ । বেগেন কুপিতো
দৈত্যো নব ক্রদানুপাদ্রবৎ । মমর্দ চরণাঘাতেদষ্টে-
চাপি করেণ চ ॥ ৪৬ ॥ ততোহসৌ শূলযুদ্ধেন শ্রম-
য়াসাদিতো যদা । তদা কপালী জগ্রাহ করমস্ত্রামর-
দ্বিঃ ॥ ৪৭ ॥ ভ্রাময়ামাস চাতীৰ বেগেন চ
গজাসুরম্ । দৃষ্টা শ্রমাতুরং দৈত্যং কিঞ্চি-
চ্চ্যাবিতজীবিতম্ ॥ ৪৮ ॥ নিরুৎসাহং রণে
ভস্মিন্ গত্যুদ্ধোৎসবোহভবৎ । ততো ভ্রমত
এবাস্ত চর্য উৎকৃতা ভৈরবম্ ॥ ৪৯ ॥ শবৎ-
সর্বাঙ্গরক্তোঘঃ চকারাহরমাগ্ননঃ । তুষ্ণুপুস্তং তদা
দেবা বহুধা বহুভিঃ স্তবৈঃ ॥ ৫০ ॥ উচুশ্চেনঞ্চ যো

পৰ্বতপ্রমাণ দৈত্যেন্দ্রকে যুদ্ধে আঘাত করিতে
লাগিলেন । তখন গজাসুরের সর্বাঙ্গ হইতে
শোণিতস্রাব হইতে লাগিল । তাহাতে ভস্ম-শুভ্রকায়
ক্রদগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত সেই দানব, শরৎকালীন
উৎফুল্ল অমল নীলকমলময়, হংসাবৃত সরোবরবৎ
শোভা ধারণ করিল । গজাসুর তখন সক্রোবে
সবেগে কর্ণপল্লব সঞ্চালন করিতে করিতে কপা-
লীকে এবং ভবকে নাভিদেশে দৃষ্টচয় দ্বারা আঘাত
করিল ॥ ৪৬—৪৮ ॥ অপর নয় জন ক্রদ তখন গজা-
সুরকে দুই জন ক্রদের সহিত যুদ্ধাসক্ত দর্শনে
ক্রতবেগে আসিয়া নিশিত শূল দ্বারা তাহাকে
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাহাতে সেই দৈত্য
কপালীকে ও ভবকে তাগ করিয়া সেই নব
ক্রদের প্রতি ধাবিত হইল এবং দশন-চরণ-শুভ্রা-
ঘাতে তাঁহাদিগকে নিপীড়িত করিতে লাগিল ।
পরে ক্রদগণের শূলাঘাতে সে যখন কিঞ্চিৎ শান্ত
হইল, তখন কপালী সেই সুরবৈরীকে শুণ্ডবারণ-
পূর্বক অতিবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন । তাহাতে
সেই গজাসুর শ্রমাতুর নিরুদ্যম যুদ্ধোৎসাহশূন্য ও
মৃতপ্রায় হইলে কপালী তাহাকে পরিত্যাগ করি-
লেন ; কিন্তু সে তখনও ঘুরিতে লাগিল । কপালী
তদবস্থায়ই তাহার ভীষণ চর্য ছাড়াইয়া লইয়া

হত্যাং স ত্রিয়েত ততঃসৌ । দৃষ্টা কপালিনো কপং
গজচর্যাবরাবৃতম্ । বিদ্রেসুর্দ্রবুর্জঘ্নুর্নিপেতুশ্চ
সহস্রশঃ ॥ ৫১ ॥ এবং বিলুলিতে তস্মিন্ দানবেন্দ্রে
মহাবলে ॥ ৫২ ॥ গজং মন্তমথাক্রু শতহুন্মুভি-
নাদিতম্ । নিমিরভ্যপততুর্গং সুরসৈন্তানি লোড়য়ন্ ॥
৫৩ ॥ যাং যাং নিমিগজো যাতি দিশং তাং তাং সুবা-
হনাং । হুদ্রবুশ্চুক্রুশ্চর্দেবা ভয়েনাকম্পিতা মুহঃ ॥
৫৪ ॥ গন্ধেন সুরমাতঙ্গা হুদ্রবুস্তস্ত হস্তিনঃ ।
পলাষিতেষু সৈন্তেষু সুরাণাং পাকশাসনঃ ॥ ৫৫ ॥
তস্মৈ দিকপালকৈঃ সার্কিমষ্টভিঃ কেশবেন চ ।
সম্প্রাপ্তস্তু মাতঙ্গো যাবচ্চক্রগজং প্রতি ॥ ৫৬ ॥
তাবচ্চক্রগজো ভীতো যুক্তা নাদঃ সূভৈরবম্ ।
প্রিয়মানোহপি যত্নেন চকোর ঠব তিষ্ঠতি ॥ ৫৭ ॥
পলায়তি গজে তস্মিন্নাক্রুতঃ পাকশাসনঃ । বিপরীত-
মুখঃ যুদ্ধং দানবেন্দ্রেণ সৌহকরোৎ ॥ ৫৮ ॥
শতক্রতুস্ত শূলেণ নিমিঃ বন্ধস্ততাডয়ৎ । গদয়া

নিজ বসন করিলেন । দেবগণ তখন বিবিধ স্তুতি-
বাক্যে কপালীকে স্তব কথিতে লাগিলেন এবং
কহিলেন,—ইহাকে যে হনন করিবে সে মৃত্যুগ্রস্ত
হইবে । তখন কপালীর সেই গজচর্যাবৃত রূপ
দেখিয়া সহস্র সহস্র দৈত্য, ত্রস্ত ধাবিত হতাহত ও
পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪৫—৫১ ॥ সেই মহাবল
দানবেন্দ্রে তাদৃশ ভাবে নিগৃহীত হইলে নিমি দানব
শত হুন্মুভিনাদ সহ এক মন্ত গজারোহণে সবেগে
সুরসৈন্ত আলোড়নপূর্বক যুদ্ধে প্রবেশ করিল ।
নিমির হস্তী যে যে দিকে যাইতে লাগিল সেই
সেই স্থলেই দেবগণ ভয়কম্পিতগাত্রে চীৎকার
সহকারে পলায়ন করিতে লাগিলেন । সেই হস্তীর
গন্ধেই সুরহস্তিগণ পলাইতে লাগিল । সুরসৈন্ত
সমস্ত পলায়ন করিলে পর পাকশাসন ইন্দ্র অষ্ট
দিকপাল ও কেশবের সহিত রণে অবস্থান করি-
লেন । পরন্তু নিমির হস্তী যেমন ইন্দ্রের গজের
নিকটে গেল, অমনি ইন্দ্রহস্তী ভয়বশে ভীষণ
মিনাদ করিয়া পলাইতে লাগিল, থামাইবার জন্ত
অতিশয় যত্ন করিলেও কিছুতেই চকোরবৎ কোন
মতেই তাহাকে রাখিতে পারা গেল না । হস্তী
পলাইতে থাকিলে তদাক্রুত মহেন্দ্র তখন পশ্চাৎ
ফিরিয়া বিপরীতমুখেই সেই দানবেন্দ্রের সহিত
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । শতক্রতু ইন্দ্র শূলদ্বারা
নিমিকে বন্ধস্থলে আঘাত করিলেন ; এবং

দন্তিনং তস্য গলদেশেহহনন্তু শম্ ॥ ৫৯ ॥ তং
প্রহারমচিষ্ট্যেব নিমির্নির্ভয়পৌরুষঃ । ঐরাবতং
কটীদেশে মুদগরেণাভ্যতাড়য়ৎ ॥ ৬০ ॥ স হতো
মুদগরেণাথ শক্রকুঞ্জর আহবে । জগাম পশ্চাৎ-
পদ্ভাণ্ড পৃথিবীং ভূধরাকৃতিঃ ॥ ৬১ ॥ লাঘবাৎ
ক্ষিপ্ৰমুখায় ততোহমরমহাগজঃ । রণাদপসমর্পাথ
ভীষিতো নিমিহস্তিনা ॥ ৬২ ॥ ততো বায়ুর্ববৌ কক্ষো
বহশর্করপাংগুলঃ । সম্মুখো নিমিতাতঙ্গোহকম্পনো-
হচলকম্পনঃ । অতরক্তো বভৌ শৈলো ঘনধাতু-
হ্রদো যথা ॥ ৬৩ ॥ ধনেশোহপি গদাং গুবরী তস্য
দানবহস্তিনঃ । মুমোচ বেগানন্তপতৎ সা গদা তস্য
মূর্ধনি ॥ ৬৪ ॥ গজো গদানিশাতেন স তেন পরি-
মূর্চ্ছিতঃ । দন্তৈর্ভিত্ত্বা ধরাং বেগাৎ পপাতাচল-
সন্নিভঃ ॥ ৬৫ ॥ পতিতে চ গজে তস্মিন সিংহনাদো
মহানভূৎ । সর্ষতঃ সুরসৈন্তানাং গজবৃংহিতবৃংহিতঃ ॥
৬৬ ॥ হ্রেষারবেণ চাশ্বানাং রণাফোটেষ্চ ধ্বিনাম্ ।
গজং তং নিহতং দৃষ্ট্বা নিমিঃ চাপি পরাভুখম্ ॥ ৬৭ ॥
সুরাণাং সিংহনাদঞ্চ সন্নাদিতদিগন্তরম্ । জন্তো
জজাল কোপেন সন্দোপ্ত ইব পাবকঃ ॥ ৬৮ ॥ ততঃ

গদাঘারা তাহার হস্তীকে গলদেশে দৃঢ় আহত
করিলেন । ভয়হীন পৌরুষশালী নিমি দানব, সেই
প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া মুদগর দ্বারা ঐরাবতকে কটী-
দেশে আঘাত করিল । পর্তসম শক্রহস্তী সেই
আঘাতে পশ্চাৎপদদ্বয় দ্বারা ভূতলে বসিয়া পড়িল ।
পরে সহসা উঠিয়া সেই সুরমহাগজ নিমিহস্তীর
ভয়ে রণস্থল হইতে সবেগে পলায়ন করিল ।
অতঃপর বায়ুদেব বহু শর্করাযুক্ত কক্ষাকারে মহা-
বেগে প্রবাহিত হইলেন ; কিন্তু পুরোবর্তী অচল-
কম্পনক্ষম নিমিতাতঙ্গ তাহাতে কম্পিত হইল না ।
সে সর্ষাঙ্গে রক্তশ্রাব হেতু গাঢ় ধাতুহ্রদবৎ শোভা
পাইতে লাগিল । ধনপতি ও গুরুতর গদা লইয়া
সবেগে সেই হস্তীকে নিক্ষেপ করিলেন ; সেই
গদা উক্ত হস্তীর মস্তকে পতিত হইল । তাহাতে
সেই অচলসম হস্তী মুর্চ্ছিত হইয়া সবেগে দন্তদ্বারা
ধরণী ভেদপূর্বক পতিত হইল । সেই গজ পতিত
হইলে সুরসৈন্তের সর্ষত্র মহান সিংহনাদ এবং
গজগণের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বগণের হ্রেবারব ও
ধনুর্ধরগণের আফোটন ধ্বনি প্রাহুর্ভূত হইল ।
জন্তাসুর, সেই গজকে নিহত ও নিমিকে পরাভুখ
দেখিয়া এবং সুরগণের দিগন্তব্যাপী সিংহনাদ শ্রবণে
ক্রোধবশে প্রলীপ্ত পাবকঃ এবং জলিয়া উঠিল ॥ ৫২—৬৮ ॥

স কোপরক্তাক্ষো ধনুয্যারোপ্য সাযকম্ । তিষ্ঠেতি
চাত্রবীজারং সারথিঃ চাপ্যনন্দয়ৎ ॥ ৬৯ ॥ তমা-
য়াস্তমাতপ্রেক্ষ্য ধনুয্যাহিতসায়কম্ । শতক্রতুর-
দীনাত্মা দৃঢ়মাদত্ত কার্ষুকম্ ॥ ৭০ ॥ বাণঞ্চ তৈল-
ধৌতাগ্রমর্দচন্দ্রমজিহ্বগম্ ॥ ৭১ ॥ তেনাস্ত সশরং
চাপং চিচ্ছেদ বলব্রতহা । অপাস্ত তদ্রনুছিন্নং জন্তো
দানবনন্দনঃ ॥ ৭২ ॥ অস্ত্রং কার্ষুকমাদায় বেগা-
বদ্ভাবসাননম্ । শরাংশচানীবিষাকারাং তৈলধৌতান-
জিহ্বগান ॥ ৭৩ ॥ শক্রং বিব্যাধ দশভির্জক্রদেশে চ
পত্রিভিঃ । হৃদয়ে চ ত্রিভিঃশ্চৈব দ্বাভ্যাঞ্চ স্বক্কয়ো-
দ্বয়োঃ ॥ ৭৪ ॥ শক্রোহপি দানবেন্দ্রায় বাণজালমভীর-
যন । অপ্রাপ্তান দানবেন্দ্রস্ত শরাঙ্ককুভুজেরিতান্ ॥
৭৫ ॥ চিচ্ছেদ শতধাক্রাশে শরৈরগ্নিশিখোপমৈঃ ।
ততশ্চ শরজালেন দেবেন্দ্রো দানবেশ্বরম্ ॥ ৭৬ ॥
আচ্ছাদয়ত যত্নেন বর্ষাশ্বিব ঘনৈর্নভঃ । দৈত্যোহপি
বাণজালেন বিব্যাধ সাযকৈঃ শিতৈঃ ॥ ৭৭ ॥ যথা
বায়ুর্ঘনাটোপঃ যদবার্ঘ্যঃ দিশাং মুখে । শক্রোহথ
ক্রোধসংরম্ভান বিশেষয়তে যদা ॥ ৭৮ ॥ দানবেন্দ্রঃ

সে কোপারক্তলোচনে শরাসনে জ্যারোপণ ও
বাণযোজনপূর্বক তারস্বরে 'থাক' এই কথা বলিয়া
সারথিকে অভিনন্দন সহকারে রথ চালাইতে
আদেশ করিল । বল-ব্রতঘাতী অদীনমনাঃ শতক্রতু
তাহাকে আসিতে দোঁখিয়া দৃঢ়হস্তে ধনুর্ধারণপূর্বক
তৈলধৌতাগ্র অর্দ্রচন্দ্র বাণ যোজনা করিয়া তদ্বারা
জন্তের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।
দানবানন্দবর্দ্ধন জন্ত সেই ছিন্নধনুঃ পরিত্যাগ-
পূর্বক অপর একটি বেগবান ভারসহ ধনু লইয়া
তাহাতে তৈলধৌত অকুটিলগামী পত্রশালী সর্প-
সমাকার শর সন্ধান করিয়া শক্রকে জক্রদেশে
দশ বাণে, হৃদয়ে তিন বাণে, এবং স্বক্কদ্বয়ে দুই
বাণে আহত করিল । শক্রও জন্তের প্রতি বাণ-
জাল পরিত্যাগ করিলেন ; কিন্তু দানবেন্দ্র জন্ত
মধ্যপথেই শক্রভুজক্ষিপ্ত তৎসমস্ত বাণজাল স্বীয়
অগ্নিশিখাকার বাণবর্ষণে শত শত খণ্ডে ছেদন
করিয়া ফেলিল । দেবেন্দ্র পুনরায় শরজাল
দ্বারা বর্ষাকালে মেঘ দ্বারা নভোমণ্ডলবৎ
সেই দানবেশ্বরকে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন ;
কিন্তু দৈত্যরাজ জন্তও বায়ু যেমন ঘনঘটাকে
নিরাকৃত করে, ঔরূপ নিশিত বাণবর্ষণে তৎসমস্ত
নিবারণ করিয়া দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত করিল ।
এইরূপ যুদ্ধে শক্র যখন জন্তাসুরাপেক্ষা নিজে

তদা চক্রে গন্ধর্বাসং মহাভূতম্ । ততোহস্ত তেজসা
ব্যাপ্তমভূদগগনগোচরম্ ॥ ৭৯ ॥ গন্ধর্বনগরৈশ্চাপি
নানাপ্রাকারতোরণৈঃ । মুষ্ণুস্তিরদ্বুতাকারৈরশ্রুষ্টিং
সমন্ততঃ ॥ ৮০ ॥ তয়াস্তুষ্টিয়া দৈত্যানাং হন্ত্যমানা
মহাচমুঃ । জম্বুঃ শরণমাগচ্ছত্ৰাহি ত্রাহীতি ভারত ॥
৮১ ॥ ততো জম্বো মহাবীৰ্য্যো বিনদ্য প্রহসন
মুখঃ । অরন সাধুসমাচারং দৈত্যানাং ভয়ং দদৌ ॥
৮২ ॥ ততোহস্তঃ মৌষলং নাম মুমোচ স্মৃগভবম্ ।
অথোগ্রমুখলৈঃ সৰ্গমভবৎ পুরিত জগৎ ॥ ৮৩ ॥
তৈশ্চ ভগ্নানি সৰ্বানি গন্ধর্বনগরাণি চ । অথোত্রৈক-
প্রহারেণ রথমশ্বং গজং সুরম্ ॥ ৮৪ ॥ চূর্ণয়ামাস
তৎ কিপ্রঃ শতশোহিৎ সহস্রশঃ । ততঃ সুরাধিপঃ
শক্রস্তাষ্ট্রমশ্রুদৈরযৎ ॥ ৮৫ ॥ সন্ধামানে ততশ্চাস্ত্রে
নিশ্চক্রঃ পাবকার্চিসঃ । ততো যজ্ঞমযা বিদ্যাঃ
প্রাহুরাসন্ সহস্রশঃ ॥ ৮৬ ॥ তৈর্ঘৈজ্জৈরভবদ্যুদ্ধমন্ত-
রিক্ষং বিতারকম্ । তৈর্ঘৈজ্জৈর্মৌষলঃ ভগ্নং হন্তস্তে
চাসুরাস্তদা ॥ ৮৭ ॥ শৈলাস্তঃ মুমুচে জম্বো যজ্ঞ-

কোনও বিশেষরূপকটনে সমর্থ হইলেন না, তখন
তিনি অত্যন্ত গান্ধর্ব অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ।
সেই অস্ত্রের প্রভাবে গগনমণ্ডলে অনেকানেক
প্রকার তোরণযুক্ত গন্ধর্বনগর প্রাহুত হইল ।
তাহা হইতে চতুর্দিকে অদ্ভুতাকার অশ্রুষ্টি হইতে
লাগিল । ৬৯—৮০ । সেই অশ্রুষ্টি দ্বারা দানবসৈন্য
হন্ত্যমান হইয়া “ত্রাহি ত্রাহি” রবে জম্বুর শরণাপন্ন
হইল । মহাবীৰ্য্য জম্বুসুর তখন সঙ্জনগণের
আচার অরণ্যপূর্বক মুহূর্হ হস্ত সহকারে
সিংহনাদ করিয়া দৈত্যগণকে অভয়দান করিল ।
পরে মৌষলনামক এক ভয়ঙ্কর অস্ত্র পরি-
তাগ করিল । তাহাতে উৎকট মুষলদ্বারা
সমগ্র জগৎ আপুরিত হইয়া উঠিল এবং তাহার
আঘাতে গন্ধর্বনগরসমূহ চূর্ণিত হইয়া গেল ;
অধিকন্তু একএকটী মুষলের আঘাতে শত শত
সহস্র সহস্র রথ অশ্ব গজ ও দেবগণ চূর্ণিত হইতে
লাগিলেন । তখন সুরপতি শক্র তাষ্ট্র অস্ত্র প্রয়োগ
করিলেন । সেই অস্ত্রের সন্ধানকালে তাহা হইতে
অগ্নিশিখাসমূহ প্রাহুত হইতে লাগিল । পরে
তাহা নিষ্কিপ্ত হইলে তাহা হইতে সহস্র সহস্র বস
উদ্ভূত হইল । সেই সকল যশে গগনমণ্ডল এমন
আবৃত হইল যে, তারাগণের প্রকাশও রহিল না ।
সেই সমস্ত যজ্ঞের দ্বারা মৌষলাস্ত্র নিবারিত হইয়া
গেল এবং অশুরগণ আহত হইতে লাগিল । তখন

সজ্জাতচূর্ণনম্ । ব্যামপ্রমার্গৈরুপনৈস্ততো বর্ষঃ
প্রবর্তত ॥ ৮৮ ॥ ত্রাহেণ নিশ্চিতাত্তাণ্ড যানি যজ্ঞানি
ভারত । তেনোপলনিপাতেন গতানি তিলশস্ততঃ ॥
৮৯ ॥ ততঃ শিরঃসু দেবানাং শিলাঃ পেতুর্মহাজবাঃ ।
দারয়ন্ত্যশ্ব বসুধাং চতুরঙ্গবলঞ্চ তৎ ॥ ৯০ ॥ ততো
বজ্রাস্ত্রমকরোং সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ । ততঃ শিলা-
মহাবর্ষঃ নানীর্ঘ্যত সমন্ততঃ ॥ ৯১ ॥ ততঃ প্রশান্তৈঃ
শৈলানৈঃ জম্বো ভূধরসমিতঃ । ঐবীকমস্ত্রমকরো-
চ্চূর্ণিতাত্তপরাক্রমঃ ॥ ৯২ ॥ ঐবীকোণাগমগ্রাণঃ
বজ্রাস্ত্রং গিরিদারণম্ । বিজৃম্বত্যথ চৈষীকে পর-
মাস্ত্রেহুতিদাক্রণে ॥ ৯৩ ॥ জজ্ঞলুর্দেবসৈন্তানি সম্য-
ন্দনগজানি চ । দহমানেষ্মনীকেষু তেজসাস্ত্রস্ত
সর্বতঃ ॥ ৯৪ ॥ আগ্নেয়মস্ত্রমকরোদ্ধলহ্য পাকশাসনঃ ।
তেনোহগ্নে চ তন্নাশমৈষীকমগমন্তদা ॥ ৯৫ ॥ তস্মিন্
প্রতিহতে চাস্ত্রে পাবকাস্ত্রং বাজন্তত । জজ্ঞাল সেনা
জম্বুস্তা রথঃ সারথিরেব চ ॥ ৯৬ ॥ ততঃ প্রতি-
হতাস্ত্রোহসৌ দৈত্যোক্তঃ প্রতিভানবান্ । বাকৃণাস্ত্রং
মুমোচাথ শমনং পাবকার্চিষাম্ ॥ ৯৭ ॥ ততো জল-
ধরৈর্ব্যোম ক্ষুরদ্বিহ্মল্লাতাকুলৈঃ । গম্ভীরাঙ্কসমা-

জম্বু দানব যজ্ঞসমূহের চূর্ণনকারী শৈলাস্ত্র প্রয়োগ
করিল । তাহাতে ব্যাম প্রমাণ প্রস্তরষ্টি
আরম্ভ হইল । হে ভারত ! সেই প্রস্তরাঘাতে
‘ত্রাহিত’রচিত যজ্ঞসমূহ তিল তিল প্রমাণে চূর্ণ হইয়া
গেল ; এবং মহাবেগে সেই সমস্ত শিলা দেব-
সৈন্তের মস্তকে পতিত হইয়া সেই চতুরঙ্গ সৈন্তের
ধ্বংস সাধন করিতে লাগিল । ৮১—৯৬ । সহস্র-
লোচন পুরন্দর তখন বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ।
তাহাতে সেই শিলাষ্টি সর্বতঃ নিবারিত হইল ।
ভূধরাকার জম্বুসুর, শৈলাস্ত্র প্রশান্ত হইল দেখিয়া
পরপরাক্রমঘাতী ঐবীকাস্ত্র প্রয়োগ করিল । অতি
দাক্রণ ঐবীকমহাস্ত্র গগনে প্রকাশ পাইলে গিরি-
বিদারক বজ্রাস্ত্র নিবারিত হইল এবং অশ্ব-গজাদি-
সহ সমগ্র দেবসৈন্য জলিয়া উঠিল । সেই অস্ত্রের
তেজে দেববাহিনী সর্বত্র দহমান হইতে থাকিলে
বলহস্তা পাকশাসন ইন্দ্র আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করি-
লেন । তাহাতে সেই ঐবীকাস্ত্র নিবারিত হইয়া
গেল এবং সেই আগ্নেয়াস্ত্রের প্রভাবে জম্বুর রথ
সারথি সহিত সমস্ত সৈন্য জলিয়া উঠিল । প্রতিভা-
বান্ জম্বু দানব, নিজ অস্ত্র প্রতিহত এবং নিজ
সৈন্য দহমান দর্শনে আগ্নেয়াস্ত্রের নিবারণার্থ বক-
ণাস্ত্র প্রয়োগ করিল । তাহাতে বিহ্মাদ-বিলাসাকুল

ধারৈশ্চাভ্যপূর্য্যত মেদিনী ॥ ৯৮ ॥ করীশ্রকর-
তুল্যাভিধারাবিঃ পুরিতং জগৎ । শান্তমাগ্নেয়মস্তু
বিলোক্যেচ্ছচকার হ ॥ ৯৯ ॥ বায়বামস্তুতুলং তেন
মেঘা যথুঃ ক্ষয়ম্ । বায়বাস্তুবলেনাথ নির্ধূতে মেঘ-
মণ্ডলে ॥ ১০০ ॥ বভূবানাবিলং বোম নীলোৎপল-
দলপ্রভম্ । বায়ুনা চাতিরূপেণ কম্পিতাশ্চিব দানবাঃ ॥
১০১ ॥ ন শেকুস্তত্র তে স্তাতুঃ রণেহপি বলিনোহপি
যে । জম্বন্ততোহভবচ্ছৈলো দশযোজনবিস্তৃতঃ ॥
১০২ ॥ মারুতপ্রতিঘাতার্থঃ দানবানাং বলাদিপঃ ।
নানাশ্চর্য্যসমায়ুক্তো নানাজমলতারুতঃ ॥ ১০৩ ॥
ততঃ প্রশমিতে বায়ো দৈত্যৈশ্চ পক্ষতাক্রতো ।
মহাশনিং বজ্রময়ীং মুমোচাশু শতক্রতুঃ ॥ ১০৪ ॥
তযাশতা পতিতযা দৈতাস্তাচলকপিণঃ । কন্দরাণি
ব্যশীৰ্ষাস্তু সমস্তানিৰ্ব্বারানি চ ॥ ১০৫ ॥ ততঃ সা-
দানবেশ্চ শৈলমায়া স্তবর্তত । নিবৃত্তশৈলমাগ্নৌহ
দানবেশ্চো মদোৎকটঃ ॥ ১০৬ ॥ বভূব কুঞ্জরো
ভীমো মহাশৈলমবাক্রতিঃ । মমর্দ্দ চ সুরানীকং
দন্তৈশ্চাভ্যহনৎ সুরান্ ॥ ১০৭ ॥ বভঞ্জ পৃষ্ঠতঃ
কাংশিচৎকরেণাক্রুযা দানবঃ । ততঃ ক্ষপয়তস্তস্মা সুর-

সৈন্তানি রুদ্রহা ॥ ১০৮ ॥ অস্তুঃ ত্রৈলোক্যহৃদ্বর্ধং নার-
সিংহং মুমোচ হ । ততঃ সিংহসহস্রাণি নিশ্চেকর্ষ-
তেজসা ॥ ১০৯ ॥ হৃষ্টদংষ্ট্রাটাসানি ক্রকচাভনথানি
চ । তৈবিপাটিতগান্ধোহসৌ গজমায়াং ব্যপোহয়ৎ ॥
১১০ ॥ ততঃশাণীবিনো ঘোরোহভবৎ ফণসমাকুলঃ ।
বিধনিঃশাসনিদন্ধসুরসৈন্তমহারথঃ ॥ ১১১ ॥ ততো-
হস্তুঃ গাকুড়ং চক্রে শক্রঃ সম্প্রহরন রণে । ততঃস্মাদ্
গরুড়ন্তঃ সহস্রাণি বিনির্ঘূঃ ॥ ১১২ ॥ তৈর্গরু-
হাদ্বিরাসাদা জম্বন্তঃ ভুজগরুপিণম্ । ক্রতস্তু খণ্ডশো
দৈত্যঃ সাসা মায়া বানশ্রুত ॥ ১১৩ ॥ মায়ায়াং চ
প্রনষ্টায়াং ততো জম্বন্তো মহাসুরঃ । চকার রূপমতুলং
চন্দ্রাদিত্যপদানুগম্ । বিবৃন্তনবনো গ্রন্থমিয়েব সুর-
পৃঙ্খবান ॥ ১১৪ ॥ ততোহস্তু প্রাবিশদ্রকুং সমহারথ-
কুঞ্জরা ॥ ১১৫ ॥ সুবসেনাভবদ্বীমং পাতালোক্তাল-
তালুকম্ । সৈন্তেবু গ্রন্থমাণেবু দানবেন বলীয়সা ॥
১১৬ ॥ শক্ৰো দীনহমাপন্নঃ শ্রান্তবাহনবাহনঃ ।
কর্তব্যতাং নাধাগচ্ছৎ প্রোবাচেদং জনাৰ্দ্দিনম্ ॥ ১১৭ ॥
কিমনন্তরমেবাস্তি কর্তব্যং নো বিশেষতঃ । তদাশিশ

জলধরমালা দ্বারা গগনতল সমাবৃত হইয়া গেল,
এবং হস্তিতুল্য স্থল করকাপাতসহ করিকরাকার
বারিধারায় জগৎ পরিপূরিত হইয়া উঠিল । আগ্নে-
য়াস্ত্র প্রশান্ত হইল । ইন্দ্র তাহা দেখিয়া অতুলনীয়
বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন । তাহাতে মেঘ
সকল নিবারিত হইল ; নীলোৎপলদলকান্তি নির্মূল
আকাশমণ্ডল প্রকাশ পাইল । অপিচ প্রবল বায়ু-
বেগে বলবান দানবগণও কম্পিত হইতে লাগিল ;
তাহারা আর রণস্থলে অবস্থানে সক্ষম হইল না ।
দানবসেনাপতি জম্বন্ত তখন সেই বায়ুপ্রতি-
ঘাত নিমিত্ত নানাশ্চর্য্য ব্যাপারযুক্ত, নানা তরু-
লতারূত, দশযোজন বিস্তৃত, পর্ব্বতমূর্ত্তি পরিগ্রহ
করিল । ৯৭—১০৩ । পরে বায়ু প্রশান্ত হইলে
শতক্রতু ইন্দ্র সেই পর্ব্বতাক্রতি দৈত্যপতির প্রতি
স্বরাসহকারে বজ্রময়ী মহাশনি প্রহার করিলেন ।
তাহাতে অচলরূপী দানবের কন্দর ও নিৰ্ব্বার
সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল ; সুরতাং দানবেশ্চের
শৈলমায়া নিবৃত্ত হইল । সেই দানবেশ্চ তখন শৈল-
মায়া পরিহারপূর্ব্বক মহাশৈলসম ভীষণ কুঞ্জরমূর্ত্তি
পরিগ্রহ করিয়া সুরসৈন্তের মর্দ্দন ও দেবগণকে
দস্তাঘাতে বিদারিত করিতে লাগিল এবং সেই
দানব কাহাকেও কাহাকেও শুণ্ড দ্বারা আকর্ষণ

করিয়া মধ্যভাগে ভগ্ন করিতে লাগিল । রুদ্রহস্তা
ইন্দ্র তাহাকে এইরূপে সৈন্ত বিনাশ করিতে
দেখিয়া ত্রৈলোক্যের হৃদ্বর্ধ নারসিংহ অস্ত্র প্রয়োগ
করিলেন । তখন মস্ত্রতেজে তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাসমুহাখিত
অট্টহাসযুক্ত ক্রকচসমনথশালী সহস্র সহস্র সিংহ
প্রাহুর্ভূত হইল । তাহারা সেই মায়াগজের গাত্র
বিদারিত করিয়া ফেলিল ; সুরতাং গজমায়া বিনষ্ট
হইল । অতঃপর সেই জম্বন্তাসুর ফণাধারী
ঘোরাকার সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিখাস দ্বারা
সুরসৈন্ত ও রথাদি দন্ধপ্রাথ করিতে লাগিল ।
শক্র তখন বৈরিপরাজয়কামনায় গাকুড়াস্ত্র প্রয়োগ
কবিলেন । তাহাতে সহস্র সহস্র গরুড় প্রাহুর্ভূত
হইয়া ভুজগরুপী জম্বন্তকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল ;
সুরতাং সেই সর্পমায়া বিনষ্ট হইয়া গেল ।
সর্পমায়া বিনষ্ট হইলে জম্বন্তাসুর এমন দীর্ঘ
ভীষণাকার ধারণ করিল যে, চন্দ্র সূর্য্য তাহার
পদভাগে পতিত হইল । সে ভীষণ নয়নাঘূর্ণন-
পূর্ব্বক সুরশ্রেষ্ঠগণকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে অগ্র-
সর হইতে লাগিল । ১০৪—১১৪ । তদীয় পাতালসম
গভীর বদনবিঠে রথকুঞ্জরাদি সমন্বিতা সুর-
সেনা প্রবেশ করিতে লাগিল । বলবান জম্বন্ত দানব
তাদৃশ ভাবে সুরসৈন্ত গ্রাস করিতে থাকিলে পরি-

ঘটামোহন্ত দানবন্ত যুযুৎসতঃ ॥ ১১৮ ॥ ততো
হরিরুবাচেদং বজ্রায়ুধমুদারধীঃ । ন সাম্প্রতং রণঃ
তাজ্যং শত্রুকাतरভৈরবম্ ॥ ১১৮ ॥ মা গচ্ছ
মোহং মা গচ্ছ কিপ্রমত্তঃ স্মর প্রভো । নারায়ণাস্তং
প্রযতঃ ক্রহেতি যুযুচে স চ ॥ ১১৯ ॥ এতাস্মিন্তরে
দৈত্যো বিবৃতাশ্চোহগ্রসং ক্ষণাৎ । ত্রীণি ত্রীণি চ
লক্ষণি কিন্নরোরগরক্ষসাম্ ॥ ১২০ ॥ ততো
নারায়ণাস্তং চ নিপপাতাস্য বক্ষসি । মহাস্তম্ভিন্দ্রদয়ঃ
সুস্রাব রুধিরঃ চ সঃ ॥ ১২১ ॥ ততঃ স্ততেজসা
রূপং তস্য দৈত্যস্য নাশিতম্ । ততশ্চাস্তদধে
দৈত্যঃ কৃতা হাসং মহোৎকটম্ ॥ ১২২ ॥ গগনন্তঃ
স দৈতেন্দ্রঃ শস্ত্রাশনিমতীন্দ্রিষঃ । মুমোচ সুরসৈন্তানাং
সংহারকরণীং পরাম্ ॥ ১২৩ ॥ তথা পবনধ্বাশ্চক্র-
বজ্রবাণান সমুদারান । কুন্তান গজান ভিন্দিপালানযো-
মুখগুডাস্তথা ॥ ১২৪ ॥ ববর্ষ দানবো রোষাদবধ্যান-
ক্ষয়ানপি । তৈরসৈন্দ্রদানবোন্মুক্তৈর্দেবানাকেষু ভীষণৈঃ
॥ ১২৫ ॥ বাহুভির্ধরনী পূর্ণা শিরোভিঃ চ স্কুণ্ডলৈঃ ।

শ্রাস্ত বাহনাকট ইন্দ্র কর্তৃবানি।য়ে অসমর্থ হইয়া
বিষ্মকে কহিলেন,—এই যুধামান দানবের প্রতি
এক্ষণে আমাদিগের কর্তব্য কি? তাহা আদেশ
করুন; আমরা তাহাই করি। মহাবর্দ্ধ হরি তখন
বজ্রধরকে কহিলেন,—প্রভো! সাম্প্রতি যুদ্ধ পবি-
ত্যাগ করা কর্তব্য নহে, তাহাতে শত্রুগণ আমা-
দিগকে কাতরবোধে আরও ভীষণ ভাব ধারণ
করিবে। আপনি যুদ্ধ হইবেন না, যুদ্ধ হইবেন
না; ত্বরায় নারায়ণ অস্ত্র স্মরণ করুন। ইহা শুনিয়া
ইন্দ্র প্রযতভাবে নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন।
ইতিমধ্যে জন্তু দৈত্য ক্ষণমায়ে মথব্যাদান করিয়া
তিন লক্ষ কিন্নর, তিন লক্ষ সর্প ও তিন লক্ষ রাক্ষস
গ্রাস করিয়া ফেলিল। অতঃপর তদীয় বক্ষঃস্থলে
নারায়ণাস্ত্র নিপতিত হইল। সেই মহাস্থাঘাতে
তদীয় হৃদয় ভেদ হইয়া গেল; তখন জন্তু দৈত্য
বহু ক্রুদ্ধির ক্ষরণ করিতে করিতে অস্ত্রতেজোহত
সেই রূপ পরিত্যাগ করিয়া অট্টহাস্তসহকারে গগন-
তলে বিলীন হইল এবং এদৃশ্যরূপে বজ্রাস্ত্র সমুদ্বারা
সুরসৈন্তের সংহার সাধন করিতে লাগিল। পরে
আবার রোষবশে অনিবার্য পরশু, চক্র, বজ্র, বাণ,
মুদগর, কুন্ত, খড়্গ, ভিন্দিপাল, ও লৌহমুখ গুডাস্ত্র-
সমূহ অবিরল ধারে বর্ষণ করিতে লাগিল। দানব-
তৎসমস্ত ভীষণাস্থাঘাতে দেবসৈন্তের বাহু,

উরুভির্গজহস্তাভৈঃ করীলৈশ্চাচলোপমৈঃ ॥ ১২৬ ॥
ভগ্নেবাদগুচক্রাটৈ রথৈশ্চ রথিভিঃ সহ । দুঃসঞ্চারা-
ভবৎ পৃথ্বী মাংসশোণিতকর্দমা ॥ ১২৭ ॥ রুধিরৌষ-
হদাবর্তা গজদেহশিলোচ্চয়া । কবন্ধনৃত্যবহলা
মহাসুরপ্রবাহিনী ॥ ১২৮ ॥ শৃগালগৃধ্রক্ষাভাঙ্গাণাং
পরমানন্দকারিণী । পিশাচজাতিভিঃ কীর্ত্তং পিত্তামিষং
সশোণিতম্ ॥ ১২৯ ॥ অসম্মাভির্ভায়াভিঃ সহ
নৃত্যাদিক্রুদতা । কাচিং পত্নী প্রকুপিতা গজকুন্তাস্ত-
মৌক্তিকৈঃ ॥ ১৩০ ॥ পিশাচো যত্র চাখানাং খুরানেকত্র
চাকবোৎ । কর্ণপুর্বেষু মোদন্তে পশ্চাত্ত্যক্তাঃ সরোষতঃ ।
॥ ১৩১ ॥ প্রসাদঘাতি বহুধা মহাকর্ণার্থকোবিদাঃ ।
কেচিদদন্তি ভো দেবা ভো দৈত্যাঃ প্রার্থয়ামহে ॥
আকল্পমেবং যোদ্ধবামস্মাকং তৃপ্তিহেতবে ॥ ১৩২ ॥
কেচিদচুরয়ং দৈত্যা দেবোহয়মতিমাংসলঃ ॥ ১৩৩ ॥
ম্রিষতে যদি সংগ্রামে ধাতুর্দদ্যোহপযাচিতম্ ।
কেচিদ্যুধাংসু বীরেষু স্বকণী সংলিহন্তি চ ॥ ১৩৪ ॥

সকুণ্ডল মস্তক, করিকরসম উরু, ভূধরাকার কুঞ্জর,
ঐষাদগু, চক্র, অক্ষ, রথ ও রথিনিচয় দ্বারা পৃথিবী
পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মাংস-শোণিত-কর্দমাচ্ছিন্ন
পৃথ্বী তখন দুঃসঞ্চারা হইয়া উঠিল। রণভূমে
পক্ষতাকার গজদেহসমূহমধ্যস্থ রুধিররাশি তখন
হৃদ্যাকারে প্রতীত হইতে লাগিল। অনেকানেক
কবন্ধ তন্মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। সুরদেহসমূহ
ইতস্ততঃ ভাসিতে লাগিল। রণভূমি তখন শৃগাল
গৃধ্র কক্ষাদির পরমানন্দবিধায়িনী হইল। পিশাচ-
গণ সশোণিত মাংস ভক্ষণপূর্বক নিঃসঙ্কোচে স্ব স্ব
ভাষণসহ নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাতে রণভূমি
আরও ভীষণাকার প্রাপ্ত হইল। কোন পিশাচপত্নী
গজকুন্তগত মুক্তা নির্মিত প্রকুপিতা হইয়া যেখানে
তাহার পতি অলঙ্কারার্থ সানন্দে অখণ্ডগণের খুর
সকল সংগ্রহ করিয়া স্তূপীকৃত করিতেছিল, তথায়
যাইয়া কোপ প্রকাশ করিতে লাগিল। অপরা
পিশাচী কর্ণপূর নির্মিত নিজ পতিকে সরোষে অনু-
যোগ করিতে লাগিল; কর্ণালঙ্কার নির্মাণে সুপটু,
তদীয় পতি আবার তাহাকে চাটুকো সাধনা
করিতে লাগিল। ১১৫—১৩২। কতকগুলি রাক্ষস
কহিল,—হে দেবগণ! ওহে দৈত্যগণ! আমরা
প্রার্থনা করি, আমাদের তৃপ্তির নির্মিত আজন্মকাল
তোমরা এইভাবে যুদ্ধ করিতে থাক। কেহ কেহ
কহিল,—এ দৈত্যটা আর এই দেবতাটা অত্যন্ত
মাংসল। এই দুইটা যদি সংগ্রামে মরে, তবে

এতেন পয়সা বিম্বো তুর্জ্জনঃ সূজ্জনো যথা । কেচিদ্রক্ত-
নদীনাং চ তীরেষাস্তিক্যবুদ্ধয়ঃ ॥১৩৬॥ পিতৃন দেবা-
স্তর্পয়ন্তি শোণিতৈশ্চামিষৈঃ শুভৈঃ । কেচিদামিব-
রাশিস্তা দৃষ্টীচ্ছা করামিষম্ ॥ ১৩৭ ॥ দেহি দেহীতি
বাশস্তো ধনিঃ রূপণা যথা । কেচিৎ স্বয়ং প্রতপ্তাশ্চ
দৃষ্টা বৈ খাদতঃ পরান্ ॥ ১৩৮ ॥ সরোষমোষ্ঠৌ
নির্ভুজ্য পশ্যন্ত্যেবাত্যস্বয়া । কেচিৎ স্বমদরং ক্রুকা
নিন্দতি তাডয়ন্তি চ ॥ ১৩৯ ॥ সর্বভক্ষমভীপ্সন্তদৃপ্তাঃ
পরধনং যথা । কেচিদাহরদ্য এব শ্লাঘা সৃষ্টিঞ্চ
বেধসঃ । সুপ্রভাতং সুনক্ষত্রং পূর্বমাসীদুথৈব
তৎ ॥ ১৪০ ॥ এবং বহুবিধালাপে পলাদানাং
ততস্ততঃ ॥ ১৪১ ॥ অদৃশুঃ সমরে জন্তো দেবাক্ষৈশ্চ-
চূর্ণয়ৎ । ততঃ শক্ৰো ধনেশশ্চ বরুণঃ পবনোহননঃ ॥
১৪২ ॥ যমোহথ নিষ্ঠাতিশ্চাপি দিব্যাস্ত্রাণি মহাবলাঃ ।
আকাশে মুমূচুঃ সর্ষে দানব্যাভিসঙ্ঘা তু ॥ ১৪৩ ॥

আমরা বিধাতাকে পূজা দিব । কতকগুলি পিশাচ
—বীরগণ যুদ্ধ করিতে থাকিলে ‘এই যোদ্ধা
সুরসদেহ কিনা দুষ্টিরস-দেহ’ তদ্বিবয় নির্ণয় করণার্থ—
মুখনিশ্চন্দী জল দ্বারা তাহার নির্ণয় হইতে পারে
বলিয়া স্ব স্ব ওষ্ঠের প্রান্তভাগ লেহন করিতে
লাগিল । কোন কোন আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন পিশাচ
রক্তনদীর তীরে থাকিয়া শুভ মাংস-শোণিত
দ্বারা দেব-পিতৃগণের তর্পণ বিধান করিতে
লাগিল । রূপণ ধনীর আয় কোন কোন
পিশাচ মাংসরাশিমধ্যে থাকিয়াও অপরের হস্তে
সামান্য মাংস দর্শনে “আমাকে একটু দেও,
আমাকে একটু দেও” বলিয়া চীৎকার করিতে
লাগিল । কেহ কেহ স্বয়ং তৃপ্ত হইয়াও অপরকে
খাইতে দেখিয়া অস্বাভাবে সরোষে ওষ্ঠদ্বয় দংশন
করিতে লাগিল । কেহ কেহ তৃপ্ত হইয়াও পর-
ধনের আয় সমস্ত মাংস ভক্ষণাভিলাষে ব্যাকুল
হইয়া সক্রোধে নিজ উদর তাড়না সহকারে আত্ম-
নিন্দা করিতে লাগিল । কেহ কেহ কহিতে লাগিল
যে, অদ্যই বিধাতার সৃষ্টি শ্লাঘ্য হইল ; অদ্যই
সুপ্রভাত এবং অদ্যই সুনক্ষত্র ; নচেৎ ইতঃপূর্বে
দিন সকল বৃথাই গিয়াছে । ১১৩—১৪০ । মাংসাশী
পিশাচগণ এইরূপ বিবিধ আলাপ করিতে লাগিল ;
পরন্তু জন্তাসুর অদৃশু থাকিয়া শত্রুগুণিহারা দেবসৈন্য
চূর্ণিত করিতে লাগিল । পরে মহাবল ইন্দ্র, অগ্নি,
যম, নিষ্ঠাতি, বরুণ, পবন, ধনপতি সকলেই জন্তের
উদ্দেশে আকাশে দিব্যাস্ত্র সকল প্রয়োগ করিতে

বার্যতাং জগ্মুরহ্মাণি দেবানাং দানবঃ প্রতি ।
যথাতিক্রুরচিত্তানামার্যো রুহাশতাশ্চপি ॥১৪৪॥ গতিং
ন বিবিশ্চাপি শ্রান্তা দৈত্যাশ্চ দেবতাঃ । দৈত্যানু-
ভিন্নসর্বাঙ্গা গাবঃ শীতাদিতা ইব ॥ ১৪৫ ॥ পরস্পরং
বালীযন্ত হাহাকিষ্টাবিবাদিনঃ । তামবস্থাং হরিদৃষ্টা
দেবাক্ষক্রম্বাচ হ ॥ ১৪৬ ॥ অঘোরমন্ত্রঃ সুর
দেবরাজ অম্লঃ হি যৎ পাশুপতপ্রভাবম্ । ক্রদ্রেণ
তুষ্টেন তব প্রদত্তমবাহতং বীরবরাভিঘাতি ॥ ১৪৭ ॥
এবং স শক্ৰো ধাববোধিতস্তদা প্রণম্য দেবং
বৃষকেতুমীশ্বরম্ । সমাদদে বাণমমিত্রঘাতনং
সম্পূজিতঃ দৈবরণেশর্কচন্দ্রম্ ॥ ১৪৮ ॥ ধনুর্ভাজ্যো
বিনিযোজ্য বুদ্ধিমান্ অযোজয়ন্তত্র অঘোরমন্ত্রম্ ॥
১৪৯ ॥ ততো বদ্যাস্ত্র মূমোচ তস্ত বা আকৃষ্য
কণীন্তমকুর্গদৌবিতম্ । অথাসুরঃ প্রেক্ষ্য মহাস্ত্র-
মাপতদ্বিসৃজ্য মায়াং সহসা বার্বাহিতঃ ॥ ১৫০ ॥
প্রবেপমানেন মুখেন যুজাতাচলেন গাত্রেণ চ
সম্মাকুলঃ । ততঃ তস্মাস্তবরাভিমম্বিতঃ শরোহর্ক-

লাগিলেন । কিন্তু আর্ষাজন প্রতি অতি ক্রুরচেতা
জনগণের দুর্ধাবহারসমূহের আয় সেই দানবের
প্রতি নিষ্কিপ্ত তৎসমস্ত বিফল হইয়া গেল । জন্তা-
সুরের গতি কেহই তখন জানিতে পারিল না ;
দৈত্যা ও দেবতা উভয় পক্ষই তখন অত্যন্ত শ্রান্ত
হইয়া পড়িল । দেবগণ দৈত্যানুপ্রহারে সর্বাঙ্গে
ছিन्न-ভিন্ন হইয়া শীতাক্রান্ত গোগণের আয় অতীব
ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । তাহার পরস্পর “হায়,
হায় । কি উপায় হইবে ।” এইরূপ বলিতে
বলিতে পলায়ন করিতে লাগিলেন । হরি, দেবগণের
তাদৃশ অবস্থা দর্শনে শক্ৰকে কহিলেন,—হে দেব-
রাজ ! আপনি অঘোর মন্ত্র স্মরণ করুন ;—
পূর্বে ক্রুদ্ধদেব তুষ্ট হইয়া আপনাকে যে বীরবর-
ঘাতী অববাহিতপ্রভাব পাশুপত নামক মহাস্ত্র
প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনি সেই অস্ত্র
প্রয়োগ করুন । হরির এইরূপ পরামর্শে ইন্দ্র
প্রবুদ্ধ হইয়া ঈশ্বর বৃষধ্বজদেবকে প্রণামপূর্বক
দেবযুদ্ধে অতি প্রশংসাই বৈরিঘাতী- একটী
অর্কচন্দ্র বাণ গ্রহণপূর্বক অজুয় ধনুকে সং-
যোজন করিয়া তাহাতে অঘোর মন্ত্র যোজনা
করিলেন । বুদ্ধিমান্ শক্ৰ কণীন্ত পর্যাস্ত শরাসন
আকর্ষণ করিয়া সেই অতি সমুজ্জ্বল বাণ পরিত্যাগ
করিলেন । মহাসুর জন্ত সহসা সেই মহাস্ত্রকে
আপতিত হইতে দেখিয়া মায়া পরিহারপূর্বক ভয়া-

চন্দ্রঃ প্রসভঃ মহারণে ॥ ১৫১ ॥ পুরন্দরশ্বেষসন-
 প্রমুজো মধ্যাক্ষিৎ বপুষা বিড়ম্বয় ॥ ১৫২ ॥
 কিরীটকূটফুরকাস্তিসঙ্কুলঃ সুগন্ধিনানাকুশুমাবি-
 বাসিতম্ । প্রকৌণ্ডমজ্জলনাতমুর্দ্ধজং ত্রুপাতয়জ্জলানরঃ
 স্কুণ্ডলম্ ॥ ১৫৩ ॥ তস্মিন্মিলিতহতে জন্তে প্রশংসুঃ
 সুরা বহু । বাসুদেবোহপি ভৈগবান সাধনান্দিত
 চাত্রবীৎ ॥ ১৫৪ ॥ ততো জন্তুঃ হতঃ দৃষ্টা দানবেশ্রাঃ
 পরাশ্রুখাঃ । সর্বে তে ভগ্নসকল্যা ত্রুপুস্তারকং প্রাণ ॥
 ১৫৫ ॥ তাংস্চ ত্রস্তান্ সমালোক্য শ্রুত্বা স চতুবো
 হতান্ । সারথিঃ প্রেরয়ামাস যাহীন্দ্রং লবু সঙ্গরে ॥
 ১৫৬ ॥ তথৈতু্যক্তা স চ প্রাণাতারকে রথমাস্থিতে ।
 সাবলেপং চ সক্রোধং সগর্ভং সপরাক্রমম্ ॥ ১৫৭ ॥
 সাবিকারং সধিকারং প্রয়াতো দানবেশ্বরঃ । স
 যুক্তং রথমাস্থায় সহশ্রেণ গরুত্মতাম্ ॥ ১৫৮ ॥ সর্বাযুধ-
 পরিহারং সর্বাঙ্গপরিরক্ষিতম্ । ত্রৈলোক্যখাদিসম্পন্ন-
 কল্লাস্তান্তকনাদিতম্ ॥ ১৫৯ ॥ সৈন্তেন মহতা যুক্তো
 নাদয়ন্ বিদিশো দিশঃ । সহস্রাঙ্কশ্চ তং দৃষ্টা

তাক্ষা বাহনদন্তিনম্ ॥ ১৬০ ॥ রথং মাতলিনা
 যুক্তং তপ্তহেমপরিষ্কৃতম্ । চতুর্ধোজনবিস্তীর্ণং
 সিদ্ধসজ্জপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৬১ ॥ গন্ধর্ব্ব-কিন্নরোদগীত
 ম্পসরোদ্যুতাসঙ্কলম্ ॥ ১৬২ ॥ সর্বাযুধ-মহাবাধং মহা-
 রত্নসমাচিতম্ । অধাতিষ্ঠতং রথক পরিবার্য
 সমস্ততঃ ॥ ১৬৩ ॥ দংশিতা লোকপালাশ্চ তসুঃ
 সগরুদ্রবজাঃ । ততশ্চাল বসুধা বর্বো রুক্মো
 মরুদগণঃ ॥ ১৬৪ ॥ চেলুশ্চ সাগরাঃ সপ্ত তথানন্ত-
 দবেঃ প্রভা । ততো জজলুরস্ত্রাণি ততোহকম্পস্ত
 বাহনাঃ ॥ ১৬৫ ॥ ততঃ সমস্তমুদ্রুতং ততোহদৃষ্টত
 তারকঃ । একহস্তারকো দৈতাঃ সুরসম্মাস্তথৈকতঃ ॥
 ১৬৬ ॥ লোকাবসাদমেকত্র লোকোদ্ধরণমেকতঃ ।
 চরাচরাণি ভূতানি ভূবিস্বয়বন্দি চ ॥ ১৬৭ ॥ প্রশংসুঃ
 সুরাঃ পার্গতদা তস্মিন সমাগমে ॥ ১৬৮ ॥ অস্ত্রাণি
 তেজাঃ সিন্ধুনানি যোবা যশো বলং বীরপরাক্রমাশ্চ ।
 সঙ্কোজসাত্ত্বক্যবভূবুরেবাং দেবাসুবাণাং তপসঃ পরং
 তু নঃ ॥ ১৬৯ ॥ অথাভিনুযমাযাস্তং দেবা বিনত-
 পম্বভিঃ । বাণৈরনলকল্লাগ্নৈরিবাবাস্তারকং প্রতি ॥

কুল হৃদয়ে কম্পিতকায়ে শুদ্ধমুখে অবসাদগ্রস্ত হইল ।
 অঘোরমস্ত্রে অভিমন্ত্রিত অঙ্গচন্দ্র বাণ পূবদরেব
 ধনুশুজ হইয়া মধ্যাক্ষুয়াসম সমুজ্জলাকার
 ধারণপূর্ব্বক সবেগে যাইয়া জন্তের কিরীটভূষিত
 সুগন্ধি নানা কুশুমসম্বিত, সধম বাহুসম বিকৌণ্ড
 সমুজ্জল কেশবিশিষ্ট কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ভূপাতিত
 করিল । ইন্দ্র কর্তৃক জন্তু নিহত হইলে দেবগণ
 ইন্দ্রকে বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; এবং
 বিষ্ণুও সাধু সাধু শব্দে ইন্দ্রকে অভিনন্দিত করি-
 লেন । ১৫১—১৫৪ । জন্তাসুরকে নিহত দর্শনে
 অপরাপর দানবেশ্বরগণ নিরুদ্যম হইয়া সকলেই
 যুদ্ধে পরাশ্রুত হইল এবং তারকাসুরের দিকে
 পলায়ন করিতে লাগিল । তারকাসুর সেই দানব-
 গণকে তাদৃশ ত্রস্ত দর্শনে এবং চারিজন মহাবীরকে
 নিহত শ্রবণে সারথির প্রতি আদেশ করিল,—
 ‘ত্বরায় ইন্দ্রের প্রতি রথ চালনা কর । সারথিও
 ‘তাহাই করিতেছি’ বলিয়া রথ চালনা করিল ।
 দানবেশ্বর তারক, সহস্র গরুড়যুক্ত, সর্বাঙ্গসুর্ভক্ষক,
 সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, ত্রৈলোক্যখাদিসম্পন্ন,
 কল্লাস্তকালসম নিনাদসম্বিত মহারণে সক্রোধে
 সগর্ভে সোৎসাহে পরাক্রমসহকারে বিহার করিতে
 করিতে আরোহণপূর্ব্বক মহাসৈন্তে পরিবেষ্টিত
 হইয়া নিক্ বিদিক্ নিনাদিত করিয়া যাইতে লাগিল ।
 সহস্রাঙ্ক ইন্দ্রও তারককে আসিতে দেখিয়া ঐরাবত

হইতে অবতরণপূর্ব্বক মাতলিযোজিত তপ্তসুবর্ণ-
 মাণ্ডিত, চতুর্ধোজন বিস্তীর্ণ, সিদ্ধসজ্জ্য সুশোভিত,
 গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণের গীত ও অম্পরোবর্গের নৃত্যাভি-
 নন্দিত, মহারত্নসমাচিত, সর্বাযুধসম্পন্ন মহারণে
 আরোহণ করিলেন । বিষ্ণু ও দিকপালগণ সজ্জিত
 ও সশস্ত্র হইয়া সেই রথ বেষ্টিত করিয়া অবস্থান
 করিতে লাগিলেন । পরে ক্রমশঃ ভূকম্প
 উপস্থিত হইতে লাগিল ; রুক্ম বায়ু বহিতে
 লাগিল, সপ্ত সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল ; সূর্য্য
 প্রভাভীন হইলেন, অগ্নসমুহ জলিয়া উঠিল ; বাহন
 সকল দাঁপিতে লাগিল, সমস্তই যেন বিপদাস্ত
 হইয়া পড়িল । পরে তারকাসুর দেবগণের নয়ন-
 গোচর হইল । এক দিকে তারকাসুর এবং এক
 দিকে দেবগণ ; এক পক্ষে লোকসমূহের অবসাদ
 এবং এক পক্ষে লোকচয়ের পরিত্রাণ বলিয়া প্রতীয়-
 মান হইতে লাগিল । হে পৃথানন্দন অর্জুন !
 চরাচর প্রাণিবর্গ তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত
 হইয়া পড়িল । দেবগণ তখন আত্মশ্লাঘা প্রকাশ
 করিতে লাগিলেন । হে অর্জুন ! তখন সেই দেবা-
 সুরবর্গের তপস্তাপ্রভাবে অস্ত্র, তেজ, ঐশ্বর্য্য, সৈন্ত,
 যশ, বল, বীর্য্য, পরাক্রম, ধৈর্য্য, উৎসাহ, এতৎ
 সমস্তই পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । ১৫৫—১৬৯ ।
 অতঃপর দেবগণ অভিযুগাত তারকাসুরকে অগ্নি-

১৭০ ॥ স তানচিন্ত্য দৈত্যোল্লো দেববাণক্ষতান্
হৃদি । বাণৈর্বোম দিশঃ পৃথ্বীং পুরয়ামাস দানবঃ ॥
১৩১ ॥ নারায়ণঞ্চ সপ্ততা নবতা চ হতাশনম্ ।
দশভির্ভারতং মুর্দ্ধি যমং দশভিরেব চ ॥ ১৭২ ॥
ধনদৈব সপ্তত্যা বরুণঞ্চ তথাষ্টভিঃ । বিংশত্যা
নিখতিং দৈত্যঃ পুনশ্চাষ্টভিরেব চ ॥ ১৭৩ ॥ বিব্যাধ
পুনরেকৈকং দশভির্মর্ষভেদিভিঃ । তথা চ মাতলিঃ
দৈত্যো বিব্যাধ ত্রিভিরাশুভৈঃ ॥ ১৩৪ ॥ গরুড়ঃ দশভি-
শৈব মহিষঃ নবভিস্তথা । পুনর্দৈত্যোহথ দেবানাং
তিলশো নতপশ্চভিঃ ॥ ১৭৫ ॥ চকার বর্ষাজালানি
চিচ্ছেদ চ ধনুং যি চ । ততো বিকবচা দেবা বিধনুদাঃ
প্রপীড়িতাঃ ॥ ১৭৬ ॥ চাপান্ভুজানি সংগৃহ্য যাব-
মুঞ্চন্তি সায়কান ! তাবদাণং সমাধায় কালানলসম-
প্রভান্ ॥ ১৭৭ ॥ তাডয়ামাস শক্রং স হৃদি সৌহপি
মুমোহ চ । ততোহন্তরিক্ষমালোকা দৃষ্টা সূর্য্যশত-
কৃতী ॥ ১৭৮ ॥ তাক্ষণবিষ্ণু সমাজয়ে শরাভ্যাং

তাবমোহতাম্ । প্রেতনাথশ্চ বহুশ্চ বরুণশ্চ
শিতৈঃ শটৈঃ ॥ ১৭৯ ॥ নিখতিং চাকরোং কার্য্যং
ভীতভীতং বিমোহয়ন্ । নিরুচ্ছাসং সমাহৃত্য চক্রে
বাণৈঃ সমীরণম্ ॥ ১৮০ ॥ ততঃ প্রাপ্য হরিঃ সংজ্ঞাং
প্রোৎসাদ্য চ দিশাং পতীন্ । বাণেন সারথ্যে
কায়াচ্ছিরোহহাযীং স্কুণ্ডলম্ ॥ ১৮১ ॥ ধুমকেতো-
জ্বলৎ ক্রুদ্ধস্তশ্চ ছিদ্ৰা ভূপাতয়ৎ । দৈত্যরাজ-
কিরীটঞ্চ চিচ্ছেদ বাসবস্ত্রুঃ ॥ ১৮২ ॥ ধনেশশ্চ
ধনুঃ ক্রুদ্ধো বিভেদ বহুধা শটৈঃ । বায়ুশ্চক্রে চ
তিলশো রথং বা ক্ষৌণিকুবরম্ ॥ ১৮৩ ॥ নিখতি-
স্তিলশো বশ্ম চক্রে বাণৈস্ততো রণে । ক্রুতহতদতুলং
কর্ম্ম তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাক্রবন ॥ ১৮৪ ॥ লিহন্তুঃ শ্বক্ণিণীং
দেবা বাসুদেবাদযস্তদা । দৃষ্টা তৎ কর্ম্ম দেবানাং
তারকোহতুলবিক্রমঃ ॥ ১৮৫ ॥ মুমোচ মুদারং ভীমং
সহস্রাক্ষায় সঙ্গরে । দৃষ্টা মুদারমায়ান্তমনিবার্য্যং
রণাজিরে ॥ ১৮৬ ॥ রথাদাপ্লুতা ধরণীমগমৎ পাক-
শাসনঃ । মুদারোহপি রথোপস্থে পপাত পরুষশ্বনঃ ॥

সম্পর্শ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ।
দৈত্যোল্ল তারক দেববাণাঘাতে হৃদয়ে ক্ষত
হইয়াও তৎসমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া নিজ বাণজালে
গগনতল ভূমণ্ডল ও দিক্ সকল সমাচ্ছন্ন করিয়া
ফেলিল । সে সপ্ততি বাণে নারায়ণকে, নবতি
বাণে হতাশনকে ও দশ বাণে বাণুকে আহত
করিয়া যমের মস্তকে দশ বাণ প্রহার করিল । পরে
কুবেরকে সপ্ততি বাণে, বরুণকে অষ্ট বাণে এবং
নিখতিকে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অষ্ট
বাণে নিখতিকে আঘাত করিল । পরে আবার
ইহাদিগের প্রত্যেককেই দশ দশটী মর্ষভেদী
বাণে বিদ্ধ করিল । তার পর মাতলিকে তিন বাণে
বিদ্ধ করিয়া গরুড়কে দশ বাণে ও মহিষকে নয় বাণে
আঘাত করিল । অনন্তর দৈত্যরাজ সূতীক্ষ্ণ
বাণজালবর্ষণে দেবগণের বর্ষ্ম সকল তিল তিল
করিয়া ছেদনপূর্ব্বক দেবগণের শরাসন সকল
ছেদন করিয়া ফেলিল । তার পর কবচশরাসন-
হীন বাণপীড়িত দেবগণ অত্ন ধনু লইয়া
তাহাতে শর সঙ্কান করিতে না-করিতেই সেই
দানবেন্দ্র একটা কালানলসমঝাতি ভীষণ বাণ
সঙ্কান করিয়া ইন্দ্রকে হৃদয়ে আঘাত করিল । ইন্দ্র
তাহাতে মুচ্ছিত হইলেন । পরে সেই দৈত্যরাজ
অন্তরীক্ষে সূর্য্যশত সম দীপ্তিমান বিষ্ণু ও গরুড়কে
দেখিয়া দুই বাণে তাহাদিগকে আঘাত করিল ;

তাহাতে তাহারাও মুচ্ছিত হইলেন । দৈত্যপতির
সূতীক্ষ্ণ বাণাঘাতে যম, অগ্নি ও বরুণদেব অতীব
ভীত হইয়া ক্রমে মুচ্ছাক্রান্ত হইলেন । দৈত্যরাজ
তারক বাণবর্ষণে সমীরণকে নিরুচ্ছাস করিয়া
ফেলিল । ১৭০—১৮০ । অতঃপর হরি সংজ্ঞা লাভ
করিয়া দিক্‌পালগণকে উৎসাহিত করিলেন এবং
সক্রেবে বাণাঘাতে তারকের ধুমকেতু নামক
সারথির দেহ হইতে কুণ্ডলভূষিত উজ্জ্বল মস্তকটী
পাতিত করিলেন । ইন্দ্র তখন দৈত্যরাজের কিরীট
এবং কুবের তদীয় ধনুশ্ছেদন করিলেন । বায়ুদেব
বহু বাণাঘাতে দৈত্যপতির রথখানি তিল তিল
করিয়া ছেদনপূর্ব্বক বহুবাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন
এবং উহার কুবেরাদি সমস্তই ভূপাতিত করিলেন ।
নিখতিদেব সেই রণক্ষেত্রে তিল তিল প্রমাণে
দৈত্যপতির বর্ষ্মছেদন করিলেন । বাসুদেবাদি
দেবগণ রণস্থলে এই কর্ম্ম করিয়া শ্বক্ণি লেহন
করিতে করিতে দৈত্যরাজকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া
শাসাইতে লাগিলেন । অতুলবিক্রম তারকাসুর
সেই যুদ্ধে দেবগণের এই কর্ম্ম দেখিয়া একটা ভয়ঙ্কর
মুদার লইয়া সহস্রলোচনের প্রতি নিক্ষেপ করিল ।
পাকশাসন সেই মুদার আসিতেছে দেখিয়া তাহাকে
অনিবার্য্য বোধে রথ হইতে লক্ষপ্রদানপূর্ব্বক
ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন । মুদারটাও মহাশব্দে
রথোপরি পতিত হইয়া রথখানিকে চূর্ণ করিয়া

১৮৭ ॥ স রথং চূর্ণয়ামাস ন মমার চ মাতলিঃ ।
 গৃহীত্বা পট্টিশং দৈত্যো জঘানোরসি কেশবম্ ॥ ১৮৮ ॥
 স্বন্ধে গরুড়াতঃ সোহপি নিবসাদ বিচেতনঃ । খজেন
 রাক্ষসেন্দ্রক ভিষ্মা ভূমাবপাতয়ৎ ॥ ১৮৯ ॥ যমক
 পাতয়ামাস ভূমৌ দৈত্যো মুখে হতম্ । বহিষ্ক
 ভিন্দিপালেন চক্রে হহা বিচেতনম্ ॥ ১৯০ ॥ বায়ু
 পদা তদাক্ষিপ্য পাতয়ামাস ভূতলে । ধনেশং
 তদ্বক্ষু কোট্যা কুটয়ামাস কোপনঃ ॥ ১৯১ ॥ ততো
 দেবনিকায়ানামেকৈকং ক্ষণমাত্রতঃ । তেষামেব
 জঘানাসৌ শনৈর্বালান যথা গুরুঃ ॥ ১৯২ ॥ লক্ষ-
 সংক্রান্ততো বিষ্ণুচক্রং জগ্রাহ দুর্ধরম্ । দানবেন্দ্র-
 বসামেদোকধিরেণাভিরঞ্জিতম্ ॥ ১৯৩ ॥ মুমোচ
 দানবেন্দ্রস্তা দৃঢ়ং বক্ষসি কেশবঃ । পপাত চক্রং
 দৈত্যস্তা পতিতং ভাস্করহৃতি ॥ ১৯৪ ॥ বাশীর্ঘাতাথ
 কায়েহস্ত নীলোৎপলমিবাস্মিন । ততো বজ্রঃ
 মহেন্দ্রোহপি প্রমুখোচ্চাচ্চিতং চিরম্ ॥ ১৯৫ ॥
 তস্মিন জয়াশা শক্রস্তা দানবেন্দ্রায় সংযুগে । তারকস্ত
 চ সম্প্রাপ্য শরীরং শৌর্যশালিনঃ ॥ ১৯৬ ॥ বাশীর্ঘাত
 বিকীর্ণাচ্চিঃ শতধা খণ্ডশো গতম্ । ততো বায়ু-

ফেলিল; পরন্তু মতিগি মারল না। দৈত্যরাজ
 একটা পট্টিশ লইয়া তদ্বারা কেশবকে বক্ষঃস্থলে
 আঘাত করিল, তিনি সেই আঘাতে গরুড়ের স্বন্ধে
 অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই দৈত্য খজাঘাতে
 নিখাতিকে বিভিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিল
 এবং যমকে তদীয় মুখে ভিন্দিপালাঘাতে ভূপাতিত
 করিয়া অগ্নিকেও ভিন্দিপাল দ্বারা বিচেতন করিয়া
 পাতিত করিল। মহাক্রোধী দৈত্যরাজ পদাঘাতে
 বায়ুকে পাতিত করিয়া ধনুকোট দ্বারা ধনপাতিকে
 ক্ষত-বিক্ষত করিল। পরে সে ক্ষণমাত্র গুরু
 যেমন বালকদিগকে প্রহার করেন, তদ্রূপ অস্ত্রদ্বারা
 এক এক জনকে আঘাত করতে লাগিল। অতঃ-
 পর বিষ্ণু সংক্রান্ত লাভ করিয়া দানবেন্দ্রগণের রুধির-
 বসামেদঃপ্রলিপ্ত দুঃসহ চক্র গ্রহণপূর্বক দৈত্যপতির
 বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিলেন;
 পরন্তু সেই ভাস্করকান্তি চক্র, দৈত্যরাজের বক্ষঃ-
 স্থলে পতিত হইয়া প্রস্থরপতিত নীলোৎপলের স্থায়
 বিশীর্ণ হইয়া গেল। পরে ইন্দ্রও দৈত্যযুদ্ধে নিয়ত
 যাহাতে জয়াশা করিতেন, সেই চিরপূজিত বজ্রাশ্র
 লইয়া নিক্ষেপ করিলেন; পরন্তু শৌর্যশালী
 তারকের শরীরে পতিত হইয়া সেই বজ্রও কিরণ
 বিকিরণপূর্বক শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল।

রদীনায়া বেগেন মহতা নদন ॥ ১৯৭ ॥ জলিতর্জল-
 নাভাসমক্ষুশং প্রমুখোচ হ । বিশীর্ণং তস্ত তচ্চাক্রে
 দৃষ্ট্বা বায়ুর্মহারুবা ॥ ১৯৮ ॥ ততঃ শৈলেন্দ্রমুৎপাট্য
 পুষ্পিতক্রমকন্দরম্ । চিক্কেপ দানবেন্দ্রায় দশ-
 যোজনবিস্তৃতম্ ॥ ১৯৯ ॥ মহীধরং তমায়ান্তং সম্মিতং
 দৈত্যপুঙ্গবঃ । জগ্রাহ বামহস্তেন বালকন্দুকলীলয়া ॥
 ২০০ ॥ ততস্তেনৈব চাহত্যা পাতয়ামাস চান্তকম্ ।
 দণ্ডং ততঃ সমুদ্যম্য কৃতান্তঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ২০১ ॥
 দৈত্যোন্দ্রমুর্দ্ধি চিক্কেপ ভ্রাম্য বেগেন দুর্জয়ম্ ।
 সোহসুরস্থাপতমুর্দ্ধি দৈত্যান্তং জগৃহে স্ময়ন ॥ ২০২ ॥
 কল্লান্তলোকদহনো জলনো রোবসঃ জলন । শক্তিং
 চিক্কেপ দুর্দ্ধাঃ দানবেন্দ্রায় সংযুগে ॥ ২০৩ ॥ ততঃ
 শিরীষমালেব সাস্ত্রা বক্ষসরাজত । ততঃ খজাং
 সমাহুয়া কোশাদাবাশানিস্ময়ন ॥ ২০৪ ॥ দ্ব্যতি-
 ভাসিতত্রৈলোক্যং লোকপালোহপি নিখাতিঃ ।
 চিক্কেপ দানবেন্দ্রায় তস্তা মুর্দ্ধি পপাত হ ॥ ২০৫ ॥
 পতিতশ্চাগমৎ খজাঃ স শীঘ্রং শতখণ্ডতাম্ ।
 জলেশচ ততঃ ক্রুদ্ধো মহাভৈরবকপিণম্ ॥ ২০৬ ॥

পরে অদীনায়া বায়ু জলিত জলনসম অক্ষুশ লইয়া
 সি হনাদ সহকারে মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন;
 তাহাও তাবকের অঙ্গে ভঙ্গপ্রাপ্ত হইল দেখিয়া
 মহাক্রোধে দশযোজন বিস্তৃত পুষ্পিত তরুলতা সম-
 প্তিত একটা পক্ষত উৎপাটনপূর্বক দানবেন্দ্রের প্রতি
 নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু দৈত্যরাজ তারক সেই
 ভূধর আপতিত হইতেছে, দেখিয়া বালক যেমন
 বন্দুক গ্রহণ করে, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে বামহস্তে
 ধারণ করিল এবং তদ্বারাই যমকে দারুণ আঘাত
 করিল। তখন কৃতান্ত দেব ক্রোধে মুচ্ছিতপ্রায়
 হইয়া দুর্জয় দণ্ডগ্রহণপূর্বক সবেগে ভ্রামিত করিয়া
 দৈত্যোন্দ্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু দৈত্য-
 রাজ মস্তকে আপতিতপ্রায় সেই দণ্ড সহাস্যমুখে
 ধারণ করিল। ১৮১--২০২। অগ্নিদেব রোষে জলিত
 হইয়া কল্লান্তকালীন ভীষণ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া
 সেই রণস্থলে দানবেন্দ্রের প্রতি দুর্দ্ধা শক্তি নিক্ষেপ
 করিলে, তাহাও সেই দৈত্যপতির বক্ষে
 শিরীষমালাবৎ বিরাজিত হইল। নিখাতি দেব
 কোষ হইতে নির্মূল খজা আকর্ষণ করিয়া
 দানবেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; সেই খজা
 প্রভাজালে ত্রৈলোক্যমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া
 দৈত্যরাজের মস্তকে আপতিত হইল বটে, কিন্তু
 তাহা পতনমাত্রেই শতখণ্ডে ভগ্ন হইয়া গেল।

মুমোচ পাশং দৈত্যেন্দ্রভুজবন্ধাভিলাষকঃ । স দৈত্য-
ভুজমাসাদ্য পাশঃ সদ্যো ব্যপদ্যত ॥ ২০৭ ॥
ক্ষুটিতঃ ক্রকচক্রদশনানিরহীশ্বরঃ । ততোহাশ্বিনৌ
সচন্দ্রাকৌ সাধ্যাশ্চ বসবশ্চ যে ॥ ২০৮ ॥ যক্ষ-
রাক্ষসগন্ধর্বাঃ সর্পাশ্চটৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ । ভৃগু-
দৈত্যৈশ্চ সর্ষে ভূবশস্তে মহাবলাঃ ॥ ২০৯ ॥
ন চান্ধাণ্যস্তাসজ্জন্ত গাত্রে বজ্রাচলোপমে । ততো
দেবানবপ্লুত্যা তারকো দানবাবিধঃ ॥ ২১০ ॥ জঘান
কোটিশঃ ক্রুকো মুষ্টিপার্কিভিরেব চ । তথা-
বিধঃ তস্তা বীৰ্য্যমালোক্য ভগবান হরিঃ ॥ ২১১ ॥
পলায়ধ্বমহো দেবা বদন্ত্তহিতোহভবৎ । শক্রাদয়-
স্ততো দেবাঃ পলায়নকৃতাদরাঃ ॥ ২১২ ॥ কালনেমি-
মুখৈর্দৈত্যৈরুপকৃদ্ধা মহোৎকটেঃ । মুষ্টিভিঃ পাদ-
ঘাতেশ্চ কেশধাক্রুয়া তৈর্মুদা ॥ ২১৩ ॥ তারিতাঃ
শুকসরিতঃ দেবমার্গাশ্চ দংশিতাঃ । বহুধা চাপা-
কৃষান্ত লোকপালা মহাশুরৈঃ ॥ ২১৪ ॥ ততো নিনাদঃ
সঙ্গজে দৈত্যানাং বলশালিনাম্ । কম্পয়ন পৃথিবীং

দ্যাঞ্চ পাতালানি চ ভারত ॥ ২১৫ ॥ জয়েতি
মুদিতা দৈত্যাস্ত্রবৃন্তারকং তদা । শঙ্খাশ্চ পুরয়া-
মাসুঃ কুন্দেন্দ্রসদৃশপ্রভান ॥ ২১৬ ॥ ধনুর্বাণরবা-
শ্চোগ্রান করাঘাতাশ্চ চক্রিরে । ভ্রশং হর্ষাঘিতা
দৈত্যা নেহশ্চ ননৃতুমুঃ ॥ ২১৭ ॥ ততো দেবান
পুষ্পতা পশুপালঃ পশুনিব । দৈত্যেন্দ্রো রথ-
মাস্থায় জগাম সহিতোহশুরৈঃ ॥ ২১৮ ॥ মহীসাগর-
কূলস্তঃ তারকঃ স পুরং বলী । যোজনদ্বাদশায়ামং
তাম্রপ্রাকারশোভিতম্ ॥ ২১৯ ॥ প্রাসাদৈর্বহুভিঃ
কীর্ণং দিব্যাশ্চর্য্যোপশোভিতম্ । যত্র শকাহুয়ো
নৈব জীর্ঘ্যন্তে চানিশঃ পুরে ॥ ২২০ ॥ গীতঘোষশ্চ
জাঘোষো ভূজ্যস্তাঃ বিবহাশ্রিতা । তৎ প্রবিষ্টা পুরং
রাজা জগাম শকমালয়ম্ ॥ ২২১ ॥ মহোৎসবেন
মহতা পুত্রস্বীপ্রতিনন্দিতঃ । তত্র দিব্যাং সভাং
রাজ্য প্রাপ্য সিংহাসনস্থিতঃ ॥ ২২২ ॥ সূর্যমানো
দিতিশূতৈরপ্সরোভিধনোদিতঃ । দিব্যাসনৈশ্চ-
দৈত্যৈর্দৈবরূতঃ সিংহৈরিব প্রভুঃ ॥ ২২৩ ॥ এত-
স্মিন্নন্তরে কাচিদিব্যাস্ত্রী তৎপুরেহভবৎ । রূপেণানু-

জলেশ্বর বরুণ দেব, ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যেন্দ্রের ভুজ-
বন্ধনাভিলাষে মহাভীষণাকার পাশাস্ত্র নিক্ষেপ
করিলেন । সেই পাশ দৈত্যপতির বাহুতে পতিত
হইয়া তৎক্ষণাৎ বিপর হইল ; সেই সর্পরাজের
ক্রকচাকার দশনশ্রেণী ভগ্ন হইয়া গেল । অতঃপর
মহাবল অশ্বিনীকুমারদ্বয়, চন্দ্র, সূর্য্য, সাধ্যা, বসু,
যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, সর্পাদি দেবপক্ষীয়গণ সকলে
মিলিতভাবে বারংবার বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে দৈত্যেশ্বরকে
আঘাত করিতে লাগিলেন, পরন্তু দৈত্যরাজের
বজ্রাচল সদৃশ গাত্রে তৎসমস্ত কিছুমাত্র বিদ্ধ
হইল না । দানবপতি তারক তখন লক্ষ্যপ্রদানে
দেবসৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে পদাঘাত ও
মুষ্টিাঘাতে কোটি কোটি দেবতাকে আহত করিতে
লাগিল । বিষ্ণু সেই দৈত্যপতির তাদৃশ বীৰ্য্য দর্শনে
“ওহে দেবগণ ! পলায়ন কর ।” এই বলিয়া
অস্ত্রধান করিলেন । তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ পলায়ন-
পরায়ণ হইলে কালনেমিপ্রমুখ মদোদ্ধত দানবগণ
পলায়নপথ রুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে সোৎসায়ে
কেশাকর্ষণপূর্ব্বক মুষ্টিাঘাত পদাঘাত সহকারে নানা
পথে ও নানা শুষ্ক নদীতে আকর্ষণ করিতে লাগিল ।
বর্ষ্যধারী লোকপালগণ ও মহাশুরগণ কর্তৃক নানা
প্রকারে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন । ২০৩—২১৪ ।
হে ভারত, অর্জুন ! তখন বলশালী দৈত্যদলमध्ये

এমন নিনাদ প্রারম্ভ হইল যে, তাহাতে ভূতল ও
পাতাল পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল । দৈত্যগণ
তখন সানন্দ চিত্তে জয় শব্দে তারককে অভি-
নন্দন সহকারে কুন্দেন্দ্রসমপ্রভ শঙ্খসমূহ বাদন
করিতে লাগিল । তাহারা অতি হর্ষবশে বারংবার
সিংহনাদ, ধনুঃশব্দ, বাণধ্বনি, করতলাক্ষোঁট ও
নৃত্য করিতে লাগিল । অতঃপর দৈত্যেশ্বর তারক
পশুপালক যেমন পশুগণকে লইয়া যায়, তক্রপ
দেবগণকে লইয়া দৈত্যাদল সহ রথারোহণে
নিজ পুরে প্রস্থান করিল । ২১৫—২১৮ । তারকা-
শুরের নগর ভূতলে সাগরকূলে অবস্থিত ;
উহার বিস্তার দ্বাদশ যোজন । উহা তাম্রপ্রাকারে
পরিবেষ্টিত, বহুবিধ প্রাসাদে সমাকীর্ণ এবং দিব্য
দিব্য আশ্চর্য্য ব্যাপারে উপশোভিত । সেই
নগরে সঙ্গীত শব্দ, জাশব্দ ও “বিষয়ভোগ কর”
এই তিনটী শব্দের কদাচ বিরাম হয় না । রাজা
তারকাশুর মহামহোৎসবে পুরস্বীবর্গে অভিনন্দিত
হইয়া সেই পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ ভবনে
গমন করিল । অশুর তারক দিব্য সভামধ্যে যাইয়া
দিব্য সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক দৈত্যগণ কর্তৃক
সূর্যমান, অপ্সরোবর্গে বিনন্দিত এবং দিব্যাসনোপ-
বিষ্ট অশুরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহগণ-পরি-
বেষ্টিত পশুরাজের স্তায় শোভা প্রাপ্ত হইল । হে

পমা পার্থ নানাভরণভূষিতা ॥ ২২৪ ॥ তাং দৃষ্ট্বা
তারকো রাজা ভূষণং বৈ বিস্মিতোহভবৎ । বিস্মিত-
স্তৈরুতো দৈত্যৈঃ প্রোবাচেদং অর্থনিব ॥ ২২৫ ॥
কাসি দেবি মম ক্রুহি কিং ময়া রূপশূন্যবি । হংসমা-
যোষিতং নৈব দৃষ্টবন্তঃ পুরা বধম্ ॥ ২২৬ ॥ স্তুবাচ ।
অহং ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীতি বিদ্ধি মাং দৈত্যাসত্তম ।
অর্জ্জিতা তপসা চান্মি হুয়া বীৰ্য্যেণ বা বিভো ॥ ২২৭ ॥
বীৰ্য্যবন্তং অনলসং তপস্বিনমকাতরম্ । দাতাবধাপি
ভোক্তারং যুক্ত্য সেবামি তং নরম্ ॥ ২২৮ ॥ ভীকঃ
নির্বিঘ্নমত্যাগং সাধ্বীপীডাকরং নরম্ । সর্গাতিশক্তি-
ন সত্যসু্যজামি দিতিনন্দন ॥ ২২৯ ॥ মহেন্দ্রেণ চ
মাতা তে যদা সা ব্যপমানিতা । তদৈব তাক্র-
প্রায়োহসাবিদানীং তব সংবশে ॥ ২৩০ ॥ তারকশচ
ততঃ প্রাহ পরমং চেতি তাং তদা । সা চাবিবেশ
তং দেবী ত্রিজগৎপূজিতা রমা ॥ ২৩১ ॥ ততো
দৈত্যাধিপঃ নার্যো দানবানাং বিভূষিতাঃ । বীর-

পার্থ! ইত্যবসরে সেই পুরে বিবিধ দিব্যভরণ-
ভূষিতা অল্পম রূপবতী কোন এক দিব্য স্ত্রী
উপস্থিত হইল। রাজা তারক তাহাকে দেখিয়া
অতিমাত্র বিস্মিত হইল। দৈত্যগণপরিবৃত
তারকাসুর তখন বিস্ময়বশে সহস্র আশ্রয়ে
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—অযি দেবি! তুমি
কে? পরম রূপবতি! আমার নিকট তোমার
কি প্রয়োজন? তুমি তাহা আমাকে বল।
ইতঃপূর্বে আমরা তোমার শ্রাব্য রমণীয়ত্ব
সন্দর্শন করি নাই। ২২৯—২৩০। সেই রমণী কহি-
লেন,—হে দৈত্যাসত্তম! আমি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী;
ইহা আপনি অবগত হউন। হে বিভো! আমি
আপনার তপস্যা ও বীৰ্য্য দ্বারা বশীভূত হইয়াছি।
যে মানব বীৰ্য্যবান, অনলস, তপস্বী, কাতরতাহীন,
দাতা ও ভোক্তা, আমি মনোযোগ সহকারে
তাহার সেবা করিয়া থাকি। আর হে দৈত্যরাজ!
ভীক, নির্বেদযুক্ত, সাধ্বী নারীর অবমাননাকারী
ও সর্ব্বত্র শক্তিত বাক্তিকে সদাঃ পরিত্যাগ করিয়া
থাকি। মহেন্দ্র যখন আপনার মাতার অবমাননা
করিয়াছেন, আমি তখনই তাঁহাকে প্রায় ত্যাগ
করিয়াছিলাম, ইদানীং আপনার বশবর্ত্তিনী হইয়াছি।
তৎপরে তারকাসুর তাঁহাকে “বেশ বেশ” বলিয়া
অভিনন্দিত করিলে সেই ত্রিজগৎপূজিতা রমাদেবী
দৈত্যরাজের দেহে আধিষ্ট হইলেন। অতঃপর
দানবনারীবর্গ বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া বীরকান্স

কান্সমুপাদায় বর্জ্জয়াক্রিরে মুদা ॥ ২৩২ ॥ দেবাশ্চ
দ্বারি তিষ্ঠন্তি বদ্ধা দৈত্যৈঃ শাতুরাঃ । উপহস্তমানা
নারীভির্দৈত্যৈরশ্চ নাগরৈঃ ॥ ২৩৩ ॥ এতশ্চিন্ম-
স্তরে বিষ্ণুর্দৈত্যরূপং সমাশ্রিতঃ । উপহাসকমধ্যস্থো
গাথৈ দে প্রাহ বুদ্ধিমান ॥ ২৩৪ ॥ ইদমল্লতরং নাম
যদমৌষাধ দৃশ্যতে । মাতৃক্রোধং শ্রবন্ রাজা কিং কিং
যন্ন কবিষ্যতি ॥ ২৩৫ ॥ বলীয়াংসং সমাসাদ্য ন
নমোদ্যো ন চাস্তি সঃ । মর্কবজ্জ্বলিতবাকীয়ে রূপায়েঃ
স্বীয়তাং শূরাঃ ॥ ২৩৬ ॥ উপহাসমুখেনামী উপদেশং
হবেমুখাং । সমাকর্ণ্য ততো দেবা মর্করূপেণ
সংশ্রিতাঃ ॥ ২৩৭ ॥ নৃত্যন্তস্তে চ বহুধা দৈত্যাশ্চা-
শুরযোষিতাঃ । ভূষণং নোদয়ামাসুর্মুদা ভোজ্যানি
তে দত্তাঃ ॥ ২৩৮ ॥ বিষ্ণুর্দৈত্যপ্রতীহারং ততঃ প্রোবাচ
বুদ্ধিমান । বিনোদায় মহারাজো মর্কানেতান্ প্রকী-
র্ত্তয় ॥ ২৩৯ ॥ প্রতীহারস্ততো হৃষ্টঃ সভামধ্যে বিবেশ
সঃ । জানুভ্যাং ধরণীং গহ্বা বদ্ধা চ করসম্পূটম্ ॥
২৪০ ॥ উবাচানাবিলং বাক্যমল্লান্ধরপরিফুটম্ ।
দৈত্যৈঃ মর্কবৃন্দানি দ্বারি তিষ্ঠন্তি তে প্রভো ॥

লইয়া সানন্দচিত্তে সেই দৈত্যপতিকে অভিনন্দিত
করিতে লাগিল। দেবগণ তখন বন্দিভাবে
নাগবিক দৈত্য-নরনারী জনে উপহাসিত হইয়া
অতিক্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে
বুদ্ধিমান বিষ্ণু সেই উপহাসক দৈত্যগণের মধ্যে
দৈত্যরূপে প্রবেশ করিয়া দুইটি গাথা পাঠ করি-
লেন। যথা—“ইহাদিগের এ লাঞ্ছনা তো অল্পই;
রাজা মাতৃপীড়া জনিত ক্রোধে কি কি শাস্তি না
দিবেন? বলবানের নিকটে যে বাক্তি প্রণত না
হয়, তাহার অস্তিত্ব থাকে না; অতএব হে দেবগণ!
মর্কটের শ্রাব্য শ্রুতবাক্যীয় উপায়বল্বনে অবস্থান
কর।” দেবগণ হরিমুখ হইতে উপহাসমুখে এই
উপদেশবাণী শ্রবণে মর্কটাকার পরিগ্রহ করিয়া
বিবিধ নৃত্য দ্বারা দৈত্য ও দৈত্যনারীদিগকে
বিনোদিত করিতে লাগিলেন। তাহারাও তাহাতে
সম্বৃত্ত হইয়া নানাবিধ খাদ্য প্রদান করিতে লাগিল।
অতঃপর বুদ্ধিমান বিষ্ণু দৈত্যপ্রতীহারীকে কহি-
লেন যে, মহারাজের বিনোদনার্থ এই সকল মর্কটের
কথা তাঁহাকে নিবেদন কর। প্রতীহারী এই
কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে সভামধ্যে প্রবেশ করিল
এবং জানুদ্বয় দ্বারা ধরণীতল স্পর্শ করিয়া কৃতাজলি-
পুটে স্পষ্টাকরে অল্প কথায় কহিল যে, হে দৈত্যৈঃ!
মর্কটবৃন্দ আপনার দ্বারদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে;

২৪১ ॥ তুশং বিনোদকারীগি স্পৃহা চেদ্রুইমইসি ।
তন্নিশমাত্রবীদ্রাজা কিং চিরং ক্রিয়তে স্বয়া ॥ ২৪২ ॥
ক্ষত্ৰা চেতি বচঃ শ্রুত্বা কালনেমিঃ তদাববীৎ । মক-
নেতান্ মহারাজো দ্রষ্টুমিচ্ছতি শীঘ্রতঃ ॥ ২৪৩ ॥ রক্ষ-
পাল সঠৈতিস্বঃ রাজানমবুতুলয় । কালনেমিরূপা-
দায় মর্কান যাতো নৃপঃ ততঃ ॥ ২৪৪ ॥ মর্কমধো
বিষ্ণুমর্কো যাতস্ত্যক্তা চ দৈত্যাতাম্ । ততস্তারক-
দৈত্যাস্ত পুরতো ননুভূতশম্ ॥ ২৪৫ ॥ মক্স দৈত্যা-
করোক্তালৈর্হর্ষনাদবিনোদিভৈঃ । ততোহ্যতিমুদিতো
রাজা তেষাং নৃত্যেন সৌহববীৎ ॥ ২৪৬ ॥ অভব-
বো মর্কদেবাস্তে। যচ্চামাহঃ হ্রিদম্ । মদগৃহে
স্থীয়তামেব ন চ কার্য্য ভবং হৃদি ॥ ২৪৭ ॥ ইতি
শ্রুত্বা বিষ্ণুমর্কঃ প্রনৃত্যাদিমববীৎ । রাজন বিজ্ঞাতু-
মিচ্ছামস্তব গেহাবধিঃ বয়ম্ ॥ ২৪৮ ॥ এবমুকে
প্রহস্তাহ তারকো দৈত্যাসত্তমঃ । ত্রিভূমিকে হি মে
গেহমিদং যদুবনত্রয়ম্ ॥ ২৪৯ ॥ হরিমর্কস্ততঃ প্রাহ
যদোবং স্বঃ বচঃ স্বর । ত্রৈলোক্যে বিচরন্তে

প্রভো! উহারা অতীব বিনোদজনক। যদি
স্পৃহা হয়, দেখিতে পারেন। ইহা শুনিয়া রাজা
তারকাসুর কহিল,—তুমি বিলম্ব করিতেছ কেন?
প্রতীহারী এই কথা শুনিয়া তখন যাইয়া কাল-
নেমিকে কহিল যে,—মহারাজ এই সকল মর্কট
দেখিতে চাহেন; অতএব হে পালক! আপনি
ইহাদিগকে লইয়া গিয়া রাজার বিনোদন সাধন
করুন। ইহা শুনিয়া কালনেমি সেই মর্কটগণ
লইয়া নৃপসমীপে গমন করিল। ২২৭—২৪৪।
বিষ্ণুও তখন দৈত্যরূপ পরিহারপূর্বক মর্কটরূপ
ধারণ করিয়া সেই মর্কটগণ মধ্যে অবস্থিত হই-
লেন। পরে তারকাসুরের পুরোভাগে দৈত্যা-
গণের করতাল ও হর্ষনাদে অভিনন্দিত হইয়া মর্কট-
গণ অতীব নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের
তাদৃশ নৃত্য দর্শনে রাজা তারকাসুর আনন্দিত
হইয়া কহিল,—ওহে মর্কট দেবগণ! আমি তুষ্ট হইয়া
তোমাদিগকে অভয়দান করিলাম। তোমরা আমার
ভবনেই অবস্থান কর; হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয় করিও
না। বিষ্ণুমর্কট ইহা শুনিয়া নাচিতে নাচিতেই কহি-
লেন,—রাজন্! আমরা আপনার ভবনের সীমা
জানিতে চাই। দৈত্যাসত্তম তারক, একথা শুনিয়া
হাস্তপূর্বক কহিল,—এই ভূমিত্রয়ায়ক ত্রিভুবনই
আমার ভবন। বিষ্ণুমর্কট কহিলেন,—রাজন্!
যদি তাহাই হয়, তবে আপনার বাক্য শ্রবণ করুন;

মর্ক রাজন্ সুনির্ভয়াঃ ॥ ২৫০ ॥ অশ্বমেধশতশ্চাপি
সত্যং রাজন্ বিশিষ্যতে । ধর্ম্মামেনং স্বরন্ সত্যং
বচনং কুরু দৈতাপ ॥ ২৫১ ॥ ততঃ সুবিস্মিতো
দৈত্যাঃ প্রাহেদং বচনং তদা । মর্কটাহো প্রবুকোহসি
সত্যং ক্রহি চ কো ভবান্ ॥ ২৫২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ ।
অহং নারায়ণো নাম যদি শ্রোতুমুপাগতঃ । দেবানাং
রক্ষণার্থায় মর্করূপমুপাশ্রিতঃ ॥ ২৫৩ ॥ তচ্চেন্মাত্ত-
তমো ধর্ম্মশ্রব তদচনং স্বকম্ । পরিপালয় তে গেহং
বিচরন্ত সুরাশ্রমী ॥ ২৫৪ ॥ অবলৈপশ্চ রাজেন্দ্র ন
কর্তব্যাস্থয়া হৃদি । বীরোহহমিতি সক্ষিস্ত্য পশুতা
কালজং বলম্ ॥ ২৫৫ ॥ পর্য্যায়ৈহুমানানামভিহস্তা
ন বিদ্যতে । মোঢ্যমেতর্ভু যদ্বেষ্টা কর্তাহমিতি
মন্ততে ॥ ২৫৬ ॥ ঋষীঃশ্চ দেবাঃশ্চ মহাসুরাঃশ্চ
ত্রৈবিদ্যাবৃদ্ধাঃশ্চ বনে মুনীঃশ্চ । কং বাপদো নোপ-
নমন্তি কালে কালশ্চ বীৰ্য্যং ন তু কর্তুরেতৎ ॥ ২৫৭ ॥
ন মস্তবলবীৰ্য্যোণ প্রজয়া পৌরুষেণ বা । অলভ্যং
লভাতেহকালে কালে সুপ্তোহপি বিন্দতি ॥

এই মর্কটগণ ত্রৈলোক্যেই নির্ভয়ে বিচরণ করুক।
রাজন্! শত অশ্বমেধ অপেক্ষাও সত্য বিশিষ্ট বলিয়া
গণ্য; সুতরাং হে দৈত্যনাথ! আপনি এই ধর্ম্ম
শ্রবণ করিয়া নিজ বাক্য সত্য করুন। দৈত্যরাজ
তখন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কহিল যে, ওহে
মর্কট! তোমাকে জ্ঞানবান দেখিতেছি, তুমি কে?
সত্য করিয়া বল। তত্বতরে বিষ্ণু বলিলেন,—
রাজন্! বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, আমার নাম
নারায়ণ! আমি দেবগণের রক্ষণার্থ মর্কটরূপ ধারণ
করিয়াছি। যা হউক; যদি ধর্ম্ম আপনার মাত্ত হয়,
তবে আপনার নিজবাক্য প্রতিপালন করুন; ভবদীয়
ভবনে এই সুরগণ বিচরণ করুক। আর রাজেন্দ্র!
“আমি বীর” ইহা ভাবিয়া আপনি হৃদয়ে গর্ব্বও
করিবেন না; পরন্তু কালের বলই বিবেচনা করিয়া
দেখিবেন। লোক সকল কাল কর্তৃকই পর্য্যায়ক্রমে
অভিহত হইতেছে, অপর কেহই অভিহস্তা নাই।
শক্রগণ যে “আমি কর্তা” বলিয়া মনে করে, তাহা
মুর্থতা মাত্র। ঋষি, দেবতা, অসুর, ত্রৈবিদ্যাবৃদ্ধ
বনবাসী মুনি—ইহাদিগের কেহই বা কালানুসারে
আপদগ্রস্ত না হন? ফলতঃ সুখ দুঃখ কালের প্রভা-
বেই ঘটয়া থাকে; উহা কর্তার সামর্থ্য নহে।
কেহই অকালে মস্ত, বল, বীৰ্য্য, বুদ্ধি বা পৌরুষ দ্বারা
অলভ্য বিষয় লাভ করিতে পারে না; পরন্তু কালে
নিদ্রিত থাকিয়াও বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হয়। পিতা-মাতার

২৫৮ ॥ ন মাতৃপিতৃশুক্রা ন চ দৈবতপূজনম্ ।
নাভ্যো গুণসমাচারঃ পুরুষস্ত সুখাবহঃ ॥ ২৫৯ ॥
ন বিদ্যা ন তপো দানং ন মিত্রাণি ন
বান্ধবাঃ । শক্রুবন্তি পরিজাতং নবা কালেন
পীড়িতম্ ॥ ২৬০ ॥ নাগামিকমনর্থঃ হি প্রতিঘাত-
শতৈরপি । শক্রুবন্তি প্রতিঘোটমতে কালবলং
নরাঃ ॥ ২৬১ ॥ দেহবৎ পুণ্যকন্ধ্যাণি জীববৎ কাল
উচ্যতে । দ্বয়োঃ সমাগনে দৈত্য কার্য্যানাং সিদ্ধি-
রিষ্যতে ॥ ২৬২ ॥ অহো দৈত্য হৃদিশিখি দৈত্যানা-
কোটয়ঃ পুরা । শাল্মলৈস্তুলবৎ ক্ষিপ্তাঃ কাল-
বাতেন দুর্দশাঃ ॥ ২৬৩ ॥ ইদং তু লক্ষ্যং স্থান-
মাঙ্গানং বহু মন্তসে । সর্বভূতভবং দেবং ব্রহ্মাণ-
মিব শাস্তম্ ॥ ২৬৪ ॥ ন চেদমচলং স্থানমনন্তং
চাপি কন্তচিৎ । অং তু বালিশয়া বুদ্ধ্যা মমেদমিতি
মন্তসে ॥ ২৬৫ ॥ অবিষ্টাস্তো বিশ্বসিদি মন্তসে
চাক্রবৎ ক্রবম্ । মমেদমিতি মোহকং ত্রিলোকী-
শ্রিয়মীপসসি ॥ ২৬৬ ॥ নেযং তব ন চান্দ্রাক ন
চান্তোষাং স্থিরা মতা । অতিক্রমা বহনন্ত্যন্তযি

সেবা, দেবার্চন, কিছা অপরাপব গুণসমুহ, কিছুই
পুরুষের সুখসাধক নহে । কালপীড়িত ব্যক্তিকে না
পিতা, না মাতা, না বন্ধু, না বান্ধব, কেহই পরিজ্ঞান
করিতে পারে না । নরগণ কালবল বাহিবকে
আগামিক অনর্থকে শত শত প্রতিঘাত দ্বারা
ব্যাহত করিতে পারে না । হে দৈত্য ! পুণ্যকন্ধ্য সকল
দেহানুগত এবং কাল জীবানুসারী, এতভবের
অনুকূল মিলন ঘটিলেই কার্য্যসমূহের সিদ্ধি ঘটিয়া
থাকে । হে দৈত্য ! ইতঃপূর্বে কালরূপ বায়ুদ্বারা
তোমা অপেক্ষাও বিশিষ্ট বিশিষ্ট কোটি কোটি দৈত্য
শাল্মলিতুলবৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়া দুর্দশাগ্রস্ত হই-
য়াছে । এই স্থান লাভ করিয়া তুমি আপ-
নাকে সর্বভূতোৎপাদক শাস্ত দেব ব্রহ্মার ন্যায়
উৎকর্ষশালী মনে করিতেছ । পরন্তু এই স্থান
অচঞ্চলও নহে ; কিছা কাহারও অনন্তকাল আবৃত্ত
থাকিবে না । তুমি কিন্তু নির্বুদ্ধিতা বশতঃ “এ সমস্ত
আমার” এইরূপ মনে কর । তুমি অবিষ্টাস্ত বিষয়ে
বিশ্বাস কর এবং বাহ্য অস্থির, তাহাই স্থির বলিয়া
অবধারণ করিতেছ । তুমি মোহবশতঃ ত্রৈলোক্য-
লক্ষ্মীকে “ইহা আমার” বলিয়া মনে কর, পরন্তু
ইহা তোমারও নয়, আমাদিগেরও নয়, কিছা অপর
কাহারও চিরস্থায়ী নহে । ইহা অপরাপর অনেককে
অতিক্রম করিয়া এক্ষণে তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হই-

তাবদিয়ং স্থিতা ॥ ২৬৭ ॥ কক্ষিৎ কালমিয়ং স্থিতা
হুয়ি তারক চঞ্চলা । পুংচলীবাতিচপলা পুনরন্তং
গমিষ্যতি ॥ ২৬৮ ॥ সরজ্জৌষধিসম্পন্নং সসরিৎ-
পর্ষতাকরম্ । তানিদানীং ন পশ্যামি যৈর্ভুক্তং
ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২৬৯ ॥ হিরণ্যকশিপুবীরো হিরণ্যাক্ষ-
দুর্জয়ঃ । প্রহাদো নমুচিবীরো বিপ্রচিহ্নিবিরোচনঃ ॥
২৭০ ॥ কীর্ত্তিঃ শূরশচ বীরশচ বাতাপিরিবলন্তথা ।
অশ্বগ্রীবঃ শদ্রশচ পুলোমা মধুকৈটভো ॥ ২৭১ ॥
বিশ্বজিৎপ্রমুখাশ্চান্তো দানবেন্দ্রা মহাবলাঃ । কালেন
নিহতাঃ সর্ষে কালো হি বলবন্তরঃ ॥ ২৭২ ॥ সর্ষে-
বর্ষায়ুতং তপ্তং ন হ্রমেকো মহাতপাঃ । সর্ষে সত্য-
ব্রতপরঃ সর্ষে চাসন বহুশ্রতাঃ ॥ ২৭৩ ॥ সর্ষে
যথাইদাতাবঃ সর্ষে দাক্ষায়ণীশ্রুতাঃ । জলন্তঃ প্রজয়-
ন্তশচ কালেন প্রতिसংহতাঃ ॥ ২৭৪ ॥ মুঞ্চেচ্ছাং কাম-
ভোগেব্ যুঞ্চেমং ত্রীভবং মদম্ । এতদৈশ্বর্য্যনাশে
হং শোকঃ সম্পীডয়িষ্যতি ॥ ২৭৫ ॥ শোককালৈ-
শ্চোমা হং হর্বকালে চ মা হ্রবঃ । অতীতানাগতে
স্থিত্য প্রত্যাপনেন বর্তম ॥ ২৭৬ ॥ ইন্দ্রঃ চেদাগতঃ

যাছে । হে তারক ! এই অতি চপলা চঞ্চলা,
কিযংকাল তোমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পুংচলীর
ন্যায় পুনর্বার অপর ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে ।
২৪৫—১৬৮ । পূর্বে যাহা এই রজ্জৌষধি-সম্পন্ন
সরিৎশৈলাকরসমবিত, ভুবনত্রয় ভোগ করিয়াছে,
ইদানীং আর তাহাদিগকে দেখিতে পাই না ।
বীর হিরণ্যকশিপু, দুর্জয় হিরণ্যাক্ষ, প্রহ্লাদ, নমুচি,
বীর বিপ্রচিহ্নি, বিরোচন, কীর্ত্তি, শূর, বীর বাতাপি,
ইন্দ্রল, অশ্বগ্রীব, শদ্র, পুলোমা, মধু, কৈটভ এবং
বিশ্বজিৎপ্রমুখ অপরাপর দানবেন্দ্রগণ সকলেই
কাল বড়ক নিহত হইয়াছে ; কাল সর্ষাপেক্ষা বল-
বান । ইহারা সকলেই অযুতায়ুত বৎসর তপস্তা
করিয়াছে, তুমি যে একাই মহাতপস্বী, তাহা
নহে । তাহারা সকলেই সত্যব্রতপরায়ণ, সকলেই
বহু শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন এবং সকলেই যথাযোগ্য দাতা
ছিল । আর সকলেই দাক্ষায়ণীর সন্তান । তাহারা
তেজঃপ্রভাবে সমুজ্জল এবং জয়যুক্ত হইয়াও কাল
কড়ক প্রতिसংহত হইয়াছে । এই ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট
হইলে তখন তোমার শোকে পীড়া জন্মিবে ; সুতরাং
কামভোগাভিলাষ পরিত্যাগ কর এবং ঐশ্বর্য্যগর্ভ
পরিবর্জন কর । তুমি শোককালেও শোক করিও
না, আর হর্বকালেও হুস্ত হইও না ; পরন্তু অতীত
অনাগত বিষয় পরিহারপূর্বক বর্তমান অবস্থায়ই

কালঃ সদা যুক্তমতপ্রিতম্ । কমস্ব ন চিরাদৈত্য
স্বামপুপগমিষ্যতি ॥ ২৭৭ ॥ কো হি স্থাতুমলং
লোকে মম ক্রুদ্ধস্ত সংযুগে । কালস্ত বলবান্ প্রাপ্ত-
স্তেন তিষ্ঠামি তারক ॥ ২৭৮ ॥ ইমেব বেৎসি মাং
দৈত্য যোহহং যাদৃকপরাক্রমঃ । কল্পে কল্পে মহা-
দৈত্যাঃ কোটিশোহর্ষদশো হতাঃ ॥ ২৭৯ ॥ যেথাং
জ্বং কোটিভাগেহপি পরিপূর্ণো ন তারক । কল্পে
কল্পে সৃজামীদং ব্রহ্মাদি সকলং জগৎ ॥ ২৮০ ॥
ইচ্ছন্ সঞ্জীবয়াম্যেতদনিচ্ছন্নশয়ে ক্ষণাৎ । ন হি
ত্বাং নোৎসহে হস্তঃ সর্বদৈত্যসমাযুজম্ ॥ ২৮১ ॥
অঙ্গুল্যাগ্রেণ দৈত্যেন্দ্র পুনর্ধর্ম্যং ন লোপযে । যদ্যহং
প্রবরো ভূহা ধর্ম্যং ব্রহ্মবরাঙ্কম্ ॥ ২৮২ ॥ লোপ-
য়ামি ততঃ কঞ্চ ধর্ম্যোহয়ং শরণং ব্রজেৎ । অহং
কর্ত্তেতি মা মংস্থাঃ কর্ত্তা যস্ত সদা প্রভুঃ ॥ ২৮৩ ॥
সোহয়ং কালঃ পচোদ্বিধং বৃক্ষে ফলমিবাগতম্ ।
সেইরেব কর্ম্মভিঃ সোখ্যং দুঃখং তৈরেব কর্ম্মভিঃ ॥ ২৮৪ ॥
প্রাপ্নোতি পুরুষো দৈত্য পশু কালশ্চ চিত্রতাম্ ।

সন্তুষ্ট থাকিও । যদিও অনলস ইন্দ্রের প্রতি কাল
এক্ষণে প্রতিকূল হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু
জানিও যে, অতি অল্পকাল পরেই আবার সেই
কাল তোমার প্রতিও প্রতিকূল হইয়া আসিবে ।
রণস্থলে আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার সমক্ষে
থাকিতে পারে, সংসারে এমন কে আছে ?
কিন্তু হে তারক ! কাল বলবান্ বলিয়া আমি
এতদবস্থায় রহিয়াছি । ওহে দৈত্য ! তুমিও
আমাকে এবং আমার যেরূপ পরাক্রম তাহা জান ।
কল্পে কল্পে কোটি কোটি অর্ষুদ অর্ষুদ মহাদৈত্য
আমার হস্তে নিহত হইয়াছে । হে তারক ! তুমি
কিন্তু তাহাদিগের কোটি ভাগের একভাগতুল্যও
নয় । আমি কল্পে কল্পে ব্রহ্মাদি সমগ্র জগৎ সৃজন
করিয়া থাকি । আমি ইচ্ছামাত্রে এতৎ সমস্ত
সঞ্জীবিত করি, আবার অনিচ্ছায় ক্ষণমাত্রে সমস্ত
বিনষ্ট করিয়া ফেলি । ওহে দৈত্যরাজ ! আমি
অঙ্গুল্যাগ্রে তোমাকে সমস্ত দৈত্যগণ সহ সংহার
করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মলোপ করিতে চাহি না ;
কারণ আমি সকলের প্রধান হইয়া যদি ব্রহ্মার
বরদানরূপ ধর্ম্ম পালন না করি, তবে এই ধর্ম্ম
কাহার শরণাপন্ন হইবে ? তুমি “আমি কর্ত্তা” এরূপ
মনে করিও না, যিনি সতত সমস্ত কার্যের কর্ত্তা,
সেই এই কাল বৃক্ষের ফলের স্থায় সমগ্র জগতের
পরিপাক সাধন করিতেছেন । হে দৈত্য ! কালের

সর্বং কালবশাদেব বোদ্ধব্যং ধীযুর্নৈবৈতৈঃ ॥ ২৮৫ ॥
স্বকর্ম্মপরিপাকস্ত ফলদং বৈ বিশ্ববুধাঃ । তস্মাৎ
কর্ম্ম শুভং কার্য্যং পুণ্যাপুণ্যাক্ষকঞ্চ যৎ ॥ ২৮৬ ॥
পুণ্যেন তত্র সৌখ্যং শ্রাদ্ধং পাপেন নিশ্চিতম্ ।
ইতি সন্ধিস্ত্য দৈত্যেন্দ্র স্বং বচঃ পরিপালয় । মহাজ্ঞঃ
বচনং সর্বং যদি মস্তুমিহাইসি ॥ ২৮৭ ॥ তারক
উবাচ । মামত্র সংস্থিতং দৃষ্ট্বা কালনেমিমুখৈযুতম্ ॥
২৮৮ ॥ কশ্চেহ ন ব্যাধেদ্বুদ্ধিমূর্ত্ত্যোরপি জিঘাংসতঃ ।
সা তে ন ব্যাধতে বুদ্ধিরচলা তত্ত্বদর্শিনী ॥ ২৮৯ ॥
ব্রবীসি যদ্যহং বাক্যং তত্ত্বত্বে ন সংশয়ঃ । কো
হি বিশ্বাসমর্থ্যে শরীরে বা শরীরভূৎ ॥ ২৯০ ॥
কর্ত্তুমুৎসহতে লোকে দৃষ্ট্বা সম্প্রস্থিতং জগৎ । অহ-
মপোবমেবৈবনং লোকং জানাম্যশাস্তম্ ॥ ২৯১ ॥
কালাগ্রাবাহিতং ঘোরে গুহে সততগহ্বরে । ইদমদ্য
কারয়ামি শংকভীশ্মীতবাদিনঃ ॥ ২৯২ ॥ কালো
হরাত সম্প্রাপ্তে নদীবেগে ইবোন্মুখান্ । ইদানীং

বিচিত্রতা দেখ,—পুরুষ যে কন্মের সুখলাভ করে,
সেই কন্মেরই আবার দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই
জগতই ধীমান্ জনগণের সমস্তই যে কালবশে সজ্জ-
টিত হয়, ইহা বুঝা উচিত । বুদ্ধগণ স্ব স্ব কর্ম্মকেই
পরিণামে সুখ-দুঃখাদি ফলদায়ক বলিয়া অবগত
আছেন । অতএব শুভকর্ম্মই করা কর্ত্তব্য । পাপ
পুণ্য যে যে কর্ম্ম করা যায়, তন্মধ্যে পুণ্য কর্ম্মের
ফলে সুখ এবং পাপ কর্ম্মের ফলে দুঃখ ঘটয়া
থাকে ; ইহাতে সন্দেহ নাই ! হে দৈত্যেন্দ্র ! এ
বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যদি আমার কথাগুলি সঙ্গত
বলিয়া বোধ হয়, তবে নিজ বাক্য প্রতিপালন
কর । ২৬৯—২৮৭ । তারক কহিল,—আমি এখানে
কালনেমিপ্রমুখ দৈত্যগণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি ;
এরূপ অবস্থায় আমাকে দেখিয়া কালার বুদ্ধিবৈকল্য
না ঘটে ? বস্তুতঃ হননাভিলাষী মৃত্যুরও বুদ্ধি-
বৈকল্য হয় । পরন্তু তোমার কিছুমাত্র ভয় হয় নাই,
কিন্তু তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধির কিঞ্চিন্মাত্র চাঞ্চল্য ঘটে
নাই । তুমি যে যে কথা কহিলে, তাহা তদ্রূপ
সত্যই বটে ; সংশয় নাই । সমগ্র জগৎই পরি-
বর্ত্তনশীল ; ইহা দেখিয়া লোকে শরীরধারী কেই
বা বিষয়সমূহে আশ্রয়ান্ হইতে পারে ? আমিও
এই সংসারকে এইরূপ অচিরস্থায়ী বলিয়াই
জানি । এই সংসার সতত গমনশীল, ঘোর
গুহ কালারিতেই আহিত । ইহাতে যাহারা
“ইহা অদ্য করিব, ইহা কল্য করিব” ইত্য-

তাবদেবাসৌ ময়া দৃষ্টো ন বিস্মৃতঃ ॥ ২৯৩ ॥ কালেন
ত্রিয়মাণানাং প্রলাপঃ শ্রীতে নৃণাম্ । ঈর্ষ্যাভিমান-
লোভেষু কামক্রোধভয়েষু চ ॥ ২৯৪ ॥ স্পৃহামোহা-
তিবাদেরু লোকঃ সজ্জো ন বুধাতে । গুরুং বাপা-
গুরুং বাপি কৃত্যাকৃত্যঞ্চ কেশব ॥ ২৯৫ ॥ জানামি
হ্যমহং বিক্ষেপে সর্বভূতবরং প্রভুং । কিং কুর্ম্যঃ
স্বস্বভাবেন বলিনা হ্যং ন মন্যহে ॥ ২৯৬ ॥ কেচিদ্ভ-
জন্তি হ্যং ভক্ত্যা বৈরেণ হেলয়া পরে । সর্গেহনু-
কম্প্যাস্তে তুভ্যমন্তরায়াসি দেহিনাম্ ॥ ২৯৭ ॥ পুবাণঃ
শাস্তো ধর্ম্যঃ সর্বপ্রাণভূতাঃ সমাঃ । মামালম্ব্য
ময়া মুক্তা যাস্তু সর্গে দিবৌকসঃ ॥ ২৯৮ ॥ পুনর্নর-
করূপেণ ভ্রান্তব্যং ভুবনত্রয়ম্ । স্পৃহাপি যজ্ঞ-
ভাগানাং ন কার্য্যা সময়স্বয়ম্ ॥ ২৯৯ ॥ এবমুক্তে
তারকেণ দেবা হর্ষং প্রপেদিরে । মুঢ়াতে হতলোমাপি
মেঘো লাভো হি সৌনিকাং ॥ ৩০০ ॥ শ্রীভগবানু-
বাচ । দৈত্যৈশ্চ ভব তত্ত্বজ্ঞো বিদ্যাজ্ঞানতপো-

কার জল্পনা করে, কাল নদীবেগের স্রাব
সম্মুখগত সেই সকল ব্যক্তিকে অপহরণ করিয়া
থাকে । আমি সম্প্রতিই ইহা প্রত্যক্ষ করি-
য়াছি; বিস্মৃত হই নাই । কাল কর্তৃক অপহৃত-
মাণ নরগণের প্রলাপ শুনা যাউতেছে । জনগণ
ঈর্ষ্যা, অভিমান, লোভ, কাম, কোধ, ভয়, কামনা,
মোহ ও বাচালতায় আসক্ত থাকিয়া ইহা বুঝিতেছে
না । হে কেশব ! গুরু অগুরু, কর্ম অকর্ম, এবং
তুমি যে সর্বভূতের প্রধান ও প্রভু, আমি ইহা জানি,
কিন্তু হে বিক্ষেপ ! কি করিব, স্বীয় বলবান্ স্বভাবের
বাধ্য হইয়া তোমাকে গ্রাহ্য করিতেছি না । কেহ
তোমাকে ভক্তিসহকারে ভজনা করে, কেহ বা
বৈরভাবে তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু
তুমি সমস্ত দেহীর অন্তরায়া বলিয়া তাহারা সকলেই
তোমার রূপভাজন হইয়া থাকে । পুরাতন ধর্ম্য চির-
স্থায়ী ; উহা সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই সমান । অতএব
দেবগণ আমাকে আশ্রয় করিয়া এক্ষণে মৎকর্তৃক
মুক্ত হইয়া সকলেই প্রস্থান করুক ; কিন্তু আমার
ইচ্ছা এই যে, ইহারা মর্কটরূপেই ত্রিভুবনে পরিভ্রমণ
করুক, যজ্ঞভাণ্ডের স্পৃহাও যেন করে না । এই
নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে । তারকাসুর
এইরূপ বলিলে দেবগণ হৃষ্ট হইলেন । পশুঘাতী
সৌনিক যে, লোমমাত্র কাটিয়া রাখিয়াই ছাড়িয়া দেয়,
মেঘের পক্ষে ইহাই বিশেষ লাভ । ২৮৮—৩০০ ।

ভগবান্ কহিলেন,—হে দৈত্যৈশ্চ ! করতলগত

হস্তিতঃ । কালং পশাসি স্পৃহ্যক্তং পাণাব্যমলকং
যথা ॥ ৩০১ ॥ কালচারিত্রতত্ত্বজ্ঞ শিবভক্ত মহামতে ।
বজ্রাঙ্গসুত ধনোহসি স্পৃহণীয়োহসি ধীমতাম্ ॥ ৩০২ ॥
যাবন্তে তপসো বীর্ঘ্যং তাবদুজ্জ্বল জগন্ময়ম্ । এতেন
সময়েনৈতে চরিষ্যন্তি সুরা জগৎ ॥ ৩০৩ ॥ ইত্যুক্তা
মর্কটস্থেন রূতো নারায়ণঃ প্রভুঃ । স্থানাদস্মাদপা-
ক্রম্য মেরুং প্রতি যযৌ তদা ॥ ৩০৪ ॥ ততো মেরুং
সমাগম্য প্রোবাচ বচনং হরিঃ । ভবন্তো যাস্তু
ব্রহ্মাণং স ধাম্মতি চ বো হিতম্ ॥ ৩০৫ ॥ অপ্রমত্তৈঃ
সদা ভাব্যং পাল্যশ্চ সময়স্তুথা । ইত্যুক্তা ভগবান্
বিষ্ণুস্তত্রৈবানুবদীযত ॥ ৩০৬ ॥ প্রণতঃ সংস্কৃতো
দেবৈব্রহ্মাণঞ্চ সুরা যযুঃ ॥ ৩০৭ ॥ দিব্যোত্তমৈস্তত্র
গতৈরভিষ্টতো বিদীপ্ততেজা ভুবনত্রয়েহপি । বজ্রাঙ্গ-
পুত্রোহপি মমোদ বীরঃ শিবপ্রসাদেন মহর্দ্ধিমাণ্য ॥
৩০৮ ॥ স্বয়মিল্লো নিমির্বহিঃ কালনেমির্বমোহপি চ ।
স্তম্ভশ্চ নিখতিস্থানে মহিবো বরুণস্তথা ॥ ৩০৯ ॥

আমলকী ফলের স্রাব নিশ্চয়ই তুমি কালতত্ত্ব
সম্যক অবলোকন করিতেছ, সুতরাং বিদ্যা জ্ঞান
ও তপস্রাব সমৃদ্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞানী হও । ওহে
কালচারিত্রতত্ত্বজ্ঞ, শিবভক্ত, মহামতি, বজ্রাঙ্গনন্দন !
তুমি ধন্য এবং জ্ঞানিগণের স্পৃহণীয় । যাবৎ কাল
তোমার তপস্রাব প্রভাব থাকে, তাবৎ তুমি
জগৎত্রয় উপভোগ কর । সুরগণ এই নিয়মানু-
সারেই জগতে বিচরণ করিবেন । প্রভু নারায়ণ
তখন এই বলিয়া সেই মর্কটস্থে পরিবৃত হইয়া
সেস্থান হইতে প্রস্থানপুষ্টক মেরু গিরিতে যাত্রা
করিলেন । পরে মেরুগিরিতে উপস্থিত হইয়া
হরি দেবগণকে কহিলেন যে, আপনারা ব্রহ্মার
সমীপে যাউন ; তিনি আপনাদিগের হিত বিধান
করিবেন । আপনারা সতত সাবধানে থাকিয়া
তারককথিত নিয়ম প্রতিপালন করিবেন । এই
কথার পর ভগবান্ বিষ্ণু, দেবগণ কর্তৃক সংস্কৃত ও
নমস্কৃত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন ।
সুরগণও ব্রহ্মার নিকট প্রস্থান করিলেন । বজ্রাঙ্গ-
পুত্র বীর তারকাসুরও শিবপ্রসাদে মহাসমৃদ্ধি লাভ
করিয়া সমীপাগত প্রধান প্রধান জনগণ কর্তৃক
দিব্য স্তবে স্তূত হইয়া ত্রিভুবনে দীপ্ততেজে বিরাজ-
মান হইল । সেই তারকাসুর স্বয়ং ইন্দ্র হইল
এবং নিমিকে বহ্নির, কালনেমিকে যমের, স্তম্ভকে
নিখতি, মহিবকে বরুণের, মেঘকে বায়ুর, কুজ-

মেঘো বাতাধিকারী চ কুজস্তো ধনদোহভবৎ ।
অশ্বেষাং চাধিকারাংশ্চ দৈত্যানাং তারকো
দদৌ ॥ ৩১০ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে দেবাসুরসংগ্রামে তারকবিজয়ঃ
নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । এবং বিপ্রকৃতা দেবা মহেন্দ্র-
সহিতাস্তদা । যথুঃ স্বায়ম্ভুবঃ ধাম মর্কটরূপমুপাশ্রিতা ॥
১ ॥ ততশ্চ বিস্মিতো ব্রহ্মা প্রাহ তাম্ সুরপুঙ্গবান ।
স্বরূপেণৈত্ৰিষ্টপং নাত্ৰ বস্তারকাঙ্ক্ষম ॥ ২ ॥ ততো
দেবাঃ স্বরূপস্থাঃ প্রম্মানবদনামুজাঃ । তুষ্টিবৎ প্রণতাঃ
সর্কে পিতরং পুত্রকা যথা ॥ ৩ ॥ নমো জগৎপ্রসূতৈ
তে হেতবে পালকায় চ । সংহর্ত্রে চ নমস্কৃত্যঃ
তিশ্রোহবস্থাস্তব প্রভো ॥ হমপঃ প্রথমঃ সৃষ্টা তামু
বীৰ্য্যমবাস্তজঃ । তদগুমতবন্ধৈমং যস্মিন্ন্লোকাস্চরা-
চরাঃ ॥ ৫ ॥ বেদেষ্টাভিবিরাড্রূপং হামেকরূপমৌদশম্ ।

স্তকে কুবেরের আর অপরাপর দৈত্যকে অত্যাচার
দেবতার স্থানে নিযুক্ত করিয়া রাজত্ব করিতে
লাগিল । ৩০১—৩১০ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—এইরূপে লাঞ্চিত দেবগণ
মহেন্দ্রের সহিত মর্কটরূপে ব্রহ্মলোকে গমন করি-
লেন । ব্রহ্মা সেই সুরগণকে তদবস্থ দর্শনে বিস্মিত
হইয়া কহিলেন যে, তোমরা এখানে স্ব স্ব রূপে অব-
স্থান কর ; এখানে তোমাদিগের তারকের ভয়
নাই । পরে দেবগণ স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া
অতি ম্লানমুখ-পঙ্কজে প্রণতিপূর্ব্বক পিতাকে পুত্র-
গণের ন্যায় ব্রহ্মাকে স্তব করিতে লাগিলেন । দেব-
গণ কহিলেন,—হে প্রভো ! আপনি জগতের
প্রসবকর্তা, আপনাকে নমস্কার । আপনিই ত্রিবিধ
অবস্থায় জগতের সৃজন পালন ও সংহার
এই তিন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন ।
আপনাকে নমস্কার । আপনি প্রথমে জল সৃষ্টি
করিয়া তাহাতে যে বীৰ্য্যাধান করিয়াছিলেন ;
তাহাই হৈম অণ্ডাকার প্রাপ্ত হয় ; সেই

পাতালং পাদমূলঞ্চ পার্শ্বিপাদে রসাতলম্ ॥ ৬ ॥
মহাতলং চান্দ্র গুল্কো জঙ্ঘা চাপি তলাতলম্ ।
সুতলং জাহ্নবী চান্দ্র উরু চ বিতলাতলে ॥ ৭ ॥
মহীতলঞ্চ জঘনং নাভিচান্দ্র নভস্তলম্ । জ্যোতিঃ-
পদমুরঃস্থানং স্বর্লোকো বাহুরুচ্যাতে ॥ ৮ ॥ গ্রীবা
মহশ্চ বদনং জনলোকঃ প্রকীর্ত্যতে । ললাটঞ্চ
তপোলোকঃ শীর্ষং সত্যমুদাহৃতম্ ॥ ৯ ॥ চন্দ্রসূর্য্যো
চ নয়নে দিশঃ শ্রোত্রে নাসিকাধীনৌ । আঙ্গানং
ব্রহ্মরজ্জ্বমাহুস্তাং বেদবাদিনঃ ॥ ১০ ॥ এবং যে
তে বিরাড্রূপং সংস্রবন্ত উপাসতে । জন্মবন্ধ-
বিনির্মুক্তা যান্তি ত্রা পবম পদম্ ॥ ১১ ॥ এবং
স্থূল প্রাণিমবাক্য সূক্ষ্ম ভাবে ভাবে ভাবিতং ত্রা
গুণান্ত । সর্গদেহং ত্রামতঃ প্রাহমেদাস্তৈশ্চ তুভ্যাং
পদ্মজ ইদ্রিবেম ॥ ১২ ॥ এবং স্ততো বিরক্তি
রূপবাতিপরিপ্লুতঃ । জানন্নপি তদা প্রাহ তেষা-
মাশ্বাসহেতবে ॥ ১৩ ॥ সর্কে ভবন্তো হৃৎখার্তাঃ
পরিম্মানমুখামুজাঃ । ভ্রষ্টামুখাস্তথাকস্মাদ্ভ্রষ্টাভরণ-

অণ্ডেই এই চরাচর লোকসমূহ জন্মিয়াছে ।
আপনি এই দৃশ্যমান একরূপ ; পরন্তু বেদে আপ-
নাকে বিরাট্রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ! সেই
বিরাট্রূপের পাদমূলে পাতাল, পাদপার্শ্ব রসাতল,
গুল্ক মহাতল, জঙ্ঘা তলাতল, জাহ্নবী সুতল, উরু,
বিতল, জঘনস্থল মহীতল, নাভি নভস্তল,
জ্যোতিকমগুল বক্ষঃস্থল, বাহু স্বর্লোক, গ্রীবা মহ-
লোক, বদন জনলোক, ললাট তপোলোক, মস্তক
সত্যলোক, চন্দ্র-সূর্য্য নয়নদ্বয়, দিক্ কর্ণদ্বয়, অশ্বিনী-
কুমারধুগল নাসিকা এবং পরমাঙ্গাই ব্রহ্মরজ্জ্ব ।
বেদবাদীরা আপনাকে এইরূপেই বর্ণন করিয়া
থাকেন । ১—১০ । যাহারা আপনার এই বিরাট্রূ-
পের ধ্যান সহকারে উপাসনা করে, তাহারা
জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনার পরম পদ
প্রাপ্ত হয় । হে পদ্মজ ! আপনাকে এই প্রকার
স্থূল এবং সমস্ত ভাবপদার্থমধ্যে সূক্ষ্মরূপে বিরাজ-
মান বলিয়া জ্ঞানিগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । এই
জগত্বেই বেদ সকল আপনাকে সর্ব্বত্রই বলিয়া কীর্তন
করিয়া থাকে । আপনি এবদ্বিধ, আপনাকে
আমরা প্রণাম করি । ব্রহ্মা দেবগণ কর্তৃক এই-
রূপে স্তব হইয়া করুণাপরিপ্লুত চিত্তে সমস্ত তত্ত্ব
অবগত থাকিলেও, তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদানার্থ
কহিলেন,—হে দেবগণ ! আপনাদিগের মুখকমল
পরিম্মান হইয়াছে ; সহসা সকলেই হৃৎখার্ত, অস্ত্র বস্ত্র

বাসসঃ ॥ ১৪ ॥ মমৈবেয়ং কৃতির্দেবা ভবতাং
যদ্বিভূতনা । যদ্বৈরাজশরীরে মে ভবন্তো বাহু-
সংজ্ঞকঃ ॥ ১৫ ॥ যদ্যদ্বিভূতিমং সত্ত্বং ধার্মিকং
চোজ্জিতং মহৎ । তত্রাসীদ্বাহুনাশো মে বাহুস্থানে
চ তে মম ॥ ১৬ ॥ তন্নুনং মম ভগ্নো চ বাহু তেন
দুরাত্মনা । যেন চোপহৃতং দেবাস্তন্মমাখাতু-
মর্হধ ॥ ১৭ ॥ দেবা উচুঃ । যোহসৌ বজ্রাঙ্গ-
তনয়স্তয়া দত্তবরঃ প্রভো । ভূশং বিপ্রকৃতাস্তেন তত্ত্বং
জানাসি তত্ত্বতঃ ॥ ১৮ ॥ যন্তুমহীসমুদ্ভূত তটঃ
শার্কিকতীর্থকম্ । তদাক্রম্য কৃতং তেন মরুভূমিসমং
প্রভো ॥ ১৯ ॥ ঋক্ষয়ঃ সর্বদেবানাং গৃহীতাস্তেন
সর্বতঃ । মহাভূতস্বরূপেণ স এব চ জগৎপতিঃ ॥
২০ ॥ চন্দ্রস্বর্ঘ্যো গ্রহাস্তারা যচ্চাত্তদেবপক্ষতঃ ।
তচ্চ সর্বং নিরাকৃত্য স্থাপিতো দৈত্যপক্ষকঃ ॥ ২১ ॥
বয়ঞ্চ বিধৃতাস্তেন বহুপর্কসিতাস্থা । বিক্ষেপঃ
প্রসাদানুজ্ঞাশ্চ কথঞ্চিদিব কষ্টতঃ ॥ ২২ ॥ তদ্বয়ং

ও অভরণহীন হইয়াছেন । হে দেবগণ ! আপনা-
দিগের যে এই বিডম্বনা ঘটয়াছে, ইহা প্রকারান্তরে
আমারই বিডম্বনা । যেহেতু মদীয় বৈরাজ-শরীরে
আপনারাই বাহুসংজ্ঞায় অভিহিত । কারণ, জগতে
যাহা যাহা বিভূতিসম্পন্ন, উজ্জিত, মহৎ বা ধার্মিক,
তাহাই আমার বাহুস্থানীয় । এ সকল আমার
বাহুস্থানীয় বলিয়া আমার বাহুনাশই ঘটয়াছে
বলিতে হইবে । যে দুরাত্মা আপনাদিগের ঐশ্বর্য-
সমূহ অপহরণ করিয়াছে, সেই দুরাত্মা আমার বাহুই
ভগ্ন করিয়াছে ; সন্দেহ নাই । যাহা হউক সে
দুরাত্মা কে ?—তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন ।
দেবগণ কহিলেন,—হে বিভো ! আপনি যে বজ্রাঙ্গ-
পুত্র তারকাসুরকে বরদান করিয়াছেন, সেই
আমাদিগকে একপ লাঞ্চিত করিয়াছে । আপনি
তো সে তত্ত্ব জ্ঞাতই আছেন । প্রভো ! মহী-
সাগরসঙ্গমের তটভাগে যে শিবতীর্থ প্রতি-
ষ্ঠিত আছে, সে সেই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া মরু-
ভূমিপ্রায় করিয়াছে । সমস্ত দেবগণের যাবতীয়
ঋক্ষি-সে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে । মহা-
ভূতাকার পরিগ্রহ করিয়া সে-ই এখন জগৎপতি হই-
য়াছে । দেবপক্ষীয় চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারাদি সকলকে
বিতাড়িত করিয়া তত্ত্বৎস্থলে দৈত্যপক্ষ স্থাপন করি-
য়াছে । আমাদিগকেও সে বন্দী করিয়া বহু বহু
উপহাস করিয়াছে ; পরন্তু শেষে বিষ্ণুর প্রসাদে
কোন প্রকারে অতি ক্রেশে মুক্তিলাভ করিয়াছি ।

শরণং প্রাপ্তাঃ পীড়িতাঃ ক্ষুব্ধাঙ্গিতাঃ । ধর্ম্মরক্ষা-
করাশ্চেতি সঙ্কিন্ত্য ত্রাতুমর্হসি ॥ ২৩ ॥ ইত্যুক্তঃ
স্বাত্ত্বভূর্দেবঃ সুরৈর্দৈত্যবিচেষ্টিতম্ । সুরান্নবাচ
ভগবানতঃ সঙ্কিন্ত্য তত্ত্বতঃ ॥ ২৪ ॥ অবধ্যস্তারকো
দৈত্যঃ সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ । যন্ত বধ্যশ্চ নাদ্যাপি
স জাতো ভগবান্ পুনঃ ॥ ২৫ ॥ যয়া চ বরদানেন
চন্দ্রমিহা নিবারিতঃ ॥ ২৬ ॥ তপসা স হি দীপ্তো-
হভূতৈলোক্যদহনাক্ষমঃ । স চ বরে বধ্যং দৈত্যঃ
শিশুতঃ সপ্তবাসরাৎ ॥ ২৭ ॥ স চ সপ্তদিনো বালঃ
শঙ্করাদৃষো ভবিষ্যতি । তারকশ্চ চ বীরশ্চ বধকর্তা
ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥ সতী নাম তু যা দেবী বিনষ্টা
দক্ষচেনয়া । সা ভবিষ্যতি কল্যাণী হিমাচল-
শবীবজা ॥ ২৯ ॥ শঙ্করশ্চ চ তপ্তাশ্চ যত্নঃ কার্য্যঃ
সমাগমে । অহমপ্যস্ত কার্য্যাস্তা শেষং কর্তা ন
সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ইত্যুক্তাস্তদশাস্তেন সাক্ষাৎ কমল-
যোনিয়া । ভগ্নমূর্ধ্বকং প্রণমোশং মর্কটরূপেণ সংবৃতঃ ॥
৩১ ॥ ততো গতেষু দেবেষু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

আমরা এক্ষণে ক্ষুধা-তৃষ্ণার অতিমাত্র পীড়িত হইয়া
আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমরা ধর্ম্মরক্ষা-
কারী, ইহা বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ
করুন । আত্মজন্মা ব্রহ্মা সুরাসুরগণের এই সকল
বিবরণ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চৎ চিন্তান্তে সুরগণকে তত্ত্ব-
কথা বলিতে লাগিলেন । ১১—২৪ । ব্রহ্মা কহি-
লেন,—তারকাসুর সমস্ত সুরাসুরবর্গের অবধ্য ;
পরন্তু সে যাহার বধ্য, সে মহাত্মার অদ্যাপি জন্ম
হয় নাই । সেই তারকাসুর তপস্তা দ্বারা প্রদীপ্ত
হইয়া ত্রৈলোক্যদহনক্ষম হইয়াছিল, দেখিয়া আমি
তাহাকে সান্নদয়ে বরদান করিয়া তপস্তা হইতে
বিরত করিয়াছি । সেই দৈত্য সপ্তদিনবয়স্ক বালক
হইতে মৃত্যুগ্রস্ত হইবে, এই বর লইয়াছিল । পরন্তু
শঙ্কর হইতে যে বালক জন্মিবে, সপ্তদিন বয়সে সে,
বার তারকাসুরকে নিহত করিবে । দক্ষের অব-
মাননায় তদীয় কন্যা সতীদেবী যে বিনষ্ট হইয়াছেন,
তিনি হিমালয়ের কল্যাণী কন্যারূপে জন্ম পরিগ্রহ
করিবেন । শঙ্করসহ সেই দেবীর যাহাতে সমাগম
ঘটে, তদ্বিষয়ে আপনারা যত্ন করিবেন । আমিও এ
কার্য্যের অবশিষ্ট কর্তব্য্যাংশ সম্পাদন করিব ; সন্দেহ
নাই । কমলযোনির মুখে এই কথা শুনিয়া দেবগণ
সেই ঈশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক মর্কটরূপে সকলে একত্রে
মেরু পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন । দেবগণ প্রস্থান

নিশাং সম্মার ভগবান্ স্বাং তনুং পূৰ্ণসম্ভবাম্ ॥ ৩২ ॥
ততো ভগবতী রাত্রিরূপতনুে পিতামহম্ । তাং
বিবিক্তে সমালোকা তথোবাচ বিভাবরীম্ ॥ ৩৩ ॥
বিভাবরি মহৎ কাৰ্য্যং বিবুধানামুপাস্তম্ । তৎ
কৰ্ত্তব্যং ত্বয়া দেবি শৃণু কাৰ্য্যস্ম নিশ্চয়ম্ ॥ ৩৪ ॥
তারকো নাম দৈত্যোন্তঃ সুরকেতুরনিজ্জিতঃ । তস্মা-
ভাবায় ভগবান্ জনয়িষ্যতি যং শিবঃ ॥ ৩৫ ॥ সূতঃ
স ভবিতা তস্মা তারকস্মাস্তকারকঃ । অহং হাদৌ
যদা জাতস্তদাপশ্চ পুরঃ স্মিতম্ ॥ ৩৬ ॥ অৰ্দ্ধনারী-
শ্বরং দেবং ব্যাপ্য বিশ্বমবাস্তম্ । দৃষ্ট্বা তমব-
দেবং ভজস্মেতি চ ভক্তিতঃ ॥ ৩৭ ॥ ততো নারী
পৃথগ্জাতা পুরুষশ্চ তথা পৃথক্ । তস্মাশ্চৈবাংশজাঃ
সৰ্বাঃ স্থিৰাস্ত্রভুবনে স্মৃতাঃ ॥ ৩৮ ॥ একাদশ চ
রুদ্রাশ্চ পুরুষাস্তস্মা চাংশজাঃ । তাং নারীমহমালোকা
পুত্রং দক্ষমথারবম্ ॥ ৩৯ ॥ ভজস্ম পুত্রীং জগতী
মমাপি চ তবাপি চ । পুন্সুখনরকাত্রাত্রী পুত্রী তে
ভাবিনী স্মিয়ম্ ॥ ৪০ ॥ এবমুক্তো ময়া দক্ষঃ পুত্রীহে

করিলে পর লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বীয় পুষ্-
সম্ভূতা নিশা-মূর্তিকে স্মরণ করিলেন । স্মরণমাত্রে
ভগবতী রাত্রিদেবী সেখানে উপস্থিত হইলে পিতা-
মহ সেই বিভাবরীকে একান্তে উপস্থিত দেখিয়া
কহিলেন,—অয়ি বিভাবরি ! সম্প্রতি দেবগণের
মহৎ কাৰ্য্য উপস্থিত ; দেবি ! সে কাৰ্য্য তোমাকেই
করিতে হইবে । সেই কাৰ্য্য-বিবরণ শ্রবণ কর ।
দৈত্যপতি তারকাসুর দেবগণের অজেয় এবং
কেতুসম পীড়াপ্রদ ; তাহারই বিনাশের জন্য যত্ন
করিতে হইবে । ভগবান্ শিব যে পুত্র উৎপাদন
করিবেন, সেই পুত্রই তারকের অন্তকারক হইবে ।
আদিকালে আমি যখন জন্মগ্রহণ করি, তখন
সম্মুখে বিশ্বব্যাপী অৰ্দ্ধনারীশ্বর দেবকে দর্শন করিয়া
তাহাকে ভক্তি সহকারে বাল্যে, আপনি বিভক্ত
হইতাম । এই কথা কহিলে পর সেই নারীমূর্তি ও
পুরুষমূর্তি পরস্পর পৃথক্ হয় । সেই নারীর অংশেই
ত্রিভুবনের নারী সকল জন্মিয়াছে । একাদশ রুদ্র
এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় পুরুষ সেই পুরুষের
অংশ । আমি নারীকে দেখিয়া মদীয় পুত্র দক্ষকে
কহিলাম যে, তুমি ইহাকে পুত্রীরূপে পরিগ্রহ কর,
তাহাতে এ জগৎ তোমার আমার উভয়েরই সৃষ্টি
বলিয়া গণ্য হইবে ; আর ইনিও পুরুষের নরক-
স্থঃখপ্রাপকারিণী পুত্রী হইয়া তোমার হিতবিধান করি-
বেন । আমার এই কথা শুনিয়া সেই দক্ষ, দেবীকে

পরিকল্পিতাম্ । রুদ্রায় দত্তবান্ ভক্ত্যা নাম দত্তা
সতীতি যৎ ॥ ৪১ ॥ ততঃ কালে চ কস্মিংশ্চিদবমেনে
চ তাং পিতা । মুমূৰ্ষুঃ পাপসঙ্কলো দুরাত্মা কুল-
কজ্জলঃ ॥ ৪২ ॥ যে রুদ্রঃ নৈব মনুস্তে তে ক্ষুটং
কুলকজ্জলাঃ । পিশাচাস্তে দুরাত্মানো ভবন্তি
ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ৪৩ ॥ অবমানেন তস্মাপি যথা
দেবী জহৌ তনুম্ । যথা যজ্ঞঃ স চ ধ্বস্তো
ভবেন বিদিতঃ হি তে ॥ ৪৪ ॥ অধুনা হিমশৈলস্ম
ভবিত্রী হুহিতা চ সা । মহেশ্বরঃ পতিং সা চ পুনঃ
প্রাপ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৫ ॥ তদিদং চ ত্বয়া কাৰ্য্যং
মেনাগর্ভে প্রবিষ্ট চ । তস্মাশ্চবিং কুরু কৃষ্ণাং যথা
কালী ভবেত্তু সা ॥ ৪৬ ॥ যদা রুদ্রোপহসিতা তপ-
স্তপ্যতি সা মহৎ । সমাপ্তনিয়মা দেবী যদা চোদ্রা
ভবিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥ স্বয়মেব যদা রূপং সুরগোরং প্রতি-
পৎস্বতে । বিরক্তেণ হরশ্চাত্মা মহা শূন্যং জগ-
ত্রয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ তস্মৈব হিমশৈলস্ম কন্দরে সিদ্ধ-
সেবিতে । প্রতীক্ষমাণস্তাঃ দেবীমুগ্রাঃ সন্তপ্যতে
তপঃ ॥ ৪৯ ॥ তয়োঃ সূতপ্ততপসোর্ভবিতা যো মহান্

সতীনাশী পুত্রীরূপে কল্পনা করিয়া ভক্তিসহকারে
রুদ্রদেবকে সম্প্রদান করেন । অতঃপর কিয়ৎ-
কালান্তে কুলকজ্জল পাপমনাঃ দুরাত্মা মুমূৰ্ষু পিতা
দক্ষ সেই দেবীর অবমাননা করে । বস্তুতঃ যাহারা
রুদ্রদেবকে সম্মান না করে, তাহারা কুলকজ্জলই
বটে । সেই দুরাত্মা পিশাচেরা ব্রহ্মরাক্ষস প্রাপ্ত
হয় । দক্ষ অবমাননা করিলে সেই দেবী যেরূপে
দেহতাগ করেন এবং ভবদেব কর্তৃক সেই যজ্ঞ
যে প্রকারে বিধ্বস্ত হয়, তাহাও, তুমি জাতই
আছ । ২৫—৪৪ । এক্ষণে সেই দেবী হিমালয়ের
কন্তারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন এবং পুনরায়
মহেশ্বরকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হইবেন ; সন্দেহ
নাহ । এ বিষয়ে তোমার কর্তব্য এই যে, তুমি
মেনকার গর্ভে প্রবেশ করিয়া তাহার দেহকান্তি
যাহাতে কৃষ্ণবর্ণ হয়, যাহাতে তিনি কৃষ্ণবর্ণই নিবন্ধন
রুদ্র কর্তৃক উপহাসিত হইয়া গৌরবর্ণ প্রাপ্তি
নিমিত্ত সূচোর তপস্শাচরণ করেন, তাহা করিও ।
সেই দেবী নিয়ম সমাপ্ত করিয়া যখন উগ্র তপঃ-
প্রভাব লাভ করিবেন, তখন তাঁহার রূপ আপনিই
গৌর হইবে । সেই সতী দেবীর বিরহে কাতর
হইয়া হর দেব ত্রিজগৎ শূন্য বোধে সেই দেবীর
পুনঃপ্রাপ্তি বাসনায় হিমালয়েরই সিদ্ধসেবিত কন্দরে
উগ্র তপস্শাচরণ করিতেছেন । ইহারা উভয়ে

স্মৃতঃ। ভবিষ্যতি স দৈত্যস্ত তারকস্ত নিবারকঃ ॥
 ৫০ ॥ তপসো হি বিনা নাস্তি সিদ্ধিঃ কুত্রাপি
 শোভনে। সৰ্ব্বসাং কৰ্মসিদ্ধীনাং মূলং হি তপ
 উচ্যতে ॥ ৫১ ॥ ইয়পি দানবো দেবী-দেহনির্গতয়া
 তদা। চণ্ডমুণ্ডপুৰোগাশ্চ হস্তব্যা লোকহৃজ্বাঃ ॥ ৫২ ॥
 যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ ইং দেবি নিহনিষাসি। চামুণ্ডেতি
 ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥ ৫৩ ॥
 ততস্ত্বাং বরদে দেবি লোকঃ সম্পূজয়িষ্যতি। ভেদৈ-
 র্হবিধাকারৈঃ সৰ্ব্বগাং কামসাধনৌ ॥ ৫৪ ॥ ওঙ্কার-
 বক্তাং গায়ত্রীং স্বামৰ্চ্চন্তি দ্বিজোত্তমাঃ। উজ্জিতাং
 বলদাঞ্চাপি রাজানঃ স্তুমহাবলাঃ ॥ ৫৫ ॥ বৈশ্ণাশ্চ
 ভূতিমিত্যেব শিবাং শূদ্রাস্তথা শুভে। ক্ষান্তির্মুণীনা-
 মক্ষোভায়া দয়া নিষমিনামপি ॥ ৫৬ ॥ ইং মহোপায-
 সন্দোহা নীতির্নয়বিসর্পণাম্। পরিস্থিতিস্থমথানাং
 স্বমহো প্রাণিকা মতা ॥ ৫৭ ॥ ইং মুক্তিঃ সৰ্বভূতানাং
 ইং গতিঃ সৰ্বদেহিনাম্। রতিঃ রতিচিন্তানাং
 প্রীতিঃ হৃদ্যদর্শিনাম্ ॥ ৫৮ ॥ ইং কাশ্টিঃ শুভ-
 রূপাণাং ইং শান্তিঃ শুভকর্মণাম্। ইং ভ্রান্তির্মূঢ়-
 চিন্তানাং ইং ফলং ক্রতুযাজিনাম্ ॥ ৫৯ ॥

অতিশয় তপস্শাচরণ করিয়া যে মহান পুত্র উৎপাদন
 করিবেন, সেই পুত্রই তারক দানবের দমনে
 সমর্থ হইবে। ৪৫—৫০। আয় শোভনে! তপস্শা
 ব্যতীত কুত্রাপি সিদ্ধি লাভ হয় না, তপস্শাই সমস্ত
 সিদ্ধির মূল বলিয়া কীর্তিত। তুমিও সেই দেবীর
 দেহ হইতে নর্গত হইয়া চণ্ডমুণ্ডপ্রমুখ দানবগণকে
 নিহত করিও। দেবি! যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ড
 দৈত্যকে নিহত করিবে, সেই জন্য তখন হইতে
 তোমার ‘চামুণ্ডা’ নামে সংসারে খ্যাতি লাভ হইবে।
 হে বরদায়িনি দেবি! সেই হইতে লোকসকল
 তোমার সৰ্বগামণী কামসাধিনী বিবিধ মূর্তি
 পূজা করিতে থাকিবে। দ্বিজোত্তমগণ তোমাকে
 ওঙ্কারমুখী গায়ত্রীরূপে, মহাবল ক্ষত্রিয়গণ
 বলদায়িনী উজ্জিতারূপে, বৈশ্ণবগণ ভূতিকপে এবং
 হে শুভে! শূদ্রগণ তোমাকে শিবারূপে অর্চনা
 করিবে। তুমি মুনিগণের অক্ষোভা ক্ষান্তি,
 নিয়মীদিগের দয়া, নীতিপথানুসারীদিগের মহোপায-
 সমুহরূপা, শরৎসমূহের পরিপ্তি এবং তুমিই
 প্রাণশক্তি। তুমি সৰ্বভূতের মুক্তি, সৰ্বদেহের গতি,
 রতিসমুৎসুকদিগের রতি, প্রীতিপরায়ণগণের প্রীতি,
 শুভমূর্তিগণের কাশ্টি, শুভকর্মাদিগের শান্তি, মূঢ়-
 চেতাদিগের ভ্রান্তি, ক্রতুযাগকারীদিগের যাগফল,

জলধীনাং মহাবেলা স্বঞ্চ লীলা বিলাসিনাম্।
 সন্ততিস্বং পদার্থানাং স্থিতিস্বং লোকপালিনী ॥
 ৬০ ॥ ইং কালরাত্রিনিঃশেষভুবনাবলিনাশিনী।
 প্রিয়কণ্ঠগ্রহানন্দদায়িনী ইং বিভাবরী ॥ ৬১ ॥ প্রসীদ
 প্রণতানস্মান্ সৌম্যদৃষ্ট্যা বিলোকয় ॥ ৬২ ॥ ইতি
 স্ববন্তো যে দেবি পূজয়িষ্যন্তি ইং শুভে। তে
 সৰ্বকামানাপ্যন্তি নিষতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥
 ইতুক্তা তু নিশাদেবী তথৈতুক্তা কৃতাজলিঃ। জগাম
 হারিতা পূৰ্ব্বং গৃহং হিমগিরের্মহৎ ॥ ৬৪ ॥ তত্রাসীনাং
 মহাহর্ষো রত্নভিত্তিসমাপ্রবে। দদর্শ মেনামাপাণ্ডু-
 চ্ছবিবক্রসরোকহাম্ ॥ ৬৫ ॥ কিঞ্চিচ্ছ্যামমুখোদগ্ন-
 স্তনভাগাবনামিতাম্। মহৌষধিগণাবক্রমস্তরাজনিষে-
 বিতাম্ ॥ ৬৬ ॥ ততঃ কিঞ্চিৎ প্রমিলিতে মেনানেত্রা-
 নুজদ্রবে। আবিবেশ মুখং রাত্রিরক্ষণে বচনাতদা ॥
 ৬৭ ॥ জন্মদায়া জগন্মাতুঃ ক্রমেণ জঠরাস্তরম্।
 অরঙ্ঘ্যচ্ছবিং দেব্যা শুভমাতুর্বিভাবরী ॥ ৬৮ ॥ ততো
 জগন্মল্লদা মেনা হিমগিরেঃ প্রিয়া। ব্রাহ্মে মুহূর্তে
 স্তুভগে প্রাস্থ্যত শুভাননাম্ ॥ ৬৯ ॥ তস্মিন্ত জায়-

জলধিসমূহের মহাবেলা, ও বিলাসীদিগের লীলা!
 তুমি পদার্থনিচয়ের সন্ততি, তুমি লোকপালন হেতু
 স্থিতি এবং তুমিই নিঃশেষকপে ভুবনশ্রেণী-বিনাশিনী
 কালরাত্রী। তুমিই প্রিয়জনের কণ্ঠগ্রহানন্দ-প্রদা-
 যিনী বিভাবরী। তুমি প্রসন্ন হইয়া এই প্রণত
 জনগণের প্রতি মিত্রদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন কর।
 হে শুভে দেবি! যে জন তোমাকে এই স্তব পাঠান্তে
 পূজা করিবে; সে নিয়ত সৰ্বকাম প্রাপ্ত হইবে।
 এ বিষয়ে সংশয় নাই। নিশাদেবী ব্রাহ্মার এই
 কথা শুনিয়া কৃতাজলিকরে, ‘তাহাই করিতেছি’,
 বলিয়া অরিতগমনে প্রথমতঃ হিমালয়ভবনে গিয়া
 রত্নভিত্তিময় মহাহর্ষা মধ্যে আপাণ্ডুবদনপঙ্কজা
 মেনকাকে সমাসীনা দেগিতে পাইলেন। দেখিলেন—
 মেনকার স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ স্ত্রামলতা
 প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ক্ষীত স্তনভারে তিনি কিঞ্চিৎ
 অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। মস্তপ্ত মহৌষধিগণ
 তদীয় দেহে আবদ্ধ রহিয়াছে। অতঃপর মেনকা
 নোদয় কিঞ্চিৎ নিম্নলিত করিলে পর বিভাবরী
 দেবী ব্রাহ্মার বাক্যানুসারে সেই জগন্মাতার জননীর
 জঠরমধ্যে ক্রমশঃ প্রবেশ করিলেন এবং গর্ভগত
 শুভ-জননীর শরীরকাস্তি নিজ তেজে রঞ্জিত করি-
 লেন। অতঃপর শুভগ ব্রাহ্ম মুহূর্তে হিমগিরিজামা

মানায়াং জন্তবঃ স্থাণুজঙ্গমাঃ । অভবন্ সুখিনঃ সৰ্বৈ
সৰ্বলোকনিবাসিনঃ ॥ ৭০ ॥ অভবৎ ক্রুরসন্তানাং
চেতঃ শান্তঞ্চ দেহিনাম্ । জ্যোতিষামপি তেজস্বম-
ভবৎ সূতরাং তদা ॥ ৭১ ॥ বনাস্থিতাশ্চৌষধয়ঃ
স্বাদবন্তি ফলানি চ । গন্ধবন্তি চ মালায়ানি বিমলঞ্চ
নভোহভবৎ ॥ ৭২ ॥ মাক্রতশ্চ সূখস্পর্শো দিশশ্চ
সুমনোহরাঃ । বিস্মৃতানি চ শাস্ত্রানি প্রাহুর্ভাবঃ
প্রপেদিরে ॥ ৭৩ ॥ প্রভাবস্তীর্ণমুখানাং তদা পুণ্য-
তমোহভবৎ । সত্যে ধর্ম্মে চাধ্যয়নে যজ্ঞে দানে
তপস্বপি ॥ ৭৪ ॥ সৰ্বৈষামভবচ্ছ্রদ্ধা জন্মকালে গুহ্য-
রণেঃ । অন্তরিক্ষেহমরাশ্চাপি প্রহোৎফুল্ললোচনাঃ ।
৭৫ ॥ হরিরঙ্গমহেন্দ্রাকবানুবহিপুরোগমাঃ । পুষ্প-
বৃষ্টিঃ প্রমুখচুস্তম্বিন মেলাগৃহে শুভে ॥ ৭৬ ॥ মেরু-
প্রভৃতয়শ্চাপি মূর্ত্তিমন্তো মহানগাঃ । তস্মিন্ মহোৎস-
বে প্রাপ্তা বীরকাংশ্চোপশোভিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ সাগরাঃ
সরিতশ্চৈব সমাজগ্মুশ্চ সৰ্বশঃ ॥ ৭৮ ॥ তিমিশৈলো-
হভবল্লোকে তদা সৰ্বৈশ্চরাচরৈঃ । সেবাশ্চাপ্যতি-
গম্যশ্চ পূজনীয়শ্চ ভারত ॥ ৭৯ ॥ অনুভূয়োৎসব-
তে চ জগ্মুঃ স্বানালয়া স্তদা ॥ ৮০ ॥
ইতি ত্রীক্ষান্দে কুমারেশমাহাত্ম্যো পার্বতীজন্মবর্ণনং
নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

জগন্মুগ্ধল-দায়িনী মেনকা শুভাননা তনয়া প্রসব
করিলেন । তিনি জন্মগ্রহণ করিলে সৰ্বলোকবাসী
চরাচর প্রাণিবর্গ সকলেই সুখী হইল । ক্রুর
প্রাণিগণেরও চিত্ত তখন শান্তভাবে ধারণ করিল ।
জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল । বস্তু
ওষধি ও ফলমূল সকল সুস্বাদ, মালাসমূহ সমাধিক
গন্ধ-সম্পন্ন ও নভোমণ্ডল বিমল হইয়া উঠিল ।
দিক্‌সকল মনোহরাকার ধারণ করিল এবং
বায়ুও সুখস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল ।
জনগণের অন্তঃকরণে বিস্মৃত শাস্ত্র সকলও
প্রাহুর্ভাব প্রাপ্ত হইল । তীর্থসমূহের প্রভাব বৃদ্ধি
পাইল ; এবং সেই গুহ্যজননী জন্মকালে সক-
লেরই সত্য ধর্ম্ম অব্যয়ন যজ্ঞ দান তপস্বাদি
সৎকার্য্যে সমাধিক শ্রদ্ধা জন্মিল । তখন হরি ব্রহ্মা
মহেশ্বর সূর্য্য বায়ু বহি প্রমুখ দেবগণ হর্ষোৎফুল্ল-
লোচনে অন্তরীক্ষতলে থাকিয়া মেনকার সেই শুভ
ভবনে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । মেরু প্রভৃতি
মহাগিরিবর্গও মূর্ত্তিমান্ হইয়া বীরকাংশ্চ লইয়া সেই
মহোৎসবে আসিয়া যোগদান করিলেন । আর
সাগর ও সরিৎসমূহও তথায় আসিয়া উপস্থিত

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ততশ্চ শৈলজা দেবী চিক্রীড়
সুভগা তদা । দেবগন্ধর্ব্বকন্তাভিনগকিন্নরসন্তবাঃ ।
মুনীনাঞ্চাপি যাঃ কন্তাস্তাভিঃ সার্কঞ্চ শোভনা ॥ ১ ॥
কদাচিদথ মেরুস্থো বাসবঃ পাণ্ডুনন্দন । সম্মার মাং
যযৌ চাহং সংস্মৃতো বাসবঃ তদা ॥ ২ ॥ মাং দৃষ্ট্বা চ
সহস্রাঙ্কঃ সমুখায়াতিহর্ষিতঃ । পূজয়ামাস তাং পূজাং
প্রতিগৃহ্যাহমব্রবম্ ॥ ৩ ॥ মহানুরমহোন্মাদকালানল
দিবস্পতে । কুশলং বিদ্যতে কচ্ছিত্তব কচ্ছিত্ত
নন্দসি ॥ ৪ ॥ পৃষ্ট্বৈবং ময়া শত্রুঃ প্রোবাচ বচনং
স্ময়ন । কুশলস্মাকুরস্তাবৎ সমুতো ভুবনত্রয়ে ॥ ৫ ॥
তৎফলোদয়সম্পত্তৌ তদ্বদান্ সংস্মৃতো মুনৈ ।
বেৎসি সক্ষমতঃ স্বং বৈ তথাপি পরিনোদকঃ ॥ ৬ ॥
নির্ভতিং পরমাং যাতি নিবেদ্যার্থঃ সুহৃজ্জনে ॥ ৭ ॥

হইল । হে ভারত ! তিমিশৈল তখন সমগ্র চরাচরের
অভিগম্য, সেবা ও পূজনীয় হইয়া উঠিল । পরে
সকলেই সেখানে উৎসব নির্বাহ করিয়া স্ব স্ব ভবনে
প্রতিগমন করিল ॥ ১—৮০ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর শুভগা সুন্দরী
শৈলনন্দিনী ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিলাভ করিয়া দেব গন্ধর্ব্ব
কিন্নর ভূধর মূনি প্রভৃতির কন্তাগণ সহ ক্রীড়া
কারিতে লাগিলেন । হে পাণ্ডুনন্দন ! অতঃপর
একদা মেরুগিরিস্থ বাসবদেব আমাকে স্মরণ করি-
লেন ; আমিও তদীয় স্মৃতিমাত্র সেখানে যাইয়া
উপস্থিত হইলাম । সহস্রাঙ্ক আমাকে দেখিয়া অতি-
শয় হর্ষসহকারে উত্থানপূর্ব্বক যথাযোগ্য পূজা
করিলেন । আমি তদীয় পূজা গ্রহণ করিয়া
তাঁহাকে কহিলাম,—হে মহানুর-মহাগর্ব্ব-কালানল,
সুরনাথ ! আপনার কুশল তো ? আপনি সুখে
আছেন তো ? আমার এইরূপ প্রশ্নে ইন্দ্র ঈষৎ
হাস্ত সহকারে কহিলেন,—হে মূনিবর ! ত্রিভুবনে
সম্প্রতি কুশলের অক্ষুরোদগম হইয়াছে বটে,
তাহার ফলোদয় নিমিত্তই আপনাকে স্মরণ করি-
য়াছি । আপনি তো সকলই জ্ঞাত আছেন, আমি
তথাপি আপনাকে বলিতেছি । সুহৃৎ জনের

তন্তুবান শৈলজাং দেবীং শৈলেন্দ্রং শৈলবল্লভাম্ ।
 হরং সন্তাবয় বরং যম্মাত্তং রোচয়ন্তি তে ॥ ৮ ॥
 ততস্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য গতোহহং শৈলসন্তমম্ । ওষধি-
 প্রস্থনিলয়ং সাক্ষাদিব দিবস্পতিম্ ॥ ৯ ॥ তত্র হৈমে
 স্বয়ং তেন মহাভক্ত্যা নিবেদিতে । মহাসনে পূজি-
 তোহহমুপবিষ্টো মহাসুখম্ ॥ ১০ ॥ গৃহীতার্থ্যং ততো
 মাঞ্চ পপ্রচ্ছ স্নানয়া গিরা । কুশলং তপসঃ শৈলঃ
 শনৈঃ ফুল্লাননাসুজঃ ॥ ১১ ॥ অহমপ্যস্তু তৎ প্রোচ্য
 প্রত্যবোচং গিরীশ্বরম্ । ইয়া শৈলেন্দ্র পৃষ্ঠা
 বাপ্যপরাঞ্চ দিশং তথা ॥ ১২ ॥ অবগাহ্য স্থিতবতা
 ক্রিয়তে প্রাণিপালনা । অহো ধনোহসি
 বিপ্রেন্দ্রাঃ সাহায্যেন তবাচল ॥ ১৩ ॥ তপোজপ-
 ব্রতশানৈঃ সাধয়ন্ত্যাত্মনঃ পরম্ । যজ্ঞাসসাধনৈঃ
 কাশ্চিৎ কন্দাদিফলদানতঃ ॥ ১৪ ॥ ই সনুদ্রবসে
 বিপ্রান কিমতঃ প্রোচ্যতে তব । আন্তেহপি জীব্য
 বহুধা হ্যমুপাশ্রিত্য ভূধর ॥ ১৫ ॥ মুদিতাঃ প্রতি-
 বর্তন্তে গৃহস্থমিব প্রাণিনঃ । শীতমাতপবধাঃশচ

নিকট অভীষ্ট বিষয় নিবেদন করিয়া জনগণ পরম
 তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় । অতএব আপনি যাইয়া শৈলরাজ
 হিমালয়কে এবং শৈলবল্লভা শৈলমন্দিরকে এমন
 পরামর্শ দিউন, যাহাতে তাঁহারা হরকেই বররূপে
 মনোনীত করেন, অপব কাহাকেও বর করিতে
 অভিলাষ না করেন । আমি সেই কথা শুনিয়া
 ওষধিপ্রস্থনিবাসী সাক্ষাৎ সুরপতিসম শৈলসন্তম
 হিমালয়ের নিকট গমন করিলাম । সেখানে হিমালয়
 স্বয়ং মহাভক্তি সহকারে হৈম মহান আসন প্রদান
 করিলে আমি পূজিত হইয়া মহাসুখে উপবেশন
 করিলাম । পরে আমি অঘা গ্রহণ করিয়া সুস্থ
 হইলে শৈলরাজ প্রফুল্ল মুখে আমাকে ধীরে ধীরে
 মধুর বাক্যে তপস্তার কুশল জিজ্ঞাসা কারণেন ।
 ১- ১১ । আমিও গিরিবরকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা
 করিয়া কহিলাম,—হে শৈলেন্দ্র ! আপনি পূর্ব দিক্
 হইতে পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত অবগাহনপূর্বক অবস্থান
 করিয়া প্রাণিবর্গের পালন করিতেছেন । হে
 অচল ! আপনি ধন্য, যেহেতু বিপ্রেন্দ্রগণ আপনার
 সাহায্যে জপ তপস্যা ব্রত শানাদি দ্বারা আত্মহিত
 সাধন করিয়া থাকেন । আপনি কাহাকেও
 যজ্ঞোপকরণ দানে ও কাহাকেও বা কন্দফলাদি
 প্রদানে প্রতিদিন পালন করেন । অতএব
 আপনার মহিমা আর কি কহিব ? হে ভূধর ।
 কল্যাণী প্রভৃতি এমন গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া

ক্রেতৃশালানাং বিধানং সচ্চ ॥ ১৬ ॥ উপাকরোষি জন্তুনা-
 মেবংরূপা হি সাধবঃ । কিমতঃ প্রোচ্যতে তুভ্যং
 ধন্যত্বং পৃথিবীধর ॥ ১৭ ॥ কন্দরং যন্ত চাধ্যাস্তে
 স্বয়ং তব মহেশ্বরঃ । ইত্যুক্তবতি বাক্যঞ্চ যথার্থং
 ময়ি ফাল্গুন ॥ ১৮ ॥ হিমশৈলস্ত মহিষী মেনা
 আগাদিদৃক্ষয়া । অনুযাতা হুহিত্রা চ স্বল্লাশচ
 পরিচারিকাঃ ॥ ১৯ ॥ লজ্জয়ানতসম্বাদী প্রবিবেশ
 সদো মহৎ । ততো মাং শৈলমহিষী ববন্দে প্রণিপত্য
 সা ॥ ২০ ॥ বহুনিগূঢ়বদনা পাণিপদ্মকুতাজলিঃ ।
 তামহং সত্যরূপাভিরানীভিঃ সমবর্দ্ধয়ম্ ॥ ২১ ॥
 পতিব্রতা শুভাচারা স্তুতগা বীরহুঃ শুভে । সদা
 বীরবলী চাপি ভব বংশোন্নতিপ্রদে ॥ ২২ ॥
 ততোহহং বিস্মিতাক্ষীঞ্চ হিমবর্দ্ধিারপুত্রিকাম্ ।
 মূহবাণ্য প্রত্যবোচমেহি বালে মমাস্তিকম্ ॥ ২৩ ॥
 ততো দেবী জগন্মাতা বালভাবং স্বকং ময়ি ।
 দর্শয়ন্তী স্বপিতরং কণ্ঠে গৃহ্যাক্ষমাবিশৎ ॥ ২৪ ॥
 উবাচ বাচং তাং মন্দং মূনিং বন্দয় পুত্রিকে । মূনে

জীবিত থাকে, অপরাপর প্রাণিবর্গও তজ্জপ
 আপনাকে আশ্রয় করিয়া সুখে কালান্তিপাত করিয়া
 থাকে । আপনি স্বয়ং শীত বাত আতপাদি সহ
 করিয়াও প্রাণিগণের দুঃখ নিবারণ করেন ; ফলতঃ
 নাধুবর্গের স্বভাবই এইরূপ । হে ভূধর । আপনার
 মহত্বের কথা আর বিশেষ কি বলিব ? আপনি ধন্য
 বান্ধব, যেহেতু স্বয়ং মহেশ্বর আপনার কন্দরে বাস
 করিয়া থাকেন । হে ফাল্গুন অর্জুন ! আমি যখন
 এই সকল সত্য কথা বলিলাম, তখন হিম-শৈলের
 মহিষী মেনকা অগুণামিনী কন্যা ও অল্প পরিচারিকা
 সহ আমাকে দেখিবার জন্ত সেখানে আসিলেন ।
 তিনি লজ্জাবশে সম্বাদ আকুলন করিয়া সেই মহতী
 সভায় প্রবেশ করিলেন । সেই শৈলমহিষী বস্ত্রাবৃত
 বদনে পাণিপদ্মে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক আমাকে
 প্রণিপাত সহকারে বন্দনা করিলেন । আমিও
 তাহাকে সত্য আশীর্বাদ দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিলাম
 যে, শুভে ! কুলোন্নতিকারিণি ! আপনি পতি-
 ব্রতা, সত্য পতিমতী, সৌভাগ্যবতী ও শুভা-
 চারযুক্তা হউন । ১২—২২ । অতঃপর আমি বিস্মিত-
 নেত্রা হিমাচলপুত্রীকে মূহবাক্যে কহিলাম,—অয়ি
 বালিকে ! আমার কাছে এস । আমার এই কথা
 শুনিয়া জগন্মাতা দেবী স্বীয় বালক হু আমাকে
 প্রদর্শন করিবার জন্ত স্বীয় পিতার কণ্ঠে গ্রহণপূর্বক
 তদীয় অঙ্গে উপবেশন করিলেন । পিতা তাঁহাকে

প্রসাদতোহবস্তুঃ পতিমাপ্যসি সস্মতম্ ॥ ২৫ ॥
ইত্যুক্তা সা ততো বালা বস্ত্রাস্তপিহিতাননা । কিঞ্চিৎ
সহস্কতোৎকম্পঃ প্রোচ্য নোবাচ কিঞ্চন ॥ ২৬ ॥ ততো
বিস্মিতচিত্তোহহমুপচারবিদাঃ বরঃ । প্রত্যাবোচৎ
পুনর্দেবীমেহি দাস্তামি তে শুভে ॥ ২৭ ॥ রত্নকৌড়নকং
রমাং স্থাপিতং সুচিত্রং ময়া । ইত্যুক্তা সা তদোখায়
পিতুরঙ্কাতং সবেগতঃ ॥ ২৮ ॥ বন্দমানা চ মে পাদৌ
ময়া নীতাক্ষমান্বনঃ । মন্ততা তাং জগৎপূজামুক্তং
বালে তবোচিতম্ ॥ ২৯ ॥ ন তৎ পশ্যামি যন্তুভাং
দদ্যাশীঃ কা তবোচিতা । ইত্যুক্তে মাতৃবাৎসল্যা-
চ্ছৈলেন্দুমহিবী তদা ॥ ৩০ ॥ নোদয়ামাস মাং মন্দমনাশীঃ-
শক্তিভা তদা । ভগবন বেৎসি সর্গঃ ইমতীতানাগতঃ
প্রভো ॥ ৩১ ॥ তদহং জাতুমিচ্ছামি কৌদ্রশোহস্মাঃ
পতির্ভবেৎ । ঋহেতি সস্মিতমুখঃ প্রাবোচ নর্য-
বল্লভঃ ॥ ৩২ ॥ ন জাতোহস্মাঃ পতির্ভদ্রে বর্ত্ততে চ
কুলক্ষণঃ । নয়োহতিনির্ধনঃ ক্রোধী বৃতঃ ক্রুরৈশ্চ

মুহুরে কহিলেন,—অযি পুত্রিকে । মুনিকে বন্দনা
কর, মুনির প্রসাদে অবশ্যই তুমি অভিমত পতি
লাভ করিতে পারিবে । বালিকা গিরিজা এই
কথা শুনিয়া বহুপ্রাণ্তে বদনাচ্ছাদন করিয়া অল্প
হৃদয় সহকারে মন্তক কম্পিত করিলেন; আর
কিছুই বলিলেন না । আমি তখন বিস্মিত হইয়া
উপচারতরুে সবিশেষ অভিজ্ঞতা নিবন্ধন পুনরায়
দেবীকে কহিলাম,—শুভে ! এস, আমি তোমাকে
একটী কৌড়নক প্রদান করিব । আমি উহা অনেক
দিন যাবৎ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি । এই কথা
শুনিয়া সেই বালিকা সবেগে পিতার ক্রোড় হইতে
উত্থানপূর্ব্বক আমার পাদ বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন । আমি তখন তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে
বসাইলাম । পরে তাঁহাকে জগৎপূজা জানিয়া
কহিলাম,—বালিকে ! তোমার উচিত এমন
আশীর্বাদ কিছুই দেখি না, যে তোমাকে আশীর্বাদ
করি । তোমাকে কি আশীর্বাদ করিব ? আমি
এই কথা কহিলে শৈলেন্দুমহিবী তখন মাতৃবাৎসল্য
বশতঃ ‘আমি যদি আশীর্বাদ না করি’ ইহা ভাবিয়া
আমাংকে মুহুরাক্যে কহিলেন,—ভগবন্ ! আপনি
অতীত অনাগত সমস্তই অবগত আছেন ।
অতএব হে প্রভো ! ইহার কিরূপ পতিলাভ হইবে,
আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি । আমি পরিহাস-
প্রিয়; সুতরাং মেনকার কথা শুনিয়া কহিলাম
যে, ভদ্রে ! ইহার পতি জন্মে নাই; বিশেষতঃ

সর্বদা ॥ ৩৩ ॥ ঋহেতি সস্মাবিষ্টো ধ্বস্তবীৰ্য্যো
হিমাচলঃ । মাং তদা প্রভাবাচেদং সাশ্রুকণ্ঠো
মহাগিরিঃ ॥ ৩৪ ॥ অহো বিচিত্রঃ সংসারো দুর্ক্বেদ্যো
মহতামপি । প্রবরেষপি শক্ত্যা যো নরেষু ন
রূপায়তে ॥ ৩৫ ॥ যত্নেন মহতা তাবৎ পুণ্যবহু-
বিধেরপি । সাধয়ত্যাগুনো লোকে মানুস্যমতি-
দুলভম্ ॥ ৩৬ ॥ অক্রবং তদক্রবহে চ কথঞ্চিৎ পরি-
কল্পাতে । তত্রাপি দুর্লভা নাম সমানব্রতচারিণী ॥ ৩৭ ॥
সাক্ষী মহাকুলোৎপন্ন ভাৰ্য্যা যা স্মাতং পতিব্রতা ।
তত্রাপি দুর্লভা যচ্চ তয়া ধর্ম্মনিবেষণম্ ॥ ৩৮ ॥ সহ
বেদপুরাণোক্তং জগদ্রহিতাবহম্ । এতৎ সুদুর্লভং
যচ্চ তস্মাৎ চৈব প্রজায়তে ॥ ৩৯ ॥ তদপতামপত্যার্থং
সংসারে কিল নারদ । এতেষাং দুর্লভানাং হি
কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি পুণ্যবান ॥ ৪০ ॥ সর্বমেতদ-
বাপ্নোতি স কোহপি যদি বা ন বা । কিঞ্চিৎ কেনাপি
হি নূনং সংসারঃ কুরুতে নরম্ ॥ ৪১ ॥ অথ
সাংসারিকো দোষঃ স্বকৃতং যত্র ভুজ্যতে । গাইহ্ম্যক
প্রশংসন্তি বেদাঃ সর্বেষাপি নারদ ॥ ৪২ ॥ নেতি
কেচিত্তত্র পুনঃ কথং তে যদি নো গৃহী । অতো

সে কুলক্ষণ, নয়, অতি নির্ধন, ক্রোধী এবং ক্রুর-
জনে পরিবৃত ও সর্বপ্রদাতা । ২৩—৩৩ । মহাগিরি
হিমালয় এই কথা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে অবসন্ন হইয়া
সাশ্রুকণ্ঠে কহিলেন,—অহো ! এই বিচিত্র সংসার
মহাত্মাদিগেরও দুর্কোষ । প্রধান প্রধান জন-
গণের প্রতিও ইহার কিছুমাত্র রূপা দৃষ্ট হয় না ।
প্রাণিগণ মহাযত্নে বহুবিধ পুণ্য অতি দুর্লভ মনুষ্যত্ব
লাভ করে । কিন্তু তাহাও অস্থায়ী, আর যদিও
স্থায়ী হয়, তবে তাহাও অতি ক্রেশেই কাটাইতে
হয় । তাহাতেও আবার সমানব্রতচারিণী সাক্ষী
সংকুলজা পতিব্রতা ভাৰ্য্যা দুর্লভ । তাহাতেও
আবার সেই ভাৰ্য্যার সহিত বেদপুরাণাদিবিধিত
ত্রিজগতের চিতকর ধর্ম্মাভিষ্ঠান দুর্লভ । আবার
সেই ভাৰ্য্যাতে যে সন্তানোৎপাদন, ইহা সুদুর্লভ ।
হে নারদ ! সেই অপত্যও আবার সংসারে
বংশপাতিত্যানিবারণার্থই প্রার্থনীয় । এই সকল
দুর্লভ বিষয়ের মধ্যে পুণ্যবান জনগণ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত
হন; পরন্তু সমস্তগুলিই প্রাপ্ত হয়, এমন কোন
ব্যক্তি সমুৎপন্ন হন কি না সন্দেহ । সংসারের কাহারও
কিছু নূনতা থাকেই । ইহাই সংসারে একটী দোষ,
ফলতঃ সংসারে স্বকৃত কর্ম্মেরই ভোগ হইয়া থাকে ।
হে নারদ ! সকল বেদেই গৃহস্থাত্মের প্রশংসা

ধাতা চ শাস্ত্রে সুতলাভঃ প্রশংসিতঃ ॥ ৪৩ ॥ পুনশ্চ
সৃষ্টিবুদ্ধার্থং নরকজ্ঞানায় চ । তত্র স্ত্রীণাং সমুৎপত্তিঃ
বিনা সৃষ্টির্ন জায়তে ॥ ৪৪ ॥ সা চ জাতিপ্রকৃতিব
রূপণা দৈন্যভাগিনী । তাসামুপরি মাভজ্য ভবেদিতি
চ বেধসা । শাস্ত্রমুক্তমসন্দিক্তং বাক্যমেতন্মহৎ
ফলম্ ॥ ৪৫ ॥ দশপুত্রসমা কন্তা দশপুত্রান প্রবর্জয়ন ।
যৎফলং লভতে মর্ত্যস্তলভ্যং কন্ত্যৈকয়া ॥ ৪৬ ॥
তস্মাৎ কন্তা পিতৃঃ শোচা সদা দুঃখবিবর্জিনী ॥ ৪৭ ॥
যাপি স্ত্র্যাং পূর্ণসংসারী পতিপুত্রধনাধিতা । ভ্রূনোক্তক
কৃতে হস্তান্তরাক্য মম শোকদম্ ॥ ৪৮ ॥ কেন
দোষণে মে পুত্রী ন যোগ্যা আশিষা মত । ন
জাতোহস্তাঃ পতিঃ কস্মাদবর্ততে বা কুলক্ষণঃ ॥
৪৯ ॥ নির্ধনশ্চ যুনে কস্মাৎ সর্কেষাং সর্কদঃ
কুতঃ । ইতি তুর্ঘটবাক্যন্তে মনো মোহযতীব
মে ॥ ৫০ ॥ ইতি তং পুত্রবাৎসল্যাৎ সভার্য্যঃ
শোকসম্প্লুতম্ । অহমাশীসয়ঃ বাণ্ডিত্যঃ সত্যভিঃ
পাণ্ডুনন্দন ॥ ৫১ ॥ মা শুচঃ শৈলরাজ হুং হুং

দৃষ্ট হয়, কিন্তু কেহ কেহ আবার গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা
করেন না; ষাঁহার একরূপ, গৃহস্থাশ্রম না থাকিলে
ঐহাদিগের প্রাচুর্য্য হইত কিরূপে? এই জন্তই
বিধাতা নানা শাস্ত্রে পুত্রলাভের প্রশংসা করিয়াছেন ।
ফলতঃ পুত্র দ্বারা সৃষ্টির বৃদ্ধি এবং নরকজ্ঞান
ঘটিয়া থাকে । পরন্তু স্ত্রী জাতির উৎপত্তি ব্যতীত
সৃষ্টিই হইতে পারে না, সেই স্ত্রী জাতি আবার
প্রকৃতিবশেই দৈন্যভাগিনী ও করুণাঙ্গী । এই
জন্ত বিধাতা তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা করিতে
শাস্ত্রসমূহে নিষেধ করিয়াছেন । এই কথা সন্দেহ-
হীন ও মহাফলদায়ক । একটা কন্তা, দশটা পুত্রের
সমান । দশটা পুত্রকে লালন পালনাদি দ্বারা
বর্দ্ধিত করিলে যে ফল, মানব একটা কন্তা দ্বারা
সেই ফললাভ করিয়া থাকে । অতএব কন্তা যদি
সর্ব কাম্যবিষয়ে পরিপূর্ণ ও পতি-পুত্র-ধন সমৃদ্ধাও
হয়, তথাপি পিতার দুঃখবিবর্জিনী ও শোকসম্পাদিনী
হইয়া থাকে । পরন্তু আপনি যে আমার এই কন্তার
কথা কহিলেন, তাহা আমার অতীব শোকদায়ক হই-
য়াছে । আমার এই কন্তা কি দোষে আশীর্বাদে
যোগ্য নহে? ইহার পতিই বা জন্মে নাই কেন?
হে মুনিবর! আর ইহার পতি নির্ধন কুলক্ষণ
অশ্রুত সকলের সমস্ত দাতা কি প্রকারে হইতে
পারে? আপনার এই তুর্ঘট বাক্য শ্রবণে আমার
মন মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে । —৫০। হে পাণ্ড-

হানেহতিপুণ্যভাক্ । শৃণু তবচনং মহৎ যস্যযোক্তব্যং
হৃথবৎ ॥ ৫২ ॥ জগন্মাতা হি যঃ বালা পুত্রী তে
সংসিদ্ধিদা । পুরাভবেহভবভার্যা সতী নাম্না
ভবন্ত যা ॥ ৫৩ ॥ তদস্তাঃ কিমহং দদ্মি পুংসবেদীপ-
মিবাল্লকঃ । সঙ্কিস্ত্যতি মহাদেব্যা নাশিষঃ
দত্তবানহম্ ॥ ৫৪ ॥ ন জাতোহস্তাঃ পতিশ্চেতি
বর্ততে চ ভবো হি সঃ । ন স জাতো মহাদেবো
ভূতভব্যভবোত্তবঃ ॥ ৫৫ ॥ শরণাঃ শান্তঃ শাস্তা
শঙ্করঃ পবনেশ্বরঃ ॥ ৫৬ ॥ সর্কেষ দেবা যৎপদমামনস্তি
বেদৈশ্চ সর্কেষাপি যো ন লভাঃ । ব্রহ্মাদিবিষ্ণুঃ নহু
যশা শৈল বালশ্চ বা ক্রীডনকং বৃদন্তি ॥ ৫৭ ॥ স
চামঙ্গলাশীলোহপি মঙ্গলায়হনো হরঃ । নির্ধনঃ
সর্বদশ্চাসৌ বেদ স্ব স্বয়মেব সঃ ॥ ৫৮ ॥ স চ
দেবোহচলঃ স্থাপূর্ণহাদেবোহজরো হরঃ । ভবিষ্যতি
পতিঃ সোহস্তান্তঃ কিমর্থং তু শোচসি ॥ ৫৯ ॥

ইতি ত্রীকান্দে কুমারেশমহাত্মনো হিমবদাশীসনং
নাম ব্রূনোবিশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

নন্দন! সমস্তানবাৎসল্যবশে ভার্য্যাসহ এইরূপ
শোকাকান্ত সেই হিমালয়কে আমি তখন সত্য
বাক্যে আশ্বাসিত করিলাম । কহিলাম,—হে শৈল-
রাজ! আপনি এই হৃষের বিষয়ে শোক করিবেন
না, আপনি অতি পুণ্যভাজন । আমি যে কথা
বলিয়াছি, উহা অতীব সদর্থসম্পন্ন; আপনি তাহা
শ্রবণ করুন । আপনার এই কন্তা সর্কসিদ্ধিপ্রদা
জগন্মাতা; ইনি পূর্বজন্মে সতী নামে খাতা ও
ভব দেবের পত্নী ছিলেন । সুতরাং রবিকে
প্রদীপের স্তার আমি ইহাকে কি দান করিতে
পারি? ইহার নিকটে আমি অতিতুচ্ছ বাক্তি ।
ইহা চিন্তা করিয়াই আমি ইহাকে কোন আশীর্বাদ
করি নাই । ইহার পতি জন্মে নাই; তাহার
কারণ, ইহার পতি ভবদেব, সেই মহাদেব ভূত-
ভবিষ্য-বর্তমানের উৎপাদক; তাহার জন্ম নাই;
তিনি সকলের আশ্রয়, শাস্তিদাতা, মঙ্গলবিধাতা
এবং চিরস্থায়ী পরমেশ্বর । হে শৈল! সমস্ত দেব-
গণ ষাঁহার পদ ধ্যান করেন, সমস্ত বেদও ষাঁহার
তত্ত্ব জ্ঞাত নহে, ব্রহ্মাদি সমগ্র জগৎ ষাঁহার নিকট
বালকের ক্রীডনকবৎ অতি তুচ্ছ, সেই হরদেব স্বয়ং
অমঙ্গলশীল হইলেও সমস্ত মঙ্গলের আয়তন
এবং নির্ধন হইলেও সকলের সকল কামনাদাতা ।
তিনি আপনাকে আপনিই মাত্র জানেন । সেই

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । এবং ক্রত্বা সত্যার্থ্যঃ স প্রমোদা-
প্লুতমানসঃ । প্রণম্য মামিতি প্রাহ যদ্যেবং পুণ্য-
বানহম্ ॥ ১ ॥ পুনঃ কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি পুত্র্যা মে
দক্ষিণঃ করঃ । উত্তানঃ কারণং কিং তচ্ছোভু-
মিচ্ছামি নারদ ॥ ২ ॥ ইতি পৃষ্টোহস্মি শৈলেন
প্রাবোচং কারণং তদা । সর্বদৈব করো
হস্তাঃ সর্কেষাং প্রাণিনাং প্রতি ॥ ৩ ॥ অভয়স্ত
প্রদাতাসাবুত্তানস্ত করস্ততঃ । এষা ভার্গ্যা জগ-
ত্তুর্ভূষাক্ষম্ মহীধর ॥ ৪ ॥ জননী সর্বলোকস্ত
ভাবিনী ভূতভাবিনী । তদ্যথা শীঘ্রমেবৈষা যোগা-
যাতু পিনাকিনা ॥ ৫ ॥ ত্রয়া বিধেয়ং বিধিবদ্ধা
শৈলেন্দ্রসত্তম । অন্ত্যত্র সুমহৎ কার্যং দেবানাং
হিমভূধর ॥ ৬ ॥ ইতি প্রোচ্য তমাপৃচ্ছ্য প্রাবোচং
বাসবায় তৎ । মম ভূয়স্ত্ব কৰ্ত্তব্যং তন্ময়া কৃতমেব

স্বাণু অজর অমর হরদেব ইহার পতি হইবেন ।
অতএব আপনি শোক করিতেছেন কি
জন্ত ? ৫১—৫২ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—এই কথা শুনিয়া শৈলরাজ
ভার্গ্যাসহ আনন্দপরিপ্লুতচিত্তে আমাকে প্রণাম-
পূর্বক কহিলেন,—যদি একরূপ হয়, তবে তো
আমি অতি পুণ্যবান । পরন্তু হে নারদ ! আমি
আরও কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছি ; আমার এই
কন্টার দক্ষিণ পাণি উত্তান; ইহার কারণ কি ?
শৈলরাজের এই প্রশ্নে আমি তখন তাহার কারণ
বর্ণন করিলাম । কহিলাম,—ইহার পাণি সর্বদা
সমস্ত প্রাণীর প্রতি অভয়দাতা ; এজন্ত উহা উত্তান
হইয়াই রহিয়াছে । হে মহীধর ! ইনি জগত্তুর্ভা
বুষাক্ষ শঙ্করের ভার্গ্যা, সর্বলোকের জননী ও সর্ব-
ভূতভাবিনী । হে শৈলেন্দ্রসত্তম ! অতএব ইনি
যাহাতে অল্পকালেই পিনাকীর সহিত যুক্ত হইতে
পারেন, আপনি বিধানানুসারে তাহা করুন । হে
হিমভূধর ! এ বিষয়ে দেবগণের একটি মহৎ কার্য
সম্পন্ন রহিয়াছে । আমি এই বলিয়া তাহাকে সম্ভাষণ-
পূর্বক ইন্দ্রকে আসিয়া সে বৃত্তান্ত কহিলাম এবং
আরও কহিলাম যে, আমায় যাহা যাহা কর্তব্য ছিল,

হি ॥ ৭ ॥ কিন্তু পঞ্চশরঃ প্রেধাঃ কার্যশেষেহত্র
বাসব । ইত্যাদিষ্ট গতশ্চাহং তারকং প্রতি
কাক্তন ॥ ৮ ॥ কলিপ্রিয়হাত্তনমর্থঃ কথয়িতুং
ক্ষুটম্ ॥ ৯ ॥ হিমাद्रিরপি মে বাক্যপ্রেরিতঃ
পার্বতীঃ প্রতি । ভবস্তারাধনং কৰ্ত্তুং সসখীমাশি-
স্তদা । সা তং পরিচচারেশং তস্তা দৃষ্টা সুশীলতাম্ ॥
১০ ॥ পুষ্পতোয়ফলাদ্যানি নিযুক্তা পার্বতী
ব্যাধাৎ । মহেন্দ্রোহপি চ মদ্বাক্যাৎ স্মরং সম্মার
ভারত ॥ ১১ ॥ স চ তৎ স্মরণং জাহ্নবা বসন্তরতি-
সংযুতঃ । চূতাকুরাঙ্গঃ সহসা প্রাহরাসীন্ননোভবঃ ॥ ১২ ॥
তমাহ চ বচো ধীমান স্মরন্তি ব চ তং স্পৃশন । উপ-
দেশেন বভূবাকি ত্বাং প্রতি রতিপ্রিয় ॥ ১৩ ॥ চিত্তে
বদসি তেন ত্বাং বেৎসি ভূতমনোগতম্ । তথাপি
ত্বাং বদিব্যামি স্বকার্যোহপরতাং স্মরন ॥ ১৪ ॥ মমৈকং
সুমহৎ কার্যং কৰ্ত্তুমর্হসি মন্থথ । মহেশ্বরং কৃপানাথঃ
সতীভার্গ্যাবিযোজিতম্ ॥ ১৫ ॥ সংযোজয় পুনর্দেব্যা
হিমাঙ্গিগৃহজাতয়া । দেবী দেবশ্চ তুষ্টৌ তে করি-

আমি তাহা সম্পাদন করিয়াছি । কিন্তু হে বাসব !
কার্যশেষে পঞ্চশরকে পাঠাইতে হইবে । হে কাক্তন,
অর্জুন ! আমি ইন্দ্রকে এই কথা বলিয়া বিবাদ-
প্রিয়তা নিবন্ধন এই বৃত্তান্ত বলিবার জন্ত তারকা-
সুরের নিকট গমন করিলাম । ১—৯ । এ দিকে
হিমালয়ও আমার কথানুসারে পার্বতীকে কতি-
পয় সখী লইয়া শিবারাধনার্থ আদেশ করিলেন ।
শৈলনন্দিনীও মহেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হই-
লেন । তদীয় সুশীলতাদর্শনে শঙ্কর তাঁহাকে ফল
জল পুষ্পাদি সংগ্রহে নিয়োগ করিলেন । পার্ব-
তীও তাহাই করিতে লাগিলেন । হে ভারত !
অতঃপর মহেন্দ্রও আমার বাক্যানুসারে স্মরদেবকে
স্মরণ করিলেন । মনোভব স্মরদেব ইন্দ্রের
স্মরণে রতি ও বসন্তের সহিত চূতাকুর অঙ্গ লইয়া
সহসা ইন্দ্রসমীপে প্রাহৃত হইলেন । ধীমান বাসব
তাঁহাকে ঈষৎ হান্তসহকারে স্পর্শ করিয়া কহি-
লেন,—হে রতিপ্রিয় ! তোমাকে অধিক উপদেশ
করিয়া ফল কি ? তুমি তো চিত্তেই বাস কর,
সুতরাং প্রাণিবর্গের মনোগত সমস্তই জান ।
তথাপি স্বকীয় কার্যের গুরুত্ব মনে করিয়া
তোমাকে বলিতেছি । হে মন্থথ ! আমার একটি
মহৎ কার্য করিতে হইবে । সতীপত্নী বিযোগী
করুণাকর মহেশ্বরকে পুনরায় হিমাচলনন্দিনীর

যাত ইহেপিতম্ ॥ ১৬ ॥ মদন উবাচ । অলীক-
মেতদেবেন্দ্র স হি দেবস্তপোন্নতিঃ । নাহ্যাসাদয়িত-
ব্যানি তেজাংসি মনুরব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥ বেদান্তেষু চ
মাং বিপ্রা গর্হয়ন্তি পুনঃপুনঃ । মহাশনো মহাপাপা
কামোহয়মনলো মহান ॥ ১৮ ॥ আবৃতঃ জ্ঞানমেতেন
জ্ঞানিনাং নিত্যবৈরিণা । তস্মাদয়ঃ সদা তাজ্যঃ
কামোহহিরিব সতমৈঃ ॥ ১৯ ॥ এবং শীলশ্চ মে
কস্মাৎ প্রতুষ্যতি মহেশ্বরঃ । মদ্যপশ্চেব পাপশ্চ
বাসুদেবো জগৎগুরুঃ ॥ ২০ ॥ ইন্দ্র উবাচ । মৈবঃ
ক্রুহি মহাভাগ হ্যঃ পিনা কঃ পুমান ভূবি । ধর্ম্মমর্থঃ
তথা কামঃ মোক্ষঃ বা প্রাপ্তুমীশ্বরঃ ॥ ২১ ॥ যৎ
কিঞ্চিৎ সাধাতে লোকে মূলং তস্য চ কামনা । কথং
কামং বিনিদন্তি তস্মাৎ মোক্ষসাধকঃ ॥ ২২ ॥
সত্যং চাপি ক্ষতের্বাকাং তব কপং বিধাগতম্ ।
তামসং রাজসং চৈব সাত্ত্বিকং চাপি মন্থতম্ ॥ ২৩ ॥
অমুক্তিতঃ কামনয়া কপং তত্তামসং ইব । সুখবুদ্ধ্যা
স্পৃহায়া চ রূপং তদ্রাজসং তব ॥ ২৪ ॥ কেবলং
যাবদর্থার্থং তজপং সাত্ত্বিকং তব । তন্ত্রে কপত্রয়-
মিদং ক্রুহি নোপাসতে হি কে ॥ ২৫ ॥ হ্যঃ সাক্ষাৎ

সহিত সংযোজিত করিয়া দেও, তাহাতে সেই
দেবী ও দেব, উভয়েই তুষ্ট হইয়া তোমার
হিতবিধান করিবেন । কাম উক্ত করিলেন,—হে
দেবেন্দ্র ! আপনার এ বাসনা রুখা ; সেই দেব
তপস্শানিরত । আবার মন বলিবাছেন যে, তাঁহার
তেজ অপরেব অনভিভবনীয় । আরও দেখুন,
বিপ্রগণ বেদান্তশাস্ত্রে আমাকে পুনঃপুনঃ নিন্দা
করেন । তাঁহারা বলেন যে, এই কাম মহান অনল-
স্বরূপ, ইহার মহান খাদোও তৃপ্তি নাই, অপিচ
অতীব পাপাত্মক ও জ্ঞানিগণের নিত্যবৈরী ; ইহা
দ্বারা সত্তত জ্ঞান আবৃত হয় । অতএব সাধুতম
জনগণ কর্তৃক এই কাম সর্বদা সত্তত পরিহার্য্য ।
আমার স্বভাব তো এই প্রকার ; সুতরাং মদ্যপাথী
পাপাত্মার প্রতি জগৎগুরু বাসুদেবের স্থায় মহেশ্বর
আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন কিপ্রকারে ? ১০—২০ ।

ইন্দ্র কহিলেন,—হে মহাভাগ ! এরূপ বলিও না ।
ভূতলে তোমা ব্যতীত কোন মানব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম
বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয় ? লোকে যাহা কিছু
করা যায়, কামনাই তৎসমস্তের মূল । অতএব
মোক্ষসাধক ব্যক্তিরাই বা কামের নিন্দা করে
কিভাবে ? হে মন্থত ! সত্যবাক্য সত্য বটে ;
তোমার রূপ তিন ভাগে বিভক্ত ;—তামস, রাজস

পরমঃ পূজ্যঃ কুরু কার্য্যমিদং হি নঃ । অথবা
পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা সামান্তানপি পণ্ডিতাঃ । স্বপ্রাণৈরপি
ক্রায়ন্তি পরমেতন্নহাকলম্ ॥ ২৬ ॥ ইতি সঙ্কিন্ত্য
কার্য্যং ত্বং সর্বথা কুরু তৎ ক্ষুটম্ ॥ ২৭ ॥ ইত্যা-
কণ্য তথৈতুক্ত্য বসন্তরতিসংযুতঃ । পিকাদিসৈন্ত-
সম্পন্নো হিমাद्रিঃ প্রযযৌ স্মরঃ ॥ ২৮ ॥ তত্রাপশ্বত
শস্ত্রোঃ স পুণ্যমাশ্রমমণ্ডলম্ । নানারূক্ষসমাকীর্ণ
শান্তসত্তসমাকুলম্ ॥ ২৯ ॥ তত্রাপশ্বত্নিনেত্রশ্চ বীরকং
নাম দ্বারপম্ । যথা সাক্ষান্নহেশানং গণাংশচা-
যুতশোহস্ম চ ॥ ৩০ ॥ দদর্শ চ মহেশানং নাসাগ্র-
কতলোচনম্ । দেবদাক্ষদ্রুমচ্ছায়াবেদিকা মধ্যমা-
শ্রিতম্ । সমকায় সুখানীন সমাধিস্থং মহেশ্বরম্ ॥
৩১ ॥ নিস্তবঙ্গং বিনিগৃহ্য স্থিতিমিন্দ্রিয়গোচরান ।
আত্মানমান্বনা দেবং প্রবিষ্টং তপসো নির্বিম্ ॥ ৩২ ॥
তং তথাবিধমালোক্য শোহন্তর্ভেদায় যতুবান । ভ্রমর-
ধ্বনিবাজেন বিবেশ মদনো মনঃ ॥ ৩৩ ॥ এতস্মিন্ন-

ও সাত্ত্বিক । মুক্তি ব্যতীত অপর যে কামনা,
তাহাই তোমার তামস কপ । সুখবুদ্ধিতে যে বিষয়-
ভোগ বাসনা, তাহা তোমার রাজস রূপ, আর
কেবলমাত্র উপস্থিত প্রয়োজন সাধনার্থ যে কামনা,
তাহা তোমার সাত্ত্বিক কপ । এখন বল দেখি
তোমার এই রূপত্রয়ের কোন একটিরও উপাসনা
কে না করে ? তুমি সাক্ষাৎ পরম সম্মানার্থ । তুমি
আমাদিগের এই কর্ম্মটি সাধন কর । দেখ, ধীমান্
জনগণ সামান্য ব্যক্তিকেও পীড়িত দেখিয়া নিজ প্রাণ
দানেও পরিভ্রাণ করিয়া থাকেন ; কারণ আর্তভ্রাণ
একটি মহাফলদায়ক কর্ম্ম । তুমি ইহা বিশেষ বিবে-
চনা করিয়া সর্বথা সেই কার্য্যটি সাধন কর । স্মর-
দেব, সুরপতির এই সকল কথা শুনিয়া বসন্ত ও
রত্নর সহিত কোকিলাদি সৈন্তগণে পরিবৃত হইয়া
নীলগিরিতে প্রস্থান করিলেন । সেখানে যাইয়া
প্রশান্ত স্থাপদগণে সমাকীর্ণ নানারূক্ষসমাকুল পুণ্য-
তম শঙ্করাশ্রম অবলোকন করিলেন । দেখিলেন
—মহেশ্বরের অযুত অযুত গণ এবং বীরক নামক
দ্বারপাল অবস্থিত রহিয়াছে । সেই বীরক সাক্ষাৎ
মহেশ্বরের সদৃশ শোভাসম্পন্ন ॥ ২১—৩০ ॥ দেবদাক্ষ
তরুর ছায়ায় বোদিকোপরি দেব মহেশ্বর সুখাসনে
সমাসীন । তাঁহার নয়ন নাসাগ্রে বিম্বস্ত । সেই
তপোনিধি মহেশ্বর সরলকায়ে ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ-
পূর্বক চাকলাহীন করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মাতে
প্রবেশসহকারে সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন । মদন

স্তুরে দেবো বিকাসিতবিলোচনঃ । সন্মার নগরাজস্ত
তনয়াং রক্তমানসঃ ॥ ৩৪ ॥ নিবেদিতা বীরকেণ
বিবেশ চ গিরেঃ স্রুতা । তস্মিন্ কালে মহাভাগা
সদা যত্নতপতি সা ॥ ৩৫ ॥ ততস্তস্তাং মনঃ স্বীয়-
মহুরক্তমবেক্ষ্য চ । নিগৃহ্য লীলয়া দেবঃ স্বকং
পৃষ্ঠমবৈক্ষত । তাবদাপূর্ণধনুসমপশ্যত রতিপ্রিয়ম্ ॥
৩৬ ॥ তন্নাক্ষরপয়া দেবো নানাস্থানেষু সৌহগমৎ ।
তাবৎ পশ্যতি পৃষ্ঠস্থমাক্ষর্য ধনুষঃ শরম্ ॥ ৩৭ ॥
স নদীঃ পৰ্বতাংশ্চৈব আশ্রমান্ সরসীস্থথা ।
পরিভ্রমন্নাহাদেবঃ পৃষ্ঠস্থং তমবৈক্ষত ॥ ৩৮ ॥ জগদ্রম্য
পরিভ্রম্য পুনরাগাৎ স্বমাশ্রমম্ । পৃষ্ঠস্থমেব তং
বীক্ষ্য নিখাসং মুমুচে হরঃ ॥ ৩৯ ॥ ততস্তৃতীয়-
নেত্রোথবহ্নিনা নাকবাসিনাম্ । ক্রোশতাং গমিতঃ
কামো ভাস্মহ পাতুনন্দন ॥ ৪০ ॥ স তু তং ভাস্ম-
সাৎ কৃহা হরনেত্রোদ্ভবোহনলঃ । বাজন্তত জগ-
দক্ষুঃ জ্বালাপূরিতদিগ্ধুখঃ ॥ ৪১ ॥ ততো ভবো
জগদ্ভোতোর্যভজজ্জাতবেদসম্ । সাহস্বরে জনে
চন্দ্রে স্মনঃস্রু চ গীতকে ॥ ৪২ ॥ ভূদেয়ু কোকি-

দেব শঙ্করকে তথাবিধ দর্শনে তদীয় অন্তর ভেদ
করণাভিলাষে যতুবান্ হইয়া ভ্রমরগুঞ্জনচ্ছলে তাহার
মনোমধ্যে প্রবেশ করিলেন । অতঃপর দেব মহে-
শ্বর কিঞ্চিৎ অনুরক্তচিত্তে লোচন বিকাশপূর্বক
নগনন্দিনীকে স্মরণ করিলেন । তখন বীরক
তদ্বিষয় নিবেদন করিলে মহাভাগা গিরিনন্দিনী
অত্যান্ত সময়ে যেমন আসেন, সেই ভাবেই আ'স-
লেন ! অতঃপর দেব শঙ্কর, আশ্চিত্ত সেই
গিরিনন্দিনীতে সঙ্গসক্ত দর্শনে অনাস্বাসে চিত্ত-
সংযমপূর্বক স্বীয় পৃষ্ঠ ভাগ অবলোকন করি-
লেন । তাহাতে পাছে মদন বিনষ্ট হইবে, এই জন্ত
রূপাবশে তিনি নানাস্থানে গমন করিলেন, পরন্তু
সর্বত্রই নিজ পৃষ্ঠভাগে সশর শরাসন আকর্ষণ
করিয়া অবস্থিত মদনকে দেখিতে পাইলেন ।
মহাদেব কত নদ নদী পৰ্বত আশ্রম সরোবর পরি-
ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু সর্বত্রই পৃষ্ঠভাগে তাদৃশ ভাবে
অবস্থিত মদনকে দেখিতে পাইলেন ; তিনি ঐ-
রূপে ত্রিজগৎ পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় নিজ
আশ্রমে আসিলেন ; তখনও মদনকে পৃষ্ঠভাগে
তাদৃশ ভাবে অবলোকন করিলেন । হরদেব তখন
একটী দীর্ঘ নিখাস পরিত্যাগ করিলেন । অতঃপর
তদীয় তৃতীয় নেত্র হইতে সহসা বহ্নিশিখা নির্গত
হইল ; এবং হে পাতুনন্দন ! স্বর্গবাসীরা “হায়,

লাস্তেবু বিহারেবু স্মরানলম্ । তৎপ্রাপ্তৌ স্নেহ-
সংযুক্তং কামিনাং হৃদয়ং কিল ॥ ৪৩ ॥ জ্বালয়তা-
নিশং সেহগ্নির্হৃষ্টিকিৎসোহসুখাবহঃ । বিলোক্য
হরনিখাসজ্বালাভস্মীকৃতং স্মরম্ ॥ ৪৪ ॥ বিললাপ
রতিদীনা মধুনা বন্ধুনা সহ । বিলপন্তী সুবহুশো
মধুনা পরিসাঙ্ঘিতা ॥ ৪৫ ॥ রত্যা প্রলাপমাকর্ণ্য
দেবদেবো বৃষধ্বজঃ । রূপয়া পরয়া প্রাহ কামপত্নীং
নিরীক্ষ্য চ ॥ ৪৬ ॥ অমূর্তৌহপি হৃদয়ং ভদ্রে কার্য্যং
সৰ্বং পতিস্তব । রতিকালে ক্রবং বালে করিষ্যতি
ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ যদা বিষ্ণুশ্চ ভবিতা বসুদেবা-
নুজো বিভুঃ । তদা তস্য স্রুতো যঃ স্তাৎ স
পতিস্তে ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥ সা প্রণম্য ততো
কুদ্ভমিতি প্রোক্তা রতিস্ততঃ । জগাম স্বেচ্ছয়া গত্যা
বসন্তাদিভিরধিতা ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুমারেখরমাহাত্ম্যে কামদহনো নাম
চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

হায়" করিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে ক্ষণমাত্রে
তদ্বারা মদন ভাস্ম হইয়া গেল । ৩১—৪০ । হর-
নেত্রজ সেই অনল মদনকে ভাস্মসাৎ করিয়া জ্বালা-
দ্বারা দিগ্ধমণ্ডল আপূরিত করিয়া জগদহনার্থই যেন
বিকাশ পাইতে লাগিল । অনন্তর ভবদেব জগৎ
রক্ষণার্থ সেই কামাগ্নিকে বিভাগপূর্বক অহঙ্কারি-
জনে, চন্দ্রে, কুসুমের সঙ্গীতে, ভূদে ও বিহারে
স্থাপন করিলেন । তদবধি ঐ সমস্তের সংসর্গে
কামীদিগের হৃদয় প্রীতিরসে দ্রবীভূত হয় ।
হৃষ্টিকিৎস অশান্তিকর সেই অগ্নি অনবরত কামী-
দিগের হৃদয় সন্তাপিত করিয়া থাকে । রতিদেবী
হরদেবের নিখাসানলে স্মরদেবকে ভস্মীকৃত দর্শনে
বন্ধু বসন্তের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন ।
তিনি অনেকবিধ বিলাপ করিতে থাকিলে বসন্ত
তাহাকে সান্তনা দান করিতে লাগিলেন । দেবদেব
বৃষধ্বজ, রতির তাদৃশ বিলাপ শ্রবণে পরম রূপাবশে
সেই মদনপত্নীকে অবলোকনপূর্বক কহিলেন,
ভদ্রে ! তোমার এই পতি মূর্তিহীন হইয়াও, রতি-
কালে কর্তব্য সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করিতে
পারিবেন ; অগ্নি বালিকে ! এ বিষয়ে সংশয় নাই ।
আর বিভু বিষ্ণু যখন বসুদেবের পুত্ররূপে জন্ম-
গ্রহণ করিবেন, তখন ইনি তদীয় পুত্ররূপে জন্ম-
গ্রহণ করিয়া তোমার মূর্তিমান পতি হইবেন । রতি

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ । দেবর্ষে বর্ণাতে চেৎ কথা
পীযুষসোদরা । পুনরেন্তনুনে ক্রুহি যদা বেত্তি
মহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥ ভগবান্ স্বাং সতীং ভাৰ্য্যাং বধাৰ্থং
চাপি তারকম্ । সত্যাস্ত বিরহাত্তপান্ দদাহ কিমসৌ
স্মরম্ ॥ ২ ॥ ত্রয়েবোক্তং স বিরহাৎ সত্যাস্তপাত্তি
বৈ তপঃ । হিমাद्रিমাঙ্গিতো দেবস্তৃতাঃ সঙ্গমবাক্তবা ॥
৩ ॥ নারদ উবাচ । সতামেতৎ পূৰা পার্থ ভবশ্চেদং
মনীষিতম্ । অতপ্ততপসা যোগো ন কৰ্ত্তব্যো
ময়ানয়া ॥ ৪ ॥ তপো বিনা শুদ্ধদেহো ন কথঞ্চন
জায়তে । অশুদ্ধদেহেন সমঃ সংযোগো নৈব
দৈহিকঃ ॥ ৫ ॥ মহৎকশ্মাণি খানীহ তেমাঃ মূলং সদা
তপঃ । নাতপ্ততপসাঃ সিদ্ধির্মহৎকশ্মাণি যান্তি বৈ ॥

এই আদেশ শুনিয়া রুদ্রদেবকে প্রণামপূৰ্ব্বক বসন্তাদি
সহ স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করিলেন । ৪১—৪৯ ।

চতুষ্টিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন কহিলেন,—হে দেবর্ষে! আপনি তো
অমৃতসম এই মধুর উপাখ্যান বর্ণন করিতেছেন ।
পরন্তু হে মুন্যে! ভগবান্ মহেশ্বর তো সত্যার
বিয়োগেই তপস্শাচরণ করিতেছিলেন এবং সেই
সতীই যে পার্বতীকপে জন্মিয়াছেন, আর তারকা-
স্মরের বধসাধনও যে নিত্যন্ত আবশ্যক, এতৎ
সমস্ত অবগত ছিলেন; তবে তিনি মদনকে ভস্ম
করিলেন কি জন্য? আপনি তো ইহাও বলিয়াছেন
যে, সেই ভগবান্ সত্যাবিরহে কাতর হইয়া সেই
সতীসহ পুনঃসঙ্গমকামনায়ই হিমাচলে তপস্শাচরণ
করিতেছিলেন । আমাকে এ বিষয় স্পষ্ট করিয়া
বলুন! নারদ কহিলেন, হে প্রধানন্দন! তুমি যাহা
বলিলে তাহা সত্য বটে, পরন্তু ভবদেবের এইরূপ
অভিপ্রায় ছিল যে, তপস্শা ব্যতীত শরীরশুদ্ধি হয়
না; সুতরাং গিরিনন্দিনী তপস্শাচরণ না করিলে
ইহার অশুদ্ধ দেহেব সাহিত আমার বিশুদ্ধ দেহের
সংযোগ সঙ্গত নহে, সুতরাং আমি ইহার সাহিত
সঙ্গত হইব না । সংসারে সাধারকছু মহৎ কশ্ম,
তপস্শাই তৎসমস্তের মূল । যাহারা তপস্শাচরণ করে
নাই, তাহাদিগের মহৎ কশ্মসমুচ্চ সিদ্ধি হয় না, মহা-

৬ ॥ এতস্মাৎ কারণাদ্ভবো দর্পিতঃ তং দদাহ তু ।
ততো দন্ধে স্মরে চাপি পার্বতীমপি ত্রীড়িতাম্ ॥ ৭ ॥
বিহায় সগণো দেবঃ কৈলাসং সমপদ্যত । দেবী চ
পরমোদ্বিগ্না প্রস্থলন্তী পদেপদে ॥ ৮ ॥ জীবিতং স্বং
বিনিন্দন্তী বভ্রামেতন্ততশ্চ সা । হিমাद्रিরপি স্তে
শৃঙ্গে রুদন্তী পৃষ্ঠবান্ রতিম্ ॥ ৯ ॥ কাসি কশ্মাসি
কল্যাণি কিমর্থঃ চাপি রোদিষি । পৃষ্ঠা সা চ রতিঃ
সৰ্বং যথারক্তং স্তবেদযৎ ॥ ১০ ॥ নিবেদিতে তথা
রতা শৈলঃ সম্ভ্রান্তমানসঃ । প্রাপ্য স্বাং তনয়াং
পাণাবাদায়াগাং স্বকং পুরম্ ॥ ১১ ॥ সা তত্র পিতরৌ
প্রাহ সখীনাং বদনে চ । দুৰ্ভগেণ শরীরেণ
কিমনেন হি কারণম্ ॥ ১২ ॥ দেহবাসং পরিত্যক্ত্য
প্রাপ্যো বাভিমতং পতিম্ । অসাধ্যাং চাপ্যভীষ্টক
কথং প্রাপ্য তপো বিনা ॥ ১৩ ॥ নিষমৈববিবিধৈস্ত-
স্মাচ্ছোযযিষ্যে কলেবরম্ । অনুজানীত মাং তত্র
যদি বঃ কক্ৰণা ময়ি ॥ ১৪ ॥ অহেতি বচনঃ মাতা
পিতা চ প্রাহ তা শুভাম্ । উ মেতি চপলে পুত্রি

দেব এই জন্ত এই সমস্ত বিচার না করিয়া দর্পবশে
কাম আক্রমণ করায় তাহাকে ভস্ম করিয়াছিলেন ।
স্মর দন্ধ হইলে মহাদেব লজ্জাবতী পার্বতীকে পরি-
হারপূৰ্ব্বক নিজ গণ সহ কৈলাসে প্রস্থান করিলেন ।
তখন দেবীও অত্যন্ত উদ্বেগে পদে পদে স্থলিত
হইতে হইতে নিজ জীবনে ধিক্কার দান সহকারে
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এদিকে
হিমালয়ও নিজ শৃঙ্গে রতিকে রোদন করিতে দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—অয়ি কল্যাণি! তুমি কে?
কাহার পত্নী? কেনই বা রোদন করিতেছ? রতি
এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যথার্থ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন
করিলেন । শৈলরাজ রতিকথিত বৃত্তান্ত শ্রবণে
সম্ভ্রান্তমনে অনুসন্ধানপূৰ্ব্বক স্বীয় কণ্ঠকে হস্তে
ধারণ করিয়া নিজ পুরে প্রস্থান করিলেন । ১—১১
পরে দেবী সখীদ্বারা পিতা মাতাকে জানাইলেন যে,
এই দুৰ্ভগ শরীরে কি প্রয়োজন? আমি হয়
অভিমত পতি লাভ বরিব না হয় এই দেহ ত্যাগ
করিব । পরন্তু আমার অভিলষিত পতি তপস্শা
ব্যতীত সাধারণ উপায়ে লভ্য নহে । এজন্য আমি
বিবিধ নিয়মাবলম্বনে নিজ কলেবর শোষণ
করিব । যদি আমার প্রতি আপনাদিগের
কক্ৰণা থাকে, তবে আমাকে এ বিষয়ে অল্পমতি
দান করুন । এই কথা শুনিয়া তদীয় পিতা
ও মাতা সেই শুভা পার্বতীকে কহিলেন,—

ন কমং তাবকং বপুঃ ॥ ১৫ ॥ সোঢ়ুং ক্লেশাঙ্করপশু
তপসঃ সৌম্যদর্শনে । ভাবীশ্রুপ্যনিবার্য্যানি বস্তুনি
চ সর্দৈব তু ॥ ১৬ ॥ ভাবিনোহর্থা ভবন্ত্যেব নরশ্রানি-
চ্ছতোহপি হি । তস্মান তপসা তেহস্তি বালে
কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ ॥ ১৭ ॥ শ্রীদেবাবাচ । যদিৎ
ভবতো বাক্যং ন সমাগিতি মে মতিঃ । কেবলং
ন হি দৈবেন প্রাপ্তুমর্থো হি শক্যতে ॥ ১৮ ॥
কিঞ্চিদৈবাক্ষ্যং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব স্বভাবতঃ ।
পুরুষঃ ফলমাপ্নোতি চতুর্থং নাত্র কাবণম্ ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মণা চাপি ব্রহ্মহং প্রাপ্তং কিল তপোবলাৎ ।
অষ্টৈরপি চ যল্লকং তন্ন সঙ্খ্যাতুমুৎসহে ॥ ২০ ॥
অক্রবেণ শরীরেণ যদাভীষ্টং ন সাধাতে । পশ্চাৎ
স শোচ্যতে মন্দঃ পতিতেহস্মিন্ শরীরকে ॥ ২১ ॥
যশ্চ দেহশ্চ ধর্মোহ্যং কচিচ্ছায়েৎ কচিন্ম্রিয়েৎ ।
কচিৎসর্গতঃ নশ্রেজ্জাতমাত্রঃ কচিৎতথা ॥ ২২ ॥
বালো চ যৌবনে চাপি বার্ককোহপি বিনশ্রুতি ।
তেন চঞ্চলদেহেন কোহর্থঃ স্বার্থো ন চেত্তবেৎ ॥ ২৩ ॥
ইত্যুক্তা স্বসখীযুক্তা পিতৃভ্যাং সাক্ষ বীক্ষিতা ।

“উ—মা,”—ওগো না । অধি চপলে সৌম্য-
রূপে পুত্রি ! তোমার এই শরীর ক্লেশাঙ্ক-
তপশ্চার যোগ্য নহে । যাহা হইবার তাহা সর্বথা
অনিবার্য্য ; ফলতঃ ভবিতব্য বিষয় নরগণের ইচ্ছা
না থাকিলেও সম্পন্ন হয় । অতএব বালিকে !
তোমার তপশ্চার দ্বারা কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ।
শ্রীমতী দেবী কহিলেন,—আপনি এই যাহা কহি-
লেন,—ইহা সত্য নহে বলিয়াই আমার মনে হয় ।
দেখুন, কেবলমাত্র দৈববশে কোন কামনাই সিদ্ধ
হয় না ! পুরুষগণ কিঞ্চিৎ দৈববশে, কিঞ্চিৎ উদ্যম
এবং কিঞ্চিৎ স্বভাবপ্রভাবেই লাভ করে, ফল
সিদ্ধি বিষয়ে এতদ্বিতর চতুর্থ কারণ নাই । ব্রহ্মাও
তপোবলেই ব্রহ্মহ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; অপরাপর
সকলেও তপোবলেই যে বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়াছে,
আমি তাহার আর উল্লেখ করিতে চাহি না । ১২—২০
যে মূর্খ অস্থায়ী শরীর দ্বারা অভীষ্ট সাধন না করে,
সে এই শরীর পতিত হইলে পরে অবশ্রুই শোক
করিতে বাধ্য হয় । যে দেহের ধর্ম্মই এইরূপ যে,
কখন জন্মে, ও কখন মরে ; কখন গর্ভে, কখন
জন্মমাত্র, কখন বাল্যে, কখন যৌবনে এবং কখন
বার্ককো বিনষ্ট হয় ; সেই অস্থির শরীর দ্বারা যদি
স্বার্থ সাধন না হয়, তবে সে শরীরে ফল কি ? দেবীর
এই কথা শুনিয়া তদীয় পিতা-মাতা সাক্ষলোচনে

শৃঙ্গং হিমবতঃ পুণ্যং নানার্চ্যং জগাম সা ॥ ২৪ ॥
তত্রাহরাণি সন্ত্যজ্য ভূষণানি চ শৈলজা । সংবীতা
বহ্নৈর্দিব্যোস্তপোহতপাত সংযজা ॥ ২৫ ॥ ঈশ্বরঃ
হৃদি সংস্থাপ্য প্রণবাভ্যাসনাদৃতা । মুনীনামপ্য-
ভূষাভ্য তদানীং পার্থ পার্বতী ॥ ২৬ ॥ ত্রিস্রাতা
পাটলাপত্রভক্ষকাভূচ্ছতং সমাঃ । শতঞ্চ বিশ্বপত্রেণ
শীর্গেন কৃতভোজনা ॥ ২৭ ॥ জলভক্ষা শতং
চাতৃচ্ছতং বৈ বায়ুভোজনা । ততো নিয়মমাদায়
পাদাঙ্গুষ্ঠস্থিতাভবৎ ॥ ২৮ ॥ নিরাহারো ততস্তাপঃ
প্রাপ্তস্তপসো জনাঃ । ততো জগৎ সমালোক্য
তদীয়তপসোর্জিতম্ ॥ ২৯ ॥ হরস্তত্রায়মৌ সাক্ষাদ্-
ব্রহ্মচারিবপুর্ধরঃ । বসানো বহ্লং দিব্যং রৌরবা-
জিনসংবৃতঃ ॥ ৩০ ॥ সুলক্ষণায়াচধরঃ সদবৃত্তঃ প্রতি-
ভানবান । ততস্তং পূজয়ামাস্তুৎসখ্যো বহমানতঃ ॥
৩১ ॥ বভুমিচ্ছুঃ শৈলপুত্রীং সখীভিরিত চোদিতঃ ।
ব্রহ্মরিয়ং মহাভাগা গৃহীতনিয়মা শুভা ॥ ৩২ ॥
মুহূর্তপঞ্চমাত্রেণ নিয়মোহস্থাঃ সমাপ্যতে । তৎ

তাহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । দেবীও
স্বীয় সখী জনে পরিবৃত্তা হইয়া হিমালয়ের একটী
নানার্চ্যাময় পুণ্য শৃঙ্গে গমন করিলেন । শৈল-
নন্দিনী সেখানে বস্ত্র-ভূষণাদি পরিত্যাগ করিয়া
দিব্য বহ্লং পরিধানপূর্বক সংযতচিত্তে তপশ্চার
আরম্ভ করিলেন । হে পৃথানন্দন ! পার্বতী তখন
ত্রিস্রাতা স্নান ও প্রাণবাভ্যাসে সমাসক্ত হইয়া হৃদয়ে
ঈশ্বরকে সংস্থাপনপূর্বক মুনীগণেরও সম্মানাই হই-
লেন । তিনি শত বৎসর পাটলাপত্র, শত বৎসর
স্বয়ং পতিত বিশ্বপত্র, শত বৎসর জল, এবং শত
বৎসর বায়ু ভক্ষণ দ্বারা অতিবাহিত করিলেন ।
অতঃপর তিনি নিয়মগ্রহণ সহকারে পাদাঙ্গুষ্ঠ মা-
ত্রে ভর দিয়া অবস্থানপূর্বক নিরাহারে ঘোর তপশ্চার-
চরণ করিতে লাগিলেন । তাহাতে তখন জনগণের
সন্তাপ জন্মিতে লাগিল । অতঃপর তদীয় তপশ্চার-
প্রভাবে সমগ্র জগৎ সমুদ্ভাসিত দর্শনে হরদেব
দিব্য বহ্লং পরিধান, রৌরবাজিনোত্তরীয়ধারণ,
সুলক্ষণ দণ্ডগ্রহণপূর্বক ব্রহ্মচারিবেশে সচ্চরিত্র
ও প্রতিভা প্রকটন সহকারে সেই স্থানে প্রত্যক্ষ-
রূপে আগমন করিলেন । পার্বতীর সখীগণ তাঁহাকে
তখন অতিশয় সম্মানপূর্বক যথাযোগ্য পূজা করি-
লেন । পরে তিনি সেই শৈলনন্দিনীকে কিঞ্চিৎ
বলিবার অভিপ্রায় করিলে তদীয় সখীগণ সেই
ব্রহ্মচারীকে কহিলেন,—ব্রহ্মন ! এই শুভা মহাভাগা

প্রতীকস্ব তং কালং পশ্চাদম্বাসখীসমম্ ॥ ৩৩ ॥
 নানাবিধা ধর্মবর্ত্তাঃ প্রকরিস্যসি ব্রাহ্মণ । ইত্যুক্তা
 বিজয়াদ্যন্তা দেবীচরিতবর্ণনৈঃ ॥ ৩৪ ॥ অশ্রমুখ্যে
 দ্বিজস্তাগ্রে নিহ্যঃ কালঞ্চ তং তদা । ততঃ কালে
 কিকিদ্দনে ব্রহ্মচারী মহামতিঃ ॥ ৩৫ ॥ বিলোকন-
 মিষণাগাদাশ্রমোপস্থিতং ব্রহ্মদম্ । নিপপাত চ তত্রাসৌ
 চুক্ৰোশাতিতরাং ততঃ ॥ ৩৬ ॥ অহমত্র নিমজ্জামি
 কোহপি মামুদ্ধরেত ভোঃ । ইতি তারেণ ক্রোশন্তঃ
 ব্রহ্মা তং বিজয়াদিকাঃ ॥ ৩৭ ॥ আজগ্মুস্তরয়া
 যুক্তা দহন্ত্যৈষ করঞ্চ তাঃ । স চুক্ৰোশ ততো
 গাঢ়ং দূরে দূরে পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮ ॥ নাহং স্পৃশামা-
 সংসিক্তাঃ শ্রিয়ে বা নানুতং হি দম্ । ততঃ সমাপ্ত-
 নিয়মা পার্বতী স্বয়মায়যৌ ॥ ৩৯ ॥ সবাং করং
 দদাবস্ত তং চাসৌ নাভানন্দত । ভদ্রে যচ্চুচি-
 নৈব স্তাদ্যচৈবাবজ্রয়া কৃতম্ ॥ ৪০ ॥ সদোষণ
 কৃতং যচ্চ তদাদদ্যাম্ কহিচিৎ । সবাং চাশুচি তে

দেবী বিশেষ একটি নিয়ম অবলম্বন করিয়া-
 ছেন। মাত্র পাঁচ মুহূর্ত্তকাল এভাবে থাকিবেন,
 পরে ইহার নিয়ম সাঙ্গ হইবে। অতএব আপনি
 কিয়ৎকাল অবস্থান করুন। হে ব্রহ্মণ! পরে
 আমাদিগের সখীর সহিত নানাবিধ ধর্মবর্ত্তার
 আলাপ করিবেন। বিজয়াদি সখীগণ এই বলিয়া
 সেই দ্বিজের সমীপে অশ্রমপূর্ণমুখে দেবীর চরিত
 বর্ণনা পূর্বক কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন।
 অতঃপর কিয়ৎকালান্তে মহামতি ব্রহ্মচারী আশ্রম
 পরিদর্শনচ্ছলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী
 একটি ব্রহ্মপতিত হইয়া অতিমাত্র চীৎকার করিতে
 লাগিলেন যে, ওহে কে আছ, আমি এই রূপে
 নিমজ্জিত হইয়াছি; কে আমাকে উদ্ধার করিবে?
 বিজয়াদি সখীগণ এইরূপ উচ্চ চীৎকার শ্রবণে সহর
 গমনে সেখানে গিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থ হস্ত প্রসারণ
 করিলেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মচারী দূরে দূরে সরিয়া গিয়া
 পুনঃ পুনঃ গভীর চীৎকারপূর্বক কহিতে লাগিলেন
 যে, আমি অসিক্তা বমণীকে স্পর্শ করিব না, তাহাতে
 মৃত্যু হয়, তাহাও স্বীকার, ইহা সত্য বলিতেছি।
 ইতিমধ্যে পার্বতী দেবী নিয়ম সমাপন করিয়া তথায়
 যাঁইয়া স্বীয় বাম হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন; কিন্তু
 ব্রহ্মচারী তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি কহিলেন
 —ভদ্রে! যাহা শুচি নহে, তাহা অবজ্ঞাসহকারে
 কৃত এবং যাহা দোষের সহিত অন্তর্গত, তাহা কদাচ
 গ্রহণ করিতে নাই। তোমার বাম হস্ত অশুচি,

হস্তং নাবলম্বামি কহিচিৎ ॥ ৪১ ॥ ইত্যুক্তা পার্বতী
 প্রাহ নাহং দক্ষিণং দক্ষিণম্ । দদামি কশ্চচিৎপ্র
 দেবদেবায় কল্লিতম্ ॥ ৪২ ॥ দক্ষিণং মে করং
 দেবো গ্রহীতা ভব এব চ । শীর্ঘ্যতে চোগ্রতপসা
 সত্যমেতন্ময়েদিতম্ ॥ ৪৩ ॥ বিপ্র উবাচ ।
 যদ্যেবমবলপন্তে গমনং কেন বার্য্যতে । যথা
 তব প্রতিজ্ঞেয়ং মমাপীযং তথাচলা ॥ ৪৪ ॥ ক্রু-
 দ্ধাপি বয়ং মান্থাঃ কীদৃশন্তে তপো বদ । বিষমস্বং
 যত্র বিপ্রং শ্রিয়মাণমুপেক্ষসি ॥ ৪৫ ॥ অবজানাসি
 বিপ্রাংস্তং তচ্ছীঘ্রং ব্রহ্ম দর্শনাৎ । যদি বা মন্ত্রসে
 পূজাংস্ততোহভ্রাক্ষর নান্তথা ॥ ৪৬ ॥ ততো বিচার্য্য
 বক্তৃতা ইতি চেতি চ সা শুভা । বিপ্রশ্চোদ্ধরণং
 সর্বধর্মোভোহমন্ত্রতাদিকম্ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ সা
 দক্ষিণং দত্ত্বা করং তং প্রোজ্জহার চ । নরং নারী
 প্রোদ্ধরতি মজ্জন্তং ভববারিধৌ । এতৎসন্দর্শ-
 নার্গায় তথা চক্রে ভবোদ্ভবঃ ॥ ৪৮ ॥ প্রোদ্ধৃত্য চ

সুতরাং আমি তাহা কোনরূপেই গ্রহণ করিতে
 পারি না। ২১—৪১। ব্রহ্মচারী এই কথা কহিলেন
 পার্বতী বলিলেন—হে বিপ্র! আমি দেবদেবকে
 যে দক্ষিণ হস্ত প্রদান করিয়াছি, সে হস্ত অপর
 কাহাকেও দিব না; উহা দেবদেবের নিমিত্ত
 কল্লিত রহিয়াছে। আমার দক্ষিণ হস্ত ভব-
 দেবই গ্রহণ করিবেন। আমি সেই জন্তই উগ্র
 তপস্তা দ্বারা শীর্ণ হইতেছি; আমি ইহা
 সত্য কহিলাম। ব্রহ্মচারী কহিলেন,—তোমার
 যদি এমনই গর্ব, তবে তুমি যাও না, কে তোমাকে
 বারণ করিতেছে? তোমার এই প্রতিজ্ঞা যেমন,
 আমার প্রতিজ্ঞাও তদ্রূপই অচল। দেখ, আমরা
 ক্রুদ্ধেরও মান্থ; এ তোমার কেমন তপস্তা বল
 দেখি! তুমি যে বিষম বিপদাপন্ন শ্রিয়মাণ ব্রাহ্মণ-
 কেও পরিভ্রাণ না করিয়া উপেক্ষা করিতেছ! তুমি
 ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করিতেছ, অতএব অবিলম্বে
 আমার চক্ষের অন্তরালে যাও; আর যদি বিপ্র-
 গণকে মান্থ বলিয়া মনে কর, তবে আমাকে উদ্ধার
 কর; অন্তথা করিও না। অতঃপর গিরিনন্দিনী
 নানারূপ বিচার বিতর্ক করিয়া শেষে ব্রাহ্মণকে
 উদ্ধার করাই সর্বধর্ম অপেক্ষা অধিক বলিয়া
 নিশ্চয় করিলেন এবং দক্ষিণপাণি প্রসারণপূর্বক
 সেই ব্রহ্মচারীকে উদ্ধার করিলেন। ভববারিধিগ
 নরকে নারী উদ্ধার করিয়া থাকে; ইহা দেখিবার
 জন্তই ভবোদ্ভব মহাদেব এরূপ আচরণ করিয়া-

ততঃ স্নাত্বা বন্ধা যোগাসনং স্থিতা ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মচারী
ততঃ প্রাহ প্রহসন্ কিমিদং শুভে । কর্তুকামাসি
তবঙ্গি দৃঢ়যোগাসনস্থিতা ॥ ৫০ ॥ দেবী প্রাহ জাল-
য়িষ্যে শরীরং যোগবহিনা । মহাদেবে কৃতমতি-
কচ্ছিষ্টাহং যতোহভবম্ ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মচারী ততঃ প্রাহ
কাস্চিদব্রাহ্মণকাম্যয়া । কুত্বা বার্তাস্ততঃ স্ত্রীযমভীষ্টং
কুরু পার্কতি ॥ ৫২ ॥ নোপহন্ত্য কদাচিদপি সাধুভি-
র্কিপ্রকামনা । ধর্ম্মমেনং মন্ত্রসে চেম্মহুর্ভং ক্রহি
পার্কতি ॥ ৫৩ ॥ দেবী প্রাহ ক্রহি বিপ্র মুহুর্ভং
সংস্থিতা স্বহম্ । ততঃ স্বয়ং ব্রতী প্রাহ দেবীঃ তা-
স্বসখীযুতাম্ ॥ ৫৪ ॥ কিমর্থমিতি রন্তোক নবে বর্ষাস
দুশ্চরম্ । তপস্ব্যা সমারকং নানুরূপং দিভাতি
মে ॥ ৫৫ ॥ দুর্লভং প্রাপ্য মানুসাং গিরিরাজগৃহে-
ধনা । ভোগাংশ্চ দুর্লভান দেবি ত্যক্তা কিং ক্রিষ্টতে
বপুঃ ॥ ৫৬ ॥ অতীব দূরে বীক্ষ্য ত্বাং সুকুমার-
তরাক্রতিম্ । অত্যাশ্রিতপসা ক্রিষ্টা পদ্মিনীব হিমা-
দিতা ॥ ৫৭ ॥ ইদং চাত্তব্ব শুভে শিরসো রোগদং

মম । যদেহং ত্যক্তুকামা ত্বং প্রবুদ্ধা নাসি বালিকে ॥
৫৮ ॥ বামঃ কামো মনুষ্যেষু সত্যমেতদ্বচো যতঃ ।
স্পৃহণীয়াসি সর্বেষামেব পীড়য়সে বপুঃ ॥ ৫৯ ॥
অবিজ্ঞাতাষ্যো নগ্নঃ শূলী ভূতগণাধিপঃ । শ্মশান-
নিলয়ো ভস্মাকুলনো বৃষবাহনঃ ॥ ৬০ ॥ গজাজিনো
দ্বিজিহ্বাদ্যালঙ্কতাঙ্গো জটধরঃ । বিরূপাক্ষঃ কথঙ্কারং
নির্গুণঃ স্মাতবোচিতঃ ॥ ৬১ ॥ গুণা যে কুলশীলাদ্যা
বরাণামুদিতা বৃধৈঃ । তেষামেকোহপি নৈবাস্তি
তস্মিন্ স্ত্রোচিতঃ স তে ॥ ৬২ ॥ শোচনীয়তমা
পূর্বমানীং পার্কতি কোমদী । ত্বং সংবৃত্তা দ্বিতী-
য়াসি তস্মাস্তৎসঙ্গমাশয়া ॥ ৬৩ ॥ তপোধনাঃ সর্ব-
সমা বয়ঃ বদ্যপি পার্কতি । ত্বনোত্যেব তবারন্তঃ
শূন্যায়া যুপসংক্রিয়া ॥ ৬৪ ॥ বৃষভারোহণং বাসঃ
শ্মশানে পানিসংগ্রহঃ । সর্ব্যালপাণিনা ক্ষৌমগজ-
শঙ্কনঃ কথম্ ॥ ৬৫ ॥ জনহাস্যকরঃ সর্বঃ অয়ারকম-
সাম্প্রতম্ । স্ত্রীভাবাভূতসম্পর্কঃ কথং চাভি-
মতস্তব ॥ ৬৬ ॥ নিবর্ত্য মনস্তস্মাদস্মৎসর্ববিরো-

ছিলেন । গিরিজা সেই ব্রহ্মচারীকে উদ্ধারপূর্বক
স্নান করিয়া যোগাসনবন্ধনে উপবেশন করিয়া
কহিলেন । তারপর ব্রহ্মচারী স্তম্ভাশ্রয় বদনে কহি-
লেন,—শুভে তবঙ্গি । দৃঢ় যোগাসনে অবস্থান-
পূর্বক এ কি করিতে অভিলাষ করিয়াছ ? দেবী
কহিলেন,—যোগায়ি দ্বারা শরীর দগ্ধ করিব ;
যেহেতু আমি মহাদেবে কৃতসঙ্কল্পা ; পরন্তু এক্ষণে
উচ্ছিষ্ট হইয়াছি । ৪২—৫১ । অনন্তর ব্রহ্মচারী
কহিলেন,—অয়ি পার্কতি ! ব্রাহ্মণের কামনায
কিয়ৎকাল কথাবার্তা কহিয়া তারপর তোমার যাহা
ইচ্ছা করিও । সাধুজনের কদাচ ব্রাহ্মণকামনার
উপঘাত করিতে নাই । পার্কতি ! তুমি যদি এই
ধর্ম্ম মান, তবে কিছুকাল কথাবার্তা কও । দেবী
কহিলেন,—বিপ্র ! কি বলিবেন, বলুন ; আমি
কিছুকাল রহিলাম । অতঃপর ব্রহ্মচারী সেই সখী-
সমষ্টিতে দেবীকে কহিলেন,—অয়ি রন্তোক ! তুমি
এই নবীন বয়সে কি নিমিত্ত দুশ্চর তপশ্চরণে
প্রবৃত্ত হইয়াছ । ইহা তোমার অনুরূপ বলিয়া
আমার মনে হয় না । দেবি ! তুমি গিরি-
রাজগৃহে দুর্লভ মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া সাধারণের
দুর্লভ ভোগসমূহ পরিহারপূর্বক কি জন্ত শরীরের
ক্লেশ জন্মাইতেছ ? তোমার আকৃতি সুকুমারতর ;
কিন্তু অত্যাশ্রিতপশ্রুণে এক্ষণে তুমি পীড়িতা
পদ্মিনীর স্থায় হইয়াছ ; এজন্য তোমাকে দেখিয়া

আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে । শুভে ! আর
তুমি যে দেহতাগে অভিলাষ করিয়াছ, ইহাতেও
আমার শিরঃপীড়া জন্মিতেছে ! তুমি এখনও বালিকা,
তাই ভাল-মন্দ বোধ জন্মে নাই । কাম যে মনুষ্য-
গণের প্রতিকূল, একথা সত্যই বটে ! যেহেতু
তুমি সকলের স্পৃহণীয়া হইয়াও এইভাবে শরীরের
পীড়া জন্মাইতেছ । সেই অজ্ঞাতকুল, উলঙ্গ,
শূলী, ভূতগণপতি, শ্মশানবাসী, ভস্মলেপী, বৃষ-
বাহন, গজাজনধারী, সর্পবিভূষণ, জটধর, বিরূপাক্ষ,
নির্গুণ শঙ্কর, তোমার উপযুক্ত পতি নহে । বুদ্ধিমান
জনগণ বরের যে সকল গুণের উল্লেখ করেন, সেই
হরদেবে তাহার কোন একটি লক্ষণও নাই ।
সেই জন্তই সে তোমার যোগ্য বর নহে । পার্কতি !
পূর্বে কেবল চন্দ্রকলাই সেই বিরূপাক্ষসঙ্গবশে
শোকাহা ছিল, কিন্তু এক্ষণে তুমিও তাহার সঙ্গমা-
শায় দ্বিতীয়া শোকাহা হইলে ! পার্কতি ! যদিও
আমরা সর্বত্র সমদর্শী তপোধন ; তথাপি পশুবধ-
স্থানে যুপস্থাপনের স্থায় তোমার এই উদ্যম
আমাদিগের পীড়াদায়ক হইয়াছে । বৃষভে আরোহণ,
শ্মশানে বাস, হস্ত দ্বারা সর্পালঙ্কৃত হস্ত ধারণ,
গজাজনের সহিত ক্ষৌম বসন বন্ধন, তুমি এই সকল
লোকহাস্যকর অযোগ্য ব্যাপারের উদ্যম করিতেছ
কেন ? তুমি স্ত্রীলোক, পরন্তু বিভূতিময় তোমার

ধিনঃ। যুগাঙ্কি মদনারাতে মর্কটাক্ষ প্রার্থনাৎ ॥ ৬৭ ॥ বিকৃত্বাদিনৈবং ব্রহ্মচারিণমীশ্বরম্। নিশম্য কুপিতা দেবী প্রাহ বাচা সগদগদম্ ॥ ৬৮ ॥ মা মা ব্রাহ্মণ ভাবিষ্ঠা বিকৃত্বামিত শঙ্করে। মহত্তমো যাতি পুমান্ দেবদেবশ্চ নিন্দয়া ॥ ৬৯ ॥ ন সম্য-গভিজানাসি তশ্চ দেবশ্চ চেষ্টিতম্। শূণু ব্রাহ্মণ ত্বং পাপাদ্যথাস্মাৎ পরিমুচ্যসে ॥ ৭০ ॥ স আদিঃ সর্বজগতাং কোহশ্চ বেদাধ্বয়ং ততঃ। সর্বং জগদ্যশ্চ রূপং দিগ্বাসাঃ কীর্তাতে ততঃ ॥ ৭১ ॥ গুণত্রয়ময়ং শূলং শূলী যস্মাদ্বিত্তি সঃ। অবদ্ধাঃ সম্বতো মুক্তা ভূতা এব চ তৎপতিঃ ॥ ৭২ ॥ শ্মশানকাপি সংসারন্তদ্বাসী কুপয়ার্থিনাম্। ভূতয়ঃ কথিতা ভূতিস্তাং বিভর্তি স ভূতিভূৎ ॥ ৭৩ ॥ রুষো ধর্ম ইতি প্রোক্তস্তমাক্রুতস্ততো রুষী। সর্গাশ্চ দোষাঃ ক্রোধাদ্যাস্তান্ বিভর্তি জগন্ময়ঃ ॥ ৭৪ ॥ নানাবিধাঃ কর্মযোগা জটাকুপা বিভর্তি সঃ। বেদত্রয়ী ত্রিনেত্রাণি

অভিমত হইবে কিরূপে? অতএব অয়ি যুগাঙ্কি! সেই সর্ববিরোধী মদনারতি মর্কটাক্ষের প্রার্থনা হইতে চিত্ত নিবর্তিত কর। শিব ব্রহ্মচারিবেশে এইরূপ বিকৃত্ব কথা বলিতে থাকিলে দেবী তাহা শুনিয়া সগদগদ বচনে কলিলেন,— হে ব্রাহ্মণ! আপনি শঙ্করের সহক্ষে একুপ বিকৃত্ব বাক্য সকল বলিবেন না; বলিবেন না। যে দেবদেবের নিন্দা করিলে জনগণ মহানরকে গমন করে, আপনি সেই মহাদেবের আচরণের মর্ম সম্যক্ অবগত নছেন। হে ব্রাহ্মণ! শ্রবণ করুন; যাহাতে পাপ হইতে মুক্ত হইবেন ॥ ৬৯—৭০ ॥ তিনি সমস্ত জগতের আদি; স্মৃতরাং তাঁহার বংশবৃত্তান্ত কে জানিবে? সমস্ত জগৎই তাঁহার রূপ, স্মৃতরাং তিনি উলঙ্গ! তিনি গুণত্রয়াক্ত শূল ধারণ করেন বলিয়াই তাঁহাকে শূলী বলে। ভূত সর্বথা সংসারে বদ্ধ নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত; তিনি সেই মুক্ত ভূতগণের পতি। এই সংসারই শ্মশান ক্ষেত্র; তিনি প্রার্থীদিগের প্রতি কৃপাবশতঃ সেই শ্মশানে বাস করেন। তুদীয় বিভূতি সকলই প্রকৃত বিভূতি-দায়ক, তাই তিনি সেই বিভূতি সকল ব্রহ্মণ করেন। ধর্মই ধর্মমূর্তি, তাই তিনি তাহাতে আকৃষ্ট বলিয়া তাঁহাকে বৃষবাহন বলা যায়। ক্রোধাদি দোষ সমূহই সর্গ; জগন্ময় মহেশ্বর সেই সকল সর্গকেও সম্পূর্ণ কবীভূত করিয়া ভূষণরূপে ধারণ করেন। বিবিধ কর্ম সকলই জটাকুপ; তিনি তৎসমস্ত ধারণ করেন।

ত্রিপুরং ত্রিগুণং বপুঃ ॥ ৭৫ ॥ ভস্মীকরোতি তদেবদ্বিপুরস্ততঃ স্মৃতঃ। এবংবিধং মহাদেবং বিতর্ষে স্তম্ভদর্শিনঃ ॥ ৭৬ ॥ কথঙ্কারং হি তে মাম ভজন্তে নৈব তং হরম্। অথবা ভীতসংসারাঃ সর্বৈ বিপ্র যতো জনাঃ ॥ ৭৭ ॥ বিমৃশ্য কুর্ষতে সন্মঃ বিমৃশ্তেতন্ময়া কৃতম্। শুভং বাপ্যশুভং বাহ্ম হমপোনং প্রপূজয় ॥ ৭৮ ॥ ইতি ক্রবন্ত্যাং তস্মাস্তু কিঞ্চিৎ প্রফুটিরিতাধরম্। বিজ্রায় তাং সখীমাহ কিমপোষ বিবস্ককঃ ॥ ৭৯ ॥ বার্য্যতামিতি বিপ্রোহয়ং মহদ্ব্যগ্ণভাষকঃ। ন কেবলং পাপভাগী শ্রোতা বৈ স্মান্ সংশয়ঃ ॥ ৮০ ॥ অথবা কিং চ নঃ কার্য্যং বাদেন সহ ব্রাহ্মণৈঃ। কর্ণো পিধায যাস্তামো যথা যঃ স্মাতথাস্ত সঃ ॥ ৮১ ॥ ইত্যাঙ্কোথায গচ্ছন্ত্যাং পিধায় শ্রবণাবুভৌ। স্বকপং সমুপাশ্রিত্য জগৃহে বসনং হরঃ ॥ ৮২ ॥ ততো নিরীক্ষ্য তং দেবং সম্ভ্রান্তা পরমেশ্বরী। প্রণিপত্য মহেশানং তুষ্টাবাবনতা

বেদত্রয় তাঁহার তিনটি নেত্র। ত্রিগুণময় শরীরই ত্রিপুরপদবাচ্য; তিনি তাহা ভস্মসাৎ করেন বলিয়া তাঁহাকে ত্রিপুরস্র বলা যায়। যে সকল স্তম্ভদর্শী ব্যক্তির এতদ্বিধ মহাদেবকে জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা সেই হরকে ভজনা করিবেন না কেন? বিপ্র! আরও দেখুন, সংসারে সমস্ত ব্যক্তিই ভীত, স্মৃতরাং সকলেই সমস্ত কার্য্যই বিবেচনা করিয়াই করিয়া থাকে, কলে শুভই হউক, আর অশুভই হউক; আমি বিবেচনা করিয়াই একাধ্য করিয়াছি। হে বিপ্র! আপনিও ইহাকে আরাধনা করুন। দেবী এইরূপ বলিতেছেন, ইহার প্রত্যুত্তরদানার্থ ব্রহ্মচারী যেমন ওষ্ঠ কাষ্পিত করিয়াছেন, অমনি গিরিজা বৃষ্টিতে পারিয়া তাহাতে বাধা দিয়া সখীকে কহিলেন,—সখি! এই ব্রাহ্মণ আবার কি বলিতে চাহেন, ইহাকে বারণ কর। যে ব্যক্তি মহাত্মাদিগের নিন্দা-বাদ করে, কেবল যে সেই পাপী হয় তাহা নহে; পরন্তু শ্রোতাও পাপভাগী হইয়া থাকে। ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৭১—৮০ ॥ অথবা ব্রাহ্মণদিগের সহিত বাদে আমাদিগের প্রয়োজন কি? কর্ণাচ্ছাদন করিয়া এখান হইতে স্থানান্তরে যাই। যে যেমন সে তেমনই, দেবী এই বলিয়া কর্ণাচ্ছাদনপূর্বক উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে হর দেব নিজ রূপ ধারণ করিয়া তদীয় বসন ধারণ করিলেন। পরমেশ্বরী পার্শ্বতী সেই মহেশ্বরকে দেখিয়া সসম্মানে প্রণিপাতপূর্বক

উমা ॥ ৮৩ ॥ প্রাহ তাং চ মহাদেবো দাসোহস্মি
তব শোভনে । তপোদ্রব্যেণ ক্রীতশ্চ সমাদিশ
যথেষ্টতম ॥ ৮৪ ॥ দেব্যাচ । মনসস্ত্বং প্রভুঃ
শস্তো দত্তং তচ্ছ্রুতম্ । তব । বপুষঃ পিতরাবীশৌ
তো মানয়িতুমহঁসি ॥ ৮৫ ॥ মহাদেব উবাচ । পিত্রা
হি তে পরিজাতং দৃষ্ট্বা ত্বাং রূপশালিনীম্ । বালাং
স্বয়ংবরং পুত্রীমহং দাস্তামি নাতৃথা ॥ ৮৬ ॥ ততশ্চ
সর্বমেবাস্ত বচনং ত্বং হিমাচলম্ । স্বয়ংবরাং
সুশ্রোণি প্রেরয় ত্বাং বৃণে ততঃ ॥ ৮৭ ॥ ইত্যাক্রা
তাং মহাদেবঃ শুচিঃ শুচিবদো বিভুঃ । জগামেষ্ট
তদা দেশং স্বপুং প্রযযৌ চ সা ॥ ৮৮ ॥ দৃষ্ট্বা দেবীঃ
তদা হৃষ্টো মেনয়া সহিতোহচলঃ ॥ ৮৯ ॥ আলিঙ্গ্যাত্রায়
পপ্রচ্ছ সর্বং সা চ ত্রাবেদয়ৎ । হৃহিতুর্দেবদেবেন
আক্রপ্তং তু হিমাচলঃ ॥ ৯০ ॥ স্বয়ংবরং প্রমুদিতঃ
সর্বলোকেষুঘোষয়ৎ । অশ্বিনৌ দ্বাদশাদিত্যা গন্ধর্ব-
গন্ধড়োরগাঃ ॥ ৯১ ॥ যক্ষাঃ সিদ্ধাস্তথা সাধ্যা

অবনতমুখে স্তব করিতে লাগিলেন । তখন
মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন,—‘অগ্নি শোভনে ! আমি
তোমার দাস হইয়াছি ; তুমি আমাকে তপস্কারূপ
মূল্য দ্বারা ক্রয় করিয়াছ ; যাহা ইচ্ছা আদেশ কর ।’
দেবী কহিলেন,—‘শস্তো ! আপনি যে মনের
প্রভু, তাহা আমি আপনাকে প্রদান করিয়াছি ;
পরন্তু পিতা-মাতাই শরীরের অধীশ্বর ; স্মৃতরাং
ঐশাদিগের সম্মান করা আপনার কর্তব্য ।’ হর
উত্তর করিলেন,—‘তোমার পিতা তোমাকে রূপ-
শালিনী দর্শনে “আমি এই বালিকাকে স্বয়ংবরে
সম্প্রদান করিব, ইহার অন্তথা করিব না” এই-
রূপই স্থির করিয়াছেন । তাঁহার সেই সমস্ত বাক্য
সত্য হউক । অগ্নি সুশ্রোণি ! তুমি হিমালয়কে
স্বয়ংবর নিমিত্ত প্রেরণা কর ; পরে আমি তোমাকে
বরণ করিব । অনন্তর শুচিনিবাস বিভু মহাদেব
এই বলিয়া অভীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করিলেন । উমা
দেবীও তখন নিজপুরে গমন করিলেন । তখন
দেবীকে দেখিয়া হিমালয় মেনকার সহিত হৃষ্টচিত্তে
তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তদীয় মস্তকাত্মাণ করিয়া
সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন ; দেবীও যথাযথ সকল
কথাই তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন । পরে
প্রমোদিতচেতা হিমাচল, দেবদেব কর্তৃক আদিষ্ট
নিজ কন্তার স্বয়ংবরবার্ত্তা সর্বলোকে ঘোষণা
করাইলেন । অতঃপর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দ্বাদশ
আদিত্য, গন্ধর্ব, গন্ধড়, সর্প, যক্ষ, সিদ্ধ, সাধ্য,

দৈত্যাঃ কিম্পুরুষা নগাঃ । সমুদ্রাদ্যাশ্চ যে কেচিৎ
ত্রৈলোক্য-প্রবরাশ্চ যে ॥ ৯২ ॥ ত্রয়স্রিংশৎ-
সহস্রাণি ত্রয়স্রিংশচ্ছতানি চ । ত্রয়স্রিংশচ্ছ
দেবাসুত্ৰয়স্রিংশচ্ছকোটয়ঃ ॥ ৯৩ ॥ জম্বুগিরীন্দ্রপুত্র্যাস্ত
স্বয়ংবরমনুত্তমম্ । আমন্ত্রিতস্তথা বিষ্ণু-বৈকুণ্ঠমাহ
হসন্নিব ॥ ৯৪ ॥ তাতাম্বাকঞ্চ সা দেবী মেয়ো
গচ্ছ নমামি তাম্ । অথ শৈলসুতা দেবী
হৈমমাকুহ শোভনম্ ॥ ৯৫ ॥ বিমানং সর্বতোভদ্রং
সর্বরত্নৈরলঙ্কিতম্ ॥ অপ্সরোভিঃ প্রনৃত্যভিঃ সর্বা-
ভরণভূষিতা ॥ ৯৬ ॥ গন্ধর্বসংজ্ঞ্যবিবিধৈঃ কিম্বতৈশ্চ
সুশোভনৈঃ । বন্দিভিঃ সূর্য্যমানা চ বীরকাংস্তধরা
স্থিতা ॥ ৯৭ ॥ সিতাতপত্রত্নাংশুমিশ্রিতং চাবহতদা ।
শালিনী নাম পার্শ্বত্যাঃ সঙ্ক্যাপর্ণেন্দুমণ্ডলা ॥ ৯৮ ॥
চামরাসক্তহস্তাভির্দিবাস্ত্রীভিঃ সংবৃতা । মালাং
প্রগৃহ্ণ সা তন্ত্রো সুরক্রমসমুত্তবাম্ ॥ ৯৯ ॥ এবং
তস্ত্যাং স্থিতাযাস্ত স্থিতে লোকত্রে তদা । শিশুভূত্বা
মহাদেবঃ ক্রীড়ার্থং বৃষভধ্বজঃ ॥ ১০০ ॥ উৎসঙ্গতল-
সংগুপ্তো বভূব ভগবান্ ভবঃ । জয়েতি যৎপদং
খ্যাতং তস্ত সত্যার্থমীশ্বরঃ ॥ ১০১ ॥ অথ দৃষ্ট্বা

দৈতা, কিন্নর, পক্ষত, সমুদ্রাদি-ত্রৈলোক্যবাসী প্রধান
প্রধান ব্যক্তিগণ ; আর তেত্রিশ কোটি, তেত্রিশ
হাজার, তেত্রিশ শত, তেত্রিশ জন দেবতা, সকলেই
সেই গিরীন্দ্রনন্দিনীর অনুত্তম স্বয়ংবরক্ষেত্রে
সমুপাগত হইলেন । বিষ্ণুরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল ।
তিনি সঙ্ক্যামুখে মেরু গিরিকে কহিলেন,—‘হে
গিরিবর ! সেই দেবী আমাদিগেরও মায়া,
অতএব তুমিও সেখানে যাও । আমি তাঁহাকে
নমস্কার করি । অনন্তর শৈলসুতা সর্বাভরণে
ভূষিতা ও সুশোভিত এবং বিবিধ গন্ধর্ব কিন্নর বন্দি
জনে সূর্য্যমান হইয়া বীরকাংস্ত ধারণপূর্ব্বক অপ্সরো-
গণের নৃত্যসঙ্কুল সর্বরত্নালঙ্কৃত, রত্নকিরণ সমুদ্ভাসিত
সিতাতপত্রসম্পন্ন, মনোহর হৈম বিমানে আরোহণ
পূর্ব্বক অবস্থান করিলেন । সঙ্ক্যাকালীন পূর্ণচন্দ্র-
সমাননা শালিনী নাম্নী তদীয়া সখী পারিজাত-
পুষ্পরচিত মালা লইয়া সিত-চামরধারিণী দিব্যরমণী-
গণে পরিবৃত্ত হইয়া দেবীকে পারবেষ্টনপূর্ব্বক
অবস্থিতা হইল । ৮১—৯৯ । দেবী এইরূপে অবস্থান
করিলে এবং লোকত্রয়বাসী জনগণ তত্রত্য সভায়
উপবেশন করিলে পর, বৃষভধ্বজ ভব ভগবান্ মহাদেব
মহেশ্বর তাঁহার ‘জয়’ নামের সার্থকতা প্রকটনাথ

শিশুং দেবাস্তম্ উৎসঙ্গবর্তিনম্ । কোহয়মত্রেতি
সম্ভ্রাত্য চুক্রুঃ শরোষিতাঃ ॥ ১০২ ॥ বজ্রমাহার-
য়ন্তম্ বাহুদ্যম্য বৃদ্ধা । স বাহুক্রদ্যতন্তম্ তথৈব
সমতিষ্ঠত ॥ ১০৩ ॥ স্তম্ভিতঃ শিশুঃ পৈণ দেবদেবেন
লীলয়া । বজ্রং ক্ষেপুং ন শক্ৰোতি বাহুঃ চালয়িতুং
তদা ॥ ১০৪ ॥ বহিঃ শক্তিঃ তদা ক্ষেপুং ন শশাক
তথোথিতঃ । যমোহপি দণ্ডঃ খড়্গাঞ্চ নিখতিস্তঃ
শিশুং প্রতি ॥ ১০৫ ॥ পাশঞ্চ বক্রণো রাজা ধ্বজযষ্টিঃ
সমীরণঃ । সোমো গুড়ঃ ধনেশচ গদাঃ সুমহতীঃ
দৃঢ়া ॥ ১০৬ ॥ নানাযুধানি চাদিত্যা মুঘলঃ বসব-
স্তথা । মহাঘোরাণি শস্ত্রাণি তারকাদ্যাশ্চ দানবাঃ ॥
১০৭ ॥ স্তম্ভিতা দেবদেবেন তথান ভুবনেষু যে ।
পূষা দন্তান দশন দন্তৈর্বালামৈক্ষত মোহিতাঃ ॥ ১০৮ ॥
তস্তাপি দশনাঃ পেতুদৃষ্টমাত্রস্তা শস্ত্রনা । ভগশ্চ
নেত্রে বিকৃতে চকার ক্ষুটিতে চ তে ॥ ১০৯ ॥ বল-
তেজশ্চ যোগাশ্চ সর্বেষাং জগৃহে প্রভুঃ ॥ ১১০ ॥

কৌতুকবশে একটি শিশুমূর্তি ধরিয়া দেবীর ক্রোড়ে
উপবেশন করিলেন । পরে দেবগণ দেবীর
ক্রোড়ে সেই বালককে দেখিয়া পরস্পর “এ—কে ?
কে—এ ?” এইকপ উচ্চ কোলাহল করিয়া সরোষে
মহা আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । বৃদ্ধহস্তা
ইন্দ্র সেই শিশুকে বজ্র প্রহারার্থ বাহু উদ্যত করি-
লেন ; কিন্তু শিশুরূপী দেবদেব লীলাবশে স্তম্ভিত
করায় সেই বাহু তদবস্থায়ই রহিল । ইন্দ্র তখন
বজ্রক্ষেপণ বা বাহু সঞ্চালনে অসমর্থ হইলেন ।
বহিও সেই শিশুর প্রতি শক্তি নিক্ষেপে উদ্যম
করিয়া স্তম্ভিতবাহু হইলেন । যম দণ্ড, নিখতি
খড়্গা, বক্রণ পাশ, বায়ু ধ্বজযষ্টি, চল্লি গুড়াস্ত্র, কুবের
সুমহতী দৃঢ় গদা, আদিভাগণ বিবিধ অস্ত্র, বশুগণ
মুঘল এবং তারকপ্রযুগ দানবগণ নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র
নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু দেবদেব
তাঁহাদিগের সকলকেই পুষ্ববৎ স্তম্ভিত করিয়া
কেলিলেন । এতদ্বিত্ত্রিলোকবাসী আর আর যে
যে ব্যক্তি যে যে অস্ত্র-শস্ত্র প্রহারার্থ উদ্যম করিলেন

সেই সেই দেবদেব কর্তৃক স্তম্ভিত হইয়া গেল ।
পূষা সেই বালককে দংশন করিবার জন্য দংশন
বিকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শস্ত্রের দৃষ্টিমাত্রেরই তাঁহার
দশনগুলি পতিত হইয়া গেল । ভগদেব সেই
শিশুকে দেখিয়া নেত্রদ্বয় বিকৃত করিয়াছিলেন ।
শস্ত্রের দর্শনে তদীয় নেত্রদ্বয় ক্ষুটিত হইল । প্রভু
শস্ত্র তখন সকলেরই বল, তেজ ও যোগ আকর্ষণ

অথ তেষু স্থিতেষেব মন্যমানসু সুরেষপি । ব্রহ্মা
ধ্যানমুপাশ্রিত্য বুবোধ হরচেষ্টিতম্ । সোহভিগম্য
মহাদেবং তুষ্টিব প্রযতো বিধিঃ ॥ ১১১ ॥ পৌরাণৈঃ
সামসঙ্গীতৈর্বৈদিকৈর্গুহ্যনামভিঃ । নমস্তভ্যং মহাদেব
মহাদেবো নমোনমঃ ॥ ১১২ ॥ প্রসাদান্তব বুদ্ধাদি-
জগদেতৎ প্রবর্ততে । মুচ্যন্ত দেবতাঃ সর্বা নৈনং
বুধ্যত শঙ্করম্ ॥ ১১৩ ॥ মহাদেবামহায়াতং সর্বদেব-
নমস্কৃতম্ । গচ্ছধ্বং শরণং শীঘ্রং যদি ভীষিতু-
মিচ্ছত ॥ ১১৪ ॥ ততঃ সত্ৰমসম্পন্নাস্ত্রৈবুঃ প্রণতাঃ
সুরাঃ । নমোনমো মহাদেব পাহি পাহি জগৎপতে ॥
১১৫ ॥ ছুরাচারান্ ভবানশ্মানান্নদ্রোহপরায়ণান্ ।
অহো পশ্যত নো মোচ্যঃ জানন্তস্তব ভাবিনীম্ ॥
১১৬ ॥ ভার্য়ামুমাং মহাদেবীং তথাপ্যত্র সমাগতাঃ ।
যুক্তমেতদ্ব্যদশ্মাকং রাজ্যং গৃহ্যেত চাসুরৈঃ ॥ ১১৭ ॥
যেষামেবংবিধা বুদ্ধিরশ্মাভিঃ কিং কৃতং হি দম্ । অথ
বা নো ন দোষোহস্তি পশবো হি বয়ং যতঃ ॥ ১১৮ ॥

করিয়া লইলেন । ১০০—১১০ । অতঃপর সভাস্থ
জনগণ সক্রোধে তাদৃশ ভাবে অবস্থান করিলে
ব্রহ্মা ধ্যান দ্বারা শিবের এই আচরণ জ্ঞাত হই-
লেন । বিধাতা তখন সেই বালকরূপী মহাদেবের
সমীপস্থ হইয়া প্রণত ভাবে তাঁহাকে পুরাণোক্ত
সামগীত ও বৈদিক গুহ্য নাম সকলের উল্লেখ সহ-
কারে স্তব করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মা কহিলেন,—
হে মহাদেব ! আপনাকে নমস্কার । মহাদেবীকেও
নমস্কার । আপনার প্রসাদেই বুদ্ধি প্রভৃতি বৃত্তির
প্রবৃতি হইয়া থাকে । আপনাকে নমস্কার । ওহে
মুচ দেবগণ ! তোমরা সর্বদেবনমস্কৃত মহাদেব
শঙ্করই যে এখানে এইভাবে আসিয়াছেন, ইহা
বুঝিতেছ না ? যদি জীবনে অতিলাষ থাকে,
তবে সত্বর ইহার শরণাগত হও ব্রহ্মার এই
কথায় সুরগণ সসম্মুখে প্রণতিপূর্বক স্তব করিতে
লাগিলেন । দেবগণ কহিলেন,—হে মহাদেব !
আপনাকে নমস্কার । হে জগৎপতে ! আমরা
আন্দ্ৰোহপরায়ণ ছুরাচার ; আপনি আমাদের
পরিভ্রাণ করুন ; আপনাকে নমস্কার । আহা !
আমাদিগের কি মুচতা দেখুন । আমরা উমাদেবী
যে আপনারই ভার্য়্যা হইবেন, তাহা জানিয়াও
এই স্ববন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । আমা-
দের যখন এমন বুদ্ধি, তখন আমাদের রাজ্য যে
অশুরগণ গ্রহণ করে, তাহা তো সঙ্গতই ! আমরা
ইহা কি করিয়াছি ! অথবা হে বিভো ! এ বিষয়ে

দ্বৈব পতিনা সর্বে প্রেরিতাঃ কুর্নহে বিভো ।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং পতিস্বঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১১৯ ॥
ভ্রাময়ন্তথিলং বিশ্বং যজ্ঞাকুটং সমায়য়া । যেন বিভ্রামিতা
মুঢ়াঃ সমায়াতাঃ স্বয়ংবরম্ ॥ ১২০ ॥ তৈশ্চ পশুনাং
পতয়ে নমস্ভ্যং প্রসীদ নঃ । অথ তেবাং প্রসন্নো-
হভূদেবদেবপ্রিয়দকঃ । যথাপূর্বং চকারেতান
সংস্তবাদব্রক্ষণং প্রভুঃ ॥ ১২১ ॥ তারকপ্রমুখা দৈত্যাঃ
সংক্রুদ্ধাস্তত্র প্রোচিরে ॥ ১২২ ॥ কোতয়মঙ্গ মহাদেবো
ন মন্ত্যামো বয়ঞ্চ তম্ । ততঃ প্রহস্তা বালোহসৌ
ভঙ্কার লীলয়া বাধাৎ ॥ ১২৩ ॥ ভঙ্কারেণৈব তে
দৈত্যাঃ স্বমেব নগরং গতাঃ । বিস্মৃতং সকলং তেবা
স্বয়ংবরমুখঞ্চ তৎ ॥ ১২৪ ॥ মহাদেবপ্রভাবেণ
দৈত্যানাং ঘোরকর্ষণাম্ । এবং যন্ত প্রভাবো হি
দেবদৈত্যেযু ফাল্গুন ॥ ১২৫ ॥ কথমীশ্বরবাক্যার্থ-
স্তস্মাদনুত্ৰ মুচ্যতে । অসংশয়ং বিমূঢ়াস্তে পশ্চাত্তাপঃ
পূরা মহান ॥ ১২৬ ॥ ঈশ্বরঃ ভুবনস্তাস্মা য়ে ভজন্তে
ন ত্র্যমকম্ । ততঃ সংস্কৃতমানঃ স সুরৈঃ পদ্ম-

আমাদিগের দোষ নাই ; যেহেতু আমরা পশুপদ-
বাচ্য ; আপনিই তো আমাদিগের পতি, আপনার
প্রেরণায়ই তো আমরা সকলে সকল কার্য
করিয়া থাকি । হে পরমেশ্বর ! আপনিই সর্ব-
ভূতের পতি । আপনি মহৈশ্বর্যশালী এবং নিজ
মায়াবশে সংসারযন্ত্রে স্থাপিত করিয়া এই সমগ্র
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রামিত করিতেছেন । যৎকর্তৃক
বিভ্রামিত হইয়া আমরা জ্ঞান হারাইয়া এই স্বয়ন্দরে
আসিয়াছি, আপনি সেই পশুপতি, আপনাকে নম-
স্কার । আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন ।
অতঃপর প্রভু মহাদেব সেই দেবগণের প্রতি প্রসন্ন
হইলেন এবং ব্রহ্মার অনুরোধে তাঁহাদিগকে পূর্ব-
বৎ সুস্থ করিয়া দিলেন । ১১১—১২১ : সভাস্ত তারক-
প্রমুখ দৈত্য এই ব্যাপার দেখিয়া কহিল,—ওহে !
এই মহাদেব কে ? আমরা ইহাকে গ্রাহ করি না ।
এই কথায় সেই বালক হস্তপূর্বক লীলাবশে ভঙ্কার
করিলেন ; তাহাতে সেই দৈত্যগণ তাহাদিগের
নিজনগরে প্রক্ষিপ্ত হইল এবং সেই স্বয়ন্দর বিবরণ
সমস্তই ভুলিয়া গেল । মহাদেবের প্রভাবে ঘোর-
কর্ষা দৈত্যগণের এমন অবস্থা ঘটিল । হে ফাল্গুন
অর্জুন ! সুরাসুরবর্গের প্রতি ঈশ্বার এবদ্বিধ
প্রভাব, তাঁহা বাতীত/অনুত্ৰ ঈশ্বর শব্দ কি প্রকারে
প্রয়োগ করা যায় ? অতএব যাহারা এই ভুবন-
মণ্ডলের ঈশ্বর জিলোচনের ভজনা না করে, তাহারা

ভুবাদিভিঃ ॥ ১২৭ ॥ বপুশ্চকার দেবেশাস্ত্রাঘকঃ
পরমাদ্ভুতম্ । তেজসা তন্ত দেবাস্তে সেন্দ্রচন্দ্র-
দিবাকরাঃ ॥ ১২৮ ॥ সত্রক্ষকাঃ সমাধ্যাস্ত বস্তুর্কিঞ্চে
চ দেবতাঃ । সমাশ্চ সক্রদাশ্চ চক্ষুরপ্রার্থয়ন প্রভুম্ ॥
১২৯ ॥ তেভাঃ পরতমং চক্ষুঃ স্ববপুর্দ্রষ্টুমন্তমম্ ।
দদাবদ্বাপতিঃ শর্কো ভবান্ত্যশ্চাচলস্ত চ ॥ ১৩০ ॥ লক্ষ্মা
কুজপ্রসাদেন দিব্যং চক্ষুরন্তমম্ । সত্রক্ষকাস্তদা
দেবাস্তমশ্চান্নাহেশ্বরম্ ॥ ১৩১ ॥ ততো জগুশ্চ যুগ্মঃ
পুষ্পরুষ্টিঞ্চ গেচরাঃ । যুগ্মচক্ষুঃ তদা নেদুর্দেবহৃদুভয়ো
ভ্রশম্ ॥ জগুর্গন্ধর্বমুখাশ্চ ননুত্ৰচাপ্ররোগণাঃ ।
যুগ্মগণপাঃ সর্বে যুমোদাদা চ পার্শ্বতী ॥ ১৩৩ ॥
ব্রহ্মাদ্যা মেনিরে পূর্ণাঃ ভবানীঞ্চ গিরীশ্বরম্ । তন্ত
দেবী ততো হৃষ্টা সমক্ষং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ১৩৪ ॥
পাদযোঃ স্থাপয়ামাস মালাং দিব্যাং সুগন্ধিনীম্ ।
সাধুসাধিবতি সম্প্রোচ্য তথা তং তত্র চর্চিতম্ ॥
১৩৫ ॥ সহ দেব্যা নমস্চক্ৰুঃ শিরোভির্ভূতলাশ্রিতৈঃ ।
সর্বে সত্রক্ষকা দেবা জযেতি চ মুদা জগুঃ ॥ ১৩৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুমারেশ্বরমাহাত্ম্যো মহাদেব-বৈবা-
হিকোৎসাহবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নিশ্চয়ই বিমূঢ় এবং পরিণামে অনুতাপ করিতে-
বাধ্য হয় । অতঃপর ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক স্তূয়-
মান হইয়া দেবেশ ত্র্যমক পরম অদ্ভুত শরীর
ধারণ করিলেন । তদীয় শরীরতেজে প্রতিহত
হইয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, সাধ্য, বসু, বিশ্বদেব,
যম, ক্রুদ্ভাদি সকলেই সেই প্রভু নিকট চক্ষু প্রার্থনা
করিলেন । অদ্বিকাপতি সর্বদেব, তাঁহাদিগকে,
পার্শ্বতীকে ও হিমালয়কে স্বীয় শরীর দর্শনোপযোগী
অত্যাশ্রম চক্ষু প্রদান করিলেন । ব্রহ্মাদি দেবগণ
মহাদেবের প্রসাদে তখন দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া
সেই মহেশ্বরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ।
তখন যুগ্মগণ সামাদিগান ও গেচরবর্গ পুষ্পরুষ্টি
করিতে লাগিলেন । দেবহৃদুভিসমূহ মহাশব্দে
বাদিত হইতে লাগিল । গন্ধর্বপ্রধানগণ গান এবং
অপ্সরানিকর নৃত্য আরম্ভ করিল । গণপতিগণ ও
জগদম্বা পার্শ্বতী অতীব আনন্দিত হইলেন । ব্রহ্মাদি
দেবগণ দেবীকে ও গিরিরাজকে কৃতার্থ বোধ
করিলেন । অনন্তর দেবী গিরিনন্দিনী সেই দেব-
গণের সমক্ষে দেবদেবের পদযুগলোপরি দিব্য
সুগন্ধি মালা স্থাপন করিলেন । তখন ব্রহ্মাদি
দেবগণ সকলেই “সাধু, সাধু” শব্দে দেবী সহ

ষড়বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । অথ ব্রহ্মা মহাদেবমভিবাদ্য
কৃতাজলিঃ । উদ্বাহঃ ক্রিয়তাং দেব ইতুবাচ মহে-
শ্বরম্ ॥ ১ ॥ তস্মা তদ্বচনং ব্রহ্মা প্রাহেদং ভগবান্
হরঃ । পরাধীনা বয়ং ব্রহ্মান হিমাদ্রেস্তব চাপি যৎ ॥
২ ॥ যদ্যুক্তং ক্রিয়তাং তদ্বি বয়ং যুগ্মদ্বশেধুনা ।
ততো ব্রহ্মা স্বয়ং দিব্যং পুরং রত্নময়ং শুভম্ ॥ ৩ ॥
উদ্বাহাৰ্থং মহেশস্ত তৎক্ষণাৎ সমকল্পয়ৎ । শতযোজন-
বিস্তীর্ণং প্রাসাদশতশোভিতম্ ॥ ৪ ॥ পুরে তস্মিন্
মহাদেবঃ স্বয়মেব বাতিষ্ঠত । ততঃ সপ্তমুণীন দেব-
শ্চিস্তিতাভ্যাগতান্ পুরঃ ॥ ৫ ॥ প্রাহিণোদদিকায়াম্
স্থিরপত্রার্থমীশ্বরঃ । সাক্ষতীকাস্তে তত্র হ্লাদয়ন্তো
হিমাচলম্ ॥ ৬ ॥ সভার্যমীশ্বরগুণৈঃ স্থিরপত্রাণি
চাদধুঃ । ততঃ সম্পূজিতাস্তেন পুনরাগমা তেহচলাৎ ॥

বিরাজমান মহেশ্বরকে ভূতলাবনতমস্তকে নমস্কার
করিয়া সানন্দ মনে জয় গান করিতে লাগি-
লেন । ১২২—১৩৬ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অনন্তর ব্রহ্মা কৃতাজলিকরে
মহেশ্বর মহাদেবকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—
হে দেব ! এক্ষণে উদ্বাহ ব্যাপার সমাধান করুন ।
এই কথা শুনিয়া ভগবান্ হর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন !
এক্ষণে আমি পরাধীন ; সুতরাং হিমালয়ের ও
আপনার যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই করুন ।
আমি এখন আপনাদিগেরই বশবর্তী । এই কথা
শুনিয়া মহেশ্বরের বিবাহার্থ স্বয়ং তৎক্ষণাৎ একটি
শত যোজন বিস্তীর্ণ শতপ্রাসাদশোভিত রত্নময়
দিব্য শুভ পুরকল্পনা করিলেন । মহাদেব স্বয়ংই
যাহা সেই পূর্বমধ্যে অবিষ্ঠান করিলেন । পরে
দেব মহেশ্বর সপ্তর্ষিদিগকে স্মরণ করিলে, তাঁহারা
অবিলম্বে অরুন্ধতীর সহিত তদীয় পুরোভাগে সমা-
গত হইলেন । তখন দেব মহেশ্বর তাঁহাদিগকে
অঙ্গিকার সহিত স্বীয় বিবাহের স্থিরপত্র (পাতি-
পত্র, বা পাকা দেখা) নির্বাহার্থ প্রেরণ করি-
লেন । তাঁহারাও অরুন্ধতীর সহিত সভার্য
মহাদেবের ভগাবলীর উল্লেখ সহকারে স্থির-

৭ ॥ শ্রবেদয়ংস্ত্র্যাহকায় স চ তানভানন্দত । উদ্বাহাৰ্থং
ততো দেবো বিশ্বং সৰ্বং ত্রুমজ্জয়ৎ ॥ ৮ ॥ সমাগতং চ
তৎসৰ্বং বিনা দৈত্যৈর্দুরাত্মভিঃ । স্থাবরং জঙ্গমং যচ্চ
বিশ্বং বিশ্বপুরোগমম্ ॥ ৯ ॥ সত্রক্ষকং পুরারাতের্মহি-
মানমবর্কয়ৎ । ততস্তং বিধিরাহেদং গন্ধমাদনপৰ্বতে
॥ ১০ ॥ পুরে স্থিতং বিবাহস্ত দেব কালঃ প্রবর্ততে ।
ততস্তস্মা জটাজুটে চন্দ্রখণ্ডঃ পিতামহঃ ॥ ১১ ॥
ববন্ধ প্রণয়োদারবিস্ফারিতবিলোচনঃ । কপদং
শোভনং বিশ্বঃ স্বয়ং চক্রেহস্তা হর্ষতঃ ॥ ১২ ॥ কপাল-
মালাং বিপুলাং চামুণ্ডা মুদ্রাবদ্ধত । উবাচ চাপি
গিরিশঃ পুত্রঃ জনয শঙ্কর ॥ ১৩ ॥ যো দৈত্যৈস্ত্র-
কুলং হৃদ্বা মাং রক্তৈস্ত্রপরিষাতি । সূর্য্যো
জলচ্ছিখারত্বং ভাভাসিতজগদ্রবম্ ॥ ১৪ ॥ ববন্ধ
দেবদেবস্তা স্বয়মেব প্রমোদতঃ । শেষবাসুকিমুখ্যাম্
জলন্তস্তেজসা শুভাঃ ॥ ১৫ ॥ আত্মানং ভূষণস্থানে
স্বয়ং তে চকুরীশ্বরে । বায়বশ্চ ততস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গং

পত্র সম্পাদন করিলেন । পরে তাঁহারা হিমাচলের
নিকট যথাযোগ্য পূজা প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে
আসিয়া তদ্রূপান্ত্র ত্রিলোচনকে নিবেদন করিলেন ।
অতঃপর মহাদেব বিবাহের জন্ত সমস্ত জগতের নিম-
জ্ঞন করিলেন । ১—৮ । তখন সেখানে দুরাত্মা দৈত্যগণ
ব্যতীত ব্রহ্মা ও বিশ্বপ্রমুখ দেবগণ ও স্থাবর জঙ্গম
সমস্ত জগদ্বাসী সমাগত হইয়া ত্রিপুরারির মহিমা
বদিত করিলেন । মহাদেব গন্ধমাদন পৰ্বতে উত্তম
দিব্যপুরে থাকিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে-
ছিলেন । ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন,—হে দেব বিবা-
হের কাল প্রবর্ত হইতেছে ; অতএব আপনি বিবাহ-
সজ্জায় সজ্জিত হউন । এই বলিয়া পিতামহ প্রণয়-
বশে উদার লোচন বিস্ফারিত করিয়া তদীয় জট-
জুটে চন্দ্রখণ্ড বাঁধিয়া দিলেন । বিশ্ব সহর্ষে তদীয়
জটাজুট সুন্দররূপে বিস্তার করিলেন । চামুণ্ডা
দেবী বিপুল কপালমালা লইয়া সেই গিরিশের
মস্তকে বন্ধন করিলেন এবং কহিলেন,—হে শঙ্কর !
আপনি এমন একটি পুত্রোৎপাদন করুন, যে পুত্র
দৈত্যৈস্ত্রদলের সংহার করিয়া আমাকে রক্ত দ্বারা
তর্পিত করিবে । সূর্য্য সানন্দ-মানসে, যাহার প্রভায়
ত্রিজগৎ সমুদ্ভাসিত হয়, এমন একটি সমুজ্জল মণি
সেই দেবদেবের শিখায় বাঁধিয়া দিলেন । শেষ-
বাসুকিপ্রমুখ সর্পগণ তেজঃসমুজ্জল দেহে নিজেরাই
সেই মহেশ্বরের শরীরে ভূষণস্থানে তত্তদ্বৎ ভূষণাকারে
অবস্থিত হইল । বায়ুগণ মহেশ্বরের বাহন

হিমগিরিপ্রভম্ ॥ ১৬ ॥ বৃষং বিভূষয়ামাসুর্নানারত্নোপ-
পত্তিভিঃ । শক্ৰো গজাজিনং গৃহ স্বয়মগ্রে ব্যবস্থিতঃ ॥
১৭ ॥ বিনা ভস্ম সমাধায় কপালে রজতপ্রভম্ ।
মল্লজাশ্চিময়ীং মালাং প্রেতনাথশ্চ বন্দনম্ ॥ ১৮ ॥
বহিস্তেজোময়ঃ দিব্যমজিনং প্রদদৌ স্থিতঃ । এবং
বিভূষিতঃ সর্ষেভৃত্তৈরীশো বভৌ ভূশম্ ॥ ১৯ ॥
ততো হিমাশ্বে পুরুষা বীরকং প্রোচিরে বচঃ ।
মা ভূং কালাতায়ঃ শীঘ্রং ভবন্তেতন্নিবেদ্যতাম্ ॥ ২০ ॥
ততো দেবং প্রণম্যাহ বীরকঃ করসম্পূটী । অরয়ন্তি
মহেশানং হিমাশ্বে পুরুষাস্থমী ॥ ২১ ॥ ইতি শ্রুত্বা
বচো দেবঃ শীঘ্রমিত্যেব চাববীৎ । সপ্ত বারিধয়স্তস্মৈ
চকুর্দর্পণদর্শনম্ ॥ ২২ ॥ তত্রৈক্ষত মহাদেবঃ স্বরূপং
স জগন্ময়ম্ । ততো বদ্ধাঞ্জলিধীমান স্থাগুং প্রোবাচ
কেশবঃ ॥ ২৩ ॥ দেবদেব মহাদেব ত্রিপুরাস্তক শঙ্কর ।
শোভসেহেনেন কপেণ জগদানন্দদায়িনা ॥ ২৪ ॥
মহেশ্বর যথা সাক্ষাদপরম্ মহেশ্বরঃ । ততঃ স্বয়ং মহা-
দেবো জয়েতি ভুবনে শ্রুতঃ ॥ ২৫ ॥ করমালদ্বা
বিকোশ্চ বৃষভং কুরুহে শনৈঃ । ততশ্চ বসবো

হিমগিরিসদৃশ বৃষকে নানাবিধ রত্ন দ্বারা বিভূষিত
করিলেন । যমরাজ কপাল পাশ্রে ভস্মসম্পর্কশস্ত্র
রজতকান্তি মানুযাশ্চিময়ী মালা লইয়া মহেশকে
বন্দনপূর্বক প্রদান করিলেন । বহিদেব দিব্য
তেজোময় অঞ্জন দান করিলেন । ঈশ্বর
অনুজীবজনে এইভাবে বিভূষিত হইয়া অতীব
শোভা প্রাপ্ত হইলেন । অতঃপর হিমালয়ের
লোকেরা বীরককে কহিল যে, বিবাহের লগ্ন
যেন অতীত না হয় ; তুমি ভব দেবকে একথা
নিবেদন কর । ১—২০ । পরে বীরক কৃতাজলিপুটে
প্রণামপূর্বক কহিলেন,—হে মহেশ্বর ! হিমালয়ের
পুরুষগণ আপনাকে ভ্রা করিতে বলিতেছে ।
দেব মহেশ্বর এ কথা শুনিয়া “তাড়াতাড়ি কর”
এই কথাই কহিলেন । তখন সপ্ত সমুদ্র তদীয়
দর্পণ কার্য্য করিলেন । মহাদেব সেই সপ্ত-সমুদ্রে
স্থায় জগন্ময় রূপ অবলোকন করিলেন । অতঃপর
ধীমান্ কেশব কৃতাজলিকরে স্থাগু শঙ্করকে কহি-
লেন,—হে দেবদেব মহাদেব ত্রিপুরাস্তক শঙ্কর
মহেশ্বর ! এই জগদানন্দকারী রূপ দ্বারা আপনি
অপর মহেশ্বরের ত্রায় শোভা লাভ করিয়াছেন ।
অনন্তর মহাদেব, ত্রিভুবনবাসীর উচ্চারিত জয়
শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে বিষ্ণুর হস্ত ধারণ
করিয়া ধীরে ধীরে বৃষভে আরোহণ করিলেন ।

দেবাঃ শূলং তস্তা চ্চবেদযন্ ॥ ২৬ ॥ ধনদো
নিধিভিযুক্তঃ সমীপস্থস্ততোহভবৎ । স শূলপাণি-
বিশ্বাত্মা সঞ্চাল ততো হরঃ ॥ ২৭ ॥ দেবহৃদুভি-
নাদৈশ্চ পুষ্পাসাটৈশ্চ গীতকৈঃ । নৃত্যাদিরপ্সরোভিশ্চ
জয়েতি চ মহেশ্বনৈঃ ॥ ২৮ ॥ সবাদক্ষিণসংস্থানৌ
ব্রহ্মবিষ্ণু তু জগ্মতুঃ । হংসং চ গরুড়ং চৈব সমাকুত্ব
মহাপ্রভৌ ॥ ২৯ ॥ অথাদিতিদিতিঃ সা চ দনুঃ
কজ্রঃ সুপর্ণজা । পোলমী সুরসা চৈব সিংহিকা
সুরভির্মুনিঃ ॥ ৩০ ॥ সিদ্ধির্মায়া ক্ষমা দুর্গা দেবী স্বাহা
স্বধা সুধা । সাবিদ্রী চৈব গায়ত্রী লক্ষ্মীঃ সা দক্ষিণা
দ্যুতিঃ ॥ ৩১ ॥ স্পৃহা মতিধৃতিবুদ্ধির্মহির্মহির্মহিঃ স্বর-
স্বতী । রাকা কুহুঃ সিনীবালী দেবী ভানুমতী তথা ॥
৩২ ॥ ধরণী ধারণী বেলা রাজ্যী চাপি চ রোহিণী ।
ইতোতাশ্চাত্তদেবানাং মাতরঃ পত্নয়স্তথা ॥ ৩৩ ॥
উদাহঃ দেবদেবস্তা জগ্মুঃ সর্বা মুদাবিতাঃ । উরগা
গরুডা যক্ষা গন্ধর্বাঃ কিন্নরা নরাঃ ॥ ৩৪ ॥ সাগরা
গিরয়ো মেঘা মাসাঃ সংবৎসরাস্তথা । বেদা মন্ত্রাস্তথা
যজ্ঞাঃ শ্রোতা ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৩৫ ॥ হুঙ্কারাঃ প্রণবা-
শ্চৈব ইতিহাসাঃ সহস্রশঃ । কোটিশ্চ তথা দেবা

পরে বসুগণ তাঁহাকে শূল নিবেদন করিলেন ।
ধনপতি নিধিগণসহ সমীপস্থ হইলেন । তার পর
বিশ্বাত্মা হর শূলহস্তে চলিতে আরম্ভ করিলেন । তখন
দেবহৃদুভিসমুহ বাদিত, পুষ্পবৃষ্টি পতিত এবং
সঙ্গীত, অপ্সরোগণের নৃত্য ও উচ্চ জয় শব্দোচ্চারণ
হইতে লাগিল । তাঁহার বাম ও দক্ষিণ ভাগে
মহাদ্যুতি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যথাক্রমে হংসে ও গরুড়ে
আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন । ২১—২৯ ।
অতঃপর অদিতি, দিতি, দনু, কজ্র, শচী, সুরমা,
সিংহিকা, সুরভি, মুনি, সিদ্ধি, মায়া, ক্ষমা, দুর্গা, স্বাহা
স্বধা, সুধা, সাবিদ্রী, গায়ত্রী, লক্ষ্মী, দক্ষিণা, দ্যুতি,
স্পৃহা, মতি, ধৃতি, বুদ্ধি, মহি, ঋদ্ধি, সরস্বতী, রাকা,
কুহু, সিনীবালী, ভানুমতী, ধরণী, ধারিণী, বেলা,
রাজ্যী, রোহিণী এবং অপরাপর বেদমাতা ও দেব-
পত্নীগণ সকলেই দেবদেবের সেই বিবাহে সহর্ষে
গমন করিলেন । উরগ, গরুড়, কিন্নর, নর, সাগর,
গিরি, বৎসর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মেঘ, মাস, বেদ, মন্ত্র,
যজ্ঞ, সমস্ত বৈদিক ধর্ম্ম, হুঙ্কার, প্রণব, সহস্র সহস্র
ইতি-হাস, সবাহন মহেশ্বাদি সমস্ত দেবগণ এবং
কোটি কোটি অর্কুদ অর্কুদ গণ সেই মহাদেবের
অনুগমন করিলেন । তাঁহার পশ্চাৎ শঙ্খবর্ণ বহু

মোদিতঃ ॥ ৫৭ ॥ মহোৎসবেন দেবেশো গিরিস্থানং
বিবেশ সঃ । প্রভাসৎস্বর্ণকলশং তোরণানাং শতৈ-
রুতম্ ॥ ৫৮ ॥ বৈদূর্য্যবদ্ধভূমিস্থং রত্নজৈষ্ঠ গৃহৈ-
রুতম্ । তৎ প্রবিষ্ট স্তম্বমানো দ্বারমভ্যাসসাদ হ ॥
৫৯ ॥ ততো হিমাচলস্তত্র দৃশ্যতে ব্যাকুলাকুলঃ ।
আদিশদাভ্যুতানানাং মহাদেব উপস্থিতে ॥ ৬০ ॥
ততো ব্রহ্মাণমচলো গুরুহে প্রার্থবত্বদা । কৃত্যানাং
সর্বভারেষু বাসুদেবঞ্চ বুদ্ধিমানু ॥ ৬১ ॥ প্রত্যাহ চ
বিবাহেহস্মিন্ কুমারীভ্রাতরং বিনা । ভবিষ্যতি
কথং বিবেশ লাজহোমাদিকর্ম্মসু ॥ ৬২ ॥ সূতো হি
মম মৈনাকঃ স প্রবিষ্টোহর্গবে স্থিতঃ । ইতি চিন্তা-
বিষয়ং তং বিষ্ণুরাহ মহামতিঃ ॥ ৬৩ ॥ অত্র চিন্তা ন
কর্তব্য্যা গিরিরাজ কথঞ্চন । অহং ভ্রাতা জগ-
ন্মাতুরেতদেবঞ্চ নান্তথা ॥ ৬৪ ॥ ততঃ প্রমুদিতঃ
শৈলঃ পার্শ্বতীঞ্চ স্বলঙ্কৃতাম্ । সখীভিঃ কোটি-
সংখ্যাভির্ভূতাঃ প্রাবেশয়ৎ সদঃ ॥ ৬৫ ॥ ততো
নীলময়স্তম্বঃ জলৎকাঞ্চনকুটিমম্ । মুক্তাজাল-
পরিষ্কারঃ জলিতৌষধিদীপিতম্ ॥ ৬৬ ॥ রত্নাসন-
সহস্রাঢ্যং শতযোজনবিস্তৃতম্ । বিবাহমণ্ডপং শরৌ

করিতে করিতে লাজক্ষেপ দ্বারা তাঁহাকে অভি-
নন্দিত করিতে লাগিল । গিরিশদেব এবদ্বিধ
মহোৎসব-সহকারে গিরিপুরে প্রবেশ করিলেন ।
সেই গিরিপুর সমুজ্জল স্বর্ণ-কলসযুক্ত ও শত শত
তোরণদ্বারসমন্বিত । উহার ভিত্তি-সমূহ বৈদূর্য্য-
রচিত এবং গৃহসমূহ রত্ননির্ম্মিত । গিরিজা সেই
পুরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে গিরি-ভবনের দ্বারদেশে
যাইয়া উপস্থিত হইলেন । হিমালয় তথায় বাগ্ৰভাবে
অবস্থিত ছিলেন । তিনি অমনি স্বীয় অনুচরগণকে
বিবিধ আদেশ দান করিলেন । ৫১—৬০ । অতঃ-
পর বুদ্ধিমান গিরিরাজ, ব্রহ্মাকে গুরুহে ও বিষ্ণুকে
সকল কর্ম্মের কর্ত্ত্বহে প্রার্থনা করিলেন । আর
কহিলেন,—হে বিবেশ ! এই বিবাহ-কাণ্ডে কুমারীর
ভ্রাতার অভাবে লাজ-হোমাদি কর্ম্ম কি প্রকারে
নিষ্পন্ন হইবে ? আমার পুত্র মৈনাক অর্গবে প্রবেশ
পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে । মহামতি বিষ্ণু এই
চিন্তায় বিব্রত গিরিরাজকে কহিলেন,—হে গিরিরাজ !
এবিষয়ে আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না । এই
জগন্মাতার আমিই ভ্রাতা ; ইহাতে সংশয় নাই ।
গিরিরাজ এই কথায় আনন্দিত হইয়া বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা কোটিসখী-সমাবৃত পার্শ্বতীকে সভায় প্রবেশ
করাইলেন । অতঃপর শতর অনুচরগণসহ শত-

বিবেশানুচরারূতঃ ॥ ৬৭ ॥ ততঃ শৈলঃ সপত্নীকঃ
পাদৌ প্রক্ষালা হর্ষিতঃ । ভবন্ত্য তেন তৌয়েন
সিবিচে স্বং জগত্তথা ॥ ৬৮ ॥ পাদ্যমাচমনং দৃষ্টা
মধুপকং চ গাং তথা । প্রদানন্ত প্রয়োগং চ
সন্ধিস্তয়ন্তি ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৬৯ ॥ দৌহিত্রীং কবাবাহানাং
দদ্মি পুত্রীং স্বকামহম্ । ইতুক্তা তস্মিবাষ্ট্রলো ন
জানাতি হরস্ত্য সঃ ॥ ৭০ ॥ ততঃ সর্কানপৃচ্ছৎ স কুলং
কোহপি ন বেদ তৎ । ততো বিষ্ণুরিদং প্রাহ
পৃচ্ছান্তেহন্তে কিমর্থং ॥ ৭১ ॥ অজ্ঞাতকুলতাং তন্ত
পৃচ্ছাতামমমেব চ । অহিরেব অহেঃ পাদান্ বেত্তি
নান্তো হিমাচলঃ ॥ ৭২ ॥ স্বগোত্রং যদি ন ক্রতে
ন দেয়া ভাগিনী মম । ততো হাসস্তদা জজ্ঞে সর্কেষাং
সুমহাসনঃ ॥ ৭৩ ॥ নিবৃত্তশ্চ ক্ষণাভূবঃ কিং বক্ষ্যতি
হরস্তিতি । ততো বিষ্ণু বসুধা কিঞ্চিদ্ভীতাননো
যথা ॥ ৭৪ ॥ লজ্জাজড়ঃ স্মিতঃ চক্রে ততঃ পার্থ

যোজন বিস্তৃত বিবাহমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন । সেই
বিবাহ-মণ্ডপের স্তম্বসমূহ নীলকান্ত-মণি-বিনির্ম্মিত ;
ভিত্তি জলন্ত কাঞ্চন-বচিত ; সহস্র সহস্র আসন রত্ন-
ময় ; উহার রত্ন ও ওর্বাধি-সমূহের প্রভায় সমুদ্ভাসিত ।
পরে শৈলরাজ পত্নীর সহিত ভবদেবের পদদ্বয়
প্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই জলদ্বারা আপনাকে ও
জগৎকে অভিষিক্ত করিলেন । ক্রমে পাদ্য, আচ-
মনীয়, মধুপক, গো নিবেদনান্তে সম্প্রদানের বাক্য
আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ মহা-চিন্তায় আক্রান্ত হই-
লেন । শৈলরাজ, কবাবাহগণের দৌহিত্রী, আমার
পুত্রী ইত্যাদি বাক্য শেষ করিয়া বরপক্ষীয় পিতৃ-
মাতৃ পক্ষের অজ্ঞানহেতু আর বাক্যযোজনা করিতে
পারিলেন না । তখন হিমালয় সভাস্থ সকলকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই ত্রিলোচনের
কুলবার্ত্তা জ্ঞাত নহেন, সুতরাং কিছুই বলিলেন
না । পরে বিষ্ণু কহিলেন,—গত লোকদিগকে
জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ? ইহার অজ্ঞাত কুল-
হের বিষয় ইহাকেই জিজ্ঞাসা করুন । হে হিমালয় !
সাপই সাপের পা বিদিত আছে ; অপরে, তাহা
জানে না । ইনি যদি নিজ গোত্র না বলেন, তবে
ইহাকে আমার ভগিনী সম্প্রদান করা যাইতে পারে
না । বিষ্ণুর এই কথায় সভাস্থ সকলেই উচ্চ হাস্য
করিয়া উঠিলেন এবং ক্ষণ পরেই হর কি বলেন,
তদ্বিষয়ে প্রণিহিত হইলেন । হে পৃথানন্দন ! হর-
দেব নানা চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎভীত ও লজ্জায়
জড়সড় হইয়া একটু হাস্য করিলেন । তখন বিশিষ্ট

স বৈ হরঃ । ততো বিশিষ্টা ক্রবতি শীঘ্রং কালোহতি-
বর্ততে ॥ ৭৫ ॥ হরিঃ প্রাহ মহেশানং বিভ্যদাবেদ্যাহং
তব । মাতামহং চ পিতরং প্রয়োগং শৃণু ভূধর ॥
৭৬ ॥ আত্মপুত্রায় তে শস্তো আত্মদৌহিত্র্যকাম তে ।
ইত্যাক্তে বিষ্ণুনা সর্কে সাধুসাধ্বিতি তে জগুঃ ॥ ৭৭ ॥
দেবোহপ্যদাহরদ্বুদ্ধিং সর্কেভ্যোহপাধিকাং বরাম্ ।
ততঃ শৈলস্তথা চোক্তা দত্তা দেবীঃ চ সৌদকম্ ॥
৭৮ ॥ আত্মানং চাপি দেবায় প্রদদৌ সৌদকং নগং ।
ততঃ সর্কে তুষ্ণুবৃত্তং বিবাহং বিশ্বয়াধিতাঃ ॥ ৭৯ ॥ দাতা
মহীভূতাং নাথো হোতা দেবশ্চতুর্মুখঃ । বরং পশুপতিঃ
সাক্ষাৎ কণ্ঠা বিশ্বারণিস্থথা ॥ ৮০ ॥ ততঃ স্তবৎসু
মুনিষু পুষ্পবর্ষে মহতাপি । নদৎসু দেবতুষ্যেষু
করং জগ্রাহ ত্রাসকঃ ॥ ৮১ ॥ দেবো দেবীঃ
সমালোক্য সলজ্জাঃ হিমশৈলজাম্ । ন ভূপ্যতি ন
চাহ্লাদৎ সা চ দেবং বৃষধ্বজম্ ॥ ৮২ ॥ তত্র
ব্রহ্মাদিমুনয়ো দেবীমদ্ভুতরূপিণীম্ । পশুপতঃ শরণং
জগ্মূর্নস্যা পরমেশ্বরম্ ॥ ৮৩ ॥ মা মুহ্যাম পার্শ্বতীং
চ যথা নারদপর্ষতো । ততস্তথৈব তচ্চক্রে

বাক্তিবর্গ করিলেন যে, বিলম্ব করিবেন না, লগ্ন
অতিক্রান্ত হয় । পরে বিষ্ণু সেই ভীত মহেশ্বরকে
কহিলেন যে, আমি আপনার মাতামহ ও পিতাকে
জানি । হে ভূধর ! আপনি প্রয়োগ শ্রবণ করুন ।
শস্তো ! “আত্মপুত্রায়, আত্মদৌহিত্র্যায়” এইরূপই বাক্য
হইবে তো ? বিষ্ণু এই কথা কহিলে সভাস্থ সকলেই
“সাধু সাধু” করিয়া উঠিলেন । কহিলেন,—বিষ্ণুদেব
সর্কাপেক্ষা উত্তম বুদ্ধি উদ্ভাবিত করিয়াছেন । অতঃ-
পর গিরিরাজ সেইরূপই বাক্য করিয়া উদকসহ
দেবীকে সম্প্রদানপূর্বক দেবদেবকে উদকসহ
আত্মাও দান করিলেন । ততঃপর সকলেই
বিশ্বয়াধিতমানসে সেই বিবাহের প্রশংসা করিতে
লাগিলেন । আহা ! গিরিরাজ দাতা, চতুরানন
হোতা, পশুপতি বর ও জগজ্জননী কণ্ঠা ; এ বিবাহ
অতীব আশ্চর্য্য ! মুনিগণও বিবিধ প্রশংসাবাদ
করিতে লাগিলেন । পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ; এবং
দেব-গুণভিসমূহ বাদিত হইতে লাগিল । তখন
ত্রিলোচন দেবীর কর গ্রহণ করিলেন । ৬১—৮১ ।
তিনি লজ্জাবতী শৈলজাকে দেখিয়া ভূপতির পার্শ্বসীমা
পাইলেন না ; দেবীও বৃষধ্বজকে দেখিয়া লজ্জাবশে
আহ্লাদপ্রকাশে সক্ষম হইলেন না । ব্রহ্মাদি দেব-
মুনিগণ তখন অদ্ভুত-রূপিণী দেবীকে দেখিয়া মনে
মনে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন । তাঁহারা মনে

সর্কেবামীপ্পিতং বচঃ ॥ ৮৪ ॥ ততো দেবৈশ্চ মুনিভিঃ
সংস্কৃতঃ পরমেশ্বরঃ । প্রবিবেশ শুভাং বেদিং
মূর্ত্তিমজ্জলনাশ্রিতাম্ ॥ ৮৫ ॥ বেধাঃ ক্রতীরিতৈর্ম-
জ্জৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিরুপস্থিতৈঃ । মূর্ত্তমগ্নিং জুহাব ত্রিঃ পরিক্রম্য
চ তং হরঃ ॥ ৮৬ ॥ লাজহোম উমাত্রাতা প্রাহ তং
সম্মিতং হরিঃ । বহবো মিলিতাঃ সন্তি লোকাঃ
সম্মদ ঈশ্বর ॥ ৮৭ ॥ সাবধানেন রক্ষ্যাণি ভূষণানি
দত্তা হব । ততো হরশ্চ তং প্রাহ শ্রজনে
মাতীগোপয় ॥ ৮৮ ॥ কিঞ্চিৎ প্রার্থয় দান্তামি প্রাহ
বিষ্ণুস্ততো বরম্ । অগ্নি ভক্তির্দৃঢ়া মেহস্ত স চ
তদুর্লভং দদৌ ॥ ৮৯ ॥ দদতুঃ সৃষ্টিসংরক্ষাং ব্রহ্মণে
দক্ষিণামুভৌ । অগ্নেয় যজ্ঞভাগাংশ্চ প্রীতৌ
হরজনাদিনৌ ॥ ৯০ ॥ ভূধাদীনাং ততো দত্তা ক্রতি-
রক্ষণদক্ষিণাম্ । ততো গীতৈশ্চ নৃত্তৈশ্চ ভোজনৈশ্চ
যথেষ্পিতৈঃ ॥ ৯১ ॥ মহোৎসবৈরনেকৈশ্চ বিশ্বয়ং
সমপদ্যত । বিশ্বজা লোকং তং সর্বং কিমিচ্ছাদান-

মনে করিলেন যে, আমরা যেন, নারদ-পর্ষতের
স্তায় ইহাকে দেখিয়া মোহগ্রস্ত না হই । মহাদেব
তাঁহাদিগের সেই অভিপ্রায় সাধন করিলেন । অতঃ-
পর পরমেশ্বর দেবতা ও মুনিগণ কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া
মূর্ত্তিমান অগ্নিসমবিত শুভ বেদীতে অধিরোহণ
করিলেন । বিবাতা ক্রতিপ্রোক্ত মন্ত্রানুসারে বহি-
স্থাপনাদি কার্য্য সম্পাদন করিলেন । বহি ও মন্ত্র
সকল মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজমান রহিলেন । মহেশ্বর
তখন সেই অগ্নিকে তিনবার পরিক্রমপূর্বক যথাবিধি
আর্জতি প্রদান করিলেন । পরে লাজহোম সময়ে
উমার ভ্রাতা বিষ্ণু সম্মিতমুখে কহিলেন,—হে ঈশ্বর !
এখানে অনেকানেক লোক সমাগত হইয়াছে ;
অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে, সুতরাং আপনি আপনার
ভূষণ সকল সাবধানে রক্ষা করিবেন । হরও কহি-
লেন যে, আত্মীয়জনের কাছে কিছু গোপন
করিবেন না । কিছু প্রার্থনা করেন জে আমি
তাঁহা দিতেছি । তখন বিষ্ণু বর প্রার্থনা করিলেন
যে, আপনাতে যেন আমার দৃঢ়ভক্তি থাকে ।
শঙ্করও সেই দুর্লভ-বর প্রদান করিলেন । হরি
ও হর উভয়ে প্রীতিচিন্তে ব্রহ্মাকে দক্ষিণা
স্বরূপ সৃষ্টি-রক্ষার ভার দান করিলেন । অগ্নিকে
যজ্ঞভাগ প্রদান করিলেন এবং ভূগুপ্রমুখ মহর্ষি-
গণকে ক্রতিরক্ষণভার অর্পণ করিলেন । অতঃপর
যথেষ্পিত ভোজন, নৃত্য, গীতাদি বিবিধ মহোৎসবে
সমাগত জনগণ অতীব তৃপ্ত ও বিস্মিত হইল । দেব

কৈৰ্ত্তবঃ ॥ ১২ ॥ সরস্বত্যা চ পিতরৌ দেব্যশ্চাশ্বাস্ত
তুঃখিতৌ । আমন্ত্য হিমশৈলেন্দ্রং ব্রহ্মাণং চ
সকেশবম্ ॥ ১৩ ॥ জগাম মন্দরগিরিং গিরিণা
সান্নগোহর্চিতঃ ॥ ১৪ ॥ ততো গতে ভগবতি
নীললোহিতে সহোময়া গিরিমমলং হি ভূধরঃ ।
সবান্ধবো কুদিতি হি কন্তু নো মনো বিসংষ্টুলং জগতি
হি কন্তুকাপিতুঃ ॥ ১৫ ॥ ইমং বিবাহং গিরিরাজপুত্র্যাঃ
শৃণোতি চাধোতি চ যো নরঃ শুচিঃ । বিশেষতশ্চাপি
বিবাহমঙ্গলে স মঙ্গলং বুদ্ধিমবাপ্নুতে চিরম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে কুমারেশমাহাত্ম্যো হরগৌরীবিবাহ-
বর্ণনং নাম ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ততো নিক্রপমং দিব্যং সর্বরত্নমযং
শুভম্ । ঐশাননির্মিতং সাক্ষাৎ সহ দেব্যাবিশদ-
গৃহম্ ॥ ১ ॥ তত্রাসৌ মন্দরগিরৌ সহ দেব্যা
ভগাক্ষহা । প্রাসাদে তত্র চোদ্যানে রেমে সংস্থ-
-

মহেশ্বর, তাহাদিগের প্রত্যেকের ইচ্ছানুরূপ দান
দ্বারা সন্তোষিত করিয়া বিদায় দিলেন । পরে মধুর
বাক্যে দেবীর শোকাক্রান্ত মাতা-পিতাকে আশ্বাসিত
করিয়া তাহাদিগের অনুরূপ গ্রহণান্তে বিষ্ণুকে ও
ব্রহ্মাকে সাদর সন্তোষণপূর্বক সান্নচর গিরিরাজ
কর্ত্তক সমর্চিত হইয়া গৌরীর সহিত মন্দরগিরিতে
প্রস্থান করিলেন । অনন্তর ভগবান্ নীল-লোহিত,
শৈলতনয়া সহ অমূল মন্দরগিরিতে প্রস্থান করিলে
পর ভূধররাজ সবান্ধবে রোদন করিতে লাগিলেন ।
জগতে কোন্ কন্তা-পিতারই বা মন বিহ্বল না হয় ?
যে মানব শুচি হইয়া গিরিনন্দিনীর এই বিবাহরত্নান্ত
যে কোন কালে, বিশেষতঃ বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে
পাঠ করে কিম্বা শ্রবণ করে, সে চিরতরে মঙ্গল ও
বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ৮২—১৬ ।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অনন্তর হর, মন্দরগিরিতে
যাইয়া সাক্ষাৎ ঐশাননির্মিত সর্বরত্নময় নিক্রপম
দিব্য ভবনে দেবীর সহিত প্রবেশ করিলেন ।
ভগনেত্রহর, তথায় হৃষ্টচিত্তে দেবীর সহিত প্রাসাদে

মানসঃ ॥ ২ ॥ এতশ্চিন্নস্তরে দেবাস্তারকেনাতি-
পীড়িতাঃ । প্রোৎসাহিতেন চাতার্ক ময়া কলিচিকী-
বুর্ণা ॥ ৩ ॥ আসাদ্য তে ভবং দেবং তুর্লুব্বহধা
স্তবৈঃ । এতশ্চিন্নস্তরে দেবী প্রোদ্বর্ত্তয়তি গাত্রকম্ ॥ ৪ ॥
উদ্বর্ত্তনমলেনাথ নরং চক্রে গজাননম্ । দেবানাং
সংস্তবৈঃ পুণ্যৈঃ কুপয়াভিপরিপ্লুতা ॥ ৫ ॥ পুত্রোত্থাবাচ
তং দেবী ততঃ সংহৃষ্টমানসা । এতশ্চিন্নস্তরে শর্ক-
স্তত্রাগতা বচোহববীৎ ॥ ৬ ॥ পুত্রস্তবায়ং গিরিজৈ
শৃণু যাদৃগ্ভবিব্যাতি । বিক্রমেণ চ বীৰ্য্যেণ কুপয়া
সদৃশো ময়া ॥ ৭ ॥ যথাহং তাদৃশশ্চাসৌ পুত্রস্তে
ভবিতা শুভৈঃ । যে চ পাপা দুরাচারা বেদান্ ধর্ম্মং
দ্বিৰন্তি চ ॥ ৮ ॥ তেসামামরণান্তানি বিঘ্নান্তেষ
করিস্যতি । যে চ মাং নৈব মন্তস্তে বিষ্ণুং বাপি
জগদুগুরুম্ ॥ ৯ ॥ বিঘ্নিতা বিঘ্নরাজেন তে যান্তস্তি
মহন্তমঃ । তেষাং গৃহেষু কলহঃ সদা নৈবোপ-
শাম্যতি । পুত্রস্ত তব বিঘ্নেন সমূলং তস্ত নশ্ততি ॥
১০ ॥ যেষাং ন পূজাঃ পূজান্তে ক্রোধাসত্যপরাশ্চ
যে ॥ ১১ ॥ রৌদ্রসাহসিকা যে চ তেষাং বিঘ্নঃ

ও উদ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে
বিবাদ বাধাইবার উদ্দেশে আমি তারকাস্বরপীড়িত
দেবগণকে অতিমাত্র উৎসাহ প্রদান করায় তাহারা
ভবদেবের সমীপস্থ হইয়া বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব
করিতে আরম্ভ করিলেন । এই সময়ে দেবী
গাত্রোদ্বর্ত্তন করিতেছিলেন । তিনি উদ্বর্ত্তনমলদ্বারা
একটা গজমুখ মনুষ্যমূর্ত্তি নির্মাণ করিলেন । পরে
দেবগণের পুণ্য স্তুতি শ্রবণে করুণাপ্লুত চিত্তে তাহা-
কেই ‘পুত্র’ বলিয়া আদর করিতে লাগিলেন ।
ইত্যবসরে ভগবান শম্ভু সেই স্থানে আসিয়া কহি-
লেন,—গিরিজৈ ! তোমার এই পুত্র যেরূপ হইবে,
তাহা শ্রবণ কর । তোমার এই পুত্র যেমন আমি
তেমনি গুণবান হইবে । এ পুত্র বিক্রমে বীৰ্য্যে ও
দয়ায় আমারই তুল্য হইবে । যাহারা পাপী, দুরাচার,
এবং বেদ ও ধর্ম্মের দ্বেষপররা য়ণ, এই পুত্র তাহা-
দিগের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিঘ্নাচরণ করিবে । যাহারা
আমাকে এবং জগদুগুরু বিষ্ণুকে মানে না; তাহারা
এই বিঘ্নরাজ কর্ত্তক বিঘ্নে অভিভূত হইয়া স্তম্ভ
তমোময় নরকে গমন করিবে । তোমার এই
পুত্রের অন্তর্গত বিঘ্নে তাহাদিগের গৃহে কদাচ
কলহের বিরতি ঘটিবে না; তাহারা সমূলে বিনষ্ট
হইবে । ১—১০ । যাহারা পূজ্যজনের পূজা
করে না, যাহারা ক্রোধী ও যাহারা অসত্যপরায়ণ

করিষ্যতি। ঋতিধর্ম্যান্ জ্ঞাতিধর্ম্যান্ পালয়ন্তি
 গুরুশ্চ যে ॥ ১২ ॥ কৃপালবো গতক্রোধাস্তেবাং
 বিঘ্নং হরিষ্যতি। সর্বে ধর্ম্যাশ্চ কৰ্ম্মাণি তথা নানা-
 বিধানি চ ॥ ১৩ ॥ সবিস্মানি ভবিষ্যন্তি পূজয়াস্ত
 বিনা শুভে। এবং ঋত্বা উমা প্রাহ এবমস্থিতি
 শঙ্করম্ ॥ ১৪ ॥ ততো বৃহত্তনুঃ সোহভূতৈজসা
 দ্যোতয়ন্ দিশঃ। ততো গণৈঃ সমং সর্বং সুরাণাং
 প্রদদৌ চ তম্। যাবন্তারকহস্তা বো ভবেত্তাবদয়ং
 প্রভুঃ ॥ ১৫ ॥ ততো বিঘ্নপতিদেবৈঃ সংস্কৃতঃ
 প্রণতার্তিহা। চকাব তেবাং কৃত্যানি বিঘ্নানি দিতি-
 জন্মনাম্ ॥ ১৬ ॥ পার্বতী চ পুনর্দেবী পুত্রহে
 পরিকল্পা চ। অশোকস্তাপুরঃ বাভিরবক্লয়ত
 স্বাহতেঃ ॥ ১৭ ॥ সপ্তর্ধীনখ চাহ্য সংস্কারমঙ্গলং
 তরোঃ। কারয়ামাস তবঙ্গী ততস্তাং মুনয়োহব্রবন ॥
 ১৮ ॥ ত্বয়ৈব দর্শিতে মার্গে মর্যাদাং কর্তুমর্হসি।
 কিং ফলং ভবিতা দেবি কল্লিতৈস্তরুপুত্রকৈঃ ॥ ১৯ ॥

ও দুঃসাহসী, এই পুত্র তাহাদিগের বিষয় করিবে।
 পরন্তু যাহারা বৈদিক ধর্ম, জ্ঞাতি ধর্ম পালন করে,
 যাহারা গুরুবর্গের যথোচিত পূজা করে এবং যাহারা
 দয়ালু ও ক্রোধহীন, তোমার এই তনয় তাহাদিগের
 বিষয় বিনাশই করিবে। শুভে! ইহার পূজা বাতীত
 সমস্ত ধর্ম কৰ্ম্ম বিবিধ বিষয়ে আক্রান্ত হইবে। উমা
 এই কথা শুনিয়া শঙ্করকে কহিলেন—“তাহাই হউক”
 অতঃপর সেই বালক বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া তেজঃ-
 প্রভাবে দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন।
 পরে শঙ্কর দেবগণকে “যাবৎ তারকহস্তার জন্ম
 না হয়, তাবৎকাল এই পুত্রই তোমাদিগকে পালন
 করিবে” এই বলিয়া গণগণ সহ সেই পুত্র প্রদান
 করিলেন। অতঃপর সেই প্রণতার্তিঘাতী বিঘ্নপতি
 দেবগণ কর্তৃক স্তব হইয়া দেবগণের বিঘ্ননিরসন ও
 দৈত্যগণের বিঘ্নসংঘটন করিতে লাগিলেন।
 অনন্তর ক্রিয়াকালান্তে পার্বতীদেবী একটি অশোক-
 বৃক্ষের অঙ্কুরকে পুত্রহে কল্পনা করিয়া সাদরে
 বারিলেচনে তাহাকে বদ্ধিত করিতে লাগিলেন।
 কীর্ণাঙ্গী গিরিনন্দিনী সপ্তসিগণকে আহ্বান করিয়া
 সেই অশোকতরুর মঙ্গল সংস্কার সমাধান করিলেন।
 সপ্তর্ধীনখ কহিলেন,—অগ্নি দেবি! পুত্র প্রাপ্তি
 নিমিত্ত এই প্রক্রিয়া আপনিই প্রবর্তিত করিলেন,
 অতএব ইহার একটি মর্যাদা স্থাপন করা কর্তব্য।
 এইরূপ তরুপুত্র কল্পনা করিলে কি ফল হইবে?

দেবুবাচ। যো বৈ নিরুদকে গ্রামে কূপং কারয়তে
 বৃধঃ। যাবন্তোয়ং ভবেৎ কূপে তাবৎ স্বর্গে স
 মোদতে ॥ ২০ ॥ দশকূপসমা বাপী দশবাপীসমং
 সরঃ। দশসরঃসমা কন্যা দশকন্তাসমঃ ক্রতঃ ॥
 ২১ ॥ দশক্রতুঃসমঃ পুত্রো দশপুত্রসমো ক্রমঃ ॥
 ২২ ॥ এষেব মম মর্যাদা নিয়তা লোক-
 ভাবিনী। জীর্ণোদ্ধারে কৃতে বাপি ফলং
 তাদৃগুণং মতম্ ॥ ২৩ ॥ ইতি গণেশোৎপত্তিঃ।
 ততঃ কদাচিত্তগবানুময়া সহ মন্দরে। মন্দিরে হর্ষ-
 জননে কলধৌতময়ে শুভে ॥ ২৪ ॥ প্রকীর্ণকুসুমা-
 মোদমহালিকুলকুজিতে। কিন্নরোদ্যাতসঙ্গীতপ্রতি-
 শব্দিতমধ্যাকে ॥ ২৫ ॥ ক্রীড়াময়ুরেহংসৈশ্চ ঋতৈ-
 শ্চৈবাত্মনাদিতে। মৌক্তিকৈর্বাধৈধে রত্নৈর্বিনির্মিত-
 গবাক্ষকে ॥ ২৬ ॥ তত্র পূণ্যকথাভিষ্চ ক্রীড়তো-
 ক্রভয়োস্তয়োঃ। প্রাহুরভূমহাঙ্কঃ পুরিতাহরগোচরঃ ॥
 ২৭ ॥ তং ঋত্বা কোতুকাদেবী কিমেতদিতি শঙ্করম্।

১১—১৯। দেবী কহিলেন, যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিরু-
 দক গ্রামে কূপ খনন করায়, সেই কূপে যাবৎ কাল
 জল থাকে, সে তাবৎকাল স্বর্গে সানন্দে বাস করে।
 একটি দীর্ঘিকা দশটি কূপের তুল্য, একটি সরোবর
 দশটি দীর্ঘিকার তুল্য, একটি কন্যা দশটি সরোবরের
 তুল্য, একটি ক্রতু দশটি কন্তার তুল্য, একটি পুত্র
 দশটি ক্রতুর তুল্য এবং একটি বৃক্ষ দশটি পুত্রের
 তুল্য। আমি এই লোকহিতসাধিনী মর্যাদা
 প্রতিষ্ঠা করিলাম। জীর্ণোদ্ধার করিলেও উক্ত
 ফলের দ্বিগুণ করিয়া ফললাভ হয়। ইহাই
 আমার মত ॥ ২০—২৩ ॥ এই গণেশোৎপত্তিবৃত্তান্ত
 উক্ত হইল। অতঃপর একদা ভগবান্ শঙ্কর
 উমার সঙ্গিত সেই মন্দরগিরিবরে কোন একটি
 স্বর্ণময় সুন্দর হর্ষজনক মন্দিরে বিহার করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন। সেই গৃহ ইতস্ততঃ প্রকীর্ণ কুসুম-
 সমূহেব গন্ধে সমাগত অলিকুলে কুজিত হইতে-
 ছিল, কিন্নরগীত সঙ্গীত দ্বারা উহার মধ্যভাগ
 প্রতিশব্দিত হইতেছিল; এবং ক্রীড়াময়ুর ও হংস-
 গণের শব্দে মিনাদিত হইতেছিল। উহার গবাক্ষ
 সমূহ বিবিধ যুক্তা রত্নাদি দ্বারা বিনির্মিত। সেই
 মন্দিরে উমা মহেশ্বর মনোহর কথাবার্তার বিহার
 করিতেছিলেন; ইত্যবসরে সহসা একটা গগন-
 বাপী মহান শব্দ হইল। শুভাঙ্গী দেবী সেই শব্দ
 শুনিয়া বিস্ময়বশে কোতুকাবিধিচিন্তে “এ কি?”

পর্যপূচ্ছততনুর্হরং বিশ্বয়পূর্বকম্ ॥ ২৮ ॥ তামাহ
দেবীঃ গিরিশো দৃষ্টপূর্বাক্ষ তে হুয়া । এতে গণা
মে ক্রীড়ন্তি শৈলেশ্বিন্ধ্রিঃস্বপ্ৰিয়াঃ শুভে ॥ ২৯ ॥
তপসা ব্রহ্মচর্যেণ ক্রেশেন ক্ষেত্রসাধনৈঃ । যৈরহং
তোষিতঃ পৃথ্ব্যাং ত এতে মনুজোক্তমাঃ ॥ ৩০ ॥ মৎ-
সমীপমমুপ্রাপ্তা মম লোকং বরাননে । চরাচরস্মা
জগতঃ সৃষ্টিসংহারণক্ষমাঃ ॥ ৩১ ॥ বিনৈতান্নৈব মে
প্রীতিনৈতিবিরহিতো রমে । এতে অহমহং চৈতে
তানেতান্ পশু পার্শ্বতি ॥ ৩২ ॥ ইত্যুক্তা বিস্মিতা
দেবী দদৃশে তান্ গবাক্ষকে । স্থিতা পদ্মপলাশাক্ষী
মহাদেবেন ভাষিতা ॥ ৩৩ ॥ কেচিৎ কৃশা হ্রস্বদীর্ঘাঃ
কেচিৎ স্থূলমহোদরাঃ । ব্যাঘ্রেভমেঘাজমুগা নানা-
প্রাণিমহামুখাঃ ॥ ৩৪ ॥ ব্যাঘ্রচর্ম্যপরীধানা নগ্না
জ্বালামুখাঃ পরে । গোকর্ণা গজকর্ণাশ্চ বহুপাদ
মুখেক্ষণাঃ ॥ ৩৫ ॥ বিচিত্রবাহনাশ্চৈব নানায়ুধ-
ধরাস্তথা । গীতবাদিত্রতবৃদ্ধাঃ সঙ্গীতরসপ্রিয়াঃ ॥

বলিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন । তদন্তরে
মহেশ্বর কহিলেন,—শুভে ! ইহারা আমার গণ ।
তুমি পূর্বে ইহাদিগকে দেখিয়াছ । ইহারা তোমার
প্রিয়কারী । সম্প্রতি ইহারা ক্রীড়া করিতেছে ।
ভূতলে যাহার তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, কায়শোধন প্রভৃতি
বিবিধ ক্রেশ স্বীকার করিয়া আমাকে সন্তোষিত
করিয়াছে, অগ্নি বরাননে । সেই নরোত্তমগণই
এক্ষণে আমার গণ হইয়া আমার লোকে মৎসমীপে
অবস্থান করিতেছে । ইহারা চরাচর জগতের
সৃষ্টি-সংহারে সক্ষম । পার্শ্বতি ! আমি এই গণগণ
ব্যতীত প্রীতিনাভ করি না ; কিন্ত ইহাদিগকে
ছাড়িয়া বিহারও করি না । ইহারাই আমি,—
আমিই ইহারা । তুমি ইহাদিগকে অবলোকন
কর । ২৪-৩২ । মহাদেব এইরূপ বলিলে, পদ্মপলাশ-
লোচনা পার্শ্বতী গবাক্ষে অবস্থানপূর্বক তাহা-
দিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । দেখি-
লেন,—তাহারা কেহ কৃশ, কেহ খর্ব্ব, কেহ দীর্ঘ,
কেহ স্থূল, কেহ মহোদর, কেহ কেহ ব্যাঘ্র হস্তী
মেঘ ছাগ প্রভৃতি বিবিধ প্রাণিসদৃশ মুখসম্পন্ন ;
কেহ ব্যাঘ্রচর্ম্য পরিধান, কেহ নগ্ন, কেহ জ্বালামুখ,
কেহ গোকর্ণ, কেহ গজকর্ণ, কেহ বহুপাদ, কেহ বহু-
মুখ এবং কেহ বা বহুনেত্রসম্পন্ন । তাহারা অনেকে
বিবিধ বিচিত্র বাহনরূঢ়, নানাবিধ আয়ুধধারী, গীত-
বাদ্যকুশল, অত্যন্ত উৎসাহসম্পন্ন এবং সঙ্গীত-

তান্ দৃষ্ট্বা পার্শ্বতী প্রাহ কতিসম্ভ্যাতিধাম্মী ॥ ৩৭ ॥
শ্রীশঙ্কর উবাচ । অসম্ভোয়াস্বমী দেবি অসংভো-
য়াভিধাস্তথা । জগদাপূরিতং সৰ্বমেতৈতীমৈ-
র্নহাবলৈঃ ॥ ৩৮ ॥ সিদ্ধক্ষেত্রেষু রথাসু জীর্ণোদ্যানেষু
বেশ্যসু দানবানাং শরীরেষু বালেশ্বনৃতকেষু চ ॥ ৩৯ ॥
এতে বিশন্তি মুদিতা নানাহারবিহারিণঃ । উন্মপাঃ
ফেনপাশ্চৈব ধূম্রপা মধুপাঘিনাঃ । মদাহারাঃ সর্ব-
ভক্ষ্যাস্তথাত্তে চাপ্যভোজনাঃ ॥ ৪০ ॥ গীতনৃত্যো-
পহারাস্ত নানাবাদ্যববশ্রিয়াঃ । অনন্তবাদমীমাঞ্চ
বক্তুঃ শক্যা ন বৈ শুণাঃ ॥ ৪১ ॥ শ্রীদেব্যাবাচ ।
মনঃশলেন কল্পেন য এব জ্বলিতাননঃ । তেজসা
ভাঙ্করাকারো কপেণ সদৃশস্তব ॥ ৪২ ॥ আকর্ণ্যাকর্ণ্য
তে দেব গণৈর্গীতান মহাশৃণান্ । মুহূর্ত্ত্যতি হাস্তঞ্চ
বিদধাতি মুহূর্ত্ত্যন্তঃ ॥ ৪৩ ॥ সদাশিবশিবেত্যেবং
বিহ্বলো বভি যো মুহুঃ । ধন্তোহয়মীদৃশী যন্ত
ভক্তিহুয়ি মহেশ্বরে ॥ ৪৪ ॥ এনং বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি
কিন্নামাসৌ গণস্তব । শ্রীশঙ্কর উবাচ । স এব

রসপ্রিয় । পার্শ্বতী তাহাদিগকে দেখিয়া শঙ্করকে
জিজ্ঞাসিলেন যে, ইহারা সংখ্যায় কত ? ইহাদিগের
নামই বা কি ? শঙ্কর কহিলেন,—দেবি ! ইহারা
অসংখ্য, ইহাদিগের নামও অসংখ্য । এই ভীষণ-
কার মহাবল গণগণ দ্বারা জগৎ পরিপূরিত । সিদ্ধ-
ক্ষেত্র, পথ, জীর্ণ উদ্যান, জীর্ণ-ভবন দানবগণের
শরীর, বালকশরীর ও উন্মত্তদিগের শরীর
আশ্রয় করিয়া ইহারা আনন্দ মনে বিবিধ আহার
বিহার করিয়া থাকে । ইহারা কেহ উন্মা, কেহ
ফেন, কেহ ধূম্র, কেহ মধু, কেহ মদ এবং কেহ
বা সর্ববিধ বস্ত্রই আহার করে ; আবার কেহ বা
মোটাই ভোজন করে না । ইহারা নৃত্য গীতো-
পহারে সন্তুষ্ট এবং নানাবিধ বাদ্যরবে প্রীতিমান ।
ইহারা অনন্ত বলিয়া ইহাদিগের সম্যক্গুণ বর্ণন
করিতে পারা যায় না । ৩৩-৪১ । দেবী কহি-
লেন,—হে দেব ! এই যে, যাহার মুখমণ্ডল মনঃ-
শিলা কঙ্ক দ্বারা প্রলিপ্ত, যে তেজে সূর্য্য-সম এবং
রূপে আপনারই তুল্য, এবং গণগণ গীত উত্তম
সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত্য নৃত্য করিতেছে, ক্ষণে-
ক্ষণে হাস্ত করিতেছে, আর বিহ্বলভাবে এক
একবার “সদাশিব, শিব” এই কথা বলিতেছে ; হে
মহেশ্বর ! আপনার প্রতি যাহার এবিধ ভক্তি,
ঐ ব্যক্তি ধন্ত ; আমি উহাকে জানিতে চাই,
আপনার ঐ গণের নাম কি ? শঙ্কর কহিলেন,

বীরকো দেবি সদা মেহুদিস্মৃতে প্রিয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
 নানাশ্রম্যগুণাধারঃ প্রতীহারো মতোহুদিকে । দেবী-
 বাচ । ঐদৃশস্ত স্মৃতস্তাপি মমোৎকর্ষা পুরাস্তক ॥ ৪৬ ॥
 কদাহমীদৃশং পুত্রং লপ্সামানন্দদায়কম্ । শঙ্কর
 উবাচ । এষ এব স্মৃতস্তোস্ত খাবদীদৃক পরেহ
 ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥ ইতুক্তা বিজয়াঃ প্রাহ শীঘ্রমানয়
 বীরকম্ । বিজয়া চ ততো গদা বীরকঃ বাকাম-
 ত্রবীৎ ॥ ৪৮ ॥ এহি বীরক তে দেবী গিবিজা
 তোষিতা শুভা । ত্বামাহ্বয়তি সা দেবী ভবস্মানুমতে
 স্বয়ম্ ॥ ৪৯ ॥ ইতুক্তাঃ সধমযুতো মুখং সমাজ্য
 পানিনা । দেব্যাঃ সমীপমাগচ্ছজ্জয়স্বাগতঃ শটেনঃ ॥ ৫০ ॥
 তং দৃষ্টা গিরিজা প্রাহ গিরা মধুরবর্ণা । এহেতি
 পুত্র দন্তস্বং ভবেন মম পুত্রকঃ ॥ ৫১ ॥ ইতুক্তো
 দণ্ডবদেবীঃ প্রণম্যাবস্থিতঃ পুরঃ । মাতা
 ততস্তমালিঙ্গ্য রুহোৎসঙ্গে চ বীরকম্ ॥ ৫২ ॥
 চুস্ব চ কপোলে তং গাত্রাণি চ প্রমা-
 র্জয়ৎ । ভূষয়ামাস দিব্যোস্তং স্বয়ং নানা-

—গিরিনন্দিনি! এই সেই বীরক। এ আমার
 সতত প্রিয়পাত্র। অদ্বিকে! এ নানাবিধ আশ্রম্য
 গুণের আধার এবং আমার অভিমত প্রতীহারী।
 দেবী কহিলেন,—হে ত্রিপুরাস্তক। আমার একটি
 ঐদৃশ পুত্রের নিমিত্ত উৎকর্ষা জন্মিয়াছে। কবে
 এমন একটি আনন্দদায়ক পুত্র লাভ করিব;
 শঙ্কর কহিলেন,—দেবি! যাবৎকাল তোমার
 এবন্ধি পুত্র না হয়, তাবৎ এইটাই তোমার
 পুত্র হউক। এই কথা বলিয়াই বিজয়াকে
 কহিলেন যে, সহর বীরককে লইয়া আইস।
 তখন বিজয়া যাইয়া বীরককে কহিলেন,—
 আইস বীরক! তোমার প্রতি শুভা গিরিনন্দিনী
 সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভবদেবের মতানুসাবে সেই
 দেবী স্বয়ং তোমাকে ডাকিতেছেন। বীরক এই
 কথা শুনিয়া সধম সহকারে পাণিদ্বারা মুখ মার্জন
 করিয়া বিজয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে আগমন
 করিল। গিরিজা তাঁহাকে দেখিয়া মধুর বচনে
 কহিলেন,—এস পুত্র! এস, শঙ্কর তোমাকে পুত্র-
 রূপে আমায় দান করিয়াছেন। ৪২—৫১। বীরক
 এই কথা শুনিয়া দেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া
 তদীয় পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিল। মাতা তখন
 তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কোড়ে করিয়া তদীয়
 গাত্র মার্জনা করিতে করিতে তাহাকে চুসন করি-
 লেন। আর স্বয়ং বিবিধ দিব্য ভূষণে তাহাকে

বিভূষণে ॥ ৫৩ ॥ এবং সঙ্কল্য তং পুত্রং লালয়িত্বা
 উমাচিরম্ । উবাচ পুত্র ক্রীড়েতি গচ্ছ সার্কং
 গণৈরিতি ॥ ৫৪ ॥ ততশ্চক্রীড় মধ্যে স গণানাং
 পার্শ্বতীসুতঃ । মুত্তমুহঃ স্বমনসি স্ববন ভক্তিং স
 শাকরীম্ ॥ ৫৫ ॥ প্রণম্য সর্বভূতানি প্রার্থয়াম্যস্মি
 ত্বদরম্ । ভক্ত্যা ভজধর্মীশানং যন্তা ভক্তেরিদং
 ফলম্ ॥ ৫৬ ॥ ক্রীড়িতুং বীরকে যাতে ততো দেবী চ
 পার্শ্বতী । নানাকথাভিচ্চক্রীড় পুনরেব জটাতুতা
 ॥ ৫৭ ॥ ততো গিরিসুতাকণ্ঠে ক্ষিপ্তবাহর্মহেশ্বরঃ ।
 তপসস্ব বিশেষার্থঃ নম্র দেবীঃ কিলাত্রবীৎ ॥ ৫৮ ॥
 স হি গোরতনুঃ শর্কো বিশেষাচ্ছশিশোভিতঃ ।
 রঞ্জিতা চ বিভাবর্ণা দেবী নীলোৎপলচ্ছবিঃ ॥ ৫৯ ॥
 শঙ্কর উবাচ । শরীরে মম তদ্বক্ষি সিতে ভাস্তসিত-
 ত্তাতিঃ । ভূজঙ্গীবাসিতা শুভ্রে সংলিষ্টা চন্দনে
 তরো ॥ ৬০ ॥ চন্দ্রজ্যোৎস্নাভিসম্পৃক্তা তামসী
 রজনী যথা । রজনী বা সিতে পক্ষে দৃষ্টিদোষঃ
 দদাসি মে ॥ ৬১ ॥ ইতুক্তা গিরিজা তেন কণ্ঠঃ
 শর্কাদ্বিমুচ্য সা । উবাচ কোপরক্তাক্ষী তৃকুটী-

ভূষিত করিলেন। উমা দেবী এইরূপে তাহাকে
 পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া অনেকক্ষণ লালনপূর্বক
 কহিলেন,—বৎস! যাও, গণগণসহ ক্রীড়া কর গিয়া।
 অতঃপর সেই পার্শ্বতীনন্দন নিজ মনে ক্ষণে ক্ষণে
 শিবভক্তির প্রশংসা সহকারে গণগণমধ্যে বিহার
 করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে বলিতে
 লাগিলেন যে, আমি সর্বপ্রাণীকে প্রণতি সহকারে
 নিষ্পদ করিতেছি যে, যাহার ভক্তির এইরূপ ফল,
 সকলেই ভক্তিসুভক্ত হইয়া সেই ঈশানের ভজনা
 কব। বীরক ক্রীড়া করিতে গেলে পর আবার
 দেবী গিরিজা জটায়ুর মহেশ্বরের সহিত নানা
 কথাবার্তায় বিহার করিতে লাগিলেন। তখন
 মহেশ্বর গিরিজার কণ্ঠে বাহ স্থাপনপূর্বক দেবী
 যাহাতে আরও বিশেষ তপস্তা করেন, তদ্বদেগ্রে
 পরিহাসচ্ছলে কহিলেন,—অয়ি দেবি! তুমি কৃশাঙ্গী
 ও অসিতকান্তি বলিয়া আমার শরীরে সংলিষ্টা
 হইয়া সিত চন্দনপাদপল্লব ভূজঙ্গীর ন্যায় প্রতীয়-
 মানা হইতেছ। মদীয় শিরশ্চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়
 সম্পৃক্ত হইয়া তুমি তামসী নিলীধিনীসমা বলিয়া কৃষ্ণ-
 পক্ষীয় রজনীর ন্যায় দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটাইতেছ।
 ৫২—৬১। শঙ্কর এই কথা কহিলে গিরিজাদেবী
 শঙ্করের বাহ বেষ্টন হইতে নিজ কণ্ঠমোচন করিয়া

বিকৃতাননা ॥ ৬২ ॥ স্বকৃতেন জনঃ সর্বো জনেন
পরিভূয়তে । অবশ্যমর্থী প্রাপ্নোতি খণ্ডনাং শশি-
খণ্ডভৃৎ ॥ ৬৩ ॥ তপোভির্দীপ্তচরিতৈর্ঘৃতাঃ প্রার্থিত-
বত্যাঃ ॥ তস্মাৎ মে নিয়মশ্চৈবমবমানঃ পদেপদে ॥
৬৪ ॥ নৈবাহং কুটীলা শর্কর বিষমা ন চ ধূর্জটে ।
স্বদৌর্বেহং গতঃ ক্ষান্তিঃ তথা দোষাকরশ্চয়ঃ ॥ ৬৫ ॥
নাহং মুখ্যামি নখনে নেত্রহস্তা ভবান ভব । ভগন্ততে
বিজানান্তি তথৈবেদং জগন্ময়ম্ ॥ ৬৬ ॥ মুর্দ্ধি শূলং
জনয়সে স্বৈদৌর্বেহমধিক্ষিপন । যদ্বং মামাহ
কৃষ্ণেতি মহাকালোহসি বিস্তৃতঃ ॥ ৬৭ ॥ যাস্মামাহং
পরিত্যক্তুমাত্মনং তপসা গিরিম্ । জীবন্ত্য নাস্তি
মে কৃত্যং ধূর্তেন পরিভূতয়া ॥ ৬৮ ॥ নিশমা তস্মাৎ
বচনং কোপতীক্ষ্ণাক্ষরং ভবঃ । উবাচাত্চ চ সম্রাস্তো
দুর্জেষ্টচরিতো হরঃ ॥ ৬৯ ॥ ন তদ্ব্যজাসি গিরিজে

নাহং নিন্দাপরস্তব । চাটুজিবুদ্ধ্যা কৃতবাঃস্তবাহং
নর্মকীর্তনম্ ॥ ৭০ ॥ বিকল্পঃ স্বচ্ছচিত্তেতি গিরিজৈব
মম প্রিয়া । প্রায়েণ ভূতিলিপ্তানামস্তথা চিন্তিতা
হৃদি ॥ ৭১ ॥ অস্মাদৃশানাং কৃষ্ণাঙ্গি প্রবর্তন্তেহস্তথা
গিরঃ । যদ্যেবং কুপিতা ভীকু ন তে বক্ষ্যাম্যহং
পুনঃ ॥ ৭২ ॥ নশ্ববাদী ভবিষ্যামি জহি কোপং
শুচিস্মিতে । শিরসা প্রণতস্তেহং রচিতস্তে
ময়াঙ্গলিঃ ॥ ৭৩ ॥ দৌনেনাপ্যপমানেন নিন্দিতো
নৈমি বিক্রিয়াম্ । বরমস্মি বিনম্রোহপি ন ত্বং দেবি
গুণাবিতা ॥ ৭৪ ॥ ইত্যনেকৈশ্চাটুবাক্যৈঃ সূক্তৈ-
র্দেবেন বোদিতা । কোপং তীত্রং ন তত্যাজ সতী
মস্মিণ ঘটিতা ॥ ৭৫ ॥ অবষ্টকাবথ ক্ষিপ্তা পাদৌ
শঙ্করপাণিনা নিপর্ঘ্যস্তালকা বেগাদ্গন্তমৈচ্ছত
শৈলজা ॥ ৭৬ ॥ তস্মাৎ ব্রজন্ত্যঃ কোপেন পুনরাহ
পুৰ্বাস্তবঃ । সত্যং সর্করবয়বৈঃ সূতেতি সদৃশী

অকুটীকুটিলমুখে কোপারক্তনখনে কহিলেন,—হে
চন্দ্রশেখর ! সকলেই নিজ কৃত কল্মষ ফলে পরি-
ভব প্রাপ্ত হয় । বিশেষতঃ প্রার্থী ব্যক্তি অবশ্যই
লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে । আমি যে অতি কঠোর
তপস্শাচরণ করিয়া আপনাকে প্রার্থনা করিয়াছিলাম,
আমার সেই দৃষ্টের নিয়মের এইরূপ পদে পদে অব-
মান ঘটতেছে । হে শর্কর ! আমি কুটীলা নহি, হে
ধূর্জটে ! আমি বিষমাও নহি । আপনি নিজে দোষী
বলিয়াই শাস্তভাবে থাকেন । দোষাকরই * আপনার
শোভা-স্বরূপ । হে ভব ! আমি আপনার দৃষ্টি-
বিনাশ করিতেছি না ; কিন্তু আপনিই নেত্র বিনা-
শক । তাহা ভবদেব এবং ত্রিজগদ্বাসী অবগত
আছেন । নিজে দোষী হইয়াও আমাকে নিন্দা
করিয়া শিরঃপীড়া জন্মাইতেছ ; তুমি কি না, স্বয়ং
মহাকাল নামে বিখ্যাত হইয়াও আমাকে কৃষ্ণ
বলিয়া উপহাস করিলে ! আমি ধূর্ত কর্তৃক পরিভূত
হইলাম ; অতএব আমার আর জীবন ধারণে
প্রয়োজন নাই । আমি তপস্শা দ্বারা দেহত্যাগার্থ
গিরিবরে গমন করিব । ভবদেব গিরিজার সেই
কোপতীক্ষ্ণ বচন শ্রবণে সম্রাস্ত ভাবে কহিতে
লাগিলেন । বস্তৃতঃ শঙ্করের চরিত্র অতীব
দুর্জেষ্ট । শঙ্কর কহিলেন,—অগ্নি গিরি-নন্দিনি !
তুমি তদ্বার্থ না, বুঝিয়াই আমার প্রতি ক্রোধ

করিতেছ ; নচেৎ আমি তোমার নিন্দা করণাতি-
প্রায়ে ও-কথা কহি নাই । আমি চাটুবাক্য বলিতে
গিয়া পবিত্রাসবশে ও-রূপ বলিয়াছি । অগ্নি কৃষ্ণাঙ্গি !
“আমার প্রিয়া গিরিজা স্বচ্ছচিত্তা,” এই ভাবটী
প্রকাশ করাই আমার অভিপ্রায় ছিল ; কিন্তু মাদৃশ
বিভূতিলিপ্ত * জনগণের অন্তঃকরণে একরূপ চিন্তা
থাকিলেও অনেক সময়ে অন্তরূপ বাক্য প্রবৃত্ত হইয়া
থাকে । ভীকু ! তুমি যদি ইহাতে কুপিতা হইয়া
থাক, তবে আমি আর কখনও এরূপ বলিব না ;
কেবল চাটুবাক্যই প্রয়োগ করিব । অগ্নি সূক্ষ্মিতে !
তুমি কোপ পরিহার কর । আমি তোমাকে মস্তক
দ্বারা প্রণাম করিতেছি ; এই তোমার নিকট কর-
যোড়ে বলিতেছি,—হীন ব্যক্তিও যদি আমার অপ-
মান বা নিন্দা করে, তথাপি আমি কখনও বিকার-
প্রাপ্ত হইব না ; বরং সর্করাদি বিনম্র হইয়া থাকিব ।
পরন্তু তুমি গুণাবিতা হইয়াও শাস্ত হইতেছ না কেন ?
৬২—৭৪ । মহাদেব ইত্যাদি বিবিধ বাক্যে প্রবোধ-
দান করিলেও পার্শ্বতী মর্শ্বে আঘাত পাইয়াছিলেন
বলিয়া তীত্র কোপ পরিত্যাগ করিলেন না । তিনি
শঙ্করধৃত পদদ্বয় ঝাড়া দিয়া ছাড়াইয়া লইয়া ক্রুদ্ধ-
বেগে আলু-থালু কেশে প্রস্থান করিতে লাগিলেন ।
তিনি কোপবশে যাইতে থাকিলে ত্রিপুরারি পুনরায়
তাহাকে কহিলেন,—তুমি সর্করবয়বই পিতার

* দোষাকর—দোষের আকর ; পক্ষান্তরে—

পিতৃঃ ॥ ৭৭ ॥ হিমাচলস্ত শৃঙ্গৈস্তৈর্নেঘমালাকুলৈর্ধনঃ ।
তথা হ্রবগাহোহসৌ হৃদযেভ্যাস্তবশয়ঃ ॥ ৭৮ ॥
কাঠিন্যং কষ্টমস্মিন্তে বনেভ্যাং বহুধা গতম্ ।
কুটিলত্বং নদীভ্যাস্তে হুঃসেব্যত্বং হিমাঙ্গি ॥ ৭৯ ॥
সংক্রান্তং সর্বমেবৈতত্ত্বং দেবি হিমাচলাং । ইত্যুক্তা
সাপুনঃ প্রাহ গিরিশং শৈলজা তদা ॥ ৮০ ॥
কোপকম্পিতধুম্রাস্তা প্রক্ষুরদশনচ্ছদা । মা শক্ষাংনো-
পমানেন নিন্দ ত্বং গুণিনো জনান ॥ ৮১ ॥ ত্বাপি
দুষ্টসম্পর্কীং সংক্রান্তং সর্বমেব হি । ব্যালেনেভ্যা-
হ্নেনেকজিহ্বত্বং ভস্মনঃ শ্লেহবদ্ধতা ॥ ৮২ ॥ হৃৎ-
কালুশ্যং শশাঙ্কাত্তে দুর্কৌধত্বং দুষাদপি । অথবা
বহুনোক্তেন গলং বাচ্য ব্রমেণ মে ॥ ৮৩ ॥ শ্মশান-
বাস আসীত্বং নগ্নহীন তব ত্রপা । নিঘ্নগ্ন-
কপালিহাদেবং কঃ শক্যোক্তব ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে হরং প্রতিপার্ব্বতীপ্রকে পবর্ণনং নাম
সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অনুরূপ কথা বটে। হিমালয়ের সমস্ত গুণই
তোমাতে সংক্রান্ত দেখিতেছি। দেবি! হিমালয়ের
নেঘমালাকুল শৃঙ্গ হইতে তোমার মন, তাহার
হ্রবগাহ হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়, তাহার কাঠিন্য
হইতে কঠোরতা, তাহার বনরাজি হইতে বিচিত্র
ব্যবহার, তাহার নদীসমূহ হইতে কুটিলতা, এবং
তদীয় হিম হইতে হুঃসেব্যত্ব তোমাতে সংক্রান্ত
হইয়াছে। গিরিজা এই কথা শুনিয়া কোপ-কম্পিত
ধুম্র বদনে চঞ্চল অধর দংশন করিয়া পুনরায়
গিরিশকে কহিলেন,—হে শক্ষ! তুমি আপনার
তুলনায় গুণী জনগণের নিন্দা করিও না।
তোমারও তো দুষ্টসম্পর্কবশেই সমস্ত দোষ সংক্রান্ত
হইয়াছে। সর্পগণ হইতে অনেক জিহ্বত্ব, ভস্ম
হইতে শ্লেহশূন্যতা, শশাঙ্ক হইতে হৃৎ-কালুশতা, ও
বুধ হইতে দুর্কৌধত্ব ঘটিয়াছে। অথবা বহু বাক্য
ব্যয় করিয়া বৃথা ব্রমে আমার প্রয়োজন কি?
তুমি শ্মশানবাসী ছিলে। নগ্ন হইতে তোমার লজ্জা
নাই। কপালধারী বলিয়া তুমি দয়াশীল। তোমার
এই সকল দোষের কে উল্লেখ করিবে? ৭৫—৮৪।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ইত্যুক্তা মন্দিরাস্তম্মান্নির্জগাম
হিমাঙ্গি । তস্তাং ব্রজন্ত্যাং চক্রুশ্চ গগাঃ কিলকিল-
ধ্বনিম্ ॥ ১ ॥ ক মাতর্গচ্ছসীত্যাঙ্ক। ক্রদন্তো
ধাবিতাঃ পুরঃ । বিষ্টতা চরণৌ দেব্যা বীরকো
বাম্পগদ্যদম্ ॥ ২ ॥ প্রোবাচ মাতঃ কিং যেতৎ ক
যাসি কুপিতা হ্রবা । অহং ত্বামবুদাম্যামি মাতরং
শ্লেহবৎসলাম ॥ ৩ ॥ নাহং সহিস্যো পরুবং গিরীশস্ত
অযোজ্যম্ ॥ ৪ ॥ পুত্রঃ পারুষ্যপাত্রং হি ভবেম্মাতা
বিনা পিতৃঃ ॥ ৫ ॥ উন্মাদা বদনং পশ্চাদক্ষিণেন
তু পাণিনা । উবাচ বীরক মাতা মা শোকং পুত্র
ভাবয় ॥ ৬ ॥ শৈলাগ্রাং পতিতুং নৈব ত্বায়াং গন্তুং
ময়া সহ । বক্ষ্যামি পুত্র তে যোগাং তত্ত্ব কার্য্যং
দ্রযা শৃণু ॥ ৭ ॥ ক্রোধেভ্যাক্তা হরেণাহং নিন্দিতা চ
তুণ্যিতা । সাহ তপঃ করিষ্যামি যথা গৌরীহ-
মাপ্নুয়াম্ ॥ ৮ ॥ গৌরাদ্দী লম্পটো হেষ যাতায়ং

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—গিরিনন্দিনী এই বলিয়া সেই
মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি গমন
করিতে থাকিলে গগণগণ কিলকিল রব করিয়া ‘মা!
কোথায় যাইতেছেন?’ বলিয়া রোদন করিতে
করিতে তাহার পুরোভাগে ধাবিত হইল। বীরক,
দেবীর চরণযুগল ধারণ করিয়া বাম্পগদ্যদ কণ্ঠে
কহিলেন,—‘মা! এ কি? আপনি আপনি কম্পিত
হইরা অরাসহকারে কোথায় যাইতেছেন? আপনি
শ্লেহ-বৎসলা মাতা; আমি আপনার অনুগমন
করিব’। আপনি পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমি
গিরিশের পরুব বাক্য সহ করিতে পারিব না। মাতা
ব্যতীত পুত্র, পিতার পরুব ব্যবহারের পাত্র হয়।’
মাতা গিরিজা দক্ষিণ হস্তে বীরকের বদন উন্মাদিত
করিয়া বীরককে কহিলেন,—‘পুত্র! শোক করিও
না। আমার সহিত গিরিশ্বে গমন করিলে তুমি
পড়িয়া যাইতে পার, অতএব তোমার যাওয়া উচিত
নহে। হে পুত্র! আমি তোমাকে কর্তব্য উপদেশ
করিতেছি, তুমি তাহা করিও। শুন, হর আমাকে
ক্রুড়া বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন;—তুণ্যও অবজ্ঞা
করিয়াছেন। অতএব আমি যাহাতৈ গৌরীহ লাভ
করিতে পারি, তজ্জন্ত তপস্যাচরণ করিব। ইনি
গৌরাদ্দী লম্পট; অতএব আমি গেলে পর

মধ্যনস্তরম্ । দ্বাররক্ষা স্বয়া কার্য্য নিত্যং রজ্জাণ্য-
বেক্ষিণা ॥ ৮ ॥ যথা ন কাচিৎ প্রবিশেদ্যোষিদত্র
হরাস্তিকে । দৃষ্ট্বা পরাং স্থিয়ং চাত্ৰ বদেথা মম
পুত্রক ॥ ৯ ॥ শীঘ্রমেব করিষ্যামি ততো যুক্তমনস্তরম্ ।
এবমস্থিতি তাং দেবীং বীরকং প্রাহ সাম্প্রতম্ ॥ ১০ ॥
মাতুরাজ্ঞা স্মৃতো হ্লাদপ্রাবিতাক্ষো গভজরঃ । জগাম
ত্র্যক্ষং সন্দ্রষ্টুং প্রণিপত্য চ মাতরম্ ॥ ১১ ॥ গজবক্রং
ততঃ প্রাহ প্রণম্য সমবস্থিতম্ । সাক্ষকণ্ঠঃ প্রযাচস্তঃ
নয় মামপি পার্শ্বতি ॥ ১২ ॥ গজবক্রং হি স্বাং বাণ
মামিবোপহসিষ্যতি । তদাগচ্ছ ময়া সাক্ষং যা
গতির্নৈ তবাপি সা ॥ ১৩ ॥ পরাভবাক্ষি ধৃতানাং মরণঃ
সাধু পুত্রক । এবমুক্তা সমাদায় হিমাঙ্গিঃ প্রতি সা
যযৌ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পার্শ্বত্যাস্তপোহর্ষঃ গমনবর্ণননামাষ্টা-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

তুমি নিয়ত ছিদ্ৰাঙ্ঘ্রণ সহকারে দ্বাররক্ষা করিও ।
দেখিও, যেন কোনও রমণী হরসন্নিধানে যাইতে
না পারে । আর এখানে যদি কোন রমণীকে
দেখিতে পাও, তবে হে পুত্রক ! তাহা আমাকে
বলিও । তখন অবিলম্বেই উচিত বিধান করিব ।
এই কথায় বীরক দুঃখহীন ও আনন্দাপ্লুত হইয়া
দেবীকে ‘মাতার যেমন আজ্ঞা, তাহাই করিব’
বলিয়া মাতাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ত্রিলোচনকে দর্শন
করিতে গমন করিতে গমন করিল । ১—১১ ।
গজাননও প্রণামপূর্ব্বক সাক্ষকণ্ঠে “আমাকে
সঙ্গে লইয়া চলুন” বলিয়া দণ্ডায়মান হইলে;
পার্বতী তাঁহাকে কহিলেন,—‘বৎস ! শঙ্কর তোমা-
কেও গজানন বলিয়া আমার স্তাষ উপহাস করিবেন,
অতএব তুমি আমার সঙ্গেই আইস ; আমারও
যে গতি, তোমারও সেই গতি হইবে । পুত্র !
ধূর্তের নিকট পরাভব অপেক্ষা মরণও ভাল ।’
গিরিনন্দিনী এই বলিয়া গজাননকে লইয়া পৰ্ব্বতের
দিকে প্রস্থান করিলেন । ১২—১৪ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮ ।

একোত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ব্রজন্তী গিরিজাপশুৎ সখীং
মাতুর্নহাপ্রভাম্ । কুসুমামোদিনীং নাম তন্ত শৈলশু
দেবতাম্ ॥ ১ ॥ সাপি দৃষ্ট্বা গিরিসুতাং শ্বেহবিক্রব-
মানসা । ক পুনর্গচ্ছসীতু্যট্টৈরানিঙ্গোবাচ দেবতা ॥
সা চাট্টশ্চ সর্ব্বমাচখ্যো শঙ্করাৎ কোপকারণম্ ।
পুনশ্চোবাচ গিরিজা দেবতাং মাতৃসম্বতাম্ ॥ ৩ ॥
নিত্যং শৈলাধিরাজশ্চ দেবতা হ্রমনিন্দিতে । সর্ব্বঞ্চ
সন্নিধানঞ্চ ময়ি চাতীব বৎসলা ॥ ৪ ॥ তদহং
সম্প্রবক্ষ্যামি যদিধেয়ং তবাধুনা । অথাত্ত্বাহীপ্রবেশে
তু সমীপে তু পিনাকিনিঃ ॥ ৫ ॥ স্বরাখ্যেয়ং মম শুভে
যুক্তং পশ্চাৎ কেরোম্যহম্ তথৈতু্যক্কে তয়া দেব্যা
যযৌ দেবী গিরিং প্রতি ॥ ৬ ॥ রমো তত্র মহাপুঞ্জে
নানাশ্চর্য্যোপশোভতে । বিভূষণাদি সন্তশ্চ
বৃক্ষবন্ধলধারণী ॥ ৭ ॥ তপস্তপ্যে গিরিসুতা পুত্রেণ
পরিপালিতা । গ্রীষ্মে পঞ্চাশিসন্তপ্তা বর্ষাসু চ

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—গিরিজা যাইতে যাইতে সে
মন্দরগিরির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মহাপ্রভাশালিনী
কুসুমামোদিনী নামী মাতার সখীকে দেখিতে
পাইলেন । সেই পৰ্ব্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবীও গিরি
তনয়াকে দেখিয়া শ্বেহাভ্যর্চিতে আলিঙ্গনপূর্ব্বক
‘কোথায় যাইতেছ ?’ বলিয়া সমুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা
করিলেন । শঙ্করের যে সমস্ত বাবহারে দেবীর
কোপ জন্মিয়াছে, দেবীও তৎসমস্ত তাঁহার
নিকট বর্ণন করিলেন । গিরিজা সেই মাতৃতুল্যা
গিরিদেবতাকে আরও কহিলেন যে, অনি-
ন্দিতে ! আপনি গিরিরাজের নিত্যপ্রতিষ্ঠিতা
দেবতা ; আমার প্রতিও আপনার যথেষ্ট
বাৎসল্য ; আর এখানকার সমস্তই আপনার
সমীপস্থ ; স্মৃতরাং আমি যাহা বলি, আপনি তাহা
করিবেন । শুভে ! পিনাকপানির সমীপে অস্ত্র রম-
ণীকে যাইতে দেখিলে আপনি তাহা আমাকে
জানাইবেন ; পরে আমার স্নাহা কর্তব্য ; করিব ।
গিরিদেবী “তাহাই করিব” বলিয়া স্বীকার করিলে,
দেবী পৰ্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন । গিরি-
নন্দিনী সেই গিরিবরের কোনও এক রম্য নানা-
শ্চর্য্যময় বিপুল শৃঙ্গে যাইয়া ভূষণাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক
বৃক্ষবন্ধল পরিধান করিয়া তপস্তা আরম্ভ করিলেন ।

জলোষিতা ॥ ৮ ॥ শুণ্ডিলস্থা চ হেমন্তে নিরাহারা
ততাপ সা ॥ ৯ ॥ এতস্মিন্ধন্তরে দৈত্যো হৃদ্ধকস্ত
পুতো বলী । জাহ্ন গতাং গিরিশুতাং পিতৃর্কৈরমনু-
স্মরন্ । আড়িনাম বকভাতা রহস্যান্তরপ্রেক্ষকঃ ॥
১০ ॥ জিতে কিলান্ধকে দৈত্যো গিরিশেনামরদ্বিষি ।
আড়িষ্টকার বিপুলং তপো হরজিগীষয়া ॥ ১১ ॥
তমাগত্যাববীদ্ ব্রহ্মা তপসা পরিতোষিতঃ । কহি
কিং বাসুরশ্রেষ্ঠ তপসা প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মাণ-
মাহ দৈত্যস্ত নিমৃত্তাহমহং বরং । ব্রহ্মোবাচ ।
ন কশ্চিচ্চ বিনা মৃত্যুং জন্তুরাসুর বিদাতে ॥ ১৩ ॥
যতস্ততোহপি দৈত্যেন্দ্র মৃত্যুং প্রাপাঃ শরীবণা ।
ইত্যাক্তো দৈত্যাসিংহস্ত প্রোবাচাশ্বজসম্ভবম্ ॥ ১৪ ॥
রূপস্ত পরিবর্তো মে যদা স্তাৎ পদ্মসম্ভব । তদা
মৃত্যুর্মম ভবেদন্তথা হমরো হহম্ ॥ ১৫ ॥ ইত্যাক্তস্তং
তথৈত্যাহ তুষ্টঃ কমলসম্ভবঃ । ইত্যাক্তোহমরতাং
মেনে দৈত্যরাজ্যস্থিতোহসুবঃ ॥ ১৬ ॥ আজগাম স
চ স্থানং তদা ত্রিপুরঘাতিনঃ । আগতো দদৃশে তং

পুত্র গজানন তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগি-
লেন । তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাশি মধো, বর্ষাকালে জলে
এবং হেমন্তে ভূতলে অবস্থান পূর্বক নিরাহারে
কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন । ১—৯ । এই
সময়ে অন্ধকাসুরের পুত্র, বকাসুরের ভ্রাতা আড়ি-
দানব গিরিশুতা তপস্যা করিতে গিয়াছেন জানিয়া
পিতৃব্যের নির্ঘাতন মানসে অবকাশ খুঁজিতে
লাগিল । গিরিশ কর্তৃক সুরবৈরী অন্ধকাসুর
নিহত হইলে পব আড়িদানব হরপরাজ্যাকাজ্জ্বল্য
বিপুল তপস্যাচরণ করে । ব্রহ্মা তদীয় তপস্যায়
সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়া তাহাকে কহিলেন,—‘ওহে
অসুরশ্রেষ্ঠ ! তুমি তপস্যাফলে কি প্রার্থনা কর ;
বল ।’ আড়িদানব ব্রহ্মাকে কহিল,—‘আমি অমর
বর চাই ।’ ব্রহ্মা কহিলেন,—‘ওহে অসুর !
মৃত্যুহীন কোন প্রাণীই নাই ; অতএব হে
দৈত্যেন্দ্র ! দেহধারী মাত্রেই মৃত্যু লাভ নিশ্চিত ।’
এই কথা শুনিয়া সেই দৈত্যাসিংহ পদ্মজয়া ব্রহ্মাকে
কহিল,—‘হে পদ্মসম্ভব ! যখন আমার রূপের পরি-
বর্তন ঘটিবে, তখনই আমার মৃত্যু হইবে, নচেৎ
যেমন আমার মৃত্যু না হয় ।’ এই কথা শুনিয়া
কমলজয়া ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে “তথাস্ত”
কুলিয়া বর দিলেন । সেই অসুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার কথায়
আপনাকে অমর বোধে দৈত্যরাজ্য শাসন করিতে
লাগিল । সেই দানব তখন ত্রিপুরারিয় বাস-

চ বীরকং দ্বাধ্যবস্থিতম্ ॥ ১৭ ॥ তং চাসৌ বঞ্চয়িত্বা
চ আড়িঃ সর্পশরীরভূৎ । অব্যবহিতো বীরকেণ
প্রবিবেশ হরাস্তিকম্ ॥ ১৮ ॥ ভূজঙ্গরূপং সন্তাজ্য
বভূবাহ মহাসুরঃ । উমারূপী ছলয়িতুং গিরিশং
মুচ্যেতনঃ ॥ ১৯ ॥ কুহোমায়ান্ততো রূপমপ্রতর্ক্য-
মনোহরম্ । সর্কীবয়বসম্পূর্ণং সর্কীভিজ্ঞানসংবৃতম্ ॥
২০ ॥ চক্রে ভগান্তরে দৈত্যো দন্তান্ বজ্রোপমান
দৃঢ়ান । তীক্ষ্ণাগ্রান বুদ্ধিমোহেন গিরিশং হস্তমুদাতঃ ॥
২১ ॥ কুহোমারূপমেবং স স্থিতো দৈত্যো হরাস্তিকে ।
তাং দৃষ্ট্বা গিরিশস্তুষ্টঃ সমালিঙ্গ্য মহাসুরম্ ॥ ২২ ॥
মস্তমানো গিরিশুতাঃ সর্কৈরবয়বান্তরৈঃ । অপূচ্ছৎ
সাবু তে ভাবো গিরিপুত্রি হৃদ্ধক্ৰমা ॥ ২৩ ॥
যা স্বঃ মদাশয়ং জাহ্ন প্রাপ্তেঃ বরবর্ণিনি । ত্বয়া
বিরহিতং শূন্যং মন্তোহস্মিন ভুবনত্রয়ে । প্রাপ্তা প্রসন্না
যা স্বঃ মাং যুক্তমেবংবিধং স্বয়ি ॥ ২৪ ॥ ইত্যাক্তে
গৃহ্যংশ্চেষ্টামুকপাসুরোহব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥ যাতাস্মি
তপসশ্চতুঃ কালীবাক্যান্তবাতুলম্ । রতিশ্চ তত্র মে

স্থানে আসিয়া পুরদ্বারে বীরককে অবস্থিত দর্শনে
সর্পশরীর ধারণপূর্বক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া পুর-
মধো প্রবেশ করিল । বীরক তাহাকে সর্পাকার
দেখিয়া পুরপ্রবেশে কোনও বাধা দিলেন না । সেই
নষ্টবুদ্ধি মুঢ় দানব তখন সর্পমূর্তি পরিত্যাগ করিয়া
ছলনা পূর্বক গিরিশকে হনন করণাভিলাষে তাদৃশ
সর্কীবয়বসম্পন্ন, সর্কীভিজ্ঞানসমবৃত, অচিস্তনীয়
মনোহর উমামূর্তি ধারণ করিল ; পরন্তু বুদ্ধিমোহ-
বশতঃ ভগমধো কতকগুলি স্ত্রীলোক দৃঢ় দস্ত নিষ্কাশ
করিল । সেই দৈত্য এই প্রকার উমারূপে হরের
সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল । গিরিশ দেবোপম
আকার প্রকার দর্শনে তাহাকে গিরিজা বোধে সন্তুষ্ট
চিত্তে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—‘গিরিনন্দিনি !
তোমার মনের ভাব ভাল হইয়াছে তো ? তুমি তো
মনের ভাব গোপন করিয়া কৃত্রিমতা করিতেছ না ?
অগ্নি বরবর্ণিনি ! তুমি আমার প্রকৃত অভিপ্রায়
বুঝিতে পারিয়াই এখানে ফিরিয়া আসিয়াছ !
তোমার বিরহে আমি এই ত্রিভুবনে সমস্তই শূন্য
বোধ করিতেছিলাম । তুমি যে প্রসন্ন হইয়া আমার
নিকট আসিয়াছ, এরূপ আচরণ তোমারই
যোগ্য ।’ ১০—২৪ । মহেশ্বরের এই কথা শুনিয়া
উমারূপী অসুর আত্মগোপন করিয়া কহিল,—‘তুমি
যে আমাকে কালী বলিয়া বিজ্ঞপ করিয়াছিলে,

নাভূততঃ প্রাপ্তা তবাস্তিকম্ ॥ ২৬ ॥ ঐতু্যক্তঃ শঙ্করঃ
শঙ্কাং কিঞ্চিৎ প্রাপ্যাবধারয়ৎ । কুপিতা ময়ি তবঙ্গীঃ
প্রত্যক্ষা চ দৃঢ়ব্রতা ॥ ২৭ ॥ অপ্ৰাপ্তকামা সম্প্ৰাপ্তা
কিতোতৎ সংশয়ো মম । রহসৌতি বিচিন্ত্যাত্ম অভি-
জ্ঞানাদ্বিচারয়ন্ ॥ ২৮ ॥ নাপশুদ্বামপার্শ্বে তু তাস্মাকং
পদ্মনাক্ষণম্ । লোম্যামাবর্জচরিতং ততো দেবঃ
পিনাকধৃক্ ॥ ২৯ ॥ বুধা তাং দানবীং মায়াং কিঞ্চিৎ-
প্রহসিতাননঃ । মেঢ়ে রৌদ্ৰাস্ত্রমাধায় চক্রে দৈত্য-
মনোরথম্ ॥ ৩০ ॥ স ক্রদন্ ভৈরবান্ রাবানবসাদং
গতোহস্মরঃ । অবুধ্যদ্বীরকো নৈতদস্মরেল্লনিষূদনম্ ॥
৩১ ॥ হতে চ মাকুতেনাশুগামিনানগদেবতা ।
অপরিচ্ছিন্নতত্ত্বার্থা শৈলপুত্রাঃ স্তবেদয়ৎ ॥ ৩২ ॥
ঋহা বায়ুমুখাদেবী ক্রোধরক্তাতিলোচনা অশপ-
দ্বীরবৎ পুত্রং হৃদয়েন বিদ্যতা ॥ ৩৩ ॥ মাতরং মাং
পরিত্যজ্য যস্মাকং শ্লেহবিহ্বলাম্ । বিহিতাবসরঃ

আমি সেই জন্ত তপস্যা করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু
তাহাতে আমার মনে অশান্তি উপস্থিত হওয়ায়
পুনরায় তোমার নিকট আলিলাম ।’ এই কথা
শঙ্কর কিঞ্চিৎ শঙ্কাস্থিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগি-
লেন যে, দেবী যে দৃঢ়ব্রতা তাহা তো আমার
প্রত্যক্ষীকৃত, সেই কুশঙ্গী, আমার প্রাত কুপিতা
হইয়া তপস্যা করিতে যাইয়া অভীষ্ট লাভ না
করিয়াই যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, ইহাতেই
তো সন্দেহ হয় । শঙ্কর মনে মনে এইরূপ
চিন্তা করিয়া অভিজ্ঞানের অনুসন্ধানপূর্বক গিরি-
জার বামপার্শ্বে ‘যে একটা লোমাবর্জঘটিত পদ্ম-
চিহ্ন ছিল, তাহা দেখিতে পাইলেন না । তখন
পিনাকপাণি দানবী মায়া বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ
হাস্তযুক্ত বদনে নিজ লিঙ্গে রৌদ্ৰাস্ত্র যোজনা
করিয়া সেই গিরিজারূপী মনোরথ পূরণ
করিলেন । তাহাতে সেই দানব ভীষণ চীৎকার করিয়া
অবসর হইল । বীরক এই অস্মর সংহারবৃত্তান্ত কিছুই
বুঝিতে পারিলেন না । ২৫—৩১ । এদিকে অস্মর
নৃত হইলে বায়ুর নিকট গিরিদেবী শিব সমীপে
অপরনারী প্রবেশের বৃত্তান্ত জানিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত
না বুঝিয়াই, আশুগামী বায়ুদ্বারা গিরিনন্দিনীকে সে
বৃত্তান্ত জানাইলেন । দেবী বায়ুর নিকট সেই বৃত্তান্ত
শুনিয়া ক্রোধারক্ত নয়নে অতি দুঃখিত হৃদয়ে পুত্র
বীরককে অভিশাপ প্রদান রকরিলেন,—‘আমি
তোমার শ্লেহবিহ্বলা মাতা ; কিন্তু তুমি আমাকে

স্বীণাঃ শঙ্করস্ত রহোবিধৌ ॥ ৩৪ ॥ তস্মাস্তে পরুষা
রুক্ষা জড়া হৃদয়বর্জিতা । গণেশাক্ষরসদৃশা শিলা
মাতা ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ এবমুৎসৃষ্টশাপায়া গিরি-
পুত্র্যাধনস্তরম্ । নির্জগাম মুখাৎ ক্রোধঃ সিংহরূপী
মহাবলঃ ॥ ৩৬ ॥ পশ্চাত্তাপং সমাশ্রিত্য তয়া দেব্যা
বিসর্জিতঃ । স তু সিংহঃ করালাস্ত্রো মহাকেশর-
কঙ্করঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রোদ্ধৃতবললাঙ্গুলদংষ্ট্রোৎকটশ্বহামুখঃ ।
ব্যাবৃত্তাস্ত্রো ললজ্জিহ্বঃ কামকুক্ষিচ্ছিখাদিযুঃ ॥ ৩৮ ॥
তস্মাস্তে বর্তিতুং দেবী ব্যবস্রাত সতী তদা । জাহ্নবা
মনোগতঃ তস্মা ভগবাৎচতুরাননঃ ॥ ৩৯ ॥
আজগামাশ্রমপদং সম্পদামাশ্রয়ং ততঃ । আগম্যোবাচ
তাং ব্রহ্মা গিরিজাং মুষ্টয়া দিযা ॥ ৪০ ॥ কিং দেবি
প্রাপ্তকামাসি কিমলভাঃ দদামি তে । তচ্ছ্রুত্বোবাচ
গিরিজা গুরুগৌরবগর্ভিতম্ ॥ ৪১ ॥ তপসা হৃকরেণাপ্তঃ
পতিহে শঙ্করো ময়া । স মাং শ্রামলবর্ণেতি বহুশঃ
প্রোক্তবান্ ভবঃ ॥ ৪২ ॥ শ্রামহং কাঞ্চনাকারা
বাল্লভে/ন চ সংযুতা । ভর্তুর্ভূতপতেরঙ্গে হেকতো

পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করের অপরনারীসমাগমের
অবসর দান করিয়াছ ; এই জন্ত গণেশের অক্ষর-
সদৃশ পরুষ রুক্ষ জড়া হৃদয়হীন শিলা তোমার মাতা
হইবে ।’ গিরিজা এইরূপ শাপ প্রদান করিলে পর,
তাঁহার মুখ হইতে মহাবল সিংহরূপী ক্রোধ নির্গত
হইল । দেবী পরে অনুতাপ করিতে করিতে সেই
সিংহকে বিদায় দিলেন । সেই সিংহ ঘোরবদন ;
উদার কঙ্কর ও কেশরসমূহ বিশাল ; গুহাকার
মুখাববর দংষ্ট্রাচয়ে ভয়ঙ্কর । লাঙ্গুল সবলে পরি-
কম্পিত ; মুখ বিবৃত, জিহ্বা লোলায়িত ; উদর ক্ষীণ,
সে তখন ভক্ষণাভিপ্রায় করিতেছিল । দেবী
গিরিজা তখন তাঁহার বদনে প্রবেশ করিতে অভি-
লাষ করিলেন । ভগবান্ চতুরানন ব্রহ্মা তখন
তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সেই সম্পৎ সমু-
হের আশ্রয়ভূত আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন
এবং গিরিজাকে মধুর বাক্যে কহিলেন,—‘দেবি তুমি
কি পাইতে চাও ? কোন্ অভীষ্ট তোমাকে দান
করিব ?’ গিরিজা এই কথা শুনিয়া গুরু গৌরব-
গর্ভিত বচনে কহিলেন,—‘আমি হৃকর তপস্যাচরণ
করিয়া শঙ্করকে পতিহে প্রাপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু তিনি
আমাকে বারম্বার ‘শ্রামবর্ণা’ বলিয়া উপহাস করিয়া-
ছেন ; অতএব আমি যাহাতে কাঞ্চনবর্ণা ও পতির
প্রিয়া হইতে পারি,—যাহাতে সেই ভূতপতির সহিত

নির্বিশাক্ততা ॥ ৪৩ ॥ তন্ত্ৰাস্তম্ভাধিতঃ শ্রদ্ধা প্রোবাচ
জলজাননঃ । এবং ভবতু ভূয়স্ঃ ভৰ্জুর্দেহধারিণী ॥
৪৪ ॥ ততস্তম্ভাঃ শরীরাত্তু স্ত্রী সুনীলানুজহিনা ।
নির্গতা সাভবন্তীমা ঘণ্টাহস্তা ত্রিলোচনা ॥ ৪৫ ॥ নানা-
ভরণপূর্ণাঙ্গী পীতকৌশেয়বাসিনী । তামববীততো
ব্রহ্মা দেবীঃ নীলানুজহিন্যম্ ॥ ৪৬ ॥ অস্মাদ্ভবজা
দেহসম্পর্কাস্থং মমাজয়া । সম্প্রাপ্তা কৃতকৃত্যাহ-
মেকানংশা পুরাকৃতিঃ ॥ ৪৭ ॥ য এষ সিংহঃ প্রোদ্ধুতো
দেব্যাঃ ক্রোধাদ্বরাননে । স তেহস্তু বাহনো দেবি
কেতো গাঙ্গ মহাবলঃ ॥ ৪৮ ॥ গচ্ছ বিজ্যাচলে তত্র
সুরকার্য্যং করিষ্যতি । তত্র শুভ্রনিশুস্তো চ হহা
তারকসৈন্তপৌ ॥ ৪৯ ॥ পাকালো নাম যক্ষোহয-
যক্ষলক্ষপদাঙ্গুগঃ । দত্তস্তে বিষ্ণবে দেবি মহামায়া-
শতৈর্বৃতঃ ॥ ৫০ ॥ ইত্যুক্তা কোশিকী দেবী তথোক্তাঃ
পিতামহম্ । নির্গতাস্থাং চ কোশিক্যাং জাতা
শৈরাস্ত্রিতা শুণেঃ ॥ ৫১ ॥ সর্কৈঃ পূর্বভোগোপাতৈস্তদা
স্বয়মুপস্থিতৈঃ । উমাপি প্রাপ্তসঙ্কল্পা পশ্চাত্তাপ-
পরায়ণা ॥ ৫২ ॥ মুহঃ স্বঃ পরিনিদন্তী জগাম

নিঃশঙ্কভাবে একীভাব প্রাপ্ত হই, এমন বর আমান
দান করুন । ৩২—৪৩ । কমলাসন দেবীর সেই
কথা শুনিয়া কহিলেন,—“তথাস্থ । তুমি ভর্জার
অর্দ্ধদেহধারিণী হইবে ।” অতঃপর দেবীর শরীর
হইতে সুনীলকমলকান্তি, ভীষণাকৃতি, ঘণ্টাধারিণী,
ত্রিনয়না, নানাভরণভূষিতাঙ্গী, পীত-কৌসেয় বসন-
পরিধানা, রমণী মূর্তি প্রাদুর্ভূত হইল । ব্রহ্মা সেই
নীলানুজকান্তি দেবীকে কহিলেন,—আমার আদেশে
তুমি এই গিরিজার দেহসম্পর্কে এই আক্রান্ত লাভ
করিলে, অতএব পরবর্ত্তিকালে তুমি একানংশা নামে
খ্যাত হইবে । অয়ি বরাননে! দেবীর ক্রোধ
হইতে এই যে সিংহ জন্মিয়াছে, এই মহাবল সিংহই
তোমার বাহন হইবে এবং ধ্বজে অবস্থান করিবে ।
তুমি এখানে শুভ্র ও নিশুভ্র নামক তারকাসুরের
সেনাপতিদ্বয়কে নিহত করিয়া বিজ্যাচলে যাইয়া
অবস্থানপূর্বক সুরকার্য্য সাধন করিও । দেবি!
এই শত শত মহামায়াসম্বিত, লক্ষ যক্ষানুচরসহ
পাকাল নামক যক্ষকে তোমার অনুচর করিয়া
দিলাম । ৪৪—৫০ । পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে
কোশিকী দেবী তাহাকে “তাহাই হউক” বলিয়া সেই
বাক্যে অহুমোদন করিলেন । কোশিকী দেবী
উমার শরীর হইতে নির্গত হইলে পর, তদীয় জন্মা-
স্তরীপ গুণরাশি স্রুং আসিয়া তাহাতে প্রকাশ

গিরিশান্তিকম্ । সম্প্রযাত্তীং চ তাং দ্বারি অপব্যা
সমাহিতঃ ॥ ৫৩ ॥ কুরোধ বীরকো দেবীং হেমবেজ-
লতাধরঃ । তন্মুবাচ চ কোপেন তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক যাসি
চ ॥ ৫৪ ॥ প্রয়োজনং ন তেহস্তীহ গচ্ছ যাবন্ন
ভংসে । দেব্যা রূপধরো দৈত্যো দেবং বঞ্চয়িতুং
হিহ ॥ ৫৫ ॥ প্রবিষ্টো ন চ দৃষ্টোহসৌ স চ দেবেন
ঘাতিতঃ । ঘাতিতে চাশ্মাক্ষিপ্তো নীলকর্ণেন
ধীমতা ॥ ৫৬ ॥ কাপি স্ত্রী নাপি মোক্তব্য্য ত্রয়া
পুত্রৈতি সাদরম্ । তস্মাদ্ভমত্র দ্বারিহা বর্ষপূগান্তনে-
কশঃ ॥ ৫৭ ॥ ভবিষ্যসি ন চাপাত্র প্রবেশং
লপ্যসে এজ । একা মে প্রবিশেদত্র মাতা যা
শ্লেহবৎসলা ॥ ৫৮ ॥ নগাবিবাজতনয়া পার্শ্বতী
কুদবল্লভা । ইত্যুক্তা তু ততো দেবী চিন্তয়ামাস
চেতসা ॥ ৫৯ ॥ ন সা নারী তু দৈত্যোহসৌ
বাঘোর্বৈবাবভাসত । বৃথৈব বীরকঃ শপ্তো ময়া
ক্রোধপরীতয়া ॥ ৬০ ॥ অকার্য্যং ক্রিয়তে মুঢ়েঃ প্রায়ঃ
ক্রোধসম্বর্ত্তিতঃ । ক্রোধেন নশ্বতে কীর্ত্তিঃ ক্রোধো
হন্তি স্থিরাঃ শ্রিয়ম্ ॥ ৬১ ॥ অপরিচ্ছন্নসর্কার্থা পুত্রং

পাইল । তখন উমা দেবী অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়ায়
অনুতাপে মুহুর্শুঃ আত্মনিন্দা করিতে বসিতে গিরিশ-
শরীধানে প্রস্থান করিলেন । তিনি পুরদ্বারে প্রবে-
শোপক্রম করিলে হৈম বেত্রলতা হস্তে সাবধানে
দ্বাররক্ষা কার্য্যে নিরত বীরক তাহাকে বাধা দিয়া
সকোপে কহিলেন,—“থাক, থাক, কোথায় যাইতেছ ?
এখানে তোমার কোনও প্রয়োজন নাই । যাও,
ভংসিত হইবার পূর্বেই এস্থান হইতে প্রস্থান কর ।
একটা দৈত্য, দেবীর রূপ ধরিয়া এখানে প্রবেশ
করিয়াছিল ; আমি তাহাকে দোপিতে পাই নাই ;
পরন্তু দেব মহেশ্বর তাহাকে নিহত করিয়াছেন ।
পরে ধীমান্ নীলকর্ণ আমাকে অনেক ভংসনা
করিয়া সাদরে কহিয়াছেন,—‘পুত্র ! তুমি
কোনও রমণীকেই দ্বার ছাড়িয়া দিও না ।’ অতএব
তুমি বহু বহু বৎসর এই দ্বারে অবস্থান করিলেও
কোন প্রকারে পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।
সুতরাং এস্থান হইতে প্রস্থান কর । এক্ষণে
কেবল মাত্র আমার শ্লেহবৎসলা মাতা, গিরিনন্দিনী
কুন্দের প্রিয় পত্নী উমাদেবী প্রবেশ করিতে পারি-
বেন ।” দেবী এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা
করিতে লাগিলেন যে, সে নারী মছে, সে দৈত্য!
বাঘ তাহা জানিতে পারেন নাই । আমি ক্রোধ-
বশে বীরককে বৃথাই অভিশাপ দিয়াছি ! চমুগণ

শাপিতবতাহম্ । বিপরীতার্থবোদ্ধুনাঃ সুলভা বিপদো
যতঃ ॥ ৬২ ॥ সক্ষিত্যৈবমুবাচেদং বীরকঃ প্রতি
শৈলজা । অধো লজ্জাবিকারণে বদনেনাস্তজহিষা ॥
৬৩ ॥ অহং বীরক তে মাতা মা তেহস্ত মনসো
ভ্রমঃ । শঙ্করস্তাস্মি দয়িতা সূতা তু হিমভূতঃ ॥
৬৪ ॥ মম গাত্রস্থিতিভ্রাস্ত্যা মা শঙ্কঃ পুত্র
ভাবয় । তুষ্টেন গৌরতা দত্তামমেষং পদ্মযোনিম্ ॥
৬৫ ॥ ময়া শপ্তোহস্তবিদিতে বৃত্তান্তে দৈত্য-
নির্ম্মিতে । জ্ঞাত্ব নারীপ্রবেশং তু শঙ্করে রহসি
স্থিতে ॥ ৬৬ ॥ ন নিবর্তয়িতুং শক্যঃ শাপঃ কিং
তু ব্রবীমে তে । মানুষ্যাং তু শিলায়াং স্বঃ
শিলাদাং সন্তবিষাসি ॥ ৬৭ ॥ পুণ্যে চাপ্যর্কুদা-
রণ্যে স্বর্গমোক্ষপ্রদে নৃণাম্ । অচলেশ্বরলিঙ্গঃ
তু বর্ততে যত্র বীরক ॥ ৬৮ ॥ বারাগস্তাং
বিশ্বনাথসমং তৎফলদং নৃণাম্ । প্রভাসস্তা চ
যাত্রাভির্দশভির্বিৎ ফলং নৃণাম্ ॥ ৬৯ ॥ তদেকযাত্রয়া
প্রোক্তমর্কুদস্ত মহাগিরেঃ । যত্র তথ্ণা তপো মর্ত্যা
দেহধাতুন্ বিহায় চ ॥ ৭০ ॥ সংসারী ন পুনর্ভুয়ান্মহে-

ক্রোধাক্রান্ত হইয়া প্রায়ই অকার্য্যানুষ্ঠান করিয়া
থাকে । ক্রোধদ্বারা কীৰ্ত্তি বিনষ্ট হয়, ক্রোধ সৃষ্টির
ঐশ্বর্য্যকেও নাশ করে । আমি সমস্ত তত্ত্ব না
জানিয়াই পুত্রকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি ।
যাহারা প্রকৃত অর্থের বিপরীত বৃথো, তাহাদিগের
বিপদ সুলভই হইয়া থাকে ॥ ৬১—৬২ ॥ গিরিনন্দিনী
এইরূপ চিন্তা করিয়া লজ্জা বিকার বশে মুখকমল
কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া কহিলেন,—“বীরক ! আমিই
তোমার মাতা, এ বিষয়ে তোমার যেন মতিভ্রম না
হয় । আমি শঙ্করের প্রিয়া ও হিমাচলের কন্যা ।
পুত্র ! আমার শরীরের ভাবান্তর দেখিয়া তুমি
কোনও আশঙ্কা করিও না । পদ্মজন্মা ব্রহ্মা • সন্তুষ্ট
হইয়া আমাকে এই গৌরতা দান করিয়াছেন । আমি
দৈত্যায়াবৃত্তান্ত না জানিয়া, কেবলমাত্র একান্তে
অবস্থিত শঙ্কর সন্নিধানে রমণীর গমন কথা শুনিয়াই
তোমাকে অভিশাপ দিয়াছি । সেই শাপ নিবারণ
করিবার উপায় নাই ; তবে এক্ষণে আমি এইরূপ
বলিতেছি যে, তুমি শিলা নাম্নী মানুষীতে শিলাদ
হইতে নরগণের স্বর্গ মোক্ষপ্রদ, পুণ্য অর্কুদারণ্যে,
যেখানে অচলেশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান, সেইখানে
জন্মগ্রহণ করিবে । হে বীরক ! সেই অচলেশ্বর
লিঙ্গ কাশীধামস্থ বিশ্বনাথের স্তায় নরগণের শুভ
ফলদায়ক । নরগণ প্রভাস তীর্থে দশবার যাত্রা

শ্রবণে যথা । অর্কুদো যদি লভ্যেত সেবিতুং
জন্মজুঃখিতৈঃ ॥ ৭১ ॥ বারাগসীঞ্চ কেদারং কিং স্বরশ্চি
বৃথৈব তে । তত্রাশাধ্য ভবং দেবং ভবানন্দীতি নাম-
ভূৎ ॥ ৭২ ॥ শীঘ্রমেম্যসি চাত্রেব প্রতীহারহম্যস্যসি । এব
যুক্তে হৃষ্টরোমা বীরকঃ প্রণিপত্য তাম্ ॥ ৭৩ ॥ সংসৃষ্ট
বিবিধৈবাকৈর্য্যাতরং সমভাষত । ধন্তোহহং দেবি যো
লপ্সো মানুষ্যমতিদুর্লভম্ ॥ ৭৪ ॥ শাপোহনুগ্রহরূপো-
হয়ং বিশেষাদর্কুদাচলে । সমীপে যন্ত পুণ্যোহস্তি
মহীসাগরসঙ্গমঃ ॥ ৭৫ ॥ উদ্ধঃ পৃথিব্যা দেশোহয়ং
যো গিরেশ্চারণ্যান্তরে । তত্র গতা মহৎ পুণ্যমবাপ্য
ভবভক্তিঃ ॥ ৭৬ ॥ পুনরেষ্যামি ভো মাতরিত্যুচ্চা-
ভূচ্ছিলাসুতঃ । দেবি চ প্রবিবেশাথ ভবনং
শশিমৌলিনঃ ॥ ৭৭ ॥ ইত্যর্কুদাখানম্ । ততো
দৃষ্ট্বা চ তাত্ প্রাহ ধিঃনার্যা ইতি ত্র্যম্বকঃ ॥ ৭৮ ॥ সা
চ প্রণম্য তং প্রাহ সত্যমেতন্ন মিথ্যা । জড়ঃ

করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, অর্কুদ মহাচলে একবার
মাত্র গমনেই সেই ফল লাভ করে । মানবগণ
সেখানে তপস্যা করিলে দেহধাতু পরিহার করিয়া
পুনরায় আর সংসারী হয় না । ইহা মাহেশ্বরেরই
বাক্য । জন্ম-ক্লেশ-ক্লিষ্ট জনগণ যদি অর্কুদারণ্য
প্রাপ্ত হয়, তবে বারাগসী বা কেদার তীর্থের বৃথা
স্মরণ করে কি জন্ত ? তুমি সেখানে ভবদেবের
আরাধনা করিয়া ‘নন্দী’ নাম লাভ করিবে এবং
অল্প কাল মধ্যেই এখানে আসিয়া প্রতী-
হারিহ প্রাপ্ত হইবে । এই কথা শুনিয়া বীরক
রোমাঞ্চিত শরীরে মাতাকে প্রণিপাত
পূর্ব্বক বিবিধ বাক্যে স্তব করিয়া কহিলেন,
—“দেবি ; আমি ধন্ত । আপনার এই শাপই
অনুগ্রহ । যে হেতু আমি অতি দুর্লভ মানুষ্য
জন্ম লাভ করিব ;—তাগও আবার অর্কুদাচলে ;
যাহার নিকটে পুণ্যময় মহীসাগর সঙ্গম বিরাজমান ।
অর্কুদাচল ও সাগরের অন্তরাল ক্ষেত্র, গোকপিনী
পৃথিবীর উধঃ (পালান) প্রদেশ বলিয়া অভিযত ।
মাতঃ ! আমি সেখানে যাইয়া ভবভক্তি প্রভাবে
অচিরকাল মধ্যেই পুনঃপ্রত্যাবর্তন করিব ।”
বীরক এই বলিয়া শিলার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণার্থ
প্রস্থান করিলেন । তখন দেবীও চল্লিশের
ভবনে প্রবেশ করিলেন । ৬৩—৭৭ । দেব
ত্রিলোচন দেবীকে সমাগত দেখিয়া “নারীগণকে
ধিক্” এই কথা কহিলেন । দেবীও তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া কহিলেন,—ইহা সত্যই বলিলেন ; মিথ্যা

প্রকৃতিভাগোহং নার্যাশ্চাইন্তি নিন্দতাং ॥ ৭৯ ॥
 পুরুষাণাং প্রসাদেন মুচ্যন্তে ভবসাগরাৎ । ততঃ
 প্রকৃষ্টস্তামাহ হরো যোগ্যাধুনা শুভে ॥ ৮০ ॥ পুত্রং
 দাস্তামি যেন ত্বং খ্যাতিমাপ্যসি শোভনে । ততো
 রেমে হি দেব্যা স নানাশ্চর্য্যালয়ো হরঃ ॥ ৮১ ॥
 ততো বর্ষসহশ্রেষু দেবাস্তরিতমানসাঃ । জলনং
 নোদয়ামাসুর্জাতুং শঙ্করচেষ্টিতম্ ॥ ৮২ ॥ দ্বারি স্থিতং
 প্রতীহারং বঞ্চয়িত্বা চ পাবকঃ । পারাবতস্ত রূপেণ
 প্রবিবেশ হরাস্তিকম্ ॥ ৮৩ ॥ দদৃশে তং চ দেবেশো
 বিনতাং প্রেক্ষ্য পর্ষতীম্ । ততস্তং জলনং প্রাহ
 নৈতদযোগাং ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৮৪ ॥ যদিদং ক্ষুভিতং
 স্থানায়ম তেজো হনুতমম্ । গৃহাণ ত্বং সুহৃদ্বন্ধু
 নো বা ধক্ষ্যামি ত্বাং কৃষা ॥ ৮৫ ॥ ভীতস্ততোহসৌ
 জগ্রাহ সর্ষদেবমুঞ্চ সঃ । তেন হে বহিসহিতা
 বিহ্বলাশ্চ সুরাঃ কৃতাঃ ॥ ৮৬ ॥ বিপাট্য জঠরাণ্যেষাং
 বীৰ্য্যং মাহেশ্বরং ততঃ । নিষ্কান্তং তৎসরো জাতং
 পারদং শতযোজনম্ ॥ ৮৭ ॥ বহিঃচ ব্যাকুলীভূতো
 গঙ্গায়াং মুমুচে সক্রৎ । দহমানা চ সা দেবী

নহে । নারীগণ জড়, প্রকৃতিভাগ, সুতরাং তাহারা
 নিন্দার যোগ্যই বটে । উহারা পুরুষগণের প্রসা-
 দেই ভবসাগরে পরিভ্রাণ লাভ করে ।” শঙ্কর এই
 উত্তরে হৃষ্ট হইয়া “শুভে ! এক্ষণে তুমি যোগ্যা
 হইয়াছ । অতএব শোভনে ! তোমাকে এমন
 একটি পুত্র দান করিব, যাহা দ্বারা তুমি খ্যাতি
 লাভ করিবে ।” বিবিধ বিচিত্র ব্যাপারের আশাব
 শঙ্কর অতঃপর দেবীর সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন ।
 তাহাতে বহু সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল ।
 তখন সুরগণ ব্যাকুল চিত্তে শঙ্করের ত্রিলাকলাপ
 জানিবার জন্য ভ্রাতাশনকে প্রেরণ করিলেন ।
 পাবক পারাবতরূপে দারস্থ প্রতীহারীকে বধনা
 পুরুষ পুরে প্রবেশ করিয়া হরসমীপে যাইয়া
 উপস্থিত হইলেন । শঙ্কর পাবককে দেখিতে
 পাইলেন । পার্শ্বতীও পাবককে দেখিয়া ক্ষুভিতা
 হইলেন । তখন শঙ্কর পাবককে কহিলেন,—“রে
 দুবৃদ্ধি ! তুমি ইহা যোগ্যার্থ্য কর নাই । যেহেতু
 আমার অতুল্যম তেজ স্বস্থান হইতে বিচ্যুত
 হইয়াছে । তুমি ইহা গ্রহণ কর ; নচেৎ তোমাকে
 রোষানলে দগ্ধ করিব ।” এই কথায় পাবক ভীত
 হইয়া সেই তেজ গ্রহণ করিলেন । তিনি সকল
 দেবতার মুখ বলিয়া তদ্বারা পাবকের সহিত
 সমস্ত সুরগণই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । অতঃপর

তরঙ্গৈর্ধ্বজিকংস্রজৎ ॥ ৮৮ ॥ জাত্যস্ত্রিভুবনখ্যাতস্তেন
 চ শ্বেতপর্ষতঃ । এতস্মিন্ধ্বস্তরে বহিরাহুতশ্চ
 হিমালয়ে ॥ ৮৯ ॥ সপ্তধিভির্ধ্বহিমং কুর্ষদ্বিগ্ন-
 বীৰ্য্যতঃ । আগতা তত্র জগ্রাহ বহির্ভাগং চ তং
 হতম্ ॥ ৯০ ॥ গতেহহ্মস্মিংশ্চ তত্রস্থঃ পত্নী-
 স্তেবামপশুত । সুবর্ণকদলীস্তস্তনিভাস্তাশ্চন্দ্রলেখয়া ॥
 ৯১ ॥ পশুমানঃ প্রফুল্লাক্শো বহিঃ কামবশং গতঃ ।
 স ভূয়শ্চিন্তয়ামাস ন ত্রায়াং ক্ষুভিতোহস্মি যৎ ॥ ৯২ ॥
 সাক্ষীঃ পত্নীর্দ্বিজেন্দ্রাণামকামাঃ কাময়ামাহম্ ।
 পাপমেতৎ কস্ম চোত্রং নশ্চামি তৃণবৎক্ষুটম্ ॥ ৯৩ ॥
 ক্রৌঞ্চতনুগতে কীর্ত্তিধাবদাচন্দ্রতারকম্ । এবং সঞ্চিন্ত্য
 বলং গহ্ব চৈব বনান্তরম্ ॥ ৯৪ ॥ সংযন্তং নাভবচ্ছক
 উপায়ৈকতত্ত্বির্মমঃ । ততঃ স কামসন্তপ্তো মুচ্ছিতঃ
 সমপদ্যত ॥ ৯৫ ॥ ততঃ স্বাহা চ ভাৰ্য্যাস্ত বুবুধে
 তদ্বিচেষ্টিতম্ । জাহ্নবা চ চিন্তয়ামাস প্রকৃষ্টা মনসি

সেই মহেশ্বর-বীৰ্য্য দেবগণের জঠর ভেদ
 করিয়া নিষ্কান্ত হইয়া শতযোজন পারদসরোবরা-
 কাগ্রে পরিণত হইল । বহিঃ ব্যাকুল হইয়া সেই
 তেজ গঙ্গাতে পরিত্যাগ করিলেন । গঙ্গাদেবীও
 তৎপ্রভাবে দহমান হইয়া তরঙ্গ দ্বারা উৎক্লিষ্ট
 করিয়া ফেলিলেন । তাহাতেই ত্রিভুবন বিখ্যাত
 শ্বেত পর্ষতের উৎপত্তি হইল ॥ ৮৮—৮৮ ॥ এই সময়ে
 সপ্তধিগণ হিমালয়ের হোম করিতেছিলেন ; তাহারা
 হোমসম্পাদনার্থ মন্ত্র দ্বারা বহিকে আহ্বান করি-
 লেন । বহিঃ মন্ত্রবীৰ্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে
 যাইয়া হোমভাগ গ্রহণ করিলেন । বহিঃ বেলা-
 বসানে সুবর্ণকদলীস্তস্তসমা কিম্বা চন্দ্রকলাসদৃশী
 সপ্তধিপত্নীদিগকে অবলোকন করিয়া বিস্মারিত
 নেত্রে দেখিতে দেখিতে কামবশীভূত হইয়া পড়ি-
 লেন । তিনি তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,
 আমি যে, ক্ষুভিত হইলাম, ইহা ত্রায়া নহে । আমি
 সাক্ষী অকামা দ্বিজেন্দ্র-পত্নীগণকে কামনা করি-
 তেছি । এ কস্ম উৎকট পাপ, ইহার ফলে আমি
 হয় তো তৃণবৎ বিনষ্ট হইব । এরূপ কাজ করিলে
 তারা-চন্দ্রের স্থিতিকালযাবৎ কীর্ত্তিহীন হইতে
 হয় । বহিঃ এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিয়া বনে গমন
 করিলেন ; কিন্তু নানাবিধ উপায়েও নিজ মন সংযত
 করিতে পারিলেন না । তিনি কাম-সন্তাপে মুচ্ছিত
 হইয়া পড়িলেন । তদীয় পত্নী স্বাহাদেবী বহির
 এই আচরণের মন্য বুদ্ধিতে পারিয়া মনে মনে
 সন্তুষ্ট হইলেন এবং ভাবিলেন,—“আমি ইহার নিজ

শ্রম ॥ ৯৬ ॥ স্বাঃ ভাৰ্য্যামথ মাং ত্যক্ত্বা বহুবাসাদ-
বজ্রয়া । ভাৰ্য্যাঃ কাময়তে নুনং সপ্তবীণাং মহাশ্রনাম্ ॥
৯৭ ॥ তদাসাং রূপমাশ্রিত্য রমিষ্যে তেন চাপ্যহম্ ।
ততঃ স্কিরসো ভাৰ্য্যা শিবানাং মেতি শোভনা ॥ ৯৮ ॥
তস্তা রূপং সমাধায় পাবকং প্রাপ্য সার্ববীণাং ।
মামগ্রে কামসন্তপ্তাং স্বঃ কাময়িতুমহসি । ন
চেৎ করিষ্যসে দেব মৃত্যুং মামুপধারয় ॥ ৯৯ ॥
অহমস্কিরসো ভাৰ্য্যা শিবা নাম ভূতশন ॥ ১০০ ॥
সৰ্বাভিঃ সন্নিভা প্রাপ্তা তাস্য যাস্তন্ত্যনুক্রমাৎ ।
অস্মাকং স্বঃ প্রিয়ো নিত্যঃ হৃচ্ছিত্তাস্য বয়ং তথা ॥
১০১ ॥ ততঃ স কামসন্তপ্তঃ সততং তথা সহ ।
প্ৰীতে প্ৰীতা চ সা দেবী নিৰ্জ্জগাম বনাস্তরাৎ ॥ ১০২ ॥
চিন্তয়ন্তী মমেদং চেদ্রপং দ্রক্ষ্যন্তি কাননে । তে
ব্রাহ্মণীনামনৃতং দোষং বক্ষ্যন্তি পাবকাৎ ॥ ১০৩ ॥
তস্মাদেতদ্রক্ষমাণা গরুড়ী সন্তবামাহম্ । সুপর্ণা
সা ততো ভূহা দদৃশে শ্বেতপৰ্বতম্ ॥ ১০৪ ॥
শরস্তদৈঃ সুসম্পৃক্তং রক্ষোভিশ্চ পিশাচৈকৈঃ । সা
তত্র সহসা গহ্বা শৈলপৃষ্ঠঃ সুদুৰ্গমম্ ॥ ১০৫ ॥ প্রাক্ষি-
পৎ কাঞ্চনে কুণ্ডে শুক্রং তদ্বারণেহক্ষমা । শিষ্টা-
নামপি দেবীনাং সপ্তবীণাং মহাশ্রনাম্ ॥ ১০৬ ॥

পত্নী ; পরন্তু ইনি আমাকে পরিহার করিয়া নিশ্চয়ই
মহাত্মা সপ্তবীণাণের পত্নীদিগকে কামনা করিতেছেন ;
অতএব আমি সেই সপ্তবীণা পত্নীদিগের রূপ ধারণ
করিয়া ইহার সহিত রমণ করিব । স্বাহা দেবী
এইরূপ স্থির করিলেন । সপ্তবীণাণের মধ্যে
অঙ্গিরার পত্নীর নাম শিবা ; তিনি অতীব সুন্দরী ।
স্বাহাদেবী তখন তাঁহার রূপ ধারণ করিয়া বহির্কে
কহিলেন,—“হে পাবক ! আমি কাম-সন্তপ্তা ,
আমাকে আপনি কামনা করুন ; আপনি এই কাযা
না করিলে আমাকে মৃত্যু বলিয়াই জ্ঞাত হউন ।
৮৯—৯৯ । হে ভূতশন ! আমি অঙ্গিরার ভাৰ্য্যা ;
আমার নাম শিবা । অপর মহর্ষিপত্নীগণের সহিতই
আপনার নিটক আসিয়াছি ; তাঁহারা ক্রমে ক্রমে আপ-
নার সমীপস্থ হইবেন । আপনি আমাদিগের নিয়ত
প্রিয়, এবং আমরাও আপনার প্রতি নিত্য আসক্ত ।
এই কথার পর কামসন্তপ্ত পাবক তাহার সহিত
সঙ্গম করিলেন । তাহাতে পাবক প্ৰীত হইলেন ;
সেই দেবীও প্ৰীত চিত্তে বনাস্তরে প্রস্থান করি-
লেন । পরন্তু তিনি সেই শুক্রধারণে অসমর্থ হইয়া
উহা প্রক্ষেপ করিবার জন্য এইরূপ চিন্তা করিতে
লাগিলেন যে, এই বনমধ্যে আমাকে এইরূপে

পত্নীসরূপতাঃ কৃৎস্না কাময়ামাস পাবকম্ । দিব্যং
রূপমরুন্ধত্যাঃ কর্তুং ন শকিতং তয়া ॥ ১০৭ ॥
তস্তাস্তপঃপ্রভাবেণ ভৰ্ত্তুঃ শুশ্রূষণেন চ । বটকৃৎস্নতু
নিষ্কিন্তময়িরেতঃ কুরুত্ব ॥ ১০৮ ॥ কুণ্ডেহস্থিঃশৈল-
বহ্নে প্রতিপদ্যেব স্বাহয়া । ততশ্চ পাবকো
দুঃখাচ্ছূশোচ চ মুমোহ চ ॥ ১০৯ ॥ আঃ পাপং
কৃতমিত্যেব দেহত্যাগেহকরোন্নতিম্ । ততস্তঃ
খেচরী বাণী প্রাহ মা মরণং কুরু ॥ ১১০ ॥
ভাব্যমেতচ্চ ভাব্যথাং কো হি পাবক মুচ্যতে ।
ভাব্যর্থেনাপি যত্তে চ পরদারোপসেবনম্ ॥ ১১১ ॥
কৃতং তচ্চেতসা তেন স্বামজীর্ণং প্রবেক্ষ্যতি ।
শ্বেতকেতোশ্চায়ত্তে স্বতধারাভিতর্পিতম্ ॥ ১১২ ॥

দেখিলে সপ্তবীণা পত্নীদিগের প্রতি পাবক-সঙ্গ
দোষারোপ ঘটিতে পারে, সুতরাং এই রূপ পরি-
তাগ করিয়া আমি গরুড়ী মূর্তি গ্রহণ করি । এই-
রূপ চিন্তার পর তিনি গরুড়ী মূর্তি পরিগ্রহ
করিয়া শ্বেত পর্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । সেই
পর্বত শরস্ত্রসমাবৃত এবং রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ ।
স্বাহা দেবী সেখানে কাঞ্চন কুণ্ডে সেই বীৰ্য্য নিক্ষেপ
করিলেন । তারপর তিনি পূর্ববৎ অপর মহর্ষি-
পত্নীর রূপ ধারণ করিয়াও পাবকসহ রতি-
ক্রিয়াতে উক্ত কাঞ্চনকুণ্ডেই বীৰ্য্য নিক্ষেপ করি-
লেন ॥ এই ভাবে তিনি ছয় মহর্ষি-পত্নীর রূপ
ধারণ করিলেন ; পরন্তু বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী পতি-
শুশ্রূষা ও তপস্তাপ্রভাবে অতিশয় তেজস্বিনী
বলিয়া স্বাহা দেবী তাঁহার রূপধারণে সমর্থ হইলেন
না । হে কুরুধরস্কর । স্বাহা দেবী চৈত্ৰমাসের
রক্ষ প্রতিপদ তিথিতে এইরূপে ছয়বার সেই
কাঞ্চনকুণ্ডে পাবক-বীৰ্য্য নিক্ষেপ করিলেন । বহি
দেব অতঃপর “আমি পরদারসঙ্গ করিলাম,” ইহা
ভাবিয়া শোক করিতে লাগিলেন, এবং মোহ প্রাপ্ত
হইলেন । তিনি “হায় আমি কি পাপ করিলাম !”
ইহা ভাবিয়া দেহত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন ;
তখন তাঁহাকে আকাশবাণী কহিল,—“হে পাবক !
মরণের উদ্যম পরিত্যাগ কর । এইরূপই ভবিতব্যতা
ছিল ; ভবিতব্যতা অতিক্রম করিতে কে পারে ?
তবে যদিও তুমি ভবিতব্যতা নিবন্ধনেই পরদার
সেবা করিয়াছ, তথাপি তোমার তদ্বিষয়ে অভিলাষ
জন্মিয়াছিল বলিয়া শ্বেতকেতুর যজ্ঞে স্বতধারা পান
করিয়া তোমার অজীর্ণ রোগ ঘটিবে । তুমি শোক
পরিত্যাগ কর ; তুমি স্বাহাদিগের সহিত সঙ্গম

শোকঞ্চ ত্যজ নৈতাস্তাঃ স্বাহৈবেয়ং তব প্রিয়া ।
 যেতপর্ষতকুণ্ডলং পুত্রং হং দ্রুইমহি । ততো
 বহিস্তত্র গহ্বা দৃশে তনয়ং প্রভুম্ ॥ ১১৩ ॥ অজ্জুন
 উবাচ । কস্মাৎ স্বাহাকরোজপঃ স্নাঃ তাসাং
 মহামুনে ॥ ১১৪ ॥ যত্তা ভর্তৃপরাঃ সাধ্বাস্তপস্বিন্যো-
 হগ্নিসন্নিভাঃ । ন বিভেতি চ কিস্তাভাঃ বডুভাঃ
 স্বাহাপরাধিনী । ভর্তৃভক্ত্যা জগদন্ধুং যতঃ শক্তাশ্চ
 তা মুনে ॥ ১১৫ ॥ নারদ উবাচ । সত্যমেতৎ
 কুরুশ্রেষ্ঠ শৃণু তচ্চাপি কারণম্ । যেন তাসাং কৃতং
 রূপং ন বা শাপং দৃশ্যতাং ॥ ১১৬ ॥ যত্র তদ্বহিনা-
 ক্ষিপ্তং ক্রদতেজঃ সক্রৎ পুরা । গঙ্গায়াঃ স্তত্র
 সমুপ্তাঃ সট্ পদ্মোহজ্ঞানভাবতঃ ॥ ১১৭ ॥ ততস্তা
 বিহ্বলীভূতাস্তেজসা তেন মোহিতাঃ । লজ্জয়া চ
 স্বভর্তৃণাং গঙ্গাতীরস্থিতা রহঃ ॥ ১১৮ ॥ এতদন্তর-
 মালোক্য চিকীর্ষন্তী মনীষিতম্ । স্বাহা শরীর-
 মাভিষ্ঠ তাসাং তেজো জহার তৎ ॥ ১১৯ ॥
 চিক্রীড বহিজায়াপি যথা তে কথিতং ময়া ॥ ১২০ ॥

করিয়াছ, তাঁহারা প্রকৃত ঋষিপত্নী নহেন । তোমার পত্নী
 স্বাহা দেবীই সেই সেই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ।
 তুমি এক্ষণে যেতপর্ষতের কাঞ্চন কুণ্ডে যাইয়া তোমার
 পুত্রকে অবলোকন কর ।" বহি এই আকাশবাণী
 শুনিয়া সেখানে গিয়া সেই প্রভাববান পুত্রকে দর্শন
 করিলেন । ১১০—১১৩ । অজ্জুন কহিলেন,--হে
 মহামুনি নারদ ! স্বাহা দেবী সেই অগ্নিসন্নিভা
 তেজস্বিনী পতিপরাধণা সাধ্বী তপস্বিনী মহর্ষি পত্নী-
 গণের রূপ ধারণ করিলেন কেন ? সেই মুনিপত্নী-
 গণ তো পতিভক্তিবলে জগৎ দধ্ব করিতে সমর্থ ;
 তবে তাঁহাদিগের রূপধারণ করিতে স্বাহা দেবীর
 ভয় হইল না ? স্বাহা তো তাঁহাদিগের রূপ ধারণ
 করিয়া অপরাধিনী হইয়াছিলেন ।" নারদ কহিলেন,
 —“হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! ইহার কারণ শ্রবণ কর । স্বাহা যে
 জন্ম তাঁহাদিগের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তার
 তাঁহারাও যে জন্ম শাপ দিলেন না, তাহা বলিতেছি ।
 বহি গঙ্গার যে স্থানে ক্রদ-তেজ নিষ্কপ করিয়া-
 ছিলেন, ছয় মুনিপত্নী অজ্ঞানমোহিত হইয়া সেই
 স্থানেই মান করেন । তাঁহাতে তাঁহারা সেই
 তেজঃপ্রভাবে বিহ্বল হইয়া লজ্জাবশে স্ব স্ব
 পত্নী সমীপে না যাইয়া গঙ্গাতীরেই একান্তে
 অবস্থান করেন । স্বাহা দেবী এই অবকাশ
 পাইয়া আভিপ্রায় সকল মানসে তাঁহাদিগের শরীরে
 আবিষ্ট হইয়া সেই তেজ অপহরণ করেন । তার পর

উপকারমিমং তাভিঃ স্মরন্তীতিশ্চ ভারত । ন শপ্তা
 সা যতঃ শাপো ন দেয়শ্চোপকারিণি ॥ ১২১ ॥
 ততঃ সপ্তর্ষয়ো জ্ঞানো জ্ঞানেনাশুচিতাং গতঃ ।
 ততাজ্জঃ সট্ তদা পত্নীক্সিনা দেবীমক্লম্বতীম্ ॥ ১২২ ॥
 বিশ্বামিত্র ভগবান্ কুমারং শরণং গতঃ । স্তবং
 দিব্যং সম্প্রচক্রে মহাসেনস্ত চাপি সঃ ॥ ১২৩ ॥
 অষ্টোত্তরশতং নাম্নাং শৃণু হং তানি কাস্তন । জপেন
 যেষাং পাপানি যান্তি জ্ঞানমবাগ্নুয়াৎ ॥ ১২৪ ॥ হং
 ব্রহ্মবাদী হং ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রাহ্মণবৎসলঃ । ব্রহ্মণো
 ব্রহ্মদেবশ্চ ব্রহ্মদো ব্রহ্মসংগ্রহঃ ॥ ১২৫ ॥ হং পরঃ
 পরমং তেজো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ । অপ্রমেয়গুণশ্চৈব
 মন্ত্রাণাং মন্ত্রগো ভবান্ ॥ ১২৬ ॥ হং সাবিত্রীময়ো
 দেব সর্ষত্রেবাপরাজিতঃ । মমঃ সর্ষাশ্বকো দেবঃ
 সডক্ষরবতা বরঃ ॥ ১২৭ ॥ মালী মোলী পতাকী
 চ জটী মুণ্ডী শিখণ্ডাপি । কুণ্ডলী লাজলী বালঃ
 কুমারঃ প্রবরো বরঃ ॥ ১২৮ ॥ গবাংপুত্রঃ সুরারিষ্মঃ
 সম্ভবো ভুবভাবনঃ । পিনাকী শক্রহা শ্বेतো গৃঢ়ঃ
 কন্দঃ করাগ্রণীঃ ॥ ১২৯ ॥ দ্বাদশো ভূভুবো ভাবী

বহিজায়া যে ভাবে বহিসং ক্রীড়া করেন, আমি
 তাহা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি । হে ভারত !
 মুনিপত্নীগণ এই উপকার স্মরণ করিয়া স্বাহাকে
 অভিশাপ দিলেন না, কারণ উপকারী জনে অভি-
 শাপ দিতে নাই । অতঃপর সপ্তর্ষিগণ জ্ঞানবলে
 অক্লম্বতী বাতীত অপর ছয় পত্নীর অশুচিতা জ্ঞাত
 হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন । এদিকে
 ভগবান্ বিশ্বামিত্র সেই মহাসেন কুমারের শরণা-
 গত হইয়া অষ্টোত্তরশত নামাঙ্ক দিব্য স্তবদ্বারা
 তাঁহাকে স্তুতি করিলেন । হে কাস্তন ! তুমি তাহা
 শ্রবণ কর । উহা পাঠ করিলে পাপনাশ হয় ; মানব
 জ্ঞানলাভ করিতে পারে । ১২৪—১২৮ । স্তব যথা,—
 হে দেব ! আপনি ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ-
 বৎসল, ব্রহ্মণা, ব্রহ্মদেব, ব্রহ্মদ, ব্রহ্মসংগ্রহ, পর,
 পরমতেজ, মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গল, অপ্রমেয়
 গুণ, এবং মন্ত্রসমূহের উপাসমাতত্ত্বজ । আপনি,
 সাবিত্রীময়, সর্ষত্রে অপরাজিত, সর্ষাশ্বক দেবতা
 এবং সডক্ষর মন্ত্রমধ্যে সর্ষপ্রধান মন্ত্ররূপী । আপনি
 মালী, মোলী, পতাকী, জটী, মুণ্ডী, শিখণ্ডী,
 কুণ্ডলী, লাজলী, বাল, কুমার, প্রবর ও বর ।
 আপনি দ্বাদশ, ভূ, ভুবঃ, ভাবী, ভূমিপুত্র, নমস্কৃত,
 নাগরাজ, সুধর্মাশ্বা, মাকপৃষ্ঠ ও সনাতন !
 তুমি ভর্তা, সর্ষভূতাস্থা, জাতা, সুধাবহ,

ভুবঃ পুত্রো নমস্কৃতঃ । নাগরাজঃ সুধর্ম্মাশ্বা নাকপৃষ্ঠঃ
সনাতনঃ ॥ ১৩০ ॥ হং ভর্তা সর্বভূতান্ হং ভ্রাতা
হং সুখাবহঃ । শরদক্ষঃ শিখী জেতা বড়বক্রো
ভয়নাশনঃ ॥ ১৩১ ॥ হেমগর্ভো মহাগর্ভো জয়শ্চ
বিজয়েশ্বরঃ । হং কর্তা হং বিধাতা চ নিত্যো
নিত্যারিমর্দনঃ ॥ ১৩২ ॥ মহাসেনো মহাতেজা বীর-
সেনশ্চ ভূপতিঃ সিদ্ধাসনঃ সুরাধ্যক্ষো ভীমসেনো
নিরাময়ঃ ॥ ১৩৩ ॥ শৌরির্ঘর্ষহাতেজা বীর্ঘাবান
সত্যবিক্রমঃ । তেজোগর্ভোহসুর-রিপুঃ সুরমূর্তিঃ
সুরোজ্জিতঃ ॥ ১৩৮ ॥ কৃতজ্ঞো বরদঃ সত্যঃ শরণাঃ
সাধুবৎসলঃ । সুরতঃ সূর্যাসঙ্কাশো বহুগর্ভঃ
কণো ভুবঃ ॥ ২৩৫ ॥ পিপ্ললী শীঘ্রগো রৌদ্রো গাঙ্গেয়ো
রিপুদারণঃ । কার্তিকেয়ঃ প্রভুঃ ক্ষম্তা নীলদন্তো
মহামনাঃ ॥ ১৩৩ ॥ নিগ্রহো নিগ্রহণাঞ্চ নেতা হং
সুরনন্দনঃ । প্রগ্রহঃ পরমানন্দঃ ক্রোধঘস্তার
উদ্ধিতঃ ॥ ১৩৭ ॥ কুকুটী বহলী দিব্যঃ কামদো
ভূরিবর্ধনঃ । অমোঘোহমৃতদো হৃগ্নিঃ শক্রঘ্নঃ
সর্বমোদনঃ ॥ ১৩৮ ॥ অব্যয়ো হমরঃ স্রীমানুরতো
হৃগ্নিসম্ভবঃ । পিশাচরাজঃ সূর্য্যভঃ শিবাশ্বা শিব-
নন্দনঃ ॥ ১৩৯ ॥ অপারপারো হৃর্জ্যেয়ঃ সর্বভূতহিতে
রতঃ । অগ্রাহঃ কারণঃ কর্তা পরমেশী পরং পদম্ ।
অচিন্ত্যঃ সর্বভূতান্ সর্বাশ্বা হং সনাতনঃ ॥ ১৪০ ॥
এবং স সর্বভূতানাং সংস্কৃতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৪১ ॥

শরদক্ষ, শিখী, জেতা, বড়ানন ভয় নাশন,
হেমগর্ভ, মহাগর্ভ, জয়, ও বিজয়েশ্বর, তুমি
কর্তা, বিধাতা, নিত্য, নিত্যারিমর্দন, মহাসেন, মহা-
তেজা, বীরসেন, ভূপতি, সিদ্ধাসন, সুরাধ্যক্ষ,
ভীমসেন, নিরাময়, সৌরি, যহ, মহাতেজা, বীর্ঘাবান,
সত্যবিক্রম, তেজোগর্ভ, অসুররিপু, সুরমূর্তি
সুরোজ্জিত, কৃতজ্ঞ, বরদ, সত্য, শরণা, সাধু-
বৎসল, সুরত, সূর্য্যাসঙ্কাশ, বহুগর্ভ, কণ, ভুব,
পিপ্ললী, শীঘ্রগ, রৌদ্রো, গাঙ্গেয়, রিপুদারণ, কার্তি-
কেয়, প্রভু, ক্ষম্তা, নীলদন্ত, মহামনা, নিগ্রহ-
নিগ্রহ, নেতা, সুরনন্দন, প্রগ্রহ, পরমানন্দ, ক্রোধঘ্ন,
তার, উদ্ধিত, কুকুটী, বহলী, দিব্য, কামদ, ভূরি-
বর্ধন, অমোঘ, অমৃতদ, অগ্নি, শক্রঘ্ন, সর্বমোদন,
অব্যয়, অমর, স্রীমান, উন্নত, অগ্নিসম্ভব, পিশাচ-
রাজ, সূর্য্যভ, শিবাশ্বা, শিবনন্দন, অপারপার,
হৃর্জ্যেয়, সর্বভূতহিতরত, অগ্রাহ, কারণ, কর্তা, পর-
মেশী, পরমপদ, অচিন্ত্য, সর্বভূতান্, সর্বাশ্বা ও

নাম্যমষ্টশতেনাং বিশ্বামিত্রমহর্ষিণা । প্রসন্নমূর্তি-
রাহেদং মুনীন্দ্রং ব্রিয়তামিতি ॥ ১৪২ ॥ মম হুয়া
দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্ততিরেষা নিরূপিতা । ভবিষ্যতি মনো-
হতীষ্টপ্রাপ্তয়ে প্রাণিনাং ভুবি ॥ ১৪৩ ॥ বিবর্ধতে
কুলে লক্ষ্মীসুত যঃ প্রপঠেদিমম্ । ন রাক্ষসাঃ
পিশাচা বা ন ভূতানি ন চাপদঃ ॥ ১৪৪ ॥ বিশ্বকারীণি
তদগেহে যত্রৈব সংস্বেবন্তি মাম্ ॥ হৃঃস্বপ্নঞ্চ ন পশ্যেৎ
স বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৪৫ ॥ স্তবস্তাস্ত
প্রভাবেণ দিব্যভাবঃ পূমান ভবেৎ । হং চ মাং
শ্রুতিসংস্কারৈঃ সর্কৈঃ সংস্কর্তুমহসি ॥ ১৪৬ ॥ সংস্কার-
রহিতং জন্ম যতশ্চ পশুবৎ স্মৃতম্ । স্বক্ মদ্বরদানেন
ব্রহ্মাণ্ডে ভবিষ্যসি ॥ ১৪৭ ॥ ততো মুনিস্তস্ম
চক্রে জাতকর্মাাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । পৌরোহিত্যং তথা
ভেজে স্বন্দরশ্রোত্ৰাজ্জয়া প্রভুঃ ॥ ১৪৮ ॥ ততস্তং
বহুরভ্যাগাদদর্শ চ স্মৃতং শুভম্ । বটশীর্ষং দ্বিগুণ-
শ্রোত্রং দ্বাদশাঙ্গিভূজক্রমম্ ॥ ১৪৯ ॥ একগ্রীবাং
চৈককাযং কুমার স বালোকয়ৎ । কললং প্রথমে

সনাতন । ১২৫—১৪০ । সেই সর্বভূতের পরমেশ্বর
কুমার, এই অষ্টোত্তরশত নাম দ্বারা বিশ্বামিত্র মহর্ষি
কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া প্রসন্নমুখে মুনীন্দ্রকে কহিলেন,—
‘বর গ্রহণ কর । হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ ! তুমি যে আমাকে
এই স্ততি দ্বারা স্তব করিলে, ইহা ভূতলে
প্রাণিগণের মনোভিলাষ পূরণ করিবে । যে জন
ইহা পাঠ করিবে, তাহার বংশে সতত লক্ষ্মী-
বৃদ্ধি হইবে । এই স্তব দ্বারা আমার স্তবন করিলে
সেখানে রাক্ষস, পিশাচ, ভূত বা অন্য কোন প্রাণী
কোন বিষয় ঘটাইতে পারে না । ইহা পাঠ করিলে
সেই ব্যক্তির হৃঃস্বপ্ন দর্শন ঘটে না ; এবং বন্ধ
ব্যক্তিও বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে । এই স্তবের
প্রভাবে মানব দিব্য ভাব প্রাপ্ত হয় । হে মুনিবর !
আমি তোমাকে বরদান করিতেছি, ইহার ফলে
তুমি ব্রহ্মাণ্ড লাভ করিবে । যেহেতু সংস্কাররহিত
জন্ম পশুতুল্য, অতএব তুমি আমাকে শ্রুতিবিহিত
সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত কর ।’ অতঃপর বিশ্বামিত্র মুনি
কুমারের জাতকর্মাাদি ক্রিয়া সকল সম্পাদন করি-
লেন । প্রভু বিশ্বামিত্র স্বন্দর অমৃতজালসারে তদীয়
পৌরহিত্য গ্রহণ করিলেন । অতঃপর সেখানে বহি
আসিয়া পুত্র গুহে অবলোকন করিলেন । দেখি-
লেন,—সেই কুমারের ছয়টি মস্তক, দ্বাদশটি কণ,
দ্বাদশটি নেত্র, দ্বাদশখানি বাহু, একটি গ্রীবা ও একটি

চাহি দ্বিতীয়ে ব্যক্তিতাক্রম ॥ ১৫০ ॥ তৃতীয়ায়াঃ
শিশুর্যাতচতুর্থ্যাং পূর্ণ এব চ। পঞ্চমাং সংস্কৃতঃ
সৌহৃৎ পাবকং চাপ্যপশুত ॥ ১৫১ ॥ ততস্তঃ
পাবকঃ পার্থ আলিঙ্গি চুচুহ চ। পুত্রোতি চোক্তা
তস্মৈ স শক্ত্যস্তুমদদাৎ স্বয়ম্ ॥ ১৫২ ॥ স চ শক্তিং
সমাদায় নমস্কৃত্য চ পাবকম্। শ্বেতশৃঙ্গং সমাক্রুতৌ
মুখেঃ পশুন দিশো দশ ॥ ১৫৩ ॥ ব্যনদন্তরবং নাদং
জাসয়ন্ সাস্বরং জগৎ। ততঃ শ্বেতগিরেঃ শৃঙ্গং
রক্ষঃপদ্যদশাবৃতম্ ॥ ১৫৪ ॥ বিভেদ তরসা শক্ত্যা
শতযোজনবিস্তৃতম্। তদেকেন প্রহারেণ খণ্ডশঃ
পতিতং ভূবি ॥ ১৫৫ ॥ চূর্ণীকৃত্য রাক্ষসাস্তে সততঃ
ধর্মশত্রবঃ। ততঃ প্রব্যথিতা ভূমির্বাশীর্ষ্যত সমস্ততঃ ॥
১৫৬ ॥ তীতাশ্চ পর্বতাঃ সর্গে চুক্রুণ্ডঃ প্রলম্বাদ্যথা।
ভূতানি তত্র সুভৃশং ত্রাহিত্রাণীতি চোজ্জগুঃ ॥ ১৫৭ ॥
এবং ক্রমা ততো দেবা বাসবং সহ তেহববন।
যেনৈকেন প্রহারেণ ত্রৈলোকাং ব্যাকুলীকৃতম্ ॥
১৫৮ ॥ স সংক্রুদ্ধঃ কণাধিঃ সংহারিষ্যতি বাসব।

মাত্র শরীর। বীর্ষা নিষ্কিপ্ত হইলে প্রথম দিনে
তাহা কললাকার, দ্বিতীয় দিনে কিঞ্চিৎ অভিযাক্ত-
কায়, তৃতীয় দিনে শিশুর উৎপত্তি, চতুর্থ দিনে পূর্ণা-
বয়ব এবং পঞ্চম দিনে সেই বালক সংস্কৃত হইল।
সেই পঞ্চমীতেই স্বন্দ পাবককে দর্শন করিলেন।
হে পৃথানন্দন! অতঃপর পাবক তাঁহাকে আলিঙ্গন-
পূর্বক চুষন করিলেন; এবং ‘পুত্র’ বলিয়া সম্বোধন
করিয়া শক্তি অস্ত্র প্রদান করিলেন। সেই কুমারও
শক্তি গ্রহণ পূর্বক পাবককে নমস্কার করিয়া ছদ্মরূপে
দশদিক্ অবলোকন করিতে করিতে শ্বেত-গিরিশৃঙ্গে
আরোহণ করিলেন, এবং এমন একটা ভাঁসন
নিদাদ করিলেন যে, অসুরগণসহ সমগ্র জগৎ
তাহাতে ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সেই শ্বেত-গিরিশৃঙ্গে
দশপদ্যসংখ্যক রাক্ষস বাস করিত; তিনি সবেগে
শক্তি প্রহার দ্বারা সেই শত যোজন বিস্তৃত গিরিশৃঙ্গ
ভেদ করিলেন। তাঁহার একটা মাত্র আঘাতেই
উল্লখণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ধর্ম্যদেবী
রাক্ষসগণ চূর্ণ হইয়া গেল। ভূমি তাহাতে ব্যথিত
হইয়া দিকে দিকে বিলীর্ণ হইয়া পড়িল। সেই ভীষণ
শব্দে পর্বতসমূহ অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রলম্বকালের
স্থায় চীৎকার করিতে লাগিল। প্রাণিগণ ‘ত্রাহি
ত্রাহি’ করিয়া উঠিল। ১৪১—১৫৭। এই শব্দ
শুনিয়া দেবগণ ইন্দ্রকে কহিলেন,—হে বাসব!
তাহার এক আঘাতে ত্রৈলোকা ব্যাকুলীভূত হইয়াছে,

বয়স্ক পালনার্থ্যম্ সৃষ্টা দেবেন বেধসা ॥ ১৫৯ ॥
তচ্চ জ্ঞাণং সদা কার্য্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
অস্মাকং পশুতামেবং যদি সঙ্কোভাতে জগৎ ॥
১৬০ ॥ ধিক্ ততো জন্ম বীরানাং শ্লাঘ্যং হি মরণং
কণাৎ। তদস্মাভিঃ সৈন্যং ত্বং ক্রান্তমহঁসি বাসব ॥
১৬১ ॥ এবমুক্তস্তথৈতুক্তা দেবৈঃ সার্কং তমভ্যয়াৎ।
বিধিৎসুস্তস্ত বীর্ষ্যাং স শক্রস্তূর্ণতরং তদা ॥ ১৬২ ॥
উগ্রং তচ্চ মহাবেগং দেবানৌকং তুরাসদম্। নর্দমানং
গুহং প্রেক্ষ্য ননাদ জলবির্ঘ্বা ॥ ১৬৩ ॥ তস্মা নাদেন
মহতা সমুদ্রুতোদগিপ্রভম্। বভ্রাম তত্রতত্রৈব দেব-
সৈন্যমচেতনম্ ॥ ১৬৪ ॥ জিঘাংসুহুপসম্প্রাপ্তান্ দেবান
দৃষ্ট্বা স পার্বকিঃ। বিসমজ্জ মুগাভ্রত প্রবুদ্ধাঃ
পাবকার্চ্চিবঃ ॥ ১৬৫ ॥ অদঃদেবসৈন্যানি চেষ্টে-
মানানি ভূতলে। তে প্রদীপ্তশিরোদেহাঃ প্রদীপ্তায়ুধ-
বাহনা ॥ ১৬৬ ॥ প্রচ্যুতাঃ সহসা ভাঙি দিবস্তারাগণা
ইব। দহমানাঃ প্রপন্নাস্তে শরণং পাবকান্বজম্ ॥
১৬৭ ॥ দেবা বজ্রধরং প্রোচুস্ত্যজ বজ্রং শতক্রতো।

সে ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষণমাত্রে জগতের সংহার করিতে
পারে। হে বাসব! বিধাতা আমাদিগকে জগতের
পালনার্থই সৃজন করিয়াছেন; সুতরাং প্রাণ কণ্ঠ-
গত হইলেও সেই পালন কার্য্য সাধন করা কর্তব্য।
আমাদের সাক্ষাতেই যদি জগতের এইরূপ ক্ষোভ
ঘটিতে থাকে, তবে আমাদিগের বীর-জীবনে ধিক্!
আমাদিগের মরণই ভাল। অতএব হে বাসব!
আপনি আমাদিগের সহিত ইহাকে নিহত করুন।
ইন্দ্র দেবগণের এইরূপ কথা শুতিয়া ‘তাহাই করা
যাউক’ বলিয়া দেবগণসহ কুমারকে নিগ্রহ করিবার
জন্তু দ্রুতবেগে গমন করিলেন। কুমার সেই
নিদাদকারী বেগবান উগ্র তুরাবর্ষ দেবসৈন্য আসিতে
দেখিয়া সাগরবৎ ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।
তাঁহার সেই সুমহান্ নিদাদে উদ্বেলসাগরসম দেব-
সৈন্য অচেতন হইয়া এখানে-সেখানে ভ্রমণ করিতে
লাগিল। পাবকনন্দন গুহ, দেবগণ তদীয় হিংস্রাভি-
লাষে সমাগত দেখিয়া মুখ হইতে অগ্নিশিখা-সমূহ
বিসর্জন করিলেন। তাহাতে দেবসৈন্যগণ দগ্ধ
হইয়া ইতস্ততঃ ছুটছুটি করিতে লাগিলেন। তাহাতে
আয়ুধ, বাহন, মস্তক, দেহাদি প্রজ্জলিত হওয়ায় দেব-
গণ গগনচ্যুত তারাগণবৎ শোভা ধারণ করিলেন।
এইভাবে দহমান হইয়া অনেকে সেই পাবকনন্দ-
নেরই শরণাগত হইলেন। অপর দেবগণ তখন
বজ্রধর ইন্দ্রকে কহিলেন,—‘হে শতক্রতু মহেন্দ্র!

উজ্জ্বল দেবৈবন্তদা শক্রঃ স্কন্দে বজ্রমবাস্তজৎ ॥ ১৬৮ ॥
তদ্বিস্মৃষ্টং জঘানাণ্ড পার্শ্বং স্কন্দস্তা দক্ষিণম্ । বিভেদ
চ কুরুশ্চেষ্ঠ তদা তস্তা মহাঘনঃ ॥ ১৬৯ ॥ বজ্র-
প্রহারাৎ স্কন্দস্তা সঞ্জাতঃ পুরুষোহররঃ । যুবা কাঞ্চন-
সন্নাহঃ শক্তিধৃগ্দিব্যকুণ্ডলঃ । শাখ ইত্যভিবিখ্যাতঃ
সোহপি ব্যনদদম্বুতম্ ॥ ১৭০ ॥ ততশ্চেন্দ্রঃ পুনস্তস্তা
বামপার্শ্বং বাদারয়ৎ । তাদৃশশ্চাপরো জজ্ঞে
বিশাখ ইতি বিক্রমঃ ॥ ১৭১ ॥ ততশ্চেন্দ্রঃ পুনঃ
ক্রুদ্ধো হৃদি স্কন্দং বাদারয়ৎ । তত্রাপি তাদৃশো
জজ্ঞে নৈগমেয় ইতি ঋতঃ ॥ ১৭২ ॥ ততো বিনদ্য
স্কন্দাদ্যশ্চহারস্তং তদাভায়ঃ । তদেন্দ্রো বজ্রমুৎ-
সৃজ্য প্রাঞ্জলিঃ শরণং যযৌ ॥ ১৭৩ ॥ তস্তাভয়ং
দদৌ স্কন্দঃ সহসৈন্তস্তা সত্তমঃ । ততঃ প্রহৃষ্টাঙ্গিদশা
বাদিত্রাণ্যভাবাদয়ন ॥ ১৭৪ ॥ বজ্রপ্রহারাৎ কন্তাশ্চ
জজ্ঞিরেহস্ত মহাবলাঃ । যা হরন্তি শিশুন জাতান গর্ভ-
স্থান্শ্চৈব দারুণাঃ । কাকী চ হিলিমা চৈব রুদ্রা চ
বৃষভা তথা ॥ ১৭৫ ॥ আয়া পলালা মিত্রা চ সপ্তৈস্ততাঃ

আপনি বজ্র প্রহার করুন ।’ দেবগণ এইরূপ কহিলে
শক্র, স্কন্দের প্রতি বজ্র প্রহার করিলেন । হে কুরু-
শ্চেষ্ঠ ! সেই বজ্র মহায়া কুমারেব দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ
করিল । তখন সেই ভিন্ন পার্শ্বভাগ হইতে কাঞ্চন-
কান্তি, দিবা কুণ্ডল-ভূষিত, শক্তিধর অপর এক যুবা
পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন । তাঁহার নাম শাখ । তিনিও
অদ্ভুত সিংহনাদ করিলেন । পরে ইন্দ্র বজ্রাঘাতে
স্কন্দের বামপার্শ্ব ভেদ করিলেন ; তাহাতেও পূর্ববৎ
অপর এক পুরুষ উদ্ভূত হইলেন । তাঁহার নাম
বিশাখ । অতঃপর ইন্দ্র ক্রুদ্ধ-চিত্তে পুনরায় স্কন্দের
হৃদয়ে বজ্রাঘাত করিলেন । তখন বিদৌণ হৃদয়
হইতেও পূর্ববৎ অপর একটি পুরুষ জন্মিলেন ।
তাঁহার নাম নৈগমেয় । অনন্তর স্কন্দ প্রভৃতি চারি
জনেই সিংহনাদ করিয়া ইন্দের প্রতি ধাবিত হই-
লেন । ইন্দ্র তখন বজ্র পরিত্যাগ করিয়া কৃতাজলি-
পুটে তাঁহাদিগের শরণাগত হইলেন । সাধুতম
স্কন্দ, সসৈন্ত দেবরাজকে অভয় দান করিলেন ।
তখন সুরগণ হুঁষ্ট হইয়া বিবিধ বাদ্য বাজাইতে
লাগিলেন । ইন্দের বজ্রপ্রহারে স্কন্দের দেহ
হইতে মহাবলসম্পন্ন সাতটি কন্তারও জন্ম হইয়া-
ছিল । সেই কন্তাগণ অতি দারুণস্বভাব । তাঁহারা
গর্ভগত বা জাত শিশুগণকে অপহরণ করিয়া
থাকেন । তাঁহাদিগের নাম যথা,—কাকী, হিলিমা,
রুদ্রা, বৃষভা, আয়া, পলালা ও মিত্রা । ইহারা সাত

শিশুমাতরঃ । এতাসাং বীৰ্য্যসম্পন্নঃ শিশুশ্চাত্ত্বৎ
সুদারুণঃ ॥ ১৭৬ ॥ স্কন্দপ্রসাদজঃ পুত্রো লোহিতাক্ষো
ভয়ঙ্করঃ । এষ বীরাষ্টকঃ প্রোক্তঃ স্কন্দমাতৃগণো-
হদ্ভুতঃ ॥ ১৭৭ ॥ পূজনীয়ঃ সদা ভক্ত্যা সর্বাপস্মার-
শান্তিদঃ । উপাতিষ্ঠততঃ স্কন্দং হিরণ্যকবচশ্রজম্ ॥
১৭৮ ॥ লোহিতাঘরসংবীতং ত্রৈলোক্যস্থাপি সু-
প্রভম্ । যুবানং ত্রীঃ স্বয়ং ভেজে তং প্রণম্য
শরীরিণী ॥ ১৭৯ ॥ শ্রিয়া জুষ্টঞ্চ তং প্রাহঃ সর্বে
দেবাঃ প্রণম্য বৈ । হিরণ্যবর্ণ ভদ্রস্তে লোকানাং
শঙ্করো ভব ॥ ১৮০ ॥ ভবানিন্দোহস্তু নো নাথ
ত্রৈলোক্যস্তা হিতায বৈ ॥ ১৮১ ॥ স্কন্দ উবাচ ।
কিমিন্দঃ সৰ্বলোকানাং করোতীহ সুরোত্তমাঃ ।
কথং দেবগণাশ্চৈব পাতি নিত্যং সুরেশ্বরঃ ॥ ১৮২ ॥
দেবা উচুঃ । ইন্দ্রো দিশতি ভূতানাং বলং তেজঃ
প্রজাঃ সুখম্ । প্রজাঃ প্রযচ্ছতি তথা সর্ভান দায়ান
সুরেশ্বরঃ ॥ ১৮৩ ॥ দুর্ভুতানাং স হরতি বৃন্তস্থানাং
প্রযচ্ছতি । অনুরাশ্চি চ ভূতানি কার্যেযু বল-
বদ্রঃ ॥ ১৮৪ ॥ অস্বর্গ্যে চ ভবেৎ সূর্য্যাস্থাচজ্ঞে চ

জনই শিশুমাতা । ইহাদিগের স্তায় বীৰ্য্যসম্পন্ন
একটি শিশুও জন্মিবাছিল । স্কন্দের প্রসাদে সঞ্জাত
সেই দারুণ পুত্র, ভয়ঙ্করাকার এবং লোহিতাক্ষ নামে
বিখ্যাত । এই অদ্ভুত বীরাষ্টক স্কন্দমাতৃগণ নামে
প্রসিদ্ধ । ইহারা সর্বাধি অপস্মারের শান্তিদায়ক ।
ভক্তিসহকারে ইহাদিগের পূজা করা কর্তব্য ।
অতঃপর সেই স্বর্ণ-কবচ-মালাধারী, লোহিতবসন-
পাধিবান, ত্রিলোকমধ্যে একমাত্র সুপুরুষ, যুবা
৫-দকে ত্রীদেবী মূর্তিমতী হইয়া স্বয়ং যাইয়া প্রণাম-
পুষ্পক ভজনা করিলেন । তখন ত্রিনিবেষিত
স্কন্দকে দেবগণ সকলে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—
‘হে হিরণ্যবর্ণ ! আপনার মঙ্গল হউক ; আপনি
লোকসমূহের মঙ্গলবিধান করুন । হে নাথ !
ত্রিলোকের হিতসাধনার্থ আমাদিগের ইন্দ্র হউন ।
১৮৮—১৮১ । স্কন্দ কহিলেন,—‘হে সুরোত্তম-
গণ ! ইন্দ্র সর্ব লোকের কোন্ কার্য সাধন
কবেন ? আর সেই সুরেশ্বর সুরগণকেই বা
নিয়ত কিরূপে পালন করেন ?’ দেবগণ কহিলেন,—
সুরেশ্বর ইন্দ্র প্রাণিগণকে বল, তেজ, সন্তান, সুখ,
প্রজা, ও অপরাপর সমস্ত বাঞ্ছিত দ্রব্য দান করেন ।
তিনি দুর্ভুতগণের এতৎ সমস্ত অপহরণ করেন,
আর সদবৃত্তিদিগকেই ঐ সকল দান করিয়া থাকেন ।
তিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিমান বলিয়া প্রাণিগণকে বিবিধ

চন্দ্রমাঃ । ভবত্যাগ্নিষ্ঠ বায়ুষ্ঠ পৃথিব্যাং জীবকারণম্ ॥
 ১৮৫ ॥ এতদিল্পেণ কর্তব্যামিন্দো হি বিপুলং বলম্ ।
 স্বঃ চেল্লো ভব নো বীর তারকং জহি তে নমঃ ॥
 ১৮৬ ॥ ইন্দ্র উবাচ । স্বং ভবেল্লো মহাবাহো সর্বেষাং
 নঃ সুখাবহঃ । প্রণম্য প্রার্থয়ে স্বন্দ তারকং জহি
 রক্ষ নঃ ॥ ১৮৭ ॥ স্বন্দ উবাচ । শাধি ইমেব
 ত্রৈলোক্যঃ ভবানিন্দোহস্ম সমদা । কাবনো চেল্ল-
 কস্মাণি ন মমেন্দ্রহমীপ্সিতম্ ॥ ১৮৮ ॥ ইমেব রাজা
 ভদ্রস্তে ত্রৈলোক্যাস্তা মমৈব চ । করোমি কিঞ্চ তে
 শত্রু শাসনং ক্রহি তন্নম ॥ ১৮৯ ॥ ইন্দ্র উবাচ ।
 যদি সত্যমিদং বাক্যং নিশ্চয়াদ্ভাবিতং ত্বয়া ।
 অভিষিচ্যস দেবানাং সৈন্যপতো মহাবল । অহমিন্দো
 ভবিষ্যামি তব বাক্যাদাশোহস্ম তে ॥ ১৯০ ॥
 স্বন্দ উবাচ । দানবানাং বিনাশায় দেবানামগসিন্দ্রবে ।
 গোব্রাহ্মণস্তা চাখ্যে এবমস্ম বচস্তব ॥ ১৯১ ॥ ইত্যুক্তে
 সুমহানাদঃ সুরাণামভাজ্যত । ভূতানাং চাপি

কার্যো অনুশাসন করিষ্য থাকেন । তিনি সূর্য্য-
 ভাবে সূর্য্য, চন্দ্রের অভাবে চন্দ্র, অগ্নির অভাবে
 অগ্নি এবং বায়ব অভাবে বায়ু পৃথিবীস্থ
 প্রাণিগণের হিত সাধন কবেন । ইন্দ্রের ইহাই
 কর্তব্য ; ইন্দ্র প্রাণিগণের পরম বল । হে বীর !
 আপান আমাদিগের ইন্দ্র হউন ; এবং তারকা-
 সুরকে নিহত করুন । আপনাকে নমস্কার ।
 ইন্দ্র কহিলেন,—‘হে মহাবাহু স্বন্দ ! আপনি আমা-
 দিগের সকলের সুখসাধক ইন্দ্র হউন । আপনাকে
 প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনি তারকা-
 সুরকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন ।’
 স্বন্দ কহিলেন,—‘হে শত্রু ! আপনিই ইন্দ্ররূপে সর্বদা
 ত্রৈলোক্য শাসন করুন । আমি ইন্দ্র-কার্য্য সমস্তই
 করিব ; আমার ইন্দ্রত্বে অভিলাব নাই । এই
 ত্রৈলোক্যের এবং আমার আপনিই রাজা ; আপ-
 নার মঙ্গল হউক ; হে শত্রু ! আপনার কোন্ কার্য্য
 করিব ?—আমাকে আদেশ করুন ।’ ইন্দ্র কহি-
 লেন,—‘হে মহাভাগ । আপনি যদি একথা নিশ্চয়
 করিয়া বলিয়া থাকেন, আপনার একথা যদি সত্য
 হয়, তবে আপান দেবগণের সেনাপতি-পদে
 অভিষিক্ত হউন । আমি আপনার কথাবশত ইন্দ্র
 করিব । আপনার যশ প্রখ্যাত হউক ।’
 স্বন্দ কহিলেন,—‘দানবগণের বিনাশ, দেবগণের
 অভিপ্রায়সিদ্ধি ও গো-ব্রাহ্মণের হিত বিধানার্থ
 আপনি যেমন বসিলেন, তাহাই হউক ।’ স্বন্দ এই

সর্বেষাং ত্রৈলোক্যাকম্পকারকঃ ॥ ১৯২ ॥ জয়েতি
 তুষ্টিবৃষ্টেনঃ বাদিত্রাণ্যভ্যবাদয়ন । ননৃতুষ্টিবৃষ্টেনঃ
 করাঘাতাং চ চক্রিরে ॥ ১৯৩ ॥ তেন শব্দেন মহতা
 বিস্মিতা নগনন্দিনী । শঙ্করঃ প্রাহ কো দেব
 নাদোহয়মতিবর্ততে ॥ ১৯৪ ॥ রুদ্র উবাচ । অদ্য
 নুনং প্রহৃষ্টানাং সুরাণাং বিবিধা গিরঃ । শ্রয়ন্তে চ
 তথা দেবি যথা জাতঃ সূতস্তব ॥ ১৯৫ ॥ গবাক্ষ
 ব্রাহ্মণানাঞ্চ সাধ্বীনাঞ্চ দিবৌকসাম্ । মার্জ্জয়িষ্যতি
 চাক্ষণি পুত্রস্তে পুণ্যবতাপি ॥ ১৯৬ ॥ এবং
 বদতি সা দেবী দ্রষ্টুং তমুৎসুকাতবৎ ।
 শঙ্করং মহাতেজাঃ পুত্রেন্নেহাধিকো যতঃ ॥ ১৯৭ ॥
 রুবভং তত আকৃষ্ট দেব্যা সহ সযুৎসুকঃ ।
 সগগো ভব আগচ্ছৎ পুত্রদর্শনলালসঃ ॥ ১৯৮ ॥
 ততো ব্রহ্মা মহাসেনঃ প্রজাপতিরথাত্রবীৎ ।
 অভিগচ্ছ মহাদেবঃ পিতরং মাতরং প্রভো ॥ ১৯৯ ॥
 অনয়োবীর্ঘ্যাসংযোগাত্তবোৎপত্তিস্ত প্রাথমী । এবম-
 স্থিতি চাপুত্রা মহাসেনো মহেশ্বরম্ ॥ ২০০ ॥
 অপূজয়দমেয়াস্মা পিতরং মাতরঞ্চ তাম্ । ততস্ত-
 মালিঙ্গ্য সূতং চিরং সংযোজ্য চাশিষঃ ॥ ২০১ ॥
 চিরং জহ্ষতুশ্চোভৌ পার্কতীপরমেশ্বরৌ । সিদ্ধ-

কথা কহিলে, দেবগণেরও অপরাপর প্রাণিবর্গের
 সুমহান্ সিংহনাদে ত্রিলোক কম্পিত হইয়া উঠিল ।
 সকলে স্বন্দের জয় ঘোষণা সহকারে বিবিধ বাদ্য
 বাদন, করতালি দান, নর্ত্তন, ও স্তবন করিতে
 লাগিল । সেই মহান শব্দে নগনন্দিনী বিস্মিত
 হইয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন,—‘হে দেব ! এই
 ঘোর নিনাদ কিসের ?’ ১৮২—১৯৪ । রুদ্র কহি-
 লেন,—‘দেবি ! অদ্য হৃষ্টসুরগণের বিবিধ বাক্য
 শুনা যাউতেছে ; নিশ্চয়ই তোমার পুত্র জন্মিয়াছে
 বলিয়া তাহাদিগের একরূপ হর্ষ হইয়াছে । অগ্নি
 পুণ্যবতি ! তোমার পুত্র গো, ব্রাহ্মণ, সাধ্বী ও
 দেবগণের অশ্রু মার্জন করিলে ।’ দেবী এই কথা
 শুনিয়া পুত্র দর্শনার্থ সযুৎসুক হইলেন । মহাত্মা
 শঙ্করও পুত্রস্নেহে উৎসুক হইলেন ; এবং দেবী-
 সহ রুবতারোহণে গগণ লইয়া পুত্র দর্শন লালসায়
 প্রস্তুত হইলেন । অনন্তর ব্রহ্মা সেই মহাসেন
 কুমারকে কহিলেন,—‘প্রভো ! তুমি মহাদেবের
 সন্নিহিত হও । ইহারাই তোমার পিতা-মাতা !
 ইহাদিগের যোগেই তোমার প্রথম জন্ম
 হইয়াছে ।’ আময়াক্ষা কুমার ‘তাহাই করিতেছি’
 বলিয়া মহেশ্বরের সন্নিহিত হইলেন এবং পিতা-

সীরশ্চ তদ্বৎ দদৌ তুষ্ণোহস্ত শঙ্করঃ ॥ ২০২ ॥ দেবী
প্রকৃতিমোক্ষক তুষ্ণা হর্ষপরিপ্লুতা । এতস্মিন্বেব
কালে তু ষড়্ভুদেব্যস্তং সমাগমন্ ॥ ২০৩ ॥ ঋষিভিত্তাঃ
পরিত্যক্তান্তং পুত্রোতি জগুস্তদা । পার্শ্বতী চ ততঃ
প্রাহ মম পুত্রো ন বস্তুয়ম্ ॥ ২০৪ ॥ স্বাহা মমেতি চ
প্রাহ পাবকশ্চ মমেতি ॥ ২০৫ ॥ চক্রুস্তে কলহঃ ঘোরঃ
বিবদন্তঃ পরস্পরম্ । পুত্রম্বেহে হি বলবান্ পার্থ
কিং কিং ন কারয়েৎ ॥ ২০৬ ॥ ততস্তান্ প্রহসন্নাহ
বিবাদো যুজ্যতে ন চ । সর্ষেণাঃ বো গুহঃ পুত্রো
মন্তো বৈ ত্রিয়তাং বরঃ ॥ ২০৭ ॥ ততঃ প্রাহুশ্চ
ষড়্ভুদেবাঃ স্বর্গো নো হৃক্ষরো ভবেৎ । তথ্যেতি তা
গুহঃ প্রাহ শক্রস্তত্রান্তরেহব্রবীৎ ॥ ২০৮ ॥ রোহিণ্যাশ্চা-
নুজা স্বন্দ স্পর্ধমানাভিজিৎ খলা । ইচ্ছন্তী জ্যেষ্ঠতাং
দেবী পৃথক্ভক্ তপোরতা ॥ ২০৯ ॥ ততঃ প্রভৃতি
মুচোহস্মি তৎস্থানে স্থাপয় প্রভো । ততস্তথ্যেতি চ
প্রোক্তে কৃত্তিকাস্তা দিবং গতাঃ । নক্ষত্র-সপ্ত-

মাতাকে যথোচিত পূজা করিলেন । গৌরী-মহেশ্বর
সেই পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক হৃষাপ্লুত চিত্তে
বিবিধ আশীর্বাদ করিলেন । পরিতুষ্ট শঙ্কর
তাঁহাকে ‘সিদ্ধসার-তত্ত্ব’ এবং হর্ষাপ্লুতা দেবী
‘প্রকৃতি-মোক্ষ’ প্রদান করিলেন । ইত্যবসরে
ঋষিগণপরিত্যক্তা ছয় মহর্ষি-পত্নী তথায় আসিয়া
সেই কুমারকে পুত্র বলিয়া সন্দোধান কবিলেন ।
তাঁহাতে পার্শ্বতী কহিলেন,—‘এ পুত্র আমার,
তোমাদিগের নহে ।’ তখন স্বাহা, পাবক, ঋদ্র,
গঙ্গা, ইহার প্রত্যেকেই ‘আমার পুত্র’ বলিয়া
বিষম বাদ-প্রতিবাদ সহকারে কলহ করিতে
লাগিলেন । হে পৃথানন্দন! পুত্রম্বেহ অতি বল-
বান্; উহা কি কি ঘটাইতে না পারে? গুহ
সহস্র বদনে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—‘আমি
আপনাদিগের সকলেরই পুত্র । আপনারা আমার
নিকট বর গ্রহণ করুন ।’ তখন ছয় মহর্ষি-পত্নী
কহিলেন,—‘আমাদিগের যেন অক্ষয়-স্বর্গ লাভ
হয় ।’ গুহ কহিলেন “তথাস্ত্!” এমন সময়ে
শক্র কহিলেন,—‘হে স্বন্দ! রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী
খলস্বভাবা অভিজিৎ পৃথক্ ভাবে প্রাপ্য লাভে
চ্ছায় স্পর্ধা সহকারে তপস্বী করিতেছেন । এই
জন্ত আমি এ বিষয়ে কর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি, হে
প্রভো! এই ছয় মুনি-পত্নীকে তাঁহার স্থানে স্থাপন
করুন ।’ গুহ কহিলেন “তথাস্ত্!” অতঃপর সেই

শীঘ্রাতঃ ভাতি তদ্বহ্নিদৈবতম্ । অথৈনমব্রবীৎ স্বাহা
প্রিয়া নাহং মহার্চ্চিষঃ । তদগ্নেঃ প্রিয়তাং দেহি সহবাসং
সদৈব চ ॥ ২১১ ॥ স্বন্দ উবাচ । হব্যং কব্যঞ্চ
যৎকিঞ্চিদ্বিজা হোষাণ্ডি পাবকে ॥ ২১২ ॥ তত্তে
নাম্না প্রদাতুশ্চ বাসঃ সাক্ষিঃ ভবেত্তব । পাবকঃ
প্রার্থয়ামাস যজ্ঞভাগান্ পুনঃ সূতান্ ॥ ২১৩ ॥ স
চাপ্যাহাদ্যপ্রভৃতি যজ্ঞভাগানবাগ্নুহি । ইতরে প্রার্থয়া-
মাসুঃ খ্যাতো নহুঃ সূতো ভব ॥ ২১৪ ॥ এবমেবেতি
তানাহ স্বন্দস্তদ্বি সূহৃলভম্ । ততস্তঃ যোগিনঃ সস্বে
সম্ভুর সনকাদয়ঃ । অভ্যষিক্তান্ গিরৌ তাম্মিন্
যোগিনামাবিপত্যকে ॥ ২১৫ ॥ যোগীশ্বরমিতি প্রাহু-
স্ততস্তঃ যোগিনস্তথা । জহুদেবতাশ্চৈব নানা-
বাদান্তবাদন ॥ ২১৬ ॥ অভ্যষিক্তেন তেনাসৌ
গুহুভে ধ্যেতপদতঃ । আদিতোনেবা শুমতা সুরম্য
উদঘাচলঃ ॥ ২১৭ ॥ ততো দেবাঃ সগন্ধর্ষা নৃত্যাস্তা-
প্সরসস্তথা । হৃষ্টানাং সম্ভূতানাং শ্রবণে নিনদো

মুনি-পত্নীপণ স্বর্গে যাটয়া বহুর্ভক্তকা নামে পরিচিত
হইলেন । তাঁহারাই সেই বহির্দেবতা সপ্তশীঘ্রাতঃ
নক্ষত্রাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন । ১৯৫—২১০ ।
অনন্তর স্বাহাদেবী স্বন্দকে কহিলেন,—‘আমি বহির
প্রিয়পাত্রী নহি; সূতবা! আমি যাঁহাতে বহির প্রিয়া
হই এবং সন্ত সন্তান লাভ করি, আমাকে সেই
বর দান কর ।’ স্বন্দ কহিলেন,—‘দ্বিজগণ অগ্নিতে
হব্য-কব্য যাঁহা কিছু হোমীয় দ্রব্য—সমস্তই
আপনার নামে প্রদান করিবেন । আর অগ্নিও
আপনার সাহিত্যে বাস করিবেন ।’ পরে পাবক
সেই কুমারের নিকট যজ্ঞে প্রদত্ত ভাগ প্রার্থনা করি-
লেন, তিনিও কহিলেন যে, অদ্য হইতে আপনি
যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবেন । অপর সকলে প্রার্থনা
করিল,—‘আপনি আমাদিগের পুত্ররূপে খ্যাত হউন,
তিনিও “তথাস্ত্” বলিয়া সেই সুহৃলভ বর দান
করিলেন । যোগীগণের আবিপত্যযুক্ত সেই গিরি-
বরে সনকাদি যোগীগণ সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে
অভিষেকপূর্বক যোগীশ্বর নামে অভিহিত করিলেন ।
দেবগণ তখন হৃষ্ট হইয়া বিবিধ বাদ্য বাদন করিতে
লাগিলেন । সেই ক্ষেত পক্ষত তখন অভ্যষিক্ত
কুমার দ্বারা, কিরণমালী দিবাকর দ্বারা উদয়গিরির
শ্রায় সুরম্য মেঘভাধারণ করিল; অপ্সরাদিগের
সহিত দেব-গন্ধর্ষগণও নৃত্য করিতে লাগিলেন ।
সকল প্রাণীই হৃষ্ট চিত্তে মহান্ নিনাদ করিতে

মহান্ ॥ ২১৮ ॥ এবং সেন্দ্রঃ জগৎ সর্বঃ শ্বেতপৰ্বত-
সংস্থিতম্ । প্রহৃষ্টঃ প্রেক্ষ্য তং স্কন্দং ন চ তৃপ্যতি
দৰ্শনাৎ ॥ ২১৯ ॥

ইতি ক্রীষ্ণান্দে কুমারশ্চ সৰ্বদেবসেনাদিপত্যতিথে-
কোৎসববর্ণনং নামৈকোনাত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ততঃ স্কন্দঃ সুরৈঃ সাক্ষিঃ শ্বেতপৰ্বত-
মস্তকাৎ । উত্তীয্য তারকং হস্তঃ দক্ষিণাং স দিশঃ
যযৌ ॥ ১ ॥ ততঃ সরস্বতীতীরে যানি ভূতানি
নারদ । গ্রহাশ্চোপগ্রহাশ্চৈব বেতলাঃ শাকিনী-
গণাঃ ॥ ২ ॥ উন্মাদা য়ে হৃদ্যস্মারাঃ পলাদাশ্চ পিশাচকাঃ ।
দেবৈস্তেভ্যামাধিপত্যো সৌভাবিচ্যাত পাবকিঃ ॥ ৩ ॥
যথা তে নৈব মৰ্যাদা সন্ত্যজান্তি তুরাশয়াঃ ।
এতৈস্তস্মাৎ সমাক্রান্তঃ শরণ্যঃ পাবকিঃ ব্রজেৎ ॥
৪ ॥ অপ্রকীর্ত্তিযঃ দান্তঃ শুচিঃ নিত্যমর্ত্তনিতম্ ।
আস্তিকঃ স্কন্দভক্তঃ চ বর্জয়ন্তি গ্রহাদিকাঃ ॥ ৫ ॥
মহেশ্বরঃ চ য়ে ভক্তা ভক্তা নারায়ণঃ চ য়ে ।
তেবাং দৰ্শনমাত্রেণ নশ্বন্তে তে বিদূরতঃ ॥ ৬ ॥ তঃ

লাগিল । শ্বেতপৰ্বতস্থ মহেন্দ্র-সন্নিহিত স্কন্দকে
অবলোকন করিয়া প্রাণবর্গের তৃপ্তির শেষ না
হওয়ায় সকলেই তাহাকে দৰ্শন করিতে লাগি-
লেন । ২১১—২১৯ ।

উনত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৯ ।

ত্রিশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর স্কন্দ দেবগণ সহ
শ্বেতপৰ্বতমস্তক হইতে অবতীর্ণ হইয়া তারক
বর্গ দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর
গ্রহ, উপগ্রহ, বেতাল, শাকিনী, উন্মাদবোণ,
অপস্মারবোণ, মাংসাশী পিশাচাদি—এই সকলের
আধিপত্যো, দেবগণ স্কন্দকে অভিষেক করিলেন ।
এই সকল দৃষ্ট জ্ঞান যখন অত্যাচার করিতে থাকে,
তখন স্বন্দেব শরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য । ইহারা
জিতেন্দ্রিয়, দমযুক্ত শুচি সাবধান, আশ্রিত, ও
স্কন্দভক্তাদিগকে বর্জন করিয়া থাকে । যাহারা
মহেশ্বরের কিম্বা নারায়ণের ভক্ত, তাহাদিগের
দৰ্শনমাত্রেই ইহারা দূরে পলায়ন করে । পরে শুভদেব

সক্কেঃ সুরৈঃ সাক্ষিঃ মহীতীরং যযৌ গুহঃ । তত্র
দেবৈঃ প্রকথিতং মহীমাশাস্ত্রামুত্তমম্ ॥ ৭ ॥ শৃণ্বন্ বিসি-
ম্বিয়ে স্কন্দঃ প্রণনাম চ তাং নদীম্ । ততো মহীদাক্ষণ-
তস্তৌরমাশ্রিত্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ৮ ॥ প্রণম্য শক্রপ্রমুখা গুহঃ
বচনমব্রবন্ । অভিষিক্তঃ বিনা স্কন্দ সেনাপতি-
মকল্পসম্ ॥ ৯ ॥ ন শশ্ম নভতে সেনা তস্মাক্ষমভি-
যেচয় । মহীসাগরসমুদ্রৈঃ পুণ্যৈশ্চাপি শিবৈর্জলৈঃ ॥
১০ ॥ অভিষেক্যামহে ত্বাং চ তত্র নো ভট্টুগৃহসি ।
যথা হস্তিপদে সৰ্পপদান্তর্ভাব ইষাতে ॥ ১১ ॥
সৰ্বতীর্থান্তরস্থানং তথারবমহীজলে । সৰ্বভূতময়ো
যদভ্রাস্ককঃ পরিকীৰ্ত্ত্যতে । সৰ্বতীর্থময়স্তদ্রূপমহী-
সাগরসঙ্গমঃ ॥ ১২ ॥ অর্কনারীশ্বরঃ রূপং যথা
রুদ্ৰস্য সৰ্বদম্ ॥ ১৩ ॥ তথা মহীসমুদ্রস্ত স্নানং
সৰ্বফলপ্রদম্ । যেনান্ন পিতরঃ স্কন্দ তর্পিতা
ভক্তিভাবতঃ ॥ ১৪ ॥ তেন সৰ্বেষু তীর্থেষু তর্পিতা
নাত্র স'শয় । ন চৈতদ্ধদি মন্তব্যং ক্ষারমেতজ্জলং
হি যৎ ॥ ১৫ ॥ যথা হি কটুতিক্তাদি গবা গ্রস্তঃ
হি ক্ষীরদম্ । এবমেতন্নিদং তোয়ং পিতৃণাং তীপ্ত-

সমস্ত সুরগণ সহ মহীনদীতীরে যাইয়া উপনীত
হইলেন । তখন দেবগণ তাহাকে উত্তম মহীনদী-
মাশাস্ত্রা কহিলেন ; তিনি বিস্মিত হইয়া সেই নদীকে
প্রণাম করিলেন । ইহারা সকলেই মহীনদীর
দাক্ষণ তীরে অবস্থিত হইলেন । তখন ইন্দ্রপ্রমুখ
দেবগণ কুমারকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—‘হে
স্কন্দ ! সেনাপতি অভিষিক্ত হইয়া নিম্পাপ না হইলে
সেনা শাস্ত্রনাভ করিতে পারে না । অতএব আপনি
অভিষিক্ত হউন । আপনি দেখুন,—আমরা এই
মহীসাগর-সঙ্গমের পুণ্য উত্তম জল দ্বারা আপনাকে
অভিষেক করিব । হস্তিপদের মতো যেমন অপর
সমস্ত পদ বিলীন হয়, এই মহীসাগর-সঙ্গমেব
জলেও অপর্যাপ্ত তীরের প্রাণ অন্তর্ভাব জাতব্য ।
ত্রিলোচন যেমন সৰ্বভূতময়, মহীসাগর-সঙ্গমও
তজ্জপ সৰ্বতীর্থময় । ১—১২ । রুদ্ৰদেবের অর্ক-
নারীশ্বর মূর্ত্তির স্তায় মহীসাগর-সঙ্গমস্থানও মানব-
গণের সম্ভাতিদায়ক । হে স্কন্দ ! এখানে ভক্তি
সহকারে পিতৃগণের তর্পণ করিলে সৰ্বতীর্থে তর্পণের
ফল লাভ হয় । ‘এই জল ক্ষারবহুল, সুতরাং
পিতৃগণের তর্পণদায়ক হইবে কিরূপে ?’ এরূপ
সন্দেহ করা উচিত নহে ; কারণ, গো সকল যেমন
কটুতিক্তাদি দ্রব্য আহার করিলেও মধুর
প্রদান করে, তজ্জপ মন্ত্রসহযোগে এই জলও অতি

দায়কম্ ॥ ১৬ ॥ এবং ক্রবৎসু দেবেষু কপিলোহাপ
মুনির্জগৌ। সত্যমেতহ্মাপুত্র সর্বতীর্থময়ী মহী ॥
১৭ ॥ কন্দমো যন্তুমপি জাহ্না তীর্থমহাশুণান।
সর্বাঃ ভুবঃ পরিত্যজ্য কৃহা হাশ্রমমাস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥
ততো মহেশ্বরঃ প্রাহ সত্যমেতৎ সুরোদিতম্।
ব্রহ্মাদ্যাস্তং তথা প্রাহরত ভূয়োহপ্যথো গুরুঃ ॥
১৯ ॥ অত্রাভিবেকং তে বীর করিষ্যামঃ সমাদিশ।
ততঃ সুবিস্মিতস্তত্র স্নাত্বা স্কন্দো মহামনাঃ ॥ ২০ ॥
অভিযুক্তস্ত মাং দেবা ইতি তানববীদচঃ।
ততোহভিবেকসস্তারান সর্গান সমুত্থা শাস্ত্রতঃ ॥
২১ ॥ জুহুর্ভূতপুতেহগৌ চহ্নারো মুখ্যঋষিজঃ।
ব্রহ্মা চ কপিলো জীবো বিশ্বামিত্রচতুর্থকঃ। অশ্বে
চ শতশস্ত্র মুনয়ো বেদপাবগাঃ ॥ ২২ ॥ তত্রাঙ্কুতঃ
মহাদেবো দর্শয়ামাস ভারত ॥ ২৩ ॥ যদগ্নিকুণ্ড-
মধ্যস্থো লিঙ্গমুর্তির্ব্যদৃশ্যত। অহমেবাগ্নিমধ্যস্থো
হবির্গৃহ্মি নিত্যশঃ ॥ ২৪ ॥ এতৎসন্দর্শনাগাম

মধুর হইয়া পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে।
দেবগণ এইরূপ বলিতেছেন দেখিয়া কপিল মুনিও
কহিলেন,—‘হে উমাপুত্র! মহীনদী যে সর্বতীর্থময়ী,
ইহা সত্যই বটে। কন্দমুনি ও আমি—আমরা দুই
জনে এই তীর্থের মাছায়া জানিয়া সমগ্র পৃথিবী
ছাড়িয়া এখানে আসিয়া আশ্রম নিৰ্ম্মাণপূর্বক বাস
করিতেছি।’ অতঃপর মহেশ্বর কহিলেন,—‘দেবগণ
যাহা বলিলেন, তাহা সত্য।’ ব্রহ্মাদি অপরাপর
অনেকেই এই কথাই কহিলেন। পরে বৃহস্পতি
কহিলেন যে, হে বীর! এখানে তোমার অভিব্যক্তি
করিব, তুমি অনুমতি কর। মহামনা স্কন্দ তাঁহা-
দিগের এইরূপ কথায় অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া
সেখানে স্নান করিলেন এবং কহিলেন যে, দেবগণ!
আপনারা এখন আমাকে অভিব্যক্তি করুন। তখন
শাস্ত্রানুসারে যাবতীয় অভিব্যক্তি দ্রব্য আহবন করা
হইল। ব্রহ্মা, কপিল, বৃহস্পতি ও বিশ্বামিত্র, এই
চারিজন ঋষিকৃ যথাবিধি মন্ত্রপুত্র অনলে হোম
করিতে লাগিলেন। আরও শত শত বেদপারগ
মুনি সেই অভিব্যক্তি ব্যাপারে ত্রতী হইয়া কার্য
সম্পাদন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তখন
মহাদেব এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করিলেন।
তিনি ‘লিঙ্গমুর্তি পরিগ্রহ করিয়া অগ্নিকুণ্ড মধ্যে
অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিভূ মহেশ্বর
‘আমিই অগ্নি মধ্যে হবির্গ্ৰহণ করি’ এই তৎকথা

লিঙ্গমুর্তিরূপে। তল্লিঙ্গমতুলং দেবা নমস্কর্যমুদা-
ষিতাঃ ॥ ২৫ ॥ সর্বপাপাপহং পার্থ সর্বকামফলপ্রদম্।
তত্র হোমাবসানে চ দত্তে হিমবতা শুভে ॥
২৬ ॥ দিব্যরত্নাষিতে স্কন্দো নিবলঃ পরমা-
সনে। সর্বমঙ্গলসস্তারৈর্বিবিধমন্ত্রপুত্ৰকৃতম্। অত্য-
ধিকঃস্ততো দেবাঃ কুমারঃ শঙ্করাব্জম্ ॥ ২৭ ॥
ইন্দ্রো বিষ্ণুর্মহাবীৰ্য্যো ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ফাল্গুন ॥ ২৮ ॥
আদিত্যাদ্যা গ্রহাঃ সর্বে তথোভাবনিলানলৌ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চৈবানিবভৌ ॥
২৯ ॥ বিশ্বদেবাশ্চ মরুতো গন্ধর্বাঃপরমস্তথা।
দেবব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব বালথিলা মরীচিপাঃ ॥ ৩০ ॥
বিদ্যাধরা যোগসিদ্ধাঃ পুলস্ত্যপুলহাদয়ঃ। পিতরঃ
কশ্যপোহত্রিশ্চ মরীচিভৃগুর্অঙ্গিরাঃ ॥ ৩১ ॥ দক্ষোহথ
মনবো যে চ জ্যোতিঃসি ঋতবস্তথা। মুর্তিমত্যশ্চ
সরিতো মণীপ্রভৃতিকাস্তথা ॥ ৩২ ॥ লবণাদ্যাঃ
সমুদাশ্চ প্রভাসাদাশ্চ তীর্থকাঃ। পৃথিবী
দৌদ্দিশশ্চৈব পাদপাঃ পর্বতাস্তথা। অদিত্যাদ্যা
মাতরশ্চ কুবের্যো গুহমঙ্গলম্ ॥ ৩৩ ॥ বাসুকিপ্রমুখা
নাগাস্তথোভৌ গরুডাকর্ণৌ ॥ ৩৪ ॥ বরুণো
ধনদশ্চৈব যমঃ সানুচরস্তথা। রাক্ষসো নিখাতিশ্চৈব

জ্ঞাপন জন্তাই তখন এরূপ করিয়াছিলেন।
হে পার্থ! দেবগণ সহস্রে সেই অতুলনীয় লিঙ্গকে
নমস্কার করিতে লাগিলেন। সেই লিঙ্গ সর্ব
পাপহর ও সমস্ত কামফলদায়ক। হোমাবসানে
স্কন্দ দেব হিমাচলপ্রদত্ত দিব্যরত্নমণ্ডিত শুভ
উত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। পরে দেবগণ
সেই শঙ্করনন্দন কুমারকে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ
সহকারে সমস্ত মঙ্গল দ্রব্যসস্তার দ্বারা অভিব্যক্তি
করিতে লাগিলেন। ১৬—২৭। হে ফাল্গুন! ইন্দ্র, বিষ্ণু,
ব্রহ্মা, রুদ্র, আদিত্যাদি গ্রহ, অনিল, অনল, দ্বাদশ
আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনী-
কুমার দ্বয়, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, মরুৎ, গন্ধর্বা,
অঙ্গরা, দেবর্ষি, বালথিলা, মরীচি, পিতৃগণ,
কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা,
দক্ষ, মনুগণ, এবং মুর্তিমান জ্যোতিঃ-পদার্থনিচয়,
ঋতু, মণীপ্রমুখ সরিৎ, লবণাদি সাগর, প্রভাসাদি
তীর্থ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিক, পাদপ, পর্বত;
আর অদिति প্রভৃতি মাতৃগণ, বাসুকিপ্রমুখ
নাগ, গরুড়, অকর্ণ, সানুচর বরুণ, কুবের, যম ও

ভূতানি চ পলাশনাঃ ॥ ৩৫ ॥ ধর্মো বৃহস্পতিশ্চৈব
কপিলো গাধিনন্দনঃ । বহুলহাচ য়ে নোক্তা
বিবিধা দেবতাগণাঃ ॥ ৩৬ ॥ তে চ সর্বো মহীকুলে
হৃভাষিকশূদা গুহম্ । ততো মহাস্বনামুগ্রাঃ
দেবদৈত্যাদিদর্পহাম্ ॥ ৩৭ ॥ দদৌ পশুপতিস্তস্মৈ
সর্বভূতমহাচমুম্ । বিষ্ণুর্দদৌ বৈজয়ন্তীঃ মালাঃ
বলবিবাক্ষিনীম্ ॥ ৩৮ ॥ উমা দদৌ চারজসী
বাসসী সূর্যাসপ্রভা । গঙ্গা কমণ্ডলুঃ দিব্যমমৃতোদ্রব-
মুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥ মহী মহানদী তস্মৈ চাক্ষমালাঃ
সঙ্গাগরা । দদৌ মুদা কুমারায় দণ্ডঃ চৈব বৃহস্পতিঃ ॥
৪০ ॥ গরুড়ো দদিতং পুত্রঃ ময়রং চিত্রবাহিনম্ ।
অরুণস্তাশ্রুড়ক প্রদদৌ চরণাসুধম্ ॥ ৪১ ॥ ভাগ্যক
বরণো রাজা বলবীর্ঘ্যাসমমিতম্ । কৃষ্ণাঙ্গনঃ
তথা ব্রহ্মা ব্রহ্মণায় দদৌ জয়ম্ ॥ ৪২ ॥ চতুরোহনু-
চরাশ্চৈব মহাবীর্ঘ্যান্ বলোৎকটান্ । নন্দিসেনঃ
লোহিতাক্ষঃ ঘণ্টাকর্ণক মানসান ॥ ৪৩ ॥ চতুর্থঃ
চাপাতিবলঃ খ্যাতঃ কুসুমমালিনম্ । তস্মৈ স্থানুর্দদৌ
দেবো মহাপারিষদঃ ক্রতুম্ ॥ ৪৪ ॥ স হি দেবাসুরে
যুদ্ধে দৈত্যানাং ভীমকশ্যপাম্ । জঘান দৌর্ভাঃ
সংক্রুদ্ধঃ প্রযুতানি চতুদশ ॥ ৪৫ ॥ যমঃ প্রাদাদনুচরৌ

নিখতি, ভূত, মাংসাদ, আর ধর্ম, বৃহস্পতি, কপিল,
বিশ্বামিত্র এবং অপরাপর বিবিধ দেবগণ সকলেই
গুহের মঙ্গল কামনায় সেই মহানদীর কুলে সানন্দ
মনে গুহকে অভিষেক করিলেন । তার পর পশু-
পতি মহেশ্বর তাঁহাকে সর্বভূতপালিনী, দেবদৈত্যা-
দিদর্পহারিণী, মহানিনাদকারিণী উগ্রা মহাচমু প্রদান
করিলেন । বিষ্ণু-বলবাক্ষিনী বৈজয়ন্তী মালা, উমা-
দেবী সূর্যাসমপ্রভ বিমল বসনযুগল, গঙ্গা অমৃতপূর্ণ
দিবা উত্তম কমণ্ডলু, এবং সাগরসঙ্কীর্ণা মহী নদী
সানন্দ মনে অক্ষমালা প্রদান করিলেন । বৃহস্পতি
তাঁহাকে দণ্ড প্রদান করিলেন । গরুড় নিজ পুত্র-
পুত্র বিচিত্রময় এবং অরুণ চরণায়ব কুণ্ডল দান
করিলেন । বরুণ রাজা একটা বলবীর্ঘ্যাসমমিত
ভাগ প্রদান করিলেন । পরে ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মণা-
দেব কুমারকে বিজয়বহু, মহাবীর্ঘ্য, মহাবল, চারিটা
মানস অনুচর প্রদান করিলেন । তাহাদিগের নাম
যথা,—নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুসুম-
মালী । তন্মধ্যে কুসুমমালী অতীব বলবান বলিয়া
বিখ্যাত । পরে স্থানুর্দেব ক্রতু নামক মহাপারিসদ
প্রদান করিলেন । সেই ক্রতু পুর্বে দেবাসুর-যুদ্ধে
কুদ্ধ হইয়া বাহুদ্বয়ের নিপীড়নে চতুদশ প্রযুত সংখ্যক

যমকালোপমৌ তদা । উন্মাতক প্রমাতক মহাবীর্ঘ্যো
মহাত্মাতী ॥ ৪৬ ॥ সুভাজৌ ভাস্করশ্চৈব যৌ সদা
চানুযায়িনৌ । তৌ সূর্য্যঃ কার্ত্তিকেয়ায় দদৌ পার্থ
মুদারিতঃ ॥ ৪৭ ॥ কৈলাসশৃঙ্গসঙ্কাশৌ শ্বেতমালালু-
লেপনৌ । সোমোহপ্যনুচরৌ প্রাদান্মনিঃ সুমণিমেব
চ ॥ ৪৮ ॥ জালাজিহ্বঃ জ্যোতিষক দদাবগ্নির্হা-
বলৌ । পরিঘক বলকৈব ভীমক সুমহাবলম্ ॥
৪৯ ॥ স্কন্দায় ত্রীননুচরান্ দদৌ বিষ্ণুকুরুক্রমঃ ।
উৎক্রোশঃ পঞ্চজকৈব ব্রহ্মদণ্ডধরাবুভৌ ॥ ৫০ ॥
দদৌ মহেশপুত্রায় বাসবঃ পরবীরহা । তৌ হি
শক্রান্নহেন্দ্রশ্চ জম্বতুঃ সমরে বহন ॥ ৫১ ॥ বর্ধনঃ
বন্ধনকৈব আয়ুর্বেদবিশারদৌ । স্কন্দায় দদতুঃ
প্রীতাবগ্নিনৌ ভরতবর্ষভ ॥ ৫২ ॥ বলকাতিবল-
কৈব মহাবক্রৌ মহাবলৌ । প্রদদৌ কার্ত্তিকেয়ায়
বাগুচানুচরাবুভৌ ॥ ৫৩ ॥ ঘসঃ চাতিঘসঃ বীরৌ
বরুণশ্চ দদৌ প্রভুঃ । সুবর্চসঃ মহান্নানঃ
তথৈবাপাতিবর্চসম্ ॥ ৫৪ ॥ হিমবান্ প্রদদৌ পার্থ
সাক্ষাদদৌহিত্রকায়ুর্বে । কাননক দদৌ মেরুর্বেঘ-

দানবকে নিহত করিয়াছিল । যমরাজ উন্মাত ও
প্রমাত নামক যম ও কালের স্থায় মহাবীর্ঘ্য ও মহা-
তেজস্বী দুই অনুচর প্রদান করিলেন । হে পার্থ !
সূর্য্যদেব আনন্দিতচিত্তে তাঁহার যে সুভাজ
নামক দুই জন অনুচর ছিল, সেই অনুচরদ্বয় প্রদান
করিলেন । চন্দ্রদেব মণি ও সুমণি নামক কৈলাস-
শৃঙ্গসদৃশ শ্বেতমালালুলেপনধারী দুই অনুচর দান
করিলেন । বহুদেব জালাজিহ্বা ও জ্যোতিষ
নামক মহাবল দুই অনুচর দিলেন । অতিবিক্রমী
বিষ্ণু পরিঘ, বল ও ভীম নামে সুমহাবল তিন অনু-
চর দিলেন । পরবীরঘাতী বাসব সেই মহেশ্বর-
তনয় কুমারকে বজ্র ও দণ্ডধারী, উৎক্রোশ ও
পঞ্চজ নামে দুই অনুচর প্রদান করিলেন । সেই
অনুচরদ্বয় রণক্ষেত্রে মহেন্দ্রের বহুশত্রু বিনাশ করি-
য়াছিল । হে ভরতবংশাবতংস ! আয়ুর্বেদবিশারদ
অগ্নীকুমারদ্বয় প্রীত হইয়া স্কন্দকে বর্ধন ও বন্ধন
নামে দুই অনুচর দিলেন । বায়ুদেব সেই কার্ত্তি-
কেয়কে মহামুখ, মহাবল, বল ও অতিবল নামক
দুই অনুচর দান করিলেন । ২৮—৫৩ । প্রভু
বরুণ ঘস ও অতিঘস নামক দুই বীর অনুচর
প্রদান করিলেন । হিমবান তদীয় দৌহিত্র সেই
কুমারকে মহান্না সুবর্চস ও অতিবর্চস নামক দুই
অনুচর দিলেন । মেরু গিরি কাঞ্চন ও মেঘমালী

মালিনমেব চ ॥ ৫৫ ॥ উচ্ছ্রতকৃতিশৃঙ্গ
মহাপাশাণযোধিনো। স্বাহেয়ায় দদৌ প্রীতঃ স
বিস্বাঃ পার্শ্বদৌ শুভৌ ॥ ৫৬ ॥ সংগ্রহঃ বিগ্রহকৈব
সমুদ্রোহপি গদাধরৌ। প্রদদৌ পার্শ্বদৌ বীরৌ
নহীনদ্যা সমবিতঃ ॥ ৫৭ ॥ উন্মাদঃ পুষ্পদন্তক
শঙ্কুকর্ণঃ তথৈব চ। প্রদদাবগ্নিপুত্রায় পার্শ্বতী
শুভদর্শনা ॥ ৫৮ ॥ জয়ঃ মহাজয়কৈব নাগৌ
জলনম্রবে। প্রদদৌ বলিনাঃ শ্রেষ্ঠৌ সুপণঃ
পার্শ্বদাবুভৌ ॥ ৫৯ ॥ এবং সাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবঃ
পিতরস্তথা। সর্বে জগতি যে মুখ্যা দহঃ স্বন্দাব
পার্শ্বদান্ ॥ ৬০ ॥ নানাবীৰ্য্যান্নহাবীৰ্য্যান্নানায়ুধবিভূষণান্।
বহলস্ত্রাশ্চ শকাস্তে সংখ্যাতুং তে চ ফাস্তন ॥ ৬১ ॥
মাতরশ্চ দহস্তমৈ তদা মাতৃগণান্ প্রভৌ।
যাতিৰ্য্যাপ্তাস্থয়ো লোকাঃ কল্যাণাভিচরাচরাঃ ॥
৬২ ॥ প্রভাবতী বিশালাক্ষী গোপালা গোনসা তথা।
অপ্সুজাতা বৃহদগ্নী কালিকা বহুপুত্রকা ॥ ৬৩ ॥
ভয়ঙ্করী চ চক্রাঙ্গী তীর্থনেমিচ মাধবী। গীতপ্রিয়া
অলাতাক্ষী চটুলা শলভামুখী ॥ ৬৪ ॥ বিদ্যাজিহ্বা
রুদ্রকালী শতোলুখলমেখলা। শতঘণ্টাকির্কণিকা
চক্রাঙ্গী চহরালয়া ॥ ৬৫ ॥ পূতনা রোদনা হামা
কোটরা মেঘবাহিনী। উর্দ্ধবেণীধরা চৈব জরায়ু-
র্জজ্ঞরাননা ॥ ৬৬ ॥ গটগেটী দহদহা তথা ধমধমা
জয়া। বহবেণী বহুশিরা বহুপাদা বহুস্তনী ॥ ৬৭ ॥

নামে দুই অনুচর দিলেন। বিস্বা গিরি, প্রীতিভরে
স্বাহানন্দন গুহকে মহাপাশাণযোধী উচ্ছ্রত ও অতি-
শৃঙ্গ নামক দুই শুভ অনুচর দিলেন। মহীনদীর
সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্র ও সংগ্রহ ও বিগ্রহ নামক
গদাধর দুই অনুচর দিলেন। শুভদর্শনা পার্শ্বতী
সেই অগ্নিতনয়কে উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণ নামক
তিন অনুচর দিলেন। গরুড়, জয় ও মহাজয়
নামক অতি বলবান দুই অনুচর সেই অগ্নিনন্দনকে
দান করিলেন। এইরূপ রুদ্র, সাধ্যা, বসু, পিতৃগণ-
প্রমুখ জগতের প্রধান প্রধান সকলেই সেই স্বন্দকে
বিশেষ বীৰ্য্যশালী, নানাবিধ আয়ুধসম্পন্ন অনুচর
সকল প্রদান করিলেন। হে ফাস্তন! বহুহেতু
তাহার সংখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায় না। মাতৃ-
গণও তাঁহাকে অপর অনেকানেক মাতৃগণ দিলেন,
সেই সমস্ত কল্যাণবিধায়িনী মাতৃগণ দ্বারা এই
চরাচর লোকজয় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। প্রভাবতী,
বিশালাক্ষী, গোপালা, গোনসা, অপ্সুজাতা, বৃহদগ্নী,

শতোলুকমুখী কৃষ্ণা কর্ণপ্রাবরণা তথা। শৃষ্ঠালয়া
ধাত্তবাসা পশুদা ধাত্তদা মদা ॥ ৬৮ ॥ এতাশ্চাত্তাশ্চ
বহ্মাশ্চ মাতরৌ ভরতর্ষভ। বহলস্ত্রাদহঃ তাসাং
ন সংখ্যাতুমিহোৎসহে ॥ ৬৯ ॥ বৃক্ষচহববাসিস্তাশ্চতুষ্পথ-
নিবেশনাঃ। গুহাশ্মশানবাসিত্তাঃ শৈলপ্রস্রবণালয়াঃ ॥
৭০ ॥ নানাভরণবেশাস্তা নানামূর্ত্তিধরাস্তথা। নানা-
ভাবায়ুধধরাঃ পারবক্রস্তদা গুহম্ ॥ ৭১ ॥ ততঃ স
শুশুভে শ্রীমান গুহো গুহ ইবাপরঃ। সৈন্যপত্যো
চাভিষিক্তো দেবৈর্নানানুনীষরৈঃ ॥ ৭২ ॥ ততঃ প্রণম্য
সম্যাস্তানেকৈকহেন পাবকিঃ। ত্রিযতাং বর ইত্যাহ
ভবরূপপুরোগমান্ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীকামদে কার্ত্তিকেশ্বরা সেনানীহেহতিষেক-
বর্ণনং নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

কালিকা, বহুপুত্রকা, ভয়ঙ্করী, চক্রাঙ্গী, তীর্থনেমী,
মাধবী, গীতপ্রিয়া, অলাতাক্ষী, চটুলা, শলভামুখী,
বিদ্যাজিহ্বা, রুদ্রকালী, শতোলুখলমেখলা, শত-
ঘণ্টা, কির্কণিকা, চক্রাঙ্গী, চহরালয়া, পূতনা,
রোদনা, হামা, কোটরা, মেঘবাহিনী, উর্দ্ধ-
বেণীধরা, জরায়ু, জজ্ঞরাননা, গটগেটী, দহদহা, ধম-
ধমা, জয়া, বহবেণী, বহুশিরা, বহুপাদা, বহুস্তনী,
শতোলুকমুখী, কৃষ্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, শৃষ্ঠালয়া, ধাত্ত-
বাসা, পশুদা, ধাত্তদা ও মদা প্রভৃতি নামে বিখ্যাত
সেই মাতৃগণ সংখ্যায় অনেক বলিয়া টীহাদিগের
সকলের উল্লেখ বারতে আমি অপারগ। ইহারা
বৃক্ষ, চহর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান, শৈল, প্রস্রবণাদি
নানাস্থানে বাস করেন। ইহাদিগের বেশ ও
আভরণ নানাবিধ; মূর্ত্তি, ভাবা ও আয়ুধও নানা-
বিধ। ইহারা তখন সেই কুমারকে পরিবেষ্টন
করিলেন। শ্রীমান গুহ তখন দেব মুনি প্রভৃতি
কর্ত্তক অভিবিক্ত হইয়া এমন শোভা ধারণ করিলেন
যে, তিনি নিজেই তাহার তুলনাস্তল; অন্য কুত্রাপি
তাহার তুলনাস্তল দৃষ্ট হইল না। অনন্তর পাবক-
নন্দন কুমার একে একে শিব ব্রহ্মাদি সকলকে
প্রণাম করিয়া সকলকেই বর গ্রহণ করিতে
বলিলেন। ৫৪—৭৩।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ

নারদ উবাচ । তে চৈনং যোজ্য চানীর্ভিরযাচস্ত
বরং শুভম্ । এষ এব বরোহস্মাকং যৎ পাপং
তারকং জহি ॥ ১ ॥ এবমস্থিতি তানুজ্ঞা যোগো যোগ
ইতি ক্রবন্ । তারকারির্মহাতেজা ময়রং চাধারোহত ॥
২ ॥ শক্তিহস্তো বিনদাথ শুভো দেবাঃ স্তদারবীৎ ।
যদ্যদ্য তারকং পাপং নাশং হস্মি সুরোত্তমাঃ ॥ ৩ ॥
গোব্রাহ্মণাবমনতুণাং ততো যামি গতিং ক্ষুটম্ । এবঃ
তেন প্রতিজ্ঞাতে শকোহতিশুমহানভূৎ ॥ ৪ ॥
যোগো যোগ ইতি প্রাহরাজয়া শরজন্মনঃ । অরজো-
বাসসী রক্তে বসানঃ পার্শ্বতীশুতঃ ॥ ৫ ॥ অথাগ্রে
সর্বদেবানাং স্থিতো বীরো যযৌ মুদা । তস্ম
কেতুরলং ভাতি চরণাযুধশোভিতঃ ॥ ৬ ॥ চরণাভ্যাং
গিরীকুজো যো বিদারযিতুং রণে । যা চেষ্টা সর্ব-
ভূতানাং প্রভা শাস্তির্বলং যথা ॥ ৭ ॥ তন্ময়া
শুভশক্তিঃ সা ভূশং হস্তে ব্যরোচত । যদ্যদ্য
সর্বলোকেষু তন্ময়ং কবচং তথা ॥ ৮ ॥ যোৎ-

একত্রিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—তঁাহারাও সেই শুভকে
অশীর্বাদ করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন যে, আমা-
দিগকে এই বর দেও যে, তুমি পাপ তারকাসুরকে
বধ কর । মহাতেজা তারকারি কুমারও “তথাস্তু”
বলিয়া “সাজ সাজ” রবে সহসা ময়রে আরোহণ
করিলেন । সেই শক্তিদারী শুভ তখন সিংহনাদান্তে
দেবগণকে কহিলেন,—হে সুরোত্তমগণ । আমি
যদি অদ্য তারকাসুরকে নিহত না করি, তবে
নিশ্চয়ই গো-ব্রাহ্মণের অবমানকারীর যে গতি,
সেই গতি লাভ করিব । সেই শরজন্মা কুমার
এই প্রতিজ্ঞা করিলে, তঁাহারই আদেশ অনুসারে
দেবগণ মধ্যে মহান “সাজ সাজ” রব উখিত
হইল । সুবিশুদ্ধ রক্ত-বসনপরিধান বীর পার্শ্বতী-
নন্দন সানন্দমনে সমস্ত দেবতার অগ্রভাগে অবস্থান
পূর্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন । রণেই যাহার আয়ুধ
এবং “যে চরণদ্বয় দাবা পদতও ভেদ করিতে
ক্ষম্য এমন একটা” শোভাসম্পন্ন কুকুট সেই
কুমারের ধ্বজে অপিষ্টান করিল । সর্বভূতের
যাহা চেষ্টা, প্রভা, শাস্ত ও বল, সূর্যময়ী শক্তি,
সেই কুমারের হস্তে থাকিয়া অতিশয় শোভা
পাইতে লাগিল । সর্বলোকের যাহা দৃঢ়তা, তন্ময়

শ্রমানস্ত বীরস্ত দেহে প্রাহরভূৎ স্বয়ম্ । ধস্মঃ সত্য-
মসম্মোহস্তেজঃ কান্তহমক্ষতিঃ ॥ ৯ ॥ বলমোজঃ
কৃপা চৈব বদ্ধা করযুগং তথা । আদেশকারীণাগ্রে-
হস্ত স্বয়ং তস্থর্মহাত্মনঃ ॥ ১০ ॥ তমগ্রে চাপি গচ্ছন্তঃ
পৃষ্ঠতোহনুযযৌ হরঃ । রথেনাদিত্যবর্ণেন পার্শ্বত্যা
সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥ নিশ্চিতেন হরেনৈব স্বয়মীশেন
লীলয়া । সহস্রং তস্ম সিংহানাং তস্মিন্ যুক্তং
রথোত্তমে ॥ ১২ ॥ অভীষুন্ পুরুষবাস্ত্র ব্রহ্মা চ
জগৃহে স্বয়ম্ । তে পিবন্ত ইবাকাশং ত্রাসয়ন্তচরা-
চবম্ ॥ ১৩ ॥ সিংহা রথস্ত গচ্ছন্তো নদন্তশাক-
কেশরাঃ । তস্মিন বথে পশুপতিঃ স্থিতো ভাত্যময়া
সহ ॥ ১৪ ॥ বিদ্যাতা মণ্ডিতঃ সূর্য্যঃ সেন্দ্রচাপঘনো
যথা । অগ্রতন্তস্ত ভগবান্ ধনেশো গুহ্যকঃ সহ ॥
১৫ ॥ আস্থায় কচিরং যাতি পুষ্পকং নরবাহনঃ ।
ঐরাবণং সমাস্থায় শক্রশচাপি সুরৈঃ সহ ॥ ১৬ ॥
পৃষ্ঠতোহনুযযৌ যান্তঃ বরদং বৃষভধ্বজম্ । তস্ম
দক্ষিণতো দেবা মরুতশ্চিত্রযোধিনঃ ॥ ১৭ ॥ গচ্ছন্তি
বশুভিঃ সার্কঃ কদ্রেষ্ঠ সহসঙ্গতাঃ । যমশ্চ মৃত্যুনা

একটা কবচ সেই যুদ্ধার্থী বীর কুমারের দেহে স্বয়ং
প্রাহরভূত হইল । ধস্ম, সত্য, অসম্মোহ, তেজ,
সৌন্দর্য্য, অনপায়, বল, ওজঃ ও কৃপা,—ইহারা
স্বয়ং আসিয়া কৃতাজলিকরে মহাত্মা কুমারের অগ্রে
আদেশ পালনার্থ অবস্থান করিতে লাগিল ।
১—১০ । কুমার অগ্রে অগ্রে যাইতে থাকিলে
প্রভু মহেশ্বর পার্শ্বতীর সহিত সূর্য্যাসম সমুজ্জল
রথাবোহনে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন ।
স্বয়ং মহেশ্বর কর্তৃক লীলাবশে নিশ্চিত সহস্র সিংহ
সেই রথ বহন করিতে লাগিল । ব্রহ্মা উহার
সারথি হইলেন । সেই বিচিত্র কেশরশালী সিংহগণ
ঘোর নাদ সহকারে চরাচরের ত্রাস উৎপাদনপূর্বক
যেন গগনমার্গ গ্রাস করিতে করিতেই যাইতে লাগিল ।
সেই রথে অবস্থিত পশুপতি তখন বিদ্যাৎসমম্বিত
ইন্দ্রধনুসহিত মেঘযুক্ত সূর্য্যের স্থায় অসাধারণ
শোভা ধারণ করিলেন । তঁাহার অগ্রভাগে নর-
বাহন ধনেশ্বর গুহ্যকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কচির
পুষ্পকরথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন ।
ইন্দ্রও ঐরাবতে আরোহণ করিয়া সুরগণ সহ বরদ
বৃষধ্বজের পৃষ্ঠভাগে যাইতে লাগিলেন । তঁাহার
দক্ষিণভাগে চিত্রযোধী মরুদগণ, কদ্রগণ ও বশুগণ
যাইতে লাগিলেন । বামভাগে যমরাজ, মৃত্যুর

সাংস্ক সর্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৮ ॥ ঘোরৈর্ব্যাধিশতৈ-
শ্চাপি সব্যতো যাতি কোপিতঃ । যমশ্চ পৃষ্ঠতশ্চাপি
ঘোরস্ত্রিশিখরঃ সিতঃ ॥ ১৯ ॥ বিজয়ো নাম রুদ্রশ্চ
যাতি শূলঃ স্বয়ং কৃতঃ । তমুগ্রপাশো ভগবান্ বক্রণঃ
সলিলেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥ পরিবার্য শতৈর্যাতি যাদোভি-
বিবিধৈর্বৃতঃ । পৃষ্ঠতো বিজয়শ্চাপি যাতি রুদ্রশ্চ
পট্টিশঃ ॥ ২১ ॥ গদামুঘলশক্ত্যাদৈবরপ্রহরনৈর্বৃতঃ ।
পট্টিশঃ চান্ধগাং পার্থ অশ্বঃ পাশুপতঃ মহৎ ॥ ২২ ॥
বহুশীৰ্ষঃ মহাঘোরমেকপাদঃ বহুদরম্ । কমণ্ডলুশ্চাশ্ব
পশ্চান্নর্ষগণসেবিতঃ ॥ ২৩ ॥ তস্মৈ দক্ষিণতো
ভাতি দণ্ডো গচ্ছন শ্রিয়া রতঃ । ভৃগুঙ্গিরোভিঃ
সহিতো দেবৈরপাতিপূজিতঃ ॥ ২৪ ॥ রাক্ষসশ্চান্ধ-
দেবাশ্চ গন্ধর্বা ভুজগাস্তথা । নদো নদাঃ সমুদ্রাশ্চ
মুনয়োহপ্সরসাঃ গণাঃ ॥ ২৫ ॥ নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চৈব
জঙ্গমাঃ স্বাবরাঃ তথা । মাতরশ্চ মহাদেবমনুজগ্মুঃ
ক্ষুধাবিতাঃ ॥ ২৬ ॥ সর্কেষাং পৃষ্ঠতশ্চাসীত্তাক্ষো
বুদ্ধিমান্ হরিঃ । পালয়ন্ পুতনাং সর্বাঃ স্বপরীবার-
সংবৃতঃ ॥ ২৭ ॥ এবং সৈন্তসমোপেত উত্তরঃ
তটমাগতঃ । তাম্রপ্রাকারমাশ্রিত্য তস্থৌ ত্র্যম্বক-

সহিত শত শত ঘোরাকার ব্যাধিতে সমাবৃত হইয়া
সকোপে যাইতে লাগিলেন । যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
রুদ্রদেবের স্বয়ং নির্মিত ত্রিশিখর ঘোরাকার শ্বেত-
বর্ণ বিজয় নামক শূল যাইতে লাগিল । উগ্রপাশ-
ধারী সলিলেশ্বর ভগবান বক্রণ শত শত জন-
জন্তুতে পরিবৃত হইয়া যাইতে লাগিলেন । বিজয়ের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ রুদ্রদেবের পট্টিশ যাইতে লাগিল ।
হে পার্থ ! পট্টিশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুশীৰ্ষ একপাদ
বহুদর মহাঘোর পাশুপত অশ্ব গদামুঘল শক্তি
প্রভৃতি প্রধান প্রধান অশ্বের সহিত যাইতে
লাগিল । ইহার পশ্চাৎ মহাবিগণে সমাবৃত কমণ্ডলু
যাইতে লাগিল । ইহার দক্ষিণভাগে দেবগণ-
পূজিত শ্রীমান্ দণ্ড, ভৃগু অঙ্গির প্রভৃতি মহর্ষিগণে
সমাবৃত হইয়া যাইতে লাগিল । তৎপরে রাক্ষস,
অপরাপর দেবযোনি, গন্ধর্ব, ভুজগ, নদ, নদী,
সমুদ্র, মুনি, অপ্সরা, নক্ষত্র, গ্রহ, ক্ষুধার্ত মাতৃগণ ও
বিবিধ স্বাবর জঙ্গম সেই মহাদেবের অনুগামী
হইল । বুদ্ধিমান্ হরি, নিজ পরিবারে সমাবৃত
হইয়া গরুড়ারোহণে সকলের পশ্চাতে সেই সমগ্র-
বাহিনী পালন সহকারে যাইতে লাগিলেন ।
ত্রিলোচননন্দন এইরূপ সৈন্তপরিবৃত হইয়া উত্তর
তটে যাইয়া তাম্র প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া

নন্দনঃ ॥ ২৮ ॥ স তারকপুরশ্চাপি পশ্চান্ ঋদ্ধিমন্তুমাম্ ।
বিস্মিয়ে মহাসেনঃ প্রশংস তপোহস্ত চ ॥ ২৯ ॥
স্থিতঃ পশ্চান্ স শুভতে ময়ুরস্থো গুহস্তদা । ছত্রেণ
ধ্রিয়মাণেন স্বয়ং সোমসমস্থিমা ॥ ৩০ ॥ বীজ্যমান-
শ্চামরাভ্যাং বায়ুগ্নিভ্যাং মহাহৃতিঃ । মাতৃভিশ্চ
সুরৈর্দত্তৈঃ সৈর্গণৈরপি সংবৃতঃ ॥ ৩১ ॥ ততঃ প্রণম্য
তঃ শক্ৰো দেবমধ্যে বচোহববীৎ । পশু পশু
মহাসেন দৈত্যানাং বলশালিনাম্ ॥ ৩২ ॥ যে ত্বাং
কালং ন জানন্তি মর্ত্যা গৃহরতা ইব । এতেষাঞ্চ
গৃহে দূতো যত্নাং শংসতু তারকম্ ॥ ৩৩ ॥ বীরগা-
মুচিতং হেতৎ কীর্তিদক মহাজনে । অনুজ্ঞয়া
ততঃ স্কন্দভক্তঃ শক্ৰো ধনঞ্জয় ॥ ৩৪ ॥ মামাদিশ্চা-
সুরেন্দ্রাণ্য প্রাহিণোদৌত্যযোগাকম্ । অহং স্বয়ং
গন্ধকামঃ শক্ৰেণাপি চ প্রেসিতঃ ॥ ৩৫ ॥ প্রাসাদে
স্ত্রীসহস্রাণাং প্রাবোচঃ মধ্যতোহিপাহম্ । অসুরাধম
দুর্কৃদ্ধে শক্রস্থামাঃ তচ্ছৃণু ॥ ৩৬ ॥ যজ্জগদলনাদাপ্তং
কিঞ্চিৎ দানব স্ময়া । তস্মাহং নাশকস্তেহদ্য

অবস্থান করিতে লাগিলেন । কুমার তখন তারক-
পুরের অন্ততম সমৃদ্ধি দর্শনে বিস্মিতচিত্তে তাহার
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ময়ুরাকট গুহের
মস্তকে তখন সোমসমকান্তিমান্ ছত্র ধৃত হইল ;
বায়ু ও অগ্নি তাঁহাকে চামর দ্বারা বীজন করিতে
লাগিলেন । সুরগণ ও মাতৃগণপ্রদত্ত পারিষদবর্গে
পরিবৃত হইয়া তিনি তখন অতীব শোভা প্রাপ্ত
হইলেন । ১১—৩১ পরে ইন্দ্র তাঁহাকে সেই দেবগণ
মধ্যেবহিলেন,—হে মহাসেন ! দেখুন, দেখুন দৈত্য-
গণ গৃহাসক্ত মর্ত্যগণের ত্বায়, উপস্থিত কাল স্বরূপ
আপনাকে জানিতেছে না ! আপনি ইহাদিগের
ভবনে একজন দূত প্রেরণ করুন । ইহ
বীরগণের উচিত কার্য । ইহা মহাজন সমাভে
কীর্তিজনক । হে ধনঞ্জয় ! পরে মহেন্দ্র, আমি
স্কন্দভক্ত বলিয়া আমাকেই স্কন্দের আদেশে
অসুরেন্দ্রের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিলেন
আমিও দৌত্যকার্য্যে যোগ্য । আমি নিজেই
যাইতে অভিলাষী ছিলাম ; তাহাতে আবার
শক্রের আদেশ পাইলাম ; সুতরাং অবিনষ্ট
তারকপুরে যাইয়া উপনীত হইলাম । সেখানে
প্রাসাদমধ্যে সহস্র রমণীপরিবৃত তারকাসুরবে
কহিলাম,—ওহে দুর্কৃদ্ধি অসুরাধম ! শক্র তোমাকে
যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর । তিনি বলিয়া
ছেন,—হে দানব ! তুমি জগৎ উত্তমতম

পুরুষশ্চৈববিষ্যসি ॥ ৩৭ ॥ শীঘ্রং নিঃসর পাপিষ্ঠ
নিঃসরিষ্যসি চেন্ন হি । ক্ষণান্তব পুরং ক্ষেপ্যো
পাবিত্র্যায়ৈব সাগরে ॥ ৩৮ ॥ ইতি শ্রুত্বা ক্রুদ্ধবাক্যং
ক্রুদ্ধঃ স্ত্রীগণসংবৃতঃ । মুষ্টিমুদ্যামামাবস্তীতশ্চাহং
পলায়িতঃ ॥ ৩৯ ॥ ব্যাকুলস্তত্র বৃত্তান্তঃ কুমারায়
শ্রুবেদয়ম্ । ময়ি চাপাগতে দৈত্যশ্চিন্তয়ামাস
চেতসি ॥ ৪০ ॥ নালকসংশয়ঃ শক্ৰো বভুমেত-
দিহার্হতি । নিমিত্তানি চ ঘোরানি সন্ত্রাসং জনয়ন্তি
মে ॥ ৪১ ॥ এবং বিচিন্ত্য চোখায় গবাক্ষং সৌহৃদ্য-
রোহিত । সহস্রভৌমিকাবাসশৃঙ্গবাতায়নস্থিতঃ ॥
৪২ ॥ অপশ্রুদেবসৈন্তং স দিবং ভূমিকং সংবৃতম্ ।
রথৈর্গজৈর্হৈশ্চাপি নাদিতাশ্চ দিশো দশ ॥ ৪৩ ॥
বিমানৈশ্চাত্তাকারৈঃ কিন্নরোদগীতনাদিতৈঃ ।
হুন্দুভিভির্গোবিষাণৈস্তালৈঃ শব্দৈশ্চ নাদিতৈঃ ॥ ৪৪ ॥
অক্কাভ্যামিব তাং সেনাং দৃষ্ট্বা সৌহৃদ্যবৃত্তদা ।
এতে ময়া জিতাঃ পূর্বে কস্মাদুযঃ সমাগতাঃ ॥ ৪৫ ॥
ইতি চিন্তাপরো দৈত্যঃ শুশ্রাব কটুকাক্ষরম্ ।

করিয়া যে পাপ সঞ্চর করিয়াছ, আমি তাহার
সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। তুমি যদি পুরুষ
হও, তবে রে পাপিষ্ঠ! শীঘ্র গৃহ হইতে নির্গত
হও। আর যদি নির্গত না হও, তবে ক্ষণকাল
মধ্যেই পবিত্রতা বিধানার্থ তোমার পুরী
সাগরে নিক্ষেপ করিব। স্ত্রীগণপরিবৃত তারকাসুর
এই ক্রুদ্ধ বাক্য শুনিয়া মুষ্টি উদ্যত করিয়া আমার
প্রতি ধাবিত হইল। আমি দ্রুতবেগে পলায়ন
করিয়া কুমারসমীপে যাইয়া সে বৃত্তান্ত নিবেদন
করিলাম। আমি চলিয়া আসিলে পর সেই দানব-
রাজ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, শত্রু
বললাভ না করিয়া কদাচ এরূপ কথা বলিতে পারি
করে নাই। বিশেষতঃ ঘোর দুর্লক্ষণ সকল
দেখিয়া আমার ত্রাস জন্মিতেছে। সে এইরূপ
চিন্তা করিয়া উত্থানপূর্বক সেই সহস্রভৌমিক
ভবনের সমুচ্চ গবাক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিল
যে, দেবসৈন্ত দ্বারা ভূতল নভস্তল সমস্ত যেন
আবৃত হইয়া রহিয়াছে। রথ, গজ, অশ্ব, কিন্নর
স্রীতনাদিত অদ্ভুতাকার বিমান, হুন্দুভি গোবিষাণ
তাল শঙ্খাদির শব্দে দশদিক্ নিম্নাদিত হইতেছে।
তারক সেই সেনাকে হুঙ্কার বোধে তখন চিন্তা
করিতে লাগিল যে, আমি তো ইহাদিগকে পূর্বে
পরাজিত করিয়াছি, তবে আবার ইহারা আসিয়াছে
কেন? দৈত্যরাজ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই

দেববন্দিভিরুদযুষ্ঠং ঘোরং হৃদয়দারণম্ ॥ ৪৬ ॥
জয়াতুলশক্তিদৌধিতিপিঞ্জরকচাক্ষণমণ্ডলভূজোদ্ভাসিত-
দেবসৈন্তসুরবদনকুমুদকাননবিকাসনেন্দো কুমারনাথ
জয় দিতিকুলমহোদধিবড়বানল মধুরবময়ুররবা-
সুরমুকুটকুটকুটিতচরণনখাক্ষুর মহাসেন তারকবংশ-
শুকত্বণদাবানল যোগীশ্বর যোগিজনহৃদয়গগনবিতত-
চিন্তাসন্তান-সন্তমসনোদনধরকিরণ-কল্পনখনিকরবিরা-
জিতচরণকমল স্কন্দ জয় বাল সপ্তবাসর ভুবনাবলি-
শোকনন্দহন ॥ ৪৭ ॥ নমো নমস্তেহস্ত মনোরমায়
নমোহস্ত তে সাধুভয়াপহায় । নমোহস্ত তে বাল কৃত্তা-
চলায় নমো নমো নাশয় দেবশক্রন্ ॥ ৪৮ ॥
ইতি শ্রীস্কন্দে কুমারস্ত তারকাসুরনগরং প্রতি গমন-
বর্ণনং নামৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

তদীয় হৃদয়বিদারক অতি কঠোর দেববন্দিগীত
শুনিতে পাইল। যথা,—হে কুমারনাথ! আপনার
ভূজস্থ অতুলশক্তি শক্তির প্রভা সূর্য্যমণ্ডলকেও
বিবর্ণ করিয়া দেবসৈন্তগণকে উদ্ভাসিত করিতেছে।
আপনি সুরগণের বদনরূপ কুমুদকাননের প্রকাশক
চন্দ্রস্বরূপ। আপনার জয় হউক। হে স্কন্দ!
আপনি দিতিবংশরূপ সাগরের বাড়বানল স্বরূপ।
মধুরবকারী ময়ূরের রবে ভীত অসুরগণের
মুকুটসমূহ দ্বারা আপনার চরণনখাক্ষুর কুটিত
হউক! হে মহাসেন! আপনি তারকবংশরূপ শুক
ত্বণেব দাবানল। হে যোগীশ্বর! আপনার চরণ-
কমলের নখনিকর, যোগিজনগণের হৃদয়গগনে
বিস্তৃত চিন্তাসমূহরূপ ঘোরাক্রকার বিনাশ বিপয়ে
সূর্য্যসদৃশ। আপনার জয় হউক। হে সপ্ত-
বাসরবয়স্ক বালক! হে ভুবনসমূহের শেকা-
বিনাশক! আপনাকে নমস্কার! আপনি মনোরম,
আপনাকে নমস্কার; আপনি সাধুজনগণের ভয়-
হারী; আপনাকে নমস্কার! হে সত্যসংস্থাপক
বালক! আপনাকে নমস্কার। আপনি
দেবশত্রুগণকে বিনাশ করুন। আপনাকে
নমস্কার। ৩২—৪৮।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

ষাতিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ঋতৈতং সংস্রবং দৈত্যঃ সঙ্ঘুষ্ঠঃ
দেববন্দিভিঃ । সম্মার ব্রহ্মণো বাক্যং বধং বালাদুপ-
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ ঋত্বা স ক্রিমসর্ষাকো দ্বাঃস্বঃ রাজা
বচোহব্রবীৎ । অমাত্যান দ্রষ্টুমিচ্ছামি শীঘ্রমানয় মা
চিরম্ ॥ ২ ॥ ততস্তে রাজবচনাৎ কালনেমিযুগা-
গতাঃ । প্রাহ তাংস্তারকো দৈত্যঃ কিমিদং বো
বিচেষ্টিতম্ ॥ ৩ ॥ যৈঃ শক্রসম্ভবা বার্তা কাপি ন
শ্রাবিতম্ভবম্ । মদিরাকামমন্তানাং মস্ত্রিহং বো ন
যুজ্যতে । হিতং মস্ত্রযতে রাজস্তেন মন্ত্রী নিগদ্যতে ॥
৪ ॥ অমাত্যা উচুঃ । কো জানাতি সুরান দীনান
দৈত্যানামিতি নো মতিঃ ॥ ৫ ॥ মা বিবীদ মহারাজ
বয়ং জেষ্যামহে সুরান । বালাদপি ভয়ং কিং বা
লজ্জায়ৈ চিন্তিতং হি দম্ ॥ ৬ ॥ সর্ষমেতৎ সুসাধাক্ষ
ভেরী সস্তাভ্যতাং দৃঢ়ম্ । ততো দৈত্যৈশ্চবচনাৎ
সম্ভাহজননী তদা ॥ ৭ ॥ ভৃশং সস্তাভিতা ভেরী
কম্পয়ামাস সা জগৎ । সুরণাদৈত্যরাজস্ত পর্ষ-

ষাতিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—দৈত্যরাজ তারকাসুর দেব-
বন্দিগণের এই ক্ষতিবাণী শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য সুরণ
করিল ;—বুঝিল যে, বালক হইতে মৃত্যু উপস্থিত ।
তখন সে স্বৈদার্দর্গাত্রে দ্বারপালকে কহিল যে, আমি
অমাত্যগণকে দেখিতে ইচ্ছা করি । তাহাদিগকে
শীঘ্র লইয়া আঠিস ; বিলম্ব করিও না । অতঃপর
রাজাজ্ঞানুসারে কালনেমিপ্রমুখ দানবগণ সমাগত
হইল । তারকাসুর তাহাদিগকে কহিল,—তোমা-
দিগের একি ব্যবহার ? তোমরা শক্রজনিত ভয়ের
কোন বার্তাই আমাকে জানাও নাই । তোমরা
মদিরায় ও কামে মস্ত্র ; তোমাদিগের মস্ত্রিহ করা
যোগ্য নহে । রাজার হিত মস্ত্রণা করে বলিয়াই
মন্ত্রী বলা যায় । অমাত্যগণ কহিল,—সুরগণ অতি
দৈন্যদশাগ্রস্ত ছিল ; তাহাদিগের আর সন্ধান রাখিবে
কে ? যাহা হউক, মহারাজ ! আপনি বিষয় হইবেন
না । আমরা সুরগণকে পরাজিত করিব । বালক
হইতেই বা ভয় কি ? আপনার এ চিন্তাই লজ্জা-
জনক । এ সমস্তই সুখসাধ্য । আপনি দৃঢ়রূপে
রণভেরী বাজাইতে আদেশ করুন । অতঃপর
দৈত্যপতির আদেশে যুদ্ধসজ্জাবিধায়িনী ভেরী
অত্যন্ত তাড়িতা হইয়া জগৎ প্রকম্পিত করিয়া
ভুলিল । সেই ভেরীশব্দ শ্রবণে দৈত্যরাজের

তেভ্যো মহাসুরাঃ ॥ ৮ ॥ নিয়গাভ্যঃ সমুদ্রেভ্যঃ
পাতালেভ্যোহনরাদপি । সহসা সমুদ্রপ্রাপ্তা যুগান্তা-
নলসপ্রভাঃ ॥ ৯ ॥ কোটিকোটিসহস্রৈশ্চ পরাকৈ-
র্দশভিঃ শরৈঃ । সেনাপতিঃ কালনেমিঃ শীঘ্রং
দেবানুপাযযৌ ॥ ১০ ॥ চতুর্যোজনবিস্তীর্ণে নানাশর্চ্যা-
সমগ্নিতে । রথে স্থিতো মনোগ্ দীনস্তারকঃ সম-
দৃশ্যত ॥ ১১ ॥ এতস্মিন্নন্তরে পার্গ ক্রুদ্ধঃ স্কন্দস্ত
পার্ষদৈঃ । প্রাকারঃ পাতিতঃ সর্ষো ভগ্নানুপবনানি
চ ॥ ১২ ॥ ততশ্চচাল বসুধা দেবী সর্বকাননা ।
জজাল গ সনক্ষত্রং প্রমুঢ়ং ভুবনং ভৃশম্ ॥ ১৩ ॥
তমোভূতং জগচ্চাসীদ্ গৃধৈর্বাণ্ডঃ নভোহভবৎ ।
ততো নানাপ্রহরণং প্রলয়াশ্বদসগ্নিভম্ ॥ ১৪ ॥ কাল-
নেমিযুগং পার্গ অদৃশ্যত মহদলম্ । তন্ধি ঘোরম-
সংখোষং জগজ্জি বিবিধা গিরঃ ॥ ১৫ ॥ অভ্যদ্রবদ্
রণে দেবান্ ভগবন্তঞ্চ শঙ্করম্ । বিনদন্তিস্ততো
দৈত্যৈর্দেবানীকং মহায়ুধৈঃ ॥ ১৬ ॥ পর্ষতৈশ্চ
শতস্রীভিরায়সৈঃ পরিঘৈরপি । ক্ষণেন দাবিতং
সর্ষং বিমুখং চাপাদৃশ্যত ॥ ১৭ ॥ অসুরৈর্বধ্যামানে

সুরণ জানিয়া দৈত্যগণ পর্ষত নদী সমুদ্র আকাশ
পাতলাদি নানা স্থান হইতে যুগান্তকালীন অনলের
ত্যাগ সহসা আসিয়া উপস্থিত হইল । কালনেমি
দানব সেনাপতি হইয়া সম্মার কোটি কোটি সহস্র
সহস্র পরাক্ষ সংখ্যক সৈন্তে পরিবৃত্ত হইয়া সুর-
সৈন্তের প্রতি ধাবিত হইল । তারকাসুর চতু-
র্যোজন বিস্তীর্ণ বিবিধ আশর্চ্যাব্যাপারযুক্ত রথে
আরোহণ করিয়া চলিল ; কিন্তু তখন তাহাকে
কিঞ্চিৎ বিষয় দেখা গেল । ১—১১ । হে পার্গ ! ইতি-
মধ্যে স্কন্দের অনুচরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুরপ্রাকার
বিক্ষেপ ও উপবন সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিল । তখন
বসুধা দেবী বন-কাননাদিসহ বিচলিত হইলেন ;
নভোমণ্ডল নক্ষত্রগণসহ জলিতে লাগিল ; ত্রিভুবন-
বাসী প্রাণিগণ মোহাচ্ছন্ন হইল ; জগৎ যেন অন্ধ-
কাবরুত হইল এবং গৃধগণ আকাশ আচ্ছাদন
করিয়া ফেলিল । হে পার্গ ! তারপর নানায়ুধ-সম্পন্ন,
প্রলয়াশ্বদ সদৃশ কালনেমিপ্রমুখ সুরসৈন্ত
সুবগণের নয়নগোচর হইল । সেই অসংখ্য সৈন্ত
বিবিধ বাক্যে গজ্জন করিতে লাগিল । পরে সেই
সৈন্তগণ সিংহাদসহকারে ভগবান্ শঙ্করের প্রতি
এবং দেবগণের প্রতি ধাবিত হইল । তাহাদিগের
নিষ্কপ্ত শতস্রী, লৌহপরিঘ, পর্ষত ও অপরাপর
অস্ত্রাঘাতে ক্ষণমাত্রেই দেবসৈন্ত সমস্ত নিধাবিত

তু পাবকৈরিব কাননম্ । অপতদাবভূমিঃ মহা-
ক্রমবনং যথা ॥ ১৮ ॥ তে ভিন্নাশ্বিশিরোদেহাঃ
প্রাদ্রবন্ত দিবোকসঃ । ন নাথমধ্যগচ্ছন্ত বধ্যমানা
মহাসুরৈঃ ॥ ১৯ ॥ অথ তদ্বিক্রমং সৈন্তং দৃষ্ট্বা দেবঃ
পূরন্দরঃ । আশ্বাসয়ন্তু বাচেদং বলবদানবাদিতম্ ॥
২০ ॥ তস্য ত্যজত ভদ্রং বঃ শূবাঃ শগাণি গৃহত ।
কুরুধ্বং বিক্রমে বুদ্ধিং মা চ কাচিৎ বাথাস্ত বঃ ॥ ২১ ॥
এষ কালানলপ্রথো ময়ুরঃ সম্প্রস্থিতঃ । রক্ষিতা
বো মহাসেনঃ কথং ভীতিস্তথাপি বঃ ॥ ২২ ॥ শক্রস্ত
বচনং ক্রুদ্বা সমাশ্রুতা দিবোকসঃ । দানবান
প্রত্যযুধ্যস্ত শক্রং ক্রুদ্বা ব্যাপাশ্রয়ম্ ॥ ২৩ ॥ কাল-
নেমির্মহেন্দ্রেণ সংযুগে সমযুজ্যত । সহস্রাক্ষৌহিনী-
যুক্তো জন্তকঃ শঙ্করেণ চ ॥ ২৪ ॥ কুজস্তো বিষ্ণুনা
চৈব তাবত্যাক্ষৌহিনীরূতঃ । অস্ত্রে চ ত্রিদশাঃ সর্কৈ
মকুতশ্চ মহাবলাঃ ॥ ২৫ ॥ প্রত্যযুধ্যস্ত দৈত্যৈঃ
সাধ্যাশ্চ বশুভিঃ সহ । ততো বহুবিধং যুদ্ধং কাল-
নেমির্বিধায় চ ॥ ২৬ ॥ উৎসৃজ্য সহসা পার্থ ঐরাবণ-
শিরঃস্থিতঃ । স তু পাদপ্রহারেণ মুষ্টিনা চৈব তং

গজম্ ॥ ২৭ ॥ শক্রঞ্চ জয়ে বিনদনং পেততুস্তাবুভৌ
ভূবি । ততঃ শক্রং সমাদায় কালনেমির্বিচেতসম্ ॥
রথমাশ্রিত্য ভূয়োহপি তারকাভিমুখো যযৌ । অথ
ক্লৃষ্টঃ তদা দৈবৈঃ সহসা চান্তকাদিভিঃ ॥ ২৯ ॥ হ্রিয়তে
হ্রিয়তে রাজা তাতা কোহপি ন বিদ্যতে । এতন্নিম্ন-
স্তরে শর্যঃ পিনাকধনুশ্চ্যুতৈঃ ॥ ৩০ ॥ বাণৈঃ
সসৈন্তং ক্রুদ্বা চ জন্তকং গৃধ্রমোদনম্ । কালনেমিঃ
সমাগম্য রথস্থো বাক্যমববীৎ ॥ ৩১ ॥ কিমেতেন
মহেন্দ্রেণ ময়া যুধ্যস্ব দানব । বীরয়ন্তু সূহৃদ্বৃদ্ধে
ততো জ্ঞাস্তসি বীরতাম্ ॥ ৩২ ॥ কালনেমিক্রবাচ ।
নগ্নেন সহ কো যুদ্ধোদ্ধতেনাপি চ যেন বা । শংসংসু
দৈত্যবীরানামুপহাসঃ প্রজায়তে ॥ ৩৩ ॥ আশ্বনস্ত
সমং কক্ষিদ্ধিলোকয় সূহৃদ্ব্যতে । তদাকর্ণ্য চ সাবজ্ঞঃ
বচঃ শর্যো বিস্মিয়ৈ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ কুমারঃ সহসা
ময়ুরস্তোহভাধাবত । কুজস্তং সানুগং হস্তা বাসু-
দেবোহপ্যধাবত ॥ ৩৫ ॥ ততো হরিঃ স্কন্দমাহ
কিমেতেন তব প্রভো । দৈত্যাদ্যমেন পাপেন মুহূর্ত্তং
পশু মে বলম্ ॥ ৩৬ ॥ এবমুক্তা নিবার্যোনঃ কেশবো

হইয়া যুদ্ধবিমুখ হইয়া পড়িল । পাবক দ্বারা মহা-
রণের আয় দানবগণ দ্বারা দেবসৈন্ত হন্যমান হইয়া
স্থানে স্থানে পতিত হইতে লাগিল । দেবগণ মহাসুর-
গণ কর্তৃক প্রহৃত হইয়া কেহ ভয়ান্ধ, কেহ ভিন্নমস্তক,
কেহ বা বিধ্বস্ত দেহে রক্ষক না পাইয়া পলায়ন
করিতে লাগিল । বলবান দানবগণ কর্তৃক গাঢ় আহত
সৈন্তগণকে তাদৃশভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া
আশ্বাসদানপূর্বক সুররাজ কহিলেন,—হে সুরগণ !
তোমরা ভয় করিও না । তোমাদের মঙ্গল হউক ।
তোমরা অস্ত্র ধারণ করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিতে
যত্ন কর । তোমাদের যেন কোন ব্যথা না জন্মে ।
এই ময়ুরাকৃৎ কালানলসম মহাসেন তোমাদিগের
রক্ষক রহিয়াছেন, তথাপি তোমাদিগের ভয় হই-
তেছে কেন ? ইন্দ্রের বাক্যে আশ্রয় হইয়া দেবগণ
ইন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া তখন আবার দানবগণসহ
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তখন কালনেমি মহেন্দ্রের
সহিত, সহস্র অক্ষৌহিনী সৈন্ত লইয়া জন্তকাসুর
শঙ্করের সহিত এবং সহস্রাক্ষৌহিনী সৈন্ত সমভি-
ক্যাহারে কুজস্ত দানব বিষ্ণু সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিল । মহাবল মকুৎ, সাধ্য, বশু প্রভৃতি সমস্ত
সুরগণ তখন দানবগণসহ প্রতিগুদ্ধে প্রকৃত হইল ।
হে পার্থ ! কালনেমি শক্রসহ অনেকক্ষণ নানাবিধ
যুদ্ধ করিয়া সহসা লক্ষ প্রদানে ঐরাবতের মস্তকে

আরোহণ করিয়া সিংহনাদসহকারে পাদাঘাতে ও
মুষ্টিাঘাতে সেই হস্তীকে ও শক্রকে আহত করিতে
লাগিল । তাহাতে ঐরাবত ও ইন্দ্র উভয়েই ভূতলে
পড়িয়া গেলেন । তখন কালনেমি হতজ্ঞান ইন্দ্রকে
লইয়া রথারোহণে তারকাসুরের অভিমুখে প্রস্থান
করিল । তদর্শনে যম প্রভৃতি দেবগণ “রাজাকে
লইয়া গেল, লইয়া গেল ; কেহ রক্ষক নাই !” বলিয়া
মহাচীৎকার করিয়া উঠিলেন । ঐতিমধ্যে শঙ্কর
পিনাকধনুযুক্ত বাণজালে জন্তকাসুরকে গৃধ্রগণের
ভোজ্যরূপে পরিণত করিয়া রথারোহণে কালনেমির
সমীপস্থ হইয়া কহিলেন,—ওহে বীরমানী সূহৃদ্বৃদ্ধি
দানব ! এই মহেন্দ্রকে দিয়া কি করিবে ?—আমার
সহিত যুদ্ধ কর, তাহা হইলে বীরত্ব বৃদ্ধিতে পারিবে ।
১২—৩২ । কালনেমি কহিল,—নগ্নের সহিত কে
যুদ্ধ করিবে ?—যাহাকে হত্যা করিলেও দৈত্যবীর-
সভায় উপহাস জন্মে । হে সূহৃদ্ব্যতি শর্য ! তুমি
তোমার তুল্য কোন ব্যক্তির সন্ধান কর । শঙ্কর
সেই অবজ্ঞাবাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইলেন । ইত্যব-
সরে ময়ুরবাহন কুমার সেই কালনেমির প্রতি ধাবিত
হইলেন । আর বাসুদেবও অমুচর সহিত কুজস্তকে
বিনাশ করিয়া কালনেমির প্রতি অভিযান করিলেন ।
তিনি কুমারকে কহিলেন—হে প্রভো ! এই পাপ
দৈত্যাদ্যমকে দিয়া আপনার প্রয়োজন কি ? কণ-

গরুড়স্থিতঃ। শাক্ষকৌদণ্ডনিষ্ঠুর্জৈবগৈর্দৈত্যমবা-
কিরং ॥ ৩৭ ॥ স তৈর্বগৈস্তাড্যমানো বজ্রৈরিব
মহাসুরঃ। বিমুচ্য বাসবং ক্রুদ্ধো বাণাংস্তান বাধম-
চ্ছরৈঃ ॥ ৩৮ ॥ যান্ যান্ বাণান্ হরির্দিব্যান্ গুণি চ
মুমোচ হ। নিবারয়তি দৈত্যস্তান্ প্রহসন্তীলয়েব চ ॥
৩৯ ॥ ততঃ কৌমোদকৌ গৃহ্য ক্ষিপ্তকারী জনা-
র্দনঃ। মুমোচ সৈন্তানাথায় সারথিঞ্চ বাচুণয়ং ॥ ৪০ ॥
ততো তথা দবপ্লুত্যা বিরূত্যা বদনং মহৎ। গরুড়ঃ
চকুনাদায় স বিষ্ণুঃ ক্ষিপ্তবাণুগে ॥ ৪১ ॥ ততো-
হভূৎ সর্বদেবানাং বিমোহো জগতামপি। চ্চাল
বসুধা চেলুঃ পর্বতাঃ সপ্ত চার্ণবাঃ ॥ ৪২ ॥ কাল-
নেমিন্দংশৈব প্রানৃত্যত মহারণে। অসমুচস্ততো
বিষ্ণুশ্বরাকাল উপস্থিতে ॥ ৪৩ ॥ কুক্ষিঃ বিদার্য
চক্রেণ ভাস্করোহভাদিবোদিতঃ। বহির্ভূতো হরি-
শ্চেনং মোহয়িত্বা স্ননিদয়া ॥ ৪৪ ॥ পাতালস্ত তলং

নিষ্ঠে তত্র শিষ্ঠে স কাষ্ঠবৎ। ততশ্চক্রেণ দৈত্যানাং
নিহতা দশকোটয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ প্রমোদিতান্তথা দেবা
বিমোহান্তৎক্ষণাদভূঃ। ততঃ শর্কস্তুমালিন্য সাধু-
সাধু জনার্দন ॥ ৪৬ ॥ ত্বয়া যদ্বিহিতং কস্মি তৎ
কর্ত্ত্বাত্মো ন বিদ্যতে। মহিষাদ্যাঃ সুহৃর্জ্যেয়া দেব্যা
যে বিনিপাতিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ তেষামতিবলো হ্যেব ত্বয়া
বিক্ষেপে বিনির্জিতঃ। তারকাময়সংগ্রামে বধ্যস্তেহসৌ
জনার্দন ॥ ৪৮ ॥ কংসরূপঃ পুনস্তেহয়ং হস্তবো-
হষ্টমজন্মনি। এবং প্রশংসমানাস্তে বাসুদেবং জগদ্-
গুরুম্ ॥ ৪৯ ॥ শস্ত্রজালৈর্লক্ষসংজ্ঞান দৈত্যসৈন্তান-
নাশয়ৎ। তানি দৈত্যশরীরানি জর্জরানি মহায়ুধৈঃ।
অপতন ভূতলে পার্থ ছিন্নাভ্রাণীব সর্বশঃ ॥ ৫০ ॥
ততস্তদানবং সৈন্তং হতনাথমভূতদা ॥ ৫১ ॥ দেবৈঃ
স্বদানুগৈশ্চৈব কৃতঃ শাস্ত্রৈঃ পরাভূতম্। অথো
ক্রষ্টঃ তদা হৃষ্টঃ সর্কৈর্দেবৈর্মুদাযুতৈঃ ॥ ৫২ ॥
স হতানি চ সর্কারিণ তদা তূর্য্যাণ্যবাদয়ন। অধ ভগ্নং

কাল আমার সামর্থ্য দেখন। গরুড়বাহন কেশব
এই বলিয়া কুমারকে নিবর্তিত করিয়া শাক্ষনিষ্ঠুর্জ
বাণজালে কালনেমিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলি-
লেন। মহাসুর কালনেমি সেই সমস্ত বজ্রসম
বাণে সস্তাড়িত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে শত্রুকে
পরিত্যাগপূর্বক সেই সকল বাণজাল নিজ বাণ
দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিল। হরি যে
সকল দিবা দিবা বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগি-
লেন, সেই দৈত্যও সহস্র বদনে অনায়াসে তৎ
সমস্ত নিবারণ করিতে লাগিল। অতঃপর
ক্ষিপ্তকারী জনার্দন কৌমোদকৌ গদা নিক্ষেপ করিয়া
সেই দৈত্যসেনাপতি কালনেমির সারথিকে চূর্ণিত
করিয়া ফেলিলেন। তখন কালনেমি রথ হইতে
অবতরণপূর্বক মহাবদন বিস্তার করিয়া গরুড়ের
চকু ধরিয়া তৎসহ বিষ্ণুকে মুখে নিক্ষেপ করিল।
তখন সেই ব্যাপারে সমস্ত দেবগণের এবং সমগ্র
জগতের মোহ উপস্থিত হইল; পৃথিবী কম্পিত,
পর্বত সকল বিচলিত এবং সাগর সমস্ত উদ্বেল
হইয়া পড়িল। কালনেমি সিংহনাদ করিতে করিতে
সেই মহা রণক্ষেত্রে নৃত্য করিতে লাগিল। মোহ-
হীন বিষ্ণু কিন্তু তাহার কুক্ষিগত হইয়া সত্ত্বর চক্রদ্বারা
তদীয় উদর বিদারণপূর্বক রাহু বদন হইতে
ভাস্করের স্থায় বহির্গত হইলেন। হরিকে বহির্ভূত
হইতে দেখিয়া সেই দানব নিতান্ত আশ্চর্যান্বিত
হইল। হরি তখন তাহাকে নিজ মায়ায় মোহিত

করিয়া পাতালতলে লইয়া গেলেন। সেই দানব
সেখানে কালকে শয়ন করিয়া রহিল। পরে বিষ্ণু
চক্রাঘাতে দশ কোটি দানব সৈন্ত নিপাত করিলেন।
এই ব্যাপার দেখিয়া দেবগণ মোহহীন হইয়া আনন্দ
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর হরিকে
আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—হে জনার্দন! সাধু, সাধু!
তুমি যে কার্য করিলে, একাধা অপরে করিতে পারে
না। দেবী যে মহিষাদি সুহৃর্জ্য দানবগণকে
নিপাতিত করিয়াছেন, এই কালনেমি তাহাদের
অপেক্ষাও অধিক বলবান। কিন্তু হে বিক্ষেপ!
তুমি ইহাকে পরাজিত করিলে! হে জনার্দন!
তারকাময় সংগ্রামে এই দানব তোমার বধ্য
হইবে। পরে আবার এই দানব কংসরূপে জন্ম
গ্রহণ করিলে তুমি দেবকীর অষ্টম গর্ভে প্রাভূত
হইয়া ইহাকে সংহার করিবে। দেবগণও এইরূপে
জগদগুরু বাসুদেবকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।
এদিকে দানবগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত
হইলে, দেবগণও শাস্ত্রজাল প্রহারে দৈত্যসৈন্ত
বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে পার্থ! দেবগণের
মহাস্তুপ্রহারে জর্জরীভূত হইয়া বিচ্ছিন্ন মেঘের
স্থায় দৈত্যশরীরসমূহ তখন ভূতলে পতিত হইতে
লাগিল। ৩৩-৫০। ক্রমে নায়কহীন দানবসৈন্তগণ
স্কন্দপ্রমুখ দেবগণের শস্ত্রাস্ত্রপ্রহারে পরাভূত
হইতে বাধ্য হইল। দেবগণ সানন্দমনে তখন
বিবিধ উৎকোশ করিতে লাগিলেন; আর

বলং প্রেক্ষ্য হতবীরং মহারণে ॥ ৫৩ ॥ দেবানাঞ্চ
মহামোদং তারকং প্রাহ সারথিম্ । সারথে পশু
সৈন্তানি দ্রাব্যমাণানি মে সুরৈঃ ॥ ৫৪ ॥ যেহস্মাভি-
কৃণবদৃষ্টাঃ পশু কালস্ত চিত্রতাম । তন্মে বাহয় শীঘ্রং
ত্বং রথমেব সুরান্ প্রতি ॥ ৫৫ ॥ পশুস্ত মে বলং
বাহোজ্বলন্ত চ সুরাধমাঃ । কুবেরেব সারথিঃ স
বিধ্বন্ সুমহদ্ধমুঃ ॥ ৫৬ ॥ ক্রোবরভৈক্ষণো রাজা
দেবসৈন্তং সমাবিশৎ । আগচ্ছমানং তং দৃষ্ট্বা হরিঃ
স্কন্দমথাববীৎ ॥ ৫৭ ॥ কুমার পশু দৈত্যৈঃ কালং
যদ্বদ যুগাভ্যায়ে । অয়ং স যেন তপসা ঘোরেনারাধিতঃ
শিবঃ ॥ ৫৮ ॥ অয়ং স যেন শক্রাদ্যাঃ কৃত্য মর্কাঃ
সমার্বুদম্ । অয়ং স সর্বশস্ত্রৈর্ঘোরৈহস্মাভির্ন
জিতো রণে ॥ ৫৯ ॥ নাবজয়া প্রহৃত্যাস্তারকোহয়ং
মহাসুরঃ । সপ্তমং হি দিনং তেহদা মবাহোহয়ক
বর্ততে ॥ ৬০ ॥ অর্কাগস্তমনাদেনং জহি বধো-
হন্তথান হি ॥ ৬১ ॥ এবমুক্তা স শক্রাদীংস্বরিতঃ

তুর্ঘ্যসমূহ সংহত ভাবে বাদিত হইয়া লাগিল ।
তারকাসুর সেই নায়কগণ সৈন্তগণকে রণে ভগ্ন
এবং দেবগণকে প্রমুদিত দর্শনে সারথিকে কহিল,—
ওহে সারথে! দেখ, আমরা যাহাদিগকে ভগ্নবৎ
অবজ্ঞা করিতাম, সেই দেবগণ কর্তৃক আমাদের
সৈন্তগণ বিদ্রাবিত হইতেছে । দেখ, কালের কি
বিচিত্রতা! অতএব তুমি সুরগণের প্রতি আমার
রথ পরিচালন কর; উহার আমার বাহুবল
দেখুক এবং সুরগণ বিদ্রাবিত হউক । রাজা
তারকাসুর এইরূপ বলিতে বলিতেই সমগ্র ধনু
বিস্ফারণপূর্বক ক্রোধরক্তনেত্রে দেবসৈন্ত মধ্যে
প্রবেশ করিল । তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া
হরি তখন স্কন্দকে কহিলেন,—হে কুমার! ঐ
যুগান্তকালীন কালসময় দৈত্যবাজকে অব-
লোকন করুন । এই সেই;—যে ঘোর তপস্যা
দ্বারা হরের সন্তোষ সাধন করিয়াছিল; এই
সেই,—যে, শক্রাদি দেবগণকে অর্কুদ বৎসর
যাবৎ মর্কট করিয়া রাখিয়াছিল; এই সেই,—
যাহাকে আমরা সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারাও পরাজয়
করিতে পারি না । এই মহাসুর তারককে
আপনি অবজ্ঞা সহকারে দেখিবেন না । অন্য
আপনার সপ্তম দিন বয়ঃকম; তাহারও মধ্যাহ্নকাল
উপস্থিত, সূর্যাস্তের মধ্যে ইহাকে বধ করুন; নচেৎ
পারিবেন না । কেশব স্কন্দকে এই কথা বলিয়া

কেশবোহববীৎ । আয়াসয়ত দৈত্যৈঃ সুখবধো
যথা ভবেৎ । ততস্তে বিষ্ণুবচনাদ্বিনদন্তো দিবৌ-
কসঃ ॥ ৬২ ॥ তমাসাদ্য শরত্রাতৈর্মুদিতাঃ সমবা-
কিরন । প্রহসন্নিব দেবাংস্তান্ দ্রাবয়ামাস তারকঃ ॥
৬৩ ॥ যথা নাস্তিকদুর্জন্তো নানাশাস্ত্রোপদেশকান্ ।
সোদুঃ শক্তান তে বীরং মহতি স্কন্দনে স্থিতম্ ॥
৬৪ ॥ মহাপশ্মারসংক্রান্তং যথৈবাপ্রিয়বাদিনম্ ।
বিধ্বয় সকলান্ দেবান্ ক্ষণমাত্রেন তারকঃ ॥ ৬৫ ॥
আজগাম কুমারায় বিধ্বন্ স মহাধমুঃ । আগচ্ছ-
মানং তং দৃষ্ট্বা স্কন্দঃ প্রত্যুদযযৌ ততঃ ॥ ৬৬ ॥ তস্তা-
রক্ষন্তবঃ পার্শ্বং দক্ষিণৈকৈব তং হরিঃ । পৃষ্ঠে চ
পার্শ্বদাস্তস্ত কোটিশোহর্কুদশস্তথা ॥ ৬৭ ॥ ততস্তৌ
সুমহাযুদ্ধে সংসক্তৌ দেবদৈত্যয়োঃ । ধর্ম্মাধর্ম্মা-
বিবাদগৌ জগদাশ্চর্য্যাকারকৌ ॥ ৬৮ ॥ ততঃ
কুমারমাসাদ্য লীলয়া তারকোহববীৎ । অহো
বালতিবালস্তং যদ্বৎ গীর্বাণবাকাতঃ ॥ ৬৯ ॥ আশাদ-
য়সি মাং যুদ্ধে পতঙ্গ ইব পাবকম্ । বধেন তব

শক্রাদি দেবগণকে কহিলেন যে,তোমরা দৈত্যৈঃ সুখবধো
যাহাতে আয়াস জন্মে তাহা কর; তাহা হইলে
সে সুখবধ্য হইবে । বিষ্ণুর ব্যাকাসুরসারে শক্রাদি
দেবগণ সিংহনাদসহকারে তাহার সন্নিহিত হইয়া
শরসমূহে সেই তারকাসুরকে আচ্ছাদিত
করিতে লাগিলেন । পরন্তু তারকাসুর হাসিতে
হাসিতেই দুর্জন্ত নাস্তিক যেমন বিবিধ শাস্ত্রো-
পাদেষ্টাদিগকে নিরাস করে, তদ্রূপ সেই দেবগণকে
বিদ্রাবিত করিয়া ফেলিল । দেবগণ কটুভাষী মহাপ-
শ্মার রোগীর স্থায় সেই তারকাসুরের সমক্ষে
ত্রিষ্ঠিতে পারিলেন না । তারকাসুর ক্ষণমাত্রেই সমস্ত
দেবগণকে বিদ্রাবিত করিয়া মহাধনু বিস্ফারণ
করিতে করিতে কুমারের নিকট উপস্থিত হইল ।
স্কন্দও তাহাকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যুদগমন
করিলেন । হরি ও শঙ্কর তাঁহার উভয় পার্শ্ব রক্ষা
করিতে লাগিলেন । তদীয় পশ্চাৎ ভাগে কোটি
কোটি অর্কুদ অর্কুদ পার্শ্বদ যাইতে লাগিল । অতঃ-
পর সেই দেবদৈত্য-মণ্ডলী মধ্যে উগ্রবীর্ঘ্য তারক
ও কুমার উভয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের স্থায় পরস্পরে বিচি-
ভাবে যুদ্ধাসক্ত হইলেন । ৫১-৬৮ । তারকাসুর কুমারের
সন্নিহিত হইয়া লীলাসহকারে কহিল,—ওহে! বালক!
তুমি নিতান্তই বালক; যেহেতু পতঙ্গের স্থায় তুমি,
পাবক সম আমার সহিত যুদ্ধে আসক্ত হইতেছ ।
তোমাকে বধ করিয়া আমার লাভ কি? আমি

কৌ লাজো মম মুক্তোহসি বালক ॥ ৭০ ॥ পিব
ক্ষীরং গৃহাণেমং কন্দুকং ক্রীড় লীলয়া । এবমুক্তঃ
প্রহস্মাহ তারকং যোগিনাং গুরুঃ ॥ ৭১ ॥ শিশুঃ
মাবমংস্হা মে শিশুঃ কষ্টো ভুজঙ্গমঃ । হৃস্প্রেক্ষ্য
ভাক্করো বালো হৃস্পর্শোহল্লোহপি পাবকঃ ॥ ৭২ ॥
অল্লাঙ্করো ন মঙ্গঃ কিং সক্ষুরো দৈত্য দৃশুতে ।
এবমুক্তা দৈত্যমুক্তং গৃহীয়া কন্দুকঞ্চ তম্ ॥ ৭৩ ॥
ভস্মিন্ শক্ত্যস্ত্রমাদায় দৈত্যায প্রমুখোচ হ । তস্ম
তেন প্রহারেণ রথশ্চলীকৃতোহভবৎ ॥ ৭৪ ॥ চতু-
র্ধোজনমাত্রো যো নানাশ্চর্য্যসমবিতঃ । গরুড়স্ত সূতা
যে চ শীর্ঘ্যমাণে রথোত্তমে ॥ ৭৫ ॥ মুক্তাঃ কথঞ্চিৎ-
পত্য সাগরান্তরমাবিশন্ । ততঃ ক্রুদ্ধস্তারকশ্চ
মুদগরং ক্ষিপ্তবান্ শুভে ॥ ৭৬ ॥ বিদ্যাদ্রিমিব তং
স্কন্দো গৃহীয়া তং ব্যতাড়য়ৎ । স্থিরে তস্তোরসি
ব্যুটে মুদগরঃ শতধাগমৎ ॥ ৭৭ ॥ মেনে চ হৃজ্জয়ং
দৈত্যস্তদা বডুবদনং রণে । চিন্তয়ামাস বুদ্ধা চ
প্রাপ্তং তদ্রক্ষণো বচঃ ॥ ৭৮ ॥ তং ভীতমিব চালক্ষ্য

তোমাকে ছাড়িয়াদিলাম ; তুমি যাও, দুধ খাও
গিয়া ; এই কন্দুক লও, ইহা লইয়া যথেষ্ট খেলা
কর । তারকাসুর এই বলিয়া একটী কন্দুক নিক্ষেপ
করিল । যোগিগুরু স্কন্দ এই কথা শুনিয়া তারককে
কহিলেন,—তুমি আমার শিশুই দেখিয়া অবহেলা
করিও না ; ভুজঙ্গশিশু অতি কষ্টদায়ক, বালস্বর্ঘ্য ও
হৃস্প্রেক্ষ্য ; আর অল্ল অগ্নিও হৃস্পর্শ । ওহে
দৈত্য ! অল্লাঙ্কর মঙ্গ যে গুরুতর ফল সাধক ;
তাহা কি তুমি দেখ না ? কুমার এই কথা বলিয়া
তারকনিক্ষিপ্ত কন্দুকটী গ্রহণপূর্ব্বক শক্তি অস্ত্র
লইয়া তৎপ্রতি নিক্ষেপ করিলেন । সেই শক্তি-
প্রহারে তারকাসুরের সেই চতুর্ধোজন বিস্তীর্ণ
নানাশ্চর্য্যপূর্ণ সুরহৎ রথ চূর্ণ হইয়া গেল । সেই
উত্তম রথ ভগ্ন হইলে রথযোজিত গরুড়-
পুত্রগণ কোনমতে মুক্ত হইয়া সাগরান্তরে প্রবেশ
করিল । তখন তারক ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাগিরিতুল্য
এক মুদগর লইয়া কুমারের প্রতি নিক্ষেপ করিল ।
কুমার তাহা হস্তে ধারণ করিয়া তদ্বারাই সেই
দৈত্যকে প্রহার করিলেন । কিন্তু দৈত্যরাজের
সমুন্নত বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া সেই মুদগর শতধা
বিভক্ত হইয়া গেল । তখন দানবরাজ বডাননকে
রণে হৃজ্জয় বলিয়া বুঝিল এবং ভাবিতে লাগিল যে,
'সেই ব্রহ্ম-বাক্য এত দিনে সকল হইতে চলিল ।'

দৈত্যবীরাশ্চ কোটিশঃ । নদন্তোহতি মহাসেনঃ
নানাশষ্ট্রৈরবাকিরন্ ॥ ৭৯ ॥ ক্রুদ্ধস্তেষু ততঃ স্কন্দঃ
শক্তিং ঘোরামখাদদে । অভ্যস্ত্যমানে শক্ত্যস্ত্রে
স্কন্দেনামিততেজসা । উল্লাজালং মহাঘোরং পপাত
বসুধাতলে ॥ ৮০ ॥ চাল্যামান তথা শক্তিঃ সূঘোরা
ভবস্থবুনা ॥ ৮১ ॥ ততঃ কোটো বিনিপেতুঃ
শক্তীনাং ভরতর্ষভ । স শক্ত্যস্ত্রেণ বলবান করস্ত্রে-
নানহৎ প্রভুঃ ॥ ৮২ ॥ অষ্টৌ পদ্মানি দৈত্যানাং
দশকোটিশতানি চ । তথা নিযুতসাহস্রং বাহনং
কোটিরেব চ ॥ ৮৩ ॥ হৃদোদরঞ্চ দৈত্যোন্মঃ নিখর্ষে-
র্দশভির্ভরতম্ । তদ্রাক্ষসেন সূতুবলং নাদং বধোষু
শক্তিবু ॥ ৮৪ ॥ কুমারানুচরাঃ পার্থ পুরয়ন্তো দিশো
দশ । শক্ত্যস্ত্রাচ্চিঃসমুতশক্তিভিঃ কেহপি সূদিতাঃ ॥
৮৫ ॥ পতাকাবনতাশ্চ হতাঃ কেচিৎ সহস্রশঃ ।
কেচিদ্ ঘটারবত্রস্তাশ্চিন্নভিন্নহৃদোহপতন্ ॥ ৮৬ ॥
কেচিন্নয়বপক্ষাভ্যাং চরণাভ্যাঞ্চ সূদিতাঃ । কোটিশ-
স্ত্রামচূড়ৈন বিদার্য্যাব চ ভক্ষিতাঃ ॥ ৮৭ ॥ পার্শ্বদৈ-
র্ভাভিঃ সার্কৈ পদ্মশো নিহতাঃ পদে । এবং

তাহাকে ভীতবৎ দেখিয়া কোটি কোটি দৈত্যবীর
ভীষণ সিংহনাদসহকারে মহাসেনকে বেষ্টনপূর্ব্বক
নানা শস্ত্রাঙ্গে আচ্ছাদন করিতে লাগিল ।
তাহাতে স্কন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোর শক্তি অস্ত্র প্রহার
করিতে লাগিলেন । অমিততেজা স্কন্দ শক্তি প্রহার
করিতে থাকিলে মহাঘোর উল্লাসমুহু ভূপতিত হইলে
লাগিল ৭৯—৮০ । হে ভারতপ্রধান ! ভবনন্দন সেই
শক্তি অস্ত্র চালনা করিতে থাকিলে তাহা হইতে
অপর বহু কোটি শক্তি প্রাহুভূত হইল । মূল
শক্তি তাহার হস্তেই রহিল । বলবান প্রভু কুমার
সেই শক্তিদ্বারা আট পদ্য দশশত কোটি সহস্র নিযুত
দৈত্যসৈন্ত এবং এক কোটি বাহন আর দশ নিখর্ষ
সৈন্ত সহ হৃদোদর দানবকে নিহত করিলেন । হে
পার্থ ! কুমারের অনুচরগণ তখন সেই বধ্য শস্ত্র-
গণসমক্ষে দশ দিক্ পূরিত করিয়া তুমুল নিনাদ
করিতে লাগিল । তখন অসুর সৈন্তের কেহ কেহ
শক্ত্যস্ত্রের কিরণজালে, কেহ কেহ পতাকাঘাতে,
কেহ কেহ ঘণ্টাধ্বনি জনিত আঁসে, কেহ ময়ূরের
পক্ষাঘাতে এবং কেহ কেহ ময়ূরের চরণাঘাতে ছিন্ন-
ভিন্ন দেহে মরণ্যুপন্ন হইল । এই ভাবে সহস্র সহস্র
অসুর মৃত্যুগ্রস্ত হইল । কুমারের ধ্বজস্থ কুকুটও
কোটি কোটি দানবকে বিদারণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে
লাগিল । আর কুমারের পার্শ্বদ মাভুগণও পদ্য

নিহন্ত্যমানেষু দানবেষু গুহাদিভিঃ ॥ ৮৮ ॥ অভাগ্যৈ-
রিব লোকেষু তারকঃ স্কন্দমায়যৌ । জগ্রাহ চ
গদাং দিব্যাং লক্ষ্যঘণ্টাহরাসদাম্ ॥ ৮৯ ॥ তয়া
ময়ুরমাজয়ে ময়ুরো বিমুখোহভবৎ । দৃষ্ট্বা পরাশ্রুণঃ
স্কন্দং বাসুদেবোহব্রবীত্তরন ॥ ৯০ ॥ দেবসেনাপতে
শীঘ্রং শক্তিং মুঞ্চ মহাসুরে । প্রতিজ্ঞামাত্মনঃ পাহি
লব্ধতে রবিমণ্ডলম্ ॥ ৯১ ॥ স্কন্দ উবাচ । স্বয়ৈব
রুদ্রভক্তোহয়ং জনার্দন মমেরিতম্ । বধার্থং রুদ্র-
ভক্তস্ত বাহুঃ শক্তিং ন মুঞ্চতি ॥ ৯২ ॥ নারুদ্রঃ
পূজয়েদ্রুদ্রং ভক্তরূপস্ত যো হরঃ । রুদ্ররূপময়ুঃ হস্তা
কীদৃশং জন্ম নো ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥ তিরস্কৃত্য বিপ্র-
লকাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তাঃ প্রপীড়িতাঃ । রুদ্রভক্তাঃ কুলঃ
সর্বঃ নির্দহন্তি হতাঃ কিমু ॥ ৯৪ ॥ এব চেদ্বন্তি
তদ্ভদ্রং হন্ততামেষ মাং রণে । রুদ্রভক্তে পুনরিক্ষে
নাহং শত্রুপাদদে ॥ ৯৫ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । নৈতত্ত-
বোচিতং স্কন্দ রুদ্রভক্তো যথা শৃণু । হে তনু গিরিজা-

অস্ত্র প্রহার করিতে পারিব না । শ্রীভগবান কহি-
লেন,—হে স্কন্দ ! ইহা আপনার উচিত উক্তি নহে ।
আপনি যে রুদ্রভক্তের কথা কহিলেন, তদ্বিসয়ে
সংখ্যক শত্রু সংহার করিয়া ফেলিলেন । সংসারে
দুর্ভাগ্যের আয় রণস্থলে কুমারাদি কর্তৃক এই ভাবে
সৈন্যসমূহ হন্তমান হইতে থাকিলে তারকাসুর
স্কন্দের সমীপবর্তী হইয়া একটা লক্ষ ঘণ্টাযুক্ত দুরা-
সদ দিব্য গদা লইয়া ময়ুরকে আঘাত করিল ।
তাহাতে ময়ুর বিমুখ হইয়া গেল । বাসুদেব তখন
স্কন্দকে পরাশ্রুণ দর্শনে স্বরাসহকারে কহিলেন,—
হে দেবসেনাপতি, কুমার ! আপনি অবিলম্বে
অশুরের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিয়া নিজ
প্রতিজ্ঞা পালন করুন ; রবি পশ্চিমাংশে
বিলম্বিত হইতেছেন ৮১—৯১ । স্কন্দ কহিলেন,—
হে জনার্দন ! আপনিই আমার নিকট বলিয়াছেন
যে, এই দানব রুদ্রভক্ত, আমার বাহু রুদ্রভক্তের
বধার্থ শক্তি নিক্ষেপ করিতে পারিতেছে না । দেখুন
যে রুদ্র নহে, সে রুদ্রের পূজার অধিকারী হয় না ।
এ দৈত্য রুদ্রভক্ত, সূতরাং রুদ্ররূপী ; আমি এই
রুদ্ররূপী দানবকে হত্যা করিয়া কি গতি প্রাপ্ত
হইব ? রুদ্রভক্তগণ যদি তিরস্কৃত, প্রবক্ষিত, শপ্ত,
আক্ষিপ্ত কিংবা নিপীড়িত হন, তাহা হইলেও সমগ্র
বংশ দগ্ধ হইয়া যায় ; হত হইলে যে কি হয়, তাহা
আর কি বলিব ? এ যদি আমাকে যুদ্ধে হত্যা করে
করুক ; হে কেশব ! আমি কিন্তু রুদ্রভক্তের প্রতি

ভর্তৃবেদজ্ঞা মুনয়ো বিহঃ ॥ ৯৬ ॥ একা জীবাত্মিকা
তত্র প্রত্যক্ষা চ তথাপরা । দ্রোক্ষা ভূতেষু ভক্তশ্চ
রুদ্রভক্তো ন স স্মৃতঃ ॥ ৯৭ ॥ ভক্তো রুদ্রে রূপাবাংশ
জন্তুষেব হরবতঃ । তদেনং ভূতমর্ত্যেষু দ্রোক্ষারং
হং পিনাকিনঃ ॥ ৯৮ ॥ জহি নৈবাত্ত পশ্যামি দোষং
কঞ্চন তে প্রভো । অহেতি বাচং গোবিন্দাৎ
সত্যার্থমপি ভারত ॥ ৯৯ ॥ হস্তং ন কুরুতে বুদ্ধিং
রুদ্রভক্ত ইতি স্মরন । তারকস্ত ততঃ
ক্রুদ্ধো যযৌ বেগেন কেশবম্ ॥ ১০০ ॥ প্রাহ
চৈবং সুহৃদ্বন্ধে হস্মি হাং পশু মে বলম্ ।
দেবানাং চাপি ধর্ম্মাণাং মূলং মতিমতাং তথা । হস্তা
দ্বামদ্য সন্ধ্যাস্তাংশ্চেৎশ্চ পশ্যাদা মে বলম্ ॥ ১০১ ॥
বিষ্ণুরুবাচ । দৈত্যোক্ত তব চাম্মাভিঃ কিমহো শৃণু
সত্যতাম্ ॥ ১০২ ॥ রথে য এব শর্যোহয়ং হতে-
হস্মিন সকলং হতম্ । অহেতি তারকঃ ক্রুদ্ধস্তূর্ণং
রুদ্ররথং যযৌ ॥ ১০৩ ॥ অভিস্রুতা স জগ্রাহ রুদ্রস্ত
রথকুবরম্ । যদা স কুবরং ক্রুদ্ধস্তারকঃ সহসা-
গ্রহীৎ ॥ ১০৪ ॥ রেসতু রোদসী তুর্ণং মুমুহুশ্চ মহ-

আমার বাক্য শুনুন । বেদজ্ঞ মুনীগণ গিরিজা-
পতির দুইটা মূর্তির কথা জ্ঞাত আছেন । তাহার
একটা জীবাত্মিকা ও অপরটা প্রত্যক্ষ দৃশ্য । রুদ্রভক্ত
হইয়া যে ব্যক্তি ভূতগণের দ্রোহকারী, সে রুদ্রভক্ত
পদ-বাচ্য নহে । পরন্তু রুদ্রে ভক্তিমান ও সর্বভূতে
দয়াবান ব্যক্তিকেই রুদ্রভক্ত বলা যায় । অতএব
আপনি মর্ত্য প্রাণিগণে অবস্থিত পিনাকপাণির দ্রোহ-
কারী এই অশুরকে হত্যা করুন । হে প্রভো ! এ
কার্য্য আমি আপনার কিছুমাত্র দোষ দেখি না ।
কুমার, গোবিন্দের এই সত্য বাক্য শুনিয়াও “রুদ্র-
ভক্ত” ভাবিয়া সেই তারকের হত্যাভিলাষ করি-
লেন না । তখন তারকাসুর ক্রুদ্ধ চিত্তে সবেগে
কেশবের সমীপে গমন করিয়া কহিল,—ও হে সুহৃ-
দ্বন্ধি কেশব ! তোমাকে হত্যা করিব, আমার বল
দেখ । তুমিই দেবতা, ধর্ম্ম ও সুবুদ্ধি জনগণের মূল ;
অদ্য তোমাকে হনন করিয়া তৎসমস্তের উচ্ছেদন-
সাধন করিব । আমার সামর্থ্য দেখ । ৯২—১০১ ।
বিষ্ণু কহিলেন,—হে দৈত্যোক্ত ! তুমি আমাদিগকে
দিয়া কি করিবে ? সত্য বলি শুন । ঐ যে রথোপরি
শর অস্ত্রস্থান করিতেছেন, উহাকে নিহত করিতে
পারিলে এ সমস্তই হত হইল বলিয়া অবধারণ
কর । তারকাসুর এ কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে
অবিলম্বে রুদ্ররথের দিকে ধাবমান হইয়া রুদ্ররথের

ধ্বংসঃ। ব্যানদংষ্ট্র মহাকায়া দৈত্য। জলবরোপমাঃ ॥
১০৫ ॥ আসীক নিশ্চিতং তেয়াং জিতমস্মাভিরি-
তুত। তারকশ্যাপ্যভিপ্রায়ঃ ভগবান্ বীক্ষ্য শঙ্করঃ ॥
১০৬ ॥ উময়া সহ সন্ত্যজ্ঞা রথং রূষভমাবহং।
ওমিত্যথ জপন্ ব্রহ্মা আকাশং সহসাশ্রিতঃ ॥ ১০৭ ॥
ততস্তং শতসিংহঞ্চ রথং ক্রুদ্ধেণ নিশ্চিতম্। উৎ-
ক্ষিপ্য পৃথ্যামক্ষোটি চূর্ণয়ামাস তারকঃ ॥ ১০৮ ॥
শূলপাশপতাদীনি সহসোপস্থিতানি চ। বারয়ামাস
গিরিশো ভবঃ সাধা ইতি ব্রুবন্ ॥ ১০৯ ॥ ততঃ
স্ববধিতং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধেণান্মনমীধয়া। বিনদন সহসা-
ধাবদ্রুযভস্থং মহেশ্বরম্ ॥ ১১০ ॥ ততো জনাদিনো-
হধাবচ্ছক্রমদাম্য বেগতঃ। বজ্রমিন্দ্রস্তথোদাম্য দণ্ডং
চাপি যমো নদন্ ॥ ১১১ ॥ গদাং ধনেশ্বরঃ ক্রুদ্ধঃ
পাশঞ্চ বক্রণো নদন্। বায়ুর্মহাক্রুশং ঘোরং শক্তিং
বহির্মহাপ্রভাম্ ॥ ১১২ ॥ নিখতিঃ নিশিতং খড়্গাং
ক্রুদ্রাঃ শূলানি কোপিতাঃ। ধনুষি সাধা দেবাশ্চ
পরিঘান্ বসবস্তথা ॥ ১১৩ ॥ বিধেদেবাশ্চ মুবলং

কুবর ধারণ করিল। তারকাসুর যখন সেই কুবর
ধারণ করিল, তখন স্বর্গ-মর্ত্যে সুমহান চীৎকারধ্বনি
উত্থিত হইল এবং মহাবিগণও মোহাচ্ছন্ন হইলেন।
মেঘনম মহাকায় দৈত্যগণ তখন “আমাদিগের জয়-
লাভ নিশ্চিত” ইহা ভাবিয়া সিংহনাদ করিতে
লাগিল। ভগবান্ শঙ্কর তখন তারকের অভিপ্রায়
বুঝিতে পারিয়া উমাকে লইয়া রথ পরিত্যাগপূর্বক
রূষভে আরোহণ করিলেন। আর ব্রহ্মাও ওঙ্কার-
উচ্চারণ পূর্বক সহসা আকাশ আশ্রয় করিলেন।
তারকাসুরও সেই শতসিংহযোজিত ক্রুদ্ধরচিত রথ-
খানি উৎক্ষেপণপূর্বক ভূতলে আছড়াইয়া চূর্ণ করিয়া
ফেলিল। ইতিমধ্যে শূল পাশপতাদি মহাস্র সকল
আসিয়া উপস্থিত হইল; পরন্তু শঙ্কর তাহাদিগকে
“অপেক্ষা কর” বলিয়া নিবারণ করিলেন। এ-
দিকে তারকাসুর ক্রুদ্ধ কর্তৃক আপনাকে প্রবঞ্চিত
বোধে মহাক্রোধে পুনরায় সিংহনাদ সহকারে সহসা
সেই রূষভ মহাদেবের প্রতি ধাবিত হইল।
তখন বিষ্ণু চক্র লইয়া তৎপ্রতি সবেগে ধাবিত হই-
লেন। আর ইন্দ্র বজ্র উদ্যত করিয়া, যম সিংহনাদ
সহকারে দণ্ড লইয়া, ধনপতি সক্রোধে গদা লইয়া,
বক্রণ নিনাদ করিতে, করিতে পাশ লইয়া, বায়ু মহান্
অক্লুশ লইয়া, নিখতি নিশিত খড়্গা লইয়া, ক্রুদ্রগণ
সকোপে শূল লইয়া, সাধ্যদেবগণ ধনু সজ্জিত করিয়া,
বায়ুগণ পরিঘ লইয়া, “বিধেদেবগণ মুবল লইয়া, চন্দ্র-

চন্দ্রাকৌ স্বপ্রভামপি। ওষধীশ্চাশ্বিনৌ দেবৌ নাগাশ্চ
জলিতং বিষম্ ॥ ১১৪ ॥ হিমাদ্রিপ্রমুখাশ্চাপি
সমুদাম্য মহীধরান্। ভৃশমুদতো দেবান ধাবতো
বীক্ষ্য তারকঃ ॥ ১১৫ ॥ নিবৃত্তঃ সহসা পার্থ মহাগজ
ইবোরদন্। স বজ্রমুষ্টিনাহতা ভূজে শক্রমশাতয়ৎ ॥
১১৬ ॥ দণ্ডং যমাত্মপাদায় মুর্দ্ধা হতা স্তপাতয়ৎ।
উরসাহতা সগদং ধনদং তুব্যপাতয়ৎ ॥ ১১৭ ॥
বক্রণাং পাশমাদায় তেন বক্রা স্তপাতয়ৎ। মহাক্লুশেন
বায়ুঞ্চ চিরং মুর্দ্ধি জঘান সঃ ॥ ১১৮ ॥ ফুৎকারৈরুদ্ধতং
বহিঃ শময়ামাস তারকঃ। নিখতিং খড়্গমাদায়
হত্বা তেন স্তপাতয়ৎ ॥ ১১৯ ॥ শূলৈরেব
তথা ক্রুদ্রাঃ সাধাশ্চ ধনুর্দ্বিধিতাঃ। পরি-
ঘৈরেব বসনো মুমলৈরেব বিশ্বকাঃ ॥ ১২০ ॥
রেণুনাচ্ছাদ্য চন্দ্রাকৌ বল্লীকস্বাবিবেক্তিতৌ।
মহোগ্রাশ্চৌষধীস্তালৈরশ্বিতাং সোহভ্যবর্তয়ৎ ॥ ১২১ ॥
সবিষাশ্চ ক্রুতা নাগা নির্ধিমাঃ পাদকুট্টনৈঃ। পর্বতাঃ
পর্বতৈরেব নিরুচ্ছাসা ভৃশং ক্রুতাঃ ॥ ১২২ ॥ এবং

সূর্য্য নিজ নিজ কিরণ বিস্তার করিয়া, অশ্বিনীকুমার
দ্বয় বিশেষ বিশেষ ওষধি লইয়া, নাগগণ সমুজ্জল বিষ
লইয়া, এবং হিমালয়প্রমুখ মহীধরগণ পর্বত উদ্যত
করিয়া মহা নিনাদ করিতে করিতে সেই তারকের
প্রতি ধাবিত হইলেন। হে পার্থ! তারকাসুর ইহা
দেখিয়া সহসা মহাগজের স্থায় গভীর নিনাদ করিয়া
নিবৃত্ত হইল এবং শক্রকে তদীয় বাহুতে বজ্রসম
মুষ্টিঘাত করিয়া পাতিত করিল। যমের নিকট
হইতে দণ্ড কাড়িয়া লইয়া তদ্বারা তদীয় মস্তকে
আঘাত করিয়া তাহাকে ভূপতিত করিল। গদাধারী
ধনপতিকে বক্রঃপ্রহারে ভূতলে পাতিত করিল।
বক্রণের পাশ কাড়িয়া লইয়া তদ্বারা বক্রনপূর্বক
ঔহাকে পাতিত করিল। বায়ু মহান্ অক্লুশ
লইয়া তদ্বারা তদীয় মস্তকে দাক্ষণ আঘাত
করিল। ফুৎকার দ্বারা প্রজলিত বহিকে নির্ধি-
পিত করিয় ফেলিল। নিখতির খড়্গা দ্বারা আঘাত
করিয়া ঔহাকে পাতিত করিল। ক্রুদ্রগণকে ঔহা-
দিগের শূলাঘাতে, সাধ্যগণকে ঔহাদিগের ধনুঃ-
প্রহারে, বায়ুগণকে ঔহাদিগের পরিঘাঘাতে, এবং
বিধেদেবগণকে ঔহাদিগের মুমলাঘাতে ভূতল-
শায়ী করিল। পরে সেই তারকাসুর ধূলিঘারা
চন্দ্র-সূর্য্যকে বল্লীকাকারে পরিণত করিল; তাল
রক্ষাঘাতে অশ্বিনীকুমারযুগলের মহোগ্রা ওষধি
ব্যর্থ করিল পদনিষ্পেষণে মহাবিষ নাগগণকে
নির্ধিষ করিল এবং পর্বতগণকে পর্বতপ্রহারে

তদেবসৈন্তঞ্চ হাহাত্তমচেতনম্ । কৃষ্ণা মুহূর্তাদা-
ধাবচ্চক্রপাণিঃ তমুন্নদন্ ॥ ১২৩ ॥ ততঃশান্তর্দধে
সদ্যঃ প্রহসন্নিব কেশবঃ । কুয়োগিন ইব স্বামী
সদা বুদ্ধিমতাং বরঃ ॥ ১২৪ ॥ অপশুংস্তারকো
বিষ্ণুঃ পুনর্ভবভবাহনম্ । অধাবৎ কুপিতো দৈত্যো
মুষ্টিমুদ্যম্য বেগতঃ ॥ ১২৫ ॥ অচিরা গুরিবালক্ষ্য
লক্ষ্যোহথ ভগবান্ হরিঃ । আবভাষে ততো দেবান্
বাহুদ্যম্য চোচ্চকৈঃ ॥ ১২৬ ॥ পলায়ধ্বমহো দেবাঃ
শক্তিচেষ্টঃ পলায়িতুম্ । বিমূঢ়া হি বয়ং সর্ষে যে
বালবচসাংগতাঃ ॥ ১২৭ ॥ কিং ন শ্রুতঃ পুরা গীতঃ
শ্লোকঃ স্বায়ত্ত্ববেন যঃ । যথা বালেবু নিক্ষিপ্তাঃ স্ত্রীষু
পণ্ডিতকেবু চ । অপস্মারিষু চৈবাপি সর্ষে তে
সংশয়ং গতাঃ ॥ ১২৮ ॥ প্রত্যক্ষং তদিদং সর্বমবুনা
চাক্র দৃশ্যতে ॥ ১২৯ ॥ অজ্ঞাসিষ্য পুরৈবৈতদ্রুদ্রভক্তঃ
ন হস্ত্যসৌ । যৎ প্রতিজ্ঞাং নাকরিষ্যন্নঃ স্তান্ন কদনং
মহৎ ॥ ১৩০ ॥ অথৈব যদি দৈত্যোদ্রুদ্রঃ ন নিহন্তি
কুবুদ্ধিমান্ । মা ভয়ং বো মহাভাগা নিহনিষ্যামি

কৃষ্ণাশ করিয়া ফেলিল । ১০২—১২২ । এই ভাবে
আহত হইয়া সেই দেবসৈন্ত তখন হতজ্ঞানে
হাহাকার করিতে লাগিল । তারকাসুর আবার
সিংহনাদ করিয়া কেশবের প্রতি দ্রুতবেগে
ধাবিত হইল । বুদ্ধিমান্দিগের অগ্রগণ্য কেশব
তখন হাস্য করিয়া কুয়োগীদিগের অভীষ্ট
দেবতার স্তায় সহসা অন্তহিত হইলেন । তারকা-
সুর বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া সকোপে মুষ্টি
উত্তোলন করিয়া পুনরায় সবেগে বৃষভাক্রুত শব্দের
প্রতি ধাবিত হইল । ভগবান্ কেশব তখন বিদ্যা-
তের স্তায় লক্ষ্য-লক্ষ্য রূপে বাহ উত্তোলন করিয়া
উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—হে দেবগণ ! তোমাদিগের
যদি পলায়নেব সামর্থ্য থাকে তো পলায়ন কর ।
তোমরা সকলেই মূর্থ, যেহেতু বালকের কথায়
নির্ভর করিয়া খুদ্র করিতে আসিয়াছ । তোমরা
পুরাকালে ব্রহ্মা কর্তৃক গীত এই শ্লোকটী কি শুন
নাই যে, বালক, স্ত্রী পণ্ডিতমানী ও অপস্মারী
কর্ত্তির নিকট বাহা গচ্ছিত করা যায়, তৎসমস্তই
সংশয়প্রাপ্ত । এই গীতের সার্থকতা আমরা এই
প্রত্যক্ষ করিলাম । আমি ইহা পূর্বেই বুঝিয়া-
ছিলাম । উনি রুদ্রভক্তকে মারেন না । উনি
যদি প্রতিজ্ঞা না করিতেন, তবে আমাদের এ
নাশনা হইত না । ১২৩—১৩০ । অথবা উনি যদি
কুবুদ্ধিবেশে দৈত্যরাজকে হত্যা না করেন, হে মহা-

বো রিপূন্ ॥ ১৩১ ॥ অদ্য মে বিপুলং বাহুবলং
পশুত দেবতাঃ । দৈত্যাদ্বমং নাশয়ামি মুষ্টিনৈকেন
পশুত ॥ ১৩২ ॥ ময়া হি দক্ষিণো বাহুর্দত্তশ্চ ভবতাং
সদা । রিপূন্ বো নিহনিষ্যামি সত্যং তৎ পরিপালয়ে ॥
১৩৩ ॥ যেহস্বরে যে চ পাতালে ভূবি যে চ মহা-
সুরাঃ । ক্ষণাতান্নাশয়িষ্যামি মহাবাতো ঘনানিব ॥
১৩৪ ॥ এবমুক্তা জগন্নাথো মুষ্টিমুদ্যম্য দক্ষিণম্ । নিরা-
যুধস্তাক্ষ্যপৃষ্ঠাদবপ্লুত্যাভ্যধাবত ॥ ১৩৫ ॥ তস্মিন্
ধাবতি গোবিন্দে চচাল ভুবনত্রয়ম্ । বিমূর্চ্ছিতম-
ভূমিঞ্চ দেবা ভীতিং পরাং যযুঃ ॥ ১৩৬ ॥ ধাবত-
শ্যপি কল্লান্তং রুদ্রকল্লশ্চ তশ্চ যাঃ । মুখাৎ সমদ্যযু-
জ্জালাস্তাভিঃ খর্ব্বশতং হতম্ ॥ ১৩৭ ॥ ততোহস্তরিক্ষে
বাচশ্চ প্রোচুঃ সিদ্ধাঃ স্বয়ং তদা । জহি কোপং
বাসুদেব হৃদি ক্রুদ্ধে ক বৈ জগৎ ॥ ১৩৮ ॥ অনা-
দৃত্যেব তদ্বাক্যং ক্রবন্নাত্মং করোম্যহম্ । আহ্বয়ংচ
মহাদৈত্যং ক্রুদ্ধো হরিরধাবত ॥ ১৩৯ ॥ উবাচ বাচং

ভাগগণ ! তোমরা ভয় করিও না, আমিই তোমা-
দিগের শত্রুগণকে বিনাশ করিতেছি । হে দেব-
গণ ! তোমার অদ্য আমার বিপুল বাহুবল দেখ ।
দেখ, আমি এক মুষ্টিঘাতেই ঐ দৈত্যাদ্বমকে বিনাশ
করিতেছি । আমি তোমাদিগের রিপু বিনাশ
করিব বলিয়া দক্ষিণ বাহু দিয়া রাখিয়াছি । অদ্য
সেই সত্য পরিপালন করিব ! পাতালে ভূতলে
গগনতলে যেখানে যত মহাসুর আছে, আমি ক্ষণ
মাত্রেই মহাবায়ু যেমন মেঘমালা নিরাস করে, তদ্রূপ
বিনাশ করিয়া ফেলিব । জগন্নাথ এই বলিয়া
দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবদ্ধনপূর্ব্বক কোন অস্ত্র না লইয়াই
গরুড হইতে লক্ষ প্রদানে অবতরণ করিয়া ধাবিত
হইলেন । গোবিন্দ ধাবিত হইলে তখন ত্রিভুবন
কম্পিত হইল, জগৎ মুচ্ছাপন্ন হইল, এবং দেবগণ
অত্যন্ত ভীত হইলেন । তিনি কল্লান্তকালীন
রুদ্রের স্তায় উগ্রমুর্ত্তিতে ধাবিত হইলে তদীয় মুখ
হইতে যে বহুতর্শিখা নির্গত হইতে লাগিল, আহা-
তেই বহুখর্ব্বসংখ্যক দানব নিহত হইল । সিদ্ধগণ
তখন অস্তরীক্ষে থাকিয়া কহিলেন,—“হে গোবিন্দ !
কোপ সম্বরণ করুন । আপনি কোপ করিলে এ
জগৎ কোন ছার !” কিন্তু ক্রুদ্ধ বাসুদেব সে কথা
অবহেলা করিয়া “না, আমি আর কিছু করিব না”
এই কথা বলিয়া দৈত্যরাজকে আহ্বান করিতে
করিতে ধাবিত হইলেন । তিনি বলিতে লাগিলেন,

সাধুঃশ্চ যজ্ঞাং পালয়তাং কলম্ । তুষ্টান্ বিনিবৃত্তাঐকৈব
তৎফলং মম জায়তাম্ ॥ ১৪০ ॥ অথাপশ্চান্মহাসেনো
রুদ্রং যাস্তং চ তারকম্ । তারকং চান্ধবাস্তং পুরাণ-
পুরুষং হরিম্ ॥ ১৪১ ॥ জগচ্চ ক্ষুদ্রমত্যর্থং স্বাঃ
প্রতিজ্ঞাং পুরা কৃতাম্ । পশ্চিমাং প্রতিলদন্তঃ
ভাস্করং চাপি লোহিতম্ ॥ ১৪২ ॥ আকাশবাণীঃ
শৃণুঃশ্চ কিং স্বন্দ স্বং বিষীদসি । পশ্চাত্তাপো যদি
ভবেৎ কৃদ্বা ব্রহ্মবধং ত্বয়ি ॥ ১৪৩ ॥ স্থাপয়েল্লিঙ্গমীশশ্চ
মোক্ষো হত্যাশতৈরপি । আবিবেশ মহাক্রোধঃ
দিধক্ষুরিব মেদিনীম্ ॥ ১৪৪ ॥ অথোৎপ্লুতা মঘরাৎ
স প্রহসরিব কেশবম্ । বাহুভ্যামপ্যুপাদায় প্রোবাচ
ভবনন্দনঃ ॥ ১৪৫ ॥ জানমি ত্বামহং বিক্ষো মহাবুদ্ধি-
পরাক্রমম্ । ভূতভব্যভবিষ্যাংশ্চ দৈত্যান্ হংস্যপি
ক্ষুতৈঃ ॥ ১৪৬ ॥ ত্বমেব হস্তা দৈত্যানাং দেবানাং
পরিপালকঃ । ধর্ম্যসংস্থাপকশ্চ ত্বমেব তে রচিতো-
হর্গলিঃ ॥ ১৪৭ ॥ ক্ষণাচ্চ পশু মে বীর্ঘ্যং ভাস্করো
লোহিতায়তে । এবং প্রণম্য কন্দেন বাসুদেবঃ

আমি এতকাল সমস্তে সাধুগণের পালন করিয়াছি,
আর তুষ্টিদিগকে বিনাশ করিয়াছি, অদ্য তাহার
ফল লাভ হউক । ১৩১—১৪০ । মহাসেন কুমার
তখন দেখিলেন যে, রুদ্র দেবের দিকে তারকাসুর
ধাবিত হইতেছে । পুরাণ পুরুষ হরি, তারকের
দিকে ধাবিত হইয়াছেন, জগৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্র হই-
য়াছে; ভাস্করও পশ্চিম গগনে লোহিতাকারে বিল-
দিত হইতেছেন; অথচ স্বীয় প্রতিজ্ঞাও পালন
করা হয় নাই । আর, তিনি তখন আকাশবাণীও
শুনিত পাইলেন যে, “হে স্বন্দ! তুমি বিষন্ন
হইতেছ কেন? ব্রহ্মবধ করিয়া যদি তোমার
অমৃত্যু জন্মে, তবে তুমি মহেশ্বরের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিও, তাহাতে শত হত্যা হইতেও মুক্তিলাভ
হইবে । তখন স্বন্দের মহান্ ক্রোধ জন্মিল । সেই
ভবনন্দন ক্রোধে যেন মেদিনীকে দধুপ্রায় করিয়া
ময়ূর হইতে লক্ষ প্রদানপূর্বক হাসিতে হাসিতে
বাহুদ্বয় দ্বারা কেশবকে বেঁধেন করিয়া কহিলেন,—
হে কেশব! আমি আপনাকে জানি, আপনি মহা-
বুদ্ধি, মহাপরাক্রমশালী । ভাস্কর দ্বারা আপনি
অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমস্ত দানবগণকেই
বিনাশ করিতে পারেন! আপনিই দৈত্যগণের
হস্তা, দেবগণের পরিপালক এবং ধর্মের সংস্থাপক ।
আমি আপনাকে এই হাতযোড় করিতেছি; ভাস্কর
রক্তবর্ণ হইয়াছেন, আপনি ক্ষণাচ্চকাল আমার বীর্ঘ্য

প্রসাদিতঃ ॥ ১৪৮ ॥ বিরোষোহভূতমালিন্য বচনং
কেশবোহব্রবীৎ । সনাথস্তদ্য ধর্ম্যোহয়ং সুরাশ্চৈব
ত্বয়া গুহ ॥ ১৪৯ ॥ স্মরাঙ্গানং যদর্গং ত্বমুৎপন্নোহসি
মহেশ্বরাত্ । সাধুনাং পালনার্গায় তুষ্টসংহরণায় চ ।
সুরবিপ্রকৃতে জন্ম জীবিতঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ১৫০ ॥
রুদ্রস্তা দেব্যা গঙ্গায়াঃ কৃত্তিকানাঞ্চ তেজসা ।
স্বাহাবহ্নেঃশ্চ জাতস্তং তত্তেজঃ সফলীকুরু । সাধুনাঞ্চ
কৃতে যস্তা ধনং বীর্ঘ্যঞ্চ সম্পদঃ ॥ ১৫১ ॥ সফলং
তস্তা তৎসর্গং নাতুথা রুদ্রনন্দন ॥ ১৫২ ॥ অদ্য
ধর্ম্যশ্চ দেবশ্চ গাবঃ সাধ্যাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ । নন্দন্ত তব
বীর্ঘ্যেণ প্রদর্শয় নিজং বলম্ ॥ ১৫৩ ॥ স্বন্দ উবাচ ।
যা গতিঃ শিবত্যাগেন ত্বত্যাগেন চ কেশব । তাং
গতিং প্রাপুয়া ক্ষিপ্রং হস্মি চেন হি তারকম্ ॥ ১৫৪ ॥
যা গতিঃ ক্ষতিত্যাগেন সাক্ষীভাষণাতিপীড়নাং
সাধুনাঞ্চ পরিত্যাগাদুত্থা জীবিতসাধনাং নিষ্ঠুরস্ত
গতির্থা চ তাং গতিং যামি কেশব ॥ ১৫৫ ॥ ইত্যুক্তে
সুমহান্নাদঃ সম্প্রজজ্ঞে দিবৌকসাম্ । প্রশংসু-
র্ভুঃ কেচিৎ কেচিন্নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১৫৬ ॥

দেখুন । স্বন্দ প্রণামসহকারে এইরূপ অনুক্ষয়-
বিনয় করিলে বাসুদেব ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া
প্রসন্ন হইলেন এবং স্বন্দকে কহিলেন,—হে গুহ!
আপনার দ্বারা অদ্য ধর্ম্য ও দেবগণ সনাথ
হইলেন । আপনি যে জন্ত মহেশ্বর হইতে
জন্মিয়াছেন, তাহা স্মরণ করুন । মহাত্মাদিগের
জন্ম ও জীবন, সাধুগণের পালন, তুষ্টিগণের
শাসন ও দেবব্রাহ্মণাদির হিতবিধান নিমিত্তই
হইয়া থাকে । রুদ্র, গঙ্গাদেবী, কৃত্তিকাগণ,
স্বাহা ও বহ্নি,—ইহাদিগের তেজে আপনি
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এক্ষণে সেই তেজের সাফল্য
করুন । হে রুদ্রনন্দন! ধন বীর্ঘ্য ও সম্পদ যদি
সাধুগণের হিতসাধনে নিয়োজিত হয়, তবেই
তাহাকে সফল বলা যায়; নচেৎ উহা বিফল ।
অদ্য আপনার বীর্ঘ্যে ধর্ম্য, দেব, গো, সাধ্য ও
ব্রাহ্মণগণ আনন্দ লাভ করুক; আপনি নিজ বীর্ঘ্য-
প্রদর্শন করুন । ১৪১—১৫৩ । স্বন্দ কহিলেন,—হে
কেশব! আমি যদি অদ্য তারককে নিহত না
করি, তবে শিবত্যাগে এবং আপনার ত্যাগে যে
গতি হইয়া থাকে আমার যেন সেই গতি লাভ হয় ।
স্বন্দ এই কথা কহিলে দেবগণমধ্যে সুমহান্ সিংহ-
নাদ হইতে লাগিল । কেহ গুহকে প্রশংসা করিতে

ততস্তাক্ষ্যং সমাক্রুত্ব হরিতশ্চিন্নহারণে। তাম্রচূড়ং
মহাসেনস্তারকং চাপ্যধাবতাম্ ॥১৫৭॥ লোহিতাদর-
সংবীতো লোহিতশ্চন্নিভূষণঃ। লোহিতাক্ষো
মহাবাহুর্হিরণ্যকবচঃ প্রভুঃ ॥ ১৫৮ ॥ ভূজেন তোলয়ন
শক্তিং সর্বভূতানি কম্পয়ন। প্রাপ্য তং তারকং
প্রাহ মহাসেনো হসন্নিব ॥ ১৫৯ ॥ তিষ্ঠতিষ্ঠ
সুহৃৎকৃদে জীবতং তে ময়ি স্থিতম্। সুদৃষ্টে ক্রিয়তাং
লোকো দুর্লভঃ সর্বসিদ্ধিদঃ ॥ ১৬০ ॥ যন্তে শূনিষ্ঠুবহুঃ
চ ধর্মো দেবেষু গোষু চ। তস্মা তে প্রহরামাদা স্মর
শস্ত্রং সুশিক্ষিতম্ ॥ ১৬১ ॥ এবমুক্তে গুহেনাথ
নিবৃত্তাস্তা ভারত। তারকস্তা শিরোদেশাৎ কাপি
নারী বিনির্যযৌ ॥ ১৬২ ॥ তেজসা ভাসদন্তী তমধ
উর্দ্ধং দিশো দশ। দৃষ্টা নারীঃ গুহঃ প্রাহ কাসি
কস্মাচ্চ নির্গতা ॥ ১৬৩ ॥ নার্যাবাচ। অহং শক্তির্গুহা-
খ্যাতা ভূতলেষু সদা স্থিতা। এনেন দৈত্যরাজেন
মহতা তপসার্জিতা ॥ ১৬৪ ॥ সুরেণু সপ্তেণু বসামি
চাহং বিপ্রেণু শাস্ত্রার্থরতেষু চাহম্। সাধ্বীণু নারীণ
তথা বসামি বিনা গুণান্নাস্মি বসামি কুত্রচিৎ ॥ ১৬৫ ॥

লাগিল, কেহ বা কেশবের স্ততিবাদ করিতে
লাগিল। তখন হরির গরুড়ে এবং কুমার কুকটে
আরোহণ করিয়া তারকের প্রতি ধাবিত হইলেন।
লোহিতাদরপরিধান, লোহিতমালাভূষণ, লোহি-
তাক্ষ, হিরণ্যকবচধর, প্রভু মহাসেন বাহুদ্বারা
শক্তি উত্তোলন করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—
“ওহে সুহৃৎকৃদে দানব! তিষ্ঠ তিষ্ঠ; তোমার
জীবন আমারই হাতে। এই দুর্লভ, সর্বসিদ্ধিদায়ক
লোক ভালরূপ দেখিয়া লও। তুমি যে ধর্ম-
গো-দেবতাগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছ,
তাহার প্রতিবিধান স্বরূপ অদ্য তোমাকে প্রহার
করিব; তুমি সুশিক্ষিত অস্ত্র সকল স্মরণ কর।
১৫৪—১৬১। হে ভারত! গুহ এই বলিয়া নিবৃত্ত
হইলে পর তারকের শিরোদেশ হইতে এক রমণী
নির্গত হইল। সেই রমণীর দেহ কাস্তিতে দশদিক্
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গুহ তাকে দেখিয়া
জিজ্ঞাসিলেন,—তুমি কে? কেনই বা তারক-
শরীর হইতে নির্গত হইলে? নারী কহিলেন,—
হে গুহ! আমার নাম শক্তি, আমি সতত ভূতলে
অবস্থান করি। এই দৈত্যরাজ, মহা তপস্বী দ্বারা
আমাকে অর্জন করিয়াছিল। আমি সমস্ত দেব-
গণে, শাস্ত্রার্থজ্ঞ বিপ্রজনে এবং সাধ্বী নারীতে
বাস করিয়া থাকি। গুণ না থাকিলে আমি তথায়

তদস্তা পুণ্যসঙ্ঘস্তা সম্প্রাপ্তোহদ্যাবধির্গুহ। তদেনং
তাজ্য যাস্মামি জহেনং বিশ্বহেতবে ॥ ১৬৬ ॥ তস্মাৎ
ততো নির্গত্যাং দৈত্যশীর্ষং বাকম্পয়ৎ। কম্পিতং
চাস্তা তদেহং গতবীৰ্য্যোহভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ১৬৭ ॥
এতশ্চিন্নস্তরে শক্তিং মোহক্ষিপদ্বিরিজান্বজঃ।
উকাজালা বিমুক্তস্তীমতিস্বর্ঘ্যায়িসমপ্রভাম্ ॥ ১৬৮ ॥
কল্লাস্তোবিসমুন্নাদাঃ দিবক্ষস্তীং জগদযথা। তারক-
স্মাস্তকলায অভাগাস্তা দশামিব ॥ ১৬৯ ॥ দারণীং
পর্ষতানাং চ সর্বসম্ভবলাধিকাম্। উৎক্ষিপ্য তাং
বিনদ্যোচ্চৈরমুঞ্চৎ কুপিতো গুহঃ ॥ ১৭০ ॥ ধর্মশ্চৈত্বল-
বাল্লোকে ধর্মো জয়তি চেৎ সদা। তেন সত্যেন
দৈত্যোহয়ং প্রলয়ং যাহিতীরয়ন ॥ ১৭১ ॥ সা
কুমারভূজোৎসৃষ্টা দুর্নিবার্যা দুরাসদা। বিভেদ
হৃদয়ং চাস্তা ভিত্তা চ ধরণীং গত ॥ ১৭২ ॥ নিঃসৃত্য
জলকল্লোলপক্ষিকা স্বন্দমাযযৌ। স চ সম্ভাতিতঃ
শক্ত্যা বিভিন্নহৃদযোহস্মরঃ। নাদয়ন বসুধাং সর্বাং
পপাতাধোমুখো মৃতঃ ॥ ১৭৩ ॥ এবং প্রতাপ্য

বাস করি না। হে কুমার! অদ্য এই দানব-
রাজের পুণ্যপুঞ্জের শেষ হইয়াছে, সেই জন্তই
আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। এক্ষণে
আপনি ইহাকে জগতের হিতবিধানার্থ সংহার
করুন। সেই রমণী বহির্গত হইয়া গেলে দৈত্য-
রাজের মস্তক ও দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল এবং সে
তখন বীৰ্য্যহীন হইয়া পড়িল। এই সময়ে গিরিজা-
নন্দন গুহ কুপিত হইয়া তারকের অন্তবিধানার্থ
সেই জাজ্বল্যমান-উষামোক্ষকারিণী স্বর্ঘ্যায়ি-
সমপ্রভা, পর্ষতবিদারণক্ষমা, সর্বাধিকদৃঢ়া, কল্লাস্ত-
সাগরবৎ গভীর শব্দকারিণী মহতী শক্তি লইয়া
উচ্চ সিংহনাদ সহকারে তারকের প্রতি নিক্ষেপ
করিলেন। অভাগোর দশার স্তায় সেই শক্তি
যেন জগৎ দগ্ধ করিতেই যাইতে লাগিল। গুহ
শক্তি নিক্ষেপকালে কহিলেন যে, লোকে যদি ধর্ম
বলবান হয়, এবং ধর্মেরই যদি জয় নিরূপিত থাকে,
তবে সত্যের মহিমা এই শক্তিপ্রহারে দৈত্যরাজ
প্রলয় প্রাপ্ত হউক। ১৬২—১৭১। কুমারভূজনিষ্কিপ্ত
অনিবার্য্য দুর্দ্বর্ষ শক্তি অস্ত্র, তখন তারকাসুরের
হৃদয় ভেদপূর্ব্বক ধরণীতল বিদারণ করিয়া পুনরায়
গুহের করগত হইল। সেই বিদীর্ণ ভূতল হইতে
তখন জলকল্লোল উথিত হইল। সেই দৈত্যও
শক্তিপ্রহারে ভিন্নহৃদয় হইয়া দারুণ চীৎকারে সমগ্র
পৃথিবী নিনাদিত করিয়া অধোমুখে পতিত হইয়া

লোক্যং নির্জিত্য বহুশঃ সুরান্ । মহারণে
মারেণ নিহতঃ পার্থ তারকঃ ॥ ১৭৪ ॥ এতস্মিনিহতে
তো প্রহর্যং বিশ্বমায়নো ॥ ১৭৫ ॥ ববুর্বাভাস্থা
প্যাঃ সুপ্রভোহভূদিবাকরঃ । জজলুশ্চাশ্রয়ঃ শান্তাঃ
স্তা দিগ্জনিতম্বনাঃ ॥ ১৭৬ ॥ ততঃ পুনঃ স্কন্দ-
হ প্রহর্যঃ কেশবোহরিহা । স্কন্দ স্কন্দ মহাবাহো
গো নাম বলায়ুজঃ ॥ ১৭৭ ॥ ক্রৌঞ্চপৰ্বতমাদায
বসজ্জ্বান্ প্রবোধতে । সৌমধুনা তে ভবাদৌর
লাযিহা নগং গতঃ । জহি তং পাপসকলং
ক্রৌঞ্চস্থং শক্তিবৈগতঃ ॥ ১৭৮ ॥ ততঃ ক্রৌঞ্চঃ
ধাতেজা নানাব্যালবিনাদিতম্ । শক্ত্যা বিভেদ
হুভির্বৈকৈজীবৈশ্চ সঙ্কুলম্ ॥ ১৭৯ ॥ তত্র ব্যাল-
হস্মানি দৈত্যকোট্যযুতং তথা । দদাহ বাণং চ
গরিং ভিত্তা শক্তির্মহারবা ॥ ১৮০ ॥ অদ্যাপি ছিদ্ৰঃ
ং পার্থ ক্রৌঞ্চস্ত পারবর্ততে ॥ ১৮১ ॥ যেন হংসাশ্চ
ক্রৌঞ্চাশ্চ মানসায় প্রযান্তি চ । হবা বাণঃ মহাশক্তিঃ
নঃ স্কন্দং সমাগতা । প্রত্যাযাতি মনঃ সাধোরাহতং

ত্যাগস্ত হইল । হে পার্থ! তারকাসুর এইরূপে
ত্রিলোক সন্তাপিত এবং সুরগণকে বহুবার
রাজিত করিয়া মহারণে কুমার কর্তৃক নিহত
ইয়াছিল । সেই দৈত্য নিহত হইলে সমগ্র জগ-
তর হর্ষ জন্মিল । ভূপ্তিকর বায়ু প্রবাহিত হইতে
লাগিল ; দিবাকর সুপ্রকাশ হইলেন ; অগ্নি সকল
প্রশান্তভাবে জ্বলিতে লাগিল । আর দিকে দিকে
য উদ্বেগজনক শব্দ হইতেছিল, তাহাও নিবৃত্ত
ইয়া গেল । তখন শক্রনাশী কেশব স্কন্দকে
কহিলেন,—“স্কন্দ, হে স্কন্দ ! বলাসুরসূত বাণাসুর
ক্রৌঞ্চ পৰ্বতে থাকিয়া দেবগণকে উৎপীড়ন করে,
হ মহাবাহো ! এক্ষণে সে আপনার ভবে পলায়ন
করিয়া সেই পৰ্বতে গিয়াছে ; আপনি সেই
ক্রৌঞ্চপৰ্বতবাসী পাপচেতা মহাসুরকে শক্তি-
প্রহারে সংহার করুন । এই কথা শুনিয়া মহা-
তজা কুমার সেই বহুবৃক্ষাচ্ছন্ন, নানাবিধ জীবপূর্ণ
ও বিবিধ হিংস্র-জীবাশীর্ণ ক্রৌঞ্চ পৰ্বতকে শক্তি
প্রায়া ভেদ করিলেন । কুমারক্ষিপ্তা সেই মহতী
শক্তি মহাশব্দে সেই পৰ্বতকে ভেদ করিয়া সহস্র
হস্র হিংস্র জন্তু ও অযুত কোটি দৈত্যসহ সেই
বাণাসুরকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল । হে পার্থ ! ক্রৌঞ্চ
পৰ্বতে অদ্যাপি সেই শক্তিপ্রহারজনিত ছিদ্ৰ
বদ্যমান আছে । সেই ছিদ্ৰপথে হংস-ক্রৌঞ্চগণ
মানস সরোবরে গমন করিয়া থাকে । সেই শক্তি

প্রহিতং তথা ॥ ১৮২ ॥ ততো হরীশ্চপ্রমুখাঃ প্র-
ননৃতুশ্চ রম্ভাপ্রমুখাঃ বরাজনাঃ । বাদ্যানি সন্ধানি
চ বাদয়ন্তস্তং সাধুসাধিতামরা জগুর্ভৃশম্ ॥ ১৮৩ ॥

ইতি ক্রীড়ান্দে কুমারকৃততারকবধ ক্রৌঞ্চদারণ
বর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ততস্তং গিরিবর্ষাণং পতিতং
বসুধোপরি । আলিঙ্গিতমিব পৃথ্ব্যা গুণিত্তা গুণিনং
যথা ॥ ১ ॥ দৃষ্ট্বা দেবা বিস্মিতাস্তে জয়ং জগুস্তথা
মুহুঃ । কেচিৎ সমীপমাগন্তুং বিভাতি ত্রিদিবৌ-
কসং ॥ ২ ॥ উত্থায় তারকো দৈত্যঃ কদাচিন্নো
নিহন্তি চেৎ । তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা বসুধামণ্ডলে
গুহঃ ॥ ৩ ॥ আসীদানমনাঃ পার্থ শুশোচ চ মহামতিঃ ।
স্তবনঞ্চাপি দেবানাং বারয়িত্বা বচোহব্রবীৎ ॥ ৪ ॥
শোচ্যং পার্থকনং মাং চ সংস্কারঃ কথং সুরাঃ ।

বাণাসুরকে হত্যা করিয়া পুনরায় স্কন্দের হস্তে
ফিরাই আঁসিল । উহা সাধুজনের মনের তায়
বিস্মিত হইয়াও পুনঃ প্রত্যাগমন করিয়া থাকে—
পরে বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কুমারকে প্রশংসা
করিতে লাগিলেন ; রম্ভাপ্রমুখ প্রধান প্রধান
অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল ; আর অমর
সকলে সমস্ত বাদ্য বাদন সহকারে উচ্চরবে তাঁহার
সাদুবাদ করিতে লাগিলেন । ১৭২—১৮৩ ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—দেবগণ তখন সেই পৰ্বত-
তুল্যাকায়, ভূপতিত, গুণবতী রমণী কর্তৃক গুণী
ব্যক্তির তায় ধরণী কর্তৃক আলিঙ্গিতবৎ তারকা-
সুরকে দেখিয়া বিস্মিত মনে মুহুমুহুঃ জয় গান
করিতে লাগিলেন । তখনও কোন কোন দেবতা
“পাছে আবার উঠিয়া প্রহার কঁরে” এই ভয়ে
সেই তারকাসুরের নিকটে যাইতে ভয় পাইতে
লাগিলেন । হে পার্থ ! তারকাসুরকে সেই ভাবে
ভূতলে পতিত দেখিয়া মহামতি কুমার বিষম মনে
শোক করিতে লাগিলেন । তিনি তখন দেবগণকে
স্তুতিবাদে বারণ করিয়া কহিলেন,—হে সুরগণ ।

পঞ্চানামপি যো ভক্তা প্রাকৃতোহসৌ ন কীর্ত্যতে ॥৫৫॥
স তু ক্রদাংশজঃ প্রোক্তস্তস্য দ্রহর ক্রদবৎ ।
স্বায়ত্ত্ববেন গীতশ্চ শ্লোকঃ সংশ্রুতে তথা ॥ ৬ ॥ বীরঃ
হি পুরুষঃ হত্যা গোসহস্রেন যুচ্যতে । যথা কথঞ্চিৎ
পুরুষো ন হস্তব্যস্ততো বৃধেঃ ॥ ৭ ॥ পাপশীলস্য
হননে দোষো যদ্যপি নাস্তি চ । তথাপি ক্রদভক্তোহয়ং
সংস্মরন্বিতি শোচ্যমি ॥ ৮ ॥ তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কিঞ্চন । প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো
যতোহপি মহদর্জিতম্ ॥ ৯ ॥ ইতি সংশোচতস্তস্য
শিবপুত্রস্য ধীমতঃ । বাসুদেবো গুরুঃ
পুংসাং দেবমধ্যে বচোহব্রবীৎ ॥ ১০ ॥ শ্রুতিঃ
স্মৃতিশ্চেতিহাসাঃ পুরাণঞ্চ শিবায়জ । প্রমাণং
চেততো হৃষ্টবধে দোষো ন বিদ্যতে ॥ ১১ ॥ স্বপ্রাণান
যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্ণাতাশ্বনঃ পুমান্ । তদ্বদস্তস্য হি
ত্রয়ো যদোষাদ্ঘাত্যধঃ পুমান্ ॥ ১২ ॥ অন্নাদে
জগহা মাষ্ট্রি পত্যো ভাৰ্যাপচারিণী । গুরো শিষ্যশ্চ
যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিম্বিষম্ ॥ ১৩ ॥ পাপিনঃ

আমি পাতকী, শোকাই; সুতরাং আপনারা আমাকে
স্তব করিতেছেন কেন? যে ব্যক্তি পাঁচজন
কোকেরও ভরণ-পোষণ করে, তাকে সাধারণ
ব্যক্তি বলিয়া গণনা করা উচিত নহে। এই দৈতা
ক্রদাংশ; ইহার হিংসা করিয়া আমি ক্রদদেবী
হইয়াছি। স্বায়ত্ত্ববগীত এইরূপ শ্লোক শুনা যান যে,
একজন বীরপুরুষকে হত্যা করিলে সহস্র গোদানে
তৎপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। এজন্য কোন
ব্যক্তিকেই হত্যা করা বুদ্ধিমান জনের কর্তব্য নহে।
যদিও পাপাচারীর হননে দোষ নাই বটে, কিন্তু
এই দানব ক্রদভক্ত। ইহা স্মরণে আমার শোক
জন্মিতেছে। অতএব এক্ষণে আমি ইহার কোনপ্রায়-
শ্চিত্ত শুনিতে চাই। যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সূমহৎ
পাপও অপগত হয়। ১—৯। ধীমান শিবনন্দন
দেবগণ মধ্যে এইরূপে শোক করিতে থাকিলে জন-
গণের অজ্ঞানরাশিবিনাশী বাসুদেব কহিলেন,—
হে শিবনন্দন! যদি শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদি
শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তবে হৃষ্টের বধে
দোষ নাই। যে নির্দয় ব্যক্তি পরপ্রাণ দ্বারা নিজের
প্রাণের পোষণ করে, তাকে বধ করাই তাহার
পক্ষে শ্রেয়স্কর; যেহেতু সে জীবিত থাকিয়া নিজ
দোষে আরও অধঃপাতে যাইত; তাহার নির্মিত্ত
করা হয়। গর্ভপাতকারী অন্নদাতার, অপচার-
কারিণী পত্নী পতির, শিষ্য ও যজুমান গুরুর এবং

পুরুষঃ যো হি সমর্থো ন নিহন্তি চ । তস্য তাবন্তি
পাপানি তদর্কঃ সোহপ্যবাস্তুতে ॥ ১৪ ॥ পাপিনো
যদি বধ্যন্তে মৈব পালনসংস্থিতৈঃ । ততোহয়ম-
ক্ষমো লোকঃ কং যাতি শরণং গুহ ॥ ১৫ ॥ কথং
যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বর্ভন্তে বিশ্বধারকাঃ । তস্মাহুয়া
পুণ্যাপ্তং ন চ পাপং কথঞ্চন ॥ ১৬ ॥ অথ চেদ্-
ক্রদভক্তেষু বহুমানস্তব প্রভো । তত্র তে কীর্তয়ি-
ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং মহোত্তমম্ ॥ ১৭ ॥ আজন্মসম্ভবৈঃ
পাপৈঃ পুমান যেন বিমুচ্যতে । আকল্পান্তঞ্চ বা যেন
ক্রদলোকে প্রমোদতে ॥ ১৮ ॥ কৃতে পাপেহনুতাপো
বৈ যস্য স্বন্দ প্রজায়তে । ক্রদারাদনতোহনুচ্চ
প্রায়শ্চিত্তং পরং ন হি ॥ ১৯ ॥ ন যস্থানমপি ব্রহ্মা
মহিমানং বিবর্ণিতম্ । শ্রুতিশ্চ ভীতা যং বক্তি কিং
তস্মাৎ পরমং ভবেৎ ॥ ২০ ॥ অকাণ্ডে যচ্চ ব্রহ্মাণ্ড-
ক্ষয়োদ্যুক্তং হলাহলম্ । কণ্ঠে দধার ত্রীকণ্ঠঃ কস্তস্মাৎ
পরমো ভবেৎ ॥ ২১ ॥ হৃৎখতাণ্ডবদীনোহভূদণ্ড-
সঙ্কীর্ণমানসঃ । মারমারশ্চ যো দেবঃ কস্তস্মাৎ

চোর রাজার নিকট কৃতপাপের বিহিত প্রতিবিধান
প্রাপ্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। সমর্থ
হইবাও যে ব্যক্তি পাপী পুরুষকে হত্যা না করে,
সেই পাপীর যত পাপ, সেই ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধাংশ
প্রাপ্ত হয়; হে গুহ! পালকগণ কর্তৃক যদি পাপীরা
শাসিত না হয়, তবে এই অসমর্থ লোক সকল কাহার
আশ্রয় লইবে? বিশ্বধারক যজ্ঞ এবং বেদ সকলই
বা কেমন করিয়া থাকে? অতএব আপনি তারকা-
স্তরকে হত্যা করিয়া পুণ্যই প্রাপ্ত হইয়াছেন;
কদাচ পাপভাগী হন নাই। আর হে প্রভো!
ক্রদভক্ত যদি আপনার সবিশেষ সম্মানপত্র হয়,
তবে সে বিনয়েও আমি অত্যুত্তম প্রায়শ্চিত্ত বলি-
তেছি,—যাহার অনুষ্ঠানে পুরুষ আজন্মকৃত পাপ-
রাশি হইতে বিনুক্ত হয়; এবং যাহার ফলে কল্পান্ত
পর্যন্ত ক্রদলোকে বাস করিতে পারে। হে স্কন্দ!
পাপানুষ্ঠান করিলে যাহার অনুতাপ জন্মে, তাহার
পক্ষে ক্রদারাদনার স্থান আর কোনও উত্তম প্রায়-
শ্চিত্ত নাই। ব্রহ্মাণ্ড যাহার মহিমা সম্যক্ বর্ণন
করিতে পারেন না; আর শ্রুতিও সম্যক্ বর্ণনে
সামর্থ্যহীন নিবন্ধন ভয়ে, ভয়ে যাহার কীর্তন
করেন; তদপেক্ষা আর কোন কার্য উত্তম? যিনি
জগতের হৃৎখদর্শনে দীনবেশে তাণ্ডব নৃত্যপরায়ণ,
ব্রহ্মাণ্ডের হিত বিধান চিন্তায় যাহার চিত্ত সতত

পরমো ভবেৎ ॥ ২২ ॥ বিয়স্যাপী সুরসরিংপ্রবাহে
বিপ্রস্বাকৃতিঃ । বভূব যন্ত শিরসি কস্তম্মাং পরমো
ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ যজ্ঞাদিকাশ্চ যে ধর্ম্মা বিনা যস্তার্চনং
বৃথা । দক্ষোহত্র সত্যদৃষ্টান্তঃ কস্তম্মাং পরমো
ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ ক্ষৌণী রথো বিধিবন্তা শরোহহং
মন্দরো ধনুঃ । রথাস্তে চাপি চন্দ্রার্কৌ যুদ্ধে যন্ত চ
ত্রৈপুরে ॥ ২৫ ॥ আরাধনং তন্তু কেচিদ্যোগমার্গেন
কুর্ষতে । হুংখসাধ্যং হি তন্তেষাং নিত্যং শৃণুণা
সতাম্ ॥ ২৬ ॥ তস্মাস্তস্মার্চয়েল্লিঙ্গং ভুক্তিমুক্তৌ য
ইচ্ছতি । সৃষ্টাদ্যৌ লিঙ্গরূপী স বিবাদো মম
ব্রহ্মণঃ ॥ ২৭ ॥ অভূদ্যন্তু পরিচ্ছেদে নালমায়াং
বভূবিব । চরাচরং জগৎ সর্বং যতো লীনং সদাত্র
চ ॥ ২৮ ॥ তস্মাল্লিঙ্গমিতি প্রোক্তং দেবৈ রুদ্রশ্চ
ধীমতঃ । তোয়েন স্নাপয়েল্লিঙ্গং শ্রদ্ধয়া শুচিনা চ যঃ ॥
২৯ ॥ ব্রহ্মাদিতৃণপর্যাস্তঃ তেনেদং তর্পিতং জগৎ ।
পঞ্চামৃতেন তল্লিঙ্গং স্নাপয়েদ্যশ্চ বুদ্ধিমান্ । তর্পিতং

বাকুল, আর যিনি দুজ্জয় কামকেও বিনাশিত
করিয়াছেন, তদপেক্ষা আর কে শ্রেষ্ঠ আছে ?
যাহার মস্তকে গগনব্যাপী গঙ্গাপ্রবাহ সামান্য জল
বিন্দুর ন্যায় দৃষ্ট হয়, তদপেক্ষা আর কে শ্রেষ্ঠ ?
যাহার অর্চনা ব্যতীত যজ্ঞাদি ধর্ম্মকাণ্ড সমস্তই
নিফল,—এ বিষয়ে দক্ষই যাহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত,
তদপেক্ষা কে আর প্রধান আছে ? যিনি কণ্ঠে সহস্রা
ব্রহ্মাণ্ডবিনাশে উদত্যা হলাহল ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ
হইয়াছেন, তদপেক্ষা আর কে শ্রেষ্ঠ আছে ?
ত্রিপুরাসুরসহ যুদ্ধকালে যাহার পৃথিবী রথ, বিধাতা
সারথি, আমি বাণ, মন্দরগিরি ধনু, এবং চন্দ্র-সূর্য
রথচক্র হইয়াছিল ; কেহ কেহ যোগমার্গ দ্বারা সেই
মহাদেবের আরাধনা করেন । পরন্তু তাঁহাদিগের
সেই উপাসনা হুংখসাধ্য ; উহাতে নিয়ত শৃণু-
ভাবের উপাসনা করিতে হয় । অতএব যে ব্যক্তি
ভুক্তি-মুক্তি কামনা করে, তাহার পক্ষে তদীয়
লিঙ্গার্চনা করাই কর্তব্য । সৃষ্টির আদিকালে
তিনি লিঙ্গরূপী ছিলেন । তখন সেই লিঙ্গের
সীমা বিষয়ে আমার ও ব্রহ্মার মহাবিবাদ বাধিয়া-
ছিল । পরন্তু আমরা তাঁহার সীমা দেখিতে সমর্থ
হই নাই । ইহাতে চরাচর জগৎ সত্তত লীন হয় ।
এই জন্তই সেই রুদ্রমূর্ত্তিকে দেবগণ লিঙ্গ শব্দে
অভিহিত করিয়াছেন । যে মানব শুচি ভাবে
জলদ্বারা লিঙ্গকে স্নান করায় তৎকর্তৃক ব্রহ্মাদি তৃণ
পর্যন্ত জগৎ তর্পিত হয় । যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি

তেন বিশ্বং স্ম্যৎ সুধয়া পিতৃভিঃ সমম্ ॥ ৩০ ॥
পুষ্পৈরভ্যর্চয়েল্লিঙ্গং যথাকালোদ্ভবৈশ্চ যঃ ॥ ৩১ ॥
তেন সম্পূজিতং বিশ্বং সকলং নাত্র সংশয়ঃ ।
নৈবেদ্যং তত্র যো দদ্যাল্লিঙ্গস্থাগ্রে বিচক্ষণঃ ॥ ৩২ ॥
ভোজিতং তেন বিশ্বং স্মাল্লিঙ্গস্থৈবং ফলং মহৎ ।
কিমত্র বহুনোক্তেন স্বল্পং বা যদি বা বহু ॥ ৩৩ ॥
লিঙ্গশ্চ ক্রিয়তে যচ্চ তৎ সর্বং বিশ্বপ্রীতিদম্ । তচ্চ
লিঙ্গং স্থাপয়েদ্যঃ শুচৌ দেশে স্তুতক্রিতঃ ॥ ৩৪ ॥
স সমপাপনিশ্চুকো রুদ্রলোকে প্রমোদতে । যন্নিত্যং
যজতো যজ্ঞেঃ ফলমাহর্ম্মনৌবিণঃ ॥ ৩৫ ॥ তচ্চ
স্থাপয়তো লিঙ্গং শিবশ্চ শুভলক্ষণম্ । যথাগ্নিঃ সর্ব-
দেবানাং মুখং স্বন্দ প্রকীর্ত্যতে ॥ ৩৬ ॥ তথৈব
সর্বজগতাং মুখং লিঙ্গং ন সংশয়ঃ । প্রারম্ভানুচ্যতে
পাপৈঃ সর্বজন্মকুটৈরপি ॥ ৩৭ ॥ অতীতঞ্চ তথাগামি
কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ । মৃন্ময়ং কাষ্ঠনিষ্পন্নং পক্ষেপ্তং
শৈলমেব চ ॥ ৩৮ ॥ কৃতমায়তনং দদ্যাৎ ক্রমাচ্ছত-
শুণং ফলম্ । কলশং তত্র চারোপ্য একবিশং-

পঞ্চামৃত দ্বারা লিঙ্গকে স্নান করায়, তৎকর্তৃক
পিতৃগণসহ সমগ্র জগৎ অমৃত দ্বারা তর্পিত
হয় । যে ব্যক্তি যথাকাল-সমুৎপন্ন পুষ্প দ্বারা
লিঙ্গের অর্চনা করে, তৎকর্তৃক সমগ্র জগৎ
সম্পূজিত হয় । এ বিষয়ে সংশয় নাই । যে বিচ-
ক্ষণ মানব লিঙ্গাগ্রে নৈবেদ্য দান করে, তৎকর্তৃক
জগৎকে ভোজিত করা হয় । লিঙ্গের এবিধ
মহৎ ফল । এ সম্বন্ধে অনেক আর কি বলিব ?
অল্পই হউক আর অধিকই হউক, লিঙ্গের যাহা
কিছু পরিচর্যা করা যায়, তাহাই জগতের প্রীতি-
সাধক হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে
শুচি স্থানে সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, সে সমস্ত
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে যাইয়া সানন্দে
বাস করিতে পারে । মনীষিগণ নিত্য যাগানুষ্ঠানে
যে ফল কীর্তন করেন, শুভলক্ষণ লিঙ্গ স্থাপন
করিলেও সেই ফল লাভ হয় । হে স্বন্দ ! অগ্নি যেমন
সমস্ত দেবতার মুখস্বরূপ, লিঙ্গও তেমনি সর্বজগতের
মুখস্বরূপ ; এ বিষয়ে সংশয় নাই । মৃন্ময় শিবমন্দির-
নির্মাণ করিয়া দান করিলে মন্দির শতজন্মকৃত
প্রারম্ভ কৰ্ম্ম হইতে মুক্ত হয় এবং অতীত ও ভবি-
ষ্যৎ শত পুরুষ পর্য্যন্ত পরিজ্ঞান করিতে পারে ।
কাষ্ঠনির্ম্মিত, পক্ষ ইষ্টকায়চিত কিংবা পাবানকৃত
মন্দির নির্মাণ করিয়া দান করিলে যথাক্রমে শতশুণ
অধিক ফল লাভ হয় । সেই মন্দিরে যদি কলশ

।। ৩৯ । আকল্লাস্তং রুদ্রলোকে মোদতে
রুদ্রবৎ সুখী । এবংবিধফলং লিঙ্গমতো ভূয়ো-
হপ্যধো ন হি ॥ ৪০ ॥ তস্মাদত্র মহাসেন লিঙ্গং
স্থাপিতুমর্হসি । যদুক্তমেতদগ্নীলং যদি কিঞ্চন চাত্র
চেৎ ॥ ৪১ ॥ তদ্ব্রবীত মহাসেন স্বয়ং সাক্ষী মহেশ্বরঃ ।
এবং বদতি গোবিন্দে সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ ৪২ ॥
মহাদেবো হখালিঙ্গ্য স্কন্দং বচনমব্রবীৎ । যদ্বান্মম
ভক্তেষু প্রকরোতি কৃপাং পরাম্ ॥ ৪৩ ॥ তেনাপি
পরমা প্রীতির্মম জাতা তবোপরি । কিন্তু যদুগ-
বানাহ বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ ॥ ৪৪ ॥ তত্থা নাত্থা
কিঞ্চিদত্র প্রোক্তং হি বিষ্ণুনা । যো হুহং স
হরির্জ্যেয়ো যো হরিঃ সোহহমিত্যুত ॥ ৪৫ ॥ নাবথো
রস্তরং কিঞ্চিদীপয়োরিব সূত্রত । এনং দ্বেষ্টি স
মাং দ্বেষ্টি যোহন্যেত্যেনং স মানুগঃ ॥ ৪৬ ॥ ইতি
স্কন্দ বিজানাতি স যদুক্তোত্তথা ন হি ॥ ৪৭ ॥ স্কন্দ
উবাচ । এবমেবাস্মি জানামি দ্বাক্ষ বিষ্ণুঞ্চ শঙ্কর ॥
যচ্চ লিঙ্গকৃতে প্রাহ হরির্মাং ধর্মবৎসলঃ । থে বাণী

তারকবধে এবমেব পুরাহ মাম্ ॥ ৪৯ ॥ লিঙ্গ
সংস্থাপয়িষ্যামি সর্বপাপাপহং ততঃ । একং য
প্রতিজ্ঞা মে গৃহীতাস্ত বধায় চ ॥ ৫০ ॥ দ্বিতীয়ং য
নিঃসঙ্গস্তাক্তঃ শক্ত্যাসুরোহভবৎ । তৃতীয়ং য
নিহতো হত্যাপাপোপশান্তিদম্ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুত
বিশ্বকর্মাণমাহু ব্রাহ পাবকিঃ । ত্রীণি লিঙ্গা
শুদ্ধানি শীঘ্রং স্বং কর্তুমর্হসি ॥ ৫২ ॥ বচনাদ্বাহলেহ
নির্ম্মমে দেববর্ককিঃ । ত্রীণি লিঙ্গানি শুদ্ধা
ন্যবেদয়ত তানি চ ॥ ৫৩ ॥ ততো ব্রহ্মাদিতিঃ সা
বিষ্ণুনা শঙ্করেণ চ । পূর্বং সংস্থাপয়ামাস পশ্চিমায়া
দূবলঃ ॥ ৫৪ ॥ প্রতিজ্ঞেশ্বরমিতোব লিঙ্গং পর
শোভনম্ । অষ্টম্যাং বহলে চাত্র চৈত্রে স্মা
উপোষা চ ॥ ৫৫ ॥ পূজাঞ্চ জাগরং কৃত্বা মুচে
পাক্ষ্যাপাপতঃ ॥ ইত্যাহ স্কন্দপ্রীত্যর্থং স্বয়ং চ
মহেশ্বরঃ ॥ ৫৬ ॥ ততো দ্বিতীয়ং লিঙ্গম্ বহ্নিকো
প্রিতং তথা । স্থাপয়ামাস সরসো যত্র শক্তির্বির্নির্ঘয়ো
৫৭ ॥ কপালেশ্বরমিতোব লিঙ্গং পাপাপহং শুভ

আরোপণ করে, তবে মানব একবিংশ পুরুষের
সহিত রুদ্রলোকে কল্লান্ত কাল পর্যন্ত সুখে সানন্দে
বাস করিতে পারে। লিঙ্গের মাহাত্ম্য এইরূপ,
কিন্তু এতদপেক্ষাও অধিক; পরন্তু কম নহে!
১০—৪০। অতএব হে মহাসেন! আপনি
এখানে একটি লিঙ্গ স্থাপন করুন। আমি এই
যাহা কহিলাম, ইহাতে যদি কিছু অনুচিত বলিয়া
ধাকি, তবে হে মহাসেন! এই সাক্ষী মহেশ্বর
স্বয়ংই তাহা বলুন! বাসুদেব এইরূপ বলিলে
তখন মহা সাধুবাদ হইতে লাগিল। অতঃপর
মহেশ্বর স্কন্দকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন,—তুমি যে
আমার ভক্তের প্রতি যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিলে,
ইহাতে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম;
কিন্তু ভগবান্ জগদ্গুরু বাসুদেব যাহা কহিলেন;
তাহা সত্যই বটে! বিষ্ণু কিছুই বিরুদ্ধ বলেন
নাই। যে আমি সেই হরি; যে হরি সেই আমি।
হে সূত্রত! দীপের ন্যায় আমাদিগের কিছু মাত্র
ভেদ নাই। যে ইহাকে দ্বেষ করে, সে আমাকেও
দ্বেষ করে; যে ইহার আনুগত্য করে সে আমার
অনুগত বলিয়া জানিবে। হে স্কন্দ! তুমি ইহা
জানিয়া রাখ যে, এবদ্বিধ ব্যক্তিই আমার ভক্ত;
নচেৎ আমার ভক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।
স্কন্দ কহিলেন,—হে শঙ্কর! আপনাকে ও বিষ্ণুকে
আমিও এইরূপই জানি। ধর্মবৎসল হরি যে, লিঙ্গ

প্রতিষ্ঠা করিতে কহিলেন, পূর্বে আকাশবা
আমাকে তারকবধের উপদেশ দিয়া এইরূপ
বলিয়াছিল। অতএব আমি সর্ব পাপনাশক
প্রতিষ্ঠা করিব। যেখানে আমি তারকবা
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, সেখানে একটি; শ
সেই অসুরকে যেখানে পরিত্যাগ করিয়া
সেখানে একটি, আর যেখানে সে প্রাণত্যাগ ক
যাচ্ছে, সেখানে সেই হত্যাপাপনাশক একটি;
তিনটি লিঙ্গ আমি প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা কা
পাবকনন্দন কুমার এই বলিয়া বিশ্বকর্মা
কহিলেন যে, তুমি সহর তিনটি বিশুদ্ধ
নিষ্কাশ কর। কুমারের আদেশক্রমে দেব
বিশ্বকর্মা তিনটি বিশুদ্ধ লিঙ্গ নিষ্কাশ করিয়া প্র
করিলেন। তার পর কুমার, ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর
অন্যান্য দেবগণ সহ প্রথমতঃ সরোবরের পা
দিকে কিঞ্চিৎ দূরে প্রতিজ্ঞেশ্বর নামে পরম মনে
লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। পরে যেখানে তার
মস্তক হইতে শক্তি বহির্গত হইয়াছিলেন,
স্থানে—সরোবরের অগ্নিকোণে কপালেশ্বর
পাপাপহ শুভ দ্বিতীয় লিঙ্গ স্থাপন করিলেন।
সেই কপালেশ্বরের নিকটেই কাপালিকেশ্বরী
সেই শক্তিকেও স্ততি-নতি সহকারে স্থাপন ক
লেন। তাহার উত্তরদিকে শক্তিচ্ছিন্ন বির
মান। সেখানেই সর্বপাপহরা মঙ্গলবিধা

শক্তিঞ্চ তামতিষ্ঠ্য স্থাপয়ামাস তত্র চ ॥ ৫৮ ॥
পালেশ্বরসান্নিধ্যং দেবীং কপালিকেশ্বরীম্ ।
ত্র চোত্তরদিগ্ভাগে শক্তিচ্ছিদ্রং প্রচ-
তে ॥ ৫৯ ॥ পাতালগঙ্গা যত্রাস্তি সর্ব-
পহরা শিবা । তত্র গ্রাহ্য দদৌ স্কন্দঃ
পয়াতিপরিপ্লুতঃ ॥ ৬০ ॥ তদা তোয়ং তারকায়
হিতঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥ ৬১ ॥ কাণ্ডপেয়ায বজ্রাঙ্গ-
নয়ায় মহাত্মনে । রুদ্রভক্তায় সতিলমক্ষযোদক-
স্থিতি ॥ ৬২ ॥ ততো মহেশ্বরঃ প্রীতঃ প্রাহ স্কন্দস্ত
বৃতঃ । চতুর্দিশাং কৃষ্ণপক্ষে মধৌ চৈবাত্র যো
রঃ । স্নাত্বোপোষ্য সমভ্যর্চ্য কপালেশ্বরমীশ্বরীম্ ॥
৩ ॥ তেজোবধসমুদ্ভূতপাতকেন সমুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥
স্নাত্বোপোষ্য তিথৌ সোমঃ শিবযোগাচ্চ তৈতিলম্ ।
ভূযোগঃ শক্তিচ্ছিদ্রে যো দিনঃ রুদ্রঃ জপনিশি ।
স্নাত্ব সশরীরো বৈ রুদ্রলোকং ব্রজিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥
পালেশ্বর সান্নিধ্যে শক্তিচ্ছিদ্রং হি কীর্ত্যতে ।
স্নাত্ব তুল্যং পরং তীর্থং পৃথিব্যাং নৈব বিদ্যতে ॥
৬৬ ॥ ইতি স্নাত্ব রুদ্রবাক্যং স্কন্দঃ প্রীতোহতবদভূতম্ ।
দবাশ্চ মুদিতাঃ সর্বৈ সাধুসান্নিহিত তে জগুঃ ॥ ৬৭ ॥
ইতি শ্রীস্কান্দে কুমারস্থাপিতপ্রতিজ্ঞেশ্বরশক্তিচ্ছিদ্রে-
শ্বর-মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্রয়স্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

পাতালগঙ্গা বিদ্যমান । স্কন্দ সেখানে গান করিয়া
কৃষ্ণাঙ্কুশচিহ্নে সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত
ইয়া তারকাসুরের তর্পণ করিলেন । তাঁহারা
এই সতিল অক্ষযোদক, কাণ্ডপেয়া বজ্রাঙ্গনব রুদ্র-
মহাত্মা তারকের তৃপ্তিসাধক হউক" বলিয়া
তারকাসুরের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দান করিলেন ।
অতঃপর মহেশ্বর স্কন্দকে শুনাইয়া কহিলেন,
—যে মানব চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে স্নানান্তে
উপবাস করিয়া কপালেশ্বর ও কপালেশ্বরীর অর্চনা
করিবে, সে অপরের তেজোহানিজানিত পাতক
হইতে মুক্ত হইবে । পূর্বোক্ত দিনেই যদি সোম-
বার শিবযোগ ও তৈতিলকরণ হয়, তবে সেই
ভূযোগাখ্য দিবসে যে মানব শক্তিচ্ছিদ্রে দিবা-
ভাগে রুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া রাত্রিতে স্নান করে, সে
শরীরেই রুদ্রলোকগমনে সক্ষম হয় । কপালে-
শ্বরের নিকটেই শক্তিচ্ছিদ্র তীর্থ বিরাজমান ।
তুল্য তত্তুল্য উত্তম তীর্থ আর নাই । রুদ্রের
এই কথা শুনিয়া স্কন্দদেব পরম প্রীত হইলেন ।

চতুস্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ততস্তৃতীয়লিঙ্গস্থ চিকীৰ্ষুং
স্থাপনং শুভম্ । ব্রহ্মা প্রাহাস্ত প্রীত্যর্থং স্বয়মস্তং
প্রকুৰ্ম্মহে ॥ ১ ॥ যদাপ্যেতচ্ছতং লিঙ্গং সর্বদোষ-
বিবর্জিতম্ । তথাপ্যন্তং করিব্যোহহং সর্বশ্রেষ্ঠতমং
হি যৎ ॥ ২ ॥ ততো ব্রহ্মা সর্বদোষবিমুক্তং নির্মামে
স্বয়ম্ । দৃষ্টিকান্তং মনঃকান্তং ফলকান্তং সুলিঙ্গকম্ ॥ ৩ ॥
তত্র স্কন্দস্ত প্রীত্যর্থং সর্বদেবৈর্বিনির্মিতম্ । সরঃ
সুরমাং তীর্থানি তত্র তে নিদধুস্তথা ॥ ৪ ॥ গঙ্গা-
দিকানি তীর্থানি যানি প্রোচুর্দিবৌকসঃ । ইদং
যাবৎ সরস্তাবৎ সর্বৈরত্র সমুষ্যতাম্ ॥ ৫ ॥ এবম-
স্থিতি তানুচঃ প্রীত্যর্থং শরজন্মনঃ । ততো ব্রহ্মা
স্বয়ং তত্র রৌদ্রের্ষত্বৈত্বতাশনম্ । গাধিপুত্রাদিভি-
বিতৈপ্রস্তুতপয়ামাস সংযুতঃ ॥ ৬ ॥ ততো বৈশাখমাসস্ত

দেবগণও সকলেই সানন্দে সাধু সাধু বলিয়া উল্লাস
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ৪১—৬৭ ।

ত্রয়স্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩ ।

চতুস্বিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অনন্তর তৃতীয় লিঙ্গ স্থাপ-
নেচ্ছ কুমারকে ব্রহ্মা কহিলেন যে, শিবের সবিশেষ
প্রীতিবিধান মানসে আমি নিজেই অপর একটি
লিঙ্গ নির্মাণ করিব । যদিও এ লিঙ্গটি সর্বদোষ-
বিবর্জিত এবং শুভাকার, তথাপি আমি আর একটি
সর্বদোষবিহীন সর্বশ্রেষ্ঠ লিঙ্গ নির্মাণ করিব । ব্রহ্মা
এই বলিয়া একটি সর্বোত্তম সর্বদোষহীন লিঙ্গ
নির্মাণ করিলেন । সেই লিঙ্গ দেখিতে অতীব
সুন্দর; মনঃপ্রীতিজনক, সর্বকামফলদায়ক ও সুল-
ক্ষণাক্রান্ত । দেবগণ সেখানে স্কন্দের প্রীতিবিধানার্থ
একটি মনোহর সরোবর নির্মাণ করিয়া সমস্ত তীর্থই
তাহাতে নিহিত করিলেন । তাঁহারা গঙ্গাদি তীর্থ-
গণকে আবাহন করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, যতকাল
এই সরোবর থাকিবে হে তীর্থগণ ! তোমরাও
তাবৎকাল এখানে অবস্থান করিবে । তীর্থগণও
শরজন্মা কুমারের প্রীতিসাধনোদ্দেশে “তথাহি”
বলিয়া সেই কথায় সন্তুষ্ট হইলেন । তারপর
ব্রহ্মা স্বয়ং বিশ্বামিত্রাদি মহর্ষিগণসহ রৌদ্র মন্ড্রে
স্থতাশনে হোম করিতে লাগিলেন । তার পর
তাঁহারা বৈশাখ মাসের শুভ চতুর্দশী দিবসে সেই

চতুর্দশ্যাং শুভে দিনে। প্রতিষ্ঠাং চক্রিরে লিঙ্গে
চিরং বিপ্রযুগা দ্বিজাঃ ॥ ৭ ॥ জগুর্গন্ধর্বপত্যো ননুতু-
শ্চাপ্সরোগণাঃ। ততঃ স্কন্দঃ ত্রীতযুক্তঃ স্নাত্বা সরসি
শোভনে ॥ ৮ ॥ সর্বতীর্থোদকৈঃ স্নাপ্য তল্লিঙ্গং
ভক্তিসংযুতঃ। বিবিধৈঃ পূজয়ামাস পুষ্পৈর্মলৈশ্চ
পঞ্চভিঃ ॥ ৯ ॥ পূজাকালে স্বয়ং তত্র লিঙ্গমধ্যে
স্থিতো হরঃ। জঙ্গমাজঙ্গমৈঃ সার্কিঃ স্বয়ং জগাহ
পূজনম্ ॥ ১১ ॥ ততস্তং পূজয়ন প্রাহ স্কন্দো ভক্ত-
পরিপ্লুতঃ। কেন কেনোপহারেণ হুয়ি দত্তেন কি
ফলম্ ॥ ১১ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। মম যঃ স্থাপয়ে-
ল্লিঙ্গং শুভং সদ্য চ কারয়েৎ। মল্লোকে বসতেহসৌ
চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১২ ॥ মম সদ্য সুধাশুভ্রং
যাবৎ সন্ধ্যাং করোতি যঃ। তাবন্ত্যেব চ জন্মানি
যশসাসৌ বিরাজতে ॥ ১৩ ॥ ধ্বজভূতো ধ্বজং
দত্ত্বা বিপাপঃ স্নাত্ব পতাকয়া। বিধুয চিত্রবিভাসং
গন্ধকৈঃ সহ মোদতে ॥ ১৪ ॥ রজঃসংশোধনং কৃত্বা
নরো রোগৈঃ প্রমুচ্যতে। প্রাপ্নোতি দেহঃ হৃদয়ঞ্চ
সুরসদ্বানুলেপনাং ॥ ১৫ ॥ পুষ্পক্ষীরাদিভির্দত্তৈ-
স্তিলাস্তোহক্ষতদর্ভকৈঃ। শস্তোঃ শিরসি দত্ত্বা

লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন গন্ধর্বপ্রবরগণ গান
এবং অপরারা নৃত্য করিতে লাগিল। পরে স্কন্দ
দেব সেই সর্বতীর্থময় সরোবরে স্নান করিয়া ভক্তি-
যুক্ত চিত্তে বিবিধ উপচারে পঞ্চবিধ মন্ত্রে পঞ্চ প্রকার
পুষ্প দ্বারা সেই লিঙ্গের অর্চনা করিলেন। পূজা-
কালে মহেশ্বর স্বয়ং চরাচর সহ সেই লিঙ্গে অধি-
ষ্ঠানপূর্বক পূজা গ্রহণ করিলেন। স্কন্দ ভখন ভক্তি-
পরিপ্লুত চিত্তে মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসিলেন,—প্রভো!
কোন কোন উপহার প্রদান করিলে কি প্রকার
ফললাভ হয়? ১—১১। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—
যে ব্যক্তি আমার লিঙ্গ স্থাপন ও বাসভবন নিৰ্ম্মাণ
করে, সে চন্দ্র-সূর্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত আমার
লোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। যে জন আমার
সুধাধবলিত ভবন যতগুলি নিৰ্ম্মাণ করে, সে তত
জন্ম মহাযশস্বী হয়। ধ্বজদানে মানব, লোকমধ্যে
ধ্বজের স্থায় বিরাজমান হয়; আর পতাকা
দান করিলে পাপহীন হইয়া থাকে। মদীয় ভবন
চিত্রিত করিলে মানব, গন্ধর্বগণসহ প্রমোদ প্রাপ্ত
হয়। ধূলি মার্জন করিলে নর রোগহীন হইয়া
থাকে। মদীয় মন্দির অনুলেপন করিলে মনোরম
হেতু লাভ করে। পুষ্প, অক্ষত, তিল, দুগ্ধাদি দ্বারা
লিঙ্গোপরি অর্ঘ্য দান করিলে অযুত মনুষ্য বৎসর

দिवি বর্ষাযুতং বসেৎ ॥ ১৬ ॥ স্মৃতেন হতপাপঃ
স্নান্যধুনা সুভগো ভবেৎ। বিরোগো দধিহৃদ্বাভাঃ
লিঙ্গং স্নান্যপা জায়তে ॥ ১৭ ॥ পানীয়দধিহৃদ্বাদৈঃ
ক্রমাদশগুণং ফলম্। মাসং স্নান্যপ্য বৈ তন্তুয়া
পিষ্টাদৈশ্চ বিরুদ্ধয়েৎ ॥ ১৮ ॥ কপিলাপঞ্চগব্যেন
সুরসিকুজলেন বা। মাঞ্চ স্নান্যপ্য চাত্যর্চ্য
মল্লোকমধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥ কুশোদকাদিগন্ধজলং
তস্মাত্তীর্থোদকং বরম্। তীর্থোভ্যশ্চ জলং দর্শে
মহীসাগরসম্ভবম্ ॥ ২০ ॥ কপিলাং দত্ত্বা যদাপ্নোতি
তৎফলং কলশে পৃথক্। যন্তাশ্রয়োপ্যসৌবর্ণৈঃ
ক্রমাচ্ছতগুণং ফলম্ ॥ ২১ ॥ শ্রীখণ্ডাঙ্কুরকাশ্মীর-
শশিনঃ ক্রমশোহধিকাঃ। মাঞ্চ তৈশ্চ মমালভ্য
স্নান্যধুনা সুভগঃ সুখী ॥ ২২ ॥ প্রশস্তো গুগুণুলো
ধপস্তস্মাচ্ছন্দোহঙ্কুরবরঃ। ধূপানেতান্নরো দত্ত্বা
সুখং স্বর্গমবাধুয়াৎ ॥ ২৩ ॥ দীপদঃ কীর্ত্তিমাপ্নোতি
চক্ষুর্তমমেব চ। নৈবেদ্যশ্চ প্রদানেন নরো
মুষ্টিশনো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ পুষ্পেণ হেমকর্ণশ্চ প্রবন্ধেন
দ্বিসংগুণম্। ফলমাপ্নোতি পুরুষঃ সত্যসঙ্কশ্চজায়তে ॥

যাবৎ স্বর্গে সানন্দে বিহার করিতে সমর্থ হয়। স্মৃত
দ্বারা পাপহীন, মধু দ্বারা সুভগ, আর দধি ও দুগ্ধ
দ্বারা লিঙ্গকে স্নান করাইলে নর রোগহীন হইয়া
থাকে। পানীয়, দধি ও দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইলে
যথাক্রমে দশগুণ অধিক ফললাভ হয়। এক মাস
যাবৎ পিষ্টাদি দ্রব্য দ্বারা লিঙ্গগাত্র মার্জন করিয়া
কপিলাপঞ্চগব্য কিম্বা গন্ধাজল দ্বারা স্নান করাইয়া
পূজা করিলে মানব আমার লোক লাভ করে।
কুশোদক অপেক্ষা গন্ধোদক, তদপেক্ষা তীর্থজল
এবং তদপেক্ষাও অমাবস্থা দিনে মহীসাগর-সঙ্গম-
জল, মদীয় স্নানকার্য্যে অধিক ফলদায়ক। কলস
দ্বারা স্নান করাইলে কপিলাদানের ফল হয়।
তাহাতেও মৃত্তিকা তাম্র রৌপ্য ও সুবর্ণ দ্বারা নিষ্পিত
কলস যথাক্রমে শতগুণ করিয়া অধিক ফলপ্রদ।—
১২—২১। চন্দন, অঙ্কুর, কুঙ্কুম ও কর্পূর যথাক্রমে
অধিক ফলদায়ক। এ সকল দ্রব্য আমার গাত্রে
লোপন করিলে মানব শ্রীমান্ সুভগ ও সুখী
হইতে পারে। গুগুণুলুধূপ সুপ্রশস্ত; তদ-
পেক্ষা কর্পূরধূপ এবং তদপেক্ষাও অঙ্কুর-
ধূপ প্রশস্ত। মানব এই সকল ধূপ দান করিয়া
স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হয়। দীপদাতা কীর্ত্তি ও উত্তম চক্ষু,
এবং নৈবেদ্যদাতা মধুর ভোজন প্রাপ্ত হয়। মানব
হেমকর্ণ পুষ্প প্রদান করিলে পূর্বোক্ত কলসের দ্বিগুণ

২৫ ॥ অথৈওর্ষিষপত্রৈশ্চ পুষ্পৈর্বা বিবিধৈরপি ।
লিঙ্গং প্রপূরণং কৃৎস্না লক্ষ্মেকং বসেদ্বিবি ॥ ২৬ ॥
যন্ত পুষ্পগৃহং কুর্য়ান্নরঃ শুক্লাশয়ো ভবেৎ । পুষ্পকেন
বিমানেন দিবি সংক্রীড়তে চিরম্ ॥ ২৭ ॥ ভূষণা-
হরদানেন নরো ভবতি ভোগভাক্ । সচ্চামর-
প্রদানেন জায়তে পার্থিবো নরঃ ॥ ২৮ ॥ রম্যং
বিতানং যো দদ্যাচ্ছক্রভির্নাভিভূষতে । গীতঃ
বাদ্যং প্রনৃত্যঞ্চ কৃৎস্না শুক্লো ব্রজেৎ সমাম্ ॥ ২৯ ॥
শঙ্খঘণ্টাপ্রদানেন বিদ্বান্ ভবতি শব্দবান্ । বিধায়
রথযাত্রাঞ্চ চিরং শৌকৈঃ প্রযুচ্যতে ॥ ৩০ ॥ নমস্কাবঃ
প্রণামঞ্চ কৃৎস্না জায়েম্মহাকূলে । বাচযংচাগ্রতঃ
শাস্ত্রং মম জ্ঞানী প্রজায়তে ॥ ৩১ ॥ বিমুচ্যতে মনো-
মোহৈর্ভক্ত্যা শুভ্রা চ মাং নরঃ । গোদানফলমাপ্নোতি
নির্মাল্যফেটনান্মম ॥ ৩২ ॥ আর্যতিকং ভ্রাম-
যিত্বা অর্তিহীনঃ প্রজায়তে । কৃৎস্না শীতলিকা-
তাপৈর্মুচ্যতে দৌষসম্ভবৈঃ ॥ ৩৩ ॥ নহ্না দত্তাথ
শক্ত্যা চ দানং লিঙ্গস্ত সন্নিধৌ । ফলং শতগুণং
প্রাপ্য ইহ চামুত্র মোদতে ॥ ৩৪ ॥ প্রণামাং পঞ্চদশ
চ শ্রানাদ্বিংশতি পূজয়া । শতং যথাপ্রোক্তবিধৈরপরা-

ফল লাভ করে এবং সত্যসন্ধ হইতে পারে । অভয়
বিশ্বপত্র কিন্তা বিবিধ পুষ্প দ্বারা লিঙ্গকে সম্পূর্ণ
আচ্ছাদন করিলে লক্ষবধ যাবৎ স্বর্গে বাস করে ।
যে মানব পুষ্পভবন নির্মাণ করিয়া প্রদান করে, সে
শুদ্ধচেতা হয় এবং স্বর্গলোকে পুষ্পক বিমানারোহণে
বিহার করিতে পারে । বসন-ভূষণ দান করিলে
মানব ভোগবান্ হয় । উত্তম চামর দান করিলে
রাজা হয় । মনোরম চন্দ্রাতপ দান করিলে সেই
মনুষ্য শক্রগণ কর্তৃক কদাচ পরাভূত হয় না । লিঙ্গ
সমীপে নৃত্য গীত বাদ্য করিলে সেই মানব আমাকে
প্রাপ্ত হয় । শঙ্খ ও ঘণ্টা দান করিলে বিদ্বান্ ও
বক্তা হয় । আর আমার রথযাত্রা অনুষ্ঠান করিলে
চিরতরে শোকমুক্ত হইয়া থাকে ৩২—৩০ । নমস্কার
ও প্রণাম করিলে মহাকূলে জন্মলাভ হয় । আমার
সম্মুখে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিলে জ্ঞানী হয় । ভক্তি-
তি করিলে মানব মানস-মোহ হইতে বিমুক্ত হয় ।
নির্মাল্য অপসারণ করিলে গোদান-ফল লাভ করে ।
আরতি করিলে দুঃখহীন হয় । শীতল দান করিলে
পাপতাপ হইতে মুক্ত হয় । লিঙ্গসমীপে শক্তি
অনুসারে দান ও প্রণামানুষ্ঠান করিলে
শতগুণ পুণ্যফল লাভ করিয়া ইহ পর উভয়
লোকেই প্রমোদিত হয় । যথাবিধি প্রণামে

ধানহং ক্ষমে ॥ ৩৫ ॥ এতৎ সর্বং যথোদ্দিষ্টং
কুমারাত্ৰ ভবিষ্যতি । যে মাং প্রপূজয়িষ্যন্তি কুমারেশ্বর-
সংস্থিতম্ ॥ ৩৬ ॥ বারানশ্রাং যথা বৎস বিশ্বনাথো-
হস্মি সংস্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥ গুপ্তক্ষেত্রে তথা হ্যাস্তে
কুমারেশ্বরমধ্যতঃ ॥ ৩৮ ॥ শ্রদ্ধেতি বচনং ক্রদ্রা-
দেবানাং শৃণুতাং শুভঃ । বিস্মিতঃ প্রণিপত্যানং
তুষ্টাব গিরিজাপতিম্ ॥ ৩৯ ॥ নমঃ শিবায়াস্ত নিরা-
ময়ায় নমঃ শিবায়াস্ত মনোময়ায় । নমঃ শিবায়াস্ত
সুরার্চিতায তুভ্যং সদা ভক্তরূপাপরায় ॥ ৪০ ॥
নমো ভবায়াস্ত ভবোদ্ভবায নমোহস্ত তে ধ্বস্তমনো-
ভবায । নমোহস্ত তে গূঢ়মহাব্রতায় নমোহস্ত
মায়াগহনাশ্রয়ায ॥ ৪১ ॥ নমোহস্ত শর্কায় নমঃ
শিবায নমোহস্ত সিদ্ধায় পুরাতনায় । নমোহস্ত
কলায নমঃ কলায নমোহস্ত তে কালকলাতি-
গায় ॥ ৪২ ॥ নমো নিসর্গাত্মকভূতিকায নমো-
হস্তমেয়োহক্ষমহাক্ষিকায় । নমঃ শরণ্যায় নমোহগুণায়
নমোহস্ত তে ভীমগুণানুগায় ॥ ৪৩ ॥ নমোহস্ত

পঞ্চদশ, শ্রানে বিংশতি এবং পূজায় শত অপ-
রাধ ক্ষমা করিয়া থাকি । বৎস কুমার । আমি
এই যাহা মাহা কহিলাম, এই কুমারেশ্বর লিঙ্গে
যে ব্যক্তি আমাকে অর্চনা করবে, সে-ই উক্ত ফল
প্রাপ্ত হইবে । বৎস ! বারানশীতে আমি যেমন বিশ্ব-
নাথ রূপে অবস্থান করি, এই গুপ্তক্ষেত্রেও কুমারে-
শ্বরের মধ্য তদ্রূপই বিরাজমান রহিলাম । শুভ,
দেবগণসমক্ষে ক্রুদের এই কথা শুনিয়া বিস্মিত-
চিত্তে গিরিজাপতিকৈ প্রণামপূর্বক স্তব করিতে
লাগিলেন । ৩১—৩৯ । কুমার কহিলেন,—নিরাময়
শিবকে নমস্কার । মনোময় শিবকে নমস্কার । সুরা-
চ্চিত শিবকে নমস্কার । আপনি ভক্ত রূপাপর,
আপনাকে নমস্কার । ভবোদ্ভব ভবকে নমস্কার ।
আপনি মনোভববিনাশী, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি গূঢ়মহাব্রত, আপনাকে নমস্কার । আপনি
মায়াগহনবাসী, আপনাকে নমস্কার । শর্ককে নম-
স্কার । শিবকে নমস্কার । পুরাতন সিদ্ধকে নমস্কার ।
কালকে নমস্কার । কলারূপীকে নমস্কার ! আপনি
কালকলার অতীত, আপনাকে নমস্কার । আপনি
স্বভাবাত্মক বিভূতিসম্পন্ন, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি অপরিমেয় বৃষভারোহী এবং মহাধাক্ষিসম্পন্ন
আপনাকে নমস্কার । শরণ্যকে নমস্কার । গুণা-
তীতকে নমস্কার । আপনি ভীষণ গুণের অহুগত,

নানাভুবনাদিকর্মে নমোহস্ত ভক্তাভিমতপ্রদাত্রে ।
নমোহস্ত কৰ্মপ্রসবায় ধাত্রে নমঃ সদা তে ভগবন্
স্বকর্মে ॥ ৪৪ ॥ অনন্তরূপায় সর্দৈব তুভ্যমসহ-
কোপায় সর্দৈব তুভ্যম্ । অমেয়মানায় নমোহস্ত
তুভ্যং বৃষেশ্বানায়া নমোহস্ত তুভ্যম্ ॥ ৪৫ ॥ নমঃ
প্রসিক্কায় মহৌষধায় নমোহস্ত তে ব্যাধিগণাপহায় ।
চরাচরায়াথ বিচারদায় কুমারনাথায় নমঃ শিবায় ॥ ৪৬ ॥
মমেশ ভূতেশ মহেশ্বরোহসি কামেশ বাগীশ বলেশ
ধীশ । ক্রোধেশ মোহেশ পরাপরেশ নমোহস্ত
মোক্শেশ গুহ্যশয়েশ ॥ ৪৭ ॥ ইতি সংস্কৃত্য বরদং
শূলপাণিমুপাতিম্ । প্রণিপত্য উমাপুত্রো নমো নম
উবাচ হ ॥ ৪৮ ॥ এবং ভক্তিপরাক্রান্তমাত্মযোগ্যঃ
স্তবঃ শিবঃ । অভিনন্দ্য চিরং কালমিদং বচনম-
ব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥ ত্বয়া হুংখং ন সঙ্কিন্ত্যং যম ভক্ত-
বধাত্মকম্ । কৰ্মণানেন শ্লাঘ্যোহসি মুনীনামপি
পুত্রক ॥ ৫০ ॥ যে চ সাধ্যঃ তথা প্রাতঃস্বৎকৃতেন

স্তবেন মাম্ । স্তোব্যস্তি পরয়া ভক্ত্যা শূনু তেবা-
যৎ ফলম্ ॥ ৫১ ॥ ন ব্যাধির্ন চ দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্ট
বিয়োজনম্ । ভুক্তা ভোগান্ দুর্লভাংশ্চ মম যাস্তি
সদ্য তে ॥ ৫২ ॥ তথাত্মানপি দাস্তামি বরান্ পরম
দুর্লভান্ । ভক্ত্যা তবাতিতুষ্টোহহং প্রীত্যর্থং ত
পুত্রক ॥ ৫৩ ॥ মহীসাগরকূলে তু যে মাং স্তোব্য-
পূজয়া । তেবাং তদক্ষয়ং সৰ্বং বৈশাখ্যাং দান
পূজনম্ ॥ ৫৪ ॥ সরস্বতী চ যে গ্নানং প্রকরিষ্য-
মানবাঃ । সৰ্বতীর্থফলাবাপ্তির্বৈশাখ্যাং প্রভবিষ্যতি
৫৫ ॥ কুমারেশং তু মাং ভক্ত্যা মহীসাগরসঙ্গমে
শ্লাঘ্য সম্পূজয়েন্নিত্যং তন্ত জাতিস্মৃতির্ভবেৎ ॥ ৫৬
জাতিস্মৃতির্যং পুত্র যন্তাং জাতৌ প্রজায়তে
স্মরতেহস্তাং প্রকর্তব্যং শ্রেয়োরূপং সুদুর্লভম্ ॥ ৫৭
যাশ্চন কালে হনাবৃষ্টির্জায়তে কৃত্তিকাসুত । শ্লা-
ঘেদ্বিধিবশ্মাক্ষ কলশৈববিধৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৮ ॥ এব
রাত্রঃ ত্রিরাত্রঃ বা পঞ্চরাত্রঞ্চ সপ্ত বা । শ্লাপয়ে

আপনাকে নমস্কার । বিবিধ ভুবনের অধিকারীকে
নমস্কার । আপনি ভক্তাভিমত ফল দান করেন,
আপনাকে নমস্কার । কৰ্মপ্রসবকারী বিধাতাকে
নমস্কার । হে ভগবন ! আপনিই জগতে সকল
কৰ্মের করিয়া থাকেন । আপনি
অনন্তরূপ, আপনাকে সদা নমস্কার । আপনি
অসহকোপ, আপনাকে সতত নমস্কার ।
আপনার পরিমাণ অসীম, আপনাকে নমস্কার ।
বৃষেশ্ব আপনার বাহন, আপনাকে নমস্কার ।
আপনিই প্রসিক্কা, আপনি প্রসিক্কা মহৌষধস্বরূপ,
আপনি ব্যাধিগণবিনাশী, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি চরাচররূপী বিচারবুদ্ধিদাতা কুমারনাথ
শিব, আপনাকে নমস্কার । হে মহেশ্বর ! আপনি
মহেশ, ভূতেশ, কামেশ, বাগীশ, বলেশ, ধীশ,
ক্রোধেশ, মোহেশ, পরাপরেশ, মোক্ষেশ ও
গুহ্যশয়েশ ; আপনাকে নমস্কার করি । উমাপুত্র
কুমার, বরদাতা শূলপাণিকে এইরূপ স্তব করিয়া
প্রণিপাতপূর্বক 'নমোনমঃ' শব্দ উচ্চারণ করি-
লেন । ৪০—৪৮ । মহেশ্বর সেই ভক্তিবসপূর্ণ
আত্মযোগ্য স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অনেক ক্ষণ
অভিনন্দনপূর্বক কহিলেন,—হে পুত্র ! তুমি
আমার ভক্তকে বধ করিয়াছ বলিয়া মনে দুখে
করিও না । ফলতঃ এই কাণ্ডা করিয়া তুমি
মুনিগণেরও শ্লাঘনীয় হইয়াছ । যাহারা তোমার
কৃত এই স্তব দ্বারা আমাকে প্রাতঃকালে ও

সায়ংকালে স্ততি করিবে, তাহাদিগের যে ফল
লাভ হইবে শুন ।—তাহাদিগের কদাচ ব্যাধি
দারিদ্র্য বা ইষ্টবিয়োগ হইবে না । তাহা
দুর্লভ ভোগা উপভোগ করিয়া অন্তিমে আমা
ভবনে গমন করিবে । হে পুত্র ! আমি তোমা
ভক্তিতে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি, পুত্র ! সে
হেতু তোমার প্রীতিবিধানার্থ আমি তোমা
এতদূর আরও কয়টী দুর্লভ বর প্রদান ক-
রিছি । যাহারা বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি
মহীসাগরসঙ্গমকূলে আমার পূজা করিয়া
করিবে, তাহাদিগের সেই দান পূজাদি কা
অক্ষয় ফলদায়ক হইবে । যে সকল মানব উ
দিতসে অত্রা সারোবরে গ্নান করিবে, তাহা
সৰ্বভোগগ্নানের ফল প্রাপ্ত হইবে । আ
এখানে কুমারেশ কপে বিরাজমান রহিয়াছি
যে মানব এই কুমারেশকে প্রতিদিন ভক্তি স
কারে অর্চনা করিবে, তাহার অতীত জন
সকল স্মরণপথবতী হইবে । পুত্র ! মানব পু
জনের দ্বস্তান্ত স্মরণ করিতে পারিলে ইহ জ
কর্তব্য নির্ণয়ে সর্বিশেষ উদ্যোগী ও কর্তব্য
নিষ্ঠ হইয়া থাকে । জাতিস্মরণের ইহাই ফল
হে কৃত্তিকানন্দন ! যখন অনাবৃষ্টি হইবে, তখন
স্থানে আমাকে গ্নান করাইবে । একরা
ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র বা সপ্তরাত্র যাবৎ আমা

গন্ধতোয়েন কুঙ্কুমেণ বিলেপয়েৎ ॥ ৫৯ ॥ করবীরে
রক্তপুষ্পৈর্জপাপুষ্পৈস্তথৈব চ । অর্চয়েৎ পুষ্প-
মালাভিঃ পরিধায়াক্ৰণবাসসী ॥ ৬০ ॥ ভোজয়েদ্-
ব্রাহ্মণাংশ্চৈব তাপসাঙ্কসিতব্রতান্ । লক্ষহোমং
প্রকুবীত শিবহোমং গ্রহাদিকম্ ॥ ৬১ ॥ ভূমিদানং
ততঃ কুর্য্যাক্ততো দদ্যাক্ৰবাহিকম্ । অঘোরম্বে-
চ্ছিবাং শান্তিং ক্রদ্রজাপাং হি কারয়েৎ ॥ ৬২ ॥ অনে-
নৈব বিধানেন কৃতেন তু দ্বিজোত্তমৈঃ । অগভিতা-
স্তদা মেঘা বর্ষন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥ বিবিধৈঃ
পূর্য্যতে ধাতৈঃ শাদ্বলৈশ্চ বসুন্ধরা । আরোগ্যং হি
ভবেচ্চৈব জনে গোপকুলে তথা ॥ ৬৪ ॥ ধর্ম্মযুক্তো
ভবেদ্রাজা পরচক্রেণ পীড্যতে । স্নতেন শ্রাপয়ে-
ন্নাঞ্চ অর্কক্রান্তো নরোহত্র যঃ ॥ ৬৫ ॥ কন্যাদান-
ফলং তস্মা নাত্র কার্য্যং বিচারণা । ক্ষীরেণ শ্রাপয়ে-
দেবং তথা পঞ্চামৃতেন যঃ ॥ ৬৬ ॥ অগ্নিষ্টোমস্ত
যজ্ঞস্ত ফলং তস্মোপজায়তে । কুমারেশ্বরতীর্থে যঃ
প্রাণত্যাগং করোতি হি ॥ ৬৭ ॥ ক্রদলোকে বসে-

তাবদ্যাবদভূতসম্প্রবন্ । অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে
চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৬৮ ॥ পৌর্ণমাস্তামমাবাস্তাং সংক্রান্তৌ
বৈধৃতে তথা । কুমারেশঃ নরঃ স্নাত্বা মহীসাগর-
সঙ্গমে ॥ ৬৯ ॥ ভক্ত্যা যোহভ্যর্চয়েন্নাঞ্চ তস্মা
পুণ্যফলং শৃণু । যন্নহীতলতীর্থেষু স্নানে স্মার্তু মহৎ
ফলম্ ॥ ৭০ ॥ যচ্চার্চিতেষু লিঙ্গেষু সর্ব্বেষু স্তাং
ফলঞ্চ তৎ । আরোগ্যং পুত্রলাভঞ্চ ধনলাভং সুখং
সুতম্ ॥ ৭১ ॥ নিশ্চিতং লভতে মর্ত্যঃ কুমারেশ্বর-
সেবয়া । ব্রহ্মচারী শুচির্ভূত্বা যস্তিষ্ঠেদত্র তাপসঃ ॥
৭২ ॥ পরং পাশুপতং যোগং প্রাপ্য যাতি
লবং মযি । পাপায়নাঞ্চ মর্ত্যানাং সদ্যোহস্মি
ফলদর্শকঃ ॥ ৭৩ ॥ দিবোনাষ্টবিধেনাত্র কোশঃ সাধা-
রণোহত্র চ । অঘোরাদৈঃ পঞ্চমন্তৈঃ শ্রাপ্য লিঙ্গং
মহোজ্জ্বলম্ ॥ ৭৪ ॥ অঘোরেণৈব ততোয়ং দদ্যা-
দিব্যস্ত কারণে । পিবেদেতদ্দীর্ঘ্যাসৌ প্রস্তুতিতয়-
মেব চ ॥ ৭৫ ॥ “যদি ধর্ম্মস্তথা সত্যমীশ্বরোহত্র জগ-
ভ্রয়ে । কোশপানাং ফলং সদ্যো দ্রক্ষ্যাম্যস্মি শুভা-
শুভম্ ॥ ৭৬ ॥” যাস্তে চেতি কুলং হস্তাদ্যমানে চ

যথাবিধি রক্ত-বসন পরিধান করিয়া কলসপূর্ণ
গন্ধতোয় দ্বারা স্নান করাইবে । কুঙ্কুম দ্বারা
বিলেপিত করিবে । করবীর জবা প্রভৃতি রক্ত
পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিবে । পুষ্পমালাও প্রদান
করিবে । তীরব্রতানুষ্ঠায়ী তাপস ব্রাহ্মণগণকে
ভোজন করাইবে । লক্ষ সখাক শিব-হোম
করিবে । নবগ্রহ হোম করিবে । পরে ভূমি
দান করিবে । গোগ্রাস প্রদান করিবে । শৈবী
শান্তি ঘোষণা করিয়া শতরুদ্রি পাঠ করিবে ।
দ্বিজোত্তমগণ দ্বারা এই সকল কার্য্য যথাবিধি
অনুষ্ঠিত হইলে শূন্য মেঘ সকলও তখন জল
বর্ষণ করিয়া থাকে । এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয়
নাই । ৪৯—৬৬ । তখন বসুন্ধরা বিবিধ ধাতু
শস্তাদি দ্বারা পূর্ণতালাভ করিবে । গো-কুলের
শ্রীবৃদ্ধি এবং জন সকলের রোগাভাব হইবে । রাজা
ধর্ম্মশীল হইবেন এবং রাজ্য মধ্যে পররাজকৃত ভয়
থাকিবে না । যে মানব এখানে সংক্রান্তি সময়ে
আমাকে স্তুত দ্বারা স্নান করাইবে, সে কন্যাদান-
ফল লাভ করিবে, এ বিষয়ে কিছু মাত্র বিচার
করিবার আবশ্যকতা নাই । যে ব্যক্তি দুধ
কিদ্ধা পঞ্চামৃত দ্বারা আমাকে স্নান করাইবে, সে অগ্নি-
ষ্টোম যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হইবে । এই কুমারেশ্বর তীর্থে
যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিবে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত

ক্রদলোকে বাস করিতে পারিবে । অয়ন সংক্রান্তি,
বিষুব সংক্রান্তি, সাধারণ সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা,
বৈশাখ যোগ, এই সকল দিবসে মানব মহীসাগর-
সঙ্গমে স্নানান্তে ভক্তি সহকারে মদীয় কুমারেশ
লিঙ্গের অর্চনা করিলে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ
কর । ভূতলগত সমস্ত তীর্থে স্নানে ও সকল
লিঙ্গের অর্চনায যে ফল, সেই মানব সেই
ফলই প্রাপ্ত হইবে । ফলতঃ কুমারেশ্বরের সেবা
করিলে মানব আরোগ্য, পুত্র, ধন, সুখাদি
সমস্ত কামা বিষয় লাভ করিতে পারিবে । ইহাতে
সংশয় নাই । এখানে যদি কেহ ব্রহ্মচারী হইয়া
শুচিভাবে তপসানুষ্ঠান সহকারে বাস করে ; সে
পরম পাশুপত যোগ লাভ করিয়া আমাতেই
লব্ধ প্রাপ্ত হইবে । এখানে সাধারণ নিয়মে
অষ্টবিধ দিব্য গ্রহণ করিলে আমি পাপাত্মা
মানবগণের সদাঃ ফল প্রদর্শন করিব । অঘো-
রাদি পঞ্চ-মন্ত্রে মহোজ্জ্বল কুমারেশ- লিঙ্গ
স্নান করাইয়া অঘোর-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া-
সেই স্নানজলই দিব্যকারীকে প্রদান করিবে ।
দিব্যকারী মূলোক্ত “ ” চিহ্নিত মন্ত্র পাঠ করিয়া
তিন গভূষ জল পান করিবে । পাপকারী ব্যক্তি
যদি জল পান না করিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ
করে তবে তাহার কুল এবং গমন করিলে

কুটুম্বকম্ । দর্শনে চ শুভং পানে হস্তাদেহক
মিথ্যা ॥ ৭৭ ॥ ত্রিভির্দিনৈস্ত্রিভিঃ পট্টৈস্ত্রিভির্নাসৈ-
স্ত্রিভিঃ সর্মৈঃ । অত্যাগ্রপুণ্যপাপানাম্মানেন ফল-
মশ্নুতে ॥ ৭৮ ॥ এতে বরা ময়া লিঙ্গে দত্তা
স্থাপিতে হুয়া । তব ত্রীত্যভিবৃদ্ধার্থং ক্রহি ভূয়ো-
হপুণ্যমাজ ॥ ৭৯ ॥ স্কন্দ উবাচ । কৃতকৃত্যো
বরৈর্দত্তৈশ্চয়া চৈতৈর্দেহৈশ্চর । নমো নমো নমস্তেহস্ত
নাত্র ত্যাজ্যং হুয়া বিভো ॥ ৮০ ॥ এবং প্রণমা
দেবং স মাতরং প্রণতোহব্রবীৎ । হুয়াপি মাত-
নৈবাত্র ত্যাজ্যং মম প্রিয়েপয়া ॥ ৮১ ॥ স্বামপাত্র
স্থাপয়িষ্যে বরদা তব পার্শ্বতি ॥ ৮২ ॥
শ্রীদেবুবাচ । যত্র শরৎ স্বভাবেন তত্র তিষ্ঠামাহং
শ্রুত ॥ ৮৩ ॥ তব ভক্ত্যা বিশেষেণ স্থাপ্তো স্ত্রীণাং
বরপ্রদা । যুদ্ধেষু তব কশ্মাপি রুদ্রভক্তেষু তে
কৃতাম্ ॥ ৮৪ ॥ পশুস্তী পুত্রিণাং মুখ্যা ত্রিণিতা চ
ভৃশং হুয়া । গর্ভক্লেশঃ স্থিয়ো মন্ত্রে সাফলাঃ
ভজতে তদা ॥ ৮৫ ॥ শ্রুতো যদা রুদ্রভক্তঃ সানন্দং

সন্তিরীক্ষ্যতে । তব তস্মাৎ প্রিয়াখ্য তিষ্ঠাম্য
যড়ানন ॥ ৮৬ ॥ স্ত্রীতিরারামিতা দাপ্তো সৌভাগ্য
শ্রুপতিং শ্রুতান্ । চৈত্রে চাপি তৃতীয়ায়াং স্নান-
শীতেন বারিণা ॥ ৮৭ ॥ অর্চয়িষ্যন্তি মাং যান-
পুষ্পৈর্ধূপৈর্বিলেপনৈঃ । দাস্ত্যামি চাষ্টসৌভাগ্যং
নারী ভক্তিতৎপরা ॥ ৮৮ ॥ পিতরৌ স্বশুরৌ
পুত্রান্ পতিং সৌভাগ্যসম্পদঃ । কুঙ্কুমং পুষ্পত্রীখণ্ড-
তাম্বুলাজ্জনমিক্ষবঃ ॥ ৮৯ ॥ সপ্তমং লবণং প্রোক্তমষ্টম-
চ সৃজীরকম্ । তোলয়েতুলয়া বাপি সাজিষ্যন্ত তুলিত-
ভবেৎ ॥ ৯০ ॥ সুবর্ণেনাথ সৌগন্ধ্যদ্রব্যৈঃ শুভফলৈ-
রপি । ভুঙ্জেত বালবণং পশ্চান্নাসৌ বৈ বিধব-
ভবেৎ ॥ ৯১ ॥ মাঘে বা কার্তিকে বাপি চৈত্রে
শ্রাহার্ষ্যেত মাম্ । দৌভাগ্যদুঃখদারিড্রোন্ স
সংযোগমাপুয়াৎ ॥ ৯২ ॥ শ্রুত্বৈতি গিরিজাবাচঃ
সানন্দঃ পার্শ্বতীশ্রুতঃ । স্থাপয়িত্বা গিরিশ্রুতা-
কপদিনমথাব্রবীৎ ॥ ৯৩ ॥ পুষ্পৈর্ধূপৈর্মোদকৈশ্চ
পুষ্পমভ্যর্চ্য স্থাং প্রভো । পূজয়ন্তি কুমারেশং

কুটুম্বকম্ । যদি একদৃষ্টে চাহিয়া
থাকে তবে শুভহীন এবং সেই জল পান
করিলে তদীয় দেহ বিনষ্ট হইবে । হে উমা-
নন্দন ! আমি তোমার ত্রীতিবিধানার্থ এই লিঙ্গে
এই সকল বর প্রদান করিলাম । আর কি
করিব ?—তাহা বল । ৬৭—৭৯ । স্কন্দ কহিলেন,—
হে মহেশ্বর ! আপনার প্রদত্ত এই সকল বরে
আমি কৃতার্থ হইলাম । আপনাকে নমস্কার, নম-
স্কার, নমস্কার ! হে বিভো ! আপনি যেন এ
স্থান পরিত্যাগ করেন না । কুমার, পিতাকে
এইরূপ প্রণাম করিয়া মাতাকেও প্রণতিপুষ্পক
কহিলেন,—হে মাতা ! আপনিও আমার পাত
নিমিত্ত এ স্থান ত্যাগ করবেন না । হে
পার্বতি ! আমি আপনাকেও এখানে স্থাপন
করিব । আপনি বরদায়িনী হউন । দেবী কহি-
লেন, পুত্র ! যেখানে শঙ্কর অবস্থান করেন,
আমি সেখানে স্বভাবতই বাস করিয়া থাকি ।
বিশেষতঃ তোমার ভক্তিবশে আমি এখানে
ধাঁকিয়া নারীগণের অভীষ্ট বর দান করিব ।
যুদ্ধে . তোমার অসাধারণ কশ্ম এবং রুদ্রভক্ত-
জনে তোমার অসামান্য করুণা দর্শনে আমি পুত্র-
বক্তীগণের মধ্যে আপনাকে প্রধান বলিয়া মনে
করি । তুমি আমার সবিশেষ ত্রীতি বিধান
করিয়াছ । আমার বোধ হয় যে, নারীগণের

তখনই গর্ভক্লেশের সাফল্য হয়, যখন পুত্র
রুদ্রভক্ত হইয়া সানন্দে সাধুসমাজে প্রশংসিত
হইয়া থাকে । অতএব হে যড়ানন ! তোমার
প্রিয় সাধনোদ্দেশে আমি এখানে থাকিয়া স্ত্রীগণের
আরাধনায় তাহাদিগকে সৌভাগ্য, উত্তম পতি
ও বারিষ্ট পুত্র প্রদান করিব । যাহারা চৈত্র
মাসে তৃতীয়া তিথিতে এখানে শীতল জলে স্নান
করিয়া পুষ্প ধূপ অম্বুলেপনাদি দ্বারা আমাকে
ভক্তি সহকারে অর্চনা করবে, আমি তাহা-
দিগকে পিতা, মাতা, স্বশুর, স্বশুর, পতি, পুত্র,
সৌভাগ্য ও সম্পদ,—এই অষ্ট বিষয়ে উৎকৃষ্ট-
শালিনী করিব । যে রমণী কুঙ্কুম, পুষ্প, চন্দন,
তাম্বুল, অঙ্কন, ইক্ষু, লবণ ও জীরক এই অষ্ট
দ্রব্যাদিক দ্বারা সুবর্ণ, সুগন্ধ দ্রব্য অথবা শুভফল
দ্বারা আপনাকে তুল্যদণ্ডে ওজন করিয়া দান
করিবে এবং তৎপরে সেই দিবস অলবণ
ভোজন করিবে, সে কদাচ বিধবা হইবে না । যে
রমণী মাঘে, কার্তিকে কিম্বা চৈত্র মাসে এখানে স্নান
করিয়া আমাকে অর্চনা করবে, কদাচ তাহার
দৌভাগ্যদুঃখ বা দারিড্র ঘটিবে না । ৮০—৯২ ।
কুমার গিরিজার এই বাক্য শুনিয়া সানন্দ-মনে
সেখানে গিরিজার প্রতিষ্ঠা করিয়া কপদী গণেশকে
কহিলেন,—হে ভ্রাতা ! যাহারা পুষ্প ধূপ মোদকাদি
দ্বারা প্রথমতঃ আপনাকে পূজা করিয়া পরে কুমা-

তেষাং বিশ্বকরো ভব ॥ ৯৪ ॥ কপদ্যুবাচ । ভ্রাতৃস্বয়া
স্থাপিতেহস্মিন্দিগ্রে ভক্তাশ্চ যে নরাঃ । ন তেষাং
মম বিদ্বানি মম বাগবুগামিনী ॥ ৯৫ ॥ এবমুক্তে বিশ্ব-
রাজা প্রতীতেহস্থাপয়চ্চ তম্ । তস্মাদসৌ সদাত্যর্চা-
শ্চতুর্থ্যাক্ষ বিশেষতঃ ॥ ৯৬ ॥ এবং স্থাপ্য কুমারেশং
লকা চৈতান্ বরাহিবাৎ । মনসা কৃতকৃত্যং চাত্মানং
মেনে ষড়াননঃ ॥ ৯৭ ॥ তস্মাবংশেন তত্রৈব কুমা-
রেণরসম্মিধৌ । অত্র স্থিতং কুমারং যে পশ্যন্তি
স্বামিযাত্রিণঃ ॥ ৯৮ ॥ সফলা স্বামিযাত্রা চ তেনাং
ভবতি ভারত । কার্তিক্যাক্ষ বিশেষেণ কার্তিকেয়ঃ
সমর্চয়েৎ ॥ ৯৯ ॥ যৎফলং স্বামিযাত্রায়াং তৎফলং
সমবাণ্ণুয়াৎ । এবংবিধমিদং পার্থ মহীসাগরসঙ্গমম্ ॥
১০০ ॥ নিমিত্তীকৃত্য চাত্মানং সাধ্বর্থে লিঙ্গমর্চিতম্ ।
রোগাভিভূতো রোগৈর্গেবা নান্যামষ্টৌস্তরং শতম্ ॥
১০১ ॥ জম্বী শুচিব্রহ্মচারী মাসং যুচ্যেত পাতকাৎ ।
এতদারাধ্য সজ্ঞাতা রজিরামাদয়ঃ পুরা ॥ ১০২ ॥

রেশকে অর্চনা করিবে, হে প্রভো! আপনি যেন
তাহাদিগের বিষয় বিনাশ করেন। কপদ্যু গণেশ
কহিলেন,—হে ভ্রাতঃ! তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গে
যাহারা ভক্তিমান, আমার আদেশ-পালক বিষয়গণ
তাহাদিগের কোন অনিষ্ট সাধন করিবে না। কপদ্যু
গণেশ এই কথা কহিলে কুমার তাঁহাকেও সেই
স্থানে স্থাপন করিলেন। সর্বকালে, বিশেষতঃ
চতুর্থীতে তাঁহার অর্চনা করা কর্তব্য। ষড়ানন
এইরূপে কুমারেশাদির স্থাপনান্তে শিবাদির নিকট
সেই সেই বরলাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ
করিলেন। তিনিও অংশক্রমে সেই স্থানে কুমা-
রেণর-সমীপে অধিষ্ঠান করিয়া রহিলেন। হে
ভারত! প্রভুর আদেশে কার্য্যবিশেষ সাবনোদেশে
প্রস্থিত জনগণ এখানে কুমারকে দর্শন করিলে
অভীষ্টসাধনে সমর্থ হয়। কার্তিকী পূর্ণিমাতে
কার্তিকেয়ের বিশেষরূপে অর্চনা করা কর্তব্য।
কারণ, সেই অর্চনার ফলে মানব সর্বত্র প্রভুকার্য্য
সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। হে পার্থ! মহীসাগর-
সঙ্গম এইরূপ উত্তম তীর্থ। ৯৩—১০০। যে কোন
উদ্দেশে উক্ত কুমারেশ লিঙ্গের অর্চনা করিলে
মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। পাপরোগাক্রান্ত মানব এক
মাস যাবৎ প্রতিদিন যদি শুচি ও ব্রহ্মচারী হইয়া
কুমারেশের অর্চনান্তে তদীয় শতনাম পাঠ করে,
তবে সেই পাপরোগ হইতে মুক্ত হয়। পুরাকালে

শতসংখ্য। বলং রাজ্যং রুদ্রলোকক্ ভেজিরে ।
জামদগ্ন্যস্তিদং লিঙ্গমারাধ্য চ সমাযুতম্ ॥ ১০৩ ॥
লেভে কুঠারমুজ্জহ্রে যেনার্জুনভুজান্ যুধি । অগ্রতো
দেবদেবস্ত স্তোত্রা তীর্থে মহাশুণান ॥ ১০৪ ॥ রামে-
শ্বরমিতি খ্যাতং স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্ । তচ্চ যোহভ্য-
র্চয়েদ্ভক্ত্যা রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০৫ ॥ প্রীতঃ
শ্রান্তশ্চ রামশ্চ কুমারেশশ্চ ফাঙ্কন । ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তং কুমারেশস্ত বর্ণনম্ ॥ ১০৬ ॥ কুমারেশস্ত
মাহাত্ম্যং কীর্ত্তয়েদ্যস্তদগ্রতঃ । যে চ শৃণুস্তাহুদিনং
রুদ্রলোকে বসন্তি তে ॥ ১০৭ ॥ অস্ত লিঙ্গস্ত মাহাত্ম্যং
শ্রাদ্ধকালে তু যঃ পঠেৎ । পিতৃণামক্ষয়ং শ্রাদ্ধং
জায়তে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ১০৮ ॥ অস্ত লিঙ্গস্ত মাহাত্ম্যং
গুর্জিণীং শ্রাবয়েদ্যদি । গুণবান্ জায়তে পুত্রঃ কন্তা
চাপি পতিব্রতা ॥ ১০৯ ॥ এতৎ পুণ্যং পাপহরং
ধর্ম্ম্যং চাহ্লাদকারকম্ । পঠতাং শৃণুতাক্ষাপি সর্বা-
ভীষ্টফলপ্রদম্ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুমারেশস্থাপনপূর্ব্বকমাহাত্ম্যবর্ণনং

নাম চতুস্তিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

রজি রামাদি শত শত রাজা এই লিঙ্গের আরাধনা
করিয়া বল-বাহন-সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগান্তে অস্তিমে
রুদ্রলোকে গমন করিয়াছেন। জামদগ্ন্য রাম
অযুত বৎসর যাবৎ এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়াই
কুঠার লাভ করিয়াছিলেন;—যদ্বারা রণস্থলে কার্ত্ত-
বীর্জার্কুনের সহস্র বাহু ছেদন করিয়াছিলেন। তিনি
দেবদেবের নিকট এই তীর্থের গুণ-গরিমা অবগত
হইয়া এই স্থানে রামেশ্বর নামে বিখ্যাত উত্তম লিঙ্গ
প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে
সেই রামেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করে, সে রুদ্রলোক
প্রাপ্ত হয়। হে ফাঙ্কন! তাহার প্রতি রাম ও কুমা-
রেণর উভয়েই প্রীত হইয়া থাকেন। এই আমি
সংক্ষেপে কুমারেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম।
যে ব্যক্তি কুমারেশ্বরের অগ্রভাগে তদীয় মাহাত্ম্য
কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে সে সুদীর্ঘকাল রুদ্রলোকে
বাস করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধকালে এই কুমারেশ্বর
লিঙ্গের মাহাত্ম্য পাঠ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয়
ভূষ্টলাভ হয়। এ বিষয়ে সংশয় নাই। গর্জিণীকে
যদি এই লিঙ্গ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করায়, তবে গুণবান
পুত্র বা পতিব্রতা কন্তা জন্মিয় থাকে। এই কুমা-
রেণরমাহাত্ম্য পুণ্যকর, পাপহর, ধর্ম্মবর্দ্ধক ও

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । কুমারেণ স্থাপিতোহত্র কুমারেশ-
স্ততঃ সুরাঃ । প্রণমা গুহমুচুশ্চ প্রবন্ধকরসম্পূতাঃ ॥
১ ॥ কিঞ্চিদ্ভিষ্মাপয়িষ্যামো বয়ং ত্বাং শৃণু তত্ত্বতঃ ।
পূর্বপ্রসিদ্ধ আচারঃ প্রোচাতে জয়িনাময়ম্ ॥ ২ ॥
জয়ন্তি যে রণে শক্রং স্তম্ভঃ কার্য্যঃ স্তম্ভচিরুকঃ ।
তস্মাত্তব জয়োদ্যোতনিমিত্তং স্তম্ভমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥
নিষ্কিপাম বয়ং যাবদ্ধমবুজাতুমহসি । বিশ্বকর্ম্মকৃতং
ষষ্ঠ তৃতীয়ং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ তস্মা স্তম্ভাগ্রতস্তক
সংস্থাপয় শিবান্বজ । এবমুক্তে সুরৈঃ স্কন্দস্তথোতা
মহামনাঃ ॥ ৫ ॥ ততো হৃষ্টাঃ সুরগণাঃ শক্রাদ্যাঃ
স্তম্ভমুত্তমম্ । জাম্বনদময়ং শুভ্রং রণভূমৌ বিনি-
ক্ষিপুঃ ॥ ৬ ॥ পরিতঃ স্থণ্ডিলং দিক্ষু সর্ষপবনম্বস্ত তে ।
তত্র হৃষ্টাশ্চাপসরসো ননুতুর্দশধা শুভাঃ ॥ ৭ ॥
মাতরো মঙ্গলাস্তস্ম জগুঃ স্কন্দস্য নন্দিতাঃ । ইন্দ্রাদ্যা

আনন্দদায়ক । ইহা পাঠ করিলে পাঠকের সর্বাভীষ্ট
সিদ্ধ হইয়া থাকে ১০১—১১০ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর সুরগণ সেই কুমার-
প্রতিষ্ঠিত কুমারেশ লিঙ্গকে প্রণতি করিয়া কৃতান্তলি
করে গুহকে কহিলেন,—হে কুমার ! আমরা আপ-
নাকে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপিত করিতেছি ; আপনি অব-
ধান করুন । পূর্ব-প্রসিদ্ধ এইরূপ একটি আচার
আছে যে, যাহারা রণে শক্র পরাজয় করে, তাহারা
একটি জয়সূচক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে । অত-
এব আমরা আপনার বিজয়সূচক একটি উত্তম স্তম্ভ
প্রোথিত করিতে চাই ; আপনি এ বিষয়ে অনু-
মোদন করুন । হে শিবনন্দন ! বিশ্বকর্মা যে
তিনটি লিঙ্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার তৃতীয়
লিঙ্গটি উক্ত স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন । মহাত্মা
স্কন্দ, দেবগণের এই প্রস্তাবে “তাহাই হউক” বলিয়া
অনুমোদন করিলেন । পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই
রণস্থলে হৃষ্টচিত্তে সুবর্ণনির্ম্মিত সমুজ্জ্বল উত্তম স্তম্ভ
প্রোথিত করিলেন । তাহার চতুর্দিকে কতখানি
স্বাক্ষর-মুক্তাদি দ্বারা ভূষিত করিলেন । সেখানে
অঙ্গুরাণী তখন দশবিধ নৃত্য করিতে লাগিল ।

ননুতুস্তত্র স্বয়ং বিষ্ণুশ্চ বাদকঃ ॥ ৮ ॥ পেতু-
খাৎ পুষ্পবর্ষাণি দেববাদ্যানি সমুদ্রুঃ । এবং স্তম্ভঃ
সমারোপ্য জয়াখ্যং বিধনন্দকঃ ॥ ৯ ॥ স্তম্ভেশ্বরস্ততো
দেবঃ স্থাপিতস্তাক্ষসুতুনা । বিরিকিপ্রমুখৈর্দেবৈর্জাতা-
নন্দৈঃ সমং তদা । হরিহরাদিতাযুজৈস্তৈঃ সৈশ্চৈর্মুনি-
গণৈরপি ॥ ১০ ॥ তদৈশ্চ ব পশ্চিমে ভাগে শক্র্যাগ্রেণ
মহাত্মনা ॥ ১১ ॥ গুহেন নির্ম্মিতঃ কূপো গঙ্গা তত্র
তলোদ্ভবা । মাঘশ্চ চ চতুর্দশাং কৃষ্ণায়াং পিতৃতর্পণম্ ॥
১২ ॥ কূপে গ্নানং নরঃ কৃষ্ণা তক্ত্যা যঃ পাণ্ডুনন্দন ।
গয়াশ্রাদ্ধেন যৎ পুণ্যং তৎ ফলং লভতে ক্ষুটম্ ॥
১৩ ॥ স্তম্ভেশ্বরঃ ততো দেবঃ গন্ধপুষ্পৈঃ
প্রপূজয়েৎ । বাজপেয়ফলং প্রাপ্য মোদতে
রুদ্রসদ্যনি ॥ ১৪ ॥ পৌর্ণমাস্যামমাবাস্তাং মহীসাগর-
সঙ্গমে । শ্রাদ্ধং কৃৎস্বা চ যোহভার্চেৎ স্তম্ভেশ্বর-
মকল্মষঃ ॥ ১৫ ॥ পিতরস্তস্ম তৃপ্যন্তি তৃপ্তা যচ্ছন্তি
চাশিষঃ । স ভিষ্মা সর্ষপাপানি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥
১৬ ॥ ইত্যাহ ভগবান রুদ্রঃ স্কন্দস্য প্রীতয়ে পুরা ।

মাতৃগণ ও আনন্দিত মনে সেখানে মঙ্গলগান করিতে
লাগিলেন । ইন্দ্রাদি দেবগণ ও নৃত্য করিতে লাগি-
লেন । বিষ্ণু বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন । আকাশ
হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । দেব-দুন্দুভি
সকল ও বাদিত হইয়া উঠিল । ত্রিলোচননন্দন গুহ
সেখানে এইরূপ বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করিয়া পরে
তত্পরি হর, হরি, ব্রহ্মা, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, মুনিগণাদি-
সহ বিশ্বের আনন্দদায়ক স্তম্ভেশ্বর নামক লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিলেন ১১—১০১ মহাত্মা স্কন্দ সেই স্তম্ভে-
শ্বরের পশ্চিমভাগে শক্তিপ্রহার দ্বারা একটি কূপ খনন
করিলেন । সেই কূপে পাতাল হইতে গঙ্গা উঠিয়া
অধিষ্ঠান করিলেন । হে পাণ্ডুনন্দন ! মাঘমাসের
কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে মানব যদি ভক্তিসহকারে সেই
কূপে গ্নান করিয়া পিতৃতর্পণ করে, তবে গয়াশ্রাদ্ধের
তুল্য ফল প্রাপ্ত হয় । ইহাতে সন্দেহ নাই । পরে
স্তম্ভেশ্বর দেবকে গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা করিতে
হয় ; তাহাতে মানব বাজপেয়-ফললাভ করিয়া রুদ্র-
লোকে সানন্দে বিহার করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি
পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথিতে মহীসাগরসঙ্গমে গ্নান
করিয়া নিষ্পাপ-দেহে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানান্তে স্তম্ভেশ্বরের
অর্চনা করে, তদীয় পিতৃগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া
তাহাকে বিবিধ আশীর্বাদ দান করেন ; সে সর্ষপাপে
মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে সসন্মানে বাস করিতে পারে ।
পুরাকালে স্কন্দের প্রীতি-উদ্দেশে ভগবান রুদ্র এই

এবমেষ চতুর্থঃ চ স্থাপিতঃ লিঙ্গমুত্তমঃ ॥ ১৭ ॥

প্রলম্বদেবতাঃ সর্বে সাধুসাধিতাঃ তে জগতঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শুভেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । এবং দৃষ্ট্বা কিতৌ তানি লিঙ্গানি
হরসুহৃদা । হরিত্রকেন্দ্রপ্রমুখা দেবতাঃ প্রোচুঃ
পরস্পরম্ ॥ ১ ॥ অহো ধন্তঃ কুমারোহয়ং মহী-
সাগরসঙ্গমে । যেন চহারি লিঙ্গানি স্থাপিতানি
সুহৃদভে ॥ ২ ॥ বয়মপ্যত্র শুদ্ধার্থং তোষার্থং স্কন্দ-
কৃদ্রয়োঃ । সাধার্থে চাত্বলাভায় কুর্শ্যো লিঙ্গপরস্পরাম্ ॥
৩ ॥ অথবা কোটিশো দেবা মুনয়ো নৈব সঙ্খ্যায়া ।
সর্বে চেৎ স্থাপয়িষ্যন্তি লিঙ্গাশ্চত্ৰ মহীতটে ॥ ৪ ॥ পূজা
তেষাং কথং ভাবি বহুহাচ্ছাত্র পঠাতে । যন্ত রাষ্ট্রে
রুদ্রলিঙ্গং পূজ্যতে নৈব শক্তিতঃ ॥ ৫ ॥ তস্য সৌদতি
তদ্রাষ্ট্রং হুর্ভিকব্যাদিতকরৈঃ । সমুদ্র স্থাপয়িষ্যামো

কথা বলিয়াছেন । এইভাবেই সেখানে চতুর্থ লিঙ্গ-
টীও স্থাপিত হইয়াছে । দেবগণ সকলেই সেই
উত্তম লিঙ্গটীকে তখন প্রণাম করিয়া সাধুবাদ করিতে
লাগিলেন । ১১—১৮ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—হরনন্দন কর্তৃক ভূতলে এই-
রূপে প্রতিষ্ঠিত সেই সকল লিঙ্গ দেখিয়া হরি ব্রহ্মা
ইন্দ্রাদি দেবগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে,
অহো ! যিনি সুহৃদভ মহীসাগরসঙ্গমে চারিটী লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই এই কুমার ধন্ত ! আমরাও
আত্মবিগুদ্ধি, শ্রেয়োলাভ এবং কুমার ও রুদ্রের
সন্তোষসাধনার্থ এই স্থানে লিঙ্গ সকল প্রতিষ্ঠা
করিব ; অথবা আমরা বহুকোটি দেবতা ও মুনীগণ
প্রত্যেকে যদি এক একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করি, তবে
সেই সমস্ত লিঙ্গের পূজা করিবে কে ? কি প্রকারে
তাঁহাদিগের পূজা নির্বাহ হইবে ? অথচ শাস্ত্রে এই-
রূপ পাঠিত হইয়া থাকে যে, যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত
শিবলিঙ্গ শক্ত্যরূপ পূজা প্রাপ্ত না হয়, হুর্ভিক,
ব্যর্থ ও তদ্বৎ দ্বারা তাহার সেই রাজ্য উৎসন্ন

লিঙ্গমেকং ততঃ শুভম্ ॥ ৬ ॥ ইতি কথ্য মাতিঃ
সর্বে প্রাপ্যামুজ্ঞাঃ মহেশ্বরাঃ । প্রহরিতা শুভেশ্বর
হরিত্রকমুখাঃ সুরাঃ ॥ ৭ ॥ ভূমিভাগঃ শুভঃ স্বীকৃত্য
বিজনে লিঙ্গমুত্তমম্ । স্থাপয়ামাসুরথ তে স্বয়ং ব্রহ্ম-
বিনির্মিতম্ ॥ ৮ ॥ সিদ্ধার্থে স্থাপিতঃ যশ্মাদেবৈ-
ব্রহ্মাদিভিঃ স্বয়ম্ । সিদ্ধেশ্বরমিতি প্রাহ নাম লিঙ্গম্
বৈ শুভঃ ॥ ৯ ॥ সর্বেদেবৈস্তত্র লিঙ্গে স্থানিতং
সর উত্তমম্ । সর্বতীর্থোদকৈঃ শুভৈঃ পরিতক
মহাত্মভিঃ ॥ ১০ ॥ এতদ্বিত্তস্তরে পার্থ পাতালাচ্ছব-
নন্দনঃ । কুমুদো নাম আগত্য প্রাহ শেবাহিপন্নগান্ ॥
১১ ॥ অশ্বিন্তারকযুদ্ধে তু প্রলম্বো নাম দানবঃ ।
পলায়িত্বা স্কন্দভীত্যা পাপঃ পাতালমাভিশং ॥ ১২ ॥
স বো বহুনি পুত্রাশ্চ ভাৰ্যাঃ কন্যা গৃহাণি চ ।
বিশ্বঃ সযতি নাগেন্দ্রাঃ শীঘ্রং ধাবত ধাবত ॥ ১৩ ॥
শেবান্নজন্ত তদ্যকং কুমুদস্য নিশম্য তে । শুভ-
শুকনোপূর্ণাগেন্দ্রা যাম যামেতিবাদিনঃ ॥ ১৪ ॥ তান্নি-
বার্য্য ততঃ স্কন্দঃ ক্রুদ্ধঃ শক্তিমধাদদে । পাতালায়

হইয়া যায় । অতএব আমরা সকলে মিলিয়া একটী
উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করি । ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণ
এইরূপ স্থির করিয়া মহেশ্বরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করি-
লেন । পরে তাঁহারা কুমারের সহিত একটী মনো-
রম বিজন স্থান নির্ণয় করিয়া সেখানে একটী অত্যুত্তম
লিঙ্গ স্থাপন করিলেন । সেই লিঙ্গ স্বয়ং ব্রহ্মা নির্মাণ
করেন । সিদ্ধার্থ অর্থাৎ সকল-মনোরথ দেবগণ
লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কুমার সেই লিঙ্গের
নাম রাখিলেন—সিদ্ধেশ্বর । মহাত্মা দেবগণ সেখানে
একটী উত্তম সরোবরও খনন করিলেন এবং তাহা
সর্বতীর্থোদক দ্বারা পরিপূরিত করিলেন । ১—১০ ।
হে পার্থ ! এই সময়ে পাতাল হইতে বাহুকিনন্দন
কুমুদনাগ সেখানে আসিয়া শেব-প্রমুখ
সর্গগণকে কহিল যে, প্রলম্ব নামক পাপিষ্ঠ দানব
এই তারকাসুর-যুদ্ধে স্কন্দের ভয়ে পলায়ন
করিয়া পাতালে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে ।
এ নাগেন্দ্রগণ ! সেই দানব আপনাদিগের ধন,
ভাৰ্যা, পুত্র, কন্যা, গৃহ,—সমস্তই বিধ্বস্ত করিয়া
ফেলিল । অতএব আপনারা শীঘ্র চলুন, শীঘ্র
চলুন । শেবনন্দন কুমুদের সেই কথা শুনিয়া
নাগেন্দ্রগণ “যাই, যাই,” বলিয়া সকলেই যাইবার
জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । স্কন্দ তখন তাঁহা-
দিগকে নিবারণ করিয়া কহুচিহ্নে শক্তি গ্রহণপূর্বক

মুমোচাৎ প্রোচ্য দৈত্যৈঃ নিহততাম্ ॥ ১৫ ॥
 ততঃ কন্দভুজোৎসৃষ্টা ভুবঃ নির্ভীত্যা বেগতঃ ।
 প্রবিষ্টা সহসা শক্তির্থা দৈবঃ নরঃ প্রতি ॥ ১৬ ॥
 সা তং হৃদা প্রলম্ব্য কোটিভির্দশভির্ভূতম্ । নন্দ-
 রিহাগতা নাগান্ জলকল্লোলপূক্ষিকা ॥ ১৭ ॥
 যাক্ষ্যামি শক্ত্যা তয়া পার্থ যৎ কৃতং বিবরং ভুবি ।
 পাতালগঙ্গাতোয়েন পুরিতং পাপহারিণা ॥ ১৮ ॥ তন্তু
 নাম দদৌ কন্দঃ সিদ্ধকূপ ইতি স্মৃতঃ । কৃষ্ণাষ্টম্যাং
 চতুর্দশ্যুপবাসী নরঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥ স্নাহা কূপে-
 হর্চয়েদীশঃ সিদ্ধেশ্বরমমৃতধীঃ । প্রভূতভবসমুদ-
 পাপং তন্তু বিলীয়তে ॥ ২০ ॥ সিদ্ধকুণ্ডে চ যঃ
 স্নাহা শ্রদ্ধাং কুর্ধ্যাদিচক্ষণঃ । সর্বকল্মষনির্মুক্তো
 ভক্তিসোযোগ্য ভবে ভবেৎ ॥ ২১ ॥ বটশাপ্যক্ষয়-
 স্তন্তু তুষ্টো রুদ্রো বরং দদৌ । প্রয়াগবটতুলোহয়-
 মেতৎ সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ অত্রাগত্য মহাভাগ
 শ্রদ্ধাং কুর্ধ্যাৎ সুভক্তিতঃ । পিতৃণামক্ষয়ং তচ্চ
 সর্বেষাং পিণ্ডপাতনম্ ॥ ২৩ ॥ ততো ব্রহ্মাদয়ো
 দেবাঃ স্বন্দেন সহিতাস্তদা । সিদ্ধাদিকাং মহাশক্তিং

“প্রলম্ব দানব নিহত হউক” বলিয়া পাতালের দিকে
 নিক্ষেপ করিলেন। কন্দভুজবিমুক্তা সেই শক্তি,
 প্রবল দৈব যেমন মনুষ্যের প্রতি ধাবিত হয়,
 তদ্রূপ সবেগে ছুতল ভেদ করিয়া চলিল এবং
 দশকোটি সৈন্যসমন্বিত প্রলম্ব দানবকে হত্যা
 করিয়া নাগগণের আনন্দ বিধানপূর্বক জল-
 কল্লোলের সহিত পুনরায় স্বন্দের নিকট প্রত্যা-
 গমন করিল। হে পার্থ! সেই শক্তি দ্বারা যে
 বিবর হইয়াছিল, তদ্বারা পাপহারী পাতাল-গঙ্গা-
 জল সমুখিত হইয়া সেই ছিদ্রে পূর্ণ করিয়া ফেলিল।
 কন্দ তাহার নাম রাখিলেন—সিদ্ধকূপ। যে মানব
 কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী বা অষ্টমী তিথিতে উপবাসী
 থাকিয়া উক্ত কূপে স্নানান্তে অনন্তমানসে সিদ্ধেশ্বর
 মহেশ্বরকে অর্চনা করে, তাহার সমস্ত সংসার-
 তাপ নিবারিত হয়। ১১—২০। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি
 সিদ্ধকুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রদ্ধাশ্রুতান করে, সে সমস্ত
 পাপমুক্ত হইয়া মহেশ্বরে পরম ভক্তিসম্পন্ন হয়।
 তদ্রূপ বটবৃক্ষকেও মহেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া বর
 দান করিয়াছিলেন যে, এই বটবৃক্ষও প্রয়াগের
 বটবৃক্ষের স্থায় অক্ষয় হইবে। এ বিষয়ে সংশয়
 নাই। যে মহাভাগ মানব এখানে আসিয়া ভক্তি-
 সহকারে শ্রদ্ধাশ্রুতান করে, তৎপ্রদত্ত পিণ্ড সকল
 পিতৃগণের অক্ষয় ভূখিজনক হইয়া থাকে। তার

প্রার্থয়ামানুরীক্ষরৌ ॥ ২৪ ॥ স্ব্যাবিষ্টৌ হি ভগবান্
 মৎস্করণী জনাৰ্দ্দনঃ । জগদ্ধকারণার্থী চক্রে কক্ষা-
 নানেকশঃ ॥ ২৫ ॥ ইতি তাং প্রার্থয়ামানুরত ত্যাজ্যং ন
 তে শুভে । অত্র হিতাঃ সর্ব ইমে ক্ষেত্রপালা মহা-
 বলাঃ ॥ ২৬ ॥ অষ্টম্যাং বা চতুর্দশ্যাং বলিপূষ্পে চ
 শুভে । যে পূজয়ান্তি তে পাল্যাঃ সর্বা পশু স্ব্যা
 সদা ॥ ২৭ ॥ এবমুক্তা সিদ্ধমাতা তথোতি প্রত্যপদ্যত ।
 স্থাপয়ামানুরথ তাং লিঙ্গাত্তরভাগতঃ ॥ ২৮ ॥ ততঃ
 ক্ষেত্রপতীন্ দেবান্ চতুষষ্টিং মহেশ্বরম্ । সিদ্ধেশ্ব-
 নাম ক্ষেত্রস্ত রক্ষার্থং নিদধুঃ স্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥ তঞ্চ
 যে পূজয়িষ্যন্তি কার্য্যারম্ভে সর্বদা । বর্ষে বর্ষে
 রাজমাবলিনা চ বিশেষতঃ । তানসৌ পালয়ে-
 ত্তুঃ পিতা লোকানিব স্বকান্ ॥ ৩০ ॥ ততঃ সিদ্ধি-
 কৃতে দেবাস্তত্র সিদ্ধিবিদায়কম্ ॥ ৩১ ॥ কপর্দিতনয়ং
 প্রার্থ্য স্থাপয়াক্ষক্রে মুদা । তঞ্চ যে পূজয়ন্ত্যত্র
 কার্য্যারম্ভে সর্বদা ॥ ৩২ ॥ তেষাং সিদ্ধিং দদা-
 ত্যেয প্রবলো বিঘ্নরাডুভবঃ । যদ্যত্র পূজয়েদ্যন্ত
 সততং সিদ্ধসম্পদম্ ॥ ৩৩ ॥ পশ্চেদ্বা স্মরতে বাপি
 সর্বদোষৈর্বিমুচ্যতে । সিদ্ধেশ্বরঃ সিদ্ধবটশ্চ সাক্ষাৎ

পর ব্রহ্মাদি দেবগণ কুমারের সহিত মহাশক্তি
 ঐশ্বরী সিদ্ধাধিকার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে,
 শুভে! জনাৰ্দ্দন আপনা কর্তৃক আবিষ্ট হইয়া
 জগতের উদ্ধারসাধনার্থ মৎস্কাদি নানারূপ ধারণ
 করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আপনি এ স্থান
 পরিত্যাগ করিবেন না। এখানে এই সমস্ত মহা-
 বল ক্ষেত্রপালগণও সতত অবস্থান করিবেন।
 শুভে! যাহারা অষ্টমী বা চতুর্দশীতে বলি পুষ্পাদি
 দ্বারা আপনাকে পূজা করিবে, আপনি তাহাদিগকে
 সমস্ত আপদে সতত রক্ষা করিবেন। এই কথা
 শুনিয়া সিদ্ধাধিকা “তথাস্থ” বলিয়া সেই কথার
 অনুমোদন করিলেন। তারপর দেবগণ তাঁহাকে
 লিঙ্গের উত্তর দিকে স্থাপন করিলেন। অনন্তর
 দেবগণ সেই ক্ষেত্রের রক্ষাবিধানার্থ চতুষষ্টি
 ক্ষেত্রপতির প্রতিষ্ঠা করিয়া সিদ্ধেশ্বর নামক এক
 শিবপ্রতিষ্ঠা করিলেন। হে অর্জুন! যাহারা তাঁহাকে
 প্রতিবৎসর পূজা করে, বিশেষতঃ রাজমাব দ্বারা
 বলি প্রদান করে, তিনি তাঁহাদিগকে পিতার স্থায়
 প্রতিপালন করেন। ২১—৩০। অস্তঃপন্ন দেবগণ
 নিম্নবর্ণিত অষ্টাষ্ট কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত শিবনন্দন
 গণেশকেও প্রার্থনা করিয়া সামান্য সিদ্ধিবিদায়ক
 নামে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখানে যাহারা

সিদ্ধাহিকা সিদ্ধবিনায়কঃ। সিদ্ধেশ্বরেজ্যধিপতিঃ
সিদ্ধসরস্বতী সিদ্ধকূপঃ সপ্ত ॥ ৩৫ ॥ অত্র তুষ্টি
দলৌ রুদ্রঃ সুরাণাং দুর্লভান্ বরান্। বৈশাখমাস-
স্ফটিকায়াং কৃষ্ণায়াং সিদ্ধকূপকে ॥ ৩৬ ॥ স্নান
পিণ্ডান্ বটে কৃৎস্না পূজয়ন্ মাঞ্চ সিদ্ধতাক্। সদা
বোহত্যর্চয়েন্মাঞ্চ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
অষ্টাবিষ্টকরা নিত্যং ভবেয়ুস্তস্য সিদ্ধয়ঃ। মন্ত্রজাপ্য-
বলিং হোমমত্ৰ যঃ কুরুতে নরঃ ॥ ৩৮ ॥ একচিন্তঃ
শুচির্ভূত্বা সোহতীষ্টাং সিদ্ধিমাণুয়াৎ। সমাহিত-
মনাচ্চাখ সিদ্ধেশং যচ্চ পশুতি ॥ ৩৯ ॥ তস্য সিদ্ধি-
র্ভবত্যেব বিদ্বৈর্যদি ন হন্ততে। সিদ্ধাহিকা মহা-
দেবী হুত্র সন্নিহিতাস্তি যা ॥ ৪০ ॥ সিদ্ধিদা সাধ-
কেন্দ্রাণাং মহাবিদ্যাং জপন্তি যে। ধীরেভ্যো ব্রহ্ম-
চারিত্যঃ সত্যচিত্তেভ্য এব চ ॥ ৪১ ॥ মন্ত্রজাপাদ-
দাতোবা সর্বসিদ্ধীর্থথেষ্পিতাঃ। পাতালস্ত বিলং
চৈতদ্ গুহ্যশক্ত্যা কৃতং মহৎ ॥ ৪২ ॥ সিদ্ধাহিকা-

কার্য্যারম্ভে তাঁহাকে পূজা করে, প্রবল বিশ্বনাথক
তাহাদিগকে নির্ঝিষে সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।
এখানে সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধবট, সিদ্ধাহিকা, সিদ্ধবিনায়ক,
ক্ষেত্রপতি সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধ সরোবর এবং সিদ্ধকূপ,—
এই সপ্তসিদ্ধের অর্চনা, স্মরণ বা দর্শন করিলে
মানব সর্বদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। রুদ্র-
দেব তুষ্ট হইয়া দেবগণকে এই বর প্রদান করিয়া-
ছিলেন যে, বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে
সিদ্ধকূপে স্নান করিয়া সিদ্ধবটমূলে পিণ্ডদানান্তে
আমাকে (সিদ্ধেশ্বরকে) পূজা করিলে মানব সিদ্ধি-
ভাজন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ও
ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন হইয়া আমাকে সদা পূজা করে, অষ্ট-
সিদ্ধি তাহার নিয়ত ইষ্টসাধক হয়। যে নর
এখানে একমনে শুচিভাবে মন্ত্র জপ, বলি ও
হোমসম্পন্ন করে, সে অভিমত সিদ্ধিলাভ করিয়া
থাকে। আর সমাহিতচিত্তে যে ব্যক্তি সিদ্ধেশ্বকে
দর্শন করে, তাহার অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হয়;—যদি
বিস্ময়ে অভিভূত না হয়। এখানে সিদ্ধাহিকা দেবী,
নিয়ত সন্নিহিতা, তৎসমক্ষে যাহারা মহাবিদ্যা জপ
করে, তিনি সেই সকল শ্রেষ্ঠ সাধকগণকে অভি-
মত সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। তিনি ধীর,
ব্রহ্মচারী, সত্যাসক্ত মানবকে মন্ত্রজপকলে বাঞ্ছিত
সিদ্ধি প্রদান করেন। শঙ্কর বলিয়াছিলেন যে
হে সুরগণ! কুমারের শক্তিপ্রহারে এই যে
পাতাল পর্যন্ত গভীর গর্ভ জন্মিয়াছে, এখানে

প্রসাদেন বিরুদ্ধেত্রপয়োর্মম। প্রত্যক্ষং ভবিতা যত্র
নানার্চ্য্যাণি ভূয়িশঃ ॥ ৪৩ ॥ অত্র সিদ্ধিঃ প্রযাত্তি
কোটিশঃ পুরুষাঃ সুরাঃ। বিদ্যাধরহং কেবলং
গন্ধর্ব্বহং নাগতা ॥ ৪৪ ॥ যক্ষহং চামরহং
প্রাপ্যন্ত্যত্র চ সাধকাঃ। অত্র বৈ বিজয়ো নাম
হৃদিলস্ত প্রভাবতঃ ॥ ৪৫ ॥ সিদ্ধাহিকাঃ সমারাধ্য
সিদ্ধিমাণ্যাতি দুর্লভাম্। যো মাং ভজ্যতি চাত্মনঃ যচ্চ
মাং পূজয়িষ্যতি। বাদপ্রচারতো বাপি পুণ্যবাপ্তি-
র্ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ নারদ উবাচ। জ্যৈষ্ঠেণ বরেশ্বেবং
দত্তেষপি সুরোত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥ প্রহৃষ্টাঃ সমপদ্যন্ত গাথা-
ক্ষেমাং জগুস্তদা। তেন যজ্ঞৈর্জপৈঃ স্তোত্রৈস্তপোভি-
স্তোষিতা বয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ সর্বৈ দেবাঃ সিদ্ধিনিজঃ
যো নরঃ পূজয়িষ্যতি। সর্বকামফলাবাপ্তিরিত্যেবং
শঙ্করোহব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥ ইত্যুক্তা তে জয়ং প্রাপ্তাঃ
কন্দেন সহিতাঃ সুরাঃ। কারায্য রম্যপ্রাসাদান্
রম্যোস্তারকসম্ভবৈঃ ॥ ৫০ ॥ চতুর্গর্গফলাবাপ্তিং দদ্বা
ক্ষেত্রস্ত সংযযুঃ। কেচিৎ স্বন্দং প্রশংসন্তস্তীর্থমন্ত্রে
হরিং পরে ॥ ৫১ ॥ কেচিৎসিদ্ধানি পঞ্চাপি যুদ্ধং কেচিদ্দিবং

বিবিধাকার অনেকানেক আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ-
গোচর হইবে। এখানে সিদ্ধাহিকা, বিশ্বপতি,
ক্ষেত্রপতি এবং আমার (সিদ্ধেশ্বরের) প্রসাদে
কোটি কোটি পুরুষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এখানে
সাধকগণ বিদ, বরহ, দেবহ, গন্ধর্ব্বহ, নাগহ,
যক্ষহ ও অমরহ প্রাপ্ত হইবে। এখানে বিজয়
নামক কোন সাধক সিদ্ধাহিকার আরাধনা করিয়া
দুর্লভ সিদ্ধি লাভ করবে। এখানে আসিয়া যদি
কেহ আমাকে দেখে, কিম্বা পূজা করে, অথবা
আমার সমক্ষে কথোপকথন করে, তাহা হইলেও
সেই ব্যক্তি পুণ্যভাজন হইবে। নারদ কহিলেন,—
ত্রিলোচন এই সমস্ত বর দান করিলে সুরগণ
সকলেই অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া এই গাথা গান করিয়া-
ছিলেন যে, যে নর এই সিদ্ধ লিঙ্গকে পূজা করিবে,
তৎকর্তৃক আমরা যজ্ঞ, জপ, স্তুতি ও তপস্শাচরণের
শ্রায় সম্ভোষিত হইবে। এই লিঙ্গের অর্চনায়
সর্বকামফল লাভ হয়। এ কথা শঙ্করই বলিয়া-
ছেন। ৩১—৪৯। বিজয়ী সুরগণ এই বলিয়া
কন্দের সহিত সেই স্থলে তারকাসুরসমাহৃত
বিবিধ রম্য দেব্যসঞ্চয় দ্বারা সুরময় কতগুলি
প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করাইলেন। পরে সেই ক্ষেত্রকে
বরদানে চতুর্গর্গফলদায়ক করিয়া প্রদান করিলেন।
তাঁহারা কেহ কেহ কন্দের, কেহ সেই তীর্থের, কেহ

যযুঃ। ততোহস্তরিক্ষে চালিঙ্গ্য মহাসেনঃ হরো-
হব্রবীৎ ॥ ৫২ ॥ সপ্তমে মাকুতকক্ষে বস নিত্যং
প্রিয়ায়জ। কার্যোষহং ত্বয়া পুত্র সম্প্রষ্টব্যঃ সদৈব
হি ॥ ৫৩ ॥ দর্শনান্মম ভক্ত্যা চ শ্রেয়ঃ পর-
মবাপ্স্যসি। স্তম্ভতীরে চ বৎসেহহং ন বিমোক্ষ্যামি
কহিচিৎ ॥ ৫৪ ॥ ইত্যুক্তা বিসমর্জজনং পরিষজ্য
মহেশ্বরঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুমুখাংশৈব ভক্ত্যা তৈরভি-
নন্দিতঃ ॥ ৫৫ ॥ বিসর্জিতাঃ সুরা জঘুঃ স্থানিস্থানাল-
য়ানি চ। শর্কো জগাম কৈলাসং স্বকঃ বৈ সপ্তমং
গুহঃ ॥ ৫৬ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং পার্থ লিঙ্গপঞ্চ-
সম্ভবম্। যঃ পঠেৎ স্বক্সস্বক্সাং কথ্যং মর্ত্যো
মহামতিঃ ॥ ৫৭ ॥ শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েছাপি স ভবেৎ
কীর্তিমান্নরঃ। বহ্নায়ুঃ সূভগঃ শ্রীমান্ কান্তিমান্
শুভদর্শনঃ ॥ ৫৮ ॥ ভূতেভ্যো নির্ভয়শ্চাপি সর্ব-
ভুতঃ খবিবর্জিতঃ। শুচিভূত্বা পুমান্ যশ্চ কুমারেণ-
সমীধৌ ॥ ৫৯ ॥ শৃণুয়াৎ স্বক্সচরিতং মহাধনপতি-
ভবেৎ। বালানাং ব্যাধিহৃষ্টানাং রাজদ্বারোপ-

পঞ্চলিঙ্গের, কেহ যুদ্ধের এবং কেহ বা বিষ্ণুর
প্রশংসা করিতে করিতে স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।
অতঃপর শঙ্কর অন্তরীক্ষ পথে যাইতে যাইতে
প্রিয়পুত্র কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—
হে পুত্র! তুমি সপ্তম বায়ুস্কন্ধে সতত বাস কর।
কার্যোপলক্ষে সকল সময়েই আমাকে জ্ঞাতব্য
বিষয় জিজ্ঞাসা করিও। তুমি আমার দর্শনে ও
ভক্তিতে পরম মঙ্গল লাভ করিবে। আমি স্তম্ভ-
তীরে বাস করিব; কদাচ উহা পরিত্যাগ বি-
ব না। মহেশ্বর এই কথা বলিয়া গুহকে আলিঙ্গন-
পূর্বক বিদায় দিলেন। পরে প্রজাপতি বিষ্ণুপ্রথ
দেবগণকেই সাঙ্গুরাগে অভিনন্দন সহকারে বিদায়
দিয়া স্বয়ং কৈলাসে প্রস্থান করিলেন। দেবগণও
স্ব স্ব স্থানে এবং স্বক্সও সপ্তম বায়ুস্কন্ধে গমন
করিলেন। হে পার্থ! এই আমি তোমার নিকট
পঞ্চলিঙ্গের বিবরণ বর্ণন করিলাম। যে মানব
স্বক্সস্বক্সিনী এই পুণ্যকথা পাঠ করে কিছা শ্রবণ
করে, অথবা অশ্রুকে শ্রবণ করায়, সে মহামতি,
কীর্তিমান্, কান্তিমান্, রূপবান্ ও শুভদর্শন হয়।
ভূতগণ হইতে তাহার কোন ভয় থাকে না। সে
কোন ভুত ভোগ করে না। যে মানব কুমারেণ
সমীপে শুচি হইয়া এই স্বক্সচরিত শ্রবণ করে,
সে অতীব ধনবান্ হয়। ইহা পাঠে রোগান্ত

সেবিনাম্ ॥ ৬০ ॥ ইদং তৎ পরমং স্বক্সং সর্বদৌষ-
হরং সদা। তদ্বক্ষ্যে চ সাযুজ্যং বগ্নুথস্ত ব্রজেন্নরঃ ॥
৬১ ॥ বরমেনং দহুর্দেবাঃ স্বক্সস্তাথ গতা দিবম্ ॥ ৬২ ॥
ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে পঞ্চলিঙ্গোপাখ্যানসমাপ্তি-
বর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ। বর্করীতীর্থমাহাত্ম্যমথো
বক্ষ্যামি তেহর্জুন। যথা বর্করিকা জাতা শতশৃঙ্গা
নৃপায়জা ॥ ১ ॥ কুমারিকেতি বিখ্যাতা তস্তা নান্না
প্রকথ্যতে। ইদং কোমারিকাখণ্ডং চতুর্ভুগলপ্রদম্ ॥
২ ॥ যয়া কৃতা পৃথিব্যাঞ্চ নানাগ্রামাদিকল্পনা। ইদং
ভরতখণ্ডঞ্চ যয়া সমাক্ষ প্রকল্পিতম্ ॥ ৩ ॥ ধনঞ্জয়
উবাচ। মহদেতন্মমার্চ্যং শ্রোতব্যং পরমং মুনে।
কুমারীচরিতং সর্বং ক্রহি মহং সবিস্তরম্ ॥ ৪ ॥
কথং বিশ্বমিদং জাতং কন্মজাতিপ্রকল্পিতম্। কথং

বালক ও রাজদ্বারাভিযুক্ত জনগণের পরম শান্তি
লাভ হয়। মানব ইহার প্রসাদে লোক-সমাজে
ধন্য হয়; দেহান্তে স্বক্সের সাযুজ্য লাভ করিয়া
থাকে। দেবগণ স্বক্সকে এই বর দান করিয়া
স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৫০—৬২।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

নারদ কহিলেন,—হে অর্জুন! অতঃপর
তোমার নিকট বর্করী তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন
করিব। সেই নৃপনন্দিনী বর্করিকা শতশৃঙ্গা নামে
বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহারই নামে এই ভূখণ্ড
কুমারিকাখণ্ড নামে খ্যাত লাভ করিয়াছে।
এই কোমারিকাখণ্ড চতুর্ভুগলদায়ক। তিনি এই
পৃথিবীতে নানা পুরগ্রামাদি কল্পিত করিয়াছেন,
এই ভরতখণ্ডও তাহারই কল্পিত। অর্জুন কহি-
লেন,—হে মুনিবর! এই আশ্চর্য উপাখ্যান আমার
শ্রোতব্যই বটে। আপনি আমার নিকট সমগ্র কুমারী-
চরিত সবিস্তরে বর্ণন করুন। ১—৪। এই জগতের
কি প্রকারে সৃষ্টি হইয়াছে, আর কি প্রকারেই বা
ভরতখণ্ডের প্রসিদ্ধি হইয়াছে? এই ভূতলে
জাতিকন্মদিরই বা কি প্রকারে কল্পনা হইয়াছে?

বা ভারতঃ খণ্ডঃ শুভম্বেয় সদা মম ॥ ৫ ॥ নারদ
উবাচ । অব্যক্তেহ্মিন্নিরালোকে প্রধানপুরুষা-
বৃত্তৌ । অজৌ সমাগতাবেকৌ কেবলঃ শৃগুমো
বয়ম্ ॥ ৬ ॥ ততঃ স্বভাবকালভ্যাং স্বরূপভ্যাং
সমীকৃতম্ । ঈক্ষণেনৈব প্রকৃতের্মহত্ত্বমজায়ত ॥ ৭ ॥
মহত্ত্বাধিকুর্বাণাদহস্তঃ ব্যজায়ত । ত্রিধা তন্মু-
নিতিঃ প্রোক্তাঃ সত্ত্বরাজসতামসম্ ॥ ৮ ॥ তামসাং পঞ্চ
জাতানি তন্মাত্রাণি বিহবুধাঃ । তন্মাত্রৈভ্যশ্চ
ভূতানি শিশেবাঃ পঞ্চ তন্ত্বাঃ ॥ ৯ ॥ সাত্ত্বিকা-
চ্চাপ্যহঙ্কারাদ্বিক্রি কর্মেন্দ্রিয়াণি চ । একাদশাঃ
মনশ্চৈব রাজসঞ্চ দ্বয়োবিভূঃ ॥ ১০ ॥ চতুर्वিংশতি-
তত্ত্বানি জাতানীতি পুরা বিদ্বাঃ । সদাশিবেন বৈ
পুংসাতানি দৃষ্টানি ভারত ॥ ১১ ॥ বৃদ্ধবৃদ্ধাকারতাং
জঘ্মুরণ্ডঃ জাতং ততঃ শুভম্ । শতকোটিপ্রমাণঞ্চ
ব্রহ্মাণ্ডমিদমুচ্যতে ॥ ১২ ॥ আত্মাশ্চ কথিতো ব্রহ্মা
বাতজ্জং স ত্রিধা হ্রিদম্ । উর্দ্ধং তত্র স্থিতা দেবা
মধ্যে চৈব চ মানবাঃ ॥ ১৩ ॥ নাগা দৈত্যাস্চ
পাতালে ত্রিধৈতৎ পরিকল্পিতম্ । একৈকং সপ্তধা

এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে আমার সতত অভিলাষ ।
নারদ কহিলেন,—আমরা শুনিয়াছি যে, পূর্বে এই
সমস্তই অব্যক্ত অঙ্ককারময় ছিল ; কেবল মাত্র
স্বভাব-কালরূপী একাত্মক প্রকৃতি পুরুষ বিদ্যমান
ছিলেন । তখন প্রকৃতির দৃষ্টবশেই মহত্ত্বের উৎ-
পত্তি হয় । সেই মহত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইলে সাত্ত্বিক
রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কারতত্ত্ব জন্মে ।
মুনিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন । তামস অহঙ্কার
হইতে পঞ্চ তন্মাত্র এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ
বিশেষ ভূত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে । সুধীগণ ইহা
জ্ঞাত আছেন । সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ
জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ কর্মে-
ন্দ্রিয়ার উৎপত্তি হয় । আর মন সাত্ত্বিক রাজস
উভয় অহঙ্কারের সম্মিলনে সমুৎপন্ন । হে ভারত !
এক মাত্র সদাশিবই এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমুৎ-
পত্তি দর্শন করিয়াছেন । প্রথমতঃ উহার বৃদ্ধ-
বৃদ্ধাকার ধারণ করে, পরে অণুকারে পরিণত
হয় ; উহার পরিমাণ শতকোটি যোজন, উহাই
ব্রহ্মাণ্ডপদবাচ্য । উহার আত্মাই ব্রহ্মা । তিনি সেই
ব্রহ্মাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, সেই তিন
ভাগের উর্দ্ধভাগে দেবগণ, মধ্যভাগে মানবগণ
আর নিম্ন ভাগে নাগ ও দৈত্যগণ বাস করিয়া
থাকে । তিনি এই তিন ভাগের প্রত্যেক ভাগকে

ভূয়ন্ততন্তেন প্রকল্পিতম্ ॥ ১৪ ॥ পাতালানি চ
দ্বীপানি স্বর্লোকাঃ সপ্ত সপ্ত চ । সপ্ত দ্বীপানি
বক্ষ্যামি শৃগু তেবাং প্রকল্পনাম্ ॥ ১৫ ॥ লক্ষ-
যোজনবিস্তারঃ জম্বুদ্বীপঃ প্রকীৰ্ত্যতে । স্বর্ধ্য-
বিহঙ্গমাকারঃ তাবৎক্ষীরার্ণবাবৃতম্ ॥ ১৬ ॥
শাকদ্বীপঃ দ্বিগুণতো জম্বুদ্বীপান্ততঃ পরম্ ।
তাবতা ক্ষীরতোয়েন সমুদ্রেণ পরীকৃতম্ ॥ ১৭ ॥
সুরাতোয়েন দৈত্যানাং মোহকার্ণাবেন হি । পুষ্করন্ত
ততো দ্বীপঃ দ্বিগুণঃ তাবতা কৃতম্ ॥ ১৮ ॥
কুশদ্বীপঃ দ্বিগুণতন্ততন্তৎপরতঃ স্মৃতম্ । দধিতোয়েন
পরিতস্তাবদর্ণবসংবৃতম্ ॥ ১৯ ॥ ততঃ পরং ক্রৌঞ্চ-
সংজ্ঞং দ্বিগুণং হি স্নাতাকিনা । ততঃ শাল্মলি-
দ্বীপঞ্চ দ্বিগুণং তাবতৈব চ ॥ ২০ ॥ ইক্ষুসারস্বরূপেণ
সমুদ্রেণ পরীকৃতম্ । গোমেদং তন্ত পরিতো
দ্বিগুণং তাবতা কৃতম্ ॥ ২১ ॥ স্বাত্তোয়েন রম্যেণ
সমুদ্রেণ সমস্ততঃ ॥ ২১ ॥ এবং কোটিদ্বয়ং পার্শ্ব
লক্ষপঞ্চাশতত্রয়ম্ ॥ ২২ ॥ পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি সপ্ত-
দ্বীপাঃ সসাগরাঃ । দশোত্তরাণি পঠৈব অঙ্গুলানাং

আবার সপ্ত সপ্ত ভাগে কল্পনা করেন, যথা,—সপ্ত
পাতাল, সপ্ত দ্বীপ, ও সপ্ত স্বর্গ । এক্ষণে সপ্ত
দ্বীপের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর । জম্বুদ্বীপ
লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ, স্বর্ধ্যমণ্ডলাকার ও ক্ষারসমুদ্রে
সমাবৃত । তারপর শাক দ্বীপ ; উহা জম্বুদ্বীপের
দ্বিগুণ পরিমাণাবিশিষ্ট ; উহাও ক্ষারসাগরের দ্বিগুণ-
পরিমাণ ক্ষীরসাগরে সমাবৃত । পরে পুষ্কর দ্বীপ
এবং উহার পরিমাণ কুশদ্বীপের দ্বিগুণ ;—উহা ক্ষীর
সাগরের দ্বিগুণপরিমাণ সুরাজলে সমাবৃত ।
সেই সুরাজল দৈত্যগণের মোহ সাধিত হয় ।
তার পর কুশদ্বীপ ; উহার পরিমাণ পুষ্কর
দ্বীপের দ্বিগুণ । উহা সুরাসাগরের দ্বিগুণ-
পরিমাণ দধিসাগর দ্বারা বেষ্টিত । অতঃপর
ক্রৌঞ্চদ্বীপ ; উহা কুশদ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণশালী
এবং দধিসাগরের দ্বিগুণপরিমাণ স্নাতসাগর দ্বারা
বেষ্টিত । অনন্তর শাল্মলি দ্বীপ ; উহা কুশদ্বীপের
দ্বিগুণ পরিমাণশালী এবং স্নাতসাগরের দ্বিগুণপরি-
মাণ ইক্ষুসসাগরে পরিবেষ্টিত । তার পর গোমেদ
দ্বীপ ; তাহা স্বাত্তজল-সাগরে বেষ্টিত । সেই সাগর
অতি মনোরম এবং ইক্ষুস সাগরের দ্বিগুণ পরি-
মাণশালী । ৫—২১ । হে পার্শ্ব ! সপ্তদ্বীপা সসাগরা
পৃথিবীর সমষ্টি পরিমাণ দুইকোটি পঞ্চাশৎলক্ষ
পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন । শুক্র ও কৃক পক্ষে সাগর-

শতানি চ ॥২৩॥ অগাং বুদ্ধিকরো দৃষ্টঃ পক্ষয়োঃ শুক্ল-
কক্ষয়োঃ । ততো হেমময়ী ভূমির্দশকোটিঃ কুরুদহ ॥
২৪ ॥ দেবানাং ক্রীড়নস্থানং লোকালোকস্ততঃ
পরম্ । পর্বতো বলয়াকারো যোজনায়ুতবিস্তৃতঃ ॥
২৫ ॥ অশ্ব বাহু তমো ঘোরঃ দৃশ্যে ক্যং জীব-
বর্জিতম্ । পঞ্চত্রিংশৎ সূতাঃ কোট্যো লক্ষ্য-
ণ্যেকোনবিংশতিঃ ॥ ২৬ ॥ চত্বারিংশৎসহস্রাণি
যোজনানাঞ্চ ফাল্গুন । সপ্তসাগরমানন্ত গর্ভোদ-
স্তদনস্তরম্ ॥ ২৭ ॥ কোটিযোজনবিস্তারঃ কটাহঃ
সংব্যবস্থিতঃ । ব্রহ্মণোহুং কটাহেন সংযুক্তং মেরু-
মধ্যতঃ ॥ ২৮ ॥ পঞ্চাশৎকোটয়ো জ্যেষ্ঠা দশদিশু
সমস্ততঃ । জম্বুদ্বীপস্ত মধ্যো তু মেরুনাশ্চি
পর্বতঃ ॥ ২৯ ॥ স লক্ষযোজনো জ্যেষ্ঠো হৃদশ্চোদ্বিংশৎ
প্রমাণতঃ । ষোড়শৈব সহস্রাণি যোজনানামধঃ
স্থিতঃ ॥ ৩০ ॥ উচ্ছ্রয়চতুরাশীতির্দ্বাত্রিংশদুর্দ্ধি
বিস্তৃতঃ । ত্রিভিঃ শৃঙ্গেঃ সমাযুক্তঃ শরাবারুতিমস্তকঃ ॥
৩১ ॥ মধ্যশৃঙ্গে ব্রহ্মবাস ঐশান্যত্র ত্র্যম্বকস্ত চ ।
নৈঋত্যে বাসুদেবস্ত হেমশৃঙ্গঞ্চ ব্রহ্মণঃ ॥ ৩২ ॥
রত্নজং শঙ্করস্তাপি রাজতং কেশবস্ত চ । মেরুদিশু
চতস্রবু বিকল্পা গিরয়ঃ সূতাঃ ॥ ৩৩ ॥ পূর্বেণ মন্দরো

জলৈঃ পঞ্চদশ অঙ্গুলী পরিমাণ হ্রাস-বুদ্ধি দেখা
যায় । হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! সেই স্বাহুজল সাগরের পর
হিগ্গময়ী ভূমি । উহার পরিমাণ দশ কোটি যোজন ।
উহা দেবগণের ক্রীড়নস্থান । তাহার পর লোকা-
লোক পর্বত । সেই পর্বত বলয়াকার, এবং অযুত
যোজন বিস্তৃত । তাহার পর অতি ঘোর দৃশ্য
অঙ্ককার । উহা জীববর্জিত । হে অচ্ছুন । সপ্তসাগ-
রের পরিমাণ পঞ্চত্রিংশৎ কোটি উনবিংশতি লক্ষ,
চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন । ইহার পর গর্ভোদ সাগর ।
উহা দশ দিকে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তৃত ।
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকটাহের পরিমাণ কোটি যোজন ।
ঐ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগে জম্বুদ্বীপের মধ্যো মেরুপর্বত
অবস্থিত । উহার উচ্চাধঃপরিমাণ লক্ষ যোজন,
তন্মধ্যে উচ্চ চতুরাশীতি যোজন এবং অধোভাগে
ষোড়শ যোজন । উহার শিরোভাগের বিস্তার
ষাত্রিংশৎ যোজন । ঐ শিরোভাগ তিনটি শৃঙ্গযুক্ত
এবং শরাবারুতি ! উহার মধ্য শৃঙ্গে ব্রহ্মার বাস,
ঐশান কোণের শৃঙ্গে শঙ্করের বাস এবং নৈঋতি
কোণের শৃঙ্গে বিষ্ণুর বাস । ‘স্বর্গময় শৃঙ্গে ব্রহ্মা,
রত্নময় শৃঙ্গে শঙ্কর এবং রজতময় শৃঙ্গে বিষ্ণু বাস
করেন । মেরুর চতুর্দিকে চারিটি বিকল্প পর্বত

নাম দক্ষিণে গঙ্কমাদনঃ । বিপুলঃ পশ্চিমে জ্যেষ্ঠঃ
সুপার্বস্ত তথোত্তরে ॥ ৩৪ ॥ কদম্বো মন্দরে জ্যেষ্ঠো
জম্বুর্বে গঙ্কমাদনে । অশ্বখো বিপুলে চৈব সুপার্ব
চ বটো মতঃ ॥ ৩৫ ॥ একাদশশতায়ামাশ্চত্বারো
গিরিকেতবঃ । এতেবাং সন্তি চত্বারি বনানি জম্বু-
মূর্ধনু ॥ ৩৬ ॥ পূর্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণে গঙ্ক-
মাদনম্ । বৈভ্রাজং পশ্চিমে জ্যেষ্ঠমুদক চিত্ররথং
বনম্ ॥ ৩৭ ॥ সরাংসি চাপি চত্বারি চতুর্দিশু নিবোধ
মে । প্রাচ্যেহকণোদসংজ্ঞস্ত মানসং দক্ষিণে সরঃ ॥
৩৮ ॥ প্রত্যক্ শীতোদকং নাম উত্তরে চ মহাহ্রদঃ ।
বিকল্পগিরয়ো হেত উচ্ছ্রিতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৩৯ ॥
যোজনানাং সহস্রাণি সহস্রং পিণ্ডতঃ সূতম্ । অশ্বে
চ সন্তি বহুশস্ত্র বৈ কেশরাচলাঃ ॥ ৪০ ॥ মেরো-
র্দক্ষিণতশ্চৈব ত্রয়ো মর্যাদপর্বতাঃ । নিষধো হেম-
কূটশ্চ হিমবানিতি তে ত্রয়ঃ ॥ ৪১ ॥ লক্ষযোজন-
দীর্ঘাশ্চ বিস্তীর্ণা দ্বিসহস্রকম্ । ত্রয়শ্চোত্তরতো
মেরোনীলঃ শ্বেতোহথ শৃঙ্গবান্ ॥ ৪২ ॥ মাল্যবান্
পূর্বতো মেরোগঙ্গাখ্যঃ পশ্চিমে তথা । ইত্যেতে
গিরয়ঃ প্রোক্তা জম্বুদ্বীপে সমস্ততঃ ॥ ৪৩ ॥ গঙ্ক-

আছে । পূর্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গঙ্কমাদন, পশ্চিমে
বিপুল এবং উত্তরে সুপার্ব ! মন্দরে কদম্ব, গঙ্ক-
মাদনে জম্বু, বিপুলে অশ্বখ এবং সুপার্ব বট বৃক্ষ
উহাদিগের স্বজস্বরূপ বিরাজমান । উহারা একা-
দশ-শত যোজন দীর্ঘ । উক্ত চারি পর্বতে চারিটি
উপবন আছে । পূর্বে চৈত্ররথ, দক্ষিণে গঙ্কমাদন,
পশ্চিমে বিভ্রাজ এবং উত্তরে চিত্ররথ বন বিরা-
জিত । চারি দিকে চারিটি সরোবরও আছে ; তাহা
আমার নিকট জ্ঞাত হও । পূর্বে অকণোদ, দক্ষিণে
মানস, পশ্চিমে শীতোদ এবং উত্তরে মহাহ্রদ । এই
বিকল্প গিরিগণ পঞ্চবিংশতি সহস্র যোজন উন্নত
এবং সহস্রযোজন বিস্তারসম্পন্ন । এতদ্বিত্ত আরও
কতগুলি ক্ষুদ্র পর্বত সেই মেরুর পাশ্বে বিদ্যমান,
তাহারা কেশরাচল বলিয়া খ্যাত । ২২—৪০ । মেরুর
দক্ষিণ দিকে তিনটি মর্যাদা-পর্বত আছে ; যথা,—
নিষধ, হেমকূট ও হিমবান্ । ইহারা প্রত্যেকে
লক্ষ যোজন দীর্ঘ এবং দ্বিসহস্র যোজন বিস্তীর্ণ ।
এইরূপ মেরুর উত্তর দিকেও নীল, শ্বেত ও
শৃঙ্গবান্ এই তিনটি মর্যাদা-পর্বত আছে । আর
মেরুর পূর্বদিকে মাল্যবান্ এবং পশ্চিম দিকে
গঙ্ক গিরি বিরাজিত । জম্বুদ্বীপে এই সকল

মাদনসংস্থায় মহাগজপ্রমাণতঃ । কলানি জম্বী-
ভূম্যা জম্বীপমিতি স্মৃতম্ ॥ ৪৪ ॥ আসীৎ
স্বায়ম্ভুবো নাম মহুরাদ্যঃ প্রজাপতিঃ । আসীৎ স্ত্রী
শতরূপা তামুন্মবোচ প্রজাপতিঃ । প্রিয়ব্রতোত্তান-
পাদৌ তস্তান্তাং তনয়াবুভৌ ॥ ৪৫ ॥ ঋবশ্চোত্তান-
পাদস্ত পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ । উক্ত্যা স বিষ্ণুমারাদ্য
স্থানকৈবাক্ষয়ঃ গতঃ ॥ ৪৬ ॥ প্রিয়ব্রতস্ত রাজর্ষেক-
পদ্ম দশ স্তনবঃ । ত্রয়ঃ প্রব্রজিতান্তত্র পরংব্রহ্ম-
সমাপ্তিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ সপ্ত সপ্তসু দ্বীপেষু তেন পুত্রাঃ
প্রতিষ্ঠিতাঃ । জম্বদ্বীপাধিপো জ্যেষ্ঠ আগ্নীধ ইতি
বিজ্ঞতঃ ॥ ৪৮ ॥ তস্তাসন্নব সূতাঃ পার্থ নববর্ষেধরাঃ
সূতাঃ । তেষাং নাম্না চ তে বর্ষান্তিষ্ঠন্ত্যাদ্যপি
চাক্তিতাঃ ॥ ৪৯ ॥ যোজনানাং সহস্রাণি নব প্রত্যেকশঃ
সূতাঃ । মেরোচ্চতুর্দিশঃ খণ্ডঃ গন্ধমাল্যবতোর্ধ্বয়োঃ ॥
৫০ ॥ অন্তরে হেমভূমিষ্ঠমিলারূতমিহোচ্যতে ।
মাল্যবৎসাগরাস্তস্ত ভদ্রাধমিতি প্রোচ্যতে ॥ ৫১ ॥
গন্ধবৎসাগরাস্তস্ত কেতুমালমিতি স্মৃতম্ ॥ ৫২ ॥
শৃঙ্গবজ্রলধেরন্তঃ কুরুখণ্ডমিতি স্মৃতম্ । শৃঙ্গবজ্রোত-

মধ্যে চ খণ্ডঃ প্রোক্তঃ হিরণ্যম্ ॥ ৫৩ ॥ সুবীল-
শেতয়োর্মধ্যে খণ্ডমাত্তশ্চ রম্যকম্ । নিষধো হেমকূটশ্চ
হরিখণ্ডঃ তদন্তরা ॥ ৫৪ ॥ হিমবন্ধেমকূটান্তঃ খণ্ডঃ
কিম্পুরুষঃ স্মৃতম্ । হিমাদ্রিজলধেরন্তর্নান্তিখণ্ড-
মিত স্মৃতম্ ॥ ৫৫ ॥ নাভিখণ্ডঞ্চ কুরবো দ্বৈ বর্ষে
ধনুর্ষাক্তৌ । হিমবাংশ্চ গিরিঃ শৃঙ্গী জ্যাহ্নানে পরি-
কীর্ত্তিতৌ ॥ ৫৬ ॥ নাভেঃ পুত্রশ্চ ঋষত ঋষভান্তরতো-
হভবৎ । তস্ত নাম্না দ্বিদঃ বর্ষঃ ভারতক্ষেতি
কীর্ত্ত্যতে ॥ ৫৭ ॥ অত্র ধর্ম্মার্থকামানাং মোক্ষস্ত চ
উপার্জনম্ । অন্তত্র ভোগভূমিচ্চ সর্বত্র কুরুনন্দন ॥
শাকদ্বীপে চ শাকোহস্তি যোজনানাং সহস্রকঃ । তস্ত
নাম্না চ তদ্বর্ষঃ শাকদ্বীপমিতি স্মৃতম্ ॥ ৫৮ ॥ তস্ত চ
প্রিয়ব্রত এবাধিপতির্নাম্না মেধাতিথিরিতি ॥ ৫৯ ॥
তস্ত পুরোজব-মনোজব-বেপমান-ধূম্রানীক-চিত্ররেক-
বহুরূপ-বিষচারসংজ্ঞানি পুত্রনামানি সপ্ত বর্ষাণি ॥ ৬০ ॥
শাকদ্বীপে চ বর্ণা ঋতব্রতসত্যব্রতানুব্রতোপব্রত-
নামানো বায়ান্নকং ভগবন্তং জপন্তি ॥ ৬১ ॥ অন্তঃ

প্রধান পর্বত চতুর্দিকে অবস্থিত । গন্ধমাদন পর্বতে
যে জম্ব বৃক্ষ আছে, তাহার কল সকল এক একটা
মহা-হস্তীর স্থায় । উহার নামানুসারেই এই দ্বীপ
জম্বদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । স্বায়ম্ভুব নামে
প্রজাপতি আদি যন্ত্র শতরূপানায়ী পত্নী পরিণয়
করেন । শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ
নামে দুই পুত্র জন্মে । উত্তানপাদের পুত্র ঋব অতি
ধার্মিক ছিলেন । তিনি ভক্তিসহকারে বিষ্ণুকে
সন্তোষিত করিয়া অক্ষয় স্থান লাভ করিয়াছেন ।
রাজর্ষি প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে ; তন্মধ্যে তিন
পুত্র সন্ন্যাস অবলম্বনে ব্রহ্মভাব লাভ করেন ।
অপর সপ্ত পুত্র সপ্ত দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হন । জ্যেষ্ঠ
পুত্র আগ্নীধ জম্বদ্বীপের অধিপতি ছিলেন । হে
অর্জুন ! তাঁহার নয়টি পুত্র জম্বদ্বীপের নয়টি বর্ষের
অধিপতি হইয়াছিলেন । তাঁহাদিগের নামানুসারেই
অদ্যাপি উক্ত বর্ষ সকলের নাম নির্দিষ্ট রহিয়াছে ।
উহার প্রত্যেক বর্ষের পরিমাণ নয় সহস্র যোজন ।
মেরু গিরির চতুর্দিকে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদনের
মধ্যস্থাগে যে ভূখণ্ড, উহা ইলাবৃত্ত বর্ষ ; উহাতে
বহুল সুখ বিদ্যমান । মাল্যবান্ হইতে সাগর
পর্যন্ত ভদ্রাধ বর্ষ । গন্ধমাদন হইতে সাগর পর্যন্ত
কেতুমাল বর্ষ । শৃঙ্গবান্ হইতে সাগরাস্ত ভূভাগ
কুরু বর্ষ, শৃঙ্গবান্ হইতে শেত গিরি পর্যন্ত

হিরণ্য বর্ষ । নীল হইতে নিষধ গিরি যাবৎ রম্যক
বর্ষ । নিষধ হইতে হেমকূট গিরি পর্যন্ত হরি
বর্ষ । হিমবান্ হইতে হেমকূট পর্যন্ত কিম্পুরুষ
বর্ষ । হিমালয়াবধি সাগরাস্ত ভূভাগ নাভিখণ্ড
নামে প্রসিদ্ধ । ইহারই নাম কুরু বর্ষ । পূর্বে
আরও একটি কুরু বর্ষ উল্লিখিত হইয়াছে । ফলতঃ
কুরু বর্ষ দুইটি । পূর্বোক্ত বর্ষ দুইটি ধনুর
আকার । হিববান্ ও শৃঙ্গবান্ উহাদিগের
জ্যাহ্নরূপে বিরাজিত । নাভির পুত্র ঋষভ,
ঋষভের পুত্র ভরত । সেই ভরতের নামেই এই
বর্ষ ভারত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ! এইখানেই
ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ উপার্জন করা যায় । হে
কুরুনন্দন ! অন্ত ভূখণ্ড সকল কেবল মাত্র ভোগ-
ভূমি । ৪১—৫৮ । শাকদ্বীপে সহস্র যোজনব্যাপী
শাক বৃক্ষ বিরাজিত । তাহার নামানুসারেই সেই
দ্বীপ শাকদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । প্রিয়ব্রত-
নন্দন মেধাতিথি উহার অধিপতি । তাঁহার পুরো-
জব, মনোজব, বেপমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেক,
বহুরূপ ও বিষচার নামে সাত পুত্র, সেই
সাত পুত্রের নামানুসারেই উহার সাতটি দ্বীপ
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । তত্রত্য চারিবর্ষ—ঋত-
ব্রত, সত্যব্রত, অনুব্রত ও উপব্রত নামে প্রসিদ্ধ ।
তাহার বায়মন্ম ভগবানের উপাসনা করিয়া

প্রবিশ্য তুতানি যো বিভজ্যাস্তকেতুভিঃ । অন্তর্যামী-
 বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্যশে জগৎ ॥ ৬৩ ॥ ইতি
 জপঃ । কুশদ্বীপে কুশস্তম্বো যোজনানাং সহস্রকঃ ।
 তচ্চিহ্নচিহ্নিতং তস্মাৎ কুশদ্বীপং ততঃ স্মৃতম্ ॥ ৬৪ ॥
 তদ্বীপপতিশ্চ প্রৈয়ব্রতো হিরণ্যরোমা তৎপুত্র-
 বনু-বনুদান-দৃঢ়কবি-নাভি গুপ্তসত্যব্রতবামদেবনামা-
 ক্তিতানি সপ্তবর্ষাণি । বর্ণাশ্চ কুলিশকোবিদাভিযুক্ত-
 কুলকসংজ্ঞা জাতবেদসং ভগবন্তঃ স্ববন্তি ॥ ৬৫ ॥
 পরশু ব্রহ্মণঃ সাক্ষাজাতবেদাসি হব্যবাহ । দেবানাং
 পুরুষাঙ্গাণাং যজ্ঞেন পুরুষং যজ ॥ ৬৬ ॥ ইতি
 ভূতিঃ । ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চনামা পর্বতো যোজনা-
 যুতঃ । যোহসৌ গুহেন নির্ভিন্নস্তচ্চিহ্নং ক্রৌঞ্চ-
 দ্বীপকম্ ॥ ৬৭ ॥ তত্র চ প্রৈয়ব্রতো যুতপুষ্টিনামা
 তৎপুত্রাম-মধুকহ-মেঘপৃষ্ঠ-স্বধাম-ঋতাশ-লোহিতার্ণব-
 বনম্পতিরিতি সপ্তপুত্রনামাক্তিতানি সপ্ত বর্ষাণি ॥ ৬৮ ॥
 বর্ণাশ্চ গুরুঋষভজবিণদেবকসংজ্ঞাঃ ॥ ৬৯ ॥ আপোময়ং

ধাকে । আর এইরূপ প্রার্থনা করে যে, “যিনি
 নিজ মহিমায় সর্বভূতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া
 বিভাগ সাধন করিয়াছেন, এই জগৎ বাহার বশী-
 ভূত, সেই অন্তর্যামী ঈশ্বর আমাদেরকে রক্ষা
 করুন” কুশদ্বীপে সহস্র যোজন বিস্তৃত কুশস্তম্ব
 বর্তমান । উহাই বিশেষ চিহ্ন বলিয়া সেই দ্বীপ
 কুশদ্বীপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে । প্রিয়ব্রতস্মৃত
 হিরণ্যরোমা উহার অধিপতি । তাঁহার পুত্র বনু,
 বনুদান, দৃঢ়, কবি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত ও বাম-
 দেব ; ইহাদিগের নামানুসারে উহার সাতটি বর্ষ
 প্রসিদ্ধ হইয়াছে । তত্রত্য কুলিশ, কোবিদ, অভি-
 যুক্ত ও কুলক নামক বর্ণচতুষ্টয় অগ্নিরূপী ভগবানের
 আরাধনা করিয়া থাকে । তাহারা এইরূপ প্রার্থনা
 করে যে, “হে হব্যবাহ ! তুমি পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ
 মূর্তি । তুমি জাত দেব-মানুষাদি সমস্ত জীবগণের
 সমস্ত তত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত আছ । তুমি যজ্ঞ সাধন
 করিয়া আমাদের ক্রোমসাধন কর ।” ক্রৌঞ্চ দ্বীপে
 ক্রৌঞ্চ নামক অযুত যোজন বিস্তৃত এক পর্বত
 আছে ; কুমার দেব সেই পর্বতকেই ভেদ করিয়া-
 ছিলেন । সেই পর্বতই উক্ত দ্বীপের বিশিষ্ট
 চিহ্ন । প্রিয়ব্রতপুত্র যুতপুষ্টি সেই দ্বীপের
 অধিপতি । তাঁহার পুত্র আম, মধুকহ, মেঘপৃষ্ঠ,
 স্বধাম, ঋতাশ, লোহিতার্ণব ও বনম্পতি—এই সাত
 পুত্রের নামানুসারে সেই দ্বীপের সাতটি বর্ষ
 বিখ্যাত । বর্ণচতুষ্টয় গুরু, ঋষভ, জবিণ, ও

ভগবন্তঃ স্ববন্তি ॥ ৭০ ॥ আপঃ পুরুষবীৰ্য্যশ্চ
 পুনস্তীর্ভূত্বঃস্বশ্চ । তৈঃ পুনরমীবয়াঃ সম্প্রশেতাঙ্গনা
 ভুবঃ ॥ ৭১ ॥ ইতি জপঃ । শাল্মলেনাম বৃক্ষস্ত
 তত্র বাসঃ সহস্রং যোজনানাং তচ্চিহ্নং শাল্মলীদ্বীপ-
 মুচ্যতে ॥ ৭২ ॥ তস্তাধিপতিঃ প্রৈয়ব্রতো যজ্ঞবাহস্তৎ
 পুত্রসুরোচনসৌমনস্শরমণকদেববর্হিপারিভদ্রাপ্যায়না-
 ভিজ্ঞাননামানি সপ্তবর্ষাণি ॥ ৭৩ ॥ বর্ণাশ্চ ঋতধর-
 বীৰ্য্যবনুধরঋষধরসংজ্ঞা ভগবন্তঃ সোমং যজন্তি ॥
 স্বযোনিঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্ গুরুকৃষ্ণয়োঃ ।
 অধঃ প্রজানাং সর্কাসাং রাজা নঃ সোমোহম্ব ॥ ৭৫ ॥
 ইতি জপঃ । গোমেদনামা প্রক্ষোহস্তি সুরম্যো যশ্চ
 চ্ছায়য়া । মেদোরুদ্ধিঃ গতং লৌল্যাদগোমেদং
 দ্বীপমুচ্যতে ॥ ৭৬ ॥ তত্র প্রৈয়ব্রত ইধাজিহ্বঃ
 পতিস্তৎপুত্রশিব-সুরমা-সুভদ্র-শান্ত্য-শপ্তামতাভয়-

দেবক । তাহারা জলময় ভগবানের উপাসনা
 করিয়া থাকে । তাহারা প্রার্থনা করে যে, “জলই
 সেই পরম পুরুষের বীৰ্য্য, জলই ভূ ভুবঃ স্বঃ—
 এই লোকত্রয়ের পবিত্রতা বিধান করে, সেই জল-
 রাশি আমাদের গের এই বাসভূমি স্পর্শ করিয়া
 পাপসমূহ বিনাশ করুন ।” ৫৯—৭১ । শাল্মলি দ্বীপে
 সহস্র যোজনব্যাপী একটি শাল্মলি বৃক্ষ আছে ।
 তাহাই সেই দ্বীপের বিশেষ চিহ্ন ; তাহার
 নামানুসারেই সেই দ্বীপের শাল্মলি নামে
 প্রসিদ্ধি হইয়াছে । প্রিয়ব্রতস্মৃত যজ্ঞবাহ সেই
 দ্বীপের অধিপতি ছিলেন । তাঁহার সুরোচন,
 সৌমনস্শ, রমণক, দেববর্হি, পারিভদ্র, আপ্যায়ন
 ও অভিজ্ঞান নামক সপ্ত পুত্রের নামানুসারে
 উক্ত দ্বীপের সাতটি বর্ষ প্রসিদ্ধ । বর্ণচতুষ্টয়—
 ঋতধর, বীৰ্য্যধর, বনুধর ও ঋষধর সংজ্ঞায়
 প্রসিদ্ধ । তাহারা সোমমূর্তি ভগবানের উপাসনা
 করিয়া থাকে । তাহারা এইরূপ প্রার্থনা করে যে,
 যিনি “গুরু-কৃষ্ণ পক্ষদ্বয়ে দেব-পিতৃগণকে নিজ
 শরীর বিভাগপূর্বক প্রদান করেন, যিনি অধো-
 ভাগবত্তী প্রজাগণকে অমৃতদানে নিয়ত পোষণ
 করেন, সেই রাজা সোম আমাদের গের মঙ্গল বিধান
 করুন ।” গোমেদ দ্বীপে গোমেদ নামে এক সুরম্য
 বৃক্ষ বিদ্যমান । উহার সুরম্য ছায়ায় প্রাণি-
 বর্গের মেদোরুদ্ধি হইয়া থাকে । উহার নামানু-
 সারেই উক্ত দ্বীপের গোমেদ নাম হইয়াছে । প্রি-
 যব্রতনন্দন ইধাজিহ্ব উক্ত দ্বীপের অধিপতি ছিলেন ।
 তাঁহার পুত্র শিব, সুরমা, সুভদ্র, শান্ত্য, শপ্ত, অমৃত

মামাঙ্কিতানি সপ্ত বর্গাণি ॥ ৭৭ ॥ বর্ণাশ্চ হংসপতঙ্গো-
র্জ্ঞানসত্যাক্ষসংজ্ঞাশ্চহ্যারো ভগবন্তঃ সূর্য্যঃ
যজ্ঞস্তে ॥ ৭৮ ॥ প্রয়ন্ত বিষ্ণুরূপং যন্তজোথন্ত
ব্রহ্মণোহমৃতন্ত ৮। মৃত্যোশ্চ সূর্য্যামান্যনং ধীমাই ॥
৭৯ ॥ ইতি জপঃ। স্বর্ণপত্রাণি নিযুতং যোজনানাং
সহস্রকম্। পুষ্করং জলদাতাতি তচ্চিহ্নং দ্বীপ-
পুষ্করম্ ॥ ৮০ ॥ তন্ত্রাধিপতিঃ প্রৈয়ব্রতো বীতহোত্র-
নামা তৎপুত্রো রমণকধাতকো ॥ ৮১ ॥ তন্মামচিহ্নিতং
খণ্ডদ্বয়ম্ ॥ ৮২ ॥ তয়োরন্তরালে মানসাচলো নাম
বলয়াকারঃ পর্ব্বতো যস্মিন্ ভ্রমতি ভগবান্ ভাস্কর
ইতি ॥ ৮৩ ॥ তত্র বর্ণাশ্চ ন সন্তি কেবলং সমানান্তে
ব্রহ্ম ধ্যায়ন্তি ॥ ৮৪ ॥ যদ্যৎকর্ম্মময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং
জনোহর্চয়ন্। ভেদেনৈকান্তমদ্বৈতং তস্মৈ ভগবতে
নমঃ ॥ ৮৫ ॥ ইতি জপঃ। নৈমু ক্রোধো ন মাৎসর্য্যঃ

ও অভয় নামে প্রসিদ্ধ সাত পুত্রের নামানুসারে
উক্ত দ্বীপের সাতটি বর্ষের নাম নির্ধারিত হইয়াছে।
তত্রত্য বর্ণচতুষ্টয় হংস, পতঙ্গ, উর্দ্ধাক্ষন ও সত্যাক্ষ
নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা সূর্য্যরূপী ভগবানের আরা-
ধনা করিয়া থাকে। তাহারা এইরূপ প্রার্থনা করে
যে, “বিষ্ণুই যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের আত্মা; ব্রহ্মা
সেই বিষ্ণু হইতেই প্রাভূর্ত্ত্ব লাভ করিয়াছেন;
সূর্য্য সেই ব্রহ্মা, অমৃত ও মৃত্যু,—এই তিনেরই
আত্মা; আমরা তাঁহাকে ধ্যান করি।” পুষ্কর দ্বীপে
এক বিশাল পদ্ম আছে, উহা নিযুত সংখ্যক
সুবর্ণময় পত্রবিশিষ্ট এবং সহস্র যোজন বিস্তৃত।
উহা প্রভাপুঞ্জ জাজ্বল্যমান হইয়া শোভা পাইতেছে।
সেই পদ্মই উক্ত দ্বীপের বিশেষ চিহ্ন বলিয়া উহা
পুষ্কর দ্বীপ নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রিয়ব্রতমুত
বীতহোত্র উহার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রমণক
ও ধাতক নামে দুই পুত্র ছিল। সেই পুত্রদ্বয়ের
নামানুসারে উহা দুইটি খণ্ডে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।
সেই দুই ভূখণ্ডের অন্তরালে মানসাচল নামে
বিখ্যাত পর্ব্বত বিদ্যমান, উহা বলয়াকারে প্রতিষ্ঠিত।
ভগবান্ ভাস্কর সেই পর্ব্বতের উপর দিয়াই ভ্রমণ
করিয়া থাকেন। সেখানে বর্ণভেদ নাই। সকলেই
এক বর্ণ; সকলেই একমাত্র ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া
থাকে। তাহারা এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে যে,
“জনগণ ভেদবুদ্ধিবশে ভগবানের যে যে কর্ম্মময়
চিহ্নের অর্চনা করে, তৎসমস্তই প্রকৃত পক্ষে সেই
পরম ব্রহ্মরূপ; সেই ব্রহ্ম একান্ত অদ্বৈত, আমরা
সেই ভগবান্কে নমস্কার করি।” ইহা দিগের কেব

পুণ্যপাপার্জনে ন চ। অযুতং দ্বিগুণকপি ক্রমাধায়ঃ
প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৬ ॥ জপন্তঃ কামিনীযুক্তা বিহরন্ত্য-
মরা ইব। অথ তে সম্ভবক্যামি উর্দ্ধলোকন্ত
সংস্থিতম্ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীকান্দে কুমারিকাখ্যানে ভূসংস্থিতিবর্ণনং
নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ভূমের্যোজনলক্ষে চ কৌরব্য
রবিমণ্ডলম্। যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করন্ত রথো
নব ॥ ১ ॥ ঈবাদগুস্তথৈবাস্ত দ্বিগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সার্ককোটিস্তথা সপ্ত নিযুতানি বিবস্বতঃ ॥ ২ ॥ যোজ-
নানান্ত তন্ত্রাক্ষস্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্। ত্রিনাভি
তচ্চ পঞ্চাশৎ সপ্তমি পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩ ॥ চত্ৱা-
রিংশংসহস্রাণি দ্বিতীয়োহক্ষোহপি বিস্তৃতঃ। পঞ্চ
চাত্তানি সার্কানি স্তম্ভনস্ত তু পাণ্ডব ॥ ৪ ॥ অক্ষ-
প্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণং তদ্যুগার্কয়োঃ। হ্রস্বো-
হক্ষস্তদ্যুগার্কঞ্চ ক্রবাধারং রথস্ত বৈ ॥ ৫ ॥

নাই, মাৎসর্য্য নাই, পুণ্য-পাপাচরণও নাই। তাহারা
অযুত বর্ষ বা দুই অযুত বৎসর জীবিত থাকে।
ইহারা ব্রহ্মজপসহকারে কামিনী সমন্বিত থাকিয়াই
অমর সম বিহারে কালাতিপাত করিয়া থাকে।
অতঃপর আমি তোমাকে উর্দ্ধলোকের স্থিতির
জ্ঞাপন করিতেছি। ৭২—৮৭।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৭।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

নারদ কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! ভূতল হইতে
লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সূর্য্যের রথ বিচরণ করে। উহার
পরিমাণ নব সহস্র যোজন। ঈবাদগুর, পরিমাণ
ইহার দ্বিগুণ। উহার অক্ষ সার্ক কোটি সপ্ত নিযুত
যোজনব্যাপী। উহাতে চক্র নিবিষ্ট আছে। সেই
চক্র তিনটি নাভি, পাঁচটি অর, ও ছয়টি নেমিযুক্ত।
রথের দ্বিতীয় অক্ষ চত্বারিংশং সহস্র যোজন বিস্তৃত,
অপর অক্ষগুলি সার্ক পঞ্চাশং সহস্র যোজন বিস্তৃত।
হে পাণ্ডব! অপেক্ষাকৃত দুই অক্ষ সকলের সমষ্টি
পরিমাণে যুগার্কের পরিমাণ হইতে পারে। এবই

দ্বিতীয়োৎকল্লখা সর্বো চক্রং তন্মানসে স্থিতম্ ।
 হ্রাশ্চ সপ্ত চ্ছন্দাংসি তেযাং নামানি মে শৃণু ॥ ৬ ॥
 গায়ত্রী চ বৃহত্যাঙ্কিগৃজগতী ত্রিষ্টুবেব চ । অন্নষ্টুপ-
 পঙক্তিরিত্যুক্তাচ্ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ ॥ ৭ ॥ নৈবা-
 স্তমনমর্কশ্চ নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ । উদয়াস্তমনাখ্যং হি
 দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥ ৮ ॥ শক্রাদীনাং পুরে তিষ্ঠন্
 স্পৃশতোষ পুরত্ৰয়ম্ । বিকীর্ণোহিতো বিকর্ণ-
 শ্রিকোণার্কপুরে তথা ॥ ৯ ॥ অয়নস্তোত্ররশ্মাদৌ
 মকরং যাতি ভাস্করঃ । ততঃ কুন্তক মীনক রাশে
 রাশ্চন্তরং তথা ॥ ১০ ॥ ত্রিষেতেষথ ভুক্তেষু ততো
 বৈষুবতীং গতিম্ । প্রয়াতি সবিতা কুর্ধ্বরহো-
 রাত্রকং তৎ সমম্ ॥ ১১ ॥ ততো বাহ্নিঃ ক্ষয়ং যাতি
 বর্কতে তু দিনং দিনম্ । ততশ্চ মিথুনশ্রান্তে পরা
 কাষ্ঠামুপাগতঃ ॥ ১২ ॥ রাশিঃ কর্কটকং প্রাপ্য
 কুরুতে দক্ষিণায়নম্ । কুলালচক্রপর্ষ্যন্তো যথা
 শীঘ্রং নিবর্ততে ॥ ১৩ ॥ দক্ষিণায়নকমে স্বর্ঘ্যাস্থা
 শীঘ্রং নিবর্ততে । অতিবেগিতয়া কালং বায়ুমার্গ-

সেই রথের আধার । একটি অক্ষ দক্ষিণে এবং
 একটি অক্ষ বাম ভাগে অবস্থিত । রথচক্র মানসা-
 চক্রেপূরি প্রতিষ্ঠিত । ছন্দোরূপ সাতটি অশ্ব সেই
 রথ বহন করে, তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর । গায়ত্রী,
 বৃহতী, উক্কিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অন্নষ্টুপ্ ও পঙক্তি,
 এই সপ্ত ছন্দই সপ্তাশ্বমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই রথ
 বহন করিয়া থাকে । স্বর্ঘ্য সর্বদাই বিদ্যমান
 থাকেন ; তাঁহার প্রকৃত পক্ষে অস্তগমন বা উদয়
 নাই । তাহার দর্শন ও অদর্শনকেই উদয়াস্ত রূপে
 কল্পনা করা হয় । স্বর্ঘ্যদেব ইন্দ্র প্রভৃতির পুরে
 অবস্থানপূর্বক তিন তিনটি পুরী প্রকাশ করেন,
 কিন্তু যখন কোন পুরীর প্রান্তভাগে বা পুরীদ্বয়ের
 সংযোগস্থলে অবস্থিত হন, তখন অপরাপর পুরে-
 রও অসম্পূর্ণ ভাবেই কিয়দংশ প্রকাশ করিয়া
 থাকেন । ফলতঃ তিনপুরব্যাপী স্থান স্বর্ঘ্যদ্বারা
 সতত প্রকাশিত হয় । উত্তরায়ণে স্বর্ঘ্য মকররাশিতে
 গমন করেন । পরে ক্রমে ক্রমে কুন্ত, মীন ইত্যাদি
 রাশিতে গমন করিয়া বিষুবরেখায় যাইয়া উপাশ্রিত
 হন । তখন অগোরাত্র সমপরিমাণ হইয়া
 থাকে । ১—১১ । অতঃপর ক্রমশঃ রাত্রি ক্ষীণ এবং
 দিবা ষষ্টিত হইতে থাকে । এইরূপে বিষুব রেখার
 শেষভাগে মিথুন রাশি ভেদান্তে কর্কট রাশিতে
 স্বর্ঘ্যদেব গমন করিলে দক্ষিণায়ন প্রবৃত্ত হয় ।
 কুলালচক্রের প্রান্ত ভাগ যেমন অভ্যন্তর ভাগ

বলাচরন ॥ ১৪ ॥ তন্মাৎ প্রকৃষ্টাঃ ভূমিঃ স
 কালেনাগ্নেন গচ্ছতি । কুলালচক্রমধ্যস্থো যথা মন্দঃ
 প্রসর্গতি ॥ ১৫ ॥ তথোদগম্যনে স্বর্ঘ্যঃ সর্পতে মন্দ-
 বিক্রমঃ । তন্মাদৌর্ঘ্যেণ কালেন ভূমিমগ্নং নিগচ্ছতি ॥
 ১৬ ॥ সন্ধ্যাকালে চ মন্দেহাঃ স্বর্ঘ্যমিচ্ছন্তি খাদি-
 তুম্ । প্রজাপতিকৃতঃ শাপস্তেযাং কান্তন রক্ষসাম্ ।
 ১৭ ॥ অক্ষয়হঃ শরীরানাং মরণঞ্চ দিনে দিনে ।
 ততঃ স্বর্ঘ্যশ্চ তৈর্ধুন্ধং ভবত্যাত্যন্তদারুণম্ ॥ ১৮ ॥
 ততো গায়ত্রিপূতং যদ্বিজালোম্যং ক্ষিপন্তি চ । তেন
 দহন্তি তে পাপাঃ সঙ্কোপাসনতঃ সদা ॥ ১৯ ॥ যে
 সন্ধ্যাং নাপূাপাসন্তে কৃতঘ্না যান্তি রোরবম্ ।
 প্রতিমাসং পৃথক্ স্বর্ঘ্যে ঋষিগন্ধর্বরাক্ষসৈঃ ॥ ২০ ॥
 অম্বরোগ্রামণীসর্পৈরথো যাতি চ সপ্তভিঃ । ধাতার্যমা
 মিত্রবরুণৌ বিবশ্বানিন্দ্র এব চ ॥ ২১ ॥ পুষা চ
 সবিতা সোমথ ভগবন্তা চ কীর্তিতঃ । বিষ্ণুশ্চৈত্রাদি-
 মাসেষু আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ২২ ॥ ততো দিবা-

অপেক্ষা শীঘ্র ভ্রান্ত হয়, স্বর্ঘ্যও তদ্রূপ উত্তরায়ণ
 অপেক্ষা দক্ষিণায়নে শীঘ্র শীঘ্র ভ্রমণ করিয়া আইসেন ।
 তখন তিনি বায়ুমার্গে সবেগে ভ্রমণপূর্বক অল্প
 কালেই পৃথ্বীপেক্ষা অধিক পথ অতিক্রম করিয়া
 থাকেন । কুলালচক্রের মধ্যভাগ যেমন প্রান্তভাগ
 অপেক্ষা মন্দ গমনে ভ্রান্ত হয়, উত্তরায়ণে স্বর্ঘ্যও
 তদ্রূপ যুগ্মগতি পরিভ্রমণ করেন । তজ্জন্তই তখন
 দীর্ঘকালে অল্পপথ অতিক্রম করিয়া থাকেন । সন্ধ্যা
 কালে মন্দেহ নামক রাক্ষসগণ স্বর্ঘ্যকে ভক্ষণার্থ
 উদ্যোগ করিয়া থাকে । হে অর্জুন ! প্রজাপতির
 শাপে তাহাদিগের প্রতিদিন মৃত্যু অথচ শরীরের
 অক্ষয়ই ঘটিয়াছে । তাহাদিগের সহিত স্বর্ঘ্যের
 তখন দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় । পরন্তু দ্বিজাতিগণ
 সঙ্কোপাসনা কালে যে গায়ত্রী দ্বারা অভিমুখিত
 জল নিক্ষেপ করেন, সেই জলদ্বারা তাহারা দহ
 হইয়া যায় । ১২—১৯ । সুতরাং তাহারা সঙ্কোপাসনা ন
 করে, সেই সমস্ত কৃতঘ্ন জনেরা বোরবনরকগামী
 হইয়া থাকে । স্বর্ঘ্য দ্বাদশ মাসে পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ
 মূর্তিতে সপ্তাশ্বযোজিত রথারোহণে যাতায়াত
 করেন । প্রতি মাসেই পৃথক্ পৃথক্ ঋষি গন্ধর্ব
 রাক্ষস অম্বরোগ্রামণী ও সর্পগণ তাঁহার রক্ষকরূপে
 তদীয় রথে আসিয়া তাঁহারই সহিত বিচরণ করিয়া
 থাকেন । স্বর্ঘ্য চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে যে, দ্বাদশ মূর্তি
 পরিগ্রহ করেন, তাহাদিগের নাম যথা,—ধাতা,
 অর্যমা, মিত্র, বরুণ, বিবশ্বান, ইন্দ্র, পুষা, সবিতা,

করহানায়গুণঃ শশিনঃ স্থিতম্ । লক্ষমাত্রেন
তস্তাপি ত্রিচক্রে রথ উচ্যতে ॥ ২৩ ॥ কুন্দভা দশ
চৈবাংশঃ বামদক্ষিণতো যুতাঃ । পূর্ণে শতসহস্রে চ
যোজনানাং নিশাকরাৎ ॥ ২৪ ॥ নক্ষত্রমণ্ডলঃ কুৎস-
মুপরিষ্ঠাৎ প্রকাশতে । চতুর্দশ চার্কুদান্তপাশীতিঃ
সরিতাঃ পতিঃ ॥ ২৫ ॥ বিংশতিশ্চ তথা কোট্যা
নক্ষত্রাণাং প্রকীর্তিতাঃ । ত্বে লক্ষে চোত্তরে তস্মাদ্
বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ ॥ ২৬ ॥ বায়ুগিজবাসস্ততো
রথচক্রসুতস্তা চ । পিশঙ্গৈস্তরগৈর্বুজঃ সোহষ্টাতি-
র্বাযুবেগিভিঃ ॥ ২৭ ॥ দ্বিলক্ষশোত্তরে তস্মাদ্ বুধা-
চ্চাপাশনা স্মৃতঃ । শুক্রস্তাপি রথোহষ্টাতির্বুজো
হুত্বেসন্তবৈহৈঃ ॥ ২৮ ॥ লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্তা স্মৃতো
দেবপুরোহিতঃ । অষ্টাভিঃ পাণ্ডুরৈরষ্টৈর্বুজো
হস্ত কাঞ্চনো রথঃ ॥ ২৯ ॥ সৌরিরহস্পতেশোর্দ্ধাঃ
দ্বিলক্ষে সমুপস্থিতঃ । আকাশসমুদৈরষ্টৈরষ্টাভিঃ
শবলৈ রথঃ ॥ ৩০ ॥ স্বর্ভানোস্তরগাশ্চাষ্টৌ ভৃঙ্গভা
ধূসরা রথম্ । বহন্তি চ সরদযুজা আদিত্যাধঃ
স্থিতাস্থথা ॥ ৩১ ॥ সৌরৈর্লক্ষং স্মৃতং চোর্দ্ধাঃ ততঃ
সপ্তর্ষিমণ্ডলম্ । ঋষিভ্যাশ্চাপি লক্ষেণ এবশোর্দ্ধাঃ

ভগ, হুগ, বিষ্ণু ও আদিত্য । ইহারাই দ্বাদশ
আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ ২০—২২ । সূর্যালোক হইতে
চন্দ্রলোক লক্ষ যোজন দূরে বিরাজিত । চন্দ্রের
রথ চক্রত্রয়যুক্ত । তাহার বাম দক্ষিণ উভয় পাশে
পাঁচ পাঁচটি করিয়া দশটী কুন্দকুসুমসম শুভ্রবর্ণ
অশ্ব যোজিত । চন্দ্রলোক হইতে পূর্ণ লক্ষ যোজন
উর্দ্ধে নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত । নক্ষত্রসমূহের সমষ্টি-
সংখ্যা অশীতি সাগর চতুর্দশ অর্কুদ বিংশতি
কোটি । নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দুই লক্ষ অন্তরে
বুধ গ্রহ বর্তমান । বায়বীয় ও আগ্নেয় জ্বালানিচয়ে
তাঁহার রথ নির্মিত । উহাতে আটটি বায়ুসম
বেগগামী পিশঙ্গবর্ণ অশ্ব যোজিত । বুধ হইতে
দুই লক্ষ অন্তরে শুক্র অবস্থিত । তাঁহার রথেও
আটটি ভৌম অশ্ব যোজিত । শুক্র হইতে দুই লক্ষ
যোজন অন্তরে মঙ্গল বর্তমান । মঙ্গল হইতে দুই
লক্ষ যোজন অন্তরে বৃহস্পতি বিরাজিত । তাঁহার রথ
কাঞ্চনময় এবং আটটি পাণ্ডুবর্ণ অশ্বযুক্ত । বৃহস্পতি
হইতে দুই লক্ষ অন্তরে শনি বিরাজমান । তাঁহার
রথ আকাশময় আটটি বিচিত্রবর্ণ অশ্বযুক্ত । রাহু
সূর্যের নিয়ে অবস্থিত । তাঁহার রথখানি যুগপৎ
নিযুক্ত ভৃঙ্গসমবর্ণ আটটি অশ্ব দ্বারা বাহিত হইয়া
ধাকে । শনি হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সপ্তর্ষি-

ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥ মেটীভূতঃ সমস্তস্ত জ্যোতি-
শ্চক্রস্ত বৈ এবঃ । এবোহপি শিশুমারস্তা পুচ্ছাধারে
ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥ যমাত্ত্বাসুদেবস্তা রূপমাস্তান-
মবায়ম্ । বায়ুপাশৈর্ধ্বৈ বদ্ধঃ সর্বমেতচ্চ ফাল্গুন ॥
৩৪ ॥ নবযোজনসাতশ্চ মণ্ডলঃ সবিতুঃ স্মৃতম্ ।
দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারায়গুণঃ শশিনঃ স্মৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
তুলাঃ তবোস্ত স্বর্ভানুর্ভূত্বাধস্তাৎ প্রসর্গতি । উদ্ধতা
পৃথিবীচ্ছায়া নির্ম্মলাঃ মণ্ডলাকৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥ চন্দ্রস্তা
বোডশো ভাগো ভার্গবশ্চ বিধীয়তে । ভার্গবাৎ
পাদদ্বীনস্ত বিস্ত্রেয়োহথ বৃহস্পতিঃ ॥ ৩৭ ॥ বৃহস্পতেঃ
পাদদ্বীনৌ বক্রসৌরী বুধস্তথা । শতানি পঞ্চ চত্বারি
ত্রিণি ত্বে চৈকযোজনম্ ॥ ৩৮ ॥ যোজনার্দ্ধপ্রমাণানি
ভানি হুয়ং ন বিদ্যতে । ভূমিলোকশ্চ ভূলোকঃ
পাদদ্বয়ঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩৯ ॥ ভূমিসূর্য্যান্তরং তচ্চ
ভুবলোকঃ প্রকীর্তিতঃ । এবসূর্য্যান্তরং তচ্চ নিযু-
তানি চতুর্দশ ॥ ৪০ ॥ স্বর্লোকঃ সোহপি গদিতো
লোকসংস্থানচিস্তকৈঃ । এবাদর্দ্ধং তথা কোটি-

মণ্ডল ; আর তাহারও লক্ষ যোজন উর্দ্ধে এব
বিরাজমান । এই এবই সমগ্র জ্যোতিশ্চক্রে
মেধি কাষ্ঠের জ্বায় অবলম্বন । যাহাকে অবায়
বাসুদেবের মূর্তি বলিয়া সুধীগণ বর্ণন করেন,
নভোমণ্ডলস্থ সেই শিশুমারের পুচ্ছদেশাবলম্বনেই
এব অবস্থিত । হে অর্জন ! এই সমস্তই বায়ুময়
পাশ দ্বারা এব নিবদ্ধ রহিয়াছে । ২৩—৩৪ ।
সূর্যের মণ্ডলপরিমাণ নয় সহস্র যোজন । চন্দ্র-
মণ্ডল উক্ত সূর্য্যমণ্ডলের দ্বিগুণ পরিমাণ-বিশিষ্ট ।
রাহু ইহাদের উভয়ের তুলা আকারে অধোভাগে
বিচরণ করেন । রাহু, পৃথিবীর নির্ম্মল ছায়া গ্রহণ
করিয়া স্বয়ং মণ্ডলাকারে দৃষ্ট হন । শুক্র, চন্দ্রের
বোডশাংশ সদৃশ । বৃহস্পতির পরিমাণ শুক্রাপেক্ষা
চতুর্থ ভাগ নূন । মঙ্গল, শনি ও বুধের পরিমাণ,
বৃহস্পতি অপেক্ষা চতুর্থ ভাগ নূন । নক্ষত্র-
সমূহের পরিমাণ পাঁচ শত, চারিশত, তিন-
শত, দুইশত, একশত,—এমন কি এক বা অর্দ্ধ
যোজনও আছে ; পরন্তু কোনটাই পরিমাণ অর্দ্ধ
যোজনাপেক্ষা নূন নাই । পদদ্বারা গমনযোগ্য
ভূমিলোকই ভূলোক ; ভূমি ও সূর্যের মধ্যভাগ
ভুবলোক ; এবং সূর্য্য হইতে এব পর্য্যন্ত চতুর্দশ
নিযুত যোজন স্থান স্বর্লোক বলিয়া লোকসংস্থান-
তত্ত্বজ্ঞগণ কর্তৃক উক্ত হয় । এব হইতে উর্দ্ধে

মহলোকঃ প্রকর্তিতঃ ॥ ৪১ ॥ দে কোটো চ জনো যত্র নিবসন্তি চতুঃসনাঃ । চতুর্ভিঃচাপি কোটিভি-
স্তপোলোকস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৪২ ॥ বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবজ্জিতাঃ । ষড়্গুণেন তপো-
লোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে ॥ ৪৩ ॥ অপুনর্নরকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ । অষ্টাদশ তথা কোটো লক্ষাণ্যশীতিপঞ্চ চ ॥ ৪৪ ॥ শুভং নিকৃপমং স্থানং তদুর্দ্ধং সম্প্রকাশতে । ভূর্ভুবঃস্বরীতি প্রোক্তং ত্রৈলোক্যং কৃতকং হি দম্ ॥ ৪৫ ॥ জনস্তপস্তথা সত্য-
মিতি চাক্রতকং ত্রয়ম্ । কৃতকারুতয়োর্মধ্যে মহলোক ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪৬ ॥ শৃন্তো ভবতি কল্পান্তে যোহতান্তঃ ন বিনশ্চতি । এতে সপ্ত সমাপাতা লোকাঃ পুণো-
রুপাজ্জিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ যত্বেদানৈজপেহোমৈস্তীথৈরত-
সমুচ্চয়ৈঃ । বেদাদিপ্ৰোক্তৈরশেষ সাধা ল্লোকানি-
মান্ বিজ্ঞঃ ॥ ৪৮ ॥ ততশ্চাশ্রু শিরসো ধারা নীরময়ী শিবা । সর্বলোকান সমাপ্রাব্য গঙ্গা মেরাপুপাগতা ॥ ৪৯ ॥ ততো মহীতলং সর্বং পাতালং প্রাবিবেশ সা ।

কোটি যোজন স্থান মহলোক নামে কীৰ্ত্তিত । ৩৫—৪১ । তাহার উর্দ্ধে ছই কোটি যোজন স্থান জনলোক, সেখানে সনক, সনন্দ, সনাতন সনৎকুমার—এই চারিজন অবস্থান করেন । তাহার উর্দ্ধে চারি কোটি যোজন স্থান তপোলোক ; সেখানে বৈরাজ নামক দেবগণ বিরাজমান । এই তপোলোক মহাপ্রলয়াগ্নিতেও দগ্ধ হয় না । তদুর্দ্ধে সত্যলোক । তাহার পরিমাণ তপোলোকের ছয়গুণ । সেখানে মরণ নাই । উর্দ্ধাই ব্রহ্মলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ । তাহার উর্দ্ধে অষ্টাদশ কোটি পঞ্চাশীতিলক্ষ যোজন স্থান অতীব মনোরম প্রকাশময় ও উপমাহীন । ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ এই তিনটি লোক কৃতকপদবাচ্য, আর জন, তপঃ ও সত্য, এই তিনটি লোক অকৃতক । এই কৃতক ও অকৃত-
কের মধ্যে মহলোক অবস্থিত ; কল্পান্তকালে উহা শূন্য হয় বটে, কিন্তু একান্তরূপে বিনষ্ট হয় না । এই সপ্তলোক সাধ্যশব্দবাচ্য ; কারণ বেদাদি-
ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধানে যজ্ঞ দান জপ হোম ব্রতচরণ তীর্থযাত্রাদি সংকর্ম দ্বারা এই সকল লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় । ইহাব পর ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ; সেই অণ্ডের উপরিভাগ হইতে শান্তিদায়িনী জলময়ী গঙ্গা, সমস্ত লোক প্রাবিত করিয়া মেরু পর্বতে অবতরণ করি-
য়াছেন । মেরু হইতে আবার মহীতল প্রাবিত করিয়া তিনি পাতাল পর্য্যন্ত গিয়াছেন । ইনি

অণ্ডমূর্দ্ধি স্থিতা দেবী সততঃ দ্বারবাসিনী ॥ ৫০ ॥ দেবীনাং কোটীকোটিভিঃ সংব্রতা পিঙ্গলেন চ । তত্র স্থিতা সদা রক্ষাং কুরুতেহগুশ্চ সা শুভা । নির্যস্ত দৃষ্টে সজ্জাতান্ মহাবলপরাক্রমা ॥ ৫১ ॥ বায়ু-
ক্ষকানি সপ্তাপি শৃণু যদ্বৎ স্থিতাশ্চপি ॥ ৫২ ॥ পৃথিবীঃ সমভিক্রম্য সংস্থিতো মেঘমণ্ডলে । প্রবহো নাম যো মেঘান্ প্রবহত্যতিশক্তিমান ॥ ৫৩ ॥ ধূম্রাশ্চোদ্রাজা মেঘাঃ সামুদ্রৈর্ঘেন পুরিতাঃ । নীলাঙ্গা তৌরৈর্ভবন্তি বর্ষিষ্ঠাশ্চৈব ভারত ॥ ৫৪ ॥ দ্বিতীয়শ্চাবহো নাম বিবন্ধঃ সূর্য্যামণ্ডলে । তেন বন্ধঃ ঋবেণেদং ভ্রাম্যতে সূর্য্য-
মণ্ডলম্ ॥ ৫৫ ॥ তৃতীয়শ্চোদ্রহো নাম চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতঃ । বন্ধঃ ঋবেণ যেনেদং ভ্রাম্যতে চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ৫৬ ॥ চতুর্থঃ সংবহো নাম স্থিতো নক্ষত্রমণ্ডলে । বাতরশ্মিভিরাবন্ধঃ ঋবেণ সহ ভ্রাম্যতে ॥ ৫৭ ॥ গ্রহেষু পঞ্চমঃ সৌম্যপি বিবহো নাম মাক্রতঃ । গ্রহচক্রমিদং যেন ভ্রাম্যতে ঋব-
সন্ধিতম্ ॥ ৫৮ ॥ ষষ্ঠঃ পরিবহো নাম স্থিতঃ সপ্তর্ষি-

ব্রহ্মাণ্ডের মস্তকভাগে-অভ্যন্তর প্রবেশের ছিদ্র-
পথে সতত বিরাজমানা ; সেই জন্ত ইহাকে দ্বার-
বাসিনী বলে । সেই শুভা গঙ্গাদেবী, অপর কোটি কোটি দেবী ও পিঙ্গল নামক রক্ত দ্বারা পরিবৃত হইয়া নিয়ত সেই অণ্ডদ্বার রক্ষা করেন । মহাবল-পরাক্রমশালিনী গঙ্গা দেবী সেখানে আসিয়া দৃষ্টগণের সংহার করিয়া থাকেন । ৪২—৫১ । একগুণে বায়ুক্ষক সকল যেভাবে আছে, তাহা শ্রবণ কর । পৃথিবী হইতে মেঘমণ্ডল পর্য্যন্ত যে বায়ু আছে, তাহার নাম প্রবহ । সেই প্রবহ বায়ু অতীব বলবান্ । সে মেঘ সকলকে পরিচালিত করে । হে ভরতবংশাবতংস ! মেঘ সকল ধূম ও সমু-
দ্রের উদ্ভা হইতে প্রাচুর্ভূত হয়, সেইজন্ত উহারা জলপূর্ণ হইলে নীলবর্ণ হইয়া থাকে এবং বর্ষণ করিতে পারে । সূর্য্যামণ্ডলে অবস্থিত দ্বিতীয় বায়ুর নাম আবহ । সূর্য্যামণ্ডল উহাদ্বারা ঋবে নিবদ্ধ থাকিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । উদ্রহ নামক তৃতীয় বায়ু চন্দ্রলোকে বর্তমান । চন্দ্রমণ্ডল তদ্বারা বন্ধ থাকিয়া সতত ভ্রমণ করে । সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু নক্ষত্রমণ্ডলে বর্তমান । নক্ষত্রমণ্ডল তদ্বারা ঋবে নিবদ্ধ থাকিয়া পরিভ্রমণ করে । বিবহ নামক পঞ্চম বায়ু, গ্রহমণ্ডলে থাকিয়া ঋবের সহিত গ্রহগণকে নিবদ্ধ রাখিয়া গ্রহমণ্ডলকে নিয়ত পরিভ্রামিত করে । পরিবহ নামক ষষ্ঠ বায়ু

মণ্ডলে । ভ্রমস্তি ঋবসম্বন্ধা যেন সপ্তর্ষয়ো দিবি ॥
৫৯ ॥ সপ্তমশ্চ ঋবে বন্ধো বায়ুর্নাম্না পরাবহঃ ।
যেন সংস্থাপিতঃ ধ্রোব্যঃ চক্রং চাত্তানি ভারত ॥
৬০ ॥ যং সমাসাদ্য বেগেন দিশামন্তং প্রপেদিরে ।
দক্ষশ্চ দশ পুত্রাণাং সহস্রাণি প্রজাপতেঃ ॥ ৬১ ॥
এবমেতে দিতেঃ পুত্রাঃ সপ্ত সপ্ত ব্যবস্থিতাঃ ।
অনারমন্তঃ সংবাস্তি সর্ষগাঃ সর্ষধারিণঃ ॥ ৬২ ॥
ঋবাদুর্দ্ধমসূর্য্যধাপানক্ষত্রমতারকম্ ।
স্বশকা চাধিষ্ঠিতাস্তে তি নিতাদা ॥ ৬৩ ॥ ইতাদ্ধা-
তে সমাখ্যাতঃ পাতালাত্তথ মে শৃণু ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে কুমারিকাখ্যানে লোকবাব-
স্থিতিবর্ণনং নামাষ্ট্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনিচহারিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । সহস্রসপ্ততুচ্ছায়ে পাতালানি
পরস্পরম্ । অতলং বিতলকৈব নিতলঞ্চ
রসাতলম্ ॥ ১ ॥ তলাতলঞ্চ সূতলং পাতাল-

সপ্তর্ষিমণ্ডলে অবস্থিত । উহাদ্বারা ঋবে সংবদ্ধ
হইয়াই সপ্তর্ষিমণ্ডল গগনতলে পরিভ্রমণ করিয়া
থাকে । পরাবহ নামক সপ্তম বায়ু ঋবলোকে
অবস্থিত । তদ্বারাই ঋবচক্র অন্তরীক্ষে স্থিরভাবে
রহিয়াছে । দক্ষ প্রজাপতির দশসহস্র পুত্র,
ঋব সমীপে যাইয়া এই পরাবহ বায়ুর বিবম বেগে
দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন । সপ্তভাগে বিভক্ত
এই দিতিসূত বায়ুগণ আবার প্রত্যেকে সপ্ত সপ্ত
ভাগে বিভক্ত হইয়া এই ভাবে সমস্ত ধারণপূর্ব্বক
অবিশ্রান্ত গতিতে প্রবাহিত এবং সমস্ত ব্যাপিয়া অব-
স্থিত রহিয়াছে । ঋবের উর্দ্ধভাগে সূর্য্য বা নক্ষত্রাদি
কিছুই নাই ; উহা নিজ তেজে সমুজ্জ্বল এবং নিজ
শক্তিতেই নিয়ত প্রতিষ্ঠিত । হে অর্জুন ! এই
আমি উর্দ্ধলোকের বর্ণন করিলাম । এক্ষণে পাতাল
সকলের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৫২—৬৪ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ।

উনচহারিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—পাতাল সকলের পরস্পর
ব্যবধান সপ্ততি সহস্র যোজন । পাতাল সাতটি
যথা,—অতল, বিতল, নিতল, রসাতল, তলাতল,

ধাপি সপ্তমম্ । কৃষ্ণশুক্লকণাঃ পীতাঃ শর্করাশৈল-
কাঞ্চনাঃ ॥ ২ ॥ কুময়ো যত্র কৌরব্য বরপ্রাসাদ-
শোভিতাঃ । তেষু দানবদৈত্যনাগাশ্চৈব সহস্রশঃ ॥
৩ ॥ স্বর্লোকাদপি রম্যানি দৃষ্টানি বহুশো ময়া ।
আহ্লাদকারিণো নানামগয়ো যত্র পন্নগাঃ ॥ ৪ ॥
দৈতাদানবকন্তাভির্মহারুপাভিরধিতে ।
পাতালে কন্তা ন প্রীতিবিমুক্তস্তাপি জায়তে ॥ ৫ ॥ যত্র নোঞ্চ-
ন বা শীতং ন বর্ষং ছঃখমেব চ । ভক্ষ্যভোজ্য-
মহাভোগঃ কালে যত্রাপি জায়তে ॥ ৬ ॥ পাতালে
সপ্তমে চান্তি লিঙ্গং ত্রীহট্টকেশ্বরম্ । ব্রহ্মণা স্থাপিতং
পার্শ্ব সহস্রযোজনোচ্ছ্রিতম্ ॥ ৭ ॥ হট্টকস্ত তু লিঙ্গস্ত
প্রাসাদো যোজনায়ুতঃ । সর্ষরত্নময়ো দিব্যো
নানাস্তম্যাবভূষিতঃ ॥ ৮ ॥ তচ্চার্চয়ন্তি তল্লিঙ্গং
নানানাগেন্দ্রসন্তমাঃ । তদবস্তাজ্জলং ভূরি তস্তাধো
নরকা স্মৃতাঃ ॥ ৯ ॥ পাপিনো যেষু পাত্যন্তে তাঙ্গুগুহ
মহামতে । কোটয়ঃ পঞ্চপঞ্চাশদ্রাজানৈশ্চকবিশ্ণুশ্চিঃ ॥

সূতল ও পাতাল । হে কুরুনন্দন ! উহারা যথা-
ক্রমে কৃষ্ণ, শুক্ল, রক্ত, পীত, শর্করা, শিলা ও
কাঞ্চন সমবর্ণ ভূভাগে শোভিত এবং উত্তমোত্তম
প্রাসাদমালায় সমলঙ্কৃত । উহাতে শত্রু দৈত্য
দানব, দৈত্য ও নাগগণ বাস করে । আমি
অনেকবারই দেখিয়াছি ; ফলতঃ উহা স্বর্গলোক
অপেক্ষাও মনোরম । মনঃপ্রীতিসাধক নানা মণি-
ভূষিত পন্নগগণ সেখানে সঞ্চরণ করিয়া থাকে । অতি
রূপবতী দৈত্য-দানবসুতাগণে সমবিত সেই পাতাল
দেখিলে কোন্ বিমুক্ত ব্যক্তিরও প্রীতি নাজন্মে ?
সেখানে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বা কোনরূপ ছঃখ নাই ।
সর্ব্বদাই উপভোগযোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য প্রচুররূপে
পাওয়া যায় । সপ্তম পাতালে ত্রীহট্টকেশ্বর লিঙ্গ
বিরাজমান । হে পার্শ্ব ! ব্রহ্মা সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়াছেন । উহা সহস্র যোজন সমুন্নত । উহার
প্রাসাদ অযুত যোজন উচ্ছ্রিত এবং সর্ষরত্নময় ।
সেই দিব্য প্রাসাদ দেখিলে চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত
হইয়া যায় । সাধু নাগপতিগণ সেই লিঙ্গের অর্চনা
করিয়া থাকেন । সেই সপ্তম পাতালের নিম্নে
অগাধ জলরাশি । তাহারও নিম্নে নরকসমূহ
বর্ত্তমান ॥ ১—৯ ॥ পাপিগণ সেই সমস্ত নরকে পতিত
হয় । হে মহামতি অর্জুন ! তুমি তদ্বিবরণ
শ্রবণ কর । নরক সংখ্যা সর্ব্বসাকল্যে পঞ্চ-
পঞ্চাশৎ কোটি । তন্মধ্যে প্রধান নরকসংখ্যা

১০ ॥ রৌরবঃ শূকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা ।
মহাজালন্তপ্তকুন্তো লবণোহথ বিমোহকঃ ॥ ১১ ॥ ক্রু-
রাঙ্কো বৈতরণী কুমিশঃ কুমিভোজনঃ । অসিপত্রবন-
কৃষ্ণো লালভক্ষ্যশ্চ দাক্ষণঃ ॥ ১২ ॥ তথা পূয়বহঃ
পাপো বহিজ্জালোহপাধঃশিরাঃ । সন্দংশঃ কৃষ্ণসূত্রশ্চ
ভমশ্চাবীচিরেব চ ॥ ১৩ ॥ স্বভোজনো বিহৃচিচ্চাপা-
বীচিশ্চ তথাপরঃ । কূটসাক্ষী রৌরবঞ্চ রোধং
গোবিপ্ররোধকঃ ॥ ১৪ ॥ সুরাপঃ শূকরং যাতি তালং
মিধ্যামনুযাহা । গুরুতল্লী তপ্তকুন্তং তপ্তলোহঞ্চ
ভক্তহা ॥ ১৫ ॥ গুরুগামবমস্তা যো মহাজালে নিপা-
ত্যতে । লবণং শাস্ত্রহস্তা চ নির্মধ্যাদো বিমোহকে ॥
১৬ ॥ কুমিভক্ষ্যে দেবদেষ্ঠো কুমিশে তু হুরিষ্টকৃৎ ।
পিতৃদেয়াৎ পূর্বমশ্রুলাভক্ষ্যে প্রয়াতি চ ॥ ১৭ ॥
মিধ্যাজীববিরোধী বিশসনে কূটশাস্ত্রকৃৎ । অধোমুখে
হৃদগ্ৰাহী একাশী পূয়বাহকে ॥ ১৮ ॥ মার্জ্জারকুকুট-
স্থানপক্ষিপোষ্ঠী প্রয়াতি চ । বধিরাক্ষগৃহক্ষেত্রতৃণ-
ধাত্তাদিজালকঃ ॥ ১৯ ॥ নক্ষত্ররঙ্গজীবী চ যাতি
বৈতরণীং নরঃ । ধনযৌবনমত্তো যো ধনহা কৃষ্ণ-
মেতি সং ॥ ২০ ॥ অসিপত্রবনং যাতি বৃক্ষচ্ছেদী বৃথৈব

একবিংশতি । তন্মধ্যে কতকগুলির নাম যথা,—
রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজাল,
তপ্তকুন্ত, লবণ, বিমোহক, ক্রুদিরাক্ষ, বৈতরণী,
কুমিশ, কুমিভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালভক্ষ্য,
দাক্ষণ, পূয়বহ, পাপ, বহিজ্জাল, অধঃশিরা, সন্দংশ,
কৃষ্ণসূত্র, ভমঃ, অবীচি, স্বভোজন, বিহৃচি ও
অপর অবীচি । মিধ্যাসাক্ষ্যদাতা রৌরবে, গো-
আশ্রমের রোধকারী রোধে, সুরাপায়ী শূকরে,
বিনা কারণে নরহত্যাকারী তালে, গুরুতল্লগামী
তপ্তকুন্তে, ভোজনব্যাঘাতকারী তপ্তলোহে, গুরু-
জনের অপমানকারী মহাজালে, শাস্ত্রদূষক ব্যক্তি
লবণে, মধ্যাদালঙ্ঘনকারী বিমোহকে, দেবদেয়ী
কুমিভক্ষ্যে, যজ্ঞব্যাঘাতকারী কুমিশে, দেব-পিতৃ-
গণের অগ্রভাগভোজী ব্যক্তি লালভক্ষ্যে, বৃথা
জীবহিংসাকারী বিশসনে, কপট শাসন (দলিল)
নির্মাণকারী অধোমুখে, অসৎপ্রতিগ্রহকারী ও
একাকী উত্তম দ্রব্য ভোজী ব্যক্তি পূয়বাহকে
এবং মার্জ্জার-কুকুট-কুকুর-পক্ষিপোষক, অন্ধ-বধির-
জনের শীড়াকারী, গৃহ-ক্ষেত্র-তৃণ-ধাত্তাদি দাহ-
কারী, নক্ষত্রজীবী (গণক), ও রঙ্গজীবী ব্যক্তি
বৈতরণীতে নিক্ষিপ্ত হয় । যে ব্যক্তি ধনযৌবন-
মত্তে অশ্বরের ধন হরণ করে, সে কৃষ্ণ নরকে,

যৎ । কুহকাজীবিনঃ সর্কে বহিজ্জালে পতিস্তি তে ॥
২১ ॥ পরস্মীঞ্চ পরান্নঞ্চ গচ্ছন্ সন্দংশমেতি চ ।
দিবান্নপ্পপরা যে চ ত্রতলোপপরাশ্চ যে ॥ ২২ ॥
শরীরমদমস্তাশ্চ যান্ধি চৈতে স্বভোজনম্ ।
শিবং হরিং ন মন্তস্তে যান্ত্যবীচিনমেব চ ॥ ২৩ ॥
ইতোবমাদিভিঃ পাপৈরশাস্ত্রোঘস্ত সেবনৈঃ । পত-
ন্ত্যেব মহাঘোরনরকেষু সহস্রশঃ ॥ ২৪ ॥ তন্মাদ্য
ইচ্ছেদেতেভ্যো বিমোক্ষং বুদ্ধিমানরঃ । অতি-
মার্গেণ তেনার্চেয়ো দেবো হরিহরাবুভো ॥ ২৫ ॥
নরকাগামধোভাগে স্থিতঃ কালাগ্নিসংজ্ঞকঃ । তদধো
হট্টকশ্চৈব অনন্তস্তদধঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥ যন্তৈতৎ
সকলং বিশ্বং মুক্ধাগ্রে সর্বপায়তে । ইত্যনন্তপ্রভা-
বান্ স হনন্ত ইতি কীর্ত্যতে ॥ ২৭ ॥ দিশাং গজা-
স্তত্র পদ্মকুমুদাঙ্জনবামনাঃ । তদধোহণ্ডকটাহশ্চ
একবীরাস্তি তত্র চ ॥ ২৮ ॥ চতুর্লক্ষসহস্রাণি নবতিশ্চ
তলানি চ । এতেনৈব প্রমাণেন উদকঞ্চ ততঃ
স্মৃতম্ ॥ ২৯ ॥ তদধো নরকাঃ কোট্যো দ্বিকোট্যোহগ্নি-

বৃথা বৃক্ষচ্ছেদী ব্যক্তি অসিপত্রবনে এবং
কুহকজীবী (বাজিকর) মানব বহিজ্জালে পতিত
হইয়া থাকে । পরনারী গমন বা পরান্ন হরণ
করিলে মানব সন্দংশ নরকে নিক্ষিপ্ত হয় ।
যাহারা দিবানিদ্ভাকারী, ত্রতলোপক কিম্বা শরীর-
বলগর্বে মত্ত, তাহারা সকলেই স্বভোজন নরকে
এবং যাহারা শিবকে ও বিষ্ণুকে অবজ্ঞা করে
তাহারা অবীচী নরকে নিপতিত হইয়া থাকে ॥ ১০-২৩
এই প্রকার শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করিয়া পাপাচরণের
ফলে, নর সহস্র সহস্র নরকে নিমজ্জিত হয় ।
অতএব যে বুদ্ধিমান মানব এই সকল নরক হইতে
আত্মরক্ষা কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে বেদবিধানানু-
সারে হরির ও হরের অর্চনা করা কর্তব্য । নরক-
নিচয়ের অধোভাগে কালাগ্নি এবং তাহার নিয়ে
হট্টক আর তাহার ও নিয়ে অনন্তদেব বিরাজমান ।
তাঁহার মস্তকে এই সমগ্র বিশ্ব সর্বপব্য বর্তমান ।
এইকপ অসাধারণ সামর্থ্য বলিয়াই তাঁহাকে অনন্ত
বলে । পদ্ম, কুমুদ, অঙ্জন ও বামন নামক
দিগ্গজ সকলও সেখানে অবস্থিত । তাহার নিয়ে
অণ্ডকটাহ; সেখানে একবীরা দেবী বিরাজমানা ।
পাতালতলের এ পর্যন্তের সমষ্টি পরিমাণ চারিলক্ষ
নব্বই হাজার যোজন । তাহার পর বিশাল জলরাশি ।
২৪—২৯ । তন্মিয়ে কোটি যোজন স্থানব্যাপী নরক

স্তুতো মহান্ । চত্বারিংশৎসহস্রৈশ্চ তদধস্তম
উচ্যতে ॥ ৩০ ॥ চত্বারিংশচ্চ কোট্যন্ত চতশ্চ
ততঃ পরাঃ । একোনবতির্লক্ষাঃ সহস্রাশীতিরেব
চ ॥ ৩১ ॥ তদধোহণ্ডকটাহোহথ কোটিমাত্রস্তথাপরঃ ।
দেবীযুক্তা কপালীশা দণ্ডহস্তেন চাপি সা ॥ ৩২ ॥
দেবীনাং কোটিকোটিভিঃ সংবৃতা তত্র পালিনী ।
সকর্ষণশ্চ নিঃশ্বাসপ্রেরিতো দাহকোহনলঃ ॥ ৩৩ ॥
কালাগ্নিঃ প্রেরয়ত্যেব কল্লান্তে দহতে জগৎ ।
এবংবিধমধঃস্থজং নির্মিতঞ্চাত্র ভারত ॥ ৩৪ ॥
মধ্যস্থে কটাহে চ পালকাংস্তাঙ্গুশ্চ মে । বসুধা-
মাস্থিতঃ পূর্বে শঙ্খপাণশ্চ দক্ষিণে ॥ ৩৫ ॥ তক্ষকেশঃ
স্থিতঃ পশ্চাত্তরে কেতুমানিতি । হরসিদ্ধিঃ সুপর্ণাকী
ভাস্করা যোগনন্দিনী ॥ ৩৬ ॥ কোটিকোটি-
যুতা দেবী দেবীনাং পালয়ত্যদঃ । এবমেতন্মহাশচর্য্যং
ব্রহ্মাণ্ডং স্থাপিতঞ্চ যৈঃ ॥ ৩৭ ॥ নমামি তানহং
নিত্যং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ । বিষ্ণুলোকো রুদ্রলোকো
বহিষ্ঠান্মাং প্রকীর্ত্যতে ॥ ৩৮ ॥ তঞ্চ বর্ণয়িতুং ব্রহ্মা
শক্তো নৈবাস্মদাদয়ঃ । বিমুক্তা যত্র সংযাস্তি নিত্যং
হরিহরব্রতাঃ ॥ ৩৯ ॥ ব্রহ্মাণ্ডং সংবৃতং হেতুং কটাহেন

সমুহ । তন্নিম্নে দুই কোটি যোজন যাবৎ মহান
কালাগ্নি । তন্নিম্নে চত্বারিংশৎ সহস্র যোজনান্তরে
তমোরশি । তদন্তে চতুশ্চত্বারিংশৎকোটি উননবতি-
লক্ষ অনীতিসহস্র যোজন নিম্নে অণ্ডকটাহ ।
অণ্ডকটাহের লক্ষ যোজনান্তরে গভীর তমঃ প্রদেশে
একবীরা দেবী বিরাজমানা । ইহারই নামান্তর
কপালীশা । ইনি দণ্ড ধারণপূর্বক কোটি কোটি
দেবীগণে পরিবৃত হইয়া তৎপ্রদেশ পালন করিতে-
ছেন । কল্লান্তকালে তত্রত্য সকর্ষণ দেবের নিঃশ্বাসবায়ু
দ্বারা পরিচালিত হইয়া কালাগ্নি সংবদ্ধিত হন, তজ্জ-
ন্তই সেই মহাগ্নিতে জগৎ দহ হইয়া যায় । হে
ভারত ! অধোভাগ এই ভাবেই নির্মিত ২৪—৩৪ ।
একগণে অণ্ডকটাহের মধ্যভাগের ষাঠারা পালক,
ঠাঁহাদের বিবরণ শ্রবণ কর । পূর্বে বসুধামা,
দক্ষিণে শঙ্খপাল, পশ্চিমে তক্ষকেশ, এবং উত্তরে
কেতুমান বর্তমান । ইহাদিগের শক্তি হরসিদ্ধি,
সুপর্ণাকী, ভাস্করা ও যোগনন্দিনী দেবী, অপর
কোটি কোটি দেবীর সহিত মিলিত হইয়া এই মধ্য
ভাগের পালন করিয়া থাকেন । ষাঠারা এবদ্বিধ
মহাশচর্য্যময় ব্রহ্মাণ্ড সংস্থাপন করিয়াছেন, আমি সেই
ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিয়ত প্রণতি করি । বিষ্ণু-
লোক ও রুদ্রলোক এই অণ্ডকটাহের বাহিরে

সমস্ততঃ । কপিথশ্চ যথা বীজং কটাহেন স্তুসং-
বৃতম্ ॥ ৪০ ॥ দশোত্তরেণ পদসা বৃতং তচ্চাপি
তেজসা । তেজশ্চ বায়ুনা বায়ুর্নভসাহং তথা চ তৎ ॥
৪১ ॥ অহঙ্কারশ্চ মহতা তচ্চাপি প্রকৃতিঃ পরা ।
দশোত্তরাগ্নি সর্বাগ্নি ষড়াহঃ সপ্তমঞ্চ তৎ ॥ ৪২ ॥
প্রাকৃতং চরণং পার্থ তদনন্তং প্রকীর্তিতম্ । অণ্ডানান্ত
সহস্রাণাং সহস্রাণ্যুতানি চ ॥ ৪৩ ॥ ঈদৃশানাং
তথা চাত্র কোটিকোটিশতানি চ । সর্বাণ্যেবং-
বিধান্তেব যাদৃশং কীর্তিতং হি দম্ । যৈশ্চৈবং বৈভবং
পার্থ তং নমামি সদাশিবম্ ॥ ৪৪ ॥ অহো মনঃ স
পাপাত্মা কো বা তস্মাদচেতনঃ । য এবংবিধ-
সম্মোহতারকং ন শিবং ভজেৎ । অথ তে কীর্তয়ি-
ষ্যামি কালমানং নিবোধ তৎ ॥ ৪৫ ॥ কাষ্ঠা নিমেষা
দশ পঞ্চ চাহস্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলা হি ।
ত্রিংশৎ কলাশ্চাপি ভবেন্মুহূর্তং তল্লিংশতা রাত্রাহনী
উভে চ ॥ ৪৬ ॥ দিবসে পঞ্চ কানাঃ স্ত্যাহিমুহূর্তাঃ

বিরাজমান বলিয়া কীর্তিত হয় । নিয়ত হরিহরপরাধণ
জনগণ মুক্তিলাভ করিয়া সেই স্থানে গমন করেন ।
ব্রহ্মাই সেই হরিহরপুরের বর্ণনা করিতে সমর্থ ;
আমাদিগের তাহা বর্ণনা করা সাধ্যায়ত্ত্ব নহে । কপি-
থের আবরণ দ্বারা তন্মধ্যগত বীজনিচয়ের ঋষি,
অণ্ডকটাহ দ্বারা এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সর্ষতঃ সমাবৃত ;
সেই অণ্ডকটাহ আবার দশগুণ জল দ্বারা, সেই জল-
রাশি দশগুণ তেজ দ্বারা, সেই তেজ দশগুণ বায়ু
দ্বারা, সেই বায়ু দশগুণ আকাশ দ্বারা, সেই আকাশ
দশগুণ অহঙ্কারতত্ত্ব দ্বারা, সেই অহঙ্কারতত্ত্ব দশগুণ
মহত্তত্ত্ব দ্বারা এবং সেই মহত্তত্ত্ব পরা প্রকৃতি দ্বারা
সম্যক সমাবৃত । হে পার্থ ! সেই প্লকৃতির পদ
অনন্ত বলিয়া নিবীত । হে অজ্ঞান ! ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ
স্থূল-সূক্ষ্ম কত শত সহস্র সহস্র অযুত অযুত কোটি
কোটি আবরণ আছে ; পরন্তু আমি যেমন যেমন
বর্ণন করিলাম, সমস্ত আবরণই এইরূপ বলিয়া
জানিও । হে পার্থ ! যাহার এবদ্বিধ বৈভব, আমি
সেই সদাশিবকে নমস্কার করি । এবদ্বিধ সম্মোহ
হইতে যিনি জ্ঞান করেন, সেই শিবকে যে ব্যক্তি
ভজনা না করে, সেই মুঢ় অপেক্ষা অজ্ঞান আর কে
আছে ৭৩৫—৪৫ । অতঃপর কালমান কীর্তন করি-
তেছি, তুমি অবধান কর । পঞ্চদশ নিমেষে এক
কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক
মুহূর্ত এবং ত্রিশ মুহূর্তে এক দিবরাত্র হইয় । দিবসে
পঞ্চদশ মুহূর্তে আবার তিন মুহূর্ত করিয়া পাঁচটি

শৃগুষ তান্ । প্রাতস্ততঃ সঙ্গবচ্চ মধ্যাহ্নচাপরা-
হ্নকঃ ॥ ৪৮ ॥ সায়াহ্নঃ পঞ্চমশ্চাপি মুহূর্তা দশ পঞ্চ
চ । অহোরাত্রাঃ পঞ্চদশ পঞ্চ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৪৯ ॥
মাসঃ পঞ্চদ্বয়েনোক্তো দ্বৌ মাসৌ চাক্ষয়তুঃ ।
ঋতুত্রয়ং চাপ্যয়নং দ্বৈত্বয়নে বর্ষমুচ্যতে ॥ ৫০ ॥ চতু-
র্ভেদং মাসমাত্তঃ পঞ্চভেদঞ্চ বৎসরম্ । সংবৎসরশ্চ
প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ ॥ ৫১ ॥ ইদ্বৎসরতৃতীয়ো-
হসৌ চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ । পঞ্চমশ্চ যুগো নাম গণনা-
নিশ্চয়ো হি সঃ ॥ ৫২ ॥ মাসেন চ মনুষ্যাণামহোরাত্রঞ্চ
পৈতৃকম্ । কৃকপঞ্চস্থহঃ প্রোক্তঃ শুক্লপঞ্চশ্চ শর্দরী ॥
৫৩ ॥ মানুষ্যেণ চ বর্ষেণ দৈবিকো দিবসঃ স্মৃতঃ ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্তাদক্ষিণায়নম্ ॥ ৫৪ ॥
বর্ষেণ চৈব দেবানাং মতঃ সপ্তর্ষিবাসরঃ সপ্তর্ষীনাঞ্চ
বর্ষেণ ধ্রুবশ্চ দিবসঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৫ ॥ মনুষ্যাণাঞ্চ বর্ষাণি
লক্ষসপ্তদশৈব তু । অষ্টাবিংশতিসহস্রাণি কৃতং
ত্রেতাযুগং ততঃ ॥ ৫৬ ॥ লক্ষদ্বাদশসাহস্রময়নত্যাধিকাঃ
পরাঃ । অষ্টৌ লক্ষাশ্চতুঃষষ্টিসহস্রাণি চ দ্বাপরঃ ॥ ৫৭ ॥
চতুর্লক্ষশ্চ দ্বাত্রিংশৎসহস্রাণি কলিঃ স্মৃতঃ ।
চতুর্ভিরেতৈর্দেবানাং যুগমিত্যভিধীয়তে ॥ ৫৮ ॥
আয়ুর্মনোযুগানাঞ্চ সাধিকা হোকসপ্ততিঃ । চতুর্দশম-

কালবিভাগ আছে ; যথা—প্রাতঃ, সঙ্গব, মধ্যাহ্ন,
অপরাহ্ন ও সায়াহ্ন । পঞ্চদশ দিবারাত্রি এক
পঞ্চ, এবং দুই পক্ষে একমাস হয় । সৌর দুই
মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং
দুই অয়নে এক বৎসর হয় । মাস চতুর্বিধ এবং
বৎসর পঞ্চবিধ । প্রথম সংবৎসর, দ্বিতীয় পরি-
বৎসর, তৃতীয় ইদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর এবং
পঞ্চম বৎসরের নাম যুগ । মনুষ্যাগণের কাল-
বিভাগে এই যুগই সর্বশেষ । মনুষ্যাগণের এক
মাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র । তন্মধ্যে কৃক-
পঞ্চ ভীহাদিগের দিবা, শুক্লপঞ্চ রাত্রি । মনুষ্যা-
গণের এক বৎসরে দেবগণের এক অহোরাত্র ।
তন্মধ্যে উত্তরায়ন দিবা এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি । দেব-
গণের এক বৎসরে সপ্তর্ষিগণের এক অহোরাত্র ।
সপ্তর্ষিগণের একবৎসরে ক্রবের এক অহোরাত্র ।
৪৬—৫৫ । মনুষ্যাগণের সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি
সহস্র বৎসরে সত্য যুগ; দ্বাদশ লক্ষ বয়বতি সহস্র
বৎসরে ত্রেতা যুগ, আটলক্ষ চতুঃষষ্টি সহস্র বৎসরে
দ্বাপর যুগ ; চারিলক্ষ দ্বাত্রিংশ সহস্র বৎসরে কলি
যুগ হয় ; এই চারি যুগে দেবতাগণের এক যুগ
থাকে । এক এক মন্বন্তরের পরিমাণ

নৃনাঞ্চ কালেন ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ৫৯ ॥ যুগানাঞ্চ
সহস্রেন স চ কল্পঃ শৃগুষ তান্ । ভবোদ্ভবস্তপোভব্য-
ঋতুর্বার্হবরাহকঃ ॥ ৬০ ॥ সাবিত্র আসিকশ্চাপি
গান্ধারঃ কুশিকস্তথা । ঋষভশ্চ তথা খড়্গী
গান্ধারীয়শ্চ মধ্যমঃ ॥ ৬১ ॥ বৈরাজশ্চ নিষাদশ্চ
মেঘবাহনপঞ্চমো । চিত্রকো জ্ঞান আকৃতির্মনো
দংশশ্চ বৃহকঃ ॥ ৬২ ॥ শ্বেতো লোহিতরক্তো চ
পীতবাসাঃ শিবঃ প্রভুঃ । সর্ষকপশ্চ মাসৌহর্যমেবং
বর্ষশতাবধিঃ ॥ ৬৩ ॥ পূর্বার্কিমপরার্কঞ্চ ব্রহ্মমানমিদং
স্মৃতম্ । বিকোশ্চ শঙ্করশ্চাপি নাহং শঙ্কশ্চ
বর্ণনে ॥ ৬৪ ॥ কাশ্মলমহিঃ পার্থ কাপরৌ হরি-
ত্রাদকৌ । দৈবিকেনৈব মানেন পাতালেষপি
গণ্যতে ॥ ৬৫ ॥ ইতি তে স্মৃতিঃ বুদ্ধ্যা শৃণু তৎ
প্রাকৃতং পুনঃ ॥ ৬৬ ॥ ইতি বৈধাত্রব্যবস্থিতিঃ ।
শ্রীনারদ উবাচ । ঋষভো নাম যন্নাত্তা নানা পাণ্ডু-
কল্পনাঃ । কনৌ পার্থ ভবিষ্যন্তি লোকানাং
মোহনাত্মিকাঃ ॥ ৬৭ ॥ তস্মা পুত্রস্ত ভরতঃ শতশৃঙ্গস্ত
তৎস্মৃতঃ । তস্মা পুত্রাষ্টকং জাতং তথৈকা চ

দ্বিসপ্ততি যুগ । চতুর্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক
দিন । উহার পরিমাণ দৈব সহস্র যুগ । ইহাকেই
কল্প বলে । সেই কল্পসমূহের নাম শ্রবণ কর ।
ভবোদ্ভব, তপোভব্য, ঋতু, বর্হি, বরাহ, সাবিত্র,
আসিক, গান্ধার, কুশিক, ঋষভ, খড়্গ, গান্ধারীয়,
মধ্যম, বৈরাজ, নিষাদ, মেঘবাহন, পঞ্চম, চিত্রক,
জ্ঞান, অকৃতি, মীন, দংশ, বৃহক, শ্বেত, লোহিত,
রক্ত, পীতবাসা, শিব, প্রভু ও সর্ষকপ । এই
ত্রিণ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস । ইহার দ্বাদশ
মাসে, এক বৎসর এবং তাহার একশত বৎসর
ব্রহ্মার স্থিতিকাল । তাহা আবার পূর্বার্ক ও
পরার্ক এই দুই ভাগে বিভক্ত । বিষ্ণু কিম্বা শঙ্করের
আয়ুঃপরিমাণ আমি বর্ণন করিতে অক্ষম । হে
পার্থ ! ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরাই বা কোথায় আর
সেই জগৎপাববন্তী হরি-হরই বা কোথায় ?
পাতালের মানও দৈব মান অনুসারেই জানিবে ।
এই আমি বুদ্ধি অনুসারে কালপরিমাণাদি কহিলাম,
এক্ষণে প্রাকৃত বিবরণ শ্রবণ কর ॥ ৫৬—৬৬ ॥

ইতি বৈধাত্র ব্যবস্থিতি ।

শ্রীনারদ কহিলেন,—হে পার্থ ! কলিকালে
যাহার নামে নানাবিধ লোকমোহকর পাণ্ডুধর্ম
প্রবর্তিত হইবে, সেই ঋষভের পুত্র ভরত । ভরতের
পুত্র শতশৃঙ্গ । শতশৃঙ্গের আট পুত্র, এবং একটি

কুমারিকা ॥ ৬৮ ॥ ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ ভামদ্বীপো
গভস্তিমান্ । নাগঃ সৌমাশ্চ গান্ধর্বো বরুণশ্চ
কুমারিকা ॥ ৬৯ ॥ বদনঞ্চাপি কন্তায়াঃ পার্থ
বর্করিকাকৃতি । শৃগু তৎকারণং সর্বঃ মহাশ্চর্য্য-
সমবিতম্ ॥ ৭০ ॥ মহীসাগরপর্য্যন্তঃ বৃক্ষরাজি-
বিরাজিতে । জালীশুল্কলতাকীর্ণে স্তম্ভতীর্থস্থ
সরিরোধে ॥ ৭১ ॥ অজাসমজতো মধ্যাং কাচিদেকা
চ বর্করী । ভ্রান্তা সতী সমারাতা প্রদেশে তত্র
দৃশ্যতঃ ॥ ৭২ ॥ ইতস্ততো ভ্রমন্তী সা জালিমধ্যে
সমস্ততঃ । নির্গন্তুং নৈব শকোতি ক্ষুৎপিপাসাদিতা
শুভা ॥ ৭৩ ॥ বিলগ্না জালিমধ্যে তু ততঃ পঞ্চম-
গতা । কালেন কিয়তা তস্মৈ ক্রটিয়া শিরসো হৃৎ ॥
৭৪ ॥ পপাত শনিদর্শে চ মহীসাগরসঙ্গমে । সর্ব-
তীর্থময়ে তত্র সর্বপাপপ্রমোচনে ॥ ৭৫ ॥ শিরস্ব
তদবস্থং হি সমগ্রং তত্র সংস্থিতম্ । জালিশুল্ক-
লগ্না তস্মৈ নৈবাপভজ্জলে ॥ ৭৬ ॥ শেষকায়-
প্রপাতেন মহীসাগরসঙ্গমে । তন্তীর্থস্থ প্রভাবেণ
বর্করী সা কুরুদহ ॥ ৭৭ ॥ শতশৃঙ্গস্তা বৈ রাজ্যঃ
সিংহলেষভবৎ সূতা । মুখং বর্করিকাতুলাং ব্যক্তা

কন্তা জন্মে, তাঁহাদিগের নাম যথা—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু,
ভামদ্বীপ, গভস্তিমান, নাগ, সৌমা, গান্ধর্ব, ও বরুণ;
আর কন্তার নাম কুমারিকা। হে পার্থ! সেই
কন্তার মুখখানি অজার ন্যায় ছিল; তাহার কারণ
শ্রবণ কর। সুসে বৃত্তান্ত অতীব আশ্চর্য্য। ৬৭—৭০।
মহীসাগর হইতে স্তম্ভতীর্থ পর্য্যন্ত গুল্মজালবৃত্ত তরু-
লতামণ্ডিত এক বন আছে। একদা কোনও ছাগ-
দল হইতে কোনও ছাগী বিচরণ করিতে বর্করিতে
সেই বনে আসিয়া পড়ে। সে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে
করিতে ক্রমে গভীর গুল্মজালচ্ছন্ন প্রদেশে যাইয়া
পড়িল; অনেক চেষ্টাতেও তন্মধ্য হইতে বাহির
হইতে পারিল না। পরে ক্ষুধা-পিপাসায় কোন
গুল্মজালে আবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কিয়ৎ
কালান্তে একদা শনিবার অমাবস্তা তিথিতে তাহার
শরীরের অধোভাগ ছিন্ন হইয়া নিম্নস্থ সর্বপাপহর
সর্বতীর্থময় মহীসাগর-সঙ্গমে পতিত হইল; কিন্তু
তাহার মস্তকটী পূর্ববৎ সেই লতাগুল্মে আবদ্ধই
রহিল। হে কুরুনন্দন! শতশৃঙ্গ সিংহল দেশের
রাজা ছিলেন। সেই ছাগীর অধ অঙ্গ মহীসাগর-
সঙ্গমে পতিত হওয়ায় তীর্থমাহাত্ম্যে সে শতশৃঙ্গ
রাজার কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিল। পরন্তু মস্তকটী
মহীসাগরসঙ্গমে পতিত না হওয়ায় সেই কন্তার মুখটী

তস্মৈ ব্যজায়ত ॥ ৭৮ ॥ দিব্যানারী শুভাকারী শেব-
কায়ে বভৌ শুভা। পূর্বং তস্মাপ্যপুত্রস্ত রাজ্যঃ
পুত্রশতোপমা ॥ ৭৯ ॥ পুত্রী ভাতা প্রমোদেন স্বজনা-
নন্দবর্দ্ধিনী। ততস্তস্মৈ বিলোক্যথ মুখং বর্করিকা-
কৃতি ॥ ৮০ ॥ বিস্ময়ং সমনুপ্রাপ্তাঃ সর্বৈ তে রাজ-
পুরুষাঃ। বিবাদং পরমাপন্নো রাজা সান্তঃপুরস্তদা ॥
৮১ ॥ থিন্নাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বাস্তাদৃষ্টপবিলোকনাং।
তৎ কিমিত্যোতদাশ্চর্য্যমুচুঃ পৌরাঃ সুবিস্মিতাঃ ॥ ৮২ ॥
ততঃ সা যৌবনং প্রাপ্তা সাক্ষাদেবসুতোপমা।
স্বমুখং দর্পণে বীক্ষ্য স্মৃতঃ পূর্বো ভবন্তয়া ॥ ৮৩ ॥
তন্তীর্থস্থ প্রভাবেণ মাতৃপিত্রোর্নিবেদিতম্। বিষাদো
নৈব কর্তব্যো মদর্থে তাত নিশ্চিতম্ ॥ ৮৪ ॥
মা শোকং কুরু মে মাতঃ পূর্বজন্মাজ্জিতং ফলম্।
ততঃ পূর্বং স্বপ্নতাপ্তমুদ্রা সা চ কুমারিকা ॥ ৮৫ ॥
পূর্বজন্মোদ্ভবঃ কায়স্তস্মৈ যত্রাপতন্তথা। গমনায়
তনুদেশং বিজ্ঞপ্তো পিতরৌ তয়া ॥ ৮৬ ॥ অহং
তাত গমিন্যামি মহীসাগরসঙ্গমম্। ভবামি তত্র

ছাগীর ন্যায়ই হইল, অন্য শরীর অতীব সুন্দর
ও সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়া ছিল। তখন পর্য্যন্ত শত-
শৃঙ্গ রাজার অপর পুত্রগণের জন্ম হয় নাই।
সুতরাং সেই কন্তাই শত পুত্রের ন্যায় তাঁহার
আনন্দদায়িনী হইল। বক্রবান্ধবেরাও সকলেই
আনন্দিত হইলেন। পরে যখন সেই কন্তার মুখ-
খানি ছাগীর ন্যায় দেখিল, তখন সকলেই অশি-
শয় বিস্মিত ও বিষাদিত হইয়া পড়িল। তাদৃশ
অভূতপূর্ব রূপ দেখিয়া কি রাজা, কি রাজার অন্তঃ-
পুরবাসী সকলেই নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে “এ কি
আশ্চর্য্য!” বলিয়া সবিস্ময়ে দুঃখ প্রকাশ করিতে
লাগিল। ৭১—৮০। তারপর দেবকন্তাসদৃশী শতশৃঙ্গ-
কন্তা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া একদা দর্পণে নিজ বদন
বিলোকন করিল; তখন সেই তীর্থের প্রভাবে
তাহার পূর্বজন্ম স্মরণ হইল। সে যাইয়া পিতা-
মাতাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—“হে তাত! আমার
জন্ম আর বিবাদ করিবেন না; হে মাতঃ! আপ-
নিও শোক করিবেন না; ইহা আমার পূর্বজন্মের
ফল” এই বলিয়া সে তাহার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত পিতা-
মাতাকে কহিল এবং যেখানে সেই পূর্বজন্মের
শরীর পতিত হইয়াছিল, তথায় যাইবার জন্ম নিজ
অভিপ্রায় পিতা-মাতাকে জানাইল। কন্তা কহিল,
—“হে তাত! আমি সেই মহীসাগরসঙ্গমক্ষেত্রে

সম্প্রাপ্তা যথা কুরু তথা নৃপ ॥ ৮৭ ॥ ততঃ পিতা
প্রতিজ্ঞাতঃ শতশৃঙ্গেণ তন্তথা । তন্তাঃ সংবাহনঃ
চক্রে রাজা পোতৈঃ সরস্বতৈঃ ॥ ৮৮ ॥ স্তম্ভতীর্থ-
ততঃ সাপি প্রাপ্য পোতার্ধসংযুতা । ভূরি দানং
ততশ্চক্রে দানং সর্বশূলক্ষণম্ ॥ ৮৯ ॥ জালি-
গুণ্যাস্তরেহবিষ্য ততো দৃষ্টং নিজং শিরঃ । অস্থি-
চর্ম্মাবশেষক তদাদায় প্রযত্নতঃ ॥ ৯০ ॥ দক্ষা সঙ্গম-
সান্নিধ্যে কিপ্তাশ্বহীনি সঙ্গমে । ততস্তীর্থপ্রভাবেণ
মুখং জাতং শশিপ্রভম্ ॥ ৯১ ॥ ন তাদৃশং দেব-
কন্তানাং ন তাদৃশং যোষিতাম্ । ন তাদৃশমর্ত্য-
নারীণাং তন্তা যাদৃশমুখং মুখম্ ॥ ৯২ ॥ সুরাসুরনরঃ
সর্বৈ তন্তা রূপেণ মোহিতাঃ । বহুধা প্রার্থয়ন্ত্যনাং
এ সা বরমভীপসতি ॥ ৯৩ ॥ কষ্টং তথা মুদা তত্র
প্রারব্ধং হৃৎচরঃ তপঃ । ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে
দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৯৪ ॥ প্রত্যক্ষতাং গতস্তনৈশ্চ
বরদোহস্মীতি চাববীৎ । ততস্তং পূজয়িত্বা চ
কুমারী বাক্যমববীৎ ॥ ৯৫ ॥ যদি তুষ্টোহসি
দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম । সান্নিধ্যং ক্রিয়তামত্র

যাইব; রাজন! আমি যাহাতে সেখানে যাইতে
পারি, তাহার ব্যবস্থা করুন। পিতা শতশৃঙ্গ ও
“তাহাই করিব” বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং
বহুল ধনরত্নসম্বিত উত্তম পোত সাজাইয়া দিলেন।
কন্তা তাহাতে আরোহণ করিয়া স্তম্ভতীর্থে আসিয়া
অনেক ধনরত্ন দান করিলেন। এমন দান
করিলেন যে, একরূপ নিঃশ্ব হইয়া পড়িলেন।
পরে সেখানে অব্ধেবণ করিয়া গুণ্যজালমবো
অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট স্বীয় জন্মান্তরীয় মস্তকটী দেখিতে
পাইয়া সবভে তাহা আনয়নপূর্ব্বক সঙ্গমতীর্থ সমীপে
তাহা দক্ষ করিয়া অস্থিগুলি সঙ্গমতীর্থে নিক্ষেপ
করিল। তাহাতে সেই তীর্থের মাহাত্ম্যে অবিলম্বেই
তাহার মুখখানি শশধরসম সুদৃশ্য হইল। দেবকন্তা,
নাগনারী বা মানবরমণীগণের মধ্যে তাদৃশ সুদৃশ্য মুখ
কাহারও দেখা যায় নাই। ৮৩—৯২। তখন তদীয়
রূপে মুগ্ধ হইয়া কত সুর অসুর নরগণ আসিয়া
তাহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল, কিন্তু সে কাহাকেও
পতিহে বরণ করিল না, সে সেখানে সানন্দমনে
অতি কঠোর তপস্শায় প্রবৃত্ত হইল। ইতঃপর
বৎসরান্তে দেবদেব মহেশ্বর তদীয় প্রত্যক্ষগোচর
হইয়া কহিলেন—আমি বরদান করিতে আগিয়াছি।”
কন্তা তখন তাহাকে অর্চনা করিয়া কহিল,—হে
দেবেশ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর

সর্বকালং হি শঙ্কর ॥ ৯৬ ॥ এবমবস্থিতি শরীরে
প্রোক্তে হৃষ্টা কুমারিকা । যত্র দৃশ্যং শিরস্তন্ত
বর্কর্যাঃ কুরুসত্তম ॥ ৯৭ ॥ বর্করেশঃ শিবস্তত্র তথা
সংস্থাপিতস্তদা । মমুখান্নহদাশ্চর্য্যং অহেদক
তলাতলাৎ ॥ ৯৮ ॥ স্বস্তিকো নাম নাগেন্দ্রঃ কুমারীং
দ্রষ্টুমাগতঃ । শিরসা গচ্ছতা তেন যত্রোৎকিপ্তা চ
ভূরভূৎ ॥ ৯৯ ॥ ঈশানে বর্করেশস্ত কূপোহভূৎ
স্বস্তিকাভিধঃ । পুরিতো গঙ্গয়া পার্শ্ব সর্বতীর্থ-
ফলপ্রদঃ ॥ ১০০ ॥ দৃষ্টা চ স্থাপিতঃ লিঙ্গং শিব-
স্তষ্টো বরং দদৌ । যেবাং মৃতশরীরাগামত্র দাহঃ
প্রজায়তে ॥ ১০১ ॥ কিপ্তান্তেহকৌ তথাহীনি তেবাং
স্মাদক্ষয়া গতিঃ । তে সর্গে সূচিয়ং কালং বসিত্বাত্র
সমাগতাঃ ॥ ১০২ ॥ রাজানঃ সর্বসম্পূর্ণাঃ সপ্রতাপা
ভবন্তি তে । বর্করেশক যো ভক্ত্যা সম্পূজয়তি
মানবঃ ॥ ১০৩ ॥ স্নানার্ণবমহীতোয়ে তন্ত স্না-
নসেপি তম্ । কার্ত্তিকে চ চতুর্দশাং কৃষ্ণায়াং
শ্রদ্ধয়াষিতঃ ॥ ১০৪ ॥ কূপে স্নানং নরঃ কৃহা সন্তপ্য

যদি আমাকে বর দিতে চাহেন, তবে আমার
প্রার্থনা,—হে শঙ্কর! আপনি যেন এখানে নিয়ত
সমিহিত থাকেন। শঙ্কর “তথাস্ত” বলিয়া অন্তর্ধান
করিলে সেই কন্তা তখন হৃষ্টান্তঃকরণে যে খানে
সেই ছাগীও দক্ষ করা হইয়াছিল, সেই স্থানে
‘বর্করেশ’ নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিল।
হে অর্জুন! আমার মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া
তখন তলাতল হইতে স্বস্তিক নামক নাগেন্দ্র সেই
কন্তাকে দেখিতে সেখানে আগমন করিল। সেই
নাগেন্দ্র মস্তক দ্বারা মৃতিকা ভেদ করিয়া যেখানে
উঠিয়াছিল, বর্করেশের ঈশান কোণে সেই স্থানটী
স্বস্তিক নামক কূপ হইয়াছে। গঙ্গাদেবী জল
দ্বারা সেই গর্ভ পূরণ করিয়াছেন। হে পার্শ্ব! সেই
কূপ সর্বতীর্থফলদায়ক। ৯৩—১০০। ‘বর্করেশ’ লিঙ্গ
স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া শঙ্কর তুষ্ট হইয়া সেই
কন্তাকে এইরূপ বর দিলেন;—যে সকল মৃত
শরীরের এই স্থানে দাহ করা হইবে এবং
অস্থিসমূহ সাগরে নিক্ষিপ্ত হইবে, সেই প্রাণীরা
অক্ষয়গতি লাভ করিবে। তাহার স্মরণকাল
স্বর্গবাসান্তে ইহলোকে ধনজনসমৃদ্ধ প্রতাপবান রাজা
হইয়া জন্মিবে। আর মহীসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া
যে ব্যক্তি বর্করেশ লিঙ্গের অর্চনা করিবে, তাহার
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কার্ত্তিকমাসে কৃষ্ণপক্ষীয়
চতুর্দশীতে যে মানব স্নানসহকারে স্বস্তিককূপে স্নান

চ পিতৃরিজান। পূজয়েদ্বর্করেশং যঃ সর্বপাপৈঃ স
মুচ্যতে ॥ ১০৫ ॥ এবং লক্ষা বরান সর্বান সা পুনঃ
সিংহলং যযৌ। শতশৃঙ্গায় পিত্রে চ বৃহত্তমং স্বঃ
স্তুবেদয়ৎ ॥ ১০৬ ॥ তক্ষুহা বিস্মিতো রাজা লোকাঃ
সর্বৈ চ কান্তন। প্রশশংসুর্মহীতীর্থমাজগ্মুচ কুতা-
দরাঃ ॥ ১০৭ ॥ স্নাত্বা দত্তা চ দানানি বিবিধানি চ তে
ততঃ। সিংহলঞ্চ যযুর্ভূয়সীর্থমাহাশ্বাহবিভাঃ ॥ ১০৮ ॥
অনিচ্ছন্ত্যাং কুমারীঞ্চ বরং দ্রব্যঞ্চ পার্শ্বিণঃ। তথাক্ষ-
দপি স্ত্রীত্যাসৌ যদদৌ নৃপতিঃ শুনু ॥ ১০৯ ॥ উদং
ভারতখণ্ডঞ্চ নবধৈব বিভজ্য সঃ। • দদাবষ্টৌ
স্বপুত্রাণাং কুমারীং নবমং তথা ॥ ১১০ ॥ তেষাং
বিভেদান্ বক্ষ্যামি পর্বতৈরুপশোভিতান। পুত্র-
নামানি বর্ষাণি পর্বতাংশ্চ শৃণু মে ॥ ১১১ ॥ মহেন্দ্রো
মলয়ঃ সহঃ শুক্রিমানৃক্ষপর্বতঃ। বিষ্ণাশ্চ পারি-
য়াশ্চ সপ্তাত্ কুলপর্বতাঃ ॥ ১১২ ॥ মহেন্দ্রপর্বত-
শ্চৈব ইন্দ্রদ্বীপো নিগদ্যতে। পারিয়াশ্চ চৈবাবীক-
খণ্ডং কৌমারিকং স্মৃতম্ ॥ ১১৩ ॥ সহস্রমেকমেকঞ্চ

করিয়া স্বীয় পিতৃগণের তর্পণান্তে বর্করেশকে
অর্চনা করিবে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে।
সেই কন্তা এই প্রকার বরসমূহ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায়
সিংহলে প্রস্থান করিল এবং সেখানে স্বীয় পিতাকে
সমস্ত বৃহত্তম জ্ঞাপন করিল। হে ফাঙ্কন অর্জুন!
তাহা শুনিয়া রাজা এবং অপরাপর সকলেই
সবিস্ময়ে সেই মহাতীর্থের প্রশংসা করিতে লাগিল
এবং সাগ্রহে সেখানে আগমন করিয়া স্নানান্তে
বিবিধ ধনরত্ন দান করিয়া সহস্রে তীর্থমাহাত্ম্যের
বিষয় আলাপ করিতে করিতে পুনরায় সিংহলে
গমন করিল। রাজা তখন সেই কন্তার প্রতি
সমধিক স্ত্রীত হইয়া কন্তার ইচ্ছা না থাকিলেও
তাহাকে যে বর ও অপরাপর দ্রব্যাদি দান করিয়া-
ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। রাজা, এই ভারত
ভূখণ্ডকে নয় ভাগে বিভাগ করিয়া আট ভাগ আট
পুত্রকে এবং একভাগ সেই কন্তাকে দান করেন।
পর্বতরাজিরাজিত সেই সমস্ত ভূভাগের ভেদ সকল
কীর্তন করিতেছি, উহার বর্ষপদবাচ্য এবং পুত্র-
গণের নামেই বিখ্যাত। আর, উহাদের পর্বত-
সমূহেরও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহেন্দ্র,
মলয়, সহঃ, শুক্রিমান, ঋক্ষপর্বত, বিষ্ণা ও পারি-
য়া; এই সাতটি কুলপর্বত। মহেন্দ্র পর্বতের
পশ্চাদ্ভাগে যে অংশ, তাহাকে ইন্দ্রদ্বীপ বলে।
পারিয়াশ্চের পশ্চাদ্ভাগে যে অংশ, তাহা কৌমারিক

সর্বখণ্ডান্তমুনি চ। নদীনাং সম্ভবঞ্চাপি সঙ্ক্ষেপা-
চ্ছগু কান্তন ॥ ১১৪ ॥ বেদস্মৃতিপ্রমুখা নদ্যাঃ পারি-
য়াশ্চোদ্ভবা মতাঃ। নর্মদাসরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিষ্ণা-
ধিনির্গতাঃ ॥ ১১৫ ॥ শতশৃঙ্গোদ্ভবাগাদ্যাঃ ঋক্ষপর্বত-
সম্ভবাঃ। ঋষিকুল্যাকুমারীাদ্যাঃ শুক্রিমানৃপাদ-
সম্ভবাঃ ॥ ১১৬ ॥ তাপী পয়োকী নির্বিষ্ণ্যা কাবেরী
চ মহীনদী। কৃষ্ণা বেণী ভীমরথী সহপাদোদ্ভবাঃ
স্মৃতাঃ ॥ ১১৭ ॥ কৃতমালাতাম্রপনৌপ্রমুখা মলয়ো-
দ্ভবাঃ। ত্রিসামাশ্বাকুল্যায়া মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ ॥
১১৮ ॥ এবং বিভজ্য পুত্রভ্যাঃ কুমারী চ মহী-
পতিঃ। শতশৃঙ্গো গিরিং গহ্বা উদীচ্যাং তপ্ত-
বাংস্তপঃ ॥ ১১৯ ॥ তত্র তপ্তা তপো ঘোরং ব্রহ্ম-
লোকং জগাম সঃ। শতশৃঙ্গো নৃপশ্রেষ্ঠঃ শতশৃঙ্গে
নগোত্তমো। যত্র জাতোহসি কোন্তেয় পাণ্ডোন্তং
সোদরৈঃ সহ ॥ ১২০ ॥ কুমারী চ মহাভাগা স্তম্ভ-
তীর্থস্থিতা সতী ॥ ১২১ ॥ খণ্ডোদ্ভবেন দ্রব্যেণ তেপে
দানানি যচ্ছতী। ততঃ কেনাপি কালেন ভ্রাতৃত্বো-
হষ্টভ্যা এব চ ॥ ১২২ ॥ মহাবীৰ্য্যবলোৎসাহা জাতা
নব নবান্নজাঃ। তে সমেত্য সমাগম্য কুমারীং

নামে বিখ্যাত। উক্ত নয় ভাগের প্রত্যেক ভাগ
এক এক সহস্র যোজন। হে অর্জুন! ঐতিমধ্যস্থ
নদীসমূহের বিবরণও আমার নিকট শুন। বেদ-
স্মৃতিপ্রমুখ নদীসমূহ পারিয়াশ্চ হইতে সমুৎপন্ন।
নর্মদা সরসাদি নদী বিষ্ণা হইতে প্রাহুর্ভূত। শতশৃঙ্গ
চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদী ঋক্ষ পর্বত হইতে নির্গত।
ঋষিকুল্যা কুমারী প্রভৃতি শুক্রিমানের পাদদেশ
হইতে জাত। তাপী, পয়োকী, নির্বিষ্ণ্যা, কাবেরী,
মহীনদী, কৃষ্ণা, বেণী, ভীমরথী, ইহার সহপাদ-
প্রসূত। কৃতমালা তাম্রপনৌ প্রভৃতি মলয়পর্বত-
সম্ভূত। ত্রিসামা শ্বাকুল্যাদি নদী মহেন্দ্র পর্বত-
জাত। মহীপতি শতশৃঙ্গ এইভাবে ভারতভূমি
বিভাগপূর্বক পুত্রগণকে ও কন্তাকে দান করিয়া
উত্তরদিকে শতশৃঙ্গ পর্বতে যাইয়া তপস্বী করিতে
লাগিলেন। সেই শতশৃঙ্গ পর্বতে ঘোর তপস্বী
করিয়া মহীপতি শতশৃঙ্গ, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন। হে কুন্তীনন্দন! তুমিও ভ্রাতৃগণ সহ সেই
শতশৃঙ্গ পর্বতেই জন্মিয়াছ। ১০১—১২০। মহাভাগা
কুমারীও তদীয়, কৌমারিক-খণ্ডোদ্ভূত দ্রব্য দ্বারা
দানাদি সংকল্প নির্বাহ করত তপস্বীতেই নিরত
রহিলেন। পরে কালান্তরে তাঁহার ভ্রাতাদিগের
প্রত্যেকের নয় নয়টি পুত্র জন্মিল। তাহার বর্ষ-

প্রোচিয়ে ততঃ ॥ ১২৩ ॥ কুলদেবী হমস্রাকং
প্রসাদং কুরু নঃ শুভে । অষ্টৌ খণ্ডানি চান্মাকং
বিভজ্যা স্বয়মেব চ । দোর্ধ্ব দ্বাসপ্ততীনাং নো বিভেদঃ
স্বাদযথা ন নঃ ॥ ১২৪ ॥ ইত্যুক্তা সর্বদর্শজ্ঞা
বিজ্ঞানে ব্রহ্মণা সমা । দ্বাসপ্ততিবিভেদৈঃ সা নব
খণ্ডাশ্চীকরৎ ॥ ১২৫ ॥ তেষাং নামানি গ্রামাশ্চ
পত্ন্যানি চ কাস্তন । বেলাকলানি স খাণ্ড বক্ষ্যামি
তব ততঃ ॥ ১২৬ ॥ কোটিশতস্যো গ্রামাণাং
নারদাসীচ্চ মণ্ডলে । সার্ককোটিদ্বিগ্রামৈর্দেশো
বালাক উচ্যতে ॥ ১২৭ ॥ সপাদকোটিগ্রামাণাং
পুরে সাহনকে বিহঃ । লক্ষাশ্চত্বাব এবাপি গ্রামাণা-
মঙ্কলে স্মৃতাঃ ॥ ১২৮ ॥ একো লক্ষশ্চ নেপালে
গ্রামাণাং পরিকীর্তিতঃ । ষট্টিত্রিশলক্ষমানস্ত
কান্তকুজে প্রকীর্তিতম ॥ ১২৯ ॥ দ্বাসপ্ততিস্থখা
লক্ষা গ্রামা গাজনকে স্মৃতাঃ । অষ্টাদশ তথা লক্ষা
গ্রামাণাং গোড়দেশকে ॥ ১৩০ ॥ কামরূপে চ গ্রামাণাং
নব লক্ষাঃ প্রকীর্তিতাঃ । ডাহলে বেদসংজ্ঞে তু
গ্রামাণাং নবলক্ষকম্ ॥ ১৩১ ॥ নবৈব লক্ষা গ্রামাণাং
কান্তিপুর্বে প্রকীর্তিতাঃ । নব লক্ষাস্থখা চৈব মাচিপুর্বে
প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১৩২ ॥ ওড়িয়ানে তথা দেশে
নব লক্ষাঃ প্রকীর্তিতাঃ । জালন্ধরে তথা দেশে
নব লক্ষাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১৩৩ ॥ লোহপুর্বে তথা দেশে
লক্ষাঃ প্রোক্তা নবৈব চ । গ্রামাণাং সপ্তলক্ষক

প্রাপ্ত ইহীয়া একদা সকলে মিলিয়া আসিয়া কুমারীকে
কহিল,—শুভে ! আপনি আমাদিগের কুলদেবী ;
অতএব আমাদিগের প্রতি রূপা করিয়া আপনি
স্বয়ং আমাদিগের আটখণ্ড ভূমি দ্বিসপ্ততি ভ্রাতাকে
বিভাগ করিয়া দিউন ।—যাহাতে আমাদের পরস্পর
বিবাদ না হয়, তাহা করুন । ব্রহ্মার স্তায়
বিজ্ঞানশালিনী কুমারী এই কথা শুনিয়া সেই নয়খণ্ড
ভূমি দ্বিসপ্ততি-ভাগে বিভাগ করিয়া দিলেন । হে
অর্জুন ! সেই সকল খণ্ডের নাম, গ্রাম, পত্নন,
বেলা, কুল ও পরিমাণাদি আমি যথাযথ
বলিতেছি । নীল দেশে চারিকোটি গ্রাম ছিল ।
বালাক দেশে আড়াই কোটি, সাহনক দেশে সওয়া
এক কোটি, অঙ্কল দেশে চারি লক্ষ, নেপাল দেশে
এক লক্ষ, কান্তকুজ দেশে ছত্রিশ লক্ষ, গাজনক
দেশে দ্বিসপ্ততি লক্ষ, গোড়দেশে অষ্টাদশ লক্ষ,
কামরূপ দেশে নব লক্ষ, বেদ নামে প্রসিদ্ধ ডাহল
দেশে নব লক্ষ, কান্তি দেশে নব লক্ষ, মাচি দেশে
নব লক্ষ, ওড়িয়ান দেশে নব লক্ষ, জালন্ধর দেশে

পাদীপুরে প্রকীর্তিতম ॥ ১৩৪ ॥ গ্রামাণাং সপ্তলক্ষক
রটরাজে প্রকীর্তিতম । হরীআলে চ গ্রামাণাং
লক্ষপঞ্চকসম্মিতম্ ॥ ১৩৫ ॥ সার্কলক্ষত্রয়ঃ প্রোক্তঃ
দ্রুডস্ত বিনয়ে তথা । সার্কলক্ষত্রয়ঃ প্রোক্তঃ তথা-
বস্ত্রণবাহকে ॥ ১৩৬ ॥ একবিংশতিসাহস্রং গ্রামাণাং
নীলপুরকে । তথান্নবিনয়ে পার্থ গ্রামাণামেকলক্ষকম্ ॥
১৩৭ ॥ নরেন্দ্রনামদেশে তু লক্ষমেকং সপাদকম্ ।
অতিলাঙ্গলদেশে চ লক্ষঃ প্রোক্তঃ সপাদকঃ ॥ ১৩৮ ॥
লক্ষাষ্টাদশসাহস্রং নবতী দে চ মালবে । সয়ন্তরে
তথা দেশে লক্ষঃ প্রোক্তঃ সপাদকঃ ॥ ১৩৯ ॥ মেবাডে
চ তথা প্রোক্তো লক্ষশ্চৈকঃ সপাদকঃ । অশীতিশ্চ
সহস্রাণি বাগুরিঃ পারিকীর্তিতঃ ॥ ১৪০ ॥ গ্রামসপ্ততি-
সাহস্রো গুজরোত্র প্রকীর্তিতঃ । তথা সপ্ততি সাহস্রঃ
পাণ্ডুবিনয় এব চ ॥ ১৪১ ॥ জহাহুতিসহস্রাণি
দ্বাচহারিংশদেব চ । অষ্টষষ্টিসহস্রাণি প্রোক্তঃ
কাশ্মীরমণ্ডলম্ ॥ ১৪২ ॥ ষট্টিত্রিশংসহস্রাণি গ্রামাণাং
কোঙ্কণে বিহঃ । চতুর্দশশতং দে চ বিংশতী লঘু-
কোঙ্কণম্ ॥ ১৪৩ ॥ সিন্ধুঃ সহস্রদশকে গ্রামাণাং
পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৪৪ ॥ চতুর্দশশতে দে চ বিংশতিঃ
কচ্ছমণ্ডলম্ । পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রং গ্রামাঃ সৌরাষ্ট্র-
মুচ্যতে ॥ ১৪৫ ॥ একবিংশতিসাহস্রো লাড়দেশঃ
প্রকীর্তিতঃ । অতিসিন্ধুশ্চ গ্রামাণাং দশসাহস্র উচ্যতে ।
তথা চান্মুখং পার্থ দশসাহস্রমুচ্যতে ॥ ১৪৬ ॥ সহস্র-
দশকঞ্চাপি একপাদঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৪৭ ॥ তথৈব
দশসাহস্রো দেশঃ সূর্যমুখঃ স্মৃতঃ । একবাহুস্তথা
দেশো দশসাহস্রমুচ্যতে ॥ ১৪৮ ॥ সহস্রদশকঞ্চৈব

নব লক্ষ, লোহ দেশে নব লক্ষ, পাদী দেশে সপ্ত
লক্ষ, রটবাজ দেশে সপ্ত লক্ষ, হরীআল দেশে পাঁচ
লক্ষ, দ্রুড দেশে সাড়ে তিন লক্ষ, বস্ত্রণবাহক
দেশে সাড়ে তিন লক্ষ, নীল দেশে একবিংশতি
সহস্র, অম্ল দেশে এক লক্ষ, নরেন্দ্র দেশে সওয়া
লক্ষ, অতিলাঙ্গল দেশে সওয়া লক্ষ, বাগুরি দেশে
অশীতি সহস্র, গুজর দেশে সপ্ততি সহস্র, পাণ্ডুদেশে
সপ্ততি সহস্র, জহাহুৎ দেশে দ্বিচহারিংশৎ সহস্র,
কাশ্মীর দেশে অষ্টষষ্টি সহস্র, কোঙ্কণ দেশে ষট্টি-
ত্রিশং সহস্র, লঘুকোঙ্কণ দেশে চতুর্দশ শত চহারিং-
শৎ, সিন্ধু দেশে দশ সহস্র, কচ্ছ দেশে চতুর্দশ শত
দ্বাবিংশতি, সৌরাষ্ট্র দেশে পঞ্চ-পঞ্চাশৎ সহস্র, লাড়
দেশে একবিংশতি সহস্র, অতিসিন্ধুদেশে দশ সহস্র,
অম্মুখ দেশে দশ সহস্র, একপাদ দেশে দশ সহস্র,
সূর্যমুখ দেশে দশ সহস্র, একবাহু দেশে দশ সহস্র,

সঞ্জায়ুরিতি দেশকঃ । শিবনামা তথা দেশঃ সহস্র-
দশকঃ স্মৃতঃ । সহস্রানি দশ খ্যাতং তথা কালহয়গুণঃ ॥
১৪৯ ॥ লিঙ্গোদ্ভবস্তথা দেশঃ সহস্রানি দশৈব চ ।
ভদ্রশ্চ দেবভদ্রশ্চ প্রত্যেকং দশকৌ স্মৃতৌ ॥ ১৫০ ॥
বটত্রিশচ্চ সহস্রানি স্মৃতৌ চটবিরটকৌ । বট-
ত্রিশচ্চ সহস্রানি যমকোটীঃ প্রকীর্তিতা ॥ ১৫১ ॥
অষ্টাদশ তথা কোটো রামকো দেশ উচ্যতে ।
তোমরশ্চাপি কর্ণাটো যুগলশ্চ ত্রয়স্বমে ॥ ১৫২ ॥
সপাদলক্ষগ্রামাণাং প্রত্যেকং পরিকীর্তিতং । পঞ্চ-
লক্ষাশ্চ গ্রামাণাং স্ত্রীরাজ্যং পরিকীর্তিতম ॥ ১৫৩ ॥
পুলস্ত্যাবিবয়শ্চাপি দশলক্ষক উচ্যতে । প্রত্যেকং
লক্ষদশকৌ দেশৌ কান্দোজকোশলৌ ॥ ১৫৪ ॥
গ্রামাণাঞ্চ চতুর্লক্ষৌ বাহ্লিকঃ পরিকীর্তিতা । বট-
ত্রিশচ্চ সহস্রানি লক্ষাদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১৫৫ ॥
চতুষষ্টিসহস্রানি কুরুদেশঃ প্রকীর্তিতঃ । সার্কিলক্ষ-
স্তথা প্রোক্তঃ কিরাতবিজয়ো জয় ॥ ১৫৬ ॥ পঞ্চ
প্রাহস্তথা লক্ষান বিদর্ভাযাঞ্চ গ্রামকান । চতুর্দশ-
সহস্রানি বর্দ্ধমানং প্রকীর্তিতম ॥ ১৫৭ ॥ সহস্রদশক-
কাপি সিংহলদ্বীপমুচ্যতে । বটত্রিশচ্চ সহস্রানি
গ্রামাণাং পাণ্ডুদেশকঃ ॥ ১৫৮ ॥ লক্ষৈকশ্চ তথা
প্রোক্তং গ্রামাণাস্তু ভয়ানকম্ । বটষষ্টিশ্চ সহস্রানি
দেশৌ মাগধ উচ্যতে ॥ ১৫৯ ॥ ষষ্টিসহস্রানি তথা
গ্রামাণাং পান্ডুদেশকঃ । ত্রিশংসহস্র উক্তশ্চ গ্রামা-
ণাঞ্চ বরেন্দ্রকঃ ॥ ১৬০ ॥ পঞ্চবিংশতিসাহস্রং মূল-
স্থানং প্রকীর্তিতম । চত্বারিংশংসহস্রানি গ্রামাণাং

সঞ্জায়ু দেশে দশ সহস্র, শিব দেশে দশ সহস্র, কাল-
হয়গুণ দেশে দশ সহস্র, লিঙ্গোদ্ভব দেশে দশ সহস্র,
ভদ্র দেশে দশ সহস্র, দেবভদ্র দেশে দশ সহস্র, চট-
দেশে বটত্রিশং সহস্র, বিরট দেশে বটত্রিশং
সহস্র, যমকোটী দেশে বটত্রিশং সহস্র, রামক দেশে
অষ্টাদশ কোটি, তোমর দেশে সওয়া লক্ষ, কর্ণাট
দেশে সওয়া লক্ষ, যুগল দেশে সওয়া লক্ষ, স্ত্রী-
রাজ্যে পাঁচ লক্ষ, পুলস্ত্য দেশে দশ লক্ষ, কান্দোজ
দেশে দশ লক্ষ, কোশল দেশে দশ লক্ষ, বাহ্লিক
দেশে চারি লক্ষ, লক্ষা দেশে বটত্রিশং
সহস্র, কুরুদেশে চতুষষ্টি সহস্র, বিজয় নামক কিরাত
দেশে সার্কি লক্ষ, বিদর্ভ দেশে পঞ্চ লক্ষ, বর্দ্ধমান
দেশে চতুর্দশ সহস্র, সিংহল দ্বীপে দশ সহস্র, পাণ্ডু
দেশে বটত্রিশং সহস্র, ভয়ানক দেশে এক লক্ষ,
মাগধ দেশে বটষষ্টি সহস্র, পান্ডু দেশে ষষ্টি সহস্র,
বরেন্দ্রক দেশে ত্রিশ সহস্র, মূলস্থান দেশে পঞ্চ-

যাবনঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬১ ॥ চত্বারিংশং সহস্রানি পঞ্চবাহু-
কদৌর্ধ্বতে । দ্বাসপ্ততিরমৌ দেশা গ্রামসংখ্যাঃ প্রকী-
র্তিতাঃ ॥ ১৬২ ॥ এবং ভরতখণ্ডেহস্মিন্ বরবতোব
কোটয়ঃ । দ্বাসপ্ততিস্তথা লক্ষাঃ পশুনাং প্রকী-
র্তিতাঃ ॥ ১৬৩ ॥ বটত্রিশচ্চ সহস্রানি বেলাকুলানি
ভারত । এবং বিভজ্য খণ্ডানি ভ্রাতৃবাণাং দদৌ
নব ॥ ১৬৪ ॥ আত্মীবমপি সা দেবী অনিচ্ছষপি
তেষু চ । যতো মাংসেতি ভগিনী প্রতি ক্রুধান্তি
ভ্রাতরঃ ॥ ১৬৫ ॥ ভ্রাতুন প্রতি ভগিনী চ বিচার্যেব
দদৌ শুভা । তৎ ক্রত্বা সান্নমাতৈস্তান স্তম্ভতীর্থমুপা-
গতা ॥ ১৬৬ ॥ তদা তেষু চ দেশেষু চতুর্ধ্বগন্ত সাধনম্ ।
সর্বৈবাং প্রবরঃ প্রোক্তং কুমারীখণ্ডমেব চ ॥ ১৬৭ ॥
তত্রাপি গুপ্তক্ষেত্রঞ্চ বৈদেতৎ সা কুমারিকা । গুপ্ত-
ক্ষেত্রে কুমারেশং পূজয়ন্তী মহাব্রতা ॥ ১৬৮ ॥ তস্মৈ
হৃদেযু স্নাবন্তী যটুশু চৈবাপি সঙ্গমে । ততঃ কাল-
প্রকথ্যাক্ত প্রাসাদে স্কন্দনির্মিতে ॥ ১৬৯ ॥ জীর্ণে
নবাং স্বর্ণময়ং প্রাসাদং সাপ্যাকারয়ৎ । ততস্তথৌ

বিংশতি সহস্র, যবন দেশে চত্বারিংশং সহস্র, এবং
পঞ্চবাহুদেশে চারি সহস্র গ্রাম আছে । এই সেই
দ্বিসপ্ততি দেশের গ্রাম ও নাম বলিলাম ॥ ১২১—১৬২ ॥
সমষ্টিতে ভারতভূমে বরবতি কোটি দ্বিসপ্ততি লক্ষ
গ্রাম আছে । হে ভারত ! বেলাকুলের সংখ্যা বট-
ত্রিশং সহস্র । সেই কুমারী ভ্রাতৃপুত্রগণকে এই-
ভাবে সমগ্র ভারতভূমিই বিভাগ করিয়া দিলেন ।
ভ্রাতারা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি
ভ্রাতার নিজ রাজ্যও রাখিলেন না,—ভ্রাতৃগণকেই
প্রদান করিলেন । ভগিনী সন্মানার্থ বলিয়া ভ্রাতারা
সাক্ষাৎ-সদক্ষে কোন বিপক্ষতা না করিলেও মনে
মনে ক্রুদ্ধ হইতে পারে, এবং তজ্জন্ত ভগিনীরও
ভ্রাতৃগণের প্রতি বিদ্বেষ ঘটিতে পারে ; সেই কুমারী
ইহা বিবেচনা করিয়াই নিজ রাজ্যও ভ্রাতৃপুত্রগণকে
বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন । সেই কুমারী এইরূপ
করিয়া সেই ভ্রাতৃনন্দনগণের প্রীতিসাধনপূর্বক-স্তম্ভ
তীর্থে গমন করিলেন । তিনি দেশ বিভাগ করিয়া
চতুর্ধ্বগন্ত সাধক দেশসমূহের মধ্যে কুমারীখণ্ডই যে
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তন্মধ্যেও যেখানে কুমারেশ প্রতিষ্ঠিত
সেই গুপ্ত ক্ষেত্রই যে সর্বোত্তম—তাহা সম্যক অব-
গত হইয়াছিলেন । তজ্জন্ত মহাব্রত অবলম্বনপূর্বক
তত্রত্য ছয়টি হ্রদে ও সঙ্গমে স্নান এবং কুমারেশের
অর্চনায় নিরত হইলেন । পরে তিনি কিয়ৎকালান্তে
সেই স্কন্দনির্মিত প্রাসাদ জীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া একটা

মহাদেবস্তয়া ভক্ত্যাতিতোষিতঃ ॥ ১৭০ ॥ কুমার-
লিঙ্গাঙ্খায় প্রত্যক্ষস্তামবোচত । ভদ্রে তবাহং
ভক্ত্যা চ বিজ্ঞানেন চ তোষিতঃ ॥ ১৭১ ॥ জীর্ণঃ
পুনরুজ্জ্বলিতোহয়ং প্রাসাদস্তেন তোষিতঃ । তব নাম্না
চ বিখ্যাতো ভবিস্যামি কুমারিকে ॥ ১৭২ ॥ কর্ত্তা
চাপি তথোক্তকর্ত্তা হৌ বৈ সমকলৌ স্মৃতৌ । কুমা-
রেশঃ কুমারীশ ইতি বক্ষ্যন্তি মাং ততঃ ॥ ১৭৩ ॥
বর্করেশে চ যে দত্তা বরা দত্তাঃ সৈদব তে । তনাপি
প্রাপ্তঃ কালশ্চ সমীপে বরবর্ণিনি ॥ ১৭৪ ॥ অভট্ট-
কায়া নার্যাশ্চ ন স্বর্গো মোক্ষ এব চ । যথৈব বৃদ্ধ-
কস্তায়াঃ সরস্বত্যাস্তটে শুভে ॥ ১৭৫ ॥ তস্মাদ্ভ্রমত
তীর্থে চ মহাকালমিতি স্মৃতম্ । সিদ্ধিং গত্যং গুণ-
ভদ্রে পতিহে বরবর্ণিনি ॥ ১৭৬ ॥ ততঃ সা ক্রুদ্র-
বাক্যেণ বরয়ামাস তং পতিম্ । ক্রুদ্রলোকং যযৌ
চাপি মহাকালসমধিতা ॥ ১৭৭ ॥ তত্র তাং পার্শ্বতী
প্রাহ সমালিঙ্গ্য প্রহর্ষিতা । যস্মাদ্ভয়া চিত্রবচ্চ লিখিতা
পৃথিবী শুভে ॥ ১৭৮ ॥ চিত্রলেখেতি নাম্না হং

স্বর্ণময় নূতন প্রাসাদ নির্মাণ করেন । ইহাতে ভগবান্
শঙ্কর তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া সেই কুমারেশ-লিঙ্গ
হইতে প্রীত হইলেন এবং কুমারীকে কহি-
লেন,—ভদ্রে ! তোমার ভক্তি ও বিজ্ঞানে—তোমার
কৃত এই জীর্ণোদ্ধার কার্য্যে আমি অতীব তুষ্ট হই-
য়াছি । অয়ি কুমারিকে ! অতঃপর আমি তোমারই
নামে প্রসিদ্ধ হইব । দেখ ! কর্ত্তা ও নষ্টসংস্কারক,
ইহারা উভয়েই তুল্যফলভাগী হইয়া থাকে । অতএব
অতঃপর সকলেই আমাকে ‘কুমারেশ’ না বলিয়া
‘কুমারীশ’ বলিবে । ১৬৩—১৭৩। ইতঃপূর্বে বর্করেশে
তোমাকে যে সকল বর দিয়াছি, তাহাও সত্য হইবে ।
অয়ি বরবর্ণিনি ! তোমারও মৃত্যু-
কাল নিকটবর্ত্তী ; শুভে ! সরস্বতীতটবাসিনী
বৃদ্ধকস্তার স্থায় তুমিও অপরিণীতা বলিয়া তোমার
স্বর্গ বা মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই । অতএব
হে বরবর্ণিনি ! তুমি এখানে অত্রত্য মহাকাল-নামক
সিদ্ধ বৃদ্ধকে পতিহে বরণ কর । শঙ্করের এবাধিধ
আদেশে সেই কুমারী তত্রত্য মহাকালকে পতিহে
বরণ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রুদ্রলোকে গমন করি-
লেন । সেখানে পার্শ্বতী দেবী তাঁহাকে সহর্ষে
আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,—শুভে ! যেহেতু তুমি
পৃথিবীর বিভাগব্যাপদেশে চিত্রবৎ লেখন করি-
য়াছ, অতএব তুমি চিত্রলেখা নামে আমার সখী

তস্মাদ্ভব সখী মম । ততঃ সখী সমভবচ্চিত্রলেখেতি
সা শুভা ॥ ১৭৯ ॥ যয়ানিকৃৎ কথিত ঈশায়াঃ পতি-
কৃতমঃ । যোগিনীনাং বরিষ্ঠা যা মহাকালস্ত বরভা ॥
১৮০ ॥ অপ্সু সা বার্ষিকং বিন্দুং পূর্ণে বর্ষশতে
পপৌ । তপশ্চরন্তী তস্মাৎ সা প্রোচ্যতে চাম্পরা
দিবি ॥ ১৮১ ॥ এবাবিধা কুমারী সা লিঙ্গমেতন্নি
ফাঙ্কন । স্থাপয়ামাস শিবদং বর্করেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥
১৮২ ॥ তস্মাদত্র নৃণাং দাহশ্চান্ধিক্ষেপশ্চ ভারত ।
প্রয়াগাদবিকৌ প্রোক্তৌ মহেশস্ত বচো যথা ॥ ১৮৩ ॥
ইতি ত্রীকান্দে বর্করেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোন-
চহারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চহারিংশোহধ্যায়ঃ ।

অর্জুন উবাচ । মহাকালস্যসৌ কশ্চ কথং সিদ্ধি-
মুপাগতঃ । অস্মিন্তীর্থে মুনিশ্রেষ্ঠ মহদাশ্চর্য্যমত্র
মে ॥ ১ ॥ সর্বমেতৎ সমাখ্যাহি ব্রহ্মধানায় পৃচ্ছতে

হইয়া থাক । অতঃপর সেই কুমারী চিত্রলেখা নামে
তথায় পার্শ্বতীর সখী হইয়া রহিলেন । মহাকালপত্নী
এই চিত্রলেখাই যোগিনীগণের শ্রেষ্ঠা ; ইনিই
উবার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ সংঘটন করিয়া-
ছিলেন । ইনি জলমধ্যে থাকিয়া অপশ্রবণ সময়ে
প্রতি শতবৎসরান্তে এক এক বিন্দু জল পান করি-
তেন, সেই জন্ত দেবলোকে সকলেই ইহাকে অপ্সরা
বলে । হে অর্জুন ! এবাধিধ প্রভাবশালিনী সেই
কুমারী এই মঙ্গলদায়ক বর্করেশ লিঙ্গ স্থাপন করি-
য়াছেন । হে অর্জুন ! সেই জন্তই এখানে নরগণের
দাহন ও অন্ধিক্ষেপণ করিলে তাহা প্রয়াগ অপে-
ক্ষাও অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে । মহেশ্বরই
এই কথা কহিয়াছেন । ১৭৪—১৮৩ ।

উনচহারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৯।

চহারিংশ অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! সেই মহাকাল
কে ?—কিরূপেই বা এই তীর্থে সিদ্ধি লাভ
করিয়াছিলেন ? আমি ব্রহ্মসহকারে আপনাকে
জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ বিষয়ে আমার সবিশেষ
কৌতুহল জন্মিয়াছে, অতএব সেই সমস্ত বৃত্তান্ত

২২ ॥ নারদ উবাচ। নমস্কৃত্য মহাকালং বরদং
স্বাগ্ধবায়ম্। শক্তিতশ্চরিচং তস্মৈ বক্ষ্যে পাণ্ডু-
কুলোদ্বহ ॥ ৩ ॥ বারানস্তাং পুরি পুরা বভূব জপতাং
বরঃ। ক্রুদ্রজাপী মহাভাগো মার্টির্নাম মহাযশাঃ ॥
৪ ॥ তস্তাপুত্রস্ত পুত্রার্থে ক্রুদ্রান্ সঙ্গপতঃ কিল।
গতং বর্ষশতং তুষ্টিস্ততস্তং প্রাহ শকরঃ ॥ ৫ ॥ মাটে
তব স্তুতো ধীমান্ মৎপ্রভাবপরাক্রমঃ। বংশস্ত তব
সর্বস্ত সমুদ্রভা ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ ইতি শ্রুত্বা ক্রুদ্রবচো
মার্টির্হর্ষঃ পরঃ গতঃ। ততঃ কালে কিয়ন্মাত্রে পত্নী
মাণ্টের্বহাশ্বনঃ ॥ ৭ ॥ দধার গর্ভং চটিকা তপোমূর্তি-
ধরা যথা। তস্মৈ গর্ভস্ত বর্ষানি চত্বারি কিল সংযুঃ ॥
৮ ॥ ন পুনর্নাতুরুদরং তাক্সা নির্গচ্ছতে বহিঃ।
ততো মার্টিরুপামস্ত্য সামভিস্তমবোচত ॥ ৯ ॥ বৎস
সামান্তপুত্রোহপি পিত্রোঃ সুখকরঃ সদা। শুদ্ধায়াং
মাতরি ভবো মন্তুঃ কিং পীড়য়ন্তলম্ ॥ ১০ ॥ বৎস
মানুষ্যবাসস্ত স্পৃহা তুভ্যং কথং ন হি। যত্র ধর্ম্মার্থ-
কামানাং মোক্ষস্তাপি চ সন্ততিঃ ॥ ১১ ॥ কদা মনুষ্যা
জায়েম পূজা যত্র মহাকলা। পিতৃণাং দেবতানাক

আমাকে বলুন। নারদ কহিলেন,—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ।
বরদাতা স্বাগ্ধ অবায মহাকালকে নমস্কার করিয়া
যথাশক্তি তদীয় রচিত কীর্তন করিতেছি। পুবা-
কালে বারানসীপুরে মাণ্টি নামে এক মহাযশসী
ক্রুদ্রজপপরায়ণ জাপকশ্রেষ্ঠ মহাভাগ মানব জন্মিয়া-
ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তজ্জন্ত পুত্র-
লাভ কামনায় ক্রুদ্রমন্ত্র জপ করিতেন। এই ভাবে
শত বৎসর অতীত হইলে শকর তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া
কহিলেন,—ওহে মাণ্টি! তোমার, মৎসম প্রভাব-
বিক্রমশালী ধীমান পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র
তোমার সমগ্র বংশ উদ্ধার করিবে। ক্রুদ্রদেবের
এই কথা শুনিয়া মাণ্টি অতীব হর্ষিত হইলেন।
ইহার পর কিয়ৎ কালান্তে মূর্তিমতী তপস্বীসদৃশী
চটিকা নাম্নী তদীয় পত্নী গর্ভ ধারণ করিলেন;
কিন্তু সেই ভাবে চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল,
তথাপি সন্তান প্রসূত হইল না। তখন মাণ্টি
মধুর বচনে সেই গর্ভস্থ বালককে কহিলেন,—বৎস।
সামান্ত পুত্রও পিতা-মাতার সুখসাধক হয়, আর
তুমিতো পরিণত মাতার কৃষ্ণিতে আমা দ্বারা উৎ-
পাদিত হইয়াছ!—তুমি তোমার মাতাকে বৃথা কষ্ট
দিতেছ কি জন্ত? ১—১০। বৎস! মনুষ্যালোকট
বর্ষ অর্থকাম মোক্ষের সাধক; তোমার সেই
মনুষ্যালোকে বাস করিতে কামনা হয় না কেন?

নানাদর্শ্যাস্ত যত্র হি ॥ ১২ ॥ ইতি ভূতানি শোচন্তি
নানায়োনিগতাস্তপি। তত্র মানুষ্যমতুলং স্পৃহীয-
দিবৌকসাম্। অনাদৃত্য কথং ক্রহি হিতশ্চোদয়
এব চ ॥ ১৩ ॥ গর্ভ উবাচ। তাত জানাম্যহং
সর্বমেতৎ পরমহর্ষভম্। বিভেমি চাতিমাত্রস্ত
কালমার্গস্ত নিত্যশঃ ॥ ১৪ ॥ যৌ মার্গৌ কিল বেদেষু
প্রোক্তৌ কালোহর্চিরেব চ। অর্চিষা মোক্ষম্যাস্তি
কালমার্গেণ কস্মিণি ॥ ১৫ ॥ স্বর্গে বা নরকে বাপি
কালমার্গগতো হয়ম্। ন শশ্ম লভতে কাপি ব্যাধ-
বিক্রমগো যথা ॥ ১৬ ॥ তস্মৈব হেতোঃ প্রযতে
কৌবিদো যন্ন হুংখবিৎ। কালেন ঘোররূপেণ গম্ভীরেণ
সমাহিতঃ ॥ ১৭ ॥ তচ্চেন্নম মনস্তাত নানাদোষৈর্ন
মোহতে। ততোহহং দুর্লভং জন্ম মানুষ্যং শীঘ্র-
মাণ্ডুয়াম্ ॥ ১৮ ॥ ততস্তস্মৈ পিতা পার্থ কান্দিশীকো
মহেশ্বরম্। জগাম শরণং দেবং ত্রাহি ত্রাহি মহেশ্বর ॥
১৯ ॥ ত্রাং বিনা কোহপরো দেব পুত্রস্তাতীষ্টদো-

অপরাপর যোনিগত প্রাণিগণ এই বলিয়া শোক
করিয়া থাকে যে, আহা! যেখানে বিবিধ ধর্ম্মার্জন
করা যায় এবং যেখানে পিতৃদেবগণের অর্চনা
করিলে মহাকল লাভ হয়, আমরা কবে সেই মর্ত্য-
লোকে মনুষ্য হইয়া জন্ম লাভ করিব? অতএব
তুমি সেই দেববাহিত অতুলনীয় মনুষ্যজন্ম পাই-
য়াও তাহাতে অনাদর সহকারে কি নিমিত্ত উদরেই
অবস্থান করিতেছ? তাহা বল। গর্ভ কহিল,—
হে তাত! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, আমি
তৎসমস্তই জানি, এই ভূমণ্ডল যে পরম প্রার্থনীয়,
তাহাও জ্ঞাত আছি, পরন্তু আমি কালমার্গের ভয়ে
নিয়ত ভীত হইতেছি। বেদে কাল ও অর্চি নামে
দুইটা মার্গ নির্দিষ্ট আছে। কালমার্গে কস্মি এবং
অর্চিমার্গে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। কালমার্গ-
গত জীবগণ ব্যাধবিক্রম যুগের স্তায় স্বর্গেই
যাউক আর নরকেই যাউক, কুত্রাপি স্থিতি প্রাপ্ত
হয় না। এজন্ত হুংখাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তি
যাহাতে ঘোররূপ গম্ভীর কালমার্গে নিপতিত হইতে
না হয়, তদ্বিষয়ে নিরন্তর যত্ন-পরায়ণ হন।
অতএব আমার মন যদি বিবিধ সংসারদোষে লিপ্ত
না হয়, তবে আমি দুর্লভ মনুষ্যালোকে জন্ম লইতে
পারি। হে অর্জুন! অতঃপর তদীয় পিতা
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া “ত্রাহি ত্রাহি” রবে মহেশ্বরের
শরণাপন্ন হইলেন। তিনি কহিলেন—হে মহেশ্বর!
আপনি ভিন্ন আমার পুত্রের প্রার্থিত দানে অপর

হুতি মে। স্বয়ং দত্তং চামুং জন্ম প্রাপয় মে
সুতম্ ॥ ২০ ॥ ততস্তথাতিভক্ত্যাসৌ প্রাহ তুষ্ঠো
মহেশ্বরঃ। বিভূতীঃ স্বা ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যধর্মামেব
চ ॥ ২১ ॥ বিপরীতশ্চ শীঘ্রং ভো মাণ্ডিপুত্রঃ প্রবো-
ধ্যতাম্। ততস্তা দ্যোতয়স্তাশ্চ বিভূত্যো গর্ভ-
মুচিরে ॥ ২২ ॥ মহামতে মাণ্ডিপুত্র ন ধার্য্যং তে
ভয়ং হৃদি। চহরস্তাং হি ধর্মাদ্যা মনস্তাক্ষ্যামহে ন
তে ॥ ২৩ ॥ ততোহপরাস্তদধর্মাদ্যাঃ প্রোচুর্নৈব তথা
বয়ম্। ভবিষ্যামো মনস্তাত্মমস্মত্তব ভয়ং ন হি ॥ ২৪ ॥
ইত্যাক্তে স বিভূতীভিঃ শীঘ্রমেব কুমারকঃ। নিঃসসার
বহিজ্ঞাতশ্চকম্পেহতিকরোদ চ ॥ ২৫ ॥ ততো বিভূ-
তয়ঃ প্রাহ্মণ্যটে তব সুতস্বসৌ। অদ্যাপি কাল-
মার্গস্তা ভীতঃ কম্পতি রোদিতি ॥ ২৬ ॥ কালভীতি
রিতি খ্যাতস্তস্মাদেব ভবিষ্যতি। ইতি দত্তা বরং
তাশ্চ মহাদেবাস্তিকং যযুঃ ॥ ২৭ ॥ সোহপি বালঃ
প্রবরুধে গুরুপক্ষ ইবোড়পঃ। সংস্কৃতঃ স চ
সংস্কারৈরধীমান পশুপতিব্রতী ॥ ২৮ ॥ পঞ্চমজ্ঞান

কে সক্ষম হইবে? আপনিই দিয়াছেন, এখন যাহাতে
সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা করুন। ১১—২০।
মাণ্ডির স্ততিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর স্বীয় ধর্ম
জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্যাদিকে কহিলেন, মাণ্ডিপুত্র
বিপরীত বুঝিয়াছে, অতএব তোমরা যাইয়া তাহাকে
প্রবোধ দান কর। অতঃপর মহেশ্বরের আদেশে
বিভূতিসমূহ যাইয়া সেই গর্ভকে কহিল, ওহে
মহামতি মাণ্ডিপুত্র! তুমি অন্তরে ভয় করিও না;
আমরা ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই
চারিজনে কদাচ তোমার মন পরিত্যাগ করিব না।
ইহার পর অধর্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য
এই চারিজনেও কহিল,—ওহে তুমি আমাদেরও
ভয় করিও না; আমরা তোমার অন্তরে প্রবেশ
করিব না। এই কথা শুনিয়া সেই বালক অবি-
লম্বেই ভূমিষ্ঠ হইল এবং কাঁপিতে কাঁপিতে রোদন
করিতে লাগিল। তখন বিভূতিগণ কহিল—ওহে
মাণ্ডি! তোমার এই পুত্র এখনও কালমার্গের
ভয়ে কাঁপিতেছে ও কাঁদিতেছে। অতএব এই
সন্তান কালভীতি নামে বিখ্যাত হইবে। বিভূতি-
গণ এই বরদানান্তে মহাদেব সমীপে প্রস্থান
করিল। সেই বালকও গুরুপক্ষের চল্লের স্তায়
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই বৃদ্ধিমান
বালক ক্রমশঃ উপনয়নাদি সংস্কার লাভ করিয়া
পশুপত ব্রত অবলম্বনপূর্বক গুরুভাবে পঞ্চমজ্ঞান

জপঙ্কুস্তীর্থযাত্রাপরোহভবৎ। ক্রদ্রক্ষেত্রে সন্তো
স জপমন্ত্রাংশ্চ ভারত ॥ ২৯ ॥ কালভীতির্গুপ্তক্ষেত্র-
গুণান শ্রদ্ধাভূতাপায়মৌ। স্নাত্বা ততো মহীতোয়ে
জপ্তা মন্ত্রাংশ্চ কেচিশঃ ॥ ৩০ ॥ নিবৃত্তো নাতিদূরেহথ
বিশ্বরূক্ষং দদর্শ সঃ। দৃষ্ট্বা তং তস্তা চাধস্তান্নক্ষমেকং
জজাপ সঃ ॥ ৩১ ॥ জপতস্তস্ত বিপ্রস্ত ইন্দ্রিয়াপি লয়ং
যযুঃ। কেবলং পরমানন্দস্বরূপোহসাবভূৎ ক্ষণাৎ ॥
৩২ ॥ তস্তানন্দস্ত নোপম্যং স্বর্গাদীনাং ভবেৎ কচিৎ।
গঙ্গোদকস্তেব মানং কেবলং সোহপ্যসাবপি ॥ ৩৩ ॥
তত্র লীনো মুহূর্তেন পুনশ্চাত্তদ্যথা পুরা। ততো
বিস্মিয়ৈ পাথ কালভীতিক্রবাচ হ ॥ ৩৪ ॥ নাযং
মম মহানন্দো বারাগস্তাং ন নৈমিষে। ন প্রভাসে
ন কেদারে ন চাপামরকটকে ॥ ৩৫ ॥ শ্রীপর্বতে
ন চান্তত্র যাদৃশোহদা প্রবর্ততে। নির্বিকারানি
স্বচ্ছানি গঙ্গাস্তাংদীব খানি মে ॥ ৩৬ ॥ ভূতেষু পরমা
শ্রীতিহিজগদ্যোততে ফুটম্। ধর্মমেকং পরং মহাং
চেতশ্চাব্যবগচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ অহো স্থানপ্রভাবোহয়ং

জপপরায়ণ হইয়া তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইল। হে
ভারত! সেই কালভীতি বিবিধ ক্রদ্রক্ষেত্রে ভ্রম-
ণান্তে যথাযোগ্য স্নানাদি করিয়া লোকমুখে এই
গুপ্ত ক্ষেত্রের মহাত্ম্য শুনিয়া এখানে আগমনপূর্বক
মহীনদীজলে স্নান করিয়া বহু কোটি জপ করিল।
পরে সে যখন সেখান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই-
তেছে, তখন অদূরে একটি বিশ্বরূক্ষ দেখিতে
পাইল এবং সেই রূক্ষমূলে বসিয়া একলক্ষ জপ
করিল। সেই বিপ্র জপ করিতে থাকিলে তাহার
ইন্দ্রিয়মিচয় লয়প্রাপ্ত হইল, “সে তখন কেবল
পরমানন্দস্বরূপ হইল। স্বর্গাদি অপর কিছুই
সহিত সেই আনন্দের উপমা হইতে পারে না।
গঙ্গাজলের স্তায় সে কেবল নিজেই নিজের উপমা-
স্থল হইল। ২১—৩৩। কিয়ৎকালান্তে সেই কালভীতি
পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিতভাবে
মনে মনে বলিতে লাগিল, অহো! আমি এখানে
এই যেমন আনন্দ পাইলাম, ইতঃপূর্বে বারাগসী,
নৈমিষারণ্য, প্রভাস, কেদার, অমরকটক, শ্রীপর্বত,
বা অন্য কোথায়ও তজ্জপ আনন্দ পাই নাই।
এখানে আমার চিত্ত নিতান্ত নির্বিকার এবং ইন্দ্রিয়-
সমূহ গঙ্গাজলের স্তায় স্বচ্ছ হইয়াছে; সর্বজীবেরই
পরম শ্রীতি জন্মিতেছে, ত্রিজগৎই আমার শ্রীতিকর
বোধ হইতেছে। আমার মনও, ধর্মই যে একমাত্র
সার বস্তু, তাহা বৃদ্ধিতেছে। আহা! এই স্থানের

ক্ষুটকাপ্যত্র প্রোচাতে। নির্দোষঃ যক্ষুচি স্থানং
সর্বোপজববর্জিতম্ ॥ ৩৮ ॥ তত্র স্থিতস্ত ধর্মার্থ-
স্বত্বভূয়াং সহস্রধা। তদস্মাচ্চ প্রভাবাদ্ধি জানা-
মীতঃ স্বেচেতসি ॥ ৩৯ ॥ বিশিষ্টঃ কাশিমুখোভা-
স্তীর্থোভ্যঃ স্থানকং হ্রিদম্। তস্মাদত্রৈব সংস্থোহহং
তপস্তপ্যামি পুঙ্কলম্ ॥ ৪০ ॥ ইদংক্ষেদঃ তীর্থ-
মিতি সদা যত্নবিতস্তরেৎ। ন স সিদ্ধিমবাশোতি
ক্লেশেনৈব স্মিয়েত সং ॥ ৪১ ॥ ইতি সঙ্কিন্ত্য
বিশ্বস্ত বৃক্ষস্তাধো ব্যবস্থিতঃ। জজাপ মন্ত্রান রুদ্রস্ত
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ ধিষ্ঠিতঃ ॥ ৪২ ॥ গৃহীত্বা নিয়মং তোষ-
বিন্দুং বর্ষশতেহগ্নিবৎ। ততো বর্ষশতে যাতে
জপতস্তস্ত ভারত ॥ ৪৩ ॥ কশিচতোষভূতং কুস্তং
গৃহীত্বা নর আব্রজৎ। স তং প্রণম্য প্রাহেদং
কালভীতিং প্রহর্যতঃ ॥ ৪৪ ॥ অদ্য তে নিয়মঃ
পূর্ণস্তোত্রমেতন্মহামতে। গৃহাণ সফলং মহা শ্রমং
কর্তুমিচ্ছাসি ॥ ৪৫ ॥ কালভীতিক্রবাচ। কো
ভবান্ বর্ণতো ক্রহি কিমাচারশ্চ তত্ততঃ। জন্মাচারৌ
বিদিত্বা তে গ্রহীত্বাম্যন্তথা ন হি ॥ ৪৬ ॥ নর

কি অপূর্ণ প্রভাব! লোকে সতাই বলিয়া থাকে
যে, যে স্থান নির্দোষ, শুচি ও উপদ্রববর্জিত,
সেখানে থাকিয়া ধর্মকর্ম করিলে তাহা সহস্রগুণ
অধিক ফলদায়ক হয়। এই স্থানের এইরূপ
প্রভাব দেখিয়া আমি বুঝিতেছি যে, কাশী প্রভৃতি
হইতেও এই স্থানই উৎকৃষ্ট। অতএব আমি
এখানে থাকিয়াই দীর্ঘ তপস্শ্রাচরণ করিব। যে
ব্যক্তি ‘এ তীর্থ অপেক্ষা ঐ তীর্থ ভাল’ এইরূপ
মনে করিয়া বাহুলভ্যে নানা স্থানে পর্বাটন
করে, সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। সে
কেবল ক্লেশ পাইয়াই প্রাণপাত করে। ৩৪—৪১।
সেই কালভীতি এইরূপ স্থির করিয়া তত্রত্য
বিশ্বরূক্ষের মূলে অঙ্গুষ্ঠাগ্রে অবস্থানপূর্বক অগ্নির
জ্বায় “শত বর্ষান্তে জলবিন্দু মাত্র পান করিব” এই
নিয়মাবলম্বনে একাগ্র মনে রুদ্রমন্ত্র জপ কবিত্তে
লাগিল। তে অর্জুন। অতঃপর শত বর্ষ পূর্ণ
হইলে এক ব্যক্তি একটী জলপূর্ণ কুস্ত লইয়া সেই
জপনিয়ত কালভীতির নিকট আসিয়া প্রণামপূর্বক
সহর্ষে কহিল,—ওহে মহামতি কালভীতি! আজ
তোমার নিয়ম পূর্ণ হইয়াছে, অতএব এই জল
গ্রহণ কর;—আমার শ্রম সফল হউক। কালভীতি
কহিল, আপনি কে? কোন্ জাতি? আপনার
আচারই বা কিরূপ?—তাহা বলুন। আপনার

উবাচ। ন জানে পিতরৌ স্বীয়ৌ নষ্টৌ বা সর্বথা
ন হি। এবমেবাপি পশ্যামি সর্বদাহং স এব চ।
৪৭ ॥ আচারৈশ্চাপি ধর্মৈশ্চ ন কার্যং মম কিঞ্চন।
তস্মাদ্ধ্যামি নাপোতন্ন চাপ্যস্মি সমাচরে ॥ ৪৮ ॥
কালভীতিক্রবাচ। যদ্যেবং নোদকং তুভ্যাং
গ্রহীত্বাম্যস্মি কহিচিৎ। শৃণুত্বা বচো যন্মে গুরু-
রাহ ঋতীরিতম্ ॥ ৪৯ ॥ ন জায়তে কুলং যন্ত
বীজশুদ্ধিং বিনা ততঃ। তন্ত খাদন্ পিবন্ বাপি
সাধুঃ সীদতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫০ ॥ যশ্চ রুদ্রং ন
জানাতি রুদ্রভক্তশ্চ যো নহি। অন্নোদকং তন্ত
ভুঙ্কন পাতকী স্মার সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ অজ্ঞাত্বা যঃ
শিবং ভুঙ্কে কথ্যতে সোহত্র ব্রহ্মহা ॥ মাষ্টি চ
ব্রহ্মহান্নাদে তস্মাত্তস্ত ন ভক্ষয়েৎ ॥ ৫২ ॥ গন্ধোদ-
কুস্তঃ স্মাদযদ্বক্তৃত্বম্ধ্য মদ্যবিন্দুনা। অশিবজ্ঞস্ত
যো ভুঙ্কে শিবজ্ঞোহপি তথৈব সং ॥ ৫৩ ॥ হীন-
বর্ণশ্চ যঃ স্মাদ্ধি শিবভক্তোহপি নৈব সং। প্রতি-

জাতি ও আচার জানিয়া তার পর আপনার
জল গ্রহণ করিব। নচেৎ গ্রহণ করিতে পারি
না। সেই পুরুষ কহিল,—আমার পিতা-মাতা
আছেন কি মরিয়াছেন, সর্বথা তাঁহাদের বিষয়
আমি কিছুই জানি না। আমি এই ভাবেই
নিযত আছি, এই মাত্রই দেখিতেছি। আচারে
বা ধর্মে আমার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং
আচারের কথা আর কি বলিব? আমি কোন
আচার পালনও করি না। কালভীতি কহিল,—যদি
এরূপ হয়, তবে আমি আপনার জল কখনই লইব
না, এ সম্বন্ধে আমার গুরুদেব যাহা ঋতিসম্মত
উপদেশ দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। যাহার
কুলবৃত্তান্ত বা বীজশুদ্ধি জানা যায় নাই, সাধু ব্যক্তি
তাহার অন্ন-জল ভক্ষণ-পান করিলে তৎক্ষণাৎ
অবসন্ন হন। যে ব্যক্তি রুদ্রকে জানে না কিছা
যে জন রুদ্রভক্ত নহে, তাহার অন্নজল ব্যবহারে
পাতকী হইতে হয়, ইহাতে সংশয় নাই। শিবকে
না জানিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহাকে ব্রহ্ম-
ঘাতী বলা যায়। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি যদি সাধুকে
অন্ন ভোজন করাইতে পারে, তবে তাহার পাপনাশ
হয়, পরন্তু সেই পাপ অন্নভোজনকারীকে আশ্রয়
করে; তজ্জন্ত ব্রহ্মঘাতীর অন্ন ভক্ষণ করিতে নাই।
গন্ধোদকপূর্ণ কুস্ত যেমন তন্মধ্যে একবিন্দু মদ্য
পতিত হইলে অপবিত্র হয়, তরূপ শিবজ্ঞানহীনের
অন্নভোজনেও শিবজ্ঞ মানব অশুচি হইয়া যায়।

গৃহ্যে গৃহ্যে তস্যাহিলোকো বো প্রতিগ্রহে ॥ ৫৪ ॥
 নর উবাচ । এতেন তব বাক্যেন হ্যস্মৈ সঞ্জায়তে
 মম । অহো মুক্খোহসি মিথ্যা ত্বমপস্মারী জড়োহপি
 চ ॥ ৫৫ ॥ সদা সর্কেষু ভূতেষু শিবো বসতি
 নিত্যশঃ । সাধুসাধু ততো বাক্যং নৈব নিন্দা
 শিবস্ত না ॥ ৫৬ ॥ আশ্বনশ্চ পরস্তাপি যঃ করোত্য-
 ক্ষরো হরম্ । তস্ত ভিন্নদৃশো মৃত্যুবিদধে ভয়-
 মুখম ॥ ৫৭ ॥ অথবা কা হি পানীয়ে ভবেদশুচিতা
 বদ । মৃত্তিকোত্তবকুন্তোহয়ং পাবকেনাপি পাচিতঃ ॥
 ৫৮ ॥ পূর্ণশ্চ পয়সা কস্মিন্নেষামশুচিতা কুতঃ ॥ ৫৯ ॥
 অথ চেয়ম সংসর্গাদশুচিতঞ্চ নীয়তে । তদস্মাৎ
 সংহিতঃ পৃথ্যামহং ত্বঞ্চ কুতো বদ ॥ ৬০ ॥ কুতঃ
 পৃথিব্যাং চরসি যে ত্বং নৈব চবস্ম্যত । এবং
 বিচার্যমাণে তে ভাষিতং মুঞ্চবন্তবেৎ ॥ ৬১ ॥
 কালভীতিক্রবাচ । সর্বভূতেষু চেদেবং শিব এবৈতি
 চোচ্যতে । নাস্তিকা মৃত্তিকা কস্মাদভক্ষয়ন্তি ন

আর কোন হীন জাতিও যদি শিবভক্ত হয়, তবে
 তাহার অন্নও ভক্ষণ করিবে না । কলতঃ প্রতিগ্রহ-
 ব্যাপারে এই দুইটী গুণই দেখিতে হয় । ৪২—৫৪ ।
 সেই মানব কহিল,—ওহে! তুমি নিতান্ত মুর্থ
 কিম্বা অপস্মারাক্রান্ত অথবা নিতান্ত নিরোধ ।
 তোমার এসব কথায় আমার হাসি পাইতেছে ।
 শিব সতত সর্বভূতেই বাস করিতেছেন, স্মৃতির
 কাহাকেও সাধু বা অসাধু বলা উচিত নহে; কারণ
 তাহাতে সেই শিবেরই নিন্দা করা হয় । যে ব্যক্তি
 আপনার বা পরের মধ্যে শিবের সত্তা সন্দেহে
 সন্দেহান, মৃত্যু সেই ভেদজ্ঞানী মানবের সবিশেষ
 ভয় বিধান করেন । অথবা তুমি বল দোখ, জলে
 আবার অশুচিতা হয় কিরূপে? দেখ, এই কুন্ত
 মৃত্তিকানিশ্চিত, তাহাও আবার অগ্নিতে দগ্ধীভূত
 তার পর ইহা জল দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে; এই
 মৃত্তিকা অগ্নি বা জল,—স্বভাবতঃ কেহই তো অশুচি
 নহে । আর যদি বল যে, আমার সংসর্গে অশুচি
 হইয়াছে; তাহাও ঠিক নহে; যেহেতু, তুমি আমি
 উভয়েই তো সেই মৃত্তিকায়ই অবস্থিত রহিয়াছি,
 ইহাতে তুমিও তো অশুচি হইয়া পড়িতেছ, আমি
 মৃত্তিকায় আছি বলিয়া তোমার তো মৃত্তিকা ছাড়িয়া
 আকাশে বিচরণ করাই উচিত হয় । তুমি তাহা করি-
 তেছ না কেন? এইরূপ বিচার করিলে তোমার উক্তি
 নিতান্ত মুর্থতা বলিয়াই মনে হয় । ৫৫—৬১ । কালভীতি
 কহিল,—সর্বভূতেই শিব আছেন, যাহারা এরূপ

ভক্ষকম্ ॥ ৬২ ॥ শুদ্যর্থং তেন বিশ্বস্ত স্থাপিতা সংহিতি-
 র্থাথা । ফলেন পালিতা সা চ নাস্তথা তাং শৃণু চ ॥
 ৬৩ ॥ সমর্জ্যেতি পুরা ধাতা রূপাস্বকমিদং জগৎ ।
 তচ্চ নামপ্রপঞ্জন বন্ধং দাম্বা চ গোষ্ঠীথা ॥ ৬৪ ॥
 স চ নামপ্রপঞ্চস্ত চতুর্ধা ভিদ্যতে কিল । ধ্বনিবর্ণাঃ
 পদং বাক্যমিত্যাম্পদচতুষ্টয়ম্ ॥ ৬৫ ॥ তত্র ধ্বনির্নাদ-
 ময়ো বর্ণাশ্চাকারপূর্বকাঃ । পদং ‘শ’-বর্ণিতি
 প্রোক্তং বাক্যক্ষেতি শিবং ভজেৎ ॥ ৬৬ ॥
 তস্মাপি বাক্যং ত্রিবিধং ভবেদिति ক্রতের্বতম্ ।
 প্রভুসম্মতমেকঞ্চ সুহৃৎসম্মতমেব চ ॥ ৬৭ ॥
 কাস্তাসম্মতমেবাপি বাক্যং হি ত্রিবিধং বিদুঃ ।
 প্রভুঃ স্বামী যথা ভূত্যাশীষতোতদাচর ॥ ৬৮ ॥
 তথা ঋতিস্মৃতী চোভে প্রাহতুঃ প্রভুসম্মতম্ ।
 ইতিহাসপুরাণাদি সুহৃৎসম্মতমুচ্যতে ॥ ৬৯ ॥
 সুহৃদং প্রতিবোধ্যনং প্রবর্তয়তি তদ্বতঃ । কাব্য-
 লাপাদিকং যচ্চ কাস্তাসম্মতমুচ্যতে ॥ ৭০ ॥ প্রভু-
 বাক্যং স্মৃতং যচ্চ সবাছ্যভাস্তরং শুচি । সুহৃদ্বাক্যং

বলে, সেই নাস্তিকেরা অন্নাদি উপাদেয় খাদ্য পরি-
 হার করিয়া মৃত্তিকা বা ভক্ষণ করে না কেন?
 যে হেতু মৃত্তিকাই কি?—আর ভক্ষ্যই বা কি?—
 নকলই তো তাহাদিগের মতে শিব । বস্তুতঃ সেইরূপ
 জ্ঞান করা কর্তব্য নহে । সেই জন্যই জগতে
 বিবিধ শুদ্ধিবিধান ও তাহার ফল কীর্তিত আছে ।
 উহার অন্তথাচরণ করিতে নাই । ইহার বিশেষ
 কারণ শুন । পূর্বে বিধাতা এই রূপাস্বক জগৎ
 সৃষ্টি করেন । উহা রজ্জু দ্বারা গাতীর স্থায় নাম
 দ্বারা সম্যক্ আবদ্ধ । সেই নামপ্রপঞ্চ চতুর্বিধ,
 যথা—ধ্বনি, বর্ণ, পদ ও বাক্য । তন্মধ্যে ধ্বনি
 নাদময় । বর্ণ অকারাদি । ‘শ’ ‘ব’ ইত্যাদিকে
 পদ বলে আর সেই পদের সমষ্টি—‘শিব’কে বাক্য
 বলা যায় । সেই বাক্যও ত্রিবিধ । ইহাই ঋতির
 মত । যথা—প্রভুসম্মত; সুহৃৎসম্মত ও কাস্তা-
 সম্মত । বাক্য এই ত্রিবিধ । আধিপত্যশালী
 প্রভু যেমন ভূত্যকে “ইহা কর” বলিয়া আদেশ
 করেন, তদ্রূপ ঋতি ও স্মৃতি যাহা আদেশ করিয়া-
 ছেন, তাহাই প্রভুসম্মত । ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র
 সুহৃৎসম্মত পদবাচ্য; যেহেতু উহার সুহৃদের স্থায়
 প্রবোধ দানে সদমুঠানে প্রবর্তিত করিয়া থাকে ।
 আর কাব্যাদি কাস্তাসম্মত বলিয়া গণ্য । ৬২—৭০ ।
 প্রভুবাক্য এইরূপ যথা,—“বাহিরে ও অভ্যন্তরে শুচি

তথা শৌচং পালয়েৎ স্বর্গকাক্ষয়া ॥ ৭১ ॥ তদেতৎ
পালনীয়ং শ্রাদ্ধমিজানাং শ্রুতির্বদেৎ । ইয়া নাস্তিক্য-
বাক্যেন চেদেতদভিধীয়তে ॥ ৭২ ॥ এতেন শ্রুতিশাস্ত্রাণি
পুরাণঞ্চ বৃথৈব কিম্ । অগ্রে সপ্তবিপ্লব্যা য়ে ব্রাহ্মণাঃ
কক্সিয়াভবন্ ॥ ৭৩ ॥ মুক্কাঃ সর্ষেহভবন্ দক্ষা য়ে হি
বেদং গতাহুঃ । তথা বেদান্তবচনঃ সত্ত্বস্থা হ্যর্ধ-
গামিনঃ ॥ ৭৪ ॥ তিষ্ঠন্তি রাজসামধো হৃদো গচ্ছন্তি
তামসাঃ । সত্ত্বাহারৈঃ সত্ত্ববৃত্ত্যা স্বর্গগামী ভবেত্ততঃ ॥
৭৫ ॥ ন চৈতদপ্যস্বয়ামো যদ্বৃতেষু শিবো ন হি ।
অন্ত্যেব সর্বভূতেষু শৃগত্রাপ্যুপমানকম্ ॥ ৭৬ ॥ যথা
সুবর্ণজাতানি ভূষণানি বহুনি চ । কানিচিচ্ছূদ্র-
রূপাণি হীনরূপাণি কানিচিৎ ॥ ৭৭ ॥ স্বর্ণং সর্ষেণ
চান্ত্যেব তথৈব স সদাশিবঃ । হীনরূপং শোধিতং

হইবে ।” সুহৃদবাক্য যথা,—“স্বর্গকামনায় শৌচ
পালন করিবে ।” শ্রুতি বলেন—“ভূমিজাত ব্যক্তি-
গণের পক্ষে শৌচপালন অবশ্য কর্তব্য । তুমি
যদি নাস্তিক্যবশে “সকলই শিবময়” বল, তবে শ্রুতি
পুরাণাদি শাস্ত্র কি ব্যর্থ হয় না ? তোমার মতে
সপ্তবি প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়াকুশল ব্রাহ্মণ কক্সিয়াদি
জন্মিয়া বেদান্তসারে আচরণ করিয়াছেন, তাহারা
সকলেই মূর্থ । আর “সত্ত্বগুণাধিক ব্যক্তি উক্কে,
রাজস ব্যক্তি মধো এবং তামস ব্যক্তি অধোভাগে
গমন করে, এজন্ত সত্ত্বিক আহার করিয়া সত্ত্বগুণের
বর্দ্ধনপূর্বক স্বর্গগামী হইবে ।” এই যে বেদান্ত-
বাক্য আছে, তাহাও মিথ্যা হইয়া যায় । আর
তুমি যে “সর্বত্রই শিব আছেন ” বল, আমি যে
তাহাতে অস্বীকার প্রকাশ করিতেছি তাহা নহে, সর্ব-
ভূতেই শিব আছেন, ইহা সত্য, তবে ও সন্দেহ
বিশেষই আছে, তাহা শুন । একটা উপমা দিয়া
বলিতেছি । সুবর্ণনির্মিত বহু অলঙ্কার থাকিলেও
যেমন সকলগুলির স্বর্ণ সমান থাকে না, কতগুলির
স্বর্ণ সুবিশুদ্ধ, কতগুলির স্বর্ণ তদপেক্ষা হীন, কত-
গুলির স্বর্ণ বা হীনতর হইয়া থাকে ; পরন্তু সকল অল-
ঙ্কার গুলিতেই স্বর্ণ আছে, ইহা মানিতে হয়, অথচ
সকল গুলি সমান নহে, ইহাও স্বীকার করিতে
হয়, তজ্জপ শিবও সর্বভূতেই আছেন বটে, কিন্তু
কোনটীতে শুদ্ধ কোনটীতে শুদ্ধতর ইত্যাদি ক্রমে
তারতম্য অনুসারে আছেন বলিয়া সকল পদার্থে
সমজ্ঞান অকর্তব্য । বস্তুতঃ অবিশুদ্ধ স্বর্ণ যেমন
দাহাদি দ্বারা শোধিত হইয়া ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করে,
তজ্জপ জীবসমূহও শৌচাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া সেই

সচ্ছুদ্ধিমতি ন চৈকতাম্ ॥ ৭৮ ॥ তথৈদং শোধিতং
দেহং শুদ্ধং দিবি ব্রজেৎ ক্ষুটম্ । তস্মাৎ সর্ষাশ্রমা
হীনান্ গ্রাহ্যং বত ধীমতা ॥ ৭৯ ॥ চেদিদং শোধয়ে-
দ্দেহং নৈব গ্রাহ্যং সমস্ততঃ । সর্বতো যঃ প্রতিগ্রাহী
নিহারাহারয়োর্ন চ ॥ ৮০ ॥ শুচিঃ শ্রাদ্ধদ্বিসাৎ
পাশাণোহসৌ ভবেৎ ক্ষুটম্ । তস্মাৎ সর্ষাশ্রমা
নৈব গ্রাহীষোহহং জলং ক্ষুটম্ ॥ ৮১ ॥ সাধু বাপ্য-
থবা সাধু প্রমাণং নঃ শ্রুতিঃ পরা ॥ ৮২ ॥ এবমুক্তে
স চ নরঃ প্রহসন্ দক্ষিণেন চ । অঙ্গুষ্ঠেন লিখন
ভূমিং চক্রে গর্তং মহোত্তমম্ ॥ ৮৩ ॥ তত্র চিক্বেপ
তত্তোযং তেন গর্তঃ স্য পূরিতঃ । অত্যরিচ্যত
তোযঞ্চ চক্রে পাদেন সংলিখন ॥ ৮৪ ॥ চক্রে সরঃ
পূরিতং চাপ্যারিতরিক্তজলেন তৎ । তদন্তুতং মহাকৃষ্টা
নৈব বিপ্রো বিসম্বিয়ে ॥ ৮৫ ॥ যতো বহুবিধং চিত্তং
ভবেদুতাহাপাসিযু । তচ্চিত্ত্রেণ ন জহ্যচ্চ শ্রুতি-
মার্গং সনাতনম্ ॥ ৮৬ ॥ নর উবাচ । অতিমূর্খোহসি

শুদ্ধ শিবদেবের অধিকারী হইয়া উঠে ; কিন্তু সামান্ত
শৌচাদি দ্বারা সহসাই শুদ্ধশিবস্বভাব করিতে পারে
না । সেই জন্তই দেহশোধন আবশ্যক । দেহ
শোধিত হইলেই দেহী স্বর্গগামী হইতে পারে । এ
নিমিত্ত বুদ্ধিমান মানবের দেহশোধনের অভিলাস
থাকিলে কদাচ হীন জনের নিকট কোনরূপ প্রতি-
গ্রহ করা কর্তব্য নহে । যে জন, সকলের নিকটই
প্রতিগ্রহ করে এবং আহার-বিহারে শৌচবিচার করে
না, সে শুচি হইলেও অল্পকাল মধ্যেই পাশাণবৎ
তমোগুণাচ্ছন্ন জড়ীভূত হইয়া পড়ে । এ জন্ত আমি
কোন মতেই তোমার নিকট জল গ্রহণ করিব না ;
ইহা ভালই হউক আর মন্দই হউক ; শ্রুতিই আমা-
দিগের এসম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ ৭১—৮২ । এই
কথা শুনিয়া সেই মনুষ্য অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটা গুম্বৎ
গর্ত খনন করিল এবং তাহাতে সেই কলসীর জল
ঢালিয়া দিল । তাহাতে সেই গর্ত পূর্ণ হইয়াও
কিঞ্চিৎ জল অধিক থাকিল । তখন পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা
চালিত করিয়া সেই অতিরিক্ত জল দ্বারা তত্রতী
সরোবরটীকেও সেই মানব পরিপূরিত করিল ।
পরন্তু এই মহাভূত ব্যাপার দেখিয়াও কালভীতি
কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না ; ভাবিল যে, ভূতাদি
দেবযোনির উপাসকগণ এরূপ বিবিধ বিচিত্র ঘটনা
ঘটাইতে পারে বটে, তা বলিয়া সনাতন শ্রুতিপথ
কখনই পরিহার্য হইতে পারে না । সেই মনুষ্য
তখন কহিল,—ওহে বিপ্র ! তুমি নিতান্ত মূর্থ ;

বিপ্রঃ প্রজ্ঞাবাদাংশং ভাষসে । কিং ন শ্রুতস্তয়া
শ্লোকঃ পুরাবিত্তিকদীরিতঃ ॥ ৮৭ ॥ কৃপোহস্ত্য
ঘটোহস্ত্য রজ্জুরস্ত্য ভারত । পায়স্ত্যে পিব-
স্ত্যে সর্কে তে সমভাগিনঃ । তজ্জলং মম কস্মাক্ষং
ধর্মজ্ঞো ন পিবস্তসি ॥ ৮৮ ॥ নারদ উবাচ । ততো
ধিমমুশে শ্লোকো বহুধা সমভাগিনাম্ । অমিচয়াধি-
চার্য্যাসৌ ঘটাদ্যোঃ সমভাগিতা ॥ ৮৯ ॥ বহুপোত-
দ্রব্যক্ষেপঃ সর্কৈঃ সা সমভাগিতা । এবং কর্তুঃ
ফলৈঃ সর্কৈঃ সমঃ স্মাচ পুনঃপুনঃ ॥ ৯০ ॥ যঃ
শুচিঃ শিবং ধ্যায়ন্ প্রাসাদকূপকর্তরি । জনপ্রতি-
গ্রহাভাবাৎ পিবতোহস্ত্য সমঃ ফলম্ ॥ ৯১ ॥ ইতি
নিশ্চিত্য প্রোবাচ কালভীতির্নরঞ্চ তম্ । সত্যমেতৎ
কিন্তু কুস্তপয়সা গর্তপূরণে ॥ ৯২ ॥ দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষতো-
মাদৃক্ কথং পিবতি ভো বদ । সাধু বাপ্যথবা

পরন্তু বিজ্ঞের ত্রায় বাগ্‌বিদ্যাস করিতেছ । তুমি
কি পুরাতত্ত্বগণের এই শ্লোকটীও শুন নাই ? এক
জনের কূপ, আর এক জনের ঘট, অপর এক
জনের রজ্জু, অথ এক জনে পান করায় এবং অথ
জনে পান করে, ইহারা সকলেই তুল্যফলভাগী ।
অতএব তুমি ধর্মজ্ঞ হইয়াও আমার জল পান
করিলেনা কেন ? নারদ কহিলেন,—হে অর্জুন !
অতঃপর কালভীতি উক্ত শ্লোকের বিষয়ে সর্বিশেষ
চিন্তা করিয়াও সকলেই যে সমফলভাগী হয় কেন ?
ইহার কারণ স্থির করিতে পারিল না । অনেক
ভাষিয়া এই স্থির করিল যে, যে কোন কার্যের
যাহারা যাহারা সাহায্যকারী, সেই সকলে তুল্যফল-
ভাগীই হইবে ।—যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন
দ্রব্য দ্বারা একখানি নৌকা নির্মিত হইলে তাহা
সেই সকলেরই ফলসাধক হয় । যদি কেহ শুচি
ভাবে শিবধ্যানসহকারে প্রাসাদ বা কূপ নিৰ্মাণ
করে, আর সেই প্রাসাদ বা কূপ কেহই ব্যবহার
না করে, তবে উক্ত কর্তার তজ্জল ফললাভে
আংশিক ব্যাঘাত ঘটে ; পরন্তু যদি কোন শৈব
মানব সেই প্রাসাদে বাস করে কিম্বা সেই কূপেদক
পান করে, তবে উক্ত কর্তা সমধিক ফলভাগী হইয়া
থাকে ॥ ৮৭—৯১ ॥ কালভীতি এইরূপ আলোচনা
করিয়া সেই মনুষ্যকে কহিল,—ওহে ! তুমি যাহা
বলিতেছ, সত্য বটে, কিন্তু আমি সাক্ষাৎ দেখিলাম
যে, তুমি তোমার কলসীর জল দ্বারা এই গর্ত পূরণ
করিলে ; সুতরাং মাদৃশজ্ঞানবান মানব সে জল
কেমন করিয়া পান করবে, বল ! ফলতঃ ভালই

সাধু ন পিবেয়ঃ কথঞ্চন ॥ ৯৩ ॥ এবং বিনিশ্চয়ঃ
দৃষ্ট্বাশ্চ স্থিরঃ কুরুনন্দন । পুরুষোহসৌ গ্রহশ্চৈব
ক্ষণাদন্তর্দধে ততঃ ॥ ৯৪ ॥ কালভীতিশ্চ পরমঃ
বিশ্ময়ঃ সমুপাগতঃ । বৃন্তান্তঃ কোহয়মিত্যেব চিন্তয়া-
মাস ভূয়সা ॥ ৯৫ ॥ ততশ্চিন্তয়তস্ত্য বিদ্বাধস্তাৎ
সুশোভনম্ । উচ্ছ্রিতং সুমহালিঙ্গং পৃথিব্যা দ্যোত-
য়দিশঃ ॥ ৯৬ ॥ প্রাহুর্ভাবে ততস্ত্য মহালিঙ্গস্ত
ভারত । ননর্ত খেহপরোরুণং গন্ধর্বা ললিতং
জগুঃ ॥ ৯৭ ॥ পারিজাতময়ীং পুষ্পরুষ্টিমিক্রো মুমোচ
হ । জয়েতি দেবা মুনয়শ্চুর্বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ৯৮ ॥
তস্মিন্ মহতি কোরব্য বর্তমানে মহোৎসবে । কাল-
ভীতিঃ প্রমুদিতঃ প্রণম্য স্তোত্রমৈরয়ৎ ॥ ৯৯ ॥
পাপস্ত কালং ভবপঙ্ককালং কলাকলং কালমার্গস্ত
কালম্ । দেবং মহাকালমহং প্রপদ্যে ত্রীকালকণ্ঠং
ভবকালরূপম্ ॥ ১০০ ॥ ঈশানবক্ত্রং প্রণমামি
হাহং স্তোতি শ্রুতিঃ সর্ববিদ্যোদগরস্থম্ । ভূতে-
শ্বরস্থং প্রপিতামহস্থং তস্মৈ নমস্তেহস্ত মহেশ্বরায় ॥

হউক আর মন্দই হউক, আমি তোমার এ জল
কোন মতেই পান করিব না । হে কুরুনন্দন !
সেই পুরুষ, কালভীতির এবাদধ স্থিরসঙ্কল্প দেখিয়া
সহসা হাস্য করিয়া অন্তর্হিত হইলেন । তখন কাল-
ভীতিও সর্বিস্ময়ে ‘এ কি ব্যাপার !’ বলিয়া তদ্বিষয়ে
চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৯২—৯৫ ॥ কালভীতি এই
রূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিল, সহসা বিশ্বক্‌ষের
মূল দেশ হইতে একটি সুমহৎ লিঙ্গ প্রাহুর্ভূত হইল ।
তাহার তেজে দশদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া গেল । হে
ভারত ! তখন নভস্তলে গন্ধর্বাগণ সুললিতগান
এবং অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল ।
ইন্দ্রদেব পারিজাত কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন ।
অপরপর দেবতা ও মুনিগণ জয় শব্দোচ্চারণে সেই
লিঙ্গের সন্দর্শনা করিয়া বিবিধ প্রকারে স্তব করিতে
লাগিলেন । হে কোরবনন্দন ! এই ভাবে তখন
সুমৎ উৎসব আরম্ভ হইলে কালভীতি সানন্দমনে
সেই লিঙ্গকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ।
যথা,—যিনি পাপরাশির কাল, সংসারপঙ্কের কাল,
কালপথের কাল এবং সংসারেরও কালস্বরূপ,
আমি সেই কলাধর, কালকণ্ঠ মহাকালকে আশ্রয়
করিলাম । আপনি ঈশানবক্ত্র, আমি আপনাকে
নমস্কার করি । আপনি সর্ববিদ্যার ঈশ্বর, শ্রুতিও
আপনাকে স্তুতি করিয়া থাকেন । আপনি ভূতেশ্বর,

১০১ ॥ যং স্তোতি বেদস্তমহং প্রপদ্যে তৎপুরুষ-
সংজ্ঞং শরণং দ্বিতীয়ম্ । জ্ঞাং বিদ্যাহে তচ্চ নম্ভং
প্রদেহি শ্রীকৃদ্র দেবেশ নমো নমস্তে ॥ ১০২ ॥ অঘোর-
বক্রং ত্রিতয়ং প্রপদ্যে অথর্ষজুষ্টং তব রূপকাণি ।
অঘোরঘোরাণি চ ঘোরঘোরাণাহং সদা নোমি
ভূতানি ভূতাম্ ॥ ১০৩ ॥ চতুর্থবক্রঞ্চ সদা প্রপদ্যে
সদ্যোহভিজাতায় নমো নমস্তে । ভবেভবেহনাদিভবো
ভবশ্চ ভবোত্তবো মাং শিব তত্র তত্র ॥ ১০৪ ॥
নমোহস্ত তে বামদেবায় জ্যেষ্ঠকৃদ্রায় কালায় কলা-
বিকারিণে । বলঙ্করায়াপি বলপ্রমাথিনে ভূতানি হস্তে
চ মনোন্নয় ॥ ১০৫ ॥ ত্রিযক্ষকং ত্র্যক্ষ যজামহে বয়ং
সুপুণ্যগন্ধেঃ শিবপুষ্টিবর্দ্ধনম্ । উষাক্ষকং পক্ষিমিবোগ্র-
বন্ধনাদ্রক্ষস্ব মাং ত্র্যক্ষক মৃত্যুমার্গাৎ ॥ ১০৬ ॥ ষড়ক্ষরং
মন্ত্রবরং তবেশ জপন্তি যে মুনয়ো বীতরাগাঃ ।
তেষাং প্রসন্নোহসি জপামহে তং হোকারপূর্বকং নমঃ
শিবায় ॥ ১০৭ ॥ এবং স্তুতো মহাদেবো লিঙ্গান্নিসৃত্য

মহেশ্বর এবং প্রপিতামহ, আপনাকে নমস্কার ।
বেদ সকল ঋগার তৎপুরুষসংজ্ঞক দ্বিতীয় মূর্তির
স্তব করিয়া থাকেন, আপনি সেই কৃদ্র, আমি
আপনাকে নমস্কার করি । হে দেবেশ ! আপনার
তত্ত্ব জানিয়া আপনারই শরণাপন্ন হইলাম । আপ-
নাকে নমস্কার । আপনার অঘোর নামক তৃতীয়
মূর্তি অথর্ষবেদে প্রশংসিত, আপনার সেই অঘোর
অথচ ঘোর আবার ঘোরসমূহের পক্ষেও ঘোর
মূর্তিকে সতত প্রণতি করি । আপনার সদ্যোজাত
নামক চতুর্থ মূর্তিকেও নিরন্তর প্রণাম করি । হে
শিব ! আপনা হইতেই এই সংসারের উদ্ভব ;
অথচ আপনি অনাদিভব ; আপনি যেন জন্মে জন্মে
আমি যেখানেই থাকি আমার প্রতি করুণা বর্ষণ
করেন । আপনি বামদেব, জ্যেষ্ঠকৃদ্র, কাল, কাল-
বিকারী, বলঙ্কর, বলপ্রমাথী, মনোন্নয় ও ভূতহৃদা,
আমি আপনাকে নমস্কার করি ! আপনি সর্বারব
মঙ্গল ও পুষ্টিবর্দ্ধক ত্র্যক্ষক, আমি আপনাকে সুপুণ্য
গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা করি । সুপক্ক কুম্বাণ্ড ফল
যেমন বৃন্তবন্ধন হইতে স্থলিত হয়, হে ত্রিলোচন !
আপনি আমাকে তদ্রূপ মৃত্যুপাশ হইতে মোচিত
করুন । হে ঈশ ! ঋগার সংসারবিরাগী হইয়া
আপনার ষড়ক্ষর মন্ত্রবর জপ করেন, আপনি সেই
সমস্ত মুনিগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ; আমি
সেই “ওঁ নমঃ শিবায়” মন্ত্র নিরন্তর জপ করিতেছি ।
৯৬—১০৭ । হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাদেব এই প্রকারে

ভারত । ত্রিজগদ্যোতয়ন ভাসা প্রত্যক্ষঃ প্রাহ চ
দ্বিজম্ ॥ ১০৮ ॥ যদ্বয়াত্র মহাতীর্থে ভূশমারামিতো
দ্বিজ । তেনাতিতুষ্টস্তে বৎস নেশঃ কালঃ কধক্ষম ॥
১০৯ ॥ অহঙ্ক নররূপী যো দৃষ্টো তে ধর্ম্মসংস্থিতিম্ ।
ধন্তস্তদ্বর্ষমার্গোহয়ং পালাতে যদ্ববদ্বিধেঃ ॥ ১১০ ॥
সর্বতীর্থোদকৈর্গর্ভঃ পুরিতো মে সরস্তথা । জল-
মেতন্মহাপুণ্যং হৃদর্থং মে সমাহৃতম্ ॥ ১১১ ॥
সপ্তমন্ত্ররহস্তঞ্চ যৎ কৃতং স্তবনং মম । অনেন পর্যা-
মানেন সপ্তমন্ত্রফলং ভবেৎ ॥ ১১২ ॥ অভীষ্টঞ্চ
বরং মন্তো বৃণীষ মনসেপ্সিতম্ । হ্রিয়াতিতোষিতো
হস্মি নাদেয়ং বিদ্যাতে তব ॥ ১১৩ ॥ কালভীতি-
রুবাচ । ধন্তোহস্ম্যনুগৃহীতোহস্মি যদ্বং তুষ্টোহসি
শঙ্কর । হন্তোবাৎ সফলা ধর্ম্মাঃ শ্রমায়ৈবাস্তথা
মতাঃ ॥ ১১৪ ॥ যদি তুষ্টোহসি সান্নিধ্যং লিঙ্গেহত্র
ক্রিয়তাং সদা । অক্ষয়ং তৎ কৃতং চাস্ত যল্লিঙ্গে
ক্রিয়তেহত্র চ ॥ ১১৫ ॥ জপতো যৎ ফলং দেব

স্তুত হইয়া সেই লিঙ্গ হইতে নিঃসরণপূর্বক নিজতেজে
ত্রিজগৎ উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর
হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—হে দ্বিজ !
তুমি যে এই মহাতীর্থে কঠোর ভাবে আমার আরা-
ধনা করিয়াছ ; তজ্জন্ত আমি তোমার প্রতি অতীব
পরিতুষ্ট হইয়াছি ; তোমার প্রতি কাল কিছুমাত্র বল
প্রকাশ করিতে পারিবে না । আমি সেই নররূপ
ধারণ করিয়া তোমার যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস দেখিলাম,
তাঁহাতে মনে হয়, তোমার মত ব্যক্তি বাহা পালন
করে, সেই ধর্ম্মপথও ধন্ত ! আমি তোমার নিমিত্ত
যে জল আনিয়াছিলাম, সর্বতীর্থাস্থপূর্ণ ও অতীব
পুণ্যসাধক । আমি তদ্বারাই সেই গর্ভ ও সরোবর
পূরণ করিয়াছি । আর তুমি যে, সাতটী মন্ত্র-রহস্ত-
ব্যঞ্জক স্তব করিয়াছ, ইহা পাঠ করিলে মানব উক্ত
সপ্ত মন্ত্রের সমগ্র ফললাভ করিবে । তুমি আমার
নিকট অভীষ্ট বরও প্রার্থনা কর, যেহেতু আমি
তোমা কর্তৃক অতীব তোষিত হইয়াছি, এজন্ত
তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই । ১০৮—১১৩ ।
কালভীতি কহিলেন,—হে শঙ্কর ! আপনি যে
আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্ত
ও অনুগৃহীত হইলাম । আপনার সন্তোষ ন
জন্মিলে কোন ধর্ম্মকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলা যায় না, বস্তুতঃ
উহা বৃথা শ্রম মাত্র । আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন,
তবে এই লিঙ্গে নিয়ত সান্নিধ্য করুন ; এই লিঙ্গে
যাহা কিছু করা যায়, তাহা যেন অক্ষয় ফলদায়ক

পঞ্চমজাতেন চ। তৎ কলং জায়তাং নৃণামস্ত
লিঙ্গস্ত দর্শনে ॥ ১১৬ ॥ কালমার্গাদহং যস্মায়ো-
চিতোহহং মহেশ্বর। মহাকালমিতি খ্যাতং লিঙ্গং
তস্মাভবদ্বিদম্ ॥ ১১৭ ॥ অস্মিংশ্চ কূপে যো মর্ত্যঃ
স্নাত্বা তর্পয়তে পিতৃন। সর্বতীর্থফলং চাস্ত পিতৃণাম-
ক্ষয়া গতিঃ ॥ ১১৮ ॥ ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা প্রীতস্তং
শঙ্করোহব্রবীৎ। স্বয়ম্ভুবং যত্র লিঙ্গং তত্র নিত্যং
বসাম্যহম্ ॥ ১১৯ ॥ স্বয়ম্ভুবানরতোঽখ্যাতুপাষণ-
লোহজম্। লিঙ্গং ক্রমেণ কলদমস্তাৎ পূর্বং
দশোত্তরম্ ॥ ১২০ ॥ আকাশে তারকালিঙ্গং পাতালে
হাটকেশ্বরম্। স্বয়ম্ভুবং ধরাপৃষ্ঠে তদেতল্লিতয়ং
সমম্ ॥ ১২১ ॥ বিশেষাৎ প্রার্থিতং যচ্চ তচ্চ সর্বং
ভবিষ্যতি। অত্র পুষ্পং ফলং পূজা নৈবেদ্যং
স্তবনক্রিয়া ॥ ১২২ ॥ দানং বাস্তুচ্চ যৎকিঞ্চিদক্ষয়ং
তত্ত্ববিষ্যতি। মাঘাসিতচতুর্দশ্যা শিবযোগে চ
পুত্রক ॥ ১২৩ ॥ লিঙ্গাচ্চ পূর্বতঃ কূপে স্নাত্বা
যন্তর্পয়েৎ পিতৃন। সর্বতীর্থফলাবাপ্তিঃ পিতৃণাং

হয়। হে দেব! আপনার পঞ্চমস্তরের অযুত জপে
যে কল, এই লিঙ্গের দর্শনেই যেন নরগণ সেই
কল লাভ করে। হে মহেশ্বর! যে হেতু আমি
কালমার্গ হইতে মোচিত হইয়াছি, তজ্জন্তু এই লিঙ্গ
'মহাকাল' নামে বিখ্যাত হউক। আর এই কূপে
যে মানব স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে,
সে যেন সর্বতীর্থগ্নানের ফল লাভ করে; আর
তদীয় পিতৃগণেরও যেন অক্ষয়গতি লাভ হয়।
ভগবান্ শঙ্কর, কালভীতির এই সকল কথা শুনিয়া
প্রীতচিত্তে কহিলেন,—যেখানে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত,
আমি সেখানে নিয়তই বাস করিয়া থাকি।
স্বয়ম্ভু লিঙ্গ, বাণলিঙ্গ এবং রত্নজ, ধাতুজ, পাষণজ
ও লোহজ লিঙ্গ সকলের মধ্যে পর পরটা অপেক্ষা
পূর্ব পূর্বটী দশ দশ গুণ অধিক ফলদায়ক।
আকাশস্থ তারকালিঙ্গ, পাতালস্থ হাটকেশ্বর লিঙ্গ
এবং মর্ত্যালোকস্থ এই স্বয়ম্ভু লিঙ্গ,—এই তিনটী
লিঙ্গ সমগুণশালী। বিশেষতঃ ইহারা সাধকের
সমস্ত বাহিতদায়ক। এই লিঙ্গে পুষ্প ফল নৈবেদ্য
পূজা স্তুতি দানাদি যে কিছু সংক্রিয়া করা যাইবে,
তৎসমস্তই অক্ষয় হইবে। হে পুত্র! মাঘ মাসে
কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে শিবযোগে যে মানব এই
লিঙ্গের পূর্বদিকস্থ কূপে স্নানান্তে পিতৃগণের তর্পণ
করিবে, সে সর্বতীর্থগ্নানের ফল লাভ করিবে

চাক্ষুয়া গতিঃ ॥ ১২৪ ॥ তস্মাৎ রাজ্ঞৌ মহাকালং
যামে যামে প্রপূজয়েৎ। যঃ ক্রিপেৎ সর্বলিঙ্গেষু
স জাগরকলং লভেৎ ॥ ১২৫ ॥ জিতেন্দ্রিয়শ্চ
যো নিত্যং মাং লিঙ্গেহত্র প্রপূজয়েৎ। ভুক্তি-
মুক্তী ন দূরেষু তস্মৈ নিত্যং দ্বিজোত্তম ॥ ১২৬ ॥
মাঘে চতুর্দশীষ্টম্যাং সোমবারে চ পূর্বনি। স্নাত্বা
সরসি যোহভ্যর্চ্য লিঙ্গমেতচ্ছিবং ব্রজেৎ ॥ ১২৭ ॥
দানং তপো রুদ্রজাপঃ সর্বমক্ষয়মেব চ। স্বং চ
নন্দী দ্বিতীয়ো মে প্রতীহারো ভবিষ্যসি ॥ ১২৮ ॥
কালমার্গজয়াহংস মহাকালভিধন্থিরম্। করক্কমোহত্র
রাজর্ধিরচিরাদাগমিষ্যতি ॥ ১২৯ ॥ তস্মৈ প্রোচ্য
ভবান্ ধর্ম্মাস্ততো মল্লোকমাব্রজ। ইত্যাশ্বা ভগবান্
রুদ্রো লিঙ্গমধো স্থলীয়ত ॥ ১৩০ ॥ মহাকালোহপি
মুদিতস্তত্র তেপে মহস্তপঃ ॥ ১৩১ ॥ ইতি মহাকাল-
প্রার্থিতাবঃ। নারদ উবাচ। অথ কেনাপি কালেন
পার্থ রাজা করক্কমঃ। বিশেষমিচ্ছূর্ধ্বর্ষেযু শ্রুত্বা

এবং তদীয় পিতৃগণের অক্ষয়গতি প্রাপ্তি হইবে।
উক্ত তিথিতে রাত্রিকালে যে জন প্রহরে প্রহরে
এই মহাকাল লিঙ্গের অর্চনা করিয়া রাত্রিপান
করিবে, সে জগতের সমস্ত লিঙ্গের পূজার ফল ও
সর্বত্র রাত্রিজাগরণের ফল লাভ করিবে। হে
দ্বিজোত্তম! যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রতিদিন
এই লিঙ্গের পূজা করিবে, ভুক্তি ও মুক্তি নিয়তই
তাহার সন্নিহিত হইয়া থাকিবে। যদি কেহ, মাঘ
মাসে শুক্লপক্ষে সোমবারে চতুর্দশীতে বা অষ্টমীতে
এই সরোবরে স্নান করিয়া মহাকাল লিঙ্গের
অর্চনা করে, সে শিবলোক প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ
মহাকাল লিঙ্গের সমীপে দান তপস্যা রুদ্রমন্ত্রজপাদি
যাহা যাহা করিবে, তৎসমস্তই অক্ষয় হইবে। বৎস!
আর তুমিও কালমার্গ জয় করিয়াছ বলিয়া 'মহা-
কাল' নামে নন্দীর স্তায় আমার দ্বিতীয় অন্তর
হইয়া চিরকাল স্নুখে আমার লোকে বাস করিবে।
অচিরকাল মধ্যেই এখানে করক্কম রাজর্ধি আসি-
বেন। তুমি তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া
পরে আমার লোকে যাইও। ভগবান্ রুদ্রদেব
এই বলিয়া সেই লিঙ্গ মধ্যে লীন হইলেন।
অতঃপর মহাকালও সানন্দ মনে সেই স্থানে থাকিয়া
সুমহৎ তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১৪—১৩২ ॥
ইতি মহাকাল প্রার্থিতাবঃ।

নারদ কহিলেন,—হে পৃথানন্দন! অনন্তর

তীর্থমহাশয়ান্ ॥ ১৩২ ॥ মহাকালচরিত্রঞ্চ তত্রৈব
সমুপায়সৌ । মহীসাগরতোয়েহসৌ স্নাত্বা লিঙ্গান্তথা-
র্চয়ৎ ॥ ১৩৩ ॥ মহাকালমমুপ্রাপ্য পরমাং প্রীতি-
মাগতঃ । স পশুন্ স্মমহালিঙ্গং নাভূপ্যত জনেশ্বরঃ ॥
১৩৪ ॥ যথা দরিদ্রঃ কৃপণো নিধিকুন্তমবাপা চ ।
সকলং জীবিতং মেনে মহাকালং নিরীক্ষ্য সঃ ॥ ১৩৫ ॥
পঞ্চমম্বায়ুতজপকলং যশ্চেহ দর্শনাৎ । ততঃ সপর্ষা-
য়াভ্যর্চ্য মহত্যাসৌ প্রণম্য চ ॥ ১৩৬ ॥ ঋত্বা চ
লিঙ্গপ্রবরং মহাকালমুপাসদৎ । ততো ক্রদবচঃ
স্বহৃদা মহাকালঃ স্ময়স্মিব ॥ ১৩৭ ॥ প্রত্যাগম্য নৃপং
পূজামর্থ্যঞ্চ প্রত্যাগাদয়ৎ । ততঃ কুশলপ্রশ্নাদি কুহা
শাস্তমুখং নৃপঃ ॥ ১৩৮ ॥ মহাকালমুপামম্ব্য কথাস্তে
বাক্যমব্রবীৎ । ভগবন্ সংশয়ো মহ্যং সদায়ং পরি-
বর্ততে ॥ ১৩৯ ॥ যদিদং তর্পণং নাম পিতৃণাং ক্রিয়তে
নৃভিঃ । জলমধ্যে জলং যাতি কথং তূপাস্তি পূর্বজাঃ ॥
১৪০ ॥ এবং পিণ্ডাদিপূজা চ সর্বমত্রৈব দৃশ্যতে ।
কথমেবং স্ম মন্ত্রামঃ পিতৃদৈত্যকপভূজ্যতে ॥ ১৪১ ॥

কিয়ৎকালান্তে রাজা করজম, মহাকাল তীর্থের
মাহাত্ম্য ও মহাকালের চরিত্র-কথা শ্রবণ করিয়া
ধর্ম্য সহজে বিশেষ তত্ত্ব জানিতে উৎসুক হইয়া
সেখানে আগমন করিলেন । তিনি মহীসাগর-
জলে স্নান করিয়া তত্রত্য লিঙ্গ সকলের
অর্চনা করিয়া মহাকাল সমীপে আসিয়া
অতীব প্রীত হইলেন । ঐহার দর্শনে পঞ্চমস্তরের
অমৃত জপের ফল লাভ হয়, সেই মহাকাল লিঙ্গ
দেখিয়া করজম রাজার, নিধিকুন্ত প্রাপ্তিতে হুঃহ
দরিদ্রের স্তায় আনন্দের পরিসীমা রহিল না ।
তিনি তখন আত্মজীবন সফল বোধ করিলেন । পরে
মহামহোপচারে সেই লিঙ্গের অর্চনা করিয়া প্রণত-
পূর্বক মহাকালের সমীপে গমন করিলেন । মহা-
কাল তখন রাজাকে আসিতে দেখিয়া ক্রদবাক্য
স্মরণে সহাস্তবদনে প্রত্যাগমনপূর্বক রাজাকে
অর্থ্য পাদ্যাদি দ্বারা সৎকার করিলেন । রাজা
করজম সেই শাস্তমূর্তি মহাকালকে যথাযোগ্য
কুশল প্রশ্নাদি করিয়া নানা কথাস্তে এই কথা কহি-
লেন,—ভগবন্ ! আমার অন্তঃকরণে সদাই এই
একটা সংশয় রহিয়াছে যে, নরগণ যে, পিতৃতর্পণ
করে উহা তো জল মধ্যে জলক্ষেপ মাত্র ; উহা
দ্বারা পূর্বপুরুষগণের তৃপ্তি হয় কি প্রকারে ? এই-
রূপ শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে পিণ্ডাদির পূজা করিতেও
দেখিতে পাই, উহা যে পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধক

ন চৈতদস্তু যন্তেষাং নোপতিষ্ঠতিকিঞ্চন । যথৈ যথা-
ক্রম্য নরং দৃশ্যন্তে যাচকাস্চ তে ॥ ১৪২ ॥ দেবানাং
চাপি দৃশ্যন্তে প্রত্যক্ষাঃ প্রত্যয়াঃ সদা । তৎকথং
প্রতিগৃহ্ণন্তি মনো মেহত্র প্রমুহুতি ॥ ১৪৩ ॥ মহাকাল
উবাচ । যোনিরেবংবিধা তেষাং পিতৃণাঞ্চ দিবৌক-
সাম্ । দুরোক্তং দূরপূজা চ দূরস্তিথিরথাপি যৎ ॥
১৪৪ ॥ ভব্যং ভূতং ভবিষ্যচ্চ সর্বং জানন্তি যান্তি চ ।
পঞ্চতন্ত্রাত্তরুপঞ্চ মনোবুদ্ধিরহং জডা ॥ ১৪৫ ॥ নবত-
ময়ং দেহং দশমঃ পুরুষো মতঃ । তস্মাদগচ্ছেন
তূপাস্তি রসতত্ত্বেন তে তথা ॥ ১৪৬ ॥ শব্দতত্ত্বেন
তূপাস্তি স্পর্শতত্ত্বঞ্চ গৃহ্যতে । শুচি দৃষ্টা চ তূপাস্তি
নাত্র রাজন্ ভবেন্মৃষা ॥ ১৪৭ ॥ যথা ভূতং পশূনাঞ্চ
নরাণামমুচ্যতে । এবং দৈবতযোনীনামমুচ্যতে
ভোজনম্ ॥ ১৪৮ ॥ শব্দয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্য।

হয়, তাহা বুঝিব কিরূপে ? আর ঐহাদিগের
উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা যে ঐহারা প্রাপ্ত
হন না, তাহাও নহে, যেহেতু দেখা যায় যে,
ঐহারা কোন কোন মনুষ্যকে স্বপ্নাবস্থায় আক্রমণ
করিয়া শ্রাদ্ধাদি বিবিধ বিষয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন ।
আর এইরূপ দেবতাদিগেরও বিবিধ দ্বিধাসৌ-
পাদক ব্যাপার সতত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । পরন্তু
ঐহারা যে কি প্রকারে শ্রাদ্ধপূজাদি গ্রহণ করেন,
এ বিষয়ে আমার মন মুগ্ধ হইতেছে । ১৩৩—১৪৩ ।
মহাকাল কহিলেন,—সেই দেবতা ও পিতৃগণের
এমন উপাদানেই উৎপত্তি যে, ঐহারা অতি দূরে
অস্থিষ্ঠিত পূজা স্তুতি ভাষণাদি ভূত ভবিষ্যৎ
বর্তমান সমস্তই জানিতে পারেন । পঞ্চতন্ত্রাত্তরু,
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং জড়া প্রকৃতি—এই নয়টি
তত্ত্ব দ্বারা ঐহাদিগের দেহ গঠিত । সেই দেহে
অস্থিষ্ঠিত পুরুষ দশম, সেই জন্তু ঐহারা
গন্ধতত্ত্ব দ্বারা আনন্দিত, রসতত্ত্ব দ্বারা তৃপ্ত,
এবং শব্দতত্ত্ব দ্বারা তুষ্ট হন, আর স্পর্শতত্ত্ব গ্রহণ
করেন, ও সুন্দর রূপতত্ত্ব দর্শন করিয়া পরি-
তৃপ্তি লাভ করেন । রাজন্ ! ইহার অস্ত্রথা
হইতে পারে না । ভূগাদি উদ্ভিদ যেমন মনুষ্য-
পশুদির অন্ন, তজ্রূপ অন্নাদির সারই দেবযোনি-
সমূহের অন্ন । জ্ঞানদ্বারা যতদূর নির্বাচন করা
যায়, তাহাতে বালিতে হয় যে, পদার্থনিচয়ের শক্তি
সকল অচিন্ত্য ; উহার আর কারণ চিন্তা করা যায়
না । সেই অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে ঐহাদিগের

জ্ঞানগোচরাঃ । তস্মান্ভবঃ প্রগৃহ্ণতি শেষমজৈব
দৃষ্টতে ॥ ১৪১ ॥ করকম উবাচ । পিতৃভ্যো দীয়তে
শ্রাদ্ধং স্বকর্মবশগাচ্চ তে । স্বর্গস্থা নরকস্থা বা কথং
তৈরুপভূজ্যতে ॥ ১৫০ ॥ অথ স্বর্গেহথ নরকে
স্থিতাঃ কস্মাভিযজ্ঞিতাঃ । শরুবন্তি বরানেনতান্ দাতুং
তে চেবরাঃ কথম্ ॥ ১৫১ ॥ আয়ুঃ প্রজাঃ ধনং
বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ । প্রযচ্ছন্ত তথা
রাজ্যং শ্রীতা নৃণাং পিতামহাঃ ॥ ১৫২ ॥ মহাকাল
উবাচ । সত্যমেতৎ স্বকর্মস্থাঃ পিতরো যন্নপোক্তম ।
কিন্তু দেবাসুরাণাং চ যক্ষাদীনামমূর্তকাঃ ॥ ১৫৩ ॥
মূর্ত্যুচ্চতুর্গাং বর্ণানাং পিতরঃ সপ্তধা স্মৃতাঃ । তে
হি সর্বৈ প্রযচ্ছন্তি দাতুং সর্বং যথেষ্টিতম্ ॥ ১৫৪ ॥
একত্রিংশদগাং যেষাং পিতৃণাং প্রবলা নৃপ । কৃতং
চ তদিদং শ্রাদ্ধং তর্পয়েতান পরান পিতৃন ॥ ১৫৫ ॥
তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যস্ত পূর্বজান যত্র সংস্থিতান । এবং
স্থানাং চোপতিষ্টেচ্ছাদ্ধং যচ্ছন্তি তে বরান ॥ ১৫৬ ॥

উদ্দেশে যথাবিধানে প্রদত্ত দেবোর স্মৃতি তদ্বাংশই
তঁাহারা গ্রহণ করেন, অবশিষ্টাংশই এখানে পতিত
থাকে । করকম কহিলেন,—পিতৃগণ তো নিজ
নিজ কর্ম্মানুসারে কেহ স্বর্গে কেহ বা নরকে নানা
স্থানেই থাকেন ; তবে তঁাহাদিগের উদ্দেশে যে
শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা তঁাহারা কি প্রকারে উপভোগ
করিতে সমর্থ হন ? আর নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে
স্বর্গে বা নরকে আবদ্ধ থাকিয়া তঁাহারা বরদানাদি
কার্য্য করিতেই বা পারেন কেমন করিয়া ? পরন্তু সেই
পিতৃগণ প্রীত হইয়া নরগণকে আয়ুঃ, সন্তান, ধন,
বিদ্যা, রাজত্ব, স্বর্গ,—এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও দান
করিয়া থাকেন । ১৪৪—১৫২ । মহাকাল কহিলেন,
—হে নৃপোত্তম ! আপনি সত্যই বলিয়াছেন যে,
পিতৃগণ নিজ নিজ কর্ম্মবশীভূত । কিন্তু পিতৃগণ
সমষ্টিতে একত্রিংশৎ । তন্মধ্যে দেব-পিতৃ, অসুর-
পিতৃ, ও যক্ষাদি-দেবযোনি-পিতৃ,—এই তিন পিতৃ-
লোক অমূর্ত ; আর চারি বর্ণের চারিটী পিতৃগণ
আছেন, তঁাহারা প্রত্যেক গণে সাত সাত করিয়া
সমষ্টিতে অষ্টাবিংশতি ; ইহারা মূর্তমান । এই এক-
ত্রিংশৎসংখ্যক পিতৃগণ অতি প্রবল শক্তিশালী ।
ইহারা প্রত্যেকেই সমস্ত ব্যক্তিত্ব দানে সক্ষম ।
শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে তদ্বারা এই পিতৃগণের তৃপ্তি
হয় ; ইহারা তৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার পূর্ব পুরুষগণ
সেখানেই থাকুন না কেন, তঁাহাদিগের তৃপ্তি বিধান

বাজোবাচ । ভূতাদিভ্যো যথা বিপ্র নান্না বোদ্ধিষ্ঠ
দীয়তে । সুরাদীনাং কথং চৈব সজ্জকপেণ ন
দীয়তে ॥ ১৫৭ ॥ ইদং পিতৃভ্যো দেবেভ্যো দ্বিজৈভ্যো
পাবকায় চ । এবং কস্মাদ্বিস্তরাঃ স্মার্মনঃকায়াদি-
কষ্টদাঃ ॥ ১৫৮ ॥ মহাকাল উবাচ । উচিতা প্রতি-
পত্তিষ্ঠ কার্য্যা সর্বেষু নিত্যশাঃ । প্রতিপত্তিঃ
চৌচিতাং তে বিনা গৃহ্ণন্তি নৈব চ । যথা স্বা
গৃহদ্বারস্থো বলিং গৃহ্ণতি কিং তথা । প্রধানপুরুষো
রাজন্ গৃহ্ণতি চ শুনা সমঃ ॥ ১৬০ ॥ এবং তে ভূত-
বদেবা ন হি গৃহ্ণন্তি কস্মিচিৎ । শুচি কামং জুবন্তে ন
হবিরশ্রদ্ধধানতঃ ॥ ১৬১ ॥ বিনা মজ্জৈশ্চ যদন্তং ন
তদগৃহ্ণন্তি নোহমলাঃ । শ্রুতিরপাত্ত প্রাহেদং যজ্ঞাণাং
বিবয়ে নৃপ ॥ ১৬২ ॥ যজ্ঞা দৈবতা যদ্যদ্বিধান মজ্জবৎ-
করোতি দেবতাভিরেব তৎকবোতি, যদদাতি

করিয়া থাকেন । এই ভাবেই শ্রাদ্ধ করিলে স্বীয়
পূর্বপুরুষগণ তদ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন এবং
সেই জন্তই তঁাহারা বর দান করিয়া থাকেন ।
রাজা কহিলেন,—হে বিপ্র ! সাধারণ প্রাণিগণকে
যেমন নাম মাত্রে উল্লেখ করিয়া দান করা যায়,
পিতৃ-দেবতাদিগকেও সেইরূপ “ইহা পিতৃগণকে,
ইহা দেবগণকে, ইহা দ্বিজগণকে এবং ইহা অগ্নিকে”
এই ভাবে দান করিলে যথোক্ত ফল হয় না
কেন ? কাষমনঃক্লেশকর ব্যাপার সকল করিতে
হয় কি জন্ত ? মহাকাল কহিলেন,—সকলের
প্রতিই যথাযোগ্য গৌরব প্রদর্শন করা সতত
কর্ত্তব্য । বিশেষতঃ তঁাহারা অমুচিত সম্মান না
করিলে তাহা গ্রহণ করেন না । রাজন্ !
গৃহদ্বারে বলি প্রদান করিলে একটা কুকুরে
তাহা সাদরে ভক্ষণ কবে বটে, কিন্তু একজন সম্রাট
ব্যক্তি কি তাহা গ্রহণ করে ? দেবগণও সেইরূপ
যথাযোগ্য সৎকার ব্যতীত দান করিলে কদাচ
তাহা গ্রহণ করেন না । আবার বিশুদ্ধ
ভোজ্যও অশ্রদ্ধায় প্রদত্ত হইলে সন্তোষের সহিত
তাহা ভোজন করেন না । তঁাহারা অমল-স্বভাব ;
সেই জন্তই বিনামজ্জে দান করিলেও তাহা গ্রহণ
করেন না । রাজন্ ! যজ্ঞ সহজে (শতপথব্রাহ্মণ)
শ্রুতির উপদেশও এইরূপ আছে । যথা—যজ্ঞ
সকলই দেবতার মূর্তি, বিদ্বান্ ব্যক্তি যাহা যাহা
যজ্ঞযুক্ত করিয়া সম্পাদন করেন, তৎসমস্ত দেবতা
রাই অনুষ্ঠিত হয় ; যাহা দান করেন তথাও

দেবতাভিরেব তদদাতি যৎপ্রতিগৃহ্ণতি দেবতা-
ভিরেব তৎপ্রতিগৃহ্ণতি তস্মান্নামম্ববৎপ্রতিগৃহ্ণীয়াৎ
নামম্ববৎপ্রতিপদ্যতে ইতি ॥ ১৬৩ ॥ তস্মান্নম্বৈঃ
সদা দেয়ং পৌরাণৈর্কৈর্দিকৈরপি । অন্তথা তে ন
গৃহ্ণন্তি ভূতানামুপতিষ্ঠতি ॥ ১৬৪ ॥ রাজোবাচ ।
দর্ভাংস্তিলানক্ষতাংশ্চ তোয়ং চৈতৈঃ সুসংযুতম্ ।
কস্মাৎ প্রদীয়তে দানং জ্ঞাতুমিচ্ছামি কারণম্ ॥ ১৬৫ ॥
মহাকাল উবাচ । পুরাকিল প্রদত্তানি ভূমেদানানি
ভূরিণঃ । প্রতাগৃহ্ণন্ত দৈত্যাশ্চ প্রবিষ্টাভ্যন্তরঃ
বলাৎ ॥ ১৬৬ ॥ ততো দেবাশ্চ পিতরঃ প্রত্যাচুঃ
পদ্যসম্ভবম্ ॥ ১৬৭ ॥ স্বামিন নঃ পশুতামেব সঞ্চ
দৈতৈঃ প্রগৃহ্যতে । বিবেহি রক্ষাং তেষাং হং ন
নষ্টাঃ স্মো যথা নবম্ ॥ ১৬৮ ॥ ততো বিশ্বৈশ্চৈব
বিধী রক্ষোপায়মচীকরৎ । তিনৈর্ধুক্রং পিতৃণাঞ্চ
দেবানামক্ষতৈঃ সহ ॥ ১৬৯ ॥ তোয়ং দর্ভাংশ্চ সঞ্চ

দেবতা দ্বারাই প্রদত্ত হয়; যাহা প্রতিগ্রহ করবেন,
দেবতা দ্বারাই তাহা প্রতিগৃহীত হয় । অতএব মন্ত্র
ব্যবহার ব্যতীত প্রতিগ্রহ করিবে না; যাহা মন্ত্র
ব্যতীত করা যায়, তাহা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না ।
সেই জন্ত সতত সমস্ত কার্যেই বৈদিক ও
পৌরাণিক মন্ত্র ব্যবহার করা কর্তব্য । নচেৎ
তাহা পিতৃদেবগণ গ্রহণ করবেন না । তাঁহারা
লৌকিক প্রাণীর ন্যায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন ।
১৫৩—১৬৪ । রাজা কহিলেন,—দান করিতে হইলে
কুশ, তিল, অক্ষত ও জল এই চারিটী দ্রব্য
মিলিত করিয়া দান করিতে হয় কি নিমিত্ত,
ইহার কারণ জানিতে চাই । মহাকাল কহিলেন,
—এইরূপ ইতিহাস আছে যে, পুরাকালে
দেবগণের উদ্দেশে ভূতলে দ্রব্য সকল প্রদত্ত হই-
লেই অসুরগণ পাতাল হইতে উত্থিত হইয়া
বলপূর্বক তৎসমস্ত গ্রহণ করিত । এইরূপ ঘটিতে
থাকিলে দেব-পিতৃগণ যাইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন,—হে
স্বামিন্ ! দেখুন, অসুরগণ আমাদের ভাগ সকল রক্ষিত
হয়, তৎসম্বন্ধে কোনও সুব্যবস্থা করিয়া দিউন ।
যাহাতে আমরা নষ্ট না হই তাহা করুন । তখন
ব্রহ্মা মনে মনে উপায় চিন্তা করিয়া এই ব্যবস্থা
করিলেন যে, দেব-পিতৃগণের সকল ভাগেই জল ও
কুশ থাকিবে, আর দেবগণের ভাগে অক্ষত এবং
পিতৃগণের ভাগে তিল থাকিবে । যাহা এইভাবে

এবং গৃহ্ণন্তি নাস্মরাঃ । এতান্ বিনা প্রদত্তং যৎকলং
দৈতৈঃ প্রগৃহ্যতে ॥ ১৭০ ॥ নিষন্ত পিতরো দেবা
যান্তি দাতুঃ কলং নহি । তস্মাদধুগেষু সর্বেষু
দানমেব প্রদীয়তে ॥ ১৭১ ॥ করকম উবাচ ।
চতুর্যুগব্যবস্থানং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ । মহতীযং
বিবিৎসা মে সদৈব পরিবর্ততে ॥ ১৭২ ॥ মহাকাল
উবাচ । আদ্যং কৃতযুগং বিদ্ধি ততশ্চৈতায়ুগং
শ্মশ্রুন্ম । দ্বাপরং চ কলিঞ্চতি চত্বারশ্চ সমা-
সহঃ ॥ ১৭৩ ॥ সহঃ কৃতং রজস্বতা দ্বাপরং
চ রজস্বতমঃ । কলিস্তমস্ক বিজ্ঞেয়ং যুগবৃত্তং
যুগেষু চ ॥ ১৭৪ ॥ ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং
যজ্ঞ উচ্যতে । রুতং চ দ্বাপরে সত্যং দানমেব
কলৌ যুগে ॥ ১৭৫ ॥ কৃতে তু মানসী সৃষ্টিবৃত্তিঃ
সাক্ষ্য দেসোল্লস্যা । তেজোময়াঃ প্রজাঃ সৃষ্টাঃ সদা-
নন্দাশ্চ ভোগিনঃ ॥ ১৭৬ ॥ অধমোক্তমো ন তাসাং
তানির্নিশেষাঃ প্রজাঃ শুভাঃ । তুল্যামায়ুঃ সুখং
রূপং তাসাং তস্মিন কৃতে যুগে ॥ ১৭৭ ॥ ন চাপ্রীতিন
চিহ্নিত, দৈত্যগণ তাহা গ্রহণ করিবে না । পরন্তু
এভাবে যাহা চিহ্নিত নহে, দৈত্যগণ তাহাই
গ্রহণ করিবে । দৈত্যগণ কর্তৃক ঐরূপে ভগ্নহৃত
হইলে পিতৃগণ তাহাতে হুঃখিত হইয়া দীর্ঘ-
নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক প্রশ্নান করেন; সুতরাং
দাতার তাদৃশ দানে কোন ফল হয় না । হে রাজন্ !
এই কারণেই চারি যুগেই এই বিধানমত
দান কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । ১৬৫—১৭১ ।
করকম কহিলেন,—এক্ষণে আমি চারিযুগের
যথাযথ ব্যবস্থা জানিতে চাই; এ বিষয়ে আমার
সুমনঃ ওৎসুকা সতত বর্তমান । মহাকাল কহি-
লেন,—প্রথম কৃতযুগ, তার পর ত্রেতাযুগ, পরে
দ্বাপরযুগ ও অতঃপর কলিযুগ, সংক্ষেপতঃ এই
চারিযুগ জানিয়া রাখ । কৃতযুগে সত্ব, ত্রেতাযুগে
রজঃ, দ্বাপরযুগে রজস্তমঃ এবং কলিযুগে কেবল
তমোগুণ প্রধান । গুণানুসারেই যুগান্তাব জানিও ।
কৃতযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে-
সদাচার এবং কলিযুগে একমাত্র দানই প্রশস্ত ।
কৃতযুগে মানস সঙ্কল্প অনুসারেই সকল বিষয় সৃষ্ট
হয়; প্রজা সকল তেজোময়, সদা তৃপ্ত ও সানন্দ
মনে ভাগ-বিলাসেই কালাতিপাত করে । সরস
সুখসাধ্য বৃত্তিতেই সকলে জীবিকা নির্বাহ করে ।
শুভাচারসম্পন্ন প্রজাগণের মধ্যে কিছু মাত্র ইতর-
বিশেষ থাকে না, সকলেই সর্বথা সমান বলিয়া
গণ্য হয়; সকলেরই আয়ু, রূপ, সুখাদিও পরস্পর

চ দ্বন্দ্বো ন দ্বৈষো নাপি চ ক্রমঃ । পরিতোদধি-
বাসিন্তো হনুক্রোশপ্রিয়াস্ত তাঃ ॥ ১৭৮ ॥ বর্ণাশ্রম-
ব্যবস্থা চ তদাসীন্ন হি সঙ্করঃ । এবমন্তঃ ন ধায়ন্তি
পরমং তে সদাশিবম্ ॥ ১৭৯ ॥ চতুর্থে চ ততঃ
পাদে নষ্টা সাভূদ্রসোল্লসা । প্রাহ্বাসংস্ততস্তাসাং
বৃক্ষাশ্চ গৃহসংজ্ঞিতাঃ ॥ ১৮০ ॥ বৃক্ষাণি চ প্রসূযন্তে
ফলান্ভাভরণানি চ । তেষেব জায়তে তাসাং গন্ধবর্ণ-
রসাবিতম্ ॥ ১৮১ ॥ সুমাক্ষিকং মহাবীৰ্য্যং পুটকেপুটকে
মধু । তেন তা বর্তয়ন্তি স্ম কৃতস্থান্তে প্রজাস্ততা ॥
১৮২ ॥ হৃষ্টপুষ্ঠান্তথা বৃক্ষাঃ প্রজা বৈ বিগতজরাঃ ।
ততঃ কালেন কেনাপি তাসাং বৃদ্ধে রসেন্দ্রিয়ে ॥ ১৮৩ ॥
যুগভাবান্তথা ধ্যানে স্বলীভূতে শিবশ্চ চ । বৃক্ষা স্থান
পর্যগৃহ্ণন্ত মধুপা মাক্ষিকঃ বলাৎ ॥ ১৮৪ ॥ তাসাং
তোষাপচারণে লোভদোষকৃতেন বৈ । প্রনষ্টা মধুনা
সার্কং কল্পবৃক্ষাঃ কচিং কচিং ॥ ১৮৫ ॥ তস্যা চাপাল্ল-
শিষ্টায়াঃ দ্বন্দ্বান্তত্যাখিতানি বৈ । শীতাতপৈশ্বর্যনো-
দুঃখৈস্ততস্তা তুংগিতা ভূশম্ ॥ ১৮৬ ॥ চকুরাবরণার্থং

সদৃশ হইয়া থাকে । তাহাদিগের মধ্যে তখন
অপ্রীতি, ক্রান্তি দ্বেষ, বিবাদাদি থাকে না । সকল
প্রজাই দয়ালু হয় । তাহারা পর্বত ও সাগরে
বসবাস করে । বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা দৃঢ় ভাবেই বর্ত-
মান থাকে ; বর্ণসঙ্কর থাকে না । সকলে একমাত্র
সদাশিবকেই পরমেশ্বর বলিয়া ধ্যান করে, অপর
কাহারই উপাসনা করে না । ১৭২—১৮১ । সেই
সত্যযুগের চতুর্থ অংশ প্রবৃত্ত হইলে প্রজাগণের
সেই রসবতী বৃত্তি নষ্ট হইয়া যায় ; তখন প্রজাগণ
বৃক্ষসকলকেই দৃঢ়বৎ আশ্রয় করিয়া থাকে । বৃক্ষ
হইতেই বিবিধ বসন ভূষণ ও মনোরম ফল সকল
প্রসূত হয় । গন্ধ-বর্ণর-সসমৃদ্ধ মহাবীৰ্য্যকর মাক্ষিক
মু তখন পত্রপুটকসমূহে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
প্রজাগণ তদ্বারা সেই কৃতযুগের শেষভাগে জীবিকা
নির্বাহ করে । প্রজাগণ বৃদ্ধ হইয়াও হৃষ্টপুষ্ঠভাবে
অক্লেশে কালান্তিপাত করিয়া থাকে । পরে কাল-
ক্রমে তাহাদিগের শিবধ্যান ক্ষীণ হইয়া পড়ে ও
রসেন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি হয়, তখন লোভবশে তাহারা
মধু ও মধুকর বৃক্ষসকল বলপূর্বক আয়ত্ত করিতে
বস্তু হয় । তাহাদিগের সেই অপচার হেতু মধুকর
কল্পবৃক্ষ সকল ক্রমশঃ নষ্ট হইতে থাকে । সেই
যুগশুদ্ধিকালে শীতাতপাদি দ্বন্দ্বজ তুংগ সকল ক্রমে
ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে । তাহাতে প্রজাগণ
মনোদুঃখেন গাভ্রাবরণ ও বাসার্থ নিকেতন সকল

হি কেতনানি ততস্ততঃ । ততঃ প্রাহ্বর্ষভৌ তাসাং
সিদ্ধিস্থেতাযুগে পুনঃ ॥ ১৮৭ ॥ বৃষ্ট্যা বভূবুরৌষধ্যো
গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দশ । অকৃষ্টপচ্যাশ্চানুস্তোমভূমি-
সমাগমাৎ ॥ ১৮৮ ॥ ঋতুপুষ্পফলৈশ্চৈব বৃক্ষগুণ্যশ্চ
জজ্ঞিরে । তৈশ্চ বৃত্তিরভূতাসাং ধাতৈঃ পুট্পৈঃ
ফলৈস্তথা ॥ ১৮৯ ॥ ততঃ পুনরভূতাসাং রাগো
লোভশ্চ সর্বতঃ । কালবীর্যোণ বা গৃহ নদীক্ষেত্রাণি
পরিতান ॥ ১৯০ ॥ বৃক্ষগুণ্যৌষধীশ্চৈব প্রসহ্যাত্ত
যথাবলম্ । বিপর্যায়ৈর্চৌষধাঃ প্রনষ্টাশ্চ চতুর্দশ ॥
১৯১ ॥ নহা ধরাঃ প্রবিষ্টান্তা ঔষধাঃ পীড়িতাঃ
প্রজাঃ । দুদোহ গাঃ পৃথুর্কৈশ্চ সর্বভূতহিতায়
বৈ ॥ ১৯২ ॥ তদাপ্রভৃতি চৌষধাঃ ফালকৃষ্টাঃ
প্রজাস্ততঃ । বার্তয়া বর্তয়ন্তি স্ম পাল্যমানাশ্চ
ক্ষত্রিয়ৈঃ ॥ ১৯৩ ॥ বর্ণাশ্রমপ্রতিষ্ঠা চ যজ্ঞস্থেতাসু
চোচাতে । সদাশিবধ্যানমধঃ ত্যজ্য মোক্ষমচেতনাঃ ।
পুষ্পিতা বাচমাশ্রিতা রাগাঃ স্বর্গমসাধয়ন ॥ ১৯৪ ॥
দ্বাপবে চ প্রবর্তন্তে মতিভেদাস্ততো নৃণাম্ ॥ ১৯৫ ॥

নিশ্চয় করিয়া তদ্বারা সেই দ্বন্দ্বক্রোশ নিবারণ
করিতে চেষ্টা পায় । ক্রমে ত্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হয় ।
তখন ত্রেতাযুগের ধর্ম্য সকল প্রাহ্বর্ত্ত হইতে থাকে ।
দৃষ্টি হয় বলিয়া গ্রাম্য ও আরণ্য চতুর্দশবিধ ঔষধি
জন্মে । কর্ষণ বা রোপণ না করিলেও জলসংস্পর্শে
ভূমি হইতে স্বতই বিবিধ শস্য জন্মিতে থাকে ।
ঋতুপ্রভাবে বিবিধ পুষ্পফলাঢ্য বৃক্ষ গুল্ম লতাদি
উদ্ভূত হয় । প্রজাগণ সেই সকল ধান্য ফল-পুষ্পাদি
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকে । তারপর
বালক্রমে তাহাদিগের আসক্তি ও লোভ বৃদ্ধি
পাইতে থাকে । তজ্জন্ত নদী ক্ষেত্র পর্বত
ওষধি বৃক্ষ গুল্মাদি বলপূর্বক আত্মসাৎ করিতে
লাগিল । সেই অপচারের ফলে তখন চতুর্দশবিধ
ঔষধি বিলুপ্ত হইয়া উঠিল । তাহারা পৃথিবীকে
নান্দকারপূর্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে পর প্রজাগণ
অতীব পীড়িত হইয়া পড়িল । তার পর বেণনন্দন
পৃথু পৃথিবীকে দোহন করে । সেই হইতেই
প্রজাগণ ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা পালিত হইয়া ফালকৃষ্ট
ঔষধিসমূহ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকে ।
সেই ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্য সম্যক প্রতিষ্ঠিত থাকে ।
প্রজাগণ যজ্ঞপ্রশংসাসূচক বাগ্জালে মুগ্ধ হইয়া
স্বর্গভোগবাসনায়, মোক্ষসাধক সদা শিবধ্যান পারি-
হার করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে আসক্ত হয় । ১৮২—১৯৪ ।
তার পর দ্বাপরযুগ প্রবৃত্ত হইলে নরগণের বুদ্ধির

মনসা কৰ্মণা বাচা কৃচ্ছাধ্বার্জা প্রসিধ্যতি । লোভো
হৃদ্যতিঃ শিবঃ ত্যক্তা ধৰ্ম্মণাং সঙ্করস্তথা ॥ ১৯৬ ॥
বর্ণাশ্রমপরিধ্বংসাঃ প্রবর্তন্তে চ দ্বাপরে । তদা
ব্যাসৈশ্চতুর্কী চ ব্যাসাতে দ্বাপরাত্ততঃ ॥ ১৯৭ ॥
একো বেদশ্চতুর্পাদৈঃ ক্রিয়তে দ্বিজহেতবে ।
ইতিহাসপুরাণানি ভিদ্যন্তে লোকগৌরবাৎ ॥ ১৯৮ ॥
ব্রাহ্মঃ পাদ্মঃ বৈকবঞ্চ শৈবঃ ভাগবতঃ তথা ।
তথাস্ত্রারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্ ॥ ১৯৯ ॥
আগ্নেয়মষ্টমং প্রোক্তং ভবিষ্যঃ নবমং স্মৃতম্ ।
দশমং ব্রহ্মবেবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং তথা ॥ ২০০ ॥
বারাহং দ্বাদশং চৈব স্বান্দং চৈব ত্রয়োদশম্ ।
চতুর্দশং বামনঞ্চ কোশ্ম্যং পঞ্চদশং স্মৃতম্ ॥ ২০১ ॥
মাৎস্যং বোড়শকং প্রোক্তং গারুড়ঞ্চ ততঃ পরম্ ।
অতঃ পরন্তু ব্রহ্মাণ্ডমেবকাষ্টাদশানি হি ॥ ২০২ ॥
অস্মিন্ বারাহকল্পে চ ব্যাসানাকর্ণযশ্চ চ । ঋতুঃ
সত্যো ভার্গবশ্চ অঙ্গিরাসঃ সবিতা তথা ॥ ২০৩ ॥
যত্যাঃ শতক্রতুধীমান বসিষ্ঠো ভবিতাধনা । সার-
স্বতস্ত্রিধামা চ বেদবিপ্রিরতো মুনিঃ ॥ ২০৪ ॥ শত-
তেজাঃ স্বয়ং বিষ্ণুর্নারায়ণ ইতি স্মৃতঃ । করকশ্চাকর্ণি-
র্ধামাংস্তথা দেব ঋতঞ্জয়ঃ ॥ ২০৫ ॥ কৃতঞ্জয়ো ভর-
দ্বাজো গৌতমঃ কবিসত্তমঃ । বাজশ্রবা মুনিশ্চৈব
তথা যুষ্মায়ণো মুনিঃ ॥ ২০৬ ॥ তুর্ণবিন্দুস্তথা ঋক্ষঃ

পার্থক্য ঘটিতে থাকে । তখন কায়-মনো-বাক্যে
অতি ক্রেশেই জীবিকা নির্বাহিত হয় । জনগণ
শিবকে পরিত্যাগ করিয়া লোভে আক্রান্ত ও
অধৈর্য্যসম্পন্ন হইয়া পড়ে । ক্রমশঃ বর্ণসঙ্কর হইতে
থাকে ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইয়া যায় । এই
সময়েই ব্যাসগণ দ্বিজগণের পক্ষে সুগম করিবার
জন্ত এক বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন ।
আর জনগণের রূচিতেদানুসারে ইতিহাসাত্মক
পুরাণ রচিত হয় । ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈকব, শৈব,
ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য,
ব্রহ্মবেবর্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্বান্দ, বামন, কোশ্ম্য,
মাৎস্য, গারুড ও ব্রহ্মাণ্ড । এই অষ্টাদশ মহা-
পুরাণ ১৯৫—২০২ । এই বারাহ কল্পীয় ব্যাসগণের
নাম শ্রবণ কর ;—ঋতু, সত্য, ভার্গব, অঙ্গিরাস,
সবিতা, যত্যা, শতক্রতু ও ধীমান বসিষ্ঠ । অতঃপর
ভবিষ্য ব্যাসগণের নাম শুন ;—সারস্বত, ত্রিধামা,
বেদবিৎ, ত্রিবৃত মুনি, শততেজা, স্বয়ং বিষ্ণুমূর্তি
নারায়ণ, করক, আকর্ণি, দেবঋতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়,
ভরদ্বাজ, কবিসত্তম, গৌতম, রাজশ্রবা, যুষ্মায়ণ মুনি,

শক্তিঃ পারাশরস্তথা । জাতুর্কর্ণোহথ বিষ্ণুশ্চ স্বয়ং
দ্বৈপায়নো মুনিঃ ॥ ২০৭ ॥ অশ্বখামমুখাশ্চৈতে
ভবিষ্যাঃ সূচিতাস্তব । ধম্মশাস্ত্রানি লোকার্থে
ভিদ্যতে চাপি দ্বাপরে ॥ ২০৮ ॥ মন্বত্রিবিষ্ণু-
হারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাসঃ । যমাপস্তমসংবর্তাঃ
কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ২০৯ ॥ পরাশরব্যাসশঙ্খালিখিতা
দক্ষগৌতমো । শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধম্মশাস্ত্র-
প্রযোজকঃ ॥ ২১০ ॥ ততো দ্বাপরসঙ্ক্যায়াং প্রবর্ততি
কলৌ যুগে । নশ্চুমাণে শৈবযোগে জায়ন্তে
যোগনন্দনঃ ॥ ২১১ ॥ আদ্যো শ্বেতকলৌ ক্রুদ্রঃ
সুতারস্তারণস্তথা । সুহোত্রঃ কঙ্কণশ্চৈব লোকাখ্যশ্চ
মহামুনিঃ ॥ ২১২ ॥ জৈগীষবাশ্চ ভাব্যো বৈ ভগবান্
দধিবাহনঃ । ঋষভশ্চ মুনির্ধম্মা উগ্রশ্চাত্তিঃ সবালাকঃ ॥
২১৩ ॥ গৌতমো বেদশীর্ণশ্চ গোকর্ণশ্চ শিখণ্ডভূৎ ।
গুহাবাসী জটামালী অটহাসশ্চ দারুণঃ ॥ ২১৪ ॥
লাঙ্গলী সখ্যমী শূলী ডিণ্ডী জুণ্ডীশ্বরঃ স্বয়ম্ । সহিষ্ণুঃ
সোমশম্মা চ নকুলীশশ্চ পার্থিব ॥ ২১৫ ॥ কায়াবরোহণো
ভাবীতাদ্যা যোগেশ্বরঃ ক্রমাৎ । এতে সঙ্ক্ষিপ্য
বক্ষ্যন্তি শিবধম্মঃ কলৌ যুগে ॥ ২১৬ ॥ এবং কলিযুগে

তুর্ণবিন্দু, ঋক্ষ, শক্তি, পারাশর, জাতুর্কর্ণ, বিষ্ণুর
অবতার দ্বৈপায়ন মুনি ও অশ্বখামা প্রভৃতি মুনিগণ
ভাবিকালে ব্যাস হইবেন । আর সমাজের সু-
শৃঙ্খলা বিধানার্থ ধম্মশাস্ত্র সকলও নানাকারে বির-
চিত হয় । মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য,
উশনা, অঙ্গিরাস, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন,
বহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ,
গৌতম, শাতাতপ ও বসিষ্ঠ । ইহারাই বিবিধ
ধম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন ১২০৩—২১০১ অনন্তর দ্বাপর-
যুগের সঙ্ক্যাকালে শৈব যোগ সকল বিনষ্ট হইয়া
যায় । ক্রমে কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে কতিপয় যোগী
প্রাহর্তুত হইয়া থাকেন । যথা—শ্বেতকল্পীয় কল্পির
আদিতে ক্রুদ্র, পরে সুতার, তারণ, সুহোত্র, কঙ্কণ,
লোকাখ্য, মহামুনি জৈগীষবা, ভগবান্ দধিবাহন,
ঋষভ, ধম্মা, উগ্র, অত্রি, বালক, গৌতম, বেদশীর্ণ,
গোকর্ণ, শিখণ্ডী, গুহাবাসী, জটামালী, অটহাস,
দারুণ, লাঙ্গলী, সখ্যমী, শূলী, ডিণ্ডী, জুণ্ডীশ্বর,
সহিষ্ণু, সোমশম্মা, নকুলীশ ও কায়াবরোহণ । হে
রাজন্ ! এই সকল যোগেশ্বর ক্রমশঃ প্রাহর্তুত
হইবেন । ইহার কলিযুগে সংক্ষিপ্তভাবে শিব-
ধম্মের উপদেশ করিবেন । মহারাজ ! কলিযুগে

রাজন্ শাস্ত্রসঙ্কেপ উচ্যতে । শৃণু তিস্যপ্রবৃতিং চ
হৃষোদ্বোধকরীঃ কিল ॥ ২১৭ ॥ তিস্যো মায়ামহয়াং
চ বধঃ চৈব তপস্বিনাম্ । সাধয়ন্তি নরাস্তত্র তমসা
ব্যাকুলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২১৮ ॥ কলৌ প্রমাথকো রাগঃ
সততং ক্ষুন্তয়ানি চ । অনাবৃষ্টি ময়ঃ ঘোরং দেশানাং
চ বিপর্যয়ঃ ॥ ২১৯ ॥ ন প্রমাণং ত্র্যতেরস্তি নৃণাং
চাধর্ম্যসেবনাং । অধাশ্মিকাস্থনাচারা মহাকোপাল্ল-
তেজসঃ ॥ ২২০ ॥ অনৃতং কবতে লুকা
নারীপ্রায়াশ্চ দুস্প্রজাঃ । তুরিষ্টৈর্হু রধীতৈশ্চ হুরাচারৈ-
র্হু রাগমৈঃ ॥ ২২১ ॥ বিপ্রাণাং কস্মদোবৈশ্চ প্রজানা
জাযতে ক্ষয়ঃ । উৎসীদন্তি ক্ষত্রবিশো বর্জ্যন্তে
শূদ্রবিপ্রকাঃ ॥ ২২২ ॥ শূদ্রা বিপ্রৈঃ সহাসন্তে
শয়নাসনভোজনৈঃ । শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচারাঃ শূদ্রাচা-
রাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ ॥ ২২৩ ॥ রাজবৃত্ত্যাং স্থিতাশ্চৌরা-
শ্চৌরাচারাশ্চ পার্থিবাঃ । একপত্ন্যো ন শিষ্যান্ত
বর্জয়ন্ত্যভিসারিকাঃ ॥ ২২৪ ॥ তদা হুল্লফলা ভূমিঃ
কচিচ্চাপি মহাফলা । অরক্ষিতারো হত্ভারো রাজানঃ

এই ভাবেই শাস্ত্র সকল সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ।
এক্ষণে কলিযুগের বিবরণ শুন । উহা শুনিলে
যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ ঘটিয়া থাকে । কলিযুগে নবগণ
অজ্ঞানান্ধ হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলেন্দ্রিয়, অহু্যাপবন
ও কপটস্বভাব হয় এবং তৎপ্রযুক্ত তাগাদিগকে ও
বধ করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট সাধন করিতে কুণ্ঠিত
হয় না । কলিযুগে অসক্তির আতিশয়া ও সতত মৃগা-
তৃষ্ণার ভয় বিদ্যমান থাকে । ঘোর অনাবৃষ্টির ভয়
এবং দেশবিপর্যয় ঘটে । নরগণ অধম্যাসক্ত হইয়া বান্ধিয়া
বেদের প্রামাণ্য থাকে না । জনগণ অদর্শক,
অনাচার, অতিক্রোধী, ক্ষীণতেজা, লুকা, মিথ্যাক,
অল্প সন্তানশালী ও নারীপ্রায় হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণ-
গণের তুরিভিসন্ধিমূলক যাগ যজ্ঞ, আচার ব্যবহার,
শিক্ষা দীক্ষাদি দুষ্কর্মের ফলে ক্রমশঃ প্রজা সকল
ক্ষয় পাইতে থাকে । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি উৎসন্ন
হয়, শূদ্র আর ব্রাহ্মণ জাতিরই বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে ।
শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত একাসনে শয়ন উপ-
বেশন ভোজনাদি করিয়া থাকে । ব্রাহ্মণগণ
শূদ্রোচিত আচার এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণোচিত
রাচার করে । চৌরগণ রাজবৎ ও রাজগণ
চৌরবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে । সাধবী নারী
নিতান্ত বিরল হয়, পরন্তু ব্যভিচারিণীর সংখ্যা
নিয়ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ভূমি প্রায়শঃ অল্লান্ন
ফল প্রসব করে, কচিৎ ফোন স্থানে সমধিক ফল

পাপনির্ভয়াঃ ॥ ২২৫ ॥ অক্ষত্রিয়াস্ত রাজানো বিপ্রাঃ
শূদ্রোপজীবিনঃ । শূদ্রা বিবাদিনঃ সর্বো ব্রাহ্মণৈরভি-
নন্দিতাঃ ॥ ২২৬ ॥ আসনস্থান দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা ন চলন্ত্যল্প-
বুদ্ধয়ঃ । আশ্রো নিধায় বৈ হস্তং কর্ণে শূদ্রস্ত চ
দ্বিজাঃ ॥ ২২৭ ॥ নীচশ্যাপি তদা বাক্যং বক্ষ্যন্তি
বিনয়েন তম্ । উচ্চাসনস্থান শূদ্রাশ্চ দ্বিজানাং
পশুতামপি ॥ ২২৮ ॥ জাহ্নবী ন হিংসতে রাজা পশু
কালবলং নৃপ । পুন্সৈঃ শুভসিতৈশ্চৈব তথাশ্র-
মৈঃ নৈর্দ্বিজাঃ ॥ ২২৯ ॥ শূদ্রানভ্যর্চয়ন্ত্যল্পক্ষতভাগা-
বলাদিতাঃ । পার্বাণ্ডনাক গৃহীন্ত বান্ধবাঃ কুপ্রীতি-
গ্রহম্ ॥ ২৩০ ॥ যেন তে রোরবঃ যান্তি সুহৃস্তারঃ
দ্বিজাবমাঃ । তপোযজ্ঞফলানাঞ্চ বিক্রেতারো দ্বিজা-
স্তথা ॥ ২৩১ ॥ যত্নশ্চ ভবিষ্যন্তি বহবঃ কোটিশঃ
কলৌ । পুরুবান্নবহুস্ত্রীকো নৃণা চাপত্যসম্ভবঃ ॥
২৩২ ॥ নিন্দান্তি বেদবাক্যানি বেদার্থাশ্চ কলৌ
ধুগে । শূদ্রেঃ স্বয়ং নিশ্চিতঃ যৎ প্রমাণং শাস্ত্রমেব

জন্মিয়া থাকে । রাজগণ পাপের ভয় না করিয়া প্রজা-
বর্গকে যথোচিত পালন করে না, পরন্তু প্রজার ধন-
সম্পত্তি অপহরণই করিয়া থাকে । ২১১—২২৫। ক্ষত্রিয়
রাজা থাকে না । ব্রাহ্মণেরা শূদ্রগণকে ইউপজীব্য
করিয়া থাকে, ব্রাহ্মণগণ কড়ক আতিনন্দিত হয় বলিয়া
শূদ্রগণ সকলেই ব্রাহ্মণগণের সহ্যবিবাদ করে । অল্পবুদ্ধি
শূদ্রগণ আসনে উপবেশন করিয়া থাকিলে তৎকালে
যদি কোন ব্রাহ্মণকে দেখিতে পায়, তথাপি আসন
ত্যাগ করে না । ব্রাহ্মণগণ কোন সামান্য শূদ্রেরও
কাণে কাণে কোন কথা কহিতে হইলে সবিনয়ে হস্ত
দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া থাকে । রাজন্! কালের
বিপর্যয় দেখ! ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে শূদ্রেরা উচ্চা-
সনে উপবেশন করিয়া থাকে; রাজা ইহা জানিয়াও
কোন শাসন করেন না । অল্পজ্ঞান, অল্পভাগ্য ও
অল্পশক্তি ব্রাহ্মণেরা শুভ শ্বেতপুষ্প ও অপরাপর
অলঙ্কার দ্বারা শূদ্রগণের সৎকার করিয়া থাকে ।
ব্রাহ্মণগণ, পাবণের নিকটও অসৎ প্রতিগ্রহ করিতে
বিমুখ হয় না । ইহার ফলে সেই সকল অধম ব্রাহ্মণ
দুস্তর রোরব নরকে পতিত হয় । ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ
তপস্যাতির ফল বিক্রয় করে । সেই কলিকালে কোটি
কোটি ব্যক্তি যতি হইয়া থাকে । নরগণের অপত্য
মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী জাতিই অধিক জন্মিয়া থাকে ।
প্রায় সকলেই বেদবচনের ও বেদার্থের নিন্দাকরিয়া
থাকে । শূদ্রগণ নিজেরা যে সকল শাস্ত্র নিষ্মাণ

তৎ ॥ ২৩৩ ॥ ঋপদপ্রবলহৃৎ গবাং চাপি পরিষ্করঃ ।
কশ্চিদ্দানপ্রভৃতিধর্মস্থাস্তি ন শুদ্ধতা ॥ ২৩৪ ॥
সাধুনাং বহুবো নাশাঃ পার্থিবাশ্চাপ্যরক্ষিণঃ । অটুশূলা
জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ ॥ ২৩৫ ॥ প্রমদাঃ
কেশশূলিষ্ঠো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে । স্ত্রীপ্রধানান
গেহানি কুচৈলাস্তাশ্চ কর্কশাঃ ॥ ২৩৬ ॥ বহুভক্ষ্যাব-
লিপ্তাশ্চ কৃত্যা ইব ভবন্তি চ । সর্ষে বনিগুজনাশ্চাপি
চিহ্নবয়ী চ বাসবঃ ॥ ২৩৭ ॥ কুশীলচর্যাপানদেওর্ধ্বা-
ক্ৰূপৈঃ সমারুতঃ । বহুঘাচনকো লোকো ভবিষ্যতি
পরম্পরী ॥ ২৩৮ ॥ অশঙ্কশ্চৈব পাপেবু তদা লোকো
ভবিষ্যতি । হস্তারঃ পরব্রাহ্মণাঃ পরদারপ্রদয়কাঃ ॥
২৩৯ ॥ উনমোডশবর্ষাশ্চ প্রজায়ন্তে যুগক্ষেয়ে । তথা
দ্বাদশবর্ষাশ্চ প্রসবন্তি স্থিরস্তদা ॥ ২৪০ ॥ চৌরা-
শৌরস্তু হস্তারো হর্ষুহস্তা তথাপরঃ । জ্ঞানকর্ম্মাপ-
রতে লোকে নিষ্ক্রিয়তাং গতে ॥ ২৪১ ॥ কীটমূষক-
সর্পাশ্চ ধর্মবিষ্যন্তি মানবান্ । বর্ণাশ্রমাণাং যে চাত্রে
পাষাণ্ডাঃ পরিপস্থিনঃ ॥ ২৪২ ॥ তে তদা প্রোক্তবিনান্তি

করে, তৎসমস্তই প্রমাণরূপে গণ্য হয় । ২২৬—২৩৩
তখন ঋপদগণের বুদ্ধি ও গোসকলের ক্ষয়
হইয়া উঠে । দানাদি কোন সংকার্য্যই পরিশুদ্ধ-
ভাবে অনুষ্ঠিত হয় না । প্রায়শঃ সাধুগণের বিনাশ
ঘটে । রাজগণ প্রজাবর্গের যথোচিত রক্ষা করে
না । কলিকালে নগরে নগরে অনবিক্রয় হইবে,
চতুষ্পথসমূহে বেদ বিক্রয় ঘটিবে, আর রমণীগণ
ভগবিক্রয় করিবে । সকল গৃহেই নারীবর্গের প্রভুত্ব
হইবে; আর নারীগণ কৃত্যার স্তায় কর্কশস্বভাব
মলিন বসন ধারিণী, বহু ভোজনকারিণী ও গাঙ্কিতা
হইবে । তখন সকলেই বাণিজ্য ব্যবসায়ী হয়, মেঘ-
গণও বিচিত্র ভাবে কোথায়ও অধিক কোথায়ও বা
অল্প বর্ষণ করে । লোক সকল দুঃশীল, দুরাচার, পাষাণ্ড
বুধা বেশধারী ও সমধিক বাচ্চাকারী হয় । কাহারও
পাপে ভয় থাকে না; তাহার পরধনহরণ ও পর-
নারী ধর্ষণ করিয়া থাকে । কলিকালে ষোড়শ বর্ষ
বয়ঃক্রম না হইতে সন্তান উৎপাদন করে, আর নারী-
গণও দ্বাদশ বর্ষ বয়স না হইতেই সন্তান প্রসব করে ।
২৩৪—২৪০ । তখন চোরের ধন অস্ত্র চোরে এবং
ডাকাতের ধন অপার ডাকাতেও অপহরণ করিয়া
থাকে । জ্ঞান ও কর্ম্ম সকল লুপ্ত হইয়া যায়, লোক
সকল একরূপ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে । কীট, মূষিক ও
সর্পগণ বুদ্ধি পায় এবং মানবগণের হিংসা করিয়া
থাকে রাজন । সেই কলিকালে বর্ণাশ্রমধর্মের বিরোধী

তেষাং বুদ্ধিশ্চ পার্থিব । দুঃখং পুত্রকলত্রাদ্যাং
দেহোৎসাদঃ সরোগতা ॥ ২৪৩ ॥ অধর্ম্মাভিনিবে-
শহ্যন্তমসো জায়তে কলৌ । কলেদৌবনিবেশ্চৈব
শৃণুশ্চৈব মহাশয় ॥ ২৪৪ ॥ তদাশ্লেণৈব কালেন
সিদ্ধিং গচ্ছন্তি মানবাঃ । ত্রিযুগীনাং বদন্ত্যেবং ধম্মা
ধর্ম্মং চরন্তি যে ॥ ২৪৫ ॥ ঋতিস্মৃতিপুরাণোক্তং কলৌ
শ্রদ্ধাপরায়ণাঃ । ত্রেতাযাং বার্ষিকো ধর্ম্মো দ্বাপরে
মাসিকঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪৬ ॥ যথা ক্লেশং চরন্ প্রাজ্ঞস্তদহা
প্রাপ্যতে কলৌ । যুগত্রয়ে ন তাবন্তঃ সিদ্ধিঃ গচ্ছন্তি
পার্থিব ॥ ২৪৭ ॥ যাবন্তঃ সিদ্ধিমায়াস্তি কলৌ হরিহর-
ব্রতাঃ । অষ্টাবিংশে কলৌ যচ্চ ভাবি তত্ত্বং নিবোধ
মে ॥ ২৪৮ ॥ ত্রিযু বর্ষসহস্রেষু কলেঘাতেষু পার্থিব ।
ত্রিণতেষু দশন্যনেষ্ট্রাং ভুবি ভবিষ্যতি ॥ ২৪৯ ॥
শূদ্রকো নাম বীরণামধিপঃ সিদ্ধিমত্র সং । চর্চ্চিতায়াং
সমারাম্য লপ্যতে ভূভরাপঃ ॥ ২৫০ ॥ ততস্তুযু
সহস্রেযু দশাধিকশতত্রেয়ে । ভাবস্যং নন্দরাজ্যঞ্চ
চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি ॥ ২৫১ ॥ শুক্রতীর্থে সর্বপাপ-

পাষাণ্ড সকল প্রাক্তর্ভূত হয় এবং ক্রমশঃ দুঃখিনাভ
করিয়া থাকে । কলিকালে তমোগুণের প্রভাবে
অধর্ম্মে অভিনিবেশে হয় বলিয়া পুত্র কলত্রাদি বিবিধ
দুঃখ ও রোগের জন্ত দৈহিকক্লেশ সর্বশেষ ঘটিয়া
থাকে । পরন্তু কলিকাল দোষের আধার হইলেও
উহার একটি সুমহৎ গুণ আছে, শ্রবণ কর । কলিতে
মানবগণ অল্প কালেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ।
অপর যুগত্রয়ের লোকসকল এইরূপ বলিয়া থাকে
যে, কলিকালে যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে ঋতি-স্মৃতি-
পুরাণোক্ত ধর্ম্মাচরণ করে, তাহার ধর্ম্ম । ত্রেতাযুগে
এক বৎসরে ও দ্বাপরযুগে একমাসে যথাযোগ্য ক্লেশ
স্বীকার করিয়া যে ধর্ম্ম অজ্ঞান করা যায়, বুদ্ধিমান
মানব কলিকালে তাহা এক দিনেই লাভ করিতে
পারে । রাজন । অপর যুগত্রয়ে তত লোক
সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, যত লোক কলি
কালে হরিহবে ভক্তি করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।
মহারাজ । এক্ষণে অষ্টাবিংশ কলিযুগে যাহা ঘটিবে,
তদ্বিবরণ শ্রবণ কর । ২৪১—২৪৮ । রাজন । কলি-
যুগের তিন সহস্র দুই শত নব্বই বৎসর অতীত
হইলে পর ভূতলে শূদ্রক নামে এক বীরশ্রেষ্ঠ
চর্চ্চিতাপুরে তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া ভূমির
বহুল ভার অপহরণ করিবেন । ইহার পর তিন
সহস্র তিনশত দশ বৎসরান্তে নন্দ রাজ্য আরম্ভ
হইবে । চাণক্য পণ্ডিত এই নন্দদিগকে বিনাশ

নির্ঘৃজিঃ যোহতিলপ্যতি । ততস্তিস্থিঃ সহস্রেণ
 বিংশত্যা চাধিকেষু চ ॥২৫২॥ ভবিষ্যৎ বিক্রমাদিত্য-
 রাজ্যং সোহথ প্রলপ্যতে । সিদ্ধিপ্রসাদাদুর্গাণাং
 দীনান্যো হ্যাকুরিষ্যতি ॥২৫৩॥ ততঃ শতসহস্রেণ
 শতেনাপাধিকেষু চ । শকো নাম ভবিষ্যৎ যোহতি-
 দারিদ্ৰ্যহারকঃ ॥২৫৪॥ ততস্তিস্থিঃ সহস্রেণ ষট্শতৈ-
 রধিকেষু চ । মাগধে হেমসদনাদঙ্কত্যাং
 প্রভবিষ্যতি ॥২৫৫॥ বিকোরংশো ধর্মপাতা বৃধঃ
 সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রভুঃ । তস্মৈ কস্মাণি ভূরাণি ভবিষ্যন্তি
 মহাশ্বনঃ ॥২৫৬॥ জ্যোতির্বিন্দুমুখানুগ্রাহন স হনিষ্যতি
 কোটিশঃ । চতুঃষষ্টিঃ স বর্ষাণি ভুক্তা দ্বীপানি
 সপ্ত চ ॥২৫৭॥ ভক্তেভ্যঃ স্বয়শো মুক্তা
 দিবং পশ্চাদামিষ্যতি । সর্বেষাং চাবতারানাং গুণৈঃ
 সমধিকো যতঃ ॥২৫৮॥ ততো বক্ষ্যন্তি তঃ ভক্তা
 সর্বপাপহরঃ বৃধম্ । চতুর্ষু চ সহস্রেণ শতেষাপি
 চতুর্ষু চ ॥২৫৯॥ সাধিকেষু মহান রাজা প্রমিতিঃ
 প্রভবিষ্যতি । গোত্রেণু বৈ চন্দ্রমসৌ বহুসেনাপতি-
 বলী ॥২৬০॥ শ্লেচ্ছান্ স কোটিশো হন্য পান্ডুনি

করিবেন এবং গুরুতীথে যাইয়া সমস্ত পাপক্ষালন
 করিবেন । ইহার পর তিন সহস্র বিংশতি বৎ-
 সরাতে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব আরম্ভ হইবে ।
 এই বিক্রমাদিত্য নবদুর্গার আরাধনায় সিদ্ধিলাভ
 করিয়া তাহারই ফলে তাদৃশ সমৃদ্ধ রাজ্যাধিকার
 লাভ করিবেন এবং দীনজনের সর্বিশেষ সাহায্য
 করিবেন । ইহার পর এক লক্ষ একশত বৎসরে ও
 কিঞ্চিৎ অধিক কালান্তে শক নামে বিখ্যাত রাজা
 হইবেন । তিনি অনেকানেক দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর
 সম্পূর্ণ নিবারণ করিবেন । ইহার পর তিন সহস্র
 ছয়শত বৎসরাতে মগধদেশে হেমসদনের ঐরসে
 অঙ্গনীর গাঙ্গে বিষ্ণুর অংশে বৃধ রাজার পদব
 হইবে । তিনি ভূতলে প্রভূত প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া
 ধর্মের পালন করিবেন । সেই মহাত্মা অনেকানেক
 সৎকার্য্য করিবেন । তিনি জ্যোতির্বিন্দু-প্রবণ
 কোটি কোটি উগ্র পায়ণকে সংহার করিবেন ।
 চতুঃষষ্টি বৎসর যাবৎ সপ্তদ্বীপ শাসন করিয়া ভক্ত
 জনে গৌরব যশ স্থাপন করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন ।
 সমস্ত অবতারের মধ্যে তিনি সমধিক গুণবান
 বলিয়া ভক্তিবশে জনগণ তাঁহাকে সর্বপাপহর
 বলিয়া কীর্তন করিবে । ইহার পর চারি সহস্র
 চারিশত বৎসরের কিঞ্চিদধিক কালান্তে চন্দ্রবংশে
 প্রমিতি নামে এক মহারাজ জন্মিবেন । সেই প্রমিতি

চ সর্বশঃ । বৈদিকং কেবলং শুদ্ধং সর্গশ্চ বর্জয়ি-
 শ্যতি ॥২৬১॥ গঙ্গায়মুনয়োর্বধ্যে নিষ্ঠাং যাস্ততি
 পাণ্ডিবে । ততঃ প্রজাশ্চ কালেন কেনাপি ভূশ-
 পীড়িতাঃ ॥২৬২॥ ঘোরং বা ধর্মমাপ্তিতা শাঠ্যেন
 চ ভবন্তি তাঃ । অপ্রগ্রহাস্ততস্তা বৈ লোভাবিষ্টাশ্চ
 বৃন্দশঃ ॥২৬৩॥ উপহিংসন্তি চাত্তোহন্ত্যং ব্যাকুলাঃ
 শ্রমপীড়িতাঃ । নষ্টে শ্রোতে তথা স্মার্ত্তে পরস্পর-
 হতাস্তদা ॥২৬৪॥ নির্ঘৃজাদা নিকরুণা নিঃশ্রেহা
 নিরপত্রপাঃ । গৃহদারাদি সন্ত্যজ্য হুম্বকাঃ পঞ্চ-
 বিংশতিঃ ॥২৬৫॥ হাহাকৃত্যশ্চরিষ্যন্তি বিষাদ-
 ব্যাকুলোল্লিখাঃ । অনারুণিহিতাশ্চৈব বার্ত্তামুৎসজ্য
 দুঃখিতাঃ ॥২৬৬॥ প্রতান্ত্যস্তা নিবেদন্তি হিহ্বা
 জনপদান স্বকান্ । সরিৎসাগর কূলাশ্চ সেবন্তে
 পক্ষতাঃ স্তথা ॥২৬৭॥ মাংস-মূল-ফলৈশ্চৈব বর্জয়ন্তি
 সুদুঃখিতাঃ । চীরপত্রাজিনধরা নিষ্ক্রিয়া নিস্পরিগ্রহাঃ ॥
 ২৬৮॥ ধর্মশ্চ বাসমাত্রঞ্চ শালো শ্লেচ্ছো হনিষ্যতি ।
 উত্তমাদমমধ্যমঃ সর্বমুচ্ছিদ্য ঘোরকুৎ ॥২৬৯॥

বহু সেনার অধিপতি হইয়া কোটি কোটি শ্লেচ্ছ ও
 সমস্ত পান্ডুগণকে বিনাশ করিয়া একমাত্র বিশুদ্ধ
 বৈদিক সংধর্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন । গঙ্গা ও
 যমুনার মধ্যে তাঁহার দেহভাগ হইবে । অতঃপর
 আবার কালক্রমে প্রজাগণ লোভাবিষ্ট হইয়া শঠতা
 ও ঘোর অধর্মের আশ্রয় করিবে, এবং মানারূপে
 পীড়িত হইয়া দল বাধিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে পরস্পরের
 হিংসা করিতে থাকিবে । সুতরাং তখন প্রজাগণ
 শান্ত ক্রান্ত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িবে । তখন শ্রোত
 বা স্মার্ত্ত ধর্ম সম্যক বিলুপ্ত হইবে । প্রজাগণ
 উচ্ছৃঙ্খল, নির্দয়, শ্রেহীন ও নির্লজ্জ হইয়া পর-
 স্পর হিংসিত হইবে, এবং গৃহদারাদি পরিহারপূর্বক
 হাহাকার করিতে করিতে সবিষাদে ব্যাকুলভাবে
 ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিবে । তখন তাহারা
 হাপকার ও পক্ষবিংশতি বৎসরজীবী হইবে । অনা-
 রুণি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া স্ব স্ব জীবিকা পরিহার-
 পূর্বক দীনভাবে স্ব স্ব বাসস্থান জনপদ সকল ত্যাগ
 করিয়া প্রান্ত দেশসমূহে, সরিৎ সাগরাদির তীরে,
 ও পক্ষতে যাইয়া বাস করিতে থাকিবে; এবং
 মাংস-ফল-মূলাদি দ্বারা অতিক্রেশে জীবন যাপন
 করিবে । তখন তাহারা নিষ্ক্রিয়, নিস্পরিগ্রহ এবং
 চীর পত্র ও অজিন পরিধানে কালান্তিপাত করিবে ।
 ২৪৯—২৬৮ । সেই সময়ে শাল নামে কোন ঘোর-
 কৃত্য শ্লেচ্ছ, ধর্মের আবাস সকলেরও উচ্ছেদ

ততস্তত্ত্ব বধার্থীয় বিষ্ণুঃ সাক্ষাজ্জগৎপতিঃ । শম্ভলে
বিষ্ণুযশসো ভূত্বা পুত্রো নৃপোত্তমঃ ॥ ২৭০ ॥ দ্বিজো-
ত্তমৈঃ পরিবৃতঃ শাস্ত্বং তং সংহরিস্যতি । কোটিশো-
হর্ষদুঃখং পাপান্নিহত্য চ নিখরুশঃ ॥ ২৭১ ॥ পালয়ি-
ষ্যতি তং ধর্ম্যং সো ধর্ম্যঃ শ্রুতিপূর্বকঃ ॥ ২৭২ ॥ কৃহা
পোতং ধর্ম্যরূপং সাধুনাং পরমেশ্বরঃ । গমিস্যতি
পরং লোকং কৃহা কৰ্ম্মাণি ভূরিশঃ ॥ ২৭৩ ॥ ততঃ
কৃতযুগং ভূয়ঃ প্রবর্তিস্যতি পার্থিব । আদ্যঃ কৃত-
যুগকালঃ তদন্তেভ্যো বিশিষ্যতে ॥ ২৭৪ ॥ অষ্টা-
বিংশকলিশ্চৈব শেষঃ প্রাবর্ত্ত অন্ততঃ । ততঃ কৃতে
সূর্য্যবংশঃ সোমবংশঃ প্রবৎস্রতি ॥ ২৭৫ ॥ মরু-
রাজাচ্চ দেবাপেঃ শ্রুতদেবাচ্চ ব্রাহ্মণাঃ । ইহি
চাতুর্যুগী রাজন্ ব্যবস্থা পরিবর্ত্ততে । চতুর্যুগে চ
তে ধত্তা যে ভজন্তি হরাচ্যাতো ॥ ২৭৬

ইতি শ্রীক্ষান্দে মহাকালকরক্ষমসংবাদে
চতুর্যুগব্যবস্থাবর্ণনং নাম চত্বারিংশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

করিয়া ফেলিবে । তৎকালে উত্তম অধম মধ্যমাদি
তারতম্যও থাকিবে না । রাজন্ । অনন্তর সেই
শাস্ত্রের বধ-বিধানার্থ জগৎপতি বিষ্ণু শম্ভলদেশে
বিষ্ণুযশসর পুত্ররূপে প্রাহুর্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণের
সহিত যাইয়া সেই শাস্ত্রকে বিনাশ করিবেন । তিনি
কোটি কোটি অর্কুদ অর্কুদ নিখরু নিখরু পানও
সংহার করিয়া শ্রুতিমূলক ধর্ম্মকে সর্ব্বথা পালন
করিবেন ! সেই পরমেশ্বর বিবিধ সংকার্য্য করিয়া
সাধুগণের ত্রাণার্থ ধর্ম্মরূপ পোত প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক পর-
লোকে প্রস্থান করিবেন । মহারাজ ! ইহার পর
আবার সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে । অপরাপর সত্যযুগ
হইতে আদিম সত্যযুগের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে ।
আর অষ্টাবিংশ কালযুগই সকল কালযুগের শেষ
বলিয়া জানিবেন । ইহার পর আবার মরুরাজা
দেবাপি ও শ্রুতদেব হইতে সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও
ব্রাহ্মণবংশের বিস্তার হইতে থাকিবে । মহারাজ !
যুগ-চতুষ্টিয়ের এইরূপই ব্যবস্থা । এই চার যুগে
তাহারাই ধত্তা, যাহারা হরির ও হরের ভজনা
করে । ২৬৯—২৭৬ ।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০ ।

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

করক্ষম উবাচ । কেচিচ্ছিবঃ সমাশ্রিত্য বিষ্ণু-
মাশ্রিত্য বেধসম্ । বর্ণ্যাস্ত পরে মোক্ষং ত্বং তু
কস্মাত্তু মন্তসে ॥ ১ ॥ মহাকাল উবাচ । অপার-
বৈভবা দেবাস্ত্রয়োহপ্যেতে নরবর্ত্ত । যোগীন্দ্রাণামপি
তত্র চেতো মুহতি কিং মম ॥ ২ ॥ পুরা কিলৈবঃ
মুনয়ো নৈমিষারণ্যবাসিনঃ । সন্দিহাস্তঃশ্রেষ্ঠতাত্মাঃ
ব্রহ্মলোকমুপাগমন্ ॥ ৩ ॥ তস্মিন্ কণে বিরিকোহপি
শ্লোকং প্রহোহিব্রবীৎ কিল । অনন্তায় নমস্তস্মৈ
যস্মাত্তো নোপলভাতে ॥ ৪ ॥ মহেশায় চ ভক্তে
দৌরুপায়েতাং সদা ময়ি । ততঃ শ্রেষ্ঠক তং মত্বা
ক্ষীরোদং মুনয়ো যযুঃ ॥ ৫ ॥ তত্র যোগেশ্বরঃ শ্লোকং
প্রবৃদ্ধানমুমব্রবীৎ । ব্রহ্মাণং সর্ব্বভূতেষু পরমং ব্রহ্ম-
রূপিণম্ ॥ ৬ ॥ সদাশিবঞ্চ বন্দে ভৌ ভবেতাং মঙ্গ-
লায় মে । ততস্তে বিস্মিতা বপ্রা অপস্রতা যযুঃ
পুনঃ ॥ ৭ ॥ কৈলাসে দৃষ্টঃ স্থাণু বদন্তঃ গিরিজাং

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

করক্ষম কহিলেন,—কেহ কেহ শিবকে, কেহ
বিষ্ণুকে এবং কেহ বা ব্রহ্মাকে আশ্রয় করিলেই
মোক্ষ লাভ হয় ; এইরূপ বলেন । পরন্তু এবিষয়ে
আপনি কি বলেন ? মহাকাল কহিলেন,—হে নর-
বর ! এই দেবতাত্রয়ের বৈভব অপার ! ইহাদিগের
তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যোগীন্দ্রগণেরও মন মুগ্ধ হয় ;
আমার আর কথা কি ? পুরাকালে নৈমিষারণ্যবাসী
মুনিগণের মনে এই দেবত্রয়ের শ্রেষ্ঠতা বিবয়ে সন্দেহ
জন্মে । তাহারা ইহার নির্ণয় করণার্থ ব্রহ্মলোকে
গমন করেন । ব্রহ্মাও সেই সময়েই বিনতভাবে
এই শ্লোকটী উচ্চারণ করেন যে, যাহার অন্ত নাই,
আমি সেই অনন্তকে নমস্কার করি । আর মহে-
শ্বরকেও প্রণাম করিতেছি । ইহারা দুই জনে এই
ভক্তের প্রীতি সতত রূপা বিতরণ করুন । মুনিগণ
ব্রহ্মার উচ্চারিত এই শ্লোক শুনিয়া অনন্তকে প্রধান
মনে করিয়া ক্ষীরোদ সাগরে গমন করিলেন ।
সেখানে ভগবান্ যোগেশ্বর জাগরিত হইয়া এই
শ্লোকটী পাঠ করিলেন যে, যিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান,
আমি সেই ব্রহ্মরূপী ব্রহ্মাকে এবং সদাশিবকে নম-
স্কার করি ! ইহারা দুজনে আমার মঙ্গল বিধান
করুন । মুনিগণ ইহা শুনিয়া বিস্মিতভাবে তথা
হুইতে প্রস্থান করিয়া কৈলাসে গমন করিলেন

প্রতি । একাদশাং প্রনৃত্যানি জাগরে বিষ্ণুসদানি ॥
৮ ॥ সদা তপস্তাং চরামি প্রীত্যর্থং হরিবেধসোঃ ।
ক্ৰথ্যেতি চাপস্বতৈব থিন্নান্তে মুনয়োহব্রবন্ ॥ ৯ ॥
যদ্বা দেবা ন ংযাতি পারং যে চ পরস্পরম্ । তৎ-
সৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু গণনা কাস্মদাদিষু ॥ ১০ ॥ উত্তমাদম-
মধ্যমমমীষাং বর্ণয়ন্তি যে । অসত্যবাদিনঃ পাপান্তে
যান্তি নিরয়ং ক্রবন্ ॥ ১১ ॥ এবং তে নিশ্চয়ামাসু-
নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ । সত্যমেতচ্চ রাজেন্দ্র মমাপীদং
মতং স্ফুটম্ ॥ ১২ ॥ জাপকানাং সহস্রাণি বৈকবানাং
তথৈব চ । শৈবানাঞ্চ বিধিং বিষ্ণুং স্থাপুং চাপ্য-
মুমুচন্ ॥ ১৩ ॥ তস্মাদ্ যন্ত মনোরাগো যস্মিন্ দেবে
ভবেৎ স্ফুটম্ । স তং ভজেদ্বিপাপঃ স্ত্রান্নমেদং
মতমুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ করক্কম উবাচ । কানি পাপানি
বিপ্রেন্দ্র যৈশ্চ সমুচ্যেতসঃ । ন বেদেষু ন ধর্ম্মেণু
রতিমাপদ্যতে মনঃ ॥ ১৫ ॥ মহাকাল উবাচ । অধর্ম্ম-
ভেদা বিজ্ঞেয়ান্চিত্তবৃত্তিপ্রভেদতঃ । স্থলাঃ স্ত্রী

সেখানে দেখিলেন যে, শঙ্কর গিরিজাকে বলিতে-
ছেন যে, একাদশী দিবসে আমি হরি ও ব্রহ্মার
প্রীতি সাধন মানসে সতত বিষ্ণু-মন্দিরে যাইয়া
তপস্তা ও নৃত্য করিয়া রাত্রিজাগরণ করিয়া থাকি ।
মুনিগণ ইহা শুনিয়া থিন্নমনে সেখান হইতে প্রস্থান
করিলেন । তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে,
যে দেবগণ নিজেরাও পরস্পর প্রাধান্ত নিরূপণে
অসমর্থ; তাঁহারা যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহা
হইতে যিনি সৃষ্ট হইয়াছেন, আমরা তাহা হইতে
সৃষ্ট হইয়াছি; সুতরাং সে তত্ত্বনির্ণয়ে আমাদের
আর গণনা কোথায়? ফলতঃ যাহারা এই দেবত্রয়ের
উত্তমাদমমধ্যমম বর্ণনা করে, সেই অসত্যবাদী
পাপীরা নিশ্চয়ই নরকগামী হয় । ১—১১ ।
হে রাজেন্দ্র! নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বীরা এইরূপ নির্ণয়
করিয়াছেন; আমার মতেও এই সিদ্ধান্ত সর্বথা
সত্য বলিয়া বোধ হয় । শৈব, বৈকব ও ব্রাহ্ম—
সহস্র সহস্র জাপক ব্যক্তি শিব বিষ্ণু ও ব্রহ্মার
প্রসাদে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ।
অতএব যাহার যে দেবতায় অনুরাগ জন্মে, সে সেই
দেবতার উপাসনা করিয়াই নিপাপ হইতে পারে ।
ইহাই আমার মত । ইহাই উত্তম সিদ্ধান্ত । করক্কম
কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! যাহা দ্বারা অন্তঃকরণ
আক্রান্ত হইলে মুঢ় মানবের মন বেদে বা ধর্ম্মে ভ্রুপ্তি
প্রাপ্ত হয় না, সেই পাপ কি কি? মহাকাল কহি-
লেন,—চিত্তবৃত্তির ভেদানুসারে অধর্ম্মের ভেদ হইয়া

অস্বাক্ষাশ্চ কোটিভেদৈরনকশঃ ॥ ১৬ ॥ উক্ত যে
পাপনিচয়াঃ স্থলাঃ নরকহেতবঃ । তে সমাসেন
কথ্যন্তে মনোবাক্কায়সাধনাঃ ॥ ১৭ ॥ পরস্মীদ্রব্য-
সঙ্কল্পশ্চেতসানিষ্টেচিস্তনম্ । অকার্য্যাভিনিবেশশ্চ
চতুর্থা কস্ম্য মানসম্ ॥ ১৮ ॥ অনিবদ্ধপ্রলাপিভ্রম-
সত্যং চাপ্রিয়ঞ্চ যৎ ॥ পরাপবাদপৈশুণ্যং চতুর্থা
কস্ম্য বাচিকম্ ॥ ১৯ ॥ অভক্ষ্যভক্ষণং হিংসা মিথ্যা
কামস্ত সেবনম্ ॥ পরস্মানামুপাদানং চতুর্থা কস্ম্য
কাযিকম্ ॥ ২০ ॥ ইত্যেতদ্বাদশবিধং কস্ম্য প্রোক্তং
ত্রিসম্ভবম্ । অস্ম ভেদান্ পুনর্দ্বৈক্যে যেমাং কল-
মনন্তকম্ ॥ ২১ ॥ যে দ্বিস্তিঃমহাদেবং সংসারার্ণব-
তারকম্ । স্ত্রমহৎপাতকোপেতাশ্চে যান্তি
নবকার্য্যম্ ॥ ২২ ॥ মহান্তি পাতকাত্মাভিনিবৃত্তব-
কলানি ষট্ । নাভিনন্দন্তি যে দৃষ্টা শঙ্করং ন
স্ববন্তি যে ॥ ২৩ ॥ যথেষ্টচেষ্টা নিঃশঙ্কাঃ সন্তুষ্টন্তি
রমন্তি চ । উপচারবিনিমুক্তাঃ শিবশ্চ গুরুসন্নিধৌ ॥
২৪ ॥ শিবাচারং ন মন্তন্তে শিবভক্তান্ দ্বিস্তি ষট্ ।
গুরুমার্ত্তমশক্তং বা বিদেশপ্রস্থিতং তথা ॥ ২৫ ॥

থাকে । উহা স্থূল-মধ্যম-সূক্ষ্ম ভেদে কোটি কোটি
প্রকার । তন্মধ্যে যে সকল বাক্য-মনঃ-কাযজ স্থূল
পাপ নরকের হেতু হয়, সংক্ষেপে তৎসমস্তের
উল্লেখ করিতেছি । পরস্মীসম্ভোগ, পরদ্রব্য-গ্রহণ,
পরানিষ্ট-সাধন ও অকার্য্যকরণ-বিষয়ক সংকল্প,
এই চারি প্রকার মানস পাপ । বৃথা বাক্যপ্রয়োগ,
অসত্য ভাষণ, অপ্রিয় কথন ও পরনিন্দা,—এই
চারিটি বাচিক পাপ । অভক্ষ্য ভক্ষণ, হিংসা সাধন,
বৃথা কাম সেবন ও পরধন গ্রহণ,—এই চারিটি
কাযিক পাপ । এই দ্বাদশবিধ বাহ্যনঃকাযজ পাপের
উল্লেখ করিলাম । ইহাদিগের আবার অবাস্তর
ভেদ বলিতেছি; ফলতঃ উহা অনন্ত । ১২—২১ ।
যাহারা সংসার-সাগরত্ৰাতা মহাদেবকে বিশ্বাস করে,
সেই মহাপাপীরা নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয় । অনন্তর
যাহার কল নিরন্তর ভোগ করিতে হয়, তাদৃশ ছয়টি
মহাপাতক কীর্তিত হইতেছে । যাহারা শঙ্করকে
দেখিয়া অভিনন্দন করে না, তাঁহার স্তব করে না,
কিহা শিব সন্নিধানে নিঃশঙ্কভাবে অবস্থানপূর্বক
ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া প্রীতি অনুভব করে,
যাহারা শিবের বা গুরুর সমীপে কোন উপচার
না লইয়া রিক্তহস্তে উপস্থিত হয়, যাহারা শৈব
আচার মানে না কিহা শিবভক্তদিগকে বিদেষ
করে, তাহারাই মহাপাতকী । গুরু, আর্ন্ত, ক্রমজ,

অরিতিঃ পরিত্যক্তং বা যন্ত্যজতি স পাপকৃৎ ।
তত্তার্থাপুত্রমিত্রেষু যশ্চাবজ্ঞাং কৰোতি বা ॥ ২৬ ॥
ইত্যেতৎপাতকং জ্ঞেয়ং গুরুনিন্দাসমং মহৎ । ব্রহ্মহত্য
সুরা পশু স্তেয়ী চ গুরুতল্লগঃ ॥ ২৭ ॥ মহাপাতকিন-
স্তেতে তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ । ক্রোধাদ্বেষাদ্ভয়ালোভাদ্-
ব্রাহ্মণস্ত বদন্তি যে ॥ ২৮ ॥ মৰ্ম্মাস্তিকং মহাদোষঃ
ব্রহ্মহত্যঃ স প্রকীর্তিতঃ । ব্রাহ্মণং যৎ সমাহুয় যাচমান-
মকিঞ্চনম্ ॥ ২৯ ॥ পশ্চাত্তাপ্যন্তীতি যো ক্রয়াৎ স চ বৈ
ব্রহ্মহা স্মৃতঃ । যশ্চ বিদ্যাভিমানেন নিস্তেজযতি
সদ্বিজম্ ॥ ৩০ ॥ উদাসীনঃ সভামধ্যে ব্রহ্মহা স
প্রকীর্তিতঃ । মিথ্যাগুণৈঃ স্মাংমানং নয়ত্যাৎকর্ষতাং
বলাৎ ॥ ৩১ ॥ বিরুদ্ধং গুরুভিঃ সাক্ষং ব্রহ্মহত্যঃ স
প্রকীর্তিতঃ । ক্ষুভ্রকাতপ্তদেহানাং দ্বিজানাং ভোক্তু-
মিচ্ছতাম্ ॥ ৩২ ॥ যঃ সমাচরতে বিষয়ং তমাহব্রহ্ম-
ঘাতকম্ । পিশুনঃ সর্বলোকানাং ছিদ্রাবেষণ-
তৎপরঃ ॥ ৩৩ ॥ উদ্বৈগজনঃ ক্রুরঃ স চ বৈ ব্রহ্মহা
স্মৃতঃ । গবাং তৃষাভিভূতানাং জলার্থমুপসর্পতাম্ ॥

বিদেশযাত্রী, কিম্বা শত্রু দ্বারা নিগৃহীত ব্যক্তিকে
আশ্রয় দান না করে সেও মহাপাপী । যাহারা
গুরুর ভাৰ্য্যা পুত্র ও মিত্রাদির প্রতি অবজ্ঞা
প্রকাশ করে, আর যাহারা গুরুনিন্দা করে; ইহারা
সকলেই মহাপাতকী । ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপায়ী,
সুবর্ণচৌর ও গুরুশত্রীগামী ব্যক্তি, আর যাহারা
ইহাদিগের সহিত দীর্ঘকাল সংসর্গ করে;—তাহারা
সকলেই মহাপাতকী । যাহারা ক্রোধ লোভ বা
ভয়বশতঃ ব্রাহ্মণের দোষেব্লেথ করিয়া মৰ্ম্মাস্তিক
পীড়া উৎপাদন করে, তাহারাও ব্রহ্মঘাতী বলিয়া
গণ্য । যে জন প্রার্থনাকারী ব্রাহ্মণকে আহ্বান
করিয়া পরে 'নাই' বলিয়া বিদায় দেয়, তাহাকেও
ব্রহ্মঘাতী বলা যায় । যে ব্যক্তি সভায় উদাসীন
রূপে থাকিয়া বাদ-প্রতিবাদের কোন হেতু না থাকি-
লেও বিদ্যাভিমান বশে কোন সদ ব্রাহ্মণকে পরিভব
দ্বারা নিস্তেজ করে, সেও ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কীর্তিত
হয় । যে ব্যক্তি মিথ্যা গুণ খাপন দ্বারা আত্মোৎকর্ষ
স্থাপন করে, কিম্বা গুরুজনের সহিত বিরুদ্ধ বাদে
প্রবৃত্ত হয়, সেও ব্রহ্মঘাতী বলিয়া কথিত । যে জন
ক্ষুধা তৃষ্ণায় সন্তপ্ত ভোজনাভিলাষী ব্রাহ্মণগণের
ভোজন কার্যে ব্যাঘাত ঘটায়, সাধুগণ তাহাকেও
ব্রহ্মঘাতী বলিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি খলস্বভাব,
ক্রুরপ্রকৃতি, সকলের উদ্বৈগজনক এবং সকলের
ছিদ্রাবেষণে তৎপর; সেও ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্ণীত ।

৩৪ ॥ যঃ সমাচরতে বিষয়ং তমাহব্রহ্মঘাতকম্ ।
পরদোষং পরিজ্ঞায় নৃপকর্ণে জপেত যঃ ॥ ৩৫ ॥
পাপীয়ান্ পিশুনঃ ক্রুরস্তমাহব্রহ্মঘাতকম্ । ত্রায়েনো-
পার্জিতং বিপ্রৈস্তদ্রব্যহরণঞ্চ যৎ ॥ ৩৬ ॥ ছদ্মনা বা
বলাদ্যপি ব্রহ্মহত্যাসমং মতম্ । অধীত্য যশ্চ শাস্ত্রাণি
পরিত্যজতি যুচধীঃ ॥ ৩৭ ॥ সুরাপানসমং জ্ঞেয়ং
জীবনান্ধৈব বা পঠেৎ । অগ্নিহোত্রপরিত্যাগঃ পঞ্চ-
যজ্ঞোপকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৩৮ ॥ মাতৃপিতৃপরিত্যাগঃ কূটসাক্ষী
সুহৃদ্বধঃ । অভক্ষ্যভক্ষণং বস্ত্রজন্তুনাং কাম্যয়া বধঃ ॥
৩৯ ॥ গ্রামং বনং গবাবাসং যশ্চ ক্রোধেন দীপয়েৎ ।
ইতি ঘোরাণি পাপানি সুরাপানসমানি চ ॥ ৪০ ॥
দীনসর্বস্বহরণং নরস্ত্রীগজবাজিনাম্ । গোভূরভু-
সুবর্ণানামৌষধীনাং রসস্ত চ ॥ ৪১ ॥ চন্দনাগুরু-
কপূরকস্তুরীপটবাসসাম্ । হস্তত্বাসাপহরণং ক্রদ্ধ-
স্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪২ ॥ কন্তানাং বরযোগ্যানাম-
দানং সদৃশে বরে । পুত্রমিত্রকলত্রেষু গমনং ভগি-
নৌষ চ ॥ ৪৩ ॥ কুমারীসাহসং ঘোরমস্ত্রাজস্ত্রীনিষে-
বণম্ । সৰ্বণায়াস্ত গমনং গুরুতল্লসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৪ ॥
দ্বিজার্থ্যং প্রতিশ্রুত্যা ন প্রযচ্ছতি যঃ পুনঃ । ন চ

গো সকল তৃষ্ণাকাতর হইয়া জল-পানার্থ উদ্যম
করিলে যে তাহাদিগের জলপানে ব্যাঘাত করে,
তাহাকেও ব্রহ্মঘাতী বলা যায় । যে ব্যক্তি খলস্বভাবে
পরদোষ জানিতে পারিয়া তাহা রাজাকে জানায়,
সেই ক্রুর পাপীকেও ব্রহ্মঘাতী বলা যায় । বিপ্রগণ
যাহা ত্রায়েতঃ উপার্জন করিয়াছেন, যদি কেহ ছলে-
বলে তাহা অপহরণ করে, তবে তাহারও ব্রহ্মহত্যা
তুল্য পাতক হয় । যে যুচ, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া
পরে সেই শাস্ত্রাদেশ অগ্রাহ করিয়া চলে কিম্বা
জীবনধারণার্থ শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তাহার সেই
কৰ্ম্ম সুরাপান সম পাপজনক । অগ্নিহোত্র ও
পঞ্চ যজ্ঞ কৰ্ম্মের পরিত্যাগ, পিতৃমাতৃত্যাগ, মিথ্যা
সাক্ষ্য দান, সুহৃৎহত্যা, অভক্ষ্যভক্ষণ, বৃথা বস্ত্র জন্তু-
সংহার, ক্রোধবশে গ্রাম বন ও গোগৃহে অগ্নি দান,
এই সমস্ত ঘোর পাতক সুরাপান তুল্য । ২২—৪০ ।
দীন জনের সর্বস্ব হরণ, মনুষ্য, স্ত্রী, গজ, 'অশ্ব', গো,
ভূমি, রত্ন, সুবর্ণ, ঔষধ, রস, চন্দন, অগুরু, কপূর,
কস্তুরী, পটবস্ত্র, ও স্তম্ভ দ্রব্যের অপহরণ—স্বর্ণ-
চৌর্য্য তুল্য । বিবাহ যোগ্য কন্তার সদৃশ বরে
বিবাহ না দেওয়া, পুত্রবধু মিত্রপত্নী বা ভগিনীসঙ্গম
কুমারীসঙ্গম, অস্ত্রাজাগমন ও সৰ্বণাগমন—গুরুপত্নী-
গমন তুল্য । ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত বিষয় দান,

স্মারয়তে বিপ্রং তুল্যং তদুপপাতকম্ ॥ ৪৫ ॥ অভি-
মানোহতিকোপশ্চ দাস্তিকং কৃতঘ্নতা । অত্যন্ত-
বিষয়াসক্তিঃ কার্পণ্যং শাঠ্যমৎসরম্ ॥ ৪৬ ॥
ভৃত্যানাঞ্চ পরিত্যাগঃ সাধুবন্ধুতপস্বিনাম্ । গবাং
ক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ তাডনম্ ॥ ৪৭ ॥ শিবা-
শ্রমতরুণাঞ্চ পুষ্পারামবিনাশনম্ । অযাজ্যানাং
যাজনঞ্চাপ্যচ্যানাঞ্চ যাচনম্ ॥ ৪৮ ॥ যজ্ঞারাম-
তড়াগাদিদারাপত্যস্ত বিক্রয়ঃ । তীর্থযাত্রোপবাসানাং
ব্রতায়তনকর্মণাম্ ॥ ৪৯ ॥ স্ত্রীধনান্ন্যুপজীবন্তি স্ত্রীভি-
রত্যন্তনির্জিতাঃ । অরক্ষণঞ্চ নারীণাং মদ্যপস্ট্রী-
নিষেবণম্ ॥ ৫০ ॥ ঋণানামপ্রদানঞ্চ মিথ্যাবৃদ্ধ্যুপ-
জীবনম্ । নিন্দিতানাং ধনাদানং সাধ্বীকন্তোক্তি-
দূষণম্ ॥ ৫১ ॥ বিবমারণযজ্ঞাণাং প্রযোগো মূলকর্ম-
ণাম্ । উচ্চাটনাভিচারশ্চ রাগবিদ্বেষণক্রিয়া ॥ ৫২ ॥
জিহ্বাকামোপভোগার্থং যস্তারম্ভঃ স্বকশ্মসু । মূলোনা-
ধ্যাপয়েদযজ্ঞ মূলোনাধীয়তে চ যে ॥ ৫৩ ॥ ব্রাত্যতা
ব্রতসন্ত্যাগঃ সর্বাহারনিষেবণম্ । অসচ্ছাস্ত্রাভগমনং
শুদ্ধতর্কাবলম্বনম্ ॥ ৫৪ ॥ দেবাগ্নিগুরুসাধনাং নিন্দা
গোব্রাহ্মণস্ত চ । প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা রাজ্ঞাং
মণ্ডলিনামপি ॥ ৫৫ ॥ উৎসন্নপিতৃদেবেজ্যাঃ স্বকর্ম-

কিছা তদ্বিষয় না দেওয়ার জন্ত তাহার নিকট বিনয়
না করিলে উপপাতক হইয়া থাকে । অভিমান,
অতিক্রোধ, দাস্তিকত্ব, কৃতঘ্নতা, বিষয়ে অত্যাঁসক্তি,
রূপগতা, শঠতা, পরস্ট্রীকাতরতা, পোষা ব্যক্তি
পরিত্যাগ, সাধু বন্ধু তপস্বী গো স্ত্রী ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা
শূদ্রকে প্রহার করা, শৈব আশ্রমের বৃক্ষ বা উপবন
বিনাশ, অযাজ্যযাজন, অযাচ্য ব্যক্তির নিকট
যাচন, উপবন তড়াগ স্ত্রী পুত্র দেবালয় ও যজ্ঞ তীর্থ-
যাত্রা উপবাস ও ব্রতাদি পুণ্যকার্যের বিক্রয়, স্ত্রীধন
উপজীব্য করা, নিতান্ত স্ত্রীবাধ্য হওয়া, নারীগণের
রক্ষা না করা, মদ্যপায়িনী রমণীর সহবাস, ঋণ করিয়া
তাঁহা পরিশোধ না করা, মিথ্যা বাক্য বা বৃদ্ধি দ্বারা
স্ত্রীবিক্রয়ানির্দোহ করা, হীন জনের ধন গ্রহণ, সাধ্বী
রমণী বা কুমারীর মিথ্যা ব্যাভিচার কীর্তন, বিষ
মারণযজ্ঞ ও বশীকরণ প্রযোগ, বিদ্বেষণ উচ্চাটন
ও অভিচার কার্য, স্বীয় রসনার তৃপ্তিসাধক ও
কামভোগার্থক, কর্ম্মবৃদ্ধান, মূল্য দিয়া অধ্যয়ন বা মূল্য
লইয়া অধ্যাপন, ব্রাত্যভাব, ব্রতত্যাগ, ভক্ষ্যভক্ষ্য
বিচার-রাহিত্য, অসৎ শাস্ত্রানুশীলন, শুদ্ধতর্ক করা
এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দেবতা অগ্নি গুরু গো
ব্রাহ্মণ রাজা কিছা গোষ্ঠীপঞ্জির নিন্দা করা, উপ-

ত্যাগিনশ্চ যে । দুঃশীলা নাস্তিকঃ পাণ্ডা ন সদা
সত্যবাদিনঃ ॥ ৫৬ ॥ পক্ষকালে দিবা চাপ্পু বিযোনৌ
পশুযোনিষু । রজস্বলাস্বযোনৌ চ মৈথুনং যঃ সমা-
চরেৎ ॥ ৫৭ ॥ স্ত্রীপুত্রমিত্রসুহৃদামাশাচ্ছেদকরাশ্চ যে ।
জনস্তাপ্রিয়বক্তারঃ ক্রুরাঃ সময়ভেদিনঃ ॥ ৫৮ ॥
ভেক্তা তড়াগকূপানাং সংক্রমাণাং রসস্ত চ । এক-
পঙক্তিস্থিতানাঞ্চ পাকভেদং কুরোতি যঃ ॥ ৫৯ ॥
ইত্যেতৈশ্চ নরাঃ পাপৈরুপপাতকিনঃ স্মৃতাঃ ।
যুক্তাস্তদুনকৈঃ পাপৈঃ পাপিনস্তান্নিবোধ মে ॥ ৬০ ॥
যে গোব্রাহ্মণকন্তানাং স্বামিমিত্রতপস্বিনাম্ । অন্তরং
যান্তি কার্ষেণ তে স্মৃতাঃ পাপিনো নরাঃ ॥ ৬১ ॥
পবনশ্রীভিতপ্যন্তে হীনাং সেবন্তি যে স্ত্রিয়াম্ ।
পঙ্ক্তার্থং যে ন কুরন্তি দানযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৬২ ॥
গোষ্ঠাগ্নিজলরথাসু তরুচ্ছায়ানগেষু চ । ত্যজন্তি
যে পুরীষাদামারামায়তনেষু চ ॥ ৬৩ ॥ গীতবাদ্য-
রতা নিত্যা মত্তাঃ কিলকিলাপরাঃ । কূটবেষক্রিয়া-
চারাঃ কূটসংবাবহারিণঃ ॥ ৬৪ ॥ কূটশাসনকর্তারঃ
কূটযুদ্ধকরাশ্চ যে । নির্দয়োহতীব ভূত্যেষু পশুনাং

পাতক বলিয়া অভিহিত হয় । যাহারা পিতৃ-
দেবার্চন করে না, যাহারা স্বকুলোচিত কর্ম্মত্যাগী,
যাহারা দুঃশীল, নাস্তিক, পাষণ্ড বা অসত্যবাদী,
যাহারা পক্ষকালে দিবসে জলে অযোনিতে নিষিক্ত
যোনিতে পশুযোনিতে বা রজস্বলাযোনিতে মৈথুন
করে, যাহারা স্ত্রী পুত্র সুহৃদ্ মিত্রাদির আশা ভঙ্গ
করে, যাহারা সাধারণের অপ্রিয়ভাষী, ক্রুর বা
শপথভঙ্গকারী, কূপ তড়াগাদির জলদূষক বা
অবতরণপথনাশক ; আর যাহারা পৃথক ভোজ্য
প্রদান দ্বারা এক পংক্তিতে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের
মধ্যে ভেদ কল্পনা করে, তাহারা সেই সকল
পাপের জন্ত উপপাতকী হইয়া থাকে । যাহারা
এতদপেক্ষায় অল্প পাতকসম্পন্ন, এক্ষণে তাহা-
দিগের বিবরণ শুন । ৪১—৬০ । যাহারা গো ব্রাহ্মণ
কন্তা প্রভু বন্ধু বা তপস্বীর প্রতি অসম ব্যবহার করে,
যাহারা পরস্ট্রী-কাতর বা হীননারী-সঙ্গকারী, যাহারা
শক্তি থাকিতেও দান যজ্ঞাদি কর্ম্ম না করে, যাহারা
গোষ্ঠ অগ্নি জল পথ পক্ষত উপবন দেবালয় বা
তরুতলাদিতে মলমূত্র ত্যাগ করে, যাহারা বৃথা
গীত বাদ্যাদি দ্বারা বা মাদক দ্রব্য সেবনাদি দ্বারা
গোলমাল করিয়া কাল কাটায়, যাহারা কপট বেশ
কপট কর্ম্ম বা কপট ব্যবহারকারী, যাহারা কূট
শাসনলিপি বা কূট যুদ্ধ করে, যাহারা পশু ভৃত্যাদির

দমনশ্চ যঃ ॥ ৬৫ ॥ মিথ্যা প্রসাদিতো বাক্যমাকর্ণয়তি
যঃ শনৈঃ । চপলশ্চাপি মায়াবী শঠো মিথ্যাবিনৌ
তকঃ ॥ ৬৬ ॥ যো ভাৰ্যাপুত্রমিত্রাণি বালবৃদ্ধ
কুশাতুরান্ । ভৃত্যানতিথি বন্ধুশ্চ তাক্রান্তাতি
বুভুক্ষিতান্ ॥ ৬৭ ॥ যঃ স্বয়ং মৃষ্টমশ্নাতি বিপ্রাশ্নাত্ত্বং
প্রযচ্ছতি । বৃথাপাকঃ স বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মবাদি-
বিগর্হিতঃ ॥ ৬৮ ॥ নিয়মান্ স্বয়মাদায় যে তাজপ্তা-
জিতেন্দ্রিয়াঃ । যে তাড়য়ন্তি গাং নিত্যং বাহয়ন্তি
মুহুমুহুঃ ॥ ৬৯ ॥ দুৰ্বলান্নৈব পুঙ্খন্তি প্রনষ্টার্থী দ্বিবন্তি
চ । পীড়যন্ত্যভিচারেণ সক্ষতান্ বাহয়ন্তি চ ॥ ৭০ ॥
তেষামদহা চাশ্রন্তি চিকিৎসন্তি ন রোগিণঃ ।
অজাবিকো মাহিষিকঃ সমুদ্রী বৃষলীপতিঃ ॥ ৭১ ॥
হীনবর্ণাশ্রয়ন্তি চ বৈদ্যো ধর্ম্মধ্বজী চ যঃ । যশ্চ
শাস্ত্রমতিক্রম্য স্বেচ্ছয়ৈবাহরেৎ করম্ ॥ ৭২ ॥ সদা
দণ্ডকর্চিষশ্চ যো বা দণ্ডকর্চির্ন হি । উৎকোচকৈ-
রধিকৃতৈস্তত্ত্বকৈশ্চ প্রপীড্যতে ॥ ৭৩ ॥ যশ্চ রাজঃ

প্রতি নিতান্ত নির্দয় ব্যবস্থার করে, যাহারা অসন্তুষ্ট
হইয়াও কপটতা করিয়া সন্তুষ্টের ন্যায় লোকের
কথার অনুবর্তন করে, যাহারা চপল মায়াবী শঠ ও
মিথ্যা বিনয়ী, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত পত্নী পুত্র মিত্র
বালক বৃদ্ধ দুর্বল রোগী ভৃত্য অতিথি বান্ধবদিগকে
কেলিয়া স্বয়ং ভোজন করে, ব্রাহ্মণকে অপর দ্রব্য
দিয়া যে স্বয়ং উত্তম দ্রব্য ভোজন করে, সেই
ব্রহ্মজ্ঞজননির্দিত বৃথাপাক ব্যক্তি ; আর যে সকল
আজতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কোন নিয়ম অবলম্বন করিয়া
পশ্চাৎ তাহা তাগ করে ; যাহারা নিয়ত গোগণকে
তাড়ন ও গোগণ দ্বারা ভারবাহন করায়, যাহারা
দুর্বলকে পোষণ করে না, ক্ষতযুক্ত পশু দ্বারা ভার
বহন করায়, কাহারও দ্বারা হানি হইলে তাহাকে
নিয়ত বিদ্বের করে এবং অভিচার দ্বারা পীড়িত
করে, পোষ্যদিগকে খাদ্য দান না করিয়া
স্বয়ং ভোজন করে, কিম্বা পোষ্য রোগীর যোগ্য
চিকিৎসা না করায় ; যাহারা ছাগ মেষ মহিষ পোষণ
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তপ্ত মুদ্রাদি চিহ্ন ধারণ
করে, যে বৃষলীপতি, যে জন হীন বর্ণের আশ্রয়ে
জীবিকা নির্বাহ করে, যে জন চিকিৎসাজীবী বা
ধার্ম্মিক ভাগকারী, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্বক
যথেষ্ট কর গ্রহণ করে, যে জন সতত দণ্ডপ্রিয়
কিম্বা যে দণ্ডের একান্ত বিরোধী, যে রাজার রাজ্যে
প্রজাবর্গ উৎকোচগ্রাহী রাজপুরুষ ও তক্ষর দ্বারা
উৎপীড়িত হয় ; ইহারা সকলেই পাতকী এবং পাপ-

প্রজা রাষ্ট্রে পচাতে নরকেষু সঃ । অচৌরঃ চৌরবৎ
পশ্চেচ্চৌরঃ বাচৌররূপিণম্ ॥ ৭৪ ॥ আলম্বেতাপহতো
রাজা ব্যসনী নরকং ব্রজেৎ । এবমাদীনি চাস্তানি
পাপান্ভাঃ পুরাবিদঃ ॥ ৭৫ ॥ যদ্বা তদ্বা পরদ্রব্যমপি
সর্বপমাত্রকম্ । অপহৃত্য নরঃ পাপো নারকী নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥ এবমাদৈরনরঃ পাপৈরুৎক্রান্তেঃ
সমনন্তরম্ । শরীরং যাতনার্থায় পূর্বাকারমবাগ্নুযাৎ ॥
৭৭ ॥ তস্মাল্লিবিধমপোতন্নারকীয়ং বিবর্জয়েৎ ।
সদাশিবক শরণং ব্রজেৎ সঙ্কুদ্রয়া যুতঃ ॥ ৭৮ ॥ নম-
স্কারঃ স্তুতিঃ পূজা নামসংকীর্তনং তথা । সম্পর্কাত্ত
কৌতুকান্নোভান্ন তশ্চ বিফলং ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥ করক্ষম
উবাচ । সঙ্ক্ষেপাচ্ছিবপূজায়া বিধানং বক্তুমর্হসি ।
কৃতেন যেন মনুজঃ শিবপূজাফলং লভেৎ ॥ ৮০ ॥
মহাকাল উবাচ । প্রাতঃস্নানস্নানস্নানস্নানস্নানস্নান
সর্বদা ভজেৎ । দর্শনাত্ত স্পর্শনাত্ত স্নানাত্ত কৃতকৃত্যো
ভবেৎ স্ফুটম্ ॥ ৮১ ॥ আদৌ জ্ঞানং প্রকুব্বীত
ভস্মজ্ঞানমথাপি বা আপদাত্ত কঠজ্ঞানং মজ্ঞজ্ঞান-

ফলে নরকভাগী হইয়া থাকে । যে রাজা চোরকে
সাধু এবং সাধুকে চোর মনে করেন কিম্বা যিনি
আলম্বেতবশীভূত, বা ব্যসনাসক্ত, তাঁহাকেও নরকে
যাইতে হয় । পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ এইরূপ আবৃত্তিও নানা-
বিধ পাপ কীর্তন করিয়াছেন । ৬১—৭৫ । পরদ্রব্য
যেক্রপই হউক না কেন, সর্বপ পরিমাণও অপহরণ
করিলে মানব সেই পাপে নরকগামী হয় । ইহাতে
সংশয় নাই । নরগণ এই সকল পাপানুষ্ঠান করিলে
মৃত্যুর পব যাতনাত্তোগার্থ পূর্ব দেহের ন্যায় অপর
একটী শরীর প্রাপ্ত হয় । অতএব উক্ত নরকসাধক
ত্রিবিধ পাপ কল্পই পরিহার করিয়া ব্রহ্মা সহকারে
সদাশিবের শরণাপন্ন হওয়া সর্বথা কর্তব্য ।
প্রসঙ্গক্রমে, কৌতুকবশে বা লোভেও যদি সেই
শিবের নমস্কার স্তুতি পূজা বা নাম সংকীর্তন করা
যায়, তাহাও বিফল হয় না । ৭৬—৭৯ । করক্ষম
কহিলেন,—আপনি এক্ষণে সংক্ষেপে এমন শিব-
পূজা-বিধান বলুন, যাহার অনুষ্ঠানে মানব সম্যক
শিবপূজা-ফল পাইতে পারে । মহাকাল কহি-
লেন,—মানব প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাহ্ন—তিনকালেই
শঙ্করের ভজনা করবে । শঙ্করের দর্শনে ও
স্পর্শনে মানব সর্বথা কৃতকৃত্য হইয়া থাকে ।
প্রথমতঃ জ্ঞান করবে । আর কোন বিপদাপদের
জন্তু সর্বদা জ্ঞানরূপ জ্ঞানে অশক্ত হইলে কঠ
পর্যন্ত অবগাহন কিম্বা ভস্মজ্ঞান বা মজ্ঞজ্ঞান করা

মধাপি বা ॥ ৮২ ॥ আবিকং পরিদধ্যাক্ষ ততো
বাসঃ সিতঞ্চ বা । ধাতুরক্ষমথো নবাং মলিনং
সঙ্কিতং ন চ ॥ ৮৩ ॥ উত্তরীয়ঞ্চ সন্দধ্যাদ্বিনা
তগ্নিশ্ফলার্চনম্ । ভস্মত্রিপুণ্ড্রধারৌ চ ললাটে হৃদি
চাংসয়োঃ ॥ ৮৪ ॥ পূজয়েদ্যো মহাদেবঃ ত্রীতঃ পশুতি
তং মুহঃ । সর্ষদোষান্ বহিঃ ক্ষিপ্য শিবায়তন-
মাবিশেৎ ॥ ৮৫ ॥ প্রবিষ্টা চ প্রণমোশং ততো
গৰ্ভগৃহং বিশেৎ । পানী প্রক্ষালা তচ্চিন্তো
নির্ম্মাল্যমবরোপয়েৎ ॥ ৮৬ ॥ যেন কুদ্রায়নে ভক্ত্যা
কুরুতে মার্জ্জনক্রিয়াম্ । তস্মান্মার্জ্জয়তে হেবং
স্থাপুর্নৈতৎ পরম্পরম্ ॥ ৮৭ ॥ কুদ্রভক্ত্যা চ সন্তু-
ঠৈর্ম্মালিষ্ঠং মার্জ্জয়েত্ততঃ । ভক্তির্দেবস্ত তিষ্ঠেন্ন
মালিষ্ঠং মার্জ্জতঃ সদা ॥ ৮৮ ॥ গড়কান্ পূরয়েৎ
পশ্চান্নির্ম্মলে জলেন বৈ । গড়কাস্ত সমাঃ সর্ষে সর্ষে
চ শুভদর্শনাঃ ॥ ৮৯ ॥ নিবর্ণাঃ সৌম্যরূপাশ্চ সর্ষে
চোদকপূরিতাঃ । বস্তুপূতজলৈঃ পূর্ণা গন্ধধূপৈশ্চ
বাসিতাঃ ॥ ৯০ ॥ ক্ষালিতাঃ পূরিতা নীতাঃ ষডক্ষর-
জপেন চ । গড়কাষ্টশতং কুর্ধ্যাদথবা প্যাষ্টবিংশতিঃ ॥
৯১ ॥ অষ্টাদশাপি চতুরস্ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ ।
পয়ো দধি স্মৃতকৈব কৌদ্রমিক্ষুরসং তথা ॥ ৯২ ॥

কর্তব্য । • পরে মেঘলোমজ নূতন খেত বা গৈরি-
কাদিরঞ্জিত বসন পরিধান করিবে । মলিন বা
সেলাই করা বস্ত্র ধারণ করিতে নাই । পরে উত্তরীয়
ধারণ করিবে । উত্তরীয় ধারণ না করিয়া অর্চনাদি
কার্য্য করিলে তাহা বিফল হয় । যে ব্যক্তি ত্রীতমনে
ললাটে হৃদয়ে ও অংসদ্বয়ে ভস্মত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া
শঙ্করের অর্চনা করে, সে অল্পকালে ' তদীয় দর্শন-
লাভে সক্ষম হয় । বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দোষ
সকল পরিহার করিয়া শিবমন্দিরে প্রবেশ করিবে ।
পরে শঙ্করকে প্রণাম করিয়া অভ্যন্তর-গৃহে প্রবিষ্ট
হবে । পরে করদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তন্মনা
হইয়া নির্ম্মালাপসারণ করিবে । যে জন ভক্তি-
পূর্ব্বক শিবগৃহের মার্জ্জন করে, পরকালে শঙ্করও
তাহার পাপরাশি মার্জ্জন করিয়া থাকেন । অতএব
ভক্তিসহকারে শিবমন্দির মার্জ্জন করিবে ।
ইহাতে মানবের শরীরে চিরস্থায়িনী ভক্তি হয় এবং
পাপরাশি বিদূরিত হইয়া যায় । তারপর কমণ্ডলু
সকল প্রক্ষালনপূর্ব্বক বস্তুপূত নির্ম্মল জলে ষডক্ষর
মন্ত্রোচ্চারণসহকারে পূরণ করিবে । কমণ্ডলু সকল
দেখিতে সুশ্রী একাকার ও নির্গুত হওয়া আবশ্যিক ।
ঐহা আবার গন্ধ ও ধূপ দ্বারা সুবাসিত করিবে ।

এবং সর্ষক তদ্রূপাং বামতঃ সন্ধ্যাসেত্বাৎ । ততো
বহির্বিনিষ্ক্রম্য পূজয়েৎ প্রতিহারকান্ ॥ ৯৩ ॥
সর্ষেবাং বাচকা মজ্জাঃ কথ্যন্তেহতঃ পরং ক্রমাৎ ॥
৯৪ ॥ “ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ । ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্র-
পালায় নমঃ । ওঁ গং গুরুভ্যো নমঃ । ইতি
আকাশে । ওঁ কোং কুলদেব্যৈ নমঃ । ওঁ নন্দিনে
নমঃ । ওঁ মহাকালায় নমঃ । ওঁ ধাত্রে বিধাত্রে
নমঃ ।” তত প্রবিষ্টা লিঙ্গাচ্চ কিঞ্চিদক্ষিণতঃ শুচিঃ ।
উদঙমুখঃ ক্ষণং ধ্যয়েৎ সমকায়াসনস্থিতঃ ॥ ৯৫ ॥
দর্ভাদিভিঃ পরিবৃতং মধ্যপদ্যাকর্মণ্ডলম্ । সোম-
মণ্ডলমধ্যস্থং ধ্যয়েদে বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ৯৬ ॥ তন্মধ্যে
বিশ্বরূপঞ্চ বামাদ্যষ্টাদিশক্তিকম্ । পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং
ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূবিতম্ ॥ ৯৭ ॥ বামাক্ষগিরিজং দেবং
ধ্যয়েৎ সিদ্ধিঃ স্ততঃ মুহঃ । ততঃ পূর্ব্বং প্রদদ্যাচ্চ
পাদ্যার্ঘ্যং শস্তবে নৃপ ॥ ৯৮ ॥ পানীয়মক্ষতা দর্ভা
গন্ধপুষ্পং সসর্পিষম্ । ক্ষীরং দধি মধু পুনর্নবাক্ষো-
হর্ঘ্যেঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৯ ॥ ততঃ শ্রদ্ধার্জ্জচিত্তস্ত
জ্ঞানং লিঙ্গস্তা চাচরেৎ । গৃহীত্বা গড়কং পূর্ব্বং
মলজ্ঞানং সমাচরেৎ ॥ ১০০ ॥ অর্ধেন জ্ঞাপয়েৎ
পূর্ব্বং কুর্ধ্যাচ্চ মলঘর্ষণম্ । সর্ষেণ জ্ঞাপয়েৎ পশ্চাৎ

অষ্টোত্তর শত, অষ্টাবিংশতি, অষ্টাদশ বা অন্ততঃ
চারিটী কমণ্ডলু করা আবশ্যিক । ইহার ন্যূন করিবে
না । দুধ, দধি, স্মৃত, মধু, ইক্ষুরসাদি দ্রব্য শিবের
বামদিকে স্থাপন করিবে । অতঃপর বহির্ভাগে
নিষ্কাশিত হইয়া প্রতীহারগণকে অর্চনা করিবে । ইহা-
দিগের মন্ত্র সকল বলিতেছি । ৮০—৯৪ । মন্ত্র সকল
মূলে “ ” চিহ্নমধ্যে দ্রষ্টব্য । পরে পুনরায় গৃহে
প্রবেশ করিয়া লিঙ্গের কিঞ্চিদক্ষিণ দিকে উত্তর-
মুখে ঋজুকায়ে আসনে বসিয়া ক্ষণকাল ধ্যান
করিবে । যথা—প্রথমে দর্ভাদিসমাকীর্ণ পদ্মমধ্যে অর্ক
মণ্ডল, তন্মধ্যে সোমমণ্ডল ও তন্মধ্যে বহ্নিমণ্ডল ধ্যান
করিয়া তন্মধ্যে বামাদি অষ্টশক্তি সমাবৃত, পঞ্চানন,
ত্রিনেত্র, দশবাহু, চন্দ্রশেখর, বিশ্বরূপের ধ্যান করিবে ।
তাহার বামকোণে গিরিজা দেবী বিরাজমানা এবং
তিনি সিদ্ধগণ কর্তৃক সংস্কৃত হইতেছেন । এইরূপ
ধানান্তে প্রথমতঃ পাদ্য দান করিবে । রাজন!
অতঃপর পানীয়, অক্ষত, দর্ভ, গন্ধ, পুষ্প, স্মৃত, দুধ,
দধি ও মধু—এই নয়টি দ্রব্য দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া
তাহা দান করিবে । পরে শ্রদ্ধাপূত চিন্তে কমণ্ডলু-
জলে মল নিরসনার্থ জ্ঞান করাইবে । প্রথমতঃ
কমণ্ডলুর অর্ধভাগ জল ঢালিয়া মলঘর্ষণান্তে অবশিষ্ট

পূজয়েৎ আপয়েন্ততঃ ॥ ১০১ ॥ প্রণম্য চ ততো
তক্ত্যা আপয়েন্মূলমস্ততঃ । ওঁ হুং বিশ্বমূর্তয়ে শিবায়
নমঃ । ইতি দ্বাদশাঙ্করো মূলমস্তঃ ॥ ১০২ ॥ বারি-
ক্ষীরদধিক্কোদ্রঘতেনেশুরসেন চ । আপয়েন্মূলমস্তেণ
জলধূপার্চনাং পৃথক্ ॥ ১০৩ ॥ গড়কৈঃ আপয়েৎ
সর্কৈঃ স্নাতং গঠৈর্বিরুক্ষয়েৎ ॥ ১০৪ ॥ বিকক্ষিতং
ততঃ স্নাপ্য ত্রীখণ্ডেন বিলেপয়েৎ । পূজয়েদ্বিবিধৈঃ
পুষ্পৈর্বিধিনা যেন তচ্ছৃণু ॥ ১০৫ ॥ “আগ্নেয়পাদে,
ওঁ ধর্মায় নমঃ । নৈঋতকে, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ।
বায়ব্যা, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ । ঈশানপাদে,
ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ । পূর্বপাদে, ওঁ অধর্মায় নমঃ ।
দক্ষিণে, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ । পশ্চিমে, ওঁ অবৈ-
রাগ্যায় নমঃ । উত্তরে, ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ । ওঁ পদ্মায় নমঃ । ওঁ অকমণ্ডলায়
নমঃ । ওঁ সোমমণ্ডলায় নমঃ । ওঁ বহুমণ্ডলায়
নমঃ । ওঁ বামাজ্যেষ্ঠাদিপঞ্চমস্ত্রাশক্তিতোয়া নমঃ ।
ওঁ পরমপ্রকৃতে দেবো নমঃ । ওঁ ঈশানতৎপুরু-
ষাঘোরবামদেব-সদ্যোজাত-পঞ্চবক্রায় ক্রদ্রসাধ্য-
বন্দ্যাদিত্যবিশ্বেদেবাদিদেববিশ্বরূপায় অণ্ডজস্বেদজো-
দ্ভিজ্জজরায়ুজরূপস্হাবরজঙ্গমমূর্তয়ে পরমেশ্বরায় ওঁ
হুং বিশ্বমূর্তয়ে শিবায় নমঃ শূলধনুঃখণ্ডৈকপালদণ্ড-
কুঠারেভ্যঃ ॥ ১০৬ ॥ ততো জলাধারমুখে চণ্ডী-
শ্বরায় নমঃ ।” এবং সম্পূজ্য বিধিবত্ততোহর্ঘ্যং
সন্নিবেশয়েৎ ॥ ১০৭ ॥ পানৌষমক্ষতাঃ পুষ্পমেতৈ-
রুক্তং কলোত্তমৈঃ । গৃহাণার্থ্যং মহাদেব পূজা-
সম্পূর্ত্তিহেতবে ॥ ১০৮ ॥ অর্ঘ্যাদনন্তরং শক্ৰঃ

জল ঢালিয়া দিবে । পরে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিয়া
মূলোক্ত দ্বাদশাঙ্কর মস্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ জল দুই
দধি মধু ঘৃত ও ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইবে । এই
সময়ে একবার ধূপ দেওয়া আবশ্যক আর সর্বশেষে
একবার জলদ্বারাও স্নান করান কর্তব্য । যতগুলি
কমণ্ডলু থাকে, সমস্তগুলি দ্বারাই স্নান করাইবে ।
পরে গন্ধদ্রব্যাঙ্কণ করিয়া পুনরায় আবার স্নান করা-
ইবে । পরে আবার ত্রীখণ্ড চন্দন দ্বারা বিলেপিত
করিবে । তারপর বিবিধ পুষ্প দ্বারা মূলোক্ত “
চিহ্নান্তর্গত বিধানে পূজা করিবে । অতঃপর যথাবিধি
অর্ঘ্য স্থাপন করিবে । অর্ঘ্যদান মন্ত্র যথা,—হে
মহাদেব ! জল অক্ষত পুষ্প ফলযুক্ত এই উত্তম
অর্ঘ্য দান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন ;
যাহাতে মৎকৃত পূজা সম্পূর্ণ হয়, তাহা করুন ।
৯৫—১০৮ । ইহার পর সমর্থ হইলে অপর বিবিধ

পূজাষেদুপূজয়া । ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং ক্রমাৎ
পশ্চাৎসবেদয়েৎ ॥ ১০৯ ॥ ঘণ্টাঞ্চ বাদয়েন্ততঃ ততো
নীরাজনং চরেৎ । ভ্রাময়েদেদদেবস্ত শব্দবাদিজ-
নিঃস্বনৈঃ ॥ ১১০ ॥ নীরাজনঞ্চ যঃ পশ্চোদেব-
দেবঞ্চ শূলিনঃ । স যুচ্যেৎ পাতকৈঃ সর্কৈঃ কিং
পুনর্বাঃ করিষ্যতি ॥ ১১১ ॥ নৃত্যং গীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ
অলীকমপি যচ্চরেৎ । তস্তা তুব্যোদনস্তং হি গীত-
বাদ্যফলং যতঃ ॥ ১১২ ॥ স্তোত্রৈস্ততঃ সংস্থ্য
দণ্ডবৎপ্রণমেদুবি । ক্ষমাপয়েচ্চ দেবেশং স্কৃতং
কুরুতং ক্ষম ॥ ১১৩ ॥ য এবং যজতে ক্রদ্রমশ্বিন্ লিঙ্গে
বিশেষতঃ । পিতরং পিতামহং চৈব তথৈব প্রপিতা-
মহম্ ॥ ১১৪ ॥ সর্ক্যাং পাপাং সমুত্তার্য ক্রদ্রলোকে
বাসেচ্চিরম্ । এবং মাহেশ্বরো ভূহা সদাচারব্রত-
স্থিতঃ ॥ ১১৫ ॥ পশুপাশবিমোক্ষার্থং পূজয়েন্তন্ননা
যদি । য এবং যজতে ক্রদ্রং তেনৈতত্তর্পিতং
জগৎ ॥ ১১৬ ॥ কিস্তেতৎ সফলং রাজস্নাচারং যো
ন লভ্যয়েৎ । আচার্য্যং ফলতে ধর্মো হ্যচার্য্যং স্বর্গ-
মশ্নুতে ॥ ১১৭ ॥ আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারো

উপচার দান করিবে । পরে যথাক্রমে ধূপ, দীপ ও
নৈবেদ্য, দান করিয়া ঘণ্টাবাদনপূর্বক নীরাজন-
দ্রব্য সকল ভ্রামিত করিয়া নীরাজন করিবে । এই
সময়ে শব্দ ও অপরাপর বাদ্য বাজাইতে হয় ।
শঙ্করের নীরাজন যে করে তাহার কথা কি?—যে
দেখে সেও সর্বপাতক হইতে মুক্ত হয় । এ সময়ে
নৃত্য-গীত-বাদ্য করিলেও শঙ্কর তৎপ্রতি সমধিক
পরিতুষ্ট হন ; যেহেতু গীত-বাদ্যাদির ফল অনন্ত ।
পরে বিবিধ স্ততিবচনে স্তব করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ
প্রণাম করিবে । পরে “হে প্রভো ! আমার স্মৃকৃত
কুরুত সমস্ত ক্ষমা করুন” বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা
করিবে । যে জন এই বিধান মত অন্তলিঙ্গে—
বিশেষতঃ এই লিঙ্গে ভগবান্ শঙ্করের অর্চনা করে,
সে তদীয় পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহকে সর্বপাপ
হইতে মোচিত করিয়া চিরকাল ক্রদ্রলোকে বাস-
করিতে পারে । মানব পশুপাশ মোচনার্থ মাহেশ্বর
ব্রহ্মললহনে সদাচারে থাকিয়া তদগত চিত্তে এই
বিধানে শঙ্করের অর্চনা করিলে তৎকর্তৃক সমস্ত
জগৎ তর্পিত হয় । পরন্তু রাজন্ ! যে জন আচার
প্রতিপালন করিয়া এই বিধানে অর্চনা করে,
তাহারই উক্ত ফললাভ হয় । আচার পালনেই
ধর্মের ফল লাভ হয়, আচারেই স্বর্গবাস ঘটে ;

ইন্ড্রালক্ষণম্ । যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্ত ন ভূতয়ে ॥ ১১৮ ॥ ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুজ্জ্বল্য প্রবর্ততে । তস্তা কিঞ্চিৎসমুদ্দেশঃ বক্ষ্যে তং শৃণু পার্থিব ॥ ১১৯ ॥ ত্রিবর্গসাধনে যজ্ঞঃ কর্তব্যো গৃহমেধিনা । তৎসংসিক্তো গৃহস্থস্ত সিদ্ধিরত্র পরত্র চ ॥ ১২০ ॥ ব্রাহ্মে যুহুর্ভে বৃধ্যত ধর্মার্থৌ চাপি চিত্তবেৎ । সমুখায় তথাচম্য দন্তধাবনপূর্বকম্ ॥ ১২১ ॥ সন্ধ্যানুপাসীত বৃধঃ সংশান্তঃ প্ররতঃ শুচিঃ । পূর্বাঃ সন্ধ্যাং সমনক্ষত্রাঃ পশ্চিমাঃ সদিবাকরাম্ ॥ ১২২ ॥ উপাসীত যথান্যায়ং নৈনাং জহাদনাপাদি । বর্জয়েদনৃতং চাসৎপ্রলাপং পুরুষং তথা ॥ ১২৩ ॥ অসৎসেবাং হসদাদং হস-চ্ছাস্ত্রং চ পার্থিব । আদর্শদর্শনং দন্তধাবনং কেশ-সাধনম্ ॥ ১২৪ ॥ দেবার্চনং চ পূর্বাঙ্কে কার্য্যাণ্যভ-শ্রমহর্ষয়ঃ । পালাশমাসনং চৈব পাত্কে দন্তধাবনম্ । বর্জয়েদাসনং চৈব পদা নাকর্ষয়েদুধঃ ॥ ১২৫ ॥ জল-মগ্নিং চ নিনয়েদ্যুগপন্ন বিচক্ষণঃ ॥ ১২৬ ॥ পাদৌ প্রসারয়েন্নৈব গুরুদেবাগ্নিসম্মুখৌ । চতুষ্পাং চৈতা-তরুং দেবাগারং তথা যতিম্ ॥ ১২৭ ॥ বিদ্যাধিকং

আচারেই আয়ু লাভ হয়, আচাবেই দুর্লক্ষণ বিনষ্ট হইয়া থাকে । সদাচার লঙ্ঘন করিয়া যজ্ঞ দান তপ-ত্যাগি যাহা কিছু সংকার্য্য করা যায়, তাহা মানবের মঙ্গলসাধক হয় না । রাজন! সেই সদাচার সহস্রক্ষেত্র কিঞ্চিৎ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১১৮—১১৯ ॥ গৃহস্থমাত্রেই ধর্মার্থ-কাম সাধনে যত্ন করা আবশ্যিক । ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইলেই গৃহস্থ ইহ পরকালে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । ব্রাহ্মযুহুর্ভে জাগরিত হইয়া ধর্ম ও অর্থের চিন্তা করিবে । পরে উথানান্তে আচমন দন্তধাবনাদি করিয়া শান্ত সংযত চিত্তে শুচি ভাবে যথাবিধি সন্ধ্যাপাসনা করিবে । প্রত্যঃসন্ধ্যা নক্ষত্র থাকিতে থাকিতে এবং সায়াঃসন্ধ্যা সূর্য্য থাকিতেই করিতে হয় । আপৎ কাল ব্যতীত কদাচ সন্ধ্যাবাদ্য করিবে না । মিথ্যাবাক্য, অসদালাপ, পুরুষভাষণ, অসৎসেবা, অসৎতর্ক ও অসৎ শাস্ত্রানুশীলন বর্জন করিবে । রাজন! মনীষিগণ বলেন,— আদর্শদর্শন, দন্তধাবন, কেশপ্রসাধন ও দেবার্চন পূর্বাঙ্কেই কর্তব্য । পালাশ-কাঠজ আসন পাত্কে বা দন্তধাবন কাঠ সর্ব্বথা বর্জন করিবে । ধীমান ব্যক্তি পদদ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না । বিচক্ষণ মানব একদা জল ও অগ্নি লইয়া যাইবে না । গুরু বা দেবতার নিকটে পাদপ্রসারণ করিবে না । চতুষ্পাং, চৈত্যাবৃক্ষ, দেবগৃহ, যতি, সমধিক বিদ্বান,

গুরু বৃদ্ধং কুর্ব্যাদেতান্ প্রদক্ষিণান্ ॥ ১২৮ ॥ আহার-নীহারবিহারযোগাঃ স্ত্রসংবৃতা ধর্মবিদারুকার্যাঃ । বাধুদ্বিবীর্ঘাণি তপস্তথৈব বার্তাযুগী গুপ্ততমে চ কার্য্যে ॥ ১২৯ ॥ উভে যুজপুরীষে তু দিবা কুর্ব্যাহুদভ্যুগঃ । দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ হেবমানুর্ন রিষাতে ॥ ১৩০ ॥ প্রত্যগ্নিঃ প্রতি সূর্য্যঃ চ প্রতি গাং ব্রতিনং প্রতি । প্রতি সোমোদকং সন্ধ্যাং প্রজ্ঞা নশ্রুতি মেহতঃ ॥ ১৩১ ॥ ভোজনে শয়নে স্থানে উৎসর্গে মলমুত্রয়োঃ । রথ্যাচঙ্ক্রমণে চার্জ-পঞ্চকশ্চামেৎ সদা ॥ ১৩২ ॥ ন নদ্যাং মেহনং কুর্ব্যান্ন শ্মশানে ন ভস্মনি । ন গোময়ে ন কুষ্ঠে চ নৈষা-লুনে ন শাদলে । উদ্ধতাভিস্তথাষ্টিক্ত শৌচং কুর্ব্যাদিচক্ষণঃ । অন্তর্জলাদেবকুলাদ্বল্লীকানুযক-স্থলাৎ ॥ ১৩৩ ॥ অপবিদ্ধাপশৌচাশ্চ বর্জয়েৎ পঞ্চ মৃত্তিকাঃ । গন্ধলেপাপহরণং শৌচং কুর্ব্যাত্তথা বৃধঃ ॥ ১৩৪ ॥ নান্নানং তাড়য়েন্নৈব দদ্যাদ্দঃ-খেভ্য এব চ । উভাতামপি পানিত্যাং কণ্ঠয়েন্নান্নানং

গুরু ও বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রদক্ষিণ করিবে । ধর্মজ্ঞ মানব আহার বিহার ও মৈথুন ব্যাপার সর্ব্বথা গোপ-নেই করিবে আর বাক্য বুদ্ধি সামর্থ্য, তপস্তা, জীবিকা ও আয়ু সর্ব্বথা গুপ্ত রাখিবে । যুজ-পুরীষ-ত্যাগ কার্য্য দিবাভাগে উত্তর মুখে এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখে করিবে । একপ করিলে আয়ুক্ষয় হয় না । ১২৮—১৩০ । অগ্নি, সূর্য্য, গো, তপস্বী, চন্দ্র, বা জলের দিকে মুখ করিয়া কিম্বা সন্ধ্যাকালে মল-মুত্র ত্যাগ করিলে বুদ্ধি বিনষ্ট হয় । ভোজন, শয়ন, উপবেশন, মলমুত্রত্যাগ, ও পথভ্রমণ করিয়া সকল সময়েই পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ এই পঞ্চস্থান জলদ্বারা আর্জ করিয়া আচমন করিবে । নদী, শ্মশান, ভস্ম, গোময়, কর্কিত স্থান, শাদল ও যে স্থলের তৃণাদি সম্যক ছেদন করা হইয়াছে, তাদৃশ স্থলে মলমুত্র ত্যাগ করিবে না । বিচক্ষণ মানব উদ্ধৃত জল দ্বারাই শৌচ করিবে । দেবস্থান, বন্যীক, বা জল মধ্য হইতে কিম্বা মুবিকোদ্ধৃত মৃত্তিকা হইতে শৌচার্থ মৃত্তিকা লইবে না ; আর শৌচাবশিষ্ট বা কোন দোষে পরিত্যক্ত মৃত্তিকাও লইবে না । শৌচকার্য্যে এই পঞ্চ মৃত্তিকা পরি-হার্য্য । বুদ্ধিমান মানব যাহাতে হস্তের দুর্গন্ধ দূর হয় এমন ভাবে মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ করিবেন । আত্মাকে তাড়না করিবে না কিম্বা বিনা কারণে ক্রোধ দিবে না । দুই হস্তে কদাচ মস্তক কণ্ঠয়ন

শিরঃ ॥ ১৩৬ ॥ রঞ্জেদারঃস্ত্যজৈদীর্ঘ্যঃ লাসু
নিকারণঃ বৃধঃ । সূর্যাস্তঃ ন বিনা কাশ্চিৎ ক্রিয়া
নৈবাচরেত্তথা ॥ ১৩৭ ॥ অদ্রোহেণৈব ভূতানামঙ্গ-
দ্রোহেণ বা পুনঃ । শিবচিত্তোহৰ্জয়েদ্বিতং ন
চাতিকুপণো ভবেৎ ॥ ১৩৮ ॥ নেৰুঃ স্ত্রা
কৃতম্ স্ত্রা পরদ্রোহকর্ম্মবীঃ । ন পানিপাদ-
চপলো ন নেত্রচপলোহনুজুঃ ॥ ১৩৯ ॥ ন চ বাগঙ্গ-
চপলো ন চাশিষ্টস্ত গোচরঃ । ন শুকবাদঃ
কুববীত শুকবৈরং তথৈব চ ॥ ১৪০ ॥ উপায়েঃ সাধ-
য়েদর্শান্ দণ্ডস্বর্গাতিকা গতিঃ । ভিন্নাশনং ভিন্নশয্যাং
বর্জয়েদ্বিন্নভাজনম্ ॥ ১৪১ ॥ অন্তরেণ ন গচ্ছেত
দ্বয়োজ্জলনলিঙ্গয়োঃ । নাগোৰ্ণ বিপ্রয়োশ্চৈব ন
দম্পত্যোৰ্নৃপৌত্তম ॥ ১৪২ ॥ ন সূর্য্যব্যোময়োৰ্নৈব
হরস্ত বৃষভস্ত চ । এতেষামন্তরং কুর্কন যতঃ পাপ-
মবাণুয়াৎ ॥ ১৪৩ ॥ নৈকবস্ত্রচ ভূজীত নাগো
হোমমথাচরেৎ । ন চার্চয়েদ্বিজ্ঞৈরৈব কুর্ঘ্যাদেবার্চনং
বৃধঃ ॥ ১৪৪ ॥ খণ্ডনং পেষণং মাষ্টিং জলসংশোধনং
তথা । রক্ষনং ভোজনং স্বাপ উত্থানং গমনং ক্ষতম্

করিবে না। পত্নীগণকে সতত রক্ষা করিবে
এবং বিনা কারণে কদাচ তাহাদিগের প্রতি ঈর্ষ্যা
করিবে না। সূর্য্যাস্তকালে সন্ধ্যোপাসনা ব্যতীত
আর কোন কার্য্য করিবে না। সর্বদা শিবের
প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট রাখিয়া ভূতগণের দ্রোহ না করিয়া
বা অঙ্গমাত্র দ্রোহ করিয়া বিত্তোপার্জন করিবে।
অত্যন্ত রূপণ হইবে না। ঈর্ষী, কৃতম্ বা পর-
দ্রোহী হইবে না। হস্ত-পদের বা নেত্রের চাপল্য
করিবে না। কদাচ অসরল হইবে না। বাক্যে
বা অঙ্গচালনেও কদাচ চাপল্য প্রকাশ করিবে না।
অশিষ্ট জন সন্নিধানে অবস্থান করিবে না। বৃথা
তর্ক বা বৃথা বিবাদ করিবে না। ১৩১—১৪০।
সাম দান ও ভেদ এই তিন উপায় দ্বারা অর্থ সাধন
করিবে; পরন্তু অনন্তোপায় হইলেই দণ্ড ব্যবহার
করিবে, নচেৎ দণ্ড প্রয়োগ অকর্তব্য। ভগ্ন আসন,
ছিন্ন শয্যা ও ভগ্ন পাত্র বর্জন করিবে। অগ্নি ও
লিঙ্গ ইহাদিগের মধ্য দিয়া যাইবে না। হে নৃপো-
ত্তম! অগ্নিদ্বয় ব্রাহ্মণদ্বয় কিম্বা পতি ও পত্নীর মধ্য
দিয়াও যাইতে নাই। সূর্য্য ও আকাশ, শিব ও
বৃষভ—ইহাদিগের মধ্যেও ব্যবধান করিতে নাই।
ব্যবধান করিলে পাপ হয়। এক বস্ত্রে ভোজন,
অগ্নিতে হোম, ব্রাহ্মণপূজা ও দেবার্চন করিবে না।
খণ্ডন, পেষণ, মাষ্টি, রক্ষন, ভোজন, নিদ্রা,

১৪৫ ॥ কার্য্যারম্ভঃ সমাপ্তিঃ চ বচঃ প্রোচ্য তথা-
প্রিয়ম্ । পিবন্ জিবন্ স্পৃশন্ শৃণ্বন্ বিবক্ষুর্শ্রৈথুনং তথা
১৪৬ ॥ শুচিহং চ জপং স্বাপ্নুং যঃ কুর্ঘ্যাদিংশতিং
তথা । মাহেশ্বরঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শেবোহন্তো নামধারকঃ ॥
১৪৭ ॥ স বৈ ক্রদ্রমযো ভূহা ততশ্চান্তে শিবং ব্রজেৎ ।
পরস্থিৎ নাভিভাষেত্তথা সন্তাষয়েদ্যদি ॥ ১৪৮ ॥
মাতঃস্বসরযো পুত্রি আৰ্য্যোতি চ বদেদ্বৃধঃ । উচ্ছিষ্টো
নালভেৎ কিঞ্চিৎ চ সূর্য্যং বিলোকয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥
নেদুং ন তারকাশ্চৈব নাদয়েন্নান্ননঃ শিরঃ । স্বপ্না
তুহিতা মাত্রা বা নৈকাস্তাসনমাচরেৎ ॥ ১৫০ ॥
তুজ্জয়ো ইল্লিয়গ্রামো মুহতে পণ্ডিতোহপি সন ।
শুক্লমধ্যাগতঃ গেহে স্বমুখায যত্নতঃ ॥ ১৫১ ॥
আসনং কল্পয়েত্তস্ত কুর্ঘ্যং পাদাভিবন্দনম্ । নোদক-
ছিরাঃ স্বপেজ্জাতু ন চ প্রতাক্ষিরা বৃধঃ ॥ ১৫২ ॥
শিরস্তগস্ত্যমায়া তথৈব চ পুরন্দরম্ । উদক্যা-
দর্শনং স্পর্শং বজ্জাঃ সন্তাষণং তথা ॥ ১৫৩ ॥ নাপসু-
মুত্রং পুরীষং বা মৈথুনং বা সমাচরেৎ । কৃহা

উত্থান, গমন, কার্য্যারম্ভ, কার্য্যসমাপ্তি, পান, আশ্রাণ,
স্পর্শন, শ্রবণ, মৈথুন ও পবিত্রতা সাধন, এই সকল
কার্য্যে আর হাঁচি দিয়া বা অপ্রিয় বাক্য বলিয়া
কিম্বা কোন কথা বলিবার উপক্রমে যে জন মহে-
শ্বরের স্মরণ করে তাহাকেই মাহেশ্বর বলিয়া জানিও,
যাহারা এই বিংশতি ব্যাপারে শঙ্করের স্মরণ
করে না, তাহারা পাণ্ডপত নামধারী মাত্র। পাণ্ডপত
ব্যক্তি ক্রদ্রময় হইয়া অস্ত্রিমে শিবসালোক্য
প্রাপ্ত হয়। পরস্ত্রীর সহিত কথাই কহিবে না,
যদি কহিতে হয়, তবে বুদ্ধিমান মানব মাতা
ভগিনী কন্তা বা মাণ্ড সন্দোধনেই কথা কহিবে।
উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবে না, সূর্য্য
চন্দ্র ও তারাদিও বিলোকন করিবে না। স্বীয় মস্তকে
যাহাতে কোনরূপ পীড়া না হয় এমন ভাবেই
ব্যবহার করিবে। একান্তে একাসনে ভগিনী কন্তা
বা মাতার সহিতও অবস্থান করিবে না;
ইল্লিয়-নিচয় নিতান্ত তুজ্জয়, তজ্জন্ত পণ্ডিত ব্যক্তিও
অনেক সময় মুগ্ধ হইয়া পড়েন। শুক্ল যদি গৃহে
আসিয়া উপস্থিত হন তবে স্নায়ং সযত্নে গাত্রো-
ত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া পাদ বন্দন
করিবে। বুদ্ধিমান মানব কদাচ উত্তরশিরা বা
পশ্চিমশিরা শয়ন করিবে না। দক্ষিণ দিকে বা
পূর্ব্ব দিকে মস্তক রাখিয়াই শয়ন করিবে। রজ-
স্বলার দর্শন স্পর্শন বা তৎসহ সন্তাষণও বর্জনীয়।

বিভবতো দেবমহুয়াবিসমর্চনাম্ ॥ ১৫৪ ॥ পিতৃণাঞ্চ
ততঃ শেষং ভোক্তুং মাহেশ্বরোহহঁতি । বাগ্‌যতঃ
শুচিরাচান্তঃ প্রাশুগোদমুখোহপি বা ॥ ১৫৫ ॥ অস্ত-
র্জানুশ্চ তচ্চিত্তো ভুঞ্জীতান্নমকুৎসয়ন । মোপঘাতং
বিনা দোষাৎ তন্তোদাহরেদ্বুধঃ ॥ ১৫৬ ॥ নগ্নস্তানং
ন কুব্বীত ন শযীত ব্রজেত বা । দুষ্কৃতং ন গুরো-
ক্রিয়াৎ ক্রুদ্ধং চৈনং প্রসাদয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥ পারিবাদং
ন শৃণুয়াদন্তোষামপি জল্পতাম্ । সদা চাকর্ণযেদ্রক্ষ্য-
স্তাক্রা কৃত্যশতান্যপি ॥ ১৫৮ ॥ নিত্যং নিত্যং হি
সম্মাষ্টিং গেহদর্পণয়োরিব । শুক্লাগাঞ্চ চতুর্দশাঃ
নক্তভোজী সদা ভবেৎ ॥ ১৫৯ ॥ তিস্রো রাত্রীর্শ
শত্রুশ্চেদেবং মাহেশ্বরো ভবেৎ । সংযাবকুশরা
মাংসং নাশ্বানমুপসাধয়েৎ ॥ ১৬০ ॥ সাযংপ্রাতশ্চ
ভোক্তব্যং কৃশা হতিথিভোজনম্ । স্থপাধায়ন-

জলমধ্যে মল-মূত্র ত্যাগ বা মৈথুন করিবে না ।
মাহেশ্বর জনের পক্ষে সম্পত্তির অনুরূপ দেব মনুষ্য
ঋষি ও পিতৃগণের অর্চনা করিয়া পরে শেষ অন্ন
ভোজন করা কর্তব্য । শুচি হইয়া পূর্বমুখে বা
উত্তরমুখে বসিয়া বাক্য সংযমপূর্বক তদগত চিত্তে
অন্ন ভোজন করিবে ; ভোজন কালে জানুদ্বয়
হস্তদ্বয়ের অভ্যন্তরে রাখিয়া বসিবে এবং অন্নের
কুৎসা করিবে না । বুদ্ধিমান মানব অন্ন কোন রূপে
দূষিত হইলে তাহাই মাত্র বলিবে, পরন্তু অন্য
কেন দোষের উল্লেখ করিবে না । উলঙ্গ হইয়া
স্নান বা গমন করিবে না, কিম্বা নিদ্রা যাইবে
না । গুরু কোন কুকার্য করিলেও তাহা বলিবে
না এবং কোন কারণে গুরু ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাকে
প্রসন্ন করিবে । অপর কেহ যদি গুরুর নিন্দা-
বাদ করে, তাহা শুনিবে না । শত কার্য ফেলিয়াও
ধর্ম্যকথা শ্রবণ করা কর্তব্য । গৃহ ও দর্পণ যেমন
প্রতিদিন মার্জনা করিলে, নিম্নলিখিত থাকে, দেহও
তদ্রূপে প্রতি দিন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিলে
নিম্পাপ থাকে । মাহেশ্বর ব্যক্তি এয়োদশী চতু-
র্দশী ও পূর্ণিমা অমাবস্তা—এই তিথিচতুষ্টয়ে
নক্ত ভোজন করিবে ; যদি এ নিয়ম পালনে
অসমর্থ হয়, তবে কেবলমাত্র শুক্লা চতুর্দশীতে নক্ত
ভোজন করিবে, তাহাতেও মাহেশ্বর ব্রত রক্ষা
হইবে । সংযাব, কুশর বা মাংস কদাচ স্ত্রীয় রসনার
তৃপ্তি সাধনার্থ রন্ধন করিবে না । ১৪১—১৬০ ।
প্রাতঃকালে ও সাযংকালে অতিথি ভোজন

ভোজ্যানি সঙ্ক্যায়োশ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ১৬১ ॥ ভুঞ্জানং
সঙ্ক্যায়োর্মোহাদমুরাবসথো ভবেৎ । স্নাতো ন
ধূনয়েৎ কেশান্ স্নুতে নিষ্টিবিতেশ্বরি ॥ ১৬২ ॥
আলভেদক্ষিণং কর্ণং সর্বভূতানি ক্ষাময়েৎ । ন
চাপি নীলবাসাঃ স্নান বিপর্যস্তবস্ত্রধৃক্ ॥ ১৬৩ ॥
বর্জ্যঞ্চ মলিনং বস্ত্রং দশাভিশ্চ বিবর্জিতম্ । প্রক্ষাল্য
মুখহস্তৌ চ পাদৌ চাপ্যপবিশ্চ চ ॥ ১৬৪ ॥ অস্ত-
র্জানুস্তিরাচামেদ্বিগুণং পরিমার্জয়েৎ । তোয়েন স্পর্শ-
য়েৎ থানি স্তম্ভদ্বানং তথৈব চ ॥ ১৬৫ ॥ আচম্য
পুনরাচম্য ক্রিয়াঃ কুব্বীত সর্বশঃ । স্নুতে নিষ্টিবিতৈ
চৈব দন্তলগ্নে তথৈব চ ॥ ১৬৬ ॥ পতিতানাঞ্চ
সম্মাষে কুর্যাদাচমনক্রিয়াম্ । অধোতব্যা ত্রয়ী
নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চিতা ॥ ১৬৭ ॥ ধর্ম্যতো
ধনমাহাধা যষ্টব্যং চাপি যত্নতঃ । হীনৈভ্যোপি ন
যুঞ্জীত ত্বকারং কহিচ্চিবুধঃ । ত্বকারো বা বধো
বাপি গুরুণামুভয়ং সমম্ ॥ ১৬৮ ॥ সত্যং বাচ্যং

করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে । সঙ্ক্যাকালে
নিদ্রা, অধ্যয়ন বা ভোজন করিবে না । মোহ-
বশে সঙ্ক্যাকালে ভোজন করিলে অসুরগণ তাহাকে
আশ্রয় করিয়া থাকে । স্নানান্তে কেশ সঞ্চালন
করিবে না । পথে যাইতে যাইতে হাঁচিয়া বা
কাসিয়া যথাবিধি আচমন না করিলেও ক্ষতি নাই,
পরন্তু দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া পরে সর্বভূতের
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে । নীল বসন ধারণ
করিবে না কিম্বা উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান আর
পরিধেয় বস্ত্র উত্তরীয়রূপে ব্যবহার করিবে না ।
মলিন বা দশাভীন বসনও পরিধান করিবে না । মুখ
পাণি পাদ প্রক্ষালনান্তে আসনে উপবেশনপূর্বক
জানুদ্বয় বাহুদ্বয়ের অভ্যন্তরে রাখিয়া তিন বার
আচমন করিবে । পরে দুইবার মুখ মার্জনা করিয়া
জলদ্বারা ইন্দ্রিয়নিচয় ও মস্তক স্পর্শ করিবে । এক-
বার আচমনান্তে পুনরায় আচমন করিয়া তার পর
বৈধ কার্য করিবে । হাঁচি দিয়া নিষ্টিবন করিয়া, দন্তে
কোন কিছু সংলগ্ন থাকিলে তাহা ফেলিয়া ও পতিত
জনসহ সম্মাষণ করিয়া আচমন করিবে । প্রতি-
ন্যয়ত বেদত্রয় অধ্যয়ন করিবে, এবং পণ্ডিত হইবার
জন্ত সততই যত্ন রাখিবে । ধর্ম্মানুসারে ধনার্জন
করিয়া সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে । বুদ্ধিমান মানব
হীন জনের প্রতিও “তুমি” বা “তুই” কথা প্রয়োগ
করিবে না । গুরুজনের প্রতি “তুমি” কথার প্রয়োগ ও
তাহার বধসাধন উভয়ই তুল্য । সত্য কথা কহিবে ।

নিত্যমৈত্রেণ ভাব্যং কার্য্যং ত্যাজ্যং নিত্য-
মায়াসকারি । লোকেহুম্মিন্ যদিং স্তাস্থা-
শ্মিন্নাত্মা যোগে যোজনীয়ো গভীরৈঃ ॥ ১৬৯ ॥
তীর্থান্নৈঃ সোপবাসৈবৈতৈশ্চ পাত্রে দানৈর্হোম-
জপৈশ্চ যজ্ঞৈঃ । ভবার্চনৈর্দেবপূজাবিশেষৈরাহ্মা
নিত্যং শোধনীয়ো মলাক্ৰঃ ॥ ১৭০ ॥ যত্রাপি
কুর্ষতো নাত্মা জুগুপ্সামেতি পার্থিব । তৎকর্তব্যম-
সঙ্গেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে ॥ ১৭১ ॥ ইতি তে
বৈ সমুদ্দেশঃ কীর্তিতঃ কিঞ্চিদেব চ । শেনঃ স্মৃতি-
পুরাণেভ্যস্তথা শ্রোতবা এব চ ॥ ১৭২ ॥ এবমা-
চরতো ধর্ম্মং মহেশস্ত গৃহে সতঃ । ধর্ম্মার্থকাম
সম্প্রাপ্তৌ পরত্রেহ চ শোভনম্ ॥ ১৭৩ ॥ এবং
নানাবিধান ধর্ম্মান্নমহাকালস্ত ফাঙ্কন । বদতো ধ্বনি-
রাকাশেশুমহানভ্যজায়ত ॥ ১৭৪ ॥ যাবৎ পশুস্তি যে
তত্র সমাজগ্নুঃ শৃণুষ তান্ । ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ স্কয়ং ক্রদ্রো
দেবী ক্রদ্রগণাস্থা ॥ ১৭৫ ॥ ইন্দ্রাদয়স্তথা দেবা
বসিষ্ঠাদাঃ মুনীশ্বরঃ । তুষ্ণুরুপ্রবরাশ্চাপি গন্ধর্বা-
অপরসাঃ গণাঃ ॥ ১৭৬ ॥ তান্নমহেশমুখান সর্মান্নহা-

সকলের সঙ্গেই নিয়তমিত্র ভাব রক্ষা করিবে ।
আয়াসকর কার্য্য বর্জন করিবে । গভীরবুদ্ধি
মানব ইহলোকে যত দিন থাকে, পরকালের হিত-
সাধনার্থ যোগানুষ্ঠানে রত হইবে । আত্মা নিয়তই
বিষয়সংসর্গে মলিন হইয়া পড়ে, অতএব তীর্থস্নান,
উপবাস, ব্রতচরণ, সৎপাত্রে দান, হোম, জপ, যজ্ঞ,
শিবপূজা, দেবার্চন প্রভৃতি সংকার্য্য দ্বারা সতত
তাহাকে শোধন করিবে ॥ ১৬৯—১৭০ ॥ রাজন্ ! যাহা
অনুষ্ঠানকালে অস্তঃকরণে স্থগা হয় না, কিম্বা সাধু-
জন সন্নিধানে যাহা গোপন করিবার আবশ্যক হয় না,
অনাসক্ত ভাবে সেই কার্য্য করিবে । মহারাজ !
এই আমি আপনার নিকট সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম-
বিষয় উল্লেখ করিলাম ; স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে অব-
শিষ্ট আপনি জানিয়া লইবেন । গৃহে থাকিয়া ইহ-
কালে ধর্ম্মার্থকাম ও পরকালে মঙ্গল লাভ করিতে
হইলে এই মাহেশ্বর ধর্ম্মাবলম্বনই একান্ত কর্তব্য ।
নারদ কহিলেন,—হে অর্জুন ! মহাকাল এইরূপ
বিবিধ ধর্ম্ম উপদেশ করিতেছেন, ইতিমধ্যে সহসা
আকাশে সুমহান ধ্বনি শ্রুত হইল । মহাকাল সেই
দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ক্রদ্রানুচরণ
ও দেবীর সহিত স্কয়ং শব্দর আসিতেছেন । তাঁহার
সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণ, বসিষ্ঠাদি মুনীশ্বরগণ, তুষ্ণুরু
প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব ও অম্পরা সকল আসিতেছেন । মহা-

কালো মহামতিঃ । অর্চয়ামাস বহুধা ভক্ত্যাদে-
কতিপূরিতঃ ॥ ১৭৭ ॥ ততো ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্করে
রত্নময়াসনে । উপবিষ্টোহভিষিক্তশ্চ মহীসাগর-
সঙ্গমে ॥ ১৭৮ ॥ ততো দেবাঃ সমালিঙ্গ্য নীহোৎ-
সঙ্গং স্বকং মুদা । পুত্রহে কল্পিতঃ পার্থ মহাকালো
মহামতিঃ ॥ ১৭৯ ॥ উক্তঞ্চ যাবদব্রহ্মাণ্ডমিদমাশ্লে
শিবব্রত ॥ তাবতিষ্ঠ শিবস্থানে শিববচ্ছিবভক্তিতঃ ॥
১৮০ ॥ দেবেন চ বরো দত্তস্তল্লিঙ্গং যোহর্চয়িষ্যতি ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ শুচির্ভূত্বা উর্দ্ধং মল্লোকমেষ্যতি ॥ ১৮১ ॥
দর্শনং স্তবনং পূজা প্রণামশ্চ ততো জপঃ । দানং
চাত্র কৃতং লিঙ্গে মমাতিতৃপ্তিকারণম্ ॥ ১৮২ ॥
ইতুক্তে বিস্মিতা দেবাঃ সাধু সাধ্বিতি তে জগুঃ ।
ব্রহ্মাবিস্ময়মুখাশ্চৈব মহাকালং প্রতুষ্টবুঃ ॥ ১৮৩ ॥
ততঃ সুরৈঃ স্তবমানো বন্দ্যমানশ্চ চারুণৈঃ ।
নৃত্যাদিরপরোভিষিগীতগন্ধর্ব্বজৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৮৪ ॥
কোটিকোটীগণৈশ্চৈব স্তবদ্বিঃ সর্ব্বতো বৃতঃ ॥ ১৮৫ ॥
মহাকালো ক্রদ্রভবনং গতৌ ভবপুরঃসরঃ । এব-
মেতন্মহালিঙ্গমুৎপন্নং কুরুনন্দন ॥ ১৮৬ ॥ কৃপশ্চাপি

মতি মহাকাল ভক্তিরসাপ্ত চিত্তে তখন সকলকেই
বিবিধ প্রকারে অর্চনা করিলেন । ব্রহ্মাদি দেবগণ
সেই মহাকালকে উত্তম রত্নাসনে উপবেশন করাইয়া
সেই মহীসাগরসঙ্গমক্ষেত্রে অভিসেক করিলেন ।
হে অর্জুন ! তার পর দেবী সেই মহামতি মহা-
কালকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া পুত্রহে
কল্পনা করিলেন এবং কহিলেন,—হে শিবব্রত-
পরায়ণ ! এই ব্রহ্মাণ্ড যত কাল থাকিবে, তুমি শিব-
ভক্তি প্রভাবে তত কাল শিবলোকে বাস কর ।
১৭১—১৮০ ॥ দেব মাহেশ্বর এই বর দিলেন যে, যে
ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক শুচি হইয়া তোমার প্র-
দত্ত লিঙ্গের পূজা করিবে, সে মরণান্তে আমার
লোকে বাস করিবে । এই লিঙ্গের দর্শন, স্মৃতি,
পূজা, প্রণতি কিম্বা এখানে দান কার্য্য করিলে তাহা
আমার অতিশয় তৃপ্তিসাধক হইবে । ~~ব্রহ্মা বিষ্ণু~~
প্রমুখ দেবগণ তখন সাধু সাধু রবে মহাকালের
প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ।
চারুগণ তদীয় গুণগান করিতে লাগিল । অম্পরারা
তৎসমীপে নৃত্য করিতে লাগিল । গন্ধর্ব্বগণ মনো-
হর গান করিতে লাগিল । কোটী কোটী শিবানুচর
তাঁহাকে স্ততিবাদ সহকারে সর্ব্বত্র পরিবেষ্টন করিল ।
মহাকাল এই ভাবে শিবের সহিত শিবলোকে গমন
করিলেন । হে কুরুনন্দন ! মহাকালের সিদ্ধিদায়ক

সরঃ পুণ্যং মহাকালস্ত সিদ্ধিদম্ । অত্র যে মনুজাঃ
পার্ব লিঙ্গস্থানাং রতাঃ ॥ ১৮৭ ॥ মহাকালঃ
সমালিঙ্গ্য তাঙ্ঘ্রিবাণি নিবেদয়েৎ । এতদত্যদ্ভুতং
লিঙ্গং ত্রিষু লোকেষু বিস্তৃতম্ ॥ ১৮৮ ॥ দৃষ্টং
স্পৃষ্টং পূজিতঞ্চ গতান্তে ভবস্মৈ তৎ । এবমেতানি
লিঙ্গানি সপ্ত জাতানি ফাল্গুন ॥ ১৮৯ ॥ যে
শৃংখলি গুণন্ত্যেতত্তেহপি ধন্য নরোত্তমাঃ ॥ ১৯০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাকালশিবলোকপ্রাপ্তিবর্ণনঃ
নামৈকচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ততো ময়া স্থাপিতে চ স্থানে
কালান্তরেণ হ । চিস্তিতং হৃদয়ে ভূয়ো দ্বিজানুগ্রহ-
কামায়া ॥ ১ ॥ বাসুদেববিগ্ধীনং হি তীর্থমেতন্ন
রোচতে । অসুখ্যং হি জগদ্বদন্তং স হি ভূষণভূষ-
ণম্ ॥ ২ ॥ যত্র নৈব হরিঃ স্বামী তীর্থং গেহেহথ
মানসে । শাস্ত্রে বা তদসৎ সৰ্বং হ্যসৎ তীর্থং ন
বাঘসম্ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ প্রসাদ্য বরদং তীর্থেহস্মিন্

সেই লিঙ্গ এবং পুণ্যপ্রদ কূপ ও সরোবর এই ভাবে
সমুৎপন্ন হইয়াছিল । হে পৃথানন্দন ! এখানে যে সকল
মনুষ্য উক্ত লিঙ্গের আরাধনায় নিরত হয়, মহাকাল
তাহাদিগকে আলিঙ্গনপূর্বক শিবসমীপে তাহা-
দিগের তপোবৃন্তান্ত নিবেদন করেন । ত্রিলোক-
বিখ্যাত এই লিঙ্গ অতীব অদ্ভুত । ইহা দৃষ্ট, স্পৃষ্ট
বা পূজিত হইলে মানবগণ শিবলোক প্রাপ্ত হয় ।
হে কাঙ্ক্ষন ! এই প্রকারে সাতটি লিঙ্গ জন্মিয়াছে ।
যাহারা এই উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সেই
নরোত্তমগণও ধন্য হয় । ১৮১—১৯০ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—হে অর্জুন ! আমি এই
স্থানের প্রতিষ্ঠা করিষু তারপর কালান্তরে দ্বিজগণের
উপকারার্থ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলাম যে,
ভূদেবী জগতের স্রষ্টা বাসুদেব ব্যতীত এ তীর্থের
শোভা হইতেছে না ; বিষ্ণুই ভূষণের ভূষণ । যে
তীর্থে, যে গৃহে, যে শাস্ত্রে বা যে অন্তঃকরণে শ্রীহরি
স্বামিরূপে বিরাজমান নাই, তৎসমস্তই অসৎ ।

পুরুষোত্তমম্ । আনৈষ্যে কলয়া সাঙ্কাদিখানুগ্রহ-
কামায়া ॥ ৪ ॥ ইতি সঙ্কিত্য কৌরব্য ততোহহং
চাত্র সংস্থিতঃ । জ্ঞানযোগেন যোগীন্দ্রং শতং
বর্ষণ্যতোষয়ম্ ॥ ৫ ॥ অষ্টাঙ্করং জপয়ন্তঃ সন্নিগৃহ্যে-
শ্রিয়াণি চ । বাসুদেবময়ো ভূহা সর্বভূতরূপাপরঃ ॥
৬ ॥ এবং মযাধামানো গরুড়ং হরিরাস্থিতঃ ।
গণকোটীপরিবৃতঃ প্রত্যক্ষঃ সমজায়ত ॥ ৭ ॥ তমহং
প্রাঞ্জলিভূহা দ্বারধ্যং বিধিবদ্ধরেঃ । প্রত্যবোচং
প্রণম্যথ প্রবন্ধকরসম্পূটঃ ॥ ৮ ॥ শ্বেতদ্বীপে পুরা
দৃষ্টং ময়া রূপং তব প্রভো । অজং সনাতনং বিষ্ণো
নরনারায়ণাত্মকম্ ॥ ৯ ॥ তদ্রূপস্ত কলামেকাং
স্থাপয়াত্র জনার্দন । যদি তুষ্টোহসি মে বিষ্ণো
তদিদং ক্রিয়তাং হুয়া ॥ ১০ ॥ এবং ময়া প্রার্থিতোহথ
প্রোবাচ গরুড়ধ্বজঃ । এবমস্ম ব্রহ্মপুত্র যদ্ব্যভীষিতং
হৃদি ॥ ১১ ॥ তত্তথা ভবিতা সর্বমপ্যত্রহং সর্দৈব
হি । এবমুক্তা গতে বিষ্ণো নিবেশ্য স্বকলাং প্রভো ॥

আমার এই তীর্থ হংসসেবা তীর্থ হইল না, ইহা
বাঘস তীর্থ । অতএব জগতের হিতবিধানার্থ
আমি সেই বরদাতা পুরুষোত্তমকে অংশরূপেও
এখানে আনিয়া স্থাপন করিব । হে কৌরব্য অর্জুন !
আমি এইরূপ স্থির করিয়া এখানে থাকিয়া ইন্দ্রিয়-
সংযমসহকারে বিশ্ব সংসার বাসুদেবময় জ্ঞান
করিয়া সর্বভূতেই রূপাপরবশ হইলাম এবং
জ্ঞান-যোগাবলম্বনে সেই যোগীন্দ্রের অষ্টাঙ্কর মন্ত্র
জপদ্বারা তুষ্টি সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলাম ।
আমি এই ভাবে শতবর্ষ অতিক্রম করিলে পর
একদা ভগবান্ হরি গরুড়ারোহণে কোটি কোটি
পারিবর্ষে পরিবৃত হইয়া আমার প্রত্যক্ষগোচর
হইলেন । আমি তাঁহাকে যথাবিধানে অর্ঘ্যদানান্তে
প্রণতিপূর্বক কৃতাজলিপুটে কহিলাম,—হে প্রভো !
আমি পূর্বে শ্বেতদ্বীপে আপনার রূপ দেখিয়াছি ;
হে বিষ্ণো ! আপনার সেই রূপ অজ সনাতন ও
নর-নারায়ণাত্মক । হে জনার্দন ! আপনি আপনার
সেই রূপের এক কলা আমার এই তীর্থে স্থাপন
করুন । হে বিষ্ণো ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন
তবে এই কাঁধ্য করুন । ১—১০ । ভগবান্ গরুড়বাহন
আমার এই প্রার্থনায় কহিলেন,—হে ব্রহ্মপুত্র !
'তথাস্তু' । তুমি মনে মনে যে কামনা করিয়াছ,
তাহা তদ্রূপই হইবে । আমি সর্বদাই এখানে
থাকিব । প্রভো ! অর্জুন ! বিষ্ণু এই বলিয়া নিজ

১২ ॥ ময়া সংস্থাপিতো বিষ্ণুলোকানুগ্রহকাময়া ।
যস্মাৎ স্বয়ং শ্বেতদ্বীপনিবাস্তত্র হরিঃ স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥
বৃক্কো বিশ্বস্ত বিশ্বাস্যো বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে যা ভবত্যেকাদশী শুভা ॥ ১৪ ॥
জ্ঞানং কৃৎস্না বিধানেন তোয়প্রশ্রবণাদিষু । যোহর্চয়েদ-
চ্যুতং ভক্ত্যা পঞ্চোপচারপূজয়া ॥ ১৫ ॥ উপোষা
জাগরং কুর্যাদগীতবাদ্যং হরেঃ পুরঃ । কথাং বা
বৈকুণ্ঠীং কুর্যাদন্তক্ৰোধবিবর্জিতং ॥ ১৬ ॥ দানং
দদ্যাদযথাশক্ত্যা নিয়তো হৃষ্টমানসঃ । অনেকভব-
সমুত্তাৎ কল্মসাদখিলাদপি ॥ ১৭ ॥ মৃত্যতেহসৌ ন
সন্দেহো যদ্যপি ব্রহ্মঘাতকঃ । গারুড়েন বিমানেন
বৈকুণ্ঠং পদমাশ্রুয়াৎ ॥ ১৮ ॥ কুলানাং ভারয়েৎ পার্থ
শতমেকোত্তরং নরঃ । শ্রদ্ধাযুক্তং মৃদা যুক্তং সোৎ-
সাহং সম্পূহং তথা ॥ ১৯ ॥ অহঙ্কারবিহীনঞ্চ জ্ঞানং
ধূপান্বলেপনম্ । পুষ্পনৈবেদ্যাসংযুক্তমর্গাদানসমবিতম্ ॥
২০ ॥ যামে যামে মহাভক্ত্যা কৃতাবাত্রিকসংযুতম্ ।
চামরাশ্লাদসংযুক্তং ভেরীনাদপুরস্কৃতম্ ॥ ২১ ॥
পুরাণশ্রুতিসম্পন্নং ভক্তিনৃত্যসমবিতম্ । বিনিদ্য়
কৃত্বানন্দাস্পৃহাহীনঞ্চ ভারত ॥ ২২ ॥ তৎপাদসৌরভ-
জ্ঞানসংযুতং বিষ্ণুবল্লভম্ । সগীতং সার্চনকরং

কলাস্থাপনান্তে প্রস্থান করিলেন । আমি লোকহিত-
সাধনমানকে এইরূপে এখানে বিষ্ণুকে স্থাপন করি-
য়াছি । শ্বেতদ্বীপনিবাসী হরি স্বয়ং এখানে আছেন,
আর তিনি বিশ্বের বিশ্বাসস্থল এবং বৃদ্ধ, সেই জন্ত
তাঁহার নাম রাখা হইয়াছে বাসুদেব । কার্ত্তিক মাসে
শুক্লপক্ষের শুভ একাদশীতে এখানে প্রশ্রবণাদি-
জলে যথাবিধানে জ্ঞান করিয়া পঞ্চোপচারে ভক্তি-
সহকারে অচ্যুতের অর্চনা করিবে । উপবাসপূর্বক
রাত্রি জাগরণ করিবে, হারসমীপে গীতবাদ্য
করিবে । অথবা বিষ্ণুগুণানুবাদ শ্রবণ করিবে ।
সেদিন দ্বন্দ্ব ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে । নিযত
হৃষ্টচিত্তে যথাশক্তি দান করিবে । এরূপ করিলে
সে যদি ব্রহ্মঘাতীও হয়, তথাপি জন্মজন্মান্তরীণ
সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়; ইহাতে সন্দেহ
নাই । সে গরুড়যোজিত বিমানে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত
হয় । হে অর্জুন ! তাহার পূর্বতন একাধিকশত
পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞান পায় । শ্রদ্ধা, আনন্দ, উৎসাহ,
আকাজ্জা, অনহঙ্কার, জ্ঞানীয়, ধূপ, অন্বলেপন,
পুষ্প, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য, প্রহরে প্রহরে আরতি, চামর-
ব্যঞ্জন, ভেরীবাদন, পুরাণ শ্রবণ, সভক্তি নর্ত্তন,
ব্রহ্মচর্য্য, পায়ুরোধ, স্তুতিপাঠ, পাদোদক সেবন, সত্য

তৎক্ষেত্রগমনাবিতম্ ॥ ২৩ ॥ পায়ুরোধেন সংযুক্তং
ব্রহ্মচর্য্যসমবিতম্ । স্তুতিপাঠেন সংযুক্তং পাদোদক-
বিভূষিতম্ ॥ ২৪ ॥ সত্যাবিতং সত্যমোগসংযুতং
পুণ্যবার্জয়া । পঞ্চবিংশতিভিবৃক্তং গুণৈর্ঘো জাগরং
নরঃ । একাদশ্যাং প্রকুব্বীত পুনর্ন জায়তে ভুবি ॥
২৫ ॥ অত্র তীর্থবরে পূর্বমৈতরেথ ইতি দ্বিজঃ ।
সিদ্ধিং প্রাপ্তো মহাভাগো বাসুদেবপ্রসাদতঃ ॥
২৬ ॥ অর্জুন উবাচ । ঐতরেয়ঃ কস্তা পুত্রো
নিবাসঃ কাস্তা বা মূনে । কথং সিদ্ধিমগাদীমান
বাসুদেবপ্রসাদতঃ ॥ ২৭ ॥ নারদ উবাচ । অস্মিন্নেব
মম স্থানে হারীতশ্রাবয়েহভবৎ ॥ ২৮ ॥ মাণ্ডুকিরিতি
বিপ্রাগ্র্যো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ২৯ ॥ তস্তাসৌদিতরা
নাম ভার্যা সাধ্বী গুণৈর্ধৃত্য । তস্তামুৎপদ্যত সূত-
শৈতরেয় ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥ স চ বাল্যাৎ প্রভৃত্যেব
প্রাগ্জন্মশ্রুশিক্ষিতম্ । জজাপ মন্ত্রং ব্রহ্মশিঃ
দ্বাদশাঙ্করসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩১ ॥ ন শৃণোতি ন বক্ত্যেব
মনসাপি চ কিঞ্চন । এবম্প্রভাবঃ সোহভূচ্চ বাল্যে
বিপ্রসুতস্তদা ॥ ৩২ ॥ ততো মুকোহয়মিত্যেব
নানোপায়েঃ প্রবোধিতঃ । পিত্রা যদা ন কুরুতে
ব্যবহারায় মানসম্ ॥ ৩৩ ॥ ততো নিশ্চিত্য মনসা

কখন ও পুণ্য-সত্যবার্জ্য কীৰ্ত্তন, এই পঞ্চবিংশতি-
গুণযুক্ত হইয়া রাত্রি জাগরণ করিবে । মানব ইহা
করিলে পুনরায় আর ভূতলে জন্মগ্রহণ করে না ।
১১—২৫ । পূর্বে এখানে ঐতরেয় নামে এক দ্বিজ,
বাসুদেবের প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । অর্জুন
কহিলেন,—হে মুনিবর । ঐতরেয় কাহার পুত্র ?
তাঁহার নিবাসই বা কোথায় ? সেই ধীমান মুনি কি
প্রকারেই বা বাসুদেবপ্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়া-
ছিলেন ? নারদ কহিলেন,—আমার এই ক্ষেত্রেই
হারীত মুনির বংশে মাণ্ডুকি নামে এক বেদ-বেদাঙ্গ-
পারগ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পত্নীর
নাম ছিল—ইতরা ; তিনি সাধ্বী ও নানাগুণমণ্ডিতা
ছিলেন । তাঁহার গর্ভে ঐতরেয় নামে পুত্র জন্ম-
গ্রহণ করে । সে বাল্যকাল হইতেই পূর্বজন্মাত্যন্ত
দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্র নিরন্তর জপ করিত । কোন কথাও
কহিত না, কিছা কাহারও কোন কথায় কর্ণপাতও
করিত না । সেই বিপ্রপুত্র বাল্যকালেই এবদ্বিধ
প্রভাবশালী হইয়াছিল । তাহার পিতা তাহাকে
নানা উপায়ে প্রবোধ দান করিলেও সে যখন কোন
কার্য্যে নিবিষ্ট হইল না কিছা কোন কথাও কহিল

জড়োহমিতি ভারত । অন্তাং বিবাহয়ামাস দারান
পুত্রাস্তথা দধে ॥ ৩৪ ॥ পিঙ্গা নাম চ সা ভার্যা
তস্তাঃ পুত্রাশ্চ জজিরে । চত্বারঃ কশ্যকুশলা বেদ-
বেদাঙ্গবাদিনঃ ॥ ৩৫ ॥ যজ্ঞেষু শান্তিহোমেষু দ্বিজৈঃ
সৰ্বত্র পূজিতাঃ । ঐতরেয়োহপি নিতাক্ষ ত্রিকালং
হরিমন্দিরে ॥ ৩৬ ॥ জজাপ পরমং জাপাং নান্যত্র
কুরুতে শ্রমম্ । ততো মাতা নিরীক্শ্যাব সপত্নীতনয়া-
স্তথা ॥ ৩৭ ॥ দার্যমাণেন মনসা তনয়ঃ বাক্যমব্রবীৎ ।
ক্ৰেশায়েব চ জাতোহসি ধিঘে জন্ম চ জীবিতম্ ॥ ৩৮ ॥
নার্যাস্তস্তা নুলোকেহত্র বরৈবাজননিঃ স্ফুটম্ ।
বিমানিতা যা তত্রা স্মার পুত্রঃ স্মাদ্গুণৈর্যুতঃ ॥ ৩৯ ॥
পিঙ্গয়ঃ কৃতপুণ্যা বৈ যস্তাঃ পুত্রা মহাগুণাঃ ।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞাঃ সৰ্বত্রাভাষ্টিতা গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥
তদহং পুত্র তুর্ভাগ্যা মহীসাগরসঙ্গমে । নিমজ্জিষ্যে
বরং মৃত্যুজীবিত্যে কিং ফলং মম । শ্রমপোষং মহা-
মৌনী নন্দ ভক্তো হরেশ্চিরম্ ॥ ৪১ ॥ নারদ উবাচ ।
ইতি মাতুৰ্ভচঃ শ্রুত্বা প্রহসন্নৈতরেয়কঃ ॥ ৪২ ॥ ধাত্তা

না ; তখন তিনি তাহাকে “জড়” মনে করিয়া পুত্র-
স্তরোৎপাদনার্থ আর একটি বিবাহ করিলেন । সেই
পত্নীর নাম পিঙ্গা । তাঁহার গর্ভে চারিটা পুত্র জন্মিল
এবং কালক্রমে তাহারা সকলেই বেদ-বেদাঙ্গে পার-
দর্শী, বিপ্রোচিত কশ্যে দক্ষ এবং যজ্ঞ-শান্তি-হোমাদি
কার্যে সৰ্বত্র দ্বিজগণের প্রশংসাজনন হইল ।
ঐতরেয় নিয়তই ত্রিসঙ্কায় হরিমন্দিরে থাকিয়া সেই
পরম মন্ত্র জপ করিত, অপর কোন কার্যেই মনো-
নিবেশ করিত না । তদীয় জননী, সপত্নীসন্তান-
গণের তাদৃশ প্রতিপত্তি ও নিজ পুত্রের এবদ্বিব
অবস্থা দর্শনে ভগ্নমনে একদা নিজ পুত্রকে কহিলেন,
—পুত্র ! তুমি কেবল আমাকে ক্ৰেশ দিতেই জন্মি-
য়াছ ! আমার জন্মে ও জীবনে ধিক্ ! ইহলোকে
যাহার পুত্র গুণবান্ নহে, আর যে পতির নিকট
অবজ্ঞাতা হয়, সেই নারীর জন্ম না হওয়াই ভাল ।
এই পিঙ্গা না-জানি কত পুণ্য করিয়াছিল । তাই
তাঁহার পুত্রগণ অতীব গুণবান্, বেদ-বেদাঙ্গপার-
দর্শী ও সৰ্বত্র প্রশংসাজনন হইয়াছে । অতএব
পুত্র ! আমি তুর্ভাগ্যা, স্মৃতরাং আমার জীবন ধারণে
ফল কি ? আমি মহীসাগরসঙ্গমে নিমজ্জিত হইয়া
প্রাণত্যাগ করিব । মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ।
পুত্র ! তুমি তো হরিভক্ত হইয়া চিরকালই মহামৌন
রহিলে । ২৬—৪১ । নারদ কহিলেন,—ধর্ম্যজ্ঞ
ঐতরেয় ; মাতার এই কথা শুনিয়া মহাস্তো প্রণতি-

মুহূর্তং ধর্ম্যজ্ঞো মাতরং প্রণতোহব্রবীৎ । মাতর্মিথ্যা-
ভিভূতাসি অজ্ঞানে জ্ঞানবত্যসি ॥ ৪৩ ॥ অশোচ্যে
শোচসি শুভে শোচ্যে নৈবাপি শোচসি । দেহস্তাস্ত
কৃতে মিথ্যাসংসারে কিং বিমুহুসি ॥ ৪৪ ॥ মুখা-
চরিতমেতন্নি মন্যাতুরুচিতং ন হি । অন্তঃ সংসার-
সারঞ্চ সারমন্তচ্চ মোহিতাঃ ॥ ৪৫ ॥ প্রপশ্যন্তি যথা
রাত্নৌ খদ্যোতঃ দীপবৎ স্থিতম্ । যদিদং মন্তসে
সারং শূনু তস্মাপাসারতাম্ ॥ ৪৬ ॥ এবংবিধং হি
মানুষ্যমা গর্ভাদিতি কষ্টদম্ । অস্থিপটুতুলান্তস্তে
স্নায়ুবন্ধেন যন্তিতে ॥ ৪৭ ॥ রক্তমাংসমদালিপ্তে
বিগ্নত্বদ্রব্যভাজনে । কেশরোমতৃণচ্ছরে স্তবর্ণবক্-
সুধূতকে ॥ ৪৮ ॥ বদনৈকমহাদ্বারে বজ্রবাক্ষ-
বিভূসিতে । ওষ্ঠদ্বয়কপাটে চ তথা দন্তাগ্নিধিতে ॥
নাড়ীশ্বেদপ্রবাহে চ কালবক্রাননস্থিতে । এবংবিধে
গৃহে গেহী জীবো নামাস্তি শোভনে ॥ ৪৯ ॥ গুণত্রয়-
ময়ী ভার্যা প্রকৃতিস্তস্তা তত্র চ । বোধাহঙ্কারকামাশ্চ
ক্রোধলোভাদয়োহপি চ ॥ ৫০ ॥ অপত্যাত্তস্তা হা

পৃথক কহিলেন,—মাতঃ ! আপনি জ্ঞানবতী হইয়াও
বৃথা অজ্ঞানে অভিভূত হইতেছেন । শুভে !
আপনি অশোচ্য বিষয়েই শোক করিতেছেন, পরন্তু
প্রকৃত শোকের বিষয়ে শোক করিতেছেন না । এই
বৃথা সংসারে নখর দেহের জন্ত কি নির্মিত মুক্ত হই-
তেছেন ?—ইহা জ্ঞানহীনতার কার্য, পরন্তু আমার
মাতার উচিত নহে । মোহাপন্ন-জনগণ সংসারে
যাহা সার, তাহাকে সার বলিয়া না বুঝিয়া যাহা অসার
তাহাকেই সার বলিয়া মনে করে । রাত্রিকালে
খদ্যোতকে দীপ বলিয়া বোধ করায় তায় এই অসার
সংসারে যাহা সার বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা যে
বস্তুতই অসার, তৎসম্বন্ধে আমার কথা শুনুন ।
মনুষ্যজন্ম গর্ভবাসকাল হইতেই কষ্টদায়ক । অগ্নি ।
শুদ্ধশীলে ! দেহরূপ গৃহে জীবই গৃহপতিরূপে বর্ত্ত-
মান । সেই দেহগৃহে স্নায়ুপাশসম্বন্ধ ও মাংসমেদো-
রক্তে আলিপ্ত অস্থিসমূহই স্তম্ভস্বরূপ । উহা মল-
মূত্রাদি দ্রব্যে পরিপূর্ণ । তৃণসম কেশ-রোমাদি
দ্বারা উহা আচ্ছন্ন । বর্ণকসম উত্তমবর্ণে রঞ্জিত !
মুখই উহার মহাদ্বার । চক্ষু-কর্ণ-নাসাচ্ছিদ্র ছয়টি
উহার গবাক্ষ । ওষ্ঠদ্বয় উহার কপাট এবং দন্তই
উহার অর্গল । নাড়ী ও শ্বেদ উহার জল-প্রণালী ও
জলস্বরূপ । উহা কালমুখরূপ অনল মধ্যগত । সেই
গৃহে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই জীবের ভার্যা । বুদ্ধি
অহঙ্কার কাম ক্রোধ লোভাদি উহার অপত্য । হা

কষ্টমেবং মূঢ়ঃ প্রবর্ততে । তস্মা যো যো যথা মোহস্তথা
তং শৃণু ততঃ ॥ ৫২ ॥ স্রোতাংসি যন্ত সততং
প্রশ্রবন্তি গিরেব । কফমূত্রাদিকান্তস্ত ক্রুতে
দেহস্ত মুহতি ॥ ৫৩ ॥ সর্বাশুচিনিধানস্ত শরীরস্ত
ন বিজ্ঞতে । শুচিরেকপ্রদেশোহপি বিণমুত্রস্ত
দূতেরিব ॥ ৫৪ ॥ স্পৃষ্টা স্বদেহস্রোতাংসি মূত্রোষৈঃ
শোধাতে করঃ । তথাপাশুচিভাণ্ডস্ত ন বিরজ্যতি
কিং নরঃ ॥ ৫৫ ॥ কায়ঃ স্নুগন্ধতোয়াদৈর্ঘ্যত্বেনাপি
সুসংস্কৃতঃ । ন জহতি স্রকং ভাবং শপুচ্ছমিব
নামিতম্ ॥ ৫৬ ॥ স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যতি যো
নরঃ । বিরাগে কারণং তস্মা কিমন্তুপদিষ্ঠতে ॥
৫৭ ॥ গন্ধলোপাপনোদার্থং শৌচং দেহস্ত কীর্তিতম্ ।
দ্বয়স্তাপগমাৎ পশ্চাদ্ভাবশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধ্যতি ॥ ৫৮ ॥
গন্ধাতোয়েন সর্বেণ মূত্রাটরঃ পর্ষতোপদৈঃ । জা
মূত্রোরাচরক্শৌচং ভাবহৃষ্টো ন শুধ্যতি ॥ ৫৯ ॥
তীর্থস্নানৈস্তপোভিক্ষা হৃষ্টায়া নৈব শুধ্যতি । স্বেদিতঃ
ক্ষালিতস্তীর্থে কিং শুদ্ধিমধিগচ্ছতি ॥ ৬০ ॥ অন্তর্ভাব-
প্রবৃষ্টস্ত বিণতোহপি হতাশনম্ । ন স্বর্গো নাপবর্গশ্চ
দেহনির্দহনং পরম্ ॥ ৬১ ॥ ভাবশুদ্ধিঃ পরং শৌচং

কষ্ট! জীব সেই গৃহের মাঝায় মুক্ত হইয়া কতই না
ক্লেশ পায়। তাহার যে ভাবে যে যে বিষয়ে
মোহ জন্মে, তাহা আমি যথার্থ বলিতেছি, শ্রবণ
করুন। ৪২—৫২। পর্ষতের প্রশ্রবণের আশ্রয় ইহারও
নিবর্তনই কফ মূত্রাদি ক্ষারিত হয়। উহা দূতের
(ভিত্তির) আশ্রয় সমস্ত অশুচি পদার্থের আধার।
উহার কোন এক প্রদেশও শুচি নহে। দেখুন,
স্বীয় শরীরের স্রোত সকল স্পর্শ করিলেও মৃত্তিকা
ও জল দ্বারা করশোধন করিতে হয়। তথাপি সেই
অশুচিভাণ্ডের প্রতি মাহুষেব বিরাগ হয় না কেন?
বিরাগ জন্মিবার হেতু আর কি বলিব? প্রথমতঃ
গন্ধ-লোপাপনয়নার্থ শৌচ করিতে হয়, তারপর
আবার ভাবশুদ্ধি হইলে তবেই উহা পবিত্র হয়;
নচেৎ অপবিত্রই থাকে। সমস্ত গন্ধাজল ও পর্ষত
সম মৃত্তিকা দ্বারাও জাবজীবন শৌচ করিলেও
ভাবশুদ্ধি ব্যতীত কিছুতেই সেই দেহের শুদ্ধি
হয় না। দূষিত আত্মা তীর্থস্নান বা তপস্শাচরণে
শুদ্ধ হয় না। স্বেদাদিহৃষ্টদেহ তীর্থে ক্ষালিত হইলেও
উহা শুদ্ধিলাভ করে না। যাহার অন্তঃকরণ ভাব-
হৃষ্ট, সে হতাশনে প্রবেশ করিলেও শুদ্ধি লাভ
করিতে পারে না, পরন্তু তাহার স্বর্গ বা অপবর্গ
কিছুই সিদ্ধ হয় না, কেবল দেহ-দাহই সার হয়।

প্রমাণং সর্বকর্মসু । অন্তর্ভাবশুদ্ধ্যতে কাস্তা ভাবেন
দুহিতান্তথা ॥ ৬২ ॥ অন্তর্ভাব স্তনং পুত্রশ্চিন্তন-
তান্তথা পতিঃ । চিন্তং বিশোধয়েত্তস্মাৎ কিমন্তে-
র্বাহশোধনৈঃ ॥ ৬৩ ॥ ভাবতঃ সংবিশুদ্ধাত্মা স্বর্গং
মোক্ষং চ বিন্দতি । জ্ঞানামলাস্তসা পুংসঃ সর্বেরাগা-
মুদা পুনঃ ॥ ৬৪ ॥ অবিদ্যারাগবিণমূত্রলেপগন্ধবিশো-
ধনম্ । এবমেতচ্ছরীরং হি নিসর্গাদশুচি বিহুঃ ॥
৬৫ ॥ হৃদ্ভ্রমাত্রসারনিঃসারং কদলীসারসম্মিতম্ ।
জ্যৈত্বং দোষবদেহং যঃ প্রাজ্ঞঃ শিথিলীভবেৎ ॥ ৬৬ ॥
স নিক্রমতি সংসারে দৃঢ়গ্রাহী স তিষ্ঠতি । এব-
মেতন্মহাকষ্টং জন্মহুংসং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৬৭ ॥ পুংসা-
মজ্ঞানদোষেণ নানাকর্মবশেন চ । যথা গিরিবরা-
ক্রান্তঃ কশ্চিদুঃখেন তিষ্ঠতি ॥ ৬৮ ॥ যথা জরায়ুগা-
দেহী হুংসং তিষ্ঠতি বেষ্টিতঃ । পতিতঃ সাগরে
যদুদুঃখমাস্তে সমাকুলঃ ॥ ৬৯ ॥ গর্ভোদকে ন সিদ্ধাঙ্গ-
স্তথাস্তে ব্যাকুলঃ পুমান্ । লৌহকুন্তে যথা স্তম্ভঃ
পচাতে কশ্চিদগ্নিনা ॥ ৭০ ॥ গর্ভকুন্তে তথা ক্ষিপ্তঃ
পচাতে জঠরাগ্নিনা । সূচীতিরগ্নিবর্ণাভিক্ষিতম্

৫৩—৬১। ভাবশুদ্ধিই প্রধান শৌচ, ভাবশুদ্ধি
হইলেই সর্বকর্মে অধিকার জন্মে ভাবভেদে
কান্তাকে ও দুহিতাকে পৃথকরূপে আভিঙ্গন করা
হয়; একই স্তনে চিন্তা, পতি ও পুত্র পৃথকরূপেই
করিয়া থাকে। সেইজন্য সর্বথা চিন্তকেই বিশো-
ধিত করবে, অপর বাহ্যশোধনের ফল কি? যাহার
আত্মা ভাবশুদ্ধ, সে স্বর্গ ও মোক্ষলাভে সক্ষম হইয়া
থাকে। বৈরাগ্যমুক্তিকা ও অমল জ্ঞানজল দ্বারা
জীবের আবিদ্যাজনিত বিষয়ানুরাগরূপ মল মূত্রজ
দুর্গন্ধের শোধন হইয়া থাকে। এই শরীর স্বক-
সার মাত্র, বস্তুতঃ ইহা কদলীসারবৎ সম্পূর্ণ নিঃসার,
স্বভাবতই অশুচি। সাধুগণ ইহা অবগত আছেন।
যে প্রাজ্ঞ মানব দেহকে এবংবিধ দোষযুক্ত জানিয়া
ইহার মমতা পরিহার করে, সে-ই মুক্ত হয়, আর
যে ব্যক্তি ইহাতে দৃঢ় মমতা করে, সে চিরকাল
এই সংসারেই থাকে। জনগণের অজ্ঞানবশে নানা
কর্মদোষে এই মহাক্লেশদায়ক জন্ম গ্রহণ করিতে
হয়। গিরিবরে আক্রান্ত ও সাগরে পতিত ব্যক্তির
আশ্রয় দেহীও জরায়ু দ্বারা বেষ্টিত ও গর্ভোদকে ক্লিন্ন
হইয়া ব্যাকুলভাবে অতি ক্লেশেই কালান্তিপাত
করে। বহুমধ্যগত লৌহকুন্তনিহিত ব্যক্তির আশ্রয়
গর্ভকুন্তগত জীবও জঠরাগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া
থাকে। অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত লৌহসূচী দ্বারা নিরস্তর

॥ ৭১ ॥ যদুৎসং জায়তে তস্য তদগর্ভেহষ্টগুণং
ভবেৎ । ইত্যেতদগর্ভহুংসং হি প্রাণিনাং পরিকীৰ্ত্তি-
তম্ ॥ ৭২ ॥ চরস্থিরাণাং সর্বেষামানুগর্ভানুরূপতঃ ।
তত্রস্থস্ত চ সর্বেষাং জন্মনাং স্মরণং ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥
মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ । নানা-
ঘোনিসহস্রাণি ময়া দৃষ্টান্তনেকধা ॥ ৭৪ ॥ অথনা
জাতমাত্রোহহং প্রাপ্তসংস্কার এব চ । ততঃ শ্রেয়ঃ
করিষ্যামি যেন গর্ভো ন সম্ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥ অধোব্যামি
হরের্জানং সংসারবিনিবর্তনম্ । এবং সক্ষি-
ন্তয়ন্নাস্তে মোক্ষোপায়ং বিচিন্তয়ন ॥ ৭৬ ॥ গর্ভাৎ
কোটিগুণং হুংসং জায়মানস্ত জায়তে । গর্ভবাসে
স্মৃতির্ধাসীৎ সা জাতস্ত প্রণশ্চতি ॥ ৭৭ ॥ স্পৃষ্ট-
মাত্রস্ত বাহেন বায়ুনা মুচতা ভবেৎ । সম্মতস্ত
স্মৃতিভ্রংশঃ শীঘ্রং সঞ্জায়তে পুনঃ ॥ ৭৮ ॥ স্মৃতিভ্রংশা-
ত্ততস্তস্ত পূর্বকর্মবশেন চ । রতিঃ সঞ্জায়তে তুর্ণং
জন্তোস্তত্রৈব জন্মনি ॥ ৭৯ ॥ রক্তো মুচশ্চ লোকো-
হয়মকার্যো সম্প্রবর্ততে । তত্রাত্মানং ন জানাতি ন
পরং ন চ দৈবতম্ ॥ ৮০ ॥ ন শৃণোতি পবং শ্রেয়ঃ

বিদ্ধ হইতে থাকিলে যেমন ক্রেশ হয়, গর্ভমধ্যে
তদপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক ক্রেশ অনুভূত হয় ।
স্বাবর-জঙ্ঘম সমস্ত প্রাণীরই এবদ্বিধ গর্ভ হুংসভোগ
করিতে হয়, তবে স্ব স্ব যোনি অনুসারে অল্পাধিক
তারতম্য ঘটে মাত্র । সমস্ত জন্মেই গর্ভমধ্যে
বাসকালীন অতীত জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি জন্মে ।
'আমি মরিয়াছিলাম, আবার জন্মিয়াছি; জন্মিয়া
আবার মরিয়াছি; এই ভাবে আমি
কত কত বার সহস্র সহস্র যোনি দেখিলাম ।
এবারে আমি এখানে জন্মিয়াই যথোক্ত সংস্কার
লাভ করিয়া আর যাহাতে গর্ভবাস করিতে না হয়
এমন শ্রেয়ঃ সাধন করিব ।' সংসারনিবারক হবি-
জ্ঞানদায়ক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিব । জীব গর্ভমধ্যে
এইরূপ মোক্ষোপায়চিন্তায় কালান্তিপাত করে ।
জন্মহালে আবার গর্ভবাস অপেক্ষাও কোটিগুণ
অধিক ক্রেশানুভব হয়, গর্ভবাসকালে যে পূর্বজন্ম-
স্মৃতি থাকে, তাহা জন্মিবামাত্রই বিলুপ্ত হয় ।
বহিরের বায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেই জীবের মুচতা
জন্মে । আর মোহাচ্ছন্নের অবিলম্বেই স্মৃতিভ্রংশ
ঘটে । স্মৃতিভ্রংশ জন্ম এবং পূর্বকর্ম প্রভাবে
তখন জীবের সেই জন্মেই একটা অনুরাগ জন্মে ।
আর অনুরক্ত মুচ জনগণ অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ।
তখন তাহার আত্ম-পরজ্ঞান বা দেবতাজ্ঞানও

সতি চক্ষুষি নেক্ষতে । সমে পথি সর্মৈগচ্ছন সঙ্কল-
তীব পদে পদে ॥ ৮১ ॥ সত্যং বুদ্ধৌ ন জানাতি
বোধ্যমানো বৃধৈরপি । সংসারে ক্লিষ্টতে তেন
রাগমোহবশানুগঃ ॥ ৮২ ॥ গর্ভস্মৃতেরভাবেন শাস্ত্র-
নুক্রমঃ মহর্ষিভিঃ । তদুৎসংকথনার্থায স্বর্গমোক্ষ-
প্রসাধকম্ ॥ ৮৩ ॥ যে শাস্ত্রজ্ঞানে সত্যস্মিন্ সর্ব-
কর্মার্থসাধকে । ন কুর্কন্ত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্তদত্র পরমা-
দৃতম্ ॥ ৮৪ ॥ অব্যক্তেন্দ্রিয়বৃত্তিহাদ্বাল্যে হুংসং
মহৎ পুনঃ । ইচ্ছরপি ন শক্নোতি বক্তুং কর্তুঞ্চ
কিঞ্চন ॥ ৮৫ ॥ দন্তোথানে মহদুৎসং মোলেন
ব্যাধিনা তথা । বালরোগৈশ্চ বিবিধৈঃ পীড়া বাল-
গ্রহৈরপি ॥ ৮৬ ॥ তুড়ুতুক্ষাপরীতাস্তঃ কচিতিষ্ঠতি
রারটন । বিগ্নত্বেভক্ষণাদ্যঞ্চ মোহাচ্ছালঃ সমাচরেৎ ॥
৮৭ ॥ কোমারে কর্ণবেধেন মাতাপিত্রৌর্বিভাভনৈঃ ।
অক্ষরাধাঘনাদ্যৈশ্চ হুংসং স্মাদুগুরুশাসনাৎ ॥ ৮৮ ॥
প্রমত্তেন্দ্রিয়বৃত্তৈশ্চ কামরাগপ্রপীড়নাৎ । রাগোদ্-
বৃত্তস্ত সততঃ কুতঃ সৌখ্যং হি যৌবনে ॥ ৮৯ ॥

থাকে না । সংকথা শুনে না । চক্ষু থাকিতেও
পরম শ্রেয়ঃ দেখিতে পায় না । সরল পথে সরল
সহযাত্রীদিগের সহিত যাত্রা করিয়াও পদে পদে
স্থলিত হয় । বুদ্ধি থাকিলেও বুদ্ধিমানদিগের
প্রবোধবাক্যে তাহার কিছুমাত্র বোধোদয় হয়
না । সেই জন্মই রাগ-দ্বৈশের বশবর্তী হইয়া
সংসারে ক্রেশ পাইয়া থাকে । ৬০—৮২ । গর্ভবাস-
কালীন জন্মান্তরীণ স্মৃতি, ভ্রূমিষ্ট হইলে থাকে না
বলিয়াই, জনগণকে সেই গর্ভবাসহুংসং জানাইয়া
দেওয়া আবশ্যিক ; কারণ তাহাতে স্বর্গ-মোক্ষ-
লাভার্থ আকাঙ্ক্ষা জন্মে । মহর্ষিগণ সেই উদ্দেশ্যেই
শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । সর্বকামার্থসাধক শাস্ত্র-
জ্ঞান থাকিলেও যে লোক সকল আত্মমঙ্গল সাধন
করে না, ইহা অতীব অদ্ভুত । বাল্যকালে
ইন্দ্রিয়-বৃত্তিচর্য অব্যক্ত থাকে বলিয়া মহাহুংসং ।
তখন ইচ্ছা থাকিলেও বলিতে কহিতে পারা যায়
না । আবার দন্তোদগমকালে মহাহুংসং । মৌল
রোগ, বালরোগ, বালগ্রহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি
দ্বারা নিপীড়িত হইয়া অনেক সময় ক্রেশে চীৎকার
করিয়াই কাটাইতে হয় । বালক আবার মোহবশে
মল-মুত্রও ভোজন করে । কোমারকালে কর্ণবেধ
পিতামাতার তাড়না, গুরু শাসন ও অক্ষরাভ্যাসাদি
দ্বারা অনেক ক্রেশ পাইতে হয় । যৌবন কালে

ঈর্ষ্যা স্তম্ভদুঃখং মোহাজক্রস্ত জায়তে । মন্তস্ত
কুপিতস্তেব রাগো দোষায় কেবলম্ ॥ ৯০ ॥ ন
রাত্ৰৌ বিন্দতে নিদ্রা কামাগ্নিপরিখেদিতঃ । দিবাপি
হি কুতঃ সৌখ্যমর্থোপার্জনচিন্তয়া ॥ ৯১ ॥ নারীব
হনুভূতাসু সৰ্বদোষাশ্রয়াসু চ । বিগ্নুত্রোৎসর্গসদৃশঃ
সৌখ্যং মৈথুনজং স্মৃতম্ ॥ ৯২ ॥ সন্মানমপমানেন
বিয়োগেনেষ্টসঙ্গমঃ । যৌবনং জরয়া গ্রস্তং ন
সৌখ্যমল্পপদ্রবম্ ॥ ৯৩ ॥ বলীপলিতকায়েন শিথিলী-
কৃতবিগ্রহঃ । সৰ্বক্রিয়াশশক্ৰস্ত জরয়া জজ্জরীকৃতঃ ॥
৯৪ ॥ স্ত্রীপুংসৌৰ্যৌবনং রূপং যদন্তোন্তাশ্রয়ঃ পুবা ।
তদেবং জরয়া গ্রস্তমুভযোরপি ন প্রিয়ম্ ॥ ৯৫ ॥
জরাভিভূতঃ পুরুষঃ পত্নীপুত্রাদিবান্ধবৈঃ । অশক্ৰ-
হান্দুরাচারৈত্ৰৈত্যশ্চ পরিভূয়তে ॥ ৯৬ ॥ ধর্ম্মমর্থঞ্চ
কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ নাতুরো যতঃ । শক্ৰঃ সার্থযতুঃ
তস্মাদ্যুবা ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ৯৭ ॥ বাতপিত্তকফাদীনাং
বৈষম্যং ব্যাধিক্রচ্যতে । বাতাদীনাং সমুহশ্চ দেহে-
হং পরির্কীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৯৮ ॥ তস্মাদ্যাবিময়ং জ্ঞেয়ং

সাংসারিক অনুরাগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় । ইন্দ্রিয়-
বৃদ্ধি সকল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, সুতরাং কামে ও
অনুরাগে নিগৃহীত হইয়া কিছুমাত্র সুখানুভব করা
যায় না । মোহাক্রান্ত মানবের ঈর্ষ্যাবশে স্তম্ভদুঃখ
জন্মে । মন্ত ও কুপিত ব্যক্তির যে অনুরাগ তাহা
কেবল দোষজনকই হইয়া থাকে ৷ ৮৩—৯০ ॥ কামা-
নলের সম্ভাপে রাত্ৰিকালে সুনিদ্রা হয় না, আর
অর্থোপার্জনচিন্তায় দিবসেই বা সুখ কোথায় ?
নারীগণ যে সৰ্বদোষের আধার, ইহা জানিয়াও
মানব তাহাতে মল-মুত্র ত্যাগের ন্যায় মৈথুনজনিত
সুখানুভব করে ; অপমান দ্বারা মান, বিয়োগ দ্বারা
প্রিয়সংযোগ এবং জরা দ্বারা যৌবন গ্রস্ত রহিয়াছে ;
সুতরাং নিক্রপদ্রব সুখ কোথায় ? যৌবনকালীন
স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর প্রীতিসাধক যে রূপ, জরাগ্রস্ত
হইলে তাহা তখন উভয়েরই অপ্রিয় হইয়া পড়ে ।
তখন শরীরে বলী-পলিত দেখা দেয়, শরীর
শিথিল হইয়া পড়ে, জরাদ্বারা জজ্জরিত হইয়া
দেহ তখন সকল কার্য্যেই অশক্ৰ হয় । জরাভিভূত
মানব হুরাচার স্ত্রী-পুত্র-ভৃত্য-বান্ধবাদির নিকট
অশক্ৰ বলিয়া নিয়ত বিবিধরূপে লাজিত হয় ।
যাবৎ অশক্ৰ না হয়, তাবৎ কালই ধর্ম্ম অর্থ
কাম ও মোক্ষ সাধন করা যায় ; এজন্ত যৌবন-
কালেই ধর্ম্মাচরণ করা কর্তব্য । বাত-পিত্ত-
কফাদির সমষ্টিই এই দেহপদবাচ্য । সেই বাত-

শরীরমিদমাশ্রয়ঃ । রোগৈর্নানাবিধৈর্বাশ্তি দেহে
দুঃখান্তনেকশঃ ॥ ৯৯ ॥ তানি ন স্বাস্থ্যবেদ্যানি
কিমন্তু কথয়াম্যহম্ । একোত্তরং মৃত্যুশতমগ্নিন
দেহে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০০ ॥ তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ
শেষাস্থাগস্তবঃ স্মৃতাঃ । যে দ্বিহাগস্তবঃ প্রোক্তান্তে
প্রশাম্যন্তি ভেষজৈঃ ॥ ১০১ ॥ জপহোমপ্রদানৈশ্চ
কালমৃত্যুর্ন শাম্যতি । বিবিধা ব্যাধিঃ শস্তাঃ সর্পাদাঃ
প্রাণিনস্তথা ॥ ১০২ ॥ বিবিধা চাভিচারাস্চ মৃত্যো-
দ্বারাগ দেহিনাম্ । পীড়িতং সর্পরোগাদৈরপি
ধনন্তরিঃ স্বয়ম্ ॥ ১০৩ ॥ স্বস্বীকর্তুং ন শক্ৰোতি
কালপ্রাপ্তং হি দেহিনম্ । নৌষধং ন তপো মজ্জা ন
মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ ॥ ১০৪ ॥ শকুবন্তি পরিভ্রাতুং
নরঃ কালেন পীড়িতম্ । রসায়নতপোজপৈর্যোগ-
সিদ্ধৈর্মহাশ্রুতিঃ ॥ ১০৫ ॥ কালমৃত্যুরপি প্রাট্জনীয়তে
নাপি সংযুতৈঃ । নাস্তি মৃত্যুসমং দুঃখং নাস্তি
মৃত্যুসমং ভয়ম্ ॥ ১০৬ ॥ নাস্তি মৃত্যুসমস্ত্রাসঃ সঙ্কেবা-
মপি দেহিনাম্ । সস্ত্রীয়াপুত্রমিত্রাণি রাজ্যৈশ্বর্য্য-
সুখানি চ ॥ ১০৭ ॥ আবদ্ধানি স্নেহপাশৈর্মৃত্যুঃ

পিত্ত-কফের বৈষম্যকেই ব্যাধি বলা যায় । অত-
এব এই দেহকে ব্যাধিময় বলিয়াই জানা উচিত ।
নানাবিধ রোগে দেহ মধ্যে বিবিধ দুঃখ প্রা-
ভূত হয় ; পরন্তু বিশুদ্ধাত্মা জ্ঞানিগণ অলীক
সংস্কারবিশেষ বলিয়া উহা দুঃখরূপে অনুভব
করেন না । এই দেহে একশত একটী মৃত্যু
আছে ; তন্মধ্যে একটী কালসংযোগজ, আর
অনুগুণি আগন্তু । আগন্তু মৃত্যু সকল ঔষধ-
সেবা ও জপ হোমাদি দ্বারা নিবারিত হয় ।
কাল-সংযোগজ মৃত্যুকে নিবারণ করা যায় না ।
বিবিধ ব্যাধি, অভিশাপ, সর্পাদি হিংস্র জন্তু,
বিষ ও অভিচার, এগুলি দেহিগণের মৃত্যুর দ্বার
স্বরূপ । কালপ্রাপ্ত দেহী সর্প রোগাদি দ্বারা
পীড়িত হইলে স্বয়ং ধনন্তরিও তাহাকে
করিতে পারেন না । ঔষধ তপস্তা মজ্জা বন্ধু-
বান্ধব—কেহই কালগ্রস্ত ব্যক্তিকে রক্ষা ব্রিতে
পারে না । রসায়ন-যোগ-জপ-তপঃসিদ্ধ প্রাজ্ঞ
মহাত্মারাও কালমৃত্যুর নিবারণে অক্ষম, সকল
জীবের পক্ষেই মৃত্যুতুল্য দুঃখ নাই, মৃত্যুতুল্য
ভয় নাই, এবং মৃত্যুতুল্য ত্রাসও আর নাই ।
প্রিয় ভাৰ্য্যা পুত্র মিত্র রাজ্য ঐশ্বর্য্য সুখ—সমস্তই
স্নেহপাশে আবদ্ধ আছে, কিন্তু মৃত্যু সেই পাশ

সৰ্বাপি কৃত্ততি । কিং ন পশ্যসি মাতন্তঃ সহস্রশ্চাপি
মধ্যতঃ ॥ ১০৮ ॥ জনাঃ শতায়ুষঃ পঞ্চ ভবাণ্ড ন
ভবন্তি বা । অশীতিকা বিপদ্যন্তে কেচিৎ সপ্ততিকা
নরাঃ ॥ ১০৯ ॥ পরমাযুঃ স্থিতা ষষ্টিস্তদপ্যন্তি ন
নিষ্ঠিতম্ । তন্ত্ৰ যাবদ্ববেদায়ুর্দেহিনঃ পূৰ্বকৰ্ম্মভিঃ ॥
১১০ ॥ তন্ত্ৰাৰ্দ্ধমায়ুষো রাত্রিহরতে মৃত্যুরূপিণী ।
বালভাবেন মোহেন বার্ককে জরয়া তথা ॥ ১১১ ॥
বর্ষণাং বিংশতিযাতি ধর্ম্মকামার্থবজ্জিতঃ । আগন্তুকৈ-
র্ভয়েঃ পুংসাং ব্যাধিশোকৈরনেকধা ॥ ১১২ ॥ হ্রিয়ে-
হর্কঃ হি তত্রাপি যচ্ছেষঃ তদ্ধি জীবিতম্ । জীবিতান্তে
চ মরণং মহাঘোরমবাগ্নুয়াৎ ॥ ১১৩ ॥ জাঘতে যোনি-
কোটিষু মৃতঃ কৰ্ম্মবশাৎ পুনঃ । দেহভেদেন যঃ
পুংসাং বিয়োগঃ কৰ্ম্মসংখ্যায়া ॥ ১১৪ ॥ মরণং
তদ্বিনির্দিষ্টং ন নাশঃ পরমার্থতঃ । মহাতমঃপ্রবিষ্টশ্চ
চ্ছিদ্যমানেষু মৰ্ম্মশু ॥ ১১৫ ॥ যদুঃখং মরণং জন্তোৰ্ন
তন্ত্ৰোহোপমা কচিৎ । হা তাত মাতহা কান্তে ক্রন্দ-
তোবং স্নুহুঃখিতঃ ॥ ১১৬ ॥ মণ্ডুক ইব সর্পেণ
গীৰ্ঘ্যতে মৃত্যুনা জনঃ । বান্ধবেঃ সম্পরিত্যক্রঃ

ছেদন করিয়া থাকে । মাতঃ ! আপনি কি দেখি-
তেছেন না, যে, সহস্র লোকের পাঁচ জন লোকও
শতবর্ষজীবী হয় কি না-হয় ! কোন মানব
অশীতি বর্ষে আর কেহ বা সপ্ততি বর্ষে মরণা-
পর হয় ; সাধারণ আয়ুঃপরিমাণ ষষ্টি বর্ষ ;
কিন্তু তাহাও নিশ্চিত নহে । ফলতঃ পূৰ্বকৰ্ম্মা-
নুসারে যে দেহীর যাহাই আয়ু হউক, মৃত্যু-
রূপিণী রাত্রি তাহার অর্দ্ধাংশ অপহরণ করে ।
বাল্যকালে মোহবশে আর বৃদ্ধ দশায় জরাক্রেশে
কুড়ি বৎসর রুখাই অতীত হয় । ইহার মধ্যে
কোন ধর্ম্মকামার্থ সাধন হয় না । আগন্তুক
ব্যাধি শোক ভয়াদি দ্বারা অবশিষ্ট আয়ুরও
অর্দ্ধাংশ ব্যয়িত হয়, ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে,
তাহাই জীবিতকাল বলিয়া জ্ঞাতব্য ! এই জীবিত
কালান্তে আবার অতিক্রেশদ মরণ ঘটে ।
১১—১১৩ । মরণান্তে আবার কৰ্ম্মানুসারে কোটি
কোটি যোনিতে জন্ম লাভ হইয়া থাকে । জীবের
কৰ্ম্মানুসারে এক এক দেহের সহিত যে বিয়োগ,
তাহাকেই মৃত্যু বলা যায় । মৃত্যু বলিতে যথার্থতঃ
নাশ নহে । মরণকালে জীব মহৎ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন
হয়, তাহার মৰ্ম্ম সকল ক্রমশঃ ছিন্ন হইতে
থাকে ; তখন তাহার যে দুঃখ বোধ হয়, জগতে
কুত্রাপি তাহার আর উপমা নাই । সর্প দ্বারা ভেকের

প্রিয়ৈশ্চ পরিবারিতঃ ॥ ১১৭ ॥ নিঃশ্বসন্ দীর্ঘমুখঞ্চ
মুখেন পরিশুযাতা । চতুরন্তেষু খট্টায়াঃ পরিবর্তন-
মুহর্মুহঃ ॥ ১১৮ ॥ সম্মুটঃ ক্ষিপতেহত্যাং হস্তপাদা-
বিতস্ততঃ । খট্টাতো বাঙ্কতে ভূমিঃ ভূমেঃ খট্টাঃ
পুনর্মহীম্ ॥ ১১৯ ॥ বিবস্ত্রো মুক্তলজ্জশ্চ বিষ্ঠামুজ্জান-
লেপিতঃ । যাচমানশ্চ সালিলং শুক্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকঃ ॥
১২০ ॥ চিন্তয়ানঃ স্ববিত্তানি কশ্চৈতানি মৃতে ময়ি ।
পঞ্চাবটান্ খনমানঃ কালপাশেন কর্ণিতঃ ॥ ১২১ ॥
মিয়তে পশুতামেব গলে ধূধুরাবরুৎ । জীব-
ন্তগজলুকেব দেহাদেহং বিশেৎ ক্রমাৎ ॥ ১২২ ॥
সম্প্রাপ্যোত্তরমংশেন দেহং তাজতি পূৰ্বকম্ ।
মরণাৎ প্রার্থনা দুঃখমধিকং হি বিবেকিনঃ ॥ ১২৩ ॥
ক্ষণিকং মরণে দুঃখমনন্তং প্রার্থনাকৃতম্ । জ্ঞাতঃ
ময়েতদধুনা মৃতো ভবতি যদুগুরুঃ ॥ ১২৪ ॥ ন পরঃ
প্রার্থয়েদুদয়ন্তুকা লাঘবকারণম্ । আদৌ দুঃখং তথা
মধ্যে হন্তে দুঃখঞ্চ দারুণম্ ॥ ১২৫ ॥ নিসর্গাৎ সর্ব-

শ্রায় 'হা তাত ! মাতঃ ! কান্তে !' বলিয়া রোদন-
পরায়ণ মানব-কাল দ্বারা ভক্ষিত হয় । মৃত্যুকালে
যখন বান্ধবগণ পরিত্যাগ করিয়া যায়, কেবল প্রিয়-
জনগণই বেষ্টন করিয়া থাকে ; যখন মুখ শুক
হইয়া যায় এবং দীর্ঘ উচ্চ শ্বাস বহিতে থাকে, তখন
সে খট্টার চতুর্দিকে পুনঃপুনঃ পরিবর্তন, ও অজ্ঞান-
বশে প্রবল ভাবে ইতস্ততঃ হস্ত পদ সঞ্চালন করিতে
থাকে, খট্টা হইতে ভূমিতে ও ভূমি হইতে খট্টাতে
শয়ন করিতে চায় ; বিবসন, লজ্জাহীন ও মলমূত্রে
অনুলিপ্ত হইয়াও কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুক্ক হওয়ায়
তদবস্থায়ই জল প্রার্থনা করে । মনে মনে চিন্তা
করে যে, আমার মরণান্তে এ সকল বিভব কাহার
হইবে ? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই কালপাশা-
কর্ণে দেহীর কণ্ঠে ঘুর ঘুর শব্দ হইতে থাকে ; সে
তখন সকলের সমক্ষেই মরণাপন্ন হয় ! জীব ভূগ-
জলোকের শ্রায় একাংশ দ্বারা অপর কোন পদার্থ
আশ্রয় করিয়া পরে পূর্বাশ্রয় দেহ পরিত্যাগ করে ;
এইভাবেই দেহ হইতে দেহান্তরে জীবের গতি-বিধি
হইয়া থাকে । জ্ঞানবান্ ব্যক্তির মরণ অপেক্ষাও
প্রাথমিক অধিক দুঃখ হয় ; মরণের দুঃখ ক্ষণিক
আর প্রাথমিক দুঃখ অনন্ত । আমি ইহা মরণ কালেই
জানিতে পারিয়াছি ; তুকাই লঘুতার কারণ ; যেহেতু
মরণান্তে আর প্রার্থনা করিতে হইবে না বলিয়া
দেহটা পূর্বাপেক্ষা শুক্ক হইয়া থাকে । সমস্ত প্রাণীরই
আদিতে দুঃখ, মধ্যে দুঃখ এবং

কৃতানামিতি হুংপরম্পরা। ক্ষুধা চ সর্বরোগাণাং
ব্যাধিঃ শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৬ ॥ স চার্নৌষধিলেপেন
ক্ষণমাত্রং প্রশম্যতি। ক্ষুধ্যাধেবেদনা তীভ্রা নিঃশেষ-
বলকৃন্তনৌ ॥ ১২৭ ॥ তয়াভিভূতো ম্রিয়তে যথানৈর্ব্যাধি-
ভিন্নৈঃ। রাজোহভিমানমাত্রং হি মমৈব বিদ্যতে
গৃহে ॥ ১২৮ ॥ সর্বমাতরং ভারং সর্বমালেপনং
মম। সর্বং প্রলাপিতং গীতং নিতামুন্নতচেষ্টিতম্ ॥
১২৯ ॥ ইত্যেবং রাজাসম্ভোগৈঃ কৃতঃ সৌখ্যং
বিচারতঃ ॥ ১৩০ ॥ নৃপাণাং বাগ্রচিত্তানামন্তো-
বিজিগীষয়া : প্রায়েণ শ্রীমদালেপান্নহ্বাদ্যা
মহানৃপাঃ। স্বর্গং প্রাপ্যাপি পতিতাঃ কঃ শ্রিয়ো
বিন্দতে সুখম্ ॥ ১৩১ ॥ উপর্যুপরি দেবানামন্তো-
ত্যাতিশয়ে স্থিতম্। নরৈঃ পুণ্যফলং স্বর্গে
মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে ॥ ১৩২ ॥ ন চাত্মং ক্রিয়তে
কস্মৈ সৌহৃদ্য দোষঃ সুদারুণঃ। ছিন্নমূলতরুর্ঘদবশঃ
পততে ক্ষিতৌ ॥ ১৩৩ ॥ পুণ্যমূলক্ষ্যে তদ্বৎ পাতর্যন্ত
দিবৌকসঃ। ইতি স্বর্গেহপি দেবানাং নাস্তি সৌখ্যং

এইভাবে হুং-পরম্পরা স্বভাবতই রহিয়াছে।
ক্ষুধাই সমস্ত রোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; অনুরূপ
ঔষধি ব্যবহারে তাহা ক্ষণকাল মাত্র প্রশমিত
থাকে। ক্ষুধা ব্যাধির যাতনা অতীব তীব্র;
উহা বলের সম্পূর্ণ বিনাশক। অন্ত ব্যাধির তায়
উহা দ্বারা অভিভূত হইয়াও প্রাণী মরণাপন্ন হয়।
রাজা যে সুখী তাহাও বলা যায় না; ‘কারণ আমার
গৃহে সমস্ত আভরণ আলেপন ধনরত্নাদি আছে’;
এই প্রকার অভিমান মাত্রই তো রাজত্ব। রাজার
নিত্যাহুগীষ্যমান প্রলাপ গীত উন্নতবৎ আচরণ—
ইত্যাদি রাজহুতেও যে সুখ নাই, তাহা সূক্ষ্ম
বিচারে বুঝিতে পারা যায়। ১১৪—১৩০। লক্ষ্মী
দ্বারাই সুখলাভ হয় কোথায়? রাজগণ প্রায়শঃ
পরম্পর জিগীষাবশে ব্যাকুল হইয়া ক্রেশ ভোগ
করে। আবার নহ্বাদি মহারাজগণ স্বর্গলাভ
করিয়াও ঐশ্বর্য্যমদদোষে পুনরায় ভ্রষ্ট হইয়াছেন।
স্বর্গেও সুখ নাই, কারণ পুণ্যফলের তারতম্যে
সেখানেও পরম্পর শ্রেষ্ঠ-নিফুটে ভেদ আছে। দেব-
গণও সকলেই সমান নহেন। তাঁহাদিগেরও
উত্তমাদম্য ভাব বিদ্যমান। বিশেষতঃ সেখানে
পুণ্যফল ভোগ মাত্রই করা যায়, নূতন পুণ্য অর্জন
করা যায় না; সুতরাং পুণ্যফল ক্ষয় পাইলেই
ছিন্নমূল তরুর তায় অবশভাবে ক্ষিতিতলে পতিত
হইতে হয়। পুণ্যক্ষয়ান্তে দেবগণই স্বর্গ হইতে

বিচারতঃ ॥ ১৩৪ ॥ তথা নারকিণাং হুংখং প্রসিদ্ধং
কিং চ বর্ণ্যতে। স্বাবরেষপি হুংখানি দাবাগ্নিহিম-
শৌষণম্ ॥ ১৩৫ ॥ কুঠারৈচ্ছেদনং তীভ্রং বকলানাং
চ তক্ষণম্। পর্ণশাখাফলানাং চ পাতনং চণ্ডবায়ুনা ॥
১৩৬ ॥ অপমদশ্চ সততং গজৈবৈশ্চ দেহীভিঃ।
ভৃড়ুভৃক্ষা চ সর্পাণাং ক্রোধো হুংখং চ দারুণম্ ॥
১৩৭ ॥ হুষ্টানাং ঘাতনং লোকে পাশেন চ নিবন্ধনম্।
এবং সরীসৃপাণাং চ হুংখং মাতর্মুহুর্ভুঃ ॥ ১৩৮ ॥
অকস্মাজ্জন্মমরণং কীটাদীনাং তথাবিধম্। বর্ষা-
শীতাতপৈর্হুংখং সুকষ্টং মৃগপক্ষিণাম্ ॥ ১৩৯ ॥
ক্ষুদ্রৈক্রেশেন মহতা সত্ত্বস্তাশ্চ সদা মৃগাঃ।
পশুনাগনিকায়ানাং শৃগু হুংখানি যানি চ ॥
১৪০ ॥ ক্ষুদ্রৈছীতাদিদমনং বধবন্ধনতাড়নম্।
নাসাপ্রবেধনং ত্রাসং প্রতোদাক্ষুশতাড়নম্ ॥ ১৪১ ॥
বেণুকুস্তাদিনিগড়মুদারাক্ষুশতাড়নম্। ভারোদ্বহন-
সংক্লেশং শিক্ষাযুদ্ধাদিপীড়নম্ ॥ ১৪২ ॥ আত্মযুথ-
বিয়োগশ্চ বনে চ নয়নাদিকম্। ভূভিক্ষং ভূভগ্নং চ
মূর্খত্বং চ দরিদ্রতা ॥ ১৪৩ ॥ অধরোত্তরভাবশ্চ
মরণং রাষ্ট্রবিভ্রমঃ। অন্তোন্ত্যভিভবাদুঃখমন্তোন্ত্যতি-

পাতিত করেন। এজন্য বিচার করিয়া দেখিলে
স্বর্গবাসেও যে সুখ নাই, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়।
নরকবাসীদিগের যে হুংখ, তাহা তো প্রসিদ্ধই
আছে। তাহার আর বর্ণনা কি করিব? স্বাবর-
জন্মেও সুখ নাই। দাবাগ্নিতাপ, হিমভোগ, কুঠারা-
ঘাতে ছেদন, বকলমোচন, প্রচণ্ড বয়ুবেগে শাখা-পত্র
ফলাদির পাতন, বন্য গজাদি দ্বারা মর্দন প্রভৃতি
নানা কষ্ট স্বাবরগণের ভোগ করিতে হয়। মাতঃ!
সরীসৃপ জন্মেও ভৃক্স ক্ষুধা ও ক্রোধজনিত ক্রেশ,
হুষ্ট জনগণ কর্তৃক প্রহার বন্ধনাদি আরও কত
কষ্টই মুহুমুহুঃ ভোগ করিতে হয়। কীটাদিরও
অকস্মাৎ জন্ম, অকস্মাৎ মরণ ও পূর্ববৎ বিবিধ
ক্রেশ পাইতে হয়। মৃগপক্ষী প্রভৃতির শীতাত-
বর্ষাদি জনিত বিবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়!
মৃগগণ ক্ষুধা-ভৃক্সয় নিয়তই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে।
পশু নাগাদির যে ক্রেশ তাহাও আমার নিকট
শুন। ১৩১—১৪০। ক্ষুধা ভৃক্স শীতাদি জনিত ক্রেশ,
বধ, বন্ধন, তাড়ন, নাসাবেধ, কত রকম ত্রাস,
প্রতোদ অক্ষুশ বেণু কুস্ত মুদারাদির প্রহার, নিগড়াদির
বন্ধন, ভারবহন, শিক্ষা, যুদ্ধ, স্বদলভ্রংশ, স্থানান্তর-
প্রাপণ প্রভৃতি জন্ত কত ক্রেশে পশুগণ নিপীড়িত
হয়। ভূভিক্ষ, ভূভাগ্য, মূর্খতা, দরিদ্রতা, উত্তমাদম্য

শয়াং পুনঃ ॥ ১৪৪ ॥ অনিত্যতা প্রভাবানুভূত্যাণাং
চ পাতনম্ । ইত্যেবমাদিভির্দুঃখৈর্যস্যাপ্তাং
চরাচরম্ ॥ ১৪৫ ॥ নিরয়াদিমনুষ্যাস্তঃ তস্মাৎ
সর্বং ত্যজেদ্বুধঃ । স্বক্কাৎ স্বক্কাৎ নয়েত্তারং
বিশ্রামং মন্ততেহন্তথা ॥ ১৪৬ ॥ তদ্বৎ সর্বমিদং
লোকে দুঃখং দুঃখেন শাম্যতি । এবমেতজ্জগৎ
সর্বমন্তোন্তাতিশয়োচ্ছিতম্ ॥ ১৪৭ ॥ দুঃখৈরাকুলিতং
জ্ঞাহা নির্বেদং পরমাপুয়াৎ । নির্বেদাচ্চ বিরাগঃ
স্তাদ্বিরাগাজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ১৪৮ ॥ জ্ঞানেন তং পরং
জ্ঞাহা বিষ্ণুং মুক্তিমবাশুয়াৎ । নাহমেতাদৃশে
লোকে রমেয়ং জননি কচিৎ ॥ ১৪৯ ॥ রাজহংসো
যথা শুদ্ধঃ কাকমেধ্যপ্রদর্শকঃ । শূণ্ণ মাতর্যত্র সংস্থো
রমেয়ং নিকৃপদ্রবঃ ॥ ১৫০ ॥ অবিদ্যায়নমভ্যাগঃ
নানাকর্মাতিশাখিনম্ । সঙ্কল্পদংশমশকং শোকহর্ষ-
হিমাৎপম্ ॥ ১৫১ ॥ মোহাক্ষকারতিমিরং লোভবাল-
সরীসৃপম্ । বিষয়ানন্তথাধ্বানং কামক্ৰোধবিনোক্ষ-

ভাব, রাষ্ট্রবিপ্লব, পরস্পরকৃত অভিব্যক্তি, জিগীষা, প্রভাবের অস্থায়িত্ব, মরণ, উন্নতির পতন ইত্যাদি বিশেষ ক্রেশে সমগ্র চরাচর ব্যাপ্ত । এই জন্ত নারকী হইতে মনুষ্যান্ত সমস্তই ধীমান ব্যক্তির পরিত্যাজ্য । ভারবহনকারী যেমন এক স্বক্কাৎ হইতে অপর স্বক্কাৎ ভার লইয়া একটু বিশ্রাম বোধ করে, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকই এক দুঃখে আক্রান্ত হইয়া আবার দুঃখান্তর উপস্থিত হইলে পূর্ষ দুঃখের কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে । এই সমগ্র জগৎই এইরূপ উত্তমাধম তারতম্যে দুঃখদ্বারা সম্যক্ আক্রান্ত । ইহা বুঝিয়া বুঝিমান ব্যক্তি নির্বেদ অবলম্বন করিবে । নির্বেদ হইতে সংসার-বিরাগ, ও বৈরাগ্য হইতে জ্ঞান জন্মে । আর জ্ঞান দ্বারা পরম পুরুষ বিষ্ণুকে জ্ঞাত হইয়া মানব মুক্তি প্রাপ্ত হয় । জননি ! রাজহংস যেমন কাক-ভাগ্য অমেধ্য পদার্থ দর্শনে তৃপ্তিলাভ করে না, শামিত তদ্রূপ ইহা লোকে কোন বিষয়ে তৃপ্তি বোধ করি না । মাতঃ ! আমি যে ভাবে থাকিয়া নিকৃপদ্রবে আনন্দানুভব করিব, তাহা শুভুন । যাহা অবিদ্যার আবাসস্থল, যাহা বিবিধ বস্তুরূপ পাদপ-পুষ্পে পরিব্যাপ্ত, যাহা সঙ্কল্পরূপ দংশমশকে সম-কীর্ণ, যাহা শোক ও হর্ষরূপ হিম ও রৌদ্রে অধিত, যাহা মোহরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যাহা লোভরূপ হিংস সর্পাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত, যাহার বিষয়রূপ একটী মাত্র পথ, এবং যেখানে কাম-ক্ৰোধরূপ দস্যু

কম্ ॥ ১৫২ ॥ তদতীত্য মহার্জঃ প্রবিষ্টোহস্মি
মহদ্বনম্ । ন তৎ প্রবিষ্ট শোচন্তি ন প্রত্যাশন্তি
তদ্বিদঃ ॥ ১৫৩ ॥ ন চ বিভ্রাতি কেবাঞ্চিনাস্ত
বিভ্রাতি কেচন ॥ ১৫৪ ॥ তস্মিন্ বনে সপ্তমহাভ্রমাস্ত
সপ্তৈশ্ব নদাশ্চ ফলানি সপ্ত । সপ্তাশ্রমাঃ সপ্ত
সমাধয়শ্চ দীক্ষাশ্চ সপ্তৈতদরণ্যরূপম্ ॥ ১৫৫ ॥
পঞ্চবর্ণানি দিব্যানি চতুর্বর্ণানি কানিচিৎ ।
ত্রিবিবর্ণৈকবর্ণানি পুষ্পানি চ ফলানি চ ॥
১৫৬ ॥ সৃজন্তুঃ পাদপান্তত্র ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তি তদ্বনম্ ॥
১৫৭ ॥ সপ্ত স্থিযন্তত্র বসন্তি সত্যস্ববাস্থখ্যো
ভানুমতো ভবন্তি । উর্দ্ধং রসানাদদতে প্রজাভাঃ
সর্বাশ্চ তান্তব্রতঃ কোহপি বেদ ॥ ১৫৮ ॥ সপ্তৈশ্ব
গিরয়শ্চাত্র ধৃতং যৈর্ভুবনত্রনম্ । নদাশ্চ সরিতঃ সপ্ত
ব্রহ্মবারিবহাঃ সদা ॥ ১৫৯ ॥ তেজশ্চাত্রয়দানত্মদ্রোহঃ
কৌশলং তথা । অচাপল্যমথাক্রোধঃ প্রিয়বাদশ্চ
সপ্তমঃ ॥ ১৬০ ॥ ইত্যোতে গিরয়ো জ্যেষ্ঠাস্তস্মিন্ বিদ্যা-
বনে স্থিতাঃ । দৃঢ়নিশ্চয়স্তথা ভাসা সমভা নিগ্রহো
গুণঃ ॥ ১৬১ ॥ নিশ্চয়মহং তপশ্চাত্র সন্তোষঃ সপ্তমো

বর্তমান, সেই অতি ঘোর দুর্গ অতিক্রম করিয়া আমি এমন এক মহাবনে প্রবেশ করিয়াছি, যেখানে প্রবেশ করিলে পুনরায় আর শোক করিতে হয় না কিম্বা যাহার তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে পুনরায় কোন ক্রেশ ভোগ করিতে হয় না । সেই বনে যে জন প্রবেশ করে, তাহার কোন ভয় থাকে না কিংবা তাহা হইতে কাহারও কোন ভয় হয় না । সেই বনে সাতটী মহাবৃক্ষ, সাতটী নদী, সাতটী ফল, সাতটী আশ্রম, সাতটী সমাধি ও সাতটী দীক্ষা আছে । বনব্যাপী সেই মহাবৃক্ষ সকল হইতে পঞ্চবর্ণ চতুর্বর্ণ ত্রিবর্ণ দ্বিবর্ণ একবর্ণ—বিবিধ প্রকার পুষ্প ও ফল সকল প্রসূত হয় । সেখানে অধোমুখ সাতটী সতী রমণী বাস করে, তাহারা সকলেই সূর্য্যের ও উপরে বাস করে এবং প্রজাবর্গের রস শোষণ কার্য্য থাকে, তাহাদিগের তত্ত্ব যথার্থতঃ কচিৎ কোন ব্যক্তি জানে । সেখানে সাতটী পর্বত আছে, উহারাই এই ত্রিভুবন ধারণ করিতেছে । আর সাতটী স্রোতস্বিনী নদী আছে, তাহারা নিরন্তর ব্রহ্মবারি বহন করিয়া থাকে ॥ ১৪১—১৫৯ ॥ তেজ, অভয়দান, অদ্রোহ, কর্মাঙ্কৌশল, অচাপল্য, অক্রোধ এবং প্রিয়বাক্য, এই সাতটীই সেই বিদ্যা-মহাবনের সপ্ত গিরি । দৃঢ়নিশ্চয়, ইন্দ্রিয়সংযম, সারল্য, নিশ্চয়মতা, তপশ্চা, সর্বত্র সমভাব, এবং সন্তোষ—

হৃদঃ । ভগবদ্গুণবিজ্ঞানাত্তক্তিঃ স্মাৎ প্রথমা নদী ॥ ১৬২ ॥ পুষ্পাদিপূজা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চ প্রদক্ষিণা । চতুর্থী স্ততিবাঞ্ছনা পঞ্চমী ঈশ্বরার্চনা ॥ ১৬৩ ॥ বস্ত্রী ব্রহ্মৈকতা প্রোক্তা সপ্তমী সিদ্ধিরেব চ । সপ্ত নদ্যোহত্র কথিতা ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৬৪ ॥ ব্রহ্মা ধর্মো যমশাগ্রিরিল্লো বরুণ এব চ ॥ ১৬৫ ॥ ধনদশচ ক্রবাদীনাং সপ্তকানর্চয়ন্ত্যমী । নদীনাং সঙ্গমস্তত্র বৈকুণ্ঠসমুপস্থরে ॥ ১৬৬ ॥ আত্মতৃপ্তা যতো যান্তি শান্তা দান্তাঃ পরাৎ পরম্ ॥ কেচিদ্ভ্রমাঃ স্থিরঃ কেচিৎ কেচিত্তত্ত্ববিদোহপরে ॥ ১৬৭ ॥ সরিতঃ কেচিদাহঃ স্ম সপ্তেব জ্ঞানবিত্তমাঃ । অনপেত-ব্রতকামোহত্র ব্রহ্মচর্যাঃ চরামি চ ॥ ১৬৮ ॥ ব্রহ্মৈব সমিধস্তত্র ব্রহ্মাগ্নিব্রহ্ম সংস্করঃ । আপো ব্রহ্ম গুরুব্রহ্ম ব্রহ্মচর্যমিদং মম ॥ ১৬৯ ॥ এতদেবেদশঃ সূক্ষ্মং ব্রহ্মচর্যং বিহবুধাঃ । গুরুং চ শূনু মে মাতর্ঘো মে বিদ্যাপ্রদোহভবৎ ॥ ১৭০ ॥ একঃ শাস্তা ন দ্বিতীয়োহস্তি শাস্তা হৃদ্যেব তিষ্ঠন পুরুষঃ প্রশান্তি ।

এই সাতটি হ্রদও তথায় বর্তমান । ভগবদ্গুণ-শ্রবণে যে ভক্তি উত্থাই তত্রত্যা প্রথমা নদী, পুষ্পাদি দ্বারা অর্চনা দ্বিতীয়া, প্রদক্ষিণ কাণ্ড তৃতীয়া, স্ততি-বাক্য চতুর্থী, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ পঞ্চমী, ব্রহ্মৈকতা ষষ্ঠী এবং সিদ্ধিই তত্রত্যা সপ্তমী নদী । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই সপ্ত নদী কীর্তন করিয়াছেন । ব্রহ্মা ধর্ম যম অগ্নি বরুণ কুবের ইহারা সকলেই উক্ত সপ্ত-গণের অর্চনা করিয়া থাকেন । উক্ত সপ্তনদী বৈকুণ্ঠ সমীপে মিলিত হইয়াছে । শান্ত দান্ত আত্ম-তৃপ্ত ব্যক্তিগণই সেই পরাৎপর স্থানে গমনে সমর্থ হন । কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তত্রত্যা ব্রহ্মগণের, কেহ নারীগণের ও কেহ নদীগণের উল্লেখ করেন; পরন্তু যাহারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তাহারা প্ৰকোক্ত সপ্তগণেরই বর্ণন করিয়া থাকেন । আমি অস্থানিত ব্রহ্মচর্যা করিতেছি । এই ব্রহ্মচর্যে ব্রহ্মই সমিধ, ব্রহ্মই অগ্নি, ব্রহ্মই আস্তর, ব্রহ্মই জন এবং ব্রহ্মই গুরু বলিয়া নিরূপিত । ইহাই আমার ব্রহ্মচর্য । ১৬০—১৬৯ । পণ্ডিতগণ সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য এইরূপই বলিয়া থাকেন । মাতঃ ! যিনি আমাকে বিদ্যা দান করিয়াছেন, সেই গুরুর বিবরণও শ্রবণ করুন । জগতে একজনই শাস্তা আছেন, দ্বিতীয় শাস্তা নাই ; তিনি হৃদয়ে থাকিয়া আত্মপুরুষকে অনুশাসন করেন । আমি তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া জল যেমন নিম্নদিকে গমন করে তজ্জপ নিয়মানুসারে আচরণ করিতেছি ।

তেনাভিযুক্তঃ প্রবণাদিবোধকঃ যথা নিযুক্তোহস্মি তথাচরামি ॥ ১৭১ ॥ একো গুরুর্নাস্তি তথা দ্বিতীয়ো হৃদি স্থিতস্তমহং নু ব্রবীমি । যং চাবমন্তেব গুরুঃ মুকুন্দং পরাভূতা দানবাঃ সর্ব এব ॥ ১৭২ ॥ একো বকুর্নাস্তি ততো দ্বিতীয়ো হৃদি স্থিতঃ তমহমনু-ব্রবীমি । তেনানুশিষ্টা বাক্তবা বন্ধুমন্তঃ সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত দিবি প্রভাস্তি ॥ ১৭৩ ॥ ব্রহ্মচর্যাং চ সংসেবাং গাহস্থ্যং শূনু যাদৃশম্ । পত্নী প্রকৃতিরূপা মে তচ্ছিত্তো নাস্মি কহিচিৎ ॥ ১৭৪ ॥ মচ্ছিত্তা সা সদা মাতর্ঘম সর্বার্থসাধনী । ভ্রাণং জিহ্বা চ চক্ষুশ্চ হৃক্ চ শ্রোত্রং চ পঞ্চমম্ ॥ ১৭৫ ॥ মনো বুদ্ধিশ্চ সপ্তেতে দৌপান্তে পাবকা মম । গন্ধো রসশ্চ রূপং চ শব্দঃ স্পর্শশ্চ পঞ্চমম্ ॥ ১৭৬ ॥ মন্তব্যমথ বোধ্যবাং সপ্তেতাঃ সামধো মম ॥ ১৭৭ ॥ ততঃ নারায়ণধ্যানাভ্যুত্তেক্ত নারা-য়ণঃ স্বয়ম্ । এবংবিধেন যজ্ঞেন যজ্যামাস্মি তমী-শ্বরম্ ॥ ১৭৮ ॥ অকাময়ানস্ম্য চ সর্বকামো ভবেদ্বিঘাণস্ম্য চ সর্বদোষঃ । ন মে স্বভাবেষু ভবন্তি লেপান্তোয়স্ম্য বিন্দোরিব পুঙ্করেষু ॥ ১৭৯ ॥ নিতাস্ম্য মে নৈব

একই গুরু আছেন, দ্বিতীয় গুরু নাই ; তিনি হৃদয়ে বাস করেন । আমি তাহার আদেশেই সকল কন্ডা করিয়া থাকি । দানবগণ সেই গুরুমুকুন্দকে অবজ্ঞা করিয়াই পরাভূত হইয়াছে । একমাত্র তিনিই বন্ধু, আর দ্বিতীয় বন্ধু নাই, আমি তাহার মতানু-সারেই চলিয়া থাকি । তাহার পরামর্শেই জনগণ বন্ধুমান হইয়া, এবং তাহার পরামর্শেই সপ্তর্ষিগণ বন্ধুমান হইয়া নভোমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছেন । পালনীয় ব্রহ্ম-চর্যের কথা তো এই কহিলাম, এক্ষণে গাহস্থ্য যে প্রকার, তাহা শুভ্রন প্রকৃতিই আমার পত্নী । আমি কদাচ তাহার মতানুসারে চল না, পরন্তু সে সদাই আমার মতানুসারিত্বী হইয়া সর্বার্থ সাধন করিয়া থাকে । আমার নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, হৃক্, কণ, মন ও বুদ্ধি, এই সাতটি অগ্নি সততই প্রদীপ্ত আছে গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ, মন্তব্য ও বোধ্যবাং, এই সাতটিই আমার সমিধ । ‘নারায়ণ’ শব্দোচ্চারণে হোম করা হয় এবং স্বয়ং নারায়ণই তাহা ভোক্তা করেন । আমি এবিধ যজ্ঞ দ্বারা সেই ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি । ১৭০—১৭৭ । আমি কামনা করি না বলিয়া সমুস্ত কামই আমার সিদ্ধ হইবে । আর সংসারে দ্বেষ করি বলিয়া সর্বদোষমধ্যে কোন দোষই আমার নাই । পদ্যপত্রে জলবিন্দুর স্থায় সাংসারিক কোন বিষয়ই জ্ঞানামার স্বভাবে সংলিপ্ত

ভবন্ত্যানিত্যা নিরীক্ষমাণস্ত বহুশ্চত্বাৰ্ণান্ । ন সজ্জতে
কৰ্ম্মসু ভোগজালং দিবীৰ স্বৰ্ঘ্যস্ত ময়ুখজালম্ ॥১৮০॥
এবংবিধেন পুত্রেণ মা মাতৃঃখিনি ভব । তৎপদং
ত্বাঞ্চ মেঘ্যামি ন যৎ ক্রতুশ্চৈতরপি ॥ ১৮১ ॥ ইতি
পুত্রবচঃ শ্রদ্ধা বিস্মিতা ইতরাভবৎ । চিন্তয়ামাস
যদ্যেবং বিদ্বান্ মম স্মৃতো দৃঢ়ম্ ॥ ১৮২ ॥ লোকেষু
ধ্যাতিমায়াতি ততো মে স্মাদ্যশঃ পরম্ । ইত্যাদি
চিন্তয়ন্ত্যাক্ষ রজন্তাঃ ভগবান্ হরিঃ । ১৮৩ ॥ প্রকৃষ্ট-
স্তস্ত তৈর্বা কৈবিস্মিতঃ প্রাহুরাস চ । মূর্ত্তেঃ স্বয়ং
বিনিক্রমা শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ১৮ ॥ জগদুদ্ভাসয়ন
ভাসা স্বৰ্ঘ্যকোটিসমপ্রভঃ । ততো নিম্পত্যা ধরণীঃ
হৃষ্টরোগাঙ্গগদাধরঃ ॥ ১৮৫ ॥ মুৰ্দ্ধি বক্সাজলিং ধীমা-
নৈতরেয়োহথ তুষ্টুবে ॥ ১৮৬ ॥ নমস্কৃত্যঃ ভগবতে
বাসুদেবায় ধীমহি । প্রহ্মায়ানিক্রদায় নমঃ সঙ্ক-
র্ষণায় চ ॥ ১৮৭ ॥ নমো বিজ্ঞানমাত্রায় পরমানন্দ-
মূর্ত্তয়ে । আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্তদ্বৈতদৃষ্টয়ে ॥

হইতে পারে না । আমি নিত্য, কোন অনিত্য
বিষয়ই আমাতে প্রবেশ করিতে পারে না । জগ-
দ্বিলোকনকারী স্বৰ্ঘ্যের রশ্মিসমূহ যেমন আকাশে
সঙ্কলিত হয় না, আমি বহু স্বভাব নিরীক্ষণ করি বটে,
কিন্তু আমার কৰ্ম্মেও ভোগজাল লিপ্ত হইতে পারে
না ॥ ১৭৮—১৮০ ॥ মা ! পুত্র এইরূপ বলিয়া আপনি
তুঃখ করিবেন না ; শত যজ্ঞানুষ্ঠানেও যাগ লাভ করা
যায় না, আমি আপনাকেও সেই পরমপদে লইয়া
ঘাইব । ইতরা, পুত্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া
বিস্মিত মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার পুত্র
যখন এমন বিদ্বান্, তখন লোকে এ যদি প্রখ্যাত হয়,
তবে আমার পরম যশ ঘটে । ইতরা রাত্রিকালে
এইরূপ নানা চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে ভগবান্
হরি, ঐতরেয়ের সেই সকল বাক্যে বিস্মিত হইয়া
হৃষ্ট-চিত্তে সেই বাসুদেব-মূর্ত্তি হইতে স্বয়ং শঙ্খ-চক্র-
গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে স্বৰ্ঘ্যকোটিসম দেহকান্তি
দ্বারা-স্বয়ং উদ্ভাসিত করিয়া প্রাহুর্ভূত হইলেন ।
তখন ধীমান্ ঐতরেয় মূনি রোমাঞ্চিতকলেবরে
অপ্রাপ্যবিতনেত্রে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক সেই
ঐহরিকে স্তব করিতে লাগিলেন ।—আমি ঐহাকে
ধ্যান করিয়া থাকি, আপনি সেই ভগবান্ বাসুদেব,
আপনাকে নমস্কার । আপনি প্রদ্যুম্ন ও অনিক্রদ,
আপনাকে নমস্কার । আপনি সঙ্কর্ষণ, আপনাকে
নমস্কার । আপনি বিজ্ঞানমাত্র ও পরমানন্দ-মূর্ত্তি,
আপনাকে নমস্কার । আপনি আত্মারাম, শান্ত ও

আত্মানন্দানুভূতৈব সম্যক্ত্যক্তোৰ্ম্ময়ে নমঃ । হুবী-
কেশায় মহতে নমস্তেহনন্তশক্তয়ে ॥ ১৮৯ ॥ বচ-
স্যপরতে প্রাপ্যো য একো মনসা সহ । অনাম-
রূপচিন্মাত্রঃ সৌহব্যাঃ সদসৎপরঃ ॥ ১৯০ ॥ যস্মি-
ন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপৈতি জায়তে । মুন্ময়েষিব
মজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১৯১ ॥ যং ন
স্পৃশতি ন বিহ্র্মনোবুকীন্দ্রিয়াসবঃ । অন্তর্বহিঃচ
বিততং বোমবৎ প্রণতোহস্মাহম্ ॥ ১৯২ ॥ দেহে-
ন্দ্রিয়প্রাণমনোধিবোহমী যদংশবদ্বাঃ প্রচরন্তি কৰ্ম্মসু ।
নৈবান্তদালোহমিব প্রতপ্তং স্থানেষু তদৃষ্টপদেন
এতে ॥ ১৯৩ ॥ চতুর্ভিঃ ত্রিভির্দ্বাভ্যামেকদা প্রণ-
মামি তম্ । পৃষ্ঠাপরাপরযুগে শাস্তারং পরমীশ্বরম্ ॥
১৯৪ ॥ হিহা গতীর্মোক্ষকামা যং ভজন্তি দশাঙ্ক-
কম্ । তং পরং সত্যমমলং ত্বাং বয়ং পথ্যাপামহে ॥
১৯৫ ॥ ও নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহানুভাবায়
বিভূতিপত্যে সকলসাহিত্যপরিচরনিকরকর-কমলোৎ-
পলকুড়মলোপলানিতচরণারবিন্দযুগল পরমমেষ্টিম-
মস্তে ॥ ১৯৬ ॥ তবাগ্নিরাশ্তং বসুধাভ্রিযুগ্মং নভঃ
শিরশ্চন্দ্রবী চ নেত্রে । সমস্তলোকা জঠরং ভূজাশ্চ

অদ্বৈতমূর্ত্তি, আপনাকে নমস্কার । নিরন্তর আত্মা-
নন্দানুভবহেতু আপনার অবিদ্যোপাশ্রিত-সমূহ সম্যক
পরিত্যক্ত, আপনাকে নমস্কার । আপনি মহান
হুবীকেশ ও অনন্তশক্তি, আপনাকে নমস্কার । বাক্য
ও মনের উপরম ঘটিলে ঐহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়,
যিনি নামরূপহীন একমাত্র চিৎস্বরূপ এবং সৎ ও অস-
তের পরবর্ত্তী, তিনি আমাকে রক্ষা করুন । মুন্ময়ে
মৃদিকাবনিচয়ের স্তায় ঐহাতে এবং ঐহা হইতে এই
জগৎ স্থিত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, সেই ব্রহ্মকে নম-
স্কার । মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ ঐহাকে স্পর্শ
করিতে বা জানিতে পারে না, অথচ যিনি অন্তরে-
বাহিরে গান ও বিরাজিত, তাঁহাকে আমি প্রণাম
করি । ঐহার অংশ-বিশেষে বদ্ধ হইয়া দেহ,
ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন কৰ্ম্মনিচয়ে বিচরণ করে ; লোহ
যেমন অগ্নিদ্বারা প্রতপ্ত হইলে অগ্নিরূপেই পরিণত
হয়, তদ্রূপ ঐহাতে নিবিষ্ট হইলে উক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি
আর পৃথকরূপে উপলব্ধ হয় না, পরন্তু তদাকারতা
প্রাপ্ত হয় ; সেই সত্য অমল পরম পুরুষকে আমি
উপাসনা করি । হে পরম পরমেষ্টি ! আপনি ভগ-
বান্ মহাপুরুষ মহানুভাব ও বিভূতিপতি ; সাক্ষত-
শ্রেষ্ঠগণের করকমল-মুকুলদ্বারা আপনার চরণার-
বিন্দযুগল উপসেবিত হয়, আপনাকে নমস্কার ।

দিশশতশ্রো ভগবন্নমস্তে ॥ ১৯৭ ॥ জন্মানি ভাবন্তি
ন সন্তি দেব নিস্পীড়্য সৰ্বানি চ সৰ্বকালম্ । ভূতানি
যাবন্তি ময়াত্র ভীমে পীতানি সংসারমহাসমুদ্রে ॥
১৯৮ ॥ সম্পচ্ছিন্নানাং হিমবন্মহেন্দ্রকৈলাসমেৰ্বাদিষু
নৈব তাদৃক্ । দেশাননেকাননুগৃহীতো মে প্রাপ্তান্তি
সম্পন্নহতী যথেষ ॥ ১৯৯ ॥ ন সন্তি তে দেব ভূবি
প্রদেশা ন যেষু জাতোহস্মি তথা বিনষ্টে । ভূত্বা
ময়া যেষু ন জন্তবশ্চ সন্তক্ষিতো বা ন চ ভূতসংজ্ঞাঃ ॥
২০০ ॥ শোকাভিভূতস্ত মমাশ্রু দেব যাবৎপ্রমাণং
পতিতং ভবেষু । তাবৎপ্রমাণং ন জলং পযোদা
মুঞ্চন্তি দিব্যৈরপি বর্ষলক্ষৈঃ ॥ ২০১ ॥ মন্ত্রে ধারত্ৰী-
পরমাণুসংখ্যামুপৈতি পিত্রোর্গণনা ন মহম্ ।
মিত্রাণ্যমিত্রাণানুজীব্যবন্ধুন্ সংখ্যাতুমীশোহস্মি ন
দেবদেব ॥ ২০২ ॥ জ্ব্যর্গিতং নাথ পুনঃপুনশ্চৈ
মনঃ সমাক্ষিপ্য সুহৃদ্বারিণঃ । কামো বশং ক্রোধ-
মুখৈঃ সহায়ৈঃ করোতি কিং তদ্ভগবন্ করোমি ॥
২০৩ ॥ সৌহৃৎ ভূশার্ত্তঃ করুণাকরস্বঃ সংসারগর্তে

ভগবন্! অগ্নি আপনার মুখ, বসুমতী পদযুগল,
গগনমণ্ডল মস্তক, চন্দ্র-সূর্য্য নয়ন, লোকসকল উদর
এবং দিক্চতুষ্টয় আপনার বাহু, আপনাকে নম-
স্কার। হে দেব! এই ঘোর সংসার মহাসাগরে
এমন যোনি নাই, আমি যাহাতে জন্মগ্রহণ না করি-
যাছি। বস্তুতঃ চিরকাল নিস্পীড়ন করিয়া যত প্রাণী
আছে, আমি তৎসমস্তই পান করিয়াছি,—তত্তদ-
যোনিভোগ্য সুখ-দুঃখ সর্বথা অনুভব করিয়াছি।
আমি নানা দেহ ধারণ করিয়া আপনার রূপায় যেরূপ
মহতী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, হে পরমেশ্বর! হিমা-
লয়, মহেন্দ্র, কৈলাস ও মেরু প্রভৃতি শৈলেও তাদৃশ
সম্পদ নাই। হে দেব! ভূতলে এমন প্রদেশ নাই,
যাহাতে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই বা বিনষ্ট হই
নাই; কিহা জন্তুগণকে ভক্ষণ করি নাই বা জন্তুগণ
কর্ত্তক ভক্ষিত হয় নাই। ১৮১—২০০। হে দেব।
আমি শোকাভিভূত হইয়া যে পরিমাণ অশ্রুবিন্দু
ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছি, জলধরগণ দিবা লক্ষ
বৎসরেও তৎপ্রমাণ জল বর্ষণ করিতে পারে না।
হে দেবদেব! বোধ হয়, ধরণীর পরমাণুচয়ের সংখ্যা
করা যায়, কিন্তু আমার অতীত পিতা-মাতা, শক্র-
মিত্র, বন্ধু-বান্ধব অনুজীবী প্রভৃতির সংখ্যা করা যায়
না। হে নাথ! আমি আপনাতে মনোনিবেশ
করিলেও আমার সুহৃদ্ব্যয় রিপু কাম, ক্রোধাদির
সাহায্যে বলপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ আত্মবশীভূত করিয়া

পতিতস্ত বিবেক। মহাত্মনাং সংশ্রয়মভ্যুপৈতো
নৈবাবসীদত্যপি দুর্গতোহপি ॥ ২০৪ ॥ পরায়ণং
রোগবতো হি বৈদ্যো মহাক্ষিমগ্নস্ত চ নোন্নরস্ত ।
বালস্ত মাতাপিতরৌ সুঘোরসংসারখিন্নস্ত হরে
হমেব ॥ ২০৫ ॥ প্রসীদ সর্বেশ্বর সর্বভূত সর্বস্ত
হেতো পরমার্থসার। মামুদ্ধরাস্মাদুর্দ্ধঃখসজ্জাৎ
সংসারগর্ত্তাৎ স্বপরিগ্রহেণ ॥ ২০৬ ॥ ক্ষুদ্রট্রিধাতু-
ভিরিমং মুহুরদ্যমানং শীতোষ্ণবাতসলিলৈরিতরে-
তরাচ্চ । কামাগ্নিনাচ্যুত ক্রমা চ সুহৃদ্বরেণ সম্প-
শ্রুতো মম উরুক্রম সীদতো হি ॥ ২০৭ ॥ ভবন্ত
ভদ্রানি সমস্তদোষাঃ প্রযান্ত নাশং জগতোহখিলস্ত ।
ময়াদা ভক্ত্যা পরমেশ্বরে প্রভো ক্ষতে জগদ্ধাতরি
বাসুদেবে ॥ ২০৮ ॥ যে ভূতজে যে দিবি চান্তুরিক্ষে
রসাতলে প্রাণিগণাশ্চ কোচৎ । ভবন্ত তে সিদ্ধি-
যুজো ময়াদ্য ক্ষতে জগদ্ধাতরি বাসুদেবে ॥ ১০৯ ॥
অজ্ঞানিনো জ্ঞানবিদো ভবন্ত প্রশান্তিভাজঃ সততো-
গ্রচিভাঃ । ময়া চ বিশ্বস্তরণে হনন্তে ক্ষতে জগদ্ধাতরি
বাসুদেবে ॥ ২১০ ॥ শ্রুন্তি যে মে ক্ষবতস্তথাশ্চে পশুন্তি

লয়। সুতরাং আমি কি করিব? হে বিবেক!
আমি সংসারগর্ত্তে পতিত হইয়া নিতান্ত কষ্ট পাই-
তেছি। আপনি আমার প্রতি করুণা বিতরণ
করুন। মহাত্মাদিগের আশ্রয়ে নিতান্ত দীনজনও
অবসাদগ্রস্ত হয় না। বৈদ্যই রোগীর পরিজ্ঞাণো-
পায়। আর নোকাই মহাসাগরমগজনের অব-
লদন। মাতা-পিতাই বালকের আশ্রয়। আর হে
হরি! সংসার-ক্রিষ্টজনের আপনিই পরিত্রাতা। হে
সর্বেশ্বর সর্বভূত সর্বহেতু পরমার্থসার হরে! এই
অতি ক্লেশপ্রদ ঘোর সংসারগর্ত্ত হইতে আমাকে
অবলদনদানে পরিত্রাণ করুন। হে অচ্যুত! ধাতু-
ত্রয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, আতপ, জল, বায়ু, অপরাপর
দ্বন্দ্বজ দুঃখ, কামাগ্নি, দুঃখ ক্রোধ,—ইত্যাদি দ্বারা
নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া
পড়িয়াছি, হে অমিতবিক্রম! আপনি আমাকে এ
ক্লেশরাশি হইতে পরিষ্কার করুন। আমি যে অদ্য
জগৎপাতা প্রভৃ পরমেশ্বর বাসুদেবকে স্তুত
করিলাম, ইহার ফলে সমগ্র জগতের দোষনিচয়
অপগত হউক, সমস্ত জগৎ আমার পক্ষে
মঙ্গলময় হউক। অদ্য আমি জগদ্ধাতা বাসু-
দেবকে যে স্তুত করিলাম, তাহার ফলে ভূতলে
রসাতলে নভস্তলে বা স্বর্গে যে সকল প্রাণী
আছে, সকলেই অভিমুখ সিদ্ধি লাভ করুক।

যে মামিদমীরয়ন্তম্ । দেবানুরাদ্যা মনুজান্তিরশ্চে
ভবন্ত তেহপ্যচ্যুতযোগভাজঃ ॥ ২১১ ॥ যে চাপি
মুঢ়া বিকলেন্দ্রিয়হাং শৃংখলিতমো নৈব বিলোকয়ন্তি ।
পঞ্চাদয়ঃ কীটপিপীলিকাদ্যা ভবন্ত তেহপ্যচ্যুতযোগ-
ভাজঃ ॥ ২১২ ॥ নশ্বন্ত দুঃখানি জগতাপেতু লোভা-
দিকো দোষগণঃ প্রজাভ্যাঃ । যথান্নি ভ্রাতরি
চাশ্রজে বা তথা নরশাস্ত্র জনেহপি ভাবঃ ॥ ২১৩ ॥
সংসারবৈদ্যোহগিলদোষহানিবিচক্ষণে নির্বৃত্তিহেতু-
ভূতে । সংসারবন্ধাঃ শিথিলীভবন্ত হৃদি স্থিতে
সর্বজনশ্র বিকো ॥ ২১৪ ॥ পাপং প্রণাশং মম চ
প্রয়াতু যন্মানসং যচ্চ কেরোমি বাচা । শারীরমপ্যা-
চরিতঞ্চ যন্মে স্মৃতে জগদ্ধাতরি বাসুদেবে ॥ ২১৫ ॥
যথা হি বা বাসুদেবেতি প্রোক্তে সঙ্কীর্ণেনে বিষ্ণু-
ভক্তশ্র বাপি । স্মৃতে হরৌ বাপি প্রব্রাত পাপং
সত্যেন মে নশ্বতাং তেন পাপম্ ॥ ২১৬ ॥
মুঢ়োহয়মল্লমতিরল্লবিচেষ্টিতোহয়ঃ ক্রিষ্টঃ মনোহপি

আমি যে জগৎপাতা বিশ্বস্তর বাসুদেবের স্তুতি
করিলাম; তাহার ফলে অজ্ঞানীরা জ্ঞানী হউক,
এবং সতত উগ্রস্বভাব প্রাণীরা প্রশান্তচিত্ত হউক ।
দেবতা অসুর মনুষ্য ও ত্রিবিধজাতি যাহারাই
আমার এই স্তব শুনিতেছে কিম্বা যাহারা আমাকে
এই ভাবে স্তব করিতে দেখিতেছে, তাহারাও
অচ্যুতে ভক্তিমান হউক ॥ ২০১—২১১ ॥ যাহারা
মুঢ়তা বা ইন্দ্রিয়বৈকল্যানিবন্ধন দেখিতে বা
শুনিতে পায় না, তাহারা এবং পশু পক্ষী কীট
পিপীলিকাদি প্রাণী সকলও অচ্যুতের প্রতি ভক্তি-
মান হউক । জগতে প্রজাগণের দুঃখ সকল বিনষ্ট
হউক এবং লোভাদি দোষসমূহও অপগত হইয়া
যাউক । নরগণের আশ্রিতে ভ্রাতৃত্বে ও পুত্র-
স্বাদৃশ ভাব, সাধারণ প্রজাবর্গেও হৃদয় ভাব
হউক । সর্বদোষনাশবিচক্ষণ শাস্ত্রহেতু সংসার-বৈদ্য
শ্রীহরি, নরজনের হৃদয়ে বিরাজমান হউন এবং
তজ্জন্ত সংসারবন্ধননিচয় শিথিল হইয়া যাউক ।
আমাদের শারীর মানস বাচিক কস্মিন্ সমস্ত পাপ সেই
জগৎপাতা শ্রীহরির স্মরণে বিনষ্ট হউক । "বাসু-
দেব" এই নামোচ্চারণে, বিষ্ণুভক্তের সঙ্কীর্ণনে ও
শ্রীহরিস্মরণে সমস্ত পাপ নাশ পায়; এই যে সত্য
শাস্ত্রবাক্য আছে, সেই সত্য শাস্ত্রবচনের মহিমায়
আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হউক । হে অখিলেশ্বর
দেব ! চতুরানন ও আপনাকে স্তব করিতে সম্যক

বিষয়ে শ্রদ্ধা ন প্রসঙ্গি । ইখং কৃপাং কুরু ময়ি
প্রণতেহখিলেশ স্বাং স্তোতুমধ্বজতবোহপি হি দেব
নেশঃ ॥ ২১৭ ॥ স স্বং প্রসীদ ভগবন কুরু ময়ানাথে
বিক্ষেপে কৃপাং পরমকারুণিকঃ কিল স্বম্ । সংসার-
সাগরনিমগ্নমনস্ত দীনমুকুর্ভুমহিসি হরে পুরুষোত্তমো-
হসি ॥ ১১৮ ॥ ইখং স্তুতঃ স ভগবানৈতরেয়েণ
ভারত । বাসুদেবো বিশালাক্সা সানন্দমিদমাহ তম্ ॥
২১৯ ॥ বৎসৈতরেয়ঃ তুষ্টোহস্মি ভক্ত্যানেন স্তবেন
তে । বরং বৃণস্ব মতস্বং ত্বলভং যদতীপ্সিতম্ ॥ ২২০ ॥
ঐতরেয় উবাচ । এন এব বরো নাথ মম নিত্য-
মতীপ্সিতঃ । মজ্জতো ঘোরসংসারে কর্ণধারো হরে
ভব ॥ ২২১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । মুক্ত এবাসি
সংসারাদ্যশ্র তে ভক্তিরীদৃশী । গ্রহৈর্মহাগ্রহৈর্বন্ধো
নৈব তে দ্বিত্রয়োদশী ॥ ২২২ ॥ যচ্চ স্তোত্রেণ সততং
গুপ্তক্ষেত্রসমীহিতম্ । স্তোষ্যতে বাসুদেবং মাং স

সমর্গ নহেন । অতএব আপনি "ইহার আচরণ
অতীব হীন, ইহার মনও বিষয়নিচয়েই আসক্ত,
প্রসঙ্গক্রমেও আমাতে নিবিষ্ট হয় না; পরন্তু এ
নিতান্ত নিরোধ মুঢ় ।" ইহা ভাবিয়া এই প্রণত
জনের প্রতি করুণা বিতরণ করুন । হে ভগবন !
প্রসন্ন হউন । হে বিক্ষেপ । আপনি পরম দয়ালু
বলিয়া প্রসিক, সুতরাং আমি অনাথ, আমার প্রতি
কৃপা করুন । হে হরে ! আপান পুরুষোত্তম,
অতএব হে অনন্ত । এই সংসার-সাগরনিমগ্ন দীন
জনকে উদ্ধার করুন । হে ভারত ! ঐতরেয়
কড়ক এইরূপে স্তুত হইয়া বিশালাক্সা বাসুদেব
সানন্দে তাহাকে কহিলেন,—বৎস ঐতরেয় !
আমি তোমার ভক্তিতে স্ফীত হইয়াছি,
অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা ত্বলভ বর গ্রহণ
কর ॥ ২১২—২২০ ॥ ঐতরেয় কহিলেন,—হে নাথ !
আমি এই ঘোর সংসারে মজ্জিত হইতেছি, আপনি
আমার কর্ণধার হউন । হে হরে ! এই বরই
আমার নিযত বাঞ্ছিত । শ্রীভগবান্ কহিলেন,—
তোমার যখন এমন ভক্তি, তখন তো তুমি সংসার
হইতে মুক্ত হইয়াই রাখিয়াছ । ত্রয়োদশ গ্রহ ও
ত্রয়োদশ মহাগ্রহ * দ্বারা তোমার বন্ধন ঘটিবে না ।

* মন, বুদ্ধি, ভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়
এই সকলের সমষ্টি গ্রহপদবাচ্য । আর বোদ্ধব্য,
মন্তব্য, অহঙ্কার এবং শব্দাদি ও বচনাদি বিষয়—
এই সমষ্টি ত্রয়োদশটি মহাগ্রহ ।

পাপক্ষয়মাপ্যতি ॥ ২২৩ ॥ যস্মাদেতেন স্তোত্রেণ
পাপং নাশমবাপ্যতি । অঘনাশনমিত্যেব তস্মাৎ
খ্যাতিমবাপ্যতি ॥ ২২৪ ॥ একাদশ্যমুপোষ্যেব
মমাগ্রে যঃ পঠিষ্যতি । স্তবমেনং স পুত্ৰায়া মম
লোকমবাপ্যতি ॥ ২২৫ ॥ সৰ্বেষামেব ক্ষেত্রাণাং
গুপ্তক্ষেত্রং প্রিয়ং যথা । তথা সৰ্বস্তবানাক্ত স্তবোহয়ং
সুপ্রিয়ো মম ॥ ২২৬ ॥ যানি চোদ্ভিশ্চ ভূতানি
জপ্যতেহসৌ মহাত্মভিঃ । তানি শাস্তিঃ ভগং প্রজ্ঞাঃ
প্রাপ্যন্তি রূপয়া মম ॥ ২২৭ ॥ স্বকং বৎস শ্রোত-
ধৰ্ম্মান্ সমাগাচর শ্রদ্ধয়া । ন তৈর্বন্ধং ময়ি চতুস্তরাপু-
শ্চশ্চনভিসন্ধিতৈঃ ॥ ২২৮ ॥ যজ যজ্ঞেরবাঈপাব
দারানন্দয় মাতরম্ । ময়ি ধ্যানেন তীরেণ মাম-
বাপ্যন্তসংশয়ম্ ॥ ২২৯ ॥ বুদ্ধিৰ্ননোহথ ভূতানি
বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়াণি চ । ত্রয়োদশগ্রন্থৈর্ঘ্যে স্ম্যন্বযোদশ
মহাগ্রহাঃ ॥ ২৩০ ॥ বোধব্যামথ মন্তব্যমহস্তা শব্দ
এব চ । স্পর্শো রসো রূপগন্ধো বচনাদানমেব চ ॥
২৩১ ॥ বিহৃত্যৎসর্গ আনন্দস্বয়োদশ মহাগ্রহাঃ ।

এই গুপ্ত ক্ষেত্রে যে মানব নিয়ত স্বংকৃত এই স্ততি
দ্বারা মদীয় বাসুদেবমূর্তির স্তব করিবে, তাহার
সমস্ত পাপ ক্ষয় পাইবে। এই স্তব দ্বারা পাপ
নাশ পাইবে বলিয়া অঘনাশন নামে ইহার খ্যাতি
হইবে। যে ব্যক্তি একাদশীতে উপবাস করিয়া
আমার অগ্রে এই স্তব পাঠ করিবে, সে নিম্পাপ
হইয়া আমার লোকে গমন করিবে, এই গুপ্তক্ষেত্র
যেমন আমার অপর ক্ষেত্রসমূহ হইতে প্রিয়,
তেমনি এই স্তব আমার অপরাপর সমস্ত স্তব
হইতে প্রিয়। মহাত্মা মানব, যে যে ব্যক্তির উদ্দেশে
এই স্তব পাঠ করিবে; সেই সেই প্রাণীই আমার
রূপায় শাস্তি ঐশ্বর্য ও বুদ্ধি লাভ করিবে। বৎস!
তুমিও শ্রদ্ধাসহকারে বৈদিক ধর্মাচরণ কর, তুমি
কোন ফল কামনা করিও না, কর্মফল আমাতে স্তম্ভ
করিও; তাহা হইলে সেই সকল কর্মে তোমার
সংসারবন্ধন ঘটিবে না। যজ্ঞোপকরণ পাইলেই
যজ্ঞ করিও, মাতাকে ও পত্নীগণকে আনন্দিত
করিও। আমাতে তীর ধ্যান করিও। তাহার
ফলে শেষে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।
বুদ্ধি, মন, ভূতপঞ্চক, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মে-
ন্দ্রিয়, এই ত্রয়োদশটি গ্রহ; এবং এই গ্রহগণ হইতে
অপর ত্রয়োদশটি মহাগ্রহ জন্মে। ২২১—২৩০।
বোধব্য, মন্তব্য, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,
গন্ধ, বচন, আদান, বিহার, উৎসর্গ, আনন্দ,—এই

এতান্নহাগ্রহান পুত্র শুদ্ধাঙ্কুর্দ্বৈঃ স্বকৈগ্রন্থৈঃ ॥ ২৩২ ॥
গৃহাণ ধ্যানযোগেন মমৈবঃ মোক্ষমাপ্যসি । এবং স্বঃ
কর্ম্যভিবার নৈকর্মাং সমবাপ্যসি ॥ ২৩৩ ॥ শুদ্ধং
রসেন সংবিদ্ধং দক্ষে। হেম যথানুতে। বর্ণাশ্রমা-
চারবতা ময়ি সন্ন্যস্তকর্ম্মণা ॥ ২৩৪ ॥ মদনুধ্যানযুক্তেন
মোক্ষো নাস্তীহ দুর্লভঃ । তস্মাদেবং বর্তমানো
নন্দ ব্রতপরায়ণঃ ॥ ২৩৫ ॥ উদ্ধৃতা সপ্তপুরুষাঙ্কং
ময়ি গমিষ্যসি । সাম্প্রতং প্রতিভাস্তিস্তি বেদশাপঠিতা
অপি ॥ ২৩৬ ॥ ততস্ত্বং কোটিতীর্থে চ যজ্ঞে বৈ
হরিমেধসঃ । যাহি তত্র ভবিষ্যন্তে সর্বং মাতুর-
ভীষিতম্ ॥ ২৩৭ ॥ ইত্যুক্তা ভগবান্ বিষ্ণুর্ভূর্তিমধ্যে
বিবেশ হ । বিলোক্যমানোহনিমিষং মাত্রা চৈব
সুতেন চ ॥ ২৩৮ ॥ ততো মূর্তিং নমস্কৃতা বাসুদেবস্ত
বিস্মিতঃ । ঐতবেযঃ স্বজননী মৃদিতো বাক্যম-
ব্রবীৎ ॥ ২৩৯ ॥ পুরাঃশ্রমভবং শৃদ্রো ভীতঃ সংসার-
দোষতঃ । পরিনিষ্ঠাগতং ধর্ম্মং ব্রাহ্মণং শরণং

ত্রয়োদশটি মহাগ্রহ। পুত্র! তুমি স্বীয় শুদ্ধ গ্রহ
সকল দ্বারা এই ত্রয়োদশটি মহাগ্রহ শোধন করিয়া
ধ্যানযোগে আমাকে আশ্রয় কর; তাহা হইলে
মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। হে বীর! দক্ষ
বাক্তি যেমন রসসম্মিশ্র শুদ্ধ স্বর্ণ তক্ষণ করিতে
পারে, তদ্রূপ তুমিও এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই
নৈকর্মাণ্যবস্থা লাভ করিবে। আমার ধ্যান সহ-
কারে বর্ণাশ্রমাচার পালন করিয়া আমাতে কর্ম্ম
সকল স্তম্ভ করিলে মোক্ষ দুর্লভ থাকে না।
অতএব হে পুত্র! তুমি এই ভাবে ব্রত পালন-
পূর্বক এই রূপ আচরণ করিলে পূর্বতন সপ্ত-
পুরুষকে পরিভ্রাণ করিয়া অস্ত্রে আমাতে লীন
হইবে। তুমি বেদ পাঠ না করিয়া থাকিলেও
সম্প্রতি তোমার বেদস্মরণ হইবে; তার পর তুমি
কোটি তীর্থে হরিমেধা যে যজ্ঞ করিতেছেন, তথায়
যাও। সেখানে তোমার মাতার অভীষ্ট সমস্ত
সুসিদ্ধ হইবে। এতক্ষণ ইতরা ও ঐতরেয়—
দুই জনেই অনিমিষ নয়নে ভগবান্কে অবলোকন
করিতেছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু এই সকল কথা
বলিয়া সহসা সেই বাসুদেবমূর্তি মধ্যে প্রবেশ
করিলেন। ২৩১—২৩৮। তখন ঐতরেয়, বিস্মিত-
ভাবে বাসুদেবমূর্তিকে নমস্কার করিয়া সানন্দমনে
মাতাকে কহিলেন,—মাতঃ! আমি পূর্বে শূদ্রবংশে
জন্মিয়াছিলাম এবং সংসারক্লেশে ভীত হইয়া কোনও
এক নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হই।

গতঃ ॥ ২৪০ ॥ স কৃপালুৰ্ভম্ প্রাহ মমঃ বৈ দ্বাদ-
শাক্ষরম্ । স দেমঃ জপ চেতুষ্কৃত্য তমহং জপ্তবান্
সদা ॥ ২৪১ ॥ তেন জাপ্যপ্রভাবেণ মমোৎপত্তিস্ত-
বোদয়াৎ । জাতস্মৃতিবিস্কৃতক্রিঃ স্থিতিরত্র চ
সৰ্বদা ॥ ২৪২ ॥ ইদানীঞ্চ প্রয়ামোষ যজ্ঞং তং
হরিমেধসঃ । যজ্ঞপং বিষ্ণুপ্ৰীত্যর্থং প্রণম্য হাং
প্রসাদয়ে ॥ ২৪৩ ॥ ততো মহীনগরকাথো কোটি-
তীর্থতলস্থিতম্ । যজন্তং সংবৃতং বিপ্রৈঃ কোটিশস্ত-
মুপাগমৎ ॥ ২৪৪ ॥ গেহায় মাতরং প্রোচ্য স যজ্ঞে
প্রোক্তবান্ দ্বিজঃ । নমস্তস্মৈ ভগবতে বিষ্ণবেহকুণ্ঠ-
মেধসে ॥ ২৪৫ ॥ যন্মায়ামোহিতাধিযো ভ্রমামঃ কৰ্ম্ম-
সাগরে । ইতি শ্লোকং মহার্থং তে হরিমেধমুখা
দ্বিজাঃ ॥ ২৪৬ ॥ আকর্ণ্যাসনপূজাদিত্য পূজয়ামাসুরঙ্গ
তম্ । ততো বেদার্থনৈপুণ্যোন্তেন তে হোষিতা
দ্বিজাঃ ॥ ২৪৭ ॥ প্রদহৃদক্ষিণাং সৰ্বাং হরিমেধাঃ
সুতামপি । দ্রব্যং কণ্ঠাঞ্চ সংগৃহ্য স্বগৃহং সমুপা-

তিনি কৃপা করিয়া আমাকে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র
উপদেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, এই
মন্ত্র সৰ্বদা জপ করিও । আমিও তখন হইতে
সৰ্বদা সেই মন্ত্র জপিতে লাগিলাম । সেই
জপের ফলে আমি আপনার গর্ভে জাতিস্মর ও
বিস্কৃতকৃত হইয়া জন্মিয়াছি এবং এই বাসুদেব-
ক্ষেত্রেই আমার সৰ্বদা অবস্থান ঘটিয়াছে ।
একণে আমি সেই বিষ্ণুর প্ৰীতিসাধনার্থ
হরিমেধায় যজ্ঞে যাই । তদর্থে প্রণতিসহকারে
আপনার আদেশ লইতেছি । ঐতরেয় এই
বলিয়া মাতাকে গৃহে যাইতে কহিয়া কোটিতীর্থ-
তলস্থ মহীনগরে হরিমেধার যজ্ঞক্ষেত্রে গমন
করিলেন । দেখিলেন—কোটি কোটি ব্রাহ্মণে পরি-
বেষ্টিত হইয়া মহাত্মা হরিমেধা যজ্ঞ করিতেছেন ।
ঐতরেয় তখন কহিলেন,—ঋহাষ মায়ায় মোহিত
হইয়া আমরা কৰ্ম্মসাগরে পরিভ্রমণ করিতেছি,
সেই অকুণ্ঠবুদ্ধি ভগবান বিষ্ণুকে নমস্কার ।
হে অৰ্জুন ! হরিমেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ঐত-
রেয়ের এই মহার্থসম্পন্ন শ্লোক শ্রবণ করিয়া
আসনাদিদানে তাঁহাকে যথোচিত অর্চনা করি-
লেন । ঐতরেয় সেখানে বেদার্থ ব্যাখ্যান
দ্বারা তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণকে সন্তোষিত করিলেন ।
তাঁহারা তখন ঐতরেয়কে বিবিধ দক্ষিণা দান
করিলেন । আর হরিমেধা তাঁহাকে স্বীয় কণ্ঠাও
সম্প্রদান করিলেন । ঐতরেয় সেই সমস্ত দ্রব্য

গমৎ ॥ ২৪৭ ॥ বন্দয়িত্বা স্বজননীং পুত্রাশুৎপাদ্য
চামলান্ । ইষ্টা যজ্ঞৈরৈতরেয়ো দ্বাদশীব্রততৎপরঃ ॥
২৪৮ ॥ বাসুদেবানুধ্যানেন মোক্ষং পশ্চাদ্-
পাগতঃ । এবংবিধো বাসুদেবঃ স্বয়মজাস্তি ভারত ॥
যোহর্চয়েৎ পূজয়েৎ স্তোতি সৰ্বং তস্মাক্ষয়ং বিতুঃ ।
শিবধর্ম্মেষু যৎ প্রোক্তং ফলং পূর্বং মযা তব ॥ ২৫১ ॥
তাদৃশং লভতে মর্ত্যো বাসুদেবপ্রসাদতঃ ॥ ২৫২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ঐতরেয়ব্রাহ্মণচরিত্রবর্ণনং নাম
দ্বিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ উবাচ । ততোহহং পার্থ ভূয়োহপি
জনানুগ্রহকামায়া । প্রত্যক্ষদেবং মার্ত্তণ্ডমজ্ঞানেতু-
মিবেষ হ ॥ ১ ॥ সর্বেষাং প্রাণিনাং যন্মাতৃদুপো
ভগবান্ রবিঃ । ইহামত্র চ কোন্তেয় বিশোক্যারী

ও কণ্ঠা লইয়া নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া
জননীকে চরণ-বন্দনা করিলেন । পরে কাল-
ক্রমে অমল পুত্র সকল উৎপাদন করিলেন
এবং নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন । সেই
দ্বাদশীব্রতপরায়ণ ঐতরেয় যুনি, বাসুদেবকে
ধ্যান করিয়া তাহার ফলে শেষে মুক্তি লাভ
করিয়াছিলেন । হে ভারত ! স্বয়ং বাসুদেব এখানে
এইরূপ প্রভাবশালী বাসুদেবমূর্তিতে বিরাজ-
মান রহিয়াছেন । তাঁহার অর্চন পূজন স্তবন
যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্ত অক্ষয় ফল-
দায়ক হয় । সুধীগণ ইহা অবগত আছেন ।
হে অৰ্জুন ! আমি ইতিপূর্বে তোমাকে যে শিব-
ধর্ম্মের ফল বলিয়াছি, মানব বাসুদেবের প্রসাদেও
তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকে । ২৩৯—২৫২ ।

দ্বিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪২ ।

ত্রিচছারিংশ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারদ কহিলেন,—হে পার্থ ! অতঃপর
আমি জনগণের উপকার সাধনমানসে পুনরায়
এখানে প্রত্যক্ষ দেবতা মার্ত্তণ্ডকে আনয়নের
অভিলাষ করিলাম । হে কুন্তী-নন্দন । ভগবান
আদিত্য সমস্ত প্রাণীরই ইহ-পরকালে উদুপ
(ভেলা) তুল্য । এইজন্য রবিকে বিশোক্যারী বলা

রবির্জিতঃ ॥ ২ ॥ যে স্বরসি রবিং তজ্জ্যা কীর্তয়তি
চ যে নরাঃ । পূজয়তি চ যে নিত্যং কৃতার্থান্তে ন
সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ সূর্য্যভক্তিপরা যে চ নিত্যং তদগত-
মানসাঃ ॥ যে স্বরসি সদা সূর্য্যং ন তে দুঃখশ্চ
ভাগিনঃ ॥ ৪ ॥ ভবনানি মনোজ্ঞানি বিবিধাভরণাঃ
স্থিরাঃ । ধনং চাদৃষ্টপৰ্য্যন্তং সূর্য্যপূজাবিধেঃ ফলম্ ॥ ৫ ॥
দুর্লভা ভক্তিঃ সূর্য্যো বা দুর্লভং তস্মা চার্চনম্ ।
দানঞ্চ দুর্লভং তস্মৈ ততো হোমশ্চ দুর্লভঃ ॥ ৬ ॥
নমস্কারাদিসংযুক্তঃ রবিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ । জিহ্বাগ্রে
বর্ততে যস্মৈ সকলং তস্মা জীবিতম্ ॥ ৭ ॥ ইত্যাহঃ
হৃদি সক্ষিস্তা মাহাত্ম্যং রবিজং মহৎ । পূর্ণং
বর্ষশতং পার্থ রবিং তজ্জ্যা হতোষয়ম্ ॥ ৮ ॥ জপেন
সুবিমলেন চন্দ্রসাং বায়ুভোজনঃ । ততঃ পাদ্বিতীয়াং
মূর্ত্তিং কৃৎবা যোগবলাদ্বিভূঃ ॥ ৯ ॥ তেজসা তদৃশো
ভাস্বান্ প্রত্যক্ষঃ সমজায়ত ॥ ১০ ॥ তমহং প্রাজ্জলি-
ভূত্বা নমস্কৃত্য রবিং প্রভুম্ । সামভির্বিবিধৈর্দেবঃ
পর্য্যতোষয়মীশ্বরম্ ॥ ১১ ॥ তুষ্টো মামাহ বরদো
দেবর্ষে সূচিরং ত্বয়া । তপসারাধিতোহস্মীতি বরং

যায় । যে সকল মানব ভক্তিসহকারে রবিকে
স্মরণ করে, কিংবা তাঁহার পূজা করে অথবা
তদীয় নাম কীর্তন করে, তাহার নিশ্চয়ই কৃতার্থ
হয় । যাহারা সূর্য্য-ভক্তিপরায়েন হইয়া নিয়ত তদ-
গত চিন্তে সর্বদা সূর্য্যকে স্মরণ করে, তাহার
কদাচ দুঃখভোগ করে না । সূর্য্য-পূজার
ফলে মনোরম ভবন, বিবিধ আভরণ, উত্তমা
স্ত্রী ও অগণিত ধন লাভ হয় । সূর্য্যে ভক্তিই
দুর্লভ, তদপেক্ষা তাঁহার অর্চন দুর্লভ
ততপেক্ষা তদুদ্দেশে দান দুর্লভ এবং
সর্বাপেক্ষা তদুদ্দেশে হোমানুষ্ঠান দুর্লভ । নম-
স্কারাদি সংযুক্ত “রবি” এই অক্ষরদ্বয় যাহার
জিহ্বাগ্রে থাকে, তাহার জীবন সকল । হে
পার্থ ! আমি মনে মনে রবির এবিধ মহৎ
মাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া সম্পূর্ণ শত বৎসর কাল
ভক্তিসহকারে বায়ুমাত্র আহারে সুবিমল মন্ত্র
জপ দ্বারা তাঁহার তুষ্টি সাধন করিলাম । তাহাতে
তখন বিভূ রবি যোগবলে অপর একটি দ্বিতীয়
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার প্রত্যক্ষগোচর
হইলেন । তাঁহার সে মূর্ত্তি দেখিলে চক্ষু বল-
সিয়া যায় । ১—১০ । আমি তখন কৃতাজলি
করে সেই ঈশ্বর বিভূ রবিকে বিবিধ মধুর বাক্যে
সম্বোধিত করিলাম । সেই বরদাতা রবি সন্তুষ্ট

হুং যথেষ্পিতম্ ॥ ১২ ॥ ইত্যাকোহহং লোকনাথ
প্রাজলিঃ প্রাজবং বচঃ । যদি তুষ্টো ভবান্ মহাং যদি
দেয়ো বরো মম ॥ ১৩ ॥ ততস্তে কামরূপে যা কলা
নাথ প্রবর্ততে । রাজবর্দ্ধনরাজা যারাধিতা চ জনৈঃ
পুরা ॥ ১৪ ॥ তয়া চ কলয়া ভানো সদাজ স্বাক্ষ-
মহসি । ততস্তথেষ্টি দেবেন প্রোক্তে তুষ্টেন ভারত ॥
১৫ ॥ অস্বাপয়মহং সূর্য্যং ভট্টাদিত্যাভিধানকম্ ।
ভট্টেন স্থাপিতং যস্মায়স্মা তস্মাদ্রবির্জগৌ ॥ ১৬ ॥
ততঃ সম্পূজা তং পুটেশ্চ কৃতাবেশমহং রবিম্ ।
ভক্তাদেকাপুতাকোহহং স্ততিমেতামথাচরম্ ॥ ১৭ ॥
সর্ববেদরহস্যশ্চ নামভিঃ শতাষ্টতিঃ । সপ্তসপ্তির-
চিন্ত্যাত্মা মহাকাকনিকোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥ সঞ্জীবনো
জয়ো জীবো জীবনাথো জগৎপতিঃ । কালান্ধরঃ
কালকর্তা মহাযোগী মহামতিঃ ॥ ১৯ ॥
দেবঃ কমলানন্দনন্দনঃ । সহস্রপাচ্চ বরদো দিব্য-

হইয়া আমাকে কহিলেন,—হে দেবর্ষে ! আপনি
আমাকে সুদীর্ঘ তপস্শ্রাব্য আরাধিত করিয়াছেন,
অতএব যথেষ্ট বর গ্রহণ করুন । এই কথা
শুনিয়া আমি সেই লোকনাথকে কৃতাজলিপুটে
কহিলাম,—আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া
থাকেন এবং আমাকে যদি বর দিতে হয়, তবে
হে নাথ ! কামরূপে আপনার যে একটি কলা
আছে, পূর্বে রাজবর্দ্ধন রাজা তদীয় প্রজাবর্গের
সহিত যে কলার আরাধনা করিয়াছিলেন, হে
ভানো ! আপনি সেই কলা দ্বারা এখানে নিয়ত
অধিষ্ঠান করুন । হে ভারত ! সূর্য্যদেব “তথাক্ষ”
বলিয়া আমার প্রার্থনাব সম্মতি প্রাপন করিলে
পর আমি তাঁহাকে ভট্টাদিত্য নামে প্রতিষ্ঠা
করিলাম । আমি ভট্ট ; আমি তাঁহাকে স্থাপন
করিয়াছি বলিয়া সেই দেবের নাম রাখা হয়
ভট্টাদিত্য । রবি স্বয়ংই এই নাম নির্দেশ করিয়া-
ছিলেন । ভগবান্ রবি আমার প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিতে
আবিষ্ট হইলে পর আমি তাঁহাকে ভক্তিরসাপূর্ণ
মানসে যথাবিধি পূজা করিয়া এইরূপ স্তব
করিয়াছিলাম । যথা,—যাহার অষ্টোত্তর শত নাম
সর্ববেদের রহস্যভূত, যিনি সপ্তাখ্যোজিত রহস্য
বিচরণ করেন, যাহার আশ্রিত সাধারণের অচিন্ত্য,
যিনি মহাকাকনিক, সঞ্জীবন, জয়, জীব, জীব-
নাথ, জগৎপতি, কালান্ধর, কালকর্তা, মহাযোগী,
মহামতি ও কৃতাস্তকারী, যে দেব কমলকুলের
বিকাশ করিয়া স্বয়ংও আনন্দিত হন, যিনি

কুণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ২০ ॥ ধর্ম্যপ্রিয়োচিতাঙ্গা চ সবিতা
বায়ুবাহনঃ । আদিত্যোহক্ৰোধনঃ সূর্য্যো রশ্মিমালী
বিভাবসুঃ ॥ ২১ ॥ দিনকৃদনন্দমোদী সুরথো
রথিনাংবরঃ । রাজ্ঞীপতিঃ স্বর্গরেতাঃ পুষা বৃষ্টা
দিবাকরঃ ॥ ২২ ॥ আকাশতিলকো ধাতা সংবিভাগী
মনোহরঃ । প্রাজঃ প্রজাপতির্ধন্যো বিষ্ণুঃ ক্রীশো
ভিষগুবরঃ ॥ ২৩ ॥ আলোককল্লোকনাথো লোকপাল-
নমস্কৃতঃ । বিদিতাশয়ঃ সুনমো মহাত্মা ভক্তবৎসলঃ
॥ ২৪ ॥ কীর্তিকীর্তিকরো নিতো রোচিষ্ণুঃ কল্প-
মাপহঃ । জিতানন্দো মহাবীর্য্যো হংসঃ সংহারকারকঃ ॥
২৫ ॥ কৃতকৃত্যঃ সুসঙ্গঃ বহুজ্ঞো বচসাং পতিঃ ।
বিশ্বপূজ্যো মৃত্যুহারী স্বর্গী ধর্ম্মস্ত কারণম্ ॥ ২৬ ॥
প্রণতাক্ষিহরোহরোগ অযুগ্মান সুখদঃ সুখী । মঙ্গলং
পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রতী ব্রতফলপ্রদঃ ॥ ২৭ ॥ শুচিঃ
পূর্ণো মোক্ষমার্গদাতা ভোক্তা মহেশ্বরঃ । ধর্ম্মস্তরিঃ
প্রিয়াভাবী ধর্ম্মবৈদবিদেকারাট ॥ ২৮ ॥ জগৎপিতা
ধুমকেতুর্বিধূতো ধ্বাস্তহা গুরুঃ । গোপতিশ্চ কৃতা-
তিথ্যঃ শুভাচারঃ শুচিপ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥ সামপ্রিয়ো
লোকবন্ধুর্নৈকরূপো যুগাদিকৃৎ । ধর্ম্মসেতুলোক-
সাক্ষী খেটকঃ সর্বদঃ প্রভুঃ ॥ ৩০ ॥ ময়ৈবং সংজ্ঞতো
ভানুর্নামষ্টশতেন চ । তুষ্যতাং সর্বলোকানাং

সহস্রপাদ, বরদ, দিব্য কুণ্ডলমণ্ডিত, ধর্ম্মপ্রিয়,
উচিতাঙ্গা, সবিতা, বায়ুবাহন, আদিত্য, অক্ৰো-
ধন, সূর্য্য, রশ্মিমালী, বিভাবসু, দিনকর, দিন-
হর, মোদী, সুরথ, রথিবর, রাজ্ঞীপতি, স্বর্গরেতা,
পুষা, বৃষ্টা, দিবাকর, আকাশতিলক, ধাতা,
সংবিভাগী, মনোহর, প্রাজ, প্রজাপতি, ধন্য, বিষ্ণু,
ক্রীশ, ভিষগুবর, আলোককৃৎ, লোকনাথ, লোক-
পালনমস্কৃত, বিদিতাশয়, সুনম, মহাত্মা, ভক্ত-
বৎসল, কীর্তি বীর্য্য

কৃতকৃত্যপ্রদ, শুচি, পূর্ণ, মোক্ষমার্গদাতা, ভোক্তা,
মহেশ্বর, ধর্ম্মস্তরি, প্রিয়াভাবী, ধর্ম্মবৈদবিদ, এক-
রাট, জগৎপিতা, ধুমকেতু, বিধূত, ধ্বাস্তহা, গুরু,
গোপতি, কৃতাতিথ্য, শুভাচার, শুচিপ্রিয়, সাম-
প্রিয়, লোকবন্ধু, নৈকরূপ, যুগাদিকৃৎ, ধর্ম্মসেতু,
লোকসাক্ষী, খেটক, সর্বদ ও প্রভু; আমি সেই
ভানুকে ভাব্য অষ্টোত্তর শত নামে স্তব কর-

সর্বলোকপ্রিয়ো বিভুঃ ॥ ৩১ ॥ ইত্যেবং সংজ্ঞবাৎ
প্রাতো ভাস্করো মামবোচত । সদাঙ্গ কলয়া হ্যন্তে
দেবর্ষে হৃৎপ্রিয়েপয়া ॥ ৩২ ॥ যো মামত্র মহাত্মজ্য
ভট্টাদিত্যং প্রপূজয়েৎ । সহস্রশঃ কামরূপে সম্পূজ্যা-
প্নোতি তৎফলম্ ॥ ৩৩ ॥ মামুদ্ভিষ্ট চ যো বিপ্রঃ
স্বপ্নং বা যদি বা বহু । দাস্ততেহত্রাক্ষয়ং তচ্চ গ্রহীব্যে
করজং যথা ॥ ৩৪ ॥ রক্তোৎপলৈশ্চ কল্লাটৈঃ
কেশরৈঃ করবীরকৈঃ । শতজ্যৈর্নহাপদ্যৈ রবি-
বারেণ মানবাঃ ॥ ৩৫ ॥ সপ্তম্যামং বট্যাং বা
যেহর্চয়িষ্যন্তি মামিহ । যান্ যান্ প্রার্থয়তে কামাংস্তাং-
স্তান্ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৬ ॥ দর্শনায়ম ভক্ত্যা
চ নাশো ব্যাধিদিরিত্রয়োঃ । প্রণামাৎ স্বর্গমাপ্নোতি
ক্ষত্ম মোক্ষং চ নিত্যশঃ ॥ ৩৭ ॥ অভক্তিঃ যচ্চ
কর্তা মে স গচ্ছের্নিশ্চিতং ক্ষয়ম্ । অষ্টোত্তরশতং
নাম মমাগ্রে যদ্ব্যয়ৈরিতম্ ॥ ৩৮ ॥ ত্রিকালমেক-
কালং বা পঠতঃ শৃণু যৎফলম্ । কীর্তিমান্ সুভগো
বিদ্বান্ সুসুখী প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩৯ ॥ ভবেদ্বর্ষশতায়ুশ্চ

নাম; সর্বলোকপ্রিয় বিভু ভানু তজ্জন্ত সর্ব-
লোকের প্রতি সম্ভষ্ট হউন । ১১—৩১ । ভগবান
ভাস্কর আমার এই জ্ঞতিবাদে সম্ভষ্ট হইয়া আমাকে
কহিলেন,—হে দেবর্ষে! আমি আপনার প্রিয় সাধ-
নার্থ কল্যা দ্বারা সদাই এখানে অধিষ্ঠান করিব ।
যে ব্যক্তি এখানে আমাকে এই ভট্টাদিত্যরূপে
অর্চনা করিবে, সে কামরূপে আমাকে সহস্র সহস্র
বার অর্চনায় যে ফল ততুল্য ফল প্রাপ্ত হইবে ।
কোন ব্রাহ্মণ আমার উদ্দেশে এখানে অল্প বা অধিক
যাহাই দান করিবে, আমি তাহা করগৃহীতবৎ গ্রহণ
করিব এবং তজ্জন্ত উহা অক্ষয় ফলদায়ক হইবে ।
যে ব্যক্তি আমার সম্মুখী বা ষট্ শত এখানে আমাকে
সপ্তম্যামং বা বট্যাং বা বট্টাদিত্যরূপে অর্চনা
করবে, সে নিশ্চয়ই আমাকে সন্তুষ্ট করিবে ।
যে ব্যক্তি আমার নাম সপ্তম্যামং বা বট্যাং বা
বট্টাদিত্যরূপে অর্চনা করবে, সে আমাকে সন্তুষ্ট
করিবে ।

১৩ এ
আমার দর্শনে ব্যাধি ও দারিদ্র্যের নাশ হয়;
এখানে স্বর্গ লাভ হয় আর নিরন্তর মনোহারা শ্রবণে
শ্রাব্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর আমাকে যে মুঢ়
অভক্তি করিবে, নিশ্চয়ই সে ক্ষয় পাইবে । তুমি
যে আমার শত নাম দ্বারা স্তব করিলে, ত্রিকালে বা
এককালে এই স্তব পাঠ করিলে যে ফল হইবে,
তাহা শুন । সে কীর্তিমান, সুভগ, বিদ্বান, প্রিয়দর্শন

সর্বরোগবিবর্জিতঃ । যদ্বিদং শৃণুয়াবিত্যং পঠেদ্বা
প্রযতঃ শুচিঃ ॥ ৪০ ॥ অক্ষয়ং স্বল্পমপ্যম্নং ভবেত্ত-
শ্রোপসাধিতম্ । বিজয়ী চ ভবেন্নিত্যং তথা জাতি-
শ্রয়ো ভবেৎ ॥ ৪১ ॥ তস্মাদেতদ্ব্য জাপাং পরং
স্বস্ত্যয়নং মহৎ । তথা মমাগ্রে কুণ্ডং চ কুরু
স্নানার্থমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥ কামরূপকলা যত্র তত্র কুণ্ডং
বনে ভবেৎ । এবং দত্তা বরান্ ভানুস্তত্রৈবাস্তর-
ধীয়ত ॥ ৪৩ ॥ ততো ভাস্করবাক্যেণ সিকেশশ্চ চ
সব্যতঃ । বনমধ্যে ময়া কুণ্ডং কৃতং দর্ভশলাকয়া ॥
৪৪ ॥ কামরূপভবং কুণ্ডং বৃক্ষান্তে চাপি ভারত ।
সংলীনাস্তম্ভাশ্চর্য্যং মমাজায়ত চেতসি ॥ ৪৫ ॥
মাঘমাসস্ত শুক্লায়াং সপ্তমাং স্ত্রী নরোহপি বা ।
স্নানং কুণ্ডে শুভং কৃহা ভট্টাদিত্যং প্রপশুতি ॥
৪৬ ॥ তস্থানন্তং ভবেৎ পুণ্যং রথং বশচ
প্রপূজয়েৎ । রথযাত্রাকু কুরুতে যস্মিন্ যস্মিন্নসৌ
পথি ॥ ৪৭ ॥ যে চ পশুন্তি লোকান্তে ধন্যঃ
সর্বে ন সংশয়ঃ । পুত্রবান্ধবৈর্নরুজ্জা নীকজ-

ও পরম সুখভাগী হইবে । আর সর্বরোগহীন দেহে
শত বৎসর জীবিত থাকিবে । যে মানব শুচি ও
সংযতচিত্তে প্রতিদিন এই স্তোত্র পাঠ করিবে কিংবা
শ্রবণ করিবে, তাহার গৃহ অক্ষয় ভক্ষভোজ্যে পূর্ণ
থাকিবে, সে জাতিশ্রয় হইবে এবং সতত বিজয়ী
হইবে । ৩২—৪১ । ইহা একটি পরম স্বস্ত্যয়ন, এজন্ত
তুমি ইহা পাঠ করিও । যেখানে মদীয় কামরূপীয়
কলা প্রতিষ্ঠিত হইল, তৎসম্মুখানে একটি কুণ্ড
থাকা আবশ্যক ; অতএব তুমি আমার আগে একটি
উত্তম কুণ্ড নিৰ্ম্মাণ কর । উহাতে স্নানের সুবিধা
হইবে । ভগবান্ ভানু আমাকে এইরূপ বরদা-
নাগ্রে সেই স্থানে অন্তর্ধান করিলেন । অতঃপর
আমি ভাস্করের আদেশানুরূপ সিকেশের বামভাগে
বনমধ্যে দর্ভশলাকা দ্বারা একটি কুণ্ড নিৰ্ম্মাণ কর-
লাম । হে অর্জুন ! সেই কুণ্ড দেখিয়া আমার
মনে হইল যেন, কামরূপের সেই কুণ্ড এবং সেই
সকল বৃক্ষই এখানে আসিয়া মিলীন হইয়া রহি-
য়াছে । কলতঃ উহা দেখিয়া আমার বিস্ময় বোধ
হইতে লাগিল । মাঘমাসে শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতে
স্ত্রী বা পুরুষ যে কেহ সেই কুণ্ডে স্নানান্তে ভট্টাদি-
ত্যকে দর্শন করে এবং রথের অর্চনা করে, তাহার
অনন্ত পুণ্য লাভ হয় । যাহারা সেখানে রথযাত্রা
করায় এবং যাহারা যে যে পথেই রথযাত্রা হউক,
উহা দর্শন করে, তাহার সকলেই ধন-ধান্ত-পুত্র-

স্তেজসাবিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ ভবিষ্যন্তি নরাস্তে যে কার-
য়ন্তি রথোৎসবম্ । গঙ্গাদিসর্বতীর্থেষু যৎ কলং
কীর্তিতং বৃধৈঃ ॥ ৪৯ ॥ ভট্টাদিত্যশ্চ কুণ্ডে চ তৎ
কলং সপ্তমীদিনে । তত্র কুণ্ডে চ যঃ স্নাত্বা সূর্য্যাদ্যর্ঘ্যং
প্রবচ্ছতি । কপিলাগোশতস্তাসৌ দত্তশ্চ কলমম্মুতে
৫০ ॥ অর্জুন উবাচ । বাসুদেবাদয়ঃ সর্বে বদ-
ন্ত্যেব মহামুনে ॥ ৫১ ॥ ভাস্করার্ঘ্যং বিনা প্রাতঃকৃত্যং
সম্বন্ধ নিফলম্ । তস্মাহং শ্রোতুমিচ্ছামি বিধিং
বিবিবিদাং বর ॥ ৫২ ॥ নারদ উবাচ । যথা ব্রহ্মা-
দয়ো দেবা যচ্ছস্তার্ঘ্যং মহামুনে । ভাস্করায় শৃণু হং
তং বিধিং সন্মায়নাশনম্ ॥ ৫৩ ॥ প্রথমং তাবৎ
প্রভাতে উদিতে সূর্যো শুচির্ভূত্বা গোময়কুত-
মণ্ডলশ্রোপরি রক্তচন্দনে মণ্ডলকং কৃহা ততস্তাত্র-
পাত্রে রক্তচন্দনোদকশ্বেতচন্দনাদিভৈঃ প্রপূরণং
কৃহা তন্মধ্যে হেমাঙ্কতদূষাদধিসপৌষি পরিক্ৰিপ্য
স্থাপয়েৎ ॥ ৫৪ ॥ স্বশরীরমালভেৎ অনেন মন্ত্রেণ
ওঁ থথোঙ্কায় নমঃ । সপ্তবারানুষ্ঠায়া স্বাতবাম্ ।
তেন শুদ্ধিরূপসজায়তে দেহশার্চ্চাইতা ভবতি ।
পশ্চাদাসনস্থং দেবং সবিতারং মণ্ডলমধ্যে দ্বাদশা-

পৌত্রাদিসমধিত, নীরোগ ও তেজস্বী হইয়া থাকে ।
সংসারে তাহার ধন্য বালিয়া গণ্য হয় ; ইহাতে
কোনও সংশয় নাই । গঙ্গাদি সর্বতীর্থে যে কল,
সপ্তমীতে ভট্টাদিত্যকুণ্ডেও সেই কলই প্রাপ্ত হওয়া
যায় । যে জন সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া সূর্য্যকে
অর্ঘ্য দান করে, সে শত কপিলা গাভীদানের কল
প্রাপ্ত হয় । ৪২—৫০ । অর্জুন কহিলেন,—হে মুনি-
বর ! বাসুদেবাদি সকলেই বলেন যে, প্রাতঃকালে
প্রথমে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দান না করিলে অপর সমস্ত
ক্রিয়াই বিফল হয় । অতএব হে বিধানবিদ্বরেণ্য !
আমি তাহার বিশেষ বিধান শুনিতে অভিলাষ
করি । নারদ কহিলেন,—ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহাত্মা
ভাস্করকে যে বিধানে অর্ঘ্য দান কবেন, আমি
তাহা বলিতেছি, তুমি তাহা শুন । উক্ত সর্বপ্রাণ-
বিনাশক । প্রথমতঃ প্রত্যুষকালে সূর্য্যোদয় হইলে
শুচি হইয়া গোময়রচিত মণ্ডলোপরি রক্তচন্দন দ্বারা
একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে । পরে রক্তচন্দন,
জল, শ্বেত চন্দনাদি দ্বারা একটি তাত্রপাত্র পূর্ণ
করিয়া তন্মধ্যে সূর্য, অক্ষত, দূষা, দাধ, ও ঘৃত
দিয়া পাত্রটি স্থাপন করিবে । পরে “ওঁ থথোঙ্কায়
নমঃ” মন্ত্রে সাতবার আত্মদেহ মাজ্জন করিবে । ইহাতে
দেহ বিশুদ্ধ হইয়া পূজাকরণের যোগ্য হয় । পরে

অকং সুরাদিভিঃ সম্পূজ্যমানং ধ্যানা পুষোক্তমর্ক-
পাত্রং শিরসি কৃতা ভূমৌ জাহ্ননী নিপাত্য সূর্য্যভিমুখ
স্তদগতমনা ভূহাব্যমজ্জমুদাহরেৎ । তদুচ্যতে—সূর্য্য-
বজ্রাধিনির্গতমিতি ॥ ৫৫ ॥ যন্তোচ্চার-শব্দেন রথঃ
সংস্থাপ্য ভাস্করঃ । প্রতিগৃহ্ণতি চৈবাকং বরমিষ্টং চ
গচ্ছতি ॥ ৫৬ ॥ “ওঁ যন্তোহঃ সপ্ত চন্দাংসি রথে
তিষ্ঠন্তি বাজিনঃ । অরুণঃ সারথির্ষশ্চ রথবাহোহগ্রতঃ
স্থিতঃ ॥ ৫৭ ॥ জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপ-
নাশিনী । ইজা চ পিঙ্গলা চৈব বহন্তোহংগমুখাস্তথা ॥
৫৮ ॥ জিওশ্চ শেবনাগশ্চ গণাধ্যক্ষস্তথৈব চ ।
স্কন্দরেবন্তাশ্চ তথা কল্যাণপক্ষিণো ॥ ৫৯ ॥
রাজী চ নিম্বুভা দেবী ললিতা চৈব সংক্রিকা । তথা
যজ্ঞভূজো দেবা যে চান্যে পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৬০ ॥
এতিঃ পরিবৃত্তো যোহসাবধরোত্তরবাসিভিঃ । তমহং
লোককর্তারমাহুয়ামি তমেহাপহম্ ॥ ৬১ ॥ অশ্বরো
ভগবান্ ভানুরমুং যজ্ঞং প্রবর্তয়ন্ । ইদমর্ঘ্যং চ
পাদ্যং চ প্রগৃহাণ নমো নমঃ ॥ ৬২ ॥ ইতি আবাহনম্ ।
ওঁ সহস্রকিরণ বরদ জীবনরূপ তে নমঃ । ইতি
সান্নিধ্যকরণম্ । ওঁ বনট্ ইত্যুচ্চাৰ্য্য সূর্য্যশ্চ চরণ-
যুগলং পশ্চান্ ভুবি পদ্ম্যং পাত্রীং নিক্ষেপয়েৎ
পাদ্যং তদুচ্যতে । এবং পাদ্যং দত্ত্বা বদ্ধা-
ঞ্জলিঃ সূর্য্যগতমিতি কুর্য্যাৎ । “স্বাগতং ভগবনৈহি
মম প্রসাদং বিধায় আস্ততাম্ । ইহ গৃহাণ পূজাঞ্চ
প্রসাদঞ্চ ধিয়া কুরু । তিষ্ঠ স্বং তাবদত্রেব যাবৎ
পূজাং করোম্যহম্ ॥ ৬৩ ॥ এবং বিজ্ঞাপনং দদ্যাদনেন

মণ্ডলমধ্যে সূর্য্যদেবকে ‘আসনস্থ দ্বাদশাঙ্গক ও
দেবগণাদি দ্বারা পূজ্যমান’ ধ্যান করিয়া পুষোক্ত
অর্ঘ্যপাত্রটী মস্তকে করিয়া জাহ্নদয় ভূতলে
পাতনপূর্ব্বক সূর্য্যভিমুখে তদগতচিত্তে অর্ঘ্যময় পাঠ
করিবে । এই মন্ত্র সূর্য্যমুখ-নির্গত । উহার উচ্চা-
রণ-শব্দ শ্রবণে ভগবান্ ভাস্কর স্বয়ং স্থাপনপূর্ব্বক
অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া অভীষ্ট বর দান করিয়া থাকেন ।
“ওঁ যন্তোহঃ” ইত্যাদি “প্রগৃহাণ নমো নমঃ” পর্য্যন্ত
মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করিবে ॥ ৫৩—৬২ ॥
“ওঁ সহস্রকিরণ বরদ জীবনরূপ তে নমঃ” মন্ত্রে
সান্নিধ্যপন করিয়া “ও বনট্” মন্ত্রে সূর্য্যের পদদ্বয়
মনে মনে অবলোকনপূর্ব্বক তদুপরি অর্ঘ্যদান
করিবে । ভূতলেই এই অর্ঘ্য দিতে হয় । ইহাকেই
পাদ্য দান বলিয়া জানিবে । এইরূপে পাদ্য দান
করিয়া স্বাগত প্রদান করিবে এবং প্রতিবচন “সুস্বা-
গত” বলিয়া ‘স্বাগতং ভগবন্’ ইত্যাদি “করোম্যহং”

মন্ত্রেণ কমলাসনম্ । এতৎকমলাসনং কমলনন্দন
উপাविशेति । আসন উপविष्टश्च शेषां पूजां नियोज-
येत् अनेन विधानेन । ওঁ সোমমূর্ত্তিক্ষীরোদপতয়ে
নমঃ । ইতি ক্ষীরাদিশ্রবণম্ । ওঁ ভাস্করায় নীর-
বাসিনে নমঃ । ইতি জলস্নানম্ । ততো বাসোযুগং
শুভ্রং দদ্যাৎ অনেন মন্ত্রেণ । “ওঁ ইদং বাসোযুগং
সূর্য্য গৃহাণ কৃপয়া মম । কটিভূষণমেকং তে দ্বিতীয়ং
চাক্ষুপ্রাবরণম্ ॥” ৬৪ ॥ ততো যজ্ঞোপবীতং দদ্যাৎ
অনেন মন্ত্রেণ । “ওঁ সূত্রতন্তুময়ং শুক্লং পবিত্রমিদ-
মুত্তমম্ । যজ্ঞোপবীতং দেবেশ প্রগৃহাণ নমোহস্তু
তে” ॥ ৬৫ ॥ ততো যথাশক্তি শ্বেতমুকুটমুদ্রিকাদি-
ভূষণানি দদ্যাৎ অনেন মন্ত্রেণ । “ওঁ মুকুটো রত্ন-
নন্দোহয়ং মুদ্রিকাং ভূষণানি চ । অলঙ্কারং গৃহাণেমং
ময়া ভক্ত্যা সমর্পিতম্ ॥ ৬৬ ॥ এবমলঙ্কারং নিবেদ্য
পশ্চাৎ কেশরকুম্ভ-কপূররক্তচন্দনমিশ্রমল্ললেপনং
দদ্যাৎ ॥ ৬৭ ॥ “ওঁ তবার্তিপ্রযবৃক্ষাণাং রসোহয়ং
তিগ্ৰদীধিতে । স তবৈবোচিতঃ স্বামিন্ গৃহাণ
কৃপয়া মম” ॥ ৬৮ ॥ ততশ্চম্পকজপাকরবীরকর্ণক-
কেশরকোকনদাদিভিঃ পূজাং কুর্য্যাৎ ॥ ৬৯ ॥ “ওঁ
বিনস্পতরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ ।
আহারঃ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্ণতাম্ ॥ ৭০ ॥
ইতি শল্লকীধূপমন্ত্রঃ । ততঃ পায়সাদিনিষ্পন্নং নৈবেদ্যং
নিবেদয়েদনেন মন্ত্রেণ । “ওঁ নৈবেদ্যমমৃতং সর্ব-

পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনমন্ত্র পাঠান্তে “এতৎ কমলাসনং
কমলনন্দন উপাविश” বলিয়া আসন দান করিবে ।
পরে সূর্য্যদেব আসনে বসিলেন চিন্তা করিয়া উপ-
চারসমূহ দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিবে । তাহার
বিধান যথা,—“ওঁ সোমমূর্ত্তিক্ষীরোদপতয়ে নমঃ”
মন্ত্রে তুষ্ক দ্বারা স্নান করাইবে । “ওঁ ভাস্করায়
নীরবাসিনে নমঃ” মন্ত্রে জলস্নান করাইবে । “ইদং”
ইত্যাদি “প্রাবরণং” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শুভ্র
বসনযুগল দান করিবে । পরে “ওঁ সূত্রতন্তু”
ইত্যাদি “নামোহস্তুতে” পর্য্যন্ত মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞোপ-
বীত দান করিবে । “ওঁ মুকুট” ইত্যাদি “সমর্পি-
তম্” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শক্ত্যনুসারে শ্বেত-
মুকুট অঙ্গুরীয়কাদি আভরণ দিবে । পরে “ওঁ
তবার্তিপ্রিয়” ইত্যাদি “মম” পর্য্যন্ত মন্ত্রে কেশর
কুম্ভ কপূর রক্তচন্দন মিলিত অল্ললেপন দিবে ।
অতঃপর চম্পক জবা করবীর কর্ণক নাগকেশর
রক্তোৎপলাদি পুষ্প প্রদান করিবে । পরে “ওঁ
বনস্পতি” ইত্যাদি “প্রতিগৃহ্ণতাম্” পর্য্যন্ত মন্ত্রে ধূপ :

ভূতানাং প্রাণবর্ধনম্ । পূর্ণপাত্রে যথা দত্তং প্রতিগৃহ
প্রসীদ মে ॥ ৭১ ॥ ততঃ শৌচোদকতাম্বুলদীপারাত্রিক-
নীতলিপাণ্যপূজাদি নিবেদ্য যথাশক্তি স্তব্ধা
“সুকৃতং দুষ্কৃতং বা ক্ষমস্বেতি প্রোচ্য বিসর্জয়েৎ ।
ততো ভূয়ো নমস্ত হেমবদ্রোপবীতালঙ্কারান্ ব্রাহ্মণায়
নিবেদ্য নির্মাল্যং সংহত্যান্তসি নিক্ষিপেৎ ॥ ৭২ ॥
ইত্যর্ঘ্যদানবিধিঃ । য এবং ভাস্করায়ার্ঘ্যং মুঠো-
মণ্ডলকেহপি বা । নিত্যং নিবেদয়েৎ প্রাতঃ স্নাত্ত-
বেরান্নবৎপ্রিয়ঃ ॥ ৭৩ ॥ অনেন বিধিনা কণো
ভাস্করার্ঘ্যং প্রযচ্ছতি । ততঃ সূর্যাস্ত পার্শ্বাসাবান্ন-
বদ্রভো মতঃ ॥ ৭৪ ॥ অশক্তশ্চেন্নিত্যমেকমর্ঘ্যং
দদ্যাদিবাকৃতে । ততোহত্র রথসপ্তম্যং কুণ্ডে দেয়ং
প্রযত্নতঃ ॥ ৭৫ ॥ অশ্বমেধফলং প্রাপ্য সূর্যালোক-
মবাণুয়াৎ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন দাতব্যোহর্ঘ্যোহত্র
ভারত ॥ ৭৬ ॥ এবংবিধস্তসৌ দেবো ভটাদিত্যোহত্র
তিষ্ঠতি । ভূয়ানতোহপি বহুশঃ পাপহা ধর্মবর্ধনঃ ॥
৭৭ ॥ দিব্যমষ্টবিধং চাত্র সদাঃ প্রত্যক্ষকরকম্ ।
পাপানাং চোপভুক্তং হি যথা পার্থ হলাহলম্ ॥ ৭৮ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে মহীসাগরসঙ্গমে ভটাদিত্যমাহ্ন্যাবর্ণনং
নাম ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

দান করিবে । পরে “ও নৈবেদ্য” ইত্যাদি “প্রসীদ
মে” পর্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পায়সাদি নৈবেদ্য
প্রদান করিবে । অতঃপর আচমনীয়, তাম্বুল, দীপ,
আরাত্রিক ও নীতলিকা দানান্তে পুনরায় পূজা
করিয়া যথাশক্তি স্ততি করিয়া “সুকৃতং দুষ্কৃতং বা
ক্ষমস্ব” বলিয়া বিসর্জন করিবে । তারপর আবার
প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ বস্ত্র উপবীত ও অল-
ঙ্কার দান করিয়া নির্মাল্যপসারণান্তে জলে বিসর্জন
করিবে ৬৩—৭২ । অর্ঘ্যদানবিধি এই কহিলাম ।
যে জন প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই বিধানমত
মুর্ত্তিতে বা মণ্ডলে সূর্যদেবের উদ্দেশে অর্ঘ্য
দান করে, সে রবির আশ্রবৎ প্রিয় হয় । হে
পার্থ! কর্ণ এই বিধানমতে প্রতিদিন সূর্যদেবকে
অর্ঘ্য দান করেন বলিয়া সূর্যের আশ্রবৎ প্রিয় হইয়া-
ছেন । আর যদি প্রতিদিন অর্ঘ্যদানে অসমর্থ হয়,
তবে রথসপ্তমীতে সমস্ত অত্রতা কুণ্ডে একটি অর্ঘ্য
দান করিবে । তাহাতে মানব অশ্বমেধফল লাভ
করিয়া অস্ত্রে সূর্যালোক প্রাপ্ত হয় । হে অর্জুন!
এই জন্তই সর্বপ্রযত্নে এখানে অর্ঘ্যদান করা
কর্তব্য । এখানে যে ভটাদিত্য আছেন, তিনি
এইরূপ মহাপ্রভাবশালী পাপনাশক এবং ধর্মবর্দ্ধি-

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

অর্জুন উবাচ । দিব্যপ্রকারমিচ্ছামি শ্রোতুং
চাহং মুনীশ্বর । কথং কার্য্যাপি কানীহ ক্ষুটং যৈঃ
পুণ্যপাপকম্ ॥ ১ ॥ নারদ উবাচ । শপথাঃ কোশ-
ধটকৌ বিষাগ্রী তপ্তমাবকৌ । কালঃ চ তণ্ডুলং চৈব
দিব্যাত্তপ্তৌ বিতর্কুধাঃ ॥ ২ ॥ অসাক্ষিকেষু চার্থেষু মিথো
বিবদমানয়োঃ । রাজদ্রোহাভিশাপেষু সাহসেষু তথৈব
চ ॥ ৩ ॥ অবিদস্তব্রতঃ সত্যং শপথেনাভিলজ্যয়েৎ ।
মহর্ষিভিঃ চ দেবৈঃ চ সত্যার্থাঃ শপথাঃ কৃতাঃ ॥ ৪ ॥
জবনো নৃপতিঃ ক্ষীণো মিথ্যাশপথমাচরেৎ । বসিষ্ঠাণ্যে
বষমধ্যে সাধয়ঃ কিল ভারত ॥ ৫ ॥ অন্ধঃ শত্রুগৃহং
গচ্ছেদৃষো মিথ্যাশপথাঃ চরৎ । রৌরবস্ত স্বয়ং
দ্বারমুদঘাটয়তি হৃষ্মতিঃ ॥ ৬ ॥ যন্তস্তে বৈ পাপকতো
ন কশ্চিৎ পশুতীতি নঃ । তাংস্চ দেবাঃ প্রপশ্যন্তি

কারী । হে অর্জুন ! এখানে অষ্টবিধ দিব্য আচ-
রণ করিলেও সদ্যঃ প্রত্যক্ষফল লাভ হয় । পাপী
ব্যক্তি এখানে দিব্য করিয়া হলাহল ভক্ষণের স্থায়
কোনরূপেই ত্রাণলাভ করিতে পারে না ৭৩—৭৮ ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৩ ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন,—হে মুনীশ্বর ! আমি আপনার
নিকট এক্ষণে দিব্য প্রকরণ জানিতে চাই ; যাহাতে
পাপ ও পুণ্য সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়, সেই দিব্য কি ?
এবং কি প্রকারেই বা করিতে হয় । নারদ কহি-
লেন,—কোষ, তুলা, বিষ, অগ্নি, তপ্ত মাব, কাল ও
তণ্ডুল,—এই আটটিকে সুধীগণ দিব্যরূপে নির্ণয়
করিয়াছেন । রাজদ্রোহ, অভিশাপ, সাহস কার্য্য
ও অপরাপর অসাক্ষিক ব্যাপারে পরস্পর বিবাদ
ঘটলে যদি তত্ত্ব নির্ণয়ে অসামর্থ্য ঘটে, তবে
তখন শপথ দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয় । মহর্ষিগণ
ও দেবগণ সত্যনির্ণয়ার্থ এই সকল শপথ নির্বাচন
করিয়াছেন । পূর্বে জবন রাজা বসিষ্ঠের সমক্ষে
মিথ্যা শপথ করিয়া এক বৎসর মধ্যেই অন্ধ ও
সবংশে নির্বংশ হইয়াছিলেন । যে হৃষ্মতি মানব
মিথ্যা শপথ করে, সে শত্রুগৃহ হয় এবং স্বয়ংই
রৌরব নরকের দ্বার উদঘাটন করিয়া থাকে ।
পাপীরা মনে করে যে, কেহ বুঝি তাহাদিগকে
পাপাচার করিতে দেখিতে পাইল না ; পরন্তু পিতৃ-

শ্বশ্রুবাস্তরপৌরুষাঃ ॥ ৭ ॥ আদিত্যচন্দ্রাবনিলোহনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ । অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে
চ সঙ্কেতধর্ম্মো হি জানাতি নরশ্চ বৃত্তম্ ॥ ৮ ॥ এবং
তন্মাদভিজ্ঞায় সত্যার্থশপথাস্তরেৎ । বৃথা হি
শপথান্ কুর্ক্বন প্রেত্য চেহ বিনশ্চতি ॥ ৯ ॥
ইদং সত্যং বদামীতি ক্রবন সাক্ষী ভবান্ যতঃ ।
শুভাশুভফলং দেহি শুচিঃ পাদৌ রবেঃ স্পৃশেৎ ॥
১০ ॥ অথ শাস্ত্রশ্চ বিপ্রোহপি শস্তুশ্চাপি চ
ক্ষত্রিয়ঃ । মাংসং * স্পৃশংস্তথা বৈশ্বাঃ শুদ্রঃ স্বগুরুমেব
চ ॥ ১১ ॥ মাতরং পিতরং পূজাং স্পৃশেৎ সাধারণঃ
হিদ্ম । কোশশ্চ রূপং পূর্বেন্তে ব্যাখ্যাতং পাণ্ডু-
নন্দন ॥ ১২ ॥ বিপ্রবর্জং তথা কোশঃ বর্ণিনাং
দাপয়েন্নৃপঃ । যো যো যদেবতাভক্তঃ পায়যেত্তশ্চ
তং নরম্ ॥ ১৩ ॥ সমভক্তঞ্চ দেবানামাদিত্যশ্চৈব
পায়য়েৎ । সর্বেষাং চোগ্রদেবানাং শ্রাপয়েদ্যুধা-
জ্ঞকম্ ॥ ১৪ ॥ শ্রানোদকং বা সঙ্কল্পঃ গৃহীত্বা
পায়য়েন্নরম্ । ত্রিসপ্তরাত্রমধ্যে চ ফলং কোশশ্চ

দেবগণ তাহার সেই দুর্কারী অবলোকন করিয়া
ধাকেন । আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, ভূমি, জল,
হৃদয়, যম, দিবা, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম্ম,—
ইহারা নরগণের সমস্ত কার্য জানিতে পারেন ।
ইহা জানিয়া সত্য শপথ করিবে । মিথ্যা শপথ
করিলে ইহ পর উভয় কালেই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় ।
১—৯ । শুচি হইয়া রবির চরণে প্রণতিপূর্ব্বক
“আমি ইহা সত্যই বলিতেছি, যেহেতু আপনি
সাক্ষী আছেন, অতএব শুভাশুভ ফল দান
করুন ।” এইরূপ প্রার্থনা করিবে । অতঃপর
ব্রাহ্মণ শাস্ত্রগ্রন্থ, ক্ষত্রিয় কোন অস্ত্র, বৈশ্য মাষকলা-
য়াদি কোনও পণ্য-দ্রব্য এবং শুদ্র স্বীয় গুরু, মাতা,
পিতা বা অপর কোন গুরুজনকে স্পর্শ করিয়া দিব্য
গ্রহণ করিবে । ইহাই সাধারণ বিধি । যে পাণ্ডু-
নন্দন ! আমি তোমার পূর্বে তোমাকে কোষের
স্বরূপ বলিয়াছি, উহা সাধারণ ব্রাহ্মণকে দিবে না,
পরন্তু ব্রাহ্মচারীদিগকে দিবে । যে, যে দেবতার
ভক্ত, তাহাকে সেই দেবতার মস্ত্রে অভিমুখিত জল
পান করাইবে । যদি কেহ সকল দেবতার সমষ্টি ভক্ত
মান হয়, তবে তাহাকে কস্তুর্ম্মমস্ত্রপুত জল পান করা-
ইবে । উগ্রদেবতাগণের অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা শ্রান করা-
ইবে, কিম্বা শ্রানোদক বা সঙ্কল্পজল পান করাইবে ।
একবিংশতি দিনের মধ্যেই কোষের ফল প্রত্যক্ষ

* মাংসং স্পৃশমিতি কচিৎ পাঠঃ ।

নির্দিশেৎ ॥ ১৫ ॥ অতঃপর মহাদিব্যবিধানং শৃণু
যত্তবেৎ । সংশয়চ্ছেদি সর্বেষাং ধাষ্ট্র্যাত্তদিব্যমেব
চ ॥ ১৬ ॥ শশিরক্ষং প্রদাতব্যমিতি ব্রহ্মা পুরাত্নবীৎ ।
মহোগ্রাণাঞ্চ দাতব্যমশিরক্ষমপি ক্ষুটম্ ॥ ১৭ ॥
সাধুনাং বর্ণিনাং রাজা ন শিরক্ষং প্রদাপয়েৎ । ন
প্রবতে ধটং দেয়ং নোক্ষকালে হতাশনম্ ॥ ১৮ ॥
বর্ণিনাঞ্চ তথা কালং ততুলং মুখরোগিণাম্ ॥ ১৯ ॥
কুষ্ঠপিত্তাদিত্তানাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ নো বিষম্ । তপ্ত-
মায়কমহন্তি সর্বে ধর্ম্মাঃ নিরতায়ম্ ॥ ২০ ॥ ন
ব্যাদিমরকে দেশে শপথান্ কোশমেব চ । দিব্যা-
শাস্ত্ররকৈর্মন্ত্রেঃ স্তম্ভয়ন্তীহ কেচন ॥ ২১ ॥ প্রতিঘাত-
বিদস্তেষাং যোজয়েদ্রুম্বৎসলান্ । দিব্যানাং স্তম্ভ-
কান্ জাহ্না পাপান্নিত্যং মহীপতিঃ ॥ ২২ ॥ বিবাসয়েৎ
স্বকাজ্রাষ্ট্রান্তে হি লোকশ্চ কণ্টকাঃ । তেষামশ্বেষণে
যত্নঃ রাজা নিত্যং সমাচরেৎ ॥ ২৩ ॥ তে হি পাপ-
সমাচারান্তকরেভ্যোহপি তক্ষরাঃ । প্রাগ্ দৃষ্টদোষান্
স্বল্পেব দিব্যেবু বিনিযোজয়েৎ ॥ ২৪ ॥ মহৎস্বপি
ন চার্গেষু ধর্ম্মজ্ঞান্ ধর্ম্মবৎসলান্ । ন মিথ্যাবচনঃ

হয় । অতঃপর মহাদিব্য-বিধান বলিতেছি, শুন ।
উহা সাধারণ দিব্যে কেহ ধুষ্টতা বশতঃ অবিশ্বাস
করিলেও সর্বসংশয়চ্ছেদন করে । ব্রহ্মা পুরাকালে
বলিয়াছেন, মহাদিব্য শশিরক্ষই দিবে, তবে মহোগ্র-
দিগের অশিরক্ষও দেওয়া যায় । রাজা, সাধু ও
ব্রাহ্মচারীদিগের শশিরক্ষ দিবে না । প্রবাতস্থলে
তুলা, উষ্ণকালে অগ্নি, ব্রাহ্মচারীকে কৃষ্ণ ততুল এবং
মুখরোগী, কুষ্ঠ, পিত্তরোগী ও ব্রাহ্মণকে বিষ দিবে
না । তপ্তমায়ক, ধর্ম্মানুসারে সকলকেই দেওয়া
যায়, তদ্বিষয়ে কোনও বাধা নাই । ১০—২০ । ব্যাধি-
মরক-পীড়িত দেশে দিব্য শপথ বা কোষদিব্য
করিবে না । কোন কোন দুষ্ট ব্যক্তি আশুর-মন্ত্র দ্বারা
দিব্য শপথ সকল স্তম্ভিত করিয়া রাখে । তাহার
প্রতিঘাত কারতে পারেন এমন ধর্ম্মবৎসল পুরুষ-
গণকে দিব্য পরীক্ষা কার্যে নিয়োগ কারতে হয় ।
রাজা সতত দিব্যস্তম্ভকগণের অনুসন্ধান করিয়া
স্বরাষ্ট্র হইতে উহাদিগকে নিক্ষেপিত করিবেন,
যে হেতু উহারা জনসমাজের কণ্টকস্বরূপ । রাজা
নিয়তই তাহাদিগের অশ্বেষণ বিষয়ে যত্ন করিবেন ।
সেই পাপী চোরগণ সাধারণ তক্ষর অপেক্ষাও ভয়-
ঙ্কর । পূর্বে যাহারা দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হই-
য়াছে, তাহাদিগকে সাধারণ চৌধ্যাদি ঘটিলেও
দিব্যে নিয়োগ করিবেন । পরন্তু যাহারা ধর্ম্মজ্ঞ ও

যেহাং জন্মপ্রভৃতি বিদ্যতে ॥ ২৫ ॥ শ্রদ্ধায়াং পার্শ্বি-
স্তেবাং বচনাদেব ভারত । জাহা ধর্মিষ্ঠতাং রাজা
পুরুষস্ত বিচক্ষণঃ ॥ ২৬ ॥ ক্রোধাং লোভাং কারয়ন্ত
স্বয়মেব প্রভৃতি । তস্মাৎ পাপিষু দিবাং স্মাত্ত্রাদৌ
প্রোচ্যতে ধটে ॥ ২৭ ॥ সুসমায়াং পৃথিব্যাক দিগ্-
ভাগে পূর্বদক্ষিণে । যজ্রিয়স্ত তু বৃক্ষস্ত স্থাপাং
স্থানুগুণদ্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥ মুণ্ডকস্ত প্রমাণক সপ্তহস্তং
প্রকীর্তিতম্ । দ্বৌ হস্তৌ নিখনেৎ কাষ্ঠং দৃশ্যং
শ্রাদ্ধস্তপঞ্চকম্ ॥ ২৯ ॥ অন্তরস্ত তয়োঃ কার্য্যং তথা
হস্তচতুষ্টয়ম্ । মুণ্ডকোপরি কাষ্ঠক দৃঢ়ং কুর্বাচ্চি-
ক্ষণঃ ॥ ৩০ ॥ চতুর্হস্তং তুলাকাষ্ঠমব্রণং কারয়েৎ
স্থিরম্ । খদিরার্জুনবৃক্ষাণাং শিংশপাশালজং হুত্ব ॥
৩১ ॥ তুলাকাষ্ঠে তু কর্তব্যং তথা বৈ শিক্যকদ্বয়ম্ ।
প্রাশুথো নিশ্চলঃ কার্য্যঃ শুচৌ দেশে ধটস্থতা ॥
৩২ ॥ পামাণস্তাপি জায়েত স্তম্ভেষু চ ধটস্থতা ।
বণিক্ সুবর্ণকারো বা কুশলঃ কাংস্যকারকঃ ॥ ৩৩ ॥
তুলাধারধরঃ কার্য্যো রিপৌ মিত্রে চ যঃ সমঃ ।
শ্রাবয়েৎ প্রাডুবিবাকোহপি তুলাধারং বিচক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥

ধর্মবৎসল, মহদ্ব্যাপারেও তাঁহাদিগকে দিব্যে
নিয়োগ করা কর্তব্য নহে । যাহারা জন্মাবধি কদাচ
মিথ্যা বলেন নাই, হে অর্জুন ! রাজা তাহাদিগের
কথায়ই বিশ্বাস করিবেন । বিচক্ষণ রাজা ধর্মিষ্ঠতা
জানিয়াও যদি ক্রোধ-লোভাদিবশে তাহাদিগকে
দিব্যে নিযুক্ত করেন, তবে নিজেই তজ্জন্ত পাপভাগী
হইয়া থাকেন ; অতএব পাপী ব্যক্তিকেই দিব্যে
নিযুক্ত করিতে হয় । তন্মধ্যে প্রথমতঃ তুলাদিব্য
বলিতেছি । যজ্রিয় বৃক্ষজ দুইটী কাষ্ঠস্তম্ভ লইয়া
সুসম-ভূভাগে পূর্বদক্ষিণদিকে নিখাত করিবে ।
উহার প্রত্যেকটী সপ্তহস্ত পরিমিত হওয়া আবশ্যিক ।
দুই হাত পরিমাণ মাটির মধ্যে থাকিবে, আর বাহিরে
পাঁচ হাত দেখা যাইবে, দুইটী স্তম্ভের অন্তর থাকিবে
চারিহাত । আর বিচক্ষণ মানব স্তম্ভোপরি এক-
খানি দৃঢ়কাষ্ঠ স্থাপন করিবেন । তুলাকাষ্ঠ অব্রণ
দৃঢ় ও চারিহস্ত পরিমাণ হইবে । উহা গাদির
অর্জুন শিংশপা বা শালবৃক্ষে নির্মিত করিবে । সেই
তুলাকাষ্ঠে দুইগাছি শিক্য যোজনা করিবে । এই
তুলাদিব্য শুচি প্রদেশেই কর্তব্য । পামাণাদি-
রচিত স্তম্ভেও তুলা নির্মাণ করা যাইতে পারে ।
বণিক্, সুবর্ণকার বা অপর কোন কুশল কাংস্য-
কার তুলাধারধারী হইবে । শত্রু-মিত্রে সমান

ব্রহ্মণে যে স্মৃতা লোকা যে চ স্বীকৃত্যতকে ।
তুলাধারস্ত তে লোকান্তলাং ধারয়তো যুবা ॥ ৬৫ ॥
একস্মিন্তোলয়েচ্ছিকো জাতঃ স্থপোষিতঃ নরম্ ।
দ্বিতীয়ে যুস্তিকাঃ শুভ্রাং গৌরান্ত তুলয়েদ্ববুধঃ ॥ ৩৬ ॥
ইষ্টিকাতম্পাষাণকপালাস্বীনি বজ্জয়েৎ । তোলয়িত্বা
ততঃ পূর্বঃ তস্মাক্তমবতারয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ মূর্ধ্নি পত্রং
ততো হস্তা হস্তপত্রং নিবেশয়েৎ । পত্রে মন্ত্রস্বয়ং
লেখো যঃ পুরোক্তঃ স্যজ্জুবা ॥ ৩৮ ॥ “ব্রহ্মণস্বঃ
স্মৃতা দেবি তুলানাম্বেতি কথ্যতে । তুকারো গৌরবে
নিভাঃ লকারো লঘুনি স্মৃতঃ ॥ ৩৯ ॥ শুক্লাঘব-
সংযোগাতুলা তেন নিগদ্যসে । সংশয়ান্মোচয়স্বৈন-
মতিশস্তঃ নরঃ শুভে ॥” ৪০ ॥ ভূয় আবোপয়েন্তঃ
তু নরঃ তস্মিন্ সপত্রকম্ । তুলিতো যদি বর্জ্যেত
শুদ্ধো ভবতি ধর্ম্যতঃ ॥ ৪১ ॥ হীয়মানো ন শুদ্ধঃ
স্মাদিতি ধর্মবিদো বিদুঃ । শিক্যচ্ছেদে তুলাভঙ্গে
পুনরারোপয়েন্নরম্ ॥ ৪২ ॥ এবং নিঃসংশয়ঃ জ্ঞানঃ
যচ্চান্ধাযং ন লোপয়েৎ । এতৎ সর্বং রবৌ বারে
কার্য্যং সম্পূজ্য ভাস্করম্ ॥ ৪৩ ॥ অথাৎ সম্প্রবক্ষ্যামি

ভাবেই তুলাধারণ করিতে হয় । বিচক্ষণ বিচারক
তখন তুলাধারকে এই কথা শুনাইবেন । ব্রহ্ম-
ঘাতী, স্ত্রীঘাতী ও বালঘাতীর যে লোকে গতি,
মিথ্যা তুলাধারকেরও সেই লোকে গতি হয় ।
মনুষ্যকে নিতান্ত উপবাসী জানিয়া এক দিকের
শিক্য আর অপর শিক্য গৌর যুস্তিকা দিয়া
তোলন করিবে । তোলন কার্য্যে ইষ্টিকা, তম্প, পামাণ,
কপাল ও অস্থি বজ্জন করিবে । তোলনান্তে সেই
মনুষ্যকে তুলা হইতে অবতারিত করিবে । পরে
তাহার মস্তকে একটী পত্র স্থাপন করিয়া তাহাকে
উপবেশন করাইবে, ঐ পত্রে “ব্রহ্মণস্বঃ” ইত্যাদি
“শুভে” পর্য্যন্ত মন্ত্রটী লিখিয়া দিবে । পুরাকালে
ব্রহ্মা এই মন্ত্রটী বলিয়াছেন ২১—৪০ । পরে আবার
সেই পত্র সহিত উক্ত মনুষ্যকে তুলায় আরোপণ
করিবে । তাহাতে যদি সে ওজনে অধিক হয়, তবে
তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে ; আর ওজনে কম
হইলে তাহাকে দোষী বলিয়া স্থির করিবে । ধর্ম-
তত্ত্বজ্ঞগণ এইরূপ বলেন । যদি তোলনকালে
শিক্যচ্ছেদ কিম্বা তুলাভঙ্গ হয়, তবে পুনরায় তোলন
করা আবশ্যিক । এই প্রকারে নিঃসংশয়রূপে দোষী
ও নির্দোষ জানা যাইবে । অন্তায় আচরণ করিয়া
কেহই তাহা গোপন করিতে পারিবে না । এই
সমস্ত কার্য্য রবিবারে সূর্য্যদেবের অর্চনান্তে করা

বিষদিব্যং শৃণু মে ॥ ৪৪ ॥ বিপ্রকারকং তৎ প্রোক্তং
ঘটসর্পবিষং তথা । শৃঙ্গিণো বৎসনাভস্ত হিম-
শৈলভবস্ত বা ॥ ৪৫ ॥ যবাঃ সপ্ত প্রদাতব্যা অথবা
যড়ম্বতপ্লুতাঃ । মুর্দ্ধি বিস্তম্বপত্রস্ত পত্রে চৈবং
নিবেশয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ “হং বিষ ব্রহ্মণঃ পুত্র সত্যধর্মো
ব্যবহিতঃ । জায়ত্মৈনং নরং পাপাং সত্যেনাস্ত
ভবামৃতম্ ॥” ৪৭ ॥ যেন বেগৈর্কিনা জীর্ণং ছাদ্মূর্চ্ছা-
বিবর্জিতম্ । তং তু শুদ্ধং বিজানীয়াদিতি ধর্মবিদো
বিভূঃ ॥ ৪৮ ॥ ক্ষুধিতং ক্ষুধিতঃ সর্পং ঘটস্থং প্রোচ্য
পূর্ববৎ । সংস্পৃশেত্তালিকাঃ সপ্ত ন দশেচ্ছূষ্যতীতি
সঃ ॥ ৪৯ ॥ অগ্নিদিব্যং যথা প্রাহ বিরক্তিস্তচ্ছৃণু মে ।
সপ্ত মণ্ডলকান কুর্ধ্যাদেবস্তাগ্রে রবেক্ষথা ॥ ৫০ ॥
মণ্ডলাগ্ণ্যগ্ণ্যং কার্য্যং পূর্বেণেতি বিনিশ্চয়ঃ । ষোড়-
শাজূলকং কার্য্যং মণ্ডলাস্তাবদন্তরম্ ॥ ৫১ ॥ আর্জ-
বাসসমাহুয় তথা চৈবাপ্যুপোষিতম্ । কারয়েৎ সর্প-
দিব্যানি দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥ ৫২ ॥ প্রত্যক্ষং
কারয়েদিব্যং রাজ্ঞো বাধিকৃতস্ত বা । ব্রাহ্মণানাং

কর্তব্য । অতঃপর আমি বিষদিব্য-বিধান বলিতেছি,
তুমি শ্রবণ কর । উহা ও ঘটসর্প ও বিষ, এই দ্বিবিধ ।
প্রথমতঃ পরীক্ষণীয় মানবের মস্তকে একটি পত্র
বিস্তার করিবে । সেই পত্রে “হং বিষ” ইত্যাদি
“ভবামৃতম্” পর্য্যন্ত মন্ত্রটি লিখিত হইবে । পরে
ছয় বা সাত যব পরিমাণ স্থতাপ্লুত শৃঙ্গিবিষ, বৎস-
নাভ বিষ কিম্বা হিমালয়জ বিষ তাহাকে ভক্ষণ করা-
ইবে । যদি তাহা অক্রেমে জীর্ণ হয়, যদি বমি বা
মূর্চ্ছা না হয়, তবে তাহাকে নির্দোষ বলিয়া স্থির
করিবে । ধর্মতত্ত্বজ্ঞগণ এইরূপ বলিয়াছেন । কোনও
ঘট মধ্যে একটি ক্ষুধিত সর্প রাখিবে । পরীক্ষক
পূর্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিলে পর ক্ষুধিত পরীক্ষণীয়
মানব ঘটমধ্যে হস্ত প্রবেশিত করিয়া সেই সর্পকে
স্পর্শ করিবে । তখন সাতটি করতল ধ্বনি করিতে
হইবে । তৎকালে সর্প যদি তাহাকে দংশন না করে,
তবে তাহাকে নির্দোষ বলিয়া জানিবে । ৪১—৪৯ ।
ব্রহ্মা অগ্নিদিব্যের বিধান যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা
আমার নিকট শ্রবণ কর । সূর্য্যের সম্মুখে একটির
পর একটি এই ভাবে সাতটি মণ্ডল নির্মাণ করিবে ।
প্রত্যেক মণ্ডলের মধ্যে ষোড়শ অজূল পরিমাণে
অবকাশ থাকিবে । সর্বপ্রথমে আর একটি চতু-
ষ্ৰস্র মণ্ডল করিতে হইবে । পরীক্ষণীয় মানবকে
সমস্ত দিব্য স্থলেই উপবাসী থাকিতে হয় । আর

ক্ষতবতাং প্রকৃतीনাং তথৈব চ ॥ ৫০ ॥ পশ্চিমে
দিনকালে হি প্রামুখঃ প্রাজ্জলিঃ শুচিঃ । চতুর্দশে
মণ্ডলেহন্তে কুহা চৈব সমৌ করৌ ॥ ৫১ ॥ লক্ষয়েয়ুঃ
কুতাদীনি হস্তয়োস্তস্ত হারিণঃ । সপ্তাশ্বখস্ত পত্রানি
বরীযুঃ করয়োস্ততঃ ॥ ৫২ ॥ নবেন কৃতম্বত্রেণ কার্পা-
সেন দৃঢ়ং যথা । ততস্ত স্তুসমং কুহা অষ্টাজূলমধ্য-
সম্ ॥ ৫৩ ॥ পিণ্ডং হতাশসম্বপ্তং পঞ্চাশৎপলিকং
দৃঢ়ম্ । আদৌ পূজাং রবেঃ কুহা হতাশস্তাধ
কারয়েৎ ॥ ৫৪ ॥ রক্তচন্দনধূপাত্যাং রক্তপুষ্পৈস্তথৈব
চ । অভিশস্তস্ত পত্রঞ্চ বরীয়াচৈব মূর্দ্ধনি ॥ ৫৫ ॥
মন্ত্রেণানেন সংযুক্তং ব্রাহ্মণাভিহিতেন চ । “হময়ে
বেদাশ্চহাৱস্তঞ্চ যজ্ঞেযু হুয়সে ॥ ৫৬ ॥ পাপং পুনাসি
বৈ যস্মাত্তস্মাৎ পাবক উচ্যসে । হং মুখং সর্প-
দেবানাং হং মুখং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ৫৭ ॥ জঠরস্থোহসি
ভূতানাং ততো বেৎসি শুভাশুভম্ । পাপেষু দর্শয়া-
স্তানমর্চিস্তান্ ভব পাবক । অথবা শুদ্ধতাবেষু নীতো
ভব মহাবল” ॥ ৫৮ ॥ ততোহভিশস্তঃ শনকৈর্মণ্ডলানি
পরিক্রমেৎ ॥ ৫৯ ॥ পরিক্রম্য শনৈর্জহাজ্জোহপিণ্ডং ততঃ
ক্ষিতৌ । বিপত্রহস্তং তং পশ্চাৎ কারয়েদ্ব্রীহিমর্দ-

দেবতা ব্রাহ্মণ ও রাজা বা রাজপ্রতিনিধির সমক্ষেই
দিব্য করাইতে হয় । তৎকালে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও
অপরাপর বিশিষ্ট প্রজাবর্গের উপস্থিতি আবশ্যক ।
পরে অপরাহ্ন কালে পরীক্ষণীয় মানব আর্জবস্ত্রে
শুচি হইয়া কুতাজলিকরে পূর্বমুখে দণ্ডায়মান হইলে
প্রতীহারীরা তাহার হস্তে কোন কিছু আছে
কিনা পরীক্ষা করিয়া সাতটি অশ্বখপত্র বন্ধন
করিয়া দিবে । নব দৃঢ় কার্পাসম্বত্রেদ্বারা উহা
বন্ধন করিতে হয় । পরে একটি অষ্টাজূল
পরিমাণ স্তুসম লৌহপিণ্ড অগ্নিতে প্রতপ্ত
করিবে । ঐ পিণ্ড ওজনে পঞ্চাশ পল ও সূদৃঢ়
হওয়া আবশ্যক । প্রথমতঃ রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প ও
ধূপাদি দ্বারা রবির পূজা করিয়া পরে অগ্নির
পূজা করিবে । পরে একটি পত্রে “হময়ে” ইত্যাদি
“মহাবল” পর্য্যন্ত মন্ত্র লিখিয়া পরীক্ষণীয় মানবের
মস্তকে স্থাপন করিবে এবং কোনও ব্রাহ্মণ তাহা
পাঠ করিবে । পরে পরীক্ষণীয় মানব পূর্বোক্ত
উক্তপু লৌহপিণ্ড হস্তে লইয়া যথাক্রমে পূর্বোক্ত
মণ্ডলসকল পরিক্রম করিবে । সমস্ত মণ্ডল পরি-
ক্রম হইলে ধীরে ধীরে লৌহপিণ্ডটি ভূতলে পরি-
ত্যাগ করিবে । পরে হস্তের পত্রগুলি কেগিয়া
দিয়া করতলে ব্রীহি ধাক্ক মর্দন করিবে । ইহাতে

নম্ ॥ ৬৩ ॥ নির্ধিকারো করৌ দৃষ্টা শুদ্ধো ভবতি
ধর্মতঃ । তয়াহা পাতয়েদ্যন্ত তদধো বা বিভাব্যতে ॥
৬৪ ॥ পুনরাহারয়েন্মোহং বিধিরেষ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি তপ্তমাষবিধিং শৃণু ॥ ৬৫ ॥
কারয়েদায়সং পাত্রং তাত্রং বা ষোড়শাঙ্গুলম্ ।
চতুরঙ্গুলখাতস্ত মৃন্ময়ং বাপি কারয়েৎ ॥ ৬৬ ॥
পূরয়েৎ স্তুততৈলাভ্যাং পটলবিংশতিভিস্ততঃ । স্তুতপ্তে
নিক্ষিপেত্তত্র সুবর্ণস্ত তু মাষকম্ ॥ ৬৭ ॥ বহুস্কৃতং
বিস্ত্রসেন্নম্ভমভিশস্তস্ত মূৰ্দ্ধনি । অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিয়োগেন
তপ্তমাষং সমুদ্বরেৎ ॥ ৬৮ ॥ শুদ্ধং জেয়মসন্দিগ্ধং
বিক্ষেপাটাদিবিক্তিতম্ । ফালশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি তাং
শৃণু স্বং ধনঞ্জয় ॥ ৬৯ ॥ আয়সং দ্বাদশপলং ঘটিতং
ফালমুচ্যতে । অষ্টাঙ্গুলমদীর্ঘঞ্চ চতুরঙ্গুলবিস্তৃতম্ ॥
বহুস্কৃতং বিস্ত্রসেন্নম্ভমভিশস্তস্ত মূৰ্দ্ধনি । ত্রিঃপরা-
বর্তয়েজ্জিহ্বাং লিহন্নম্মাং ষড়ঙ্গুলম্ ॥ ৭১ ॥
গবাং ক্ষীরং প্রদাতব্যং জিহ্বাশোধনমুত্তমম্ ।
জিহ্বাপরীক্ষণং কুর্যাদদ্ধা চেন্ন বিমোচ্যতে ॥ ৭২ ॥
তং বিশুদ্ধং বিজানীয়াদিশুদ্ধা চেত্তু জায়তে ।

যদি তাহার হস্তে কোন বিকার দৃষ্ট না হয়, তবে
তাহাকে ধর্মতঃ শুদ্ধ বলিয়া জানিবে । যদি কেহ
ভয়বশতঃ লৌহপিণ্ড ফেলিয়া দেয়, তবে পুনরায়
পূর্ববৎ কার্য্য করাইবে । ইহাই বিধি । অতঃপর
তপ্ত মাষবিধি বলিতেছি । শ্রবণ কর । ৫০—৬৫ ।
প্রথমতঃ লৌহ তাত্র বা মৃত্তিকা দ্বারা ষোড়শাঙ্গুল
পরিসর ও চতুরঙ্গুল গভীর পাত্র নির্মাণ করিয়া
বিংশতি পল পরিমিত স্তুত ও তৈল দ্বারা তাহা পূরণ
করিবে । পরে তাহা উত্তপ্ত করিয়া তন্মধ্যে এক-
মাষক পরিমিত সুবর্ণ নিক্ষেপ করিবে । পরে
পরীক্ষণীয়ের মস্তকে পূর্বোক্ত বহ্নিমন্ত্রে স্থাপন
করিবে । পরে পরীক্ষণীয় ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি যোগে
সেই তপ্ত মাষকটী উঠাইবে । তাহাতে যদি ক্ষেপাট-
কাদি না হয়, তবে তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে ।
হে ধনঞ্জয় ! এক্ষণে ফালশুদ্ধি বলিতেছি, শ্রবণ
কর । ৬৬—৬৯ । দ্বাদশ পল পরিমিত লৌহদ্বারা
অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ ও চতুরঙ্গুল বিস্তৃত একটি ফাল নির্মাণ
করিবে । পরীক্ষণীয়ের মস্তকে পূর্ববৎ বহ্নিমন্ত্র
বিস্ত্রাস করিবে । পরে উক্ত ফাল উত্তপ্ত করিবে ।
পরীক্ষণীয় মানব জিহ্বাদ্বারা তিনবার উক্ত ফাল
লেহন করিবে । উহাকে জিহ্বাশোধনার্থ গোহস্ত
প্রদান করিবে । জিহ্বা যদি দৃষ্ট হয়, তবে উক্ত
ফাল জিহ্বায় সংলগ্ন হইয়া যাইবে । যদি জিহ্বা

তত্তুলস্তাথ বক্ষ্যামি বিধিধর্ম্যঃ সনাতনম্ ॥ ৭৩ ॥
চৌর্যো তু তত্তুলা দেয়া ন চান্তত্র কথঞ্চন । তত্তুলাতু-
দকে সিদ্ধা রাত্রৌ তত্রৈব স্থাপয়েৎ ॥ ৭৪ ॥ প্রভাতে
কারিণে দেয়া ভক্ষণায় ন সংশয়ঃ । ত্রিকৃৎ
প্রাঙ্গুথশ্চৈব পত্রে নিষ্টিবয়েত্ততঃ ॥ ৭৫ ॥ পিঙ্গলস্তাথ
ভূর্জস্ত ন হস্তস্ত কথঞ্চন । তাংস্ত বৈ কারয়েচ্ছুদ্রা-
স্তত্তুলাঙ্কালিসম্ভবান্ ॥ ৭৬ ॥ মৃন্ময়ে ভাজনে কুহা
সবিতুঃ পুরতঃ স্থিতঃ । তত্তুলাম্ময়ৈচ্ছুদ্রান্মন্ত্রেণানেন
ধর্ম্যতঃ ॥ ৭৭ ॥ “দীযসে ধর্ম্যতস্ত্রৈর্মানুষাণাং বিশোধ-
নম্ । ততস্তত্তুল সতোন ধর্ম্যতস্তাতুমহসি ॥ ৭৮ ॥
নিষ্টিবনে কৃতে তেবাং সবিতুঃ পুরতঃ স্থিতে ।
শোণিতং দৃশ্যতে যন্ত তমশুদ্ধং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ৭৯ ॥
এবমষ্টবিধং দিব্যং পাপসংশয়চ্ছেদনম্ । ভটাদি-
তাস্ত পুরতো জায়তে কুরুনন্দন ॥ ৮০ ॥ জলদিবাং
তথা প্রাহর্ষিপ্রকারং পুরাবিদঃ । জলহস্তং স্মৃতং
চৈকং মজ্জনং চাপরং বিতুঃ ॥ ৮১ ॥ বাণক্ষেপস্তথা-
দানং যাবদ্বীৰ্য্যবতা কৃতম্ । তাবন্তং মজ্জয়েজ্জীবৈ-
স্তথা তচ্ছুদ্ধিমাশিষেৎ ॥ ৮২ ॥ এবংবিধমিদং স্থানং

দৃষ্ট না হয় তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে । অতঃ-
পর তত্তুলদিব্যের সনাতন বিধান বলিতেছি । চৌর্য্য
ব্যাপারেই তত্তুল প্রদান করিবে । অস্ত্রতত্তুল
দিব্য কদাচ বিহিত নহে । রাত্রিকালে জলমধ্যে
ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রভাত কালে সেই তত্তুল
পরীক্ষণীয় ব্যক্তিকে খাইতে দিবে । পরীক্ষণীয়
মানব পূর্বাভিমুখে তত্তুল চর্ষণ করিয়া অশ্বখ পাত্র
বা ভূর্জ পত্রে নিষ্টিবন করিবে । প্রথমতঃ শালিতত্তুল
সকল শোধন করিয়া লইতে হয় । তদর্থে মৃন্ময়
পাত্রে তত্তুল সকল লইয়া সূর্য্যের অগ্রে স্থাপন-
পূর্বক ধর্ম্মানুসারে “দীযসে” ইত্যাদি “জাতুমহসি”
পর্বাস্ত মন্ত্র পাঠ করিবে । পরীক্ষণীয় ব্যক্তি সূর্য্য-
সমক্ষে উক্ত তত্তুল চর্ষণান্তে নিষ্টিবন করিলে যদি
শোণিত দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে দোষী বলিয়া
জানিবে । হে কুরুনন্দন ! ভটাদিত্যের সমক্ষে এই
অষ্টবিধ পাপসংশয়নাশক দিব্যই সকল হইয়া থাকে ।
৭০—৮০ । পুরাবিদগণ জলদিবাও দুইপ্রকার
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । একটি হস্তে জলধারণ
ও অপরটী জলমধ্যে মজ্জন । পরীক্ষণীয় মানব
জলমধ্যে মজ্জন করিলে তৎকালেই কোন বলবান
ব্যক্তি একটি বাণ নিক্ষেপ করিবে এবং সেই বাণটী
পুনরায় আনয়ন করিবে । বাণ আনীত হইলে
পরীক্ষণীয়কে জল হইতে উঠাইবে । যদি সে

ভট্টাদিত্যস্ত ভারত । মমৈব রূপয়া ভানোজাত-
মেতন্নহীতলে ॥ ৬৩

ইতি শ্রীকান্দে ভট্টাদিত্যমাহাশ্বে দিব্যবর্ণনং
নাম চতুঃসহস্রাংশোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঃ অধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । তথা বহুদকস্থানে কথামাকর্ণয়া-
ছুতাম্ । যস্মাদ্ভুদকং কুণ্ডং কামরূপে যদন্তি চ ॥ ১ ॥
তদন্তি চাত্র সঙ্ক্রান্তং তস্মাৎ প্রোক্তং বহুদকম্ ।
কপিলেনাত্ৰ তথ্ণা চ বর্ষাণি সুবহুতাপি ॥ ২ ॥
স্থাপিতং শোভনং লিঙ্গং কপিলেশ্বরসংজিতম্ ।
তচ্চ লিঙ্গং সদা পার্থ নন্দভদ্র ইতি স্মৃতং ॥ ৩ ॥ বণিক-
সম্পূজয়ামাস ত্রিকালক রুতাদরঃ । সম্বৎসরানশেষজঃ
সাক্ষাৎস্বয়ং ইবাপরঃ ॥ ৪ ॥ নাক্সাতং তস্মাৎ কিঞ্চিচ্চ
যজ্ঞৈর্ষেব প্রকীর্ত্যতে । সধেবাঞ্চ সুহৃদিতাং সধেবাঞ্চ
হিতে রতঃ ॥ ৫ ॥ কস্মিনা মনসা বাচা ধর্ম্মমেন-
মুপাশ্রিতঃ । ন ভূতো ন ভবিষ্যচ্চ ন স ধর্ম্মোহস্তি

এতাবৎকালে মরিয়া যায় তবে দোষী, নচেৎ
নির্দোষে প্রতিপন্ন হইবে । হে ভারত ! ভানুর
রূপায় মহীতলে আমার প্রতিষ্ঠিত এই ভট্টাদিত্য
কেত্র এবদ্বিধ প্রভাবশালী হইয়াছে । ৮১—৮৩ ।

চতুঃসহস্রাংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪ ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর বহুদকস্থলের অদ্ভুত
কাহিনী শুন । ঐ বহুদক কুণ্ড কামরূপে আছে,
এখানেও উহাই প্রতিষ্ঠিত । উহার বহুদক নাম
কি জন্ত হইয়াছে তাহাও বলিতেছি । কপিল মুনি
এখানে বহু বৎসর তপস্যা করিয়া কপিলেশ্বর নামে
একটী মনোহর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । সে
পার্থ ! পূর্বে নন্দভদ্র নামে এক বণিক প্রতিদিন
ত্রিকালে সাদরে ঐ লিঙ্গের অর্চনা করিত । সেই
বণিক পাশ্চাত্য ধর্ম্মের জায় সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বে সবিশেষ
অভিজ্ঞ ছিল । ধর্ম্মের এমন কোন তত্ত্বই ছিল না,
যাহা সে জানিত না । সে সকলেরই সুহৃদের
জায় হিতসাধক ছিল । সে কস্মিন ও বাচ্য দ্বারা
সত্যত ধর্ম্মাসক্ত ছিল । সেই নন্দভদ্র মনে মনে

কিঞ্চন ॥ ৬ ॥ বিদোষো যো হি সর্বত্র নিশ্চিত্যেব
বাবস্থিতঃ । অস্মাৎ ধর্ম্মসমুদ্রস্ত সম্প্রবৃদ্ধস্ত সর্বতঃ ॥
নিশ্চয়া নন্দভদ্রেণ আহতং তন্নিশাময় । বাণিজ্যং
মন্ততে শ্রেষ্ঠং জীবনায় তদাহিতং ॥ ৮ ॥ পরিচ্ছিন্নৈঃ
কাষ্ঠভূতৈঃ শরণং তেন কারিতম্ । মদ্যবজ্জং
ভেদবজ্জং কূটবজ্জং সমং তথা ॥ ৯ ॥ সর্বভূতেষু
বাণিজ্যমল্লাভেন সোহচরৎ । অমায়য়া পরেভ্যো-
হসৌ গৃহীত্বৈব ক্রয়ানকম্ । অমায়্যৈব ভূতেভ্যো
বিক্রোণাত্যস্ত সদ্ভূতম্ ॥ ১০ ॥ কেচিদ্যজ্ঞঃ প্রশংসন্তি
নন্দভদ্রো ন মন্ততে ॥ ১১ ॥ দোষমেনং বিনিশ্চিত্য
শুণু তং পাণ্ডুনন্দন । লুক্কোহনৃতী দান্তিকশ্চ
স্বপ্রশংসাপরায়াঃ ॥ ১২ ॥ যজন্ যজ্ঞৈর্জগদ্রক্ষি স্বং
চাক্ততমসং নয়েৎ । অগ্নৌ প্রাস্তার্হাতঃ সমাগাদিত্য-
মুপাশ্রিতঃ ॥ ১৩ ॥ আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃষ্টিবরঃ
ততঃ প্রজাঃ । যদ্যদা যজমানস্ত ঋষিজো দ্রব্যমেব

এইরূপ চিন্তা করিল যে, যাহাতে কোনরূপ দোষ-
সংস্পর্শ নাই, এমন ধর্ম্ম হয় নাই এবং হইবেও না ।
জীবিকার জন্ত কোনও বৃত্তি অবলম্বন করা
আবশ্যক, পরন্তু এমন বৃত্তি নাই, যাহাতে পাপসংস্পর্শ
না ঘটে । হে অর্জুন ! নন্দভদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া
প্রবৃদ্ধ ধর্ম্মসমুদ্র মন্তনপূর্ব্বক যে সার আহরণ করিল,
তাহা শুন । সে তখন অপরাপর বৃত্তি অপেক্ষা
বাণিজ্যকেই শ্রেষ্ঠ জীবিকা স্থির করিল । সে
সামান্য ভূণ-কাষ্ঠদ্বারা একখানি বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ
করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল । সর্ব প্রাণীর
নিকট সমানভাবে অল্লাভে বাণিজ্য করিতে
আরম্ভ করিল । পরন্তু মদ্য বিক্রয় কিম্বা কপটব্যব-
হার করিত না । সে অকপটে অপরেব নিকট
হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া আবার অকপটেই
তাহা সাধারণের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল ।
সদব্রত মনে করিয়া সে এই নিয়মই অবলম্বন
করিল । ১—১০ । হে পাণ্ডুনন্দন ! লোকে
যজ্ঞের প্রশংসা করিত, কিন্তু নন্দভদ্র তাহাতে
এইরূপ দোষ বিবেচনা করিয়া যজ্ঞের প্রশংসা
স্বীকার করিত না । সে বলিত যে, লোভী,
মিথ্যুক, দান্তিক, আত্মপ্রশংসাপরায়ণ মানবগণ
যজ্ঞ করিয়া জগতের অনিষ্ট সাধন করে এবং
আপনাকেও অন্ধতমসে পাতিত করিয়া থাকে ।
অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি দিলে তাহা আদিত্যে
সংক্রান্ত হয় ; আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির কণে
অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্নদ্বারা প্রজাবৃদ্ধি ঘটিয়া

৫ ॥ ১৪ ॥ চৌরপ্রায়স্ত কলুবাজন্য জায়েজ্জনস্ত হি ।
অদক্ষিণে বৃথা যজ্ঞে কৃতে চাপ্যবিধানতঃ ॥ ১৫ ॥ পশবো
নকুটৈর্হুযজমানঃ স্মৃতঃ হতাঃ । তস্মাচ্ছূদৈর্ধব-
দ্রবৌযজমানঃ শুভঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬ ॥ যজ্ঞ এবং বিচা-
র্যাসৌ যজ্ঞসারং সমাশ্রিতঃ । শ্রদ্ধয়া দেবপূজা যা
নমস্কারঃ স্তুতিঃ শুভা ॥ ১৭ ॥ নৈবেদ্যং হবিষশ্চৈব
যজ্ঞোহয়ং হি বিকলম্বঃ । স এব যজ্ঞঃ প্রোক্তো
বৈ যেন তুষ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ১৮ ॥ কেচিচ্ছংসন্তি
সন্ন্যাসং নন্দভদ্রো ন মন্যতে । যো হি সন্ন্যস্ত
বিষয়ান্ননসা গৃহতে পুনঃ ॥ ১৯ ॥ উভয়ভ্রষ্ট এবাসৌ
ভিন্না ভূমিধ্বিনশ্রুতি । সন্ন্যাসস্ত তু যৎসাবং
তন্তেনাবৃতমুত্তমম্ ॥ ২০ ॥ কশ্চিৎকৈব কস্মাণি
শপতে বা প্রশংসতি । নানামার্গস্থিতা-ল্লোকাস্তল-
বল্লীযতে ক্ষিতৌ ॥ ২১ ॥ ন দ্বেষ্টি নো কামযতে ন
বিক্রোহোহনুক্রধ্যতে । সমাশ্রয়াক্ষনো ধীবন্তনা-
নিদ্রাসংস্কৃতিঃ ॥ ২২ ॥ অভয়ঃ সর্বভূতেভ্যো

থাকে । কিন্তু চৌরতুল্য যজ্ঞমানের অসহপার্জিত
দ্রব্যাদ্বারা যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া ঋষিকগণ অবিধানে
যাজন করেন, এবং বৃথা দ্রব্য হরণ করেন, আর
যজ্ঞমানও অশুচিত দক্ষিণা দান করেন না ।
স্মৃতবাং তাদৃশ যজ্ঞের ফলে পাপনিবৃত্তি হয় না,
পবন জনগণ আবণ্ড পাপাক্রান্ত হইয়া থাকে । হত-
ভাগা ঋষিকেরা বৃথাই কেবল পশুহিংসা করে
এবং তাহার ফলে যজ্ঞমানও হতপ্রায় হয় । অতএব
যবাদি বিশুদ্ধ দ্রব্য দ্বারা যাগ করাই যজ্ঞমানের
শুভকর । নন্দভদ্র এইরূপ বিচার করিয়া সার
যজ্ঞ অবলম্বন করিল । শ্রদ্ধা সহকারে দেবপূজা
নমস্কার, স্তবপাঠ, হবির্দ্বারা নৈবেদ্যদান,—এই
সকল যজ্ঞ পাপসংস্পর্শহীন । যাহা দ্বারা দেবতার
তুষ্টি সাধন হয়, তাহাই যজ্ঞপাদবাচ্য । অনেকে
সন্ন্যাসের প্রশংসা করেন, কিন্তু নন্দভদ্র, তদ্বিরুদ্ধ-
বাদী । তাহার মতে, যে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ
করিয়া মনে মনে বিষয়ানুধ্যান করে, সে বিদৌর্ভ-
ভাগস্থ ব্যক্তির স্থায় ইহপর উভয় লোক
হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয় । সে সন্ন্যাসের
যাহা সার তাহাই অবলম্বন করিয়াছিল ১১—২০ ।
সে কাহারও কোন কর্মে প্রশংসা বা আক্রোশ
করিত না ; ভূতলে চন্দ্রের স্থায় বিভিন্ন পথবর্তী
জনগণের সহিতই মিশিত । ঘেষ, অনুরাগ,
বিরোধ, অহুরোধ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া স্থিরচিত্তে
পাশাপাশি ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান করিত ; অন্ধ ও বধি-

যথাক্রমবধিরাকৃতিঃ । ন কর্মণাং ফলাকাঙ্ক্ষা শিবস্তা-
রাধনং হি তৎ ॥ ২৩ ॥ কারণাদর্শমধিচ্ছন্ন লোভঞ্চ
ততশ্চরন্ ॥ ২৪ ॥ বিবিচ্য নন্দভদ্রস্তৎ সারং
মোক্ষেষ জগৃহে । কৃষিঃ কেচিৎ প্রশংসন্তি নন্দভদ্রো
ন মন্যতে ॥ ২৫ ॥ যস্যঃ ছিন্দন্তি বৃষণা বৃষণাং চৈব
নাসিকাম । কর্ণান্তি মহাভারান বধন্তি দময়ন্তি চ ॥ ২৬ ॥
বহুদংশমবান দেশান্নযন্তি বহুকর্দমান । বাহসম্পীড়িতা
ধূম্যাঃ সৌদম্যাবিধিনা পরে ॥ ২৭ ॥ মন্যন্তে জগ-
হত্যাপি বিশিষ্টা নাস্ত্য কর্মণঃ । অগ্ন্যা ইতি গবাং
নাম ক্ষতৌ তাঃ পীড়য়েৎ কথম্ ॥ ২৮ ॥ ভূমিঃ
ভূমিশস্যশ্চৈব হন্ত কাষ্ঠমযোমুখম্ । পঞ্চেন্দ্রিয়েষু
জীবেষু সর্বং বসতি দৈবতম্ ॥ ২৯ ॥ আদিত্যচন্দ্রমা-
বায়ুঃ প্রভৃতিষ চ তাঃ স্ত যঃ । বিক্রীণাতি স্মৃদুচ্য
তস্য কা নু বিচারণা ॥ ৩০ ॥ অজোহগ্নির্ধরুণো
মেঘঃ সূর্যশ্চ পৃথিবী বিরাজি । ধেনুর্কংসশ্চ সোমো
বৈ বিক্রীষেভান্ন সিধ্যতি ॥ ৩১ ॥ এবংবিধসত্ত্বৈশ্চ

রেব ত্রায় স্তুতিতে বা নিন্দায় নির্বিকার থাকিত ।
সর্ব প্রাণীকেই অভয় দান করিত । কর্মের ফল-
কামনা পরিহারই শিবের আরাধনা ; এজন্ত ধর্ম-
কামনায় সর্বথা লোভ বর্জন কর্তব্য । নন্দভদ্র
ইহা বুঝিয়া সেই মোক্ষসাধন সার শিক্ষায় কস্মা-
নুষ্ঠান অবলম্বন করিল । অনেকে কৃষির প্রশংসা
করেন, কিন্তু নন্দভদ্র, কৃষির প্রশস্ত্য স্বীকার করিত
না । তাহার মত এই যে, কৃষি কার্যে বৃষগণের বৃষণ-
চ্ছেদন, নাসিকাবেদন, বন্ধন, দমন এবং উহাদিগের
দ্বারা ক্ষেত্রকর্ষণ ও মহাভারবাহন, প্রভৃতি করাইতে
হয় ; তদর্থে বৃষগণ কত ক্লেশ পায়,—দংশনবহুল স্থানে
যাইতে এবং বহু কর্দমাতিক্রম করিতে বাধ্য হয়,
অশুচিত বিলম্ব ভারবহনে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া
পড়ে ; এই জন্ত জগহত্যা ইহা অপেক্ষা অধিক
নিন্দিত নহে । গোগণের একটা নাম অগ্ন্যা
(প্রহারের অযোগ্য) ; ইহা বেদে প্রসিদ্ধ ; অতএব
তাহাদিগকে পীড়িত করা ধর্মসঙ্গত হইবে
কিভাবে ? লৌহমুখ লাঙ্গলফাল দ্বারা ভূমি ও
ভূমিগত অপরাপর জীবচয় নিহত হয় । পঞ্চেন্দ্রিয়া-
দ্বিত জীবে আদিত্য চন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ
বিশিষ্টরূপে বাস করেন, যে সেই জীবকে বিক্রয় করে,
সেই মূঢ়ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি কি প্রকার ? ২১—৩০ ।
অগ্নি অজ, বরুণ মেঘ, সূর্য পৃথিবী, বিরাজি
ধেনু এবং সোম বৎস স্বরূপ ; স্মৃতবাং ইহাদিগকে
বিক্রয় করিলে তাহার সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না ।

যুতা দোষৈঃ কৃষিঃ সদা। অষ্টাগবং স্তাদ্ধি হলং
ত্রিশভাগং ত্যজেৎ কৃষেঃ ॥৩২॥ ধর্মো দদ্যাৎ পশুন্
ব্রহ্মান পুষ্যা দেবা কৃষিঃ কুতঃ। সারমেতৎ কৃষেস্তেন
নন্দভদ্রেণ চাদৃতম্ ॥ ৩৩ ॥ বিসারিতব্যান্ত্রানি
স্বশক্ত্যা দেবপিভু। মনুষ্যাদিজতুভেষ্ নিযুজ্যা-
ন্নাত সর্বদা ॥৩৪॥ কেচিচ্ছংসন্তি চৈশ্বর্যং নন্দভদ্রো
ন মন্ততে। মানুষা মানুষানেব দাসভাবেন
ভুঞ্জতে ॥ ৩৫ ॥ বধবন্ধনিরোধেন পীড়য়ন্তি দিবা-
নিশম্। দেহং কিমেতদ্ধাতুঃ স্বং মাতুর্বা জনকস্ত
বা ॥ ৩৬ ॥ মাতুঃ পিতুর্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্রেঃ
ভুনোহপি বা। ইতি সঙ্কিন্ত্য বাহরন্নমরা ইব
ঈশ্বরঃ ॥ ৩৭ ॥ ঐশ্বর্যমদপাপিষ্ঠা মহামদ্যমদাদয়ঃ।
ঐশ্বর্যমদমন্তোহি না পতিহা হি মাদাতি ॥ ৩৮ ॥
আত্মবৎ সর্বভূতোষু শ্রিয়া নৈব চ মাদাতি ॥ ৩৯ ॥
আত্মপ্রত্যয়বান্ দেহী কেশ্বরশ্চেদশোহস্তু হি। ঐশ্বর্য-
স্তাপি সারং স জগ্ৰাহৈতন্নিশাময় ॥ ৪০ ॥ স্বশক্ত্যা

কৃষিকার্য্য এইপ্রকার সহস্র দোষে সতত তৃপ্ত। এক-
খানি হলে আটটি গোক যোজনা করিতে হয়।
কৃষিলক্ শস্ত্রের ত্রিশ ভাগের একভাগ ধর্মার্থ পরি-
ত্যাগ করিতে হয়। বৃদ্ধ পশুদিগকে পোষণ
করিবে। ইহার অন্তর্থাচরণে পাপ হয়, সুতরাং
এরূপ কৃষিকার্য্য কোথায় কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে?
এজন নন্দভদ্র কৃষিকার্য্যের যাহা সার, তাহাই গ্রহণ
করিয়াছিল। তাহার মত এই যে, শক্তি অনুসারে
পিতৃদেব মনুষ্যাদি প্রাণীকে খাদ্য প্রদানান্তে স্বয়ং
ভক্ষণ করিবে। অনেকে ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করে,
পরন্তু নন্দভদ্রের মত অন্তরূপ। মানুষেরা অপর
মনুষ্যাগণকেই দাস ভাবে উপভোগ করে, এবং বধ
বন্ধন নিরোধাদি দ্বারা নিরন্তর পীড়া দেয়। বস্তুতঃ
এই দেহ কি মাতার? না পিতার? না প্রতিপালকের
না মাতামহের? না বলবানের? না ক্রেতার?
না অগ্নির? না কুকুরের? ঐশ্বর্য্যশালী জনগণ
ইহু চিন্তা করিয়া আপনাকে অমর মনে করিয়াই
যেন সাধারণের প্রতি হুঁয়বহার করে। ঐশ্বর্য্য-
মদে মত্ত হইয়া বিবিধ মহাপাপাচরণ করে। ঐশ্বর্য্য-
মদমত্ত পুরুষ ভূপতিত না হইলেও প্রমত্তবৎ ব্যবহার
করিয়া থাকে। ফলতঃ ঐশ্বর্য্য দ্বারা মত্ত হয় না
কিন্তু অমূল্যজীবগণের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করে,
এমন আত্মবিবাসী ঐশ্বর্য্যবান পুরুষ কোথায়?
নন্দভদ্র এই সকল চিন্তা করিয়া ঐশ্বর্য্যের যাহা সার
তাহাই গ্রহণ করিল। আমাদের নিকট তাহা নহে।

সর্বভূতেষু যদসৌ ন পরাধুখঃ। তীর্থায়েকে
প্রশংসন্তি নন্দভদ্রো ন মন্ততে ॥ ৪১ ॥ অমেন
সকরাতাপশীতবাতক্ষুধা তৃষা। ক্রোধেন ধর্ম্মগেহস্ত
নাপি নাশমবাণুয়াৎ ॥ ৪২ ॥ সৌখ্যেন বা ধনস্তাপি
শ্রদ্ধয়া স্বল্পগোহর্থবান। সমর্থো হি মহৎপুণ্যং শক্ত
আপুং ক বাস্তি সং ॥ ৪৩ ॥ সদা শুচির্দেবযাজী
তীর্থসারং গৃহে গৃহে। নাপঃ পুনন্তি পাপানি ন
শৈলা ন মহাগ্রমাঃ ॥ ৪৪ ॥ আত্মা পুনাতি পাপানি
যদি পাপান্নিবর্ততে। এবমেব সমাচারং প্রাহুর্ভূ
ততন্ততঃ ॥ ৪৫ ॥ একীকৃত্য সদা ধীমানন্দভদ্রঃ
সমস্থিতঃ। তন্তৈশ্বর্যং বর্ততঃ সাধোঃ স্পৃহয়ন্ত্যপি
দেবতাঃ ॥ ৪৬ ॥ বাসবপ্রমুখাঃ সর্বং বিস্ময়কং পরং
যযুঃ। অত্রৈব স্থানকে চাপি শৃদ্রোহভুৎ প্রতিবেশকঃ ॥
৪৭ ॥ স নন্দভদ্রঃ ধর্ম্মিষ্ঠঃ পুনঃপুনরনুযত।
নাস্তিকঃ স হুরাচারঃ সত্যব্রত ইতি কৃতঃ ॥ ৪৮ ॥
স সদা নন্দভদ্রস্তা বিলোকয়তি চান্তরম্। ছিদ্ৰঃ
চেদস্তা পশ্যামি ততো ধর্ম্মান্নিবর্তয়ে ॥ ৪৯ ॥ স্বভাব
এব কুরাণাং নাস্তিকানাং হুরাশ্বনাম্। আত্মানং

৩১—৪০। সে নিজ শক্তি অনুসারে সর্বপ্রাণীর
প্রতিই সদয় ব্যবহার করিত। শক্তি থাকিতে কদাচ
পরোপকার সাধনে পরাধুখ হইত না। অনেকে
তীর্থের প্রশংসা করেন, কিন্তু নন্দভদ্র তাহা মানিত
না। পরিশ্রম শীত বাত ক্ষুধা তৃষা ক্রোধাদি দ্বারা
মানবের সঞ্চিত ধর্ম্মও বিনষ্ট হইয়া যায়। ধনবান
মানব গৃহে থাকিয়াই শ্রদ্ধাসহকারে ধনব্যয় দ্বারা
অনন্ধ্যাসে মহৎ পুণ্য অর্জ্জনে সমর্থ হয়, পরন্তু তাদৃশ
মানব কোথায়? সতত শুচি ও দেবযাজী হইলে
গৃহে গৃহেই তো সার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। জল, শৈল
বা মহান আগ্রমসমূহও পাপশোধনে সমর্থ নহে,
পরন্তু পাপ হইতে নিবর্তিত করিলে আত্মাই নিখিল
পাতক হইতে পবিত্রতা বিধান করিয়া থাকে। নন্দ-
ভদ্র এইরূপ বিবিধ ধর্ম্মাচার সকলের সার একত্রিত
করিয়া তদনুষ্ঠানে সতত কালাতিপাত করিতে
লাগিল। সাধু নন্দভদ্রের এবদ্বিধ আচরণে ইন্দ্রাদি
দেবগণও সবিস্ময়ে তদীয়ানুকরণভিলাষী হইলেন।
সেইখানেই সত্যব্রত নামে নন্দভদ্রের প্রতিবাসী
এক শূদ্র বাস করিত। সে নাস্তিক, হুরাচার এবং
সতত নন্দভদ্রের বিদ্বেষী ছিল। “কোন ছিদ্ৰ
পাইলেই নন্দ-ভদ্রকে ধর্ম্ম হইতে নিবর্তিত করিব”
এই ভাবিয়া সে সর্বদাই নন্দ-ভদ্রের ছিদ্ৰানুসন্ধান
করিত। হুরাশ্ব কুর নাস্তিকদিগের স্বভাবই এই

পাতয়ন্ত্যেব পাতয়ন্ত্যপরঞ্চ যৎ ॥ ৫০ ॥ ততঃস্বৈবঃ
বর্ততোহস্ত নন্দভদ্রস্ত ধীমতঃ । একোহভূতনয়ঃ
কষ্টাধার্ককে সোহপ্যনন্তত ॥ ৫১ ॥ তচ্চ দৈবকৃতং
মহান শুশোচ মহামতিঃ । দেবো বা মানবো বাপি
কো হি দৈবান্মিচ্যতে ॥ ৫২ ॥ ততোহস্ত সুপ্রিয়া
ভাৰ্য্যা সৰ্বৈঃ সাধ্বীশুণৈর্যুতা । গৃহধৰ্ম্মস্ত মুৰ্ত্তিধা
সাক্ষাদিব অরুদ্ধতী ॥ ৫৩ ॥ বিনাশমাগতা পার্থ
কনকা নাম নামতঃ । ততো যতেন্দ্রিগোহপোষ
গৃহধৰ্ম্মবিনাশতঃ ॥ ৫৪ ॥ শুশোচ হা কষ্টমিতি পাপো-
হমিতি চাসক্লং । তন্তস্ত চান্তরং দৃষ্ট্বাহস্যং সত্যব্রত-
শ্চিরাৎ ॥ ৫৫ ॥ উপাৰজ্য চ হ্য কষ্টঃ ক্রবন্তঃ
নন্দভদ্রকম্ । দধিকর্ণ ইবাসাদ্য নন্দভদ্রমুবাচ সঃ ॥
৫৬ ॥ হা নন্দভদ্র যদোবং তবাহপোবংবিধং কলম্ ।
এতেন মন্ত্রে মনসি ধর্ম্মোহপোষ বৃথৈব যৎ ॥ ৫৭ ॥
ইত্যাদি বহুধা প্রোচ্য তন্তদ্বাক্যং ততস্ততঃ ।
সত্যব্রতস্ততঃ প্রাহ নন্দভদ্রং কৃপাবিতঃ ॥ ৫৮ ॥
নন্দভদ্র সদা তুভ্যং বক্রুকামোহস্মি কিঞ্চন । প্রস্তাব-
স্তাপ্যভাবাচ্চ নোদিতঞ্চ ময়া কচিৎ ॥ ৫৯ ॥ অপ্রস্তাবঃ

যে, তাহার আপনাকে এবং অপরকেও অধোগামী
করিয়া থাকে ৷৫১—৫০। ধীমান্ নন্দভদ্র এইভাবে
দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবার পর তাহার বৃদ্ধ বয়সে
একটি পুত্র জন্মিল, কিন্তু সে পুত্রও অল্পদিন মধ্যেই
কালগ্রাসে পতিত হইল । “দেবতাই হউক আর
মানুষই হউক ; অদৃষ্ট খণ্ডাইতে কে পারে ?” ইহা
ভাবিয়া মহামতি নন্দভদ্র তাহাতে শোক করিল না ।
হে অর্জুন ! তাহার পত্নীর নাম ছিল কনকা ।
অরুদ্ধতীর স্ত্রী নিখিল সাধ্বীশুণমণ্ডিতা, পতির
নিতান্ত প্রিয়পাত্রী ও গৃহধর্ম্মের আশ্রয়ভূতা সেই
পত্নীও কিয়ৎকালপরে লোকান্তরিত হইল । তাহাতে
গৃহধর্ম্মের উচ্ছেদ হওয়ায় নন্দভদ্র জিতেন্দ্রিয় হই-
লেও “হায় ! কি কষ্ট । আমি কি পাপী !”
ইত্যাদি বলিয়া শোক করিতে লাগিল । সত্যব্রত
দীর্ঘকালের পর তখন নন্দভদ্রের তাদৃশ অবস্থা
দেখিয়া দধিকর্ণের স্ত্রী হৃষ্টাচিন্তে আসিয়া নন্দভদ্রকে
কহিল,—হায় ! নন্দভদ্র ! তোমারও যে এমন দশা
ঘটিল, ইহাতে মনে হয়, এই যে ‘ধর্ম্ম ধর্ম্ম’ করা যায়,
ইহা নিতান্তই বৃথা । ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া
পরে যেন সদয় ভাবেই নন্দভদ্রকে কহিল,—নন্দ-
ভদ্র ! আমি তোমাকে কোন একটি কথা বলিবার
জঙ্ক নিয়তই উৎসুক হইয়া আছি, পরন্তু প্রসঙ্গেব
ব এ যাবৎ তাহা বলা হয় নাই । কেননা

ক্রবন্ বাক্যং বৃহস্পতিরপি ক্রবন্ । সত্যব্রত বুদ্ধাবজান-
মবমানঞ্চ হীনবৎ ॥ ৬০ ॥ নন্দভদ্র উবাচ । ক্রহি
ক্রহি ন মে কিঞ্চিৎ সাধু গোপ্যং প্রিয়ং পরম্ ।
বচোভিঃ শুদ্ধসন্ধানাং ন মোক্ষোহপ্যুপমীয়তে ॥ ৬১ ॥
সত্যব্রত উবাচ । নবভির্নবভিঃ চৈব বিমুক্তং বাধি-
দুষ্টৈঃ । নবভিবুদ্ধিদোষৈশ্চ বাক্যং বক্ষ্যাম্য-
দোষবৎ ॥ ৬২ ॥ সৌম্য্যঃ সঙ্খ্যাক্রমশ্চাপি নির্ণয়ঃ
সপ্রয়োজনঃ । পট্টকতান্ত্রজাতানি যত্র তদ্বাক্য-
মুচ্যতে ॥ ৬৩ ॥ ধর্ম্মমর্থঃ চ কামঃ চ মোক্ষঃ চোদিষ্ট
চোচ্যতে । প্রয়োজনমিতি প্রোক্তং প্রথমং বাক্য-
লক্ষণম্ ॥ ৬৪ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রতিজ্ঞায়
বিশেষতঃ । ইদং তদिति বাক্যাস্তে প্রোচ্যতে স
বিনির্গয়ঃ ॥ ৬৫ ॥ ইদং পূর্বমিদং পশ্চাদ্বক্তব্যং
যৎক্রমেণ চি । ক্রমযোগঃ তমপ্যাহবাক্যতত্ত্ববিদো
বুধাঃ ॥ ৬৬ ॥ দোষণাঞ্চ গুণানাঞ্চ প্রমাণং প্রবি-
ভাগতঃ । উভয়ার্থমপি প্রেক্ষ্য সা সঙ্খ্যাত্যুপ-
ধাৰ্য্যতাম্ ॥ ৬৭ ॥ বাক্যভেদেষু তিনেষু যত্রাভেদঃ
প্রদৃশ্যতে । তত্রাতিশয়হেতুহঃ তৎ সৌম্যমিতি

অপ্রসঙ্গে কথা কহিলে বৃহস্পতিও নিশ্চয়ই হীনজন-
বৎ অবজ্ঞাত এবং নিকোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হন ।
৫১—৬০ । নন্দভদ্র কহিল,—বল, বল ; আমার
নিকট কোনও সাধু প্রিয় বাক্য গোপন করিবার
আবশ্যকতা নাই । শুদ্ধসত্ত্ব জনগণের বাক্যের
সহিত মোক্ষেরও তুলনা হয় না । সত্যব্রত কহিল,
—নয় নয়টী বাক্যদোষ ও নয়টী বুদ্ধিদোষ পরিহার-
পূর্বক আমি নির্দোষ বাক্যই বলিতেছি । যাহাতে
স্বস্মৃতা, সংখ্যা, ক্রম, প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত—এই
পাঁচটি অর্থ বিদ্যমান, তাহাকেই বাক্য বলা যায় ।
তন্মধ্যে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ সাধনোদ্দেশে
কখনই প্রয়োজন । ইহাই বাক্যের প্রথম লক্ষণ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে
‘তাহাই এই’ বলিয়া যে বাক্যের উপসংহার,
তাহাই নির্ণয়পদবাচ্য । ইহা প্রথমে এবং ইহা
শেষে বলা যাইবে বলিয়া যে ক্রমানুসারে তত্ত্ববি-
ষয়ের উপস্থাপন করা যায়, তাহাই বাক্যতত্ত্বজ্ঞানের
মতে ক্রমযোগ । দোষ ও গুণের যথার্থ বিচার
করিয়া পরে যে উহাদিগের প্রমাণানুসারে বিভাগ
করা, তাহাই সংখ্যা বলিয়া জানিও । বাক্য ও
ভেদ বিষয়ের পরস্পর প্রভেদ থাকিলেও সবি-
শেষ প্রমাণ দ্বারা যে উভয়ের ঐক্যস্থাপন, তাহাই

নির্দেশে ॥ ৬৮ ॥ ইতি বাক্যগুণানাঞ্চ বাগ্গোবান
 দিনব শৃণু । অপেতার্থমভিন্নার্থমপবৃত্তং তথাধিকম্ ॥
 ৬৯ ॥ অশ্লক্ষং চাপি সন্দিগ্ধং পদান্তে গুরু চাক্ষরম্ ।
 পরাশ্রুতমুখং যচ্চ অনৃতং চাপাসংস্কৃতম্ ॥ ৭০ ॥
 বিরুদ্ধং যত্রিবর্ণেণ নূনং কষ্টাতিশদকম্ । ব্যাৎ-
 ক্রমাভিহিতং যচ্চ সশেষং চাপাহেতুকম্ । নিকারগঞ্চ
 বাগ্গোবান্ বুদ্ধিজান শৃণু হং চ নান ॥ ৭১ ॥ কামাৎ
 ক্রোধাদ্ভয়াচ্চৈব লোভাদৈচ্ছাদনার্যাকাৎ ॥ ৭২ ॥
 দীনান্নুক্ৰোশতো মানান্ চ বক্ষ্যামি কিঞ্চন । বক্তা
 শ্রোতা চ বাক্যঞ্চ যদা অবিকলং ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥
 সমমেতি বিবক্ষ্যাৎ তদা সৌহর্গঃ প্রকাশতে ।
 বক্তব্যে তু যদা বক্তা শ্রোতারমবত্ততে ॥ ৭৪ ॥
 শ্রোতা চাপ্যথ বক্তারং তদা বাক্যং ন রোহতি ।
 অথ যঃ স্বপ্রিয়ং ক্রয়াচ্ছোভুর্বোহসজ্য যদৃতম্ ॥
 ৭৫ ॥ বিশঙ্কা জাযতে তস্মিন বাক্যং তদপি
 দোষবৎ । তস্মাদ্যঃ স্বপ্রিয়ং তাক্ষা শ্রোতুচাপ্যথ
 যৎ প্রিয়ম্ ॥ ৭৬ ॥ সত্যমেব প্রভাষেত স বক্তা
 নেতরো ভুবি । মিথ্যাবাদাঙ্গাশ্চালসম্ভবান যদ্বিহায

স্বপ্নতাপদবাচ্য । এগুলি হইল বাক্যের গুণ, এক্ষণে
 বাক্যের নয় নয়টি দোষ বলিতেছি শুন । অপেতার্থ,
 অভিন্নার্থ, অপবৃত্ত, অধিক, অশ্লক্ষ, সন্দিগ্ধ, পদান্তে
 অক্ষরের গুরুত্ব, পরাশ্রুত, অনৃত এবং অসংস্কৃত,
 ত্রিবর্ণের বিরুদ্ধ, নূন, কষ্টশব্দ, অতিশব্দ, ব্যাৎ-
 ক্রমাভিহিত, সশেষ, অহেতুক ও নিকারগ,—এগুলি
 বাক্যদোষ । বুদ্ধিদোষ সফল শুন । ৬১—৭১ ।
 কাম ক্রোধ ভয় লোভ দীনতা অনার্যতা হীনতা দয়া
 বা অভিমান বশতঃ আমি কোন কথা বলিতেছি
 না ; পরন্তু ঐ সকল বুদ্ধিদোষ বর্জন করিয়াই
 বলিতেছি । যখন বক্তা শ্রোতা ও বাক্য অবিকল
 হয় এবং বলিবার ইচ্ছাও থাকে, তখন অভীষ্ট অর্থ
 প্রকটিত হয় ; আর যখন বক্তব্য বিষয়ে বক্তা,
 শ্রোতাকে অবমাননা করে কিম্বা শ্রোতা বক্তাকে
 অবজ্ঞা করে তখন বাক্য ফলোপধায়ক হয় না ।
 আর যদি শ্রোতার অপলাপ করিয়া নিজের বা
 শ্রোতার মনোমত বাক্য বলা যায়, তাহাতে শ্রোতার
 সন্দেহ জন্মিতে পারে ; অতএব তাদৃশ বাক্যও
 দোষাবহ । এজন্য যে ব্যক্তি নিজের ও শ্রোতার
 প্রসঙ্গকথনে অনাদরপূর্বক কেবলমাত্র সত্য বাক্যই
 বলে, তাহাকেই ভূতলে প্রকৃত বক্তা বলা যায় ;
 অপরকে বক্তা বলা যায় না । শাস্ত্রজালোক্ত মিথ্যা

চ ॥ ৭৭ ॥ সত্যমেব ব্রতং যস্মাস্তস্মাৎ সত্যব্রতবৃহৎ ।
 সত্যং তে সম্প্রবক্ষ্যামি মন্তুমর্হসি তত্তথা ॥ ৭৮ ॥
 যদাপ্রভৃতি ভদ্র হং পাষণ্ডার্চনে রতঃ । তদা-
 প্রভৃতি কিঞ্চিচ্চ ন হি পশ্যামি শোভনম্ ॥ ৭৯ ॥
 একঃ সৌহৃদি সূতো নষ্টো ভাৰ্য্যা চাৰ্য্যাপানশ্রুত ।
 কৃটানাং কৰ্ম্মণাং সাধো ফলমেবংবিধং ভবেৎ ॥ ৮০ ॥
 ক দেবাঃ সন্তি মিথ্যাতদৃশুস্তে চেষ্টবন্ত্যপি । সৰ্ব্বা
 চ কৃটবিপ্রাণাং দ্রব্যাতৈক্যে বিকল্পনা ॥ ৮১ ॥ পিতৃ-
 দিশ্চ যচ্ছন্তি মম হাসঃ প্রজাযতে । অন্নশ্রোপদ্রবং
 যচ্চ মৃতো হি কিমশিষ্যতে ॥ ৮২ ॥ যদ্বিদং বহুধা
 মুঢ়া বর্ণয়ন্তি দ্বিজাধীমাঃ । বিশ্বনির্মাণমখিলং তথাপি
 শৃণু সত্যতঃ ॥ ৮৩ ॥ উৎপত্তিস্চাপি ভঙ্গশ্চ বিশ্ব-
 শ্চৈতদ্বয়ং মুবা । এবমেব হি সৰ্ব্বঞ্চ সদিদং
 বর্ত্ততে জগৎ ॥ ৮৪ ॥ স্বভাবতো বিশ্বমিদং হি
 বর্ত্ততে স্বভাবতঃ সূর্য্যামুখা ভ্রমন্ত্যমী । স্বভাবতো
 বায়বো বাস্তি নিতাং স্বভাবতো বৰ্ষতি চান্দ্রদোহয়ম্ ॥
 ৮৫ ॥ স্বভাবতো রোহতি ধাতুজাতং স্বভাবতো
 বৰ্ষনীতাতপহম্ । স্বভাবতঃ সংস্থিতা মেদিনী চ

বাক্য সকল পরিহারপূর্বক সত্যভাষণই আমার ব্রত,
 এজন্য আমার নাম হইয়াছে সত্যব্রত । আমি
 তোমাকে সত্যবাক্যই বলিব, তুমিও তাহা সত্য
 বলিয়াই অবধারণ করিও । ওহে ভদ্র ! যখন
 হইতে তুমি পাষণ্ডের অর্চনায় রত হইয়াছ, তদবধি
 আমি তোমার কোনও মঙ্গল দেখি নাই । একটা
 মাত্র পুত্র ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইল ! তোমার ভাৰ্য্যা
 আৰ্য্যা কনকাও বিনষ্ট হইলেন ! সাধু হে !
 কৃট কৰ্ম্মের ফল এইরূপই হয় । ৭২—৮০ । দেবতা
 সকল কোথায় আছে ? থাকিলে অবশুই দেখা
 যাইত । দেবতাদির কল্পনা-সমূহ কেবল, কপটী
 ব্রাহ্মণগণের দ্রব্যলাভের জন্য হইয়াছে । পিতৃ-
 পিতামহের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করে দেখিয়া আমার
 হাস্য পায় ! আবার সেই অন্নদানের উপদ্রব কত !
 মৃত ব্যক্তি কি খাইতে পারে ? মুঢ় দ্বিজাধমেরা
 যে, এই বিশ্বের নির্মাণবিষয়ে নানাবিধ বর্ণনা করে,
 তৎসম্বন্ধে সার সত্য শ্রবণ কর । বিশ্বের উৎপত্তি
 ও নাশ—এ দুইই মিথ্যা । এ জগৎ এই ভাবেই
 চিরকাল বিদ্যমান আছে । এ বিশ্ব স্বভাবতই
 এই ভাবে আছে, সূর্য্যাদি গ্রহগণ স্বভাবতই এই
 ভাবে ভ্রমণ করে, বায়ু সকলও স্বভাবতই এই
 ভাবে প্রবাহিত য় আর মেঘগণও স্বভাবতই
 বৰ্ষণ করিয়া থাকে । ধাতুাদি শস্ত্র সকল স্বভাবতই

স্বভাবতঃ সর্বিতঃ সংস্ৰবন্তি ॥ ৮৬ ॥ স্বভাবতঃ পৰ্বতা
ভাষ্টি নীতাং স্বভাবতো বারিধিরেষ সংস্ৰিতঃ ।
স্বভাবতো গৰ্ভিণী সম্প্রসূতে স্বভাবতোহমী বহবশ্চ
জীবাঃ ॥ ৮৭ ॥ যথা স্বভাবেন ভবন্তি বক্রা ঋতু-
স্বভাবাদ্ভবদরীষ কণ্টকাঃ । তথা স্বভাবেন হি
সংস্রমেতৎ প্রকাশতে কোহপি কৰ্ত্তা ন দৃশ্যঃ ॥ ৮৮ ॥
তদেবং সংস্ৰিতে লোকে মুচো মুহুতি মন্তবৎ । মানুষ্য-
মপি যদুৰ্ত্তা বদন্ত্যগ্রাং শৃণুয তৎ ॥ ৮৯ ॥ মানুস্মান
পরং কষ্টং বৈরিণাং নো ভবেকি তৎ । শোকস্থান-
সহস্রাণি মনুষ্যাস্ত্র ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৯০ ॥ মানুস্যাঃ হি
স্মৃতাকারং সভাগোহস্মাদ্বিচ্যুতে । পশবঃ পক্ষিণঃ
কীটাঃ কুময়শ্চ যথাস্থখম্ ॥ ৯১ ॥ অবক্কা বিহ-
রন্ত্যেতে যোনিরেষাং সুহৃলভা । নিশ্চিন্তাঃ স্বাবরা
হেতে সৌখ্যমেবাং মঃস্তুবি ॥ ৯২ ॥ বহুনা কিং
মনুষ্যোভ্যাঃ সর্বো ধন্তোহন্ত্যোনিজঃ । স্বভাবমেব
জানীহি পুণ্যাপুণ্যাদিকল্পনা ॥ ৯৩ ॥ যদেকো স্বাবরাঃ

অঙ্কুরিত হয়; শীত গ্রীষ্ম বর্ষাও স্বভাবতই
হয়; পৃথিবী স্বভাবতই এই ভাবে আছে;
আর নদী সকলও স্বভাবতই প্রবাহিত হইয়া
থাকে। পৰ্বত সকল স্বভাবতই অবস্থিত রহি-
য়াছে, সমুদ্রও স্বভাবতই বর্তমান আছে।
গৰ্ভিণী রমণী স্বভাবতই প্রসব করে এবং
স্বভাবতই বিবিধ প্রাণী বিবিধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত
হইয়া থাকে। ঋতুস্বভাবে যেমন বদরী-বৃক্ষের
কণ্টকসমূহ বক্রতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্বভাব-
বশেই এতৎসমস্ত প্রকাশ পায়, ইহার কোনও
কৰ্ত্তা দেখা যায় না। লোক সকল এইরূপ স্বভাবে
প্রতিষ্ঠিত হইলেও মুঢ় জনগণ মন্তের আয় এ
বিষয়ে মুগ্ধ হয়। ধূর্তগণ যে মনুষ্যজন্মকে শ্রেষ্ঠ
বলে, তদ্বিষয়ে সার তত্ত্ব বলিতেছি শুন। মানুস্বহ
অপেক্ষা আর কুংখদায়ক জন্ম নাই; শত্রুরও যেন
মনুষ্যজন্ম না হয়। মানুস্বের ক্ষণে ক্ষণে সহস্র
সহস্র লোকস্থান বিদ্যমান। ৮১—৯০। মনুষ্যহে
পূৰ্বস্মৃতি থাকে বালিয়া উহা অতীব ক্লেশদায়ক,
সভাগ্য ব্যক্তিই এই মনুষ্যহ হইতে মুক্তি লাভ
করিতে পারে। পশু পক্ষী কুমি কীটাদি প্রাণিগণ
অবাধভাবে বিহার করিয়া থাকে; ঐ সকল
যোনি অতীব হৃলভ। স্বাবরসমূহ সর্বথা নিশ্চিন্ত,
ভূতলে উহাদিগেরই মহাস্থখ। অধিক কি বলিব,
মানুস্ব ব্যতীত অপরাপর সকল জীবই সুখী।
কলভঃ পাপ-পুণ্যাদি করনা এবং কেহ স্বাবর কেহ

কীটাঃ পতঙ্গা মানুবাদিকাঃ । তস্মান্মিথ্যা পরিত্যজ্য
নন্দভদ্র যথাস্থখম্ । শিব ক্রীড়নকৈঃ সার্কঃ
ভোগান্ সত্যমিদং ভুবি ॥ ৯৪ ॥ নারদ উবাচ ।
ইত্যেতৈরসুখৈর্ষাকৈরধুক্তৈরসমঞ্জসৈঃ ॥ ৯৫ ॥ সত্য-
ব্রতশ্চ নাকম্পন্নদ ভদ্রো মহামনাঃ । প্রংসরিব তং
প্রাহ স্বক্লেভাঃ সাগরো যথা ॥ ৯৬ ॥ যদ্বানাহ
ধর্মিষ্ঠাঃ সদা কুংখস্তা ভাগিনঃ । তন্মিথ্যা কুংখজ্ঞানানি
পশ্যামঃ পাপিনামপি ॥ ৯৭ ॥ বধবন্ধপরিচ্ছেদাঃ
পুত্রদারাদিপকতা । পাপিনামপি দৃশ্যন্তে তস্মা-
দ্রম্যো গুরুশ্রুতঃ ॥ ৯৮ ॥ অযং সাধুরহো কষ্টং কষ্ট-
মশ্চ মহাজনাঃ । সাধোকন্দন্ত্যেতদপি পাপিনাং
দুর্লভং হি দম্ ॥ ৯৯ ॥ দারাদিভবানোভার্থং বিশতঃ
পাপিনো গৃহে । ভবানপি বিভেত্যস্মাদ্বেষ্টি কুপ্যতি
তদবৃথা ॥ ১০০ ॥ যথাস্ত জগতো ক্রমে নাস্তি
হেতুর্মহেশ্বরঃ । তদ্বালভ্যবিতং তুভাং কিং রাজানং
খিনা প্রজাঃ ॥ ১০১ ॥ যচ্চ ব্রবীষি পাষণং মিথ্যা
লিঙ্গং সমর্চসি । তদ্বাল্লিঙ্গমাহাশ্রয়ং বেতি নাকো

জঙ্গম কেহ পতঙ্গ ও কেহ বা মনুষ্যরূপে জন্মে—
ইহাও স্বভাববশেই ঘটিয়া থাকে। অতএব নন্দভদ্র !
তুমি ঐ সমস্ত মিথ্যা বিষয়ে আস্থাহীন হইয়া যথা-
সুখে পানাহার বিহার কর। ভূতলে ইহাই সার
সত্য। নারদ কহিলেন,—মহামনা নন্দভদ্র,
সত্যব্রতের এই সমস্ত অসাধুজনোচিত অসঙ্গত
বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; পরন্তু
অক্লেভা সাগরের আয় সহাগ্রে কহিল,—হে
সত্যব্রত ! তুমি যে কহিলে,—ধার্মিক জনেরা সতত
কুংখভাগী হন, তাহা মিথ্যা কথা; যেহেতু পাপী-
দিগেরও বিবিধ কুংখ দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাই—
পাপীরাও বধবন্ধনাদি কেশ ভোগ করে এবং
স্ত্রীপুত্রাদির বিনাশজ্ঞাত কুংখ প্রাপ্ত হয়। স্মৃতরাং
ধর্মই শ্রেষ্ঠ। সাধুজন কোনও ক্রেশ পাইলে মহাজন-
গণ বলেন যে, ‘অহো। এব্যক্তি সাধু, ইহার এমন
ক্লেশ ঘটিল!’ পাপীদিগের পক্ষে ঐ প্রকার-উক্তিও
দুর্লভ। কোনও পাপী ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিলে
“এ ব্যক্তি ভ্রব্য-দারাদি অপহরণ করিবে না কি?”
এরূপ ভয়, তোমার মনেও হয়, পরন্তু একজন সাধু
হইতে তাদৃশ ভয় হয় না। স্মৃতরাং তুমি যে,
সাধুদিগের প্রতি দ্বেষ ও কোপ প্রকাশ করিতেছ,
তাহা বৃথা। ৯১—১০০। তুমি যে বলিতেছ, জগ-
তের হেতু কোনও মহেশ্বর নাই, ইহা তো বালকের
উক্তি! রাজা ব্যতীত প্রজা থাকে কি? আর

যথা রবিম্ ॥ ১০২ ॥ ব্রহ্মাদয়ঃ সুরা সর্বে রাজানশ্চ
মহর্ষিকাঃ । মানবা মুনয়শ্চৈব সর্বে লিঙ্গং যজন্তি চ ।
১০৩ ॥ অনামকানি চিহ্নানি তেষাং লিঙ্গানি সন্তি
চ । এতে কিং হ্রুবন্যর্থাস্তু সত্যব্রতঃ সুবীঃ ॥ ১০৪ ॥
প্রতিষ্ঠাপ্য পুরা ব্রহ্মা পুঙ্করে নীললোহিতম্ । প্রাপ্ত-
বান পরমাং সিদ্ধিং সমর্জ্জমাঃ প্রজাঃ প্রভুঃ ॥ ১০৫ ॥
বিষ্ণুনাপি নিহত্যার্জো রাবণং পয়সানিধেঃ । তীরে
রামেশ্বরং লিঙ্গং স্থাপিতং চান্তি কিং মুখা ॥ ১০৬ ॥
বৃদ্ধঃ হুহা পুরা শক্ৰো মহেন্দ্রে স্থাপ্য শঙ্করম্ । লিঙ্গং
বিমুক্তপাপোহথ ত্রিদিবেহদ্যাপি মোদতে ॥ ১০৭ ॥
স্থাপয়িত্ব শিবং সূর্য্যো গঙ্গাসাগরসঙ্গমে । নিরাময়ো-
হভূৎ সৌম্য প্রভাসে পশ্চিমোদধৌ ॥ ১০৮ ॥ কাশ্মীঃ
যমশ্চ ধনদঃ সহো গরুড়কণ্ঠপৌ । নৈমিষে বায়ু-
বরুণৌ স্থাপ্য লিঙ্গং প্রমোদিতাঃ ॥ ১০৯ ॥ অশ্মিরেব
স্তম্ভতীরে কুমারেশঃ শুভো বিভূঃ । লিঙ্গং সংস্থাপ-
য়ামাস সর্বপাপহরং ন কিম্ ॥ ১১০ ॥ এবমন্তৈঃ

“তুমি মিথ্যা পান্নাণ লিঙ্গ অর্চনা করিতেছ” এই
কথা যে বলিলে, তাহার কারণ—অন্ধ যেমন সূর্য্যকে
জানে না, তদ্রূপ তুমিও লিঙ্গমাহাত্ম্য জান না ।
ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহেশ্বর্য্যশালী রাজগণ, মুনিগণ ও
মানবগণ সকলেই লিঙ্গের অর্চনা করিয়া থাকেন ।
ঊর্ধ্বাদিগের নিজ নিজ নামানুসারে চিহ্নিত প্রসিদ্ধ
লিঙ্গ সকলও আছে । তবে কি ঊর্ধ্বারা সকলেই
মুখ ছিলেন, আর তুমি সত্যব্রত কেবল নৃদ্ধিমান
জন্মিয়াছ! প্রভু ব্রহ্মা পূর্বে পুঙ্করক্ষেত্রে নীল-
লোহিত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাহার
কলে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এই সমস্ত প্রজা
সৃষ্টি করিয়াছেন । বিষ্ণুও রণক্ষেত্রে রাবণকে
নিহত করিয়া সাগরতীরে রামেশ্বর নামক লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; সে লিঙ্গও তো আছে;
তাহাও কি মিথ্যা? ইন্দ্র, বৃজাসুরকে নিহত করিয়া
মহেন্দ্র পর্ব্বতে শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মহত্যা
পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অদ্যাপি স্বর্গধামে
বিহার করিতেছেন । সূর্য্য গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে লিঙ্গ
স্থাপন করিয়া নিরাময় হইয়াছেন । চন্দ্রও পশ্চিম
সাগরতীরে প্রভাসক্ষেত্রে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
দীর্ঘোদ্য হইয়াছেন । যম ও কুবের কাশীতে,
গরুড় ও কেশব সহ পর্ব্বতে এবং বায়ু ও বরুণ
নৈমিষারণ্যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সুখী হইয়াছেন ।
আর বিষ্ণু কুমার, এই স্তম্ভ তীরে কুমারেশ নামে
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; এই লিঙ্গ সর্বপাপ-

সুরৈর্ঘানি পার্থিবৈর্মুনিভিস্থতা । সংস্থাপিতানি
লিঙ্গানি তন্ন সংখ্যাতুমুৎসহ ॥ ১১১ ॥ পৃথিবীবাসিনঃ
সর্বে যে চ স্বর্গনিবাসিনঃ । পাতালবাসিনস্তপ্তা
জায়ন্তে লিঙ্গপূজয়া ॥ ১১২ ॥ যচ্চ ব্রবীষি গীর্ষণা
ন সন্তি সন্তি চেৎ কুতঃ । কুত্রাপি নৈব দৃশ্যন্তে তেন
মে বিস্ময়ো মহান ॥ ১১৩ ॥ রুক্মবৎ কিং স্ম তে
দেবা যাচস্তাং স্বাং কুলথবৎ । যমিচ্ছসি মহাপ্রাজঃ
সাধকো হি গুরুস্তব ॥ ১১৪ ॥ স্বভাবান্নৈব সর্বার্থাঃ
সংসিদ্ধা যদি তে মতে । ভোজনাদি কথং সিধ্যোদয়
কর্তারমস্তরা ॥ ১১৫ ॥ বদরীমন্তরেণাপি দৃশ্যন্তে
কণ্টকা ন হি । তস্মাৎ কস্মাস্তি নিশ্চাণং যন্ত যাব-
ন্তথৈব তৎ ॥ ১১৬ ॥ যচ্চ ব্রবীষি পশাদ্যাঃ সুখিনো
ধন্যকাস্তমী । তদুতে নেদমুক্তঞ্চ কেনাপি শ্রতমেব
বা ॥ ১১৭ ॥ তামসা বিকলা যে চ কষ্টং তেষাঞ্চ
শ্লাঘাতাম্ । সর্বেন্দ্রিয়যুতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ কুতো ধন্যা ন
মানুসাঃ ॥ ১১৮ ॥ সত্যং তব ব্রতং মন্তে নরকায়

নাশক । ইহা সত্য নহে কি? ১১০১—১১০৮ এই-
রূপ অপরাপর দেবতা রাজা ও মুনিগণ যে সমস্ত
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা
যায় না । পৃথিবীবাসী, স্বর্গবাসী ও পাতালবাসী—
সকলেই লিঙ্গ পূজা করিয়া পরম সন্তোষলাভ
করেন । আর তুমি যে বলিয়াছ—‘দেবতা নাই,
থাকিলে কোথায়ও দেখা যায় না কেন?’—এ কথায়
আমার অতীব বিস্ময় জন্মিতেছে । দরিদ্র যেমন
কুলথ প্রার্থনা করে, দেবতারাও কি আসিয়া তদ্রূপ
প্রাণনা করিবেন? ওহে মহাপ্রাজ! তুমি যাহা
কামনা কর, তোমার গুরুই তাহা তোমাকে সাধন
করিয়া দিতে পারেন; নচেৎ স্বভাববশেই সকল
প্রযোজন সিদ্ধ হয়, তাহা নহে । তথাপি যদি বল
যে, স্বভাববশেই সর্বার্থ সিদ্ধ হয়, তবে বিবেচনা
করিয়া দেখ, কোনও কর্তা না থাকিলে ভোজনাদি
কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? বদরী বৃক্ষ
ব্যতীত তাহার কণ্টক দেখা যায় না; অতএব
উহা অবশ্যই কেহ নিশ্চাণ করেন । সেই জন্ত
যেটী যেক্রপ ভাবে নিশ্চাণের চিরন্তন রীতি আছে,
সেটী সেই রকমেই নিশ্চিত হইয়া থাকে । আর
যে বলিয়াছ—‘পশুপক্ষ্যাদি প্রাণী সুখী এবং উহারাই
ধন্য’; তুমি ব্যতীত আর কেহ এরূপ উক্তি
কদাচ করে নাই এবং শুনাও যায় নাই । যাহারা
তামস ও বিকল, সেই সমস্ত পশুপক্ষ্যাদি জীবের
যে ক্রেশ, তাহাও যদি শ্লাঘার বিষয় হয়, তবে

ঐয়াদৃতম্ । অত্যনর্থে ন ভীঃ কার্য্য। কামোহয়ঃ
ভবিতাচিরাৎ ॥ ১১৯ ॥ আদাবাড্ধরেণৈব ক্রবতো-
হস্তানমেব মে । ইখং নিঃসারতা বাক্তমাদাবাড-
ধরাভু যৎ ॥ ১২০ ॥ মায়াবিনাং হি ক্রবতাং বাক্যং
চাড্ধরাবৃতম্ । কুনাগকমিবোদীপ্তঃ পরী-
ক্ষেয়ঃ সদা সতাম্ ॥ ১২১ ॥ আদৌ মধ্যো তথা
চান্তে যেবাং বাক্যমদোষবৎ । কষদাহৈঃ
শ্বমিব ছেদেহপি স্মাচ্ছতং শুভম্ ॥ ১২২ ॥
অয়াশ্বখা প্রতিজ্ঞাতমুক্তং চৈবাশ্বখা পুনঃ । হৃদোবো
নায়মস্মাকং তদ্বচঃ শৃণুমো হি যে ॥ ১২৩ ॥ নাস্তি-
কানাঞ্চ সর্পাণাং বিষম্য চ গুণস্বয়ম্ । মোহযন্তি
পরং যচ্চ দোষো নৈব পরস্ত তু ॥ ১২৪ ॥ আপো
বস্ত্রং তিনাষ্টৈলং গন্ধো বা স যথা তথা । পুষ্পাণা-
মধিবাসেন তথা সংসর্গজা গুণাঃ ॥ ১২৫ ॥ মোহ-
জালস্ত যো যোনির্মূঢ়ৈরিহ সমাগমঃ । অহংহনি
ধর্ম্মস্ত যোনিঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ১২৬ ॥ তস্মাৎ প্রাজ্ঞৈশ্চ

সর্বৈশ্চিযুক্ত মনুষ্যাগণ যন্ত নহে কি জন্ত ? আমার
বোব হয়, তুমি নরকলাভার্থ সাধরে এই ব্রত
অবলদন করিয়াছ ; যাহা হটক, তুমি মহান
অনর্থেও কিছুমাত্র ভয় করিও না ; তোমার এই
অভিলাষ অচিরকালেই সিদ্ধ হইবে । তুমি প্রথমে
মহা আড়ম্বরে আমার অজ্ঞানোন্মেষ করিয়াছিলে,
এক্ষণে তোমার এই প্রবার নিঃসারতা বাক্ত হইল ।
বেশী আড়ম্বর করিলে তাহার পরিণাম এইরূপই
দৃষ্ট হয় । মায়াবীরা প্রথমে আড়ম্বর করিয়া যে
বাস্তবিক্যাস করে, সাধু ব্যক্তির পক্ষে তাহা কুনাগ-
কবৎ পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য । আদিতে
মধ্যে ও অন্তে যাহাদিগের বাক্যো দোষ দর্শন
হয় না, বহুবার দন্ধ ও কসপাবণে পরীক্ষিত
শ্বর্গের স্তায় বিচ্ছিন্ন করিলেও তাহা শুভ
বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । ১১১—১২২ ।
তুমি একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আর একরূপ
বলিলে ; ইহা তোমার দোষ নহে, পরন্তু আমরা
তাহা শুনি বলিয়া উহা আমাদিগেরই দোষ ।
নাস্তিক, সর্প ও বিষ—এই তিন পদার্থের গুণই
এই যে, উহারা জনগণকে মোহিত করে ; স্মৃতরাং
তজ্জন্ত উহারা দোষী নহে, সেই জনগণই দোষী ।
জল, বস্ত্র, তিল, তৈল ও গন্ধদ্রব্য পুষ্পাদির
সংসর্গে সেই সেই গুণ লাভ করে ; ফলতঃ
সংসর্গেই গুণোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে । ইহলোকে
দিনে দিনে মুক্তজন সহ সংসর্গ করিলে মুক্ততা

রুদ্ধৈশ্চ শুদ্ধভাবৈস্তপস্বিভিঃ । সজ্জৈশ্চ সহ সংসর্গঃ
কার্য্যঃ শমপরায়ণৈঃ ॥ ১২৭ ॥ ন নীচৈর্নাপ্যবিদ্বজ্জি-
র্নানান্নজ্ঞৈর্কিংশেবতঃ । যেনাং জীণ্যবদাতানি
যোনির্কিদ্দ্যা চ কর্ম্ম চ ॥ ১২৮ ॥ তাংশ্চ সেবেদ্বি-
শেষেণ শাস্ত্রং যেবাং হি বিদাতে । অসতাং দর্শন-
স্পর্শসঙ্কল্পাসনভোজনৈঃ ॥ ১২৯ ॥ ধর্ম্মাচারাং প্রহী-
য়ন্তে ন চ সিধ্যন্তি মানবাঃ । বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং
নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ ॥ ১৩০ ॥ মধ্যৈশ্চ মধ্যতাং
যাতি শ্রেষ্ঠতাং যাতি চোত্তমৈঃ । ইতি ধর্ম্মং
স্বরূপাং সঙ্গমাখী পুনস্তব । যন্নিসি দ্বিজানৈব
যৈরপেয়োহর্বং কৃতঃ ॥ ১৩১ ॥ বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ
প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্ । নৈতত্রয়ং যন্ত
ভবেৎপ্রমাণং কস্তস্য কুর্যাদচনং প্রমাণম্ ॥ ১৩২ ॥
ইতীরয়িত্বা বচনং মহাত্মা স নন্দভদ্রঃ সহসা তদৈব ।
গৃহাদিনিঃসৃত্য জগাম পুণ্যং বহুদকং ভট্টরবেশ্চ
কুণ্ডম্ ॥ ১৩৩ ॥

ইতি শ্রীশ্কাণ্ডে কপিলেশ্বরতীর্থমাহাত্ম্যো নন্দভদ্রবর্ণিগু-
রভ্রান্তবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

অবশ্যই জানে, আর সাধুসঙ্গম করিলে তাহাতে
অবশ্যই ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে । সেই জন্ত প্রাজ্ঞ
বুদ্ধ শুদ্ধভাব তাপস ও সজ্জন সহ সংসর্গ করা—
শমপরায়ণ ব্যক্তিগণের কর্তব্য । বিশেষতঃ
যাহাদিগের বিদ্যা যোনি ও কর্ম্ম বিশুদ্ধ, সেই
সমস্ত শাস্ত্রতত্ত্ব, লোকের সহিত সংসর্গ
শ্রেয়স্কর । নীচ, অনাথজ্ঞ, বা অবিদ্বানের
সহিত সংসর্গ করা কর্তব্য নহে । অসজ্জনের
দর্শন স্পর্শ ও তৎসহ আলাপ, একত্রোপবেশন
বা একত্র ভোজন প্রতি কন্ম করিলে মানবগণ
ধর্ম্মাচার হইতে ভ্রষ্ট হয় ; কোনমতে সিদ্ধিলাভ
করিতে পারে না । বুদ্ধি হীনজনসংসর্গে হীনতা
প্রাপ্ত হয়, মধ্য জন সংসর্গে মধ্যম ভাব লাভ
করে, আর শ্রেষ্ঠজন সংসর্গে উৎকর্ষযুক্ত হয় ।
আমি এই সমস্ত ধর্ম্মবিধান স্মরণ করিয়া
অতঃপর আর তোমার সহিত সংসর্গ করিতে
ইচ্ছা করি না । যাহারা সাগরকে অপেক্ষ করিয়া-
ছেন, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করি-
তেছ । বেদ প্রমাণ, স্মৃতিও প্রমাণ, আর ধর্ম্মার্থ-
যুক্ত বাক্যও প্রমাণ ; পরন্তু যে ব্যক্তির মতে এই
তিনটি প্রমাণ নহে, তাহার বাক্য প্রমাণ বলিয়া
কে গণনা করিবে ? মহাত্মা নন্দভদ্র এই কথা
বলিয়া তখনই সহসা পুষ্ক হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । বহুদকশ্চ কুণ্ডল তীরস্থঃ লিঙ্গ-
যুতম্ । কপিলেশ্বরমভ্যর্চ্য নন্দভদ্রস্ততঃ সুধীঃ ॥
১ ॥ প্রণম্য চাগ্রতন্ত্রস্থৌ প্রবক্করসম্পুটঃ । সংসার-
চরিতৈঃ কিকিদ্ধুখৌ গাথাং ব্যগায়ত ॥ ২ ॥ অষ্টার-
মশ্চ জগতশ্চেৎ পশ্যামি সদাশিবম্ । নানাপৃচ্ছাভি-
রথ তং কুর্য্যাম নাথং বিলজ্জিতম্ ॥ ৩ ॥ অপূৰ্য্যমানঃ
তব কিং জগৎসংসৃজনং যিনা । নিরীহ বহুধা
যন্তে সৃষ্টং ভার্গববজ্জগৎ ॥ ৪ ॥ সচেতনেন শুকেন
রাগাদিরহিতেন চ । অথ কস্মাদায়সদৃশং ন সৃষ্টে
নির্মিতং জড়ম্ ॥ ৫ ॥ নিবৈরেণ সমেনাথ সুখতৃপ্ত-
ত্বভাবৈঃ । ব্রহ্মাদিকৌটপৰ্যাস্তং কিমেবং ক্রিণতে
জগৎ ॥ ৬ ॥ কাংশ্চৎ স্বর্গেহৈব নরকে পাত্যাহঃ
সদাশিব । কিং ফলং সমবাপ্নোষি কিমেবং কুরুষে
বদ ॥ ৭ ॥ ইষ্টৈঃ পুত্রাদিভির্নাথ বিযুক্তা মানবা
হমী । ক্রন্দন্তি কক্ৰণাসার কিং স্থনাপি ভবেন্ন

ভট্টাদিত্যোর সেই বহুদক নামক পুণ্য কুণ্ডে যাত্রা
করিল ১২৩—১৩৩ ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৫ ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর ধীমান্ নন্দভদ্র, বহু-
দক কুণ্ডের তীরস্থ কপিলেশ্বর নামক উত্তম লিঙ্গের
অর্চনা কবিয়া প্রগতিপূষক কৃতাজলিপুটে দণ্ডা-
মান থাকিয়া সংসারব্যাপারে কিকিৎ ভাগিতচিত্তে
এই গাথা গান করিল ।—আমি যদি এই জগতের
অষ্টা সদাশিবকে দেখিতে পাই, তবে প্রভুকে আমি
নানাবিধ প্রশ্নে নিশ্চয়ই লজ্জিত করিব । হে
নিষ্ক্রিয় ! তুমি সৃষ্টি না করিলেও কি এই জগৎ পার-
পূর্ণ থাকে ? তুমি তো ভার্গবের স্থায় নিরীহ হইয়াও
নানাকারে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ । তুমি সচেতন,
শুদ্ধ, এবং রাগাদিরহিত, তবে আয়সদৃশ করিয়া
জগৎ নির্মাণ করিলে না কেন ? ইহাকে জড়
করিলে কি জড় ? তুমি নিবৈর ও সম, তবে
ব্রহ্মাদি কৌটান্ত প্রাণী, সুখতৃপ্ত স্থিতিসংহারাদি দ্বারা
ক্লেশ পায় কেন ? হে সদাশিব ! তুমি কাহাকেও
স্বর্গে এবং কাহাকেও বা নরকে স্থাপন করিতেছ,
ইহাতে তুমি কি ফল পাই ? একরূপ কর কেন ?
তাহা বল । হে কক্ৰণাত্মক ! ইষ্ট-পুত্রাদিবিয়োগে

তে ॥ ৮ ॥ অতীব নোচিতং সৰ্বমেতদীশ্বর সৰ্বধা ।
যন্তে ভক্তাঃ সমং পাপৈশ্বজ্জন্তে দুঃখসাগরে ॥ ৯ ॥
এবংবিধেন সংসারচারিত্রেণ বিমোহিতাঃ । স্থানা-
ন্তরং ন যাস্তামি ভোক্ষ্যে পাস্তামি নোদকম্ ॥ ১০ ॥
মরণান্তমেব যাস্তামি স্থাস্তে সঞ্চিন্তয়ন্নরঃ । স এবং
বিমুগ্ধেব নন্দভদ্রঃ স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ১১ ॥ ততশ্চতুর্থে
দিবসে বহুদকতটে শুভে । কশ্চিদ্ধালঃ সপ্তবধঃ
পীড়াপীড়িত আযযৌ ॥ ১২ ॥ কুশোহতীবগলংকুঠী
প্রমুহঃ পদে পদে । নন্দভদ্রমুবাচৈদং কুঙ্ক্লাৎ সং-
স্তভা বালকঃ ॥ ১৩ ॥ অহো সুরূপসর্দাঙ্গ কস্মাদ-
দুঃখী ভবানপি । ততোহশ্চ কারণং সৰ্বং ব্যাচষ্ট
নন্দভদ্রকঃ ॥ ১৪ ॥ শ্রদ্ধা তৎকারণং সৰ্বং বালো
দীনমনাৱবীৎ । অহো হা কষ্টমত্যাগং বুধানাং
যদ্যপি কৃত্য ॥ ১৫ ॥ সম্পূর্ণেন্দ্রিয়গাত্রা যম্মর্ভুমিচ্ছন্তি
বৈ পুত্রা । মুহূর্ত্তমাত্রা যদ্যপ্যে মোক্ষমার্গমুপাগতঃ ॥
১৬ ॥ তদহো ভারতং যত্ত্বং সত্যায়ুষি তাজ্জেকি
কঃ । অহমেব দৃঢ়ো মন্যে পিতৃত্যাং যো বিব-
জ্জিতঃ ॥ ১৭ ॥ অশক্ণশ্চলিতুং বাপি মর্ভুমিচ্ছামি

এই মানবগণ কত ক্রন্দন করে, তাহা দেখিয়া
তোমার কি দয়া হয় না ? তোমার ভক্তগণ যে পাপী-
দিগের সহিত তুল্যভাবে এৰ্দ্ধিব সংসার-ব্যবহারে
বিমোহিত হইয়া দুঃখসাগরে মগ্ন হয়, হে ঈশ্বর ।
ইহা সৰ্বধা নিতান্তই অসুচিত । যাহা হউক, আমি
আর স্থানান্তরে যাইব না কিম্বা পান-ভোজনও
করিব না, এখানে থাকিয়াই মরিব । নন্দভদ্র এই-
রূপ স্থির করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিল ।
১—১১ । অতঃপর চতুর্থ দিবসে সেই বহুদকের
শুভ তট-প্রদেশে একটী সপ্তবর্ষীয় কুশ কুম্ভ বালক
আসিয়া উপস্থিত হইল । সে গলংকুঠ রোগাক্রান্ত
বলিয়া পদে পদে স্থলিত হইতেছিল । সে অতি-
কষ্টে আয়ুসংবরণ করিয়া নন্দভদ্রকে কহিল,—
ওহে সর্দাঙ্গসুন্দর ! তোমাকেও দুঃখী দেখিতেছি
কেন ? নন্দভদ্র তাহার প্রশ্নে সমস্ত আত্মবৃত্তান্ত
বর্ণন করিল । বালক তাহা শুনিয়া দীনমনে
কহিল,—আহা । বুদ্ধিমানেরও যে এমন নির্বুদ্ধিতা,
ইহাতে অতি কষ্ট ! যে হেতু সম্পূর্ণেন্দ্রিয় ও
সম্পূর্ণাঙ্গ জনও যে অনর্থক মরিতে যায় ! এই
ভারত-ভূখণ্ডে যদ্যপি রাজা মুহূর্ত্তমাত্রে মোক্ষমার্গ
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অতএব আয়ু থাকিলে এই
ভারতভূমি ত্যাগ করিতে কে চায় ? আমি পিতৃ-
মাতৃবর্জিত এবং চলিতেও অশক্ণ, তথাপি দৃঢ়তা

নাপি চ। সর্বে লাভাঃ সান্তিমানা ইতি সত্য। বত
 ঋতিঃ ॥ ১৮ ॥ সন্তোষোহপুচ্চিতস্তভ্যঃ দেহঃ যস্য
 দৃঢ়ঃ হৃদম্। শরীরঃ নীরুজঃ চেন্মে ভবেদপি
 কথঞ্চন ॥ ১৯ ॥ ক্ষণে ক্ষণে চ তৎ কুর্যাৎ ভুজাতে
 যদযুগেযুগে। ইন্দ্রিয়ানি বশে যস্য শরীরঞ্চ দৃঢ়ঃ
 ভবেৎ। সৌখ্যপাত্তদিচ্ছতে চেষ্ট কোহন্তস্তস্মাদ-
 চেতনঃ ॥ ২০ ॥ শোকস্তানসহস্রাণি হর্ষস্তানশতানি
 চ ॥ ২১ ॥ দিবসে দিবসে মৃত্যুমাশিস্তি ন পণ্ডিতম্।
 ন হি জ্ঞানবিরুদ্ধেযু বহুপায়েষু কর্মসু ॥ ২২ ॥
 মূলদ্যানিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ। অষ্টাঙ্গাঃ
 বুদ্ধিমাহুধাঃ সর্বাশ্রেয়োবিঘাতিনীম্ ॥ ২৩ ॥ ঋতি-
 স্মৃতিবিরুদ্ধা সা বুদ্ধিহ্রাস্তি নির্মলা। অথ কুচ্ছেব
 দুর্গেষু ব্যাপৎসু স্বজনস্ত চ ॥ ২৪ ॥ শরীরমানসে-
 দুর্গেণ সীদন্তি ভবদ্বিধাঃ। নাপ্রাপ্যামভিবাঙস্তি
 নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতম্ ॥ ২৫ ॥ আপৎসু চ ন
 মুহুন্তি নরাঃ পণ্ডিতবৃদ্ধাঃ। মনোদেহসমুপাভাং
 দুঃখাভ্যামর্পিতং জগৎ ॥ ২৬ ॥ তয়োর্ব্যাসসমাসাভা-
 শমোপায়মিমং শৃণু। ব্যাধেরনির্গেসংস্পর্শীচ্ছুমাদিষ্ট-

অবলম্বন করিয়া আছি, মরিতে চাই না। “সমস্ত
 লাভই অভিমান যুক্ত” এই ঋতি অতীব সত্য।
 তোমার যখন এই দেহ দৃঢ় আছে, তখন তোমার
 সন্তোষাবলম্বনই নিতান্ত উচিত। আমার শরীর
 যদি কোনরূপে নীরোগ হইত; তবে আমি ক্ষণে
 ক্ষণে এমন কাজ করিতাম যাহা যুগযুগান্ত যাবৎ
 ভোগ করা যাইত। যাহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত,
 এবং শরীরও দৃঢ় আছে, সে যদি দেহান্তর কামনা
 করে, তবে তদপেক্ষা অচেতন আর কে আছে?
 সহস্র সহস্র শোকস্তান এবং শত শত হর্ষস্তান, মৃত
 ব্যক্তিকেই দিনে দিনে আক্রমণ করে, পরন্তু পণ্ডিত
 ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে না। আপনার
 স্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির। জ্ঞানবিরোধী বহুবিপদাকুল
 মূলচ্ছেদী কর্মসমূহে কদাচ আসক্ত হন না। যাহাকে
 সর্বাশ্রেয়োবিঘাতিনী বলা যায়, আপনার সেই অষ্টাঙ্গ-
 বতী ঋতি-স্মৃতিসম্মতা নির্মলা বুদ্ধি আছে;
 সুতরাং ভবাদৃশ ব্যক্তির। কষ্টদায়ক স্বজনবিরো-
 গাদি কঠোর শরীর-মানস দুঃখে অভিভূত হন না।
 পণ্ডিতবুদ্ধি নরগণ অপ্রাপ্য প্রার্থনা বা নষ্ট বিষয়ে
 শোক করেন না; আর আপদেও মোহ প্রাপ্ত
 হন না। এই জগৎ মনো-দেহজ দুঃখে সমাক্রান্ত;
 সেই দুঃখের প্রশমোপায় আমি সংক্ষেপে ও বিস্তারে
 বলিতেছি? শ্রবণ করুন। ব্যাধি, অনিষ্ট-সংসর্গ,

বিসজ্জনাৎ ॥ ২৩ ॥ চতুর্ভিঃ কারণৈর্দুঃখঃ শারীরঃ
 মানসঃ চ যৎ। মানসঃ চাপ্যপ্রিয়স্য সংযোগঃ প্রিয়-
 বর্জনম্ ॥ ২৪ ॥ দ্বিপ্রকারঃ মহাকষ্টঃ দুয়োরেতদুদা-
 হতম্। মানসেন হি দুঃখেণ শরীরগুপতপাতে ॥
 ২৯ ॥ ত্রয়ঃপিণ্ডেন তপ্তেন কুন্তসংস্রমিবোদকম্।
 তদাশু প্রতিকারাত সততং চ বিবর্জনাৎ ॥ ৩০ ॥
 ব্যাধেরাধেষ্ট প্রশমঃ ক্রিয়াযোগদ্বয়েন তু। মানসঃ
 শমযেতস্মাজ্জ্ঞানেনাগ্নিমিবাপুনা ॥ ৩১ ॥ প্রশান্তে
 মানসে হস্তা শরীরগুপশাম্যতি। মনসো দুঃখমূলং
 তু শ্নেহ ইতাপলভাতে ॥ ৩২ ॥ শ্নেহাত সজ্জনো
 নিত্যং জন্তুর্দুঃখমুপৈতি চ। শ্নেহমূলানি দুঃখানি
 শ্নেহজানি ভয়ানি চ ॥ ৩৩ ॥ শোকহর্ষৌ তথ্যাসঃ
 সর্বাঃ শ্নেহাৎ প্রবর্ততে ॥ ৩৪ ॥ শ্নেহাৎ করণরাগাশ্চ
 প্রজজ্ঞে বৈবদ্যস্তথা। অশ্নেহক্যাবুভাবেতৌ পূর্ব-
 স্তত্র গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৫ ॥ ত্যাগী তস্মিন্ন দুঃখৌ
 স্মারির্কৈরো নিরবগ্রহঃ। অত্যাগী জন্মমরণে
 প্রাপ্নোতীহ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্মাৎ শ্নেহং ন
 লিপ্সেত মিত্রেভ্যো ধনসঞ্চয়াৎ। স্বশরীরসমুখঞ্চ
 জ্ঞানেন বিনিবর্তয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ জ্ঞানবিত্তেযু সিদ্ধেযু

শ্রম ও ইষ্টবিয়োগ—এই চারি কারণে দৈনিক দুঃখ
 জন্মে। আর অপ্রিয়সংযোগ, ও প্রিয়বিয়োগ,—
 এই দুই প্রকার মানস দুঃখ। উক্তপু লৌহপিণ্ড
 দ্বারা কুন্তস্থ জলের ত্রায় মানস দুঃখ দ্বারা শরীর
 উপতপ্ত হয়। ব্যাধি ও আধির আশু প্রতিকার
 ও তদ্বিষয়ক চিন্তাবর্জন—এই দুইটী ক্রিয়াযোগে
 প্রতিকার ঘটয়া থাকে। অতএব জলদ্বারা অগ্নির
 ত্রায় জ্ঞান দ্বারা মানসবিকার প্রশমিত করিবে।
 ১২—৩১। মানস প্রশান্ত হইলে শরীর দুঃখ আপ-
 নিই প্রশান্ত হয়। শ্নেহই মানস দুঃখের মূল, ইহা বুঝা
 যায়; সাধু জনগণও শ্নেহবশতই নিয়ত ক্লেশ ভোগ
 করেন। দুঃখমাত্রেরই শ্নেহমূলক, ভয় সকলও শ্নেহ-
 জাত, শোক হর্ষ আশাস সমস্তই শ্নেহ হইতে জন্মে।
 শ্নেহ হইতেই ইন্দ্রিয়ভোগা বিষয়নিচয়ে অনুরাগ
 জন্মিয়া থাকে। এই দুইটীই নিতান্ত অশ্রেয়স্কর;
 তন্মধ্যে আবার পূর্বটীই প্রধান। অতএব ত্যাগী
 ব্যক্তি নিবের ও বন্ধনহীন হয়, কদাচ দুঃখ পায় না;
 কিন্তু অত্যাগী মানব পুনঃপুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে। এজন্ত মিত্রের নিকটও শ্নেহ কামনা করিবে
 না, কিহা ধন সম্পদেও শ্নেহ করিবে না। স্বশরীরজ
 শ্নেহকেও জ্ঞানদ্বারাই নিবাপ্ত করিবে। পদ্যপত্রস্থ

শাস্ত্রেণ কৃতান্তম্ । ন তেবু সজ্জতে শ্রেষ্ঠঃ
পদ্যপত্রৈবোদকম্ ॥ ৩৮ ॥ রাগাভিভূতঃ পুরুষঃ
কামেন পরিকুষাতে । ইচ্ছা সজ্জতে চাস্ত ততস্ত্বকা
প্রবর্ততে ॥ ৩৯ ॥ ত্বকা হি সর্বপাপিষ্ঠা নিতোদ্বৈগকরী
মতা । অধর্মবহুলা চৈব ঘোররূপানুবন্ধিনী ॥ ৪০ ॥
যা হস্তাজা হর্ম্যতিভির্ধা ন জীর্ঘ্যতি জীর্ঘ্যতঃ । যাসৌ
প্রাণান্তিকো রোগস্তাং ত্বকাং তাজতঃ সুখম্ ॥ ৪১ ॥
অনাদ্যন্তা তু সা ত্বকা হস্তদেহগতা নৃণাম্ ।
বিনাশয়তি সমুত্তা লোহং লোহমলো যথা ॥ ৪২ ॥
যথৈবেধঃ সমুথেন বহির্না নাশমুচ্ছতি । তথা-
কৃতাত্মা লোভেন স্বেৎপন্নেন বিনশতি ॥ ৪৩ ॥
তন্মাল্লোভো ন কর্তব্যঃ শরীরে চাস্তবন্ধুভূ । প্রাপ্তেষু
বা ন হৃষ্যত নাশে বাপি ন শোচয়েৎ ॥ ৪৪ ॥
নন্দভদ্র উবাচ । অহো বাল ন বালস্তং মতো মে
হ্যং নমামাহম্ । স্বদ্ব্যটিকারতিতপ্তোহহং হ্যং তু
প্রক্ষ্যামি কিঞ্চন ॥ ৪৫ ॥ কামক্ৰোধাবহঙ্কারমিস্রিরাণি
চ মানবাঃ । নিন্দন্তি তত্র মে নিত্যং বিবক্ষ্যং
প্রজায়তে ॥ ৪৬ ॥ অহমেব মমেদং চ কার্য্যমী-

জলের স্রাব জ্ঞানবান সিদ্ধ শাস্ত্র সৎসত্য জ্ঞান-
গণে স্নেহ সংলগ্ন হইতে পারে না । অনুবাগাভি-
ভূত পুরুষ কামদ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তাহার
বিষয়ভোগে ইচ্ছা হয়, পরে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি
পাইতে থাকে ॥ ৩২—৩৯ ॥ ত্বকা, সর্ব-পাপেব আকর,
নিয়ন্ত উদ্বৈগজনক, অধর্ম-সাধিনী ও ঘোর সংসারে
আবদ্ধকারিণী । হর্ম্যতিগণের পক্ষে যাহা তাগ
করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, স্বয়ং জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ
হয় না, যে রোগ প্রাণান্ত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে,
সেই ত্বকাকে তাগ করিতে পারিলেই সুখলাভ
হয় । সেই ত্বকার আদি-অন্ত নাই ; উহা নরগণের
দেহমধ্যে বাস করে ; অথচ উহা প্রাহুর্ভূত হইয়া
লৌহমল যেমন লৌহকে নাশ করে, তদ্রূপ মানুষকে
বিনষ্ট করিয়া থাকে । কাষ্ঠ যেমন স্বসমুখ বহির্দ্বারা
দগ্ধ হয়, অজিতেন্দ্রিয় মানবও তদ্রূপ স্বেৎপন্ন লোভ
দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; অতএব শরীরে
বাবন্ধুবাধবাদিতে স্নেহ করা কর্তব্য নহে । আর
ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট বা ইষ্টনাশে দুঃখিত হওয়াও
অসুচিত ॥ ৪০—৪৪ ॥ নন্দভদ্র কহিল,—অহো বালক !
আমার মতে 'মি বালক' নহে । আমি তোমাকে
নমস্কার করি । আমিতে আমার বাক্য অতিমাত্র
তুষ্ট হইয়াছি । এক্ষণে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা
করিতেছি । মানবগণ কাম ক্রোধ অহঙ্কার ও

দূশকল্পম্ । ইত্যাদি চাত্তবিজ্ঞানমহঙ্কার ইতি
স্মৃতঃ ॥ ৪৭ ॥ পরিহার্য্যঃ স চেত্তং চ বিনোদ্যন্তঃ
প্রকীর্ততে । কামোহভিলাষ ইত্যুক্তঃ স চেৎ
পুংসা বিবর্জ্যতে ॥ ৪৮ ॥ কথং স্বর্গো মুমুক্ষা বা
সাধাতে দৃষদা যথা । ক্রোধো বা যদি সন্ত্যজ্য-
স্ততঃ শত্রুক্ৰয়ঃ কথম্ ॥ ৪৯ ॥ বাহ্যনামান্তরাণাং
বা বিনা তং তৃণবহ্নিঃ । ইন্দ্রিয়াণি নিগৃহেব হৃষ্টানীতি
নিপীড়য়েৎ ॥ ৫০ ॥ কথং স্তাদ্ব্যগ্রবণং কথং বা
জীবনং ভবেৎ । এতন্মিমে মনো বিদ্বঃ শিধ্যতে-
হজ্ঞানসঙ্কটে ॥ ৫১ ॥ তথা কস্মাদিদং সৃষ্টং জড়ং
বিশ্বং চিদাত্মনা । এবং যদ্বদ্বা ক্রেশে পীড়্যতে হা
কুতস্থিদম্ ॥ ৫২ ॥ বাল উবাচ । সমাগেতদ্যথা
পৃষ্টং যত্র মুহুন্তি জড়বঃ । শৃণেকাগ্রমনা ত্বহা
জ্ঞাতং দ্বৈপায়নাম্ময়া ॥ ৫৩ ॥ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব
অনাদৌ শূন্যম্ পুরা । সাবর্ষ্যোণাবতিষ্ঠেতে সৃষ্টেঃ
প্রাগজরামরৌ ॥ ৫৪ ॥ ততঃ কালস্বভাবাত্যাং
প্রেরিতাঃ প্রকৃতিঃ পুরা । পুংসং সংযোগমৈচ্ছৎ সা

ইন্দ্রিয়নিচয়কে নিন্দা করিয়া থাকে ; পরন্তু তদ্বিষয়ে
আমার বক্তব্য এই যে, 'আমি এই, ইহা আমার,
আমি এই প্রকার' ইত্যাদিরূপ আত্ম-বিজ্ঞানই
অহঙ্কার বলিয়া নিকপিত । এই জ্ঞান ব্যতীত মানব
উন্মত্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ; সুতরাং এই জ্ঞান কি
পরিহার্য্য হইতে পারে ? কামকেই তো অভিলাষ
বলা যায় ; তাহা পরিত্যাগ করিলে তো মানুষ
পালাগ তুল্য ; সুতরাং স্বর্গ বা মোক্ষ সাধন হইবে কি
কপে ? যদি ক্রোধ তাজ্য হয়, তবে শত্রুক্ৰয় কি
প্রকারে হইবে ? কি বাহ্য কি আভ্যন্তর—সমস্ত
রিপুই ক্রোধ না থাকিলে মানুষকে তৃণবৎ তুচ্ছ
করে । হৃষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিয়াই ধর্মকার্য্য
করিতে হয়, তাহারাই যদি নিপীড়ন করে তবে
শ্রবণাদি ধর্ম সাধন কিহা জীবন যাপন নিতান্ত
ক্লেশকর হইয়া উঠে । এই অজ্ঞান-সঙ্কটে পড়িয়া
আমার মন থিন্ন হইতেছে । আর চিদাত্মা এই
জড় জগৎ সৃষ্টি করিলেন কি জন্ত এবং লোক সকল
এইরূপ ক্রেশে যে পীড়িত হয়, ইহাই বা কি নিমিত্ত ?
৪৫—৫২ । বালক কহিল,—ইহা সত্য, তুমি যাহা
জিজ্ঞাসিলে এ বিষয়ে প্রাণীরা মুগ্ধ হইয়া থাকে ।
আমি এ তত্ত্ব দ্বৈপায়নের নিকট জানিয়াছি ; তুমি
একাগ্রচিত্তে শুন । আমরা শুনিয়াছি যে, প্রকৃতি
ও পুরুষ অনাদি ; সৃষ্টির আদিকালে তাঁহারা
সাবর্ষ্য অবস্থান করেন । তাঁহারা অকর ও

তদভাবাৎ প্রকৃপ্যতি ॥ ৫৫ ॥ তত স্তমোময়ী সা চ
লীলয়া দেববীক্ষিতা। রাজসী সমভূদৃষ্টা সাত্বিকী
সমজায়ত ॥ ৫৬ ॥ এবং ত্রিগুণতাং যাতা প্রকৃতি-
দেবদর্শনাৎ। তাং সমাস্থায় পরমস্মিযুক্তিঃ সমজায়ত ॥
৫৭ ॥ তস্তাঃ প্রোচ্চারণার্থং চ প্রবৃত্তঃ স্বাশতস্ততঃ।
অনুযত মহত্ত্বং ত্রিগুণং তদ্বিত্ববুধাঃ ॥ ৫৮ ॥
অহঙ্কারস্ততো জাতঃ সত্ত্বরাজসতামসঃ। তমো
রজস্বমাপদ্য রজঃ সত্ত্বগুণং নয়েৎ ॥ ৫৯ ॥ শুদ্ধসত্ত্বে
ততো মোক্ষং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। তমসো রজস-
স্তম্মাৎ সংস্কৃৎস্বাঃ চ সর্গশঃ ॥ ৬০ ॥ জীবাত্মসংজ্ঞান
স্বীয়াংশান ব্যভজৎ পরমেশ্বরঃ। তাবন্তস্তে চ ক্ষেত্রজ্ঞা
দেহা যাবন্ত এব হি ॥ ৬১ ॥ নিঃসরন্তি যথা
লোহিততল্লিঙ্গাঃ ফুলিঙ্গকাঃ। তন্মাত্রভূতসর্গোহয়-
যহঙ্কারাত্ম তামসাৎ ॥ ৬২ ॥ ইন্দ্রিয়াণাং সাত্বিকাচ্চ
ত্রিগুণানি চ তাত্ত্বপি। এতৈঃ সংস্কৃৎস্বজ্ঞেণ
সচ্চিদানন্দবীক্ষণাৎ। রজস্তমস্চ শোভান্তে সত্ত্বে-

অমর। পরে কাল ও স্বভাব দ্বারা প্রেরিত
হইয়া সেই প্রকৃতি, পুরুষসংযোগ কামনা করেন;
পরন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত পুরুষসংযোগের অভাব-
বশতঃ তিনি কুপিত হন এবং পুরুষের দর্শন-
মাত্রে তমোময়ী রজোময়ী ও সত্ত্বময়ী মূর্ত্তিগ্রন্থ
পরিগ্রহ করেন। পুরুষের বীক্ষণবশেই প্রকৃতি
দেবী এই ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন।
সেই পরম পুরুষও উক্ত প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান-
পূর্ব্বক ত্রিগুণাত্মক মূর্ত্তিগ্রন্থ পরিগ্রহ করেন।
পুরুষসংসর্গে সেই প্রকৃতি দেবী নিজাংশভূত
মহত্ত্বকে প্রসব করেন। ধীমান্গণের মতে
উহা ত্রিগুণাত্মক। সেই মহত্ত্ব হইতে সাত্বিক,
রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মে।
তমোগুণ রজস্ব, রজোগুণ সত্ত্ব এবং সত্ত্বগুণ
বিশুদ্ধ প্রাপ্ত হইলে মোক্ষ লাভ হয়। মনীষি-
গণ এইরূপ বলেন। পরমেশ্বর উক্ত তমোগুণ
ও রজোগুণের শুদ্ধ সম্পাদনার্থ ‘জীবাত্মা’ নামে
কতগুলি স্বকীয় অংশ সৃষ্টি করেন। যত দেহ
আছে ক্ষেত্রজ্ঞের সংখ্যাও তাবৎ। উত্তপ্ত
লৌহে আঘাত করিলে তাহা হইতে যেমন
ভক্তুল্য গুণশালী বিক্ষুলিঙ্গ সকল নিঃসৃত হয়,
ক্ষেত্রজ্ঞ সকলও তদ্রূপ। তামস অহঙ্কার হইতে
পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চভূত প্রাহৃত্ত হয়; আর
সাত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকল জন্মে।
ইহারাও ত্রিগুণাত্মক। মুমুক্শু সেই সচ্চিদান-

নৈব মুমুক্শুতিঃ ॥ ৬৩ ॥ তন্মাৎ কামং চ ক্রোধং চ
ইন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তনম ॥ ৬৪ ॥ অহঙ্কারং চ সংসেব্য
সাত্বিকীং সিদ্ধিমশ্নুতে। রাজসাত্ত্বমসাত্ত্বৈব ত্যজ্যাঃ
কামাদয়শ্চমী ॥ ৬৫ ॥ সাত্বিকাঃ সৰ্ব্বদা সেবাঃ
সংসারবিজিগীষুতিঃ। গুণত্রয়স্ত বক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপা-
ক্ষণং তব ॥ ৬৬ ॥ শাস্ত্রাভ্যাসস্ততো জ্ঞানং শৌচ-
মিন্দ্রিযনিগ্রহঃ। ধর্ম্মক্রিয়াশ্চিন্তা চ সাত্বিকং গুণ-
লক্ষণম্ ॥ ৬৭ ॥ অন্ত্রায়েন ধনাদানং তল্লী নাস্তিক্য-
মেব চ। ক্রোধাৎ চ যাচকাদ্যং চ তামসং গুণলক্ষণম্ ॥
৬৮ ॥ তন্মাদ্বুদ্ধিমুখৈশ্চৈব সাত্বিকৈর্দেবতাং
ভজেৎ। রাজসৈর্মানবহং চ তামসৈঃ স্বাপ্নু-
যোনিতা ॥ ৬৯ ॥ বুদ্ধাদৈর্দেবের ব মুক্তিঃ স্তাদেতৈর্দেব
চ যাতনা ॥ ৭০ ॥ অমীমাং চাপ্যভাবে বৈ
ন কিকিৎপপদাতে। কলাদো হি কলাদীনাং
সুবর্ণং শোধয়েদযথা ॥ ৭১ ॥ তথা রজস্তমস্চৈব
সংশোধো সাত্বিকৈর্গুণৈঃ। অস্মাদেব গুণানাং চ
সমবায়াদনাদিজাৎ ॥ ৭২ ॥ সুখিনো দুঃখিনশ্চৈব
প্রাণিনঃ শাস্ত্রদর্শিনঃ। অষ্টাবিংশতিলক্ষৈশ্চ গুণ-
মেকৈকমীশ্বরঃ ॥ ৭৩ ॥ ব্যভজচ্চতুরাশীতিলক্ষাস্তা

দেব সাক্ষাতে ইহাদিগের পরস্পর সংযোগ-
বিশেষবশে রজস্তমোগুণের শোধন করিয়া
থাকেন ৫৩—৬৩। এই জন্ত সাত্বিক কাম ক্রোধ ও
ইন্দ্রিয়-ব্যাপারনিচয় অবলম্বন করিয়া সাত্বিকী
সিদ্ধি লাভ করা যায়। পরন্তু সংসারজিগীষু
মানবগণের পক্ষে রাজস ও তামস কামাদি
সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য এবং সাত্বিক কামাদি সর্ব্বদা
সেবা। এক্ষণে তোমাকে সংক্ষেপে গুণত্রয়ের
লক্ষণ বলিতেছি। শাস্ত্রাভ্যাস, জ্ঞানার্জন শৌচ,
ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম্মক্রিয়া ও আশ্চিন্তা—এ
সকল সাত্বিক গুণের লক্ষণ। অন্ত্রায়পূর্ব্বক
ধনাজ্ঞন, আলস্য, নাস্তিক্য, ক্রুরতা, যাচকত্ব,—এ
সকল তামস গুণ। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ সাত্বিক হইলে
দেবত্ব, রাজস হইলে মনুষ্যত্ব এবং তামস হইলে
স্বাবরত্ব লাভ হয়। এই বুদ্ধাদি দ্বারা মুক্তিও হয়
আবার নরকপ্রাপ্তিও ঘটিয়া থাকে। কলতঃ ইহা-
দিগের অভাবে কিছুই হইতে পারে না। স্বর্ণকার
যেমন স্বর্ণশোধন করে, তদ্রূপ সাত্বিকগুণ দ্বারা
রজঃস্তমোগুণকে শোধন করিবে। প্রাণিগণ এই
অনাদি প্রকৃতিপুরুষজাত গুণগণের সমবায় হইতেই
সুখী দুঃখী শাস্ত্রজ্ঞ ও মূর্থ হইয়া প্রাহৃত্ত হয়। কৈবর
গুণত্রয়ের প্রত্যেকটীকে অষ্টাবিংশতি লক্ষ ভাগে

জীবয়োনয়ঃ । সকাশান্ননসস্তদান্ননঃ প্রভবন্তি
 হি ॥ ৭৪ ॥ ঈশ্বরাংশাশ্চ তে সর্বৈ মোহিতাঃ
 প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ । ক্রেশানাসাদয়ন্ত্যেব যথৈবাধিকৃতা
 বিভোঃ ॥ ৭৫ ॥ অন্নানাং পয়সাং চাপি জীবানাং
 চাধ শ্রেয়সে । মানুষ্যমাত্তদ্বজ্জাঃ শিবভাবেন
 ভাবিতম্ ॥ ৭৬ ॥ নন্দভদ্র উবাচ । এবমেতৎ কিন্তু
 ভৃগুঃ প্রক্ষাম্যোতন্নহামতে । ঈশ্বরাঃ সস্তদান্ননঃ
 পূজ্যন্তে যৈশ্চ দেবতাঃ ॥ ৭৭ ॥ স্বভক্তাঃস্তান্ন
 হুঃখেভাঃ কস্মাদ্রক্ষন্তি মানবান । বিশেষাৎ কেহপি
 দৃষ্টান্তে হুঃখমগ্নাঃ সুরান্ রতাঃ ॥ ৭৮ ॥ ইতি মে
 মুহূর্তে বুদ্ধিস্থং বা কিং বাল মন্তসে ॥ ৭৯ ॥ বাল
 উবাচ । অশুচিশ্চ শুচিশ্চাপি দেবভক্তো দ্বিপা
 স্মৃতঃ । কৰ্ম্মণা মনসা বাচা তদন্তো ভক্ত উচ্যতে ॥
 ৮০ ॥ অশুচির্দেবতাশ্চৈব যদা পূজয়তে নরঃ ।
 তদা ভূতাত্মাবিশন্তি স চ মুহূর্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৮১ ॥
 বিমুচ্যচাপ্যকার্যাণি তানি তানি নিসেবতে । ততো
 বিনশ্চতি কিপ্রং নাশুচিঃ পূজয়েন্ততঃ । শুচিবাভা-

বিভক্ত করিয়া তৎসমবায়ে চতুরশীতি লক্ষ জীবয়োনি
 সৃজনা করিয়াছেন । সেই সমস্ত জীব সেই ঈশ্বরের
 মন হইতেই প্রাকৃত্ত এতৎ সকলেই তদীয় অংশ-
 স্বরূপ । পরন্তু তাহারা সকলেই প্রাকৃত গুণে মোহা-
 ক্রান্ত ; সেই জন্যই ঈশ্বররূত অধিকারানুসারে অন্ন-
 পানাদি বিষয়ে বিবিধ ক্রেশ ভোগ করিয়া থাকে ।
 তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন যে, সেই সমস্ত জীবজাতমধ্যে
 মানুষাই শ্রেয়সাধক, যেহেতু উহা শিবভাবে অনু-
 প্রাণিত । ৬৪—৭৬ । নন্দভদ্র কহিল,—হে মহামতে !
 আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্যই বটে, কিন্তু আমি
 আবার একটি প্রশ্ন করিতেছি যে, ঈশ্বরাংশালী দেব-
 গণ সর্বাভীষ্ট সাধন করেন আর লোকে তাহাদিগের
 পূজাও করে ; তবে তাহারা স্ব স্ব ভক্তগণকে হুঃখ
 হইতে পরিত্রাণ করেন না কিজন্য ? বিশেষতঃ
 দেখিতে পাই—কোন কোন ব্যক্তি দেবতা-রহ, পরন্তু
 হুঃখে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এই জন্য এ বিষয়ে
 আমার বুদ্ধি মুগ্ধ হইতেছে । হে বালক ! এ বিষয়ে
 তোমার অভিমত কি ? বালক কহিল,—দেবভক্ত
 দুই প্রকার,—অশুচি ও শুচি । কস্ম মন ও বাচ্য
 দ্বারা দেবতার আনুক বাক্তিকেই ভক্ত বলা যায় ।
 মানব যখন অশুচি অবস্থায় দেবপূজা করে, তখন
 তাহাতে ভূতাবেশ হয়, তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ
 হইয়া পড়ে । বিমুগ্ধ হইলেই বিবিধ অকার্য্য করে
 এবং তৎক্ষণাৎ অবিলম্বে বিনষ্ট হইয়া পড়ে । সেই জন্যই

চর্চয়েদ্যশ্চ তস্মা চৈদৃশং ভবেৎ ॥ ৮২ ॥ তস্মা
 পূর্বকৃতং ব্যক্তং কৰ্ম্মণাং কোটিমুচ্যতে । মহেশ্বরো
 ব্রহ্মহত্যাভয়াদয়ত্র ততস্ততঃ ॥ ৮৩ ॥ সন্তো তীর্থেষু
 কস্মাচ্চ ইতরো মুচ্যতে কথম্ । অদরীষস্তুতাং হুয়া
 পশ্যতান্নারদাত্মনা ॥ ৮৪ ॥ সীতাপহারমাপেদে
 রামোহন্তো মুচ্যতে কথম্ । ব্রহ্মাপি শিরসশ্ছেদং
 কাময়িত্বা স্মৃতামগাৎ ॥ ৮৫ ॥ ইন্দ্রচন্দ্রবিবিষ্ণু-
 প্রমুখাঃ প্রাণুগাঃ কৃতম্ । তস্মাদবশুধুঃ কৃতং
 ভোজ্যমেব নরৈঃ সদা ॥ ৮৬ ॥ মুচ্যতে কোহপি
 স্বকৃতাশ্চৈবেতি শ্রুতিনির্ণয়ঃ । কিন্তু দেবপ্রসাদেন
 লভ্যমেকং সুরবর্তনং ॥ ৮৭ ॥ বহুভির্জন্মভির্ভোজ্যঃ
 ভূজোভেকেন জন্মনা । তচ্চ ভুক্তা ততস্বর্থো
 ভবেদिति বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৮৮ ॥ যে তপান্তে গতেঃ
 পাপৈঃ শুচনো দেবশরতাঃ । ইহ তে পুত্রপৌত্রৈশ্চ
 মোদন্তেহবদ্র চৈব চ ॥ ৮৯ ॥ তস্মাদ্দেবাঃ সদা

অশুচি অবস্থায় দেবপূজা করিতে নাই । আর
 শুচি ব্যক্তি দেবপূজাদি করিলে যদি তাহার অশুভ
 ঘটনা হয়, তবে তাহা তাহার পূর্বকৃত কৰ্ম্মেরই ফল
 বালিতে হইবে । উহাতে তাহাব সেই সমস্ত কৰ্ম্ম
 ক্ষয় হয় বলিয়া জানা যায় । মহেশ্বর ও ব্রহ্মহত্যা-
 ভয়ে নানা তীর্থে গমন করিয়া ত্রাণ পাইয়াছেন ।
 ইহাব সাধারণ ব্যক্তির ক্রিকে কৃতকৰ্ম্ম ভোগ না
 করিয়া পরিত্রাণ পাইবে ? ভগবান্ বিষ্ণু, নারদ ও
 পশুত মুনিকে বধনাপ্রসক অদরীষ রাজার কন্যাকে
 অপহরণ করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্রাবতারে তদীয়
 সীতা অপহৃত হন । সুতরাং অপর লোকে হৃদয়-
 ফলভোগ না করিয়া ক্রিকে পরিত্রাণ পাইবে ?
 ব্রহ্মা, স্বীয় কন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া
 তাহার শিরশ্ছেদ ঘটয়াছিল । এইরূপ ইন্দ্র, চন্দ্র,
 বসি, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারাও কৃতকৰ্ম্মের
 ফলভোগ করিতে বাধ্য হন, সুতরাং নর-
 গণের স্ব স্ব কৃত কৰ্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ
 করিতে হইবে । কেহই স্বকৃত কৰ্ম্ম হইতে মুক্ত
 হয় না, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধান্ত । কিন্তু দেবতার রূপায়
 দেবভক্তগণ এই একটি বিশেষ ফল লাভ করে যে,
 বহু বহু জন্মে যে কৰ্ম্ম ভোগ করিতে হইত, তাহা
 এক জন্মেই ভোগ হইয়া যায়, আর সেই সকল
 কৰ্ম্মভোগ শেষ হইলে পরে ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে
 পারে । ইহাই সিদ্ধান্ত । যাহাদিগের পূর্বকৃত
 কৰ্ম্ম নাই, তাহারা যদি শুচি ভাবে দেবারাধনা করে,
 তবে তাহারা ইহলোকে পুত্র পৌত্রাদি পরিজনে

পূজাঃ শুচিভিঃ শ্রদ্ধাষিতৈঃ । প্রকৃতিঃ শোধানীয়া
চ স্বৰ্ণোদিতকৰ্ম্মভিঃ ॥ ১০ ॥ শ্রুত্বা হি হিমাশ্রমঃ
স্বাং ক্রেশায়ৈব বিনা শিবম্ । ছরাচারস্ত দেবোহপি
প্রাহেতি ভগবান্ হরঃ ॥ ১১ ॥ ভোক্তবান্ স্বকৃতঃ
তস্মাৎ পূজনীয়ঃ সদাশিবঃ । স্বাচারেণ পরিত্যজ্যো
রাগদ্বৈবিদ্যং পরম্ ॥ ১২ ॥ নন্দভদ্র উবাচ ।
শুকপ্রভ ক্রমেতচ্চ পাপিনোহপি নরা যদা ।
মোদমানাঃ প্রদৃগুস্তে দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ১৩ ॥
বাল উবাচ । বাক্তং তৈস্তমসা দণ্ডং দান
পূৰ্বেষু জন্মসু । রজসা পূজিতঃ শত্ৰুস্তংপ্রাথ্য
স্বকৃতঞ্চ তৈঃ ॥ ১৪ ॥ কিন্তু যৎ তমসা কৰ্ম্ম কৃত-
তস্ত প্রভাবতঃ । ধৰ্ম্মাধি ন রতির্ভূয়ান্ততস্তেমা-
বিদ্যাবর ॥ ১৫ ॥ ভুক্তা পুণ্যকলং যাতি নরক-
নাশ্রয়ঃ । অশ্মিংশ্চ সংশয়ে প্রোক্তঃ মার্কণ্ডেয়েন
শ্রুয়তে ॥ ১৬ ॥ ইহৈবৈকস্ম নানুত্র অমৃতৈকস্ম নো
ইহ । ইহ চামুত্র চৈকস্ম নানুত্রৈকস্ম নো ইহ ॥ ১৭ ॥

সানন্দে কালান্তিপাত করে এবং পরকালেও সুখ-
ভোগ করিয়া থাকে । এই জন্ত শুচি হইয়া শ্রদ্ধা-
সহকারে সতত দেবারাধনা, এবং প্রকৃত শোধ-
নার্থ স্বর্ণাশ্রমোক্ত কন্মাস্ত্রধান সম্বন্ধে কৰ্ত্তব্য ।
ছরাচার বাক্তি উত্তম রূপে ধৰ্ম্মাচরণ করিলেও
তাহা তাহার মঙ্গলজনক হয় না, পরন্তু ক্রেশ-
দায়কই হয় । দেব মাহেশ্বরই ইহা বলিয়াছেন ।
অতএব স্বকৃত কৰ্ম্ম সকলকেই অবশ্য ভোগ
করিতে হইবে । কিন্তু সকলেরই সদাচারে
থাকিয়া সদাশিবের আরাধনা এবং রাগ-দ্বৈ-
পরিহার করা কৰ্ত্তব্য । ইহাই উত্তম বিধি ।
১১—১২ । নন্দভদ্র কহিল,—ওহে শুকপ্রভ ! দেখা
যায় যে, পাপী লোকেরাও সতত স্ত্রী-পুত্রাদি
লইয়া সানন্দে কালান্তিপাত করে, তাহার কারণ
কি? বালক কহিল,—নিশ্চয়ই তাহারা পূৰ্ব্বে
তামস ও রাজস ভাবে দান ও শিবপূজাদি
করিয়াছে; ইহ জন্মে সেই স্বকৃত কৰ্ম্মেরই ফল
ভোগ করিতেছে । কিন্তু হে জ্ঞানবর ! তামস
কৰ্ম্ম করিয়াছে বলিয়া ইহ জন্মে তাহাদিগের ধৰ্ম্মে
রতি জন্মে না । তাহারা পূৰ্ব্বকৃত কৰ্ম্মের ফল
ভোগ করিয়া নিশ্চয়ই নরকগামী হয় । এই
সংশয়িত বিষয়ে শুনা যায়—মার্কণ্ডেয় এইরূপ
বলিয়াছেন ;—এক জনের কেবল ইহ কালে,
একজনের কেবল পরকালে, একজনের ইহ-
পর উভয় কালে পুণ্যকল ভোগ হয় আর

পূৰ্ব্বোপাত্তং ভবেৎ পুণ্যং ভুক্তির্নৈবার্জয়ত্যপি । ইহ
ভোগঃ স বৈ প্রোক্তো হৃদগন্ত্যল্পমেধমঃ ॥ ১৮ ॥
পূৰ্ব্বোপাত্তং যন্ত নাস্তি তপোভিচ্চার্জয়ত্যপি ।
পরলোকে তন্ত ভোগো ধীমতঃ স ক্রিয়াৎ ক্ষুটম্ ॥
১৯ ॥ পূৰ্ব্বোপাত্তং যন্ত নাস্তি পুণ্যং চেহপি
নাৰ্জয়েৎ । ততশ্চেষ্টামুত্র বাপি ভো দিক্ তঞ্চ নরা-
ধমম্ ॥ ১০০ ॥ ইতি জাহ্নবা মহাভাগ তাত্কা শল্যানি
কুৎসনঃ । ভজ ক্রদৎ বর্ণধৰ্ম্মং পালয়ান্মাৎ পরং ন
হি ॥ ১০১ ॥ যো হি নষ্টেষভীষ্টেষু প্রাপ্তেষপি চ
শোচতি । তপোত বা ভবেদ্বন্ধো নিশ্চিতং সোহস্ত-
জন্মনঃ ॥ ১০২ ॥ নন্দভদ্র উবাচ । নমস্তাত্মবানায়
বালকপায় ধীমতে । কো ভবাংস্তরতো বেতুমিচ্ছামি
হাং শুচিস্মিতম্ ॥ ১০৩ ॥ বহুবোহপি ময়া বৃদ্ধা
দৃষ্টাশ্চোপাসিতাঃ সদা । তেষামীদৃশকা বুদ্ধির্ন দৃষ্টা
ন শ্রুতা ময়া ॥ ১০৪ ॥ যেন মে জন্মসন্দেহা নাশিতা

একজনের ইহ-পর কোন কালেই হয় না । যে
হৃদগা নিরোধ বাক্তি পূৰ্ব্বে পুণ্য করিয়া
ইহ কালে তাহার ফলভোগ করে, কিন্তু ইহ
কালে পুণ্যাজন করে না; তাহার কেবল ইহ
কালেই সুখভোগ হয়, পরকালে হয় না । যাহার
পূৰ্ব্বকৃত পুণ্য নাই, কিন্তু ইহ কালে তপস্যা
দ্বারা পুণ্যাজন করে, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির
ক্রিয়াফলে কেবল পরকালেই সুখভোগ হয় ।
যাহার পূৰ্ব্বকৃত পুণ্য নাই এবং ইহ কালেও
যে পুণ্যাজন করে না, তাহার ইহ পর কোন
কালেই সুখ ভোগ হয় না । সেই নরাধমকে
ধিক! হে মহাভাগ! তুমি ইহা বুঝিয়া সমস্ত
ক্রেমে উপেক্ষাপ্রদর্শনপূৰ্ব্বক রুদ্রের ভজন ও
বর্ণধর্ম্মের পালন কর । ইহা অপেক্ষা আর
সুপায় নাই । যে জন ইষ্ট বিগ্নের নাশে
শোক করে না কিম্বা প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হয় না,
নিশ্চয়ই তাহার জন্মান্তরের প্রতিবন্ধ ঘটে ।
১০—১০২ । নন্দভদ্র কহিল,—হে বালক! তুমি
বস্ত্রত বালক না হইয়াও বালকাকার ধারণ
করিয়াছ, তুমি অতীব ধীমান ও সহাস্রবদন,
তোমাকে নমস্কার! তুমি কে? আমি তাহা যথার্থ-
রূপ জানিতে ইচ্ছা করি । আমি অনেকা-
নেক বৃদ্ধ দেখিয়াছি এবং সতত তাঁহাদিগের
উপাসনাও করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদিগেরও এত-
দৃশ বুদ্ধি দেখিও নাই কিম্বা শুনিও নাই

জীলয়েব চ । তস্মাৎ সামান্তরূপস্তঃ নিশ্চিতং ন
মতং যম ॥ ১০৫ ॥ বাল উবাচ । মহদেতৎ সমা-
খ্যেয়মেকাগ্রঃ শৃণু তত্ত্বতঃ । ইতঃ সপ্তাধিকে চাপি
সপ্তমে জন্মনি ত্বহম্ ॥ ১০৬ ॥ বৈদিশে নগরে
বিপ্রো নারাসং ধর্ম্মজালিকঃ । বেদবেদান্ততত্ত্বজঃ
স্মৃতিশাস্ত্রার্থবিদ্বজঃ ॥ ১০৭ ॥ ব্যাখ্যাতা ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং
যথা সাক্ষাদবহুস্পতিঃ । কিং বহুং বিবিধান্ ধর্ম্মান
লোকানাং বর্ণয়ে ত্বম ॥ ১০৮ ॥ স্বয়ং চার্তিহরাচারঃ
পাপিনামপি পাপরাট্ । মাংসানী মদ্যাসেবী চ
পরদাররতঃ সদা ॥ ১০৯ ॥ অসত্যভাষী দষ্টী চ
সদা ধর্ম্মধ্বজী খলঃ । লোভী ছুরাত্মা কথকো ন
কর্ত্তা কর্হিচৎ কচিৎ ॥ ১১০ ॥ যস্মাজ্জালিকবজ্জালং
লোকেভ্যোহহং ক্ষিপামি চ । তত্ত্বজ্ঞা মাং ততঃ
প্রার্থধর্ম্মজালিক ইতু্যত ॥ ১১১ ॥ সোহহং তৈবহুভি-
শ্চীর্ণে পাতকৈরস্ত আগতে । মৃতো গতো
যমস্থানং পাতিতঃ কূটশাল্মলীম্ ॥ ১১২ ॥ যমদূতৈ-
স্ততঃ কৃষ্টঃ স্মার্য্যমাণঃ সচেষ্টিতম্ । খড়্গোচ্চ কুতা-
মানোহহং জীবামি প্রম্রিয়ামি চ ॥ ১১৩ ॥ আহ্বানং

যেহেতু তুমি আমার জন্মবিষয়ক সন্দেহসমূহ
অনায়াসেই বিনাশ করিলে, সেই জন্ত আমার
বোধ হয়, তুমি সামান্ত্যাকার হইলেও নিশ্চই সামান্ত্য
ব্যক্তি নহ ॥ ১০৩—১০৫ ॥ বালক কহিল,—আমার
উপাখ্যান অতি মহৎ ; তুমি একাগ্রমনে তাহা যথা-
যথ শ্রবণ কর । ইহার পূর্ববর্ত্তী সপ্তম জন্মে আমি
বৈদিশনগরে ধর্ম্মজালিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলাম ।
আমি বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞ ও স্মৃতিশাস্ত্রে সর্বিশেষ
অভিজ্ঞ ছিলাম । সাক্ষাৎ বহুস্পতির স্থায় ধর্ম্ম-
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতাম । লোক সকলকে সদাই
বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতাম, কিন্তু নিজে
অতি ছুরাচার পাপীদিগের অগ্রগণ্য ছিলাম ।
আমি মদ্য-মাংসানী, পরদাররত, মিথ্যাবাদী, দষ্টী,
লোভী, খলস্বভাব ও ধর্ম্মধ্বজী ছিলাম । লোক-
দিগকে ধর্ম্মকথা কহিতাম বটে, কিন্তু কদাচ কোনও
ধর্ম্মকার্য্য করিতাম না ॥ ১০৬—১১০ ॥ আমি জালিকের
স্থায় লোক মধো পাপজাল বিস্তার করিয়া আহ্ম-
স্বার্থ উদ্ধার করিতাম বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ জনগণ আমাকে
ধর্ম্মজালিক নামে অভিহিত করিতেন । আমি
এইরূপ বহু পাপাচরণ করিয়াছিলাম বলিয়া মরণান্তে
যমলোকে যাইয়া যমদূতগণ কর্ত্তক কূটশাল্মলী নরকে
নিপতিত হই । সেখানে তাহার আমাকে ত্ত্বজ-
সমূহ শ্রবণ করাইয়া খড়্গাঙ্গি দ্বারা আঘাত করিতে

বহুধা নিন্দন শাস্ত্রতীর্ন্যবসং সমাঃ । নরকে যা
মতির্ভূয়াক্ষয়ং প্রতি প্রপীড়িতঃ ॥ ১১৪ ॥ সা চেমুহুর্ভ-
মাত্রঃ স্মাদপি ধন্যস্ততঃ পুমান্ । নমো নমঃ কস্ম-
ভূম্যে স্কৃতং ত্ত্বজ্ঞত্বং বা ॥ ১১৫ ॥ যস্মাৎ মুহুর্ভ-
মাত্রেন ধুগৈরপি ন নশ্চতি । ততো বিপশ্চিচ্ছনকো
মোক্ষয়ামাস নারকাৎ ॥ ১১৬ ॥ তৈঃ সহস্রং প্রমুচ্ছত
কথঞ্চিদবপীড়িতঃ । স্থাগুহমমুভূয়াথ কেশানাসাদ্য
ভূরিশঃ ॥ ১১৭ ॥ কীটোহহমভবং পশ্চাত্তীরে সার-
স্বতে শুভে । তত্র মাগে স্মুখমিব সংস্পৃগোহহং
যদৃচ্ছয়া ॥ ১১৮ ॥ আগচ্ছতো রথশাস্ত্র শব্দমশ্রৌষ-
মুনতম্ । তং মেঘনিদং শ্রুত্বা ভীতোহহং সহসা
জবাৎ ॥ ১১৯ ॥ মার্গমুৎসৃজ্য দূরেণ প্রপলায়নমা-
চরম্ । এতান্মনস্তরে ব্যাসস্তত্র প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া ।
স মামপশুন্নস্তকং কৃপয়া সংযুতো মূনিঃ ॥ ১২০ ॥
যন্ময়া সর্বলোকানাং নানাধর্ম্মাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১২১ ॥
বিপ্রজন্মনি তস্মৈব প্রভাবাদ্ব্যাসসঙ্গমঃ । ততঃ
সর্বকৃতজ্ঞো মাং প্রার্থিতাঃ কীটভাষয়া ॥ ১২২ ॥

লাগিল । আমি তাহাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াও মরি-
লাম না, কিন্তু মৃতপ্রায় হইয়া আত্মনিন্দা করিতে
করিতে বহু বৎসর অতিক্রম করিলাম । নরকে
যাতনাভোগকালে যে বুদ্ধি জন্মে, সেই বুদ্ধি যদি
অন্ততঃ মুহুর্ভমাত্রও হয়, তবে মানুষ ধন্য হইতে
পারে । যেখানে মুহুর্ভমাত্রও স্কৃত বা ত্ত্বজ্ঞ যাহা
করা যায়, তাহা বহু যুগেও বিনষ্ট হয় না, সেই কস্ম-
ভূমিকে নমস্কার ; নমস্কার । অতঃপর কিয়ৎ-
কালান্তে ধর্ম্মরাজ অপরাপর নারকীদিগের সহিত
আমাকেও সেই নরক হইতে মৌচন করিলেন ।
তারপর আবার কিঞ্চিৎ শাসন ভোগ করিয়া আমি
স্বাবরজন্ম লাভ করিলাম । সে জন্মে নানাক্রেশ
ভোগ করিয়া পরে আবার শুভ সরস্বতীতীরে কীট-
রূপে জন্মলাভ করিলাম । একদা আমি পথমধ্যে
শুপ্ত রহিয়াছি, এমন সময়ে রথাগমনের গভীর শব্দে
আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল । আমি সেই মেঘনি-
সম গভীরনাদে ভীত হইয়া পথ পরিহারপূর্ব্বক
দূরে পলাইতে লাগিলাম । ইত্যবসরে ব্যাসমুনি
যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
তিনি আমাকে তাদৃশ ত্রস্তভাবে পলায়ন করিতে
দেখিয়া সদয় হইলেন । ১১১—১২০ । আমি যে পূর্ব্বে
ব্রাহ্মণজন্মে লোক সকলকে নানাধর্ম্মোপদেশ
দিয়াছিলাম, তাহারই কলে ব্যাসের সাক্ষাৎ লাভ
ঘটিল । সর্বভাষাবিজ্ঞ পূজনীয় ব্যাসমুনি তখন

কিম্বেং নমস্বে কীট কাম্যাত্যোবিভেদে চ ।
অহো স্মৃতিতা ভীতির্মহ্যস্ত কুতস্তব ॥ ১২৩ ॥
ইত্যুক্তো মতিমান্ পূৰ্বপুণ্যাধ্যাসঃ তদোচিবান ।
ন মে ভয়ং জগদ্বন্দ্য মৃত্যোরস্মাৎ কথঞ্চন ॥ ১২৪ ॥
এতদেব ভয়ং মান্ত গচ্ছেরমধমাং গতিম্ । অস্তা
অপি কুযোনেচ্চ সন্ত্যক্তাঃ কোটিশোহধমাঃ ॥ ১২৫ ॥
তাস্মৈ গৰ্ভাদিকক্লেশভীতস্তন্তোহস্মি নান্তথা ॥ ১২৬ ॥
ব্যাস উবাচ । মা ভয়ং কুরু সৰ্ব্বাত্মো যোনিভ্যশ্চ
চিরাদিব । মোক্ষয়িষ্যামি ব্রাহ্মণাং প্রাপয়িষ্যামি
নিশ্চিতম্ ॥ ১২৭ ॥ ইত্যুক্তোহহং কালিয়েন তং
প্রণম্য জগদ্গুরুম্ । মার্গমাগতা চক্রেণ পীড়িতো
মৃত্যুমাগমম্ ॥ ১২৮ ॥ ততঃ কাকশৃগালাদিযোনি-
ষ্মি যদাভবম্ । তদা তদা সমাগমা ব্যাসো মাং
স্মারয়চ্চ তৎ ॥ ১২৯ ॥ ততো বহুবিধা যোনীঃ
পরিভ্রম্যামি কথিতঃ । ব্রাহ্মণস্ত চ গেহেহস্তাঃ যোমৌ
জাতোহতিথুঃখিতঃ ॥ ১৩০ ॥ ততো জন্মপ্রভৃতাশ্মি

আমাকে কীটভাষায় কহিলেন,—ওহে কীট! তুমি
এমনভাবে পলাইতেছ কেন? কি জন্য তুমি মৃত্যু-
ভয় করিতেছ? আহা! মনুষ্যেরই মৃত্যুভয় করা
উচিত, তোমার মৃত্যুভয় কি জন্য? ব্যাসের এই
কথায় পূৰ্ব পুণ্যফলে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়
হইল। আমি কহিলাম,—হে জগদ্বন্দ্য! মৃত্যু
হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় হয় নাই, পরন্তু
হে মান্ত! যদি আরও অধম গতি প্রাপ্ত
হই; এই ভয়ই হইতেছে। এই কুযোনি
অপেক্ষা আরও কোটি কোটি অধম যোনি আছে;
সেই সমস্ত যোনিতে না-জানি আমার আরও কত
কত গৰ্ভাদি ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, সেই ভয়েই
আমি ভীত হইতেছি; নচেৎ অন্য কারণে ভয় পাই
নাই। ব্যাস কহিলেন,—তুমি হীনযোনিসমূহ হইতে
ভয় করিও না; আমি কিয়ৎকাল পরে তোমাকে
মোচিত করিব,—নিশ্চয়ই তোমাকে ব্রাহ্মণ্য পাওয়া-
ইয়া দিব। গন্ধকালীনন্দন ব্যাস আমাকে এই কথা
কহিলে আমি সেই জগদ্গুরুকে প্রণাম করিয়া পথে
আসিয়া অবস্থান করিলাম এবং অবিলম্বেই রথচক্র-
নিপীড়নে প্রাণ হারাইলাম। তারপর আমি কাক-
শৃগালাদি যে যে যোনিতে জন্মলাভ করিলাম, সেই
সেই যোনিতে ব্যাস আসিয়া আমাকে সেই কথা
স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। আমি এইভাবে
অনেকানেক যোনি পরিভ্রমণপূৰ্ব্বক বহুক্লেশ-
ভোগান্তে শেষে ব্রাহ্মণগৃহে এই জন্মলাভ করিয়াছি।

পিতৃভ্যাং পরিবর্জিতঃ । গলৎকুলী মহাপীড়ামেতাং
যোহহুতবামি চ ॥ ১৩১ ॥ ততো মাং পঞ্চমে বর্ষে
ব্যাস আগত্য জপ্তবান । কর্ণে সারস্বতং মন্ত্রং
তেনাহং সংস্মরামি চ ॥ ১৩২ ॥ অনধীতানি শাস্ত্রাণি
বেদান ধর্ম্যাংশ্চ কৃৎস্নশঃ । উক্তং ব্যাসেন চেদং
মে গচ্ছ ক্লেত্র গুহম্ চ । তত্র হং নন্দভদ্রক
আশ্বাসয় মহামতিম্ ॥ ১৩৩ ॥ তাত্কা বহুদকে প্রাণানহি-
ক্ষেপং মহীজলে । কারায়া হং ততো ভাবী
মৈত্রেয় ইতি সন্মুনিঃ ॥ ১৩৪ ॥ গমিষ্যসি ততো
মোক্ষমিত মাং ব্যাস উক্তবান । আগতশ্চ
ততশ্চাত্ত বাহীকেভ্যোহতিক্লেশতঃ ॥ ১৩৫ ॥ ইতি
তে কথিতং সৰ্বমাত্মনশ্চরিতং ময়া । পাপমেবংবিধং
কপ্পং নন্দভদ্র সদা তাজ ॥ ১৩৬ ॥ নন্দভদ্র উবাচ ।
অহো মহাদুতং তুভ্যাং চরিতং যেন মে হৃদি । ভূয়ঃ
শতগুণং জাতং ধর্মায় দৃঢ়মানসম্ ॥ ১৩৭ ॥ কিন্তু
হৃদোক্লেদধর্ম্যস্ত কর্তৃকামোহস্মি নিষ্কৃতিম্ । ধর্ম্যং স্মর
ভবাংস্তস্মাৎ কিঞ্চিদাদিশ নিশ্চিতম্ ॥ ১৩৮ ॥
বাল উবাচ । অত্র তীর্থে চ সপ্তাহং নিরাহারস্বহং

এজন্মেও আমি অনেক কষ্ট ভোগ করিতেছি;
জন্মাবধিই পিতা-মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং গলৎ-
কুলী রোগে আক্রান্ত হইয়া দারুণ ক্লেশ পাইতেছি।
১২১—১৩১। পরে যখন আমার পঞ্চমবর্ষ বয়স হইল,
তখন ব্যাস আসিয়া আমার কর্ণে সারস্বত মন্ত্র উপ-
দেশ করিলেন। তাহারই ফলে অনধীত হইলেও
যাবতীয় বেদ-ধর্ম-শাস্ত্রাদি আমার স্মৃতিপথাক্রম হই-
যাছে। ব্যাস আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি
কুমারক্ষেত্রে যাইয়া মহামতি নন্দভদ্রকে আশ্বাসিত
করিও এবং বহুদকতীর্থে প্রাণপরিহারপূৰ্ব্বক মহী-
তোয়ে তোমার অস্থিক্ষেপ করাইও; তাহা হইলে
তুমি মৈত্রেয় নামে সাধু মুনি হইতে পারিবে। তার-
পর তুমি মুক্ত হইবে। ব্যাস আমাকে এই কথা
কহিয়াছিলেন। আমি তাঁহার আদেশ অনুসারে
বাহীক দেশ হইতে অতি ক্রেশে এখানে আসিয়াছি।
হে নন্দভদ্র! এই আমি তোমাকে সমগ্র আশ্চরিত
কহিলাম; তুমি এবিধ পাপকর পরিতাপ সর্বথা
পরিত্যাগ কর। নন্দভদ্র কহিল,—অহো! তোমার
চরিত অতি অদ্ভুত! ইহা শুনিয়া আমার হৃদয়ে পুন-
রায় শতগুণ ধর্ম্যচরণবাসিনা বুদ্ধি পাইয়াছে। পরন্তু
তুমি যাহা আদেশ করিবে, আমি সেই ধর্মই সম্যক
আচরণ করিব; অতএব তুমি বিবেচনা করিয়া
আমাকে আদেশ কর। ১৩২—১৩৮। বালক

বিতঃ। স্বর্ধ্যামহ্ম জপিয়ামি তাক্ষ্যামি চ
ততঃস্বন ॥১৩৯॥ ততো বর্করিকাতীর্থে দন্ধবোহহং
ত্বয়া তটে। অস্থীনি সাগরে চাপি মম ক্ষেপ্যাণি চাত্র
হি ॥ ১৪০ ॥ যদি সাপহবং চিত্তং মযাতীব তবাস্তি
চেৎ। ততস্তাং গুরুকার্যার্থমাদেক্ষ্যামি শৃণু
তৎ ॥ ১৪১ ॥ অশ্বিন বহুদকে তীর্থে যত্র প্রাণাংস্তা-
জামাহম্। তত্র মন্যামচিহ্নস্তে সংস্থাপো ভাস্করো
বিভূঃ ॥ ১৪২ ॥ আরোগ্যং ধনধান্যঞ্চ পুত্রদারাদি-
সম্পদঃ। ভাস্করো ভগবাঃস্ততো দদাদেতচ্ছূতে-
র্ষচঃ ॥ ১৪৩ ॥ সবিতা পরমো দেবঃ সর্বস্বং বা
দ্বিজম্ভনাম্। বেদবেদাঙ্গগীতঞ্চ হুমপোনং সদা
ভজ ॥ ১৪৪ ॥ বহুদকমিদং কুণ্ডং সংসেবাঞ্চ সদা
ত্বয়া। মাহাত্ম্যামস্ত বক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপাদ্ব্যাসস্মৃতিতম্ ॥
১৪৫ ॥ বহুদকে কুণ্ডবরে স্নানং যো বিধিবন্নরঃ।
আরোগ্যং ধনধান্যাদাং তস্ত স্মাৎ সম্ভবন্ত ॥ ১৪৬ ॥
বহুদকে চ যঃ স্নাত্বা সপ্তম্যাং মাঘমাসকে। দদ্যাৎ
পিণ্ডং পিতৃণাঞ্চ তেহক্ষরাং তৃপ্তিমাণুয়ঃ ॥ ১৪৭ ॥
বহুদকস্ত তীর্থে যঃ শুচির্য়জতি বৈ ক্রতুম্। শত-

ক্রতুকলং তস্ত নাস্তি কাচিচ্ছিচারণা ॥ ১৪৮ ॥ অত্র
যন্ত্যজতি প্রাণান্ বহুদকতটে নরঃ। মোদতে
স্বর্্যালোকেহসৌ ধর্মিণাঞ্চ সূতো ভবেৎ ॥ ১৪৯ ॥
বহুদকস্ত তীর্থে চ যঃ কুর্য্যাজ্জপসাধনম্। সর্বং
লক্ষণং প্রোক্তং জপো হোমশ্চ পূজনম্ ॥ ১৫০ ॥
বহুদকস্ত তীর্থে চ দ্বিজমেকঞ্চ ভোজয়েৎ। যো
মিষ্টান্নেন তস্ত স্নাদিপ্রকোটিশ্চ ভোজিতা ॥ ১৫১ ॥
বহুদকস্ত তীর্থে যা নারী গৌরিণিকাঃ শুভাঃ।
সন্তোজয়তি তস্তাশ্চ কুর্য্যাত্ স্নানগতং হ্যমা ॥ ১৫২ ॥
বহুদকস্ত তীর্থে চ যঃ কুর্য্যাদ্যোগসাধনম্। যগ্না-
সাভ্যন্তবে সিক্তির্ভবেত্তস্ত ন সংশয়ঃ ॥ ১৫৩ ॥
বহুদকস্ত তীর্থে চ প্রেতাভ্যুদিশ্য দীয়তে। যৎ
কিঞ্চিদক্ষয়ং তেষামুপতিষ্ঠেয় চান্তথা ॥ ১৫৪ ॥ স্নানং
দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্। কৃতং
বহুদকতটে সর্বং স্মাৎ সূমহৎ ফলম্ ॥ ১৫৫ ॥
অথৈতদ্ধৃদি সঙ্কার্যাঃ ফলং ব্যাসেন স্মৃতিতম্। বহুদকস্ত
কুণ্ডস্ত নন্দভদ্র মহামতে ॥ ১৫৬ ॥ ইত্যুক্তা সো-
হভবম্মোনী স্নাত্বা কুণ্ডে ততঃ শুচিঃ। তীর্থে প্রস্তুত-
মাশ্রিত্য স্বয়ং মন্ত্রান্ জজাপ হ ॥ ১৫৭ ॥ শ্রীনারদ

কহিল,—আমি এই তীর্থে সপ্তাহকাল নিরাহারে
থাকিয়া স্বর্ধ্যামহ্ম জপ করিয়া পরে প্রাণত্যাগ
করিব। তুমি তখন আমাকে বর্করিকাতটে দন্ধ
করিয়া অস্থিগুলি মহীসাগরে নিক্ষেপ করিও।
আর আমার প্রতি তোমার যদি অকপট শ্রদ্ধা
থাকে, তবে তোমাকে একটি গুরুতর কার্যের
নিয়োগ করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর।
এই বহুদক তীর্থে যেখানে আমি প্রাণত্যাগ করিব,
তুমি সেখানে আমার নামে চিহ্নিত বিভূ ভাস্করের
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিও। শ্রুতির উক্তি এই যে,
আরোগ্য ধন-ধান্য পুত্র দারাদি সম্পদ সকল
ভগবান ভাস্কর তুষ্ট হইলে প্রদান করিয়া থাকেন।
বেদবেদাঙ্গে ভগবান সবিতা পরম দেব ও ব্রাহ্মণ-
গণের সর্বস্ব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; অতএব
তুমিও সতত তাহাকে ভজনা কর। এই বহুদক
কুণ্ডেরও তুমি সদাই সেবা করিও। উহার মাহাত্ম্য
সংক্ষেপে ব্যাস যেরূপ আভাষ দিয়াছেন, আমি তাহা
তোমাকে বলিতেছি, যে নর উত্তম বহুদক কুণ্ডে
যথাবিধি স্নান করে, তাহার জন্মে জন্মেই আরোগ্য
ধনধান্যাদি সম্পদ লাভ হইয়া থাকে। মাঘমাসে শুক্লা
সপ্তমীতে যে নর বহুদকতীর্থে পিতৃগণের পিণ্ড দান
করে, তদীয় পিতৃগণ অমর তৃপ্ত লাভ করেন।

যে জন বহুদকতীর্থে শুদ্ধভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান করে,
তাহার শত যজ্ঞকল লাভ হয়, সন্দেহ নাই।
যে নর বহুদকতটে প্রাণ পরিহার করে, সে স্বর্য়-
লোকে সুদীর্ঘ কাল সানন্দে বাস করিয়া পরে ধার্মিক
ব্যক্তির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে। বহুদকতীর্থে জপ
হোম পূজাদি কার্য করিলে তৎসমস্ত লক্ষণ ফল-
প্রদ হয়। ১৩৯—১৫০। বহুদকতীর্থে মিষ্টান্নদ্বারা
একটি মাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোটি
ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল লাভ হয়। যে রমণী বহুদক-
তীর্থে শুভ কুমারীদিগকে ভোজন করায়, উমাদেবী
তাহার অভীষ্ট সম্পাদন করেন। বহুদকতীর্থে
যোগসাধন করিলে ছয় মাসেই তাহার সিক্তিলাভ
হয়, সন্দেহ নাই। বহুদকতীর্থে মৃতব্যক্তিগণের
উদ্দেশে পিতৃক দান করা যায়, তৎসমস্ত তাহা-
গণের নিকট উপস্থিত হইয়া অক্ষয় তৃপ্তি বিধান
করিয়া থাকে। স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃ-
তর্পণ তাহা কিহু বহুদকতীর্থে করা যায়, তৎসমস্ত
সূমহৎ ফল প্রদান করে। হে মহামতি নন্দভদ্র!
ব্যাসোক্ত এই বহুদক-কুণ্ডমাহাত্ম্য তুমি শ্রবণ রাখিও
সেই বালক এই বলিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক বহুদক
কুণ্ডে স্নান করিয়া শুচি হইয়া তীর ভূমিতে একখানি
প্রস্তরে উপবেশনপূর্বক মন্ত্র জপ করিতে লাগিল।

উবাচ। ততঃ স সপ্তরাত্রান্তে জহৌ বালো নিজান-
স্বন্থ। সংস্কারিতো যথোক্তঃ নন্দভদ্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ ॥
১৫৮ ॥ যত্র বালঃ স চ প্রাণান্ জহৌ জপপরায়ণঃ।
বালাদিত্যমিতি খ্যাতং তত্রাহাপরত প্রভুন্ ॥ ১৫৯ ॥
বহুদকে চ যঃ শ্রাদ্ধা বালাদিত্যং প্রপূজয়েৎ। তস্মৈ
মোক্ষোপায়ঞ্চ বিদতি ॥ ১৬০ ॥

নন্দভদ্রোহপাথান্তস্তাঃ ভাৰ্য্যায়ামপরান্ সূতান।
উৎপাদ্যাত্মসমান্ ধীমান্ শিবসুখাপরায়ণঃ ॥ ১৬১ ॥
কুদ্ভদেহং যযৌ পার্গ পুনরাবৃতিহীনভম্। এবমেত-
ন্মহাকুণ্ডং বহুদকমিতি স্মৃতম্ ॥ ১৬২ ॥ অস্মৈ তীৰ্থে
স্বমংশঞ্চ বল্লীনাথঃ প্রমোক্ষতি। দত্তাত্রেয়স্য যো
যোগী হবতারো ভবিষ্যতি ॥ ১৬৩ ॥ অর্চয়িত্বা চ
তং দেবং যোগসিদ্ধিমবাপুয়াৎ। পশুনামুদ্ভিদাপ্রোতি
গোশরণ্যো হুসৌ প্রভুঃ ॥ ১৬৪ ॥ পার্শ্চমায়াঃ বুধ-
সুতস্তথা ক্ষেত্রং স ভারত। পুরুষবাদিত্যমিতি
স্থাপয়ামাস পার্শ্ববঃ ॥ ১৬৫ ॥ সৰ্বকামপ্রদশাসৌ
ভট্টাদিত্যসমৌ রবিঃ। বহুদকক্ষেত্রসমং তস্মৈ
ভারত ॥ ১৬৬ ॥ অস্মৈ তীৰ্থস্থে মাহাত্ম্যং

১৫১—১৫৭। শ্রীনারদ কহিলেন,—অতঃপর সপ্ত-
রাত্রান্তে সেই বালক প্রাণ পরিহাব করিল। নন্দভদ্র
কতিপয় ব্রাহ্মণ আনিয়া তাঁহাকে যথোক্ত সংস্কারে
সংস্কৃত করিল। আর যেখানে সেই বালক জপ
করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, সেখানে
বালাদিত্য নামে এক আদিত্যমূর্তিস্থাপন করিল। যে
মানব বহুদকে জ্ঞান করিয়া বালাদিত্যকে পূজা করে,
ভাস্কর তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইল; সে মোক্ষোপায়
প্রাপ্ত হয়। হে পার্গ! অতঃপর ধীমান নন্দভদ্রও
পুনরায় পরিণয়পুষ্পক সেই ভাৰ্য্যায় আত্মসদৃশ কতি-
পর পুত্র উৎপাদন করিয়া শিবের ও সূর্য্যের আরা-
ধনা করত কালক্রমে প্রাণপারহার করিয়া কুদ্ভদ্র
লাভ করিল,—যাহা হইতে আর সংসারে আবর্তন
করিতে হয় না। বহুদক কুণ্ড এইরূপ মহা-
প্রভাবসম্পন্ন। ভাবিকালে এই বহুদকতীরে
দত্তাত্রেয়ের অংশাবতার বল্লীনাথ নামক কোনও
যোগী মুক্তি লাভ করিবেন। তিনি বলাদিত্যের
অর্চনা করিয়া যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন।
বালাদিত্যের অর্চনায় মানব, পশুসম্পদ লাভ করে;
যেহেতু সেই প্রভু গোসমূহের পালক। হে
ভারত! বহুদকের পশ্চিম তীরে বৃদ্ধনন্দন রাজা
পুরুষবা “পুরুষবাদিত্য” নামে আদিত্যমূর্তির
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই পুরুষবাদিত্য, ভট্টা-

জপব্যং কর্ণমূলকে। পুত্রস্ত বাপি শিষ্যস্ত ন
কথঞ্চন নাস্তিকে ॥ ১৬৭ ॥ শৃণোতীদং শ্রদ্ধয়া যন্তস্ত
তুষোচ্চ ভাস্করঃ। ধারয়ন্ হৃদয়ে মোক্ষং যুচ্যতে
ভবসাগরাৎ ॥ ১৬৮ ॥
ইতি শ্রীকান্দে বহুদকমাহাত্ম্যে বালাদিত্যবৃত্তান্তবর্ণনং
নাম ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততো ময়াস্ত তীৰ্থস্থ রক্ষণায়
পুনঃস্বয়ং সমায়ায যথা দেবাঃ স্থাপিতাস্তচ্চুগুপ্ত
ভোঃ ॥ ১ ॥ যথাগ্না সৰ্বভূতেশ্ব ব্যাপকঃ পরমেশ্বরঃ।
তথৈব প্রকৃতিমিত্যা ব্যাপকা পরমেশ্বরী ॥ ২ ॥
শক্তিপ্রসাদাদায়োতি বায়াঃ সৰ্বাশ্চ সম্পদঃ।
ঈশ্বরী সৰ্বভূতেশ্ব সা চৈবং পার্থ সংস্থিতা ॥ ৩ ॥
বুদ্ধিশ্রীপুষ্টিলজ্জোতি তুষ্টিঃ শান্তিঃ ক্ষমা স্পৃহা। শ্রদ্ধা
চ চেতনা শাক্তির্নজ্জোৎসাহপ্রভৃদ্বা ॥ ৪ ॥ ইয়মেব
চ বন্ধায় মোক্ষায়েযঞ্চ সৰ্বদা। এনামায়াধা

দিতোর ত্বায় সৰ্বকামদাতা। হে ভারত! সেই
ক্ষেত্রও বহুদকক্ষেত্রের ত্বায় মহাপুণ্যদায়ক। এই
তীর্থের মাহাত্ম্য পুত্রের বা সৎ শিষ্যের কর্ণে উপ-
দেশ করবে; পরন্তু কদাচ নাস্তিককে উপদেশ
করবে না। যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে ইহা শ্রবণ
করে, ভাস্কর তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হন। যদি হৃদয়ে
ধারণ করে, তবে মানব ভবসাগর হইতে মুক্ত
হয় ॥ ১৫৮—১৬৮ ॥

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

নারদ কহিলেন,—অর্জুন! অতঃপর আমি
আবার এই তীর্থের রক্ষাবিধানার্থ দেবীগণের আরা-
ধনা করিয়া যে ভাবে তাহাদিগকে এখানে স্থাপন
করিয়াছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। পরমেশ্বর পরমাত্মা
যেমন সৰ্বভূতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, পরমেশ্বরী
মিত্যা প্রকৃতিও তজ্জপই সৰ্বভূত ব্যাপিয়া বিরাজ-
মানা। সেই ঈশ্বরীর রূপায়ই বীৰ্য্য ও সম্পদ লাভ
হইয়া থাকে। হে অর্জুন! সেই ‘প্রকৃতি দেবী’ই
সৰ্বভূতে বুদ্ধি, লজ্জা, পুষ্টি, শ্রী, শান্তি, ক্ষমা, স্পৃহা,
শ্রদ্ধা, চেতনা ও মন্ত্রণাশক্তি, প্রভুশক্তি প্রভৃতিরূপে
বিরাজমানা। ইনিই সতত প্রাণীদিগকে বন্ধন ও

চৈব্যামিস্রাদ্যাঃ সমবাপুযুঃ ॥ ৫ ॥ যে চ শক্তিঃ ন
মন্তস্তে তিরস্কৃষন্তি চাধমাঃ । যোগীন্দ্রা অপি তে
ব্যক্তাঃ ভ্রষ্টস্তে কাশিজা যথা ॥ ৬ ॥ বারানস্তাং
কিল পুরা সিদ্ধযোগীশ্বরঃ পুনঃ । অবমন্ত চ তে
শক্তিঃ পুনঃ শমুপাগতাঃ ॥ ৭ ॥ তস্মাৎ সদা
দেহিনেয়ঃ শক্তিঃ পূজ্যেব নিত্যদা । তুষ্টা দদাতি
সা কামান্ কৃষ্টা সংহরতে ক্ষণাৎ ॥ ৮ ॥ পরমা প্রকৃতিঃ
সা চ বহুভেদৈর্ব্যবস্থিতা । তাসাং মধো মহাদেব্যো
হত্র সংস্থাপিতাঃ শৃণু ॥ ৯ ॥ চতস্রস্ত মহাশক্ত্যশ্চতু-
দ্ভিষ্ণু ব্যবস্থিতাঃ । সিদ্ধাধিকা তু পূর্বস্তাং
স্থাপিতা সা শুভেন চ ॥ ১০ ॥ জগদাদৌ মূল-
প্রকৃতেঃ পুত্রা সা প্রকীৰ্ত্ত্যতে । আরাধিতা
যতঃ সিদ্ধৈস্তস্মাৎ সিদ্ধাধিকা চ সা ॥ ১১ ॥ দক্ষিণস্তাং
তথা তারা সংস্থিতা স্থাপিতা ময়া । তারণার্থাৎ
বেদানাং যস্মাৎ কুর্মাৎ সমাশ্রিতা ॥ ১২ ॥ যযাবিষ্টঃ
সমুজ্জহে বেদান্ কুর্মো জগদ্গুরুঃ । অনয়াবিষ্টে-
দেহশ্চ বুধো বৌদ্ধান হনিষ্যতি ॥ ১৩ ॥ কোটিশো

মোক্ষণ করেন । ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহাকে আরা-
ধনা করিয়াই ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছেন । যে সমস্ত
অধম ব্যক্তির শক্তিকে মানে না, তাঁহাকে অবজ্ঞা
করে, তাহার যোগীন্দ্র হইলেও কাশীধামস্থ সিদ্ধ-
যোগীগণের স্তায় নিশ্চিতই ভ্রষ্ট হইয়া থাকে ।
পূর্বে বারানসীতে সিদ্ধযোগীশ্বরগণ শক্তির অব-
মাননা করিয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, এই জন্ত
স্বাবর জঙ্গম, দেহধারিমাত্রের পক্ষে চিরকালই
সতত শক্তিপূজা করা অবশ্য কর্তব্য । তিনি তুষ্টা
হইলে কামনা পূরণ করেন আর কৃষ্টা হইলে ক্ষণ-
মাত্রেই সংহার করিয়া থাকেন । সেই পরমা প্রকৃতি
আবার বহু বিভিন্ন আকারে অবস্থিতা । তন্মধ্যে
যে সকল মহাদেবী এখানে সংস্থাপিত আছেন,
তাঁহাদের কথা শুন । এই ক্ষেত্রের চারিদিকে
চারি মহাশক্তি বিরাজমানা । পূর্বদিকে আছেন
সিদ্ধাধিকা ; কুমারই তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ।
জগতের আদিমকালে ইনি মূলপ্রকৃতি হইতে
উৎপন্ন হইয়াছেন । শাস্ত্রে এইরূপ কীর্তিত আছে ।
সিদ্ধগণই প্রথমে তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন
বলিয়া তিনি সিদ্ধাধিকা নামে খ্যাত হইয়াছেন ।
দক্ষিণদিকে আছেন তারা । আমিই তাঁহাকে
স্থাপন করিয়াছি । তিনি বেদ-পরিজ্ঞানার্থ কুর্মদেবকে
আশ্রয় করিয়াছিলেন । জগদ্গুরু কুর্মদেব সেই
তাঁহার শক্তি কর্তৃক আবিষ্ট হইয়া বেদ সকল উদ্ধার

বেদমার্গস্থ ধ্বংসকান্ পাপকর্ষণঃ । ইয়ং ময়া সমা-
রাধ্য সমানীতা গিরেঃ সিতাৎ ॥ ১৪ ॥ কোটি-
সংখ্যাতিরত্যাগদেবীভিঃ সংবৃতা চ সা । দক্ষিণাং
দিশমাশ্রিতা সংস্থিতা মম গৌরবাৎ ॥ ১৫ ॥ পশ্চি-
মায়াং তথা দেবী সংস্থিতা ভাস্বর্য শুভা । যযাবিষ্টানি
ভাসন্তে ভাস্বর্যপ্রমুখানি চ ॥ ১৬ ॥ বিদ্বানি সর্ব-
তারানাং গচ্ছন্ত্যযান্তি চ ক্রতম্ । সৈবা মহাবলা
শক্তির্ভাস্বর্য কুরুনন্দন ॥ ১৭ ॥ ময়ারাধ্য সমানীতা
কটাহাদত্র সংস্থিতা । কোটিকোটিকৃতা নিতাং ত্রায়তে
পশ্চিমাং দিশম্ ॥ ১৮ ॥ উত্তরস্তাং তথা দেবী
সংস্থিতা যোগনন্দিনী । পরমপ্রকৃতের্দেহাৎ পূর্বঃ
নিঃসৃতয়া যয়া ॥ ১৯ ॥ দৃষ্ট্যা দৃষ্টা নির্মলয়া যোগমাপু-
শ্চতুঃসনাঃ । যোগীশ্বরী চ সা দেবী সনকাদ্যোঃ
সুতোষিতা ॥ ২০ ॥ সৈব চাণ্ডকটাহায়ে সমারাধ্যাত্র
প্রাপিতা । যোগিনীভিঃ পরিবৃতা সংস্থিতা চোত্তরাং
দিশম্ ॥ ২১ ॥ এবমেতা মহাশক্ত্যশ্চতস্রঃ সংস্থিতাঃ
সদা । পূজিতাঃ কামদা নিতাং কৃষ্টাঃ সংহরণক্ষমাঃ ॥

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । বুধ, এই শক্তি কর্তৃক
আবিষ্ট হইয়াই বেদপথধ্বংসী কোটি কোটি পাপিষ্ঠ
বোদ্ধের উচ্ছেদ করিবেন । আমি আরাধনা করিয়া
ইহাকে কৈলাসগিরি হইতে এখানে আনিয়াছি ।
১—১৪ । কোটি সংখ্যক অত্যাগ্র দেবী ইহাকে বেষ্টন
করিয়া আছেন । ইনি এইভাবে এই ক্ষেত্রের দক্ষিণ-
দিকে অবস্থান করত আমার গৌরব বর্দ্ধন করিতে-
ছেন । পশ্চিমদিকে ভাস্বর্য নামে শুভা দেবী
বিরাজমানা । ইহারই আবেশে সূর্য-চন্দ্র-তারাাদি
বিদ্ব সকল প্রভাশালী হইয়া প্রকাশ পায় ও ক্রত-
বেগে যাতায়াত করিয়া থাকে । হে কুরুনন্দন !
আমি আরাধনাবলে ত্রীণ্ডকটাহ হইতে ইহাকে
এখানে আনিয়াছি । ইনি কোটি কোটি সহস্রী দেবী
দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এখানে বিরাজ করত পশ্চিম-
দিক রক্ষা করিতেছেন । উত্তরদিকে যোগনন্দিনী
অবস্থিতা । পুরাকালে সনকাদি ব্রহ্মনন্দন চারি
জনের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া এই যোগেশ্বরী দেবী
পরমপ্রকৃতির দেহ হইতে আবির্ভূত হন এবং
তাঁহাদিগকে নির্মল নয়নে নিরীক্ষণ করায় তাঁহারা
যোগ লাভ করেন । আমি আরাধনা করিয়া
ইহাকে অণ্ডকটাহ হইতে এখানে আনয়ন করি-
য়াছি । ইনি যোগিনীগণে পরিবৃতা হইয়া উত্তর-
দিকে অবস্থান করিতেছেন । এইভাবে চারি
মহাশক্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ; ইহারা

২২ ॥ ততশ্চ নব মে দুর্গাঃ সমানীতাঃ শূন্য-
তাঃ ॥ ২৩ ॥ ত্রিপুরা নাম পরমা দেবী
স্বাধুর্ঘ্যা পুরা । আবিষ্টত্রিপুরং নিন্তে তস্মাৎ
জগদীশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ ত্রিপুরেতি ততস্তাং তু প্রোক্তবান্
ভগবান্ হরঃ । তুষ্টাব চ স্বয়ং তস্মাৎ পূজা সা
জগতামপি ॥ ২৫ ॥ সা চারাদ্যা সমানীতা মধ্যমরে-
শ্বরপদতাং । ভক্তানাং কামদা সান্তি ভট্টাদিত্য-
সমীপতঃ ॥ ২৬ ॥ অপরা চাপি কোলহা মহাশক্তিঃ
সনাতনী । কোলরূপী যবাবিষ্টঃ কেশবশ্চোজ্জহার
গাম্ ॥ ২৭ ॥ তস্মাৎ সা বিষ্ণুনা চোক্তা কোলদেতি
স্ততর্চিতা । সা চ দেবী ময়া পার্থ ভক্তিয়োগেন
তোবিতা ॥ ২৮ ॥ বরাহগিরিসংস্থা মাং সমানীতা
চ সাত্রবীৎ । যত্রাহং নারদ সদা তিষ্ঠামি রূপার্থি-
নাম্ ॥ ২৯ ॥ তত্র কূপেন সংস্থেয়ঃ ক্রুদ্রাণীসংস্থিতেন
বৈ । তং হি কূপং বিনা মহং ন রতির্জায়তে কচিৎ ॥
৩০ ॥ তস্মাদ্ভবান্ কূপবরং স্বয়মত্র খন দ্বিজ ।
এবমুক্তে পার্থ দেব্যা দর্ভমুলেন মে তদা ॥ ৩১ ॥
কূপোহখানি যত্র সাক্ষাৎক্রুদ্রাণী কূপ আবভৌ । ততো

পূজিত হইলে নিয়ত কাম প্রদান করেন আর কষ্ট
হইলে সংহার করিতে পারেন । ১৫—২২ । তারপর
আমি এখানে নবদুর্গার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । তদ্বিবরণ
শ্রবণ কর । ত্রিপুরা নামে এক প্রসিদ্ধা পরমা
দেবী আছেন । পুরাকালে জগদীশ্বর ত্রিপুরার
তৎকর্তৃক আবিষ্ট হইয়াই ত্রিপুর ভস্ম করিতে
পারিয়াছিলেন । ভগবান্ হর, সেইজন্ত উক্ত
দেবীকে ‘ত্রিপুরা’ নামে অভিহিতা করিয়াছেন এবং
তিনি নিজে ইহাকে স্তবও করিয়াছেন । অতএব
নিখিল জগদ্বাসীর পক্ষেই সেই ত্রিপুরার পূজা করা
কর্তব্য । আমি আরাধনা করিয়া অমরেশ্বর গিরি
হইতে তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি । সেই
ভক্তকামদায়িনী দেবী ভট্টাদিত্যের সমীপেই
অবস্থান করিতেছেন । কোলহা নামে আর এক
সনাতনী মহাশক্তি আছেন ; কোল (শূকর) রূপী
বিষ্ণু এই শক্তি কর্তৃক আবিষ্ট হইয়া ধরণীকে
উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন । বিষ্ণু তখন
ইহাকে ‘কোলহা’ নামে অর্চনা ও স্তব করিয়া-
ছিলেন । সেই জন্তই তিনি ‘কোলহা’ নামে
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । হে অর্জুন ! তিনি
বরাহ গিরিতে বাস করিতেন । আমি তাঁহাকে
ভক্তিয়োগে সন্তুষ্ট করিয়া এখানে আনিয়াছি ।
আনিবার সময় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে,

ময়া তত্র দেবাঃ স্নাত্বা জপ্ত্বা চ তর্জিতাঃ ॥ ৩২ ॥
পূজিতা চ ততো দেবী কোলহা জগদীশ্বরী ।
পরিতুষ্টা তদা দেবী প্রণতঃ মাং ততোহব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥
সদাত্ৰ চাহং স্নাত্বামি প্রসাদং প্রাপিতা হুয়া । যে চ
কূপেহত্র সংস্রাজ্য মাঘাষ্টম্যাং বিশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥ পূজয়ি-
ষ্যন্তি মাং মর্ত্যাস্তেষাং ছেৎস্বামি হৃদ্যতম ।
সর্বতীর্থময়ো যশ্চ সর্বভুকবনে স্থিতঃ ॥ ৩৫ ॥
মেরোঃ সমীপে ক্রুদ্রাণাং কূপ এষ স এব চ ॥ ৩৬ ॥
প্রয়াগাদপি গঙ্গায়া গয়ায়াশ্চ বিশেষতঃ । কূপেহস্মিন্ন-
বিকং স্নানং ময়া নারদ কীর্তিতম্ ॥ ৩৭ ॥ তদহং তব
বাকেন সংস্থিতাত্র তপোধন । গুহেনাথ সরঃ পুণ্যং
পালয়িষ্যাম্যতল্লিতা ॥ ৩৮ ॥ কুমারেশঃ পূজয়িষ্য
পূজয়িষ্যন্তি যে চ মাম্ । দেবীভিঃ সষ্টিকোটিভির্ভূতা
তেবামভীষ্টদা ॥ ৩৯ ॥ নারদ উবাচ । ইত্যুক্তোহহং

নারদ ! আমি বাচকদিগের প্রতি রূপা করিয়া
যেখানে বাস করি, সেখানে একটি ক্রুদ্রাণীকূপ
থাকা নিতান্ত আবশ্যক, সেই কূপ না থাকিলে
আমার কুত্রাপি কিছুমাত্র তৃপ্তি হয় না । হে দ্বিজ !
অতএব তুমি স্বয়ংই এখানে একটি কূপ খনন কর ।
হে অর্জুন ! সেই দেবী এই কথা বলিলে তাঁহার
কথানুসারে আমি দর্ভমূল দ্বারা সেখানে একটি কূপ
খনন করিলাম । সেই কূপে ক্রুদ্রাণী দেবী স্বয়ং
প্রকাশ পাইলেন । অতঃপর আমি সেখানে স্নানান্তে
জপ করিয়া দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিলাম ।
পরে সেই জগদীশ্বরী কোলহা দেবীর অর্চনা ও
প্রণাম করিতে লাগিলাম । তাহাতে দেবী
পরিতুষ্টা হইয়া তখন আমাকে বলিলেন,—তুমি
আমাকে অতিমাত্র পরিতুষ্ট করিয়াছ ; তজ্জন্ত
আমি এখানে সদাই অবস্থান করিব । সাধারণ
কালে—বিশেষতঃ মাঘ মাসের অষ্টমীতে এই কূপে
স্নান করিয়া যাঁহারা আমাকে পূজা করিবে, সেই
সমস্ত মানবের হৃদয়সমূহ আমি ছেদন করিয়া
ফেলিব । সুমেরু পর্বতের নিকট সর্বঋতুজাত
ফল-ফুলে সুশোভিত বনে ক্রুদ্রাণী দেবীর যে সর্ব-
তীর্থান্বয় কূপ আছে, এই কূপকেও সেই কূপ
বলিয়া অবধারণ কর । হে নারদ ! আমি বলি-
তেছি,—প্রয়াগ, গঙ্গা কিংবা গয়াক্ষেত্র হইতেও এই
কূপে স্নানের ফল অধিক । হে তপোধন ! আমি
তোমার কথায় এখানে অবস্থান করিলাম, কুমারের
সহিত অবধানসহকারে অজ্ঞাত পুণ্য সরোবর পালন
করিব । যাঁহারা কুমারেশ্বরের পূজা করিয়া পরে

পাথ দেব্যা তদানীং প্রীয়মাণয়া । প্রত্যত্রবঃ প্রমুদিতঃ
কোলহাং বিশ্বমাতরম্ ॥ ৪০ ॥ অত্রাস্ত্র মাতা ত্বং
দেবি গুপ্তক্ষেত্রস্ত কারণম্ । তীর্থযাত্রা বৃথা তেবাং
নার্কয়ন্তীহ ত্বাং চ যে ॥ ৪১ ॥ ইদং চ যৎ সরঃ
পুণ্যং স্বপ্নায়া খ্যাতিমেবাতি । ঈশ্বরী সরসোহস্ত্র
ত্বং তীর্থস্থাস্ত্র তথেষ্বরী ॥ ৪২ ॥ এব দীর্ঘং তপস্তপ্তা
স্থাপিতা ময়কা শুভা । মহার্জুনা নরৈস্তম্ভাং পূজোয়াং
সততং বুধৈঃ ॥ ৪৩ ॥ তৃতীয়া চ দিশি তস্যাং স্থিতা
সংস্থাপিতা ময়া । গুহেন চ কপালেশাঃ প্রভাবোহস্ত্রাঃ
পুরেরিতঃ ॥ ৪৪ ॥ ধৃত্যস্তে যে প্রপশ্যন্তি নিত্যমেনাং
নরোত্তমাঃ । কপালেশ্বরমভ্যর্চ্যা বিশ্বপক্তির্গরয়ঃ যতঃ ॥
৪৫ ॥ এবমেতাস্তিস্রো ভূগাঃ পূর্বস্থাঃ দিশি সংস্থিতাঃ ।
পশ্চিমায়াঃ প্রবক্ষ্যামি তিস্রো ভূগা মহোত্তমাঃ ॥ ৪৬ ॥
সুবর্ণাকী তু যা দেবী ব্রহ্মাণ্ডপরিপালিনী । সা
ময়াত্র সমারাধ্যা তীথে দেবী নিবেশিতা ॥ ৪৭ ॥
যে চৈনাং প্রণমিষ্যন্তি পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ ।

আমার অর্চনা করিবে, আমি ষষ্টি কোটি দেবীর
সহিত মিলিত হইয়া তাহার অভীষ্ট সাধন করিব ।
২৩—৩৯ । নারদ কহিলেন,—হে অর্জুন ! সেই
কোলহাদেবী প্রীত হইয়া আমাকে এইকথা কহিলে
আমি তখন মুদিতমানসে সেই জগন্মাতাকে কহিলাম,
—হে দেবি ! তুমিই এই গুপ্ত ক্ষেত্রের মাতা,
একারণ যাহারা তীর্থযাত্রা করিয়া তোমার অর্চনা
না করিবে, তাহাদিগের সেই তীর্থযাত্রাই বৃথা
হইবে । এই সরোবরও তোমার নামেই প্রখ্যাত
হইবে । এই সরোবরে ও এই তীর্থের তুমিই
ঈশ্বরী । আমি সুদীর্ঘ তপস্তা করিয়া এইরূপ শুভা
মহার্জুনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি ; সেই জন্ত বুদ্ধিমান
নরগণের পক্ষে সতত ইহাদিগের অর্চনা করা
কর্তব্য । তৃতীয়া দেবী কপালেশী । তাহাকে
আমি ও গুহ উভয়েই এখানে স্থাপন করিয়াছি,
তাহার প্রভাব তো পৃথকই বর্ণনা করিয়াছি । ইনিও
পূর্বোক্ত কোলহা দেবীর নিকটেই প্রতিষ্ঠিত
আছেন । যে নরোত্তমগণ কপালেশ্বরকে অব-
লোকন করিয়া পশ্চাৎ ইহাকেও দর্শন করে, তাহারা
ধন্য হয় । যেহেতু ইনি বিশ্বশক্তি । এই তিন ভূগা
পূর্বদিকে বিরাজমানা । পশ্চিমদিকে যে সকল অত্যা-
ন্তম ভূগাত্রয় আছেন, তাহাদিগের কথা বর্ণিতোছ ।
ব্রহ্মাণ্ডপালনকারিণী যে শক্তি সুবর্ণাকী নামে
প্রখ্যাতা, আমি আরাধনা করিয়া তাহাকে এখানে
স্থাপন করিয়াছি । এই দেবী ত্র্যম্বকশক্তিঃ কোটি

ত্র্যম্বকশক্তিঃ কোটিভির্দেবীভিঃ পূজিতা চ তৈঃ ॥
৪৮ ॥ অপরা চ মহার্জুনা চর্চিতা চেতি সংস্থিতা ।
রসাতলতলাত্তত্র ময়ানীতা সুভক্তিতঃ ॥ ৪৯ ॥
ইয়মর্চ্যা চ চিত্ত্যা চ বীরহঃ সমভীপ্সুভিঃ ।
বহুভির্দেবদৈতেতৈর্দৈদৌ তেভ্যশ্চ বীরতাম্ ॥ ৫০ ॥
ইয়মেব মহার্জুনা শূদ্রকঃ বীরসত্তমম্ । চৌরৈর্বন্ধঃ
কলৌ চাগ্রে মোক্ষয়িষ্যতি বিক্রমাৎ ॥ ৫১ ॥ তত-
স্তেতাং স চারাধ্য বীরেন্দ্রহমবাপ্স্যতি । নিহনিষ্যতি
চাক্রমা কালসেনমুখান্ রিপুন ॥ ৫২ ॥ তস্মাদিয়ং
সমারাধ্যা বীৰ্য্যকামৈর্নরৈঃ সদা । চর্চিতা যা মহা-
র্জুনা পশ্চিমায়াং দিশি স্থিতা ॥ ৫৩ ॥ তথা ত্রৈলোক্য-
বিজয়া তৃতীয়ায়াং দিশি স্থিতা । যামারাধ্য জয়ং
প্রাপ্ত্যস্থলোকাং রোহিণীপতিঃ । সোমলোকান্ময়া-
নীতা পূজিতা জয়দা সদা ॥ ৫৪ ॥ এবমেতাঃ পশ্চি-
মায়ামুত্তরস্তামতঃ শৃণু । তিস্রো দেব্যশ্চোত্তরস্তামেক-
বীরামুখাঃ স্থিতাঃ ॥ ৫৫ ॥ একবীরেতি যা দেবী

দেবী দ্বারা পরিবেষ্টিত । যে জন ইহাকে ভক্তিসহ-
কারে .পূজা ও প্রণাম করে, উক্ত দেবীগণ
তাহার মঙ্গল বিধান করেন । ৪০—৪৮ । অপরা
যে মহার্জুনা আছেন, তাহার নাম চর্চিতা ।
আমি পরম ভক্তিযোগে রসাতল তল হইতে
তাহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি । যাহারা
বীর হইয়া কামনা করে, তাহাদিগের পক্ষে এই
দেবীর ধ্যান ও অর্চনা করা কর্তব্য । বহু দেবতা
ও দৈত্য ইহার আরাধনা করিয়াছেন, ইনিও
তাহাদিগকে বীর হইয়া প্রদান করিয়াছেন । এই মহা-
র্জুনাই ভাবিকালে বীরসত্তম শূদ্রক, চৌরগণ
কড়ক বন্ধ হইলে বিক্রম প্রকাশে তাহাকে মোচন
করিবেন । তার পর সেই শূদ্রক ইহার আরাধনা
করিয়া বীরেন্দ্র লাভ করবে এবং বিক্রমপ্রকাশে
কালসেনপ্রমুখ রিপুবর্গের বিনাশ সাধন করিবে ।
অতএব বীৰ্য্যকামী নরগণের পক্ষে সতত ইহার
আরাধনা করা আবশ্যক । পশ্চিমদিকে যে চর্চিতা
দেবী আছেন, তাহারই পার্শ্বে তৃতীয়াভূগা—ত্রৈলোক্য-
বিজয়া বিরাজমানা । রোহিণীপতি শশধর ইহারই
আরাধনা করিয়া ত্রৈলোকে জয় লাভ করিয়া-
ছিলেন । আমি সোমলোক হইতে তাহাকে আনি-
য়াছি । ইহার পূজা করিলে ইনি সতত জয় প্রদান
করেন । ইহারা এই ভাবে পশ্চিম দিকে আছেন ।
একগণে যাহারা উত্তর দিকে আছেন, তাহাদিগের
কথা শুন । উত্তর দিকে একবীরা প্রভৃতি তিন

সাক্ষাৎ সা শিবপূজিতা। যদ্যবিষ্টো জগৎ সর্বং
সংহরতোষ ভূতরাট ॥ ৫৬ ॥ বীৰ্য্যেণ হেকবীরয়াঃ
কৃষা লোকাংশ্চ ভস্মসাৎ। যুগৈকাদশপূর্ণৈহ
বিলক্ষ্যোহভূৎ স ভস্মনি ॥ ৫৭ ॥ এবংবিধা হেকবীরা
শক্তিরেবা সনাতনী। পূজিতারাধিতা চৈব
সম্মাতীপিতদা নৃণাম্ ॥ ৫৮ ॥ ব্রহ্মলোকাৎ সমানীতা
ময়্যারাধ্যাত্ত ভারত। নামকীৰ্ত্তনমপ্যস্তা তৃষ্টানাং
ঘাতনং বিদুঃ ॥ ৫৯ ॥ দ্বিতীয়া হরসিক্কাখ্যা দেবী তুর্গা
মহাবল। শীকোত্তরাৎ সমারাধ্যা ময়ানীতাত্ত
পাণ্ডব ॥ ৬০ ॥ যদা শীকোত্তরেশ্চৈব পার্শ্বত্যা প্রার্থ-
তেন চ। ক্রোধেণ ডাকিনীমহঃ প্রোক্তো দেবাঃ
রূপালুনা ॥ ৬১ ॥ তদা মল্লপ্রভাবেণ মোহিতা গিরিজা
সতী। তমেবাক্রম্য মাংসঞ্চ শোণিতঞ্চ ভবং পপৌ ॥
৬২ ॥ ততো রুদ্রশরীরাত্তু বিনিক্ষান্তার্জুনশিনী।
হরসিক্কাখ্যা তুর্গা মহামহাবিশারদা ॥ ৬৩ ॥ সা সহস্র-
ভূজা দেবী সমাক্রম্যাভিপীডা চ। মোক্ষয়ামাস

দেবী বিরাজিতা। একবীরা দেবীসাক্ষাৎ শঙ্কর
কর্তৃক পূজিতা। সেই ভূতনাথ এই দেবী কর্তৃক
আবিষ্ট হইয়াই সমগ্র জগতের সংহার সাধন
করেন। তিনি এই একবীরা দেবীর প্রভাবেই
লোক সকল ভস্মসাৎ করিয়া পরে একাদশ
যুগান্তে সেই ভস্মরাশি মধ্যে প্রকটমূর্ত্তি হন।
এইরূপ প্রভাবশালিনী সনাতনী একবীরা শক্তির
আরাধনা ও অর্চনা করিলে তিনি নরগণকে
সর্ব-বাহিত প্রদান করেন। হে ভারত। আমি
আরাধনাপ্রভাবে ব্রহ্মলোক হইতে ইহাকে
এখানে আনিয়াছি। ইহার নামকীৰ্ত্তনেও তৃষ্ণ-
দমন হয়, ইহা সুধীগণ অবগত আছেন। ৪৯—৫৯।
দ্বিতীয়া তুর্গার নাম হরসিক্কা। এই দেবী মহাবল-
শালিনী। হে ভক্ত! আমি ইহাকে আরাধনা-

ডাকিনীমহঃ প্রদান করিলে পর সেই মহা প্রভাবে
সতী গিরিনন্দিনী মোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ
রুদ্র দেবকে আক্রমণপূর্ব্বক তদীয় দেহ হইতে
মাংস-শোণিত পান করিতে লাগিলেন। পরে
রুদ্রদেবের শরীর হইতে সহস্রভূজা ক্রেশনাশিনী
মহামহাবিশারদা মহাতুর্গা হরসিক্কা প্রাক্তৃত হন
এবং পার্শ্বতীকে আক্রমণপূর্ব্বক নিপীড়ন করিয়া

গিরিশমশাপয়ত তাং তথা ॥ ৬৪ ॥ ততঃ প্রভৃতি সা
লোকে হরসিক্কাঃ প্রকীৰ্ত্ত্যতে। দেবীনাং ষষ্টিকোটিভি-
রারূতা পূজ্যতে সুরৈঃ ॥ ৬৫ ॥ এতামারাধ্য
সুগ্রীবপ্রমুখা দোষনাশিনীম্। অভূবন সুমহাবীৰ্য্যা
ডাকিনীসমুহনাশনাঃ ॥ ৬৬ ॥ তস্মাদেতাঃ পূজয়েন্তু
মনোবাঙ্কায়কস্মৃতিঃ। ডাকিতাদ্যা ন সর্পস্তু হর-
সিক্কে রনন্তরম্ ॥ ৬৭ ॥ তৃতীয়েশানকোণস্থা চণ্ডিকা
নবমী স্থিতা। বার্গীশোহপি লভেৎ পারং নৈব যশ্চাঃ
প্রবর্ণনে ॥ ৬৮ ॥ যা পুরা পার্শ্বতীদেহাদিনিঃসৃত্য
মহাসুবো। চণ্ডমুণ্ডো নিহতৈব ভক্ষয়ামাস ক্রোধতঃ ॥
৬৯ ॥ অক্ষৌহিণীশতং হেকং চণ্ডমুণ্ডো চ তাবুভৌ।
নাপূর্থাতেকগ্রাসোহস্তাঃ কিংলক্ষ্যামা হিয়ং হি সা ॥
৭০ ॥ ইয়মেবান্ধকাংক তুৰ্ব্বিতা শোণিতং পুনঃ। পপৌ
নতো নিজগ্রাহ চান্ধকং ভগবান্ ভবঃ ॥ ৭১ ॥ ইয়ঞ্চ
রক্তবীজানাং কৃষা পানঞ্চ রক্তজম্। অর্কবুদানাং চ
কোটিভিদ্দৈত্যানাং পাপকাম্বণাম্ ॥ ৭২ ॥ অপয়ামাস তং
দেব্যাশ্চামুণ্ডাপীতশোণিতম্। এষা তপ্যতি তক্তানাং

গালি দিতে দিতে রুদ্রদেবকে তাহার হাত হইতে
পারিত্রাণ করেন। সেই হইতেই তিনি হরসিক্কা
নামে কীৰ্ত্তিত হন। ইনি ষষ্টিকোটি দেবীগণে
পরিবেষ্টিতা। সুরগণ সতত ইহাকে অর্চনা
করিয়া থাকেন। এই দোষনাশিনী হরসিক্কা দেবীর
আরাধনা করিয়া সুগ্রীবপ্রমুখ বহুবাহু সুমহৎ
বীৰ্য্যশালী হইয়া ডাকিনীসমুহনাশনে সমর্থ হইয়া-
ছেন। অতএব বাক্য, মন এবং কৰ্ম্ম দ্বারা ইহার
উপাসনা করা কর্তব্য; তাহাতে ডাকিনীগণ কদাচ
তাহার নিকটে যায় না। ইহার পর তৃতীয়া দেবী
চণ্ডিকা ঈশানকোণে বিরাজমানা। ইনি নবমী
তুর্গা। ইহার মাধ্যম্য বর্ণনে বৃহস্পতিও সম্যক্ পার-
দশ্য নহেন। পূর্বে ইনি পার্শ্বতীব দেহ হইতে
নিহত হইয়া চণ্ডমুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে সক্রোধে
নষ্ট করিয়াছিলেন। সেই চণ্ড ও

অন্যে তুর্গা নামে ইহার পূর্ণ এক-
ভূত। সুগ্ৰাহ ইহা যে, কিরূপ প্রভাব-
শালিনী তাহা বিবেচনা করিয়া বুঝ। ইনিই তুৰ্ব্বিত
হইয়া অন্ধকগণের শোণিত পান করিয়াছিলেন, তার
পর ভগবান্ শঙ্কর অন্ধকাসুরকে নিহত করিতে
সমর্থ হন। এই চামুণ্ডাই রক্তবীজের এবং তদীয়
রক্তজ পাপিষ্ঠ—কোটি কোটি অর্কবুদ অর্কবুদ দৈত্যের
রক্ত পান করিয়া তাহাদিগকে হতবীৰ্য্য করিয়া-
ছিলেন। অতঃপর দেবী তাহাকে সংহার করিতে

প্রণামেনাপি ভারত । কুণ্ড চান্দ্রা ময়া দেব্যাঃ পুণ্যং
নিপাদিতং শুভম্ । যত্র বৈ স্পর্শমাত্রেন সর্বতীর্থ-
ফলং লভেৎ ॥ ৭৪ ॥ হরিসন্ধির্দেবসিদ্ধির্ধর্ম-
সিদ্ধিষ্চ ভারত । বিবিধা প্রাপ্যতে সিদ্ধিস্তীর্থেহৈশ্ব-
শচিকারতৈঃ ॥ ৭৫ ॥ যশ্চ পূজ্যতে দেবীং স্বল্পেন
বহুনাপি বা । কাত্যায়নী কোটিশতৈর্কৃত্য
তস্মা বিভূতিদা ॥ ৭৬ ॥ এবমেতা মহার্গা নব
তীর্থেহত্র সংস্থিতাঃ । চতস্রশ্চাপি দিগ্দ্দেব্যা
নিত্যমর্চ্যাঃ শুভেন্দুভিঃ ॥ ৭৭ ॥ আশ্বিনস্ত চ
মাসস্ত নবরাত্রে বিশেষতঃ । উপোমা চৈকভৈকৈর্দে-
বীশ্বেতাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৮ ॥ বলিপূপকনৈবেদ্যৈ-
স্তপনৈধূপগন্ধাভিঃ । তস্মা রক্ষাঞ্চবন্তোতা রথাসু
ত্রিকচহরে ॥ ৭৯ ॥ ভূতপ্রেতপিশাচাদ্যা নোপকুর্যাৎ
প্রতীডনম্ । আপদো বিদ্রবস্ত্যস্ত যোগিত্যো
নন্দয়ন্তি তম্ ॥ ৮০ ॥ পুত্রার্থী লভতে পুত্রান ধনাধী
ধনমাপ্নুয়াৎ । রোগার্ক্তো মুচ্যতে রোগাছক্কো মুচ্যেত
বন্ধনাৎ ॥ ৮১ ॥ আসাং যঃ কুরুতে ভক্তিং নরো

সমর্থ হন । হে ভারত ! এই দেবী ভক্তগণের
প্রণামেই সমৃদ্ধি হন । আমি এই মহাদেবীর একটি
শুভ কুণ্ড নির্মাণ করিয়াছি, উহার জল স্পর্শ-
মাত্রেই সর্বতীর্থফল লাভ হয় । চাঁদ্রকার ভক্তগণ
এই তীর্থে হরিসন্ধি, দেবসিদ্ধি ও ধর্মসিদ্ধি,—
এই ত্রিবিধ সিদ্ধিই প্রাপ্ত হয় । সামান্য উপচাবে
কিছা বিশেষ উপচারে, যে ভাবেই হউক উহার
অর্চনা করিলে শতকোটি পরিবারযুক্তা কাত্যায়নী
দেবী মানবকে বিভূতি প্রদান করিয়া থাকেন ।
৬০—৭৬ । এই ভাবে এই তীর্থে নবহর্গা ও দিগ্-
দেবীচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । শুভকামী জন-
গণের পক্ষে নিয়ত ইহাদিগের অর্চনা করা কর্তব্য ।
বিশেষতঃ আশ্বিন মাসের নবরাত্রিতে উপবাস
অথবা একাহার করিয়া এই দেবীগণের বলি
পিত্তক নৈবেদ্য তর্পণ ও ধূপাদি দ্বারা অর্চনা করা
আবশ্যক । একরূপ করিলে এই দেবীগণ তাহাকে
পথে, ত্রিকে ও চহারা দি স্থানে সতত রক্ষা করেন ।
ভূত প্রেত পিশাচাদি কদাচ তাহার কোনও
পীড়া ঘটাইতে পারে না । তাহার সমস্ত আপদ
বিদূরিত হয় । যোগিনীগণ তাহার আনন্দ
বর্জন করিয়া থাকে । পুত্রার্থী পুত্র ও ধনাধী
ধন লাভ করে । রোগার্ক্ত ব্যক্তি রোগ হইতে
এবং বন্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া

নারী চ শ্রদ্ধয়া । সর্বান কামানবাশ্নোতি যাঃশিষ্টযতি
চেতসি ॥ ৮২ ॥ কামগব্য ইমা দেব্যশ্চিন্তামগিনিভা-
স্তথা । কল্পবল্লোহথ ভক্তানাং প্রতিচ্ছন্দোহত্র নৈব
হি ॥ ৮৩ ॥ তথাত্র ভূতমাতান্তি হরসিদ্ধেস্ত দক্ষিণে ।
তস্মা মহাভায়মতুলং সংক্ষেপাৎ প্রব্রবীমি তে ॥ ৮৪ ॥
পূর্ষঃ কিল গুহো বিদ্বান পুণ্যে সারস্বতে তটে । ভূত-
প্রেতপিশাচানামাধিরাজোহভাবিত্যত ॥ ৮৫ ॥ স চ
সর্গাণি ভূতানি মর্যাদায়ামধারয়ৎ । এতদম্মং প্রদা-
য়েব রূপয়া ভগবান গুহঃ ॥ ৮৬ ॥ যদমম্মহতং কিঞ্চি-
দ্বেদবাহুং চ যৎকৃতম্ । অশ্রদ্ধয়া চ ক্রোধেন তদ-
শৃষ্টপ্তা ভবিষ্যতি ॥ ৮৭ ॥ ততস্বনেন ভোগেন
তানি নন্দন্তি কুৎসনঃ । ততঃ কেনাপি কালেন শ্রদ্ধয়া-
শ্রদ্ধয়া কৃতম্ ॥ ৮৮ ॥ পুণ্যং তাস্তেব ভূতানি
গ্রাসন্ত্যক্রমা দেবতাঃ । ততো দেবাঃ ক্ষুধার্তাস্তে
গুহায়ৈতন্নাবেদযদন ॥ ৮৯ ॥ স বৈ তদাকর্ণা
ক্রুদ্ধো গুহঃ কাল ইবাভবৎ । তস্মা ক্রুদ্ধস্ত্র কপদ্য-
মধাৎ কাচিদ্ভিনির্গতা ॥ ৯০ ॥ জালামালা-সুহৃদর্শী

থাকে । নর বা নারী যে কেহ ইহাদিগের প্রতি
ভক্তি করিলে মনে মনে যাহা যাহা কামনা করে,
তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই দেবীগণ ভক্ত-
দিগের কামধেনু, চিন্তামণি ও কল্পলতার তুল্য ;
ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই । ৭৭—৮৩ । হরসিদ্ধির
দক্ষিণদিকে ভূতমাতা দেবী বিরাজমানা । তাঁহার
মহাভা অতুলনীয় । আমি তোমাকে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ
বালিতেছি । পুরাকালে কুমারদেব পুণ্য সরস্বতী-
তটে ভূত-প্রেত-পিশাচাদির রাজহে অভিনিষ্ঠ
হন । তিনি অভিনিষ্ঠ হইয়া রূপাবশে সেই সমস্ত
প্রাণিকে তাহাদিগের অনাদি কল্পনা করিয়া মর্যাদায়
সংস্থাপন করেন । মন্ত্র ব্যতীত যাহা হোম করা
যায়, বেদবিধি ব্যতীত যাহা করা যায়, আর অশ্র-
দ্ধায় বা ক্রোধবশে যাহা দান করা যায়, তৎসমস্তই
তোমাদিগের তৃপ্তিবিধায়ক হইবে । ভগবান গুহ
সেই ভূতাদিকে এই বলিয়া তাহাদিগের মর্যাদা
স্থাপন করেন । তদবধি তৎসমস্ত ভোগে উহার
সতত তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল । তারপর
কালক্রমে উহার শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় যে কিছু পুণ্য
অনুষ্ঠিত হইত, তৎসমস্তও গ্রাস করিতে আরম্ভ
করে । তাহাতে দেবগণ ক্ষুধার্ত হইয়া কুমারকে যাইয়া
নিবেদন করিলেন । কুমার তাহা শুনিয়া ক্রোধে
কালবৎ ভীষণমূর্তি হইলেন । তখন তদীয় কপদ্য

মাহে ধর খণ্ডে — কুমারিকাখণ্ড

নারী দ্বাদশলোচনা। সা চ প্রণম্য তুঃ প্রাহ
তব শক্তিরহং প্রভো। শীঘ্রমাদিশ মাং কৃত্য কিং
করোমি তবেষ্পিতম্ ॥ ৯১ ॥ স্বন্দ উবাচ। এতৈ-
ভূতগণৈঃ পার্শ্বকুলজা মম শাসনম্ ॥ ৯২ ॥ মনুষ্য-
দত্তং সকলং ভূজ্যতে স্বেচ্ছয়াধর্মৈঃ। শীঘ্রমেতানি
হং তস্মান্মর্যাদায়ামুপানয় ॥ ৯৩ ॥ এতাস্থানুজিহ্বাস্তি
দেব্যঃ কোটিশতং শুভে। ততস্তথোত সা চোক্তা
দেবীভিঃ সংবৃত্তা তদা ॥ ৯৪ ॥ ময়ুঃ সমুপাত্তায়
গুহশক্তিঃ সমাগতা। সরোজবনমাসাদ্য ভূত-
সংজ্ঞানপশুত ॥ ৯৫ ॥ জঘান চ সমাসাদ্য দেবী
নানাবিধায়ুধৈঃ। ততঃ প্রেতপিশাচাদ্যা হন্যমানা
মহারণে ॥ ৯৬ ॥ প্রসাদয়ন্তি তাং দেবীং নানা-
বেশৈঃ সুদীনবৎ। কেচিদব্রাহ্মণবেশৈশ্চ তাপসানা
তথোক্তিভিঃ ॥ ৯৭ ॥ নৃত্যন্তি দেবি পদ্মাক্ষি প্রণী-
দেতি পুনঃপুনঃ। ততঃ প্রসন্না সা দেবী ব্রিয়তাং
স্বেচ্ছয়াহ তান ॥ ৯৮ ॥ তাং তে প্রোচুস্তাহি নমুঃ
ভূতমাতা ভবৈশ্বরী। মর্যাদা নৈব তাক্ষ্যামো

মধ্য হইতে জালামালীকুলা তুদর্শা দ্বাদশলোচনা এক
নারী প্রাহভূত হইলেন। সেই রমণী কুমারকে
প্রণামপূর্বক কহিলেন,—প্রভো! আমি আপনার
শক্তি; শীঘ্র আমাকে কার্যো নিয়োগ করুন; আমি
আপনার কোন্ অতীষ্ট সাধন করিব। ৮৪—৯১।
কুমার কহিলেন,—এই পাপিষ্ঠ ভূতগণ আমার
আদেশ লঙ্ঘনপূর্বক স্বেচ্ছানুসারে মনুষ্যদত্ত সমস্তই
ভোজন করিতেছে; অতএব তুমি এই সকল
পাপিষ্ঠকে অনিলন্ধে মর্যাদায়া স্থাপন কর। শুভে।
এই কোটি শত কোটি দেবী তোমার অঙ্গুগমন
করিবেন। সেই কুমারশক্তি তখন তাহাট করি-
তেছি বলিয়া সেই শত কোটি দেবী দ্বারা পরিবেষ্টিত
হইয়া ময়ূরারোহণে পদ্মবনে যাইয়া ভূতসমূহ অব-
লোকন করিলেন এবং বিবিধ আশ্রয়প্রহারে তাহা-
দিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেই মহারণে
প্রেত-পিশাচাদি হন্যমান হইয়া বিবিধ বেশ ধারণ-
পূর্বক দীনভাবে দেবীর সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রসা-
দিত করিতে লাগিল। কেহ ব্রাহ্মণবেশে, কেহ বা
তাপসবেশে তাঁহার নিকট যাইয়া—“হে দেবি, পদ্মাক্ষি!
প্রসন্ন হউন” বারম্বার এই কথা বলিতে বলিতে
তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাতে
সেই দেবী প্রসন্না হইয়া কহিলেন,—তোমরা কি বর
চাও, গ্রহণ কর। তাহারা কহিল,—দেবি আমাদি-
গকে রক্ষা কর; হে ঈশ্বরী! তুমি ভূতগণের মাতা

বয়ং স্বন্দবিনির্মিতাম্ ॥ ৯৯ ॥ যে চৈবং হ্যং তোষ-
য়ন্তি তেষাং দেহি বরান সদা ॥ ১০০ ॥ শ্রীদেবীবাচ।
বৈশাখে দর্শদিবসে যে চৈবং তোষয়ন্তি মাম্।
অরিষ্টাভরণৈঃ পুষ্পদধিভক্তৈশ্চ পূজনৈঃ। তেষাং
সকৌপসর্গা বৈ যান্তস্তি বিনয়ং ক্ষুটিম্ ॥ ১০১ ॥ এবং
দধা দরং দেবী মুমুদে ভূতসংবৃত্তা। এবংপ্রভাবা
সা দেবী ময়ানীতাত্ত ভারত ॥ ১০২ ॥ য এনাং
প্রণমেয়ভ্যঃ সর্কারিষ্টৈর্বিমুচ্যতে ॥ ১০৩ ॥ এবং-
প্রভাবাঃ পরিকীর্ণিতা ময়া সমাসতস্তীর্থবরেহয়
দেবাঃ। চতুর্দশৈবাক্ষুন পূজিতা যান্ততুর্দশস্থানবতৈ-
র্নৃত্যৈঃ ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শ্রীদেব্যাণ্যানবর্ণনং নাম
সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। অখাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি সোমনাথ-
মহিঃ ক্ষুটিম্। শ্রবণ যং কীর্তয়িষ্যামি পাপমোক্শম-
হং; আমরা কদাচ স্বন্দনির্মিত মর্যাদা পরিহার
করিব না। আর যাহারা এইভাবে, আপনার
সন্তোষ সাধন করিবে, আপনি তাহাদিগকে সদাই
বরদান করিবেন। ৯২—১০০। দেবী কহিলেন,—
যাহারা বৈশাখমাসের অমাবস্যায় শুভ আভরণ
পুষ্প দধি ভোজাদি দ্বারা পূজা করিয়া আমার
সন্তোষ সাধন করিবে, তাহাদিগের সমস্ত উপসর্গ
বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। সেই দেবী এইরূপ বর-
প্রদান করিয়া ভূতগণ সহ বিহার করিতে লাগি-
লেন। হে ভারত। সেই দেবীর প্রভাব এইরূপ।
আমি তাঁহাকে এখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।
যে মানব ইহাকে প্রণাম করে, সে সমস্ত অরিষ্ট
হইতে মুক্ত হয়। হে অর্জুন! এই তীর্থবরে প্রতি-
ষ্ঠিত চতুর্দশ দেবীর প্রভাব এই আমি সংক্ষেপে
তোমাব নিকট কীর্তন করিলাম। ইহারা সেই
সেই চতুর্দশ স্থানে চতুর্দশ প্রধান মনুষ্য কর্তৃক
পূজিত হন। ১০১—১০৪।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

নারদ কহিলেন,—হে অর্জুন! অতঃপর সোম-
নাথের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিতেছি, যাহা শুনিলে

বাণ্ময়াৎ ॥ ১ ॥ পুরা ত্রেতাযুগে পার্থ চোলদেশ-
সমুদ্ভবো । উজ্জয়ন্ত প্রালেয়ো বিপ্রাবাস্তাং মহা-
হাতী ॥ ২ ॥ তাবেকদা পুরাণার্থে শ্লোকমেকমপশু-
তাম্ । তং দৃষ্টা সৰ্বশাস্ত্রজ্ঞাবাস্তাং কণ্টকিতহৃদো ॥
২ ॥ প্রভাসাদ্যানি তীর্থানি পুনস্তায়াহ পদ্মভূঃ ।
ন যৈস্তজ্ঞাপ্লুতং চৈব কিং তৈস্তীর্থমপাসিতম্ ॥ ৪ ॥
ইতি শ্লোকং পঠিত্বা তৌ পুনঃপুনরভিষ্টুতম্ । তহোব
চ প্রভাসায় নিঃসৃতৌ স্নাতৃবৃত্তমো ॥ ৫ ॥ তৌ বনানি
নদীশ্চৈব ব্যতিক্রমা শনৈঃ শনৈঃ । মহর্ষিগণ-
সংকীর্ণমুত্তীর্ণৌ নন্দাদাং শিবাম্ ॥ ৬ ॥ গুপ্তক্ষেত্রস্য
মহাশ্রাং মহীসাগরসঙ্গমম্ । তত্র শ্রুত্বা প্রভাসায়
তন্নধোন প্রতস্থতুঃ ॥ ৭ ॥ ততো মার্গস্য শূন্যস্নাতৃ-
ক্ষুধাপীড়িতৌ ভ্রশম্ । স্নাত্তাং বিচেতনৌ বিপ্রৌ
সিদ্ধলিঙ্গসমীপতঃ ॥ ৮ ॥ নিদনাথং নমস্কৃত্য
সম্প্রযাতৌ স্মৃদৈখ্যাতঃ । ক্ষুধাবেগেন তীব্রেন
ভুবা মধ্যার্কতাপিতৌ ॥ ৯ ॥ সহসা পতিতৌ
ভূমৌ স্থণপাদৌ বিমূর্চ্চিতৌ । ততো মুহূর্তাৎ

মানব পাপরাশি হইতে বিদ্ধ হইয়াছে । হে পার্থ ।
পূর্বে ত্রেতাযুগে চোল দেশে উজ্জয়ন্ত ও প্রালেয়
নামে মহা প্রভাবশালী দুইজন ব্রাহ্মণ ছিলেন ।
একদা তাঁহারা একটি পুরাণ শ্লোক অবলোকন করি-
লেন । তাঁহারা সৰ্ব-শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও সেই শ্লোক
দেখিয়া তাঁহাদিগের রোমাক্ত হইল । শ্লোকটি এই
যে, “পদ্মজন্মা ব্রহ্মা, পুনস্তাকে প্রভাসাদি তীর্থের
বিবরণ বলিয়াছেন । যাহারা সেই প্রভাসতীর্থে
অবগাহন করে নাই, তাহারা কি তীর্থ করিয়াছে ?”
তাঁহারা এই শ্লোক পাঠ করিয়া দারিদ্র্য প্রভাসের
প্রশংসা করিয়া তখনই প্রভাসে গমনাশ্রয় করি-
লেন । তাঁহারা নানা নদী ও বানস বানন অন্নি-
ভব করিয়া ক্রমে ক্রমে মহর্ষিগণাকীর্ণ শুভা নন্দাদি
নদী পার হইলেন । সেখানে অপর্যায়ের মহীসাগর
সঙ্গমের মহাশ্রা শুনিয়া সেই গুপ্তক্ষেত্রের মধ্য দিয়াই
প্রভাসে যাইতে আরম্ভ করিলেন । সে পথ জন-
শূন্য ; সুতরাং যাইতে যাইতে তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায়
নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন । তাঁহাদিগের চৈতন্য
বিলুপ্তপ্রায় হইল । সেই স্থান সিদ্ধ-লিঙ্গের নিকট-
বর্তী । ক্রমে তাঁহারা সিদ্ধনাথকে প্রণতি করিয়া
অতি ক্রোশেই যাইতে লাগিলেন । অরিরিক্ত পথ-
পর্যটন হেতু তাঁহাদিগের পদদ্বয় ফুলিয়াছিল ;
চলিবার শক্তি ছিল না ! তখন মধ্যাহ্নকাল ;
তাঁহারা সূর্য্যতাপে প্রতপ্ত ও তীব্র ক্ষুধা-তৃষ্ণায়

প্রালেয় উজ্জয়ন্তমভ্যবত ॥ ১০ ॥ কিঞ্চিৎকিঞ্চ
ধৈর্য্যাক্ষ সখে কিং ন শ্রুতং শ্রুয়া । যথা যথা
বিবর্ণাঙ্গো জায়তে তীর্থযাত্রয়া ॥ ১১ ॥ তথাতথা
ভবেদানৈর্দীনঃ সোমেশ্বরো হরঃ । তথাস্তাং
লুণ্ঠমানো তাবেবমুক্তে শ্রুতেহপি চ ॥ ১২ ॥ লুণ্ঠমানো
জগামৈব প্রালেয়ঃ কিঞ্চিদন্তরে । উখিতং সহসা
লিঙ্গং ভূমিং তিষ্ঠা স্মৃদৃশম্ ॥ ১৩ ॥ খে বাণী
চাভবত্তত্র পুষ্পবনপূরঃসরা । প্রালেয় তব হেতোস্ত
সোমনাথসমং ফলম্ । উখিতং সাগরতটে লিঙ্গং
তিষ্ঠাত শূরত ॥ ১৪ ॥ প্রালেয় উবাচ । যদোবৎ
মতামেতচ্চ তথাপ্যাখ্যা প্রকল্পিতঃ ॥ ১৫ ॥ প্রভাসায়
প্রয়াতব্যাং যদামতোর্ময়া ক্ষুটম্ । ততশ্চৈবো-
জ্জবন্তোহপি মুচ্ছাতাবাল্লুপ্তন পুরঃ ॥ ১৬ ॥ অপশু-
র্জখিতং লিঙ্গং স চৈবং প্রতাপদাত । ততঃ
প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তো ভবশক্রে তয়োদৃঢ়ে ॥ ১৭ ॥
দৃষ্ট্যা তনু ততো যাতে প্রভাসং শিবসদৃশ চ ।

নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া একস্থানে পতিত এবং মুর্চ্চিত
হইলেন । অতঃপর কিয়ৎকালান্তে প্রালেয় ধৈর্য্যাব-
লম্বনে কিঞ্চিং আশ্রয় হইয়া উজ্জয়ন্তকে কহি-
লেন, সখে ! তুমি কি শুন নাই যে, তীর্থযাত্রী
বাক্তি পথক্ষেপে যেমন যেমন বিবর্ণাঙ্গ হয়, সোমে-
শ্বর শঙ্করও তেমনি তেমনি তাহাদিগকে শূকর
দানে স্ববা দীন হইতে থাকেন । এই কথা বলিয়া
এবং শুনিয়া উভয়েই গড়াইতে গড়াইতে যাইতে
লাগিলেন । উজ্জয় ও কিঞ্চিং অগ্রে এবং প্রালেয়
তাহার কিঞ্চিং অন্তরে থাকিয়াই সেইভাবে যাইতে
লাগিলেন । সহসা ভূমি ভেদ করিয়া সেখানে একটি
সমুজ্জল লিঙ্গ প্রাক্তভূত হইল এবং পুষ্পবৃষ্টিসহকাৰে
আকাশবাণী হইল যে, হে প্রালেয় । তোমার নিমিত্ত
এই সাগরতটে সোমনাথসদৃশ ফলদায়ক লিঙ্গ
প্রাক্তভূত হইল । হে শূরত । তুমি এখানেই অব-
স্থান কর । ১—১৪ । প্রালেয় কহিলেন,—যদিও
ইহা সত্য বটে, তথাপি প্রভাস গমনার্থ সংকল্প করি
যাছি বলিয়া যতক্ষণ মৃত্যু না হয়, নিশ্চয়ই তাবৎ
সেই প্রভাসোদ্দেশেই যাইব । তারপর উজ্জয়ন্তও
গড়াইয়া যাইতে যাইতে সম্মুখে পূর্ববৎ উখিত
একটি লিঙ্গ দেখিতে পাইলেন । তাঁহাদিগের তাদৃশ
দৃঢ়তা দেখিয়াই তগবান শঙ্কর তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ-
গোচর হইলেন । তিনি সুবিমল দৃষ্টিপাতে তাঁহা-
দিগের উভয়েরই শরীর সুদৃঢ় করিয়া দিলেন । তার-
পর তাঁহারা প্রভাসে শিবনিবাসে যাইতে সক্ষম হই-

তাবেতৌ সোমনাথৌ দৌ সিন্ধেশ্বরসমীপতঃ ॥ ১৮ ॥
উজ্জয়ন্তঃ প্রতীচ্যাক প্রালেয়শ্চৈবরোহপরঃ ।
সোমকুণ্ডান্তিসি শনৈঃ স্নানার্ণবমহীজলে ॥ ১৯ ॥
সোমনাথদ্বয়ং পশ্চোজ্জয়পাপাৎ প্রমুচ্যতে । ব্রহ্মাত্ত
স্থাপয়িত্বা তু হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ২০ ॥ মহী-
নগরকে লিঙ্গং পাতালাৎ সুমহনোহরম্ । তুণ্ডাব
দেবং প্রয়তঃ স্তুতিং তাং শূনু পাণ্ডব ॥ ২১ ॥ নমস্তে
ভগবন্ ক্রুদ্র ভাস্করামিততেজসে । নমো ভবায়
ক্রুদ্রায় রসায়ানুময়ায় তে ॥ ২২ ॥ শরায় ক্ষিতিক্রপায়
সদা সুরভিণে নমঃ । ঈশায় বায়বে তুভ্যঃ সংস্পর্শায়
নমোনমঃ ॥ ২৩ ॥ পশনাং পতয়ে চাপি পাবকায়তি-
তেজসে । ভীমায় বোমকপায় শব্দমাত্রায় তে নমঃ ॥
২৪ ॥ মহাদেবায় সোমায় অমৃতায় নমোহস্তু তে ।
উগ্রায় যজমানায় নমস্তে কৰ্ম্মযোগিনে ॥ ২৫ ॥
ইত্যেবং নামভিদিবোঃ স্তব এষ উদীরিতঃ । যঃ
পঠেচ্ছৃণুয়াদ্যপি পিতামহকৃতং স্তবম্ ॥ ২৬ ॥
হাটকেশ্বরলিঙ্গম্ নিত্যং প্রযতো নরঃ । অষ্টমূর্তেঃ

লেন । সেই দুই সোমনাথ, সিন্ধেশ্বরের সমীপে বিরাজ
মান রহিয়াছেন । উজ্জয়ন্তের সোমনাথ পশ্চিমদিকে
আর প্রালেয়ের সোমনাথ পূর্বদিকে প্রতিষ্ঠিত ।
মানব সোমকুণ্ডের ও মহীসাগরের জলে স্নান
করিয়া সেই সোমনাথদ্বয় দর্শন করিলে আজন্মকৃত
পাতক হইতে বিমুক্ত হয় । পূর্বে ব্রহ্মা, পাতাল
হইতে আনিয়া অতিসুন্দর হাটকেশ্বর লিঙ্গের এই
ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তিনি উক্ত লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠার পর উহার যে স্তব করিয়াছিলেন, হে
পাণ্ডুনন্দন ! এক্ষণে তুমি সেই স্তব শুন । ১৫—২১ ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভগবন্ আপনাকে নমস্কার ।
হে ক্রুদ্র ! আপনি ভাস্করসম তেজঃশালী, আপ-
নাকে নমস্কার । আপনি ভব, ক্রুদ্র রাস, অমৃত,
শর, সুরভি, আপনাকে নমস্কার ; আপনি ক্ষিতি-
ক্রপী, আপনাকে সতত নমস্কার । আপনি ঈশ ও
বায়ু, আপনাকে নমস্কার ; আপনিই সংস্পর্শ, আপ-
নাকে নমস্কার ; আপনি পশুপতি, অতি তেজস্বী
পাবক, ভীম, শব্দমাত্র ও বোমকপী, আপনাকে
নমস্কার । আপনি মহাদেব, সোম, ও অমৃত ;
আপনাকে নমস্কার । আপনি উগ্র, যজমান ও
কৰ্ম্মযোগী, আপনাকে নমস্কার । হে অর্জুন ! পিতামহ
কৃত সেই স্তব এই কীৰ্ত্তন করিলাম । ইহা শঙ্করের
কতিপয় নাম-সম্বলিত । যে মানব নিয়ত প্রযত-
ভাবে এই পিতামহ-কৃত হাটকেশ্বর স্তোত্র পাঠ বা

স সাধুজাঃ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ হাটকেশ্বর-
লিঙ্গক প্রযতো যঃ স্মরেদপি । তস্ত স্নানরূপে
ব্রহ্মা তেনেদং স্থাপিতঃ জয় ॥ ২৮ ॥ এবংবিধানি
তীর্থানি মহীসাগরসঙ্গমে । বহুনি সন্তি পুণ্যানি
সঙ্ক্ষেপাদ্বর্ণিতানি মে ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে স্তুততীর্থমাধ্যম্যে সোমনাথবৃত্তান্ত-
বর্ণনঃ নামাষ্টচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোদশোধ্যায়ঃ ।

অর্জুন উবাচ । অতাদুতানি তীর্থানি লিঙ্গানি
চ মহামুনে । ঋহা এব মুখাঙ্কোজাদৃশঃ মে হৃদ্যতে
মনঃ ॥ ১ ॥ মহীনগরকল্পাপি স্থাপিতম্ স্থয়া মুনে ।
যানি তীর্থানি পুণ্যানি তানি বর্ণয় মে প্রভো ॥ ২ ॥
নারদ উবাচ । শ্রীমহীনগরকে যানি তীর্থানি
ফল্গুন । তানি বক্ষ্যামি যত্রাস্তে জয়া-
দিত্যো রবিঃ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥ জয়াদিত্যস্ত যো নাম
কীর্ত্তর্যেদিশ মানবঃ । সর্বরোগাবিনিবৃত্তো লভেৎ

শ্রবণ করে, সে অষ্টমূর্তির সাধুজ্য প্রাপ্ত হয়
সংশয় নাই । হে অর্জুন ! হাটকেশ্বর লিঙ্গ, যদি
কেহ পবিত্রভাবে স্মরণ ও করে, তবে ব্রহ্মা তৎপ্রতি
বরদাতা হন, সেইজন্যই উহা এখানে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে । মহীসাগরসঙ্গমে এবংবিধ প্রভাবশালী
অনেকানেক পুণ্যতীর্থ প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি
সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম । ২২—২৯ ।

অষ্টচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

উদ্বাদশ অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন,—হে মহামুনি নারদ ! আপনার
মুখ-কমল হইতে অত্যদুত লিঙ্গ ও তীর্থনিচয়ের বিব-
রণ শুনিয়া আমার মনে পরম তৃপ্তি বোধ হইতেছে ।
হে প্রভো ! এক্ষণে আপনার প্রতিষ্ঠিত মহীসাগরের
প্রধান প্রধান তীর্থসমূহের বৃত্তান্ত আমার নিকট
কীৰ্ত্তন করুন । নারদ কহিলেন,—হে অর্জুন !
যেখানে জয়াদিত্য নামে প্রভাপশালী আদিত্যদেব
বিরাজিত, আমি সেই শ্রীমান্ মহীসাগরের তীর্থ-
নিচয় বর্ণন করিতোছি । যে মানব জয়াদিত্যের
নাম ও কীৰ্ত্তন করে, ইহলোকে সে সমস্ত রোগ

সোহপি হৃদীপ্ততম্ ॥ ৪ ॥ যন্ত সন্দর্শনাদেব
কল্যাণৈরপি পূর্যতে । মুচ্যতে চাপ্যকল্যাণৈঃ গদা-
বান্ পার্থ মানবঃ ॥ ৫ ॥ তন্ত দেবন্ত চোৎপত্তি
শৃণু পার্থ বদামি তে । শৃণু বা কীর্তন বাপি প্রসাদং
ভাস্করাজ্ঞে ॥ ৬ ॥ অহং সংস্থাপ্য সংস্থানমেতৎ
কালেন কেনচিত্ । প্রয়াতো ভাস্করঃ লোকঃ দর্শ-
নার্থী যদৃচ্ছা ॥ ৭ ॥ স মাং প্রণতমাসীনমভ্যর্চ্যাগোণ
ভাস্করঃ । প্রহসন্নিব প্রাদেহং দেবো মধুরয়া পিরা ॥ ৮ ॥
কুত আগম্যতে বিপ্র ক চ বা প্রতিগম্যতে । ক
চায়ং নারদমুনে কালস্তে বিহতোহভবৎ ॥ ৯ ॥
নারদ উবাচ । এবমুক্তো ভাস্করেন তঃ তদা
প্রাববৎ বচঃ । ভারতে বিহতঃ খণ্ডে মহীনগরকা-
দপি । দর্শনার্থং তব বিভো সমাযাতোহর্গম ভাস্কর ॥
১০ ॥ রবিক্রবাচ । যদ্বা স্থাপিতঃ স্থানং তত্র যে
সন্তি ব্রাহ্মণাঃ । তেষাং গুণান্নম ত্রাণ কিং
গুণা ননু তে দ্বিজাঃ ॥ ১১ ॥ নারদ উবাচ ।
এবং পৃষ্ঠো ভগবতা পুনরৈবাব্রবৎ বচঃ ॥ ১২ ॥ যদি

হইতে বিমুক্ত এবং সম্বাদিত প্রাপ্ত হয় । হে পার্থ ।
যে জয়াদিত্যের দর্শনমাত্রেরই শ্রদ্ধাবান মানব নিম্নলি
কল্যাণ-ভাজন হয়, এবং অকল্যাণ-নিচয় হইতে
বিমুক্তি লাভ কবে, হে অজুন ! সেই জয়াদিত্য
দেবের উৎপত্তি-রূপান্তর শ্রবণ করুন, আমি সেখানে
তাঁহা যথাযথ বলিতেছি । ইহা কীর্তন বা প্রবণ
কারলেও মানব ভাস্করের রূপালাভে সক্ষম হইয়া
থাকে । পূর্বে আমি এই স্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়া বৎস-
কাল পরে একদা গুপ্তকাবেশে সূর্য্যদর্শনার্থে
লোকে গমন করি । সেখানে ভাস্করদেবকে এত
করিয়া আসনে উপবেশন করিলে তিনি অম্বা পাত্র
আমার অচ্ছন্ন করিয়া সনাতনবদনে মধুরবাক্যে কীর্ত-
লেন,—হে বিপ্র ! আপনি বেথো হইতে আসিলেন
এবং কোথায় হই বা যাইলেন ? হে মুনিবর নারদ ।
নারদ এককাল কোথায় হই বা বিহার করিয়াছেন ?
নারদ কহিলেন,—ভাস্করদেবের এই কথা শুনিয়া
আমি তখন তাঁহাকে কহিলাম,—বিভো ! এতাবৎকাল
ভারতভূমিতে বিহার করিতেছিলাম ; হে ভাস্কর !
সম্প্রতি হস্তাঙ্গ মহীনগর হইতে আপনার দর্শন
কামনায় এখানে আসিয়াছি । ১—১০ । রবি কহিলেন,
—হে নারদ ! আপনি যে স্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া-
ছেন, সেখানে যে সক্ষম বাস আছে, তাঁহাদিগের
গুণ কিরূপ ? আমাৎ নিকট তাঁহা বর্ণন
করুন । নারদ কহিলেন,—ভগবান্ ভাস্কর এই

তান্ ভোঃ প্রশংসামি স্বীয়ান্ স্তৌতীতি বাচ্যতা ।
নিন্দামানহান্ কস্মাদা কষ্টমেবোভয়ত্র চ ॥ ১২ ॥
অথবা পারমাত্মা সতি তেষাং মহাত্মনাম্ । অল্পে
কৃতে বর্ণনে স্যাদ্দোষ এব মহান্ মম ॥ ১৪ ॥ মদর্চিত-
দ্বিজেন্দ্রাণাং যদি স্যাস্কুবণেপ্সুতা । ততঃ স্বয়ং
বিলোক্যাস্তে গন্ধেদং মে মতঃ রবে ॥ ১৫ ॥ ইতি
শ্রুত্বা মম বচো রবিরাসীৎ সুবিস্মিতঃ । স্বয়ং ভ্রূক্ষ্যামি
চোবাচ পুনঃপুনরুপাং ॥ ১৬ ॥ সোহথ বিপ্রতনুঃ
কহা মাং বিসম্ভজ্যাব ভাস্করঃ । প্রতপন্ দিবি-
যোগাচ্চ প্রয়াতোহগবরোবাসি ॥ ১৭ ॥ জটী ত্রিবর্ণ-
শ্রীপদ্মলাং ধারয়ন্নব । বুদ্ধদ্বিজো মহাতেজা দদৃশে
ব্রাহ্মণেনম ॥ ১৮ ॥ ততো হারীতপ্রমুখাঃ প্রহযোৎ-
কুললোচনাঃ । উখায় ব্রহ্মশালায়াস্তে দ্বিজা দ্বিজ-
মাদবন ॥ ১৯ ॥ নমস্কৃত্য দ্বিজাঃ তে প্রহযাদিদমব্রবন ॥
২০ ॥ অদ্য নো দিবসঃ পুণ্যঃ স্থানমদ্যোক্তমঃ হ্রিদম্ ।

কথা কহিলে আমি পুনরায় তাঁহাকে কহিলাম,—
হে সূর্য্য ! আমি যদি তাঁহাদিগের প্রশংসা করি,
তবে “আত্মীয়গণের প্রশংসা করিতেছি” এইরূপ
কথা উঠিবার সম্ভাবনা । আর তাঁহারা নিন্দনীয়
নাহেন ; সুতরাং নিন্দাট বা করিব কেমনে ?—
উত্তরটা কষ্ট উপস্থিত । আর সেই মহাত্মারা
অপার গুণশালী হইলে, আমি যদি তাঁহাদিগের
অল্প প্রশংসা করি, তাহাতেও আমার মহান্ দোষ
ঘটিবে । অতএব আমার পূজিত সেই দ্বিজ-
গণের গুণগণ বিজ্ঞানে আপনার অভিলাস হইয়া
যাইলে, আপনি স্বয়ং দেখানো যাইয়া প্রত্যক্ষ
করুন । হে ভাস্কর ! আমার ইহাও অভিমত ।
আমার এই কথা শুনিয়া রবি আশ্চর্য্য বিস্মিত
হইলেন এবং “আমি নিজে যাঁহা হই দেখিব” বারদার
এই কথা কহিলেন । তৎপর ভাস্কর আমাকে
বিদায় দিয়া যোগপ্রভাবে গগনতলে তাপদায়ক মুক্তি
রাখিয়া অপর এক ব্রাহ্মণমূর্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক
সেই সাগরতীর-ভূমে যাত্রা করিলেন । ত্রিসঙ্কল্পানে
জটী যেমন পিঙ্গলবর্ণ হয়, তিনিও তজপ সুপিঙ্গ জটী-
ধারণ করিয়া তেজস্বী বুদ্ধব্রাহ্মণমূর্তিতে মদীয় ব্রাহ্মণ-
গণের নরনগোচর হইলেন । ১১—১৮ । তখন হরীত-
প্রমুখ দ্বিজগণ হর্ষোৎফুল্ললোচনে ব্রহ্মশালা হইতে
সহসা গাত্রোথানপূর্ব্বক দ্রুতগতি তদীয সমীপস্থ হইয়া
তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সহসে এই কথা কহিলেন,—
আমাদিগের পক্ষে অদ্য এই দিবস পুণ্য বলিয়া

যন্তস্য বিপ্রপ্রবর স্বয়মাগমনং কৃতম্ ॥ ২১ ॥ ধনুস্ত হি
গৃহস্থস্ত রূপৈব দ্বিজোক্তমাঃ । আতিথ্যবেশেণায়াস্তি
পাবনার্থং ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ তদ্বৎ গেহানি চান্মাকং
পাদচংক্রমণেন চ । দর্শনাদ্ভোজনাৎ স্থানাদশ্মাভিঃ
সহ পাবয় ॥ ২৩ ॥ অতিথিরূবাচ । ভোজনং দ্বিবিধং
বিপ্রা প্রাকৃতং পরমং তথা । তদহং সমাগিচ্ছামি
দত্তং পরমভোজনম্ ॥ ২৪ ॥ ইত্যেতদতিথ্যেঃ শ্রদ্ধা
হারীতঃ পুত্রমববীৎ । অষ্টবর্ষস্ত কমঠং বেৎসি পুত্র
দ্বিজোদিতম্ ॥ ২৫ ॥ কমঠ উবাচ । তাত প্রণমা
হ্যং বক্ষো তাদৃক্ পরমভোজনম্ । দ্বিজক্ তর্পয়ি-
ন্যামি দত্তা পরমভোজনম্ ॥ ২৬ ॥ সূতেন কিল
জাভেন জায়তে চান্মাঃ পিতা । সত্যং করিস্যে
তদ্বাক্যং সন্তর্প্যাতিথিযুক্তমম্ ॥ ২৭ ॥ ভোজনং
দ্বিপ্রকারক্ প্রবিভাগস্তয়োরয়ম্ । প্রাকৃতং প্রোচাতে
হেবমন্তং পরমভোজনম্ ॥ ২৮ ॥ তত্র যৎ প্রাকৃতং
নাম প্রকৃতিপ্রমুখস্ত তৎ । চতুর্বিংশতিতত্ত্বানাং
গণশ্লোকঃ হি তর্পণম্ ॥ ২৯ ॥ বদ্রসং ভোজনং তচ্চ
পঞ্চভেদং বদন্তি চ । যেন ভুক্তেন তৃপ্তং স্ত্রাৎ

গণ্য হইল ; অদ্য এই স্থানও উত্তম বলিয়া নিশ্চিত
হইল ; যেহেতু হে বিপ্রবর ! আপনি স্বয়ং এখানে
আগমন করিয়াছেন । উত্তম দ্বিজগণ রূপা করি-
য়াই ধনু গৃহস্থগণের গৃহে ভাহাদিগের পবিত্রতা
বিধানার্থ অতিথিবেশে আগমন করিয়া থাকেন ;
এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই । অতএব আপনি
দর্শন, ভোজন ও পাদচারণ দ্বারা আমাদের সহিত
আমাদের গৃহসমূহ পবিত্র করুন । অতিথি কহি-
লেন,—হে বিপ্রগণ ! ভোজন দুই প্রকার,—
প্রাকৃত ও পরম ; তন্মধ্যে আমি আপনাদিগের
প্রদত্ত পরম ভোজনই বাঞ্ছা করি । অতিথির
এই কথা শুনিয়া হারীত যুনি উহার অষ্টবর্ষীয়
কমঠ নামক পুত্রকে কহিলেন,—পুত্র ! এই দ্বিজ
যাহা কহিলেন, তুমি তাহা বুঝিয়াছ ? কমঠ উত্তর
করিলেন,—হে তাত ! আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া
কহিতেছি,—পরম ভোজন আমি জানি ; তদ্বারা এই
দ্বিজের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিব । পুত্র জন্মিলে
তদ্বারা পিতা পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হন । আমি এই
উত্তম অতিথির তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া সেই বাক্য
সত্য করিব । ভোজন দুই প্রকার, প্রাকৃত ও
পরম । তন্মধ্যে সাধারণ ভোজনকে প্রাকৃত বলা
যায় । উহা দ্বারা প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্বিংশতি
ঋত্ব তৃপ্তিসাধন হয় । উহা ছয় রস দ্বারা নিম্পন্ন

ক্ষেত্রঃ যদেহলক্ষণম্ ॥ ৩০ ॥ যথাপরস্পরং নাম
প্রোক্তং পরমভোজনম্ । পরমং প্রোচাতে চান্মা তস্ত
তদ্ভোজনং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ ততো নানাপ্রকারস্ত ধর্ম্যস্ত
শ্রবণং হি যৎ । তদহং প্রোচাতে ভোক্তা ক্ষেত্রভ্যঃ
শ্রবণো মুখম্ ॥ ৩২ ॥ তদাস্থামি দ্বিজাগ্রায় পৃচ্ছ বিপ্র
যদিচ্ছাসি । শক্তিতস্তর্পয়িষ্যামি স্বামহং বিপ্র-
সংসদি ॥ ৩৩ ॥ নারদ উবাচ । কমঠৈস্তদাকর্ণা
সৌহৃতিথিবচনং মহৎ । মনসৈব প্রশস্তামুঃ প্রশমেন-
মথাকরোৎ ॥ ৩৪ ॥ কথং সঞ্জায়তে জন্তুঃ কথঞ্চাপি
প্রলীয়তে । ভস্মতামথ সম্প্রাপ্য ক চায়ঃ প্রতি-
পদাতে ॥ ৩৫ ॥ কমঠ উবাচ । গুরবে প্রাণ্ডনমস্কৃতা
ধর্ম্যায় তদনন্তরম্ । ছন্দোগীতমমুঃ প্রশং শক্ত্যা
বক্ষ্যামি তে দ্বিজ ॥ ৩৬ ॥ জননে ত্রিবিধং কর্ম্য
হেতুর্জন্তোভবেৎ কিল । পুণ্যং পাপক্ মিশ্রক্
সত্ত্বরাজসতামসম্ ॥ ৩৭ ॥ তত্র যঃ সাত্ত্বিকো নাম স
স্বর্গং প্রতিপদ্যতে । স্বর্গাৎ কালপরিভ্রষ্টো ধনী ধর্ম্য
সুখী ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ তথা যস্তামসো নাম নরকং
প্রতিপদ্যতে । মুক্তা বহ্নীর্বাতিনাশ্চ স্বাবরহং

হয় । তাহাও পাঁচ প্রকার ; সুধীগণ এইরূপ
বলেন । এই প্রাকৃত ভোজনে দেহ নামক ক্ষেত্র
তৃপ্ত হইয়া থাকে । ১৯—৩০ । আর যে পরম
ভোজনের কথা উক্ত হইল, তাহা পরমপদবাচ্য
আত্মারই ভোজন । বিবিধ ধর্ম্যকথা শ্রবণই উহার
অন্ন, ক্ষেত্রভ্যই উহার ভোক্তা এবং কম্মযুগলই উহার
মুখস্বরূপ । এই দ্বিজবরকে আমি তাহা দিব । হে
বিপ্র ! আপনি যাহা চাহেন বলুন, আমি এই
বিপ্রসভামধ্যে আপনাকে যথাশক্তি তর্পিত করিব ।
নারদ কহিলেন,—সেই অতিথি ; কমঠের তাদৃশ
উজ্জ্বিত বাক্য শ্রবণে মনে মনে তাহার প্রশংসা
করিয়া এই প্রশ্ন করিলেন যে, দেহীরা কিরূপে
জন্মে ?—বিক্রোশই বা মরে ? আর ভস্মীভূত
হইয়াই বা কোথায় যায় ? কমঠ কহিলেন,—হে দ্বিজ !
প্রথমতঃ গুরুকে ও পরে ধর্ম্যকে নমস্কার করিয়া
আপনার বেদগীত এই প্রশ্নের শক্ত্যানুসারে উত্তর
দিতেছি । প্রাণীদিগের জন্ম সর্বক্ষে কম্মই হেতু ;
সেই কর্ম্ম ত্রিবিধ,—পুণ্য, পাপ ও পাপ-পুণ্যের মিশ্রণ ।
উহা আবার সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই গুণত্রয়ান্বক ।
তন্মধ্যে সাত্ত্বিক কর্ম্মকারী প্রাণী প্রথমে স্বর্গবাসী হয় ;
পরে কালক্রমে স্বর্গভ্রষ্ট হইলে ইহলোকে ধনী ধর্ম্য
ও সুখী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । আর তামস কর্ম্ম-
কারী প্রাণী প্রথমতঃ নরকগামী হয় ; সেখানে বহু

প্রপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥ মহতাঃ দর্শনস্পর্শকপভোগ-
সহাসনৈঃ । মহতা কালযোগেন সংসরমানবো
ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ সোহপি দুঃখদারিদ্র্যাদৌবেষ্টিতো
বিকলেন্দ্রিয়ঃ । প্রত্যক্ষঃ সর্বলোকানাং পাপশ্চৈতদ্ধি
লক্ষণম্ ॥ ৪১ ॥ অথ যো মিশ্রকর্ম্মা স্মৃতির্বাঙ্কং
প্রতিপদ্যতে । মহতামেন সংসর্গাৎ সংসরমানবো
ভবেৎ ॥ ৪২ ॥ যস্য পুণ্যং পুণ্যতরং পাপমল্লং হি
হি জায়তে । স পূর্ব্বং দুঃখিতো ভূয়া পশ্চাৎ-
সৌখ্যাবিতো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥ পাপং পুণ্যতরং যস্য
পুণ্যমল্লতরং ভবেৎ ॥ পূর্ব্বং সুখী ততো দুঃখী
মিশ্রশ্চৈতদ্ধি লক্ষণম্ ॥ ৪৪ ॥ তত্র মানুসসমুত্তিঃ শৃণু
যাদুগাসো ভবেৎ । পুরুষম্য স্ত্রিয়ান্শ্চব শুক্লশোণিত-
সঙ্গমে ॥ ৪৫ ॥ সর্বদোষবিনিষ্কৃতো জীবঃ সংসরতে
কুটম্ । গুণাবিতমনোবুদ্ধিশ্চভাণ্ডসমম্বিতঃ ॥ ৪৬ ॥
জীবঃ প্রবিষ্টো গর্ভস্ত কললে প্রতিতিষ্ঠতি ।
মুচ্যত কললে তত্র মাসমাত্রক্ তিষ্ঠতি ॥ ৪৭ ॥
দ্বিতীযস্ত তথা মাসঃ ঘনীভূতঃ স তিষ্ঠতি । তস্মা-
বদ্বনিষ্ঠাঃ তৃতীয়ে মাসি জায়তে ॥ ৪৮ ॥ অস্থীনি

যাতনা ভোগান্তে স্থাবর হইয়া জন্মিয়া থাকে ।
তারপর মহাজনগণের দর্শন স্পর্শন উপভোগ ও
একত্রাবস্থানাদির ফলে দীর্ঘকালান্তে মনুষ্য লভ
করিতে সমর্থ হয় । পরন্তু মনুষ্যজন্মেও সে
বিকলেন্দ্রিয়তা এবং দারিদ্র্যাদি বিবিধ দুঃখে আক্রান্ত
হইয়া থাকে । পাপের এবিধ ফল লোক সকলের
প্রত্যক্ষগোচর । ৩৯—৪১ । আর যে প্রাণী মিশ্র-
কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে তিথ্যক্ যোনি লাভ করিয়া
মহাজনগণের সংসর্গফলে কালক্রমে মনুষ্য প্রাপ্ত
হয় । যাহার পুণ্য অধিক, পাপ অল্প, সে প্রথমে
দুঃখভোগ করিয়া পরে প্রভূত সুখভোগে সক্ষম
হয় ; আর যাহার পাপ অধিক, পুণ্য অল্প, সে
প্রথমে সুখভোগ করিয়া পরে বহু দুঃখভোগ করিয়া
থাকে । মিশ্র কর্ম্মের লক্ষণ এই প্রকার । তন্মধ্যে
মনুষ্যোৎপত্তি যেরূপে হয়, তাহা শ্রবণ করুন ।
স্ত্রী-পুরুষের শোণিত-শুক্ল মিলিত হইলে সর্ষ দোষ-
হীন জীব বাস্তবাবে তাহাতে প্রবিষ্ট হয় । শুভা-
শুভ কর্ম্ম ও তদনুযায়ী গুণগানসমম্বিত হইয়া
জীব মনোবুদ্ধ্যাদি সহ সেই শুক্লশোণিত-কলল মধ্যে
গর্ভরূপে অবস্থান করে । একমাস যাবৎ সেই কলল-
মধ্যে সে মুঢ়ভাবেই থাকে । দ্বিতীয় মাসে
কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া থাকে । তৃতীয় মাসে

চ তথা মাসি জায়ন্তে চ চতুর্থকে । তুর্গ্ জন্ম পঞ্চমে
মাসি সষ্ঠে রোমণাঃ সমুদ্ভবঃ ॥ ৪৯ ॥ সপ্তমে চ তথা
মাসি প্রবোধশ্চাস্মা জায়তে । মাতুরাহারপীতক
সপ্তমে মানু্যপাশ্রুতে ॥ ৫০ ॥ অষ্টমে নবমে মাসি
ভ্রশমুদ্বিজতে ততঃ । জরায়ুণা বেষ্টিতাক্ষো মুখো
বন্ধকরাঙ্গুলিঃ ॥ ৫১ ॥ মধ্যে ক্রীবস্ত বামে স্ত্রী
দক্ষিণে পুরুষস্তথা । তিষ্ঠতাদরভাগো চ পৃষ্ঠেরধোমুখঃ
কিল ॥ ৫২ ॥ যস্মাঃ তিষ্ঠতাসৌ যোনৌ তাক
বেত্তি ন সংশয়ঃ । সর্বং স্মরতি রুতান্তঃ বহুনাং
জন্মানামপি ॥ ৫৩ ॥ অন্ধে তমসি কিংদৃশ্তো গন্ধায়োহঃ
দৃঢ়ঃ লভেৎ । শীতে মাত্রা জলে পীতে শীতমুখঃ
তাথোককে ॥ ৫৪ ॥ ব্যামে লভতে মাতুঃ ক্লেশঃ
ব্যাধেঃ বেদনাম্ । অলক্ষ্যাঃ পিতৃমাতৃভ্যাং
জায়ন্তে ব্যাধয়ঃ পরাঃ ॥ ৫৫ ॥ সৌকুমার্য্যাক্রজঃ
তীব্রাঃ জনয়ন্তি চ তস্মা তে । স্বল্পমপাখ
তঃ কালঃ বেত্তি বর্ষশতোপমম্ ॥ ৫৬ ॥ সন্ত-
পাতে ভ্রশঃ গর্ভে কর্ম্মভিচ্চ পুরাতনৈঃ ।

তাহার অব্যবোৎপত্তি হইতে থাকে । চতুর্থ মাসে
তাহার অস্থি সকল নিশ্চিত হয় । পঞ্চম মাসে
তাহার চক্ষ্মোৎপত্তি, ষষ্ঠ মাসে রোমোদগম এবং
সপ্তম মাসে চৈতন্য লাভ হয় । তখন সে মাতার
আহার-রস গ্রহণ দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে থাকে ।
অষ্টম ও নবম মাসে সে মাতৃকৃষ্ণিতে জরায়ু
দ্বারা সম্বতোভাবে সর্ষাঙ্গে পরিবেষ্টিত থাকে বলিয়া
মুখে করাঙ্গুলি বিস্তারপূর্ব্বক নিতান্তই উদ্বিগ্নেই
কালতিপাত করে । শুনিয়াছি যে, ক্রীব সন্তান
উদরের মধ্যভাগে, পুরুষ দক্ষিণ ভাগে এবং স্ত্রী
হইলে বামভাগে মাতার পৃষ্ঠদিকে অধোমুখে অব-
স্থান করে । তখন সে যে যোনিতে অবস্থান
করে, তাহার তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকে ; আর
পুষ্টি পুষ্টি জন্ম সকলের রুতান্ত ও তখন তাহার স্মৃতি-
পথাকট হয় । কৃষ্ণমধ্যে সে গাঢ় অন্ধকারে কিছুই
দেখিতে পায় না ; তুর্গন্ধে ক্ষণে ক্ষণে মোহপ্রাপ্ত হয় ;
মাতা শীতল জল পান করিলে শীতানুভব ও উষ্ণ-
জলাদি পান করিলে উষ্ণতা-জনিত ক্লেশ বোধ
করে । মাতা কোন পরিশ্রম করিলে তজ্জন্ত কষ্ট
এবং ব্যাধি নিমিত্তও বিবিধ যাতনা পায় । পিতা-
মাতা যাহা লক্ষ্য করিতে পারেন না, এমন ব্যাধি
সকল জন্মিয়া সৌকুমার্য্য হেতু তাহাকে তীব্র পীড়া
প্রদান করে । তখন সেই সামান্য মাত্র গর্ভবাস
কালও তাহার পক্ষে শত বর্ষোপম বোধ হয় ॥ ৪৯—৫৬ ॥

মনোরথাস্ত কুরুতে সুরতার্থ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৭ ॥
জন্ম চেদহমাপ্যামি মানুষ্যে জীবিতং তথা ।
ততস্তৎ প্রকরিস্যামি যেন মোক্ষো ভবেৎ স্মৃটম্ ॥
এবং তু চিন্তয়ানস্তু সীমন্তোন্নয়নাদনু । মাসদ্বয়ং
তদ্ব্রজতি পীড়িতস্থিগাকৃতি ॥ ৫৯ ॥ ততঃ স্বকালে
সম্পূর্ণে স্মৃতিমাক্রতচালিতঃ । ভবত্যাভাখ্যো জন্তুঃ
পীড়ামনুভবন্ পরাম্ ॥ ৬০ ॥ অধোমুখঃ সঙ্কটেন
যোনিদ্বারেণ নিঃসরেৎ । পীড়য়া পীড়ামানোহপি
চক্ষোৎকর্জনতুলায়া ॥ ৬১ ॥ করপত্রসম্পর্শঃ কর-
সংস্পর্শনাদিকম্ । অসৌ জাতো বিজানাতি মাসমাত্রঃ
বিমোহিতঃ ॥ ৬২ ॥ প্রাক্ কৰ্ম্মবশগস্তাস্ত গর্ভজ্ঞানক-
নশ্চতি । ততঃ করোতি কৰ্ম্মাণি শ্বেতরক্তা-
সিতানি চ ॥ ৬৩ ॥ অস্থিপটুতুলাস্তস্তম্মাণুবন্ধেন
যজ্ঞিতম্ । রক্তমাংসমুদালিপ্তং বিগ্নুত্ৰদ্রব্যভাজনম্ ॥
৬৪ ॥ . সপ্তভিত্তিসুসদৃশং ছন্নং রোমভূগৈরপি ।
বদনৈকমহাদ্বারং গবাঙ্কাষ্টবিভূষিতম্ ॥ ৬৫ ॥ ওষ্ঠ-

পূর্ষকৃত কৰ্ম্মসমূহই তখন গর্ভমধ্যে তাহার বিবিধ
সস্তাপোৎপাদন করে । সেই জন্ত সে তখন সুরতা
জ্ঞানার্থ বারম্বার কামনা করিয়া থাকে যে, আমি যদি
মানুষ হইয়া জন্মিতে পারি, আর যদি জীবিত থাকি,
তবে নিশ্চয়ই এমন কার্য্য করিব,—যাহাতে মুক্তি-
লাভ করিতে পারি । সীমন্তোন্নয়নের কাল সে এইরূপ
চিন্তা করিতে করিতে পর দুই মাস যুগত্রয়ের
স্থায় বোধে অতিক্রমে অতিবাহিত করে । তার
পর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে স্মৃতিমাক্রতে চালিত
হইয়া প্রাণী অতিক্রমে অধোমুখ হয় এবং অপ্রশস্ত
যোনিমুখ দ্বারা অতিক্রমে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে ।
তখন তাহার চক্ষু সকল যেন উৎকর্ষিত হইয়া যায়
এবং করস্পর্শাদি করপত্রস্পর্শবৎ অতীব পীড়াদায়ক
বোধ হয় । জন্মিয়াও সে মাসাবধি কাল এইরূপ
কষ্ট ভোগ করে । তখন তাহার মোহ জন্মে, পৃষ্ঠ-
কৰ্ম্মের ফলে গর্ভাবস্থায় যে জ্ঞান ছিল, তাহাও
বিনষ্ট হয়, সেই জন্তই আবার সাত্ত্বিক, রাজস ও
তামস কৰ্ম্মসমূহ করিয়া থাকে । ৫৭—৬৩ । জনগণের
দেহ একটি গৃহস্বরূপ । অস্থি সকল পট ও তুলার
ন্যায় ; স্নায়ুরূপ সূত্র দ্বারা বন্ধ হওয়ায় উহা স্তম্ভতুল্য
হইয়াছে । রক্তমাংসরূপ মৃত্তিকা দ্বারা সম্যক
প্রলিপ্ত সেই গৃহ সপ্ততল এবং মলমূত্রের আধার ।
উহা রোমরূপ ভূগে সমাচ্ছন্ন । বদনই উহার এক-
মাত্র মহাদ্বার । আটখানি গবাঙ্কে উহা বিভূষিত ।

দ্বয়কপাটক দন্তার্গলবিমুদিতম্ । নাভীশ্বেদপ্রবাহক
ককপিতপরিপ্লুতম্ ॥ ৬৬ ॥ জরাশোকসমাবিষ্টং কাল-
বক্ত্রানলস্থিতম্ । রাগদ্বৈষাদিভিধ্বস্তং ষট্‌কৌশিক-
সমুদ্ভবম্ ॥ ৬৭ ॥ এবং সজ্জায়তে পুংসো দেহগেহ-
মিদং দ্বিজ । যস্মিন্ বসতি ক্ষেত্রজো গৃহস্থো
বুদ্ধিগেহিনী ॥ ৬৮ ॥ মোক্ষং স্বর্গক নরকমাস্তে
সংসাধয়ন্নপি ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে কৰ্ম্মসূর্য্যসংবাদে জীবন্ত দেহোৎ-
পত্তিবর্ণনঃ নামৈকোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

অতিথিরূবাচ । সাক্ষবালমতে বাল কৰ্ম্মঠে-
তত্ত্বযোচ্যতে । শরীরলক্ষণং শ্রোতুং পুনরিচ্ছামি
তদ্বদ ॥ ১ ॥ কৰ্ম্মঠ উবাচ । যথৈতদ্বো ব্রহ্মাণ্ডঃ
শরীরক তথা শবু । পাদমূলক পাতালং প্রপদক
রসাতলম্ ॥ ২ ॥ তলাতলং তথা গুল্কো জজ্ঞে
চাস্ত মহাতলম্ । জাহ্নুনী সূতলকোক বিতল-
কাতলং কটম্ ॥ ৩ ॥ নাভিং মহীতলং প্রাহুর্ভুব-

ওষ্ঠদ্বয় উহার কপাট, দন্তরূপ অর্গল দ্বারা তাহা বন্ধ
করা যায় । নাভী ও শ্বেদ উহার জলপ্রবাহ । কক
পিতে উহা আপ্লুত । জরা ও শোক উহাতে
আবিষ্ট হইয়াছে । রাগ-দ্বৈষাদি উহাকে বিধ্বস্ত
করিয়াছে । উহা কালের করাল বদনানলে অব-
স্থিত । হে দ্বিজ ! জনগণের ষট্‌কৌশিক নির্ম্মিত
দেহগৃহ এই ভাবে জন্মিয়া থাকে । উহাতে ক্ষেত্রজ
গৃহস্থ, বুদ্ধিরূপিনী গৃহিণীর সহিত বাস করিয়া মোক্ষ-
স্বর্গ-নরকাদি ফলোৎপাদন করেন । ৬৪—৬৯ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৯ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

অতিথি কহিলেন,—ওহে কৰ্ম্মঠ ! সাধু সাধু !
তুমি বালক হইলেও তোমার বুদ্ধি বালকের স্থায়
নহে । তুমি উত্তম বলিয়াছ ! এক্ষণে আমি আবার
শরীরলক্ষণ গুণিতে চাই, অতএব তাহা তুমি বল ।
কৰ্ম্মঠ কহিল,—এই ব্রহ্মাণ্ড যেমন দেখিতেছেন,
শরীরও তদ্রূপ । শ্রবণ করুন । পাদমূল পাতাল,
পদাগ্র রসাতল, গুল্ক ভলাতল, জজ্ঞা মহাতল, জাহ্নু
সূতল, উরু বিতল, কোটা অতল, নাভি মহীতল,

লোকমধোদরম্ । উরঃস্থলঞ্চ স্থলোকঃ মহাগ্রীবা
মুখং জনম্ ॥ ৪ ॥ নেত্রে তপঃ সতালোকঃ শীর্ষ-
দেশঃ বদন্তি চ । তদ্যথা সপ্ত দ্বীপানি পৃথিব্যাং
সংস্থিতানি চ ॥ ৫ ॥ তথাত্ৰ ধাতবঃ সপ্ত নামতস্তান্নি-
বোধ মে । স্বগস্তুমাঃসমেদোহস্থিমজ্জাশুক্রাণি
ধাতবঃ ॥ ৬ ॥ অস্থিমত্ৰ শতানি স্নাস্ত্রীণি ষষ্ঠ্যাধিকানি
চ । ত্রিংশচ্ছতসহস্রাণি নাভীনাং কথিতানি চ ॥
৭ ॥ ষট্‌পঞ্চাশৎ সহস্রাণি তথাত্মানি নবৈব তু ।
তা বহন্তি রসং দেহে জলং নদো যথা ভূবি ॥ ৮ ॥
সার্ক্যভিস্তিস্থভিশ্চরং সমস্তাদ্রোমকোটিভিঃ । শরীরং
স্থলস্থলভিদৃশাদৃশা হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯ ॥ বড়ঙ্গানি
প্রধানানি কথ্যমানানি মে শৃণু । দ্বৌ বাহু সন্ধিনী
ষে চ মুৰ্দ্ধা জঠরমেব চ ॥ ১০ ॥ অস্ত্রাণাত্ৰ তথা ত্রীণি
সার্ক্যব্যাঘ্রাণি চ । ত্রিব্যাঘ্রানি তথা স্ত্রীণামাত্ৰ-
র্বেদবিদো দ্বিজাঃ ॥ ১১ ॥ উৰ্দ্ধনালমধোবক্রং হৃদি
পদ্যং প্রকীৰ্ত্ত্যতে । হৃৎপদ্যবামতঃ প্লীহো দক্ষিণে
স্থাতুখা যক্ৰুৎ ॥ ১২ ॥ মজ্জনো মেদসশ্চৈব বসায়শ্চ
তথা দ্বিজ । মুত্রশ্চ চৈব পিত্তশ্চ শ্লেষ্মণঃ শরুতস্তথা ॥

উদর ভুবলোক, বক্ষস্থল স্থলোক, গ্রীবা মহলোক,
মুখ জনলোক, নেত্র তপোলোক এবং মস্তক সত্ৰা
লোক বলিয়া নির্দেশ করা যায় । পৃথিবীতে যেমন
সপ্ত দ্বীপ আছে, দেহেও তদ্রূপ সপ্ত ধাতু বিদ্যমান ।
আমার নিকট নামানুসারে উহাদিগকে অবগত
হউন । স্বক, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও
শুক্র,—এই সাতটি ধাতু । এই দেহে তিন শত
ষাইট পানি অস্থি আছে । নাভী তিন প্রকার,
তন্মধ্যে একপ্রকার ত্রিশ লক্ষ, অন্য প্রকার ছাপান্ন
হাজার এবং অপর প্রকার নয়টি মাত্র । ভূতলে নদী
সকল যেমন জল বহন করে, দেহেও সেই নাভী
সকল তদ্রূপ রস বহন করিয়া থাকে । স্থল-স্থল
ভেদে শরীরে রোমসংখ্যা সার্ক্য-কোটি । উহার
মধ্যে কতকগুলি দৃশ্য এবং কতকগুলি অদৃশ্য ।
প্রধান ছয়টি অস্থির কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
—হই বাহু, হই উরু, মস্তক ও উদর । ১—১০ ।
এই দেহে সার্ক্য নামক পদ্য পরিমিত তিনটি অঙ্গ
আছে । স্থীলোকদিগের পক্ষে উহার পরিমাণ
তিন ব্যাম । বেদবিদ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলেন ।
হৃদয়ে একটি পদ্য প্রকাশমান আছে, উহার নাল
উৰ্দ্ধদিকে ; উহা অধোমুখ প্রতিষ্ঠিত । সেই হৃৎ-
পদ্যের বাম দিকে প্লীহা এবং দক্ষিণদিকে যক্ৰু বর্ত-
মান । হে দ্বিজ ! মজ্জা, মেদ, বসু, মুত্র, পিত্ত, শ্লেষ্মা,

১৩ ॥ রক্তশ্চ চ রসশ্চাত্ৰ গৰ্ভা দ্ব্যঞ্জলয়ঃ স্মৃতাঃ ।
তেভ্যঃ প্রবর্তমানান্তে দেহং সন্ধারয়ন্ত্যত ॥ ১৪ ॥
সীবন্তশ্চ তথা সপ্ত পঞ্চ মুৰ্দ্ধানমাস্থিতাঃ । একা মেট্রং
গতা চৈকা তথা জিহ্বাং গতা দ্বিজ ॥ ১৫ ॥ নাসিকাঃ সৰ্ব্বাঃ
প্রবর্তন্তে নাভিপদ্যাত্থাত্ৰ চ । যাসাং শ্রেষ্ঠা শিরো
যাতা স্নুযুয়েডাথ পিঙ্গলা ॥ ১৬ ॥ নাসিকাধারমাসাদ্য
সংস্থিতে দেহবর্ধনে । বায়ুরগ্নিশ্চন্দ্রমাশ্চ পঞ্চধা
পঞ্চধাত্ৰ চ ॥ ১৭ ॥ প্রাণাপানসমানাশ্চ উদানো
ব্যান এব চ । পঞ্চ ভেদাঃ স্মৃতা বায়োঃ কৰ্ম্মাণোষা-
বদন্তি চ ॥ ১৮ ॥ উচ্ছ্বাসশ্চৈব নিঃশ্বাসো হ্রস্বপান-
প্রবেশনম্ । আকর্ষণাচ্ছীর্ষসংস্থাস্ত্ৰ প্রাণকৰ্ম্ম
প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৯ ॥ ত্যাগো বিগূতশুক্রাণাং গৰ্ভবিস্রবণং
তথা । অপানকৰ্ম্ম নির্দিষ্টং স্থানমস্ত শুদোপরি ॥
২০ ॥ সমানো ধারয়তাম্ বিবেচয়তি চাপ্যথ ।
রসয়শ্চৈব চরতি সৰ্ব্বশ্রোণিষবারিতঃ ॥ ২১ ॥
বাক্‌প্রবৃতিপ্রদোদগারে প্রযত্নে সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাম্ । আকর্ষণ-
মুখসংস্থানমুদানস্ত্ৰ প্রকীৰ্ত্ত্যতে ॥ ২২ ॥ ব্যানো
হৃদি স্থিতো নিত্যং তথা দেহচরোহপি চ । ধাতুরন্ধি-

মল, রক্ত ও রসের গৰ্ভ সকল হই অঞ্জলি পরিমিত,
সই সমস্ত গৰ্ভ হইতে পরিচালিত হইয়া উহার
দেহের রক্ষণ ও পোষণ করে । হে দ্বিজ ! দেহে
সাতটি সীবনী আছে, তন্মধ্যে পাঁচটি মস্তকে, একটি
লিঙ্গে ও একটি জিহ্বায় বর্তমান । নাভিপদ্য হইতেই
নাভী সকল প্রবৃত্ত হইয়াছে । সেই সকল নাভীর
মধ্য ইড়া, পিঙ্গলা ও স্নুযুয়া নামে তিনটি নাভীই
সৰ্ব্ব প্রধান । উহার মস্তক মধ্যস্থ গমন করিয়াছে ।
ইড়া ও পিঙ্গলা নাভী নাসিকাধারে স্থিত,
ইহারাই দেহের পুষ্টিসাধন করে । বায়ু অগ্নি ও
চন্দ্র প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া এই
দেহযাত্রা নির্বাহ করে । বায়ু পাঁচ প্রকার,—
প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান । উচ্ছ্বাস,
নিঃশ্বাস ও হ্রস্বপানপ্রবেশন, এই তিনটি প্রাণের
কৰ্ম্ম । ইহার বাসস্থান কণ্ঠ হইতে শীর্ষ
পর্যন্ত । মলমুত্রতাগ ও গৰ্ভবিমোচন অপানের
কৰ্ম্ম । ইহার বাসস্থল শুষ্ক প্রদেশ । ভুক্ত অন্ন-
দির ধারণ ও পরিপাকসাধন সমানের কার্য্য । এই
সমান বায়ুই সৰ্ব্বশরীরে বিচরণপূর্বক ভুক্ত অন্নরস
দ্বারা সৰ্ব্ব শরীরের সরসতা সাধন করে । ১১—২১ ।
বাক্‌প্রবৃতি, উদগার ও সৰ্ব্ববিধ কৰ্ম্মপ্রযত্ন, উদান
বায়ুর কার্য্য ; উহা মুখ ও কণ্ঠের মধ্যস্থলবাসী
ব্যান বায়ু হৃদয়বাসী পরিত্ত নিয়ত সৰ্ব্বশরীরে বিচরণ

প্রদঃ শ্বেদনালোমেষনিমেষকৃৎ ॥ ২৩ ॥ পাচকো
রঞ্জকশ্চৈব সাধকালোচকৌ তথা । ভ্রাজকশ্চ তথা
দেহে পঞ্চাধিপাবকঃ স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥ পাচকস্ত পচত্যন্নং
নিত্যং পকাশয়ে স্থিতঃ । আমাশয়স্থোহপি রসং
রঞ্জকঃ কুরুতে হৃৎক ॥ ২৫ ॥ সাধকো হৃদিসংস্থশ্চ
বুদ্ধ্যাহংসাহকারকঃ । আলোচকশ্চ দৃক্সংস্থো
রূপদর্শনশক্তিকৃৎ ॥ ২৬ ॥ হৃক্সংস্থো ভ্রাজকো
দেহং ভ্রাজয়েন্নিস্মলীকৃতঃ । ক্রেদকো বোধকশ্চৈব
তর্পণঃ শ্লেষণস্তথা ॥ ২৭ ॥ আলম্বকস্তথা দেহে পঞ্চাধি
সোম উচ্যতে । ক্রেদকঃ ক্রেদয়ত্যন্নং নিত্যং
পকাশয়ে স্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ বোধকো রসনাস্থশ্চ
রসানামববোধকঃ । শিরঃস্থশ্চক্ষুরাদীনাং তর্পণান্তর্পণঃ
স্মৃতঃ ॥ ২৯ ॥ সর্বসন্ধিগতশ্চৈব শ্লেষ্মলঃ শ্লেষ্মকৃত্তথা ।
উরঃস্থঃ সর্বগাত্রাণি স বৈ হালম্বকঃ স্থিতঃ ॥ ৩০ ॥ এবং
বায়ুগ্নিসৌমৈশ্চ দেহঃ সঙ্কারিতস্তসৌ । আকাশজানি
শ্রোতাংসি তথা কোষ্ঠবিবিভক্তা ॥ ৩১ ॥ পার্থিবানীহ
জানীহি ত্রাণকেশনখানি চ । অস্থীনি বৈব্যাং গুরুতা
হৃৎমাংসং হৃদয়ং শুদম্ ॥ ৩২ ॥ নাভির্মেদো যক্মজ্জা

করে এবং ধাতুপুষ্টি, শ্বেদ, লাল্য, উন্মেষ-নিমেষাদি
কার্য্য নিব্বাহ করিয়া থাকে । এই দেহে পাচক,
রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক, এই পাঁচ
প্রকার অগ্নি বিরাজিত । পাচক অগ্নি নিয়ত
পকাশয়ে থাকে এবং অন্নপাক করে । রঞ্জক অগ্নি
আমাশয়ে থাকিয়া রসকে রঞ্জনপূর্বক রক্তাকারে
পরিণত করে । সাধক অগ্নি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া
বুদ্ধি-উৎসাহাদির বুদ্ধি সাধন করে । আলোচক
অগ্নি নেত্রে অবস্থানপূর্বক রূপদর্শন নিষ্পাদন করে
আর ভ্রাজক অগ্নি হৃকে থাকিয়া দেহকে নিষ্মল ও
জ্যোতিষ্মান করিয়া থাকে । ক্রেদক, বোধক, তর্পণ,
শ্লেষণ ও আলম্বক, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া
চন্দ্র দেহে বিরাজমান আছেন ; ক্রেদক চন্দ্র নিয়ত
পকাশয়ে অবস্থানপূর্বক ভুক্ত অন্নের ক্রেদন করে ।
বোধক চন্দ্র রসনায় থাকিয়া রসসমূহের বোধ জন্মায় ।
তর্পণ চন্দ্র মস্তকে থাকিয়া চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের
পোষণ করে । শ্লেষ্মল চন্দ্র সর্বসন্ধিগত ; উহা
শ্লেষ্মোৎপাদক । আলম্বক চন্দ্র হৃদয়স্থ ; ইহা দ্বারাই
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ পরস্পর অবলম্বন করিয়া রহি-
য়াছে । ২২—৩০ । বায়ু অগ্নি ও চন্দ্র দ্বারা এই ভাবে
দেহ রক্ষিত হইয়া থাকে । শ্রোতঃসমূহ ও কুক্ষির
অবকাশ আকাশজ । নাসিকা, কেশ, নখ, অস্থি, ধৈর্য্য
গুরুত্ব, হৃক্, মাংস, হৃদয়, শুদ্র, নাভি, মেদঃ, যক্ম,

অজ্ঞামাশয়ঃ শিরা । স্নায়ুঃ পকাশয়শ্চৈব প্রাহর্ষেদ-
বিদো দ্বিজাঃ ॥ ৩৩ ॥ নেত্রয়োর্মণ্ডলঃ শুক্রঃ কফাস্তবতি
পৈতৃকম্ । ক্লমশ্চ মণ্ডলং বাতাস্তথা ভবতি
মাতৃকম্ ॥ ৩৪ ॥ পঞ্চমণ্ডলমেকং তু দ্বিতীয়ং চর্ম্মমণ্ডলম্ ।
শুক্রং তৃতীয়ং কথিতং চতুর্থং ক্লমমণ্ডলম্ ॥ ৩৫ ॥
দৃগ্মণ্ডলং পঞ্চমং তু নেত্রং স্নায়ুঃ পঞ্চমমণ্ডলম্ । অপরে
নেত্রভাগে দ্বৈ উপাঙ্গোহপাঙ্গ এব চ ॥ ৩৬ ॥ উপাঙ্গো
নেত্রপর্বাভ্যো নাসামূলমপাঙ্গকঃ । বৃষণৌ চ তথা
প্রোক্তৌ মেদোহমৃক্কমাংসকৌ ॥ ৩৭ ॥ অস্থঃশ্রোতঃ-
ময়ী জিহ্বা সর্ষেণামেব দেহিনাম্ । হস্তয়োর্বোষ্ঠয়ো-
র্মেদ্রং গ্রীবায়াং বট চ কূর্চকাঃ ॥ ৩৮ ॥ এবমত্র
স্থিতে জীবো দেহেহস্মিন্ সপ্তসপ্তকে । পঞ্চবিংশ-
তিকো বাপা দেহঃ বাসোহস্ত মূর্দ্ধনি ॥ ৩৯ ॥
হৃৎমাংসমিত্যাভ্যন্তিকং মাতৃসমুদ্ভবম্ । মেদো-
মজ্জান্তিকং প্রোক্তং পিতৃজং বট চ কোশিকম্ ॥
৪০ ॥ এবং ভূতময়ং দেহং পঞ্চভূতসমুদ্ভবৈঃ ।
অন্নৈবৈব বুদ্ধিমেতি তদহং বর্ণয়ামি তে ॥ ৪১ ॥
তদন্নং পিণ্ডকবলৈর্গ্রাসৈর্ভুক্তঞ্চ দেহিভিঃ । পূর্ব-

মজ্জা, অজ্ঞ, আমাশয়, শিরা, স্নায়ু ও পকাশয়—বেদ-
বাদী দ্বিজগণ ইহাদিগকে পার্থিব বলিয়া নির্দেশ
করেন । আপনি ইহা অবগত হউন । নেত্রগোলকের
শুক্রাংশ কফ হইতে জন্মে । ইহা পৈতৃক গুণ ।
ক্লমশ্চ বায়ু হইতে জন্মে ; উহা মাতৃক গুণ ।
নেত্রের মণ্ডল পাঁচটি ; যথা—প্রথম পঞ্চমণ্ডল, দ্বিতীয়
চর্ম্মমণ্ডল, তৃতীয় শুক্রমণ্ডল, চতুর্থ ক্লমমণ্ডল, পঞ্চম
দৃগ্মণ্ডল । নেত্রের দুই ভাগ উপাঙ্গ ও অপাঙ্গ
নামে খ্যাত । নাসিকার দিকে যে অংশ, তাহার
নাম অপাঙ্গ ; আর নেত্রের শেষ ভাগ উপাঙ্গ
পদবাচ্য । মেদ, রক্ত, কফ ও মাংসের সম্মিলনে
মূক্কদ্বয় সমুৎপন্ন । সকল দেহীরই জিহ্বা রক্ত-
মাংসময় । হস্তদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয়, লিঙ্গ ও গ্রীবা—এই ছয়
স্থলে কূর্চক আছে । এই সপ্ত-সপ্তক দেহে পঞ্চ-
বিংশতিক জীব এই ভাবে কল্পিয়া অবস্থান
করিতেছে ; পরন্তু জীব উক্ত দেহের মস্তকেই
অবস্থান করিয়া থাকে । হৃক্, রক্ত ও মাংস—এই
তিনটি মাতা হইতে এবং মেদঃ, মজ্জা ও অস্থি—
এই তিনটি পিতা হইতে জন্মে । এই ছয়টি উপা-
দানে দেহকোষ সংগঠিত । এবমুত দেহ, পঞ্চ-
ভূতজ অগ্নে যে ভাবে বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি
তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি । ৩১—৪১ । দেহি-
গণ গ্রাসপিণ্ডাকারে বৈ অন্ন ভক্ষণ করে, উহা

স্থূলাশয়ে বায়ুঃ প্রাণঃ প্রকুরুতে দ্বিধা ॥ ৪২ ॥
 সম্প্রবিষ্ণান্নমধ্যে তু পৃথগ্নঃ পৃথগ্ জলম্ ।
 অগ্নেরুর্ধ্বঃ জলং স্থাপ্য তদগ্নং তজ্জলো-
 পরি ॥ ৪৩ ॥ জলস্যাধঃ স্বয়ং প্রাণঃ স্থিহাগ্নিঃ
 ধমতে শনৈঃ । বায়ুনা ধম্যমানোহগ্নিরভ্যুত্থ্য কুরুতে
 জলম্ ॥ ৪৪ ॥ তদগ্নমুখতোয়েন সমস্তাং পচাতে
 পুনঃ । দ্বিধা ভবতি তৎ পনঃ পৃথক্টিং পৃথগ্রাসম্ ॥
 ৪৫ ॥ মলৈর্দ্বাদশভিঃ কটিং তিন্মং দেহাদ্বিত্বজ্ঞেৎ ।
 কর্ণাঙ্কিনাসিকাজিহ্বাদন্তাঃ শিশ্নুঃ শুদং নখাঃ ॥ ৪৬ ॥
 রোমকূপাণি চৈব স্ত্রীর্দ্বাদশৈতে মলাশ্রয়াঃ । হৃৎপদ্ম-
 প্রতিবন্ধাশ্চ সৰ্বা নাভ্যাঃ সমস্ততঃ ॥ ৪৭ ॥ তাঙ্গাঃ
 মুখেষু তং সূক্ষ্মং ব্যানঃ স্থাপয়তে রসম্ । রসেন
 তেন তা নাভীঃ সমানঃ পূরয়েৎ পুনঃ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ
 প্রয়াস্তি সম্পূর্ণাস্তাশ্চ দেহং সমস্ততঃ । ততঃ স নাড়ি-
 মধ্যস্থো রক্তকেনোন্নয়ন রসঃ ॥ ৪৯ ॥ পচাতে পচা-
 মানস্ত কধিরহং ভজেৎ পুনঃ । ততঃ স্ত্রীলোমকেশাশ্চ
 মাংসং স্নায়ু শিরাস্চি চ ॥ ৫০ ॥ নখা মজ্জা খবৈমল্যং
 শুক্রবৃদ্ধিঃ ক্রমাঙ্কবেৎ । এবং দ্বাদশধারস্ত পরিণামঃ

প্ৰকাশয়গত হইলে প্রাণবায়ু তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক
 উহাকে বিভক্ত করিয়া উহার কঠিনাংশ ও
 তরলাংশ পৃথকরূপে স্থাপন করে । জঠরাগ্নির উর্ধ্বে
 জলীয়াংশ এবং তত্‌পরি কঠিনাংশ স্থাপনপূর্বক
 স্বয়ং জলীয়াংশের নিম্নে থাকিয়া শনৈঃ শনৈঃ সেই
 অগ্নিকে উদ্দীপিত করে । বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত
 হইয়া সেই অগ্নি উক্ত জলীয়াংশকে উত্তপ্ত করে ;
 সেই উষ্ণ জলদ্বারা ক্রমশঃ ক্লিন্ন হইয়া পরি-
 পাক প্রাপ্ত হয় । উহা পক হইয়া আবার দুইভাগে
 বিভক্ত হয় । তাহার এক ভাগ মল ও এক ভাগ
 রস নামে অভিহিত । কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, নেত্রদ্বয়,
 জিহ্বা, দন্ত, লিঙ্গ, শুক্র, নখ ও রোমকূপ—এই
 দ্বাদশ ছিদ্র দ্বারা সেই মল সকল দেহ হইতে
 বহির্গত হইয়া যায় । শরীরগত নাভীসমূহ হৃৎপদ্মে
 নিবদ্ধ । ব্যানবায়ু সেই সমস্ত নাভীমুখে উক্ত
 সূক্ষ্ম রসকে লইয়া স্থাপন করে এবং সমান বায়ু
 সেই রস দ্বারা উক্ত নাভী সকলকে সম্যক পূর্ণ
 করিয়া থাকে । তাহাতেই উক্ত নাভীপথে সৰ্ব
 শরীরে রস পরিব্যাপ্ত হয় । নাভীমধ্যস্থ সেই রস
 আবার রক্তক পিত্তের উষ্ণ দ্বারা পচ্যমান হইয়া
 কধিরহ প্রাপ্ত হয় । পরে ক্রমশঃ হৃৎ, লোম,
 কেশ, মাংস, স্নায়ু, শিরা, অঙ্কি, নখ, মজ্জা, ইন্দ্রিয়-
 প্রাণাধি ও শুক্রবৃদ্ধি হইতে থাকে । অরের পরি-

প্রকীৰ্ত্ত্যতে ॥ ৫১ ॥ এবমেতদ্বিনিম্পন্নং শরীরং
 পুণ্যহেতবে । যথৈব শূদ্রনঃ শুভ্রো ভারসংবাহনায়
 চ ॥ ৫২ ॥ তৈলাভাঙ্গাদিভির্ঘৈর্ভুজ্যভিঃ পান্যাতে ন
 চেৎ । কিং কৃত্যং সাধ্যাতে তেন যদি ভারং বহেৎ
 হি ॥ ৫৩ ॥ এবমেতেন দেহেন কিং কৃত্যং
 ভোজনোত্তমৈঃ । বর্দ্ধিতেন ন চেৎ পুণ্যং কুরুতে
 পশুবচ্চ তৎ ॥ ৫৪ ॥ ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ।—
 যাম্মন্ কালে চ দেশে চ বয়সা যাদৃশেন চ । কৃতং
 শুভাশুভং কৰ্ম্ম তত্তথা তেন ভুজ্যতে ॥ ৫৫ ॥ তস্মাৎ
 সদা শুভং কার্য্যমবিচ্ছিন্নসুখার্থিভিঃ । বিচ্ছিদ্যন্তে-
 হতথা ভোগাঃ গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা ॥ ৫৬ ॥
 যস্মাৎ পাপেন দুঃখানি তীব্রাণি সুবহুত্‌পি । তস্মাৎ
 পাপং ন কৰ্ত্তব্যমাত্মপীড়াকরং হি তৎ ॥ ৫৭ ॥ এবং
 তে বর্ণিতঃ সাধো প্রমোহয়ং শক্তিতো ময়া । যথা
 সজ্জায়তে প্রাণী যথা শৃগু প্রলীয়তে ॥ ৫৮ ॥ আয়ুষ্যে
 কৰ্ম্মাণি ক্লীণে সম্প্রাপ্তে মরণে নৃণাম্ । স্বকৰ্ম্মবশগো

ণাম এই দ্বাদশ প্রকার কীর্তিত আছে । ৪২—৫১ ।
 পুণ্য সাধনার্থ এই ভাবে এই শরীর নিম্পন্ন হয় ।
 এই শরীর ভারবহনার্থ নিম্নিত শুভ্র রথের স্থায় ।
 তৈল-লেপনাদি যত্ন না করিলে সেই রথদ্বারা যেমন
 ভারবাহন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তজ্‌প এই দেহ-
 দ্বারাও যদি পুণ্যার্জন করা না যায়, তবে উত্তম
 ভোজনাদি দ্বারা ইহার উৎকর্ষ সাধনে ফল
 কি? ফলতঃ পশু-দেহবৎ তাদৃশ মানবদেহও
 সৰ্ব্বথা বৃথা । এ সম্বন্ধে প্রাচীন কৃতিপয় শ্লোক
 আছে । যথা,—যে কালে, যে দেশে, যে বয়সে
 শুভাশুভ কৰ্ম্ম করা যায়, সেই প্রাণী সেই
 ভাবেই তাহা ভোগ করিয়া থাকে । অতএব
 যাহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কামনা করে,
 তাহাদিগের পক্ষে সদাই শুভ কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর্তব্য ।
 সদা শুভানুষ্ঠান না করিলে গ্রীষ্মকালে অল্পজলা
 নদীর স্থায় সুখভোগের ব্যাঘাত ঘটয়া থাকে । পাপ
 করিলে বহু বহু তীব্র যাতনা ভোগ করিতে হয়
 বলিয়া পাপ করা অকর্তব্য । পাপকার্য্যমাত্রেই
 আত্মপীড়াজনক । হে সাধু দ্বিজবর ! এই আমি
 আপনার নিকট যথাশক্তি আপনার প্রম্নের উত্তর
 বর্ণন করিলাম ; এক্ষণে প্রাণী যেরূপে জন্মে এবং
 যেরূপে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥
 জীবন-স্থাপক কৰ্ম্ম ক্লীণ হইলে মরণকাল উপস্থিত
 হয় । সেই সৰ্ব্বথা স্বকৰ্ম্মাধীন বলিয়া তখন তদীয়

দেহী কৃষ্যতে যমকিকরৈঃ ॥ ৫৯ ॥ পঞ্চতন্মাত্রসহিতঃ
সমনোবুদ্ধ্যহঙ্কৃতিঃ । পুণ্যাপাপময়েঃ পাঠৈর্বন্ধো
জীবন্ত্যজৈদ্বপুঃ ॥ ৬০ ॥ শীঘ্রং সপ্তভিচ্ছিদ্ৰৈ-
র্নির্গচ্ছেৎ পুণ্যকর্মণাম্ । অধঃ পাপিমাং যান্তি
যোগিনাং ব্রহ্মরজ্জতঃ ॥ ৬১ ॥ তৎক্ষণাৎ সৌম্য
গৃহ্ণতি শরীরং চাতিবাহিকম্ । অঙ্গুষ্ঠপক্ষমাত্রং তু
স্বপ্রাণৈরেব নির্মিতম্ ॥ ৬২ ॥ ততস্তম্বিন্ স্থিতং
জীবং দেহে যমভটাস্তদা । বন্ধা নয়ন্তি মার্গেণ যামো-
নাতি যথাবলম্ ॥ ৬৩ ॥ তপ্তাহরীষতুল্যেন
অয়োঙুনিভেন চ । প্রতপ্তসিকতেনাপি তাম্রপাত্র-
নিভেন চ ॥ ৬৪ ॥ বড়শীতিসহস্রাণি যোজনানাং
মহীতলাৎ । কৃষ্যমাণো যমপুরীং নীয়তে পাপ-
কুণ্ডটৈঃ ॥ ৬৫ ॥ কচিচ্ছীতং মহাভূগমন্ধকারং
কচিমহৎ । অগ্নিসংস্পর্শবদনৈঃ কাককাকোল-
জম্বুকৈঃ ॥ ৬৬ ॥ মক্ষিকাদংশমশকৈর্ভক্ষ্যতে
সপর্শশিষ্টকৈঃ । ভক্ষ্যমাণোহপি তৈজ্জবুঃ ক্রন্দতে
ত্রিয়তে ন হি ॥ ৬৭ ॥ কচিচ্চ ভক্ষ্যতে ঘোড়ৈ
রাক্ষসৈঃ কৃষ্যতেহস্মতে । দহমানোহতিঘোরেন

কর্ম্মানুসারে যমকিকরগণ তাকে আকর্ষণ করিতে
থাকে । পঞ্চ তন্মাত্র, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সমন্বিত
জীব তখন স্থায় পাপ-পুণ্যময় পাশদ্বারা বদ্ধ হইয়া
দেহত্যাগ করে । ৫২—৬০ । পুণ্য-কর্ম্মাদিগের
উর্দ্ধাঙ্গের সপ্ত ছিদ্ৰ দ্বারা, পাপাদিগের নিম্নাঙ্গের
ছিদ্ৰসমূহ দ্বারা এবং যোগিদিগের ব্রহ্মরজ্জ দ্বারা জীব
বহির্গমন করিয়া থাকে । সে নির্গত হইয়াই স্থায়
প্রাণ-বিনির্মিত অঙ্গুষ্ঠমাত্র আতিবাহিক দেহ পরিগ্রহ
করে । জীব সেই আতিবাহিক দেহে প্রবিষ্ট হইলে
যমদূতগণ তখন তাকে বন্ধনপূর্বক সবেগে যাম্য
পথ দিয়া লইয়া যায় । মহীতল হইতে সেই যমপুরী
বড়শীতিসহস্র যোজন । সেই পথ কোথায়ও উত্তপ্ত
ভর্জনপাত্রতুল্য, কোথায়ও উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডতুল্য,
কোথায়ও প্রতপ্ত বালুকাপূর্ণ এবং কোন স্থলে অত্যা-
স্তাপহেতু তাম্রপাত্রবৎ প্রতীক্ষমান হয় । যমদূতগণ
পাপীকে সেই পথে আকর্ষণপূর্বক সবেগে লইয়া
যায় । সেই পথের কোথায়ও অত্যন্ত শীত, কোন
স্থান অতীব ভূগম এবং কোথায়ও গাঢ় অন্ধকার ।
যাহাদিগের দংশনে অগ্নিস্পর্শবৎ দারুণ ক্রেশ
জন্মে, তাদৃশ ভীষণ কাক, কাকোল, শূগাল,
মক্ষিকা, দংশ, মশক, সর্প, রূচিকাদি জন্তুগণ সেই
পাপীকে মুহূর্ত্তঃ দংশন দ্বারা নিপীড়িত করে ।
তাহাদিগের দ্বারা জীব ভক্ষ্যমাণ হইয়াও মরে

সৈকতেন চ নীবতে ॥ ৬৮ ॥ মুহূর্ত্তৈর্দশভিযাতি তং
মার্গমতিদুস্তরম্ । তং কালং স্মরহংসেতি পুরুষো
বর্ষসম্বিতম্ ॥ ৬৯ ॥ তথ্যতে চ নদীং ঘোরাং
পূবশোণিতবাহিনীম্ । নদীং বৈতরনী নাম ক্রেশ-
শৈবলশাখলাম্ ॥ ৭০ ॥ ততো যমস্ত পুরতঃ
স্থাপ্যতে যমকিকরৈঃ । পাপী মহাভয়ং পশ্যেৎ
কালান্তকমুখৈরতম্ ॥ ৭১ ॥ পুণ্যকর্ম্মা সৌম্যরূপং
ধর্ম্মরাজং তদা কিল । মনুষ্যা এব গচ্ছন্তি যমলোকং
ন চাপরে ॥ ৭২ ॥ মরণানন্তরং তেষাং জন্তুনাং
যোনিপুরণম্ । তথাহি প্রেতা মনুজাঃ ক্রয়ন্তে
নান্তজন্তবঃ ॥ ৭৩ ॥ ধার্ম্মিকঃ পূজ্যতে তত্র পাপঃ
পাশগলো ভবেৎ । ধার্ম্মিকশ্চ যথা যাতি তং মার্গং
শৃণু বচি তে ॥ ৭৪ ॥ আরামভূমদাতারঃ ফলপুষ্পবতা
যথা । ছায়য়া চ সুখং যান্তি তথা যে চ্ছত্রদা নরাঃ ॥
৭৫ ॥ উপানহপ্রদা যানৈর্বিভূষাঃ পূর্ত্তধারিণঃ ।
বিমানৈর্ধানদা যান্তি তথা শয্যাসনপ্রদাঃ ॥ ৭৬ ॥

না, কিন্তু দারুণ যাতনাই ভোগ করিয়া থাকে ।
কোন কোন স্থলে ঘোর রাক্ষসগণ কখন আকর্ষণ
কখনও বা ভক্ষণ করিতে থাকে । সেই পথে এই
ভাবে কখন অতিঘোর উত্তপ্ত সিকতাময়পথে সবেগে
আরুণ হইয়া সেই অতি দুস্তর দীর্ঘ পথ কেবলমাত্র
দ্বাদশ মুহূর্ত্তে নীত হয় । জীব, অত্যন্ত ক্রেশানুভব
করে বলিয়া তৎকালে সেই সামান্য সময়ও বহু বর্ষ
বলিয়া বোধ করে । ইহার পর আবার পুণ্য-
শোণিতবাহিনী কেশশৈবালপূর্ণা ঘোরা বৈতরনী
নদী পার হইতে হয় । ৬১—৭০ । তারপর যমকিকর-
গণ জীবকে লইয়া যমসমীপে উপস্থাপিত করে ।
তখন পাপীরা সেই ধর্ম্মরাজ যমকে অতি ঘোরাকার
ও কালান্তকাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পুণ্যদ্বারা
অতীব সৌম্যরূপ দর্শন করিয়া থাকে । মনুষ্য-
গণই মরণান্তে যমপুরে যায়, অপরাপর জন্তু যম-
লোকে যায় না, পরন্তু তাহারা মরণান্তে অবিলম্বে
অপর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এইরূপ
শুনা যায় যে, মনুষ্যগণই প্রেত প্রাপ্ত হয়, অন্ত
জন্তু প্রেত প্রাপ্ত হয় না । মরণান্তে ধার্ম্মিকগণ সস-
ন্মানে এবং পাপীরা পাশবন্ধনে যমলোকে নীত
হইয়া থাকে । ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে পথে যমলোকে
যায়, তাহার বিবরণ শুনুন; আমি বলিতেছি । উদ্যান
প্রদাতা জনগণ ফল-পুষ্পশোভিত পথে, ছত্রপ্রদাতা
ছায়াসম্বিত পথে, পাত্রদাতা যনোরোহণে, খাত-
দরোবরাদিদাতা ভূগর্ভবীন হইয়া, যান শয্যা-

ভক্ষ্যভোজ্যৈস্তথা তৃপ্তা যান্তি ভোজনদায়িনঃ ।
 দীপপ্রদাঃ প্রকাশেন গোপ্রদাস্তাঃ নদীং সুখম্ ॥ ৭৭ ॥
 শ্রীমহাদেবঃ ভক্তা যে পুরুষোত্তমম্ ।
 জন্মপ্রভৃতি তে যান্তি পূজ্যমানা যমাসুগৈঃ ॥ ৭৮ ॥
 মহীং গাং কাঞ্চনং লোহং তিলান কার্পাসমেব চ ।
 লবণং সপ্ত ধাতুঞ্চ দত্ত্বা যাতি সুখং নরঃ ॥ ৭৯ ॥
 তেষাং তত্র গতানাঞ্চ পাপিনাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
 চিত্রগুপ্তঃ প্রেতপাশ নিরূপয়তি বৈ ততঃ ॥ ৮০ ॥
 প্রেতলোকে স বসতি ততঃ সদৎসরং নরঃ ।
 বৎসরেণ চ তেনাস্থ শরীর-মভিজায়তে ॥ ৮১ ॥
 সোদকুস্তমথান্নাদ্যং বান্ধবৈর্ঘং প্রদীয়তে । দিনে
 দিনে স তদুক্তা তেন রন্ধিঃ প্রযাতি চ ॥ ৮২ ॥
 পূর্বদত্তমথান্নাদ্যং প্রাপ্নোতি স্বয়মেব চ । স্বয়ং
 যেন ন দত্তঞ্চ তথা দাতা ন বিদ্যতে ॥ ৮৩ ॥
 ন চাপ্যদকদাতাসৌ ক্ষুভ্ভুভ্যামতিপীড়্যতে ।
 বান্ধবৈস্তদকং দত্তং নদীভূহোপতিষ্ঠতি ॥ ৮৪ ॥
 মাসি মাসি চ যচ্ছান্নং ষোড়শশ্রাদ্ধপূর্বকম্ ।
 অত্র ন ক্রিয়তে যন্ত প্রেতহাৎ স ন মৃত্যতে ॥ ৮৫ ॥

আসনাদিদাতা বিমানযোগে, এবং ভক্ষ-ভোজা-
 দাতা উত্তম ভোজনে তৃপ্ত হইয়া যমলোকে গমন
 করিয়া থাকে । দীপদাতা সুপ্রশস্ত পথে যায এবং
 গোপ্রদাতা জনগণ সুখে বৈতরণী নদী পার হয় ।
 যাহারা শ্রীমহাদেব ও শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি
 আজন্ম ভক্তিমান, যমদূতগণ তাহাদিগকে সম্মানে
 লইয়া যায় । যাহারা ভূমি, গো, সুবর্ণ, লৌহ, তিল,
 কার্পাস, লবণ ও সপ্তবিধ ধাতু দান করে, তাহারা
 সুখেই সেই পথ অতিক্রম করিয়া থাকে । পাপী বা
 পুণ্যাশ্রা যাহারাই সেখানে যাউক, চিত্রগুপ্ত তাহা-
 দিগের বিষয় যমরাজকে নিবেদন করেন ॥ ৭১—৮০ ॥
 সেই মানব একবৎসর উক্ত প্রেতলোকেই বাস
 করে ; সেই একবৎসরে তাহার দেহ সম্যক পূর্ণতা
 প্রাপ্ত হয় । বান্ধবগণ যে সজল কুস্ত অন্নাদি দান
 করে, জীব তাহা ভোজন করিয়া দিনে দিনে পুষ্ট
 লাভ করিয়া থাকে ; জীব ইহলোকে যাহা দানাদি
 করে প্রেতলোকে তৎসমস্ত উপভোগ করিয়া থাকে ।
 আর যাহারা ইহলোকে দান করে নাই, কিংবা যাহা-
 দিগকে কোন বান্ধবাদিও অন্নজল দান করে না,
 সে উক্ত প্রেতলোকে ক্ষুধাতৃকায নিয়ত পীড়িত
 হয় । বান্ধবগণ যে জলদান করে, তাহা নদীরূপে
 জীব ব্যক্তির সমীপস্থ হয় । ইহলোকে যাহার

মানুষ্যেণ দিনেনৈব প্রেতলোকে দিনং স্মৃতম্ ।
 তস্মাদিনে দিনে দেয়ং প্রেতাযানঞ্চ বৎসরম্ ॥ ৮৬ ॥
 তঞ্চ শ্রাশানিকা নাম গণা যাম্য। ভয়াবহাঃ ।
 শীতবাতাতপোপেতং তত্র রক্ষন্তি পাপিনম্ ॥ ৮৭ ॥
 যথেষ বন্ধনে কশ্চিদ্ভক্ষ্যতে বিষমৈর্নরৈঃ ।
 প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে ষোড়শশ্রাদ্ধপূর্বকঃ ॥ ৮৮ ॥
 যন্ত তন্ত ন মোক্ষোহস্তুি প্রেতহাদে যুগৈরপি ।
 ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ সুরুতে নরঃ ॥ ৮৯ ॥
 পূর্ণে সংবৎসরে দেহং সম্পূর্ণং প্রতিপদ্যতে । পাপাত্মা
 ঘোররূপস্ত ধার্মিকো দিব্যমুত্তমম্ ॥ ৯০ ॥ ততঃ
 স নরকং যাতি স্বর্গং বা স্নেন কর্মণা । রৌরবাদ্যাশ্চ
 নরকাঃ পাতালতলসংস্থিতা ॥ ৯১ ॥ ভূবাদ্যাঃ
 সত্যপর্যন্তাঃ স্বর্লোকশ্রোদ্ধমাশ্রিতাঃ । ইতিহাস-
 পুরাণেষু বেদস্মৃতিষু যচ্ছ্রুতম্ ॥ ৯২ ॥ পুণ্যং তেন
 ভবেৎ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্যয়াৎ । তত্রাপি কাল-
 বসতিকর্মণামমুরূপতঃ ॥ ৯৩ ॥ অর্বাণ্ডসপিণ্ডীকরণং
 যন্ত বর্ষাচ্চ বা কৃতম্ । প্রেতহমপি তস্মাপি প্রোক্তং
 সদৎসরং ক্রবম্ ॥ ৯৪ ॥ যৈরিষ্টঞ্চ ত্রিভিন্নৈর্ঘৈরর্চিতং

উদ্দেশে মাসিকাদি ষোড়শ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত না হয়,
 তাহার প্রেতহ হইতে মুক্তি হয় না । মানুষ লোকের
 দিনের ও প্রেতলোকের দিনের পরিমাণ তুল্য ।
 পুরাতন সংবসর যাবৎ প্রতিদিনই প্রেতের
 উদ্দেশে অন্ন-জল প্রদান করা কর্তব্য । যমের যে
 শ্রাশানিক নামে ভয়ঙ্কর অনুচরগণ আছে, তাহার
 পাপীকে শীত বাতাতপোপেত স্থানে রক্ষা করিয়া
 থাকে । ইহলোকে যেমন বন্দী ব্যক্তি রক্ষিগণে
 রক্ষিত হয়, প্রেতলোকেও জীব তদ্রূপই
 প্রেতহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে । যাহার
 উদ্দেশে ষোড়শ শ্রাদ্ধ ও প্রেতপিণ্ড প্রদত্ত না হয়,
 বহু যুগেও তাহার প্রেতহ হইতে বিমুক্তি হয় না ।
 পরন্তু সংবসরান্তে বান্ধবগণ সপিণ্ডীকরণানুষ্ঠান
 করিলে সেই জীব সম্পূর্ণ দেহ প্রাপ্ত হয় ।
 পাপাত্মা ঘোরাকার এবং পুণ্যাশ্রা সুন্দর দিব্য দেহ
 লাভ করে ॥ ৮১—৯০ ॥ অতঃপর সেই জীব স্বীয়
 কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন করে । রৌরবাদি
 নরক সমস্ত পাতালতলে প্রতিষ্ঠিত । আর ভূপ্রভৃতি
 সত্য লোক পর্যন্ত উর্দ্ধভাগে বিরাজিত । ইতি-
 হাস পুরাণ বেদ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে শুনা যায় যে,
 পুণ্য কর্ম্মে স্বর্গ আর পাপ কর্ম্মে নরকপ্রাপ্তি হয় ।
 সেখানেও দেশকালানুসারে কর্ম্মানুরূপ সুখ-দুঃখ
 ভোগ হইয়া থাকে । এক বৎসরের মধ্যেও যদি

বা সুরভ্রম। প্রেতলোকঃ ন তে যান্তি তথা যে সমরে হতাঃ ॥ ৯৫ ॥ শুক্লেন পুণ্যেন দিবক শুদ্ধাং পাপেন শুক্লেন তথা তমোহক্ষম। মিশ্রেন স্বর্গং নরকঞ্চ যান্তি দেহস্তথৈবাস্তা ভবেচ্চ তাদৃক ॥ ৯৬ ॥ প্রশ্নত্রয়ঞ্চৈতি তব প্রণীতমুৎপত্তিমৃত্যু পরলোক-বাসঃ। যথা গুরুর্মে সমদাজহার কিং ভূয ইচ্ছস্মাত তদ্বদামি ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীশ্বান্দে আদিতাকর্মসংবাদে জীবন্তা
পারলৌকিকগত্যাদিবর্ণনং নাম
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

অতিথিরূবাচ। যদেতৎ পরলোকস্ত স্বরূপং
বাহ্যতঃ হ্রদা। আগমং সমুপাশ্রিত্য তত্ত্বত্বেন
সংশয়ঃ ॥ ১ ॥ কিন্তুত্র নাস্তিকাঃ পাপাঃ সান্দিহাস্তে-
হল্লচেতনাঃ। তেষাং নিঃসংশয়কৃতে বদ কস্মাকলং
হি যৎ ॥ ২ ॥ ইহৈব কস্ম কস্মৈব কস্মাণঃ পাপকস্ম

সপিণ্ডীকরণ অন্তর্স্থিত হয়, তথাপি জীব এক বৎসর
যাবৎ প্রেতযোনিতেই বাস করে, ইহা স্মৃতিশ্রুতি।
যাহারা অশ্রমেধাদি তিনটী যজ্ঞ করে, যাহারা
শিবাদি দেবত্রয়ের অর্চনা করে, আর যাহারা
সম্মুখ-সমরে নিহত হয়, তাহারা প্রেতলোকে যায়
না। বিষ্ণুক পুণ্যে বিষ্ণুক স্বর্গ, বিষ্ণুক পাপে তাদৃশ
ঘোর অন্ধতমঃ এবং মিশ্র কস্মে স্বর্গ ও নরক উভয়ই
ভোগ করে; তত্বেকালে তাহার দেহও ততৎ
কথাভোগযোগ্যই হইয়া থাকে। হে দ্বিজ! আপনি
যে, জীবের উৎপত্তি, মৃত্যু ও পরলোকগতি
বিষয়ক তিনটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে
আমার গুরু যেমন উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি
তাহাই আপনাকে কহিলাম। এক্ষণে অপর কোন
বিষয় শুনিতে চাহেন?—বলুন, আমি তাহারও
উত্তর প্রদান করিতেছি ॥ ৯১—৯৭ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

অতিথি কহিলেন,—হে কর্মঠ! তুমি যে
শাস্ত্রাবলম্বনে পরলোকের স্বরূপ বর্ণন করিলে,
তাহা সত্যই বটে; সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে
অল্পবুদ্ধি নাস্তিক পাণ্ডুগণ সন্দেহ করিয়া
থাকে; তাহাদিগের সন্দেহনিবারণার্থ কস্মের

চ। প্রভাবাৎ কৌদৃশো জায়েৎ কর্মঠেতদ্বদাস্তি
চেৎ ॥ ৩ ॥ কর্মঠ উবাচ। সর্বমেতৎ প্রবক্ষ্যামি
স্থিরো ভূত্বা শৃণু তৎ। যথা মম গুরুঃ প্রাণ যন্মে
চেতসি সংস্থিতম্ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মা ক্ষয়রোগী স্মাৎ
সুরাপঃ শ্রাবদন্তকঃ। সুর্যচোরঃ কুনখী দৃশ্চক্ষ্মা
গুরুতল্লগঃ ॥ ৫ ॥ সংসর্গী সর্বরোগী স্মাৎ পঞ্চ
পাতকিনশ্রমী। নিন্দামাকর্ণা সাধুনাঃ বধিরা
সম্প্রজায়তে। স্বয়ং প্রকীর্ত্তয়েচ্চাপি মূকঃ পাপো-
হভিজায়তে। আজ্ঞালোপী গুরুণাঞ্চ অপস্মারী
ভবেন্নরঃ ॥ ৬ ॥ অবজ্ঞা কারকস্তেষাং কুমিরেবাভি-
জায়তে। উপেক্ষতঃ পূজাকার্যাৎ দুস্প্রজ্ঞহৃৎ
জায়তে ॥ ৮ ॥ চৌর্য্যাদি সাধুদ্রব্যানাং দদাদ্যাবৎ
পদানি চ। তাবদ্ব্যাপি পঞ্চহং স প্রাপ্নোতি
নরারমঃ ॥ ৯ ॥ দগ্ধা হরতি তদ্বুরো জায়তে
কুকলাসকঃ। কুপিতানপ্রসাদৈব পূজান্ স্মাজ্জীর্ষ-
রোগবান ॥ ১০ ॥ রজস্বলামভিগচ্ছৎ চণ্ডালঃ
সম্প্রজায়তে। বস্ত্রাপহারী শিত্রী স্মাৎ কৃষ্ণকুর্গ

যেমন যেমন ফল হয়, তাহা তুমি বর্ণন কর।
হে কর্মঠ! যে যে পাপ-পুণ্যের ফলে
জীব ইহলোকে যে যে ভাবে জন্ম গ্রহণ করে,
তোমার জ্ঞাত থাকিলে তাহা তুমি বর্ণন কর। কর্মঠ
কহিল,—আমি এতৎ সমস্তই বলিতেছি, আপনি
স্থিরভাবে শ্রবণ করুন। এ সম্বন্ধে আমার
গুরু যেমন উপদেশ দিয়াছেন এবং আমার
চিত্তে যেরূপ ধারণা, আমি তদনুসারে বলিতেছি।
ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি ক্ষয়রোগী হয়; সুরাপায়ী
ব্যক্তি শ্রাবদন্ত, স্বর্গচোর কুনখী, গুরুদারহর্ত্তা
দৃশ্চক্ষ্মা এবং ইহাদিগের সংসর্গকারী ব্যক্তি
উক্ত সর্বরোগাক্রান্ত হয়। ইহারা পঞ্চ মহা-
পাতকী। সাধুজনের নিন্দা শ্রবণ করিলে
মানব বধির হয়; আর স্বয়ং সাধুনিন্দা করিলে
সেই পাপে মূক হইয়া থাকে। গুরুজনের আজ্ঞা
লঙ্ঘন করিলে অপস্মার হয়, গুরুজনের অবজ্ঞা
করিলে কুমিরোনি লাভ করে। পূজাজনের পূজায়
উপেক্ষা করিলে মানব দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। সাধু-
জনের দ্রব্যাপহরণার্থ যত পদক্ষেপ করে, সেই নরা-
ধম তত বৎসর পঞ্চ হইয়া থাকে। দান করিয়া
পুনরায় তাহা হরণ করিলে কুকলাশ হয়। কুপিত
গুরুজনকে অনুনয়াদি দ্বারা শাস্ত না করিলে শিরো-
রোগী হইয়া থাকে।—১—১০। রজস্বলাসঙ্গমে
চণ্ডাল হয়; এবং বস্ত্রাপহারী শিত্ররোগী হইয়া

তথ্যগিদঃ ॥ ১১ ॥ দর্দুরো রূপাহারী স্তাৎ কুটসাক্ষা
মুখাক্ষজঃ । পরদার্যশ্চ কামেন দ্রষ্টা স্তাদক্ষিরোগ-
বান ॥ ১২ ॥ প্রতিজ্ঞা যাপ্রযচ্ছন যো হস্তায়ুর্জায়তে
নরঃ । বিপ্রবৃত্তাপহারী স্তাদজীর্ণো সর্বদাদমঃ ॥ ১৩ ॥
নৈষ্ঠিকান্নাশনাদুয়ো নিরুত্তো রোগবান সদা । পত্নী-
বহ্নে হৈকস্তাং রেতোমোক্ষঃ ক্ষণী ভবেৎ ॥ ১৪ ॥
স্বামিনা ধর্মযুক্তো যন্তুত্বায়েন সমাচরেৎ । স্বয়ং
বা ভক্ষয়েদ্রব্যং স মুঢ়ঃ স্তাজ্জলোদরী ॥ ১৫ ॥
দুর্বলং পীড়্যমানং যো বলবান সমুপেক্ষতে ।
অঙ্গহীনঃ স চ ভবেদম্লং ক্ষুধিতো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥
ব্যবহারে পক্ষপাতী জিহ্বারোগী ভবেন্নরঃ । ধর্ম-
প্রবৃত্তিং সঞ্চাৰ্য্য পত্ন্যাদীষ্টবিয়োগকৃৎ ॥ ১৭ ॥
স্বয়ম্পাকাগ্রভোজী যো গলরোগমবাপ্নুয়াৎ ।
পঞ্চযজ্ঞানকৃৎস্বৈব ভুঞ্জানো গ্রামশূকরঃ ॥ ১৮ ॥
পর্কমৈধুন-কন্মেহী পরিতাজ্য স্বগেহিনীম্ । বেষ্ঠা-
দিরক্তো মুঢ়াত্মা খন্ডাটো জায়তে নরঃ ॥ ১৯ ॥

থাকে। অগ্নিদাতা রূক্ষকুষ্ঠাক্রান্ত, রোপ্যাপহারী
দুর্দুরোগী, এবং মিথ্যা সাক্ষাদাতা মুখরোগী হইয়া
জন্মে। সকামভাবে পরনারীদর্শনে মানব নৈষ্টি-
রোগী হয়; আর প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা দান না
করিলে মানব অল্লাঘ হইয়া থাকে। যে অধম
মানব ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপহরণ করে, সে সর্বদা
অজীর্ণরোগে ক্রেশ ভোগ করিয়া থাকে। ব্রহ্ম-
চারিত্যোগ্য হবিষ্যাহার পরিহার করিলে সতত
রোগ ভোগ করিতে হয়। বহু পত্নী থাকিতে যদি
কেবল মাত্র এক পত্নীতেই সঙ্গম করে তবে সে
ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। প্রভু কোনও ধর্মকার্যে
নিয়োগ করিলে, সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অধর্ম্যাচরণ
করে কিম্বা স্বয়ং স্বামিভবা আত্মসাৎ করে, সে
জলোদর রোগাক্রান্ত হয়। দুর্বল ব্যক্তিকে নিপী-
ড়িত হইতে দেখিয়াও যদি বলবান ব্যক্তি উপেক্ষা
করে, তবে সে অঙ্গহীন হয়। অন্নাপহরণ করিলে
তাহাকে ক্ষুধা ক্রেশ পাইতে হয়। বিচারকার্যে
পক্ষপাত করিলে তাহার জিহ্বারোগ জন্মে।
কাহারও ধর্মপ্রবৃত্তিতে, বাঘাত ঘটাইলে তাহার
ভাৰ্য্যা প্রিয়জনের বিয়োগ-দুঃখ ভোগ হয়। স্বয়ং
শাক করিয়া তাহার অগ্রভাগ স্বয়ংই ভোজন করিলে
তাহার কণ্ঠরোগ জন্মে। পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া ভোজন
করিলে মানব গ্রামশূকর শরীর লাভ করে। পর্ক-
কালে মৈধুন করিলে মেহরোগ জন্মে। নিজ পত্নীকে
হস্তিয়া বেষ্ঠাদিতে আসক্ত মানবের খালিত্য রোগ

পরিক্ষীণান্ মিত্রবন্ধুন্ স্বামিনং দায়তাইগান্ । অবমন্ত
নিবৃত্তাত্মা ক্রিষ্টবৃত্তিঃ সদা ভবেৎ ॥ ২০ ॥ ছদ্মনোপ-
চরেদ্যন্ত পিতরো স্বামিনং গুরুন । প্রাপ্তব্যার্থস্তাতি-
কষ্টাৎ পরিভ্রংশোহর্থজো ভবেৎ ॥ ২১ ॥ বিশ্বক্সা-
পহারী তু হৃৎথানাং ভাজনং ভবেৎ । ধার্মিকে
সুদ্রকারী যো নরঃ স বামনো ভবেৎ ॥ ২২ ॥
দুর্বলবৃষবাহী যঃ কটিলুতী ভবেৎ স চ ॥ ২৩ ॥
জাতাক্ষচাপি যো গোষ্ঠো নিম্পশুর্দুঃখকৃৎসবাম্ ।
নির্দয়ো গোষু ঘাতাদৈঃ সদা সোহধ্বসু কষ্টগঃ ॥ ২৪ ॥
নিস্তেজকঃ স ভাৰ্য্যাং যো গলগণ্ডী স জায়তে ।
সদা ক্রোধী চ চণ্ডালঃ পুতিবক্তৃশ্চ সূচকঃ ॥ ২৫ ॥
অজবিক্রয়কৃৎস্বাধঃ কুণ্ডলী ভূতকো ভবেৎ ।
নাস্তিকস্তিলপিণ্ডী স্তাদব্রহ্মো গীতজীবনঃ ॥ ২৬ ॥
অভক্ষ্যাদো গণ্ডমালী স্ত্রীবাদী চানুতস্ত কৃৎ ।
অন্তায়তো জ্ঞানগ্রাহী মূর্খো ভবতি মানবঃ ॥ ২৭ ॥
শাস্ত্রচৌরঃ কেকরাক্ষঃ কথাং পুণ্যকৃৎ ছেষ্টি যঃ ।
কর্মিবক্তৃঃ স চ ভবেদ্বিত্তেষ্ঠো নরকাৎ কুধীঃ ॥ ২৮ ॥

জন্মে। দ্ববস্থাপন্ন বন্ধু-বান্ধব প্রভু প্রিয়জন বা অনু-
গত ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া যে জন স্বয়ং সন্তুষ্ট
ভাবে থাকে, তাহাকে সতত ক্রেশে জীবিকা নিষ্কাহ
করিতে হয়। ১১--২০। পিতা মাতা প্রভু ও গুরু-
জনগণের সহিত কপট ব্যবহার করিলে তাহার
লক্ষব্য বিষয়লাভে অতিশয় ক্রেশ হয় এবং নিযত
অর্গনাশ ঘটয়া থাকে। বিশ্বাসঘাতী ব্যক্তি হৃৎথ-
ভাজন হয়। যে নর ধার্মিক জনের সহিত দুর্ব্যব-
হার করে, সে বামন হইয়া জন্মে। দুর্বল বৃষদ্বারা
ভারবহন করাইলে কটিলুত রোগাক্রান্ত হয়।
গোঘাতী ব্যক্তি জন্মান্ত হয়, আর গোগণের পীড়া-
দায়ক নর পশুহীন হইয়া থাকে, বিশেষতঃ গো
সকলকে প্রহারাদি দ্বারা সতত উৎপীড়ন করিলে
নিযত পথক্রেশ পায়। সভামধ্যে কাহাকেও
অপদস্থ করিলে গলগণ্ড রোগ জন্মে। সদাক্রোধী
ব্যক্তি চণ্ডাল হয় আর গোপনে পর-কুৎসাকারী
মানব পুতিমুখ হইয়া থাকে। ছাগ বিক্রয়কারী
বাধ হয়; কুণ্ডলী ব্যক্তি বেতনজীবী হয়; নাস্তিক
মানব তিলপিণ্ডী হয়; আর বেদবিধিতে অশ্রদ্ধাবান
নর গীতজীবী হইয়া জন্মে। অভক্ষ্য ভক্ষণকারী
ব্যক্তির গণ্ডমালা রোগ হয়। মদ্যনিম্মাতা মান-
বের স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। মানব অস্তায়পূর্বক জ্ঞান
গ্রহণ করিলে মূর্খ হয়, শাস্ত্রচৌর্য্য করিলে কেকর-
নেত্র হয়; ১এবং পুণ্য কথায় বিশ্বাস করিলে

দেবদ্বিজগবাং রুতিহারকো বাস্তভক্ষকৃৎ । তড়াগা-
রামভেতা যো ভবেদিকলপাণিকঃ ॥ ২৯ ॥ ব্যবহারে
চ্ছলগ্রাহী ভূত্যাগ্রস্তো ভবেন্নরঃ । সদা পুরুষরোগী
স্মাৎ পরদাররতো নরঃ ॥ ৩০ ॥ বাতরোগী
কুবৈদ্যঃ স্তাদ্ভুত্যা গুরুতল্লগঃ । মধুমেহী খরীগামী
গোত্রস্ত্রীমৈথুনোহপ্রসূঃ ॥ ৩১ ॥ স্বসারঃ মাতরং
পুত্রবধূঃ গচ্ছন্নবীজবান্ । কৃতঘ্নঃ সৰ্বকাৰ্য্যানাং
বৈফল্যং সমুপাশ্রুতে ॥ ৩২ ॥ ইত্যেব লক্ষণোদ্দেশঃ
পাপিনাং পরিকীর্তিতঃ । চিত্রগুপ্তোহপি মুহুত
সকলস্তানুবর্ণনে ॥ ৩৩ ॥ এতে নরকবিভ্রষ্টা
ভুক্তা যোমীঃ সহস্রশঃ । এবংবিধৈর্চিহ্নিতাশ্চ জায়ন্তে
লক্ষণৈর্নরঃ ॥ ৩৪ ॥ যে হি ধর্ম্মং ন মনুন্তে তথা
যে ব্যসনৈজ্জিতাঃ । অনুমানেন বোধবাং যদেতে
শেষপাপিনঃ ॥ ৩৫ ॥ যেমাং ভ্রান্তগতং পাপং স্বর্গাদ্বা
যে সমাগতাঃ । সৰ্বব্যাসননির্মুক্তা ধর্ম্মমেকং ভজন্তি
তে ॥ ৩৬ ॥ ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ।—ধর্ম্মাদনবমং
সৌখ্যমধর্ম্মাদুঃখসম্ভবঃ । তস্মাদধর্ম্মং সুখার্থ্য কুৰ্য্যাৎ

সেই দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি নরকভোগান্তে ইহলোকে
কুমিষক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । দেব, দ্বিজ
ও গোগণের রুতিহরণকারী ব্যক্তি বাস্তভক্ষী হয় ;
আর তড়াগ ও উদ্যানবিনাশক মানবের হস্ত বিফল
হইয়া যায় । ২১—২৯ । বিচার কাষে ছল করিয়া
উপেক্ষা করিলে মানব ভূতা জন দ্বারা আক্রান্ত
হইয়া থাকে । পরনারীনিরত নর ধ্বজভঙ্গ রোগে
আক্রান্ত হয় । চিকিৎসা শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইয়া
চিকিৎসা কার্যে রত হইলে বাত রোগাক্রান্ত হয় ।
গুরুদারগামী ভ্রুত্যা হইয়া থাকে । গর্দভী গমনে
মধুমেহ রোগ জন্মে । সগোত্রাগামী নিকংশ হয় ।
ভগিনী মাতা ও পুত্রবধূ গমনে সন্তানোৎপাদন-
শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায় । কৃতঘ্ন মানব সৰ্বকর্মেই
বিফলপ্রযত্ন হয় । পাপীদিগের লক্ষণ এই আমি
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কীর্তন করিলাম । চিত্রগুপ্তও
ইহার সম্যক্ বর্ণনে অসমর্থ । এই সমস্ত পাপী
নরকভোগান্তে উক্ত লক্ষণসমূহে চিহ্নিত হইয়া জন্ম
পরিগ্রহ করে । যাহারা ধর্ম্ম মানে না এবং যাহারা
ব্যসনে সমাক্রান্ত, তাহারা যে কিরূপ পাপী
আর কিরূপ ফলই বা ভোগ করিবে, তাহা
অনুমান দ্বারাই বোধব্য । হে দ্বিজ ! যাহা-
দিগের পাপ নাই, কিহা যাহারা স্বর্গ হইতে সমাগত
হইয়াছে, তাহারা সৰ্বব্যাসনহীন ও ধার্ম্মিক হইয়া
থাকে । এ সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক আছে, যথা,—

পাপং বিবর্জয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ লোকদ্বয়েহপি যৎ সৌখ্যং
তদধর্ম্মাৎ প্রোচ্যতে যতঃ । ধর্ম্মমেকমতঃ কুৰ্য্যাৎ
সৰ্বকাৰ্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৮ ॥ মুহুতমপি জীবতে নরঃ
শুক্রেণ কৰ্ম্মণা । ন কল্পমপি জীবতে লোকদ্বয়-
বিরোধিনা ॥ ৩৯ ॥ ইতি পৃষ্টং ইয়া বিপ্র যথাশক্ত্যা
মযোঁরিতম্ । অহুতঃ স্তুতমথবা ক্ষম্বাঃ কিং
বদামি চ ॥ ৪০ ॥ নারদ উবাচ । কমঠৈশ্চৈতদাকর্ণ্য
অষ্টবধন্ত ভাসিতম্ । ভগবান্ ভাস্করঃ প্রীতো
বভূবাতীব বিস্মিতঃ ॥ ৪১ ॥ প্রশংস চ তান্ বিপ্রান
হারীতপ্রমুখাংস্তদা । অহো বসুমতী ধন্তা দ্বিজৈ-
রেবাবিধোক্তমৈঃ ॥ ৪২ ॥ অথ প্রজাপতির্ধন্তো
যগ্নধাদাতিপালাতে । অমীভব্রাঙ্গণবরৈর্ধন্তা
বেদাশ্চ সম্প্রতি ॥ ৪৩ ॥ যেমাং মধ্যো বালবুদ্ধি-
রিয়মেতাদৃশী ক্ষুটী । হারীতপ্রমুখাণাং হি কা দৈ
বুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥ অসংশয়ং ত্রিলোকস্থমেসাম-
বিদিতং ন হি । যদেতাংনারদঃ প্রাহ ভূয়স্তস্মাদমী

ধর্ম্ম হইতে পরম সুখ আর অধর্ম্ম হইতে দুঃখোৎ-
পত্তি হয় ; অতএব সুখলাভার্থ ধর্ম্মাচরণ করিবে এবং
পাপ কাৰ্য্য হইতে বিরত হইবে । যেহেতু ধর্ম্মদ্বারা
ইহ-পর উভয় লোকেই প্রভূত সুখভোগ হয়,
ইহা সুখীগণ বলিয়া থাকেন । এই জন্ত সৰ্বকর্ম্ম
সাধনোদ্দেশে একমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানই কর্তব্য । শুদ্ধ
কর্ম্ম করিয়া মুহুতকাল জীবিত থাকি ও ভাল ; পরন্তু
লোকদ্বয়বিরোধী পাপকর্ম্ম করিয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত
জীবন ধারণও ভাল নহে । হে দ্বিজ ! এই আমি
আপনার প্রশ্নের যথাশক্তি উত্তর দান করিলাম ;
ভাল-মন্দ যাহা বলিয়া থাকি, আপনি তাহা ক্রমা
করিবেন । অতঃপর আপনাকে আর কি বলিব ?
৩০—৪০ । নারদ করিলেন,—ভগবান্ ভাস্কর, সেই
অষ্টবর্ষীয় বালক কমঠের এই কথা শুনিয়া অতীব
প্রীত হইলেন এবং সবিম্বয়ে হারীতপ্রমুখ মুনি-
গণকে প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন,—আহা !
এবদ্বিধ উত্তম দ্বিজগণকে ধারণ করিয়া বসুমতী
ধন্তা হইয়াছেন ; আর ইহারা যাহার বিধি প্রতি-
পালন করেন, সেই প্রজাপতিও ধন্ত । এই
বিপ্রবরগণ দ্বারা সম্প্রতি বেদ সকলও ধন্ত হই-
য়াছে । যাহাদিগের মধ্যস্থ বালকেরও বুদ্ধি এত-
দৃশ সুনির্মল ! ইহাতে হারীতপ্রমুখ বৃদ্ধগণের
বুদ্ধি যে কিরূপ সমুজ্জল তাহা অনুমানগম্য, নিশ্চয়ই
ত্রিলোকে ইহাদিগের কিছুমাত্র অবিদিত নাই ।
নারদ ইহাদিগের বিষয় যেমন বলিয়াছিলেন, আমি

বহু ॥ ৪৫ ॥ ইতি প্রশস্ত তান্ বিপ্রান্ প্রহৃষ্টো রবির-
ব্রবীৎ । অহং সূর্য্যো বিপ্রমুখ্য যুগ্মকং দর্শনাৎ
কৃতে ॥ ৪৬ ॥ সমাগতঃ সূর্যালোকাৎ প্রাপ্তঃ
নেত্রকলঞ্চ মে । ভবদ্বিধেবিপ্রমুখ্যঃ সংল্লন-
সংসান্নাৎ ॥ ৪৭ ॥ অস্ত্যজা অপি পৃথুস্তে কিং
পুনর্নাদৃশা দ্বিজাঃ । সর্ব্বথা নারদো ধনো যোহসৌ
ত্রৈলোক্যাত্ত্ববিৎ ॥ ৪৮ ॥ যুগ্মাভির্বধাত্তে শ্রেয়ো
যশ্চ বৈ ধৃতকিঞ্চিদৈঃ । প্রণমামি চ বঃ সন্দান্ননো-
বুদ্ধিসমাধিভিঃ । তপো বিদ্যা চ ব্রহ্মঞ্চ যতো
বার্দ্ধক্যাকারণম্ ॥ ৪৯ ॥ বরং মত্তো বৃক্ষাধ্বং দ্বলিত-
যং হৃদীচ্ছত । যুগ্মং স্বয়ং হি বরদা মৎসঙ্গো মাংস্ত
নিফলঃ ॥ ৫০ ॥ দেবতানাং হি সংসর্গো নিফলো
নোপজায়তে । তস্মান্নত্তো বরং কিঞ্চিদ্ বৃক্ষাধ্বং
প্রদদামি বঃ ॥ ৫১ ॥ শ্রীনারদ উবাচ । ইতি
সূর্য্যবচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টোস্তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫২ ॥
সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা পাদ্যার্ঘ্যাস্ততিবন্দনৈঃ ।
মণ্ডলাদীন্মহাজপ্যান গুণন্তঃ প্রোচিরে রবিম্ ॥ ৫৩ ॥

দেখিতেছি, ইহারা তদপেক্ষায়ও অধিক প্রশংসার
ভগবান্ রবি হৃষ্টচিত্তে এই ভাবে তাঁহাদিগকে বহু
প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্রবরগণ! আমি
সূর্য্য; আপনাদিগের দর্শনার্থ আমি সূর্যালোক
ইহঁতে এখানে আসিয়াছি। পরন্তু আমার নদনের
সাফল্যও ঘটয়াছে। হে দ্বিজগণ! আপনাদের
ছায় বিপ্রবরগণ সহ একত্রাবস্থানে ও কথাবাতায়
অস্ত্যজেরাও পবিত্র হয়, মাদৃশ ব্যক্তির
কথা কি? ত্রৈলোক্যাত্ত্বজ নারদ মূনি সন্নিধি
ধন্য; যেহেতু তাদৃশ নিকরায় সাধুগণ তাঁহার
শ্রেয়ঃসাধন করিতেছেন। তপস্যা, বিদ্যা ও
সদাচার,—এই তিনটাই বিপ্রগণের প্রধানজনক;
এজন্ত আমি আপনাদিগের সকলকেই বুদ্ধিমন্তঃ-
সমাধানপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি। আপনারা
যাঙ্গা কামনা করেন, আমার নিকট সেই
দুর্লভ বর গ্রহণ করুন। যদিও আপনারা স্বয়ংই
বরদানক্ষম, তথাপি আমার সঙ্গ নিফল না হউক।
দেবতাদিগের সংসর্গ কদাচ বিফল হয় না; সেই
জন্তই আপনারা আমার নিকট কোনও বর প্রার্থনা
করুন; আমি তাহা প্রদান করিব। ৪১—৫১।
নারদ কহিলেন,—সূর্য্যের এই কথা শুনিয়া সেই
দ্বিজবরগণ সর্ব্বে পরম ভক্তিসহকারে পাদ্য অর্ঘ্য
ভক্তি বন্দন ও মণ্ডলাদিমহাজপ্য পাঠ দ্বারা সেই

জয়াদিত্য জয় স্বামিন্ জয় ভানো জয়ামল । জয়
বেদপতে শশ্বত্তারয়ান্মনঃপতে ॥ ৫৪ ॥ বিপ্রাণাং
ত্রঃ পরো দেবো বিপ্রসর্গোহপি হনুয়ঃ । নিতরাং
পূতমেতন্নঃ স্থানং দেব ত্রয়েক্ষিতম্ ॥ ৫৫ ॥ অদ্য
নঃ সফলা বেদা অদ্য নঃ সফলাঃ ক্রিয়াঃ । অদ্য নঃ
সফলং গোহং হুয়া সঙ্গমা গোপতে ॥ ৫৬ ॥ বরং
যদি প্রদাতাসি তদেনং প্রবর্ণ্যমহে । আশ্মাকীন্-
মিদং স্থানং ন হি ত্যাজ্যং কথঞ্চন ॥ ৫৭ ॥ শ্রীসূর্য্য
উবাচ । যস্মাদ্ভবন্তিঃ পৃথ্বঃ হি জয়াদিত্যোতি
চোদিতম্ । জয়াদিত্য ইতি খ্যাতস্তস্মাৎ স্থাস্তেহত্র
সর্ব্বদা ॥ ৫৮ ॥ যাবন্নহী সমুদ্রাশ্চ পর্ব্বতা নগরানি
চ । তাবৎ স্থানমিদং বিপ্রা ন হি ত্যক্ষ্যামি
কর্হিচৎ ॥ ৫৯ ॥ দারিদ্ৰরোগসংঘাতান্ দদ্রবো
মণ্ডলানি চ । কুষ্ঠাদীন্নাশয়িষ্যামি ভজতামত্র
সংস্থিতঃ ॥ ৬০ ॥ যো মামত্র স্থিতঃ চাপি পূজয়িষ্যতি
মানবঃ । সূর্যালোকমিবাগম্য পূজাং তস্ম ভজ্যমাহম্ ।
৬১ ॥ শ্রীনারদ উবাচ । এবমুক্তে ভগবতা

রবি দেবকে অর্চনা করিয়া কহিলেন,—হে আদিত্য!
আপনার জয় হউক, হে স্বামিন! আপনার জয়
হউক, হে ভানো! আপনার জয় হউক, হে অমল!
আপনার জয় হউক; হে বেদপতে! আপনার
জয় হউক। হে অহর্পতে! আপনি আমাদিকে ত্রাণ
করুন। আপনি বিপ্রগণের পরম দেবতা, বিপ্র-
হৃষ্টই হনুয়। হে দেব! আপনার দ্বারা বিলো-
কিত হওয়ার আমাদিগের এই স্থানও অতিশয়
পবিত্র হইল। অদ্য আমাদিগের বেদাধ্যয়ন
সফল, অদ্য আমাদিগের ক্রিয়ানুষ্ঠান সফল; এবং
হে কিরণরাজ! আপনার সমাগমে অদ্য আমাদি-
গের গৃহও সফল হইল। আপনি যদি বর দান
করিতে চাহেন, তবে আমরা এই বর প্রার্থনা করি
যে, আপনি আমাদিগের এই স্থান কদাচ পরিত্যাগ
করিবেন না। শ্রীসূর্য্য কহিলেন,—যেহেতু আপ-
নারা প্রথমেই আমাকে জয়াদিত্য বলিয়া অভি-
নন্দিত করিলেন, তজ্জন্ত আমি এখানে জয়াদিত্য
নামেই সতত অবস্থান করিব। মহী পর্ব্বত সমুদ্র
ও নগর সকল যাবৎ থাকিবে, হে বিপ্রগণ! আমি
তাবৎ কাল পর্য্যন্ত এ স্থান কদাচ পরিত্যাগ করিব
না। এখানে থাকিয়া আমি ভক্তগণের দরিদ্রতা ও
দুঃখ, মণ্ডল, কুষ্ঠাদি রোগ সকল বিনাশ করিব।
যে মানব আমাকে এখানে পূজা করিবে, সূর্য্য-
লোকে যাইয়া আমার অর্চনা করিলে তাহাতে

হারীতাদ্যা বিজোক্তমাঃ । মূর্তিঃ সংস্থাপয়ামাসু-
বেদোদিতবিধানতঃ ॥ ৬২ ॥ ততো দ্বিজাঃ প্রাহুরেবং
কমঠঃ স্বংকৃতে রবিঃ । অত্র স্বামী স্থিতস্তস্মাৎ
প্রথমঃ স্ত্বহি স্বং রবিম্ ॥ ৬৩ ॥ ইত্যুক্তো ব্রাহ্মণৈঃ
সকৈঃ কমঠো বাগ্মিনাং বরঃ । প্রণিপত্য জয়াদিত্যঃ
মহাস্তোত্রমিদং জগৌ ॥ ৬৪ ॥ ন স্বং কৃতঃ কেবল-
সংশ্রুতশ্চ যজুসোবাং বাহরত্যাদিদেব । চতুর্বিধা
ভারতী দূরদূরং ধৃষ্টঃ স্তোমি স্বার্থকামঃ ক্ষমৈতৎ ॥ ৬৫ ॥
মার্ত্তণ্ড সূর্য্যাস্তুরবিস্তথেলো ভানুর্ভগশ্চাধ্যমা স্বর্ণ-
রেতাঃ ॥ ৬৬ ॥ দিবাকরো মিত্রবিষ্ণুশ্চ দেব খাতস্বঃ
বৈ দ্বাদশাত্মা নমস্তে । লোকত্রয়ং বৈ তব গর্ভগেহং
জলাধারঃ প্রোচ্যসে গং সমগ্রম্ ॥ ৬৭ ॥ নক্ষত্রমালা
কুসুমভিমালা তস্মৈ নমো ব্যোমলিঙ্গায় তুভ্যাম্ ॥
৬৮ ॥ স্বং দেবদেবস্বমনাথনাথস্বঃ প্রাপ্যপালঃ
রূপণে রূপালুঃ । স্বং নেত্রনেত্রং জনবুদ্ধিবুদ্ধিরাকাশ-

যেমন প্রীতি লাভ করি, তৎপ্রতি তজ্রপই প্রীত
হইব । ৫২—৬১ । শ্রীনারদ কহিলেন,—ভগবান্
আদিত্য এইরূপ বলিলে পর হারীতাদি মুনিগণ
বেদোক্ত বিধানে সে স্থানে সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপন
করিলেন । পরে দ্বিজগণ কমঠকে কহিলেন
যে, তোমার জন্মই রবি দেব এখানে অবস্থিত
হইয়াছেন ; অতএব প্রথমতঃ তুমিই তাহাকে
স্তব কর । বাগ্মিবর কমঠ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক
এইরূপ অভিহিত হইয়া জয়াদিত্যকে প্রণতি-
পুষ্পক এই মহাস্তোত্র পাঠ করিলেন । যথা,—
হে আদিদেব । আপনি কাশ্যবও কৃত নহেন,
পরন্তু কেবল মাত্র শ্রুতই হইতেছেন ; যজুর্বেদে
এইরূপ উক্তি আছে । বসন্তঃ চতুর্ধিধ বাণী আপনার
তত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে দূরে দূরেই থাকে, নিকটে ও যাইতে
পারে না ; আমি ধৃষ্ট, তথাপি স্বার্থসাধনাথ
আপনাকে স্তব করিতেছি । আপনি এই অপরাধ
ক্ষমা করুন । মার্ত্তণ্ড, সূর্য্য, অশ্ব, রবি, ইন্দ্র,
ভানু, ভর্গ, অধ্যমা, স্বর্ণরেতা ; দিবাকর, মিত্র, বিষ্ণু,
ও দ্বাদশাত্মা নামে আপনি বিখ্যাত ; হে দেব !
আপনাকে নমস্কার । এই লোকত্রয় আপনার
অন্তর্গত স্বরূপ, সমগ্র নভোমণ্ডল আপনার জলাধার
স্বরূপ, নক্ষত্রমালা পুষ্পমালাবৎ আপনার শোভা
সম্পাদন করে ; আপনি স্বয়ং ব্যোমবিহারী হংস-
স্বরূপ ; আপনাকে নমস্কার । আপনি দেবদেব ;
আপনি অনাধনাথ ; আপনি শরণাগতপালক ও
শ্রীমন্মুনে দয়াবান্ । আপনি, নয়নের নয়ন,

কাশো জয় জীবজীবঃ ॥ ৬৯ ॥ দারিদ্ৰ্যাদারিদ্ৰ্য-
নিধে নিধীনামমঙ্গলামঙ্গল শর্ম্মশর্ম্ম । রোগপ্ররোগঃ
প্রথিতঃ পৃথিব্যাঃ চিরং জয়াদিত্য জয়াপ্রমেয় ॥ ৭০ ॥
ব্যাধিগ্রস্তঃ কুষ্ঠরোগাভিভূতঃ ভয়ভ্রাণঃ শীর্ণদেহঃ
বিসংজ্ঞম্ । মাতা পিতা বান্ধবাঃ
সকৈস্ত্যক্তং পাসি কোহস্তি হৃদন্তঃ ॥ ৭১ ॥ স্বং মে
পিতা স্বং জননী স্বমেব স্বং মে গুরুবান্ধবশ্চ স্বমেব ।
স্বং মে ধর্ম্মস্বং মে মোক্ষমার্গো দাসজ্ঞাত্যং ত্যজ বা
রক্ষ দেব ॥ ৭২ ॥ পাপোহস্মি মূঢ়োহস্মি মহোগ্র-
কর্ম্মা রোদোহস্মি নাচারনিধানমস্মি । তথাপি
তুভ্যং প্রণিপত্য পাদযোজ্যং ভক্তানামর্পয়
শ্রীজয়াক ॥ ৭৩ ॥ নারদ উবাচ । এবং স্তুতো
জয়াদিত্যঃ কমঠেন মহাত্মনা । স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা
প্রাহ তং প্রহসান্নিব ॥ ৭৪ ॥ জয়াদিত্যষ্টকমিদং
যজ্ঞয়া পরিকীর্তিতম্ । অনেন স্তোবাতে যো মাং
ভুবি তস্মা ন দুর্লভম্ ॥ ৭৫ ॥ রবিবারে বিশেষণ

বুদ্ধিরও বুদ্ধি, আকাশেরও প্রকাশক এবং
জীবনেরও জীবন স্বরূপ ; আপনার জয় হউক ।
আপনি দরিদ্রতার দরিদ্রতা, নিধির নিধি, অমঙ্গলের
অমঙ্গল, মঙ্গলের মঙ্গল এবং রোগেরও রোগ-
স্বরূপ । হে অপ্রমেয় জয়াদিত্য ! আপনি চির-
কাল পৃথিবীতে প্রখ্যাত হইয়া জয়যুক্ত
হউন । ৬২—৭০ । ব্যাধিগ্রস্ত, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, ভয়-
নাসিক, শীর্ণদেহ, সংজ্ঞাহীন মানবকে মাতা পিতা
বান্ধবাদি সকলেই পরিত্যাগ করে, পরন্তু এক-
মাত্র আপনিই তাদৃশ সর্বজনপরিত্যক্ত ব্যক্তিকে
রক্ষা করেন । আপনার স্নায় দয়াবান্ আর কে
আছে ? আপনি আমাকে রক্ষাই করুন আর
পরিত্যাগই করুন, আপনিই আমার মাতা, আপনিই
পিতা, আপনিই আমার গুরু, আপনিই আমার
বান্ধব, আপনিই আমার ধর্ম্ম, আপনিই আমার
মোক্ষমার্গ, এবং আমি আপনারই দাস ! এক্ষণে
আমি পাপী, মূঢ়, মহোগ্র-কর্ম্মা ও রোদ্রস্বভাব ;
আর আমি সদাচারও পালন করি না ; হে শ্রী-
জয়াদিত্য ! তথাপি আপনার পদযুগলে প্রণত হইয়া
আপনারই জয় কীর্তন করিতেছি । আপনি ভক্ত-
জনের জয় বিধান করুন । নারদ কহিলেন,—
মহাত্মা কমঠ, এইরূপ স্তব করিলে ভগবান্
জয়াদিত্য সহস্র বদনে স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে তাহাকে
কহিলেন,—হে কমঠ ! তোমার কীর্তিত এই জয়া-
দিত্যষ্টক দ্বারা যে মানব আমার স্তব করিবে,

মাং সমভ্যর্চ্য যঃ পঠেৎ । তস্য রোগা ন
শিয্যন্তি দারিদ্র্যঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৭৬ ॥ ইয়া চ
তোষিতো বৎস তব দদ্মি বরং হমুম্ ।
সর্বজ্ঞো ভূবি ভূত্বা স্বং ততো মুক্তিমবা-
প্যসি ॥ ৭৭ ॥ স্বং পিতা স্মৃতিকারশ্চ ভবিষ্যতি
দ্বিজার্চিতঃ । স্থানস্থাস্ত্র ন নাশশ্চ কদাচিৎ প্রভবি-
ষ্যতি ॥ ৭৮ ॥ ন চৈতৎস্থানকং বৎস পরিতাক্ষ্যামি
কর্হিচিৎ । এবমুক্তা স ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরর্চিতঃ
স্বতঃ ॥ ৭৯ ॥ অনুজ্ঞাপ্য দ্বিজেন্দ্রাঃস্তাঃস্তত্রৈবাস্ত-
দধে প্রভুঃ । এবং পার্থ সমুৎপন্নো
জয়াদিত্যোহত্র ভূতলে ॥ ৮০ ॥ আশ্বিনে মাসি
সম্প্রাপ্তে রবিবারে চ সূর্যত । আশ্বিনে
ভানুবারেণ যো জয়াদিত্যমর্চয়েৎ ॥ ৮১ ॥
কোটিতীর্থে নরঃ স্নান্বা ব্রহ্মহত্যাং বাপোহতি ।
পূজনাভ্রকুমারৈশ্চ রক্তচন্দনকুঙ্কুমৈঃ ॥ ৮২ ॥ লেপ-
নাদাঙ্কধূপাদৈর্নৈবেদ্যৈরুতপায়সৈঃ । ব্রহ্মহত্যাং সুরা-
পশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্লগঃ ॥ ৮৩ ॥ মুচ্যতে সর্ব-
পাপেভ্যঃ সূর্যালোকং চ গচ্ছতি । পুত্রদারধনান্ধ্যায়ুঃ
প্রাপ্য সাংসারিকং সুখম্ ॥ ৮৪ ॥ ইষ্টকামৈঃ সমাধুক্তঃ

ভূতলে তাহার কিছুই তুল্য থাকিবে না । বিশেষতঃ
রবিবারে যদি কেহ আমার অর্চনান্তে এই স্তব
পাঠ করে, তবে তাহার রোগ বা দারিদ্র্য নিশ্চয়ই
থাকে না । বৎস! তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ,
অতএব তোমাকে এই বর দিতেছি যে, তুমি ভূতলে
সর্বজ্ঞ হইবে এবং মরণান্তে মুক্তিলাভ করিবে ।
দ্বিজগার্চিত তোমার পিতাও প্রসিদ্ধ স্মৃতি-
শাস্ত্রকার হইবেন । আর কদাচ এই স্থানের
বিনাশ ঘটিবে না । বৎস! আমিও কদাচ এ
স্থান পরিহার করিব না । ভগবান্ রবি এই কথা
বলিয়া সেই দ্বিজগণ দ্বারা অর্চিত ও পূজিত হইয়া
ঊর্ধ্বাদিগের অভিমত লইয়া সেই স্থানেই অন্তর্ধান
করিলেন । হে অর্জুন! এই ভূতলে এই ভাবেই
জয়াদিত্যের আবির্ভাব হইয়াছে । ৬৩—৮০ । হে
সুত্রত! আশ্বিন মাসে রবিবারে অশ্বিনী নক্ষত্র-
যোগে যদি কেহ কোটিতীর্থে স্নানান্তে জয়াদিত্যের
অর্চনা করে, তবে ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতেও
বিমুক্ত হয় । রক্ত মালা, রক্ত চন্দন, কুঙ্কুম, গন্ধাদি
অনুলেপন, ধূপ, স্তব-পায়স নৈবেদ্যাদি উপচারে
জয়াদিত্যের অর্চনা করিলে ব্রহ্মহাতী, সুরাপায়ী,
গুরুদারহারা কিম্বা চোর ব্যক্তিও সর্বপাপ হইতে
বিমুক্ত হইয়া সূর্যালোকে গমন করে । সে

সূর্যালোকে চিরং বসেৎ ॥ ৮৫ ॥ সর্বৈষু রবিবারেষু
জয়াদিত্যন্ত দর্শনম্ । কীর্তনং স্মরণং বাপি সর্বং
যোগোপশান্তিদম্ ॥ ৮৬ ॥ অনাদিনিধনং দেবমব্যক্তং
তেজসাং নিধিম্ । যে ভক্তান্তে চ লীয়ন্তে সৌরস্থানে
নিরাময়ে ॥ ৮৭ ॥ সূর্য্যোপরাগে সম্প্রাপ্তে রবিকূপে
সমাহিতঃ । স্নানং যঃ কুরুতে পার্থ হোমং কুর্য্যাৎ
প্রযত্নতঃ ॥ ৮৮ ॥ দানং চৈব যথাশক্ত্যা জয়াদিত্যাগ্রতঃ
স্থিতঃ । তস্য পুণ্যস্য মাহাত্ম্যং শৃণুধৈকমনা জয় ॥
৮৯ ॥ কুরুক্ষেত্রেষু যৎ পুণ্যং প্রভাসে পুঙ্করেষু চ ।
বারাণস্তাং চ যৎপুণ্যং প্রয়াগে নৈমিষেহপি বা ।
তৎ পুণ্যং লভতে মর্ত্যো জয়াদিত্যপ্রসাদতঃ ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে জয়াদিত্যমহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

অর্জুন উবাচ । কোটিতীর্থং কথং জাতং কেন
বা নির্ম্মিতং যুনে । কস্মাদ্ধা কোটিতীর্থানাং

দীর্ঘায় হইয়া পুত্রদার-ধনাদিজনিত সাংসারিক
সুখ-ভোগান্তে সূর্যালোকে অভিমত কামভোগ
সহকারে চিরকাল বাস করিয়া থাকে । সমস্ত
রবিবারেই জয়াদিত্যের দর্শন কীর্তন বা স্মরণ
করিলেও সর্বপাপ শাস্তি হয় । সেই অনাদিনিধন
অব্যক্ত তেজোনিধি রবিদেবের যাহারা ভক্ত,
তাহারা নিরাময় সূর্যালোকে বাস করিয়া থাকে ।
হে পার্থ! যে মানব সূর্য্যগ্রহণ কালে সমাহিত
মানসে রবিকূপে স্নান করিয়া জয়াদিত্যের সম্মুখে
যত্ন সহকারে হোম ও যথাশক্তি দান কর্ম্ম করে,
হে অর্জুন! তাহার পুণ্যমাহাত্ম্য তুমি একাগ্রমনে
শ্রবণ কর ।—কুরুক্ষেত্রে, প্রভাসে, পুঙ্করে, বারাণ-
সীতে, প্রয়াগে বা নৈমিষারণ্যে যেমন পুণ্য লাভ
হয়, মানব জয়াদিত্যের প্রসাদে তাদৃশ পুণ্যই প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । ৮১—৯০ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

অর্জুন কহিলেন,—হে মুনিবর ! কোটিতীর্থ
কি প্রকারে জন্মিল? কেই বা উহা নিৰ্ম্মাণ

কলমজ্যোচ্যতে মূনে ॥ ১ ॥ নারদ উবাচ । যদা
মে স্থাপিতং স্থানং প্রসাদ্যাদি ময়া প্রভুঃ । ব্রহ্মলোকাৎ
সমানীতঃ সাক্ষাদব্রহ্মা পিতামহঃ ॥ ২ ॥ ততো
মধ্যাহ্নসময়ে স্নানার্থং ভগবান্ বিধিঃ । সন্ধ্যার
কোটিতীর্থানাং স্মৃতাশ্চজাগতানি চ ॥ ৩ ॥ স্বর্গাত্তু
দশলক্ষাণি সপ্ততিশ্চ মহীতলাৎ । পাতালাদ্বিংশ-
লক্ষাণি স্মৃতাশ্চজাগতানি চ ॥ ৪ ॥ অনেন
প্রবিভাগেণ লিঙ্গান্তপি কুরুত্বহ । আয়াতানি যথা
পূজাং বিদধাতি পিতামহঃ ॥ ৫ ॥ ততোহভিষেকঃ
কৃৎস্না লিঙ্গান্তভ্যর্চ্য পদ্মভূঃ । মধ্যাহ্নকৃত্যং সংসাধা
মম প্রেয়া বরং দদৌ ॥ ৬ ॥ ততো ভগবতা
হুত্ব মনসা নিশ্চিতং সরঃ । ভগবানর্চিতস্তীর্থৈরিদমুচে
প্রজাপতিঃ ॥ ৭ ॥ কিং কুর্শ্যো ভগবন্ ধাতরাদেশঃ
দেহি নঃ প্রভো । তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা প্রাহ
প্রজাপতিঃ ॥ ৮ ॥ এতস্মিন সরসি স্বেয়ং তীর্থে
সর্বৈরখাত্ৰ চ । একস্মিংশ্চ তথা লিঙ্গে সর্বলিঙ্গে-
র্মার্চনাং ॥ ৯ ॥ কোটীনামেব তীর্থানাং লিঙ্গানাং

করিয়েছে ? আর কি জন্মই বা উহা কোটিতীর্থ-
ফলদাকৈ বলিয়া উক্ত হয় ? নারদ কহিলেন,—
আমি এই স্থানের প্রতিষ্ঠা কবিয়া যখন ব্রহ্ম-
লোক হইতে প্রভু পিতামহ ব্রহ্মাকে আরাধনা
করিয়া এখানে আনয়ন করি, তখন ভগবান্
বিধাতা মধ্যাহ্নকালে স্নানার্থ এই স্থানেই কোটি-
তীর্থের স্মরণ করেন, স্মৃতিমাত্রেই কোটিতীর্থ
আসিয়া উপস্থিত হয় । স্বর্গ হইতে দশ লক্ষ, মহী-
তল হইতে সপ্ততিলক্ষ এবং পাতাল হইতে বিংশ
লক্ষ তীর্থ তখন ব্রহ্মার স্মরণমাত্রে সেখানে সমাগত
হইয়াছিল । হে কুরুকুলধরক্ষর ! পিতামহ পূজা
করিবেন বলিয়া এই নিয়মে এক কোটি লিঙ্গও
এখানে আসিয়াছিল । পদ্মজন্মা ব্রহ্মা সেই সমস্ত
লিঙ্গের অভিব্যক্তি করিয়া পূজাপূর্বক মধ্যাহ্নকৃত্য
সংসাধা করিলেন । তিনি প্রীতিবশে তখন আমাকে বর-
দান করিয়াছিলেন । তারপর ভগবান্ ব্রহ্মা এখানে
মানস-কল্পনায় একটি সরোবর নিৰ্ম্মাণ করেন । তৎ-
কালে তীর্থসমূহ প্রজাপতিকে অভিনন্দনপূর্বক কহি-
লেন,—হে বিধাতা ! আমরা কি করিব ? হে
প্রভো ! আমাদেরকে আদেশ করুন । প্রজাপতি
ব্রহ্মা তাহাদিগের সেই কথা শুনিয়া কহিলেন,—হে
তীর্থগণ ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া এই সরো-
বরে অবস্থান করিও । আর হে লিঙ্গগণ ! তোম-
রাও সকলেই আমার পূজিত একটি লিঙ্গেই অধিষ্ঠিত

স্নানপূজয়া । দানেন চ ফলং হুত্ব যদি সত্যং বচো
মম ॥ ১০ ॥ যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে চাত্ত পিণ্ডদানং যথা-
বিধি । পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তিজায়তে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥
স্নাত্বা যোহভ্যর্চয়েদেবং কোটীশ্বরমনন্তধীঃ ।
কোটিলিঙ্গার্চনফলং ব্যক্তং তস্মোপজায়তে ॥ ১২ ॥
ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা ।
তেষাং স ফলমাপ্নোতি কোটিতীর্থাবগাহনাৎ ॥ ১৩ ॥
এবং দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকঃ যযৌ প্রভুঃ ।
কোটিতীর্থং চ সজ্ঞাতং ততঃ প্রভৃতি বিষ্ণুতম্ ॥
১৪ ॥ অশ্ব তীরে পুরা পার্থ ব্রহ্মাদৈদ্যর্দেবসন্তমৈঃ ।
যজ্ঞান্ বহুবিধান্ কৃৎস্না ততঃ সিদ্ধিঃ পরাং যযুঃ ॥ ১৫ ॥
বসিষ্ঠাদৈদ্যর্দৈবৈরন্তপশ্চীর্ণং পুরানঘ । মনসো-
হভীষিতান্ কামান প্রাপুরন্তে তপোধনাঃ ॥ ১৬ ॥
অত্র তীর্থে পুরা পার্থ অত্রিণা বিহিতং তপঃ ।
কোটিতীর্থাৎ দক্ষিণতঃ স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥
অত্রীশ্বরভিসংক্রম্য তু মহাপাপহরং পরম্ । স্থাপয়িত্বা
চ তল্লিঙ্গমগ্রে চক্রে সরোবরম্ ॥ ১৮ ॥ তত্র স্নাত্বা চ

খা কিও । যদি আমার বাক্য সত্য হয়, তবে
যেন এই সরোবরে স্নানে কোটিতীর্থস্থানের
এবং একটি লিঙ্গের অর্চনায় কোটি লিঙ্গের
অর্চনার ফললাভ হয় । ১—১০ । এই স্থানে
যে ব্যক্তি যথাবিধি শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করে,
তদীয় পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয় ; সংশয়
নাই । যে মানব স্নানান্তে অনন্তমনে কোটিশ্বরের
অর্চনা করে, নিশ্চয়ই তাহার কোটিলিঙ্গার্চন-ফল
লাভ হয় । ত্রৈলোক্যে গঙ্গাদি যে সকল তীর্থ ও
নদী আছে, কোটিতীর্থে অবগাহন করিলে মানব
তৎসমস্তেরই ফল প্রাপ্ত হয় । প্রভু ব্রহ্মা এই সমস্ত
বর প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন ।
সেই হইতেই কোটিতীর্থ জগতে বিখ্যাত হইয়াছে ।
হে অর্জুন ! পূর্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ ইহার তীরে
বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান কবিয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়া-
ছেন । হে অনঘ ! পূর্বে বশিষ্ঠাদি মুনিগণ ইহার
তীরে তপস্শাচরণ করিয়াছেন ; আর অপরাপর কত
তপোধন মুনি এখানে তপস্শা করিয়া অসীম ফল
প্রাপ্ত হইয়াছেন । হে অর্জুন ! পূর্বে মুনিবর অত্রি
এই তীর্থে তপস্শাচরণ করিয়াছিলেন । তিনি
কোটিতীর্থের দক্ষিণ দিকে অত্রীশ্বর নামে উত্তম
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । সেই লিঙ্গ মহাপাপনাশক ।
সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার পর আবার তিনি উক্ত লিঙ্গের
অগ্রভাগে একটি সরোবর নিৰ্ম্মাণ করেন ।

যো মর্ত্যঃ শ্রাদ্ধং কুৰ্ব্বাৎ প্রযত্নতঃ। অত্রীশ্বরং সম-
ভাৰ্চ্য ক্রুদ্ধলোকে বসেচ্চিরম্ ॥ ১৯ ॥ ভরদ্বাজেন
মুনির্না কোটিতীর্থে সরোবরে। তপস্শীর্ণং মহাবাহো
যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ কিল ॥ ২০ ॥ ভরদ্বাজেশ্বরং লিঙ্গং
স্থাপিতং সূমনোহরম্। তত্র ক্রুদ্বা সরো রমাং পরাং
মুদমবাপ্তবান্ ॥ ২১ ॥ তত্র স্নান্য নরো ভক্ত্যা
শ্রাদ্ধং কুৰ্ব্বাদ্বিধানতঃ। ভরদ্বাজেশ্বরং পূজ্য শিব-
লোকে মহীয়তে ॥ ২২ ॥ ততশ্চ কোটিতীর্থেইশ্বিন
গৌতমো ভগবানুবিঃ। অতপাত তপো ঘোরমহলা-
সঙ্গমাশয়া ॥ ২৩ ॥ তং কাম্য প্রাপ্তবান ধীমান পরা-
মুদমুপাগতঃ। অহলায়া সমাযোগমেতদ্বীর্ণপ্রভাবতঃ ॥
২৪ ॥ অশ্বিন ক্ষেত্রে মহালিঙ্গং গৌতমেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
স্থাপয়ামাস ভগবানহলাসরসমুদ্রে ॥ ২৫ ॥ অর্জুন
উবাচ। অহলায়া কদা ব্রহ্মানু খানিতং বৈ মহৎসরঃ।
তন্মম ক্রুহি সকলমহলাসরঃকাবণম্ ॥ ২৬ ॥ নারদ
উবাচ। অহলায়া শাপমাপন্না গৌতমাৎ কিল ফাল্গুন।
পুরা চেল্লসমাযোগে পরাং হৃৎশমুপাগতা ॥ ২৭ ॥

মানব উক্ত কুণ্ডে স্নানান্তে অত্রীশ্বরের অর্চনা
করিয়া যদি পিতৃলোকেব শ্রাদ্ধাছুষ্ঠান কবে, তবে সে
চিরকাল ক্রুদ্ধলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। হে
মহাবাহো! মুনিবর ভরদ্বাজ কোটিতীর্থ সরোবরে
তপস্যা ও বিবিধ যজ্ঞাছুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি
সেখানে একটি সরোবর নিৰ্ম্মাণ করিয়া ভরদ্বাজেশ্বর
নামে অতি মনোহর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরমান-
ন্দিত হইয়াছিলেন। মানব সেখানে স্নানান্তে ভক্তি-
সহকারে যথাবিধানে ভরদ্বাজেশ্বরের পূজা করিয়া
শ্রাদ্ধাছুষ্ঠান করিলে শিবলোকে সম্মানে বাস
করিতে পারে। ভগবান্ গৌতম ঋষি অহলা-সঙ্গম
কামনায় এই কোটিতীর্থেই ঘোর তপস্যা করিয়া-
ছিলেন। সেই ধীমান্ মুনির তপঃপ্রভাবে কামনা
পূর্ণ হইয়াছিল;—তিনি এই তীর্থের প্রভাবে অহ-
লায় সহিত সংযোগ লাভ করিয়া পরমানন্দিত
হইয়াছিলেন। তিনি অহলা-সরোবরের তীরে
গৌতমেশ্বর নামে একটি মহৎ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।
১১—২৫। অর্জুন কহিলেন,—ব্রহ্মন! অহলা কোন্
সময় সেই মহৎ সরোবর খানিত করেন? আপনি
আমাকে সেই অহলা-সরোবরের যথাযথ সমস্ত
বৃত্তান্ত বলুন। নারদ কহিলেন,—হে ফাল্গুন, অর্জুন!
শুনিয়াছি যে, পুরাকালে গৌতমপত্নী অহলা ইন্দ্রের
সংসর্গে দূষিতা হওয়ায় মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে অতি-

ততো হৃৎশর্তঃ স মুনিঃ কোটিতীর্থেইকরোত্তপঃ।
তপসা তেন বৈ পার্থাহলায়া সহ সঙ্গতঃ ॥ ২৮ ॥ ততঃ
সাক্ষী পরাং হৃষ্টা অত্র ক্ষেত্রে সরোবরম্। চকার
সুমহৎ পুণ্যং তীর্থেদৈঃ পরিপূরিতম্ ॥ ২৯ ॥
অহলাসরসি স্নানং পিণ্ডদানং সমাচরেৎ।
গৌতমেশঃ চ সম্পূজ্য ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩০ ॥
কোটিতীর্থে নরশ্রেষ্ঠ অনেকে মুনয়োহমলাঃ। তপস্তুপ্তা
সুঘোরঃ চ পরাং সিদ্ধিমুপাগতাঃ ॥ ৩১ ॥ রাজভির্ভবতিঃ
পূৰ্ব্বং তপো দানং তথাধ্বরাঃ। অশ্বিন্ধীর্থে
সুবিহিতাঃ পরাং সিদ্ধিমুপাগতাঃ ॥ ৩২ ॥ অশ্ব
তীরে দ্বিজং চৈকং যুগ্মৈর্দ্বৈশ্চ তর্পয়েৎ। তেন
শ্রদ্ধাসহায়েন কোটিভবতি তর্পিতা ॥ ৩৩ ॥ অশ্ব
তীরে নরঃ পার্শ্ব রত্নানি বিবিধানি চ। গোভূমিতিল-
ধাত্তানি বাসাঃসি বিবিধানি চ ॥ ৩৪ ॥ শ্রদ্ধয়া পরয়া
পার্শ্ব দ্বিজৈভাঃ সম্প্রযচ্ছতি। শতকোটিগুণং পুণ্যং
কোটিতীর্থপ্রভাবতঃ। কোটিতীর্থে প্রতিষ্ঠতা
দ্বিজৈভো ন প্রযচ্ছতি ॥ ৩৫ ॥ নরকে পাতয়িহা চ
কুলমেকোত্তরং শতম্। আত্মানং পাতয়েৎ

শাপ দিয়াছিলেন। সেইজন্য অহলা অতি দুরবস্থা
প্রাপ্ত হন। মুনিবর গৌতমও তখন অতিদুঃখে
কোটিতীর্থে যাওয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। হে
পার্থ! তিনি সেই তপস্যাপ্রভাবে পুনরায় অহলায়
সহিত সঙ্গম লাভ করিয়াছিলেন। তখন সাক্ষী
অহলা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া এই ক্ষেত্রে একটি পুণ্য
সরোবর নিৰ্ম্মাণ করাইয়া তাহা তীর্থতোয়ে পরিপূরিত
করেন। অহলা সরোবরে স্নানান্তে গৌতমেশ্বরের
পূজা করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে
মানব ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। হে নরবর! অনে-
কানেক অমল মুনি এই কোটিতীর্থে তপস্যাচরণ
করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্বে বহু
বহু রাজা এই তীর্থে বিধানমত তপস্যা-দান-যজ্ঞাদি
করিয়া পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই তীর্থে
একটি মাত্র ব্রাহ্মণকেও শ্রদ্ধাসহকারে মিষ্টান্ন দ্বারা
ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ফললাভ
হয়। হে পার্থ! এই কোটিতীর্থের তীরে মানব
শ্রদ্ধাযুক্ত মানসে যদি ব্রাহ্মণদিগকে গো, ভূমি, তিল,
ধান, বসনাদি দ্রব্য সম্প্রদান করে, তবে তাহাতে
কোটিতীর্থপ্রভাবে অশ্ব তীর্থ অপেক্ষা শতকোটিগুণ
অধিক পুণ্য লাভ হয়। যদি কেহ কোটিতীর্থে
ব্রাহ্মণগণকে প্রতিক্ষিত হইয়া দান না করে, তবে

পশ্চাদ্ভাগং যৌরবং মহৎ ॥ ৩৬ ॥ মাঘমাসে তু
সম্প্রাপ্তে প্রাতঃকালে তথামলে । যঃ স্নাত্তি
মকরাদিত্যে তস্মা পুণ্যং শৃণুষ মে ॥ ৩৭ ॥ সৰ্ব্বতীর্থেষু
যৎপুণ্যং সৰ্ব্বযজ্ঞেষু যৎফলম্ । সৰ্বদানব্রতৈর্ঘট
কোটীতীর্থে দিনেদিনে ॥ ৩৮ ॥ তৎপুণ্যং লভতে
মর্ত্যে নাত্র কার্য্য বিচারণা । কন্তাগতে সবিতরি
যঃ শ্রদ্ধাং কুরুতে নরঃ ॥ ৩৯ ॥ পিতরস্তস্মা তুষ্যন্তি
গয়াশ্রদ্ধাশতৈর্ন তু । কার্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে স্নানাদি
কুরুতে যদি ॥ ৪০ ॥ তদক্ষয়ফলং সৰ্বং ব্রহ্মণো বচনং
যথা । ইষ্টোত্র যজ্ঞমেকং তু কোটিযজ্ঞফলং লভেৎ ॥
৪১ ॥ কন্তাং ব্রাহ্মণে বিধিনা দত্ত্বা কোটিগুণং ফলম্ ।
সৰ্বদানং কোটিগুণং কোটিতীর্থে ভবেদ্যতঃ ॥ ৪২ ॥
কোটীতীর্থে তাজেৎ প্রাণান হৃদি কুহা তু মাধবম্ ।
তস্মা পার্থ চিরং স্বর্গে হুঙ্কর্য্য শাশ্বতী গতিঃ ॥ ৪৩ ॥
কোটীতীর্থে তীর্থবরে দেহত্যাগং কৰোতি যঃ ।
তস্মা পূজাং প্রকুর্বাতি ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ ॥ ৪৪ ॥
অস্মা তীর্থে দেহদাহো যস্মা কস্মা প্রজায়তে ।
অস্থিক্ষেপো যশ্চ ভবেন্মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ৪৫ ॥

সে স্বীয় একশত একজন পূর্বপুরুষের সহিত দারুণ
মহারৌরব নরকে পতিত হয় । সৌর-মাঘমাসে
বিমল প্রাতঃকালে যদি প্রতিদিন কোটিতীর্থে স্নান
করে, তবে যে কি ফললাভ হয়, তাহা আমার নিকট
গুন । সৰ্ব্বতীর্থসেবায় যে পুণ্য, সৰ্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠানে যে
ফল এবং সমস্ত দানে ও সমস্ত ব্রতচরণে যে স্মৃত
জন্মে, মানব প্রতিদিনই ততুল্য পুণ্য প্রাপ্ত হয় ।
ইহাতে কোনও বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ।
সূর্য্য কন্তারাশিতে গমন করিলে, যে ব্যক্তি
এখানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তাহার পিতৃগণ
এমন ভূপ্তিলাভ করেন যে, শত শত গয়াশ্রদ্ধা
করিলেও তাঁহাদিগের তাদৃশ ভূপ্তি হয় না । কার্তিক
মাসে এখানে যদি স্নানাদি করে, তবে তৎসমস্ত
অক্ষয় ফলপ্রদ হয় । ইহা ব্রহ্মারই বাক্য । এখানে
একটি যজ্ঞ করিলেও কোটি যজ্ঞের ফললাভ হয় ।
এখানে ব্রাহ্মবিধানে একটি কন্তাদান করিলে কোটি
কন্তাদানের ফল হয় । বস্তুতঃ কোটিতীর্থে সমস্ত
দানই কোটিগুণ ফলপ্রদ । হৃদয়ে মাধবকে চিন্তা
করিয়া যদি বেহ কোটিতীর্থে প্রাণ পরিহার করে,
হে পার্থ ! তাহার চিরকাল স্বর্গবাস হয় । যে ব্যক্তি
কোটীতীর্থে প্রাণত্যাগ করে ব্রহ্মাদি দেবগণও
তাঁহার অর্চনা করেন । এই কোটিতীর্থের তীর্থে
যাহার দেহ দাহ হয়, এবং যাহার অস্থি মহীসাগর-

তৎফলং গদিতুং পার্থ বাগীশোহপি ন বৈ ক্ষমঃ ।
এতজ্জাহ্নবা পরং পার্থ কোটিতীর্থং প্রসেবতে ॥
৪৬ ॥ দিনেদিনে ফলং তস্মা কাপিলং গোসহস্রকম্ ।
স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে তস্মাদেতৎ সুহৃদভম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কোটিতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । অধ্যাত্মং সম্প্রবক্ষ্যামি শালা-
মাহাত্ম্যমুত্তমম্ । সংস্থাপিতে পুরা স্থানে প্রোক্তোহহং
দ্বিজপুঙ্গবৈঃ ॥ ১ ॥ স্থানস্তা রক্ষণার্থায় উপায়ং কুরু
সুব্রত । ততো ময়া প্রতিজ্ঞাতং করিষ্যে স্থান-
রক্ষণম্ ॥ ২ ॥ আরাধিতা ময়া পশ্চাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণু-
মহেশ্বরঃ । ত্রয়শ্চেকাগ্রচিত্তেন ততস্তথাঃ সুরোত্তমাঃ ॥
৩ ॥ সমাগম্যাত্ম মাং প্রোচুর্নারদ ত্রিয়তাং বরঃ ।
প্রোক্তং তানার্চ্য চ ময়া ক্রিয়তাং স্থানরক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

সঙ্গমে নিষ্কিপ্ত হয়, তাহার যে ফললাভ হয়, হে
পার্থ ! তাহা কীৰ্ত্তন করিতে বাচস্পতিও সমর্থ
নহেন । হে অর্জুন ! ইহা জানিয়া যে জন কোটি-
তীর্থের সেবা কবে, দিনে দিনে তাহার সহস্র কাপিল-
দানের ফল প্রাপ্তি হয় । এইজন্য এই কোটিতীর্থ,
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে সুহৃদভ । ২৬—৪৭ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫২ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—অতঃপর তোমার নিকট
উত্তম শালামাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিতেছি । পূর্বে
আমি এই স্থানের প্রতিষ্ঠা করিলে পর দ্বিজবর-
গণ আমাকে কহিলেন যে, হে সুব্রত ! তুমি
এই স্থানের রক্ষা নিমিত্ত কোনও উপায় কর ।
তাঁহাদিগের কথায় আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে,
এস্থানের রক্ষা বিধান করিব । পরে আমি
একাগ্রচিত্তে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবের আরাধনা করি-
লাম । তাহাতে তাঁহারা তিন জনেই তুষ্ট হইয়া
আমার নিকট আসিলেন এবং কহিলেন যে, হে
নারদ ! তুমি বর গ্রহণ কর । আমি তখন তাঁহা-
দিগকে যথাযোগ্য অর্চনাস্তোত্র কহিলাম যে, হে

অয়মেব বরো মহাং দেবো দেবৈঃ সূতোদিতৈঃ ।
 স্থানলোপো যথা ন স্মাদ্যথা কীর্তিভবেনম ॥ ৫ ॥
 এবমস্থিতি দেবেশৈঃ প্রতিজ্ঞাতং তদা যুনে । স্থাংশেন
 প্রকরিষ্যাম দ্বিজানাং তব রক্ষণম্ ॥ ৬ ॥ এবমুক্তা
 কলা মুক্তা দেবৈঃ ত্রিপুরুষৈঃ স্বয়ম্ । অন্তর্দানং ততঃ
 প্রাপ্তাঃ সর্বেহপি সুরসন্তমাঃ ॥ ৭ ॥ ততো ময়া
 দ্বিজৈঃ সার্কং শালাগ্রে স্থানরক্ষণম্ । স্থাপিতাশ্চ
 পৃথগ্দেবাস্থযন্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥ ৮ ॥ পীড়্যমানা যদা
 বিপ্রাঃ কেনাপি চ ভবান্তি হি । পূর্বাঙ্কে চাপি
 ঋত্থেদং মধ্যাহ্নে চ যজুঃস্বাথ ॥ ৯ ॥ যামে তৃতীয়ে
 সামানি তারস্বরমধীত্য চ । শাপং যন্ত প্রদাশ্চ
 শালাগ্রে ভূশরোষিতাঃ ॥ ১০ ॥ সপ্তাহাধ্বমধ্যাহ্না
 ত্রিবর্ষান্তমতাং ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥ প্রতিজ্ঞাতা স্থানরক্ষা
 যদি বো নারদাগ্রতঃ । সত্যেন তেন নো বৈরী
 ভস্মীভবতু হ ক্ষণাৎ । অনেন শাপমন্ত্ৰেণ ভস্মী-
 ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১২ ॥ শালাং ত্রিপুরুষাং তত্র যঃ
 পশুতি দিনেদিনে । অর্চয়েন্নোময়েচ্চাসৌ
 স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৩ ॥ ইতি ত্রিপুরুষশালা-

সুরোত্তমগণ । আপনারা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন,
 তবে যাহাতে আমার প্রতিষ্ঠিত স্থান লুপ্ত হইতে
 না পারে, যাহাতে আমার কীর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে,
 তাহা করুন ।—আমার এই স্থান রক্ষা করুন ।
 আমাকে এই বরই দান করুন । তখন তাঁহারা
 কহিলেন,—মুনিবর ! “তথাস্তু” ; আমরা স্বীয় স্বীয়
 অংশে তোমার স্থাপিত দ্বিজগণের রক্ষা করিব ।
 সেই দেবত্ব এই বলিয়া এখানে স্বীয় স্বীয় কলা
 স্থাপনপূর্বক অন্তর্ধান করিলেন । পরে আমি
 দ্বিজগণসহ শালামধ্যে স্থান কল্পনা করিয়া সেই
 ত্রিভুবনেশ্বর দেবত্বের পৃথক পৃথক প্রসিদ্ধি করি-
 লাম । বিপ্রগণ যদি কোনও ব্যক্তি কড়ক পীড়া-
 মান হইয়া ক্রোধাকুল মনে সেই স্থানে পৃষাঙ্কে
 ঋক বেদ, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদ এবং তৃতীয় প্রহরে তার-
 স্বরে সাম বেদ পাঠ করিয়া শালামধ্যে থাকিয়া
 অভিসম্পাত করেন, তবে সেই ব্যক্তি সপ্তাহ বা
 একবর্ষে, অথবা বর্ষত্রয় মধ্যে অবশ্যই ভস্মসাৎ
 হইয়া যায় । “প্রতিজ্ঞাতা” ইত্যাদি “ক্ষণাৎ” পর্যন্ত
 যুলোক্ত মন্ত্রে অভিশাপ দিতে হয় । তাহাতে
 নিশ্চয়ই অর্ভিশপ্ত ব্যক্তি ভস্মীভূত হয় । উক্ত
 পুরুষত্রয়াদিষ্ঠিত শালায় প্রতিদিন দর্শন অর্চন
 ও উক্ত দেবত্বের সন্তোষ সাধন করিলে মানব
 স্বর্গলোকে সমানিত হয় । ১—১৩। ইতি ত্রিপু-

মাহাত্ম্যম্ । নারদ উবাচ । অথাস্তং সম্প্রক্যামি
 মদীয়সরসো মহৎ ॥ ১৪ ॥ মাহাত্ম্যমতুলং পার্থ
 দেবানামপি তুল্যম্ । ময়া পূর্বে সরঃ খাতং দর্ভাকুর-
 শলাকয়া ॥ ১৫ ॥ মৃত্তিকা তাত্রপাত্রেণ ত্যক্তা বাহে
 ততঃ স্বয়ম্ । সর্বেষামেব তীর্থানামাহত্যোদক-
 মৃত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ তত্র সরসি ক্ষিপ্তং তেন সম্পূরিতং
 সরঃ । আশ্বিনে মাসি সম্প্রাপ্তে ভানুবারে নরঃ
 শুচিঃ ॥ ১৭ ॥ শ্রাকং যঃ কুরুতে তত্র স্নানং দানং
 বিশেষতঃ । পিতরন্তস্ত তপাস্তি যাবদাভূতসংগ্রবম্ ॥
 ১৮ ॥ নারদীয়ঃ সরো হেতদ্বিখ্যাতং জগতীতলে ।
 মহতা পুণ্যযোগেন দেবৈরপি হি লভ্যতে ॥ ১৯ ॥
 যদত্র দীয়তে দানং হুযতে যচ্চ পাবকে । সর্বং
 তদক্ষয়ং বিদ্যাজ্জপানশনসাধনাৎ ॥ ২০ ॥ নারদীয়ে
 সরঃশ্রেষ্ঠে স্নানং যো নারদেশ্বরম্ । পূজয়েচ্ছ্রদ্ধয়া
 মর্ত্যঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২১ ॥ অত্র তীর্থে পুরা
 পার্থ সর্বনাগৈস্তপঃ কৃতম্ । কজশাপস্ত মোক্ষার্থ-
 মান্ননো হিতকামায়া ॥ ২২ ॥ ততঃ সিদ্ধিং পরাং
 প্রাপ্তা এতদ্বীর্থপ্রভাবতঃ । ততো নাগেশ্বরং লিঙ্গং

কব-শালামাহাত্ম্যম্ । নারদ কহিলেন,—হে অর্জুন !
 অতঃপর আমার সরোবরের সূমহৎ মাহাত্ম্য-কথা
 কীর্তন করিতেছি । উহা দেবগণের পক্ষেও
 তুল্য । পূর্বে আমি কুশশলাকা দ্বারা সরোবর
 খনন করিয়া তাত্রপাত্রে করিয়া সেই মৃত্তিকা
 কিঞ্চৎ বাহিরে নিয়া ফেলিয়াছিলাম । পরে সমস্ত
 তীর্থের উত্তম জল আনিয়া সেই সরোবরে নিক্ষেপ
 করত তাহা পরিপূর্ণ করিলাম । যে মানব আশ্বিন
 মাসে রবিবারে শুচি হইয়া সেখানে স্নানান্তে
 শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এবং বিশেষতঃ দান কার্য্য করে,
 তদীয় পিতৃলোক মহাপ্রলয় পর্যন্ত তৃপ্তি প্রাপ্ত
 হন । জগতে বিখ্যাত এই নারদীয় সরোবর,
 সূমহৎ পুণ্যযোগেই লব্ধ হয়, নচেৎ দেবগণের
 পক্ষেও উহা তুল্য । সেখানে যাহা দান করা
 যায় এবং যাহা অগ্নিতে হোম করা যায়, আর
 জপ, অনশনব্রত ও উপাসনাদি যাহা কিছু করা
 যায়, তৎ সমস্তই অক্ষয় ফলদায়ক হইয়া
 থাকে । ১৪—২০। যে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নারদীয় সরো-
 বরে শ্রদ্ধাসহকারে স্নানপূর্বক নারদেশ্বরের
 অর্চনা করে, সে সমস্ত পাপক হইতে বিমুক্ত
 হয় । হে অর্জুন ! পূর্বে সর্পগণ সকলেই ক্রুর-
 প্রদত্ত শাপমোক্ষার্থ ও আশ্বহিতবিধানার্থ এই
 তীর্থে তপস্শাস্ত্র করিয়াছিল ; এবং তাহাতে

স্থাপয়ামাসুর্ভূতম্ ॥ ২৩ ॥ নারদাহুতরে ভাগে
সর্ষে নাগাঃ প্রহৰিতাঃ । নারদীয়ে সরঃশ্রেষ্ঠে যঃ
স্নাহা পূজয়েদ্ধরম্ ॥ ২৪ ॥ নাগেশ্বরঃ মহাভক্ত্যা
তস্য পুণ্যমনন্তকম্ । তেষাং সৰ্পভয়ং নাস্তি নাগানাং
বচনং যথা ॥ ২৫ ॥ ইতি নারদীয়সরোমাহাত্ম্যম্ ।
নারদ উবাচ । অপরদ্বারকা নাম দেবী চাত্ৰাস্তি
পাণ্ডব ॥ ২৬ ॥ সা চ ব্রহ্মাণ্ডদ্বারে বৈ সদৈব
বিহিতালয়া । চতুর্বিংশতিকোটিভৈদেবীভিঃ পবি-
রক্ষিতা ॥ ২৭ ॥ ততো দীর্ঘং তপস্তপ্ত্বা ময়ানীতাত্ত
তোষিতা । অপরস্মিন্স্থতো দ্বারে স্থাপিতা পরমেশ্বরী
॥ ২৮ ॥ পূর্বাস্মিন্নগরদ্বারে স্থাপিতা দ্বারবাসিনী ।
নবমী চৈত্ৰমাসস্ত কৃষ্ণপক্ষে ভবেত্তু যা ॥ ২৯ ॥ কুণ্ডে
স্নানং নরঃ কৃহা তাং চ দেবীং প্রপূজয়েৎ । বলি-
বাকুলনৈবেদ্যৈর্গন্ধধূপাদিপূজনৈঃ ॥ ৩০ ॥ সপ্তজন্ম-
কৃতং পাপং নাশমায়াতি তৎক্ষণাৎ । যান্য়ান্
প্রার্থয়তে কামাংস্তাংস্তানাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩১ ॥
বক্ষ্যা চ লভতে পুত্রং স্নানমাত্রেণ তত্র বৈ ।
নবম্যাং চৈত্ৰমাসস্ত পুষ্পধূপার্ঘ্যপূজয়া ॥ ৩২ ॥

তাহারা এই তীর্থের প্রভাবে পরম সিদ্ধি লাভ
করিয়াছিল । তারপর সমস্ত নাগগণ মিলিত হইয়া
সহর্ষে নারদেশ্বরের উত্তর দিকে নাগেশ্বর নামে
একটা উজ্জ্বল লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । যে
মানব সেই শ্রেষ্ঠ নারদীয় সরোবরে স্নানান্তে
ভক্তিসহকারে নাগেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করে,
তাহার অনন্ত পুণ্য লাভ হয়, কদাচ তাহার
সৰ্পভয় হয় না । ইহা নাগগণেরই উক্তি । ১৫—২৫ ।
ইতি নারদীয়সরোবরমাহাত্ম্যম্ । নারদ কহিলেন,—
হে পাণ্ডব ! অপরদ্বারকা নামে এক দেবীও এখানে
প্রতিষ্ঠিত আছেন । তিনি চতুর্বিংশতি কোটি
পরিবার দেবীগণে পরিরক্ষিতা হইয়া সতত ব্রহ্মাণ্ড-
দ্বারে বিরাজমানা । সেই জন্তই আমি সুদীর্ঘকাল
তপস্বী করিয়া সেই পরমেশ্বরী দ্বারবাসিনীকে
নগরের পূর্বদ্বারে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সন্তোষ-
সাধন করিয়াছি । চৈত্ৰমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমীতে
মনুষ্য তত্রত্য কুণ্ডে স্নানান্তে বলিদান, বাকুলপুষ্প,
নৈবেদ্য, গন্ধ, ধূপাদি দ্বারা সেই দেবীকে পূজা
করিলে তাহার সপ্তজন্মকৃত পাতক তৎক্ষণাৎ
বিনষ্ট হয় এবং সেই মানব যাহা যাহা কামনা
করে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হয় । বক্ষ্যানারী সেখানে
স্নান করিলে অচির কাল মধ্যেই পুত্র লাভ
করে । চৈত্ৰ মাসের নবমীতে অর্ঘ্য গন্ধ-ধূপাদিদ্বারা

বিদ্বানি নাশয়েদেবী সর্বসিদ্ধিঃ প্রযচ্ছতি । ভক্তানাং
তৎক্ষণাদেব সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ উত্তর-
দ্বারকাং চাপি পূজ্যেবং বিধিবন্নরঃ । এতদেব ফলং
সোহপি প্রাপুয়াম্মানবোত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥ পূর্বদ্বারে তু
বৈ দেবী যা স্থিতা দ্বারবাসিনী । তস্তাঃ পূজনমাত্রেণ
প্রাপুয়াৎকৃতং ফলম্ ॥ ৩৫ ॥ আশ্বিনে মাসি সম্প্রাপ্তে
নবরাত্রে বিশেষতঃ । উপোষা নবরাত্র্য চ স্নাহা
কুণ্ডে সমাহিতঃ ॥ ৩৬ ॥ পূজয়েদেবতাং ভক্ত্যা
পুষ্পপারতর্পণৈঃ । অপুত্রো লভতে পুত্রান্নিকনো
লভতে ধনম্ ॥ ৩৭ ॥ বক্ষ্যা প্রহরতে পার্থ নাভ্য
কার্ঘ্যা বিচারণা ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীশ্কাণ্ডে কোটিতীর্থাদিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । মমাপি পার্থ তত্রাস্তি মূর্তির্ভাগিন-
কামায়া । তত্র নাহং তাজমাস্ত চ্ছত্রদণ্ড-
বিভূষিতাম্ ॥ ১ ॥ কার্তিকস্ত তু যা শুক্লা ভবত্যে-

অর্চনা করিলে দেবী ভক্তগণের বিষয়সমূহ বিনাশ
করেন এবং দেবীর প্রসাদে সাধকের সর্ব সিদ্ধি
লাভ হয় । হে অর্জুন ! এ বিষয়ে কোন সন্দেহ
নাই । আর এইরূপ নিয়মে উত্তরদ্বারকাদেবীর
অর্চনা করিলেও উক্ত প্রকার ফল প্রাপ্ত হয় ;
এবং সে জনসমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন হয় । পূর্ব-
দ্বারে যে দ্বারবাসিনী দেবী আছেন, তাঁহার
পূজা করিলেও মানব অভিযত লাভে সমর্থ হয় ।
আশ্বিন মাসে বিশেষতঃ নবরাত্রে প্রতিদিন উপ-
বাসপূর্বক সমাহিত মনে কুণ্ডে স্নানান্তে ভক্তি-
সহকারে পুষ্প, ধূপ, তর্পণ ও অন্নাদি দ্বারা দেবীর
অর্চনা করিলে অপুত্র ব্যক্তি বহুপুত্র, নিধন
মানব প্রভূত ধন এবং বক্ষ্যা নারী সন্তান লাভ
করে ; হে অর্জুন ! ইহাতে কোনও বিচার
বিতর্কের প্রয়োজন নাই । ২৬—৩৮ ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৩ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—হে পার্থ, অর্জুন ! সেখানে
আমারও এক মূর্তি আছে । আমি কোনও ব্রাহ্ম-
ণের অনুরোধে সেখানে মূর্তি করনা করিয়াছি ।

কাদশী শুভা । তস্মাৎ মদর্চনং কৃৎস্না কালিদোষ-
ধ্বিমুচ্যতে ॥ ২ ॥ অর্জুন উবাচ । বালাৎ প্রভৃতি
সন্দেহো মমায়ং হৃদি বর্ততে । পৃচ্ছতন্তুঃ চ মে
বিপ্র ন ক্রোধঃ কর্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥ সদা হং মোক্ষ-
ধর্মেষু পরিনিষ্ঠাং পরং গচ্ছ ॥ সর্বভূতসমো
দাস্তো রাগাশ্বেষবিবর্জিতঃ ॥ ৪ ॥ তাক্রান্দাস্তি-
শ্রোণী মোক্ষস্তঃ পরিকীর্তাসে । হৃৎ নারদ
লোকেষু বায়ুবচ্পলো যুনে ॥ ৫ ॥ সৌদামিনীব
বিচরন দৃশ্যসে প্রাজ্ঞসম্মতঃ । সদা কলিকরো লোকে
নির্দয়ঃ সর্বপ্রাণিষু ॥ ৬ ॥ বহুনাং হি সহস্রাণি
দেবগন্ধর্বরক্ষসান্ । রাজ্ঞাঃ মুনীন্দ্রদৈত্যানাং
কলেন্দ্ৰিগানি তেহভবন্ ॥ ৭ ॥ কস্মাদ্ভদ্রেনা চেষ্টা
তে সন্দেহং মে হর দ্বিজ । সন্দেহায় সুখং শেতে
বাণবিক্রো যুগো যথা ॥ ৮ ॥ সূত উবাচ । শৌন-
কেদং বচঃ শ্রুত্বা কাস্তুনান্নারদো মুনিঃ । প্রহসন্নিব
বাল্যবাবদনং স নিরৈক্যত ॥ ৯ ॥ স চ বাল্যবামান
বৈ হারীতশ্চাষয়োত্তবঃ । ব্রাহ্মণো নারদমুনেঃ

হে অর্জুন! সেখানে আমি ছত্রদণ্ডাদি বিপ্রো-
চিত ভূষণ পরিহার করি নাই । কার্তিক মাসে
শুক্রা একাদশীতে আমার অর্চনা করিলে মানব
কালিদোষে আক্রান্ত হয় না । অর্জুন কহিলেন,—
হে দ্বিজবর । বালক কাল হইতেই আমার মনে
এই সন্দেহটী আছে; আমি আজি তাহাই
জিজ্ঞাসা করিব, আপনি যেন তাহাতে ক্রোধ
করিবেন না । আপনি মোক্ষধর্মনিরত । পরম
নিষ্ঠাবান, সর্বভূতে সমবাবহারী, দমসম্পন্ন, রাগ-
শ্বেষবর্জিত, নিন্দা-স্তুতিহীন, মৌনী ও মোক্ষমার্গ-
প্রস্থিত বলিয়া সাধারণে কীর্তিত হন । পরন্তু হে
নারদ! দেখিতে পাই আপনি লোকে বায়ুবৎ চঞ্চল,
প্রাজ্ঞ জনের প্রশংসাই হইলেও আপনি সৌদামি-
নীর স্তায় বিচরণ করিয়া থাকেন । হে যুনে!
দেখা যায়, আপনি লোকে সদাই বিবাদপরায়ণ
এবং সর্বপ্রাণীতেই নির্দয় । আপনার জন্ত বিবাদ
করিয়া দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, রাজা, মুনি, দৈত্যাদি
বহু সহস্র ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । আপ-
নার একপ চেষ্টা কেন? হে দ্বিজ! আমার এই
সন্দেহ অপনোদন করুন । মনে কোনও সন্দেহ
জন্মিলে বাণবিক্র যুগের স্তায় মানব সুখে শয়ন
করিতে পারে না ॥ ১—৮ ॥ সূত কহিলেন,—হে
শৌনক মুনিবর! অর্জুনের এই কথা শুনিয়া
নারদ মুনি হাসিতে হাসিতে পার্শ্বস্থ বাল্যব্যের

সমীপে বর্ততে সদা ॥ ১০ ॥ স চ জ্ঞাত্বা
মহাবুদ্ধির্নারদস্ত মনীষিতম্ প্রহসন্নিব প্রোবাচ
কাস্তুনং শ্লিষ্টয়া গিরা ॥ ১১ ॥ বাল্যব্য উবাচ ।
সত্যমেতদ্যথাখ হং নারদং প্রতি পাণ্ডব ।
সর্বোহপি চাত্র বৃত্তান্তে সংশয়ং যাতি
মানবঃ ॥ ১২ ॥ তদহং তে প্রবক্ষ্যামি যথা
কৃৎস্নায়া শ্রুতম্ । শ্লোককালান্তরে পূর্বং সর্বং
যাদবনন্দনং ॥ ১৩ ॥ মহীশাগরযাত্রায়াং কৃৎস্নত্ৰা-
যযৌ প্রভুঃ । উগ্রসেনেন সহিতো বাসুদেবেন বক্রণা ॥
১৪ ॥ রামেণ রৌক্মিণেয়েন যুধাানাতিভিস্তদা ।
স চ জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিসমং মহীশাগরসঙ্গমে ॥ ১৫ ॥
পিণ্ডদানাদিকং কৃৎস্না দহা দানাদি ভূরিশঃ । গুহে-
ষরাদিলিঙ্গানি যত্নতঃ প্রতিপূজ্য চ ॥ ১৬ ॥ প্লানং
কৃৎস্না কোটিতীর্থে জয়াদিত্যং সমর্চ্য চ । পূজয়-
ন্নারদমুনিং যুক্তঃ কৃৎস্নো মহামনাঃ ॥ ১৭ ॥ উগ্র-
সেনেন রাজ্ঞা বৈ পূর্বজেন জটায়ুনা । মদাদিবিপ্র-
মুখ্যানাং বহুনাং চোপশৃণ্বতাম্ । উগ্রসেনো মহারাজঃ
কৃৎস্নং প্রোবাচ সংসদি ॥ ১৮ ॥ উগ্রসেন উবাচ ।
কৃৎস্ন প্রক্ষ্যামি হ্রামেকং সংশয়ং বদ তং মম ॥ ১৯ ॥

মুখ নিরীক্ষণ কারলেন । সেই বাল্যব্য মুনি,
হারীত মুনির বংশসমুত, তিনি সদাই নারদের
নিকট থাকেন । মহাবুদ্ধি বাল্যব্য মুনি তখন নারদের
অভিপ্রায় বুঝিয়া সহস্র মুখে শ্লিষ্ট-গস্তীর বাক্যে
অর্জুনকে কহিতে লাগিলেন । বাল্যব্য কহিলেন,—
হে পাণ্ডব! তুমি যে নারদমুনি বিষয়ে প্রশ্ন করিলে,
ইহা সত্যই বটে । তুমি বলিয়া নহে, সকল ব্যক্তিই
এ বিষয়ে এবদ্বিধ সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকে ।
অতএব আমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট এ সম্বন্ধে যাহা শুনি-
য়াছি, তাহাই তোমাকে বলিতেছি । কিয়ৎ কাল
পূর্বে একদা যাদবানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ মহীশাগর-
যাত্রায় আগমন করেন । তখন তাঁহার সহিত
উগ্রসেন, বাসুদেব, বক্র, রাম, প্রহাঙ্গ, সাত্যকি
প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছিলেন । তিনি জটায়র
উগ্রসেন ও অগ্রজ রামের সহিত মহীশাগর-
সঙ্গমে স্বীয় জ্ঞাতিগণের উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি
কার্য্য এবং অপর বিবিধ দান কার্য্য করিয়া
সময়ে গুহেষ্বরাদি লিঙ্গার্চন করিলেন । তিনি
কোটিতীর্থে প্লান, জয়াদিত্যের অর্চন এবং নারদ
মুনির অর্চনা করিলেন । পরে মহারাজ উগ্রসেন,
মাদৃশ দ্বিজবরগণের সমক্ষে সভা মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে
কহিলেন,—হে কৃৎস্ন! আমি তোমাকে একটী

যোহয়ং নাম মহাবুদ্ধির্নারদো বিশ্ববন্দিতঃ । কস্মা-
দেবোহতিচপলো বায়ুবদ্রমতে জগৎ । কলিপ্রিয়শ্চ
কস্মাদা কস্মাভ্যাতিপ্রীতিমান্ ॥ ২০ ॥ শ্রীকৃষ্ণ
উবাচ । সত্যং রাজংস্বয়া পৃষ্টমেতৎসর্বং বদামি
তে । দক্ষেন তু পুরা শপ্তো নারদো মুনিসত্তমঃ ॥
২১ ॥ সৃষ্টিমার্গাৎ সূতান্ বৌক্ষ্য নারদেন বিচালিতান্ ।
নাবস্থানঞ্চ লোকেষু ভ্রমতস্তে ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥
পৈশুশ্চবজ্জা চ তথা দ্বিতীয়াণাং প্রচালনাৎ । ইতি
শাপদ্বয়ং প্রাপ্য দ্বিবিধাভ্যুজ্জালনাৎ ॥ ২৩ ॥ নিবা-
কর্তুং সমর্থোহপি মুনির্ধেনে তথৈব তৎ । এতা-
বান্ সাধুবাদো হি যতশ্চ ক্ষমতে স্বয়ম্ ॥ ২৪ ॥
বিনাশকালং চাবেক্ষ্য কলিং বর্দ্ধয়তে যতঃ । সত্যং
চ বজ্জিতস্মাৎ স ন চ পাপেন লিপ্যতে ॥ ২৫ ॥
ভ্রমতোহপি চ সর্বত্র নাস্তি যস্মাৎ পৃথগ্ভূমনঃ ।

বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি ; তুমি আমার এই সংশয়
অপনোদন কর । এই যে বিশ্ববন্দিত মহাবুদ্ধি
নারদ, ইনি বায়ুর ন্যায় অতি চপল ভাবে জগতে
পরিভ্রমণ করেন কেন ? আর ইনি বিবাদপ্রিয়ই
বা কেন ? আর তোমার প্রতিই বা সমধিক
প্রীতিমান কি জন্য ? ১—২০ । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—
রাজন । আপনি সত্যই বলিয়াছেন, আপনার জিজ্ঞা-
সিত এ বিষয় আমি যথাযথ বলিতেছি । পূর্বে
দক্ষ প্রজাপতি, সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কতিপয়
পুত্র উৎপাদন করিলে পর নারদ সেই পুত্রগণকে
কুপরামর্শ দিয়া নিরুত্তিমার্গে সমাসক্ত করেন ।
তাহাতে দক্ষপ্রজাপতি কুপিত হইয়া নারদকে
অভিশাপ দিলেন যে, তোমাকে সর্বদাই জগতে
পরিভ্রমণ করিতে হইবে ; কদাচ তুমি কোথায়ও
অধিক ক্ষণ অবস্থান করিতে পারিবে না । এই
অভিশাপের পরও দক্ষ প্রজাপতি আবার কতিপয়
প্রজাসৃষ্টি করিলে, নারদ তাহাদিগকেও পূর্ববৎ
পথভ্রষ্ট করিলেন । দক্ষ প্রজাপতি তখন আবার
নারদকে দ্বিতীয় অভিশাপ দিলেন যে, তুমি নিয়ত
খলস্বভাব হইবে । দক্ষ প্রজাপতির দুই বারের
সন্তানগণকেই নারদ পথভ্রষ্ট করায় এই দ্বিবিধ
অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন । পরন্তু নারদ মুনি
এই শাপদ্বয় নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইয়াও তাহা
মানিয়া লইলেন । কলতঃ নারদ স্বয়ংই ক্ষমা
করেন ; এই প্রকার সাধুবাদ তাঁহার আছে । তিনি
বিনাশকাল উপস্থিত দেখিয়াই বিবাদ-বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত
হন এবং তিনি সত্যবাদী, একারণ তাঁহার পাপম্পর্শ

ধোয়াস্তবতি নৈব স্তাদ্ভ্রমদোষজতোহস্ত চ । যচ্চ
প্রীতির্ন্যয়ি তস্ত পরমা তচ্ছৃণু চ ॥ ২৬ ॥ অহং হি
সর্বদা স্তোমি নারদং দেবদর্শনম্ । মহেন্দ্রগদিতেনৈব
স্তোত্রেণ শৃণু তম্বপ ॥ ২৭ ॥ ঋতচারিভ্রয়োজাতা
যস্যাহস্তা ন বিদ্যতে । অশুশ্রুতচারিত্বং নারদং
তং নমাম্যহম্ ॥ ২৮ ॥ অরতিক্রোধচাপল্যে ভয়ং
নৈতানি যস্ত চ । অদীর্ঘসূত্রং ধীরঞ্চ নারদং তং
নমাম্যহম্ ॥ ২৯ ॥ কামাঙ্গা যদি বা লোভাঙ্গাচং
যো নাত্যাগা বদেৎ । উপাস্তা সর্বজন্তুনাং নারদং
তং নমাম্যহম্ ॥ ৩০ ॥ অধ্যাত্মগতিতত্ত্বজ্ঞং জ্ঞাতং
শক্তং জিতেন্দ্রিয়ম্ । ঋজুং যথার্থবক্তারং নারদং তং
নমাম্যহম্ ॥ ৩১ ॥ তেজসা যশসা বুদ্ধ্যা নয়েন বিন-
য়েন চ । জন্মনা তপসা বুদ্ধং নারদং তং নমাম্যহম্ ॥
৩২ ॥ সুখশীলং সুখং বেশং সুভোজং স্বাচরং শুভম্ ।
সুচক্ষুষং সুবাকাং চ নারদং তং নমাম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥
কল্যাণং কুরুতে গাঢ়ং পাপং যস্ত ন বিদ্যতে । ন
প্রীয়তে পরানর্থং যোহসৌ তং নোমি নারদম্ ॥ ২৪ ॥

হয় না । ইনি সর্বত্র পরিভ্রমণ করিলেও ধোয় বস্ত
হইতে ইহার মন বিচলিত হয় না ; এই জন্যই
ইহার ভ্রমণ দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ।
আমার প্রতি যে তাঁহার পরমা প্রীতি, তাহার কারণ
শুনুন । দেবদর্শন নারদকে আমি সর্বদাই মহেন্দ্র-
নিগদিত স্তুতিবাক্যে স্তব করিয়া থাকি । রাজন !
আপনি সেই স্তব শ্রবণ করুন । যথা,—ঐহার শাস্ত্রজ
ও চরিত্রজ অহঙ্কার নাই, অথচ ঐহার শাস্ত্রজ্ঞান ও
বিমল চরিত্র গুপ্ত নহে, আমি সেই নারদকে নম-
স্কার করি । অপ্রীতি, ক্রোধ, চাপল্য ও ভয় ঐহার
নাই, যিনি ধীর পরন্তু দীর্ঘসূত্রী নহেন, আমি সেই
নারদকে নমস্কার করি । কাম কিংবা লোভ বশে
যিনি অসত্যোক্তি করেন না, আমি সেই সর্ব-
লোকোপাস্য নারদকে নমস্কার করি । ২১—৩০ । যিনি
অধ্যাত্মগতি-তত্ত্বে অভিজ্ঞ, ক্ষমাবান্ কন্মঠ, জিতে-
ন্দ্রিয়, সরলপ্রকৃতি ও যথার্থ বক্তা, আমি সেই নার-
দকে নমস্কার করি । যিনি তেজ, যশ, বুদ্ধি, নীতি,
জ্ঞান, বিনয়, জন্ম ও তপস্তা দ্বারা সর্বলোকে
প্রবীণ বলিয়া পরিচিত, আমি সেই নারদকে নমস্কার
করি । যিনি সুশীল, সুবেশ, সুভোজী, সুমুষ্টি,
সুলোচন, সুভাবী ও সদাচারী, আমি সেই নার-
দকে নমস্কার করি । যিনি সকলেরই পরমকল্যাণ
সাধন করেন, যিনি পাপহীন, এবং যিনি পরের

বেদস্মৃতিপুরাণোক্তধর্মো যো নিত্যমাহিতঃ । প্রিয়া-
প্রিয়বিশুদ্ধঃ তং নারদং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩৫ ॥ অশ-
নাদিষালপ্তং চ পণ্ডিতং নালসং দ্বিজম্ । বহুশ্রুতং
চিত্তকথং নারদং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥ নার্তে ক্রোধে
চ কামে চ ভূতপূর্বোহস্ত বিভ্রমঃ । যেনৈতে নাশিতা
দোষা নারদং তং নমাম্যহম্ ॥ ৩৭ ॥ বীতসংযোহ-
দোষো যো দৃঢ়ভক্তিশ্চ শ্রেয়সি । সুনয়ং সত্ৰপং তং
চ নারদং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥ অসক্তঃ সর্ব-
সঙ্গেষু যঃ সক্তায়েতি লক্ষ্যতে । অদীর্ঘসংশয়ো
বাগ্মী নারদং তং নমাম্যহম্ ॥ ৩৯ ॥ ন ত্যজ-
ত্যাগমং কিঞ্চিদ্যস্তপো নোপজীবতি । অবক্ষ্য-
কালো যশ্চাত্মা তমহং নোমি নারদম্ ॥ ৪০ ॥ কৃত-
শ্রমং কৃতপ্রজ্ঞং ন চ ভৃগুং সমাধিতঃ । নিত্যং
যত্নাৎ প্রমত্তং চ নারদং তং নমাম্যহম্ ॥ ৪১ ॥ ন
হব্যত্যাৰ্থলাভেন যোহলাভে ন বাথতাপি । স্থির-
বুদ্ধিরসক্তাত্মা তমহং নোমি নারদম্ ॥ ৪২ ॥ তং সর্ব-
গুণসম্পন্নং দক্ষং শুচিমকাতরম্ । কালান্তরং ন যজ্ঞং

অনর্থপাতে কদাচ প্রীতি বোধ করেন না, আমি
সেই নারদকে নমস্কার করি। যিনি বেদ স্মৃতি
পুরাণাদিতে নিয়ত আস্থাবান, আর যিনি প্রিয়-
অপ্রিয় হইতে বিযুক্ত, আমি সেই নারদকে নম-
স্কার করি। পান-ভোজনাদিতে যিনি অনাসক্ত,
যিনি পণ্ডিত, অনলস ও দ্বিজ, যিনি বহু শাস্ত্রজ্ঞ,
ও বিচিত্রভাবী, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি।
অর্থে কামে বা ক্রোধে, কদাচ ষাঁহার বিভ্রম ঘটে
নাই, যিনি এই সমস্ত দোষ নাশ করিয়াছেন, আমি
সেই নারদকে নমস্কার করি। ষাঁহার সংযোহ-দোষ
সম্যক নিবৃত্ত, এবং যিনি শ্রেয়ঃসাধন বিষয়ে দৃঢ়-
ভক্তিসম্পন্ন, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি।
যিনি সর্ববিষয়ে অনাসক্ত হইলেও আসক্তবৎ লক্ষণ
হন, কোন সংশয়ই ষাঁহার চিত্তে দীর্ঘকাল স্থান
পায় না, যিনি বাগ্মী আমি সেই নারদকে নমস্কার
করি। যিনি কদাচ শাস্ত্র লঙ্ঘন করেন না, কিম্বা
তপশ্চাকে উপজীব্য করেন না, ষাঁহার অন্তঃকরণ
কদাচ রজ্জ্বা কালক্ষেপ করে না; আমি সেই নারদকে
নমস্কার করি। যিনি কৃতশ্রম ও কৃতপ্রজ্ঞ; যিনি
নিয়ত সমাধি দ্বারা সমৃদ্ধ; আর যিনি সতত যত্ন-
পূরায়ণ, আমি সেই নারদকে নমস্কার করি। যিনি
লাভে হুই বা অলাভে হুঃখিত হন না; যিনি নিয়ত
স্থিরবুদ্ধি ও সর্বত্র অনাসক্ত, আমি সেই নারদকে
নমস্কার করি। যিনি 'সর্বগুণসম্পন্ন, দক্ষ, শুচি,

চ শরণং যামি নারদম্ ॥ ৪৩ ॥ ইমং স্তবং নার-
দস্ত নিত্যং রাজন্ পঠাম্যহম্ । তেন মে পরমাং
প্রীতিং কৰোতি মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৪ ॥ অস্তোহপি
যঃ শুচির্ভূত্বা নিত্যমেতাং স্তুতিং জপেৎ । অচি-
রাতস্ত দেবর্ষিঃ প্রসাদং কুরুতে পরম্ ॥ ৪৫ ॥
এতান্ গুণান্নারদস্ত হমথাকৰ্ণ্য পার্থিব । জপ
নিত্যং স্তবং পুণ্যং প্রীতস্তে ভবিতা মুনিঃ ॥ ৪৬ ॥
বাল্লব্য উবাচ । ইতি কৃকমুখাচ্ছ্রুত্বা
নারদস্ত গুণা নৃপঃ । বভূব পরমপ্রীতশ্চক্রে
তচ্চ তথা বচঃ ॥ ৪৭ ॥ ততো নারদমানচ্চ দৃষ্ট্বা
দানং চ পুঙ্কলম্ । নারদীয়দ্বিজাগ্র্যাণাং নারদঃ
প্রীয়তামিতি ॥ ৪৮ ॥ যযৌ দ্বারবতীং
কৃকঃ সভ্রাতৃজ্ঞাতিবান্ধবঃ । তীর্থযাত্রামিমাং কৃত্বা
বিধিবৎপুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৯ ॥ তথা হমপি কৌরব্য
নারদস্ত গুণানিমান্ । শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাময়ো ভূত্বা শৃণু
কৃত্যং যদত্র চ ॥ ৫০ ॥ কার্তিকে শুক্লাদশ্চাঃ
প্রবোধিতামসৌ মুনিঃ । বিবেকধ্যানসমাদেশ্চ প্রবুদ্ধো
জায়তে সদা ॥ ৫১ ॥ তস্মিন্ দিনে নারদেন নিম্নিত্তে-

সর্বত্র অকাতর, কালজ্ঞ ও নীতিজ্ঞ, আমি সেই
নারদের শরণাপন্ন হই। রাজন! আমি প্রতিদিনই
নারদের এই স্তব পাঠ করি। সেই জন্মই মুনি-
সত্তম নারদ আমার প্রতি সবিশেষ সমৃদ্ধ। অপর
কোন মানবও যদি শুচি হইয়া নিয়ত এই স্তুতি পাঠ
করে, দেবর্ষি তৎপ্রতিও অচিরকাল মধ্যেই প্রসন্ন
হন। হে রাজন! আপনি তো নারদের এই সমস্ত
গুণ শুনিলেন, অতএব এখন হইতে প্রতিদিন এই
স্তব পাঠ করুন; তাহা হইলে মুনিবর নারদ আপ-
নার প্রতি প্রীত হইবেন। ৩১—৪৬। বাল্লব্য
কাহলেন,—রাজা উগ্রসেন ত্রীকুণ্ডের মুখে নারদের
এতৎ সমস্ত গুণ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন
এবং সেই কথাবুঝারে নারদকে অর্চনা করিয়া
নারদীয় দ্বিজবরগণকে নারদের প্রীতিকামনার
যথেষ্ট দান দ্বারা পরিতোষিত করিলেন। পুরুষো-
ত্তম ত্রীকুণ্ড এই ভাবে ভ্রাতা জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ সহ
তীর্থযাত্রা করিয়া দ্বারবতীতে প্রস্থান করিলেন। হে
কৌরব্য! তুমিও তদ্রূপ নারদের গুণ শ্রবণে তৎ-
প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর। তদ্বিষয়ে
আমি কৃত্য নির্দেশ করিতেছি।—সেই মুনি কার্তিক
মাসে শুক্ল-দ্বাদশীতে প্রবোধিনী-দিনে বিষ্ণুর ধ্যান-
সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। সেই দিন
এখানে নারদনির্মিত কূপে স্নান করিয়া সমাহিত

ইত্রেব কুপকে। স্নানং কৃৎ প্রযত্নেন শ্রদ্ধং কুর্ধ্যাৎ
সমাহিতঃ। ৫২ ॥ তপো দানং জপশ্চাত্ত্ব কুপে
ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৫৩ ॥ ইদং বিষ্ণুতি মন্ত্ৰেণ ততো
বিষ্ণুং প্রবোধয়েৎ। নারদঞ্চ মুনিং পশ্চাত্ত্ব মন্ত্ৰেণানেন
পাণ্ডব ॥ ৫৪ ॥ যোগনিদ্রা যথা ত্যক্তা হারণা মুনি-
সত্তম। তথা লোকোপকারায় ভবানপি পারত্যজ ॥
৫৫ ॥ ইতি মন্ত্ৰেণ চোখ্যাপ্য নারদং পরিপূজয়েৎ।
কৃষ্ণপ্রোদিতয়া স্তব্য ছত্রধোজার্চনৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৬ ॥
শক্ত্যা দ্বিজানাং দেয়ঞ্চ ছত্রং ধোত্রং কমণ্ডলুম্।
প্রণম্য ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা নারদঃ প্রীযতামিতি ॥ ৫৭ ॥
এবং কৃতে প্রসাদাৎ স মুনেঃ পাপেন মুচ্যতে।
জায়তে ন কলিস্তস্য ন চাসৌখ্যং ভবেদিহ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীকান্দে নারদমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নাম
চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

স্বত উবাচ। ইতি বাব্রব্যবচনমাকর্ণ্য কুরু-
নন্দনঃ প্রাণমন্নরদং ভক্ত্যা বিস্মিতঃ পুলকাস্বিতঃ ॥

মনে সযত্নে শ্রদ্ধা করিবে। এই কুপে তপস্যা দান ও
জপ কার্যা অক্ষয় হয়। পরে “ইদং বিষ্ণু” ইত্যাদি
মন্ত্ৰে বিষ্ণুকে প্রবোধিত করিবে। পরে ব্রাহ্ম-
মাণ মন্ত্ৰে নারদকেও প্রাবোধিত করিবে। যজ্ঞ যথা—
“যোগনিদ্রা” ইত্যাদি “পারিত্যজ” পর্য্যন্ত। এই
মন্ত্ৰে নারদকে উত্থাপিত করিয়া পূজা করিবে।
কৃষ্ণপ্রোক্ত স্তবও পাঠ করিবে। ছত্র ও বস্ত্র দান
ও অন্ত্যস্ত শুভ উপচার দান করিবে। নারদের
প্রীতি উদ্দেশে যথার্থকৃত দ্বিজগণকে ছত্র বস্ত্র ও
কমণ্ডলু দান করিবে এবং ভক্ত সহকারে তাহা-
দিগকে প্রণাম করিবে। এইরূপ করিলে সেই মানব
নারদের প্রসাদে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। কদাচ
কাহারও সহিত তাহার বিবাদ হয় না, এবং সেই ইহ
লোকে কদাচ ক্রেশ পায় না। ৪৭—৫৮।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ।

স্বত কহিলেন,—বাব্রব্যের এই কথা শুনিয়া
কুরুনন্দন অর্জুন সবিষ্ময়ে রোমাঞ্চিতকায়ে ভক্তি-

১ ॥ প্রশস্ত চ চিরং কালং পুনর্নারদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
শুপ্তক্ষেত্রস্থ মহাত্ম্যং শৃণ্বানস্বনুখান্মুনে। তৃপ্তিঃ
নৈবাধিগচ্ছামি ভূয়স্তদ্বক্তুমহসি ॥ ৩ ॥ নারদ উবাচ।
মহালিঙ্গস্ত বক্ষ্যামি মহিমানং কুরুদহ। গৌতমেশ্বর-
লিঙ্গস্ত সাবধানঃ শৃণু তৎ ॥ ৪ ॥ অক্ষপাদো
মহাযোগী গৌতমাখ্যোহভবম্মুনিঃ। গোদাবরী-
সমানেনতা অহল্যায়ঃ পতিঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥ শুপ্ত-
ক্ষেত্রস্থ মহাত্ম্যং স চ জ্ঞাত্বা মহোত্তমম্। যোগ-
সাধনং কুরুন্নরদ তেপে তপো মহৎ ॥ ৬ ॥ যোগ-
সিদ্ধিঃ ততঃ প্রাপ্য গৌতমেন মহাত্মনা অত্র
সংস্থাপিতং লিঙ্গং গৌতমেশ্বরসংজ্ঞয়া ॥ ৭ ॥ সংস্না-
প্যৈতন্নহালিঙ্গং চন্দ্রেনেব বিশিষ্য চ। সম্পূজ্য পুষ্পৈ-
ববিধৈঃ গুণ্ডলং দাহয়েৎ পুরঃ। সর্বপাপবিনির্মুক্তো
বৃন্দলোকে মহীয়তে ॥ ৮ ॥ অর্জুন উবাচ। যোগ-
স্বরূপমিচ্ছামি শ্রোতুং নারদ তত্ত্বতঃ। যোগং সর্বে
প্রশংসন্তি যতঃ সর্বোত্তমোত্তমম্ ॥ ৯ ॥ নারদ উবাচ।
সমাসাতব বক্ষ্যামি যোগতত্ত্বং কুরুদহ। শ্রবণাদপি

সহকারে নারদকে প্রণাম করিলেন। পরে অনেক
ক্ষণ নারদকে প্রশংসা করিয়া পুনরায় কহিলেন,—
হে মুনিবর নারদ! শুপ্ত ক্ষেত্রের মহাত্ম্য আপনার
মুখে শুনিয়া আমার তৃপ্তির সীমা হয় নাই, অতএব
পুনরায় তাহাই বর্ণন করুন। নারদ কহিলেন,—
হে কুরুনন্দন! এক্ষণে আমি গৌতমেশ্বর মহালিঙ্গের
মহাত্ম্য-কথা তোমাকে বলিতেছি; তুমি অবধান
সহকারে তাহা শুন। অক্ষপাদ গৌতম নামে এক
মুনি ছিলেন। তিনিই গোদাবরী নদীকে প্রবর্তিত
করিয়াছেন। তিনি অহল্যার পতি এবং প্রভু
সম্পন্ন মুনি। তিনি এই শুপ্তক্ষেত্রের অত্যুত্তম
মহাত্ম্য জানিতে পারিয়া যোগসাধনার্থ এখানে
আসিয়া সুমহৎ তপস্যা আরম্ভ করেন। পরে সেই
মহাত্ম্য গৌতম, যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া এখানে
গৌতমেশ্বর নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই
মহালিঙ্গকে স্নান করাইয়া চন্দন-দ্বারা বিলেপন-
পুষ্পক বিবিধ পুষ্পে অর্চনা করিবে। তৎকালে
পুরোভাগে গুণ্ডলু দগ্ধ করিয়া ধূপ দিবে। ইহাতে
মানব সর্বপাপে বিমুক্ত হইয়া বৃন্দলোকে সসম্মানে
বাস করিয়া থাকে। অর্জুন কহিলেন,—হে
নারদ! আপনার নিকট যথার্থ যোগতত্ত্ব জানিতে
অভিলাষ করি। যে হেতু সকলেই যোগকে
সর্বোত্তমোত্তম বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে।
১—৯। নারদ কহিলেন,—হে কুরুকুল-ধুরন্ধর!

নৈশ্চল্যং যন্ত শ্রীং সেবনাং কিমু ॥ ১০ ॥ চিত্তবৃত্তি-
নিরোধাখ্যং যোগতত্ত্বং । তদাষ্টাঙ্গ-
প্রকারেণ সা হ যোগিনঃ ॥ ১১ ॥ যমশ্চ নিয়ম-
শ্চৈব প্রাণায়ামকৃতীয়কঃ । প্রত্যাহারো ধারণা চ
ধ্যেয়ং ধ্যানঞ্চ সপমম্ ॥ ১২ ॥ সমাধিরিতি চাষ্টাঙ্গো
যোগঃ সম্পরিকীর্তিতঃ । প্রত্যেকঃ লক্ষণং তেনা-
মষ্টানাং শৃণু পাণ্ডব ॥ ১৩ ॥ অনুরূপমারয়ো যোঃ
সাধনাদযোগমশ্নুতে । অহিংসা সতামস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্য-
পরিগ্রহো ॥ ১৪ ॥ এতে পঞ্চ যমাঃ প্রোক্তাঃ
শৃণ্বেষামপি লক্ষণম্ । আশ্রবং সর্বভূতেষু যো
হিতায় প্রবর্ততে ॥ ১৫ ॥ অহিংসৈবা সমাখ্যাতা
বেদসংবিহিতা চ য়া । দৃষ্টং শ্রুতং চানুমিতং স্বানুভূতং
যথার্থতঃ ॥ ১৬ ॥ কথনং সত্যমিত্যুক্তং পরপীড়া-
বিবর্জিতম্ । অনাদানং পরস্বানামাপদাপি কথঞ্চন ॥
১৭ ॥ মনসা কৰ্ম্মণা বাচ্য তদস্তেয়ং প্রকীর্তিতম্ ।
অমৈথুনং যতীনাঞ্চ মনোবাক্যকৰ্ম্মভিঃ ॥ ১৮ ॥
ঋতো স্বদারগমনং গেহিনাং ব্রহ্মচর্য্যতা । যতীনাং
সর্বসন্ন্যাসো মনোবাক্যকৰ্ম্মণা ॥ ১৯ ॥ গৃহস্থানাঞ্চ
মনসা স্মৃত এষোহপরিগ্রহঃ । এতে যমাস্তব প্রোক্তাঃ
পঞ্চৈব নিয়মান্ শৃণু ॥ ২০ ॥ শৌচং তুষ্টিস্তপশ্চৈব

আমি তোমাকে সংক্ষেপে যোগ-তত্ত্ব বলিতেছি ।
ইহার শ্রবণেও নৈশ্চল্য লাভ হয়, অনুরূপতার কথা
আর কি বলিব ? চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলে ।
যোগিগণ তাহা অষ্টাঙ্গ বিভাগে সাধন করেন । যম,
নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যেয় ও সমাধি ;
যোগ এই অষ্টাঙ্গযুক্ত বলিয়া কীর্তিত । হে পাণ্ডব !
এই অষ্টাঙ্গের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক লক্ষণ শুন ।
জনগণ যথাক্রমে এই অষ্টাঙ্গ সাধন করিলে যোগ-
সিদ্ধি লাভ হয় । অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য
ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটি যম পদবাচ্য । ইহাদিগে-
রও লক্ষণ শুন । সর্বভূতে আশ্রবং ব্যবহার এবং
বেদবিহিত হিংসাকেই অহিংসা বলা যায় । দৃষ্ট
শ্রুত ও অনুভূত বিষয়ের যথাযথ প্রকটনকেই সত্য
বলে । ইহাতে পরপীড়া বর্জিত হয় । আপৎ-
কালেও মনঃকৰ্ম্ম-বাক্যে কোনরূপে পরস্ব গ্রহণ না
করাকেই অস্তেয় বলে । যতিগণের পক্ষে কায়মনো-
বাক্যে মৈথুন বর্জন, আর গৃহস্থগণের পক্ষে ঋতু-
কালে স্বপত্নীসঙ্গম ব্রহ্মচর্য্যপদবাচ্য । অপরিগ্রহ
শব্দে যতিগণের পক্ষে কায়মনোবাক্যে সর্বভোগ
আর গৃহস্থগণের পক্ষে কায়মনোবাক্যে পরদ্রব্য পরি-
হারই বুঝিবে । এই তোমাকে, যম কহিলাম,

জপো ভক্তির্গুরুস্তথা । এতেষামপি পঞ্চানাং
পৃথক সংশৃণু লক্ষণম্ ॥ ২১ ॥ বাহ্যমাত্মান্তরং চৈব
দ্বিবিধং শৌচমুচ্যতে । বাহ্যন্ত মূৰ্ছালৈঃ প্রোক্তমাত্মরং
শুদ্ধমানসম্ ॥ ২২ ॥ শ্রায়েনাগতয়া বৃত্ত্যা ভিক্ষয়া
বার্ত্তরাপি চ । সন্তোষো যন্ত সততং সা তুষ্টিরিতি
চোচ্যতে ॥ ২৩ ॥ চান্দ্রায়ণাদীনি পুনস্তপাঃসি বিহিতানি
চ । আহারলাঘবপরঃ কুর্য্যাক্ততপ উচ্যতে ॥ ২৪ ॥
স্বাধ্যায়ন্ত জপঃ প্রোক্তঃ প্রণবাত্মসনাদিকঃ । শিবৈ
জ্ঞানে গুরো ভক্তির্গুরুভক্তি়িরিতি স্মৃতা ॥ ২৫ ॥ এবং
সংসাধ্য নিয়মান্ সংযমাঃশ্চ বিচক্ষণঃ । প্রাণায়ামায়
সন্দর্ভান্নাত্মা যোগসাধকঃ ॥ ২৬ ॥ যতোহশুচি-
শরীরন্ত বায়ুকোপো মহান্ ভবেৎ । বায়ুকোপাৎ
কুষ্ঠতা চ জডত্বাদীহুপাশ্নুতে ॥ ২৭ ॥ তস্মাদ্বিচক্ষণঃ
শুদ্ধং ক্রদ্ধা দেহং যতেৎ পরম্ । প্রাণায়ামশ্চ
বক্ষ্যামি লক্ষণং শৃণু পাণ্ডব ॥ ২৮ ॥ প্রাণাপান-
নিরোধশ্চ প্রাণায়ামঃ প্রকীর্তিতঃ । লঘুমধ্যোত্তরী-
য়াখ্যঃ স চ বীরৈরুদ্ভিধোদিতঃ ॥ ২৯ ॥ লঘুর্দাদশমাত্রস্ত
মাত্রা নিমিষ উন্মিষঃ । দ্বিগুণো মধ্যমস্তোক্তস্তি-

এক্ষণে পাঁচটি নিয়ম শুন । ১০—২০ । যথা—শৌচ,
তুষ্টি, তপস্যা, জপ, ও গুরুভক্তি ; এই পাঁচটি নিয়-
মেরও আবার পৃথক পৃথক লক্ষণ শুন । বাহ্য ও
আত্মান্তর ভেদে শৌচ দ্বিবিধ । মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা
যাহা করা যায়, তাহা বাহ্য শৌচ, আর মনঃশোধনই
আত্মর শৌচ । শ্রায়াগত বৃত্তি, বা ভিক্ষা বৃত্তি
দ্বারা জীবিকানিষ্কাহ কার্য্যে যে সন্তোষ, তাহাকেই
তুষ্টি বলা যায় । আহারলাঘব সহকারে অনুষ্ঠিত
চান্দ্রায়ণাদি কস্মকে তপস্যা বলে । বেদাধ্যয়ন ও
প্রণবাদি বারম্বার উচ্চারণকে জপ বলা যায় । শৈব
বিধানে ও স্বায গুরুতে যে ভক্তি তাহাই গুরুভক্তি
বলিয়া কীর্তিত । বিচক্ষণ মানব এই সমস্ত যম-
নিয়মাবলম্বনপৃথক প্রণায়াম অভ্যাস করিবে,
নচেৎ যোগসাধক হইতে পারে না । অশুচি
শরীরে যোগাভ্যাস আরম্ভ করিলে প্রবল বায়ুর
প্রকোপ হয় ; এবং তাহাতে কুষ্ঠ রোগ বা জডতা
ঘটিতে পারে । সেইজন্য বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমে
দেহশোধন করিয়া পরে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে ।
হে অর্জুন ! প্রাণায়ামের লক্ষণ বলিতেছি, শুন ।
প্রাণ ও অপান বায়ুকে রোধ করাই প্রাণায়াম
বলিয়া কীর্তিত । বীরগণ তাহাকেও আবার লঘু
মধ্য ও উত্তর ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দেশ করেন ।
দ্বাদশ মাত্রাযুক্ত প্রাণায়াম লঘু, এক নিমিষ-

গুণশোভনঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥ প্রথমে জয়েৎ স্বেদঃ
মধ্যমে তু বেপথুঃ । বিবাদক তৃতীয়ে জয়ে-
দোষানলুক্ৰমাৎ ॥ ৩১ ॥ পদ্মায়ামাসনং কুহা রেচকং
পুরকং তথা । কুস্তকক স্মৃথাসীনঃ প্রাণায়ামঃ
ত্রিধাভ্যাসেৎ ॥ ৩২ ॥ প্রাণানামুপসংরোধাৎ
প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ । যথা পৰ্বতধাতুনাং ধাতানাং
দহতে মলঃ ॥ ৩৩ ॥ তথেন্দ্রিয়রূতো দোষঃ প্রাণায়া-
মে দহতে । গৌশতং কাপিলং দত্তা যৎফলং
তৎফলং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ প্রাণায়ামেন যোগজন্তুমাৎ
প্রাণং সদা যমেৎ । প্রাণায়ামেন সিদ্ধান্তি দিব্যাঃ
শান্ত্যাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ৩৫ ॥ শান্তিঃ প্রশান্তিদীপ্তিশ্চ
প্রসাদশ্চ যথাক্রমঃ । সহজাগন্তুকামানাং পাপানাক
প্রবর্ততাম্ ॥ ৩৬ ॥ বাসনা শান্তিরিত্যখাঃ প্রথমো
জায়তে গুণঃ । লোভমোহাশ্লকান্ দোষান্নিরাকুলৈব
কুৎসনঃ ॥ ৩৭ ॥ তপসাক যদা প্রাপ্তিঃ সা শান্তিরিতি
চোচ্যতে । সৰ্বেন্দ্রিয়প্রসাদশ্চ বুদ্ধৈর্কৈ মরুতা-
মপ ॥ ৩৮ ॥ প্রসাদ ইতি স প্রোক্তঃ প্রাপ্যমেব
চতুষ্টয়ম্ । এবংফলং সদা যোগী প্রাণায়ামঃ

কেই মাত্রা বলে । উহার দ্বিগুণ হইলে মধ্যম
এবং ত্রিগুণ মাত্রায় অনুরূপিত হইলে তাহাকে উত্তম
বলে । ২১—৩০ । প্রথম প্রাণায়ামে স্বেদজয়, দ্বিতীয়
প্রাণায়ামে কম্প এবং তৃতীয় প্রাণায়ামে বিবাদ জয়
করিবে । এইরূপে যথাক্রমে উক্ত দোষত্রয় জয়
করিতে হয় । পদ্মাসনে সুষ্করূপে উপবেশন করিয়া
রেচক, পুরক ও কুস্তক করিবে । একত্রমে তিন-
বার এই রেচক-পুরক-কুস্তকখা প্রাণায়াম করিতে
হয় । ইহাতেই একটি পূর্ণ প্রাণায়াম হয় । প্রাণ
সকলের উপরোধ হয় বলিয়াই উহার নাম প্রাণায়াম ।
পার্ক্যতা ধাতু সকল যেমন উত্তপ্ত হইলে তাহার মল
সকল দধ হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়রূত দোষসমূহ প্রাণা-
য়ামে বিদূরিত হইয়া যায় । শত কপিলাগাভী
দান করিলে যে ফল, একটি প্রাণায়ামে
সেই ফল হয় । অতএব যোগজ ব্যক্তির
সদাই প্রাণ সংযম করা কর্তব্য । প্রাণায়াম দ্বারা
শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রসাদ নামক চতুর্বিধ
বিভূতি লাভ হয় । সহজ ও অগন্তক-কামনা দোষ-
সমূহের উপশমকেই শান্তি বলে, আর লোভ-
মোহাদি দোষ নাশ করিয়া তপোবৈভব লাভকও
শান্তি বলা যায় । ইহাই যোগের প্রথম গুণ ।
সমস্ত ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বায়ুর সম্যক প্রসন্নতাই প্রসাদ

সমভ্যাসেৎ ॥ ৩৯ ॥ যুহুঃ সেবামানান্ত সিংহ-
শার্দূলকুঞ্জরাঃ । যথা যান্তি তথা প্রাণো বজ্রো
ভবতি সাধিতঃ ॥ ৪০ ॥ প্রাণায়ামত্বং প্রোক্তঃ
প্রত্যাহারং ততঃ শৃণু । বিনয়েষু প্রবৃত্তস্ত চেষ্টসো
বিনিবর্তনম্ ॥ ৪১ ॥ প্রত্যাহারং বিনিবর্তনং তন্ত
সংযমনং হি যৎ । প্রত্যাহারত্বং প্রোক্তো ধারণা-
লক্ষণঃ শৃণু ॥ ৪২ ॥ যথা তোর্যার্বিনস্তোয়ং পত্রনালা-
দিভিঃ শনৈঃ । আপিবেয়ুস্তথা বায়ুং যোগী নয়তি
সাধিতম্ ॥ ৪৩ ॥ প্রাণানাভাঃ হৃদয়ে বায়ুরথ তালৌ
ক্রবোহস্তরে । চতুর্দলে বড়দেশে চ দ্বাদশে
ষোড়শদিকে ॥ ৪৪ ॥ আকৃৎকেনৈবমুর্দ্ধমুন্নীয় পবনং
শনৈঃ । মুর্দ্ধনি ব্রহ্মরঞ্জে তং প্রাণং সন্ধারয়েৎ কৃতী ॥
৪৫ ॥ প্রাণায়ামা দশ ধৌ চ ধারণেনা প্রকীৰ্ত্তাতে ।
দশৈতা ধারণাঃ স্থাপা প্রাপ্তোত্যক্ষরসাম্যতাম্ ॥
৪৬ ॥ ধারণাশ্রুত্বা যদ্যোয়ং তন্ত হ শৃণু লক্ষণম্ ।
ধোয়ং বহুবিধং পার্থ যন্তান্তো নোপলভাতে ॥ ৪৭ ॥
কোচচ্ছিবং হরিং কেচিৎ কেচিৎ সূর্য্যং বিধিঃ পরে ।
কেচিদেবীং মহভূতামুত ধারয়ন্তি কেচন ॥ ৪৮ ॥ তত্র

পদবাচ্য । এই গুণচতুষ্টয় এই ভাবেই যথাক্রমে
লাভ হয় । যোগের এবদ্বিধ ফল বলিয়া যোগ-
লাভার্থ সদাই প্রাণায়াম অভ্যাস করা কর্তব্য ।
সিংহ বাঘ কুঞ্জরাদি দুর্দ্ধব প্রাণীও যেমন উপসেবিত
হইয়া ক্রমে ক্রমে যুহুতা প্রাপ্ত হয়, প্রাণায়াম দ্বারা
প্রাণবায়ুও তদ্রূপই বশীভূত হইয়া থাকে । ৩১—৪০ ।
এই তো প্রাণায়াম কহিলাম, এক্ষণে প্রত্যাহার
শুন । বিনয়ে প্রবৃত্ত চিত্তকে সেই সেই বিনয় হইতে
নিবর্তিত করাই প্রত্যাহার বলিয়া নির্দিষ্ট । ফলতঃ
চিত্তের সংখ্যাই প্রত্যাহার । উহা তো কহিলাম,
এক্ষণে ধারণার লক্ষণ শুন । পিপাসু ব্যক্তি যেমন
পত্রাদিরচিত নল দ্বারা অল্পে অল্পে জল পান করে,
যোগীও তদ্রূপ অল্পে অল্পেই বায়ু পান করিবে ।
কৃতী সাধক শনৈঃ শনৈঃ বায়ুকে আকর্ষণপূর্ব্বক
যথাক্রমে নাভিতে, হৃদয়ে, তালুতে, ক্রমশঃ, চতুর্দলে,
বড়দলে, দ্বাদশদলে, ষোড়শদলে ও দ্বিদলে, মস্তকস্থ
ব্রহ্মরঞ্জে নিকরু করিবে । দ্বাদশটি প্রাণায়ামে এই
ধারণা জন্মে । এইরূপই কীর্ত্তিত আছে । এই
দশ স্থানে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করিলে সেই যোগী
অক্ষর ব্রহ্মের সাম্য প্রাপ্ত হয় । ধারণাশ্র ব্যক্তির
ধোয় বিবয়ের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি ; তুমি তাহা
শ্রবণ কর । ধোয় বহুবিধ, হে অর্জুন ! উহার
অন্ত পাওয়া যায় না । কেই শিবকে, কেই হরিকে

যো যচ্চ ধ্যায়ত স চ তত্র প্রলীয়তে । তস্মাৎ
সদা শিবং দেবং পঞ্চবক্ত্রং হরং স্মরেৎ ॥ ৪৯ ॥
পদ্মাসনস্থঃ তং গৌরং বীজপূরকরং স্থিতম্ । দশহস্তঃ
সুপ্রসন্নবদনঃ ধ্যানমাস্থিতম্ ॥ ৫০ ॥ ধোয়মেতত্ত্ব
প্রোক্তং তস্মাদ্ভ্যাসঃ সমাচরেৎ । ধ্যানশ্চ লক্ষণং
চৈতন্যমিষাক্ষমপি ফুটম্ ॥ ৫১ ॥ ন পৃথগ্ভাষতে
ধোয়াদ্ভ্যাসঃ যঃ সমাধিতঃ । এবমেতাং দুরারোগাং
ভূমিমাশ্রয় যোগাবৎ ॥ ৫২ ॥ ন কিঞ্চিচ্ছন্তয়েৎ
পশ্চাৎ সমাধিরিত কীর্ত্যতে । সমাধেলক্ষণং
সমাগ্ৰবতো মে নিশাময় ॥ ৫৩ ॥ শব্দস্পর্শরসেহীনঃ
গন্ধরূপবিবর্জিতম্ । পরং পুরুষং সম্প্রাপ্তঃ সমাধিস্থঃ
প্রকীর্তিতঃ ॥ ৫৪ ॥ তা তু প্রাপ্য নরো বিদ্বৈর্নাভি-
ভূয়েত কহিচিৎ । সমাধিস্থঃ চ ত্বংগেন গুরুণাপি ন
চালাতে ॥ ৫৫ ॥ শব্দাদ্যাঃ শতশস্তস্ত বাদান্তে
যদি কর্ণয়োঃ । ভেদ্যন্ত যদি হস্তান্তে শব্দং বাহ্যং ন
বিন্দতি ॥ ৫৬ ॥ কশাপ্রহারালিহতো বহিঃকৃতভ্রুস্তথা ।
শীতাচৌহবাহিতো ঘোরে স্পর্শং বাহ্যং ন বিন্দতি ॥

কেহ সূর্য্যকে, কেহ ব্রহ্মাকে, এবং কেহ বা মহামহি-
মাধিতা দেবীকে ধ্যান করিয়া থাকে । তন্মধ্যে যে
যাহার ধ্যান করে, সে তাহাতেই বিলীন হইয়া যায় ।
সেই জন্ত পঞ্চানন, দশভুজ, পদ্মাসীন, গৌরকান্ত,
সুপ্রসন্নবদন, ধ্যানাসক্ত, বীজপূরহস্ত, সদাশিব
শব্দর দেবকেই ধ্যান করা কর্তব্য । ৪৯—৫০ । এই
আমি তোমার নিকট ধোয় বর্ণন করিলাম, এইরূপ
ধোয় বস্ত্র ধ্যান করা বিধেয় । ধোয় বস্ত্রে চিত্র-
স্থাপনই ধ্যানপদবাচ্য । নিমেষাক্ষ কালও এইরূপ
ধোয় পদার্থে চিত্র ধারণা করিলে তাহাকে ধ্যান
বলা যায় । যোগবিদ ব্যক্তি দুরারোগ যোগ-ভূমিতে
আরোগ্যপূরক এইরূপ ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া দীর্ঘ-
কাল বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ না করিলে তাহাই
সমাধি বলাইয়া কীর্তিত হয় । আমি সমাধির লক্ষণ
যথার্থ বলিতেছি, তুমি শুন । শব্দ-স্পর্শ-রস-গন্ধ-
রূপহীন পরম পুরুষ যাহার চিত্তে নিরবিচ্ছিন্নভাবে
অবস্থিত তাহাকেই সমাধিস্থ বলে । মানব সেই
অবস্থা পাইয়া কদাচ বিদ্বনিবহ দ্বারা অভিভূত হয়
না । গুরুতর ত্বংগেও তাহার মন বিচলিত হয় না ।
তাহার কাণের কাছে শত শত ভেরী বদ্যাদি
বাজাইলেও সে সেই শব্দ বা বাহিরের কোনও
শব্দই শুনিতে পায় না । তাহাকে যদি কশা দ্বারা
প্রহার কিম্বা বহি দ্বারা দত্ত করা যায় অথবা
সে যদি অত্যন্ত শীতল হইল অথবা অতীব গরম,

৫৭ ॥ রূপে গন্ধে রসে বাহ্যে তাদৃশস্ত তু কা কথ্য ।
দৃষ্টো য আত্মনা আত্মনঃ সমাধিং লভতে পুনঃ ॥ ৫৮ ॥
ত্বক্কা বাধ বুভুক্ষা বা বাধেতে তং ন কহিচিৎ ॥
৫৯ ॥ ন স্বর্গে ন চ পাতালে মাছুষ্যে ক চ
তৎসুখম্ । সমাধিং নিশ্চলং প্রাপ্য যৎ সুখং বিদন্তে
নরঃ ॥ ৬০ ॥ এবমাক্রুতযোগস্ত তস্মাপি কুরুনন্দন ।
পঞ্চোপসর্গাঃ কটুকাঃ প্রবর্তন্তে যথা শৃণু ॥ ৬১ ॥
প্রাতিভঃ শ্রাবণো দৈবো ভ্রমাবর্তোহথ ভীষণঃ ।
প্রতিভা সর্বশাস্ত্রাণাং প্রাতিভোহয়ং চ সাত্ত্বিকঃ ॥ ৬২ ॥
তেন যো মদমাদদাদ্যোগী শীঘ্রং চ চেতসঃ ।
যোজনানাং সহস্রেভাঃ শ্রবণং শ্রাবণস্ত সঃ ॥ ৬৩ ॥
দ্বিতীয়ঃ সাত্ত্বিকশায়মস্মান্নভো বিনশ্চতি । অষ্টৌ
পশ্চতি যোনীশ্চ দেবানাং দৈব ইত্যসৌ ॥ ৬৪ ॥ অয়ং
চ সাত্ত্বিকো দোষো মদাদস্মাদ্বিনশ্চতি । আবর্ত
ইব তৌহস্ত জনাবর্তে যদাকুলঃ ॥ ৬৫ ॥ আবর্তাখ্যস্তয়ঃ
দোষো রাজসঃ সমহাভয়ঃ । ভ্রামাতে যন্নিরালম
মনো দৌষ্টেচ যোগিনঃ ॥ ৬৬ ॥ সমস্তাধারবিভ্রংশাদ

তথাপি তাহার বাহ্য স্পর্শবোধ হয় না বলিয়
সে তৎসমস্ত কিছুই জানিতে পারে না । এই
রূপ আত্মা দ্বারা আত্মা দর্শনে নিবিষ্ট হইয়া যে
ব্যক্তি সমাধিলাভ করিয়াছে, তাহার বাহ্য রূপ
রস-গন্ধাদিতেও কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না ।
তাহাকে কদাচ ক্ষুধা তৃষ্ণা পীড়া দেয় না ।
মানব নিশ্চল সমাধিস্থ হইয়া যে সুখ বোধ করে,
স্বর্গে মর্ত্যে বা পাতালে তাদৃশ সুখ কোথায় ?
৫৯—৬০ । হে কুরুনন্দন ! এইরূপে যোগাক্রুত হই-
লেও যোগীর পাচটি পীড়াপ্রদ উপসর্গ ঘটে, তাহা
আমি বলিতেছি শুন । উহাদিগের নাম প্রাতিভ,
শ্রাবণ, দৈব, ভ্রম ও আবর্ত । এই আবর্ত দোষ
অতি ভীষণ । তন্মধ্যে সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ
প্রতিভাকে প্রাতিভ বলে ; উহা সাত্ত্বিক । উহাতে
যোগী ব্যক্তি শীঘ্রই গচ্ছিত হইয়া পড়ে । সহস্র
সহস্র যোজন দূর হইতেও শ্রবণসামর্থ্যকে শ্রাবণ
বলে, ইহা দ্বিতীয় উপসর্গ, ইহা দ্বারা মত্ত হইলে
যোগী বিনষ্ট হয় । ইহাও সাত্ত্বিক । অষ্টবিধ দেব-
যোনির দর্শনশক্তিকে দৈব বলে । ইহাও সাত্ত্বিক ।
ইহাতে মত্ত হইলেও যোগী বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।
জলের আবর্তের স্থায় জনসমাজরূপ আবর্তে চিত্তের
আকুলীভাবকে আবর্ত বলে । এই দোষ
রাজস । ইহা অতিশয় ভয়ঙ্কর । যোগীর অব-
লম্বনহীন মন যে দোষবশতঃ সমস্ত আধার হইতে

ভ্রম্যন্ত্যামসো ৩৭ঃ। এতৈর্নানিষ্ঠযোগাচ্চ সকলা
দেবযোনয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ উপসর্গৈর্মহাঘোরৈরাবর্ত্যন্তে
পুনঃপুনঃ। প্রারূঢ়্য কদলং শুক্রং যোগী তস্মান্মনো-
ময়ম্ ॥ ৬৮ ॥ চিন্তয়েৎ পরমং ব্রহ্ম কুহা তৎপ্রবণং
মনঃ। আহারাঃ সাধিকাস্চৈব সংসেবাঃ সিদ্ধি-
মিচ্ছতা ॥ ৬৯ ॥ রাজসৈস্তামসৈশ্চৈব যোগী সিধ্যোন্ন
কর্হিচিং। শ্রদ্ধাধানেষু দান্তেষু শ্রোত্রিয়েষু মহাত্মনু ॥
৭০ ॥ স্বধর্মাদনপেতেষু ভিক্ষা যাচ্যা চ যোগিনা।
তৈক্ষং যবানং তক্রং বা পয়ো যাবকমেব বা ॥ ৭১ ॥
ফলমূলং বিপকং বা কণপিণ্যাকশক্তবঃ। ক্রতা
ইত্যেত আহারা যোগিনাং সিদ্ধিকারকাঃ ॥ ৭২ ॥
মৃত্যুকালং বিদিত্বা চ নিমিত্তৈর্যোগসাধকঃ। যোগঃ
যুজীত কালশ্চ বঞ্চনার্থং সমাহিতঃ ॥ ৭৩ ॥ নিমিত্তানি
চ বক্ষ্যামি মৃত্যুং যো বেত্তি যোগবিৎ।
রক্তকৃষ্ণাদ্রবধরা গায়ন্ত্রীং সতী চ যম্ ॥ ৭৪ ॥
দক্ষিণাশাং নয়েন্নারী স্বপ্নে সোহপি ন জীবতি।
নয়ং ক্ষপণকং স্বপ্নে হসমানং প্রদৃশু চ ॥ ৭৫ ॥ এনং
চ বীক্ষ্য ব্রহ্মস্তু তং বিদ্বানমৃত্যুমাগতম্। স্বাক্ষবানর-

ভ্রষ্ট হইয়া ইত্যন্তঃ ভ্রমণ করিতে থাকে, ইহাকে
ভ্রম বলে। ইহা তামস দোষ। এই সকল
ঘোরতর উপসর্গ দ্বারা যোগভ্রষ্ট হইয়া দেবযোনি-
সমূহ পুনঃপুনঃ আবর্তন করে। অতএব যোগী
ব্যক্তি মনোময় শুক্রকন্দল প্রাবরণ করিয়া মনকে
পরব্রহ্মে নিবেশ করত তাঁহাকেই চিন্তা করিবে।
যোগসিদ্ধিপ্রার্থী ব্যক্তির সাধিক আহার করা
আবশ্যক। রাজস বা তামস আহার করিলে
কদাচ যোগসিদ্ধি হয় না। যোগী ব্যক্তির শ্রদ্ধালু,
দান্ত, স্বধর্মনিষ্ঠ, মহাত্মা শ্রোত্রিয়ের নিকট ভিক্ষা
করা কুর্তব্য। ভিক্ষালব্ধ যবান, তক্র, তধ, যাবক
(জাউ), পক বা অপক ফল-মূল, ইণ্ডুলকণা
ও পিণ্যাক (খেল) ;—এই সকল আহার যোগ-
সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া গনিয়াছি। লক্ষণ দ্বারা মৃত্যু-
কাল জ্ঞাত হইয়া সেই কালকে বঞ্চনা করিবার
নিমিত্ত সমাহিত মনে যোগানুষ্ঠান করিবে।
যোগীরা যে সমস্ত নিমিত্ত দর্শনে মৃত্যুকাল জানিতে
পারেন, আমি তাহা বলিতেছি। স্বপ্নে, রক্ত বা
কৃষ্ণবসনধারিণী রমণী গান করিতে করিতে
যাহাকে দক্ষিণ দিকে লইয়া যায় সে জীবিত
থাকে না। স্বপ্নে নয় সন্ন্যাসীকে হাসিতে বা
আশ্বাসন করিতে দেখিলে মৃত্যু নিকটবর্তী বলিয়া
বুঝিবে। ৬১—৭৫। স্বপ্নে ভক্ষক বা বানর দ্বারা

রঘুগাংহো গায়ন যো দাক্ষিণ্যং দিশম্ ॥ ৭৬ ॥ যাতি
মজ্জেন্দধো পঙ্কে গোময়ে বা ন জীবতি। কেশাচ্চাটৈ-
স্তথা ভস্মভূজৈর্জৈনির্জলাং নদীম্ ॥ ৭৭ ॥ এষামন্তকটমৈঃ
পূর্ণাং দৃষ্টা স্বপ্নে ন জীবতি। করালৈক্ষিকটে রুক্ষৈঃ
পুরুষৈরুদ্যাতায়ুধৈঃ ॥ ৭৮ ॥ পামাণৈস্তাড়িতঃ স্বপ্নে
সদ্যো মৃত্যুং ভজেররঃ। স্বর্ঘ্যোদয়ে যন্ত শিবা
ক্রোশন্তী যাতি সম্মুখম্ ॥ ৭৯ ॥ বিপরীতং পরীতং
বা স সদ্যো মৃত্যুমুচ্ছতি। দীপাবিগন্ধং নো বেত্তি
বমতাগ্নিং তথা নিশি ॥ ৮০ ॥ নাহ্মানং পরনেত্রস্থং
বীক্ষতে ন স জীবতি। শক্রায়ুধং চাক্ষরাভ্যে দিবা
বা গ্রহণং তথা ॥ ৮১ ॥ দৃষ্টা মন্তেত স ক্ষীণমাক্ষ-
জীবিতমাপ্তবান্। নাসিকা বক্রতামেতি কণয়োর্ন-
মনোরত্তী ॥ ৮২ ॥ নেত্রং চ বামং শ্রবতি যন্ত
তস্মায়ুরুপাতম্। আরক্ততামেতি মুখং জিহ্বা
চাপ্যাসিতা যদা ॥ ৮৩ ॥ তদা প্রাক্তো বিজানীয়াদাসন্নং
মৃত্যুমাশ্রয়ং। উষ্ট্ররাসভযানেন স্বপ্নে যো যাতি
দক্ষিণাম্ ॥ ৮৪ ॥ দিশং কণৌ পিধায়াপি নির্ঘোষং

বাহিত রথে আরোহণ করিয়া গান করিতে করিতে
যদি দক্ষিণ দিকে যায় আর সাগরের পঙ্কে বা
গোময় মধ্যে নিমগ্ন হয়, তবে সে জীবিত
থাকে না। স্বপ্নে, কেশ অঙ্গার ভস্ম বা ভূজঙ্গ
দ্বারা নিজলা নদীকে পরিপূর্ণ দেগিলে জীবন
থাকে না। মানব স্বপ্নে, ভয়ঙ্কর রুক্ষ বিকটাকার
উদাত্তাস্ত্র পুরুষগণ কর্তৃক পামাণ দ্বারা তাড়িত
হইলে সদ্যই মৃত্যুগ্রস্ত হয়। স্বর্ঘ্যোদয়কালে
শুগাল চীৎকার করিতে করিতে যাহার সম্মুখে
বা প্রতিমুখে গমন করে, তাহারও সদ্যই মৃত্যু
হয়। যদি দীপানিষ্কাশের গন্ধ না পায় কিম্বা
সম্মুখা নিশাভাগে রক্ত বমন করে, তবে সেও
সদ্যই মৃত্যুগ্রাস্তে পতিত হয়। পরনেত্রে আশ্র-
প্রতিবিদ্য না দেখিলেও তাহার মৃত্যু হয়। শাক্ত-
বিদ্বাসী মানব অন্ধরাভ্যে ইন্দ্রধনু কিম্বা দিবসে গ্রহণ
দর্শন করিলেও আশ্রজীবিত কাল ফুরাইয়াছে
বলিয়া বুঝিবে। যাহার নাসিকা বক্র হইয়াছে,
কণ্ঠয়ের উন্নমন বা অবনমন ঘটিয়াছে কিম্বা বাম-
নেত্র-শ্রাব হইতেছে, তাহারও আয়ুঃশেষ হইয়াছে
জানিবে। যখন মুখ আরক্ত ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ
দেখিবে, তখন আপন মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বুঝিবে।
স্বপ্নে উষ্ট্র বা গর্দভ দ্বারা বাহিত রথে যদি দক্ষিণ
দিকে যায়, তাহারও মৃত্যু আসন্ন। কণ্ঠয় আচ্ছাদন

শুণ্যায় চ। ন স জীবন্তথা স্বপ্নে পতিতশ্চ
পিধীয়তে ॥ ৮৫ ॥ দ্বারং ন চোত্তিষ্ঠতি চ শুভ্রা
দৃষ্টিশ্চ লোহিতা। স্বপ্নেহগ্নিঃ প্রবিশেদ্যশ্চ ন চ
নিজ্জন্মতে পুনঃ ॥ ৮৬ ॥ জলপ্রবেশাদপি বা
তদন্তঃ তন্ত জীবিতম্। যশ্চাতিহন্ততে হৃষ্টৈর্ভূতৈ
রাজীবথো দিবা ॥ ৮৭ ॥ প্রকৃষ্টৈর্বিহন্তৈর্বাপি তন্তা-
সরৌ যমাস্তকৌ। দেবতানাং গুরুণাঞ্চ পিত্রোজ্ঞান-
বিদাং তথা ॥ ৮৮ ॥ নিন্দামবজ্রাঃ কুরুতে ভক্তো
ভূত্বা ন জীবতি। এবং দষ্টা নিমিত্তানি বিপরীতানি
যোগবিৎ ॥ ৮৯ ॥ ধারণাং সমাগাস্থায় সমাধাবচলো
ভবেৎ। যদি নেচ্ছন্তি তে মৃত্যুং ততো নাসৌ
প্রপদাতে ॥ ৯০ ॥ বিমুক্তিমথবা বাঞ্ছেদ্বিসৃজেদ্
ব্রহ্মমূর্ধনি। সন্তি দেহে বিমুক্তে চ উপসর্গাশ্চ যে
পুনঃ। যোগিনাং সমুপায়াস্ত শূন্য তানপি পাণ্ডব ॥
৯১ ॥ ঐশান্যে রাক্ষসপুত্রো যাক্ষে গন্ধর্বে এব চ ॥
৯২ ॥ ঐশ্নে সৌম্যে প্রজাপত্যো ব্রাহ্মণে চাষ্টমু
সিদ্ধয়ঃ। ভবন্তি চাষ্টৌ শূন্য তাঃ পার্থিবাপ্য চ

করিলে যে ব্যক্তি (গুড় গুড়) শব্দ শুনিতে পায়
না, তাহারও মৃত্যু সন্নিহিত। যে ব্যক্তি স্বপ্নে
পতিত হয়, পরন্তু উঠিবার চেষ্টা করিলে দ্বার রুদ্ধ
হইয়া যায়; কিম্বা যে ব্যক্তি স্বপ্নে অগ্নিতে প্রবেশ
করিয়া পুনরায় তাহা হইতে নিজ্জন্ম না হয়; অথবা
ঐরূপ জল মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতেও
বহির্গত না হয়; আর যাহার স্বভাবশূন্য নয়নদ্বয়
লোহিতবর্ণ হয়, তাহার জীবন সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ
অল্পকাল মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটে। দিবসে
অথবা রাত্ৰিকালে যাহাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃত
বা অপ্রকৃত ভূতগণ অভিঘাত করে, তাহারও মৃত্যু
আসন্ন। যে ব্যক্তি দেবতা, গুরু, পিতামাতা,
কিম্বা কোনও জ্ঞানবান ব্যক্তির ভক্ত হইয়াও নিন্দা
বা অবজ্ঞা করে, সেও জীবিত থাকে না
যোগবিদ ব্যক্তি এইরূপ স্বভাববৈপরীত্যাদি
নিমিত্ত সকল দেখিয়া যদি মৃত্যু কামনা না
থাকে, তবে সম্যক্ প্রকারে ধারণা-
বলবহনে সমাধিতে অচল হইবে; পরন্তু মুক্তি
অভিলাষ থাকিলে ব্রহ্মরজেই অবস্থান করিবে।
হে অর্জুন! এই অবস্থাকেই মুক্তবস্থা বলে।
পরন্তু এই অবস্থায়ও যোগীর যে সমস্ত উপসর্গ
জন্মে, তাহাও তুমি শুন ॥ ৯৬—৯৯ ॥ ঐশানী রাক্ষসী
যাক্ষী গান্ধর্বী ঐশ্নী সৌম্য প্রজাপত্যা ও ব্রাহ্মী
এই অষ্টবিধ সিদ্ধি আছে। ইহারা আবার

তৈজসী ॥ ৯৩ ॥ বায়বী ব্যোমায়িকী চৈব মান-
সাত্ত্ববা মতিঃ। প্রত্যেকমষ্টধাতিয়া দ্বিগুণা দ্বিগুণা
ক্রমাৎ ॥ ৯৪ ॥ পূর্বে চাষ্টৌ চতুঃষষ্টিরন্তে শূন্য তদ-
যথা। স্থলতা হ্রস্বতা বাল্যাং বার্কক্যাং যৌবনং তথা ॥
৯৫ ॥ নানাজাতিস্বরূপঞ্চ চতুর্ভির্দেহধারণম্। পার্থি-
বাংশং বিনা নিত্যমষ্টৌ পার্থিবসিদ্ধয়ঃ ॥ ৯৬ ॥ বিজিতে
পৃথিবীতরে যদৈশান্যে ভবন্তি চ। ভূমাবিব জলে
বাসো নাতুরোহর্নবমাপিবেৎ ॥ ৯৭ ॥ সর্বত্র জল-
প্রাপ্তিশ্চ অপি শুক্লং দ্রবং ফলম্। ত্রিভির্দেহস্য
ধারণং নদীক্সা স্থাপয়েৎ করে ॥ ৯৮ ॥ অত্রগন্ধং
শরীরস্য কান্তিস্থাখাষ্টকং স্মৃতম্। অষ্টৌ পূর্বা
ইমাশ্চাষ্টৌ রাক্ষসানাং পুরে স্মৃতাঃ ॥ ৯৯ ॥ দেহাদগ্নি-
বিনিস্রাণং তত্তাপভয়বর্জনম্। শক্তদহঞ্চ লোকানাং
জলমধোহগ্নিজালনম্ ॥ ১০০ ॥ অগ্নিগ্রহশ্চ হস্তেন
স্মৃতিমাত্রেণ পাবনম্। ভস্মীভূতস্য নিস্রাণং দ্বাত্যাং
দেহস্য ধারণম্ ॥ ১০১ ॥ পূর্বাঃ বোড়শ চাপ্যষ্টৌ
তেজসো যক্ষসমুনি। মনোগতিহং ভূতানামন্তর্নি-
বেশনং তথা ॥ ১০২ ॥ পরিতাদিমহাভারবহনং

প্রত্যেকে পার্থিবা, জলীয়া, তৈজসী, বায়বী, ব্যোমা-
য়িকী, মানসী, অহঙ্কারায়িকী ও বুদ্ধিজা ভেদে সমু-
দয়ে চতুঃষষ্টি প্রকার। তন্মধ্যে শেষোক্ত সিদ্ধির বর্ণন
করিতেছি। স্থলতা, হ্রস্বতা, বাল্যা, বার্কক্যা,
যৌবন, নানাকার ধারণ প্রভৃতি পার্থিব সিদ্ধি
অষ্টবিধ। পার্থিব তরে সিদ্ধি হইলে পৃথিবী
বাতীত অপর ভূতচতুষ্টয় দ্বারাই দেহ ধারণ করা
যায়। ইহা ঐশানী সিদ্ধির অন্তর্গত। জলতরে
সিদ্ধি মানব জলমধ্যেও ভূতলবৎ বিচরণ করিতে
পারে; সমুদ্র পান করিয়াও ক্লিষ্ট হয় না, সর্বত্রই
সে জল প্রাপ্ত হয়, এমন কি শুক্ল ফলকে রসাল
করিতে পারে। করতলে নদী ধারণ করিতে
সমর্থ হয়। তাহার শরীর ত্রণহীন হয় এবং সে
পরম কান্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এ সকল সিদ্ধি
রাক্ষসী। এই সিদ্ধি প্রাপ্ত মানব তেজঃ বায়ু ও
আকাশ,—এই তিন তত্ত্ব দ্বারাই দেহ ধারণে সমর্থ
হয়। দেহ হইতে অগ্নি উৎপাদন, অগ্নিতাপে
পীড়াভাব, শক্তিমত্তা, জল মধ্যেও অগ্নি প্রজ্বালন,
হস্তে অগ্নি ধারণ, ভস্মীভূত দ্রব্যের পুনরুৎপাদন
এবং বায়ু ও আকাশ তত্ত্ব দ্বারাই দেহ ধারণ—এই
সকল এবং পূর্বেক্ত বোড়শ—সমুদায়ে চতুর্বিংশতি
সিদ্ধি যাক্ষী; ইহা অগ্নিতত্ত্ব জয়ের ফল। মনো-
গতি, ভূতগণের অন্তরে প্রবেশ, পরিতাদি মহাভার

লীল্যৈব চ। লঘুঃ গৌরবং পানিত্যাং বায়ু-
ধারণম্ ॥ ১০৩ ॥ অঙ্কুলাগ্নিপাতেন ভূমে: সর্বত্র
কম্পনম্। একেন দেহনিম্পত্তিগাক্ষে বাস্তি
সিদ্ধয়ঃ ॥ ১০৪ ॥ চতুর্বিংশতি পূর্বাশ্চাপ্যষ্টাবেতাশ্চ
সিদ্ধয়ঃ। গন্ধর্বলোকে দ্বাত্রিংশদত উর্দ্ধঃ নিশাময় ॥
১০৫ ॥ ছায়াবিহীননিম্পত্তিরিন্দ্রিয়ানামদর্শনম্।
আকাশগমনং নিতামিন্দ্রিয়াদিশমঃ স্বয়ম্ ॥ ১০৬ ॥
দূরে চ শব্দগ্রহণং সর্বশব্দাবগাহনম্। তন্মাত্রানি-
গ্রহণং সর্বপ্রাণিনিদর্শনম্ ॥ ১০৭ ॥ অষ্টৌ বাতান্বিকা-
শ্চৈন্দ্রে দ্বাত্রিংশদপি পূর্বকাঃ। যথাকামোপলক্ষি-
তযথাকামবিনির্গমঃ ॥ ১০৮ ॥ সর্বভূতভিবশৈব সর্ব-
শ্রুতিনিদর্শনম্। সংসারদর্শনং চাপি মানস্তোহষ্টৌ
চ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১০৯ ॥ চত্বারিংশচ্চ পূর্বাশ্চ সৌমলেনৈ-
শ্ব্যুতাস্থিমাঃ। ছেদনং তাপনং বন্ধনং সংসার-
পরিবর্তনম্ ॥ ১১০ ॥ সর্বভূতপ্রসাদঃ মৃত্যুকাল-
জয়স্তথা। অহঙ্কারোদ্ভবচাষ্টৌ প্রাজাপতো চ
পূর্বকাঃ ॥ ১১১ ॥ আকারেণ জগৎসৃষ্টিস্থখানুগ্রহ
এব চ। প্রলয়স্বাধিকারঃ চ লোকচিত্তপ্রবর্তনম্ ॥
১১২ ॥ অসাদৃশমিদং ব্যক্তং নিরূপকং পৃথক্পৃথক্।

বহন, লঘুতা, গুরুতা, করদ্বারা বায়ুধারণ, অঙ্কুর
আঘাতে সর্ব ভূমির কম্পননিম্পাদন আর কেবল
আকাশ তত্ত্ব দ্বারাই দেহ ধারণ, এই সমস্ত গান্ধব্বা।
পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি এবং এই অষ্টে,—সমুদয়ে
দ্বাত্রিংশৎ সিদ্ধি বায়ুতত্ত্ব জন্মে আনত হয়।
অতঃপর শুন। ছায়াহীন হওয়া, ইন্দ্রিয়সমূহের
গোপন, আকাশগমন, ইন্দ্রিয়সংযম, দূরশব্দ শ্রবণ,
সর্ব শব্দ বোধ, তন্মাত্র প্রত্যক্ষ-করণ, সর্ব প্রাণি-
দর্শন, এ সকল ঐন্দ্রী সিদ্ধি। পূর্বোক্ত দ্বাত্রিংশৎ
প্রকার ও এই বাতান্বিকা আট প্রকার,—সমুদয়ে
চত্বারিংশৎ প্রকার সিদ্ধি কহিলাম। কামনানুসারে
কামপ্রাপ্তি, কামানুরূপে গমন, সর্বত্র অনভিভব,
সমস্ত গোপ্য বিষয় দর্শন, সংসার-জ্ঞান প্রভৃতি
অষ্টসিদ্ধি মানসী। পূর্বোক্ত চত্বারিংশৎ ও এই
অষ্টে,—সমুদয়ে অষ্টচত্বারিংশৎ সিদ্ধি সৌম্য। ছেদন,
তাপন, বন্ধন, সংসার পরিবর্তন, সর্বভূতপ্রসাদন,
কালজয়, মৃত্যুবিজয় প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধি অহঙ্কারজা।
পূর্বোক্ত অষ্টচত্বারিংশৎ এবং এই অষ্টে—সমুদয়ে
ষট্‌পঞ্চাশৎ সিদ্ধি প্রাজাপত্যা। ইঙ্গিত মাতেই
জগতের সৃষ্টি ও অনুগ্রহ, প্রলয়ধিকার, পরচিহ্নে
প্রবেশ, অসাদৃশ্য প্রকটন, অশুভসমূহের পৃথক্

ভেদভরত কর্তৃকমষ্টৌ বুদ্ধিভবান্বিতী ॥ ১১৩ ॥
ষট্‌পঞ্চাশতথা পূর্বাশ্চতুঃষষ্টিরিমে শুণাঃ। ত্র্যাক্ষৌ
পদে প্রবর্তন্তে শুভমেতত্তবেবিরিতম্ ॥ ১১৪ ॥ জীবন্তৌ
দেহভেদে বা সিদ্ধাশ্চৈতান্স যোগিনাম্। সন্ধ্যৌ
নৈব বিধাতব্যো ভয়াৎ পতনসম্ভবাৎ ॥ ১১৫ ॥
এতান শুণান্নিরাকৃত্য যুগতো যোগিনস্তদা। সিদ্ধয়ো-
হষ্টৌ প্রবর্তন্তে যোগসংসিদ্ধিকারকাঃ ॥ ১১৬ ॥
অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ। প্রাকামাঞ্চ
তথৈশিহঃ বশিহঃ তথাপরে ॥ ১১৭ ॥ যত্র কামাব-
সায়িহঃ মাহেশ্বরপদস্থিতাঃ। হৃন্ম্যাৎ হৃন্ম্যহমণিমা
শীঘ্রদ্বালাঘিমা স্মৃতা ॥ ১১৮ ॥ মহিমামেষপূজ্যহাৎ
প্রাপ্তির্নাপ্রাপ্যমশ্রু যৎ। প্রাকামামশ্রু ব্যাপিহাদীশিহঃ
চৈশ্বর্যে যতঃ ॥ ১১৯ ॥ বশিহাদীশিতা নাম সপ্তমৌ
সিদ্ধিরুদমা। যত্রোক্তা তত্র চ স্থানং তত্র কামাব-
সায়িতা ॥ ১২০ ॥ ঐশ্বর্য পদমাপ্তস্য ভবন্ত্যেতাশ্চ
সিদ্ধয়ঃ। ততো ন জায়তে নৈব বর্ধতে ন বিনশতি ॥
১২১ ॥ এস মুক্ত ইতি প্রোক্তো য এবং মুক্তি-
মাণুয়াৎ। যথা জলং জলে নৈকাং নিক্ষিপ্ত-
মপগচ্ছতি ॥ ১২২ ॥ তথৈবঃ সান্ন্যমতোতি
পৃথক্ বিনাশ সাধনং ও সর্বত্র কর্তৃক প্রভৃতি অষ্ট
সিদ্ধি বুদ্ধিজ্ঞা। এই সকল এবং পূর্বোক্ত ষট্-
পঞ্চাশৎ,—সমুদয়ে চতুঃষষ্টি সিদ্ধি ত্র্যাক্ষৌ!
এই শুভ কথা তোমায় আমি কহিলাম।
৯২—১১৪। যোগীদিগের জীবিত কালে বা
জীবনান্তে এই সমস্ত গুণ প্রকাশ পায়। পবন
এ সকল আয়ত্ত হইলেও পতনভয়ে ইহাতে আসক্ত
হইতে নাই। এই সমস্ত গুণে উপেক্ষা করিয়া
যোগাভ্যাস করিলে যোগসিদ্ধিকর অষ্ট সিদ্ধির
প্রাপ্তি হইবে। অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি,
প্রাকামা, ঐশিহ, বশিহ ও কামাবসায়িহ, এই
অষ্ট ঐশ্বর্য, সিদ্ধিলাভ হইলে যোগীর নিয়ত মাহেশ্বর
পদে প্রতিষ্ঠা হয়। অণিমা অতি সূক্ষ্মতা, লঘিমা
শীঘ্রতা, মহিমা পূজ্যত্ব, প্রাপ্তি কামনামাত্রে তত্তদ্বস্ত
লাভ, প্রাকাম্য ব্যাপিহ, ঐশিহ, ঐশ্বর্য, বশিহ
বশীকরণশক্তি, আর কামাবসায়িতা ইচ্ছানুসারে
যে সে স্থানে স্থিতি। ঐশ্বর্য পদ প্রাপ্ত হইলে এই
সমস্ত সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। 'সেই জন্ত এ সকল
সিদ্ধিলাভ হইলে সে আর বৃদ্ধি পায় না, জন্মে না
বা মরণাপন্ন হয় না। ইহাকেই 'মুক্ত বলা'
অগাধ জল মধ্যে অপর একটু জল নিক্ষেপ
করিলে তাহা যেমন বিলীন হইয়া যায়,
মুক্ত ব্যক্তির আত্মাও তদ্রূপ সেই পরমাত্মাতে

যোগেনাশ্রয় পরাম্বনা । এবং জ্ঞান কলং যোগী
সদা যোগং সমভ্যাসেৎ ॥ ১২৩ ॥ অত্রোপমাং
ব্যাহরন্তি যোগার্থে যোগিনোহমলাঃ । শশাকরশি-
সংযোগাদর্ককাস্তো হতাশনম্ ॥ ১২৪ ॥ সমুৎসৃজতি
নৈকঃ সন্ন্যাসমা সান্তি যোগিনঃ । কপিঞ্জলাখুনকুলা
বসন্তি স্বামিবদ্ গৃহে ॥ ১২৫ ॥ ধ্বস্তে যান্ত্যন্ততো
হুঃখং ন তেষাং সোপমা যতেঃ । মৃদেহকল্পদেহোহপি
মুখাগ্রণ কনীয়সা ॥ ১২৬ ॥ কৰোতি মৃন্ডাগচয়-
মুপদেশঃ স যোগিনঃ । পশুপক্ষিমহুযাদৈঃ পত্র-
পুষ্পকলাবিতম্ ॥ ১২৭ ॥ বৃক্ষঃ বিলুপ্যমানঞ্চ লক্ষা
সিধ্যন্তি যোগিনঃ । কুরুগাত্রবিষাণাগ্রমালক্ষ্য
তিলকাকৃতিম্ ॥ ১২৮ ॥ সহ তেন বিবর্জিত যোগী
সিক্কিমুপাশ্রুতে । দ্রব্যং পূর্ণমুপাদায় পাত্রমারোহতে
ভুবঃ ॥ ১২৯ ॥ তুঙ্গমার্গঃ বিলোঠকাবঃ বিজ্ঞাতঃ

বিলীন হইয়া থাকে । যোগের এবিধ ফল
জানিয়া সদাই যোগাভ্যাস করা কর্তব্য । অমল
যোগীগণ এ সম্বন্ধে এইরূপ উপমা প্রয়োগ করেন
যে, চন্দ্রকাস্ত মণি যেমন চন্দ্রকিরণসংযোগে এবং
সূর্য্যকাস্ত মণি যেমন সূর্য্যকিরণ সংযোগে জল ও
অগ্নি উদ্গিরণ করে, পরন্তু উহারা একক ভাবে
তাহা পারে না, যোগীও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদি সহ-
যোগে বিশেষ বিশেষ গুণ আয়ত্ত করিবেন । ইহাই
যোগীর উপমাশ্রল । কপিঞ্জল মুনিক ও নকুল—
ইহারা প্রভুবৎ গৃহে বাস করে বটে, আবার গৃহ
বিক্ষস্ত হইলে অন্ততঃ গমন করে, ইহাতে কোন
হুঃখ বোধ করে না; যোগীও তদ্রূপ দেহাদিতে
মমতা পরিহার করিবেন । ইহাও যোগীর উপমা-
শ্রল । মুখ দ্বারা মৃত্তিকোৎপাদক কীটবিশেষ
(উই পোকা) যেমন অল্পে অল্পে দীর্ঘ কালে প্রভূত
মৃত্তিকা উৎপাদন করে; যোগীও তদ্রূপ সাধন-
বলে ক্রমে ক্রমে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিবেন ।
যোগীর ইহাও উপদেশ বনিয়া জ্ঞাতব্য । পত্র-
পুষ্প-কলশোভিত বৃক্ষ যেমন পশু-পক্ষি-মহুযাদি
দ্বারা বিক্ষস্ত হয়, দেহাদিও তদ্রূপই কালাদি কর্তৃক
বিক্ষস্ত হইয়া যাইবে; এই জ্ঞান জন্মিলে সেই
যোগী সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন । কুরু যুগের
বাল্যাবস্থায় তাহার শৃঙ্গ তিলকবৎ থাকে, পরে
ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । যোগীও সেই দৃষ্টা-
ন্তের অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ যোগমার্গে অগ্রসর
হইবেন । তৈলাদি দ্রব্যপূর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া
নরুবা যেমন উচ্চ স্থানে আরোহণ করে, যোগীও

কিং ন যোগিনাম্ । তদুগেহঃ যত্র বসতি তন্তোজ্যং
যেন জীবতি ॥ ১৩০ ॥ যেন নিস্পাদ্যতে চার্ঘ্যঃ স্বয়ং
স্বাদযোগসিদ্ধয়ে । তথা জ্ঞানমুপাসীত যোগী যৎ
কার্যসাধকম্ ॥ ১৩১ ॥ জ্ঞানানাং বহুতা ঘেষং যোগ-
বিস্বকরী হি সা । ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যন্তবিত-
শ্চরেৎ । অপি কল্পসহস্রায়ুর্নৈব জ্ঞেয়মবাশুয়াৎ ॥ ১৩২ ॥
তাক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লক্ষাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
১৩৩ ॥ পিণ্ডায় বুদ্ধ্যা দ্বারাণি মনো ধ্যানেন নিবেশয়েৎ ।
আহারং সাত্ত্বিকং সেবেন্ন তং যেন বিচেতনঃ ॥ ১৩৪ ॥
স্বাদয়ং তঞ্চ ভুঞ্জানো রোরবন্ত প্রিয়াতিথিঃ । বাগ্‌দণ্ডঃ
কর্ম্মদণ্ডশ্চ মনোদণ্ডশ্চ তে ত্রয়ঃ ॥ ১৩৫ ॥ যন্তৈতে
নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডী যতিঃ স্মৃতঃ । অনুরাগং
জনো যাতি পরোক্ষে গুণকীর্তনম্ ॥ ১৩৬ ॥ ন
বিভ্যতি চ সন্ধানি সিদ্ধৈর্লক্ষণমুচ্যতে ॥ ১৩৭ ॥
অলৌক্যমারোগ্যমনিষ্ঠুরত্বং গন্ধঃ শুভো মূত্রপুটী-
যয়োশ্চ । কান্তিঃ প্রসাদঃ স্বরসোম্যতা চ যোগ-
প্রবৃত্তেঃ প্রথমং হি চিহ্নম্ ॥ ১৩৮ ॥ সমাহিতো ব্রহ্ম-

তাহারই দৃষ্টান্তে সাবধানে অত্যুচ্চ যোগমার্গে
আরোহণ করিবেন । এই সকল দৃষ্টান্তে যোগী,
কি ভাবে যোগমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা
কি বুঝেন না? যোগসিদ্ধি কামনা থাকিলে সেই
ব্যক্তি যেখানে বাস করেন তাহাই গৃহ এবং যাহা
খাইয়া জীবন ধারণ হয় তাহাই ভোজ্য জ্ঞানে সম্বৃষ্ট
মনে যাহাতে যোগসিদ্ধি হয়, তদনুকূল আচরণ
করিবে । যোগী তদীয় যোগসাধনানুকূল জ্ঞান মাত্রই
উপার্জন করিবে; বহু জ্ঞানার্জন যোগবিস্বকর ।
'ইহা জ্ঞেয়, ইহা জ্ঞেয়' এইরূপ করিয়া যে ব্যক্তি
সতৃষ্ণ ভাবে বিচরণ করে, সে সহস্র কল্পজীবী
হইলেও জ্ঞেয় পদার্থ প্রাপ্ত হয় না । ১১৫—১৩২ ।
সঙ্গহীন, ক্রোধরহিত, যথালব্ধ আহারে তৃপ্ত, যোগী
মানব বুদ্ধি দ্বারা সর্বেশ্বর নিগ্রহপূর্ব্বক ধ্যানেন মনো-
নিবেশ করিবে । সাত্ত্বিক আহার করিবে; রাজস-
তামস আহার বর্জন করিবে; যেহেতু রাজস-তামস
আহারে রোরব নরকের প্রিয় অতিথি হইতে হয় ।
বাগ্‌দণ্ড কর্ম্মদণ্ড ও মনোদণ্ড,—যাহার এই ত্রিবিধ
দণ্ড সংযত, সেই যতিকে ত্রিদণ্ডী বলে । সিদ্ধ ব্যক্তির
প্রতি জনগণের অনুরাগ হয়, তাহার পরাক্ষেপে
তদীয় গুণ কীর্তন করে এবং সে কোন জন্তু হইতেই
ভীত হয় না । ইহাই সিদ্ধির লক্ষণ । অচপালা,
আরোগ্য অনিষ্ঠুরতা, মলমূত্রের সদগন্ধ, কান্তি,
প্রসন্নতা, স্বরমধুর্য্য,—এ সকল যোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তির

পরোহপ্রমাদা শুচিস্তথেকান্তরতিজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সমাপুয়াদযোগমিমং মহামনা বিমুক্তিমাপ্নোতি ততশ্চ
যোগতঃ ॥ ১৩৯ ॥ কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা ভাগ্যবতী চ তেন । অবাহমার্গে সুখ-
সিক্কুময়ং লগ্নং পরে ব্রহ্মণি যন্ত চেতঃ ॥ ১৪০ ॥ বিশুদ্ধ-
বুদ্ধিঃ সমলোষ্টিকাঞ্চনঃ সমস্তভূতেষু বসন্তসমো হি
যঃ । স্থানং পরং শাস্ত্রতমব্যয়ং চ যতির্হি গতা ন পুনঃ
প্রজায়তে ॥ ১৪১ ॥ ইদং ময়া যোগরহস্যমুক্তমেবং-
বিধং গোতমঃ প্রাপ যোগম্ । তেনৈতচ্চ স্থাপিতং পার্থ
লিঙ্গং সন্দর্শনাদর্চনাং কল্যষণম্ ॥ ১৪২ ॥ যশ্চাশ্বিনে
কৃষ্ণচতুর্দশীদিনে রাত্রে সমভ্যর্চতি লিঙ্গমেতৎ ।
স্নান্না অহলাসরসি প্রধানেন ব্রহ্মায় সর্বাং প্রবিধায়
ভক্তিতঃ ॥ ১৪৩ ॥ মহোপকারেণ বিমুক্তপাপঃ স
যাতি যত্রাস্তি স গোতমো মুনিঃ ॥ ১৪৪ ॥ ইদং ময়া
পার্থ তব প্রণীতং গুপ্তশ্চ ক্ষেত্রশ্চ সমাসযোগাৎ ।
মাহাত্ম্যমেতৎসকলং শৃণোতি যঃ স স্নান্নাদ্বিভক্তঃ কিমু
বচ্চমি ভূযঃ ॥ ১৪৫ ॥ য ইদং শৃণুযাদ্ভক্তা গোত-

প্রথম সিক্কিচিহ্ন । ব্রহ্মপরাযণ, সমাহিতচেতা,
অপ্রমাদী, শুচি, নির্জন্মপ্রিয়, বিজিতেন্দ্রিয়, উন্নতমনা
মানবই এই যোগ আয়ত্ত করিতে পারে এবং
তাহারই ফলে বিমুক্ত হইয়া থাকে । যাহার মন,
পরব্রহ্মে লগ্ন হইয়া সেই ব্রহ্মানন্দসুখে নিমগ্ন হয়,
বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হয় না, তদ্বারা তদীয় কুল পবিত্র,
বসুন্ধরা ভাগ্যবতী বলিয়া গণ্য ও তদীয় জননী
কৃতার্থ হন । ১৩৯—১৪০ । বিশুদ্ধবুদ্ধি, লোষ্ট্র কাঞ্চনে
সমস্তানবান, সর্বভূতে সমদৃষ্টিম্পন্ন যতি ব্যক্তি
শাস্ত্রত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়, তথা ইহাতে পুনরায়
সংসারে জন্ম গ্রহণ করে না । হে অর্জুন ! এই
আমি তোমাকে যোগরহস্য কহিলাম । মহাত্মা
গোতম এই যোগলাভ করিয়াছিলেন । তিনিই
এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । সেই লিঙ্গের
দর্শনে ও অর্চনে কল্যষণাশি বিনষ্ট হইয়া যায় ।
আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে অহলা-
সরোবরে স্নানান্তে ব্রহ্মসহকারে সমস্ত উপচার
দ্বারা সেই লিঙ্গের অর্চনা করিলে মানব মহাপাতক
হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই গোতম মুনি যেখানে বাস
করিতেছেন, সেই স্থানে বাস করিতে পারে ।
হে পার্থ ! এই আমি তোমার নিকট গুপ্ত ক্ষেত্রের
মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কহিলাম । যে ব্যক্তি ইহা সম্যক
শ্রবণ করে, সে সর্বাঙ্গা পবিত্র হয় । অতঃপর আর
কোন কথা তোমাকে কহিব ? যে ব্যক্তি এই

মাখ্যানমুত্তমম্ । পুত্রপৌত্রপ্রিয়ং প্রাপ্য স যাতি
পদমব্যয়ম্ ॥ ১৪৬ ॥

ইতি ত্রীকান্দে গোতমেশ্বরমাহাত্ম্যসবিস্তরযোগ-
লক্ষণবর্ণনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মেশং
লিঙ্গমুত্তমম্ । যন্ত স্মরণমাত্রেণ বাজপেয়ফলং
ভবেৎ ॥ ১ ॥ একদা তু পুরা পার্থ সৃষ্টিকামেন
ব্রহ্মণা । তপঃ সূচরিতং ঘোরং সার্কিবর্ষসহস্রকম্ ॥
২ ॥ তপসা তেন সন্তুষ্টঃ পরীতীপতিশঙ্করঃ ।
বরমস্মৈ ততঃ প্রাদাল্লোককর্ত্তে স্ববাঞ্ছিতম্ ॥ ৩ ॥
ততো হৃষ্টঃ প্রনুদিতঃ কৃতকৃত্যঃ পিতামহঃ ।
জ্ঞান্না ক্ষেত্রশ্চ মাহাত্ম্যং স্বয়ং লিঙ্গং চকার হ ॥ ৪ ॥ চত্বান চ
সরঃ পুণ্যং নান্না ব্রহ্মসরঃ শুভম্ । মহীনগরকাং পূর্বে
মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৫ ॥ অস্ত তীরে মহালিঙ্গং
স্থাপয়ামাস বৈ বিভুঃ । তত্র দেবঃ স্বয়ং সাক্ষাদ্বিদ্যাতে

উত্তম গোতমাখ্যান ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করে,
সে পুত্র-পৌত্রাদি জনিত সুখ ভোগান্তে অস্তে অব্যয়
পদ প্রাপ্ত হয় । ১৪১—১৪৬ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

নারদ কহিলেন, অর্জুন ! অতঃপর যাহার
স্মরণ মাত্রে মনুষ্য বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত
হয়, আমি সেই উত্তম ব্রহ্মেশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য-
বর্ণন করিতেছি । অর্জুন ! পূর্বে ব্রহ্মা কোন
সময়ে সৃষ্টিকামনায় সার্কি সমস্ত বৎসর কাল সূন্যমে
কঠোর তপস্যা আচরণ করেন । তাহাতে পারীতী-
পতি শঙ্কর সন্তুষ্ট হইয়া সেই লোককর্ত্তাকে বাঞ্ছিত
বর প্রদান করেন । তখন পিতামহ হৃষ্ট হইয়া
সানন্দ মানসে ক্ষেত্রমাহাত্ম্য জানিয়া স্বয়ং একটি লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করেন এবং পুণ্যপ্রদ একটি সরোবরও
খনন করেন । সেই শুভ সরোবরের নাম ব্রহ্মসরঃ ।
উহা মহীনগরের পূর্বদিকে অবস্থিত এবং মহা-
পাতকনাশক । বিভু ব্রহ্মা সেই সরোবরের তীরে
মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । সেখানে শঙ্কর সাক্ষাৎ

কিল শঙ্করঃ ॥ ৬ ॥ পুণ্যাদবিকং তীর্থ ব্রহ্মেশং
নাম কান্তন। তত্র স্নানং নরো ভক্ত্যা পিতৃ-
দানং সমাচরেৎ ॥ ৭ ॥ দানং চৈব যথাশক্ত্যা
কার্ত্তিক্যাঞ্চ বিশেষতঃ। দেবঃ প্রপূজয়েদ্ভক্তা।
ব্রহ্মেশং হৃষ্টমানসঃ ॥ ৮ ॥ পিতরস্তস্মৈ তৃপ্তি যাবদা-
ভূতসংগ্রবম্। পুঙ্করেব চ যৎপুণ্যং কুরুক্ষেত্রে বান-
গ্রহে ॥ ৯ ॥ গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থেষু যৎফলং প্রাপ্যতে
নরৈঃ। তৎফলং সমবাপ্নোতি তীর্থস্নানাবগাহ-
নাৎ ॥ ১০ ॥ মোক্ষলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং শৃণু পার্শ্ব
মহাভূতম্। মধ্য স্থানহিতার্থক সমাবাধা মহে-
শ্বরম্ ॥ ১১ ॥ স্থাপিতঃ প্রবরঃ লিঙ্গং নাম্না
মোক্ষেশ্বরঃ হরম্। দর্ভাগ্রেন ততঃ পাত্ৰ কূপং খান-
তবানহম্ ॥ ১২ ॥ প্রসাদ্য লোককর্ত্তারং ব্রহ্মাণ
পরমেষ্ঠিনম্। কমণ্ডলোরক্ষণশ্চ সমানীত্বা সর-
স্বতী ॥ ১৩ ॥ কূপেহস্মিন্নোক্ষনাথস্য লোকানার-
প্রেমুক্তয়ে। কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষে
চতুর্দশী ॥ ১৪ ॥ কূপে স্নানং নরস্তস্মাৎ তিলপিণ্ড-
সমাচরেৎ। প্রেতাভির্দৃষ্টা নিযুক্তং মোক্ষতীর্থফলং

বিদ্যমান। হে অর্জুন! পুঙ্কর তীর্থ অপেক্ষ ৬
সেই ব্রহ্মেশ লিঙ্গ অধিক পুণ্যদায়ক। নর যে কোন
সময়ে বিশেষতঃ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সেখানে স্নান
করিয়া পিণ্ডদান করিবে। যথাশক্তি দানও করিবে,
আর হৃষ্টচিত্তে ভক্তিসংকারে ব্রহ্মেশ লিঙ্গের অঙ্গনা
করিবে। একপ করিলে কমকাল পরেই তদা
পিতৃগণ তৃপ্তি প্রাপ্ত হন। স্নানগ্রহণ সময়ে পুঙ্কর
তীর্থে, কুরুক্ষেত্রে কিম্বা গঙ্গাদি তীর্থে স্নান করিলে
যে ফল লাভ হয়, মানব সেই ব্রহ্মসরোবরে স্নান
করিলেও তাদৃশ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
১—১০। অর্জুন! এক্ষণে মোক্ষ লিঙ্গের অদ্ভুত
মাহাত্ম্য শুন। আমি এই স্থানের হিতাবধানার্থ
মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া মোক্ষেশ্বর নামে একটি
উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করি। তারপর আমি কুশাগ্র
দ্বারা একটী কূপ খনন করিয়া লোকশ্রুতি পবমেষ্ট
ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তদীয় কমণ্ডলু হইতে
সরস্বতীকে আনিয়া লোকসমূহের প্রেতহ নিবা-
রণার্থই আমি মোক্ষনাথের সমীপস্থ সেই কূপ
স্থাপন করিলাম। কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষীয়
চতুর্দশীতে মানব সেই কূপে স্থানান্ত্রে প্রেত
গণের উদ্দেশে তিলপিণ্ডদান করিবে। ইহাতে
সেই ব্যক্তি মোক্ষ তীর্থের সম্যক ফল প্রাপ্ত

ভবেৎ ॥ ১৫ ॥ কূলে ন জারতে তস্মৈ প্রেতঃ
পার্ষন সংশয়ঃ। প্রেতা মোক্ষং প্রগচ্ছন্তি তীর্থ-
স্নান প্রভাবতঃ ॥ ১৬ ॥ জয়াদিত্যকূপবরে নরঃ
স্নান প্রযত্নতঃ। গর্ভেশ্বরং নমস্কৃত্য ন স গর্ভেবু
মজ্জতি ॥ ১৭ ॥ ইদং ময়া পার্থ তব প্রণীতং শুশ্রু
ক্ষেত্রে সমাসযোগাৎ। মহাত্ম্যমেতৎসকলং
শ্রণোতি যঃ স্নানশুক্লঃ কিম বচমি ভূয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীশ্বন্দে ব্রহ্মেশ্বর-মোক্ষেশ্বর-গর্ভেশ্বরমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম নটপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

নটপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। ততো বিপ্রা নারদশ্চ সমারামা
মহেশ্বরম্। মহানগরকে পুণ্যে স্থাপয়ামাস শঙ্ক-
রম্ ॥ ১ ॥ লোকানার্ক হিতার্থায় কেদারং লিঙ্গ-
মুদয়ম্। অত্রীশাত্তরে ভাগে মহাপাতকনাশনম্ ॥
২ ॥ অত্রিকূণ্ডে নরঃ স্নান শ্রদ্ধাং কৃৎস্না যথাবিধি-
অত্রীশক নমস্কৃত্য কেদারং যঃ প্রপশুতি ॥ ৩ ॥ মাতুঃ

হব। হে পার্শ্ব! তাহার বংশে কদাচ কাহারও
প্রেতহ হয় না। এ কথাই কোনও সংশয় নাই।
এই তীর্থের প্রভাবে প্রেতগণ মোক্ষলাভ করিয়া
থাকে। যে মানব জয়াদিত্যকূপে সযত্নে স্নানান্ত্রে
গর্ভেশ্বরকে দর্শন করে, সে কদাচ গর্ভে প্রবিষ্ট হয়
না। হে অর্জুন! এই আমি তোমার নিকটে
শুশ্রূক্ষেত্রেব মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন
করিলাম। যে ব্যক্তি এই সমগ্র মাহাত্ম্য শ্রবণ
করে, সে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। অতঃপর
তোমাকে আর কোন্ কথ্য করিব? ১১—১৮।

নটপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

নটপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ।

নারদ কহিলেন,—হে অর্জুন! ইহার পর আমি
নারদ এবং অপরাপর মুনিগণ মহেশ্বরের আরাধনা
করিয়া লোকহিত কামনায় পুণ্য মহানগরে অত্রীশ
লিঙ্গের উত্তর ভাগে উত্তম কেদার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিলাম। সেই লিঙ্গ মহাপাতকনাশক। যে
মানব অত্রিকূণ্ডে স্নানান্ত্রে যথাবিধি শ্রদ্ধা করিয়া
অত্রীশকে প্রণামপূর্বক কেদার লিঙ্গ দর্শন করে,

স্তুতঃ পুনর্নৈব স পিবেমুক্তিতাগ্ভবেৎ । ততো
কদ্দো নীলকণ্ঠঃ নারদায় মহাত্মনে ॥ ৪ ॥ স্বয়ং
দৃষ্ট্বা স্বয়ং তস্মৈ মহীনগরকে শুভে । কোটিতীর্থে
নরঃ স্নাত্বা নীলকণ্ঠং প্রপশুতি ॥ ৫ ॥ জয়াদিতাং
নমস্কৃতা কুন্ডলোকমবাধুয়াৎ । জয়াদিতাং পূজয়ন্তি
কূপে স্নাত্বা নরোত্তমঃ ॥ ৬ ॥ ন ত্রৈয়াং বংশ-
নাশোহস্তি জয়াদিতাপ্রসাদতঃ । ইদং তে কথিতং
পার্থ মহীনগরকস্ত চ ॥ ৭ ॥ আখ্যানং সকলং শ্রুত্বা
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতমহাভাগবতঃ নাম
সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

অর্জুন উবাচ । গুপ্তক্ষেত্রমিদং কস্মাৎ কস্মাদ-
গুপ্তকং নারদ । যন্ত প্রভাবঃ সুমহাশ্রৈব কস্তাপি
সংস্কৃতঃ ॥ ১ ॥ নারদ উবাচ । পুরাতনীয়ত্র কথ্যঃ
গুপ্তক্ষেত্রস্ত কারণে । শৃণু পাণ্ডব শাপেন গুপ্তমাসী-

সে পুনরায় মাতৃস্তুত পান করে না ; পরন্তু মুক্তি-
ভাগী হয় । সেই কেশব নিজে প্রতিষ্ঠার পর
ভগবান্ শঙ্কর আমাকে নীলকণ্ঠ নিজে প্রদান
করেন এবং আমি তাহার প্রতিষ্ঠা করিলে প্রভু
শঙ্কর শুভ মহীনগরে সেই নিজেই বাস
করিতে থাকেন । যে মানব কোটি তীর্থে স্নানান্তে
নীলকণ্ঠকে দর্শন করিয়া জয়াদিতাকে নমস্কার
করে, সে কুন্ডলোক প্রাপ্ত হয় । যে সমস্ত
নরোত্তম, জয়াদিতাকে পূজা করে, জয়াদিতার
প্রসাদে কদাচ তাহাদিগের বংশনাশ ঘটে না ।
হে অর্জুন ! আমি তোমার নিকট এই যে,
মহীনগর-মহাত্মা বর্ণন করিলাম, এই সমস্ত উপা-
খ্যান শ্রবণ করিলে মানব সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত
হইয়া থাকে । ১—৮।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

অর্জুন কহিলেন,—হে নারদ ! গুপ্ত ক্ষেত্রের
মহাত্মা তো সুমহৎ ; তবে ইহা গুপ্ত হইল কেন ?
আর ইহার মহাত্মাই বা গুপ্ত রহিল কি জন্য ?
নারদ কহিলেন,—হে পাণ্ডব ! এই গুপ্ত ক্ষেত্র
সদৃশ পুরাতন কথ্য বলিতেছি ; শাপ-বশতঃ ইহা

দিদং যথা ॥ ২ ॥ পুরা নিমিত্তে কস্মিংশ্চিৎ সর্ব-
তীর্থাধিদেবতাঃ । প্রণামায় ব্রহ্মসদো ব্রহ্মাণঃ সহিতা
যুগ্মঃ ॥ ৩ ॥ পুষ্করস্ত প্রভাসস্ত নিমিষস্তাৰ্দ্ধদস্ত চ ।
কুরুক্ষেত্রস্ত ক্ষেত্রস্ত বস্মারণ্যস্ত দেবতাঃ ॥ ৪ ॥ বস্ত্রা-
পথস্ত শ্বেতস্ত কঙ্কতীর্থস্ত চাপি যাঃ । কেশবস্ত
তথাস্তেষাং ক্ষেত্রাণাং কোটিশোহপি যাঃ ॥ ৫ ॥
সিন্ধুসাগরযোগস্ত মহীসাগরকস্ত চ । গঙ্গাসাগর-
যোগস্ত অধিপাঃ শঙ্করস্ত চ ॥ ৬ ॥ গঙ্গারেবামুখানাং তু
নদীনাং বিদেবতাঃ । শোণত্ৰুদপুরোগাণাং ত্রুদানাং
চাধিদেবতাঃ ॥ ৭ ॥ তে সর্বৈ সঙ্ঘশো ভূত্বা শ্রেষ্ঠাজ্ঞা-
নায চান্বনঃ । সমুপাজগ্মুরমলা মহতীং ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥
৮ ॥ তত্র তীর্থানি সন্ধানি সমায়াতানি বীক্ষ্য সঃ ।
উল্লস্হৌ সহিতঃ সর্গৈঃ সভাসদ্বিঃ পিতামহঃ ॥ ৯ ॥
প্রণমা সর্বতীর্থেভাঃ প্রবন্ধকরসম্পূটঃ । তীর্থানি
ভগবানাহ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১০ ॥ অদ্য নঃ
সদ্য সকলং যুগ্মাভিরতিপাবিতম্ । বয়ঞ্চ পাবিতা
ভূয়ো যুগ্মকঃ দর্শনাদপি ॥ ১১ ॥ তীর্থানাং দর্শনং
শ্রেয়ঃ স্পর্শনং স্নানমেব চ । কীর্তনং স্মরণং চাপি
ন স্ত্যং পুণ্যং বিনা পরম্ ॥ ১২ ॥ মহাপাপাঘিতা
রোদ্রাস্থপি যে স্নাঃ স্ননিষ্ঠুরাঃ । তেহপি তীর্থে
প্রপূয়ন্তে কিং পুনর্ধর্মসংস্থিতাঃ ॥ ১৩ ॥ এবমুক্তা

যে প্রকারে গুপ্ত হইয়াছে, তাহা তুমি শুন । পুরা
কালে কোনও কারণে সর্বতীর্থ-দেবতাগণ ব্রহ্মাকে
প্রণাম করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়া ব্রহ্মসভায় গমন
করেন । পুষ্কর, প্রভাস, নৈমিসারণ, অৰ্দ্ধদাচল, কুরু-
ক্ষেত্র, বস্মারণ্য, বস্ত্রাপথ, শ্বেততীর্থ, কঙ্কতীর্থ, শঙ্কর
তীর্থ, গঙ্গা, রেবা, শোণ, কেশব, গঙ্গাসাগর, মহী-
সাগর, সিন্ধুসাগর প্রভৃতি অত্র ও কোটি কোটি
অমল তীর্থ-ক্ষেত্রায়তনাদির অধি-দেবতাগণ, সকলে
মিলিয়া নিজ নিজ প্রাধান্ত নির্ধাচনার্থ ব্রহ্মসভায়
যাইয়া উপস্থিত হইলেন । ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা
সেই সমস্ত তীর্থাধিগণ সমাগত দর্শনে সভাসদগণ
সহ গাত্ৰোত্থানপূর্বক রুতাজলিকরে তাঁহাদিগকে
প্রণতি করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে কহিলেন,—
অদ্য আপনাদিগের দ্বারা আমার আলয় সম্যক
পবিত্রীকৃত হইল । আর আপনাদিগের দর্শন-
লাভে আমরাও পবিত্র হইলাম । তীর্থসমূহের
দর্শন স্পর্শন কীর্তন স্মরণ ও উহাতে স্নান করিলে
শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তি হয় । এতাদৃশ পুণ্যজনক আর কিছুই
নাই । তীর্থগণ দ্বারা মহাপাপী ক্রুর নিষ্ঠুর ব্যক্তি-
রাও পবিত্রতা লাভ করে, যাহারা ধার্মিক তাহা

পুলস্ত্যঃ স পুত্রমভ্যাশিষ্যত ইতি । শীঘ্রমর্ঘ্যং তীর্থ-
হেতোঃ সমানয় যথার্চয়ে ॥ ১৪ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
অসংখ্যানীহ তীর্থানি দৃষ্টান্তে পদ্মসম্ভব । যথা-
দিশসি মাং তাত অর্ঘ্যমেকমুপানয়ে ॥ ১৫ ॥ ধর্ম-
প্রবচনে শ্লোকো যত এষ প্রগীযতে ॥ ১৬ ॥ ভবেয়ু-
র্ধদ্যসংখ্যাতা অর্ঘ্যযোগ্যাঃ সমর্চনে । ততস্তেষাং
বরিষ্ঠায় দাতব্যোহর্ঘ্যাঃ কিলৈকতঃ ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মো-
বাচ । সাত্ত্বপ্রায়ঃ সাধু বৎস ত্বয়া প্রোক্তমিদং বচঃ ।
এবং কুরুষেকমর্ঘ্যমানয় ইং শ্রীশ্রীভূতঃ ॥ ১৮ ॥ নারদ
উবাচ । ততঃ পুলস্ত্যো বেগেন সমানন্তেহর্ঘ্যমুদ্ভ-
মম্ । তং চ ব্রহ্মা করে গৃহ্য তীর্ণাত্মার্থোক্ত ভার-
তীম্ ॥ ১৯ ॥ সর্বেভবন্তিঃ সহতঃ মুখ্যশ্রেষ্ঠকঃ
প্রকীর্ত্যতাম্ । তস্মৈ চার্ঘ্যং প্রযচ্ছামি নৈবঃ মাম-
নয়ঃ স্পৃশেৎ ॥ ২০ ॥ তীর্থানুচুঃ । ন বয়ং শ্রেষ্ঠতাং
বিদ্যাঃ কথঞ্চন পরস্পরম্ । অস্মাদ্ভ্যেতোশ্চ সম্প্রাপ্তা
জ্ঞান্য দেহি মনোব তৎ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মোবাচ । নাহং
বেদ্যা শ্রেষ্ঠতাং বঃ কথঞ্চন নমোহস্ত বঃ । সর্বে
চাপারমাহায্যঃ স্বয়ং মে বক্তুমহর্থ ॥ ২২ ॥ যত্র গঙ্গা

দিগের কথা আর কি বলিব ? ব্রহ্মা এই বলিয়া
পুত্র পুলস্ত্যকে কহিলেন যে, শীঘ্র অর্ঘ্য আনয়ন কর,
এই তীর্থগণকে অর্চনা করিব ১৫—১৮ । পুলস্ত্য
কহিলেন,—হে পদ্মসম্ভব ! দেখিতেছি তীর্থগণ
অসংখ্য ; হে তাত ! আমাকে যেমন আদেশ
করিলেন, তদনুসারে আমি একটি অর্ঘ্য আনয়ন
করিতেছি ; যেহেতু ধর্মপ্রবচনে ঐক্যপ একটি
শ্লোক গীত হইয়া থাকে যে, যদি অর্ঘ্যযোগ্য
ব্যক্তিগণ অসংখ্য হন, তবে তন্মধ্যে কেবল মাত্র
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেই একটি অর্ঘ্য দিবে । ব্রহ্মা কহি-
লেন,—সাধু বৎস ! তুমি ভালই বলিয়াছ ;
তোমার এ অভিপ্রায় উত্তম । তুমি তাহাই কর,—
একটি অর্ঘ্যই শীঘ্র আনয়ন কর । নারদ কহিলেন,—
পরে পুলস্ত্য দ্রুতগতি যাইয়া উত্তম অর্ঘ্য লইয়া
আসিলেন । ব্রহ্মা সেই অর্ঘ্য হস্তে লইয়া কহিলেন
যে, হে তীর্থগণ ! আপনারা আসুন ; আসিয়া সকলে
মিলিয়া আপনারা আমার মধ্যে মুখ্য ব্যক্তির নির্দেশ
করুন ; আমি তাঁহাকেই এই অর্ঘ্য দান করিব ।
একপ করিলে আমার কোনও অন্তায় ব্যবহার
হইবে না ১৫—২০ । তীর্থগণ কহিলেন,—আমরাই
পরস্পর শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করিতে পারি নাই বলিয়া
আপনার নিকট আশ্রিয়াছি । ব্রহ্মা কহিলেন,—
আমি কোনরূপে আপনারা আমার শ্রেষ্ঠতা নির্ধারণ

গয়া কাশী পুষ্করঃ নৈমিষঃ তথা । কুরুক্ষেত্রঃ তথা
রেবা মহীসাগরসঙ্গমঃ ॥ ২৩ ॥ প্রভাসাদ্যানি শতশো
যত্র নাস্তাত্ৰ কা মতিঃ ॥ ২৪ ॥ নারদ উবাচ । এব-
মুক্তে পদ্মভূবা কোহপি নোবাচ কিঞ্চন । চিরেনেদং
ততঃ প্রাহ মহীসাগরসঙ্গমঃ ॥ ২৫ ॥ মমৈনমর্ঘ্যং স্বং
যচ্ছ চতুরানন শীঘ্রতঃ । যতঃ কোটিকলায়াং বা মম
কোহপি ন পূর্যতে ॥ ২৬ ॥ যতশ্চৈল্লভ্যমরাজ্য
তাপ্যমানা বনুন্ধরা । সর্বতীর্থদ্রবীভূতা মহীনামা-
ভবনদী ॥ ২৭ ॥ সা চ সর্বাণি তীর্থানি সংযুক্তানি
ময়া সহ । সর্বতীর্থময়স্তস্মাদস্মি খ্যাতো জগত্রে ॥
২৮ ॥ গুহেন চ মহালিঙ্গঃ কুমারেশ্বরমীশ্বরম্ ।
সংস্থাপ্য তীর্থমুখ্যং মম দত্তং মহাত্মনা ॥ ২৯ ॥
নারদেনাপি মন্তীরে স্থানং সংস্থাপ্য শোভনম্ ।
সর্বৈভ্যঃ পুণ্যক্ষেত্রেভ্যো দত্তং শ্রেষ্ঠাং পুরা মম ॥
৩০ ॥ এবং ত্রিভির্হেতুবৈরৈর্মমৈবার্ঘ্যঃ প্রদীয়তাম্ ।
গুণৈকদেশেহপি সমং মম তীর্থং ন বৈ পরম্ ॥ ৩১ ॥

করিতে পারিব না ; আপনাদিগকে নমস্কার ।
আপনারা আপনারা আপনার অপার মাহাত্ম্য স্বয়ংই
বাক্ত করুন । গঙ্গা গয়া কাশী পুষ্কর নৈমিষ কুরু-
ক্ষেত্র রেবা মহীসাগরসঙ্গম প্রভাসাদি শত শত
তীর্থ যেখানে উপস্থিত, সেস্থলে মাদৃশ ব্যক্তির
বিবেচনার কথা কি ? নারদ কহিলেন,—ব্রহ্মা এই
কথা কহিলে কেহই আর কোন কথা কহিলেন না,
কিয়ৎকালান্তে মহীসাগরসঙ্গম কহিলেন,—হে
চতুরানন ! আপনি এই অর্ঘ্য আমাকেই অবিলম্বে
প্রদান করুন । কেননা, ইহারা 'কেহই আমার
কোটি অংশেরও তুল্য নহেন । দেখুন, ইন্দ্রদ্রুম
রাজার যজ্ঞাগ্নিতাপে বনুন্ধরা সমস্ত হইয়া সমস্ত
তীর্থের সহিত দ্রবীভূত হইয়াছিলেন, সেই
সর্বতীর্থ-দ্রবীভূত নদীই মহী নামে প্রসিকি
লাভ করিয়াছেন । সেই সর্বতীর্থযুক্তা মহী নদী
আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন ; সেই জন্যই
আমি ত্রিজগতে সর্বতীর্থময় বলিয়া খ্যাতি লাভ
করিয়াছি । কার্ত্তিকেশ্বর এখানে কুমারেশ্বর লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাকেই তীর্থমধ্যে প্রাধান্য দান
করিয়াছেন । নারদ মুনিও আমারই তীর্থে
মনোরম স্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া সমস্ত পুণ্য ক্ষেত্র
মধ্যে আমাকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন । এই
তিনটি কারণে অপর তীর্থের সহিত আমার
গুণগত সমতা থাকিলেও অন্য তীর্থ আমার তুল্য

ইত্যুক্তে বচনে পার্থ তীর্থরাজেন ভারত । সর্বে
নোচুঃ কিঞ্চনাপি কিং ব্রহ্মা বক্ষ্যতীতি যৎ ॥ ৩২ ॥
ততো ব্রহ্মসুতো জ্যেষ্ঠঃ শ্বেতমালাবুলেপনঃ ।
দক্ষিণং বাহুদ্বকৃত্য ধর্মো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥ অহো
কষ্টমিদং কৃত্বং তীর্থরাজেন মোহতঃ । সন্তোহপি
ন গুণা বাচ্যাঃ স্বয়ং সত্তিঃ স্বকা যতঃ ॥ ৩৪ ॥ স্ত্রীয়ান্
গুণান্ স্বয়ং যো হি সম্পৎসু প্রক্ষিপন পরান্ ।
ব্রবীতি রাজসম্বেষ হৃৎকাকারো জুগুপ্সিতঃ ॥ ৩৫ ॥
তন্মাদম্মাদহঙ্কারাৎ সংস্পৃশ্য গুণেষু চ । অপ্র-
খ্যাতং ধ্বস্তরূপমিদং তীর্থং ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥ স্তম্ভ-
তীর্থমিতি খ্যাতং স্তম্ভো গর্ভঃ কৃতো যতঃ । স্তম্ভস্য
হি কলং সদ্যো ব্রহ্মাপি প্রাপ কিং পরঃ ॥ ৩৭ ॥
ইত্যুক্তে ধর্মদেবেন হাহেতি রব উখিতঃ । ততঃ
নীত্রং সমায়াতো যোগীশোহহঙ্ক পাণ্ডব ॥ ৩৮ ॥ গুহ-
স্ততো বচঃ প্রাহ ধর্মদেবসমাগমে । অযুক্তমেত-
চ্ছাপোহয়ং দন্তো যদ্ব্যর্থং ধাষ্ট্যতঃ ॥ ৩৯ ॥ ব্রবীতু
কোহপি সর্বেষাং তীর্থানাং তেষু বর্ততাম্ । যদৈদা-
বর্থাৎ নাইতেহসৌ মহীসাগরসঙ্গমঃ ॥ ৪০ ॥ তিষ্ঠহান্ন-

বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । ১৬—৩১। হে অর্জুন !
তীর্থরাজ মহীসাগরসঙ্গম এই কথা কহিলে
অপরাপর তীর্থগণ তখন ‘ব্রহ্মা কি বলেন,’ তৎ-
প্রতীক্ষায় রহিলেন, কেহই কোন কথা কহিলেন
না । অতঃপর ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্বেতমালাবুলে-
লেপনধারী ধর্ম দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া
কহিলেন,—অহো ! কি কষ্ট ! তীর্থরাজ মোহ বশতঃ
কি কু-উক্তি করিলেন ! গুণ থাকিলেও স্বয়ং তাহার
উল্লেখ করা সাধুজনের অকর্তব্য । কারণ, যদি
কেহ সম্পদে গর্ভিত হইয়া অপরকে অবজ্ঞাপূর্বক নিজ
মাহাত্ম্য কীর্তন করে ; তাহার সেই অহঙ্কার রাজস ;
উহা নিন্দার্হ । অতএব অপরাপর গুণগণ থাকিলেও
এই তীর্থ অপ্রখ্যাত ও বিনষ্টপ্রায় হইবে, আর অর্থাৎ
স্তম্ভ গর্ভ করিয়াছেন বলিয়া এখন হইতে এই
তীর্থ ‘স্তম্ভ’ তীর্থ নামেই বিখ্যাতি লাভ করিবে ।
অপরের কথা কি ?—ব্রহ্মাও স্তম্ভের সদ্য ফল পাই-
য়াছেন । ধর্মদেব এই কথা কহিলে সভামধ্যে
তখন ‘হাহা’ রব উখিত হইল । হে পাণ্ডব ! আমি
যোগীশ্বর ; আমিও তখন সহসা সেখানে উপস্থিত
হইলাম । কার্তিকেয় তখন ধর্ম দেবের উদ্দেশে
কহিলেন,—হে ধর্ম ! তুমি যে ধৃষ্টতাবশে শাপ
দিলে, ইহা নিতান্ত অন্তায় । এই তো অপরা-
পর তীর্থগণ উপস্থিত আছেন, এই মহীসাগর-

গুণো যচ্চ তীর্থরাজেন বর্ণিতঃ । তচ্চ কো বিত্তগো
নামামিথ্যাবাদো যতো গুণঃ ॥ ৪১ ॥ অহো ন যুক্তং
পালানাং যদি তেহপ্যনিমৃশু চ । এবমর্থান্ করি-
যাস্তি কং যাস্তি শরণং প্রজাঃ ॥ ৪২ ॥ এবমুক্তে
গুহেনাথ ধর্মো বচনমব্রবীৎ । সত্যমেতদ্যদহো-
হয়ং মহীসাগরসঙ্গমঃ ॥ ৪৩ ॥ মুখ্যত্বং সর্বতীর্থা-
নামর্থাৎ চাপি পিতামহাৎ । কিন্তু নান্নগুণা বাচ্যাঃ
সত্যমেতৎ সদা ব্রতম্ । পরোক্ষেহপি স্বপ্রশংসা
ব্রহ্মাণমপি চালয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ স্বপ্রশংসাং প্রকুর্বাণঃ
পরোক্ষেপমবিতাম্ । কিং দিবঃ পৃথিবীং পূর্বং
যযাতির্ন পপাত হ । যানি পূর্বং প্রমাণানি কৃতানী-
শেন ধীমতা ॥ ৪৫ ॥ তানি সম্পালনীয়ানি তানি
কোহতিক্রমেদুধঃ । তব পিত্রা সমাদিশু যদর্থং
স্থাপিতা বয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ পালয়ামাস এতচ্চ ত্বং পাল-
য়িতুমর্হসি । ঈশ্বরঃ স্বপ্রমাণেন ভবন্তো যদি
কুর্ষতে ॥ ৪৭ ॥ তদম্মাভিরিদ্ং যুক্তং শাসনং

সঙ্গম যদি সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী না হন ; তবে
ইহার তাহা বলুন । ইনি যে আশ্রয়গুণের উল্লেখ
করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে ইহার যদি
না থাকে, তবেই ইহার উক্তি দোষাবহ হইতে
পারে ; নচেৎ ইনি অমিথ্যা উক্তি করিয়া
থাকিলে তাহা তো গুণ বলিয়াই গণ্য । ৩২—৪১ ।
অহো ! লোকপালগণের কি অন্তায়চরণ !
তাঁহারা যদি অবिवেকবশে এইরূপ দুর্ব্যবহার
করেন, তবে প্রজা কাহার শরণ লইবে ? কুমার এই
কথা কহিলে ধর্ম কহিলেন,—‘হা সত্য যে, মহী-
সাগরসঙ্গমই সর্বতীর্থমধ্যে মুখ্যত্বের অধিকারী এবং
পিতামহের নিকট তাঁহারই অর্ঘ্যটি প্রাপ্য ; পরন্তু
সাধুগণ কদাচ আশ্রয়গুণ কীর্তন করেন না ; ইহা
তাইদিগের নিয়ত ব্রত । পরোক্ষে আশ্রয়প্রশংসা
করিলেও তাহা ব্রহ্মাকেও বিচালিত করিয়া তুলে ।
মহারাজ যযাতি যে স্বর্গ হইতে পুনরায় মর্ত্যে পতিত
হইয়াছিলেন, তাহা কি স্বপ্রশংসা করার জন্ত নহে ?
পূর্বে বুদ্ধিমান ঈশ্বর যে সমস্ত নিয়ম প্রবর্তন
করিয়া দিয়াছেন, তৎসমস্ত সম্যক পালন করাই
কর্তব্য, কোন বীমান মানব তাহার লঙ্ঘন করিবে ?
তোমার পিতার আদেশানুসারে, আমরা যে যে
কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছি, এবং আদেশ পালন করি-
তেছি, তোমারও তাহা পালন করা কর্তব্য । আপ-
নারা প্রভু, আপনারা যদি এইরূপ স্বেচ্ছা ব্যবহার
করেন, তবে প্রথমতঃ আমরাই তৎসমস্ত আদেশ

দিশুতাং পরম্। এবমুক্ষা স্বীয়মুদ্রাং ভোক্তুকামঃ
বুধং তদা ॥ ৪৮ ॥ অহং প্রস্তাবমধীক্ষা বাক্যমেতহ-
দৈরয়ম্। নমো ধর্মায় মহতে বিশ্বধাত্রে মহাশ্বনে ॥
৪৯ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈর্নিত্যং পূজিতায়াঘনাশিনে।
যদি মুদ্রাং ভবান্ ধর্ম্য পরিত্যজ্যতি কথিচিৎ ॥ ৫০ ॥
তদস্মাকং কুতো ভাবো মা বিশ্বং নাশয় প্রভো।
যোগীশ্বরঃ গুহ্যং চাপি সম্মানয়িতুমহসি ॥ ৫১ ॥
শিববন্মাননীয়ো হি যতঃ সাক্ষাচ্ছিবাহুজঃ। স্বাক্ষ-
দেবো গুহ্যঃ স্বামী সম্মানয়িতুমহতি ॥ ৫২ ॥ যুবয়ো-
রৈক্যভাবেন সুখং জীবৈদিদং জগৎ। স্বয়া প্রদত্তঃ
শাপোহয়ং মা প্রত্যাখ্যাতিলক্ষণঃ ॥ ৫৩ ॥ অনু-
গ্রহশ্চ ক্রিয়তাং তীর্থরাজস্য মানদ ॥ ৫৪ ॥ এব-
মুচ্চরমাণং মাঃ প্রশস্তাহাপি পদ্মভূঃ। সাক্ষেত-
নারদেনোক্তং ধর্ম্যৈতদ্বচনং কুরু ॥ ৫৫ ॥ সম্মানয়
গুহ্যং চাপি গুহ্যঃ স্বামী যতো হি নঃ। এবমুক্তে
ব্রহ্মণা চ ধর্ম্যো বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৬ ॥ নমো গুহ্যায়
সিদ্ধায় কিঙ্করা যন্ত তে বয়ম্। মদীয়াং স্বন্দ বিজ্ঞপ্তিং

করিয়া পশ্চাৎ তাহা কর্তব্য। ধর্ম্যদেব ক্রুদ্ধচিত্তে
এই কথা কহিয়া স্বীয় বাবসায় পরিহার্যভি-
প্রায় করিলেন। হে অর্জুন! আমি তাহা বুঝিতে
পারিয়া প্রস্তাবানুসারে তখন কহিলাম যে, হে
ধর্ম্য! আপনি মহান্ মহাশক্তি ও বিশ্বের ধাতা; ব্রহ্মা
বিষ্ণু শিবও নিয়ত আপনার পূজা করেন; আপনি
পাপনাশক; আপনাকে নমস্কার। হে ধর্ম্য! আপনি
যদি স্ববাবসায় পরিত্যাগ করেন, তবে আমাদের
সত্তা থাকিবে কিরূপে? অতএব প্রভো! আপনি
বিশ্বের বিনাশ বিধান করিবেন না। আর এই
যোগীশ্বর কুমারেরও সম্মান করা আপনার উচিত;
কেমনা, শিবনন্দন শিবের স্যাইহই মাননীয়। তদ্রূপ
কুমারের পক্ষেও ভবদীয় সম্মাননা অবশ্য কর্তব্য।
ফলতঃ আপনাদের উভয়ে ঐক্য থাকিলেই এই
জগৎ সুখে থাকিতে পারে। আর আপনি যে এই
অভিশাপ দিয়াছেন, ইহারও কিছু প্রত্যাখ্যান সম্ভব
নহে; পরন্তু হে মানদ! তীর্থরাজের প্রতি অনুগ্রহ করা
আপনার কর্তব্য; কেমনা আপনিই লোকের পদ-
গৌরব-দানকর্তা। ৪২—৫৪। আমি এইরূপ বলিতে
থাকিলে পদ্মজন্মা ব্রহ্মা সহাস্তে কহিলেন,—নারদ
ভাল কথাই বলিয়াছেন, হে ধর্ম্য! তুমিও এই কথা-
মতই কার্য্য কর। কুমারকেও সম্মানিত কর। কেমনা,
কুমার আমাদিগের স্বামী। ব্রহ্মা এই কথা কহিলে
ধর্ম্য কহিলেন,—আমরা স্বাক্ষর কিঙ্কর, সেই সিদ্ধ

নাথৈনামবধারণ ॥ ৫৭ ॥ স্তম্ভাদেতন্নহাতীর্থমপ্রসিদ্ধং
ভবিষ্যতি। স্তম্ভতীর্থমিতি খ্যাতং সুপ্রসিদ্ধং ভবি-
ষ্যতি ॥ ৫৮ ॥ স্তম্ভতীর্থমিতি খ্যাতং সর্বতীর্থ-
ফলপ্রদম্। যশ্চাত্ত স্নানদানানি প্রকরষ্যতি
মানবঃ ॥ ৫৯ ॥ যথোক্তঞ্চ ফলং তস্য ক্ষুণ্ণং সর্বং
ভবিষ্যতি। শনিবারে অমাবস্তা ভবেত্তম্ভাঃ ফলঞ্চ
যৎ ॥ ৬০ ॥ মহীসাগরযাত্রায়াং ভবেত্তচ্চাবধারণ ॥
প্রভাসদশযাত্রাভিঃ সপ্তভিঃ পুঙ্করস্য চ ॥ ৬১ ॥ অষ্টা-
ভিশ্চ প্রয়াগস্য তৎফলং প্রভবিষ্যতি। পঞ্চভিঃ
কুরুক্ষেত্রস্য নকুলীশস্য চ ত্রিভিঃ ॥ ৬২ ॥ অর্কুদস্য চ
যৎ ষড়্ভিত্তিস্তৎফলঞ্চ ভবিষ্যতি। বহ্মপথস্য তিস্র্ভি-
র্গঙ্গায়াঃ পঞ্চভিশ্চ যৎ ॥ ৬৩ ॥ কূপোদরীয়াশ্চতুর্ভি-
তৎফলং প্রভবিষ্যতি। কাশ্মীঃ ষড়্ভিত্তিস্থা যৎ স্বাদ-
গোদাবরীয়াশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৬৪ ॥ তৎফলং স্তম্ভতীর্থে
বৈ শনিদর্শে ভবিষ্যতি। এবং দত্তে বরে স্বন্দস্তথা
প্রীতমনাভবৎ ॥ ৬৫ ॥ ব্রহ্মাপি স্তম্ভতীর্থায় দদাবর্ঘ্যং
সমাহিতঃ। দদৌ চ সর্বতীর্থানাং শ্রেষ্ঠত্বমমিত-
হ্যতিঃ ॥ ৬৬ ॥ তীর্থানি চ গুহ্যং নাথং সম্যাক্ত বিসমর্জ-
সঃ। এবমেতৎ পুরা বৃত্তং গুপ্তক্ষেত্রস্য কারণম্ ॥
৬৭ ॥ ভূষণচাপি প্রসিদ্ধার্থং প্রেথিতাপ্রসোহত্র

কুমারকে নমস্কার করি। হে নাথ, কুমার! আমার
এই বিজ্ঞাপন শ্রবণ করুন। স্তম্ভ প্রকাশ করা হেতু
এই তীর্থ অপ্রসিদ্ধ হইবে বটে, পরন্তু স্তম্ভতীর্থ নামে
সুবিখ্যাত লাভ করিবে। স্তম্ভতীর্থ নামে খ্যাত
হইয়াও এই তীর্থ—সর্বতীর্থফলই প্রদান করিবে।
মানব এই স্তম্ভতীর্থে স্নান-দানাদি করিলেও পূর্ববৎ
যথোক্ত ফলই প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। শনি-
বারে অমাবস্তাতে মহীসাগরসঙ্গমে যে ফল হইত,
স্তম্ভতীর্থেও সেই ফলই হইবে। আরও শুন,—
প্রভাসের দশ যাত্রা, পুঙ্করের সপ্ত যাত্রা, প্রয়াগের
অষ্ট যাত্রা, কুরুক্ষেত্রের পঞ্চ যাত্রা, নকুলীশের তিন
যাত্রা, অর্কুদের ছয় যাত্রা, বহ্মপথের তিন যাত্রা,
গঙ্গার পঞ্চ যাত্রা, কাশীর ছয় যাত্রা, কূপোদরীর চারি
যাত্রা ও গোদাবরীর পঞ্চ যাত্রায় যে ফল, শনিবারে
অমাবস্তায় স্তম্ভতীর্থেও সেই ফলই হইবে। ধর্ম্য
এইরূপ বর দান করিলে কুমার তাহাতে প্রীত হই-
লেন। অতঃপর অমিতহ্যতি ব্রহ্মাও সমাহিত-চিত্তে
স্তম্ভতীর্থকেই সর্বতীর্থমধ্যে প্রাধান্য দিয়া অর্ঘ্যদান
করিলেন। পরে তীর্থগণকে এবং কুমারকে সম্মানে
বিদায় দিলেন। পুরাকালে গুহ্য ক্ষেত্র সম্বন্ধে

মে। বিমোক্ষিতা গ্রাহরূপায়া ভাশ্চ কুরুত্বহ ॥৬৮॥
যতো ধর্ম্যস্ত সর্বস্ত নানারূপৈঃ প্রবর্ততঃ। পরি-
ত্রাণায় ভবতঃ কৃষ্ণস্ত চ ভবো ভবে ॥ ৬৯ ॥ তদিদং
বর্ণিতং তুভ্যং সর্বতীর্থকলং মহৎ। ঋতৈহতদাদিতঃ
পূর্বং পুমান্ পাটৈঃ প্রযুচ্যতে ॥ ৭০ ॥ সূত উবাচ।
ঋতৈহি বিজয়ো ধীমান্ প্রশংস স্তুবিম্বিতঃ।
বিস্মৃষ্টো নারদাদৈশ্চ দ্বারকাং প্রতি জগিবান্ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহীশাগরমাহাত্ম্যাবর্ণনেহর্জুন-
তীর্থযাত্রাপরিসমাপ্তিবর্ণনং নামাষ্টপঞ্চাশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ। অত্যদুতমিদং সূত শুশ্রু-
ক্ষেত্রস্ত পাবনম্। মহাত্মাত্ম্যামতুলং কীর্তিতং
চর্ষবর্জনম্ ॥ ১ ॥ পুনর্ধ্বং সিকলিঙ্গস্ত পূর্বং মাহাত্ম্য-
কীর্তনে। ইতুক্তং যৎপ্রসাদেন সিকমাতুস্ত সেৎ-
শ্রুতি ॥ ২ ॥ বিজয়ো নাম পুণ্যাত্ম্য সাহায্যচণ্ডিলস্ত

এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ৫৫—৬৭। হে কুরুনন্দন!
ইহার পর আবার ভাবিকালে তীর্থের প্রসিদ্ধি বিবা-
নার্থ অঙ্গরার প্রেরিত হইয়াছিল, পরন্তু তুমিই
তাহাদিগকে কুস্তীরূপ হইতে মুক্তি প্রদান করি-
য়াছ। ধর্ম্য সর্বত্রই নানাকপে প্রবৃত্ত হন; আর
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জনগণের পরিত্রাণার্থ সংসারে
প্রাহর্তুত হইয়া থাকেন। এই আমি তোমাকে সর্ব-
তীর্থ-ফলদায়ক মহাতীর্থের বৃত্তান্ত কহিলাম; মানব
ইহা আদ্যন্ত শ্রবণ করিলেও পাপরাশি হইতে
বিমুক্ত হয়। সূত কহিলেন,—হে মুনিগণ!
ধীমান্ অর্জুন, নারদের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া
স্তুবিম্বয়ে বারদ্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।
অতঃপর নারদাদি মুনিগণের নিকট বিদায় লইয়া
দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। ৬৮—৭১।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৮।

উনষষ্ঠিতম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন,—হে সূত! তুমি শুশ্রুক্ষেত্রের
অত্যদুত পুণ্যদায়ক আনন্দপ্রদ অতুলনীয় মহা
মাহাত্ম্য বর্ণন করিলে। কিন্তু পূর্বে সিকলিঙ্গের
মাহাত্ম্য কীর্তন গলে বলিয়াছিল যে, ধর্ম্মাত্ম্য বিজয়
সিকমাতার কৃপায় চণ্ডিলের সাহায্যে সিকলিভ

চ। কো ধমৌ চণ্ডিলো নাম বিজয়ো নামকস্তথা ॥৩॥
কথঞ্চ প্রাপ্তবান্ সিকিঃ সিকমাতুঃ প্রসাদতঃ। এক-
দাচক্ষু তত্বেন শ্রোতুঃ কৌতুহলং হি নঃ ॥ ৪ ॥ সত্যং
চরিত্রশ্রবণে কৌতুকং কস্তানো ভবেৎ। উগ্রশ্রবা
উবাচ। সাধু পৃষ্ঠমিদং বিপ্রা দূরান্তরিতমপূত ॥৫॥
ঋতাং দ্বৈপায়নমুখাং কথ্যং বক্ষ্যামি চাত্র বঃ। পুরা
দ্রুপদরাজস্ত পুত্রীমাসাদা পাণ্ডবাঃ ॥ ৬ ॥ ধৃতরাষ্ট্র-
মতে পঞ্চাদিন্দ্রপ্রস্থং শ্রবণশ্রবণ। রক্ষিতা বাসু-
দেবেন কদাচিদুত্র পাণ্ডবাঃ ॥ ৭ ॥ উপবিত্তাঃ সভা-
মবে্য কথ্যশ্চকুঃ পৃথগ্বিধাঃ। দেবর্ষিপিতৃভূতানাঃ
রাক্ষাণ্যাপি প্রকীর্তনে ॥ ৮ ॥ ক্রিয়মাণেহথ তত্রা-
গাদ্যমপুত্রো ঘটোৎকচঃ। তং দৃষ্ট্বা ভাতরঃ পঞ্চ
বাসুদেবশ্চ বীধ্যবান্ ॥ ৯ ॥ উথায় সহসা পীঠাদা-
লিলিঙ্গমুদা যুতাঃ। স চ তান প্রণতঃ প্রহোষ্য ববন্দে
ভীমনন্দনঃ ॥ ১০ ॥ সানিশবৎ ততো রাজ্ঞা স্তোত-
সঙ্গ উপবেশিতঃ। আশ্রয় শ্বেহতো মুক্তি প্রোক্তশ্চ
জনসংসদি ॥ ১১ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কুত আগ-
মাতে পুত্র ক চাযং বিহতশ্রবা। কালঃ কচিং শ্রুথং

করেন। সেই বিজয় কে? আর চণ্ডিলই বা কে?
সিকমাতার কৃপায় সিকলিভই বা কিরূপে হইল?
আমাদের নিকট সেই বৃত্তান্ত বর্ণন কর, ইহা শুনি-
বার জন্য আমাদের কৌতুহল হইয়াছে। সাধু-
দিগের চরিত্র শুনিতে কাহারই বা কৌতুহল না হয়?
সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! আপনারা উত্তম প্রশ্ন
করিয়াছেন। যদিও এই প্রস্তাব বহু পূর্বে কথা-
ন্তরে অন্তরিত হইয়াছে, তথাপি আমি দ্বৈপায়নের
মুখে যেমন শুনিয়াছি তদ্রূপই আপনাদিগকে বলি-
তেছি। পূর্বে পাণ্ডবগণ দ্রুপরাজের কন্যাকে লাভ
করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মতানুসারেই ইন্দ্রপ্রস্থে বসবাস
করিতে থাকেন। বাসুদেব তাহাদিগকে পালন করি-
তেন। ১-৭। একদা পাণ্ডবগণ সভায় উপবেশনপূর্বক
নানাবিধ দেব-ঋষি-পিতৃ-ভূত-রাজা প্রভৃতির চরিত-
কীর্তনে কালান্তিপাত করিতেছিলেন। সেই সময়
সেখানে ভীমনন্দন ঘটোৎকচ আসিয়া উপস্থিত হই-
লেন। তাঁহাকে দেখিয়া পঞ্চ পাণ্ডব ও বীধ্যবান্
বাসুদেব সহসা আসন হইতে উত্থানপূর্বক সানন্দে
আলিঙ্গন করিলেন। ভীমনন্দন ঘটোৎকচও তাঁহা-
দিগকে সবিনয়ে অভিবাদন করিলে তাঁহারা তাঁহাকে
আশীর্বাদ করিলেন এবং রজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে
সর্বসমক্ষে উৎসঙ্গে বসাইয়া শ্বেহবশে মন্তকাভ্রাণ-
করত কহিলেন,—পুত্র! তুমি কোথা হইতে

রাজ্যং কুরুষে মাতুলং তব ॥ ১২ ॥ কশিদ্দেবেষু
বিপ্রেষু গোষু সাধুযু সৰ্বদা । হৈড়িহে নাপকুরুষে
প্রিয়মেতদ্বরেণ নঃ ॥ ১৩ ॥ হিড়িম্বস্ত বনং সৰ্বং
তন্তু য়ে সৈন্তরাক্ষসঃ । পালামানাস্থয়া সাধো
বর্জন্তে জনক্কেমকাঃ ॥ ১৪ ॥ কচ্চিন্দতি তে মাতা
ভৃশং নঃ প্রিয়কারিণী । কঠেব যা পুরা ভীমং
তাক্ষা মানং পতিং শ্রিতা ॥ ১৫ ॥ ইতি পৃষ্টো ধর্ম-
রাজা স্ময়ন হৈড়িদ্রব্রবীৎ । হতে তস্মিন্ হরা-
চারে মাতুলেহস্মি নিয়োজিতঃ ॥ ১৬ ॥ তদ্রাজ্যং
শাসনে স্থাপ্য দৃষ্টোনিব্রংচরাম্যহম্ । মাতা কুশলিনী
দেবী তপো দিব্যমুপাশ্রিতা ॥ ১৭ ॥ মামুবাচ সদা
পুত্র পিতৃণাং ভক্তিকৃৎসব । সোহহং মাতুর্ভচঃ শ্রুত্বা
মেকপাদাং সমাগতঃ ॥ ১৮ ॥ প্রণামায়ৈব ভবতাং
ভক্তিপ্রহেণ চেতসা । আত্মানঞ্চ মহতার্থে কস্মি-
চ্চিছু নিয়োজিতম্ । ভবন্তিরহমিচ্ছামি কলং যস্মা-
দিদং মহৎ ॥ ১৯ ॥ যদাক্ষাপালনং পুত্রঃ পিতৃণাং

আসিলে ? এতকাল কোথায় বিহার করিয়াছ ? তুমি
তোমার মাতুলের রাজ্য সূত্রে পালন করিতেছ
তো ? হে হিড়িম্বানন্দন ! তুমি তো ব্রাহ্মণ গো এবং
সাধুর অপকার কর না ? উহারা আমাদের এবং
হরিরও প্রিয় । হে সাধো ! হিড়িম্বের সমস্ত বন ও
রাক্ষস সৈন্ত সমুদায় তোমা কর্তৃক পালিত হইয়া সুখ-
শান্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছে তো ? আমাদিগের অতীব
প্রিয়কারিণী তোমার মাতা সানন্দে আছেন তো ?
তিনি কতকালেই অভিমান পরিহার করিয়া ভীমকে
পতিহে বরণ করিয়াছেন । ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির
এইরূপ প্রশ্ন করিলে হিড়িম্বাতনয় সহস্র আশ্রু
কহিলেন,—সেই হরাচার মাতুল নিহত হইলে
পর আমি তাহার রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হইয়াছি
এবং রাজ্য বশীভূত করিয়া দৃষ্টদিগকে দমন
করত বিচরণ করিতেছি । জননী দেবী দিবা
তপস্তা আরম্ভ করিয়াছেন ; তিনি কুশলেই
আছেন । তিনি সদাই আমাকে বলেন যে, পুত্র ।
তুমি পিতৃগণের প্রতি ভক্তিমান হইও । আমি সেই
মাতার কথাষুসারেই মেরুগিরির পাদদেশ হইতে
ভক্তিমুগ্ধ গতিতে আপনাদিগকে প্রণাম করিতেই
অসিয়াছি । আর আমাকে আপনারা কোনও
মহৎ কার্যে নিয়োগ করেন, ইহাই আমার
অভিলাষ ; কারণ আপনাদিগের আদেশ পালন
আমার পক্ষে মহাকলদায়ক । পুত্র যদি পিতৃগণের

সর্বদা চরেৎ । অধোঈলোকান্ স জয়েদিহ জায়েত
কীর্তিমান ॥ ২০ ॥ সূত উবাচ । ইত্যুক্তবন্তঃ তং
রাজা পরিব্রজ্য পুনঃপুনঃ । উবাচ ধর্মরাজে পুত্র-
মানন্দাশ্রুঃ সগদাদম্ ॥ ২১ ॥ অমেব নো ভক্তি-
কারী সহায়শ্চাপি বর্তসে ॥ ২২ ॥ এতদর্থঞ্চ হৈড়িহে
পুত্রানিচ্ছন্তি সাধবঃ । ইহামুত্র তারয়ন্তে তাদৃশা-
শ্চাপি পুত্রকাঃ ॥ ২৩ ॥ অবশ্যং যাদৃশী মাতা তাদৃশ-
স্তনয়ো ভবেৎ । মাতা তে চ ভক্তিমতী দৃঢ়ং নশ্বঞ্চ
তাদৃশঃ ॥ ২৪ ॥ অহো স্নুহকরং দেবী কুরুতে মে
প্রিয়া বধূঃ । যা ভর্তৃশ্রিয়মুল্লজ্যা তপ এব সমাশ্রিতা ॥
২৫ ॥ নুনং কামেন ভোগৈর্বা কৃত্যং বধ্বা ন মে
মনাক্ । যা পুত্রসুখমবীক্ষ্য পরলোকার্থমাশ্রিতা ॥
দুস্কুলীনাপি যা ভক্তা সূত্রেহপত্যঞ্চ ভক্তিমৎ ।
কুলীনমেব তন্মন্যে মমেদং মতমুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥ এবং
বহুনি বাক্যানি তানি তানি বদন নৃপঃ । ধর্মরাজঃ
সমভাব্য কেশবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৮ ॥ পুণ্ডরী-
কাক্ষ জানাসি যথা ভীমাদভূদয়ম্ । জাতমাত্রস্ত

অাক্ষা সর্বদা পালন করে, তবে সে ইহলোকে
কীর্তিমান এবং উর্দ্ধলোক সকল জয় ॥ করিতে
সমর্থ হয় । ৮—২০ । পুত্র ষটোৎকচ এইরূপ বলিলে
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আনন্দাশ্রুপ্লাবিত নয়নে তাঁহাকে
বারম্বার আলিঙ্গনপূর্বক গদগদ বাক্যে কহিলেন,—
তুমিই আমাদিগের প্রতি ভক্তিমান সহায় আছ ;
হে হিড়িম্বানন্দন ! এই জন্যই সাধুগণ পুত্র
কামনা করেন । তোমার স্থায় পুত্র হইলেই
সে ইহপর উভয় কালে পরিজ্ঞান করিতে
পারে । অবশ্য, মাতা যেমন, পুত্রও তেমনি
তো হইবে ? তোমার মাতা আমাদিগের প্রতি
অতীব ভক্তিমতী ; তাই তুমিও তদ্রূপ হইয়াছ ।
অহো ! আমার প্রিয় বধুমাতা দেবী স্নুহকর কার্য
করিতেছেন । কেননা, তিনি পতির এতাদৃশ
ঐশ্বর্য্য পারিত্যাগ করিয়া তপস্বাই আশ্রয় করিয়া
রাহিয়াছেন । নিশ্চয়ই বধুমাতার কামভোগে আর
স্পৃহা নাই ; নচেৎ তিনি পুত্রের এতাদৃশ সুখ
দেখিয়াও পারলৌকিক মঙ্গলার্থ ঈদৃশ যত্ন করিবেন
কেন ? হীন কূলে জন্মিয়াও যিনি গুরুজনে ভক্তিমতী
এবং ঈদৃশ ভক্তিমান সন্তান প্রসব করেন, আমি
তাঁহাকে সংকুলীনা বলিয়াই মনে করি । ইহাই
আমার উত্তম মত । ধর্মরাজ এইরূপ নানা কথা
কহিয়া পরে কেশবকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন—
হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তুমি জান কি ?—ভীম হইতে

যশসীদেবোবনশ্চো মহাবলঃ ॥ ২৯ ॥ অষ্টানাং দেব-
যোনীনাং যতো জন্ম চ যোবনম্ । সদ্য এব ভবে-
স্তস্মাং সদ্যোহস্তাসীচ্চ যোবনম্ ॥ ৩০ ॥ তদন্তো-
চিতদারার্থে সদা চিন্তাস্তি কৃষ্ণ মে । উচিতং বত
হৈভদ্রেঃ ক কলত্রং করোমাহম্ ॥ ৩১ ॥ তদ্বান
কৃষ্ণ সর্বত্র ত্রিলোকীমপি বেৎসি চ । হৈভদ্রে-
ক্ৰচিতাং দারান্ বক্তুমহঁসি যাদব ॥ ৩২ ॥ সূত
উবাচ । এবমুক্তো ধর্মরাজো ক্ষণং ধাত্মা জনা-
দ্দিনঃ । ধর্মরাজমিদং বাক্যং পদান্তরিতমব্রবীৎ ॥
৩৩ ॥ অস্তি রাজন্ প্রবক্ষ্যামি দারানন্তোচিতা-
শুভাম্ । সাম্প্রতং সংস্থিতা রম্যো প্রাগ্জ্যোতিষ-
পুরে বরে ॥ ৩৪ ॥ সা চ পুত্রী যুরোঃ পার্থ দৈত্য-
শ্রাদ্ধতকর্মণঃ । যোহসৌ নরকদৈত্যশ্চ প্রাণ-
তুল্যঃ সখ্যভবৎ ॥ ৩৫ ॥ স চ মে নিহতো ঘোরঃ
পাশতর্গসমস্থিতঃ । নরকশ্চ হুরাচারস্বমেতদেৎসি
সর্বশঃ ॥ ৩৬ ॥ ততো হতে যুরো দৈত্যো ময়া তস্মা
সুতব্রজৎ । যোদ্ধুং মামতিবীৰ্য্যহাদ্ঘোরা কাম-
কটকটো ॥ ৩৭ ॥ তাং ততোহহং মহাযুদ্ধে খড়্গা-
খেটকধারিণীম্ । অযোধয়ং মহাবাণৈঃ সুশাঙ্গ-

ইনি যেক্ষেপে উৎপন্ন হন । এই মহাবল জন্ম মাত্রেই
যোবনশালী হন । তাহার কারণ এই যে, অষ্টবিধ
দেবযোনির জন্ম মাত্রেই যোবনাবস্থা হইয়া থাকে ।
সেই জন্তই ইনি জন্মিবামাত্র যোবনবান হইয়াছেন ।
অতএব হে কৃষ্ণ ! ইহার যোগ্য পত্নীর নিমিত্ত সদাই
আমার মনে চিন্তা রহিয়াছে । আমি এই
হিড়িম্বা-নন্দনের যোগ্য কলত্র কোথায় স্থির
করিব, হে কৃষ্ণ ! তুমি তো সর্বত্র, ত্রিলোকের
অখিল সংবাদই বিজ্ঞাত ; অতএব হে যাদব !
এই হিড়িম্বানন্দের যোগ্য দারসংগ্রহের বিষয়
তোমার বলিয়া দেওয়া কর্তব্য । ২২—৩২ ।
সূত কহিলেন,—ধর্মরাজ এইরূপ বলিলে জনাঙ্গ
ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ধর্মরাজকে কহিলেন,—
হে রাজন্ ! শুভ্রন ; আমি ইহার দারযোগ্য
সুপাত্রীর কথা বলিতেছি । সাম্প্রতি তিনি রম্য
প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে অবস্থান করিতেছেন । হে
পৃথানন্দন ! তিনি অদ্ভুতকর্ম্ম মুকু দানবের কন্যা,
মুকু দৈত্য নরক দৈত্যের প্রাণসম সখা ছিলেন ।
সেই পাশতর্গাশ্রয়ী ঘোর মুকু দৈত্যকে এবং হুরাচার
নরককে আমি নিহত করিয়াছি ; তাহা তো আপনি
সমস্তই অবগত আছেন । আমি মুকু দৈত্যকে
বিনাশ করিলাম পর তদীয় কন্যা কামকটকটো অতি-
শয় বীৰ্য্যশালিনী বলিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে

ধনুশ্চ্যুতৈঃ ॥ ৩৮ ॥ খড়্গেন চিচ্ছেদ বাণান্মম সা
চ যুরোঃ সূতা । সমাগমা চ খড়্গেন গরুড়ঃ যুদ্ধা-
ভাভয়ৎ ॥ ৩৯ ॥ স চ মোহসমাবিষ্টো গরুড়োহভূদ-
চেতনঃ । ততস্তস্মা বদার্থায ময়া চক্রং সমুদ্যতম্ ॥
৪০ ॥ চক্রং সমুদ্যতং দৃষ্ট্বা ময়া তস্মিন্ রণাজিরে ।
কামাখ্যাং নাম মাং দেবী পুংস্বা বচোহব্রবীৎ ॥
৪১ ॥ নৈনাং হস্তং ভবানশো রক্ষতাং পুরুষোত্তম ।
অজেয়হ ময়া হস্তা দত্তং খড়্গাঞ্চ খেটকম্ ॥ ৪২ ॥
বুদ্ধিরপ্রতিমা চাপি শক্তিঞ্চ পরমা রণে । ততস্তস্মা
ত্রিরাত্রেহপি ন জিতাসীমুরোঃ সূতা ॥ ৪৩ ॥
এবমুক্তে তদা দেবীং বচনং চাহমব্রবম্ । অয়মেম
নিবৃত্তোহস্মি বারয়েনাকং হং শুভে ॥ ৪৪ ॥ ততশ্চা-
লিঙ্গা তাং ভক্তাং কামাখ্যাং বাক্যমব্রবীৎ । ভদ্রে
রণান্নিবর্ত্তস্ব নায়াং হস্তং কথঞ্চন ॥ ৪৫ ॥ শক্যঃ
কেনাপি সমরে মাধবো রণভৃজয়ঃ । নাতুদন্তি
ভবিষ্যো বা য এনং সংযুগে জয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ অপি
বা ত্র্যম্বকঃ পুত্রি নৈনং শক্তঃ কুতোহম্বকঃ ।

আসিয়াছিলেন । তিনি খড়্গা-খেটকা দ্বারা মহাযুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইলে আমি তখন শার্ঙ্গধনুযুক্ত মহাবাণ
বর্ষণ দ্বারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম ।
তিনি খড়্গ দ্বারা আমার নিক্ষিপ্ত বাণজাল ছেদন-
পূর্বক সহসা আসিয়া গরুড়ের মস্তকে খড়্গাঘাত
করিলেন । তাহাতে তখন গরুড় মোহাবিষ্ট—
অচেতন হইয়া পড়িল । আমি তখন তাঁহার বদার্থ
চক্র উদ্যত করিলাম । তখন সেই রণস্থলে আমার
সমক্ষে কামাখ্যা দেবী প্রাক্তর্ভূত হইয়া কহিলেন,—
হে পুরুষোত্তম ! ইহাকে আপনার সংহার করা
উচিত নহে; কেননা, আমি ইহাকে যুদ্ধে অজেয়
এবং খড়্গ ও খেটক প্রদান করিয়াছি । আর
একটা শক্তি এবং অতুলনীয় বুদ্ধিও ইহাকে
দিয়াছি । সেই জন্ত তুমি ত্রিরাত্র যত্ন করিলেও
এই মুকুন্দানন্দীকে পরাজয় করিতে পারিবে না ।
কামাখ্যা দেবী এই কথা কহিলে, আমি তাঁহাকে
কহিলাম,—শুভে ! এই আমি নিবৃত্ত হইলাম, পরন্তু
আপনিও ইহাকে নিধারণ করুন । ৩২—৪৪ । অতঃপর
কামাখ্যা দেবী সেই ভক্তমতী কাম-কটকটাকে
আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—ভদ্রে ! তুমি যুদ্ধ
হইতে নিবৃত্ত হও । এই মাধব ভৃজয়, যুদ্ধে কেহই
ইহাকে কোন রূপে সংহার করিতে সক্ষম নহে ।
যুদ্ধে ইহাকে জয় করিতে পারে এমন কেহ হয়
নাই, বিদ্যমান নাই, কিম্বা জন্মিবেও না । হে পুত্রি !

তস্মাদেনং নমস্কৃত্য ভাবিনঃ শশুরঃ শুভে ॥ ৪৭ ॥
 রণাদস্মারিবর্ত্তস্ত তবোচিতমিদং স্ফুটম্ । অস্মা
 ভাতৃর্হি ভীমস্ত স্মৃণা স্বকং ভবিবাসি ॥ ৪৮ ॥ তস্মাৎ
 শশুরঃ ভদ্রে সম্মানয় জনার্দনম্ । ন চ শোকস্তথা
 কার্য্যঃ পিতরং প্রতি পণ্ডিতে ॥ ৪৯ ॥ জাতস্ত হি
 ঋবো মৃত্যুর্ঋবং জন্ম মৃতস্ত চ । বহবশ্চাস্ত বেত্তারো
 বদ কেনাপি বার্ষাতে ॥ ৫০ ॥ ঋদীশ্চ দেবাশ্চ
 মহাসুরাশ্চ ত্রৈবিদ্যাবিদ্যান পুরুষান নৃপাশ্চ ।
 কান্ মৃত্যুরেকো ন পতেত কালে পরাবরজোহত্র
 ন মুহুতে কচিৎ ॥ ৫১ ॥ শ্লাঘা এব হি তে মৃত্যুঃ
 পিতুরস্মাজ্জনার্দনাৎ । সর্বপাতকনিপুঙ্কো গতোহসৌ
 ধাম বৈকবম্ ॥ ৫২ ॥ এবং কামাখ্যায়া প্রোক্তা সা চ
 কামকটকটা । তাত্কা ক্রোধকং সংবৃত্তা গাত্ৰাণি
 প্রণতা চ মাম্ ॥ ৫৩ ॥ তামহং নাশিমঞ্চাপি প্রাবোচং
 ভরতর্ষভ । অস্মিন্নেব পুরে তিষ্ঠ ভগদত্তপ্রপূজিতা ॥
 ৫৪ ॥ ময়া দেব্যা পৃথিব্যা চ ভগদত্তঃ কৃতো নৃপঃ । স

তে পূজাং বহুবিধাং করিষ্যতি স্বসুখার্থা ॥ ৫৫ ॥ বসন্তী
 চাত্র তং বীরং হৈড়িঙ্গং পতিমাপ্যসি । এবমাশ্বাস্ত
 তাং দেবীং মোক্শী চাহং ব্যসর্জয়ম্ ॥ ৫৬ ॥ সা
 স্থিতা চ পুরে তত্র গতোহহং শক্রসম্ম চ । ততো
 দ্বারবতীং প্রাপ্য ত্রয়া সহ সমাগতঃ ॥ ৫৭ ॥ এব-
 মেঘোচিতা দারা হৈড়িঙ্গবিদ্যাতে শুভা । কামাখ্যা চ
 রণে ঘোরা যা বিদ্যা দিব ভাসতে ॥ ৫৮ ॥ ন চ রূপং
 বর্ণিতং মে শশুরস্তোচিতং যতঃ । সাধোহি নৈতচ্চ-
 চিতং সর্বস্বীণাং প্রবর্ণনম্ ॥ ৫৯ ॥ পুনরেকশ্চ সমগ্রঃ
 কৃতস্ত শৃণু যস্তয়া । যো মাং নিকৃতরাং প্রশ্নে কৃতৈব
 বিজয়েৎ পুমান্ ॥ ৬০ ॥ যো মে প্রতিবলশ্চাপি স
 মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি । এবকং সময়ং ঋত্বা বহুবো
 দৈত্যারাক্ষসাঃ ॥ ৬১ ॥ তস্মা জয়ার্থমগমংস্তেহপি
 জিত্বা হতাস্তয়া । যো য এনাং গতঃ পূর্বং ন স
 ভূয়ো ন্যবর্ত্তত ॥ ৬২ ॥ বহুরিব প্রভাং দীপ্তাং
 পতঙ্গানাং সমুচ্চয়ঃ । এবমেতাদৃশী মোক্শীং জেতু-
 মুৎসহতে যদি ॥ ৬৩ ॥ ঘটোৎকচো মহাবীৰ্য্যো

শশুরও ইহাকে জয় করিতে সক্ষম নহেন, অপরের
 কথা কি? বিশেষতঃ ইনি তোমার ভাবী শশুর :
 স্মৃতরাং ইহাকে নমস্কার করিয়া এই মুদ্ধ হইতে
 নিবৃত্ত হও । তোমার পক্ষে ইহাই উচিত । নিশ্চয়ই
 তুমি ইহার ভ্রাতা ভীমের পুত্রবধু হইবে । অতএব
 ভদ্রে ! তুমি তোমার শশুর জনার্দনকে সম্মানিত
 কর । অযি পণ্ডিতে ! তোমার পিতার জন্তও তুমি
 শোক করিও না । জন্মিলে মৃত্যু নিশ্চিত ; আর
 মৃতের পুনরায় জন্ম হইবেই । বড় লোকেই এ
 তত্ত্ব জানে ; পরন্তু বল দেখি, কে ইহার বাতায়
 করিতে পারে? ঋষি দেবতা মহাসুর রাজা কিম্বা
 বিদ্যাভ্রাতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ,—একই মৃত্যু ইহাদিগের
 কাহাকে বিহিতকালে আক্রমণ না করে? ইহপর-
 কালতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই জন্ত এ বিনয়ে কদাচ
 মুদ্ধ হন না । তোমার পিতা যে, এই জনার্দনের
 হাতে মরিয়াছেন, ইহা তো শ্লাঘার বিষয় ।
 কারণ, তিনি সর্বপাতক হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-
 লোকে গমন করিয়াছেন ৪৫—৫২। কামাখ্যা দেবী
 এইরূপ কহিলে কামকটকটা ক্রোধ পরিহারপূর্বক
 বসন দ্বারা যথাযোগ্য গাত্ৰাবরণ করিয়া আমাকে
 জ্ঞানিয়া প্রণাম করিলেন । হে ভরতশ্রেষ্ঠ !
 আমিও তাঁহাকে আশীর্বাদপূর্বক কহিলাম যে,
 তুমি এই নরকাসুরের পুরেই অবস্থান কর ;
 নরকতনয় ভগদত্ত তোমাঞ্চে সসম্মানে সযত্নে
 প্রতিপালন করিবে । আমি এবং পৃথিবী দেবী

উভয়ে নরকরাজ্যে তৎপুত্র ভবদত্তকেই প্রতিষ্ঠিত
 করিয়াছি । তিনি তোমাকে নিজ ভগিনীর স্থায়
 প্রতি পালন করিবেন । তুমি এখানে বাস
 করিলেই হিড়িম্বনন্দনকে পতিকপে প্রাপ্ত হইবে ।
 এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া সেই মুকুনার্দিনীকে
 বিদায় দিয়া আমি সুরেন্দ্রসদনে প্রস্থান করি ।
 তারপর দ্বারকাথ যাই ; সেখানে হইতে আপনাব
 নিকট আসিয়াছি । এই সুলক্ষণা কণ্ঠাই হিড়িম্বা-
 নন্দনের যোগ্য পাত্রী । কামাখ্যা প্রদেশে ইনি
 রণস্থলে বিহাতের স্থায় বিহার করেন । আমি
 শশুর , ইহার রূপ বর্ণনা করা আমার উচিত নয় ।
 কোন সাধুর পক্ষেই স্ত্রীগণের রূপবর্ণনা করা উচিত
 নহে । তিনি যে আবার একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
 তাহা শুনন।—“যে পুরুষ আমাকে প্রশ্ন দ্বারা
 নিকৃতর করিয়া বিজয়ী হইবে এবং যে আমার
 প্রতিদ্বন্দ্বী বীর হইবে, সেই ব্যক্তিই আমার পতি
 হইতে পারিবে ।” এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া
 অনেকানেক দৈত্য রাক্ষস তাহাকে পরাজয় করিতে
 গিয়াছে ; পরন্তু তৎকর্ত্তক নিজেরাই পরাজিত
 হইয়া নিহত হইয়াছে । পূর্বে যে যে ব্যক্তি ইহাকে
 জয় করিতে গিয়াছে, তাহারা কেহই প্রত্যাবর্ত্তন
 করিতে পারে নাই । সকলেরই প্রদীপ্ত অনলশিখায়
 পতঙ্গদলের দশা ঘটিয়াছে । মহাবীৰ্য্য ঘটোৎকচ

ভাষ্যান্ত্র নিয়তং ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ ।
অনং সৰ্বগুণৈস্তম্ভা যন্ত্যন্তেকো গুণো মহান্ ।
ক্রিয়তে কিং হি ক্ষীরেণ যদি তদ্বিষমিশ্রিতম্ ॥ ৬৫ ॥
প্রাণাধিকং ভৈমসেনিং কথং কেবলসাহসাত্ ।
ক্ষিপেয়ং তব বাক্যানাং শুদ্ধানাং চাপি কোবিদম্ ॥
৬৬ ॥ অন্য্য অপি স্থিয়ঃ সন্তি দেশে দেশে জনাদন ।
বহস্যস্তাসাং বরাং কাঞ্চিদ্ব্যোসিতং বক্তুমহসি ॥ ৬৭ ॥
ভীম উবাচ । সম্যগুক্তং কেশবেন বাক্যং বহুগ-
মুকমম্ । রাজা পুনঃ শ্রেষ্ঠবশাদ্যুক্তং তন্ন ভাতি
মে ॥ ৬৮ ॥ কার্ণো হুংসাধ্য এব স্ত্যং ক্ষত্রিয়স্ত্র
পরাক্রমঃ । করীন্দ্রেস্তেব যুথেষু গজানাং ন যুগেষু
চ ॥ ৬৯ ॥ আত্মা প্রখ্যাতিমানেষঃ সক্ষমা বীর-
পুঞ্জবৈঃ । সা চ খ্যাতিঃ কথং জায়েদুঃসাধাকরণা-
দৃতে ॥ ৭০ ॥ নহ্যন্ববশগং পার্গ হৈঃ শ্রেষ্ঠস্য রক্ষণম্ ।
যেন দত্তস্থয়ং ধাত্মা স এনং পালয়িস্যতি ॥ ৭১ ॥
সৰ্বগোচ্চপদারোহে যত্নঃ কার্ণো বিজানতা । তন্ন

যদি এতাদৃশী মুকুন্দিনীকে জয় করিতে উৎসাহ-
বান্ হয়, তবে নিশ্চয়ই সে ইহার ভাষ্য হইবে ।
যুধিষ্ঠির কহিলেন, ইহার সৰ্বগুণ থাকিলেও তাহাকে
প্রয়োজন নাই । তাঁহার যে একটী মহাগুণ রহিয়াছে ।
যদি বিষমিশ্রিত হয়, তবে সে তৃষ্ণ দিয়া কি বয়ে ?
ঘটোৎকচও তো তোমার সাধ প্রস্তাব সমস্তই
শুনিয়া বুঝিয়াছে ; আমি সেই প্রাণাধিক ভীম-
নন্দনকে কেবল সাহসে ভর করিয়া এমন নিপত
সাগরে ফেলিব কেমন করিয়া ? সে জনাদন ।
দেশে দেশে আরও তো কত কত কথ্য আছে,
তাহার মধ্যে কোনও একটী সম্পাদীর উল্লেখ
কর । ৫৩—৬৭ । ভীম কহিলেন,—কেশব ভালই
বলিয়াছেন, তাহার কথা অতি উত্তম এবং বিশেষ
অভিপ্রায়গুপ্তিত । পরন্তু রাজা শ্রেষ্ঠবশে যাহা
বলিলেন, তাহা আমার ভাল বোধ হয় না ।
ক্ষত্রিয়ের পরাক্রম হুংসাধ্য কার্য্যেই প্রকটিত হয়,
গজযুথ মধ্যোই করীন্দ্রের বিক্রম পরীক্ষা হইতে
পারে, নচেৎ যুগদলমধ্যে তাহার পরীক্ষা হয় না ।
বীরভাতিমানীদিগের পক্ষে আত্মা যাহাতে প্রখ্যাত
হয় তাহা করা কর্তব্য ; কিন্তু হুংসাধ্য কার্য্য না
করিলে সেই খ্যাতি কিরূপে হইবে ? হে পার্থ
মহারাজ ! এই ঘটোৎকচের রক্ষণ আন্ববশ নহে,
পরন্তু ইহাকে যে বিধাতা প্রদান করিয়াছেন,
তিনিই রক্ষণও করিবেন । বুদ্ধিমান ব্যক্তির
সৰ্বদাই উচ্চ পদবীতে আরোহণার্থ যত্ন করা

সিধ্যতি চৈদেবান্নামো দোষো বিজানতঃ ॥ ৭২ ॥
যথা দেবব্রতন্তেকো জহে কাশিশ্রুতাঃ পুরা ।
তথৈক এব হৈড়িম্বিনৌকীং প্রাপ্নোতু মা চিরম্ ॥ ৭৩ ॥
অৰ্জুন উবাচ । কেবলং পৌকসপরং ভীমেনোক্ত-
মিদং বচঃ । অবলং দৈবহেতুনাং প্রবলং প্রতিভাতি
মে ॥ ৭৪ ॥ ন মুখা হি বচো ক্রতে কামাখ্যা যা
পুবারবীৎ । ভীমসেনশ্রুতং পার্গং তব ভক্তে
গম্যস্যাতি ॥ ৭৫ ॥ অনেন হেতুনা যাতু শীঘ্রং তন্ন
ঘটোৎকচঃ । ইতি মে বোচতে কৃষ্ণ তব কিং কথি
রোচতে ॥ ৭৬ ॥ কৃষ্ণ উবাচ । রোচতে মে বচ-
স্ততঃ ভীমস্ত চ মহাননঃ । ন হি তুলো ভৈমসেনে-
বুদ্ধৌ বীর্য্যো চ কশ্চন ॥ ৭৭ ॥ অস্তুরাত্মা চ মে
বোতি প্রাপ্তামেব যরোঃ স্থলম্ । তচ্ছীঘ্রং যাতু
হৈঃ শীঘ্রং কিং পুত্র মন্তয়ে ॥ ৭৮ ॥ ঘটোৎকচ
উবাচ । ন হি জ্ঞাত্যাস্তস্যকা বক্তুং পূজ্যনামভ্যন্তো
গুণাঃ । প্রবক্তা এব ভাসিতে সদৃশগাংচ ববেৎ করো ॥
৭৯ ॥ সক্ষমা তৎকাব্যম্যামি পিতরো যেন মেহমলাট ।

আবশ্যক । যদি দৈববশে তাহা সিদ্ধ না হয়,
তবে তাহাতেও শোক করা অকৰ্ত্তব্য । পুৰুষ
দেবব্রত ভীম যেমন একাকীই কাশিবাগের কথ্য-
ত্রয় অপহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন ; এই
ঘটোৎকচও তেমনি একাকী যাইয়া সেই মুকু-
ন্দিনীকে লাভ করুন । এ বিষয়ে বিলম্ব করা
উচিত নয় । অৰ্জুন কহিলেন,—ভীম যাহা কহি-
লেন, ইহা কেবল পৌকসোচিত ; পরন্তু দেবভাব
নিমিত্ত সেই অবলাকে প্রবলা বলিয়াই আমার
বোধ হয় । তবে কামাখ্যা দেবী যে পুৰুষ তাহাকে
বর দিয়াছেন যে,—ভীমসেনশ্রুত তোমার পার্গগ্রহণ
করিবে ; সে কথা মিথ্যা হইবে না । সেই জন্ত
ঘটোৎকচ শীঘ্রই সেখানে গমন করুন, হে কৃষ্ণ !
আমার তো ইহাই ভাল বোধ হয় । তোমার কি
অভিপ্রায় বল । ৬৮—৭৮ । কৃষ্ণ কহিলেন,—অৰ্জুন !
তুমি যাহা বলিলে এবং মহাত্মা ভীম যাহা বলিলেন,
আমারও তাহাই মত । বুঝিতে বা বীর্য্য ঘটোৎ-
কচের তুল্য অপর কেহ নাই । আর আমার
অন্তরঙ্গ্যে মুকুন্দিনীকে প্রাপ্ত বলিয়াই বোধ
করিতেছে । অতএব ঘটোৎকচ শীঘ্রই সেখানে
যাউন । পুত্র তোমারই বা অভিপ্রায় কি ?
ঘটোৎকচ কহিলেন,—পূজ্যজনসমক্ষে স্বীয় গুণ-
বর্ণন করা উচিত নহে । সদৃশ ও রবিকিরণ—
ইহার কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াই নিজ মহিমা

লজ্জিষ্যন্তি ন সংসংশু ময়া পুত্রেণ পাণ্ডবাঃ ॥ ৮০ ॥
 এবমুক্তা মহাবাহুরুথায় প্রণাম্য তান্। জয়াশী-
 র্তিষ্ঠ পিতৃভির্বর্জিতো গন্তুমৈচ্ছত ॥ ৮১ ॥ তং
 গন্তুকামমাহেদমভিনন্দ্য জনাদনঃ। কথাকথন-
 কালে মাং স্মরেথাঙ্ক জয়াবহন ॥ ৮২ ॥ যথা বুদ্ধিং
 সুহৃর্ভেদ্যাং বর্জয়ামি বলঞ্চ তে। ইত্যাঙ্কালিন্দ্য তং
 ক্রক্ষেণ বাসসর্জত সাশিয়ন ॥ ৮৩ ॥ ততো হিউদ্বা-
 তনযো মহৌজাঃ সূর্য্যাক্ষ কালাক্ষমহোদরানুগঃ।
 বিয়ৎপথং প্রাপ্য জগাম তৎপুং প্রাগ্জ্যোতিষং নাম
 দিনব্যপায়ে ॥ ৮৪ ॥
 ইতি ত্রীক্ষাদে বর্ষরীকোপাখ্যানে ঘটোৎকচস্ত
 প্রাগ্জ্যোতিষপুং প্রতি গমনবর্ণনং নামৈকোনষষ্টি-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ। সোহং প্রাগ্জ্যোতিষাদ্বাহে
 মহোপবনসংস্থিতম্ সহস্রভূমিকং গৌতমপুত্রীত
 বিস্তার করে। আমি সম্বন্ধ তাহাই করিব,—
 যাহাতে আমার অমল পিতৃগণ পাণ্ডবেরা আমার
 মত পুত্র দ্বারা সভায় লজ্জা প্রাপ্ত না হন
 মহাবাহু ঘটোৎকচ এই বলিয়া উত্থানপূর্ব্বক
 পিতৃগণকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও
 তাঁহাকে জয়াশীর্ষাদে সর্ধাঙ্গিত করিলেন। ঘটোৎ-
 কচ তখন যাইবার অভিপ্রায় করিলেন।
 বাসুদেব তাঁহাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক কহিলেন
 যে, সেই কল্পার সহিত কথা কহিবার সময় তুমি
 আমাকে স্মরণ করিও, তাহাতে আমি তোমায়
 জয় প্রদান করিব। আমি তোমার বুদ্ধিকে
 দুর্ভেদ্য করিব এবং তোমার বলও বর্দ্ধিত করিয়া
 দিব। ক্রক্স তাঁহাকে এই বলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক
 আশীর্ষাদ করিয়া বিদায় দিলেন। অতঃপর
 মহাবিক্রম হিউদ্বানন্দন সূর্য্যাক্ষ, কালাক্ষ ও
 মহোদর নামক অনুচরত্রয়ের সহিত অপরাহ্ন
 কালে প্রাগ্জ্যোতিষ পুরাভিমুখে আকাশপথে
 প্রস্থান করিলেন। ৭৭—৮৪।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৯।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সেই ঘটোৎকচ যাইয়া প্রাগ্-
 জ্যোতিষ পুরের বহির্ভাগে সুমহৎ উপবনে পরি-

হিরণ্যম্ ॥ ১ ॥ বেণুবীণামৃদঙ্গানাং নিঃস্বনৈঃ
 পরিপূরিতম্। দশসাহস্রসংখ্যাভিষ্ঠেটীভিঃ পরি-
 পূরিতম্ ॥ ২ ॥ আয়াত্তিঃ প্রতিযাতিষ্ঠ চ ভগদন্ত
 কিস্করৈঃ। কিমিচ্ছন্তীতি ভগিনী পৃচ্ছকৈরভি-
 পূরিতম্ ॥ ৩ ॥ তদাসাদ্য স হৈড়ির্ধর্ম্মেরোঃ শিখর-
 বদগৃহম্। দ্বারি স্থিতাঃ সন্দর্শ কর্ণপ্রাবরণাং সখীম্।
 ৪ ॥ তামাহ ললিতং বীরো ভদ্রে সা ক মুরোঃ
 সূতা। কামুকো দ্রষ্টুমিচ্ছামি দূরদেশাগতোহতিথিঃ ॥
 ৪ ॥ কর্ণপ্রাবরণোবাচ। কিং তবাস্তি মহাবাহো
 তথা মৌর্য্য প্রয়োজনম্। কোটিশো নিহতাঃ পূর্ব্বং
 তয়া কামুক কামুকাঃ ॥ ৬ ॥ তব রূপমহং দৃষ্ট্বা ঘটহাসং
 সদৌৎকচম্। প্রণম্য পাদয়োবীরং স্থিতা তে
 বচনঙ্করী ॥ ৭ ॥ তন্ময়া সহ মোদস্ব ভুঙ্ক ভোগাংশ্চ
 কামুক। দাস্তাম্যনুচরণাংস্তে ত্রয়াণাঞ্চ প্রিয়াত্রয়ম্ ॥
 ঘটোৎকচ উবাচ। কল্যাণি কিংবদন্তী তে প্রযুক্তা
 স্মোচিতি শুভে। পুনর্নৈতদ্বচস্ত্যং বিশতে মম
 চেতসি ॥ ৯ ॥ বামঃ কামো যতো ভদ্রে যন্মিরূপ-

বেষ্টিত স্বর্ণময় সহস্রভূমিক অটালিকা অবলোকন
 করিলেন। সেই পুরী বেণু বীণা মৃদঙ্গাদিরবে মুখরিত
 এবং দশসহস্র পরিচারিকায় পরিবেষ্টিত। ভগদত্তের
 অনুচরগণ কেহ সেখানে আসিতেছে, কেহ যাই-
 তেছে, এবং কেহ বা “ভগিনী কি চাহেন?”
 বলিয়া শব্দ করিতেছে। ঘটোৎকচ সেই মেরু-
 শিখরসদৃশ ভবনের দ্বারদেশে যাইয়া কর্ণপ্রাবরণা
 সখীকে বিলোকন করিলেন। বীর ঘটোৎকচ
 মণুর বাক্যে তাহাকে কহিলেন,—ভদ্রে! সেই
 মুরু-নন্দিনী কোথায়? আমি কামুক হইয়া দূর
 দেশ হইতে তাঁহার দর্শনাখী অতিথি হইয়া আসি-
 য়াছি। কর্ণপ্রাবরণা কহিল,—হে মহাবাহো! সেই
 মুরু-নন্দিনীকে তোমার কি প্রয়োজন? হে
 কামুক! তোমার স্থায় কোটি কোটি কামুক ব্যক্তি
 তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে। তোমার রূপ
 দেখিতেছি, ঘটের স্থায় বিকট হাস্তশালী এবং
 সদাই উর্দ্ধকেশ। হে বীর! তোমার পাদযুগলে
 প্রণাম করিয়া তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া রহিলাম।
 অতএব হে কামুক! তুমি আমার সহিত এখানে
 থাকিয়া বিহার এবং বিশেষ ভোগ্য উপভোগ
 কর। আমি তোমাকে তিনজন সপত্নীক অনুচর
 প্রদান করিব। ঘটোৎকচ কহিলেন,—অয়ি কল্যাণি!
 আমরা তোমাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ কিম্বদন্তী শুনি-
 য়াছি; তুমি তাহাই স্পষ্ট প্রকটিত করিলে। পরন্তু

নিবন্ধাতে । স চাত্র নৈব বধ্নাতি তদ্বয়ং কিং
প্রকুৰ্য্যহে ॥ ১০ ॥ অদ্য তে স্বামিনী দৃষ্টা জিতা বা
ক্রীড়তে ময়া । তয়া বা বিজিতো যাস্তে পূৰ্বেবাং
কামিনাং গতিম্ ॥ ১১ ॥ কর্ণপ্রাবরণে তস্মাচ্ছীঘ্র-
মেব নিবেদ্যতাম্ । যথা দর্শনমাত্রেন পূজয়তা-
তিথিং খলু ॥ ১২ ॥ ইতি ভৈমের্ষচঃ শ্রদ্ধা প্রখলন্তী
নিশাচরী । প্রাসাদশিখরস্থাঃ তাঃ মোকৌমেব
বচোহবদৎ ॥ ১৩ ॥ দেবি কোহপি যুবা ত্রীমাং-
স্ফৈলোক্যেষমিতপ্রভঃ । কামাতিথিস্তব দ্বারি বহুতে
দিশ তৎপরম্ ॥ ১৪ ॥ কামকটকটোবাচ । মুচ্যতাং
শীঘ্রমেবাসৌ কিমর্থং বা বিলম্বসে । কদাচিদৈব-
সঙ্গত্যা সময়ো মেহতিপূৰ্ঘাতে ॥ ১৫ ॥ ইত্যুক্ত-
বচনাচ্ছেটী প্রাপ্যাবোচদৃষ্টোৎকচম্ । ব্রজ শীঘ্র
কামুক হং তন্তু মৃত্যোশ্চ সন্নিধৌ ॥ ১৬ ॥ ইত্যুক্তঃ
স প্রহস্মৈব তত্রোৎসজ্য স্বকানুগান । প্রবিবেশ
গৃহং ভৈমিঃ সিংহো মেরুগুহামিব ॥ ১৭ ॥ স পশ্চান্ন
শুকসজ্জাতান্ পারাবতগণাংস্তথা । সারিকাশ্চ
মদোন্নতাশ্চেটীস্তাং চাপ্যপশ্চত ॥ ১৮ ॥ রূপেণ বয়সা

তোমার ওকথা আমার চিত্তে প্রবেশ করিল না ।
ভদ্রে ! কাম কুটিল-প্রকৃতি ; সে এক স্থানে নিবদ্ধ
হইলে আর অন্যত্র আবদ্ধ হয় না । সুতরাং আমরা
কি করিতে পারি । অদ্য হয় তোমার স্বামিনীকে
দেখিয়া পরাজয় করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিব ;
না হয় তৎকর্তৃক বিজিত হইয়া পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব কামুকদিগের
গতি লাভ করিব । সুতরাং কর্ণপ্রাবরণে ! তুমি
শীঘ্র যাইয়া আমার কথা তোমার স্বামিনীকে নিবেদন
কর । তিনি যেন দর্শনমাত্র দানে অতিথিসংকার
করেন । ১—১২ । ঘটোৎকচের কথা শুনিয়া নিশা-
চরী কর্ণপ্রাবরণা স্থলিতপদে যাইয়া প্রাসাদশিখর-
স্থিতা কামকটকটাকে কহিল,—দেবি ! ত্রিলোকমধ্যে
অমিতকান্তি ত্রীমান্ কোনও যুবা আপনার দ্বারে
কামাতিথি হইয়া আসিয়াছে ; অতএব কর্তব্য
আদেশ করুন । কামকটকটা কহিলেন,—তাহাকে
শীঘ্র ছাড়িয়া দাও, কিজন্তাই বা বিলম্ব করিতেছ ?
এত দিনে বোধ হয় দৈবযোগে আমার সময় পূর্ণ
হইয়াছে । এই কথা শুনিয়া কর্ণপ্রাবরণা আসিয়া
ঘটোৎকচকে কহিল,—ওহে কামুক ! তুমি অবিলম্বে
সেই মৃত্যুরূপিণীর নিকট যাও । এই কথা শুনিয়া
ভীমনন্দন সেই স্থানে অম্লচরগণকে রাখিয়া সিংহ
যেমন মেরুগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই পুরমধ্যে
প্রবেশ করিল । দেখিলেন,—অনেকানেক শুক

চৈব রতেরপি রতিকরীম্ । আন্দোলকসুখাসীনাং
সর্ষাভরণভূষিতাম্ ॥ ১৯ ॥ তাং বিহতমিবোন্নতাং
দৃষ্টা ভৈমিরচিস্তয়ৎ । অহো কৃষ্ণেন পিত্রা মে
নির্দিষ্টেয়ং মমোচিতা ॥ ২০ ॥ স্নাযামেতৎকৃতে পূৰ্ব্ব-
নষ্টা যৎকামিনাং গণাঃ । শরীরং ক্ষয়পৰ্যাপ্তং
ক্ষীয়তে যদি কামিনাম্ ॥ ২১ ॥ কামিনীনাং কৃতে
যেমাং ক্ষীয়তে গণনাত্ৰ কা । এবং বহুবিধা কামী
চিস্তয়ন্নাহ ভীমভূঃ ॥ ২২ ॥ নির্মুরে বজ্রহৃদয়ে প্রাপ্তো-
হহমতিথিস্তব । উচিতাং তৎ সতাং পূজাং কুরু যা
তে যদি স্থিতা ॥ ২৩ ॥ ইতি হৈর্ভদ্রবচনং শ্রদ্ধা
কামকটকটা । বিস্মিতাভূতস্ত রূপাং স্বং নিমিন্দ চ
বালিশম্ ॥ ২৪ ॥ ধিগাহং যন্নয়া পূৰ্ব্বং সময়ঃ স
কৃতোহভবৎ । ন কৃতোহভূদ্যদি পুরা অভবিষ্য-
দসৌ পতিঃ ॥ ২৫ ॥ ইতি সন্ধিস্তয়ন্তী সা ভৈমিঃ
বচনমববীৎ । বৃথা হমাগতো ভদ্র জীবন্ যাহি পুনঃ
সুখী ॥ ২৬ ॥ অথ কামমসে মাং হং তৎ কথাং

সারিকা ও পারাবত এবং মদোন্নত কিকরীরা ইত-
স্ততঃ বিচরণ করিতেছে । একখানি দোলায় কাম-
কটকটা সুখাসীনা রহিয়াছেন । তিনি রূপে ও
যৌবনে রতিরও প্রীতিকারিণী । তিনি সর্ষাভরণে
ভূষিতা হইয়া বিহাতের স্নায় প্রকাশ পাইতেছেন ।
ঘটোৎকচ তাহাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগি-
লেন যে, আহা ! আমার পিতা কৃষ্ণ যে ইহাকে
নির্দেশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ ইনিই আমার যোগ্য
বটেন । ইহার জন্ত যে, পূৰ্বে কামিগণ বিনষ্ট
হইয়াছেন, তাহা স্নাযা । শরীরতো ক্ষয়শীল ;
সুতরাং কামুকদিগের তাদৃশ শরীর যদি
কামিনীদিগের জন্ত ক্ষয় পায়, পাউক ; তাহার
আর গণনা কি ? কামুক ঘটোৎকচ এইরূপ
বহুবিধ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—অয়ি বজ্রসম-
নির্মুর-হৃদয়ে ! আমি তোমার নিকট অতিথি
হইয়া আসিয়াছি । অতএব তোমার মনোগত সজ্জ-
নোচিত সংকার কর । ঘটোৎকচের এই কথা
শুনিয়া কামকটকটা তখন বিস্মিতা হইলেন এবং
তদীয়রূপ দর্শনে আপনাকে, অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা
করিতে লাগিলেন । “ধিক্ ! আমি পূৰ্বে যে,
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যদি তাহা না করিতাম, তবে-
ইনি অবশ্যই আমার পতি হইতেন ।” কামকটকটা
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘটোৎকচকে কহি-
লেন,—ভদ্র ! তুমি বৃথাই আসিয়াছ ; তুমি জীবন
লইয়া পুনরায় প্রতিগমন কর । আর যদি আমাকে

শীঘ্রমুচ্চর। কথামাভাষ্য যদি মাং সন্দেহে
পাতয়িষ্যসি। ততোহহং বশগা জাতাঃ স্তো বা
স্বপ্নাসে ময়া ॥২৭॥ সূত উবাচ। ইত্যানুবচনামেবা
নেত্রোপাত্তেন বীক্ষ্য সঃ ২৮ ॥ সূতা চরাচরগুরু
কৃষ্ণমারকবান কথাম্। কস্তাধিদভবৎ পত্নীঃ যুবা
কোহপ্যাজতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৯॥ তন্তু চৈক্য সূতা জজ্ঞে
ভার্যা তন্তু মৃত্যুভবৎ। ততো বালিকাটিকে পত্নীঃ
রক্ষ চ পুষ্পোষ চ ॥৩০॥ সা যদাভবদৌলব্যা
বার্জিতাব্যব শুভা। প্রোন্মসৎকৃতমধাদৌ প্রোন্মস-
মুখপঙ্কজা ॥ ১ ॥ তদাশ্রয় কামমুণিতমানানঃ
প্রজ্ঞে মন প্রোবাচ তাক তনয়া সমাশ্রিত্য
দুরাশয়ঃ ॥ ৩ ॥ প্রতিবেশকপুত্রী পুং ময়ানায়াত্র
পোষিতা। ভাব্যাং সূচিরং কালং তৎকালং
সাধয় প্রিয়ে ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তা সা চ মেনে চ তত্ৰৈব
বচস্তদা। পত্নিভেন চ ভেদে চ ভাব্যাভেন স তাং

কামনা কর, তাহা হইলে অবিলম্বেই কোনও প্রস্তাব
উপস্থাপন কর। কোনও কথা যদি আমাকে সন্দেহে
ফেলিতে পার, তবে আমি তোমার বন্দী হইব।
নচেৎ তুমি মৎকর্তৃক নিহত হইয়া ভুলে যখন
করিবে। ১১-২৭। সূত কহিলেন, কামকটকটা
এই কথা কহিলে ঘটোৎকচ তাহাকে নেত্রপ্রাপ্ত
দ্বারা অবলোকনপূর্বক চরাচরগুরু কৃষ্ণকে স্মরণ
করিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। কোনও আজি-
তেন্দ্রিয় বার্তা তাহার পত্নীতে একটি কথা উৎপাদন
করে; তাহার পর পত্নীর মৃত্যু হয়। পরে সে
সেই বালিকাটিকে লালন-পালন করিতে থাকে।
কালক্রমে সেই কন্যা যৌবনোন্মুখী হইলে, তাহার
সকলব্যব সম্পূর্ণ ও মধ্যভাগ কুচযুগল দ্বারা সসজ
হইল, মুখমণ্ডল পঙ্কজের ছায়া কাণ্ড প্রবর্তিত
করিয়া লগিল। তাহাতে সেই কামকের মনো-
মাতঙ্গ কাম দ্বারা বিচালিত হইয়া সখ্যমরূপ আলান-
স্তম্ভ পরিহার করিল। সেই দুরাত্মা তখন একদা
সেই কন্যাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিল, প্রিয়ে! তুমি
আমার কোনও প্রতিবেশীর কন্যা; আমি তোমাকে
ভার্যা করিবার জন্য আনিয়া এতকাল পোষণ
করিবো; তাহাএব এক্ষণে তুমি আমাব অভিলাষ
পূরণ কর। এই কথা শুনিয়া সেই কন্যা তাহাট
সত্য বলিয়া মনে করিল এবং তাহাকে পতিরূপে
স্বরণ করিল; সেই কামকও তাহাকেই পত্নীরূপে
স্বীকার করিয়া লইল। অতঃপর মদন-গর্দভের

তথা ॥ ৩৪ ॥ ততস্তস্যাং সূতা জজ্ঞে তস্মান্নদন-
রাসভাৎ। বদ সা তন্তু ভবতি কিং দৌহিত্রী
সুতাথবা। এনং প্রশ্নং মম ক্রহি শীঘ্রং চেচ্ছত্তি রস্তি
তে ॥ ৩৫ ॥ সূত উবাচ। ইতি প্রশ্নং সা চ ক্রহা-
চিন্তয়দ্রুধা হৃদি ॥ ২৬ ॥ ন চ পশুতি নিক্সরং
প্রশ্নশাস্ত্র কথঞ্চন। ততঃ প্রশ্নেন বিজিতা স্বাং
শক্তিং সমুপাদদে ॥ ৩৭ ॥ অতাদ্যদ্রুধাঙ্কুঃ
করাভাং দোনকশ্চ চ। ততো রক্ষাংসি নিপ্পেতুঃ
কোটিশো ভীষণাত্তি ॥ ৩৮ ॥ সিংহব্যাঘবরাহাশ্চ
মহিসাশ্চিহ্নকা যুগাঃ। সমীক্ষ্য তানসংখ্যেয়ান্
খাদিতুং ধাবতো কৃষা ॥ ৩৯ ॥ অবাদয়ন্থো ভৈমিঃ
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠজো হসন। ততো বিনিঃসৃতাস্তত্র দ্বিগুণা
রাক্ষসাদয়ঃ ॥ ৪০ ॥ তৈর্মৌল্যনির্মিতাঃ সর্ষে
ক্ষণাদেব স্ম ভক্ষিতাঃ। বিজিতায়াং স্বশক্তৌ
চ বলশক্তিমখাদদে ॥ ৪১ ॥ উখ্যাব সহসা
দোনাং খজামাদাতুমৈচ্ছত। উত্তিষ্ঠন্তীঃ চ তাং
ভৈমিরন্থস্বতা জবাদিব ॥ ৪২ ॥ কেশেদাদয় সর্বোন্ম
পাণিনাপাতয়দ্ভবি। ততঃ কণ্ঠে সব্যপাদং দস্তাদায়

শাসনে সেই কন্যার গর্ভে উক্ত কামকের একটি
কন্যা জন্মিল। এখন বল দেখি, এই কন্যা উক্ত
কামকের দৌহিত্রী?—না কন্যা? তোমার যদি
শক্তি থাকে, তুমি অবিলম্বে আমার এই প্রশ্নের
উত্তর প্রদান কর। ২৮-৩৫। সূত কহিলেন,—কাম-
কটকটা এই প্রশ্ন শুনিয়া অনেকক্ষণ মনে মনে নানা
চিন্তা কারিলেন, কিন্তু প্রশ্নের কোনই সহস্তর স্থির
করিতে পারিলেন না। তখন তিনি প্রশ্নে বিজিত
হইয়া স্বীয় শক্তির আশ্রয় লইলেন,—ক
দ্বারা দোনার স্বর্ণশৃঙ্খলদ্বয় আয়ত করিলেন।
তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি ভীষণাকার রাক্ষস, সিংহ,
ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, চিত্রব্যাঘ্র ও যুগ প্রাহৃত্ত
হইয়া সক্রোধে ত্রাসে ঘটোৎকচকে ভক্ষণ করিবার
জন্তু ধাবিত হইল। তদর্শনে ভীমনন্দন সহস্র
আস্ত্রে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির নখদ্বয় বাদন
করিলেন। তখন পৃষোক্তাকার রাক্ষসাদি দ্বিগুণ
পরিমাণে প্রাহৃত্ত হইল এবং ক্ষণমাত্রে মুরুনন্দিনী-
সৃষ্ট রাক্ষসাদিকে নিঃশেষে থাইয়া ফেলিল। নিজ
শক্তি নিহত হইল দেখিয়া কামকটকটা তখন স্বকীয়
বলশক্তি প্রয়োগে অভিল্য করিলেন,—সহসা
দোলা হইতে উঠিয়া খজা ধারণের উদ্যম করি-
লেন। তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভীম-
নন্দন তৎক্ষণাৎ সবেগে থাইয়া বামহস্ত কেশাকর্ষণ-

৮ কন্তিকাম্ ॥ ৪৩ ॥ দক্ষিণেন করেণাশ্চাত্ত্বৈমৈচ্ছত ।
নাসিকাম্ । বিষ্ণুরস্তী ততো মোকরী মন্দমাহ
ঘটোৎকচম্ ॥ ৪৪ ॥ প্রশ্নেন শক্ত্যা চ বলেন নাথ
ত্রিধা স্বয়াহং বিজিতা নমস্তুে । তনুঞ্চ মাং কশ্যকরী
তবাম্মি সমাদিশ স্বং প্রকরোমি তচ্চ ॥ ৪৫ ॥ ঘটোৎ-
কচ উবাচ । যদ্যেবং তর্হি মুক্তানি ভূয়ো দর্শয়
যত্নলম্ । এবমুক্তা মুমোচেনাং মুক্তা চাহ প্রণমা সা ॥
৪৬ ॥ জানামি ত্বাং মহাবাহো বীরং শক্তিমহাং
বরম্ । সমরাক্ষসভর্তারং ত্রৈলোক্যোহমিতবিক্রমম্ ॥
৪৭ ॥ গুহ্যকাধিপতিস্বং হি কালনাভ ইতি শ্রুতং ।
ষষ্টিকোটিপতিজাতো যক্ষরক্ষাক্রতে ভূবি ॥ ৪৮ ॥
ইতি মাং প্রাহ কামাখ্যা সর্বং তৎসংস্মরামাহম্ ॥
ইদং গেহং সানুগং মে দত্তং মহাঘনা তব । সমাদিশ
প্রাণনাথ কমাদেশং কবোমি তে ॥ ৪৯ ॥ ঘটোৎকচ
উবাচ । প্রচ্ছন্নস্তস্য ঘটতে ন বিবাহঃ কথঞ্চন ॥
৫০ ॥ মৌর্য যস্য হি বর্তম্বে পিতরৌ বান্ধবাস্থথা ।

পূর্বক ভূতলে পাতিত করিয়া বামপাদ দ্বারা কর্ণদেশ
চাপিয়া ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা লইয়া
তাহার নাসিকা ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন ।
মুরুতনয়ার তখন আর কোন সামর্থ্য রহিল না,
অল্লান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা মাত্র করিতেছিলেন ।
তদবস্থায় তিনি ঘটোৎকচকে কহিলেন,—নাথ ! প্রশ্ন,
শক্তি, বল,—এই তিনেই তুমি আমাকে জয় করি-
য়াছ । অতএব আমি তোমার দাসী হইলাম ;
তোমাকে নমস্কার । আমাকে মোচন কর, যাহা
ইচ্ছা আদেশ কর ; আমি তাহাই করিব ॥ ৩৬—৪৫ ॥
ঘটোৎকচ কহিলেন,—যদি এরূপ হয়, তবে তুমি
মুক্ত হইলে, পুনরায় বলপ্রদর্শন করিতে পার । এই
বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন । তখন তিনি
প্রণতিপূর্বক কহিলেন,—হে মহাবাহু, বীর ! আমি
তোমাকে জানি, তুমি শক্তিমান্গণের অগ্রগণ্য,
সমস্ত রাক্ষসপতি, ত্রৈলোক্যে অমিতবিক্রম,
ষষ্টিকোটিপতি ও গুহ্যকরাজ কালনাভ । তুমি
যক্ষগণের রক্ষণার্থ ভূতলে অবতীর্ণ । কামাখ্যা
দেবী আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন, আমার তাহা
স্মরণ আছে । আমি আমার আত্মা ও পরিচারক-
গণ সহ এই ভবন সমস্তই তোমাকে দান করিলাম ।
হে প্রাণনাথ ! আদেশ কর, তোমার কোন
আদেশ পালন করিব ? ৪৬—৪৯ ॥ ঘটোৎকচ কহি-
লেন,—অগ্নি মুকুমন্দিনি ! যাহার পিতা মাতা বা
বান্ধবগণ বর্তমান, তাহার পক্ষে গোপনে বিবাহ

তন্মাং শীঘ্রং বহু শুভে শক্রপ্রহায় সম্প্রতি ॥ ৫১ ॥
অয়ং কুলক্রমোহস্মাকঃ যন্তাখ্যা পতিমুদয়েৎ ।
তত্রানুজ্ঞাং সমাসাদ্য পরিণেশ্যামি ত্বামহম্ ॥ ৫২ ॥
ভগদত্তমখৌ নাথঃ ততো মোকরী শ্রবেদয়ৎ ॥ সমাদায়
বহুদ্রব্যং বিসঙ্গজাথ ভ্রাতরম্ ॥ ৫৩ ॥ ততঃ পৃষ্টিং
সমারোপ্য ঘটোৎকচমানন্দিতা । নানাদ্রব্যপরীবারা
শক্রপ্রহঃ সমাব্রজৎ ॥ ৫৪ ॥ ততোহসৌ বাসুদেবেন
পাণ্ডবেশ্চাভিনন্দিতঃ । শুভে লগ্নে পাণিমস্তা জগৃহে
ভীমনন্দনঃ ॥ ৫৫ ॥ কুণ্ডলাঃ রাক্ষসানাং চ প্রোক্তো-
ক্তনীবানতঃ । উদ্বাহ্য তাং তদ্বনেষ্ট তপস্যামাস
পাণ্ডবান ॥ ৫৬ ॥ কুণ্ডী চ দ্রৌপদী চোভে মুমুদাতে
নিতান্ততঃ । মঙ্গলান্তস্ত চত্রগতে মোক্ষ্যাস্ট ধন-
তর্পিতে ॥ ৫৭ ॥ ততো বিবাহে নিরুত্তে প্রাপ্তপূজ্য
ঘটোৎকচম্ । ভাষ্যায় সাহিত্যং রাজা স্বরাজ্যায়
সমাদিশৎ ॥ ৫৮ ॥ মোক্ষ্যাজ্ঞা শিরসা গৃহ্য হৈর্ভি-
ভাষ্যায়িতঃ । শুভঃ হিউদ্বস্ত বনে স্বরাজ্যং সমুদা-
ব্রজৎ ॥ ৫৯ ॥ ততো রাক্ষসযোগাভিকীরকাস্তেষুঃ

করা কখনও সম্ভব হয় না ; অতএব শুভে ! এক্ষণে
তুমি আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া চল । আমাদের ইহাই
কুলাচার যে, ভাষ্যাই পাতিকে লইয়া যায় । সেখানে
যাইয়া গুরুগণের অনুমতি লইয়া তোমাকে বিবাহ
করিব । অতঃপর মুরুতনয়া অভিভাবক ভ্রাতা
ভগদত্তকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, এবং তাহার
নিকট বহু দ্রব্য-সম্ভার লইয়া তাহাকে বিদায় করিয়া
দিলেন । পরে আনন্দিতা মুরুতনয়া বিবিধ দ্রব্য-
সম্ভার সহ ঘটোৎকচকে স্বান পৃষ্ঠে আরোপণপূর্বক
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন । ঘটোৎকচ সেখানে
পৌছিয়া বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ কর্তৃক অভিনন্দিত
হইলেন । অতঃপর শুভলগ্নে কুরু ও রাক্ষস বংশের
উত্তম বিবাহবিধানে সেই মুরুতনয়ার পাণিগ্রহণ
পূর্বক তাহাঃ ধন দ্বারা পাণ্ডবদিগের ভূমি
সাধন করিলেন । এই ব্যাপারে কুণ্ডী ও
দ্রৌপদী সাতিশয় আনন্দিত হইয়া বর-বধূর মঙ্গল্যা-
চার সকল নিরীহ করিলেন । তাহারাও বহু
ধন লাভে অতীব প্রীত হইলেন । রাজা
যুধিষ্ঠির বিবাহব্যাপার সম্পন্ন হইলে পর ঘটোৎ-
কচকে তদীয় পত্নীর সহিত প্রত্যভিনন্দনপূর্বক
রাজ্যে যাইতে অনুমতি করিলেন । ঘটোৎকচও
রাজ্যভ্রাতা মন্তকে লইয়া পত্নী মুরনন্দিনীর সহিত
স্বীয় রাজ্যে—শুভ হিড়িম্ববনে যাত্রা করিলেন ।
রাজ্যে উপস্থিত হইলে রাক্ষস-সীমন্তিনীগণ বীর-

প্রবর্তিতঃ । মহোৎসবেন মহতা স্বরাজ্যে প্রমোদ
সঃ ॥ ৬০ ॥ ততো বনেষু চিত্রেষু নিম্নগাপুলিনেষু
চ । রমে সহ তয়া ভৈমিস্তদ্যদর্শ্যোব রাবণঃ ॥ ৬১ ॥
এবং বিক্রীড়তস্তস্ত গর্ভে জজ্ঞে মহাহাতেঃ । হৈডদে
রাক্ষসব্যাহ্বানস্বর্ঘ্যসমপ্রভঃ ॥ ৬২ ॥ স জাতমাত্রো
ববুধে ক্ষণাদ্যোবনগোহভবৎ । নীলমেঘচয়প্রখো
ঘটাস্তো দীর্ঘলোচনঃ ॥ ৬৩ ॥ উর্দ্ধকেশশ্চোর্দ্ধরোমা
পিতরো প্রণতোহব্রবীৎ । প্রণমামি যুবাঃ চোভো
জাতস্ত পিতরো গুরু ॥ ৬৪ ॥ ভবতোহি প্রিয়ঃ কৃহা
অনুগঃ স্তাং সদা হৃদম্ । ভবন্ত্যাং দত্তমিচ্ছামি
অভিধানং যথাস্থনঃ ॥ ৬৫ ॥ অতঃ পরং তু যচ্ছ্রেয়ঃ
কর্তব্যং প্রোন্নতিপ্রদম্ । ততো ভৈমিস্তমানিঙ্গা
পুত্রং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥ বর্ষরাকারকেশহাদ্বর্ষরী-
কাভিধো ভবান । ভবিষ্যতি মহাবাহো কুলস্থানন্দ-
বর্ধনঃ ॥ ৬৭ ॥ শ্রেয়শ্চ তে যৎপরমং দৃঢ়ং চ তৎ-
কীর্ত্যতে বহুধা বিপ্রমুখ্যৈঃ । প্রক্ষ্যাবহে তদযত্বং শ-
নাথং গহা পুরীং দ্বারকাং বাসুদেবম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দ বর্ষরীকোৎপত্তিবর্ণনং নাম
ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

কাংস্য বাদনসহকারে মহামহোৎসবে তাঁহার সন্দর্শন
করিল । তিনি অতি প্রীতির সহিত সেখানে
সানন্দে বাস করত মন্দোদরী সহ রাবণের স্ত্রী
বিবিধ বিচিত্র নদী বন পুলিনাদিতে সেই মুকুন্দন্দিনীর
সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । ৬০—৬১ । মহাহাতি
মুকুতনয়া এইভাবে রাক্ষসবর ভীমতনয়ের সহিত
বিহার করিতে থাকিলেন, কালক্রমে গর্ভবতী
হইলেন । নবরবিসমপ্রভ সেই গর্ভ ভূমিষ্ট হইয়াই
ক্ষণ মাত্রে বুদ্ধি লাভ করিয়া যোবনশালী হইল ।
নীলমেঘরাশিবৎ সেই সন্তানের বদনমণ্ডল ঘটতুলা,
এবং লোচনযুগল দীর্ঘ । সে উর্দ্ধকেশ ও উর্দ্ধরোমা ।
সেই পুত্র তখন পিতা-মাতাকে প্রণাম করিয়া কহিল,
—আমি আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি, সন্তানের
পিতা-মাতাই গুরু । ৬২এব আমি সদাই আপনা-
দের প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া ঋণমুক্ত হইব । আমার ইচ্ছা
যে, আপনারা আমাকে কোন নাম প্রদান করুন ।
তার পর যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়, আমি
তাঁহাই করিব । ঘটোৎকচ তখন পুত্রকে আলিঙ্গন-
পূর্বক কহিলেন,—পুত্র ! তোমার কেশসমূহ বর্ষরা-
কার বলিয়া তোমার নাম রাখিলাম—বর্ষরীক । হে
মহাবাহো ! তুমি কুলের অমন্দ বর্ধন কর । যাহা
পরম শ্রেয়ঃ, আশ্রয়গণ উত্তমরূপেই তাহার আলোচনা

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । ততো ঘটোৎকচো যুকা তত্র
কামকটকটান্ । পুত্রোণানুগতো ধীমান্ বিযুতা দ্বারকাং
যযৌ ॥ ১ ॥ আগচ্ছন্তঃ চ তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং রাক্ষুসানু-
গম্ । দ্বারকাবাসিনো যোদ্যশ্চক্রুরতুঙ্গাং রবম্ ॥ ২ ॥
গ্রামে গ্রামে সূসজ্জিতা নবলক্ষমিতা রথাঃ । রাক্ষসো
দ্যৌ সমায়াতো পাত্যোতাং বিশিথৈরিতি ॥ ৩ ॥ তান্
গৃহীতায়ুধান্ দৃষ্ট্বা যত্নবীরান্ ঘটোৎকচঃ । প্রগৃহ্য
বিপুলং বাহুং জগৌ তারস্বরেণ সঃ ॥ ৪ ॥ রাক্ষসং
বিত্ত মাং বীরা ভীমপুত্রং ঘটোৎকচম্ । সুপ্রিয়ং
বাসুদেবস্ত প্রণামার্থমুপাগতম্ ॥ ৫ ॥ নিবেদয়ত মাং
প্রাপ্তং যাদবেন্দ্রায় সান্নজম্ । ইতি তস্ত বচঃ শ্রুত্বা
তে কৃকায় ন্তবেদয়ন্ ॥ ৬ ॥ আহ দেবঃ সভাস্থশ্চ
শীঘ্রমত্রাব্রজ হসৌ । ততঃ প্রবেশয়ামাসুর্দ্বারকাং
তে ঘটোৎকচম্ ॥ ৭ ॥ সপুত্রঃ সোহপি রম্যানি

করিয়া থাকেন । আমরা দ্বারকা পুরীতে যাইয়া যত্ন-
পতি বাসুদেবকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিব । ৬২—৬৮ ।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬০ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অতঃপর ধীমান্ ঘটোৎকচ
সেখানে কামকটকটাকে রাখিয়া পুত্রের সহিত আকাশ-
পথে দ্বারকায় যাত্রা করিলেন । দ্বারকাবাসী সৈন্ত-
গণ একজন রাক্ষসের সহিত আর একজন রাক্ষসকে
আসিতে দেখিয়া অত্যুচ্চ চীৎকার করিয়া বলিতে
লাগিল যে, গ্রামে গ্রামে সকলে সুসজ্জিত হও,
—হুইজন রাক্ষস আসিতেছে, তাহাদিগকে অস্ত্র-
ঘাতে নিপাতিত কর । ঘটোৎকচ সেই যত্নবীর-
দিগকে অস্ত্র গ্রহণ করিতে দেখিয়া বিপুল বাহু
উত্তোলনপূর্বক তারস্বরে কহিলেন,—হে বীরগণ !
আমাকে ভীমপুত্র ঘটোৎকচ রাক্ষস বলিয়া
অবগত হও ; আমি বাসুদেবের অতীব প্রিয়-
পুত্র ; তাঁহাকেই প্রণাম করিতে আমি পুত্রের
সহিত আসিয়াছি । তোমরা যাদবেন্দ্রকে এই
সংবাদ জ্ঞাপন কর । বীরগণ এই কথা শুনিয়া
শ্রীকৃষ্ণকে যাইয়া সে সংবাদ জানাইল ; শ্রীকৃষ্ণ
তখন সভায় ছিলেন । তিনি কহিলেন,—শীঘ্র
তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস । তখন তাহারা
যাইয়া ঘটোৎকচকে দ্বারকায় প্রবেশ করাইল ।

বনান্যাপবনানি চ । ক্রীড়াশৈলাংশ্চ হস্ত্যাণি
সম্প্রস্রাগতঃ সভাম্ ॥ ৮ ॥ স তত্র উগ্রসেনঃ চ
বান্দেবঞ্চ সাত্যকিম্ । অক্রুররামপ্রমুখান্ ববন্দে
কৃষ্ণমেব চ ॥ ৯ ॥ তং পাদয়োনিপতিতং সমালিঙ্গ্য
সহায়জম্ । সশিষং স্বসমীপস্থমুপবেশেদমব্রবীৎ ॥
১০ ॥ পুত্র রাক্ষসশার্দূল কুরুণাং কুলবর্দ্ধন । কুশলং
সর্বতঃ কচ্চিৎ কিমগন্তে সমাগমঃ ॥ ১১ ॥ ঘটোৎকচ
উবাচ । দেব যুগ্মং প্রসাদেন সর্বতঃ কুশলং মম ।
ঋয়তাং কারণং স্বামিন্ যদর্থমহমাগতঃ ॥ ১২ ॥ দেবোপ-
দিষ্টভাৰ্য্যায়াং জাতোহয়ং তনয়ো মম । স চ প্রশং
বক্ষ্যতি স্বাং ঋয়তামাগতস্ততঃ ॥ ১৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ
উবাচ । বৎস মোর্ক্বেয় ক্রহি স্বং সৰ্বং পৃচ্ছ
যদিচ্ছসি । যথা ঘটোৎকচো মহ্যং সুপ্রিয়শ্চ তথা
ভবান্ ॥ ১৪ ॥ বর্ষরীক উবাচ । প্রণম্য হ্যামাদি-
দেবং মনোবুদ্ধিসমাধিভিঃ । প্রক্ষ্যামি কেন শ্রেয়ঃ
স্বাজ্জন্তোজাতস্ত মাধব ॥ ১৫ ॥ কেচিচ্ছ্রেয়ো ধর্ম-
মাহরৈশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্ । কেচিদমং তপো
দ্রব্যং ভোগান্মুক্তিঃ চ কেচন ॥ ১৬ ॥ তদেবং

ঘটোৎকচও পুত্রের সহিত তত্রত্য রম্য বন উপবন
ক্রীড়াশৈল হস্ত্যাদি বিলোকন করিতে করিতে
সভায় প্রবেশ করিলেন । পরে সভাস্থ উগ্রসেন,
বান্দেব, সাত্যকি, অক্রুর, বলরাম প্রভৃতিকে ও
শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ সেই
পাদপতিত সপুত্র ঘটোৎকচকে উঠাইয়া আলিঙ্গন-
পুষ্পক অশীষাদ সহকারে নিজ সমীপে উপবেশন
করাইয়া কহিলেন,—হে কুরুকুলবর্দ্ধন রাক্ষসশার্দূল
পুত্র ! তোমার সর্বাধিকার কুশল তো ? তুমি
কিজন আসিয়াছ ? ১—১১ । ঘটোৎকচ কহি-
লেন,—দেব ! আপনার প্রসাদে আমার সর্ব-
বিষয়েই কুশল । প্রভো ! আমি যেজন আসিয়াছি,
তাহা শ্রবণ করুন । আপনার উপদিষ্ট ভাৰ্য্যাতেই
আমার এই পুত্র জন্মিয়াছে । আপনাকে এই পুত্র
একটী প্রশংসিত করবে, সেই জনই আমরা
এখানে আসিয়াছি । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—বৎস
মোর্ক্বেয় ! তোমার যাহা ইচ্ছা সমস্তই জিজ্ঞাসা
করিতে পার । ঘটোৎকচও আমার যেমন অতি
প্রিয়পাত্র, তুমিও তজ্জপই । বর্ষরীক কহিল,—হে
মাধব ! আপনি আদিদেব । আমি আপনাকে
বুদ্ধিমত্তা সমাধানপূর্বক প্রশংসা করিয়া জীবগণের
কিরূপে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয়, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি ।
কেহ ধর্ম, কেহ ঐশ্বর্য্য, কেহ দান, কেহ ভোজন,

শতসংখ্যে শ্রেয়ঃ পুরুষোত্তম । মম চৈবং কুলস্তাস্ত
শ্রেয়ো যদ্ ভ্রাহ্মি নিশ্চিতম্ ॥ ১৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
বৎস পৃথক্ পৃথক্ প্রোক্তং বর্ণানাং শ্রেয় উত্তমম্ ।
ব্রাহ্মণানাং তপো মূলং দমোহব্যয়নমেব চ ॥ ১৮ ॥
ধর্মপ্রকটনং চাপি শ্রেয় উক্তং মনৌষিভিঃ । বলং
সাধ্যং পুষ্পমেব ক্ষত্রিয়গণং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৯ ॥
দৃষ্টানাং শাসনং চাপি সাধুনাং পরিপালনম্ ।
পশুপাল্যঃ চ বৈশ্বানাং কৃষিক্ষত্রিয়মেব চ ॥ ২০ ॥
শূদ্রস্তাং দ্বিজসংক্রিয়া তয়া জীবন বান্ধিতবেৎ । শিল্পৈক্য
বিবিধৈর্জীবৈর্দ্বিজাতিহিতমাচরন্ ॥ ২১ ॥ ভাৰ্য্যা-
রতির্ভৃত্যপোষ্টা শুচিঃ শ্রদ্ধাপরায়ণঃ । নমস্কারেণ
মন্ত্ৰেণ পঞ্চযজ্ঞান্ হাপয়েৎ ॥ ২২ ॥ তদ্বান্ ক্ষত্রিয়-
কূলে জাতোহসি কুরু তচ্ছৃণু । বলং সাধ্য পূর্বং
হমতুলং তেন শিক্ষয় ॥ ২৩ ॥ দৃষ্টান্ পালয় সাধুশ্চ
স্বর্গমেবমবাপ্যসি । বলঞ্চ লভ্যতে পুত্র দেবীনাং
সুপ্রসাদতঃ ॥ ২৪ ॥ তদ্বান বলপ্রাপ্তার্থং দেব্যারাদন-

কেহ দম, কেহ তপস্যা, কেহ দ্রব্য, কেহ ভোগ
এবং কেহ বা মুক্তিকেই শ্রেয়োরূপে কীর্ত্তন করেন ।
হে পুরুষোত্তম ! শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে এইরূপ শত শত
মতভেদ থাকিলেও আমার এবং মূর্খীয় কুলের
যাহা শ্রেয়ঃসাধন, তাহাই নিশ্চয় করিয়া বলুন ।
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ভদ্র ! বর্ণচতুষ্টয়ের শ্রেয়ঃসাধন
পৃথক পৃথক্ রূপে উক্ত হইয়াছে । ব্রাহ্মণগণের
তপস্যা, দম, বেদাধ্যয়ন ও ধর্মপ্রচার,—এই সকলই
শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া মনৌষিগণ কীর্ত্তন করেন ।
ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে বলসাধা কার্য্য, দৃষ্টের দমন ও
সাধুগণের পরিপালন,—এই সমস্তই শ্রেয়ঃসাধন
বলিয়া পৃষ্ঠে সুধীগণ নিদেশ করিয়াছেন । বৈশ্বা-
দিগের পক্ষে পশুপালন, কৃষিকর্ম ও বিজ্ঞানাত্ম্যাস,
আর শূদ্রগণের পক্ষে দ্বিজসেবা, বাণিজ্য, কিম্বা
দ্বিজগণের হিতসাধন হয় এরূপ বিবিধ শিল্প দ্বারা
জীবিকা নির্বাহ করা কর্ত্তব্য । স্পৃহাশীল, ভৃত্য-
পালক, শুচি ও শ্রদ্ধাবান হইয়া নমস্কারমন্ত্ৰে পঞ্চ
যজ্ঞ সম্পাদন করিবে ; পরন্তু কদাচ পঞ্চযজ্ঞের
বাধা করিবে না । তুমি ক্ষত্রিয়কূলে জন্মিয়াছ,
অতএব শুন,—প্রথমতঃ অতুল বল সাধন কর ;
পরে সেই বলের সাহায্যে দৃষ্ট জনের শাসন এবং
সাধুগণের পালন কর ; তাহা হইলেই স্বর্গলাভ
করিতে পারিবে । পুত্র ! দেবীগণের প্রসাদেই
অতুল বললাভ হইয়া থাকে ; সুতরাং তুমি বল-

মাচর ॥ ২৫ ॥ বর্ষরীক উবাচ । কশ্মিন ক্ষেত্রে
চ কাং দেবীং কথমাধায়াম্যহম্ । এতৎপ্রসাদ-
প্রবণং মনঃ কৃহা নিবেদয় ॥ ২৬ ॥ সূত উবাচ ।
ইতি পৃষ্টঃ ক্ষণং দাত্ত্বা প্রাণ দামোদরো বিভূঃ ।
বৎস ॥ ক্ষেত্রং প্রবক্ষ্যামি যত্র তপ্যাসি তদুপাং ।
গুপ্তক্ষেত্রমিতি গাতং মহীসাগরসঙ্গমে ॥ ২৭ ॥
তত্র ত্রিভুবনে যাশ্চ সন্তি দেবাঃ পৃথগ্ধিবাঃ । নারদেন
সমানীতাস্তাশ্চৈক্যং সুমহাশ্রনা ॥ ২৮ ॥ চতুস্তম্ভা
দিগ্গেব্যো নব ভূর্গাশ্চ সন্তি বাঃ । সমাবাধয় তা
গত্বা তাসামৈক্যং হি ত্বলভম্ ॥ ২৯ ॥ নিত্যং পূজয়
তাঃ পুত্র পুষ্পধূপবিলেপনৈঃ । স্মৃতিভিঃ চোপহারৈশ্চ
যথা তুষ্যন্তি তাস্তব ॥ ৩০ ॥ তুষ্টাসু দেবীষু বলং
ধনঞ্চ কীর্তিঞ্চ পুত্রাঃ সুভগাশ্চ দারাঃ । স্বর্গস্থথা
মুক্তিপদঞ্চ সৎসুখং ন ত্বলভ সত্যমেতদবোক্তম্ ॥
৩১ ॥ সূত উবাচ । এনমুক্তা বর্ষরীকঃ ক্রমঃ
প্রাণ ঘটোৎকচম্ । ঘটোৎকচাণাং পুত্রস্তে দুটঃ
সুহৃদয়ো হসৌ ॥ ৩২ ॥ তস্মাৎ সুহৃদযোভাবং দত্তং
নাম ময়া দিকম্ । এবমুক্তা সমালিঙ্গন সতর্পাধ

লাভার্থে দেবীর আরাধনা কর । ১১—১৫ । বর্ষরীক
কহিলেন,—আমি কোন স্থানে কোন নিধানে কোন
দেবীর আরাধনা করিব ?—আপনি প্রসন্নমনে তাহা
উপদেশ করুন । সূত কহিলেন,—বিভু দামোদর
তখন ক্ষণকাল ধ্যান করিয়া কহিলেন, বৎস ।
যেখানে তুমি তপস্বী করিবে, আমি সেই ক্ষেত্রের
কথা বলিতেছি,—উহা মহীসাগরসঙ্গম তীরে গুপ্ত-
ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ । ত্রিভুবনে পুণ্ড্র পৃথক যত্র
দেবী আছেন, সুমহাত্মা দেবসি নারদ তৎসমস্তই
সেখানে একত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন । সেখানে
যে চারি দিগ্গদেবী আছেন এবং নবভূর্গা রক্ষি-
ছেন, তুমি যাইয়া তাহাদিগের আরাধনা কর ।
ইহাদিগের ঐক্য অতীব ত্বলভ । পুত্র । তুমি
প্রতিদিন পুষ্প-ধূপাভিলেপনে তাহাদিগকে পূজা
করিও । তাহারা উপহার প্রদানে ও স্মৃতিবচনে
সমৃদ্ধ হন । তাহারা সমৃদ্ধ হইলে তোমার বল, ধন,
কীর্তি, পুত্র, অমুকুল্য, পত্নী, স্বর্গ কিম্বা সদানন্দময়
মুক্তিপদ ও ত্বলভ নহে । তোমাকে যথার্থ বলিলাম ।
২৭—৩১ । সূত কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ বর্ষরীককে
এই বলিয়া ঘটোৎকচকে কহিলেন,—ঘটোৎকচ ।
তোমার এই পুত্র অতীব সাধুচেতা । সেইজন্য
আমি ইহাকে “সুহৃদয়” নাম দিলাম । এইটী
ইহার দ্বিতীয় নাম হইল । ভগবান কৃষ্ণ এই বলিয়া

বিবিধৈর্ধনৈঃ ॥ ৩৩ ॥ গুপ্তক্ষেত্রে ভগবান বর্ষরীকঃ
সমাধিশৎ । সৌখ্য কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পিতরং
যদবাশ্চ তান্ ॥ ৩৪ ॥ অনুজ্ঞাপ্য চ তান্ সর্বান
গুপ্তক্ষেত্রং সমাব্রজৎ । ঘটোৎকচোহপি কৃষ্ণেন
বিস্মৃষ্টঃ স্ববনং যযৌ ॥ ৩৫ ॥ স্বরন পুত্রগুণান পত্ন্যা
স্বরাজাং সমপালয়ৎ । ততঃ সুহৃদযো ধীমান দক্ষ-
স্থলাং কৃত্যশ্রমঃ ॥ ৩৬ ॥ ত্রিকালং পূজয়ামাস
দেবীঃ কৰ্ম্মসমাধিভিঃ । নিত্যং পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ
উপহারৈঃ পৃথগ্ধিভিঃ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাৎসুহৃদযো দেব্য-
স্তুতুর্ঘৃণয়নৈস্তিভিঃ । ততঃ প্রত্যক্ষতো ভূহা
বলান্তশ্চ মহাশ্রমঃ ॥ ৩৮ ॥ বলং যন্তিষু লোকেষু
কস্মাচ্চিন্নান্তি ত্বলভম্ । উচুশ্চ কক্ষিকালং ত্বং
বসাত্ত্বৈব মহাত্মতে ॥ ৩৯ ॥ সঙ্গত্যা বিজয়ন্ত ত্বং
ভূমঃ শ্রেয়ো হবাপ্যসি । ইত্যুক্তঃ সর্বদেবীভিঃ স
ত্বৈব বার্যস্ততঃ ॥ ৪০ ॥ আজগামাথ বিজযো
নাম্না মগধব্রাহ্মণঃ । স সর্বাং পৃথিবীং কৃহা পাদা-
ক্রোশ্য দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪১ ॥ কাশ্চাৎ বিদ্যাবলং

বর্ষরীককে আলিঙ্গনপূর্বক বিবিধ ধনদানে সন্তো-
ষিত করিয়া গুপ্তক্ষেত্রে যাইতে অনুমতি করিলেন ।
বর্ষরীক ও কৃষ্ণকে, স্বীয় পিতাকে এবং তত্রতা যাদব-
গণকে প্রণতি করিয়া সকলেই অনুমতি লইয়া
গুপ্তক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন । পরে ঘটোৎকচও
কৃষ্ণের নিকট বিদায় লইয়া নিজ বনে প্রস্থান করি-
লেন এবং পুত্রের গুণাবলী শ্রবণ করত স্বীয়
রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন । ধীমান সুহৃদয়
গুপ্তক্ষেত্রে যাইয়া দক্ষস্থলীতে থাকিয়া ত্রিকালে কৰ্ম্ম
ও সমাধি যোগে পুষ্প ধূপ ও বিবিধ উপহার দ্বারা
সেই দেবীদিগের আরাধনা করিতে লাগিলেন ।
এই ভাবে তিন বৎসর অতীত হইলে সেই দেবীগণ
তৎপ্রতি সমৃদ্ধ হইয়া প্রত্যক্ষগোচর হইলেন এবং
তাহাকে ত্রিলোকত্বলভ অসামান্য বল প্রদান
করিলেন । দেবীগণ আরও কহিলেন যে, হে
মহাত্মা বর্ষরীক ! তুমি কিয়ৎকাল এখানে
অপেক্ষা কর, তাহা হইলে বিজয়ের সহিত তোমার
মিলন ঘটিবে, তাহাতে তোমার আরও মঙ্গল লাভ
হইবে । দেবীগণের এই কথা শুনিয়া বর্ষরীক
সিখানেই কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেন । পরে
তথায় বিজয় নামক মগধদেশীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া
উপস্থিত হইলেন । সেই দ্বিজবর, পদব্রজে সমগ্র
মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং কানীতে

প্রাপ্য সাধনার্থমুপাযযৌ। গুহেশ্বরনুখান্তেষু সপ্ত-
লিঙ্গান্তপূজয়ৎ ॥ ৪২ ॥ আরাধ্যামাস চিরং দেবী-
বিন্দ্যাফলাপ্তয়ে। ততস্তষ্টোস্তস্য দেব্যাঃ স্বপ্নে
প্রোচুরিদং বচঃ ॥ ৪৩ ॥ বিদ্যাং সাধয়ৎ সাধো
সিদ্ধমাতুঃ পুরোহিতেন। অয়ং ভক্তঃ সুহৃদয়ঃ সাহায্য-
তে কারিত্যতি ॥ ৪৪ ॥ ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বিজয়ঃ
স্বপ্নমধ্যতঃ। উত্থায় গত্বা দেবীস্তু বব্রে ভীমান-
জায়জম্ ॥ ৪৫ ॥ সোহপি দেবীবচঃ শ্রুত্বা মেনে
সাহায্যকারণম্। ততঃ কৃষ্ণচতুর্দশ্যামুপোষ্য বিজয়ঃ
শুচিঃ ॥ ৪৬ ॥ স্নানান্ত্যর্চ্যেব লিঙ্গানি দেবীশৈ-
বার্চয়ৎ পৃথক্। কৃত্বা স্নানমুপোষ্যেব বর্ষরীকো-
হন্তিকেহভবৎ ॥ ৪৭ ॥ প্রথমাব্দাং ততো রাত্রে যযৌ
সিদ্ধাদিকাপুরঃ। মণ্ডলং তত্র কৃত্বা চ ভগাকারং
করান্নব ॥ ৪৮ ॥ অষ্টদিক্ষু কীলাংশ্চ নিখাত্তৈব সমু-
কান। কৃষ্ণাজিনধরো ভূত্বা বর্ষরীকসমাপিতঃ ॥ ৪৯ ॥
শিখামাবদ্ধা দিগন্ধাঃ কৃত্বাবেভে ততো বিধিম্।
মনো মণ্ডলকস্তাপি কুণ্ডে শুভ্র নিমেষলে ॥ ৫০ ॥
সমর্প্য চ ততঃ পজ্যং পার্শ্বান মনতেজিনম।

সাধন সঙ্কল্পীয় বিশেষ বিদ্যা লাভ করিয়া সম্প্রতি
সাধনার্থ এখানে আসিয়াছেন। তিনি গুহেশ্বর-
প্রমুখ সপ্তলিঙ্গের অর্চনাপূর্বক বিদ্যাফল লাভার্থ
দীর্ঘকাল দেবীগণের আরাধনা করেন, তাহাতে
দেবগণ তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাহাকে আদেশ করেন যে,
ওহে সাধু, বর্ষরীক! তুমি সিদ্ধমাতার পুত্রো-
ভাগে অঙ্গনে থাকিয়া বিদ্যা সাধন কর। ভক্ত
সুহৃদয়, তোমার সাধন কন্মে সাহায্য করিবেন।
বিজয় এই কথা শুনিয়া সেই স্বপ্নাবস্থায়ই উঠিয়া
দেবীসমীপে যাইয়া বর্ষরীককে সাহায্যার্থ বরণ
করিলেন। বর্ষরীকও দেবীর আদেশ শুনিয়া
সোৎসাহে সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে কৃষ্ণ-
পঙ্কীয় চতুর্দশীতে বিজয় উপবাসী থাকিয়া স্বপ্নান্তে
শুচিভাবে লিঙ্গ সকলের ও দেবীগণের অর্চনা করি-
লেন। বর্ষরীকও উপবাসী থাকিয়া স্নানপূর্বক তাঁহার
নিকট উপস্থিত হইলেন। ৩২—৪৭। তাঁহার উভয়ে
প্রথম রাত্রিতেই সিদ্ধাদিকার পুরোভাগে গমন
করিলেন এবং সেখানে নবকরপরিমিত ভগাকার
একটি মণ্ডল নির্মাণ করিলেন। সমুদ্রে অষ্টদিকে
অভিমুখিত অষ্টকীলক নিখাত করিলেন। উভয়ে
কৃষ্ণাজিন ধারণপূর্বক শিখাবদ্ধন ও দিগ্বন্ধন করি-
লেন। অনন্তর মণ্ডলান্তর্গত মেখলাত্রয়াবিত
ওত্র কুণ্ডমধ্যে মণ্ডিত খড়া স্থাপনপূর্বক তাহার

সংস্থাপ্য কীলানভিতো বর্ষরীকমখ্যাববীৎ ॥ ৫১ ॥
শুচির্নিমিত্তঃ সন্তিষ্ঠ স্তবং দেব্যাঃ সমুদগরন্।
যাবৎকর্ম্য করোম্যেব যথা বিঘ্নং ন জায়তে ॥ ৫২ ॥
ইত্যাক্তে সংস্থিতে তত্র বর্ষরীকে মহাবলে। বিজয়ঃ
শোভনং দাহং প্রাবনং কৃতবান যমৌ ॥ ৫৩ ॥ ততঃ
সুখাসনো ভূত্বা গুরুভ্যো নম ইতি। মন্ত্রমষ্টোত্তর-
শতং জপ্ত্বা গুরুভ্যঃ প্রণম্য চ। ততো গণেশ্বরবিধান-
মারব্বান্ ॥ ৫৪ ॥ অথাভঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রং
গণপতেঃ পরম্ ॥ ৫৫ ॥ সর্বকার্য্যকরং স্বল্পং মহার্থং
সর্বসিদ্ধিদম্ ॥ ৫৬ ॥ ওঁ গাং গীং গং গৈং গোং গোং
হং মহামন্ত্রঃ। ওঁ গণপতিমন্ত্রস্ত গণকো নাম ঋষিঃ
বিষ্ণেশ্বরো দেবতা গা বীজম্ ওঁ শক্তিঃ পূজার্থে
জপার্থে বা তিলকার্থে বা মনস ঐন্দ্রিত্যার্থে বা হোমার্থে
বা বিনিয়োগ ইতি। সাধকস্ত পুংসঃ তিলককরণম্।
ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ। ইতি তিলকস্তোত্রপরি অক্ষ-
তান দদাৎ অনেন মন্ত্রেণ। ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ।
ইতি তিলকমন্ত্রঃ। ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ। অনেন
মন্ত্রেণ গণেশান পুষ্পাজলিত্রয়ং দদাৎ। মূলমন্ত্রেণাত্র
চন্দন-গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপনৈবেদ্যপূগীফলতানুলাদিকং

খাদিরকাষ্ঠকৃত কীলক সকল প্রোথিত
করিয়া বর্ষরীককে কহিলেন,—আমি যতক্ষণ কন্ম্যা-
নুষ্ঠান করি, তুমি তৎকালে শুচিভাবে দেবীর স্তব
পাঠ সহকারে জাগিয়া থাক, যেন আমার কোন
বিঘ্ন না ঘটে। এই কথানুসারে মহাবল বর্ষরীক
রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলে পর সংযতাত্মা বিজয় ভূত-
শুদ্ধার্থ স্বীয় দেহের শোধন দহন আপ্রাবনাদি কার্য্য
করিলেন। পরে সুখাসনে উপবেশন করিয়া “ওঁ-
গুরুভ্যো নমঃ” মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপান্তে গুরু-
প্রণাম করিয়া পরে গাণেশ্বর বিধান আরম্ভ করি-
লেন ৥ ৪৮ ৫৪ ॥ অতঃপর আমি গণপতির সর্বকার্য্য-
সাধক মহার্গসম্পন্ন সর্বসিদ্ধপ্রদ মন্ত্র সকল বলিতেছি।
“ওঁ গাং গীং গং গৈং গোং গোং” এই সপ্তাক্ষর
মন্ত্রই মহামন্ত্র। এই গণপতিমন্ত্রের ঋষি গণক,
দেবতা বিষ্ণেশ্বর, বীজ গাং, শক্তি ওঁ, পূজা, জপ,
তিলক, হোম, কিম্বা বাঞ্ছিত লাভ বিষয়ে ইহার বিনি-
য়োগ বিহিত। সাধক প্রথমতঃ “ওঁ গাং গণপতয়ে
নমঃ” মন্ত্রে তিলক করিবে; এবং “ওঁ গাং গণ-
পতয়ে নমঃ” বলিয়া সেই তিলকোপরি অক্ষত
বিকিরণ করিবে। “ওঁ গাং গণপতয়ে নমঃ”
মন্ত্রে পুষ্পাজলিত্রয় দিবে। পূর্বোক্ত মূলমন্ত্রে চন্দন

দদ্যাৎ । অত উৰ্দ্ধং মূলমন্ত্ৰেণ জপং কুৰ্ব্ব্যাৎ ।
অষ্টোত্তরশতং সহস্রং লক্ষং কোটিং চেতি যথাশক্তি
জপ্ত্বা দশাংশহোমার্থে গণেশাগ্নয়ে আবাহয়ামৌতি
অগ্নিমা বাহু, ঔগাং গণপতয়ে স্বাহেতি মন্ত্ৰেণ
গুণ্ণলগুটিকাভিহোমং বিদধ্যাদ্ বিনিয়োগং চেতি
গাণেশরো মহাকল্পঃ । য এবং সৰ্ববিষ্মেষু
সাধয়েন্নমুত্তমম্ । সৰ্ববিষ্মানি নশুন্তি মনো-
হতীষ্টঞ্চ সিধ্যতি ॥ ৫৭ ॥ ডাকিন্তো যাতু-
ধানাশ্চ প্রেতাধ্যাশ্চ ভয়ঙ্করাঃ । শক্রণাং জাযতে
নাশো বশীকরণমেব চ ॥ ৫৮ ॥ ইমং গাণেশ্বরং
কল্পং বিজানন্ বিজয়োহপি চ । তিলকং বিধিনা কুৰ্ব্বা
জপ্ত্বা চাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৫৯ ॥ দশাংশং গুটিকা
কুৰ্ব্বা পূজ্য সিদ্ধবিনায়কম্ । সিদ্ধৈয়ক্ষেত্রপালস্ত চক্রে
পূজাং ততো নিশি ॥ ৬০ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে মহাবিদ্যা সাধনে গাণেশ্বরকল্পবর্ণনং
নামৈকষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

গন্ধ পুষ্প ধূপ দ্বীপ নৈবেদ্য শুপারি ও তাম্বু-
লাদি প্রদান করিবে । পরে মূলমন্ত্র যথাশক্তি
অষ্টোত্তর শত, সহস্র, লক্ষ বা এককোটি জপ করিয়া
তদশাংশ হোম করিবার জন্য “গণেশাগ্নয়ে আবাহ-
য়ামি” বলিয়া গণেশাগ্নির আবাহন করিবে, এবং
“গাং গণপতয়ে স্বাহা” বলিয়া গুণ্ণলু গুটিকা দ্বারা
যথাকাম হোম করিবে । ইহাই গণেশ্বরের মহা-
কল্প । যে কোন বিষ হউক না, এই প্রণালীতে
মন্ত্রসাধন করিলে সৰ্ব বিষ দূর হয়, এবং সাধক সৰ্ব-
বাহিত প্রাপ্ত হয় । ডাকিনী, রাক্ষস ও প্রেতাদি
ভয়ঙ্কর দেবঘোনি সকল তাহার নিকট যায় না ।
তাহার শক্রগণ বিনষ্ট হয় ; এবং সকলেই তাহার
বশীভূত হইয়া থাকে । বিজয়, এই গণে-
শ্বর কল্প জানিতেন । তিনি যথাবিধি তিলক
করিয়া অষ্টোত্তরশত জপান্তে দশাংশ গুটিকা হোম
ও সিদ্ধবিনায়কের পূজা করিয়া পরে সেই রাত্রি-
কালে সেই সিদ্ধৈয় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপালের পূজাও
নিৰ্ব্বাহ করিলেন । ৫৬—৬০ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬১ ।

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ । স্মৃত শ্রুতা পুরাণাতিক্রুৎপত্তি-
গণপস্ত চ । ক্ষেত্রনাথঃ কথং জজ্ঞে বদৈতচ্ছ্রুতাং
হি নঃ ॥ ১ ॥ স্মৃত উবাচ । যদা দারুকদৈত্যেন
পীড্যমানা দিবৌকসঃ । শিবং দেব্যা সহাসীনং
প্রণিপত্যেদমব্রবন্ ॥ ২ ॥ দেব দৈত্যেন ঘোরেন
হুজ্জয়েন সুরাসুরৈঃ । পীড়িতা দারুকেণ স্মঃ
স্বস্থানাচ্চাপি চ্যাবিতাঃ ॥ ৩ ॥ ন বিষ্ণুনা ন চেন্দ্রেণ
ন চান্ধেনাপি কেনচিৎ । শক্যো হস্তঃ স হৃষ্টায়া
অর্দ্ধনারীশ্বরং বিনা ॥ ৪ ॥ তেন সম্পীড্যমানানাম-
স্মাব শরণং ভব । ইত্যা ক্রুরকৃদেবান্নাহিত্রাহীতি
চাব্রবন্ ॥ ৫ ॥ ততোহতিক্রুপয়াবিষ্টহরকণ্ঠস্ত কালি-
মাম্ । গৃহীত্ব পার্শ্বতী চক্রে নারীমেকাং মহা-
ভয়াম্ ॥ ৬ ॥ আশ্রয়শক্তিং তত্র মুক্তা প্রোবাচৈদং
বচঃ শুভা । যস্মাদতীব কালাসি নাম্না ত্বং কালিকা
ভব ॥ ৭ ॥ দেবারিঞ্চ তুরান্নানং শীঘ্রং নাশয়
শোভনে । এবমুক্তা মহারাবা কালিকা প্রাপ্য তং

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

শৌনক কহিলেন,—হে স্মৃত ! পূর্বে আমরা গণ-
পতির উৎপত্তিবাক্য শুনিয়াছি ; পরন্তু তিনি কিরূপে
এই ক্ষেত্রের আধিপত্য লাভ করিলেন, তাহা আমা-
দিগের নিকট কীৰ্ত্তন কর । স্মৃত কহিলেন,—
দারুক দৈত্য যখন দেবগণকে পীড়া দিতেছিল, তখন
একদা দেবগণ যাইয়া দেবীর সহিত সমাসীন মহে-
শ্বরকে প্রণতিপূৰ্ব্বক কহিলেন,—হে দেব ! দারুক
দৈত্য আমাদের অত্যন্ত পীড়া দিতেছে ; সেই
হুজ্জয় ঘোর দানব, সুরাসুরের অজেয় ; আমরা
তৎকর্তৃক স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছি ।
সেই হৃষ্টায়াকে ভবদীয় অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি ব্যতীত
বিষ্ণু ইন্দ্র প্রমুখ অপর কেহই জয় করিতে সমর্থ
নহেন । আমরা তৎকর্তৃক নিতান্ত পীড়িত হই-
তেছি ; আপনি আমাদের আশ্রয় হউন ; আমা-
দিগকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন । এই বলিয়া
দেবগণ রোদন করিতে লাগিলেন । তখন শঙ্কর
সেই অমরনিকরের প্রতি করুণাপরবশ হইলেন ।
কল্যাণকারিণী পার্শ্বতী দেবী তখন শঙ্করের কণ্ঠ-
কালিমা গ্রহণ করিয়া এক ভয়ঙ্করী নারী নির্মাণ করি-
লেন এবং তাহাতে আশ্রয়শক্তি স্তম্ভ করিয়া তাহাকে
কহিলেন,—অগ্নি শোভনে । তুমি অতীব কৃষ্ণবর্ণা
বলিয়া তোমার নাম হইল—কালিকা ; তুমি সেই

তস্মাৎ ৮ ॥ রবোঁণব যুতং চক্রে সানুগঃ স্মৃতিত-
হৃদয়ং । ততোহবন্তীশশানস্থো মহারাবানমুখত ॥ ৯ ॥
যেরাসন্ বিকলা লোকাস্থয়োহপি প্রমত্তা যথা । ততো
রুদ্রো বালরূপং কুহা বিশ্বকৃতে বিভূঃ ॥ ১০ ॥ রুদ্র-
স্তম্ভাঃ সমীপে চাপাগতঃ প্রেতসন্ধানি । রুদ্রস্তম্ভ
ততো বালং কুহোৎসঙ্গে রূপাধিতা ॥ ১১ ॥
কালিকাপায়য়ং স্তম্ভং মা রুদেতি প্রজঘ্নতী । স্তম্ভ-
বাজেন বালোহপি পপৌ ক্রোধঃ তদঙ্গজম্ ॥ ১২ ॥
যাসৌ হরকণ্ঠভববিদ্ভাদাসৌ স্মৃৎকরা । পীত-
ক্রোধস্তাবে চ সৌম্যাসৌ কালিকা তদা ॥ ১৩ ॥
বালোহপি বালরূপং তন্ত্যাক্রুৎমচ্ছৎ কৃতক্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥
ততো দেবাঃ কালিকায়াঃ শঙ্কমানাঃ পুনর্ভয়ম্ ।
উচুশ্মা বাল বালহং পরিত্যজ রূপাঃ কুরু ॥ ১৫ ॥
বাল উবাচ । ন ভেতবাঃ কালিকায়াঃ সৌম্য দেবী
যতঃ কৃতা । অস্তি চেদ্ভবতাং ভীতিরন্তান শঙ্কামি

দুঃখা স্মরবৈরীকে বিনাশ কর । কালিকা দেবী
এই কথা শুনিয়া মহা চীৎকার করিতে করিতে সেই
দারুক দৈত্য সমীপে যাইয়া চীৎকার দ্বারা তাহাকে
অনুচরগণসহ নিহত করিলেন । চীৎকারশব্দে
তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল । পরে তিনি
অবন্তীর শ্মশানভূমে যাইয়া মহা চীৎকার করিতে
লাগিলেন, তাহাতে সমগ্র ত্রিলোকবাসী বিকলেন্দ্রিয়
—মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল । বিভূ রুদ্র তখন জগতের
হিত সাধনার্থ বালকরূপে রোদন করিতে করিতে
সেই শ্মশানে কালিকা দেবীর সমীপে যাইয়া উপ-
স্থিত হইলেন । কালিকা দেবী তখন রূপাবশে সেই
বালককে ক্রোড়ে লইয়া “রোদন করিও না” বলিতে
বলিতে স্তম্ভ পান করাটহে লাগিলেন । বালক-
রূপী শঙ্কর তখন স্তম্ভপানচ্ছলে তদীয় দেহগত কোপ-
রাশি পান করিয়া ফেলিলেন । ১—১২ । শঙ্কর কণ্ঠস্থ
বিষ হইতে কালিকাদেবীর সেই দারুক ক্রোধ
জন্মিয়াছিল । সেই ক্রোধ পীত হইলে কালিকাদেবী
তখন সৌম্যভাব প্রাপ্ত হইলেন । বালকও তখন
কৃতকার্য হইয়া বালকরূপ পরিহার করিতে অভি-
লাষী হইলেন । দেবগণ তাহা বুঝিয়া কালিকা
হইতে পুনরায় ভয়াশঙ্কায় কহিলেন,—হে বালক !
আপনি বালকই পরিহার করিবেন না । আমা-
দিগের প্রতি রূপা করুন । বালক কহিলেন,—হে
দেবগণ ! তোমরা কালিকার ভয় করিও না ; ইহাকে
আমি শাস্ত করিয়াছি ; তথাপি যদি, তোমাদিগের
ভয় হয়, তবে আমি অপর কতকগুলি বালক সৃজন

বালকান । চতুষষ্টিক্ষেত্রপালানিত্যাক্রা সোহমৃজন্-
মুখাৎ ॥ ১৬ ॥ প্রাহ তান বালরূপাঃ চ বালরূপী মহে-
শ্বরঃ । স্বর্গেষু পঞ্চবিংশানাং পাতালেষু চ ভাব-
তাম্ ॥ ১৭ ॥ চতুর্দশানাং ভূলোকে বাসো বঃ
পালনং তথা । অয়মেব শ্মশানস্থো ভবিতা স্বা চ
বাহনম্ ॥ ১৮ ॥ নৈবেদ্যং ভবতাং রাজমাষতণ্ডুল-
মিশ্রকাঃ । অনভার্চ্য চ যো যুষ্মান্ কিঞ্চিৎ কৃতাং
বিধাশ্রুতি ॥ ১৯ ॥ তস্মা তন্নিফলং ভাবি ভুক্তং
প্রৈতৈশ্চ রাক্ষসৈঃ । ইত্যাক্রা ভগবান্ রুদ্রস্তম্ভৈবা-
স্তরবীয়ত ॥ ২০ ॥ ক্ষেত্রপালাঃ স্থিতাশ্চৈব যথা-
স্থানে নিক্রুপিতাঃ । ইতিঃ বঃ ক্ষেত্রপালানাং সৃষ্টিঃ
প্রোক্তা সমাসতঃ ॥ ২১ ॥ আরাধনং প্রবক্ষ্যামি
যেন শ্রীতা ভবন্তি তে ॥ ২২ ॥ ঐ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায়
নমঃ ॥ ইতি নবাঙ্করো মহামন্ত্রঃ ॥ ২৩ ॥ , অনেনাত্ত
চন্দনাদি দ্বারা রাজমাষতণ্ডুলমিশ্রকাঃ চ চতুষষ্টি-
কৃতভাগান্ বটকান্নিবেদ্য ভাবতো দীপিকাস্তাবন্তি
পত্রাণি পূগানি নিবেদ্য দণ্ডবৎ প্রণম্য মহাস্তুতিমেতাং
জপেৎ ॥ ২৪ ॥ ঐ উর্দ্ধকেশা বিরূপাক্ষা নিত্যং যে

করিতেছি । সেই বালকগণ চতুষষ্টি ক্ষেত্রের পালক
হইবেন । এই বলিয়া তিনি মুখ হইতে চতুষষ্টি
বালক সৃজন করিলেন । বালরূপী মহেশ্বর সেই
বালকগণকে তখন কহিলেন,—তোমরা পঁচিশ জন
স্বর্গে, পঁচিশ জন পাতালে, আর চতুর্দশ জন এই
মর্ত্যলোকে থাকিয়া তত্ত্বৎ ক্ষেত্র পালন কর । সক-
লেই শ্মশানে বাস করিবে । সকলেরই কুকুর
বাহন নির্দিষ্ট হইল । রাজমাষমিশ্রিত তণ্ডুল তোমা-
দিগের নৈবেদ্য নির্দেশ কবলাম । তোমাদিগের
অর্চনা না করিয়া যে কেহ যাহা কিছু পূজাদি কার্য্য
করিবে, তৎসমস্তই বিফল হইবে । প্রেত রাক্ষ-
সাদি দেবযোনিগণ তাহাতে ভক্ষণ করিবে । ভগবান্
রুদ্র এই বলিয়া সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন ।
ক্ষেত্রপালগণও যথানিক্রুপিত স্থানসমূহে যাইয়া
বাস করিতে লাগিলেন । এই আমি আপনাদিগের
নিকট ক্ষেত্রপালগণের উৎপত্তিবৃত্তান্ত সংক্ষেপে
কহলাম । এক্ষণে যাহাতে তাঁহাদিগের শ্রীতি জন্মে
তাদৃশ আরাধনাবিধি বলিতেছি । ১৩—২২ । “ঐ
ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ” এই নবাঙ্কর মন্ত্রই ক্ষেত্র-
পালের মূলমন্ত্র । এই মন্ত্রে চন্দনাদি দানান্তে
রাজমাষমিশ্রিত তণ্ডুল চতুষষ্টিভাগে বিভক্ত করিয়া
চতুষষ্টি দীপ ও চতুষষ্টিভাগ তাম্বুল ও ওপারী
নিবেদনান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই স্তব পাঠ

ঘোররূপিণঃ। রক্তনেত্রাশ্চ পিঙ্গাক্ষাঃ ক্ষেত্রপালান-
মামি তান্ ॥ ২৫ ॥ অহরো হাপকুন্তশ্চ ইড়াচার-
স্তথৈব যঃ। ইন্দ্রমূর্তিঃ কোলাক্ষ উপপাদ ঋতু-
সনঃ ॥ ২৬ ॥ সিন্ধেয়শ্চৈব বালকো নীলপাদেক-
দংষ্ট্রিকঃ। ইরাপতিশ্চাঘহারী বিঘ্নহারী তথাস্তকঃ ॥
২৭ ॥ উর্দ্ধপাদঃ কন্দলশ্চ খণ্ডনঃ খর এব চ। গোমুখ-
শ্চৈব জজ্ঞ্যালো গণনাথশ্চ বারণঃ ॥ ২৮ ॥ জটা-
লোহপাজটালশ্চ নৌমি স্বঃক্ষেত্রপালকান্। ঋকারো
হঠকারী চ টঙ্কপাণিঃ খনিস্তথা ॥ ২৯ ॥ ঠঠঙ্কণো জহরশ্চ
ফুলিঙ্গাশ্চ তড়িচ্চিঃ। দন্তরো ঘননাদশ্চ নন্দকশ্চ
তথাপরঃ ॥ ৩০ ॥ ফেৎকারকারী পঞ্চাশ্চো বর্ষরী
ভীমরূপবান্। ভগ্নপক্ষঃ কালমেঘো যুবানো ভাস্কর-
স্তথা ॥ ৩১ ॥ রোরবশ্চাপি লম্বোষ্ঠো বনিজঃ
সুজটালিকঃ। সুগঙ্কো হৃৎকশ্চৈব নৌমি পাতাল-
রক্ষকান্ ॥ ৩২ ॥ সর্ষলিঙ্গেষু হৃৎকারঃ শ্মশানেষু
ভয়াবহঃ। মহালক্ষো বনে ঘোরে জালাক্ষো বসন্তো
স্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥ একরক্ষশ্চ বৃক্ষেষু করালবদনো নিশি।
ঘণ্টারবো গুহাবাসী পদ্মখঞ্জো জলে স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥
চত্বরেষু দুরারোহঃ পর্বতে কুরবস্তথা। নির্ধরেষু
প্রবাহাথো মাণিভদ্রো নিধিষপি ॥ ৩৫ ॥ রসক্ষেত্রে
রসাধ্যাক্ষো যজ্ঞবাটেষু কোটনঃ। চতুর্দশ ভুবং

করিবে। যথা,—যাহারা উর্দ্ধনেত্র, বিরূপাক্ষ, নিয়ত
ঘোরাকার ও রক্তপিঙ্গললোচন, আমি সেই
ক্ষেত্রপালগণকে নমস্কার করি। অহর, আপকুন্ত,
ইড়াচার, ইন্দ্রমূর্তি, কোলাক্ষ, উপপাদ, ঋতুসন,
সিন্ধেয়, বালক, নীলপাদ, একদংষ্ট্রী, ইরাপতি,
অঘহারী, বিঘ্নহারী, অস্তক, উর্দ্ধপাদ, কন্দল, খণ্ডন,
খর, গোমুখ, জজ্ঞ্যাল, গণনাথ, বারণ, জটাল, অজ-
টাল, ইহার স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল। আমি ইহাদিগকে
নমস্কার করি, ঋকার, হঠকারী, টঙ্কপাণি, খনি,
ঠঠঙ্কণ, জহর, ফুলিঙ্গাশ্চ, তড়িচ্চি, দন্তর, ঘননাদ,
নন্দক, ফেৎকারকারী, পঞ্চাশ্চ, বর্ষরী, ভীমরূপ
ভগ্নপক্ষ, কালমেঘ, যুবান, ভাস্কর, রোরব, লম্বোষ্ঠ,
বনিজ, সুজটালিক, সুগঙ্ক, হৃৎক, ইহার পাতাল-
রক্ষক। আমি ইহাদিগকে নমস্কার করি। সর্ষ-
লিঙ্গস্থ হৃৎকার, শ্মশানস্থ ভয়াবহ, ঘোরবনবাসী
মহালক্ষ, বাস্তবাসী, জালাক্ষ, রক্ষবাসী একরক্ষ,
‘রাত্রিবিহারী’ করালবদন, গুহাবাসী ঘণ্টারব,
জলবাসী, পদ্মখঞ্জ, চত্বরেষু, দুরারোহ, পর্বতস্থ কুরব,
নির্ধরেষু প্রবাহ, নিধিবাসী মাণিভদ্র, রসক্ষেত্রস্থ
রসাধ্যাক্ষ, যজ্ঞভূমিস্থ কোটন, ভূতলস্থ এই চতুর্দশ

বাপ্য স্থিতাশ্চৈব নমামি তান্ ॥ ৩৬ ॥ এবং চতু-
র্দশমিতাঙ্করণং যামি ক্ষেত্রপান্। প্রসীদন্ত প্রসীদন্ত
তুপান্ত মম পূজয়া ॥ ৩৭ ॥ সর্ষকার্যোষু যশ্চৈবং
ক্ষেত্রপানর্চয়েচ্ছৃচিঃ। ক্ষেত্রপান্তস্ত তুষান্তি যচ্ছন্তি
চ সমীহিতম্ ॥ ৩৮ ॥ ইমং ক্ষেত্রপকল্পঞ্চ বিজানন
বিজয়স্তথা। যথোক্তবিধিনাভ্যর্চ্যা সিন্ধেয়ং তুষ্টুবে
চ তম্ ॥ ৩৯ ॥ প্রণমা চ ততো দেবীমানর্চ্যা বট-
যক্ষিণীম্। পুরা যদা নারদেন কলাপগ্রামতো দ্বিজাঃ ॥
৪০ ॥ সমানীতাস্তে শাকং সুনন্দা নাম ব্রাহ্মণী।
বিধবাভ্যাগতা তত্র তপস্তপ্তুঃ মহীতটে ॥ ৪১ ॥ সা
কুচ্ছ্রাণি পরাকাংশ্চ অতিকুচ্ছ্রাণি কুচ্ছ্রতী। জ্যেষ্ঠে
ভাদ্রপদে চক্রে সাবিত্র্যা দ্বৈ ত্রিরাত্রিকে ॥ ৪২ ॥
মাসোপবাসঞ্চ তথা কার্ত্তিকে কুলনন্দিনী। সপ্ত-
লিঙ্গাণি সম্পূজ্য দেবীপূজাং সদা ব্যধাৎ ॥ ৪৩ ॥
দর্শে জ্ঞানং তথা চক্রে মহীসাগরসঙ্গমে। ইত্যাদি
বহুভিত্তৈস্তৈর্নিত্যং নিয়মপালনৈঃ ॥ ৪৪ ॥ ধৃতপাপা
যযৌ লোকসুমায়াঃ কৃতস্বাগতা। অংশেন চ তটে
তস্মিন্ সমুদ্রা বটযক্ষিণী ॥ ৪৫ ॥ তস্মাচ্ছ্রো বরং

জন ক্ষেত্রপালকে আমি নমস্কার করি। এই চতু-
র্দশমিতাঙ্ক ক্ষেত্রপালের শরণাপন্ন হইলাম; ইহারা
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, আমার
কৃত পূজায় তৃপ্তি লাভ করুন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ যে মানব
শুচিভাবে সর্ষকার্যেই এই বিধানে ক্ষেত্রপাল
গণকে অর্চনা করে, তৎপ্রতি ক্ষেত্রপালগণ তুষ্ট
হন এবং তাহাকে সমস্ত বাক্তিত দান করেন। বিজয়
এই ক্ষেত্রপালকল্প সমাক্ত অবগত ছিলেন। তিনি
যথোক্ত বিধানে তত্রতা ক্ষেত্রপাল সিন্ধেয়কে অর্চ-
নান্তে স্তুতি নতি কবিলেন। পরে বটযক্ষিণীর
পূজা করিলেন। পূর্বে যখন নারদ মুনি কলাপগ্রাম
হইতে ব্রাহ্মগণকে আনয়ন করেন, তখন সেই
ব্রাহ্মগণের সহিত সুনন্দা নামে এক বিধবা
ব্রাহ্মণী মহীতটে তপস্তার্থ আসিয়াছিলেন। তিনি
কুচ্ছ্র, পরাক, অতিকুচ্ছ্রাদি ব্রত করিতেন। জ্যেষ্ঠ ও
ভাদ্রমাসে সাবিত্রী ব্রত বিধানে ত্রিরাত্রোপবাস ব্রত
করিতেন। কার্ত্তিক মাসে মাসোপবাস করিতেন।
নিয়ত সপ্তলিঙ্গের অর্চনান্তে দেবীপূজা করিতেন।
অমাবস্তায় মহীসাগরসঙ্গমে জ্ঞান করিতেন।
এইরূপে বিবিধ নিয়ম পালন করিয়া তিনি নিষ্পাপ
দেহে উমাদেবীর অভ্যর্থনায় অংশরূপে উমালোকে
গমন করিলেন এবং অংশদ্বারা সেই মহীতটে
বটযক্ষিণীরূপে রহিলেন। সিন্ধলিঙ্গবাসী শর

প্রাদাৎ সিন্ধলিঙ্গস্থিতো হরঃ। অনভার্চ্য য এনাং
চ মৎপূজাং প্রকরিস্যাতি ॥ ৪৬ ॥ তস্মৈ ত্রিফলং
সৰ্বমিত্যুক্তং পালামেব মে। তস্মাৎ প্রপূজয়ে-
মিত্যং বটস্থং বটযক্ষিণীম্। পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ
নৈবেদ্যৈর্দার্ষ্ণ্যেনৈব ভক্তিতঃ ॥ ৪৭ ॥ সুনন্দে
নন্দনীয়াসি পূজামেতাং গৃহাণ মে। প্রসীদ সৰ্ব-
কালেষু মম হং বটযক্ষিণি ॥ ৪৮ ॥ এবং সম্পূজা-
তাং নত্বা ক্ষমাপ্য বটযক্ষিণীম্। সৰ্বান কামান-
বাশ্ৰোতি নরো নারী চ সৰ্বদা ॥ ৪৯ ॥ বিজয়চাপি
মাহাত্ম্যমিদং জানন্নমহমতিঃ। আনৰ্চ্য বটরক্ষস্কা-
ভক্তিতো বটযক্ষিণীম্ ॥ ৫০ ॥ ততঃ সিন্ধাদিকার-
জ্ঞহা জপ্তবানপরাজিতাম্। মহাবিদ্যাং বৈকুণ্ঠ-
সাধনেন সমাধিতাম্ ॥ ৫১ ॥ যস্মাঃ স্মরণমাত্রেণ
সৰ্বভূতক্ষয়ো ভবেৎ। তাং বিদ্যাং কীৰ্ত্তয়িষ্যামি
শৃণুধ্বং বিপ্রপুঙ্গবাঃ ॥ ৫২ ॥ ওঁ নমো ভগবতে
বাসুদেবায় নমোহনন্তায় সহস্রশীর্ষায় ক্ষীরোদাৰ্ণব-
শায়িনে শেবভোগপর্যাক্তায় গরুড়বাহিনায় পীতবাসসে
বাসুদেব-সৰ্বধ্বজ-প্রহায়া-নিরুদ্ধ-হয়শিরো-বরাহ-নর-
সিংহ-বামন-ত্রিবিক্রম-রাম-রাম বরপ্রদ নমোহস্ত তে
নমোহস্ত তে অমুর-দৈত্যাদানব-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-
প্রেতপিশাচকুমাণ্ডসিন্ধযোগিনীডাকিনীকন্দপূরোগমান
গ্রহনক্ষত্রগ্রহাংশ্চাশ্চাশ্চ হন হন দহ দহ পচ পচ
মথ মথ বিশ্বংসয় বিশ্বংসয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় শঙ্খেন

তুষ্টি হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি
এই বটযক্ষিণীকে পূজা না করিয়া আমার পূজা
করিবে, তাহার তৎসমস্ত পূজাদি কার্য্য সৰ্বথা
বিফল হইয়া যাইবে। সুতরাং মৎকৃত এই নিয়ম
সকলেরই অবশ্য পালনীয়। অতএব পুষ্প ধূপ
নৈবেদ্যাদি উপচারে সেই বটরক্ষবাসিনী বট-
যক্ষিণীকে “সুনন্দে ইত্যাদি” “বটযাক্ষিণি”
পর্য্যন্ত মন্ত্রে পূজা করিবে। নর বা নারী
এই বিধান অনুসারে সেই বটযক্ষিণীকে
পূজাপূর্ব্বক প্রণামান্তে তৎসকাশে ক্ষমা প্রার্থনা
করিলে সৰ্ব বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হয়। মহামতি
বিজয়ও এই মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া ভক্তি-
সহকারে বটরক্ষবাসিনী বটযক্ষিণীকে অর্চনা
করিয়া সিন্ধাদিকারও স্তুতি করিলেন। অতঃপর
যাহার স্মরণমাত্রে সৰ্বভূতক্ষয় হয়, সেই বৈকুণ্ঠী
অপরাজিতা মহাবিদ্যা জপ করিলেন। হে
বিপ্রবরগণ! আমি সেই বিদ্যা কীৰ্ত্তন করি-
তেছি; আপনারা শ্রবণ করুন। ৩৮—৫২। “ওঁ নমো

চক্রেণ বজ্রেণ গদয়া মুঘলেন হলেন ভগ্নীকৃত
সহস্রবাহবে সহস্রচরণায়ুধ জয় জয় বিজয় বিজয়
অপরাজিত অপ্রতিদত্ত সহস্রনেত্র জল জল প্রজল
প্রজল বিশ্বরূপ বহুরূপ মধুহৃদন মহাবরাহ মহাপুরুষ
বৈকুণ্ঠ নারায়ণ পদ্মনাভ গোবিন্দ দামোদর হৃষীকেশ
সৰ্বাসুরোৎসাদন সৰ্বভূতবশঙ্কর সৰ্বভূতপ্রভেদন
সৰ্বযন্ত্রপ্রভঞ্জন সৰ্বনাগপ্রমর্দন সৰ্বদেবমহেশ্বর সৰ্ব-
বন্ধবিমোক্ষণ সৰ্বাহিতপ্রমর্দন সৰ্বজ্বরপ্রণাশন সৰ্ব-
গ্রহনিবারণ সৰ্বপাপপ্রণমন জনার্দন জনানন্দকর
নমোহস্ত তে স্বাহা ॥ ৫৩ ॥ ইমামপরাজিতাং পরম-
বৈকুণ্ঠীং মহাবিদ্যাং জপতি পাঠতি শৃণোতি স্মরতি
ধাবয়তি কাঁড়য়তি ন চ তস্মৈ বায়ুগ্নিবজ্রোপলাশনি-
বধভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন গ্রহভয়ং ন চ চৌরভয়ং ন
চ শাপদভয়ং বা ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ কচিদ্রাত্ত্যাককার-
স্তুীরাজকুলবিনোপবিসগরদবশীকরণ-বিদ্বেশণোচ্চাটন-
বধবন্ধভয়ং বা ন ভবেদেতৈশ্চাপদৈরুদাহুতৈহ দা-
বকৈঃ সংসিদ্ধপূজিতৈঃ ॥ ৫৫ ॥ তদ্বথা, নমো নমস্তে-
হস্ত অভয়ে অনঘে অজিতে অত্রাসিতে অমৃতে
অপরাজিতে পঠিতসিদ্ধে স্মরিতসিদ্ধে একানংশে
উমে ক্রবে অরুক্ষতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদসি
মানস্তোকে সরসি সরস্বতি ধরণি ধারিণি সৌদামিনি
আদিত্যে বিনতে গৌরি গান্ধারি মাতঙ্গি কৃষ্ণে
যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি কালি কপালিনি
সদোহবয়বচয়নকরি স্থলগতং জলগতমন্তরিক্ষগতং
বা রক্ষ রক্ষ সৰ্বভূতভয়োপদ্রবেভ্যো রক্ষ রক্ষ
স্বাহা ॥ ৫৬ ॥ যস্মাঃ প্রণশ্রুতে পুষ্পং গর্তো বা পততে
যদি। শিয়ন্তে বালকা যস্মাঃ কাকবক্ষ্যা চ যা

ভগবতে” ইত্যাদি “নমোহস্ত তে স্বাহা” পর্য্যন্তই
সেই অপরাজিতা বিদ্যা। যে ব্যক্তি এই পরম
বৈকুণ্ঠী অপরাজিতা মহাবিদ্যা জপ পাঠ শ্রবণ
স্মরণ ধারণ বা কীৰ্ত্তন করে, তাহার বায়ু,
অগ্নি, বজ্র, প্রস্তর, অশনি বা বৃষ্টির ভয় হয় না;
সমুদ্রভয়, গ্রহভয়, চৌরভয়, কিংবা শাপভয় থাকে
না। কদাচ রাত্রি, অন্ধকার, স্ত্রী, রাজকুল,
বিশ্ব, উপবিশ্ব, গরদান, বশীকরণ, বিদ্বেশণ, উচ্চা-
টন, বধ, বন্ধনাদির ভয় হয় না;—যদি সম্যক
পূজিত ও স্মৃতি এই সমস্ত মন্ত্রপদের উচ্চারণ,
বা হৃদয়ে ধারণ করা হয়। সেই সমস্ত মন্ত্র যথা,
—“নমো নমস্তে” ইত্যাদি “রক্ষ রক্ষ স্বাহা”

। যে রমণীর, আর্জব নাশ গর্তপাত,
মৃতবৎসা দোষ, কিংবা কাকবক্ষ্যাদোষ ঘটিয়াছে,

ভবেৎ । ধারয়েত ইমাং বিদ্যামেভিদৌষৈর্ন
লিপ্যতে ॥ ৫৭ ॥ রণে রাজকূলে দূতে নিত্যং
তস্ত জয়ো ভবেৎ । শত্রুং ধারয়তে হোবাং সমরে
কাণ্ডধারিণী ॥ ৫৮ ॥ গুল্মশূলাক্ষিরোগাণাং নিত্যং
নাশকরী তথা । শিরোরোগজরাণাং চ নাশনী
সর্বদেহিনাম্ ॥ ৫৯ ॥ তদুখা,—হন হন কালি
সর সর কালি সর সর গোরি ধম ধম গোরি
ধম ধম বিদ্যো আলে তালে মালে গন্ধে
বন্ধে পচ পচ বিদ্যো নাশয় পাপং হন হুঃস্বপ্নং
বিনাশয় কষ্টনাশিনি রজনী সঙ্কো হৃদুভিনাদে
মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি শূলিনি অপমৃত্যু-
বিনাশিনি বিবেচয়ি ভবিড়ি ভাবিড়ি কেশবদয়িতে
পশুপতিমহিতে হৃদমদমিনি শর্করি কিরতি মাতঙ্গি
ওঁ হ্রাঁ হ্রাঁ হ্রাঁ হ্রাঁ ক্রাঁ ক্রাঁ ক্রাঁ ক্রাঁ হ্র হ্র য়ে
মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পণোক্ষং বা সর্বান্ দম
দম মর্দ মর্দ তাপয় তাপয় পাতয় পাতয় শোষয়
শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয় ব্রহ্মাণি মাহেশ্বরী বারাহি
বিনায়কি ঐন্দ্রি আগ্নেয়ি চামুণ্ডে বারুণি প্রচণ্ডে
বিদ্যোতে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি বিজয়ে শান্তিস্বস্তি-
পুষ্টিবিবর্দ্ধিনি কামাক্ষ্যে কামহৃদে সর্বকামবরপ্রদে
সর্বভূতেষু বাসিনি প্রতিবিদ্যাং কুরু কুরু
আকর্ষিণি বেশিনি জালামালিনি রমণি রামণি
ধরণি ধারিণি মনোম্যানিনি রক্ষ রক্ষ বায়বো
জালামালিনি তাপনি শোষণি নীলপতাকিনি
মহাগৌরি মহাব্রহ্মে মহাময়ুরি আদিত্যরশ্মি জাহ্নবি
যমঘণ্টে কিলি কিলি চিন্তামণি সুরভি সুরোৎপন্নে
কামহৃদে যথামনীষিতং কার্য্যং তন্মম সিধ্যতু স্বাহা
ওঁ স্বাহা ওঁ ভুঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা
ওঁ ভূভুবঃস্বঃস্বাহা যত এবাগতং পাপং তত্রৈব
প্রতিগচ্ছতু স্বাহা ওঁ বলে মহাবলে অসিদ্ধসাধিনি
স্বাহা ॥ ৬০ ॥ ইতীমাং সাধয়ামাস বৈষ্ণবীমপরাজিতাম্ ।
বিজয়ঃ সংযতো ভূহা মনোবুদ্ধিসমার্থিতঃ ॥ ৬১ ॥

সে এই বিদ্যা ধারণ করিলে তৎসমস্ত দোষে
আক্রান্ত হয় না । রণস্থলে, রাজকূলে ও দূতে
তাহার নিয়ত জয় হয় । রণক্ষেত্রে তদীয় সাহায্যার্থ
কাণ্ডধারিণী দেবী * অস্ত্র ধারণ করেন । সমস্ত
দেহীরই গুল্ম, শূল, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও জর
নাশ বিষয়ে এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ সর্বিশেষ ফলদায়ক ।
মন্ত্র যথা,—“হন হন” ইত্যাদি “অসিদ্ধসাধিনি
স্বাহা” পর্য্যন্ত । বিজয় সংযত হইয়া বুদ্ধি-মনঃ
সমাপ্তানপূর্বক এই বৈষ্ণবী অপরাঞ্জিতা বিদ্যা

য ইমাং পঠতে নিত্যং সাধনেন বিনাপি চ ।
তস্তাপি সর্ববিঘ্নানি নশন্তি দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে বর্ষরীকোপাখ্যানে মহাবিদ্যাসাধন-
বর্ণনং নাম দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । অশ্বখলাক্ষাবহৌ চ সর্বপান
কেশরপ্লুতান । জুহ্বতো মজ্জমুখোচ্চ বলাতিবল-
সংজ্ঞকৈঃ ॥ ১ ॥ যামে তু প্রথমে যাতে কাচিন্নারী সমা-
যযৌ । শোণিতাক্তকবসনা মহোচ্চোদ্ধিশিরোকুহা ॥
২ ॥ দারুণাক্ষী শুক্লদন্তী ভয়স্তাপি ভয়ঙ্করী । সা
করোদ মহারাবঃ প্রাপা তাং হোমভূমিকাম্ ॥ ৩ ॥
তাং দৃষ্ট্বা চুক্ষুভে সদ্যো বিজয়ো ভীতিমানিব ।
বর্ষরীকশ্চ নিভীতিস্তস্তাঃ সঙ্কুপমাযযৌ ॥ ৪ ॥ ততঃ
কণ্ঠঃ সমাপ্লিয়া তস্তা মতিমতাং বরঃ । কদোদ
দ্বিগুণং বীরো মেঘবরাদয়ন বহু ॥ ৫ ॥ তাং দৃষ্ট্বা
বিস্মিতা সা চ যাবনুষ্ঠতি কীর্তিকাম্ । তাবন্নিম্পী-
সাধন করিয়াছিলেন । হে দ্বিজবরগণ! সাধন
ব্যতীতও যদি কেহ প্রতিদিন এই বিদ্যা পাঠ
করে তবে তাহারও সমস্ত বিষ দূরীভূত হইয়া
যায় । ৫৩—৬২ ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬২ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অশ্বখসমিধ ও লাক্ষা দ্বারা
প্রজ্জালিত অগ্নিতে বলা ও অতিবলা মন্ত্রে অভি-
মুক্তিত কেশরপ্লুত সর্বপ দ্বারা হোম করিতে থাকিলে
রাত্রির প্রথম যামান্ত্রে এক রমণী সেখানে প্রাহুর্ভূত
হইল । সেই রমণী একবস্ত্রা, সে বস্ত্রখানি আবার
শোণিতাপ্লুত, কেশজাল উর্দ্ধমুখ ও অতুল্যত,
নয়নদ্বয় অতি ভীষণ, এবং দশনশ্রেণী শুক্লবর্ণ ।
সেই নারীমূর্তি ভয়েরও ভয়ঙ্করী । সে সেই
হোমভূমিতে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে
লাগিল । তাহাকে দেখিয়া বিজয় সহসা ভয় বশতঃ
স্কন্ধ হইলেন ; কিন্তু মতিমান্গণের অগ্রগণ্য বর্ষ-
রীক নির্ভয়ে তাহার সমীপে যাইয়া তদীয় কণ্ঠে
আলিঙ্গনপূর্বক তদপেক্ষাও দ্বিগুণ তারস্বরে
মেঘের স্তায় ভীষণ রোদন স্মারন্ত করিলেন ।
তাহাতে সেই রমণী বিস্মিত হইয়া যেমন গজ

ভিতে কণ্ঠে মোক্ষুং তস্মিন্ন চাশকং ॥ ৬ ॥ পীড়্যমানে
চ বলিনা কণ্ঠে তস্মা মুহুর্নুহুঃ। মুমোচ বিবিধা
শব্দান বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৭ ॥ ক্ষণং রাবাংস্ততো
মুক্তা হ্রি মুঞ্চতি বজ্রাণু। ততঃ কৃপানুনা মুক্তা
পাদয়োঃ পতিতাববীং ॥ ৮ ॥ শরণং তে প্রপন্নাস্মি
দাসী কৰ্মকরী তব। মহাজিহ্বেতি মাং বিদ্ধি
রাক্ষসীঃ কামরূপিণীম্ ॥ ৯ ॥ কানীশশাননিলয়াং
দেবদানবদৰ্শনাম্। দদাসি যদি মে বীর ত্বলভাং
প্রাণদক্ষিণাম্ ॥ ১০ ॥ ততস্তপশ্চরিস্যামি সৰ্বভূতা-
ভয়প্রদা। অস্মিন্নর্থেষু দেবস্তু শপথা মে তথাস্থনঃ ॥
১১ ॥ যদ্যেতদ্ব্যত্যয়ং কুৰ্য্যাং ভস্মীভূয়াং ততঃ
ক্ষণম্। এবং ক্রবাণাং তাং বীরো নিগৃহ্য শপথৈ-
দৃঢ়ম্ ॥ ১২ ॥ মুমোচ সাপি সংহৃষ্টা কচ্ছান মুক্তা
যযৌ বনম্। সোহপি বীরঃ খড়্গাধারী তত্রৈবা-
বস্থিতোহভবৎ ॥ ১৩ ॥ ততো মধ্যমরাত্রে চ

দ্বারা বক্ষরীককে আঘাত করিতে উদাত হইল,
অমনি বক্ষরীক তাহার কণ্ঠদেশে সবলে চাপিয়া
ধরিলেন। তাহাতে সে তখন আর অস্ত্রাঘাত
করিতে পারিল না; পরন্তু বলবান বক্ষরীক
কর্তৃক বারম্বার সবলে কণ্ঠদেশে নিপীড়িত হইয়া
বজ্রাহত পর্তবৎ বিবিধ নিনাদ করিতে লাগিল।
কিয়ংকাল এইরূপে চীৎকার করিয়া পরে “পরিভ্রাণ
কর, ছাড়িয়া দেও”—মুহুভাবে এই কথা বলিতে
লাগিল। তখন বক্ষরীক রূপা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া
দিলে সে তদীয় পদদ্বয়ে পতিত হইয়া কহিল,—আমি
তোমার শরণাপন্ন, তোমার দাসী ও কিনরী
হইলাম। আমাকে কামরূপিণী মহাজিহ্বানায়ী
রাক্ষসী বলিয়া অবধারণ কর। আমি দেব-
দানব-দৰ্শনারিণী ও কানীশ-শানবাসিনী। হে
বীর! আমাকে যদি ত্বলভ প্রাণ-দক্ষিণা প্রদান
করেন, তবে অতঃপর আমি সৰ্বভূতের অভয়-
প্রদারূপেই তপস্তায় নিবিষ্ট হইব। এ বিষয়ে
আমি আমার ইষ্ট দেবতার ও আত্মার শপথ
করিতেছি; এবং ইহাও শপথ করিতেছি যে,
যদি ইহার ব্যত্যয় করি, তবে যেন আমি ক্ষণমাত্র
ভস্মীভূত হই। বীর বক্ষরীক তখন তাহাকে
এইরূপ আরও শপথ করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন।
সেই রাক্ষসী এইরূপে অতি কণ্ঠে মুক্তিলাভ
করিয়া বনে প্রস্থান করিল; বক্ষরীকও খড়্গা-
ধারণপূর্বক পূর্ববৎ অবস্থান করিতে লাগি-
লেন। ১—১৩। অতঃপর মধ্যম রাত্রে ভীষণ

গজ্জিতং শায়তে মহৎ। অন্ধকারঞ্চ সঞ্জতে তমো-
হন্ধনরকপ্রভম্ ॥ ১৪ ॥ দদৃশে চ ততঃ শৈলঃ শত-
শৃঙ্গোহতিবিস্তরঃ। নানানিলাঃ প্রমুখ্যে নানা-
বৃক্ষাংশ্চ সোচ্ছ্রয়ান্ ॥ ১৫ ॥ নানানিবারসজ্জোষঃ
বরূষে শোণিতং বহু। তং তথা নগমালোকা
নির্ভাতো ভৈমিনন্দনঃ ॥ ১৬ ॥ পর্ততো দ্বিগুণো
ভূত্বা পৰ্বতঃ সহসাপ্লুতঃ। পদাভিজগ্রে সংহৃতা
পৰ্বতঃ স্তেন ভূভূতা ॥ ১৭ ॥ তদা বিশীর্ণঃ সোহভূচ্চ
পৰ্বতো ভূমিমণ্ডলে। ততো যোজনদেহাশ্চ শত-
শাখঃ শতোদরঃ ॥ ১৮ ॥ বক্রৈর্নুঞ্চন্নহাজ্জালাং রেপ-
লেন্দ্রোহভাধাবত। তং ধাবমানং দৃষ্টেব বক্ষ-
রীকো মহাবলঃ ॥ ১৯ ॥ বিধায় তাদৃশং রূপং
নন্দন্তং চাপাধাবত। ততো মধ্যমরাত্রে তৌ লঘু
চিত্রঞ্চ সৃষ্টু চ ॥ ২০ ॥ যযুধাতে বাণজালৈর্ঘথা
প্রারুষি তোয়দৌ। ছিন্নচাপৌ চ খড়্গাত্যাং ছিন্ন-
খড়্গৌ চ মুষ্টিভিঃ ॥ ২১ ॥ পর্ততাবিব সংপক্ষৌ
চিরং ধুবুদভুঃ স্থিরম্। ততঃ কক্ষে সমুৎপাট্য
ভ্রাময়িত্বা মুহুর্ভকম্ ॥ ২২ ॥ ভূমৌ প্রধব্ধয়ামাস

গজ্জন শুনা যাইতে লাগিল এবং তমোহন্ধনরকের
আয় ঘোর অন্ধকার হইল। ইহার পর একটা
সূর্যহৎ শতশৃঙ্গ পর্তত দৃষ্ট হইল এবং তাহা হইতে
দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষ ও বিবিধাকার প্রস্তর সকল
বর্ষণ হইতে লাগিল। নানা নিবারের ভীষণ
শব্দ হইতে লাগিল। বহুল শোণিত বৃষ্টি হইতে
লাগিল। ভৈমিনন্দন তাহাতে অগুমাত্র ভীত না হইয়া
তদপেক্ষা দ্বিগুণাকার এক পর্তত হইয়া সহসা লক্ষ
প্রদানে সেই শতশৃঙ্গ পর্ততোপরি পতিত হইয়া
পদদ্বারা তাহাকে এমন আঘাত করিলেন যে,
তাহাতে সেই শতশৃঙ্গ গিরি ভূতলে পতিত ও
বিশীর্ণ হইয়া গেল। শতশৃঙ্গ-পর্ততরূপী রেপলেন্দ্র
তখন শতশাখ, শতোদর ও যোজনব্যাপী আকার
ধারণপূর্বক যুগসমূহ দ্বারা ভীষণ অগ্নিশিখা
উদগিরণ করিতে করিতে ঘোরনাদে ধাবিত হইল।
তাহা দেখিয়া মহাবল বক্ষরীকও তখন তাদৃশ
আকার পরিগ্রহ করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন।
সেই মধ্যমরাত্রে ভাঙ্গাদিগের দুইজনের তখন দ্রুত-
গতি বিচিত্র মনোহর যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়েই
বর্ষাকালীন জলদেহ আয় শরজাল বর্ষণ করিতে
লাগিলেন। ক্রমে উভয়েরই ধনু ছিন্ন হইয়া
গেল; তখন খড়্গাধার আরম্ভ করিলেন। পরে
খড়্গাও ছিন্ন হইল, তখন মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

প্রস্তুতক মুমোচ হ। চিক্কেপ চাণিকোণে তং মহী-
সাগররোধসি ॥ ২৪ ॥ তদূরে রেপলেন্দ্রাখ্য গ্রাম-
মদ্যাপি বর্ততে। এবং স রেপলো নাম বৃদ্ধতুলা-
পরাক্রমঃ ॥ ২৪ ॥ নাথঃ শাশানপ্ৰাবৃত্ত্য বিশ্বকুরি-
হতোহভবৎ। তং নিহত্য পুনরীকো বর্ষরীকঃ
স্থিতোহভবৎ ॥ ২৫ ॥ ততস্তৃতীয়যামে চ প্রতীচ্যা
দিশ আযযৌ। পরতাভা মহানাদা শাটদেঃ
কম্পয়তীব ভূঃ ॥ ২৬ ॥ দ্বুহুহুহাখ্যাপত্রী মেঘ-
ভ্রষ্টা তড়িতদ্যথা। তামাঘাতীং তথা দৃষ্টা
সূর্যাবেশানরপ্রভাম্ ॥ ২৭ ॥ উপস্থতা জবান্ধমী
করোহ প্রহসন্নিব। বোগাক্ততঃ প্রদেবন্তীং তুণ্ডে
প্রাহতা মুষ্টিভিঃ ॥ ২৮ ॥ স্থাপয়ামাস তত্রৈব
তন্তৌ সা চাতিপীড়িতা। ততঃ ক্রুদ্ধা মহারাব
কুহাপ্লুতা দ্বুহুহুহা ॥ ২৯ ॥ জগতামাশু চিক্কেপ
বর্ষরীকং তথেষ্টকম্। ততো নদিস্থা চাতীব
পাদঘাতিমমুঞ্চত ॥ ৩০ ॥ পাদৌ চ বীরঃ সংগৃহ

উভয়েই অনেকক্ষণ যাবৎ পক্ষবান পরতের স্থায়
স্থিরভাবে ধুন্ধ করিলেন। তারপর বর্ষরীক সহসা
রেপলেন্দ্রকে কক্ষদেশে ধরিয়া ভূমি হইতে উত্তোল-
নপূর্বক মুহূর্তকাল ভ্রামিত করিয়া ভূতলে নিষ্পেষণ
করিলেন। যখন দেখিলেন যে, তাহার প্রাণত্যাগ
ঘটিয়াছে, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন,—
মহীসাগরতীরে কিঞ্চিৎ দূরে নিক্ষেপ করিলেন।
অদ্যাপি সেখানে রেপলেন্দ্র নামে গ্রাম আছে।
অবন্তীদেশের শাশানপতি, বৃদ্ধতুলা পরাক্রমশালী,
সাধকগণের বিশ্বকারী রেপলেন্দ্র এই ভাবে নিহত
হইয়াছিল। বীর বর্ষরীক তাহাকে নিহত করিয়া
পুনরায় পূর্ববৎ অবস্থান করিলেন। অতঃপর তৃতীয়
প্রহর কালে আবার পশ্চিম দিক হইতে পরতশব্দবৎ
ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তত্রতা ভূমিও যেন
অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে দ্বুহুহুহা অশ্বতরী
মেঘভ্রষ্টা বিহ্বাতের স্থায় আসিতে লাগিল। ভীম-
নন্দন সূর্যাবহ্নিসম কাণ্ডিমতী সেই দ্বুহুহুহাকে
ক্রতগতি আসিতে দেখিয়া সবেগে যাইয়া আসিতে
হাসিতে, তাহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক তুণ্ডে বহু
মুষ্টিঘাত করিয়া তাহাকে সেই স্থানেই থামাইয়া
রাখিতে অভিলাষ করিলেন। পরন্তু দ্বুহুহুহা তখন
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহানাদ সহকারে লক্ষ প্রদানে
বর্ষরীককে ভূতলে নিক্ষেপ করিল; এবং ঘোর
নির্মাদ সহকারে পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিল।
বীর বর্ষরীক তখন সহসা তাহাকে পদদ্বয়ে ধরিয়া

চিক্কেপ ভূবি লীলয়া। ততঃ পুনঃ সমুখায় ধাবন্তাং
তাং নিগৃহ্য সং ॥ ৩১ ॥ মুষ্টিনা পাতয়িত্বৈব দলান
কণ্ঠমপীড়য়ৎ। ক্লিন্নং বাস ইবাপীড়্য প্রাণানত্যাগয়দ্-
ক্রতম্ ॥ ৩২ ॥ এবং সীকোত্তরস্থানে শাশানৈক-
পদোদ্ভবা। শাকিনীনামধীশা সা বর্ষরীকেণ
সুদিতা ॥ ৩৩ ॥ হস্তা তাং চাপি চিক্কেপ প্রতীচ্যামেব
লীলয়া। দ্বুহুহুহাখ্যামদ্যাপি তত্র গ্রামঃ স্ম বর্ততে ॥
৩৪ ॥ ততস্তথৈব সমুগ্ধৌ বর্ষরীকোহভিরক্ষণে।
ততশ্চতুর্থে যামে চ প্রাপ্তঃ ক্ষপণকোহভুতঃ ॥ ৩৫ ॥
মুণ্ডী নগ্নো ময়ূরাণাং পিচ্ছধারী মহাব্রতঃ। প্রোবাচ
চেদং বচনং হাহা কণ্ঠমতীব ভোঃ ॥ ৩৬ ॥ অহিংসা
পরমো ব্রহ্মসুদায়জ্জালাতে কুতঃ। হুয়মানে যতো
বহ্নৌ স্তম্ভজীববধো মহান ॥ ৩৭ ॥ ঋহেদং বচনং
তস্মা বর্ষরীকোহব্রবীৎ স্ময়ন। বদনে সর্বদেবানাং
হুয়মানে স্ম পাবকে ॥ ৩৮ ॥ অনৃতং ভাষসে পাপ
শিক্ষাযোগ্যাহসি দ্বুয়তে। ইত্যাশ্রুত্বা সহসোৎপতা

অবলীলাক্রমে ভূতলে আক্ষালিত করিলেন,
পরন্তু দ্বুহুহুহা সহসা উঠিয়া ধাবিত হইল।
বর্ষরীকও তখন অবিলম্বেই আবার তাহাকে
ধরিয়া এমন মুষ্টিঘাত করিলেন যে, তাহাতে
তাহার দশনশ্রেণী স্থলিত হইয়া গেল। বর্ষ-
রীক তাহাকে ধরিয়া আদ্রবসনের স্থায় গাঢ়
নিপীড়ন করিতে লাগিলেন, তাহাতে অবিলম্বে
তাহার প্রাণ বহির্গত হইয়া গেল। ১৪—৩২। সেই
সীকোত্তর স্থানে শাশানপথ-সমুত্তা শাকিনীগণনাটিকা
দ্বুহুহুহা এইরূপে বর্ষরীক কর্তৃক নিহত হইয়াছিল।
বর্ষরীক তাহাকে হত্যা করিয়া পশ্চিমদিকে নিক্ষেপ
করিয়াছিলেন, অদ্যাপি—সেখানে দ্বুহুহুহা নামে
প্রতিষ্ঠিত গ্রাম বিদ্যমান আছে। অতঃপরও বর্ষ-
রীক পূর্ববৎ রক্ষাকার্যে নিযুক্ত রহিলেন। ক্রমে
চতুর্থ প্রহরে এক অদ্ভুতাকার যুগ্মিতমস্তক মগ্ন এবং
ময়ূরবহধারী সরাসী আসিয়া উপস্থিত হইল।
তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল—সে যেন মহান ব্রত
পালন করিতেছে। সে কহিল,—হায়! হায়! বড়ই
দুঃখের বিষয়! ওহে! অহিংসাই হইল পরম ধর্ম;
সুতরাং অগ্নি প্রজ্জ্বলন করা যায় কিরূপে? কেননা,
বহ্নিতে হোম করিতে থাকিলে তখন তো অনেক-
কানেক স্তম্ভজীবের বধ হয়। তাহার এই কথা
শুনিয়া বর্ষরীক সহাস্তে কহিলেন,—অগ্নি সমস্ত
দেবতার বদনস্বরূপ, সুতরাং তাহাতে হোম করাই
তো বিধি। রে পাপ! তুই মিথ্যা কথা কহিতে—

কক্ষমধ্যে স্থিরোহিত ৮ ॥ ৩৯ ॥ দন্তানুষ্টিপ্রহারেণ
সমাহত্যাভ্যপাতয়ৎ । কধিরাবিলবক্রং তং যুমোচ
পতিতং ভূবি ॥ ৪০ ॥ স কক্ষাচ্ছেতনাং প্রাপ্য ঘোর-
দৈত্যবপুর্ধরঃ । ভয়াঙ্কমেঃ প্রহুদ্রাব গুহাবিবর-
মাবিশৎ ॥ ৪১ ॥ বহুপ্রভেতি নগরী বষ্টিযোজন-
মায়তা । তস্মাৎ বিবেশ সহসা তং চান্ন বক্ষরীককঃ ॥
৪২ ॥ বক্ষরীকঃ ততো দৃষ্টা নাদোহভূচ্চ পলাশিনাম্ ।
ধাবধ্বং হন্যতামেষ ছিদ্যতাং ভিদ্যতামিতি ॥ ৪৩ ॥
তচ্ছূদ্বা দৈত্যবীরানাং কোটয়ো নব ভীষণাঃ ।
নানামুধধরা বীরং বক্ষরীকমুপাদ্রবন ॥ ৪৪ ॥ দৃষ্টা
তান্ কোটিশো দৈতান্ ক্রুদ্ধো ভীমাশুজাশুজাঃ ।
নিমীলা সহসা নেত্রে তেবাং মধ্যমধাবত ॥ ৪৫ ॥
পাদঘাতৈস্ততঃ কাশিচ্ ভুজাঘাতৈস্তথাপবান ।
হৃদয়স্তাভিঘাতৈশ্চ কক্ষং নিশ্চে যমক্ষয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ যথা
নলবনং ক্রুদ্ধঃ কুর্যাদ্ ভূমিসমং করৌ । নবকোটি-
স্তথা জয়ে সহ তেন পলাশিনা ॥ ৪৭ ॥
ততো নাগাঃ সমাগমা বাসুকিপ্রমুখাস্তদা । তুষ্টিবু-
ব্বিবিধৈবাকৈরুচুঃ সুহৃদয়ঞ্চ তে ॥ ৪৮ ॥ নাগানাং
পরমং কৃতাং কৃতস্তে ভৈমিনন্দন । পলাশী নাম

হিস্ । রে ছুম্মতে ! সেইজন্য তোকে শিক্ষা দেওয়া
উচিত । এই বলিয়াই বক্ষরীক সহসা লক্ষ প্রদান-
পূর্বক তাহাকে ধরিয়া কক্ষতলে স্তম্ভ করিলেন এবং
তদীয় মুখে বহু মুষ্টিঘাতপূর্বক তাহাকে ততলে
নিষ্ক্ষেপ করিলেন । তাহাতে তাহার দন্তপংক্তি
খলিত হইয়া গেল, সে কধিরাপ্লুত-মুখে অচেতন
হইল । অনন্তর কক্ষকালপরে সে চৈতন্য লাভ
করিয়া ঘোর দৈত্যমুষ্টি ধারণপূর্বক বক্ষরীকের ভয়ে
জতগতি পলায়ন করিয়া গুহাবিবরে প্রবেশ করিল ।
সেই গুহামধ্যে বষ্টিযোজন বিস্তৃত বহুপ্রভা নামে
নগরী বিদ্যমান । সন্ন্যাসবেশী দৈত্য তন্মধ্যে
প্রবেশ করিল দেখিয়া বক্ষরীকও তাহার অন্তরঙ্গ
করিলেন । বক্ষরীককে দেখিয়া তখন মাংসানীগণ,
“ধাবন কর” ইহাকে হনন কর, ছেদন কর,” ইত্যাদি
রূপ চীৎকার করিতে লাগিল । তাহা শুনিয়া নব
কোটি ভীষণাকার দৈত্য বীর বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া
বক্ষরীকের প্রতি বাবিত হইল । ভীমের পৌত্র
বক্ষরীক তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সক্রোধে
সহসা নেত্র নিমীলনপূর্বক ধাবিত হইয়া তাহাদিগের
মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মত্ত মাতঙ্গ যেমন
নলবন দলন করে, তদ্রূপ করাঘাত পদাঘাত ও
বক্ষঃস্থলের আঘাতে পূর্বপলায়িত পলাশী দৈত্যের

দৈত্যোহয়ং নীতো যৎ সান্নগো যমম্ ॥ ৪৯ ॥ অনেন
হি বয়ং বীর সান্নগেন দুরাক্ষনা । পীড়িতা বিবিধো-
পায়ৈঃ পাতালাদপ্যধঃ কৃতাঃ ॥ ৫০ ॥ বরঃ ক্লীষ ত্বং
তস্মান্নাগেভ্যোহভিমতং পরম্ । বরদাঃ সর্ব এব
স্ম বয়ং তুভ্যং স্তুতোষিতাঃ ॥ ৫১ ॥ সুহৃদয় উবাচ ।
যদি দেয়ো বরো মহৎ তদেনং প্রণোম্যাহম্ ।
সর্ববিঘ্নবিনির্মুক্তো বিজয়ঃ সিদ্ধিমাশুয়াৎ ॥ ৫২ ॥
তদ্বস্থেতি তং প্রোচুঃ প্রহৃষ্টা বায়ভোজনাঃ । স চ
ভৈভাঃ পুরীঃ দৃষ্টা নিবৃত্তো নাগপূজিতঃ ॥ ৫৩ ॥
বিবরস্ত চ মরোন সমাগচ্ছন্নহাপ্রভম্ । সর্বরত্ন-
ময়ং লিঙ্গং স্থিতং কল্পতরোরধঃ ॥ ৫৪ ॥ অর্চ্যা-
মানং সুবহুবীর্ভনাগকন্ঠাভিরেক্ষত । ততোহসৌ
বিস্ময়াবিষ্টো নাগকন্ঠা হৃৎকৃত ॥ ৫৫ ॥ কেনেদং
স্থাপিতং লিঙ্গং সূর্য্যবৈগ্নানরপ্রভম্ । লিঙ্গাদপি
চতুর্দিক্শ্চ মার্গা শ্চেমে তু কৌদৃশাঃ ॥ ৫৬ ॥ ইতি

সহিত তাহাদিগের সকলকেই নিঃশেষে নিহত
করিলেন । অতঃপর বাসুকিপ্রমুখ নাগগণ আসিয়া
বিবিধ মধুর বাক্যে সেই সুহৃদয় বক্ষরীককে স্তুতি
করিতে লাগিলেন । তাহারা কহিলেন,—হে ভীম-
পৌত্র ! আপনি যে পলাশী দৈত্যকে অনুচরবর্গের
সহিত বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে নাগগণের পরম
উপকার সাধিত হইয়াছে । হে বীর ! এই দুরাত্মা
ইহার অনুচরগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে
বিবিধ প্রকার লাজনা দিয়াছে ; ইহার অত্যাচারে
আমরা পাতালেরও নিম্নতর ভাগে যাওতে বাধ্য
হইয়াছি । অতএব তুমি নাগগণের নিকট অভিমত
বর গ্রহণ কর ; আমরা সকলেই সমুদ্র মনে তোমাকে
বরদানে অভিলাসী হইবাছি । ৩৭-৫১ । সুহৃদয়
কহিলেন,—নাগগণ । আমাকে যদি বর দিতে হয়,
তবে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, বিজয়
যেন সমস্ত বিশ্ব অস্ত্রক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে
পারেন । নাগগণ হৃষ্টচিত্তে “তথাক্ষ” বাক্যে তাহাকে
সেই বরই দান করিলেন । বক্ষরীকও তখন
নাগগণকেই সেই পুরী প্রদান করিয়া নাগগণ কর্তৃক
সম্মানে সংকৃত হইয়া পূর্বোক্ত বিবরণে প্রত্যা-
বর্তন করিতে লাগিলেন । পথে দেখিলেন,—এক-
স্থানে কল্পতরুমূলে একটি সর্বরত্নময় লিঙ্গ বিরাজ-
মান ; অনেক নাগকন্ঠা তাহার অর্চনা করিতেছে ।
তদ্রূপে তিনি বিস্মিত চিত্তে নাগকন্ঠাগণকে জিজ্ঞা-
সিলেন;—এই সূর্য্যায় সমুদ্রমুজল লিঙ্গটিকে স্থাপন
করিয়াছে ? আর লিঙ্গের চতুর্দিকে এই যে সকল

বীরবচঃ শ্রদ্ধা বৃহৎকটিপয়োধরা । সত্রীড়ঃ সন্নি-
তাপাক্রমিষ্ঠোক্ষমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৭ ॥ সর্বপন্নগরাজেন
শেষেণ সুমহাশ্রনা । তপস্তপ্তা মহালিঙ্গমিদমত্র
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫৮ ॥ দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্ভ্যানাদর্চনাৎ সর্ব-
সিদ্ধিদম্ । লিঙ্গাৎ পূর্বেণ মার্গোহয়ং যাতি ত্রীপর্ষতঃ
ভূবি ॥ ৫৯ ॥ এলাপত্রেণ বিহিতো নাগানাং তত্র
প্রাপ্তয়ে । দক্ষিণেন চ মার্গোহয়ং যাতি শূর্ণারকং
ভূবি ॥ ৬০ ॥ কর্কোটকেন নাগেন কৃতোহয়ং তত্র
প্রাপ্তয়ে । পশ্চিমেণ চ মার্গোহয়ং প্রভাসং যাতি
সুপ্রভম্ ॥ ৬১ ॥ ঐরাবতেন বিহিতো নাগানাং
গমনায় চ । উত্তরেণ চ মার্গোহয়ং যেম যাতুং ভবান্
স্থিতঃ ॥ ৬২ ॥ গুপ্তক্ষেত্রে সিদ্ধলিঙ্গং যাতি শাক-
গুহাকৃতঃ । বিহিতস্তক্ষকেণাসৌ যাতুং তত্র মহা-
শ্রনা ॥ ৬৩ ॥ ইতীদং বর্ণিতং বীর বিজ্ঞপ্তিঃ শ্রুত্বা
মম । কো ভবানধুনৈবেতো দৈতাপৃষ্ঠগতোহভবৎ ।
অধুনৈব তথৈকাকী সমায়াতোহত্র নো বদ ॥ ৬৪ ॥
বয়ঞ্চ সৰ্বাস্তে দাস্ত্যস্তাং পতিং প্রবৃণীমহে । অস্মাভিঃ

পথ দেখা যাইতেছে; ইহাই বা কিরূপ? বীর
বর্ষরীকের এই কথা শুনিয়া কোনও বিশালকটি-
তটা পীনস্তনী রমণী সলজ্জ সন্মিত মুখে কটাক্ষ-
বিক্ষেপ সহকারে কহিল, সর্বসর্পরাজ সুমহাশ্রা
শেষনাগ সুমহৎ তপস্তা করিয়া এখানে এই মহালিঙ্গ
স্থাপন করিয়াছেন । এই লিঙ্গের দর্শন স্পর্শন
ধ্যান ও অর্চন করিলে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয় ।
লিঙ্গের পূর্বদিকে এই যে পথ দেগিতেছেন, ইহা
দ্বারা ভূতলে ত্রীপর্ষতে যাওয়া যায় । এলাপত্র নাগ,
নাগগণের গমনাগমনার্থ এই পথ নির্মাণ করিয়াছেন
দক্ষিণ দিকে এই যে পথ, ইহা দ্বারা ভূতলে শূর্ণারক
তীর্থে যাওয়া যায় । কর্কোটক নাগ, সেখানে যাতা-
য়াত নিমিত্ত এই পথ প্রস্তুত করিয়াছেন । পশ্চিম
দিকের এই পথে মহাপ্রভাব প্রভাস তীর্থে
যাওয়া যায়; ঐরাবত নাগ, নাগগণের গমনাগমন
জন্ত এই পথ নির্মাণ করিয়াছেন । আপনি যে
পথে যাইতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, ইহা উত্তর
দিকের পথ; এই পথে গুপ্ত ক্ষেত্রে সিদ্ধলিঙ্গ
সমীপে যাওয়া যায় । এই গুহা-পথই শক্তিগুহা
নামে প্রসিদ্ধ । মহাশ্রা তক্ষক, যাতায়াতার্থ এই
পথ নির্মাণ করিয়াছেন । ৬৪—৬৩ । হে বীর!
এইজ্ঞে আপনাকে পথের কথা কহিলাম । এক্ষণে
আমার বিজ্ঞাপন শুনুন । আপনি তো এখনই
এক দৈত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলেন, আবার
এখনই একাকী কিরিয়া আসিলেন; আপনি কে?

সহিতঃ ক্রীড় বিবিধান্বত ভূমিষু ॥ ৬৫ ॥ বর্ষরীক
উবাচ । অহং কুরুকুলোৎপন্নঃ পাণ্ডুপুত্রস্ত পৌত্রকঃ ।
বর্ষরীক ইতি খ্যাতস্তং দৈতাং হস্তমাগতঃ ॥ ৬৬ ॥ স
চ দৈত্যো হতঃ পাপঃ পুনর্যাস্তে মহীতলম্ । ভবতী-
ভিষ্ঠ মে নাস্তি কৃত্যং ভো ভোঃ কথঞ্চন ॥ ৬৭ ॥
ব্রহ্মচারিব্রতং যস্মাদহং সততমাস্থিতঃ । ইত্যুজ্জ-
ভার্চ্য তল্লিঙ্গং প্রণিপত্য চ দণ্ডবৎ ॥ ৬৮ ॥ উদ্ধমা-
চক্রেমে বীরঃ কাতরং তাভিরীক্ষিতঃ । ততো বহিঃ
সমাগত্য সপ্রকাশঃ মুখং তদা ॥ ৬৯ ॥ প্রহর্ষেণৈব
পূর্বস্থা বিজয়ং দদৃশে দিশঃ । তস্মিন কালে চ
বিজয়ঃ কৰ্ম্ম সৰ্বং সমাপ্তবান ॥ ৭০ ॥ কাস্ত্যা সূর্য্য-
সমাভাস উদ্ধমাচক্রেমে ক্ষণাৎ । ততো বিয়দগতঃ
দৈবৈঃ পুষ্পবর্ষমভূন্নহৎ ॥ ৭১ ॥ জগুর্গন্ধর্ব্বমুখ্যাশ্চ
ননৃতুশ্চাপরোগণাঃ । বিজয়ো বর্ষরীকঞ্চ ততো
বচনমব্রবীৎ ॥ ৭২ ॥ তব প্রসাদাদ্বীরেশ সিদ্ধিঃ
প্রাপ্তা ময়াতুলা । চিরং জীব চিরং নন্দ চিরং বস

আমাদিগকে তাহা বলুন । আমরা সকলেই আপ-
নার দাসী,—আমরা আপনাকেই পতিহে বরণ
করিতেছি । আপনি আমাদিগের সহিত অত্রত্য
বিবিধ বিচিত্র ক্ষেত্রে বিহার করিতে থাকুন ।
বর্ষরীক কহিলেন,—কুরুকুলে আমার উৎপত্তি;
আমি পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের পৌত্র । আমার নাম
বর্ষরীক, আমি সেই দৈত্যকে হত্যা করিতে
আসিয়াছিলাম । সে দৈত্যকে নিহত করিয়াছি;
এক্ষণে পুনরায় ভূতলে যাইব । হে নারীগণ!
তোমাদিগের দ্বারা আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন
নাই; কারণ, আমি নিয়ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করি-
য়াছি । বীর বর্ষরীক এই বলিয়া সেই লিঙ্গের
অর্চনান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উদ্ধে উঠিয়া যাইতে
লাগিলেন । সেই কন্তাগণ তখন কাতর ভাবে
তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । বর্ষরীক ক্রমে
সেই বিবরের বহির্ভাগে আসিয়া দেখিলেন পূর্বদিক
সুপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে; বিজয় সহস্রমুখে অব-
স্থিত আছেন । বিজয় তখন সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া
সূর্য্যসম সমুজ্জল শরীরে ক্ষণমাত্র উদ্ধে উঠিতে
লাগিলেন । কিয়দ্দূর উঠিলেই দেবগণ সুমহৎ
পুষ্পবৃষ্টি, গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত ও অপ্সরারা নৃত্য করিয়া
তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন । বিজয়
তখন আকাশে থাকিয়াই বর্ষরীককে কহিলেন,—
হে বীরবর! তোমার প্রসাদে আমি অতুলনীয়
সিদ্ধি লাভ করিয়াছি । তুমি চিরকাল জীবিত থাক,

চিরং জয় ॥ ৭৩ ॥ অত এব হি সাধুনাং সঙ্গমিচ্ছন্তি
সাধবঃ । ঔষধং সৰ্বদোষাণাং তবেৎ সংসঙ্গমো
যতঃ ॥ ৭৪ ॥ স্বৰ্গ হোমস্থিতং ভস্ম সিদ্ধূরসদৃশ-
প্রভম্ । নিঃশল্যং সবিবরকং পূৰ্ণমাণং গৃহাণ চ ॥
৭৫ ॥ অক্ষয়্যমেতৎ সংগ্রামে প্রথমং তে প্রযুক্ততঃ ।
শক্রগাং স্থানকং মৃত্যোর্দেহং ধ্বস্তং করিষ্যতি ॥ ৭৬ ॥
এবং সুখেন বিজয়ঃ শক্রগান্তে ভবিষ্যতি ॥ ৭৭ ॥
বর্ষরীক উবাচ । উপকুর্য্যান্নিরাঙ্কাজ্জ্ঞা যঃ স
সাধুরিতীৰ্য্যতে । সাকাজ্জম্পকুর্য্যাদ্যঃ সাধুহে তস্মাৎ
কো ঞ্জঃ ॥ ৭৮ ॥ তদেহি ভস্ম চান্ত্যৈ কেনাপার্থো
ন মেহুপি । প্রসাদসুমুখাং দৃষ্টিং বিনা নাত্তদৃণোমি
তে ॥ ৭৯ ॥ দেবা উচুঃ । কুরুণাং পাণ্ডবানাঞ্চ
ভবিষ্যতি মহান্ রণঃ । ততো ভূমিস্থিতং ভস্ম
প্রাপ্যন্তি যদি কোরবাঃ ॥ ৮০ ॥ মহাননর্থো ভবিতা
পাণ্ডবানাং ততঃ ক্ষুটম্ । তস্মাদ্গৃহাণ স্বং ভস্ম
সোহপি চক্রে তথা বচঃ ॥ ৮১ ॥ দেবীভিঃ সহিতা

চিরকাল আনন্দ লাভ কর, চিরকাল ভূমণ্ডলে
সুখে বাস কর, এবং চির কাল জয়যুক্ত হও ।
সাধুসঙ্গ সৰ্বদোষেরই ঔষধ ; সেই জন্তই সাধুগণ
সাধুসঙ্গের অভিলাষ করেন । তুমি হোমকুণ্ডস্থ
সিদ্ধূরসমকান্তি ভস্ম—যাহা শকরাদি শল্যহীন এবং
যাহা বিবরমুখে প্রবেশ করিতেছে, তাহাই গ্রহণ
কর । তুমি সংগ্রামকালে এই ভস্ম লইয়া শক্র-
গণের প্রতি নিক্ষেপ করিও ; ইহাতে শক্রগণের
দেহ ও গৌহ বিধ্বস্ত হইবে, শক্রগণ মৃত্যুগ্রাসে
পতিত হইবে, সুতরাং অনায়াসেই তোমার বিজয়
লাভ হইবে । বর্ষরীক কহিলেন,—নিঃস্বার্থ ভাবে
যিনি উপকার করেন, তাঁহাকেই সাধু বলা যায় ;
পরন্তু স্বার্থবুদ্ধিতে উপকার করিলে কোনও
তাঁহাকে সাধু বলা যাইবে ? অতএব আপনি অন্য
কাহাকেও এই ভস্ম প্রদান করুন ; আমার ইহাতে
কোনও প্রয়োজন নাই । আমি কেবল আপনার
সুপ্রসন্ন বদনের অবলোকন কামনা করি ; অপর
কিছুই চাই না ॥ ৭৪—৭৯ ॥ দেবগণ কহিলেন,—হে
বর্ষরীক ! ভাবিকালে কোরবগণ সহ পাণ্ডব গণের
তুমুল সংগ্রাম ঘটিবে ; ভূমিস্থিত এই ভস্ম যদি
কোন রকমে কোরবেরা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে
নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের পক্ষে মহান্ অনর্থপাত হইবে ।
অতএব তুমি এই ভস্ম গ্রহণ কর । এই কথা
শুনিয়া বর্ষরীকও তখন সেই ভস্ম গ্রহণ করিলেন ।
এ দিকে দেবগণও অপরাপর দেবীগণের সহিত

দেবাঃ সম্মাশ্রয় বিজয়ঞ্চ তে । সিদ্ধৈর্ধর্ম্যঃ দত্তস্ত্যৈ
সিদ্ধসেনেতি নাম চ ॥ ৮২ ॥ এবং স বিজয়ো
বিপ্রঃ সিদ্ধিং লেভে সুদূর্লভাম্ । বর্ষরীকশ্চ কৃষ্ণে-
তদেবীভক্তিরতোহবসৎ ॥ ৮৩ ॥

ইতি ঈশ্বান্দে বিজয়শ্চ সিদ্ধিলাভবর্ণনং
নাম ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । এবং তত্র স্থিতে তীরে দেব্যা-
রাধনতৎপরে ॥ সপ্তলিঙ্গার্চনরতে ভীমনন্দন-
নন্দনে ॥ ১ ॥ ততঃ কালেন কেনাপি পাণ্ডবা
দ্যাতনির্জিতাঃ । তত্রাজম্মুচ ক্রমতস্তীর্থস্থানরুতে
ভুবম্ ॥ ২ ॥ প্রাগেব চণ্ডিকাং দেবীং ক্ষেত্রাদী-
শানতঃ স্থিতাম্ । আসেহ্মার্গাধিনাস্তে দ্রৌপদী-
পঞ্চমাস্তদা ॥ ৩ ॥ তত্রৈব চোপবিষ্টোহভূতদানীং
চণ্ডিকাগণঃ । বর্ষরীকশ্চ তান্ বীরান সমাগ্রাতান-
পশ্বত ॥ ৪ ॥ পরং নাসৌ বেদ পাণ্ডুন পাণ্ডবাস্তঞ্চ নো
বিদুঃ । আজন্ম যস্মাত্নৈবাবুৎ পাণ্ডুনাং চাস্ত সঙ্গমঃ ॥

মিলিত ভাবে বিজয়কে সম্মান সহকারে সিদ্ধৈর্ধর্ম্য
দানাশ্চে সিদ্ধসেন নাম প্রদান করিলেন । সেই
বিজয় নামক বিপ্র, এইভাবে সুদূর্লভ সিদ্ধিলাভ
করিয়াছিলেন । বর্ষরীকও পুরোক্ত কার্য্য সফল
করিয়া দেবীগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া বাস
করিতে লাগিলেন । ৮০—৮৩ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৩ ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—ভীমনন্দন-নন্দন বর্ষরীক এই
ভাবে সপ্তলিঙ্গের অর্চনাপূর্বক দেবীর আরাধনায়
নিবিষ্ট হইলে পর কিয়ৎকালান্তে পাণ্ডবগণ দ্যুত-
ক্রীড়ার পরাজিত হইয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে
একদা তীর্থস্থানার্থ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হই-
লেন । তাঁহারা দ্রৌপদীর সহিত পথক্লেশে ব্যাকুল
ছিলেন বলিয়া প্রথমে ক্ষেত্রের ঈশানকোনস্থ চণ্ডিকা-
মন্দিরেই প্রবেশ করিলেন । তখন সেখানে চণ্ডিকার
পরিচারক বর্ষরীকও উপবিষ্ট ছিলেন । তিনি সেই
বীরগণকে আসিতে দেখিলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডব
বলিয়া তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না ; আর

৫। ততঃ প্রবিষ্ট বৈ তন্মিন্ন দেবীমাসাদ্য পাণ্ডবাঃ ।
 পিওকাদ্যং তত্র মুক্কা ত্বয়া প্রৈক্ষি জনং তদা ॥ ৬ ॥
 ততো ভীমঃ কুণ্ডমধ্যং জলং পাতুং বিবেশ হ ।
 প্রবিশন্তঃ চ তং প্রাহ যুধিষ্ঠির ইদং বচঃ ॥ ৭ ॥
 উক্কত্য ভীম ভোয়ং হং পাদৌ প্রক্ষাল্য ভো বহিঃ ।
 ততঃ পিবাত্ত্বা দোষো মহাংস্তানুপপৎস্তুতে ॥ ৮ ॥
 এতদ্রাজো বচো ভীমস্তবাব্যাকুললোচনঃ । অঙ্গ-
 হৈব বিবেশাসৌ কুণ্ডমধ্যং জলেচ্ছয়া ॥ ৯ ॥ স চ
 দৃষ্ট্বা জনং পাতুং তত্রৈব কৃতনিশ্চয়ঃ । মুখং হস্তৌ
 চ চরণৌ কালয়ামাস শুক্রে ॥ ১০ ॥ যতঃ পীতং
 জলং পুংসামপ্রক্ষাল্য চ যদ্রবেৎ । প্রেতাঃ পিশাচা-
 স্ত্রক্ষপং সঙ্ক্রমা প্রপিবন্তি তৎ ॥ ১১ ॥ এবং
 প্রক্ষালয়ানে চ পাদৌ তত্র বৃকোদরে । উপবিস্ত-
 স্তদা প্রাহ সত্যং সুহৃদয়ো বচঃ ॥ ১২ ॥ হৃষ্মতে ভোঃ
 কিমেতৎ কুরুষে পাপনিশ্চয়ঃ । দেবীকুণ্ডে স্নান-
 যসি মুখং পাদৌ করৌ চ যৎ ॥ ১৩ ॥ যতো দেবী
 সদানেন জলেন স্নাপ্যতে ময়া । তদত্র প্রক্ষিপ-

স্তোয়ং মলপাপান্ন বিভ্রাসি ॥ ১৪ ॥ মলাক্কতোয়ং
 যন্নাম অম্পৃশুং তন্নরৈরপি । কুতো দেবৈশ্চ তৎ-
 পাপং স্পৃশতে তদ্বতো বদ ॥ ১৫ ॥ শীঘ্রং চ হং
 নিঃসরাম্মাং কুণ্ডাঙ্কুয়া বহিঃ পিব । যদোবাং পাপ
 মুটোহসি তীর্থেষু ভ্রমসে কুতঃ ॥ ১৬ ॥ ভীম উবাচ ।
 কিমেতদ্ব্যমসে কুর পুরুষং রাক্ষসাধম । যতস্তোয়ানি
 জন্তুনামুপভোগার্থমেব হি ॥ ১৭ ॥ তীর্থেষু কার্য্যং
 স্নানং চেতুঃকুং মূনিবরৈরপি । অঙ্গপ্রক্ষালনং স্নান-
 মুক্তং মাং নিন্দসে কুতঃ ॥ ১৮ ॥ যদি ন ক্রিয়নে
 পানমঙ্গপ্রক্ষালনং তথা । তৎ কিমর্থং পূর্তধর্ম্মাঃ
 ক্রিয়ন্তে ধর্ম্মশালিভিঃ ॥ ১৯ ॥ সুহৃদয় উবাচ ।
 শ্রাব্যং তীর্থযুগোষ সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ । চরেষু
 কিং তু ন বিশ্ব স্থাবরেষু বহিঃ স্থিতঃ ॥ ২০ ॥
 স্থাবরেষুপি সংবিশ্ব তত্র স্নানং বিধীয়তে । ন যত্র
 দেবস্নানার্থং ভৈরবঃ সংগৃহ্যতে জলম্ ॥ ২১ ॥ যচ্চ
 হস্তশতদুর্দ্ধং সরস্বতী বিধীয়তে । সংবেশেহপি
 ক্রমশ্চাযং পাদৌ প্রক্ষাল্য যদ্বহিঃ ॥ ২২ ॥ ততঃ স্নানং

পাণ্ডবেরাও তাঁহাকে বর্ষরীক বলিয়া চিনিতে পারি-
 লেন না । কারণ, জন্মাবধি ইহার সহিত পাণ্ডবগণের
 কখনও মিলন ঘটে নাই । পাণ্ডবগণ সেখানে দেবীর
 সমীপে যাওয়া সঙ্গীয় দ্রব্যাদি স্থাপনান্তে তৎকাল
 এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া জলের অন্বেষণ করিতে লাগি-
 লেন । পরে ভীম, জলপানার্থ কুণ্ডমধ্যে প্রবেশ
 করিতে উদ্যত হইলেন । তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে
 কহিলেন,—ওহে ভীম ! তুমি জল তুলিয়া লইয়া
 তদ্বারা কুণ্ডের বহির্ভাগে পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া
 তারপর জলপান কর ; নচেৎ তোমার মহান
 দোষ হইবে । ত্বকায় উদ্ভ্রান্তনেত্র ভীম কিন্তু
 সে কথা শুনিতে পাইলেন না ; তিনি জল-
 পানার্থ কুণ্ডমধ্যে অবতরণ করিলেন, এবং জল
 দেখিয়া জলপান বিষয়ে স্থির নিশ্চয় করিয়া দেহশুদ্ধি-
 নিমিত্ত মুখ, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় সেই জলে প্রক্ষালন
 করিলেন । কারণ উক্ত পঞ্চাঙ্গ প্রক্ষালন না করিয়া
 জলপান করিলে প্রেত-পিশাচাদি দেব-যোনিগণ
 সেই মানবের শরীরে সংক্রান্ত হইয়া উক্ত জলপান
 করিয়া থাকে । ১—১১ । বৃকোদর, পূর্বোক্ত
 প্রকারে সেই জলমধ্যে পঞ্চাঙ্গ প্রক্ষালন করিলেন,
 'দেখিয়া উপরিভাগে অবস্থিত সুহৃদয় বর্ষরীক তাঁহাকে
 এই সত্যবাক্য কহিলেন,—ওহে হৃষ্মতি পাণ্ডব !
 তুমি যে দেবীকুণ্ডে পঞ্চাঙ্গ প্রক্ষালন করিলে ; একি
 ব্যবহার ? এই কুণ্ডের জলদ্বারা আমি প্রতিদিন

দেবীকে স্নান করাই ; আর তুমি কিনা তাহাতে
 মলক্ষেপ করিলে !—তোমার পাপের ভয় নাই ?
 মলাক্কজল মানবগণেরও অম্পৃশু, দেবতাকে তাহা
 স্পর্শ করান যায় কেমন করিয়া ?—বল দেখি ? তুমি
 শীঘ্র এই কুণ্ডের বাহিরে আইস ; বাহিরে আসিয়া
 জলপান কর । রে পাপিষ্ঠ ! তুমি যদি এমনই মুর্থ,
 তবে তীর্থ ভ্রমণ করিতেছ কিরূপে ? ভীম কহি-
 লেন,—রে কুর ! রাক্ষসাধন ! এত কটুকথা
 বলিতেছ কেন ? সমস্ত জলইতো প্রাণিগণের
 উপভোগার্থ নির্দিষ্ট । আবার তীর্থে স্নান করিতে-
 ওতো মূনিবরগণ বিধান করিয়াছেন । স্নান শব্দেই
 অঙ্গ প্রক্ষালন বুঝায় । তবে আমাকে নিন্দা
 করিতেছিস্ কেন ? যদি পান বা অঙ্গ-প্রক্ষালন
 করা না যায়, তবে ধ্যানিকগণ পূর্তধর্ম্মের অনুষ্ঠান
 করেন কি জন্ত ? সুহৃদয় কহিলেন,—শ্রেষ্ঠ তীর্থে
 স্নান করা কর্তব্য, ইহা সত্যই বলিয়াছ, সন্দেহ
 নাই । কিন্তু তাহার বিশেষ বিধান এইরূপ যে,
 চল-জলাশয়ে অবগাহন করিয়া, আর স্থির-জলাশয়ে
 বাহিরে থাকিয়া স্নান করিতে হয় । বিশেষতঃ
 স্থাবরেও অবগাহন স্নান করা যায়,—যদি তাহা
 হইতে ভক্তগণ দেবস্নানার্থ জল সংগ্রহ না করে ।
 আর যে সরোবর শতহস্ত উপরিসর, বহির্ভাগে
 পাদপ্রক্ষালন করিয়া তাহাতেও অবগাহন করিতে

প্রকর্তব্যমন্তথা দোষ উচ্যতে। কিং ন ক্রতস্থয়া
প্রোক্তঃ শ্লোকঃ পদ্যভূবা পুরা ॥ ২৩ ॥ মলং যুত্রং
পুরীষঞ্চ শ্লেষ নিগ্ধীবনাঞ্চ চ। গণ্ডুষাশ্চৈব মুঞ্চন্তি যে
তে ব্রহ্মহনৈঃ সমাঃ ॥ ২৪ ॥ তস্মান্নিঃসর শীঘ্রং স্বং
যদ্যেবমজিতেন্দ্রিয়ঃ। তৎকিমর্থং তুরাচার তীর্থে-
ষটসি বালিশ ॥ ২৫ ॥ যন্ত হন্তো চ পাদৌ চ মনশ্চৈব
সুসংযতম্। নিষ্কিকারাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ স হি তীর্থ-
কলং লভেৎ ॥ ২৬ ॥ ভীম উবাচ। অধমো বাপি
ধর্মোহস্ত নিগন্তুং নৈব শক্যাম্। ক্ষুধা ত্বয়া ময়া
নিত্যং বারিতুং নৈব শক্যতে ॥ ২৭ ॥ সুহৃদয়
উবাচ। জীবিতার্থে ভবান কস্মাৎ পাপং প্রকুরুতে
বদ। কিং ন ক্রতস্থয়া শ্লোকঃ শিবিনা যঃ সমীরিতঃ ॥
২৮ ॥ মুহূর্তমপি জীবিত নরঃ শুক্রেণ কশ্মণা। ন
কল্পমপি জীবিত লোকদয়বিরোধিনা ॥ ২৯ ॥ ভীম
উবাচ। কাকারবেণ তে মহাঃ কণৌ বধিরতা
গতো। পাস্ত্রামোব জলং চাত্র কামং বিলপ শুবা
বা ॥ ৩০ ॥ সুহৃদয় উবাচ। ক্ষমিয়াণাং কুলে
জাতকঃ ধর্ম্যভিরক্ষিণাম্। তস্মাক্তে পাতকঃ

হয়। এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া পান করিলে
পাপভাগী হইতে হয়। এ সম্বন্ধে পুরাকালে ব্রহ্মা
যে একটি শ্লোক বলিয়াছেন, তাহা কি শুন নাই?
সেই শ্লোক যথা,—যাহারা জলমধ্যে মল, মূত্র, পুরীষ,
শ্লেষা, নিগ্ধীবন ও গণ্ডুষ পরিত্যাগ কবে, তাহারা
ব্রহ্মঘাতীর তুল্য। অতএব তুমি অবিলম্বে কুণ্ডের
বাহির হও। ওরে তুরাচার, মূর্থ! তুমি যদি
এমনই অজিতেন্দ্রিয়, তবে তীর্থ পর্যটন করিতেছিস্
কিজন্ত? যাহার হস্তদয়, পদদয়, এবং মন সমাক-
সংযত, আর যাহার সমস্ত ক্রিয়া নিষ্কিকারে সম্পা-
দিত হয়, সে-ই তীর্থফল লাভ করিতে পারে। ভীম
কহিলেন,—অধর্ম্যই হউক, আর ধর্ম্যই হউক, আমি
বাহিরে যাইতে পারিব না; চিরকালই আমি ক্ষুধা-
ত্বগ্ন সহ্য করিতে পারি না। সুহৃদয় কহিলেন,—
তুমি প্রাণের জন্ত কেন পাপ করিতেছ, বল।
শিবি যে একটি শ্লোক বলিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি
শুন নাই? সেই শ্লোক যথা,—বিগুহ কস্মাচরণ
করিয়া মুহূর্তকাল মাত্র জীবিত থাকাও ভাল, পরন্তু
ইহ পর উভয় কালের বিরোধী পাপ কর্ম করিয়া
কল্পকাল জীবিত থাকাও ভাল নহে। ১২—২৯। ভীম
কহিলেন,—তোমার ‘কা’ ‘কা’ রবে আমার কণ্ঠদয়
বধির হইয়া গেল; তুমি যথেষ্ট বিলাপই কর,
আর শুকাইয়াই মর, আমি কিন্তু এখানে জল-

কর্তুং ন দাস্তামি কথঞ্চন ॥ ৩১ ॥ তদ্বরাকাধ শীঘ্রং
হমস্মাৎ কুণ্ডাধিনিঃসর ॥ ৩২ ॥ ইষ্টকালকলৈঃ শীঘ্রং
চূর্ণ্যিবোহন্তথা শিরঃ। ইত্যুজ্জ্বল চেষ্টকাং গৃহ্য যুমোচ
শিরসঃ প্রতি ॥ ৩৩ ॥ ভীমশ্চ বকস্মিহা তামুৎপ্লুত্যা
বহিরাব্রজৎ। ভসর্য়ন্তো ততশ্চোভাবন্তোহস্তাঃ
ভীমবিক্রমো ॥ ৩৪ ॥ যুধাতে প্রলম্বাভ্যাং বাহুভ্যাং
যুদ্ধপারগৌ। ব্যাটোরশৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলা-
বুভৌ ॥ ৩৫ ॥ মুষ্টিভিঃ পার্শ্বাঘাতেশ্চ জাহ্নুভিশ্চাভি-
জয়তুঃ। ততো মুহূর্তাৎ কৌরব্যঃ পর্যাহীয়ত পাণ্ডবঃ ॥
৩৬ ॥ হীম্যানস্ততো ভীম উদ্যাতোহভূৎ পুনঃপুনঃ।
অহোরত ততোহপাঙ্গ বরুধে বর্মরীককঃ ॥ ৩৭ ॥
ততো ভীমঃ সমুৎপাট্য বর্মরীকো বলাদিব।
নিপপেষ ততঃ ক্রুদ্ধস্তদধুর্মমিবাভবৎ ॥ ৩৮ ॥
মুচ্ছিতঃ চৈনমাদায় বিক্ষুব্ধঃ পুনঃপুনঃ। সাগরায়
প্রচলিতঃ ক্ষেপুং তত্র মহান্সি ॥ ৩৯ ॥ দদুঃ

পান করিবই। সুহৃদয় কহিলেন,—আমি ধর্ম্যপালক
ক্ষাত্রিয়কুলে জন্মিয়াছি; সেই জন্ত তোমাকে কোন
মতেই এখানে পাতকাচরণ করিতে দিব না।
অতএব রে হতভাগ্য! তুমি শীঘ্র এই কুণ্ড
হইতে বহির্গত হ'। নচেৎ অবিলম্বে এই ইষ্টকা-
খণ্ড দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব।
বর্মরীক এই বলিয়াই এক খণ্ড ইষ্টক লইয়া
ভীমের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন।
ভীম একটু সরিয়া যাইয়া লক্ষ্য প্রদানে কুণ্ডের
বাহিরে আসিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরকে ভৎসনা
করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীমবিক্রম
যুদ্ধপারগ বীরদয় পরস্পর সুদীর্ঘ বাহুবিক্ষেপে
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহারা উভয়েই উন্নত-
বক্ষস্থল, দীর্ঘবাহু এবং বাহুযুগ্মে পারদর্শী।
তাঁহারা মুষ্টি, পাদপার্শ্ব ও জাহ্নুদ্বারা পরস্পর
আঘাত করিতে লাগিলেন। তার পর কিয়ৎ-
কালান্তে পাণ্ডুনন্দন ভীম ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া
পড়িতে লাগিলেন। তিনি বারবার উদ্যম করিতে
লাগিলেন, কিন্তু তথাপি অঙ্গ তাঁহার ক্রমশঃ দুর্বল
হইয়া পড়িতে লাগিল। আর বর্মরীক ক্রমে
বদ্ধিতবিক্রমই হইতে লাগিলেন। পরে বর্মরীক
সক্রোধে বলপূর্বক ভীমকে উঠাইয়া মহৌতলে
নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। তাহা অদ্ভুতবৎ
প্রতীয়মান হইল। ভীম তখন মুচ্ছিত হইয়া
অল্পাঙ্গ স্পন্দন মাত্র করিতে লাগিলেন।
বর্মরীক তখন তাঁহাকে সাগরজলে ক্ষেপণার্থ

পাণ্ডবা নৈতদেব্যা নয়নযজ্ঞিতাঃ ॥ ৪০ ॥ তথা
গৃহীতে কুরুবীরমুখ্যে বীরেণ তেন দ্রুতবিক্রমেণ ।
আশ্চর্য্যমাসীদ্বি দেবতানাং দেবীভিরাকাশতলে
নিরীক্ষ্য তম্ ॥ ৪১ ॥ সাগরস্ত ততস্তীরে বক্ষরীকং
গতং তদা । নিরীক্ষ্য ভগবান ক্রোধো বিয়ংস্থঃ
সমভাষত ॥ ৪২ ॥ ভোভো বাক্সসশাৰ্দূল বক্ষরীক
মহাবল । যুগেনং ভরতশ্রেষ্ঠঃ ভীমং তব পিতা-
মহম্ ॥ ৪৩ ॥ অয়ং হি তীর্থযাত্রায়াং বিচরন্ ভ্রাতৃ-
ভির্ভূতঃ । কৃষ্ণা চাপাদস্তীর্থং স্নাতুমেবাভ্যুপায়যৌ ॥
৪৪ ॥ সম্মানং সৰ্ব্বথা তস্মাদহং কৌরবনন্দনঃ ।
অপাপো বা সপাপো বা পূজা এবাপিতামহঃ ॥ ৪৫ ॥
সূত উবাচ । ইতি ক্রুদ্ধবচঃ শ্রুত্বা সহসা তং বিমুচ্য
সঃ । স্থপতং পাদয়োঃ ধিক্ কষ্টং কষ্টঞ্চ প্রাপ্ত
সঃ ॥ ৪৬ ॥ ক্ষমাতাং ক্ষমাতাং চোঁত পুনঃ পুনর-
বোচত । শিরশ্চ তাড়য়ন্ স্ত্রীয়াং রুরোদ চ মুহুর্মুহঃ ॥
৪৭ ॥ তং তথা পরিশোচন্তঃ মুহমানঃ মুহুর্মুহঃ ।
ভীমসেনঃ সমালিঙ্গ্য আশ্রায় চ বচোহব্রবীৎ ॥ ৪৮ ॥

লইয়া চলিলেন । দেবী তখন পাণ্ডবগণের
নয়নাবরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা এ
ব্যাপার দেখিতে পাইলেন না । ৩০—৪০ । অদ্ভুত-
বিক্রম বীর বক্ষরীক সেই কুরুবীরবর ভীমসেনকে
সেই ভাবে লইয়া যাইতে থাকিলে তখন তাহা
দেখিয়া আকাশতলস্থ দেব-দেবীগণ সকলেই
বিস্মিত হইলেন । বক্ষরীক যখন ভীমকে লইয়া
সাগরতীরে উপনীত হইলেন, তখন ক্রুদ্ধদেব
আকাশে থাকিয়া কহিলেন,—ওহে ওহে বাক্সস-
শাৰ্দূল, মহাবল, বক্ষরীক ! এই ভরতবংশপ্রধান
ভীমকে পরিত্যাগ কর ; ইনি তোমার পিতা-
মহ । ইনি ইহার অপর ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর
সহিত তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়া এই তীর্থে স্নানার্থ
আসিয়াছেন । সুতরাং এই কৌরবনন্দন, সপাপ
বা অপাপ যাহাই হউন, তোমার পিতামহ বলিয়া
ইনি তোমার সৰ্ব্বথা সম্মান্য । সূত কহিলেন,—
ক্রুদ্ধের এই কথা শুনিয়া বক্ষরীক সহসা ভীমকে
মোচনপূর্ব্বক “হা ধিক্ ! কি কষ্ট ! কি কষ্ট !”
এই বলিয়া তদীয় পাদতলে নিপতিত হইলেন
এবং “ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন” এই কথা বার-
বার কহিতে লাগিলেন ; আর মুহুর্মুহ নিজ
মস্তকে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগি-
লেন । ভীমসেন তখন সেই মুহুর্মুহঃ মুহমান
রোদন-পরায়ণ বক্ষরীককে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তদীয়

বয়ং স্বাং নৈব জানীমহঃ চান্মাঞ্জয়কালতঃ । অত্র
বাসন্ত তে পুত্র ভৈমঃ কৃষ্ণাচ্চ সংশ্রুতঃ ॥ ৪৯ ॥
পরং নো বিস্মৃতং সৰ্ব্বং নানাভূতৈঃ প্রমুহতাম্ ।
ভূগিতানাং যতঃ সৰ্ব্বা স্মৃতিৰূপা ভবেৎ ক্ষুটম্ ॥
৫০ ॥ তদস্মাকমিদং ভূগং সৰ্ব্বং কালবিধানতঃ ।
মা শোচন্তুঃ তনয় ন তে দোষোহস্তু চাখপি ॥ ৫১ ॥
যতঃ সৰ্ব্বঃ ক্ষত্রিয়শ্চ দণ্ডো বিপথি সংস্থিতঃ ।
আত্মাপি দণ্ডাঃ সাধুনাং প্রবৃত্তঃ কুপথাদ্যদি ॥ ৫২ ॥
পিতৃমাতৃসুহৃদ্ভ্রাতৃপুত্রাদীনাং কিমুচ্যতে । অতীব
মম হর্ষোহয়ং ধন্যোহহং পূৰ্ব্বজাশ্চ মে ॥ ৫৩ ॥
যশ্চ স্বীদৃশকঃ পৌত্রো ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মপালকঃ ।
বরাইস্থং প্রশংসার্হো ভবান্ যেষাং সতাং তথা ॥ ৫৪ ॥
তস্মাচ্ছোকং বিহায়েমং স্বস্তো ভবিতুমর্হসি ॥ ৫৫ ॥
বক্ষরীক উবাচ । পাপং মাং তাততাত স্বং ব্রহ্মদ-
দপি কুৎসিতম্ । অপ্রশস্তং নাইসীহ দ্রষ্টুং স্পষ্টমপি
প্রভো ॥ ৫৬ ॥ সন্মেষামেব পাপানাং নিকৃতিঃ

মস্তকাত্মাণ করিয়া কহিলেন,—পুত্র ! আমরা
তোমাকে কখনও দেখি নাই, আর তুমিও জন্মা-
বার আমাদেরকে দেখ নাই । তবে কৃষ্ণের ও
ধটোৎকচের নিকট তুমি যে এখানে বাস করি-
লেছ, তাহা শুনিয়াছি মাত্র । কিন্তু আমরা নানা
রূপের নিপীড়নে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি ।
বারং, দেখা যায় যে, ভূগিতগণের সমস্ত স্মৃতিই
বিনুপ্ত হইয়া যায় । ৪১—৫০ । কালতঃ আমাদের
এই ভূগং, সম্পূর্ণ কালপ্রভাবকৃত ; সুতরাং
বৎস । এজন্য তুমি অগুমাত্রও শোক করিও না !
ইহাতে তোমার অগুমাত্র দোষ নাই । কারণ,
বিপথগামী সমস্ত ব্যক্তিই ক্ষত্রিয়ের দণ্ডাই ।
আব পিতা মাতা সুহৃদ্-ভ্রাতাদির কথা কি ?—
সাবদিগের পক্ষে কুপথগামী আত্মাও দণ্ডনীয় ।
ইহা আমার অতীব হর্ষের বিষয় ! তোমার স্বায়
ধর্ম্মজ্ঞ সাধুপালক পৌত্রদ্বারা আমার পূর্ব্বপুরুষগণ
সহ আমি ধন্য হইলাম । তুমি সাধুসমাজে
বরলাভযোগ্য এবং প্রশংসাজনক হও । তুমি
শোক পরিহার করিয়া সুস্থ হও । বক্ষরীক
কহিলেন,—প্রভো পিতামহ ! আমি পাপিষ্ঠ ।
ব্রহ্মঘাতী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ; কোন মতেই
প্রশংসাজনক নহি ; অতএব আপনার স্পর্শনের
বা দর্শনেরও আমি অযোগ্য । পণ্ডিতগণ সমস্ত
পাপেরই নিকৃতি বিধান করিয়াছেন ; গরুড়

প্রোচ্যতে বৃধেঃ । পিত্রোরভক্তস্ত পুনর্নিষ্কৃতির্নৈব
বিদ্যতে ॥ ৩৭ ॥ তদ্যেন দেহেন ময়া তাততাতো-
হতিপীড়িতঃ । তৎ স্বমেব সমুৎস্রজ্যে মহীসাগর-
সঙ্গমে ॥ ৫৮ ॥ মৈবঃ ভবেয়মন্তেষু অপি জনসু
পাতকী । ন মামস্মাদভিপ্রায়দর্হঃ কোহপি নিবর্তি-
তুম্ ॥ ৫৯ ॥ যতোহংশেন বিলিপ্যত প্রায়শ্চিত্তান্নি-
বারকঃ । এবমুক্তা সমুৎপ্লুত্যা যযৌ চৈবাণবঃ বলৌ ॥
৬০ ॥ সমুদ্রোহপি চকম্পে চ কথমেতৎ নিহন্যাহম্ ।
ততঃ সিদ্ধাঙ্গিকা যাস্ত দেব্যস্তত্র চতুর্দশ ॥ ৬১ ॥
সমালিঙ্গ্য চ সংস্থাপ্য ক্রদ্রেণ সহিতা জগুঃ । অজ্ঞাত-
বিহিতে পাপে নাস্তি বীরেন্দ্র কল্মষম্ ॥ ৬২ ॥
শাস্ত্রেয়ুক্রমিদং বাক্যং নান্তথা কর্তুমর্হসি । অমুক
পৃষ্ঠলগ্নং হুং পশু ভোঃ স্বং পিতামহম্ ॥ ৬৩ ॥ পুত্র-
পুত্রোতি ভাষন্তমহু ত্বা মরণোন্মুখম্ । অধুনা
চেৎ স্বকং দেহং বীর হুং পরিত্যক্তাসি ॥ ৬৪ ॥
ততস্ত্যক্ত্যতি ভীমোহপি পাতকং তন্নহন্তব । এবং
জ্ঞাত্বা ধারয় হুং স্বশরীরং মহামতে ॥ ৬৫ ॥ অথ
চেত্যাক্রুকামস্বঃ তত্রাপি বচনং শৃণু । স্বল্পেনৈব চ

পিতামাতার অভক্ত সন্তানের কোনও নিষ্টি
বিধান করেন নাই । অতএব আমি যে শরীর
দ্বারা পিতামহের পীড়া জন্মাইয়াছি, নিজেই সেই
শরীর মহীসাগরসঙ্গমে বিসর্জন করিব । আমি
যেন অপরাপর জন্মে একপ পাতকী না হই ।
এই অভিপ্রায় হইতে আমাকে কেহই নিবারণ
করিতে পারিবে না । কারণ, প্রায়শ্চিত্তের নিবা-
রক ব্যক্তি অংশতঃ মূল পাপীর পাপভাগী হয় ।
বলবান বর্ষরীক এই বলিয়াই লক্ষপ্রদানপূর্বক
সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন । তখন সমুদ্রও
“ইহাকে আমি কিরূপে বিনাশ করিব?” ভাবিয়া
কাম্পিত হইতে লাগলেন । তত্রতা সিদ্ধাঙ্গিকা
ও অপরাপর চতুর্দশ দেবী তখন ক্রদ্রেণ সাহিত
সেখানে আবির্ভূত হইয়া বর্ষরীককে আনিঙ্গন-
পূর্বক সান্ত্বনা সহকারে কহিলেন,—হে বীরেন্দ্র !
অজ্ঞানবশে যে কার্য্য করা যায়, তাহাতে পাপ
হয় না । এ কথা শাস্ত্রসমূহে উক্ত আছে ।
সুতরাং তাহার অন্তথাচরণ করা কর্তব্য নহে ।
হে বীর ! আর ঐ দেখ, তোমার পিতামহ,
তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ‘পুত্র, পুত্র’ রবে মরণোন্মুখ
হইয়া আগমন করিতেছেন । হে বীর ! তুমি
যদি এখন দেহত্যাগ কর, তবে ভীমও নিশ্চয়ই
প্রাণত্যাগ করিবেন, তাহা হইলে তোমার মহৎ

কালেন কৃষ্ণাদেবকিনন্দনাং ॥ ৬৬ ॥ দেহপাতস্তব
প্রোক্তন্তঃ প্রতীক যদৌচ্ছসি । যতো বিষ্ণুকরাহংস
দেহপাতো বিশিষ্যতে ॥ ৬৭ ॥ তস্মাৎ প্রতীক
তং কালমস্মাকং প্রার্থিতেন চ । এবমুক্তো নিববৃতে
বর্ষরীকোহপি দুর্শ্বনাঃ ॥ ৬৮ ॥ ক্রদ্রং দেবীণাং চামুগাং
সোপালস্তং বচোহব্রবীৎ । স্বমেব দোব জানাসি
রক্ষান্তে শাস্ত্রধারিণা ॥ ৬৯ ॥ পাণ্ডবা ভূমিকৃত্যার্থে
তন্তে কস্মাহপোক্তম্ । ইয়া চ সমুপাগত্য রক্ষি-
তোহয়ং বৃকোদরঃ ॥ ৭০ ॥ দেবাবাচ । অহং
রক্ষয়িষ্যামি স্বভক্তঃ কৃষ্ণমৃত্যুতঃ । যস্মাচ্চ চণ্ডিকা-
কৃত্যে কৃতোহনেন মহারণঃ । তস্মাচ্চাণ্ডলনায়ায়ং
বিশ্বপূজো ভাবয়তি ॥ ৭১ ॥ এবমুক্তা গতাঃ
সম্মে দেবা দেবাস্তদৃশুতাম্ । ভীমোহপি তং
সমাদায় পাণ্ডভাঃ সক্ষমুচিবান্ ॥ ৭২ ॥ বিস্মিতাঃ
পাণ্ডবাস্তক পূজয়িত্বা পুনঃপুনঃ । যথোক্তবিধিনা
ঐশ্বানরমর্জিতাঃ ॥ ৭৩ ॥ ভীমোহপি যত্র

পাপ সঞ্চয় হইবে । হে মহামতে ! তুমি ইহা
বিবেচনা করিয়া নিজ জীবন রক্ষা কর । আর
যদি নিতান্ত পক্ষেই তুমি দেহত্যাগে অভিনাষ
করয়া থাক, তবে তদ্বশেও আমার কথা শুন ।
আতি অল্পকাল মধ্যেই দেবকীনন্দন, শ্রীকৃষ্ণের
হস্তে তোমার দেহপাত বিহিত হইয়া রাহ-
য়াছে, তুমি তাবৎকাল অপেক্ষা কর । কারণ,
বৎস ! বিষ্ণুর হস্তে দেহপাত সর্বিশেষ উৎকৃষ্ট-
সাধক অতএব তুমি আমাদের কথায়
তাবৎকাল প্রতীক্ষা কর । এই কথা শুনিয়া
বর্ষরীক দুঃখতর্জিত দেহত্যাগে বিরত হইলেন
এবং ক্রদ্রকে, দেবীগণকে ও চামুগাকে উপালস্ত-
সহকারে কহিলেন,—হে দেবি ! আপনি তো
জানেনই যে, ভূমণ্ডলের কার্য্যবিশেষ-সাধনার্থ
শ্রীকৃষ্ণ সততই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন ।
আপনি তদ্বশে উপেক্ষা করেন কেন ? আপনিওতো
আগিয়া এই বৃকোদরকেই রক্ষা করিলেন । দেবী
তখন ভীমকে কহিলেন, আমি কৃষ্ণের হস্ত হইতে
আমার ভক্তকে অবশুই রক্ষা করিব, চণ্ডি-
কার কার্য্য সাধনার্থ এই বর্ষরীক মহাযুদ্ধ করিবেন
বলিয়া ইনি জগতে ‘চাণ্ডল’ নামে সম্মানিত হইবেন ।
এই বালয়া দেবদেবীগণ সকলেই অর্দ্রশ্রু হইলেন ।
ভীমও বর্ষরীককে লইয়া আসিয়া পাণ্ডবগণকে সমস্ত
বৃত্তান্ত কহিলেন । পাণ্ডবগণ সর্বিস্ময়ে বর্ষরীকের
সাধুবাদ করিয়া পরে সৌদ্যমে যথাবিধি তীর্থগমন

কুদ্রেণ মোক্ষিতস্তত্র সুপ্রভম্ । লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস
ভীমেশ্বরমিতি কৃতম্ ॥ ৭৪ ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষে
চতুর্দশ্যমুপোষিতঃ । রাত্রে সম্পূজ্য ভীমেশ-
জন্মপাপাধিমুচ্যতে ॥ ৭৫ ॥ যথৈব লিঙ্গানি সুপূজি-
তানি সপ্তাত্ৰ মুখ্যানি মহাকলানি । ভীমেশ্বরঃ
লিঙ্গমিদং তথৈব সমস্তপাপাপহরং সুপূজ্যম্ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভীমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুঃ-
ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । উষিহা সপ্তরাত্রাণি তীর্থেহস্মিন
ভ্রাতৃভিঃ সহ । যুধিষ্ঠিরো মহাতেজা গমনান্যোপ-
চক্রমে ॥ ১ ॥ প্রভাতে বিমলে গাহ্বা দেবীলিঙ্গা-
ন্থথার্চ্য চ । কৃহা প্রদক্ষিণং ক্ষেত্রং দেবীস্তোত্রা-
জজাপ সং । প্রয়াণকালেষু সদা জপাং কৃষ্ণেন
কীর্তিতম্ ॥ ২ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ । দেবি পূজ্যে
মহাশক্তে কৃষ্ণস্তা ভগিনি প্রিবে । নহা হং শরণং
যামি মনোবাক্যকম্মাভিঃ ॥ ৩ ॥ সঙ্কল্যাত্মদানে

করিলেন । ভীম, যেখানে কুদ্র কর্তৃক মেচিত হইয়া-
ছিলেন, সেখানে 'ভীমেশ্বর' নামে একটী লিঙ্গ স্থাপন
করিলেন । জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী - উপবাসী
থাকিয়া নিশীথে ভীমেশ্বরের অর্চনা করিলে আত্ম
কৃতপাতক হইতে মুক্তিলাভ হয় । সেখানে মহাদেব-
সাধক যে সপ্ত লিঙ্গ আছে, ভীমেশ্বর লিঙ্গের
অর্চনা করিলেও তাদৃশ ফল জগে, এবং সমস্ত
পাপ বিদূরিত হয় ॥ ১—৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৪ ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—মহাতেজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ
সেই তীর্থে সপ্ত রাত্র বাস করিয়া পরে প্রস্থান
মানসে প্রাতঃকালে নিমল তীর্থজলে স্নানান্তে দেবী-
গণের ও সপ্ত লিঙ্গের অর্চনা করিয়া প্রদক্ষিণপূর্বক
দেবীস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন । সেই স্মৃতি
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তিত, উহা যাত্রাকালে পাঠ করিতে হয় ।
যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃষ্ণের প্রিয় ভগিনী পূজনীয়া
মহাশক্তি দেবি ! আমি আপনাকে কায়মনোবাক্য-
কর্মে নমস্কার করিয়া আশ্রয় করিতেছি । আপনি

কৃষ্ণচ্ছবিসমপ্রভে । একানংশে মহাদেবি পুত্রবল্লীহি
মাং শিবে ॥ ৪ ॥ ইয়া ততমিদং বিষ্ণুং জগদব্যক্ত-
রূপয়া । ইতি মহা হ্রাং গতৌহস্মি শরণং ত্রাহি
মাং শুভে ॥ ৫ ॥ কার্য্যারম্ভেষু সর্ব্বেষু সাহুগেন
ময়া তব । স্ব আত্মা কলিতো ভক্ত্রে জ্যৈষ্ঠতদমু-
কম্পাতাম্ ॥ ৬ ॥ সূত উবাচ । ইতি ক্রবাণং
রাজানং শিরোবদ্ধাজলিং তদা । বায়ুপুত্রঃ প্রহ-
স্তুব সুস্ময়মিদমববীৎ ॥ ৭ ॥ যে হ্রাং রাজন্
বদন্ত্যবঃ সর্ব্বজ্ঞোহয়ং যুধিষ্ঠিরঃ । বৃথৈব বচনং
তেষাং যতস্ত্বং বেৎসি নাথপি ॥ ৮ ॥ কো হি প্রজা-
বতাং মুখ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিদাং বরঃ । স্ত্রীণাং শরণ-
মাপদ্যোদজুর্দুর্দ্বিধা ভবান্ ॥ ৯ ॥ যতস্ত্বমেব
বেৎসৌদ সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্যতে । জডেয়
প্রকৃতির্মুঢ়া যয়া সম্মোহতে জগৎ ॥ ১০ ॥ সচেতনঞ্চ
প্রকৃষ্য প্রকৃতিক বিচেতনাম্ । প্রাহর্ষুধা নরাধ্যক্ষ
পুংসচ্চ প্রকৃতিঃ প্রিয়া ॥ ১১ ॥ তৎস্বয়ং পুরুষো ভূহা
যুধিষ্ঠির ব্রথামতে । প্রকৃতিং নোসি নহা তাং হাসো
মেহতীব জায়তে ॥ ১২ ॥ আরোহয়েচ্ছিরো নৈব

সকলগকে অভয় দান করিয়াছেন, আপনি কৃষ্ণসম
কাঙ্ক্ষমতী ; হে একানংশ মহাদেবি ! হে শিবে !
আপনি আমাকে পুত্রবৎ পালন করুন । আপনি
অব্যক্তরূপিণী, আপনিই এই জগৎ বিস্তার করিয়া-
ছেন, আমি ইহা জানিয়াই আপনার শরণাপন্ন হই-
লাম ; হে শুভে ! আমাকে আশ্রয় করুন । সমস্ত
কার্য্যারম্ভে আমি অনুচরগণসহ স্বীয় আত্মা আপ-
নাতে লুপ্ত করিয়া থাকি । ভক্ত্রে ! আপনি ইহা
জানিয়া যৎপ্রতি রূপা বিতরণ করুন । সূত কহি-
লেন,—রাজা যুধিষ্ঠির মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া
এইরূপ বলিতে থাকিলে ভীমদেব একটু বিরক্তিব
সহিত তাঁহাকে কহিলেন,—রাজন্ ! .লোকে যে
আপনাকে “যুধিষ্ঠির সখ্য” এই বলিয়া সর্ব্বজ্ঞরূপে
নির্দেশ করে, আমি দেখিতেছি, তাহাদের সে কথা
নিজান্ত মিথ্যা ; কারণ, আপনি তো কিছুই জানেন
না । বুদ্ধিমানগণের অগ্রগণ্য ও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী
হইবাও কোন্ বাক্তি আপনার ত্রায় সরলচিত্তে স্ত্রী-
দিগের শরণাপন্ন হয় ? আপনিই তো জানেন, আর
সকল শাস্ত্রেও কীর্তিত আছে যে, যিনি জগতের
মোহ বিধান করেন, সেই প্রকৃতিদেবী জড়া ও মুঢ়া ।
—১০। হে নরনাথ ! পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকে অচেতনা
ও পুরুষকে সচেতন বলিয়া থাকেন । প্রকৃতি পুরুষের
পত্নী । হে ব্রথাজ্ঞান যুধিষ্ঠির মহারাজ ! আপনি

কচিক্ৰিহা উপানহো । যথা স মুঢ়ো ভবতি দেবী-
ভক্তিরতস্তথা ॥ ১৩ ॥ যদি তে বন্দিবৎ পার্থ
তিষ্ঠেদ্বাণ্যনিবারিতা । তৎ কিমর্থং মহাদেবং ন স্তৌষি
ত্রিপুরাস্তকম্ ॥ ১৪ ॥ অলঙ্ক্যমিতি বা মহা মহে-
শানং মহামতে । ততঃ কিমর্থং দাশাঙ্কং ন স্তৌষি
পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ যন্ত প্রসাদাদম্মাভিঃ প্রাপ্তা
ক্রপদনন্দিনী । ইন্দ্রপ্রস্থে তথা রাজ্যং রাজস্বয়ং
কৃতঃ ॥ ১৬ ॥ বিজয়েন ধনুর্লঙ্কং জরাসন্ধো ময়া
হতঃ । প্রত্যাহর্ভুং তথেষ্টামঃ কৌরবেভ্যঃ স্বকাং
শ্রিয়ং ॥ ১৭ ॥ যন্ত প্রসাদাত্তং মুক্তা কৃষ্ণং হা স্তৌষি
যজ্জয়ী । অথ স্বয়ং কৌরবাণামুৎপন্নং কুলসত্তমম্ ॥
১৮ ॥ জানম্নান্নানমল্লহাদুর্কেন স্তৌষি যাদবম্ ।
তৎকিমর্থং মহাবীৰ্য্যং ন স্তৌষ্যর্জুনমুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥
যেন বিক্রং পুরা লঙ্কাং যেন কর্ণদয়ো জিতাঃ । যেন
তৎ খাণ্ডবং দহ্যং যজ্ঞে যেন নৃপা জিতাঃ ॥ ২০ ॥

স্বয়ং পুরুষ হইয়া সেই প্রকৃতিকে প্রণতি করিতেছেন,
ইহাতে আমার হাসি পাইতেছে । পাছুকা কদাচ
মস্তকে আরোহণের যোগ্য হয় না ; পরন্তু যে ব্যক্তি
সেই পাছুকা মস্তকে ধারণ করে, দেবীভক্ত মুঢ়
মানবও তজপ । হে পার্থ ! বন্দিজনবৎ যদি আপ-
নার অনর্গল বাগ্‌বিত্তাস করিতেই হয়, তবে ত্রিপুর-
হর শঙ্করের স্তব করুন না কেন ? হে মহামতে !
মহেশ্বর অলঙ্ক্য বলিয়া যদি তাঁহাকে স্তব না করেন,
তবে পুরুষোত্তম বাসুদেবেরওতো স্তুতি করিতে
পারেন ! ষাঁহার প্রসাদে আমরা দ্রৌপদীকে
পাইয়াছি ; আপনি ইন্দ্রপ্রস্থে রাজস্ব করিয়াছেন,
ও রাজস্ব্য অমুষ্ঠান করিয়াছেন ; অর্জুন
উত্তম ধনু লাভ করিয়াছেন ; আমি জরাসন্ধকে
নিহত করিয়াছি এবং এখনও আমরা কৌরব-
গণ হইতে স্বীয় রাজলক্ষ্মীকে আত্মসাৎ করিতে
অভিলাষ করিতেছি, সেই কৃষ্ণকে পরিহার
করিয়া—তৎকৃপায় জয়যুক্ত ভবাদৃশ ব্যক্তি
অপরের স্তব করিতেছেন ; হায় কি কষ্ট । আর যদি
ইহাদ্ব্যতাবেন যে, আমি উত্তম কৌরবকূলে জন্মি-
য়াছি, সুতরাং আত্মকুলাপেক্ষা হীন যজুবংশীয় কৃষ্ণের
স্তব করিব কি প্রকারে ?—তাহাও আপনার নির্বু-
দ্ধিতা মাত্র ; তাহা হইলেও আপনি অর্জুনের স্তব
করুন না কেন ? ইনি পূর্বে দ্রৌপদীস্বয়ম্বরে লক্ষ্য
বেধ করিয়াছেন, কর্ণপ্রমুখ বীরগণকে জয় করিয়া-
ছেন, খাণ্ডববন দাহ করিয়াছেন, রাজস্বয় যজ্ঞে
রাজগণকে নির্জিত করিয়াছেন, গুনিয়াছি, ইনি

আয়তে যেন বিক্রম্য মহেশানোহপি নির্জিতঃ ।
স্বর্লোকসংস্থিতস্তাশ্চ শরণং যাহি স্তৌষি চ ॥ ২১ ॥
অথবা তেন শক্তেন রাজ্যং মে নার্জিতং কৃতঃ ।
ইতি মহা বৃধেব স্বং ন স্তৌষি ভ্রাতরং মম ॥ ২২ ॥
ততো মাং বা কথং বীরং ন স্তৌষি স্বং যুধিষ্ঠির ।
যেন স্বং রক্ষিতঃ পূর্বে লাক্ষাগেহাগ্নিমধ্যাতঃ ॥ ২৩ ॥
বৃক্ষেণাহত্যা মদ্রেশো নদীং শুক্লাং প্রসারিতঃ ।
রাজরাজস্তথা যেন জরাসন্ধো নিপাতিতঃ ॥ ২৪ ॥
পূর্বা দিগুনির্জিতা যেন যেন পূর্বে বকো হতঃ ।
হিড়ম্ভচ মহাবীরঃ কিম্মীরশ্চাধুনা বনে ॥ ২৫ ॥
কালেকালে চ রক্ষামি স্বামেবাহং সদাভুগঃ । ন
তাং পশ্যামি রক্ষন্তীং নহা যাং স্তৌষি ভারত ॥ ২৬ ॥
অথ ক্ষুধাবলং জাহ্না মামৌদরিকসত্তমম্ । ক্রুরং
সাহসিকং চৈব ন স্তৌষি ক্ষমিণাং বরঃ ॥ ২৭ ॥
ততঃ সুসংযতো ভূহা প্রণবঃ সমুদীরয়ন্ । কথং
ন যাসি মার্গে স্বং বৃথালাপো হি দোষভাক ॥ ২৮ ॥
প্রেতাঃ পিশাচা রক্ষাংসি বৃথালাপরতং নরম্ ।

বিক্রমপ্রকাশে মহেশকেও জয় করিয়াছেন, এবং
ইনি স্বর্গেও বাস করিয়াছেন ; সুতরাং ইহাকেই
স্তব করুন, এবং ইহারই আশ্রয় লউন । অথবা
“অর্জুন সক্ষম হইয়াও আমাকে রাজ্য জয় করিয়া
প্রদান করিলেন না” ইহা ভাবিয়া যদি তাঁহাকে স্তব
করিতে অভিলাষ না হয়, তবে হে বীর যুধিষ্ঠির !
আপনি আমাকে স্তব করুন না কেন ? যৎকর্তৃক
পূর্বে আপনি জতুগৃহে অগ্নিমধ্য হইতে রক্ষিত হইয়া-
ছেন, বৃক্ষাঘাতে মদ্রপতি আহত ও শুক্লনদী মধ্যে
পাতিত হইয়াছেন, রাজরাজ জরাসন্ধ নিপাতিত
হইয়াছেন, পূর্বাদিক বিজিত হইয়াছে, পূর্বে বক ও
মহাবীর হিড়ম্ভ রক্ষস হত হইয়াছে, অধুনা বনমধ্যে
কিম্মীরও নিপাতিত হইয়াছে, আমি সেই ভীম ;
কালে কালে আমিই আপনাকে সতত অমুমগন-
পুরুষ রক্ষা করি, সুতরাং আমাকেই স্তব করুন
না কেন ? হে ভারত ! আপনি যাহাকে স্তব করি-
তেছেন, কদাচ তাহাকে তো আপনার রক্ষা
করিতে দেখি নাই । আর যদি আমাকে ক্ষুধা-
ক্রান্ত, নিতান্ত ঔদারিক, ক্রুর, ও সাহসিক বোধে
স্তব না করেন, তবে হে ক্ষমাবানদিগের অগ্র-
গণ্য মহারাজ ! আপনি সুসংযত ভাবে প্রণব
উচ্চারণ করিতে করিতে পথে যাইতে থাকুন ।
বৃথালাপ করা দোষাই । বৃথালাপীর শরীরে
প্রেত-পিশাচাদি আবিষ্টি হয় ; তাহাতে সে ব্যক্তি

আবিষ্কৃত্য তদাবিষ্টো বক্তাবদ্ধং পুনঃপুনঃ ॥ ২৯ ॥
 বৃথালপী যদ্ব্যতি যৎকরোতি শুভং কচিৎ ।
 প্রেতাতিতপ্তয়ে সৰ্বমিতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩০ ॥
 নায়ং তস্মাস্তি বৈ লোকঃ কুত এব পরো ভবেৎ ।
 তস্মাদ্বিজানতা যত্নাত্মজ্যমেব বৃথা বচঃ ॥ ৩১ ॥
 এবং সংস্মারিতোহপি হং যদি ভূয়ঃ প্রবক্তসে ।
 ভূতাবিষ্টচিকিৎস্তো নো বিবিধৈরৌষধৈর্ভবান্ ॥ ৩২ ॥
 সূত উবাচ । ইতি প্রবর্ণিতাঃ শ্রীমহা ভীমসেনেন
 ভারতীম্ । পটমিব প্রবিততাং বিহস্তাহ যুধিষ্ঠিরঃ ॥
 ৩৩ ॥ নুনং তমলবিজ্ঞানো বেদাবীতাস্থয়া বৃথা ।
 মাতরং সৰ্বভূতানামদিকাং যন্ন মশ্যসে ॥ ৩৪ ॥
 স্ত্রীপক্ষ ইতি মহা তামবজানাসি ভোঃ কথম্ । স্ত্রী
 সতী ন প্রণম্য কিং হয়া কুন্তী বৃকোদরঃ ॥ ৩৫ ॥
 যদি ন স্মান্যহামায়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবার্চিতা । তব
 দেহোদ্ভবঃ পার্থ কথং স্মাতব্বতো বদ ॥ ৩৬ ॥ ঈশ্বরঃ
 পরমায়া তাং তাতুং শত্রুঃ কথং ন হি । পুনর্ভেজে
 যতো দেবীং তেন মন্ত্রে মহোজ্জিতাম্ ॥ ৩৭ ॥

বারম্বার অসদ্বন্ধ বাগ্‌বিত্তাস করিতে বাধ্য হয় ।
 বৃথালপী মানব যাহা ভোজন করে, বা যে কিছু
 সংকার্য্য করে, তৎসমস্তই প্রেতাদির তৃপ্তি-
 বিধায়ক হয় । ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । বৃথালপীর
 ইহা লোকেই সুখলাভ হয় না; পরলোকের আর
 কথা কি? সেই জন্ত জ্ঞানবান মানবের পক্ষে
 বৃথালপ সৰ্ব্বথা পরিত্যাজ্য । আপনাকে ইহা
 শ্রবণ করাইয়া দিলাম । তথাপি যদি আপনি
 বৃথালপ করিতে থাকেন, তবে আপনি নিশ্চয়ই
 ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন । সূতরাং আমাদিগের পক্ষে
 বিবিধ ঔষধাদি দ্বারা আপনার চিকিৎসা করা
 কর্তব্য । ১১—৩২ । ভীমসেনোক্ত বিশাল বশন-
 তুলা বিকৃত এবদ্বিধ বাগ্‌বিত্তাস শ্রবণে যুধিষ্ঠির
 সহস্রাং তাঁহাকে কহিলেন,—নিশ্চয়ই তুমি নিম্নোদ,
 তুমি বৃথাই বেদাব্যয়ন করিয়াছ; কারণ সৰ্বভূতের
 মাতৃরূপিনী অদিকাকে সম্মান করিতেছ না ।
 শুভে ! তুমি স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা
 করিতেছ কেন? মাতা কুন্তীও তো স্ত্রী; তিনি
 কি প্রণামাহা নহেন? যদি ব্রহ্মা বিষ্ণুও শিবাদির
 আৰ্চিতা মহামায়া না থাকিতেন, তবে তোমার
 দৌহত্যপত্তি হইত কি প্রকারে? হে পার্থ! তুমি
 তাহা বর্জ্যতঃ বল দেখি? পরমায়া মহেশ্বরও
 সেই মায়াই কোনরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ
 নহেন; কারণ, তিনিও তো পুনরায় সেই মায়ার

বাসুদেবোহপি নিত্যং তাং স্তৌতি শক্তিঃ পরাৎ-
 পরাম্ । অহং যদি চিকিৎস্তাঃ স্মাং চিকিৎস্তাঃ
 সোহপি কিং ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ নৈবং ভূয়ঃ প্রবক্তব্যং
 মৌখ্যং প্রতি মহেশ্বরীম্ । ভূমৌ নিপতা শরণং
 যাহি চেৎ সুখমিচ্ছসি ॥ ৩৯ ॥ ভীম উবাচ । সর্বো-
 পার্যেকৌষধ্যস্তি চাটা হস্তগতং নরম্ । ইদমে-
 বৌষধং তত্র তৈঃ সার্কং জল্লনং ন হি ॥ ৪০ ॥ যুগে
 যুগে মতির্ভিন্না সত্যমেতন্মপ ফুটম্ । স্বাভীষ্টং
 কুরুতে সৰ্বঃ-কুর্নোহভীষ্টং বয়ং তথা ॥ ৪১ ॥ নাগা-
 যুতসমপ্রাণো বায়ুপুঞ্জো বৃকোদরঃ । ন স্ত্রিয়ং শরণং
 গচ্ছেদ্বায়াত্রেণ কথঞ্চন ॥ ৩২ ॥ ইত্যুক্তা বচনং
 ভীমো হনুবব্রাজ তং নৃপম্ । রাজাপি সান্নগো
 যাতো ন সাধ্বিতি মুহূর্ব্বন ॥ ৪৩ ॥ ততঃ ক্ষণেন
 বিকলস্তিতশ্চেতশ্চ প্রস্থলনং । উবাচ বচনং ভীমঃ
 সূসম্মাত্তো নৃপং প্রতি ॥ ৪৪ ॥ ধর্ম্মরাজ মহাবুদ্ধে
 পশু মাং নৃপসত্তম । চক্ষুর্ভ্যাং নৈব পশ্যামি বৈকল্যং
 কিমিদং মম ॥ ৪৫ ॥ রাজোবাচ । ভীম ভীম এবং

আশ্রয় লইয়াছেন । বাসুদেবও প্রতিদিন সেই
 পরাৎপরা শক্তিকে স্তব করেন । আমি যদি
 চিকিৎসাহ হইয়া থাকি, তবে সেই বাসুদেবও
 তো চিকিৎসাযোগ্য । তুমি মূর্থ্যতাবশে পুনরায়
 সেই মহেশ্বরীর প্রতি ওরূপ উক্তি করিও না ।
 যদি সুখকামনা থাকে, তবে ভূপতিত হইয়া
 তাঁহার শরণাপন্ন হও । ৩৩—৩৯ । ভীম কহিলেন,—
 চাটুকারগণ সমস্ত উপায় দ্বারা মনুষ্যকে আয়ত্ত
 করিয়াই প্রবোধ প্রদান করে; সেরূপ স্থলে
 তাহাদিগের সহিত বাক্যলাপ না করাই চিকিৎসা ।
 রাজন্! “যুগে যুগেই বুদ্ধির পার্থক্য হয়” এই
 প্রবাদ বাক্য নিত্যান্ত সত্য । সকলেই স্বীয়
 অভীষ্ট সাধন করে; সূতরাং আমরাও অভীষ্ট
 কাবাই করিব । অযুত-মাতঙ্গসম বলবান বায়ু-
 নন্দন ভীমসেন, কদাচ বাক্যমাত্রে কোন স্ত্রীর
 শরণাপন্ন হইবে না । ভীম এই বলিয়া রাজা
 যুধিষ্ঠিরের অন্তঃগমন করিতে লাগিলেন । রাজাও
 বারম্বার “ইহা ভাল নহে” এই কথা বলিতে
 বলিতে অন্তঃগামীদিগের সহিত যাইতে লাগি-
 লেন । অতঃপর ক্ষণকালান্তে ভীম ইত্যন্ততঃ
 প্রস্থলিত হইতে হইতে বিকল-কণ্ঠে সম্ভ্রান্ত-চিত্তে
 রাজাকে কহিলেন,—হে নৃপসত্তম মহাবুদ্ধি ধর্ম্ম-
 রাজ ! আমাকে দেখুন; আমি আর চক্ষে দেখিতে
 পাইতেছি না; আমার এ কি বৈকল্য ঘটিল?

দেবী কুপিতা তে মহেশ্বরী। তেন নষ্টে চক্ষুর্ভূতে
মহাসাহসবলত ॥ ৪৬ ॥ তৎ সাম্প্রতমভিপ্রৈহি শরণং
পরমেশ্বরীম্। পুনঃ প্রসন্না তে দদ্যাৎ কদাচি-
ন্নয়নে পুনঃ ॥ ৪৭ ॥ ভীম উবাচ। অহমপাঙ্গ
জানামি সমো দেব্যা ন কশ্চন। প্রভাবপ্রত্যয়ার্থ-
হি সদা নিন্দামি তাং পুনঃ ॥ ৪৮ ॥ তস্মাৎ প্রভাবঃ
দৃষ্টেবং নিপত্য বসুধাতলে। মনোবাগ্‌বুদ্ধিভর্নহা
শরণং স্তোমি মাতরম্ ॥ ৪৯ ॥ সূত উবাচ। ইত্যাঙ্ক
ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ। গঠৈব
দেবাঃ শরণং ভীমস্বষ্টাব মাতরম্ ॥ ৫০ ॥ ভীম
উবাচ। সর্বভূতাদিকে দেবি ব্রহ্মাণ্ডশতপূরকে।
বালিশং বালকং স্বীয়ং ত্রাহি ত্রাহি নমোহস্ত তে ॥
৫১ ॥ হং ব্রাহ্মী ব্রহ্মণঃ শক্তির্বৈকবী হং চ শাস্তবী।
ত্রিমূর্তিঃ শক্তিরূপা হং রক্ষ রক্ষ নমোহস্ত তে ॥ ৫২ ॥
অমৈল্লী চ হমায়েয়ী হং যাম্যা হং নৈঋতী। হং
বারুণী হং বায়ব্যা হ কোবেরী নমোহস্ত তে ॥ ৫৩ ॥
ঐশানি দেবি বারাহি নারসিংহি জয়প্রদে। কোমারি
কুলকল্যাণি রূপেশ্বরি নমোহস্ত তে ॥ ৫৪ ॥ হং

রাজা কহিলেন,—ভীম! হে ভীম! নিশ্চয়ই দেবী
মহেশ্বরী তোমার প্রতি কুপিতা হইয়াছেন; সেই
জন্তই হে মহাসাহসপ্রয়! তোমার চক্ষুর্দ্বয় বিনষ্ট
হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ভূমি মনে মনে সেই
পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে তিনি
প্রসন্না হইয়া তোমাকে আবার নয়ন দান করিতে
পারেন। ভীম কহিলেন,—হে মহারাজ! দেবীর
তুল্য যে অপর কেহই নাই, আমিও তাহা জানি;
পরন্তু তদীয় প্রভাব দর্শনার্থই আমি নিযত তাঁহার
নিন্দা করি। অতএব এক্ষণে আমি তাঁহার প্রভাব
প্রত্যক্ষ করিলাম, স্মৃতরাং ভূপতিত হইয়া মনো-
বাক্য-বুদ্ধি-যেগে সেই মাতার শরণাপন্ন হইয়া
তদীয় স্তব করিতেছি। ৩৪—৫০। সূত
কহিলেন,—ভীম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই কথা কহিয়া
সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্বক দেবীর শরণাপন্ন
হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ভীম কহি-
লেন,—হে সর্বভূতজননি! হে শত ব্রহ্মাণ্ডপূরণ-
কারিণী দেবি! আপনার এই নিরোধে স্থানকে
পরিজ্ঞান করুন; আপনাকে নমস্কার। আপনি
ব্রহ্মশক্তি ব্রাহ্মী, আপনিই বৈষ্ণবী এবং আপনিই
শাস্তবী। আপনিই ত্রিমূর্তিধারিণী পরমা শক্তি;
আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; আপনাকে নম-
স্কার। আপনি ঐল্লী, আপনিই অমায়িকী, আপনিই
যাম্যা, এবং আপনিই বারুণী, বায়ব্যা, ও কোবেরী,

সূর্য্যো হং তথা সোমে হং ভৌমে হং বুধে হরৌ।
হং শুক্রে হং স্থিতা রাহৌ হং কেতুযু নমোহস্ত
তে ॥ ৫৫ ॥ বসসি ঋবচক্রে হং মূনিচক্রে চ তে
স্থিতিঃ। ভচক্রেষু খচক্রেষু ভূচক্রে চ নমোহস্ত
তে ॥ ৫৬ ॥ সপ্তদ্বীপেষু হং দেবি সমুদ্রেষু চ সপ্তসু।
সপ্তস্বপি চ পাতালেষবসংস্থে নমোহস্ত তে ॥ ৫৭ ॥
হং দেবি চাবতারেষু বিষ্ণোঃ সাহায্যকারিণী। বিষ্ণু-
নাভ্যর্থাসে তস্মাৎত্রাহি মাতর্নমোহস্ত তে ॥ ৫৮ ॥
চতুর্ভূজে চতুর্ভক্রে কলদে চত্বরপ্রিয়ে। চরাচরস্বতে
দেবি চরণৌ প্রণমামি তে ॥ ৫৯ ॥ মহাঘোরে কাল-
রাত্রি ঘণ্টালি বিকটোজ্জ্বলে। সততঃ সপ্তমীপূজ্যে
নেত্রদে শরণং ভব ॥ ৬০ ॥ মেকবাসিনি পিঙ্গাক্ষি
নেত্রত্রাণৈককারিণি। হৃহঙ্কারধ্বন্তদৈত্যো শরণ্যে
শরণং ভব ॥ ৬১ ॥ মহানাদে মহাবীর্য্যে মহামোহ-
বিনাশিনি। মহাবজ্রাপহে দেবি দেহি নেত্রত্রয়ং
মম ॥ ৬২ ॥ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্য। যদি হং সত্যতো-
হদিকে। ততো মে মঙ্গলং দেহি নেত্রদানান্নমোহস্ত

আপনাকে নমস্কার। হে ঐশানি! হে বারাহি!
হে নারসিংহি, হে জয়প্রদে। হে কোমারি! হে কুল-
কল্যাণি! হে রূপেশ্বর! আপনাকে নমস্কার।
আপনি সূর্য্যো, সোমে, মঙ্গলে, বুধে, বৃহস্পতিতে,
শুক্রে, রাহুতে ও কেতুগণেও নিযত অবস্থিতা;
আপনাকে নমস্কার। আপনি ঋবচক্রে, মূনিচক্রে,
ক্ষেত্রচক্রে, আকাশচক্রে ও ভচক্রে সদা বিরাজমানা;
আপনাকে নমস্কার। আপনি সপ্ত-দ্বীপে, সপ্ত
সমুদ্রে ও সপ্ত পাতালে সতত অবস্থিতা;
আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! বিষ্ণুর অবতার-
সমূহে আপনি সেই বিষ্ণুর প্রার্থনায়ই সর্বদা সাহায্য
করিয়া থাকেন; হে মাতঃ! আমাকে পরিজ্ঞান
করুন; আপনাকে নমস্কার। হে চতুর্ভূজে!
হে চতুর্ভুগে! হে কর্মফলপ্রদে! হে চত্বরপ্রিয়ে!
হে চরাচর স্বতে! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণাম
করিতেছি। হে মহাঘোরে! হে কালরাত্রি! হে
ঘণ্টালি! হে বিকটোজ্জ্বলে! হে সতত সপ্তমী-
পূজ্যে! হে নেত্রদে! আমাকে জ্ঞান করুন। হে
মেকবাসিনি! হে পিঙ্গাক্ষি! হে একমাত্র নেত্রত্রাণ-
কারিণি! হে হৃহঙ্কার দ্বারা দৈত্যবিনাশিনি! হে
শরণ্যে। আমার অবলম্বন হউন। হে মহানাদে!
হে মহাবীর্য্যে! হে মহামোহবিনাশিনি! হে মহাবজ্র-
হারিণি! হে দেবি! আমাকে নেত্রত্রয় দান করুন।
হে অদিকে! আপনি যদি প্রকৃতই সর্বমঙ্গলের
মঙ্গলকারিণী হন, তবে নেত্রদানে আমার মঙ্গলবিধান

তে ॥ যদি সর্বরূপাভ্যঃ সত্যত্বং কৃপাবতী ।
ততঃ কৃপাং কুরু ময়ি দেহি নেত্রে নমোহস্ত তে ॥
৬৪ ॥ পাপোহয়মিতি যদেবি প্রকুপ্যসি রুধৈব তৎ ।
ত্বং মাং মোহয়সি হেবং ন তে তৎ কিং নমোহস্ত
তে ॥ ৬৫ ॥ স্বয়মুৎপাদ্য যো রেণুং বেষ্টিতস্তেন
কুপ্যতি । তথা কুপ্যসি মে মাতরনাথস্তাশ্চ দর্শয় ॥
৬৬ ॥ ইতি স্ততা পাণ্ডবেন দেবৌ কৃষ্ণচ্ছবিচ্ছবিঃ ।
রামা রামাভিবদনা প্রত্যক্ষা সমজায়ত ॥ ৬৭ ॥
বিদ্যাকোটিসমভাসমুকুটেনাতিশোভিতা । সূর্য্য-
বিদ্যপ্রভাভ্যাক্ষ কুণ্ডলাভ্যঃ বিভূষিতা ॥ ৬৮ ॥
প্রবাহেণেব হারেণ সুরনদ্যা বিরাজিতা । কল্পক্রম-
প্রসূনৈশ্চ পূর্ণাবতংসমণ্ডিতা ॥ ৬৯ ॥ দন্তেন্দুকান্তি-
বিধ্বস্তভক্তমোহমহাভয়া । খড়্গচর্ম্মশূলপাত্ৰচতুর্ভুজ-
বিরাজিতা ॥ ৭০ ॥ বাসসা তড়িদাভেন মেঘলেখেব
বেষ্টিতা । মালয়া সুমমালিন্যা ভাজিতা সালিমালয়া ॥
৭১ ॥ সতাং শরণদাভ্যাক্ষ পদ্ম্যাং নৃপূররাজিতা ।
জয়েতি পুষ্পবর্ষৈশ্চ শক্রাদৌরতিপূজিতা ॥ ৭২ ॥

করুন; আপনাকে নমস্কার। আপনি যদি প্রকৃতই
সমস্ত দয়ালু অপেক্ষা দয়াবতী হন, তবে আমার প্রতি
কৃপা করিয়া মদীয় নষ্ট নেত্রদ্বয় দান করুন। আপ-
নাকে নমস্কার। হে দেবি! ‘এ ব্যক্তি পাপী’ ইহা
ভাবিয়া যে কুপিত হইয়াছেন, সে কোপ সর্ব্বথা অনু-
চিত; কারণ, আপনিই তো আমাকে মোহিত করিয়া-
ছেন, সুতরাং সে দোষ তো আপনারই। আপ-
নাকে নমস্কার। স্বয়ং ধূলি উৎপাদন করিয়া তদ্বারা
পরিব্যাপ্ত হইলে, সেই ধূলির প্রতি কোপ করা
যেমন, আপনিও আমার প্রতি সেইরূপই কোপ
করিতেছেন। হে মাতঃ! আমি অনাথ; আমাকে
দর্শনদান করুন। ৫১—৬৬। কৃষ্ণসম কৃষ্ণকান্তি,
মনোরমমুখী দেবী, এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভীমের
প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। তদীয় সেই মূর্ত্তি,
কোটিনোদামিনী-সমপ্রভও মুকুটে সুশোভিতা;
সূর্য্যবিদ্য সম কুণ্ডলদ্বয়ে বিরাজিতা; এবং গঙ্গা-
প্রবাহবৎ স্ফুটহার দ্বারা মণ্ডিতা। কল্পতরু-কুসুম-
নিচয় তদীয় অবতংস পূর্ণ। তদীয় দশনেন্দুর কান্তিতে
ভক্তজনের মহামোহভয় বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তাঁহার
চারি হস্তে খড়্গ, চর্ম্ম, শূল ও পানপাত্র বিরাজমান।
মেঘসদৃশী সেই দেবী, নোদামিনীসম বসনে বেষ্টিতা,
এবং অলিমালাসমাকুল কুসুমমালায় সুশোভিতা।
সাধুগণের আশ্রয় তদীয় পদদ্বয় নৃপূর-বিরাজিত।
ইত্যাদি দেবগণ জয়শব্দোচ্চারণে অভিনন্দন সহ-

গণৈর্দেবীতির্য্যাকীর্ণা শতপদৈর্মহামলৈঃ। তাং
তাদৃশীং বোয়সি দৃষ্ট্বা মাতরং বোমবাহিনীম্ ॥ ৭৩ ॥
ভূমৌ নিপত্য রাজেন্দ্রো নমো নম ইতি হিতঃ ।
ভীমোহপি মাতরং দৃষ্ট্বা যথা বালোহভিধাবতি ॥ ৭৪ ॥
তথা সমুখমাধাবজ্জয় মাতরিতি ক্রবন্। দর্শনেনৈব
দেব্যাশ্চ শুভনেত্রদ্বয়স্তদা ॥ ৭৫ ॥ প্রণিপত্য নম-
স্তভ্যং নমস্তভ্যং মুহুর্জগৌ। প্রসীদ দেবি পদ্মাক্ষি
পুনর্ধাতঃ প্রসীদ মে ॥ ৭৬ ॥ পুনঃ প্রসীদ পাপস্ত
ক্ষমাশীলে প্রসীদ মে ॥ ৭৭ ॥ এবং স্ততা ভগবতী
স্বয়মুৎপাদ্য পার্থিবম্। ভীমং চোৎসঙ্গমারোপ্য কুপ-
য়েদং বচোহব্রবীৎ ॥ ৭৮ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। যদ্ব্যা-
ভিহিতং স্তোত্রং তেন তুষ্টা তবোপরি। অতো
নেত্রদ্বয়ং দত্তং হে বাহে চান্তরং পরম্ ॥ ৭৯ ॥ নাহং
কোপং যত্র তত্র দর্শয়ামি রুকোদর। ত্বং তু প্রমাণ-
পুরুষস্ততঃ ক্রোধমদর্শয়ম্ ॥ ৮০ ॥ নৈতৎ প্রিয়ঞ্চ
কৃষ্ণস্ত ভ্রাতুর্মে ক্রোধমাচরম্। ভবন্তো বাসুদেবস্ত

কারে অমল কমলচয় দ্বারা তাহার অর্চনাতৎপর।
বহুসংখ্যক গণ ও অনেকানেক দেবী তাঁহাকে পরি-
বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির, সেই
বোমবাহিনী দেবীকে তাদৃশরূপে আকাশে
অবলোকনপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া
“নমো নমঃ” বলিতে লাগিলেন। ভীমও সেই
জগদদ্বাকে দেখিয়া, মাতার দর্শনে বালক
সন্তানের স্থায় “মাতঃ! তোমার জয় হউক”
বলিয়া তদভিযুখে ধাবিত হইলেন। দেবীর দর্শন
মাত্রেই ভীমের শুভ নেত্রদ্বয় নির্দোষরূপে প্রকাশ
পাইল। ভীম তখন প্রণিপাতপূর্ব্বক “তোমাকে
নমস্কার, তোমাকে নমস্কার; হে দেবি! হে পদ্মাক্ষি!
হে মাতঃ! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, আমার প্রতি
প্রসন্ন হউন, আমি পাপী, হে ক্ষমাশীলে! আমার
প্রতি প্রসন্ন হউন।” এই কথা বলিতে লাগিলেন।
ভগবতী এইরূপ স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাবশে
রাজাকে ও ভীমকে স্বয়ং উঠাইয়া ক্রোড়ে লইলেন
এবং কহিলেন,—হে ভীম! তুমি যে আমার স্তব
করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি,
এবং সেই জন্ত তোমাকে নেত্রদ্বয়প্রদান করিতেছি।
তোমার অন্তরে একটি (জ্ঞাননেত্র) এবং বাহিরে
দুইটি নেত্র প্রকাশ পাইবে। হে রুকোদর! আমি
যেখানে-সেখানে কোপ প্রকাশ করি না, পরন্তু
তুমি একজন নিষ্ঠাবান বীৰ্য্যবান পুরুষ; সেই জন্তই
তোমাকে একটু ক্রোধ প্রদর্শন করিলাম। এই

যত্র প্রাণা বহিষ্চরাঃ ॥ ৮১ ॥ স্বক নিন্দসি মাং নিত্যং
তচ্চ জানে বৃকোদর। মৎপ্রভাবপরিজ্ঞানহেতবে
কীদৃশস্থিতি ॥ ৮৩ ॥ তদেবং নৈব ভূয়ন্তে প্রকর্তব্যঃ
কথঞ্চন। অক্ষিক্ষেপো হি পূজ্যানামাবহত্যধিকং
কুজম্ ॥ ৮৪ ॥ তদিদানীং সর্বমেবং কস্তব্যঞ্চ
পরম্পরম্। যচ্চ ত্রবীমি স্বাং বীর তন্নিশাময়
ভারত ॥ ৮৫ ॥ যদা যদা হি ধর্ম্যস্ত গ্লানিরাবির্ভবে-
করিঃ। তদা তদাবতীর্ণ্যাহং বিষ্ণোরস্ত্র সহায়িনী ॥
৮৬ ॥ ইদানীং চ হরির্জাতো বসুদেবসুতো ভুবি।
অহঞ্চ গোপনন্দস্ত্র একানংশাভিধা সূতা ॥ ৮৭ ॥
তদ্যথা ভগবান্ কৃষ্ণো মম ভ্রাতাভিপূজিতঃ। ভব-
ন্তোহপি তথা মহং ভ্রাতরঃ পাণ্ডবাঃ সদা ॥ ৮৮ ॥
যে ভীমভগিনীত্যেবং মাং স্তোষ্যন্তি নরোত্তমাঃ।
আবাধা নাশয়িষ্যামি তেষাং হর্ষসমবিতা ॥ ৮৯ ॥ স্বক
ভ্রাতুর্জয়ং বীর প্রদাস্তুসি মহারণে। ভুজয়োস্তে
বসিষ্যামি ধার্ত্তরাষ্ট্রনিপাতনে ॥ ৯০ ॥ কৃষ্ণা রাজ্যঞ্চ
বর্ধানি ষট্‌ত্রিংশত্তদনন্তরম্। মহাপ্রস্থানধর্ম্মেণ

কোপ প্রকাশ, কৃষ্ণেরও প্রিয় নহে; ইহাতে আমার
ভ্রাতা কৃষ্ণেরও ক্রোধোৎপত্তি হওয়া সম্ভব; কারণ,
তোমরা সেই কৃষ্ণের বহিষ্চর প্রাণস্বরূপ। হে
বৃকোদর! তুমি যে আমাকে নিয়ত নিন্দা কর, এবং
তাহা যে আমার প্রভাব কি প্রকার, তাহাই জানি-
বার জন্য,—আমি তাহাও জ্ঞাত আছি। অতএব
তুমি কদাচ আর এরূপ কার্য্য করিও না। দেখ,
মানুষজনগণের চক্ষু নষ্ট হইলে মহাক্রেশ হইয়া থাকে।
অতএব এক্ষণে পরস্পর সকলেরই এ বিষয়ে ক্ষমা
করা কর্তব্য। 'আর তোমাকে যে অপর এক বিষয়
বলিতেছি, হে ভারত! তুমি তাহা শুন। যখন
যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখন তখনই ভূতলে ত্রিহরি
আবির্ভূত হন; আমিও তখন আবির্ভূত হইয়া সেই
বিষ্ণুর সাহায্য করিয়া থাকি। অধুনা হরি, ভূতলে
বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মিয়াছেন, আমি নন্দগোপের
কন্যারূপে একানংশা নামে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি।
সুতরাং পূজনীয় ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ যেমন আমার ভ্রাতা,
হে পাণ্ডবগণ! তোমরাও সতত আমার তজপ
ভ্রাতা বলিয়াই গণ্য। যে নরোত্তমগণ, আমাকে
'ভীমভগিনী' বলিয়া স্তব করিবে, আমি সহর্ষে
তাহাদিগের সমস্ত পীড়া নিবারণ করিব। হে বীর!
তুমি মহাযুদ্ধ করিয়া তোমার ভ্রাতার বিজয় সাধন
করিবে; আমি তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সংহার-
ব্যাপারে তোমার বাহুগুণে বাস করিব। তোমরা

পৃথ্বীং পরিচরিস্বাথ ॥ ৯১ ॥ অগ্নিরেব ততো
দেশে লোহো নাম মহাসুরঃ। ভবতাং স্তম্ভশস্থানাং
বধাথং প্রক্রমিষ্যতি ॥ ৯২ ॥ ততস্তং সর্বভূতানামবধাং
ভবতাং কৃতে। অক্ষং কৃষ্ণা পাতয়িষ্যো ততো যুগং
প্রয়াস্তথ ॥ ৯৩ ॥ নিস্তীর্ণ্য চ হিমং সর্বং নিমগ্না
বালুকার্ণবে। স্বর্গং যাস্ততি রাজৈকঃ সশরীরো
গমিষ্যতি ॥ ৯৪ ॥ অক্কো যত্র কৃতো লোহো লোহাণা-
ভিঘ্না পুরম্। ভবিষ্যতি চ তত্রৈব স্বাস্তোহহং
কলয়া সদা ॥ ৯৫ ॥ ততঃ কলিযুগে প্রাপ্তে কেলো
নাম ভবিষ্যতি। মম ভক্তস্তস্ত্র নায়া ভাব্যা কেলৈ-
শ্বরীতাহম্ ॥ ৯৬ ॥ বৈলাকশ্চাপরো ভক্তো ভবিষ্যতি
মমোত্তমঃ। তস্ত্রারাধনতঃ প্যাতিং প্রয়াস্তামি কলৌ
যুগে ॥ ৯৭ ॥ লোহাণাসংস্থিতাকৈব যেহর্চয়িষ্যন্তি
মাং জনাঃ। শ্রদ্ধয়া সিতসপ্তম্যাং তে চ সর্বত্র
পূজিতাঃ ॥ ৯৮ ॥ অন্ধানাঞ্চ প্রদাস্তামি ভাবীনি
নয়নান্যহম্। তস্মিন্ দিনে তর্পিতাহং ভক্তিভাবেন
পাণ্ডব ॥ ৯৯ ॥ পাদাস্ত্রষ্টেন চ ভবাংস্তত্র কুণ্ডং

নট্‌ত্রিংশৎ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরে ধর্ম্মানুসারে
মহাপ্রস্থান অবলম্বনপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ
করিবে। তখন এই মহাতীর্থেই লৌহ নামে
কোনও মহাসুর তোমাদিগকে নিরস্ত্র দর্শনে
বধার্থ আক্রমণ করিবে; আমি তখন সর্বভূতের
অবধ্য সেই দানবকে তোমাদের জন্য অন্ধ
করিয়া পাতিত করিব। পরে তোমরা প্রস্থান
করিয়া সমস্ত হিম অতিক্রম করিতে পারিবে;
পরন্তু শেষে বালুকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া পড়িবে;
একমাত্র রাজা যুধিষ্ঠিরই সশরীরে স্বর্গে যাইতে
পারিবেন। লোহাসুর যেখানে অন্ধীকৃত হইবে,
সেই স্থানে কালক্রমে লোহাণা নামে একটি পুরী
হইবে। আমি সেখানে অংশ দ্বারা সদা অধিষ্ঠিত
থাকিব। অতঃপর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে 'কেল' নামে
আমার একজন ভক্ত জন্মিবে, তাহার নামানুসারে
আমি সেই হইতে 'কেলেশ্বরী' নামে খ্যাতি লাভ
করিব। 'বৈলাক' নামে আমার অপর এক উত্তম
ভক্ত জন্মিবে। তৎকৃত আরাধনায় আমি কলি-
যুগে সর্বিশেষ বিখ্যাত হইব। সেই লোহাণা পুরে,
শুরুপক্ষীয় সপ্তমীতে যে সকল মানব ভক্তি
সহকারে আমার অর্চনা করিবে, সেই পূজার
কলে, তাহার সর্বত্র পূজিত হইবে। হে
পাণ্ডব! সেই দিন স্তম্ভজনগণ যদি আমার পূজা
করে, তবে আমি তাহাদিগকে ভাবিকালে নয়ন দান

বিধাশ্রুতি । সধর্মীর্ষানতুল্যং তত্র স্নানঞ্চ তদ্দিনে ॥
 ১০০ ॥ মৎস্তানাং নেত্রনেত্রহৃতেজস্তন্মাত্রমুত্তমম্ ।
 উদ্ধৃত্য যোজয়িষ্যামি প্রত্যক্ষং তদ্বিষ্যতি ॥ ১০১ ॥
 এবং মম মহাস্নানং কলৌ খাতং ভবিষ্যতি ॥ ১০২ ॥
 লোহাণাখ্যং মহাবাহো নাম কেলেশ্বরীতি চ । তুর্গ-
 মাখ্যং ততো হুয়া অশ্বিন্ ক্ষেত্রে চ ভারত ॥ ১০৩ ॥
 তুর্গা নাম ভবিষ্যামি মহীসাগরপূর্বতঃ । ধর্ম্মারণো
 বসিষ্যামি ভবতাং ত্রাগকারণাৎ ॥ ১০৪ ॥ ধর্ম্মারণো
 স্থিতাকৈব যেহর্চয়িষ্যন্তি মানবাঃ । আশ্বিনে মাসি
 চৈত্রে বা নবমাং শুক্লপক্ষে ॥ ১০৬ ॥ স্নানমহী-
 সাগরে চ তেষাং দাস্তামি বাহিতম্ । বিধিনা
 যেহর্চয়িষ্যন্তি মাং চ ব্রহ্মসমরিতাঃ ॥ ১০৬ ॥ পুত্র-
 পৌত্রান্ প্রদাস্তামি স্বর্গং মোক্ষং ন সংশয়ঃ । প্রবেশে
 চ কলেঃ কালে ভবতাং বংশসম্ভবঃ । বৎসরাজঃ
 পাণ্ডবানাং তোষয়িষ্যতি যত্নতঃ ॥ ১০৭ ॥ যন্তু নাম্না

করিব । সেদিন সেখানে স্নান কাণ্ড সধর্মীর্থ-
 কলপ্রদ । তুমি উক্তদিনে সেখানে পাদাস্থ্য দ্বারা
 একটি কৃপ খনন করিও । ৬৮—১০০ । আমি
 সেখানে মৎস্তগণের নয়নের নয়নহসম্পাদক তেজ-
 স্তন্মাত্র উদ্ধার করিয়া স্নাত অঙ্গগণের নয়নে যোজনা
 করিয়া দিব । তাহাতেই কিয়ৎকালান্তে তাহারা
 চক্ষুমান হইবে । এই অসাধারণ ব্যাপার নরগণের
 প্রত্যক্ষগোচর হইবে বলিয়া কলিকালে আমার
 সেই স্থান একটি মহাতীর্থ মধ্যে গণ্য হইবে,
 এবং হে মহাবাহো ! সেই স্থান লোহাণা এবং কেল-
 শ্বরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে । হে ভারত !
 অতঃপর আমি আমার এই ক্ষেত্রেই কিয়দিনান্তে
 তুর্গম নামক অশুরকে বিনাশ করিব ; তজ্জন্ত
 আমার তুর্গা নামে খ্যাতি হইবে । তোমাদিগকে
 রক্ষা করিবার জন্ত আমি মহীসাগরের পূর্বদিকে
 ধর্ম্মারণোও বাস করিব । আশ্বিন মাসে কিম্বা
 চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষীয় নবমীতে মহীসাগরে স্নানান্তে
 মদীয় ধর্ম্মারণাবাসিনী মূর্তির অর্চনা করিলে,
 মানবগণকে আমি সধর্ম্মবাহিত প্রদান করিব ।
 আর তাহারা ব্রহ্মা সহকারে বিহিত বিধি অনুসারে
 আমার অর্চনা করিবে, আমি তাহাদিগকে পুত্র
 পৌত্র স্বর্গ মোক্ষ সমস্তই দান করিব ; এ বিষয়ে
 সংশয় নাই । কলিযুগের প্রবেশকালে তোমা-
 দিগেরই বংশসম্ভূত বৎসরাজ অতি যত্নপূর্বক
 আমার তুষ্টি সম্পাদন করিবেন । কলিযুগে তখন
 হইতে আমি সেই বৎসরাজের নামেই বিখ্যাত

ততঃ খাতা ভবিষ্যামি কলৌ যুগে । বৎসেশ্বরীতি
 বৎসস্ত রাজঃ সধর্ম্মদায়িনী ॥ ১০৮ ॥ মৎস্তসাদাৎ স
 রাজা বৈ ভবনোত্তাপকারিণীম্ । অটালয়াং নাম
 তদা রাক্ষসীং নিহনিষ্যতি ॥ ১০৯ ॥ তস্তাশ্চাপি বধ-
 স্থানমটালজমিতি স্থিতম্ । ভবিষ্যতি পুরং তত্র
 মাং চ সংস্থাপয়িষ্যতি ॥ ১১০ ॥ অটালয়াজগ্রামে মাম-
 র্চয়িষ্যন্তি যে জনাঃ । বৎসেশ্বরীং সিতাষ্টম্যামাশ্বিনে
 তৈঃ সদাৰ্চিতা ॥ ১১১ ॥ বৎসেশ্বরীঞ্চ যে দেবীং
 পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ । তেষাং সধর্ম্মলাবাপ্তর্ভবিষ্যতি
 ন সংশয়ঃ ॥ ১১২ ॥ ইখমটালয়ে বাসো লোহাণে চ
 ভবিষ্যতি । ধর্ম্মারণো মহাক্ষেত্রে মহীসাগর-
 সারথো ॥ ১১৩ ॥ মম লোকহিতার্থায় লোহস্ত চ
 নিশম্যতাম্ । অক্ষীকৃতো ময়া লোহো বহ্নীস্তপ্তা তপঃ
 সমাঃ ॥ ১১৪ ॥ বৃদ্ধাস্থর ইবাজেয়ো লোকাস্থৎসাদ-
 যিষ্যতি । তং চ বিশ্বপতিধীমানবতীর্থ্য বুদ্ধো হরিঃ ॥
 ১১৫ ॥ যত্র হস্তা তত্র গ্রামং লোহাটীতি ভবিষ্যতি ।
 গয়ো নাম মহাদৈত্যো ভবতাং বিশ্বকৃতদা ॥ ১১৬ ॥

হইব ;—বৎস নামক রাজার সধর্ম্মসাধন হেতু
 ‘বৎসেশ্বরী’ নামে আমার প্রসিদ্ধি হইবে । সেই
 রাজা আমারই প্রসাদে ভবনোত্তাপকারিণী অটাল-
 লয়া নাম্নী রাক্ষসীকে নিহত করিবেন । সেই
 রাক্ষসীর বধস্থানে একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত হইবে
 এবং তাহা অটালজ নামে প্রখ্যাত হইবে । জনগণ
 সেই নগরে আমারও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবে । সেই
 অটালয়াজ গ্রামে আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে যে
 সকল মানব আমার সেই বৎসেশ্বরী মূর্তির অর্চনা
 করিবে, তাহারা মদীয় সদাৰ্চনাজন্ত কল লাভ
 করিবে । যে সকল মানব সেই বৎসেশ্বরীর নিম্নত
 আরাধনা করিবে, তাহাদিগের সধর্ম্মকামনা সুসিদ্ধ
 হইবে । ইহাতে কোনও সংশয় নাই । এই
 প্রকারে লোকহিতবিধানার্থ অটালয়ে, লোহাণে
 এবং মহীসাগরের পূর্বদিগ্বন্তী ধর্ম্মারণো আমার
 বাস হইবে । এক্ষণে লোহ নামক অশুরের বৃত্তান্ত
 শ্রবণ কর । আমি লোহাস্থরকে অক্ষীভূত করিলে
 পর সে বহু বৎসর যাবৎ তপস্তা করিয়া বৃদ্ধাস্থরের
 ন্যায় অজেয় হইবে । তাহার অত্যাচারে যখন
 লোক সকল উৎসন্নপ্রায় হইয়া উঠিবে, তখন
 বিশ্বপতি বিষ্ণু বৃধরূপে প্রাহর্যুত হইয়া তাহাকে
 সংহার করিবেন । যেখানে তদীয় বধকাণ্ড
 নিম্পন্ন হইবে, সেই স্থানে লোহাটী নামে একখানি
 গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইবে । আপনাদিগের বিধিকারী

প্রস্থানে লোহবভাবী করিষ্যে তং নপুংসকম্ ।
গয়ত্রাভেতি মাং তত্র পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১১৭ ॥
গ্রামঞ্চাপি গয়ত্রাভং তত্র খ্যাতং ভবিষ্যতি । গয়-
ত্রাভে গয়ত্রাভাং যেহর্চয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১১৮ ॥
মাঘাষ্টম্যাং ন শিষ্যন্তি তস্ত সর্বেহপুপদবাঃ । যে
চ মাং কোপয়িষ্যন্তি পাণ্ডবারাধিতাং সদা ॥ ১১৯ ॥
তেষাং পুংস্বং হারিষ্যামি মহারৌদ্রেহধিতির্মত । পরি-
বারশ্চ মে চাত্র যশঃ সর্বো ভবিষ্যতি ॥ ১২০ ॥
তস্মিন্ কলিযুগে ঘোরে রৌদ্রে কুদ্রেহতিনিষ্মণে ।
এবং তৃতীয়ং তনুহং স্থানমত্র ভবিষ্যতি ॥ ১২১ ॥
ভবৎসু চ স্বর্গতেষু গয়োহপি সুমহত্তপঃ । তপ্তা
প্রাপ্য পুনঃ পুংস্বং লোকান্ সম্পীড়য়িষ্যতি ॥ ১২২ ॥
গয়াতীর্থং গতং তং চ গয়াধ্বংসনকাময়া । বৃধ এব
জগৎস্বামী তত্র তং হৃদয়িষ্যতি ॥ ১২৩ ॥ ইথং
শ্রীমান্ পীতবাসা অবতীর্ষ্য বৃধঃ প্রভুঃ । বহুনি
কৃৎস্না কস্ম্যপি স্থানং প্রতিপৎস্বতে ॥ ১২৪ ॥ ইতি
সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং ভবিষ্যং পাণ্ডবা ময়া । ভবতাং

গয় নামক মহাদৈত্য প্রস্থান প্রদেশে লোহাসুরের
শ্রায় মহা উপদ্রবকারী হইবে ; আমি তাহাকে ক্রীব
করিয়া ফেলিব । সেখানে গয়ত্রাভ নামে একখানি
গ্রাম এবং গয়ত্রাভা নাম্নী মদীয় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা
করিয়া নরগণ আমাকে অর্চনা করিবে । সেই
গয়ত্রাভ গ্রামে যাহারা মাঘশুক্রাষ্টমীতে মদীয়
গয়ত্রাভা মূর্ত্তির অর্চনা করিবে, তাহাদিগের
সমস্ত উপদ্রব অবিলম্বে দূরীভূত হইবে । হে
পাণ্ডব ! জনগণের আরাধনাই সেই মদীয় গয়-
ত্রাভা মূর্ত্তির যাহারা কোপোৎপাদন করিবে, আমি
মহাক্রুদ্ধ দ্বারা আবিষ্টা বলিয়া ক্রোধবশে তাহাদিগের
পুরুষহ নাশ করিব । সেখানে আমার যাহারা
পরিবার থাকিবে, তাহারাও সকলেই পুরুষহীন
হইবে । ১০১—১২০ । কলিযুগের অতি রৌদ্র ঘোর
অবস্থায়,—যখন ক্রুদ্ধদেব প্রজাবর্গের প্রতি সবি-
শেষ ক্রুদ্ধ থাকিবেন, তখন আমার সেই তৃতীয়
স্থান প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে । তোমরা স্বর্গগত
হইলে পর গয়াসুর আবার সুমহৎ তপস্যা করিয়া
পুরুষহ লাভ করিবে এবং লোক সকলের
মহাপীড়া জন্মাইতে থাকিবে । সে গয়াধামের ধ্বংস
সাধনার্থ গয়াধামোদ্দেশে যাত্রা করিলে জগৎ-
পতি বৃধ তখন তাহাকে সেই স্থানেই বিনাশ
করিবেন । শ্রীমান্ প্রভু বিষ্ণু বৃধরূপে অবতীর্ণ
হইয়া এইরূপ লোকরক্ষাকর বহু কার্য্য করিয়া

চিন্তনির্বৃত্তো জায়তাং ভূয় এব চ ॥ ১২৫ ॥ ইদং
তীর্থবরং মহৎ সংসেবাং সর্বদা প্রিয়ম্ । কৃতং
যদত্রাগমনং তেন শ্রীতিঃ পরা মম ॥ ১২৬ ॥ ভীমশ্চ
চাপি পৌত্রেণ দৃঢ়ং সন্তোষিতাস্মি চ । দেব্যাঃ সর্বাস্চ
মদ্রপং নৈতজ্জজ্ঞেয়মতোহনুথা ॥ ১২৭ ॥ ব্রজধ্বঞ্চাপি
তীর্ণানি যানি বো ন কৃতানি চ । আবাধাস্মি
সর্বাসু শ্রবণীয়া স্বসেব চ ॥ ১২৮ ॥ আপুচ্ছে চাপি বঃ
সর্বান যুগং কৃৎস্নমা মম ॥ ১২৯ ॥ সূত উবাচ । ইতি
দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ । পুনঃপুনঃ
প্রণমোনাঃ নাপশ্বান দীপবদগতাম্ ॥ ১৩০ ॥ ততস্তে
বর্ষরীকঞ্চ সংস্থাপ্যাত্রেব নিষ্ঠিতম্ । আগচ্ছ যোগে
চোক্ষেদং চক্রস্তীর্ণানি মুখাশঃ ॥ ১৩১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বর্ষরীকোপাখ্যানেন কেলেশ্বরী-বৎসে-
শ্বরী-ভূর্গাদেবী-গয়ত্রাভামাহাভাবর্ণনং নাম
পঞ্চমষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

স্থানে প্রস্থান করিবেন । হে পাণ্ডবগণ ! তোমা-
দিগের চিত্তভূষণ-বিধানার্থ এই আমি সংক্ষেপে
যৎকিঞ্চৎ ভবিষ্য দ্বিতান্ত কহিলাম । অতঃপর
আর এক কথা শুন । ইহা আমার প্রিয় তীর্থ ;
তোমরা সতত এ তীর্থের সেবা করিও । এই
তীর্থে যে তোমরা আসিয়াছ, তাহাতেই আমার
সর্বশেষ ক্রীতি সাধন হইয়াছে । আর ভীমের
পৌত্রও আমায় অতীব সন্তোষিত করিয়াছে ।
তোমরা জানিও, সমস্ত দেবীই আমার রূপান্তর ;
তাহাতে কোন সন্দেহই নাই । তোমরা যেসকল
তীর্থে যাও নাই, তৎসমস্ত তীর্থে যাত্রা কর, যে
কোনও বাধা উপস্থিত হউক, আমাকে শ্রবণ
করিও ; আমাকে তোমাদিগের ভগিনীর শ্রায় কুব-
ধারণ কর । তোমরা আমার কৃৎস্না প্রিয় । সেই জন্য
তোমাদের সকলকেই আমি এক্ষণে বিদায়-সম্বাদণ
করিতেছি । দেবীর এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ
বিস্ময়োৎফুল্ল-নয়নে পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করি-
লেন । দেবী তখন দীপনির্ধারণবৎ সহসা অদৃশ্য
হইয়া গেলেন । পাণ্ডবগণ আর তাঁহাকে দেখিতে
পাইলেন না । তাঁহারা বর্ষরীককে বনবাসাবসানে
তাঁহাদিগের সুহিত সম্মিলিত হইতে বলিয়া প্রধান
প্রধান তীর্থে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ১২১—১৩১

পঞ্চমষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৫ ।

ষট্‌ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে ব্যতীতে
সময়ে তদা । উপপ্লবে সঙ্গতেষু সর্ষরাজসু পাণ্ডবাঃ ॥
১ ॥ ঘোদ্ধুমাগত্য সন্তস্তুঃ কুরুক্ষেত্রং মহারথাঃ ।
কৌরবাশ্চাপি সন্তস্তুর্হর্যোধনপুরোগমাঃ ॥ ২ ॥ ততো
ভীষ্মেণ প্রোক্তাক নরৈঃ শ্রদ্ধা যুধিষ্ঠিরঃ । রথ্যতি-
রথসংখ্যাস্ত রাজ্যং মধো বচোহব্রবীৎ ॥ ৩ ॥ ভীষ্মেণ
বিহিতা কৃষ্ণ রথ্যতিরথবর্ণনা । ততো হর্যোধনো-
হপৃচ্ছদিদং স্বীয়ান্ মহারথান ॥ ৪ ॥ সসৈন্তান্ পাণ্ডবা-
নেতান্ হস্তাং কালেন কেন কঃ । মাসেন তু প্রতি-
জ্ঞাতং ভীষ্মেণ চ রূপেণ চ ॥ ৫ ॥ পক্ষঃ দ্রোণেন
চাহা চ দশভির্দ্রৌণিনা রণে । সর্ভাভিঃ
কর্ণেন চ তথা সদা মম ভয়ঙ্কতা ॥ ৬ ॥ তদহং
স্বাংশ্চ পৃচ্ছামি কেন কালেন হস্তি কঃ । এতচ্ছ্রদ্ধা
বচো রাজ্যঃ ফাঙ্কনো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ অযুক্ত-
মেতদ্বীক্ষ্যাদ্যোঃ প্রতিজ্ঞাতং যুধিষ্ঠির । ততো জয়ে
চ বিজয়ে নিশ্চয়ো হি মমৈব তৎ ॥ ৮ ॥ তবাপি যে

ষট্‌ষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অতঃপর ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত
হইলে মহারথ পাণ্ডবগণ উপপ্লব নগরে অপর
রাজগণ সহ মিলিত হইয়া কৌরবগণের সহিত
যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিলেন এবং তদর্থে সজ্জিত
হইয়া কুরুক্ষেত্রে যাইয়া অবস্থিত হইলেন । তখন
হর্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণও যুদ্ধার্থ তথায় উপস্থিত
হইলেন । ভীষ্ম তখন রথী মহারথী অতিরথী
প্রভৃতি নির্ধাচন করিলেন । রাজা যুধিষ্ঠির চর-
মুখে তাহা শুনিয়া সেই রাজমণ্ডলমধ্যে কুরুক্ষে-
ত্র লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! ভীষ্ম রথী
মহারথী অতিরথী প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন ;
তখন হর্যোধন তৎপক্ষীয় বীরগণমধ্যে কে কত-
কালে পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে সমর্থ, তাহা
জিজ্ঞাসা করিলে, ভীষ্ম ও রূপ একমাসে, দ্রোণ
একপক্ষ কালে, অশ্বখামা দশ দিনে, এবং আমি
যাহাকে নিয়ত ভয় করি, সেই কর্ণ ছয়দিনে পাণ্ডব-
গণকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞত হইয়াছেন । অত-
এব আমি ও আমার সৈন্তগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি
যে, কে কত কালে কৌরবদল দলনে সমর্থ ? রাজার
এই কথা শুনিয়া অর্জুন কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির !
ভীষ্ম প্রভৃতি এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহা
নহে ; কারণ, যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত ;

সন্তি নৃপাঃ সন্নদ্ধা রণসংস্থিতাঃ । পঠৈতান্ পুরুষ-
ব্যাঘ্রান কালকল্লান্ হ্রাসাদন ॥ ৯ ॥ ঋপদং চ বিরটিং
চ ধৃষ্টকেতুং চ কৈকয়ম্ । সহদেবং সাত্যকিং চ
চেকিতানং চ দুর্জয়ম্ ॥ ১০ ॥ ধৃষ্টদ্যুম্নং সপুত্রং চ
মহাবীর্যং ঘটোৎকচম্ । ভীমাদীংশ্চ মহেশ্বাসান্
কেশবং চাপরাজিতম্ ॥ ১১ ॥ মন্ত্বেহহমেব কন্তেভ্যঃ
হস্তাং কৌরববাহিনীম্ । সন্নদ্ধাঃ প্রতিদৃষ্টান্তে
ভীষ্মাদ্যা বহুবো রথাঃ ॥ ১২ ॥ তেভ্যো ভয়ং ন
কার্যং তে কর্ণবোহমী যুগা ইব ॥ ১৩ ॥ অশ্বাকং
ধনুশাং ঘোমৈরিদানীমেব ভারত । কৌরবা
বিদ্রবিযাস্তি সিংহব্রহ্মা যুগা ইব ॥ ১৪ ॥ বৃদ্ধাষ্টীয়া-
দ্বিজাদ্রুদ্ধাদ্রোণাদপি রূপাদপি । বালিশাং কিং ভয়ং
দ্রোণেঃ সূতপুত্রাচ্ছ্রুতং ॥ ১৫ ॥ অথবা চিত্ত-
নির্রৈতা জাতুমিচ্ছসি ভারত । শক্রণাং প্রত্যনীকেষু
সদ্ধাবচ্ছৃণু মে বচঃ ॥ ১৬ ॥ একোহহমেব সংগ্রামে
সর্বৈ তিষ্ঠন্ত তে রথাঃ । একাচ্ছা ক্ষপয়ে সর্ষান
কৌরবান্ সৈন্তসংযুতান্ ॥ ১৭ ॥ ইত্যর্জুনবচঃ শ্রদ্ধা
শ্রয়ন দামোদরোহব্রবীৎ । এবমেতদ্যথা প্রাহ

তৎসদৃশে পূর্বে কোন নিশ্চয় করা যায় না । আপ-
নার পক্ষে ও যে সমস্ত রাজা যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়াছেন,
তাহাদিগকে দেখুন না কেন ?—এই সমস্ত পুরুষ-
ব্যাঘ্রগণ দুর্জয় কাল-তুল্য । ঋপদ, বিরটি, ধৃষ্ট-
কেতু, কৈকয়, সহদেব, সাত্যকি, দুর্জয়, চেকিতান,
ধৃষ্টদ্যুম্ন, পুত্র সহিত মহাবীর্য ঘটোৎকচ, ভীম প্রমুখ
অপর বীরবরগণ এবং রণে অপরাজিত ভগবান
কেশব,—ইহারা প্রত্যেকেই কৌরববাহিনী সংহার
করিতে সমর্থ বলিয়া আমার বোধ হয় । এই যে
ভীষ্মাদি বীরগণকে সজ্জিত দেখিতেছেন, আপনি
ইহাদের কোন ভয় করিবেন না, কারণ, উহারা
সংখ্যায় অধিক হইলেও যুগদলবৎ নিতান্ত তুচ্ছ ।
হে ভারত ! আমাদিগের ধনুর্ঘোষ শ্রবণে এই
কৌরবগণ এখনই সিংহবিভ্রাসিত যুগযুথবৎ
বিদ্রাবিত হইবে । ১—১৪ । ভীষ্ম বৃদ্ধ, দ্রোণও
বৃদ্ধ, রূপও বৃদ্ধ, অশ্বখামা মূর্খ, আর সূতপুত্র কর্ণও
দুর্মতি ; সূতরাং ইহাদিগের হইতে ভয় কি ?
অথবা রাজন্ ! আপনি চিত্ত শান্তি নিমিত্ত
যদি স্বপক্ষীয় বীরগণের বীর্য-পরিমাণ জানিতে
চাহেন, তবে শুনুন ; আপনার অপর সৈন্ত-
সামন্ত ব্যতীত আমি একাকীই সৈন্ত-সমর্থিত
কৌরবগণকে এক দিনের মধ্যে সংহার করিতে
সমর্থ । অর্জুনের এই কথা শুনিয়া বাসুদেব

কাস্তনোহয়ং যুবা ন তৎ ॥ ১৮ ॥ ততশ শঙ্খান্
ভেরীশ্চ শতশৈব পুঙ্করান্ । নিবার্য রাজমধ্যস্থে
বর্ষরীকো বচোহব্রবীৎ ॥ ১৯ ॥ যেন তপ্তং গুপ্তক্ষেত্রে
যেন দেব্যঃ স্তুতোষিতাঃ । যন্তাতুলং বাহুবলং
তেন চোক্তং নিশম্যতাম্ ॥ ২০ ॥ যদব্রবীম বচঃ
সত্যং শৃণুধ্বং তন্নরাধিপাঃ । আয়ুনো বীৰ্য্যসদৃশং
কেবলং ন তু দর্পিতং ॥ ২১ ॥ যদাঘোণ প্রতিজ্ঞাত-
মর্জ্জুনেন মহাযুনা । ন মর্ষয়ামি তদ্বাক্যং কালক্ষেপো
মহানয়ম্ ॥ ২২ ॥ সর্বে ভবন্তস্তিষ্ঠন্ত সার্জ্জনঃ
সহকেশবাঃ । একো মুহূর্ত্তাষ্ট্রীয়াদীন সন্ধারেষো
যমক্ষয়ম্ ॥ ২৩ ॥ ময়ি তিষ্ঠতি কেনাপি শত্রুং গ্রাহ্যং
ন ক্ষত্রিয়ৈঃ । স্বধর্ম্মশপথো বোহস্ত যতে গ্রাহ্যং
ততো ময়ি ॥ ২৪ ॥ পশুধ্বং মে বলং বাহুবোদেব্যা-
রাধনসম্ভবম্ । মাহাত্ম্যং গুপ্তক্ষেত্রস্ত তথা ভক্তিক-
পাণ্ডু ॥ ২৫ ॥ পশুধ্বং মে ধনুর্ঘোরং তুণীরাবক্ষ্যে
তথা । খড়্গং চ দেব্যা যদন্তং ততো বচি বচাস্বদম্ ॥
২৬ ॥ ইতি তস্ম বচঃ শ্রুত্বা ক্ষত্রিয়া বিস্ময়ং যথঃ ।

ঈষৎ হস্ত সহকারে কহিলেন,—ইহা ঠিক । অর্জুন
যে কহিলেন, ইহা মিথ্যা নহে । তখন শত শত
শঙ্খ-ভেরী-পুঙ্করাদি বাদ্য সকল নিবারণ করিয়া
সেই রাজমণ্ডলমধ্যগত বর্ষরীক কহিলেন,—
যে জন গুপ্তক্ষেত্রে তপস্যা করিয়াছে, যে ব্যক্তি
দেবীগণকে সন্তোষিত করিয়াছে, যাহার বাহুবল
অতুলনীয়, সেই বীরের কথা শুনি । হে রাজ-
গণ ! কেবল দর্পবশে নহে, পরন্তু আত্মবীৰ্য্যাক্রপ
যে সত্য কথা বলিতেছি, আপনারা তাহা শুনি ।
পূজনীয় মহাত্মা অর্জুন যাহা বলিয়াছেন, আমি সে
কথায় সন্তুষ্ট নহি, কারণ তাহাতে অত্যন্ত রূখা কাল-
ক্ষেপ বোধ হয় । অর্জুন-কেশবাদি সহ আপনারা
সকলে থাকুন, আমি একাকী মুহূর্ত্তমাত্রেই ভীষ্মপ্রমুখ
সমস্ত কৌরবদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিতে
পারি । আমি উপস্থিত থাকিতে আর কোনও
ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র ধারণ করিবার আবশ্যকতা নাই ;
আমি যদি মরি, তবে পশ্চাৎ অপর সকলে অস্ত্র
ধারণ করিবেন । দেবীর আরাধনালব্ধ মদীয়
বাহুবল সকলে দেখুন ;—দেখিয়া গুপ্তক্ষেত্রের
মাহাত্ম্য এবং পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ভক্তি
কিরূপ ?—তাহা অবগত হউন । এই আমার
ঘোর ধনু, অক্ষয় তুণীরদ্বয়, এবং দেবীদত্ত খড়্গ
দেখুন,—যাহার জন্ত আমি এরূপ গর্ভোজ্জ্বল করি-
তেছি । বর্ষরীকের এই বাক্য শুনিয়া ক্ষত্রিয়গণ

অর্জুনশ্চ কটাক্ষেপে লজ্জিতঃ কৃষ্ণমৈক্ষত ॥ ২৭ ॥
তমাহ ললিতং কৃষ্ণঃ ফাজ্জনং পরমং বচঃ । আত্মো-
পরিকমেবেদং ভৈমিপুত্রোহভ্যভাষত ॥ ২৮ ॥
নবকোটিযুতোহনেন পলাশী নিহতঃ পুরা । ক্ষণাদেব
চ পাতালে শ্রীযতে মহদদ্রুতম্ ॥ ২৯ ॥ পুনঃ
প্রক্ষ্যামহে হেনং কেনোপায়েন কৌরবান । মুহূর্ত্তা-
ক্ষসি ক্রহীতি পৃচ্ছাতাং চাহ তং জয়ঃ ॥ ৩০ ॥
ততঃ স্মরন যাদবেন্দো ভৈমিপুত্রমভাষত ॥ ৩১ ॥
ভীষ্মদ্রোণকপদ্রোণিকর্ণভর্য্যোধনাদিভিঃ । গুপ্তাং
ব্রাহ্মকর্ত্তজ্ঞেয়াং সেনাং হংসি কথং ক্ষণাৎ ॥ ৩২ ॥
অয়ং মহান বিস্ময়স্তে বচসো ভৈমিনন্দন । সমুত্তঃ
সম্বরাজাঃ চ ফাজ্জনস্তা চ দীমতাঃ ॥ ৩৩ ॥ তদ্রূপি
কেনোপায়েন মুহূর্ত্তাক্ষসি কৌরবান । উপায়বীৰ্য্য-
তে জ্ঞানামস্মামো বয়মপুত ॥ ৩৪ ॥ সূত উবাচ ।
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন সম্ভূতেশ্বরেণ চ । সিংহবক্ষাং
পর্ষতাভো নানাভূষণভূষিতঃ ॥ ৩৫ ॥ ঘটাস্তো ঘটহাসশ্চ
উরুকেশোহতিদাঁপ্তমান্ । বিভ্রাদক্ষে বায়ুজবো

সকলেই বিস্মিত হইলেন । অর্জুন একটু লজ্জিত
হইয়া কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ করিলেন । কৃষ্ণ
তখন অর্জুনকে মধুর স্বরে এই পরম সত্য কথা
কহিলেন যে, ভীমের পুত্র আপনার যোগ্য কথাই
বলিয়াছেন । পূর্বে ইনি পাতালে যাইয়া নব-
কেটি পরিবার সহিত পলাশী দানবকে ক্ষণমাত্রেই
বিনাশ করিয়াছেন; এই অদ্ভুত কথা শুনিতে পাওয়া
যায় । পরন্তু কি উপায়ে মুহূর্ত্তমধ্যে কৌরবগণকে
নিহত করিতে পারেন, তাহা ইহাকে জিজ্ঞাসিব ?
অর্জুন কহিলেন ইং, জিজ্ঞাসা করুন । ১৫—৩০ ।
তখন যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ভীমপুত্রকে সহাস্তে
কহিলেন,—হে বর্ষরীক ! ভীষ্ম-দ্রোণ-কপ-অশ্ব-
খামা-কর্ণ-ভর্য্যোধনাদি দ্বারা পরিরক্ষিত কৌরব-
সৈন্য মুহূর্ত্তমধ্যেও অজেয় বলিয়া বোধ হয় ; তুমি
তাহা মুহূর্ত্তমাত্রে কি প্রকারে সংহার করিতে
পার ? হে ভীম-পুত্র ! তোমার কথায় এই সমস্ত
রাজগণের এবং ধীমান অর্জুনেরও মহান বিস্ময়
বোধ হইতেছে । অতএব তুমি কোন উপায়ে
কৌরবগণকে মুহূর্ত্তমাত্রে সংহার করিতে পার,
তাহা বল ; আমরা সেই উপায় ও বীৰ্য্যের কথা
শুনিয়া তোমার কথায় প্রত্যয় করিতে পারি । সূত
কহিলেন,—সম্ভূতপতি বাসুদেব এই কথা কহিলে
পর সিংহসম-সমুন্নত-বক্ষস্থলশালী, পর্ষতাকার,
ঘটখ, ঘটহাস্ত, উরুকেশ, বিভ্রামেজ, বায়ুবেগী,

যশ্চেচ্ছেরাশয়েজ্জগৎ ॥ ৩৬ ॥ দেবীদত্তাতুলবলো
বর্ষরীকোহভ্যভাষত । যদি বো মানসঃ বীরা
উপায়স্ত প্রদর্শনে ॥ ৩৭ ॥ তদহং দর্শয়াম্যেব
পশুধ্বং সহকেশবাঃ । ইত্যুক্তা ধনুরারোপ্য সন্দধে
বিশিখং ত্বরন । নিঃশল্যং চাপি সম্পূর্ণং সিন্দূরাভেণ
ভস্মনা ॥ ৩৮ ॥ আকর্ণমাক্রম্য চ হং যুমোচ মুখাদথো-
দ্ধুতমধুচ্চ ভস্ম ॥ ৩৯ ॥ সেনাদ্বয়ে তচ্চ পপাত শীঘ্রং
যশ্চৈব যজ্ঞাস্তি চ মৃত্যুমৰ্ম্ম । সর্গরোমসু ভীষ্মস্ত
কণ্ঠে রাধেয়দ্রোণয়োঃ ॥ ৪০ ॥ উরৌ হৃষ্যোধনস্তাপি
শল্যস্তাপি চ বক্ষসি । কণ্ঠে চ শকুনেদৌপ্তং
ভগদন্তস্ত চাপতৎ ॥ ৪১ ॥ কৃক্স্ত পাদতলকে
কণ্ঠে জ্রপদমৎস্তয়োঃ । শিখণ্ডিনস্তথা কট্যাং কণ্ঠে
সেনাপতেস্তথা ॥ ৪২ ॥ পপাত রক্তং তদ্বস্ম যত্র
যেষাং চ মৰ্ম্ম চ । কেবলং চৈব পাণ্ডনাং ক্রূপদ্রোণ্যোশ্চ
নাম্পশৎ ॥ ৪৩ ॥ ইতি কৃত্বা ততো ভূয়ো বর্ষরীকোহভ্য-
ভাষত । দৃষ্টং ভবন্তিরেবং যন্ময়া মৰ্ম্ম নিরীক্ষিতম্ ॥
৪৪ ॥ অধুনা পাতয়িষ্যামি মৰ্ম্মস্বেবাং শিতাঙ্করান ।

নানাত্বগণভূষিত, ইচ্ছামাত্রেই জগৎ-সংহারক্ষম ও
দেবীদত্ত ববপ্রভাবে অতুল বলসম্পন্ন বীরবর
বর্ষরীক কহিলেন,—হে বীরগণ । আপনারা যদি
সেই উপায় প্রত্যক্ষ করিতে অভিলାষী হইয়া
থাকেন, তবে আমি তাহা দেখাইতেছি, আপ-
নারা কেশবের সহিত তাহা প্রত্যক্ষ করুন ।
এই বলিয়াই ত্বর সহকারে ধনু আনত করিয়া
তাহাতে সেই পূর্বোক্ত নিঃশল্য সিন্দূরাভ ভস্মা-
মূলিষ্ঠ একটি বাণ যোজন করিলেন । পরে
শবাসন আকর্ণ আকর্ণপূর্বক সেই বাণ নিক্ষেপ
করিলে সেই বাণের মুখ হইতে ভস্ম উড়িয়া পড়িতে
লাগিল । সেই ভস্ম উভয় সেনাদলে সৈন্তগণের
প্রত্যেকেরই মৃত্যুমৰ্ম্মে পতিত হইল । ভীষ্মের
সমস্ত রোমকূপে, কর্ণের ও দ্রোণের কণ্ঠদেশে,
হৃষ্যোধনের উরুদেশে, শল্যের বক্ষঃস্থলে,
শকুনির ও ভগদন্তের কণ্ঠে, কৃক্সের পাদতলে,
জ্রপদের ও বিরাটের কণ্ঠদেশে, শিখণ্ডীর কটি-
তটে, ধৃষ্টদ্যায়ের কণ্ঠে, এবং অপরাপর বীরগণের
যাহার যেখানে মৃত্যুমৰ্ম্ম—সেই সেই স্থানেই সেই
রক্তবর্ণ ভস্ম পতিত হইল । কেবল মাত্র পঞ্চ
পাণ্ডব, ক্রূপাচার্য ও অশ্বখামাধে সেই ভস্ম
স্পর্শ করিল না । ইহার পর বর্ষরীক কহিলেন,
—আমি যে সকলের মৃত্যুমৰ্ম্ম অবলোকন করি-
লাম, আপনারা ইহা দেখিলেন তো ? এক্ষণে

দেবীদত্তানমোঘাখ্যানৈর্ম্মরিষ্যন্ত্যমী কণাৎ ॥ ৪৫
শপথা যঃ স্বধর্ম্মস্ত শস্ত্রং গ্রাহং ন বঃ কচিৎ ।
মুহূর্তাৎ পাতয়িষ্যামি শত্রুনেতাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ ॥
৪৬ ॥ ততো বিস্মিতচিত্তানাং যুধিষ্ঠিরপুরোগিণাম্ ।
আসীন্নিনাদঃ স্তুমহান সাধুসাধিবতি শংসতাম্ ॥ ৪৭ ॥
বাসুদেবশ্চ সংক্রুদ্ধশক্রেন নিশিতেন চ । এবং
ক্রবত এবাস্ত শিরশ্ছিদ্ধা স্তপাতয়ৎ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ
কণাৎ সর্বমাসীদাবিগ্নং রাজমণ্ডলম্ । ব্যলোকয়ন্
কেশবং তে বিস্মিতাশ্চাতবন ভূশম্ ॥ ৪৯ ॥ কিমেত-
দिति প্রাহশ্চ বর্ষরীকঃ কুতো হতঃ । পাণ্ডবাশ্চাপি
মুমচুরশ্রণি সহপাথিবাঃ ॥ ৫০ ॥ হাহা পুত্রোতি চ
গৃণন প্রস্রলশ্চ পদেপদে । ঘটোৎকচোহপতদীনঃ
পুত্রোপরি বিমূর্ছিতঃ ॥ ৫১ ॥ এতস্মিন্নস্তরে দেব্য-
শ্চতুর্দশ সমাযুঃ ॥ ৫২ ॥ সিদ্ধাঙ্গিকা ক্রোড়মাতা
কপালী তারা সুবর্ণা চ ত্রিলোকজেত্রী । ভাণেশ্বরী
চর্চ্চিকা চৈকবীরা যোগেশ্বরী চণ্ডিকা জৈপুরা চ ॥
৫৩ ॥ ভূতাদিকা হরসিদ্ধিস্থথামুঃ সম্প্রাপ্য তত্ত্বর্নূপ-
বিস্ময়ঙ্করাঃ । শ্রীচণ্ডিকাস্তা ততো ঘটোৎকচং
প্রোবাচ বাক্যং মহতা স্বরেণ ॥ ৫৪ ॥ শৃণুধ্বং

ইহাদিগের সেই সমস্ত মৰ্ম্মপ্রদেশে নিশিত
শর প্রহার করিব । সেই সমস্ত দেবীদত্ত অমোঘ
বাণাঘাতে ইহারা ক্ষণমাত্রেই মৃত্যুগন্ত হইবেন ।
আপনাদিগের স্বধর্ম্মের শপথ,—আপনারা শস্ত্র
গ্রহণ করিবেন না । আমি মুহূর্ত মধ্যে এই সকল
শত্রুকে নিশিত শরপ্রহারে পাতিত করিতেছি ।
তখন যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ রাজগণ বিস্মিতচিত্তে স্তুমহান
সাধুবাদ করিয়া উঠিলেন । কিন্তু মাহাত্ম্য বাসুদেব
ক্রুদ্ধ হইয়া তৎকালে নিশিত চক্রাঘাতে তদীয়
মস্তক ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন । তাহাতে
সেই সমগ্র রাজমণ্ডল তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া
পড়িল । সকলেই বিস্মিত হইয়া কেশবের প্রতি
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । সকলেই “একি !
বর্ষরীককে কেন সংহার করা হইল ?” এই কথা
বলিতে লাগিল । পাণ্ডবগণ অপরাপর রাজগণ
সহ রোদন করিতে লাগিলেন । ঘটোৎকচ তখন
“হা পুত্র ! হা পুত্র !” বলিয়া স্থলিতপদে দীনভাবে
যাইয়া পুত্রের উপর পতিত ও মূর্ছিত হইলেন ।
৩১—৫১ । ইতিমধ্যে সেখানে সিদ্ধাঙ্গিকা, ক্রোড়-
মাতা, কপালী, তারা, সুবর্ণা, ত্রিলোক্যবিজয়া,
ভাণেশ্বরী, চর্চ্চিকা, একবীরা, যোগেশ্বরী, চণ্ডিকা,

পার্থিবাঃ সর্বে কৃষ্ণেন বিদিতাশ্চনা । হেতুনা যেন
নিহতো বর্ষরীকো মহাবলঃ ॥ ৫৫ ॥ মেরুমুর্দ্ধি পুরা
পৃথ্বী সমবেতান্ দিবৌকসঃ । ভারাক্রান্তা জগাদৈতান্
ভারোহপহ্রিয়তাং হি মে ॥ ৫৬ ॥ ততো ব্রহ্ম প্রাহ বিষ্ণুঃ
ভগবৎস্বমিদং শৃণু । দেবাস্তান্নুগমিষ্যন্তি ভারং হর
ভুবঃ প্রভো ॥ ৫৭ ॥ ততস্তথৈতি তন্মেনে বচনং
বিষ্ণুরব্যয়ঃ । এতন্নিম্নস্তরে বাহুবদ্ধতোয়ৈচ্চৈর-
ভাষত ॥ ৫৮ ॥ সূর্য্যবর্চ্চোতি যক্ষেন্দ্রচতুরাশীতি-
কোটিপং । কিমর্থং মানুবে লোকে ভবন্তি জন্ম
কার্য্যতে ॥ ৫৯ ॥ ময়ি তিষ্ঠতি দোষণামনেকানাং
মহাস্পদে । সর্বে ভবন্তো মোদন্ত স্বর্গেণ সহ বিষ্ণুনা ॥
৬০ ॥ অহমেকোহবতীর্ঘ্যেতান্ হনম্যামি ভুবো
ভরান । স্বধর্ম্মশপথা বো বৈ সন্তি চেজ্জন্ম প্রাপ্যথ ॥
৬১ ॥ ইত্যুক্তবচনে ব্রহ্ম ক্রুদ্ধস্তং সমভাষত ।
তুর্ম্মতে সর্বদেবানামবিষহং মহাতরম্ ॥ ৬২ ॥ ক্রবে
স্বসাধ্যং মোহান্তং শাপযোগ্যোগ্যহসি বালিশ । দেশ-

ত্রিপুরা, ভূতাদিকা ও হরসিক্তি,—এই চতু-
দশ দেবী প্রাহৃত হইলেন । তদর্শনে রাজগণ
নিতান্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন । শ্রীচণ্ডিকা দেবী
ঘটোৎকচকে আশ্বাসিত করিয়া তারস্বরে কহিলেন,
হে রাজগণ ! এই আশ্বজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ যে জন্ম
মহাবল বর্ষরীককে নিহত করিলেন, তোমরা তাহা
শুন । পূর্বে পৃথিবী, ভারাক্রান্ত হইয়া মেরুমুর্ধ্ব
যাইয়া দেবগণকে স্বীয় ভারাপনয়নার্থ অনুরোধ
করেন । তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুকে কহিলেন যে হে
প্রভো ! আমার কথা শুনুন । হে ভগবান !
আপনি যাইয়া ভূভার হরণ করুন ; তদর্শে দেবগণ
আপনার অনুগমন করিবেন । অব্যয় বিষ্ণু সে
কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । ইতি মধ্যে
চতুরাশীতিকোটি-যক্ষাধিপতি সূর্য্যবর্চ্চা বাহু উত্তো-
লনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিল যে, হে দেবগণ !
আমি বহু দোষের আকর ; অতএব আমি বিদ্যমান
থাকিতে আপনারা কি নিমিত্ত নরলোকে জন্ম
গ্রহণ করিবেন ? আপনারা সকলেই বিষ্ণুর সহিত
স্বর্গে বিহার করিতে থাকুন, আমি একাকী অবতীর্ণ
হইয়াই এই ভূভার হরণ করিব । আমি ধর্ম্মশপথ
করিয়া বলিতেছি, আপনাদিগের জন্ম লইবার কোন
আবশ্যকতা নাই ॥ ৫২—৬১ ॥ এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা
সজ্ঞোদে কহিলেন,—হে তুর্ম্মতি যক্ষেন্দ্র ! যাহা
সর্ব দেবতার পক্ষেও দুঃসহ, তুমি মোহবশে তাহা
আত্মসাধ্য বলিয়া উল্লেখ করিতেছ ; ওহে নিরোধ !

কালোচিতং স্বীয়ং পরস্ত চ বলং হৃদা ॥ ৬৩ ॥
অবিচার্য্যেব প্রভুষু বক্তি মোহহৃতি দণ্ডনম্ ।
তস্মাদ্ভূভারহরণে যুদ্ধস্তোপক্রমে সতি ॥ ৬৪ ॥
শরীরনাশং কৃষ্ণান্নমবাপ্যসি ন সংশয়ঃ । এবং
শস্তো ব্রহ্মণাসৌ বিষ্ণুমেতদযাচত ॥ ৬৫ ॥ যদোবং
ভবিতা নাশস্তদেকং দেব প্রার্থয়ে । জন্মপ্রভৃতি মে
দেহি মতিং সন্ধার্থসাধনীয়ম্ ॥ ৬৬ ॥ ততস্তথৈতি তং প্রাহ
কেশবো দেবসংসাদ । শিরস্তে পূজয়িষ্যন্তি দেব্যাঃ
পূজো ভবিষ্যসি ॥ ৬৭ ॥ ইত্যুক্তা চাবতীর্ণোহসৌ
সহ দেবৈর্হারস্তদা । হারনার্ম স কৃষ্ণোহসৌ ভবন্তস্তে
তথা সুরাঃ ॥ ৬৮ ॥ সূর্য্যবর্চ্চাঃ স চায়ং হি নিহতো
ভৈর্মিপুরকঃ । প্রাক্ছাপং ব্রহ্মণঃ স্মৃদ্বা হতোহনেন
মহাশয়না । তস্মাদদোষো ন কৃষ্ণেহস্মিন্ দ্রষ্টব্যঃ
সর্বভূমিপৈঃ ॥ ৬৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । যত্নস্তং ভূমিপা
দেব্যা তন্তথৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৭০ ॥ যদোনমধুনা নৈব
হস্তাং ব্রহ্মবচোহস্তথা । ততো ভবেদिति স্মৃদ্বা

তুমি এই তদর্শনা হেতু শাপযোগ্য হইয়াছ । যে
ব্যক্তি দেশ-কালানুরূপ স্বীয় ও পরকীয় বলাবল
অন্তরে বিচার না করিয়াই প্রভুসমীপে বলাবল-
বিষয়ক প্রস্তাব করে, সে দণ্ডাই হয় । অতএব
ভূভারহরণ ব্যাপারে যুদ্ধের উপক্রমকালে কৃষ্ণ
কর্তৃক তোমার শরীরবিনাশ ঘটিবে ; ইহাতে সংশয়
নাই । ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া সেই
যক্ষরাজ তখন বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিলেন যে,
হে দেব ! যদি আমার এইরূপ দেহনাশই হয়,
তবে তৎসম্বন্ধে আমি একটি প্রার্থনা করিতেছি,—
জন্মাবধি যেন আমার মতি, উপার্গ-সাধনোন্মুখী হয় ।
কেশব সেই দেবসভায় ‘তথাস্থ’ বাক্যে তদীয়
প্রার্থনায় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । কহিলেন,—
দেবীর পূজকগণ তোমার মস্তকও পূজা করিবে ;
সুতরাং তুমি জগতে সাধারণের পূজ্য হইয়া
থাকিবে । এই কথার পর ভগবান্ হরি, দেবগণ
সহ ভূতলে অবতীর্ণ হন । সেই হরিই এই
কৃষ্ণ ; সেই দেবগণই তোমরা ; আর সেই সূর্য্য-
বর্চ্চাই এই নিহত বর্ষরীক । মহাশয় কৃষ্ণ, ব্রহ্মার
সেই পূর্বোক্ত শাপবাণী শ্রবণ করিয়াই ইহাকে
নিহত করিয়াছেন । অতএব একাধো কৃষ্ণের
প্রতি দোষারোপ করা রাজগণের কাহারও উচিত
নহে ॥ ৬২—৬৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ভূপতিগণ !
দেবী যাহা কহিলেন, তাহা ঐরূপই বটে ; সংশয়
নাই । আমি যদি ইহাকে একগে হত্যা না

ময়াসৌ বিনিপাতিতঃ ॥ ৭১ ॥ গুপ্তক্ষেত্রে ময়নাসৌ
নিযুক্তো দেবানুমুতো । পূৰ্ব্বং দত্তং বরং স্বীয়ঃ
স্মরতা দেবসংসদি ॥ ৭২ ॥ ইত্যুক্তে চণ্ডিকা দেবী
তদা ভক্তশিরস্বিদম্ । অভ্যাক্য সুধয়া শীঘ্রমজরং
চামরং ব্যধাৎ ॥ ৭৩ ॥ যথা রাক্ষসিঃ স্তম্ভচিহ্নঃ
প্রণাম তান্ । উবাচ চ দিদ্ক্ষামি যুদ্ধং তদনুমন্ত-
তাম্ ॥ ৭৪ ॥ ততঃ ক্রোধে বচঃ প্রাহ মেঘগন্তীর-
বাকপ্রভুঃ । যাবন্নহী সনক্ষত্রা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥
৭৫ ॥ তাবৎ সৰ্বলোকানাং বৎস পূজো ভবি-
য়াসি । দেবীলোকেষু সৰ্বেষু দেবীবদ্বিচরিত্বাসি ॥
৭৬ ॥ স্বভক্তানাঞ্চ লোকেষু দেবীনাং দাস্যমে
স্থিতিম্ । বালানাং যে ভবিষ্যন্তি বাতপিতৃকফো-
গবাঃ । পিড়কাস্তাঃ সূতেনৈব শাময়িত্বাসি পূজনাৎ ॥
৭৭ ॥ ইদং চ শৃঙ্গমাক্রুত পশু যুদ্ধং যথা ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥
ধাবন্তঃ কৌরবাস্থান বরং যামস্বমূনিতি । ইত্যুক্তে

করিতাম, তবে ব্রহ্মার বাক্য মিথ্যা হইয়া পড়িত ।
ইহা ভাবিয়াই আমি ইহাকে বিনাশ করিয়াছি ।
আমিই ইহাকে গুপ্তক্ষেত্রে যাইয়া দেবীর উপা-
সনা করিতে উপদেশ করিয়াছিলাম ; কারণ,
পূর্বে দেবসভায় এসমক্ষে ইহাকে বর
প্রদত্ত হইয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণ এই কথা कहিলে
পর চণ্ডিকা দেবী স্বীয় ভক্তের সেই মস্তকটী
লইয়া অমৃত দ্বারা অভ্যাক্ষণ করিলেন ; তাহাতে
সে মস্তকটী চিরতরে অজর অমর হইয়া রহিল ।
বাহুর মস্তকবৎ সেই মস্তকটী তখন সকলকে
প্রণাম করিল ; এবং कहিল যে, আমি এই
উপস্থিত যুদ্ধ দর্শনে অভিলাষী, অতএব আমাকে
তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন । প্রভু কৃষ্ণ
তখন মেঘসম-গন্তীর-স্বরে कहিলেন,—যাবৎকাল
মহীমণ্ডল, নক্ষত্র সকল ও চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান
 থাকিবে, তাবৎকাল হে বৎস । তুমি সৰ্বলোকের
পূজাই হইবে ; সমস্ত দেবীলোকে তুমি দেবীর
জায়, সম্মানে বিচরণ করিবে ; আর ভক্তজন-
গণকেও দেবীলোকে বাস করাইবে । বালক-
গণের যে বাত-পিতৃ-কফজ সকল পিড়কা হইবে,
তোমার পূজা করিলে তুমি অচিরকালেই তাহা
প্রশমিত করিয়া দিবে । আর তুমি এই
গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া অবস্থান কর ;
এখানে থাকিয়াই যেরূপ যুদ্ধ হইবে, তাহা দেখি বো
সম্প্রতি কৌরবগণ অম্বাদিগের প্রতি ধাবিত
হইয়াছে, অতএব আমরাও তাহাদিগের প্রতি

বাসুদেবেন দেবোহথাধরমাবিশন্ ॥ ৭৯ ॥ বর্ষ-
রীকশিরশ্চৈব গিরিশৃঙ্গমবাপ্য তৎ । দেহস্ত ভূমি-
সংস্কারাশ্চাভবঙ্কিরসো নহি । ততো যুদ্ধং মহদভূৎ
কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ ॥ ৮০ ॥ অষ্টাদশাহেন হতা যে
চ দ্রোণবৃষাদয়ঃ । দুৰ্য্যোধনে হতে কুরে অষ্টাদশ-
দিনাত্যয়ে ॥ ৮১ ॥ যুধিষ্ঠিরো জ্ঞাতিমধ্যে গোবিন্দঃ
সমভাষত । পুরুষোত্তম সংগ্রামমমুং সন্তারিতা বয়ম্ ।
অয়েব নাথেন হরে নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ৮২ ॥
শ্রদ্ধা তস্মাপি সাস্থ্যমিদং ভীমো বচোহব্রবীৎ ॥ ৮৩ ॥
যেন ধ্বস্তা ধাত্তরাষ্ট্রাস্তঃ নিরাকৃত্য মাং নৃপ ।
পুরুষোত্তমঃ কৃকমিতি ব্রবীষি কিমু যুতবৎ ॥ ৮৪ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নং ফাল্গুনঞ্চ সাত্যকিঃ মাঞ্চ পাণ্ডব । নিরা-
কৃত্য ব্রবীষ্যেব স্মৃতং ধিক্কাং যুধিষ্ঠির ॥ ৮৫ ॥
অর্জুন উবাচ । মৈবং মৈবং ক্রহি ভীম ন ত্বং
বেৎসি জনাৰ্দ্দনম্ । ন ময়া ন ত্বয়া পার্থ নাভ্যোনাপা-
রযো হতাঃ ॥ ৮৬ ॥ অহং হি সৰ্বদাগ্রস্থঃ নরঃ

অভিযান করি । বাসুদেব এই কথা कहিলে
দেবীগণ সকলেই আকাশপথে প্রস্থান করি-
লেন । বর্ষরীকের মস্তকটীও গিরিশৃঙ্গ হইয়া
রহিল । তাহার শরীর ভূতলে ছিল, তাহা
যথাবিধি সংস্কৃত হইল ; কিন্তু সেই মস্তকের
কোনও সংস্কার হইল না । অতঃপর কুরুপাণ্ডব
সৈন্তের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল । অষ্টাদশ
দিন সেই যুদ্ধ হয় । যুদ্ধে দ্রোণ-কর্ণাদি বীরগণ
সকলেই নিহত হন । সেই অষ্টাদশ দিনান্তে
কুরচেতা দুৰ্য্যোধনও কালগ্রস্ত হন । পরে
জ্ঞাতিমবাস্থ যুধিষ্ঠির, গোবিন্দকে সন্তাষণ করিয়া
কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম ! তুমি আমাদিগকে
এই সুগহং সংগ্রামসাগরে পার করিলে ! হে হরে !
হে নাথ ! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তোমাকে নমস্কার ।
এই কথা শুনিয়া ভীম একটু অসহিষ্ণু হইয়া कहি-
লেন,—রাজন্ । যৎকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ বিধ্বস্ত
হইয়াছে, আমি সেই ভীম ; আপনি আমাকে তুচ্ছ
করিয়া মুখের জায় কৃককে “পুরুষোত্তম পুরুষোত্তম”
বলিয়া কেন স্তব করিতেছেন ? হে পাণ্ডব ! ধৃষ্টদ্যুম্ন,
সাত্যকি, অর্জুন, আমি,—আমাদিগকে ছাড়িয়া
আপনি সারথির স্বতিবাদ করিতেছেন ! হে যুধি-
ষ্ঠির ! আপনাকে ধিক্ ! ৭০—৮৫ । অর্জুন कहি-
লেন,—হে ভীম । না, না ; আপনি ওরূপ বলিবেন
না ; আপনি জনাৰ্দ্দনকে প্রকৃতপক্ষে জানেন না ।
আমি বা আপনি বা অপর কোন বীর,—কাহার

পাঁচামি সংযুগে । নিম্নস্তং শত্রুবাংস্তত্র ন জানে
কোহপ্যসাবিতি ॥ ৮৭ ॥ ভীম উবাচ । বিভ্রান্তো-
হসি ক্রবং পার্থ নাত্র হস্তা নরোহপরঃ । অথ চেদস্তি
ত্বংপৌত্রমুচ্চস্বঃ বচি হস্ত কঃ ॥ ৮৮ ॥ উপস্থত্য
ততো ভীমো বর্ষরীকমপৃচ্ছত । ক্রহেতে কেন
নিহতা ধাত্তরাষ্ট্রা হি শত্রবঃ ॥ ৮৯ ॥ বর্ষরীক উবাচ ।
একো ময়া পুমান্ দৃষ্টো যুধামানঃ পঠৈঃ সহ । সব্যতঃ
পঞ্চবক্ত্রঃ স দক্ষিণে চৈকবক্ত্রকঃ ॥ ৯০ ॥ সব্যতো
দশহস্তশ্চ ধৃতশূলাদ্যদায়ুধঃ । দক্ষিণে চ চতুর্হস্তো
ধৃতচক্রাদ্যদায়ুধঃ ॥ ৯১ ॥ সব্যতশ্চ জটাধারী দক্ষিণে
মুকুটোচ্চয়ঃ । সব্যতো ভাস্মধারী চ দক্ষিণে ধৃত-
চন্দনঃ ॥ ৯২ ॥ সব্যতশ্চন্দ্রধারী চ দক্ষিণে কৌস্তুভ-
দ্রাতিঃ । মমাপি তদদর্শনতো মহদ্ব্যমজায়ত ॥ ৯৩ ॥
ঐদৃশো মে নরো দৃষ্টো ন চাত্তো যো জঘান তান্ ।
ইত্যুজ্জো পুষ্পববন্ত খাদাসীৎ সুমহাপ্রভম্ ॥ ৯৪ ॥

দ্বারাই শত্রুগণ নিহত হয় নাই ; যুদ্ধকালে আমি
সর্বদাই দেখিতে পাই যে, আমার অগ্রে অগ্রে কে
যেন একজন পুরুষ শত্রুবর্গকে নিহত করিয়া অগ্রসর
হন । তিনি যে কে ?—তাহা আমি জানি না ।
ভীম কহিলেন,—হে পার্থ ! তুমি নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত
হইয়াছ । এ যুদ্ধে অপর কেহই শত্রুহস্তা ছিল না ।
তথাপি যদি এ কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়,—অপর
কোন পুরুষকে তুমি যদি হস্তা বলিয়া বোধ কর, তবে
মীমাংসার্থ চল, তোমার সেই শত্রু পৌত্রকে যাঁহা
‘কে হস্তা ?’—জিজ্ঞাসা করি । ভীম এই বলিয়া
যাঁহা বর্ষরীককে জিজ্ঞাসিলেন যে, ‘এই কোরব-
গণকে কে নিহত করিয়াছে ?—তাহা বল । বর্ষরীক
কহিলেন,—আমি শত্রুগণসহ কেবল একজন পুরুষ-
কেই যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি ; সেই পুরুষ বামদিকে
পঞ্চমুখ এবং দক্ষিণদিকে একমুখ । বামদিকে
তাঁহার দশখানি হস্ত, তাহাতে শূলাদি আয়ুধ সকল
বিদ্যমান ; আর দক্ষিণদিকে তাঁহার চারিখানি হস্ত ;
তাহাতে চক্রাদি অস্ত্র-শস্ত্র বিধৃত । তাঁহার বামদিকে
জটাজাল এবং দক্ষিণদিকে উজ্জ্বল মুকুট শোভমান ।
তাঁহার বামাস্ত্রে ভাস্ম এবং দক্ষিণাস্ত্রে চন্দনাল্পলপন ।
তিনি বামাস্ত্রে চন্দ্রকলাধারী আর দক্ষিণাস্ত্রে কৌস্তুভ-
শোভিত । তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনেও ভয়
হইয়াছিল । যিনি সেই কোরবদের সংহার করিয়া-
ছেন, আমি তাদৃশ পুরুষ আর ‘কদাচ’ দেখি নাই ।
বর্ষরীক এই কথা কহিলে তৎক্ষণাৎ আকাশমণ্ডল

সমুদ্রদেববাদ্যানি সাধুসাম্বিতি বৈ জগুঃ । বিস্মিতাঃ
পাণ্ডবাশ্চাসন্ প্রাণেভুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৯৫ ॥ বিলক্ষ্য-
ভবন্তীমো নিশ্বাসাংচাপ্যমুঞ্চত । তং ততঃ কেশবঃ
স্বামী সমাদায় করে দৃঢ়ে ॥ ৯৬ ॥ কুরুশার্দূল এইতি
প্রোচ্য সম্মার কাশ্চপিম্ । আকুহ গরুড়ঃ পশ্চাৎ
স্মৃতমাত্রমুপস্থিতম্ ॥ ৯৭ ॥ ভীমেন সহিতো ব্যোমি
প্রয়াতো দক্ষিণাং দিশম্ । ততোহর্বমতীতৌব
সুবেলঞ্চ মহাগিরিম্ ॥ ৯৮ ॥ লঙ্কাসমীপে দৃষ্টৌব
সরঃ কুরুহরবীহচঃ । কুরুশার্দূল পশ্চোদং সরো
দ্বাদশযোজনম্ ॥ ৯৯ ॥ যদি শুরোহসি তচ্ছীঘ্র-
মানয়াস্ত তলানমুদম্ । ইত্যুজ্জো গরুড়াচ্ছীঘ্রং
তপতত্তজ্জলে বলী ॥ ১০০ ॥ যোজনং বায়ুজবাঙ্গচ্চ-
নধো নাস্তমপশ্চত । ততো ভীমো বিনিঃস্থত্য ভগ্ন-
বীৰ্য্যোহভ্যভাষত ॥ ১০১ ॥ অগাধমেতৎ সুমহৎ
সরঃ কৈশ্চিন্মহাবলৈঃ । অহং খাদিতুমারকঃ কথঞ্চি-
চ্চাপি নির্গতঃ ॥ ১০২ ॥ এবমুক্তো হসন্ কৃষ্ণ উচ্চি-

হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দেব-হুন্সুভি বাজিয়া
উঠিল, এবং ‘সাধু, সাধু’ শব্দ উথিত হইতে লাগিল ।
তখন পাণ্ডবগণ বিস্মিত হইয়া পুরুষোত্তমকে প্রণাম
করিলেন । ভীম লজ্জিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে
লাগিলেন । প্রভু কেশব তখন দৃঢ়রূপে ভীমের
হস্তধারণপূর্বক ‘হে কুরুশার্দূল ! আইস’ এই বলি-
য়াই গরুড়কে স্মরণ করিলেন । স্মৃতিমাত্রেই গরুড়
আসিয়া উপস্থিত হইল । শ্রীকৃষ্ণ তখন ভীমের
সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া আকাশপথে
দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন । পরে তাঁহার
দক্ষিণসমুদ্র পার হইয়া সুবেল পর্বত অতিক্রম
করিয়া লঙ্কার সমীপে উপনীত হইলেন । সেখানে
একটি সরোবর দেখিয়া কৃষ্ণ, ভীমকে কহিলেন,—
হে কুরুশার্দূল ! দেখ, এই সরোবরটা দ্বাদশ-যোজন ।
তুমি যদি শূর হও, তবে অবিলম্বে ইহার তলপ্রদেশ
হইতে মৃত্তিকা আহরণ কর । এই কথা শুনিয়া
বীরবর ভীম সহসা গরুড় হইতে লক্ষ প্রদানে
সেই সরোবরে পতিত হইলেন এবং বায়ুসম-
বেগে এক যোজন নিম্নে যাইয়াও তাহার তল-
দেশ প্রাপ্ত হইলেন না । তখন তিনি ভগ্নমনে
সরোবর হইতে উঠিয়া আসিয়া কহিলেন,—হে
কৃষ্ণ ! এই ‘সুমহৎ সরোবর অগাধ,’ তাহাতে
আবার কতিপয় মহাবল জলজন্তু আমাকে ভক্ষণের
উদ্দ্যোগ করিয়াছিল ; ‘আমি’ কোনমতে উঠিয়া
আসিয়াছি । তেজস্বীকৃষ্ণ একথা শুনিয়া হস্ত সহকারে

ক্ষেপ মহৎ সরঃ । সেনাদ্বৈতেন তেজস্বী তদর্শকম-
জায়ত ॥ ১০৩ ॥ তদৃষ্টা বিস্মিতঃ প্রাহ কিমিদং কৃৎ
ক্রহি মে ॥ ১০৪ ॥ শ্রীকৃৎ উবাচ । কুন্তকর্ণ ইতি
খ্যাতঃ পুষ্কমাসীন্নিশাচরঃ । রামবাণহতস্তাভুচ্ছির-
শ্চিন্নঃ স্তূর্ণমতেঃ ॥ ১০৫ ॥ শিরসস্তস্ত তালুক্য-
খণ্ডমেতদ্রুকোদর । যোজনদ্বাদশায়ামং মূহ
ক্ষিপ্তং বিচূর্ণিতম্ ॥ ১০৬ ॥ বিধৃতস্ত্বং যৈস্তে
তু সরোগেয়াভিধাঃ সুরাঃ । ত্রিকূটস্ত শিলাভিচ্চ
চূর্ণিতা যে চ কোটিশঃ ॥ ১০৭ ॥ এতে হি বিশ্ব-
রিপবো নিহতাঃ স্মারুপায়তঃ । গচ্ছামঃ পাণ্ডবান্
ভীম দ্রোণাহ হরতে দৃঢ়ম্ ॥ ১০৮ ॥ ততো ভীমঃ
প্রণম্যাহ মনোবাক্যাবৃদ্ধাভঃ । কৃতমাজয়তঃ সৰ্বঃ
কুন্তং ক্ষম কেশব ॥ ১০৯ ॥ পুরুষোত্তম ভবান্নাথ
বালিশস্ত প্রসাদ মে । ততঃ কাস্তমিতি প্রোচা
ভীমেন সহিতো হরিঃ ॥ ১১০ ॥ ঋণাজিরং ভূয় এত্যা
বর্ষরীকং বচোহুৱবীৎ । চরন্তেবং সুহৃদয় সৰ্ব-

স্বকীয় অঙ্গুষ্ঠচালনায় সেই মহৎ সরোবরটী উল্টা-
ইয়া ফেলিলেন । সেই সরোবরে তখন পুষ্কপেক্ষা
অর্ধাঙ্গ মাত্র জল রহিল । ভীম তাহা দেখিয়া বিস্মিত-
চিত্তে কহিলেন,—হে কৃৎ ! এ কি ? আমাকে তাহা
বল । ৮৬—১০৪ । শ্রীকৃৎ কহিলেন,—পূর্বে কুন্তকর্ণ
নামে এক রাক্ষস ছিল, রামচন্দ্রের বাণাঘাতে সেই
হৃদয় নিশাচরের মস্তক ছিন্ন হইয়াছিল, সেই
ছিন্ন মস্তকের তালুখণ্ডটী এই সরোবরাকার হইয়া
রহিয়াছে । হে রুকোদর ! এই তালুখণ্ড পুরাতন
হইয়াছে বলিয়া আমি অতি মূহুভাবে প্রক্ষেপ করি-
লেও ইহা চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে । ইহার মধ্যে
প্রবেশ করিলে তোমাকে যাহারা আক্রমণ করিতে
উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা সরোগেয় নামক দেব-
যোনিবিশেষ । ইহারা জগতের বৈরী ; কৌশল
ক্রমে ইহাদিগকে নিহত করা আবশ্যক । ত্রিকূটগিরির
শিলাঘাতে ইহাদের কোটি কোটি বাক্তি চূর্ণিত
হইয়া গিয়াছে । হে ভীম ! চল, আমরা পাণ্ডবগণ-
সমীপে যাই ; দ্রোণনন্দন তাহাদিগকে নিতান্ত ব্যতি-
ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে । ভীম তখন বাক্যমনঃকায়-
বুদ্ধি দ্বারা কৃৎকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—হে
কেশব ! আমি আজন্ম যাহা কিছু কৃপাবহার করি-
য়াছি, তৎসমস্ত ক্ষমা করুন । হে নাথ, পুরুষোত্তম !
আমি অজ্ঞান, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ভগবান্
শ্রীকৃৎ তখন “ক্ষমা করিলাম” বলিয়া ভীমের সহিত
পুনরায় রণভূমে আসিয়া বর্ষরীককে কহিলেন,—

লোকেষু নিত্যশঃ ॥ ১১১ ॥ পূজিতঃ সর্বলোকৈশ্চ
যচ্ছংস্তেষাং বরান্ বৃতান্ । গুপ্তক্ষেত্রক ন ত্যাজ্যঃ
সর্বক্ষেত্রোত্তমোত্তমম্ ॥ ১১২ ॥ দেহস্থল্যাং তথা
বাসী ক্ষমস্ব দুষ্কৃতক যৎ । ইত্যুক্তস্তান্নমম্বতা
ভৈমিঃ শৈবঃ যযৌ মুদা ॥ ১১৩ ॥ বাসুদেবোহপি
কার্য্যাপি সর্বাণ্যাক্রমকারয়ৎ । ইতি বো বর্ণিতোৎ-
পত্তির্বর্ষরীকস্ত বাড়বাঃ । স্তবং চাপ্ত প্রবক্ষ্যামি
যেন ত্বাৰ্হাতি যক্ষরাট্ ॥ ১১৪ ॥ জয় জয় চতুরশীতি
কোটিপারবার সূর্য্যবর্জাভধান যক্ষরাজ জয় ভূভার-
হরণপ্রবৃত্ত লঘুশাপপ্রাপ্তনৈঋতযোনিমন্তব জয়
কামকটকটাকুক্ষিরাজহংস জয় ঘটোৎকচানন্দ-
বর্ধন বর্ষরীকাভধান জয় কৃষ্ণোপদিষ্টশ্রীগুপ্তক্ষেত্র-
দেবীসমারাধনপ্রাপ্তাতুলবীৰ্য্য জয় বিজয়সিদ্ধিদায়ক
জয় পিঙ্গলা-রেপলেস্ত-হৃদ্রহা-নবকোটিধর-পলাশন-

হে সুহৃদয় ! তুমি এইভাবে নিয়ত সমস্ত লোকে
বিচরণপূর্ব্বক সকলের প্রার্থনা পূরণ করিও ;
সকলেই তোমাকে পূজা করিবে । তুমি কদাচ এই
গুপ্তক্ষেত্র পারত্যাগ করিও না । ঐ ক্ষেত্র, সমস্ত
ক্ষেত্রের মধ্যে উৎকৃষ্ট । আর তুমি দেহস্থলীতেও
বাস করিও ; সেখানে থাকিয়া প্রণত জনগণের
দুষ্কৃতসমূহ মাজ্জন করিও । ভীমপৌত্র বর্ষরীক এই
কথা শুনিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া সানন্দমনে
যথেষ্ট প্রশ্ন করিলেন । বাসুদেবও তদুদ্দেশে
ঔর্ধ্বেদেহিক কার্য্য সকল সম্পাদন করাইলেন । হে
পাণ্ডবগণ ! এই আমি তোমাদিগের নিকট বর্ষরী-
কের উৎপত্তিবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম । এক্ষণে
ইহার স্তবও বলিতেছি ; এই স্তব পাঠে সেই
যক্ষরাজ সন্তুষ্ট হন । হে চতুরশীতি কোটি
পরিবারযুক্ত সূর্য্যবর্জা নামে প্রসিদ্ধ যক্ষরাজ !
হে ভূভারহরণপ্রবৃত্ত ! আপনি লঘু দোষে
শাপগ্রস্ত হইয়া রাক্ষসযোনি লাভ করিয়াছেন ;
আপনার জয় হউক । আপনি কামকটকটাকুক্ষি-
রূপ সরোবরের রাজহংস ! আপনার জয় হউক ।
আপনি ঘটোৎকচের আনন্দ বৃদ্ধি করেন ; আপ-
নার জয় হউক । আপনার জয় হউক । আপনি
কৃষ্ণের উপদেশে গুপ্তক্ষেত্রবাসিনী দেবীগণের
আরাধনা করিয়া অতুল বীৰ্য্য লাভ করিয়াছেন ;
আপনার জয় হউক । আপনার সাহায্যেই বিজয়,
সিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন । আপনার জয়
হউক । আপনি পিঙ্গলা হৃদ্রহা রেপলেস্ত ও
নবকোটি-রাক্ষসপতি পলাশী রাক্ষসরূপ-কাননের

দাবানল জয় ভূপাতালাস্তরালে নাগকন্ঠাপরিহারক
জয় ভীমমানমর্দন জয় সকলকৌরবসেনাবধমুহূর্ত-
প্রবৃত্ত জয় শ্রীকৃষ্ণবরলক্ষসর্ববরপ্রদানসামর্থ্য জয় জয়
কলিকালবন্দিত নমো নমস্তে পাহি পাহীতি ॥ ১১৫ ॥
অনেন যঃ সুহৃদয়ঃ শ্রাবণেহভার্চ্য দর্শকে । বৈশাগে
চ ত্রয়োদশ্যাং কৃকপক্ষে দ্বিজোত্তমাঃ । শতদীপৈঃ
পুরিকাভিঃ সংস্তুবেতুশ্চ তুয্যতি ॥ ১১৬ ॥ ততো
বিপ্রা নারদশ্চ সমাধায়া মহেশ্বরম্ । মহীনগবকে
পুণো স্থাপয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ১১৭ ॥ লোকানাঞ্চ
হিতার্থায় কেদারং লিঙ্গমুত্তমম্ । অত্রীশাগত্বরে
ভাগে মহাপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১১৮ ॥ অত্র কুণ্ডে নরঃ
স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কৃৎবা যথাবিধি । অত্রীশঞ্চ নমস্কৃত্বা
কেদারঞ্চ প্রপশ্যতি ॥ ১১৯ ॥ মাতুঃ স্তন্যং পুনর্নৈব
স পিবেন্মুক্তিভাগ্ভবেৎ । ততো রুদ্রো নীলকণ্ঠো

দাবানল ! আপনার জয় হউক । আপনি ভূমি ও
পাতালের অন্তরাল ভাগে উপযাচিকা নাগকন্ঠা-
গণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । আপনার
জয় হউক । আপনি ভীমের ও গর্ভ খর্ষ করিয়াছেন ;
আপনি মুহূর্ত মধ্যে সকল কৌরব-সেনা সংহারে
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; আপনার জয় হউক । আপনি
শ্রীকৃষ্ণের নিকট সকলকে বরদান করিবার সামর্থ্য-
রূপ বর লাভ করিয়াছেন ; আপনার জয় হউক ।
কলিকালে আপনি সাধারণের বন্দিত হইবেন ।
অপনার জয় হউক । আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ;
রক্ষা করুন, রক্ষা করুন । হে দ্বিজোত্তমগণ !
এই স্ততিগাথা দ্বারা শ্রাবণ মাসে অমাবস্যা-দিবসে
এবং বৈশাগ মাসে কৃকপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে
শতসংখ্যক প্রদীপ ও পুরিকা নিবেদনপূর্বক যে
ব্যক্তি সেই সুহৃদয়ের স্তব করে, তৎপ্রতি তিনি
সন্তুষ্ট হন । ১০৫—১১৬ । হে বিপ্রগণ ! অতঃপর
অন্ত বৃত্তান্ত শুনুন । নারদমুনি সেই পুণ্য মহা-
সাগর-সঙ্গমে লোকহিতসাধনার্থ শঙ্করের আরা-
ধনা করিয়া কেদার নামে প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ
স্থাপন করিলেন । ঐ লিঙ্গ অত্রীশলিঙ্গের উত্তর
দিকে বিরাজমান । উহা মহাপাপবিনাশক ।
মানব তদ্রূপ কুণ্ডে স্নান করিয়া যথাবিধি
শ্রাদ্ধানুষ্ঠানান্তে অত্রীশকে নমস্কার করিবে ; পরে
যাইয়া কেদারকে দর্শন করিবে, এরূপ করিলে সেই
মানবকে আর কদাচ মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না ।
সে মুক্তি প্রাপ্ত হয় । ইহার পর নীলকণ্ঠ রুদ্রদেব স্বয়ং

নারদায় মহাশ্রমে ॥ ১২০ ॥ বরং দত্ত্বা স্বয়ং তসৌ
মহীনগরকে গুভে । কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা
নীলকণ্ঠং প্রপশ্যতি ॥ ১২১ ॥ জয়াদিত্যঃ নমস্কৃত্য
রুদ্রলোকমবাণুয়াৎ । জয়াদিত্যং পূজয়ন্তি কুপে
স্নাত্বা নরোত্তমাঃ ॥ ১২২ ॥ ন তেষাং বংশনাশো-
হস্তি জয়াদিত্যপ্রসাদতঃ । তেষাং কুলে ন রোগঃ
স্মার দারিद्र্যং ন লাঞ্ছনম্ ॥ ১২৩ ॥ পুত্রপৌত্র-
সমায়ুক্তা ধনধান্যসমায়ুতাঃ । ভুক্তা ভোগানিহ
বহন সূর্যালোকে বসন্তি তে ॥ ১২৪ ॥ ইতি প্রোক্তং
ময়া বিপ্রা গুপ্তক্ষেত্রং সমাসতঃ । সপ্তক্লেশপ্রমাণঞ্চ
ক্ষেত্রস্তাস্মৈ পুরা দিজাঃ । স্বয়মুবা প্রোক্তমিদং সর্ব-
কামার্থসিদ্ধিদম্ ॥ ১২৫ ॥ ইতি বো বর্ণিতঃ পুণ্যো
মহীসাগরসম্ভবঃ । শৃণু সঙ্কীৰ্ত্তয়ঃশ্চৈব সর্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ১২৬ ॥ য ইদং শ্রাবয়েদ্বিহীনমহীমাহাত্ম্য-
মুত্তমম্ । সর্বপাপবিনিমুক্তো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥
১২৭ ॥ গুপ্তক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যং সকলং শ্রাবয়েদ্যদ ।
সর্বৈশ্বর্যমবাপ্নোতি ব্রহ্মহত্যাং বাপোহতি ॥ ১২৮ ॥
কোটিতীর্থস্ত মাহাত্ম্যং মহীনগরকস্ত চ । শৃণোতি

আসিয়া মহাত্মা নারদকে বর দান করেন ; পরে তিনি
নারদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই শুভমহীনগরে
বিরাজমান হইয়াছেন । মানব যদি কোটিতীর্থে স্নান
করিয়া নীলকণ্ঠকে দর্শনান্তে জয়াদিত্যকে প্রণাম
করে, তবে তাহার রুদ্রলোকপ্রাপ্তি হয় । যে সকল
নরোত্তম কুপে স্নানান্তে জয়াদিত্যকে পূজা করে,
জয়াদিত্যের প্রসাদে কদাচ তাহাদিগের বংশনাশ
হয় না । তাহাদিগের বংশে কদাচ রোগ, দারিদ্র্য
কিন্তু কোনরূপ লাঞ্ছনা ঘটে না । তাহারা ইহলোকে
পুত্র-পৌত্র সহ ধন-ধান্যাদি বিবিধ ভোগ্য উপ-
ভোগান্তে অস্তে সূর্যালোক প্রাপ্ত হয় । হে বিপ্র-
গণ ! এই আমি আপনাদিগের নিকট গুপ্তক্ষেত্রের
বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম । হে দ্বিজগণ !
পূর্বে ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্রের পরিমাণ
সপ্ত ক্লেশ মাত্র । ইহা সর্বকামার্থসিদ্ধিদায়ক ।
আপনাদিগের নিকট আমি, এই যে মহীসাগর-
সঙ্গমের কথা कहিলাম, এই বৃত্তান্ত শ্রবণ কিহা কীৰ্ত্তন
করিলেও মানব সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে ।
বিদ্বান্ মানব মহীনদীর উত্তম মাহাত্ম্য যদি কাহা-
কেও শ্রবণ শ্রবায়, তবে সে সমস্ত পাপ হইতে
বিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয় । আর যদি সমগ্র
গুপ্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করায়, তবে মানব সর্ব-
বিধ ঐশ্বর্যশালী হয় ; এবং ব্রহ্মহত্যার পাতক হই-

আবয়েদ্যম্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১২৯ ॥ কোটিতীর্থে
নরঃ স্নানং শ্রদ্ধাং কৃৎস্নাং প্রযত্নতঃ । দানং দদ্যাৎ যথা-
শক্ত্যা শৃগুধ্বং তৎফলং হি মে ॥ ১৩০ ॥ স্বর্গপাতাল-
মর্ত্যেষু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ । তেষু দানেষু যৎ
পুণ্যং তৎফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥ ১৩১ ॥ অশ্বমেধা-
দিভির্ধ্যাক্ষৈরিষ্টৈশ্চৈবাপ্তদক্ষিণৈঃ । সর্বত্র ততপোভিঃ
কৃতৈর্যৎ পুণ্যমাপ্যতে ॥ ১৩২ ॥ তৎপুণ্যং প্রাপ্যতে
বিপ্রাঃ কোটিতীর্থে ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৩ ॥ ইদং পবিত্রং
খলু পুণ্যদং সদা যশস্করং পাপহরং পরাৎপরম্ ।

তেও মুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি কোটিতী-
র্থে এবং মহীসাগরে স্নান করিবে বা শ্রবণ
করায়, সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। নর কোটিতীর্থে
স্নানান্তে যত্ন সহকারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানপূর্বক শতানু-
সারে দান করিলে যে ফল হয়, তাহা শুন :—স্বর্গে
মর্ত্যে পাতালে যত তীর্থ আছে, তৎসমস্ত তীর্থে
দান করিলে যে ফল তাদৃশ ফললাভ হয়।
যথেষ্ট দক্ষিণাধিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্ববিধ
ব্রত বা তপস্শাচরণ করিলে যে ফল, হে বিপ্রগণ।
কোটিতীর্থে প্রভাবে তৎসমস্ত পুণ্যই প্রাপ্ত হওয়া
যায়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই পবিত্র উপা-
খ্যান, জনগণের পুণ্যপ্রদ, সতত যশস্কর, ও পাপহর ;

শৃণোতি ভক্ত্যা পুরুষঃ স পুণ্যভাগমুদয়ে কল্প-
সলোকতাং ব্রজেৎ ॥ ১৩৪ ॥ ধন্যং যশস্কং নিয়তং
সুপুণ্যং স্বর্গমোক্ষদং পাপহরং নরানাম্ । শৃণোতি
নিতাং নিয়তং শুচিঃ পুমান্ ভিহ্না রবিং বিষ্ণুপদং
প্রয়াতি ॥ ১৩৫ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাংশীতিসাহস্রাং
সংহিতায়াং প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকা-
খণ্ডে গুপ্তক্ষেত্রমাহাত্ম্য-পরিসমাপ্তিবর্ণনং
নাম ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

ইহা পরাৎপর শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যে মানব ভক্তি সহকারে
ইহা শ্রবণ করে, সে পুণ্যভাগী হইয়া জীবনান্তে
কল্পের সহিত একত্র বাস করিতে সমর্থ হয়। স্বর্গ-
মোক্ষদায়ক যশস্কর ও ধন্যতাসাধক এই উপাখ্যান,
যে মানব শুচি হইয়া সংযতচিত্তে শ্রবণ করে, সে
সূর্য্যামণ্ডল ভেদ করিয়া যাইয়া বিষ্ণুপদে বিলীন
হয়।—১৩৫।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

সমাপ্তমিদং কুমারিকাখণ্ডম্ ২।

মাহেশ্বরখণ্ডম্ ।

অরুণাচল-মাহা হ্যাম্ ।

পূর্বকীর্তনম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ললাটে ত্রৈপুত্রী নিটলকৃতকস্তুরিতিলকঃ
ক্ষুরমালাধারঃ ক্ষুরিতকটিকৌপীনবসনঃ । দধানো
দন্তারং শিরসি কগিরাজঃ শশিকলাঃ প্রদীপঃ সর্ষে-
ষামরুণগিরিয়োগী বিজযতে ॥ ১ ॥ বাস উবাচ ।
অথাহ্বনয়ঃ সূতঃ নৈমিনারণ্যাবানিনঃ । অরুণা-
চলমাহা হ্যাম্ অন্তঃ শুশ্রুববো বয়ম্ ॥ ২ ॥ তন্মাহা হ্যাম্
বদেত্যাক্তঃ সূতঃ প্রোবাচ তান্মুনীন । ত্রীশ্রুত উবাচ ।
এতদর্থং চতুর্ধ্বক্ৰঃ পপ্রচ্চ সনকঃ পুরা ॥ ৩ ॥ শূ-
ন্যাবহিতা যুগ্মঃ তদ্বো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ । যদাকর্ণ-
য়তাং ভক্ত্যা নরাণাং পাপনাশনম্ ॥ ৪ ॥ সত্য-
লোকে স্থিতঃ পূর্বঃ ব্রহ্মাণঃ কমলাসনম্ । সনকঃ

প্রথম অধ্যায় ।

যাহার ললাটে ত্রিপুত্র, ক্রমধ্যে কস্তুরীতিলক,
গলে উজ্জ্বল মালা ও কটতটে কৌপীন বসন
বিরাজমান; যিনি স্বীয় মস্তকে ভুজঙ্গেন্দ্র ও চল-
কলা ধারণ করেন এবং যিনি সমস্ত জগতের
প্রদীপস্বরূপ, সেই অরুণাচলবাসী যোগিবর জয়-
যুক্ত হউন । বাস বলিলেন,—অনন্তর নৈমিষা-
রণ্যবাসী ঋষিগণ সূতকে কহিলেন,—আমরা
আপনার নিকট অরুণাচলের মাহা হ্যাম্ শ্রবণ
করিতে অভিলাষ করিতেছি । সূত তখন সেই
ঋষিগণকে “অরুণাচল-মাহা হ্যাম্ কীর্তন করিতেছি”
এই কথা বলিলেন । সূত বলিলেন—পুরাকালে
সনক ব্রহ্মাকে এই অরুণাচলের মাহা হ্যাম্-কথা
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । যাহা ভক্তিসহকারে শ্রবণ
করিলে মানবগণের পাপ বিনষ্ট হয়, সম্প্রতি আমি
সেই অরুণাচলমাহা হ্যাম্ কীর্তন করিতেছি;
আপনারা অবস্থিত হইয়া শ্রবণ করুন । পূর্বকালে

পরিপপ্রচ্চ প্রণতঃ প্রাজ্ঞনিঃ স্থিতঃ ॥ ৫ ॥ সনক
উবাচ । ভুবনাধার দেবেশ বেদবেদ্য চতুর্ধ্বক্ ।
আসীদশেষবিজ্ঞানং প্রসাদান্তবতো মম ॥ ৬ ॥ ভব-
ভক্তিবিভূত্যা মে শোধিতে চিত্তদর্পণে । বিদ্বতে
সকলং জ্ঞানং সরূদেবোপদেশতঃ ॥ ৭ ॥ সারার্থঃ
বেদবেদানাং শিবজ্ঞানমনাকুলম্ । লক্শবানহমত্যন্ত-
কটাক্ষেন্তে জগদ্গুরোঃ ॥ ৮ ॥ লিঙ্গানি ভূবি
শৈবানি দিব্যানি চ রূপানিধে । মাত্মনানি চ সৈদ্ধানি
ভৌতানি সুরনায়ক ॥ ৯ ॥ যল্লিঙ্গমমলং দিব্যমরি-
চ্ছেদনবৈভবম্ । স্বয়ম্ভু জাদবে দ্বীপে তৈজসঃ
তদ্বদস্ব মে ॥ ১০ ॥ নামস্মরণমাত্রেণ যৎপাতক-
বিনাশনম্ । শিবসারূপাদং নিত্যং মহ্যং বদ দয়া-

কমলাসন ব্রহ্মা সত্যলোকে অবস্থিত ছিলেন । তৎ-
কালে সনক অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক প্রণত হইয়া
তাহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন । সনক
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভুবনাধার ! হে দেবেশ ! হে
বেদবেদ্য, হে চতুর্ধ্বক ! আপনার অল্পগ্রহে আমার
অশেষবিধ বিজ্ঞান জন্মিয়াছে, আপনার প্রতি
ভাক্তিরূপ বিভূতি দ্বারা আমার চিত্তরূপ দর্পণ
পরিশোধিত হইয়াছে এবং আপনার একবার
মাত্র উপদেশেই সকল জ্ঞান প্রতিকলিত
হইতেছে । হে জগদ্গুরো ! অনাবিল শিবজ্ঞানই
বেদের সার অর্থ, আপনার করুণাকটাক্ষে
তাহাও আমি বিশেষরূপে লাভ করিয়াছি ।
হে দয়ানিধে ! এই ভূমণ্ডলে দিব্য, মাত্মব,
সিদ্ধ ও ভূতস্বকীয় যে সকল শিবলিঙ্গ-বিরাজ-
মান এবং হে সুরনায়ক ! যে লিঙ্গ অমল, শঙ্ক-
নাশনে সমর্থ, জম্বুদ্বীপে স্বয়ং সমুৎপন্ন ও তৈজস—
এই সকল লিঙ্গের শিবরূপ আমার নিকট বলুন ।
হে দয়ানিধে ! যাহার নাম স্মরণ করিবামাত্র পাতক

নিধে ॥ ১১ ॥ অনাদিজগদাধারং যন্তেজঃ শৈবম-
বায়ম্ । যচ্চ দৃষ্টা কৃতার্থঃ স্মাত্তম্যমুপদিষ্টতাম্ ॥
১২ ॥ ইতি ভক্তিমতস্তস্ত কোতুহলসমমিতম্ ।
বাক্যমাকর্ণ্য ভগবান্ প্রসসাদ তপোনিধিঃ । দধৌ
চ সূচিরং শম্ভুঃ পঙ্কজাসনসংস্থিতঃ । অন্তরঙ্গ-
সুখাস্তোষিমগ্গচেতাশ্চতুর্গুণঃ ॥ ১৪ ॥ দৃষ্টা যদা পুরা
দৃষ্টং তেজঃসুভ্রময়ং শিবম্ । উত্তীর্ণসকলাধারং ন
কিঞ্চিৎপ্রত্যবুধ্যত ॥ ১৫ ॥ পুনরাজ্ঞাং শিবান্নক্কা-
মন্নপালয়িতুং প্রভুঃ । নির্বর্ত্য হৃদয়ং যোগাৎ
সম্মার স্মৃতমানতম্ ॥ ১৬ ॥ শিবদর্শনসঙ্গাতপুলকা-
কিতবিগ্রহঃ । আনন্দবাপ্পবনৈত্রঃ সগদাদমভাষত ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মোবাচ । অস্তঃ সংস্মারিতঃ পুত্র ভবতাং
পুরাতনম্ । শিবযোগমন্মুখায়ন্নস্মার্যং তব চাদ-
রাৎ ॥ ১৮ ॥ শিবভক্তিঃ পরা জাতা তপোভির্ভক্ত-
ভিস্তব । তয়া মদীয়ং হৃদয়ং ব্যবর্তিতমিব

সকল বিনষ্ট হয় ও নিত্য শিবসারূপাপদ লাভ
হইয়া থাকে তাহাও আমার নিকট কীর্তন করুন ।
যে অব্যয় শৈবতেজ অনাদি অনন্ত জগতের আধার,
স্বরূপ এবং ঈশাকে দর্শন করিলে কৃতার্থ হওয়া যায়,
আপনি আমাকে তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন ।
১—১২ । অনন্তর তপোনিধি ভগবান্ ব্রহ্মা ভক্তি-
মান্ সনকের এবংবিধ কোতুহলাক্রান্ত বাক্য শ্রবণ
করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং সুখসাগর-
মগ্নচিত্ত চতুর্গুণ ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ পদ্মাসনে সমাসীন
হইয়া শম্ভুকে ধ্যান করিতে লাগিলেন । প্রভু
ব্রহ্মা পূর্বে যে তেজঃসুভ্রময় সর্বাধারাত্মিকান্ত
শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া তৎকালে তাহার কোনই
তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই, আজ ব্যান-
যোগে সেই শিবকে পুনরায় দর্শন করিয়া
তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
এবং যোগবলে হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়া বিনীত
পুত্র সনককে স্মরণ করিলেন । শিব সন্দর্শনে তাঁহার
শরীরে পুলকের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, নয়নে আনন্দ-
বারি দেখা দিল, তিনি গদগদ-বাক্যে বলিতে
লাগিলেন । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুত্র ! তুমি আজ
আমাকে পুরাতন শিবযোগ স্মরণ করাইয়া দিয়াছ,
আমি তোমার জন্যই আজ সেই শিবযোগ চিন্তা
করিতে সমর্থ হইয়াছি । বহু তপস্যা দ্বারা তোমার
শ্রেষ্ঠ শিবভক্তি জন্মিয়াছে এবং তুমি সেই শিব-
ভক্তিবশেই আজ কণকাল মধ্যে আমার হৃদয় যেন

কণাৎ ॥ ১৯ ॥ পাবয়ন্তি জগৎ সর্বং চরিতৈস্তে
নিরাকুলে । যেবাং সদাশিবে ভক্তির্বর্জিতে সার্ব-
কালিকৌ ॥ ২০ ॥ সন্তাষণং সহবাসঃ ক্রীড়া চৈব
বিমিশ্রণম্ । দর্শনং শিবভক্তানাং স্মরণং চাঘ-
নাশনম্ ॥ ২১ ॥ শ্রয়তামদ্বুতং শৈবমাবির্ভূতং যথা
পুরা । অব্যাজকরণাপূর্ণমরুণাদ্যভিধং মহঃ ॥ ২২ ॥
অহং নারায়ণশ্চোভৌ জাতৌ বিশ্বাধিকৌদয়াৎ ।
বহু স্মামিতি সঙ্কল্পং বিতস্থানাং সদাশিবাৎ ॥ ২৩ ॥
স্বভাবেন সমুদ্ভূতৌ বিবাদন্তৌ পরস্পরম্ । ন চ
শ্রান্তৌ নিযুধ্যন্তৌ সাহস্কারৌ কদাচন ॥ ২৪ ॥ পর-
স্পরং রণোৎসাহমাবয়োরতিভীষণম্ । আলোকা
করণামূর্তিবিচিস্তয়দধেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥ কিমর্থমনয়োবুদ্ধং
জায়তে লোকনাশনম্ । ময়া সৃষ্টমহং পাতেতি
বিবাদমধিতপ্তযোঃ ॥ ২৬ ॥ সময়েহস্মিন্ স্বয়ং লক্ষ্যো
মুদয়োরনয়োভূতম্ । যদি যুদ্ধং ন রোংস্মামি তদা

সম্পূর্ণরূপে ব্যবর্তিত করিয়া দিয়াছ । দেখ,
নিরাকুল সদাশিবে সর্বদা ঈশাদিগের ভক্তি বর্জিত
হয়, তাঁহারাই স্বয়ং পুত্র চরিত্র দ্বারা সমগ্র জগৎ
পবিত্র করিয়া থাকেন । শিবভক্তগণের দর্শন,
নামশ্রবণ, সন্তাষণ, সহবাস, ক্রীড়া, সংসর্গ এবং
স্মরণ এই সমস্তই পাপ বিনষ্ট করে । যে শিবের
করণা ছলহীন, যিনি অরুণাদি আখ্যায় অভিহিত
তেজঃস্বরূপ তিনি পূর্বকালে যেরূপে আবির্ভূত
হইয়াছিলেন, সেই অদ্বুত আবির্ভাব-বিবরণ কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর । ১৩—২২ । ‘আমি বহু
হইব’ এইরূপ সঙ্কল্পকারী বিশ্বাতিক্রমী সদাশিব
হইতে আমি ও নারায়ণ সমুৎপন্ন হইয়াছি ।
আমাদের উভয়ের মধ্যে এক সময় আমি বলি
“আমি বড়” নারায়ণ বলেন “আমি বড়” ক্রমে
আমাদের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে আমরা
স্বয়ং অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া যুদ্ধের উপক্রম করি ;
কিন্তু কোনক্রমেই আমরা শান্ত হইলাম না ।
অনন্তর করুণমূর্তি ঈশ্বর সদাশিব আমাদের পরস্পর
অতিভীষণ সমরোৎসাহ সন্দর্শন করিয়া চিন্তা করি-
লেন,—আজ কিজন্তু ইহাদের এই অনর্থ
ও লোকক্ষয়কর সমর বাধিয়া উঠিতেছে ?
আমিই এই জগতের সৃষ্টি ও পালনকর্তা, তবে
ইহারা কেন এই বিবাদ উপস্থিত করিতেছেন ?
এই নিরতিশয় যুদ্ধ ব্রহ্মা ও নারায়ণ সমক্ষে
এই সময়েই স্বয়ং আমার মাওয়া উচিত হইতেছে,

শ্রীভুবনকথ্যঃ ॥ ২৭ ॥ দেবেষু যম মাহাত্ম্যং বিশ্ব-
ধিকতয়া ক্রতম্ । ন জানাতে ইমৌ মুক্ধৌ ক্রোধতো
গলিতস্মৃতি ॥ ২৮ ॥ সর্বোহপি জন্তুরাশ্বানমধিকং
মস্ততে ভুশম্ । অমতান্তসমাবিক্যস্তবঃ পততি
তুর্ন্যতিঃ ॥ ২৯ ॥ যদাহং কাপি ভুবনে দাস্তামি
মিতমাশ্বনঃ । তদা তজ্জপাবজ্ঞানাৎ স আত্মা
সোহপি মামিমাং ॥ ৩০ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসা
স্বয়মেব সদাশবঃ । আবয়োযুধ্যাতোষ্মযো বাহু-
স্তম্ভঃ সমুদ্যতঃ ॥ ৩১ ॥ অতীত্য সকলান্লোকান্
সর্বতোহর্গিরিব জলন্ ॥ ৩২ ॥ অনাদ্যন্ততয়া চাখ
দৃগার্ভৌ সংব্যতিষ্ঠতাম্ ॥ তেজঃস্তম্ভং জলন্তং
তমালোক্য শিবিলাশয়ো ॥ ৩৩ ॥ আবয়োঃ পুরতো
জাতা বাণী চাপ্যশরারণী । কিমর্থং বালকৌ যুগং
কল্পতে মুটমানসৌ ॥ ৩৪ ॥ যুবয়োঃশবৈবম্যং
শিব এব বিবেক্যতে । তেজঃস্তম্ভময়ং রূপমিদং
শস্তোষ্যবাস্ততম্ ॥ ৩৫ ॥ আদ্যন্তয়োর্ধাদ যুবামৌক্ষ-

কেননা, যদি আমি এই সময়ের প্রতিরোধ না
করি, তবে ত্রিলোক বিনষ্ট হইবে। এই বিধে
আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বেদে আমার মাহাত্ম্য বিস্তৃত
হইয়াছে, ক্রোধে মুগ্ধ হইয়া সম্প্রতি ইহাদের স্মৃতি
বিনষ্ট হইয়াছে, এজন্ত ইহারা উভয়ে তাহা
জানিতে পারিতেছেন না। মিথল প্রাণীই স্বীয়
আত্মাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইয়া থাকে, কিন্তু
যে তুর্ন্যতি অসঙ্গতরূপে স্বীয় আত্মাকে শ্রেষ্ঠ
বলিয়া মনে করে, সে অধঃপতিত হয়। যদি
বা আমি কখনও কোন লোকে পারমিত
আত্মা প্রেরণ করি, তথাপি সেই আত্মাও
তাহার স্বরূপ বিদিত হইয়া আমাকেই পুনরায়
আশ্রয় কারয়া থাকে। সদাশব স্বয়ং মনে
মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমরকারী আমা-
দের উভয়ের মধ্যে এক বাহুস্তম্ভরূপে
সমুদ্ভূত হইলেন। সেই স্তম্ভ সমস্ত লোক
আতঙ্কম্ভ কারয়া সকল দিকে অগ্নির স্তায় প্রজালিত
হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই আদি-অন্ত-বহীন
জলন্ত তেজঃস্তম্ভ সদর্শন কারয়া আমাদের আর্জ
দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং আমাদের আশাভরসা
যেন শিথিল হইয়া আসিল। তৎকালে “তোমরা
মুটবুদ্ধি বালকের স্তায় কি জন্ত যুদ্ধোদ্যোগ করি-
তেছ, তোমাদের বলবৈষম্য শিবই বলিয়া দিবেন,
এই যে তেজঃস্তম্ভময় রূপ দেখিতেছ, ইহা শত্রুই
ব্যবহা করিয়াছেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে

যাখাং বলাধিকৌ । ইতি তাং গিরীমাকর্ণ্য নিযুক্তাবি-
রতো তদা ॥ ৩৬ ॥ অহং বিষ্ণুশ্চ গতিমান্ বিচেতুং
তদ্যাবশিতৌ । অগ্নিস্তম্ভময়ং রূপং শস্তোরাদ্যন্ত-
বজ্জিতম্ ॥ ৩৭ ॥ অলোকিতুং ব্যবসিতাবাবামাদ্যন্ত-
ভাগতঃ । বিদিতং বোমগং চন্দ্রং যথা বালৌ
জিহ্মকতঃ ॥ ৩৮ ॥ তথৈবাবাং সমুদ্যুক্তৌ পারি-
চ্ছেদুঃ তন্মহঃ । অথ বিষ্ণুর্ন্যহোৎসাহাৎ ক্রোড়ো-
হভুৎ সুমহাবপুঃ ॥ ৩৯ ॥ তন্মূলবিচয়ায়াক্ত ভূমিগতং
বাদারয়ৎ । অহং হংসহাং প্রাপ্তো মহাবেগং
সমুৎপতন ॥ ৪০ ॥ দিদৃক্ষুস্তচ্ছিরোভাগং বিষ্ণুর্কম-
গাশ্রিবম্ । অবোবো দারয়ন্ কোণিমশেবামপি
মাধবঃ ॥ ৪১ ॥ আবর্জুতীমবাবস্তাদ্যন্তম্ভমবৈকত ।
অনেককোটিবর্ণাণি বিচক্ষন্নপি তেজসঃ ॥ ৪২ ॥
অপশুরাদিমক্ষ্যামার্করূপঃ স বিহ্বলঃ । বিশীর্ণদংষ্ট্র-
বলয়ো বিগলৎসন্ধিবন্ধনঃ ॥ ৪৩ ॥ শ্রমাতুরকৃষা-

যে কেহ ইহার আদি ও অন্ত দর্শন করিতে
সমর্থ হইবে, সে-ই বলাধিক ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া
বিদিত হইবে”, এইরূপ এক আকাশবাণী আমাদের
অগ্রে উথিত হইল। তখন আমরা এই আকাশ-
বাণী শ্রবণ করিয়া যুগ হইতে বিরত হইলাম।
২৩—৩৬। পরে গতিমান্ আমি ও বিষ্ণু ইহার
একটা নিশ্চয় করিবার জন্ত আদি-অন্তবহীন অগ্নি-
স্তম্ভময় সেই শিবরূপের আদি ও অন্তভাগ অবলো-
কন করিতে উদ্যম করিলাম। বালক যেরূপ
আকাশে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে গ্রহণ করিবার জন্ত
উদ্যত হয়, আমরাও তজ্জপ সেই শিবতেজের পরি-
চ্ছেদ করিতে উদ্যুক্ত হইলাম। অনন্তর মহোৎসাহ-
সম্পন্ন বিষ্ণু শূকররূপে বিপুলশরীর ধারণ করিয়া
ঐ তেজঃস্তম্ভের মূলদেশ অন্বেষণমানসে ভূগর্ভ
বিদারণ করিলেন এবং আমি হংসহ অবলম্বনপূর্বক
তেজঃস্তম্ভের শিরোদেশ দর্শনমানসে মহাবেগে
আকাশে উৎপতিত হইলাম। ক্রমে মাধব
অশেষরূপে পৃথিবীর নিম্নদেশ বিদারণ করিতে
লাগিলেন; কিন্তু যতই তিনি অধোদিকে যাইতে
লাগিলেন, ততই দেখিতে লাগিলেন যে, এই
তেজঃস্তম্ভ আরও নিম্নদেশ হইতে প্রাকর্ষিত হইয়াছে।
তিনি অনেক কোটি বর্ষ সেই তেজের অন্বেষণ
করিয়াও তাঁহার অন্ত দর্শন করিতে পারিলেন
না, তখন তিনি একান্ত আর্জ ও বিহ্বল হইয়া
পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টাবলয় বিশীর্ণ হইয়া গেল,
সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়া আসিল এবং তিনি শ্রমাতুর

ক্রান্তো নো যাতুমশকংকরিঃ । বারাহং রূপমতুলং
সঙ্কারয়িতুমক্ষমঃ ॥ ৪৪ ॥ বিহন্তুমপি বিশ্রান্তো বিসাদ
রমাপতিঃ । অচিস্তয়দমেয়াত্মা পরিশ্রান্তশরীরবান ॥
৪৫ ॥ গলিতক্ৰীঃ ক্রিয়াশ্রান্তঃ শরণাং শিবমাশ্রয়ন্ ।
ধিভূমমেদং মহম্মৌধ্যামহঙ্কারসমুদ্ভবম্ ॥ ৪৬ ॥ যেনাহ-
মাশ্রনো নাধমাস্থানং নাববুদ্ধবান ॥ অয়ং হি সর্ব-
বেদানাং দেবানাং জগতামপি ॥ ৪৭ ॥ মূলভূতঃ
শিবঃ সাক্ষান্মূলমস্ত কথং ভবেৎ । অস্মাদেব
সমুদ্ভূতোহস্মাহমাদ্যন্তবর্জিতাৎ ॥ ৪৮ ॥ যন্ময়াষেই-
মারকঃ শিবং পশুবপুষ্পতা অব্যাজকরণাবকোঃ
পিতুঃ শস্তোঃ প্রসাদতঃ ॥ ৪৯ ॥ পুনরেবেদুশী
লকা মতির্মে স্বাশ্রবোধিনা । স্বয়মেব মহাদেবঃ শম্ভুর্য়ং
পাতুমিচ্ছতি ॥ ৫০ ॥ তস্ত সদ্যো ভবেজ্জ্ঞানমন-
হঙ্কারমাশ্রজম্ । ন শকোমি পুনঃ কর্তুঃ পূজামস্ত
জগদুত্তরোঃ ॥ ৫১ ॥ নিবেদয়ামি চাত্মানং শরণং
যামি শঙ্করম্ । ইতি দধৌ শিবং বিষ্ণুং স্তত্যা-
মর্পিতচেতনঃ ॥ ৫২ ॥ সৎপ্রসাদভূতপতেঃ পুন-

ও তুমার্ত হইয়া আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন
না । রমাপতি হরি আর অতুলনীয় শূকররূপ
ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তিনি একান্ত
শ্রান্ত হইয়া অতীব অবসাদ প্রাপ্ত হইলেন । তখন
অমেয়াত্মা পরিশ্রান্তশরীর হরি ভ্রষ্টক্ৰী হইয়া শরণা
শিবের আশ্রয় লইলেন এবং মনে মনে আপনাকে
ধিকার করিতে লাগিলেন । তিনি মনে মনে
বলিতে লাগিলেন,—অহঙ্কারই আমার এই মহা
মোহের কারণ, কেননা আমি আত্মারও নাথ
শিবকে জানিতে পারি নাই । এই শিবই নিখিল
বেদ, দেব ও জগতের সাক্ষাৎ মূলভূত ; অতএব
ইহার আবার মূল কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?
এই আদ্যন্তবিবর্জিত শিব হইতেই আমি সমুদ্ভূত
হইয়াছি, আর আমি যে এই পশুশরীর ধারণ
করিয়া শিবের অশেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাও
ছলহীন করুণাবিতরণকারী পিতা সেই শম্ভুরই
অনুগ্রহ ; আবার পুনরায় যে আমার এইরূপ
আশ্রবোধরূপ মতি হইয়াছে, ইহাও তাঁহারই অনু-
গ্রহে, সন্দেহ নাই । মহাদেব শম্ভু স্বয়ং যাহাকে
রক্ষা করিতে মনন করেন, তাহার সদ্যই অহঙ্কার-
রহিত আত্মজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়া থাকে । আমি
এই জগদুত্তর শঙ্করের পূজা করিতে অসমর্থ,
অতএব আমি শঙ্করের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া
তাঁহার শরণ লইলাম । বিষ্ণু এইরূপে স্ততি দ্বারা

রেবোদ্ধতঃ ক্ষিতৌ । অহঙ্ক গগনেইভ্রাম্যমনেকানপি
বৎসরান্ ॥ ৫৩ ॥ আঘূর্ণমাননয়নঃ শ্লথপক্ষঃ শ্রমঃ
শতঃ । উপযূ্যপরি চাপশ্চ জলনং পুরতঃ স্থিতম্ ॥
৫৪ ॥ তেজঃস্তম্ভং স্থললিঙ্গাতং শৈবং তেজঃ
সুরার্চিতম্ । আহঃ স্ম কেচিদালোক্য সিদ্ধা-
স্তেজোহংশসম্ভবাঃ ॥ ৫৫ ॥ নিত্যাং শস্তোঃ পরাং
কোটং দিদ্ক্ষুং মাং কৃতোদ্যমম্ । অহোহয়ং সত্যং
মুন্ধহমদ্যপি চ চিকীর্ষতি ॥ ৫৬ ॥ আসন্নদেহপাতো-
হপি নাইক্যারোহস্ত বৈ গতঃ । বিশীর্ণমাণপক্ষোহয়ং
শ্রান্তা বিভ্রান্তলোচনঃ ॥ ৫৭ ॥ অপারতেজসি ব্যর্থো
বিমোহোহয়ং ভবিষ্যতি । এবং ব্যাকুলচিত্তোহয়ং
ক্রোড়রূপী জনাধিনঃ ॥ ৫৮ ॥ ব্যাবর্তিতঃ শিবেনৈব
নির্ব্যাজকরণাজুমা । ইদৃশাং ব্রহ্মমুখ্যাণাং সুরাণাং
কোটিসম্ভবঃ ॥ ৫৯ ॥ যতেজঃপরমাণুভাস্তস্ত পারং
দিদ্ক্ষতে । স্বাশ্রনো যো গতৌ ধাংস্তা সময়ে ভগবা-
স্থিবঃ ॥ ৬০ ॥ যদি বুদ্ধিং দদাত্যৈশ্চ তস্ত নশ্তে-

আত্মসমর্পণপূর্বক শিবকে ধ্যান করিতে লাগিলেন
এবং ভূতপতির অনুগ্রহে ভূগর্ভ হইতে ক্ষিতিতলে
পুনরায় উত্থিত হইলেন । আমিও অনেক বৎসর
আকাশে পরিভ্রমণ করিয়া ঘূর্ণমাননয়ন শিথিল-
পক্ষ ও পরিশ্রান্ত হইলাম, এবং উপযূ্যপরি যতই
উর্দ্ধে যাইতে লাগিলাম, ততই দেখিতে লাগিলাম
যেন, সুরপূজিত শৈব তেজোময় স্থললিঙ্গরূপ সেই
তেজঃস্তম্ভ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির স্থায় কতই উর্দ্ধে
গমন করিয়াছে । আমি শম্ভুর তেজোময় স্তম্ভের
অন্তদর্শনে উদ্যম করিলাম, আমাকে দর্শন করিয়া
তৎকালে শিবাংশসম্ভূত সিদ্ধগণ খেদ করিয়া
এই কথা বলিয়াছিলেন,—“কি আশ্চর্য্য ! এই
ব্যক্তি সত্য সত্যই মুন্ধ হইয়াছে, কেন না এই
ব্যক্তির দেহপাত অতি সন্নিহিত, এখনও ইহার
অহঙ্কার নিবৃত্ত হইল না ? ইহার পক্ষ বিশীর্ণ,
নয়ন বিভ্রান্ত এবং দেহ শ্রান্তক্লান্ত হইয়াছে, এ ব্যক্তি
অচিরকালেই অপার তেজোদর্শনে ব্যর্থমনোরথ
হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইবে । ইহার মত ব্যাকুলচিত্ত
শূকররূপীজনাধিনও শম্ভুর ছলহীন করুণালাভ করিয়া
তেজোময় স্তম্ভের অন্তদর্শনরূপ উদ্যম হইতে নিবৃত্ত
হইয়াছেন । ইহার তেজোরূপ পরমাণু হইতে ব্রহ্ম-
বিষ্ণুসদৃশ প্রধান প্রধান কোটি কোটি সুরগণ
সমুদ্ভূত হয়, কেবল স্বীয় গতিশক্তি দ্বারা তদীয়
অন্তদর্শনে সমুৎসুক মোহাচ্ছন্ন ব্রহ্মকে সেই ভগবান
শিবই যদি কৃপাপূর্বক বুদ্ধি দান করেন, তবেই

দহংক্রিয়া । ইতোবাং বদতাং তেষাং সিদ্ধানাং
সদয়ং বচঃ ॥ ৬১ ॥ আকর্ণা শীর্ণাহঙ্কারো হহমাঙ্কুর-
চিস্তয়ম্ । ন বেদরাশিবিজ্ঞানান্তপস্তীর্ণনিবেষণাৎ ॥
৬২ ॥ সজায়তে শিবজ্ঞানমশ্বেবানুগ্রহাদৃতে ।
শীর্ণেহপি পক্ষযুগলে সৌদত্যঙ্গে হৃৎকলে ॥ ৬৩ ॥
পুনরুৎসহতে চেতঃ স্বাহঙ্কারস্ত সংগ্রহে । ধিভুমামহং-
ক্রিয়াক্রান্তমনাবলবেদিনম্ ॥ ৬৪ ॥ শিবার্চিত-
মনস্কোভাঃ সিদ্ধোভ্যাঃ সততং নমঃ । যেষাং সংসর্গ-
লক্কেন তপসা শোধিতাশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥ শিবমেনং
বিজানামি স্বাহহেতুং পুরঃস্থিতম্ । যৎপ্রসাদোপ-
লক্কেন বিভবেন সমন্বিতাঃ ॥ ৬৬ ॥ দেবাঃ সর্বৈ
ভবিষ্যন্তি সততং শমিতারয়ঃ । যন্ত বেদা ন জানন্তি
পরমার্থং মহাগর্ভৈঃ ॥ ৬৭ ॥ তমেব শরণং যামি
শত্ৰুং বিশ্ববিলক্ষণম্ । অবাদিযমথাভাষাং বিষ্ণুং
কমললোচনম্ ॥ ৬৮ ॥ লক্কেদেহং শিবং ভক্ত্যা
সংশ্রিতশ্চন্দ্রশেখরম্ । অহো কিমিদমাশ্চর্যমাগতং
শৌর্যশালিনাম্ ॥ ৬৯ ॥ শত্ৰুনা যৎসমুদ্ভূতমহঙ্কার-

ইহার অহঙ্কার বিনষ্ট হইতে পারে । সিদ্ধগণ এই-
রূপ ককণ বাক্যে পরস্পর কথোপকথন করিতে
ছিলেন, তাঁহাদের কথা শুনিয়া আমার অহঙ্কার
খর্ব হইল । আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম
যে, শিবের অনুগ্রহ ব্যতীত কেবল বেদজ্ঞান,
তীর্থসেবা বা তপস্যা দ্বারাই শিব-বিজ্ঞান,
লাভ হয় না । আমি দেখিতেছি,—আমার
পক্ষযুগল শীর্ণ ও অঙ্গ অচঞ্চল হইলেও আমার
চিত্ত অহঙ্কারসংগ্রহে হইতেছে : আমি
আত্মবলাবল জানিতে পারিতেছি না, অতএব
অহঙ্কারসমাক্রান্ত আমাকে ধিক্ ! ঐহাদের মন
শিবে সমর্পিত হইয়াছে, এবং ঐহাদের সংসর্গ লাভ
করিয়া আজ আমার চিত্ত শুদ্ধ হইল, আমি
একগুণে সেই সিদ্ধগণকে সতত নমস্কার করি ।
ঐহার অনুগ্রহে বিবিধ বিভবসম্পন্ন সুরগণ সতত
শক্তি প্রশমন করিতে সমর্থ হন, বেদও ঐহার পরম
অর্থতত্ত্ব বিদিত হইতে অসমর্থ, যিনি আত্মাকে বিদিত
হইবার একমাত্র উপায়স্বরূপ, আমি একগুণে সমুখ-
স্থিত বিশ্ববিলক্ষণ সেই শত্ৰুর শরণ লই । আমি
কমললোচন বিষ্ণুর প্রতি অকণ্ঠ্যবাক্য প্রয়োগ
করিয়াছি, একগুণে আমি লক্কেদেহ হইয়া ভক্তিপূর্বক
চন্দ্রশেখর শিবেরই আশ্রয় গ্রহণ করিব । অহো !
শৌর্যশালীদিগের পক্ষে ইহা কি এক অদ্ভুত ঘটনা ।

মুপাশ্রিতো । আবাং পরস্পরং যুদ্ধমাকর্ণ্য বিপুলং
মহৎ ॥ ৭০ ॥ স এব শক্তবঃ সর্বমহঙ্কারমথাবয়োঃ ।
অপাহরদমেয়াত্মা স্বমাহাত্ম্যপ্রকাশনাৎ ॥ ৭১ ॥
ইমমীশ্বরমানতং সুরৈরনলস্তম্ভময়ং সদাশিবম্ ।
অভিপূজয়িতুং প্রবর্ততে স ভবেদৈ ভবসাগরস্ত
নোঃ ॥ ৭২ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে মহাপুরাণে ব্রহ্মসনকসংবাদে লিঙ্গ-
প্রাক্তীর্ভাবর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । অথাহমুচ্চরন্ বেদানশেষৈর্বদনৈঃ
শিবম্ । অস্তৌবাং ভক্তিসম্পূর্ণং কৃতা মানসমর্চনম্ ॥
১ ॥ নমঃ শিবায় মহতে সর্বলোকৈকহেতবে ।
যেন প্রকাশ্যতে সর্বং ধ্রিয়তে সততং নমঃ ॥ ২ ॥
বিশ্বব্যাপ্তমিদং তেজঃ প্রকাশয়তি সন্ততম্ । নেক্ষে
বদবাহীনা জাত্যাকা ভাস্করং যথা ॥ ৩ ॥ ভূলিঙ্গ-
মমলং হেতদ্ব্যমধ্যাত্মচক্ষুষা । অন্তঃস্থং বা বহিঃস্থং বা

আমরা শত্ৰুকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই এইরূপ অহঙ্কা-
রের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি ! আবার সেই অমে-
য়াত্মা শত্ৰুই আমাদের বিপুল যুদ্ধোদ্যম সন্দর্শন
করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্বক আমাদের যাব-
তীয় অহঙ্কার অপহরণ করিয়াছেন । এই অনল-
স্তম্ভময় ঈশ্বর সদাশিবকে সুরগণ সতত নমস্কার-
করেন, ইনিই সকলের পূজা এবং ইনিই সংসার
সাগরের নোকাস্বরূপ । ৩৭—৭২ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অনন্তর আমি চতুর্ধুখে মঙ্গল-
ময় বেদ সকল উচ্চারণ করিলাম এবং মনে মনে
মহাদেবকে পূজা করিয়া সম্পূর্ণভক্তি দ্বারা তাঁহার
এইরূপে স্তব করিতে লাগিলাম ;—যিনি প্রাণি-
নিবহের একমাত্র কারণ, যিনি সমস্ত প্রকাশ ও সতত
ধারণ করেন, সেই মহান শিবকে নমস্কার । হে শিব !
আপনার তেজ এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত ; আপনি সন্তত
এই বিশ্বে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, জাতমাত্র
অজ্ঞব্যক্তি যেমন সূর্য্যদর্শনে অসমর্থ হয়, আপনার

যত্বেনৈবভূতম্ ॥ ৪ ॥ অপরিচ্ছেদ্যাকাশমন্তরা-
 স্ত্রনি যোগিনঃ । তদেতত্ত্বং দেবেশ জলিতং দর্পণে
 যথা ॥ ৫ ॥ অথবা শাক্তরী শক্তিঃ সত্যগোরপ্যনী-
 যসী । মন্তো নান্ততরঃ কচ্চিদ্যম্যাপি বিলীয়তে ॥
 ৬ ॥ অগুস্তে কুরুণাপাত্রং মহেশ্বঃ ঐবমশ্রুতে ।
 নাধিকোহস্তি পরস্ততো ন মন্তোহপি স্তদাশ্রয়াৎ ॥ ৭ ॥
 স্বয্যপিতং মনস্ততো ন বিয়োগমপেক্ষতে । বাচঃ
 কথং প্রকৃতিঃ স্মাতব বৈভবকীর্তনে ॥ ৮ ॥ স্বয়মীশ
 মহাদেব প্রসীদ ভুবনাধিক । আদিশ প্রযতং তক্ত-
 মপেক্ষিতনিযুক্তিষু ॥ ৯ ॥ ইদং বিজ্ঞাপ্য বিনয়ান্নম-
 স্ত্বহা পুনঃপুনঃ । প্রাজ্ঞনির্দেবদেবেশঃ স্তবীদং
 সবিধে বিতোঃ ॥ ১০ ॥ অথ বিষ্ণুর্নবাত্তোদগন্তীর-
 ঞ্চনিরভ্যধাৎ । বাচঃ কৃতার্থয়ন ভূয়ঃ শুক্লাঃ শঙ্কর-
 কীর্তনৈঃ ॥ ১১ ॥ জয় ত্রিভুবনাধীশ জয় গঙ্গাধর

অনুগ্রহে বঞ্চিত ব্যক্তিও তজপ আপনাকে দর্শন
 করিতে পারে না । হে দেবেশ ! এই যে অমল
 স্বয়মু লিঙ্গ দেখা যাইতেছে, ইহা অস্তঃস্থই
 হউক আর বহিঃস্থই হউক, আপনার ভক্তগণই
 অধ্যাত্মচক্ষু দ্বারা ইহা অনুমান করিতে সমর্থ
 হয় । দর্পণে যেরূপ স্বীয় প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়,
 যোগিগণ তজপ নিজ আত্মাতেই আপনার এই
 জলিত অপরিচ্ছেদ্য আকার সন্দর্শন করিয়া
 থাকেন । অথবা ইহা অণু হইতে অণীয়সী আপ-
 নার এক নিত্য শাক্তরী শক্তি । এই শক্তি আমাতে
 বিলীন হয় বলিয়া আমি হইতে অন্ত কেহ শ্রেষ্ঠ
 নাই, কেননা আপনার করুণার পাত্র হইলে অণুও
 বৃহদাকার ধারণ করে । আপনা হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ
 নাই, অতএব আপনি আমার আশ্রয় বলিয়া
 আমি হইতেও কেহ শ্রেষ্ঠ নাই । আপনাতে মনস্তত্ত্ব
 তত্ত্ব হইলে, তাহা আর কখনও বিযুক্ত হয় না,
 অতএব আপনার ঐশ্বর্য্য কীর্ত্তনে কি করিয়া বাক্যের
 প্রকৃতি হইবে ? হে মহাদেব ! আপনি স্বয়ংই ঐশ
 ও এই ত্রিভুবন হইতে বৃহৎ, আপনি আমার
 প্রতি প্রসন্ন হউন । আমি আপনার প্রযতন্ত্ব,
 আপনার নিয়োগের অপেক্ষা করিতেছি, আমার
 মাহা কর্ত্তব্য, আদেশ করুন । ব্রহ্মা বিনয়সহকারে
 দেবদেব বিষ্ণু সদাশিবকে ইহা বিজ্ঞাপিত করিয়া
 পুনঃপুনঃ নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে অঞ্জলিবন্ধন-
 পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন । অনন্তর বিষ্ণু নব-
 মেঘাভীরবনির ভায় এক শব্দ উচ্চারণ করিলেন ;
 তৎকালে অমলবাক্যাবলী শিব-কীর্ত্তনে প্রযুক্ত হইয়া

প্রভো । জয় নাথ বিরূপাক্ষ জয় চন্দ্রাঙ্কশেখর ॥ ১২ ॥
 অব্যাজমমিতং শস্তো কাকুণ্ড্যং তব বর্জতে । যেন
 নিধূতমখিলং ভক্তেষু জ্ঞানমাহিতম্ ॥ ১৩ ॥ পালনং
 সর্ববিদ্যাানাং প্রাপণং ভূতিসঞ্চয়ঃ । পুরাণঞ্চ সুপু-
 ত্রাণাং পিতুরেব প্রবর্জনম্ ॥ ১৪ ॥ শতানামপি
 মূর্ত্তীনামেকামপি নবৈঃ স্তবৈঃ । স্তোতুং ন শকু-
 মেশান সমবায়ন্ত কিং পুনঃ ॥ ১৫ ॥ ইমেব স্বামলং
 বেত্তুং যদি বা হুৎপ্রসাদতঃ । ভ্রমরঃ কীর্ত্তমাকুষ্য
 স্বাত্মানং কিং ন চানয়েৎ ॥ ১৬ ॥ দেবাত্মদংশসমুত্তি-
 প্রভবো ন ভবন্তি কিম্ । অপ্যাগস্তাগ্নিকীলস্ত
 দাহশক্তির্ন কিং ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ দেশকালক্রিয়া-
 যোগাদ্যথাগেতেন্দসম্ভবঃ । তথা বিষয়ভেদেন ইমে-
 কোহপি বিভিদাসে ॥ ১৮ ॥ অনুগ্রহপরো দেব

কৃতার্থমন্ত হইল । তিনি বলিলেন,—হে প্রভো !
 গঙ্গাধর ! ত্রিভুবনাধীশ ! আপনি জয়যুক্ত হউন । হে
 নাথ ! বিরূপাক্ষ ! চন্দ্রাঙ্কশেখর ! আপনার জয়
 হউক । হে শস্তো ! আপনার কাকুণ্ড্যে কোনরূপ
 ছল নাই এবং উহা অমিত ও নিত্যবর্জনশীল ;
 আপনি ঐ করুণাবলেই ভক্তগণকে নিখিল অমল
 জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন । আপনার কাকুণ্ড্য
 গুণে যাবতীয় বিদ্যার পারপুষ্টি হয় ; আপনার করু-
 ণায় নিখিল বিদ্যা লাভ ঘটে এবং আপনার করু-
 ণায়ই মানবের বিবিধ বিভূতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে ।
 হে দেবেশ ! পিতা হইতে যেরূপ সুপুত্রগণ নিত্য
 বর্জিত হয়, আপনার করুণায় মানবগণও তজপ
 বর্জিতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে ঐশান ! আপনার মূর্ত্তি
 শত শত, আপনার ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে একটীরও
 স্তব করা অসম্ভব, যুগপৎ সমস্ত মূর্ত্তির স্তব সহজে
 আর কি বলিব ? ১—১৫ । হে দেব ! আপনিই এক-
 মাত্র আপনাকে জানিতে পারেন ; যদি বা কখনও
 অপর কেহ আপনাকে বিদিত হইয়া থাকে, তাহাও
 আপনারই অনুগ্রহে বলিতে হইবে । ভ্রমর যেমন
 কোন কীর্ত্ত আকর্ষণ করিয়া আপনার সারূপ্য
 প্রদান করে, তজপ আপনিও আপনার ভক্তগণকে
 সারূপ্য প্রদান করিয়া থাকেন । অগ্নিসংযোগে লৌহ-
 শঙ্কুও যেমন দাহিকাশক্তিসম্পন্ন হয়, দেবগণ তজপ
 আপনার অংশসমুত্ত বলিয়াই প্রভাবসম্পন্ন হইয়া-
 ছেন । হে দেব ! দেশ, কাল, এবং ক্রিয়াযোগে
 যেরূপ অনলের প্রভেদ হয়, তজপ আপনি এক
 হইয়াও বিষয়ভেদে বিভিন্ন হইয়াছেন । হে দেব !
 হে অখিলাধার শঙ্কর ! আমাদের প্রতি কৃপা

মূর্তিঃ দর্শয় শঙ্কর । আবির্ভাবখিলাধার নয়নানন্দ-
দায়িনীম্ ॥ ১৯ ॥ এবং প্রণমতোদেবঃ শ্রদ্ধাভক্তি-
সমধিতম্ । প্রসসাদ পরঃ শঙ্কুঃ স্তবতোরাবয়ো-
র্দয়োঃ ॥ ২০ ॥ তেজঃসুস্তাং পুনস্তম্মাদেবচন্দ্রাঙ্ক-
শেখরঃ । আবির্ভূত পুরুষঃ কপিলঃ কালকঙ্করঃ ॥
পরশুঃ বালহরিণঃ কঠোরভয়বিধ্রমো । দধানঃ
পুরুষোহবাদীং পূজাবাবামিতি প্রভুঃ ॥ ২২ ॥ পরি-
তুষ্টোহস্মি যুবয়োর্ভক্ত্যা যুক্তায়নোর্ময়ি । ভবতঃ
সর্বলোকানাং সৃষ্টিরক্ষাধিপো যুবাম্ ॥ ২৩ ॥ যুবয়ো-
রিষ্টসিদ্ধার্থমাবির্ভূতোহস্মাহং যতঃ । বরং রাত-
মস্তম্ব বরদোহহমুপাগতঃ ॥ ২৪ ॥ ইতি দেবশ্চ
বচনাং সুপ্রীতো চ কৃতাজলী । বিজ্ঞাপয়ামাসিব তো
স্বং স্বমর্থং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৫ ॥ অহং মঠেঃ শিশু-
প্রায়জগদ্রথবিধায়কঃ । সংজ্ঞবন্ বৈদিকৈর্মন্ত্ররীশান-
মপরাজিতম্ ॥ ২৬ ॥ নমস্তুেহহমিদং রূপং শশ্বদ্বরদ-
মীশ্বরম্ । তেজোময়ং মহাদেবং যোগিধ্যোয়ং নিরঞ্জন-
ম্ ॥ ২৭ ॥ আপূর্ধ্যমাণং ভবতা তেজসা গগনান্তরম্ ।

প্রদর্শনপূর্বক নয়নানন্দদায়িনী ভবদীয় মূর্তি আমা-
দিগকে প্রদর্শন করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—আমরা
শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে প্রণামপূর্বক শঙ্কুর এইরূপ স্তব
করিলে তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হই-
লেন । তখনই সেই তেজঃসুস্তাস্থিত অপর একটা স্তম্ব
হইতে চন্দ্রশেখর আবির্ভূত হইলেন । সেই পরম-
পুরুষ কপিলবর্ণাবশিষ্ট, তাঁহার কঙ্কর রক্তবর্ণ, তিনি
বাহুচতুষ্টয়ে যথাক্রমে পরশু, বালহারিণ, বর এবং
অভয় ধারণ করিতেছেন । সেই পরম পুরুষ বিভূ
আবির্ভূত হইয়া আমাদের পাত্র বলিয়া সম্ভোজন-
পূর্বক বলিতে লাগিলেন,—হে যুক্তায়া তনয়-
দয় ! তোমাদিগের ভক্তিদর্শনে আমি প্রীত
হইয়াছি, তোমরা উভয়েই নিখিললোকের
সৃষ্টি ও পালনকর্তা ; আমি তোমাদের উভয়েরই
ইষ্টসিদ্ধির জন্ত আবির্ভূত হইয়াছি ; আমি তোমা-
দিগকে বরদান করিবার জন্ত সমাগত হইয়াছি,
অতএব বর প্রার্থনা কর । অনন্তর দেবদেবের
বাক্যে আমরা অতীব প্রীত হইয়া কৃতাজলি-
পুটে নিজ নিজ প্রয়োজন পৃথক্ভাবে নিবেদন
করিলাম । আমি বলিলাম,—আমি অভিনব
ত্রিজগতের স্রষ্টা, আমি অপরাজিত ঈশানকে
বৈদিকমন্ত্রনিবহ দ্বারা সম্যক্প্রকারে স্তব করি-
তেছি । আমি আপনার বরদ, ঈশ্বর, তেজোময়,
যোগিধ্যোয়, নিরঞ্জন, মহাদেবরূপ নিত্যরূপকে

পরিপূচ্ছ্যঃ সুরাবাসঃ ঋণাদেব ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্বা দেবাশ্চ পরমর্ষয়ঃ । নাবসন্ দিব্য-
সঞ্চারং লভেরংস্তেজসা তব ॥ ২৯ ॥ পৃথ্বী চ সকলা
চৈব তপ্যামান্য তবোজসা । চরাচরসমুৎপত্তিকমা-
নৈব ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ উপসংহৃত্য তেজঃ স্বমরুণা-
চলসংজ্ঞয়া । ভব স্ববিরলিঙ্গং স্বং লোকাগ্রহ-
কারণাং ॥ ৩১ ॥ জ্যোতির্ময়মিদং রূপমরুণাচল-
সংজ্ঞিতম্ । যে নমস্তি নরা ভক্ত্যা তে ভবস্তামরা-
ধিকাঃ ॥ ৩২ ॥ সেবস্তাং সকলা লোকাঃ সিদ্ধাশ্চ
পরমর্ষয়ঃ । গণাশ্চ বিবিধা ভূমৌ মানুষ্যং ভাবমা-
স্থিতাঃ ॥ ৩৩ ॥ দিব্যারামসমুদ্ভূতকল্পকাদ্যাঃ সুর-
ক্রমাঃ । সেবিনস্তাং প্ররোহন্ত ভরিতা বিবিধৈঃ
কলৈঃ ॥ ৩৪ ॥ দিব্যৌষধিগণাঃ সর্বে সিংহাদ্যা
মৃগজাতয়ঃ । প্রশান্তাঃ পরিবর্ত্ততাং পাপকন্মঘ-
নাশনম্ ॥ ৩৫ ॥ অগ্ননদ্রয়ভিরেন গমনেনাপি সং-
যুতঃ । ন লজ্যয়িষ্যতি রাবিঃ শৃঙ্গং লিঙ্গতনো-
স্তব ॥ ৩৬ ॥ দিব্যান্দুভিশঙ্খানাং ঘোষৈঃ পুষ্পৌষ-

নমস্কার করি । আপনি স্বীয় তেজোদ্বারা গগন-
মণ্ডল একপ ভাবে পরিপূরিত করিতেছেন যে,
ঋণকাল মধোই সুরলোক কোথায়, তাহা
হয়ত প্রশ্ন করিয়া জানিতে হইবে । সিদ্ধ,
চারণ, গন্ধর্ব্ব, দেব এবং পরমর্ষিগণ আপনার
তেজঃস্পৃষ্ট হইয়া স্বর্গে আর বিচরণ করিতে সমর্থ
হইতেছেন না । হে দেব । আপনার তেজে সমগ্র
পৃথিবী তাপিতা হইয়া চরাচর উৎপাদন করিতে
অসমর্থ হইয় ছেন । অতএব হে দেব-দেব !
আপনি অরুণাচলাখ্য স্থারব লিঙ্গ হউন এবং লোক-
সকলের প্রতি অগ্রহ প্রকাশ করিয়া আপনার
এই তেজ উপসংহার করুন । যে মানব ভক্তি-
পূর্বক আপনার অরুণাচলাখ্য এই জ্যোতির্ময় লিঙ্গ-
রূপকে নমস্কার করবে, সে অমরানকর হইতে স্রেষ্ঠ
হইবে । এই ভূমিতলস্থিত নিখিললোক, এমন কি
সিদ্ধ, পরমর্ষি, অন্তান্ত গণদেবতাগণ মানুষ্যভাব
প্রাপ্ত হইয়া আপনার সেবা করিবে । ১৬—৩৩ ।
আপনার সেবার জন্ত বিবিধ কলভারাবনত সুরতরু
কল্পক্রম সকল অত্রত্য দিব্য উদ্যানে সমুদ্ভূত
হউক । সিংহাদি পশুসকল পাপবৃদ্ধি পরিহারপূর্বক
দিব্যৌষধিগণ-সমধিত এই উদ্যান ভূমির ইচ্ছতঃ
প্রশান্তভাবে বিচরণ কুকক । আপনার লিঙ্গতরু
অরুণাচলের শৃঙ্গ সূর্য্যদেব কদাচ দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ

রুটিভিঃ । সেবিতো ভব দেব ত্বমপ্যরোহিত্য-
গীতিভিঃ ॥ ৩৭ ॥ অমরত্বঞ্চ সিদ্ধত্বং রসসিদ্ধীশ্চ
নিরুতিম্ । লভস্তাং মাভুমা নিত্যং ত্বৎসন্নিধিমুপা-
গতাঃ ॥ ৩৮ ॥ ঈশত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ সৌভাগ্যং কাল-
বধনম্ । ত্বামাশ্রিত্য নরাঃ সৰ্ব্বে লভস্তামকুণাচল ॥
৩৯ ॥ সৰ্ব্বাবয়বদানেন সৰ্ব্বব্যাদিবিনাশনাৎ । সৰ্ব্বা-
ভীষ্টপ্রদানেন দৃষ্টো ভব মহীতলে ॥ ৪০ ॥ তথ্যেতি
বরদং দেবমকুণাদ্রিপতিং শিবম্ । প্রণম্য কমলা-
নাথঃ প্রার্থয়ন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৪১ ॥ প্রসীদ ককুণা-
পূর্ণশোণশৈলেশ্বর প্রভো । মহেশ সৰ্বলোকানাং
হিতায় প্রকটোদয় ॥ ৪২ ॥ যদাহঃ ত্বামুপাশ্রিত্য
জগদ্রক্ষণদক্ষিণঃ । ত্রীপতিত্বমহুপ্রাপ্তস্তদা ভক্তা
ভবন্ত তে ॥ ৪৩ ॥ নান্নপুণ্যৈকপাশ্চেত ত্বকুপং মহ-
দভ্যুতম্ । ময়া চ ব্রহ্মণা চৈবমদৃষ্টপদশেখরঃ ॥ ৪৪ ॥
প্রদক্ষিণানমস্কারৈরনৃত্যগীতৈশ্চ পূজনৈঃ । ত্বামর্চয়ন্তি
যে মর্ত্যাঃ কৃতার্থাস্তে গতাঃ হসঃ ॥ ৪৫ ॥ উপবাসৈ-

গমনে লজ্জন করিবেন না । হে দেব ! অপু-
সরোগণ দিব্য দৃশ্যভি ও শঙ্খধ্বনি এবং পুষ্পরুষ্টি
ও নৃত্য গীতাদি দ্বারা আপনার সতত সেবা
করিবে । মানবগণ আপনার সমীপে আগমন করিয়া
নিত্য অমরত্ব, সিদ্ধত্ব, রাসায়নিক সিদ্ধি ও নিরুতি
লাভ করুক । হে অকুণাচল ! মানবগণ আপনাকে
আশ্রয় করিয়া ঈশত্ব, বশিত্ব, সৌভাগ্য এবং অমরত্ব
লাভ করুক । হে সদাশিব ! সৰ্বব্যাদিনাশক
হৃদীয় অবয়ব প্রদান করিয়া আপনি মহীতলে দৃশ্য
লিঙ্গরূপে অবস্থান করুন এবং আপনি লোক সক-
লের অভীষ্টপ্রদ হউন । অনন্তর অকুণাদ্রিপতি
“তথাস্থ” বলিয়া ব্রহ্মার বাক্যে অঙ্গীকার করিলে
রম্যপতি বিষ্ণু সেই বরদ শিবকে প্রণাম ও প্রার্থনা-
পূর্বক বলিতে লাগিলেন ;—হে শোণশৈলেশ্বর !
আপনার হৃদয় ককুণায় পূর্ণ, হে প্রভো ! আপনি
প্রসন্ন হউন । হে মহেশ ! নিখিল লোকের হিতের
নিমিত্তই আপনার অভ্যুদয় । আমি আপনাকে
আশ্রয় করিয়া যৎকালে লক্ষীপতিরূপে ত্রিলোকের
রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইব, তৎকালে হৃদীয় ভক্তগণ
আমার সহায় হউন । অল্প পুণ্যদ্বারা আপনার এই
মহা অদ্ভুত রূপে তপস্জা অসম্ভব । আমি এবং ব্রহ্মা
আপনার অধঃ ও উর্দ্ধদিগের অস্তদর্শনে অসমর্থ
হইয়াছি । যে মানব প্রদক্ষিণ, সম্যকরূপ নমস্কার,
নৃত্য, গীত এবং পূজা দ্বারা আপনার অর্চনা করিবে,
তাহারা বিগতপাপ ও কৃতার্থ হইবে । মানব

ব্রতৈঃ সত্রে রূপহারৈস্তথার্চনৈঃ । ত্বামর্চয়ন্তি মনুজাঃ
সার্বভৌমা ভবন্ত তে ॥ ৪৫ ॥ আরামং মণ্ডপঞ্চাপি
কৃপং বিধিবিশোধনম্ । কুর্ষতামকুণাদ্রীশ সন্নিধানে
পুনর্ভব ॥ ৪৬ ॥ অঙ্গপ্রদক্ষিণং কুর্ষন্নষ্টৈশ্বর্য্যসম-
বিতঃ । অশেষপাতকৈঃ সদ্যো বিমুক্তো নিশ্চলাশয়ঃ ॥
৪৮ ॥ আবামপ্যবিমুক্তস্তো সদা ত্বৎপাদপঙ্কজম্ ।
ধ্যাতব্যাং মনুজৈঃ সৰ্ব্বৈস্তব সন্নিধিমাগতৈঃ ॥ ৪৯ ॥
তথাস্থিতি বরং দত্তা বিববে চন্দ্রশেখরঃ । অকুণা-
চলরূপেণ প্রাপ্তঃ স্বাবরলিঙ্গতাম্ ॥ ৫০ ॥ তৈজসং
লিঙ্গমেতন্নি সৰ্বলোকৈককারণম্ । অকুণা-
দ্রিরিতি খাতং দৃশ্যতে বসুধাতলে ॥ ৫১ ॥
যুগান্তসময়ে স্কন্ধৈশ্চতুর্ভিরপি সাগরৈঃ । অপি-
নিশ্চললোকাষ্টৈরম্পৃষ্টাভিকভূতলম্ ॥ ৫২ ॥ গজ-
প্রমাণৈঃ পৃষতেঃ পূরয়ন্তো জগত্রয়ম্ । পুঙ্করাদ্যা
মহামেঘা বিশান্তা যন্ত সানুনি ॥ ৫৩ ॥ প্রবৃতে ভূত-
সংহারে প্রকৃতৌ প্রতिसংহারে । ভবিষ্যৎসৰ্ব-
বীজানি নিষেধ্যাত্র নিশ্চয়ম্ ॥ ৫৪ ॥ ময়া চাহুয়-
মানেভাঃ প্রলয়ানন্তরং পুনঃ । যৎপাদসেবিবিপ্রেভো

উপবাস, ব্রত, যজ্ঞ, উপহার এবং পূজাদ্বারা
আপনার অর্চনা করিয়া সার্বভৌমত্ব লাভ করিবে ।
হে অকুণাদ্রীশ ! আপনার এই আবাস সমীপে
আরাম, মণ্ডপ বা বিধিপূর্বক শোধিত কূপাদি জলাশয়
প্রতিষ্ঠাকারীর আর জন্ম হইবে না । মানব আপ-
নার শরীর প্রদক্ষিণ করিতে অষ্টৈশ্বর্য্যসমবিত ও
অশেষ পাতক হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চলাশয় হইবে ।
হে সদাশিব ! আমরা এক্ষণে উভয়েই আপনার
পাদপদ্মসমীপে অবস্থিত হইলাম । হে দেবেশ !
মনুজগণ আপনার সমীপে আগমন করিয়া সতত
হৃদীয় পাদসরোজ ধ্যান করিবে । অনন্তর চন্দ্রশেখর
“তথাস্থ” বলিয়া বিষ্ণুকে বরদানপূর্বক অকুণাচলরূপে
স্বাবর লিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইলেন । বসুধাতলে এই যে
অকুণাচলাগা তৈজস লিঙ্গ দেখা যাইতেছে, এই
লিঙ্গই একমাত্র নিখিললোকের কারণস্বরূপ । যুগান্ত-
সময়ে সাগরচতুষ্টয় স্ফুভিত হইলেও ইহার সন্নিহিত
ভূমিতল জলমগ্ন হয় না । ৩৪—৫২ । যে পুঙ্করাদি
মহামেঘ সকল গজপ্রমাণ বারিবিদ্যুৎবর্ষণ দ্বারা ত্রিজ-
গৎ পূরিত করে, তাহারাত্ত এই অকুণাচলের সানু-
দেশে বিশ্রাম করিয়া থাকে । প্রকৃতি যৎকালে
ভূতনিবহ সংহার করিয়া নিজগর্ভে ধারণ করেন,
তখন এই অকুণাচলেই সৃষ্টির ঋতাবী বীজ সকল
প্রতিষ্ঠিত থাকে । প্রলয়ের পর পুনর্বার যৎকর্তৃক

বেদাধ্যয়নসংগ্রহঃ ॥ ৫৫ ॥ সৰ্বাসামপি বিদ্যানাং
কলানাং শাস্ত্রসম্পদাম্ । আগমানাক্ষ বেদানাং যত্র
সত্যব্যবহিত্তিঃ ॥ ৫৬ ॥ যদুগ্ৰাহ্যগ্ৰাহ্যমুখ্যমুখ্যঃ
শংসিতব্রতাঃ । জটিনঃ সম্প্রকাশস্তে কোটিসূর্য্যগ্নি-
তেজসঃ ॥ ৫৭ ॥ পঞ্চব্রহ্মময়ৈশ্বর্য্যৈঃ পঞ্চাক্ষরবপুর্ধরৈঃ ।
অকারপীঠিকারূঢ়ো নাদাত্মা যঃ সদাশিবঃ ॥ ৫৮ ॥
অষ্টভিষ্ট সদা লিঙ্গৈরষ্টদিক্‌পালপূজিতঃ । অষ্টমূর্ত্তি-
তয়া যোহয়মষ্টসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥ ৫৯ ॥ যত্র সিদ্ধাস্থা-
লোকান্ স্থান স্থান মুক্তা সুরেশ্বরঃ । অপেক্ষন্তে
স্থিতা মুক্তিং বিহায় কনকাচলম্ ॥ ৬০ ॥ এবং
বসুন্ধরাপুণ্যপরিপাকসমুচ্চয়ঃ । অরুণাদ্রিবিহি-
ত্যাভ্যন্তো ভক্তভক্তিবরপ্রদঃ ॥ ৬১ ॥ কৈলাসান-
মেকশিখরাদাগতৈর্দেবসকলৈঃ । পূজাতে শোণ-
শৈলাত্মা শঙ্কুঃ সর্ববরপ্রদঃ ॥ ৬২ ॥ ইতি কমলজ-
বক্রপদ্মজাতং মুদিতমনাঃ সনকো নিশমা ভক্তা ।
বিরচিতবিনয়ঃ প্রণমা পুত্রঃ পিতরমপৃচ্ছদশেষ-
বেদসারম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শঙ্করস্তা স্তাবরলিঙ্গমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নাম
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

আহুত এই অরুণাদ্রির পাদসেবী বিপ্রগণ
ইহাতে বেদাধ্যয়নাদি সংগৃহীত হইয়া থাকে । যে
আগম ও বেদাদি শাস্ত্রে কলাবিদ্যাাদি যাবতীয়
বিদ্যাসম্পৎ নিহিত, সেই আগমাদি শাস্ত্রেরও
আশ্রয়স্থান এই অরুণাচল । কোটি কোটি সূর্য্য
ও অগ্নি তুল্য তেজস্বী সংশিতব্রত জটধারী মুনি-
গণ ইহারই গুহাগুহের মধ্যে অবস্থিত হইয়া প্রকাশ
পাইয়া থাকেন । পঞ্চব্রহ্মময়, পঞ্চাক্ষর শরীরধারী,
মঙ্গময় অকাররূপ পীঠিকারূঢ়, নাদাত্মা সদাশিবই
এই অরুণাচলরূপে বিবাজিত । ইনি সৰ্বদা অষ্ট-
বিধ লিঙ্গরূপে প্রকাশমান, অষ্টদিক্‌পাল সতত
ইহার পূজা করেন এবং ইনি সৰ্ব্বাদি অষ্টমূর্ত্তিতে
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অষ্ট-সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন ।
সিদ্ধিগণ স্ব স্ব স্থান এবং সুরেশ্বরগণ কনকাচল
সুমেরু পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিকামনায় এই অরুণা-
দ্রিতে বাস করেন । এইরূপ বসুন্ধরার যে
কিছু পুণ্যপরিপাক পরিলক্ষিত হয়, তৎসমস্তই এই
অরুণাদ্রিতে সমবেষ্ট হইয়াছে এবং এই বিখ্যাত
অরুণাদ্রি ভক্তগণকে পরমভক্তি প্রদান করিয়া
থাকেন ; এমন কি পরম পবিত্র কৈলাস ও
মেকশিখর ইহাতে দেবগণ সমাগত হইয়া সর্ববিধ
বরপ্রদ শোণ-শৈলাত্মা শঙ্কুকে পূজা করিয়া থাকেন ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সনক উবাচ । ভগবান্নরুণাদ্রীশমাহাত্ম্যমিদ-
মদ্ভুতম্ । শ্রুতং শিবপ্রসাদেন দয়য়া তে জগদ-
গুরোঃ ॥ ১ ॥ আশ্চর্য্যামেতন্মাহাত্ম্যং সৰ্বপাপ-
বিনাশনম্ । আরাধয়ন্ পুনঃ কে বা বরদং শোণ-
পদম্ ॥ ২ ॥ অনাদিরন্তরহিতঃ শিবঃ শোণাচলারূঢ়িঃ ।
যুবয়োস্তপসা দেব বরদানায় সংস্থিতঃ ॥ ৩ ॥ সৰ্ব-
সঙ্কীর্ণিতে নাস্মি শোণাদ্রিরিতি মুক্তিদে । সন্নিধিঃ
সৰ্বকামাণাং জায়তে চাঘনাশনম্ ॥ ৪ ॥ শিবশঙ্ক-
রাদঃ শিবার্চনকথাক্রমঃ । ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা
দেবদেবঃ পিতামহঃ ॥ ৫ ॥ উবাচ কৰুণামূর্ত্তি-
ররুণাদ্রীশমানমন্ । ব্রহ্মোবাচ । জায়তাং বৎস
পার্বত্যাস্চরিতং যৎপুরাতনম্ ॥ ৬ ॥ অরুণাদ্রী-
শমাস্ত্রিত্য যথা সা নির্ভূতাভবৎ । আসসাদ মহাদেবঃ

কমলযোনি ব্রহ্মার মুখপদ্ম-নিঃসৃত বাক্যজাত শ্রবণ
করিয়া মুদিতমনা ব্রহ্মনন্দন সনক ভক্তি ও বিনয়-
সহকারে পিতাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনরায় বেদের সার
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । ৫৩—৬৩ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

সনক কহিলেন,—হে জগদগুরো ভগবন্ ! শিব-
প্রসাদে এবং আপনার অনুগ্রহে এ উত্তম অরু-
ণাদ্রিপতি ভূতপতির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম ; নিখিল-
পাপবিনাশন অরুণাদ্রিপতির এই মাহাত্ম্য অতীব
অদ্ভুত । এই শোণশৈলশরীর শিব, আদি ও অন্ত-
বিশীল । ইনি আপনাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া বর-
দান করিবাব জন্ম অবস্থিত । মুক্তিদ “শোণাদ্রি” এই
শব্দটী একবার উচ্চারণ করিলে বিবিধ পাপ বিনষ্ট
হয় এবং সর্ববিধ কাম্যবস্তুর লাভ হইয়া থাকে ।
আরও দেখুন,—শিবপূজার কথাক্রম এবং শিবশঙ্ক
এই সকলই অমৃততুলা স্বাদ ; অতএব হে দেব !
এই বরদ শোণশৈলকে কে, আরাধনা করিয়াছিল,
একগে তাহাই আমার শুনিবার অভিলাষ হই-
তেছে । অরুণাদ্রিপতির একান্ত ভক্ত সনকের এই-
রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৰুণামূর্ত্তি দেবদেব পিতামহ
উত্তর করিলেন । ১—৫ । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বৎস !
পুরাকালে অরুণাদ্রিপতি মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া
পার্বত্যী যেরূপে নিবৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একগে

কদাচিৎ পার্শ্বতীপতিঃ ॥ ৭ ॥ রত্নসিংহাসনং দিবাং
রত্নতোরণসংযুতম্ । বস্ত্রপুষ্পফলোপেতকল্পদ্রুম-
মনোহরম্ ॥ ৮ ॥ পরাঙ্ঘ্যদৃষদাস্তীর্ণং বক্সক্কা-
বিতানকম্ । বিমুক্তপুষ্পপ্রকরদিবাধূপোকসৌরভম্ ॥
৯ ॥ প্রলম্বমালিকাজালনিমদভৃঙ্গসঙ্কুলম্ । দিবা-
তুৰ্য্যঘনান্নাবপ্রনৃতাদ্গুহবাহনম্ ॥ ১০ ॥ পার্শ্বতী-
সিংহসংস্কারপরিব্রজমহাগজম্ । অপ্সরোভিঃ প্রনর্তা-
ভির্গায়ন্ত্রীভিঃ কেবলম্ ॥ ১১ ॥ আসেবিতপুরো-
রঙ্গং দিক্‌পালকনিষেবিতম্ । ঋগ্‌যজুঃসামজৈশ্চৈঃ
স্ববস্ত্রির্মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মর্ষিভিস্তথা দেবৈঃ
সিদ্ধৈ রাজর্ষিভির্ভূতম্ । গণৈশ্চ বিবধাকারৈর্ভস্মা-
লকৃতবিগ্রহৈঃ ॥ ১৩ ॥ ক্রদ্রাক্ষধারসুভগৈরাপূর্ণং
শিবতংপরৈঃ । বীণাবেণুদঙ্গাদিতৌর্যাত্রিকজ-
নিম্বনৈঃ ॥ ১৪ ॥ ঘণ্টাটঙ্কারসুভগৈর্বেদধনিবিমি-
শ্রিতৈঃ । মনোহরং মহাদিব্যাসনং পার্শ্বতীসখঃ ॥
১৫ ॥ অলঙ্কার ভগবান্ ভক্তানুগ্রহকামাষা ।

পার্শ্বতীর সেই পুরাতন চরিত শ্রবণ কর । কোন
এক সময়ে পার্শ্বতীপতি মহাদেব রত্নতোরণযুক্ত
দিবা-রত্নসিংহাসনে সমাসীন ছিগেন । সেই রত্নাসন
রত্ন-কুসুমদ্বারা শোভিত হইয়া যেন কল্পতরুর ন্যায়
মনোহর-রূপ ধারণ করিয়াছিল । ঐ আসনের
আস্তরণ মহামূল্য প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত । আসনের
উপরিভাগ বিবিধ মুক্তাখচিত চন্দ্রাতপ-শোভিত এবং
বিকসিত কুসুম-সমূহ ও দিব্য ধূপ-সৌরভে সতত
আমোদিত হইতেছিল । উহার চতুর্দিকে বিলম্বিত
পুষ্পমাল্যজালে ভ্রমরগণ গুণ-গুণ-রবে মিনাদ
করিতেছিল এবং গুহবাহন ময়ূরগণ ঘন-দিবা-তুৰ্য্য-
নাদে আমোদিত হইয়া নৃত্য করিতেছিল । তখন
পার্শ্বতী-বাহন সিংহের প্রচরণে মহাগজ সকল ত্রস্ত
হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল । তাঁহার
সম্মুখস্থিত অপ্সরোগণ কেবল নৃত্য ও গীতদ্বারা সেবা
করত তাঁহার অমুরাগ বর্জন করিতে লাগিল । দিক্-
পাল সকল সতত তাঁহার সেবা এবং মুনিপুঙ্গবগণ
ঋক্, যজুঃ ও সামময় মন্ত্রদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে
লাগিলেন । ব্রহ্মর্ষি, দেব, সিদ্ধ, রাজার এবং
ভস্মবিভূষিত ক্রদ্রাক্ষধারী শিবতংপর শুভগ
বিবিধ গণদেবতাগণ দ্বারা তদীয় আসন-সন্নিহিত
স্থান সকল পরিপূর্ণ ছিল । সেই স্থান বেদ-
ধনিবিমিশ্রিত বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, তৌর্যাত্রিক,
ঘণ্টা ও শোভন টঙ্কার শব্দে মুখরিত হইয়াছিল ।
ভগবান্ পার্শ্বতীপতি ভক্তগণের হিতকামনায় সেই

আস্থায় বিমলং রূপং সর্বতেজোময়ং শিবম্ ॥ ১৬ ॥
অদ্বিকাসহিতঃ শ্রীমান্ বিজহার দয়ানিধিঃ । সঙ্গী-
তেন কথাভেদৈর্দ্যুতকৌড়াবিকল্পনৈঃ ॥ ১৭ ॥ গণানাং
বিকটৈর্নৃত্যৈ রময়ামাস পার্শ্বতীম্ । বিস্ময়া সক-
লান্ দেবানুযীচ্যাপি সভাসদঃ ॥ ১৮ ॥ বরান
প্রদায় বিবিধান্ ভক্তলোকায বাঞ্ছিতান্ । আগমেযু
বিচিত্রেযু সর্বকুসুমেষু চ ॥ ১৯ ॥ বিজহারোময়া
শর্কং রত্নপ্রাসাদপঙ্ক্তিযু । বাপিকাসু মনোজ্ঞাসু
রত্নসোপানপঙ্ক্তিযু ॥ ২০ ॥ কেলিপঞ্চতশ্চেষু
হেমরম্ভাবনান্তরে । গঙ্গাতরঙ্গশীতেন ফলপঙ্কজ-
গন্ধিনা ॥ ২১ ॥ বাতেন মন্দগতিনা বিহারবিহত-
শ্রমঃ । স্কামতঃ স্বয়ং দেবঃ প্রেয়সীমভানন্দয়ৎ ॥
২২ ॥ রতিক্রপাং শিবাং দেবীং সর্বসৌভাগ্যসুন্দ-
রীম্ । কদাচিদ্রহস প্রীতা নিজাজাবশবর্তিনম্ ॥
২৩ ॥ রমণং জানতী মুখ্য পশ্চাদভোতা সাদরম্ ।
করাভ্যাং কমলাভাভ্যাং ত্রিনেত্র্যাণি জগদুত্তরোঃ ॥

মনোহর মহা দিব্য রত্নাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ।
৬—১৬ । তখন দয়ানিধি শ্রীমান্ মহাদেব তেজো-
ময় বিমল শুভদ রূপ ধারণ করিয়া পার্শ্বতীর সহিত
বিহার করিতে লাগিলেন । শিব নিখিল দেব,
ঋষি ও সভাসদগণকে পরিত্যাগ করিয়া কখন
সঙ্গীত, কখন বিবিধ সরসভাষণ, কখন দ্যুতকৌড়া
এবং কখন বা গণদেবতাগণের বিকট নৃত্য দর্শন
প্রভৃতি দ্বারা নিরন্তর পার্শ্বতীর প্রীতি উৎপাদন
করিতে লাগিলেন । তিনি তদীয় ভক্তগণকে
বিবিধ বাঞ্ছিত বর প্রদানপূর্বক বিচিত্র কুসুমশোভিত
মনোজ্ঞ ঋতু সকলে রত্নপ্রাসাদশ্রেণীতে উমার
সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । তাঁহার বিহার-
গৃহসমীপে রত্নসোপানপঙ্ক্তি-শোভিত মনোজ্ঞ
বাপী কূপাদি বিদ্যমান ছিল এবং কেলিপঞ্চতের
শৃঙ্গসমূহ হেমরম্ভাতর দ্বারা সতত শোভিত
থাকিত । গঙ্গার তরঙ্গসংসর্গে মন্দ মন্দ প্রবহমান
সুশীতল পদ্মগন্ধি সমীরণ তাঁহার রতিক্রম উপশম
করিত । দেবদেব স্বীয় কামনাবশে স্বয়ংই সর্ব-
শুভগসুন্দরী শুভদায়িনী রতিক্রপা প্রেয়সী দেবী
পার্শ্বতীর প্রীতি উৎপাদন করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর এক সময় মুখ্য পার্শ্বতী প্রীতি বশতঃ
জগদুত্তর শব্দের পশ্চাদ্ দিক্ হইতে আসিয়া
পদ্মগর্ভ করদ্বয় দ্বারা নির্জনে তাঁহার নয়নত্রয় চাপিয়া
ধরিলেন । দেবী পার্শ্বতী নিজ ইচ্ছায় বশীভূত হইয়া

২৪ ॥ পিঙ্গো লীলায়া শব্দোঃ কিমেতদিত্তি কৌতু-
কাৎ ॥ চন্দ্রাদিত্যাগ্নিরূপেণ পিহিতেষ্যকিব
ক্রমাৎ ॥ ২৫ ॥ অন্ধকারোহভবত্ত্ব চিরকালং
ভয়ঙ্করঃ ॥ নিমিষাৰ্দ্ধেন দেবশ্চ জগদ্বৎসরকোটয়ঃ ॥
২৬ ॥ দেবীলীলাসমুৎথেন তমসাত্ত্বজ্জগৎক্ষয়ঃ ॥
তমসা পুরিতং বিশ্বমপারেণ সমস্ততঃ ॥ ২৭ ॥ শূন্যং
জ্যোতিঃপ্রচারেণ বিনাশং প্রত্যপদ্যত ॥ ন
ব্যজ্জন্ত বিবুধা ন চ বেদাশ্চকাশিরে ॥ ২৮ ॥ নাপি
জীবাঃ সমভবন্নব্যক্তং কেবলং স্থিতম্ ॥ জগতা-
মপি সৰ্বেনামকালে বীক্ষ্য সঙ্করম্ ॥ ২৯ ॥ তপসা
লক্ষক্ষুদ্রীনাং বিচারঃ সমপদ্যত ॥ কিমেতত্তমসো
জন্ম ভুবনক্ষয়কারণম্ ॥ ৩০ ॥ ভগবানপি সৰ্বাত্মা
ন নুনং কালমাক্ষিপৎ ॥ দেবী বিনোদরূপেণ পিষতে
পুরজিহ্বশঃ ॥ ৩১ ॥ তেনেদমখিলং জাতং নিস্তেজো
ভুবনজয়ম্ ॥ অকালতমসা ব্যাপ্তে সকলে ভুবন-
জয়ে ॥ ৩২ ॥ কা গতির্লক্ষরাজ্যানাং তপসা দেব-

জন্মনাম্ ॥ ন যজ্ঞাঃ সম্প্রবর্তন্তে ন পূজ্যন্তে সুর
ভুবি ॥ ৩৩ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মনসা বীক্ষ্য তে
জ্ঞানচক্ষুযা ॥ নিক্যাস্তে সুরয়ো ভক্ত্যা শত্ৰুমানম্য
তুইবুঃ ॥ ৩৪ ॥ নমঃ সৰ্বজগৎকর্ত্রে শিবায় পরমা-
ত্মনে ॥ মায়য়া শক্তিরূপেণ পৃথগ্ভাবমুপেয়ুষে ॥
৩৫ ॥ অবিনাভাবিনী শক্তিরাদৈক্যা শিবরূপিনী ॥
লীলায়া জগৎপতিরক্ষাসংহতিকারিণী ॥ ৩৬ ॥
অর্দ্ধাঙ্গী সা তব দেব শিবশক্ত্যাঙ্কং বপুঃ ॥ এক
এব মহাদেবো ন পরে হৃদিনা বিভো ॥ ৩৭ ॥
লীলায়া তব লোকোহয়মকালে প্রলয়ং গতঃ ॥ কৰুণা
তব নিব্বাভা বর্ধতাং লোকবর্ধনী ॥ ৩৮ ॥ ভবতো
নিমিষাৰ্দ্ধেন তেজসামুপসংহতেঃ ॥ গতাত্তনেকবর্ষাণি
জগতাং নাশহেতবে ॥ ৩৯ ॥ ততঃ প্রসীদ কৰুণামূর্ত্তে
কাল সদাশিব ॥ বিরম প্রণয়ারদ্ধাদমুখ্যলোকসঙ্করাৎ ॥
৪০ ॥ ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্ব ভক্তানাং সিদ্ধিশালি-
নাম্ ॥ বিশ্বজাক্ষীণি গৌরীতি কৰুণামূর্ত্তিরব্রবীৎ ॥

“ইহা এক রম্য কৌতুক” এইকপ মনে করিয়াই
আদরপূর্ব্বক এই লীলা করিয়াছিলেন। কিন্তু
যখন তিনি ক্রমে চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নিরূপ ত্রিলো-
চনের লোচনত্রয় হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন,
অমনি সহসা এক ভয়ঙ্কর অন্ধকারের আবির্ভাব
হইল। এই ব্যাপার সংঘটিত হইতে না-হইতেই
অর্দ্ধনিমেষ মধ্যে দেব ঈশানের কোটি বৎসর
অতীত হইয়া গেল। অনন্তর দেবীর লীলাকৃত
এই ব্যাপারে যে অন্ধকারের আবির্ভাব হইয়াছিল,
তদ্বারা জগৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, অন্ধকারে বিশ্বের
চারিদিক পূর্ণ হইল এবং গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ-
প্রচার না থাকায় সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গেল। দেবগণ
ক্ষুণ্ণহীন হইলেন, বেদের প্রতিভা বিলুপ্ত হইল;
তৎকালে কোন জীবেরই অস্তিত্ব থাকিল না,
সমস্তই যেন কেবল একমাত্র অব্যক্ত ভাবে অব-
স্থিত হইল। অকালে সমস্ত জগতের ক্ষীণাবস্থা
দেখিয়া তপস্বীদ্বারা লক্ষক্ষুদ্রি জনগণের মনে
ইহা কি এক ভুবনক্ষয়কারক অন্ধকারের
আবির্ভাব হইল ইত্যাদিরূপ বিচার-বিতর্ক
উপস্থিত হইল, তাঁহারা আরও তর্ক করিতে
লাগিলেন,—নিশ্চয়ই সৰ্ব্বাত্মা ভগবান কালক্ষেপ
করিতেছেন না। দেবী পার্বতী কৌতুকপরবশ
হইয়া ত্রিপুরারির নয়নত্রয় আচ্ছাদন করিয়াছেন,
তজ্জন্মই এই ত্রিভুবনে ঘোর অন্ধকারের আবির্ভাব
হইয়াছে। অনন্তর সুরগণ “অকালে ভুবনজয়

অন্ধকার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলে তপস্বী দ্বারা লক্খ-
রাজ্য দেবগণের কি গতি হইবে? কেননা সম্প্রতি
ভুলোকে কোথাও যজ্ঞাশুষ্ঠান হইতেছে না এবং
দেবগণ কোথাও পূজা পাইতেছেন না” জ্ঞানেন্দ্র
দ্বারা ইত্যাদিরূপ অনর্থ দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক
শত্রুকে প্রণাম করত নিত্য স্তব-জতি করিতে লাগি-
লেন। ১৭—৩৪। তাঁহারা বলিলেন,—সৰ্ব্বজগৎকর্ত্তা
পরমাত্মা শত্রুকে নমস্কার, যিনি স্বীয় শক্তিরূপ মায়্যা
দ্বারা পৃথক্ ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার।
লীলাবশত আপনার অবিনাভাবিনী শিবরূপিনী
আদ্যাশক্তি এই জগতের উৎপত্তি, পালন ও
সংহার করিতেছেন। হে দেব! সেই শক্তি
আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং আপনার শরীর শিব-
শক্তিময়। হে বিভো! মহাদেবরূপী একমাত্র
আপনি বিদ্যমান রহিয়াছেন, আপনা ভিন্ন আর
কেহই নাই; হে দেব! আপনার এই লীলাবশতঃ
অকালে এই লোকত্রয় বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এক্ষণে
লোকরক্ষিকারিণী আপনার অকপট কৰুণা নিত্য
প্রবর্তিত হউক! হে দেব! আপনার এই তেজ
উপসংহার করিতে করিতে অর্দ্ধ নিমেষ মধ্যে
জগদাবনাশকর অনেক বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে;
হে কৰুণামূর্ত্তি সদাশিব! আপনি প্রসন্ন হউন।
হে কাল! এই প্রণয়ারদ্ধ লোকক্ষয়কর ব্যাপার
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন! ভক্তগণের সিদ্ধিলাভ
কৰুণামূর্ত্তি শক্তর সুরগণের এই জতিবাক্য শ্রবণ

৪১ ॥ বিসমর্জ্য চ সা দেবী পিধানং হরচক্ৰম্ ।
সোমস্ব্যাগ্নিরূপাণাং প্রকাশমভবজ্জগৎ ॥ ৪২ ॥
কিয়ান কালো গতশ্চেতি পৃষ্টেঃ সিদ্ধৈশ্চ বৈ নতৈঃ ।
উক্তং হ্রিমিষাৰ্জেন জগ্মুর্বৎসরকোটয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
অথ দেবঃ কৃপামূর্তিরালোক্য বিহসন্ প্রিয়াম্ ।
অব্রবীৎ পরমোদারঃ পরং ধর্ম্যার্থসংগ্রহম্ ॥ ৪৪ ॥
অবিচার্য কৃতং মুখে ভুবনক্ষয়কারণাৎ ।
অযুক্তমিহ পশ্যামি জগন্মাতৃত্বং হি ॥ ৪৫ ॥
অহমপাখিলান্ লোকান সংহরিয়ামি সজ্জয়ে ।
প্রাপ্তে কালে হুয়া মোক্ষাদকালে প্রলয়ং গতাস্য ॥ ৪৬ ॥
কেয়ং বা হৃদ্যদী কুর্ধ্যাদীদৃশং সঙ্গিগর্হিতম্ ।
কস্মৈ নশ্মন্যাপি সদা কৃপামূর্তিন্ বাধতে ॥ ৪৭ ॥
ইতি শস্তোষ্যচঃ ক্ৰমাদ্বা ধর্মলোপভয়াকুলা ।
কিং করিষ্যামি তচ্ছান্ত্যা ইতাপৃচ্ছৎ স তং প্রিয়া ॥ ৪৮ ॥
অথ দেবঃ প্রসন্নাত্মা ব্যাজহার দয়ানিধিঃ ।
দেবাস্তেনানুতাপেন ভক্ত্যা চ তোষিতঃ শিবঃ ॥ ৪৯ ॥
মমূর্তেষুতব কেয়ং বা প্রায়শ্চিত্তিরিহোচ্যতে ।
অথাপি ধর্মমার্গোহয়ং

করিয়া কহিলেন,—হে গৌরি! আমার চক্ষু ছাড়িয়া দাও। অনন্তর ভবের বাক্যে ভবানী সোম, স্বর্ঘ্য ও অগ্নিরূপ হরনয়নের আবরণস্বরূপ তদীয় কর উত্তোলন করিলেন, জগৎ প্রকাশমান হইল। তখন প্রণত সিদ্ধগণ প্রণম করিলেন,—দেব! এই ব্যাপারে কতকাল অতীত হইয়াছে? হর উত্তর করিলেন,—আমার নিমেষাঙ্গিকালে কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। অনন্তর কৃপামূর্তি পরমোদার দেব হর, প্রিয়া পার্শ্বতীকে অবলোকন করত ঈষৎ হাস্য করিয়া এই অর্থযুক্ত পরম বাক্য কহিলেন,—হে মুখে! তুমি জগতের মাতা, অতএব বিচার না করিয়া ভুবনক্ষয়কর এই অত্যাচার্য কাণ্ড তোমার উচিত হয় নাই। কালপ্রাপ্ত হইলে আমিই অগ্নি লোক সংহার করিয়া থাকি, কিন্তু তোমা কর্তৃক অকালে এই লোক সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তোমার মত কে এইরূপ সাধুবিগর্হিত কাণ্ড করে? কৃপামূর্তি ব্যক্তি উপহাসচ্ছলেও মর্ম্ম-স্পীড়কের কার্যের অনুষ্ঠান করে না। অনন্তর শম্ভুর বাক্য শ্রবণে ধর্ম্মলোপভয়ে সমাকুলা শঙ্করী “ইহার শাস্তির জন্ত এখন আমি কি করিব?” এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর দেবীর বাক্যে দয়ানিধি প্রসন্নাত্মা শিব বলিলেন,—হে প্রিয়ে! তোমার অহুতাপ ও ভক্তি দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; যদিও তুমিই আমার অপমূর্তি,

যেইব পরিপাল্যতে ॥ ৫০ ॥ ঋতিশ্রুতিক্রিয়াকল্পা
বিদ্যাশ্চ বিবুধাদয়ঃ । ইদ্রপমেতদগ্নিলং মহদর্ঘ্যোহগ্নি
তন্ময়ঃ ॥ ৫১ ॥ মান্ধাতাভিন্নয়া দেব্যা ভাব্যং লোক-
সিসংক্ষয়া ॥ ৫২ ॥ তস্মাল্লোকানুরূপং তে প্রায়শ্চিত্তং
বিধীয়তে । বড়ুবিধো গদিতো ধর্ম্মঃ ঋতিশ্রুতি-
বিচারতঃ ॥ ৫৩ ॥ স্বামিনা নানুপাল্যত যদি
তাজোহুজীবিতিঃ । ন হ্যং বিহায় শক্নোমি
ক্ষণমপ্যাসিতুং কচিৎ ॥ ৫৪ ॥ অহমেব তপঃ সর্ব্বং
করিষ্যাম্যগ্নিনি স্থিতঃ । পৃথ্বী চ সকলা ভূতাতপসা
সকলা তব ॥ ৫৫ ॥ ত্বৎপাদপদ্যসংস্পর্শাৎ ব্রহ্মপো-
দর্শনাদপি । নিরস্তান্তি সসান্নিধ্যাদৃষ্টজাতমুপদ্রবম্ ॥
৫৬ ॥ কস্মভূমেত্মমাদিক্যহেতবে পুণ্যমাচর ।
ব্রহ্মপশ্চরণং লোকে বীক্ষ্য সর্ব্বোহপি সন্ততম্ ॥ ৫৭ ॥
ধর্ম্মে দৃঢ়তরং বুদ্ধিং নিবহ্নীয়ান্ন সংশয়ঃ । কৃতার্থমিষ্যতি
মহীঃ দয়া তে ধর্ম্মপালনৈঃ ॥ ৫৮ ॥ ইমেতৎ
সকলং প্রোক্তা বেদৈর্দেবি সনাতনৈঃ । অস্তি

তোমার আবার প্রায়শ্চিত্ত কি থাকিবে? তথাপি তোমার ধর্ম্মানুমোদিত পথে চলা উচিত। দেবি! ঋতি, শ্রুতি, ক্রিয়া, কল্প, বিদ্যা এবং দেবাদি এই সমস্তই তোমার স্বরূপ, এমন কি আমিও তোমাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠহলাভ করিয়াছি; কিন্তু লোক সৃষ্টির জন্ত তুমি ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছ। অতএব সাধারণ লোকের ন্যায় তোমার প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইতেছে। দেখ, ঋতি ও শ্রুতি বিচার দ্বারা ধর্ম্ম বড়ুবিধ কথিত হইয়াছে, প্রভু যদি এই সকল ধর্ম্ম পালন না করেন, তবে অহুজীবীগণ অবশ্যই তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কদাচ ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারি না, অতএব আমিই স্বীয় আত্মায় অবস্থিত হইয়া তোমার প্রতিনিধিরূপে তপস্যা করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তোমার তপস্যা দ্বারা পৃথিবী প্রভূত ফলবতী হইবে এবং তোমার পাদপদ্য সংস্পর্শে ও তপস্যা-দর্শনে পৃথিবীর দৃষ্ট উপদ্রব সকল তিরোহিত হইয়া যাইবে। অতএব কস্মভূমির গৌরব বুদ্ধির জন্ত তুমিই তপশ্চরণ কর। আরও দেখ, লোক সকল তোমার তপস্যা দর্শন করিয়া নিঃসংশয়ে ধর্ম্মে দৃঢ়মতি হইবে এবং ধর্ম্ম পালন দ্বারা তোমার দয়া পৃথিবীকে কৃতার্থ করিবে। ৫৫—৫৮। হে দেবি! সনাতন বেদ শাস্ত্র সকলে যে ধর্ম্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই তোমার

কাঞ্চীপুরী প্যাভা সৰ্বভূতিসমধিতা ॥ ৫৯ ॥ যা দিবং
দেবসম্পূর্ণাঃ প্রত্যক্ষয়তি ভূতলে । যত্র রুপ্তং
তপঃ কিঞ্চিদনন্তফলমুচ্যতে ॥ ৬০ ॥ দেবাশ্চ মুনয়ঃ
সৰ্বে বাসং বাঞ্ছন্তি সন্ততম্ । তত্র কম্পাতি
বিখ্যাতা মহাপাতকনাশিনী ॥ ৬১ ॥ যত্র হিতানাং
মৰ্ত্ত্যানাং কম্পস্তে পাপকোটয়ঃ । তত্র চূতক্রমশ্চকো
রাজতে নিত্যপল্লবঃ ॥ ৬২ ॥ সম্পূর্ণশীতলচ্ছায়াঃ
প্রস্থনফলপল্লবৈঃ । তত্র জপ্তং হৃতং দত্তমনন্তফলদং
ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥ গণাশ্চ বিবিধাকারা ভাকিণী
যোগিনীগণাঃ । পরিতস্থাঃ নিষেবস্তাঃ বিষ্ণুপ্রথাস্তথা
পরাঃ ॥ ৬৪ ॥ অহং চ নিষ্কলো ভূহা তব মানসপঙ্কজে ।
সন্নিধাস্তামি মা ভূষ্যং দেবি মন্দিরহাকুলা ॥ ৬৫ ॥
ইত্যুক্তা দেবদেবেন দেবী কম্পান্তিকং যযৌ । তপঃ
কৰ্ত্তুং সখীযুক্তা বিস্ময়াক্রান্তলোচনা ॥ ৬৬ ॥ কম্পাঃ
চ বিমলাঃ সিন্ধুঃ মুনিসজ্জনিসেবিতাম্ । আলোকা
কোমলদলমেকাগ্রঃ দৃষ্টিবারণম্ ॥ ৬৭ ॥ ফলপুষ্প-
সমাকীর্ণঃ কোকিলালাপসঙ্কুলম্ । প্রসমাদ পুনদেবঃ

নিকটে কথিত হইল । হে দেবি । সৰ্বভূতি-বিভূ-
ষিতা কাঞ্চীনাথী এক পুরী আছে । ঐ পুরী ভূতলে
যেন দেবতাপূর্ণ স্বর্গের ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ।
তথায় অতি অল্পমাত্র তপস্বী করিলেও অনন্তফল
প্রাপ্তি ঘটে । দেব ও মুনিগণ তথায় সৰ্বদা বাস
করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন । কাঞ্চীপুরীর
মধ্যে সৰ্বপাপবিনাশিনী বিখ্যাতা কম্পানাথী একটী
নদী আছে, ঐ নদীর তীরে অবস্থান করিলে মানব-
গণের কোটি কোটি পাপ বিনষ্ট হয় । তথায় নিত্য
পল্লবশালী এক চূততরু বিরাজিত । ঐ চূততরুর
ছায়া নিত্য ফলপুষ্প-পল্লবদ্বারা অতীব সুশীতল ।
সেখানে যে কিছু জপ, হোম ও দান করা যায়, তাহা
অনন্তফলদায়ক হইয়া থাকে । নানারূপ গণদেবতা,
ভাকিনী, যোগিনী এবং বিষ্ণুপ্রমুখ প্রধান প্রধান
দেবতাগণ ঐ চূততরুর সন্নিহিত স্থান সকল সেবা
করিয়া থাকেন । হে দেবি ! আমি নিষ্কল হইয়া
তোমার মানসসরোজে বিরাজ করিব ; তুমি আমার
বিরহে ব্যাকুল হইও না, আমি সৰ্বদা তোমার সন্নি-
ধানে অবস্থান করিব । মহাদেব দেবীর প্রতি এইরূপ
বলিলে বিস্ময়াক্রান্তলোচনা দেবী সখী সমভিব্যাহারে
কম্পাসমীপে গমন করিলেন । দেবী পার্শ্বতী
মুনিজন-নিষেবিত বিমল কম্পা দর্শন করিলেন এবং
তথায় যখন সন্নিবিষ্ট কোমলদলসমধিত ফলপুষ্প-সমা-
কীর্ণ কোকিলালাপ-সমাকুল এক আশ্রয় দেখিতে

সম্মার চ মনোরম ॥ ৬৮ ॥ কামাগ্নিপরিবীহাদী
তপঃক্ষামেব সাতবৎ । অভ্যভ্যহত সা গৌরী
বিজয়াঃ পার্শ্ববর্তিনী ॥ ৬৯ ॥ কামশোকপরীতাদী
পুরারিবিরহাকুলা ॥ ৭০ ॥ ইমমঘহরমাগতানিশং
স্বয়মপি পূজয়িতুং তপোভিরীশম্ । অয়মাতিনবপল্লব-
প্রস্থনঃ স্রয়তি মাং স্রবন্ধুরেকচূতঃ ॥ ৭১ ॥
কথমিব বিরহঃ শিবস্ত সহঃ ক্ষুভিতধিয়াত্র ভূশং
মনোভবেন । তদপি চ তরুণেন্দ্রচূড়পাদস্রবণমহৌষধ-
মেকমেব দৃষ্টম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পার্শ্বতামঃ শিবনেত্রমৌলিনেন তমসা
ক্ষুকলোকপাপভয়েন কাঞ্চাং কম্পান্তিতে-
কাঅতলে তপশ্চর্য্যার্থমাগমনং নাম
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । অথাভ্যাহত বিজয়াঃ জগদদ্বি-
কাম । সাস্বদন্তী স্ততিশতৈরুপায়েঃ শিবদর্শনৈঃ ॥ ১ ॥

পাইলেন । এতদর্শনে কামানলপীড়িতা পার্শ্বতী
যেন তপঃক্ষীণা হইয়া দেব মহেশ্বরের অঙ্গগ্রহ
লাভার্থ তাঁহাকে স্রবণ করিলেন । ‘অনঙ্গশোক-
পীড়িতাদী ত্রিপুরারি-বিরহ-কাতরা গৌরী পার্শ্ববর্তিনী
বিজয়াকে নিরন্তর বলিতে লাগিলেন,— আমি
স্বয়ং সন্তত তপস্বী দ্বারা হরকে পূজা করিবার
জন্ত এই পাপবিনাশন স্থানে আসিলাম ; কিন্তু
বলিব কি, এই আতিনব পল্লব-প্রস্থন-সমধিত মদন-
বন্ধু চূততরু আমাকে স্রব-স্রবণ করাইয়া
দিতেছে ! এখানে মনোভব আমার মন অত্যন্ত
ক্ষোভিত করিতেছে, অতএব আমি কেমন করিয়া
হরবিরহ সহ করিব ? আমি দেখিতেছি,—চন্দ্র-
শেখরের পাদপদ্ম স্রবণই আমার এই কামপীড়ার
একমাত্র মহৌষধ । ৫৯—৭২ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩

চতুর্থ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর বিজয়া জগদদ্বিকাকে
প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া শিব-
দর্শনলাভের উপায়স্বরূপ বিবিধ স্ততিবাক্য দ্বারা
তাঁহাকে সান্তনা করিতে লাগিলেন ।—হে দেবি ।

দেবি হমবিনাভুতা সদা দেবেন শত্বনা । প্রাণেশ্বরী
হমেকাসি শক্তিস্তস্ত পরাশ্রয়ঃ ॥ ২ ॥ তথা মায়া
হমাঙ্গীয়াং সন্দর্শয়িতুমীহসে । পৃথগ্ ভাবমিবেশানঃ
প্রকাশয়তি ন স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥ আদেশঃ প্রতিগৃহ্যেব
সমুপেতাসি পার্শ্বতি । অলঙ্ঘনীয়্য সেবাক্ষা শাস্তবী
সর্বদা হয়া ॥ ৪ ॥ বিধাতব্যঃ তপঃ প্রাপ্তং স্থানেহস্মি-
স্তিব কল্পিতে । নিরুত্যা নিখিলান্ কামাঙ্কুমাশ্রিতয়া
হয়া ॥ ৫ ॥ অন্তথাপি জগদ্রক্ষা হৃদবীনা জগন্ময়ি ।
ধর্মসংরক্ষণং ভূয়ঃ শিবেন সহিতং তব ॥ ৬ ॥
নিষ্কলং শিবমতান্তং ধ্যায়ন্ত্যাত্মবহ্নিতম্ । বিয়োগ-
ভুংখং কচ্ছিত্ব ন স্মরিস্যসি পার্শ্বতি ॥ ৭ ॥ ভক্তানাং
তব মুখ্যানাং তবৈবাচারসংগ্রহঃ । উপদেশিতয়া
লোকে প্রথতাং ধর্মবৎসলে ॥ ৮ ॥ ইতি তস্তা
যচঃ ক্রুহা গৌরী স্মৃতিরমানসা । তপঃ কর্তুং
সমারেতে কম্পানদ্যাস্তটে শুভে ॥ ৯ ॥ বিমুচ্য
বিবিধা ভূয়া ক্রদ্রাক্ষগণভূষিতা । বিমুচ্য দিবাং
বসনং পর্য্যায়স্বলে শুভে ॥ ১০ ॥ অলঙ্কৈঃ সহসা
শিল্পমনয়চ্চ কপদিতাম্ । অলিম্পিত তনুং সর্বাং

আপনি দেব শিবের সতত অভিন্নহৃদয়া শক্তি এবং
আপনিই সেই পরমাত্মা শিবের একমাত্র প্রাণেশ্বরী ।
আপনি এ কি আত্মমায়া প্রদর্শন করিতেছেন ? কিন্তু
স্বয়ং জ্ঞান ত কখন আপনার সহিত পৃথক্‌ভাবে
দেখান না ? হে পার্শ্বতি ! আপনি শিবের
নিদেশেই এখানে আসিয়াছেন, আর সেই শত্বুর
আজ্ঞা আপনার কদাচ লঙ্ঘনীয় নহে । আপনি
নিখিল কামনা পরিত্যাগ ও শত্বকে আশ্রয় করিয়া
ভাঁহার কল্পিত এই পুণ্যস্থানে অবস্থানপূর্বক তপস্যা
করুন । হে জগন্ময়ি ! ত্রিলোকরক্ষা আপনারই
অধীন এবং আপনি শিবের সহিত মিলিত হইয়া
ধর্মরক্ষা করিয়া থাকেন । হে পার্শ্বতি ! আপনি
স্বীয় আত্মায় অবস্থিত নিষ্কল শিবের সতত ধ্যান
করিলে কদাচ আপনার শিববিরহ-ভুংখ মনে স্থান
পাইবে না । হে ধর্মবৎসল ! আপনি উপদেশিকা রূপে
এইরূপ করিলে আপনার প্রধান প্রধান ভক্তগণের
মধ্যে ভবদীয় আচারসংগ্রহ বিস্তার পাইবে । গৌরী
বিজয়ার বাক্যে মনঃ স্মৃতির করিয়া, সুশোভন
কম্পানদীর তীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন ।
তপস্যাকালে তিনি অন্তান্ত আভরণ পরিত্যাগ
করিয়া কেবল ক্রদ্রাক্ষ ভূষণে ভূষিতা হইলেন এবং
দিব্য বসন বিসর্জন দিয়া তুইখানি মনোরম বকল
পারধান করিলেন । তিনি তখন গুণকীর্ণাদি বেশ-

ভাষনা যুক্তকুছুমা ॥ ১১ ॥ যুগেব কৃতসঙ্কোচা
শিলোঙ্কীকৃতবস্ত্রিষু । জজাপ নিম্মমোপেতা শিব-
পঞ্চাকরং পরম্ ॥ ১২ ॥ ক্রুহা ত্রিষবণং স্নানং
কম্পাপয়সি নিম্মলে । ক্রুহা চ সৈকতং লিঙ্গং
পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ১৩ ॥ বৃক্ষপ্ররোপণৈর্দানৈ-
রশেষাতিথিপূজনৈঃ । আন্তিঃ হরস্তী জীবানাং
দেবী ধর্মমপালয়ৎ ॥ ১৪ ॥ গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থা
বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়া । হেমন্তে জলমধ্যস্থা শিশিরে
চাকরোত্তপঃ ॥ ১৫ ॥ পুণ্যাস্থানাং মহর্ষিগাং
দর্শনার্থমুপেয়সাম্ । বিম্ময়ং জনয়ামাস পূজয়ামাস
সাদরম্ ॥ ১৬ ॥ কদাচিৎ স্বয়মুচ্ছিত্য বনাস্থাৎ
পল্লবাবৃতম্ । পুষ্পোৎকরং বিশেষেণ শোধিতুং
সমুপাবিশৎ ॥ ১৭ ॥ ক্রুহা চ সৈকতং লিঙ্গং
কম্পারোধসি পাবনে । সম্পূজয়িতুমারেতে স্নান-
বাহনপূর্বকম্ ॥ ১৮ ॥ সূর্য্যমভ্যর্চ্য বিধিবদ্রক্তৈঃ
পুষ্পৈশ্চ চন্দনৈঃ । পঞ্চাবরণসংযুক্তং ক্রমাদানর্চ
শকরম্ ॥ ১৯ ॥ ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যভক্তিতাব-

বিত্যাস পরিত্যাগ করিয়া জটা ধারণ করিলেন এবং
কুছুম ত্যাগ করিয়া ভাষদ্বারা সর্বাঙ্গ লেপন
করিলেন । যুগগণ ভূগধাতাদি ভক্ষণে পরিতৃপ্ত
হইলে তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট ভূগধাতু আনয়ন
করিয়া ভোজনরুতি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন ; এই-
রূপে সর্ববিধ নিয়মযুক্ত হইয়া তিনি পঞ্চাকর শিব
মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । তপস্যা সময়ে তিনি
কম্পার নিম্মল সলিলে ত্রিষবণ স্নান করিয়া কম্পা-
সৈকত দ্বারা শিবলিঙ্গ নিম্মাণপূর্বক আদর সহকারে
পূজা করিতেন । দেবী পার্শ্বতী বৃক্ষ রোপণ,
দান ও অতিথিগণের অশেষবিধ পূজা করত
জীবগণের আন্তি দূর করিয়া ধর্মপালন করিতে
লাগিলেন । নিদাঘে পঞ্চাগ্নিমধ্যে অবস্থান, বর্ষা-
সময়ে স্থণ্ডিলে শয়ন এবং হেমন্ত ও শিশিরে জল-
মধ্যে বাস করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন ।
পুণ্যাত্মা মহর্ষিগণ ভাঁহার দর্শনার্থ আসিয়া বিম্মিত
ভাবে ভাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন । ১—১৬ ।
এক সময় গৌরী বনমধ্য হইতে স্বয়ং পল্লবাবৃত
বিভক্ত প্রচুর পুষ্প চয়ন এবং কম্পা-সিকতা দ্বারা
লিঙ্গনিম্মাণ করিয়া স্নান ও আবাহনপূর্বক পবিত্র
কম্পান্তটে সম্যকরূপে শিবপূজা আরম্ভ করিলেন ।
তিনি বিধিপূর্বক রক্তপুষ্প ও রক্তচন্দন দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য
প্রদান করিয়া পঞ্চাবরণযুক্ত শকরকে ক্রমে পূজা

সমর্পিতঃ। অপরোক্ষিতমীশানমানুলোকে পুরো-
হিতম্ ॥ ২০ ॥ অথ দেবঃ শিবঃ সাক্ষাৎ সংশোধ-
য়িতুমস্থিকাম্। কম্পানদ্যাঃ প্রবাহেণ মহতা পর্য্য-
বেষ্টয়ৎ ॥ ২১ ॥ অতিবৃদ্ধঃ প্রবাহঃ তং কম্পায়াঃ
সমুপস্থিতম্। আলোক্য নিয়মাসীনামাহুঃ সখা-
স্তদাস্থিকাম্ ॥ ২২ ॥ উত্তিষ্ঠ দেবি বহলঃ প্রবাহো-
হয়ং বিজুস্ততে। দিশাং মুখানি সম্পূর্য্য তরসা
প্রাবয়িষ্যতি ॥ ২৩ ॥ ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ধ্যায়ন্তী
মীলিতেক্ষণা। উন্মীল্য বেগমতুলং নদাস্তং সম-
বেক্ষত ॥ ২৪ ॥ অচিন্তয়চ্চ সা দেবী পূজাবিস্ম-
সমাকুলা। কিং কেরামি ন শক্যামি হাতুমারক-
মর্চনম্ ॥ ২৫ ॥ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুমবিস্মেন প্রায়ঃ পুণ্যস্থানং
ভূবি। ঘটতে ধর্ম্মসংযোগো মনোরথফলপ্রদঃ ॥ ২৬ ॥
সৈকতং লিঙ্গমতুলপ্রবাহাঙ্গয়মেবাতি। লিঙ্গনাশে
বিমোক্তব্যঃ সঙ্কটৈঃ প্রাণসংগ্রহঃ ॥ ২৭ ॥ প্রবাহো-
হয়ং সমায়াতি শিবমায়াবিনির্ম্মিতঃ। বিশোধয়িতুমা-
স্থানং ভক্তিযুক্তং নিজে পদে ॥ ২৮ ॥ আলিঙ্গ্য

করিলেন। অনন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া শিব-উদ্দেশে
ধূপ, দীপ, ও নৈবেদ্য প্রদান করিয়া দেখিলেন,—
অপরোক্ষ দেব ঈশান তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।
অনন্তর দেব সাক্ষাৎ শিব আস্থিকাকে পবিত্র করিবার
জন্তু কম্পানদীর অত্যন্ত বেগশালী প্রবাহ দ্বারা
তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তাঁহার সখীগণ
কম্পানদীর বর্ধমান প্রবাহ নিরীক্ষণ করিয়া নিয়মা-
সীনা আস্থিকাকে কহিল,—দেবি! কম্পানদীর প্রবাহ
অত্যন্ত বর্ধিত হইয়াছে, অত্যন্ত বেগগমনে কম্পা-
প্রবাহ সকল দিক্‌ই পরিপ্রাবিত করবে, অতএব
গাত্ৰোত্থান কর। সখীর বাক্যে ধ্যানাবস্থিতা
দেবী ভগবতী নয়ন উন্মীলন করিয়া, কম্পানদীর
অতুলনীয় বেগ সন্দর্শন করিলেন। দেবী পূজার
বিস্ম দর্শনে সমাকুলা হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি
এখন কি করি, আরক পূজাই বা কিরূপে পরিত্যাগ
করি। ইহা নিশ্চিতই যে, ইহলোকে ফলপ্রদ পুণ্য-
কারীদিগের শ্রেয়োলাভ মনোরথ ধর্ম্মসংযোগ বিনা
বিষ্মে প্রায়শঃ ঘটে না। এখনই এই অতুলার্বনীয়
প্রবাহে সৈকতলিঙ্গ লয়প্রাপ্ত হইবে আর লিঙ্গ বিনষ্ট
হইলেই আমার ভক্তগণ প্রাণত্যাগ করবে।
আমার মনে হয়,—শিবপদে ভক্তিযুক্ত আমার
আস্থাকে বিশোধিত করিবার জন্তু এই শিবমায়া-
বিনির্ম্মিত প্রবাহ আসিতেছে। অতএব সখীগণ!
তোমরা সত্বর এস্থান হইতে চলিয়া যাও; আমি

স্বদৃঢ় দোভ্যামেতল্লিঙ্গমনাকুলম্। অহং বৎসামি
যাতাং সখ্যা যুগং বিদূরতঃ ॥ ২৯ ॥ ইত্যুক্তা
সৈকতং লিঙ্গং গাঢ়মালিঙ্গ্য সাস্থিকা। ন যুমোচ
প্রবাহেণ বেষ্ট্যমানাপি বেগতঃ ॥ ৩০ ॥ স্তনচূচ-
নির্ম্ময়মুদ্রাদর্শিতলাঙ্ঘনম্। মহালিঙ্গং স্বসংযুক্তং প্রণম্য
তদাদরাৎ ॥ ৩১ ॥ নিমীলিতেক্ষণা ধ্যাননিষ্টেকহৃদয়া
স্থিতা। পুলকাঙ্কিতসঙ্কাস্ত্রী সা স্মরন্তী সদাশিবম্ ॥
৩২ ॥ কম্পশ্বেদপারত্রাণলজ্জাপ্রণয়কেলিদাৎ। ক্ষণমপা-
চলা লিঙ্গায় বিয়োগমপেক্ষতে ॥ ৩৩ ॥ অথ তাম-
ত্রবীৎ কাপি দৈবী বাগশরীরিণী। বিমুক্ত বালিকে
লিঙ্গং প্রবাহোহয়ং গতো মহান ॥ ৩৪ ॥ স্বযার্চিত-
মিদং লিঙ্গং সৈকতং স্থিরবেভবম্। ভবিষ্যতি
মহাভাগে বরদঃ সুরপূজিতম্ ॥ ৩৫ ॥ তপশ্চর্যাং
তবালোকা রচিতঃ ধর্ম্মপালনম্। লিঙ্গং চৈতন্য-
মস্কৃতা কৃতার্থাঃ সন্তু মানবাঃ ॥ ৩৬ ॥ অহং হি
তৈজসং কপমাস্ত্রায় বসুধাতলে। বসামি চাত্রে
সিদ্ধার্থমরুণাচলসংক্রম্য ॥ ৩৭ ॥ কৃণাক্তি সর্ব-
লোকেভ্যঃ পরমং পাপসংকরম্। কৃণো ন বিদ্যতে

হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে শিবলিঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া
অনাকুলভাবে অবস্থান করি। এইরূপ বলিয়া
সেই আস্থিকা শিবলিঙ্গকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করি-
লেন এবং বেগশালী প্রবাহবেষ্টনে বেষ্টিত হইয়াও
সেই লিঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। জলপ্রবাহে
যখন তাঁহার স্তনগ্রভাগ নিমগ্ন হইল, তখন তিনি
মুদ্রালাঙ্ঘনাদি দর্শনপুঙ্খক আলিঙ্গিত সদাশিবকে
সাদরে প্রণাম করিলেন। ধ্যাননিবিষ্টহৃদয়া প্রমুদ-
তাক্ষী পুলকাঙ্কিতদেহা দেবী আস্থিকা নিরন্তর সদা-
শিবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ তখন
তাঁহার কম্প, শ্বেদ, ভীতি, প্রণয়, লজ্জা, কেলি—এই
সকল উপস্থিত যুগপৎ হইলেও তিনি ক্ষণকালের
জন্তু চঞ্চল বা লিঙ্গবিযুক্ত হইলেন না। অনন্তর এক
অশীরীরিণী দৈববাণী তাঁহাকে বলিল,—“হে বালিকে!
মহাপ্রবাহ চলিয়া গিয়াছে, তুমি লিঙ্গ ত্যাগ কর।
তুমি এই স্থিরবেভব সৈকতলিঙ্গের পূজা করিয়াছ,
অতএব হে মহাভাগে! এই বরদ শিবলিঙ্গ সুর-
গণেরও পূজিত; তোমার তপশ্চর্যা ও ধর্ম্মপালন
দর্শন এবং এই লিঙ্গকে নমস্কার করিয়া মানবগণ
কৃতার্থ হউক। আমি তৈজস রূপ ধারণ করিয়া
পৃথিবীতলে প্রাণিগণের স্ফীতিকামনায় অরুণাচলনামে
এই লিঙ্গে বাস করিব। এই লিঙ্গ নিখিললোকে

যস্মিন্ দৃষ্টে তৈনারুণাচলঃ ॥ ৩৮ ॥ ঋষয়ঃ সিন্ধু-
গন্ধকা মহাশ্মানশ্চ যোগিনঃ । মুক্ষা কৈলাসশিখরঃ
মেরুং চৈনমুপাসতে ॥ ৩৯ ॥ মন্দশজাতয়োঃ
পূৰ্বং যুধ্যতোব্রহ্মকবয়োঃ । অহং মোহমপাকৰ্ত্তুং
তেজোরূপো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪০ ॥ ব্রহ্মণা হংসরূপেণ
বিষ্ণুনা ক্রোড়রূপিণা । অদৃষ্টশেখরপদঃ প্রণতো
ভক্তিযোগতঃ ॥ ৪১ ॥ ততঃ প্রসন্নঃ প্রত্যক্ষ-
স্তাভাঃ বরমভীপ্সাম্ । প্রাদাৎ জগদ্রয়শ্চাস্ত
সংরক্ষায়া তু কোশলম্ ॥ ৪২ ॥ প্রার্থিতশ্চ
পুনস্তাভ্যামরুণাচলসংক্রমা । অনৈবি তৈজসং
রূপমহং স্বাবরলিপ্ততাম্ ॥ ৪৩ ॥ গহা পৃচ্ছ মহা-
ভাগং মর্ত্যাত্তং গোতমং মুনিম্ । অরুণাচলমা-
হায়াং শ্রদ্ধা তত্র তপশ্চর ॥ ৪৪ ॥ তত্র তে দর্শয়ি-
স্যামি তৈজসং রূপমাশ্রয়ম্ । সৰ্বপাপনিবৃত্ত্যর্থং
সৰ্বলোকহিতায় চ ॥ ৪৫ ॥ ইতি বাচ সমাকর্ণা
নিকলাৎ কথিতাং শিবাৎ । তথৈতি সহসা দেবো

পাপসঞ্চয় রোধ করেন এবং এই অচল দর্শন
করিলে রুণ অর্থাৎ পাপ বিদূরিত হয়, এজন্য ইহার
নাম অরুণাচল হইয়াছে । ঋষি, সিন্ধু, গন্ধকা এবং
মহাশ্মা যোগিগণ মেরু ও কৈলাসশিখর পারতাগ
করিয়া এই অরুণাচলের উপাসনা করেন । মন্দঃ
অংশসম্ভব যুধ্যমান ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পূর্বকালে যুদ্ধ
করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের মোহবশতঃ
জন্মই আমি তেজোরূপে অবাস্তত হইয়াছিলাম ।
হংসরূপধারী ব্রহ্মা এবং শূকরশরীর বিষ্ণু অনেক
আয়াসেও আমার আদি অস্ত দর্শন করিতে
পারিয়া ভক্তিপূর্বক আমাকে প্রণাম করেন । অ-
ন্তর প্রীত হইয়া আমি তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শ-
দান ও অভীপ্সিত বর প্রদান করিয়াছিলাম । তৎ-
কালে লোকহিতের নিমিত্ত তাঁহারা উভয়েই পুন-
রায় আমাকে অরুণাচলরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে
প্রার্থনা করেন আমি । তাহাদের প্রার্থনানু-
সারে এই তেজোরূপ উপসংহার করিয়া স্বাবব-
লিঙ্গে পরিণত হইয়াছি । তুমি এক্ষণে আমার
প্রতি একান্ত ভক্তিমান মহাভাগ গোতম মুনির
নিকটে গমনপূর্বক এই অরুণাচলের মাহাত্ম্যকথা
জিজ্ঞাসা কর, এবং তাঁহার নিকটে অরুণাচলমাহাত্ম্য
শ্রবণ করিয়া তদীয় আশ্রমে তপশ্চারণ কর ।
নিখিল লোকের হিতকামনায় ও সর্ববিধ পাপ-
নিবৃত্তির জন্ত আমি সেখানে তোমাকে আমার
তদীয় তেজোরূপ দর্শন করাইব । • নিম্নলি শিবে

গন্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৪৬ ॥ অথ দেবানৃষীন্ সৰ্বান্
পশ্চাৎ সেবার্থমাগতান । অবাদীদদিকালোক্য
শ্বেহপূর্ণেন চক্ষুযা ॥ ৪৭ ॥ তিষ্ঠতাং বৈ দেবা যুগ্মশ্চ
দৃঢ়ব্রতাঃ । নিয়মাংশ্চাধিতিষ্ঠন্তঃ কম্পারোধসি
পাবনে ॥ ৪৮ ॥ সৰ্বপাপক্ষয়করং সৰ্বসৌভাগ্য-
বর্দ্ধনম্ । পূজ্যতাং সৈকতং লিঙ্গং কুচকঙ্কণলাঙ্ঘনম্ ॥
৪৯ ॥ অহং নিম্নলঃ রূপমাস্থায়ৈতদ্বিনিশম্ ।
আরাধয়ামি মন্ত্রেণ শোণেশ্বরঃ বরপ্রদম্ ॥ ৫০ ॥
মন্তপশ্চরণালোকে মদস্যপরিপালনাৎ । মল্লিঙ্গ-
দর্শনাচ্চৈব সিধ্যাং বিভূতয়ঃ ॥ ৫১ ॥ সৰ্বকাম-
প্রদানেন কামাক্ষীমাত কামতঃ । মাং প্রণম্যাত্র
মন্তকালভক্তাঃ বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ ৫২ ॥ অহং হি
দেবদেবশ্চ শম্ভোরব্যাহতো জনঃ । আদেশং পালয়ি-
স্যামি গাহারুণমহীধরম্ ॥ ৫৩ ॥ তত্র গহা তপস্তীৰ্ণ-
কৃদ্বা শম্ভুং প্রসাদা চ । মাং ত লব্ধবরাং যুগ্ম পশ্চা-
দ্ভক্ষ্যথ সঙ্গতাঃ ॥ ৫৪ ॥ ইতি সৰ্বান্ বিমুজ্যাত্ত
সমুজ্জান পাদসেবিনঃ । অরুণাদিঃ গতা বাল

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী অম্বিকা “তাহাই
হউক” এইরূপ অঙ্গীকারপূর্বক তৎক্ষণাৎ গোতম-
সান্নিধানে গমন করিতে উপক্রম করিলেন ।
যে সকল দেব ঋষি তথায় তপশ্চার্থ আগমন
করিয়াছিলেন, অম্বিকা গমনকালে শ্বেহপূর্ণময়নে
তাহাদিগকে বলিলেন, হে দৃঢ়ব্রত দেব ও মুনিগণ!
নিয়মাধিষ্ঠিত হইয়া আপনারা এই পুত কম্পাতীরে
বাস করুন এবং আপনারা সৰ্বপাপ-ক্ষয়কর নিখিল
সৌভাগ্যবর্দ্ধন মদীয় কুচকঙ্কণলাঙ্ঘিত এই সৈকত
লিঙ্গ পূজা করুন । আমিও নিম্নল রূপে অবাস্তত
হইয়া সৰ্বদা মন্তদ্বারা এই শোণেশ্বর বরদ লিঙ্গের
আরাধনা করিব । আমার তপশ্চর্যা, ধন্যপালন ও
লিঙ্গদর্শন দ্বারা লোকে অভিলাষিত ঐশ্বর্য্য সকল
সিদ্ধ হউক । আমি সৰ্বকামনা প্রদান করি । আমার
ভক্তগণ আমাকে কামাক্ষী জানিয়া কামনাপূর্বক
প্রণাম করত অভিলষিত বর লাভ করুক । আমি
দেবদেব শম্ভুর অনুগত ; অতএব আমি এক্ষণে
অরুণমহীধরে গমন করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতি-
পালন করিব । আমি সেখানে গিয়া তীর তপশ্চরণ-
পূর্বক শম্ভুর প্রসন্নতা লাভ করিলে পশ্চাৎ আপ-
নারাও সুসঙ্গ হইয়া আমার দর্শন লাভ করিবেন ।
৩৩—৫৪। বালিকা অম্বিকা এইরূপে শম্ভুরাশ্রয়ে তদীয়
পাদসেবী ভক্ত দেবঋষি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া

তপসে শঙ্করাজয়া ॥ ৫৫ ॥ নিত্যাত্তিসেবিতাকারি
সখীভিরভিষোগতঃ । আসনাদারুণাদ্রীশং দিব্য-
দুন্দুভিনাদিতম্ ॥ ৫৬ ॥ অন্তস্তেজোময়ঃ শান্তমরুণা-
চলনায়কম্ । অপ্সরোন্নত্যগীতৈশ্চ পূজিতং পুষ্প-
বৃষ্টিভিঃ ॥ ৫৭ ॥ প্রণম্য স্বাবরং লিঙ্গং কোতুহল-
সমধিতা । সিদ্ধানাং যোগিনাং সার্থমুদীণাং চাগ্রবৈকত
৫৮ ॥ অত্রির্ভুগুর্ভরদ্বাজঃ কশ্চপশ্চাঙ্গিরাস্তথা । কুৎসশ্চ
গৌতমশ্চাত্তে সিদ্ধবিদ্যাধরামরাঃ ॥ ৫৯ ॥ তপঃ
কুর্ষন্তি সততমপেক্ষিতবরাপ্তয়ে । গঙ্গাদ্যাঃ সরিত-
শালাঃ পরিতঃ পর্য্যাপাসতে ॥ ৬০ ॥ দিব্যালিঙ্গমিদং
পূজ্যমরুণাদিরিতি স্মৃতম্ । বন্দয়েতি স্মরৈঃ প্রোক্তা
প্রণনাম পুনঃপুনঃ ॥ ৬১ ॥ অভ্যর্থিতা পুনঃ সৈক-
রাতিথ্যার্থে মহর্ষিভিঃ । শিবাজয়া গৌতমো মে
দৃষ্টব্য ইতি সাবদৎ ॥ ৬২ ॥ অয়মভ্যর্থিভির্ভক্তৈ-
র্নির্দিষ্টং তমথাভ্যাগাৎ । স মুনিঃ শিবভক্তানাং
প্রথমস্তপসাঃ নিধিঃ ॥ ৬৩ ॥ বনাস্তরং গতঃ প্রাতঃ
সমিৎকুশকলাহতেঃ । অতিথীনাশ্রমং প্রাপ্তানর্চ-

তপস্কার্থ সঙ্কর অরুণাচলে গমন করিলেন । অদ্বিকা
অরুণাচলে অবস্থান করিলে সখীগণ তদীয় আদেশ
ক্রমে তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল । তাঁহার
বাসস্থান—অভ্যাস্তর-তেজঃপূর্ণ শান্ত অচলনায়ক
অরুণাচলে দিব্য দুন্দুভি নিনাদিত হইত এবং
অপ্সরোগণ গীত, নৃত্য ও কুসুমবর্ষণ দ্বারা তদীয়
অচলের পূজা করিতেন । কোতুহলারিতা অদ্বিকা
সেই স্বাবর লিঙ্গ অরুণাচলকে প্রণামপূর্ব্বক সিদ্ধ-
যোগিগণ ও ঋষি সকলকে দর্শন করিতে লাগিলেন ।
তিনি দেখিলেন, অত্রি, ভৃগু, ভরদ্বাজ, ‘কশ্চপ,
অঙ্গিরা, কুৎস, গৌতম এবং অন্যান্য সিদ্ধ, বিদ্যাধর
ও উরগগণ বরাপ্রাপ্তির জন্য তপশ্চরণ করিতে-
ছেন । গঙ্গা ও অন্যান্য নদী সকল চতুর্দিকে
প্রবাহিত হইয়া ইহার উপাসনা করিতেছেন । এই
পূজ্য দিব্য লিঙ্গ অরুণাচলরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন ।
অনন্তর সুরগণ ‘বন্দনা কর’ এইরূপ বলিলে দেবী
অদ্বিকা অরুণাচলকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন ।
তখন মহর্ষিগণ আতিথ্য গ্রহণের জন্য অদ্বিকার
অভ্যর্থনা করিলেন । তিনি বলিলেন, শিবের আজ্ঞায়
আমি গৌতমকে সন্দর্শন করিব । অনন্তর অদ্বি-
কার বাক্যে গৌতমভক্ত ঋষিগণ কর্তৃক গৌতমের
উপবেশনস্থান নির্দিষ্ট হইল ; অদ্বিকা তথায় গমন
করিলেন । শিবভক্তগণের অগ্রণী তপোনিধি গৌতম
প্রভাতকালে সমিৎ-কুশ-কলাহরণের জন্য বনাস্তরে

থেতি দৃঢ়তান্ ॥ ৬৪ ॥ শিষ্যানাদিষ্ট ধর্ম্মা
গতশ্চ বিপিনাস্তরম্ । অথ সা গৌতমঃ জটুমাগতা
পর্ণশালিকাম্ ॥ ৬৫ ॥ ক গতো মুনিরিতুতৈরিত
আয়াস্হতি কণাৎ । শিবৈরভ্যর্থিতেতুতুকা কল-
মূলেঃ স্মৃগক্ষিভিঃ ॥ ৬৬ ॥ অভ্যুত্থানেনাসমেন
পাদোনার্ঘ্যেণ স্মৃতৈঃ । বচনৈঃ কলমূলেণ সার্চিতা
শিষ্যসম্পদা ॥ ৬৭ ॥ কণঃ কমবেতুতুস্তামস্তে
জমুস্তদন্তিকম্ । দেব্যাঃ প্রবিষ্টমাভ্যায়াঃ মহর্ষেরা-
শ্রমো মহান ॥ ৬৮ ॥ অভবৎ কল্পবহলো মণিপ্রাসাদ-
সঙ্কুলঃ । বনাস্তরাত্তপারুত্যা সমিৎকুশকলাহরঃ ॥
৬৯ ॥ অপশুৎ স্বাশ্রমং দূরে বিমানশতশোভিতম্ ।
কিমেতদिति সাস্চর্যাং চিন্তয়মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৭০ ॥ গৌরীয়াঃ
সমাগমঃ সর্ব্বমপশুজ জ্ঞানচক্ষুসা । শীঘ্রং নিবর্ত্তমানো-
হসৌ দেহু- তাং লোকমাতরম্ ॥ ৭১ ॥ শিবৈঃ

গমন করিয়াছিলেন । সেই ধর্ম্মায়া গৌতম বনগমন
সময়ে শিবাগণের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে,
আমার আশ্রমে যে সকল দৃঢ়ত অতিথি আগমন
করিবেন, তোমরা তাঁহাদের পূজা করবে ।
অনন্তর দেবী অদ্বিকা গৌতমদর্শনমানসে তাঁহার
মুদ্র পর্ণশালাসমীপে গমন করিলে শিষ্যগণ “তিনি
নিকটেই কোন স্থানে গমন করিয়াছেন, এখনই
আসিবেন” এইরূপ বলিয়া গৌতমনিদেশবশতঃ
অদ্বিকার অভ্যর্থনা করিয়া স্মৃগক্ষি ফলমূল, স্মৃত-
বাক্য, অভ্যুত্থান, আসন, পাদ্য এবং অর্ঘ্য দ্বারা
অর্চনা করিলেন । গৌতমশিষ্যগণ মধুরবাক্য
এবং কলমূলাদি দ্বারা দেবীর অর্চনাপূর্ব্বক “আপনি
কখনকাল প্রতীক্ষা করুন” এইরূপ বলিলে তাঁহা-
দিগের মধ্য হইতে অন্য কেহ গৌতমের অবেশে
গমন করিলেন । এদিকে দেবী আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবা-
মাত্র মহর্ষি গৌতমের অতিবৃহৎ আশ্রম বহু কল্প-
পাদপ-সম্পিত ও বহুল মণিময় প্রসাদসঙ্কুল হইয়া
উঠিল । অনন্তর সমিৎ, কুশ ও কলাহরণপূর্ব্বক
মহর্ষি গৌতম বন হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-
ছেন, এমন সময় দূর হইতে দেখিলেন,—তাঁহার
আশ্রম শত শত বিমানে উপশোভিত হইয়াছে ।
মুনিপুঙ্গব গৌতম “একি বিস্ময়কর ব্যাপার?”
এইরূপ চিন্তা করিলেন । ৫৫—৭০ । তিনি জ্ঞানচক্ষু
দ্বারা কখনকাল মধ্যে গৌরীর আগমন জানিতে
পারিলেন । তিনি লোকমাতা গৌরীকে সন্দর্শন
করিবার জন্য সঙ্কর তথায় আগমন করিতে

শীঘ্রচরৈর্বস্তমাবৈদিতমথাশ্রুণোৎ ॥ ৭২ ॥ অথ মহ-
বিক্রপাগতকৌতুকে নিজতপঃকলমেব তদাগমম্ ।
শিবদয়াকলিতং পরিচিস্তয়ন্নভজদাশ্রমমাপ্রিতবৎ-
সলঃ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অক্ৰণাচলে পার্বত্যঃগৌতমাশ্রমা-
গমনঃ নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োবাচ । অরণ্যাদগৌতমঃ শান্তমুটজদ্বার
আগতম্ । প্রতাপধাতুং প্রববৃতে শিবভক্তির্জগন্ময়ী ॥
১ ॥ আলুলোকে সমায়াতঃ গৌতমঃ শিবাসেবি-
তম্ । লক্ষ্মণশিরঃশঙ্কসম্পূর্ণমুখমণ্ডলম্ ॥ ২ ॥
জটাতিরতিতাম্রাভিস্তীর্ণানবিশুদ্ধিভিঃ । স্তম্ভ-
কুদ্রাক্ষমণিভিজ্জালাভিরিব পাবকম্ ॥ ৩ ॥ ভস্ম-
ত্রিপুণ্ড্রকোপেতবিশালনিটলোজ্জ্বলম্ । শুক্লযজ্ঞো-
পবীতেন পূর্ণঃ কুদ্রাক্ষদামভিঃ ॥ ৪ ॥ দধানঃ বহ্নলে

লাগিলেন । ইত্যবসরে শীঘ্রচর তদীয় শিষ্যগণও
সহস্র গিয়া এ সংবাদ তাঁহাকে নিবেদন করিল ।
অনন্তর আশ্রিতবৎসল মহর্ষি স্বীয় তপঃকল স্বয়ং
আগত দেখিয়া পরম কৌতুকাগিত হইলেন এবং
ইহা শিবের দয়া প্রযুক্তই হইয়াছে এইরূপ চিন্তা
করিতে করিতে নিজ আশ্রমের আশ্রয় লই-
লেন । ৭১—৭৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

ত্রয়ো বালিলেন,—শান্ত মহর্ষি গৌতম অরণ্য
হইতে আগমন করিয়া পর্ণ-কুটীরের দ্বারে উপ-
নীত হইলে শিবপরায়ণা জগন্ময়ী পার্বতী বাৎসল্য
বশতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
গৌতমের অগমনকালে দেবী দেখিলেন, তদীয়
শিষ্যগণ তাঁহার পশ্চাদ্ গমন করিতেছিলেন ।
তাঁহার সম্পূর্ণ মুখাবৃত শঙ্ক সকল লক্ষ্মণ, শিরঃস্থিত
জটা সকল অতি তাম্রবর্ণ এবং তীর্থস্থান দ্বারা
বিশুদ্ধ; তাঁহার গলস্থিত কুদ্রাক্ষমণি সকল যেন
জ্বালামাকুল অনলের স্থায় শোভা পাইতেছে ।
ভস্মের ত্রিপুণ্ড্রে তাঁহার বিশাল জমধ্যস্থল উজ্জ্বল
হইয়াছে এবং তাঁহার উপবীতধারণস্থান শুক্ল
যজ্ঞোপবীত ও কুদ্রাক্ষমালায় বিভূষিত রহিয়াছে ।

রক্তে তপঃক্লেশিতবিগ্রহম্ । জপন্তঃ বৈদীকায়জ্ঞান
রুদ্রপ্রীতিকরাম্ বহ্নন ॥ ৫ ॥ শম্ভুনাবসিতোদাস্তসারপ্য-
মিব ভাবিতম্ । তেজোনিধিঃ দয়াপূর্ণঃ প্রত্যক্ষমিব
ভাস্করম্ ॥ ৬ ॥ আলোক্য তং মহাত্মানং বৃদ্ধ
শম্ভুপদাশ্রয়ম্ । কুতাজলিপুটা গৌরী প্রণম্যুপচক্রমে ॥
কুতাজলিং মুনিবীক্ষ্য সমস্তজগদধিকাম্ । কিমে-
তদিত সাক্ষর্য্যং বারয়ন্ প্রণনাম সঃ ॥ ৮ ॥ স্বাগতং
গৌরি স্তুতগে লোকমাতর্দয়ানিধে । ব্যাজেন
ভক্তসংরক্ষাং কর্তুমদ্রাগতাস্তহো ॥ ৯ ॥ অহো মাশ্বে
মান্তমর্থং বিজ্ঞায়েব পুরা বয়ম্ । পৃথগ্ভাবমিবানহা
শিষ্যাদিভিঃ সমাগতাঃ ॥ ১০ ॥ যদেবি তে ন চেৎ
কিঞ্চিন্মায়াবিলসিতং নিজম্ । ততঃ প্রপঞ্চসংসিদ্ধিঃ
কথমেব ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥ তিষ্ঠহশেষং মে বজ্রুং
মায়াবিলসিতং তব । ন শক্যতে যন্নির্গেতুং হৃদী-
য়েচ্চ কদাচন ॥ ১২ ॥ আশ্রুতাং পাবনে শুদ্ধ আসনে

তপঃক্লেশশরীর সেই মহর্ষি রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া
রুদ্রপ্রীতিকর বৈদিক মন্ত্র সকল জপ করিতে
করিতে আসিতেছেন, যেন তিনি শম্ভুসমাবেশিত
উত্তম সারপ্যবৎ প্রতিভাত হইতেছেন । শিব-
পদাশ্রিত বৃদ্ধ তেজোনিধি, দয়াপূর্ণ, সাক্ষাৎ ভাস্কর-
বৎ মহাত্মা গৌতমকে আগমন করিতে দেখিয়া
গৌরী করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিতে উপক্রম
করিলেন । নিখিল লোক-মাতা অধিকাকে
বন্ধাজল দেখিয়া মহর্ষি গৌতম “একি বিশ্বয়কর
কাণ্ডা” এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বারণ করত
প্রণত হইলেন । তিনি বলিলেন,—স্তুতগে গৌরি !
আপনার স্তুতে আগমন হইয়াছে ত? হে লোক-
জননি দয়ানিধে! অহো! আপনি ভক্ত রক্ষা
করিবার জন্য ছল করিয়া এখানে আসিয়াছেন ।
অহো মাশ্বে! পাছে আমার শিষ্যগণকে দেখিয়া
আপনি তাহাদিগকে প্রণাম করেন, এই আশঙ্কায়ই
আমি শিষ্যগণের সহিত পৃথক্ ভাবে আসিয়াছি ।
১—১০ । কেন না, আমি আপনাকে প্রণাম করিলে
তাঁহারাও কদাচ আপনার প্রণাম গ্রহণ করিবে
না । হে দেবি! আপনি যে আমাকে প্রণাম
করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ইহা আপনার পক্ষে
যুক্তই হইয়াছে; কেন না, আপনার মায়াবিনাস
দ্বারাই প্রপঞ্চসংসিদ্ধি হইয়া থাকে । ইহাও আপনার
মায়াবিনাস, কিন্তু হে দেবি! আমি এই তত্ত্ব
জানিয়াও কিরূপে আপনার প্রণাম গ্রহণ করি ।
আপনার যে মায়া আপনার গণগণই নির্ণয় করিতে

কুশনির্ঘৃতে । গৃহ্যতাং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ দন্তঞ্চ বিধি-
বদ্যমা ॥ ১৩ ॥ ইতি শিষ্যৈঃ সমানীতে দর্ভাঙ্কে
পর্যাসনে । আসীনামধিকাং বৃদ্ধো মুনিরানর্চ-
ভক্তিমান ॥ ১৪ ॥ নিবেদ্য সকলাং পূজাং ভক্তি-
ভাবসম্বিতঃ । গোষ্ঠ্যা সমভ্যর্জ্যজাতঃ স্বয়মপ্যাসনে
স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥ উবাচ দশনজ্যোৎস্নাপরিধৌতদিশা-
মুখঃ । পুলকাঙ্কিতসর্বাঙ্গঃ সানন্দাশ্রু সগদগদম্ ॥ ১৬ ॥
অহো দেবশু মাহাত্ম্যং শস্তোরমিততেজসঃ । সদ-
ভক্তরক্ষণায় ত্র্যামাদিশদভক্তবৎসলঃ ॥ ১৭ ॥ অসিদ্ধ-
মন্ত্রলব্ধব্যং কিং বাস্তবস্তব বিদ্যাতে । অষ্টৈতদ্-
ভক্তিমাহাত্ম্যং সন্দর্শয়িতুমীশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥ কৈলাস-
শৈলবৃন্তান্তঃ কম্পাতটতপঃস্থিতঃ । অরুণাদ্রি-
সমাদেশঃ সর্বঃ জ্ঞাতমিদং ময়া ॥ ১৯ ॥ আগতাসি
মহাতাগে ভক্তাশ্রমমিমং স্বয়ম্ । স্নেহেন ককণা-
মূর্ত্তে কর্তব্যমুপদিষ্টতাম্ ॥ ২০ ॥ ইতি তস্মৈ বচঃ
শ্রদ্ধা মহর্ষেঃ সর্ববেদিনঃ । অধিকা প্রাহ কুতুকাৎ

সমর্থ হয় না, সে মায়াবিলাসের কথা আমি আর
কি বলিব? হে পাবনে! এখন থাকুক সে কথা,
এই পুত্র কুশাসনে উপবেশন করিয়া যথাবিধি
মদন্ত পাদ্যার্ঘ্য গ্রহণ করুন। অনন্তর ভক্তিমান বৃদ্ধ
মুনি শিষ্যগণসমানীত পরম পবিত্র কুশাসনে
সমাসীনা অধিকাকে পূজা করিলেন এবং ভক্তিভাবে
পূজা সকল নিবেদনপূর্ব্বক পার্শ্বতীর অল্পমতি
লইয়া নিজেও এক আসনে উপবেশন করিলেন।
মহর্ষি গৌতম যখন কিছু বলিবার জন্ত
মুখব্যাদান করিলেন, তখন তাঁহার দশন-জ্যোৎস্না
প্রায় দিগ্ভ্রংশল উদ্ভাসিত হইল; পুলকে তাঁহার
সর্বাঙ্গ রোমাঙ্কিত হইয়া গেল; নয়নে আনন্দবারি
দেখা দিল এবং তাঁহার কণ্ঠ গদগদ হইয়া আসিল।
তিনি বলিলেন,—অহো! অমিততেজা দেব শতুর
কি মাহাত্ম্য! ভক্তবৎসল শতু তদীয় সাধু ভক্ত-
গণের রক্ষার জন্তই আপনাকে এখানে পাঠাইয়া-
ছেন! হে দেবি! আপনার অন্ত এমন কি
অনভ্য আছে যে, আপনি তপস্বীদ্বারা তাহা লাভ
করিবেন? হে মাতঃ! ঈশ্বর সদাশিব আপনার
ভক্তি প্রদর্শনের জন্তই এইরূপ আদেশ করিয়া-
ছেন। কৈলাসবৃন্তান্ত, কম্পাতটের তপস্বী এবং
অরুণাদ্রীশের আদেশ, এ সমস্তই আমি বিদিত
আছি। হে মহাতাগে! আপনি স্নেহবশতই
স্বীয় ভক্তের আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। হে
ককণামূর্ত্তে! এখন আমি কি করিব, আদেশ

ভবন্তী তং মহামুনিম্ ॥ ২১ ॥ মহাবৈভবমেতত্তে
দেবদেবঃ স্বয়ং শিবঃ । মধ্যে তপস্বিনাং স্বয়ং তু
দ্রষ্টব্য ইতি চাदिशৎ ॥ ২২ ॥ আগমানাং শিবো-
ক্তানাং বেদানামপি পারগঃ । তপসা শতুভক্তানাং
হমেব শিবসম্বতঃ ॥ ২৩ ॥ অরুণাচলনায়াং তিষ্ঠা-
মীত্যববীচ্ছিবঃ । অস্মাচলশ্চ মাহাত্ম্যং শ্রোতব্যঞ্চ
ভবমুখাৎ ॥ ২৪ ॥ প্রাপ্ত্বাশ্চ তপঃ কতুমরুণাচল-
সন্নিধৌ । ভবতাং দর্শনাদেব স্বয়মীশঃ প্রসীদতি ॥
২৫ ॥ শিবভক্তেন সন্তুষ্টা শিবসঙ্কীর্ণনশ্রবঃ । শিব-
লিঙ্গার্চনং লোকে বপুগ্রহকলোদয়ঃ ॥ ২৬ ॥
তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রোতব্যং ভবতো মুখাৎ
সুব্যক্তমুপদেশেন জ্ঞানতোহসি পিতা মম ॥ ২৭ ॥
ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রদ্ধা গৌতমস্তপসাং নিধিঃ
আচখ্যো গিরিশং ধ্যায়ন্নরুণাচলবৈভবম্ ॥ ২৮ ॥
অজ্ঞাতমিব যৎকিঞ্চিৎ পৃচ্ছ্যতে চ পুনঃশ্রুয়া । অবৈমি
সর্ববিদ্যানাং মায়া শৈবী হমেব সা ॥ ২৯ ॥ অথবা
ভক্তবক্ত্রেণ শিববৈভবসংশ্রবঃ । শিক্ষণং শাস্তবং

করুন। সর্ববিৎ মহর্ষি গৌতমের এবংবিধ বাক্য
শ্রবণ করিয়া অধিকা কৌতুক বশতঃ স্তব করিতে
করিতে সেই মহামুনি গৌতমকে বলিলেন,—হে
মুনে! স্বয়ং দেবদেব শিব নির্দেশ করিয়াছেন
যে, তপস্বীদিগের মধ্যে আপনি দর্শনযোগ্য, ইহা
আপনার এক মহাবিভূতি। আপনি শিবোক্ত
আগম ও বেদশাস্ত্রে পারগ এবং তপস্বী দ্বারা
শিবভক্তগণের মধ্যে আপনিই শিবসম্বত।
“আমিই অরুণাচল নামে অবস্থান করিব” শিব
এই যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই অরুণাচলের
মাহাত্ম্য আমি আপনার মুখে শ্রবণ করিব এবং
এজন্তই আমি অরুণাচলসমীপে তপস্বী আগমন
করিয়াছি। আপনার দর্শনেই স্বয়ং সদাশিব আমার
প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ১১—২৫। কেননা শিবভক্তের
সহিত আলাপ, শিবসঙ্কীর্ণন শ্রবণ এবং শিব-
লিঙ্গার্চন—লোকে এই সকলই দেহধারণের কল-
স্বরূপ; অতএব আপনার মুখে এই সকল কথা
আমি শ্রবণ করিব। হে মুনে! সুব্যক্ত উপদেশ
দানে জ্ঞানতঃ আপনি আমার পিতা। দেবীর
এংবিধ বাক্য শ্রবণে তপোনিধি গৌতম গিরীশকে
ধ্যান করিয়া অরুণাচলবিভূতি কীর্ণন করিতে
লাগিলেন। হে দেবি! আপনি নিখিল বিদ্যার
শৈবী মায়া, ইহা আমি জ্ঞানি; আপনার প্রসন্ন শুনিয়া
আমার অহুমান হইতেছে, আপনি এ সমস্ত

তেষাং তব তুষ্টিশ্চ কারণম্ ॥ ৩০ ॥ পঠিতানাঞ্চ
বেদানাং যদ্যবত্ফলমবহম্ । বদতাং শ্রুতানাং লোকে
শিবসঙ্কীৰ্ত্তনং তথা ॥ ৩১ ॥ সফলান্ভদ্য সৰ্বানি
তপাসি চরিতানি মে । যদহং শম্ভুনা দিষ্টং মাহাত্ম্যং
কীর্ত্তয়ে কৃতম্ ॥ ৩২ ॥ শিবাশিবপ্রসাদেন মাহাত্ম্য-
মিদমভূতম্ ॥ ৩৩ ॥ অরুণাচলমাহাত্ম্যং ত্বরিতক্ৰয়-
কারণম্ । শ্রয়তামনবদ্যাদি পুরাতনমিদং মহৎ ॥
৩৪ ॥ অরুণাদ্রিময়ং লিঙ্গমাবির্ভূতং যথা পুরা । ন
শক্যতে পুনরীকৃতমশেষং বক্তুকোটিভিঃ ॥ ৩৫ ॥
অরুণাচলমাহাত্ম্যং ব্রহ্মণামপি কোটিভিঃ । ব্রহ্মণা
বিষ্ণুনা পূৰ্ব্বং সোমভাস্করবহ্নিভিঃ ॥ ৩৬ ॥ ইন্দ্রাদি-
ভিষ্চ দিকপালৈঃ পূজিতশ্চাষ্টসিদ্ধয়ে । সিদ্ধচারণ-
গন্ধৰ্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ ॥ ৩৭ ॥ খগৈশ্চ মুনিভি-
র্দৈবৈঃ সিদ্ধযোগিভিরর্চিতঃ । তত্ত্বংপাপনিবৃত্তার্থং
তত্তদীপিতসিদ্ধয়ে ॥ ৩৮ ॥ আরাধিতোহয়ং ভগ-
বানরুণাদ্রিপতিঃ শিবঃ । দৃষ্টো হরতি পাপানি
সেবিতো বাঞ্ছিতপ্রদঃ ॥ ৩৯ ॥ কীর্ত্তিতোহপি জনৈ-

জানিয়াও যেন অবিদিতার জ্ঞায় পুনঃ প্রশ্ন
করিতেছেন; অথবা ভক্তমুখে শম্ভুতত্ত্ববিষয়ক
শিক্ষা এবং শিববিভূতি শ্রবণ আপনার তুষ্টির কারণ
হইবে। অধীত বেদের পুনঃ পুনঃ পাঠে যেরূপ
ফল লাভ হয়, ইহলোকে শিবসঙ্কীৰ্ত্তন বা তজ্জুবণ
তজ্জপ ফলদায়ক। আমার আচরিত তপস্যা
সকল আজ সফল হইল, কেননা শিব ও শিবানীর
অনুগ্রহে আজ আমি শম্ভুর আদিষ্ট এই
অদ্ভুত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হে
অনিন্দিতগাত্রি! এই ত্বরিতক্ৰয়কারক পুরাতন
অরুণাচলমাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। হে দেবি!
পূৰ্ব্বকালে অরুণাদ্রিময় এই শিবলিঙ্গ যেরূপে
আবির্ভূত হইয়াছিল, কোটিমুখেও তাহার মহা-
মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করা যায় না। আমার কথা
আর কি বলিব? ব্রহ্মাও কোটি মুখে এই অরুণা-
চলের মাহাত্ম্য অশেষরূপে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ
নহেন। পুরাকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য্য, অনল,
এবং ইন্দ্রাদি দিকপাল অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্ত এই
অরুণাচলকে ধূজা করিয়াছিলেন। সিদ্ধ, চারণ,
গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ, বিদ্যাধর, উরগ, খগ এবং দিব্য
মুনিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব পাপনিবৃত্তি ও ইষ্টসিদ্ধির
জন্ত এই অরুণাদ্রিপতি শিবের আরাধনা করিয়া-
ছিলেন। ইহঁদের দর্শনে পাপনাশ, সেবার অতীষ্ট-

দ্রৈঃ শোণাদ্রিরিতি মুক্তিদঃ । তেজঃস্তুতময়ঃ
রূপমরুণাদ্রিরিতি কৃতম্ ॥ ৪০ ॥ ধ্যায়ন্তো যোগি-
নশ্চিতে শিবসাধুজ্যমানুষ্যঃ । দত্তং হৃতঞ্চ যৎকিঞ্চি-
জ্জপ্তং চান্তান্তপঃ কৃতম্ ॥ ৪১ ॥ অক্ষয়ং ভবতি
প্রাপ্তমরুণাচলসন্নিধৌ । পুরা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ
শিবতেজোহংশসম্ভবৌ ॥ ৪২ ॥ সাহস্কারৌ যুযুধতুঃ
পরস্পরজিগীষয়া । তথা তয়োর্গর্ভশাট্টেয্য যোগি-
ধোয়ঃ সদাশিবঃ ॥ ৪৩ ॥ অগ্নিতেজোময়ং রূপ
মাদিমধ্যান্তবর্জিতম্ । সম্প্রাপ্য তন্ত্ৰৌ তদ্বাধ্যো দিশৌ
দশ বিভাসয়ন্ ॥ ৪৪ ॥ তেজঃস্তুতস্ত তস্তাথ দ্রষ্টু-
মাদ্যন্তভাগয়োঃ । হংসক্ৰোড়তন্ কুহা জগদুদ্যাং
রসাতলম্ ॥ ৪৫ ॥ তৌ বিষমমুখৌ দৃষ্ট্বা ভগবান্
করুণানিধিঃ । আবিস্কৃত্ব চ তয়োর্ময়ং প্রাদাদভী-
পিতম্ ॥ ৪৬ ॥ তৎপ্রার্থিতশ্চ দেবেশো যাতঃ স্বাবর-
লিঙ্গতাম্ । অরুণাদ্রিরিতি খ্যাতঃ প্রশান্তঃ সম্প্রকা-
শতে ॥ ৪৭ ॥ দিব্যত্মশ্চুতিনির্ঘোষৈরপ্সরোগীত-
নর্ত্তনৈঃ । পূজাতে তৈজসং লিঙ্গং পুষ্পরূপিতৈঃ
সদা ॥ ৪৮ ॥ ব্রহ্মণামপ্যতীতানাং পুরা যদ্বতঃ

লাভ হয়; মানবগণ দূর হইতেও যদি “শোণাদ্রি”
এই নামটী কীর্ত্তন করে, তবে শিব তাহাদিগকে
মুক্তিদান করিয়া থাকেন। তেজঃস্তুতময় বিখ্যাত
অরুণাদ্রিকে ধ্যান করিয়া যোগিগণ মোক্ষলাভ
করিয়াছেন। এই অরুণাচলসন্নিধানে যে কিছু
দান, হোম ও তপস্যা কৃত হয়, তৎসমস্তই অক্ষয়
হইয়া থাকে। পুরাকালে শিবতেজোহংশ-সম্ভব
ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অহঙ্কারবশতঃ পরস্পর জিগীষু হইয়া-
ছিলেন; তাঁহাদের গর্ভ খর্ব করিবার জন্ত যোগি-
ধোয় সদাশিব এই আদি-অস্তবিহীন অগ্নিতেজোময়
রূপ ধারণপূর্বক দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া এই
স্বাবর লিঙ্গমধ্যে অবস্থান করেন। ২৬—৪৪। অনন্তর
ব্রহ্মা হংসরূপ এবং বিষ্ণু শূকরশরীর ধারণ করিয়া
যথাক্রমে উর্দ্ধ ও অধোদিকে গমন করত ইহঁদের
আদ্যন্ত দর্শনে উদ্যম করেন। অনন্তর অকৃতকার্য
ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বিষমবদন সন্দর্শন করত করুণা-
নিধি ভগবান্ ভূতপতি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে
অতীষ্টবর প্রদান করেন এবং তাঁহাদের প্রার্থনা
অনুসারে তেজঃস্তুতরূপী হর স্বাবরলিঙ্গতা প্রাপ্ত
হন। হে দেবি! এইরূপে প্রশান্ত অরুণাদ্রি
সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছে এবং দিব্য চন্দ্রতিনির্ঘাৎ,
অপ্সরোগণের নৃত্যগীত ও সৰ্বদা কুমুমবর্ষণ দ্বারা
এই তৈজসলিঙ্গ সতত পূজিত হইয়া থাকেন।

প্রভুঃ । বিষ্ণুনাতিসমুদ্ভূতো ব্রহ্মা লোকান্ সসজ্জ
হি ॥ ৪৯ ॥ স কদাচিত্তপোবিষ্ম কৰ্ত্তুকামেন যোগি-
নাম্ । ইন্দ্রেণ প্রার্থিতো ব্রহ্মা সসজ্জ ললিতাং
দ্রিয়ম্ ॥ ৫০ ॥ লাবণ্যগুণসম্পূর্ণমালোক্য কমলে-
ক্ষণাম্ । যুমোহ কন্দৰ্পশরৈঃ স বিদ্ধহৃদয়ো বিধিঃ ॥
৫১ ॥ স্পৃষ্টকামং তমালোক্য ব্রহ্মাণঃ কমলাসনম্ ।
নহা প্রদক্ষিণব্যাজাদাস্তমৈচ্ছদরাসরাঃ ॥ ৫২ ॥
অস্ত্রাং প্রদক্ষিণাং ভক্ত্যা কুর্ক্সাণায়াং প্রজাপতেঃ ।
চতস্রভ্যোহপি দিগ্ভ্যোহস্ত মুখানুদভবন্ ক্ষণাৎ ॥
৫৩ ॥ সা বালা পক্ষিণী ভূত্বা গগনং সমগাহত ।
পুনশ্চ খগরূপেণ সমায়াস্তং সমীক্ষ্য সা ॥ ৫৪ ॥
শরণং যাচমানা সা শোণাদিমিমমাশ্রয়ৎ । ব্রহ্মণা
বিষ্ণুনা চ হৃদমৃষ্টপদশেখরঃ ॥ ৫৫ ॥ রক্ষ মাংকণা-
দ্রীশ শরণ্য শরণাগতাম্ । ইতি তস্তাং ভয়ান্ধায়াং
ক্লেশস্ত্যামকণাচলাৎ ॥ ৫৬ ॥ উদভূৎ স্বাবরান্ধ্রা-
দ্যধঃ কশ্চিদ্ধনুর্ধরঃ । সঙ্কায় সাযকং চাপে সমেঘ-
গগনহ্যতিঃ ॥ ৫৭ ॥ নিষাদে পুরতো দৃষ্টে মোহ-

পুরাকালে যদ্বতি ব্রহ্মা অতীত হইলে কল্পকয়ে
পুনরায় বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়া
লোক-সৃষ্টি করেন । এক সময় যোগীগণের যোগ-
বিষ্ম-কামনায় ইন্দ্র কৰ্ত্তক প্রার্থিত হইয়া প্রভু ব্রহ্মা
এক রমণীয় রমণীকে সৃষ্টি করেন । অনন্তর ব্রহ্মা
সেই নানা লাবণ্যগুণে পরিপূর্ণা কমলনয়না
কামিনীকে দর্শন করতঃ কামশরে বিদ্ধ হইয়া মোহ-
প্রাপ্ত হইলেন । তখন কমলাসন ব্রহ্মা ঐ অপ্সর-
শ্রেষ্ঠা ললনাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে সে
তাঁহাকে প্রণাম-প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে গমন
করিতে উদ্যত হইল । প্রজাপতি ঐ ভক্তিমতী
কামিনীকে প্রদক্ষিণাচ্ছলে গমনে উদ্যত দেখিয়া
চতুর্দন হইলেন । বালা অপ্সরা সহসা তাঁহার
চারিদিক্ হইতে চারিখানি মুখের আবির্ভাব দেখিয়া
পক্ষিরূপ ধারণপূর্বক আকাশে উড্ডীন হইল ।
ইহাতেও সে নিষ্কৃতি পাইল না ; ব্রহ্মাও পক্ষিরূপ
ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাদগমন করিলেন । অনন্তর
অপ্সরা খগরূপী ব্রহ্মাকে আসিতে দেখিয়া অকণা-
চলের শরণ লইল । অকণাচলকে সন্মোদন করিয়া
বলিল,—হে শরণ্য ! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তোমার অন্ত
দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই । হে অকণাদ্রীশ !
আমায় রক্ষা কর । রোদনপরায়ণা ভীতা-কামিনীর
এইরূপ কল্পবানী শ্রবণমাত্র স্বাবরান্ধ্ররূপী অকণাচল
হইতে এক সহসা ধনুর্ধরী ব্যাধের আবির্ভাব হইল ।

স্তম্ভ মনাশ হি । ততঃ প্রসন্নহৃদয়োহতিনমঃ কমলো-
দ্রবঃ ॥ ৫৮ ॥ নমস্ক্রে শরণ্য শোণাদ্রিপতয়ে
তদা । সর্বপাপক্ষয়কৃতে নমস্তভাং পিনাকিনে ॥
৫৯ ॥ অকণাচলরূপায় ভক্তবস্ত্রায় শম্ভবে । অজা-
নতাং স্বভক্তানামকর্ম্মবিনিবর্তনে ॥ ৬০ ॥ হৃদয়ঃ
কঃ প্রভুঃ কৰ্ত্তুমশকাঞ্চপি দেহিনাম্ । উপসংহর
মে দেহং তেজসা পাপনিশ্চয়ম্ ॥ ৬১ ॥ অস্ত্রং বা
যজ বিদ্বান্ ব্রহ্মাণঃ লোকসৃষ্টয়ে । অথ তস্ত বচঃ
শ্রুত্বা শিবো দীনস্ত বেদসঃ ॥ ৬২ ॥ উবাচ ককণা-
মুর্তিভূত্বা চন্দ্রাঙ্কশেখরঃ । দত্তঃ কালস্তব ময়া পুরৈব
ন নিবর্ততে ॥ ৬৩ ॥ কং বা রাগাদয়ো দোষা ন
বাবেহন্ প্রভুহিতম্ । তস্মাদরহিতোহপ্যেতদকণা-
চলসংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৪ ॥ ভজস্ব তৈজসঃ লিঙ্গং সর্ব-
দোষনিবৃত্তবে । বাচিকং মানসং পাপং কাযিকং বা
চ যত্তবেৎ ॥ ৬৫ ॥ বিনশ্চিতি ক্ষণাৎ সর্বমকণাচল-
দর্শনাৎ । প্রদক্ষিণা-নমস্কারৈঃ শ্রবণৈরর্চনৈঃ

জলদজালাকুল ককবর্ণ আকাশের স্থায় হ্যুতিসম্পন্ন
ব্যাধ শরাসনে সাযক সঙ্কান করিয়া ব্রহ্মার অগ্রবর্তী
হইলে ঐ ব্যাধকে দেখিয়া তাঁহার মোহ অপমৃত
হইল । তখন প্রসন্ন-হৃদয় কমলযোনি ব্রহ্মা অতি
বিনয়-নম্রভাবে শরণ্য শোণাদ্রিপতিকে নমস্কার
করিলেন । তিনি বলিলেন,—হে পিনাকিন ! আপনি
নিখিল-পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন, আপনাকে নম-
স্কার । আপনি অকণাচলরূপ ধারণ করিয়া ভক্তের
বশ্ত হইয়াছেন, আপনি মঙ্গল বিতরণ করেন, আপ-
নাকে নমস্কার । হে শম্ভো ! আপনি জ্ঞানহীন স্বীয়
ভক্তগণকে হৃদয় হইতে নিবৃত্ত করেন, আপনি ভিন্ন
আর প্রভু কে আছেন ? দেহিগণ সহজে আপনার
অকর্তব্য কিছুই নাই । হে বিদ্বান্ ! নীচ তেজো-
দ্বারা মদীয় এই কলুষিত শরীরের বিনাশ করুন,
অথবা লোক-সৃষ্টির জন্ত অস্ত্র ব্রহ্মা সৃজম করুন ।
অনন্তর দীন কমলযোনির বাক্য শ্রবণে চন্দ্রাঙ্কশেখর-
ককণার্জ হইয়া উত্তর করিলেন,—হে ব্রহ্মন ! পূর্বে
তোমাকে আমি যে অধিকার প্রদান করিয়াছি, উহা
আর কিরাইয়া লইবার নহে, তুমি স্বক্ হইও না,
প্রভুশক্তিসম্পন্ন কোন্ ব্যক্তিকে না রাগাদি দোষ,
আক্রমণ করিয়া থাকে ? অতএব তুমি নিখিলদোষের
উপশমের জন্ত দূরে থাকিয়া এই অকণাচল নামক
আমার তৈজস লিঙ্গের ভজনা কর । দেখ, এই
অকণাচল দর্শন করিলামাত্র মানবগণের বাচিক,
মানসিক, একঃ কাযিক এই ত্রিবিধ পাপই ক্ষণকাল-

স্তবৈঃ ॥ ৬৩ ॥ অরুণাদিরয়ং নৃণাং সৰ্বকল্মষনাশনঃ ।
কৈলাসে মেরুশৃঙ্গে বা স্বস্থানেষু কলাদ্রিষু ॥ ৬৭ ॥
সংদৃষ্টাঃ কশ্চিদেবাহমরুণাদিরয়ং স্বয়ম্ । যচ্ছৃঙ্গ-
দৰ্শনান্ নৃণাং চক্ষুর্লাভেন কেবলম্ ॥ ৬৮ ॥ ভবেৎ
সৰ্বাঘনাশশ্চ লাভশ্চ জ্ঞানচক্ষুশ্চ । মদংশসম্ভবো
ব্রহ্মা স্বনাম্মা ব্রহ্মপুত্রবে ॥ ৬৯ ॥ অত্র স্নাতঃ পুবা
ব্রহ্মন্ মোহোহগাজ্জগতীপতেঃ । স্নাত্বা ত্বং ব্রহ্ম-
তীর্থে মাং সমভার্চ্য কৃতাজলিঃ ॥ ৭০ ॥ মোনৌ
প্রদক্ষিণং কৃত্বা বিশ্বাশ্বন ভব বিহ্ববঃ ॥ ৭১ ॥ ইতি
বচনমুদীৰ্ঘ্য বিশ্বনাথঃ স্থিতমরুণাচলরূপতো মহে-
শম্ । অথ সবসি নিমজ্জ্য পদ্মজন্মা ত্বরিতহবং সম-
পূজয়ৎ ক্রমেণ ॥ ৭২ ॥ ইমমরুণাগবীশমেঘ বেণা
যমনিয়মাদিবিভুক্তচিত্তযোগঃ । স্মৃষ্টব্রহ্মমতিপূজ্য
সোপচারং হতত্বরিতোহথ জগাম চাধিপত্যম্ ॥ ৭৩ ॥
• ইতি শ্রীকাল্পে ব্রহ্মপুত্রবমাহাধ্যায়বর্ণনং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মধ্যে বিনষ্ট হয়। প্রদক্ষিণ, নমস্কার, স্মরণ বা স্তব
করিলে এই অরুণাদি মানবের সৰ্ববিধ পাপ নাশ
করিয়া থাকেন। কৈলাস, মেরুশৃঙ্গ, কলাদ্রি এই
সকল স্থানে আমি দৃষ্টমান হইলেও এই অরুণাদিই
আমার শরীর। ইহার শৃঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণের
সৰ্বপাপ বিদূরিত ও জ্ঞানদৃষ্টি লাভ হয়। হে ব্রহ্মন্ ।
তুমি আমারই অংশ-সম্ভূত, হৃদীয় নামে বিখ্যাত
এই ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া পূর্বকালে জগৎপতিরও
মোহ অপগত হইয়াছিল। হে বিশ্বাশ্বন। এক্ষণে
তুমি আমার এই ব্রহ্মতীর্থে স্নান করিয়া কৃতাজলিপুটে
আমার পূজা ও মোনৌ হইয়া প্রদক্ষিণ কব, তবেই
বিজয় হইতে পারিবে। অনন্তর বিশ্বনাথ সদাশিব
এইরূপ বলিলে পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মা ত্বরিতহব ব্রহ্মসরো-
বুরে স্নান করিয়া অরুণাচলরূপে বিরাজিত মহেশ্ব
পূজা করিলেন, এবং ক্রমে তিনি যমনিয়মাদিদ্বারা
বিভুক্তদেহ হইয়া উপচাব সহকারে এই অরুণা-
চলেশ মহেশ্ব প্রকটরূপে পূজা করিয়া ত্বরিত-
বিদূরিত করত নিজ আধিপত্য লাভ করি-
লেন ॥ ৪৫—৭৩ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

গৌতম উবাচ । পুরা নারায়ণঃ কল্পে শয়ানঃ
সলিলার্ণবে । শেষপর্য্যঙ্কশয়নে কদাচিত্তৈব বুদ্ধাত ।
১ ॥ তমসা পুৰিতং বিশ্বমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ । বীক্ষ্য
কল্পাবসানেহপি বিষেহুর্নিত্যস্ববয়ঃ ॥ ২ ॥ অহো
কষ্টমদং রূপং তমসা বিশ্বমোহনম্ । যেন কল্পা-
বসানেহপি বিষ্ণুর্নাদ্যপি বুদ্ধাত ॥ ৩ ॥ জ্যোতিষঃ
পুরুষং পূৰ্ণমপশুন্ত সুবা অপি । কথং বা তমসঃ
শাস্তিঃ লভেরন পাবিতাবিনঃ ॥ ৪ ॥ ইতি নিশ্চত্য
মনসা দেবদেবমুপাতিম্ । চিন্তয়ামাসু বাহুহং
তেজোবাশি নিরঞ্জনম্ ॥ ৫ ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্-
স্তেজোবাশির্মহেশ্ববঃ । বিশ্বাবনাথ বিজ্ঞপ্তঃ প্রণতৈ-
র্নিত্যস্মাবতিঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ স্তেজোময়াচ্ছোঃ স্ফুলি-
ঙ্গাং শুস্মুস্তবাঃ । উদন্তস্তস্ত দেবানাং ত্রয়সিংশচ্চ
কোটয়ঃ ॥ ৭ ॥ বোধিতঃ সকলৈর্দেবৈঃ সমুখায়
বমাপতিঃ । প্রভাতং বীক্ষ্য সকলং মনস্তেবমচি-

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

গৌতম বলিলেন,—পূর্বকালে নারায়ণ কীর্বোদ-
সাগবে শেষপর্য্যঙ্ক শয়ন করিয়াছিলেন। অনেক
দিনেও তাঁহার জাগরণ হয় না। তৎকালে অন্ধকারে
বিশ্ব পরিপূরিত ও অপরিজ্ঞাত হয়, তখন বিশ্বের
কি এক অলক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। কল্পাব-
সানে সুরগণ বিশ্বের ঈদৃশ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া
নিত্যই বিষম হইতে থাকেন এবং বক্ষ্যমাণ বাক্যে
তাঁহারা মনোবেদনা প্রকাশ করেন। তাঁহারা
বলেন,—অহো। কি কষ্ট উপস্থিত, অন্ধকারের কি
বিশ্ব-বিমোহন রূপ। কল্পের অবসান হইয়া গেল,
এখনও বিষ্ণু প্রবুদ্ধ হইলেন না। অনন্তর পবাত্ত
সুরগণ “জ্যোতিষ্য পূর্ণ পুরুষকে দেখিতে না
পাইলে এই অন্ধকারের শাস্ত হইবে না” মনে মনে
এইরূপ নিশ্চয়পূরক আশ্বস্ত তেজোরাশি নিরঞ্জন
দেবদেব উমাপাতিকে স্মরণ করিলেন। তদনন্তর
প্রণত সুরগণ কর্তৃক বিশ্ববন্ধনের জন্ত বিজ্ঞপ্ত
হইয়া বিশ্বপতি তেজোরাশি ভগবান্ মহেশ্ব
প্রসন্ন হইলেন এবং সেই তেজোময় মহেশ্ব
অ শুস্মলিঙ্গ হইতে ত্রয়সিংশং কোটি দেবতার
আবির্ভাব হইল। তখন সেই দেবগণ কর্তৃক প্রবুদ্ধ
হইয়া বমাপতি। গাজোখান করিলেন। তিনি
প্রভাতকাল অবলোকন করিয়া মনে মনে ভাবি-

স্তম্ভঃ ৮ ॥ ময়া তমসি উদ্ভেকাদকালে শয়নং
কৃতম্ । প্রবোধায় পরং জ্যোতিঃ স্বয়ং দৃষ্টে সদা-
শিবঃ ॥ ৯ ॥ জগৎপতিকৃত্যানি স্বয়ং কর্তুং বাব-
শ্রুতি । কিং ময়াত্র পুনঃ কার্য্যং ব্রহ্মণা বা স্বয়মুবা ॥
১০ ॥ ধিগ্ভমাং স্থিতমনাস্বজ্ঞং নিদ্রয়া হতচেতসম্ ।
অথবা সর্বকর্তারং শরণং যামি শঙ্করম্ ॥ ১১ ॥ সর্ব-
দোষপ্রশমনং সর্বাভীষ্টকলপ্রদম্ । পবিত্রমল্লপুণ্যানাং
হর্লভং শম্ভুদর্শনম্ ॥ ১২ ॥ চিন্তয়ন্তেবমাত্মহং জ্যোতি-
লিঙ্গং সদাশিবম্ । প্রণনাম হরিভক্ত্যা দেব-
মষ্টাঙ্গতো মুহঃ ॥ ১৩ ॥ বিশ্বশ্রুতারমীশানং তুষ্টাব
হুরিতচ্ছিদম্ । অথ তেজোময়ঃ শম্ভুঃ শরণাঃ
শরণাগতম্ ॥ ১৪ ॥ অল্পগৃহ্য কটাক্ষস্তং সমুত্তিষ্ঠে-
ত্যভাবত । উথায় করুণাপূর্ণং শম্ভুঃ চন্দ্রার্দ্ধশেখরম্ ॥
১৫ ॥ নমস্ত্রিভুবনেশায় ত্রিমূর্তিগুণধারিণে । ত্রিদেব-
বপুষে তুভ্যং ত্রিদৃশে ত্রিপুরজহে ॥ ১৬ ॥ ইমেব
জগতামীশো নিজাশৈর্দেবতাময়ৈঃ । কার্য্যকারণ-
রূপেণ করোষি স্বেচ্ছয়া ক্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥ মাং নিযুজ্য
জগদগুপ্তৌ পরিমোহ চ মায়ায়া । ন দোষমুত সঙ্কল্পঃ

লেন,—তমোগুণের উদ্ভেক হওয়ায় আমি অকালে
শয়ন করিয়াছি, আমার প্রবোধের জন্য স্বয়ং
সদাশিবই পরম তেজোময়রূপে দেখা দিয়াছেন,
বুঝি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কার্য্য সদাশিব স্বয়ংই করি-
বেন । এইরূপ হইলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কি আমার আর
কোন কার্য্য থাকিবে না, অতএব নিদ্রাহতচেতন
অনাস্বজ্ঞ আমাকে ধিক্ । ছুঃখ করিয়াই বা কি
করিব ? এখন আমি সর্বদোষপ্রশমন সর্বাভীষ্ট-
কলপ্রদ সকলের কর্তা শঙ্করের শরণ লই । অল্প-
পুণ্য ব্যক্তির পবিত্র শম্ভুদর্শন হর্লভ । এইরূপ মনে
করিয়া হরি ভক্তিপূর্বক আত্মস্থ জ্যোতির্ময় দেব
সদাশিবকে বারবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগি-
লেন এবং হুরিতনাশন বিশ্বশ্রুতা ঈশানকে স্তব
করিলেন । অনন্তর শরণাগতবৎসল তেজোময়
শম্ভু শরণাগত হরিকে কটাক্ষবিক্ষেপে অল্পগৃহীত
করিয়া বলিলেন,—বৎস ! গাজোথান কর । হরি
গাজোথান করিয়া করুণাপূর্ণ চন্দ্রার্দ্ধশেখর শঙ্করের
স্তব করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন,—
ত্রিভুবনেশ, সত্ত্বরজস্তমোময় ত্রিগুণধারী, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-
শিবাঙ্ক ত্রিদেববপু, ত্রিপুররিপু ত্রিনয়নকে নমস্কার ।
হে শঙ্কর ! আপনিই জগতের কর্তা, আপনিই
নিজাশনকৃত দেবময় শরীরে কার্য্যকারণরূপে
স্বেচ্ছায়ই কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন । আপনিই আমাকে

বিহাতুমপি নেচ্ছসি ॥ ১৮ ॥ কিং করোষি জগ-
মূর্তৌ স্তম্ভভারোহস্মাহং হুয়ি । ন দোষমীহসে
নূনমকালশয়নেন মাম্ ॥ ১৯ ॥ হর শঙ্কো হরেরার্হি-
মহুতাপং সমীক্ষা সং । আদিদেশ হরঃ স্রীমান্
প্রায়শ্চিত্তং হরেরিদম্ ॥ ২০ ॥ অরুণাচলরূপেণ
তিষ্ঠামি বসুধাতলে । তন্তু দর্শনমাত্রেণ ভবিতা
তে ভ্রমঃক্ষয়ঃ ॥ ২১ ॥ পূর্বদৈব বিষ্ণুবে তত্র বরো
দত্তো ময়া পুরা । তদৈব তৈজসং লিঙ্গমরুণাচল-
সংজ্ঞিতম্ ॥ ২২ ॥ তেজোময়মিদং রূপং প্রশান্তং
লোকরক্ষণাৎ । যদগ্নিময়মব্যাক্তমপারগুণবৈভবম্ ॥
২৩ ॥ নদীনাং নিকারিণাঞ্চ মেঘযুক্তাস্তসামপি ।
অন্তর্জ্যোতির্ময়ত্বেন লবস্তৃত্বৈব দৃষ্টতে ॥ ২৪ ॥
অক্ষানাং দৃষ্টিলাভেন পঙ্কনাং পাদসঞ্চারৈঃ । অপুত্রানাং
চ পুত্রাপ্তাং মুকানাং বাকপ্রবৃতিভিঃ ॥ ২৫ ॥
সর্বসিদ্ধিপ্রদানেন সর্বব্যার্থিবমোচনৈঃ । সর্বপাপ-
প্রশমনৈর্ঘ্যং সর্ববরদং স্থিতম্ ॥ ২৬ ॥ ইত্যাক্রান্তদধে

জগতের রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া আবার আজ
নিজ মায়ায় আমাকে বিমোহিত করিয়াছেন । ইহা
আপনার দোষ নহে, হে প্রভো ! যদি আপনি
আজ এই সঙ্কল্প ত্যাগ না করেন, তবে আমি আর
কি করিব ? আমি হৃদীয় জগন্ময় মূর্তিতে সমস্ত ভার
হস্ত করিলাম । ১—১৯ হে হর ! হে শঙ্কো ! আমিও
পূর্বেই বলিয়াছি, আমি আপনার দোষ দিতে
পারি না ; কেননা আমিই তমোগুণ আশ্রয়
করিয়া অকালে নিদ্রিত হইয়াছিলাম । অনন্তর
আদিদেব স্রীমান্ হর, হরির আর্হি ও অহুতাপ
সন্দর্শন করিয়া তাঁহার এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত আদেশ
করিলেন । হর বলিলেন,—হে হরে ! আমি
বসুধাতলে অরুণাচলরূপে বিরাজ করিব, সেই
অরুণাঙ্গির দর্শনমাত্রেই তোমার তমোগুণ বিনষ্ট
হইবে । পূর্বকল্পীয় বিষ্ণুকেও আমি এইরূপ বর
দিয়াছিলাম । সেই সময় হইতেই এই মদীয় তৈজস
লিঙ্গ অরুণাচল নামে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে ।
এই যে তেজোময় প্রশান্ত রূপ দেখিতেছ, ইহা
লোকরক্ষার জন্য ব্যবহৃত । এই অপরিণীম
গুণবৈভবযুক্ত অব্যাক্ত অন্তর্জ্যোতির্ময় অগ্নিময়
তেজেই নদী, নিকার ও মেঘযুক্ত জল বিলীন
হইয়া থাকে । ইহার দর্শনে অন্ধের দৃষ্টি, পঙ্কর
পাদসঞ্চার, অপুত্রের পুত্র, এবং মুকের বাকপ্রবৃতি
লাভ হইয়া থাকে । ইনি সর্ববিধ সিদ্ধি প্রদান,
সকল রোগ নিবারণ, নিখিল পাপবিমোচন এবং

শঙ্করৈশ্চৈবাকৃণাচলম্ ॥ আগত্য তপ আশ্রয়
শোণাচলমুপাস্ত ৮ ॥ ২৭ ॥ তমজিঃ পরিতো দৃষ্টা
সুরান্ কাননসংশ্রয়ান্ । ঋষীণামাশ্রয়ান্ পুণ্যান্
স্থাপয়ামাস বৈ হরিঃ । বেদান সাঙ্গোপনিষদান্ সমস্তা-
নুর্জিহ্মারিণঃ ॥ ২৮ ॥ সমর্জ্য দিব্যরূপাণাং শতমপ্সরসাং
কুলম্ । নৃত্যগীতৈশ্চ বাদিতৈঃ সেবধর্মমিতি চাদি-
শং ॥ ২৯ ॥ স্নাত্ব ব্রহ্মসরসাস্থিন বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ ।
প্রদক্ষিণং চকারামুমরুণাদিঃ সমর্চিতম্ ॥ ৩০ ॥
অপাপঃ সর্বলোকানাধিপত্যং চ লব্ধবান । রময়া
সহিতো নিত্যমভিরূপসুরপয়া ॥ ৩১ ॥ ভাস্করস্তেজসা
রাশিরশুরৈরপি পীড়িতঃ । ব্রহ্মোপদেশাদানর্চ
ভক্ত্যাকৃণগিরীশ্বরম্ ॥ ৩২ ॥ নিমজ্জা বিমলে তীর্থে
পাবনে ব্রহ্মনির্ম্মিতে । প্রদক্ষিণং চকারৈনমরুণাদিঃ
স্বয়ম্ভুম্ ॥ ৩৩ ॥ অশেষদৈতাবিজয়ং লব্ধ্বা মেরু-
প্রদক্ষিণম্ । লেভে চ পরমং তেজঃ পরতেজঃ-
প্রকাশনম্ ॥ ৩৪ ॥ দক্ষশাপানলাক্রান্তঃ সোমঃ
শিববচোবলাৎ । অরুণাচলমভ্যর্চ্য লব্ধরূপোহভবৎ
পুনঃ ॥ ৩৫ ॥ অগ্নিব্রহ্মনিশাপেন যক্ষরোগপ্রপীড়িতঃ ।

বিবিধ বর দান করিয়া থাকেন । শঙ্কু এইরূপ
বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন, হরিও অরুণাচলে আগ-
মনপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর হরি, সেই অগ্নির চতুর্দিকে কাননান্নিত
সুরগণকে সন্দর্শন করিয়া তথায় ঋষিগণের অনেক
পুণ্যাশ্রম সংস্থাপন করিলেন । সেখানে উপনিষদাদি
অঙ্গের সহিত যুক্তিমান সম্মত বেদ সকল প্রতিষ্ঠিত
করিয়া হরি দিব্যরূপ শতশত অপ্সরা সৃজন করত
নৃত্যগীতবাদিতাদি দ্বারা অরুণাচলের সেবা করিতে
আদেশ করিলেন । কমললোচন হরি ব্রহ্মসরোবরে
স্নান, অরুণাচির পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্পাপ
হইলেন এবং নিখিল লোকের আধিপত্য লাভ
করত সুররূপা রম্য সহিত সতত বিহার করিতে
লাগিলেন । হে দেবি ! একদা তেজোরাশি ভাস্কর
অশুরনিকর কর্তৃক পরিপীড়িত হইয়া ব্রহ্মার
আদেশে . ভক্তিপূর্ব্বক, অরুণাচীর উপাসনা
করেন । তিনি ব্রহ্মনির্ম্মিত এই পুততীর্থে অবগাহন-
পূর্ব্বক স্বয়ং প্রভু অরুণাচিকে প্রদক্ষিণ করিয়া
পরতেজঃপ্রকাশন পরম তেজঃপ্রাপ্ত হন, এবং
মেরু প্রদক্ষিণ করত দৈত্যগণকে অশেষরূপে
নির্জিত করেন । দক্ষশাপানলাক্রান্ত চন্দ্র শিববাক্যে
অরুণাচলকে পূজা করিয়া পুনরায় পূর্ব্বরূপ লাভ
করেন । এক সময় অগ্নি, ব্রহ্মনিশাপে পীড়িত

অপুতোহপি পবিত্রোহভূদরুণাচলসেবয়া ॥ ৩৬ ॥
শক্ৰো বৃত্রং বলং পাকং নমুচিং জম্বমুদ্রতম্ । শিবলক-
বরান্ দৈত্যান্ পুরা হুত্বা জগৎপতীন ॥ ৩৭ ॥ পাতকৈশ্চ
পরিক্ষীণস্তথা লোকান্তমাস্রিতঃ । শঙ্কুঃ প্রসাদ্য
তপসা শিবেন পরিচোদিতঃ ॥ ৩৮ ॥ অরুণাচিঃ
সমভ্যর্চ্য বিপাপোহভূৎ সুরাধিপঃ । ইষ্টা চ
হয়মেধেন প্রীণয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৩৯ ॥ লব্ধ্বা
চেন্দ্রপদং শক্ৰঃ শতমপ্সরসাং কুলম্ । সেবার্ধ-
মাদিশঙ্কুমান দিব্যানুভূতিসেবয়া ॥ ৪০ ॥ পুষ্পমেঘান্
সমাদিশু দিব্যাভিঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ । সমর্চয়তি শোণাদিঃ
দিবি গিত্যং চ বন্দতে ॥ ৪১ ॥ শেষোহপি শোণশৈলেশঃ
সমভ্যর্চ্য শিবাজ্ঞয়া । অভজৎ কামরূপহং মহীমণ্ডল-
ধারকঃ ॥ ৪২ ॥ অস্ত্রে নাগাশ্চ গন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চাপ্সরসাং
গণাঃ । দিক্‌পালাশ্চ তমভ্যর্চ্য লেভিরেহপেক্ষিতান্
বরান্ ॥ ৪৩ ॥ দৈবৈবরশেষৈর্দৈত্যাदीন জেতুকামৈঃ
সমুদ্যতৈঃ । প্রার্থিতঃ সর্বতোহভীষ্টবরদোহরুণ-
ভূধরঃ ॥ ৪৪ ॥ হুত্বা বিরচিতাকাব আদিত্যস্তেজসা
তপন । গ্রহনাথস্ত শোণাদিঃ বিলম্বয়িতুমদ্যতঃ ॥

হইয়াছিলেন । অরুণাচির সেবা করিয়া সেই অপবিত্র
অগ্নিও পুত হইয়াছিলেন । ২০—৩৬ পুরাকালে সুর-
রাজ ইন্দ্র—শিববরে বলীয়ান জগৎপতি বৃত্র, বল,
পাক, নমুচি, উদ্রত জম্ব প্রভৃতি অশুরগণকে নিহত
করিয়া পাতকলিপ্ত হন এবং সেই পাপে পরিক্ষীণ
হইয়া অন্তলোকের আশ্রয় লন । এই সুরাধিপ
ইন্দ্রও তপস্যা দ্বারা শিবের প্রসন্নতা লাভ করেন
এবং তাঁহারই আদেশে অরুণাচলের অর্চনা করিয়া
নিম্পাপ হইয়াছিলেন । অনন্তর শ্রীমান সুররাজ
অশ্বমেধ যাগ দ্বারা শঙ্করকে প্রীত করিয়া
ইন্দ্রপদ লাভ করত শত শত অপ্সরাকে দিবা
হনুভি দ্বারা এবং পুষ্প নামক মেঘগণকে দিবা
কুসুম বর্ষণ দ্বারা অরুণাচির সেবা করিতে আদেশ-
পূর্ব্বক স্বয়ং স্বর্গে থাকিয়া অরুণাচলের অর্চনা ও
বন্দনা করিতে লাগিলেন । মহীমণ্ডলধারী সপ্তরাজ
শেষও শিবের উপদেশে শোণশৈলেশের উপাসনা
করিয়া কামরূপহ প্রাপ্ত হন । এতদতির অস্ত্রাশ্র
নাগ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অপ্সরা ও দিক্‌পালগণও অরুণা-
চির পূজা করিয়া অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছিলেন
এবং দৈত্যগণের পরাজয় কামনার মহাহৃতিশালী
সুরগণও এই অভীষ্ট বরদ অরুণ ভূধরের চতুর্দিকে
অবস্থিত হইয়া ইহার প্রসন্নতা কামনা করেন ।
এক সময়ে বিধকর্ম্মনির্ম্মিত যুক্তি

৪৫ ॥ রথবাহাঃ পুনস্তস্মা শক্তিহীনঃ শ্রম গতাঃ ।
সোহপি শ্রিয়া বিহীনশ্চ জাতঃ শোণাদিত্তেজসা ॥
৪৬ ॥ নাশক্লোক্ত দিবঃ গন্তুঃ সর্বগন্তাঃ শুমানিনঃ ।
স তু ব্রহ্মোপদেশেন সমাধারুণাচলম্ ॥ ৪৭ ॥
ক্ৰীত্যা তস্মাদ্বিতোনেভে মার্গং যোগ্যো হৃষকুভান ।
ততঃ প্রভৃতি তিগ্নাঃ স হি শোণাখ্যপন্নতম্ ॥ ৪৮ ॥
ন লজ্জয়তি কিং তস্মা প্রদক্ষিণপরিক্রমেঃ । দক্ষযাগ-
পরিধ্বস্তা হীনাঙ্গান্দিদশাঃ পুরা ॥ ৪৯ ॥ অরুণাচলমারাবা
নবান্ধজানি লেভিরে । পূবা দন্ত শিখী হস্ত ভগো
নেত্রং তথ্যন্তিতম্ ॥ ৫০ ॥ ঘ্রাণং বাণী চ লেভে না
শোণাচলনিষেবগাৎ । ভার্গবঃ ক্ষীণনেত্রঃ স বিষ্ণু-
হস্তকুশাগ্রতঃ ॥ ৫১ ॥ বলিদত্তাবনৌদানজলধারা-
নিরোধতঃ । স তু শোণাচলং গচ্ছা তপঃ কৃত্বাতি-
ত্করম্ ॥ ৫২ ॥ লেভে নেত্রং চ পূতাত্মা ভাস্কবাতো
গিরৌ স্থিতঃ । অরুণাচলনাথস্মা সেবয়া সূর্য্যসারথিঃ ॥
৫৩ ॥ প্রতর্দনাখ্যো নৃপাতগ্রহীতুঃ দেবকন্তাকাম্ ।
অরুণাদিপতের্গানঃ কুস্তুপীঃ সাদরোহভবৎ ॥ ৫৪ ॥

মাদিত্য তেজ দ্বারা শোণাদিকে লজ্জন করিতে
উদ্যত হন, কিন্তু শোণাদির তেজে তাঁহার
বাহনগণ শ্রান্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং তাঁহারও
শ্রী বিলুপ্ত হয় । সর্বগ অংশুমালী সূর্যের বাহনগণ
আর আকাশে গমন করিতে সমর্থ হইল না । তখন
সূর্য্য ব্রহ্মার উপদেশে অরুণ ভূবরের আরাধনা
করিয়া সেই ক্রীতিমান বিভূ হইতে স্বীয় আকাশগতি
ও অক্লিষ্ট অশ্রুলাভ করিলেন ; এবং তদবধি তিগ্না-
তেজা সূর্য্য শোণাখ্য অচলকে কদাচ লজ্জন না করিয়া
কেবল প্রদক্ষিণক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।
পুরাকালে দক্ষযাগ-বিধ্বস্ত পুয়া, শিখী, ভগ, ও
বাণী প্রভৃতি সুরগণ হীনাঙ্গ হইয়াছিলেন, অরুণা-
চলের আরাধনা করিয়া তাঁহার। যথাক্রমে দন্ত, হস্ত,
অখণ্ডিতনেত্র এবং ঘ্রাণ প্রভৃতি নূতন অঙ্গসকল
লাভ করিয়াছিলেন । বলি, বামনকে অবনৌদানে
উদ্যত হইলে শুক্র ভৃঙ্গার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দান-
জলধারা নিরোধ করেন, তখন বিষ্ণু হস্তস্থিত কুশাগ্র
দ্বারা ভৃঙ্গারের জল-প্রণালী মুক্ত করিতে গিয়া
তাঁহাকে একাক্ষিবিহীন করিয়াছিলেন ; সেই ক্ষীণ-
নেত্র ভার্গব শোণাচলে গমনপূর্ব্বক অতি তৃষ্ণার
তপস্যা করিয়া নেত্রলাভ করিয়াছিলেন । অরুণাচল-
নাথের সেবা দ্বারা সূর্য্যসারথি পুত কলেররে ভাস্ক-
রাখ্য পর্ব্বতে বাস করেন । প্রতর্দন নামক নৃপতি
অরুণাদিপতির মাহাত্ম্যগাথা কীৰ্ত্তনকারিণী এক

ক্ষণাৎ কপিমুখো জাতো মল্লিভিশ্চোদিতো নৃপঃ
প্রতর্প্য তাঃ পুনশ্চাত্মাঃ প্রাদাদক্ষ্যভূতঃ ॥ ৫৫ ॥
ততশ্চাক্রমুখো জাতঃ প্রসাদাদক্ষ্যনিধিভুঃ । সাধুজ্ঞা-
মস্মৈ সকলং দত্তবান্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ৫৬ ॥ অরুণা-
চলনাথস্মা সন্নিধৌ জ্ঞানচক্ষুঃ । গন্ধকঃ পুষ্পকাণ্ডা
ভক্তিহীনো হৃগাৎ পুরা ॥ ৫৭ ॥ ততো ব্যাধবুধ দৃষ্টা
গন্ধকপরিচারকঃ । কিমেতদ্বিতি সাস্তব্যং পশুশৃঙ্গে
পরস্পরম্ ॥ ৫৮ ॥ অথ নারদান্দিষ্টমবজ্ঞাকল-
মান্বনঃ । বৃদ্ধারুণাদি সম্পূজ্য পুনশ্চ সূর্য্যখোহভবৎ ॥
৫৯ ॥ শিবভূমিরিয়ং খ্যাতা পরিতো যোজনদ্বয়ম্ ।
যজ্ঞস্তত্র প্রমীতানা কদাপি বিলয়ো ন হি ॥ ৬০ ॥
সপ্তধ্বং পুরা ভূমৌ শাপদোষসমবিতাঃ । সিববিরে-
হরুণাদি দে নাথো জ্ঞাতা বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৬১ ॥
শাপমোক্ষং দদৌ শ্রীমান সপ্তর্ষীগাং মহাত্ম-
নাম্ । সপ্তর্ষিভঃ কৃত্য তীর্থ সর্বপাপবিনা-
শনম্ ॥ ৬২ ॥ শোণাচলস্মা নিকটে দৃশ্যতে পাবনং
শুভম্ । পশুর্মুনিঃ শোণশৈলং পাদৌ নক্লং সমাগতঃ ॥
৬৩ ॥ অন্তহিতপ্রাণিনাং দারুহস্তপুটে বহন ।
জাহ্নুচক্রমণবাগ্রঃ শোণনদ্যাস্তটং গতঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবকন্তাকে গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে বানরগুণ
প্রাপ্ত হন । অতঃপর তিনি মল্লিগণের মঙ্গল্যয় সেই
কন্তাকে প্রতর্পণ ও অরুণাদির সেবার জন্ত অশ্রু
বত্ত কন্তা প্রদান করিয়া অরুণাদীশের প্রসাদে মনোজ্ঞ
সুখ লাভ করেন এবং নৃপতির ভক্তিতে আকৃষ্ট
হইয়া অরুণাদীশ তাঁহাকে সকল সাধুজ্ঞা প্রদান
করেন । ৫৭--৫৮ । অরুণাচলের সমীপবাসী জ্ঞান-
হীন গন্ধক নামক এক গন্ধক অরুণাদির প্রতি
ভক্তিহীন হইয়া ব্যাধবুধ প্রাপ্ত হইলে তদীয় পরিচা-
রকগণ ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার মনে করিয়া
বিস্ময় সহকারে পরস্পর বিচার বিতর্ক করিতে
লাগিল । তখন অরুণাদির অবজ্ঞায় এইরূপ ঘটয়াছে
জানিয়া সেই গন্ধক তাঁহার পূজা করত পুনরায়
সুখ প্রাপ্ত হইল । এই অরুণাদির চব্ব
যোজনদ্বয় স্থান শিবভূমি নামে খ্যাত । এই স্থানে
মৃত ব্যক্তির মুক্তি হয়, কদাচ বিলয় হয় না । পুরা-
কালে শাপদোষসমবিত সপ্তর্ষি অরুণাদিকে নিঃসং-
শাপরূপে নাথ জানিয়া এই তাঁহার সেবা করেন ।
অনন্তর শ্রীমান্ সদাশিব মহাত্মা সপ্তর্ষিগণকে মোক্ষ-
দান করিয়াছিলেন । শোণাচলের নিকটে সপ্তর্ষিগণ
প্রতিষ্ঠিত সকল কলুষবিনাশী শুভদায়ক এক পুত তীর্থ
পরিদৃশ্যমান হয় । এক পশু মুনি শোণাদির নিকট
পদদ্বয়লাভলাভনায় আগমন করেন ।

দাক্ষহস্তপুটে তীর্থে নিচিক্ষেপ পিপাসতঃ । জাহ্ন-
চক্রমণে তস্মিন ধূর্তস্তোয়ং পিপাসতি ॥ ৬৫ ॥ অথ
শোণাচলং প্রাপ্তঃ কথং বা দাক্ষহস্তবৎ । কিমেতদিত্তি
তং পৃচ্ছমাধাবৎ কলিতংপরঃ ॥ ৬৬ ॥ লক্ষপাদশ
সহস্রা জগাম চ নিজালয়ম্ । নাদাক্ষীং পুরুষং তত্র
দাক্ষহস্তৌ পুরোগমৌ ॥ ৬৭ ॥ স্বয়ং গৃহীত্বা চালোকা
ববন্দেহকরণপর্বতম্ । ননন্দ লক্ষচরণো লক্ষকপো
মহামুনিঃ ॥ ৬৮ ॥ বিশ্বযোৎকল্লনযনৈঃ শিবভক্তৈ-
র্মহাত্মভিঃ । পূজিতো লক্ষপাদঃ সন জাগাম চ যথা-
গতম্ ॥ ৬৯ ॥ বালী শকসু কঃ শ্রীমাঙ্কুজাদয়ভূতঃ ।
অস্তাচলস্ত শিখরং প্রতিগন্তঃ সমুদাতঃ ॥ ৭০ ॥
আলুলোকেহকরণগিরিং মধো দেবনমস্কৃতম্ । উর্দ্ধং
গন্তঃ সমুদাতঃ ক্ষীণবীৰ্য্যোহপনভুবি ॥ ৭১ ॥ পিত্রা
শক্রেণ সঙ্গমা চোদিতঃ শোণপর্বতম্ । লিঙ্গং
তৈজসমভার্চ্য লক্ষবীৰ্য্যোহভবৎ পুনঃ ॥ ৭২ ॥ নলঃ
পূর্বং সমভার্চ্য স্বস্থগৌ মানবপ্রিয়াঃ । পালয়ামাস

মুনি দাক্ষনির্মিত যষ্টিদ্বয়ের উপর উভয় হস্ত চ্যুত
করিয়া জাহ্নুদ্বারা কুটিলগতি অবলম্বনপূর্বক শোণ-
নদীর তটে সমাগত হন । তিনি পিপাসাবশতঃ
দাক্ষহস্তপুট নদীর তীরে রাখিয়া জলপান করিতে-
ছিলেন, এমন সময় এক ধূর্ত তাঁহার ঐ দাক্ষহস্তপুট
জলে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বলিল,—আপনি
শোণাচলে আগমন করিয়াছেন, এই শোণ—
যাহাতে পক্ষুর পাদলাভ হয়, অতএব আপনার
হস্তে দাক্ষহস্ত পুট কেন ? বিবাদ নিরত ঐ ধূর্ত
এই বলিয়া যেমন অন্তর্হিত হইল, অগনি মুনিও
সহস্রা পাদদ্বয় লাভ করিয়া নিজালয়ে গমন করি-
লেন । তিনি সেখানে ধূর্তপুরুষকে আর দেখিতে
পাইলেন না ; দাক্ষহস্তপুট গ্রহণ করিয়া অরুণ
পর্বতকে দর্শনপূর্বক বন্দনা করিলেন । মুনি পাদ-
দ্বয় লাভ করিয়া রূপবান হইলেন, বিশ্বয়ে তাঁহার
নন্দন হইল । শিবভক্ত মহাত্মাগণ তাঁহার পূজা
করিলেন এবং লক্ষপাদ সেই মুনি পাদচারে যথা-
স্থানে গমন করিলেন । ইন্দ্রতনয় শ্রীমান্ বালী
উদয়াদ্রির শৃঙ্গদেশ হইতে অস্তাচলের শিখরে গমন
করিতে উদ্যম করেন, তাঁহার গমনসময়ে মধো
সেই দেবনমস্কৃত অরুণগিরিকে দর্শন করিয়া তিনি
আরও উর্দ্ধগতি অবলম্বন করিলে হীনবীৰ্য্য হইয়া
ভূতলে পতিত হন । অনন্তর শোণপর্বতাগত
পিতা ইন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই তৈজস লিঙ্গের
পূজা করত পুনরায় স্বীয় বীৰ্য্যলাভ করেন । নীতি-

ধর্মাত্মা নীতিসারসমবিতঃ ॥ ৭৩ ॥ ইলঃ প্রবিশ্ত
সহস্রা গৌরীবনমখণ্ডিতম্ । স্ত্রীভাবঃ সমমুপ্রাপ্তঃ
পপ্রচ্ছ স্বং পুরোধসম্ ॥ ৭৪ ॥ বশিষ্ঠেন সমাদিষ্টঃ
শোণাদ্রিং সমপূজয়ৎ । তপসারাধ্য দেবেশং পুনঃ
পুংস্বমুপাগতঃ ॥ ৭৫ ॥ সোমোপদেশান্তক্ত্যাধি
সম্মারাক্ষণপর্বতম্ । ঈশানুগ্রহতো লেভে শাপমোকং
তপোধিকঃ ॥ ৭৬ ॥ লেভে চ পরমং স্থানমপ্রাপ্যমমরৈ-
রপি । ভরতো যুগশাবস্ত্র স্মরণাদায়ুষোহভায়ে ॥ ৭৭ ॥
ন মুক্তিং প্রাপ যোগেন যুগজন্মনি সঙ্গতঃ । পত্নী-
বিরহজং হৃৎখং প্রাপ্তবানমিতং হরিঃ ॥ ৭৮ ॥ পুন-
ভৃগুপদেশেন শোণাদ্রিমিমমর্চয়ন্ । অবতারেষু
সর্বেষু সর্বতঃপাশ্চপাকরোৎ ॥ ৭৯ ॥ সরস্বতী চ
সাবিত্রী শ্রীভূমিঃ সরিতস্তথা । অভার্চ্য শোণ-
শৈলেশমাপদো নিরত্মারিষুঃ ॥ ৮০ ॥ ভাস্করঃ পূর্ব-
দিগ্ভাগে বিশ্বামিত্রস্ত দক্ষিণে । পশ্চিমে বরুণো
ভাগে ত্রিশূলং চোত্তরাশ্রয়ম্ ॥ ৮১ ॥ যোজনদ্বয়-
পর্য্যন্তে সীমাঃ শৈলেষু সংস্থিতাঃ । চতশ্রো দেবতা-

সার-সমবিত ধর্মাত্মা নল পূর্বকালে এই অরুণ-
গিরিকে পূজা করিয়া প্রজাগণকে পালন করিয়া-
ছিলেন । রাজা ইল অখণ্ডিত গৌরীবনে প্রবেশ-
পূর্বক সহস্রা স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরোহিত বশি-
ষ্ঠকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন । অনন্তর ইল
বশিষ্ঠাদেশে শোণাদ্রির পূজা ও দেবেশকে তপস্তা
দ্বারা আরাধনা করিয়া পুনরায় পুংস্ব প্রাপ্ত হন ।
অনন্তর ইল সোমের উপদেশে ভুক্তিপূর্বক অরুণ
গিরিকে স্মরণ করিয়া ঈশানের অনুগ্রহে শাপমুক্ত
হন ; এবং অমরহর্লভ পরম স্থান লাভ করেন ।
ভরত মরণসময়ে যুগশাবক স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ
করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত যোগদ্বারা মুক্তিলাভ করিতে
না পারিয়া যুগযোনি প্রাপ্ত হন । তিনিও অরুণ
ভূধরের আরাধনা করিয়া দেবহর্লভ স্থান প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । হরি বিষম পত্নীবিরহজনিত হৃৎখে ক্রিষ্ট
হইয়া ভৃগুর উপদেশে অরুণাচলের অর্চনা করেন ।
তিনি অরুণাচলকে স্মরণ করিয়া সমস্ত অবতারের
সকল হৃৎখ দূর করিয়াছিলেন । ৫৭—৭৯ । সরস্বতী,
সাবিত্রী, শ্রী, ভূমি এবং নদী সকল শোণ-শৈলেশের
পূজা করিয়া বিবিধ আপদ্ নিরাকৃত করিয়াছিলেন ।
ইহার পূর্বদিকে দিবাকর, দক্ষিণে বিশ্বামিত্র, পশ্চিমে
বরুণ এবং উত্তরদিকে ত্রিশূল অবস্থিত ; যোজন-
দ্বয় পর্য্যন্ত এই শৈলের সীমা স্থাপিত হয় । পুরোহিত

ধ্বজাঃ সর্বস্তে শোণপৰ্বতম্ ॥ ৮২ ॥ হিতাঃ সীমাব-
সানেষু শোণাদ্রীশবহ্নিতম্ । নমস্তি দেবাশ্চ হারঃ
শিবঃ শোণাচলাকৃতিম্ ॥ ৮৩ ॥ অস্তোত্তরস্মিহিবরে
দৃষ্টতে বটভূকঃ । সিন্ধবেশঃ সদৈবাস্তে যন্ত মূলে
মহেশ্বরঃ ॥ ৮৪ ॥ যন্ত চ্ছায়াতিমহতী সৰ্বদা মণ্ডলা-
কৃতিঃ । লক্ষ্যতে বিশ্বয়োপেতেঃ সৰ্বদা দেব-
মানবৈঃ ॥ ৮৫ ॥ অষ্টভিঃ পরিতো লিঙ্গৈরষ্টদিক্-
পালপূজিতৈঃ । অষ্টাশু সংস্থিতৈর্দিক্ শোভতে
হ্যপসেবিতঃ ॥ ৮৬ ॥ নৃপাণাং শম্ভুভক্তানাং শঙ্করা-
জ্ঞানপালিনাম্ । অত্রৈব মহদাস্তানমাদিদেবেন নিৰ্ম্মি-
তম্ ॥ ৮৭ ॥ বকুলঞ্চ মহাস্তত্র সদাগিতকলপ্রদঃ ।
আগমার্থবিদা মূলে বামদেবেন সেবতে ॥ ৮৮ ॥
অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ সম্পূজ্যাক্ষতধরম্ । সংস্থাপা
লিঙ্গে বিমলে তেপাতে তাদৃশং তপঃ ॥ ৮৯ ॥
হিরণ্যগৰ্ভতনয়ঃ পুরা শোণনদঃ পুমান্ । অত্র তীর্থ-
তপস্তপ্তা গঙ্গাভিমুখগোহভবৎ ॥ ৯০ ॥ অত্র শোণ-
নদী পুণ্যা প্রবহতামলোদকা । বেণা চ পুণ্যতটিনী
পরিতঃ সেবতেহ্যনম্ ॥ ৯১ ॥ বায়বাশ্চ দিশো

দেবতাচতুষ্টয় সতত এই সকল স্থানে অবস্থিত হইয়া
শোণ শৈলের উপাসনা করেন ; এবং উইরা সীমা-
বসানে অবস্থিত হইয়া শোণ শৈলাকৃতি শোণেশ্বর
শিবকে সতত প্রণাম করিয়া থাকেন । ইহার
শিখরের উত্তরদিকে এক বটতরু দৃষ্ট হয়, মহেশ্বর
ইহার মূলে সিন্ধবেশে সতত বিরাজ করেন । এই
বটতরুর মণ্ডলাকৃতি মহতী ছায়া—দেব ও মানবগণ
বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া সৰ্বদা দর্শন করিয়া থাকেন । এই
অরুণাচলের বহির্ভাগে আটদিকে আটটি লিঙ্গ
বিদ্যমান । অষ্টদিকপাল ঐ দিক্ সকলে অবস্থিত
থাকিয়া ঐ আটটি লিঙ্গের পূজা করেন । শিবাজ্ঞা-
পালনকারী তন্ত্র নৃপগণের জন্ম স্বয়ং আদিদেব
শিবই প্রধান প্রধান স্থান সকল নিৰ্ম্মাণ করিয়া
রাখিয়াছেন । এখানে একটি প্রকাণ্ড বকুলরূক্ষ
আছে । এই বকুলরূক্ষ সৰ্বদা প্রার্থিত কলদান করিয়া
থাকেন । আগমার্থবিৎ বামদেব এই বকুলের মূল-
দেশ সেবা করেন । অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ এই মুনিদ্বয়
অরুণাচল দর্শন করিয়া এখানে দুইটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়া তপস্তা করেন । হিরণ্যগৰ্ভতনয় শোণনদ
পূর্বকালে তীর্থ তপশ্চরণ করিয়া গঙ্গামুখে মিলিত
হন । এখানে বিমলসলিলা শোণ নদী এবং এই
অচলের চতুর্দিকে পবিত্র বেণুনদী প্রবাহিত হইয়া
শোণেশ্বর সেবা করিয়া থাকেন । অচলের বায়বা

ভাগে বায়ুতীর্থক শোভতে । তত্র স্নাতা মরুৎ পূৰ্বঃ
জগৎপ্রাণহমাপ্তবান্ ॥ ৯২ ॥ উত্তরেহস্ত গিরে-
স্তীর্থঃ সুবর্ণকমলোজ্জলম্ । দিব্যসৌগন্ধিকাকীর্ণঃ
হংসভৃঙ্গমনোহরম্ ॥ ৯৩ ॥ কোবেরঃ তীর্থমৈশা-
ন্ত্যমৈশান্ত্যঃ তীর্থনুত্তমম্ ॥ ৯৪ ॥ তন্ত্ৰৈব পশ্চিমে
ভাগে বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ । স্নাতা বিষ্ণুহমভজৎ
কমলালালিতাকৃতিঃ ॥ ৯৫ ॥ নবগ্রহাঃ পুরা তত্র
স্নাতা গ্রহপদং গতাঃ । নবগ্রহপ্রসাদশ্চ জায়তে তত্র
মজ্জতাম্ ॥ ৯৬ ॥ তুর্গা বিনায়ককন্দো ক্ষেত্রপালঃ
সরস্বতী । রক্ষন্তি পারতস্তীর্থং ব্রাহ্মামেতদনন্তরম্ ॥
৯৭ ॥ গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী ।
নৰ্ম্মদাসিন্ধুকাবেৰ্যঃ শোণঃ শোণনদী চ সা ॥ ৯৮ ॥
এতা গুণা নিম্নেবহে পৃথাদ্যাশাসু সন্ততম্ । নশ্চন্তাঃ
সকলং পাপমাত্মকেহসংদ্রবম্ ॥ ৯৯ ॥ অস্তাশ্চ
সরিতো দিব্যাঃ পার্বত্যশ্চ শুভোদকাঃ । উদজ্জন্ত
সহসা শোণাদ্রীশপ্রসাদতঃ ॥ ১০০ ॥ আগস্ত্যঃ
দক্ষিণে ভাগে তীর্থঃ মহদুদাহৃতম্ । সৰ্বভাষার্থ-
সংসিদ্ধির্জায়তে তত্র মজ্জতাম্ ॥ ১০১ ॥ অত্রাগস্ত্যঃ
সমাগত্য স্নাতা মুনিগণাঃ । অভ্যর্চয়তি শোণাদ্রিঃ

দেশে বায়ুতীর্থ বিরাজিত ; ঐ তীর্থে স্নান করিয়া
মরুৎ জগৎপ্রাণহ প্রাপ্ত হইয়াছেন । গিরির
উত্তরভাগে কোবের তীর্থ, এই স্থান সুবর্ণকমলের
স্তায় উজ্জল, দিব্য সুগন্ধাকীর্ণ এবং হংস ও মৃগ-
গণের বিচরণে মনোরম । ঈশানদিকে উত্তম
ঐশান তীর্থ । তাহার পশ্চিমভাগে কমললোচন বিষ্ণু
বিদ্যমান । এখানে স্নান করিলে কমলা লালিতাকৃতি
হইয়া বিষ্ণু প্রাপ্ত হওয়া যায় । নবগ্রহগণ এই
স্থানে স্নান করিয় গ্রহপদ লাভ করিয়াছেন । এখানে
অবগাহন করিলে গ্রহগণের অনুগ্রহ লাভ করা যায় ।
তুর্গা, বিনায়ক, কাষ্ঠিকেশ, ক্ষেত্রপাল এবং সরস্বতী
ইহার চতুর্দিকে অবস্থিত হইয়া তীর্থ রক্ষা করিতে-
ছেন । অনন্তর ব্রাহ্মতীর্থ । গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী
সরস্বতী, নৰ্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, শোণ, শোণনদী—
ইহার পূর্বাদিদিক্রমে ঐ ব্রাহ্মতীর্থ সন্তত রক্ষা
করিয়া থাকেন এবং আত্মক্ষেত্রসমুদ্ভব নিখিল
পাপ বিনাশ করেন । শোণাচল প্রসাদে এখানে
কণে কণে অস্তান্ত শুভোদকা দিব্যা ও পার্থিবী
বহু নদী সমুদ্ভূত হইয়া থাকে । শোণেশ্বর দক্ষিণ-
ভাগে মহাহরিতারী অগস্ত্যতীর্থ ; এখানে মজ্জন-
কারীর সকল ভাষায় সিদ্ধিলাভ হয় । অগস্ত্য অস্তান্ত
মুনিগণে পরিবৃত্ত হইয়া মাসে মাসে এখানে আগমন-

মাসি ভাদ্রপদে সদা ॥ ১০২ ॥ বাশিষ্ঠমুত্তরে ভাগ্য-
তীর্থং দিব্যং শুভোদয়ম্ । সর্ববেদার্থসংসিদ্ধি-
র্জায়তে তত্র মজ্জনাং ॥ ১০৩ ॥ অত্র মেরোঃ সমা-
গত্য বাশিষ্ঠো ভগবান ঋষিঃ । করোত্যাশ্রমযুজে
মাসি শোণাদ্রীশনিবেশনম্ ॥ ১০৪ ॥ গঙ্গা নাম মহা-
তীর্থং পূর্বোত্তরদিशि স্থিতম্ । তত্র স্নানান্তবেশ-
নুণাং সর্বপাতকনাশনম্ ॥ ১০৫ ॥ গঙ্গাদাঃ সর্বিতঃ
সর্বাঃ কার্ত্তিকে মাসি সঙ্গতাঃ । অত্রাকর্ণাদ্রীনাথস্য
সেবাং কুর্ষন্তি সাদরম্ ॥ ১০৬ ॥ ব্রাহ্মাঃ নাম মহা-
তীর্থমকর্ণাদ্রীশসন্নিধৌ । তস্ত্রোপসঙ্গমাং সদো
ব্রহ্মহত্যাং নশ্বতি ॥ ১০৭ ॥ 'মার্গে' মাসি সমাগত্য
ব্রহ্মলোকাং পিতামহঃ । স্নাত্ব তৎ প্রত্যাহং দেব-
মর্চয়ত্যকর্ণাচলম্ ॥ ১০৮ ॥ পৌষে মাসি সমাগত্য
স্নাত্ব তীর্থে নিজৈঃ সুরৈঃ । মহেন্দ্রঃ শোণশৈলে-
শমভ্যর্চয়তি শঙ্করম্ ॥ ১০৯ ॥ শৈবং নাম মহাতীর্থং
সন্নিধৌ তত্র বর্ততে । রুদ্রো ব্রহ্মকপালেন সহ তত্র
শ্রমজ্জত ॥ ১১০ ॥ অত্র শম্ভুর্গণৈঃ সার্কিং মাঘে মাসি
প্রসীদতি । প্রায়শ্চিত্তানি সর্বাণি নুণাং সফলয়ন
ভুবি ॥ ১১১ ॥ আগ্রেয়মগ্নিদিগ্ভাগে তীর্থং সৌভাগ্য-

দায়কম্ । অগ্নিরত্র পুরা স্নাত্ব স্নাত্ব সঙ্গতঃ সুর্য্যৈঃ ॥
১১২ ॥ অনঙ্গোহপি সুরঃ স্নাত্ব ফাল্গুনে মাসি
সঙ্গতঃ । অভ্যর্চ্য শোণশৈলেশমভুৎ সর্বসুখাধিপঃ ॥
১১৩ ॥ দিশি দক্ষিণপূর্বস্থাং বৈষ্ণবং তীর্থমভুতম্ ।
ব্রহ্মর্ষিঃ সদা তত্র বসন্ত কৃতকৌতুকাঃ ॥ ১১৪ ॥
চৈত্রে মাসি সমাগত্য বিষ্ণুস্তত্র রমাপতিঃ । স্নাত্ব-
ভ্যর্চ্যাকর্ণাদ্রীশমভবল্লোকনাথকঃ ॥ ১১৫ ॥ সৌরং
নাম মহাতীর্থং কোবেরদিशि ভূষিতম্ । সর্ব-
রোগোপশান্তিঞ্চ জায়তে তত্র মজ্জনাং ॥ ১১৬ ॥
বৈশাখে মাসি দিনকরং স্নাত্বাত্রেয়ং নিবেশতে ।
বালখিলৈঃ সমং স্রীমান্ বেদৈশ্চ সহ সঙ্গতঃ ॥ ১১৭ ॥
আশ্বিনং পাবনং তীর্থমীশব্রহ্মোত্তরে স্থিতম্ ।
আপ্নুতো ভিষজৌ দম্রৌ পূতাবত্ৰ নিমজ্জনাং ॥ ১১৮ ॥
অত্রাশ্বিনৌ সমাগত্য স্নাত্বভ্যর্চ্য চ শঙ্করম্ ।
দক্ষিণে শোণশৈলস্য নিকটে বর্ততে শুভম্ ॥ ১১৯ ॥
কামদং মোক্ষদং চৈব তীর্থং পাণ্ডবসংজ্ঞিতম্ । পুরা
হি পাণ্ডবাস্তত্র মজ্জনাং ক্ষতিনাথকঃ ॥ ১২০ ॥ অত্র
ধাত্রী সমাগত্য সর্বোষাধফলাধিতা । জ্যেষ্ঠে মাসি

পূর্বক শোণাদ্রির পূজা করেন, আর ভাদ্রমাসে
সর্বদাই আশ্বিয়া থাকেন । উত্তরভাগে দিব্য শুভো-
দয় বাশিষ্ঠ তীর্থ । এখানে অবগাহন করিলে নিগিল
বেদার্থের সংসিদ্ধি হয় । ভগবান বাশিষ্ঠ ঋষি
আশ্বিন মাসে মেরু হইতে আগমনপূর্বক শোণাদ্রির
সেবা করিয়া থাকেন । মহাতীর্থ গঙ্গা ইহার
পূর্বোত্তর দিকে বিদ্যমান । এই গঙ্গায় স্নান করিলে
মানবগণের সর্বপাতক বিনষ্ট হয় । গঙ্গাদি নদী
সকল কার্ত্তিক মাসে ইহার সহিত সঙ্গত হইয়া
আদর সহকারে অকর্ণাদ্রির সেবা করিয়া থাকেন ।
অকর্ণাদ্রির সন্নিধানে যে ব্রাহ্মতীর্থের বিষয় কথিত
হইয়াছে, ঐ ব্রাহ্মতীর্থে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যা-
জড়িত পাপ বিনষ্ট হয় । অগ্রহায়ণ মাসে পিতামহ
ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক হইতে এখানে আগমন করিয়া
প্রত্যহ স্নান ও অকর্ণাচলের অর্চনা করেন । সুর-
রাজ অশ্বাশ্ব সুরগণ সহ পৌষমাসে এখানে আগমন
করিয়া স্নান ও শোণশৈলেশ শঙ্করের পূজা
করিয়া থাকেন । ঐ ব্রাহ্মতীর্থসমীপে শৈব নামক
মহাতীর্থ । ব্রহ্মকপালসহ রুদ্র এই তীর্থে অবগাহন
করেন । মাঘ মাসে স্রীষ গণসহ শম্ভু এইখানে
উপস্থিত হইয়া ভূতলস্থ মানবগণের পাপক্ষয়কারক
কৃত সকল সফল করিয়া থাকেন । আগ্রেয়দিকে

সৌভাগ্যদায়ক আগ্রেয়তীর্থ ; পুরাকালে অগ্নি এই
স্থানে আগমনপূর্বক স্নাত্ব সহিত মিলিত হইয়া সুর্য্য
হইয়াছিলেন । ৮০-১১২ । ফাল্গুন মাসে এই তীর্থে
অবগাহন ও শোণশৈলেশের পূজা করিয়া অঙ্গহীন
মদন ও অঙ্গবান হইয়া সমস্ত বসুধার আধিপত্য
লাভ করেন । দক্ষিণপূর্বদিকে অদ্ভুত বৈষ্ণব
তীর্থ, ব্রহ্মর্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে এখানে সতত বাস
করেন । রমাপতি বিষ্ণু চৈত্র মাসে এখানে
আগমনপূর্বক স্নান ও অকর্ণভূধরাধীশের অর্চনা
করিয়া লোকনাথক প্রাপ্ত হইয়াছেন । কোবের
দিকে সৌর মহাতীর্থ ; এই তীর্থে মজ্জনকারীর
সর্বরোগশান্তি হয় । স্রীমান্ দিনকর বৈশাখ মাসে
এখানে আসিয়া স্নান ও অকর্ণনাথের সেবা করিয়া
থাকেন এবং বালখিল্য ও বেদ সকলের সঙ্গে
মিলিত হন । ঈশ ব্রহ্মের উত্তরে পাবন আশ্বিন
তীর্থ অবস্থিত ; ভিষগুবর অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই তীর্থে
স্নান করিয়া আপ্নুত হইয়াছিলেন । অশ্বিনীকুমার-
দ্বয় এখানে স্নান ও শঙ্করের পূজা করিয়া থাকেন ।
শোণশৈলের দক্ষিণে পাণ্ডবসংজ্ঞক তীর্থ বিদ্যমান ।
এই তীর্থ কামদ, মোক্ষদ এবং শুভদ । পূর্বকালে
পাণ্ডবগণ এই তীর্থে নিমজ্জন করিয়া ক্ষিতি-
নাথক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সর্বোষাধ-সমর্পিত

সমং দেবৈরার্চয়চ্চাৰুণাচলম্ ॥ ১২১ ॥ আষাঢ়ে
মাসি সন্ত্যক্তা বিষ্ণেদেবা মহাবলাঃ । অভ্যর্চ্য
শোণশৈলেশমাগচ্ছন্নধরাধাতাম্ ॥ ১২২ ॥ বৈশ্ব-
দেবঃ মহাতীর্থঃ সোমস্বর্ঘ্যোত্তরাশ্রয়ম্ । বিশ্বাধি-
পত্যমতুলং লভাতে তত্র মজ্জনাং ॥ ১২৩ ॥ পরিতো
লক্ষ্যতে তীর্থং পূর্বস্থাং দিশি শোভনে । অত্র
লক্ষ্মীঃ পুরা জাহ্নবী লেভে পুরুষমুত্তমম্ ॥ ১২৪ ॥
উত্তরস্থাং দিশি পুরা পুণ্যা স্কন্দনদী স্থিতা । অত্র
জাহ্নবী পুরা স্কন্দঃ সম্প্রাপ্তো বিপুলং বলম্ ॥ ১২৫ ॥
পশ্চিমস্থাং দিশি খ্যাতা পরা কুস্তনদী শুভা ।
অগস্ত্যঃ কুস্তকঃ কুস্তস্তত্র নিত্যং বাবস্তিতঃ ॥ ১২৬ ॥
গঙ্গা চ মূলভাগস্থা যমুনা গগনে স্থিতা । সোমো-
দ্ভবা শিরোভাগে সেবন্তে শোণপর্বতম্ ॥ ১২৭ ॥
বহুত্ৰপি চ তীর্থানি সন্ততানি সমন্ততঃ । তেষাং
ভেদান্ পুরা বেতুং মার্কণ্ডেয়স্ত নাশকঃ ॥ ১২৮ ॥
তপোভির্ভূতিঃ সৌম্যঃ শোণাদ্রীশমতোষয়ৎ ।
প্রার্থয়ামাস চ বরং ত্রীতাত্তম্যানুশীলনঃ ॥ ১২৯ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ । ভগবন্নরুণাদ্রীশ তীর্থভেদাঃ
সহস্রশঃ । প্রখ্যাতাশ্চ প্রকাশন্তে হৃষীকেশমুদিত-

সাম্ ॥ ১৩০ ॥ কথমেকত্র সান্নিধ্যং লভেদন ভূবি
মানবাঃ । অপর্ধ্যাপ্তশ্চ ভবতি পৃথগেবাঃ নিবেবণে ॥
১৩১ ॥ অন্তনিগূঢ়তেজাস্তং গহ্বা যঃ সকলৈঃ সুরৈঃ ।
আরাধাসে কুরু তথা শোণাদ্রিশ্পর্শভীকৃতিঃ ॥
১৩২ ॥ অহং শম্ভুমভ্যর্চ্য তপসাক্রণপঞ্চতম্ ।
সকললোকোপকারার্থং হৃষীকেশমপূজয়ম্ ॥ ১৩৩ ॥
বিশ্বকর্মান্তং দিবাং বিমানং বিবিধোৎসবম্ । সঙ্কল্প্য
সকলান্ ভোগান্ নিত্যানজনয়ৎ পুনঃ ॥ ১৩৪ ॥
ধর্মশাস্ত্রানি বিবিধাশ্চাপ্যুর্নুনিপুঞ্জবাঃ । শিবকার্য্যাণি
সম্যগি চক্রে ভক্তিসমর্পিতাঃ ॥ ১৩৫ ॥ যয়া চ শম্ভু-
মভ্যর্চ্য কৃত্যাত্ম্যাত্মতিসম্ভবাঃ । সপ্ত কথ্য বরারোহাঃ
পূজাথঃ বিনিয়োজিতাঃ ॥ ১৩৬ ॥ হতশক্রগণৈর্ভূতৈ-
লঙ্করাভিজাঃ পুরা নৃপৈঃ । প্রত্যেকং বিবিধৈর্ভোগৈঃ
শোণশৈলাধিপোহর্চ্যতঃ ॥ ১৩৭ ॥ ইদমবুভববৈভবং
বিচিত্রং ত্বরিচ্ছরঃ শিবলিঙ্গমদ্রিক্রপম্ । অমলমন-
ভিগমানামধেয়ং বরমরুণাদ্রিনায়কং ভজস্ব ॥ ১২৮ ॥
অবনতজনরক্ষণোচিতস্ত স্মরণনিরাকৃতবিশ্বকর্মান্তম্ ।

ধাত্রী জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবগণসহ এখানে আসিয়া
অরুণাচলের পূজা করিয়াছিলেন । আষাঢ় মাসে মহা-
বল বিষ্ণেদেবগণ স্বীয় যজ্ঞীয় পূজা পরিত্যাগপূর্বক
এখানে শোণাদ্রীশকে পূজা করিবার জন্ত আগমন
করেন । সোমস্বর্ঘ্যের আশ্রয়স্বরূপ এই মহাতীর্থে
মজ্জন করিলে অতুল বিশ্বাধিপতিত্ব লাভ হয় ।
ইহার সকল দিকেই তীর্থ আছে । তন্মধ্যে পূর্ব-
দিকস্থিত তীর্থই সমধিক প্রশংসনীয় । এই পূর্ব-
দিকস্থিত তীর্থে স্নান করিয়া লক্ষ্মী উত্তম পুরুষ
বিষ্ণুকে লাভ করেন । পূর্বকালে ইহার উত্তর-
দিকে এক পবিত্র স্কন্দনদী ছিল । এই স্কন্দনদীতে
স্নান করিয়া কার্তিকেয় বিপুল বলশালী হইয়া-
ছিলেন । পশ্চিমদিকে সুরশোভনা শ্রেষ্ঠা বিখ্যাতা
কুস্তনদী ; কুস্তযোনি অগস্ত্য এই স্থানে নিত্য
অবস্থান করেন । গঙ্গা শোণশৈলের মূলদেশ, যমুনা
গগনদেশ এবং সোমোদ্ভবা শিবরদেশের সেবা
করেন । এই শোণশৈলের চারিদিকে বহু পবিত্র
তীর্থ আছে । পূর্বকালে মার্কণ্ডেয়ও উহার সংখ্যা
করিতে সমর্থ হন নাই । মার্কণ্ডেয় বহু তপস্যা করিয়া
শোণেশ্বরের সন্তোষসাধনপূর্বক তাঁহার নিকট বর
প্রার্থনা করেন । মার্কণ্ডেয় বলেন,—হে অরুণাদ্রীশ !
সকল সন্তান জীর্ণোদ্ভব হইয়াছেন । অল্পচিত্ত লোক-

দিগের পক্ষে ঐ সকল বিখ্যাত তীর্থ হৃষীকেশ ।
ভগবন্ ! মানবগণ বসুধাতুলে কিরূপে ঐ সকল
তীর্থের একত্র সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে ? ভূত-
লব্ধ তীর্থসকলের পৃথক পৃথক সেবা করা বড়ই
দুষ্কর ; ততএব শোণাদ্রিশ্পর্শভীকৃ সুরগণ আপনার
অন্তনিগূঢ়তেজ অবধারণ করিয়া যেরূপে আপনার
আরাধনা করিতে পারেন, তাহার প্রতিবিধান
করুন । আমি তপস্যা দ্বারা অরুণাগিরিক্রপী শঙ্করের
আরাধনা ও লোকহিতকামনার তদীয় হৃষীকেশের
পূজা করিয়া বিশ্বকর্মান-বিনির্মিত দিবা বিমান, বিবিধ
উৎসব, কামনা এবং নিখিল ভোগ্যবস্ত নিত্য ভজ-
করিয়াছি । মুনিপুঙ্গবগণ ভক্তিভরে শিবকার্য্য
সকল সম্পাদন করিয়া বিবিধ ধর্মশাস্ত্র প্রাপ্ত হই-
ছেন । আমি শম্ভুর পূজা করিয়া অগ্নিতে আত্ম-
প্রদান করিলে ঐ আত্মা হইতে সপ্ত কল্প সমুদ্ভূত
হয় । আমি ঐ বরারোহা কথ্যগণকে শম্ভুর পূজার
জন্ত বিনিয়োজিত করিয়াছি । পূর্বকালে হতশক্র
নৃপতিগণ পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়া সকলেই
বিবিধ ভোগোপহার দ্বারা শোণশৈলের পূজা
করিয়াছেন । *অনবুভব-বিভূতি বিচিত্র ঐরিত্যহর
অমল অনভিগম্য অরুণাদ্রিনামক নায়ক অদ্রিক্রপ
শ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গ ভজনা কুর । যিনি অবনত জনগণের
রক্ষণে তৎপর, দ্বারায় স্মরণমাত্রে নিখিল হরিত

ভজনমমিতপুণ্যরাশিযোগাদক্ৰণগিরৈঃ কৃতিনঃ পরং
লভস্ব ॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অক্ৰণাচলস্থবিবিধতীর্থমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

পার্বত্যাবাচ । কথমগ্নিময়ং লিঙ্গমভিগম্যামভূ-
ত্বি । প্রাণিনামপি সর্বেষামুপশান্তিং কথং গতঃ ॥ ১ ॥
তীর্থনামুদ্ভবঃ পুণ্যং কথঞ্চাক্ৰণপৰ্বতাং । উপ-
সংহৃতসর্বাঙ্গঃ কথং বা বদ মেহং ॥ ২ ॥ গোতম
উবাচ । কৃতে হুগ্নিময়ঃ শৈলশ্চেত্যাং মণিপরিতঃ ।
দ্বাপরে হাটকগিরিঃ কলৌ মরকতাচলঃ ॥ ৩ ॥ বহু
যোজনপর্যন্তঃ কৃতে বহুময়ে স্থিতে । বহিঃ
প্রদক্ষিণং চক্ৰুঃ প্রশাম্যতি মহর্ষয়ঃ ॥ ৪ ॥ শনৈঃ
শান্তোহক্ৰণাদ্রীশঃ শ্রীমানভার্বিতঃ সুরৈঃ । লোক-
গুপ্ত্যর্থমত্যাগুপশান্তোহক্ৰণাচলঃ ॥ ৫ ॥ অথ গৌরী
মুনিং প্রাহ কথং শান্তোহক্ৰণাচলঃ । কথং বা প্রার্থয়া-

নিবারিত হয়, ঐহার ভজনা করিলে অতুলীয় পুণ্য-
রাশির সংযোগ হয়, সেই কৃতী অক্ৰণগিরির আশ্রয়
লাভ কর' ॥ ১১৩—১৩৯ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬

সপ্তম অধ্যায় ।

পার্বতী বলিলেন,—ভূতলে প্রাণিগণ কিরূপে
অগ্নিময় লিঙ্গলাভ করিল? কিরূপে শান্তি প্রাপ্ত
হইল? পুণ্য অক্ৰণপৰ্বত হইতে তীর্থসমূহের
কিরূপে উৎপত্তি হইল? এবং এই অচল
কিরূপেই বা সর্বাঙ্গ উপসংহৃত করিলেন?
হে মুনে! এই সকল আমাকে বলুন । মহর্ষি
উত্তর করিলেন,—পৰ্বত সকল সত্য-
যুগে অগ্নিময়, ত্রেতাযুগে মণিময়, দ্বাপরে হাটকময় এবং
কলিকালে মরকত ময় হয় । সত্যযুগে অগ্নিময়
গিরি বহুযোজন অঙ্গবিস্তার করিয়া অবস্থিত হইলে
মহর্ষিগণ উহার বহির্দেশে প্রদক্ষিণ করিয়া শম প্রাপ্ত
হন । অনন্তর সুরগণ লোকহিতের নিমিত্ত অগ্নিময়
অক্ৰণাঙ্গিপতির নিকট তদীয় শান্তি ভাব কামনা
করেন । তখন সুরগণের বারবার অত্যাচার প্রার্থনায়
অক্ৰণাদ্রীশ শান্ত্যাব ধারণ করিলেন । অনন্তর
গৌরী মুনিকে আবার প্রশ্ন করিলেন,—সুরেশগণ

মানুর্দেবেশং ত্রিংশা ইমম্ ॥ ৬ ॥ ইতি তস্তা বচঃ
শ্রুত্বা গোতমস্তভ্যভাষত । প্রশস্ত ভক্তিমতুলাং
তস্তাস্ত্রার্থবোদনীম্ ॥ ৭ ॥ গোতম উবাচ । অগ্নি-
রূপং পুরা শৈলমাসাদয়িতুমক্ষমাঃ । পুরা সুরাঃ
স্ততিং চক্ৰুরভ্যর্চ্য ক্রতুসম্ভবৈঃ ॥ ৮ ॥ ভগবন্নক্ৰণা-
দ্রীশ সর্বলোকহিতাবহ । অগ্নিরূপোহপি সংশান্তঃ
প্রকাশয় মহীতলে ॥ ৯ ॥ অসৌ যস্তাত্মো অক্ৰণ উত
বজ্রঃ সুমঙ্গলঃ । ইতি হ্যং সকলা বেদাঃ স্তবস্তি
শিববিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥ নমস্তাত্মায়াক্ৰণায় শিবায় পরমা-
ত্মনে । বেদবেদ্যস্বরূপায় সোমায় সুখরূপিণে ॥ ১১ ॥
হ্রদ্রপমখিলং দেব জগদেতচ্চরাচরম্ । বিধানমিব
তে রূপং দেবানামিদমীক্ষাতে ॥ ১২ ॥ বর্ষতাঞ্চ
পয়োদানাং নিব্বা রানাঞ্চ ভূষসাম্ । সলিলোপায়-
সংহারো যুক্তস্তে যুগসংক্ষেপে ॥ ১৩ ॥ অগ্নেরাপঃ
সমুদ্ভূতাস্তস্তো হি পরমাত্মনঃ । বিবৃণুষ্টিং বিতস্তি
বিচিত্রশৃণবৈভবাং ॥ ১৪ ॥ শীতো ভব মহাদেব
শোণাচল রূপানিধে । সর্বেষামপি জীবানামভি-

কেন তাঁহাকে শান্ত্যাব ধারণের প্রার্থনা করেন?
এবং কিরূপেই বা অক্ৰণগিরি শান্ত্যাব প্রাপ্ত হন?
তদ্বার্থভাষিণী দেবীর অতুল ভক্তি দর্শন করিয়া
তদীয় প্রশ্নে মহর্ষি গোতম প্রত্যুত্তর করিলেন ।
গোতম বলিলেন,—পুরাকালে সুরগণ অগ্নিময়
অক্ৰণগিরিতে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া বিবিধ
যন্ত্রদ্বারা অর্চনাপূর্বক তাঁহার স্তব করেন ।
হে ভগবন্ অক্ৰণাদ্রীশ! আপনি নিখিললোকের
হিতসাধন করেন, অতএব আপনার অগ্নিরূপ উপ-
শমিত করিয়া শান্ত্যাব ধারণ করত মহীতলে
প্রকাশিত হউন । ১—৯ । হে প্রভো! আপনার এই
অগ্নিবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া সুমঙ্গল তাম্রবর্ণ ধারণ
করুন । হে ঈশ! আপনার আশ্রিত দেবগণ ভব-
দীয় শিবশরীরের আরাধনা করিতেছেন;—
তাত্মাক্ৰণরূপ পরমাত্মা শিবকে নমস্কার । বেদবেদ্য-
স্বরূপ সুখরূপী সোমকে নমস্কার । হে দেব!
অখিল চরাচর জগৎই আপনার রূপ, আপনার
রূপই দেবগণের নিধানস্বরূপ বলিয়া লক্ষিত হয় ।
বর্ষাশীল মেঘও নিখিল নিব্বা, যুগক্ষেপে ইহাদের
যে সলিলবৃদ্ধি বা উপসংহতি হইয়া থাকে ঐ
সকলই আপনাতে যুক্ত রহিয়াছে । পরমাত্মরূপী
আপনা হইতেই প্রথমে অগ্নি এবং সেই অনল
হইতে জল সমুদ্ভূত হইয়া বিচিত্র গুণবিশুতি-
সমবিত হইয়া বিবৃণুষ্টি বিস্তার করিয়া

সোমো ভব প্রভো ॥ ১৫ ॥ ইতি স্তবঃ সুরৈঃ সর্ষৈ-
রানন্তৈর্ভক্তবৎসলঃ । সদ্যঃ শীতলতাং গচ্ছন্নতি-
গম্যোহভবৎ প্রভুঃ ॥ ১৬ ॥ প্রাবর্তন্ত পুনর্নদো
নিখরাস্ত বহুদকাঃ । বর্ষতামপি মেঘানাং ন জগ্রাহ
জলং বহু ॥ ১৭ ॥ তথাপি তরুণাকৌদ্যৎকালান্নি-
শতকোটীতিঃ । সমানদীপ্তিরভজজীবানামভিগমা-
তাম্ ॥ ১৮ ॥ বিম্বজ্য বিম্বসলিলং নদীশ্চ রস-
বিকরৈঃ । সম্পূর্য্যঃ সর্কলৈর্দেবঃ সর্ষদা সম্প্রকা-
শতে ॥ ১৯ ॥ তীর্থানি তানি তান্মাসন পরিভঃ
প্রার্থনাবশাৎ । দিক্‌পালানাং সুরাণাঞ্চ মহর্ষীনাং
মহাত্মনাম্ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মোবাচ । ইতি তস্মা বচঃ শ্রুত্বা
গৌরী কুতুকসংযুতা । তীর্থানামুদ্ভবং সর্ষং শ্রোতুং
সমুপচক্রমে ॥ ২১ ॥ পার্শ্বতাবাচ । কানি তীর্থানি
জাতানি শোণাদেলোকগুপ্তয়ে । ভগবন্ ক্রহি
সকলং তীর্থানামুদ্ভবং মম ॥ ২২ ॥ ইতি তস্মা বচঃ
শৃণ্বন গিরিশাং সংশ্রুতং পুরা । তীর্থানামুদ্ভবং সর্ষং
ব্যাখ্যাতুসুপচক্রমে ॥ ২৩ ॥ গৌতম উবাচ । ঐন্দ্র-
নাম মহাতীর্থমিত্ত্রভাগে সমুখিতম্ । তত্র স্নাত্ব

পুরা শক্রেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহুয়ৎ ॥ ২৪ ॥
ব্রহ্মতীর্থং পুনর্দিবাং বহ্নিকোণে সমুখিতম্ । পরস্মী-
সঙ্গমাৎ পাপং বহ্নিঃ স্নাত্বা চাত্যজৎ ॥ ২৫ ॥ যাম্যং
নাম মহাতীর্থং যমভাগে বিজুহতে । অত্র স্নাত্বা
যমোহত্যাঙ্কৌদ্ভবং ব্রহ্মাস্ত্রসম্ভবম্ ॥ ২৬ ॥ নৈঋত-
্যে মহাতীর্থং নৈঋত্যাং দিশি শোভতে । ভূত-
বেতালবিজয়ং তত্র স্নাত্বা যমো গতাঃ ॥ ২৭ ॥ পশ্চিমে
বারুণং তীর্থং দিগ্‌ভাগে চ প্রকাশতে । শল্যকোব-
পুরা নেভে স্নাত্বা বরুণো নিজম্ ॥ ২৮ ॥ বায়ব্যা
বায়বীয়ঞ্চ তীর্থমত্র প্রকাশতে । তত্র স্নাত্বা যমো
বায়ুজগৎপ্রাণহবৈভবম্ ॥ ২৯ ॥ উত্তরে চাত্ৰ দিগ্-
ভাগে সোমতীর্থমিতি স্মৃতম্ । তত্র স্নাত্বা পুরা
সোমো যক্ষারোগাদমুক্তঃ ॥ ৩০ ॥ ঐশানে চাত্ৰ
দিগ্‌ভাগে বিষ্ণুতীর্থমিতি স্মৃতম্ । তত্র স্নাত্বা পুরা
বিষ্ণুঃ শ্রিষা চ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৩১ ॥ মার্কণ্ডেয়ঃ পুরা
দেবি প্রার্থয়ামাস শঙ্করম্ । সদাশিব মহাদেব দেব-
দেব জগৎপতে ॥ ৩২ ॥ বহুনামিহ তীর্থানামেকত্র
স্নাত্ব সমাগমঃ । কেনোপায়েন ভগবন্ কৃপয়া বদ

থাকেন । হে কৃপানিধে মহাদেব ! আপনি শীতল
হউন, হে প্রভো শোণাচল ! আপনি জীবনবিহের
অভিগম্য হউন ! ভক্তবৎসল প্রভু শিব প্রণত
সুরগণ কর্তৃক এইরূপে স্তব হইয়া সদ্যঃ শীতলতা
প্রাপ্ত হইলেন এবং তখন তিনি লোকগণের
অভিগম্য হইলেন । অনন্তর বর্ষণশীল মেঘ হইতে
নিপতিত জল আর অগ্নি শোষণ করিলেন না ।
সদাশিব এইরূপে শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া ও উদীয়মান
শত শত কোটি তরুণার্ক ও কালান্নির সমান কিরণ
ধারণ করিয়া প্রাণিগণের অভিগম্যতা প্রাপ্ত
হইলেন । তখন দেব শঙ্কর বিশ্বের সলিল ও
নদী সকল সৃজন করিয়া রসক্ষরণ দ্বারা পরিপূরিত
করিয়া সতত প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ।
সুর, দিক্‌পাল ও মহর্ষিগণের প্রার্থনায় সেই সকল
সলিলই পূর্বোক্ত তীর্থরূপে পরিণত হইয়া অরুণ-
গিরির চারিদিকে বিরাজিত রহিয়াছেন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—গৌতমের বাক্যশ্রবণে কোতুকাদিতা
দেবী গৌরী তীর্থসমূহের উদ্ভববৃত্তান্ত শ্রবণ
করিতে অভিলাষিনী হইলেন । পার্শ্বতী বলি-
লেন,—ভগবন্ ! লোকরক্ষার জন্ত শোণাদির দেহ
হইতে কি কি তীর্থ সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই সকল
তীর্থের উৎপত্তি-কথা কীর্তন করুন । পুরাকালে
গৌতম দেবীর এবং বিধ বাক্য শ্রবণপূর্বক তীর্থসমূ-

হের উৎপত্তিবিবরণ কীর্তন করিতে উপক্রম করেন ।
১০—২৩ । গৌতম বলিলেন,—ইন্দ্রভাগে ঐন্দ্রনামক
মহাতীর্থ সমুখিত ; পূর্বকালে ইন্দ্র এই তীর্থে স্নান
করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাভ করেন । অনন্তর
অগ্নিকোণে দিবা ব্রহ্মতীর্থ ; এখানে স্নান করিয়া
বহ্নি পরস্মীসঙ্গমজনিত পাপ ত্যাগ করেন ।
যমভাগে যামানামক মহাতীর্থ, যম এই তীর্থে স্নান
করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রসমুদ্ভব ভয় হইতে পরিজ্ঞান পান ।
নৈঋতদিকে নৈঋত মহাতীর্থ শোভিত, ~~যক্ষারোগ~~
এই নৈঋত তীর্থে স্নান করিয়া ভূত বেতলাদি জয়
করিয়াছেন । পশ্চিমদিগ্‌ভাগে বারুণতীর্থ, পুরা-
কালে বরুণ এখানে স্নান করিয়া স্বকীয় শৈল্যকোব
লাভ করেন । বায়ব্যদিকে বায়বীয় তীর্থ সম্যক-
প্রকারে প্রকাশমান, এখানে স্নান করিয়া বায়ু জগৎ-
প্রাণহ প্রাপ্ত হইয়াছেন । উত্তরদিগ্‌ভাগে সোম-
তীর্থ, পূর্বকালে সোম এই তীর্থে স্নান করিয়া
যক্ষারোগ হইতে মুক্ত হন । ঐশানদিগ্‌ভাগে
বিষ্ণুতীর্থ কথিত হয়, এখানে স্নান করিয়া বিষ্ণু
লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন । হে দেবি !
পুরাকালে মার্কণ্ডেয় শঙ্করকে প্রার্থনা করেন ;—হে
সদাশিব দেবদেব জগৎপতে মহাদেব ভগবন্
শঙ্কর ! কি উপায়ে এখানে বহুতীর্থের সমাবেশ

শঙ্কর ॥ ৩৩ ॥ ইতি তস্মৈ বচঃ শঙ্করা দেবদেব উমা-
পতিঃ । উপায়ং দর্শয়ামাস মুনয়ে প্রীতমানসঃ ॥ ৩৪ ॥
মহেশ্বর উবাচ । সদোপহারবেলায়াং সর্বতীর্থ-
সমুচ্চয়ঃ । সন্নিধিং মম সম্প্রাপ্তঃ সেবতে গৃঢ়-
রূপতঃ ॥ ৩৫ ॥ নান্দ্রদবেষণীয়ং তে তীর্থমত্র মহামুনে ।
মমোপহারবেলায়াং দৃষ্টতে তীর্থসংকরঃ ॥ ৩৬ ॥
তস্মাদ্ভক্তিযুক্তৈর্নিত্যং সর্বতীর্থসমাগমঃ । মুনিভিঃ
সুতৈঃ সর্গৈর্নৈবেদ্যাস্তে বিলোক্যতাম্ ॥ ৩৭ ॥ ইতি
দেবি পুরা দেবো মার্কণ্ডেয়ায় শঙ্করঃ । উপাদিশ-
দমেয়াস্মা তীর্থসন্দর্শনক্রমম্ ॥ ৩৮ ॥ গৌতম উবাচ ।
সর্বাণ্যপি চ পুণ্যানি তীর্থানি শিবসন্নিধৌ ।
সদোপহারবেলায়াং দৃষ্টানি কিল মানবৈঃ ॥
৩৯ ॥ ত্রতং তীর্থং তপো বেদা যজ্ঞাশ্চ নিয়মাদয়ঃ ।
যোগাশ্চ শোণশৈলেশদর্শনাদৃষ্টেসংকরাঃ ॥ ৪০ ॥
নিশম্য বাক্যং মুনিপুঙ্গবস্ত প্রসেতবী পর্বত-
রাজপুত্রী । অবোচদত্যাত্তমতদত্র বয়োপদিষ্টং
ভূবি তীর্থজালম্ ॥ ৪১ ॥ অহং কৃতার্থা তপতাং
বরিষ্ঠ স্বংসঙ্গমাং সম্প্রতি তীর্থজালম্ । প্রাপ্তা নম-

হইতে পারে ? মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শুনিয়া প্রীতমনাঃ
দেবদেব উমাপতি তাঁহাকে তীর্থসমাবেশের
উপায় প্রদর্শন করেন । মহেশ্বর বলেন,—
আমার পূজার সময় তীর্থসমূহ গৃঢ়রূপে আমার
সন্নিধানে অবস্থিত হইয়া সতত আমাকে সেবা
করিয়া থাকে । হে মহামুনে ! আপনার আর অদ্বে-
ষণীয় কিছু নাই, আপনি আমার পূজাসময়ে মৎসন্নি-
ধানে ভক্তি সহকারে নিখিল তীর্থের সমাগম সতত
সন্দর্শন করিবেন । ঐ সকল তীর্থসমাগম অত্যাশ্চ-
র্যমুনিগণের বেদ্য নহে, আপনি উহা দর্শন করুন ।
হে দেবি ! পুরাকালে অমেয়াস্মা শঙ্কর মার্কণ্ডেকে
এইরূপে তীর্থদর্শনক্রম উপদেশ করিয়াছিলেন ।
গৌতম বলিলেন,—হে দেবি ! মানবগণ শিবের
পূজার সময় তৎসন্নিধানে নিখিল পুণ্যতীর্থ দর্শন
করিয়া থাকে । ত্রত, তীর্থ, তপস্যা, বেদ, যজ্ঞ,
নিয়মাদি এবং যোগনিবহ শোণশৈলেশের দর্শন-
মাত্রে মানবের নয়নসমীপে সঞ্চার করে । অন-
ন্তর মুনিপুঙ্গবের বাক্য শ্রবণে পর্বতরাজপুত্রী
প্রসূতা হইয়া বলিলেন,—হে মুনে ! তীর্থসমূহ
বিষয়ে আপনি আমাকে অদ্ভুত উপদেশ প্রদান
করিলেন । হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ ! আপনার সংসর্গ লাভে
এক ভদ্রনক্ষর সম্প্রতি আপনার মুখে তীর্থসমূহের
সংক্রান্ত অবস্থা আমি কৃতার্থ হইলাম । হে মুনে ! শিব

স্তেহস্ত তপোবিশেষঃ শিবোহপি মেহতাদিশদেব
কর্তৃম্ ॥ ৪২ ॥ কথং গিরীশঃ পুনরত্র দেবঃ ক্ষুরম্বা-
বহিবপুর্নরোহপি । প্রশান্তরূপঃ পরমেশ্বরোহয়মভ্য-
র্চনীয়ো ভূবি মর্ত্যবর্ণৈঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে অরুণাচলস্থবিবিধতীর্থবর্ণনং
নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

গৌতম উবাচ । শৃণু দেবি পুরাতনং কৈলাসে
মেকুধরিনা । আদিষ্টতীর্থযাত্রার্থমহং লিঙ্গানি বীক্ষি-
তুম্ ॥ ১ ॥ ঋদ্রক্ষেত্রে চ কেদারে তথা বদরি-
কাশ্রমে । কাশ্মীং পুণ্যেষ্ণু দেশেষু তথা শ্রীপর্বতে
শিবে ॥ ২ ॥ কাশ্মীপুণ্যাসু পুণ্যাসু পুরীষপ্যগমং
তদা । স্বাভিভিষিবুধৈঃ সার্থৈর্গণৈর্ঘোগিভিরুত্তমৈঃ ॥
৩ ॥ স্থাপিতানি চ লিঙ্গানি স্বয়ম্ভূতানি চ দৃষ্টবান ।
তত্রতত্র মহাভাগে তীর্থানি শিবসন্নিধৌ ॥ ৪ ॥ সেব-
মানঃ সশিবোহহং পর্ষাটেন পৃথিবীমিমাম্ । এবং
তীর্থানি সর্বাণি গাহমানো ব্রহ্মবিতঃ ॥ ৫ ॥ তপাংসি

আমাকে এইরূপ করিতেই আদেশ করিয়াছিলেন ।
এক্ষণে আপনাকে নমস্কার । হে মুনে ! প্রদীপ্ত
মহানলময়শরীর দেব গিরীশ পরমেশ্বর কিরূপে
প্রশান্তরূপ ধারণপূর্বক লোকে মানবগণের পূজা
হইয়াছিলেন, পুনরায় এ বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
করি । ২৪-৪৩ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭

অষ্টম অধ্যায় ।

গৌতম বলিলেন,—হে দেবি ! পুরাতন শ্রবণ
করুন :—মেকুধরা শঙ্কর কর্তৃক তীর্থযাত্রার্থ ও
লিঙ্গদর্শন জন্য আদিষ্ট হইয়া আমি ঋদ্রক্ষেত্র
কৈলাস, কেদার, বদরিকাশ্রম, পুণ্যদেশ কাশী,
শ্রীপর্বত এবং কাশ্মীপ্রমুখ পুণ্য পুরীতে গমন
করিয়াছিলাম । ঐ সমস্ত স্থানে গমন করিয়া ঋষি,
দেব, গণদেবতা এবং শ্রেষ্ঠ যোগিগণ কর্তৃক প্রতি-
ষ্ঠিত লিঙ্গ এবং বহু স্বয়ম্ভুলিঙ্গ সন্দর্শন করি । হে
মহাভাগে ! আমি শিষ্যগণ সহ সমস্ত পৃথিবী
পর্ষাটন করিয়া শিবসন্নিহিত সেই সকল স্থানস্থিত
সমস্ত তীর্থের সেবা করি । হে দেবি !

যজ্ঞকৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ ভূমিঃ সমাচরম্ । শিবস্মরণ-
সংযুক্তঃ শিবলিঙ্গানি সন্নমন ॥ ৫ ॥ সৰ্ব্বাণি ভূবি
পুণ্যানি দেশমেতমুপাশ্রয়ম্ । অত্র দেব মহাদেব-
মবিকেশঃ ত্রিযম্বকম্ ॥ ৭ ॥ অরুণাদিরিতি খ্যাতং
পৰ্বতং লিঙ্গমৈক্ষিনি । অত্র সিদ্ধা মহাত্মানো মুন-
য়শ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৮ ॥ কন্দমূলফলাহার। দৃষ্টাঃ
শোণাদিসেবকাঃ । অস্তৌষমাদিমং লিঙ্গমরুণাদি-
ময়ং মহৎ ॥ ৯ ॥ আদোন ব্রহ্মণা পুৰুষাৰ্চিতং
দিব্যচক্ষুযা । অসৌ যস্তাত্মো অরুণ উত বক্রঃ
সুমঙ্গলঃ ॥ ১০ ॥ ইতি দেবাঃ স্তবন্তি হ্রামরুণাদীশ
সন্ততম্ । নমস্তাত্মায় চাকুণায় শিবায় পবমান্মনে ॥
১১ ॥ সৰ্ব্বেদম্বরূপায় নিত্যায়তমূৰ্ত্তয়ে । কালায়
করুণাঈষ্য দৃষ্টিপেয়ামতাকয়ে ॥ ১২ ॥ ভক্তবাৎসল্য-
পূণায় পূণ্যায় পুরভেদিনে । দৰ্শনং তব দেবেশ
সৰ্ব্বধৰ্ম্মফলপ্রদম্ ॥ ১৩ ॥ ভূবি লক্ৰবতা ভূয়ো
নাত্মৎকার্য্যং তপঃ কচিৎ । ভবতা কৰ্ম্মভূরেবা
বৰ্ত্ততেহদা নিরোধিতা ॥ ১৪ ॥ প্রার্থয়ন্তে স্বয়ং

ব্রতধারণপূৰ্ব্বক এইরূপে সমস্ত তীর্থে অবগাহন,
তপস্শ্রা ও যজ্ঞকৰ্ম্ম করত বসুধা বিচরণ করিতে
করিতে শিবস্মরণসংযুক্ত হইয়া সতত শিবকে প্রণাম
করত ভুলোকস্থিত সমস্ত পুণ্যদেশ সন্দর্শন করি ।
অনন্তর এই স্থানে আসিয়া বিখ্যাত অরুণাদিরূপী
লিঙ্গবিগ্রহ মহাদেব দেব অদিকাপতি ত্রাদককে
সন্দর্শন করি । এখানে সিদ্ধগণ ও দৃঢ়ব্রত মহাত্মা মুনি-
গণ কন্দমূলফলাশী হইয়া সতত শম্বুর সেবা করেন ।
আমি এই অরুণাদিময় আদিম মহালিঙ্গের স্তব
করি ।—পূৰ্ব্বকালে প্রথমে দিব্যচক্ষু ব্রহ্মা আপনার
পূজা করেন । আপনি পূৰ্বে অগ্নিময়রূপে অবস্থিত
ছিলেন, সুরগণের স্তবে গীত হইয়া পরে আবার
তাত্মাক্রময় সুমঙ্গল শরীর ধারণ করেন । তখন
দেবগণ এইরূপে সতত আপনার সম্যক স্তব
করিয়াছিলেন—তাত্ম, অরুণ, পরমাত্মা শিবকে নম-
স্কার ; সৰ্ব্বেদম্বরূপ, নিত্যায়তমূৰ্ত্তি কাল করুণাঈ-
হদয়, দৃষ্টিমাত্রে সমুদ্রপায়ী, ভক্তবাৎসল্যপূর্ণ, পুণ্য,
পুরভেত্তা শিবকে নমস্কার । হে দেবেশ ! আপনার
দৰ্শনেই সকল ধৰ্ম্মফলপ্রাপ্তি হয় ; পৃথিবীতে
বাহারা আপনার কৃপা লাভ করিয়াছেন, ভাঁহাদের
আর তপস্শ্রাদি কোনই কার্য্যই নাই ; আপনি
আজ কৰ্ম্মভূমি নিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছেন ;
অধিক কি, দেবগণ স্বর্গবাস পরিত্যাগ করিয়াও
এখানে আপনার আশ্রয়ে বাস করিতে অভিলাষ

বাসান দেবাশ্চাত্ত অদাশ্রয়ে । কালসংগ্রহসজাতং ফলং
লক্ৰং মবাধুনা ॥ ১৫ ॥ অশ্রুৎ কৃতং তপঃ সৰ্ব্বং
তদদর্শনফলং মম । ঈদৃশং তব দেবেশ রূপমত্য-
ভূতোদয়ম্ ॥ ১৬ ॥ একমাদিময়ং লিঙ্গং ন কচিৎকৃষ্ট-
বান্ ভূবি । সূর্য্যোন্ময়িস্থসংযুক্তকোণত্রয়মনোহরম্ ॥
১৭ ॥ ত্রিমূর্ত্তিরূপ দেবেশ দৃষ্টতে তে বপুর্য়হৎ ।
শক্তিভ্রম্বরূপেণ কালত্রয়বিধানকম্ ॥ ১৮ ॥ ত্রিবে-
দাশ্চ ত্রিকোণাঙ্কং লিঙ্গং তে দৃষ্টমভূতম্ । ত্রৈলোক্য-
রক্ষণার্থায় বিততং রূপমাব্রিতং ॥ ১৯ ॥ দৃষ্টতে
বসুধাভাগে শোণাদিরিতি বিজ্ঞতঃ । অজানতাং
চ মর্ত্ত্যানাং সমালোকনমাত্মতঃ ॥ ২০ ॥ বিতরত্য-
খিলান ভোগানবাজকরুণানিধিঃ । অর্চয়া রহিতং
লিঙ্গমশ্রুৎ শ্রুতমদাহতম্ ॥ ২১ ॥ ইদং তু পূজিতং
দেবৈঃ সদা সৰ্ব্ববরপ্রদম্ । প্রসাদ করুণাপূর্ণ
শোণাচল মাহেশ্বর ॥ ২২ ॥ ত্রায়শ্চ ভবভীতং মাং
প্রপন্নং ভক্তবৎসল । দৃষ্টব্যং দ্রষ্টুমেতত্তে রূপমতাত্মতঃ
মহৎ ॥ ২৩ ॥ কৃতার্থং রূপাসিদ্ধো শরণ্য শরণাগতম্ ।
ইতি সংস্কৃতমানো মে দেবঃ শোণাচলেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

করিয়া থাকেন । আমি কালসংগ্রহজাত সমস্ত
ফলই লাভ করিয়াছি, আপনার দৰ্শনে আমার
অশ্রুত তপস্শ্রার ফল সকল হইল । 'হে দেবেশ !
আপনার ঈদৃশ অত্যদভূতোদয় রূপ একমাত্র
অরুণাদিময় লিঙ্গ ভিন্ন ভূতলে আর কোথায়ও দৃষ্ট
হয় না । হে ত্রিমূর্ত্তিরূপ দেবেশ ! সূর্য্য চন্দ্র ও
অগ্নিসংযুক্ত ত্রিকোণাঙ্কিত এবং মনোহর মহাশরীর-
রূপ হৃদয় লিঙ্গ অদ্য দর্শন করিলাম । হে ঈশ !
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়বিধায়ক,
শক্তিভ্রম্বরূপ, বেদত্রয়বেদ্য এবং ত্রিকোণাকার
তোমার এই যে অদভূত লিঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে,
স্বীয়রূপে অবস্থিত হইয়া ত্রৈলোক্য রক্ষণের জন্ত
ইহা তুমি স্বয়ংই বিস্তার করিয়াছ । ১—১৯। বসুধাতলে
এই যে আপনার বিজ্ঞত করুণানিধি শোণাচলেশ্বর
শরীর পরিদৃষ্টমান হইতেছে, অজান মানবদিগকে
দর্শনদানমাধে অগিলভোগ বিতরণ জন্ত ইহা
আপনারই এক ছলবিশেষ । লিঙ্গের অর্চনহীন
অশ্রু যে কিছু কার্য্য সবই নিষ্ফল । নিরস্তর
দেবগণ সৰ্ব্ববরপ্রদ এই লিঙ্গের অর্চনা করেন ।
হে ভক্তবৎসল, করুণাপূর্ণ, মাহেশ্বর শোণাচল !
ভবভীত শরণ্য আমাকে জ্ঞাপ করুন । আপনার
মহা অদভূতরূপ দৃষ্ট এবং দ্রষ্টব্য ; হে রূপাসিদ্ধো,
শরণ্য ! শরণাগত আমাকে কৃতার্থ করুন । আমি

বাঐ কীদৃশম্ ॥ ৪৩ ॥ কথং স্তোত্রং কথং পূজা কে
বাঐ পরিচারকাঃ । স্থানরক্ষা কথং বা স্তাৎ কে
বাঐ পরিচারকাঃ ॥ ৪৪ ॥ কথং বা মানুযী পূজা নিত্য
সম্বন্ধে তব । আগতা বহুবো দেবাঃ শ্রেয়ঃ
মহুজৈঃ কথম্ ॥ ৪৫ ॥ প্রসাদ পরমেশান স্বয়মাত্রা-
পয়াখিলম্ । এবং বিজ্ঞাপিতো দেবঃ শোণাদ্রীশঃ
স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ৪৬ ॥ আজ্ঞাপয়ন্তু দেবো বিশ্ব-
কর্মাণমাগতম্ । সৃজ হং নগরং দিব্যমরুণাখ্যং
গুণাধিকম্ ॥ ৪৭ ॥ মন্দিরং মম দিব্যঞ্চ মহামণি-
গণোজ্জলম্ । তৌর্যাত্রিকং সপৰ্য্যায়ং তন্মে সমং
প্রকল্পয় ॥ ৪৮ ॥ আবভাবে শিবঃ শ্রীমান্নামভেদাচ্চন-
ক্রমম্ । ত্রতঞ্চ করুণামূর্তিররুণাদ্রীশ্বরঃ শিবঃ ॥ ৪৯ ॥
শৃণু তন্মে চ যে সৃষ্টা পূজার্থং পরিচারকাঃ । শৃণু
গৌতম সৰ্বং মে মানুষ্যং পূজনক্রমম্ ॥ ৫০ ॥ য
এব সৰ্বলোকানাং ক্লেমায় প্রবতে ভুবি । ইদং
তেজোময়ং লিঙ্গমতুলং দৃশ্যতে মহৎ ॥ ৫১ ॥ অরু-
ণাদ্রীশ্বরাতিথ্যং পূজ্যতাং সততং হুয়া । শক্তিস্ব-

মোত্তরে ভাগে পূজ্যা নিত্যোদয়া যুগা ॥ ৫২ ॥
দধতী স্থানমাহাত্ম্যমপীতকুচনামিকা । অরুণাচল-
রাজোহয়মবিভাগঃ প্রিয়াধিতঃ ॥ ৫৩ ॥ উৎসবার্ধী
মহাদেবঃ পূজ্যো ভোগসুভারতঃ । বোধনো ভক্ত-
লোকস্ত দত্তাভয়করঃ শিবঃ ॥ ৫৪ ॥ সারঙ্গং পরশুঃ
বিভ্রং প্রসন্নবদনঃ সদা । উমাকন্দেবরঃ শঙ্খদ্বি-
রত্নাবভূষণঃ ॥ ৫৫ ॥ আভয়া ভাসয়ল্লোকানবিকুণ্ঠ-
শ্রিয়াধিতঃ । শঙ্করুৎসবভদ্রে চ সম্পূজ্যা সুন্দ-
রেশ্বরী ॥ ৫৬ ॥ সৰ্বভূষণসংযুক্তা শৃঙ্গাররসবর্ধিনী ।
বালো গগনপতিঃ পূজ্যঃ পুরস্তাভূতিনন্দনঃ ॥ ৫৭ ॥
মদন্তিকমলধ্বজেন ভক্ত্যভোজ্যৈঃ কামহৃদয়েঃ । মৎ-
পাশ্চমবিনুস্তা শোণরেখাধিতেক্ষণা ॥ ৫৮ ॥ উৎস-
বার্ধী পরা শক্তিরান্তিকশ্চৈব পূজ্যতাম্ । মুখরাজ্য-
পতিঃ শ্রীমান্ নৃত্যাস্তাওবপণ্ডিতঃ ॥ ৫৯ ॥ উৎসবার্ধং
সমভাৰ্চ্যাস্তকুরগ্রেহমুতেশ্বরঃ । শক্তিচাচ্ছা মহা-
ভাগা সম্পূজ্যা ভূবিনায়কা ॥ ৬০ ॥ হারে নন্দী
মহাকালঃ পুরস্তাৎ সূর্যাসমিভঃ । ভক্তানাং মম

করিয়া বহুরূপী আপনার নামভেদ অবগত হইব ?
আপনার পূজক কে ? মন্দিরই বা কিরূপ ? কিরূপে
পূজা ও স্তব করিতে হয় ? এবং পরিচারকই বা
কাহার ? এবং কিরূপে পূজা স্থান রক্ষা করিতে হয় ?
শরীররক্ষাই বা কাহার ? এবং কি করিয়াই বা
মানুষী পূজা প্রবর্তিত হইবে ; হে পরমেশান !
বহুদেবতা ইহা শুনিবার জন্ত এখানে সমাগত হই-
য়াছেন । কিরূপে মানুষী শ্রদ্ধা সম্পাদিত হইবে ?
আপনি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং এই সমস্ত আদেশ করুন ।
শোণাদ্রিপতি দেব স্বয়ং প্রভু তৎকালে মুনিকর্তৃক
এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সমাগত বিশ্বকর্মা কে আদেশ
করিলেন,—হে বিশ্বকর্মান ! বিবিধগুণযুক্ত দিব্য
আরুণ্য নগর নির্মাণ করিয়া তথায় মহামণিগণ দ্বারা
উজ্জল আমার এক দিব্য মন্দির নির্মাণ কর এবং
ঐ মন্দির মধ্যে মদীয় পরিচর্য্যায় তৌর্যাত্রিক সান্নি-
বেশিত কর । অনন্তর শ্রীমান্ শিব বিবিধ অর্চনা-
ভেদ এবং উহার ক্রম কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন ।
করুণামূর্তি অরুণাদ্রিপতি ঈশ্বর শিব-ব্রতের বিষয়
বলিতে আরম্ভ করিয়া তন্মধ্যে তদীয় পূজার জন্ত
যে সকল পরিচারক সৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্ত কীৰ্ত্তন
করিলেন । অনন্তর শিব বলিলেন,—হে গৌতম !
সৰ্ববিধ মানুষী পূজার ক্রম শ্রবণ কর । যিনি
নিখিললোকপালের মঙ্গলের জন্ত পৃথিবীতলে
প্রখ্যাত হইয়াছেন, তুমি আমার সেই তেজোময়

অতুলনীয় অরুণাদ্রীশ্বরাখ্য মহালিঙ্গের সতত
কর । অপীতকুচনাথী শক্তি আমার উত্তর ভাগে
অবস্থিত হইয়া আমার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিতেছেন ।
ইনি নিত্য অভ্যুদয়শালিনী এবং পূজ্যা ॥ ৪২-৫২ ॥ এই
অরুণাচলরাজ সৰ্বদা প্রিয়াধিত হইয়া বিরাজ করেন,
কদাচ প্রিয়ার সহিত বিচ্ছিন্ন হন না । ইনি ভোগ-
সুভারত, উৎসবার্ধী, পূজা মহাদেব, তক্তগণের
জ্ঞানদ, অভয়দাতা শিব ; ইনি সারঙ্গ ও পরশুধারী,
সৰ্বদা প্রসন্নবদন ; ইহার কঙ্কদেশে উমাদেবী
বিরাজিত ; ইনি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ; ইনি শঙ্খ, সৰ্বরত্ন-
বিভূষিত, অকুণ্ঠিতশ্রীসম্পন্ন এবং ইনি স্বীয়
আভাঙ্গারা লোকসকল সমুদ্ভাসিত করেন । মদীয়
শক্তির উৎসব-ভদ্রপীঠে সুন্দরেশ্বরী সম্যকপূজিতা
হন । ইনি সৰ্বভূষণসংযুক্তা ও শৃঙ্গাররসবর্ধিনী ।
সম্মুখে বিভূতিবর্ধন পূজ্য বালক গগনপতি, ইনি
ভক্ত্য-ভোজ্য ও বিবিধ অভ্যুদয় দ্বারা মৎসমীপ-
বর্তী স্থান সমলঙ্কৃত করেন । হে গৌতম ! শোণ-
রেখাধিতনয়না উৎসবার্ধী পরা শক্তি সতত আমার
পার্শ্ববর্তিনী ! ইনি কদাচ আমার সান্নিধ্য ত্যাগ
করেন না । তুমি ইহাকে পূজা করিবে । তাওবপণ্ডিত
শ্রীমান্ অমৃতেশ্বর মুখরাজ্যপতি উৎসবার্ধী আমার
চক্ষের সমক্ষে নৃত্য করেন এবং ইনি সতত পূজিত
হইয়া থাকেন । আমার অন্ত অনেক শক্তি
আছেন, সেই মহাভাগা শক্তি নিচয় তুমি করবে

সর্বৈবাং পূজনং চাপি কল্প্যতাম্ ॥ ৬১ ॥ দক্ষিণে
মাতরঃ পূজ্যা বিষ্ণুশক্তিসমম্বিতাঃ। সম্পূজ্য
নৈখতে কোণে বিষ্ণুনাশো বিনায়কাঃ ॥ ৬২ ॥ স্বন্দঃ
শক্তিধরশ্চৈবৈশানকোণে সমর্চ্যতাম্। লিঙ্গানি
চ মনোজ্ঞানি পূজনীয়ান্চনস্তরম্ ॥ ৬৩ ॥ মন্দিরং
মম সম্পূজ্য দক্ষিণামূর্তি দক্ষিণম্। পশ্চিমে বিষ্ণু-
রূপাঙ্কমগ্নিরূপাধিতং তথা ॥ ৬৪ ॥ উত্তরে ব্রহ্ম-
রূপাঙ্কং পূর্বে সারঙ্গভূতম্। সর্বদেবগুণোপেতং
সর্বশক্তিসমম্বিতম্ ॥ ৬৫ ॥ অপীতকুচনাথায়ঃ সর্ব-
শক্তিসমম্বিতম্। মন্দিরং গুরু সম্পূজ্য দিক্-পালক-
বধূরতম্ ॥ ৬৬ ॥ মন্দিরস্তাবনার্থায় দেবীকৈব-
নায়কাঃ ॥ ৬৭ ॥ কেন্দ্রপালন্তু সম্পূজ্য সর্গাবরণ-
সংযুতম্। পুত্রস্ত্র্যত্রাণমায়াতা পূজ্যাক্রগণিরীশ্বরী ॥
৬৮ ॥ কালী বহুবিধাশ্চাত্তা দেবতা বিধিপালকাঃ।
উৎসবা বিবিধাঃ কল্পাঃ প্রতিমাসম্মহোদয়াঃ ॥ ৬৯ ॥
সৃজন্ত কল্পকা দিবাঃ শিবদেবার্হণে রতাঃ। নৃত্য-
গীতকলাভিজ্ঞা রূপসৌভাগ্যসংযুতাঃ ॥ ৭০ ॥ চারু-
বিভ্রমসংযুক্তাঃ কামদা নিত্যপাবনাঃ। শিষ্যানাংশি

বেদজ্ঞান সদাচারসমুজ্জলান্ ॥ ৭১ ॥ দিব্যোপচার-
সংসিদ্ধো সূতগাঙ্কচেতসঃ। দীক্ষিতান্ বিমলা-
ঙ্কুচ্ছাষ্ট্রবাগমবিশারদান্ ॥ ৭২ ॥ শৈবাচারপ্রসিদ্ধার্থ-
মাংশিতার্চনে মম। মাদ্রিলাঙ্কাদিকান্ বৈণাংস্তালি-
কান্ বেণুবাদকান্ ॥ ৭৩ ॥ শৌদ্ধিকান্ সৃজ সঙ্ঘি-
দাংশ্চতুর্বিদ্যাবিশারদান্। ক্ষত্রিয়ান্ বিবিধান্
বৈষ্ণাঙ্কুজাংশ্চ শিবসম্মতান্ ॥ ৭৪ ॥ চহারশ্চ মঠাঃ
কল্পাশ্চতুর্দিক্তীর্থবাসিনাম্। মুনীনাং শিবভক্তানাং
নিরাশানাং নিবাসতঃ ॥ ৭৫ ॥ তেষু স্থিতা মুনীন্দ্ৰা
মে রক্ষন্তু শিবপূজনম্। ভিক্ষমাণাঃ পুনঃ শৈবা
ভক্তাঃ পাশুপতা অপি ॥ ৭৬ ॥ পালয়ন্তু সদাশ্চ
চ যুক্তাঃ কাপালিকা অপি। সর্বৈবাং জায়মানানাং
জ্ঞাতানাং সন্তবিষ্যতাম্ ॥ ৭৭ ॥ অব্যাহতাজ-
মারক্ষ্যামিদং স্থানং মহীভূতাম্। বকুলশ্চ মহানত্র
দৃষ্টতে দিব্যভূরুহঃ ॥ ৭৮ ॥ অত্র ভক্তা বিতমস্ত
শিবকার্যাবিনিশ্চয়ম্। অত্র মে দীযতে দ্রব্যম-
প্রেক্ষিতপরাশ্রয়ে ॥ ৭৯ ॥ যতদক্ষ্যাকলদমারক্ষ্যং
শিবসেবকৈঃ। ভক্তৈর্কিঙ্কিতাপিতং চার্বং শ্রোত্র্যামি
পুরতঃ স্থিতৈঃ ॥ ৮০ ॥ সর্বং সম্পাদয়িষ্যামি তেবাং

পূজিতা হইয়া থাকেন। দ্বারদেশে সম্মুখভাগে
স্বর্ঘ্যসম্বিত মহাকাল নন্দী। হে মুনে! এই সকল
মদীয় ভক্তগণকেও পূজা করিবে। আমার দক্ষিণে
বিষ্ণুশক্তিগণ-সমম্বিত পূজ্যা মাতৃগণ, নৈখতে কোণে
বিষ্ণুনাশন বিনায়কগণ এবং ঈশান কোণে শক্তিধর
কার্ত্তিকেয়; ইহাদিগকে সমাক্রূপে পূজা করিবে।
অনন্তর মদীয় মনোজ্ঞ লিঙ্গ সকল পূজনীয়। তার
পর দক্ষিণদিকে দক্ষিণামূর্তি, পশ্চিমে অগ্নিরূপ-
সমম্বিত ক্রোড়াবস্থিত বিষ্ণুমূর্তি, উত্তরে ক্রোড়াবস্থিত
ব্রহ্মমূর্তি ব্রহ্মা, এবং পূর্বে সারঙ্গযুক্ত মূর্তিসমম্বিত
সর্বদেবগুণযুক্ত সর্বশক্তিসমম্বিত মদীয় মন্দিরের
পূজা করিয়া সর্বশক্তিসমম্বিত অপীতকুচনাথার
মন্দিরের পূজা করিবে। এই মন্দির বৃহৎ এবং দিক্-
পালকগণের পরিবৃত্ত। মন্দিরের রক্ষার জন্য বৈভব-
নায়িকা দেবতারা তথায় বিরাজ করেন। অনন্তর
সর্গাবরণসংযুক্ত কেন্দ্রপালমন্দির। অক্রগণিরীশ্বরী
এই কেন্দ্রপালের পূজা করিয়া পুত্রের পরিত্রাণ সাধন
করেন। এখানে বহুবিধা কালী আছেন, ইহারা সক-
লেই বিধিপালিকা। এই সমস্ত দেবালয়ে প্রতিমাসেই
বিবিধ মঙ্গলময় উৎসবের অনুষ্ঠান করিবে। হে
মুনে! তুমি শিবপূজারতা, নৃত্যগীতকলাভিজ্ঞা, রূপ-
সৌভাগ্যসংযুক্তা, মনোজ্ঞবিলাসসমম্বিতা, কামদা

এবং নিত্যপাবনা কল্পাগণকে সৃজন কর। বেদজ্ঞ,
সদাচারসমুজ্জল, শুদ্ধচিত্ত, দিব্য উপচার অভ্যর্থনার্থ
শুভগ, শুদ্ধচিত্ত, দীক্ষিত, বিমল, শুদ্ধ, শিবাগম-
বিশারদ, শৌচাচারসমম্বিত মদীয় শিবাগণের প্রতি
আমার পূজা গ্রহণের আদেশ কর। মাদ্রিল,
শাঙ্কক, চৈণ, তালিক, বেণুবাদক, এবং শৌলিকগণ
ও অন্যান্য চতুর্বিদ্যাবিশারদদিগকে সৃজন কর।
এতদাভিন্ন আমার শাসনে ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণু ও শূদ্র-
গণকে সৃজন কর, এবং তীর্থবাসী নিরানী শিব-
ভক্তের বাসের জন্য চারিদিকে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত
কর। ৫৩—৭৫। মুনৌল্লগণ এই মঠে অবস্থান করিয়া
আমার পূজাদি পালন করুন। ভিক্ষ্যমাণ শিবভক্ত,
পাশুপত এমন কি অন্যান্য কাপালিকগণও যুক্তমনে
আমার পূজা করুক। যে সকল জন্মিয়াছে,
জন্মিতেছে বা জন্মিবে—সকল মহীপালই আমার
আদেশ অব্যাহত রূপে প্রতিপালন করুক।
এইখানে যে একটি দিব্য মহান বকুল বৃক্ষ
দৃষ্ট হইতেছে, মদীয় ভক্তগণ এই স্থানে শিব-
কার্যাবিনিশ্চয় করুক। কলাকাজ্জবাহীন হইয়া
এখানে আমাকে যাহা কিছু দান করিবে, তাহা
অক্ষয় হইবে এবং শিবসেবকগণ কর্তৃক উহা

চিত্তাকুলকম্ । অপরাধসহস্রাণি কংস্তো মাং
স্বর্চতামহম্ ॥ ৮১ ॥ আগমোক্তা চ পূজয়া মানুসী
নির্মিতা যতঃ । গ্রহীণ্যে তামহং সর্বাঘর্চনাং সর্বা-
গমোদিতাম্ ॥ ৮২ ॥ সঙ্কল্পিতং ভবেৎ কস্য পীতি-
কৃশ্ময় সেবকৈঃ । আগমার্থানশেষাংস্তমালোকা সময়ো-
চিতান্ ॥ ৮৩ ॥ বিধায়াভ্যর্চনাভেদাল্লোকরক্ষা-
কৃতে যুনে । কর্তব্য্য মহতী পূজা পৌর্ণমাস্যাস্ত
সাদরম্ ॥ ৮৪ ॥ সত্রাণি বিবিধান্তত্র কর্তব্যানি
সহস্রশঃ । বিবিধানি চ দানানি শক্ত্যা চৈবাস্ত
সন্নিধৌ ॥ ৮৫ ॥ অবুচ্ছিন্নপ্রদীপস্ত দাতারো মম
সন্নিধৌ । তেজোময়মিদং রূপং মম যাস্তি ন
সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥ জলজং তরুজং পুষ্পং কঙ্কজঞ্চ
লতোত্তবম্ । দদতে যে চ ভক্ত্যা মে তে ভবি-
যাস্তি ভূতঃ ॥ ৮৭ ॥ তেষাং পুরোগতঃ সাক্ষাদহং
জেষ্যামি বিদ্বিষঃ । যন্ত যন্ত তু দেশস্ত যো যো
রাজা তপোহধিকঃ ॥ ৮৮ ॥ তন্ত্ৰং সমর্পিতং রমাং
সম্ভবং দদতেহত্র মে । মৎসন্নিধিমুপাগত্য হ্রাস্তা-
নোহপি ভূমিপাঃ ॥ ৮৯ ॥ শিবভক্তা ভূশং পূর্ণা

রক্ষিত হইবে । আমার সম্মুখে ভক্তগণের নিবে-
দিত বিষয় সকল আমি শ্রবণ করিয়া থাকি এবং
তাহাদের মনের অনুকূল ফল সকল প্রদান করি ।
যাহারা আমার সম্যকরূপে অর্চনা করে, তাহাদের
সহস্র অপরাধ ক্ষমা করি । এই যে আগমোক্ত
মানুষী পূজা বিহিত হইয়াছে, সর্বাগম-সম্মত এই
মানুষী পূজা আমি গ্রহণ করিয়া থাকি । মদীয়
সেবকগণ কর্তৃক সঙ্কল্পিত কস্য আমার প্রিয়কারী
হইয়া থাকে । হে যুনে ! সময়োচিত অশেষ আগ-
মার্থ দর্শন করিয়া লোকরক্ষার জন্ত বিবিধ অর্চনা-
ভেদ পালনপূর্বক পৌর্ণমাসীদিনে আদর সহকারে
আমার মহতী পূজা করিবে । তুমি এই অরুণ-
ভূধরসমীপে বিবিধ সহস্র সহস্র যন্ত্র এবং শক্তি
অনুসারে যথাবিধি দান করিবে । আমার সন্নিধানে
যাহারা সতত প্রজ্জলিত প্রদীপ দান করে, তাহারা
আমার এই তেজোময় রূপ প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই ।
যাহারা ভক্তিপূর্বক জলজ, তরুজ, কঙ্কজ কিংবা
লতোত্তব পুষ্প প্রদান করে, তাহারা রাজা হয়
এবং আমি তাহাদের সম্মুখস্থ হইয়া শত্রুকুল বিনাশ
করিয়া থাকি । যে যে দেশে যে যে রাজা তপো-
বলে বলীয়ান হইয়াছে, তাহারা স স সমর্পিত
অনুসারে রমা বস্তু সকল আমাকে প্রদান করিবে ।
নিভান্ত হ্রাস্তা ভূমিপালগণও আমার সমীপে

ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৯০ ॥ ইতি শত্ৰুযুথোপিতং
বচঃ সমুপক্ৰান্তা বিধূতকথ্যঃ । অহমানভবান্
বাজ্রিভ্রুপং কুতূকাচ্ছোণগিরীশ্বরং শিবম্ ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অরুণেশ্বরারাদনামাহাশ্র-
বর্ণনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

গৌতম উবাচ । ভগবন্নরুণাঙ্গীশ নামধেয়ানি
তে ভূশম্ । বিশেষাক্ষোভূমিচ্ছামি স্থানেহশ্বিন
সুরপূজিতে ॥ ১ ॥ মহেশ্বর উবাচ । নামানি শৃণু
মে ব্রহ্মমুখানি দ্বিজসত্তম । হর্লভান্ত্রপুণ্যানাং
কামদানি সদা ভূবি ॥ ২ ॥ শোণাঙ্গীশোহরুণা-
ঙ্গীশো দেবদীশো জনপ্রিয়ঃ । প্রপন্নরক্ষকো ধীরঃ
শিবসেবকবর্ধকঃ ॥ ৩ ॥ অকিপেয়ামৃতেশানঃ শ্রীপু-
স্তাবপ্রদায়কঃ । ভক্তবিজ্ঞপ্তিসম্বাতা দীনবন্দি-
বিমোচকঃ ॥ ৪ ॥ মুখরাজ্জিহ্বপতিঃ শ্রীমান্ মুড়ো
মৃগমদেশ্বরঃ । ভক্তপ্রেক্ষণকৃৎ সাকী ভক্তদোষ-
নিবর্তকঃ ॥ ৫ ॥ জ্ঞানসম্বন্ধনাথশ্চ শ্রীহলাহলমুন্দকঃ ।

আগমন করিয়া সম্পূর্ণ শিবভক্ত হয় । হে দেবি !
মহাদেবমুখোপিত এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া
আমি নিম্পাপ হইলাম এবং প্রণামপূর্বক কোতুক-
বশতঃ সেই শোণাঙ্গিপতিসমীপে আবার প্রণ
করিলাম ৷ ৭৬—৯১ ৷

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

নবম অধ্যায় ।

গৌতম বলিলেন,—হে ভগবন্ অরুণাঙ্গীশ !
আপনার নাম অনেক ; আমি এই সুরপূজিত স্থানে
অবস্থিত হইয়া বিশেষরূপে তৎসমস্ত শ্রবণ করিতে
ইচ্ছা করি । মহেশ্বর উত্তর করিলেন,—হে ব্রহ্ম
দ্বিজসত্তম ! এই বসুধাতলে অল্পপুণ্যকারীদিগের
হর্লভ মদীয় কামদ নাম সকল শ্রবণ কর । নাম
যথা—শোণাঙ্গীশ, অরুণাঙ্গীশ, দেবদীশ, জনপ্রিয়,
প্রপন্নরক্ষক, ধীর, শিবসেবকবর্ধক, অকিপেয়া-
মৃতাদান, শ্রীপুস্তাবপ্রদায়ক, ভক্তবিজ্ঞপ্তিসম্বাতা,
দীনবন্দিবিমোচক, মুখরাজ্জিহ্বপতি, শ্রীমান, মুড়,
মৃগমদেশ্বর, ভক্তপ্রেক্ষণকৃৎ, সাকী, ভক্তদোষ-
নিবর্তক, জ্ঞানসম্বন্ধনাথ, — শ্রীহলাহলমুন্দক,

আহবৈশ্বর্যদাতা চ স্তম্ভসর্বাঘনাশনঃ ॥ ৬ ॥ বাতাস্ত-
নৃত্যজজ্ঞধ্বক সকান্তিন টেনেশ্বরঃ । সামপ্রিয়ঃ
কলিধ্বংসী বেদমূর্তিনিরঞ্জনঃ ॥ ৭ ॥ জগন্নাথো
মহাদেবদ্বিনেত্রপুস্তকঃ । ভক্তাপরাধসোঢ়া চ
যোগীশো ভোগনায়কঃ ॥ ৮ ॥ বালমূর্তিঃ ক্ষমারূপী
ধর্মরক্ষো বৃষধ্বজঃ । হরো গিরীশ্বরো ভর্গচন্দ্র-
রেখাবতংসকঃ ॥ ৯ ॥ অরাস্তকোহঙ্ককরিপুঃ সিদ্ধ-
রাজদিগম্বরঃ । আগমপ্রিয় ঈশানো ভাস্করদাক্ষ-
লাহনঃ ॥ ১০ ॥ ত্রীপতিঃ শঙ্করঃ স্রষ্টা সর্ববিদ্যো-
ষরোহনঘঃ । গঙ্গাধরঃ ক্রতুধ্বংসী বিমলো নাগ-
ভূষণঃ ॥ ১১ ॥ অরুণো বহুরূপশ্চ বিকপাক্ষোহঙ্করা-
কৃতিঃ । অনাদিরন্তরহিতঃ শিবকামঃ স্বয়ংপ্রভুঃ ॥
১২ ॥ সচ্চিদানন্দরূপশ্চ সর্বাঙ্গা জীবধারকঃ ।
স্বীকৃতবাসসুভগো বিধির্বিহিতসুন্দরঃ ॥ ১৩ ॥ জ্ঞান-
প্রদো মূর্তিদশ্চ ভক্তবাহিতদায়কঃ । আশ্চর্য্যবৈভবঃ
কামী নিরবদ্যো নিধিপ্রদঃ ॥ ১৪ ॥ শূলী পশুপতিঃ
শম্ভুঃ স্বয়ম্ভুগিরিশো যুড়ঃ । এতানি মম মুখ্যানি
নামান্তত্র মহামুনে ॥ ১৫ ॥ অন্ত্যানি দিব্যানামানি
পুরাণোক্তানি সংস্মর । প্রদক্ষিণেন মাং নিত্যং
বিশেষাঙ্কং সমর্চয় ॥ ১৬ ॥ প্রদক্ষিণপ্রিয়ো যস্মাদহং

আহ বৈশ্বর্যদাতা, স্তম্ভসর্বাঘনাশন, বাতাস্তনৃত্যজ-
জ্ঞধ্বক, সকান্তি, নটেনেশ্বর, সামপ্রিয়, কলিধ্বংসী, বেদ
মূর্তি, নিরঞ্জন, জগন্নাথ, মহাদেব, দ্বিনেত্র, ত্রিপুরাস্তক,
ভক্তাপরাধসোঢ়া, যোগীশ, ভোগনায়ক, বালমূর্তি,
ক্ষমারূপী, ধর্মরক্ষ, বৃষধ্বজ, হর, গিরীশ্বর, ভর্গ,
চন্দ্ররেখাবতংসক, অরাস্তক, অঙ্ককরিপু, সিদ্ধরাজ,
দিগম্বর, আগমপ্রিয়, ঈশান, ভাস্করদাক্ষমালক,
ত্রীপতি, শঙ্কর, স্রষ্টা, সর্ববিদ্যেশ্বর, অনঘ, গঙ্গাধর,
ক্রতুধ্বংসী, বিমল, নাগভূষণ, অরুণ, বহুরূপ,
বিকপাক্ষ, অঙ্করাকৃতি, অনাদি, অন্তরহিত, শিব-
কাম, স্বয়ংপ্রভু, সচ্চিদানন্দরূপ, সর্বাঙ্গা, জীবধারক,
স্বীকৃতবাসসুভগ, বিধি, বিহিতসুন্দর, জ্ঞানপ্রদ,
মূর্তিদ, ভক্তবাহিতদায়ক, আশ্চর্য্যবৈভব, কামী,
নিরবদ্য, নিধিপ্রদ, শূলী, পশুপতি, শম্ভু, স্বয়ম্ভু,
গিরিশ, যুড়—হে মহামুনে! এই সকল আমার
মুখ্য নাম, অন্ত দিব্য নাম সকল পূর্বে বলিয়াছি,
তৎসমস্ত স্মরণ কর এবং প্রদক্ষিণ করত নিত্য
আমাকে পূজা কর; কেন না শোণাচলবিগ্রহধারী
আমি প্রদক্ষিণপ্রিয়। হে গিরিকুমারি! আমি
এইরূপে অভিহিত হইয়া অরুণাচলরূপী মহা-
দেবকে পূজা করত এখানে নিত্য কাম করি-

শোণাচলকৃতিঃ । ইত্যাক্তপ্তো মহাদেবমর্চয়রূপা-
চলম্ । অবিমুক্তরিহাবাসং কৃতবানহমদ্রিজে ॥ ১৭ ॥
গৌর্য্যবাচ । ভগবন্ সর্বধর্ম্মজ্ঞ গৌতমার্ঘ্য মুনি-
শ্বর । প্রদক্ষিণশ্চ মহাশ্র্যাং ক্রহি মে শোণভূততঃ ॥
কস্মিন কালে কথং কার্য্যং কৈর্য্য পূর্ব্বং প্রদক্ষিণম্ ।
কৃতং শোণাদ্রিনাথশ্চ প্রাপ্তমিষ্টং পরং পদম্ ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মোবাচ । ইতি পৃষ্টো মুনিঃ প্রাহ গৌতমঃ শৈল-
কন্তকাম্ । শ্রয়তাং দেবি মহাশ্র্য্যমাদিশম্মে মহে-
শ্বরঃ ॥ ১৯ ॥ মহাদেব উবাচ । অহং হি শৈল-
শৈলাশ্র্য্য প্রকাশো বসুধাতলে ॥ ২০ ॥ পরিতো মাং
সুরাঃ সর্ষে বর্ভন্তে মুনিভিঃ সহ ॥ ২১ ॥ যানি
কানি চ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ । তানি তানি
বিনশ্যন্তি প্রদক্ষিণপদেপদে ॥ ২২ ॥ অশ্বমেধ-
সহস্রাণি বাজপেয়াযুতানি চ । সিধ্যন্তি সর্বতীর্থানি
প্রদক্ষিণপদেপদে ॥ ২৩ ॥ অপি প্রহীণশ্চ সমস্ত-
লক্ষণৈঃ ক্রিয়াবিহীনশ্চ নিকৃষ্টজন্মনঃ । প্রদক্ষিণী-
কৃত্য শশাঙ্কশেখরং প্রয়াস্ততঃ কশ্চ ন সিদ্ধিরগ্রতঃ ॥
২৪ ॥ সমস্ত তীর্থাভিগমেব পুণ্যং সমস্তযজ্ঞাগম-
ধর্ম্মজাতম্ । অবাধ্যতে শোণমহীধরশ্চ প্রদক্ষিণা-
প্রক্রমণেন সত্যম্ ॥ ২৫ ॥ পদেনৈকেন ভুলোকঃ
দ্বিতীয়েনাস্তরিক্কম্ । তৃতীয়েন দিবং মর্ত্যো

তেছি, তদবধি আর এস্থান পরিত্যাগ করি নাই।
গৌরী বলিলেন,—আপনি শোণাচলনাথের ইষ্ট
পরমপদই প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—মহর্ষি
গৌতম এই কথা শুনিয়া শৈলমুতাকে কহিলেন,—
হে দেবি! মহেশ্বর আমাকে তাঁহার স্বকীয়মহাশ্র্য্য
যে রূপ বলিয়াছেন, শ্রবণ কর। ১—২০। মহাদেব
বলিয়াছিলেন, আমি বসুধাতলে যৎকালে শোণশৈল-
রূপে প্রকাশিত হই, মুনিগণসমভিব্যাহারী সুরগণ তখন
আমার চারিদিকে বিরাজ করেন; অতএব এই
শোণাচল প্রদক্ষিণ কারলে প্রতিপদে জন্মান্তরকৃত
যেকিছু পাপ তৎসমস্ত বিনষ্ট হয়; এবং পদে পদে
সহস্র অশ্বমেধ, অযুত বাজপেয় ও নিখিল তীর্থপ্রাপ্তি
সিদ্ধ হইয়া থাকে। সমস্ত শুভলক্ষণবিহীন, ক্রিয়া-
ভাগী ও নিকৃষ্টজন্মা ব্যক্তিরও শশাঙ্কশেখরের
প্রদক্ষিণ ও তাঁহার দর্শন লাভে কোন্ সিদ্ধি না লাভ
হয়? আমি সত্যসত্যই বলিতেছি, সমস্ত তীর্থ
গমনে যে পুণ্য, নিখিল যজ্ঞ ও আগমধর্ম্ম—এক
মাত্র শোণভূধরের প্রদক্ষিণ ও সম্যক পরিক্রমায়
তাঁহা লাভ হইয়া থাকে। ইহাকে প্রদক্ষিণ করিলে
মানব প্রথমপদে ভুলোক, দ্বিতীয়ে অস্তরীক, তৃতীয়ে

জয়তাস্তু প্রদক্ষিণে ॥ ২৭ ॥ একেন মামসং পাপং
দ্বিতীয়েন তু বাচিকম্ । কাষিকং তু তৃতীয়েন পদেন
কীয়তে নৃণাম্ ॥ ২৮ ॥ পাতকানি চ সৰ্বানি পদে-
নৈকেন মার্জয়েৎ । দ্বিতীয়েন তপঃ সৰ্বং প্রাপ্নো-
ত্যস্ত প্রদক্ষিণাৎ ॥ ২৯ ॥ পৰ্ণশালা মহযীণাঃ সিদ্ধা-
নাঞ্চ সহস্রশঃ । সুরাণাঞ্চ তথাবান্য বিদ্যাস্তেহত্র
সহস্রশঃ ॥ ৩০ ॥ অত্র সিদ্ধাঃ পুনর্নিত্যং বসামাগ্রে
সুরার্চিতাঃ । মমাস্তরে গুহা দিব্যা ধাতব্যা ভোগ-
সংযুতা ॥ ৩১ ॥ অগ্নিস্তম্ভময়ঃ রূপমরুণাদিরিতি
জ্ঞাতম্ । ধ্যানলিঙ্গং মম বৃহস্পতিঃ কুর্বাণ প্রদ-
ক্ষিণম্ ॥ ৩২ ॥ অষ্টমূর্তিময়ঃ লিঙ্গমিদং যৈস্তেজস-
ভূষম্ । ধ্যান প্রদক্ষিণং কুৰ্বন পাতকানি বিনি-
দেহেৎ ॥ ৩৩ ॥ ন পুনঃ সম্ভবস্তস্মৈ যঃ কৰোতি
প্রদক্ষিণাম্ । শোণাচলাকৃতেনিত্যং নিত্যং ত্রৈলোক-
মশ্রুতে ॥ ৩৪ ॥ অস্ত্রপাদরজঃস্পর্শাৎ পুণ্যতে সকলা
মহী । পদমেকস্ত ধত্তে যঃ শোণাদ্রীশপ্রদক্ষিণে ॥
৩৫ ॥ নমস্কুৰ্বন প্রতিদিশঃ ধ্যান স্তোতি কৃত-
জলিঃ । অসংসৃষ্টকরঃ কৈশ্চিয়ন্দ কুর্বাণ প্রদ-
ক্ষিণম্ ॥ ৩৬ ॥ আসন্নপ্রসবা নারী যথা গচ্ছেদনা-

স্বর্গলোক জয় করে এবং সেই মানবের একপদক্ষেপে
মানস পাপ, দ্বিতীয়ে বাচিক এবং তৃতীয়ে কষিক
পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । এতদ্ভিন্ন এই প্রদক্ষিণ
ব্যাপারে প্রথম পাদক্ষেপে সকল পাতক নষ্ট ও
দ্বিতীয় পাদক্ষেপে মানবের যাবতীয় তপ সিদ্ধ হয় ।
এখানে সিদ্ধ ও মহাবিগণের সহস্র সহস্র পর্ণশালা ও
সুরগণের আবাসস্থান বিদ্যমান । এখানে সুরপূজিত
সিদ্ধগণের “আমি অগ্রে বাস করিব, আমি অগ্রে
বাস করিব” নিয়ত এইরূপে জল্পনা চলিয়া থাকে ।
আমার অরুণাদিরূপ দেহমধ্যে ভোগসংযুক্ত ও
ধ্যানযোগ্য দিব্য দিব্য গুহাও বিদ্যমান রহিয়াছে ।
আমার এই বিখ্যাত অগ্নিস্তম্ভ অরুণাগিরিরূপ বৃহৎ
লিঙ্গের ধ্যান করিতে করিতে ইহার প্রদক্ষিণ
করিতে হয় । আমার অষ্টমূর্তিময় এই তৈজস
মহালিঙ্গের ধ্যান করিয়া প্রদক্ষিণ করিলে পাতক
সকল দহ হয় এবং যে ব্যক্তি শোণাচলের প্রদক্ষিণ
করে, তাহার আর জন্মলাভ হয় না । তাহার
নিত্যম্ অর্থগুণ । যে ব্যক্তি শোণাচলের প্রদ-
ক্ষিণ কার্যে একপদও ত্রুস্ত করে, তাহার পাদ-
রজঃস্পর্শে সমগ্র পৃথিবী পাবিত্র্য হন । প্রাতি-
দিকে নমস্কার ও অসংসৃষ্টকরে বজ্রজলি হইয়া
স্তব করিতে করিতে মন্দ মন্দ প্রদক্ষিণ করিতে হয় ।

কুলম্ । তথা প্রদক্ষিণং কুর্বাদশৃংষ্ট পদধনিম্ ॥
৩৭ ॥ স্নাতো বিশুদ্ধবেশঃ সন্ ভদ্রকৃত্যকভূষিতঃ ।
শিবস্বরূপসংস্পৃষ্টো মন্দঃ দদ্যাৎ পদং বৃকঃ ॥ ৩৮ ॥
মনুনাং চরতামগ্রে দেবানাঞ্চ সহস্রশঃ । অদৃষ্টানাঞ্চ
সিদ্ধানাং নান্তেষাং বায়ুরূপিণাম্ ॥ ৩৯ ॥ সঙ্গাটমতি-
সম্মদং মার্গরোধং বিচিস্তয়ন্ । অমুকুলেন ভক্তঃ
সঙ্কনৈদদ্যাৎ পদং বৃকঃ ॥ ৪০ ॥ অথবা শিবনামানি
সঙ্কীর্ণা বরগীতভিঃ । শিবনৃত্যঞ্চ রচয়ন্ ভক্তৈঃ
সাক্ষং পরিক্রমেৎ ॥ ৪১ ॥ মাহাত্ম্যং মম বা শৃণু-
নস্তমতিরাদরাৎ । শনৈঃ প্রদক্ষিণং কুর্বাদামন্দ-
রসানিভরঃ ॥ ৪২ ॥ দাটৈশ্চ বিবিধৈঃ পুণ্যৈরুপ-
কারৈস্তথার্থিনাম্ । যথামতি দদ্যাপূর্ণ আস্তিকঃ
পারিতো ব্রজেৎ ॥ ৪৩ ॥ কৃতে অগ্নিময়ঃ লিঙ্গং
ত্রৈলোকাং মাণপক্কতম্ । দ্বাপরে চিস্তয়েদৈকমং কলৌ
মরকতচলম্ ॥ ৪৪ ॥ অথবা স্ফাটিকং রূপমরুণম্
সম্প্রভম্ । ধ্যানেন বিমুক্তঃ সকলৈঃ পাপৈঃ শিব-
পুরং ব্রজেৎ ॥ ৪৫ ॥ অবায়নসংগমাত্মাদপ্রমেয়তয়া
স্বপম্ । অগ্নিভাজ পরং লিঙ্গমনাসাদ্যচলাভিধম্ ॥

প্রদক্ষিণকালে আসন্নপ্রসবা অবাতাগামিনী রমণীর স্থায়
একপদ মন্দ মন্দ গমন করবে, যেন পাদশব্দ জ্ঞতি-
গোচর না হয় । পণ্ডিত ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া বিশুদ্ধ-
বেশ ধারণ এবং ভদ্র ও কৃত্যকভূষিত হইয়া শিবকে
স্মরণ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিবেন । বিদ্বান্
ভক্তগণ প্রদক্ষিণকালে অগ্রগামী সহস্র সহস্র মন্ত্র-
দেবতা এবং অগ্ন্যস্ত্র বায়ুরূপী অদৃষ্ট সিদ্ধগণের
সংঘট, সম্মদ ও গতিরোধ চিন্তা করিতে করিতে
অমুকুল ক্রমে ধীরে-ধীরে পাদক্ষেপ করিবেন ।
২১—৪০ । অথবা মনোজ্ঞ গীত দ্বারা শিবনাম সঙ্কী-
র্ণ ও শিবনৃত্য রচনা করিয়া ভক্তগণ সহ পরি-
ক্রমা করবে; কিম্বা অনন্তমতি হইয়া আদর সহকারে
আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে করিতে আনন্দরসে
নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করিবে । প্রদ-
ক্ষিণ করিবার পক্ষে বিবিধ পবিত্র দানাদি দ্বারা
অর্থিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া জ্ঞানাত্মসারে দদ্যাপূর্ণ ও
আস্তিক্যপুঙ্কিসম্পন্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করিবে । সত্য-
কালে অগ্নিময়, ত্রৈলোক্য মাণময়, দ্বাপরে স্বর্ণময়
এবং কলিকালে মারকতলিঙ্গ চিন্তা করিবে; অথবা
স্ফাটিকময় এই স্বয়ম্ভু অরুণাচলের রূপ স্মরণপূর্বক
সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবপুরে গমন
করিবে । অরুণাচলরূপী আমার এই স্বেষ্টলিঙ্গ

ধ্যাত্বা প্রদক্ষিণং কর্তুয়তিগম্যোহমঙ্গসা । তন্তু
পাদরজো নুণামজরামরকারণম্ ॥ ৪৭ ॥ রূপমেকস্ত
ধত্তে যঃ শোণাদিশপ্রদক্ষিণে । বাহনানি পুরো-
বাণাঃ প্রার্থয়ন্তে পরস্পরম্ ॥ ৪৮ ॥ কুর্ষতাং চরণং
বোচুমকুণাদীপ্রদক্ষিণাম্ । ছায়াপ্রদানং কুর্ষতি
কল্পকাদ্যাঃ সুরজমাঃ ॥ ৪৯ ॥ কুর্ষতাঃ ভুবি মর্ত্যা-
নামকুণাদিপ্রদক্ষিণাম্ । দেবগুহকাদানানং সহ-
শ্রেণ সমারূতাঃ ॥ ৫০ ॥ সেবন্তে তে গণাকৌণা বিমান-
শতকোটয়ঃ । মম প্রদক্ষিণং ভূমৌ কুর্ষতাং পাদ-
পাংস্তুভিঃ ॥ ৫১ ॥ পাবিতা মহতী বীথী দৃষ্টা শিব-
পদপ্রদা । অঙ্গপ্রদক্ষিণং কুর্ষন কণাং স্বর্গাতনু-
র্ভবেৎ ॥ ৫২ ॥ প্রাপ্তো বজ্রশরীরহং ন ধ্বাতে
মহীতলে । ব্যোমযানোৎসুক্য দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ পর-
মর্ষয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ অদৃশ্তাঃ সঞ্চরন্ত্যত্র পশ্যন্তে মম
সন্নিধিम् । বিনয়ঃ মম ভক্তিক প্রদক্ষিণপরিক্রমে ॥
৫৪ ॥ দৃষ্টা হর্ষসমায়ুক্তা মর্ত্যোভো দদতে বরম্ ।
অত্র দেবাত্মসংস্থিঃ পুরা কুহা প্রদক্ষিণাম্ ॥ ৫৫ ॥
প্রত্যহং মার্গমাসীনাঃ প্রত্যেকং কোটিতাং গতাঃ ।

বাক্য মনের অগোচর এবং অপ্রমেয় । আর
আমি অগ্নিময়রূপ বলিয়া অনধিগম্য , কিন্তু যে
ব্যক্তি ধ্যানপূর্বক আমায় প্রদক্ষিণ করে, আমি
সদ্যই তাহার অধিগম্য হইয়া থাকি । এই অকুণা-
দ্রির পাদরজই মানবগণের জরামরণ দূর করে ।
যে ব্যক্তি প্রদক্ষিণকালে অকুণাদ্রির রূপ একবার
মাত্র ধ্যান করে, দেবেশ্বগণের বাহননিচয় তাহাকে
পরস্পর প্রার্থনা করিয়া থাকে । সহস্র সহস্র দেব-
গন্ধর্বাদি স্ব স্ব গণে সমাকীর্ণ ও শতকোটি বাহনে
সমারূত হইয়া ইহার সেবা করিয়া থাকে । ভূমিতে
আমার প্রদক্ষিণকারী মানবগণের পাদপাংসু দ্বারা
যে মহতী বীথী নিম্নিত হয়, ঐ বীথীদর্শনেও শিব-
পদপ্রাপ্তি হয় । আমার অঙ্গপ্রদক্ষিণকারী কণ-
কালমধ্যে স্বর্গে গমন করে । তাহার শরীর অশনির
সমান দৃঢ় হয়, এবং মহীতলে সে কদাচ ধর্ষিত হয়
না । ব্যোমযানোৎসুক, সিদ্ধ এবং পরমর্ষিগণ
আমার সন্নিধানে জমদৃশ্ত হইয়া সঞ্চরণ করিয়া
থাকেন ; তাহার প্রদক্ষিণ ও পরিক্রমায় মর্ত্যাদিগের
বিনয় ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রকল্পমানে তাহা-
দিগকে বর প্রদান করেন । পূর্বকালে ত্রয়সংশত
দেবতা এই স্থানে প্রদক্ষিণ ও এই পথে সমাসীন
হইয়া প্রত্যেকেই কোটিই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

আদিত্যাদ্যাঃ গ্রহাঃ সর্বে পুরা কুহা প্রদক্ষিণাম্ ॥ ৫৬ ॥
সম্পূর্ণজগতীভাগে সর্বে গ্রহপতাং গতাঃ । যঃ
করোতি নরো ভূমৌ সূর্য্যবারে প্রদক্ষিণাম্ ॥ ৫৭ ॥
স সূর্য্যমণ্ডলং ভিত্ত্বা যুক্তঃ শিবপুরং ব্রজেৎ ।
সোমবারে নরঃ কুর্ষনকুণাদিপ্রদক্ষিণাম্ ॥ ৫৮ ॥
অজরামরতাং প্রাপ্তো নাসৌম্যো ভবতি ক্ষিতৌ ।
ভৌমবারে নরঃ কুর্ষনকুণাদিপ্রদক্ষিণাম্ । আনুগ্যম-
খিলং প্রাপ্য সার্বভৌমো ভবেদ্বৈশ্বম্ । বুধবারে
নরঃ কুর্ষনকুণাদীশপ্রদক্ষিণাম্ ॥ ৬০ ॥ সর্বজ্ঞতামনু-
প্রাপ্তঃ স বাচাং পতিতামিদ্রাং । শুক্রবারে নরঃ
কুর্ষন সর্বদেবনামমৃতং ॥ ৬১ ॥ প্রদক্ষিণেন শোণাজ্জৈঃ
স তু লোকগুরুভবেৎ । ভৃগুবারে নরঃ কুর্ষনকুণাদি-
প্রদক্ষিণাম্ ॥ ৬২ ॥ সম্প্রাপ্য মহতীং লক্ষ্মীং লভতে
বৈষ্ণবঃ পদম্ । মন্দবারে নরঃ কুহা শোণাদীশ-
প্রদক্ষিণাম্ ॥ ৬৩ ॥ বিমুক্তো গ্রহপীড়াভিঃ স
বিশ্ববিজয়ী ভবেৎ । নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি পুরা
তদৈবতৈঃ সহ ॥ ৬৪ ॥ মম প্রদক্ষিণং কর্তুঃ
পুণ্যানি সহস্রা ব্রজেৎ । তিথয়ঃ করণানীহ যোগাশ্চ
মম সম্বতাঃ ॥ ৬৫ ॥ অভীষ্টফলদা জাতাঃ কুর্ষতাঃ
মংপ্রদক্ষিণাম্ । মুহূর্তা বিবিধা হোরাঃ সৌম্যশ্চ

ঐরূপে আদিত্যাদি গ্রহগণ পুরাকালে এই স্থান
প্রদক্ষিণ করিয়া সমস্ত জগন্মণ্ডলের গ্রহপতিহ লাভ
করিয়াছেন । যে মানব রবিবারে এই ভূমিতে প্রদ-
ক্ষিণ করে, সে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করত যুক্ত হইয়া
শিবপুরে গমন করে । মানব সোমবারে অকুণা-
দ্রিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অজর ও অমরহ লাভ
করে, এবং বসুধাতলে কদাচ সে ব্যক্তি অসৌম্য
হয় না । মঙ্গলবারে নর অকুণাদ্রি প্রদক্ষিণ করিলে
সর্বাধ আনুগ্য লাভ করিয়া নিঃসংশয় সার্বভৌমহ
লাভ করে । বুধবারে মানব শোণাদ্রি প্রদক্ষিণ
পূর্বক সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়া বাচস্পতি হয় । বৃহস্পতি-
বারে শোণশৈলোর প্রদক্ষিণ করিয়া মানব সর্বদেব-
নামমৃত ও লোকগুরু হয় । মানব শুক্রবারে
অকুণাচলকে প্রদক্ষিণ করিয়া মহতী লক্ষ্মী লাভ
করিয়া বিমুপদ প্রাপ্ত হয় । শনিবারে শোণাদ্রির
প্রদক্ষিণে মানবের গ্রহপীড়া দি হয় না এবং সে
সর্বত্র বিজয়ী হইয়া থাকে । উত্তমরূপে আমার
প্রদক্ষিণকারী মানবের স্ব স্ব দৈবতসহ নক্ষত্রগণ
সহস্রা শুভদায়ক হয়, এবং আমার সম্বত তিথি,
কারণ ও যোগ সকল তাহাদের সুভীষ্ট ফল দান
করে । সৌম্য ও অভ্যুদয়শালিনী বিবিধ মুহূর্ত ও

সততোদয়াঃ ॥ ৬৬ ॥ মৎপ্রদক্ষিণকর্তৃণাং জায়ন্তে
সততং শুভাঃ। প্রচ্ছিনতি প্রকারোহং দকারো
বাহিতপ্রদঃ ॥ ৬৭ ॥ ক্ষিকারাং কীয়তে কৰ্ম চকারো
মুক্তিদায়কঃ। দুৰ্বলাঃ কাৰ্য্যসংযুক্তা আধিব্যাধি-
বিজ্ঞিতাঃ ॥ ৬৮ ॥ মম প্রদক্ষিণং কৃহা মুচ্যন্তে
সৰ্বদুঃখভৈঃ। মম প্রদক্ষিণং কর্তুৰ্ভক্ত্যা পাদেন
সন্ততম্ ॥ ৬৯ ॥ ক্ষণেন সাধ্বীঃ পণ্ডামি ত্রৈলোক্যাস্ত
প্রদক্ষিণাম্। লোকেশাশ্চ দিগীশাশ্চ যে চান্তে
কারণেশ্বরঃ ॥ ৭০ ॥ মম প্রদক্ষিণাং কৃহা শিৱা
রাজ্যে পুরাভবন্। অহং চ গণসংকুলঃ সৰ্বদেবাবি-
সংযুতঃ ॥ ৭১ ॥ উত্তরায়ণসংযোগে কৰোমি
শ্বপ্রদক্ষিণাম্। মজ্জপং তৈজসং লিঙ্গমকুণাদিৱিতি
শ্রুতম্ ॥ ৭২ ॥ ত্রৈলোক্যাস্ত তিতার্থায় কৰিষ্যামি
প্রদক্ষিণাম্। আগতা চ পরাশ্চ চ গৌরী তপ
ইহাভুতম্ ॥ ৭৩ ॥ কর্তুঃ প্রদক্ষিণং কৃহা মামেস্যাতানঘা
পুনঃ কার্তিকে মাসি নক্ষত্রে কৃত্তিকাথো মহাতপাঃ ॥
৭৪ ॥ মম প্রদক্ষিণাং গৌরী প্রদোবে রচয়িষ্যামি।
নরাণামল্লপুণ্যানাং দুৰ্লভঃ তৎপ্রদক্ষিণম্ ॥ ৭৫ ॥
জ্যোতিলিঙ্গস্ত দৃষ্টেস্ত দেবীপ্রার্থনয়া তথা। ময়া
সমেতা দেবী সা প্রাপ্তাপীতকুচাভিধা ॥ ৭৬ ॥

হোৱা আমাৰ প্ৰদক্ষিণকাৰিগণেৰ সতত শুভদায়ক
হয়। প্ৰদক্ষিণ শব্দেৰ 'প্ৰ'কাৰ প্ৰকৃষ্ট প্ৰকাৰে
বন্ধনচ্ছেদন, 'দ'কাৰ অভীষ্ট প্ৰদান, 'ক্ষি'কাৰ
কৰ্ম্মক্ষয় এবং 'ণ'কাৰ মুক্তিদান কৰে দুৰ্লভ,
কৃশ, আধিব্যাধিযুক্ত মানবও আমাকে প্ৰদক্ষিণ
কৰিয়া সকল দুঃখত হইতে মুক্ত হয়। ভক্তিপূৰ্বক
সতত আমাৰ প্ৰদক্ষিণকাৰী মানব একপাদমাত্ৰ স্তম্ভ
কৰিলেই তাহাৰ ত্ৰৈলোকা প্ৰদক্ষিণ কৰা হয়।
পুৰাকালে লোকেশ, দিগীশ এবং অগ্ৰাণ্ঠ
কাৰণেশ্বৰগণ আমাকে প্ৰদক্ষিণ কৰিয়া ৰাজ্য
সুস্থিৱহ লাভ কৰিয়াছিলেন। এমন কি, আমিও
লোকহিত-কামনায় আমাৰ গণ ও দেৱতাদিগেৰ
সহিত মিলিত হইয়া উত্তৰায়ণসংযোগে মদীয় তৈজস-
লিঙ্গৰূপে বিখ্যাত এই অৰুণাধিৱ প্ৰদক্ষিণ কৰিয়া
থাকি। অধিক বলিব কি, অনঘা গৌৰীও অদ্ভুত
তপশ্চৰণ জন্ত এই শোণাধিৱ প্ৰদক্ষিণ কৰিয়া
আমাতে সন্তত হইয়া থাকেন। মহাতপা গৌৰী
কাৰ্ত্তিক মাসেৰ কৃত্তিকা নক্ষত্ৰে প্ৰদোষকালে
আমাকে প্ৰদক্ষিণ কৰেন। এই প্ৰদক্ষিণ বা দেবী-
প্ৰাৰ্থিত জ্যোতিলিঙ্গেৰ দৰ্শন—অল্লপুণ্যমানগণেৰ
পাশ্চ একান্ত দুৰ্লভ। দেবী পাৰ্বতী আমাৰ সহিত

আশ্বাস্তি শূৱান সৰ্বাসুত্তৰায়ণসঙ্গমে। দেৱগন্ধৰ্ব-
যক্ষাণাং সিদ্ধানাংপি ৰক্ষসাম্ ॥ ৭৭ ॥ সৰ্বেষাং
দেৱযোনীনাং ভৱিতা তত্র সঙ্গমঃ। যে তদা যাং
সমাগত্য পূজয়ন্তি তপোহৰিকাঃ ॥ ৭৮ ॥ সৰ্বজন্ম-
কৃতাঘোষপ্ৰায়শ্চিত্তং ব্ৰজন্তি তে। দুৰ্লভঃ তদ্দিনঃ
পুংসামুত্তৰায়ণসঙ্গমে ॥ ৭৯ ॥ তদা মজ্জপমভাৰ্জ্য
কৃতার্থাঃ সন্ত মানবাঃ। প্ৰদক্ষিণং তু মে দিৱ্যং
কুৰ্ব্বন্তি চ মণীভুজঃ ॥ ৮০ ॥ তেষাং পুৰোগতঃ
সাক্ষাদহং জেস্যামি বিদ্বিষঃ। ৰাজা যস্ত তু দেশস্ত
যো যো ৰাজা তপোহৰিকঃ ॥ ৮১ ॥ স কাৰয়েষিপ্র-
যুখেঃ শ্ৰোত্ৰৈৰ্যেনে প্ৰদক্ষিণাম্। মণ্ডলং মণ্ডলাৰ্দ্ধং
বা সঙ্কল্লাৰ্ধপুৰুষকম্ ॥ ৮২ ॥ তস্ত তস্ত স্থিৱঃ
ৰাজাঃ শক্ৰণা চ পৰাহতিম্। কৰিষ্যামি যুনে
নিতানহমেৱ পুৰঃ স্থিতঃ ॥ ৮৩ ॥ ন বাহমেন
কুৰ্ব্বাত মম জাতু প্ৰদক্ষিণাম্। বস্মলুকমনা জানকিবা-
চাৱপাৱপ্লুতিম্ ॥ ৮৪ ॥ বস্মকেতুঃ পুৰা ৰাজা
যমলোকাহুপাগতঃ। মম প্ৰদক্ষিণাং কর্তুঃ তুৱগে-
ণাভাৱোচয়ৎ ॥ ৮৫ ॥ ক্ষণেন তুৱগো জাতো

মিলিত হইয়া অপীতকুচাখ্যা প্ৰাপ্ত হইয়াছেন, এবং
তিনিই উত্তৰায়ণসংযোগে এখানে আগমন কৰিয়া
শূৱগণকে আশ্বাস প্ৰদান কৰিয়া থাকেন। দেৱ,
গন্ধৰ্ব, যক্ষ, সিদ্ধ, ৰক্ষ, এবং অন্ত্যাত্ম নিখিল দেৱ-
যোনিৰ এখানে সমাগম হইয়া থাকে। যে সকল
অধিক তপস্তাসম্পন্ন মানব এই স্থানে আগমনপূৰ্বক
আমাৰ পূজা কৰে, তাহাদেৰ সকল জন্মকৃত পাপ-
ৰাি বিনষ্ট হয় উত্তৰায়ণসঙ্গমে পুৰুষগণেৰ
এই দিন সুদুৰ্লভ, অতএৱ মানবগণ তদ্দিনে আমাৰ
পূজা কৰিয়া কৃতার্থ হউক। যে ৰাজগণ আমাৰ
এই দিৱ্যৰূপেৰ প্ৰদক্ষিণ কৰে, আমি স্তম্ভহাৰ
সম্মুখাগীত হইয়া স্বয়ংই তাহাৰ শত্ৰু বিনাশ
কৰি। যে যে দেশে যে যে ৰাজা অধিক
তপস্তা-সম্পন্ন, তাহাৰাই প্ৰধান প্ৰধান বেদজ
ব্ৰাহ্মণগণসহ আমাকে প্ৰদক্ষিণ কৰিয়া থাকেন।
বিধিপূৰ্বক সঙ্কল্প কৰিয়া যে নৃপ সম্পূৰ্ণ মণ্ডল বা
মণ্ডলাৰ্দ্ধ পৰিভ্ৰমণ কৰেন, আমিই তাহাৰ অগ্ৰে
থাকিয়া তদীয় অৱিকুল বিনাশ কৰি এবং তিনি
নিতা ৰাজ্য সুস্থিৱ হইয়া থাকেন। ৪১—৮৩। বস্ম-
লোভী ব্যক্তি শৈৱবাচাৰেৰ বিলোপ ঘটে, ইহা জৰ্ণিয়া
কাগচ বাহনে আকৃষ্ট হইয়া আমাকে প্ৰদক্ষিণ কৰিবে
না। পূৰ্বকালে বস্মকেতু নামক জনৈক ৰাজা যম-
পুৰ হইতে আগমনপূৰ্বক জুহাৰোহণে আমাকে

গণনাথঃ সুরার্চিতঃ। প্রতিপেদে পদং শৈবং
বিমুচ্য ধরনীপতিম্ ॥ ৮৬ ॥ বীক্ষ্য তং বাহনং
ভূয়ো গণনাথবপুর্জরম্। পাদপ্রদক্ষিণাং কৃৎস্না স্বয়ং
চ গণপোহতবৎ ॥ ৮৭ ॥ তদাপ্রভৃতি শক্রাদ্যাঃ
সুরা বিষ্ণুসমবিতাঃ। পাদাভ্যামেব কুর্ষাস্তি
মম সর্কে প্রদক্ষিণাম্ ॥ ৮৮ ॥ স্বর্গান্নিপাতিতঃ
কোহপি সিদ্ধঃ কালে তপঃকর্যাত্। প্রদক্ষিণাং ততঃ
কৃৎস্না পুনর্লক্ষপদোহতবৎ ॥ ৮৯ ॥ শ্রীলিতঃ পাদজং
রক্তং মম কর্তুঃ প্রদক্ষিণম্। মাজ্জাতে তস্মৈ দেবেন্দ্র-
মৌলিমন্দারকেশরৈঃ ॥ ৯০ ॥ প্রদক্ষিণমহাবীথী
শিলাশকলঘটিতম্। পদং সঙ্ঘায়াতে পুংসাং
ঐশ্বর্যধরকুক্ষুমেঃ ॥ ৯১ ॥ মণিপর্বতশৃঙ্গেষু কল্প-
ক্রমবনান্তরে। সঙ্ঘরস্তি সদা মর্ত্যা মম কৃৎস্না
প্রদক্ষিণম্ ॥ ৯২ ॥ গোষ্ঠীবাচ। উপচারপ্ররত্তানাং
ফলং মে শংস সুরত। যৈকৈ জনঃ কৃতার্থঃ
স্বদ্যথাশক্তি কৃতাদয়ঃ ॥ ৯৩ ॥ মুনিব্রূবাচ।
উপচারফলং দেবি শৃণু বক্ষ্যাম্যহং তব। যন্নহ্যং
রূপয়া পুংসুমুক্তবান্ পরমেশ্বরঃ ॥ ৯৪ ॥ লুতীতন্তুক-

প্রদক্ষিণ করেন। তখন ঐ অশ্ব ঋণকালমধ্যে সুর-
পূজিত গণনাথই প্রাপ্ত হয় এবং মহীপালকে পারি-
ত্যাগ করিয়া শৈবপদ লাভ করে। অনন্তর রাজা
গণনাথশরীরধারী সেই স্বীয় বাহন অবলোকন
করিয়া পাদদ্বারা অরুণাঙ্গির প্রদক্ষিণ করত নিজেও
গণপতিই লাভ করেন; তদবধি বিষ্ণুসমবিত
ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই পাদদ্বারা আমার প্রদক্ষিণ
করিয়া থাকেন। কোন এককালে জনৈক সিদ্ধ
তপঃকরবশতঃ স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হন। তিনিও
অরুণাঙ্গির প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় স্বীয়পদলাভ
করেন। আমার প্রদক্ষিণ কালে তাহার পাদ হইতে
রক্ত শ্রীলিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার-কেশর-
দ্বারা উহা পরিমার্জিত করেন। পুরুষগণের প্রদ-
ক্ষিণ-মহাবীথীর শিলাথওঘটিত পদচিহ্ন লক্ষ্যীও কুচ-
কুক্ষুমুখে ধারণ করিয়া থাকেন। আমার প্রদ-
ক্ষিণ করিয়া মানবগণ মণিপর্বতশৃঙ্গের কল্পক্রমবনে
রক্ষিত হইয়া থাকেন। গৌরী বলিলেন,—মানব-
গণ শক্তি অনুসারে আদিরপুরুষক শিবকে যে যে
উপচার দান করিয়া কৃতার্থ হয়, এক্ষণে সেই উপ-
চারবিষয়ক কথা কীর্তন করুন। মহর্ষি গৌতম
উত্তর করিলেন,—হে দেবি! এবিষয়ে মহেশ্বর রূপা-
পরবশ হইয়া আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা
কহিতেছি, শ্রবণ করুন। শিব বলিয়াছেন, এক

জালানি সংসৃজ্য কচিদেব মে। জাতিস্বরৌ
মহীধ্রেহস্মিন্ সোহংগৈকৈশ্মাং বাবেষ্টয়ৎ ॥ ৯৫ ॥
গজঃ কশিচ্ছ্বাক্রান্তো বিমুচ্য চ মধু কচিৎ। বন-
পল্লবমুৎকৌর্যা যুক্তোহভূদগণনারকঃ ॥ ৯৬ ॥ কুমরো
বিপুঠস্তো মে পার্শ্বে দুরিতবজ্জিতাঃ। সিদ্ধবেশাঃ
পুনঃ সর্কে মম লোকং ব্রজন্তি তে ॥ ৯৭ ॥ অব্য-
চ্ছিন্নপ্রদীপার্চিতঃ ঋণমপ্যাদদাতি যঃ। স্বয়-
স্প্রকাশঃ স ভবন্ মম সাক্ষ্যমশ্রুতে ॥ ৯৮ ॥
হারীতঃ কোহপি সম্প্রাপ্তঃ শাগানীড়ো মমাস্তিকে।
খদ্যোতো দীপবজ্রকঃ তাবদ্যুক্তঃ সমাগতঃ ॥ ৯৯ ॥
গাবঃ প্রস্রবণৈঃ সিদ্ধা বৎসস্মরণসম্ভবে। মৎ-
পার্শ্বে মুক্তিমাশ্রুতা মম লোকং সমাশ্রয়ন্ ॥ ১০০ ॥
কাকঃ পক্ষজবাতেন বলিগ্রহণলোলুপঃ। মাজ্জয়ন্ন-
পুরোভাগং মুক্তং প্রাপদাত ঋণাত্ ॥ ১০১ ॥ মুষকো
মদগুহ্যভাগং মণিসম্ভাবিকবর্ণৈঃ। প্রকাশয়ন্ বিতি-
মিরং মম রূপমপদ্যত ॥ ১০২ ॥ ছায়াবৃক্ষহমাশ্রাতুং
মুনয়স্তিদশা আপ। প্রার্থয়ন্ত্যেব মৎপার্শ্বে ন পুনঃ-
সম্ভবেচ্ছরা ॥ ১০৩ ॥ গোপূরং শিখরং শালাঃ

লুতী (মাক্ষা, মাকড়) আমার উদ্দেশ্যে তন্তুজাল
তাগ করিয়াছিল, লুতী এই অরুণাঙ্গিতে আমাকে
স্বীয় তন্তুজাল দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া জাতিস্বরূপ
প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন এক ভুকার্ত্ত গজ এই স্থানে
মদক্ষরণ ও বনপল্লব উন্মূলিত করিয়া মুক্তিলাভ
করত গণনাথক হয়। কুমকুল আমার পার্শ্বে দেহ-
লুপ্তন করিয়া দুরিতবজ্জিত হয় এবং উহার। সকলেই
সিদ্ধবেশ ধারণপূর্বক আমার লোকে গমন করে।
যাহারা আমার এই স্থানে অনিবাচিত দীপশিখা
প্রদান করে, তাহারা ঋণকালে স্বয়ংপ্রকাশমন
হইয়া আমার সাক্ষ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। কোন
এক হারীতপক্ষী আমার সন্নিধানে নীড় নিশ্রাণ এবং
খদ্যোত (জোনাকী) বীট দ্বারা রাত্রিতে তাহার
আলোক সম্পাদন করে, আমার স্থান আলোকিত
করিয়াই ঐ খদ্যোত মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ৮৪-৯৯।
স্বীয় বৎস স্মরণে মৎপার্শ্বে দ্বন্দ্ব করণ করিয়া
গাভীগণ আমার লোক আশ্রয় পূর্বক মুক্তিলাভ
করিয়াছিল। বলিগ্রহণলোলুপ এক কাক পক্ষবাত
দ্বারা আমার সম্মুখভাগ মাজ্জিন করিয়া ঋণকাল
মধ্যে মুক্তিলাভ করে। এক মুষিক মণিনিচয় আহ-
রণ করিয়া আমার গুহ্য প্রদেশ আলোকিত করত
আমার রূপ প্রাপ্ত হয়। দেব ও মুনিগণ আমার
পার্শ্বগত ছায়া-বৃক্ষহমাশ্রি ইচ্ছা করিয়াও তাহা লাভ

মণ্ডপঃ বাপিকামপি । কুর্কতাঃ মৎপুরোভাগে
সিধ্যস্তীষ্টাৰ্ঘসম্পদঃ ॥ ১০৪ ॥ সদা মঠৌরনাসাদ্য-
মগ্নিলিঙ্গমিদং মম । অনাসাদ্যাচলেশাখ্যঃ
পূজ্যতাং বসুধাতলে ॥ ১০৫ ॥ বীজগম্পর্শনধ্যানৈঃ
স্বভূতঃ নিখিলং জগৎ । পোষয়ন্তী পরা শক্তিঃ
পূজ্যাপীতকুচাভিধা ॥ ১০৬ ॥ সর্বলোকৈকজননৌ
সম্প্রাপ্তা নিত্যযৌবনম্ । যৌবনপ্রার্থিভিঃ সেব্যা
সদাপীতকুচাভিধা ॥ ১০৭ ॥ কণাস্তস্ত পুরোভাগে
বসতাং প্রাণিনামিহ । পরত্র বাত্র ছম্প্রাপ্যমিষ্টবস্ত্র
ন বিদ্যতে ॥ ১০৮ ॥ অপ্রমেয়গুণাধারমপেক্ষিতবর-
প্রদম্ । অশেষভোগনিলয়ং শোণাদ্রীশং সমর্চয় ॥
১০৯ ॥ লক্ষকামা পুনঃ শঙ্কুমাশ্রয়িষ্যসি সূত্রতে ॥
তপশ্চরণমপ্যেতত্ত্বং লোকহিতাবহম্ ॥ ১১০ ॥ ন
কেবলং তব তপঃ স্ববাহিতকলপ্রদম্ । তপস্ততা-
মুখীণাঞ্চ কেমায়ৈব ভবিষ্যতি ॥ ১১১ ॥ কারণান্তর-
মাশঙ্ক্য তপঃ কুর্কতি দেবতাঃ । রহস্ত্যং দেবতানাং
কর্মেণৈবানুমীয়তে ॥ ১১২ ॥ বয়ঞ্চ সহসংবাসাস্তব

করিতে সমর্থ হন না । আমার সম্মুখে গোপুর,
শিখর, শালা, মণ্ডপ বা বাপী নির্মাণকারীর অভীষ্ট-
সম্পদ সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে । আমার এই অগ্নি-
ময় লিঙ্গ মানবগণের সতত অনধিগম্য । হে
মুনে! বসুধাতলে আমার এই অকুণ্ঠাচলের
পূজা কর । আমার এই অচলের দর্শন, স্পর্শন ও
ধ্যান দ্বারাই নিখিলজগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং
আমার অপীতকুচাখ্যা পূজ্যা পরা শক্তিই এ জগ-
তের সতত পোষণ করিয়া থাকেন । সর্বলোকের
একমাত্র জননৌ ভূপীতকুচাখ্যা শক্তি স্থির যৌবনলাভ
করিয়াছেন । যে সকল মানব স্থির যৌবন কামনা
করে, তাহারা সতত এই শক্তির সেবা করিয়া
থাকে । যে সকল মানব ক্ষণকাল এই শক্তির
সমীপে বাস করে; কি ইহ, কি পর, কোন বস্তুই
তাহাদের ছম্প্রাপ্য থাকে না । হে সূত্রতে । গুণা-
ধার, অপ্রমেয় অভীষ্টপ্রদ, অশেষ ভোগনিলয় এই
অকুণ্ঠাদ্রিপীতকে সম্যক পূজা করুন । তাহা হইলেই
আপনি লক্ষকামা হইয়া পুনরায় শঙ্কুকে আশ্রয়
করিতে পারিবেন । এই তপস্তা আপনার কোন-
রূপ স্বীয় অভীষ্টলাভের জন্ত নহে—আপনার এই
তপশ্চরণ লোকহিতাবহ; আপনার অনুষ্ঠিত এই
তপস্তা দ্বারা তপস্তানীল ঋষিগণের কুশল সাধিত
হইয়া থাকে । আপনার এই তপস্তার কারণান্তর
আশঙ্ক্য করিয়া সুরগণ তপস্তা করিয়া থাকেন; কিন্তু
তাঁহাদের তপস্তাসমুদ্র জল দ্বারাষ্ট অচ্ছিন্ন হইয়া

ব্রতনিরীক্ষণাৎ । কৃতার্থাঃ স্তাম দেবেশি তপসা
নঃ কৃতার্থতা ॥ ১১৩ ॥ ইতি তস্ত মুনেকাক্যমর্থগর্ভং
নিশম্য সা । গৌরী কোতুকসংযুক্তা প্রশংস
মহামুনিম্ ॥ ১১৪ ॥ তপঃ কিমন্তং কর্তব্যং লক্ষ-
তব তু দর্শনম্ । অকুণ্ঠাদ্রিরয়ং দৃষ্টঃ ক্রতং মাহাত্ম্য-
মস্ম্য চ ॥ ১১৫ ॥ অহো ভূমেস্ত বৈচিত্র্যং যতো
দৃষ্টা দিবোহধিকা । যত্বেব তৈজসং লিঙ্গং দেবতানাং
বরপ্রদঃ ॥ ১১৬ ॥ শিবঃ প্রসাদসিন্ধো মে দর্শিতঃ
স্থানমায়নঃ । অত্বেব শিবমারাদ্য বশীকুর্যাং জগদ-
গুরুম্ ॥ ১১৭ ॥ অবিনাভূতমৈক্যং মে দেবেন
ভবতাং সদা । ত্বয়া কৃতেন সাহেন ভবেয়ঃ শিব-
নায়িকা ॥ ১১৮ ॥ ইতি গোতমসন্নিধৌ তদানীং
কৃতসংবিত্তপ আদরেণ কর্তুম্ । অভজ্ঞচ্চিরাঞ্চ পর্ণ-
শালাং মুনিনা চানুমতা তথোক্ত ভক্ত্যা ॥ ১১৯ ॥ সূক-
মারতনুঃ সরোকহাকী ঘনতুঙ্গস্তনকলিতোত্তরীয়া ।
জটিল হরিনীলরত্নকান্তিগিরিজা রাজতি দেহ-
বস্ত্রপঃখীঃ ॥ ১২০ ॥ নিয়মৈর্বহতিস্তপোবিশেষৈঃ

থাকে । হে দেবেশি! আপনার সহিত একত্র বাস
ও আপনার ব্রত নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি,
কিন্তু তপস্তাদ্বারা নহে । মহর্ষি গোতমের এবং বিধ
অর্থগর্ভ বাক্য শ্রবণপূর্বক দেবী গৌরী কোতুকাখিতা
হইয়া সেই মহামুনির প্রশংসা করিতে লাগিলেন
এবং মুনিসন্নিধানে থাকিয়া এইরূপ বলিতে লাগি-
লেন;—মুনে! আপনার দর্শন লাভেই আমার
সকল সিদ্ধ হইয়াছে, আমি আর কি তপস্তা করিব?
যেখানে দেবগণবরপ্রদ তৈজস লিঙ্গ বিদ্যমান;
অহো! এই ভূমির কি বৈচিত্র্য! ইহা যেন স্বর্গ হই-
তেও শ্রেষ্ঠ । আমি আজ এই উত্তমস্থান দর্শন
করিলাম, অতএব শিব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া-
ছেন । আমি এই স্থানেই শিবের সেবা করিয়া
সেই জগদগুরুকে বশ করিব; শিবের সহিত সতত
আমার অবিনাভাব সম্পাদিত হইবে এবং তাঁহার
কৃত সাহায্যে আমি শিবনায়িকা হইব । অনন্তর
মহর্ষি গোতম তপস্তার্থ পার্বত্যীর্থে পর্ণশালায় গমন
করিতে অনুমতি করিলে, লক্ষজানা দেবী ভক্তি-
পূর্বক “তাহাই হউক” বলিয়া সাদরে অঙ্গীকার-
পূর্বক তৎকালে গোতমসমীপে মনোজ্ঞ পর্ণ-
শালায় গমন করিলেন । অনন্তর হরিনীলকান্তি
সূকুমারতনু কমলনয়না দেবী পার্বতী তদীয় ঘনতুঙ্গ
কুচের উপর উত্তরীয় পরিধান এবং মস্তকে জট-
ধারণ করিয়া মুক্তিমতী লক্ষ্মীর দ্বায় শোভাধারণ
করিলেন । এবং নিয়মাবলম্বনপূর্বক বহুবিধ ঐষ্ট

কত্বু প্রাপ্তবিচিত্রযোগবৈক্যঃ। নিগমাগমদৃষ্টধর্ম-
মার্গঃ সকলঃ সা তু কৃতার্থতামনৈবীৎ ॥ ১২১ ॥ তপসা
বিবিধেন তপ্যমানা ন কদাচিৎ পরিবেদমাপ তদী।
পরিব্রজময়ী চ কাপি বলী নিতরাং দীপ্তিমতী বভূব
বালা ॥ ১২২ ॥

ইতি ক্রীড়াক্ষেপে হরুণেশ্বরপ্রদক্ষিণামাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । অথ দেবা মহীং হিহা মহিষাসুর-
পীড়িতাঃ । নহা গৌরীং তপস্বন্তীং জঘুঃ শরণ-
মাকুলাঃ ॥ ১ ॥ অথ তানভয়ং দেহি দেবীতি
ভয়বিহ্বলান্ । অমরান্ বীক্ষ্য সাদেবী কিং কার্য-
মিতি গভাধাৎ ॥ ২ ॥ ততো বিজ্ঞাপয়ামাসুর্দৈতো-
জ্ঞাভয়মান্বনাম্ । দেবো বন্ধাজলপূটা দেবা ইন্দ্র-
পুরোগমাঃ ॥ ৩ ॥ দেবা উচুঃ ॥ অপ্সরোভিঃ
পরিবৃতঃ সুখং ক্রীড়তি নন্দনে । ঐরাবতমুগান
সর্বান দিগ্ভাগান্নিজমন্দিরে ॥ ৪ ॥ আবাসন বিনোদার্থ-

তপস্যা ও যজ্ঞলব্ধ বহুবিধ যোগ দ্বারা আগমনিগম
প্রদৃষ্ট ধর্মমার্গ সকল কৃতার্থ করিলেন । তৎকালে
বিবিধ তপস্কার অহুষ্ঠান করিয়া ও কদাচ তিনি ক্ষীণা
হন নাই, বরঞ্চ সেই তদী বালা হরিত-
রত্নময়ী বলীর আয় নিরতিশয় দীপ্তিপ্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন । ১০০—১২২ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—একদা মহিষাসুর-পীড়িত দেব-
গণ আকুল হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগপূর্বক তপস্বিনী
গৌরীকে নমস্কার করত তাঁহার শরণ লইলেন ।
তৎকালে “হে দেবি ! আমাদিগকে অভয় প্রদান
কর” অবিহ্বল দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে
দেবী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া এখন কি কর্তব্য,
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রধাবিত হইলেন ।
অনন্তর ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ বন্ধাজলি হইয়া অসুরেন্দ্র
হইতে তাঁহাদের যে ভয় উপস্থিত রইয়াছে, দেবীর
সমীপে তৎসমস্ত নিবেদন করিলেন । দেবগণ
বলিলেন,—মহিষাসুর স্বর্গীয় অপ্সরোগণে পরিবৃত
হইয়া নন্দনবনে সুখে সতত ক্রীড়া করিতেছে,
করিশীগণ সহ ঐরাবত প্রমুখ গজগণকে গ্রহণ

মদনাভিঃ সহাগতান্ । উচ্চৈশ্বর্যপুৰোগানামুপ-
ভোগং করোত্যসৌ ॥ ৩ ॥ মনুরাশ্বন্ত রম্যাসু
দৃশ্যন্তে লক্ষকোটয়ঃ । হতাশবাহনং মেঘং পূজা-
রোহাৰ্থমীশ্রতি ॥ ৬ ॥ যাম্যং মহিষমানীষ শকটে
সোহভ্যবাহয়ৎ । সিদ্ধীরাবুধ্য সকলা গৃহকর্ম্মণি
চাদিশৎ ॥ ৭ ॥ অপ্সরঃসজ্জমখিলমাশ্রুসেবার্থমানয়ৎ ।
অন্যৎকিমপি যৎক রত্নভূতং জগদ্রয়ে ॥ ৭ ॥ অনা-
হতং পুনর্হতুং ন বিশ্বাম্যতি কোপবান্ । বয়ঞ্চ
সেবকা ভূহা নিত্যং ভীতিসমব্রিতাঃ ॥ ৮ ॥ পূজয়ন্ত্যচ
তন্ত্যাজ্ঞাঃ নাভ্যাং বীক্ষ্যামহে গতিম্ । শরণাগত-
সন্নাগং তপঃকলমুদাহৃতম্ ॥ ১০ ॥ দুর্জয়োহয়ং
বরো দৈত্যঃ সর্বেষাং বলিনামপি । সুরাণামপি
দৈত্যানাং শিবাল্লকবরোদয়ঃ ॥ ১১ ॥ অস্ত শৃঙ্গাহতঃ
সিন্ধুধাবার্জিতমিতি ক্রবন্ । রত্নোপহারদানেন
নিত্যং তৎক্রীতমিচ্ছতি ॥ ১২ ॥ পর্বতাংশ্চ সমুৎ-
ক্ষিপ্য শৃঙ্গাগ্রেন মহোদ্ধতঃ । ক্রৌড়তি ক্ষোদিতা-
শেষধাতুধূলিবলেপনৈঃ ॥ ১৩ ॥ ন শক্যমকুলং

করিয়া আমোদপ্রমোদের জন্য নিজ মন্দিরে
রক্ষিত করিয়াছে, উচ্চৈশ্বর্যপ্রমুখ লক্ষ কোটি
অশ্ব অপহরণ করিয়া রম্য অংশালায় স্থাপন
পূর্বক তাহাদিগকে উপভোগ করিতেছে; হতাশন
বাহন মেঘকে তদীয় তনয়ের বাহন জন্য নিযুক্ত
করিয়াছে; যমের মহিষকে আনয়নপূর্বক শকট
বাহনে নিযুক্ত করিয়াছে; সিদ্ধিগণকে আকর্ষণ
করিয়া তাহার গৃহকর্ম্ম করিতে আদেশ দিয়াছে;
অপ্সরাকুলকে নিজের সেবার জন্য নিযুক্ত রাখি-
য়াছে এবং কোপবান্ মহিষাসুর ত্রিজগতে, অন্য যে
কিছু রত্ন ছিল তৎসমস্তই গ্রহণ করিয়াছে; এমন
কি, যাহা অনাহত ছিল, তাহাও অপহরণ করিতেছে,
এখনও ক্ষান্ত হয় নাই । আমরা ভীতিনম্বিত হইয়া
নিত্য তাহার সেবা করিতেছি, তাহার আজ্ঞা
পালন ও পূজা ভিন্ন আমাদের আর অন্য গতি
নাই । শরণাগতের সম্যক পরিজ্ঞানই তপস্কার কল
বলিয়া কথিত হয় । এই মহিষাসুর শিবসমীপে বর-
লাভ করিয়া নিখিল বলশালী সুরাসুরগণের নিকট
অত্যন্ত দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছে । সমুদ্র ইহার শৃঙ্গ
দ্বারা আহত হইয়া “এই দিতেছি, এই দিতেছি”
এইরূপ বলিয়া ব্যস্ততা সহকারে রত্নোপহার দান
দ্বারা নিত্য তাহার ক্রীতি উৎপাদন করিতেছে ।
১—১২। মহা উদ্ধৃত মহিষাসুর শৃঙ্গাগ্রদ্বারা পর্বত
সকল উন্মূলনপূর্বক, শৃঙ্গাঘাতে পর্বতগাত্র বিচূর্ণিত

তস্ত বলমন্তরাসদম্ । অয়মেব বিজানীহি হৃদা তে
নিজতেজসা ॥ ১৪ ॥ শম্ভুশক্তিঃ পরা সেয়ং স্ত্রীরূপে-
পাত্ন দৃশ্যতে । অয়েবাহং নিহন্তব্যঃ শিবান্নকবরো
হৃদম্ ॥ ১৫ ॥ ন জানীমো বয়ং দেবি কিঞ্চিচ্ছু-
বিচেষ্টিতম্ । কেবলং পালনীয়্যাম্ জগন্মাত্ৰা সদা
ত্বয়া ॥ ১৬ ॥ ইতি তেষাং ভয়ার্ত্তানামাকর্ণ্য বচনং
শুভম্ । ব্যাজহার প্রসন্নাত্মা দেবী দহাময়ং তদা ॥
১৭ ॥ শরণাগতসম্মাণং তপসি স্থিতয়া ময়া ।
কর্তব্যমমরাঃ কালো ক্ষীণঃ শত্রুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥
উপায়েন সমাকৃষ্য হনিষ্যামি মহাসুরম্ । নিরাগসক্ত
হননমদ্য মে ন তি যুজ্যতে ১৯ ॥ ধর্ম্মগে ধর্ম্ম-
ভেদভারঃ শলভহং ব্রজন্তি তি । দেবাস্তদচনং শ্রদ্ধা
প্রণম্য গিরিকন্ঠকাম্ ॥ ২০ ॥ জগ্মুর্থাগতং সর্গে
হৃষ্টচেতসঃ ॥ ২১ ॥ গতেষু তেষু দেবেষু
গৌরী কমললোচনা । বভূব মোহিনী শাক্তিঃ কাণ্ড-
যুক্তা ততোদরী ॥ ২৩ ॥ সা দেবী দিক্শু শৈলেষু

করিয়া ধাতুধূলিদ্বারা বিলেপন রচনা করিতেছে ।
আমরা তাহার বল সহ করিতে অশক্তি হইয়াছি ;
হে দেবি ! আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এই দুর্দমনীয়
বল সহ করিতে সমর্থ নহে, ইহা আপনি জানিতে
পারিয়াছেন ; অতএব হে দেবি ! আপনি নিজ
তেজ দ্বারা ইহার নিধন সাধন করুন । আপনি
শম্ভুর পরা শক্তি হইলেও তদীয় স্ত্রীরূপে পরি-
লক্ষিত হইতেছেন । আপনিই শিবলক্ণবর এই মর্দিনী-
সুরকে নিধন করিতে সমর্থ । হে দেবি ! আমরা
শম্ভুর চেষ্টা কিছুই জানিতে সমর্থ নহি । হে
জগন্মাতা ! আমরা কেবল আপনাকে দ্বারা পরি-
পালিত হইতেছি । অনন্তর ভয়ার্ত্ত দেবগণের
এবম্বিধ শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নাত্মা দেবী
ঊর্ধ্বাদিগকে অভয়দানপূর্ব্বক বলিলেন ;—হে সুর-
গণ ! আমি তপস্তায় অবস্থিত হইয়া শরণাগতের
জ্ঞান করিব, যথাকালে তোমাদিগের শত্রু ক্ষয়প্রাপ্ত
হইবে । হে সুরগণ ! অদ্য নিরপরাধ শত্রুর হনন
করা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না ; অতএব কোন
এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমি এই অসুরকে
বিনাশ করিব । দেখ, ধর্ম্মের ভেদকারীরা শলভহ
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অনন্তর দেবগণ দেবীর এই
অভয়বাণী শ্রবণপূর্ব্বক গিরিকন্ঠকে প্রণাম করত
নির্ভয় ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন ।
দেবগণ চলিয়া গেলে কমললোচনা গৌরী বিস্মতো-
দরী কাঞ্চিমতী মোহিনী শাক্তির রূপ ধারণ করিলেন ।

চতুর্ধ্বকর্ণভূতঃ । রক্ষার্থং স্থাপিতবতী চতুর্দে-
বটুকান বরান ॥ ২৪ ॥ যদা কৈলাসশিখরাদাগতা
শৈলকন্ঠকা । অবগচ্ছন সেবমানাশ্চতস্রো মাতর-
স্তদা ॥ ২৪ ॥ হৃদুভিঃ সত্যবত্যাখ্যা তথা চানবমী
পরা । সুন্দরীত চতুস্তমময়ঃ পরিচারিকাঃ ॥ ২৫ ॥
বিমুক্তার্থাতিথিং শ্রান্তং ক্ষুৎপিপাসাসমবিতম্ । অক-
ণাদ্রিমিং দ্রষ্টুং নান্ধমিত্যববীচ তান ॥ ২৬ ॥
সীমাতৈলান্বিতান বীরাংস্তানাদিশু বলাধিকান । তপ-
শ্চচারাঙ্গিকন্তা গোতমাশ্রমসন্নিধৌ ॥ ২৭ ॥ তস্তাং
তপস্ত্যাং তথঙ্গ্যাং ন তাপঃ কাশ্চদপ্যভূৎ । ববর্ষ
কালে জলদঃ সফলাশ্চাভবন্ দ্রুমাঃ ॥ ২৮ ॥ বিরো-
ধীন চ সন্ধানি মুনীঃ পৃথগমৎসরম্ । আশ্রমঃ সর্ব-
জগৎনাং শরণোহুৎসুতাপদঃ ॥ ২৯ ॥ যোজনদ্বয়-
পথান্তং সীমাতৈলেষু সন্নিবৃতিঃ । চতুর্ভবটুকৈঃ
শৃবে রক্ষিতশ্চাকর্ণাচলঃ ॥ ৩০ ॥ নোদভূৎ কশ্চন
দ্রাসো ন চ দৃষ্টো ভযোদরঃ । ন ব্যাধিপীড়নং
চামীভুত্ব নারীবিজৃম্বণম্ ॥ ৩১ ॥ কৃতার্থা মুনয়ঃ সর্গে
প্রশংসন্তো নগাবজাম্ । শিবলোকপদং কোচৎ

তিনি চতুর্দিকৃস্থিত শৈল-চতুষ্টিয়ে অকর্ণাচলের
রক্ষা নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বটুক-চতুষ্টিয় প্রতি ষ্টিত করিলেন ।
অনন্তর যৎকালে শৈলজা কৈলাস শিখর হইতে
আগমন করিলেন, তখন হৃদুভি, সত্যবতী,
অনবমী এবং সুন্দরী—এই মাতৃচতুষ্টিয় ঊর্ধ্বার
সেবার জন্য পারিচারিকরূপে অধুগমন করিয়া-
ছিলেন । ১৩—২৫ । অনন্তর দেবী সীমাতৈলান্বিত বলী-
য়ান বটুক-চতুষ্টিয়ের প্রতি আদেশ করিলেন যে, যে
ব্যক্তি এই অকর্ণাচলের দর্শনমানসে আগমন করিবে,
সেই শ্রান্ত ক্ষুৎপিপাসাবিত অতিথিকে কদাচ পরি-
তাগ করিও না । দেবী গিরিজা এইরূপ আদেশ
দিয়া গোতমাশ্রমসন্নিধানে তপস্তা করিতে আরম্ভ
করিলেন । সেই তথঙ্গী গৌরীর তপস্তাকালে
কোনরূপ খেদ সমুদ্ভূত হয় নাই ; তৎকালে যথা-
কালে জলদ জলবর্ষী, বৃক্ষ সকল ফলশালী, পরিম্পর
বিরোধী প্রাণগণ মৎসরত্যাগী এবং আশ্রম সকল
নিধিল-প্রাণীর শরণ্য ও ভয়হারী হইল । সীমা-
শৈলান্বিত বীর-বটুক-চতুষ্টিয় অকর্ণাচলের যোজনদ্বয়
পর্যন্ত রক্ষা করিতে লাগিল । তখন সমস্ত ভয় বা
ক্রাস একেবারেই তিরোহিত হইল । তখন ব্যাধি-
পীড়ন, বা শত্রুভয় রহিল না, কৃতার্থ মুনীগণ ইতস্ততঃ
গিরিজাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন । এমন কি,
কেহ কেহ না আশ্রমসকলকে শিবলোক বলিয়া

প্রত্যশংসংস্তথাশ্রমম্ ॥ ৭২ ॥ সা চ গৌরী তপো
ঘোরঃ কুব্জী চ দিবানিশম্ । ন তপ্তমায়মৌ
বালা শিবসন্তোষকারকম্ ॥ ৩৩ ॥ মহিষশ্চ মহা-
বীৰ্য্যো যুগ্মাং কর্জুযুদ্যতাঃ । চ্চার কাননং সসং
বিদূরে শোণভূতঃ ॥ ৩৪ ॥ দৈত্যসৈন্তসমায়ুক্তো
যুগ্মযুথাস্তনেকশঃ । বনেষ নিম্নস্তরসা বিচচারাণ্ড
ভক্ষয়ন ॥ ৩৫ ॥ ধৰ্ম্মাভিনিভির্বারৈরুগ্মাঃ কেচিদধু-
জ্ঞতাঃ । ভযাক্তাঃ পবিধাবস্তঃ প্রাবিশংস্ত তথা-
শ্রমম্ ॥ ৩৬ ॥ অনুরজন্তো দিহিজা যুগ্মাস্তান হস্ত-
যুদ্যতাঃ । বারিতা বটুকৈর্বীৰ্বেৰ্মায়াতাত্রেতি
সহরৈঃ ॥ ৩৭ ॥ কিমর্হোত তদা পৃষ্ঠা বটুকা
দৃষ্টদানবৈঃ । তপস্ততি বরারোহা কস্তাজে-
তাহরঞ্জনা ॥ ৩৮ ॥ ন কেনচিৎ প্রবেষ্টব্যং বলিনা
মুনিসেবিতম্ । তপঃস্থানমিদং দেব্যাঃ শরণা-
গতরক্ষকম্ ॥ ৩৯ ॥ ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা বলিনো
দৃষ্টদানবাঃ । তথৈতি বিনিবৃত্তাণ্ড কন্তব্যং সমচিন্তয়ন ॥
৪০ ॥ মায়া পক্ষিরূপান্তে প্রবিষ্টাশ্রমমাদরাৎ ।

কীৰ্ত্তন করিতে লাগিল । দেবীবালা গৌরীও নির-
স্তর শিব সন্তোষকর ঘোর তপশ্চরণ করিয়াও
ভূপতির সীমাসন্দর্শন করিলেন না । মহাবীৰ্য্য
মহিষ যুগ্মারত হইয়া শোণ ভূধরের অদূরস্থ
কাননভূমে বিচরণ করিতে লাগিল । মহিষাসুর
অসুরসেনাপরিবৃত্ত হইয়া অতিপ্রচণ্ডবেগে অনেক
যুগ্মযুথের বধসাধন করত ভক্ষণ করিতে করিতে
বিচরণ করিতে লাগিল । অনন্তর তদীয় বলবান
বীর ধনুর্ধারী সেনাগণ কর্তৃক যুগ্মকুল আকুলিত
হইয়া ক্ষতবেগে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিল, দীতজ-
গণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেই যুগ্মগণকে
হনন করিতে উদ্যত হইলে বীর বটুকগণ সহর সেই
অসুরগণকে তথায় প্রবেশ করিতে বাধন করিল ।
অনন্তর দৃষ্ট অসুরগণ বটুকদিগকে আশ্রমে প্রবে-
শের অধিকার, হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, বটুকেরা
উত্তর করিল,—এখানে বরারোহা গৌরী তপশ্চরণ
করিতেছেন; অতএব তপোবোধী-সম্পন্ন মুনীগণ
নিষেবিত আশ্রমে সহসা কাহারও প্রবেশাধিকার
নাই । ইহা দেবীর তপঃস্থান, এই স্থান শরণাগতের
রক্ষক । দৃষ্ট দানবগণ বলবান বটুকদিগের এইরূপ
বাধ্য অবগত করিয়া ‘তাহাই হটক’ বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত
হইয়া কর্তব্যচিন্তা করিতে লাগিল । অনন্তর তাহারা
কলকালমধ্যে মায়ায় পাকরণ আরম্ভ করিয়া

আরামবৃক্ষশাখায় নিবেদ্য খাদিহেচ্ছিতম্ ॥ ৪১ ॥
সা পুনর্জসিতারণ্যে সর্করুকুসুমাবিতে । তপস্ততী
তদা দৃষ্টা মায়াদৈত্যস্ত সৈনিকৈঃ ॥ ৪২ ॥ রূপলাবণ্যতে
তস্তা নিশ্চয়ং তপসি স্থিতম্ । বীক্য তে বিশ্বমো-
পেতা গহা তস্মৈ শ্রবেদয়ন ॥ ৪৩ ॥ স অরার্ত্তো
রূপরূপঃ প্রবিবেশাশ্রমং তদা । পূজিতোহস্তাঃ
সগীভিঃ গতাশ্রান্তিরিব স্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥ বুদ্ধোহপূজ্যঃ
কিমর্থং তু তপোহস্তা ইতি ভাস্তথা । বালা কান্ত-
প্রসাদার্থং চিরমত্র তপস্ততি ॥ ৪৫ ॥ পরং স বলবান
কান্তো ন কদাপি প্রসাদতি । কাৰ্য্যং বিবাহসময়ে
মনোরথং যথোচিতম্ ॥ ৪৬ ॥ অপূর্বপ্রভুণা তেন
নবোপকরণং মহৎ । সদ্যোজাতকুলালেন সদ্যঃ-
স্বষ্টৈর্বিপাচিতৈঃ ॥ ৪৭ ॥ ভাজনৈরপি সাদ্যৈশ্চৈস্তৈঃ
পটৈশ্চ শালিভিঃ । ভাদৃশৈঃ সাধনৈঃ সর্করুভাদৃশৈ-
র্দ্রব্যসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৪৮ ॥ অপূর্বদৃষ্টবিভবৈঃ কাৰ্য্যং
স্বাহুপকরণম্ । সিন্ধু তথোপকরণেহস্তাঃ সদ্যোহস্ত
স্বয়ংবরঃ ॥ ৪৯ ॥ ইতি তাসাং বচঃ শ্রুত্বা বিহসন্নহিষো

আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং দেবীর রূপ-দর্শন বাস-
নায় আরামস্থিত বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া তাহার
রূপসন্দর্শন করিতে লাগিল ২৬—৪১। অনন্তর মায়া-
দৈত্যের সৈন্তগণ দেখিল,—সেই দেবী সর্ককাল-
কুসুমিত মনোরম কাননমধ্যে তপস্তা করিতেছেন,
তাঁহার রূপ-লাবণ্য যেন তপস্তায়ই দৃঢ়রূপে নিয়ো-
জিত হইয়াছে । দানবগণ দেবীকে দেখিয়া বিস্মিত
হইল এবং তথা হইতে গমনপূর্বক মহিষাসুরকে
সমস্ত নিবেদন করিল । তখন সৈন্তমুখে এই সংবাদ
শুনিয়া মদন-পীড়িত মহিষাসুর বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া
আশ্রমে প্রবেশ করিলে দেবীর পরিচারিকাগণ দ্বারা
পূজিত হইয়া গতশ্রমের শ্রায় অবস্থান করিল । কপট
বৃক্ষবেশী মহিষাসুর পরিচারিকাগণকে জিজ্ঞাসা
করিল,—ইনি কিজন্ত তপস্তা করিতেছেন? তাহার
উত্তর করিল,—এই বালা স্বামীর প্রসাদলাভার্থ
এখানে বিচিত্র তপস্তা করিতেছেন; কিন্তু ইহার বল-
বান স্বামী কিছুতেই প্রসন্ন হইতেছেন না; দেবী
প্রার্থিত সেই অপূর্ব-প্রভু বিবিধ নূতন উপকরণাদি
দিয়া বিবাহকালে ইহার যথোচিত অভীষ্ট পূরণ
করিবেন । সদ্যোজাত কুন্তকারের সদ্যোবি-
পাচিত মুক্তিকাতাজনে পক্কশালি ধান্ন ভক্ষ্য করিয়া
ঈদৃশ অপূর্বদৃষ্ট-বিভবযুক্ত ‘দ্রব্যসঞ্চয় দ্বারা সেই
মহা উপচার কল্পিত হইবে এবং এইরূপ উপচার সিন্ধু
হইলে তখনই স্বয়ংবর সম্পাদিত হইবে । মহিষাসুর

ইত্যধাৎ। তপঃকলমহঃ প্রাপ্তঃ সত্যমশ্রু ইতি
স্থিতম্। মদীয়াং সকলাং ভূতিং শূণ্ণ বালে
তপস্বিনি ॥ ৫০ ॥ মহিবোহং মহাবীরো দৈত্যৈঃ
সুরবন্দিতঃ। জগদ্রম্যমিদং সৰ্বং ময়েব পরিগৃহ্যতে ॥
৫১ ॥ অনন্তবীরসম্ভাবো ময়েব ভুজশৃঙ্গা।
কামরূপোহ্যহং বালে সৰ্বভোগপ্রদায়কঃ ॥ ৫২ ॥
ভজ মাং তব ভক্তারং প্রাণিনাং তপসঃ ফলম্।
সৰ্বং সম্পাদয়িষ্যামি কল্পরূক্ষৈঃ সমাহৃতৈঃ ॥ ৫৩ ॥
সৃজামি তপসা চাহং বিশ্বকর্মাণমাদিতঃ। কামধেনু-
সহস্রাণি সৃজামি তপসা কণাৎ ॥ ৫৪ ॥ নবভিনিধিভিঃ
প্রাপ্তৈঃ পার্শ্বৈঃ নিত্যাদা মম। অপেক্ষিতার্থসংসিদ্ধিঃ
সহসৈবোপপাদ্যতে ॥ ৫৫ ॥ ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা
স্মৃতদেবাভবৎ ক্রমাৎ। বিস্মজ্য মোনঃ শনৈক-
বিহসন্তী তমববীৎ ॥ ৫৬ ॥ অহং বলবতো ভার্য্যা
ভবিষ্যামি তপশ্চিরম্। কৰোমি যদাসি বলী বলং
দর্শয় মে নিজম্ ॥ ৫৭ ॥ বিরচ স্ত্রীস্বভাবঃ স্বং শ্রদ্ধা
তদ্বাক্যমুখিতম্। হতে কোহয়মিতি ক্রোধান্ননর্দ
মহিষাসুরঃ ॥ ৫৮ ॥ জিহ্বাক্ষন্তঃ সমায়ান্তঃ বীক্ষ্য তং

মহিষাসুরম্। অভূদ্রাসদা দুর্গা কস্তা সা
জলনারুতিঃ ॥ ৫৯ ॥ মহামায়াঃ সমালোক্য জলভীঃ
পুরতঃ স্থিতাম্। স্বয়ং স মহিষাকারো বরুধে
মেকসন্নিভঃ ॥ ৬০ ॥ কুলভূধরশৃঙ্গাণি শৃঙ্গাভ্যাং
মুহুরাক্ষিপন্। অজুহাব নিজাং সেনামাপুরিত-
দিগন্তরাম্ ॥ ৬১ ॥ অথ ব্রহ্মযুধা দেবাঃ প্রণম্য
বিবিধায়ুধৈঃ। পূজয়ামাসুরাক্ষীয়ে দুর্গাং কালাগ্নি-
কপিণীম্ ॥ ৬২ ॥ পঞ্চহেতুৈরিঃ প্রাদাদশ চাপি
সদাশিবঃ। ব্রহ্মা চতশ্চ তদা তস্মৈ মায়াভি-
রোহিতাঃ ॥ ৬৩ ॥ দিকপালান্চ সুরাশ্চাশ্চৈ পৰ্বতাশ্চ
পয়োধরঃ। স্বীয়ৈরাভরণৈঃ শস্যৈরধুষ্যন্তামপূজয়ন্ ॥
৬৪ ॥ মায়া সা বহুভিষ্ঠন্তৈজলদায়ুধসকলৈঃ।
আবদ্ধকবচা তুণং দুর্গাভূৎ সিংহবাহিনা ॥ ৬৫ ॥
আপুয়িতদিশাভোগা তেজস্তৎ সোঢ়ুমক্ষমঃ।
দুর্গায়া ঘোরমালোক্য মহিষস্ত পলায়িতঃ ॥ ৬৬ ॥
অথ তেজো নিজং ঘোরং প্রজলৎ সোঢ়ুমক্ষমম্।
পলায়মানমালোক্য মহিষঃ সা বাচিস্তয়ৎ ॥ ৬৭ ॥
উপায়েন নিহন্তব্যো হৃষ্টোহং মহিষাসুরঃ। মদপূৰ্ণং

পরিচারিকাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাশ্রু-
আশ্রু বলিতে লাগিল,—এইরূপ তপঃকল লাভ
করিবার জন্য ইহঁদের ঈদৃশ তপশ্চরণ! হে বালে,
তপস্বিনি! এক্ষণে আমার ঐশ্বর্য্য শ্রবণ কর! আমি
সুরপূজিত দৈত্যৈঃ মহাবীর মহিষাসুর। আমি এই
ত্রিজগতের অধীশ্বর। আমার ভুজবীৰ্য্যে অন্তান্ত
বীরগণ বীরত্ব পরিহার করিয়াছে। হে বালে!
আমি কামরূপী এবং সৰ্বভোগ-প্রদায়ক; অতএব
তোমার তপস্তার ফলরূপ আমাকে পতিরূপে ভজনা
কর। আমি সমাহৃত কল্পক্রম দ্বারা প্রাণগণের
তপঃফল সাধিত করিয়া থাকি; আমি অকণালমধ্যে
তপস্তাদ্বারা বিশ্বকর্মা ও সহস্র সহস্র কামধেনু সৃজন
করিতে সমর্থ। নব নিধি সতত আমার পার্শ্বগত
হইয়া অভীষ্টপ্রাপ্তির অপেক্ষা করে। মহিষাসুরের
ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া দেবী অভীষ্টদেবের স্মরণপূর্ব্বক
মোনভাব ত্যাগ করিলেন এবং ক্রমে মহাশ্রু-আশ্রু
তাহাকে বলিলেন,—আমি বলবানের ভার্য্যা হইব,
একান্ত শূচিরকাল তপস্তা করিতেছি। তুমি যদি
তাদৃশ বলবান হও, তবে আমাকে তোমার বল
প্রদর্শন কর; পরন্তু স্ত্রীজনোচিত স্বভাব প্রকাশ
করিও না। অনন্তর মহিষাসুর দেবীর বাক্য শ্রবণ
করিয়া রোষরশে নিনাদ করিয়া উঠিল এবং মনে
মনে ভাবিল—এ বাল্য কে! অতঃপর মহিষাসুর

তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করিলে তিনি
জলনারুতি দ্বারাদে দুর্গারূপ ধারণ করিলেন। মহিষা-
কার মহিষাসুরও দৌণ্ডিমতী মহামায়ায় কল্পমুখে দর্শন
করিয়া মেকপক্ষতের ন্যায় বাক্তিত হইল। মহিষাসুর
শৃঙ্গদ্বয়দ্বারা কুলচলের শৃঙ্গসকল উৎপাটিত করিল
এবং দিগন্তর-পরিপূরিত স্বকীয় সৈন্তগণকে আহ্বান
করিতে লাগিল ॥ ৫২—৬১ ॥ অনন্তর ব্রহ্মপ্রমুখ দেবগণ
প্রণামপূর্ব্বক স্ব স্ব বাবধ আয়ুধদ্বারা সেই কালাগ্নি-
কপিণী দেবীর পূজা করিলেন। হরি পাঁচটী, সদা-
শিব দশটী, এবং ব্রহ্মা চারিটী হেতি অস্ত্র দেবকে
প্রদান করিলেন। মায়াভীত দিকপাল সর্কিল,
অন্তান্ত দেবগণ, পৰ্ব্বত, সমুদ্র ইহঁরাও স্ব স্ব আভ-
রণ ও অস্ত্রদ্বারা অধুষ্য সেই দেবীর পূজা
করিলেন। তখন সেই মায়া দুর্গা দেবী বহুহস্তে
প্রজলিত আয়ুধ হস্ত করিয়া কবচ দ্বারা শরীর
আবৃত করত সমুদ্র সিংহে আরোহণ করিলেন।
তাহার তেজে দিগন্ত পূরিপূরিত হইয়া গেল।
দুর্গার সেই ভয়ঙ্কর তেজ সংহ করিতে অক্ষম
হইয়া মহিষাসুরও পলায়ন করিল। অনন্তর দেবী
প্রজলিত অনলের ন্যায় স্বীয় তেজ ধারণে অক্ষম
হইলেন এবং মহিষাসুরকেও পলায়মান দেখিয়া চিন্তা
করিতে লাগিলেন;—এখন কি উপায়ে এই
হুই মহিষাসুরকে বধ করি-ব্যাদ যেরূপ

নিরন্তরে মৃগা মৃগযুক্তিবনে ॥ ৬৮ ॥ দূতোক্তিতঃ
সমাক্ষ্য মৃগীতিবিস্মৃতিভিঃ । কোপমস্ত্য সমুদ্ভাব্য
করিস্যোহতিমুখং কণাৎ ॥ ৬৯ ॥ অধর্ম্যুক্তিযুক্তানাং
ধর্ম্যবাক্যপরিষ্রবাৎ । কোপঃ সমুদ্ভবেৎ সদাঃ
স্বজীবক্কয়কারণম্ ॥ ৭০ ॥ অথবা ধর্ম্যবুদ্ধিঃ সন যদি
শান্তো ভবিষ্যতি : তদা হিতোপদেশেন ধর্ম্যালোপো
ন সমুদ্ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ তপস্শাস্ত্রঃ সদা কার্যঃ কোপ-
ত্যাগঃ কলাধিতঃ । ধর্ম্যহানির্ন সোচব্য তৎকোপো
হি তপঃ পরম্ ॥ ৭২ ॥ ইতি সঙ্কিতা সা গৌরী
নাম্না সুরগুরুং মুনিম্ । সঙ্কল্যা বানরমুখং প্রাহিণোদ-
সুরং প্রতি ॥ ৭৩ ॥ গচ্ছ ত্বং মায়ায়া যুক্তো মহর্ষে
বানরানন । মহিষং বোধয়িত্বা চ বচনং শীঘ্রমাত্রজ ॥
৭৪ ॥ মৈব অমরুণাদৌশম্পপীড়য় দুর্শ্বতে । অত্র
দুর্শ্বনসাং বীর্ঘ্যমদৃশ্যং ভবতি কণাৎ ॥ ৭৫ ॥ ন
কলেকপতাপোহত্র নাসুরৈরপি পীড়নম্ । ন সাক্ষসঞ্চ
ভুতদং শিবভক্তিমতামপি ॥ ৭৬ ॥ পূর্বজন্মকৃতেঃ
পুণ্যৈর্লব্ধবীর্ঘ্যমহোদয়ঃ । মা ত্বং শোণাচলেশাঘৌ

মৃগগণকে প্রলোভিত করিয়া আনয়ন করে, আমিও
তজ্রপ মর্ম্মস্পর্শী মূহু দূতোক্ত দ্বারা ইহাকে আকর্ষণ-
পূর্বক ইহার ক্রোধ জন্মাইয়া ক্ষণকাল মধ্যে আমার
সম্মুখীন করিব । অধর্ম্ম্যুক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম
বাক্য শ্রবণে সদ্যই ক্রোধের উদ্বেক হয় এবং উহার
তাহার মরণের কারণ হইয়া থাকে । অথবা ধর্ম্ম
বাক্য শ্রবণে সে যদি ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া শান্ত
হয়, তবে হিতোপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষিত হইতে
পারে । তপস্বীদিগের ক্রোধপরিত্যাগ সর্বদা
কর্তব্য ; কিন্তু ধর্ম্মহানি কদাচ সহনীয় নহে ।
ধর্ম্মহানি ঘটিলে তাহার রক্ষার জন্য যে কোপ করা
হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠতপ । গৌরী এইরূপে চিন্তা করিয়া
মায়াকল্পিত সুরগুরু নামক মুনিকে মহিষাসুর-
সমীপে প্রেরণ করিলেন । দেবী বলিলেন,—হে
বানরমুখ মহর্ষে ! তুমি মায়াযুক্ত হইবা গমন কর
এবং মহিষাসুরকে আমার বাক্য সকল বুঝাইয়া
দিয়া সুর প্রত্যাগমন কর । তুমি তাহাকে
বলিবে,—রে দুর্শ্বতে ! তুই কদাচ অরুণভূধরের
পীড়া প্রদান করিহ না, এখানে দুর্শ্বনাদিগের বল-
বীর্ঘ্য ক্ষণকাল মধ্যে বিলুপ্ত হয় । এখানে কলির
উপতাপ, অসুরের পীড়ন ও কোনরূপ দুঃসাহস
প্রকট করিতে পারে না । এখানে শিবভক্ত ব্যক্তি-
গণের ভুত হইয়া থাকে । তুমি পূর্বজন্মকৃত পুণ্য
দ্বারা বীর্ঘ্যলাভ করিয়া অভ্যুদয়শালী হইয়াছ ; কে

শলভং তজাসুর ॥ ৭৭ ॥ শিবেন দত্তা বিভবাস্তর্ব
পূর্বতপোবলাৎ । দহেরন যত্র তরসা দাববহৌ যথা
ক্রমাঃ ॥ ৭৮ ॥ অত্র ধর্ম্মাত্মনাং বাসঃ শিবভক্তিমতাং
সদা । পরপীড়াপ্রসক্তানাং ভবেদ্রোগশতাবৃতঃ ॥ ৭৯ ॥
ঐশ্ব্যমতুলং প্রাপ্তো বলমন্তদুরাসদম্ । কিমর্থং
স্বল্পবুদ্ধিঃ সন স্বদোষৈর্নাশমেঘ্যসি ॥ ৮০ ॥ ময়া কল্যা
পুনর্দৃষ্টা বিশেষাদবলা মতা । অন্তর্গতোহরুণাদৌশ
এতস্মাৎ সা বিশেষাতে ॥ ৮১ ॥ অথবা যুক্তিতেদৈশ্ব্যঃ
শাস্ত্রেক্ষা শিবসম্মতৈঃ । অনিগ্রাহমনোবুত্তিরাস্তসৈশ্ব্যঃ
সমানব ॥ ৮২ ॥ তেন লোকান সমস্তাংস্বং বাধসে
বলগকিতঃ । তৎসৈশ্ব্যং তব বৃদ্ধঞ্চ কণাক্ষ্যামি
ত্রেজসা ॥ ৮৩ ॥ আনায় সকলং সৈশ্ব্যমগ্রে স্থাপয়
সায়ুধম । সদ্যস্থান্যবলৈঃ স্তষ্টেঃ সংহারয়ামি
তৎক্ষণাৎ ॥ ৮৪ ॥ মচ্ছপরিহৃতস্ত্য সসৈশ্ব্যস্ত
তবাগমঃ । নৃভিরত্রৈব ভবিতা কো জানাতি
শিবোহিতম্ ॥ ৮৫ ॥ বার্যমাণোহপি পূর্বেণ কর্ম্মণা

অসুর ! শোণাচলানলে কদাচ তুমি শলভর লাভ
করিও না । তোমার পূর্বপতাবলে শিবই
তোমাকে ঐশ্ব্য প্রদান করিয়াছেন, দাবানলে
ক্রম যেমন দহ হয়, সস্থরই তোমার ঐশ্ব্য তজ্রপ
দহ হইবে । এই স্থান ধর্ম্মাত্মা শিবভক্তগণের
সংগে বাসযোগ্য ; এখানে পরপীড়া-প্রসক্ত ব্যক্তি-
গণের শত শত পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে । তুমি
অতুল ঐশ্ব্য এবং অন্ত্যাত্ম দুরাসদ বলও লাভ
করিয়াছ, অতএব কি জন্য অল্পবুদ্ধিপ্রযুক্ত স্বীয়দোষে
নাশ প্রাপ্ত হইবে ? ৬৯—৮০ । আমি দেখিতেছি, সে
কল্যা, বিশেষতঃ অবলা, তারপর ঐ কল্যা অরুণা-
দিতে অবাস্তত সূতরাং দুর্দ্বা ; অথবা বিবিধ যুক্তি
কিবা শিবসম্মত শাস্ত্র দ্বারাও তুমি তাহাকে
গ্রহণ করিতে পার না ; কেননা, তাহার মনোবৃত্তি
তোমাতে অর্পিত হয় নাই । ইহাতেও যদি তুমি
সম্বল না হও, তবে যে সকল সৈশ্ব্য দ্বারা তুমি বল-
দর্পিত হইয়া নিখিল লোকের পীড়া উৎপাদন করিয়া
থাক, তাহাদিগকে আনয়ন কর । আমি সেই
সকল সৈশ্ব্য সহ তোমাকে ক্ষণকাল মধ্যে তপস্শা
দ্বারা দহ করিব । তোমার সকল সৈশ্ব্য আমিমন-
পূর্বক আয়ুধযুক্ত করিয়া আমার সম্মুখে স্থাপন কর,
আয়বল প্রয়োগ দ্বারা সদ্যই তাহাদিগকে সংহার
করিব । আমার অস্ত্রে তোমার প্রাণ সহ সৈশ্ব্যগণ
ছিদ্র হইয়া এখানে মুক্তি লাভ করিবে, কে
জানিবে যে, ইহা শিবেরই নির্দ্বন্দ্ব । লোক নিধিধা-

প্রেরিতো জনঃ । অবশঃ কৰ্ম কুরুতে ভুঙ্কত
চ সদৃশঃ কলম্ ॥ ৮৬ ॥ ইয়াপি করুণাবাক্য
বক্তব্যং কিল ভূরিভিঃ । অকার্যাবিনিবৃত্তার্থ
নিত্যধৰ্ম্মাপালনে ॥ ৮৭ ॥ ইতি গোষ্ঠ্যা
সমাদিষ্টাঃ বাচঃ কপিমুখো মুনিঃ । দূতঃ সন্ সমাচষ্ট
মহিষস্তাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ৮৮ ॥ সোহপি সন্ সমাকর্ণা
ক্রোধবেগসমাকুলঃ । তং ভক্ষয়িতুমায়েভে সোহপি
মায়াবলাদ্যযৌ ॥ ৮৯ ॥ অথ সৈন্তং নিজং সন্
সমাহুয় হুয়াশয়ঃ । সন্নকং সাযুধঃ যোদ্ধুমাदिशলোক-
ভীষণম্ ॥ ৯০ ॥ যুগান্তসময়োদ্বেলচতুরণবসমিভম্ ।
সৈন্তানাং সৈন্তমতুলং শোণাদ্রিঃ পৰ্য্যবেষ্টয়ৎ ॥ ৯১ ॥
অথ গৌরী সমালোকা দৈত্যানাং সৈন্তমদ্ভুতম্ ।
সসজ্জং তৈজসাহুরান ঘোরান ভূতগণান বহন ॥ ৯২ ॥
একপাদাক্ষিচরণা লক্ষকর্ণপয়োধরাঃ । পাণিপাদ-
শিরঃকৃষ্ণবক্ত্রাং কেচিদ্ভিনির্গতাঃ ॥ ৯৩ ॥ অহং
গ্রাসামি সকলমপৰ্য্যাপ্তমিদং মম । অহমেব হনি-
ষ্যামি দৈত্যসৈন্তমশেষতঃ ॥ ৯৪ ॥ কিং ইয়াত্র পুনঃ
কার্যং বীক্ষ্য হং তিষ্ঠ কেবলম্ । অহমেবাত্র

যোঃস্বামীতাভাষন্ত পরস্পরম্ ॥ ৯৫ ॥ তেষাং
কথয়তাং শঙ্খং গণানাং যোগিনীগণৈঃ । অধমং সা
ভগবতী হস্তং তদৈতামতুলম্ ॥ ৯৬ ॥ আলোকা
তাং তথাক্রপামাপতংস্তত্ সৈনিকাঃ । দর্শয়ন্তঃ
স্ববীৰ্য্যানি স্বমিনোহগ্রে ধৃতায়ুধাঃ । বরষুঃ শত্রুবর্ধানি
দৈত্যাঃ প্রতিদিগন্তরম্ । বাণৈঃ কার্ষুক-
নিধুজৈস্তানি সা তু স্তবারয়ৎ ॥ ৯৮ ॥ রথানাং
বারণেশ্বানাং ইয়ানাং লক্ষকোটিভিঃ । যুযুর্ভূত-
বেতানাং দেব্যা স্তোত্রং হৃজ্জয়াঃ ॥ ৯৯ ॥ মাতরো
বিবিধাকারা ডাকিন্তো যোগিনীগণাঃ । স্তোত্র
তেজসা ভূয়ঃ পিশাচাঃ প্রেতরাক্ষসাঃ ॥ ১০০ ॥ দেব্যা
স্তোত্রেণ সৈন্তেন হৃজ্জয়েন মহাসুরাঃ । ভক্তিচাৰ্ণিতা
ভিন্না দারিতা নিহতাঃ কণাৎ ॥ ১০১ ॥ দেবী চ
সায়ুধা দৃষ্টা জলন্তী নিহতাসুরৈঃ । নৃত্যভূতগণৈর্মুজৈ-
রভৈর্য্যাসৈচ্চ তোসিতৈঃ ॥ ১০২ ॥ যদা কৈলাস-
শিখরাং প্রাপ্তা কর্তুং তপোভুবম্ । তদা সমাগতাঃ
কাশিমাতৃকা দেহগুপ্তয়ে ॥ ১০৩ ॥ হৃদুভিঃ সত্য-
বত্যাখা তথা চান্তবতী পরা । সুন্দরীতি চতস্রস্তা

মান হইয়াও পূর্বসঞ্চিত কন্মপ্রেরণায় অবশ হইয়া
কার্য্য করে, কিন্তু তৎকার্য্যের ফলও তাদৃশই
ভোগ করিয়া থাকে । ভূমিও নিত্য ধৰ্ম্মপালন-
বিষয়ে অকার্য্যনিবৃত্তির জন্য বহু করুণাবাক্য
প্রয়োগ করিয়া থাকে ! বানরমুখ মুনি দোতাকার্য্যে
নিযুক্ত হইয়া মহিষাসুরের সম্মুখে গমনপূৰ্ব্বক
দেবী গৌরীর আদিষ্ট এই সকল কথা কহিলেন ।
মহিষাসুরও তাঁহার বাক্য সকল শ্রবণ করত ক্রোধ-
সমাকুল হইয়া মুনিকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে
তিনি মায়াবল অবলম্বন করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত
হইলেন । অনন্তর হুয়াশয় মহিষাসুর স্বীয় সেনা-
গণকে আহ্বান করিয়া আয়ুধ ও বস্ত্র ধারণপূৰ্ব্বক
লোকভয়ঙ্কর যুদ্ধার্থ আদেশ করিল । তখন
যুগান্ত কালের উদ্বেল চতুঃসাগরের গায় অদম্য
অসুর সৈন্তনিকর অকর্ণভূধরকে পরিবেষ্টিত করিল ।
অনন্তর গৌরী অদ্ভুত অসুরসেনাগণকে দর্শন
করিয়া তেজস্বী ঘোররূপী শূর এবং একপাদ,
একাক্ষি, একচরণ, লক্ষকর্ণ, লক্ষপয়োধরসম্পন্ন বহু
গণদেবতা সৃজন করিলেন । তাঁহার হস্ত, পদ, শির,
কৃষ্ণি, এবং বক্ত্র হইতে কত কত বীর নির্গত হইয়া
একজন অপরকে বলিতে লাগিল,—“আমিই এই
সকল সৈন্ত গ্রাস করিব, ইহা আমার পক্ষে পৰ্য্যাপ্ত
নহে । আমিই নিঃশেষরূপে অসুরসৈন্ত সংহার

করিব, তুমি আর কি করিবে,—দর্শন কর, অবস্থান
কর । আমিই যুদ্ধ করিব” দেবীপক্ষীগণের
মধ্যে এইরূপ কথোপকথন চলিতে থাকিলে
দেবী ভগবতী দৈত্য-কুল নিধূল করিবার জন্ত
যোগিনীগণদ্বারা শঙ্খধ্বনি করাইলেন । ৮১—৯৬ ।
মহিষাসুরসৈন্তগণ দেবীর ঐ রূপ দেখিয়া দেবীর
সৈন্তের উপর পতিত হইল এবং আয়ুধধারণ
ও প্রভুর অগ্রে অবস্থান করিয়া স্ব স্ব বীৰ্য্য
প্রদর্শন করিতে লাগিল । দৈত্যগণ সকলদিকেই
শর বর্ষণ করিতে লাগিল । দেবীও কার্ষুকনিধুত
বাণদ্বারা তাহা নিবারিত করিলেন । লক্ষ লক্ষ
কোটি রথ, হস্তী ও হস্ত দ্বারা বাহিত হইয়া দেবীসৃষ্ট
বেতালগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল । দেবীর তেজ
হইতে জাত বিবিধাকার মাতৃকা, ডাকিনী, যোগিনী,
পিশাচ, প্রেত ও রাক্ষস প্রভৃতি হৃজ্জয় সেনাগণ
কর্তৃক ক্ষণকালমধ্যে মহাসুরগণের অনেকে ভক্তিত,
চূর্ণিত, ভিন্ন, দারিত ও নিহত হইতে লাগিল । দেবী
আয়ুধ ধারণ করিয়া অত্যন্ত দীপ্তি পাইলেন, এবং
তাঁহার অসুরনিহন্তা সৈন্তগণ ভূতগণসহ নৃত্য
করিতে করিতে অসুরগণের মাংস-শোণিত ভক্ষণ
করিতে লাগিল । দেবী যখন তপস্বী কৈলাস-
শিখর হইতে আগম্য করেন, তৎকালে তাঁহার
শরীররক্ষা জন্ত হৃদুভি, সত্যবতী, অন্তবতী এবং

অমরঃ পরিচারিকাঃ ॥ ১০৪ ॥ দেব্যাঃ সৃষ্টা চ
চামুণ্ডা দংষ্ট্রাবলম্বভীষণা । দৈত্যাকৃতিবসা মাংস-
রক্তভৃগু চচার সা ॥ ১০৫ ॥ অমুরঃ ককিদাক্রমা
নটনং সা চকার হ ॥ ১০৬ ॥ অথ তাং সমবেক্ষ্য
দুর্শ্বদোহি জলয়ামাস চ কোপবহুনা সূঃ । অতি-
ভীষবিব্রতভীষ-নেত্রকৃতি-শৃঙ্গাগ্রবিত্তির-মেঘজালঃ ॥
১০৭ ॥ জলদগ্নিশিখাভদৌর্ঘজিহ্বা-পরিলাটোরতশৈল-
শৃঙ্গভাগঃ । অবনিং দলয়ন্ খুরাভিঘাতৈরসক্লং-
পাংসুভিরাস্বনন্ দিগন্তান ॥ ১০৮ ॥ অতিঘর্ষরদৌর্ঘ-
ষোরনাদক্ষুটদণ্ডভ্রমমোহিতামরো যঃ । ধৃতবালধিদণ্ড-
ভাড্যমানপ্রতিশীর্ণমিতশস্ত্রবর্ষসজ্জঃ ॥ ১০৯ ॥ মৃতয়ে
ব্যগমমলিভ্রাট্যাং যুগরাজস্থিতিভাসুরাং ভবা-
নীম্ ॥ ১১০ ॥

ইতি ত্রীকান্দে দেব্যান্তপশ্চর্য্যায়াঃ মহিষাসুরেণ সহ
যুদ্ধবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

সুন্দরী নামক মাতৃকাচতুষ্টয়ও দেবীর অনুগমন
করিয়াছিলেন । দেবী-সৃষ্ট ভীষণ দংষ্ট্রা-বলম্বশালিনী
চামুণ্ডা দৈত্যচর্মপরিধানা ও দৈত্য-মাংসশোণিত-
ক্লপ্তা হইয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।
এবং কোন্ কোন্ অমুরকে আক্রমণ করিয়া
মৃত্যু করিতে লাগিলেন । অনন্তর দুর্শ্বদ
মহিষাসুর তাঁহাকে দর্শন করিয়া কোপানলে
জলিয়া উঠিল, এবং ভীষণ অতিভীষ নেত্র ও কর্ণ
বিকৃত করিয়া শৃঙ্গাগ্রদ্বারা মেঘমালা বিত্তির করিতে
লাগিল । মহিষাসুর জলদগ্নিশিখার স্তায় দীর্ঘ
জিহ্বা লেহন করিতে থাকিলে ঐ জিহ্বা যেন শৈল-
শৃঙ্গের স্তায় পরিদৃশ্যমান হইল ; তাহার খুরাঘাতে
অবনীতল বিদলিত হইল, খুরাঘাত-শব্দে দিগন্ত
প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল ; এবং খুরোথিত পাংসু-
দ্বারা দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল । ঐ অমুর
অতিদৌর্ঘ ঘর্ষরনাদ ও প্রদীপ্ত দণ্ড-ভ্রমণ করিয়া
অমরসমূহকে মোহিত করিয়া ফেলিল এবং চামর
ও দণ্ডধারণ করিয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতে করিতে
শস্ত্রবর্ষণদ্বারা দেবীর সমস্ত অঙ্গই প্রতি শীর্ণ করিল ।
তখন বিলম্বিত বলিক্রয়ভূষণা সিংহবাহিনী ভাবানী
সেই অমুরের মৃত্যুকামনায় পতির চরণ চিন্তা
করিতে লাগিলেন ॥ ১০৭—১০৯ ॥

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ । স তু সিংহস্থিতাং গৌরীং জলস্তীং
বিবিধায়ুধাম্ । শৈলবর্ষণ মহতা কুপিতঃ সমপুরয়ৎ ॥
১ ॥ শরবর্ষণ মহতা তন্নবায়্য বিদূরতঃ । বিভেদ
নিশিতৈঃ শস্ত্রৈরশেষং তস্ত বিগ্রহম্ ॥ ২ ॥ ভিদ্য-
মানোহপি দৈত্যৈঃ শৈলসারপ্রতর্করঃ । বিষাদং
নাগমৎ কিকিদ্ধবুধে যুদ্ধদুর্শ্বদঃ ॥ ৩ ॥ ভিদ্যমানঃ
স খড়্গেন চক্রৈরসিতিখণ্ডিভিঃ । শূলে চামুধৈ-
শ্চাত্তৈরন্তর্দানমগাহত ॥ ৪ ॥ ততঃ সিংহাকৃতিভীমঃ
প্রচণ্ডনিদাননঃ । তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ শিতনখঃ পরিব্রাজ
কেশরী ॥ ৫ ॥ দেবীসিংহচপেটেন তাড়য়ামাস
পাপিনা । দৈত্যসিংহস্ত চ নৈখন্তস্ত বক্ষো ব্যাদা-
রয়ৎ ॥ ৬ ॥ অথ ব্যাগ্রতয়া প্রাপ্তঃ ক্ষুটব্যাত্তাননো
মহান । তং হস্তঞ্চ বলাদেবী বেগেন করমক্ষিপৎ ॥
৭ ॥ দৌর্ঘাভিন্নীলরেখাভিঃ পূর্ণঃ পিঙ্গলবিগ্রহঃ ।
যানাবলিভিরাকীর্ণঃ স্বর্ণাদিরিব সঞ্চরন্ ॥ ৮ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—কুপিত মহিষাসুর বিবিধ
আয়ুধভূষণা সিংহবাহিনী দীপ্তিমতী গৌরীকে ভীষণ
শৈলবর্ষণ দ্বারা আপূরিত করিল । দেবীও নিশিত
ভীষণ শরবর্ষণ দ্বারা দূর হইতে ঐ শৈল নিবারিত
করিয়া তাহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিলেন ।
কিন্তু শৈলের স্তায় সারবান যুদ্ধদুর্শ্বদ দৈত্যপতি
ভিদ্যমান হইয়াও দুর্জয় ও বর্জমান হইয়া উঠিল ।
সে অণুমানও বিষয় হইল না । অনন্তর খড়্গা,
চক্র, অসি, শূল, এবং অন্যান্য আয়ুধদ্বারা ভীষণ-
রূপে ভিদ্যমান হইয়া যুদ্ধভূমি হইতে অন্তর্দান
করিল । তখন মহিষাসুর শ্বৈতনখ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র প্রচণ্ড-
নাদকারী ভীষণ সিংহের বেশ রচনা করিয়া রণা-
ঙ্গনে বিচরণ করিতে থাকিলে দেবীবাহন কেশরী
তাঁহাকে চপেটাঘাতে বিতাড়িত ও নখনিকরদ্বারা
তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদারিত করিল ॥ ১-৬ ॥ অনন্তর সে
ভীষণ শাৰ্দূলরূপ ধারণ ও ভীমমুখ ব্যাদান করিয়া
রণস্থলে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নিহত করিবার
জন্ত দেবী কর প্রসারণ করিলেন । দুর্বল যুগ্ম যেরূপ
আত্মজ্ঞানের জন্য বলশালীপুত্র সহিত সংগ্রাম করে,
দৌর্ঘ নীলরেখানিকর দ্বারা পূর্ণ, পিঙ্গলদেহ, যান-
নিচয়ে সমাকীর্ণ সেই বলী, স্বর্ণগিরির স্তায় বিচরণ
করিতে করিতে দেবীর সম্মুখীন হইয়া সমর করিতে

মৃগৈরিব পরিজাতুং মুচ্যমানোহগ্রতো বলী
অনন্তমিব রোষায়িং জিহ্বাহেতিতিরাবহন্ ॥ ৯ ॥
আগচ্ছন্তং রম্যাদেবী ভল্লেন শশিবর্চসা । প্রতি-
বিব্যাধ তং ব্যাজং পুরত্রয়মিবেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥ স
বাণস্তমুখে মগ্নস্তদ্রক্তেন সমুক্ষিতঃ । জগাহে গগনং
ভিষ্মা দেহমস্ত্য বিনির্গতঃ ॥ ১১ ॥ স দৈত্যো বারণো
ভূহ্মা দেবীমাশ্রুত্যাগমৎ । বলিভিঃ পশুভি-
র্ভিন্নৈস্তম্ভাঃ ক্রীতিমিবাবহন্ ॥ ১২ ॥ তং গজেন্দ্র-
সমানাস্তং মদক্রিন্নমহীতলম্ । দেবীসিংহস্তদা দৃষ্টা
ননর্দ চ জঘান চ ॥ ১৩ ॥ অথ খড়্গধরো বীরশর্চ্ছপাণিঃ
সমুদ্রতঃ । বক্রং দধানো বক্রাম দংষ্ট্রাকুটিভীষণম্ ॥
১৪ ॥ দেবী চ বিলসৎখড়্গচক্রচক্রলসৎকরা ।
যুযোধ তেন বীরেন ভগ্নশীর্ষাভ্যপদ্যত ॥ ১৫ ॥ ভূয়ঃ
স মাহিষং রূপমান্বায়ানুরমায়া । দেব্যা যোদ্ধুং
প্রববৃতে যথাপূর্বমনাকুলম্ ॥ ১৬ ॥ অথ দেবৈ-
র্মুনীন্দ্রেণ চোদিতো গৌতমো মুনিঃ । প্রবোধয়িতু-
মারেতে স্ততিভিজ্জগদধিকাম্ ॥ ১৭ ॥ ত্বয়ি সর্বস্ব

লাগিল । প্রজ্জলিত অনলের স্থায় জিহ্বালেহন
করিতে করিতে সেই শার্দূলকে আসিতে দেখিয়া
দেবী ত্রিপুরাবিনাশী শিবের স্থায় চন্দ্রকাস্তি ভল্লাস
দ্বারা প্রচণ্ডবেগে তাহাকে আঘাত করিলেন ।
দেবীনিষ্কিপ্ত ঐ শর তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিল
এবং শোণিতলিপ্ত হইয়া তাহার দেহ ভেদ করত
বিনির্গত হইয়া গগনমার্গে চলিয়া গেল । অনন্তর
মহিষাসুর করিরূপ ধারণ করিয়া স্বীয় পশুবল প্রদ-
র্শনে দেবীর ক্রীতি উৎপাদন করত মদবারি দ্বারা
মহীতল ক্রিন্ন করিতে করিতে তাহার সম্মুখে উপ-
স্থিত হইল । সেই গজেন্দ্রকে আগমন করিতে
দেখিয়া দেবীবাহন সিংহ ভীষণ নাদ করত তাহাকে
নিহত করিল । অনন্তর বীর মহিষাসুর অঙ্গুলীভ্রম-
সমাধিত করে খড়্গ ধারণপূর্বক দংষ্ট্রাদ্বারা ক্রুটি-
ভীষণবদন হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দেবীর
নিকট উপস্থিত হইল ; দেবীও খড়্গ-চক্র-শোভিত
করে সেই বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর দেবীর অস্ত্রে অশুরের মস্তক ছিন্ন হইলে
মহিষাসুরও আসুর মায়াদ্বারা পুনরপি মহিষবেশ
ধারণপূর্বক পূর্বে যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, অনাকুল
ভাবে তজ্জপই যুদ্ধ করিতে লাগিল । অনন্তর দেব
মুনীন্দ্রগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মর্হর্ষি গৌতম বিবিধ
স্ততি বাক্য দ্বারা জগদধিকাকে প্রবুদ্ধ করিতে

জগতঃ প্রাণশক্তিঃ পরা মতা । ওজঃশক্তির্জ্ঞান-
শক্তির্বলশক্তিস্ত গম্যতে ॥ ১৮ ॥ কিমেতদ্যদ্য
মোহায় যুদ্ধমারভ্যতে ত্বয়া । উপসং মেব
দৈত্যো ভুবনশুণ্ডয়ে ॥ ১৯ ॥ ভিন্নানামস্ত্য দেহানা-
মুপসংহরণাস্তব । বলয়শ্যোপদিষ্টস্তে নিগমোক্তা
বরপ্রদাঃ ॥ ২০ ॥ অমৃত্যু তৃণকল্পস্ত শত্রোরস্ত
নিবহণে । কালায়িবর্চসো দেবি কিমর্থং সত্বমশ্বিনান্ ॥
২১ ॥ স্বশক্তিমবসংস্তভ্য সমাকর্ষয়তাং যিপোঃ ।
প্রাণশক্তিং ত্রিশূলেন গুণত্রয়বপুর্কিতা ॥ ২২ ॥ ইতি অ-
বোধিতা তেন পুরা ভগবতী তদা । মহিষাসুর-
মাক্রম্যা ত্রিশূলেনাভাধাবয়ৎ ॥ ২৩ ॥ অনেকগিরি-
সঙ্কাশং দেব্যা বিগ্রহমাঘনঃ । অশক্তস্তং ধারয়িতুং
সসাদ মহিষাসুরঃ ॥ ২৪ ॥ নিষ্পিষ্টো বিলুপ্তন ক্রোশমা-
ক্রান্তশ্চ পরিস্কুরন । নির্গন্তমুদ্রতশিরা ন শশাকাসুরা-
ধিপঃ ॥ ২৫ ॥ ত্রিশূলমুখভিন্নাঙ্গরক্তধারাসমুদ্রতঃ ।
সমুদ্র ইব সজ্জাতঃ সঙ্ঘ্যাক্রণকলেবরঃ ॥ ২৬ ॥ অথ
খড়্গেন তীক্ষ্ণেন কর্তয়িত্বা চ তচ্ছিরঃ । ননর্দ তস্ত

প্রবুদ্ধ হইলেন । গৌতম বলিলেন,—হে দেবি !
সমস্ত জগতের ওজঃশক্তি, জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি এবং
প্রাণশক্তি তোমাতে অবস্থিত । তুমি মোহপ্রাপ্ত
হইয়া অদ্য এ বিরূপ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ ?
হে দেবি ! ত্রিলোকের রক্ষার জন্ত এই অশুরকে
সমুদ্র সংহার কর । আজ ইহার বিভিন্ন দেহের
বিনাশ সাধন করিতে বরপ্রদ নিগমোক্ত বলি সকল
নিয়োগ করা বিধেয় । হে দেবি ! এই তৃণকল্প
শত্রুর প্রাণহরণ করিতে কিজন্ত আজ তোমার
কালায়িরূপ তেজের আবির্ভাব ! ৭—২১ । হে দেবি !
ইহা তোমার ভ্রম । তুমি নিজশক্তিকে স্তম্ভন
করিয়া গুণত্রয়রূপধারিণী হও এবং ত্রিশূলদ্বারা শত্রুর
প্রাণশক্তিকে আকর্ষণ কর । তখন দেবী ভগবতী
মর্হর্ষি গৌতমকর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া মহিষা-
সুরকে আক্রমণপূর্বক ত্রিশূল দ্বারা ভূতলে প্রোথিত
করিলেন । অনন্তর মহিষাসুর কনকগিরিসম্মিত
দেবীর দেহতার ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিবাদ
প্রাপ্ত হইল এবং বিলুপ্ত ও আক্রোশন করত
আক্রান্ত ও নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল । তাহার সে
উজ্জ্বল মস্তক আর উত্তোলন করিতে পারিল না ;
ত্রিশূল মুখদ্বারা ভিন্ন হইয়া তাহার শরীরে রুধিরধারা
বহিতে লাগিল । ঐ রুধিরধারা দেখিয়া মন
হইল যেন, সঙ্ঘ্যাক্রণকলেবর সিদ্ধর
আবির্ভাব হইয়াছে । অনন্তর দেবী মহিষমর্দিনী তীক্ষ্ণ

শিরসি তিষ্ঠন্তী মহিষাঙ্গিনী ॥ ২৭ ॥ তুর্গাং সিদ্ধাশ্চ
গন্ধর্বাঃ প্রশনাঃ সুর্য্যবয়ঃ । পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মহতী দেবৈ-
র্মুক্তা সমস্ততঃ । প্রণতঃ প্রাজ্ঞনির্দেবীঃ তুষ্টাব
বিবুধাধিপঃ ॥ ২৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ । নমস্তে জগতাং
মাত্রে ভূতানাং বীজসংবিদে ॥ ২৯ ॥ ভক্তিঃ শ্রদ্ধা চ
ভজতাং শক্তিঃ শাসি ইমদিকে । কাবণং পরমা
কীর্ত্তিঃ শাস্তির্দাস্তিঃ কলা ক্ষমা ॥ ৩০ ॥ একৈব
বিশ্বরূপা হু নামভেদৈর্নিগদ্যসে । তেবু তেবু
পদেষ্ম্যাস্তপোহুগুণসিদ্ধিবু ॥ ৩১ ॥ নিযুক্ত্য শত্রুং
নির্ভীদ্য শিবা জ্ঞেয়া প্রকাশসে । হতোহয়ং মহিবো
হৃষ্টো বিনিকৃতশ্চ শান্তবি ॥ ৩২ ॥ ছিন্নমেতশ্চ তু
শিরঃ সজীবমিব লক্ষ্যতে । বক্তনেত্রং তীক্ষ্ণশৃঙ্গং
জলজ্জিহ্বাং চলং শিরঃ ॥ ৩৩ ॥ আক্রম্য তব তিষ্ঠন্ত্যা
রূপমেব সদাশ্চ নঃ । চক্রশৃঙ্গধনুর্কাণখজাচর্মবরা-
ভুষে ॥ ৩৪ ॥ শূলঘণ্টাঙ্কুশকশাকপালকুলিশাদিভিঃ ।
অশেষদেবতামূর্ত্তিরশেষৈর্দেবতায়ুধৈঃ ॥ ৩৫ ॥ আপু-
রিতা হমেবাদ্ধ সর্কশক্রনিহংসি নঃ । আযুধানাং

খড়গদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ঐ মস্তকের
উপর অবস্থানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন । তখন
সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ তুর্গার প্রশংসা করিলেন ।
দেবগণ চারিদিক্ হইতে মহতী পুষ্পবৃষ্টি এবং দেব-
রাজ ইন্দ্র প্রণত ও বক্রাজলি হইয়া স্তব করিতে
লাগিলেন । ইন্দ্র বলিলেন, নিখিল প্রাণীর বীজরূপ
জগন্মাতাকে নমস্কার । হে অদ্বিকে ! আপনি হৃদীয়
ভক্তগণের ভক্তি, শ্রদ্ধা, শক্তি, কারণ, পরমা
কীর্ত্তি, শাস্তি, দাস্তি, কলা এবং ক্ষমা, আপনি এক-
মাত্র বিশ্বরূপা, তথাপি আপনার নামভেদ কথিত
হইয়া থাকে । আপনি আপনার তপোগুণসিদ্ধ
বিভিন্ন পদে ইন্দ্রাদিরূপে আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়া
শত্রু বিনাশ করত শিবা নামে বিদিত হইয়া থাকেন ।
হে শান্তরি ! আপনি এই হৃষ্ট মহিষাসুরের শির-
চ্ছেদন করিয়া ইহাকে নিহত করিয়াছেন ; কিন্তু
ইহার ছিন্নমস্তক যেন জীবিতের ত্যায় পরিলক্ষিত
হইতেছে । হে দেবি ! ইহার রক্ত নেত্র, তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ,
প্রলীপ্ত জিহ্বা ও চঞ্চল মস্তক আক্রমণ করিয়া অবস্থান
করায় আপনার যে রূপ হইয়াছে, ইহা যেন আমরা
দর্শন করিতে পারি । হে মাতঃ আপনি চক্র, শৃঙ্গ,
ধনু, বাণ, খড়্গ, চর্ম্ম, বর, অভয়, শূল, ঘণ্টা, অঙ্কুশ,
কপাল ও কুলিশাদি অনন্ত দেবাস্ত্র ধারণ করিয়া
অসংখ্য দেবমূর্ত্তিরূপে আবির্ভূত হন এবং ঐ সকল
আস্ত্রদ্বারা আমাদেয় শত্রুগণকে আত্মরিত করিয়া

সহস্রাণি তন্ময়াস্তে বিভূতয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ স্বজিতারাতয়ঃ
সর্কৈ বিবিধায়ুধবাহনাঃ । রথনাগহর্যৈর্মুক্তাঃ সসৈন্তা
অপি ভূততঃ ॥ ৩৭ ॥ কণেন দধবীর্ঘ্যাঃ স্যুত-
প্রসাদবিবর্জিতাঃ । অপদোহপ্যল্লবীর্ঘ্যোহপি স্বয়ং-
পাদান্বজসেবকঃ ॥ ৩৮ ॥ ত্রিলোকনাথতাং প্রাপ্তঃ
প্রথতে কীর্ত্তিমণ্ডিতঃ । তদ্রূপমিদমত্যাগঃ ধ্যায়তাম-
র্চ্চতাং সদা ॥ ৩৯ ॥ ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিদ্ভবে-
দ্বিজয়শালিনাম্ । ঐদৃশং সর্কলোকেষু রূপং তে
দেববন্দিতম্ ॥ ৪০ ॥ পূজ্যতামিষ্টসিদ্ধার্থং দেবৈ-
র্মর্ত্ত্যৈশ্চ সর্কদা । মাতরশ্চ ত্রয়া সৃষ্টাঃ সর্কাতীষ্ট-
ফলপ্রদাঃ ॥ ৪১ ॥ সগণাঃ প্রতিপূজ্যস্তাং সর্ক-
স্থানেষু সর্কদা । অযঞ্চ নিহতো দৈত্যাস্তংপাদকৃত-
লাঞ্ছনঃ ॥ ৪২ ॥ তব ভক্তৈঃ সদা পূজ্যস্বয়ংপ্রসা-
দাদ্রদগতঃ । ইথাং সুরেন্দ্রপ্রণুতা সর্কর্ষিসুরসেবিতা ॥
তথ্যেতি বরদা দেবী সসর্ক্জ চ দিবং প্রতি । স্বয়-
মপ্যাস্ত্রনস্তত্র তদ্রূপং বিবিধায়ুধম্ ॥ ৪৪ ॥ সংস্থাপ্য
মাতৃভিঃ সর্কিং স্থানরক্ষণমাতনোৎ । সংগৃহ্য বিমলং
রূপং সখীজনসমাবৃতা ॥ ৪৫ ॥ মহিষশ্চ শিরোহপশ্চ-

বিনষ্ট করেন । বশীভূত আয়ুধ সকলই আপনার
ভূষণ । ঐ সকল আয়ুধ দ্বারাই বিবিধ আয়ুধ ও বাহন-
সম্পন্ন রিপুকুল নিধূল করেন । রথ, নাগ ও
অশ্বযুক্ত বাহনসমবিত সসৈন্ত নৃপগণও আপনার
অমুগ্রহ-বঞ্চিত হইলে ক্ষণকাল মধ্যে দধবীর্ঘ্য হন ।
পদহীন অল্লবীর্ঘ্য ব্যক্তিও আপনার পাদপদ্ম সেবা
দ্বারা কীর্ত্তিবিভূষিত ও ত্রিলোকপতি হয় । আপনার
এই অত্যাশ্রুপ ধ্যানকারীর কোনরূপ শত্রুভয়
থাকে না এবং তাহার বিজয়যুক্ত হইয়া থাকে ।
সর্কলোকেই স্ব স্ব ইষ্ট সিদ্ধির জন্ত দেব ও মানব-
গণ সতত আপনার দেববন্দিত এই রূপের পূজা
করুক । আর আপনি যে মাতৃগণের সৃষ্টি করিয়া-
ছেন, তাঁহারাও সর্কাতীষ্টফলপ্রদ হউন । ২২—৪২ ।
তাঁহারাও স্বস্বগণসহ সকল স্থানে পূজিত হউন ।
হে দেবি ! আপনার পদদ্বারা লাক্ষিত হইয়া এই
মহাসুর নিহত হইয়াছে, অতএব আপনার ভক্তগণ
ইহাকেও আপনার সম্মুখে রাখিয়া পূজা করুক ।
দেবী, সুর ও সুরেন্দ্র কর্তৃক প্রণতা এবং সপ্তর্ষি-
গণ দ্বারা সেবিতা হইয়া “তাহাই হউক” বলিয়া বর-
দানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বর্গগমনের জন্ত বিদায়
দিলেন এবং স্বয়ংও মাতৃগণসহ বিবিধায়ুধসমবিত
নিজরূপ তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই স্থান রক্ষা
করিতে লাগিলেন । তিনি সখীগণসমাবৃতা হইয়া

বিকৃতঃ খজাধারয়া । কথয়ন্তী পুনস্তস্মৈ চিত্রং লোক-
বিভূষণম্ ॥ ৪৬ ॥ সখীভিঃ সহ সা বালা কণ্ঠং তস্মৈ
ব্যলোকয়ৎ । অপশ্বজ তদা লিঙ্গং কৰ্ণুং তস্মৈ চ
পূজনম্ ॥ ৪৭ ॥ আদত্ত সহসা গৌরী লিঙ্গং তস্মৈ
গলে স্থিতম্ । আলোকয়চ্চ স্মৃতিরং রক্তধারা-
পরিপ্লুতম্ ॥ ৪৮ ॥ আসজ্জত পুনর্লিঙ্গমশ্রুত্যাঃ পানি-
তলং গতম্ । বিমোচয়িতুম্হাস্তা নাশক্লোদ্রমজ্জসা
৪৯ ॥ অচিন্তয়চ্চ সা দেবী কিমেতদिति বিস্ময়াৎ
বিষাদেন চ সংযুক্তা মহর্ষীণাং পুরঃ স্থিতা ॥ ৫০ ॥
আহতঃ শিবভক্তোহয়মিতি শোকং সমাবিশৎ
অগর্হিত ভৃশং মোঢ্যমান্বনঃ স্ত্রীস্বভাবজম্ ॥ ৫১ ॥
অবিচার সমারকং শিবভক্তনিবহনম্ । উপতাপ-
পরীতাক্ষী গোতমং মুনিসত্তমম্ ॥ ৫২ ॥ উপগম্যা-
ত্রবীহালা সাহসং কৃতমান্বনা । ভগবন্ সর্বধর্ম্যুক্ত
গোতমার্থ্য মুনীশ্বর ॥ ৫৩ ॥ মাতৃয়া ধর্ম্যরূপেণ
কোহপ্যধর্ম্যঃ প্রকল্পিতঃ । দেবানাং রক্ষণং কৰ্ণুম-
ভয়ং দাতুমুদ্যতা ॥ ৫৪ ॥ অজ্ঞানায়হিনঃ দৈত্যং

বিমলরূপ ধারণ করিলেন এবং খজা দ্বারা বিকৃতী-
কৃত মহিষের মস্তক দর্শন করিতে করিতে সখীগণ-
সহ লোকমনোরম বিচিত্র আলাপ করিতে লাগি-
লেন । অনন্তর একদিন গৌরী সখীগণসহ মহিষা-
সুরের গলদেশ অবলোকন করিতে করিতে দেখিতে
পাইলেন, অসুরের গলদেশে এক শিবলিঙ্গ রহি-
য়াছে । গৌরী তখন পূজা করিবার জন্ত ঐ লিঙ্গ
গ্রহণ করিলেন । কিন্তু তখনই ঐ লিঙ্গ তাঁহার
হস্তে লগ্ন হইয়া গেল, অনেক যত্ন করিয়াও লিঙ্গের
মোচন করিতে সমর্থ হইলেন না এবং তৎক্ষণাৎ
দেখিলেন, অসুরের শরীর কধিরধারায় অভিবিক্ত
হইয়াছে । গৌরী এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হই-
লেন এবং “ইহা কি করিলাম” এইরূপ চিন্তা করিয়া
বিষমমনে মহর্ষিগণসমীপে উপনীত হইয়া বলিতে
লাগিলেন,—“আমি এই শিবভক্তকে আহত করিয়া
শোকপ্রাপ্ত হইয়াছি, স্ত্রীস্বভাববশতঃ মোহাচ্ছন্ন
হইয়া অত্যন্ত গর্হিত কৰ্ম্ম করিয়াছি । আমি আবি-
চারে এই শিবভক্তকে পীড়া প্রদান করিয়াছি ।”
অনন্তর তপ্যমানা বালা পার্শ্বতী মুনিসত্তম গোতমের
নিকট উপনীত হইয়া অজ্ঞানকৃত নিন্দিত কার্যের
বিষয় জ্ঞাপন করিলেন । দেবী বলিলেন,—হে
ভগবন্ সর্বধর্ম্যুক্ত ! আমি ধর্ম্যরূপে লোকগণের
মাহাত্ম্য, কিন্তু হে মুনীশ্বর ! আর্ধ্য গোতম ! দেবগণের
রক্ষণ ও অভয়দান করিতে গিয়া কোন এক অধর্ম্য-

শিবভক্তিমর্দয়ম্ । রজসাক্রান্তবুদ্ধীনাং ন ভবেৎকর্ম্ম-
সংগ্রহঃ ॥ ৫৫ ॥ গুরুপ্রসাদমূলভঃ সুরদ্বিংশতাকুলঃ ।
সুহৃদ্বর্গা নিরাচারহৃদমাঃ শিবসংগ্রহাঃ ॥ ৫৬ ॥ বিশে-
ষতো লিঙ্গধরাঃ শিবস্তান্ বহু মন্ততে । পুরা
পুরজয়াবাসা দৈতেয়া লিঙ্গধারকাঃ ॥ ৫৭ ॥ অজিতাঃ
শত্ৰুনা পূর্ব মুক্তলিঙ্গা নিষুদিতাঃ । অস্ত কণ্ঠস্থিতং
লিঙ্গং মম পানিং ন মুঞ্চতি ॥ ৫৮ ॥ কথং পাপং
নিরন্ত্যামি শিবভক্তবধাশ্রিতম্ । অস্ত কণ্ঠস্থিতং
লিঙ্গং ধারয়ন্তি তপোবিতা ॥ ৫৯ ॥ তীর্থযাত্রাঃ
কারয়ামি যাবচ্ছৃণুঃ প্রসৌদতি । পুনঃ কৈলাস-
মুখোষু শত্ৰুহানেষু ভূরিষু । তীর্থেষু রচিত- জ্ঞানা
লপ্স্য পাপবিশোধনম্ ॥ ৬০ ॥ ইতি তস্মাঃ পরি-
শ্রান্তিঃ হৃদস্যপরিশক্যা ॥ ৬১ ॥ আকণ্য শিবধর্ম্যুক্তো
ভয়াভ্যং তামবোচত । যা ভৈরবীগিরিজে মোহা-
চ্ছিবভক্তো হতস্থিতি ॥ ৬২ ॥ ধর্ম্মস্বার্থবেত্তারো
দুর্লভা গিরিকন্ঠকে । সদা শিবস্ত বদনৈঃ সদ্যো-
জাতাদিসংশ্রিতৈঃ ॥ ৬৩ ॥ আগমাঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তা
অষ্টাবিংশতিকোটয়ঃ । নির্ণয়াঃ শিবভক্তানাং শিব-

চরণ করিয়াছি । আমি অজ্ঞানবশত শিবভক্ত
মহিষাসুরকে নিহত করিয়াছি । যাহাদের বুদ্ধি
রজোগুণাক্রান্ত, তাহাদের ধর্ম্মসংগ্রহ হয় না, যদিও
বা গুরুর অনুগ্রহে মূলভ হয়, তাহাও শত শত বিঘ্ন-
সমাকুল । মন্দ বুদ্ধিও যদি শিবের আশ্রয় লাভ
করে, তবে সে দুর্লভ হয়, মাহুষের কথা আর কি
বলিব ? বিশেষতঃ লিঙ্গকণ্ঠ মানবকে শিবও বহু
সন্মান করিয়া থাকেন । পূর্বকালে ত্রিপুরবাসী
লিঙ্গধারণ করিয়া অজেয় হইয়াছিল, তাহার যখন
লিঙ্গ পরিত্যাগ করে, শিব তৎকালেই তাহাদিগকে
বিনাশ করিয়াছিলেন । ইহার কণ্ঠস্থিত লিঙ্গ আমার
পানিতল ত্যাগ করিতেছে না, অতএব হে মুনে !
শিবভক্তবধজনিত এই পাপ কিরূপে দূর করিব,
আপনি তাহার উপায় বলুন । আমি তপস্বীভূত
হইয়া অসুরের কণ্ঠস্থিত লিঙ্গ ধারণপূর্বক যাবৎ-
কাল পর্যন্ত শত্ৰু প্রসন্ন না হন, তাবৎকাল তীর্থযাত্রা
করিব এবং পুনরায় কৈলাসপ্রমুখ বহু শত্ৰুক্ষেত্রে
বিচরণ করিয়া বিজয়লাভ করিব ॥ ৬৩—৬০ ॥ নিন্দিত
ধর্ম্মাচরণে ভীড়া পার্শ্বতীর এবং বিধু ধৈর্যোক্তি শ্রবণ
করিয়া শিবধর্ম্মুক্ত গোতম তাঁহাকে বলিলেন,—হে
গিরিজে ! তুমি ভয় করিও না, মোহবশতই তুমি
শিবভক্তকে বিনাশ করিয়াছ । হে গিরিকুমারি !
ধর্ম্মের স্বার্থবেত্তা দুর্লভ । শিবের সদ্যোজাতাদি

মার্গস্ত শোভনাঃ ॥ ৬৪ ॥ তেষু তেষু মুনীশ্ৰেষ্ঠ
নৈবৈব প্রতিপদ্যতে । কালো মুখক কঙ্কালঃ শৈবঃ
পাণ্ডপতং তথা ॥ ৬৫ ॥ মহাব্রতং পঞ্চ চৈতাঃ শিব-
মার্গপ্রবৃত্তয়ঃ । ভেদাশ্চ বহবস্তেষামন্তোন্তশ্চ শিবে
রতাঃ ॥ ৬৬ ॥ সাধ্য একো হি বলবান্ সর্কৈস্তৈর-
নিশং শিবঃ । সর্ব এব সদা পূজ্যাঃ স্বধর্ম্মপরি-
নিষ্ঠিতৈঃ ॥ ৬৭ ॥ অমৎসরৈঃ শিবে ভক্তঃ শিবাজ্ঞা-
পরিপালকৈঃ । বেদৈশ্চ বহুভির্ভজৈর্ভক্ত্যা চ পরয়া
শিবঃ ॥ ৬৮ ॥ আরাধ্যতে মহাদেবঃ সর্বদা সর্ব-
দায়কঃ । জীবহিংসা ন কর্তব্য্য বিশেষেণ তপ-
স্তিভিঃ ॥ ৬৯ ॥ শিবধর্ম্মশ্চ ভেত্তারো নিহন্তব্য্য-
স্তথাঙ্গসা । ন বেবজুষি বীক্ষেত ন লিঙ্গং নৈব
সন্তবম্ ॥ ৭০ ॥ শিবধর্ম্মশ্চ ভেত্তারং হন্তাদেবা-
বিচারয়ন্ । বহুভিঃ কূর্তব্য্য ব্ধ্য্য ধর্ম্মবান্ধর্নিরু-
পিতে ॥ ৭১ ॥ শিবধর্ম্মশ্চ বিলয়ে সদ্যঃ শক্তিঃ
প্রবর্ততে । অশ্চ কশ্ম পুনর্দৃষ্টং লিঙ্গমৈশ্বর্য্যচর্চি-
তম্ ॥ ৭২ ॥ ন জেতুং শক্যতে দেবি তেনাসৌ
সর্বদৈবতৈঃ । যদয়ং নিহতো দেবি ত্বয়া শঙ্কর-

পঞ্চমুখ দ্বারা অষ্টাবিংশতি আগমের অর্থ নির্ণীত
হইয়াছে । এই সকল আগমে শিবভক্তগণের উত্তম
শিবমার্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে । সেই সকল আগমার্গ
নির্ণয় মুনীশ্রগণও অবগত হইতে সমর্থ নহেন ।
কাল, মুখ, কঙ্কাল, শৈব এবং পাণ্ডপত শিবব্রতরত
শিবমার্গগামীরা এই পঞ্চ মহাব্রত । ইহার আবার
পরস্পর বহু ভেদ কথিত হয় । কিন্তু যতই ভেদ
কথিত হউক না কেন, একমাত্র শিবই সর্ববিধ
ব্রতের সাধ্য । শিবাজ্ঞাপরিপালক স্বধর্ম্ম পরি-
নিষ্ঠিত অমৎসর ব্যক্তিগণ সমস্ত শিবভক্তকেই
পূজা করিয়া থাকেন । বহু বেদ ও যজ্ঞ দ্বারা
পরমভক্তিসহকারে সর্বদায়ক মহাদেব সর্বদা
আরাধনীয় । বিশেষতঃ তপস্বীগণের কদাচ জীব-
হিংসা কর্তব্য্য নহে । কিন্তু যাহারা শিবধর্ম্মের
হিংসা করে, তাহাদিগকে তৎকণাৎ বধ করাই
কর্তব্য্য । যাহারা কেবলমাত্র শিবভক্তের বেশ
ধারণ করে, পরন্তু লিঙ্গধারণ করে না, তাহা-
রাই শিবধর্ম্মভেত্তা, এইরূপ ব্যক্তিগণকে বিচার
না করিয়াই বধ করবে । ধর্ম্মবিদ্য ব্যক্তিগণ
প্রাপ্ত কুর্কি দ্বারা যে শিবধর্ম্ম নির্দিষ্ট করিয়া-
ছেন, সেই শিবধর্ম্মের বিলয়কালে সহস্র শক্তির
আবির্ভাব হয় । মহিষাসুরের একমাত্র শিবার্চনাই
কর্ম্ম নির্দিষ্ট ছিল, একমাত্র সমস্ত দেবগণও

মাশ্রয়া ॥ ৭৩ ॥ আক্রান্তঃ শাপদৌর্বেণ মহর্ষীণাং
শিবাত্মজাৎ । অথ তে কুপিতান্তস্ত বৈষম্যাদ-
বমানতঃ ॥ ৭৪ ॥ শেপুর্মহিষবদুষ্টো মহিবোহয়ং
ভবন্থিতি । ততস্তদ্বচনাৎ সদ্যো মহিবোহভুৎ কণা-
তথা ॥ ৭৫ ॥ প্রণম্য তোষয়ামাস যযাচে শাপ-
মোচনম্ । দত্তা প্রকামরূপং দহরন্মৈ প্রসাদিতাঃ ॥
৭৬ ॥ মহিষহেহপি সংহারং স্বয়ং দেব্যা শিবাজ্ঞয়া ।
বিবাদো ন চ কর্তব্যো অঙ্গদর্শনতত্ত্বয়া ॥ ৭৭ ॥
সিদ্ধানাং শিবরূপাণামবজ্ঞা কং ন বাধতে । মহিষহে
সমুৎপন্নো দোষেণ সমুপস্থিতে ॥ ৭৮ ॥ সিদ্ধপ্রসাদা-
ল্লকোহয়ং শাপনাশস্ত্বয়া কৃতঃ । সর্কৈ লোকাশ্চ সজ্জাতা
দুষ্টোহয়ং পরিরক্ষিতঃ ॥ ৭৯ ॥ শাপদোষসমুৎপন্নে
মহিষহে বিমোচিতো । ত্বয়া চ গিরিশপ্রীতৌ তপঃ
কুর্মাণয়াদিজে ॥ ৮০ ॥ দ্রষ্টব্যং তৈজসং লিঙ্গমরুণা-
চল-সংজ্ঞিতম্ । পূর্বজন্মনি ভক্তোহয়মরুণাদ্রিপতেঃ
ক্ষুটম্ ॥ ৮১ ॥ মহিষহে মদাক্রান্তঃ পরং লিঙ্গেন

ইহার বধসাধনে সমর্থ হন নাই । হে দেবি!
তুমি শঙ্করমাতা, এই মহিষাসুর শিবভক্ত মহর্ষি-
গণের শাপদোষে আক্রান্ত হইয়াছিল; তাই
আজ তুমি ইহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই-
য়াছ । বিষমকারী এই অসুর হইতে ঋষি-
গণ অবমানিত হইয়া “তুমি মহিষ হও” এইরূপ
অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন । অনন্তর সেই ঋষি-
গণের বচনানুসারে ঐ অসুর সদ্য মহিষশরীর প্রাপ্ত
হয় ৬১—৬৫ । তৎকালে ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া
এই অসুর শাপবিমোচন প্রার্থনা করে । তাহারাত্ত
প্রসন্ন হইয়া ইহার কামরূপই প্রাপ্তির বিষয় আদেশ
করেন এবং মহিষশরীরেই শিবের আজ্ঞায় দেবী-
কর্তৃক হত হইবে, ইহাও সেই ঋষিগণ বিহিত করিয়া-
ছিলেন । হে দেবি! তোমার শরীরে বিষাদের
চিহ্ন দেখিতেছি, তুমি বিষন্ন হইও না; দেখ, শিব-
রূপী সিদ্ধগণের অবজ্ঞা কাহাকে না পীড়িত করে?
শাপদোষে এই অসুর মহিষশরীর পরিগ্রহ করিলে
সিদ্ধগণের অন্তঃকরণেই তুমি ইহার শাপ বিনাশ
করিয়াছ । এই মহিষরূপী অসুরদ্বারা লোক সকল
সম্মানিত হইত; আমি দেখিতেছি, শাপদোষ-
সমুৎপন্ন মহিষকে মুক্ত করিয়া তুমিই ঐ সকল লোক
রক্ষা করিলে । হে পরমতপস্বি! এক্ষণে তুমি
শিবপ্রীতির জন্য তপস্তা করিয়া তদীয় অঙ্গাচল্য
তৈজস লিঙ্গ দর্শন কর । এই মহিষাসুর পূর্বজন্মে
শিবভক্ত ছিল, তাই মদাক্রান্ত মহিষশরীরেও উত্তম

সকলঃ । ভক্ত্যা লিঙ্গধরঃ হস্তঃ কঃ সমর্থো জগ-
ত্রে ॥ ৮২ ॥ দৃষ্টাঃ পুরাত্নে পূৰ্বং কুদ্রেন পূজিতা-
ন্থয়ঃ । স্বংখঙ্গপরিহন্তেন কর্ণেনাস্ত বরাননে ॥
৮৩ ॥ দীক্ষাদিরহিতং লিঙ্গং দত্তং হস্তীতি চোদি-
তম্ । কৃতং হি মহিষোপি ভক্তিতো লিঙ্গধারণম্ ॥
৮৪ ॥ কদাচিৎ ক্ষপণোক্তানাম্ বিভাবাৎ প্রত্যয়ঃ
গতঃ । পূৰ্বজন্মতপোযোগাৎ স্মরণো লিঙ্গধারণাৎ ॥
৮৫ ॥ ত্বংপাদপদ্যসংস্পর্শাদয়ং মুক্তো ন স শযঃ ।
মহুত্নিক্ততীনাঙ্ক পাতকানাঞ্চ নাশনম্ ॥ ৮৬ ॥ দর্শনং
শৈলবর্ষস্ত প্রায়শ্চিত্তং পরং মতম্ । সংস্থাপ্য
বিবিধাষ্ট্রৈবাস্ত্রৈবসিদ্ধান্তবেদিনঃ ॥ ৮৭ ॥ আবাহ
সর্বতীর্থানি সর্বদোষনিবৃত্তয়ে । সরঃ কিমপি সম্পাদ্য
স্নানমাচর ॥ ৮৮ ॥ অঘমর্ষণসংযুক্তা সলিঙ্গা
স্নানমাচর । ত্রিসঙ্খ্যং চৈব মাসান্তে দেববাগমহোৎ-
সবে ॥ ৮৯ ॥ আরাধয়োপচারৈশ্চমরুণাদিময়ং শিবম্ ॥
৯০ ॥ এবং তস্মা মুনৈর্নিশম্য বচনং শৈবার্থসম্ভাবিতং
শ্রীতা দেবনমস্কৃতা গিরিসুতা দেবী জগদ্রক্ষিকা ।

লিঙ্গ ধারণ করিয়াছে । হে জগন্ময়ে ! ভক্তিপূর্বক
লিঙ্গ ধারণ করিলে কে তাহাকে বধ করিতে সমর্থ
হয় ? ইহার প্রমাণস্বরূপ ত্রিপুরবাসী কুদ্রপূজিত
অমুরত্নয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । হে বরাননে !
এই অমুর দীক্ষা গ্রহণ করে নাই, অথচ লিঙ্গধারণ
করিয়াছিল ; অদীক্ষিত ব্যক্তি লিঙ্গ ধারণ করিলে
তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে । তুমিও সেইজন্তই ইহাকে
নিধন করিতে সমর্থ হইয়াছ । মহিষ কোন এক সময়
জনৈক ক্ষপণক্লেশ উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া
ভক্তিপূর্বক এই লিঙ্গ ধারণ করিয়াছিল । এই মহিষ
পূর্বজন্মে তপোযোগে জাতিস্মরণ প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গ
ধারণ করিয়াছে বলিয়া আজ তোমার পাদপদ্য
সংস্পর্শে মুক্তিনাভ করিল, ইহা নিঃসংশয় । আমি
যে সকল কথা কহিলাম, ইহা পরম পাবন এবং
আমার মতে শৈলশ্রেষ্ঠ অরুণাদ্রির দর্শনই এ বিষয়ে
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত । হে বরাননে ! তুমি বিবিধ
শিবসিদ্ধান্তবাদী শৈবগণকে প্রতিষ্ঠিত ও তীর্থ সকল
আবাহন করিয়া দোষসমূহের নিবৃত্তির জন্ত কোন
এক সরোবর নির্মাণপূর্বক তথায় অঘমর্ষণ-মন্ত্রে
লিঙ্গ সহ স্নান কর এবং সংক্রান্তিদিনে ত্রিসঙ্খ্য
বাগাদি উৎসবধারা বিবিধ উপচারে অরুণচলময়
শিবের আরাধনা কর । অনন্তর গিরিজা দেবী
জগদ্রক্ষিকা মূর্তির এবং বিধ শিবার্থসম্বিত শাক্য
ব্রহ্মণ করিয়া শ্রীতিভয়ে শতরূপে প্রণাম করিলেন

শৈবঃ ধর্ম্মমিমং বিধাতুং চিত্তং শোণাচলস্তাপ্রতীক্ষা-
গাহনবুদ্ধিমান্ত বিদধে কর্তুঃ স্বচ্ছকালনম্ ॥ ৯১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহিষাসুরশিরঃসংলগ্নতাবৃত্তান্ত-
বর্ণনং নাটমকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । ইতি সম্ভাসমাণে তু মহর্ষৌ মুনি-
সেবিতৈ । বিজহৌ গিরিজা শঙ্কা শিবভক্তবধা-
শ্রিতাম্ ॥ ১ ॥ অথান্তরিক্কাহুদভূবাণী কর্ণমনোহরা ।
মা গমঃ শৈলকন্তে ত্বং পাপনিষ্কৃতিকারণাৎ ॥ ২ ॥
গঙ্গা চ যমুনা সিদ্ধুর্গোদাপি চ সরস্বতী । নর্ম্মদা সা চ
কাবেরী শোণঃ শোণনদী চ সা ॥ ৩ ॥ অত্রৈব নব
তীর্থানি সম্ভবন্ত শিলাতলে । স্বংখঙ্গাদারিতে
দেবি কুরু তত্রাঘমর্ষণম্ ॥ ৪ ॥ আশ্রমার্শ্বযুজ্ঞে মাসি
জ্যোষ্ঠানকত্র আগতে । নিমজ্জ্য খঙ্গাতীর্থে স্বঃ
সলিঙ্গা মাসমাবস ॥ ৫ ॥ নিবর্ত্য সাবনং মাসমত্র
দিকপালসম্মিতম্ । ততঃ পাণিস্থিতং লিঙ্গং লভা

এবং এই শৈবধর্ম্মই অমুষ্ঠেয়, এইরূপ মনে করিয়া
শোণশৈলের শিখরস্থিত তীর্থে অবগাহনপূর্বক
তৎক্ষণাৎ পাপক্ষালন করিতে বাসনা করি-
লেন । ৭৬—৯১ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—মুনিগণপূজিত মহর্ষি গোতম
এইরূপ বলিলে গিরিজা শিবভক্তবধজনিত পাপা-
শঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তর অন্তরীক
হইতে ঐ অন্তঃকরণমনোহর এক আকাশবাণী
হইল,—“হে শৈলসুতে ! পাপনিষ্কৃতি করিবার
জন্ত তুমি এস্থান পরিত্যাগ করিওনা । গঙ্গা,
যমুনা, সিদ্ধু, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, কাবেরী,
শোণনদ, শোণনদী, এই নয়টি তীর্থ এই শিলা
তলেই অবস্থান করুক । তোমার ব্রহ্মবিদ্যারিত
এই তীর্থেই, তুমিই অঘমর্ষণ কর । আশ্বিন
মাসের জ্যোষ্ঠা নকত্র আগত হইলে এই খঙ্গা-
তীর্থে লিঙ্গসহ নিমজ্জন করিয়া মাস মাত্র বাস
কর । দিকপাল সম্মিত সাবন মাস ৩০ দিন এই
স্থানে চুতিবাহিত করিয়া অনন্তর পাণিস্থান

পাপবিশোধনম্ ॥ ৬ ॥ প্রতিষ্ঠাপয় তীর্থাগ্রে লোকাঙ্-
গ্রহকারণাৎ । উত্তীৰ্য্য তীর্থবর্ষোহগ্নিন্ দ্বায়া
নির্দেহর্চিতে শিবে ॥ ৭ ॥ তাপত্রয়োপশান্তিচ্চ
ত্রৈলোক্যস্ত ন সংশয়ঃ । সর্বপাপহরং লিঙ্গং স্থাবরং
তীর্থসম্মিধৌ ॥ ৮ ॥ স্থাপয় স্থিরয়া ভক্ত্যা সদা লোক-
হিতায় চ । নক্ষত্রে বৈশ্বদেবভ্যো দেবকাঃ সঙ্গমা-
চর ॥ ৯ ॥ মহোৎসবসমায়ুক্তং যাবদশ দিনাবধি ।
কৃৎন্য চাবভূথং পুণ্যনক্ষত্রে বহ্নিদৈবতে ॥ ১০ ॥
সায়মভ্যর্চ্য বিধিবচ্ছোণাচলবপুর্মম । ততস্তে
দর্শয়িষ্যামি তৈজসং রূপমান্বনং ॥ ১১ ॥ এতৎ
কৃতস্তে লোকানাং রক্ষায়ৈ সন্তুবিষ্যতি । ইতি
তদ্বচনং শ্রুত্বা মহর্ষিবচনঞ্চ সা ॥ ১২ ॥ উভয়ং
কর্তুমায়েতে তপসা শৈলকন্ডকা । খজোন দারয়া-
মাস শিলাতলমনাকুলা ॥ ১৩ ॥ উদভূত তীর্থানাং
নবকং তত্র তৎক্ষণাৎ । তস্মা কণ্ঠস্থিতং লিঙ্গং
ধায়ন্তী পর্বতান্বজা ॥ ১৪ ॥ তীর্থে মমজ্জ তগ্নিন্
সা মুনীনামভ্যানুজয়া । তীর্থানাং নবকং তত্র সজাতং
স্ফটিকপ্রভম্ ॥ ১৫ ॥ অন্তর্কসতিতঃ কাস্ত্যা মেচকী-

স্থিত লিঙ্গলাভ করত নিষ্পাপ হইবে । হে দেবি !
অনন্তর ত্রিলোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই লিঙ্গ
এই শ্রেষ্ঠতীর্থে প্রতিষ্ঠিত কর । তোমার প্রতিষ্ঠিত
এই পরমতীর্থে স্নান এবং শিবার্চন করিয়া ত্রিলোক
নিঃশংসয় আধিদৈবিকাদি তাপত্রয় পরিহারপূর্বক
শান্তিলাভ করুক । হে দেবি ! পুনরায় বলি,
তুমি লোকহিতের জন্য স্থিরভক্তি সহকারে এই
তীর্থসমীপে সর্বপাপহর স্থাবর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত কর ।
উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে দেবকী এখানে আগমন করেন ।
তুমি তাহার সহিত সঙ্গত হইয়া দশ দিন পর্য্যন্ত
মহোৎসব কর এবং পুণ্য কৃত্তিকানক্ষত্রে অবভূথ-
স্নান করিয়া শোণভূধররূপী আমার শরীর পূজা
কর । হে দেবি ! এইরূপ করিলেই আমি
তোমাকে আমার তেজোময় রূপ প্রদর্শন করিব
এবং তোমার এই কার্যে সকল লোকের রক্ষা
হইবে ।” অনন্তর গিরিজা মহর্ষিবাক্য ও আকাশ-
বাণী শ্রবণ করিয়া তপস্বী দ্বারা স্বীয় কার্য্যই সম্পা-
দন করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি খজগদ্বারা
অনাকুলভাবে শিলাতল বিদারণ করিলে তৎক্ষণাৎ
তদ্বধ্য হইতে গঙ্গাদি নদী তীর্থ আবির্ভূত হইল ।
দেবী পার্বতীও সেই অনুরের কণ্ঠস্থিত লিঙ্গ
চিহ্ন করিতে করিতে মুনিগণের আদেশক্রমে সেই
তীর্থে নিমজ্জন করিলেন । দেবী ঐ তীর্থে বাস

কৃতমঙ্গসা । বসন্ত্যাং শৈলকন্ডায়াং তীর্থে ত্রিংশ-
দিনং ত্বথ ॥ ১৬ ॥ শস্তোবিরহসন্তপ্তং মনশ্চকলতাং
যযৌ । তত্র শ্রিয়া সরোজানি চক্ষুষোৎপলকাননম্ ॥
১৭ ॥ মন্দস্মিতেন কুমুদং সমর্জ্জ সলিলস্ত সা ।
দেব্যাশ্চেনোদবাসেন লোকাঙ্ক নিক্রপদবাঃ কৃতার্থাঃ
সহসা জাতান্ততৎকালকলাধিতাঃ ॥ ১৮ ॥ মাসান্তে
সা সমুত্তীৰ্য্য কৃৎন্য দেব্যাৎসবং তথা ॥ ১৯ ॥ কার্ত্তিকে
মাসি নক্ষত্রে কৃত্তিকাথ্যে নিশোদয়ে । পূজয়িত্বা
তপঃসিদ্ধৈরুপচারৈর্বহুদৈঃ ॥ ২০ ॥ অরুণাদিময়ং
লিঙ্গং তুষ্টাব জগদদ্বিকা । নমস্তে বিশ্বরূপায় শোণা-
চলবপুর্ভূতে ॥ ২১ ॥ তেজোময়াদ্রিলিঙ্গায় সর্ব-
পাতকনাশিনে । ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা চ ত্বং দুষ্পরি-
চ্ছেদ্যবৈভবঃ ॥ ২২ ॥ অগ্নিরূপোহপি সঙ্কাস্তো
লোকানুগ্রহকঃপুণ্যে । শক্ত্যা চ তদ্বসজ্যাতকরঃ
কালানলাকৃতিঃ ॥ ২৩ ॥ অদ্রিশ্রেষ্ঠারুণাদ্রীশ রূপ-
লাবণ্যবারিধে । বিচিত্ররূপমেততে বেদবেদ্যাং সুরা-
র্চিতম্ ॥ ২৪ ॥ তেজসাং দেব সর্বেবাং বীজভূতং

করায় তীর্থনবক সদা স্ফটিকপ্রভ হইয়া এক
বিচিত্ররূপ ধারণ করিল । অনন্তর শৈলনন্দিনী
ত্রিংশৎ দিবস ঐ তীর্থে বাস করিলে শস্তুর বিরহে
কাতর হইয়া তাঁহার মন চকল হইয়া উঠিল । সেই
সলিলে কমলাদি না থাকিলেও তাঁহার অঙ্গ-
কান্তি দ্বারা সলিলের কমল, চক্ষুর প্রভায় কমল-
বন এবং মন্দ হাস্তে কুমুদ সৃষ্ট হইল । তপ-
স্বিনী দেবী সেই তীর্থ জলমধ্যে বাস করায়,
লোকসকল তৎকালজাত ফল প্রাপ্ত হইয়া সদ্যই নিক্র-
পদ্রব ও কৃতার্থ হইল ॥ ১—১৮ ॥ জগন্মাতা গৌরীও
এক মাস অতীত হইলে সেই জল হইতে উৎখিত
হইয়া দেবীর উৎসব করিলেন এবং কার্ত্তিক মাসের
কৃত্তিকানক্ষত্রে নিশা সময়ে তপঃসিদ্ধ বহু উপচার
দ্বারা অরুণাচলময়লিঙ্গের পূজা ও স্তব করিলেন ।
তিনি বলিলেন,—শোণাচলশরীরধারী বিশ্বরূপ সর্ব-
পাতকনাশন তেজোময় অদ্রিলিঙ্গকে নমস্কার করি ।
হে দেব ! ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু পূর্বকালে তোমার
ঐশ্বর্যের সীমাদর্শন করিতে পারেন নাই, তুমি
ত্রিলোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই এই অগ্নিরূপ
ধারণ করিয়াছ । হে রূপলাবণ্যজলধি অদ্রিশ্রেষ্ঠ
অরুণাদ্রীশ ! আপনি শক্তি দ্বারা যথার্থ ত্ব
একত্র মিলিত করেন এবং আপনি কালানলরূপী ।
আপনার বেদবেদ্য ও সুরার্চিত এই রূপ অতীব

নিগদ্যসে। দিব্যং হি পরমং তেজস্তব দেব
মহেশ্বর ॥ ২৫ ॥ যৎপুরা ব্রহ্মা দৃষ্টং বিষ্ণুনা চ
বিচিহ্নতা। অদ্য পুতাস্মি দেবেশ তব সন্দর্শনাদহম্ ॥
২৬ ॥ তেজো দর্শয় মে দিব্যং সর্বদোষহরং পবম্।
প্রার্থয়ন্ত্যং তদা দেব্যামরুণাদ্রিময়ঃ শিবঃ ॥ ২৭ ॥
আবির্ভূত্ব তেজোভিরাপূর্য্য ভুবনান্তরম্। কোটি-
স্বর্ঘ্যোদয়প্রথাং তুল্যং পূর্ণেন্দুকোটিভিঃ ॥ ২৮ ॥
কালাগ্নিকোটিসঙ্কাশং তেজঃ পরমদৃশ্যত। প্রণমা
পরয়া ভক্ত্যা মুনিভিঃ সার্কমস্থিকা ॥ ২৯ ॥ বিস্ময়া-
ক্রান্তহৃদয়া ননন্দ নলিনেষ্কনা। অথ তেজো-
নিধেস্তস্মাদরুণাদ্রিঃ সমুখিতঃ ॥ ৩০ ॥ হিরণ্যযো-
হব্রবীর্ষাচং পুরুষঃ কালকঙ্করঃ। প্রসন্নোহস্মি তপো-
ভিস্তে স্থানেষু মম কল্পিতৈঃ ॥ ৩১ ॥ তেজোময়মিদং
রূপমৌক্ষিতঞ্চ ত্রয়াধনা। কারণৈর্বর্ত্তান্তলোকান
রক্ষেথাস্তং জগন্ময়ি ॥ ৩২ ॥ তপাংসি কুরুবে ভূমৌ
কিমন্তং প্রার্থিতং তব। মল্লোচনহিষা তেহদ্য তমো-
রাশিঃ সমুখিতঃ ॥ ৩৩ ॥ অশেষো হি প্রশান্তোহভূত্বৈজ

বিচত্র এবং নিখিলতেজের কারণরূপে কীৰ্ত্তিত।
হে দেব মহেশ্বর! পূর্বে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু আপনাব
যে দিব্য পরমতেজের অবেষণ করিয়াছিলেন, হে
দেবেশ! আজ সর্বদোষহর সেই দিব্যতেজ-
প্রদর্শন করুন, আমি উহা দর্শন করিরা পূত হই।
অনন্তর দেবীর প্রার্থনায় তখন অরুণাচলকপী
শিব স্বীয় তেজোদ্বারা ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করিয়া
আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সেই পরম তেজ
যেন কোটি স্বর্ঘ্য ও কোটি পূর্ণচন্দ্র এবং কোটি
কালাগ্নির উদয়কালীন তেজের স্থায় পরিলাক্ষিত
হইতে লাগিল। অনন্তর সেই তেজোদর্শনে
বিস্মিতহৃদয়া কমললোচনা অস্থিকা আনন্দিত
হইলেন এবং মুনিগণ সহ সেই তেজকে প্রণাম
করিলেন। তখন সেই তেজোরাশি হইতে
অরুণাদিরূপ নীলকণ্ঠ হিরণ্যয় দিব্যপুরুষ সমুখিত
হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি! মৎকল্পিত
এই স্থানে তুমি প্রভূত তপস্বী করিয়াছ, আমি
তোমার তপস্বায় প্রীত হইয়াছি। হে জগন্ময়ি!
তুমি সম্ভ্রান্তি আমার তেজোময় রূপ সন্দর্শন করিলে,
হে দেবি! এক্ষণে তুমি বহুবিধ উপায় দ্বারা ত্রিলোক
রক্ষা কর। তুমি বসুধাতলে বহুতপস্বী করিয়াছ,
কিন্তু তোমার ত অস্ত কোন প্রার্থিত বস্তু নাই।
তুমি আমার নয়ন আচ্ছাদন করিলে মদীয় নয়ন-
তেজঃ যে তোমোরাশি উৎখিত হয়, তাহাও এই অরুণ-

সোহস্ত্য নিরীক্ষণাৎ। অয়ং তু মহিষো ব্রহ্মো
মস্ত্যক্তিং লিঙ্গপূজকঃ ॥ ৩৪ ॥ জগ্ৰাহ সহসা হেততস্ত্য
লিঙ্গং গলে স্থিতম্। অনেন ভক্তিভং তচ্চ নাস্তিক-
সোপদেশতঃ ॥ ৩৫ ॥ অকরোণ্ময়াবিশ্বাসং লিঙ্গরূপে
গলে স্থিতে। ক্রমেণ সোহপি সম্ভ্রান্তো মুনিজন্ম
মনোহরম্ ॥ ৩৬ ॥ মামেবাতার্চয়ন্ ধায়ন্ গণনাথ-
হমাবসন্। পূর্বজন্মনি ভক্তোহয়ং মহিষোহপি ত্রয়া
হতঃ ॥ ৩৭ ॥ চিরং মল্লিঙ্গপুণ্ড্রস্মাৎ সিদ্ধিরস্তাপি
দেবাতঃ। শিবলিঙ্গেষাবিশ্বাসঃ শিবভক্ত্যবমাননম্ ॥
৩৮ ॥ ন কর্তব্যং সদা ভক্তৈস্তস্মাদৈব মুক্তিকাক্ষতিভিঃ।
দীক্ষয়া রহিতং লিঙ্গং যেন সঙ্কার্য্যতে বলাৎ ॥
৩৯ ॥ ন তাদৃশং ফলং দত্তে বজ্রবতঃ নিহন্তি চ।
ন দোষস্তত্র কিঞ্চিদে শোণাচলনিরীক্ষণাৎ ॥ ৪০ ॥
সফলা নয়নাবাস্তিঃ সর্বদোষাবিনাশনাৎ। ত্বৎপূজ-
স্তত্তদানেন ধাত্রোপকৃতহমাগ্নজে ॥ ৪১ ॥ ত্বামপীত-
কুচাং চক্রে বৎসলাঃ ভক্তরক্ষিণীম্। নক্ষত্রো
ঋতিকাথ্যোহত্র তব সর্গধিলোভতঃ ॥ ৪২ ॥ প্রায়-

ভূধরের নিরীক্ষণে অশেষরূপে প্রশান্তহইয়াছে। এই
যে দৃষ্ট মহিষকে দেখিতেছ, এ আমার প্রাতি ভক্তি-
মান ও লিঙ্গপূজক ছিল। ১৯-৩৪। কিন্তু বিনা দীক্ষা-
তেই লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া গলে ধারণ করিয়াছিল। আমি
লিঙ্গরূপে উহার গলে বাস করিতেছি, এ বিশ্বাস
মহিষের ছিল না, সেই নাস্তিকের উপদেশে ঐ
লিঙ্গকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। দেবি! বলিব কি,
ঐ লিঙ্গের প্রভাবে ক্রমে ঐ অশুর মনোহর মুনি-
জন্ম লাভ করে, অনন্তর ক্রমে আমার পূজা ও ধ্যান
করিয়া গণনাথ লাভ করে। হে দেবি! তুমি
যে মহিষকে বিনাশ করিয়াছ, পূর্বজন্মে এই অশুর
আমার ভক্ত ছিল এবং সতত মদীয় লিঙ্গ-ধারণ
করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। দেখ, মুক্তিকামী ভক্ত-
গণের কদাচ শিবলিঙ্গে অবিশ্বাস বা শিব-
ভক্তের নিন্দাকরা কর্তব্য নহে; কিন্তু যে
ব্যক্তি দীক্ষাবিরহিত হইয়া বুলপূর্বক লিঙ্গধারণ
করে তাহার তাদৃশ ফল লাভ হয় না, পরন্তু
বজ্রের স্থায় হইয়া ঐ লিঙ্গই তাহাকে বিনাশ
করিয়া থাকে। হে দেবি! মহিষাশুরবিনাশে তোমার
কোনই দোষ নাই, তুমি এক্ষণে সর্বদোষ-
নাশন শোণাচল দর্শন করিয়া নয়ন সফল কর।
তুমি ভক্তিরূপিনী, এবং বৎসলা, তুমি ধাত্রীর স্থায়
তনয়গণকে স্তম্ভদান করিয়া থাক বলিয়া তোমাকে
আপীত-কুচাক্রমে স্থাপন করা হইয়াছে। ঋতিকা

শিষ্টাভিধানেন ভবাপীতকুচাভিধা। পূজাশেষঃ
সমাধায় ভক্তানুগ্রহহেতবে । ৪৩ ॥ ভজ মাং
করণামূর্তিরপীতকুচনাথিকা। ইতি দেবশ্চ বচন-
মাকর্ণাত্যস্তশীতলম্ ॥ ৪৪ ॥ প্রণম্য প্রার্থিতবতী
প্রোবাচ চ তমদ্বিকা। দেবদেব প্রসাদেন দ্বয়ানু-
গ্রহশালিনা ॥ ৪৫ ॥ এতন্তে দর্শিতং তেজো দৃষ্টং
দেবৈশ্চ মানবৈঃ। প্রত্যক্ষং কৃত্তিকামাসি মদুতান্ত-
মহোৎসবে ॥ ৪৬ ॥ নক্ষত্র কৃত্তিকাগোহ্মিঃস্তেজস্তে
দৃশ্যতাং পরম্। তদ্বীক্ষিতমিদং তেজঃ পরমং
প্রতিবৎসরম্ ॥ ৪৭ ॥ দৃষ্ট্ব সমস্তৈর্হুরিঠৈর্মুচ্যস্তাং
সর্বজন্তবঃ। তথৈতি দেবদেবেন প্রোচেৎখাস্তদধে
গিরৌ ॥ ৪৮ ॥ প্রদক্ষিণং চকারৈনং সখীতিঃ সা
ততোহদ্বিকা। ঘনশ্চামলয়া কান্ত্যা পরিতো ভৃশ-
মাণয়া ॥ ৪৯ ॥ অরুণাদ্রিময়ং লিঙ্গং চক্রে মরকত-
প্রভম্। মন্দং চরন্তী জালাতিঃ প্রভাতিঃ পাদ-
পদ্ময়োঃ ॥ ৫০ ॥ তস্তার পরিতো ভূমিঃ পদ্মপত্রৈঃ
সপল্লবৈঃ। প্রফুল্লকনকাহোজনীলোৎপলদলোৎ-

নক্ষত্রে এই তীর্থে সমাগত ব্যক্তিগণের পাপ-
নাশ করিয়া তুমি আপীতকুচাখ্যায় বিখ্যাত হও।
হে আপীতকুচনাথিকে! ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ
করত পূজা, সমাধানপূর্বক করুণা করিয়া
আমাকে সেবা কর। অনন্তর দেবী অদ্বিকা
সদাশিবের এবংবিধ সুশীতল বাক্য শ্রবণ
করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক প্রার্থনা করিলেন,—
হে দেবদেব! দেব ও মানবগণ আপনার যে
তেজ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, আপনার অনুগ্রহ-
পূর্ণ দয়া দ্বারাই আজ আমাকে সেই তেজ
দর্শন করাইলেন। দেব! কার্তিকমাসে আমার
ত্রতোৎসবাস্তে আমি আপনার যে রূপ প্রত্যক্ষ
করিলাম, প্রাণিগণকে প্রতিবৎসর কৃত্তিকানক্ষত্রে
আপনার এই পরম তেজ প্রদর্শন করুন; প্রাণি-
গণ আপনার এই পরম তেজ দর্শন করিয়া
সমস্ত দূষিত হইতে মুক্ত হউক। অনন্তর
দেবীর প্রার্থনায় দেবদেব “তাঁহাই হউক” এই
কথা বলিয়া অরুণাদ্রিতে অদৃশ্য হইলেন; দেবী
পার্বতীও সখীগণ সহ সেই অরুণাদ্রিকে প্রদ-
ক্ষিণ করিলেন এবং তদীয় ঘনশ্চামল কান্তি
ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত করিয়া অরুণাদ্রিময় লিঙ্গকে
মরকতের স্থায় রূপবান করিয়া তুলিলেন।
মহরগামিনী দেবীর পাদপদ্মচ্ছটায় তৎসমিহিত
তুমি সকল যেন সপল্লব প্রফুল্ল কনককমল ও

করৈঃ অর্চয়ন্তীব শোণাদ্রিমতিতো দৃষ্টিকান্তিতিঃ।
॥ ৫১ ॥ ইন্দ্রাদিলোকপালানামঙ্গনাভির্বিবেচিতা।
৫২ ॥ প্রসাদিতা মাতৃগণৈর্গন্ধদানবিভূষণৈঃ।
ছত্রচামরভূঙ্গারতালবৃন্তফলাচিকাঃ ॥ ৫৩ ॥ বহুস্তীতিঃ
সুরস্বীতির্বিভ্রতা মুনিবধূষতা। প্রদক্ষিণং চকারৈ-
নমরুণাদ্রিঃ স্বয়ম্প্রভম্ ॥ ৫৪ ॥ কাঙ্ক্ষন্তী শিবসামুজ্যং
বিবাহাগ্নিমিবাদ্রিজা। তস্তাং প্রদক্ষিণং ভক্ত্যা
কুর্বাণায়াং পদেপদে ॥ ৫৫ ॥ প্রেযিতা শত্ৰুনা দেবাঃ
পরিবক্রঃ সুরেশ্বরঃ। সরস্বতীসমং ধাত্রা বিষ্ণুনা চ
সমং রমা ॥ ৫৬ ॥ সর্বাং দিকপালকাস্তাভিঃ সমেতা
শৈলবালিকা। নিরুদ্ধতীব দেবেশ্চ সলিলৈ-
বরদানতঃ ॥ ৫৭ ॥ অদ্ভিনাথশ্বরূপশ্চ শীতহমিব
কুর্ষতী। তপশ্চয়া বিনাভাবাদেবশ্চেব কৃতস্মৃতিঃ ॥
৫৮ ॥ হৃদরশ্মোদবাসশ্চ বোধয়ন্তীব সাধুতাম্।
ঋষীণাং দেবমান্যানামুপদেষ্টুমিব ক্রমাৎ ॥ ৫৯ ॥
কৌডামিব পুরাত্যস্তাং তপসাপি চ সঙ্গতা। আত্মানং
বিরহোত্তপ্তমাশ্রয়ং তাদৃশং শিবম্ ॥ ৬০ ॥ সঙ্কিস্তা

নীলোৎপল দ্বারা অস্তীর্ণের স্থায় বোধ হইতে
লাগিল এবং তিনি চতুর্দিকে উদ্ভাসিত স্বীয় অঙ্গ-
কান্তি দ্বারাই যেন শোণাচলের অর্চনা করিতে
লাগিলেন। ৩৪—৫১। তখন ইন্দ্রাদি লোকপালগণের
অঙ্গনারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিল; মাতৃগণ
গন্ধাদিদানে তাঁহার আভরণ রচনায় তাঁহাকে
প্রসন্ন করিল এবং সহস্র সহস্র মুনিপত্নীরা
তাঁহার ছত্র, চামর, ভূঙ্গার, তালবৃন্ত ও তাবুল-
সম্পূটক বহন করিতে লাগিল। তখন গিরিজা
স্বয়ম্ অরুণাদ্রিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিবাহাগ্নির
নিকট প্রার্থনার স্থায় তাঁহার নিকট সাযুজ্য
আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। দেবী ভক্তিসহকারে
পদে পদে অরুণাদ্রির প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে
সরস্বতীসহ ব্রহ্মা, রমার সহিত হরি এবং স্বস্ত পত্নীগণ
সহ দিকপাল প্রভৃতি শত্ৰুপ্রেয়িত সুরেশ্বরগণ আসিয়া
তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিলেন। শৈলপুত্র দিক-
পালগণে পরিবৃত্ত হইলে তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতে
লাগিল;—তিনি যেন সলিলবর্ষণে দেবেশকেও
নিরোধ করিয়াছেন; অগ্নিতেজোময় অরুণাদ্রিরও
শীতহ সম্পাদন করিতেছেন; তপশ্চালক দেবদেবের
কর স্পর্শ করিয়া তাঁহার সহিত অবিনাভাব প্রদর্শন
করিতেছেন; হৃদর উদকবাসের সাধুতা জ্ঞাপন
করিতেছেন; দেবমাতৃ মুনিগণের উপদেশক্রমে
পুরাত্যস্ত কৌডার স্থায় তপস্কার সহিত সঙ্গত হইয়া-

চোভয়োঃ কর্তুঃ শীতলং জলে হিতা । তীর্থানামিব
সর্কেষামুদ্ভূতানাং শিলাতলে ॥ ৬১ ॥ আধিক্যমথ
লোকস্ত বজুকামা স্বয়ং হিতা । ছুরিতয়ঃ চ পঞ্চা-
গর্থীবাসঃ সুহরম্ ॥ ৬২ ॥ অধিগম্য তপস্তস্ত
শান্তিঃ কর্তুমিব হিতা । মহিষাসুরকঠোখরকুধারা-
পরিপ্লুতম্ ॥ ৬৩ ॥ কালয়ন্তীব লিঙ্গং তদমলৈস্তীর্থ-
বারিভিঃ । অরুণাখ্যং পুরং রম্যং নির্মিতং বিশ্ব-
কর্মণা ॥ ৬৪ ॥ অশীতকুচনাথেশোণাদ্রীখরতুণ্ডে ।
শৃঙ্গেষু যন্ত সৌধেষু বসন্তো বারযোষিতঃ ॥ ৬৫ ॥
অধঃকৃতাত্রতড়িতো জিগীষন্তীব চামরীঃ । যতুঙ্গসৌধ-
শৃঙ্গাগ্রে গায়ন্তীবারযোষিতঃ ॥ ৬৬ ॥ সিন্ধুচারণ-
গঙ্ধর্ববিদ্যাধরবিরাজিতম্ । অষ্টাপদরথাক্রান্তমষ্ট-
বৌধিবিরাজিতম্ ॥ ৬৭ ॥ অষ্টাপদপথাকারমষ্টদিক্-
পালপুজিতম্ । অষ্টসিক্কিযুক্তৈঃ সিন্ধুরষ্টমূর্তিপদা-
শ্রয়ৈঃ ॥ ৬৮ ॥ অষ্টাঙ্গভক্তিযুক্তৈস্তুর্ভুক্তমষ্টাঙ্গবুদ্ধিভিঃ ।
চাতুর্দর্শ্যগুণোপেতমুপবর্ণপরিষ্কৃতম্ ॥ ৬৯ ॥ লসৎ-
সুবর্ণহর্ষর্শালামালাসমাস্থিতম্ । শঙ্খহৃদভি-

ছেন ; বিরহতপ্ত আত্মা এবং অরুণাদিরূপ শিব যেন
এই উভয়কেই শীতল করিবার জন্য জলে অবস্থান
করিয়াছেন ; তাহার খজুরবিদারিত শিলাতলে সমুদ্ভূত
তীর্থ সকলের আধিক্য এবং ভুবনের কোন
প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যেন তিনি অবস্থান করিতে-
ছেন ; তিনি যেন তপস্তা আশ্রয় করিয়া সুহর-
মনোরথপ্রসাধক ছুরিতনাশক পঞ্চাগিকে শান্ত
করিবার জন্য অবস্থিত হইয়াছেন ; তিনি যেন
মহিষাসুরের কণ্ঠদেশপরিষ্কৃত-কুধিরধারা-পরিপ্লুত
সেই লিঙ্গকে অমলতীর্থবারিধারা ধৌত করিতে-
ছেন ; বিশ্বকর্মানির্মিত রম্য অরুণাখ্যপুরের সৌধ-
ময় শৃঙ্গে অশীতকুচনাথ শোণাদ্রির তুণ্ডির জন্য যে
সকল বাররমণী বাস করে এবং রূপচ্ছটায় যে সকল
সুরনারী বিহ্বলকেও ধিকার দেয়, তাহাদিগকেও
যেন তিনি জিগীষা করিতেছেন । যাহার ধবল তুঙ্গ
শৃঙ্গাগ্রে গণিকাগণ গান করে ; যেখানে সিন্ধু, চারণ,
গঙ্ধর্ব ও বিদ্যাধরগণ বিরাজিত ; সে স্থান অষ্টাপদ
রথ দ্বারা আক্রান্ত ও অষ্টবীথী দ্বারা সুশোভিত,
যেখানে অষ্টাপদ-রথাকারে দিকপালগণ পূজিত হন,
অষ্টমূর্তি বাহাদের আশ্রয় ; তাদৃশ অষ্টসিক্কিযুক্ত
সিন্ধুগণ বাহাদের অষ্টমূর্তিকে অষ্টাঙ্গভক্তি ও
অষ্টাঙ্গজ্ঞান দ্বারা আশ্রয় করিয়া থাকেন ; যে
স্থান চাতুর্দর্শ্যগুণযুক্ত ও অস্বাভ্যাস বর্ণ দ্বারা শোভ-
মান ; যেখানে গৃহশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত প্রদীপ

নিঃস্থানমুদঙ্গমুরজাদিভিঃ ॥ ৭০ ॥ বীণাবেণুধৈত্যাটলৈঃ
সাল্যৈরুপরঞ্জিতম্ । ব্রহ্মঘোষনির্নাগেন মহাবীণাং
শিবাস্ত্রনাম্ ॥ ৭১ ॥ সেবিতব্যং দিনে দিব্যসমদর্শ-
বৃষধ্বজম্ । নবরত্নপ্রভাজালৈর্নবগ্রহসমোদয়েঃ ॥ ৭২ ॥
নিশাদিবসয়োরেবং দর্শয়িব সর্বদা । বিষ্ণুঃ স্থিতশ্চ
তং শ্রীত্যা নিষেব পুরতো বিভূম্ ॥ ৭৩ ॥ শক্রঃ
সুরগণৈঃ সার্কঃ সহস্রাঙ্কঃ সমাযযৌ । পপাত দিবা-
গন্ধাঢ্যং পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ ॥ ৭৪ ॥ ব্যোমগন্ধা-
জলোৎ-সঙ্গশীতলো মরুদাববৌ । অতীব সৌরভা-
মোদবাতিতাপিলদিশুখঃ ॥ ৭৫ ॥ কনকাক্ষিতশৃঙ্গাগ্র-
পরিধূতবনাবলিঃ । দর্পসম্মতসম্রদ্ধো ননাদ বৃষভো
মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥ বসন্তপ্রাণাঃ সর্কে সহস্রমুতবঃ পুরঃ ।
অসেবন্ত প্রিয়করেঃ পুষ্পৈঃ স্বয়মখোচিতৈঃ ॥ ৭৭ ॥
গণৈশ্চ বিবিধাকরাঃ সিন্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ । সুরাশ্চ
কুতুকোপেতাঃ সমাগচ্ছন দিদৃক্ষবঃ ॥ ৭৮ ॥ কুসুম-
ক্ষোদসম্মিশ্রকর্পূররজসম্প্রিতঃ । চর্যামুষ্টিমহাসারঃ
সমকীর্যাত সর্বতঃ ॥ ৭৯ ॥ অথ মুদঙ্গকমদলবজ্ররী-

সুবর্ণবর্ণ ও -মলিন হইয়া যায় ; যেস্থান শঙ্খ,
হৃদভি, মুদঙ্গ, মুরজ, বীণা, বেণু, মুখতালধ্বনি
ও বিবিধ বিচিত্র আলাপ দ্বারা রঞ্জিত ; যে স্থান
শিবাত্মা মহাবীণার ব্রহ্মঘোষে নির্নাদিত, যেখানে
সমদর্শী দিবা বৃষধ্বজ প্রতিদিন পূজিত হন ; যে স্থান
নবরত্নপ্রভ নবগ্রহের উদয়ে যেন দিবা রাত্রি উভয়
সময়েই সতত সমানভাবে দৃষ্ট হয় ;—বিষ্ণু সেইশোণ-
শৈলের পুরোভাগে বাস করিয়া শ্রীতিপূজক বিভূর
সেবা করেন ॥ ৭২-—৭৩ ॥ সহস্রাঙ্ক সুররাজ অস্বাভ্যাস সুর-
গণ সহ এখানে আগমন করেন ; এখানে চারিদিক্
হইতে দিবাগন্ধসমমিত পুষ্পবৃষ্টি পতিত হয় ; আকাশ-
গন্ধার তরঙ্গসঙ্গমে শীতল হইয়া বায়ু এখানে প্রবা-
হিত হয় এবং এই স্থানের অখিল দিশ্চকুল নিক-
পম সৌরভ দ্বারা বাসিত ও আমোদিত হইয়া
থাকে । এখানে কনকাক্ষিত শৃঙ্গাগ্র দ্বারা বনশ্রেণী
কম্পিত করিয়া উজ্জ্বল গর্ষিত যুদ্ধকাম্য বৃষ বার-
বার নিনাদ করিতেছে ; বসন্তপ্রমুখ ঋতু সকল
হর্ষ সহকারে প্রিয়কর কুসুম চয়ন করিয়া স্বয়ং ইহার
উপাসনা করিতেছে ; বিবিধাকারে গণদেবতা, সিন্ধু,
পরমর্ষি ও সুরগণ কৌতুকবশতঃ ইহার সন্দর্শন-
মানসে এখানে আগমন করিয়া থাকেন এবং ইহার
পরিচর্যার জন্য দৃঢ়মুষ্টি পরিচারকগণ কুসুমচূর্ণ-
সম্মিশ্র কর্পূররজঃসম্প্রিত গুটিকা সকল ইতস্ততঃ
নিকিণ্ত করিতেছে । অনন্তর সুরগণ মুদঙ্গ, মর্দঙ্গ

পটহস্থভিত্তালসমম্বিতঃ । জলজকীচককাহলনিবনৈঃ
সুরকুঠৈর্ভুবনং সমপুরয়ন্ ॥ ৮০ ॥ সুরবধুজন-
নৃত্যানিরন্তরোল্ললিতভুঙ্গুগায়নগীতিভিঃ । অভিরূতো
মুনিদেবগণাষিতো বৃষগতঃ সমদর্শি বৃষধ্বজঃ ॥ ৮১ ॥
সরসমেতা শিবঃ কক্ণানিধিন্তমুগীমপি তামপল-
জ্জয়া । ললিতমঙ্গমনঙ্গরিপুঃ শিবাঃ ধৃতিমহানবিরোপা
জহর্ষ সঃ ॥ ৮২ ॥ ললিতয়া নিজয়া প্রিয়য়াষিতঃ
সুরমুনীন্দ্রসমাজসমাবৃতঃ । ললিতম্পরসাং মুহুরাদ-
রারটনৈমক্ণত গীতিসমম্বিতম্ ॥ ৮৩ ॥ অথ শিবঃ
সুররাজসমর্পিতান্ শুভপটীরমুখানিলসৌরভান্ ।
হিমগিরিপ্রহিতাংচ সমগ্রহীনমুগমদৈঃ সহ গন্ধ-
সমুচ্চয়ান্ ॥ ৮৪ ॥ সমমুলেপিতহারমুমাণ্ডা-
বভিগতো সিততাং সমলঙ্কতো । স্বয়মপীতকুচাকুচ-
কুখলাবরণরন্তগচঞ্চলসংকরো ॥ ৮৫ ॥ কঠিনভুঙ্গ-
ঘনস্তনকোরকস্থগিতমঙ্গলগন্ধমনোহরান্ । গিরি-
পুতামধিগম্য শিবঃ স্বয়ং বিরহতাপমশেষমপাকবোৎ ॥
৮৬ ॥ অথ বিনোদশর্তৈরুপলক্ষিতাঃ নিজবিযোগজ-

বল্লরী, পটহ, তাল-লয়সমম্বিত হস্থভি, জলজবেণু,
কাহাল প্রভৃতি নিনাদিত করিয়া দিগ্বাণল আশ্রিত
করিলেন; মুনি ও গণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃষাকট
ধ্বধ্বজ দেখা দিলেন । তখন সুরবধুগণ নিত্য উল্লাস
সহকারে বিবিধ নৃত্য ও ভুঙ্গু তালসমম্বিত গীতি
দ্বারা হরকে বরণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর কক্ণা-
নিধি রসরসিক শিবকে দেখিয়া দেবী লজ্জাবশতঃ
অবনতমুখী হইলে ধৃতিমান্ অনঙ্গরিপু তাঁহাকে
কমল করে স্বীয় অঙ্কে আরোপণ করিয়া হৃষ্ট হই-
লেন । তখন শিব আদর সহকারে সুর ও মুনি-
গণে পরিবৃত হইয়া নিজ প্রিয় কোমলাঙ্গী আদিকাব
সহিত অপ্সরোগণের গীতিসমম্বিত নৃত্য বার বার
অবলোকন করিতে লাগিলেন । তখন শিব হিম-
গিরির গুহাগত মনোজ্ঞ সৌরভসমম্বিত বায়ুসহ
সুররাজ । ইন্দ্রপ্রদত্ত-কম্বুরীবাসিত গন্ধনিচয় গ্রহণ
করিলেন । তিনি অম্বুলেপনলিপ্ত, হার দ্বারা মণ্ডিত
ও করদ্বয় প্রসারিত করিয়া অপীতকুচা দেবীর
কুচদ্বয়ে স্তম্ভ করিলেন । তখন দেবীর কুচকুটালের
কুমুমদ্বারা তাঁহার করদ্বয় মনোহর শোভা ধারণ
করিল । অনন্তর তিনি দেবীর ভুঙ্গ কঠিন
উপর তদীয় চক্ষু স্তম্ভ করিলেন
এবং মঙ্গলযুক্ত মনোহরগন্ধশালিনী শৈলনন্দিনীকে
প্রাণ হইয়া অশেষ বিরহতাপ দূর করিলেন ।
তৎকালে অরুণশৈলপতি শিব স্বীয় বিনোদগতাপে

তাপকুশাষিতাম্ । অরুণশৈলপতিঃ স্বয়মদ্রিজাং
বরমভীষিতমর্থয় চেতাশাৎ ॥ ৮৭ ॥ সকুতকং
প্রণিপতা নগাভুজা পুররিপুঃ ভুবনত্রয়গুপ্তয়ে ।
ইমমযাচত শোণগিরীধরং বরমুদারমহুগ্রহসমুদম্ ॥ ৮৮
ইতি শ্রীকান্দে দেব্যা শিবসমাগমবর্ণনং নাম দ্বাদশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ । অথ গৌরী পুরাতিঃ প্রণম্য
জগদধিকা । অযাচতা দৃশ্য শতুমবিনাভাবমায়নঃ ॥ ১ ॥
ইদং বিজ্ঞাপয়ামাস লোকান্তগ্রহকারণাৎ । কপয়া
পরয়া পূর্ণা গৌরী সংবাদসুন্দরী ॥ ২ ॥ ন ত্যজ্য-
মেতত্তে কপমত্র দৃষ্টিমনোহরম্ । অহং ত্বয়া ন চ
তাজ্যা সাপরাধাপি সর্বদা । মনোহরমিদং রূপ-
মেতত্তে লোকমঙ্গলম্ ॥ ৩ ॥ আলোক্যতাং সদা
সর্বৈদিবাগন্ধসমম্বিতম্ । ভূজঙ্গগরলত্রক্ষকপাল-
শিবভস্মভিঃ ॥ ৪ ॥ ভীষণৈরলমীশান জয় বেশপরি-

কুশাঙ্গী দেবীকে অসীম হৃদসহকারে সন্দর্শন করি-
লেন এবং বলিলেন,—হে দেবি ! তোমার অভীষ্ট
বর প্রার্থনা কর । শিবের অনুগ্রহ দর্শনে দেবী
গিরিকুমারী কুতূহলাবিত হইয়া ত্রিলোকের রক্ষার
জন্ত ত্রিপুররিপু শোণগিরীধরের নিকট এই উদার
বর যাচঞা করিলেন ॥ ১৪—৮৮ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর জগন্নাথ গৌরী
ত্রিপুরারিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত স্বীয়
আত্মার অবিনাভাব কামনা করিলেন । ত্রিলো-
কের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ মধুরভাবিনী গৌরী আরও
প্রার্থনা করিলেন যে, আমি যেন আমার মনোহর
রূপ ত্যাগ না করি এবং অপরাধ করিয়াও
আপনাকর্তৃক কখন পরিত্যক্ত না হই । হে ঈশান !
ত্রিলোকের মঙ্গলাবহ, সতত দিব্যাগন্ধসমম্বিত
আপনার এই মনোহর রূপ যেন সর্বদা দেখিতে
পাই ; কিন্তু হে দেব ! ভূজঙ্গের গর, অন্ধকপাল
ও ভস্ম দ্বারা এই রূপ অতি ভীষণাকার ধারণ
করিয়াছে, ইহা আমি দর্শন করিতে সমর্থ নহি ;
অতএব আপনি অস্ত্র কোন রূপান্তর ধারণ করিয়া

গ্রাহ্যে । সুকুমারো ভবেদ্বিবামানাগন্ধাহরাতিভিঃ ।
৫ ॥ ভূষিতো রত্নভূষাভিবিহরস্ব মহেশ্বর । আগতা
নিত্যমীশান দেবগন্ধর্ষককণ্ঠকাঃ ॥ ৬ ॥ সেবস্তামত্র
দেবেশং নৃত্যবাদিত্তগীর্তাভঃ । গণাশ্চ মানুবা ত্বা
সেবস্তাং স্বামর্জনিশম্ ॥ ৭ ॥ ইৎপ্রমাদাদয়ং দেব
সুগন্ধিঃ পুষ্টিবর্ধনঃ । আবয়োঃ সঙ্গমো দৃষ্টো ভূষাৎ
সর্বার্থদায়কঃ ॥ ৮ ॥ গৃহীতমত্র দেবেশ সর্গমঙ্গায়কঃ
বপুঃ । চরিতং তব কৈঙ্কর্যমস্ত ভক্তিঃ সদা তব ॥ ৯ ॥
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমপরাধসহস্রকম । ক্ষমাতাঃ
তব ভক্তানামনন্তশরণেক্ষণাৎ ॥ ১০ ॥ ইতি দেবা
বচঃ ॥ হা শম্ভুঃ শোণাচলেশ্বরঃ । তমেব বরদঃ
প্রাদাহরং সর্গমভীষিতম্ ॥ ১১ ॥ আত্মা গোবী-
কুতুকাভিস্কামঃ স্বয়ং শিবঃ । ধাবয় ই মৃগমদং
মনোজমিদমুচিবান ॥ ১২ ॥ মহাদেব উবাচ ।
পুলকাখ্যো মহান দৈত্যো মৃগকপী তপোহধিকম্ ।
কুহা প্রাপ ববং মন্তঃ সৌগন্ধ্যং পবমাদৃতম্ ॥ ১৩ ॥
লক্সা বব স্বগন্ধেনামোহয়ৎ সুবয়োমিতঃ । তথৈ-

আপনার রূপ সুকুমার করুন । হে মহেশ্বর ।
আপনার জন্ম হউক, আপনি দিব্যামালা, উত্তমগন্ধ
এবং বস্ত্রাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া আমার সন্তোষ বিহার
করুন । হে ঈশান । দেব ও গন্ধর্ষককণ্ঠাগণ নিতা
এখানে আগমন করিয়া থাকে, নৃত্য, বাদিত্ত ও
গীতাদি দ্বারা তাহার। আপনার নিতা সেবা করুক
এবং হৃদীয় গণদেবতাগণ মানুসবেশ ধারণ করিয়া
নিরন্তর আপনার শুশ্রূষা করুক । হে দেব ! আপনার
অনুগ্রহে সুগন্ধি ও পুষ্টিবর্ধন আমাদের এই সঙ্গম
নিখিল অভীষ্টদায়ক হউক । আপনি এখানে
অখিলমঙ্গায়ক শব্দ ধারণ করিয়াছেন, এক্ষণে
আপনাতে আমার এইরূপ ভক্তি হউক যেন, আমি
সতত কিঙ্করী হইয়া আপনার চরিত আচরণ কাবতে
পারি এবং হে দেব । আপনার যেসকল ভক্ত কেবল
আপনাকেই দর্শন কবে ও আপনাবই আচরণ
লইয়াছে, নিতা তাহাদের জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সহস্র
অপরাধ ক্ষমা করুন । দেবীর এইরূপ বাক্য
শ্রবণ করিয়া শোণাচলনাথ বরদ শম্ভু তদ্রূপ সর্গভীষ্ট
প্রদ বরদান করিলেন এবং গৌরীকে সন্তোষণ করিয়া
কৌতুক বশতঃ স্বয়ংই রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
বলিলেন, “দেবি । তুমি এই মনোজ্ঞ কঙ্করী ধারণ
কর ।” মহাদেব গৌরীকে বলিলেন,—মৃগরূপধারী
পুলকাখ্য নামক এক ঐষ্ট দানব ছিল, সে অত্যন্ত
তপস্বী করিয়া আমার নিকট বরলাভ করে, দানব

বাধসম্প্রাপ্তো ববাবে সকলং জগৎ ॥ ১৪ ॥ দেবৈ-
রভার্থিতঃ সৌহৃদ্যাহুয়াশুরনায়কম্ । বিমুক্ত লোক-
রক্ষার্থমানুষ্যং দেহমিত্য শাম্ ॥ ১৫ ॥ পুলক উবাচ ।
তাক্ষ্যামি দেবদেবেশ দেহমেতং হৃদাজয়া । প্রণম্য
ভক্তিমনসা মামপ্যর্চ্যেদমুচিবাম্ ॥ ১৬ ॥ মদঙ্গসন্তবং
দিবাং সৌরভং বিশ্বমোহনম্ । ধায়াতাং দেবদেবেশ
সদা সারদচেতসা ॥ ১৭ ॥ পুলকশ্বেদজাতো হি
সদা প্রখ্যায়তাং তব । অয়ং মৃগমদো লোকে শৃঙ্গার-
রসবর্ধনঃ ॥ ১৮ ॥ ইৎপ্রিয়ঃ কান্তিসৌভাগ্যরূপ-
লাবণ্যদায়কঃ । বিশ্বজামি নিজং দেহং দেবদেব
জগৎপতে ॥ ১৯ ॥ সদা বহুমতো দেবা দিব্য-
সৌভল্লকয়া । মদংশসন্তবায়ৈ স্মার্মন্তপোলক-
সৌভতাং ॥ ২০ ॥ লীযতা তব দেবেশ মূর্ত্যবালে-
পনচ্ছলাৎ । তথোতি মধ্যাক্রান্ত স দৈত্যঃ
পুলকাভিধঃ ॥ ২১ ॥ বিসঙ্গজ নিজং দেহং ময়ি সন্তস্ত-
জীবিতঃ । ততস্তদঙ্গসমুতং মদং বহুলসৌরভম্ ॥ ২২ ॥
অধাবয়মহং প্রেমণা শতশৃঙ্গারবর্ধনম্ । তপসা

এ বরপ্রভাবে পবমাদৃত সৌগন্ধ লাভ করিয়া
স্বীয় গন্ধ দ্বারা সুববমণাগণকে মোহিত করিয়াছিল ।
অশুরের সেই পাপে সমস্ত জগৎ ব্যথিত হইয়া
উঠিলে দেবতাগণ আমার শরণাপন্ন হইলেন ।
অনন্তর তাঁহাদেব প্রার্থনায় আমি সেই অশুরনায়-
ককে আহ্বান করিয়া বলিলাম,—হে দানব ! লোক-
বন্ধার জন্ত তুমি তোমার এই অশুরশরীর পরি-
তাগ কর । ১ — ১৫ । পুলক উত্তর করিল,—হে দেব-
দেবেশ । আমি আপনার আদেশে এই দেহ ত্যাগ
ববিব, কিন্তু দেবদেবেশ । লোকে ভক্তিভাবে প্রণাম
করিয়া আমাকে পূজা করুক এবং বিশ্ববিমোহন
আমার এই অঙ্গসন্তব দিবা সৌরভ আদুর সহ-
কারে সতত আপনি ধারণ করুন । এই পুলক শ্বেদ-
জাত মৃগমদ শৃঙ্গারবর্ধন, আপনার প্রিয় এবং
কান্তি, সৌভাগ্য, রূপ ও লাবণ্যদায়ক, লোকে সর্গদা
আপনার মুখে ইহা কীর্তিত হউক । হে দেবদেব !
জগৎপতে ! আমি স্বীয় শরীর ত্যাগ করিতেছি,
দিব্য সৌভল্লোলুপ দেবী সতত ইহার আদর
করুন এবং যাহারা আমার অংশজাত ও তপস্বী
দ্বারা আমার এই সৌরভ লাভ করিবে, অনুলেপ-
নের মত তাহারা আমার শরীরে বিলীন হউক ।
অনন্তর আমি ‘তাহাই হউক’ এইরূপ বলিলে, পুল-
কাখ্য দানব আমাতে জীবন অর্পণ করিয়া শরীর
পরিতাগ করিল । অনন্তর আমি প্রেমসহকারে সেই

দেবদেবেশি তন্ত্ৰং তব বপুঃ ক্রীড়ম্ ॥ ২৩ ॥ মদঙ্গু-
লক্লেহমভুতম্ ॥ ২৪ ॥ আনিলিন্দ্র মহাদেবঃ
পার্বতীং প্রেমমন্দিরম্ । অপৃচ্ছচ্চ হসন্ দেবঃ
পার্বতীং ললনাকৃতিম্ ॥ ২৫ ॥ কিমেতদতি হস্তোৎখ-
দষ্টা তং জগদধিকা । অববীদকুণাদ্রীশমানম্যা
জগদধিকা ॥ ২৬ ॥ আগতিং তন্ত্ৰ পুষ্পস্ত সদা
স্বকরবর্জিতম্ ॥ ২৭ ॥ দেব্যাবাচ । অহং কৈলাস
শিখরাদেবদেব হৃদাজয়া । তপঃ কর্তুমমুপ্রাপ্তা
কাঞ্চীং কনকতোরণাম্ ॥ ২৮ ॥ অবাপ্য মানসোদ্ধুতং
কঙ্করমিদমুত্তমম্ । আরাধয়ং মহাদেবমগ্নানশুক-
সৌরভম্ ॥ ২৯ ॥ যদক্ষয়মবিশ্রান্তমর্চনাযোজিতং ময়া
অবিচ্ছিন্নমহাদীপ্তিঃ কামধেনুঘৃতাধুতঃ ॥ ৩০ ॥
অবেক্ষণীয়ো ভূপালৈরমুপাল্যচ্চ সর্বদা । ধর্ম্মালক্ষণ-
মাধেয়ং লোকরক্ষার্থমাদরাৎ ॥ ৩১ ॥ সর্বাভীপ্সিত-
সিদ্ধার্থং মৎপ্রীতিকরণায় চ । ময়া সংস্থাপিতা ধর্ম্মা
হ্যত্রিশ্লোকশুভয়ে ॥ ৩২ ॥ রক্ষণীয়া প্রযত্নেন তৎ-

অনুরের শরীরসম্ভব অত্যন্ত শৃঙ্গারবর্জক বিপুল
সৌরভযুক্ত মদ ধারণ করিলাম । হে দেবদেবেশি !
তপস্ত্যায় তোমার শরীর শীর্ণ হইয়াছে এবং বিরহে
আমার শরীরও ক্লেশ হইয়াছে ; অতএব সম্প্রতি
এই মদ শরীরে লেপন কর । মহাদেব পুলক-
নেহজাত মদের এইরূপ প্রশংসা করিয়া প্রেমনিলয়
পার্বতীর শরীরে তাহা লেপন করিলেন এবং
হাসিতে হাসিতে লোলাকৃতি পার্বতীকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—তোমার হস্ত হইতে এ কি উথিত
হইয়াছে ? শিবের প্রসঙ্গে জগন্নাথ পার্বতী হস্তের
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অরুণাচলনাথকে প্রণাম-
পূর্বক তাঁহার করস্থিত পুষ্পটীর বিবরণ বলিতে
লাগিলেন । দেবী বলিলেন,—হে দেবদেব ! তপ-
স্ত্যার্থ আপনার আদেশে আমি কৈলাসশিখর হইতে
কনকতোরণা কাঞ্চীপুরীতে গমনপূর্বক তত্রত্য
মানস সরোবরে এই অগ্নানকাঙ্ক্ষি শুকসৌরভ উত্তম
কমলটী প্রাপ্ত হইয়া কাঞ্চীপুরস্থ মহাদেবের আরাধনা
করি । যিনি অক্ষয়, পূর্বেও আমি ষাঠাকে অবি-
জ্ঞানভাবে পূজা করিয়াছি, ষাঠার দীপ্তির সীমা
নাই, যিনি কামধেনুর হৃদ হইতে সমুৎপিত স্বতস্বারা
আবৃত্ত হন, সকল অতীষ্টসিদ্ধি ও আমার ক্রীতির
জন্ত ভূপালগণ সতত সেই মহাদেবের দর্শন ও
সেবা করিয়া থাকেন । আমি লোকরক্ষার জন্ত
হ্যত্রিশ্লোক প্রকার ধর্ম্ম স্থাপিত করিয়াছি, লোক-

সমিধিমুপাগতেঃ । সর্কালঙ্কারসংযুক্তং সর্বভোগ-
কর্তোৎসবম্ । আলোক্যতামিদং রূপং কঙ্করাং মম
কাঙ্ক্ষিমৎ ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মোবাচ । ইতি দেব্যা বচঃ
শ্রুত্বা শঙ্কুঃ শোণাচলেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥ তথৈতি বরদঃ
প্রাদাদ্বরং সর্বমভীপ্সিতম্ । এষ শোণাচলঃ ক্রীমান্
দৃশ্যতে লোকপূজিতঃ ॥ ৩৫ ॥ সর্বদা বরদা গৌর্যা
সর্বভোগৈশ্চ সংবৃতঃ । য এতচ্ছান্তবং রূপমরুণাদ্রি-
তয়া স্থিতম্ ॥ ৩৬ ॥ সম্প্রস্তুতি নমস্তুতি কৃতার্থাঃ
সর্ব এব তে । অরুণাচলমাহাভ্যামেতচ্ছান্তি যে
ভুবি ॥ ৩৭ ॥ ভবন্তি সততং তেষাং সমগ্রাঃ সর্ব-
সম্পদাঃ । ক্রীমন্তঃ বাকৃপতিশ্চক্ৰ রূপমব্যাহতং
বলম্ ॥ ৩৮ ॥ লভন্তে পাপনাশক্ মহাভ্যাস্তান্ত
ধারণাৎ । সর্বতীর্থার্থভিষবণং সর্বযজ্ঞক্রিয়াফলম্ ॥
৩৯ ॥ সদাশিবপ্রসাদক দত্তে শোণাদ্রিদর্শনম্ ॥ ৪০ ॥
ইতি কৈলাসশিখরাং প্রাপ্তা দেবী শিবাভয়া ।
শাপমোক্ষং গতবতী শোণাচলনিরীক্ষণাৎ ॥ ৪১ ॥
স্থানেষু দেবস্ত বিদ্যমানেষু চ ক্ষিতৌ । দিবি

হিতার্থী ভূপালগণ আদরপূর্বক তাহা ধারণ করেন
এবং সেই সকল ধর্ম্মরক্ষার জন্ত এই মহাদেব
সমীপে আগমন করিয়া থাকেন । হে দেব ! সর্বা-
লঙ্কারভূষিত ও বিবিধ ভোগদ্বারা আনন্দযুক্ত মদীয়
এইরূপ সকলে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে দর্শন
করুক ॥ ৩৬—৩৭ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন,—শোণাচলেশ বরদ
শঙ্কু দেবীর এই বাক্য শ্রবণপূর্বক ‘তাহাই হউক’
এইরূপ বলিয়া সকল অভীপ্সিত বর প্রদান করিলেন
শোণাদ্রি সর্বদা বরদা গৌরীকর্তৃক সেবিত ও বিবিধ
ভোগযুক্ত, ইনি লোকপূজিত ও ক্রীমান্ ; ষাঠারা
অরুণভূধররূপে স্থিত এই শঙ্কুর রূপ দর্শন বা ইহাকে
নমস্কার করেন, তাঁহার কৃতার্থ হন । ভূতলে যাঠারা
এই অরুণাচলমাহাভ্য শ্রবণ করে, তাহারা প্রভূত
সম্পত্তিশালী, ক্রীমান্ ও বাকৃপতি হয় এবং তাহাদের
রূপ ও অব্যাহত বললাভ হইয়া থাকে । এই
শোণাদ্রির মাহাভ্য ধারণে মানব বিগতপাপ
হইয়া সকল তীর্থগমন ও বিবিধ যাগাহুষ্ঠান জন্ত
ফল প্রাপ্ত হয় এবং ইহাঁর দর্শনে সদাশিবের প্রস-
ন্নতা লাভ করে । শিবের আদেশে দেবী কৈলাস-
শিখর হইতে আগমনপূর্বক এই স্থানে শোণাচল
নিরীক্ষণ করিয়া শাপমুক্ত হইয়াছিলেন । ক্রীতকালে
ও বর্গে এই শোণাচল ভিন্ন শিবের অস্তিত্ব অনেক
অত্যন্ত পবিত্র ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকিলেও এই স্থানে

চাত্যন্তপুণোষু শঙ্করজ্ঞ প্রমোদিতান ॥ ৪২ ॥ অযং
সদাশিবঃ সাক্ষাদরুণাচলরূপতঃ । দৃশ্যতে পবনঃ
তেজঃ সর্গস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ৪৩ ॥ এতত্ত্ব তৈজসং
লিঙ্গং সর্বদেবনমস্কৃতম্ । দৃশ্যতে কস্মভূরেমা তেন
ধর্ম্মাধিকা মতা ॥ ৪৪ ॥ অরুণাচলনাথস্ত তেজসা
ধৃতকন্মযাঃ । ভক্তিমন্তো নরা লোকে সুখমাপ্যন্ত
সর্বতঃ ॥ ৪৫ ॥ প্রদক্ষিণৈর্নমস্কারৈরন্তপোর্ভির্নয়মৈবপি ।
যেহর্ষয়ন্ত্যরুণাদীশং তেষাং শঙ্করশ্রুতঃ ॥ ৪৬ ॥
ন তথা তপসা যোগৈর্দাতৈঃ প্রীণাতি শঙ্করঃ । যথা
সকৃদপি প্রাপ্তাদরুণাচলদর্শনাৎ ॥ ৪৭ ॥ স্বয়ম্ভুবঃ সদা
বেদাঃ সেতিহাসা দিবি স্থিতাঃ । পরিতো গিবি-
রুপাস্তে স্ববস্ত্র্যকরণপর্বতম্ ॥ ৪৮ ॥ এতস্ত বৈভবং
সর্বং ন ময়া ন চ শার্জিণা । বচসা শক্যতে বক্তুং
বর্ষকোটিশতৈরপি ॥ ৪৯ ॥ দেবাশ্চ হরিমুখ্যাস্তে

কল্পকাদ্যাঃ সুরক্রমাঃ । প্রচ্ছন্নরূপাঃ সেবন্তে সর্ব-
দৈবারুণাচলম্ ॥ ৫০ ॥ ন তস্ত কলিদোমঃ স্তাম্মাধি-
ব্যাদিবিজ্ঞানা । যত্র সম্পূজ্যতে লিঙ্গমরুণাচল-
সংজ্ঞিতম্ ॥ ৫১ ॥ ইতেতৎ কথিতং সর্বং তব
শঙ্কপদাশ্রয়ম্ । চরিতং হরুণশ্রাস্ত কল্পপুণ্যত্বা-
সদম্ ॥ ৫২ ॥ সূত উবাচ । ইতি বিধিমুখ-
নিঃসৃতামুদারামরুণগিরীশকথাসুধাপগাং হি । ক্রতি-
পুটযুগলাৎ পিবন্নমোজ্ঞাং সনকমুনিম্প্রসাদাং কলং
স লেভে ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুৰাণে একাশীতিসাহস্রাং সঙ্হি-
তায়াম্ প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডে অরুণাচলমাহাত্ম্যো
পূর্বার্ধে শিবেনারুণাচলস্ত সর্বশ্রেষ্ঠাবরপ্রদান-
বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সদাশিব সত্ত্বর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, স্মৃতির ইহা
ধর্ম্মাচরণে শ্রেষ্ঠ, কেননা এইস্থান কস্মভূমি, সদাশিব
সাক্ষাৎ অরুণাচলরূপে এখানে বিবাজিত, ইহার যে
পরম তেজ দৃষ্ট হয়, এই তেজই সৃষ্টি, স্থিতি ও
প্রলয়ের কারণ এবং সর্বদেবনমস্কৃত তৈজসলিঙ্গ ।
অরুণাচলের তেজে পাপ বিধৌত হয়, ইহার প্রতি
ভক্তিমান হইলে লোক সকল সুখলাভ করে, যিনি
প্রদক্ষিণ, নমস্কার, বিবিধ তপস্যা ও নিয়ম দ্বারা
অরুণাচলনাথের অর্চনা কবেন, শঙ্কু তাঁহাদের
বশীভূত হইয়া থাকেন । একবার অরুণাচলে গমন
করিয়া শঙ্কুকে দর্শন করিলে তাঁহার যেকপ প্রীতি
হয়, তপস্যা, দান কিংবা যোগদ্বারাও তিনি তাদৃশ
প্রীত হন না । ইতিহাস সহ স্বর্গীয় স্বয়ম্ভু বেদ-
চতুষ্টয় গিরিরূপে বিরাজিত হইয়া অরুণগিরির
চতুর্দিকে স্তব করিয়া থাকেন । ইহার সকল বিভূতি

আমি কিংবা শার্জধর বিষ্ণু শতকোটি বর্ষেও বাক্য-
দ্বারা বাক্ত করিতে সমর্থ নহি । হরিপ্রমুখ সুরগণ
এবং কল্পক্রমাঙ্গি বৃক্ষ—সকলেই প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব-
দেবকপী অরুণাচলের সেবা করেন । যেখানে
অরুণাচলস্থ লিঙ্গ অর্চিত হন, তথায় পাপ বা আধি-
ব্যাদির আধিপত্য থাকে না । হে বৎস সনক । এই
আমি শঙ্কপদাশ্রয়, কল্পপ্রমাণ পুণ্য ও অপ্রাপ্য নিখিল
অরুণাচরিত তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । সূত
বলিলেন,—ব্রহ্মনন্দন সনক—বিধাতা ব্রহ্মার মুখ-
নিঃসৃত এইরূপ অরুণগিরীশের উদার মনোজ্ঞ
কথামৃত কর্ণযুগলে পান করিয়া স্বীয় তপস্যার ফল
লাভ করিলেন । ৩৪—৫২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

সমাপ্তমিদং অরুণাচলমাহাত্ম্যং পূর্বার্দ্ধম্ । ৩ ।

বাহেশ্বরখণ্ডম্ ।

অরুণাচল-মাহাত্ম্যম্ ।

উত্তরার্কম্ ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ । বসন্তো নৈমিষারণ্যে মুনয়ঃ
স্বতমব্রুবন । মুনয়ঃ উচুঃ । স্থানানামুত্তমং
শৈবং যৎস্থলং তদদম্ব নঃ ॥ ১ ॥ সূত উবাচ ।
যুয়ং শৃণুত যৎপূৰ্ব্বং নন্দীশ্বরমুখাচ্ছ্রুতম্ ।
মার্কণ্ডেয়েন তদ্বক্ষ্যে মুনয়ঃ শৃণুতা-
দরাং ॥ ২ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । নন্দীশ্বর ত্বয়া
প্রোক্তো মহিমা মাধ্যমেশ্বরঃ । ময়াপাবদ্যতঃ সর্বো
ভক্তিপ্রকার্জচেতসা ॥ ৩ ॥ তথাপি বদ মে ভূয়ো
দেবদেব দয়ানিধে । অহং যৎপরিপৃচ্ছামি তবস্তং
বিহিতাদরঃ ॥ ৪ ॥ ত্বয়াপ্যবিদিতং কিঞ্চিন্নাস্ত্যত্র
ভুবনজগে । সৰ্বাগমপুরাণেষু বাহেশ্বাভ্যন্তরেব

প্রথম অধ্যায় ।

বাসদেব বলিলেন,—একদা নৈমিষারণ্য-
বাসী মুনিগণ সমবেত হইয়া সূতকে বলিলেন,—হে
সূত ! যে ক্ষেত্র নিখিল ক্ষেত্র হইতে উত্তম, আপনি
আমাদিগের নিকট সেই শৈব ক্ষেত্রের বিষয় কীৰ্ত্তন
করুন । সূত বলিলেন,—হে মুনিগণ ! আপনারা
যত্ন সহকারে শ্রবণ করুন ; পূর্বে ভগবান মার্কণ্ডেয়
নন্দীশ্বরের মুখে এতদ্বিষয় যাহা অবগত হইয়া-
ছিলেন, তাহা আমি আপনাদের নিকট কীৰ্ত্তন করি-
তেছি । মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন,—হে নন্দীশ্বর !
আপনি মাধ্যমেশ্বরের মহিমা যথাযথ কীৰ্ত্তন করিয়া
ছেন ; আমিও তাহা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ
করিয়াছি ; কিন্তু হে দেবদেব দয়ানিধে ! তথাপি
আপনি, আমি পুনরায় আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা
করি, তাহা যত্ন সহকারে আমাকে বলুন । এই
ত্রিভুবনে এবং গুহাগুহ নিখিল আগম-পুরাণাদি
শাস্ত্রে আপনার অবিদিত কিছুই নাই । জনগণের

৮ ॥ ৫ ॥ স্বর্গাপবর্গযোঃ পুংসাং ভূমিরেব বিশিষ্যতে ।
সৰ্বকৰ্ম্মাণি নিৰ্ম্মাতুং তত্তৎফলপরায়ণৈঃ ॥ ৬ ॥ ফলঞ্চ
ত্রিবিধং পুংসাং ত্রয়েব কথিতং পুরা । ভূমৌ সুখং
স্বৰ্গভোগঃ কৈবল্যমিত্যেভেদতঃ ॥ ৭ ॥ পুণ্যক্ষেত্রেণ
ক্ষীয়েত প্রায়ঃ প্রাথমিকং দ্বয়ম্ । ক্ষীয়েত ন তৃতী-
য়ঞ্চ কৰ্ম্মণামেব নাশ্রয়াৎ ॥ ৮ ॥ তৎসিদ্ধিঞ্চ ত্বয়া
প্রোক্তা বিশুদ্ধজ্ঞানগোচরা । সৰ্ব্বেষাং তুর্লভং
শুদ্ধজ্ঞানং দেহভূতাং পুনঃ ॥ ৯ ॥ তজ্জ্ঞানং কুত্র
বা ক্ষেত্রে শাস্ত্রাদিপঠনং বিনা । শিবপূজনমাত্রেণ
সিদ্ধোৎ সৰ্বশরীরিণাম্ ॥ ১০ ॥ জ্ঞানযোগক্রিয়া-
চর্য্যাস্থশেষাণাং শরীরিণাম্ । অপি শৈবাগমোক্তাস্থ
ন বুদ্ধিঃ সম্প্রবর্ততে ॥ ১১ ॥ যস্তা স্থানস্ত মাহাত্ম্যা-
দর্শিত্বমপি শরীরিণঃ । লপ্সান্তে নিয়মৈঃ শুদ্ধজ্ঞানং
তন্মম কথ্যতাম্ ॥ ১২ ॥ তস্মাক্রজ্ঞানবহনাদীশ্বর-

স্বর্গাপবর্গদায়ক এবং তত্তৎফলপরায়ণ ব্যক্তিগণের
সৰ্ব কৰ্ম্মানুসঙ্গিক এক বিশিষ্ট ক্ষেত্র আছে । ঐ
ক্ষেত্রে সুখ, স্বর্গভোগ ও কৈবল্যভেদে জনগণের
ত্রিবিধ ফল আপনা কর্তৃকই অভিহিত হইয়াছে ।
ঐ ফলত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুইটা প্রায় পুণ্যক্ষেত্রে ক্ষীণ
হইয়া পড়ে ; কিন্তু তৃতীয় ফলটা কৰ্ম্ম-সম্পর্করাহিত্য
বশতঃ ক্ষীণ হয় না । ইহার বিশুদ্ধ জ্ঞানগোচর্য্য
সিদ্ধি, আপনি কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । দেহধারী সৰ-
লের বিশুদ্ধ জ্ঞান সুতুর্লভ । শাস্ত্রপাঠাদি ব্যতি-
রেকে মাত্র শিবপূজন দ্বারা শরীরীদিগের ঐরূপ
জ্ঞান কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধ হইয়া থাকে ? দেখুন,
শৈবাগমোক্ত জ্ঞানযোগ এবং ক্রিয়াচর্য্য সমুদয়ে
মানবগণের বুদ্ধি সহসা প্রবেশ লাভ করিতে পারে
না ! সুতরাং যে ক্ষেত্রের মহাত্ম্যে অল্পায়াসে মানব
গণের যমনিয়মাদির সহিত শুদ্ধজ্ঞান লাভ হয়, তাহা
আপনি আমাকে বলুন । ১—১২ । যে স্থানে তস্ম

স্বপ্নাৎ সক্রৎ । যত্র মুক্তিরপি শ্রেয়ো লভ্যঃ তৎ
স্থানমুচ্যতাম্ ॥ ১৩ ॥ অবুদ্ধিপূর্ব্বকেনাপি যত্র বাসেন
দেহিনাম্ । অবিল্লং সেতুশ্চৈত শ্রেয়ঃ স্থানং তন্মৈ-
হমুগৃহ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥ জাতানাং বর্ণসাক্ষ্যে তৈরশ্চীং
ঘোনিমীষুযাম্ । স্থাবরাণামপি শ্রেয়ো যত্র তৎ-
ক্ষেত্রমুচ্যতাম্ ॥ ১৫ ॥ ইতীরয়িত্বা স মুকণ্ডনন্দনঃ
সমং মুনীন্দ্রৈরপতৈর্মহাত্মভিঃ । পপাত তস্মা-
ভিস্ত্রসরোরুহদ্বয়ে শিলাদসুনোরপিলাগমাক্ষেঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীশ্কাণ্ডে মহাপুরাণে একাংশীতসাক্ষ্যং সংহি-
তায়াম্ প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডে অরুণাচলমাহাত্ম্য
উত্তরার্ধে স্থানমাহাত্ম্যপ্রস্তাববর্ণনং
নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । স্থানং ত্রয়া মূনে পৃষ্ঠমস্তি
মাহেশ্বরগ্রাণি । চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং ভূতানামপি
শর্য্যণে ॥ ১ ॥ প্রকল্পিতং হি দেবেন তত্তৎকর্মানু-
শ্ৰুণ্যতঃ । শরীরভাজাং জননং তাসু তামপি যোনিষু ॥
২ ॥ ত্রয়া শুক্রাধিতং তেবাং হিতাষ মহতে হ্রলম্ ।

লেপন, ক্রদাক্ষ ধারণ, এবং একবার মাত্র ঈশ্বর
স্মরণ করিলে মুক্ত ব্যক্তিরও শ্রেয়োলাভ করিতে
সক্ষম হয়, যে স্থানে মানব ভ্রমক্রমেও বাস করিলে
নির্বিঘ্নে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে এবং বর্ণসাক্ষ্যে
জাত, তির্ধ্যক্যোনিগত ও স্থাবরদিগেরও যেখানে
শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক
সেই স্থান আমার নিকট কীর্ত্তন করুন । এই কথা
বলিয়া মুকণ্ডনন্দন অপরাপর মহাত্মা মুনিগণের
সহিত সেই অখিলাগমাক্ষি শিলাদ-নন্দনের পাদ-
পদ্মযুগলে পতিত হইলেন । ১৩—১৬ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে মূনে ! ভবৎ-পৃষ্ঠ
মহেশ্বরপ্রধান স্থান চরাচর নিখিল ভূতের সুখলা-
ভার্থ দেব মহেশ্বর কল্পনা করিয়াছেন । তত্তৎ-
কর্মানুশ্রুণ্য বৃশতঃ শরীরাদিগের সেই সেই যোনি-
তেই জন্ম হইয়া থাকে । আপনি পুরোক্ত প্রশ্ন
করিয়া ঐ সকল প্রাণীর মহৎ হিত সাধন করিলেন ;

অশ্রুধা সংসৃতেহানিঃ কল্পকোটিশতৈর্ম হি ॥ ৩ ॥
স্বল্পৈর্হি কশ্মভির্জানৈরপি প্রাপ্তা পুনঃপুনঃ । ঘটীয়জন্মরা-
জ্জন্মমরণে নৈব শাম্যতঃ ॥ ৪ ॥ কথং হু বিরতো
দেহৌ গর্তমোকসমাগমাৎ । বিশ্রান্তয়ে প্রকল্পেত
বিশুদ্ধজ্ঞানতো বিনা ॥ ৫ ॥ প্রদেশাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বং
প্রসঙ্গবশতো ময়া । ঋষিভেদাদিকং তেবু নিবাসঃ
কৃতিবাসসঃ ॥ ৬ ॥ কেচিন্তীরেষু গঙ্গায়াঃ কেচিৎ
সারস্বতে তটে । কালিন্দীতীরয়োঃশ্চে কতি-
চিচ্ছোণরোর্মসি ॥ ৭ ॥ অপরে নর্ম্মদাতীরে পরে
গোদাবরীতটে । কতিচিপেগামতীতীরেঃশ্চে হৈম-
বতীতটে ॥ ৮ ॥ সমুদ্রপার্শ্বেষিতরে দ্বীপেষশ্চে সর-
স্বতাম্ । যুগেব কেচিৎ সিদ্ধানাং সন্তেদেষপি কেচন ॥
৯ ॥ রুক্ষবেণীতটে কেচিৎকুশভদ্রাস্তকে পরে ।
উপবেণ্যাং কতিপয়ে পরে শক্ত্যাপগান্তিকে ॥ ১০ ॥
কাবেরীতীর ইতরে কেচিৎবেগবতীতটে । অশ্বে
হু তাম্রপর্ণাশ্চ কতিচিন্মুরলাতটে ॥ ১১ ॥ কেচি-
দৈরাবতীতীরেঃশ্চিতরে যাতুকাক্ষিকে ॥ ১২ ॥ কস্তা-
তটেষু কতিচিৎ কতিচিৎকুমারী-তীরে পরে চ

এরূপ প্রশ্ন না করিলে তাহাদের ধারাবাহিক
সংসৃতির নিরুত্তি শত কোটি কল্পেও হইত না ।
তাহারা স্বল্প জ্ঞান-কশ্মে উপলব্ধিত হইয়া পুনঃ-
পুনঃ এই সংসারে আগমন করিত ; অপিচ
ঘটীয়জন্মের মজ্জন-উন্মজ্জনের স্থায় তাহাদের
জন্ম-মরণ নিবৃত্ত হইত না । বিশুদ্ধ
জ্ঞান বাতীত দেহী কি প্রকারে গর্ত-নিবাস
হইতে অব্যাহত লাভ করিয়া বিশ্রাম লাভ
করিতে পারে ? আমি প্রসঙ্গক্রমে প্রাণিগণের
জন্ম-মরণ-নিবারক প্রদেশ সকল এবং ঐ ঐ
প্রদেশ-সমূহের ঋষিভেদ ও কৃতিবাস-নিবাসের কথা
পূর্বে বলিয়াছি । ১—৬। তন্মধ্যে কতিপয় গঙ্গাতীরে,
কতিপয় সরস্বতীতটে, কতিপয় কালিন্দীর উভয়-
তীরে, কতিপয় শোণ-তটে, কতিপয় নর্ম্মদাতীরে,
কতিপয় গোদাবরীতটে, কতিপয় গৌমতী-তীরে,
কতিপয় হৈমবতী-তটে, কতিপয় সমুদ্র-পার্শ্ব,
কতিপয় সারস্ব-দ্বীপে, কতিপয় সিদ্ধমুখ ও সিদ্ধ-
সন্তেদে, কতিপয় রুক্ষবেণীতটে, কতিপয় কুশভদ্রা-
স্তিকে, কতিপয় উপবেণীতে, কতিপয় শক্তি-আপগা-
সমীপে, কতিপয় কাবেরীতটে, কতিপয় বেগবতী-
তটে, কতিপয় তাম্রপর্ণা-তটে, কতিপয় মুরলা-তটে,
কতিপয় ঐরাবতীতটে, কতকগুলি যাতুকাক্ষীতটে,
কতকগুলি কস্তাতটে, কতকগুলি কুমারী-তীরে,

তমসাবরণাভিকেষ্টে । মন্দাকিনীসবিধয়োরিতরে
পরেহপি শিপ্রাতটে পরিসরেবু পরে সরয়াঃ ॥ ১৩ ॥
বিশাশাভ্যাস ইতরে শতক্রততটে পরে । চর্ম্মধ-
ত্বাপকেষ্টেহস্তে কেচিভীমরখীতটে ॥ ১৪ ॥ কেচি-
বিন্দুসরোহভ্যর্গে পরে পম্পাসরস্তটে । অভ্যর্গকেহপি
ভৈরব্যাঃ কতিচিৎ কোশিকীতটে ॥ ১৫ ॥ অপরে
মালিনীতীরে পরে গন্ধবতীতটে । কতিচিগ্নান-
সোপান্তে কেচিদচ্ছোদরোধসি ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রহায়-
সরস্তস্ত একে তু মণিকর্ণিকে । পরে তু বরদাতীরে
তাপ্যাঃ কতিচনাপরে । পাতালগঙ্গাসবিধে শরা-
বত্যাভিকেষ্টে পরে ॥ ১৭ ॥ লোহিত্যাকুলয়োঃ কেচিৎ
কতিচিৎকালমাতটে । বিজন্তোপাভিকেষ্টে হস্তে
চন্দ্রভাগাভিকেষ্টে পরে ॥ ১৮ ॥ সুরলোপাভিকেষ্টে
কেচিৎ পয়োবতীতীরয়োঃ পরে । কেচিগ্নধুমতীতীরে
কেচনাহু পিনাকিনীম্ ॥ ১৯ ॥ উক্তং বারাগসীক্ষেত্রং
ক্রোশপঞ্চকপাবনম্ । দেবস্তত্রাবিমুক্তাখ্যো বিশা-
লাক্ষ্য্য সমর্চিতঃ ॥ ২০ ॥ কপালমোচনং যত্র যত্রাস্তে
কালভৈরবঃ । মৃতানাং যত্র ক্রদন্তঃ কাশীঃ বিদ্বি
হি তাং মূনে ॥ ২১ ॥ গয়াপ্রয়াগাবপি তে কথিতৌ

কতকগুলি বরুণা-তটে, কতকগুলি তমসা-তটে,
কতকগুলি মন্দাকিনীর উভয় তীরে, কতকগুলি
শিপ্রাতটে, কতকগুলি সরযু-পরিসরে, কতকগুলি
বিশাশা-সরিকটে, কতকগুলি শতক্রতটে, কতক-
গুলি চর্ম্মধতী-উপকণ্ঠে, কতকগুলি ভীমরখী-
তটে, কতকগুলি বিন্দুসরঃসমীপে, কতিপয় পম্পা-
তটে, কতিপয় ভৈরবী-তটে, কতিপয় কোশিকী-
তটে, কতিপয় মালিনীতীরে, কতিপয় গন্ধবতীতটে,
কতিপয় মানস-সমীপে, কতিপয় অচ্ছোদ-তীরে,
কতিপয় ইন্দ্রহায়-সরোবরতীরে, কতিপয় মণিকর্ণিকায,
কতিপয় বরদাতীরে, কতিপয় তাপীতীরে, কতিপয়
পাতাল-গঙ্গাসন্নিধানে, কতিপয় শরাবতীসমীপে,
কতিপয় লোহিতীনদীর উভয় কূলে, কতিপয় কালমা-
তটে, কতিপয় বিজন্তা-তটে, কতিপয় চন্দ্রভাগা-
সমীপে, কতিপয় সুরলা-সমীপে, কতিপয় পয়োবতীর
উভয় তীরে, কতিপয় ধুমতীতটে, এবং কতিপয়
পিনাকিনীতটে অবস্থিত । বারাগসীক্ষেত্র ক্রোশ-
পঞ্চক-পাবন বলিয়া উক্ত হইয়াছে । যে ক্ষেত্রে
বিমুক্তাখ্য দেব, দেবী বিশালাক্ষী কর্তৃক সমর্চিত
হন, যে স্থানে কপালমোচন নামক কালভৈরব
বিরাজিত, যে ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিগণের ক্রদন্ত
প্রাণি হইয়া থাকে, ও ক্ষেত্রের নামই কাশী ।

সর্বসিদ্ধিদৌ । যত্র পিণ্ডপ্রদানেন তুভ্যস্তি পিতৃঃ
কিল ॥ ২২ ॥ আকর্ণিতঞ্চ কেদারঃ যশ্মিন্মহিবরুপধ্বক্ ।
দেবোহপি চ হতো দেব্য্য সর্বশ্রেয়স্করো নৃণাম্ ॥ ২৩ ॥
সর্বসিদ্ধিকরং পুংসাং ক্ষেত্রং বদরিকাশ্রমম্ । যত্রাস্তে
ত্র্যম্বকো দেব্য্য নরনারায়ণার্চিতঃ ॥ ২৪ ॥ ঋতং হি
নৈমিষং ক্ষেত্রং ত্রয়া যত্র মহেশ্বরঃ । দেবদেবাভিধঃ
পুণ্যো দেবী সারঙ্গধারিণী ॥ ২৫ ॥ অমরেশমিতি
স্থানং প্রোক্তং সর্বার্থসাধকম্ । ওঙ্কারনামা তত্রেশ-
চণ্ডিকাখ্য মহেশ্বরী ॥ ২৬ ॥ পুষ্করাখ্য মহাশ্বানং
ঋতস্তুে কথিতং ময়া । যত্র দেবো কজোগন্ধিঃ পুষ্ক-
হুতা মহেশ্বরী ॥ ২৭ ॥ আষাঢ়ী নাম তে স্থানং পাবনং
কথিতং ময়া । আষাঢ়েশো হরস্তত্র রতীশা পরমে-
শ্বরী ॥ ২৮ ॥ দণ্ডিমুণ্ডীসমাখ্যঞ্চ স্থানং তে কথিতং
ময়া । যত্র মুণ্ডী মহাদেবো দণ্ডিকা পরমেশ্বরী ॥ ২৯ ॥
লাকুলং নাম তে স্থানং সংস্কৃতং কথিতং ময়া । লাকু-
লীশো হরো যশ্মিন্নরঙ্গা সর্বমঙ্গলা ॥ ৩০ ॥ তারভূতি-
রिति স্থানং ভবতোহভিহিতং ময়া । যত্র তারাভিধঃ

সর্বসিদ্ধিপ্রদ গয়া-প্রয়াগের কথা আপনাকে বলি-
য়াছি । ঐ স্থানদ্বয়ে পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃ-
লোক পরিতুষ্ট হন । আপনি কেদার নামক তীর্থের
কথা শুনিয়াছেন—ঐ তীর্থে মহিবরুপধারী দেব
নরগণকে শ্রেয়ঃ প্রদান করেন । বদরিকাশ্রমক্ষেত্র
মানবের সর্বসিদ্ধিকর । এই দেব ত্র্যম্বক, দেবীর
সহিত নর-নারায়ণ কর্তৃক অর্চিত হন । আপনি
নৈমিষারণ্য নামক তীর্থের বিষয় অবগত আছেন ;
এখানে দেব মহেশ্বর দেবদেবাভিধ এবং দেবী
সারঙ্গধারিণী । সর্বার্থসাধক অমরেশ নামক তীর্থ
কথিত হইয়াছে । এই তীর্থের মহেশ্বরের নাম ওঙ্কার
এবং মহেশ্বরীর নাম চণ্ডিকা । আপনি পুষ্করাখ্য
তীর্থের কথা অবগতই শুনিয়াছেন ; আমি ইহা
আপনাকে বলিয়াছি । এই তীর্থে দেব কজোগন্ধি-
নামা এবং দেবী পুষ্কহুতানায়ী ! আষাঢ়ী নামক
পবিত্র স্থানের কথা আমি আপনাকে বলিয়াছি, এই
স্থানে হরের নাম আষাঢ়েশ এবং পরমেশ্বরীর নাম
রতীশা । দণ্ডিমুণ্ডী নামক তীর্থের বিষয় আমি
আপনাকে বলিয়াছি । এখানে মহাদেবের নাম মুণ্ডী
ও পরমেশ্বরীর নাম দণ্ডিকা । ১—২৯ লাকুল নামক
পবিত্র স্থানের কথা আপনার নিকট কথিত হইয়াছে ;
এই তীর্থে হরের নাম লাকুলীশ এবং হরপ্রিয়ার
নাম সর্বমঙ্গলা অনঙ্গা । তারভূতি নামক তীর্থ
আপনার নিকট কথিত হইয়াছে ; এই তীর্থে শঙ্কর

শুভ্রত্যাখ্যা ভূধরাজা ॥ ৩১ ॥ অরালকেশ্বরঃ
নাম স্থানং তে কথিতং ময়া । যত্র সূক্ষ্মাভিধঃ শূলী
সূক্ষ্মাখ্যা শৈলনন্দিনী ॥ ৩২ ॥ গয়ানাম মহাক্ষেত্রঃ
তব প্রস্তাবিতং ময়া । মঙ্গলাখ্যা শিবা যত্র শঙ্করঃ
প্রপিতামহঃ ॥ ৩৩ ॥ কুরুক্ষেত্রমিতি স্থানং ভবতে
বিনিবেদিতম্ । যত্র স্থাপুপ্রিয়া দেবী দেবঃ স্থাপু-
সমাহ্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ উক্তং কনখলং নাম ময়া তে
স্থানমুত্তমম্ । উগ্রো যত্র পুরারাতিক্রথা গিরিবরা-
জ্ঞা ॥ ৩৫ ॥ তামকাখ্যা মহাক্ষেত্রঃ মার্কণ্ডেয়
ময়োদিতম্ । দেবী স্বয়ম্ভুবী যত্র স্বয়ম্ভুঃ পরমে-
শ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥ অট্টহাসমিতি প্রোক্তং মহাস্থানং ময়া
তব । যত্রার্কঃ পূজয়িত্বেশমাসীৎ পূর্ণমনোরথঃ ॥
৩৭ ॥ কৃষ্টিবাসাভিধং ক্ষেত্রযুক্তং তে বেদবিন্দুম্ ।
যঃ কৈলাসাদপি শ্লাঘ্যো নিবাসঃ কৃষ্টিবাসসঃ ॥ ৩৮ ॥
ভ্রমরাদিকয়া দেব্যা মহেশো মল্লিকার্জুনঃ । শ্রীশৈলে
সৃষ্টিসিদ্ধার্থঃ পূজিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৩৯ ॥ সুবর্ণ-
মুখরীতীরে কালহস্তীতি শঙ্করঃ । ব্যাসেনারাধিতো
ভৃঙ্গমুখরালকয়া দয়া ॥ ৪০ ॥ কাঞ্চ্যামেকাত্মমূলস্থঃ

নাম তার এবং ভূধরাজার নাম ভূতি ।
অরালকেশ্বর নামক তীর্থ আমি আপনার নিকট
কহিয়াছি ; এখানে শূলীর নাম সূক্ষ্ম এবং শৈল-
নন্দিনীর নাম সূক্ষ্মা । আমি আপনার নিকট
গয়াতীর্থের প্রস্তাব করিয়াছি ; এখানে শিবা
মঙ্গলাখ্যা এবং শিব প্রপিতামহাখ্যা । কুরুক্ষেত্র-
তীর্থের বিষয় আপনাকে নিবেদন করা হইয়াছে ;
এখানে দেবী স্থাপুপ্রিয়া এবং দেব স্থাপুনামা ।
কনখল নামক উত্তম তীর্থের কথা আপনাকে বলি-
য়াছি ; এখানে পুরারাতির নাম উগ্র এবং গিরিবরা-
জ্ঞা উগ্রানারী । তামকাখ্যা মহাক্ষেত্রের বিষয়
আপনার নিকট কথিত হইয়াছে ; এখানে দেবী
স্বয়ম্ভুবী এবং দেব স্বয়ম্ভু । অট্টহাস মহাতীর্থের
কথা আপনাকে বলিয়াছি ; এখানে অর্ক ঈশের
পূজা করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন । হে বেদ-
বিন্দুম্ ! কৃষ্টিবাস নামক ক্ষেত্রের কথা আপনার
নিকটে নিবেদিত হইয়াছে ; এই স্থান মহাদেবের
কৈলাস আশ্রয়প্রাপ্ত প্রিয়তর আবাসভূমি । এখানে
ভ্রমরানারী অধিকা দেবীর সহিত মল্লিকার্জুন নামক
মহেশ্বর বিরাজিত । পরমেশ্বরী শ্রীশৈলে সৃষ্টিসিদ্ধার্থ
মহাদেবের পূজা করেন । সুবর্ণমুখরী তীরে শঙ্কর
কালহস্তী নামে বিখ্যাত এবং ভৃঙ্গ-মুখরালকানারী

কামাখ্যা কামশাসনঃ । তপশ্চরিত্যতিসংগৃহীতৌ বলয়ে-
নাক্তিতোহভবম্ ॥ ৪১ ॥ অশ্বিন্যাত্রপুং নাম তিল্লি-
কাননমধ্যগম্ । যত্র নৃত্যন্তমীশানঃ পৰ্য্যাপ্তে
পতঞ্জলিঃ ॥ ৪২ ॥ খেতারণ্যমিতি স্থানমুত্তমং তব
ময়া পুরা । ভগ্নমৈরাবতো দন্তং ভেজে যত্র শিবা-
র্চনাৎ ॥ ৪৩ ॥ সেতুবন্ধমিতি স্থানমবোচং তত্র
রাঘবঃ । রামনাথখ্যা দেবমংহোত্রং প্রত্যতিষ্ঠিৎ ॥
৪৪ ॥ গতপ্রত্যাহ্বয়স্থানং বিদ্যাতে বৃষভধ্বজ ।
যত্র জম্বুতরোণুলে জগদ্রক্ষার্থমাশ্রিতঃ ॥ ৪৫ ॥ মণি-
মুক্তানদীমবক ক্ষেত্রে বৃদ্ধাচলান্নবয়ে নিত্যং সন্নিহিতো
দেব ইত্যাকর্ণত এব তে ॥ ৪৬ ॥ শ্রীমন্মধ্যা-
র্জুনং নাম শ্রুতং স্থানমুত্তমম্ । যন্মিন্ বরপ্রদো
নিত্যং গৌরীসহচরো হরঃ ॥ ৪৭ ॥ আহুতং
সোমনাথেন সোমতীর্থং ব্রহ্মা শ্রুতম্ । যত্র ত্যক্তবতাস
দেহং ন ভূয়ো ভববন্ধনম্ ॥ ৪৮ ॥ আকর্ণিতং হি
ভবতা ক্ষেত্রং সিদ্ধবটান্নবয়ম্ । যত্র সিদ্ধাঃ সমর্চন্তি
জ্যোতির্লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ৪৯ ॥ অশ্রাব খলু তে
ক্ষেত্রং কমলালয়সংজ্ঞকম্ । বল্লীকেশার্চনাগ্নেতে

জগজ্জননী দুর্গার সহিত বিরাজিত । কাকীতে
কামাক্ষীর সহিত কামশাসন একাত্মমূলে অবস্থিত
এবং তপশ্চারিণী কামাক্ষী দেবীর সহিত অতিসংগৃহীত
দেব কামশাসন এই স্থানে দেবী কর্তৃক বলয়
দ্বারা অঙ্কিত । তিল্লিকানন-মধ্যস্থিত ব্যাত্রপুর নামে
এক তীর্থে পতঞ্জলি নৃত্যকারী মহেশ্বরের উপাসনা
করেন । খেতারণ্য নামক তীর্থের কথা আমি
আপনাকে নিবেদন করিয়াছি ; এই স্থানে ঐরাবত
স্বীয় ভগ্ন দন্ত দ্বারা মহাদেবের অর্চনা করিয়াছিল ।
সেতুবন্ধ নামক তীর্থের কথা বলিয়াছি ; এই স্থানে
রাঘব রামনাথখ্যা পাপঘ্ন দেব শঙ্করের প্রতিষ্ঠা
করেন । গতপ্রত্যাহ্বয় নামক এক তীর্থ আছে ;
তথায় বৃষভধ্বজ জগৎরক্ষার্থ জম্বুতরুর মূল আশ্রয়
করেন । মণিমুক্তানদীসমীপে বৃদ্ধাবলনামক ক্ষেত্রে
দেব শঙ্কর নিত্য সন্নিহিত । এ কথা আপনি
আমার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন । শ্রীমন্মধ্যার্জুন
নামক অমুত্তম স্থান, আপনি শ্রবণ করিয়াছেন ;
এখানে গৌরী-সহচর হর নিত্য বরপ্রদ । সোমনাথ-
শ্রিত সোমতীর্থের কথা আপনি শ্রবণ করিয়াছেন ।
এখানে দেহত্যাগ করিলে জীবের ভব-বন্ধন মুক্ত
হইয়া যায় । আপনি সিদ্ধবট নামক তীর্থক্ষেত্রের কথা
ওনিয়াছেন ; এখানে সিদ্ধগণ জ্যোতির্লিঙ্গের অর্চনা
করেন । ৩০-৪৯ কমলালয় তীর্থবার্তা আপনি ওনিয়া

যত্র জীর্জীবিতা হরৈঃ ॥ ৫০ ॥ ঋতবানসি কঙ্কাদিঃ
যত্র সন্নিহিতো হরঃ । ইদানীমপ্যুপাসাতে মোক্ষায়
ব্রহ্মকেশবো ॥ ৫১ ॥ জীমদ্রোণপুরং বেৎসি যশ্মিন্
কলিযুগঙ্কয়ে । নৌকামারুঢ়বানকৌ ক্ষুভিতে পার্বতী-
পতিঃ ॥ ৫২ ॥ ঋতং ব্রহ্মপুরং নাম ক্ষেত্রং যত্রেন্দ্রজিৎ
পুরা । আৰ্য্যপুষ্করিণীতীরে স্থাপয়ামাস ধুজ্জটম্ ॥
৫৩ ॥ জীকোটিকাখ্যং জ্ঞানাতিক্ষেত্রং যত্রেন্দুশেখরঃ ।
সমারাম্যতাং পুংসাং পাপকোটীয়াপোহতি ॥ ৫৪ ॥
আকর্গিতশ্চ গোকর্ণং শিবং যৎসর্গবিধানতঃ । আরি-
রাধায়বুঃ স্বর্গং জামদগ্ন্যো ন কাজ্জক্তি ॥ ৫৫ ॥
ত্রিপুরাস্তকমুক্তং তে ক্ষেত্রং যত্র ত্রিগদকঃ ।
নিরাকরোতি নিরয়াভয়ং দৃষ্টবতাং নৃণাম্ ॥ ৫৬ ॥
উক্তং কালাঞ্জনং ক্ষেত্রং যদ্বাদী কালকঙ্করঃ ।
নির্ধাপয়তি তক্তানাং ঘোরসংসারসংজরম্ ॥ ৫৭ ॥
প্রিয়ালবণমাখ্যাং ক্ষেত্রং যত্রাদিকীপতিঃ । পয়ো-
র্ধিনে পয়ঃসিদ্ধুঃ বিততারোপমশ্চবে ॥ ৫৮ ॥ ক্ষেত্রং
প্রভাসমুক্তং তে যত্র খণ্ডেন্দুশেখরঃ । পূজিতঃ

ছেন; এই তীর্থে বন্দ্যাকেশ নামক হরের
অর্চনা করিয়া জীদেবী হরির জীবন লাভ করিয়া-
ছিলেন। আপনি কঙ্কাদিতীর্থের কথা শুনিয়া-
ছিলেন; এখানে ভগবান্ হর সন্নিহিত এবং
ব্রহ্মা ও কেশব এই স্থানে মোক্ষ লাভের নিমিত্ত
উপাসনা করেন। আপনি দ্রোণপুর নামক তীর্থ
অবগত আছেন? এই স্থানে কলিযুগঙ্কয়ে
পার্বতীপতি ক্ষুভিত সাগরে নৌকা আরোহণ
করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুর নামক তীর্থ আপনি
জনিয়াছেন, এখানে পূর্বে ইন্দ্রজিৎ আৰ্য্যপুষ্করিণীর
তীরে ধুজ্জটকে স্থাপিত করেন। জীকোটিক-
নামক জ্ঞানময় ক্ষেত্র; এখানে ইন্দুশেখর
আরাধনাকারী মানবের পাপরাশি বিদূরিত
করেন। গোকর্ণ তীর্থ আপনার ঋত আছে,
এখানে জামদগ্ন্য শিবারাধনা অভিলাষ করিয়া
স্বর্গভোগকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। ত্রিপুরাস্তক
তীর্থের কথা আপনাকে বলিয়াছি। এই তীর্থে
দ্রাক্ষ্যক দর্শক নরগণের নিরয়-ভয় নিরাকরণ
করেন। কালাঞ্জন ক্ষেত্রবিবয়ক কথা উক্ত হই-
য়াছে; এই স্থানবাসী কালকঙ্কর দেব ভক্তগণের
ঘোর সংসারজর নিবারণ করেন। প্রিয়ালবণ
ক্ষেত্র আখ্যাত হইয়াছে, এখানে অদিকাপতি পয়ঃ-
প্রাণী উপরম্যকে পয়ঃসিদ্ধু প্রদান করেন।
প্রভাসক্ষেত্রের কথা আপনাকে বলিয়াছি, এই

শৌরিসৌরিত্যাং দত্তবানক্ষয়ং কলম্ ॥ ৫৯ ॥
বেদারণ্যং বিজানীষে যশ্মিন্ প্রমথনায়কঃ ।
অভ্যর্থিতোহভূনোক্ষার্থং দক্ষেণ প্রাক্কৃতাগসা ॥
৬০ ॥ হেমকূটং হুমশ্রোষীঃ স্থানং বিষমচক্ষুঃ ।
পুংসাং তপস্বতাং যত্র পুনর্জ্জন্মমতো ন ভীঃ ॥ ৬১ ॥
ক্ষেত্রং বেণুবনং নাম বিদ্যাতে পাপনাশনম্ । যত্র
বংশলতাগর্ভাজ্জাতো মুক্তামণিঃ শিবা ॥ ৬২ ॥
জালঙ্করমিতি স্থানমঙ্ককারেচ্ছয়া ঋতম্ । লেভে
গণপতাং তত্র তপস্বাভির্জলঙ্করঃ ॥ ৬৩ ॥ জালা-
মুখমিতি স্থানমজ্ঞাসীঃ কথিতং ময়া । যত্র জালামুখী
দেবী কালকুদ্ৰমপূজয়ৎ ॥ ৬৪ ॥ অস্তি ভদ্রবটো নাম
ক্ষেত্রমুক্তং ঋতং হয়া । দ্রাক্ষকং যত্র হেরদঃ সম্পদে
পর্যাপূজয়ৎ ॥ ৬৫ ॥ স্ত্রোগোধারণ্যমুক্তং তে যত্রোগ্রো
নিম্মমে কিল । উচ্চগুতাগুব কাল্যা সাকং সজ্জ্বৰ্ষ-
মেঘিবান্ ॥ ৬৬ ॥ গঙ্কমাদনসংজ্ঞং তৎ ক্ষেত্রমাকর্গিতং
হয়া । আজনেবেন রচিতং যত্র মৃত্যুঞ্জয়ার্চনম্ ॥
৬৭ ॥ গোপব্রতমিতি স্থানং শস্তোঃ প্রখ্যাপিতং
ময়া । যত্র পাণিনিলা লেভে বৈয়াকরণিকাগ্রাতা ॥

তীর্থে খণ্ডেন্দুশেখর রামকৃষ্ণ কর্তৃক পূজিত হইয়া
অক্ষয় ফল প্রদান করেন। বেদারণ্য নামক তীর্থ
জানেন, এই তীর্থে প্রমথনায়ক কৃতবৈর দক্ষ
কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহাকে মোক্ষ প্রদান
করেন। আপনি হেমকূট তীর্থের কথা শুনিয়াছেন,
এখানে বিষমবিলোচনের নিবাস এবং ঐ তীর্থে
তপস্বা করিলে মানবগণের পুনর্জন্ম হইতে ভয়
থাকে না। বেণুবন নামক পাপনাশক তীর্থ; ঐ
তীর্থে বংশলতাগর্ভ হইতে মুক্তামণিরূপিনী শিবা
প্রাক্কৃত হন। জালঙ্কর নামক অঙ্ককারির প্রসিদ্ধ
তীর্থ আপনি ঋত আছেন, এখানে জলঙ্কর তপস্বা
দ্বারা গণপালহ লাভ করে। জালামুখ নামক
মৎকথিত স্থান আপনি জ্ঞাত আছেন, এখানে জালা-
মুখী দেবী কালকুদ্ৰের পূজা করেন। ভদ্রবট নামে
এক ক্ষেত্র আছে; আমি উহা বলিয়াছি, আপনিও
শুনিয়াছেন। এই তীর্থে হেরদ সম্পদর্ষ দ্রাক্ষকের
পূজা করেন ৥৫০—৬৫। স্ত্রোগোধারণ্য তীর্থ উক্ত হই-
য়াছে, এই তীর্থে ভগবান্ উগ্র উচ্চগু তাগুবে কালীর
সহিত সজ্জ্বৰ্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গঙ্কমাদনসংজ্ঞক
প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র আপনার আকর্গিত হইয়াছে,
ঐ তীর্থে আজনের মৃত্যুঞ্জয়ের অর্চনা করেন।
গোপব্রত নামে শস্তুতীর্থ, আমি আপনাকে বলি-
য়াছি; এই তীর্থে ভগবান্ পাণিনিমুনি তপস্বা করিয়া

৬৮ । বীরকোষ্ঠমিতি ক্ষেত্রস্থানং নবধারিতম্ ।
যত্র প্রচেতসা লেভে তপসা কবিমুখ্যতা ॥ ৬৯ ॥
মহাতীর্থমিতি প্রোক্তং জানীবে যত্র শঙ্কনা ।
অধ্যাপিতাঃ সুপক্ষাণঃ সর্বেহপি ক্রহিণাদয়ঃ ॥ ৭০ ॥
ময়ূরপুরমুক্তং তে ক্ষেত্রং মাহেশ্বরং ময়া । লেভে
যত্র ব্রতস্থেন ব্রাদিনৌ বজ্রপাণিনা ॥ ৭১ ॥ শ্রীশুন্দর-
মিতি ক্ষেত্রমুক্তং বেগবতীতটে । কলাবপি যুগে
যশ্মিন্ দেবদেবেন দীপাতে ॥ ৭২ ॥ কুন্তকোণ-
মিতি স্থানং শম্ভোর্যেসি হি যত্র সা । গঙ্গাপি
মাঘে সান্নিধ্যং কুরুতে স্বাঘশান্তয়ে ॥ ৭৩ ॥ অন্ন-
গোদাবরীতীরং ত্র্যম্বকং নাম তে শ্রুতম্ । শক্তিং
যত্র শুভো লেভে তারকাসুরঘাতিনৌ ॥ ৭৪ ॥
শ্রীপাটবং ব্যাঘ্রপুরমাখ্যাতং বেদবিত্তম্ । ত্রিশঙ্কনা
জাতিভুক্তো যত্র গঙ্গাধরোহর্চিতঃ ॥ ৭৫ ॥ ক্ষেত্র-
কদম্বপূর্ণাখ্যং ভবতা চাবধারিতম্ । স্বংকৃতে যত্র
শূলেন কৃতান্তং শম্বুরক্ষিণোৎ ॥ ৭৬ ॥ অবিনাশাখ্য-
মুক্তং তে ক্ষেত্রং যত্র বৃষধ্বজঃ । সান্নিধ্যং পড়ি-
কঠায় বিততার প্রসেদিবান্ ॥ ৭৭ ॥ রক্তকানন-

মাখ্যাতং ময়া ক্ষেত্রং তবা নম । মিত্রাবরণমৌষধি
কুজোহর্জনি বরপ্রদঃ ॥ ৭৮ ॥ শ্রীহট্টকেশ্বরং ক্ষেত্রং
পাতালস্থং ত্রয়া শ্রুতম্ । যত্র বৈরোচনির্দেবঃ
স্বপদপ্রাপ্তয়েহর্চিত ॥ ৭৯ ॥ বেংসি শম্ভোঃ ত্রিরা-
বাসং কৈলাসং নিত্যসেবকঃ । যত্র যকেশ্বরস্ত্যাক্ষম-
ভ্যর্চয়তি ভক্তিতঃ ॥ ৮০ ॥ স্থানানি খণ্ডপরশোরি-
ত্যানি ময়া পুরা । ত্রয়াপ্যবধতাশ্চৈব কিং কুয়ঃ
শ্রোতুমর্ছাসি ॥ ৮১ ॥ ইত্যুচিবানেষু শিলাদনন্দনো
মুনেষু কণ্ডোস্তনয়ঃ মুনীশ্বরম্ । ভক্ত্যা নমস্তং পদয়োঃ
করেণ পম্পর্শ মোলৌ করুণারসার্জঃ ॥ ৮২ ॥
ইতি শ্রীকান্দে উত্তরার্কে মহীমণ্ডলস্থবিবিধশিবক্ষেত্র-
বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । ভগবন্ বক্ষনেনালং হৃদেক-
প্রবণে ময়ি । কিং মাদৃশোহস্তি তে শিবাশ্বৎ-
কৃপেবাত্ৰ সাক্ষিণী ॥ ১ ॥ স্থানেষু প্রাক্তহৃক্তেষু

বৈয়াকরণিকাগ্রণী হইয়াছিলেন । বীরকোষ্ঠ নামক
তীর্থের কথা আপনি অবশ্যই অবধারণ করিয়াছেন,
এইস্থানে প্রচেতা তপস্থা দ্বারা কবিমুখ্যতা লাভ
করেন । মহাতীর্থ বলিয়া কথিত তীর্থের বিষয়
আপনি জানেন ! এখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবান্
শঙ্কু কর্তৃক অধ্যাপিত হন । ময়ূরপুর নামক মাহে-
শ্বর ক্ষেত্র, আমি আপনার নিকট কীর্তন করিয়াছি ।
এই তীর্থে তপস্থা করিয়া ইন্দ্র বজ্রলাভ করেন ।
বেগবতীতটস্থিত শ্রীশুন্দর নামক তীর্থের কথা উক্ত
হইয়াছে, কলিযুগেও ভগবান্ দেবদেব এখানে
দীপ্তি পাইয়া থাকেন । কুন্তকোণ নামক তীর্থের
বিষয় অবগত আছেন ; এখানে পাবনী গঙ্গা
দেবীও পাপশাস্তির জন্ত মাঘ মাসে সন্নিহিত হন ।
গোদাবরীতীরে ত্র্যম্বক নামক তীর্থের বিষয়
অবশ্যই আপনি শ্রুত আছেন ; এইস্থানে দেব-
সেনানী তারকাসুরঘাতিনী শক্তি লাভ করেন ।
হে বেদবিত্তম ! ব্যাঘ্রপুর শ্রীপাটন তীর্থ
আখ্যাত হইয়াছে, এই তীর্থে ত্রিশঙ্কু জাতি-
ভুক্তির নিমিত্ত গঙ্গাধরের অর্চনা করেন ।
কদম্বপুরী ক্ষেত্র, আপনি ধারণা করিয়াছেন ত ?
এই স্থানে আপনার জন্ত ভগবান্ শূলী শূল
দ্বারা কৃতান্তকে তাড়না করিয়াছিলেন । অবি-
নাশাখ্য ক্ষেত্রের কথা আপনাকে বলিয়াছি,

এখানে বৃষধ্বজ প্রসন্ন হইয়া পড়িকঠকে সান্নিধ্য
বিতরণ করেন । হে অনঘ ! আমি আপনাকে
রক্তকানন তীর্থের কথা বলিয়াছি, এই তীর্থে
ভগবান্ কুন্ড মিত্রাবরণকে বর প্রদান করেন ।
পাতালস্থ শ্রীহট্টকেশ্বর তীর্থের কথা আপনি
শ্রবণ করিয়াছেন । এই তীর্থে বৈরোচনি স্বপদ
প্রাপ্তির জন্ত ভগবান্ শঙ্করের অর্চনা করেন ।
আপনি শম্বুর প্রিয়নিবাস কৈলাস ক্ষেত্র
জানেন ; এখানে নিত্য সেবক যকেশ্বর ভক্তি-
পূর্বক ত্রিলোচনের অর্চনা করেন । খণ্ডপরশুর
এই সকল স্থান আমি পূর্বে কীর্তন করিয়াছি
এবং আপনিও তাহা শ্রবণ করিয়াছেন । অধুনা
আপনি আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন ?
এই কথা বলিয়া শিলাদনন্দন করুণার্জ-চিত্তে
পদযুগলে প্রণত মুনীশ্বর যুকুতনয়ের মস্তক
স্পর্শ করিলেন । ৬৬—৮২ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভগবন্ ! আমি
হৃদেকপ্রবণ ; সুতরাং আমার মত ব্যক্তির
প্রতি আপনার কপট সম্ভাষণের প্রয়োজন নাই ।

কলানি চ পৃথক পৃথক । যত্র সৰ্বকলপ্রাপ্তিঃ স্থানং
তদ্বৎ মে বিভো ॥ ২ ॥ চরাচরাণাং ভূতানাং
জানতামপ্যজানতাম্ । যন্ত অরণ্যমাত্রেণ মুক্তিস্তদ্বৎ
দৈমিক ॥ ৩ ॥ পশুভ্যোঃ ময়ৈকেন ভগবান্নামু-
রাধ্যসে । সৰ্বৈরপ্যেতদর্থং হি মুনিভিঃ পরিবার্যাসে ॥
৪ ॥ পুলহেন পুলস্ত্যেন বশিষ্ঠেন মরীচিনা ।
অশ্বমেধেন দধীচেন নকুলং ভৃগুনাশ্রিতা ॥ ৫ ॥
জাবালিনা জৈমিনিয়া ধৌম্যেন জমদগ্নিনা । উপযা-
জেন যাজ্ঞেন ভরতেনাৰ্জুনীবতা ॥ ৬ ॥ পিঙ্গলাদেন
কথেন কুমুদেনোপমস্থানা । কুমুদাক্ষেন কুৎসেন
বৎসেন বরতন্তুনা ॥ ৭ ॥ বিভাণ্ডকেন ব্যাসেন
কণ্বরীষেণ কণ্ডুনা । মাণ্ডব্যেন মতঙ্গেন কুক্ষিণা
মাণ্ডকর্ণিনা ॥ ৮ ॥ চণ্ডকৌশিকশাণ্ডিল্যশাকটায়ন-
কৌশিকৈঃ । শাতাতপমধুচ্ছন্দোগর্গসৌভরিরোমশৈঃ ॥
৯ ॥ আপস্তম্বপৃথুস্তম্বভার্গবোদক্ষপৰ্জতৈঃ । ভারদ্বাজে ।
দালভ্যেন দান্তেন যেতকেতুনা ॥ ১০ ॥ কৌণ্ডিনা-
পুণ্ডরীকাভ্যাং রৈভ্যেণ তুণবিন্দুনা । বান্মীকিনা

আপনার কি আমার মত শিষ্য আছে? আমার
প্রতি শিষ্যোপযোগিনী আপনার রূপাই তদ্বিষয়ে
সাক্ষ্য দিতেছে। আপনি পূর্বে স্থান ও তৎ-
কল পৃথক পৃথক কীর্তন করিয়াছেন; হে বিভো!
আপাততঃ যে স্থানে সর্ব কলপ্রাপ্তি হয়, সেই
স্থানের বিষয় আপনি কীর্তন করুন। জ্ঞানী
বা অজ্ঞানী চরাচর যাবতীয় জীবের যে স্থান-
অরণ্য মাত্রে মুক্তি প্রাপ্তি হয়, আপনি সেই
স্থানের বিষয় প্রকাশ করুন। হে ভগবন!
আপনি দেখুন, কেবল যে আমি একা আপ-
নার আরাধনা করিতেছি, তাহা নহে; আপনার
নিকট হুমোক্ষপ্রাপক স্থান গ্রহণ করিবার জন্য
মুনিগণ সকলেই আপনাকে বেষ্টন করিয়া রহি-
য়াছেন। মুনিগণের নাম; যথা—পুলহ, পুলস্ত্য,
বশিষ্ঠ, মরীচি, অশ্বমেধ, দধীচ, নকুল, ভৃগু, অত্রি,
জাবালি, জৈমিনি, ধৌম্য, জমদগ্নি, উপযাজ,
যাজ্ঞ, ভরত, অৰ্জুনীবৎ, পিঙ্গলাদ, কথ, কুমুদ,
উপমস্থ্য, কুমুদাক্ষ, কুৎস, বৎস, বরতন্তু, বিভাণ্ডক,
ব্যাস, কণ্বরীব, কণ্ডু, মাণ্ডব্য, মতঙ্গ, কুক্ষি, মাণ্ডকি,
চণ্ডকৌশিক, শাণ্ডিল্য, শাকটায়ন, কৌশিক, শাতা-
তপ, মধুচ্ছন্দ গর্গ, সৌভরি, রোমশ, আপস্তম্ব,
ভার্গব, উদ্বক, পর্জত, ভারদ্বাজ, দালভ্য, দান্ত,
যেতকেতু, কৌণ্ডিনা, পুণ্ডরীক, রৈভ্য, তুণবিন্দু,

নারদেন বহুনা দৃঢ়মস্থ্যনা ॥ ১১ ॥ বোধায়ন-
সুবোধাভ্যাং হারীতেন মুকণ্ডুনা । তুর্কাসাতি-
তীক্ষ্ণেন জালপাদেন শক্তিনা ॥ ১২ ॥ কাঙ্কার্ধ্যেন
নদন্তেন দেবদন্তেন শৃঙ্খুনা । সুশ্রুতা চাঘ্রিবেষ্টেন
গালবেন মরুহতা ॥ ১৩ ॥ লোকাক্ষিণা বিশ্ববসা
সৈন্ধবেন সুমন্তুনা । শিশুপায়নমৌদগল্যপথ্যচাবন-
মাতুরৈঃ ॥ ১৪ ॥ ঋষ্যশৃঙ্গৈকপাংক্রৌঞ্চদৃঢ়গোমুখ-
দেবলৈঃ । অজিরোবামদেবৌষপতঞ্জালকপিঞ্জলৈঃ ॥
১৫ ॥ সনৎকুমারসনকসনন্দনসনাতনৈঃ । হিরণ্য-
নাভসত্যাখ্যবাতাশনসুহোত্রভিঃ ॥ ১৬ ॥ মৈত্রেয়পুশ্প-
জিৎসত্যতপঃশালীষ্যশৈশিরৈঃ । নিদাঘোতথ্য-
সংবর্তশৌকায়নিপরাশরৈঃ ॥ ১৭ ॥ বৈশম্পায়নকৌশল্য-
শারদ্বতকপিধ্বজৈঃ । কুশস্মার্তিককৈবল্যযাজ্ঞবল্ক্য-
বলায়নৈঃ ॥ ১৮ ॥ কৃকাতপোতমানন্তককর্ণামলক-
প্রিয়ৈঃ । চরকেণ পবিত্রেণ কপিলেন কণাশিনা ॥
১৯ ॥ নরনারায়ণাভ্যাং চ দিব্যোচ্চাষ্টৈর্মহর্ষিভিঃ ।
মৎপ্রশ্নোত্তরশ্রুতশ্রুতপৈঃ প্রত্যবেক্ষ্যসে ॥ ২০ ॥
মাহেশ্বরপ্রাগণ্যস্বং সমস্তাগমপারগঃ । ব্যাপ্তশ্চ
সর্বলোকেষু যস্মাত্তদবুশাধি নঃ ॥ ২১ ॥ হনুখাদেব
ভগবান্ বয়মেতে স্মৃশাক্ততাঃ । পূৰ্বমেব হুয়া দেব

বান্মীকি, নারদ, বহু, দৃঢ়মস্থ্য, বোধায়ন, সুবোধ,
হারীত, মুকণ্ডু, তুর্কাসা, অতিতীক্ষ্ণ, জালপাদ, শক্তি,
কাঙ্কার্য্য, নদন্ত, দেবদন্ত, শৃঙ্খু, সুশ্রুত, অঘ্রিবেষ্ট,
মালব, মরুহৎ, লোকাক্ষি, বিশ্ববা, সৈন্ধব, সুমন্তু,
শিশুপায়ন, মৌদগল্য, পথ্য, চাবনমাতুর, ঋষ্যশৃঙ্গ,
একপাং, ক্রৌঞ্চ, দৃঢ়, গোমুখ, দেবল, অজিরা, বাম-
দেব, ঔরু, পতঞ্জলি, কপিঞ্জল, সনৎকুমার, সনক,
সনন্দন, সনাতন, হিরণ্যনাভ, সত্যাখ্য, বাতা-
শন, সুহোত্র, মৈত্রেয়, পুশ্পজিৎ, সত্যতপা,
শালীষ্য, শৈশির, নিদাঘ, উতথ্য, সংবর্ত, শৌক-
ায়নি, পরাশর, বৈশম্পায়ন, কৌশল্য, শারদ্বত,
কপিধ্বজ, কুশস্মার্তিক, কৈবল্য, যাজ্ঞবল্ক্য, আ-
লায়ন, কৃকাতপ, উত্তম, অনন্ত, ককর্ণ, আমলকপ্রিয়,
চরক, পবিত্র কপিল, কণালী, নর ও নারায়ণ। এত-
দ্ভিন্ন অন্যান্য মহর্ষিগণও আমার প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ-
মানসে আপনার মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন। আপনি
মাহেশ্বরপ্রাগণ্য সমস্তাগম-পারগ, ও সর্বলোক-
ব্যাপ্ত। অতএব আমাকে উপদেশ প্রদানে অস্ব-
শাসন করুন। ১-২১। হে ভগবন! পূর্বে আপনার
মুখে শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিয়াই আমরা শিক্ষিত হই-

কিং বাস্তবপদ্যতে ॥ ২২ ॥ দিব্যাগমপুরাণানি
দ্রষ্টব্যঃ পরমেশ্বরঃ। কাত্যায়নী বা স্বন্দো বা
ভগবান্ বাথ বা ভবান্ ॥ ২৩ ॥ অগ্নি যদ্যন্তি নো
ভক্তির্দয়া চাস্মানু তে যদি। রহস্তমিদমুদঘাট্য
প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ২৪ ॥ ইথাং মুকণ্ডতনয়েন স
নন্দিকেশো বিজ্ঞাপিতঃ সবিনয়ঃ স্ময়মানবক্ত্রম্।
তং প্রাহ চোন্নততরং শিবভক্তিমৎসু প্রাগ্ভক্তি-
তোষিতশিবাণ্ডশরীরসিদ্ধম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দেহরুণাচলাখ্যরহস্তস্থানপ্রথমবর্ণনঃ
নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ। মূনে মনঃপরীক্ষার্থং তথা
স্বং ভাবিতো ময়া। তব চেন্নাভিধান্তামি কস্ত
বাস্তব কথ্যতে ॥ ১ ॥ আদৃগন্তোহস্তি কিং লোকে
শিবধর্মপরায়ণঃ। যেন স্বল্পাঘ্রাষ্যোপ্যেবং নিত্যে
নাভাবি ভক্তিতঃ ॥ ২ ॥ কস্তাশ্চিচ্চ কুতে দেবঃ
স্বশ্চেবাজ্ঞাকরং যমম্। কুদ্রো নিয়জ্যমাস চরণা-
সুষ্ঠপীড়িতম্ ॥ ৩ ॥ অমেব শাক্তরাক্ষসান্ সর্বান বিদ্ধি-

য়াছি। অধুনা আগম-পুরাণাদিবিসয়ক উপদেশ
আর কি শ্রবণ করিব? এক্ষণে আমরা পরমেশ্বর,
কাত্যায়নী, স্বন্দ অথবা আপনাকে দেগিতে ইচ্ছা
করি। আপনাতে যদি আমাদের ভক্তি থাকে,
এবং আমাদের প্রতি যদি আপনার দয়া থাকে,
তাহা হইলে উক্ত রহস্ত উদঘাটন করিয়া আপনি
আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। নন্দিকেশ্বর
মুকণ্ডতনয় কর্তৃক এই প্রকার সন্মিত ও বিনীতভাবে
বিজ্ঞাপিত হইয়া অপর শিবভক্তিমানাদিগের মধ্যে
ভক্তি-তোষিত-শিবশিবাণ্ড-শরীরসিদ্ধি সেই মুকণ্ড-
তনয়কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। ২২—২৫।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে মূনে! আমি আপ-
নার মন পরীক্ষার নিমিত্ত এই প বলিয়াছিলাম;
আপনাকে যদি না বলিব ত আর অন্য কাহাকে
বলিব বলুন? আপনার মত শিবধর্ম-পরায়ণ
ব্যক্তি কি আর জগতে আছে? স্বল্পাঘ্রা: থাকিয়াও
আপনি শিব-ভক্তি-প্রভাবে চিরজীবী হইয়াছেন।
আপনি ভিন্ন অন্য কাহার জন্ম দেবশক্তির নিজ

রহস্ততঃ। যোহগ্রেহসি কালবৎ ভ্রান্তঃ পরিণকোহসি
চেতসা ॥ ৪ ॥ অয়েবাস্তেন কেনাহমেবং শুভ্রভিত-
শিরম্। স্বয়ীব কস্মিন্নশ্চস্মিন্নমপি প্রীতিরীদৃশী ॥
৫ ॥ উপদেষ্ট্যামি তে ক্ষেত্রং গুপ্তং তদ্ব্যশাসনৈঃ।
ভক্ত্যাবধারণীয়াং যদ্বক্তিকৈবল্যকাজ্জিভিঃ ॥ ৬ ॥
আদরাদনযুজ্ঞানং শিষ্যং যো দেশিকঃ স্বয়ম্। উপ-
দেশেন সন্তুষ্টং ন কেরোতি স কিঙ্করঃ ॥ ৭ ॥ সমা-
হিতমনা ভূত্বা বিশ্বাসং কুরু শাস্তম্। ময়োগ-
দিশ্চুমানোহস্মিন্ রহস্তো পারমেশ্বরে ॥ ৮ ॥ অর
স্মরাস্তকং দেবং বন্দস্বাধ্যায় শাক্তরীম্। উপাং-
শূচ্যারয়োক্তারং শ্রেয়ন্তে মহদাগতম্ ॥ ৯ ॥ অস্তি
দক্ষিণদিগ্ভাগে দ্রাবিড়েষু তপোধন। অরুণাখ্য
মহাক্ষেত্রং তরুণেন্দুশিখামণেঃ ॥ ১০ ॥ যোজনত্রয়-
বিস্তীর্ণমুপাস্ত্য শিবযোগিভিঃ। তদ্বমেহদিকং বিদ্ধি
শিবস্ত হৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ১১ ॥ তত্র দেবঃ স্বয়ং শম্ভুঃ
পর্বতাকারতাং গতঃ। অরুণাচলসংজ্ঞাবানস্তি

আজ্ঞাকারী ভূতা যমকে চরণাসুষ্ঠপীড়নে তাড়না
করিয়াছিলেন? আপনিই সম্যক্ সর্ব সরহস্ত শক্ত-
ধর্ম অবগত আছেন! আপনি অগ্রে কালবৎ ভ্রান্ত
ছিলেন, এখন আপনার চিত্ত পারপক হইয়াছে।
আপনার মত অন্য কাহার কর্তৃক আমি সুচির-
কাল শুভ্রভিত হইয়াছি? আপনার মত অন্য
কাহার প্রতি আমার এতাদৃশী প্রীতি? অতএব
আমি ধর্মশাসন দ্বারা গুপ্তক্ষেত্র সকল আপনাকে
উপদেশ দিব। ভক্তি ও কৈবল্যকাজ্জি ব্যক্তিয়া
ঐ উপদেশ ভক্তি-পূর্বক ধারণা করেন। যে
উপদেষ্টা সাদর-জিজ্ঞাসু শিষ্যকে স্বয়ং সহপ-
দেশ প্রদানে সন্তুষ্ট না করেন, তিনি কুৎ-
সিত গুরু। ১—৭। আপনি সমাহিতমনা হইয়া আমা
কর্তৃক উপদিষ্টমান এই পারমেশ্বর রহস্তে শাস্ত-
রূপে বিশ্বাস স্থাপন করুন। আপনি দেব স্মরাস্তককে
স্মরণ করুন, ধ্যানান্তে শক্ত শক্তির বন্দনা করুন
এবং উপাংশুভাবে ওক্তার উচ্চারণ করুন; ইহাতে
আপনার মহৎ শ্রেয়ঃ আপনা আপনিই আসিবে।
হে তপোধন! দক্ষিণাপথে দ্রাবিড় নামে এক
প্রসিদ্ধ স্থান আছে, ঐ স্থানে তরুণেন্দুশিখামণি শম্ভুর
অরুণাখ্য মহাক্ষেত্র বিদ্যমান। ঐ ক্ষেত্র যোজনত্রয়
বিস্তীর্ণ ও শিবযোগিগণের উপাস্ত।, জানিবে—ঐ
ভূমির হৃদয়-দেশ শিবের হৃদয়ঙ্গম। দেব শম্ভু স্বয়ং
ঐ স্থানে পর্বতাকার প্রাপ্ত হইয়া অরুণাচল সংজ্ঞায়
লোক-হিতকররূপে বিরাজ করিতেছেন। ঐ স্থান

লোকহিতাবহঃ ॥ ১২ ॥ আবাসঃ সর্বসিদ্ধানাং
মহর্ষীণাং সুপর্ষণাম্ । বিদ্যাধরাণাং যক্ষাণাং
গন্ধর্বান্সরসামপি ॥ ১৩ ॥ সুমেরোরপি কৈলাসা-
দপ্যসৌ মন্দরাদপি । মাননীয়ো মহর্ষীণাং যঃ
স্বয়ং পরমেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥ স্পৃহয়ন্তি যদীয়েভ্যো
জন্তুভ্যোহপি দিবৌকসঃ । অযত্নলভ্যমুক্তিভ্যো
দিবাবাসপ্রবক্ষিতাঃ ॥ ১৫ ॥ ন কল্পবৃক্ষাঃ সদৃশা
যজ্ঞত্যানাং মহীকুহাঃ । পত্রপুষ্পকলৈর্নিত্যং
সেহর্ষয়ন্তি গিরৌ হরম্ ॥ ১৬ ॥ হিংসৈককচয়ো
ব্যাধা অপি রূপানুসারতঃ । অনন্তা যত্র দেবস্ত
প্রাদক্ষিণ্যকলাস্পদম্ ॥ ১৭ ॥ যত্নদেশচরা মেঘাঃ
শিখরাণ্যভিবদ্ধকাঃ । গজাবতো হিমবতোহপ্য-
ধিকং স্বং বিজানতে ॥ ১৮ ॥ কলারাবা-
খগা যত্র কণ্ঠে কীচকা অপি । যক্ষকিন্নর-
গন্ধর্বৈর্লভাতে দুর্লভং পদম্ ॥ ১৯ ॥ স্মরন্তো
যত্র খদ্যোতাঃ কৃষ্ণপক্ষে নিশাগমে । আরক্তিক-
প্রদাতৃণাং দেবস্তানুবতে পদম্ ॥ ২০ ॥ নিস্প্রভ্যহ-
কৃতান্নেষা নিত্যং যত্নটিনীকুহাঃ । সৌভাগ্য-
গর্ভতো দেবীমপর্ণামবম্বতে ॥ ২১ ॥ যন্তোভুঙ্গু
শৃঙ্গাগ্রসঙ্গমা অপি তারকাঃ । আত্মনো লকসামান্তা-

নিখিল সিদ্ধ মহর্ষি, সুপর্ণ, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব ও
অঙ্গরোগণের আবাস-স্থল । সাক্ষাৎ পরমেশ্বর
স্বরূপ এই অরুণাচল সুমেরু, কৈলাস, ও মন্দর
হইতেও মহর্ষিগণের মাননীয় । স্বর্গবাস-বঞ্চিত
দেবগণ এই অরুণাচলের অযত্নলভ্য-মুক্তি জন্তু
হইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন । কল্পবৃক্ষ
সকলও এই অচলস্থ মহীকুহসমূহের সদৃশ নহে ;
কেন না, তাহারা পত্রপুষ্পকলের স্থলনব্যাজে
হরের অর্চনা করিতেছে । বিভিন্নরূপধারী হিংসা-
প্রবণ ব্যাধগণও নিত্য-বিচরণচ্ছলে দেবদেবের
প্রদক্ষিণ করে বলিয়া তাহারাও দেব-প্রদক্ষিণের
ফল লাভ করিয়া থাকে । এই অচলের কটি-
দেশচারী মেঘদল শিখরদেশ পর্য্যন্ত থাইতে
না পারিয়াও আত্মনাকে গজাবান্ হিমবানেরও
উর্দ্ধস্থিত ও পবিত্র বলিয়া মনে করে । এই
অচলস্থ কলনাদী বিহঙ্গমগণ ও কণনশীল কীচক-
সমূহ যক্ষ, কিন্নর ও গন্ধর্বগণের দুর্লভ পদ অধি-
কার করিয়াছে । খদ্যোতশ্রেণী কৃষ্ণপক্ষনিশাগমে
এই অচলের আরক্তিক-প্রদাতার কার্য্য করিয়া থাকে ।
এই অচলের নির্বিঘ্নকৃতানিঙ্গন তটিনীকুহ পাদপনিচয়
সৌভাগ্য গর্ভে দেবী অপর্ণাকেও অবমাননা করি-
য়াছে । এই উৎকৃষ্ট অচলের শৃঙ্গের সন্নিহিত সঙ্গম

শাঙ্ক্রেণ বহু মম্বতে ॥ ২২ ॥ যুগাঃ সর্বৈহপি সততং
চরন্তো যত্র সান্নয়ু । পানিপ্রণয়িনঃ শস্তোরেনমপ্য-
বজানতে ॥ ২৩ ॥ যন্ত পাদান্তিকচরৈঃ প্রায়ৈণ
শবরৈরপি । নিকুন্তকুন্তসাদৃশ্যমযত্নাপলভ্যতে ॥
২৪ ॥ কিং বহুজ্যোত্স্নয়ন্তে দৈমাতুরকুমারয়োঃ ।
যদঙ্গরুচাস্তরবস্তির্ধ্যাক্ষঃ শবরা অপি ॥ ২৫ ॥ সিংহ-
ব্যাঘ্রদ্বিগা যন্মিন্ কালে ত্যক্তকলেবরাঃ । বাস-
প্রদহান্নাত্তে ক্রবং শোণাদিশস্তুনা ॥ ২৬ ॥ অশ্ব
ভাস্করনামাদিঃ পূর্বশ্চাং দিশি দৃশ্যতে । যত্র স্থিতঃ
সদা বজ্রী সেবতে শোণপর্বতম্ ॥ ২৭ ॥ প্রতীচ্যাং
দিশি দণ্ডাদিরিতি কশ্চিন্নহীধরঃ । প্রাচেতসস্তদ-
গগাঃ সেবতেহংকণপর্বতম্ ॥ ২৮ ॥ দক্ষিণশ্চাং
শোণাদৈরদ্রিস্ত্যমরাচলঃ । কালঃ শোণাদিসেবার্থ-
মধ্যান্তে তদধিত্যকাম্ ॥ ২৯ ॥ উত্তরেহন্মিন্ হরি-
ভাগে সিদ্ধাধ্যাসিতকন্দরঃ । বিরাজতে ত্রিশূলাদিঃ
শ্রীদেন পরিপালিতঃ ॥ ৩০ ॥ তৎপর্য্যন্তপ্রভূতানা-
মন্তেষামপি ভূতভ্রাম্ । তটকেষপরে চৈব দিক-
পালাঃ পথ্যুপাসতে ॥ ৩১ ॥ ধারিতা যেন সততং
সর্বৈহপি ধরণীকুহাঃ । আরাধনাদপ্যধিকমাধিগচ্ছন্তি

করিলেও স্বীয় পত্নী তারকাদিগকে চন্দ্র আপনার
সাম্যলাভ করিতে দেখিয়া বহুমান-পুরঃসর গ্রহণ
করিতেন । যুগকুল এই অচলের সান্নদেশে বিচরণ
করিতে করিতে শতুপানিপ্রণয়ী যুগটিকেও অবজ্ঞা
করিত । এই অচল-পাদচারী শবরগণও অনায়াসে
নিকুন্ত-কুন্তসাদৃশ্য লাভ করিয়াছে ; অধিক আর কি
বলিব ? এই অচলস্থ তরুনিচয়, তির্ধ্যাক্ষগণ ও শবর-
সমূহও গণপতি ও কুমারের প্রতি অস্বয়া প্রকাশ
করিয়া থাকে অর্থাৎ এক পিতৃজাত বলিয়া স্পষ্টা
করে ১৮-২৫ । এই অচলচারী সিংহ, ব্যাঘ্র ও হিপসমূহ
উপযুক্ত কালে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং
এই অচলকপী শত্ৰু, তাহাদের বাসপ্রদ বলিয়া তাহা-
দিগকে রূপা করেন । এই অচলস্থ ভাস্কর নামক
পর্বত পূর্বদিকে অবস্থিত, এই স্থানে থাকিয়া ইন্দ্র
শোণপর্বতের সেবা করেন । প্রতীচীদিকে দণ্ডাদি
প্রাচেতস এই স্থানে থাকিয়া অরুণাচলের সেবা
করেন । শোণাদির দক্ষিণে অমরাচল । কাল
শোণাদিসেবার নিমিত্ত উহার অধিত্যকায় বাস
করেন । উত্তরদিগ্ভাগে সিদ্ধসেবিত-কন্দর ত্রিশূ-
লাদি, ইহা শ্রীদায়ক দেবতা কর্তৃক পরিপালিত ।
ইহার পর্য্যন্তস্থিত অস্ত্রাত্ত ভূধরের তটপ্রদেশে
অপর দিকপালগণ উপাসনা করেন । এই অরুণাচল

বৈভবম্ ॥ ৩২ ॥ যস্মিন্ গিরীশে সংদৃষ্টে মেনা-
তুহিনভূতঃ । সমানসদ্বকতয়া প্রমোদো বর্দ্ধতে-
তরাম্ ॥ ৩৩ ॥ তরুপলবলক্ষেণ লক্ষ্যমাণজটাধরঃ ।
স্বাবরোহয়ঃ স্বয়ং শম্ভুরিহেশ ইব জঙ্গমঃ ॥ ৩৪ ॥
জ্যোতিষ্তোয়শৃঙ্গশ্চ দ্বিপার্শ্বেনুভাস্করঃ । বানন্তি
স্বশ্চ লোকেত্যন্তেক্ষিতয়নেত্রতাম্ ॥ ৩৫ ॥ বর্ষাপু
শিখরাধস্তাদভিনীলবলাহকঃ । বিরাজতে যঃ
কণ্ঠেন কালকূটমিবোদহন ॥ ৩৬ ॥ সহস্রপাদঃ সহস্র-
শীর্ষো যঃ পর্বতেশ্বরঃ । উক্তো ন কেবলঃ শ্রুত্যা
সাক্ষাদপ্যুপলক্ষ্যতে ॥ ৩৭ ॥ শিরোলীনামরসরিৎ-
শ্রোতাঃ প্রাগিতি নাট্যতম্ । গিরীশোহদ্যাপি যঃ
শৃঙ্গলীনানেকসরিদগণঃ ॥ ৩৮ ॥ শ্বাসাদিতাপকটকঃ
শারদৈর্ঘ্যঃ পয়োবরৈঃ । বিভূষণতি গোশ্রেষ্ঠমাক্র-
বৃষপুঙ্গবম্ ॥ ৩৯ ॥ যত্র শৃঙ্গাগ্রসংলগ্নসংলগ্ননীল-
লোহিতঃ । স্থাপুং স্থাবরহেন গহনহেন ভীম-
তাম্ ॥ ৪০ ॥ সূতর্গমহাদুঃস্বপ্নমপি ধত্তে ন নামতঃ ।

যখন নিখিল ধরণীক্লেশ পদার্থ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন,
তখন তাহার আরাধনা করিলে যে অধিক বৈভব
লাভ হইবে, সে বিষয় আর সন্দেহ কি আছে ?
এই অচলে গিরিশ দৃষ্ট হন বলিয়া মেনা ও তুহিনা-
চলের তাঁহার সহিত সমান সদ্বকবশতঃ মহান্ প্রমোদ
বর্দ্ধিত হয় । সাক্ষাৎ স্থাবর শম্ভুস্বরূপ এই অরুণাচল
লক্ষ লক্ষ তরুপলব দ্বারা জটাধর জঙ্গম মহেশ্বর
স্থায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । অত্রত্য জ্যোতিষ্ময়
তোয়শৃঙ্গের উভয় পার্শ্বে ইন্দু-ভাস্কর স্বীয় লোক
হইতে তেজ বিতরণ করিয়া শম্ভুস্বরূপ এই অচলের
ত্রিনেত্রতা প্রতিপাদন করিতেছেন । বর্ষাকালে ঐ
অচলের শিখরাধর প্রদেশে অতিনীল বলাহকশ্রেণী
বিরাজিত থাকায় তাহাকে কালকূট-কৃষ্ণকণ্ঠ নীল-
কণ্ঠের স্থায় শোভিত দেখা যায় । এই অচলরাজ
সহস্রপাদ ও সহস্রশীর্ষ এ কথা আমি কেবল শুনিয়া
বলিতেছি না ; ইহা সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায় ।
গিরিশের মস্তকে পূর্বে যে সূক্ষ্মসরিৎ-শ্রোতাঃ
বিলীন ছিল, একথা অদ্যুত নহে ; কেননা, অদ্যাপি
সেই গিরিশস্বরূপ এই অরুণাচলের শৃঙ্গে সুরসরিৎ-
সমূহ বিলীন রহিয়াছে । শারদ পয়োদবৃন্দ ঐ
অচলের কটিদেশের অধোদেশ আশ্রয় করায় উহা
বৃষভাকৃচ্চ বৃষভবাহনের অনুরূপ করিয়া থাকে ।
এই অচলের শৃঙ্গাগ্রে সংলগ্ন নীললোহিত সংলগ্ন
আছেন । তিনি ও অরুণাচল-এতদ্ব্যয় অভিন্ন ;
সুতরাং অরুণাচল স্থাবর বলিয়া তাঁহার নাম

ক্ষুদ্রাঃ সরীসৃপা যত্র কটকেষু কৃতাস্পদাঃ ॥ ৪১ ॥
তক্ষকানন্তসর্পাদৈঃ স্পর্ধন্তে ভূজগেশ্বরৈঃ । অষ্টা-
ভির্ঘোহভিতঃ কোণৈরাবির্ভূতো বিভূতিভিঃ ॥ ৪২ ॥
সুস্পষ্টং বিশিনষ্টীং স্বকীয়মষ্টমূর্তিতাম্ । যেন্যা-
শক্তিতরঙ্গিন্যোরিড়াপিঙ্গলয়োঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩ ॥ শিবশ্চ
শৃঙ্গতো মধ্যো সুবুয়া কমলাপগা । জ্যোতিঃ-
স্তম্বরূপশ্চ মূল্যগ্রো যশ্চ বীক্ষতুম্ ॥ ৪৪ ॥ কোল-
হংসাক্রতী নালঃ ব্রহ্মবিষ্ণু বভূবতুঃ । তাভ্যাঞ্চ
প্রাগিতঃ শম্ভুস্তস্মিন্ সান্নিধ্যাবানভূৎ ॥ ৪৫ ॥ অরুণা-
চলনাথাত্ম্যং প্রপন্নঃ প্রমদৈঃ সমম্ । গোতমস্তত্র
যোগীন্দ্রঃ সহস্রং পরিবৎসরাৎ ॥ ৪৬ ॥ তপ্তা
তপাংসি তীব্রাণি সাক্ষাচ্চক্রে সদাশিবম্ । প্রালেয়-
শৈলকন্থাপি তত্র কৃদা তপঃ পুরা ॥ ৪৭ ॥ অলক-
বামদেহাঙ্কঃ মন্থথারেঃ প্রসেহুঃ । গোষ্ঠ্যা প্রতি-
ষ্ঠিতঃ তত্র প্রবালাদীশ্বর্যভিধম্ ॥ ৪৮ ॥ লিঙ্গং
ভোগপ্রদং পুংসাং কৈবল্যায় প্রকল্পতে । তত্র
গৌরীনিদেশেন দূর্গা মহিষমর্দিনী ॥ ৪৯ ॥ সাক্ষাদ-
ভূয় সত্যং দত্তে মঙ্গলসিদ্ধিমবিস্রতঃ । খজ্রাতীর্থমিতি

স্থান, গহন বলিয়া তাহার নাম ভীম এবং
দুর্গম বলিয়া তাঁহার নাম উগ্র হইয়াছে ।
তাঁহার এই সকল নাম অল্পগতার্থ—নামমাত্র
নহে । ক্ষুদ্র সরীসৃপ সকল ঐ অচলের
মধ্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তক্ষক, অনন্ত-
সর্প প্রভৃতি ভূজগেশ্বরগণের সহিত স্পর্ধা প্রকাশ
করে । ঐ অঙ্গি উভয়দিকে অষ্ট বিভূতিরূপ অষ্ট
কোণের সহিত আবির্ভূত হইয়া স্বীয় অষ্টমূর্তিতা
সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে । ঐ অচলে ইড়া-
পিঙ্গলাস্বরূপ আদ্যাশক্তি ও তরঙ্গিনী এবং শিব-
স্বরূপ শৃঙ্গের মধ্যস্থলে সুবুয়াস্বরূপে কমলাপগা
বিরাজিত । কোলহংসাক্রতি ভগবান্ ব্রহ্ম-বিষ্ণু
ঐ জ্যোতিঃস্বরূপ শম্ভুর পাদদেশ ও অগ্র অব-
লোকন করিতে অসমর্থ হইয়া শম্ভুর নিকট প্রার্থনা
করিলে তিনি সহর্ষে অরুণাচল-নাথ নামে প্রসিদ্ধি
লাভ করিয়া ঐ অচলে সান্নিধ্য সংস্থাপন করেন ।
যোগিশ্রেষ্ঠ গোতম ঐ অচলে সহস্র বৎসর তীর্থ
তপস্তা করিয়া সদাশিবের সাক্ষাৎ লাভ করেন ।
শৈল-সুতাও ঐ স্থানে পূর্বে তপস্তা করিয়া মন্থথা-
রির বামদেহাঙ্ক লাভ করিতে না পারায় ঐ স্থানে
প্রবালাদীশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । ঐ লিঙ্গ
পুরুষের ভোগ ও কৈবল্যদায়ক । ঐ স্থানে গৌরীর
আদেশে মহিষ-মর্দিনী দূর্গা সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া

খ্যাতঃ তত্র গোষ্ঠ্যাশ্রমে নবম্ ॥ ৫০ ॥ সক্রু-
ষজ্ঞানানুগাং পঞ্চপাতকাশনম্ । দুর্গয়া চার্চিতং
লিঙ্গং পাপনাশননামকম্ ॥ ৫১ ॥ সক্রুং প্রণামমাত্রেণ
সর্বপাপপ্রণাশনম্ । তত্র বজ্রাঙ্গদো রাজা বিস্ত-
সারো ব্যতিক্রমাৎ ॥ ৫২ ॥ পুনস্তত্ত্বতিমাহাশ্র-
ম্যাবসায়ুজ্যামান্তবান্ । তন্তু প্রদক্ষিণেনৈব কান্তি-
শালিকলাধরো ॥ ৫৩ ॥ বিদ্যাধরেণরো মুক্তো
দুর্কাসঃপাপবন্ধনাৎ । নাস্তি শোণাদিতঃ ক্ষেত্রং
নাস্তি পঞ্চাক্ষরায়নুঃ ॥ ৫৪ ॥ নাস্তি মাহেশ্বরাক্ষরো
নাস্তি দেবো মাহেশ্বরঃ । নাস্তি জ্ঞানং শিব-
জ্ঞানানাস্তি ত্রীকুটতঃ শ্রুতিঃ ॥ ৫৫ ॥ নাস্তি শৈবা-
গ্রীর্ণিকোনাতি রক্ষা বিভূতিতঃ । নাস্তি ভক্তেঃ
সদাচারো নাস্তি রক্ষাকরাদৃগুরুঃ ॥ ৫৬ ॥ নাস্তি
কুদ্রাকতো ভূষা নাস্তি শাস্ত্রং শিবাগমাৎ । নাস্তি
বিশদলাংপত্রং নাস্তি পুষ্পং সুবর্ণকাৎ ॥ ৫৭ ॥
নাস্তি বৈরাগ্যতঃ সৌখ্যং নাস্তি মুক্তেঃ পরং
পদম্ । নাক্ষাদ্রেঃ সমো মেকর্ন কৈলাসো ন
মন্দরঃ ॥ ৫৮ ॥ তে নিবাসা গিরিবাস্তাঃ সোহয়ং

সাধুদিগকে নিষিদ্ধে মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান করেন । ঐ
গৌরী-আশ্রমে খজুরতীর্থ নামে খ্যাত এক অভিনব
তীর্থ আবিষ্কৃত হয় । ঐ তীর্থে একবার মাত্র গ্নান
করিলে মানবের পঞ্চপাতক বিনষ্ট হয় । দুর্গা পাপ-
নাশন নামক এক লিঙ্গ অর্চনা করেন । ঐ লিঙ্গকে
প্রণাম করিবামাত্র সর্বপাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
ঐ স্থানে প্রভূত বিস্ত্রশালী বজ্রাঙ্গদ রাজা বিষয়-
তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া অত্রত্য লিঙ্গকে যথোচিত
ভক্তি প্রদর্শন করেন এবং ঐ লিঙ্গ-মাহাত্ম্যে তিনি
শিবসায়ুজ্য প্রাপ্ত হন । ঐ লিঙ্গকে প্রদক্ষিণ
করিয়া বিদ্যাধররাজ কান্তিশালী ও কলাধর, ইহারা
উভয়ে দুর্কাসার শাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন ।
শোণাদি হইতে উত্তম ক্ষেত্র, পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র হইতে
উত্তম মন্ত্র, মাহেশ্বর ধর্ম্য হইতে উত্তম ধর্ম্য, শিব-জ্ঞান
হইতে উত্তম জ্ঞান, ত্রীকুট হইতে উত্তম শ্রুতি, বিষ্ণু
হইতে উত্তম শৈব, বিভূতি হইতে উত্তম রক্ষা, ভক্তি
হইতে উত্তম সদাচার, রক্ষক হইতে উত্তম গুরু,
কুদ্রাক হইতে উত্তম ভূষা, শিবাগম হইতে উত্তম শাস্ত্র,
বিশপত্র হইতে উত্তম পত্র, সুবর্ণক হইতে উত্তম পুষ্প,
বৈরাগ্য হইতে উত্তম সৌখ্য, এবং মুক্তি হইতে
উত্তমপদ আর নাই । মেরু, কৈলাস ও মন্দর, ইহারা
অরুণাঙ্গির সমকক্ষ নহে । এই গিরিনিবাস সমুদয়
অরুণাঙ্গি-ব্যাপ্ত এবং এই অরুণাঙ্গিই সাক্ষাৎ

তু গিরিশঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ ইতি বদতি শিলাদ-
নন্দনে মুদিতমনাঃ স মুকুণ্ডনন্দনঃ । পুনরপি বহুশঃ
প্রণম্য তং চকিতমনা ভবতো ব্যজ্রিভূপঃ ॥ ৬০ ॥
কিঞ্চিৎ নৃণাং কস্য ভবায় জায়তে কথন্ত তত্ত্ববরকায়
শ্রয়তে । তেষাঞ্চ তেষাঞ্চ কথং প্রতিক্রিয়া কথন্ত
তত্ত্বয়ম কথ্যতামিতি ॥ ৬১ ॥

ইতি ত্রীকান্দে অরুণাচলস্থানমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । শুদ্ধসমুত্তমোপেতো
লোকেহস্মিন দুর্লভঃ পুমান্ । রজস্তমোত্তমোপেতো
ভবন্তি সুলভা নরাঃ ॥ ১ ॥ সাত্বিকঃ পুণ্যশীলহারিঃশ্রেয়-
সমবাপুযাৎ । বৈচিত্র্যাৎ কর্ম্মণামেষামনুভোগায়
বেদসা ॥ ২ ॥ বৈচিত্র্যাণ্যেব সৃষ্টানি নরকাণ্যত্র
তত্র চ । মহারৌরবভাগুভূষা খরঃ স্বা শূকরোহপি
বা ॥ ৩ ॥ চণ্ডালো বা ভবেৎ প্রেত্য পুরুষো ব্রহ্ম-
হত্যয়া । চিরং রৌরবসংক্রুদ্ধঃ ক্রমিকীটপতঙ্গতাম্ ॥

শিরিশস্বরূপ । শিলাদনন্দন হৃষ্টান্তঃকরণে এই প্রকার
রহস্যোদঘাটন করিলে মুকুণ্ড নন্দন সংসারভয়ে
চকিত হইয়া তাঁহাকে বহু অভিবাদনপূরঃসর
পুনরপি বলিলেন,—কোন কোন কর্ম্ম মানবের
সংসারবন্ধনের হেতু হয়,—কি প্রকারেই বা সেই
সেই কর্ম্ম নরকের হেতু হইয়া থাকে,—সেই সেই
সংসার-নরকোৎপাদক কর্ম্মের প্রতিকার কি এবং
কেনই বা সেই কর্ম্ম হইয়া থাকে ? বলুন । ২৬—৬১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—সংসারে বিশুদ্ধসমুত্তমো-
পেত লোক অতিদুর্লভ ; রজ ও তমোত্তমবিশিষ্ট
লোকই সুলভ । সমুত্তমাবলম্বী ব্যক্তিই পুণ্যস্বভাব
বশতঃ মুক্তিপদাধিকারী হন । কর্ম্মবৈচিত্র্য হেতু
মানবগণের উপভোগের নিমিত্ত বেদা ইহ-পরলোকে
বিচিত্র নরক সৃষ্টি করিয়াছেন । মানবগণ ব্রহ্মহত্যা
করিয়া কর্ম্মবিপাকবশত মহারৌরব নরকে পতিত
হইয়া পরিশেষে গর্দভ, কুকুর, শূকর ও চণ্ডাল প্রভৃতি
যোনি আশ্রয় করে । বিজগণ সুরাপান করিলে

৪। প্রাপ্ত্যুৎ কৰ্মকৰ্ত্ত্ব্যং সুরাপানেন চ বিজঃ।
 ব্রহ্মহরগাদ্ ব্রহ্মরাক্ষসমবাপ্ত্যুৎ ॥ ৫ ॥ যদ্যন্তু
 চোরয়েত্তত্ত্বজ্ঞঃ স্তাদন্তজন্মনি। অসিপত্রবনে
 পীড়ামবাপ্য সূচিরং পুনঃ ॥ ৬ ॥ নপুংসকঃ সজ্জহেৎ
 পুরুষো গুরুতল্লগঃ। তপৈঃ কালায়সৈদৈঃ পীড়িতো
 যমকিকরৈঃ ॥ ৭ ॥ নরকে কালসূত্রাত্মো নিবসেৎ
 পরদারগঃ। অগ্নিদো নিবসেদঘোরে সূচোরে
 গরদায়কঃ ॥ ৮ ॥ মহাঘোরে চ পিশুনোহবীচাঃ
 ঋষ্যবিনন্দকঃ। বসেৎ করালে মিত্রকৃগ্ভীমে
 হিংসৈকতৎপরঃ ॥ ৯ ॥ সংহারে ছন্নপাপিষ্ঠো
 যথাবাদী ভয়ানকে। অসিঘোরে বসেদাপি কূপ-
 ক্ষেত্রনরাদিহুৎ ॥ ১০ ॥ বজ্রে পরদ্রোহরতো মাং-
 সানী তরলে বিজঃ। তীক্ষ্ণে মাতৃপিতৃদ্রোহী তাপনে
 জপদুষকঃ ॥ ১১ ॥ অশ্বয়োহপি নিকৃচ্ছাসে বসেদগোব্রশ্চ
 দাক্ষণে। ক্রণহা নিবসেচ্চণ্ডে স্ত্রীহত্যাকুৎ কুকুলকে ॥
 ১২ ॥ দেবস্বহারী দহনে ঘোরঘোরে পরস্বহুৎ।
 কৃতাস্তদূতা নরকে সৰ্বানৈব হি পাপিনঃ ॥ ১৩ ॥

রৌরব নরকে পতিত হইয়া অবশেষে কুমি-কীট
 ও পতঙ্গযোনিতে জন্ম লাভ করেন। ব্রহ্মহরণ
 করিলে ব্রহ্মরাক্ষসহ লাভ হইয়া থাকে। যে
 যাহা চুরি করে, সে ঐ দ্রব্য পর জন্মে প্রাপ্ত হয় না।
 গুরুতল্লগামী মানব অসিপত্র বনে সূচিরকাল দাক্ষণ
 পীড়া উপভোগান্তে অবশেষে নপুংসকহ লাভ করিয়া
 জন্ম গ্রহণ করে। পরদারগামী ব্যক্তি জীবনান্তে
 যমকিকরগণ কর্তৃক তপ্ত ভীষণ কালায়স দণ্ড দ্বারা
 নিপীড়িত হইয়া কালসূত্র নরকে বাস করিয়া থাকে।
 অগ্নিদায়ী ঘোর নামক নরকে, বিষদায়ী সূচোর
 নামক নরকে, পিশুন মহাঘোর নরকে, ঋষ্যবিনন্দক
 অবীচি নরকে, মিত্রকরাল নামক নরকে, হিংসক
 ব্যক্তি ভীম নামক নরকে, ছন্নপাপিষ্ঠ ব্যক্তি সংহার
 নামক নরকে, মিথ্যাবাদী ভয়ানক নামক নরকে,
 কূপ, ক্ষেত্র ও মনুষ্যাপহারী ব্যক্তি অসিঘোর নরকে,
 পরদ্রোহনিরত ব্যক্তি বজ্র নামক নরকে, মাংসানী
 তরল নামক নরকে, পিতৃ-মাতৃ-দ্রোহী তীক্ষ্ণ নরকে,
 জপদুষক তাপন নামক নরকে, অশ্বহর ব্যক্তি নিকৃ-
 ছাস নরকে, গোব্র ব্যক্তি দাক্ষণ নরকে, ক্রণহা
 চণ্ড নরকে, স্ত্রীহত্যাকারী কুকুল নরকে, দেবস্বহারী
 দহন নরকে এবং পরস্বাপহারী ব্যক্তি ঘোরঘোর
 নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। অতিভীষণ কৃতাস্ত
 দূতগণ নরকে নিপতিত পাপী সকলকে পাশ দ্বারা

বদ্ধান্তি পাশৈর্নিব্রুন্তি দৈর্ভবিধ্যন্তি শঙ্কতিঃ। তীক্ষ্ণ-
 শকবঃ কক্কাঃ কুরদংষ্ট্রা মহোরগাঃ ॥ ১৪ ॥ কালো-
 কাশ ব্যাঘ্রাশ্চ হিংস্রাশ্চাত্তে দশন্ত্যমুন। শকলী-
 কূর্ষতে শব্দৈর্দহন্তি দেহমেব চ ॥ ১৫ ॥ খনন্তি গহনে
 বদ্রে কশাভিস্তাডয়ন্তি চ। তৈলদ্রোণাঃ বিপচ্যন্তে
 তুদ্যন্তে স্ত্রুশ্চসৃচিভিঃ ॥ ১৬ ॥ বাহন্তে হৃক্ষহান্
 ভারান্ যমদূতৈর্হি পাপিনঃ। ব্রহ্মহা কয়রোগী স্ত্রাৎ
 সুরাপঃ স্ত্রাবদন্তকঃ ॥ ১৭ ॥ স্বর্ণাপহারী কুনখী হৃশ্চর্যা
 গুরুতল্লগঃ। অপস্মারী গুরুদ্রোহী চণ্ডালো বেদ-
 দুষকঃ ॥ ১৮ ॥ কূটসাকী চাকিরোগী মন্দাগ্নিচাপ্র-
 ভোজনঃ। বিদ্যাপহারী মুকঃ স্তাদক্শঃ পুস্তক-
 রোচকঃ ॥ ১৯ ॥ পরদাররতঃ পঙ্গুর্বধিরঃ পরনিন্দকঃ।
 বিডুবরাহো নিরাচারো জিহ্বারোগী চ তক্ষরঃ ॥ ২০ ॥
 অভ্যাগতাত্তিথিত্যাগী কপোলকণ্টকো ভবেৎ।
 পর্বসু স্ত্রীরতো মেহী পূত্যান্ত্রোহভ্যভ্যভককঃ ॥ ২১ ॥
 মর্যাদাভেদকো দাসস্তটাকারামহুৎখরঃ। প্রতি-
 ক্রতাপ্রদাতা স্তাদম্মায়ুঃ স্বা বিকখনঃ ॥ ২২ ॥ বিষ্ণু-

বন্ধন করিয়া অতি নির্দয়রূপে প্রহার করিয়া থাকে
 এবং অতিদূঢ় শঙ্কু তাহাদের গাত্রে বিদ্ধ করিয়া
 দেয়। স্ত্রীক্ষ লৌহচক্ষুর্বিশিষ্ট কক্ক মুকল, কুরদংষ্ট্র
 সর্পগণ, কালেক সকল এবং ব্যাঘ্র প্রভৃতি অস্ত্রাস্ত্র
 হিংস্র জন্তুগণও ঐ নরক-নিপতিত পাপিগণকে
 নিরন্তর দংশন করিয়া থাকে। তাহাদিগকে কৃতাস্ত-
 দূতগণ শস্ত্রপ্রহারে খণ্ড খণ্ড করিয়া কেলে, কখন
 তাহাদের গাত্রে অগ্নি লাগাইয়া দেয়। ১—১৫। কখন
 বা নিবিড় গর্ত্তে প্রোথিত করে, কখন কখন নিদাক্ষণ-
 রূপে কশাঘাত করে, কখন বা তাহাদিগকে তৈল-
 দ্রোণীতে ফেলিয়া ভর্জিত করে, কখন তাহাদের
 গাত্রে স্ত্রুশ্চ স্ত্রুচী ফুটাইয়া দেয় এবং কখন বা
 তাহাদিগকে হৃক্ষহ ভার বহন করায়। ব্রহ্মহাতী
 ব্যক্তি কয়রোগী, সুরাপায়ী স্ত্রাবদন্তক, স্বর্ণাপহারী
 কুনখী, গুরুতল্লগামী হৃশ্চর্যা, গুরুদ্রোহী অপস্মারী,
 বেদদুষক চণ্ডাল, কূটসাকী অকিরোগী, অগ্রভোজী
 মন্দাগ্নি, বিদ্যাপহারী মুক, পুস্তকচোর অক্শ,
 পরদার-রত পঙ্গু, পরনিন্দক বধির, কদাচারী বরাহ,
 তক্ষর জিহ্বারোগী, অভ্যাগত ও অতিথিত্যাগী
 ব্যক্তি কপোলকণ্টক রোগবিশিষ্ট, পর্বকালে স্ত্রীগামী
 ব্যক্তি মেহরোগী এবং অভ্যভ-ভকক পূত্যান্ত্র হইয়া
 থাকে। মর্যাদাভেদক ব্যক্তি দাস, তটাক-আরাম-
 হারী ব্যক্তি খর, যে প্রতিক্রত বৃত্ত প্রদান না করে,

দ্রোহী চ সরটঃ শিবদ্রোহী চ মূষকঃ । এবং পাপ-
কলং জ্ঞায়া প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ২৩ ॥ তচ্চান্মি-
রণে ক্বেত্রে কর্তব্যং সমাগান্তিকৈঃ ॥ ২৪ ॥ ইতি
নিশম্য স হৃদ্ধতকারিণাং বহুবিধাং নরকেষু নৃণাং
ব্যথাম্ । চরণয়োঃ পতিতশ্চ তদা পুনঃপুনরযাচত
তচ্ছমনক্রিয়াম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি ত্রীকান্দে অরুণাচলমাহাত্ম্যে কশ্মবিপাকবর্ণনং
নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । বিস্তরাৎ কথয়াম্যদ্য প্রায়-
শ্চিত্তং মহাংহসাম্ । সর্বেষামবধৎস্ব স্বমবলম্বা-
স্তিকীং ধিয়ম্ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মহা প্রাপ্য শোণাদিত্য নিমগ্নঃ
খড়্গতীর্থকে । জপন পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রং তস্মাক্রদ্রাক্ষ-
ধারকঃ ॥ ২ ॥ কৃতোপবাসঃ সম্পূজ্য প্রযতঃ
পরমেশ্বরম্ । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্বর্ষং ভিক্ষালী
নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ বিশেষপূজাশুক্রাং কুর্ধ্যাদেবস্ব

সে অন্নায়, বিকথন ব্যক্তি কুকুর, বিষ্ণুদ্রোহী সরট
এবং শিবদ্রোহী মূষক । এইরূপ পাপের ফল অব-
গত হইয়া প্রায় সকলের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা
কর্তব্য । আন্তিক ব্যক্তিগণ এই সকল প্রায়শ্চিত্ত
অরুণাচলক্ষেত্রে করিবেন । মুকণ্ডনন্দন নন্দীশ্বর
হইতে হৃদ্ধতকারী মানবগণের নরকবিষয়িণী বহুবিধ
শীড়নের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে পতিত
হইলেন এবং উক্ত প্রকার হৃদাক্রণ নরকযাতনা
নিবারণের উপায়-বিষয়ক কথা শ্রবণ করিবার প্রার্থনা
জানাইলেন । ১৬—২৫ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে মুকণ্ড-নন্দন ! অদ্য
আমি নিখিল পাপিগণের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বিস্তার-
রূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি আন্তিকী বুদ্ধি অবলম্বনে
তাঁহা অবধান কর । ব্রহ্মহা ব্যক্তি শোণাদিতে
গমন করিয়া খড়্গতীর্থে স্নানান্তে ভূম্ব ও রুদ্রাক্ষ
ধারণপূর্বক উপবাসী থাকিয়া বড়কর মন্ত্র জপ করত
প্রযতভাবে পরমেশ্বরের পূজা করিবে । অনন্তর
নিয়তেন্দ্রিয় ও ভিক্ষালী হইয়া ষষ্ঠ সহকারে ব্রাহ্মণ-
ভোজন করাইবে, এবং তত্ত্বপূর্বক দেবদেবের

ভক্তিতঃ । ব্রহ্মহত্যাবিনির্মুক্তো ব্রহ্মলোকে
মহীয়তে ॥ ৪ ॥ সুরাপোহপ্যকণক্ষেত্রে বর্ষমেকং
বসন প্রতি । প্রাথং কৃতসমাচারঃ সম্পূজ্যৈবং
মহেশ্বরম্ ॥ ৫ ॥ কীরেণ স্নাপয়েদেবঃ শতকদ্রীয়-
মুচ্চরন্ । সুরাপানোত্তবেনাশু পাপেন পরিমুচ্যতে ॥
৬ ॥ সুবর্ণস্তেয়কৃচ্ছোণক্ষেত্রে বিশ্বদলৈর্হরম্ ।
অভ্যর্চ্য ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পাপানুচ্যেত হৃদ্ধরাৎ ॥ ৭ ॥
গুরুদাররতির্গহা কৃত্তিকাস্বক্ৰণাচলম্ । যথাপূর্বং
ব্রতী ভূত্বা সহস্রেন প্রদীপকৈঃ ॥ ৮ ॥ মাসত্রয়ং
সমারাধ্য ত্রীশোণাচলশঙ্করম্ । প্রদদ্যাঙ্কুশিতাং
কন্থাং ব্রাহ্মণায় সুধীমতে ॥ ৯ ॥ ষড়্ধকরং জপেন্নিত্যং
তেন মুচ্যেত পাপান । শিবলোকে চ নিবসেদা-
সংসারং ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ পরদারাপহর্তা চ
ক্ষেত্রেহান্মিষতেন্দ্রিয়ঃ । মাসমেকং নবৈঃ পুষ্প-
রভ্যর্চ্যাক্রণশঙ্করম্ ॥ ১১ ॥ মাহেশ্বরায় বিতরেদ্ধনং
শক্ত্যানুগুণ্যতঃ । তৎকণেন বিনির্মুক্তস্তস্মাৎ
পাপাভাবিষ্যতি ॥ ১২ ॥ গরদোহপ্যকণক্ষেত্রে ব্রতী

বিশেষরূপে পূজা ও শুক্রা করা হবে ; এরূপ করিলে
ঐ ব্রহ্মহা ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্তিলাভ
করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে । সুরাপায়ী
ব্যক্তি বর্ষকাল যাবৎ অকণক্ষেত্রে বাস করিয়া
পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে মাহেশ্বরের পূজা করিয়া শত-
কদ্রিয় উচ্চারণ করিতে করিতে কীর দ্বারা দেব-
দেবকে স্নান করাইবে । এরূপ করিলে সে সুরা-
পান নিমিত্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে । সুবর্ণ-
চোর ব্যক্তি শোণক্ষেত্রে গমন করিয়া বিশ্বদলদ্বারা
হরের অর্চনাপূর্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, এরূপ
করিলে সে হৃদ্ধর সুবর্ণচৌর্যজনিত পাপ হইতে
মুক্তিলাভ করিবে । গুরুদারগামী ব্যক্তি কৃত্তিকায়
অরুণাচলে গমন করিয়া যথাপূর্ব ব্রতচরণপূর্বক
সহস্র প্রদীপদ্বারা মাসত্রয় যাবৎ শোণাচলস্থিত
মাহেশ্বরের আরাধনাপুরঃসর ধীশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে
সালঙ্কারা কন্থা দান করিয়া নিত্য ষড়্ধকর মন্ত্র
জপ করিবে ; এরূপ করিলে সে গুরুদার-রতি-
জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যাবৎ সংসার
শিবলোকে বাস করিয়া থাকে ; ইহাতে বিন্দুমাত্র
সংশয় নাই । পরদারগামী ব্যক্তি এই ক্ষেত্রেই
নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া একমাস যাবৎ নব পুষ্প দ্বারা
অরুণাচলস্থ শঙ্করের অর্চনাপূর্বক শক্তি অনুসারে
মাহেশ্বরকে ধনদানান্তে তৎকণাৎ পরদাররতি জন্ত
পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । গরদ

কুহা যথা পুরা। ক্ষীরোপহারং দেবায় দত্তা দোষণ
মুচ্যতে ॥ ১৩ ॥ পিতৃনোহপ্যরুণক্ষেত্রে ত্রতী
বেদরতো নরঃ। অধ্যাপয়েদ্বিজান্মুখ্যাংস্ততো
নিকল্লম্বো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ অগ্নিদোহপ্যরুণক্ষেত্রে
ত্ৰীণ্যাসান পূৰ্ববদ্রতী। দদ্যাদৈচ্ছবায় নিশ্চায়
গৃহং তৎপাপশাস্তয়ে ॥ ১৫ ॥ ধৰ্ম্মানন্দাকরঃ শোণক্ষেত্রে
বৰ্ষং ত্রতী বসন। ছত্ৰাদিকং প্রকুব্বীত যথাক্র-
মশাস্তয়ে ॥ ১৬ ॥ পিতৃদ্রোহরুণক্ষেত্রে তিষ্ঠন্নাস
মতল্লিতঃ। গিরিশায় দ্বিজৈভ্যোহপি প্রদদ্যাদিঃ
সহস্রশঃ ॥ ১৭ ॥ গ্রাহোপরাগকালেষু ভোজয়িত্বা
দ্বিজান্ বহুন। বিমুক্তো বৃষভঃ নীলঃ বনুচ্যেত
ততোহহসঃ ॥ ১৮ ॥ স্ত্রীষু চাপি পিতৃদ্রোহপি শোণ-
ক্ষেত্রেমুপেযবান। ব্যতীপাতে তিলান্ দদ্যাদ্বিজৈভ্যো
দুরিতচ্ছিদে ॥ ১৯ ॥ প্রচ্ছন্নপাপরুচোণক্ষেত্রে-
হস্মিন্মিত্যেতদ্রয়ঃ। গুপ্তদানানি কুব্বাত ভবেদে
গতকল্মষঃ ॥ ২০ ॥ মৃগাভ্যায়রুণক্ষেত্রে যগ্নাসান্নিব-
সন ত্রতী। শোণাচলেশ্বরস্তোত্রপাঠেন স্তাদকল্মষঃ ॥

ব্যক্তিও অরুণক্ষেত্রে গমন করিয়া পূৰ্ববৎ ত্রতাব-
লম্বনে দেবদেবকে ক্ষীরোপহার প্রদান করিয়া
বিষপ্রয়োগজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।
পিতৃন ব্যক্তি অরুণক্ষেত্রে গমন করিয়া পূৰ্ববৎ
ত্রতাবলম্বনে মুখ্য ব্রাহ্মণগণকে বেদ অধ্যাপনা
করিলে নিকল্লম্ব হইয়া থাকে। অগ্নিদ্রোহাতা
ব্যক্তিও ঐ ক্ষেত্রে গমন করিয়া তিনমাস যাবৎ
পূৰ্ববৎ ত্রতী থাকিয়া দেবদেবের গৃহ নিশ্চায়
করিয়া দিবে; ইহাতে তাহার পাপশাস্তি হইবে।
ধৰ্ম্মানন্দক ব্যক্তি শোণক্ষেত্রে বর্ষাবৎ ত্রতাবলম্বনে
বাস করিয়া যথাক্রমে যাগাদি অনুষ্ঠান করিবে,
এরূপ করিলে তাহার পাপশাস্তি হইবে। পিতৃ-
দ্রোহী ব্যক্তি অরুণক্ষেত্রে গমন করিয়া একমাস কাল
যাবৎ অতল্লিতভাবে অবস্থান করিয়া গিরিশ-উদ্দেশে
ও ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র গো দান করিবে, এবং
গ্রাহোপরাগকালে বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া
নীলবৃষ মোচন করিবে। এরূপ করিলে সে পাপ
হইতে মুক্তিলাভ করিবে। স্ত্রীঘাতী ব্যক্তি স্ত্রী
পাপাপনোদনের জন্ত শোণক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়া ব্যতী-
পাতে দ্বিজগণকে তিল দান করিবে। প্রচ্ছন্নভাবে
পাপকারী ব্যক্তি পাপশাস্তির নিমিত্ত ঐ শোণক্ষেত্রে
গমন করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূৰ্বক গুপ্তভাবে দান
করিলে নিম্পাপ হইবে। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি
অরুণক্ষেত্রে ছয়মাসকাল ত্রতাবলম্বনে বাস

২১ ॥ কুপাদিভেদকুচোণক্ষেত্রেমাসাদ্য ভুক্তিভঃ।
তটাকান্ থানয়েত্তত্র ধ্রুবং নির্বজিনো ভবেৎ ॥ ২২ ॥
ক্ষেত্রেপহারী দেবায় ক্ষেত্রং দদ্যাদ্ভয়কলম্।
আরামকণ্টকোহপাত্মৈ দদ্যাদ্ভয়ানমুক্তমম্ ॥ ২৩ ॥
গৃহাপহারী কুব্বীত দেবস্থায়তনং নবম্। অংহসা
তেন নিমুক্তঃ শিরসায়ুজ্যামাশ্রুয়াৎ ॥ ২৪ ॥ পরদ্রোহী
বসন শোণক্ষেত্রে মাহেশ্বরান ধনৈঃ। ত্রীণ্যয়িত্বা
পরাল্লোকান্নঃসংশয়মবাশ্রুয়াৎ ॥ ২৫ ॥ পশ্বাদিমাংস-
ভুক্ শোণক্ষেত্রে পক্ষত্রয়ং ত্রতী। ত্রীণ্যয়েদরুণেশানং
সোপহরৈরননোহরৈঃ ॥ ২৬ ॥ ত্রিশোণাচলনাথোতি
নিদদন্নম্বো ভবেৎ। নিবসন্নরুণক্ষেত্রে পূজয়ে-
দরুণেশ্বরম্ ॥ ২৭ ॥ অরুণেশ্বরমন্ত্রক জপেন্মোক্ষেচ্চু-
রাদরাৎ। যদ্যন্ত্যাহিতং তেন পদ্ম্যমেব প্রদক্ষিণাম্
২৮ ॥ কুৰ্ব্বতাকুণ্ডেশলম্ তৎপ্রাপ্য শুভমঙ্গলম্।
ক্ষুতৈষু স্থানৈস্তেষত্যাতিতে তুঃস্বপ্নদর্শনে ॥ ২৯ ॥
প্রীত্যুৎকর্ষেহপি চ বৃধৈরুচ্চাৰ্য্যোহরুণশঙ্করঃ। অপি
বর্ণশ্রমভষ্টঃ শিবদ্রোহরতোহপি বা ॥ ৩০ ॥ ত্রীণ্য-
হস্তকুণ্ডক্ষেত্রে বসন মুচ্যেত পাতকৈঃ। পার্থিবঃ

কর্তব্যঃ শোণাচলেশ্বরের স্তোত্র পাঠান্তে বিগত-
পাপ হইবে। ১—২১। কুপাদিভেদকারী ব্যক্তি
শোণক্ষেত্রে গমন করিয়া স্ত্রী পাপাপনোদনের জন্ত
তটাক গমন করাইবে। ক্ষেত্রেপহারী ব্যক্তি দেব-
দেবকে ক্ষেত্র, আরামকণ্টক ব্যক্তি উত্তম উদ্যান,
এবং গৃহাপহারী দেবদেবকে আয়তন নিশ্চায় করিয়া
দিবে। এরূপ করিলে তাহার পাপ মুক্ত হইয়া শিব
সায়ুজ্যলাভ করিবে। পরদ্রোহী ব্যক্তি শোণক্ষেত্রে
বাস করিয়া ধন দ্বারা মহেশ্বরের সন্তান বিধানান্তে
নিঃসংশয়ে পরলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পশ্বাদি-
মাংসাহারী ব্যক্তি শোণক্ষেত্রে গমন করিয়া ত্রিপক্ষ-
কাল ত্রতাবলম্বনে যদি মনোহর উপহার দ্বারা
তাহাকে প্রসন্ন করে এবং হে শোণাচলনাথ। এই
বলিয়া তিনবার তাহাকে আশ্বাস করে তবে নিম্পাপ
হইবে। যুক্তকামী ব্যক্তি অরুণক্ষেত্রে বাস করিয়া
অরুণেশ্বরের পূজা করিবে এবং পরমাদরে তাহার
মন্ত্র জপ করিবে। কেহ যদি পদব্রজে অরুণাচল
শৈলের প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করে মহেশ্বরের নাম
উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে সহস্র শ্রেয়োলাভ
করে। ক্ষুত, স্থূলিত, অত্যাধিত তুঃস্বপ্নদর্শন, এবং
প্রীতি-উৎকর্ষে বৃধগণের অরুণশঙ্করের নাম কীর্তন
করা কর্তব্য। বর্ণশ্রমভষ্ট ও শিবদ্রোহকারীও
যদি তিন বৎসর অরুণক্ষেত্রে বাস করে, তাহা হইলে

শিবলোকোহং মূৰ্ত্তমেতদ্রীশিরঃ ॥ ৩১ ॥ এত
দক্ষিণকৈলাসো যোহসাবরুণপৰ্বতঃ । অশ্বেষ সিন্ধু-
ক্ষেত্রেষু তপোভিঃ সিন্ধবো নৃণাম্ ॥ ৩২ ॥ অশ্বিন
স্বরণমাত্রেণ তারতম্যং বিচিন্ত্যতাম । যদাপ্রায়াঃ
প্রয়াগে যৎ কাণ্ডাঃ বৈ পুনরেষু যৎ ॥ ৩৩ ॥ কশ্য
সেতো চ যৎ পুংসাঃ শেণক্ষেত্রে ততোহধিকম্ ।
অগ্নিষ্টোমঃ বাজপেয়ঃ বৈরাজঃ সপ্ততোমুখম্ ॥ ৩৪ ॥
রাজসুয়াশ্বমেধো চ কুৰ্ব্বাচ্ছোণাচলে বৃধঃ ॥ একাং
বারুণক্ষেত্রে নরো যঃ স্নাত্বপোষিতঃ ॥ ৩৫ ॥ তস্মা
চান্দিয়শতং ভবেৎ সান্তপনাতুতম্ । মোড়শাপি
মহাদানাত্তরুণক্ষেত্রেসগ্নিধৌ ॥ ৩৬ ॥ অশুষ্টিতানি
কল্লোক্তং কুৰ্ব্বন্তি দ্বিগুণং ফলম্ ॥ ৩৭ ॥ ইতি নন্দি-
কেশ্বরমুখেণ শুক্রবান মুনিরনন্দনোহয় নিরয়প্রতি-
ক্রিয়াম্ । অভিনন্দা তং বদ দিনৰ্ত্তনবৎসরপ্রমুখাঙ্গ-
ক্রমমিতি ব্যজিঙ্গপৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে অরুণাচলনাথাত্মো উত্তরার্কে
পাপাপনোদকপ্রায়শ্চিত্তবর্ণনং নাম
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সে পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । এই
অরুণাচল পার্শ্বি স্বর্গস্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ ত্রয়োণরস্বরূপ,
এবং দক্ষিণ কৈলাসস্বরূপ জানিবে । অত্ৰ সিন্ধু-
ক্ষেত্রে সকলে তপস্যা দ্বারা নিষ্কলাভ হয় । আর এই
অরুণক্ষেত্রে স্বরণমাত্রে নিষ্কলাভ হইয়া থাকে ; ইহা-
তেই অত্ৰ সিন্ধুক্ষেত্রে সিন্ধব ইহার তারতম্য
পরিচয় লউন । গঙ্গা, প্রয়াগ, কাশী, পুন্ডর, ও
সেতুবন্ধে মানবকে যে সকল কশ্য করিতে হয়, শোণ-
ক্ষেত্রে ততোহধিক করিতে হয় জানিবেন । বিদ্বান
ব্যক্তি শোণাচলে অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, বৈরাজ,
সৰ্বতোমুখ, রাজসুয় ও অশ্বমেধ যাগ করিবেন ।
মানব যদি অরুণক্ষেত্রে একাং উপবাসী থাকে,
তাহা হইলে তাহার শত চান্দায়ণ ও অযুত সান্তপন
ত্রতানুষ্ঠানের ফললাভ হইয়া থাকে । অরুণাচলের
সন্নিকটে মোড়শ মহাদান অশুষ্টি হইলে দ্বিগুণফল
লাভ হয় । মুকুণ্ডনন্দন নন্দীকেশ্বরমুখে উক্ত প্রকার
মন্ত্রকপ্রক্রিয়া গ্রহণ করিয়া তাহা অভিনন্দন করি-
লেন এবং বলিলেন,— আপনি ত্বিন, ঋতু, বৎসর-
ভেদে সূজক্রম কীর্ত্তন করুন । ২২—৩৮ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । রক্তোৎপলৈরর্কবারে যঃ
শোণাদ্রীশমর্চয়েৎ । অবশ্যঃ তস্মা সিধ্যন্তি সার্ব-
ভৌমমহর্করঃ ॥ ১ ॥ সোমাবারেহরুণাদ্রীশং কস্কুরী-
করবীরকৈঃ । যঃ পূজয়তি তস্মা স্তাৎ সত্যলোকে
সুখাসিকা ॥ ২ ॥ শুক্রবারে সিতাভোজৈঃ শোণেশং
বরিবস্তুতঃ । জনলোকে চিরং বাসঃ সিন্ধৈঃ সহ
ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥ চম্পকৈর্মল্লিকাভিঃ শুক্রবারে
সমর্চয়েৎ । তপোলোকং প্রপদ্যেত ব্রহ্মবিভিরভি-
ষ্টুতঃ ॥ ৪ ॥ সৌরিবারে চ জাতীভিঃ সমারাধ্যা-
রুণেশ্বরম্ । ন যাতু যমলোকানাং পাপীয়ানপি
কল্পতে ॥ ৫ ॥ প্রথমায়াম্ তিথৌ দেবস্তুোপহারং
সমর্পয়েৎ । যঃ পায়সেন স ভবেদ্ধনধাত্তসমৃদ্ধিমান্ ॥
৬ ॥ দ্বিতীয়ায়াম্ তিথৌ ভক্ত্যা যো দধাম্নং নিবে-
দয়েৎ । স ভবেদ্ভাগ্যবান্ শ্রেষ্ঠঃ সোমপাশ্চ ভবেৎ
ঋবম্ ॥ ৭ ॥ তৃতীয়ায়াম্ যোহপুপৈঃ শোণেশং
পারিতর্পয়েৎ । তস্মাব্যাহতমারোগ্যামাশরীরং ভবি-
ষ্যতি ॥ ৮ ॥ চতুর্থায়াম্ রুণেশায় পূর্ণকুন্তোৎকরা-

সপ্তম অধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—যে ব্যক্তি রবিবারে
রক্তোৎপল দ্বারা শোণাদ্রিনাথের অর্চনা করে,
নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির সার্বভৌম-সমৃদ্ধি সিদ্ধ হইয়া
থাকে । যে ব্যক্তি সোমবারে কস্কুরী-করবীরক দ্বারা
অরুণাচলনাথের পূজা করে, তাহার সত্য লোকে
বসতি হয় । শুক্রবারে সিতাভোজ দ্বারা শোণেশ্বরের
অর্চনা করিলে সিন্ধুগণের সহিত জনলোকে বাস
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি শুক্রবারে চম্পক এবং
মল্লিকা দ্বারা শোণাচলনাথের অর্চনা করে, সে
ব্রহ্মবিগণ কর্তৃক অভিষ্ট হইয়া তপোলোকে
নিবাস করে । সৌরিবারে জাতি পুষ্প দ্বারা অরুণা-
চলনাথের অর্চনা করিয়া মানব পাপীয়ান হইলেও
যমালয়ের অযোগ্য হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি প্রথমা
তিথিতে দেবদেবকে পায়স উপহার প্রদান করে,
সে ধন-ধাত্ত-সমৃদ্ধিমান্ হয় । দ্বিতীয়া তিথিতে
ভক্তিপূর্ব্বক যে নর দেবদেবকে দধাম্ন নিবেদন
করে, সে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্ এবং নিশ্চিতই সোমপায়ী
হয় । যে মানব তৃতীয়া তিথিতে অপুষ্প দ্বারা শোণে-
শ্বরের তৃপ্তি সাধন করে, তাহার যাবৎ শরীর
আরোগ্য লাভ হয় । ১—৮ । চতুর্থীতে অরুণেশ্বরকে

দিকম্ । নিবেদয়তি যন্তস্ত ভবেৎ পূর্ণো মনোরথঃ ॥
৯ ॥ মুদগৌদনঞ্চ পঞ্চম্যাপহারং প্রকল্পয়েৎ । শোণে-
শ্বরায় ভক্ত্যা যঃ স স্তাদক্ষ্যাবৈভবঃ ॥ ১০ ॥ ষষ্ঠ্যাং
গুড়োদনং দদ্যাদৰুণাচলশস্তবে । ভক্ত্যা যন্তস্ত
সন্তানো ন কদাচিত্ প্রহীয়তে ॥ ১১ ॥ তিলোদনং
যঃ সপ্তম্যাং শোণেশায় সমর্পয়েৎ । স দীনোহপ্য-
ধমর্গমযত্নেন বাপোহতি ॥ ১২ ॥ অষ্টম্যাং রাজ-
শালায় যো দদ্যাচ্ছোণশস্তবে । তস্ত সেবা
বিনাপি স্তাদ্রাজলোকো বশীকৃতঃ ॥ ১৩ ॥ গোপু-
ম্যায় নবম্যাক্ শোণাদীশায় যোহর্পয়েৎ । রাজ-
যজ্ঞাদয়স্তস্ত ন ভবিষ্যন্তি জাতু চ ॥ ১৪ ॥ দশম্যাং
শোণনাথায় যঃ করস্ত নিবেদয়েৎ । স ভবেৎ সৰ্ব-
লোকানাং সৰ্গদেব ক্রীতিভাজনম্ ॥ ১৫ ॥ পৃথুৈক-
কপহারান্ য একাদশ্যাং প্রকল্পয়েৎ । অৰুণাচলনাথস্ত
স ভবেদকুতোভয়ঃ ॥ ১৬ ॥ দ্বাদশ্যাং শোণনাথায়
স্থপৌদননিবেদনম্ । যঃ করোতি ভবেত্তস্ত নিষ্কি-
ঘাতো মনোরথঃ ॥ ১৭ ॥ যঃ সপ্তদশম্যাং শোণেশায়
দ্রব্যো-
দশ্যাং সমর্পয়েৎ । তস্তাব্যাকুলচিত্তহমশ্রাস্তমপি
জায়তে ॥ ১৮ ॥ অর্পয়েচ্ছোণনাথায় ফলানি বিবি-

পূর্ণকুস্ত ও উৎকরাদি প্রদান করিলে মানব পূর্ণ-
মনোরথ হয় । কেহ যদি পঞ্চমী তিথিতে শোণে-
শ্বরকে মুদগৌদন উপহার প্রদান করে, তাহা হইলে
তাহার বৈভব অক্ষয় হয় । যে ব্যক্তি ভক্তি সহ-
কারে ষষ্ঠী তিথিতে অৰুণাচল শস্ত্রকে গুড়োদন
প্রদান করে, কদাপি তাহার সন্তান-বিয়োগ হয়
না । যে নর সপ্তমীতিথিতে শোণেশ্বরকে তিলো-
দন প্রদান করে, সে ব্যক্তি দীন হইলেও তাহার
অনায়াসে অধমর্গস্থ খণ্ডিত হয় । যে ব্যক্তি শোণ-
শস্ত্রকে অষ্টমীতিথিতে রাজশালি অন্নপ্রদান করে,
সেবা ব্যতিরেকেই রাজলোক তাঁহার বশীভূত হয় ।
যে মানব নবমী তিথিতে শোণাদিনাথকে গোপুমার
অর্পণ করে, কদাচিত্ তাহার রাজযজ্ঞাদি রোগ হয়
না । দশমী তিথিতে যে ব্যক্তি অৰুণাচলনাথকে
করস্ত নিবেদন করিয়া দেয়, সে সৰ্বদা সকলের
ক্রীতিভাজন হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি একাদশী
তিথিতে পৃথুকদ্বারা অৰুণাচলনাথের উপহার কল্পনা-
করে, সে ব্যক্তি অকুতোভয় হয় । যে নর দ্বাদশী
তিথিতে শোণনাথকে স্থপৌদন নিবেদন করে,
কদাপি তাহার মনোরথ অসিদ্ধ থাকে না । যে নর
ত্রয়োদশী তিথিতে শোণেশ্বকে সন্তু নিবেদন করে,

ধানি যঃ । চতুর্দশ্যাং স মুচোহপি সিন্ধুসারস্বতো
ভবেৎ ॥ ১৯ ॥ যঃ পৌর্ণমাস্যাং শোণাদিনাথায়
বিনিবেদয়ৎ । পনসস্ত ফলং তস্ত চক্ষুরোগো ন
জায়তে ॥ ২০ ॥ কুহ্মাক সঙ্গমে ভক্ত্যা কন্দমূলাদি
যোহর্পয়েৎ । শোণাচলেশ্বরায় তুয্যন্তি পিতরঃ
কিল ॥ ২১ ॥ অশ্বিনামরুণেশায় দদ্যাদ্রাসাংসি
ভক্তিমান্ । ভরণামরুণেশায় দদ্যাদাভরণাশ্চপি ॥
২২ ॥ কৃতিকায় প্রদীপাংচ রোহিণ্যাং রোপ্য-
মর্পয়েৎ । মৃগশীর্ষে মলয়জমার্জয়াং হরিচন্দনম্ ॥ ২৩ ॥
পূনর্বসৌ মৃগমদং পুষ্যে কপূরমর্পয়েৎ । কাশ্মী-
রোত্তবমাশ্লেবে মঘায়াং তুহিনোদকম্ ॥ ২৪ ॥ তাবুলং
পূষকজ্ঞানী যঃ পুষ্পমুত্তরফালস্তনে । কালাগুরুংচ
হস্তক্ষে চিত্রায় যক্ষকন্দমম্ ॥ ২৫ ॥ স্বাত্যাং সু-
বাসিনীবৃন্দং বিশাখায় প্রকীর্তকম্ । মৈত্রে চ
মুক্তাতপত্রং জ্যেষ্ঠায় বৈব্রকালপি ॥ ২৬ ॥ মূলে
মুক্তাসরান্ পুষ্যাত্যে নকুটমর্পয়েৎ । রত্নানি চোত্ত-
বাত্যে শ্রবণে ভদ্রপীঠিকাম্ ॥ ২৭ ॥ অষ্টাপদং
ধনিষ্ঠায় বাসঃ শতভিষ্যজাপ । পূর্বভাদ্রপদে
ভোগাবল্লভং তুঙ্গদমান্ ॥ ২৮ ॥ রেবতাক্ষ রথং
হৈম্যং প্রদদ্যাদেকাদশমবে । দদ্যৎ কুহ্ম মহাপূজাঃ
তত এবার্পিতেন্নরঃ ॥ ২৯ ॥ পূজো রাশিষু মেঘাদি-

কদাপি তাহার চিত্তবৈকল্য হয় না । যে ব্যক্তি
চতুর্দশীতে শোণনাথকে বিবিধ ফল প্রদান করে,
সে ব্যক্তি মুক্ত হইলেও সিন্ধু সারস্বত হয় । যে মানব
পৌর্ণমাসী তিথিতে শোণাদিনাথকে পনসফল অর্পণ
করে, তাহার কদাপি চক্ষুরোগ হয় না ১৯—২০ । যে
নর অমাবস্যা বঙ্গমে ভক্তিভরে শোণাচলনাথকে
কন্দ-মূলাদি প্রদান করে, তাহার পিতৃলোক পরি-
তুষ্ট হয় । ভক্তিমান্ ব্যক্তি অশ্বিনীনক্ষত্রে অরুণে-
শ্বকে বস্ত্র প্রদান করিবে এবং ভরণীতে আভরণ,
কৃতিকায় প্রদীপ, রোহিণীতে রোপ্য, মৃগশীর্ষে
চন্দন, আর্দ্রাতে হরিচন্দন, পূনর্বসুতে মৃগমদ,
পুষ্যায় কপূর, অশ্লেষায় কাশ্মীরদেশজাত বস্ত্র, মঘায়
তুহিনোদক, পূষকজ্ঞানীতে তাবুল, উত্তর
ফাল্গুনীতে ধূপ, হস্তায় কালাগুরু, চিত্রায় যক্ষকন্দম,
স্বাতিতে সুবাসিনীবৃন্দ, বিশাখায় প্রকীর্তক, মৈত্রে
মুক্তাতপত্র, জ্যেষ্ঠায় বৈব্রক, মূলায় 'মুক্তাময়',
পূর্বাষাঢ়ায় নকুট, উত্তরাষাঢ়ায় রত্ন, শ্রবণায় 'ভদ্র-
পীঠিকা, ধনিষ্ঠায় সুবর্ণ, শতভিষায় বাস, পূর্বভাদ্র-
পদে ভোগাবল্লভ, উত্তরভাদ্রপদে তুঙ্গদম এবং রেবতী-
নক্ষত্রে হৈমরথ প্রদান করিবে । এই সকল দ্রব্য

অরুণেশো বিশেষতঃ । সিন্ধুবারৈঃ কুরুবকৈঃ ককুভৈঃ
পাটলৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৩০ ॥ কুটজৈনীপকুশুমৈজীবন্তী-
মল্লিকাভিঃ । সরোরুহৈর্দমনকৈর্নন্দ্যাবতনরো-
রুহৈঃ ॥ ৪১ ॥ পঞ্চামৃতেন প্ৰপয়ন্তুতয়োরুপ
রাগয়োঃ । পঞ্চাক্ষরেণ কুব্বীত শোণনাথস্ত
ভক্তিতঃ ॥ ৩২ ॥ প্ৰপনং পঞ্চগব্যেন দ্বয়োরনয়ো-
রপি । ষড়ক্ষরেণ কুব্বীত গব্যেন প্ৰপনাক্ৰিয়াম্ ॥
৩৩ ॥ প্ৰণবেনৈব কুব্বাত ক্ষীরেণ প্ৰপনাক্ৰিয়াম্ ।
অরুণাচলনাথস্ত ভক্ত্যা বিধুবয়োর্ধয়োঃ ॥ ৩৪ ॥
প্রোক্তে স্মাদ্রুতুলসী মধ্যাহ্নে কৃতমালকম্ । অপ-
রাহ্নে মল্লিকা চ শোণাদ্রীশস্ত শত্রে ॥ ৩৫ ॥
অক্লৌদয়ে চ প্ৰপয়েৎ সহস্রকলশোদকৈঃ । শত-
রুদ্রীয়মুচ্চার্য ত্রীশোণাচলশত্বে ॥ ৩৬ ॥ শিবরাত্রৌ
বিশেষেণ ত্রিশিখাবিশ্বপত্রকৈঃ । কমলৈঃ কর্ণকারেণ চ
জাগরুকো যতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ গীতবাদ্যনৃত্যৈশ্চ
দিব্যাগমবিধানতঃ । পূজয়েদপবর্গার্থং শোণশৈলে
মহেশ্বরম্ ॥ ৩৮ ॥ মাসিপৌষে চ দেবস্ত কুর্ধ্যা-
দাগ্নেয়মুৎসবম্ । নবাত্রৈরুপদং-শাট্টোদ্যায়তীরুচরন
বুধঃ ॥ ৩৯ ॥ বৈশাখে চ বিশাখায়াঃ শিবতত্ত্বানু-

অরুণেশের মহতী পূজা করিয়া অর্পণ করিতে হয় ।
সিন্ধুবার, কুরুবক, ককুভ, পাটল, কুটজ, নীপ, কুশুম,
জীবন্তী, মল্লিকা, সরোরুহ, দমনক, এবং নন্দ্যাবত-
সরোরুহ দ্বারা যথাক্রমে মেবাদি দ্বাদশ রাশি
অরুণেশের বিশেষরূপে পূজা করা কর্তব্য । উৎস-
হৃদ্যাংগাদি গ্রহণে পঞ্চামৃত দ্বারা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে
জ্ঞান করাইয়া ভক্তিপূর্বক শোণনাথের পূজা করা
কর্তব্য । অয়নদ্বয়ে ষড়ক্ষর মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা
শোণনাথকে জ্ঞান করাইতে হয় । বিধুবদ্বয়ে প্ৰণব
মন্ত্রে ক্ষীরদ্বারা তাঁহাকে জ্ঞান করান উচিত । পূজা
কুটজতুলসী, মধ্যাহ্নে কৃতমাল এবং অপরাহ্নে
মল্লিকাপুষ্প দ্বারা শোণনাথের পূজা করা প্রশস্ত ।
অক্লৌদয় যোগে সহস্রকলশ জল দ্বারা শতরুদ্রীয়
মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক শোণশৈলে ত্রীশোণাচল শতুর
জ্ঞান করান কর্তব্য । শিবরাত্রাদিনে যতেন্দ্রিয় নর
জাগরিত থাকিয়া ত্রিশিখা বিশ্বপত্র, কমল ও কর্ণকার
পুষ্পদ্বারা দিব্যাগম বিধানে মহেশের পূজা সমাধা
করিয়া গীত-বাদ্য নৃত্য দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধা-
নার্থ অবশিষ্ট রজনী অধিবাহিত করিবে । এরূপ
করিলে মানবের অপবর্গ লাভ হইয়া থাকে । পৌন-
মাঙ্গে ব্যাঘ্রতি মন্ত্র উচ্চারণে নবান্নাদি দ্বারা মহেশের
অর্চনা করিয়া পরে তাঁহার আগ্নেয় উৎসব সম্পন্ন

সারতঃ । শোণাচলেশ্বরস্তাস্ত কুর্ধ্যাদমনকোৎস-
বম্ ॥ ৪০ ॥ প্রাবোধিকং মার্গশীর্ষে প্রাতর্নিশায়
সামভিঃ । মহাপূজাং প্রকুব্বীত শোণশৈলস্ত
ভক্তিমান্ ॥ ৪১ ॥ শনিপ্রদোষেষাভ্যাস্ত ব্যাতী-
পাতেষু পঞ্চমু । সোমার্কবারয়োচ্চার্চেচ্ছো-
ণাদ্রীশং যথাগমম্ ॥ ৪২ ॥ দীক্ষোপনয়নোদ্বাহ-
পুত্রজন্মাদিকেষপি । বিশেষপূজাং কুব্বীত শোণ-
নাথস্ত ভক্তিমান্ ॥ ৪৩ ॥ অপি স্বজন্মনক্ষত্রে
সম্পৎসাপৎসু ভীতিষু । প্রবেশনির্গমনয়োচ্চার্চ-
নায়োহরুণেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ ত্রিচক্রাগমে পাদবন্ধনে
নববৈভবে । অরুণেশার্চনং কুর্ধ্যাদভিযানেষু চ
দ্বিয়াম্ ॥ ৪৫ ॥ অরুণেশদেবীয়াং শ্চেৎপশ্যেৎ পর্য্যন্তগো
যদি । স্থিতশ্চেদরুণক্ষেত্রে ত্রিকালং পূজয়েচ্ছিবম্ ।
৪৬ ॥ কিমন্তুদ্বদ বৎসেতি উদ্ধতা ভুজমুচ্যতে ।
অরুণক্ষেত্রেতো নাচ্যদলং স্বর্গাপবর্গয়োঃ ॥ ৩৭ ॥ স্মর-
ণেন মনঃশ্রোত্রে শ্রবণাদর্শনাদৃশোঃ । জিহ্বাঞ্চ
কীর্তনাচ্ছোণক্ষেত্রং সদ্যঃ পুনাত্যলম্ ॥ ৩৮ ॥
অরুণেশস্মরণক্ষেত্রে দেহিভিলকজন্মভিঃ । জীব-
ন্তিলভাতে ভোগো মোক্ষশ্চোন্মুক্তজীবিতৈঃ ॥ ৪৯ ॥

করিতে হয় । বৈশাখমাসে বিশাখা নক্ষত্রে শিব-
তত্ত্বানুসারে শোণাচলনাথের দমনকোৎসব সমাধা
করিতে হয় ২১—৪০ । ভক্তিমান্ মানব মার্গশীর্ষ মাসে
সাম মন্ত্র দ্বারা প্রাতঃকালে শোণশৈলের প্রাবোধিক
নিষ্ঠা করিয়া পূজা করিবে । শনিবারে প্রদোষে,
আর্দ্রা নক্ষত্রে, ব্যাতীপাতে, পর্বে, সোম ও রবিবারে
আগমবিধানে শোণাচলনাথের অর্চনা করিবে ।
ভক্তিমান্ মানব, দীক্ষা, উপনয়ন, উদ্বাহ এবং
পুত্রজাতকস্মাদি মঙ্গলদিবসে শোণনাথের বিশেষ-
রূপে পূজা করিবে । নিজ জন্মনক্ষত্রে, সম্পদে,
আপদে, ভয়ে, এবং গৃহপ্রবেশ-নির্গমে অরুণেশের
দেব অর্চনীয় । মানবের ত্রিচক্রাগম, পাদবন্ধন,
নববৈভব এবং শত্রু-অভিযানে অরুণেশদেবের
অর্চনা করা বিধেয় । অতিদূরস্থ ব্যক্তি অরুণাচল-
নাথের স্মরণ, সীমানাস্থিত ব্যক্তি দর্শন এবং ক্ষেত্র-
স্থিত ব্যক্তি তাঁহার ত্রৈকালিক পূজা করিবে । অতঃ-
পর নন্দিকেশ্বর হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন,—
বৎস ! আর কি বলিব—বল, স্বর্গাপবর্গ প্রদান
করিতে অরুণাচলের স্থায় সমর্থ আর কোন ক্ষেত্রই
নাই । ইহা স্মরণে মন, শ্রবণে ক্ষতিযুগ, দর্শনে
নয়নদ্বয় এবং কীর্তনে জিহ্বা পবিত্র হয় । এই
অরুণাচল মহাক্ষত্রে লক্শজন্ম দেহিগণ জীবিতা-

অন্ততঃ মুক্তদেহানামপ্যত্র শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণা । অপি পাপা-
জ্ঞানাং পুংসামপবর্গো ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥ অযোধ্যাঃ
মধুরাঃ মায়াঃ কালীঃ কাঞ্চীমবন্তিকাম্ । দ্বারকাঃ
চারণক্ষেত্রমতিশেতে ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তবস্তুঃ
চ শিলাদপুত্রঃ মুকুতুস্থঃ পুনরপ্যবাচ । মাহাত্ম্য-
মেতন্মহনীয়কীৰ্ত্তে ভূয়োহপি পৃচ্ছামি বদস্ব মহম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অরুণাচলমাহাত্ম্যে উত্তরার্কে
কাম্যকৰ্ম্মবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

অরুণাচলমাহাত্ম্যং বিস্তরাৎপরিপৃচ্ছতা । মার্ক-
ণ্ডেয় ত্বয়া মন্ত্রে ময়ি স্ততো মহান্ ভরঃ ॥ ১ ॥ স্থানে
কুতুহলাক্ষিপ্তঃ মনস্তব মহামতে । যঃ শোণাদ্রী-
শচরিতং ন বেত্তি স নরঃ পশুঃ ॥ ২ ॥ কথং বা
শক্যতে বক্তুং জ্ঞানানৈরপি কার্ণশ্রুতঃ । শোণাচল-
জুষঃ শস্তোশ্মাহাত্ম্যং মহিতোদয়ম্ ॥ ৩ ॥ কথং বা
শ্রীতমপ্যেতদাশ্চর্য্যরসভাবিতৈঃ । অশেষমবধাৰ্য্যেত

বসায় ভোগ এবং উন্মুক্তজীবনাবস্থায় মুক্তি লাভ
করিয়া থাকে ; অন্ততঃ মুক্তদেহ পাপাত্মা ব্যক্তি-
গণেরও এই ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদের অপবর্গ
লাভ হইয়া থাকে । এই অরুণাচল ক্ষেত্র অযোধ্যা,
মধুরা, মায়া, কালী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারকাদি
তীর্থ ক্ষেত্রকেও অতিক্রম করিয়াছে ; নিঃসন্দেহ ।
শিলাদপুত্র এইরূপ বলিলে মুকুতনয় পুনরায়
বলিলেন,—হে মহনীয়কীৰ্ত্তে ! আমি পুনরায়
জিজ্ঞাসা করিতেছি ; আপনি ভূয়ঃ এই মাহাত্ম্য
আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন । ৪১—৫২ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

মন্দিরেশ্বর বলিলেন,— হে মার্কণ্ডেয় ! আপনি
বিস্তৃতরূপে অরুণাচল-মাহাত্ম্য প্রশ্ন করায় আমার
মনে হয় যে, আপনি আমাতে মহতী আস্থা স্থাপন
করিয়াছেন । হে মহামতে ! উপযুক্ত বিষয়েই
আপনার মন কোতুহলাক্রান্ত হইয়াছে । যেন
শোণাদ্রিনাথমাহাত্ম্য-বিদিত নহে, সে পশুর সমান ।
আমি অবগত থাকিলেও কি প্রকারে শোণাচল-
নাথের মহনীয় মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বর্ণন করিতে

প্রজ্ঞাবৎপ্রবরৈরপি ॥ ৪ ॥ ইদানীং স্বয়ং চিত্তস্ত
চরিত্রঃ স্বয়ংবৈরিণঃ । পরামৃত্যুভূত্যেব সত্যঃ
নৃত্যতি মে মনঃ ॥ ৫ ॥ অদ্ভুতঃ শিবচারিত্রমাস্কন্দিত-
মনোহরম্ । মম বর্ণয়িতুং কার্ণশ্রুতৈব শক্যোতি
শেমুখী ॥ ৬ ॥ তথাপ্যেব প্রবক্ষ্যেহহমংশাংশেন
যথামতি । পুণ্যং শোণাদ্রিনাথস্ত মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা
মুনে ॥ ৭ ॥ পুরাদিদেবঃ কল্পাদৌ নিষ্কিকল্পো মহেশ্বরঃ ।
স্বেচ্ছয়া সকলং বিশ্বং পুনরপ্যদভাবয়ৎ ॥ ৮ ॥ উদ্ভা-
বিতঞ্চ তদ্বিশ্বং সৃষ্টুং পাতুঞ্চ সর্বদা । অবিচ্ছিন্নাদি-
দেবোহসৌ ব্রহ্মবিষ্ণু বিনির্মমে ॥ ৯ ॥ অসৃজদক্ষিণা-
ঙ্গেন দ্রাবকঃ পরমেষ্ঠিনম্ । বিষ্ণুরশ্রবসং দেবো
বামাঙ্গেন চ সৃষ্টবান্ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মাণঃ রজসা বিষ্ণুং
সংহন সমযুজুৎ ৷ নিযুক্তৌ দেবদেবেন তো
বিরজ্যচ্যুতাবুভৌ ॥ ১১ ॥ ঐশাতে সৰ্বজগতাং
সৃষ্টিরক্ষাবিধানয়োঃ । মনসৈব মরীচ্যাদীন্ সসজ্জ
ব্রাহ্মণান্ দশ ॥ ১২ ॥ দক্ষঃ চ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাং সৃষ্ট্য
প্রাবর্তয়দ্বিধিঃ । মুখেন ব্রাহ্মণান্ দোৰ্ত্যাঃ ক্ষত্রিয়ান্-

সক্ষম হইব ? এই আশ্চর্য্যরস-ভাবিত বিষয়
আমি কি প্রকারেই বা শ্রবণ করিতে সক্ষম হইয়া-
ছিলাম ? প্রাজ্ঞপ্রবর ব্যক্তিরাই ইহা অবধারণ
করিতে সমর্থ হন । আপনি ইদানীং স্বয়ংবরীর
বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করুন । আমার মন সেই
পরামৃত্যুভবদ্বারাই যেন সত্য সত্য নৃত্য
করিতেছে । এই আস্কন্দিত-মনোহর শিব-চরিত্র
অতি অদ্ভুত । ইহার সম্পূর্ণ বর্ণন করা আমার
বুদ্ধিতে সম্বলান হইবে কি না ?—সন্দেহ । ১—৬ ॥ হে
মুনি ! তথাপি আমি অংশাংশরূপে যথামতি শোণা-
চলনাথের পুণ্যমহিমা বর্ণন করিতেছি, আপনি
শ্রবণ করুন । পূর্বে কল্পাদি কালে আদিদেব
নিষ্কিকল্প মহেশ্বর স্বেচ্ছাবশে পুনরপি নিখিল বিশ্ব
উদ্ভাবন করেন । উদ্ভাবিত সেই বিশ্ব সৰ্ব্বদা
সৃজন ও পালন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ
করিয়া তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে উৎপাদন করেন ।
ব্রহ্মাকে স্বীয় দক্ষিণাঙ্গ হইতে রজোগুণী যুক্ত করিয়া
এবং বিষ্ণুকে স্বীয় বামাঙ্গ হইতে সত্ত্ব-গুণযুক্ত
করিয়া সৃজন করেন । সৃষ্ট বিরিকি ও অচ্যুত
ইহারা উভয়ে দেবদেব কর্তৃক সৰ্ব্ব জগতের সৃষ্টি
ও রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রভুত্ব লাভ করেন ।
বিধি সৰ্ব্বপ্রথমে মন হইতে সৃষ্ট মরীচি প্রভৃতি
দশজন ব্রাহ্মণ এবং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে সৃষ্ট
দক্ষকে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবর্তিত করিলেন । অনন্তর

কৃতো বিষ্ণুঃ ॥ ১৩ ॥ শূদ্রাংশ্চ পিতৃশ্চ নিরমাং স্বয়ং
কমলাসনঃ । মরীচিতনয়াজ্জন্তুঃ কণ্ঠপাদসুরাঃ সুরাঃ
॥ ১৪ ॥ মরুতঃ কণিনো গৃধ্রা গন্ধকাপ্সরসোহপি চ ।
মহুশ্চ যশ্চ সন্তানো মানবোহয়ং প্রবর্ততে ॥ ১৫ ॥
নানাভ্যাসিতমাপাদ্য নানাকর্ম্যপ্রবর্তকাঃ । অত্রৈশ্চ
সমভূদাৰ্ঘ্যং ক্ষাত্রঞ্চ দ্বিবিধং কুলম্ ॥ ১৬ ॥ পুলস্ত্য-
পুলহাভ্যাক্ষ জজ্ঞিরে যক্ষরাক্ষসাঃ । উতথ্যগীপ-
তিমুখা জজ্ঞিরেহঙ্গিরসো মুনৈঃ ॥ ১৭ ॥ ভৃগোর্যঃ
সমুদভূচ্চাবনাদ্যাস্তথর্ষয়ঃ । বসিষ্ঠপ্রমুখৈশ্চ
সমভূবুর্ষর্ষয়ঃ । যৎপুত্রপৌত্রৈর্ভুবনমিদমাপূর্বাতে-
হখিলম্ ॥ ১৮ ॥ এবং ব্রহ্মাঋজৈঃ স্বীয়ৈরিদমাপূরয়জ্জ-
গৎ । কালেন বৈভবেনাপি বিসম্মার মহেশ্বরম্ ॥
১৯ ॥ অচ্যুতোহপি ভৃগোঃ পুত্রীমুদাহ কমলাল-
য়াম্ । মৎস্তাদিরূপো জগতি ভবনাস্মরদীপ্বরম্ ॥
২০ ॥ সৃষ্টিস্থিতিভাং জগিণাজনাতৌ স্বাধীনতাং
নূনমুপাগতাভ্যাম্ । অতীব গর্ভঃ দধতুর্ন কণ্ঠ
মদোহধিকারেণ ভবেন্বরম্ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীকান্দেহকণাচলমাহাত্ম্য উত্তরার্কে
সৃষ্টিবর্ণনঃনামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তিনি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, হস্ত হইতে ক্ষত্রিয়,
উরু হইতে বৈশ্য এবং পদযুগল হইতে শূদ্র-
গণকে সৃষ্টি করিলেন । পরে মরীচিতনয় কণ্ঠপ
হইতে সুর, অসুর মরুৎ, কণী, গৃধ্র, গন্ধকা ও
অপ্সরোগণ জন্মগ্রহণ করে । মনু হইতে মানব
প্রবর্তিত হইল । ইহার সকলে নানা জাতিস্থ
প্রাপ্ত হইয়া নানা কর্মের প্রবর্তক হইল ।
আর্ষ ও ক্ষাত্র ভেদে আত্মির দ্বিবিধ কুল প্রব-
র্তিত হইল । পুলস্ত্য ও পুলহ হইতে যক্ষ-
রাক্ষসগণ জন্ম গ্রহণ করিল । মুনি অঙ্গিরা
হইতে উতথ্য ও গীপ্তি প্রভৃতি জন্ম লাভ
করেন । ভৃগু হইতে অগ্নি ও চ্যবনাদি ঋষি
উদ্ভূত হন । বসিষ্ঠ প্রমুখ ব্রহ্মনন্দনগণ হইতে
মহর্ষিগণ প্রাহুত হন । এই মহর্ষিগণের পুত্রপৌত্রাদি
কর্তৃকই এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে । এই
প্রকারে ব্রহ্মা স্বীয় আত্মজগণ দ্বারা এই জগৎ
পূর্ণ করিয়া থাকেন এবং আশ্চর্যের বিষয় এই
যে, কালপ্রভাবে স্বীয় বৈভবের গরিমায় তিনিও
মহেশ্বরকে জুলিয়া যান । অচ্যুতও ভৃগুর
পুত্রী কমলালয়াকে বিবাহ করিয়া এই জগতে
মৎস্তাদিরূপ ধারণপূর্বক ঈশ্বরকে আর স্মরণ
করেন না । জগতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত সৃষ্টি-স্থিতির

নবমোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । অহমেব প্রভুরিতী প্রক-
টাদিকগর্ভয়োঃ । বিরক্ষ্যচ্যুতয়োরাসীধিবাদো মোহ-
সম্ভবঃ ॥ ১ ॥ রজোবিকারাত্যাদিকো বাহ্যে নীল
ইবোখিতঃ । বিশ্বসৃষ্টিকরো বিষ্ণুঃ বিরক্ষো-
হকৃত গর্ভতঃ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মোবাচ । কথং স্বমধিক-
শ্চাসি বিক্ষো জনয়িতুর্মম । পিতাহমস্ম লোকানাং
কিমেবমতিমোহিতঃ ॥ ৩ ॥ ত্বত্ত এবোদিতৌ দৈত্যৌ
নিহত্য মধুকৈটভৌ । দৈত্যারিরিতি মুঞ্চ স্বং গর্ভং
বহসি কেশব ॥ ৪ ॥ ত্বামেব সৃজতো নিত্যং বহুধা
মম বেদসঃ । ত্বাদ্যাপ্যায়সজাং পীড়াং ন পরিত্য-
জতঃ করৌ ॥ ৫ ॥ মম শ্রমাস্তসৌদ্ধুতে মহাস্তোধৌ
নিমজ্জতঃ । নৈয়গ্রোধং ন চোৎপন্নং কুতস্তেহস্ব-
বলদনম্ ॥ ৬ ॥ মদুপজ্ঞে মহাস্তোধৌ অবতে
কোহপি পরগাঃ । তদাশ্রয়স্বমুর্দ্ধং তে পদ্যং তচ্চাসনং

প্রভু হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, ইহার উভয়েই অতীব
গর্ভিত হইয়াছেন, অধিকার প্রাপ্ত হইলে কোন্
মানবের না অহঙ্কার হয় বলুন ? । ৭—২৭ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবম অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—একদা বিরিঞ্চি ও
অচ্যুতের “আমিই প্রভু” এইরূপ গর্ভাক্রট হওয়ায়
পরস্পরের মোহসম্ভূত বিবাদ উপস্থিত হয় ।
রজোবিকারাত্যাদিক বাহ্য নীলবৎ বিশ্বসৃষ্টিকর
বিরিঞ্চি সগর্ভে বিষ্ণুকে বলিলেন,—বিক্ষো ! আমি
লোক সকলের পিতামহ এবং জনয়িতা, আমি হইতে
তুমি বড় হইলে কি প্রকারে ? তুমি কি একেবারেই
মুঞ্চ হইয়া পাড়িয়াছ ? মুঞ্চ কেশব ! তোমার দেহ
হইতেই উৎখত মধুকৈটভ নামক দুইটা দৈত্যের
নিধন সাধন করিয়া তুমি ‘দৈত্যারি’ হইয়াছ মনে
করিয়া গর্ভ করিতেছ ? দেখ, বহুবীর তোমাকে
সৃজন করায় আমার হস্তদ্বয় অদ্যাপি ব্যায়াম-জনিত
পীড়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই ।
আমার শ্রমজল হইতে মহা-অস্তোনিধি উৎপন্ন হয়,
তাহাতে তুমি নিমজ্জিত হও । বলি, তখন যদি
আমি তাহাতে বটপত্র না ভাসাইতাম, তাহা হইলে
তুমি কি অবলম্বন করিতে ? আমিই যার নিদান,
সেই সাগরমধ্যে একটা পরগ জন্মিয়াছিল, সেই

মম ॥ ৭ ॥ কৃতন্তমোময়ে ক্রুহি ত্বয়ি সৰ্বগুণোদয়ঃ ।
স বেৎসি কিং স্বঃ প্রকৃতিং নিদ্রাজড়িমনির্ভরঃ ॥ ৮ ॥
জলাশয়ে প্রস্থপতা দৈত্যভীত্যা জনাৰ্দ্দন । কথং
ত্বয়া রক্ষিতাসৌ মদধীনা জগদ্রথী ॥ ৯ ॥ চতুৰ্ভো-
মম বজ্রেভ্যো বেদাঃ সমুদয়ঃ গতাঃ । চৈতন্তরূপিণী
শক্তিঃ কলত্রং মে সরস্বতী ॥ ১০ ॥ ময়া হি
সৃজ্যতে বিশ্বমিদং স্থাবরজঙ্গমম্ । রক্ষ্যতে চ
তদিস্তাদৈতান্মমৈকৈঃ পুত্রপৌত্রকৈঃ ॥ ১১ ॥ ততঃ
কথয় বৈকুণ্ঠ মন্বিয়োজ্যোষু কশ্চন । জগতামী-
শ্বরান্নন্তঃ কথং নামাতিরিচাসে ॥ ১২ ॥ নন্দিকেশ্বর
উবাচ । ইথং সরোষসংরম্ভে বিধৌ
পৌরুষভাষিণি । নারায়ণোহপি সান্বয়ঃ স্মিতৈবং
সমভাষত ॥ ১৩ ॥ বিষ্ণুরুবাচ । বিরঞ্চে মুঞ্চ
সংরম্ভং বৃথা খলু বিকথসে । নাতীসরোজসজ্জাতো
মম হ্রমবধারয় ॥ ১৪ ॥ যোগনিদ্রাং ময়োন্মুচ্য পুরা
হ মধুকৈটভৌ । ন চেদ্যম্মথিতৌ তাভ্যাং তথৈব
স্থাঃ প্রণাশিতঃ ॥ ১৫ ॥ সোমকপ্রমুখান্ দৈতান্

পন্নগটী তোমার আশ্রয়; আর তোমার উর্দ্ধে যে
পদ্ম, সেই পদ্ম হইল আমার আসন । তুমি হইলে
তমোময়, তোমাতে আর কি প্রকারে সৰ্বগুণের
উদয় হইতে পারে বল? হে জনাৰ্দ্দন! তুমি
তমোময় এবং নিদ্রার জড়িমায় আচ্ছন্ন, সুতরাং
তুমি প্রকৃতিকে জানিবে কি প্রকারে? তুমি দৈত্য-
ভয়ে জলাশয়ে নিদ্রা যাইতেছিলে, তুমি আমার
রক্ষা করিলে কি প্রকারে? এই ত্রিভুবন যে আমার
বশীভূত । চতুর্বেদ আমার চতুর্গুণ হইতে প্রকাশিত
হইয়াছে । চৈতন্তরূপিণী শক্তি—সরস্বতী আমার
পত্নী । আমি এই স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব সৃজন
করিয়াছি; আমার ইন্দ্রাদি পুত্র-পৌত্রগণ তাহা
রক্ষা করিতেছে, অতএব হে বৈকুণ্ঠ! তুমি
বল, কে, নিয়োজ্য-শ্রেণীভুক্ত হইল? জগতের
ঈশ্বর আমি, আমি হইতে তুমি শ্রেষ্ঠ হইলে কি
প্রকারে? নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—সরোষ-সংরম্ভ
বিধি এই প্রকার আত্মপৌরুষ থাপন করিলে,
নারায়ণও অস্ব্যাপরতন্ত্র হইয়া সম্মিতভাবে বলিতে
লাগিলেন,—বিরঞ্চে । দস্ত পরিত্যাগ কর । বৃথা
কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? তুমি আমার
নাভিকমল হইতে জন্মিয়াছ, স্মরণ হয় না
কি? পূর্বে আমি যোগ-নিদ্রা পরিত্যাগ
করিয়া মধুকৈটভকে যদি মথিত না করিতাম,
তাহা হইলে তুমি দৈত্যস্বয়ং কর্তৃক সেই অব-

হত্মাভ্যেচ্ছয়া মম ॥ ধৃতমংস্তাদিরূপস্ত কো বাস্তঃ
সৃষ্টিকারণম্ ॥ ১৬ ॥ ন কিঞ্চিদপি পশ্যন্তি রজসা-
রূঢ়দৃষ্টয়ঃ । রজোময়েন ভবতা কিং নিকপয়িতুং
ক্ষমম্ ॥ ১৭ ॥ অবিনাভাবিনী শক্তির্নন্থ মে পদ্ম-
বাসিনী । যন্তাঃ কটাক্ষমাত্রেণ জগদ্রিতয়মেধতে ॥
১৮ ॥ ভূতান্তমুনি কালোহয়মাত্মনোহপ্যাহমেব হি ।
ময়া বিরহিতং কিং বা ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা দিক্‌পালা মনবোহপ্যাহম্ ।
ভূধুবঃশস্যগ্নীমেনাঃ মদধীনাং বিচিন্তয় ॥ ২০ ॥ মমৈব
বিনিয়োগেন সৃষ্টিশক্তিঃ স্বয়ং স্থিতা । তন্মে
ত্রৈলোক্যানাথস্ত কিং হং জোষ্ঠঃ সমোহথবা ॥ ২১ ॥
নন্দিকেশ্বর উবাচ । এবং মোহাক্ষমনসোরন্তোন্তঃ
প্রতিগজ্জতোঃ । যমাবনল্পসময়ঃ সংবর্ত্তসদৃশস্তয়োঃ ॥
২২ ॥ উদয়াস্তময়ো স্তাতাং ন তদা চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।
নক্ষত্রাণি চ তারান্চ গ্রহান্চ ক্ষীণতাং যুঃ ॥ ২৩ ॥
নাবাস্থকতো বা ন জজলুজ্জাতবেদসঃ । নাস্ত্যরক্ষং
ন চ ক্ষৌণী ন দিশোহপি চকাশিরে ॥ ২৪ ॥ সমুদ্রা-
শ্চক্ষুভুঃ সর্কৈ পক্ষতাশ্চ চকাম্পিরে । ঔষধ্যঃ শোষ-

হাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে । ১—১৫ । আমি
সোমক প্রমুখ দৈত্যগণকে নিহত করিবার নিমিত্ত
স্বেচ্ছাবশে মংস্তাদি শরীর ধারণ করিয়াছি, আমার
আবার অন্য সৃষ্টি কারণ কে? যাহাদের নয়নে
রজোগুণের আবরণ পড়িয়া যায়, তাহারা কিছুই
দেখিতে পার না । তুমি রজোময়, সুতরাং তুমি
আর তার বুঝিবে কি? পদ্মালয়া, আমার নিত্য
সহচারিণী শক্তি; তাহার কটাক্ষমাত্রেতে ত্রিজগৎ
পাবিত্র হয় । চরাচর নিখিল ভূত, কাল, ও আত্মা এ
সমুদয়ই আমি; আমি বিরহিত এই ত্রিভুবনে আর
কি আছে? আদিত্য, বসু, রুদ্র, দিক্‌পাল, ও মনু,
এ সকলই আমি । ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রয়ী আমারই
অধীন জানবে । আমারই নিয়োগে সৃষ্টিশক্তি
স্থিতিশালিনী । অতএব আমিই হইলাম । লোক-
নাথ; তুমি কি প্রকারে আমার সদৃশ বা আমি
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলে? নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—বিধি
ও বিষ্ণু উভয়ে মোহাক্ষকারে পাতত হইয়া সন্বর্ত্তক-
সদৃশ এইরূপ গজ্জন করিতে থাকিলে, বহুকাল গত
হইয়া গেল । চন্দ্রসূর্য্যের উদাস্ত রহিত হইল,
নক্ষত্র, তারান্চ গ্রহগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল । বায়ু
বহিল না; অগ্নি জ্বলিল না, আকাশ, পৃথিবী, দিক্
এ সমস্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল । সাগর শুষ্ক হইল,
পক্ষত কাপিতে লাগিল, ওষধি সকল শুকাইয়া গেল;

মাসেত্তরবসেচ্চ জন্তবঃ ॥ ২৫ ॥ পক্ষমাসতুর্বর্ষাদি-
কালস্ত নিয়মো গতঃ । অহোরাত্রব্যবস্থাপি প্রণাশঃ
সমুপায়যৌ ॥ ২৬ ॥ ইন্দ্রাদয়ো লোকপানা মরীচ্যাদ্যা
মহর্ষয়ঃ । সর্বেহপ্যকালে সম্প্রাপ্তং কল্লাস্তং মেনিরে
তদা ॥ ২৭ ॥ এবং জাতে মহাক্কেভে ভূতাক্রন্দ-
প্রচোদিতঃ । ভূতনাথো জগজ্জাতমবিদ্যায়ামবুধ্যত ॥
২৮ ॥ ব্যচিস্তয়চ্চ বিশ্বাত্মা বিশ্বসংরক্ষণোদ্যতঃ ।
অবাহয়া দৃশাপশ্বদনয়োর্মোহকারণম্ ॥ ২৯ ॥ স্বামিনঃ
সকলৈশ্বর্যাদাতারং মাং মদোকৃতৌ । বিস্মৃত্য স্বং
স্বমেবৈতাবমসেতাং জগৎপ্রভু ॥ ৩০ ॥ অহো
মোহস্য মহাত্মাং যদিমৌ জহিণাচ্যুতৌ । জানানাবপি
মাং সমাগভূতামেবমুকৃতৌ ॥ ৩১ ॥ অজ্ঞানভিমিরো-
ভুতিদ্বিগতশয়লোচনঃ । জনঃ প্রাপ্তং ভূতমপি
প্রায়ো বস্ত ন পশুতি ॥ ৩২ ॥ কৃতাপরাধাবপ্যেতৌ
নিমগ্নৌ মোহসাগরে । ময়া নোপেক্ষণীয়ৌ হি
লোকানাং হিতকাময়া ॥ ৩৩ ॥ ইতি নিশ্চিত্য
মনসা মায়াবৈবশ্চমেতয়োঃ । দেবো দয়ামহাস্তোধি-
ব্যপোহয়িতুমৈহত ॥ ৩৪ ॥ অহোহনুকম্পা তরুণেন্দু-

জীবজন্তুগণ অবসন্ন হইয়া পড়িল ; পক্ষ, মাস ঋতু,
বর্ষ প্রভৃতি কালের নিয়ম রহিল না, দিন ও রাত্রি-
ব্যবস্থা থাকিল না । ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, মরীচি
প্রভৃতি মহর্ষিগণ সকলে অকালে কালপ্রাপ্ত হইতে
লাগিলেন । এই প্রকার মহাক্কেভ উপস্থিত হইলে
ভূতগ্রামের ভয় উপস্থিত দেখিয়া বিশ্বাত্মা ভূতনাথ
জগজ্জাত অবিদ্যাপ্রভাবে প্রবোধিত হইয়া বিশ্বের
রক্ষোপায় চিন্তা করিলেন । তিনি দিব্য দৃষ্টিতে বিধি
বিষ্ণুর বিবাদের কারণ নিরীক্ষণ করিলেন এবং
স্বগতভাবে বলিলেন—বিধি বিষ্ণু উভয়েই মদোকৃত
হইয়া নিপিল ঐশ্বর্য-দাতা প্রভু আমাকে বিস্মৃত
হইয়া আপনাদিগকে জগৎপ্রভু বলিয়া মনে করি-
য়াছে । অহো মোহের কি আশ্চর্য্য মহাত্ম্য ! যে হেতু
এই বিধি-বিষ্ণু আমাকে সম্যক জানিয়াও এরূপ
উদ্ধত হইয়াছে । অজ্ঞান-ভিমির দ্বারা যাহার
আশয় ও লোচন দূষিত হয়, সে সম্মুখাগত স্তবকারী
ব্যক্তিকেও পায় না । অধুনা লোকহিতের নিমিত্ত
মোহ-সাগরে নিমগ্ন কৃতাপরাধ এই উদ্ধতদ্বয়কে
আমি উপেক্ষা করিতে পারি না । এই মনে করিয়া
দয়া-বারিষি দেব ঈশান মায়াবশীভূত বিধি-বিষ্ণুকে
বিগতমোহ করিতে প্রয়াস পাইলেন । অহো ! এই
জৈলোক্যে তরুণেন্দু-মৌলির কি অনির্বচনীয়

মৌলিঃ স্বভাবসিদ্ধা ভুবনজয়েহস্মিন । অসৌ
প্রমোহাধুমধ্যতোহভূদাবিনিরস্তাবপি ধাতুবিষ্ণু ॥ ৩৫ ॥
ইতি ত্রীকান্দেহরুণাচলমাহাত্ম্য উত্তরার্কে শিববিষ্ণু-
বিবাদবর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । আজ্ঞাপয় বিভো মহৎ যথা
শমুঃ সনাতনঃ । অনুজগ্রাহ মোহাক্ষৌ বৈকুণ্ঠ-
পরমেষ্ঠিনৌ ॥ ১ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ । শৃণু
সর্বং বক্ষ্যামি বিস্তরেণ যথাযথম্ । যদেব দেবো
বিদধে দয়য়া ভক্তবৎসলঃ ॥ ২ ॥ অথোদহাস্তয়ো-
র্মধ্যে তথা বিবদমানয়োঃ । জ্যোতিঃস্তুত্বমভ্যেতা
রোদোরজ্জনিরোধকঃ ॥ ৩ ॥ মহতা ভূতমাণেন তস্য
ব্রহ্মাণ্ডভেদিনঃ । অন্তরীক্ষমতিশ্রামঃ সমুৎকিণ্ডমি-
বাতবৎ ॥ ৪ ॥ বিষম্বিবর্ণতা তস্য জ্যোতির্লিঙ্গম্
তেজসা । দিশো বিরেজিরে সদ্যো দূরবিস্তারিতা
ইব ॥ ৫ ॥ তীত্রৈস্তস্য মহাজালৈঃ শোষিতা ইব

স্বভাবসিদ্ধা অনুকম্পা ! তিনি বিধি-বিষ্ণুর মোহরূপ
অশুধি মধ্যে যেমন আবির্ভূত হইলেন, অমনি তাঁহারা
উভয়ে নিরস্ত হইলেন । ১৬৩৫ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দশম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিভো ! মোহাক্ষ
বিধিবিষ্ণুর প্রতি সনাতন শমু যেরূপে অনুকম্পা
প্রকাশ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা আমার নিকট
কীৰ্ত্তন করুন । নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—শ্রবণ করুন ;
ভক্তবৎসল দেব ভবানীপতি যেরূপে বিধি-বিষ্ণুর
প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; আমি তৎসমস্ত
বিস্তৃতরূপে যথাযথ কীৰ্ত্তন করিতেছি । ভগবান্
দেবদেব জ্যোতিঃস্তুত্বরূপ লিঙ্গরূপে বিরাজমান
বিধিবিষ্ণুর মধ্যস্থলে ভূমি ও স্বর্গের অবকাশ নিরোধ
করত প্রাহুর্ভূত হইলেন । তখন বিজুতমাণ ব্রহ্মাণ্ড-
ভেদী লিঙ্গ দ্বারা অতি শ্রাম অন্তরীক্ষ সমুৎকিণ্ডের
স্তায় লক্ষিত হইতে লাগিল । ঐ লিঙ্গের তেজে
সর্বদিক বিবর্ণ হইয়া উঠিল । দিক সকল দূরবিস্তা-
রিতবৎ বিরাজিত হইল । ১—৫ । ঐ লিঙ্গের অতি
তীব্র জ্বালামালা দ্বারা সাগর শোষিতবৎ প্রতিভাত

সাগরাঃ । বিমুক্তবীচি সংক্ষেপাভাঃ স্বামেব প্রকৃতিং
যয়ুঃ ॥ ৬ ॥ ব্যাঘ্যোতন্ত দিবি প্রাঘদগ্রহাস্তারাগণৈঃ
সহ । তেজঃস্তম্ভাৎ সমুদ্ভিন্নাঃ ফুলিঙ্গা ইব কেচন ॥
৭ ॥ তজসা তন্ত শোণেন গৈরিকেনেব রঞ্জিতাঃ ।
ভৌমরবিভ্রিয়ং সর্বেহপাবহরবনৌভূতঃ ॥ ৮ ॥
সমুদ্রাস্তৎপ্রতিচ্ছায়ানির্ভরান্ধিষ্টযাদসঃ । পদ্মরাগ-
শিলাখণ্ডে ঘটিতা ইব রেজিরে ॥ ৯ ॥ প্রবালগুচ্ছৈঃ
প্রত্যগ্রৈর্লবিতা ইব পাদপাঃ । নদ্যশ্চ নির্ভরোৎ-
ফুল্লকহ্লারা ইব রেজিরে ॥ ১০ ॥ মহী কুঙ্কুমলিপ্তেব
দিশঃ সিন্দূরিতা ইব । সর্ষাকগমিব বোম সমস্তাৎ
প্রত্যাদৃশ্যত ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডকর্পয়মভূতমহঃপু-
রিতাস্তরম্ । শোণিতেনেব সম্পূর্ণং কপালং কৃষ্টি-
বাসসঃ ॥ ১২ ॥ এবম্প্রবর্দ্ধমানেন তেজঃস্তম্ভেন
তেন চ । অকণাকারতাং ভেজে বিশ্বং স্বাবর-
জঙ্গমম্ ॥ ১৩ ॥ তেজোলিঙ্গং তদাশ্চর্য্যং দৃষ্ট্বা
ত্যক্তমিথঃক্রোধো । অচিন্তয়েতামেকৈকঃ চতুর্গুণ-
চতুর্ভুজো ॥ ১৪ ॥ কিমেষ বসুধাং ভিষ্মা শেবাদীনাং
কণাভূতাম্ । কণামাণিক্যমহসাং রাশিকুমুখতাং

হইল এবং তখন সাগরের বীচিসংক্ষেপ রহিত
হওয়ায় প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হইল । আকাশমণ্ডলে
গ্রহগণ তারাগণের সহিত পূর্ববৎ দীপ্তি পাইয়াছিল
বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কতিপয় তেজস্তম্ভ কর্তৃক
সমুদ্ভিন্ন হইলে ফুলিঙ্গবৎ প্রকাশ পাইয়াছিল ।
ঊঁহার গৈরিকের স্থায় লোহিতবর্ণ তেজ দ্বারা
অচলসমূহ রঞ্জিত হইয়া ভৌম রবির কাস্তি ধারণ
করিল । ঐ লিঙ্গের প্রতিচ্ছায়ায় সাগরের জল ও
জলজন্ত সকল আশ্লিষ্ট হওয়ায় সাগর যেন পদ্ম-
রাগশিলাখণ্ড-ঘটিতবৎ বিরাজিত হইয়াছিল । পাদপ
সকল ঐ লিঙ্গেরদীপ্তচ্ছটায় যেন অভিনব প্রবাল-
গুচ্ছ লব্ধিত হইয়াছিল । নদী সকল উৎফুল্ল-কহ্লারা-
বৎ বিরাজিত ছিল এবং মহী কুঙ্কুমলিপ্তাবৎ, দিক্
সকল সিন্দূরিতাবৎ ও আকাশমণ্ডল সর্ষাদিকে
অকণাভ দৃষ্ট হইয়াছিল । ঐ লিঙ্গতেজে ব্রহ্মাণ্ড-
মণ্ডল পূরিত এবং কৃষ্টিবাসের কপাল লোহিতবর্ণবৎ
বিভািত হইল । তেজঃস্তম্ভ-স্বরূপ মহাদেবের ঐ লিঙ্গ
এইরূপে বর্দ্ধমান হইলে সচরাচর বিশ্ব অকণাকার
ধারণ করিল । তখন চতুর্গুণ ও চতুর্ভুজ ইহার উভয়ে
অভ্যাসর্য্য তেজোময় লিঙ্গ দর্শন করিয়া কোঁধ
পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর এইরূপ চিন্তা করিতে
লাগিলেন,—ইহা কি কণাভূৎ শেবাদির কণা-
মাণিক্যের তেজোরশি বসুধা ভেদ করিয়া উথিত

গতঃ ॥ ১৫ ॥ কিং বা কল্পান্তমূলভপ্রাদুর্ভাবাঃ প্রভা-
করাঃ । দ্বাদশাপি নভোভূম্যোর্ম্মধ্যে যুগপদুর্ভিতাঃ ॥
১৬ ॥ আহোশ্বিনেঘসম্বর্ষাদিততা বোমমধ্যভঃ ।
অন্তোন্তঃ মিলিতাঃ কিপ্রা নিপতন্ত্যবনীতলে ॥ ১৭ ॥
প্রতিস্বপ্নেষ তেজোভিরঙ্কোঃ শক্তিমমুক্ষণম্ ।
স্বনির্কিংশেবিতাশেষভূতজালঃ প্রবর্দ্ধতে ॥ ১৮ ॥ এষ
উদীপ্যমানোহপি সস্তাপায় ন কল্পতে । নেদীয়াং-
স্থাপ ভূতানি ন নির্দহতি বহুবৎ ॥ ১৯ ॥
এতন্ত কাস্তিসংক্রান্তা জগদেব ন কেবলম্ ।
মদীয়মপি শোণহমমুপ্রাপ্তমহো বপুঃ ॥ ২০ ॥ কস্মাদেষ
সমুৎপন্নঃ কিম্মূলঃ কিমুপাধিকঃ । কুতস্তাঃ কিমুপা-
দানঃ কয়া শক্ত্যা প্রকাশতে ॥ ২১ ॥ কিয়ানবধি-
রেতন্ত বিধক্তির্ধ্যাগধোদ্ধতঃ । অবগাঢ় পাতালং
কিয়ন্মাত্রমসাবিতি ॥ ২২ ॥ তদেতদখিলং জ্ঞাতুং মনঃ
পর্য্যুৎসুকং মুহঃ । ইচ্ছত্যাৎপত্তিতুং বোম প্রবেষ্টুঞ্চ
রসাতলম্ ॥ ২৩ ॥ ইতি চিন্তাভরাক্রান্তৌ তেজঃ-
স্তম্ভাবলোকনাৎ । উভাবপ্যবকুলিতৌ বৈকুণ্ঠপর-
মেষ্ঠিনৌ ॥ ২৪ ॥ অভাষত চ গোবিন্দঃ স্মৃতরামেব

হইল ! না—কল্পান্তকাল-মূলভ-প্রাদুর্ভাব দ্বাদশা-
দিত্য ভূমি ও নভোমণ্ডলের মধ্যে যুগপৎ
উদিত হইলেন ! অথবা বোম-মধ্যে মেঘ-সংঘর্ষ
বশতঃ বিততা বিদ্যুন্নতা পরস্পর মিলিত হইয়া
অবনীতলে নিপতিত হইল ! ইহা তেজ দ্বারা
অমুক্ষণ অক্ষিশক্তি প্রতিহত করিয়া অশেষ ভূতময়-
রূপে প্রবর্দ্ধিত হইতেছে । ১৬—১৮ । কিন্তু ইহা উদীপ্যমান
হইলেও সস্তাপ দিতেছে না ; ভূতগ্রাম নিকটস্থ
হইলেও বহুবৎ দাহ কারিতেছে না ; ইহার কাস্তি-
চ্ছটায় কেবল যে জগৎ লোহিতবর্ণ হইল, তাহা নহে ;
অহো ! এই যে মদীয় বপু ও লোহিত্য ধারণ
করিয়াছে ! ইহা কহা হইতে সমুৎপন্ন হইল ?
ইহার নিদান কে ? ইহার উপাধিই বা কি ?
কোথায় ইহার নিবাস ? ইহার উপাদানই বা কি ?
কোন শক্তি দ্বারাই বা ইহা প্রকাশ পাইতেছে ?
ইহার চতুর্দিকের ও অধঃ উর্দ্ধের পরিমাণ কত ?
ইহা পাতালের দিকেই বা কতদূর অবগাঢ় আছে ;
এই সমস্ত জামিবার নিমিত্ত আমার মন, নিতান্ত
উৎকণ্ঠিত হইয়াছে । ইহা আকাশে উঠিবার ইচ্ছা
করিতেছে, কি রসাতলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা
করিতেছে ? বিধিবিধি উভয়েই তেজঃস্তম্ভ লিঙ্গ
দর্শনে এই প্রকার চিন্তা-ভরাক্রান্ত হইয়া আকুলিত

গর্ভিতম্ । হিরণ্যগর্ভমালোকা স্ময়মানমুখাশ্রুজঃ ॥
২৫ ॥ বিষ্ণুরবাচ । অয়মেবাবয়োরব্রহ্মন্যোতোৎ-
কর্ষকাক্ষিণোঃ । সত্যমেব পরীক্ষাযৈ নিকবঃ
সমুপস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥ অমুসা তেজসাং রাশের-
পরিচ্ছেদ্যসম্পদঃ । আদ্যন্তো জাতুমেকেন ন
শক্যং ক্রবমাবয়োঃ ॥ ২৭ ॥ যঃ পশ্চেন্দ্রমূলমগ্রঃ বা
তেজসোহস্ত স্তয়ন্তুবাঃ । স এব নাবভ্যাধিকো
জগতাং নাথকোহপি সঃ ॥ ২৮ ॥ নন্দিকেশ্বর
উবাচ । ইত্যাভাবপি বিনিশ্চিতাশয়ো মূলমগ্রমপি
তস্ত বীক্ষিতুম্ । তেজসোহতিমহতো বভূবুঃ স্পর্কয়া
বিরচিতোদার্মো মিথঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ব্রহ্মবিকোশ্মধ্যে তেজোময়লিঙ্গ-
প্রাভাববর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । অথ হংসাকৃতিং বোম-
পদবীলজ্বনক্ষমাম্ । ভেজে বিরক্তিস্তস্তাগ্রং দ্রক্ষ্যা-

হইয়া পড়িলেন । এই সময়ে গোবিন্দ তথাবিধ
হিরণ্যগর্ভকে দোখিয়া সান্মিত-বদনে গর্ভিত বচনে
বলিলেন,—অহো ব্রহ্মন্ ! পরস্পর উৎকর্ষকাক্ষী
আমাদের পরীক্ষার নিমিত্ত উভয়ের মধ্যস্থলে
ইহা নিকব-পাষণ স্বরূপ সমুখিত হইতেছে ; ইহা
সত্য জানিবেন । আমাদের উভয়ের মধ্যে
আমরা একজনও এই অপারচ্ছেদ্য সম্পদ তেজ-
রাশির আদ্যন্ত জানিতে সক্ষম নাই । স্বয়ম্ মহা-
দেবের এই তেজোময় লিঙ্গের মূল বা অগ্রদেশ,
আমাদের উভয়ের মধ্যে যে কেহ দেখিতে সক্ষম
হইবে ; সে-ই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং জগতের
নাথ হইবে । নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—বিধি-বিষ্ণু
উভয়ে এইরূপে বিহিতাশয় হইয়া বহুকাল যাবৎ
উদগম সহকারে পরস্পর স্পর্কর সাহিত্য সেই আত-
মহান জ্যোতিষ্ময় লিঙ্গের মূল ও অগ্রদেশ দর্শন
করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন । ১৯—২৯ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশ অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—বিধি লিঙ্গাগ্র দর্শনে
কর্তব্যম্ হইয়া 'নৈর্গমপদবী লজ্বনক্ষম ইংসকপ

মীতি কতোদ্যমঃ ॥ ১ ॥ জগ্ৰাহ বিষ্ণুরাঃ বিগ্রহঃ
দৃঢ়বিগ্রহঃ । বিশ্বন্তরাবিনির্ভেদক্ৰীড়াশূলভবৈভবম্ ॥
২ ॥ মূলং তস্ত পরিজ্ঞায় প্রত্যাবর্তিতুম্শুখঃ ।
কৃত্রিমস্তকরোমৈষ দংষ্ট্রাভ্যামভিনম্নহীম্ ॥ ৩ ॥
বিদারয়ন্ স পোত্রেণ ভূতধাত্রীমবাস্থখঃ । মহাবরাহো
দদৃশে তেজঃস্তম্ভং নমস্ৰিব ॥ ৪ ॥ ক্রীড়াক্রোড়কঠোরেন
কঠঘোষেণ পুরয়ন্ । পাতালং বহলোৎসাহঃ
প্রবেষ্টুমপচক্রমে ॥ ৫ ॥ বিবেশ যত্রযত্রাসৌ তত্র
তত্র তথাস্থিতম্ । অবৈক্ষিষ্টানলস্তম্ভং তমেব
কুহনাকিটিঃ ॥ ৬ ॥ বিদারিতায়হীরজ্জাং প্রত্যদৃশুস্ত
ভোগিনঃ । প্ররোহা ইব শোষাদ্যাস্তেজঃস্তম্ভস্ত
কেচন ॥ ৭ ॥ প্রত্যদৃশুত হেমাড্রের্মূলকন্দ ইব
স্থিতঃ । আধারতাং গতো দৃষ্টো হৃচ্যুতেনাদি-
কচ্ছপঃ ॥ ৮ ॥ আরাদ্বশুন্ধরাশূলক্ষে ধুরন্ধরতয়া
স্থিতাঃ । দিক্‌সিকুরাশ্চ দৃশুন্তে মদমহুরবন্ধুরাঃ ॥ ৯ ॥
মধুদ্বিষা চ স মহামণ্ডুকোহপি বিলোকিতঃ । অথণ্ড-
মণ্ডলং ভূমেধস্ত পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০ ॥ আধার-
শক্তির্মপি তামভ্যপশুদধোক্কজঃ । যদহুগ্রহতঃ
শেষকর্মাণ্যাপি ধুব্বহাঃ ॥ ১১ ॥ অতলং বিতলং

ধারণ করিলেন এবং দৃঢ়বিগ্রহ, বিষ্ণু ঐ লিঙ্গের
মূলদেশ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন-মানসে বিশ্বন্তরা-
ভেদকুশল বরাহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিলেন । স্তম্ভ-
রোমা কৃত্রিম বরাহ তখন দস্তদ্বয় দ্বারা 'মহী বিদা-
রণ করিতে লাগিলেন এবং অবাস্থখ হইয়া গাত্র
দ্বারা ভূতধাত্রী পৃথিবীকে বিদারণ করিতে করিতে
দোখিলেন যে, লিঙ্গ যেন ক্রমশই নীচের দিকে
নাময়া যাইতেছেন । তখন তিনি ক্রীড়াকঠোর
কঠঘোষে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া পাতালতলে প্রবেশ
করিতে উপক্রম করিলেন এবং যে যে স্থানে
গমন করিলেন, সেই সেই স্থানেই লিঙ্গকে
তদবস্থ দর্শন করিতে লাগিলেন । তখন সেই বরাহ-
বিদারিত মহীরক্রে অনন্তাদি মহানাগগণ লিঙ্গের
কাতপঃ অঙ্কুরের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল । বরাহ-
কণী অচ্যুত সেই স্থানে সূমেকশৈলের মূলদেশে
আধাররূপে অবস্থিত কৃষ্ণকে একটা কন্দের ন্যায়
অবলোকন করিলেন এবং উহারই সমীপে বগ্নু-
করার মদমহুরগতি ধুরন্ধর দিক্‌-কুঞ্জরগণকেও তিনি
তথায় দেখিতে পাইলেন । তিনি তত্রত্য মহামণ্ডুককে
অবলোকন করিলেন—যাহার পৃষ্ঠে এই অথণ্ড-মণ্ডল
ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । তিনি আধারশক্তিকে
দেখিলেন । এই আধারশক্তির প্রভাবেই শেষ-

চৈব স্মৃতলং নিতলং তথা । তলাতলং চ প্রতলং
মহাতলমিতি ক্রমাৎ ॥ ১২ ॥ দদর্শ সপ্ত পাতালানপি
বারিজলোচনঃ । তত্রত্যান্ বিবিধাকারান্ সৰ্বানপি
সবিস্ময়ঃ ॥ ১৩ ॥ অত্যাগাভোগবত্যাখ্যাং পুরীঃ
বৈরোচনীমপি । জগাহেহুতাংশ্চ দৈত্যানামাবাসান-
তিগহ্বরান্ ॥ ১৪ ॥ ইদং দৃষ্টমিদং দৃষ্টমিত্যপাকুট-
কৌতুকঃ । মূলং মুদ্রাশয়স্তস্য বিচিনোতি স্ম মাদবঃ ॥
১৫ ॥ অধস্তাদপি গাঢ়েন পয়োধেস্তেন পোত্ৰিণা ।
তথৈব তেজঃস্তম্ভঃ স নির্জিকারমবৈক্ষ্যত ॥ ১৬ ॥
দলিতা কেবলং পৃথ্বী পাথোরাশির্বিলোলিতঃ ।
নৈবালোক্যত তন্মূলং কোলরূপেণ বিষ্ণুনা ॥ ১৭ ॥
ইথাঃ বর্ষসহস্রাণি ভ্রান্ত্যা সম্ভ্রাস্তমানসঃ । নালং
বভূব তন্মূলং লোলক্ৰোধো বিলোকিতুম্ ॥
১৮ ॥ অবরুণখুরঃ ক্ষুরদংষ্ট্রো বিধবস্তবগ্রহঃ ।
ভগ্নপোত্রঃ স ভূদারো জগাহে বহলং শ্রমম্ ॥
১৯ ॥ শ্রান্ত্যা নিশ্বসতস্তস্য তাদৃশদর্পো
বিপৃজলঃ । ননাশ তৎক্ষণাৎ সাকং তন্মূলাবেক্ষণে-

কুর্মাদি এই তুর্কহ ধুর বহন করিয়া থাকেন । অতল,
বিতল, স্মৃতল, নিতল, তলাতল, প্রতল, মহাতল,
এই সপ্ত পাতাল কমলাক্ষ দর্শন করিলেন । তিনি
ঐ সকল পাতালস্থ বিবিধাকার জীব-জন্তু সবিস্ময়ে
নিরীক্ষণ করিয়া ভোগবতীনারী বৈরোচনী পুরী
প্রাপ্ত হইলেন এবং সেখানে দৈত্যগণের আত-
গহ্বর বর্জবধ আবাস-ভবন দেখিতে পাইলেন ।
তিনি মহী বিদারণ করিতে করিতে “এখনি লিঙ্গের
মূল দেখিতে পাইব, এখনি লিঙ্গের মূল দেখিতে
পাইব” এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বিমূঢ়চিত্তে
লিঙ্গমূল অবেষণ করিতে লাগিলেন । তখন তিনি
খনন করিতে করিতে পয়োনিধিরও অধোভাগে
গমন করিলেন, সেখানেও লিঙ্গ তদবস্থ অখ্যৎ
পূর্ববৎ অবস্থিত । লিঙ্গের মূল ত দোঁথতে পাওয়া
গেল না; কেবল পৃথ্বী দলিত এবং জলরাশি
বিলোলিত হইল । তথাপি কোলরূপী বিষ্ণু লিঙ্গ-
মূল দেখিতে পাইলেন না । লীলাময় বরাহ এই-
রূপে সহস্র বৎসর কাল যাবৎ সংভ্রাস্তহৃদয়ে খনন
করিয়াও লিঙ্গমূল অবলোকন করিতে সমর্থ হই-
লেন না । তাঁহার পায়ের খুর ক্ষয় হইয়া গেল,
দন্ত ক্ষুর হইল, শরীর বিধবস্ত হইল এবং পোত্র ভগ্ন
হইল । তিনি ভূবিদারণ করিয়া বহুল শ্রম প্রাপ্ত
হইলেন । শ্রান্তি বশতঃ ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস পরি-
ত্যাগ করিতে করিতে তাঁহার তাদৃশ উচ্ছ্বাস

ছয়া ॥ ২০ ॥ অনির্ব্যচপ্রতিজ্ঞোহপি প্রত্যাবর্তিতু-
মুৎসুকঃ । ন চক্ষমে সরোজাক্ষচলিতুং চ পদাৎ
পদম্ ॥ ২১ ॥ অমাক্ষচক্ষুবস্তস্য পাতালান্তরবর্তিনঃ ।
তত্ত্বজ এব পন্থানঃ পুনরপাদভাবয়ৎ ॥ ২২ ॥
কথঙ্কখাঞ্চহুতীর্ণোহপাকুপারাদপারতঃ । শ্বেদান্তঃ-
সাগবশ্রাবে মগ্নোহভুচ্ছদাশুকরঃ ॥ ২৩ ॥ রজ্জ্বব-
তেজঃস্তম্ভস্য প্রভয়া সাহুবদ্রয়া । লঙ্কাচলং বনং
কণ্ঠেঃ স্তবহিষ্ট জনাদিনঃ ॥ ২৪ ॥ নার্বৈক্ষ যন্ময়া
মূলমমুখা মহসাং নিধেঃ । ততঃ শৃষ্টপি নো দৃষ্টে
শিরোভাগঃ কথঙ্কন ॥ ২৫ ॥ অমুখা মহসাং রাশেঃ
প্রাগভূদ্যত্র সম্ভবঃ । ততো নিরুত্যা যাস্মামি শরণং
শিবমীশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥ স তি বিশ্বাধিকো দেবশ্চিরং
মোহাক্ষচক্ষুযা । যদ্বিস্মৃতো ময়া তস্মাদুর্জিপাকো-
হজনাদৃশঃ ॥ ২৭ ॥ এবং বিনির্জার্ঘ্য বিমুক্তদর্পো
নিরুত্বানান্ত সারোকহাক্ষঃ । তমেব দেশং প্রবভূব
যত্র স্তম্ভঃ স তেজোমযতাং দধানঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীকান্দে বিষ্ণুনা লিঙ্গাধোভাগশোধন-
বর্ণনং নার্মেকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দর্প লিঙ্গমূল-দর্শনেচ্ছার সহিত বিলয়প্রাপ্ত হইল ।
তিনি ব্যর্থপ্রতিজ্ঞ হইয়া ও প্রত্যাবর্তনেচ্ছু হইয়া এক
পদও চলিতে সক্ষম হইলেন না । যেহেতু, পাতালে
ধাকিয়া কঠোর পরিশ্রম করায় তাঁহার দৃষ্টিমান্দ্য-
দোষ ঘটিয়াছিল । তখন তিনি তেজোময় তেজঃস্তম্ভ
লিঙ্গের প্রভাপটলোদ্ভাসিত পথে আতিকষ্টে শনৈঃ
শনৈঃ অপার অকুপার হইতে উত্তীর্ণ হইলেন ।
তৎকালে শ্বেদজলে সাগব ক্ষীত হইয়া উঠিল; ছদা-
শুকর তাহাতে নির্মজ্জিত হইলেন । ১১-২৩ তখন জনা-
দীন রজ্জ্ববৎ তেজঃস্তম্ভের প্রভা অবলম্বনে আতিকষ্টে
অকর্ণাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায়
উপস্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি যখন
এই তেজোনিধির মূল দেখিতে পাইলাম না, তখন
সম্ভবতঃ ব্রহ্মাও ইহার শিরোভাগ দেখিতে পান
নাই । এই তেজোরাশির প্রথমে যে স্থানে উৎপত্তি
হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিয়া আমি সেই ঈশ-
রকে শরণরূপে প্রাপ্ত হই । আমি মোহাক্ষ হইয়া
সেই বিশ্বশ্রেষ্ঠ দেবকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম । সেই
জন্তই আমার ঈদৃশ তুর্জিপাক উপস্থিত হইল ।
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গর্জ পরিহারপূর্বক রাজীব-
লোচন বিষ্ণু যে স্থানে তেজঃস্তম্ভের আবির্ভাব হইয়া-
ছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন । ২৪-২৮ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । ততস্তেজোময়ঃ স্তম্ভমহুসৃত্য
পিতামহঃ । উৎপপাতোন্মূগো বেগানিরালম্বে নভ-
স্তলে ॥ ১ ॥ ক্রতমুৎপততস্তস্মৈ পক্ষাবেগেন বারিতাঃ ।
বানীর্ঘ্যন্ত সমুদ্বর্তাঃ প্রাণা ইব বায়ুভিঃ ॥ ২ ॥ স
বেগাতুৎপতন দূরং নাক্লোবিষয়তামগাৎ । কেবলং
দীর্ঘদীর্ঘেব রেখা ষোণ্মি ব্যভাবাত ॥ ৩ ॥ মায়ামরালো
দদৃশে তেজঃস্তম্ভস্ত পান্বতঃ । সঙ্ক্যাপয়োধরাভার্ণ-
চারীব রজনীকরঃ ॥ ৪ ॥ প্রাগত্যাগাতুৎপততাং
ততোহধ্বানং পয়োমুচাম্ । বিমানপদবীং পঞ্চান্নরা-
বর্তং ততঃ পরম্ ॥ ৫ ॥ তেজসাং যানি ধামানি
হত্যাচ্চান্যাক্ষচারিণাম্ । অতিচক্রাম বেগেন তান্তসৌ
কুহনাখগঃ ॥ ৬ ॥ মক্ৰতো মনসো বাপি জবঃ
হৃস্মতরাকৃতেঃ । সোহভূদধঃকৃতস্তেন হংসেন গমনা-
দিনা ॥ ৭ ॥ যথাযথা চোৎপপাত সূদূরং শ্রমিত-
চ্ছদঃ । তথাতথা চ দদৃশে তেজঃস্তম্ভঃ সমুদ্রতঃ ॥
৮ ॥ অতীত্য মক্ৰতাং স্বক্ৰান্ সপ্ত সস্ত্রাপ্তবিস্ময়ঃ ।
বিভেদাণ্ডকটাহং চ জলন্তং তদুদ্দেশত ॥ ৯ ॥ কথং

দ্বাদশ অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হংসরূপী পিতামহ তেজঃ-
স্তম্ভ-লিঙ্গের অনুসরণ মানসে উর্দ্ধমুখ হইয়া অতি-
বেগে নিরালম্ব নভস্তলে উৎপতিত হইলেন । হংস
ক্রত উৎপতিত হইলে মেঘ-দল তাহার পক্ষঘাতে
বারিত হইয়া বায়ুবাহিতবৎ বিলীন হইতে লাগিল ।
বেগে অতিদূর উৎপতিত হওয়ায় হংস চক্ষুর বিষয়
অতিক্রম করিল এবং তাহাতে যেন নভস্তলে দীর্ঘ-
দীর্ঘ রেখা দৃষ্ট হইতে লাগিল । ঐ মায়ামরাল
তেজঃস্তম্ভের পার্শ্বে থাকায়, সাক্ষ্য পয়োধর-সমীপস্থ
রজনীকরের আয় দৃষ্ট হইতে লাগিল । ঐ মায়া-
মরাল প্রথমে পক্ষীদিগের পথ, তদনন্তর জলধর-
পথ, অতঃপর বিমানপদবী, তৎপশ্চাৎ তারাপথ,
তারপর উর্দ্ধচারী তেজের অত্যাচ্চ ধাম সকল অতি-
ক্রম করিলেন । ঐ হংস কর্তৃক হৃস্মতরাকৃতি মন ও
মক্ৰতের গতিও অধঃকৃত হইয়াছিল । শ্রমিতচ্ছদ
হংস যেমন উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন,—এদিকে
লিঙ্গও তেমনি তেমনি উন্নত হইতে উন্নততর দৃষ্ট
হইতে লাগিলেন । তখন মায়ারূপী হংস বিস্মিত
হইয়া মক্ৰদগণের সপ্ত স্বল্প অতিক্রমপূরঃসর অণ্ড-
কটাহ ভেদ করিলেন এবং সে স্থানেও লিঙ্গকে

বা দৃষ্টমূলস্ত হাতব্যং পুরতো হরেঃ । আবিমোচয়তঃ
শৌর্যেরসমাসমশীর্ষতাম্ ॥ ১০ ॥ অনিবৃঢ়প্রতিজ্ঞস্ত
দীর্ঘেঃ কিং বা মমাসুভিঃ । তদক্রোপয়িকং কিং
স্বাৎকার্য্যং কা বা গতির্মম ॥ ১১ ॥ অতিসঙ্কটসতো
বিষ্ণুঃ কঃ সহায়ো ভবিষ্যতি । আর্জবং মৈব
নির্জ্ঞেতুং প্রতিবাদিনমক্ৰমঃ ॥ ১২ ॥ ছদ্মনা বা
তিরস্কৃত্যামানো হি মহতাং ধনম্ । ইতি সন্ধিস্তয়-
তোব বিরিক্ষৌ ব্যাকুলান্মনি ॥ ১৩ ॥ আকাশে
দদৃশে নাতিদূরে কিমপি নির্মলম্ । ঐন্দবী
কিমিয়ং রেখা তস্তাঃ কথমিহাগমঃ ॥ ১৪ ॥ যদ্বা
মৃণালং তৎসিকৌ বিয়তাস্তাং কুতস্ত সঃ । ইতি
তস্মিন্ সসন্দেহে নেদীয়ন্তঃ তদাগতম্ ॥ ১৫ ॥
অবোধি কেতকীবহ্নিগিতি রাজীবজন্মনা । তৎ পর্যু-
ষিতমপ্যদ্যৎসৌরভং বস্ত্রশক্তিতঃ ॥ ১৬ ॥ হিরণ্যগর্ভো
বিমলমগৃহাৎ কেতকচ্ছদম্ । গৃহীতমাত্রং তেনৈতৎ
সচৈতন্তং কিলারবীৎ ॥ ১৭ ॥ কেতক উবাচ ।
ভো গৃহাসি কিমর্থং স্বং মুঞ্চ মাং বিশ্বমোদ্যতম্ ।

জাজ্বল্যমান অবলোকন করিলেন এবং ভাবি-
লেন,—কি প্রকারেই বা আমি দৃষ্টমূল হরির অগ্রে
অবস্থান করিব ? আমি গর্ভবশে হরির প্রতি
বক্রাতিবক্র-শিরস্কতা প্রদর্শন করিয়াছি । ব্যর্থপ্রতিজ্ঞ
আমার এ দীর্ঘ পরমাঘুর প্রয়োজন কি ? আমার
এখন উপায় কি ? আমি কি করিব ? আমার
গতি কি হইবে ? বিষ্ণুর সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ
হইবে, তখন আমার কে সহায় হইবে ? আর্জব
কদাপি প্রতিবাদকে পরাজিত করিতে সক্ষম হয় না,
মানব ছলাবলম্বনে নিশ্চয়ই মহতের ধন তিরস্কৃত
করে । ব্যাকুলাত্মা বিরিক্ষ এই প্রকার চিন্তা
করিলে আকাশের অনতিদূরে একটা নির্মল বস্তু
দৃষ্ট হইল । ইহা কি ইন্দুরেখা ? এখানে তাহার সমা-
গম হইবে কি প্রকারে ? ১—১৪ । অথবা ইহা মৃণাল
হইবে ; তাহাও ত সিকুতে জন্মে, আকাশে তাহা
কিপ্রকারে আসিবে ? এই প্রকার সন্দেহবিষয়ী-
ভূত সেই বস্তু যখন সমীপস্থ হইল ; পদ্যজন্ম
তখন তাহাকে কেতকীচ্ছদ বলিয়া বুঝিতে
পারিলেন । ঐ কেতকীচ্ছদ পর্য্যাসিত হইলেও
বস্তুগুণে তাহার সৌরভ প্রকটিত হইল । হিরণ্য
গর্ভ ঐ কেতকীচ্ছদকে গ্রহণ করিলেন । তিনি গ্রহণ
করিয়া মাত্র ঐ কেতকীচ্ছদ সচৈতন্ত হইয়া বলিতে
লাগিল,—ওহে ! তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে কেন ?
আমি বিশ্বামাখী, আমাকে পরিত্যাগ কর । আমি

বৰ্ণনাং শতসাহস্রমুৎপত্ত্যৈবং বিহায়সা ॥ ১৮ ॥
নন্দীশ উবাচ । তথা সমেধমানং তং দৃষ্ট্বা শ্রম-
মধিদাত । অচিন্ত্যং পদ্মহৃতিরতান্তঃ বিহনাশয়ঃ ॥
অনিবৃট্‌প্রতিজ্ঞাবান্নীচতামপি সংশ্রিতঃ । আক্রান্ত-
রোদোবিবরঃ ক রাশিস্তেজসামসৌ ॥ ২৯ ॥ অহমেতং
পরীক্ষায়াং ক পরিচ্ছিন্নপৌরুষঃ । ভজোতে ইব
মে পক্ষৌ দৃশ্য চাক্ষায়তে ইব । প্রঃসন্ত ইবান্নানি
পতামীবাহমপাধঃ ॥ ২১ ॥ কিং বাস্তদন্তনোক্তেন
সহ নিশ্বাসবায়ুভিঃ । মম প্রাণাশ্চ নিকলং নির্গচ্ছন্তীদ
সাম্প্রতম্ । ১২ ॥ অহঙ্কারমদগ্রাস্তিরয়ং ক্রটতু
চিত্ততঃ । মুকুন্দেন সহ স্পর্শা সা চ শীঘ্রং প্রগচ্ছতু ॥
যদেন রোদঃকুহরপরিণাহাবিকোদামঃ । ঔন্নত্যময়তে-
হদ্যপি তেজঃস্তম্ভো যথা পুরা ॥ ২৪ ॥ তদন্ত
তেজসাং রাশের্নাহং নারায়ণোহথবা । কারণ-
দূরতশ্চাত্তে মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ সুরাঃ ॥ ২৫ ॥ ইতো
নোৎপত্তিতুং শক্তিরস্তি মে তন্নিবর্তয়ে । ইতি
নিশ্চিতা মনসা বিধাতা জাতবিস্ময়ঃ ॥ ২৬ ॥ প্রতা-
ভায়ত তং কস্মৎ কুতো বা প্রাপ্তবানিতি । স চ
প্রতাববীদেনং বেধসং কেতকচ্ছদঃ ॥ ২৭ ॥

আজ লক্ষ বৎসর হইল, আকাশে উড়িয়া আসি-
তেছি । নন্দীশ বলিলেন,—বিরিঞ্চি কেতচ্ছদকে
তাদৃশ শ্রান্ত দেখিয়া জুখিত হইলেন এবং
নিজেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গে হতাশাস ও নীরবতা প্রাপ্ত
হইয়াছেন বলিয়া অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।
আক্রান্ত স্বর্গ-মর্ত্যাবকাশে সেই তেজোরশিই বা
কোথায় ? আর এই পরীক্ষায় পরিচ্ছিন্ন-পৌরুষ
আমিই বা কোথায় ? আমার পক্ষপুট যেন ভগ্ন হইয়া
গিয়াছে, চক্ষুতে ঝাপসা দেখিতেছি অঙ্গ সকল ধ্বস্ত
বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি যেন ভূতলে পড়ি-
লাম । অধিক আর কি বলিব ! আমার নিশ্বাসবায়ুর
সহিত প্রাণবায়ু যেন বহির্গত হইতেছে ; অহঙ্কার
ও মদগ্রাস্তি আমার চিত্ত হইতে ক্রটিত হউক ।
মুকুন্দের সহিত আমার স্পর্শাভাব বিদূরিত হউক ;
যে হেতু এই লিঙ্গ দাবাপৃথিবী পরিমাণ হইতেও
অধিক এবং অদ্যপি তাহা পূর্বের স্থায় ঔন্নত্যাভ
করিতেছে । অতএব এই তেজোরশির ইয়ত্তা
করিতে আমি, নারায়ণ ও অন্যান্য ইন্দ্রাদি দেবগণ
সমর্থ নহি । এস্থান হইতে উঠে উঠিবার ক্ষমতা
আর আমার নাই, সুতরাং এই স্থান হইতেই নিব-
র্তিত হই । জাতবিস্ময় বিধাতা এই প্রকার নিশ্চয়
করিয়া কেতকচ্ছদকে জিজ্ঞাসিলেন,—তুমি কে ?

কেতকচ্ছদ এবাসং সচৈতন্যঃ শিবাজ্ঞয়া । তেজঃ-
স্তম্ভায়নঃ শম্ভোরস্ত মুক্তি চিরং স্থিতঃ ॥ ২৮ ॥
ভুলোক ইচ্ছয়া বন্ধং ততঃ সম্প্রাপ্তবানহম্ ॥ ২৯ ॥
ইখং ক্রত্বা কেতকীবহবাচং লঙ্কাস্থাসন্তঃ কিলান্তোজ-
ভূতিঃ । ক্রহি ত্বং মে তৎকিয়তাস্তরে বা তেজঃ-
স্তম্ভস্থাগ্রমিতাবতাষে ॥ ৩০ ॥

ইতি ক্রীড়ান্দে লিঙ্গোপরিভাগশোধনবর্ণনং নাম
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । কেতকীবহমপোনং বিহন্ত
পুনরববীৎ । কেতকুবাচ । অপি মুচ ন কিঞ্চিৎ
বেৎসি কস্মৎ কুতো ন তৎ ॥ ১ ॥ ঐদৃশঃ
পরিলো লগ্না যস্মিন ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ঃ । তস্য
প্রমাণমেতাবদিত্তি কো বেদিতুং ক্ষমঃ ॥ ২ ॥
চতুর্গুণায়ুতৈর্যাতঃ ততো নিপততো মম । ইদানীমপি
নাপ্রোতি তন্মধ্যং কিল ভূতনম ॥ ৩ ॥ ইতি ক্রবাণ-

কোথা হইতে এখানে আসিলে ? কেতকচ্ছদও
তাহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল—বলিল,—আমি
কেতকচ্ছদ ছিলাম, শিবাজ্ঞায় সচৈতন্য হইয়াছি ।
আমি তেজস্তম্ভলিঙ্গের মস্তকে বহুকাল ছিলাম,
সম্প্রতি স্বেচ্ছায় ভুলোকে বাস করিবার মানসে
এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । পদ্মজন্মা
কেতকীবহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য
হইলেন এবং বলিলেন,—তুমি যখন শিব-মস্তক
হইতে আসিতেছ, তখন “আর কতদূর গেলে তেজঃ-
স্তম্ভলিঙ্গের অগ্র দেখিতে পাওয়া যায়” সেই কথা
তুমি আমায় বল । ১৫—৩০ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—কেতকীবহও হাসিয়া
পুনরায় ব্রহ্মাকে বলিলেন,—রে মুঢ় ! তুই কে ?
তুই কি তেজঃস্তম্ভলিঙ্গের বিষয় কিছুই জানিস না ?
ঐ লিঙ্গের সর্বদিকে ঐদৃশ বহু ব্রহ্মাণ্ডকোটি
সংলগ্ন রহিয়াছে । তাঁহার এবম্প্রকার পরিমাণ ;
ইহা কে জানিতে সক্ষম হয় ? তাঁহার মস্তক হইতে
এই স্থান পর্যন্ত আসিতে আমার চারি অযুত যুগ
গত হইল ; তথাপি এখনও তাঁহার মধ্যদেশে ভূতল

মেনঞ্চ নমস্কৃত্য সরোজভূঃ । হিমা নিজমহাকারম-
ভাষত কৃতাজলিঃ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ । মহাত্মন সত্য-
মেবাস্মি মুচোহহং কেতকচ্ছদ । ব্রহ্মণা হি ময়া স্পর্শা
বিষ্ণুনা সহ নিশ্চিতা ॥ ৫ ॥ দ্বাভ্যামপৌদমাবাত্যাং
বিস্মৃতং শিববৈভবম্ । যন্নো মহানভূদাক্ষঃ সর্গ-
সজ্জনমাত্ততঃ ॥ ৬ ॥ হ্রেপণী সঙ্কথা ভাবদাস্তামদ্যাপ্যহং
যতঃ । স্পর্শায়ান বিব্রজোহাস্মি বদন্য গরুড়ম্বজে ॥
৭ ॥ সখাং সাগুপদীনং হি কথ্যতে তদবাক্যমি ॥ ৮ ॥
অসংস্কৃতধিয়ং হিমা কর্তুমর্শস্তনুগ্রহম্ । অহং বিষ্ণুশ্চ
মোহাক্ষৌ তেজঃস্তুস্তস্য বীক্ষণাং ॥ ৯ ॥ হংসকোলাকৃতী
দম্বেষা মিথঃ সাম্যং ব্যাপোহিতম্ । মূলং দিদ্ক্ষুঃ স
দশাং কৌদুশীং যাতবান্নিত ॥ ১০ ॥ ন জানে মম
চাস্তাগ্রং দিদ্ক্ষোরীদৃশী দশা । গত্যুড্ডীয়মানস্তা
মে সহশ্ৰেণ হায়নৈঃ ॥ ১১ ॥ জাতশ্চমোহস্মি নিতরাং
বিযুজ্য ইব চাস্তুভিঃ । দিষ্টাদা ভদে লক্শ্যঃ
ময়ালম্বোহবসীদতা ॥ ১২ ॥ তয়ে কুরুষ মিতস্ত
সফলাং যাচনামিমাম্ । সখাং সহসঙ্কল্পাদস্মি

প্রাপ্ত হইলাম না । কেতকীবই এইকথা বলিলে
পদ্মযোনি তাকে নমস্কার করিয়া নিজ অহঙ্কার
পরিত্যাগপূর্বক কৃতাজলি হইয়া তাকে বলিলেন,—
হে মহাত্মন কেতকচ্ছদ । সত্য-সত্যই আমি মুচ :
আমার নাম ব্রহ্মা, আমি বিষ্ণুর সহিত স্পর্শা প্রকাশ
করিয়াছিলাম । আমরা দুজনে শিব-বৈভব বিস্মৃত
হইয়াছিলাম ; বিস্মৃত হইবার কারণ এই যে, আমরা
দুজনে স্থিতি-স্থিতির একমাত্র অধিকারী বলিয়া আমা-
দের মহান গর্ব হইয়াছিল । এ লজ্জার কথা, আর
বলিয়া কাজ নাই—আমি এখনও গরুড়ম্বজবিসয়িনী
স্পর্শা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই । সখাকে
সাগুপদীন বলে ; সুতরাং আপনি আমার সখা ।
আপনি অপ্রশংসনীয় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার
প্রতি অনুরাগ করুন । আমি ও বিষ্ণু, আমরা উভয়ে
মোহাক্ষ হইয়া “পরস্পরোপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিব”
এই অভিপ্রায়ে তেজঃস্তুস্তলিঙ্গের মূল ও অগ্রদেশ
দর্শনাকাজক্ষায় হংস ও বরাহরূতি ধারণ করি ।
বরাহরূপ ধারণ করিয়া মূল দেখিতে গিয়া বিষ্ণুর
কৌদুশী দশা হইয়াছে, আমি তাহা জানি না, আর
হংসরূপ ধারণ করিয়া অগ্র দেখিতে গিয়া আমি এই
দশায় উপনীত হইয়াছি । উৎপত্তনাবস্থায় আমার
সহস্র বৎসর গত হইয়াছে । আমি মৃতকল্প হইয়া
অত্যন্ত পরিভ্রান্ত হইয়াছি । হে ভদ্র ! অদ্য ভাগ্য-
বশত অবলম্বনরূপে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

দাসোহনুব্রজনাং ॥ ১৩ ॥ তদ্বয়া করণীয়েবং প্রাপ্তনৈবা
কৃতাজলিঃ । যদি পশুতি মূলং স জিতোহহমমুনা
তদা ॥ ১৪ ॥ যদ্বা ন পশুতি তদাপাস্মি সাম্যমুপেঘি-
বান । ইদং দ্বয়মপি প্রায়ো মমাতিক্লেপণং সখে ॥
১৫ ॥ হ্রয়েব পরিহার্যাহমিদানীং সমুপাগতম্ ।
অনৃতামতিভাষ দ্বমুচিতাঞ্চ স্মৃৎস্বতে ॥ ১৬ ॥
গিরমেকামিগামগ্রে চক্রপাণেরুদীরয় । ঐশ হংসাকৃতি-
ব্রহ্মা তেজঃস্তুস্তরূপিণঃ ॥ ১৭ ॥ অত্যাচ্চ দৃষ্টবান-
গ্রমত্ৰ সাক্ষ্যে স্তিতোহস্মাহম্ । তেনাপি তেজঃ-
স্তুস্তম্ময়েমুদা চন্দ্রমৌলিনা ॥ ১৮ ॥ সষ্টাবিতোহয়ং
সুতরাং পিত্রেব হি পিতামহঃ । অতোহয়মেবাত্য-
ধিকো ভবতো বিষ্টরশ্রবাঃ ॥ ১৯ ॥ ইত্যাঙ্কু মম সাহায্যং
সুমহৎ ক্রিয়তাং ত্বয়া ॥ ২০ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ ।
এবং ভূয়ঃ প্রার্থিতোহয়ং বিধাতা দাক্ষিণ্যার্জঃ
কেতকীবইকোহপি । তেজঃস্তুস্তাত্যর্গভাজে তথৈব
প্রাহাশেষং বিষ্ণবে ব্রহ্মবাক্যম্ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কেতকচ্ছদপ্রার্থনাবর্ণনং নাম

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

আপনি অভিনব মিত্রের এই প্রার্থনা সফল
করুন । আপনার সহিত আলাপবশত আমি
আপনার সখা এবং অনুমত-বশে দাস হইয়াছি ।
অতএব আপনি আমার প্রার্থনা পূরণ করুন ,
আমি আপনাকে কৃতাজলি করিতেছি । বিষ্ণু যদি
লিঙ্গমূল দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আমাকে
জয় করিয়াছে । আর যদি সে লিঙ্গমূল দর্শন
করিতে পারে নাই, তাহা হইলে আমিও তাহার
সাম্য লাভ করিয়াছি । তৎকর্তৃক পরাজিত
হওয়া বা তাহার সাম্য লাভ করা, এতদ্ব্যতীত সখে !
আমার পক্ষে অতিশয় লজ্জাজনক । ১—১৫ । হে
সখে ! সম্প্রতি আমার এই লজ্জা পরিহারের
নিমিত্ত তোমার এই অবসর উপস্থিত হইয়াছে ।
তুমি স্মৃদেব জন্ত এই সমুচিত মিথ্যা কথাটী
চক্রপাণির নিকট গিয়া বল যে, “হংসাকৃতি ব্রহ্মা
তেজঃস্তুস্ত লিঙ্গের অত্যাচ্চ অগ্রদেশ দর্শন
করিয়াছেন ; আমি ইহার সাক্ষ্যে অবস্থিত
আছি । সেই তেজঃস্তুস্তরূপ চন্দ্রমৌলিও পিতার
আমি পিতামহকে যার পরনাই সঙ্গীত করিয়া-
ছেন । অতএব বিধি আপনাকে “হইতে শ্রেষ্ঠ ।”
এই কথা বলিয়া আপনি আমার সাহায্য
খ্যাপন করুন । নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—বিধাতা

চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । সোহপি ব্রাহ্মণবৃদ্ধাঃ
তাবতা দ্বিগুণা অয়ন । নাগ্রা দৃষ্টমেনেতি
নিশ্চিকায় বিবেকবান্ ॥ ১ ॥ অল্পগ্রহীতুঃ মাং মুঞ্চঃ
হস্তং চাপ্ত বিবেকদম্ । দেবদেবঃ স এবালং ভূত-
ভর্ত্তেতামস্ততঃ ॥ ২ ॥ মূলসন্দর্শনাশক্ত্যা তেজঃ-
স্তম্ভস্ত মে মদা । ব্যাপেত এব মন্ত্ৰেহদ্য যন্তক্ৰি-
স্ত্রাস্তকেহজনি ॥ ৩ ॥ সূর্যতে বীতগাধহাং স ইদানীং
মহেশ্বরঃ । যন্ত দক্ষিণবামাত্যামঙ্গাভ্যাং নৌ
সমুত্তবৌ ॥ ৪ ॥ অদ্যাপাবীতগাধহালকাসৌ কূট-
সাক্ষিণম্ । হিরণ্যগর্ভো মামেবমতিসঙ্কাতুমিচ্ছতি ॥
তদদা সকলস্তাপি দুঃখস্তাপনয়ে ক্ষমঃ । স এব শরণ-
দেহন প্রাপ্তবাঃ শঙ্করো ময়া ॥ ৬ ॥ তথা কৃতাপরাধস্ত
কৃতদ্বন্দ্বস্ত গুরুদ্রহঃ । তমুতে রক্ষিতা কোহস্তস্তমেব
স্তোমি শঙ্করম্ ॥ ৭ ॥ বিষ্ণুরুবাচ । জয় পৃথ্বীময়াকার

কর্তৃক পুনঃপুনঃ এইরূপে প্রার্থিত হইয়া কেত-
কীবহু তেজঃস্তম্ভান্তিকস্থ বিষ্ণুকে উক্ত প্রকার
অশেষ ব্রহ্ম-বাক্য বলিলেন । ১১ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—বিবেকবান্ বিষ্ণুও
বিধিফে সন্দর্শন করিয়া দ্বিগুণ গর্ভের সহিত
স্থির করিলেন যে, ইনি অগ্রদর্শন করিতে
পারেন নাই । আমাকে অল্পগ্রহ করিতে এবং
বিধির মদ খণ্ডন করিতে ভূতভর্তা দেবদেবই
সমর্থ । তাঁহার মূলদেশ দর্শনে অশক্ত হওয়ায়
আমার মন্ততা অপগত হইল এবং ভগবান্
ব্রাহ্মকে আমার ভক্তি হইতেছে । আমি গর্ভ
পরিহারপূর্বক ইদানীং সেই মহেশ্বরের স্তব
করি । ঐ মহেশ্বরের দক্ষিণ ও বাম অঙ্গ হইতে
আমাদের উদ্ভব । অদ্যাপি গর্ভবশে কূট-
সাক্ষি লাভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ আমাকে বিড়-
দ্বিত করিতেছে । অদ্য সকল দুঃখের অপনয়ন
করিতে সক্ষম হইলাম । সেই শঙ্করকেই আমার
শরণরূপে প্রাপ্ত হওয়া উচিত ! আমি কতাপ-
রাধ, কৃতদ্বন্দ্ব, ও গুরুদ্রোহী, ভীতাতীত । আমার
আর কে রক্ষক আছে ! অতএব আমি তাঁহা-

জয় চাপোময়াকৃতে । জয় প্রভাকরাকার জয়ামৃত-
করাকৃতে ॥ ১ ॥ জয় বৈশ্বানরাকার জয় গন্ধবহাকৃতে ।
জয় হোতুময়াকার জয় কাশময়াকৃতে ॥ ২ ॥ রক্ষ মাং
ত্রিগুণাতীত রক্ষ মাং কালবিগ্রহ । রক্ষ মামক্ষয়ৈ-
শ্বর্য রক্ষ মাং করুণাকর ॥ ৩ ॥ অষ্টা স্বং সর্ব-
জগতাং রক্ষিতা সর্বদোহিনাম্ । হর্তা চ সর্বভূতানাং
হাং বিনৈবাস্তি কোহপরঃ ॥ ১১ ॥ অগুনামপানী-
য়াংস্ত্বং মহাঃস্ত্বং মহতামপি । অন্তর্বহিস্ত্বমোবৈত-
জগদাক্রমা বহুসে ॥ ১২ ॥ নিগমাস্তব নিখাসা
বিশ্বং তে শিল্পবৈভবম্ । স হুং স্বদীয় এবাসি
জ্ঞানমাত্মা তব প্রভো ॥ ১৩ ॥ অমরা দানবা
দৈত্যঃ সিন্ধা বিদ্যাধবা নরাঃ । প্রাণিনঃ পক্ষিণঃ
শৈলাঃ শিথিনোহপি ত্রমেব হি ॥ ১৪ ॥ স্বর্গস্থমপ-
বর্গস্থং হুমোক্ষারহুৎকরঃ । স্বং যোগস্থং পরা
সংবিৎ কিং স্বং ন ভবনৌশ্বর ॥ ১৫ ॥ হুমাদির্শ্ববা-
মন্তৃশ্চ তদ্ব্যং জগুধামপি । কালস্বরূপতাং প্রাপ্য
কলয়স্তথিলং জগৎ ॥ ১৬ ॥ পরেশঃ পরতঃ শাস্তা
সর্বানুগ্রাহকঃ শিবঃ । স এস মে কথঙ্কারং সাক্ষাদ-

রই স্তব করি । ১—৩ । বিষ্ণু বলিলেন,—হে পৃথ্বী-
ময়কার, অমপোয়াকৃতে ! তোমার জয় হোক । হে
প্রভাকরাকার অমৃতকরাকৃতে ! তোমার জয় হোক !
হে বৈশ্বানরাকার, গন্ধবহাকৃতে ! তোমার জয় হোক ।
হে হোতুময়াকার আকাশময়াকৃতে ! তোমার জয়
হোক । হে ত্রিগুণাতীত কালবিগ্রহ ! আমার রক্ষা
কর । হে অক্ষয়ৈশ্বর্য করুণাকর ! আমার রক্ষা কর ।
তোমা ব্যতীত সর্ব জগতের অষ্টা, রক্ষাকর্তা
ও হর্তা, অপর আর কে আছে ? তুমি অণু
সকলের অণু এবং মহৎ সকলের মুহৎ ।
তুমিই জগতের অন্তর ও বাহ্যপ্রদেশ ; তুমিই
জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ । নিগম সকল
তোমার নিখাস, এবং বিশ্ব তোমার শিল্পবৈভব ।
তুমি তোমাতেই জাত এবং জ্ঞান ও আত্মা
তোমারই । অমর, দানব, দৈত্য, সিন্ধা, বিদ্যা-
ধর, নর, প্রাণী, পক্ষী, শৈল, এবং শিথী সক-
লই তুমি । তুমি স্বর্গ, তুমি অপবর্গ, তুমি
ওক্ষার, তুমি যজ্ঞ, তুমি যোগ, এবং তুমিই
পরা সংবিৎ ; তুমি কি নও ? তুমি স্বাবর জঙ্গম
সকলেরই আদি, মধ্য ও অন্ত । তুমিই কাল-
স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া অখিল জগৎ সকলন কর ।
তুমি পরেশ, পর, শাস্তা, সর্বানুগ্রাহক ও শিব,
তাকে কি প্রকারে আমি তোমায় 'সাক্ষাৎ' লাভ

অবতি ধৃজ্জিঃ ॥ ১৭ ॥ যু দৃষ্টা শব্দং প্রাপ্য
নিঃশ্বেদসমবাধুযাৎ । অথবা স্তোমি নন্দাম জান-
মাত্রঃ যথামতি ॥ ১৮ ॥ তচ্ছ্রুত্বৈব রূপা কু ১১
যন্তঃ সর্বতঃশ্রুতিঃ । ইতি নিশ্চিত্য বহু (স্ব-
সমুপচক্রে ॥ ১৯ ॥ স্তমেব নন্দস স্তব প্রামা-
ণ্যমেশ্বরম্ । আদিমধ্যান্তবর্ণিত মণা ত ৩ গ-
দীশ্বরম্ । হঠাতেন বিবৰ্ধন বায়ামাণ্যং সস্ম-
জম্ ॥ ২০ ॥ ত্রীবিধরূবাচ । জয় দেব মহাদেব বাম
দেবরূষধজ । কালান্তক ক্রতুধ্ব নিম্নলকঠেন্দশেষব ॥
২১ ॥ জয় শম্ভো শিবেশান শম্ব ব্যাদক বন্দ্যে ।
স্ববৈবিন পুরারাতে স্থাগো ভব মহেশ্বর ॥ ২২ ॥
জয়েশ থণ্ডপবশো শলিন পশুপতে হব । সর্বদ
ভর্গ ভূতেশ কপালিনীললোহিত ॥ ২৩ ॥ জয়
রুদ্র মথাবতে পিনাকিন প্রমথাদিপ । গঙ্গাধর
বোমকেশ গিরীশ পবমেশ্বর ॥ ২৪ ॥ জয় ভীম
মৃগব্যাধ রুতিবাসঃ রূপানিধে । কৃশাভুবেত-
কৈলাসে নিত্যমেব তি বরুসে ॥ ২৫ ॥ ইন্দ্রা
মকুহাতি ফণী বহাত ভুববম্ । দাপ নঃ সূর্য্য-
শশিনো ব্রহ্মাণ্ড প্রবতেহস্থবো ॥ ২৬ ॥ জ্যোত বি

কবিব ? তোমাকে দর্শন করিলে দাব শবণ
রূপে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ ববে ।
অতঃপব আমি যথামতি তোমাব তেজেব স্তব
কবি । তাহা এবণ ববিয়া তুমি অবশ্যই আনাব
প্রাণ দয়া কবিবে, এইকপই সর্বত্র শ্রবণ ৩০ ৩১
মাঘ । বিষ্ণু এই প্রকাব নিশ্চয় ববিয়া বিস্মিত
বিরিঞ্চি কড়ক অতর্কিতভাবে নিবাবি- হইলেও
সেই আদি-মধ্য অন্তবহিত পবমেশ্বর (৩৩) স্তব
লিঙ্গকে প্রণামপূবঃসব স্তব ববিতে পক্ষা ববি-
লেন, যথা—হে দেব, মহাদেব, বনদেব,
রূষধজ, কালান্তক, ক্রতুধ্বনি, নীলক ইন্দ্র-
শেষব । তোমাব জয় হোক । হে শম্ভো, শিব, ঈশান,
ত্রাদক, ধৃজ্জটে, স্ববৈবিন, পুরাবানে, স্থাগো,
ভব, মহেশ্বর । তোমার জয় হোক । হে ঈশ,
থণ্ডপবশো, শলিন, পশুপতে, হব, সর্বদ, ভর্গ,
ভূতেশ, কপালিন, নীললোহিত । তোমাব জয়
হোক । হে রুদ্র, মথাবতে, পিনাকিন, প্রমথাদিপ,
গঙ্গাধর, বোমকেশ, গিরিশ, পবমেশ্বর । তোমাব
জয় হোক । হে ভীম মৃগব্যাধ রুতিবাস । রূপানিধে
তুমি কৈলাসে নিত্য বর্তমান । তোমাব আজ্ঞা বায়ু
প্রবাহিত হয়, ফণী ধ্বজ বইন করে, সূর্য্য-শশী
আলোক বিতরণ করে, অস্থি ব্রহ্মাণ্ড প্রাবিত করে,

সকলকে যে সর্ব ইচ্ছাসনাং প্রভে । অহং বন্ধা
চ জগতাং নানিহাণ্যাবলম্ ॥ ২৭ ॥ বিধায় কল্পসে
পুত্রো স্ততে শস্ত্রানি মেদিনী । নক্রামস্তাকয়ঃ
সীমাং যচ্চ ইমাংহরেব সঃ ॥ ২৮ ॥ অগ্নিমাদিমহা-
সি নিম্নাবাবণবৈভবঃ । কথং ইমমবৈবন্ত-
পক্ষে সমভিষ্টম্ ॥ ২৯ ॥ বিষ্ণুঃই বিষ্ণু-
বামস্তাং স্ববামঃ সঙ্কটেহপি চ । ন গোযো জাতু
ভক্তষু ব্রহ্মাদঃ সর্বদেব তে ॥ ৩০ ॥ যদা বিবিৎ-
সেভক্তি ই যদা চ প্রানুগোষি তাম । মোহবোধৌ
ন্দা পু সা কল্পেতে বন্ধমোক্ষযোঃ ॥ ৩১ ॥ ইতি
স্বনঃ সারলিবন্ধপাণিনা পতিঃ পশুনামথ চক্রপাণিনা ।
ব্রতাপহাসে চ সবোজসম্ভবে মহোদ্যতে প্রাহু-
ভুদ্যানিবি ॥ ৩২ ॥

ইতি ত্রীশান্দে শঙ্করপ্রাহুভাববর্ণনং নাম
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

এব জোতিষ্ময় গ্রহ নক্ষত্রাদি আব্রাশে বিচরণ
ববে । ই পভো । ৮ সকলই তোমাব শাননে
হইয়া থাকে । আপনি আনাবে ও ব্রহ্মাকে জগতের
সৃষ্টি ও গাণনের প্রভু ববিয়াছেন এব এই
জগতের সৃষ্টি নিমিত্ত আপনি পৃথিবীকে সজ্জন
কবিয়াছেন । এই পৃথিবী শস্ত্র সকল প্রসব ববিতে-
ছেন । থাক সীমা উল্লঙ্ঘন কবেন না, যে হেতু
অগ্নি ও ভূমি আপনাব স্বরূপ । অগ্নিমাদি গিঞ্চি
সকল আপনাবই অসাধাবণ ভবব । কিপ্রবাবে
আমি অসাধাবণ পবিপূত আপনাকে উপেক্ষা
ববিতে পারি ? আমবা শোকবাহিত্য অবস্থায় আপ-
নাকে বিস্মৃত হইয়া থাকি, এব সঙ্কটে পতিত হইলে
স্বরণ কবি, কিন্তু কদাচিৎ আপনাব ভক্তেব উপব
বোধ নাই । অপিচ আপনাব ব্রহ্মাদ সর্বদাই বজ্রান
আছে । আপনি যখন জীবসমূহেব ভক্তি বিধান বা
তাহাব আবরণ কবেন, তখনই তাহাদেব মোহ-বন্ধ
মাক্রকপে কলিত হইয়া থাকে । অঙ্কলিবন্ধ-
পাণি চক্রপাণি কড়ক দয়ানিবি-পশুপতি এইরূপে
স্তব হইয়া ব্রতাপহাস মদোক্ত সরোজসম্ভব-
সমীপে প্রাহুভূত হইলেন । ৮—৩২ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । তেজঃস্তম্ভং বিনির্ভিদা
সঙ্ঘাতমিব চন্দ্রমাঃ । কৈলাসকূটধবলং বৃষেক্ষ-
মধিতস্থিবান্ ॥ ১ ॥ জটাজুটবতা বালচন্দ্রচন্ডেন
মৌলিনা । কপালমালিকাং বৈবীং স্রজং চারুধবীং
দধৎ ॥ ২ ॥ নাগকুণ্ডলভিঃ ফালফলকোন্ডাসি-
লোচনৈঃ । পঞ্চভির্দদনৈদৌপৈঃ ক্ষেড়কল্মাষকঙ্করৈঃ ॥
৩ ॥ শূলং কপালং ডমরুং সারঙ্গং পরশুং ধনুঃ ।
খট্वाঙ্গমমলং খজ্রং দোৰ্ভির্নাগঞ্চ ধারয়ন্ ॥ ৪ ॥
খসিতোদ্ধুলিতাকারো গজচর্ম্মোত্তরীয়বান্ । সর্বা-
লঙ্কারসম্পন্নঃ সর্বদেবৈরভিষ্টুতঃ ॥ ৫ ॥ পরিধানী-
কৃতব্যাঘ্রচর্ম্মো ভাভ্যামদর্শি সঃ । রূপং দৃষ্ট্বা স
আনন্দং ননর্ত্ত নলিনেম্বলং ॥ ৬ ॥ ন কিকিঁদপি
জানানো যুমোহ চ সরোজভূঃ ॥ ৭ ॥ দৃশ্যভিনন্দা
মাধবং প্রসন্নয়া মহেশ্বরঃ । অখোদতিষ্ঠিপচ্চ তং
সহচক্রিয়চতুর্থম্ ॥ ৮ ॥ জগাদ চাধিকারিতামদা-
যুবাং সমুক্রতো । ন লজ্জিতবামত্র বাময়ং ক্রমো-

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—বিষ্ণু-বিধি উভয়ে দেব
শঙ্করকে দর্শন করিলেন । চন্দ্রমা যেমন সঙ্ঘাত
ভেদ করিয়া নিঃসৃত হন, তেমন ভগবান্ শঙ্কর
তেজস্তম্ভ ভেদপূর্ব্বক নিঃসৃত হইয়া কৈলাসকূটধবল
বৃষেক্ষে আরোহণ করিলেন । তাঁহার মৌলিতে
জটাজুট এবং বালচন্দ্র বিরাজিত । তিনি কপাল-
মালা-বিশিষ্ট বৈবী আরুধবী মালা ধারণ করিয়াছেন ।
নাগকুণ্ডল ও ফলি-ফলকোন্ডাসী লোচনে তাঁহার
প্রদীপ্ত বদনমণ্ডল সুশোভিত । তাঁহার স্বক্ৰদেশে
ক্ষেড় ও কল্মাষ সংরক্ষিত । শূল, কপাল, ডমরু, সারঙ্গ,
পরশু, ধনু, খট্वाঙ্গ ও অমল খজ্র, এসকল তাঁহার
হস্তে চুস্ত রহিয়াছে । তিনি খসিতোদ্ধুলিতাকারে
গজচর্ম্মোত্তরীয়ধারী সর্বালঙ্কার-সম্পন্ন ও দেবগণ
কর্ত্তক অভিষ্টুত এবং তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ।
ভগবান্ মহেশ্বর ঐরূপ অপরূপ রূপ দেখিয়া নলিন-
নেত্র আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । এদিকে
পদ্মযোনিও তাহার কিছুই জানিতে না পারিয়া মুগ্ধ
অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন । মহেশ্বর
প্রসন্নতার সহিত নয়নেজিতে মাধবকে অভিনন্দিত
করিয়া চতুরাননকে হকার প্রদানপূর্ব্বক উত্থাপিত
করিলেন এবং বলিলেন,—তোমরা উভয়ে অধি-

হধিকারিণাম্ ॥ ৯ ॥ পরীক্ষা বৈভবং মম প্রবোধ-
বানভূদ্ধরিঃ । অং ন জাতু পদ্মভূহলয়নো দুরা-
বান্ ॥ ১০ ॥ অশাসি পঞ্চবক্রতা যদোপহাসিতো
হহম্ । পুনঃ স্বপুত্রিকারতিশ্রয়েষ শিকিতোহভবৎ ॥
১১ ॥ তৃতীয় এষ মন্তরপাশো কথং হু সঙ্ঘতে ।
হদস্ত তু প্রতিষ্ঠয়া কচিন্ন ভূয়তাং বিধেঃ ॥ ১২ ॥
অয়ঞ্চ কেতকচ্ছদো যদাপ কূটসাক্ষিতাম্ । অতঃ
পরং ন জাতু তন্মমৈতু মুক্তিং সংস্থিতম্ ॥ ১৩ ॥
শৈবপুত্রমেতো গিরিশঃ প্রীত্যা বিষ্ণুমভাষত ॥ ১৪ ॥
শ্রীমহেশ্বর উবাচ । বৎস মা ভৈঃ প্রসমোহস্মি
ভবতে ভক্তিগালিনে । নহু স্বমদ্যনে জাতঃ
সাত্ত্বিকোহসি বিশেষতঃ । মাহেশ্বরপ্রগণ্যোহসি
জগত্যাং হি যথা পুরা ॥ ১৫ ॥ ন তবাতঃ পরং
জাতু ভক্তিহানির্ভবেম্মরি । প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানা
কল্পতে চ বিমুক্তয়ে ॥ ১৬ ॥ ইত্যুগ্রহকৃতং
ত্রিলোচনং ভক্তিতাজি নিরহংক্রিয়ে হরৌ । ভীতি-

কারিতামদে উদ্ধত হইয়াছ । তোমাদের ইহাতে
লজ্জা হয় নাই ? এই-কি অধিকারীদিগের কর্তব্য ?
১—৯ । হরি আমার বৈভব দেখিয়া অনেকটা প্রবো-
ধিত হইয়াছে ; কিন্তু দুরাত্মা পদ্মভূ এখনও প্রবোধিত
হয় নাই । এই বিধি আমার পঞ্চবক্রতার জন্ত
আমাকে উপহাস করে । স্বপুত্রিকা-রতিও ইহার
অন্ততম অপরাধ । তখনও আমি ইহাকে সহপদে
প্রদান করিয়াছিলাম । অধুনা ইহার তৃতীয় অপরাধ-
উপস্থিত । অহো ! কিরূপে ইহা সহ করা যায় ?
অপরাধের ফলে এই বিধির কুত্রাপি প্রতিষ্ঠা হইবে
না । এই কেতকচ্ছদ ও কূট-সাক্ষিতা প্রাপ্ত হইয়াছে ;
সুতরাং এ আমার মস্তকে কদাচিৎ স্থান পাইবে না ।
এই প্রকারে গিরিশ কেতকচ্ছদ ও ত্রক্ষাকে শাপ
প্রদান করিয়া প্রীতিসহকারে বিষ্ণুকে বলিলেন,—
বৎস ! তোমার ভয় নাই ; তুমি ভক্তিমান, আমি
তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি । তুমি আমার অঙ্গ
হইতে জন্মিয়াছ এবং তুমি বিশেষ সাত্ত্বিক ; অতএব
তুমি পুণ্ড্র যেমন ছিলে, এখনও তেমন শিবভক্তা-
গণ্য রহিলে । অতঃপর আর আমার প্রতি তোমার
ভক্তিহানি ঘটিবে না । প্রতিক্ষণ আয়ার, প্রতি
তোমার ভক্তি বর্দ্ধিত হইয়া তোমার মুক্তির পথ
পরিষ্কার করিবে । ভগবান্ ত্রিলোচন নিরহকার
হরির প্রতি এইরূপ অমুগ্রহ প্রকাশ করিলে বিধি

মানবনতঃ স্বয়ং বিধিঃ স্তোতুমারতত কপ্ত-
বন্দনঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি ত্রীকান্দে ব্রহ্মকণ্ঠশিবস্তোতাদামবান-
নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ

ব্রহ্মোবাচ । দেবদেব তবৈশ্বর্যং কেন শক্যেত
বেদিতুম্ । বিনা ভাগ্যকাস্মুলভং ভবদীয়মহু-
গ্রহম্ ॥ ১ ॥ অকর্তৃকানি বাক্যানি ঐশ্বর্যং তে
নিরত্যমম্ । ন স্তোতুং শক্যতে কিন্তু নমস্কৃৎস্তি
দূরতঃ ॥ ২ ॥ কো বিষ্ণুঃ কোহহমেতে বা দিক্পালা
বাসবাদয়ঃ । ইমেব দেব কর্তাসি জগৎসৃজন-
রক্ষয়োঃ ॥ ৩ ॥ পতিস্বং পার্শ্বতীনাথ পশবো
বয়মপ্যমী । বহুং পাশেন মোক্তুং বা ইমেবান্মান
প্রগল্ভসে ॥ ৪ ॥ ষড়্বিংশতবর্ষরূপম্ভিতশ্চাভি-
বর্তসে । কোবিদঃ কো বিনির্গেতুং তব যাথাত্মা-
মীশ্বরঃ ॥ ৫ ॥ কিরাতঃ কিল দেবস্বং সারমেয়ৈঃ
কিলাগমৈঃ । ষড়্বর্গহিংস্রান্ সংহর্তুং করোষ্যাথেট-
ম্ ॥ ৬ ॥ দেব দক্ষাধ্বরে পূৰ্ব্বং বীরভদ্র-

ভীত-চিত্তে অবনত-মস্তকে স্বরচিত ভাষায় তাঁহার
স্তব করিতে লাগিলেন । ১০-১৭ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবদেব ! ভাগ্যকাস্মুলভ
ভবদীয় অহুগ্রহ ব্যতিরেকে কে তোমার মহিমা অব-
গত হইতে পারে ? তোমার নিরত্যম ঐশ্বর্য বহু-
বাক্যেরও অগোচর । অতএব মানব তোমার স্তব
করিতে অসমর্থ হইয়া দূর হইতে নমস্কার করিয়া
থাকে । এই সৃষ্টির পালন এবং রক্ষাবিষয়ে বিষ্ণুই
বা কে, আমিই বা কে, এবং বাসবাদি দিক্পালগণই
বা কে ? একমাত্র তুমিই এই জগতের সৃজন-পাল-
নের কর্তা । হে পার্শ্বতীনাথ ! আমরা পশু, আর
তুমি আমাদের পতি । তুমিই আমাদের পালক
ও মুক্ত করিতে সক্ষম । তুমিই ষড়্বিংশতিবর্ষরূপে
সর্বত্র বিদ্যমান । কোন্ পণ্ডিত তোমার যাথাত্ম্য
নির্ণয় করিতে সমর্থ ? তুমি কিরাতরূপে আগমরূপ
সারমেয় দ্বারা কাম-ক্ৰোধাদি রিপুবড়্বর্গরূপ-হিংস্র

বদান্তয়া । কাংকাং শিক্ষামকাষীন্ন ইতি কাপি
বিভৃদনা ॥ ৭ ॥ তব কালাগ্নিরূপস্ত সর্বব্রহ্মাণ্ডদাহিনঃ ।
পোষনাংপুষ্পচাপস্ত প্রায়ো জিত্তেতি শেয়ুযী ॥ ৮ ॥
কৃতাপরাধঃ শূলেন ইয়া দীর্ঘো জনকরঃ । অন্তকোহন্ধক-
দৈত্যশ্চ প্রতিবীরশ্চ কোহস্তি তে ॥ ৯ ॥ আধারযিষ্যৎ
কঠেন কালকূটং ন চেদ্বান্ । কথং চ ধারযিষ্যামো
বয়ং সঙ্কোহপি জীবিতম্ ॥ ১০ ॥ দেবদাক্ষবনে পূৰ্ব্বং
মুনীন কেবলকর্ম্মণান্ । প্রক্ষোভ্য ধূর্তবেশস্বং দয়য়া-
বগ্রহীস্থথা ॥ ১১ ॥ অজিঘ্রাক্রান্তবানো চেদভ্যুগ্রাৎ
ইমপস্মৃতিম্ । ইয়াক্রান্তমিদং কুৎসমন্ধকারায়তে
জগৎ ॥ ১২ ॥ অর্দ্ধনারীশ্বরং রূপং ইয়া চেন্ন
প্রকাশিতম্ । প্রভবামি কথং শ্রষ্টুং জগদেতচ্চরা-
চরম্ ॥ ১৩ ॥ ভবতা স্তম্ভিতঃ শস্তো সংরস্তাজ্জম্ভ-
জিহ্বজঃ । কিয়ন্তুং হস্ত কালং তে জয়ন্তস্ত ইব
স্থিতঃ ॥ ১৪ ॥ ভিক্ষোঃ কপালমাপূর্যা কধিরেণাবুনো
হরিঃ । শূলে নোৎক্ষিপ্য মুমুহে হেতব্ধমবধারয় ॥
১৫ ॥ ন চেদশিক্ষয়ঃ সর্বশস্ত্রাস্ত্রাণ্যনুকম্পয়া ।

জম্ভগণকে নংহার করিবার নিমিত্ত মৃগয়া-কৌতুক
সম্পাদন কর । হে দেব ! দক্ষ-যজ্ঞধ্বংসসময়ে
বীরভদ্র তোমার কোন্ আদেশ না পালন করিয়া-
ছিল ? কিন্তু তাহার সে সমস্তই বিভৃদনামাত্র ;
কারণ,—তুমি কালাগ্নিরূপে ব্রহ্মাণ্ড দাহকালে তাহাকে
রক্ষা না করিয়া পুষ্পচাপকে রক্ষা করিলে, ইহা কি
লজ্জার বিষয় নহে ? তুমি কৃতাপরাধ জনকরকে
শূলদ্বারা নিহত করিয়াছ এবং অন্ধকাসুরের
নিধন সাধন করিয়াছ । তোমার প্রতিষেধকে
আছে ? তুমি কঠদেশে কালকূট ধারণ না
করিলে আমরা সকলে কি প্রকারে জীবন ধারণ
করিতাম ? তুমি পূর্বে ধূর্তবেশ ধারণ করিয়া
দেবদাক্ষবনস্থিত একমাত্র কর্ম্মঠ মুনিগণকে ক্ষুভিত
করিয়া অবশেষে রূপা-পরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে
অহুগ্রহ করিয়াছ । তুমি যদি অজিঘ্রদ্বারা অত্যাগ্র
জলক্ষরণ আক্রমণ না করিতে, তাহা হইলে
এই সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইত । যদি
তুমি অর্দ্ধনারীশ্বররূপ প্রকাশ না করিতে, তাহা
হইলে আমি এই চরাচর জগৎ কি প্রকারে সৃষ্টি
করিতাম ? হে শস্তো ! তুমি সংরস্ত সহকারে
জম্ভজিতের হস্ত স্তম্ভিত কর, হায় ঐ হস্ত কিছুদিন
তোমার জয়ন্তস্তের ন্যায় বিরাজিত ছিল । ১-১৪ ।
কোন সময় হরি আত্মরুধিরে জর্নৈক ভিক্ষুর কপাল-
পাত্রপূরণ করিয়া দিয়া তাহা শূলদ্বারা উৎক্ষেপণপূর্বক

নির্দোষময়ং কথং বৈরং ক্রুদ্ধোহপি জমদগ্নিভূঃ ॥ ১৬ ॥
নৃহরিং শরভাকারঃ সমহায়ী চেষ্টবান । স এব
সংহরেদ্বিষ্ণুং ত্রিণাকশিপোবপি ॥ ১৭ ॥ ত্র্যম্বাককৃষ্ণঃ
কল্পাকৌ কৈবর্তো মৎস্যকচ্ছপৌ । হরিং বদ্ধাহিরাট্-
স্বত্রে নৃসিংহমথ শূকরম্ ॥ ১৮ ॥ একোনে পদ্ম-
সাহস্রে স্বনেত্রেণ কৃতার্চনম্ । শূলিন সুদর্শনঃ দত্তা
দৈত্যাদিবমতৃত্যঃ ॥ ১৯ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ ।
স্বতৌবমস্ত বিবেশচ প্রার্থনেন প্রসাদবান ।
ধূজ্জটিঃ সৃষ্টিকর্তৃং পুনরঙ্গাভামনুত ॥ ২০ ॥
সমজ্যাস্তু দ্বিজানাং চ পূজনং চানুশিষ্টবান । উভাবপা-
ত্রবীদেতো বাৎসল্যাকলশেখরঃ ॥ ২১ ॥ ত্রিশিব
উবাচ । বৎসৌ যুবাঃ ন জ্ঞাতৈবং ভ্রয়ো ভবত-
মুদ্ধতো । গুরুং স্মরন্তৌ মামেব জাগতং সৃষ্টি-
রক্ষয়োঃ ॥ ২২ ॥ ইহ প্রদেশে যুবমোর্ধন্যানুগ্রহঃ
কৃতঃ । পুণ্যক্ষেত্রমিদং পুংসাং ততো মোক্ষায়
কল্পতাম্ ॥ ২৩ ॥ যোজনত্রয়মাত্রেহস্মিন ক্ষেত্রে

মোহ প্রাপ্ত হন, ইহা তুমি জান । তুমি যদি রূপা-
পরতন্ত্র হইয়া শস্যস্থ সকল শিক্ষা না দিতে, তাহা
হইলে জামদগ্ন্য ক্রুদ্ধ হইয়াই বা কি প্রকারে বৈর-
নির্ধাতন করিতেন ? তুমি যদি শরভাকার ধারণ
করিয়া নৃ-হরিকে সংহার না করিতে, তাহা হইলে
সেই নৃ-হরি ত্রিণাকশিপু এমন কি সমস্ত বিশ্বকেই
নিহত করিতে পারিত । তুমি কৈবর্ত হইয়া কল্পাকিতে
মৎস্য ও কচ্ছপকে আকর্ষণ কর এবং নৃসিংহ, বরাহ
প্রভৃতি রূপবাহী, স্বনেত্ররূপ একোনসহস্র পদ্মে
কৃত-ভবদীয়ার্চন হরিকে অহিরাজ-স্বত্রে দ্বারা বন্ধন
করিয়া তাঁহাকে তুমি সুদর্শন চক্র প্রদান করিয়া
দেবতাদিগের সম্ভাব্য বিধান করিয়াছ । নন্দিকেশ্বর
বলিলেন,—ধূজ্জটি এইরূপে ত্রক্ষা ও বিষ্ণুর স্তবে
ও প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে
সৃষ্টি-কর্তৃ হ ও দ্বিজসভায় পূজাপ্রাপ্তির আদেশ
করিলেন । চল্লশের বাৎসল্য বশতঃ ত্রক্ষা বিষ্ণু
উভয়কে এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন ;
বলিলেন,—হে বৎসদ্বয় ! তোমরা না জানিয়া
এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে, আমাকে
গুরুরূপে অবগত হইয়া তোমরা পুনরায় সৃষ্টি
ও রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হও । এইস্থানে আমি
তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলাম বলিয়া এই
স্থান আনন্দের মুক্তিজনক পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ
হইবে । ত্রিযোজনপরিমিত এই তীর্থক্ষেত্রে যে

নিবসতা নৃণাম্ । দীক্ষাদিকং বিনাপ্যস্ত মৎস্যযুজ্যঃ
মমাজ্ঞয়া ॥ ২৪ ॥ যদা তিরশ্চামপাত্ত স্বাবরাণাং চ
দেহিনাম্ । অযুক্তিপূর্ব্বিকা বুদ্ধিরপবর্গস্ত জায়তাম্ ॥
২৫ ॥ নৃণাং চ দর্শনাদরে কৈবল্যং স্মরণেন বা ।
অস্ত বেদান্তবিজ্ঞানং ন সাধাং নিঃস্রবাসতঃ ॥ ২৬ ॥
শুভায় তৈজসী মূর্তিঃ স্বাবরা মম শাশ্বতী । অরুণা-
ত্রিণাকশিপো ন তিত্যমেবাত্ত বর্ততাম্ ॥ ২৭ ॥
যুগাভ্যামেহপি নৈনং তু মজ্জয়েদুর্মহাকয়ঃ । ন চালয়েদু-
র্মকতো ন দহেদ্যশ্চ বহুয়ঃ ॥ ২৮ ॥ জ্যোতির্ময়মিদং
লিঙ্গং জ্যোতিঃষপি ন জাতুচিৎ । ক্রমস্তাং
নির্গমাগতা খেচরাণি সমন্ততঃ ॥ ২৯ ॥ যন্তানুগ্রহ-
মিচ্ছামি জ্যোতঃস্বাত্ত সমস্তবঃ । দেহান্তে কল্পতাং
মুক্তো বিনোপনিসদৌর্গিরঃ ॥ ৩০ ॥ এষ দূর্য্যৎ
প্রণামেন নিকর্ষীচ্চ প্রদক্ষিণাৎ । অপি পাপাত্মনাং
পুংসামস্ত নিশ্রেয়সপ্রদঃ ॥ ৩১ ॥ অত্রৈব নিয়তং
বাসাঃ সম্ভবন্তি মহাত্মনাম্ । তস্ম্যৎ স্থলমিদং হিমা
ন গম্ববাঃ কদাচন ॥ ৩২ ॥ শোণাচলমনাদৃতা কচিৎ
স্থিরাপি মুক্তয়ে । তস্মাদ্যুবাঃ বিবিহরী বসতঃ

সকল মানব বাস করিবে, আমার আদেশে দীক্ষাদি
ব্যতিরেকেও তাহাদের মৎস্যযুজ্য লাভ ঘটিবে ।
১৫—২৪ । অপিচ এখানে তির্ধ্যক জাতি, স্বাবর ও
দেহধারী মাত্রেই অপবর্গপ্রদায়িনী বুদ্ধি জন্মায় ।
দূর হইতে এই স্থান দর্শন ও স্মরণ করিলে নরের
কৈবল্য ও অনায়াসে অসাধ্য বেদান্তবিজ্ঞানলাভ হয় ।
এই স্থান আমার এই তৈজসী স্বাবরা শাশ্বতী মূর্তি-
স্বরূপ অরুণাঙ্গি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া নিত্য
বিদ্যমান থাকিবে । এই মহাক্সি যুগকয়ে নিমগ্ন হইবে
না, মরুৎ ইহাকে চালিত করিতে সক্ষম হইবে না
এবং বাহু দাহ করিতে পারিবে না । অত্রত্য লিঙ্গ
জ্যোতির্ময় । যাবতীয় জ্যোতির্ময় পদার্থের মধ্যে
এরূপ জ্যোতিঃ আর নাই । খেচরগণ ইহার
চতুর্দিকে অবস্থিতি ও গুতায়াত করে । আমি
যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহারই এই
স্থানে জন্ম হয় এবং দেহান্তে তাহার উপনিষৎ-
সদ্বক্ষীয় বাক্য ব্যতিরেকে মুক্তি লাভ ঘটে । এই
লিঙ্গকে দূর হইতে প্রণাম বা নিকটে আসিয়া
প্রদক্ষিণ করিলে পাপাত্মা পুরুষ সকলের মুক্তিকাত
হইয়া থাকে । মহাত্মা ব্যক্তিগণেরই এই স্থানে
নিত্য বাস সম্ভব হইয়া থাকে । অতএব এ
স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করা কদাচ
কর্তব্য নহে । এই শোণাচল পরিত্যাগ করিয়া

চাশ্ব নিত্যশঃ ॥ ৩৩ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ । ইত্যুক্ত-
বস্তং কামারিং প্রণম্য বিধিমাধবো । তৌ ব্যাজাপয়তাং
দেবং দূরীভবদহত্ক্রিয়ো ॥ ৩৪ ॥ বিধিমাধবাবচতুঃ ।
এবমেতজ্জগদাধার জগদাধারতাং গতাঃ । আস্তাং
গিররসৌ কিং তু তেজো হস্ত সূক্তঃসহম্ ॥ ৩৫ ॥
অতোহয়মুত্তমো রুদ্র তেজঃ সামান্তশৈলবৎ । তিষ্ঠত্ব-
ভেদ্যমহিমা নিশ্চেষসমহাগনিঃ ॥ ৩৬ ॥ বিরূণোতি
নিজং জ্যোতিবিশ্বাস্ত্য সমুদয়ে । প্রত্যকং
কার্ত্তিকে মাসি রুতিকাসু দিনাত্যয়ে ॥ ৩৭ ॥ শর্ম্মদোহপি
নৃণাং দেব শোণাডিস্তব শাসনাৎ । মহাদার্চিতুং
শক্যো ন শ্রাদ্ধকৃন্ত কশ্চিৎ ॥ ৩৮ ॥ এতশ্চো-
পত্যকায়াং তদদ্যারভ্যাসদর্শনাৎ । দেবেন সন্নি-
ধাতব্যমবস্থাং লিঙ্গরূপিণা ॥ ৩৯ ॥ তচ্চারুগিরী-
শানমাবামাধায়াবহে । অভিষেকানুলেপাদ্যৈরুপ-
চারৈর্যথাবিধি ॥ ৪০ ॥ সন্তাত্ত কেশরীশচূতা নাগপুরাগ-
কেশরাঃ । আরথধাঃ কুরবকা মালুরাঃ পাটলা
অপি ॥ ৪১ ॥ অত্রৈব সন্নিধাতব্যং দেবদেব দয়ানিধে ।
যতস্তত্ভজিতাদ্যাং নো ভবতাত্তহপাসনাৎ ॥ ৪২ ॥

মুক্তির নিমিত্ত অন্যত্র কুত্রাপি যাওয়া নিষ্প্রয়োজন ।
অতএব হে বিধি-হরি ! তোমরা উভয়ে নিতা এই
স্থানে বাস কর । নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—কামারি
এই কথা বলিলে বিধি ও মাধব গর্ভরহিত হইয়া
অভিবাদনপুরঃসর তাঁহাকে বলিলেন,—হে জগদা-
ধার ! এই মহাক্ষেত্র সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিলেন,
তাহা ঐরূপই বটে । এই গিরি জগতের আধার-
স্বরূপ, ইহা ঐরূপই বিরাজিত হউক ; কিন্তু ইহার
তেজ সূক্তঃসহ । হে রুদ্র ! অতএব ইহার উত্তম
তেজ সামান্য শৈলের ন্যায় থাকুক । ইহার মহিমা
অভেদ্য, ইহা মুক্তিপদের আকরস্বরূপ । এই
অদ্রি বিশ্ব-সমৃদ্ধির নিমিত্ত নিজ জ্যোতিঃ বিস্তার
করিতেছে । প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে রুতিকা-
নক্ষত্রে এই শোণাডি আপনার শাসনে মানবগণের
সুখদায়ক হইয়া থাকে । কোন ভক্তই অতি মহত্ব
বশতঃ এই অদ্রির অর্চনা করিতে সমর্থ হয় না ।
এজন্য ইহার উপত্যকা ভূমিতে অদ্যাবধি
আমাদিগের প্রার্থনা বশতঃ লিঙ্গরূপী দেব
বিরাজ করিতেছেন । ঐ অরুণগিরীশকে আমরা
ভূই জনে অভিষেক-উপলেনাদি উপচার দ্বারা যথা-
বিধি আরাধনা করিব । এই স্থানে কেশর, চূতা,
নাগ, পুরাগ, কেশর, আরথধ, কুরবক, মালুর ও
পাটলা প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ আছে । দেবদেব

নান্তথা চিত্তশুদ্ধিনে দেবেহপ্যেবং প্রসেহ্ষি ।
অনাদ্যবিদ্যাবৃত্তয়ে যো ভবিষ্যতি নিত্যশঃ ॥ ৪৩ ॥
শোণাড্রেঃ পূর্বদিগ্ ভাগে স এব ভূশম্বরতঃ । স
এবাং নিবাসায় দেবস্ত হৃদয়ঙ্গমঃ ॥ ৪৪ ॥ সাক্ষবেদা
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণানি শিবাগমাঃ । কুহা চ সকলাঃ
প্রোক্তা ভবতৈব ভবাবয়োঃ ॥ ৪৫ ॥ নিশ্চেষসায়
ভক্তানাং হ্রয়েব গুরুরূপিণা । অষ্টাবিংশতিরাত্যাতা
আগমাঃ শৈবসংজিতাঃ ॥ ৪৬ ॥ তেষু কশ্চ
প্রকারেণ কুর্মাণো হৃদ্যপাসনাম্ । কদাপ্যজ্ঞান-
জামার্ত্তিং নাধিগচ্ছাব শঙ্কর ॥ ৪৭ ॥ নন্দিকেশ্বর
উবাচ । ইতি তৌ ধাতৃগোবিন্দৌ পাদপদ্মাবলম্বিনৌ ।
জগাদ ককর্ণামূর্ত্তির্জগতীভূতসুতাপতিঃ ॥ ৪৮ ॥
শ্রীমহাদেব উবাচ । যুক্তযুক্তমিদং ভদ্রো ময়াপ্যেবং
মনীষিতম্ । কামিকোক্তেন মার্গেণ মামর্চয়িতুমর্হথ ॥
৪৯ ॥ মহতো বিস্মৃতা মত্তে ভবন্ত্যাং শৈবসংহিতা ।
অধুনা মৎপ্রসাদেন পুনরুভাসতাং হৃদি ॥ ৫০ ॥

দয়ানিধি এই স্থানে সন্নিহিত । আমরা এই
স্থানে তাঁহার উপাসনা করিয়া তদীয় ভক্তি-
দাট্য অর্জন করিব । ইহার অন্তথা করিলে
দেব শঙ্করে আমাদের চিত্তশুদ্ধি জন্মাইবে না ।
অনাদি অবিদ্যাবৃত্তির নিমিত্ত যে ব্যক্তি নিত্য
শোণাডির পূর্বদিগ্ভাগে অবস্থান করে, সে
অত্যন্ত উন্নতিশালী হয় । ঐরূপ ব্যক্তিকেই
ঐ স্থানে নিবাসের জন্য দেবদেব মনোনীত
করেন । হে ভব ! আপনি মুক্তি প্রদানের
জন্য ভক্তগণের গুরুস্বরূপ ; আমাদের উভয়ের
নিমিত্ত আপনি সাক্ষ বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও
শিবাগম সকল প্রণয়ন করিয়া কীর্তন করিয়া-
ছেন । ২৫—৪৫ । শৈব আগম অষ্টাবিংশতিসংখ্যক ।
তাহার মধ্যে কোন্টী দ্বারা আমরা আপনার
উপাসনা করিব ? হে শঙ্কর ! কবে আর
আমাদিগকে অজ্ঞানজনিত অশেষবিধ পীড়া
ভোগ করিতে হইবে না ? নন্দিকেশ্বর বলি-
লেন,—ককর্ণামূর্ত্তি জগতীভূতসুতাপতি স্বীয়
পাদ-পদ্মাবলম্বী ধাতা ও গোবিন্দকে বলিতে লাগি-
লেন । শ্রীমহাদেব বলিলেন,—হেভদ্রযুগ্ম ! তোমরা
উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ । আমিও ঐরূপ বিবে-
চনা করিতেছিলাম । তোমরা ‘কামিকোক্ত’—
পদ্ধতি অনুসারে আমার অর্চনা করিবে । বোধ
হয়, তোমরা মোহবশতঃ শিব-সংহিতা জুলিয়া
গিয়াছ ? অধুনা আমার প্রসাদে তাহা তোমাদের

নন্দীশ উবাচ । ইত্যুক্তা ত্রীশবাগীশো গিরিশোহস্তর-
ধাদথ । তদা প্রাহুর্ভূত লিঙ্গং কিমপি মঙ্গলম্ ॥
৫১ ॥ তচ্চাবলোক্য সাশ্চর্য্যো মুকুন্দকমলাসনো ।
মুহুঃ প্রণম্য সানন্দং প্রাৰ্চ্য তুষ্টবতুশ্চিরম্ ॥ ৫২ ॥
তাবকারয়তাং শোণাগিরিনাথস্ত চালয়ম্ ॥ নানা-
শিল্পাভূতং বিশ্বকর্ষণা প্রচয়েন চ ॥ ৫৩ ॥ থানয়ামাসতু-
স্তত্র সরঃ কিমপি পাবনম্ । অভিবেকায় দেবস্ত
সর্বতৌর্গময়ং নবম্ ॥ ৫৪ ॥ অরুণাখ্যং পুরং চারাত্
কল্পয়ামাসতুশ্চিরম্ । সিদ্ধো মোৎকষ্ঠতে লঙ্কা
কৈলাসায়াপি ধুজ্জটিঃ ॥ ৫৫ ॥ তস্তাং ব্রহ্মর্ষয়ো
দেবা গন্ধর্বা দিবাযোষিতঃ । সিদ্ধবিদ্যাধরা
যক্ষাঃ পৌরহঃ সমুপায়যুঃ ॥ ৫৬ ॥ তৌর্গানি ধার্যা
কুপহঃ গজাদ্যাঃ সরিতস্তথা । নন্দনাদৌনি চ
বনান্তভবরিকুটস্থতঃ ॥ ৫৭ ॥ গোলোকো গোগোষ্ঠ-
তয়া নৈগময়ঃ কিলাগমাঃ । শৈলাশ্চ গোপুরাদিহঃ
স্মৃতয়ো বিধিতাঃ যযুঃ ॥ ৫৮ ॥ ভূতাঃ প্রেতাঃ
পিশাচাশ্চ বেতালাঃ কটপূতনাঃ । প্রপন্না মানুষ্যঃ
দেহঃ তস্তাং কিল পৃথগ জনাঃ ॥ ৫৯ ॥ দেবোহপি

হৃদয়ে পুনরায় উদ্ভাসিত হউক । নন্দীশ বলি-
লেন,—ত্রীভগবান্ ঈশ গিরিশ এই কথা বলিয়া
অন্তর্হিত হইলেন । ঐ সময় ঐ স্থানে এক অনি-
র্বচনীয় মঙ্গলময় লিঙ্গ প্রাহুর্ভূত হইলেন ।
তাঁহাকে দেখিয়া মুকুন্দ ও কমলাসন সাশ্চর্য্যে
বার বার প্ৰণাম করিয়া আনন্দের সহিত
অর্চনা করত বহুক্ষণ যাবৎ স্থব করি-
লেন । তাঁহারা উভয়ে বিশ্বকর্ষা দ্বারা বিবিধ
উপকরণে শোণাদ্রিমধ্যে নানাশিল্পাভূত এক
আলয় নিৰ্ম্মাণ করাইলেন । এক পবিত্র অনি-
র্বচনীয় সরোবরও ঐ স্থানে তাঁহারা খনন
করাইয়াছিলেন । ঐ সর্বতৌর্গময় অভিনব
সরোবরে দেবতাদিগের অভিবেকক্রিয়া সম্পন্ন
হইত । উহার চতুর্দিকে অরুণাখ্য নগর বসান
হইল । ঐ স্থানে থাকিয়া কেহই সিদ্ধি লাভার্থ
উৎকর্ষিত হইত না । ধুজ্জটিও ঐ স্থানে
থাকিয়া কৈলাসের জন্ত উৎকর্ষিত হইতেন
না । ব্রহ্মর্ষি, দেব, গন্ধর্ষ, দিবা যোষিৎ, সিদ্ধ,
বিদ্যাধর ও যক্ষগণ ঐ নগরের অধিবাসী
হইল এবং গজাদি সরিৎসকল কুপ, নন্দনাদি
বন নিকুট, গোলোক গো-গোষ্ঠ, আগম সকল
নৈগম, শৈল গোপুর এবং স্মৃতিসমূহ বিধি
হইল । ভূত, প্রেত, পিশাচ, বেতাল, ও কট-

ধুজ্জটিস্ততাঃ কোতুকী সিদ্ধরূপধুক । যোগিহঃ
সমুপাস্থায় মাত্রাকৌপীনমুণ্ডধুক ॥ ৬০ ॥ ন কেনচিদ-
বিজ্ঞাতঃ সদা সর্বত্র দীপ্যতি । তৌ চ কেশব-
লোকেশৌ জটিলৌ ভস্মগুণ্ঠিতৌ ॥ ৬১ ॥ দাক্ষৌ
শোণাদ্রিনাথঃ তমর্চয়ামাসতুশ্চিরম্ । তত্রত্যানাথ
সর্বেষাং বর্ণানামানুগত্যতঃ ॥ ৬২ ॥ দীক্ষাদিকানি
চক্রাতে স্বয়মাচার্য্যতাং গতৌ । ক্রমেণ হতনির্মাল্যৌ
সর্বাগমরহোবিদৌ ॥ ৬৩ ॥ প্রাতঃ স্নান সমাহৃত্য
পুষ্পপত্রাদিকং ফলম্ । মন্ত্রং চারুণনাথস্ত তত এব
রহঃ শ্রুতম্ ॥ ৬৪ ॥ জজ্ঞানাকৌ জজপতুঃ সর্বমজ্ঞা-
ধিকং সদা । ধূপপ্রদীপনৈবেদ্যগীতবাদিত্রনর্তনৈঃ ॥
৬৫ ॥ প্রদক্ষিণানমস্কারৈর্মুদ্রাবন্ধৈর্নবৈর্নবৈঃ । আস-
নেন চ মূর্ত্যা চ মূলেন চ যথাবিধি ॥ ৬৬ ॥ পঞ্চব্রহ্ম-
ষড়ঙ্গাদৈরর্চয়ামাসতুঃ শিবম্ । এবং বর্ষসহস্রাণি
ষোড়শারুণশঙ্করম্ ॥ ৬৭ ॥ বেধোবিষ্ণু সমারাধ্য
শিবজ্ঞানমবাপতুঃ ॥ ৬৮ ॥ ইতীমদজ্ঞাবি ময়া রহস্তং
পিতুঃ শিলাদস্ত মুখাৎ পুরা যৎ । নিদেদিতং চাদ্য
তদেব তুভ্যং কিমশ্চদাকর্ণয়িতুং মনীষা ॥ ৬৯ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে ব্রহ্মবিষ্ণুকৃতারুণাচলেশমন্দিরবর্ণনং
নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

পুতনা, ইহারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিল । দেব
ধুজ্জটিও কোতুকাক্রান্ত হইয়া এই নগরে লিঙ্গরূপ
ধারণপূর্বক যোগিহাবলহনে, মাত্রা কোপীন ও
মুণ্ড ধারণ করিলেন । তিনি সেখানে প্রকাশ
ভাবে সদা সর্বত্র বিচরণ করিতেন । বিধি-
বিষ্ণু উভয়ে জটিল, ভস্মাবগুণ্ঠিত, ও দাক্ষ
হইয়া বহুকাল যাবৎ তত্রতা শোণাদ্রিনাথের
অর্চনা করেন এবং ইহারা সেখানে তত্রত্য
নিখিল বর্ণসকলের দীক্ষাদি কার্য্যে আচার্য্যতা
করিয়া থাকেন । ক্রমশ ইহারা নিৰ্ম্মাল্য ধারণ
করিয়া নিখিল আগম শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন
এবং ফল, পুষ্প পত্রাদি আহরণান্তে প্রাতঃস্নান
করিয়া অরুণনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ গুপ্ত মন্ত্র তাঁহা
হইতে শ্রবণ করিয়া • পুনঃপুনঃ • জল্পনাপুরঃসর
সর্বদা জপ করিতে থাকেন । তাঁহারা উভয়ে
এইরূপে ধূপ প্রদীপ, নৈবেদ্য, গীত, বাদিত্র,
নর্তন, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, মুদ্রাবন্ধ, নৃতন নৃতন
আসন ও মূর্তি এবং পঞ্চ ব্রহ্ম ষড়ঙ্গাদি
দ্বারা ষোড়শসহস্র বর্ষকাল যাবৎ অরুণাচল-
নাথের যথাবিধি আরাধনা করিয়া শিবজ্ঞান

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ । ইতি শ্রুত্বাশ্চ বচনং মার্কণ্ডেয়ো-
হভ্যভাষত । মার্কণ্ডেয় উবাচ । শ্রুতমেব ময়া
দেব শ্রোতব্যং ভবতো মুখাৎ ॥ ১ ॥ তথাপি কৌতু-
কেনাহমাক্রান্তো মুনয়োহপ্যমী । গোষ্ঠ্যা কথং তপ-
স্তপ্তঃ মহাদেবাত্ম কথ্যতাম্ ॥ ২ ॥ নন্দিকেশ্বর
উবাচ । কথ্যামি তদপ্যেতদধ্বাধিগতমাশ্রুনা ।
শৃণু ভ্রমবধানেন মার্কণ্ডেয় মহামতে ॥ ৩ ॥ নমু
জানাসি তৎপূৰ্ব্বং যথা দাক্ষায়ণীং শিবঃ । উপসেমে
সতীঃ নাম সতীনামধিদেবতাম্ ॥ ৪ ॥ যথা চ সা ক্রুধা
ভৰ্জুর্জহি দক্ষপ্রজাপতৌ । যোগাদহাসীদাক্ষীয়
বপুৰিত্যপি তে শ্রুতম্ ॥ ৫ ॥ তদা হরাজ্ঞানিহ্নেন
বীরভদ্রেণ যৎকৃতম্ । অশ্বরক্ষসংসনং দক্ষস্তাপি তে
বিদিতং মহৎ ॥ ৬ ॥ অশ্রোষীস্তস্য দক্ষস্য গণৈঃ
গীৰ্ণবথগুনম্ । ব্রহ্মাচ্যুতেন্দ্রমুখানাং দেবানামপি

প্রাপ্ত হন । এই ত পূর্বে আমি পিতা শিলা-
দেব মুখে যে শিব-রহস্য শ্রবণ করিয়াছিলাম,
তাহা আপনাকে নিবেদন করিলাম; আর কি
শুনিতে আপনার ইচ্ছা হয়? ৪৬—৬৯ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন,—মার্কণ্ডেয় শিলাদনন্দনের
বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—হে দেব! আমি
আপনার মুখে শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিলাম ।
তথাপি আমি ও মুনিগণ আমরা, মহাদেবী
গৌরী এই স্থানে কিরূপে তপশ্চরণ করিয়া-
ছিলেন, ইহা শুনিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত
হইয়াছি; আপনি ইহা আমাদের নিকট প্রকাশ
করুন । নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে মহামতি
মার্কণ্ডেয়! তাহাও এই আমি যেমন জানি, বল-
তেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন ।
আপনি জানেন,—পূর্বে শিব যে প্রকারে সতী-
দিগের অধিদেবতা •সতীনাগ্নী দাক্ষায়ণীকে
বিবাহ করেন, যে প্রকারে সেই সতী ভৰ্জু-
দ্রোহী দক্ষ-প্রজাপতির প্রতি ক্রোধ-পরত্ন হইয়া
যোগাবলম্বনে স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করেন;
ঐ সময় দেবদেবের আদেশে বীরভদ্র যে ভাবে
দক্ষের মহৎ যজ্ঞ ধ্বংস করেন । গণগণ কর্তৃক
যেভাবে সেই দক্ষের গীৰ্ণ-শুন •ঘটে; ব্রহ্মা

শিক্ষণম্ ॥ ৭ ॥ দন্তঘাতং রবেঃ পাণিপাটনং জাত-
বেদসঃ । অদিতিপ্রভৃতীনাঞ্চ বিদ্যাক্ষীণাং পরাভবম্ ॥
৮ ॥ সা চ দেবী পুনর্জন্ম লেভে হিমবতো গৃহে ।
উমেতি পার্শ্বতীত্যাখ্যাং দ্বিতীয়াং বিভ্রতী পুনঃ ॥ ৯ ॥
দেবঃ স্থানুবনে তাং চ পরিচর্য্যাপরাং রহঃ । অরুরো-
চয়িষ্যং কামমধাক্ষীং কালবাহিনী ॥ ১০ ॥ জিতেন্দ্রিয়ঃ
চ তং দেবং ক্রাপি যাতাং গণৈঃ সহ । তপোভিভ্রো-
বয়ামাস গৌরী শিখরবাসিনী ॥ ১১ ॥ উপযম্যাখ
নাং দেবো বৃদ্ধান্তিষ্ঠিচতুর্থভিঃ । রময়ামাস
চৈকান্তে মোদস্বোতি বিলাসিনীম্ ॥ ১২ ॥ বৈধব্য-
খিন্নয়া রত্যা প্রার্থিতা শৈলনন্দিনী । কামপীঠে
তপস্তপ্তী কামং প্রত্যা দদৌপয়ৎ ॥ ১৩ ॥ পুনশ্চ
মেনয়া মাত্রা পিত্রা চ হিমভূত্যা । আনীতা ভবনং
তত্রা সাকং চিরমরন্ত সা ॥ ১৪ ॥ তদা শুভ-
নিশুস্তাখ্যো লেভাতে বেধসো বরম্ । দেবদানব-
মর্ত্যেষু মাঙ্গ নো পুরুষানুমতিঃ ॥ ১৫ ॥ ইতি তদ্বচনং

অচ্যুতপ্রমথ দেবগণ যে প্রকারে শিক্ষা প্রাপ্ত
হন; রবির যে প্রকারে দন্তপঙ্ক্তি উৎপাটিত
হয়, জাতবেদার যেকপে হস্ত-ভঙ্গ হয়; এবং
যেকপেই বা অদিতি প্রভৃতি দিব্য ক্তীগণের পরাভব-
প্রাপ্তি ঘটে । দেবী হিমালয়ের গৃহে পুন-
র্জন্ম লাভ করেন । পুনর্জন্ম লাভান্তে তিনি
'উমা' ও 'পার্বতী' এই আখ্যা প্রাপ্ত হন ।
একদা দেব শঙ্কর স্থানুবনে একান্তে পরিচর্যা-
পরা গৌরীর কটিকর কার্যে অনিচ্ছা প্রকাশ
করিয়া কাল-বাহি দ্বারা কামদেবকে দক্ষ
করেন । জিতেন্দ্রিয় দেবদেবকে গণ সমভি-
ব্যাহারে কোন স্থানে যাইতে দেখিয়া শিখর-
বাসিনী গৌরী তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে ক্রীত
করেন । তখন দেব শঙ্কর মনোহর বৃদ্ধান্ত
কথনে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া 'মোদস্ব' এই কথাটি
বলিতে বলিতে একান্তে সেই বিলাসিনীর সহিত
রমণ করেন । ঐ সময় বৈধব্য-খিন্না কাম-পত্নী
রতি কর্তৃক শৈলনন্দিনী প্রার্থিত হইয়া কামপীঠে
তপস্যা করিতে করিতে কন্দর্পের প্রত্যাঙ্গীপনা
করেন । অনন্তর মাতা মেনকা ও পিতা কর্তৃক
শৈলসুতা ভর্তার সহিত ভবনে আনীত হইয়া
সুচির কাল রমণ করিয়াছিলেন ১১—১৪ । ঐ সময়ে
শুভ-নিশুভ ব্রহ্মার নিকট বর লীভ করে ।
উহার প্রকাশ ভাবে বলিত যে, দেব-দানব-
মর্ত্যের মধ্যে কাহারও হস্তে আমাদের মত

জ্ঞান জাতক্রাসৈঃ সুপৰ্বতিঃ । অভ্যর্থিতো-
ইবদদেবো রহচ্চক্রধরাভিঃ ॥ ১৬ ॥ মা ভৈষ্ট
ভদ্র কালেন তথা প্রতিবিধীয়তে । যথা নিবৃদ্ধিতৌ
স্মাতাঃ তাদৃশৌ দানবানিতি ॥ ১৭ ॥ দহাদ্রা-
নুকুন্দাদীন্ বিম্বজ্যাক্ককন্দনঃ । অন্তঃপুরগতো রেমে
দেব্যা সহ যথা পুরা ॥ ১৮ ॥ কদাচিৎক্ষণকোণ
প্রীত্যা কালীতি নিন্দিতা । তস্মাৎ প্রীত্যা কালিকা
চ হুচমেবাজহারিজাম্ ॥ ১৯ ॥ যত্রোৎক্ষিপ্তবতা
চর্য্য স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরী । মহাকালী প্রপাতাং
তদভূৎ ক্ষেত্রাত্মম্ ॥ ২০ ॥ সা চ ত্রকোশিকী নাম্না
কালী বিজ্ঞানাবাসিনী । তপস্ব্যস্তী দূসমুত্তো তৌ
জঘান মহাসুরৌ ॥ ২১ ॥ দেবী চ গৌরী শিখরে
তাম্রশ্বেব মনোহরে । তপোভিলকগৌরীহৃদভারং
সমতোষয়ৎ ॥ ২২ ॥ ক্রমেণ দৌহদবতী ভূতা
প্রাপ্তত পাস্ততী । গজাননঞ্চ চ হেরদঃ সেনাকঞ্চ
বড়াননম্ ॥ ২৩ ॥ তৌ চাগমবিদঃ প্রাহ্নারায়ণ-
চতুর্মুখৌ । পূৰ্বাপরাধশুদ্ধার্থং দেবীগর্ভসমুদ্ভবৌ ॥

নাই । ইহাদের কথা শুনিয়া চক্রধরাদি দেব-
গণ অস্ত হইলেন ; হইয়া তাঁহারা দেবদেব সতী-
পতির আরাধনা করেন । আরাধিত হইয়া
তিনি বলেন,—ভদ্র দেবগণ ! ‘মা ভৈষ্ট’ সময়ে
আমি ইহার প্রতিবিধান করিব—যে প্রকারে
এই প্রচণ্ড দানবদ্বয় নিষ্পদিত হয় । যুকুন্দাদি
দেবগণকে অভয় প্রদান করিয়া বিদায় দিয়া
অন্ধকন্দন হর অন্তঃপুর-গত হইয়া দেবীর সহিত
পূর্বের তায় রমণ করিতে লাগিলেন । হর কদা-
চিৎ পরিহাসক্রমে প্রীতিসহকারে দেবীকে ‘কালী’
বলিয়া নিন্দা করে । দেবী এইরূপ নিন্দিতা হইয়া
তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত স্বীয় স্বক্ গাত্র হইতে
উন্মোচন করিয়া ফেলেন এবং পরমেশ্বরী স্বেচ্ছাবশে
ঐ স্বক্ যে স্থানে পরিত্যাগ করেন, সেই স্থানই
মহাকালী প্রপাত নামক অল্পতম ক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ
হয় । অনন্তর তিনি স্বক্কোশিকী নামে প্রসিদ্ধি
লাভ করিয়া বিজ্ঞানচলবাসিনী হইয়া তপস্বী করিতে
করিতে অতিক্রমক সেই মহাসুরদ্বয়কে নিপাতিত
করেন । তিনি সেই মনোহর বিজ্ঞানচলশিখরে
তপস্বীভাবে গৌরী হ লাভ করিয়া স্বীয় ভক্ত
পুণ্ডপতিকে তোষিত করেন । অনন্তর তিনি
দৌহদবতী হইয়া ক্রমশঃ গজানন হেরদ ও দেব-
সেনানী বড়াননকে প্রসব করেন । আগমবিদগণ
বলেন, গজানন ও বড়ানন—নারায়ণ ও চতুরাননই ;
তাঁহারা পূর্ব অপরাধ বিনাশের নিমিত্ত দেবী-

২৪ ॥ বর্ধমানৌ চ তৌ বালৌ পিত্রোরালোকমানয়োঃ ।
ময়োরিব হৃষীকৌ প্রেমগ্রস্থিরভূদ্বজা ॥ ২৫ ॥ জাতু
বীণানিনাদেন কদাচিচ্চিত্রলেখনৈঃ । বিজহৃতুঃ শিবৌ
শৈবরমেকদা মণ্ডনৈর্ম্মথঃ ॥ ২৬ ॥ জাতু বিদ্যাগমা-
লাপৈঃ কদাচিচ্চিত্রবস্ত্রভিঃ । একদা লোকহৃত্যন্ত-
দম্পতিভ্যাং বিনোদিতম্ ॥ ২৭ ॥ পুষ্পাবচয়নৈ-
জাতু কদাচিদ্ধারিখেলনৈঃ । অদীব্যতাক্ষ রাগাদ্রৌ
দোলাকেলিভিরেকদা ॥ ২৮ ॥ মৈনাকেনার্চিতৌ
জাতু মেনয়া জাতু পূজিতৌ । জাহ্নবিতৌ
হিমবতা দম্পতৌ তৌ বিনোদিতৌ ॥ ২৯ ॥ জাতু
দ্যুতাবোদেন গীতগোষ্ঠা কদাচন । একদা
দাননৌলভিঃ শিবৌ চিক্রীড়তুষ্টিচরম্ ॥ ৩০ ॥
দ্যুতানাজ্জহ্মাচ্ছিদা পত্নাকুৎসঙ্গতাং গতম্ । বলয়ী-
কৃতমেণাক্ষং তাটকীকৃতবতুমা ॥ ৩১ ॥ ইতি তৌ
পিতরৌ চরাচরাণাং নিবনস্তৌ কনকাচলাদিকেষু ।
ক্ৰাচরেষু পদেষু কামভোগানতিহৃদ্যান্ সূচিরং
কিলাবভূতাম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শিবপার্বতীবিহারবর্ণনং নাম

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন । মাতা পিতা দেগিতে
দেখিতে ঐ বালকদ্বয় বর্ধিত হইয়া উঠিল এবং
তাঁহারা হৃষীকিমগ্ন মাতা-পিতার দৃঢ় প্রেমগ্রস্থিররূপে
পরিণত হইল । ঐ সময় হর-গৌরী কদাচিৎ বীণা
বাদন দ্বারা, কদাচিৎ চিত্রলেখা দ্বারা, কদাচিৎ
শৈব বিহার দ্বারা, কদাচিৎ যত্ন দ্বারা, কদাচিৎ দিব্য
আগমালাপ দ্বারা, কদাচিৎ বিচিত্র বস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা,
কদাচিৎ লোকহৃত্যন্ত কথন দ্বারা, কদাচিৎ পুষ্পা-
বচয়ন দ্বারা, কদাচিৎ জলক্রীড়া দ্বারা, কদাচিৎ
দোলাকেলি দ্বারা, কদাচিৎ মৈনাক কর্তৃক অর্চিত
হইয়া, কদাচিৎ নৈনাক কর্তৃক পূজিত হইয়া, কদাচিৎ
হিমবান কর্তৃক বিনোদিত হইয়া, কদাচিৎ দ্যুতক্রীড়া
দ্বারা, কদাচিৎ গীতাদি দ্বারা, এবং কদাচিৎ দানাদি
দ্বারা সূচির কাল ক্রীড়া করিয়াছিলেন । গৌরী
এক সময় স্বীয় পতির উৎসঙ্গ-গত চন্দ্রকে দ্যুত-
ক্রীড়ায় জয় করিয়া লইয়া তাঁহা দ্বারা নিজের
তাড়ক করিয়াছিলেন । এইরূপে সেই জগতের
মাতা-পিতা শঙ্কর-শঙ্করী কনকাচলের ক্ৰাচির
প্রদেশে বাস করিয়া সূচিরকাল অতিহৃদ্য কামভোগ
সকল উপভোগ করেন । ১৫—৩২ ।

সপ্তদশোহধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । গার্হস্থ্যং বিভ্রতী ভর্তুরে-
কাত্তলবাসিনঃ । পকারপানৈঃ সা তত্র পর্য্যতপর্য্যত
প্রজাঃ ॥ ১ ॥ জাতু সঙ্ক্যানুসঙ্কানমুকুলীকৃতলোচনম্ ।
বন্ধাজলিপুটং দেবমদ্রাক্ষীদ্রিনন্দিনী ॥ ২ ॥ ধ্যায়তে
নুনমধুনা কাপি সৌভাগ্যশালিনী । ক্রিয়তে যন্ময়ি
প্রেম ভগ্নস্তে বচনং মহৎ ॥ ৩ ॥ কথং বিজায়তে
পুংসাং কুটিল মানসী স্থিতিঃ । মিথ্যোপচারা-
ক্ষেণ বঞ্চিতাশ্রয়ানা ভ্রমঃ ॥ ৪ ॥ ময়ি দাক্ষিণ্য-
মেবান্ত মন্তে মনসি চেদ্রহঃ । জনঃ সৌভাগ্যবান
যস্মান্তবতি স্নেহভাজনম্ ॥ ৫ ॥ অদ্যপ্রভৃতি তে
দাসস্তপোভিঃ ক্রীত ইত্যপি । মুঞ্জেন্দুশেখরেণাস্মি
বিপ্রলক্সা স্মরারিণা ॥ ৬ ॥ অসমানানুরাগেষু নারীগণং
মুচ্যেতসাম্ । সৌভাগ্যগর্ভো লোকেষু পরিহাসায়
কেবলম্ ॥ ৭ ॥ ইতি প্রণয়রোষণে দেব্যাঃ কলুন-
চেতসঃ । হব্যবাহতপালীঢ়মিবাননমলক্ষ্যত ॥ ৮ ॥
বান্ধবান্নিপবে তস্তা আতাত্রে চ বিলোচনে ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—একাত্তলবাসী ভর্তার
গার্হস্থ্য আপাদয়িত্রী ভগবতী গৌরী সুপক অন্ন-
পানাদি দ্বারা তত্রত্য প্রজামণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত
করিয়াছিলেন । ঐ স্থানে পার্বতী কদাচিৎ দেব
শঙ্করকে সঙ্ক্যার অনুসন্ধানে মুকুলীকৃতলোচন
এবং বন্ধাজলি দর্শন করিলেন এবং মনে মনে
ভাবিলেন—নিশ্চয়ই ইনি এখন কোন সৌভাগ্য-
শালিনীকে মনে মনে চিন্তা করিতেছেন ; আমার
প্রতি যে ইহার প্রেম, তাহা বন্ধনামাত্র । পুরুষ-
সকলের কুটিল মনোগত ভাব বুঝিতে পারা দুষ্কর ।
অথবা আমি দক্ষের মিথ্যোপচারে অত্যন্ত প্রতারিত
হইয়াছি । সম্ভবতঃ প্রভু শঙ্কর আমায় মনে মনে
ভক্তভাবে ভালই বাসিয়া থাকেন । স্নেহভাজন ব্যক্তিই
সৌভাগ্যবান ॥ ‘তপস্তা প্রভাবে অদ্য হইতে আমি
জোয়ার ক্রীতদাস হইলাম’ এই কথায় সেই মুঞ্জেন্দু-
শেখর স্মরারি কর্তৃক আমি বিপ্রলক্সা হইয়াছি ।
পরিশ্রম অসমান অনুরাগে মুগ্ধচিত্ত নারীগণের
সৌভাগ্যগর্ভ কল্পা কেবল পরিহাসেরই কারণ হইয়া
থাকে । এই প্রকার প্রণয়কোপকলুষিত দেবীর
আনন তখন অনলপরিব্যাপ্তবৎ লক্ষিত হইল ।
বান্ধবান্নিপরিপ্লুত তাঁহার আতাত্রে লোচনদ্বয় জল-

নীলোৎপলে জলাপূর্ণে ইব ভূয়া বিরোজতঃ ॥ ৯ ॥
যতশ্রাধীনতিলকং ক্রবোর্য়ুগমভজ্যত । দ্বেধাকৃত-
মিবাদর্শি মন্থশ্র শরাসনম্ ॥ ১০ ॥ অন্তর্মহ্যতরে-
ণাস্তাঃ কম্পতে স্মাধরচ্ছদঃ । যুহঃ প্রবালস্থায়ীব
রক্তাশোকস্ত পল্লবঃ ॥ ১১ ॥ অতীব রজ্যমানঃ
তৎ পার্কত্যা গণ্ডমণ্ডলম্ । শাণাবঘর্ষমাগিকাদর্পণ-
প্রতিমং বভৌ ॥ ১২ ॥ অন্তর্কোষধৃতৌ তস্তাশ্চ-
কম্পাতে পয়োধরৌ । পদ্মকোশাবিবাতঃশ্চকরী-
কপ্রচলিতৌ ॥ ১৩ ॥ অচিন্তয়চ্চ সন্তুয় সৌভাগ্য-
ভাবতো নমু । মমায়মন্ত্রীচিন্তাং কুরুতে চন্দ্র-
ভূষণঃ ॥ ১৪ ॥ তদৈষা কাপি যাস্তামি কিমভ্যাস্তো-
কয়া মম । তপস্তস্তে চ সৌভাগ্যমর্জ্জনীয়ং
ময়াধুনা ॥ ১৫ ॥ নিমীলিতাক্ষিণ্যোবাস্তা গন্তব্যং
নিভৃতং ময়া । ন চেয়াং বারযতোষ কণ্ঠাপরি
ভাষিতৈঃ ॥ ১৬ ॥ বৎসৌ তু বর্জয়তোষ গঙ্গেয়-
মতিবৎসলা । দেবস্ত ন স্মরতোষ মামন্ত্রীপরায়ণঃ ॥
১৭ ॥ ইতি নিশ্চিতা দেবস্ত পার্শ্বদাশু নিবৃত্তা সা ।
অনিদিষ্ট দিশং কাক্ষিদ্যাতুং ব্যগ্রা প্রচক্রমে ॥ ১৮ ॥

সিক্ত নীলোৎপলের ত্রায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ।
১—৯ । তাঁহার ক্রয়ুগলের মধ্যবর্তী তিলক দ্বারা
ক্রয়ুগল বিভক্ত হইয়া দ্বিধাকৃত মন্থশরাসনবৎ
শোভিত হইল । প্রবালস্থিত রক্তাশোক-পল্লবের ত্রায়
তাঁহার অধরচ্ছদ অভ্যন্তর-ক্রোধভরে কম্পিত
হইতে লাগিল । শাণাবঘর্ষপ্রাপ্ত মাগিকাদর্পণ-
প্রতিম তাঁহার রঞ্জিত গণ্ডমণ্ডল অতীব শোভিত
হইল । মধ্যস্থিত-চকরীক প্রচলিত পদ্মকোশযুগ-
লের ত্রায় তাঁহার পয়োধরযুগল আভ্যন্তরীণ কম্প
দ্বারা চালিত হইতে লাগিল । তিনি চিন্তা
করিলেন,—আমার দুর্ভাগ্যবশতই চন্দ্রশেখর অন্ত
স্ত্রীচিন্তা করিতেছেন, অতএব আমি কোথায়
যাইব ? আমার এখন আর এখানে একাকিনী
থাকিয়া কি হইবে ? আমি তপশ্চরণ করিয়া
সৌভাগ্য অর্জন করিব । ইনি চক্ষু মুদ্রিয়া থাকিতে
থাকিতে আমি নিভৃতে গমন করিব । নচেৎ ইনি
আমায় মাত্র মোখিক কথাতেই যাইতে নিষেধ করি-
বেন । গঙ্গা, আমার বৎস কান্তিক-গণেশকে লালন-
পালন করিয়া মানুষ করিবে । সে তাহাদিগকে অতি-
শয় ভাল বাসে । দেবদেব ত আর আমাকে স্মরণ
করিবেন না, তিনি এখন অন্ত স্ত্রীপরায়ণ হইয়া-
ছেন । তিনি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দেবদেবের
পাশ্ব হইতে সন্তর উখিত হইলেন ; উখিত হইয়া

চলাবতী মাল্যবতী মালিনী বিজয়া জয়া ।
বারিতা অপি সরস্তাং স্বামিনীমবয়ুঃ স্বয়ম্ ॥১৯॥ তত্র
সাপি গিরীন্ পুণ্যান বনানি নগরাণি চ । সরাসি
সরিতশ্চৈবা বিচচার সমন্ততঃ ॥ ২০ ॥ ভ্রমন্তী
সহপাদেষু দ্রাবিড়াত্মা সুনীহৃতি । তীর্থী শক্ত্যা-
পগাং দেবীং বিজয়াং সমভাষত ॥ ২১ ॥ দৃষ্টোহয়ং
নাতিদূরেণ পুরস্তাংসকলারুণঃ । শৃঙ্গৈঃ সংলক্ষ্যতে-
হষ্টাভিনূনং মাহাশ্রাবান গিরিঃ ॥ ২২ ॥ উপত্য-
কাসু চৈতস্তু দৃষ্টান্তে তাপসাশ্রমাঃ । অতীব পাবনাঃ
শান্তাঃ পুণ্যারণ্যমনোহরাঃ ॥ ২৩ ॥ গতা নিকৃপয়া-
মস্তানিমান পুণ্যাশ্রমান বয়ম্ । প্রসীদতিতরাং চেত
এষাং সন্দর্শনে মে ॥ ২৪ ॥ এবমাহ্লাদয়ত্যানি
ক্রমেণ গিরিনন্দিনী । তস্তাদ্রেজ্জমুনী পার্শ্বমপশ্যৎ
কঞ্চিদাশ্রমম্ ॥ ২৫ ॥ লুতান্ততুন্নয়ন্তাত্ৰ কুন্তীরাঃ
শৈবলান্তপি । শিশূন পুষ্কন্তি নীবারৈঃ সফরান
ভুরিমাযবঃ ॥২৬॥ হরন্ত্যবকরান বাটৈশ্চমরাঃ ক্ষীত-

যে দিকে তাঁহার দুই চক্ষু যায়, সেই দিকেই অতি
বাগ্রভাবে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন । তখন
চলাবতী, মাল্যবতী, মালিনী, ও জয়া-বিজয়া, ইহারা
সকলে নিবারিত হইলেও কোন বাধা না মানিয়া
আপনা-আপনিই আপন স্বামিনী জগজ্জননীর অনু-
গমন করিতে লাগিলেন । দেবী তখন পুণ্য গিরি,
বন, নগর, সরোবর, সরিৎ ইত্যন্ত বিচরণ করিতে
লাগিলেন । তিনি এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে
সহপাদস্থিত দ্রাবিড়নামক সুসমৃদ্ধ দেশে উপস্থিত
হইয়া স্বশক্তি প্রভাবে তত্রত্য নদী পার হইয়া
বিজয়াকে বলিলেন,—এ যে অনতিদূরে আমাদের
সম্মুখভাগে আটটি শৃঙ্গবিশিষ্ট অরুণবর্ণ অচল
দেখা যাইতেছে, সম্ভবতঃ উহা কোন মাহাশ্রাবান
গিরি হইবে । ইহার উপত্যকায় তাপসাশ্রম দেখা
যাইতেছে । এই আশ্রমগুলি অতি পবিত্র, শান্ত
এবং পুণ্যারণ্য-মনোহর । আমরা এই স্থানে গমন
করিয়া এই পুণ্যাশ্রমগুলি বিশেষরূপে দর্শন করিব ।
এই আশ্রমগুলি দেখিয়া আমার মন অতিশয় প্রসন্ন
হইয়াছে । গিরিনন্দিনী ক্রমশ এইরূপে নিজ
বয়স্কাদিগকে আহ্লাদিত করিলেন । অনন্তর তিনি
পূর্বদৃষ্ট অচলের পার্শ্বদেশে গমন করিয়া একটা
আশ্রম দেখিতে পাইলেন । মাকড়সা (লুতা)
সকল এই আশ্রমস্থ ঋষিগণের সূতা যোগাইয়া
দেয় কুন্তীরগণ শৈবাল আনিয়া দেয়; নীবার
দ্বারা শিশুগণ প্রতিপালিত হয় । শৃঙ্গালের

রোমভিঃ । সমীকৃষন্তি চোদ্ধুভৈবিধাণৈঃ
সৈরিভাঃ ॥ ২৭ ॥ বানরাঃ কলপুষ্পাণি মধুপত্রাণি
ভল্লুকাঃ । ক্রোড়াঃ স্নানীয়ম্ভক্ষ্য যত্রবিভ্যো
নয়ন্ত্যহো ॥ ২৮ ॥ কাকোলুকেঃ শুকশ্চেনৈমৃগ-
ব্যাত্রৈর্হরিষিণৈঃ কলাপিসর্পৈর্ষত্রাধুমাজ্জারৈঃ সৌহৃদং
শ্রিতম্ ॥ ২৯ ॥ হুয়মানপুরোডাশদ্রব্যসৌরভ্য-
হারিণী । যত্র ক্রমাস্তরালেভ্যো ধূম্যা নিধাতি
পাবনী ॥ ৩০ ॥ পঠন্তি শতকুদ্রীযং যত্র বায়স-
বৈরিণঃ ॥ গুণন্তি কাকাঃ স্তোত্রাণি সাম গায়ন্তি
সারিকাঃ ॥ ৩১ ॥ শাকশালিষু শার্দূলাশ্রয়ন্তি চ
তথৈব গাঃ । সিঞ্চন্তি পুষ্করান্তোভিঃ কুন্তিনো
যত্র পাদপান ॥ ৩২ ॥ কচিচ্চ শোভনৈঃ দেশে
পুণ্যো পুণ্যমনোহরে । দদর্শ সা তপস্বন্তঃ
যঃ কঞ্চিদৃষিসত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥ অধস্তাং সমুপৰ্য্যন্ত
চিত্রব্যাস্রহগাসনে । বন্ধবীরাসনং সম্যক পাবনে
কুশবিষ্টরে ॥ ৩৪ ॥ শালিশুকাকুণাভাভির্জটাভি-
র্ভস্মপাণ্ডুরম্ । অচঞ্চলাভির্বিদ্যাভিঃ শারদ-
বারিদম্ ॥ ৩৫ ॥ নাসাগ্রনিশ্চলদৃশং সমপ্রক্ষুরিতা-

শফরদিগকে প্রতিপালন করে । চমরীগণ ক্ষীতলোম
পুচ্ছ দ্বারা সম্মার্জনা কার্য করিয়া দেয়, মহিষ সকল
শৃঙ্গ দ্বারা উচ্চ নীচ স্থান সমান করে; বানর সকল
ফল পুষ্প, ভল্লুক সকল মধুপত্র এবং শূকর সকল
স্নানীয় দ্রব্যাদি ঋষিগণের জন্ত সংগ্রহ করিয়া দেয় ।
সেখানে কাক ও উলুকে, শুক ও শ্বেনে, মৃগ ও
ব্যাত্রে, সিংহ ও বারণে, শিখী ও সর্পে, এবং ইন্দুর
ও বিড়ালে সদা সৌহৃদ্য বিরাজিত; এই স্থানের হুয়-
মান পুরোডাশ-সৌরভহারিণী পবিত্র ধূমসমষ্টি ক্রমাস্ত-
রাল দিয়া নিঃসৃত হইয়া থাকে । এই স্থানে
কোকিলকুল শতকুদ্রীয, কাকসমূহ স্তোত্র, এবং
সারিকা সকল সামবেদ গান করিয়া থাকে । এই
স্থানে শাক-শালিক্ষেত্রে শার্দূলও বিচরণ করিতেছে
আর গো-গণও বিচরণ কারিতেছে । গগজগণ এই
স্থানে পুষ্করবারি দ্বারা পাদপ সকলকে সিঞ্চন
করিয়া থাকে । সেই দেবী এই স্থানের কোন
শোভন পুণ্য মনোহর দেশে তপোনিষ্ঠ জনৈক
ঋষিসত্তমকে অবলোকন করিলেন । তিনি ব্যাজ-
চর্ম্মের উপর শতপর্ণাশন ও তত্বপরি কুলাশন
পাতিয়া এই পবিত্র আসনোপরি বন্ধবীরাসনে
উপবিষ্ট আছেন । তিনি শালি-শুকাকুণাত জটা-
পটলে অধিত এবং ভস্মপাণ্ডুর; এজন্য তিনি হির
বিদ্যাৎসমবিত শারদ নীরদের স্তায় দৃষ্ট হইতে

ধরম্ । আবর্ত্তস্তঃ কৃত্তিকমালিকামগ্রপাণিনা ॥ ৩৬ ॥
 প্রত্যগ্রনির্গেজনতো হস্তাশ্চানন্দশাকলে । বসানং
 বঙ্গলযুগে সন্ধ্যাভ্রে ভূতভাং যথা ॥ ৩৭ ॥ বভূর্গ-
 হিংস্রবক্ষ্য স্বাপিতাং বাণ্ডবামিব । উপবীতবয়ীমা-
 ছবোগর্ভস্ত বিভ্রতম্ । কৃত্তোচৈঃপাচাবা মা তম-
 প্রাক্ষীতপোধনম্ ॥ ৩৮ ॥ পারভূবাচ । কস্মৎ
 কোহয়ং গিবিববো যত্র ই বুরুষে তপ ॥ ৩৯ ॥
 স চাহারুণশলোহয় পুণ্যক্ষেত্রেষু পূজিতঃ ।
 গৌতমোহহ মুনিমুখো তপসাবাসয়ে শিবম ॥ ৪০ ॥
 ইত্যুগ্ৰ বিজয়াদীনাং মুখেনৈনানুমাং বিদন । প্রণমা
 ভক্ত্যা বহশো নীতবাপুটজং মিভম্ ॥ ৪১ ॥ কন্দ-
 মূলফলাদৈশ্চ কৃত্তাতিব্যামিমাং যানঃ । জগন্ম-
 ক্সলমুলায় তপসে চাবমস্তত ॥ ৪২ ॥ জ্যোতি-
 স্তত্ত্বস্ত সন্ততিমারভ্যস্ত ক্রমেণ সঃ । জগাদ চাষ্ট্রা
 শোণাদ্রেস্মাহমানমশেষতঃ ॥ ৪৩ ॥ শোণাদ্রে পুষ্ক-
 দিগ্ভাগে স্থলীশ্বৰ্মাত স্থলম্ । যত্র সর্গিহিং শম্ভু
 লাগিলেন । তাঁহাব দৃষ্টি নাসাগ্রে নিশ্চল ভাবে
 অবস্থিত । তাঁহাব অধবোষ্ঠ সমভাবে প্রস্থ-
 বিত হইতেছে । তাহাব কবাগ্রে কৃত্তিকমালা
 আবর্ত্তিত হইতেছে । পরন্তেব সন্ধ্যান বাবণেব
 স্থায় তিনি অভিনব নির্গেজন হেতু অশুভাগ্য দশাকল
 বঙ্গলযুগল পবিবান ববিয়া আছেন । তিনি নডবর্গ-
 রূপ হিংস্রজন্তুগণকে শূচ্যপিত ববিবাব জন্তই যেন
 যজ্ঞোপবীতব্রতরূপ বাণ্ডবা হৃদয়বববে পাঁচ
 কবিয়াছেন । কৃত্তোচাবা দেবী এবস্ত্বং পোবনবে
 প্রসন্ন কবিলেন,—কে তুমি ? এই গিবিববেত বা
 নাম কি ?—যেখানে তুমি তপস্যা কবিত্তেছ ? তিনি
 বলিলেন,—এই গিবিববেব নাম অরুণক্ষেত্র, ইহা
 অন্তান্ত পুণ্যক্ষেত্রেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান । তাত
 আমার নাম গৌতম মুনি । আমি সর্গিব নির্মিত
 তপস্যা দ্বারা শিবাব আবাধনা কবিত্তেছি । এই
 কথা বলিয়া তিনি বিজয়াদিব মুখে অবগ কবিয়া
 তাঁহাকে উমা বলিয়া জানিতে পাবিলেন—পাবিয়া
 ভক্তি সহকাবে তাঁহাকে বহবার প্রণাম কবিয়া স্বাব
 কুটীবে লইয়া গেলেন এব কন্দমূল-ফলাদি দাবা
 তাঁহার আশ্রিত্য সম্পাদন কবিয়া জগন্মক্সল মূল-
 স্বরূপ তপস্যায় মনঃ-সমাবান কবিলেন । পবে তিনি
 জ্যোতিঃস্তম্ভের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ ববিবা
 :শোণাদ্রে মহিমা বর্ণন পর্যন্ত যাবতীয় কথা আমুলাগ্র
 দেবীর নিকট কীৰ্ত্তন কবিত্তে লাগিলেন । শোণাদ্রিব
 পুষ্কদিগ্ভাগে স্থলীশ্বৰ নামে এক স্থান আছে,

জ্যোতির্লিঙ্গাঙ্কতাং গতঃ ॥ ৪৪ ॥ বৈকুণ্ঠপরমেষ্ঠ্যা-
 দিগীর্ষাণনিবিভীকৃতে । ন হ্রমে তপঃ কৰ্ত্তব্য-
 ক্ষেপেণ শকাতে ॥ ৪৫ ॥ অয়ং শোণাগরেঃ পাদঃ
 প্রবালাচলনামবান । পুণ্যাবণোপকৃদ্ধাজহস্তঃ
 বিগাহতে ॥ ৪৬ ॥ তত এবাহমত্রৈব প্রাতিষ্ঠাপ্য
 ত্রিলোচনম্ । আবাধসে যথার্থক্ৰ তপোভিঃ
 কাঙ্ক্ষত ভাভঃ ॥ ৪৭ ॥ মমাশ্রমসমীপেহস্মিন পুণ্য-
 ক্ষেত্রমিদং মহৎ । কিংবতামাশ্রমো দেব্যা কৰ্ত্তব্যং হি
 তপশ্চিবম্ ॥ ৪৮ ॥ মুনেবেবমপুজ্যানাং কৃত্ত শ্রমপরি-
 গতা । উদযুক্ত তপঃ কৰ্ত্তুং স্মমহৎ পরতাঙ্কজা ॥
 ৪৯ ॥ আশ্রম বক্ষিতু সত্যবতীং কাননবাসিনীম্ ।
 শুভগা ধনুর্মাণীং চ প্রাগাদাশাস্তিষ্টিপৎ ॥ ৫০ ॥
 তপোবনস্ত সন্ধস্ত বক্ষ্যামি নানাদিশং । তুর্গামন-
 গলক্ষুর্দমাত্রানির্বাহণক্ষমাম্ ॥ ৫১ ॥ অনন্তবং সা
 বান্ধব মন্দাবপ্রসবোচিন ॥ জটাবহঃ তপসে
 গুময়ামাস পারভী ॥ ৫২ ॥ ই সর্চিহৃদশং হিতা
 কৃপা মিহবালগু । পরম সুকুমারাদী পবিবতে স্ম
 বন্ধনম্ ॥ ৫৩ ॥ অপি প্রস্থনাবচর্যনিঃসহজুলিপল্লাবা ।

সেখানে শম্ভু সর্গিহিং খাকিয়া জ্যোতির্লিঙ্গাঙ্কতা
 প্রাপ্ত হইয়াছেন । বিধি বিষ্ণু প্রচুতি দেবগণ কৰ্ত্তক
 নির্বচীকৃত্ত নৈ স্থানে আমি নির্বক্ষে তপস্যা কবিতে
 সম্মম হই নাই । এই শোণাগরিব পাদদেশেব নাম
 প্রবালাচল । এই স্থানে বহু পুণ্যাবণ্য বিবাজিত
 ববি ॥ ইহা সর্গি বহুমুখ স্থান ১০—৪৬ । এইজন্ত
 আমি এই স্থানে ত্রিলোচনেব প্রতিষ্ঠা কবিয়া সন্ধ-
 লিঙ্গাকৃত্ত তপস্যা বাবা যথার্থক্ৰ তাঁহাব আবাধনা
 কবিত্তেছি । আমাব এই আশ্রমসন্নিধানেই ঐ মহৎ
 পুণ্যক্ষেত্র বিবাজিত । আপনি এই স্থানে আশ্রম
 বাবা সূচিবাল পস্যা বরুন । মুনিব এই কথায়
 দেবী এ স্থানে আশ্রম পবিগ্রহ কবিয়া মহৎ তপো-
 হস্তানে উদযোগী হইলেন । তিনি প্রথমেই
 আশ্রম বক্ষাব জন্ত বাননবাসিনী সত্যবতী এবং
 শুভগা ধনুর্মাণীকে নিযুক্ত কবিলেন । নিয়ত
 স্তূর্ত্তশাণিনী আত্মানির্বাহণক্ষমা তুর্গাকে তিনি
 সমস্ত তপোবন বক্ষার জন্ত আদেশ কবিলেন ।
 অনন্তব তিনি মন্দাব-কুসুমোপচিত ধর্মিলকে
 জটায় পারগত কবিলেন, তিনি সুকুমারাদী
 হইলেও স্মস্ত সূচিকণ, হংসর্চিহৃত প্রান্ত তুল
 পবিহাগ কবিয়া অতান্ত ককশ বঙ্গল ধারণ
 কবিলেন । তাহাব অতিপেলব অজুলিসকল
 কখন কুসুম-চয়ন ক্রেশ সহ কবিত্তে পারিত

অগ্নাবীদতিতীক্ষ্ণাগ্নাবিকাবঃ কুশানি সা ॥ ৫৪ ॥
বজ্রস্ফুটিনির্ভরাক্ষৈববহ্নিরানি কটকৈঃ । শিবীষমৃদী
শাণ্ডিল্যপল্লবাহু্যাকিকায় যা ॥ ৫৫ ॥ পাবস্তা-
কমলানদ্যাং প্রার্থিত্বৈতমজ্জনা । অর্চয়ানাস
বক্তাজৈর্ঘথাবিধি বিভাকবম ॥ ৫৬ ॥ দর্ভাক্ত
তিলোম্মিষ্টৈর্গৌবী জীর্নদিবাবিভি । দেবানবদ্য-
মাস দেবর্ষিপুতর্গাম্ ॥ ৫৭ ॥ বাণুকামণ্ডলে
স্বর্ঘ্যাবাহ্যভ্যর্চ্য পঞ্চজৈঃ । ঋতপ্রদক্ষিণা গৌবী
প্রণম্য সহস্রশঃ ॥ ৫৮ ॥ স্বামেব প্রতিষ্ঠায়া নিদ্র-
কিমপি শক্ববম্ । আগমোক্তেন বিবিদ্য পূজ্যমানস
পার্বতী ॥ ৫৯ ॥ আসনেন চ মুদ্রা চ মূলেনাঙ্গৈশ্চ
স ববিম । দণ্ডিপিজলমুখা চ শক্রাদাপ্তাদিবা
মপি ॥ ৬০ ॥ তত্তদিক্ চ সোমাদান গ্রন্থান বেদাদি
মুদ্রা । তেজশ্চৈ চার্চসিদ্ধানিষ্মাল্য চ শুবেদম্ ॥
৬১ ॥ অর্ঘ্যোপাতীত শুক্লেন সম্প্রাক্ষ । চ সম ১৩ ।
দারবাক্ত সমভ্যর্চ । গ্রাসানপি চবাব সা ॥ ৬২ ॥
ভূতশুদ্ধি বিধায়াগ্ন্যস্তবাণ চাব । অদি
পদ্মাসনে চার্চ্য জ্ঞানবস্তাদিবান ক্রমাৎ ॥ ৬৩ ॥
শক্রোদলেষু বামাদৌদলাগ্রে স্বযাবেবসৌ । কেসবাগ্র

না, আজ তিনি এ অঙ্গলিসমূহ দ্বারা অতি-
তীক্ষ্ণ কুশাক্ত নিষিকাব চিত্রে ছেদন করিতে
ছেন । ঐ শিবীষমৃদী বজ্রস্ফুটিনির্ভরাক্ষৈ ব-টক
দ্বারা শাণ্ডিল্যপল্লবসমূহ চান কাবতে লাগিলেন ।
তিনি পবিত্রা কমলানদীতে প্রাতঃপ্রাণ কাবতা
লোহিতপদ্ম দ্বারা দিবাকবেব এবাবিধি অচ্চনা
কাবতে লাগিলেন । তিনি দর্ভাক্ত ও তিল
মিশ্র কমলানদীকাব দ্বারা দেবর্ষিপুতর্গণেব স্পর্শ
সমাধা কাবতে লাগিলেন । তিনি বাণুকামণ্ডলে
স্বর্ঘ্যাব আবাহনপূর্বব পঞ্চজ দ্বারা পূজা কাবয়া প্রদ-
ক্ষিণপুরুষেব প্রণাম কারতেন । স্বয়ং ই তিনি শক্বেব
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কাবয়া আগমোক্ত বিবনে উহাব
অচ্চনা কাবতেন । আসন, মূর্তি, মূলমন্ত্র ও
অঙ্গমন্ত্র দ্বারা তিনি ববি, দণ্ডিপিজল মুখা, দীপ্তাদি-
শক্তি ও তত্তৎ দিকে বেহুশ্রুদা দ্বারা সোমাদি
গ্রন্থগণেব অচ্চনাগ্রে চণ্ডেশ্ববে তেজ সমর্পণানন্তব
নিষ্মাল্য নিবেদন কাবতেন । অতীব শুদ্ধ
অর্ঘ্য দ্বারা সর্বদিক্ প্রোক্ষণ কাবয়া তিনি
দ্বারপাল পূজাপুরুষ গ্রাস কাবতেন । অনন্তর
তিনি ভূতশুদ্ধি করিয়া অন্তর্ধাগ করিতেন । তিনি
হৃদয়ে পদ্মাসনোপবি ক্রমানুসাবে জ্ঞান বস্তাদিব
অচ্চনাগ্রে দলে বামাদি শক্তি, দলাগ্রে স্বর্ঘ্য ও বেবা,

সোমবিষ্ণু কর্ণিকাগ্রেহগ্নিধ্বজটী ॥ ৬৪ ॥ তদুচ্চৈ
শক্তিচক্র চ বিম্বস্তব্রহ্মপঞ্চকা । অঙ্গৈর্দ্বি চ
পাদাদৌপচয্যাভিষচা সা ॥ ৬৫ ॥ প্রাদাক্ষন্দনপুষ্পাদি
ধূপদীপপ্রদায়িনী । ভূয়োহপি পঞ্চবক্ষনি বডক্ষান্তপা-
পুজয়ৎ ॥ ৬৬ ॥ তদদিক্ চ শক্রাদৌ বজ্রাদৌশ্চ
বিধানত । কৃষ্ণা সন্ধ্যোপচাবা চ বিততারাষ্টপুষ্পি-
বান্ ॥ ৬৭ ॥ পঞ্চবক্ত্রাণি চার্চ্য চার্চ্য চণ্ডেশ্বরার্চনা ।
প্রদক্ষিণা প্রামাদ্যর্নিহাৎ শিবমপুজয়ৎ ॥ ৬৮ ॥
শিবাগমনোকাবিনা দেবঃ সোভাগাদায়িত্তিঃ । সা
দেব চ পূজান্তে প্রণীতে জ্ঞানবেদসি ॥ ৬৯ ॥
পাবক্লিণোপচাবা চ কন্দমূলফলাদিকৈঃ । স্বয়ং
১৩০পচারের্মতিবীনভাপুজয়ৎ ॥ ৭০ ॥ অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ
তিষ্ঠতী গায়ত্রী পঞ্চাশ্রমবাত । ইদে চ শিশিরে
চন্দ্রপীথুবাগ্ন্যাত ভবৎ ॥ ৭১ ॥ বর্ষবাত্রীষ ধাবাভিঃ
সহ বাবাবা পুনঃ । সোদামনাব দদৃশে তমসি
স্তিমিতাক্তি ॥ ৭২ ॥ পাণিপাদেন পদ্মানি মুখে চ
কলানিবন । প্রদশ্যত নাযসারিগ্রে সা হৈমমৌর্নিশাঃ ॥
৭৩ ॥ নীবাববাজদ্যনেন সা যুগানপ্যপোষয়ৎ ।
অক্রান্তি সাভিবানাস্রমোপান্তবর্দিনঃ ॥ ৭৪ ॥

কেশবাগ্রে সোম ৭ বিষ্ণু, কর্ণিকাগ্রে অগ্নি ও ধ্বজটী,
তদুচ্চৈ শক্তিচক্র, এব বক্ষপঞ্চক বিম্বাস বরিয়া
অঙ্গমন্ত্র দ্বারা পাদাদি প্রদান করত উপচারাদি
দ্বারা আশ্বেকপঞ্চক চন্দন-পুষ্পাদি ও ধূপ-দীপ
প্রদান কাবতেন । পুনবায় তিনি সেই সেই দিকে
এবারি শক্রদি, বজ্রাদি, পঞ্চবক্ষা ও সাক্ষের
পূজা কাবতেন । এব তিনি সর্ব উপচার
পূত্রাহ কাবয়া অষ্টপুষ্প বস্তাব কাবতেন এব
পঞ্চবক্ত্রাব পূজা কাব ১১ চণ্ডেশ্ববেব পূজা করিতেন ।
এইরূপে তিনি প্রদক্ষিণ ও প্রণামদ্বারা নিত্য শিবারা-
বনা কাবতেন কাবয়া, শিবাগমোক্ত বিধানে
সোভাগদায়ী দেবাদ্বারা পূজান্তে প্রণীত বহিতে
গেম কাব তন ১৪৭—৬৯ । এইরূপে উপচার সকল
কল্পনা কাব ১ । তিনি কন্দমূল-ফলাদি দ্বারা স্বয়ং
অগ্নিসেবা কাবতেন । তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাশ্রি-
মবে অঙ্গুষ্ঠাগ্রে দণ্ডাঘমান থাকিয়া শিশিরে হৃদমধ্যে
চন্দ্রপীথুবাগ্ন্যাত হইয়া এব বর্ষারাজিতে ধারার
সহিত বারিব হইয়া অঙ্গকাবে সোদামিনীষ
শ্রায় দৃষ্ট হইতেন । তিনি পাণিপাদে পদ্ম ও মুখে
চন্দ্র প্রদশন কাবতে করিতে অনায়াসে হেমন্ত নিশা
যাপন কাবতেন । তিনি নীবাববাজদান কাবয়া
যুগপোষণ করিতেন, ঐ যুগগণ আশ্রমপ্রান্তে

কৃতালবালসালিলৈঃ সুবালাকলশাক্ষতৈঃ । বাৎসল্য-
ধৰ্ম্যমাস পূর্ণানামপাদপান্ ॥ ৭৫ ॥ প্রদক্ষিণাং
কৃতবতী শোণশৈলং গিরীশ্রজা । সা মনোরথ-
সংসিদ্ধো নিত্যং সহ সখীগণৈঃ ॥ ৭৬ ॥ পঞ্চাঙ্করীং
জজ্ঞাপৈষা শিবস্তোত্রাণ্যুদৈরয়ৎ । দধৌ চ দেবং
মনসা শোণপৰ্বতরূপিণম্ ॥ ৭৭ ॥ অনুদিনমকুণা-
চলেধরং সা প্রণতবতী বিহিতপ্রদক্ষিণাদৈঃ ।
শিবনিগমবিধানবেদিনী সা ব্যরচয়দজিহুতা চিরং
তপস্তাম্ ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পার্বতীকৃতাকুণাচলেধরপরিচরণ-
বর্ণনং নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মন্ডিকেশ্বর উবাচ । তাবৎ কুতশ্চিদাকর্ণা তত্রস্থঃ
মহিষাসুরঃ । অবজ্ঞাতসুরারতিবিধংসিতপুরন্দরঃ ॥
১ ॥ সৰ্বলোকজয়ী সিদ্ধবিদ্যাধরভয়াবহঃ । তুর্নিগ্রহো
বরাদাসৌচ্ছ্রান্তৈরথিলৈরপি ॥ ২ ॥ তীক্ষ্ণানামপি

বিচরণ করিত এবং কদাপি তাহার হিংসা বা অভি-
ভব জানিত না । তিনি বাৎসল্যবশত আশ্রম-
পাদপ সকলকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন । ঐ পাদপ-
সমূহের মূলদেশে সলিল সেকের জন্ত আলবাল
প্রস্তুত ছিল এবং ঐ আলবালস্থ সলিল সুবালাগণ
কলশে করিয়া আহরণ করিতেন । তিনি মনোরথ
সিদ্ধির জন্ত নিত্য সখীগণের সহিত শোণশৈল
প্রদক্ষিণ করিতেন । তিনি পঞ্চাঙ্কর মন্ত্র জপ করি-
তেন । শিবস্তোত্র পাঠ করিতেন, শোণপৰ্বতরূপী
দেবদেবকে মনে মনে ধ্যান করিতেন, এবং তিনি
চিরদিন অকুণাচলেধরকে প্রদক্ষিণপূর্বক প্রণাম
করিতেন । তিনি শিবাগমাস্ত্রসারে তপস্তা
করিতেন । ৭০—৭৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

• মন্ডিকেশ্বর বলিলেন,—মহিষাসুর কোন লোক-
স্থলে দেবীর ঐ স্থানে অবস্থিতির বিধি শ্রবণ করিয়া
ঈশ্বাকে লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিবার জন্ত
ঈহার নিকট জ্ঞানৈক দূতী প্রেরণ করে । ঐ সময়
মহিষাসুর দেবগণকে অবজ্ঞা করিয়া পুরন্দরকে

শাপানামপ্যাগোচরতাং গতঃ । দর্পভির্দানবৈদৈত্যৈঃ
কৌণ্টেপৈশ্চ নিষেবিতঃ ॥ ৩ ॥ দৃষকো মুনীপত্নীনাং
ধর্ম্যমার্গোপঘাতকঃ । বলাৎপুলোমো নমুচের্জাদপি
বলাধিকঃ ॥ ৪ ॥ হিরণ্যকশিপোর্ধ্বশ্চো হিরণ্যাক্ষ
ইবাপরঃ । তাং বিলোভয়িতুং কাঞ্চিৎ প্রাহিণোৎ কিল
দূতিকাম্ ॥ ৫ ॥ ততঃ সা তাপসীবেশধারিণী গিরিজাং
প্রতি । সখীসমক্ষ এবৈদমুবাচানুচিৎ বচঃ ॥ ৬ ॥
অরাক্রভীষণে ভীরো নিবসন্তত্র কিং বনে ।
বিহর্জুচিৎ রম্যেধবরোধনবেশম্ ॥ ৭ ॥ কিমর্থং
বাদ্য চিত্তং তে যৌবনে ভোগনিঃস্পৃহম্ ।
নিবেশিতং তপসি চ দৈবতৈরপি তুষ্করে ॥ ৮ ॥ হংস-
তুলময়ীং শয্যাং মুক্তাময়বিতানিকাম্ । হিহা
কিমিতি মুদ্বঙ্গি সুপ্যতে পরুষাশ্রমম্ ॥ ৯ ॥ তপোজড়ো
মুড়ো দিষ্ট্যা প্রাগেবাস্তি হয়োজ্জ্বলিতঃ । তবানুরূপো
নৈবান্যো বিদ্যাতে দিবিসংসু চ ॥ ১০ ॥ কিং তু
ত্রৈলোক্যনাথোহস্মি মহিবো দানবেধরঃ । যদি
দ্রক্ষ্যসি তং সূত্র তাক্যশ্চৈব ক্ষণান্তপঃ ॥

বিধ্বংসিত করিয়াছিল । সে সৰ্বলোকজয়ী হইয়া সিদ্ধ
ও বিদ্যাধরগণের ভয়াবহ বর-প্রভাবে অতিশয়
দৃষ্ট ও মিথিল শাস্ত্রাস্ত্র দ্বারা অহিংস হইয়াছিল ।
সে কাহারও নিকট হইতে তীক্ষ্ণ শাপ প্রাপ্ত হয়
নাই । গর্ভিত দৈত্য, দানব ও কৌণপগণ সৰ্বদা
তাহার সেবা করিত । সে মুনিপত্নীগণকে দূষিত
করিয়া ধর্ম্য-মার্গ নিরোধ করিয়াছিল । পুলোমা নমুচি
ও বৃত্র হইতে সে বলাধিক ছিল । সে হিরণ্যকশিপুর
বশ্ত দ্বিতীয় হিরণ্যাক্ষের স্ত্রায় হইয়া উঠিয়াছিল ।
মহিষাসুরপ্রেরিত তাপসীবেশধারিণী দূতী সখীগণ-
সমক্ষেই গিরিজার প্রাতি এইরূপ অনুরূপিত বাক্য
বলিতে লাগিল,—হে ভীক ! তুমি অন্তঃপুরে বিহার
করিবার উপযুক্ত হইয়া এই ভীষণ অরণ্যে কিজন্ত
বাস করিতেছ ? এই তরুণ-বয়সে তোমার চিত্ত
ভোগ-নিঃস্পৃহ হইল কেন ? কিজন্ত তুমি এই দেব-
হরাচরণীয় তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিয়াছ ? হে
সুকুমারাদি ! তুমি কি নিমিত্ত মুক্তাময় বিতান-
বিরাজিত, তুলা-নির্মিত কোমল শয্যা পরিত্যাগ
করিয়া অতি কৰ্কশ পাষাণোপরি শয়িত রহিয়াছ ?
তুমি ভাগ্যোভাগ্যে তলোজড় মুড়কে পূর্বে পরিত্যাগ
করিয়াছ; তোমার অনুরূপ পতি দেবগণের মধ্যেও
নাই; তবে আছে,—এক ত্রিলোকপতি রাজা—মহিষ
দানবেধর । তুমি যদি ঈশ্বাকে দেখ; তাহা হইলে

১১ ॥ কিং নিরুবেন নবেষ ঞ্জা সৰ্বং চিরাৎ-
প্রভুঃ । স প্রাহিণোহুপানেতুং দূতিকাং মাং
স্মরাতুরঃ ॥ ১২ ॥ ইত্যত্যস্তবিক্রকং তাং ক্রবাণাম-
সমগ্রসম্ । দেব্যাশ্চিত্তস্থিতং জ্ঞাত্বা বিজয়া নিরকা-
সয়ৎ ॥ ১৩ ॥ সা চ্যতিরৌষেণ কৃতপ্রতিজ্ঞা দৈত্য-
রূপিকা । গহা বিদিতবৃত্তান্তমকরোন্নহিষাসুরম্ ॥
১৪ ॥ সোহপি তৎসৰ্বমাকৰ্য্য কৃষাভীবারুক্ষেণঃ ।
দেবীং জিহ্মকুরভ্যাগাদৃতো দৈতেয়কোটিভিঃ ॥ ১৫ ॥
শূন্যনৈর্দ্বিরদৈরথৈঃ পত্তিভিঃ সমস্ততঃ । ভুবমাচ্ছাদয়া-
মান ধ্বজৈশ্চ গগনান্তরম্ ॥ ১৬ ॥ ক্ষৌলিতৈবদ্যা-
ঘোষৈশ্চ নভঃ স্ফুটদিবাতবৎ । পাদঘাতৈশ্চ দৈত্যানাং
বিদগ্ধে বসুধাতলম্ ॥ ১৭ ॥ করালো দুর্ধরস্তস্ত
বিচক্ষুর্ভিকরালকঃ । বাকলো দুর্মুখশ্চণ্ডঃ প্রচণ্ডা-
মরাসুরঃ ॥ ১৮ ॥ মহাহনুর্মহামৌলিকুগ্রাসো বিকটে-
ক্ষণঃ । জালাস্তো দহনশ্চমে সেনাত্যোহপি
প্রতস্থিরে ॥ ১৯ ॥ কোলাহলমিমং ঞ্জা দেবী নিয়-
মবিস্ততঃ । শক্তিতা দৈত্যসংহত্যে দুর্গামাদিশতি
স্ম সা ॥ ২০ ॥ সাকুণাদিরহোদ্রোণ্যামধিক্রুতা মৃগাবিপম্ ।

তৎকণাৎ তুমি তপস্তা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য
হইবে । আর গোপন করিবারই বা প্রয়োজন কি ?
দেখ, তিনি বহুদিন হইতেই সমস্ত বিষয় অবগত
আছেন, সম্প্রতি তিনিই অত্যন্ত স্মরাতুর হইয়া
আমাকে দূতী করিয়া তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন ।
দূতী এইরূপ অত্যন্ত বিক্রক অসদৃশ বাক্য বলিলে,
বিজয়া দেবীর চিত্তবৃত্তি অবগত হইয়া তাহাকে তথা
হইতে দূর করিয়া দিলেন । তখন অতিক্রোধে দৈত্য-
রূপ ধারণ করিয়া দূতী প্রতিজ্ঞা করিল এবং সকল
ঘটনা মহিষাসুরের নিকট বিজ্ঞাপন করিল । মহিষা-
সুর শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে লোহিত-নয়ন হইয়া
দেবীকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত কোটি দৈত্য
সমভিব্যাহারে ক্রতপদে যাত্রা করিল । তখন ইন্দ্ৰ-
হস্তী ও রথপত্তি দ্বারা পৃথিবী এবং ধ্বজ সকল দ্বারা
গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল ; ক্ষেড়িত ও বাদ্য-
ঘোষে নভস্তল যেন ফাটিয়া গেল ; দৈত্যগণের
পাদাফালনে বসুধাতল বিদীর্ণ হইল এবং করাল,
দুর্ধর, বিচক্ষু, বিকরাল, বাকল, দুর্মুখ, চণ্ড, প্রচণ্ড,
অমরাসুর, মহাহনু, মহামৌনি, উগ্রাখ্য, বিকটে-
ক্ষণ ও জালাস্ত, এই সকল সেনানীও তাহার
অঙ্গগমন করিল । তখন দেবী দৈত্যসেনার এই
ভয়ানক কলকলনিাদ শ্রবণ করিয়া নিয়ম-বিস্ত
উপস্থিত হইবে, এই আশঙ্কায় দৈত্যগণকে
সংহার করিবার নিমিত্ত দুর্গাকে আদেশ করি-

দীপ্তায়ুধধরৈর্দোভিঃ কালিকেব মহীং গতা ॥ ২১ ॥
ঘনানঘনবোদগ্রং সিংহনাদমচীকরৎ । কুরদন্তক্ষদো-
পান্তং বরদঙ্গুলিপল্লাবা ॥ ২২ ॥ স্বাদেভ্যো যোগিনী-
চক্রং মাতরোহপাস্থজদ্ কৃষা । দেব্যাঃ প্রিয়ায়
দৈতেয়সংহারাহাঃ সহস্রশঃ ॥ ২৩ ॥ কাশ্চিত্তজ্ঞাকুণ্ডলা
দণ্ডিন্যো হংসবাহনাঃ । মুখৈশ্চতুর্ভিরাজয়ুঃ কোপ-
প্রক্ষুরিতাধরৈঃ ॥ ২৪ ॥ নির্যযুঃ কাশ্চন ক্রুকা
জলাগ্রিশিখপাণয়ঃ । নিম্বনভূষণাঃ পংসল্লাটা
বৃষবাহনাঃ ॥ ২৫ ॥ নির্জয়ুরপরাঃ সেনাসহিতাঃ
শিখিবাহনৈঃ । শক্তিদণ্ডাভয়করাঃ শতশঃ ষড়্ভি-
রাননৈঃ ॥ ২৬ ॥ নিশ্চক্রমুঃ পরাস্তাক্ষ্যমধিক্রুত-
কৃষা । শঙ্খচক্রধরাঃ সূর্য্যচন্দ্রমোভ্যাং দিবো যথা ॥
২৭ ॥ প্রতিষ্ঠন্তে তথা ব্যাঘ্রবাহাঃ কুবলয়দ্বিযঃ ।
পোতৈঃ সদবর্জরারাবৈরিভ্রত্যো মুবলং হলম্ ॥ ২৮ ॥
রোমাকুণসহস্রাক্ষো বলক্ষদ্বিপবাহনাঃ । প্রতস্থিরে

লেন । ১—২০ । দুর্গা তখন অরুণাদির এক গুপ্ত
গুহায় গমনপূর্ব্বক তথায় এক সিংহকে দেখিয়া
তাহার উপর আরোহণ করিলেন এবং প্রত্যেক
হস্তেই প্রদীপ্ত আয়ুধ সকল ধারণ করত কালিকার
ন্যায় সাজ্জত হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ।
তিনি ঘনবৎ ঘন ঘন অতি উদগ্র সিংহনাদ করিতে
লাগিলেন । তৎকালীন তাহার অধর ও ওষ্ঠপ্রান্ত
ক্ষুরিত হইতে লাগিল ; তিনি অঙ্গুলি কম্পনে তর্জ্জন
করিতে লাগিলেন । ক্রোধে তিনি স্বীয় দেহ হইতে
যোগিনীসমূহ ও মাতৃগণকে সৃজন করিলেন । সেই
সহস্র যোগিনী ও মাতৃগণ সকলেই দেবীর হিত-
সাধনের নিমিত্ত দৈত্যসংহারে প্রস্তুত । ইহাদের
মধ্যে কেহ কেহ অরুণবর্ণ, হংসবাহন, দণ্ডহস্ত এবং
কোপে তাহাদের অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছে । কেহ
কেহ অতিক্রোধে জলিতধার খড়্গ হস্তে লইয়া নির্গত
হইয়াছে ; তাহাদের ভূষণ সকল বিকটরূপে কণ্ডিত
হইতেছে । ক্রোধে ললাট তাহাদের সজ্জাচত
হইয়াছে, এবং সকলেই তাহার ঋষভাধিক্রুত ।
কেহ কেহ সৈন্ত-সমভিব্যাহারে শিখিয়ানে আগ-
মন করিয়াছে ; তাহাদের হস্তে শক্তি, দণ্ড
ও অভয় বিরাজিত । কেহ কেহ গরুড় বাহনে
অধিক্রুত হইয়া অতি ক্রোধে আগমন করিয়াছে ;
তাহারা রবি-শিশালিনী স্বর্গভূমির স্মার্য শঙ্খ-
চক্র ধরা । কেহ কেহ কুবলয়-কাণ্ডি ; তাহার
ব্যাঘ্র-বাহনে আগমন করিয়াছে । কেহ কেহ

চ জালাশ্রদহনাবপি ॥ ৪৭ ॥ অমুজগুঃ ক্রুধা যাস্তং
যুদ্ধায় মহিষাসুরম্ । কালনেমিপ্রভৃতয়ো বিপ্রচিহ্নি-
মিবাসুরাঃ ॥ ৪৮ ॥ শিরস্ত্রবস্তো রথিনঃ সুনিসঙ্গ-
ধনুর্ধরাঃ । উদ্ধৃতকটকাঃ প্রাপুর্ধুকুভুমিং চলক্ৰজাঃ ॥
৪৯ ॥ সমস্তাং পুরিতদিশঃ সিংহনাদৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ।
পৃষৎকবর্ধিণো মাতৃমণ্ডলাভিভূক্তবুঃ ॥ ৫০ ॥ তাশ্চ
তৈর্বলিতিঃ ক্রুধা সংগ্রামং নিঃসহহতঃ । দুর্গাং
প্রপেদিরে দেবীঃ শরণং সিংহবাহনীম্ ॥ ৫১ ॥
উক্তা মায়ালুলায়স্তু হৃজ্জয়হং হুরাশ্বনঃ । দেবীঃ তাং
তুষ্টবুর্গামেবং সপ্তাপি মাতরঃ ॥ ৫২ ॥ যোগনিদ্রেতি
রূপেণ বিবেকর্নয়নপদ্ময়োঃ । ত্রয়া নিলীয়তে দেবি
মধুকার্যেব লীলয়া ॥ ৫৩ ॥ অমুমুহন্তং ন তথা
মাতশ্চ মধুকৈটভৌ । কথং জঘান তো বিষ্ণু-
স্তয়োরেবাভানুজয়া ॥ ৫৪ ॥ হং কৌশিকী ন
চেজ্জাতা মৃত্যুঃ শুশ্রুনিশুশ্রযোঃ । কথং তু লোক-
পালানামৈশ্বর্যং দেবি এষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ বিদ্যাবাসিনি
বিদ্যেয়ন কিমবদ্যং কৃতং তপঃ । যত্র মৈত্রী কিরাতী-
ভিরপি লভ্যা ত্রয়া সমম্ ॥ ৫৬ ॥ কাপিশায়নমাপীতঃ

দহনের অমুগমন করিল। কালনেমি প্রভৃতি
যেমন বিপ্রচিহ্নির অমুগমন করিয়াছিল, তদ্রূপ
অত্যাচা শিরস্ত্রাণযুক্ত রথী, সুনিসঙ্গ, ধনুর্ধর, উদ্ধৃত-
কটক চঞ্চলধ্বজ অসুরগণ ক্রোধাক্রম মহিষাসুরের
অমুগমন করিল। তখন ভয়ঙ্কর সিংহনাদে-
দিশ্চগুল পূরিত হইল। পৃষৎকবর্ধী অসুরসেনাগণ
মাতৃগণের প্রতি ধাবিত হইল। সপ্ত মাতৃগণ
অসুরবাহিনীর সহিত সংগ্রাম সহ করিতে না
পারিয়া সিংহবাহিনী দেবী দুর্গাকে শরণ রূপে প্রাপ্ত
হইলেন এবং হুরাশ্বা মায়াবী অসুরদিগের হৃজ্জয়-
স্তের বিষয় তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা এই
বলিয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবি !
তুমি লীলা বশতঃ বিষ্ণুর নয়ন-কমলযুগলে যোগ-
নিদ্রারূপে বিলীন থাকিয়া মধুকারী স্বরূপ হইয়াছিলে ।
হে মাতঃ ! তুমি যদি মধুকৈটভকে ঐরূপ মুক্ত
না করিতে, তাহা হইলে কি বিষ্ণু তাহাদের
অমুজ্ঞা পাইয়া তাহাদিগকে বধ করিতেন ? হে
মাতঃ ! তুমি যদি শুশ্রু-নিশুশ্রের মৃত্যুরূপ না
হইতে, তাহা হইলে কি লোকপালগণ ঐশ্বর্য
ভোগ করিতে পারিত ? অগ্নি মাতঃ বিদ্যাবাসিনি
তুমি কি বিদ্যাচলে বাস করিয়া তোমার সমস্ত
তপ অবস্রাব্য করিলে—যাহার ফলে কিরাতরমণীরাও
তোমার সঙ্গিত মিত্রতা করিতেছে ? হে অম্ব !

ধনদোপায়মৌকতম্ । ত্রয়া নীতং দৈত্যানাং
রসৈর্নিযতমানবৈঃ ॥ ৫৭ ॥ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিশক্তিঃ
স্থিতিশক্তির্মধুদ্বিধা । অহং সংহারশক্তিঃ ক্রদন্তাপি
প্রগলভসে ॥ ৫৮ ॥ যশোদানন্দজাতা হ্রমেকানং-
শেতি নামতঃ । কংসাদ্যাসুরসংহারে হরেঃ সাহসং
করিষ্যসি ॥ ৫৯ ॥ হং বিদ্যা হং মহামায়া হং লক্ষ্মী হং
সরস্বতী । হং দেবী পার্বতীশাপি দুর্গে কিং বা ন
জায়সে ॥ ৬০ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ । স্তোত্রোণানেন
মাতৃতো দুর্গা দত্তাভয়া সয়ম্ । মহিষাসুরযুদ্ধায়
সম্প্রো নির্যযো তদা ॥ ৬১ ॥ প্রচণ্ডমণ্ডলাগ্রে ভিন্দি-
পালেন চামরম্ । মণীমৌলিঃ সুরিকয়া কর্পরেণ
মহাহনুম্ ॥ ৬২ ॥ উগ্ৰবক্রং কুঠারেন শক্ত্যা বিকট-
চক্ষুষম্ । জালামুখং মূদারেন দহনং মুবলেন চ
॥ ৬৩ ॥ নিহত্যা মহিষশ্রাগ্রে সরোষং যুদ্ধাতী
সয়ম্ । সিংহনাদং মহাঘোরং চক্রেণ মুদিতাশয়া ॥
৬৪ ॥ অথাভ্যামর্ষিতো দুর্গাং বিশিখৈর্মহিষাসুরঃ ।
বিব্যাধ ফালকলকে স্তনয়োর্গণ্ডয়োঃপি ॥ ৬৫ ॥
ততো দুর্গাথ সংরস্তাং প্রজাহারসুরেশ্বরম্ ।
বাহ্বেবর্ষসি বক্ত্রে চ ক্ষুরপ্রেঃ প্রজলংফলৈঃ ॥

তুমি ধনদ কর্তৃক উপায়নীকৃত কাপিশায়ন পান
করিয়াছ, তাহা দৈত্যগণের নিযত মানব রসে
নীত হইয়াছে। তুমি ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি, বিষ্ণুর
স্থিতিশক্তি এবং ক্রদের অন্ধক-সংহারশক্তি ।
তুমিই যশোদা ও নন্দ হইতে জাত, তোমারই নাম
একানংশা এবং তুমিই কংসাদি অসুর নাশকালীন
শ্রীহরির সহায়া করিয়াছিলে । ২১—৫৯। তুমি বিদ্যা,
তুমি মহামায়া, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী, তুমি
দেবী, তুমি পার্বতী এবং তুমিই ঈশ্বরী । হে দুর্গে !
তুমি কি-ই বা নও ? নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—
মাতৃগণের স্তবে দেবী দুর্গা তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে
অভয় প্রদানপুরঃসর হৃষ্টচিত্তে মহিষাসুরযুদ্ধে
গমন করিলেন । তিনি প্রচণ্ড-মণ্ডলাগ্রে ভিন্দিপাল
দ্বারা চামরকে, ছুরিকায় দ্বারা মহামৌলিকে, কর্পর
দ্বারা মহাহনুকে, কুঠার দ্বারা উগ্ৰবক্রকে, শক্তি
দ্বারা বিকটচক্ষুকে, মূদার দ্বারা জালামুখকে এবং
মুবল দ্বারা দহনকে, মহিষাসুরের অগ্রে ক্রোধ
সহকারে হত্যা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।
তিনি মুদিতমানে চক্র দ্বারা সিংহনাদ ও মহাঘোরকে
নিহত করিলেন । তখন মহিষাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
হইয়া বিশিখ দ্বারা দুর্গার গণ্ড ও কুচযুগল বিদ্ধ
করিল । অনন্তর দুর্গাও মহাসংরক্ত সহকারে অলং-

কন্দ-পুরাণম্ ।

৬০। কন্দোঃ সিন্ধুং চ দেবীমপি মুহূৰ্হুঃ ॥ ৭৬ ॥ কণঃ
গগনমধ্যস্থঃ কণঃ প্রাপ্তো মহীতলে । কণঃ দিকু
ভ্রমন্ প্রাপ্তঃ কণঃ চাদৃশ্যতাং গতঃ ॥ ৭৭ ॥ প্রার্থিতা
মাতৃচক্রেণ তুর্গা মহিষদানবম্ । অমোঘেন ত্রিশূ-
লেন দারয়ামাস সশ্রিতা ॥ ৭৮ ॥ মুক্তবর্ষরানিঘোষো
যাবৎপতাত দানবঃ । ভাবদন্ত হঠেনার্জিযুঃ কন্ধপীঠে
শ্রবেণ্যং ॥ ৭৯ ॥ কণ্ঠপীডনতো যাতজীবিতস্তামর-
ক্রহঃ । ছিন্ন মূর্দ্ধানমাদায় পাণিনাৎ ননর্ত সা ॥ ৮০ ॥
ইতি তুর্গয়া সমিতি কাসবাসুরে দলিতে সমস্তভুব-
নৈককণ্টকে । ননৃতুঃ সুরাঃ প্রজহুর্ষুর্ষষো বহু-
বশ্চ দিবাকুসুমানি বাবদাঃ ॥ ৮১ ॥
ইতি ত্রীক্ষান্দে দেব্যাস্তপশ্চর্যায়াং তুর্গাকৃত মহিষা-
সুববধবর্ণনঃ নাটমেকোনাবিশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । অহো মহিষদৈত্যস্ত তুরাচার-
ত্বমীদৃশম্ । অহো তুরিতহারিণ্যা তুর্গয়াশ্চ পরা-
ক্রমঃ ॥ ১ ॥ এবং তথা ভদ্রকাল্যা নিহতে মহিষা-

কলক কুরপ্র অস্ত্র দ্বাবা মহিষাসুরের বক্ষ, বাহ ও
বক্র বিদ্ধ করিলেন । মহিষাসুরও তিন বাণে তুর্গাব
যুগ, পাঁচ পাঁচ বাণে বাহুযুগল, দুই বাণে নেত্রদ্বয়,
এক বাণে সারথি, অষ্ট বাণে অশ্ব, তিন বাণে
কার্পুক, এবং চারি বাণে ধ্বজ ছেদন করিল ।
অতঃপর দৈত্যোক্ত মহিষ পদাতি হইয়াই বহুতুল্য
জ্বালামালাবিশিষ্ট কালদণ্ডপ্রতিম শক্তি মোচন
করিল । এই ভয়ানক শক্তি মোচন করায় মাতৃ-
গণ রণে ভঙ্গ দিল এবং দেবগণ হাশ্যকার
করিয়া উঠিলেন । এদিকে তুর্গা এই আর্পিত
শক্তি অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিলেন । রূপাণ,
অঙ্কুশ, পাশ, ভুগুণ্ডী, করবালিকা, শঙ্খ, শক্তি,
গদা, চক্র, তোমর কলক, শূনি, পবনধ্ব, ভিন্দি-
পাল, এবং পট্টিশ, এই সকল অস্ত্র শস্ত্র মহিষ
তুর্গার প্রতি ক্রয়াভ্যোদের অশনিবর্ষণের স্থায়
বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তুর্গা শক্তির্জ্যোতির্ময় শস্ত্র
সকল হস্তিনীর ইক্ষুকাণ্ডভঙ্গের স্থায় ভাঙ্গিয়া
কেলিতে লাগিলেন । তুর্গার বাহন সিংহও লাক্সলাস্ত,
মংগু ও মথশৃঙ্খক দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল ।
মহিষও কণে সিংহ হইয়া, কণে ক্রোড় হইয়া, কণে
ব্যাঘ্র হইয়া, কণে গজ হইয়া এবং কখনও বা
মহিষ হইয়া তুর্গার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ।

মহিষ মুহূৰ্হু অতিক্রোধে দেবীর বাহন ব্যাঘ্র ও
দেবীকে তাড়া করিতে লাগিল । মহিষ কখন
গগনমধ্যস্থ হইয়া, কখন পাতালস্থ হইয়া, কখন
দিগ্ভাগে বিলীন হইয়া, কখনও বা একেবারে
অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । মাতৃগণ
কড়ক প্রার্থিত হইয়া তুর্গা হাসিতে হাসিতে
ত্রিশূল দ্বারা মহিষাসুরকে দ্বিধাভূত করিলেন ।
এ দানব ঘর্ষর শব্দ করিয়া যেমন পতিত হইল,
তেমনি উহা ব কণ্ঠ, পীঠ ও অর্জিযু নিবেশিত
করা হইল । যাতজীবিত অমরদ্রোহী মহিষের ছিন্ন
মস্তক লইয়া দেবী তুর্গা নৃত্য করিতে লাগিলেন ।
দেবী তুর্গা কড়ক সমস্ত ভুবন-কণ্টক মহিষাসুর
উক্ত প্রকারে সমরে দলিত হইলে সুরগণ নৃত্য,
মহর্ষিগণ হর্ষপ্রকাশ এবং বারিদ সকল দিব্য
কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিল । ৬০—৮১ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯ ।

বিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন মহিষাসুরের তুরিতর
যেমন অশচর্যজনক আর তুরিতহারিণী দেবী তুর্গার
পরাক্রমও তদ্রূপ বিস্ময়াবহ । পুরোক্ত প্রকারে

সুরে । কিং চকার গিরীজাশ্চ নন্দিনী তপসি
স্থিতা ॥ ২ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ । অনন্তবৎ সা
হস্তেন দধতী দৈতামস্তকম্ । ননাম গৌরীমন্তেন
পাণিনা খজ্জধারিণা ॥ ৩ ॥ অথ হর্ষণে নৃত্যন্তী
তামালোক্য দয়ার্জয়া । দৃষ্ট্যা দেবী জগদৈনাং
দস্তাং দ্যোতিতাহবা ॥ ৪ ॥ অঘাতিক্রবঃ কৰ্ম্ম
নিষ্কৃতং বিজ্ঞাবাসিনি । জা-২ তব প্রভাবেণ
নিপ্রত্যাখ্য মে তপঃ ॥ ৫ ॥ অধৈতন্মাহিষঃ শাধ-
মপবিষঃ ভয়ঙ্কবম্ । জগৎপবিত্র্যচাৰিষে তাক্-
মহিসি হস্ততঃ ॥ ৬ ॥ ইতি গৌৰ্যোদিতা দুৰ্গা
জুগুপ্সাকুলমানসা । মুৰ্দ্ধন্তশ্চ নিপাতায় বাধুনোদ-
বহুশঃ করম্ ॥ ৭ ॥ তীর্থমুৎপাদ্যতাং দেবি নবং
পাপবিনাশনম্ । তন্মিন্নিমজ্জনাদুর্গে প্রায়শ্চিত্ত-
ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥ ইতীবিতা গৌতমেন দুৰ্গা দ্বিত-
শক্তিনী । পাটয়ামাস খজোন শিলাপটে পটীষসা ॥
৯ ॥ পাতালাবধি নির্ভিন্নাৎ পামাণতলতন্ততঃ ।
উদজ্জ্বন্তরঙ্গাঃ সচ্চিহ্নমিব নির্মলম্ ॥ ১০ ॥ মমজ্জ
সাপি গন্তীবে তন্মিন্নমসি পাবনে । নমঃ শোণাদি-
নাথ্যেতু্যক্তা মজ্জমন্তমম ॥ ১১ ॥ তাবন্মাহিককণ্ঠস্থ

দেবী ভদ্রকালী কর্তৃক মহিষাসুর নিহত হইলে
তপস্চারিণী গিরীজানন্দিনী কি কবিতাছিলেন ?
নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—অনন্তর দেবী দুৰ্গা একহস্তে
দৈত্য-মস্তক ও অপর হস্তে খজা ধারণ কবিতা
হুষ্টান্তঃকরণে নৃত্য করিতে করিতে নিকটে গিয়া
দেবী গৌরীকে প্রণাম কবিলেন । দেবী গৌরী
দয়ার্জচিত্তে ঐহাকে তথাবিধ দর্শনে হাস্ত কবত
দশনচ্ছটায় অদ্বতল আলোকিত করিয়া বলিলেন,—
অয়ি বিজ্ঞাবাসিনি । তুমি অত্যন্ত দুষ্কর কৰ্ম্ম সম্পাদন
কবিলে । তোমার প্রভাবে আমার তপস্যা নিবৃত্ত
হইল । এক্ষণে তুমি ঐ ভয়ঙ্কর অপাবন মহিষ
মস্তক পবিত্যাগ কবিতা এই জগৎ পবিত্র কব । দেবী
গৌরী এইরূপ কহিলে দুৰ্গা জুগুপ্সিতমনা হইয়া ঐ
মস্তক পরিত্যাগের নিমিত্ত বহুবার স্বীয় হস্ত কম্পিত
করিলেন । তখন গৌতম দেবী দুৰ্গাকে বলিলেন,—
হে দেবি । পাপবিনাশন নূতন তীর্থ উৎপাদন করুন,
ঐ তীর্থে স্নান করিলে মানব প্রায়শ্চিত্তের ফললাভ
করিবে । ত্বরিতশক্তিনী দুৰ্গা এইরূপে অভিহিত
হইয়া খজা দ্বারা শিলাপটে পাটিত করিলেন ।
পাতালাবধি পাটিত ঐ পামাণতল হইতে তখন
নির্মল সচ্চিহ্নের স্তায় জলরাশি উদ্ভূত হইল এবং
ঐ পবিত্র গন্তীর জলরাশিতে তিনি “নমঃ শোণাদি-

লিঙ্গং তদালিভঃ তলে । ৩১ ৥ তাবন্মাহিককণ্ঠস্থ
পাপবিনাশনসংক্রম্য ॥ ১২ ॥ উন্মমজ্জ কবিতা
তীর্থোদ্ভূতকন্মসা । নিপপাতাথ তৎপামাণতল-
সুবমস্তকম্ ॥ ১৩ ॥ রুতপ্রদক্ষিণা নবা পাপবিনাশ-
মীষবম্ । পুরস্তাদতি সা গৌর্যা গৌতমেনো-
নন্দিতা ॥ ১৪ ॥ এবং প্রত্যক্ষনিরতপাশাং তাম্
বীক্ষ্য পার্শ্বতী । জগাদ দীর্ঘতপসং জগতীধর-
নন্দিনী ॥ ১৫ ॥ মহিষাসুরস হাবেহজসা স্বমুখতিঃ
কণ্ঠা । বিজ্ঞাবাসিনীমহো ভুটমাহিষবিগ্রহম্ ॥ ১৬ ॥
গুহীবা ভক্ষয়ামাস তশ্চ লিঙ্গমিদং শিবম্ । প্রায়শ্চিত্তঃ
কর্ত্তো ব্রতি মমাপি মুনিসত্তম ॥ ১৭ ॥ গৌতম
উবাচ । দেবি সর্বজগৎসর্গাহিতিসংহাবকারিণি ।
হৃদানমেব জগতা সর্বপাতকনাশনম্ ॥ ১৮ ॥
অথাপি লৌকিক পুণ্যমবলম্ব্য অয়েবিতম্ । স্বরূতাপি-
তি মধ্যাদা ন মর্হান্তকিলজ্যাতে ॥ ১৯ ॥ অস্তঃ-
কবণকালুয্যাকালিনী কাচন ক্রিয়া । কথ্যতেহদ্য
ময়া মাতববধানং বিদীয়তাম্ ॥ ২০ ॥ অরুণাঙ্গিরসঃ
সাক্ষাদনলাদ্রিস্তিবোহিতঃ । জগতি জ্যোতিষা যেন

নাশায়” এই অল্পকৃতম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিম-
জ্জিত হইলেন । নিমজ্জন মাত্র তৎক্ষণাৎ মহিষ-
কণ্ঠস্থ লিঙ্গ আঁত হইয়া পাপবিনাশন সংক্রম্য
তদ্রূপে তটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইল । তখন
দুৰ্গা ঐ তীর্থবাধি দ্বারা ধূতকন্মসা হইয়া উৎখিত
হইলেন । অনন্তর মহিষাসুবমস্তক তাঁহাব করতল
হইতে নিপতিত হইল । তিনি পাপবিনাশন দেবকে
প্রদক্ষিণ ও নমস্কাবপূর্বক গৌতম কর্তৃক অতিনন্দিত
হইয়া গৌরীর সম্মুখে অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন ।
জগতীধর-নন্দিনী পার্শ্বতী দীর্ঘতপস্চারিণী দুৰ্গাকে
ঐকপ প্রত্যক্ষ নিবস্ত-প্রায়া দর্শন করিয়া বলিলেন,
—আমি মহিষাসুবিনাশনেব জন্ত দুৰ্গাকে অল্পমাত্র
কবিতাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্যেব বিষয়, এই বিজ্ঞা-
বাসিনী ভুট মহিষবিগ্রহ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিলেন,
নাহাব কণ্ঠস্থ লিঙ্গ এই শিব হৈ মুনিসত্তম ! আপনি
তাঁহাব প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা বরিয়া দেন । ১—১৭ ।
গৌতম বলিলেন,—হে দেবি । তুমিই সর্ব জগতের
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী । তোমার ধ্যান করিলেই
লীল পাতক নষ্ট হইয়া থাকে । তুমি লৌকিক
চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহা বলিতেছ ; যেহেতু
মহাত্মক স্বরূত মধ্যাদা লজ্জন করে না । অয়ি
মাক্ষ ! অদ্য আমি অস্তঃকরণ-কালুয্যনাশন একটী
কর্ণের বিষয় বলিতেছি, আপনি অবহিত হউন ।

কৃতিকাপূর্ণিমানিষি ॥ ২১ ॥ তৎসপৰ্য্যাতপশ্চৰ্য্য
কাৰ্য্য কত্যাযনি দয়া । তজ্জ্যোতির্দৰ্শনাৎ সৰ্বমভীষ্টং
তব সিধ্যতি ॥ ২২ ॥ ইতুজ্জা গৌতমেনাদ্য তদা-
প্রভৃতি দাক্ষণ্য । ইয়ং চ শিবভক্তা হি শিবপূজারতা-
তদা ॥ ২৩ ॥ তপশ্চাৰ পঞ্চানামগ্নীনাং মধ্যমাশ্রিতা ।
চতুৰ্ণাং শিখিনাং মধ্যে স্থিতা সূৰ্য্যানিবিষ্টদৃক্ ॥ ২৪ ॥
রেজে হৈমী শলাকেব দ্যোতমানা গিরীন্দ্রজা ।
অথাকুণ্ঠেব পার্শ্বতাঃ প্রেমপাশৈর্নিরাবৃত্তৈঃ ॥ ২৫ ॥
সা কার্তিকী পৌৰ্ণমাসী সমাপেদে শুভা তিথিঃ ।
ততস্তস্মৈ দিনস্তান্তে শৃঙ্গে শোণমহীভূতঃ ॥ ২৬ ॥ অদর্শি
কিমপি জ্যোতিরনুপাধিকবৈভবম্ । তদর্শোপগতৈ-
ব্রহ্মমধুভিহাসবাদিভিঃ ॥ ২৭ ॥ উপাস্তমানমভিতো
দেবৈর্দ্যব্যবিসঙ্গতৈঃ । তদনিঙ্কনমগ্নেহমদশাবর্তি-
সম্ভবম্ ॥ ২৮ ॥ মহাপ্রদীপমালে ক্য বিস্ময়ং প্রাপ
পার্বতী । কৃতপ্রদক্ষিণা সাথ প্রণামস্তী পদে পদে ।
অকুণ্ঠাঙ্গীশ্বরং নাথং তুষ্টা তুষ্টাব শৈলজা ॥ ২৯ ॥
নমস্তে মেকুচাপায় কৈলাসচলবাসিনে । নীহার-
শৈলজামাত্রে শোণস্বাধররূপিণে ॥ ৩০ ॥ বরুণাদি-

এই অকুণ্ঠাদি সাক্ষাৎ তিরোহিত অনলাদ্রিস্বরূপ ;
ইহা কৃতিকায়ুক্ত পূর্ণিমানিষায় স্থায় তেজে প্রজলিত
হয় । হে মাতঃ কাত্যায়নি ! তুমি উহার সপৰ্য্য
ও তপশ্চৰ্য্য কর । উহার জ্যোতি দর্শনে তোমার
সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । গৌতম এই কথা
বলিলে মাতা তদবধি একান্ত শিবভক্তা ও শিবপূজা-
নিরতা হইলেন । তিনি পঞ্চাঙ্গির মধ্যবর্তিনী হইয়া
তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন । তিনি চারি অগ্নির
মধ্যস্থিতা হইয়া সূর্য্যে দৃষ্টি সংলগ্ন করত জ্যোতির্ময়ী
মূর্তিতে হৈম শলাকার স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন
অনন্তর পার্বতীর নিরায়ত প্রেম-পাশ দ্বারাই যেন
আকুণ্ঠ হইয়া শুভ কার্তিকী পৌৰ্ণমাসী তিথি সমুপস্থিত
হইল । ঐ দিনের অবসানে শোণাচলের শৃঙ্গদেশে
এক অল্পপাধিক অনির্কচনীয় জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইল ।
তাহা জাম্বিতে পারিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বাসবপ্রমুখ,
দিব্যধি-সহিত দেবগণ চতুস্পাশ্বে থাকিয়া সেই
জ্যোতির আরাধনা করিতে লাগিলেন । পার্বতী
ঐ অনিঙ্কন, মেহরহিত, অদশাবর্তি-সম্ভব মহা-
প্রদীপকে দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন । তিনি
তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রণাম
করিতে লাগিলেন । শৈলজা কুণ্ঠ হইয়া ঐ জ্যোতী-
রূপ অকুণ্ঠাচল-নাথের স্তব করিতে লাগিলেন ;
বলিলেন,—হে মেকুচাপায়, তোমাকে নমস্কার । তুমি

সুরার্চ্যায় তরুণাদিত্যবর্চসে । অকুণ্ঠাচলনাথায়
ককুণ্ঠামূর্তয়ে নমঃ ॥ ৩১ ॥ জয় জহুসুতাচন্দ্রলেখা-
লকৃতশেখর । সৌন্দর্য্যমোহিতাশেষমুনিপত্নীজনা-
শয় ॥ ৩২ ॥ জয় শৈলসুতাসঙ্গসম্ভূতানন্দবৈভব ।
ময়া নারায়ণাতোগক্রীড়াভ্রৈড়নপণ্ডিত ॥ ৩৩ ॥ জয়
সঙ্ক্যাসমোপেতসম্ভূতানন্দতাণ্ডব । জয় গীর্ধাণ-
গন্ধর্বসিন্ধবিদ্যাধরার্চিত ॥ ৩৪ ॥ জয় হেরদজনক জয়
বসুধবৎসল । জয় হৈমবতীপ্রাণ্য জয় পার্শ্ববহুলভ ॥
৩৫ ॥ ইতি স্তব্ধা মূর্তস্তন্মিঞ্জোতিষি স্তস্তলোচনাম্ ।
দৃষ্ট্বা দেবীং দয়াব্যাজাঘ্রিলিন্যে বৃষভধ্বজঃ ॥ ৩৬ ॥
লয়িত্বা নিজমাস্ত্রায় রূপমুৎকটসুন্দরম্ । আস্ত্রায় বৃষভং
দিবামমুং দৃষ্ট্বা শিবাং শুভাম্ ॥ ৩৭ ॥ মানা-
তিরেকাদপহায় সর্বমৈশ্বর্য্যমেবং তপসি প্রবৃত্তাম্ ।
মুগ্ধাং পুনঃ সাক্ষ্যিতুং গিরীশং প্রচক্রে পরিতরাজ-
পুত্ৰীম্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পার্বতীকৃতাকুণ্ঠাচলেশ্বরস্ততি-
বর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

কৈলাসচলবাসী, নীহারশৈল-জামাতা, শোণাচল-
রূপী, বরুণাদি-সুরার্চনীয়, তরুণাদিত্যবর্চা, অকুণ্ঠা-
চলনাথ, ও ককুণ্ঠামূর্তি, হোমাকে নমস্কার । হে
জহুসুতা ও চন্দ্রলেখা দ্বারা অলকৃতমস্তক ! তুমি
তোমার সৌন্দর্য্য দ্বারা নিখিল মুনিগণের অন্তঃকরণ
মোহিত করিয়াছ ; তোমার জয় হউক । তুমি শৈল-
সুতার সহিত মিলিত হইয়া অনঙ্গবৈভব পোষণ
করিতেছ এবং তুমি মায়ানারায়ণের আভোগে
ক্রীড়াভ্রৈড়নপণ্ডিত ; তোমার জয় হউক । হে
সঙ্ক্যাসমোপেত সম্ভূতানন্দতাণ্ডব ! তুমি দেব, গন্ধর্ব,
সিন্ধ ও বিদ্যাধরগণ কর্তৃক আর্চিত, তোমার জয়
হউক । হে হেরদজনক, বসুধবৎসল, হৈমবতী-
প্রাণ্য, পার্শ্ববহুলভ ! তোমার জয় হউক । সেই
জ্যোতিঃপদার্থে স্তস্তলোচনা দেবীকে এইরূপে স্তব
করিতে দেখিয়া বৃষভধ্বজ দয়াব্যাজে সেই স্থানে
বিলীন হইলেন ; বিলয় প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজ
উৎকট সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া বৃষভে আরোহণ-
পূর্ব্বক মঙ্গলময়ী শিবাকে এইরূপে দর্শন করিলেন
যে, তিনি তখন মানাতিশয় বশত সর্ব ঐশ্বর্য্য
পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তিনি
তখন শঙ্করমুগ্ধা শঙ্করীকে পুনরায় সাক্ষ্যনা দিব্যর
উপক্রম করিলেন । ১৭—৩৮ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ২০

একবিংশোধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ । তদা ব্রহ্মা সরস্বত্যা
মহাবিশ্বাশ্চ পদ্ময়া । শক্রঃ পুলোমস্তুতয়া পরে দিক-
পালকা অপি ॥ ১ ॥ গন্ধর্বাঋষসং সজ্জা বসবোহপি
অুয়া অপি । ত্রয়স্বিংশৎকোটীগণাঃ পরে মুনি-
গণা অপি ॥ ২ ॥ একাদশ মহাক্রুদ্রা আদিত্যা
ছাদশাপি চ । ভৈরবাশ্চ পিশাচাশ্চ বেতালঃ
কটপুতনাঃ ॥ ৩ ॥ যক্ষরক্ষোরগা ভূতা যে চাত্তে
শিবকিঙ্করাঃ । সন্তোষভাজঃ সর্বেহপি বিকটাকার-
বেষ্টিতাঃ ॥ ৪ ॥ পরিবার্য মহেশানং সমাজগ্নুঃ
সহস্রশঃ । তদ্বীরাশংসনং দৃষ্ট্বা যোগিনীদানবৈঃ
কৃতম্ ॥ ৫ ॥ অতীব বিস্ময়ং ভেজুঃ সর্বে কল্লাস্ত-
ভীষণম্ । কৃতসান্নিধ্যমালোক্য দেবমানন্দয়ন্ত্যমা ॥
৬ ॥ চিররাত্রপ্রকৃঢ়াঞ্চ তদ্বিযোগব্যথাং জহৌ ।
রোমাঞ্চিতা স্তম্ভমুখী বেপমানা ঘনস্তনী ॥ ৭ ॥
পাদাঙ্গুলীষু নয়নে বিনিবেশয়তি স্ম সা । বৃষভাদ-
বক্ৰহাথ গৃহীত্বেনাং করে শিবঃ । স্মিতশারীরকণ্ঠ-
শ্রীপ্রণয়েনৈবমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ শিব উবাচ । ব্যাকুলী-
ক্রিয়তে দেবি কিমেবং কারণং বিনা ॥ ৯ ॥ সর্বেরা-

একবিংশ অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—দেবী পার্শ্বতীকে
সাত্ত্বনা দিবার সময় সরস্বতীর সহিত ব্রহ্মা, পদ্মার
সহিত বিশ্ব, পুলোমজার সহিত শক্র, দিকপালগণ,
গন্ধর্বা ও ঋষসংসমূহ, বসুগণ, ত্রয়স্বিংশৎকোট গণ,
মুনিগণ, একাদশ ক্রুদ্র, ছাদশ আদিত্য, ভৈরব,
পিশাচ, বেতাল, কটপুতনা, যক্ষ, রাক্ষস, উরগ,
ভূত, এবং অন্যান্য শিবকিঙ্কর, এই বিকটাকার
সহস্র সহস্র সন্তোষশীল গণ, মহেশকে পরিবৃত্ত
করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিল এবং
যোগিনী-দানবকৃত কল্লাস্তকালবৎ ভীষণতামঘ
বীরোচিত অভিযান দেখিয়া সকলেই বিস্মিত
হইল । এদিকে উমাদেবী তখন মহেশকে
নিকটে পাইয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন । তিনি
তাঁহার বিয়োগ-জনিত বহু রাত্রির ব্যথা একেবারে
পরিহার করিলেন । তিনি তৎকালে রোমাঞ্চিতা,
স্তম্ভমুখী, বেপমানা ও ঘনস্তনী হইলেন এবং
স্বীয় পাদাঙ্গুলি সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।
শিব তখন রুদ্ধত হইতে অবতরণ করিয়া শিবার
কর-কমল ধারণপূর্বক স্মিত ও শারীর কণ্ঠ-শ্রী দ্বারা
প্রণয় জানাইয়া বলিলেন,—হে দেবি ! বিনা কারণে

রাধনীয়ৈতি ময়াপি ঘটতোহঞ্জলিঃ । কিং ন বেৎ-
স্তাবয়োঠৈরক্যং জ্যোৎস্নাচন্দ্রমসোরিব ॥ ১০ ॥
অনাদিসিক্তং দেবেশি তবেদং মোক্ষামীদৃশম্ । কেন-
শিরীষমুদ্রঙ্গি শরীরস্তে গিরীন্দ্রজে ॥ ১১ ॥ তপঃসমাধয়-
শ্চেতি ক কৰ্কশজনোচতাঃ । নারায়ণোহহং লক্ষ্মী-
স্বং ব্রহ্মাশ্মি হং সরস্বতী ॥ ১২ ॥ বাকুণী হং
ফণীন্দ্রোহহং রোহিণী হমহং শশী । স্বাহা হং হব্য-
বাহোহহং সূর্য্যোহহং হং সুবর্চলা ॥ ১৩ ॥ জাহুবী
হং সমুদ্রোহহং মেরুরশ্মি হমুদ্বরা । পুলোমজা
হং শক্রোহহং হং রতিশ্চিত্তভূরহম্ ॥ ১৪ ॥ বুদ্ধিস্বং
রাজরাজোহহং হং শমাহং সমীরণঃ । পাথোহধি-
পোহহং বীচিহং প্রকৃতিহং পুমানহম্ ॥ ১৫ ॥ বিদ্যা
হং বেদিতব্যোহহং বাক্ হমর্থোহপি পার্বতী ।
ঈশরোহহং মদং শাসি হয়েবাজ্ঞাস্বরূপয়া ॥ ১৬ ॥ সৃষ্টি-
স্থিত্যুপসংহাববিধানানুগ্রহেশ্বরে । ন ভেদোহতস্তয়া
কার্য্যঃ পৃথগ্জনবদাবয়োঃ ॥ ১৭ ॥ চিৎপ্রকাশাত্মনো-
দেবৈ স্বেচ্ছানৃতশরীরয়া । ব্যাকুলীকুরুষে শব্দ-

কি জন্ম আমার ব্যাকুল করিতেছে ? সকলেই ত
তোমার আরাধনা করিয়া থাকে ; আমিও এই
অঞ্জলি বন্ধন করিতেছি । জ্যোৎস্না ও চন্দ্রমার স্থায়
তোমার আমার একা কি তুমি জান না ? হে
দেবেশি ! তোমার ঈদৃশী মুক্ততা কি চিরকালই
রহিল ? অগ্নি গিরীন্দ্রজে ! কোথায় তোমার শিরীষ
কুসুমবৎ কোমল শরীর ! আর কোথায় সেই কৰ্কশ-
জনোচিত কঠোর তপস্যা ! হে দেবি ! আমি
নারায়ণ—আর তুমি লক্ষ্মী ; আমি ব্রহ্মা—তুমি সর-
স্বতী ; আমি ফণীন্দ্র—তুমি বাকুণী ; আমি শশী—
তুমি রোহিণী ; আমি হব্যবাহ—তুমি স্বাহা ; আমি
সূর্য্য—তুমি সুবর্চলা ; আমি সমুদ্র—তুমি জাহুবী ;
আমি মেরু—তুমি পৃথিবী ; আমি শক্র—তুমি শচী ;
আমি রতিপতি—তুমি রতি ; আমি রাজরাজ—তুমি
বুদ্ধি ; আমি সমীরণ—তুমি শমা ; আমি জলনিধি—
তুমি তরঙ্গ ; আমি পুরুষ—তুমি প্রকৃতি ; আমি
বেদিতব্য—তুমি বিদ্যা এবং আমি অর্থ—আর তুমি
বাক্য । আত্মস্বরূপ তোমা দ্বারাই আমি ঈশ্বর,
আর তুমি আমার অংশ এবং তুমিই ঈশ্বরের সৃষ্টি-
স্থিতি-সংহার বিধানের অনুগ্রাহিকা । অতএব প্রকৃত
জনের স্থায় তোমার সহিত আমার ভেদ করা কর্তব্য
নহে । ১—১৭ । হে দেবি ! তুমি চিৎ-প্রকাশ স্বরূপ
মস্ত হইতে স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহ করিয়াছ ।

ধ্বৈবেবেগায়সে হি মাম্ ॥ ১৮ ॥ দৃষ্টা প্রতিক্রিয়া
তস্ত ক্রিয়তে যাদুনা ময়া । ইত্যাক্বেশো নিমগ্নস্তাং
পাশ্বেদেশে জবেশয়ৎ ॥ ১৯ ॥ গৌরীং স্বকীয় এবাজ্জ
গৃহমানামিব ত্রিয়া । অঙ্গদম তয়োঠৈকামগাং প্রেমা
চ লীনয়োঃ ॥ ২০ ॥ অর্থদ্বয়মিবাহায় সান্নিকযোপ-
লভ্যতঃ । অর্দ্ধে কপূরধবলমর্দ্ধে সিন্দুরপাটলম্ ॥ ২১ ॥
তদ্বিচিত্রমভূদঙ্গ শিবয়োরেকতা গম্ । অর্দ্ধে
কুন্তলদামার্দ্ধহারমধো তু কুঞ্চিকা ॥ ২২ ॥ অঙ্গ-
দর্দ্ধেদুচ্দস্ত বপূরর্দ্ধেদুকুলিতম্ । একনৃপুবতাটঙ্ক-
পরিহার্যামনোহরম্ ॥ ২৩ ॥ একপদমলসরীচো
গাত্রমেকস্থনং বভৌ । দেবো দদ্বা চ দামার্গ-
বামদেবো জগাদ ভাম্ ॥ ২৪ ॥ অবকাশো কসো
দেব মা ভূরতঃ পরং তব । স্তম্ভাগিনং গুহ্যং ত্রিয়া
যাত্রাসি তপসে যতঃ ॥ ২৫ ॥ তদপীতস্থনীনায়া
নিবসাত্র মমাস্তিকে । হামপীতস্থনী দেবাঃ শোণা-
দ্রৌশক মামপি ॥ ২৬ ॥ জনাঃ সমে সমারাধা

ভূমি আমার আকুল করিতেছে এবং কেনই বা
আমার প্রতি ঈশ্বর প্রকাশ করিতেছে — “দেখিবে
তবে, এখনি ইহাব প্রতিকার করিব” এই বলিয়া
রোমাঞ্চিত-কলেবরে উপবিষ্ট হইয়া দেবীকে পাশ্বে-
দেশে সন্নিবেশিত করিলেন । দেবী গৌরী তখন
লজ্জায় ঘেন স্বীয় শরীর মধো লুকাণিত হইলেন ।
সন্নিকর্ষোপলভ্য বশতঃ যেমন শকের ছুই প্রকার
অর্থ কাটিতি একপ্রকারে পর্যাবসিত হয়, তেমনি
জাহারা পরস্পর প্রেমে বিলীন হইলে জাহাদের
ছুইগামি অঙ্গ তখন এক হইয়া গেল । অর্দ্ধ অঙ্গ
কপূর-ধবল আর অর্দ্ধ অঙ্গ সিন্দুর-পাটলরূপে
শোভমান হইল । মাঝ মরি, শিব-শিবানার একতা
প্রাপ্ত অর্দ্ধ কি বিচিত্র শোভাই ধারণ করিল ।
অর্দ্ধাঙ্গে কুন্তলদাম, হার ও কুঞ্চিকা আর অপবর্দ্ধে
অর্দ্ধেদুশেখরের অর্দ্ধেদুপ্রভাকুলিত বপু । এক-
তরের নৃপু-তাটঙ্ক পরিহার বশতঃ মনোহর বপু
প্রকাশ পাইতে লাগিল । অত্ৰ্যদিকে একপদলাগ-
কারী একস্থন গাত্রে দীপ্যমান হইল । দেবদেব
দেবীকে আশ্রয়রূপ অর্থ প্রদান করিয়া বসিলেন,—
হে দেবি । তোমাকে আর কোষ কারবার অব-
কাশ দেওয়া হইবে না । আমি স্তম্ভাবী গুহ্যকে
পরিভ্যাগ করিয়া তপস্থা করিতে গিয়াছেন ;
অতএব আমি অপীতস্থনী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আমার
নিকট বাস কর । তোমাকে “অপীতস্থনী” দেবী

রম্যতাং ভোগমোক্ষয়োঃ । ইয়ং বদংশজা দেবী
ভূগা মহিস্বদিনী ॥ ২৭ ॥ অত্রৈব সন্নিবস্তান্ত
মজ্জসিদ্ধিপ্রদা নৃণাম্ । খজাতীর্থমিদং পুণ্যং সর্ব-
দেব নিমজ্জনাং ॥ ২৮ ॥ সর্বরোগহরং পুংসামঙ্গ
সংঘাঘনাশনম্ । প্রবালগিরিনাথশ্চ দেবোহয়-
পাপনাশনঃ ॥ ২৯ ॥ ভক্তিপ্রদাবতাং নৃণাং ভূয়াস্তাং
ভূতয়ে ভূশম্ । অয়ঞ্চ গৌতমো দেবি স্বদুঃখ-
ভাজনম্ ॥ ৩০ ॥ তপোহনুরূপং ভজতাং নোকেষা-
চন্দ্রতারকম্ । ইমাশ্চ মাতরঃ সপ্ত সপ্তলোকৈকমাতরঃ
॥ ৩১ ॥ অদ্যপ্রভৃতি কুঞ্চস্ত সান্নিধ্যা জগতা
শ্রিতৈঃ । শাস্তারো ভৈরবাঃ ক্ষেত্রপালকা বটুকা
অপি ॥ ৩২ ॥ অরুণক্ষেত্র এবাত্র নিত্য কুঞ্চস্ত
সান্নিধ্যম্ । অত্রাহমরুণক্ষেত্রে নিবসামারুণাহবয়ঃ ॥
৩৩ ॥ ইয়াপারুণয়া দেব্যা হাহবাঃ করুণাঙ্গয়া ।
ঈশনামারুণাদেবৌ সান্নিধ্যা কুরুতো যতঃ ॥ ৩৪ ॥
তদাঙ্গরুণক্ষেত্রে সুলভাঃ সর্বসিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ ইদং
কৃতং পর্বতরাজপুত্র্যা প্রসাদনং শোণগিরীশ্বরস্ত ।

বালিয়া আর আমাকে “শোণাদ্রৌশ” বলিয়া লোক সকল
আরাধনা করিবে এবং আরাধনা করিয়া তাহারা
ভোগ-মোক্ষে নিরত হইবে । এই ভূগী তোমারই
অংশভূতা মহিস্বদিনী, ইনি এত স্থানে সন্নিহিত
থাকিয়া নরগণকে মজ্জসিদ্ধি প্রদান করেন । এই
স্থানে যে খজাতীর্থ অবস্থিত, এখানে একবার মাত্র
গমন করিলে নর সর্বরোগ হইতে নিষ্কৃতি পাব এবং
তাহার সর্ব পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । অত্রত্য
প্রবালগিরিনাথ দেব এবং ভক্তি-প্রদাবান মানব-
গণের পাপ-নাশক ক্রোধাদায়িকা হউন । হে দেবি !
ভদ্রকে এই গৌতম আছেন, ইনি তোমার অদুঃখ-
ভাজন । ইনি যাবৎ চন্দ্র-তারকা, অনুরূপ তপোভাগী
হইয়া আসিবেছেন । এত দেখ, সপ্তলোকৈক-মাতৃকা
সপ্তমাতৃকা, ইহারা জগতের শ্রীসম্পাদনের নিমিত্ত
অদ্য পর্যন্ত এখানে সান্নিধ্য করিতেছেন । ভৈরব,
ক্ষেত্রপাল ও বটুকগণ এই অরুণক্ষেত্রের শাসন-
কর্তা হইয়া এখানে নিত্য বিরাজিত । আমি অরুণ
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া এই ক্ষেত্রে বাস করি ।
তুমিও দয়া করিয়া অরুণ নামে খ্যাতি লাভ করত
এই স্থানে বাস কর । এই ক্ষেত্রে অরুণদেব ও
অরুণাদেবীর অবস্থান বলিয়া সিদ্ধান্তিলাষী ব্যক্তি-
গণের এখানে সন্নিহিত লাভ ঘটিবে । শোণ-
গিরীশ্বর এইরূপে পর্বতরাজপুত্রীর প্রসন্নতা সম্পা-

শৃণোতি যঃ স দ্বিসতো বিধং স্বর্গাপবর্গৌ সুলভাবু-
পেয়াং ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমহাদে শিবকৃতপার্বতীপ্রশংসাবর্ণননামক-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । স্বামিত্রিতাশিবানন্দ ভগবন্নন্দি-
কেশ্বর । আহ্লাদিতোহস্মি শোণেশমাহাত্ম্যাসুধা
অয়া ॥ ১ ॥ কথং বজ্রাঙ্গদঃ পাণ্ডারাজঃ শোণবাতি-
ক্রমম্ । চক্রে কথং তদ্বৈজ্যেব প্রাপ্তবান্ সম্পদং
পুনঃ ॥ ২ ॥ কথং বিদ্যাধরাদীশৌ কান্তিশালি-
কলাধরৌ । তুষ্ণাসঃশাপনিষিক্তাববিতৌ শোণশঙ্করা ॥
৩ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ । দীর্ঘায়ুস্যাঃসাকলা
লকবাংস্ত্বং মুকুজ । যদিযং শ্বেয়সী ভক্তির্ভবতো
ভূতনাথকে ॥ ৪ ॥ বক্ষ্যে বজ্রাঙ্গদোদন্তং বৃত্তং
বিদ্যাভূতোরপি । যতোহভূন্নহিতো লোকে শোণা-

দন করিলেন । ইহা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে
শতকে পরাভূত করিয়া অতিসুলভবৎ স্বর্গাপবর্গ
লাভ করে । ১৮—৩৬ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে স্বামিন্ । হে নিতাশিবা-
নন্দ ! হে ভগবন নন্দিকেশ্বর ! আমি আপনার
নিকট হইতে শোণেশ-মাহাত্ম্য-সুধা পান করিয়া
আহ্লাদিত হইয়াছি । পাণ্ডারাজ বজ্রাঙ্গদ কি
প্রকারে শোণাচলকে তুচ্ছ করিয়া সম্পদভূষ্ট হন,
এবং শোণাচলকে ভক্তি করিয়া সেই নষ্টসম্পদ প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন ? এবং কি প্রকারেই বা বিদ্যাধররাজ
কান্তিশালী ও কলাধর, তুষ্ণাসার শাপে নিষিক্ত
হইয়া শোণশঙ্কর কর্তৃক তাহা হইতে মুক্তি
লাভ করেন ? নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে মুকু-
জ ! আপনি এই লোকে দীর্ঘায়ুষ্ট লাভ করিয়া-
ছেন । আপনার যদি ভূতনাথে অচলা ভক্তি হইয়া
থাকে, তাহা হইলে আমি আপনাকে বজ্রাঙ্গদের ও
বিদ্যাধরদ্বয়ের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—
ইহাদের দ্বারাই এই লোকে শোণাঙ্গ-বৈভব প্রাপ্ত

দ্রৌপদবৈভবঃ ॥ ৫ ॥ আসীদজ্ঞানদো নাম পুরা
পাণ্ডেয় পার্শ্বিকঃ । আস্তে যন্ত ভূজস্তন্তে বশুধা
সালভজিকা ॥ ৬ ॥ ধার্মিকো স্মায়বিজ্জাতা
গম্ভীরো দক্ষিণঃ ক্ষমঃ । শান্তো বিনয়বাকীমানেক
দারব্রতঃ কৃতী ॥ ৭ ॥ শিবপূজার্তনরতঃ শ্রীমান্শীল-
বতাং বরঃ । পৃথ্বীমাসেতু কেদারাচ্চশাস জিত-
শাস্তবঃ ॥ ৮ ॥ কদাচিন্মৃগয়াবাজাং স চরন সূ-
তুরক্ষমঃ । অকণাচলপর্যন্তঃ কান্তারঃ সমগাহত ॥ ৯ ॥
স তত্র বহনামোদ কক্ষিৎ কক্ষুরিকায়গম । দৃষ্টী
তমধক তুরগাং প্রাবর্তয়ত কৌতুকাৎ ॥ ১০ ॥
স মৃগোহনুদ্রতস্তেন অভিতঃ শোণপক্কতম্ । প্রাদ-
ক্ষিণাৎ পরীয়ায় পপাত চ মনোজবঃ ॥ ১১ ॥ ততঃ
স ভগসারোহপি রাজা জাতশ্রমশ্চরন । পপাত
বাহাদিচ্ছায়ঃ ক্ষীণপুণা ইব দ্বাতঃ ॥ ১২ ॥ অজ্ঞাত-
কারণেনৈবং মাতঙ্গেনৈব পীড়িতঃ । নান্দ্রাসীৎ
ক্ষণমাশ্রয়ঃ রাজা গ্রহগৃহীতবৎ ॥ ১৩ ॥ অচিন্ত্যচ্চ
কোথ্যঃ মে নিহেতুঃ সর্ববিপ্রবঃ । ক গতঃ স হকস্মায়ো
উপবাহস্বরক্ষমঃ ॥ ১৪ ॥ ইতি চিন্তাকূলে তস্মিন্ স্তজ-

হয় । পূর্বে পাণ্ডাদেশে বজ্রাঙ্গদ নামে এক নৃপতি
ছিলেন । ইহার ভূজস্তন্তে বশুধা একটি ঐশা-
পুতলিকাবৎ অবস্থিত ছিল । ঐ নৃপতি ধার্মিক,
স্মায়বিজ্জাতা, গম্ভীর, দাক্ষিণ্যযুক্ত, ক্ষমাবান, শান্ত,
বিনয়ী, ধীমান, একপত্নীক, কৃতী, শিবপূজারত,
শ্রীমান, এবং শীলবানদিগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন । এই
বিজিতশত্রু নৃপ সেতু অবধি কেদার পর্যন্ত পৃথিবী
শাসন করিতেন । একদা তিনি মৃগয়া-ব্যাজে
অসারোহণে অকণাচল পর্যন্ত কান্তার-পথে বিচরণ
করেন । তথায় বিচরণ করিতে করিতে একটি
বহনামোদমথ কক্ষুরিকা মৃগ দেখিতে পান ।
পরে তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহার অনু-
সরণ করেন । তখন ঐ মানোজব মৃগ নৃপতি
কর্তৃক অনুদ্রত হইয়া প্রদক্ষিণক্রমে শোণাচলের
চতুর্দিকে ঘাবত হয় । অবশেষে পড়িয়া
যায় । ঐ রাজাও বিচরণ করিতে করিতে শ্রান্ত
ও ভগসার হইয়া, স্বর্ণ হইতে ক্ষীণপুণা ব্যক্তির
স্মায় বাহন হইতে পতিত হন । তিনি বিনা কার-
ণেই মাতঙ্গ-পীড়িতের স্মায় হইয়া গ্রহগৃহীত ব্যক্তির
মত ক্ষণকালের জন্য আত্মবিশ্মৃত হন এবং চিন্তা
করেন যে, বিনা কারণে আমার এরূপ সর্ববিপ্রব
কি প্রকারে ঘটিল । অকস্মাৎ আমার বাহন তুরক্ষম
কোথায় গেল । ১—১৪ । তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া

জ্ঞানেহপাপটীয়াসী । তদিত্তটজটালেব সহসা
দৌরদৃশত ॥ ১৫ ॥ নিরীক্ষমাণ এবাশ্মিন্ হিহ্না
তিথ্যক্লেবরম্ । তুর্ণং তুরঙ্গসারঙ্গৌ খেচরদ্বমুপা-
গতো ॥ ১৬ ॥ কিরীটিনৌ কুণ্ডলিনৌ হারকেয়ুর-
ধারিণৌ । ক্ষৌমান্তরীযোত্তরীমৌ অশ্বিণৌ চ
বিরেজতুঃ ॥ ১৭ ॥ অবোচতাঃ চ নৃপতিমাশ্চর্য্যাকৃষ্টমান-
সম্ । হরস্তাবিব দন্তাঃ শুভ্রাঃ লৈলুপ্তাঃ ক্রিজঃ তমঃ ॥
১৮ ॥ রাজমলঃ বিনাদেন শোণাভীশপ্রভাবতঃ ।
এতাঃ জানীহি সঞ্জাতাঃ নবাঃ নৌ চেদৃশী দশাম্ ॥
১৯ ॥ ভদোবাচ তথোঃ কিঞ্চিদাশ্রম ইব পার্গিব ।
কৃতাজলিরভাসিষ্টে তাবুভৌ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ২০ ॥ কো
যুবাঃ নির্মিতো যাত্যামতিবক্ষো মমেদৃশঃ । ভদ্রৌ
ভবতমাত্তানাঃ ত্রাণং হি মহতাঃ গুণঃ ॥ ২১ ॥ ইতি
তেন কৃতে প্রপ্নে তমুবাচ কলাধরঃ । রাজানঃ
জনিতাশ্চর্য্যং নিদ্রিষ্টঃ কান্তিশালিনা ॥ ২২ ॥ অবৈহি
রাজম্বাঃ হি পুরা বিদ্যাধরেশ্বরৌ । পরস্পরাতি-
সৌহার্দৌ বসন্তমদনাবিব ॥ ২৩ ॥ একদা তু
সুবর্ণাদ্রেঃ পার্শ্বে তুর্কাসসো মুনেঃ । তপোবনমগচ্ছাব

তাহা জানিতে না পারিয়া সহসা তড়িত-তট-জটাল
বৎ অন্তরীক্ষ দেশ অবলোকন করিলেন এবং দেখি-
লেন,—ঐ স্থানে তুরঙ্গ ও সারঙ্গ তিথ্যক্-কলেবর
পরিভাগ করিয়া অতি সত্ত্বর খেচরদ্ব প্রাপ্ত হইল ।
আরও দেখিলেন যে, উজ্জ্বলা কিরীটী, কুণ্ডলী, হার-
কেয়ুর-ধারী, ক্ষৌম-বসনযুগল-পরিধারী, ও মালা-
ধারী হইয়া শোভা পাইতে লাগিল । তাহারা দন্তাঃশু-
ভ্রাঃ দ্বারা ঐ আশ্চর্য্যাকৃষ্ট-মানস নৃপতির আভিজ-
তমঃ হরণ করিতে করিতে ভাহাকে বলিতে লাগিল,
—হে রাজনু! বিব্রল হইবেন না, শোণাভিনাবের
প্রভাবে আমরা উভয়ে ঐদৃশী অভিনব দশা প্রাপ্ত
হইলাম জানিবেন । তখন পার্গিব একটু আশ্বস্তের
জ্ঞায় হইয়া তাহাদিগকে কৃতাজলিপুটে বিনীতভাবে
বলিলেন,—তোমরা অধুনা কি হইলে? তোমা-
দের সহিত আমার অতিমঙ্গল ছিল বৌদৃশ? হে
ভদ্রদ্বয়! তোমরা ইহা প্রকাশ করিয়া বল । দেখ,
আর্ত্তজনক ইহা মহতের গুণ । তিনি এইরূপ প্রশ্ন
করিলে কলাধর ভাহাকে আশ্চর্য্যান্বিত দেখিয়া
বলিলেন,—হে রাজনু! আপনি জানুন যে, আমরা
দুই জন পূর্বে বিদ্যাধর ছিলাম । আমাদের দুই
জনের পরস্পর বসন্ত ও মদনের স্তব্ধ সৌহার্দ
ছিল । একদা আমরা সুবর্ণাদির পার্শ্বদেশে মুনি
তুর্কাসার মনেরও তুর্কিগণ্য, তপোবন প্রাপ্ত হই ।

মনসোহপি দুর্কাসদম্ ॥ ২৪ ॥ ক্রোশেদ্ধাঃ তপসস্তপ্তা
শিবারাধনসাধনীম্ । পুষ্পোজ্জ্বলামপশ্চাব পুণ্যমারাম-
বাটিকাম্ ॥ ২৫ ॥ বিনীতাবপাসঞ্জাতৌ তথোচিত-
সুবীর্ণৌ । প্রাবিশাব তদুদ্যানং প্রস্থনাবচয়োৎ-
সুকৌ ॥ ২৬ ॥ স্থলস্ত তস্ত সৌহার্দাৎ কান্তিশাল্যতি-
গর্ভিতঃ । সঞ্চচার মুহুঃ পাদন্ত্যসৈরাঘট্টয়নহীম্ ॥
২৭ ॥ অহং তু তত্র পুষ্পাণাং গন্ধাতিশয়মোহিতঃ ।
বিকস্বরেব পুষ্পেষু স্তম্ভস্তো দুর্কাসাঃ ॥ ২৮ ॥ ততঃ
শাণ্ডিলামূলস্থো ব্যাঘ্রচর্য্যাসনে স্থিতঃ । তুর্কাসা-
স্তপসাঃশরশিঞ্জলিব ভতাশনঃ ॥ ২৯ ॥ অমবোৎক-
কণ্ঠীরজ্জস্পন্দমানাধরচ্ছদঃ । করালকুটীবন্ধসারা-
লিতবিশালভুঃ ॥ ৩০ ॥ সরোবোহভূতেজসাঢ্যো ঘর্ম্ম-
দন্তুরবিগ্রহঃ । দহন্বিব দৃশ্য পশুন্নভৎসবত নৌ মুনিঃ ॥
৩১ ॥ আঃ পাপৌ প্রচ্যুতাচারৌ কো যুভামতি-
গর্ভিতৌ । জলতঃ কোপবহুর্মে শলভদ্বমুপাগতো ॥
৩২ ॥ তপোবনমিদং মৎকং পাবনং ভূতভাবনম্ ।
পাদৈর্ন স্পৃশতঃ কাপি সূর্য্যচন্দ্রমসাবপি ॥ ৩৩ ॥
পুরবৈরিসপর্ধ্যায়া পর্য্যায়কমিদং বনম্ । ন
স্পন্দতেহত্র বাতোহপি ন লিপ্যন্তেহত্র যটপদাঃ ॥ ৩৪ ॥

তদীয় তপঃ ফলসদৃশী ক্রোশমাত্র-ব্যাপিনী
আমরা এক শিবারাধনা-সাধনী পুষ্পোজ্জ্বলা
পুষ্পারামবাটিকা দেখিতে পাই । তত্ববিৎ সুবীর্ণ-
স্বরূপ আমরা দুই জন বিনীত ভাবে প্রস্থনচয়নে
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ঐ উদ্যানে প্রবেশ করি ।
ঐ স্থান হৃদয়গ্রাহী বলিয়া কান্তিশালী, গর্ভবশে
পাদন্ত্যসে মুহুঃ হু মহী অবঘটিত করিয়া ঐ স্থানে
বিচরণ করিতে লাগিল; আর আমি পুষ্পগন্ধে
মোহিত হইয়া বিকসিত পুষ্পে হস্তান্তর করিলাম । ঐ
সময় শাণ্ডিলামূলে ব্যাঘ্রচর্য্যাসনে স্থিত প্রজলিত
ভতাশনের ন্যায় তপোরাশি তুর্কাসা অমবোৎকর্ষে
অবর কম্পিত করিয়া করাল কুটীবন্ধ বশত বিশাল-
ক বক্র করিয়া রোষ প্রকাশ করিলেন এবং সেই
তেজোনিধি, ঘর্ম্মদন্তুর-বিগ্রহ মুনি আমাদের দৃষ্টি
দ্বারা দৃষ্ট করিয়াই যেন এই বলিয়া ভৎসনা করিতে
লাগিলেন,—আঃ! কে রে পাপ বেটা! আচার-
ভ্রষ্ট, তোমাদিগকে তো অত্যন্ত গর্ভিত দেখিতেছি ।
এই তোরা প্রজলিত কোপবহুস্বরূপ আমার নিকট
সম্মততা প্রাপ্ত হইলি! ১৫—৩২ । আমার এই ভূত-
ভাবন পাবন, তপোবনকে চন্দ্রসূর্য্যও কখন পাদদ্বারা
স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না! ত্রিপুরারির সপর্ধ্যার পর্য্যায়-
ক এই বন! বায়ু ও এখানে স্পন্দিত হয় না; এমন

তদেতৎ পাদসঞ্চারৈর্দৃশ্যম্বেষ পাতকী । হয়ো ভবতু
ভুলোকে পরবাহবপীড়িতঃ ॥ ৩৫ ॥ অপরোহপায-
মত্যাগ্রে পতন্তলকন্দরে । প্রস্থনগন্ধলোভাদযো
গন্ধসারঙ্গতাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥ ইতি তেনোগ্র-
রোষণে শাপবজ্রে নিপাতিতে । তৎক্ষণাদ-
বিগলদার্বাবাবাং তং শরণং গতৌ ॥ ৩৭ ॥ অভি-
ধায় চ তং দেবমাহিতাজ্জিহ্মপরিগ্রহৈঃ । অমোঘ
এষ স্বচ্ছাপস্তদন্তান্তো নিবেদ্যতাম্ ॥ ৩৮ ॥ অথাতি-
দীনমনসাবাবামালোক্য পার্থিব । সান্নগ্রহোহভূয়ানি-
রাট্ কাকুণ্যাদতিশীতলঃ ॥ ৩৯ ॥ অভাবত চ মৈব
ভো ভবতোঃ কাপি দুর্দ্ধিয়োঃ । শাপস্তা ভবিতা
শান্তিরকুণাদ্যেঃ প্রদক্ষিণাং ॥ ৪০ ॥ পুরা খলু
পুরারতিরধ্যতিষ্ঠচ্ছূভাং সভাম্ । পৰ্যুপাস্তত
দিকপালৈরিল্লোপেল্লযমাদিভিঃ ॥ ৪১ ॥ তদা চ
দেবদেবায় নন্দনারণ্যদেবতা । উপাযনীকৃতবতী
ফলং কিমপি পাটলম্ ॥ ৪২ ॥ বালাং কুতুহলাক্রান্তৌ
গজাননযজ্ঞাননৌ । পিতরং তদযাচেতাং লোভনীয়-
তরং ফলম্ ॥ ৪৩ ॥ অথ তাবদদেবস্তনয়ো

কি ঘটপদ পূর্ব্যন্তও কখন এখানে গুনগুন রব
করিতে সমর্থ হয় না! আর তুই পাতকী বেটা কিনা
পাদসঞ্চারে ইহা দূষিত করিলি! তুই ভুলোকে গিয়া
পর বাহুবপীড়িত অশ্ব হ', আর এই বেটা প্রস্থন-
গন্ধে লোভ করিয়াছিল বলিয়া অত্যাগ্রে পশ্চত
কন্দরে পতিত হইয়া গন্ধ-সারঙ্গতা প্রাপ্ত হউক।
এই প্রকারে সেই দুর্দ্ধাসা কর্তৃক শাপবজ্র নিপাতিত
হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদের গর্ভ বিগলিত হইল
এবং আমরা তাঁহাকে শরণরূপে প্রাপ্ত হইলাম।
আমরা তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিলাম,—হে দেব!
আপনার শাপ অমোঘ, ইহার কি প্রকারে অবসান
হইবে, আপনি তাহা বলুন। হে পার্থিব! অতঃ-
পর সেই মুনিরাজ আমাদিগকে অতি দীনমনা
দেখিয়া আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করত কাকুণ্য-
বশত শীতল হইলেন; বলিলেন,—তোমরা
দুর্দ্ধিক, তোমাদের প্রতি যে শাপ প্রযুক্ত হই-
য়াছে, তাহা অমোঘ হইবার নহে। তবে
অকুণাদি প্রদক্ষিণ করিলে তোমাদের শাপান্ত
হইবে। পূর্বে পুরাতি এক শুভময়ী সভা
অধিষ্ঠান করেন; ঐ স্থানে তিনি ইল্লোপেল্ল-
যমাদি-দিকপালগণ কর্তৃক পূজিত হন। তখন
নন্দনবনদেবতা একটা পাটলবর্ণ ফল দেবদেবকে
উপঢৌকন প্রদান করেন। বালচাপল্য বশতঃ

ফলভর্পিতৌ । গোপাধিঃ ফলং পানিসম্পূটেন
কুমারকৌ ॥ ৪৪ ॥ ইমাং সমস্তাং পৃথিবীং লোকালোকেন
বেষ্টিতাম্ । যো বাঃ প্রদক্ষিণীকর্তুমীষ্টে তস্মৈ
দদামাহম্ ॥ ৪৫ ॥ ইত্যাক্রে পার্শ্বতীশেন স্ময়মান-
মুখেন্দ্রুমা । স্বন্দঃ প্রদক্ষিণীকর্তুং মেদিনীমুপচক্রমে ॥
৪৬ ॥ লক্ষ্যদরঙ্গ দেবতা শোণশৈলাকন্ডে পিতুঃ ।
প্রদক্ষিণাং ততঃ কুহা পুরস্তাদেব তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৭ ॥
তদ্বৃষ্টা তস্মা চাতুর্য্যঃ হেরদায় ত্রিষদকঃ । ফলং
বিতৌর্ণবানস্মৈ প্রণয়াত্মমস্তকঃ ॥ ৪৮ ॥ অদ্যপ্রভৃতি
সমেষা ফলানামধিনায়কঃ । ভবেতাং বরং
দদ্বা হেকদন্তায় শঙ্করঃ ॥ ৪৯ ॥ বভাসে চ সভাস্তারান্
সম্বানপি সুরাসুরান্ । প্রসরদশনজ্যোৎস্নাকর্করূ-
কৃতমাদিরঃ ॥ ৫০ ॥ ভাববোধঃ মমাকারঃ শোণাদ্রি-
বোহস্তা ভক্তিতঃ । প্রদক্ষিণাং বিতন্ততে স মে
সাক্ষিপাত্যন্তবেৎ ॥ ৫১ ॥ গিরেঃ প্রদক্ষিণেনাস্ত
যস্য বক্তঃ পদে কুজম্ । স সম্রাট্ সকলোৎকৃষ্টং
লভতে শাস্তং পদম্ ॥ ৫২ ॥ ইতি শাসনতঃ শস্তোঃ
শোণশৈলপ্রদক্ষিণম্ । বিধায় সর্গগীর্বাণা লেভিরে
স্বং সমীপম্ ॥ ৫৩ ॥ সুরামপি মদোদ্ধৃতমালিষ্ঠৌ

গজানন ও যজ্ঞানন ঐ ফল তাঁহার নিকট
প্রার্থনা করেন। দেবদেব তখন ঐ ফল পাণি-
পুটকে গোপন করিয়া তাঁহাদিগকে বলেন,—
দেখ, তোমাদের মধ্যে যে এই লোকালোক-
পরিবেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে সমর্থ
হইবে, তাহাকেই এই ফল দেওয়া হইবে। ৩৩—৪৫।
পিতা এই কথা বলিলে, পুত্র সান্নিধাননে পৃথিবীকে
প্রদক্ষিণ করিতে উপক্রম করিলেন। এ দিকে
হেরদ শোণশৈলারূতি স্ত্রী পিতৃদেবের প্রদক্ষিণ
করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।
ত্রিলোচন হেরদের চতুরতা দেখিয়া তাঁহাকে ফলটী
দিয়া স্নেহ সহকারে তাঁহার মস্তক আশ্রয় করিলেন
এবং “অদ্য হইতে তুমি সর্গফলের অধিনায়ক
হইলে” এই বলিয়া হেরদকে বর প্রদান করিলেন।
পরে তিনি দশনাকরণে সভা-ভবন কর্করীকৃত
করিয়া সমস্ত সুরাসুরগণকে বলিলেন,—এই
শোণাদ্রি আমার স্বাবর আকার। যে ব্যক্তি
ভক্তিসহকারে এই গিরিকে প্রদক্ষিণ করবে, সেই
ব্যক্তি আমার সাক্ষ্য লাভ করিবে। এই গিরিকে
প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যাহার পাদযুগল পীড়িত
হইবে, সে সর্বোৎকৃষ্ট সম্রাট হইয়া অস্তে শাস্ত-
পদ লাভ করিবে। শব্দ এই প্রকার শাসন-বাক্য

শিকিতো ময়া । প্রদক্ষিণেন শোণাদ্রেঃ শাপান্তে
বাং ভবিষ্যতি ॥ ৫৪ ॥ তিরশ্চোরপি বাং সিধে-
দক্ৰণাদ্রেঃ প্রদক্ষিণা । বজ্রাঙ্গদন্ত পাণ্ডাস্ত নৃপতে-
রনুবদ্ধতঃ ॥ ৫৫ ॥ ইত্যমৰ্ষণমহর্ষিমতাকৈঃ শাপহলাহল-
শোষিতগাত্রো । পার্শ্বতৌ বহুলপাতকভারাৎ
ক্ষিপ্ৰমমৃগজাতিবু জাতৌ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অরুণাচলপ্রদক্ষিণামাশ্রিত্যো বজ্রাঙ্গদ-
নৃত্যান্তবর্ণনঃ নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

কলাধর উবাচ । কান্দোজেষু হয়ো ভূত্বা
কান্তিশালী সূহৃদম । অযাসীদোপবাহুহং ভবতো
রাজপুঙ্গব ॥ ১ ॥ অহং চ গন্ধমুগতাং গতঃ স্বাঙ্গ-
প্রস্থতিনা । সূগন্ধিনা মদেনাস্ত সঞ্চারং চাচরং
গিরেঃ ॥ ২ ॥ ধর্ম্মাস্তমৃগয়াব্যাজাদাগতেন ত্রয়াধুনা ।
আবাং শোণাদ্রিনাথস্ত প্রাপিতৌ হি প্রদক্ষিণাম্ ॥
৩ ॥ বাহারোহণদোসেণ তবাসীদীদৃশী দশা ।

তুমিয়া দেবগণ শোণশৈলকে প্রদক্ষিণ করিয়া আপন
আপন অভিলষিত বর লাভ করিয়াছিলেন ।
তোমরাও আমাকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া শোণাদ্রি
প্রদক্ষিণ কর ; তোমাদেরও শাপান্ত হইবে । তোমরা
তির্য্যক্ জাতি হইলেও, বজ্রাঙ্গদ পাণ্ডা নৃপতির
অনুবদ্ধবশতঃ তোমাদেরও অরুণাদ্রি প্রদক্ষিণ করা
চলিবে । এই প্রকারে অমৰ্ষণ মহর্ষি-মহাক্ষির শাপ-
রূপ হলাহলে শোষিত-গাত্র সেই বিদ্যাধবদ্বয় বহুল
পাতক-ভারে অবিলম্বে অগ্ন ও মৃগরূপে যু প্রাপ্ত
হইল । ৪৫—৫৬ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

কলাধর বলিল,—হে রাজপুঙ্গব ! আমার সূহৃৎ
কান্তিশালী কান্দোজ দেশে হযরূপে জন্মিয়া আপনার
বাহন হয় । আর আমি গন্ধমুগতা প্রাপ্ত হইয়া
স্বীয় অঙ্গের গন্ধে প্রমত্ত ভাবে এই গিরিতে
খিচরণ করি । হে ধর্ম্মাস্তম ! অধুনা আপনি মৃগয়া-
ব্যাজে এখানে আসিয়া প্রকারান্তরে আমাদের
উভয়কেই শোণাদ্রিনাথ প্রদক্ষিণ করাইলেন । বাহনা-
রোহণদোসে, আপনি দীদৃশী দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

পাদপ্রচারপুণ্যেন প্রাপ্তং নৌ প্রাক্তনং পদম্ ॥ ৪ ॥
রাজেন্দ্র তব সঙ্কাদম্মতির্ধ্যাক্ষবন্ধনাৎ । মুক্তা-
বাবাং স্বকং ধাম প্রাপ্তৌ স্বস্ত্যস্ত তে সদা ॥ ৫ ॥
ইত্যাদৌর্য্য নিজং ধাম যিয়াসন্তঃ কলাধরম্ ।
কান্তিশালিনঞ্চ রাজা জগাদ রচিতাজ্জলিঃ ॥ ৬ ॥
এবং যুবাং শোণশৈলশঙ্করস্ত প্রভাবতঃ । শাপার্ণবং
সমুত্তীর্ণৌ কথং মে পুনরুচ্ছয়ঃ ॥ ৭ ॥ ভ্রাম্যন্তীব মম
স্বান্তমাধায় তদবেক্ষণম্ । নির্ধান্তীব মম প্রাণান্তত্
দৈবঃ বলোত্তরম্ ॥ ৮ ॥ কলাধরকান্তিশালিনাবুচুঃ ।
অবধারয় নিস্তারং কথয়াব তবাম্পদম্ । সমাহিতেন
মনসা নির্ধূতনিখিলাধিনা ॥ ৯ ॥ জগৎসর্গস্থিতি-
ধ্বংসবিধানানুগ্রহেশ্বরে । অরুণাদ্রীশ্বরে চিত্তং
নিধেহি করুণানিধৌ ॥ ১০ ॥ প্রত্যক্ষিতং ত্রয়েদানীমস্ত
দেবস্ত বৈভবম্ । তিরশ্চোরাবয়োরতদীদৃশত্বং
বিততঃ ॥ ১১ ॥ কুরু প্রদক্ষিণাং পাদ-চারী মৃগ-
মদাদৃতেঃ । কল্লাটৈঃ পূজয়েশানং দেবং মৃগ-
মদপ্রিয়ম্ ॥ ১২ ॥ যাবতী তব সম্পত্তিস্তাবতীমখিলাং
বিভৌ । প্রাকারগোপুরাগারনবীকারায় কল্পয় ॥

আর আমরা উভয়ে পাদ-প্রচার-পুণ্যে আপন
আপন প্রাক্তন পদ প্রাপ্ত হইলাম । হে রাজেন্দ্র !
আপনার সম্পর্কে এই তির্য্যক্-বন্ধন হইতে আমরা
মুক্তিলাভ করিয়া স্বীয় ধাম প্রাপ্ত হইলাম । আপ-
নার নিরন্তর মঙ্গল হউক । এই কথা বলিয়া কলা-
ধর ও কান্তিশালী স্বীয় ধামে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা
প্রকাশ করিলে রাজা কৃতাজলি হইয়া তাহাদিগকে
বলিলেন,—তোমারা এই শোণশৈলরূপ শঙ্করের
প্রভাবে কি প্রকারে শাপার্ণব হইতে সমুত্তীর্ণ হইলে ?
কি প্রকারে আমার উন্নতি হইবে ? আমার মন
যেন তাহার দর্শনাপেক্ষায় ভ্রমণ করিতেছে । আমার
প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতেছে । কিন্তু সে বিষয়ে
দৈবই বলবান্ । কলাধর ও কান্তিশালী কহিল—
আপনি আপনার উদ্ধারের বিষয় অবধারণ করুন,
আমরা আপনাকে আমাদের কথা বলিব । আপনি
সমাহিত মনে নির্ধূত-নিখিলাধি হইয়া জগতের সৃষ্টি-
স্থিতি-লয়কর্ত্তা, অনুগ্রহেশ্বর, অরুণাদ্রীশ্বররূপ করুণা-
নিধিতে চিত্ত অর্পণ করুন । আপনি ইদানীং ঐ
ভবের বৈভব অবগত হইলেন । দেখুন, তির্য্যক্জাতি
হইয়া ও আমরা এইরূপ হইয়াছি । ১—১১ । আপনি
পাদচারে ঐ অচলের প্রদক্ষিণ করুন । মৃগমদাদৃত
কল্লাট দ্বারা মৃগমদপ্রিয় দেব ক্রীড়ার পূজা করুন ।
আপনার যত সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি সমস্ত দ্বারা

১৩। অচিরাদেব সিদ্ধিস্তে ভবিষ্যতি গরীয়সী ।
মহুমাঙ্কাতনাভাগভগীরথবদাধিকা ॥ ১৪ ॥ নন্দিকে-
শ্বর উবাচ । ইথং নিশমা চ তয়োর্নিজমেব ধাম
বিদ্যাভূতোঃ সপদি সংস্কৃতয়োর্নরেন্দ্রঃ । নিঃসংশয়েন
মনসা নিরতস্তদানীং ভক্তিং ববন্ধ ভগবতাকৃণাদি-
নাথে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতকান্তিশালিত্ত্ববর্ণনঃ
নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । ভগবন্ ভবমাহাত্ম্য-রত্নাকর-
সুধাকরম্ । নন্দীশ চিত্রং চারিত্রং স্কৃতং বিদ্যা-
ভূতৌর্ধ্বয়োঃ ॥ ১ ॥ কদা বজ্রাস্তদঃ সিক্তঃ কথং
দেবমপূজয়ৎ । কথং চারগ্রহীৎ প্রসন্নঃ দেবস্তুমকণে-
শ্বরঃ ॥ ২ ॥ নন্দিকেশ্বর উবাচ । নিবর্তনেচ্ছাঃ
হিহাথ নৃপো নিজপুরং প্রতি । তন্ত্বেব পাদ-
পর্যন্তেষু বাসমরোচয়ৎ ॥ ৩ ॥ অথাস্ত মহতী

আপনি এই দেবের প্রাকার, দ্বার, গোপুর ও
আগার সকল নূতন করিয়া দিন । অচিরে আপ-
নার মনু, মাঙ্কাতা, নাভাগ ও ভগীরথ-লক সিদ্ধি
অপেক্ষা গরীয়সী সিদ্ধি লাভ হইবে । নন্দিকেশ্বর
বলিলেন,—নরেন্দ্র এইরূপে ঐ বিদ্যাধরযুগলের
স্বধামপ্রাপ্তি বিষয় শ্রবণ করিয়া তখন নিঃসংশয়-
মানসে দেব অকর্ণাচলনাথে ভক্তিনিরত হই-
লেন । ১২—১৫ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভগবন্ নন্দীশ !
আমি ভবমাহাত্ম্য-রত্নাকরে সুধাকরস্বরূপ বিদ্যাধর-
যুগলের বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিলাম । সম্প্রতি
আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি যে, বজ্রাস্তদ
রাজা কখন সিদ্ধি লাভ করেন ? কখন কি প্রকারে
তিনি দেবদেবের অর্চনা করেন, এবং কি প্রকারেই
বা দেবদেব অকর্ণেশ্বর তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ
করেন ? নন্দীকেশ্বর বলিলেন,—নৃপ নিজ পুরে
প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া শোণাচলের
পাদপর্যন্তদেশে বাস করিতে মনস্থ করিলেন ।

সেনা বাহমাগ্নীসুসারিণী । প্রাপ্তা শতাক্ষমাতঙ্গ-
তুরঙ্গভটস্কুলা ॥ ৪ ॥ সমদ্রশ্রুত ভূপালস্তাদৃশো ধৈর্য-
সাগরঃ । পুরোবোমস্তিসামন্তসেনাপতিসুহৃদমৈঃ ॥
৫ ॥ ততস্তামাগতাঃ সেনামবনীপতিরাদৃতঃ ।
অকর্ণাদ্রেষ্ঠ সীমায়া বহিরেব স্তবেশয়ৎ ॥ ৬ ॥
স্বকীয়মখিলং কোশং দেশানপি মহাকলান্ । শোণাদ্রি-
নাথপূজায়ৈ কল্পয়ামাস ভক্তিমান্ ॥ ৭ ॥ গোত-
মস্তাশ্রমাভ্যাসে স্বয়ং কৃততপোবনঃ । পুরোধোক্তঃ
সসচিবঃ শিবার্চনরতোহভবৎ ॥ ৮ ॥ রত্নাস্তদাথাঃ
তনয়ঃ স্থাপয়িত্বা নিজে পদে । তৎপ্রমিতৈরপর্য্যাপ্তৈঃ
শোণেশং পর্য্যাকর্ষয়ৎ ॥ ৯ ॥ পরিতঃ শোণশৈলস্তা
পরিপূর্ণজলাশয়ান্ । অগ্রহারান্ বহুকলান্ ব্রহ্মণেভো-
হতিস্পষ্টবান্ ॥ ১০ ॥ তেজসাকর্ণনাথস্তা জলনস্ত-
কপিণঃ । ধনপ্রাগেহপি দেশেহস্মিন দীর্ঘিকাঃ শতশো
বাবাৎ ॥ ১১ ॥ সৌন্দর্যশালিনীরাষ্ট্রপরিবার-
বরাস্তনাঃ । সেবায়া শোণনাথস্তা দত্তবান দীর্ঘদর্শনঃ ॥
১২ ॥ অখাগতেনাগস্তান লোপামুদ্রাসথেন সঃ ।
অভানন্দ্যত শোণাদ্রিনাথপূজাপরায়ণঃ ॥ ১৩ ॥

অনন্তর তাঁহার মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও ভট-স্কুলা, বাহ-
মাগ্নীসুসারিণী শতাক্ষবিশিষ্টা মহতী সেনা তথায়
আসিয়া উপস্থিত হইল । পুরোধা, মন্ত্রী, সামন্ত ও
সেনাপতিগণ আসিয়া তাঁহাকে ধৈর্যসাগর-স্বরূপ দর্শন
করিলেন । তখন নরপতি সমাগত সেনাদিগের
সমাদর করিয়া অকর্ণাদ্রির সীমার বাহিরে তাহা-
দিগকে সন্নিবেশিত করিলেন এবং তাঁহার সমস্ত
ধনভাণ্ডার ও সমস্ত দেশসকল শোণাদ্রিনাথের
পূজার নিমিত্ত ভক্তি সহকারে কল্পনা করিলেন ।
তিনি পুরোহিত কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া মুনিপুঙ্কব
গোতমের আশ্রমসমীপে সচিবের সহিত শিবার্চনায়া
নিরত হইলেন । তিনি রত্নাস্তদনামক পুত্রকে
নিজ পদে স্থাপন করিয়া তৎপ্রমিত অপর্য্যাপ্ত
পূজোপকরণ দ্বারা শোণেশের অর্চনা করিতে
লাগিলেন । তিনি শোণশৈলের চতুর্দিকে অগ্রহার, ৫
বহুকলকল জলাশয় সকল খনন করাইয়া ব্রাহ্মণ-
দিগের নামে উৎসর্গ করিলেন । তিনি জলনস্তকপি
অকর্ণনাথের তেজে মরুপ্রায় ঐ দেশে শত শত
দীর্ঘিকা খানিত করিলেন । এমন কি ঐ দীর্ঘদর্শী
রাজা সৌন্দর্যশালিনী রাষ্ট্রপরিবার বরাস্তনা-
গণকেও শোণনাথের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া
দিলেন । ১—১২ । এই সময় লোপামুদ্রার স্বামী, ভগবান
অগস্ত্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া শোণাদ্রির

প্রদক্ষিণাচ্ছিন্নমগিরেরসমুদ্রায় ফলং লভেৎ ॥৫১॥
ন ক্ষেত্রমরুণাদপি নাস্তি দেবোৎকণ্ঠেশ্বরায় । নাপি
প্রদক্ষিণাদন্তদ্বিধ্যতেহভ্যধিকং তপঃ ॥৫২॥ ইতি কথ-
য়তি নন্দিকেশ্বরেহ্মিন পুনরুক্তমস্বপ্নমুকুপুত্ৰঃ ।

মুহুরদিগতহর্ববাপ্পরুষ্টির্ভূত নিমগ্ন ইবাতবৎ
সুধাকৌ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণ একাংশিতিসাহস্রা সঙ্কি-
তায়ঃ প্রথমে মাহেশ্বরথণ্ডেহরুণাচলমাহাত্ম্য
উত্তরার্ধে বজ্রাঙ্গদসঙ্গতিবর্ণনং নাম
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

বাতীপাতাদি পর্যদবসে শোণগিরি প্রদক্ষিণ
করিলে অসীম ফল লাভ হয় । অরুণক্ষেত্র হইতে
উত্তম ক্ষেত্র নাই ; অরুণেশ্বর হইতে উত্তম দেবতা
নাই ; এবং প্রদক্ষিণ কবা অপেক্ষা উত্তম তপস্যা
আর নাই । নন্দিকেশ্বর এই কথা বলিলে মুকু-

মন্দন পুনরুক্তগাত্র হইয়া হর্বজনিত বাষ্পবর্ষণ
কারণে করিতে ভক্তিরস-সুধাধিতে নিমগ্ন
হইলেন । ৩১—৩৫ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ ।

সমাপ্তমিদমরুণাচলমাহাত্ম্যম্ । ৪ ।

সমাপ্তকেন্দং মাহেশ্বরথণ্ডম্ । ১ ।